রামায়ণ।

শ্রীমন্মহর্ষিবাল্মীকি বিরচিত

আদিকাণ্ড।

কলিকাতা

৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট বঙ্গবাসী ষ্টীম-মেসিন প্রেসে

শ্রীবিহারীলাল সরকার দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯৪ সাল।

রামায়ণ।

আদিকাণ্ড।

প্রথম সর্গ।

বাগ্মিপ্রবর, তপস্বী ও স্বাধ্যায়-নিরত মুনি-শ্রেষ্ঠ নারদকে তপোরত বাল্মীকি জিজ্ঞাসা করিলেন,--সম্প্রতি এই লোকে কোন্ ব্যক্তি গুণবান্, বীর্য্যবান্, ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী, দৃঢ়ব্রত, সর্ব্বভূত-হিতৈষী, সুচরিত্র, বিদ্বান্, প্রজারঞ্জনাদিসামর্থ্যশালী, একমাত্র-প্রিয়দর্শন, বশীকৃতমনা, বিজিতরোষ, দ্যুতিশালী ও অসূয়া-রহিত; এবং যুদ্ধে কাহারই বা ক্রোধ-সময়ে দেবতারাও ভীত হয়েন,—ইহা আমি শ্রবণ করিতে বাসনা করি; এতৎ শ্রবণার্থ আমার অতিশয় কৌতূহল হইতেছে; আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আপনিই এতাদৃশ-গুণশালী ব্যক্তিকে বিজ্ঞাত হইতে সমর্থ।

ত্রিলোকজ্ঞ নারদ, বাল্মীকির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রহৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে "শ্রবণ কর" বলিয়া আমন্ত্রণ-পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে মুনে! তুমি যে সমস্ত গুণ কীর্ত্তন করিলে, তৎসমুদয় অতিবহুল, সুতরাং একাধারে দুর্লভ; পরন্তু অনেক চিন্তার পর স্মরণ হইল, এতাদৃশ-গুণশালী এক-ব্যক্তিমাত্র আছেন; তাঁহার কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। তোমার জিজ্ঞাসিত-সমস্তগুণযুক্ত ও অন্যান্য-বহুগুণ-বিশিষ্ট এক ব্যক্তি ইক্ষ্বাকুবংশে সম্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার নাম রাম; তাঁহাকে মনুষ্যমাত্রই বিজ্ঞাত আছে। তিনি জিতেন্দ্রিয়, সংযতমনা, দ্যুতিমান্, ধৃতিমান্, বুদ্ধিমান্, মহাবীর্য্যবান্, নীতিজ্ঞ, বাগ্মী, শত্রুনিহন্তা ও অতিসুশ্রী; তাঁহার পার্শ্বদ্বয় বিপুল, বাহুদ্বয় আজানু-লম্বিত ও মহান্, গ্রীবা রেখা-ত্রয়-ভূষিত, হনু অতিপ্রশস্ত, বক্ষঃস্থল সুবিস্তীর্ণ, স্কন্ধসন্ধি নিমগ্ন, ললাট বহুরেখা-যুক্ত, মস্তক অতিশোভন, সমস্ত অঙ্গ সমবিভক্ত এবং পরিমাণ না খর্ব্ব না দীর্ঘ। এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শ্যামবর্ণ পুরুষ মহাধনুর্দ্ধারী, অরিদমনকারী, গজসমগামী, প্রতাপবান্, পীনবক্ষঃস্থল, বিশাল-নয়ন, শুভলক্ষণ, ধর্ম্মজ্ঞ, সত্যসন্ধ, প্রজা-হিতৈষী, যশস্বী, রিপুবিনাশী, জ্ঞান-সম্পন্ন, শুচি, বিনীত-স্বভাব, সমাধি-নিরত, প্রজাপতি-তুল্য, লক্ষ্মীবান্, বিধানকর্ত্তা, জীব-লোক-রক্ষক, ধর্ম্মরক্ষিতা, স্বধর্ম্ম ও স্বজন-পালক, বেদবেদাঙ্গ-তত্ত্বজ্ঞ, ধনুর্ব্বেদ-কুশল, সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা, স্মৃতিশক্তিশালী, উৎপন্নমতি, সর্ব্বলোকপ্রিয়, সাধু-স্বভাব, অক্ষুব্ধচিত্ত, সুবিচক্ষণ, আর্য্য, সর্ব্ববস্তু-সমদর্শী এবং সদা-প্রিয়দর্শন। যেরূপ সিন্ধুগণ মহাসমুদ্রের অনুগত হইয়া আছে, সেইরূপ সাধুগণ ইহাঁর সর্ব্বদা অনুগত হইয়া রহিয়াছেন। কৌশল্যা দেবীর এই সর্ব্বগুণোপেত চন্দ্রতুল্য-প্রিয়-দর্শন তনয় গাম্ভীর্য্যে সমুদ্রের ন্যায়, ধৈর্য্যে হিমাচলের ন্যায়, পরাক্রমে বিষ্ণুর ন্যায়, ক্রোধে কালানলের ন্যায়, ক্ষমায় পৃথিবীর ন্যায়, দানে ধনদের ন্যায় ও সত্যে ধর্ম্মের ন্যায় বিখ্যাত হইয়াছেন।

মহীপতি দশরথ ঈদৃশ-গুণ-সম্পন্ন সত্য-

পরাক্রম শ্রেষ্ঠগুণযুক্ত প্রকৃতিবর্গ-প্রিয় অতিপ্রিয় জ্যেষ্ঠ তনয় রামকে প্রকৃতিবর্গের প্রিয়ানুষ্ঠান-মানসে প্রীতি-পূর্ব্বক যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে মানস করিলেন। রাজ-ভার্য্যা কৈকেয়ী দেবী পূর্ব্বে ভর্ত্তৃ-স্থানে দুইটি বর লাভ করিয়াছিলেন; এক্ষণে রামের যৌবরাজ্যাভিষেকের আয়োজন হইতেছে দেখিয়া, নরপতির নিকট রামের বনবাস ও ভরতের রাজ্যাভিষেক-রূপ বরদ্বয় প্রার্থনা করিলেন। সত্যবাদী রাজা দশরথ ধর্ম্মপাশে বদ্ধ ছিলেন, সুতরাং অগত্যা অতিপ্রিয় তনয় রামকে বিবাসিত করিলেন। রামও পিতার প্রতিজ্ঞা পালনার্থ ও কৈকেয়ীর প্রীত্যর্থ পিতৃ-নিদেশমাত্র বনে গমন করিলেন। তখন বিনয়সম্পন্ন সুমিত্রানন্দবর্দ্ধন লক্ষ্মণ স্নেহ-প্রযুক্ত ও সৌভ্রাত্র ব্যবহার প্রদর্শনার্থ তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইলেন; ইনি রামের অতিপ্রিয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা। রামের প্রাণসম-প্রেয়সী ও হিতকারিণী ভার্য্যা সীতাও, চন্দ্রের অনুগামিনী রোহিণীর ন্যায়, তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিলেন। ইনি অচিন্ত্যশক্তি সাক্ষাৎ প্রকৃতি, আকার লাভানন্তর সর্ব্বশুভলক্ষণ-সম্পন্না ও নারীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা হইয়া জনককুলে আবির্ভূতা হন। রাজা দশরথ ও পৌরগণ বহুদূর-পর্য্যন্ত রামের অনুগমন করিলেন। ধর্ম্মাত্মা রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ-সমভিব্যাহারে, গঙ্গাতীর-বর্ত্তী শৃঙ্গবের-নামক পুরে উপনীত হইয়া অতিপ্রিয় নিষাদপতি গুহকে প্রাপ্ত হইলেন। পরে দেবগন্ধর্ব্ব-সদৃশ সেই তিন জন গুহ ও সুমন্ত্র সারথিকে বিদায় দিয়া বহুজলশালিনী অনেক নদী উত্তীর্ণ হইয়া বনে বনে গমন করত চিত্রকূট পর্ব্বতে গিয়া ভরদ্বাজ মুনির উপদেশানুসারে তত্রস্থ কাননে রম্য বাসগৃহ নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক বসতি করিয়া সুখে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

রাম চিত্রকূট-বাসী হইলে পুত্রশোকাতুর রাজা দশরথ সুতোদ্দেশে বিলাপ করিতে করিতে স্বর্গগত হইলেন।

রাজা দশরথ স্বর্গারোহণ করিলে বশিষ্ঠ-প্রভৃতি দ্বিজগণ ভরতকে রাজ্য করণার্থ নিয়োগ করিলেন; কিন্তু মহাবলসম্পন্ন বীর্য্যবান্ ভরত রাজ্য করিতে ইচ্ছা করিলেন না, প্রত্যুত রামকে প্রসন্ন করণার্থ বনে গমন করিলেন। তিনি বিনীতবেশে সত্যপরাক্রম মহাত্মা ভ্রাতা রামের সমীপবর্ত্তী হইয়া "আপনি জ্যেষ্ঠ ও ধর্ম্মজ্ঞ, সুতরাং আপনিই রাজা হইবার যোগ্য," ইহা বলিয়া তাঁহাকে রাজ্য করণার্থ প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু পরমোদার-চরিত অম্লান-বদন মহাযশস্বী রাম পিতৃ-আজ্ঞা-ভঙ্গ-ভয়ে রাজ্য করিতে বাসনা করিলেন না। পরে ভরত পুনঃপুন রামকে রাজ্য করণার্থ প্রার্থনা করিতে লাগিলে, মহাবল-সম্পন্ন ভরতাগ্রজ রাম ভরতকে রাজ্য করিবার নিমত্ত ন্যাস-স্বরূপ স্বকীয় পাদুকাদ্বয় প্রদান করিয়া নিবর্ত্তিত করিলেন। ভরত প্রাপ্তমনোরথ না হইয়াও অগত্যা রামপাদ স্পর্শ-পূর্ব্বক নন্দি-গ্রামে গিয়া তাঁহার আগমন-প্রতীক্ষায় রাজ্য করিতে লাগিলেন।

ভরত গমন করিলে জিতেন্দ্রিয় সত্যসন্ধ শ্রীমান্ রাম চিত্রকূট পর্ব্বতে ভরত ও পৌরগণের পুনরাগমন-সম্ভাবনা বিবেচনা-পূর্ব্বক সসজ্জ হইয়া দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজীবলোচন রাম দণ্ডকনামক মহারণ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বিরাধাখ্য রাক্ষসকে নিপাত করিয়া, শরভঙ্গ, সুতীক্ষ্ণ, অগস্ত্য ও অগস্ত্যভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; এবং অগস্ত্য ঋষির বাক্যানুসারে হর্ষ-পূর্ব্বক ঐন্দ্র ধনু, অক্ষয়সায়ক-তূণদ্বয় ও উৎকৃষ্ট খড়্গ গ্রহণ করিয়া দণ্ডক কাননে বনচারী ঋষিগণের সহিত বাস করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে অনেক ঋষি রামের নিকট আসিয়া তাঁহাকে অসুর ও রাক্ষসগণ নিপাতার্থ প্রার্থনা করিলেন। রামও দণ্ডকারণ্য-নিবাসী অগ্নিতুল্য-তেজস্বী ঋষিগণের বাক্য স্বীকার-পূর্ব্বক তাঁহাদিগের নিকট প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে, যুদ্ধে রাক্ষসগণকে বিনাশ করিব।

অনন্তর দণ্ডকারণ্য-বাসী রাম জনস্থান-নিবাসিনী কামরূপিণী সূর্পনখা রাক্ষসীকে বিরূপা করিলেন। পরে খর, দূষণ ও ত্রিশিরা-নামক রাক্ষস সূর্পনখা-বাক্যে সহচরবর্গের সহিত সন্নদ্ধ হইয়া যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইলে, রাম

তাহাদিগকে যুদ্ধ করিয়া বিনাশ করিলেন। এই যুদ্ধে উক্তবনবাসী রামকর্ত্তৃক জনস্থান-নিবাসী চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস নিপাতিত হইয়াছিল।

তৎপরে রাবণ জ্ঞাতিবধ-শ্রবণে ক্রোধাকুলিত-চিত্ত হইয়া মারীচ-নামক রাক্ষসকে সহায়ার্থ বরণ করিল। মারীচ রাবণকে "হে রাবণ! তোমার অতিবলবান্ রামের সহিত বিরোধ করা উপযুক্ত নয়," ইহা বলিয়া তদ্বিষয়ে বারংবার নিবারণ করিতে লাগিল; কিন্তু কালপ্রেরিত রাবণ তদ্বাক্যে অনাদর করিয়া তাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া রামের আশ্রমে গমন করিল। পরে সে, মায়াবী মারীচের দ্বারা নৃপতিতনয় রাম ও লক্ষ্মণকে অতিদূরে অপসারিত করত রামের ভার্য্যা সীতাকে হরণ করিয়া জটায়ু-নামক গৃধ্রকে আহত করিল।

তদনন্তর রাঘব গৃধ্রকে আহত দেখিয়া এবং তন্মুখে সীতাকে হৃতা শুনিয়া শোকসন্তপ্ত ও আকুলেন্দ্রিয় হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি সেই শোকে অভিভূত হইয়া গৃধ্র জটায়ুকে সংস্কার-পূর্ব্বক বনে বনে সীতাকে অন্বেষণ করিতে করিতে কবন্ধ-নামক বিকৃত-রূপ ঘোরদর্শন রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন। মহাবাহু রাম তাহাকে নিহত করিয়া দগ্ধ করিলেন। তখন সে দিব্য শরীর লাভ করিয়া রামকে বলিল, আপনি সমস্ত-ধর্ম্মাভিজ্ঞা ও সমস্তধর্ম্মানুষ্ঠাত্রী তাপসী শবরীর নিকট গমন করুন। শত্রুনিহন্তা মহাতেজা রাম শবরীর নিকট গমন করিলেন। শবরী তাঁহাকে যথাবিধি পূজা করিল।

অনন্তর দশরথতনয় রাম পম্পানদীতীরে হনুমান্-নামক বানরের সহিত মিলিত হইলেন; এবং তাহার বাক্যানুসারে সুগ্রীবের সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে জন্মাবধি স্বীয় সমস্ত বৃত্তান্ত এবং বিশেষ করিয়া সীতার সকল বিবরণ বর্ণন করিলেন। সুগ্রীব বানর রামের সেই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করত প্রীতি-পূর্ব্বক তাঁহার সহিত অগ্নি সাক্ষী করিয়া সখ্য করিল।

তৎপরে রাজ্য ও দারাবিয়োগ-জন্য দুঃখিত বানররাজ সুগ্রীব প্রণয়-নিবন্ধন রামের নিকট বালীর সহিত বিরোধ-প্রভৃতি সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিল। তখন রাম "বালীকে বধ করিব" বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। বালি-বীর্য্যে নিত্যশঙ্কিত বানররাজ সুগ্রীব তৎকালে, রাম বীর্য্যে বালিতুল্য বটেন্ কি না, এরূপ সন্দেহাক্রান্ত হইয়া বালীর বল বর্ণন করিল; এবং রামের প্রত্যয়-নিমিত্তে বালি-কর্ত্তৃক-নিহত দুন্দুভিনামক দৈত্যের মহাপর্ব্বততুল্য প্রকাণ্ড শরীর দর্শন করাইল। মহাবাহু মহাবল রাম সেই অস্থি দেখিয়া ঈষৎ হাস্য-পূর্ব্বক তাহা পাদাঙ্গুষ্ঠ-দ্বারা পূর্ণদশ যোজন নিক্ষেপ করিলেন, এবং এক মহাবাণে সাতটি তালবৃক্ষ, পর্ব্বত ও রসাতল ভেদ করিয়া সুগ্রীবের প্রত্যয় জন্মাইলেন।

তখন মহাকপি সুগ্রীব সুবিশ্বস্ত ও প্রীত-মনা হইয়া রামের সহিত কিষ্কিন্ধ্যা-নাম্নী গুহার অভিমুখে গমন করিল। পরে হেমতুল্য-পিঙ্গলবর্ণ কপিপ্রবর সুগ্রীব তথায় উপস্থিত হইয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল। বানররাজ বালী সেই মহাশব্দ শুনিয়া তারার অনুমতি গ্রহণ-পূর্ব্বক পুরী হইতে নির্গত হইয়া সুগ্রীবের সহিত সংসক্ত হইল। তখন রাম একবাণে বালীকে বধ করিলেন। রঘুকুল-নন্দন রাম সুগ্রীব-বাক্যে যুদ্ধসময়ে এইরূপে বালীকে বধ করিয়া সেই রাজ্যে সুগ্রীবকে রাজা করিলেন।

অনন্তর বানররাজ সুগ্রীব জনকনন্দিনী সীতার উদ্দেশার্থ সমস্ত বানরগণ আনাইয়া চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিল। তৎপরে বলবান্ হনুমান্ সম্পাতি-নামক গৃধ্রের বাক্যে শতযোজন-বিস্তীর্ণ লবণসমুদ্র উল্লঙ্ঘন-পূর্ব্বক রাবণ-পালিতা লঙ্কানাম্নী পুরীতে গিয়া অশোক বনে ধ্যান-পরায়ণা সীতাকে দেখিতে পাইল, এবং রামের অঙ্গুরীরূপ অভিজ্ঞান-প্রদান ও তাঁহার সমস্ত বৃত্তান্ত-বর্ণন করিয়া জানকীকে আশ্বাস-পূর্ব্বক অশোক বন ও তাহার বহি-র্দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিল। পরে সে পিঙ্গলনেত্র-প্রভৃতি পাঁচজন সেনাপতি ও জম্বুমালি-

প্রভৃতি সাতজন মন্ত্রিপুত্রকে নিহত এবং মহাবলশালী রাবণপুত্র অক্ষকে চূর্ণিত করিয়া রাক্ষসগণ-কর্তৃক গৃহীত হইল। মহাবীর হনুমান্ পিতামহ-বরে অস্ত্র-প্রভাব হইতে আপনাকে মুক্ত জানিয়াও যদৃচ্ছাক্রমে বন্ধনোদ্যত রাক্ষসগণকে ক্ষমা করিল। অনন্তর সে সীতার অবস্থান-স্থানমাত্র-ব্যতিরেকে সমস্ত লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়া রামের নিকট এই সমস্ত প্রিয়বার্ত্তা বর্ণনার্থ প্রত্যাগমন করিল। অমেয়বল হনুমান্ রামের নিকট গিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া ইহা নিবেদন করিল, যে, আমি সীতাকে যথারীতি দর্শন করিয়াছি।

অনন্তর রাম সুগ্রীবের সহিত সমুদ্রতীরে গিয়া সূর্য্যতুল্য বাণ-দ্বারা সমুদ্রকে ক্ষুব্ধ করিলেন। তখন নদীপতি সমুদ্র তাঁহাকে দর্শন দিল। পরে রাম সমুদ্রবাক্যে নলকপি-দ্বারা সেতু নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা লঙ্কায় গিয়া যুদ্ধে রাবণকে বিনাশ করত সীতাকে প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় লজ্জিত হইলেন, এবং তত্রত্য সমস্ত ব্যক্তির সম্মুখে সীতাকে অতি-কর্কশ বাক্য বলিলেন।

পতিব্রতা সীতা ঐ বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর রাম অগ্নি এবং গুরুর বাক্যে সীতাকে নিষ্পাপা ও অমলা জানিয়া গ্রহণ করিলেন। মহাত্মা রঘুকুলতিলক রামের এই সুমহৎ কর্ম্মে দেবগণ ও ঋষিগণ সচরাচর ত্রৈলোক্যের সহিত সন্তোষ লাভ করিলেন। তখন রাম সমস্ত দেববর্গ-কর্তৃক পূজিত হইয়া সুসন্তুষ্ট-রূপে প্রকাশিত হইলেন।

তৎপরে রাম রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণকে লঙ্কা-রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া কৃতকৃত্য ও নিশ্চিন্ত হইয়া পরম প্রমোদ লাভ করিলেন, এবং দেববরে মৃত বানরগণকে পুনর্জীবিত করিয়া সুহৃদ্বর্গের সহিত পুষ্পক রথে অযোধ্যাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। সত্যপরাক্রম রাম ভরদ্বাজ-ঋষির আশ্রমে গিয়া ভরতের নিকট হনুমান্‌কে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর রাম সুগ্রীবাদি-সমভিব্যাহারে সেই পুষ্পক রথে আরোহণ করিয়া পূর্ব্ববৃত্তান্ত-বিষয়ক কথোপকথন করিতে করিতে নন্দিগ্রামে গমন করিলেন। পরে নিষ্পাপ রাম নন্দি-গ্রামে ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে জটা মুণ্ডন করিয়া সীতার সহিত রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন।

রামের রাজত্বে সমস্ত প্রজালোক হর্ষান্বিত, প্রমুদিত, তুষ্ট, পুষ্ট ও অতিধার্ম্মিক হইবে; কাহারও আধি, ব্যাধি কি দুর্ভিক্ষ-জনিত ভয় রহিবে না; কোন স্থানেই কোন পুরুষকেই পুত্রের মৃত্যু দেখিতে হইবে না; কোন রমণীকেই বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না; সমস্ত রমণীই পতিব্রতা হইবে; কাহারও অগ্নি, বায়ু, জল, ক্ষুধা, তস্কর কি জ্বর-হেতুক কিছুমাত্র ভয় রহিবে না; এবং রাষ্ট্র ও নগর-সমস্ত ধনধান্যে পরিপূরিত হইবে। অধিক কি, তাঁহার রাজত্বে সকল প্রজাই সত্যযুগের ন্যায় সদা সুখী হইবে। রঘুকুলতিলক মহাযশা রাম বহুসুবর্ণ-দক্ষিণক শতসঙ্খ্য অশ্বমেধ যাগ করিয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে যথাবিধি দশসহস্রকোটি গো ও তদিতর ব্রাহ্মণদিগকে অসংখ্যেয় ধন প্রদান করিবেন। ইনি দ্বিজ প্রভৃতি বর্ণচতুষ্টয়কে স্ব স্ব ধর্ম্মে নিয়োগ করিয়া অনেক রাজবংশ স্থাপন করিবেন, এবং একাদশসহস্র বর্ষ রাজ্য করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিবেন।

যিনি এই পাপবিনাশন পবিত্র পুণ্যতম বেদতুল্য রামচরিত পাঠ করেন, তিনি সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হন। মনুষ্য এই আয়ুষ্য রামায়ণ আখ্যান পাঠ করিলে, দেহ ত্যাগ করিয়া পুত্র, পৌত্র, দাস ও দাসীগণের সহিত স্বর্গলোকে স্বর্গীয়ব্যক্তিব্যূহ-কর্তৃক সৎকৃত হইয়া প্রমুদিত হন। ব্রাহ্মণ এই আখ্যান পাঠ করিলে বাগীশ্বর হন; ক্ষত্রিয় ইহা পাঠ করিলে ভূপতি হন; বৈশ্য ইহা পাঠ করিলে প্রচুর বাণিজ্য ফল প্রাপ্ত হন; এবং শূদ্র ইহা পাঠ করিলে মহত্ত্ব লাভ করে।

প্রথম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১ ॥

———

দ্বিতীয় সর্গ।

বাক্যবিশারদ ধর্ম্মাত্মা বাল্মীকি শিষ্যগণ-সমভিব্যাহারে মহর্ষি নারদের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে পূজা করিলেন। তখন দেবর্ষি নারদ বাল্মীকি-কর্ত্তৃক যথাবিধি পূজিত এবং গমনার্থ অনুমতি প্রার্থনানন্তর অনুজ্ঞাত হইয়া আকাশমার্গে গমন করিলেন। নারদের দেবলোকে গমনের মুহূর্ত্তকাল পরে বাল্মীকিমুনি গঙ্গার সন্নিহিতা তমসা নদীর তীরে গমন করিলেন। অনন্তর তিনি তমসা-নদী-তীরে উপস্থিত হইয়া কর্দ্দমশূন্য তীর্থ প্রদর্শন করিয়া পার্শ্বস্থিত শিষ্যকে কহিলেন, "হে ভরদ্বাজ! দেখ, এই স্বচ্ছজলশালী রমণীয় তীর্থ সাধুব্যক্তির মনের ন্যায় অতি নির্ম্মল; আমি এই সুশোভন তমসা-তীর্থে অবগাহন করিব; হে তাত! তুমি এই স্থানে কলস রাখিয়া আমাকে বল্কল প্রদান কর।"

গুরুসেবাতৎপর ভরদ্বাজ বাল্মীকিমুনি-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে বল্কল প্রদান করিল। নিয়তেন্দ্রিয় ভগবান্ বাল্মীকি শিষ্যহস্ত হইতে বল্কল গ্রহণ করিয়া নদীতীরস্থ সুবিপুল বনের চতুর্দ্দিক্ দর্শন করিতে করিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি সেই বনের নিকটে দেখিতে পাইলেন, যে, আধিব্যাধি-বিধুর মনোহর-স্বর ক্রৌঞ্চ-মিথুন বিচরণ করিতেছে। বাল্মীকি মুনি দেখিতেছেন, এই সময়ে পাপাশয় অনপকারি-বৈরকারী নিষাদ সেই ক্রৌঞ্চমিথুনের মধ্যে পুং-ক্রৌঞ্চকে নিহত করিল। তখন ক্রৌঞ্চী প্রমত্ত-ভাবে সুরতাসক্ত ও বিস্তৃতপক্ষ-যুক্ত সদাসহচর তাম্রশীর্ষ দ্বিজবর স্বামীর বিয়োগে কাতরা হইয়া, এবং তাহাকে নিহত, শোণিতপরিপ্লুত ও ভূমিতলে পুনঃপুন অবলুণ্ঠিত দেখিয়া করুণ স্বরে রোদন করিতে লাগিল। সেই সময়ে ব্যাধকর্ত্তৃক নিপাতিত ক্রৌঞ্চকে তাদৃশ অবস্থাপন্ন এবং ক্রৌঞ্চীকে রোদন-পরায়ণা দেখিয়া, সেই ধর্ম্মাত্মা বাল্মীকিঋষির অন্তরে করুণা সঞ্চার হইল। পরে তিনি করুণাসঞ্চার-প্রযুক্ত এই কর্ম্মকে অধর্ম্ম্য কর্ম্ম নিশ্চয় করিয়া ব্যাধকে এই কথা বলিলেন, "রে নিষাদ্! যে হেতু তুই ক্রৌঞ্চমিথুন-মধ্যে একটি কামমোহিত ক্রৌঞ্চকে বধ করিয়াছিস্, অতএব তুই চিরকাল প্রতিষ্ঠা লাভ করিবি না"

অনন্তর এই কথা বলিয়া বিশেষ পর্য্যালোচনা করত বাল্মীকি ঋষির হৃদয়ে এরূপ চিন্তা হইল, "আমি এই পক্ষীর শোকে আর্ত্ত হইয়া ইহা কি বলিলাম!" মহাপ্রাজ্ঞ মতিমান্ মুনিবর বাল্মীকি এরূপ চিন্তা করত নির্ণয় করিয়া শিষ্যকে এই কথা বলিলেন, "এই চতুষ্পাদবদ্ধ ছন্দঃশাস্ত্রোক্ত-গুরুলঘু-বৈষম্য-বিধুরাক্ষর ও বীণালয়-বিশুদ্ধ বাক্য শোক সময়ে আমার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে, অতএব ইহা শ্লোকই হউক, অন্যথা না হউক।"

বাল্মীকি মুনি এরূপ বাক্য বলিলে, শিষ্য ভরদ্বাজ তাহা সন্তোষ-পূর্ব্বক স্বীকার করিল; তখন বাল্মীকিও তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর বাল্মীকিঋষি সেই তীর্থে যথাবিধি অভিষেক করিয়া ঐ বিষয় চিন্তা করিতে করিতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। পরে বহুশ্রুত বিনীত স্বভাব শিষ্য ভরদ্বাজও জলপূর্ণ কলস লইয়া গুরুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। তদনন্তর বাল্মীকিমুনি শিষ্যের সহিত আশ্রমে গিয়া উপবিষ্ট হইয়া অন্তরে সেই বিষয় ধ্যান করত অন্যান্য কথা কহিতে লাগিলেন।

এই সময়ে মহাতেজা লোককর্ত্তা প্রভু চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা সেই মুনিবর বাল্মীকিকে দেখিতে স্বয়ংই আগমন করিলেন। পরে বাল্মীকি সহসা ব্রহ্মাকে দেখিয়া পরম বিস্ময় সহকারে গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক প্রযত, যতবাক্ ও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সেই দেবদেব ব্রহ্মাকে যথাবিধি প্রণামানন্তর পাদ্য, অর্ঘ্য, আসন ও বন্দন-দ্বারা পূজা করত কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা পরমার্চ্চিত আসনে উপবিষ্ট হইয়া বাল্মীকি ঋষিকে আসনে উপবেশন করিতে আদেশ করিলেন। পরে সাক্ষাৎ লোকপিতামহ ব্রহ্মা উপবিষ্ট হইলে, তাঁহার আদেশানুসারে বাল্মীকিঋষিও আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর বাল্মীকিমুনি তদ্বিধ্যায়মানসগত-

হইয়া ক্রৌঞ্চী নিমিত্ত শোক করত "সেই পাপাত্মা হিংস্রবুদ্ধি নিষাদ অকারণে মনোহর-বর সেই ক্রৌঞ্চকে হনন করিয়া কষ্টদায়ক কর্ম্ম করিয়াছে," এরূপ অনুধ্যান করিতে করিতে পুনরুদ্দীপিত সেই শোকে অতিমগ্ন ও তজ্জন্য বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হওত ব্রহ্মার সমীপেই পুনশ্চ সেই শ্লোক গান করিলেন। তখন ব্রহ্মা হাস্য করিয়া সেই মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকিকে কহিতে লাগিলেন, "হে ব্রহ্মন্! তোমার এই চতুষ্পাদবদ্ধ বাক্য শ্লোকই হউক, ইহাতে বিচারণা করিও না; আমার অভিপ্রায়েই তোমার মুখ হইতে এই বাক্য নির্গত হইয়াছে। হে ঋষিবর! তুমি ধর্ম্মাত্মা ধী-শক্তি-সম্পন্ন লোকাভিরাম রামের সমস্ত বিবরণ এরূপ বাক্যে বর্ণন কর। তুমি নারদের নিকট রামের যেরূপ প্রকাশ্য ও রহস্য বৃত্তান্ত সমস্ত শ্রবণ করিয়াছ, বুদ্ধিরত হইয়া সেইরূপে তৎ-সমুদয় বর্ণন কর। রাম, লক্ষ্মণ, বিদেহনন্দিনী সীতা এবং সমস্ত রাক্ষসদিগের যে সমস্ত প্রকাশ্য কি রহস্য বিবরণ তোমার অবিদিত আছে, তৎসমস্তই তোমার বিদিত হইবে; এই কাব্যে তোমার কোন একটী বাক্যও মিথ্যা হইবে না; তুমি পুণ্যতম মনোরম রাম-বিবরণ শ্লোকবদ্ধ কর। যতদিন পৃথিবীতলে পর্ব্বত ও নদীসকল বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন লোকে তোমার কৃত রামায়ণ প্রবন্ধ প্রচার থাকিবে; যে পর্য্যন্ত তোমার কৃত রামায়ণ প্রবন্ধ প্রচার থাকিবে, সে পর্য্যন্ত তুমি সর্ব্বত্র অপ্রতিহতগতি হইয়া আমার লোকে নিবাস করিবে।"

ভগবান্ ব্রহ্মা ইহা বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর ভগবান্ বাল্মীকি-মুনি শিষ্যবর্গের সহিত বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন। পরে তাঁহার সমস্ত শিষ্যেরা মুহুর্মুহু প্রীতি সহকারে উক্ত শ্লোক গান করিতে লাগিল, এবং পরমবিস্মিত হইয়া পুনঃপুনঃ কহিতে লাগিল, "মহর্ষি বাল্মীকি উৎকট শোকের সময়ে যে সমাক্ষর চতুষ্পাদযুক্ত বিপুল শোক-বাক্য গান করিয়াছেন, তাহা শ্লোক হইয়াছে।"

বিশুদ্ধাত্মা মহর্ষি বাল্মীকির এরূপ বুদ্ধি হইল যে, সমস্ত রামায়ণ কাব্য ঈদৃশ শ্লোকে রচনা করি। তখন উদারদর্শন কীর্ত্তিমান্ বাল্মীকি সেই অতিযশস্বী রামের যশস্কর কাব্য উদারবৃত্তবোধক-পদবিন্যস্ত সমাক্ষর মনোরম শ্লোক-সমূহে রচনা করিলেন। হে মানবগণ! তোমরা সকলে সমাস, সন্ধি এবং প্রকৃতি ও প্রত্যয়যোগ-বিশুদ্ধ, সমাক্ষর, মাধুর্য্যযুক্ত ও ঋজুবোধ বাক্য-সমূহে নিবদ্ধ বাল্মীকি-প্রণীত রঘুনাথ-চরিত-সম্বলিত সেই দশাননবধ নামক কাব্য শ্রবণ কর।

দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় সর্গ।

বাল্মীকিমুনি ধীশক্তিসম্পন্ন রামের ধর্ম্ম, অর্থ ও হিতসাধন বৃত্তান্তরূপ সমগ্র বস্তু শ্রবণ করিয়া তাঁহার অন্যান্য বিবরণ অবগমার্থ উদ্যুক্ত হইলেন। তিনি প্রাগগ্র কুশাসনে উপবেশন করিয়া যথাবিধি আচমন-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া যোগদ্বারা তদ্বৃত্তান্ত অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তখন বাল্মীকিমুনি যোগবলে রাজা দশরথ, তাঁহার ভার্য্যাগণ, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা এবং পৌরগণের হসিত, ভাষিত ও গতি-প্রভৃতি সমস্ত চেষ্টিত যাথা-তথ্যরূপে দেখিতে পাইলেন, এবং সত্যসন্ধ রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাদেবী বনে থাকিয়া যাহা যাহা আচরণ করিয়াছিলেন, তৎসমস্তও দেখিলেন। ধর্ম্মাত্মা বাল্মীকিমুনি যোগস্থিত হইয়া রাম প্রভৃতি সকলের ভূত ও ভাবী বৃত্তান্ত সমুদায় করস্থিত আমলকের ন্যায় দেখিতে পাইলেন।

অনন্তর মহামতি বাল্মীকিমুনি যোগবলে অভিরাম রামের সমস্ত বৃত্তান্ত যাথাতথ্যরূপে দর্শন করিয়া তৎসমুদায় ধর্ম্ম, কাম ও অর্থরূপ-গুণসংযুক্ত, সমুদ্রের ন্যায় রত্নবহুল এবং সকলের শ্রবণ-মনোহর প্রবন্ধে বদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। ভগবান্ বাল্মীকিমুনি মহাত্মা নারদের নিকট রঘুকুলতিলক রামের যেরূপ চরিত

শ্রবণ করিয়াছিলেন, তদনুরূপ প্রবন্ধ রচনা করিলেন। তিনি প্রথমত এই প্রবন্ধে রামের জন্ম, অতীবীর্য্যবত্তা, সর্ব্বানুকূলতা ও ক্ষান্তি-বহুলতা বর্ণন করেন। পরে রামের বিশ্বামিত্রের সহিত গমনকালে পথে যে সমস্ত নানাবিধ বিচিত্র প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক কথা হইয়াছিল, তৎসমস্ত এবং রামের হরকার্ম্মুক ভেদন, জানকীর সহিত বিবাহ, পরশুরামের সহিত বিবাদ ও বিবিধ গুণ বর্ণন করেন। (১) তৎপরে রামের যৌবরাজ্যে অভিষেকের আয়োজন, এবং তদ্দর্শনে কৈকেয়ীদেবীর দুষ্ট-চিন্তা, রামের অভিষেক নিবারণ ও তাঁহার বনপ্রেরণ বর্ণন করেন। অনন্তর রাজা দশরথের শোক, বিলাপ ও পরলোকে গমন এবং প্রকৃতিবর্গের বিষাদ বর্ণন করেন। তদনন্তর রামের প্রকৃতিবর্গ বিসর্জ্জন, নিষাদপতির সহিত সংবাদ, সুমন্ত্র সারথি প্রতিনিবর্ত্তন, গঙ্গাপরপারে গমন, ভরদ্বাজ মুনি সন্দর্শন এবং তাঁহার অনুজ্ঞানুসারে চিত্রকূট পর্ব্বত দর্শন ও তথায় বাসগৃহ নির্ম্মাণ বর্ণন করেন। তৎপরে ভরতের চিত্রকূট পর্ব্বতে আগমন, রামপ্রসাদন, তাঁহার পাদুকা অভিষেক ও নন্দিগ্রামে অবস্থান, এবং রামের জনকোদ্দেশে সলিল প্রদান বর্ণন করেন। অনন্তর সীতাদেবী ও অনসূয়ার কথোপকথন, এবং সীতাদেবীর অনসূয়ার নিকট অলঙ্কার প্রাপ্তি বর্ণন করেন। (২) পরে রামের দণ্ডকারণ্যে গমন, বিরাধ বধ, শরভঙ্গ সন্দর্শন, সুতীক্ষ্মুনির সহিত সমাগম, অগস্ত্য সন্দর্শন, তাঁহার অনুমতিতে কার্ম্মুক গ্রহণ, সূর্পনখার সহিত সংবাদ, তাহাকে বিরূপ করণ এবং খরপ্রভৃতি রাক্ষস বধ বর্ণন করেন। তদনন্তর রাবণের জানকীহরণোদ্যোগ, এবং রামের মারীচ বধ ও রাবণের সীতা হরণ বর্ণন করেন। তৎপরে রামের বিলাপ, গৃধ্ররাজ সংস্কার, কবন্ধ ও পম্পানদী সন্দর্শন, শবরী দর্শন, শবরীর নিকটে ফল মূল ভক্ষণ, (৩) পম্পানদীতীরে বিলাপ ও হনুমান্ দর্শন, ঋষ্যমূক পর্ব্বতে গমন, সুগ্রীবের সহিত সমাগম ও সখ্য সম্পাদন এবং তাহার প্রত্যয়োৎপাদন বর্ণন করেন। অনন্তর বালী ও সুগ্রীবের যুদ্ধ, এবং রামের বালী হনন ও সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেক, এবং বালিপত্নী তারার বিলাপ বর্ণন করেন। পরে রঘুকুল-তিলক রামের সুগ্রীবের সহিত শরৎ কালে যাত্রা নিয়ম, বর্ষা কাল অতিবর্ত্তন ও নিয়মাতিরেকে কোপ, এবং সুগ্রীবের বল সংগ্রহ, চতুর্দ্দিকে বল প্রেরণ ও পৃথিবী সংস্থান কথন বর্ণন করেন। তদনন্তর রামের অঙ্গুরীয়ক প্রদান, এবং বানরদিগের ভল্লুকবিবর দর্শন, সমুদ্রতীরে অনশনে উপবেশন ও সম্পাতি সন্দর্শন বর্ণন করেন। (৪) পরে হনুমানের পর্ব্বতে আরোহণ, সাগর লঙ্ঘন, সমুদ্রবাক্যে উত্থিত মৈনাক গিরি দর্শন, রাক্ষসী তর্জ্জন, ছায়াগ্রাহিণী সিংহিকা দর্শন, সিংহিকা বধ, লঙ্কা ও মলয় দর্শন, রাত্রিকালে লঙ্কা প্রবেশ, "অসহায় হইয়া কি করি" এরূপ চিন্তন, মদ্যপান-সভায় গমন, রাবণের অন্তঃপুর, রাবণ ও পুষ্পক রথ সন্দর্শন, অশোক বনে গমন, তথায় সীতা দর্শন, ও তাঁহাকে অভিজ্ঞান প্রদান, এবং সীতাদেবীর হনুমানের সহিত সম্ভাষণ ও তাহাকে মণি প্রদান বর্ণন করেন। তৎপরে ত্রিজটা রাক্ষসীর স্বপ্ন দর্শনাখ্যান, এবং হনুমানের চেড়ী রাক্ষসীগণের প্রতি তর্জ্জন ও বন ভঞ্জন বর্ণন করেন। পরে রাক্ষসীগণের পলায়ন, এবং হনুমানের অনেক রাবণকিঙ্কর হনন, ইন্দ্রজিৎ কর্ত্তৃক গ্রহণ, লঙ্কা দাহন, অভিগর্জ্জন, বধূ হরণ, সমুদ্র লঙ্ঘন এবং রামকে আশ্বাস ও মণি প্রদান বর্ণন করেন। (৫) অনন্তর রামের সমুদ্রের সহিত সমাগম, নল-বানরদ্বারা সেতু নির্ম্মাণ, সমুদ্রপারে গমন, রাত্রিকালে লঙ্কা অবরোধন ও বিভীষণের সহিত মিলন, এবং বিভীষণের রামকে রাবণবধোপায় নিবেদন বর্ণন করেন। তৎপরে রামের কুম্ভকর্ণ হনন, লক্ষ্মণ দ্বারা মেঘনাদ বধ, রাবণ হনন, অরিপুরে সীতা প্রাপ্তি, বিভীষণের রাজ্যাভিষেক, পুষ্পক রথ দর্শন, অযোধ্যায় গমন, ভরদ্বাজ ঋষির সহিত সমাগম, ভরতের নিকট হনুমান্‌কে প্রেরণ,

(১) আদিকাণ্ড। (২) অযোধ্যাকাণ্ড। (৩) অরণ্যকাণ্ড। (৪) কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড। (৫) সুন্দরকাণ্ড।

ভরতের সহিত সমাগম, রাজ্যাভিষেক-সমারোহ, সমস্ত সৈন্য বিসর্জ্জন, রাজ্যরঞ্জন (৬) ও সীতাদেবীকে বনে প্রেরণ বর্ণন করেন। তদনন্তর ভগবান্ বাল্মীকি ঋষি রামের ভূমণ্ডলের অনাগত সমস্ত বিবরণ উত্তর কাব্যে বর্ণন করেন। (৭)

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ সর্গ।

রাম রাজ্য প্রাপ্ত হইলে, ভগবান্ বাল্মীকি ঋষি তাঁহার সমস্ত চরিত বিচিত্রপদ ও সুপ্রশস্তার্থসম্বলিত প্রবন্ধে বর্ণন করেন। মুনিবর এই প্রবন্ধে প্রথমত ছয় কাণ্ড, পঞ্চশত সর্গ ও চতুর্ব্বিংশতি-সহস্র শ্লোক এবং পরিশেষে উত্তর কাণ্ড নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহাপ্রাজ্ঞ প্রভু বাল্মীকি রামের ভূত ও ভবিষ্যৎ-সমস্ত-ঘটনাসংযুক্ত এই প্রবন্ধ রচনা করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে, কোন্ ব্যক্তি ইহা প্রয়োগ করিবে? সেই বিশুদ্ধাত্মা মহর্ষি এরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে মুনিবেশধারী কুশী ও লব তাঁহার পাদ বন্দন করিলেন। তিনি আশ্রমবাসী যশস্বী বেদকুশল ধর্ম্মজ্ঞ রাজপুত্র দুইভ্রাতা কুশী ও লবকে স্বর-সম্পন্ন এবং মেধাবী দেখিয়া স্বকৃত প্রবন্ধ প্রয়োগের যোগ্য পাত্র জ্ঞান করিলেন। চরিতব্রত প্রভু বাল্মীকি সেই দুই জনকে বেদের তাৎপর্য্যার্থ গ্রহণার্থ রাম ও সীতার সমস্তচরিত-সম্বলিত রাবণবধ-নামক এই কাব্য শিক্ষা করাইলেন। এই কাব্য পাঠ ও গানে মধুর; দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিতরূপ-ত্রিবিধপ্রমাণান্বিত; ষড়্জ ও মধ্যম-প্রভৃতি-সপ্তস্বরযুক্ত; বীণালয়-বিশুদ্ধ; এবং শৃঙ্গার, করুণ, হাস্য, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীর-প্রভৃতিসমুদয়-রসযুক্ত। স্থান ও মূর্চ্ছনা-তত্ত্বজ্ঞ, গান্ধর্ব্ববিদ্যাভিজ্ঞ কুশী ও লব তাহা গান করিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্বের ন্যায় স্বরসম্পন্ন প্রশস্তরূপ-শালী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সর্ব্বসুলক্ষণ-সম্পন্ন মধুরস্বর-ভাষী সেই দুই ভ্রাতা, যেমন বিম্ব হইতে অনুরূপ প্রতিবিম্ব উৎপন্ন হয়, সেইরূপ রামদেহ হইতে যেন রামদেহের অনুরূপদেহ-শালী হইয়া উৎপন্ন হইয়াছেন। সেই অনিন্দিত রাজপুত্র-দ্বয় এই উত্তমাখ্যান ধর্ম্ম্য কাব্য আদ্যন্ত সমগ্র অভ্যাস করিলেন। মুনিগণ ও সাধু ব্রাহ্মণগণ সমাগত হইলে, সেই গানতত্ত্বজ্ঞ রাজপুত্রদ্বয় সমাহিত হইয়া তাঁহাদিগের নিকটে এই কাব্য উপদেশানুরূপ গান করিতেন।

কোন সময়ে সেই মহাভাগ সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন মহাত্মদ্বয় মিলিত হইয়া সমবেত বিশুদ্ধাত্মা ঋষিগণের সভামধ্যে এই কাব্য গান করিলেন। সেই সমস্ত মুনিরাও তাহা শ্রবণ করিয়া পরম বিস্মিত ও বাষ্পাকুললোচন হইয়া তাঁহাদিগকে "সাধু সাধু" বলিলেন। সেই ধর্ম্মবৎসল মুনিসমুদয় প্রীতমনা হইয়া প্রশংসনীয় গায়ক কুশী ও লবকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন, "আহা! গানের কি মাধুর্য্য! বিশেষত শ্লোকেরই বা কি মধুরতা! আহা! ইঁহারা উভয়ে মিলিত ও তন্ময় হইয়া কি মনোহর উচ্চস্বরে ও সুনিয়মে এই সুমধুর গান করিতেছেন! যাহাতে অতিপ্রাচীন চরিতও প্রত্যক্ষের ন্যায় অনুভূত হইতেছে!" সেই রাজপুত্রদ্বয় তপঃশ্লাঘনীয় মহর্ষিগণ-কর্ত্তৃক এই রূপে প্রশস্যমান হইয়া অত্যুচ্চস্বরে সুমধুর গান করিতে লাগিলেন। তখন সেই সভাস্থিত কোন মুনি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে কলস প্রদান করিলেন; কোন মহাযশস্বী মুনি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে বল্কল দান করিলেন; কোন মুনি কৃষ্ণাজিন প্রদান করিলেন; কোন মুনি যজ্ঞসূত্র দিলেন; কোন মুনি কমণ্ডলু প্রদান করিলেন; কোন মহামুনি মৌঞ্জী দান করিলেন; কোন মুনি কৌপীন দিলেন; কোন মুনি বৃষী প্রদান করিলেন; কোন মুনি হৃষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে কুঠার দান করিলেন; কোন মুনি কাসায়বর্ণ বস্ত্র দিলেন; কোন মুনি চীরবসন প্রদান করিলেন; কোন মুনি জটা বন্ধনের রজ্জু দান করিলেন; কোন মুনি প্রমোদান্বিত

(৬) লঙ্কাকাণ্ড। (৭) উত্তরকাণ্ড।

হইয়া কাষ্ঠানয়নের রজ্জু দিলেন; কোন মুনি কাষ্ঠ-ভার প্রদান করিলেন; কোন মুনি যজ্ঞভাণ্ড দান করিলেন; কোন মুনি ঔড়ুম্বর-কাষ্ঠ-নির্ম্মিত আসন দিলেন; এবং সেই সভাস্থ কোন কোন মহর্ষি "মঙ্গল হউক" বলিয়া, ও কোন কোন মহর্ষি "পরমায়ু বৃদ্ধি হউক" এই বাক্যে আশীর্ব্বাদ করিলেন। এইরূপে তত্রস্থ সমস্ত মুনিই কুশী ও লবকে স্ব স্ব অভিপ্রেত বর প্রদান করিলেন। সমস্ত-গান তত্ত্বজ্ঞ কুশী ও লব মুনিদিগের নিকট আয়ুষ্য, অভ্যুদয়সাধন, সর্ব্বশ্রোত্রমনোহর এবং কবিদিগের পরম-বর্ণনাধার-স্বরূপ আশ্চর্য্যাখ্যান এই সুমধুর গান-কাব্য যথাক্রমে আদ্যন্ত গান করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সর্ব্বত্র প্রশস্যমান হইয়া অযোধ্যা নগরীর রাজপথ ও রথ্যা-সকলেতে গান করিতে লাগিলেন।

কোন সময়ে শত্রুনিহন্তা পূজার্হ রাম, কুশী ও লব-নামক সেই দুই ভ্রাতাকে দেখিতে পাইলেন। পরে তিনি স্বগৃহে তাঁহাদিগকে আনয়ন-পূর্ব্বক পূজা করিলেন। অনন্তর প্রভু রাম কাঞ্চননির্ম্মিত দিব্য সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। পরে তাঁহার ভ্রাতৃগণ এবং সচিববর্গও তৎসমীপে যথাযোগ্য স্থানে উপবেশন করিলেন। তখন রাম রূপসম্পন্ন বিনীতস্বভাব সেই উভয় ভ্রাতাকে নিরীক্ষণ করত ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকে "তোমরা দেবতুল্য-বর্চ্চস্বী এই দুই জনের বিচিত্রপদ-বিন্যস্ত বিচিত্রার্থ-সম্বলিত এই আখ্যান শ্রবণকর," ইহা বলিয়া সেই দুই জনকে সম্যক্ গান করিতে অনুমতি করিলেন। তখন তাঁহারা বলানুরূপ উচ্চ স্বরে সুস্পষ্টরূপে বীণালয়-বিশুদ্ধ এবং শ্রোতৃবর্গের সমস্ত গাত্র, মন ও হৃদয়ের আহ্লাদকর মধুর গান করিতে লাগিলেন। সেই জনসমাজে ঐ গান শ্রোতৃবর্গের শ্রোত্র-সুখাবহ হইয়া প্রকাশিত হইল। সেই সময়ে রাম লক্ষ্মণাদিকে কহিলেন, "এই রাজলক্ষণ-সম্পন্ন মহাতপস্বী মুনি কুশী ও লব আমার মহানুভাব চরিত গান করিতেছেন, তোমরা তাহা শ্রবণ কর; যেহেতু বৃদ্ধগণ ইহা শ্রবণ করিলে ভূতি ও মুক্তি হয়, ইহা বলিয়া থাকেন।"

পরে কুশী ও লব রামবাক্যে নিযোজিত হইয়া মার্গরূপ-গান-ধারানুসারে গান করিতে লাগিলেন। তখন সভাগত রামও এই প্রবন্ধের চিরস্থায়িতা বাসনায় ক্রমশ অত্যাশক্তমনা হইতে লাগিলেন।

চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম সর্গ।

পূর্ব্বে প্রজাপতি বৈবস্বত মনু অবধি যে সমুদয় জয়শালী রাজাদিগের অধীনে এই সমস্ত ভূমণ্ডল ছিল; এবং যিনি সাগর খনন করিয়াছিলেন, ও ষষ্টিসহস্র পুত্রে পরিবৃত হইয়া গমন করিতেন, সেই সগর রাজা যাঁহাদিগের বংশে জন্ম গ্রহণ করেন; —সেই ইক্ষ্বাকুবংশীয় মহাত্মা নরপতিগণের বংশে রামায়ণ-নামে বিশ্রুত এই সুমহৎ আখ্যান উৎপন্ন হইয়াছে। আমরা ধর্ম্মকামার্থ-সাধন এই আখ্যান আদ্যন্ত সমস্ত নিঃশেষরূপে গান করিব; আপনারা অসূয়া ত্যাগ করিয়া শ্রবণ করুন্।

সরযূ-তীরে নিবিষ্ট, প্রমোদান্বিত, প্রভূত-ধনধান্য-শালী, অতিবৃহৎ ও উত্তরোত্তর-বর্দ্ধমান কোশল-নামক জনপদে সর্ব্বলোক-বিখ্যাতা অযোধ্যানাম্নী নগরী আছে। যে নগরীকে মানবেন্দ্র মনু স্বয়ং নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; যে মহাপুরী সুবিভক্ত মহাপথে শোভিতা, দ্বাদশ-যোজনায়তা, ত্রিযোজন-বিস্তৃতা ও অতিশয়-শোভাবতী; এবং যাহার সুন্দর সুবিভক্ত বৃহৎ বৃহৎ রাজপথ-সকল সর্ব্বদা জলসিক্ত ও বিকশিত-পুষ্প-বিকীর্ণ থাকিত। যেরূপ দেবপতি ইন্দ্র স্বর্গলোকের বসতি বৃদ্ধি করেন, সেইরূপ মহারাষ্ট্র-বর্দ্ধন রাজা দশরথ সেই নগরীর অনেক বসতি বৃদ্ধি করেন। সেই নগরী কবাট-তোরণান্বিতা, সুবিভক্ত-ক্ষুদ্রপথ শোভিতা, সমস্ত যন্ত্র-সমন্বিতা, অতুলপ্রভাবতী, সর্ব্বায়ুধবতী ও অতি শ্রীমতী। তাহাতে সমস্ত শিল্পবিদ্যা-বিশারদ ব্যক্তি এবং অনেক সূত ও মাগধ বাস করিত। তাহাতে ধ্বজশালী উচ্চ উচ্চ অট্টালক, শত শত শতঘ্নী, উদ্যান ও

আম্রবন ছিল। তাহার চতুর্দ্দিকে মেখলার ন্যায় শালবৃক্ষ ছিল। তাহার সকল স্থানেই সীমন্তিনীদিগের নাট্য-শালা ছিল। সেই নগরী গম্ভীরজল-দুর্গম-পরিখা-পরিব্যাপ্তা থাকা প্রযুক্ত সকলেরই দুর্গম্যা; বিশেষত শত্রুপক্ষ তাহার নিকটেও গমন করিতে পারিত না। সেই নগরীতে বহুসঙ্খ্য অশ্ব ও বারণ, অনেক গো, বহুসঙ্খ্য উষ্ট্র ও গর্দ্দভ, করপ্রদ অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা, নানাদেশ-নিবাসী বণিকগণ, পর্ব্বততুল্য অত্যুচ্চ রত্ননির্ম্মিত প্রাসাদ-সমূহ এবং যেরূপ ইন্দ্রের অমরাবতী নগরীতে স্ত্রীদিগের ক্রীড়াগার আছে, সেইরূপ নারীগণের অনেক ক্রীড়াগার ছিল। সুবর্ণ-মণ্ডিতা, সমস্তরত্ন-সমাকীর্ণা সপ্তভূমিক-গৃহশোভিতা ও সমভূমি-নিবেশিতা সেই বিচিত্র নগরীতে অনেক শ্রেষ্ঠরমণী ছিল। তাহাতে গৃহসমস্ত নিকটে নিকটে সন্নিবেশিত ছিল, সুতরাং তাহার কোন স্থান বসতিশূন্য ছিল না। সেই নগরী ধান্য ও তণ্ডুল-পরিপূরিতা এবং ইক্ষুরস তুল্যস্বাদু জলশালিনী। তাহাতে দুন্দুভি, মৃদঙ্গ বীণা ও পণব-সকল মুহুর্মুহু বাদিত হইত, এজন্য সেই নগরী পৃথিবীর সমস্ত নগরী হইতে শ্রেষ্ঠতা লাভ করে। তাহাতে সমস্ত গৃহের বাহ্য-প্রদেশ সুনিবেশিত এবং অনেক নরোত্তম ব্যক্তি ছিলেন, অতএব সেই নগরী সিদ্ধগণের তপোলব্ধ স্বর্গীয় বিমানের সাদৃশ্য লাভ করে। এবং সেই নগরীতে অস্ত্র-শস্ত্র প্রয়োগ-বিশারদ শীঘ্রহস্ত এতাদৃশ সহস্র সহস্র মহারথ ছিলেন, যে, যাঁহারা উদাসীন, লুক্কায়িত, অসহায়ী ও পলায়িত ব্যক্তির প্রতি অস্ত্রাঘাত করিতেন না, এবং যাঁহারা বনে প্রমত্ত শব্দায়মান সিংহ, ব্যাঘ্র ও বরাহগণকে বাহুবলে কি নিশিত শস্ত্রবলে সংহার করিতে সমর্থ ছিলেন। রাজা দশরথ সেই অযোধ্যা নগরীর অনেক বসতি বৃদ্ধি করেন। সেই নগরীতে দ্বিজকুল-তিলক বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ, আহিতাগ্নি, গুণবান্ সত্যব্রত, সহস্রদানশীল, মুখ্য এবং মহর্ষিকল্প অনেক মহাত্মা ঋষি ছিলেন।

পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ সর্গ।

সর্ব্বসংগ্রহী, বেদজ্ঞ, অতিতেজস্বী, দীর্ঘদর্শী এবং পৌর ও জানপদগণের প্রিয় দশরথ সেই অযোধ্যা পুরীতে রাজত্ব করিতেন। সেই ইক্ষ্বাকুবংশীয় অতিরথ রাজর্ষি ত্রিলোকবিখ্যাত, নিহতামিত্র, বলবান্ মিত্রবান্ জিতেন্দ্রিয় এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান, যজন ও ইন্দ্রিয়-সংযমে মহর্ষিকল্প। তিনি ধনে কুবেরতুল্য, অন্যান্য-সঞ্চয়ে ইন্দ্রতুল্য এবং মহাতেজস্বী লোকপরিরক্ষক মনুর ন্যায় লোকের পরিরক্ষিতা। সেই ত্রিবর্গানুষ্ঠায়ী সত্যসন্ধ রাজা দশরথ কর্তৃক পালিতা হইয়া অযোধ্যা নগরী ইন্দ্র-পালিতা অমরাবতীর ন্যায় শ্রেষ্ঠতা লাভ করে। সেই নগরীতে সমস্ত ব্যক্তিই হৃষ্ট, স্ব স্ব ধনে পরিতুষ্ট, অলুব্ধপ্রকৃতি, ধর্ম্মাত্মা, সত্যবাদী ও বহুশ্রুত ছিল। সেই শ্রেষ্ঠপুরীতে কোন কুটুম্বী ব্যক্তি অল্পসঞ্চয়ী, প্রয়োজনসাধনাসমর্থ কিংবা গো, অশ্ব, ধন ও ধান্যবিহীন ছিল না। অযোধ্যা নগরীতে নারী কি নর, সকলেই ধর্ম্মশীল, জিতেন্দ্রিয়, প্রমুদিত এবং শীল ও চরিত্রে মহর্ষির ন্যায় অমল ছিল; অতএব কেহ কখন সেই নগরীতে কাম-তৎপর, নৃশংস, কদর্য্যস্বভাব, অবিদ্বান্, কি নাস্তিক পুরুষকে দেখিতে পাইত না। সেই নগরীতে কেহ কুণ্ডল-বিহীন, মুকুট-বিধুর, মাল্য-রহিত, অল্পভোগী, অনির্ম্মল, চন্দনাদি-লেপহীন-দেহশালী, সুগন্ধ-রহিত, অশুদ্ধান্নভোজী, অদাতা, অঙ্গহীন, অনিষ্কধারী, হস্তাভরণ-বিধুর বা অবিশুদ্ধবুদ্ধি ছিল না। অযোধ্যাতে কেহ অনাহিতাগ্নি, যাগবিহীন, ক্ষুদ্র-স্বভাব, চৌর্য্যবৃত্তি-পরায়ণ, অসদাচারী, কি সাঙ্কর্য্যদোষদূষিত ছিল না। সেই নগরীতে ব্রাহ্মণেরা নিত্য-স্বকর্ম্ম-নিরত, বিজিতেন্দ্রিয়, দানাধ্যয়নশীল ও বিশুদ্ধপ্রতিগ্রাহী ছিলেন। সেই নগরীর কোন স্থানে কোন এক ব্রাহ্মণও নাস্তিক, অনৃতবাদী, বহুশ্রবণ-রহিত, অসূয়াকারী, অর্থসাধনাসমর্থ, অবিদ্বান্, অবেদাঙ্গবিৎ, অব্রতী, সহস্রদানহীন, দীন, ক্ষিপ্তচিত্ত অথবা পীড়িত ছিলেন না। অযোধ্যাতে

নারী কি নর, কেহই শ্রীহীন, রূপরহিত কি রাজভক্তি-বিহীন দৃষ্ট হইত না। সেই শ্রেষ্ঠ নগরীতে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চতুর্ব্বর্ণে যে সকল শৌর্য্য-সম্পন্ন বিক্রমসংযুক্ত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই পুত্র, পৌত্র ও স্ত্রীগণের সহিত দীর্ঘায়ু, দেবতা-পূজক, অতিথি-সেবাতৎপর, ধর্ম্মরত ও সত্যাশ্রয়ী ছিলেন। এবং সেই নগরীতে ক্ষত্রিয়-সমস্ত ব্রাহ্মণের অনুজ্ঞাবহ, বৈশ্য সকল ক্ষত্রিয়ের আজ্ঞাবহ, শূদ্রগণ ত্রিবর্ণসেবারূপ স্বকর্ম্মে নিরত ছিল।

অযোধ্যা নগরী পূর্ব্বে যেরূপ ধীমান্ মানবেন্দ্র মনু-কর্ত্তৃক সুরক্ষিতা ছিল, অধুনাও তদ্রূপই সেই ইক্ষ্বাকুনাথ দশরথ-কর্ত্তৃক সুরক্ষিতা ছিল। যেমন কেশরি-সমূহে গুহা পরিপূরিতা থাকে, সেইরূপ সেই নগরী অমর্ষণস্বভাব, কৃতবিদ্য, কৌটিল্যবিহীন ও অগ্নিকল্প যোদ্ধৃবর্গে পরিপূর্ণা থাকিত। সেই নগরী কাম্বোজদেশ-জাত, বাহ্লীকদেশোদ্ভব, বনায়ুদেশজ ও নদীজাত উচ্চৈঃশ্রবার ন্যায় উৎকৃষ্ট শ্রেষ্ঠ হয়গণে পরিব্যাপ্তা থাকিত। অযোধ্যা নগরী বিন্ধ্যাচল-সম্ভূত ও হিমালয়-পর্ব্বত-জাত অচল-নিভ, নিত্য-প্রমত্ত, মদান্বিত, অতিবলশালী এবং ভদ্র, মন্দ্র, মৃগ, ভদ্রমন্দ্রমৃগ, ভদ্রমন্দ্র, ভদ্রমৃগ ও মৃগমন্দ্ররূপ-জাতি বিভক্ত ঐরাবত-কুলোদ্ভব, মহাপদ্মকুল-জাত, অঞ্জন-বংশীয় ও বামন-কুলোৎপন্ন পর্ব্বতোপম মত্ত মাতঙ্গগণে সর্ব্বদা পরিপূরিতা থাকিত। এবং শত্রুগণের. অযোধ্যা সেই অযোধ্যা নগরী দ্বিযোজনের অধিকেও প্রকাশমানা হইত।

যেরূপ চন্দ্র নক্ষত্রগণ শাসন করেন, সেইরূপ সেই দমিতশত্রু সুমহাতেজা মহারাজ দশরথ সেই নগরী শাসন করিতেন। বিচিত্র বিচিত্র গৃহে শোভিতা, সুদৃঢ় তোরণ ও অর্গল-যুক্তা, সহস্র সহস্র মানবে পরিব্যাপ্তা এবং শত্রুগণের অযোধ্যা শিবদায়িনী অযোধ্যা নগরী ইন্দ্র-সদৃশ রাজা দশরথের শাসনে ছিল।

ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম সর্গ।

সেই ইক্ষ্বাকুবংশীয় সুমহাত্মা বীর দশরথ রাজার সর্ব্বদা প্রিয় ও হিতানুষ্ঠায়ী এবং ইঙ্গিতজ্ঞ ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সুরাষ্ট্র, রাষ্ট্র-বর্দ্ধন, অকোপ, ধর্ম্মপাল ও অর্থশাস্ত্রজ্ঞ সুমন্ত্র-নামক আট জন অমাত্য ছিলেন। যাঁহারা অমাত্যগুণে ভূষিত, যশস্বী, পবিত্র-চরিত্র এবং রাজকার্য্যে সর্ব্বদা অনুরক্ত। সেই রাজা দশরথের অভিমত বসিষ্ঠ ও বামদেব, এই দুই জন প্রধান ঋত্বিক্ এবং সুযজ্ঞ, জাবালি, কাশ্যপ, গৌতম, দীর্ঘায়ু মার্কণ্ডেয় ও কাত্যায়ন ঋষি অপর ঋত্বিক্ ও বসিষ্ঠ-প্রভৃতি সকলেই মন্ত্রী ছিলেন। সেই দশরথ রাজার এই সমস্ত ব্রহ্মর্ষি এবং পূর্ব্বরত অনেক সনাতন বিদ্যাবিনয়-সম্পন্ন কার্য্যদক্ষ জিতেন্দ্রিয় শ্রীশালী ঋত্বিক্ ছিলেন।

দশরথ রাজার সেই সমস্ত অমাত্যেরা ব্রহ্ম ও ক্ষত্র হিংসা না করিয়া পুরুষের-বলাবল সন্দর্শন-পূর্ব্বক যথোচিত তীক্ষ্ণ দণ্ড প্রদান করত কোষ পরিপূরিত করেন। যাঁহারা শ্রীমান্, কীর্ত্তিমান্, মহাত্মা, ধনুর্ব্বেদবিৎ, সুদৃঢ়বিক্রমশালী, রাজকার্য্যে অত্যন্ত সাবধান, তেজস্বী, যশস্বী, ক্ষমাসম্পন্ন ও সস্মিতভাষী; যাঁহারা ক্রোধ, কাম, কি কোন প্রয়োজন-বশত মিথ্যা বাক্য বলিতেন না; যাঁহাদিগের শত্রু কি মিত্রের কোন বৃত্তান্ত অবিদিত ছিল না; যাঁহারা শত্রু ও মিত্রের চিকীর্ষিত, ক্রিয়মাণ বা কৃত কর্ম্ম চারদ্বারা বিদিত হইতেন; যাঁহারা সৌহার্দ্দ-ব্যবহার-কুশলতায় রাজা দশরথ-কর্ত্তৃক সুপরীক্ষিত হইয়াছেন; যাঁহারা অপরাধী হইলে পুত্রদিগের প্রতিও সমুচিত দণ্ড নির্দ্ধারণ করিতেন; যাঁহারা কোষপূরণে ও সৈন্যসংগ্রহে অতিশয় উদ্‌যুক্ত; যাঁহারা অনপরাধী হইলে শত্রু পুরুষেরও হিংসা করিতেন না; এবং যাঁহারা লেখন-সমর্থ, নিয়তোৎসাহ-সম্পন্ন, নীতিশাস্ত্রানুসারী এবং রাষ্ট্রবাসী পবিত্রস্বভাব ব্যক্তিগণের প্রতিপালক। প্রজাগণের সমস্ত বৃত্তান্তবিজ্ঞ ঐকমত্যাবলম্বী সেই সমস্ত সুপবিত্র চরিত্র

মন্ত্রীদিগের নয়বলে সেই শ্রেষ্ঠ নগরও সমস্ত রাষ্ট্র নির্ব্বিঘ্ন ছিল,—রাষ্ট্রে বা পুরে কোন স্থানে কোন পুরুষ মিথ্যাবাদী, দুষ্টস্বভাব কি পরদার-নিরত ছিল না। সেই সমস্ত সুবেশ, সুবসন, শুদ্ধব্রত অমাত্যেরা নরেন্দ্র দশরথের হিতার্থী হইয়া নীতিরূপ নয়নে সর্ব্বদাই জাগরিত থাকিতেন। তাঁহারা স্ব স্ব আচার্য্যের কেবল গুণমাত্র গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা স্ব স্ব পরাক্রমে ভুবনবিখ্যাত। তাঁহারা বুদ্ধিবলে বিদেশীয় সমস্ত বিবরণ অবগত হইতেন। তাঁহাদিগের সমস্ত গুণই ছিল, কোন গুণেরই অভাব ছিল না। তাঁহারা সন্ধি ও বিগ্রহ-তত্ত্বে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের স্বভাবই পরম সম্পৎ ছিল। এবং তাঁহারা নীতিশাস্ত্রে সবিশেষ অভিজ্ঞ, মন্ত্রসংরক্ষণ-সমর্থ, সর্ব্বদা প্রিয়বাদী ও সূক্ষ্ম বিচারে নিপুণ।

অনঘ রাজা দশরথ এতাদৃশ-গুণসম্পন্ন সেই সমস্ত অমাত্যদিগের সহিত বসুন্ধরা শাসন করিতেন। রণে সত্যপ্রতিজ্ঞ বদান্য ত্রিলোকবিখ্যাত পুরুষবর রাজা দশরথ অযোধ্যাতে থাকিয়াই চারদ্বারা স্বদেশ ও বিদেশের বিবরণ সন্দর্শন-পূর্ব্বক অধর্ম্ম পরিবর্জ্জন করিয়া প্রজাপালন ও তাহাদিগকে স্ব স্ব ধর্ম্মে প্রবর্ত্তন করত এই সমুদায় পৃথিবী শাসন করেন। তিনি আত্মতুল্য বা আত্মাধিক-শৌর্য্যাদিসম্পন্ন শত্রু প্রাপ্ত হয়েন নাই। যেরূপ দেবপতি ইন্দ্র নিষ্কণ্টকে স্বর্গলোক শাসন করেন, সেইরূপ সেই প্রণতসামন্ত মিত্রবান্ রাজা দশরথ প্রতাপদ্বারা দস্যু প্রভৃতি সমুদয় কণ্টক বিনাশ করিয়া এই লোক শাসন করেন। যেমন ভাস্কর কিরণসমূহে শোভিত হন, সেইরূপ সদ্বৃত্ত রাজা দশরথ মন্ত্রণানিবিষ্ট, হিতানুষ্ঠায়ী, সূক্ষ্মার্থ-দর্শন-নিপুণ, সূক্ষ্মার্থ-সাধন-দক্ষ ও অনুরক্ত সেই সমস্ত তেজস্বী মন্ত্রিগণে পরিবৃত হইয়া শোভিত হইতেন।

সপ্তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম সর্গ।

সেই মহাত্মা ধর্ম্মজ্ঞ রাজা দশরথ ঈদৃশ-প্রভাবসম্পন্ন; কিন্তু তাঁহার বংশকর পুত্র ছিল না। তিনি পুত্রের অভাব নিমিত্ত সর্ব্বদা অনুতপ্ত থাকিতেন। কদাচিৎ "কি উপায়ে পুত্র হইবে," এরূপ চিন্তা করিতে করিতে মহাত্মা দশরথের এরূপ বুদ্ধি হইল, যে, আমি পুত্র-নিমিত্তে কেন অশ্বমেধ যাগ করিতেছি না! ধর্ম্মাত্মা বুদ্ধিমান্ রাজা দশরথ সেই সমস্ত বিশুদ্ধ মন্ত্রীদিগের সহিত "অশ্বমেধ যাগ করা উচিত," এরূপ মতি নিশ্চয় করিলেন। পরে মহাতেজস্বী রাজা দশরথ মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ সুমন্ত্রকে কহিলেন, "তুমি আমার সেই সমস্ত গুরু ও পুরোহিতদিগকে শীঘ্র আনয়ন কর।"

অনন্তর সেই ত্বরিতগামী সুমন্ত্র সত্বর গমন করিয়া সেই সমস্ত বেদপারগ গুরু ও পুরোহিতদিগকে একসঙ্গে আনয়ন করিলেন। তখন ধর্ম্মাত্মা রাজা দশরথ পুরোহিত বশিষ্ঠ, সুযজ্ঞ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ এবং অন্যান্য দ্বিজসত্তমদিগকে পূজা করিয়া তাঁহাদিগকে ধর্ম্মার্থসাধন এই মধুর বাক্য বলিলেন, "আমার পুত্রাভাব-নিবন্ধন বিলাপেই সমস্ত সময় অতিবাহিত হইতেছে! আমি কোন ক্ষণেই সুখ লাভ করিতেছি না! অতএব আমি নিশ্চয় করিয়াছি, যে, পুত্রনিমিত্ত অশ্বমেধ যাগ করিব। পরন্তু আমার বাসনা এই, যে, উক্ত যাগ শাস্ত্রবিধ্যনুসারে নির্ব্বাহিত হয়; যাহাতে আমার এই অভিলাষ সফল হয়, আপনারা এরূপ উপায় অবধারণ করুন্।"

অনন্তর বশিষ্ঠপ্রভৃতি সেই সমস্ত ব্রাহ্মণেরা পরম প্রীত হইয়া দশরথ রাজার মুখ-নির্গত সেই বাক্য "সাধু সাধু" বলিয়া অভিনন্দন-পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, "আপনি যজ্ঞের আয়োজন, অশ্ব বিমোচন এবং সরযূনদীর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্ম্মাণ করুন্। হে রাজন্! আপনি অবশ্যই অভিপ্রেত অনেক পুত্র লাভ করিবেন, যেহেতু আপনার পুত্র-নিমিত্ত ঈদৃশী ধার্ম্মিকী বুদ্ধি হইয়াছে।"

অনন্তর রাজা দশরথ ব্রাহ্মণদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া সন্তোষ লাভ করিলেন। তিনি হর্ষব্যাকুল-নয়ন হইয়া অমাত্যদিগকে বলিলেন, "এক্ষণ তোমরা গুরুগণ-বাক্যানুসারে আমার যজ্ঞের আয়োজন, অশ্বরক্ষণ-সমর্থ-যোধগণ ও উপাধ্যায়ের সহিত অশ্ববিমোচন এবং সরযূনদীর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্ম্মাণ কর, এবং বিঘ্ন-নিবারক কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান আরম্ভ কর। যজ্ঞ ছিদ্রানুসন্ধান-পটু ব্রহ্মরাক্ষসেরা যজ্ঞের ছিদ্র অন্বেষণ করে, সুতরাং ইহাতে সচরাচর বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে; যদি এই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞে কষ্টপ্রদ বিঘ্ন না ঘটিত, তবে সমস্ত মহীপালেরাই এই যজ্ঞ করিতে পারিতেন। যাঁহার যজ্ঞে বিঘ্ন হয়, তিনি সদ্যই বিনষ্ট হন; অতএব যেরূপে আমার এই যজ্ঞ যথাবিধি সমাপিত হয়, তোমরা এরূপ বিধান কর; তোমাদিগের তাদৃশ বিধান করিতে সামর্থ্য আছে।"

সমস্ত অমাত্যেরা নৃপতি-কর্ত্তৃক প্রতিপূজিত হইয়া তাঁহার সমস্ত কথা আনুপূর্ব্বিক শ্রবণান্তর বলিলেন, "অনুজ্ঞানুরূপ কার্য্য করিব।"

অনন্তর সেই সমস্ত ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা নৃপসত্তম দশরথ-কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ-দ্বারা সম্বর্দ্ধন করত, যে যে স্থান হইতে আসিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে গমন করিলেন। মহামতি নরপতিশ্রেষ্ঠ নরেন্দ্র দশরথ সেই সমস্ত দ্বিজকে বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক সমুপস্থিত সচিবগণকে "আমি ঋত্বিগ্‌গণ-কর্ত্তৃক 'আপনি যথাবিধি ক্রতু প্রাপ্ত হউন,' এরূপ আদিষ্ট হইয়াছি," এই কথা বলিয়া বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক স্বগৃহে গমন করিলেন। পরে সেই নরেন্দ্র দশরথ আবাসে গিয়া সেই মনোগত পত্নীদিগকে কহিলেন, "আমি পুত্রনিমিত্তে যাগ করিব, এজন্য তোমরা দীক্ষিতা হও।"

অতিকমনীয় উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই সুকান্তিমতী রাজপত্নীদিগের মুখসমস্ত, যেরূপ হিমান্তে পদ্মসকল শোভিত হয়, সেইরূপ শোভিত হইল।

অষ্টম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম সর্গ।

সুমন্ত্র সারথি সেই বিবরণ শ্রবণ করিয়া নির্জ্জনে দশরথ রাজাকে এই কথা বলিলেন, "ঋত্বিগ্‌গণেরা আপনার পুত্রপ্রাপ্তির এই যে উপায় উপদেশ করিয়াছেন; আমি পৌরাণিক ইতিহাসে তাহার কিঞ্চিৎ বিশেষ শ্রবণ করিয়াছি। আমি যে ইতিহাস শ্রবণ করিয়াছি, তাহা বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন্। মহারাজ! পূর্ব্বে ভগবান্ সনৎকুমারঋষি, ঋষিদিগের নিকটে আপনার পুত্রপ্রাপ্তি বিষয়ে এই কথা বলিয়াছিলেন, 'কাশ্যপঋষির বিভাণ্ডক নামক বিশ্রুত পুত্র আছেন, তাঁহার ঋষ্যশৃঙ্গ-নামক বিখ্যাত পুত্র হইবেন। তিনি বনেতেই জনক কর্ত্তৃক বর্দ্ধিত হইবেন। সেই সদাবনচর বিপ্রেন্দ্র মহাত্মা ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি অনবরত পিতৃসঙ্গে থাকিয়া, মুখ্য ও গৌণ, দ্বিবিধ ব্রহ্মচর্য্যই অনুষ্ঠান করিবেন, অন্য কিছুই জানিবেন না। হে রাজন্! তাঁহার এই চরিত্র বিপ্রগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্বদা কথিত এবং সমস্ত লোকে প্রখ্যাত হইবে। তিনি এইরূপে থাকিয়া অগ্নি ও যশস্বী পিতাকে শুশ্রূষা করত কাল অতিবাহিত করিবেন।

সেই সময়ে অঙ্গদেশে মহাবল প্রতাপবান্ সুবিখ্যাত রোমপাদ-নামক রাজা হইবেন। সেই রাজার ব্যতিক্রমে সর্ব্বলোক-ভয়াবহ সুদারুণ অতিঘোর অনাবৃষ্টি হইবে। অনাবৃষ্টি হইলে রাজা দুঃখিত হইয়া বেদাধ্যয়ন-সংবৃদ্ধ ব্রাহ্মণদিগকে আনয়ন-পূর্ব্বক বলিবেন, 'আপনারা এরূপ নিয়ম আদেশ করুন, যাহাতে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়; আপনারা, যে কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে অনাবৃষ্টি নিবৃত্তি হয়, অবশ্যই তাদৃশ কর্ম্ম অবগত থাকিবেন, কেননা আপনারা সমস্ত লোক-ব্যবহারই অবগত আছেন।'

অনন্তর সেই সমস্ত বেদপারগ দ্বিজসত্তম ব্রাহ্মণেরা নৃপতিকর্ত্তৃক এরূপ উক্ত হইয়া মহীপালকে কহিবেন, "হে রাজন্! আপনি, যে কোন উপায়ে হউক্, এখানে বিভাণ্ডক তনয় ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করুন্। হে মহী-

পাল! আপনি বেদপারগ ব্রাহ্মণ বিভাণ্ডকপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে সুসৎকারপূর্ব্বক আনয়ন করিয়া সুসমাহিত হইয়া তাঁহাকে যথাবিধি শান্তানাম্নী কন্যা প্রদান করুন্।'

রাজা রোমপাদ তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া 'সেই বীর্য্যবান্ ঋষ্যশৃঙ্গকে কি উপায়ে এখানে আনা যাইতে পারে' এরূপ চিন্তান্বিত হইবেন। পরে সেই বিশুদ্ধাত্মা রাজা মন্ত্রিগণের সহিত নিশ্চয় করত পুরোহিত ও অমাত্যদিগকে সংকার করিয়া ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়নার্থ নিয়োগ করিবেন। পুরোহিত এবং অমাত্যেরা রাজার বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক ব্যথিত হইয়া অবনতাননে 'আমরা বিভাণ্ডক ঋষি হইতে ভীত হইয়াছি, আমরা যাইতে পারিব না' ইহা বলিয়া সেই নরপতিকে অনুনয় করিবেন। অনন্তর তাঁহারা চিন্তা করিয়া ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়নের সমুচিত উপায় সকল নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক রোমপাদকে বলিবেন, 'আমরা ঐ সকল উপায়ে দ্বিজবর ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করিতে পারিব, ইহাতে কোন দোষ হইবে না।

পুরোহিত ও অমাত্যের বাক্যে অঙ্গদেশাধিপতি রোমপাদ গণিকা-দ্বারা ঋষিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করিবেন। তখন ইন্দ্রনিদেশে বৃষ্টি হইবে। রাজা ঋষ্যশৃঙ্গকে শান্তা দান করিবেন। রাজা দশরথের জামাতা সেই ঋষ্যশৃঙ্গ তাঁহার অনেক পুত্র বিধান করিবেন। আমি সনৎকুমারের কথিত এই কথা আপনাকে নিবেদন করিলাম।"

অনন্তর রাজা দশরথ হৃষ্ট হইয়া সুমন্ত্রকে বলিলেন "যে উপায়ে ও যে প্রকারে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি আনীত হইয়াছেন, তাহা বর্ণন কর।"

নবম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম সর্গ।

তখন সুমন্ত্র নৃপতি-কর্তৃক নিয়োজিত হইয়া এই কথা বলিতে লাগিলেন, "মন্ত্রিগণ-কর্তৃক ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষি যে উপায়ে ও যে প্রকারে আনীত হইয়াছেন, আমি তৎসমস্ত বলিতেছি, আপনি অমাত্যগণের সহিত শ্রবণ করুন্। পুরোহিত ও অমাত্যেরা রোমপাদকে ইহা বলিলেন, আমরা এই নির্ব্বিঘ্ন উপায় স্থির করিয়াছি,—ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষি তপস্বী, স্বাধ্যায়নিরত এবং বনবাসী; তিনি রমণী ও বিষয়-নিবন্ধন সুখ বিজ্ঞাত নহেন; অতএব তাঁহাকে প্রাণিমাত্রের চিত্তপ্রমাথী ও অভিমত ইন্দ্রিয়-বিষয়-দ্বারা আনয়ন করা যাইতে পারে। আপনি শীঘ্র আদেশ করুন,—রূপবতী গণিকারা শোভন অলঙ্কারে শোভিতা ও সৎকৃতা হইয়া তথায় গমন করুক। সেই বারাঙ্গনারা বিবিধ উপায়-দ্বারা সেই ঋষিকে প্রলোভিত করিয়া এস্থানে আনয়ন করিবে।'

রাজা ইহা শ্রবণ করিয়া পুরোহিতকে তাহাই করিতে বলিলেন। পুরোহিত মন্ত্রীদিগকে তাহা করিতে কহিলে মন্ত্রীরা তাহা করিলেন। পরে মুখ্য বারাঙ্গনারা তাহা শ্রবণ করিয়া সেই মহাবনে প্রবেশ-পূর্ব্বক বিভাণ্ডক ঋষির আশ্রমের সন্নিকটে থাকিয়া ঋষিতনয় ঋষ্যশৃঙ্গের দর্শন নিমিত্ত যত্ন করিতে লাগিল; সেই সুধীর ঋষ্যশৃঙ্গ পিতৃ-লালনাদিতে নিত্য সন্তুষ্ট ছিলেন, অতএব তিনি সর্ব্বদা আশ্রমেই থাকিতেন, কখন আশ্রমের দূরে যাইতেন না; সেই তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গ জন্মাবধি একাল-পর্য্যন্ত কখন স্ত্রী, পুরুষ কি নগর বা রাষ্ট্র-জাত অন্যান্য কোন বস্তু অবলোকন করেন নাই। পরে কোন সময়ে বিভাণ্ডকতনয় ঋষ্যশৃঙ্গ যদৃচ্ছাক্রমে সেই প্রদেশে আগমন করিলেন, এবং তথায় সেই সকল বারাঙ্গনাকে দেখিতে পাইলেন। সেই সমস্ত বিচিত্রবেশা প্রমদারা মধুর স্বরে গান করিতে করিতে ঋষিতনয়ের নিকটে আসিয়া এই কথা বলিল, 'আপনি কে, কি কর্ম্ম করিয়া থাকেন, এবং কি নিমিত্তই বা এই নির্জ্জন দূর বনে বিচরণ করিতেছেন, ইহা আমরা জানিতে বাসনা করি, আপনি আমাদিগকে বলুন।'

ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষি পূর্ব্বে সেই বনে কখন তাদৃশ কমনীয়রূপা কামিনীদিগকে দেখেন নাই, সুতরাং নববস্তু সন্দর্শন নিমিত্ত প্রতিবৃক্ত

হইয়াছিলেন; অতএব তাঁহার স্বীয় পিতাকে বর্ণন করিতে অভিলাষ হইল। তিনি কহিতেন, 'হে শুভ দর্শনগণ! আমার পিতা বিভাণ্ডক; আমি তাঁহার ঔরস পুত্র; আমার নাম ঋষ্যশৃঙ্গ, ইহা সকলেই জানে; এবং আমার কর্ম্মও ভূমণ্ডলে বিখ্যাত আছে। এই বনের সমীপে আমাদিগের আশ্রম; চল, সেই স্থানে আমি তোমাদিগের সকলকে যথাবিধি পূজা করিব।'

অনন্তর ঋষিতনয়ের বাক্য শ্রবণে তাঁহার আশ্রম সন্দর্শনার্থ সেই সমস্ত বারাঙ্গনার অভিপ্রায় হইল, তাহারা সকলেই তাঁহার আশ্রমে গমন করিল। পরে তাহারা আশ্রমে উপস্থিত হইলে, ঋষিতনয় ঋষ্যশৃঙ্গ তাহাদিগকে 'এই পাদ্য, এই অর্ঘ্য এবং এই আমাদিগের ভক্ষ্য মূল ও ফল, এরূপ বর্ণন করত তদ্দ্বারা পূজা করিলেন। তাহারা সকলেই সমুৎসুকা হইয়া সেই পূজা গ্রহণ পূর্ব্বক বিভাণ্ডক ঋষির ভয়ে শীঘ্র গমন করিতে অভিলাষ করিল। সেই সকল বারাঙ্গনারা 'হে বিপ্র! আমাদিগের এই সকল মুখ্য মুখ্য ফল গ্রহণ করুন, এবং ভক্ষণ করুন, বিলম্ব করিবেন না; হে দ্বিজ! আপনার মঙ্গল হউক,' ইহা বলিয়া তাঁহাকে সমালিঙ্গন-পূর্ব্বক হর্ষান্বিতা হইয়া বিবিধ উত্তম উত্তম সুভক্ষ্য মোদক প্রদান করিল। তেজস্বী ঋষ্যশৃঙ্গ তৎসমস্ত ভক্ষণ করিয়া ফলবিশেষ বোধ করিলেন, যেহেতু নিত্যবনবাসী ব্যক্তিরা মোদকাদি নগরজাত দ্রব্যের আস্বাদে অনভিজ্ঞ। অনন্তর সেই কামিনীরা বিভাণ্ডক ঋষির ভয়ে বিপ্র ঋষ্যশৃঙ্গকে ব্রতানুষ্ঠানের সময় নিবেদন-পূর্ব্বক আমন্ত্রণ করিয়া সেই অপদেশে তথা হইতে প্রস্থান করিল। পরে সেই সকল কামিনীরা গমন করিলে, কাশ্যপতনয় দ্বিজ ঋষ্যশৃঙ্গ অস্বস্থমনা হইয়া ক্লেশপ্রযুক্ত এক স্থানে অবস্থানে অসমর্থ হইলেন।

অনন্তর পর দিবস সেই শ্রীমান্ বীর্য্যবান্ বিভাণ্ডকপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ সেই বারাঙ্গনাদিগের হসিত ও ভাষিত-প্রভৃতি সমুদয় ব্যাপার মনে মনে স্মরণ করত, যে প্রদেশে পূর্ব্ব দিবসে তিনি সেই সকল শোভনালঙ্কার-ভূষিতা মনোজ্ঞা মুখ্যা বারাঙ্গনাকে দেখিয়াছিলেন, সেই প্রদেশে আগমন করিলেন। অনন্তর তাহারা বিপ্র ঋষ্যশৃঙ্গকে আসিতে দেখিয়াই পরম হর্ষ লাভ করিল, এবং তাঁহার নিকটে গিয়া সকলেই তাঁহাকে এই কথা বলিল, 'হে শুভদর্শন! আপনি আমাদিগের আশ্রমে আগমন করুন,' আর ইহাও বলিল, 'যদিচ এস্থানে সুখাদ্য বিচিত্র বিচিত্র অনেক মূল ও ফল আছে, তথাপি সেস্থানে ভোজন-বিধি এস্থান হইতে নিশ্চয়ই অনেক উৎকৃষ্ট হইবে।'

তৎপরে ঋষ্যশৃঙ্গ সেই সকল বারাঙ্গনার হৃদয়ঙ্গম বাক্য শ্রবণ করিয়া যাইতে অভিলাষ করিলেন; তাহারাও তাঁহাকে লইয়া প্রস্থান করিল। সেই মহাত্মা বিপ্র ঋষ্যশৃঙ্গ অঙ্গদেশে আনীয়মান হইলে ইন্দ্রদেব সহসা জগৎ প্রসন্ন করত বর্ষণ করিতে লাগিলেন। নরপতি রোমপাদ সুসমাহিত হইয়া স্বীয় রাজ্যে বৃষ্টির সহিত সমাগত বিপ্রতনয় ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির নিকটে কৃতাঞ্জলিপুটে গমন-পূর্ব্বক তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন, এবং তাঁহাকে যথারীতি অর্ঘ্য প্রদান-পূর্ব্বক প্রার্থনা করিলেন, যে, আপনি ও আপনার জনক আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, যেন আপনাদিগের আমার প্রতি ক্রোধ না হয়। পরে সেই রোমপাদ রাজা তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া শান্তানাম্নী কন্যা সম্প্রদান করিয়া প্রশান্তমানস হইয়া হর্ষ লাভ করিলেন। সেই মহাতেজস্বী ঋষ্যশৃঙ্গ ও ভার্য্যা শান্তার সহিত রোমপাদ কর্ত্তৃক সমস্ত-কাম্যবস্তু-দ্বারা সুপূজিত হইয়া অঙ্গদেশে বাস করিতে লাগিলেন।"

দশম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ সর্গ।

সুমন্ত্র মন্ত্রী কহিলেন, "হে রাজেন্দ্র! সেই বুদ্ধিমান্ দেববর সনৎকুমার আর যে আপনার হিত-সাধন কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আমি বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। ইক্ষ্বাকু-বংশে সুধার্ম্মিক সত্য-প্রতিজ্ঞ শ্রীমান্ দশরথ

নামে রাজা হইবেন; তাঁহার মহাভগ্যবতী শান্তানাম্নী কন্যা হইবে; এবং তিনি অঙ্গ-রাজের সহিত সখ্য করিবেন। অঙ্গরাজপুত্র রোমপাদ নামে বিখ্যাত হইবেন। সেই মহা যশস্বী রাজা দশরথ তাঁহার নিকটে গিয়া তাঁহাকে বলিবেন, 'হে ধর্ম্মাত্মন্! আমি অন-পত্য; আপনি শান্তা-স্বামী ঋষ্যশৃঙ্গকে আমা-দিগের বংশবৃদ্ধির নিমিত্তে যজ্ঞ করিতে নিয়োগ করুন্।'

বিশুদ্ধাত্মা রোমপাদ রাজা দশরথের সেই বাক্য শ্রবণ-পূর্ব্বক মনে মনে তাহার অবশ্য-কর্ত্তব্যতা চিন্তা করিয়া দশরথকে পুত্রবান্ শান্তাপতি ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রদান করিবেন। অন-ন্তর রাজা দশরথ নিশ্চিন্ত হইয়া সেই বিপ্রকে লইয়া প্রহৃষ্টান্তঃকরণে সেই যজ্ঞ আহরণ করিবেন। ধর্ম্মজ্ঞ নরেশ্বর রাজা দশরথ যশঃ-প্রার্থী হইয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ ঋষ্যশৃঙ্গকে কৃতাঞ্জলিপুটে স্বর্গ ও পুত্র-নিমিত্তে যাগ করিতে বরণ করি-বেন। মনুজপতি দশরথ সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ ঋষ্য-শৃঙ্গের নিকট অভিলষিত বিষয় লাভ করিবেন; —তাঁহার অমিতবিক্রমশালী বংশপ্রতিষ্ঠাত্রী সর্ব্বভূত-বিখ্যাত চারিটি পুত্র হইবেন।' পূর্ব্বে সত্যযুগে দেববর ভগবান্ প্রভু সনৎকুমার এই কথা কহিয়াছিলেন। হে পুরুষ-শার্দ্দূল মহারাজ! আপনি বল ও বাহনের সহিত স্বয়ংই তথায় গমন করিয়া সুসৎকার-পূর্ব্বক ঋষ্যশৃঙ্গকে আনায়ন করুন্।"

রাজা দশরথ সুমন্ত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিহৃষ্ট হইলেন, এবং বশিষ্ঠ ঋষিকে সুমন্ত্রের কথা কহিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক অন্তঃপুর ও অমাত্যগণ-সমভিব্যাহারে, যে স্থানে দ্বিজবর ঋষ্যশৃঙ্গ আছেন, তথায় গমন করিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে অনেক বন ও নদী অতিক্রম-পূর্ব্বক, যে প্রদেশে ঋষিবর ঋষ্যশৃঙ্গ ছিলেন, সেই দেশে উপস্থিত হইলেন, এবং রোমপাদের সন্নিধানে উপবিষ্ট দ্বিজশ্রেষ্ঠ ঋষ্যশৃঙ্গের নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে দীপ্যমান অনলের ন্যায় তেজস্বী দেখিলেন। অনন্তর রাজা রোমপাদ তাঁহাকে প্রহৃষ্টান্তঃকরণে সখ্য ভাবে যথারীতি সবিশেষ পূজা করিলেন, এবং ধীমান্ ঋষিতনয় ঋষ্যশৃঙ্গকে রাজা দশরথের সহিত সখ্য ভাব ও সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিলেন। তখন ঋষ্যশৃঙ্গও তাঁহাকে পূজা করিলেন। তৎপরে নরশার্দ্দূল রাজা দশরথ এইরূপে সুসৎকৃত হইয়া সাত আট দিন রোমপাদের সহিত তথায় বাস করিয়া রোমপাদ রাজাকে এই কথা বলিলেন, "হে মানবপতে রাজন্! আমার সুমহৎ কর্ম্ম উপস্থিত, অতএব আপ-নার তনয়া শান্তা স্বামীর সহিত আমার নগরে গমন করুন্।"

রাজা রোমপাদ ধীমান্ দশরথ রাজার বাক্য স্বীকার-পূর্ব্বক ঋষ্যশৃঙ্গকে কহিলেন, "আপনি ভার্য্যার সহিত গমন করুন্।"

তখন ঋষ্যশৃঙ্গ রাজার বাক্য স্বীকার-পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, "আমি গমন করিব।"

অনন্তর ঋষ্যশৃঙ্গ, নরপতি রোমপাদের অনুজ্ঞানুসারে ভার্য্যার সহিত প্রস্থিত হইলেন। বীর্য্যবান্ দশরথ এবং রোমপাদ রাজা স্নেহে হৃদয়ে হৃদয়ে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক পরস্পর বদ্ধাঞ্জলি হইয়া আনন্দিত হইলেন। পরে রঘুকুলনন্দন দশরথ বন্ধু রোমপাদ রাজাকে আমন্ত্রণ করিয়া অযোধ্যাভিমুখে গমন করিলেন, এবং পৌর-গণের নিকটে "সমস্ত নগর অতিশীঘ্র জলসিক্ত সম্মার্জ্জিত, ধূপগন্ধে সুবাসিত, পতাকাদ্বারা অলঙ্কৃত এবং উত্তমরূপে সুশোভিত কর," ইহা বলিয়া শীঘ্রগামী অনেক দূত প্রেরণ করিলেন। অনন্তর পৌরবর্গেরা দূতবাক্য শ্রবণ করিয়া রাজাকে আগত জানিয়া, রাজা যেরূপ আদেশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ সমস্ত নগর শোভিত করিল। তৎপরে রাজা দশরথ সমলঙ্কৃত নগরে শঙ্খ ও দুন্দুভি বাজাইয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ ঋষ্যশৃঙ্গকে অগ্রে করিয়া প্রবেশ করিলেন। তখন সমস্ত পৌর ব্যক্তিরা যেরূপ স্বর্গে সুরে-শ্বর সহস্রাক্ষ-কর্ত্তৃক কাশ্যপ বামন প্রবেশিত হই-য়াছিলেন, সেইরূপ ইন্দ্র-সাহায্যকারী নরেন্দ্র দশ-রথকর্ত্তৃক দ্বিজোত্তম ঋষ্যশৃঙ্গকে সৎকার-পূর্ব্বক প্রবেশ্যমান দেখিয়া প্রমোদ লাভ করিল। অনন্তর রাজা দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া যথাশাস্ত্র পূজা করিয়া ঋষ্যশৃঙ্গের সমাগমে আত্মাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন।

এবং সমস্ত অন্তঃপুর-বাসী ব্যক্তিরা বিশাল-নয়না শান্তাকে পতি ও পুত্রের সহিত আগতা দেখিয়া স্নেহ-বশত অতিশয় আনন্দ লাভ করিল। শান্তাও পতি এবং পুত্রের সহিত রাজা ও রাজ্ঞী-কর্তৃক বিশেষ রূপে পূজ্যমানা হইয়া পরম সুখে কিছুকাল সেই স্থানে রহিলেন।

একাদশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১১॥

দ্বাদশ সর্গ।

অনন্তর বহু দিবসের পর মনোহর বসন্ত কাল উপস্থিত হইলে, রাজা দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে অভিলাষ হইল। তিনি দেবতুল্য তেজস্বী সেই দ্বিজশার্দ্দূল ঋষ্যশৃঙ্গকে ভূমিষ্ঠ মস্তকে প্রণাম করিয়া বংশবৃদ্ধির নিমিত্ত যজ্ঞ করিতে বরণ করিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ ও ভূপতি দশরথ রাজাকে বলিলেন, "আমি যজ্ঞ করিব; আপনি যজ্ঞের আয়োজন, অশ্ব বিমোচন ও সরযূ নদীর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্ম্মাণ করুন্।"

তৎপরে নরপতি দশরথ সুমন্ত্রকে এই কথা বলিলেন, "হে সুমন্ত্র! তুমি বেদপারগামী ব্রহ্মবাদী ঋত্বিক্ সুযজ্ঞ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ এবং পুরোহিত বশিষ্ঠ ও অন্যান্য দ্বিজ-সত্তম ব্রাহ্মণদিগকে শীঘ্র আনয়ন কর।"

তদনন্তর শীঘ্রগামী সুমন্ত্র সত্বর গমন করিয়া সেই সমস্ত বেদপারগ ব্রাহ্মণদিগকে একসঙ্গে আনয়ন করিলেন। তখন ধর্ম্মাত্মা দশরথ রাজা তাঁহাদিগকে পূজা করিয়া ধর্ম্মার্থসাধন যুক্তি-যুক্ত এই মনোহর বাক্য বলিলেন, 'আমি পুত্রাভাব-নিবন্ধন সন্তাপ-প্রযুক্ত একক্ষণও সুখ লাভ করিতেছি না। অতএব স্থির করিয়াছি, পুত্র প্রাপ্তির নিমিত্ত অশ্বমেধ যাগ করিব।" পরন্তু আমার এই বাসনা, যে, শাস্ত্রে অশ্বমেধ যাগের যেরূপ অনুষ্ঠান-প্রক্রিয়া বিহিত আছে, সেইরূপ অনুষ্ঠান প্রক্রিয়ানুসারে উক্ত যাগ অনুষ্ঠিত হয়; ফলত আমার সমস্ত অভিলাষই ঋষিতনয়ের তেজঃ প্রভাবে সিদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই।"

অনন্তর বশিষ্ঠ ও ঋষ্যশৃঙ্গ-প্রধান ব্রাহ্মণ সকল নরপতি দশরথ রাজার মুখনির্গত সেই বাক্য "সাধু সাধু" বলিয়া অভিনন্দনপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, "আপনি যজ্ঞের আয়োজন, অশ্ব বিমোচন এবং সরযূ নদীর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্ম্মাণ করুন্; আপনি অবশ্যই অমিত-বিক্রমশালী চারিটি তনয় প্রাপ্ত হইবেন, যেহেতু আপনার পুত্রপ্রাপ্তির নিমিত্ত ঈদৃশী ধার্ম্মিকী বুদ্ধি হইয়াছে।"

তৎপরে রাজা দশরথ সেই ব্রাহ্মণদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীত হইলেন, এবং অমাত্য-দিগকে হর্ষপূর্ব্বক এই শুভাক্ষর বাক্য কহিলেন "তোমরা গুরুদিগের বাক্যানুসারে শীঘ্র আমার যজ্ঞের আয়োজন, অশ্বরক্ষণ-সমর্থ যোধগণ ও উপাধ্যায়ের সহিত অশ্ব বিমোচন এবং সরযূ নদীর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্ম্মাণ কর, এবং বিঘ্ননিবারক কর্ম্ম সকলের বিধি ও ক্রমানুসারে অনুষ্ঠান আরম্ভ কর। যজ্ঞ-ছিদ্রানুসন্ধান-পটু ব্রহ্মরাক্ষসেরা যজ্ঞের ছিদ্র অনুসন্ধান করে, সুতরাং ইহাতে সচরাচর বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে; যদি এই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞে কষ্টদায়ক বিঘ্ন না ঘটিত, তবে সমস্ত মহীপালেরাই এই যজ্ঞ করিতে পারিতেন। যাঁহার যজ্ঞে বিঘ্ন হয়, তিনি সদ্যই বিনষ্ট হন; অতএব যেরূপে আমার এই যজ্ঞ যথাবিধি সমাপিত হয়, তোমরা এরূপ বিধান কর; তোমাদিগের তাদৃশ বিধান করিতে সামর্থ্য আছে।"

অনন্তর সমস্ত অমাত্যেরা পার্থিবেন্দ্র দশরথের বাক্য "যাহা বলিলেন, তাহাই বটে," ইহা বলিয়া অভিনন্দন-পূর্ব্বক অনুজ্ঞানুরূপ কার্য্য করিলেন। পরে সেই সকল ব্রাহ্মণেরা ধর্ম্মজ্ঞ পার্থিবেন্দ্র দশরথকে প্রশংসা করিয়া তাঁহার অনুমতি লাভানন্তর, যে যে স্থান হইতে আগমন করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে গমন করিলেন। সেই সকল ব্রাহ্মণেরা গমন করিলে, মহামতি নরপতি দশরথ সেই অমাত্যদিগকে বিসর্জ্জন করিয়া স্বগৃহে প্রবেশ করিলেন।

দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১২॥

ত্রয়োদশ সর্গ।

পুনরায় বসন্তকাল উপস্থিত হইলে, সংবৎসর পূর্ণ হইল; তখন বীর্য্যবান্ দশরথ রাজা পুত্রলাভার্থ অশ্বমেধ যাগ করণাভিলাষে বশিষ্ঠ ঋষির নিকটে গমন করিলেন। তিনি দ্বিজোত্তম বশিষ্ঠকে যথান্যায়ে পূজা করিয়া পুত্রলাভার্থ এই সবিনয় বাক্য বলিলেন, "হে মুনিপুঙ্গব! আপনি যথাশাস্ত্র আমার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করুন, এবং এরূপ বিধান করুন, যাহাতে ব্রহ্মরাক্ষস-প্রভৃতি যজ্ঞবিঘ্নকারীরা যজ্ঞের কোন অঙ্গে বিঘ্ন করিতে না পারে। হে ব্রহ্মন্! আপনি আমার পরম গুরু ও পরম সুহৃৎ, এবং আপনি আমার প্রতি স্নেহও করিয়া থাকেন; অতএব আমি আপনাকে এই যজ্ঞের ভার অর্পণ করিতেছি, আপনাকে অবশ্যই এই ভার বহন করিতে হইবে।"

অনন্তর সেই দ্বিজসত্তম বশিষ্ঠ রাজার বাক্য স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, "আমি আপনার প্রার্থনানুরূপ সমস্ত কার্য্যই নির্ব্বাহ করিব।"

তৎপরে বশিষ্ঠ ঋষি যজ্ঞকর্ম্মকুশল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, পরমধার্ম্মিক বৃদ্ধ স্থাপত্যকর্ম্ম-কুশল ব্যক্তি, কর্ম্মকারক ভৃত্য, চর্ম্মকার-প্রভৃতি শিল্পী, চিত্রাদি-শিল্পকার, সূত্রধার, খনক, গণক, নট, নর্ত্তক এবং বহুশ্রুত শাস্ত্রজ্ঞ শুচি পুরুষদিগকে কহিলেন, "তোমরা রাজাজ্ঞায় যজ্ঞোপযোগী সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ কর,—তোমরা বহুসহস্র ইষ্টকা আনয়ন করিয়া বহুগুণ-সমন্বিত রাজযোগ্য অনেক গৃহ, ব্রাহ্মণদিগের বাসযোগ্য বহুবিধ ভক্ষ্য এবং অন্ন ও পান-যুক্ত সুদৃঢ় শত শত উত্তম গেহ, পৌরগণের বাস-যোগ্য বিস্তারশালী অনেক আবাস, বহু দূর হইতে সমাগত পার্থিবদিগের পৃথক্ পৃথক্ শয্যাগৃহ এবং বাজি ও বারণশালা, স্বদেশী ও বিদেশী ভট্টদিগের বাসার্থ বৃহৎ বৃহৎ অনেক আবাস এবং ইতর পৌর ব্যক্তিব্যূহের বাসনিমিত্ত সমস্ত কাম্য-বস্তু-সমন্বিত বহুভক্ষ্যশালী সুশোভন অনেক গৃহ নির্ম্মাণ কর। তোমরা সকলকেই যথাবিধি সৎকার-পূর্ব্বক অন্নপ্রদান করিও, যাহাতে সমস্তচাতুর্ব্বর্ণিক ব্যক্তিরা সুসৎকৃত হইয়া পূজা প্রাপ্ত হয়; কোন মতে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিও না; যেহেতু কাম কি ক্রোধবশত কাহারও প্রতি অবজ্ঞা প্রয়োগ করা অনুচিত। তোমরা, যেসকল শিল্পকার ও অন্যান্য পুরুষেরা যজ্ঞকর্ম্মে ব্যগ্র থাকিবে, তাহাদিগের এবং তাহাদিগের মধ্যে যাহারা ধন ও ভোজ্যদ্বারা সম্যক্ পূজিত আছে, তাহাদিগেরও যথাক্রমে বিশেষ রূপে পূজা করিবে। এবং তোমরা প্রীতিযুক্ত মনে সেইরূপ বিধান করিও, যাহাতে সমস্ত কার্য্যই উত্তমরূপে নির্ব্বাহিত হয়, কোন একটী কার্য্যও অঙ্গহীন না হয়, এবং সেই সকল বান্ধবেরাও ধন ও ভোজন-দ্বারা পূজিত হন।"

তৎপরে তাহারা সকলে মিলিত হইয়া বশিষ্ঠকে এই কথা কহিল, "আপনার অভিমত সমস্ত কার্য্যই সুবিহিত হইবে, কোন একটি কার্য্যও অঙ্গহীন হইবে না; আপনি যেরূপ বলিলেন, আমরা সেইরূপই করিব, তাহার কিছুমাত্র অন্যথা হইবে না।"

অনন্তর বশিষ্ঠ ঋষি সুমন্ত্রকে আহ্বান করিয়া এই বাক্য বলিলেন, "পৃথিবীমধ্যে যে সকল নরপতি ধার্ম্মিক, তুমি তাঁহাদিগকে এবং সমস্তদেশীয় সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্ররূপ-জাতি-বিভক্ত মানবদিগকে সংকার-পূর্ব্বক আনয়ন কর। তুমি মিথিলাধিপতি সত্যবাদী মহাভাগ শৌর্য্যসম্পন্ন জনক রাজাকে স্বয়ংই আনয়ন কর, আমি যোগবলে জ্ঞানিলাম, যে, তিনি রাজা দশরথের বৈবাহিক হইবেন, সুতরাং তাঁহাকেই অগ্রে আনয়ন করিতে বলিতেছি। তুমি সতত প্রিয়বাদী স্নিগ্ধ-স্বভাব দেবতুল্য-সাধু-চরিত্র কাশীপতি, রাজসিংহ দশরথের শ্বশুর সেই পরমধার্ম্মিক বৃদ্ধ সপুত্র কেকয়রাজ, রাজেন্দ্র দশরথের বয়স্য অঙ্গাধিপতি মহেষ্বাস সপুত্র রোমপাদ, কোশলরাজ ভানুমান্ এবং সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ পরমোদার-চরিত শৌর্য্যসম্পন্ন প্রাপ্তিবিষয়াভিজ্ঞ পুরুষবর মগধেশ্বরকে সুসৎকার-পূর্ব্বক স্বয়ংই এখানে আনয়ন কর। এবং তুমি রাজাজ্ঞানুসারে মহাভাগ দূত-দ্বারা রাজশাসন জ্ঞাপন করিয়া শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ নরপতিদিগকে এখানে আগমনার্থ নিয়োগ কর,—তুমি প্রাগ্দেশবর্ত্তী সিন্ধু, সৌবীর ও

সুরাষ্ট্র] দেশের অধিপতি, সমস্ত দাক্ষিণাত্য নরেন্দ্র এবং পৃথিবী-মধ্যে অন্যান্য যে সমস্ত স্নিগ্ধস্বভাব রাজা আছেন, তাঁহাদিগকে অনুচর ও বান্ধব-বর্গের সহিত এখানে আনয়ন কর।”

তখন সুমন্ত্র বশিষ্ঠের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজাদিগকে অযোধ্যা নগরীতে আনয়-নার্থ অবিলম্বে তৎকার্য্যদক্ষ পুরুষদিগকে আদেশ করিলেন। পরে মহামতি ধর্ম্মাত্মা সুমন্ত্রও মুনিশাসনানুসারে সত্বর হইয়া সেই সকল রাজাদিগকে আনয়নার্থ স্বয়ংই গমন করিলেন।

অনন্তর সেই সকল কর্ম্মকারকেরা মহর্ষি বশিষ্ঠকে, যজ্ঞনিমিত্ত যাহা যাহা আয়োজন করিয়াছিল, তৎসমস্ত নিবেদন করিল। পরে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ঋষি সেই সকল ব্যক্তিদিগকে কহি-লেন, “তোমরা কাহাকেও অনাদর বা অশ্রদ্ধা-পূর্ব্বক কিছু প্রদান করিও না, যেহেতু অবজ্ঞা-পূর্ব্বক দান করিলে দাতা ব্যক্তি বিনষ্ট হন, ইহাতে সংশয় নাই।”

অনন্তর কএক দিবস-মধ্যে মহীপালেরা রাজা দশরথের নিমিত্তে অনেক রত্ন লইয়া অযোধ্যা নগরীতে সমাগত হইলেন। পরে বশিষ্ঠঋষি সুপ্রীত হইয়া রাজা দশরথকে এই কথা বলিলেন, “হে নরব্যাঘ্র! আপনার শাসনে মহীপালেরা সমাগত হইয়াছেন, আমিও সেই সমস্ত শ্রেষ্ঠ নরপতিদিগকে যথাযোগ্য সৎকার করিয়াছি। এবং কর্ম্মকারক ব্যক্তিরাও যজ্ঞীয় সমস্ত দ্রব্য আহরণ করি-য়াছে; আপনি যাগ করণার্থ যজ্ঞভূমিতে গমন করুন্। হে রাজেন্দ্র! যজ্ঞভূমির সমু-দয় স্থানেই সমস্ত কাম্য বস্তু সন্নিবেশিত হই-য়াছে, সুতরাং তাহা দেখিলে বোধ হয়, যেন মানসদ্বারাই নির্ম্মিত হইয়াছে; আপনি চলুন, তাহা দেখিবেন।”

মহীপতি দশরথ বশিষ্ঠের এই বাক্যে ও ঋষ্যশৃঙ্গের সম্মতিতে শুভনক্ষত্রযুক্ত দিবসে নির্গত হইলেন। পরে বশিষ্ঠ-প্রধান সমস্ত দ্বিজোত্তমেরা ঋষ্যশৃঙ্গকে অগ্রে করিয়া যজ্ঞ-ভূমিতে গিয়া যথাশাস্ত্রবিধি যজ্ঞকর্ম্ম আরম্ভ করিলেন। শ্রীমান্ রাজা দশরথও পত্নীগণের সহিত দীক্ষিত হইলেন।

ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ সর্গ।

অনন্তর সংবৎসর পূর্ণ ও সেই অশ্ব প্রত্যাগত হইলে, সরযূ নদীর উত্তর তীরে রাজা দশথের যজ্ঞ আরব্ধ হইল। এই মহাত্মা রাজা দশরথের অশ্বমেধ-নামক মহা যজ্ঞে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা ঋষ্যশৃঙ্গকে অগ্রে করিয়া যজ্ঞকর্ম্ম আরম্ভ করি-লেন। বেদপারগ যাজকেরা শাস্ত্রানুসারে যথাবিধি ও যথান্যায়ে পরিক্রম করত যজ্ঞীয় কর্ম্ম যথাবিধি অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। সেই ব্রাহ্মণেরা প্রবর্গ্য ও উপসদ নামক দুইটি কর্ম্ম যথাবিধি সমাধান্ করিয়া শাস্ত্রানুসারে অন্যান্য কর্ম্ম সকল নির্ব্বাহ করিলেন। পরে সেই সমস্ত মুনিবরেরা পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম সকলের অধিষ্ঠাতা দেবতাদিগকে পূজা করিয়া সন্তোষ-পূর্ব্বক যথাবিধি প্রাতঃসবন প্রভৃতি কর্ম্ম সকল নির্ব্বাহ করিলেন। তাঁহারা যথাবিধি ইন্দ্রকে হবি প্রদান করিয়া প্রস্তরদ্বারা সোমলতা কুট্টন-পূর্ব্বক তাহার উৎকৃষ্ট রস বাহির করি-লেন। পরে ক্রমানুসারে মধ্য দিনের সবন অনুষ্ঠিত হইল। সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা মহাত্মা দশরথের তৃতীয় সবনও শাস্ত্রানুসারে যথাবৎ সমাধান করিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ-প্রভৃতি সেই ব্রাহ্মণেরা ইন্দ্রাদি শ্রেষ্ঠ দেবতাদিগকে যথা-ক্রমে সামবেদোক্ত সুমধুর বিহিতস্বরবর্ণ-সম-ন্বিত সুস্নিগ্ধ আহ্বানমন্ত্র-দ্বারা আহ্বান করি-লেন। তখন হোতারা সেই দেবগণকে আবাহন-পূর্ব্বক যথাভাগ হবি প্রদান করি-লেন। সেই যজ্ঞে কোন একটি আহুতিও স্খলিত বা অন্যথা হয় নাই, যেহেতু তাঁহারা যথাবিধি আহুতি প্রদান করেন; সুতরাং সমস্ত আহুতিই যথামন্ত্র ও যথাবিধি নির্ব্বাহিত হইতেছে, এরূপ দৃষ্ট হইল। সেই সকল ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কোন একটি ব্রাহ্মণও অবি-দ্বান্ বা শতসেবক-রহিত ছিলেন না, এবং সেই সকল দিবসে তাঁহাদিগের মধ্যে কোন

একটি ব্রাহ্মণও পরিশ্রান্ত বা ক্ষুধিত অনুভূত হন নাই।

সেই যজ্ঞোপলক্ষে সর্ব্বদা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, তাপস, সন্ন্যাসী, বৃদ্ধ, বালক, মহিলা এবং ব্যাধিত ব্যক্তিরা ভোজন করিত; অন্নব্যঞ্জনাদি এরূপ সুস্বাদ প্রস্তুত হইত, যে, দিবারাত্রি ভোজন করিয়া কাহারও আহারে বিরামেচ্ছা হইত না; ভৃত্যবর্গেরা অধ্যক্ষগণ-কর্ত্তৃক পুনঃপুনঃ "অন্ন ও বিবিধ বস্ত্র প্রদান কর," এরূপ নিয়োজিত হইয়া প্রচুর পরিমাণে প্রদান করিত; দিন দিন রন্ধনশাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে প্রস্তুত অন্নাদির পর্ব্বত-তুল্য অনেক কূট পরিদৃশ্যমান হইত। মহাত্মা দশরথের সেই যজ্ঞে নানা দেশ হইতে সমাগত পুরুষ ও অবলাগণের অন্নপান-দ্বারা বিশেষ তৃপ্তি হইত। রঘুকুল-তিলক রাজা দশরথ শ্রেষ্ঠ-দ্বিজগণ-কর্ত্তৃক অন্নাদির এইরূপ প্রশংসা-বাদ শ্রবণ করিতেন, "আহা! অন্নাদি কি সুনিয়মে প্রস্তুত ও কি সুস্বাদ হইয়াছে! আমরা অভূত-পূর্ব্ব তৃপ্তি লাভ করিলাম! আপনার মঙ্গল হউক।" পরিবেষক পুরুষেরা উত্তমরূপ অলঙ্কৃত হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে পরিবেষণ করিত; অন্যান্য সুমার্জিত মণিকুণ্ডলধারী পুরুষেরা তাহাদিগের সাহায্য করিত। কর্ম্ম সমাধানান্তে ধৈর্য্যশালী বাগ্মী ব্রাহ্মণেরা পরস্পর জিগীষায় অনেক হেতুবাদ-পূর্ব্বক জল্পন করিতেন। সেই যজ্ঞ-কার্য্যকুশল ব্রাহ্মণেরা যথাশাস্ত্র দিন দিন সেই যজ্ঞের সমস্ত কর্ম্ম সমাধান করিতেন। রাজা দশরথের সেই যজ্ঞে কোন ষড়ঙ্গজ্ঞান-বিধুর, অব্রতানুষ্ঠায়ী, বহুশ্রবণ-রহিত বা বাদ-কৌশল-বিহীন ব্রাহ্মণ সদস্য-পদে বৃত হন নাই।

সেই যজ্ঞে যূপ উত্থাপনের সময় উপস্থিত হইলে, শিল্পকারেরা বিল্বকাষ্ঠ-নির্ম্মিত ছয়টি, খদিরকাষ্ঠ-নির্ম্মিত ছয়টি এবং বৈল্ব যূপের সমীপে যে সকল যূপ স্থাপন করিতে হয়, এতাদৃশ পলাশকাষ্ঠ-নির্ম্মিত ছয়টি, শ্লেষ্মাতক-কাষ্ঠ নির্ম্মিত একটি ও ব্যস্তবাহু-পরিমিত দেবদারু-কাষ্ঠ-নির্ম্মিত দুইটি, এই সুগঠিত একবিংশতি যূপ যথাবিধি বিন্যাস করিল। সেই সমস্ত যূপ যজ্ঞকার্য্যকুশল শিল্পশাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ-কর্ত্তৃক গঠিত হইয়াছিল; এবং তৎসমুদয়ের পরিমাণ একবিংশতি অরত্নি ছিল। সেই শ্লক্ষ্ণ-স্পর্শযুক্ত-রূপ-শালী অষ্টকোণ-সমন্বিত সুদৃঢ় একবিংশতি যূপ কাঞ্চনে ভূষিত,প্রত্যেকে এক-বিংশতি বসনে অলঙ্কৃত ও গন্ধপুষ্প-দ্বারা পূজিত হইয়া, যেরূপ দীপ্তিশালী সপ্ত মহর্ষিরা স্বর্গ লোকে বিরাজমান রহিয়াছেন, সেইরূপ বিরাজমান হইল। তখন শিল্পকার্য্য-কুশল ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রোক্ত পরিমাণানুসারে নির্ম্মিত ইষ্টকাদ্বারা রাজসিংহ দশরথের চয়নীয় অগ্নি-কুণ্ড নির্ম্মাণ করিলেন। সেই অগ্নিকুণ্ড গরু-ড়ের ন্যায় ত্রিকোণাকৃতি ও রুক্মনির্ম্মিতপক্ষ-সমন্বিত এবং অষ্টাদশ-হস্ত-পরিমিত হইল।

অনন্তর সেই যজ্ঞে শামিত্র কর্ম্মের সময় উপস্থিত হইলে, সেই সকল ঋষিরা, শাস্ত্রে যে যে দেবতার যে যে বলি বিহিত আছে, সেই সেই দেবতা উদ্দেশে সেই সেই বলি প্রোক্ষণ করিলেন। তখন তাঁহারা বহুতর জলচর, ভুজঙ্গ, পশু, পক্ষী ও সেই অশ্ব, এই সকল বলি প্রোক্ষণ করিলেন, এবং সেই সকল যূপে সেই তিনশত পশু ও শ্রেষ্ঠ অশ্বরত্নকে বন্ধন করিলেন। পরে কৌশল্যাদেবী পরম প্রমোদ-সহকারে সর্ব্বতোভাবে সেই অশ্বের পরিচর্য্যা করিয়া তাহাকে তিন খানি খড়্গাদ্বারা ছেদন করিলেন। তিনি ধর্ম্ম কামনা করিয়া সুস্থির-চিত্তে সেই অশ্বের সহিত এক রজনী অতি-বাহন করিলেন।

তদনন্তর হোতা, উদ্গাতা এবং অধ্বর্য্যুরা রাজা দশরথের মহিষী, বৈশ্যজাতীয়া পত্নী ও শূদ্রজাতীয়া পত্নীকে সেই অশ্বের সহিত সংযোগ করিলেন। পরে বৈদিকপ্রয়োগচতুর সংযতে-ন্দ্রিয় ঋত্বিক্ সেই অশ্বের বপা উদ্ধরণ করিয়া অগ্নিতে হবন করিলেন। তখন নরপতি দশ-রথ আত্মপাপ বিনাশার্থ শাস্ত্রোক্ত নিয়মানু-সারে সেই বপার ধূমগন্ধ আঘ্রাণ করিলেন। পরে সেই ষোড়শ দ্বিজবর ঋত্বিকেরা মিলিত হইয়া, শাস্ত্রে অশ্বের যে যে অঙ্গ হবনার্থ বিহিত আছে, তৎসমুদায় যথাবিধি অগ্নিতে হবন করিলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রধান

যাগের হবির্ভাগ বেতস-নির্ম্মিত কটে এবং অন্যান্য যাগের হবির্ভাগ প্লক্ষপত্রে রাখিয়া অবদান করিতে হয়। ব্রাহ্মণেরা কল্পসূত্রে অশ্বমেধ যজ্ঞের দিনত্রয়-সাধ্য তিনটি সবন নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা প্রথম দিবসে অগ্নিষ্টোম-সবন, দ্বিতীয় দিবসে উক্‌থ-সবন ও তৃতীয় দিবসে অতিরাত্র-সবন বিধান করিয়াছেন। রাজা দশরথের যজ্ঞে সেই ব্রাহ্মণেরা জ্যোতিষ্টোম, আয়ুষ্টোম, অভিজিৎ, বিশ্বজিৎ, অতিরাত্রি ও অপ্তোর্য্যাম, এই বেদবিহিত মহাক্রতু সকল যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠান করিলেন; তাঁহারা শাস্ত্রানুসারে অতিরাত্র ও অপ্তোর্য্যাম, এই দুই যাগ দুই বার অনুষ্ঠান করিলেন।

তদনন্তর শ্রীমান্ ইক্ষ্বাকুনন্দন কুলবর্দ্ধন পুরুষবর রাজা দশরথ ন্যায়ানুসারে যজ্ঞ সমাপন-পূর্ব্বক হোতাকে পূর্ব্ব দেশ, অধ্বর্য্যুকে পশ্চিম দেশ, ব্রহ্মাকে দক্ষিণ দেশ, এবং উদ্গাতাকে উত্তর দেশ, দক্ষিণা প্রদান করিলেন; যেহেতু পূর্ব্বে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা মহাযজ্ঞ অশ্বমেধের এরূপ দক্ষিণা বিধান করিয়াছেন। তখন রাজা দশরথ ঋত্বিক্-প্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগকে সমগ্র পৃথিবী দক্ষিণা প্রদান করিয়া অত্যন্ত হর্ষলাভ করিলেন। অনন্তর সমস্ত ঋত্বিকেরা বিগত-পাপ রাজা দশরথকে এই কথা বলিলেন, "হে ভূপতে! আমাদিগের পৃথিবীতে প্রয়োজন নাই; আমরা নিয়ত স্বাধ্যায়ে নিরত থাকি, সুতরাং পৃথিবী পালন করিতে পারিব না। হে নৃপবর! আপনিই একক সমগ্র পৃথিবী রক্ষা করিতে সমর্থ; আপনি ইহার যৎকিঞ্চিৎ মূল্য প্রদান করুন;—আপনি মণি, রত্ন, সুবর্ণ, গো অথবা বসন, যাহা উপস্থিত থাকে, তাহা প্রদান করিয়া পৃথিবী গ্রহণ করুন; আমাদেগের পৃথিবীতে প্রয়োজন নাই।"

তখন প্রজাপালক নরপতি দশরথ বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক এরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে দশলক্ষ গো, দশকোটি সুবর্ণ ও চত্বারিংশৎ-কোটি রজত প্রদান করিলেন। পরে সেই সমস্ত ঋত্বিকেরা মিলিত হইয়া বিভাগার্থ মুনিবর ধীমান্ বশিষ্ঠ ও ঋষ্যশৃঙ্গকে সেই বসু প্রদান করিলেন। অনন্তর সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা বশিষ্ঠ ও ঋষ্যশৃঙ্গের দ্বারা সেই বসু বিভাগ করিয়া লইয়া অতিপ্রীত-মানস হইয়া মহীপতিকে কহিলেন, "আমরা অতিশয় মুদিত হইয়াছি।"

অনন্তর রাজা দশরথ সুসমাহিত হইয়া অভ্যাগত ব্রাহ্মণদিগকে কোটি সুবর্ণ প্রদান করিলেন। পরে রঘুকুলনন্দন দশরথ কোন এক যাচমান দরিদ্র ব্রাহ্মণকে স্বীয় উত্তম হস্তাভরণ দান করিলেন। তদনন্তর সমস্ত ব্রাহ্মণেরা যথাযোগ্য প্রীতি লাভ করিলে, দ্বিজবৎসল রাজা দশরথ হর্ষ-ব্যাকুলেন্দ্রিয় হইয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন। ব্রাহ্মণেরাও সেই উদার-স্বভাব ধরণীপতিত নরবীর দশরথকে নানাবিধ আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে রাজা দশরথ, যে যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ পার্থিবেরাও লাভ করিতে পারেন না, সেই পাপবিনাশন স্বর্গজনক অত্যুত্তম যজ্ঞ লাভ করিয়া অতি প্রীত-মানস হইলেন। অনন্তর রাজা দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গকে কহিলেন, "হে সুব্রত! আপনি আমাদিগের কুল বৃদ্ধি করুন্।"

তখন দ্বিজসত্তম ঋষ্যশৃঙ্গ রাজার বাক্য স্বীকার করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "হে রাজন্! আপনি কুলোদ্বহ চারিটি পুত্র প্রাপ্ত হইবেন।"

নৃপেন্দ্র মহাত্মা দশরথ তাঁহার সেই মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম হর্ষ লাভ করিলেন, এবং প্রযত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম-পূর্ব্বক কহিলেন, "আপনি তৎকর্ম্ম সাধনে উদ্যত হউন।"

চতুর্দ্দশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ সর্গ।

সেই মেধাসম্পন্ন বেদজ্ঞ ঋষ্যশৃঙ্গ কিঞ্চিৎ সময় সমাধি করিয়া, যাহা অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা নিশ্চয় করিলেন। পরে তিনি সমাধি ভঙ্গ করিয়া নৃপতি দশরথকে কহিলেন, "আমি আপনার পুত্রপ্রাপ্তি-নিমিত্ত কল্পসূত্রোক্ত বিধানানুসারে অথর্ব্ব-বেদোক্ত মন্ত্রদ্বারা পুত্রেষ্টি যাগ করিব, সেই যাগ করিলে, অবশ্যই পুত্র হইয়া থাকে।"

অনন্তর সেই তেজস্বী ঋষ্যশৃঙ্গ রাজা দশ-

রথের পুত্র প্রাপ্তি-নিমিত্ত সেই পুত্রেষ্টি যাগ আরব্ধ করিলেন। তিনি কল্পসূত্রোক্ত নিয়মানুসারে বেদোক্তমন্ত্র-দ্বারা অগ্নিকে হবন করিলেন। তখন দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণ স্ব স্ব ভাগ গ্রহণার্থ যথানিয়মে সমবেত হইলেন। সেই দেবতারা সেই সভাতে যথানিয়মে সমবেত হইয়া লোককর্ত্তা ব্রহ্মাকে এই বাক্য বলিলেন, "হে ভগবন্! আপনার প্রসাদে রাবণ-নামক রাক্ষস বীর্য্যবলে আমাদিগের সকলকে পীড়িত করিতেছে; আমরা তাহাকে শাসন করিতে পারিতেছি না; যে হেতু আপনি তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে বর প্রদান করিয়াছেন, সুতরাং অগত্যা আমাদিগকে আপনার সেই বর মান্য করিয়া তাহার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিতে হইতেছে। সেই দুর্ম্মতি রাবণ তিন লোকই উদ্বিগ্ন করিতেছে; সে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের প্রতি দ্বেষ করিয়া থাকে; সে দেবরাজ শক্রকেও ধর্ষণা করিতে ইচ্ছা করে। সেই দুর্দ্ধর্ষ রাবণ বর লাভ করিয়া মোহিত হওত যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, অসুর, ব্রাহ্মণ ও ঋষিদিগকে অতিক্রম করিতেছে; ইহাকে সূর্য্য সন্তাপিত করে না; ইহার পার্শ্বে বায়ুও প্রখর রইয়া বহে না; এবং ইহাকে দেখিয়া চঞ্চল-স্বভাব তরঙ্গমালী সমুদ্রও প্রকম্পিত হয় না। হে ভগবন্! সেই ঘোরদর্শন রাক্ষস হইতে আমাদিগের সুমহৎ ভয় উপস্থিত; আপনি শীঘ্র তাহার বধের উপায় করুন্।"

অনন্তর ব্রহ্মা সেই সমস্ত দেবতা-কর্ত্তৃক এরূপ উক্ত হইয়া চিন্তা করিয়া কহিলেন, "সেই দুরাত্মা রাবণের বধের এই উপায় বিদিত হইতেছে,—যেহেতু সে বর প্রর্থনার সময়ে "আমি দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও রাক্ষসগণের অবধ্য হই," এরূপ বর প্রার্থনা করিয়াছিল, আমিও তাহাকে সেইরূপই বর প্রদান করিয়াছিলাম। সেই রাক্ষস মনুষ্যকে তুচ্ছ বোধ করিয়া তৎকালে "আমি মনুষ্য হইতে অবধ্য হই" এরূপ বর প্রার্থনা করে নাই; সুতরাং সে মনুষ্যেরই বধ্য, তাহার বধের অন্য উপায় নাই।"

তখন সেই সমস্ত দেবতা ও মহর্ষিরা ব্রহ্মার কথিত এই প্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম হর্ষ লাভ করিলেন।

এই অবসরে মহাদ্যুতিশালী তপ্তকাঞ্চন-নির্ম্মিত কেয়ূরধারী পীতাম্বর-পরিধায়ী জগৎপতি শঙ্খচক্রগদা-ধর দেবকার্য্যতৎপর বিষ্ণু বিনতানন্দন গরুড়ে আরোহিত হইয়া, যেরূপ ভাস্কর মেঘমধ্যে উদিত হন, সেইরূপ সেই সভামধ্যে সমাগত হইলেন। তিনি শ্রেষ্ঠ দেবগণ-কর্ত্তৃক বন্দ্যমান হইয়া ব্রহ্মার নিকটে উপবেশন করিলেন। অনন্তর সেই সমস্ত দেবতারা মিলিত হইয়া তাঁহাকে প্রশংসা করিয়া কহিলেন, "হে বিষ্ণো! আমরা লোকের হিত বাসনা করিয়া আপনাকে নিয়োগ করিতেছি,—হে বিভো! আপনি আত্মাকে চতুর্দ্ধা করিয়া এই বদান্য ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষিতুল্য-তেজস্বী অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথের হ্রী, শ্রী ও কীর্ত্তি-সদৃশ তিন ভার্য্যাতে জন্ম পরিগ্রহ করুন্। হে বিশ্বব্যাপকচেতন! আপনি মানুষভাবাপন্ন হইয়া দেবগণের অবধ্য প্রবৃদ্ধ লোককণ্টক রাবণকে সমরে বধ করুন্। সেই মূর্খ রাক্ষস রাবণ বীর্য্যাধিক্যবশত দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও ঋষিসত্তমদিগকে পীড়িত করিতেছে; এবং সেই রৌদ্রকর্ম্মা রাক্ষস নন্দন বনে ক্রীড়াতৎপর ঋষি, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বদিগকে বিনাশ করিয়াছে; অতএব তাহার বধনিমিত্ত আমরা সিদ্ধ, মুনি, গন্ধর্ব্ব ও যক্ষগণের সহিত এখানে আগমন করিয়াছি। হে পরন্তপ দেব! আপনিই আমাদিগের সকলের পরম গতি; আপনার শরণাগত হইলাম; আপনি দেবশত্রুদিগের বধ-নিমিত্ত নরলোকে অবতীর্ণ হইবার অভিলাষ করুন্।"

অনন্তর ত্রিদশশ্রেষ্ঠ সমস্তলোক-নমস্কৃত দেবপতি বিষ্ণু এইরূপ সংস্তুত হইয়া পিতামহ-প্রধান সেই সমস্ত সমবেত ত্রিদশদিগকে এই ধর্ম্মসংহিত বাক্য বলিলেন, "আমি তোমাদিগের হিত-নিমিত্ত দেব ও ঋষিদিগের ভয়-জনক দুরাধর্ষ ক্রূরকর্ম্মা রাবণকে পুত্র, পৌত্র, জ্ঞাতি, বান্ধব, মন্ত্রী ও সহচরদিগের সহিত যুদ্ধে বিনাশ করিয়া পৃথিবী পালন করত

মনুষ্যলোকে একাদশ সহস্র বর্ষ বাস করিব; তোমরা ভয় পরিত্যাগ কর, তোমাদিগের মঙ্গল উপস্থিত।"

তৎপরে বিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুদেব দেবতাদিগকে এরূপ বর প্রদান করিয়া "নরলোকে কোথায় জন্ম পরিগ্রহ করি," এরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর পদ্মপলাশলোচন বিষ্ণু রাজা দশরথকে পিতা স্থির করিয়া আত্মাকে চতুর্দ্ধা করিলেন। তখন রুদ্র, দেব, ঋষি, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ মধুসূদনকে দিব্যরূপ স্তবে স্তব করিয়া কহিলেন, "আপনি তপস্বীদিগের ভয়াবহ কণ্টকবৃক্ষস্বরূপ সেই সুরেশ্বরদ্বেষী উগ্রতেজস্বী মহাদর্পশালী উদ্ধত-স্বভাব লোকরাবণ রাবণকে সমূলে উৎপাটন করুন্। হে সুরেন্দ্র! আপনি সেই উগ্রপৌরুষ-সম্পন্ন লোকরাবণ রাবণকে বল ও বান্ধবের সহিত বিনাশ করিয়া নিশ্চিন্ত হওত স্বগুপ্ত নিয়ত-রাগাদিকল্মষহীন স্বর্গ লোকে আগমন করুন্।"

পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ সর্গ।

তখন নারায়ণ বিষ্ণু সুরসত্তমগণ-কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া সমস্ত অবগত থাকিয়াও দেবতাদিগকে এই মধুর বাক্য বলিলেন, "হে সুরগণ! সেই রাক্ষসাধিপতি রাবণের বধের উপায় কি, তাহা তোমরা বল, আমি সেই উপায় অবলম্বন করিয়া ঋষিকণ্টক রাবণকে বধ করি।"

সমস্ত দেবতারা অব্যয় নারায়ণ-কর্ত্তৃক এরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, "হে পরন্তপ! আপনি মানবরূপ অবলম্বন করিয়া রাবণকে যুদ্ধে বধ করুন্। সেই শত্রুদমন রাবণ অনেক কাল এরূপ কঠোর তপস্যা করিয়াছিল, যে, সমস্ত লোকের পূর্ব্বজাত লোককর্ত্তা ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া সেই রাক্ষসকে এরূপ বর দিয়াছিলেন, "তোমার মনুষ্যব্যতীত নানাবিধ জীব হইতে ভয় নাই।" সেই রাবণ পিতামহের নিকট এরূপ বর লাভ করিয়া গর্ব্বিত হইয়া তিন লোক উৎসন্ন করিতেছে, এবং স্ত্রীদিগকেও আকর্ষণ করিতেছে। বর লইবার সময়ে রাবণ মানবদিগকে অবজ্ঞা করিয়াছিল; অতএব মনুষ্য হইতেই তাহার বধ হইবে ইহা নির্ণীত হইয়াছে।"

বিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণু দেবতাদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা দশরথকে পিতা করিতে বাসনা করিলেন। এই সময়ে সেই অরিসূদন অপুত্রক নৃপতি দশরথও পুত্রলাভেচ্ছু হইয়া পুত্রেষ্টি যাগ করিতেছিলেন। বিষ্ণু এরূপ নিশ্চয় করিয়া পিতামহকে আমন্ত্রণ-পূর্ব্বক দেব ও মহর্ষিগণ-কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর যজমান দশরথের অগ্নিকুণ্ড হইতে মহাবলসম্পন্ন, অতুলপ্রভাশালী, মহাবীর্য্যবান্, কৃষ্ণবর্ণ, লোহিতবদন, রক্তাম্বর-পরিধায়ী, দুন্দুভিতুল্য-শব্দকারী, সিংহের ন্যায় স্নিগ্ধ-শ্মশ্রু এবং দেহজাত ও চিবুকজাত-লোমযুক্ত, শুভ-লক্ষণ-লক্ষিত, দিব্যালঙ্কার-ভূষিত, পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ, গর্ব্বিত-শার্দ্দূলসম-গামী, দিবাকরের ন্যায় উজ্জ্বলদেহ-সম্পন্ন ও প্রদীপ্ত অনলশিখার ন্যায় জ্যোতিষ্মান্ মহান্ এক প্রাণী, যেরূপ দুই হস্তে প্রেয়সী পত্নীকে গ্রহণ করা যায়, সেইরূপ দুই হস্তে দিব্যপায়সপূর্ণ এক পাত্র গ্রহণ করিয়া প্রাদুর্ভূত হইলেন। সেই পাত্র বিশুদ্ধ কাঞ্চনে নির্ম্মিত এবং তাহার অন্তর্ভাগ রজতে ভূষিত ছিল; সুতরাং সে এত মনোহর, যে তাহা দেখিলে, হঠাৎ "ইন্দ্রজাল-নির্ম্মিত" বলিয়া বোধ হয়। পরে সেই প্রাণী নরপতি দশরথকে অবলোকন করত এই কথা কহিলেন, "হে নৃপ! আমি প্রজাপতির নিয়োগে এখানে আসিয়াছি, ইহা তুমি বিজ্ঞাত হও।"

তৎপরে রাজা দশরথ কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "হে ভগবন্! আপনার আগমন শুভ হউক,—আমাকে আপনার যে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে, তাহা আপনি নির্দ্দেশ করুন্।"

অনন্তর সেই প্রজাপতি-প্রেরিত ব্যক্তি দশরথকে এই কথা কহিলেন, "হে নৃপশার্দ্দূল রাজন্! অদ্য তুমি দেবতা পূজার এই ফল প্রাপ্ত হইলে, গ্রহণ কর; এই দেবনির্ম্মিত

সুপ্রশস্ত পায়স প্রজাকর ও আরোগ্যবর্দ্ধন। হে নৃপ! তুমি অনুরূপ ভার্য্যাদিগকে 'ভক্ষণ কর,' বলিয়া এই পায়স দান কর; তাহা হইলে, তুমি যে অভিলাষে যাগ করিতেছ, তাহা সফল হইবে,—তুমি সেই সকল পত্নীতে অনেক পুত্র লাভ করিবে।"

অনন্তর নৃপতি দশরথ প্রীত হইয়া "যে আজ্ঞা" বলিয়া সেই দেবদত্ত দেবান্নসম্পূর্ণ হিরণ্ময় পাত্র গ্রহণ করিলেন, এবং পরম-প্রমোদযুক্ত হইয়া সে অদ্ভুতাকার প্রিয়দর্শন প্রাণীকে পুনঃপুনঃ প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক অভিবাদন করিলেন। রাজা দশরথ সেই দেবনির্ম্মিত পায়স পাইয়া, যেরূপ নির্ধন পুরুষ ধন পাইয়া সন্তোষ লাভ করে, সেইরূপ-পরম সন্তোষ লাভ করিলেন। সেই অদ্ভুতাকার পরম-ভাস্বর প্রাণীও সেই কর্ম্ম সমাধান করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

তদনন্তর নরাধিপতি রাজা দশরথ, যেরূপ শরৎকালীন রমণীয় নিশাকরের কিরণে নভোমণ্ডল প্রকাশিত হয়, সেইরূপ হর্ষসম্ভূত-মুখ-কান্তি-দ্বারা প্রকাশমান অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াই কৌশল্যাকে "তুমি এই স্বীয় পুত্র-জনক পায়স গ্রহণ কর," এই কথা বলিয়া সেই পায়সের অর্দ্ধাংশ প্রদান করিলেন, এবং সেই অর্দ্ধাংশ পায়স চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার এক ভাগ সুমিত্রাকে দিলেন। মহামতি দশরথ পুত্রলাভার্থে অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ পায়স কৈকেয়ীকে প্রদান করিলেন, এবং সেই অমৃততুল্য অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ পায়স চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার এক ভাগ চিন্তাপূর্ব্বক পুনশ্চ সুমিত্রাকেই দিলেন। রাজা দশরথ এইরূপে সেই ভার্য্যাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ পায়স প্রদান করিলেন। নরেন্দ্র দশরথের সেই সমস্ত শ্রেষ্ঠ মহিলারাও পায়স পাইয়া হর্ষ-বিকসিত-মানসা হইয়া সম্মান বোধ করিলেন। অনন্তর মহীপতি দশরথের সেই শ্রেষ্ঠ মহিলারা সেই উত্তম পায়স পৃথক্ পৃথক্ ভক্ষণ করিয়া অবিলম্বে আদিত্য ও হুতাশন তুল্য তেজস্বী গর্ভ ধারণ করিলেন। তখন রাজা দশরথ সেই পত্নীদিগকে গর্ভিণী দেখিয়া পূর্ণমনোরথ ও হৃষ্ট হইলেন, এবং স্বর্গ লোকে শ্রেষ্ঠ দেব, সিদ্ধ ও ঋষিগণকর্ত্তৃক অভিপূজিত মহেন্দ্রও হর্ষ লাভ করিলেন।

ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ সর্গ।

বিষ্ণু মহাত্মা রাজা দশরথের পুত্রতা প্রাপ্ত হইলে, ভগবান্ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা সমস্ত দেবতাদিগকে এই কথা বলিলেন, "তোমরা আমাদিগের সকলের হিতৈষী বীর্য্যসম্পন্ন সত্যসন্ধ বিষ্ণুর, যাহারা বলবান্, ইচ্ছানুরূপ রূপ ধারণে সমর্থ, মায়াবিজ্ঞ, শৌর্য্য-সম্পন্ন, বায়ুবেগতুল্য-শীঘ্রগামী, বিষ্ণুতুল্য-পরাক্রমী, নীতিজ্ঞ, দুরাধর্ষণীয়, উপায়াভিজ্ঞ, দিব্যশরীর-সম্পন্ন ও অমরের ন্যায় সমস্ত অস্ত্র নিবারণে সক্ষম হয়, এতাদৃশ সহায় সৃজন কর,—তোমরা বানররূপী হইয়া মুখ্য মুখ্য অপ্সরা, গন্ধর্ব্বী, যক্ষী, পন্নগী, ভল্লুকী, বিদ্যাধরী, কিন্নরী ও বানরীতে স্বতুল্য-পরাক্রম-সম্পন্ন পুত্র উৎপন্ন কর। আমি পূর্ব্বেই জাম্ববান্ নামে শ্রেষ্ঠ ঋক্ষকে সৃজন করিয়াছি,—সে আমার জৃম্ভণ-সময়ে মুখ হইতে সহসা উৎপন্ন হইয়াছে।"

ভগবান্ ব্রহ্মা দেবতাদিগকে এই কথা কহিলে, তাঁহারা তাঁহার সেই শাসন স্বীকার করিয়া বানররূপী পুত্র উৎপন্ন করিলেন, এবং মহাত্মা ঋষি, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, ভুজঙ্গ ও চারণেরাও বীর্য্যসম্পন্ন বনচারী পুত্র জন্মাইলেন,—মহেন্দ্রের স্বতুল্য-দীপ্তিশালী বানরেন্দ্র বালী পুত্র হইল। তপনবর প্রভাকর সুগ্রীবকে জন্মাইলেন; বৃহস্পতি সমস্ত মুখ্য বানরদিগের মধ্যে অত্যুত্তম-বুদ্ধিশালী তারনামক মহাকপিকে উৎপাদন করিলেন; কুবেরের শ্রী-সম্পন্ন গন্ধমাদন-নামক বানর পুত্র হইল; বিশ্বকর্ম্মা নলনামক মহাকপিকে জন্মাইলেন; অগ্নির স্বতুল্য-প্রভাশালী বীর্য্যবান্ শ্রীসম্পন্ন নীল নামে পুত্র হইল, সে তেজ, যশ ও বীর্য্যে অগ্নিকে অতিক্রম করিল; প্রশস্তরূপশালী অশ্বিনীকুমার-দ্বয় স্বয়ং সুরূপ মৈন্দ ও দ্বিবিদ নামক দুই কপিকে জন্মাইলেন; বরুণ সুষেণ-

নামক বানরকে উৎপাদন করিলেন; মহাবল পর্জন্য শরভ-নামক বানরকে উৎপন্ন করিলেন, বায়ুর ঔরসে শ্রীসম্পন্ন হনুমান্ নামে বানর উৎপন্ন হইল, সে সমস্ত মুখ্য বানরদিগের মধ্যে উৎকৃষ্ট-বুদ্ধিমান্ ও অতিবলবান্, তাহার শরীর বজ্রের ন্যায় অভেদ্য, এবং সে বিনতানন্দন গরুড়ের ন্যায় শীঘ্রগামী; এইরূপে দেবগণ-কর্ত্তৃক, যাহারা দশগ্রীবের বধে উদ্যত হইবে, তাদৃশ কামরূপী বীর্য্যসম্পন্ন অপ্রমেয়বলশালী ও সুবিক্রান্ত বহুসহস্র বানর সৃষ্ট হইল। সেই মহাবলশালী গিরি ও করির ন্যায় বৃহদাকার-সম্পন্ন ঋক্ষ ও গোলাঙ্গূলাভিধেয় বানরেরা অবিলম্বে উৎপন্ন হইল। যে যে দেবতার যেমন যেমন রূপ, অবয়ব-সংস্থান ও পরাক্রম, সেই সেই দেবতার পৃথক্ পৃথক্ তাদৃশ রূপ, অবয়ব-সংস্থান ও পরাক্রম-সম্পন্ন পুত্র জন্মিল। গোলাঙ্গূল-জাতীয় বানরী ও কিন্নরীতে যে সকল বানর এবং ঋক্ষীতে যে সকল ভল্লূক উৎপন্ন হইল, তাহারা স্ব স্ব জনক হইতে কিঞ্চিদধিক-বলসম্পন্ন হইল। সেই সময়ে যশস্বী দেব, সিদ্ধ, মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, কিন্নর, নাগ, তার্ক্ষ্য, ভুজঙ্গ ও যক্ষ-প্রভৃতি অনেকে হৃষ্ট হইয়া সহস্র সহস্র পুত্র উৎপাদন করিলেন। তখন চারণেরাও মুখ্য মুখ্য অপ্সরা, বিদ্যাধরী, নাগকন্যা ও গন্ধর্ব্বীতে বৃহৎকায় বনচারী বীর্য্যশালী বানররূপী পুত্র সকল জন্মাইলেন।

সেই সময়ে, যাহারা ইচ্ছানুরূপ-বলশালী, যথেচ্ছাচারী, কামনানুরূপ-দেহধারী, শিলা-প্রহারী, পর্ব্বত-দ্বারা যুদ্ধকারী ও সর্ব্বাস্ত্র-নিবারী; যাহারা দর্পে ও বলে সিংহ ও শার্দ্দূলের সদৃশ; যাহাদিগের নখ ও দংষ্ট্রাই আয়ুধ; এবং যাহারা শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ পর্ব্বতকে সঞ্চালিত করিতে, বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সকল ভগ্ন করিতে, বেগদ্বারা নদীপতি সমুদ্রকে ক্ষোভিত করিতে, চরণ-দ্বারা পৃথিবী বিদারণ করিতে, লম্ফদ্বারা মহাসমুদ্র সকল উত্তরণ করিতে, আকাশে প্রবেশ করিতে, তোয়দগণ ও বনে ধাবমান মত্ত মাতঙ্গদিগকে গ্রহণ করিতে এবং নাদ দ্বারা বিহঙ্গম বিহঙ্গমদিগকে ভূতলে পাতিত করিতে সমর্থ; তাদৃশ যূথপতি কামরূপী মহাত্মা এককোটি বানর উৎপন্ন হইল। সেই বানর-যূথপতি বানরেরা প্রধান প্রধান বানর-দিগের যূথের অধিপতি হইল, এবং অনেক যূথপতি বীর্য্যসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ বানরদিগকে জন্মাইল। তাহাদিগের মধ্যে সহস্র সহস্র বানর ঋক্ষবান্ পর্ব্বতের সানু আশ্রয় করিল। অপর বানর সকল নানাবিধ পর্ব্বত ও কাননে বাস করিল।

সেই সমস্ত বানরযূথপতি বানরেরা ইন্দ্র তনয় বালী ও সূর্য্যতনয় সুগ্রীব, এই দুই ভ্রাতার অধীন হইল; পরন্তু তন্মধ্যে অনেকে সাক্ষাৎ এবং অনেকে বানরযূথপতি হনুমান্, নল, নীল ও অপরাপর বানরদিগের অধীনে থাকিয়া সেই দুই ভ্রাতার অধীন হইল। সেই সমস্ত গরুড়ের ন্যায় বলসম্পন্ন যুদ্ধবিশারদ বানরেরা বিচরণ করিতে করিতে সিংহ, ব্যাঘ্র ও মহাসর্পদিগকে পীড়িত করিতে লাগিল। মহাবাহু মহাবলী বিপুল-বিক্রমশালী বালী বাহুবীর্য্যে গোলাঙ্গূল-প্রভৃতি বানর ও ঋক্ষ-দিগকে রক্ষা করিত। সেই বিবিধাকার ইতর ব্যাবর্ত্তক-লক্ষণ-সম্পন্ন বানরগণ পর্ব্বত, বন ও সমুদ্রের সহিত ভূমণ্ডল ব্যাপিয়া ফেলিল,—রামের সাহায্যার্থ দেবগণ-কর্ত্তৃক উৎপাদিত এবং মেঘবৃন্দ ও পর্ব্বতশৃঙ্গ-সদৃশ ভয়াবহ শরীর ও রূপ-সম্পন্ন সেই মহাবলশালী বানরযূথপতি-পতি বানরগণে ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল।

সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ সর্গ।

মহাত্মা রাজা দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, দেবতারা স্ব স্ব ভাগ গ্রহণ করিয়া, যে যে স্থান হইতে আসিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে গমন করিলেন। রাজা দশরথও সমাপ্ত-দীক্ষানিয়ম হইয়া পত্নী, ভৃত্য, সৈন্য ও বাহন-গণের সহিত পুরী প্রবেশিতে উদ্যত হইলেন। সেই সমস্ত মহীপালেরা রাজা দশরথ-কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া মুনিবর বশিষ্ঠ ও ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রণাম করিয়া প্রমোদসহকারে স্ব স্ব দেশাভি-

মুখে গমন করিলেন। সেই শ্রীমান্ ভূপতি-দিগের অযোধ্যা নগরী হইতে স্ব স্ব দেশে গমনকালে সৈন্যগণ দশরথদত্ত বস্ত্র ও অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া পরমহৃষ্টরূপে প্রকাশিত হইল। সমস্ত মহীপালেরা গমন করিলে, শ্রীমান্ দশরথ রাজা বশিষ্ঠ-প্রভৃতি দ্বিজোত্তমদিগকে অগ্রে করিয়া পুরীতে প্রবেশ করিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষিও শান্তার সহিত সানুচর রাজা দশরথ কর্ত্তৃক পূজিত ও অনুগম্যমান হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। রাজা দশরথ এইরূপে সকলকে বিসর্জ্জন করিয়া পূর্ণমানস ও সুখী হইয়া "কবে পুত্র হইবে," এরূপ চিন্তা করত সময় অতিবাহন করিতে লাগিলেন।

যজ্ঞ সমাপনানন্তর ছয় ঋতু অতীত হইলে, চৈত্র মাসে নবমী তিথিতে পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে কর্কট লগ্নে কৌশল্যা দেবী দিব্যলক্ষণ-সম্পন্ন লোহিতনয়ন রামাভিধেয় ইক্ষ্বাকুকুল-নন্দন নন্দন প্রসব করিলেন। সেই মহাভাগ রক্তৌষ্ঠ-সম্পন্ন দুন্দুভিতুল্য গভীরনিস্বন মহাবাহু রাম সর্ব্বলোকনমস্কৃত জগন্নাথ; তিনি বিষ্ণুর অর্দ্ধাংশ; এবং তাঁহার জন্মকালে রবি মেষরাশিতে, মঙ্গল মকর রাশিতে, শনি তুলা রাশিতে, বৃহস্পতি ও চন্দ্র কর্কট রাশিতে এবং শুক্র মীন রাশিতে ছিলেন। যেরূপ দেববর বজ্রধর ইন্দ্র-দ্বারা অদিতি শোভা পাইয়াছিলেন, সেইরূপ সেই অমিত-তেজস্বী পুত্র-দ্বারা কৌশল্যা দেবী শোভা পাইলেন। কৈকেয়ী দেবী সত্যপরাক্রম সম্পন্ন ভরতাভিধেয় পুত্র প্রসব করিলেন। ভরত বিষ্ণুর চারি অংশের একাংশ ও তাঁহার সমস্ত গুণে ভূষিত। এবং সুমিত্রা দেবী লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন-নামক দুই পুত্র প্রসব করিলেন। সুমিত্রা দেবীর সেই দুই নন্দন অতিবীর্য্য-সম্পন্ন, সর্ব্বাস্ত্রদক্ষ এবং প্রত্যেকে বিষ্ণুর অষ্টাংশের একাংশ। প্রসন্নাত্মা ভরত মীন লগ্নে পুষ্যা নক্ষত্রে এবং সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন কর্কট লগ্নে অশ্লেষা নক্ষত্রে জন্ম পরিগ্রহ করেন; লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের জন্মকালে রবিও মেষ রাশিতে ছিলেন। মহাত্মা রাজা দশরথের প্রত্যেকে অনুরূপ-গুণসম্পন্ন চারিটি পুত্র উৎপন্ন হইলেন। তাঁহারা প্রত্যেকে কান্তিতে পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রের সদৃশ।

রাজা দশরথের পুত্রোৎপত্তি-কালে স্বর্গ-লোকে দেবদুন্দুভি সকল নিনাদিত হইল; গন্ধর্ব্বেরা সুমধুর গান ও অপ্সরারা নৃত্য করিতে লাগিল; এবং অযোধ্যা নগরীতে আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি পতিত ও মহাসমারোহ মহোৎসব হইল,—তাহার সুবিপুল ক্ষুদ্রপথ সকল নট ও নর্ত্তকগণে এরূপ পরিব্যাপ্ত হইল, যে, ঐ সকল পথে একেবারে মনুষ্যের গমাগম রুদ্ধ হইয়া পড়িল; এবং ঐ সকল পথ গায়ক ও বাদকগণের গানে ও বাদ্যে প্রতিধ্বনিত ও তাহাদিগের পুরস্কারার্থ প্রদত্ত নানাবিধ রত্ন-সমুদায়ে পরিব্যাপ্ত হইয়া শোভান্বিত হইল। সেই সময়ে রাজা দশরথও ব্রাহ্মণদিগকে সহস্র সহস্র গোধন ও অনেক ধন এবং সূত, মাগধ ও বন্দীদিগকে পারিতোষিক প্রদান করিলেন।

অনন্তর ত্রয়োদশ দিবসে রাজা দশরথ পুত্র-দিগের নামকরণ করিলেন। তখন বশিষ্ঠ পরম প্রীত হইয়া সর্ব্বজ্যেষ্ঠ মহাত্মা কৌশল্যানন্দনের রাম, কৈকেয়ীপুত্রের ভরত এবং সুমিত্রার জ্যেষ্ঠ তনয়ের লক্ষ্মণ ও কনিষ্ঠ তনয়ের শত্রুঘ্ন নাম রাখিলেন। তিনি রাজা দশরথের অনুজ্ঞানু-সারে সমস্ত ব্রাহ্মণ, পৌর ও জানপদদিগকে ভোজন করাইলেন, এবং ব্রাহ্মণদিগকে বহুবিধ বিমল রত্ন সকল দান করিলেন। বশিষ্ঠ ঋষি রামাদির জন্মক্রিয়া-প্রভৃতি সমস্ত ক্রিয়াই যথাকালে রাজা দশরথের দ্বারা নির্ব্বাহিত করিলেন।

রাজা দশরথের সেই পুত্রদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রাম পিতার প্রীতিকর এবং স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার ন্যায় সমস্ত প্রাণীরই সম্মত হইলেন। দশরথের সমস্ত নন্দনই বেদজ্ঞ, শৌর্য্যসম্পন্ন, লোক-হিতানুষ্ঠাতা, বিজ্ঞ ও ক্ষত্রোচিত সমস্ত গুণে ভূষিত হইলেন। পরন্তু রাম সর্ব্বাপেক্ষায় সমধিক মহাতেজস্বী, সত্যপরাক্রমী, নির্ম্মল চন্দ্রের ন্যায় সমস্ত লোকের ইষ্ট, ধনুর্ব্বেদনিরত, পিতৃশুশ্রূষা-তৎপর এবং গজ, অশ্ব ও রথে আরোহণ দক্ষ হইলেন। লক্ষ্মণ বাল্য-কালাবধি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা লোকাভিরাম রামের নিয়ত অনু-

গত, শ্রীসম্পাদনে নিরত ও প্রিয়ানুষ্ঠানে তৎপর হইলেন, এমন কি তিনি রামের প্রিয় কার্য্য সম্পাদনার্থ শরীর পরিত্যাগ করিতেও স্বীকৃত ছিলেন। রামেরও লক্ষ্মী-সম্পন্ন লক্ষ্মণ যেন বাহ্যসঞ্চারী অপর প্রাণ ছিলেন, যেহেতু পুরুষোত্তম রাম লক্ষ্মণ-ব্যতি-রেকে স্বসমীপে আনীত সুবিশুদ্ধ অন্নও ভোজন করিতেন না, এবং নিদ্রাও যাইতেন না। যখন রাম হয়ারূঢ় হইয়া মৃগয়ার্থ গমন করিতেন, তখন লক্ষ্মণ ধনুর্দ্ধারণ করিয়া রামকে রক্ষা করত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাই-তেন। লক্ষ্মণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শত্রুঘ্ন ভরতের প্রাণ হইতেও প্রিয়তম এবং ভরতও তাঁহার প্রাণ হইতেও সর্ব্বদা প্রিয় হইলেন। যেরূপ পিতামহ ব্রহ্মা দিক্‌পাল-চতুষ্টয়ে প্রীতি প্রাপ্ত হন, সেইরূপ সেই রাজা দশরথ প্রিয় মহাভাগ চারিটি তনয়ে প্রীত হইলেন। নৃপতি দশ-রথের সেই সকল শ্রীসম্পন্ন অনুদ্ধতস্বভাব দীপ্তানলতুল্য তেজস্বী নন্দনেরা ক্ষত্রিয়ের অভিজ্ঞেয় সমস্ত বিষয় অবগত, তদুচিত সমু-দায় গুণে ভূষিত, দীর্ঘদর্শী বিখ্যাত-পৌরুষ এবং সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ হইলেন। তাঁহারা এরূপ প্রভাবসম্পন্ন হইলে, পিতা রাজা দশরথ, যেরূপ ব্রহ্মলোকের অধিপতি ব্রহ্মা নিয়ত আনন্দ ভোগ করেন, সেইরূপ আনন্দ লাভ করিলেন। সেই সকল ধনুর্ব্বেদবিজ্ঞ পুরুষ-বরেরাও বেদাধ্যয়নে ও পিতৃশুশ্রূষণে নিরত হইলেন।

অনন্তর ধর্ম্মাত্মা রাজা দশরথ উপাধ্যায় ও বান্ধব-বর্গের সহিত সেই পুত্রদিগের বিবাহ দিতে চিন্তিত হইলেন। মহাত্মা রাজা দশরথ অমাত্যগণের সহিত সেই চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে মহাতেজস্বী মহামুনি বিশ্বামিত্র সমাগত হইলেন। তিনি রাজা দশরথের দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া দ্বারাধ্যক্ষদিগকে কহিলেন, "আমি কুশবংশীয় গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র; তোমরা শীঘ্র রাজসমীপে গিয়া আমার আগ-মনবার্ত্তা নিবেদন কর।"

সেই সকল দ্বারাধ্যক্ষেরা বিশ্বামিত্রের নিয়োগ-বাক্য শ্রবণ করিয়া সম্ভ্রান্ত-মানস হইয়া রাজার গৃহাভিমুখে দ্রুত গমন করিল। তাহারা তখনই রাজভবনে উপস্থিত হইয়া ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি দশরথকে নিবেদন করিল, "বিশ্বামিত্র ঋষি আগমন করিয়াছেন।"

রাজা দশরথ তাহাদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র অতীব হৃষ্ট হইলেন, এবং পুরো-হিতের সহিত সমাহিত হইয়া, যেরূপ বাসব বৃহস্পতির প্রত্যুদ্গমন করেন, সেইরূপ বিশ্বা-মিত্রের প্রত্যুদ্গমন করিলেন। পরে সেই সুতীক্ষ্ণনিয়মী তপস্বী অতিতেজস্বী বিশ্বামিত্রকে দর্শন করিয়া, রাজা দশরথের বদন হর্ষপ্রফুল্ল হইল। তিনি তাঁহাকে অর্ঘ্য উপহার দিলেন। সুধার্ম্মিক কৌশিক বিশ্বামিত্রও শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে নরাধিপতি দশরথের অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া নগর, রাজ্য, কোষ, সুহৃৎ ও বান্ধব-বিষয়ক কুশল জিজ্ঞাসানন্তর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার ত সামন্তেরা সম্যক্ অনু-গত ও রিপুসকল পরাজিত হইয়া রহিয়াছেন, এবং দৈব ও মানুষ সমস্ত কার্য্যই ত উত্তমরূপ অনুষ্ঠিত হইতেছে?"

অনন্তর সেই মহাভাগ মুনিবর বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের সহিত সমাগত হইয়া তাঁহাকে কুশল জিজ্ঞাসা-পূর্ব্বক সেই সকল ঋষিদিগের সহিত যথান্যায়ে মিলিত হইয়া কুশল জিজ্ঞাসিলেন। সেই সকল ঋষিরাও বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া প্রহৃষ্ট মানসে তাঁহার সহিত রাজভবনে প্রবেশপূর্ব্বক যথাযোগ্য স্থানে উপবেশন করিলেন।

তদনন্তর পরমোদারস্বভাব দশরথ হৃষ্ট-মানস হইয়া সেই মহামুনি বিশ্বামিত্রকে অভি-নন্দন করত হর্ষপূর্ব্বক কহিলেন, "হে মহা-মুনে! যেরূপ অমৃতের প্রাপ্তি, অনাবৃষ্টিতে বৃষ্টি, অপুত্র ব্যক্তির সদৃশী ভার্য্যাতে পুত্র-জন্ম, ভ্রষ্ট দ্রব্যের লাভ ও পুত্রজন্মাদিনিবন্ধন-মহোৎ-সবজনিত হর্ষ অতিদুর্লভ, সেইরূপ আপনার আগমনও অতিদুর্লভ, ইহা আমি বিবেচনা করি। হে মানদ ব্রহ্মন্! আপনি আমার ভাগ্যবশতই এখানে আগমন করিয়াছেন, আপনার আগমন সফল হউক,—আপনি নির্দ্দেশ করুন, 'আমি হর্ষ-পূর্ব্বক কি উপায়ে

আপনার কোন্ পরম অভিলাষ সিদ্ধ করি,' আপনি সর্ব্বতোভাবেই আমার সেবনীয়। হে দ্বিজ-শার্দ্দূল! অদ্য আমারই রজনী সুপ্রভাতা হইয়াছে; অদ্য আমার জন্ম ও জীবন সফল হইল; যেহেতু আপনার সন্দর্শন লাভ করিলাম। আপনি প্রথমত তপস্যাদ্বারা রাজর্ষিত্ব লাভ করিয়া রাজর্ষি শব্দে বিখ্যাত-যশস্বী হন, পরে তপস্যাদ্বারা ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করিয়াছেন, সুতরাং আপনি সর্ব্বপ্রকারেই আমার পূজনীয়। হে প্রভো! আপনার সন্দর্শনমাত্রেই আমার শরীর বিগত-পাপ হইয়াছে। হে দ্বিজবর! আপনার এ নগরীতে শুভাগমন অতীব আশ্চর্য্য ব্যাপার, সুতরাং আপনি যে অভিলাষে এখানে আগমন করিয়াছেন, তাহা নির্দ্দেশ করুন্; আমি আপনার অভিলষিত বিষয় সাধন করিয়া অনুগৃহীত হইতে বাসনা করি। হে সুব্রত! আপনি আমার দেবতা; আপনার কার্য্যাকার্য্য বিবেচনার আবশ্যক নাই, আপনি আদেশ করুন্; আপনি যাহা আদেশ করিবেন, আমি তাহাই করিব। হে দ্বিজবর! আপনার সমাগমে আমি সমস্ত উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম লাভ করিয়াছি, এবং আমার মহোৎসব-সময় উপস্থিত হইয়াছে।"

তখন শমাদিগুণ-বিশিষ্ট বিখ্যাত-গুণশালী অতিযশস্বী পরমর্ষি বিশ্বামিত্র বিশুদ্ধাত্মা রাজা দশরথের কথিত হৃদয়ানন্দবর্দ্ধন শ্রোত্রসুখ-সাধন এই সবিনয় বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম হর্ষ লাভ করিলেন।

অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১৮ ॥

ঊনবিংশ সর্গ।

মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র ঋষি রাজসিংহ দশরথের পরমাশ্চর্য্য সুবিস্তর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া হর্ষপুলকিতাঙ্গ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "হে রাজশার্দ্দূল! আপনি মহাবংশে সম্ভূত হইয়াছেন, এবং বশিষ্ঠ ঋষির উপদেশানুসারে চলিয়া থাকেন; সুতরাং ইহা আপনারই সদৃশ, অন্যের পক্ষে সম্ভব নহে। হে রাজসিংহ! আপনি সত্যপ্রতিজ্ঞ হউন,—আমার যে একটি মনোগত বক্তব্য বিষয় আছে, আপনি তৎসাধনে অঙ্গীকৃত হউন। হে পুরুষবর! আমি যাগ করণাভিলাষে দীক্ষিত হইয়াছি; পরন্তু মারীচ ও সুবাহু নামে ইচ্ছানুরূপ-রূপধারী দুই রাক্ষস সেই যাগের বিঘ্নকারী। হে রাজন্! অনেক বার নিয়ম সমাপ্তপ্রায় হইলে, যজ্ঞ-সমাপন-কালে সেই যজ্ঞ-বিঘ্নকর উভয় রাক্ষস আমার যজ্ঞীয় বেদি রুধিরে আপ্লাবিত করিয়াছে; ব্রত সঙ্কল্প ভগ্ন ও যজ্ঞ বিনষ্ট হইলে, আমি পণ্ডশ্রম ও নিরুদ্যম হইয়া অগত্যা সেই প্রদেশ হইতে প্রস্থান করিয়াছি। হে রাজশার্দ্দূল! তাহাদিগকে শাপ প্রদান করিতে আমার অভিলাষ হয় না, যে হেতু সেই যজ্ঞে দীক্ষিত হইলে, শাপ প্রদান করিতে নাই। অতএব আপনি স্বীয় জ্যেষ্ঠ তনয় কাকপক্ষধর বীর্য্য-সম্পন্ন সত্যপরাক্রম রামকে আমারে প্রদান করুন্। ইনি মৎকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া স্বীয় অমানুষ তেজে, যে যে রাক্ষসেরা বিরুদ্ধাচারী হইবে, তৎসমুদায়কেই বিনাশ করিতে সমর্থ। আমি ইঁহার নানাবিধ কল্যাণ বিধান করিব, যাহাতে ইনি অবশ্যই ত্রিলোক মধ্যে খ্যাতি লাভ করিবেন। সেই দুই রাক্ষস রামের যুদ্ধে কোন ক্রমেই স্থির হইয়া থাকিতে পারিবে না। হে রাজশার্দ্দূল! তাহারা কালপাশে আবদ্ধ হওয়া-প্রযুক্ত মহাত্মা রামের বীর্য্য তুল্যও হইবে না; কিন্তু রাম-ব্যতীত কোন পুরুষ তাহাদিগকে হনন করিতে উৎসাহ করিতেও পারে না; যে হেতু সেই দুই পাপাচারী রাক্ষস অতি বীর্য্যশালী। হে রাজন্! আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, 'সেই দুই রাক্ষস অবশ্যই রাম-কর্ত্তৃক নিহত হইবে,' ইহা অবগত হইয়া, আপনি পুত্রের প্রতি স্নেহ করিয়া আমাকে পুত্র প্রদান করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না; মহাত্মা সত্যপরাক্রম রাম যে কে, ইহা আমি জানি, এবং মহাতেজস্বী বশিষ্ঠ ঋষি ও এইসকল তপোনিরত ঋষিরাও জানেন। হে রাজেন্দ্র! যদি আপনি ধর্ম্ম ও পৃথিবীতে স্থিরতর পরম যশ লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে রামকে আমারে দান করুন্। হে কাকুৎস্থ! যদি আপনার বশিষ্ঠ-প্রভৃতি সমস্ত

মন্ত্রীরা অনুমতি দেন, তবে যজ্ঞীয় দশ দিবসের জন্য আপনি আমার অভিপ্রেত স্বীয় তনয় রাজীব-লোচন আসক্তিশূন্য রামকে আমারে প্রদান করুন্। হে রাঘব! আপনি শোক করিবেন না, আপনার মঙ্গল হইবে, আপনি এ রূপ করুন, যাহাতে আমার যজ্ঞের এই কাল অতীত না হয়।"

মহাতেজস্বী মহামতি ধর্ম্মাত্মা বিশ্বামিত্র এই ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য বলিয়া তূষ্ণী অবলম্বন করিলেন। যদ্যপি বিশ্বামিত্রের সেই বাক্য কল্যাণকর, তথাপি তাহা শ্রবণ করিয়া, রাজেন্দ্র দশরথ অতীব শোকে আবিষ্ট হইয়া বিমুগ্ধ হইলেন, এবং বিচলিত হইলেন। পরে তিনি সংজ্ঞা লাভ করিয়া উত্থিত হইয়া পুত্র-বিরহ-ভয়ে কাতর হইলেন ও অতীব বিষণ্ণ হইলেন। সেই সম্রাট্ দশরথ নরপতি মহাত্মা হইয়াও বিশ্বামিত্র মুনির সেই স্বীয় হৃদয় ও মনের পীড়াজনক বাক্য শ্রবণ-পূর্ব্বক অতীব ব্যথিত-মানস হওত আসন হইতে বিচলিত হইলেন।

একোনবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

বিংশ সর্গ।

রাজশার্দ্দূল দশরথ বিশ্বামিত্রের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মুহূর্ত্ত কাল নিঃসজ্ঞভাবে থাকিয়া সংজ্ঞা লাভ করত বিশ্বামিত্রকে এই কথা বলিলেন, "আমার রাজীবলোচন রামের বয়োমান পঞ্চদশ বর্ষ; আমি রাক্ষসদিগের সহিত তাহার যুদ্ধ করিবার সামর্থ্য দেখিতেছি না। এই আমার অক্ষৌহিণী সেনা,—আমি ইহার অধিপতি; আমি ইহার সহিত তথায় যাইয়া সেই সকল রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ করিব; এই সমস্ত অস্ত্রবিশারদ শৌর্য্যসম্পন্ন বিক্রমশালী ভৃত্যেরা রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ; আপনার রামকে লইয়া যাওয়ার আবশ্যক কি? হে মুনিশার্দ্দূল! আমিই তথায় যাইয়া হস্তে ধনু লইয়া সমরক্ষেত্রে, যাবৎ জীবন ধারণ করিব, তাবৎ সেই নিশাচরদিগের সহিত যুদ্ধ করত আপনাকে রক্ষা করিব; আপনার সেই ব্রতানুষ্ঠানও মৎকর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্ত হইবে; আপনার রামকে লইয়া যাইবার আবশ্যক কি? রাম অতিবালক; এক্ষণও কৃতবিদ্য হয় নাই; বলাবলও জানে না; অস্ত্রসামর্থ্যও অবগত নহে; এবং যুদ্ধ করিতেও সক্ষম নয়; সুতরাং সে কূটযোধী রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না; বিশেষত আমি রাম ব্যতিরেকে একক্ষণও বাঁচিতে অভিলাষ করি না; অতএব আপনার রামকে লইয়া যাওয়া উচিত হয় না। হে সুব্রত ব্রহ্মন্! যদি আপনি রঘুকুলনন্দন রামকে লইয়া যাইতেই অভিলাষ করেন, তবে চতুরঙ্গ বলের সহিত আমাকেও তৎসমভিব্যাহারে লইয়া চলুন। হে কৌশিক মুনিপুঙ্গব! ষষ্টি সহস্র বর্ষ হইল, আমি জন্ম লাভ করিয়াছি, অতিকষ্টে এত কালে আমার পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে; বিশেষত চারিটি তনয়ের মধ্যে সেই ধর্ম্ম-প্রধান জ্যেষ্ঠ তনয় রামেতে আমার অতিশয় প্রীতি; অতএব আপনার কেবল রামকে লইয়া যাওয়া উচিত হয় না। হে ভগবন্ ব্রহ্মন্! সেই রাক্ষসেরা কাহার পুত্র, তাহাদিগের নাম কি, তাহাদিগের শরীরের প্রমাণ কিরূপ ও বলই বা কত, কাহারা তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে, কিরূপেই বা আমার সৈন্য সকল, রাম এবং আমাকে সেই কূটযোধী রাক্ষসদিগের প্রতীকার করিতে হইবে, এবং সেই দুষ্টভাব-সম্পন্ন বীর্য্যোৎসিক্ত রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধকালে কিরূপেই বা আমাদিগকে থাকিতে হইবে, আপনি এই সমুদায় বিবরণ বর্ণন করুন্।"

বিশ্বামিত্র ঋষি তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "হে মহারাজ! পৌলস্ত্য-বংশ-সম্ভূত মহাবাহু মহাবীর্য্যবান্ রাবণ নামক রাক্ষস ব্রহ্মার নিকট বর লাভ করিয়া অনেক রাক্ষসে পরিবৃত হইয়া তিন লোককেই অতিপীড়িত করিতেছে। শুনিতে পাই, যে, সেই রাক্ষসাধিপতি রাবণ বিশ্রবা মুনির পুত্র ও কুবেরের বৈমাত্র ভ্রাতা। যখন সেই মহাবল রাক্ষস অনাদর করিয়া যজ্ঞে বিঘ্ন করিতে স্বয়ং ক্ষান্ত হয়, তখন সে মারীচ ও সুবাহু-নামক

সেই দুই মহাবল রাক্ষসকে 'তোমরা যজ্ঞের বিঘ্ন কর,' ইহা বলিয়া উক্ত কর্ম্মে নিয়োগ করিয়াছে।"

তখন রাজা দশরথ বিশ্বামিত্র-কর্তৃক এরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি সেই দুরাত্মা রাক্ষসের সংগ্রামে স্থির হইতে পারিব না; আপনি আমার দেবতা এবং গুরু, আপনি আমার ও আমার পুত্রের প্রতি প্রসন্ন হউন, আমরা অতিদুর্ভাগ্য। হে মুনিবর ব্রহ্মন্! সেই রাবণ যুদ্ধ-কালে অতিবীর্য্যবান্ ব্যক্তিদিগেরও বীর্য্য বিনাশ করে, সুতরাং দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, পক্ষী এবং পন্নগেরাও যুদ্ধকালে রাবণের বীর্য্য সহ্য করিতে পারেন না, মনুষ্যদিগের কথা আর কি বলিব! অতএব যখন আমি সৈন্য ও পুত্র-দিগের সহিতও সেই রাক্ষস বা তাহার সৈন্য-গণের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইব না; তখন আমি সংগ্রামানভিজ্ঞ বালক অমরতুল্য-সুন্দর স্বীয় তনয়কে কোন ক্রমেই আপনারে প্রদান করিতে পারি না। যুদ্ধ-কালে কালোপম, সুন্দ ও উপসুন্দ-নন্দন সেই মারীচ ও সুবাহু আপ-নার যজ্ঞে বিঘ্ন করুক, তথাপি আমি পুত্র প্রদান করিব না। হয় ত, আমি বান্ধববর্গের সহিত আপনাকে অনুনয় করিয়াই প্রসন্ন করিব, অন্যথা সেই সুশিক্ষিত বীর্য্যবান্ মারীচ ও সুবাহু, এই দুই জনের মধ্যে, যাহার সঙ্গে হউক, যুদ্ধ করিতে আমিই বান্ধব-বর্গের সহিত তথায় যাইব।"

কুশবংশীয় দ্বিজেন্দ্র বিশ্বামিত্র নরপতির এই বাক্যে অতীব ক্রুদ্ধ হইলেন; এমন কি, সেই অগ্নিতুল্য-তেজস্বী মহর্ষি, যেরূপ যজ্ঞে সুহুত বহ্নি আজ্যসিক্ত হইয়া জ্বলিত হয়, সেইরূপ ক্রোধে জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিলেন।

বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশ সর্গ।

কৌশিক বিশ্বামিত্র মহীপতি দশরথের সেই স্নেহগদ্গদাক্ষর বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধ সহ-কারে তাঁহাকে বলিলেন, "হে কাকুৎস্থ রাজন্! আপনি পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়া এক্ষণ প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিতে বাসনা করিতেছেন, ইহা এই রঘুকুলের অতীব অযুক্ত ব্যবহার; যদি ইহাই আপনার উপযুক্ত হয়, তবে আমি যেস্থান হইতে আসিয়াছি, সেই স্থানে প্রস্থান করি, আপনিও বৃথা-প্রতিজ্ঞ হইয়া বান্ধববর্গের সহিত সুখে থাকুন।"

এই কথা বলিতে বলিতে ধীমান্ বিশ্বামিত্র ঋষি এতাদৃশ ক্রুদ্ধ হইলেন, যে, সমস্ত ভূমণ্ডল প্রকম্পিত ও দেবতাদিগেরও সুমহৎ ভয় উপ-স্থিত হইল। তখন ধৈর্য্যসম্পন্ন সুব্রতানুষ্ঠায়ী মহর্ষি বশিষ্ঠ সমস্ত জগৎ বিত্রস্ত দেখিয়া নর-পতিকে এই কথা বলিলেন, "হে রাঘব! আপনি ইক্ষ্বাকুবংশে সম্ভূত হইয়াছেন, এবং শ্রীমান্, বীর্য্যবান্, অতিধৈর্য্যশালী ও সুব্রতানু-ষ্ঠায়ী; অধিক কি, আপনি এতাদৃশ সদাচারী, যে, আপনাকে সাক্ষাৎ অপর ধর্ম্ম বোধ হয়; সুতরাং আপনার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা উচিত হয় না। আপনি ত্রিলোকমধ্যে 'ধর্ম্মাত্মা' বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন, অতএব স্বধর্ম্ম রক্ষা করুন্, অধর্ম্ম বহন করা আপনার উচিত নয়। প্রতিজ্ঞা করিয়া তদনুযায়ী কর্ম্ম না করিলে, ইষ্টাপূর্ত্ত বিনষ্ট হয়, অতএব আপনি রামকে বিশ্বামিত্রেরে প্রদান করুন্। রাম কৃতাস্ত্রই হউন, বা অকৃতাস্ত্রই হউন, ইহাঁর বীর্য্য রাক্ষ-সেরা সহ্য করিতে পারিবে না; বিশেষত যেরূপ অনল-কর্তৃক অমৃত সুরক্ষিত আছে, সেইরূপ কৌশিক বিশ্বামিত্র কর্তৃক ইনি সুরক্ষিত হই-বেন। হে রাঘব! বিশ্বামিত্র ঋষি সাক্ষাৎ বিগ্রহ-বান্ ধর্ম্ম; পৃথিবীমধ্যে ইহাঁর তুল্য বিদ্যাবান্ বা বীর্য্যবান্ কোন ব্যক্তিই নাই; ইনি তপস্যার আশ্রয়; এবং ইনি যে সমস্ত নানাবিধ অস্ত্র বিজ্ঞাত আছেন, তৎসমুদায় সচরাচর ত্রিলোক-মধ্যে অন্য কোন ব্যক্তি বিজ্ঞাত নহেন; অধিক কি, দেব, ঋষি, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, অমর কিন্নর ও মহোরগ-প্রভৃতিরাও জানেন না, এবং কোন ব্যক্তিও তৎসমুদায় বিজ্ঞাত হইবেন না।

"হে রঘুনন্দন দশরথ! যখন এই কুশ-নন্দন বিশ্বামিত্র রাজ্য শাসন করিতেন, তখন

মহাদেব ইহাঁকে কৃশাশ্ব প্রজাপতির পরম-ধার্ম্মিক পুত্ররূপ সমুদায় অস্ত্রই প্রদান করিয়াছিলেন। যে সকল বিবিধাকার মহাবীর্য্যবান্ দীপ্তিমান্ জয়াবহ অস্ত্র কৃশাশ্ব প্রজাপতির ঔরসে প্রজাপতিদক্ষ-নন্দিনীর গর্ব্ভে জন্ম লাভ করিয়াছে,—দক্ষ প্রজাপতির জয়া ও সুপ্রভা নামে সুমধ্যমা দুই নন্দিনী শত শত পরম-ভাস্বর অস্ত্র ও শস্ত্র প্রসব করেন,—জয়া বর লাভ করিয়া অসুরসৈন্য বধার্থ অপ্রমেয় প্রভাব-সম্পন্ন অদৃশ্যমান-রূপ শ্রেষ্ঠ অস্ত্র-রূপ পঞ্চাশৎ পুত্র লাভ করেন, এবং সুপ্রভাও বলসম্পন্ন দুরাধর্ষ সংহার-নামক পঞ্চ শত অমোঘ অস্ত্র প্রসব করেন; এই ধর্ম্মজ্ঞ কৌশিক বিশ্বামিত্র সেই সমস্ত অস্ত্রই বিজ্ঞাত আছেন, এবং অভূতপূর্ব্ব অস্ত্র সকলেরও উৎপাদনে সমর্থ; অতএব এই ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মা মুনিবরের, ভূত বা ভবিষ্যৎ, কোন একটি অস্ত্রও অবিদিত নাই।

"হে রাজন্! এই মহাতেজস্বী মহাযশস্বী বিশ্বামিত্র ঋষি এরূপ প্রভাব-সম্পন্ন, অতএব আপনি ইহাঁর সঙ্গে রামকে যাইতে দিতে সংশয় করিবেন না। অধিক আর কি বলিব, এই কৌশিক বিশ্বামিত্র স্বয়ংই সেই সমুদায় রাক্ষসদিগকে নিগ্রহ করিতে সমর্থ; তবে কেবল ইনি আপনার পুত্রের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়াই আপনার নিকট আসিয়া যাচ্ঞা করিতেছেন।"

রঘুবর বিখ্যাত-যশস্বী রাজা দশরথ মুনিবর বশিষ্ঠের এই বাক্যে মুদিত হইয়া বুদ্ধি-দ্বারা "বিশ্বামিত্রেরে রামকে প্রদান করা উচিত," এরূপ স্থির করিয়া প্রসন্ন চিত্তে রামকে বিশ্বামিত্রের সহিত যাইতে দিতে অভিলাষ করিলেন।

একবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

দ্বাবিংশ সর্গ।

রাজা দশরথ বশিষ্ঠ ঋষির সেই উপদেশ-বাক্যে হৃষ্টবদন হইয়া স্বয়ংই রাম ও লক্ষ্মণকে আহ্বান করিলেন। অনন্তর রাম মাতা ও পিতা দশরথ-কর্ত্তৃক কৃতস্বস্ত্যয়ন এবং পুরোহিত বশিষ্ঠ-কর্ত্তৃক মাঙ্গল্য-মন্ত্র-দ্বারা অভিমন্ত্রিত হইলেন। তৎপরে রাজা দশরথ পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ-পূর্ব্বক সুপ্রীত মানসে কুশনন্দন বিশ্বামিত্রকে পুত্র প্রদান করিলেন। তখন রাজীব-লোচন রামকে বিশ্বামিত্রের অনুগত দেখিয়া, আরাম-সাধন সুখস্পর্শশালী বায়ু বহিতে লাগিল। মহাত্মা রাম প্রয়াণোন্মুখ হইলে, স্বর্গ লোকে দেবদুন্দুভি সকল বাজিতে লাগিল; এবং অযোধ্যা নগরীতে শঙ্খ ও দুন্দুভির ধ্বনি হইতে লাগিল, ও আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল। পরে বিশ্বামিত্র ঋষি অগ্রে অগ্রে গমন করিলেন, রাম তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন, এবং কাকপক্ষধারী লক্ষ্মণও ধনুর্দ্ধারী হইয়া রামের পশ্চাদ্গামী হইলেন। যেরূপ অশ্বিনীকুমার দ্বয় দিক্ সকল শোভিত করত পিতামহ ব্রহ্মার অনুগমন করেন, সেইরূপ দশ দিক্ শোভিত করত ত্রিমস্তক সর্পের ন্যায় কলাপধারী সধনুষ্ক অক্ষুদ্র-স্বভাব সেই দুই রাজ-নন্দন মহাত্মা বিশ্বামিত্রের অনুগমন করিলেন। তখন সেই শোভনালঙ্কারে ভূষিত অনিন্দিত কান্তিপ্রদীপ্ত ধনুর্দ্ধারী রাজকুমার-দ্বয় কুশনন্দন বিশ্বামিত্রকে শোভিত করত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন,—যে রূপ অগ্নিনন্দন স্কন্দ ও বিশাখ-নামক কুমারদ্বয় অচিন্ত্য দেব রুদ্রকে শোভিত করত তাঁহার অনুগমন করেন, সেই রূপ সেই মনোহর-শরীর-সম্পন্ন কান্তি-প্রদীপ্ত অনিন্দিত মহাদ্যুতিশালী রাম ও লক্ষ্মণাভিধেয় রাজকুমার ভ্রাতৃদ্বয় বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণ ও খড়্গবান্ হইয়া বিশ্বামিত্রকে শোভিত করত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন।

অনন্তর বিশ্বামিত্র ঋষি ছয় ক্রোশ পথ চলিয়া সরযূনদীর দক্ষিণ তীরে উপস্থিত হইলেন। তখন তিনি রামকে সম্বোধন পূর্ব্বক এই মধুর বাক্য বলিলেন, "হে বৎস! সময় অতিক্রম করিবার আবশ্যক নাই, তুমি শীঘ্র আচমন পূর্ব্বক মন্ত্র সকল গ্রহণ কর,—তুমি বলা ও অতিবলা-নাম্নী দুই বিদ্যা গ্রহণ কর। হে তাত রাঘব! তুমি বলা ও অতিবলা-নাম্নী এই দুই বিদ্যা পাঠ করিলে, তোমার পরিশ্রম, জ্বর

বা রূপবিকার হইবে না; তুমি প্রমত্ত বা প্রসুপ্তই থাক, তোমাকে রাক্ষসেরা ধর্ষণ করিতে পারিবে না; এবং ত্রিলোক মধ্যে তোমার বাহুবলে কেহ সদৃশ হইবে না। হে অনঘ! বলা ও অতিবলা-নাম্নী এই দুই বিদ্যা সমস্ত জ্ঞানের জননী; তুমি এই দুই বিদ্যা লাভ করিলে, লোকমধ্যে কেহ সৌভাগ্যে, ইতি-কর্ত্তব্যতা নিশ্চয়ে, দাক্ষিণ্যে, প্রত্যুত্তর প্রদানে, জ্ঞানে বা অন্যান্য কোন গুণে তোমার তুল্য রহিবে না। হে তাত রঘুকুল-নন্দন নরোত্তম রাম! তুমি বলা ও অতিবলা পাঠ করিলে, তোমার ক্ষুধা ও পিপাসা হইবে না। এবং তুমি এই দুই বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে, পৃথিবী মধ্যে তোমার পরম যশ হইবে। হে কাকুৎস্থ রাজন্! যদ্যপি তোমার এই সকল ও অন্যান্য অনেক গুণ আছে, তথাপি আমি তোমাকে এই দুই তেজস্বিনী প্রজাপতি-নন্দিনী বিদ্যা প্রদান করিতে ইচ্ছা করিতেছি; যে হেতু তুমি এই দুই বিদ্যা গ্রহণের যোগ্য পাত্র। হে রাম! এই দুই বিদ্যা জপ করিলে, ইহারা নানাবিধ কার্য্য সিদ্ধ করিবে।"

তদনন্তর রাম হৃষ্টবদন হইয়া আচমন পূর্ব্বক শুচি হওত সেই বিশুদ্ধাত্মা মহর্ষির নিকট সেই দুই বিদ্যা গ্রহণ করিলেন। তখন ভীমবিক্রম রাম সেই দুই বিদ্যায় অন্বিত হইয়া, যে রূপ শরৎকালে ভগবান্ সহস্ররশ্মি দিবাকর শোভিত হন, সেইরূপ শোভিত হইলেন। রাম কুশনন্দন বিশ্বামিত্রের প্রতি, যে রূপ গুরুর প্রতি কার্য্য করিতে হয়, সেই রূপ সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। তাঁহারা তিন জনে সেই রজনী সরযূ নদীর দক্ষিণ তীরে অতিবাহন করিলেন। তখন নরপতি দশরথের সেই দুই শ্রেষ্ঠ নন্দন অনুচিত তৃণশয্যাতে শয়ন করিয়াও কৌশিক বিশ্বামিত্রের বাক্যে লালিত হইয়া পরম সুখে সেই রজনী অতিবাহন করিলেন।

দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

শর্ব্বরী প্রভাতা হইল; মহামুনি বিশ্বামিত্র পর্ণশয্যাতে শয়ান কাকুৎস্থনন্দন রাম ও লক্ষ্মণকে কহিলেন, "হে নরশার্দ্দূল রাম! কৌশল্যা দেবী তোমার দ্বারা সৎপুত্রবতী হউন,—এই প্রাতঃসন্ধ্যা উপস্থিত, এ সময়ে আহ্নিক ও দৈবকর্ম্ম নির্ব্বাহ করা উচিত, সুতরাং তুমি গাত্রোত্থান কর।"

বিশ্বামিত্র ঋষির এই পরমোদার বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাবীর্য্যবান্ বীর নরোত্তম রাম ও লক্ষ্মণ অবগাহন-পূর্ব্বক অপরাপর কর্ত্তব্য ক্রিয়া সমাধানান্তে সাবিত্রী জপ করিলেন। তাঁহারা আহ্নিক ক্রিয়া সমাধান-পূর্ব্বক তপোধন বিশ্বামিত্রকে অভিবাদন করত যাইতে উদ্যত হইলেন। অনন্তর মহাবীর্য্যবান্ রঘুকুল-নন্দন রাম ও লক্ষ্মণ, যে স্থানে সরযূ নদীর গঙ্গার সহিত সঙ্গম হয়, সেস্থানে উপস্থিত হইয়া ত্রিপথগামিনী দিব্যনদী গঙ্গাকে দর্শন করিলেন এবং সেই প্রদেশে বহুসহস্র বৎসরাবধি পরম-তপস্যাকারী বিশুদ্ধাত্মা ঋষিদিগের পুণ্য আশ্রম দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা সেই পুণ্য আশ্রম সন্দর্শন করিয়া পরম প্রীত হইয়া মহাত্মা বিশ্বামিত্রকে এই কথা বলিলেন, "হে ভগবন্! এই পুণ্য আশ্রম কাঁহার,—ইহাতে কোন্ ঋষি নিবসতি করেন, ইহা আমরা শুনিতে বাসনা করি, ইহা শ্রবণ করিতে আমাদিগের অতিশয় কৌতূহল হইতেছে; আপনি ইহা নির্দ্দেশ করুন্।"

মুনিবর বিশ্বামিত্র তাঁহাদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া হাসিতে হাসিতে রামকে বলিলেন, "হে রাম! পূর্ব্বে এই আশ্রম যাঁহার ছিল, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে রঘুকুল-নন্দন! পূর্ব্বে মদন মূর্ত্তিমান্ ছিল; সে বুধগণকর্ত্তৃক 'কাম-মনোহর' বলিয়া উক্ত হইত। বহু দিবস হইল, দেবদেব রুদ্র এই স্থানে যথানিয়মে তপস্যা করত সমাহিত হইয়াছিলেন। সমাধি-ভঙ্গ হইলে, তিনি মরুদ্গণের সহিত রমণীয় প্রদেশে বিচরণ করিতেছিলেন, এমত সময়ে দুর্ব্বুদ্ধি মদন

তাঁহাকে ধর্ষণ করিয়াছিল। তখন মহাত্মা রুদ্র তাঁহাকে হুঙ্কার-সহকারে রৌদ্র নয়নে অব লোকন করিয়াছিলেন। সেই দুর্ম্মতি মদন রুদ্রকর্ত্তৃক রৌদ্র নয়নে অবলোকিত হইবামাত্র, তাহার শরীর হইতে সমস্ত অবয়ব বিশীর্ণ হইয়াছিল। এই স্থানে মহাত্মা রুদ্র মদনকে দগ্ধ করিয়া তাহার অঙ্গ বিনষ্ট করিয়াছিলেন, —ক্রোধবশত দেব-দেব মহাদেব কর্ত্তৃক কাম অশরীরীকৃত হইয়াছিল; অতএব এই প্রদেশ তৎকালাবধি অনঙ্গ নামে বিখ্যাত হয়। মদন মহাদেবের ভয়ে পলায়ন-পরায়ণ হইয়া, যে প্রদেশে গিয়া অঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছিল, সেই প্রদেশ 'অঙ্গরাজ্য' বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। হে বীর! এই পুণ্য আশ্রম পূর্ব্বে মহাদেবের ছিল; এবং এই সকল ধর্ম্মপর মহর্ষিরাও তাঁহার শিষ্য ছিলেন, ইহাঁদিগের কিঞ্চিন্মাত্রও পাপ নাই। হে শুভদর্শন রাম! অদ্য আমরা এই দুই পুণ্যনদীর মধ্য প্রদেশে থাকিয়া রজনী অতিবাহন করিয়া কল্য নদী উত্তীর্ণ হইব। হে নরোত্তম! অদ্য এই স্থানেই আমাদিগের বাস করা শ্রেষ্ঠ কল্প, এস্থানে থাকিয়া আমরা সুখে রজনী অতিবাহন করিতে পারিব; চল, আমরা স্নান, জপ ও হোম সমাধান-পূর্ব্বক শুচি হইয়া এই পুণ্য আশ্রমে গমন করি।"

সেই প্রদেশে তাঁহারা এরূপ জল্পন করিতেছেন, এমত সময়ে উক্ত আশ্রমবাসী মুনিরা তপোলব্ধ দূরদৃষ্টি-দ্বারা তাঁহাদিগকে আগত জানিয়া পরম প্রীত হইলেন, এবং হর্ষসহকারে প্রথমত কুশনন্দন বিশ্বামিত্রকে পাদ্য, অর্ঘ্য ও আতিথ্য দ্রব্য নিবেদন-পূর্ব্বক পশ্চাৎ রাম ও লক্ষ্মণের আতিথ্য ক্রিয়া সমাধান করিলেন। সেই ঋষিরা তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সৎকার পূর্ব্বক অভিরঞ্জন করিলেন। পরে তাঁহারা সকলেই নদীতীরে গিয়া সন্ধ্যা উপাসনা করিলেন। বিশ্বামিত্র, রাম ও লক্ষ্মণ সেই আশ্রমবাসী সুব্রতানুষ্ঠায়ী মুনিগণ-কর্ত্তৃক অনঙ্গ আশ্রমে আনীত হইয়া সুখে বাস করিলেন। তখন কুশনন্দন ধর্ম্মাত্মা মুনিবর বিশ্বামিত্র অভিরাম নৃপনন্দন-দ্বয়কে রমণীয় বাক্য-সমূহে সন্তুষ্ট করিলেন।

ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

অনন্তর বিমল প্রভাতকাল উপস্থিত হইলে, অরিদমন রাম ও লক্ষ্মণ কৃতাহ্নিক বিশ্বামিত্রকে অগ্রে করিয়া গমন করত গঙ্গা নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। পরে সেই সকল সংশিতব্রত মহাত্মা মুনিরা নৌকা আনয়ন করাইয়া বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, "আপনি বৃথা কাল অতিক্রম করিবেন না, শীঘ্র রাজপুত্রদ্বয়ের সহিত নৌকায় আরোহণ করুন; আপনার গমনকালে পথ সকল মঙ্গলপ্রদ হউক।"

বিশ্বামিত্র ঋষি তাঁহাদিগের বাক্য 'তথাস্তু' বলিয়া স্বীকার-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সৎকৃত করিয়া সেই দুই রাজনন্দনের সহিত সাগরগামিনী গঙ্গা নদী উত্তরণ করিতে উদ্যত হইলেন। অনন্তর মহাতেজা রাম লক্ষ্মণের সহিত নদীর মধ্যস্থানে গিয়া তরঙ্গসঙ্ক্ষোভবর্দ্ধিত তোয়ধ্বনি শ্রবণ করিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসু হইলেন। তিনি নদীমধ্যেই মুনিবর বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসিলেন, "জল সমুদায় কিজন্য ভিদ্যমান হইয়া এরূপ তুমুল ধ্বনি করিতেছে?"

ধর্ম্মাত্মা বিশ্বামিত্র রঘুকুলনন্দন রামের এই কৌতূহলান্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার কারণ বলিতে লাগিলেন, "হে নরশার্দ্দূল রাম! ব্রহ্মা কৈলাস পর্ব্বতে মানস দ্বারা একটি সরোবর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই সরোবর মানস-দ্বারা নির্ম্মিত হওয়াপ্রযুক্ত 'মানস' বলিয়া বিখ্যাত হয়। সেই সরোবর হইতে একটি নদী নির্গতা হইয়াছে, সেই নদী ব্রাহ্ম সরোবর হইতে উৎপন্ন হওয়া প্রযুক্ত অতি পুণ্যতমা এবং সরোবর হইতে উৎপত্তি হওয়া নিবন্ধন তাহার সরযূ নাম হইয়াছে। হে রাম! সরযূ নদী অযোধ্যা নগরী আবরণ করিয়া রহিয়াছে; সেই নদীর জলসঙ্ক্ষোভ-জনিত এই অনুপমেয় ধ্বনি জাহ্নবীতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। তুমি যতচিত্ত হইয়া এই দুই নদীকে প্রণাম কর!"

অনন্তর অতিধার্ম্মিক রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে সেই দুই নদীকে প্রণাম করিলেন। পরে সেই

লঘুগামী রাজনন্দনদ্বয় জাহ্নবীর দক্ষিণ তীরে উপস্থিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজনন্দন রাম যাইতে যাইতে মনুষ্যগমাগমচিহ্ন-বিহীন ভয়ঙ্কর-দর্শন বন অবলোকন করিয়া মুনিবর বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অহো! এই বন কি দুর্গম!—এই বন সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ ও মাতঙ্গ প্রভৃতি ভয়ানক শ্বাপদগণে পরিব্যাপ্ত, ঝিল্লিকা সমূহে সমন্বিত, শব্দায়মান ভয়ঙ্করস্বন শকুনগণে ব্যাপ্ত এবং ধব, অশ্বকর্ণ, অর্জ্জুন, পাটলী, বদরী, তিন্দুক ও বিল্ব-প্রভৃতি বৃক্ষগণে সমাকীর্ণ! কিরূপে এরূপ দারুণ বন হইয়াছে?"

মহাতেজস্বী মহামুনি বিশ্বামিত্র তাঁহাকে কহিলেন, "হে বৎস কাকুৎস্থ! যেরূপে এই নিদারুণ বন হইয়াছে, তাহা বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। হে নরোত্তম! পূর্ব্বে এই স্থানে দেব-প্রযত্ন-নির্ম্মিত উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান মলদ ও করূষ নামে দুই জনপদ ছিল। হে রাম! পূর্ব্বে মহেন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করিয়া ব্রহ্মহত্যাগ্রস্ত এবং মল ও ক্ষুধায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তখন দেবতা ও তপোধন ঋষিগণ মলসমন্বিত মহেন্দ্রকে গঙ্গাজল-পূর্ণ ঘটে স্নান করাইয়াছিলেন, এবং তাঁহার মল বিমোচন করিয়াছিলেন। এই স্থানে দেবতারা মহেন্দ্রের শরীরজাত মল ও করূষ পরিত্যাগ করিয়া হর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। তখন মহেন্দ্রও নির্ম্মল এবং নিষ্করূষ হইয়া বিশুদ্ধ ও এই দেশের প্রতি প্রীত হওত এই দেশকে এই অত্যুত্তম বর দান করিলেন, 'যেহেতু এই প্রদেশ আমার অঙ্গের মল ধারণ করিল' অতএব এই প্রদেশে উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান দুই জনপদ হইয়া লোকে মলদ ও করূষ, নামে খ্যাতি লাভ করিবে।'

"ধীমান্ মহেন্দ্র দেশের এইরূপ সৎকার করিলে, তদ্দর্শনে দেবতারা তাঁহাকে 'সাধু সাধু' বলিলেন। হে অরিন্দম! এই প্রদেশে বহু কাল মলদ ও করূষ নামে ধনধান্যশালী উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান প্রমুদিত দুই জনপদ ছিল।

"হে রাম! কিছু কাল-পরে ধীমান্ সুন্দের সহস্রমাতঙ্গবলধারিণী কামরূপিণী তাড়কানাম্নী যক্ষিণী ভার্য্যা হইল। তাহার বৃত্তবাহুশালী বৃহৎকায়-সম্পন্ন ইন্দ্রতুল্যপরাক্রমী মহামস্তক-সমন্বিত বিপুল-বদন মহান্ মারীচ-নামক রাক্ষস পুত্র হয়; সেই ভয়ঙ্করাকার রাক্ষস নিয়ত প্রজাদিগকে বিত্রস্ত করিয়া থাকে। হে রাঘব! সেই দুষ্টচারিণী তাড়কা এই দুই মলদ ও করূষ নামক জনপদ নিয়ত উৎসাদন করিতেছে। সে এস্থান হইতে অর্দ্ধযোজনান্তরে পথ আবরণ করিয়া রহিয়াছে; অতঃপর আমাদিগকেও, যে বনে তাড়কা বাস করে, সেই বনে যাইতে হইবে। হে রাম! অসহ্যবীর্য্যশালিনী ঘোররূপিণী যক্ষিণী এই প্রদেশ উৎসন্ন করিয়াছে; সম্প্রতি এই প্রদেশ এতাদৃশ ভয়াবহ হইয়াছে যে, এস্থানে আগমন করিতে কাহারও সামর্থ্য নাই।

"হে রাম! তোমার মঙ্গল হউক,—তুমি আমার আদেশে এই প্রদেশ নিষ্কণ্টক কর,—তুমি স্বীয় বাহুবল অবলম্বন করিয়া সেই দুষ্টচারিণী যক্ষিণীকে বিনাশ কর। হে রাম! এই প্রদেশ সেই যক্ষিণীকর্তৃক উৎসাদিত হইয়া অদ্যাপি শমতা লাভ করে নাই। এই প্রদেশ যেরূপে বন হইয়াছে, তৎসমুদয় তোমার নিকট এই আমি বর্ণন করিলাম।"

চতুর্ব্বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ সর্গ।

অনন্তর সেই অপ্রমেয়-প্রভাব-সম্পন্ন বিশ্বামিত্র মুনির সেই উত্তম বাক্য শ্রবণ করিয়া, পুরুষশার্দ্দূল রাম তাঁহাকে এই শুভ বাক্য বলিলেন, "হে মুনিপুঙ্গব! একে ত শ্রবণ করা যায়, যে, যক্ষজাতি অল্পবলা হইয়া থাকে; তাহে আবার তাড়কা অবলা; সুতরাং সে কিরূপে সহস্র নাগের বল ধারণ করে?"

বিশ্বামিত্র অমিততেজস্বী রঘুকুল-নন্দন রামের কথিত সেই কথা শ্রবণ করিয়া অরিদমন রাম ও লক্ষ্মণকে মনোহর বাক্যে কুতূহলান্বিত করত এই কথা বলিলেন, "তাড়কা যেরূপে তাদৃশ বল ধারণ করে, তাহা বলি-

তেছি, শ্রবণ কর। তাড়কা অবলা হইয়াও বরলাভপ্রভাবে তাদৃশ বল ধারণ করে।—পূর্ব্বে সুকেতু নামে সদাচারী বীর্য্যবান্ মহান্ এক যক্ষ ছিল; তাহার অপত্য ছিল না, এজন্য সে সুমহৎ তপস্যা করিয়াছিল। হে রাম! তখন পিতামহ ব্রহ্মা সেই যক্ষপতির প্রতি প্রীত হইয়া তাহাকে তাড়কা নাম্নী একটি রত্নস্বরূপ কন্যা প্রদান করিলেন। সেই মহাযশস্বী পিতামহ সেই কন্যাকে সহস্র নাগের বল প্রদান করিলেন, তথাপি সেই যক্ষকে একটি পুত্র দান করিলেন না। যখন সেই যশস্বিনী কন্যা বর্দ্ধমানা হইয়া যোড়শবর্ষীয়া ও রূপযৌবনশালিনী হইল, তখন যক্ষপতি জম্ভপুত্র সুন্দের সেই কন্যাকে ভার্য্যা করিয়া দিলেন। কিছু কাল পরে সেই যক্ষী মারীচ নামে দুরাধর্ষ এক পুত্র জন্মাইল, সেই পুত্র শাপ-প্রযুক্ত রাক্ষসত্ব লাভ করে।—হে রাম! সুন্দ নিহত হইলে, সেই তাড়কা পুত্র সমভিব্যাহারে ঋষিসত্তম অগস্ত্যকে ধর্ষণ করিতে ইচ্ছা করিয়া তাঁহাকে ভক্ষণ করিতে উদ্যতা হইয়া গর্জ্জন করত তাঁহার প্রতি ধাবমানা হইল। ভগবান্ অগস্ত্য ঋষি মহাযক্ষী তাড়কাকে অভিমুখে ধাবমানা দেখিয়া পরম ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে 'শীঘ্র তোর দারুণ রূপ হউক,—তুই এই রূপ পরিত্যাগ করিয়া বিকৃতরূপা ও বিকৃতাননা হইয়া রাক্ষসী হ,' এরূপ অভিশাপ দিয়া মারীচকে 'তুই রাক্ষসত্ব লাভ কর্' এই কথা বলিলেন। সেই তাড়কা অভিশাপগ্রস্তা হইয়া পরম ক্রোধ-সহকারে অগস্ত্যাচরিত এইশুভ প্রদেশ উৎসাদন করিয়াছে।

"হে রঘুনন্দন রাম! তুমি সেই দুর্ব্বৃত্তা পরমদারুণা দুষ্টপরাক্রমশালিনী যক্ষিণীকে গো ও ব্রাহ্মণগণের হিত নিমিত্ত বধ কর। হে রঘুনন্দন! এই ত্রিলোক-মধ্যে তোমাব্যতিরেকে এমন কোন ব্যক্তি নাই, যে সেই শাপগ্রস্তা যক্ষিণীকে হনন করিতে উৎসাহী হইতে পারে। হে নরোত্তম! তুমি স্ত্রীহত্যাপ্রযুক্ত তাড়কাকে বধ করিতে ঘৃণা করিও না, কেন না রাজনন্দনকে প্রজা সংরক্ষণ ও চাতুর্ব্বর্ণ্য-হিতানুষ্ঠান-নিমিত্ত নৃশংস ও অনৃশংস উভয় কর্ম্মই করিতে হয়; যেহেতু রাজ্যভার নিযুক্ত রাজাদিগের সর্ব্বদা প্রজা সংরক্ষণার্থ দোষ-সমন্বিত ও পাতক সাধন কর্ম্ম করাও সনাতন ধর্ম্ম। বিশেষত সেই যক্ষিণীর ধর্ম্ম নাই, অতএব তুমি সেই অধার্ম্মিকী যক্ষিণীকে বিনাশ কর।—হে নরপালক রাম! শ্রবণ করা যায়, যে, বিরোচননন্দিনী মন্থরা পৃথিবী বিনাশিতে উদ্যতা হইলে, মহেন্দ্র তাহাকে বধ করেন, এবং শুক্র জননী পতিব্রতা ভৃগুপত্নী ইন্দ্রশূন্য লোক ইচ্ছা করিলে, বিষ্ণু তাহাকে বধ করেন। হে নরপালক! ইহাঁরা এবং অনেক পুরুষসত্তম মহাত্মা রাজনন্দনেরা অধার্ম্মিকী রমণীদিগকে বিনাশ করিয়াছেন; অতএব তুমি আমার নিয়োগানুসারে ঘৃণা পরিত্যাগপূর্ব্বক এই যক্ষিণীকে বিনাশ কর।"

পঞ্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষড়্‌বিংশ সর্গ।

দৃঢ়ব্রত রঘুবংশীয় রাজনন্দন রাম বিশ্বামিত্র মুনির সেই প্রাগল্‌ভ্যযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে প্রত্যুক্তি করিলেন, "সকলেরই পিতৃবাক্য পালন অবশ্য কর্ত্তব্য; অতএব যখন অযোধ্যা নগরীতে গুরুগণ-মধ্যে মহাত্মা পিতা দশরথ আমাকে 'তুমি কৌশিক বিশ্বামিত্রের বাক্যে বিচার না করিয়াই তদনুরূপ কার্য্য করিবে, তাঁহার বাক্যে কখন অনাদর করিবে না,' এরূপ অনুশাসন করিয়াছেন, তখন অবশ্যই তাঁহার শাসনানুসারে আপনার নির্দ্দেশে আমি এই তাড়কাবধরূপ শুভ কর্ম্ম করিব; বিশেষত একে ত আপনি অপ্রমেয়-প্রভাব-সম্পন্ন ব্রহ্মবাদী, আপনি কখন অযথার্থ উপদেশ করেন নাই, তাহে আবার এই কর্ম্মে গো, ব্রাহ্মণ ও এই প্রদেশের হিত হইবে।"

অরিন্দম রাম বিশ্বামিত্রকে ঐ কথা বলিয়া ধনু ধারণপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত করত ঘোরতর জ্যাশব্দ করিলেন। সেই শব্দে সমস্ত তাড়কাবন-বাসীরা অতীব ত্রাসযুক্ত হইল, এবং তাড়কাও সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া মোহিতা হইয়া অতীব ক্রোধ-সহকারে সেই শব্দানুসারে,

যে প্রদেশ হইতে সেই শব্দ নিঃসৃত হইল, সেই প্রদেশাভিমুখে ধাবমানা হইল। রঘুকুলনন্দন রাম সেই বিকৃতাকারা বৃহৎকায়-সম্পন্না বিকৃতাননা ক্রোধপরায়ণা রাক্ষসীকে অবলোকন করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, "হে লক্ষ্মণ! দেখ, এই যক্ষিণীর শরীর কি দারুণ ভয়াবহ! ইহাকে অবলোকন করিবামাত্রই, ভীরু কি অভীরু, সকলেরই হৃদয় বিদীর্ণ হয়। দেখ, এই মায়াবল-সমন্বিতা দুরাধর্ষণীয়া রাক্ষসীর নাসিকা ও কর্ণ ছেদনপূর্ব্বক ইহাকে পলায়মানা করি; আমি ইহাকে হনন করিতে ইচ্ছা করি না, যেহেতু এ স্ত্রীস্বভাবে রক্ষিতা হইয়াছে; তবে আমার এইমাত্র অভিলাষ যে, ইহার পরাক্রম ও গতিশক্তি বিনাশ করি।"

রাম এইরূপ বলিতেছেন, এমত সময়ে তাড়কা রাক্ষসী ক্রোধমোহিতা হইয়া বাহু উত্তোলন-পূর্ব্বক গর্জন করত রামেরই অভিমুখে ধাবমানা হইল। তখন ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র হুঙ্কার-দ্বারা তাহাকে ভৎসনা করিয়া "রাম এবং লক্ষ্মণের মঙ্গল ও জয় হউক," ইহা বলিলেন। অনন্তর তাড়কা ঘোরতর ধূলি বিক্ষেপ করত মুহূর্ত্ত কাল-মধ্যে রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণকে রজঃসম্ভূত অন্ধকার-দ্বারা বিমুগ্ধ করিয়া মায়া সমালম্বন-পূর্ব্বক সুমহৎ শিলাবর্ষণ-দ্বারা আকীর্ণ করিয়া ফেলিল। তখন রঘুকুলনন্দন রাম অতীব ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং তাহার সেই সুমহৎ শিলাবর্ষণ শরবর্ষ-দ্বারা নিবারণপূর্ব্বক অভিমুখে ধাবমানা সেই রাক্ষসীর দুই হস্ত বাণে ছেদন করিলেন। পরে সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণও ক্রুদ্ধ হইয়া সেই অভিমুখে গর্জ্জনপরায়ণা ছিন্নকরাগ্রসম্পন্না রাক্ষসীর নাসিকা ও কর্ণের অগ্র ভাগ ছেদন করিলেন। তখন সেই কামরূপধারিণী যক্ষিণী বিবিধ রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদিগকে আত্মমায়া-দ্বারা বিমোহিত করিল, এবং অন্তর্হিতা হইয়া ভয়ানক শিলাবর্ষ বিমোচন করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিল। অনন্তর শ্রীমান্ গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র তাঁহাদিগকে চতুর্দ্দিকে শিলাবর্ষ-দ্বারা আকীর্য্যমাণ দেখিয়া এই কথা বলিলেন, "হে রাম! সন্ধ্যাকাল উপস্থিতপ্রায়, সন্ধ্যা হইলে এ সমধিক বল লাভ করিবে; যেহেতু সন্ধ্যাসময়ে রাক্ষসেরা দুরাধর্ষণীয় হইয়া থাকে; অতএব তুমি ঘৃণা করিও না, শীঘ্র ইহাকে বধ কর; এই পাপীয়সী রাক্ষসী যজ্ঞের বিঘ্ন-কারিণী ও অতীব দুষ্টচারিণী।"

বিশ্বামিত্র রামকে এরূপ বলিলে, তিনি স্বীয় শব্দবেধিতারূপ গুণ সন্দর্শন করত সেই শিলাবর্ষণ-কারিণী যক্ষিণীকে বাণজালে অবরোধ করিলেন। সে রামকর্তৃকবাণজালে অবরুদ্ধা হইয়া মায়াবল ধারণ-পূর্ব্বক কাকুৎস্থ রাম ও লক্ষ্মণের অভিমুখে ধাবমানা হইল। রাম অশনির ন্যায় অতিবেগে অভিমুখে আগমন-পরায়ণা সেই বিক্রমসম্পন্না রাক্ষসীর হৃদয়ে শর বেধ করিলেন; সেও ভূতলে পতিতা হইল, এবং প্রাণ পরিত্যাগ করিল।

তখন দেবাধিপতি শক্র ও সমস্ত দেবতারা সেই ভীমরূপিণী যক্ষিণীকে নিহতা দেখিয়া ককুৎস্থবংশীয় রামকে "সাধু সাধু" বলিয়া অভিনন্দন করিলেন। অনন্তর সহস্রাক্ষ পুরন্দর ও সমস্ত দেবতারা পরমপ্রীতি-সহকারে বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, "হে কুশবংশীয় ব্রহ্মর্ষে! ইন্দ্র ও মরুদ্গণ প্রভৃতি আমরা সকলেই রঘুকুলনন্দন রামের এই কর্ম্মে সন্তোষ লাভ করিয়াছি; তোমার মঙ্গল হউক,—তুমি ইহাঁর প্রতি স্নেহ প্রকাশ কর,—তুমি ইহাঁকে কৃশাশ্ব প্রজাপতির সত্যপরাক্রম-সম্পন্ন তপোবলসম্ভূত অস্ত্ররূপ পুত্র সকল প্রদান কর। হে ব্রহ্মন্! এই রাজনন্দন তোমার অস্ত্র প্রদানের যোগ্য পাত্র, যেহেতু ইনি তোমার শুশ্রূষায় নিরত হইয়াছেন; বিশেষত ইহাঁকে দেবতাদিগেরও সুমহৎ হিতকর কার্য্য করিতে হইবে।"

দেবতারা হর্ষ-পূর্ব্বক বিশ্বামিত্রকে ঐ কথা বলিয়া অভিনন্দন করত আকাশে গমন করিলেন। তাঁহারা গমন করিলে, সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল। তখন মুনিবর বিশ্বামিত্র তাড়কার বধ হওয়া-প্রযুক্ত সন্তুষ্ট হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক রামের মস্তকে আঘ্রাণ করিয়া তাঁহাকে এই কথা কহিলেন, "হে শুভদর্শন রাম! অদ্য আমরা এই স্থানেই রজনী অতিবাহন করি; কল্য প্রাতেই মদীয়আশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হইব।"

দশরথতনয় রাম বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট হইয়া তাড়কার বনে সেই রাত্রি সুখে বাস করিলেন। সেই দিনেই উক্ত বন নিরুপদ্রব হইয়া চৈত্ররথ বনের ন্যায় রমণীয়-রূপে প্রকাশমান হইল। রাম যক্ষতনয়া তাড়কাকে বধ করিয়া দেব ও সিদ্ধগণ-কর্তৃক প্রশস্যমান হইয়া সেই বনে বিশ্বামিত্র মুনির সহিত রজনী যাপনপূর্ব্বক প্রভাত কালে তৎ-কর্তৃক প্রবোধ্যমান হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন।

ষড়্‌বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশ সর্গ।

মহাযশস্বী বিশ্বামিত্র সেই রজনী অতিবাহন করিয়া প্রভাত কালে হাসিতে হাসিতে মধুর স্বরে রামকে এই কথা বলিলেন, "হে মহা-যশস্বি-রাজপুত্র! তোমার মঙ্গল হউক। আমি অতীব তুষ্ট হইয়া পরমপ্রীতি-সহকারে তোমাকে সমুদয় অস্ত্র প্রদান করিতেছি,—যে সকল অস্ত্রে তোমার মঙ্গল হইবে,—যে সকল অস্ত্রে তুমি, দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব বা উরগগণও যদি শত্রুতা আচরণ করেন, তবে তাঁহাদিগকেও বল-পূর্ব্বক যুদ্ধে পরাজয় করিয়া বশীকৃত করিবে,সেই সমুদায় দিব্য অস্ত্র আমি তোমাকে দিতেছি,—হে রঘুবংশীয় মহাবাহু-সম্পন্ন মহাবল মহাবীর নিষ্পাপ রাজনন্দন! আমি তোমাকে সুমহৎ দিব্য দণ্ডচক্র, কালচক্র, ধর্ম্ম-চক্র, অত্যুগ্র বিষ্ণুচক্র, অসহ্যবিক্রম-সম্পন্ন ইন্দ্রচক্র, বজ্র অস্ত্র, শূলবত-নামক শৈব অস্ত্র, ব্রহ্মশিরা অস্ত্র, ঐষিক বাণ, অত্যুত্তম ব্রহ্মাস্ত্র, মোদকী ও শিখরী-নাম্নী শুভদায়িনী জাজ্বল্য-মানা দুই গদা, ধর্ম্মপাশ, কালপাশ, অত্যুত্তম বারুণ পাশাস্ত্র, শুষ্ক ও আর্দ্র এই দুই প্রকার অশনি, পাশুপত অস্ত্র, অতিপ্রিয় শিখর-নামক আগ্নেয় বাণ, নারায়ণ অস্ত্র, হয়শিরা নামে প্রসিদ্ধ বাণ, শ্রেষ্ঠ বায়ব্যাস্ত্র, ক্রৌঞ্চ বাণ, দুইটি শক্তি, কঙ্কাল-নামক ভয়ানক মুষল, কাপাল ও কিঙ্কিনী অস্ত্র, নন্দন-নামক বিদ্যাধর-সম্বন্ধীয় মহাস্ত্র, শ্রেষ্ঠ অসি, মোহন-নামক অতিপ্রিয় গান্ধর্ব্ব অস্ত্র, প্রস্বাপন ও প্রশমন-নামক অস্ত্র, চান্দ্রবাণ, বর্ষণ অস্ত্র, শোষণ অস্ত্র, সন্তাপন অস্ত্র, বিলাপন অস্ত্র, কন্দর্পপ্রিয় দুরাধর্ষণীয় মদন-নামক বাণ, মানব-নামক দয়িত গান্ধর্ব্ব বাণ, মোহন-নামক দয়িত পৈশাচ অস্ত্র, তামস অস্ত্র, মহাবল-সম্পন্ন সৌমন-নামক বাণ, দুরা-ধর্ষ সম্বর্ত্তক অস্ত্র, দুরাধর্ষণীয় মৌষল অস্ত্র, সত্য অস্ত্র, মায়াময় বাণ, পরবীর্য্যাপকর্ষক তেজঃ-প্রভ-নামক সৌর অস্ত্র, শিশিরনামক চান্দ্র বাণ, সুদারুণ ত্বাষ্ট্র অস্ত্র, ভগদেব-সম্বন্ধীয় সম্মানপ্রদ শীতেষু-নামক দারুণ বাণ এবং যে সকল অস্ত্রে অনায়াসে রাক্ষসদিগকে বিনাশ করা যায়, সেই সমুদায় অস্ত্র, এই সকল পরমোদার কাম-রূপী মহাবল-সম্পন্ন অস্ত্র ও শস্ত্র আমি তোমাকে দিতেছি, তুমি শীঘ্র গ্রহণ কর।"

ঐ কথা বলিয়া মুনিবর বিশ্বামিত্র শুচি হইয়া পূর্ব্বমুখে উপবেশন-পূর্ব্বক রামকে সেই সকল শ্রেষ্ঠ অস্ত্র ও তৎসমুদায়ের মন্ত্র সকল প্রদান করিলেন; সেই সমুদায় অস্ত্র দেবতা-দিগেরও সংগ্রহ করা দুর্ল্লভ। সেই ধীমান্ বিশ্বামিত্র মুনি পূর্ব্বোক্ত অস্ত্র সকলকে ধ্যান করিলে, সেই সমুদয় মহার্হ অস্ত্র বিশ্বামিত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিয়োগানুসারে প্রমোদ-সহকারে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া রঘুনন্দন রামকে এই কথা বলিল,"হে পরমোদার-চরিত রঘুকুল-নন্দন রাম! আপনার মঙ্গল হউক, আমরা আপনার কিঙ্কর, আপনি যাহা যাহা আদেশ করিবেন,আমরা তৎসমুদায়ই করিব।"

তখন রাম সেই সকল বাণ-কর্তৃক এরূপ উক্ত হইয়া প্রসন্নাত্মা হইলেন, এবং তৎসমুদায়কে গ্রহণ-পূর্ব্বক হস্তদ্বারা সমালম্ভন করত "তোমরা আমার মানসবর্ত্তী হইয়া থাক," এরূপ নিয়োগ করিলেন। অনন্তর মহা-তেজস্বী রাম প্রীতমানস হইয়া মহামুনি বিশ্বা-মিত্রকে অভিবাদন-পূর্ব্বক যাইতে উদ্যত হইলেন।

সপ্তবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশ সর্গ।

অনন্তর পবিত্রাচরণ ককুৎস্থনন্দন রাম সেই সমস্ত অস্ত্র গ্রহণ করিয়া হৃষ্ট বদনে পথে যাইতে যাইতে বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, "হে মুনিপুঙ্গব ভগবন্! আমি গৃহীতাস্ত্র হইয়া দেবগণেরও দুরাধর্ষণীয় হইয়াছি; পরন্তু আমার বাসনা যে, সেই সমুদায় অস্ত্রের সংহার অবগত হই।"

কাকুৎস্থ রাম ইহা বলিলে, সুব্রতানুষ্ঠায়ী ধৃতিশালী মহাতপস্বী বিশ্বামিত্র ঋষি পবিত্র হইয়া সেই সমস্ত অস্ত্রের সংহার উপদেশপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, "হে রঘুকুলনন্দন রাম! তোমার মঙ্গল হউক,—তুমি আমার নিকট সত্যবান্, সত্যকীর্ত্তি, ধৃষ্ট, রভস, প্রতিহারতর, পরাঙ্মুখ, অবাঙ্মুখ, লক্ষ্য, অলক্ষ্য, দৃঢ়নাভ, সুনাভক, দশাক্ষ, শতবক্ত্র, দশশীর্ষ, শতোদর পদ্মনাভ, মহানাভ, দুন্দুনাভ, সুনাভক, জ্যোতিষ, শকুন, নৈরাশ্য, বিমল, দৈত্যপ্রমথন, যৌগন্ধর, বিনিদ্র, শুচিবাহু, মহাবাহু, নিষ্কলি, বিরুচ, অর্চ্চিমালী, ধৃতিমালী, বৃত্তিমান্, রুচির, পিত্র্য, সৌমনস, বিধূত, মকর, করবীর, রতি, ধন, ধান্য, কামরূপ, কামরুচি, মোহ, আবরণ, জৃম্ভক, সর্পনাথ, পন্থান এবং বরুণ, এই সমস্ত নামে প্রসিদ্ধ ভাস্কর তুল্য তেজস্বী কামরূপী কৃশাশ্বপুত্র অস্ত্র সকল গ্রহণ কর; তুমি এই সকল অস্ত্র গ্রহণ করিবার উপযুক্ত পাত্র।"

তখন কাকুৎস্থ রাম বিশ্বামিত্রকে "যে আজ্ঞা" বলিয়া প্রহৃষ্টান্তঃকরণে তৎসমুদায় গ্রহণ করিলেন। অনন্তর সেই সকল উজ্জ্বল-দিব্য-দেহ-সম্পন্ন সুখপ্রদ অস্ত্র, কেহ কেহ অঙ্গারবর্ণ-দেহ-সম্পন্ন, কেহ কেহ ধূমবর্ণ-দেহশালী এবং কেহ কেহ সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বলগৌরবর্ণ-দেহ-ধারী হইয়া নম্র ও বদ্ধাঞ্জলি হওত মধুর স্বরে রামকে "হে নরশার্দ্দূল! এই আমরা উপস্থিত হইয়াছি; আমাদিগকে যাহা করিতে হইবে, তাহা আদেশ করুন," এইরূপ বলিল। তখন রঘুনন্দন রাম সেই সকল অস্ত্রকে "এক্ষণে তোমরা, যে স্থানে বাসনা হয়, সেই স্থানে গমন কর, কার্য্যকালে আমার মনে সন্নিহিত হইয়া আমার সাহায্য করিও," এরূপ বলিলেন। তৎপরে সেই সকল অস্ত্র কাকুৎস্থ রামকে "যে আজ্ঞা" বলিয়া আমন্ত্রণপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিয়া, যে স্থান হইতে আগমন করিয়াছিল, সেই স্থানে গমন করিল। অনন্তর রঘুনন্দন রাম সেই সমস্ত অস্ত্র অবগত হইয়া পথে যাইতে যাইতে মহামুনি বিশ্বামিত্রকে এই সুকোমল মধুর বাক্য বলিলেন, "হে মহামুনে! ঐ পর্ব্বতের সন্নিহিত স্থান এরূপ নিবিড় বৃক্ষ-সমূহে সঙ্কুল যে, আপাতত মেঘসমূহের ন্যায় অনুভূত হইতেছে, ঐ প্রদেশ কি এই বনবর্ত্তী অথবা কোন আশ্রম? হে ভগবন্ ব্রহ্মন্! ঐ মৃগগণ-পরিব্যাপ্ত প্রদেশ নানাবিধ মধুরভাব-সম্পন্ন শকুন-গণে অলঙ্কৃত, সুতরাং অতীব মনোহর ও শুভদর্শন; ঐ প্রদেশের রমণীয়তা সন্দর্শনে অনুভূত হইতেছে যে, আমরা সেই রোমহর্ষণ কান্তার হইতে নির্গত হইলাম; বোধ হয় ঐ প্রদেশ কোন আশ্রম হইবে, উহা কাহার আশ্রম? হে মুনিবর! যে প্রদেশে সেই ব্রহ্মহত্যাকারী পাপাচারী দুষ্টস্বভাব নিশাচরেরা আপনার যজ্ঞে বিঘ্ন বিধানার্থ সমাগত হয়, এবং আমাকে আপনার সেই যজ্ঞক্রিয়া রক্ষা করিতে হইবে,—সেই সকল রাক্ষসদিগকে হনন করিতে হইবে; সে প্রদেশ কোথায়? এই প্রদেশই কি সেই প্রদেশ? হে প্রভো! আমি এই সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিতে বাসনা করি; আমার এই সমস্ত বিবরণ শ্রবণে অতীব কুতূহল হইতেছে; আপনি এই সকল বিবরণ বিবরণ করুন্।"

অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥২৮॥

একোনত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র ঋষি সেই অপ্রমেয়প্রভাব-সম্পন্ন জিজ্ঞাসা-তৎপর রঘুনন্দন রামের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হে মহাবাহু-সম্পন্ন রাম! এই আশ্রম মহাত্মা বামনের উৎপত্তির পূর্ব্বে 'সিদ্ধাশ্রম' বলিয়া বিখ্যাত হয়, যেহেতু এস্থানে মহা-

তপস্বী বিষ্ণু তপস্যাদ্বারা সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এই আশ্রমে সর্ব্বদেব নমস্কৃত মহাতপস্বী বিষ্ণু বহু বর্ষ—যুগশত-পরিমিত কাল তপস্যা আচরণার্থ বাস করিয়াছিলেন। তৎকালে সুমহান্ অসুরেন্দ্র বিরোচনতনয় মহাবলী বলি রাজা ইন্দ্র ও মরুদ্গণ প্রভৃতি সমস্ত দেবতাদিগকে পরাজয় করিয়া সেই ত্রিলোকবিখ্যাত দেবরাজ্যে রাজত্ব করত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিল। বলির সেই যজ্ঞ হইতে লাগিলে, অগ্নি-প্রভৃতি সমস্ত দেবতারা স্বয়ং এই আশ্রমে আগমন-পূর্ব্বক বিষ্ণুকে কহিলেন, 'হে বিষ্ণো বৈরোচনি বলি উত্তম যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতেছে; সেই যজ্ঞোপলক্ষে ইতস্তত হইতে সমাগত যাজকেরা বলিকে যখন যাহা প্রার্থনা করিতেছে, সে যথানিয়মে তখনই তাহাদিগকে তাহা প্রদান করিতেছে; অতএব সেই যজ্ঞ সমাপ্ত না হইতে হইতেই আপনি স্বকার্য্য সম্পাদন করুন্,—আপনি আমাদিগের হিত নিমিত্ত মায়া আশ্রয়-পূর্ব্বক বামনরূপী হইয়া বলির নিকট যাচ্ঞা করিয়া আমাদিগের কল্যাণ বিধান করুন্।'

"হে রাম! এই সময়ে অগ্নিতুল্য-প্রভাশালী তেজোদ্বারা দেদীপ্যমান ভগবান্ কশ্যপ মুনিও অদিতি দেবীর সহিত সহস্র-দিব্যবর্ষানুষ্ঠেয় ব্রত সমাধান-পূর্ব্বক বরপ্রদ মধুসূদনকে এরূপ স্তব করিলেন, "হে প্রভো! আমি সুতপ্ত তপোদ্বারা দেখিতে পাইতেছি যে, আপনি তপোময়, তপোরাশি, তপোমূর্ত্তি, তপঃস্বরূপ, অনাদি, অনির্দ্দেশ্য ও পুরুষোত্তম; এবং আপনার শরীরে এই সমস্ত জগৎ অবলোকন করিতেছি; অতএব আপনার শরণাগত হইলাম।"

হরি নিষ্কল্মষ কশ্যপের স্তবে প্রীত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, "তোমার মঙ্গল হউক,—তুমি বর প্রার্থনা কর; আমি তোমাকে বর প্রদানের যোগ্য পাত্র বোধ করিতেছি।"

মরীচিতনয় কশ্যপ বিষ্ণুর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "হে অসুরসূদন সুব্রত, বরদ ভগবন্! যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে অদিতি, দেবতাগণ ও আমার প্রার্থিত এই বর প্রদান করুন্,—আপনি অদিতি ও আমার পুত্র এবং শক্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হউন, এবং শোকার্ত্ত দেবগণের সাহায্য করুন্। হে দেবেশ ভগবন্! আপনি এখান হইতে উত্থান করুন্, কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইয়াছে; এই আশ্রম আপনাদের প্রসাদে "সিদ্ধাশ্রম" বলিয়া বিখ্যাত হইবে।"

"অনন্তর মহাতেজস্বী বিষ্ণু বামনরূপ অবলম্বন করিয়া অদিতিগর্ভে জন্ম গ্রহণ করিলেন। সেই লোকহিতনিরত মহাতেজস্বী বামনরূপী বিষ্ণু লোকার্থী হইয়া বৈরোচনি বলির নিকট গমন করিলেন। পরে তিনি তথায় যাইয়া বলির নিকট ত্রিপদ-পরিমিত ভূমি যাচ্ঞা করিয়া পদদ্বারা সমস্ত লোক আক্রমণ-পূর্ব্বক গ্রহণ করত বল-পূর্ব্বক বলিকে বন্ধন করিয়া মহেন্দ্রকে তাহা পুন প্রদান করিলেন, তিনি আবার ত্রৈলোক্যকে শক্রের অধীন করিয়া দিলেন।"

"হে পুরুষব্যাঘ্র! যিনি বামনরূপে অবতীর্ণ হন, সেই বিষ্ণু পূর্ব্বে এই শ্রমবিনাশন আশ্রমে নিবসতি করিয়াছিলেন; সম্প্রতি আমি তাঁহার প্রতি ভক্তি করিয়া এই আশ্রম উপভোগ করিতেছি। এই আশ্রমেই সেই যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসেরা আসিয়া থাকে; এই স্থানেই তোমাকে সেই দুষ্টাচারীদিগকে হনন করিতে হইবে। হে রাম! অদ্য আমরা সিদ্ধাশ্রম নামে বিখ্যাত সেই বিষ্ণুর অত্যুত্তম আশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হইব। হে তাত! এই আশ্রম যেমন আমার, তোমারও তেমন।"

মহামুনি বিশ্বামিত্র রামকে এই কথা কহিয়া পরম প্রীত হইয়া রাম ও লক্ষ্মণকে গ্রহণ-পূর্ব্বক আশ্রমে প্রবেশ করত, যেরূপ চন্দ্র গতনীহার ও পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে সমন্বিত হইয়া প্রকাশমান হন, সেইরূপ প্রকাশিত হইলেন। সিদ্ধাশ্রমনিবাসী মুনি সকল বিশ্বামিত্রকে আগত দেখিয়া সহসা উত্থান-পূর্ব্বক তাঁহাকে পূজা করিলেন। তাঁহারা যেরূপ ধীমান্ বিশ্বামিত্রকে যথাযোগ্য পূজা করিলেন, সেইরূপ সেই দুই রাজনন্দনেরও যথাযোগ্য অতিথিক্রিয়া সম্পাদন করিলেন।

অনন্তর সেই দুই রঘুনন্দন অরিদমন রাজতনয় মুহূর্ত্ত কাল বিশ্রাম করিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া মুনিবর বিশ্বামিত্রকে "হে মুনিপুঙ্গব! আপনি অদ্যই যজ্ঞার্থ দীক্ষিত হউন; আপনার মঙ্গল হউক,—আপনার বাক্য সফল হউক, এবং এই সিদ্ধাশ্রম-নামক আশ্রমও সত্যনামা হউক, অর্থাৎ আমাদিগের বীর্য্য বলে আপনার যজ্ঞনির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্ত হউক," ইহা বলিলেন। মহাতেজস্বী মহর্ষি বিশ্বামিত্রও রাম-কর্ত্তৃক এরূপ উক্ত হইয়া নিয়তেন্দ্রিয় ও নিয়তান্তঃকরণ হওত তখনই যজ্ঞার্থ দীক্ষিত হইলেন।

অনন্তর সেই স্কন্দ ও বিশাখের ন্যায় শ্রী সম্পন্ন রাম ও লক্ষ্মণ সেই রজনী অতিবাহনপূর্ব্বক প্রভাত কালে গাত্রোত্থান করিয়া শুচি ও সমাহিত হওত প্রাতঃসন্ধ্যা উপাসনান্তে যথানিয়মে গায়ত্রী জপ করিলেন। পরে তাঁহারা, অগ্নিহোত্র সমাধান-পূর্ব্বক সমাসীন বিশ্বামিত্রকে বন্দনা করিলেন।

একোনত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর সেই দুই দেশকালাভিজ্ঞ দেশকালোচিত-বক্তৃতা-সম্পন্ন অরিদমন রাজনন্দন কৌশিক বিশ্বামিত্রকে এই কথা কহিলেন, "হে ভগবন্! কোন্ সময়ে সেই দুই রাক্ষস হইতে যজ্ঞ রক্ষা করিতে হইবে, ইহা আমরা জানিতে বাসনা করি, আপনি তাহা নির্দ্দেশ করুন্; যেন আমাদিগের অজ্ঞাননিবন্ধন অনবধানতা-বশত সেই সময় অতিক্রান্ত না হয়।"

সেই দুই কাকুৎস্থ রাজনন্দন যুদ্ধার্থ সত্বর হইয়া এরূপ বলিলে, সেই সমস্ত মুনিরা প্রীত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রশংসা-পূর্ব্বক কহিলেন, "হে রঘুনন্দনদ্বয়! এই মুনি যজ্ঞার্থ দীক্ষিত হইয়াছেন, ইনি অদ্যপ্রভৃতি ছয় দিবস মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিবেন; তোমরা এই কয়েক দিবস ইহাঁকে রক্ষা কর।

সেই দুই বীর্য্যশালী যশস্বী মহাধনুর্দ্ধারী রাজনন্দন তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া সন্নদ্ধ হইয়া নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক ছয় দিবসই তপোবন রক্ষা করেন,—তাঁহারা শত্রুদমন মুনিবর বিশ্বামিত্রের নিকটে থাকিয়া তাঁহাকে রক্ষা করেন।

ক্রমে পাঁচ দিবস বিগত এবং ষষ্ঠ দিবস আগত হইলে, রাম লক্ষ্মণকে, "তুমি সসজ্জ হওত একাগ্রচিত্ত হইয়া থাক," ইহা বলিলেন। রাম যুদ্ধাভিলাষে সত্বর হইয়া এরূপ বলিতেছেন, এমত সময়ে সেই যজ্ঞে ঋত্বিকেরা অগ্নি জ্বালিলেন। তখন দর্ভ, চমস, শ্রুক্, সমিৎ ও কুসুমসমুচ্চয়ে পরিব্যাপ্তা সেই বেদি উপাধ্যায়, পুরোহিত, ঋত্বিক্ এবং বিশ্বামিত্রের সহিত জাজ্বল্যমানা হইয়া উঠিল। তৎকালে সেই যজ্ঞও কল্পসূত্রোক্ত বিধানানুসারে বেদোক্ত মন্ত্রদ্বারা নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল, এবং সেই অগ্নির ঘোরতর ভয়ানক শব্দ আকাশ-মণ্ডলে উত্থিত হইল।

অনন্তর যেরূপ বর্ষাকালে মেঘ গগন আচ্ছাদনপূর্ব্বক ধাবমান হয়, সেইরূপ মারীচ ও সুবাহু, এই দুই রাক্ষস মায়া বিস্তার করত গগনমণ্ডল আচ্ছাদন করিয়া সেই প্রদেশাভিমুখে ধাবমান হইল। পরে তাহারা ও তাহাদিগের ভয়ানকদর্শন অনুচরগণ তথায় আসিয়া রুধিরসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিল। তখন রাম সহসা সেই বেদির নিকট রুধিরসমূহ পতিত হইতে দেখিয়া তদভিমুখে ধাবনপূর্ব্বক আকাশে সেই নিশাচরদিগকে দেখিতে পাইলেন। রাজীবলোচন রাম মারীচ ও সুবাহুকে সহসা অভিমুখে ধাবমান দেখিয়া লক্ষ্মণের দিকে চাহিয়া তাঁহাকে "লক্ষ্মণ! তুমি দেখ, আমি নিঃসংশয় এই দুর্ব্বৃত্ত পিশিতাশন রাক্ষসদিগকে, যেরূপ অনিলদ্বারা ঘনগণ কম্পিত হয়, সেইরূপ মানবাস্ত্রদ্বারা প্রকম্পিত করি, আমি ঈদৃশ রাক্ষসদিগকে হনন করিতে বাসনা করি না," এই কথা বলিলেন। রঘুনন্দন রাম লক্ষ্মণকে ইহা বলিয়া পরম ক্রুদ্ধ হইয়া চাপে সন্ধানপূর্ব্বক মারিচের হৃদয়ে অতিবেগে অতিশ্রেষ্ঠ পরমভাস্বর মানব শর ক্ষেপণ করিলেন। মারীচ সেই

মানব পরমাস্ত্র-দ্বারা সমাহত হইয়া শতযোজন-বর্ত্তী সমুদ্রের মধ্যে পতিত হইল। তখন রাম শীতেষুনামক অস্ত্রে পীড়িত মারীচকে ঘূর্ণায়মান, অচেতন ও যুদ্ধনিরস্ত দেখিয়া লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলেন, "তুমি দেখ ঐ মানব—মনুপ্রযুক্ত শীতেষুনামক অস্ত্র মারীচকে বিমোহিত করিয়া লইয়া যাইতেছে, কিন্তু ইহাকে প্রাণবিমুক্ত করিতেছে না। আমি এই সকল পাপকর্ম্মানুষ্ঠায়ী রুধিরপায়ী দুষ্টাচারী যজ্ঞবিঘ্নকারী নির্দ্দয় রাক্ষস দিগকে ও বধ করিব।"

রঘুনন্দন রাম লক্ষ্মণকে ঐরূপ বলিয়া শীঘ্রকারিতা প্রদর্শন করত শীঘ্র সুমহৎ আগ্নেয় অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক সুবাহুর হৃদয়ে ক্ষেপণ করিলেন। সে বিদ্ধ হইয়া ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর পরমোদারস্বভাব মহাযশস্বান্ রঘুনন্দন রাম মুনিদিগের সন্তোষ সম্পাদন করত অবশিষ্ট রাক্ষসদিগকে বায়ব্য অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক হনন করিলেন। তিনি সেই সমস্ত যজ্ঞ-বিঘ্নকারী রাক্ষসদিগকে হনন করিয়া ঋষিগণ-কর্ত্তৃক, যেরূপ পূর্ব্বে মহেন্দ্র বিজয় লাভ করিয়া দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ পূজিত হইলেন। অনন্তর যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, মহাযশস্বী মহামুনি বিশ্বামিত্র সমস্ত দিক্ নির্ব্বাধা দেখিয়া কাকুৎস্থ রামকে "হে মহাবাহু সম্পন্ন বীর! তুমি গুরুবাক্য প্রতিপালন করিলে,—তুমি এই সিদ্ধাশ্রমের নাম সফল করিলে, অর্থাৎ আমি কৃতার্থ হইলাম," ইহা বলিয়া প্রশংসা করিলেন। পরে তিনি রাম ও লক্ষ্মণের সহিত সন্ধ্যা উপাসনা করিলেন।

ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর বীর্য্যসম্পন্ন রাম ও লক্ষ্মণ কৃতার্থতা লাভ করিয়া মুদিত হইয়া প্রহৃষ্টান্তঃকরণে সেই রজনী যাপন করিলেন। শবরী প্রভাতা হইলে, তাঁহারা পূর্ব্বাহ্নিক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া মিলিত হইয়া বিশ্বামিত্র ও অন্যান্য ঋষিদিগের নিকট গমন করিলেন। মধুরভাষী রাম ও লক্ষ্মণ পাবকের ন্যায় তেজঃপ্রদীপ্ত মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে এই সুমধুর সরল বাক্য বলিলেন, "হে মুনিশার্দ্দূল! আপনার এই দুই কিঙ্কর উপস্থিত; আপনার শাসনানুসারে আমাদিগকে যাহা করিতে হইবে, তাহা আপনি অনুজ্ঞা করুন্।"

তাঁহারা এরূপ বলিলে, সেই সমস্ত মহর্ষিরা বিশ্বামিত্রকে অগ্রে করিয়া রামকে এই কথা বলিলেন, "হে নরবর! মিথিলাধিপতি জনক রাজার পরমধর্ম্ম-সম্পাদক যজ্ঞ হইবে; আমরা সেই স্থানে যাইব, এবং তুমিও আমাদিগের সঙ্গে তথায় যাইবে; যেহেতু সেস্থানে একটি পরম অদ্ভুত রত্নস্বরূপ ধনু আছে, তাহা তোমার দেখা উচিত। হে নরশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বে যজ্ঞকালে সভাতে দেবতারা জনককে সেই ধনু প্রদান করিয়াছিলেন; সেই অপ্রমেয়-বলসম্পন্ন, পরমভাস্বর ও অতিভয়ানক; দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর, রাক্ষস বা মানব, কেহই তাহাতে জ্যা রোপণ করিতে সমর্থ নন; অনেক মহীপতি মহাবলসম্পন্ন রাজনন্দনেরা সেই ধনুর বীর্য্য জিজ্ঞাসু হইয়াছিলেন, কিন্তু কাহারও সেই ধনুতে জ্যা রোপণ করিতে সামর্থ্য হয় নাই। হে কাকুৎস্থ রাজনন্দন! তুমি সেই স্থানে মিথিলাধিপতি মহাত্মা জনকের সেই পরমাদ্ভুত যজ্ঞ ও সেই ধনু দেখিতে পাইবে। হে নরশার্দ্দূল! সেই মৈথিল জনক সমস্ত দেবতার নিকট সেই সুনাভ-নামক ধনু যজ্ঞফল চাহিয়া লন। হে রাঘব! সেই নরপতির গৃহে যজনীয় দেবতাস্বরূপ সেই ধনু ধূপ, অগুরু ও অন্যান্য বিবিধ সুগন্ধি গন্ধদ্রব্য-দ্বারা অর্চ্চিত হইয়া আছে।"

মুনিবর কৌশিক বিশ্বামিত্র ঐরূপ বলিয়া তখন ঋষিগণ, রাম ও লক্ষ্মণের সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি বনদেবতাদিগকে "আমি এই সিদ্ধাশ্রমে সিদ্ধ হইয়া এস্থান হইতে হিমালয়-পর্ব্বত-বর্ত্তিনী জাহ্নবী নদীর উত্তর তীরে যাইতে উদ্যত হইয়াছি; তোমাদিগের মঙ্গল হউক," ইহা বলিয়া আমন্ত্রণ-পূর্ব্বক তপোধন-গণের সহিত উত্তরদিক্ উদ্দেশে যাইতে লাগিলেন। তৎ-

কালে গমনোদ্যত মুনিবর বিশ্বামিত্রের অনুসারী ব্রহ্মবাদী এত মহর্ষি অনুগমন করিলেন যে,তাঁহাদিগের অগ্নিহোত্র প্রভৃতি সম্ভার-সমস্ত শত শকটে বাহিত হয়। এবং সিদ্ধাশ্রম নিবাসী সমস্ত বৃহদাকার-সম্পন্ন মৃগ ও পক্ষীরাও তপোধন বিশ্বামিত্রের পশ্চাৎ গমন করিল। পরে বিশ্বামিত্র ঋষিগণ-সমভিব্যাহারে সেই মৃগ ও পক্ষীদিগকে নিবর্ত্তিত করিলেন। অনন্তর সেই সকল অমিত-তেজস্বী মুনিরা সমাহিত হইয়া বহু দূর গমন করিয়া, দিবাকর অবনত হইলে, শোণা নদীর তীরে বাস করিলেন। দিনকর অস্তগত-প্রায় হইলে, তাঁহারা অবগাহন-পূর্ব্বক হুতাশনে হবন করিয়া বিশ্বামিত্রকে অগ্রে করত উপবেশন করিলেন, এবং রাম ও লক্ষ্মণের সহিত সেই মুনিদিগকে অভিবাদন করিয়া ধীমান্ বিশ্বামিত্রের অগ্রে উপবেশন করিলেন। অনন্তর মহাতেজস্বী রাম কৌতূহলসমন্বিত হইয়া তপোনিধি মুনিবর বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ভগবন্! আপনার মঙ্গল হউক,—এই দেশ সমৃদ্ধ বনে শোভিত হইয়া রহিয়াছে, ইহা কোন্ প্রদেশ, তাহা আমি শ্রবণ করিতে বাসনা করি, আপনি যথাতত্ত্ব নির্দ্দেশ করুন্।"

মহাতপস্বী সুব্রতানুষ্ঠায়ী বিশ্বামিত্র রামবাক্যে নিযোজিত হইয়া ঋষিদিগের মধ্যে সেই প্রদেশের সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিতে লাগিলেন।

একত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

সদ্ব্রতানুষ্ঠায়ী মহাতপস্বী মহাত্মা সজ্জনপূজক কুশ-নামক একজন প্রধান ব্রহ্মনন্দন ছিলেন। তিনি সদৃশী কুলীনা ভার্য্যা বৈদর্ভীতে কুশাম্ব, কুশনাভ, অমূর্ত্তরজস ও বসুনামক আত্মতুল্য মহাবল-সম্পন্ন চারিটি পুত্র জন্মাইলেন। কুশ সেই দীপ্তিশালী সত্যবাদী মহোৎসাহ-সম্পন্ন ধর্ম্মিষ্ঠ পুত্রদিগকে ক্ষাত্র ধর্ম্মের বৃদ্ধি করণাভিলাষে কহিলেন, 'তোমরা প্রজা পালন কর, তাহা করিলে, তোমাদিগের বিপুল ধর্ম্ম হইবে।'

তৎকালে সেই চারি জন লোকসত্তম নরপালেরা কুশের বাক্য শ্রবণ করিয়া, সকলেই নগর সন্নিবেশ করিলেন,—মহাতেজস্বী কুশাম্ব কৌশাম্বী-নাম্নী নগরী সন্নিবেশ করিলেন; ধর্ম্মাত্মা কুশনাভ মহোদয়-নামক নগর নির্ম্মাণ করিলেন; মহামতি অমূর্ত্তরজস ধর্ম্মারণ্য নামে নগর সন্নিবেশ করিলেন; এবং বসু রাজা গিরিব্রজ নামে শ্রেষ্ঠ পুর নির্ম্মাণ করিলেন। হে রাম! সেই গিরিব্রজ নগর মহাত্মা বসুকর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল, অতএব তাহার আর একটি 'বসুমতী' এই নাম হয়; এই প্রদেশ বসুমতীর অন্তর্বর্ত্তী। হে রাম! ঐ যে চতুর্দ্দিকে পাঁচটি পর্ব্বত প্রকাশমান হইতেছে; এই শোণা নদী ঐ পাঁচটি মুখ্য শৈলের মধ্য দেশ দিয়া রমণীয় মালার ন্যায় শোভমানা হইয়া প্রবাহমাণা হওত মগধ প্রদেশ দিয়া যাইতেছে, এজন্য ইহার আর একটি 'মাগধী' এই নাম বিখ্যাত হয়। হে রাম! এই মাগধী নদী মহাত্মা বসুর নগরের পূর্ব্বদিক দিয়া বাহিতা হইতেছে, এবং ইহার উভয় পার্শ্বে শস্যশালী উত্তম উত্তম ক্ষেত্র-সকল মালার ন্যায় শোভমান রহিয়াছে।

হে রঘুনন্দন! ধর্ম্মাত্মা রাজর্ষি কুশনাভ ঘৃতাচী অপ্সরাতে এক শত শ্রেষ্ঠ-কন্যা জন্মাইলেন। হে রাঘব! ক্রমে সেই সমস্ত রূপবতী কন্যারা যৌবনশালিনী হইয়া একদা উত্তমাভরণে ভূষিতা হওত উদ্যানে গমন-পূর্ব্বক যেরূপ বর্ষাকালে বিদ্যুৎ তিমিরাচ্ছন্ন জগৎ বিদ্যোতিত করে, সেইরূপ সেই উদ্যান বিদ্যোতিত করত বাদ্য, নৃত্য ও গান করিতে লাগিলেন। অনন্তর, পৃথিবীতে যে রূপের তুলনা নাই, তাদৃশরূপ-সম্পন্না সেই সমস্ত সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী গুণশালিনী নবযৌবনা কন্যারা পরম-প্রমুদিতা হইয়া, যেরূপ মেঘমধ্যে তারারা বিরাজমানা হয়, সেইরূপ সেই উদ্যানে বিরাজমানা রহিয়াছেন, ইহা দেখিয়া সর্ব্বাত্মা বায়ু তাঁহাদিগকে এই কথা বলিলেন, আমি তোমাদিগের সকলকে ভার্য্যা করিতে অভিলাষ করিতেছি; তোমরা মানুষভাব পরিত্যাগ করিয়া আমার ভার্য্যা হও, দীর্ঘ আয়ু লাভ

করিবে,—তোমাদিগের মৃত্যু হইবে না ; বিশেষত মনুষ্যদিগের যৌবন নিয়ত চঞ্চল, তোমরা অক্ষয় যৌবন লাভ করিবে।"

সেই অক্লিষ্টকর্ম্মা বায়ুর উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, সেই শত কন্যারা তাঁহাকে উপহাস করত এই কথা বলিলেন, "হে সুরসত্তম দেব! আমরা সকলেই তোমার প্রভাব অবগত আছি। তোমার ত এইমাত্র প্রভাব যে, তুমি সমস্ত প্রাণীর অন্তরে বিচরণ করিয়া থাক। তবে কেন তুমি আমাদিগের অপমান করিতে উদ্যত হইয়াছ? আমরা সকলে রাজর্ষি কুশনাভের তনয়া, আমরা এক্ষণই তোমাকে স্বস্থান হইতে প্রচ্যুত করিতে পারি ; তবে কেবল আমরা তপস্যা সংরক্ষণার্থ তোমাকে স্বস্থান হইতে প্রচ্যুত করিতেছি না। রে দুর্ব্বুদ্ধে! পিতাই আমাদিগের প্রভু ও পরম-দেবতা ; তিনি যাঁহারে আমাদিগকে প্রদান করিবেন, তিনিই আমাদিগের ভর্ত্তা হইবেন। আমাদিগের এমত কাল উপস্থিত না হউক, যে কালে আমাদিগের কামবশত সত্যবাদী পিতাকে অবমাননা করিয়া স্বয়ম্বরা হইতে প্রবৃত্তি হয়।"

ভগবান্ প্রভু বায়ু তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগের শরীরে প্রবেশ-পূর্ব্বক সমস্ত অবয়ব ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। সেই সমস্ত কন্যারা বায়ুকর্ত্তৃক ভগ্না হইয়া নরপতি কুশনাভের গৃহে সম্ভ্রম-পূর্ব্বক প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা তথায় প্রবেশ করিয়া সুলজ্জা ও সাশ্রুলোচনা হইয়া রহিলেন। তখন রাজা কুশনাভও সেই পরম-শোভনা দয়িতা কন্যাদিগকে ভগ্না ও দীনা দেখিয়া সম্ভ্রান্ত হইয়া তাঁহাদিগকে "হে পুত্রীগণ! তোমরা যে চেষ্টা করিয়াও বলিতে পারিতেছ না। এ কি ব্যাপার,—কে ধর্ম্মকে অবমাননা করত তোমাদিগকে কুব্জা করিয়াছে তাহা তোমরা বল, এই কথা বলিলেন। তিনি এরূপ জিজ্ঞাসা করিয়া নিঃশ্বাস ত্যাগ-পূর্ব্বক তূষ্ণী অবলম্বন করিলেন।"

দ্বাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

ধীমান্ কুশনাভের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, সেই শত কন্যারা মস্তক-দ্বারা চরণ স্পর্শ-পূর্ব্বক বলিলেন, "হে রাজন্! সর্ব্বাত্মা বায়ু ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া অশুভ মার্গ অবলম্বন-পূর্ব্বক আমাদিগকে ধর্ষণা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। আমরাও তাহাকে 'আমাদিগের পিতা আছেন, সুতরাং আমরা স্বাধীনা নহি ; যদি পিতা তোমারে আমাদিগকে প্রদান করেন, তবে আমরা তোমারই হইব ; তোমার মঙ্গল হউক,—তুমি পিতার নিকট আমাদিগকে প্রার্থনা কর,' এই কথা বলিয়াছিলাম। সেই পাপানুবন্ধী বায়ু আমাদিগের উক্ত বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া সকলকেই ভগ্ন করিয়াছে।"

মহাতেজস্বী পরম ধার্ম্মিক রাজা কুশনাভ সেই শত শ্রেষ্ঠ-কন্যাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, "হে পুত্রীগণ! তোমরা যে ঐকমত্য অবলম্বন করিয়া আমার কুল অবেক্ষা করিয়াছ, এবং দুর্নিবার্য্য রোষবেগ সহ্য করিয়াছ, ইহাতে তোমাদিগের সুমহৎ কার্য্য করা হইয়াছে। হে পুত্রীগণ! ক্ষমাবান্ ব্যক্তিদিগের ক্ষমা অবশ্যই কর্ত্তব্য ; যেহেতু ক্ষমা, স্ত্রী কি পুরুষ, সকলেরই অলঙ্কারী ; ক্ষমাই দান ; ক্ষমাই সত্য ; ক্ষমাই যজ্ঞ ; ক্ষমাই যশস্কর ; ক্ষমাই ধর্ম্ম ; এবং ক্ষমাতেই জগৎ অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। হে কন্যাগণ! তোমাদিগের সকলের যেরূপ নির্বিশেষ ক্ষমা, এরূপ ক্ষমা দেবগণেও দেখা যায় না।"

"হে কাকুৎস্থ! দেবতুল্য-বিক্রম-সম্পন্ন রাজা কুশনাভ ঐরূপ বলিয়া কন্যাদিগকে বিদায় দিলেন। পরে মন্ত্রণাভিজ্ঞ রাজা কুশনাভ মন্ত্রীদিগের সহিত কন্যা-দান-বিষয়ে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন ; যেহেতু পিতার দেশ ও কাল বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত পাত্রে কন্যা প্রদান করা উচিত।

হে রাম! ঐ কালে ব্রহ্মদত্ত নামে রাজা কাম্পিল্যা পুরীতে, যেরূপ স্বর্গে দেব-

রাজ মহেন্দ্র পরম শোভান্বিত হইয়া অধিবসতি করেন, সেইরূপ পরম শোভান্বিত হইয়া বাস করিতেন। ইনি মহর্ষি চূলীর পুত্র।—যেকালে ঊর্দ্ধরেতা শুভাচারী মহাদ্যুতিশালী মহর্ষি চূলী ব্রহ্মবিষয়ক তপস্যা করিতেছিলেন, সেইকালে সোমদা নামে উর্ম্মিলানন্দিনী গন্ধর্ব্বী তাঁহার সেবা করিয়াছিল। সেই ধর্ম্মিষ্ঠা গন্ধর্ব্বী প্রণতা হইয়া সেই ঋষির শুশ্রূষা করত বহুকাল তথায় বাস করিয়াছিল। হে রঘুনন্দন! কাল-ক্রমে সেই গৌরব-সম্পন্ন মহর্ষি তাহার প্রতি তুষ্ট হইয়া তাহাকে 'আমি তোমার প্রতি অতীব সন্তুষ্ট হইয়াছি; তোমার মঙ্গল হউক,—আমি তোমার কি প্রিয়ানুষ্ঠান করি, তাহা তুমি নির্দ্দেশ কর,' এই সময়োচিত বাক্য বলিয়াছিলেন। সেই বক্তৃতা-সম্পন্না গন্ধর্ব্বী বাগ্মিবর মুনির বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে পরিতুষ্ট জানিয়া পরম-প্রীতি লাভ করিয়াছিল, এবং 'আপনি মহাতপস্বী, ব্রহ্মভূত ও ব্রহ্মসম্বন্ধিনী-লক্ষ্মীসমন্বিত; আমি আপনার নিকট ব্রাহ্মতপোযুক্ত সুধার্ম্মিক পুত্র লাভ করিতে বাসনা করি, আপনি ব্রাহ্ম্য নিয়মে আমাকে তাদৃশ পুত্র প্রদান করুন্; ইহাতে আপনার অমঙ্গল হইবে না, প্রত্যুত মঙ্গলই হইবে, যেহেতু আমার পতি নাই,—আমি কাহারও ভার্য্যা নহি, বিশেষত আপনার অনুগতা হইয়াছি,' এই কথা তাঁহাকে বলিয়াছিল। ব্রহ্মর্ষি চূলী তাহার বাক্য শ্রবণ-পূর্ব্বক প্রসন্ন হইয়া তাহাকে ব্রহ্মদত্ত নামে বিখ্যাত ব্রাহ্মতপঃসমন্বিত অতিশ্রেষ্ঠ মানস পুত্র প্রদান করিয়াছিলেন।

হে কাকুৎস্থ! তৎকালে সেই সুধার্ম্মিক রাজা কুশনাভ সেই ব্রহ্মদত্ত রাজাকেই শত কন্যা দান করিতে নিশ্চয় করিলেন। মহাতেজস্বী মহীপতি কুশনাভ সেই ব্রহ্মদত্ত রাজাকে আহ্বান করিয়া সুপ্রীত মানসে তাঁহাকে সেই শত কন্যা দান করিলেন। হে রঘুনন্দন! সেই দেবপতি-তুল্য-প্রভাব-সম্পন্ন মহীপাল ব্রহ্মদত্তও যথাক্রমে তাঁহাদিগের পাণি গ্রহণ করিলেন। ব্রহ্মদত্ত সেই কন্যাদিগের পাণি স্পর্শ করিবামাত্র, তখনই তাঁহারা বিকুব্জা, বিগতজ্বরা ও পরমশোভা-সম্পন্না হইয়া প্রকাশমানা হইলেন। মহীপতি কুশনাভ কন্যাদিগকে বায়ুকৃত-দোষ-বিমুক্তা দেখিয়া পরম প্রীত হইলেন, এমন কি! তাঁহার অন্তরে পুনঃ পুন প্রীতিবৃত্তি উদিতা হইতে লাগিল। অনন্তর তিনি কৃতোদ্বাহ মহীপতি সপত্নীক ব্রহ্মদত্ত রাজাকে উপাধ্যায়গণের সহিত বিদায় করিলেন। সোমদা গন্ধর্ব্বী পুত্রকে এবং পুত্রের উপযুক্ত-দারক্রিয়া অবলোকন করিয়া আনন্দসহকারে কুশনাভ রাজাকে প্রশংসা-পূর্ব্বক যথাক্রমে সেই সকল স্নুষাদিগকে স্পর্শ করত অভিনন্দন করিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

হে রঘুনন্দন! সেই রাজা ব্রহ্মদত্ত কৃতোদ্বাহ হইয়া গমন করিলে, অপুত্রক রাজা কুশনাভ পুত্র লাভার্থ পুত্রেষ্টি যাগ করিলেন। তখন সেই পুত্রেষ্টি যাগ প্রবর্ত্তিত হইলে, পরমোদার-চরিত্র ব্রহ্মনন্দন কুশ তথায় আসিয়া মহীপতি কুশনাভকে 'হে পুত্র! তোমার সদৃশ সুধার্ম্মিক পুত্র হইবে,—তুমি গাধি নামে পুত্র প্রাপ্ত হইবে. এবং সেই পুত্রদ্বারা লোকে চিরস্থায়িনী কীর্ত্তি লাভ করিবে,' এই কথা বলিয়া আকাশমার্গ অবলম্বন করিয়া সনাতন ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

অনন্তর কিছুকাল বিগত হইলে, ধীমান্ কুশনাভের গাধি নামে পরম ধার্ম্মিক পুত্র হইল। হে রঘুনন্দন! সেই পরম ধার্ম্মিক গাধি আমার পিতা; আমি কুশবংশে সম্ভূত হইয়াছি, অতএব আমি 'কৌশিক' বলিয়া বিখ্যাত। হে রাঘব! সুব্রতানুষ্ঠায়িনী সত্যবতী-নাম্নী আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী ঋচীকের পত্নী; সেই পরমোদারা কৌশিকী স্বামীর অনুগামিনী হইয়া স্বর্গ লোকে যাইয়া মহানদীরূপে পরিণতা হয়েন,—সেই আমার ভগিনী, লোকের হিত-নিমিত্ত রমণীয়া পুষ্পান্বিত-জলসম্পন্না দিব্যা নদী হইয়া হিমালয় পর্ব্বত

আশ্রয় করিয়া প্রবহমাণা হয়েন। সেই আমার ভগিনী নদী-প্রবরা মহাভাগা পতিব্রতা কৌশিকী সত্যবতী অতিপুণ্যজননী ও সত্যধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠাকারিণী; অতএব আমি তাঁহার প্রতি স্নেহান্বিত হইয়া হিমালয় পর্ব্বতের পার্শ্ব দেশে নিয়ত সুখে বাস করিয়া থাকি। হে রঘুনন্দন রাম! আমি নিয়ম-বশত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধাশ্রমে আসিয়া তোমার প্রভাবে সিদ্ধ হইয়াছি।

"হে মহাবাহু-সম্পন্ন রাম! তোমার জিজ্ঞাসানুসারে এই দেশের এবং প্রসঙ্গ-ক্রমে আমার ও আমার বংশের উৎপত্তি-বিবরণ এই আমি কীর্ত্তন করিলাম। হে কাকুৎস্থ! আমার এই কথা বলিতে বলিতে অর্দ্ধরাত্র সময় প্রায় বিগত হইল,—সার্দ্ধৈক প্রহর কাল অতীত হইয়াছে,—তরু সকল নিষ্পন্দ, মৃগ ও পক্ষীরা স্তব্ধ, দিক্ সকল নিশাসম্ভূত-তমোব্যাপ্ত এবং নভোমণ্ডল নক্ষত্র ও তারাগণে পরিব্যাপ্ত হইয়া সহস্রাক্ষের ন্যায় নেত্র-পরিবৃত ও তজ্জ্যোতিতে অবভাসিত হইয়াছে; লোক-তমো-নিবারণ শীত-কিরণ চন্দ্র স্বকীয় প্রভাতে লোকস্থ প্রাণীদিগের মন প্রসন্ন করত উদিত হইতেছেন; এবং যক্ষ ও রাক্ষস-প্রভৃতি পিশিতাশী রাত্রিঞ্চর রৌদ্র প্রাণীরা ইতস্তত বিচরণ করিতেছে। হে রঘুনন্দন! তোমার মঙ্গল হউক,—তুমি নিদ্রা যাও, যেন আমাদিগের কল্য পথে অনিদ্রানিবন্ধন ব্যাঘাত না ঘটে।"

মহাতেজস্বী মহর্ষি বিশ্বামিত্র সেই কথা বলিয়া তূষ্ণী অবলম্বন করিলেন। তখন সেই সমস্ত মুনিরা তাঁহাকে "সাধু সাধু" বলিয়া অভিনন্দন করিলেন, এবং "হে মহাযশস্বি-বিশ্বামিত্র! এই কৌশিক-বংশ নিয়ত অতীব ধর্ম্ম-নিরত,—যাঁহারা এই বংশে সম্ভূত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মহাত্মা, নরোত্তম ও সদাচারে ব্রহ্মোপম; বিশেষত নদীপ্রবরা কৌশিকী সত্যবতী এবং আপনি আপনাদিগের কুলের অতীব খ্যাতি বিস্তার করিয়াছেন।" ইহা বলিয়া তাঁহাকে প্রশংসা করিলেন। শ্রীমান্ কুশনন্দন বিশ্বামিত্র সেই সমস্ত মুনিবর-কর্ত্তৃক প্রশস্ত হইয়া অস্তগত আদিত্যের ন্যায় নিদ্রিত হইলেন। এবং রাম ও সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণও কিঞ্চিদ্বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া মুনিশার্দ্দূল বিশ্বামিত্রকে প্রশংসা করিয়া নিদ্রা লাভ করিলেন।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

বিশ্বামিত্র সেই সমস্ত মহর্ষিদিগের সহিত শোণা নদীর তীরে অবশিষ্ট-রজনী অতিবাহন করিয়া নিশাবসানে রামকে বলিলেন, "হে রাম! রজনী প্রভাতা ও প্রাতঃসন্ধ্যা-সময় উপস্থিত হইয়াছে; তোমার মঙ্গল হউক,—তুমি গাত্রোত্থান কর, এবং যাইতে উদ্যত হও।"

রাম বিশ্বামিত্রের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া পূর্ব্বাহ্ণিকী ক্রিয়া সমাধানান্তে যাইতে উদ্যত হইয়া বিশ্বামিত্রকে এই কথা বলিলেন, "এই পুলিন-মণ্ডিতা শুভজলা শোণা নদী অতীব অগাধ-জল-শালিনী; সুতরাং কোন্ পথ দিয়া আমাদিগকে ইহার পারে যাইতে হইবে?"

বিশ্বামিত্র রাম-কর্ত্তৃক এরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "ঐ যে পথ দিয়া মহর্ষিরা যাইতেছেন, উহাই আমার নির্দ্দিষ্ট পথ।"

অনন্তর তাঁহারা বহু দূর গমন করিয়া মধ্যাহ্ন কালে সরিদ্বরা মুনিসেবিতা জাহ্নবী নদী দেখিতে পাইলেন। সেই সমস্ত মুনিরা রাঘবের সহিত সেই হংস-সারস-সেবিতা পুণ্যজলা জাহ্নবী নদী অবলোকন করিয়া মুদিত হইলেন। তাঁহারা সকলে সেই নদীর তীরে বাস পরিগ্রহ করিলেন। অনন্তর সেই সমস্ত শুভাচারী মহর্ষিরা মুদিত-মানস হইয়া অবগাহন-পূর্ব্বক যথান্যায়ে অগ্নিহোত্র হবন, দেব ও পিতৃগণ সন্তর্পণ এবং অমৃততুল্য হবি ভক্ষণ করিয়া উপবেশন করিলেন,—তাঁহারা মহাত্মা বিশ্বামিত্রকে পরিবৃত করিয়া চতুর্দ্দিকে যথান্যায়ে উপবিষ্ট হইলেন। এবং রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণও যথাযোগ্য স্থানে উপবেশন করিলেন। অনন্তর রাম প্রহৃষ্ট-মানস হইয়া বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, "হে ভগবন্! ত্রিপথগামিনী গঙ্গা-নদী কি প্রকারে ত্রৈলোক্য

আক্রমণ করিয়া সমুদ্রে গমন করিয়াছেন, ইহা আমি শ্রবণ করিতে বাসনা করি; আপনি তাহা নির্দ্দেশ করুন্।"

মহামুনি বিশ্বামিত্র রামবাক্যে নিয়োজিত হইয়া গঙ্গার জন্ম ও ত্রৈলোক্য ব্যাপিয়া গমন-বিবরণ বর্ণন করিতে লাগিলেন, "হে রাম! সমস্ত ধাতুর আকর হিমবান্ নামে এক মহান্ পর্ব্বতরাজ আছেন; তিনি সুমধ্যমা মেরু-দুহিতা মেনানাম্নী মনোজ্ঞা প্রেয়সী পত্নীতে দুইটি কন্যা লাভ করেন, ভূমণ্ডলে তাঁহাদিগের রূপের তুলনার স্থান নাই। হে রাঘব! সেই হিমবান্ পর্ব্বতের সেই পত্নীতে এই গঙ্গা জ্যেষ্ঠা ও উমা নামে আর একটি কনিষ্ঠা তনয়া উৎপত্তি লাভ করিয়াছেন।

"অনন্তর সমস্ত দেবতারা দেব-কার্য্য- সাধনেচ্ছু হইয়া শৈলশ্রেষ্ঠ হিমালয়ের নিকট তাঁহার জ্যেষ্ঠা নন্দিনী ত্রিপথগামিনী নদী গঙ্গাকে প্রার্থনা করিলেন! হিমবান্ পর্ব্বতও ত্রৈলোক্যের হিতাভিলাষী হইয়া লোকপাবনী স্বচ্ছন্দগামিনী স্বীয় তনয়া গঙ্গাকে যথাধর্ম্মে তাঁহাদিগকে প্রদান করিলেন। সেই সমস্ত ত্রিলোক হিতাকাঙ্ক্ষী দেবেরা ত্রৈলোক্য হিতনিমিত্ত গঙ্গাকে প্রতিগ্রহ করিয়া কৃতার্থান্তরাত্মা হইলেন, এবং গঙ্গাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

হে রঘুনন্দন! সেই হিমালয় পর্ব্বতের উমানামে যে আর একটি কন্যা ছিলেন, তিনি তপোধনা হইয়া অত্যুগ্র শোভনব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক কিছুকাল তপস্যা করেন। অনন্তর শৈলরাজ হিমালয় অপ্রতিমরূপসম্পন্ন রুদ্র দেবকে সেই উগ্রতপোযুক্তা সর্ব্বলোক-নমস্কৃতা কন্যা সম্প্রদান করিলেন।

হে রাঘব! এই শ্রেষ্ঠা সর্ব্বলোক-নমস্কৃতা সরিৎ প্রবরা গঙ্গা ও সেই উমা দেবী সেই শৈলরাজের তনয়া। হে গতিমৎ-প্রবর তাত! যেরূপে সেই ত্রিপথগামিনী পাপবিনাশনজল-শালিনী গঙ্গা নদী প্রথমত আকাশ-মার্গ অবলম্বন করিয়া সুরলোকে সমারোহণ করেন, তৎসমুদায় বিবরণ এই আমি বর্ণন করিলাম।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ।

মুনিপুঙ্গব বিশ্বামিত্র সেইরূপ বলিলে, রঘুনন্দন বীর্য্যসম্পন্ন রাম ও লক্ষ্মণ, উভয়েই তাঁহার সেই কথা অভিনন্দন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "হে ধর্ম্মজ্ঞ ব্রহ্মন্! আপনি এই ধর্ম্মযুক্ত পরমাদ্ভুত আখ্যান কীর্ত্তন করিলেন; পরন্তু সেই হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা নন্দিনী লোকপাবনী সরিদ্বরা গঙ্গা কিহেতু তিন পথ প্লাবিত করেন, এবং কি কি প্রকারে তিন-লোক দিয়া প্রবহমাণা হওত 'ত্রিপথগামিনী' বলিয়া বিখ্যাতা হইয়াছেন, ইহা আপনি বিস্তারিত রূপে বর্ণন করুন্; আপনি দৈব ও মানুষ-সম্ভূত সমস্ত বিবরণই সবিস্তারিত অবগত আছেন।"

তাঁহারা ঐরূপ বলিলে, তপোধন বিশ্বামিত্র ঋষিগণমধ্যে সেই কথা আদ্যন্ত সমস্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন, "হে রাম! পূর্ব্বে মহাতেজস্বী ভগবান্ শিতিকণ্ঠ বিবাহান্তে একদা দেবীকে দেখিয়া রমণ করিতে উপক্রম করিলেন। হে পরন্তপ রাম! সেই ধীমান্ মহাদেব শিতিকণ্ঠ দেবের রতিক্রীড়া করিতে করিতে দেব-পরিমিত শত বর্ষ বিগত হইল, তথাপি তাঁহার সেই দেবীতে পুত্রোৎপত্তি হইল না, অর্থাৎ তাঁহার বীর্য্য-পাত হইল না।

হে পরন্তপ! তৎকালে পিতামহ-প্রভৃতি সমস্ত দেবতারা 'এই বীর্য্যে যে প্রাণী উৎপন্ন হইবে, কে তাহাকে ধারণ করিবে?' এরূপ বিচার করিয়া অত্যুদ্যুক্ত হইয়া মহাদেবের নিকট অভিগমন-পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণামানন্তর এই কথা বলিলেন, "হে লোক-হিত-নিরত দেবদেব মহাদেব! আপনি দেবতাদিগের প্রণিপাতে প্রসন্ন হউন। হে সুরসত্তম! এই সমস্ত লোক আপনার তেজ ধারণ করিতে পারিবে না, সুতরাং আপনার তেজে সমুদায় লোকের বিনাশ-সম্ভাবনা; সম্প্রতি আপনারও এই সমস্ত লোক বিনাশ করা উচিত নয়; অতএব আপনি ব্রাহ্ম-তপোযুক্ত হইয়া দেবীর সহিত তপস্যা আচরণ করুন্,—আপনি ত্রৈলোক্যের হিত-নিমিত্ত স্বীয় তেজে তেজ ধারণ করুন্, এবং সমস্ত লোক রক্ষা করুন্।"

সর্ব্বলোক-মহেশ্বর মহাদেব দেবতাদিগের

বাক্য শ্রবণ করিয়া 'তাহাই করিব,' বলিয়া পুনশ্চ তাঁহাদিগকে এই বাক্য বলিলেন, "হেসুরসত্তম দেবগণ! আমি উমার সহিত স্বীয় তেজেই তেজ ধারণ করিব, তোমরা নির্ব্বাণ লাভ কর, এবং পৃথিবীও নির্ব্বৃতি লাভ করুক; কিন্তু আমার যে এই অনুত্তম তেজ স্বস্থান হইতে প্রচলিত হইয়াছে, তাহা কে ধারণ করিবে, ইহা তোমরা নির্দ্দেশ কর।"

তখন দেবতারা বৃষভধ্বজ-কর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে 'এক্ষণ আপনার যে তেজ ক্ষুব্ধ হইয়াছে, তাহা পৃথিবী ধারণ করিবে,' এই কথা বলিলেন। মহাবল সুরপতি মহাদেবও দেবগণ-কর্ত্তৃক এরূপ উক্ত হইয়া বীর্য্য পরিত্যাগ করিলেন। সেই তেজে পৃথিবী গিরি ও কাননের সহিত পরিব্যাপ্তা হইয়া পড়িল। তখন দেবতারা হুতাশনকে 'তুমি বায়ুর সহ মিলিত হইয়া ঐ রৌদ্র সুমহৎ তেজে প্রবিষ্ট হও' এই কথা বলিলেন। অগ্নিও দেবগণ-কর্ত্তৃক এরূপ উক্ত হইয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন সেই বীর্য্য অগ্নি-কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত হইয়া শ্বেত পর্ব্বত-রূপে পরিণত হইল, এবং সেই পর্ব্বতে পাবক ও আদিত্য-তুল্য জাজ্বল্যমান দিব্য শরবণ উৎপন্ন হইল; সেই শরবণে মহা-তেজস্বী অগ্নিনন্দন কার্ত্তিকেয় জন্ম লাভ করেন। পরে দেবতারা ঋষিগণের সহিত অতীব প্রীতমানস হইয়া শিব ও উমাকে পূজা করিলেন।

হে রাম! অনন্তর শৈলনন্দিনী উমা সমন্যু হইয়া ক্রোধসংরক্ত লোচনে 'যেহেতু, আমি পুত্র কামনা করিয়া স্বামীর সহিত সঙ্গতা হইয়াছিলাম, তোমরা আমার সেই অভিলাষ বিফল করিলে; অতএব অদ্য-প্রভৃতি তোমরা স্বীয় পত্নীতে পুত্র উৎপাদন করিতে পারিবে না,—তোমাদিগের পত্নীরা অপত্য লাভ করিবে না,' এই কথা বলিয়া দেবতাদিকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। তিনি দেবতা সকলকে ঐরূপ শাপ দিয়া পৃথিবীকেও অভিশাপ প্রদান করিলেন, 'হে দুর্ব্বুদ্ধি-পৃথিবি! যে হেতু তুমি আমার পুত্র হওয়া ইচ্ছা করিলে না, অতএব তুমি আমার ক্রোধে কলুষীকৃতা হইয়া বহু-ভার্য্যা ও বহুরূপা হইবে, এবং কখন পুত্র-নিবন্ধন সুখ লাভ করিবে না।'

অনন্তর সুরপতি মহাদেব সেই দেবতা সকলকে পীড়িত দেখিয়া পশ্চিমদিকে গমন করিলেন। তিনি হিমালয় পর্ব্বতের উত্তর পার্শ্বস্থ শৃঙ্গে উপস্থিত হইয়া উমার সহিত তপস্যা করিতে লাগিলেন। হে রাম! কনিষ্ঠা শৈলনন্দিনীর প্রভাব বিস্তারিতরূপে এই আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণ গঙ্গার প্রভাব বলিতেছি, তুমি লক্ষ্মণের সহিত শ্রবণ কর।

ষট্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

হে রাম! দেবদেব মহাদেব তপস্যা করিতে লাগিলে, ইন্দ্র ও অগ্নি-প্রভৃতি সমস্ত দেবতারা সেনাপতি ঈপ্সা করিয়া ভগবান্ পিতামহের নিকট যাইয়া তাঁহাকে প্রণিপাত-পূর্ব্বক বলি-লেন, "হে বিধানজ্ঞ দেব! ইতঃপূর্ব্বে যে ভগবান্ দেব আমাদিগকে সেনাপতি প্রদান করিয়াছেন, সেই দেব এক্ষণে মৌনী হইয়া তপস্যা করিতেছেন; সম্প্রতি আমাদিগের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা আপনি সমস্ত লোকের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া বিধান করুন, আপনিই আমাদিগের পরম-গতি।"

সর্ব্বলোক-মহেশ্বর ব্রহ্মা দেবতাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহাদিগকে মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করত কহিলেন, 'শৈলনন্দিনী তোমা-দিগকে যে বাক্য বলিয়াছেন, তাহা সত্য, কখন অমোঘ হইবে না, ইহাতে সংশয় নাই; এই আকাশ-গঙ্গা, ইহাতে হুতাশন অরিদমন-কারী দেবসেনাপতি পুত্র উৎপন্ন করিবেন। শৈলেন্দ্রের জ্যেষ্ঠা নন্দিনী গঙ্গা সেই পুত্রকে সম্মানে রাখিবেন; এই ব্যাপার উমা দেবীরও বহুমত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।'

হে রঘুনন্দন রাম! সমস্ত দেবেরা পিতা-মহের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইয়া তাঁহাকে প্রণিপাত-পূর্ব্বক পূজা করিলেন।

অনন্তর সেই সমস্ত দেবতারা ধাতুমণ্ডিত কৈলাস পর্ব্বতে যাইয়া অগ্নিকে 'হে মহা-তেজস্বি-হুতাশন দেব! তুমি দেবগণের এই কার্য্য সমাধান কর,—তুমি শৈলনন্দিনী গঙ্গাতে বীর্য্য পরিত্যাগ কর,' এই কথা বলিয়া পুত্রোৎপাদনার্থ নিয়োগ করিলেন। পাবকও দেবতাদিগের নিকট তৎসম্পাদনে প্রতিজ্ঞা করিয়া গঙ্গার নিকট যাইয়া তাঁহাকে 'হে দেবি! তুমি দেবতাদিগের প্রিয় এই গর্ভ ধারণ কর', এই কথা বলিলেন। গঙ্গা দেবী তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া দিব্য রূপ ধারণ করিলেন। হে রঘুনন্দন! পাবক দেব তাঁহার সেই মহিমা অবলোকন করিয়া বীর্য্য পরিত্যাগ করিলেন, এবং সেই বীর্য্যে গঙ্গা দেবীকে সর্ব্বতোভাবে অভিষিক্তা করিলেন; সেই বীর্য্যে গঙ্গার সমস্ত নাড়ী পরিব্যাপ্তা হইয়া পড়িল। অনন্তর গঙ্গা সমস্ত দেবের পুরোগামী হুতাশনকে, 'হে দেব! আমি তোমার সেই অগ্নিময় তেজে দহ্যমানা হইয়া ব্যথিতচেতনা হইয়াছি; তোমার সেই অত্যুগ্র তেজ ধারণ করিতে আমার শক্তি নাই,' এই কথা বলিলেন। পরে, লোকেরা দেবগণের উদ্দেশে যে যে দ্রব্য হবন করিয়া থাকেন, তৎসমস্ত-ভক্ষণকারী অগ্নি গঙ্গাকে 'হিমালয়ের এই পার্শ্বেই এই গর্ভ সন্নিবেশ কর,' এই কথা বলিলেন। হে অনঘ! গঙ্গা দেবী অগ্নির বাক্য শ্রবণ করিয়া তখনই সমস্ত নাড়ী হইতে আকর্ষণ-পূর্ব্বক সেই মহাতেজস্বী অতিভাস্বর গর্ভ পরিত্যাগ করিলেন।

হে রঘুনন্দন পুরুষব্যাঘ্র! সেই গর্ভ গঙ্গা-কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র, তাহার তেজে সেই পর্ব্বতের সেই প্রদেশস্থ সমস্ত বন অভিরঞ্জিত হইয়া সুবর্ণবর্ণ হইয়া পড়িল; এইজন্যই তৎকালাবধি হুতাশন-তুল্য প্রভাশালী সুবর্ণ 'জাতরূপ' বলিয়া বিখ্যাত হয়। গঙ্গার উদর হইতে নির্গত সেই গর্ভের সুতপ্ত-জাম্বূনদতুল্য-প্রভাসম্পন্ন অতিরিক্ত তেজ ধরণীতে পতিত হইয়া তত্রত্য দ্রব্য-সহযোগে নানাবিধ ধাতু-রূপে পরিণত হইল,—তাহা কোন বস্তু-সহযোগে কাঞ্চন-রূপে, কোন বস্তু-সহযোগে অতুল্যপ্রভ রজত-রূপে এবং কোন কোন কঠিন বস্তু-সহযোগে লৌহ ও তাম্র রূপে এবং তাহার মল ত্রপু ও সীসকরূপে পরিণত হইল।

অনন্তর ক্রমে সেই গর্ভ হইতে কুমার উৎপন্ন হইলে, ইন্দ্র ও মরুদ্গণ-প্রভৃতি দেবতারা সেই কুমারকে ক্ষীর পান করাইবার নিমিত্ত কৃত্তিকাদিগকে নিয়োগ করিলেন। কৃত্তিকারাও 'এইটি আমাদিগের সকলেরই পুত্র,' এরূপ অবধারণ করিয়া সেই কুমারের উৎপত্তির অব্যবহিত কালের পরই তাঁহাকে দুগ্ধ প্রদান করেন। পরে সমস্ত দেবতারা তাঁহাদিগকে 'তোমাদিগের এই পুত্র কার্ত্তিকেয় নামে ত্রিলোক-মধ্যে বিখ্যাত হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই,' এই কথা বলিলেন। কৃত্তিকারা দেবতাদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া উমা ও মহেশ্বরের প্রচ্যুত বীর্য্যে গঙ্গার উৎসৃষ্ট গর্ভে উৎপন্ন এবং অনলের ন্যায় পরম তেজস্বী সেই দুঃস্পর্শনীয় কুমারকে স্নান করাইলেন। হে কাকুৎস্থ! তখন দেবেরা, যেহেতু সেই অনলতুল্য-তেজস্বী মহাবাহু কার্ত্তিকেয় উমা ও মহেশ্বরের স্কন্ন (স্খলিত) বীর্য্যে গঙ্গার উৎসৃষ্ট গর্ভে জন্ম লাভ করেন, অতএব তাঁহাকে 'স্কন্দ' এই নামেও কীর্ত্তিত করিলেন। অনন্তর সেই ছয় কৃত্তিকারই স্তনে অত্যুত্তম দুগ্ধ উৎপন্ন হইল, তখন কার্ত্তিকেয় ষড়ানন হইয়া তাঁহাদিগের সকলেরই স্তন্য-দুগ্ধ পান করিলেন। সেই মহাদ্যুতিশালী বিভু কার্ত্তিকেয় এক দিন দুগ্ধ পান করিয়াই, তৎকালে সুকুমার-শরীর হইয়াও, স্বীয় বীর্য্যে দৈত্যসৈন্যগণকে পরাজিত করিলেন; অতএব অগ্নি-প্রভৃতি সমস্ত দেবেরা মিলিত হইয়া তাঁহাকে দেবসেনাপতি-পদে অভিষিক্ত করিলেন।

হে রাম! গঙ্গার বিস্তারিত আকাশ-গমন-বিবরণ এবং যশস্য ও পুণ্য কুমারোৎপত্তি-বিবরণ এই আমি কীর্ত্তন করিলাম। হে কাকুৎস্থ! পৃথিবীতে যে মানব কার্ত্তিকেয়ের ভক্ত হন, তিনি ইহ-লোকে আয়ুষ্মান্ হন, এবং দেহ ত্যাগ করিয়া স্কন্দ-লোকে গমন করেন।

সপ্তত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥

—

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

কৌশিক বিশ্বামিত্র কাকুৎস্থ রামকে মধুরাক্ষর-সমন্বিত সেই বাক্য বলিয়া পুনশ্চ তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, হে রাম! পূর্ব্বে ধর্ম্মাত্মা বীর সগর নামে নরপতি অযোধ্যার অধিপতি ছিলেন; তাঁহার সত্যবাদিনী বৈদর্ভনন্দিনী কেশিনী নামে ধর্ম্মিষ্ঠা জ্যেষ্ঠা পত্নী এবং সুপর্ণ-ভগিনী কশ্যপনন্দিনী সুমতি নামে কনিষ্ঠা পত্নী ছিলেন। সেই মহারাজ সগরের পুত্র ছিল না, এজন্য তিনি সেই দুই পত্নীর সহিত হিমালয় পর্ব্বতে যাইয়া ভৃগুর অধিষ্ঠিত তত্রত্য প্রস্রবণ-সমীপে তপস্যা করিতে লাগিলেন। অনন্তর শত বর্ষ পূর্ণ হইলে, সত্যানুষ্ঠায়িপ্রবর ভৃগু মুনি সগর কর্ত্তৃক তপো দ্বারা সম্যক্ আরাধিত হইয়া তাঁহাকে এরূপ বর প্রদান করিলেন, "হে অনঘ পুরুষশার্দ্দূল! তুমি অনেক অপত্য লাভ করিবে, এবং সেই সকল পুত্রের দ্বারা তোমার লোকে অপ্রতিমা কীর্ত্তি হইবে; হে তাত! তোমার এক পত্নী একটী বংশকর পুত্র লাভ করিবেন, এবং আর একটী পত্নী ষষ্টি সহস্র পুত্র জন্মাইবেন।"

তখন সেই নরব্যাঘ্র ভৃগু ঐরূপ বর প্রদান করিলে, সেই দুই রাজমহিষী পরমপ্রীতিসহকারে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে প্রসাদন করিয়া এই কথা বলিলেন, "হে ব্রহ্মন্! আপনার বাক্য সত্য হউক; পরন্তু কাহার এক পুত্র হইবে, এবং কে বহু পুত্র জন্মাইবে, ইহা শ্রবণ করিতে বাসনা করি।"

পরম ধার্ম্মিক ভৃগু তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে এই পরম শোভন বাক্য বলিলেন, "এবিষয়ে তোমাদিগের স্বেচ্ছাই মূল,—তোমাদিগের ইচ্ছানুসারেই একের বংশকর এক পুত্র ও অপরের মহাবল মহোৎসাহসম্পন্ন কীর্ত্তিমান্ বহু পুত্র হইবে; তোমরা কে কি বর প্রার্থনা কর?"

হে রঘুনন্দন রাম! ভৃগু মুনির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া নরপতি সগরের সন্নিধানেই তাঁহার নিকট কেশিনী বংশকর এক পুত্র গ্রহণ করিলেন, এবং সুপর্ণভগিনী সুমতি ষষ্টি সহস্র মহোৎসাহ-সম্পন্ন কীর্ত্তিশালী পুত্র গ্রহণ করিলেন। হে রঘুনন্দন! সগর রাজা ভার্য্যাদ্বয়ের সহিত সেই ভৃগু ঋষিকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক ভূমিষ্ঠমস্তকে প্রণাম করিয়া স্বীয় পুরে গমন করিলেন।

অনন্তর কিছুকাল বিগত হইলে, সেই নরপতি সগরের জ্যেষ্ঠা পত্নী কেশিনী তাঁহার ঔরসে অসমঞ্জ নামে বিখ্যাত পুত্র জন্মাইলেন। হে নরব্যাঘ্র! সুমতিও তুম্বাকার গর্ভপিণ্ড প্রসব করিলেন; সেই তুম্ব ভেদ করিয়া ষষ্টি সহস্র পুত্র নিঃসৃত হইল। তখন ধাত্রীরা সেই পুত্রদিগকে ঘৃতপূর্ণ কুম্ভে রাখিয়া সম্বর্দ্ধিত করিতে লাগিল। অনন্তর ক্রমে দীর্ঘ কালে সেই সকল পুত্রেরা যৌবন লাভ করিল,—সগরের সেই ষষ্টি সহস্র পুত্রই দীর্ঘকালে যৌবনসম্পন্ন ও প্রশস্তরূপশালী হইল।

হে রঘুনন্দন! সেই নরশ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ সগরনন্দন অসমঞ্জ বালকদিগকে গ্রহণপূর্ব্বক সরযূ নদীর জলে নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে জলমগ্ন হইতে দেখিয়া হাস্য করিত। সেই পুত্র এতাদৃশ পাপাচারী সজ্জনবাধক ও পৌরবর্গের অহিতনিরত হইলে, পিতা সগর তাহাকে পুর হইতে নির্ব্বাসন করিলেন। সেই অসমঞ্জের পুত্র বীর্য্যবান্ অংশুমান্ সমস্ত লোকেরই সম্মত ও সমস্ত লোকের নিকটেই প্রিয়বাদী হইলেন।

হে নরশ্রেষ্ঠ! ক্রমে বহুকাল বিগত হইলে, সগরের 'আমি যাগ করিব,' এরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি হইল। পরে সেই বেদজ্ঞ রাজা উপাধ্যায়গণের সহিত যজ্ঞক্রিয়া অনুষ্ঠান করিতে নিশ্চয় করিয়া যাগ করিতে উপক্রম করিলেন।

অষ্টত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩৮॥

একোনচত্বারিংশ সর্গ।

যজ্ঞোপক্রম-কথাবসানে রঘুনন্দন রাম প্রদীপ্তানল-তুল্যতেজস্বী বিশ্বামিত্র ঋষির বাক্য শ্রবণ করিয়া, পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, "হে ব্রহ্মন্! আপনার মঙ্গল হউক,—

আমার পূর্ব্ব পুরুষ সগর কিরূপে যজ্ঞ আহরণ করেন, তাহা আমরা বিস্তারিতরূপে শ্রবণ করিতে বাসনা করি; আপনি নির্দ্দেশ করুন্।"

বিশ্বামিত্র সেই কাকুৎস্থ রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া কৌতূহল-সমন্বিত হইয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে কহিলেন, "হে রাম! আমি মহাত্মা সগরের যজ্ঞ-বিবরণ বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। হে নরবর! শঙ্করের শ্বশুর হিমবান্ নামে বিখ্যাত পর্ব্বত-রাজ এবং বিন্ধ্য পর্ব্বত, ইহাঁরা পরস্পর উচ্চ-তায় সাম্য লাভ করিয়া পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। হে নরব্যাঘ্র! সেই দুই পর্ব্ব-তের মধ্য প্রদেশে নরপতি সগরের যজ্ঞ হইয়া-ছিল, যেহেতু সেই প্রদেশ যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রশস্ত। হে তাত কাকুৎস্থ! দৃঢ়ধন্বা মহারথ অংশুমান্ সগরের মতানুসারে সেই যজ্ঞীয় অশ্ব সংরক্ষণার্থ তাহার অনুসরণ করিলেন।

অনন্তর সেই যজ্ঞে অশ্বালম্ভনের দিবস উপস্থিত হইল। সেই দিনে বাসব যজমান সগরের সেই যজ্ঞ বিঘাতার্থ রাক্ষস-তনু অব-লম্বন করিয়া যজ্ঞীয় অশ্ব অপহরণ করিলেন। হে কাকুৎস্থ! সেই মহাত্মা যজমান সগরের সেই যজ্ঞীয় অশ্ব ইন্দ্র-কর্ত্তৃক অপহৃত হইলে, সমস্ত উপাধ্যায়েরা তাঁহাকে কহিলেন, "হে কাকুৎস্থ! অদ্য অশ্বালম্ভনের দিবস! অদ্য এই যজ্ঞীয় অশ্ব অপহৃত হইল! হে রাজন্! এই যজ্ঞচ্ছিদ্র আমাদিগের সকলেরই অশিব-দায়ক হইবে, সুতরাং এরূপ বিধান করুন, যাহাতে যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্ত হয়,—আপনি অশ্বহর্ত্তাকে শীঘ্র বধ করিয়া যজ্ঞীয় অশ্ব আন-য়ন করুন্।"

সেই ভূপতি সগর উপাধ্যায়গণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই সভাতেই ষষ্টি সহস্র পুত্রকে এই বাক্য বলিলেন, "হে পুরুষশ্রেষ্ঠ পুত্র-গণ! তোমাদিগের মঙ্গল হউক, এই মহাক্রতু অশ্বমেধ মন্ত্রশুদ্ধ মহাভাগ মহর্ষি-গণ-কর্ত্তৃক নির্ব্বাহিত হইতেছে, সুতরাং এই যজ্ঞে রাক্ষসদিগের সঞ্চার হইতে পারে, এরূপ বোধ হয় না; অতএব বোধ হইতেছে যে, কোন দেবই সেই অশ্ব অপহরণ করিয়াছেন; তোমরা যাও, এবং সেই অশ্ব-হর্ত্তাকে অনুসন্ধান কর,—তোমরা আমার অনুজ্ঞানুসারে সেই অশ্বহর্ত্তাকে অনুসন্ধান করিতে করিতে, যে পর্য্যন্ত সেই অশ্ব দেখিতে না পাও, সে পর্য্যন্ত সমুদ্রমালিনী সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণ কর, এবং সমগ্র পৃথিবী অন্বেষণ করিয়া যদি সেই অশ্বহর্ত্তাকে না পাও, তবে রসাতল অন্বেষণার্থ প্রত্যেকে এক এক যোজন বিস্তীর্ণ ভূভাগ খনন করিও। আমি দীক্ষিত হইয়াছি, সুতরাং যে পর্য্যন্ত সেই অশ্ব দেখিতে না পাই, সে পর্য্যন্ত আমি উপাধ্যায়বর্গ ও পৌত্রের সহিত এই স্থানেই থাকিব। তোমা-দিগের মঙ্গল হউক।"

হে রাম! সেই সমস্ত মহাবলশালী পুরুষ-ব্যাঘ্র রাজনন্দনেরা পিতার নিদেশ-বাক্যে প্রহৃষ্ট মানসে ভূমণ্ডল অন্বেষণার্থ গমন করি-লেন। তাঁহারা পৃথিবীতে সেই অশ্বহর্ত্তাকে দেখিতে না পাইয়া রসাতল অন্বেষণার্থ প্রত্যেকে এক এক যোজন-বিস্তীর্ণ ভূভাগ বজ্র-তুল্য-কঠিন-স্পর্শ-সমন্বিত বিবিধায়ুধ-যুক্ত হস্ত-দ্বারা খনন করিতে লাগিলেন। হে দুরাধর্ষ রঘুনন্দন! তখন বসুমতী অশনিকল্প সুদারুণ হল ও শূল-দ্বারা ভিদ্যমানা হইয়া নাদ করিতে আরম্ভ করিলেন,—নাগ, অসুর, রাক্ষস ও অন্যান্য প্রাণীরা সগরনন্দন-গণ-কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল। হে রঘুনন্দন রাম! সেই সমস্ত সগরনন্দনেরা অত্যুত্তম রসাতল অন্বেষণার্থ এক বারে ষষ্টিসহস্র-যোজন-পরিমিত ভূভাগ খনন করিলেন। হে নৃপ-শার্দ্দূল! সেই নৃপ-নন্দনেরা নিবিড়পর্ব্বতাচ্ছন্ন সমগ্র জম্বুদ্বীপ এইরূপে খনন করিতে করিতে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সমস্ত দেবতারা গন্ধর্ব্ব, অসুর ও পন্নগ-গণের সহিত সম্ভ্রান্ত-মানস হইয়া পিতা-মহ ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। সেই সমস্ত পরম ত্রস্ত দেবেরা বিষণ্ণ-বদন হইয়া মহাত্মা পিতামহের নিকট যাইয়া তাঁহাকে প্রসাদন-পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন, "হে ভগবন্! আমাদিগের মধ্যে ইনি সগরের

যজ্ঞে বিঘ্ন বিধান করিয়াছেন,—যজ্ঞীয় অশ্ব অপহরণ করিয়াছেন; অতএব সেই সগর-নন্দনেরা সমস্ত ভূতকে হিংসা করিতেছে,—সমগ্র ভূমণ্ডল খনন করত অনেক মহাকায়-সম্পন্ন স্থলচারী ও জলচারী জীবকে বধ করিতেছে।”

একোনচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর সমস্ত লোকের উচ্ছেদকারী সগর-নন্দনগণের ব্যাপার দেখিয়া বিমুগ্ধ সেই দেব-দিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া, ভগবান্ সুমন্ত্রণা-কারী পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে প্রত্যুক্তি করিলেন, “যাঁহার এই সমগ্র বসুমতী,—যিনি এই বসুমতীর স্বামী, সেই ভগবান্ ধীমান্ প্রভু বাসুদেব মাধব কপিলরূপ ধারণ করিয়া নিরন্তর যোগবলে ধরা ধারণ করিতেছেন; তাঁহার কোপ-রূপ অগ্নিতেই সেই সকল রাজনন্দন দগ্ধ হইবে। দীর্ঘদর্শী ব্যক্তিরা পূর্ব্বেই সগর-নন্দনদিগের এইরূপে বিনাশ হওয়া স্থির করিয়াছেন, এবং এই পৃথিবী খননও সনাতন —প্রতিকল্পেই অবশ্যম্ভাবী, ইহা নির্দ্দিষ্ট আছে।”

সেই অরিদমনকারী ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতারা পিতামহের বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম হৃষ্ট হইয়া, যেস্থান হইতে আসিয়াছিলেন, সেই স্থানে প্রত্যাগমন করিলেন।

এদিকে সগরনন্দনগণ-কর্তৃক ভিদ্যমানা পৃথিবীর সুতুমুল নির্ঘাতশব্দ-তুল্য নিস্বন হইতে-ছিল। সগরনন্দনেরা ক্রমে সমগ্র পৃথিবী-মণ্ডল খনন করিয়া পরিভ্রমণ করিলেন, তথাপি অশ্বহর্ত্তাকে লাভ করিলেন না, সুতরাং অগত্যা মিলিত হইয়া সগরের নিকট যাইয়া তাঁহাকে বলিলেন, “আমরা সমগ্র ভূমণ্ডল পরিক্রম করিলাম, এবং দেব, দানব, রাক্ষস, পিশাচ, উরগ ও পন্নগ প্রভৃতি অনেক বলবান্ প্রাণীকে বধ করিলাম, তথাপি সেই অশ্ব বা অশ্বহর্ত্তাকে দেখিতে পাইলাম না; আপনার মঙ্গল হউক, —সম্প্রতি আমাদিগকে যাহা করিতে হইবে, তাহা আপনি স্থির করিয়া বলুন।”

হে রঘুনন্দন! রাজসত্তম সগর সেই পুত্র-দিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধ সহকারে তাঁহাদিগকে এই কথা বলিলেন, “তোমরা এখনই যাইয়া পুনর্ব্বার ভূমণ্ডল খনন করিতে আরম্ভ কর। তোমরা পৃথিবী খননপূর্ব্বক সেই অশ্বহর্ত্তাকে লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াই প্রত্যা-গমন করিও, তাহা হইলেই তোমাদিগের মঙ্গল হইবে।”

হে রঘুনন্দন! মহাত্মা সগরের সেই ষষ্টি-সহস্র পুত্রেরা পিতার বাক্য শ্রবণ করিয়া রসা-তল অন্বেষণার্থ দ্রুত গমন করিলেন। তাঁহারা পৃথিবী খনন করিতে করিতে ধরাধারণকারী পর্ব্বততুল্য-দেহশালী বিরূপাক্ষ-নামক দিগ্-গজকে দেখিতে পাইলেন। হে কাকুৎস্থ! সেই মহাগজ বিরূপাক্ষ মস্তক দ্বারা পর্ব্বত ও বনের সহিত সমগ্র ভূমণ্ডল ধারণ করেন; যে সময়ে সেই মহাগজ ক্লান্ত হইয়া বিশ্রামার্থ মস্তক চালন করেন, সেই সময়ে ভূমিকম্প হইয়া থাকে। হে রাম! সেই সমস্ত সগরনন্দনেরা সেই দিক্‌পাল মহাগজকে প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক সম্মানিত করত পৃথিবী খনন করিয়া রসাতলে গমন করিতে উদ্যত হইলেন,—তাঁহারা পূর্ব্ব দিক্ পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ দিক্ খনন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ক্রমে দক্ষিণ দিকেও মহা-গজকে দেখিতে পাইলেন, এবং মস্তক দ্বারা ধরা-ধারণ-কারী মহাপর্ব্বত-তুল্য শরীর-শালী মহাপদ্ম-নামক মহাগজকে দর্শন করিয়া পরম বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন। পরে মহাত্মা সগরের সেই ষষ্টিসহস্র পুত্রেরা সেই গজকে প্রদক্ষিণ করিয়া পশ্চিম দিক্ খনন করিতে লাগিলেন। সেই মহাবলসম্পন্ন সগর-নন্দনেরা ক্রমে পশ্চিম দিকেও পর্ব্বততুল্য সৌমন-নামক মহাগজকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা সেই গজকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক অনাময় জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর দিক্ খনন করিতে করিতে তাহার শেষ সীমায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। হে রঘুবর! সেই ষষ্টিসহস্র সগর-নন্দনেরা উত্তর দিকেও তুষারতুল্য-পাণ্ডুরবর্ণসম্পন্ন ভদ্র শরীর-দ্বারা ধরা ধারণ-কারী ভদ্রনামক গজকে দেখিতে পাইয়া প্রদক্ষিণপূর্ব্বক তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া

পৃথিবী খনন করিতে আরম্ভ করিলেন,—তাঁহারা সেই দিক্ পরিত্যাগ করিয়া "সর্ব্ব কর্ম্মে প্রশস্তা" বলিয়া বিখ্যাতা ঐশানী দিকে যাইয়া সকলেই ক্রোধ সহকারে পৃথিবী খনন করিতে লাগিলেন। হে রঘুনন্দন! ক্রমে সেই সমস্ত ভীমবেগ-সম্পন্ন মহাবলশালী মহাত্মা সগরনন্দনেরা রসাতলে যাইয়া সেই স্থানে কপিলরূপধারী সনাতন দেব বাসুদেবকে ও তাঁহার নিকটে বিচরণ-পরায়ণ সেই অশ্বকে দেখিতে পাইয়া অতুল হর্ষ লাভ করিলেন। তাঁহারা সেই কপিল দেবকে যজ্ঞ-বিঘ্নকারী বোধ করিয়া ক্রোধ-ব্যাকুল-লোচন হইয়া খনিত্র, লাঙ্গল, নানাবিধ বৃক্ষ ও শিলা ধারণপূর্ব্বক ক্রোধসহকারে তদভিমুখে ধাবমান হইয়া তাঁহাকে 'থাক্ থাক্' বলিয়া "রে দুর্ব্বুদ্ধে! তুই আমাদিগের যজ্ঞীয় অশ্ব অপহরণ করিয়াছিস্! আমরা সগরের পুত্র, এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, ইহা তুই অবগত হ!" এই কথা বলিলেন। হে রঘুনন্দন! তখন কপিল দেব তাঁহাদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহা-কোপাবিষ্ট হইয়া হুঙ্কার করিলেন। হে কাকুৎস্থ! সেই অপ্রমেয়-প্রভাব-সম্পন্ন মহাত্মা কপিল দেব সেই হুঙ্কার-দ্বারা সমস্ত সগর-তনয়কেই ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন।

চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥৪০॥

একচত্বারিংশ সর্গ।

হে রঘুনন্দন! এদিকে সগর রাজা পুত্র-দিগের আগমনের কাল-বিলম্ব দেখিয়া স্বীয় তেজোদ্বারা দেদীপ্যমান পৌত্রকে বলিলেন, "তুমি কৃতবিদ্য, শৌর্য্যসম্পন্ন ও পিতৃগণের ন্যায় তেজস্বী হইয়াছ; তুমি রসাতলস্থ বীর্য্যবান্ মহান্ প্রাণীদিগের প্রতিঘাতার্থ কার্ম্মুক ও অসি গ্রহণপূর্ব্বক পিতৃব্যগণের গতি এবং যে ব্যক্তি অশ্ব অপহরণ করিয়াছে, তাহাকে অনুসন্ধান কর, এবং অভিবাদ্য ব্যক্তিদিগকে অভিবাদন ও বিঘ্নকারী ব্যক্তিদিগকে হনন করিয়া প্রয়োজন নিষ্পাদনপূর্ব্বক এখানে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আমার যজ্ঞ সম্পূর্ণ কর।'

হে নরশ্রেষ্ঠ! মহাতেজস্বান্ অংশুমান্ মহাত্মা সগরকর্ত্তৃক ঐরূপে সম্যক্ আদিষ্ট হইয়া ধনু ও খড়্গ গ্রহণ করিয়া ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলেন। তিনি সেই সগর রাজার আদে-শানুসারে মহাত্মা পিতৃব্যগণ-কৃত পথ অবলম্বন করিয়া ক্রমে রসাতলে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, এবং দেব, দানব, রাক্ষস, পিশাচ, উরগ ও পতগগণ-কর্ত্তৃক অভিপূজ্যমান্ দিগ্‌গজকে দেখিতে পাইয়া প্রদক্ষিণপূর্ব্বক তাঁহাকে অনাময় জিজ্ঞাসা করিয়া পিতৃব্যগণের ও সেই অশ্বহর্ত্তার সংবাদ জিজ্ঞাসিলেন। অংশুমানের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, সেই মহামতি দিক্‌পতি গজও তাঁহাকে "হে অসমঞ্জ-নন্দন! তুমি শীঘ্রই কৃতার্থ হইয়া অশ্বের সহিত প্রতি-নিবৃত্ত হইবে," এরূপ প্রত্যুক্তি করিলেন। অংশুমান্ তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণানন্তর যাইতে যাইতে ক্রমে ক্রমে সমস্ত দিগ্‌গজকেই যথা-ন্যায়ে পিতৃব্যগণের ও সেই অশ্বহর্ত্তার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই সমস্ত বক্তৃতাপটু দেশ-কালোচিত-বক্তব্যতাভিজ্ঞ দিক্‌পালেরাও ক্রমে ক্রমে সকলেই অসমঞ্জ-নন্দন-কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'তুমি অশ্বের সহিত প্রতিনিবৃত্ত হইবে।'

তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া, অসমঞ্জ-নন্দন অংশুমান্ ধীরে ধীরে যাইতে যাইতে, যে প্রদেশে তাঁহার পিতৃব্য সগরনন্দনগণ ভস্মী-ভূত হইয়াছিলেন, সেই প্রদেশে গিয়া উপ-স্থিত হইলেন। অনন্তর অংশুমান্ পিতৃব্য-গণকে ভস্মীভূত দেখিয়া দুঃখের বশীভূত হইলেন,—অতীব দুঃখিত ও পরম আর্ত্ত হইয়া পিতৃব্যদিগের উদ্দেশে কিয়ৎকাল রোদন করিলেন। তৎপরে সেই শোক-সমন্বিত সুদুঃখিত মহাতেজস্বী পুরুষব্যাঘ্র অংশুমান্ অনতিদূরে বিচরণ-তৎপর সেই যজ্ঞীয় অশ্বকে দেখিতে পাইলেন।

অনন্তর অংশুমান্ সেই রাজ-নন্দনদিগের তর্পণ করিতে মানস করিয়া জল অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও জলাশয় দেখিতে পাইলেন না। হে রাম! পরে

তিনি দূরদৃষ্টি-দ্বারা চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে করিতে পিতৃব্য-গণের মাতুল অনিল-তুল্য-বেগ-সম্পন্ন খগাধিপতি সুপর্ণকে দেখিতে পাইলেন। সেই মহাবল বৈনতেয় তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "হে প্রাজ্ঞ! তুমি শোক করিও না, যেহেতু এই মহাবল-সম্পন্ন রাজনন্দনদিগের এরূপ বধ সমস্ত লোকেরই হিতকর; হে পুরুষব্যাঘ্র! ইহাঁরা অপ্রমেয়-প্রভাব-সম্পন্ন কপিল দেবের প্রভাবে দগ্ধ হইয়াছেন, সুতরাং তোমার লৌকিক সলিল-দ্বারা ইহাঁদিগের তর্পণ করা উচিত নয়, পরন্তু হিমালয় পর্ব্বতের জ্যেষ্ঠ-নন্দিনী গঙ্গার জলে ইহাঁদিগের তর্পণ করা উচিত। হে মহা-বাহু-সম্পন্ন পুরুষ-শার্দ্দূল! সেই লোকপাবনী লোককান্তা গঙ্গা যদি এই ষষ্টিসহস্র ভস্মী-ভূত সগরপুত্রকে স্বীয় জলে আপ্লাবিত করেন, তবে এই ভস্ম গঙ্গা কর্ত্তৃক আপ্লাবিত হইয়া ইহাঁদিগকে স্বর্গপ্রাপ্ত করিবে। হে বীর্য্য সম্পন্ন মহাভাগ পুরুষব্যাঘ্র! তুমি অশ্ব গ্রহণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হও, এবং তথায় যাইয়া পিতামহের যজ্ঞ সমাপন কর।

হে রঘুনন্দন! মহাতপস্বী অতিবীর্য্যবান্ অংশুমান্ সুপর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই অশ্ব গ্রহণপূর্ব্বক শীঘ্র প্রতিগমন করিলেন। অনন্তর তিনি যজ্ঞার্থ দীক্ষিত সগর রাজার নিকটে উপস্থিত হইয়া যথাবৎ পিতৃব্য-বৃত্তান্ত ও সুপর্ণ-বাক্য নিবেদন করিলেন। নরপতি সগর অংশুমানের সেই সুদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখিত হইলেন, পরিশেষে কল্পসূত্রোক্ত নিয়মানুসারে যথাবেদবিধি যজ্ঞ সমাপন করি-লেন। শ্রীসম্পন্ন মহীপতি সগর যজ্ঞ সমা-পন করিয়া স্বনগরে গমন করিলেন। তিনি গঙ্গাকে ভূমণ্ডলে আনয়নের উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। মহারাজ সগর বহু-কালেও ভূমণ্ডলে গঙ্গা আনয়নের উপায় স্থির করিতে না পারিয়াই স্বর্গ লোকে গমন করিলেন; ইনি ত্রিংশৎ সহস্র বর্ষ রাজত্ব করেন।

একচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

হে রাম! সগরের মৃত্যু হইলে, প্রকৃতি-বর্গ সুধার্ম্মিক অংশুমান্‌কে রাজা করিতে ইচ্ছা করিলেন। হে রঘুনন্দন! সেই অংশু-মান্ মহারাজ হইলেন। পরে তাঁহার দিলীপ নামে বিখ্যাত মহাত্মা পুত্র হইল। হে রাঘব! অংশুমান সেই দিলীপের প্রতি রাজ্যভার অর্পণ করিয়া হিমালয় পর্ব্বতের রমণীয় শিখরে যাইয়া সুদারুণ তপস্যা করিতে লাগিলেন। সেই মহাযশস্বী রাজা অংশুমান্ তপোবনে থাকিয়া দ্বাত্রিংশৎ লক্ষ বর্ষ তপস্যা করিয়া দেবলোকে গমন করিলেন।

এদিকে মহাতেজস্বী দিলীপ রাজা পিতা-মহদিগের সেইরূপ বধ শ্রবণ করিয়া দুঃখপ-রীত-বুদ্ধি-দ্বারা অনবরত "আমি কিরূপে পিতামহদিগের পরিত্রাণ করিব? কিরূপে ভূমণ্ডলে গঙ্গার অবতরণ হইবে, এবং কিরূ-পেইবা আমি সেই জলে তাঁহাদিগের তর্পণ করিব?" এরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহার উপায় স্থির করিতে পারিলেন না; তথাপি নিয়ত সেই চিন্তানিরত রহি-লেন। অনন্তর কালক্রমে সেই মহীপতি দিলীপের ভগীরথ নামে পরম ধার্ম্মিক পুত্র জন্মিল। হে নরশার্দ্দূল! সেই মহাতেজস্বী নরপতি দিলীপ নানাবিধ যজ্ঞ করত ত্রিংশৎ সহস্র বর্ষ রাজত্ব করিলেন। সেই পুরুষবর রাজা দিলীপ পিতামহদিগের উদ্ধারের উপায় স্থির করিতে না পারিয়াই ব্যাধি-দ্বারা কাল-ধর্ম্ম লাভ করিলেন,—তিনি পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া স্বীয় অর্জিত কর্ম্ম-দ্বারা ইন্দ্র-লোকে গমন করিলেন। ইনি ভূমণ্ডলে 'অতি-ধার্ম্মিক' বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

হে রঘুনন্দন! অনন্তর পরম ধার্ম্মিক রাজর্ষি ভগীরথ সেই সুমহৎ রাজ্যে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। বহুকালেও তাঁহার পুত্র হইল না, এজন্য তিনি পুত্রকাম ও ভূমণ্ডলে গঙ্গার অবতারণ করিতে অভিলাষী হইয়া অমাত্যদিগের প্রতি সেই রাজ্য ও প্রজাপালন-ভার অর্পণ করিয়া গোকর্ণে যাইয়া ইন্দ্রিয়

জয়পূর্ব্বক ঊর্দ্ধবাহু হওত মাসান্তে আহার করত পঞ্চাগ্নি-মধ্যে থাকিয়া বহুকালানুষ্ঠেয় তপস্যা করিতে লাগিলেন। হে মহাবাহো! সেই মহাত্মা রাজা ভগীরথের সুদারুণ তপস্যা করিতে করিতে সহস্র বর্ষ বিগত হইল। তখন সমস্ত প্রজার ঈশ্বর প্রভু ভগবান্ পিতামহ ব্রহ্মা ভগীরথের প্রতি অতিপ্রীত হইলেন। পরে তিনি সুরগণের সহিত তথায় আসিয়া তপস্যাতৎপর মহাত্মা ভগীরথকে এই কথা বলিলেন, "হে সুব্রত নরপাল মহারাজ ভগীরথ! আমি তোমার সুতপ্ত তপোদ্বারা প্রীত হইয়াছি; তুমি বর প্রর্থনা কর।"

মহাবাহুশালী মহাতেজস্বী ভগীরথ কৃতাঞ্জলিপুট হইয়া সেই সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মাকে কহিলেন, "হে ভগবন্ দেব! যদি আপনি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, এবং যদি আমার তপস্যার ফল থাকে, তবে "আমার প্রপিতামহ সেই সমস্ত সগর-নন্দনেরা আমা হইতে সলিল লাভ করুন,—তাঁহাদিগের ভস্ম গঙ্গাসলিলে আপ্লাবিত হউক, ও তাঁহারা স্বর্গ লোকে গমন করুন্; এই বর আমি আপনার নিকট যাচ্ঞা করি, এবং 'আমি ইক্ষ্বাকুকুলে সম্ভূত হইয়াছি, যেন আমাদিগের সেই কুল সন্তানাভাবে উৎসন্ন না হয়,' ইহাও আমার প্রার্থনীয় বর; আপনি আমাকে এই দুই বর প্রদান করুন্।"

'রাজা ভগীরথ ঐরূপ বলিলে' সর্ব্ব-লোক-পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাকে এই হিতকর-মধুরাক্ষর-সম্পন্ন মধুর বাক্যে প্রত্যুক্তি করিলেন, "হে ইক্ষ্বাকুকুলবর্দ্ধন মহারথ ভগীরথ! তোমার এই মনোরথ অতিপ্রশস্ত, সুতরাং তোমার মঙ্গল হউক,—তোমার ঐ মনোরথ সিদ্ধ হউক। হে মহারাজ ভগীরথ! ইনি হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা নন্দিনী গঙ্গা! ইহাঁকে ধারণ করিবার নিমিত্ত মহাদেবকে উক্ত কর্ম্মে নিয়োগ কর, যেহেতু ইহাঁর পতনবেগ পৃথিবী সহ্য করিতে পারিবে না, এবং ত্রিশূল-ধারী মহাদেব-ব্যতীত আর কাহারও ইহাঁকে ধারণ করিবার সামর্থ্য নাই, ইহা আমার অনুভব হইতেছে।"

লোককর্ত্তা ব্রহ্মা রাজা ভগীরথকে ঐ কথা বলিয়া গঙ্গার সহিত "তুমি সময়ানুসারে এই রাজার প্রতি অনুগ্রহ করিও," এরূপ সম্ভাষা করিয়া মরুদ্গণ প্রভৃতি সমস্ত দেবের সহিত স্বর্গে গমন করিলেন।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥৪২॥

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

হে রাম! সেই দেবদেব ব্রহ্মা গমন করিলে, ভগীরথ কেবল অঙ্গুষ্ঠ-দ্বারা পৃথিবীতে নির্ভর রাখিয়া সংবৎসর কাল মহাদেবের উপাসনা করেন। ক্রমে সংবৎসর পূর্ণ হইলে, সর্ব্বলোক নমস্কৃত উমাপতি পশুপতি মহাদেব তথায় আসিয়া রাজা ভগীরথকে এই কথা বলিলেন, "হে নরশ্রেষ্ঠ! আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি; আমি তোমার প্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠান করিব, আমি মস্তক-দ্বারা শৈলরাজ হিমালয়ের নন্দিনী গঙ্গাকে ধারণ করিব।"

হে রাম! অনন্তর হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা নন্দিনী সেই সর্ব্বলোক-নমস্কৃতা পরম-দুর্দ্ধরা গঙ্গা দেবী "আমি স্রোতোদ্বারা শঙ্করকে গ্রহণ করিয়া পাতালে প্রবেশ করি," এরূপ চিন্তা করিয়া অতিমহৎরূপ ও দুঃসহ বেগ ধারণপূর্ব্বক আকাশ হইতে মহাদেবের শোভন মস্তকে পড়িতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ ত্রিলোচন হরগঙ্গার সেই অভিভবেচ্ছা জানিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে তিরোভূতা করিতে অভিপ্রায় করিলেন। হে রাম! সেই পুণ্যা গঙ্গা দেবী মহাদেবের সেই হিমালয়-তুল্য বৃহৎ জটামণ্ডল-রূপ-গহ্বরসম্পন্ন পুণ্য মস্তকে পতিতা হইয়া বিবিধ যত্ন করিয়াও কোন প্রকারেই তাঁহার মস্তক হইতে ভূতলে যাইতে সমর্থা হইলেন না, এমন কি, তিনি জটামণ্ডলের প্রান্তভাগে আসিয়াও নির্গতা হইতে পারিলেন না, প্রত্যুত তাঁহাকে বহু সংবৎসর কাল তথায় ভ্রমণ করিতে হইল।

হে রঘুনন্দন! এদিকে ভগীরথ গঙ্গাকে দেখিতে না পাইয়া পুনশ্চ তপস্যা করিয়া মহাদেবকে অত্যন্ত সন্তুষ্ট করিলেন। তখন মহাদেব গঙ্গাকে বিন্দু সরোবরে ক্ষেপণ করি-

লেন। গঙ্গা দেবী মহাদেব কর্তৃক বিসৃজ্যমানা হইলে, তাঁহার সাতটি স্রোত জন্মিল। তখন গঙ্গা দেবীর হ্লাদিনী, পাবনী ও নলিনী নামে তিনটি শিবজলা শুভ-ধারা পূর্ব্বদিক্ দিয়া বাহিতা হইল; তাঁহার সুচক্ষু, সীতা ও মহানদী সিন্ধু নামে তিনটি শুভ-জলা ধারা পশ্চিম-দিক্ দিয়া বাহিতা হইল; এবং তাঁহার সপ্তমী ধারা ভগীরথের রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাহিতা হইল,—মহাতেজস্বী রাজর্ষি ভগীরথ দিব্য স্যন্দনে আরূঢ় হইয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন, গঙ্গা দেবী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। গঙ্গা দেবী প্রথমত গগন হইতে মহাদেবের মস্তকে পতিতা হন, পরে তথা হইতে ভূতলে পতিতা হইয়া বাহিতা হন; এজন্য তৎকালে তাঁহার জল-সমস্ত পরস্পর প্রতিহত হইয়া তুমুল ধ্বনি করিতে করিতে বাহিত হইতেছিল। তখন পতনোদ্যত ও পতিত মৎস্য, কচ্ছপ এবং শিশুমারসমূহে বসুন্ধরা পরম-শোভান্বিতা হইল।

সেই সময়ে দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও সিদ্ধ-গণ সম্ভ্রান্ত হইয়া, কেহ কেহ নগরের ন্যায় বৃহৎ বিমানে, কেহ কেহ হয়ে, এবং কেহ কেহ গজে আরোহণ করিয়া সেই প্রদেশে আসিয়া বিমানে অধিষ্ঠান-পূর্ব্বক গগন হইতে পৃথিবীতে পতিতা গঙ্গাকে দেখিতে লাগিলেন। অমিত-তেজস্বী দেবেরা ইহলোকে গঙ্গার এই লোক-হিতকর অবতরণ সন্দর্শনাভিলাষী হইয়া তথায় সমাগত হইলে, এক পরমাশ্চর্য্য ব্যাপার হইয়া উঠিল,—তখন মেঘশূন্য গগনমণ্ডল, যেরূপ উদিত শত আদিত্য-দ্বারা প্রকাশমান হয়, সেইরূপ আপতিত দেবগণ ও তাঁহাদিগের আভরণ-প্রভা-দ্বারা প্রকাশমান ও যেরূপ নিঃসৃত-সৌদামিনী-দ্বারা শোভান্বিত হয়, সেইরূপ চঞ্চল শিশুমার, উরগ ও মীনগণ-দ্বারা শোভা-সম্পন্ন হইল, এবং যেরূপ শরৎকালীন মেঘ-গণে আকীর্ণ হইয়া শোভা লাভ করে, সেইরূপ তরঙ্গ-কর্তৃক বিকীর্য্যমাণ ইতস্তত পাণ্ডুবর্ণ ফেন-সমুদায়ে ও হংসসমূহে আকীর্ণ হইয়া শোভা লাভ করিল। তৎকালে মহাদেবের মস্তকে পতনান্তর ভূতলে পতিত সেই পাপনাশন নির্ম্মল গঙ্গাজলও কোন স্থানে দ্রুতগামী, কোন স্থানে লঘুগামী ও কোন স্থানে বক্রগামী হইয়া, কোন স্থানে বিস্তৃত ভাবে ও কোন স্থানে সঙ্কুচিত ভাবে গমন করত এবং কোন স্থানে পরস্পর অভ্যাহত হইয়া বারংবার ঊর্দ্ধ পথে যাইয়া পুনশ্চ ভূতলে নিপতিত হওত মনোহর-শোভা ধারণ করিল।

অনন্তর ঋষি ও গন্ধর্ব্বগণ এবং অন্যান্য যে যে ব্যক্তি সকল অভিশাপ-বশত স্বর্গ লোক হইতে বসুধাতলে পতিত হইয়া অধিবসতি করিতেছিলেন, তাঁহারা পবিত্র বোধে সেই মহাদেব-মস্তক-ভ্রষ্ট জল স্পর্শ করিলেন, এবং সেই জলে অভিষেক করিয়া বিমুক্তশাপ হইলেন, এমন কি! তাঁহারা সেই জল-দ্বারা নিষ্পাপ ও পুণ্যসমন্বিত হইয়া তখনই আকাশ-মার্গ অবলম্বন করিয়া স্বীয় স্বীয় লোকে গমন করিলেন। মানবেরা সেই গঙ্গাজল নির্ম্মল দেখিয়া প্রমোদ-সহকারেই তাহাতে অভিষেক করিয়া নিষ্পাপ হইল, এবং চরমে পরম প্রমোদ লাভ করিবার উপযুক্ত হইল।

হে রাম! এদিকে মহারাজ রাজর্ষি ভগী-রথ দিব্য স্যন্দনে আরোহণ করিয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছিলেন, গঙ্গা দেবীও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছিলেন, এবং সমস্ত দেব, ঋষি, দৈত্য, দানব, রাক্ষস, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, উরগ ও অপ্সরা প্রীতিপূর্ব্বক ভগীরথের রথের অনুগামী হইয়া গঙ্গার অনুগমন করিতে-ছিলেন, ও জলচরেরাও তাঁহার অনুগমন করিতেছিল। ঐরূপে রাজা ভগীরথ যে দিকে যাইতেছিলেন, সর্ব্বপাপনাশিনী যশস্বিনী সরিদ্বরা গঙ্গা দেবীও সেই দিকেই যাইতে-ছিলেন।

হে রাঘব! অনন্তর গঙ্গা দেবী অদ্ভুত-কর্ম্মা মহাত্মা যজমান জহ্নুর যজ্ঞস্থানে আসিয়া তাহা আপ্লাবিত করিলেন। তখন মহর্ষি জহ্নু গঙ্গা-কৃত সেই স্বীয় অপমান সন্দর্শন করিয়া তাঁহার সমস্ত জল পান করিয়া ফেলি-

লেন। ইহা এক পরমাদ্ভুত ব্যাপার হইয়া পড়িল। তখন দেব, গন্ধর্ব্ব ও ঋষিরা পরম বিস্মিত হইয়া পুরুষসত্তম মহাত্মা জহ্নুকে পূজা করিলেন, এবং গঙ্গাকে তাঁহার 'কন্যা' বলিয়া স্বীকার করিলেন। অনন্তর মহাতেজস্বী প্রভু জহ্নু তুষ্ট হইয়া গঙ্গাকে শ্রোত্র-দ্বারা বাহির করিলেন, এই জন্যই গঙ্গা দেবী জহ্নুর নন্দিনী হইলেন, অতএব তাঁহাকে 'জাহ্নবী' বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়।

হে রঘুবর! অনন্তর গঙ্গা দেবী আবার ভগীরথের রথের অনুগামিনী হইয়া যাইতে লাগিলেন। ক্রমে সেই সরিদ্বরা গঙ্গা দেবী সগর-নন্দন-গণ-কৃত গর্ত্তে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত রসাতলে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। রাজর্ষি ভগীরথ নানাবিধ যত্ন করিয়া গঙ্গাকে লইয়া তথায় গিয়া উপস্থিত হইয়া প্রপিতামহদিগকে ভস্মীভূত দেখিয়া অচেতনবৎ হইলেন। অনন্তর গঙ্গা দেবী স্বীয় সলিল-দ্বারা সগরনন্দনদিগের সেই ভস্মরাশি প্লাবিত করিলেন, তাঁহারাও স্বর্গ লাভ করিলেন।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

হে রাম! তখন সেই রাজা ভগীরথ গঙ্গার সহিত সাগরে যাইয়া, রসাতলের যে প্রদেশে সেই সগর-নন্দনেরা কপিল-কর্ত্তৃক ভস্মীকৃত হইয়াছিলেন, সেই প্রদেশে প্রবেশ করিলে, এবং গঙ্গা-কর্ত্তৃক সলিল-দ্বারা সেই ভস্ম আপ্লাবিত হইলে, সর্ব্বলোক-প্রভু ব্রহ্মা ভগীরথ রাজাকে এই কথা বলিলেন, "হে নরশার্দ্দূল! তুমি মহাত্মা সগরের ষষ্ঠিসহস্র পুত্রকে উদ্ধার করিলে; সগরনন্দনেরা দেবের ন্যায় স্বর্গ লোকে গমন করিল। হে পার্থিব! যেকাল-পর্য্যন্ত লোকে সাগরের জল থাকিবে, সেকাল-পর্য্যন্ত সমস্ত সগর-নন্দনেরাই দেবের ন্যায় দেবলোকে অধিবসতি করিবে। এই গঙ্গা দেবী তোমার জ্যেষ্ঠা নন্দিনী হইবেন, এবং তোমার কৃত নাম-দ্বারা লোকে খ্যাতি লাভ করিবেন,—তোমার তনয়া এই দিব্য-নদী গঙ্গা "ত্রিপথগা" এই নামে লোকে বিখ্যাতা হইবেন,—যেহেতু ইনি তিন পথ দিয়া বাহিতা হইলেন, এইজন্য ইঁহার "ত্রিপথগা" এই নাম লোকে প্রচারিত হইবে। হে জনপালক রাজন্! তুমি মনোরথ পূর্ণ কর,—তুমি এই জলে সমস্ত প্রপিতামহদিগের তর্পণ কর। হে বৎস মহাভাগ নিষ্পাপ রাজেন্দ্র! পূর্ব্বে তোমার পূর্ব্ব পুরুষ সেই অতিযশস্বী ধার্ম্মিক বর সগর এই মনোরথ সম্পাদনে সমর্থ হয় নাই; সেইরূপ ভূমণ্ডলে যাহার প্রভাবের তুলনার স্থান ছিল না, সেই ক্ষাত্রধর্ম্মানুষ্ঠায়ী, গুণশালী, মহর্ষি-তুল্য-তেজস্বী ও আমার তুল্য তপস্বী মহাপ্রভাব সম্পন্ন রাজর্ষি অংশুমান্ ইহলোকে গঙ্গাকে আনয়ন করিতে প্রার্থনাবান্ হইয়াও প্রতিজ্ঞা পূরণ করিতে পারেন নাই, এবং তোমার পিতা অতিতেজস্বী দিলীপও ইহলোকে গঙ্গাকে আনয়ন করিতে প্রার্থনা করিয়া আনয়ন করিতে সমর্থ হয় নাই। হে পুরুষ-শ্রেষ্ঠ! তুমি সেই প্রতিজ্ঞা পূরণ করিলে, এবং লোকে সর্ব্বসম্মত পরম যশ লাভ করিলে। হে অরিন্দম! তুমি ইহলোকে গঙ্গার অবতারণ করিয়া ধর্ম্মপ্রাপ্য অতিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মলোকে যাইবার অধিকারী হইলে। হে নরোত্তম! তুমি সদাস্নানোচিত এই গঙ্গাজলে আত্মাকে প্লাবিত করিয়া শুচি ও লব্ধপুণ্য হও, এবং সমস্ত প্রপিতামহদিগের তর্পণ কর। হে নর-পতে! তোমার মঙ্গল হউক,—তুমি স্বীয় কার্য্য সমাধা করিয়া স্বরাজ্যে গমন কর; আমিও স্বীয় লোকে গমন করি।"

মহাযশস্বী সর্ব্বলোক-পিতামহ দেবেশ্বর ব্রহ্মা ভগীরথকে ঐরূপ বলিয়া, দেবলোকের যে প্রদেশ হইতে আসিয়াছিলেন, সেই প্রদেশে গমন করিলেন। অনন্তর নরবর মহাযশস্বী রাজর্ষি ভগীরথও প্রপিতামহ সগর-নন্দনদিগের জ্যেষ্ঠানুজ্যেষ্ঠক্রমে যথান্যায়ে সেই উত্তম জলে তর্পণ করিয়া কৃতকৃত্য ও শুচি হইয়া স্বীয় নগরে প্রবেশ করিলেন, এবং স্বরাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। হে রাঘব! সমস্ত প্রজারা সেই নরপতিকে লাভ করিয়া বিগত-শোক, নিশ্চিন্ত

ও পূর্ণাভিলাষ হইয়া অতীব প্রমোদান্বিত হইল।

হে রাম! এই আমি তোমার নিকট বিস্তারিতরূপে গঙ্গার ত্রিপথ-গমন বিবরণ বর্ণন করিলাম। তোমার মঙ্গল হউক,—তুমি কল্যাণ লাভ কর, সন্ধ্যাকাল অতিক্রান্ত হইতেছে। হে কাকুৎস্থ! যিনি এই যশস্য আয়ুষ্য পুত্রফলপ্রদ স্বর্গজনক ধর্ম্ম্য-আখ্যান ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ব অন্যান্য ব্যক্তি সকলকে শ্রবণ করান, তাঁহার প্রতি দেবগণ ও তাঁহার পিতৃগণ প্রীত হয়, এবং যিনি এই গঙ্গাবতরণরূপ আয়ুষ্য শুভ-আখ্যান শ্রবণ করেন, তিনি সমস্ত অভিলষিত বিষয় লাভ করেন, এবং তাঁহার সমস্ত পাপ বিনষ্ট ও কীর্ত্তি বর্দ্ধমানা হয়।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর রঘুনন্দন রাম লক্ষ্মণের সহিত বিশ্বামিত্রের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম বিস্ময়ান্বিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, "হে ব্রহ্মন্! আপনি যে ভূমণ্ডলে গঙ্গার পুণ্যজনক অবতরণ ও গঙ্গা-দ্বারা সাগরের পূরণ-বিবরণ কীর্ত্তন করিলেন, তাহা অতীব অদ্ভুত। হে পরন্তপ! আমাদিগের উভয়েরই আপনার সেই সমস্ত কথা আদ্যন্ত চিন্তা করিতে করিতে এই রজনী এক ক্ষণের ন্যায় অতিবাহিতা হইবে, বোধ হইতেছে।

তখন বিশ্বামিত্রকে ঐরূপ বলিয়া, রাম ও লক্ষ্মণের সেই শুভ-কথা চিন্তা করিতে করিতে সেই সমগ্র রজনীই অতিবাহিতা হইল। অনন্তর বিমল প্রভাতকাল উপস্থিত হইলে, তপোধন বিশ্বামিত্র আহ্নিক-ক্রিয়া সমাধানপূর্ব্বক উপবেশন করিলে, রঘুনন্দন অরিদমন রাম তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "আমরা পরম শ্রোতব্য বিষয় শ্রবণ করিয়াছি; আমাদিগের সেই কল্যাণদায়িনী রজনী অতিবাহিতা হইয়াছে; সম্প্রতি চলুন, আমরা সকলে ঐ নৌকা-দ্বারা সরিদ্বরা ত্রিপথ-গামিনী পুণ্যনদী গঙ্গার পরপারবর্ত্তী হই। হে ভগবন্! আপনি এখানে আসিয়াছেন, ইহা জানিয়া, পুণ্যকর্ম্মা মহর্ষিদিগের ঐ শুভশয্যাশালিনী নৌকা শীঘ্র এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।"

কৌশিক বিশ্বামিত্র, মহাত্মা রঘুনন্দন রামের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাম লক্ষ্মণ ও ঋষিসমুদায়ের সহিত গঙ্গার পরপারে গমন করিলেন। তাঁহারা গঙ্গার উত্তর তীরে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য ঋষিদিগকে পূজা করিয়া সেই স্থানে উপবেশন করিলেন, এবং বিশালা নগরী দেখিতে পাইলেন। অনন্তর মুনিবর বিশ্বামিত্র সত্বর হইয়া রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণের সহিত সেই স্বর্গতুল্য রমণীয়া দিব্যনগরী বিশালার অভিমুখে গমন করিলেন। পরে মহাপ্রজ্ঞাশালী রাম প্রাঞ্জলি হইয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে সেই শ্রেষ্ঠ-নগরী বিশালার বিষয়ে এরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মহামুনে! আপনার মঙ্গল হউক,—সম্প্রতি বিশালা নগরীতে কোন্ রাজবংশীয় রাজত্ব করিতেছেন, ইহা শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় কুতূহল হইতেছে; সুতরাং আমি ঐ বিবরণ শুনিতে ইচ্ছা করি, আপনি তাহা বর্ণন করুন।"

মুনিবর বিশ্বামিত্র রামের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশালা নগরীসন্নিবেশের পূর্ব্বতন বিবরণ অবধি বর্ণন করিতে লাগিলেন, "হে রাঘব! এই নগরীসন্নিবেশের পূর্ব্বে এই প্রদেশে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা আমি শক্রের প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি, তোমার নিকট যথাতত্ত্ব কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। হে রাম! পূর্ব্বে সত্য যুগে অদিতি ও দিতির অনেক মহাবলসম্পন্ন, মহাভাগ্যশালী, অতিধার্ম্মিক ও বীর্য্যবান্ পুত্র ছিলেন। একদা সেই সমস্ত বিজ্ঞ অমিত-তেজস্বী মহাত্মা আদিতেয় ও দৈতেয়দিগের 'আমরা কিরূপে নিরাময়, নির্জর ও অমর হইতে পারি,' এরূপ চিন্তা হইল। হে নরব্যাঘ্র! অনন্তর তাঁহাদিগের 'আমরা ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন করিয়া তাহাতে রস (অমৃত) লাভ করিব,' এরূপ বুদ্ধি হইল। পরে তাঁহারা ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন করিতে

নিশ্চয় করিয়া বাসুকিকে মন্থনরজ্জু ও মন্দর পর্ব্বতকে মন্থনদণ্ড করত ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

"অনন্তর সহস্র সংবৎসর পূর্ণ হইলে, মন্থন-রজ্জুভূত বাসুকির ফণা সকল অত্যন্ত বিষ বমন করিতে করিতে সেই পর্ব্বতের শিলাতে দংশন করিল। তখন অগ্নিতুল্য হলাহল মহা-বিষ উত্থিত হইল, এবং সেই বিষে দেব, অসুর ও মানবের সহিত সমগ্র জগৎ ভস্মীভূত হই-বার উপক্রম হইয়া উঠিল। পরে দেবগণ শরণার্থী হইয়া পশুপতি মহাদেব শঙ্কর রুদ্রের শরণ লইয়া তাঁহাকে স্তব করিয়া 'রক্ষা করুন, রক্ষা করুন,' এই কথা বলিলেন। দেবদেবে-শ্বর প্রভু হরও দেবগণ-কর্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া সেই স্থানে প্রাদুর্ভূত হইলেন। অনন্তর সুরবর শঙ্খচক্রধারী হরিও সেই স্থানে প্রাদু-র্ভূত হইলেন, এবং ঈষৎ হাস্য করিয়া শূলধর হরকে 'হে প্রভো! যেহেতু আপনি দেবগণের অগ্রগণ্য, সুতরাং দেবতারা অগ্রে যাহা লাভ করেন, তাহা আপনারই; অতএব দেবতারা ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন করিয়া অগ্রে যে এই বিষ লাভ করিয়াছেন, আপনি এখানে থাকিয়া অগ্রপূজা-স্বরূপ তাহা গ্রহণ করুন,' এই কথা বলিলেন। তিনি ঐরূপ বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। পরে দেবেশ্বর ভগবান্ হর শার্ঙ্গধারী বিষ্ণুর বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং দেবতাদিগের ভয় দেখিয়া সেই ঘোরতর হালাহল বিষ অমৃতের ন্যায় ভক্ষণ করিলেন, এবং দেবতাদিগকে বিসর্জ্জন করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

হে রঘুনন্দন! অনন্তর সমস্ত দেব ও অসুরেরা পুনশ্চ মন্থন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে সেই মন্থনদণ্ড পর্ব্বতোত্তম মন্দর পাতালে প্রবেশ করিল। তখন দেব ও গন্ধর্ব্বেরা মধুসূদনকে 'হে মহাবাহো! আপনি সকল প্রাণীরই গতি; পরন্তু দেবগণের পরম-গতি; সুতরাং আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন,—আমাদিগের এই পর্ব্বতকে উত্তোলন করুন,' এরূপ স্তব করিলেন। অনন্তর সর্ব্বলোকাত্মা পুরুষোত্তম হৃষীকেশ হরি দেবতাদিগের সেই স্তব-বাক্য শ্রবণ করিয়া, এক অংশে কচ্ছপরূপ ধারণপূর্ব্বক সেই সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া পৃষ্ঠ-দ্বারা সেই পর্ব্বত ধারণ করত অবস্থিতি করিলেন, এবং স্বয়ং দেবগণের মধ্যে থাকিয়া হস্ত-দ্বারা সেই পর্ব্বতের অগ্রভাগ ধারণ করিয়া মন্থন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর সহস্র সংবৎসর পূর্ণ হইলে, সেই সমুদ্র হইতে সুধার্ম্মিক আয়ুর্ব্বেদ-বিজ্ঞ ধন্বন্তরি নামে এক পুরুষ দণ্ড ও কমণ্ডলু গ্রহণপূর্ব্বক উত্থিত হইলেন, এবং অনেক উত্তম-দ্যুতি-শালিনী বরাঙ্গনারা উত্থিত হইল। হে নর-বর! তাহারা সেই ক্ষীররূপ অপ (উদক) মন্থন-দ্বারা পরিণত রস হইতে উত্থিত হইল, এজন্য তাহাদিগের 'অপ্সরা' এই নাম হইল। হে কাকুৎস্থ! সেই সমস্ত উত্তম-দ্যুতিশালিনী কামিনীদিগের সংখ্যা ষষ্টি কোটি, তাহাদিগের পরিচারিকাদিগের সংখ্যা করা যায় না। সেই সমস্ত দেব ও দানব-দিগের মধ্যে কেহ তাহাদিগকে প্রতিগ্রহ করিলেন না, সেইজন্য তাহারা সাধারণী হইল। হে রঘুনন্দন! তৎপরে সেই সমুদ্র হইতে বরুণের বারুণী নামে মহাভাগা কন্যা পরিগ্রহাভিলাষিণী হইয়া উত্থিত হইলেন। হে বীর্য্যসম্পন্ন রাম! দিতির পুত্রেরা সেই বরুণনন্দিনীকে গ্রহণ করিল না; পরন্তু অদিতির নন্দনেরা সেই অনিন্দিতা বারুণীকে গ্রহণ করিলেন, এইজন্য তাঁহারা সুর হইলেন, এবং দৈতেয়েরা অসুর হইল। সুরেরা বারুণী গ্রহণ করিয়া প্রহৃষ্ট ও প্রমুদিত হইলেন। হে নরবর! পরে সেই সমুদ্র হইতে উচ্চৈঃশ্রবা নামে শ্রেষ্ঠ অশ্ব, কৌস্তুভ নামে শ্রেষ্ঠ মণি ও উত্তম অমৃত উত্থিত হইল।

হে রাম! অনন্তর সেই অমৃত গ্রহণ করিবার নিমিত্ত মহান্ কুলক্ষয়-কারক সংগ্রাম উপস্থিত হইল। তখন আদিতেয়েরা দৈতেয়-দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং সমস্ত অসুরেরাও রাক্ষসগণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। হে বীর! তৎকালে সেই মহাঘোর যুদ্ধ ত্রৈলোক্য-মোহ-কারী হইয়া

উঠিল। যখন উভয় পক্ষেই অনেকে ক্ষয় লাভ করিল, তখন সেই মহাবল বিষ্ণু মোহিনী মায়া অবলম্বন করিয়া শীঘ্র সেই অমৃত হরণ করিলেন। যাহারা তখন সেই অক্ষর পুরুষোত্তম প্রভবিষ্ণু বিষ্ণুর অভিমুখবর্ত্তী হইল, তাহারা সকলেই তাঁহার যুদ্ধে বিনষ্ট হইল। আদিতেয় ও দৈতেয়-বর্গের এই ঘোরতর মহাযুদ্ধে বীর্য্য-সম্পন্ন আদিতেয়েরা বহুতর দৈতেয়দিগকে হনন করিয়া ফেলিলেন, এমন কি! পুরন্দর সেই সকল দৈতেয়দিগকে বধ করিয়া রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন, এবং প্রমোদ-সহকারে ঋষি ও চারণ-গণ এবং সমস্ত লোক শাসন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৫ ॥

ষট্চত্বারিংশ সর্গ।

সেই সমস্ত পুত্র নিহত হইলে, দিতি পরম-দুঃখিতা হইয়া স্বীয় ভর্ত্তা মারীচ কশ্যপকে এই কথা বলিলেন, "হে ভগবন্! আমি আপনার মহাত্মা পুত্রগণ-কর্ত্তৃক হতপুত্রা হইয়াছি; অতএব দীর্ঘতপস্যা-দ্বারা শক্রহন্তা পুত্র লাভ করিতে আমার বাসনা হইতেছে, সুতরাং আমি তপস্যা করিব, আপনি আমাকে শক্রহন্তা সর্ব্বশক্তিমান্ পুত্র প্রদান করুন,"—

তখন মহাতেজস্বী মারীচ কশ্যপ সেই পরম-দুঃখিতা দিতির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রত্যুক্তি করিলেন, "হে তপোধন! তোমার মঙ্গল হউক,—তোমার প্রার্থনা ফলবতী হউক। তুমি শুচি হইয়া থাক, তাহা হইলেই যুদ্ধে শক্রনিহন্তা পুত্র জন্মাইবে, —যদি তুমি সম্পূর্ণ সহস্র সংবৎসর কাল শুচি হইয়া থাকিতে পার, তবে তুমি আমার ঔরসে ত্রৈলোক্যের অধিপতি শক্রের নিধন-কারী পুত্র জন্মাইবে।

হে নরশ্রেষ্ঠ! মহাতেজস্বী কশ্যপ দিতিকে ঐরূপ বলিয়া হস্ত-দ্বারা সম্মার্জ্জন করিলেন। পরে তিনি তাঁহাকে স্পর্শপূর্ব্বক "তোমার মঙ্গল হউক," এই কথা বলিয়া তপস্যা করিতে গমন করিলেন। তিনি গমন করিলে, দিতিও পরম হর্ষ-সহকারে কুশপ্লব নামক তপোবনে যাইয়া সুদারুণ তপ করিতে প্রবৃত্তা হইলেন। দিতি তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলে, সহস্রাক্ষ শক্র তাঁহার পরিচর্য্যোপযোগী উপায়-দ্বারা পরিচর্য্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন,—তিনি প্রয়োজনানুসারে তাঁহাকে জল, কুশ, কাষ্ঠ, অগ্নি, মূল, ফল ও যাহা যাহা তিনি অভি-লাষ করিতেন, তৎসমস্ত নিবেদন এবং গাত্র-মর্দ্দন-প্রভৃতি উপায়-দ্বারা তাঁহার শ্রম অপ-নয়ন করিতে লাগিলেন, অধিক কি! সকল সময়েই তাঁহার পরিচর্য্যাতে উদ্যত রহিলেন।

হে রঘুনন্দন! অনন্তর ক্রমে সহস্র বর্ষ পূর্ণ হইতে দশ বর্ষ কাল অবশিষ্ট থাকিলে, দিতি পরম হর্ষ সহকারে সহস্রাক্ষকে কহিলেন, "হে বীরাগ্রগণ্য পুত্র! আমার তপস্যার নিয়মিত সহস্র বর্ষ কাল পূর্ণ হইবার আর দশ বর্ষ কাল অবশিষ্ট আছে, সেই দশবর্ষ কাল অতীত হইলেই তোমার মঙ্গল হইবে, তুমি ভ্রাতাকে দেখিতে পাইবে। হে সুরশ্রেষ্ঠ! আমি তোমার বিনাশার্থ তোমার মহাত্মা পিতার নিকট একটি পুত্র প্রার্থনা করিয়া-ছিলাম, তিনিও আমাকে, 'তোমার সহস্র সংবৎসরান্তে তাদৃশ পুত্র হইবে,' এরূপ বর দিয়াছিলেন। হে ত্রিলোকপাল! পরন্তু আমি তোমার নিধনকারী সেই পুত্রকে তোমার জয়া-কাঙ্ক্ষী করিয়া দিব, তুমিও তাঁহার সহিত নিশ্চিন্ত হইয়া রাজ্য ভোগ করিবে।"

হে রাম! দিতি দেবী সহস্রাক্ষকে ঐরূপ বলিয়া, মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত হইলে, মস্তক-স্থাপনের স্থানে পদদ্বয় রাখিয়া নিদ্রাক্রান্তা হইলেন। দিতি মস্তক-স্থাপনের স্থানে পদদ্বয় ও পদদ্বয় স্থাপনের স্থানে মস্তক রাখিয়া নিদ্রিতা হইলে, শক্র তাঁহাকে অশুচি দেখিয়া প্রমুদিত হইলেন, এবং হাস্য করিলেন। অনন্তর পুরন্দর সাবধান হইয়া তাঁহার যোনি-বিবরে প্রবেশ করিয়া সেই গর্ভকে সপ্তধা ছেদন করেন। তৎকালে সেই গর্ভ ইন্দ্র-কর্ত্তৃক শতপর্ব্ব-সমন্বিত বজ্র-দ্বারা ছিদ্যমান হইয়া উচ্চ স্বরে রোদন করিতে লাগিল।

মহাতেজস্বী বাসবও সেই রোদনকারী গর্ভকে 'রোদন করিও না,' 'রোদন করিও না,' এই কথা বলিতে বলিতে ছেদন করিলেন। দিতি সেই শব্দে সংজ্ঞা লাভ করিয়া শক্রকে 'গর্ভ হনন করিও না,' 'গর্ভ হনন করিও না,' বলিলেন। অনন্তর বজ্রধারী শক্র মাতৃবাক্য-গৌরববশত তথা হইতে নির্গত হইলেন, এবং প্রাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "হে দেবি! আপনি পদদ্বয় স্থাপনের স্থানে মস্তক রাখিয়া, অশুচি হইয়া নিদ্রিতা হইয়াছিলেন, আমি সেই অবকাশ লাভ করিয়া যুদ্ধে আমার নিধন-কারী সেই গর্ভকে সপ্তধা ছেদন করিয়াছি, আপনি আমার সেই অপরাধ ক্ষমা করুন।"

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

ইন্দ্র-কর্তৃক গর্ভ সপ্তধা ছিন্ন হইলে, দিতি পরম-দুঃখিতা হইয়া অনুনয়-সহকারে দুরাধর্ষ সহস্রাক্ষকে এই বাক্য বলিলেন, "হে বলসূদন দেবেশ! আমারই অপরাধে এই গর্ভ সপ্তধা ছিন্ন হইয়াছে, ইহাতে তোমার অপরাধ নাই; পরন্তু আমি বাসনা করি যে, তুমি এই বিপর্যস্ত গর্ভের প্রিয় সম্পাদন কর,—আমার নন্দনেরা দিব্যরূপ-সম্পন্ন হইয়া তোমার কৃত "মারুত" এই নামে খ্যাতি লাভ করিয়া, তোমার অধীনে থাকিয়া সপ্ত মরুল্লোকের অধীশ্বর হউক, এবং বাতস্কন্ধাভিধেয় সপ্তধা-বিভক্ত আকাশ-মণ্ডলে বিচরণ করুক।—হে সুরশ্রেষ্ঠ! তোমার মঙ্গল হউক,—কাল-ক্রমে আমার নন্দনেরা মারুত নামে বিখ্যাত হইয়া, তোমার শাসনানুসারে এক পুত্র ব্রহ্ম-লোকে, আর এক পুত্র ইন্দ্রলোকে, অন্য এক পুত্র "দিব্য বায়ু" বলিয়া বিখ্যাত হওত আকাশে এবং অপর চারিটি পুত্র চারিদিকে বিচরণ করুক।"

বলসূদন সহস্রাক্ষ পুরন্দর তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে এই বাক্য বলিলেন, "আপনার মঙ্গল হইবে,—আপনি যাহা যাহা বলিলেন, তৎসমুদায়ই হইবে, ইহাতে সংশয় নাই,—আপনার পুত্রেরা অবশ্যই দিব্যরূপ-সম্পন্ন হইয়া সেই সকল লোকে বিচরণ করিবে।"

হে রাম! সেই তপোবনে সেই মাতা ও পুত্র উভয়ে সেইরূপ নিশ্চয় করিয়া, কৃতার্থ হইয়া স্বর্গলোকে গমন করেন, ইহা আমি শ্রবণ করিয়াছি। হে কাকুৎস্থ! এই প্রদেশেই পূর্ব্বে সেই তপোবন ছিল, যাহাতে অধিবসতি করিয়া মহেন্দ্র তপঃসিদ্ধা দিতিকে সেইরূপে পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন।

হে নরব্যাঘ্র! অনন্তর কিছু কালের পর ইক্ষ্বাকু নরপতির অলম্বুষা-নাম্নী ভার্য্যাতে 'বিশাল' এই নামে বিখ্যাত পরম ধার্ম্মিক পুত্র হন। তিনি এই স্থানে বিশালা নামে নগরী সন্নিবেশ করেন। হে রাম! সেই বিশালের পুত্র মহাবলসম্পন্ন হেমচন্দ্র; তাঁহার পুত্র সুচন্দ্র নামে বিখ্যাত হন; তাঁহার পুত্র ধূম্রাশ্ব নামে খ্যাতি লাভ করেন; তাঁহার পুত্র সৃঞ্জয়; তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ ও প্রতাপ-বান্ সহদেব; তাঁহার পুত্র পরম ধার্ম্মিক কুশাশ্ব; তাঁহার পুত্র মহাতেজস্বী ও প্রতাপ-বান্ সোমদত্ত; এবং তাঁহার পুত্র কাকুৎস্থ নামে বিখ্যাত হন। সম্প্রতি সেই নরপতি কাকুৎস্থের অমর-তুল্য মহাতেজস্বী সুমতি নামে দুর্জয় তনয় এই পুরীতে অধিবসতি করিতেছেন। ইক্ষ্বাকু নরপতির প্রসাদে বিশাল দেশের সমস্ত নরপালেরাই দীর্ঘায়ু, পরম ধার্ম্মিক, মহাত্মা ও বীর্য্যবান্ হইয়া থাকেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! অদ্য আমরা এস্থানে সুখে রজনী যাপন করিব; কল্য প্রভাতে তুমি জনক রাজাকে দেখিতে পাইবে।

এদিকে বিশ্বামিত্র আসিতেছেন, শুনিয়া, মহাযশস্বী মহাতেজস্বী নরবরাগ্রগণ্য সুমতি উপাধ্যায় ও বান্ধব-বর্গের সহিত প্রাঞ্জলি হইয়া তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন, এবং তাঁহাকে পরম-পূজা করিয়া অনাময় জিজ্ঞাসা-পূর্ব্বক বলিলেন, "হে মুনে! আমি ধন্য হইলাম, যেহেতু আপনি আমার রাজ্যে সমাগত এবং দর্শন-পথের পথিক হইয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন। অতএব আমার

বোধ হইতেছে যে, আমা হইতে আর কেহই ধন্যতর নহে!”

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

সুমতি মহামুনি বিশ্বামিত্রকে সমাগম-নিবন্ধন অবশ্যকর্ত্তব্য কুশল-প্রশ্ন করিয়া, কথার অবসর পাইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, “হে মুনে! আপনার মঙ্গল হউক,—এই দুই কুমার গজ ও সিংহ সমগামী, দেবতুল্য-পরাক্রমী, পদ্মপত্রের ন্যায় বিশাল-নয়ন-শালী, ধনুর্ধারী, বদ্ধ তূণ, খড়্গ-সম্পন্ন, নিত্য-যৌবন-সম্পন্ন অশ্বিনী-কুমার দ্বয়ের ন্যায় রূপশালী এবং শার্দ্দূল ও বৃষভ-সদৃশ শৌর্য্যসম্পন্ন; যেরূপ সূর্য্য ও চন্দ্র আকাশের শোভা সম্পাদন করেন, সেইরূপ ইহাঁরা সমগত হইয়া এই প্রদেশের শোভা সম্পাদন করিয়াছেন; ইহাঁরা পদব্রজে কিপ্রকারে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, কিজন্যইবা আসিয়াছেন এবং কাহারইবা পুত্র? হে মুনে! ইহাঁদিগকে দেখিলে, বোধ হয় যে, যেন দুইটি অমর স্বর্গলোক হইতে যদৃচ্ছাক্রমে পৃথিবীতে আসিয়াছেন; এই দুই বরায়ুধধর নরবর বীর কুমার পরস্পর চেষ্টিত, ইঙ্গিত ও প্রমাণে সমতুল্য; ইহাঁরা কিজন্য এই দুর্গম পথে আসিয়াছেন? আমার এই সমস্ত বিবরণ যথাতত্ত্ব শ্রবণ করিতে বাসনা হইতেছে, আপনি নির্দ্দেশ করুন।”

বিশ্বামিত্র তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রকৃত বিবরণ বর্ণন করিলেন। রাজা সুমতি বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম বিস্মিত হইয়া সেই দুই সমুপস্থিত পরম অতিথি মহাবল-সম্পন্ন সৎকারার্হ দশরথনন্দনকে যথাবিধি উত্তমরূপে পূজা করিলেন। অনন্তর সেই দুই রঘুনন্দন সুমতির নিকট পরম সৎকার লাভ করিয়া সেই স্থানে রজনী অতিবাহন করিলেন। পরে তাঁহারা মিথিলাভিমুখে গমন করিলেন। অনন্তর সমস্ত মুনিরা জনকের সেই মিথিলা-নাম্নী শুভ পুরী দেখিতে পাইয়া “সাধু সাধু” বলিয়া তাহার প্রশংসা করত সৎকার করিলেন। পরে রঘুনন্দন রাম তৎপ্রদেশীয় মিথিলার উপবনে একটি পুরাতন নির্জন রমণীয় আশ্রম দেখিতে পাইয়া মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে ভগবন্! ঐ স্থান আশ্রমের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে; কিন্তু সম্প্রতি উহাতে কোন ঋষি নাই; পূর্ব্বে ঐ আশ্রম কাহার ছিল, তাহা শ্রবণ করিতে আমার বাসনা হইতেছে, আপনি বলুন।

বাক্য-বিশারদ মহাতেজস্বী মহামুনি বিশ্বামিত্র রঘুনন্দন রামের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে প্রত্যুক্তি করিলেন, “হে রাঘব! যে মহাত্মা মহর্ষি কোপবশত এই আশ্রমের প্রতি শাপ দিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমি যথাতত্ত্ব কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। হে নরবর! পূর্ব্বে এই দিব্য আশ্রম মহাত্মা গৌতমের ছিল; দেবতারাও ইহার সৎকার করিতেন। হে রাজনন্দন! মহাযশস্বী গৌতম বহু বর্ষ এই আশ্রমে অহল্যার সহিত তপস্যা করিয়াছিলেন।

হে রঘুনন্দন! একদা গৌতমের অবর্ত্তমানে সময় বোধ করিয়া শচীপতি সহস্রাক্ষ মহেন্দ্র তাঁহার বেশ ধারণ-পূর্ব্বক অহল্যার নিকটে যাইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, “হে সুমধ্যমে! তুমি সঙ্গমোচিত অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা হইয়া রহিয়াছ, সুতরাং তোমার সহিত সঙ্গম করিতে আমার বাসনা হইতেছে; তুমি শীঘ্র আমার অভিলাষ পূরণ কর, অবিহিত কাল বোধ করিয়া কাল বিলম্ব করা বিধেয় নহে, যেহেতু রমণার্থী ব্যক্তি রতিবিষয়ে বিহিত কালের প্রতীক্ষা করিতে পারে না।”

অহল্যা তাঁহাকে গৌতম-বেশ-ধারী সহস্রাক্ষ জানিতে পারিয়াও দুর্ব্বুদ্ধি-বশত দিব্য-রমণ-জনিত কুতূহল লাভ করিতে অভিলাষিণী হইয়া তাদৃশ কর্ম্ম করিতে অভিপ্রায় করিলেন। অনন্তর তিনি পূর্ণ-মনোরথা হইয়া সুরশ্রেষ্ঠকে “হে সর্ব্ব শক্তি-সম্পন্ন দেবনাথ! তুমি পূর্ণ-মনোরথ হইয়াছ, সম্প্রতি শীঘ্র এস্থান হইতে প্রস্থান কর, এবং সর্ব্ব প্রকারে আমার ও আপনার গৌরব রক্ষা কর.” এই কথা বলিলেন।

মহেন্দ্রও হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "হে সুশ্রোণি! আমি তোমার প্রতি অতীব পরিতুষ্ট হইয়াছি; যেস্থান হইতে আসিয়াছি, এই আমি সেই স্থানে চলিলাম।"

হে রাম! তখন মহেন্দ্র এইরূপে অহল্যার সহিত সঙ্গম করিয়া গৌতমের প্রতি শঙ্কিত হইয়া সম্ভ্রম-পূর্ব্বক সত্বর সেই পর্ণশালা হইতে নির্গত হইলেন। তিনি বহির্গত হইয়াই দেব ও দানব-গণের দুরাধর্ষণীয়, তপোবল-সমন্বিত এবং অনলের ন্যায় দেদীপ্যমান মুনিবর গৌতমকে তীর্থোদকে স্নান করিয়া সমিৎ ও কুশ গ্রহণ-পূর্ব্বক আশ্রমে প্রবেশ করিতে দেখিতে পাইলেন। সুরপতি তাঁহাকে দেখিয়াই ত্রস্ত ও বিষণ্ণ-বদন হইলেন। অনন্তর সেই সদাচারী মুনি দুর্ব্বৃত্ত সহস্রাক্ষকে আত্ম-বেশ-ধারী দেখিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "রে দুর্ম্মতে! যেহেতু তুই আমার রূপ ধারণ করিয়া এই অকর্ত্তব্যকর্ম্ম করিয়াছিস, অতএব তুই অণ্ডকোষবিহীন হইবি।"

মহাত্মা গৌতম ক্রুদ্ধ হইয়া ঐরূপ বলিলে, সহস্রাক্ষের তখনই অণ্ডদ্বয় পতিত হইল। মহর্ষি গৌতম শক্রের তাদৃশী অবস্থা দেখিয়া ভার্য্যাকেও এরূপ অভিশাপ দিলেন, "রে দুর্ব্বৃত্তে! তুই এই আশ্রমে বহুসহস্র বর্ষ নিরাহারা, বাতভক্ষ্যা, ভস্মশায়িনী ও সমস্ত প্রাণীর অদৃশ্যা হইয়া অনুতাপ করত অধিবসতি করিবি। যখন এই ঘোর বনে দশরথ-নন্দন দুরাধর্ষণীয় রাম আসিবেন, তখন তুই পবিত্রা হইবি,—তুই তাঁহার আতিথ্য করিয়া লোভ-রহিতা ও মোহ-বর্জ্জিতা হইয়া স্বীয় রূপ লাভ-পূর্ব্বক আমার সন্নিহিতা হওত প্রমোদ লাভ করিবি।"

মহাতেজস্বী মহাতপস্বী গৌতম দুষ্টচারিণী অহল্যাকে ঐরূপ বলিয়া এই আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধচারণসেবিত রমণীয় হিমালয়-শৃঙ্গে যাইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৮ ॥

ঊনপঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর অণ্ডবিহীন শক্র অগ্নি প্রভৃতি দেব, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও চারণগণকে বিত্রস্ত-নয়ন হইয়া বলিলেন, "হে সুরবরগণ! আমি মহাত্মা গৌতমের তপস্যার বিঘ্ন সম্পাদনার্থ ক্রোধ উৎপাদন-পূর্ব্বক সুরকার্য্য সাধন করিয়াছি,—গৌতম ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে অণ্ডহীন ও অহল্যাকে ত্যাগ করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে ঐরূপ কঠিন অভিশাপ প্রদান করাইয়া তাঁহার তপস্যা অপহরণ করিয়াছি; অতএব তোমরা সকলে ঋষি ও চারণগণের সহিত আমাকে সমুষ্ক কর।"

পুরোগামী অগ্নি-প্রভৃতি সমস্ত দেবেরা মরুদ্গণের সহিত শতক্রতু মহেন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া পিতৃদেবগণের নিকট যাইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, "সম্প্রতি শক্র অণ্ডহীন হইয়াছেন; এই মেষের মুষ্ক আছে, তোমরা শীঘ্র ইহার মুষ্ক গ্রহণ করিয়া মহেন্দ্রে যোগ কর। তোমরা এই মেষকে মুষ্কহীন করিলে, এ তোমাদিগের সন্তোষ বিধান করিবে; পরন্তু যে সকল মানবেরা তোমাদিগের সন্তোষ সম্পাদনার্থ তোমাদিগকে মেষ প্রদান করিবে, তোমরা তাহাদিগকে অক্ষয় উত্তম ফল প্রদান করিও।"

হে কাকুৎস্থ! পিতৃদেবেরা অগ্নির বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই মেষের মুষ্ক-দ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক সহস্রাক্ষে সন্নিবেশ করিলেন। হে রঘুনন্দন! তাঁহারা মেষের মুষ্ক মহেন্দ্রে যোগ করিয়া তৎকালাবধি মিলিত হইয়া মুষ্কহীন মেষ সকল ভক্ষণ করিতে লাগিলেন, মহেন্দ্রও মহাত্মা গৌতমের তপস্যাপ্রভাবে তৎকালাবধি মেষবৃষণ হইলেন। হে মহাপ্রভাব সম্পন্ন রাম! তুমি পুণ্য-কর্ম্মা গৌতমের আশ্রমে চল, এবং সেই মহাভাগা দেবরূপিণী অহল্যাকে উদ্ধার কর।

বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া, রঘুনন্দন রাম লক্ষ্মণের সহিত তাঁহাকে অগ্রে করিয়া সেই আশ্রমে প্রবেশ করিলেন, এবং যাঁহাকে বিধাতা এরূপ প্রযত্ন করিয়া নির্ম্মাণ করিয়া-

ছিলেন যে, দেখিলে, আপাতত "মায়াময়ী" বলিয়া বোধ হইত, এবং যাঁহাকে এত কাল সুরাসুর প্রভৃতি সমস্ত ত্রিলোক বাসী প্রাণীরা মিলিত হইয়াও দেখিতে পাইতেন না, সেই মনোহরাঙ্গী অহল্যাকে ধূমপরীতা প্রদীপ্তা অগ্নিশিখার ন্যায় প্রতীয়মানা, মেঘ ও তুষারাবৃতা পূর্ণ-চন্দ্র-প্রভার ন্যায় প্রকাশমানা ও জলের মধ্যে পতিতা দুর্দর্শনীয়া প্রদীপ্ত-সূর্য্য প্রভার ন্যায় প্রতীয়মানা দেখিতে পাইলেন। অহল্যা গৌতমের অভিশাপে রাম সন্দর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত ত্রৈলোক্যের দুর্নিরীক্ষ্যা হইয়াছিলেন; তৎকালে শাপের অবসান হওয়ায় সমস্ত প্রাণীরই প্রত্যক্ষ-গোচরা হইলেন। তখন রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণ প্রমোদ-সহকারে তাঁহার পাদ বন্দনা করিলেন। পরে অহল্যা গৌতমের বাক্য স্মরণ করিয়া সুসমাহিতা হইয়া তাঁহাদিগকে লইয়া যাইয়া পাদ্য, অর্ঘ্য ও আতিথ্য দ্রব্য প্রদান করিলেন। কাকুৎস্থনন্দন রামও তাহা যথানিয়মে প্রতিগ্রহ করিলেন। সেই সময়ে দেবলোকে দেবদুন্দুভি সকল নিনাদিত হইতে লাগিল, এবং গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাদিগের মহান্ মহোৎসব ও দেবলোক হইতে সেই আশ্রমে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল। দেবতারা সেই তপোবল-বিশুদ্ধাঙ্গী গৌতমের বশীভূতা ও অনুগামিনী অহল্যাকে "সাধু সাধু" বলিয়া পূজা করিলেন। অনন্তর মহাতেজস্বী গৌতম অহল্যার সহিত মিলিত হইয়া সুখী হইলেন, ও রামকে যথাবিধি পূজা করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন, এবং রামও মহামুনি গৌতমের নিকট যথাবিধি পরম-পূজা লাভ করিয়া মিথিলা পুরীর অভিমুখে গমন করিলেন।

উনপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চাশ সর্গ।

রাম লক্ষ্মণের সহিত বিশ্বামিত্রকে অগ্রে করিয়া সেই আশ্রমের ঐশানী দিক্ দিয়া যাইয়া জনকের যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হইলেন, ও মুনিবর বিশ্বামিত্রকে বলিলেন, "হে মহাভাগ! আমি দেখিতেছি, ঋষিগণের সকল আবাসস্থলই শত শত অগ্নিহোত্রাদি-সম্ভারবাহক শকটে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, সুতরাং আমার বোধ হইতেছে যে, মহাত্মা জনকের এই যজ্ঞে নানাদেশ-নিবাসী বেদাধ্যায়ী বহুসহস্র ব্রাহ্মণ সমাগত হইয়াছেন; অতএব তাঁহার যজ্ঞ-সমৃদ্ধি অতীব সাধু। হে ব্রহ্মন্! আপনি আমাদিগের বাসস্থান অবধারণ করুন।"

মহামুনি বিশ্বামিত্র রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া সলিলান্বিত নির্জ্জন প্রদেশে আবাস স্থির করিলেন।

এদিকে বিশ্বামিত্র আসিয়াছেন, শ্রবণ করিয়া, আনন্দিত নৃপবর জনক বিনয়ান্বিত ও সত্বর হইয়া তখনই পুরোহিত শতানন্দ ও মহাত্মা ঋত্বিগ্‌দিগকে অগ্রে করিয়া যথান্যায়ে অর্ঘ্য গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন, এবং ধর্ম্মানুসারে তাঁহাকে সেই অর্ঘ্য দিলেন। বিশ্বামিত্রও মহাত্মা জনক রাজার সেই পূজা গ্রহণ করিয়া তাঁহার মঙ্গল ও যজ্ঞের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং হর্ষ-সহকারে কুশল জিজ্ঞাসা করত যথান্যায়ে সেই সমস্ত পুরোহিত ও ঋত্বিক্ প্রভৃতি ঋষিদিগের সহিত মিলিত হইলেন। পরে জনক রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে "হে ভগবন্! আপনি সমভিব্যাহারী মুনিদিগের সহিত আসনে উপবেশন করুন," ইহা বলিলেন। মহামুনি বিশ্বামিত্র জনকের বাক্য শ্রবণ করিয়া উপবেশন করিলেন। পরে নরপতি জনক পুরোহিত, ঋত্বিক্ ও অমাত্যগণের সহিত তাঁহার চতুর্দ্দিকে আসনে উপবেশন করিলেন। অনন্তর তিনি বিশ্বামিত্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "হে ব্রহ্মন্! আপনার সন্দর্শন লাভ হওয়ায় অদ্য আমি ধন্য হইলাম! হে মুনিবর! আমার এই যজ্ঞও দেবগণ-কর্ত্তৃক সফলীকৃত হইল!—আমি যজ্ঞফল লাভ করিলাম! যেহেতু আপনি আমাকে অনুগ্রহ করিলেন!—মুনিগণের সহিত যজ্ঞভূমিতে সমাগত হইলেন! হে মহর্ষে! মনস্বী উপাধ্যায়েরা আমাকে বলিয়াছেন যে, আমার দীক্ষার নিয়মিত

কালের আর দ্বাদশ দিবস মাত্র অবশিষ্ট আছে, তৎপরে দেবতারা স্ব স্ব হবির ভাগ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত এখানে আগমন করিবেন। আপনার তাঁহাদিগকে দর্শন করা উচিত।”

নরপতি জনক মুনিবর বিশ্বামিত্রকে ঐরূপ বলিয়া প্রহৃষ্ট-বদন হইলেন, এবং তখনই আবার প্রযত ও প্রাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে মহামুনে! আপনার মঙ্গল হউক,—এই দুই কুমার শার্দ্দূল ও বৃষভের ন্যায় শৌর্য্য-সম্পন্ন, বীর্য্যশালী, কাক-পক্ষধারী, গজসদৃশগামী, দেবতুল্য-পরাক্রমী, নিত্য-যৌবন-সম্পন্ন অশ্বিনী-কুমার-দ্বয়ের ন্যায় রূপবান্ এবং পরস্পর শরীর-পরিমাণ, চেষ্টিত ও ইঙ্গিত বিষয়ে সমতুল্য; সুতরাং ইহাঁদিগকে দেখিয়া বোধ হয় যে, দেবলোক হইতে যেন দুই অমর যদৃচ্ছাক্রমে ভূতলে আসিয়াছেন; ইহাঁরা কে? কাঁহার পুত্র? যেরূপ আদিত্য ও চন্দ্র আকাশের শোভা সম্পাদন করেন, সেইরূপ ইহাঁরা এই প্রদেশের শোভা সম্পাদন করিয়াছেন; ইহাঁরা কিনিমিত্ত এখানে আসিয়াছেন, এবং কিপ্রকারেই বা পদব্রজে আসিয়াছেন? হে মুনে! আমি এ সমস্ত বিবরণ যথাতত্ত্ব শ্রবণ করিতে বাসনা করি, আপনি বর্ণন করুন্।

অপ্রমেয়াত্মা বিশ্বামিত্র মহাত্মা জনকের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে নিবেদন করিলেন, “ইহাঁরা দশরথের পুত্র। ইহাঁরা নির্ব্বিঘ্নে সিদ্ধাশ্রমে আসিয়া কয়েক দিবস অধিবসতি করিয়া অনেক রাক্ষস বধ করিয়াছেন। তৎপরে বিশালা নগরী ও অহল্যাকে সন্দর্শন করিয়া এবং গৌতমের সহিত সমাগত হইয়া আপনার সেই শ্রেষ্ঠ ধনুর বিষয় অবগত হইবার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছেন।”

মহাতেজস্বী মহামুনি বিশ্বামিত্র মহাত্মা জনক রাজাকে ঐ সমস্ত বিবরণ নিবেদন করিয়া মৌন অবলম্বন করিলেন।

পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫০ ॥

একপঞ্চাশ সর্গ।

সেই ধীমান্ বিশ্বামিত্রের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, মহাতেজস্বী, মহাতপস্বী ও তপস্যা-দ্বারা জাজ্বল্যমান-প্রভাশালী জ্যেষ্ঠ গৌতম-নন্দন শতানন্দ প্রহৃষ্টরোমা হইলেন, এবং রামকে সন্দর্শন করিয়া বিস্ময় লাভ করিলেন। পরে তিনি সেই দুই নৃপনন্দন রাম ও লক্ষ্মণকে সুখাসীন দেখিয়া মুনিবর বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, “হে মহাতেজস্বি-মুনিশার্দ্দূল! আপনি ত এই রাজনন্দন রামকে আমার সেই যশস্বিনী দীর্ঘ-তপো-নিরতা মাতারে সন্দর্শন করাইয়াছেন? আমার যশস্বিনী মাতা ত সমস্ত প্রাণীরই পূজার্হ এই রামকে বন্য ফল মূলাদি-দ্বারা পূজা করিয়াছেন? হে কৌশিক মহাতেজস্বি-মুনিশার্দ্দূল! পূর্ব্বে আমার মাতার ইন্দ্র-নিবন্ধন যে অসদাচরণ হইয়াছিল, তাহা ত আপনি রামকে কহিয়াছেন? রাম সন্দর্শনান্তে অভিশাপের অবসান হইলে, আমার মাতা ত আমার পিতার সহিত মিলিতা হইয়াছেন? এই মহাতেজস্বী রাম ত আমার মহাত্মা জনক-কর্ত্তৃক পূজিতা হইয়া প্রশান্ত মনে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া এখানে আসিয়াছেন? হে গাধেয়! আপনার মঙ্গল হউক,—আপনি এ সমস্ত বিবরণ বর্ণন করুন্।”

মহামুনি বাগ্মী বিশ্বামিত্র বক্তৃতা-সম্পন্ন শতানন্দের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রত্যুক্তি করিলেন, “হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিস্মৃত হই নাই; পরন্তু তাহা সম্পাদন করিয়াছি,—যেরূপ ভৃগু-নন্দন যমদগ্নির পত্নী রেণুকা, তাঁহার সহিত সঙ্গতা হইয়াছিলেন, সেইরূপ তোমার মাতা তোমার পিতার সহিত সঙ্গতা হইয়াছেন।”

ধীমান্ বিশ্বামিত্রের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, মহাতেজস্বী শতানন্দ রামকে এই কথা বলিলেন, “হে রঘুনন্দন নরবর! আপনি আমার ভাগ্যক্রমেই অপরাজিত মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে অগ্রে করিয়া এখানে আসিয়াছেন, আপনার পথে ত বিঘ্ন ঘটে নাই? হে রাম! ভূমণ্ডলে আপনা হইতে ধন্যতর আর কেহই

নাই! যেহেতু এই মহাতেজস্বী অমিত-প্রভাশালী গাধি-নন্দন বিশ্বামিত্র আপনার রক্ষক হইয়াছেন! ইনি অচিন্ত্যকর্ম্মা,—ইনি এতাদৃশ সুমহৎ তপ করিয়াছিলেন যে, ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করেন, অধিক কি! আমি জানি, ইনি সকলেরই পরমগতি-স্বরূপ। এই মহাত্মা কৌশিক বিশ্বামিত্রের যেরূপ সামর্থ্য, তাহা আমি শক্তি-অনুসারে যথাতত্ত্ব বর্ণন করিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন্। পূর্ব্বে এই ধর্ম্মাত্মা অরিদমন বিশ্বামিত্র বহু কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। হে রাম! ইহাঁর পূর্ব্ব-পুরুষ ধর্ম্মজ্ঞ কৃতবিদ্য প্রজাহিত-নিরত প্রজাপতি-নন্দন কুশ রাজা ছিলেন; তাঁহার পুত্র বলবান্ সুধার্ম্মিক কুশনাভ; এবং তাঁহার পুত্র গাধি-নামে বিখ্যাত হন। এই মহামুনি অতিতেজস্বী বিশ্বামিত্র সেই গাধির পুত্র। ইনি রাজা হইয়া বহুসহস্র বর্ষ পৃথিবী পালন করত রাজ্য করিয়াছিলেন।

একদা রাজত্ব-সময়ে এই মহাবল-সম্পন্ন শূরাগ্রগণ্য মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র সৈন্য-উদ্যোগ করিয়া অক্ষৌহিণী-পরিমিত সৈন্যে পরিবৃত হইয়া পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ইনি বিচরণ করিতে করিতে নানা নগর, রাষ্ট্র, সরিৎ, মহাগিরি ও আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বসিষ্ঠের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং দেখিতে পাইলেন যে, সেই আশ্রম যেন দ্বিতীয় ব্রহ্মলোক,—তাহা বিবিধ পুষ্প, লতা ও বৃক্ষ-সমন্বিত, সিদ্ধচারণ-সেবিত, বিবিধ মৃগগণে সমাকীর্ণ, প্রশান্ত হরিণগণে পরিব্যাপ্ত, ব্রাহ্মণগণ-শোভিত, দেবর্ষিগণ-সেবিত, ব্রহ্মর্ষি-সমূহে পরিব্যাপ্ত, শ্রীসম্পন্ন, তপঃসিদ্ধ অগ্নিতুল্য-তেজস্বী ব্রহ্মকল্প মহাত্মা মহর্ষিগণে সর্ব্বদা সমাকীর্ণ এবং অব্ভক্ষ, বায়ুভক্ষ, শীর্ণপর্ণভোজী, রাগাদিদোষশূন্য, জিতেন্দ্রিয়, দান্ত, ফলমূলাশী, জপ-হোমপরায়ণ বালখিল্য ও বৈখানস-প্রভৃতি ঋষিগণে চতুর্দ্দিকে উপশোভিত রহিয়াছে এবং দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণেও শোভিত রহিয়াছে।

একপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

মহাবল বিশ্বামিত্র সেই আশ্রম সন্দর্শন করিয়া পরম প্রীত হইয়া বিনয়-সহকারে মুনিবর বসিষ্ঠের সমীপে যাইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন, এবং মহাত্মা বসিষ্ঠ-কর্তৃক 'আপনি ত সুখে আসিয়াছেন?' এরূপ জিজ্ঞাসিত হইলেন। পরে ভগবান্ বসিষ্ঠ তাঁহাকে শিষ্য-দ্বারা আসন প্রদান করিলেন। অনন্তর ধীমান্ বিশ্বামিত্র উপবিষ্ট হইলে, মুনিবর বসিষ্ঠ তাঁহাকে যথান্যায়ে ফল ও মূল উপহার দিলেন। মহাতেজস্বী রাজসত্তম বিশ্বামিত্র বসিষ্ঠের নিকট সেই পূজা লাভ করিয়া, তাঁহার তপস্যা, অগ্নিহোত্র ও শিষ্য-সকলের কুশল জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক তাঁহাকে তত্রত্য বৃক্ষ-সমুদায়েরও কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন মহাতপস্বী মুনিবর ব্রহ্মনন্দন বসিষ্ঠ তাঁহাকে 'সকল বিষয়েরই মঙ্গল,' এই কথা বলিলেন। অনন্তর তিনি সুখোপবিষ্ট রাজা বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসিলেন, "হে পরন্তপ ধার্ম্মিক রাজসত্তম! আপনার মঙ্গল ত?—আপনি ত রাজধর্ম্মানুসারে প্রজারঞ্জন করিয়া ন্যায়ানুসারে তাহাদিগকে পালন করিতেছেন? আপনার ভৃত্যেরা বেতনাদি দ্বারা সম্যক্ সন্তুত হইয়া আপনার শাসনানুসারে চলিতেছে ত? হে রিপুসূদন! আপনি ত সমস্ত রিপুদিগকে পরাজয় করিয়াছেন? এবং আপনার পুত্র, পৌত্র, মিত্র, সৈন্য ও কোষের ত মঙ্গল?"

মহাতেজস্বী রাজা বিশ্বামিত্র বিনয়ান্বিত বসিষ্ঠকে, 'সকল বিষয়েই মঙ্গল,' ইহা বলিলেন। তখন সেই ধর্ম্মিষ্ঠ বসিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র পরস্পর পরম প্রমোদ-সহকারে অনেক ক্ষণ কথোপকথন করিয়া প্রীতি লাভ করিলেন। হে রঘুনন্দন! অনন্তর কথার অবসর পাইয়া ভগবান্ বসিষ্ঠ হাসিতে হাসিতে বিশ্বামিত্রকে এই কথা বলিলেন, "হে অপ্রমেয়-প্রভাব মহাবল-সম্পন্ন রাজন্! আপনি অতিথিশ্রেষ্ঠ, সুতরাং প্রযত্ন-সহকারে পূজনীয়; অতএব আমি আপনার ও আপনার এই সমস্ত

সৈন্যের যথান্যায়ে আতিথ্য করিতে বাসনা করি; আপনি আমার কৃত এই সৎকার প্রতিগ্রহ করুন্।”

রাজা বিশ্বামিত্র মহামুনি বসিষ্ঠ-কর্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, “হে পূজনীয় মহাপ্রাজ্ঞ! আপনার ঐ সৎকারানুকূল বাক্য-দ্বারাই আমার সৎকার করা হইয়াছে; বিশেষত আমি আপনার সন্দর্শন, পাদ্য, আচমনীয়, ফল, মূল এবং আশ্রমস্থ অন্যান্য বস্তু-দ্বারা আপনা-কর্তৃক সর্ব্ব প্রকারেই সম্যক্ পূজিত হইয়াছি। হে ভগবন্! আমি যাইব, আপনাকে নমস্কার করি; আপনি সকরুণ নয়নে আমাকে অবলোকন করুন।”

বিশ্বামিত্র সেইরূপ বলিলে, উদারবুদ্ধি ধর্ম্মাত্মা বসিষ্ঠ আবার বারংবার তাঁহাকে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তখন গাধি-নন্দন বিশ্বামিত্র ‘ভাল!’ বলিয়া তাঁহার বাক্য স্বীকারপূর্ব্বক তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, “হে মুনিপুঙ্গব ভগবন্! আপনার যাহা প্রিয়, তাহাই হউক।”

অনন্তর মুনিশ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠ বিশ্বামিত্র-কর্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া প্রীতি-সহকারে নিষ্পাপা চিত্রবর্ণা হোমধেনুকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন, “হে কামধুক্ শবলে! এস, শীঘ্র এস, এবং আমার বাক্য শ্রবণ কর। হে দেবি! আমি এই সসৈন্য রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের মহার্হ ভোজনদ্বারা সৎকার করিতে অধ্যবসায় করিয়াছি; তুমি আমার সেই অধ্যবসায় সফল কর,—তুমি আমার নিমিত্ত, ইহাঁর সৈন্যগণের মধ্যে যাহার যাহার ছয় রসের মধ্যে যে যে রস প্রিয়, তাহার তাহার জন্য সেই সেই রস সৃষ্টি কর,—শীঘ্র সরস অন্ন, লেহ্য, চোষ্য ও পেয়-সম্বলিত সর্ব্বপ্রকার খাদ্য সৃজন কর।”

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫২ ॥

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ।

হে শত্রুসূদন রাম! বসিষ্ঠ সেইরূপ বলিলে, কামধুক্ শবলা সকলেরই ইচ্ছানুরূপ কমনীয় বস্তু সকল উৎপাদন করিলেন,—তিনি অনেক ইক্ষু, মধু, লাজ, মৈরেয় মদ, উত্তম উত্তম মদ্য সকল, বিবিধ বহুমূল্য পেয় ও নানাবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য উৎপন্ন করিলেন। তখন উষ্ণ অন্নের অনেক পর্ব্বততুল্য রাশি, নানাবিধ বিশুদ্ধ পায়স, বিবিধ সূপ, অনেক দধিকুল্যা এবং নানাবিধ সুস্বাদু সরস খাণ্ডব-নামক খাদ্যবিশেষে পরিপূর্ণ সহস্র সহস্র রজতনির্ম্মিত ভোজন-পাত্র হইল।

হে রাম! অনন্তর বিশ্বামিত্রের সমস্ত সৈন্যই বসিষ্ঠ কর্তৃক সম্যক্ তর্পিত হইয়া প্রহৃষ্ট হইল, এবং পুষ্টিলাভ করিল। তখন রাজর্ষি বিশ্বামিত্র ও পুরোহিত, ব্রাহ্মণ, অন্তঃপুরবাসী প্রবর জন, মন্ত্রী, অমাত্য এবং ভৃত্য-বর্গের সহিত বসিষ্ঠ-কর্তৃক পূজিত হইয়া প্রহৃষ্ট হইলেন, ও পুষ্টি লাভ করিলেন, এবং পরম হর্ষসহকারে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, “হে পূজনীয় ব্রহ্মন্! আমি আপনা-কর্তৃক পূজিত ও সম্যক্ সৎকৃত হইয়াছি। হে বাক্যবিশারদ! আমি আপনাকে একটি কথা বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। “হে ভগবন্! আপনি এক লক্ষ গবীর বিনিময়ে আমাকে শবলা প্রদান করুন। হে দ্বিজবর! এই শবলানাম্নী গবীটি রত্নস্বরূপ; পার্থিবেরাও রত্নের অধিকারী, সুতরাং তাঁহারা বল-পূর্ব্বকও রত্ন হরণ করিয়া থাকেন; অতএব ঐ গবীটি ন্যায়ানুসারে আমারই হইতেছে, আপনি আমাকে প্রদান করুন।”

ধর্ম্মাত্মা ভগবান্ মুনিশ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠ, মহীপতি বিশ্বামিত্র-কর্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া, তাঁহাকে প্রত্যুক্তি করিলেন, “হে অরিদমন রাজর্ষে! আমি শত সহস্র বা শত শত কোটি গো অথবা অনেক রজত-রাশির বিনিময়েও শবলাকে প্রদান করিব না, যেহেতু এই শবলা, আত্মবান্ ব্যক্তির কীর্ত্তির ন্যায়, আমার চিরসহচরী, সুতরাং ইহাকে পরিত্যাগ করা আমার উচিত নয়; বিশেষত আমার হব্য, কব্য, জীবন, অগ্নিহোত্র, বলি, হোম, স্বাহাকার, বষট্‌কার ও বিবিধবিদ্যা, এসমস্তই ইহার আয়ত্ত; ইহাতে সংশয় নাই, অধিক কি! আমি সত্য-

দ্বারা শপথ করিয়া বলিতেছি যে, এই শবলাই আমার সর্ব্বস্ব ও সন্তোষের নিদান। হে রাজন্! আমি এই সকল কারণে তোমাকে শবলা প্রদান করিব না।"

বাক্য-বিশারদ বিশ্বামিত্র বসিষ্ঠ-কর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া অত্যন্ত আগ্রহ-সহকারে তাঁহাকে এই বাক্য বলিলেন, "হে সুব্রত! আমি আপনাকে সুবর্ণ-নির্ম্মিত-কণ্ঠ-ভূষণসম্পন্ন সৌবর্ণকক্ষ্যা সমন্বিত স্বর্ণাঙ্কুশ-বিভূষিত চতুর্দ্দশ সহস্র হস্তী, শ্বেতাশ্ব-চতুষ্টয়-বহনীয় কিঙ্কিণী-জালভূষিত অষ্ট শত রথ, সুদেশোৎপন্ন সৎকুলীন মহাতেজস্বী এক সহস্র দশটি অশ্ব এবং এক কোটি বিবিধ-বর্ণ-বিভক্তা প্রাপ্ত-বয়স্কা গবী প্রদান করিতেছি,আপনি আমাকে শবলা প্রদান করুন। হে দ্বিজোত্তম! আপনি ইহা-ব্যতীত আর যত রত্ন ও হিরণ্য অভিলাষ করেন, আমি আপনাকে ততই রত্ন ও হিরণ্য প্রদান করিব; আপনি আমাকে শবলা প্রদান করুন্।"

ভগবান্ বসিষ্ঠ ধীমান্ বিশ্বামিত্র-কর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, "হে রাজন্! আমি কোন ক্রমেই শবলা প্রদান করিব না; যেহেতু এই শবলাই আমার রত্ন ও হিরণ্য এবং সর্ব্বস্ব, অধিক কি! উহাই আমার জীবন; উহাই দর্শ, পৌর্ণমাস ও আমার সমস্ত যজ্ঞ লাভের হেতু; এবং উহাই আমার নানাবিধ-ক্রিয়া,—উহার দ্বারাই আমি সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদন করি, ইহাতে সংশয় নাই। হে রাজন্! আর অধিক বলিবার আবশ্যক কি! আমি এই কামদোহিনী শবলাকে প্রদান করিবই না!"

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ।

হে রাম! যখন বসিষ্ঠ মুনি কোন ক্রমেই কামধেনু শবলাকে প্রদান করিলেন না, তখন বিশ্বামিত্র বলপূর্ব্বক সৈনিক পুরুষ-দ্বারা শবলাকে লইয়া চলিলেন। হে রাম! শবলা মহাত্মা নরপতি বিশ্বামিত্র-কর্ত্তৃক সৈনিক-দ্বারা নীয়মানা হইয়া শোক-সন্তপ্তা ও দুঃখিতা হইলেন, এবং ক্রন্দন করিতে করিতে চিন্তা করিলেন যে, "ধার্ম্মিক বিশুদ্ধাত্মা মহাত্মা মহর্ষি বসিষ্ঠ কি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন যে, রাজভৃত্য-কর্ত্তৃক আমি দীনা হইয়া পরম দুঃখে নীয়মানা হইতেছি? আমি তাঁহার নিকট এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে, তিনি আমাকে নিষ্পাপা এবং ভক্তা দেখিয়াও পরিত্যাগ করিলেন?" হে শক্রসূদন! তখন শবলা ঐরূপ চিন্তা পূর্ব্বক বারংবার নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মহাতেজস্বী মহাত্মা বসিষ্ঠের নিকট বেগ-সহকারে গমন করিলেন,—তিনি সেই শত শত রাজভৃত্য-দিগকে অপসারিত করিয়া রোদন ও চীৎকার করিতে করিতে অনিল-তুল্য বেগে তাঁহার সমীপে গমন করিলেন, এবং তাঁহার অগ্রে দাঁড়াইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে মেঘ-তুল্য গম্ভীর নিস্বনে তাঁহাকে কহিলেন, "হে ব্রহ্ম-নন্দন ভগবন্! আপনি কি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন যে, আপনার নিকট হইতে রাজভৃত্যেরা আমাকে লইয়া যাইতেছে?"

ব্রহ্মর্ষি বসিষ্ঠ শবলা-কর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া সেই শোক-সন্তপ্ত হৃদয়া শবলাকে, দুঃখিতা কন্যার ন্যায়, এই কথা বলিলেন, "হে শবলে! তুমি আমার কিছু অপকার কর নাই, এবং আমিও তোমাকে পরিত্যাগ করি নাই; এই মহাবল সম্পন্ন রাজা বলপূর্ব্বক আমার নিকট হইতে তোমাকে লইয়া যাইতেছেন। আমি উহাঁর বলে তুল্য নহি, উনি বল-সম্পন্ন ক্ষত্রিয় রাজা—পৃথিবীর পতি; বিশেষত গজ,বাজি ও রথে সমাকীর্ণ এবং হস্তীর উপরি-স্থিত ধ্বজ-সমূহে পরিব্যাপ্ত এই অক্ষৌহিণী-পরিমিত সৈন্যে পরিবৃত হইয়া সমধিক বল-সম্পন্ন হইয়াছেন।"

বাক্যবিশারদা শবলা অতুল-প্রভাশালী ব্রহ্মর্ষি বসিষ্ঠ কর্ত্তৃক সেইরূপ উক্তা হইয়া বিনয়-সহকারে এই বাক্যে তাঁহাকে প্রত্যুক্তি করিলেন, "হে ব্রহ্মন্! ব্রাহ্মণের নিকট ক্ষত্রিয়েরা বলবান্ নহেন, ব্রাহ্মণেরাই বলবত্তর,—ব্রাহ্মণ-দিগের দিব্য বল ক্ষত্রিয়-বল হইতে অত্যন্ত

অধিক, ইহা পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, সুতরাং আপনি অপ্রমেয়-বল-সম্পন্ন,—আপনার বীর্য্য অসহ্য; অতএব এই বিশ্বামিত্র মহাবীর্য্য-সম্পন্ন হইয়াও আপনা হইতে বলাধিক নহেন। হে মহাতেজস্বিন্! আমি ব্রহ্মবল-সমন্বিতা, আপনি আমাকে নিয়োগ করুন; আমি এক্ষণই এই দুরাত্মা বিশ্বামিত্রের দর্প ও সমস্ত বল বিনাশ করিতেছি।"

হে রাম! তখন মহাযশস্বী বসিষ্ঠ শবলা-কর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে 'তুমি পর-সৈন্য-বিনাশক সৈন্য সৃষ্টি কর,' এই কথা বলিলেন। শবলা তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তখনই সৈন্য সৃষ্টি করিলেন। হে নৃপ! তাঁহার হম্বা রবে শত শত পহ্লবেরা উৎপন্ন হইয়া বিশ্বামিত্রের সমক্ষেই সৈন্য সকল বিনাশিতে লাগিল। তখন রাজা বিশ্বামিত্র পরম ক্রুদ্ধ হইয়া ক্রোধ-বিস্ফারিত নয়নে বিবিধ শস্ত্র-দ্বারা সেই সমস্ত পহ্লবদিগকে বিনাশ করিলেন।

অনন্তর শবলা পহ্লবদিগকে বিশ্বামিত্র-কর্ত্তৃক অর্দ্দিত দেখিয়া পুনশ্চ শত শত ভয়ানক শক ও যবনদিগকে সৃষ্টি করিলেন। সেই সমস্ত মহাবীর্য্য-সমন্বিত হেমকিঞ্জল্ক-সদৃশ প্রভা-সম্পন্ন শক ও যবন সমুদায়ে এই ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। সেই সমস্ত সুতীক্ষ্ণ অসি ও পট্টিশ-ধারী হেমবর্ণ-বস্ত্রপরিধায়ী শক ও যবনেরা প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় বিশ্বামিত্রের সৈন্য সকল দগ্ধ করিয়া ফেলিল। পরে মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র অনেক অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। সেই সকল অস্ত্রে সেই সমস্ত যবন, কাম্বোজ ও বর্ব্বরেরা আহত হইয়া ব্যাকুল হইল।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর বসিষ্ঠ সেই সমস্ত শক-প্রভৃতিকে বিশ্বামিত্রের অস্ত্রে মোহিত হইয়া পলায়মান হইতে দেখিয়া শবলাকে, "হে কামদোহিনি! তুমি যোগ-দ্বারা সৈন্য সৃষ্টি কর," বলিয়া নিয়োগ করিলেন। পরে শবলার হুঙ্কারে রবিতুল্য-তেজস্বী অনেক কাম্বোজ, স্তন হইতে শস্ত্রধারী অনেক বর্ব্বর, যোনিদেশ হইতে অনেক যবন, গুহ্যদেশ হইতে অনেক শক এবং রোমকূপ হইতে অনেক হারীত ও কিরাত প্রভৃতি ম্লেচ্ছেরা উৎপন্ন হইল। হে রঘুনন্দন! তাহারা তৎক্ষণাৎ বিশ্বামিত্রের গজ, অশ্ব, রথ ও পদাতি-সমন্বিত সমস্ত সৈন্য বিনাশিয়া ফেলিল।

তখন তপস্বিপ্রবর মহাত্মা বসিষ্ঠ-কর্ত্তৃক সৈন্য-বিনাশ দেখিয়া, বিশ্বামিত্রের এক শত তনয় পরম ক্রুদ্ধ হইয়া নানাবিধ আয়ুধ ধারণ-পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহর্ষি বসিষ্ঠ তাঁহাদিগকে হুঙ্কার-দ্বারা দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন,—সেই সমস্ত বিশ্বামিত্র-নন্দনেরা অশ্ব, রথ ও পদাতি-বর্গের সহিত মুহূর্ত্ত কালের মধ্যে মহাত্মা বসিষ্ঠ-কর্ত্তৃক ভস্মীকৃত হইলেন।

অনন্তর মহাযশস্বী বিশ্বামিত্র পুত্র সকল ও সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট দেখিয়া লজ্জিত ও চিন্তান্বিত হইলেন, অধিক কি! তিনি সদ্যই নির্বেগ সমুদ্রের ন্যায় বেগশূন্য এবং ভগ্নদংষ্ট্র উরগ ও রাহুগ্রস্ত সূর্য্যের ন্যায় নিষ্প্রভ হইলেন। বিশ্বামিত্র হতপুত্র ও হতসৈন্য হইয়া, হতযজ্ঞ ব্রাহ্মণের ন্যায়, হতবল ও হতোৎসাহ হওত নির্বেদ প্রাপ্ত হইলেন, এবং এক পুত্রকে "তুমি ক্ষাত্র ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী পালন কর," বলিয়া রাজ্য করিতে নিয়োগ করিয়া বনে গমন করিলেন। তিনি কিন্নর ও উরগগণ-সেবিত হিমালয়ের পার্শ্বে যাইয়া মহাদেবের প্রসাদার্থ সুমহৎ তপ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কিছু কালের পর দেবদেব বৃষধ্বজ মহাদেব বরপ্রদ হইয়া মহামুনি বিশ্বামিত্রের নয়নগোচর হইলেন, এবং তাঁহাকে কহিলেন, "হে রাজন্! আমি তোমাকে বর দান করিবার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছি; তুমি কিজন্য তপস্যা করিতেছ,—তুমি তপস্যা-দ্বারা কি বর লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, তাহা নির্দ্দেশ কর।"

মহাতপস্যাকারী বিশ্বামিত্র মহাদেব-কর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে প্রণতি-পূর্ব্বক এই

কথা বলিলেন, "হে অনঘ দেবদেব মহাদেব! যদি আপনি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমার এই অভিলাষ সফল হউক,—আপনি আমাকে মন্ত্র ও রহস্যের সহিত সাঙ্গোপাঙ্গ ধনুর্বেদ প্রদান করুন,—আপনার প্রসাদে আমার অন্তরে, দেব, গন্ধর্ব্ব, মহর্ষি, যক্ষ দানব ও রাক্ষস-প্রভৃতিদিগের যে সকল অস্ত্র আছে, তৎসমুদয় অস্ত্রই প্রতিভা লাভ করুক।"

হে রাম! দেবদেব মহাদেব বিশ্বামিত্রকে 'ঐরূপই হউক,' এই বাক্য বলিয়া তখনই চলিয়া গেলেন। তখন মহাবল-সম্পন্ন বিশ্বামিত্র রাজাও মহাদেবের নিকট অস্ত্র সকল লাভ করিয়া অতীব দর্পিত হইলেন, এমন কি! তিনি দর্পপূর্ণ হইয়া উঠিলেন,—তিনি পর্ব্বকালে সমুদ্রের ন্যায় বীর্য্যে বর্দ্ধমান হইলেন, এবং ঋষিসত্তম বসিষ্ঠকে নিহতই বোধ করিলেন।

অনন্তর তিনি বসিষ্ঠের আশ্রমে যাইয়া অনেক অস্ত্র ক্ষেপণ করিলেন। হে রাম! সেই সমস্ত অস্ত্রের তেজে সেই তপোবন দগ্ধপ্রায় হইয়া পড়িল। তখন ধীমান্ বিশ্বামিত্রের নিক্ষিপ্ত সেই অস্ত্র সকল দেখিয়া, শত শত মুনি ও বসিষ্ঠের শিষ্য এবং সহস্র সহস্র মৃগ ও পক্ষী, বসিষ্ঠ বারংবার "ভয় নাই ভয় নাই," এরূপ বলিতে লাগিলেও, সেই সকল অস্ত্রের ভয়ে ভীত হইয়া নানা দিকে পলায়ন করিলেন। এমন কি! মহাত্মা বসিষ্ঠের আশ্রম মুহূর্ত্ত কালের মধ্যে শূন্য ও নিঃশব্দ হইয়া উষরভূমির ন্যায় প্রতীয়মান হইল। তখন মহাতেজস্বী মহাতপস্বী বসিষ্ঠ পলায়মান ব্যক্তিদিগকে যে রূপ ভাস্কর নীহার বিনাশ করেন, সেইরূপ গাধি-নন্দন বিশ্বামিত্রকে, "অদ্য আমি বিনাশ করিব," এরূপ বলিয়া রোষ-সহকারে, বিশ্বামিত্রকে "রে দুরাচার মূঢ়! যেহেতু তুই আমার এই চিরসংবৃদ্ধ আশ্রম নষ্ট করিলি, অতএব তুই জীবিত থাকিবি না," এইবাক্য বলিলেন। তিনি বিশ্বামিত্রকে ঐরূপ বলিয়া, পরম ক্রুদ্ধ হইয়া, শীঘ্র যমদণ্ডেরন্যায় দণ্ড উত্তোলন করিয়া, নির্ধূম কালানলের ন্যায় প্রকাশমান হইলেন।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৫ ॥

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ।

মহাবল বিশ্বামিত্র বসিষ্ঠ-কর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া, আগ্নেয় অস্ত্র উদ্দেশ করিয়া তাঁহাকে 'থাক্, থাক্' বলিলেন। ভগবান্ বসিষ্ঠও সেই বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া, কালদণ্ডের ন্যায় ব্রহ্মদণ্ড ধারণ করিয়া বিশ্বামিত্রকে বলিলেন, "রে ক্ষত্রিয়াধম গাধিপুত্র! এই আমি দাঁড়াইয়া আছি! তোর যত সামর্থ্য আছে, তাহা দেখা! অদ্য আমি তোর ও তোর অস্ত্রগণের দর্প নাশ করিব! রে ক্ষত্রিয়াধম! কোথায় আমার সুমহৎ দিব্য ব্রহ্মবল, আর কোথায় তোর ক্ষত্রবল! তুই আমার ব্রহ্মবল দেখ্।"

বসিষ্ঠ সেইরূপ বলিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অনন্তর তাঁহার ব্রহ্মদণ্ড-প্রভাবে বিশ্বামিত্রের সেই মহাঘোর আগ্নেয় অস্ত্র, যেরূপ জল-দ্বারা অগ্নির বেগ প্রশান্ত হয়, সেইরূপ প্রশান্ত হইল। তখন বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হইয়া বারুণ, ভয়ানক ঐন্দ্র, পাশুপত, ঐষিক, মানব, মোহন-নামক গন্ধর্ব্ব, স্বাপন, সন্তাপন, বিলাপন, জৃম্ভন, মোহন, দারুণ শোষণ, সুদুর্জ্জয় বজ্র, অতিপ্রিয় পৈনাক, পৈশাচ, ক্রৌঞ্চ, বায়ব্য, মথন, হয়শির, দারুণ কালসম্বন্ধীয়, ভয়ানক কাপাল, কিঙ্কিণী এবং বিদ্যাধর-সম্বন্ধীয় সুমহৎ বাণ এবং শুষ্ক ও আর্দ্র দুই প্রকার অশনি, ব্রহ্মপাশ, কালপাশ, বরুণপাশ, দণ্ড, ধর্ম্মচক্র, বিষ্ণুচক্র, কালচক্র, দুইটি শক্তি, কঙ্কাল-নামক মুষল ও ভয়ানক ত্রিশূল, এই সমস্ত অস্ত্র ক্রমে ক্রমে তপস্বিপ্রবর বসিষ্ঠের উপর ক্ষেপণ করিলেন। ব্রহ্মনন্দন বসিষ্ঠও দণ্ড দ্বারা সেই সমস্ত অস্ত্রই নিবারণ করিলেন, ইহা এক আশ্চর্য্য ব্যাপার হইল!

হে রঘুনন্দন! অনন্তর সেই সমস্ত অস্ত্রই নিবারিত হইলে, গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র ব্রহ্মাস্ত্র ক্ষেপণ করিতে উদ্যম করিলেন। সেই ব্রহ্মাস্ত্র উদ্যত দেখিয়া, অগ্নি-প্রভৃতি দেব, দেবর্ষি, গন্ধর্ব্ব ও শ্রেষ্ঠ উরগেরা সম্ভ্রান্ত হইলেন, অধিক কি! সেই অস্ত্র ক্ষেপণের উদ্যমে ত্রিলোকস্থ সকলেই সম্যক ত্রাসযুক্ত হইল। বসিষ্ঠ স্বীয়

ব্রাহ্মতেজে ব্রহ্মদণ্ডদ্বারাই সেই মহাঘোর ব্রহ্মাস্ত্রও সমগ্রগ্রাস করিয়া ফেলিলেন। সেই অস্ত্র গ্রাস-কালে মহাত্মা বসিষ্ঠের সুদারুণ ভয়াবহ ত্রিলোকমোহকারী রূপ হইল,—তাঁহার সমস্ত রোমকূপ হইতে অগ্নির ধূমপরীতা শিখার ন্যায় শিখা নির্গতা হইতে লাগিল, এবং তাঁহার হস্তস্থিত কালদণ্ড-তুল্য ব্রহ্মদণ্ডও নির্ধূম কালাগ্নির ন্যায় জাজ্জ্বল্যমান হইয়া উঠিল। তৎকালে মুনিগণ মহর্ষি বসিষ্ঠকে এইরূপ স্তব করিলেন, "হে ব্রহ্মন্! আপনার বল অমোঘ, পরন্তু আপনি স্বীয় তেজে তেজ ধারণ করুন, এবং ত্রিলোকও নির্ব্বৃতি লাভ করুক। হে ব্রহ্মন্! এই বিশ্বামিত্র মহাবল-সম্পন্ন হইয়াও আপনা-কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইলেন, সুতরাং আপনার বলই অতিশ্রেষ্ঠ ও অব্যর্থ।"

মহাতেজস্বী মহাতপস্বী বসিষ্ঠ মুনিগণ-কর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া প্রশান্ত হইলেন। বিশ্বামিত্রও বসিষ্ঠ-কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়া, নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মনে মনে এরূপ বলিলেন, "ক্ষত্রিয়ের বলে ধিক্! ব্রহ্মবলই পরম বল! কেননা এক ব্রহ্মদণ্ড-দ্বারাই আমার সমস্ত অস্ত্র বিনাশিত হইল! আমি এই ব্যাপার দেখিয়া প্রসন্নেন্দ্রিয় ও প্রহৃষ্টমানস হইলাম; সম্প্রতি যে তপস্যা-দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়, আমি তাদৃশ সুমহৎ তপ করিব।"

• ষট্পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ।

হে রঘুনন্দন রাম! অনন্তর বসিষ্ঠবৈরী মহা-তপস্বী বিশ্বামিত্র মহাত্মা বসিষ্ঠ-কৃত সেই আত্ম-নিগ্রহ স্মরণ করত সন্তপ্ত-হৃদয় হইয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে দক্ষিণদিকে যাইয়া মহিষীর সহিত ফল-মূল-ভোজী ও দান্ত হওত পরম ঘোর তপ করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহার হবিষ্যন্দ, মধুষ্যন্দ ও দৃঢ়নেত্র নামে তিনটি মহারথ সত্যধর্ম্ম-পরায়ণ পুত্র জন্মিল।

অনন্তর ক্রমে ক্রমে সহস্র বর্ষ পূর্ণ হইলে, সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা আসিয়া তপোধন বিশ্বামিত্রকে এই মধুর বাক্য বলিলেন, "হে গাধেয়! এই তপস্যার ফলে আমরা তোমাকে 'রাজর্ষি' বলিয়া বোধ করিলাম,—তুমি এই তপস্যা-দ্বারা রাজর্ষি-লোক সকল লাভ করিলে।"

হে কাকুৎস্থ! মহাতেজস্বী সর্ব্ব-লোক-প্রভু ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রকে ঐরূপ বলিয়া দেবগণের সহিত স্বর্গে স্বীয় লোকে গমন করিলেন। বিশ্বামিত্রও সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়া পরম দুঃখিত হইলেন, এবং ক্রুদ্ধ হইয়া মনে মনে "আমি সুমহৎ তপ করিয়াছি! ইহাতে আমাকে সমস্ত দেব ও ঋষিগণ 'রাজর্ষি' বলিয়া বোধ করিলেন! বোধ করি, তপস্যার ফল নাই!" এই কথা বলিলেন। মহাতপস্বী ধর্ম্মাত্মা বিশ্বামিত্র মনে মনে ঐরূপ নিশ্চয় করিয়া আবার পরম যত্ন-সহকারে তপস্যা করিতে লাগিলেন।

হে রঘুনন্দন! এই সময়ে ইক্ষ্বাকুকুলবর্দ্ধন সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ত্রিশঙ্কু-নামক নর-পতির "আমি সশরীরে দেবলোকে গমন করি," এই অভিলাষে যাগ করিতে মন হইল। তিনি বসিষ্ঠকে আহ্বান করিয়া তাঁহার নিকট আত্ম-বাসনা প্রকাশ করিলেন। মহাত্মা বসিষ্ঠ তাঁহাকে "ইহা হইবার নহে," বলিলেন। নর-পতি ত্রিশঙ্কুও বসিষ্ঠ-কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া দক্ষিণ-দিকে গমন করিলেন। অনন্তর তিনি সেই কর্ম্মের সিদ্ধির নিমিত্ত বসিষ্ঠের দীর্ঘ-তপস্যাকারী পুত্রদিগের উদ্দেশে, যে স্থানে তাঁহারা তপস্যা করিতেছিলেন, সেই স্থানে গমন করিলেন। পরে মহাতেজস্বী ত্রিশঙ্কু মনস্বী বসিষ্ঠ-পুত্রদিগকে তপস্যা-তৎপর দেখিতে পাইলেন। তিনি সেই সমস্ত মহাত্মা গুরুপুত্রদিগের নিকটে যাইয়া, আনুপূর্ব্বিক ক্রমে অভিবাদন করিয়া, লজ্জায় অধোবদন ও কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাদিগকে এই কথা বলিলেন, "হে তপস্যাতৎপর গুরুনন্দনগণ! আমি আপনাদিগের শরণাগত হইলাম। হে শরণ্যগণ! আমি মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে মানস করিয়া মহাত্মা বসিষ্ঠের নিকট যাইয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছি। সম্প্রতি আপনা-

দিগের শরণাগত হইয়া, ভূমিষ্ঠ মস্তকে প্রণাম করিয়া প্রসাদন-পূর্ব্বক আপনাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনারা আমাকে সেই যজ্ঞ করিতে অনুজ্ঞা করুন।—হে দ্বিজবরগণ! আপনাদিগের মঙ্গল হউক,—হে তপোধন গুরুপুত্রগণ! আমি বসিষ্ঠ-কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া আপনাদিগকে ছাড়িয়া আর কোন গতি দেখিতেছি না, যেহেতু ইক্ষ্বাকু-বংশীয় সকলেরই পুরোহিত বসিষ্ঠই পরম-গতি, আপনারা তাঁহার পুত্র, সুতরাং আমার ইষ্ট-দেবতাস্বরূপ; অতএব আপনারা সমাহিত হইয়া, যে যজ্ঞ-দ্বারা আমি সশরীরে দেবলোকে যাইতে পারি, সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন।"

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

হে রাম! ত্রিশঙ্কু রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া, বসিষ্ঠ ঋষির শত পুত্রই ক্রোধ-সমন্বিত হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "রে দুর্ব্বুদ্ধে! সত্যবাদী পুরোহিত বসিষ্ঠ তোমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, এইনিমিত্ত তুমি তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া কি প্রকারে অন্য জনের শরণাগত হইলে! যেহেতু তিনি ইক্ষ্বাকুবংশীয় সকলেরই পরম-গতি। হে পার্থিব! ভগবান্ বসিষ্ঠের বাক্য অমোঘ—তাহা অতিক্রম করা যায় না, সুতরাং যখন "ইহা হইবার নহে," এরূপ বলিয়াছেন, তখন আমরা কোন প্রকারেই সেই যজ্ঞ আহরণ করিতে সমর্থ নহি। হে নরশ্রেষ্ঠ! তুমি হতবুদ্ধি হইয়াছ, তুমি স্বীয় পুরে প্রতিগমন কর; ভগবান্ বসিষ্ঠ ত্রৈলোক্য যাজন করিতে সমর্থ, আমরা কি প্রকারে তাঁহার অপমান করিতে পারি?"

নরপতি ত্রিশঙ্কু তাঁহাদিগের সেই ক্রোধ-পর্য্যাকুলাক্ষর-সমন্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনশ্চ তাঁহাদিগকে এই কথা বলিলেন, "হে তপোধনগণ! আপনাদিগের মঙ্গল হউক। আমি ভগবান্ বসিষ্ঠ-কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছি, এবং আপনারা তাঁহার পুত্র, আপনারাও আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন, সুতরাং আমাকে গত্যন্তর অবলম্বন করিতে হইল।"

মহর্ষি বসিষ্ঠের সেই মহাত্মা পুত্রেরা তাঁহার সেই সুদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, পরম ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে "তুই চণ্ডালত্ব লাভ করিবি!' বলিয়া অভিশাপ দিয়া স্ব স্ব আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর রজনী অতিবাহিতা হইলে, ত্রিশঙ্কু রাজা চণ্ডালত্ব লাভ করিলেন,—তিনি নীলবর্ণ, নীলবর্ণ-বস্ত্র-পরিধায়ী, বিধ্বস্ত-কেশপাশ, শ্মশানোৎপন্নপুষ্পমালাধারী, চিতা-ভস্ম-বিভূষিত-দেহ ও লৌহ-নির্ম্মিত-ভূষণ-সমন্বিত হইলেন। হে রাম! তখন সমস্ত মন্ত্রী ও যে সকল পৌর ব্যক্তিরা তাঁহার অনুগামী ছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে চণ্ডালরূপী দেখিয়া ঐকমত্য অবলম্বন-পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন।

হে কাকুৎস্থ! অনন্তর পরমাত্মবান্ রাজা ত্রিশঙ্কু একক হইয়া সেই দুঃখে দিবারাত্র দহ্যমান হওত তপোধন বিশ্বামিত্রের নিকট গমন করিলেন। হে রাম! মহা-তেজস্বী পরম ধার্ম্মিক বিশ্বামিত্র মুনি সেই রাজাকে চণ্ডালরূপী ও বিফলকর্ম্মা দেখিয়া করুণান্বিত হইলেন। তিনি কারুণ্যবশত সেই ঘোরদর্শন রাজাকে এই কথা বলিলেন, "হে বীর্য্য-সম্পন্ন রাজনন্দন! আমি দিব্য নয়নে অবলোকন করিতেছি যে, তুমি মহা-বল-সম্পন্ন অযোধ্যাপতি, তুমি অভিশাপ-বশত চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ; অতএব তুমি যে কার্য্য উদ্দেশ করিয়া আমার নিকট আগমন করিয়াছ, তাহা নির্দ্দেশ কর, তোমার মঙ্গল হইবে।"

অনন্তর বাক্যবিশারদ চণ্ডালরূপী ত্রিশঙ্কু রাজা বক্তৃতাসম্পন্ন বিশ্বামিত্রের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, প্রাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "হে শুভদর্শন! 'আমি যজ্ঞ করিয়া সশরীরে স্বর্গে যাই,' এই আমার অভিলাষ; পরন্তু আমি গুরু ও গুরুপুত্রগণ-কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছি, অধিক কি! সেই অভিলষিত বিষয় লাভ করিতে না পারিয়া এতাদৃশ দুর্দ্দশা-গ্রস্ত

হইয়াছি। হে সৌম্য! আমি শত শত ক্রতু অনুষ্ঠান করিয়াছি এবং ক্ষাত্র ধর্ম্ম-দ্বারা শপথ করিয়া আপনার নিকট বলিতেছি যে, কখন আমি আপদগ্রস্ত হইয়াও মিথ্যা বাক্য বলি নাই ও বলিবও না, তথাপি আমার সেই অভিলাষ সফল হইতেছে না। হে মুনিবর! আমি ধর্ম্মে প্রযতমান হইয়া বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, ধর্ম্মানুসারে প্রজাদিগের পালন এবং শীল ও চরিত্র-দ্বারা মহাত্মা গুরুদিগের সন্তোষ সম্পাদন করিয়াছি এবং এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে বাসনা করিতেছি, তথাপি আমার প্রতি গুরুগণ সন্তুষ্ট হইতেছেন না; অতএব আমি বিবেচনা করি যে, পৌরুষ নিরর্থক, দৈবই শ্রেষ্ঠ,—সকল বিষয়ই দৈব কর্ত্তৃক আক্রান্ত রহিয়াছে, সুতরাং দৈবই পরম-গতি। হে মহামুনে! আপনার মঙ্গল হউক,—আপনা-ব্যতীত আমার আর কেহই শরণ্য নাই, সুতরাং আমি আর অন্য কোন গতি প্রাপ্ত হইব না; অতএব আমি দৈব-কর্ত্তৃক বিফলকর্ম্মা হইয়া পরম আর্ত্ত হওত আপনারই আশ্রয় লইয়া প্রসন্নতা আকাঙ্ক্ষা করিতেছি; আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন,—পুরুষকার-দ্বারা দৈবকে নিবর্ত্তিত করুন।”

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৮ ॥

ঊনষষ্ট সর্গ।

সেই সাক্ষাৎ চণ্ডালত্ব-প্রাপ্ত ত্রিশঙ্কু রাজা সেইরূপ বলিলে, গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র করুণা-সহকারে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, “হে বৎস! আমি জানি, তুমি অতীব ধার্ম্মিক এবং ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতিদিগের অগ্রগণ্য, সুতরাং আমি তোমাকে আশ্রয় প্রদান করিব, তুমি ভয় করিও না। হে নরাধিপ! যখন তুমি শরণ্য কৌশিকের শরণাগত হইয়াছ, তখন স্বর্গ তোমার হস্তগত হইয়াছে, ইহা অনুভূত হইতেছে; গুরুর অভিশাপে তোমার এই যেরূপ হইয়াছে, তুমি এইরূপেই সশরীরে স্বর্গে গমন করিবে। হে রাজন্! সম্প্রতি আমি যজ্ঞ-সাহায্য-কারী পুণ্যকর্ম্মা মহর্ষি সকলকে আমন্ত্রণ করি, পরে তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া যজ্ঞ করিও।”

মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কুকে সেইরূপ বলিয়া পরম ধার্ম্মিক মহাপ্রাজ্ঞ পুত্রদিগকে যজ্ঞের আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন, এবং সমস্ত শিষ্যদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন, ‘তোমরা আমার আজ্ঞাতে ঋত্বিক্ ও বসিষ্ঠ-নন্দনগণ প্রভৃতি সমস্ত বহুশ্রুত ঋষিদিগকে সুহৃৎ ও শিষ্যবর্গের সহিত আনয়ন কর। আহূত বা অনাহূত, যে যে ব্যক্তি যে যে বাক্য বলিবে, তোমরা আমার নিকট তৎসমুদায় নিঃশেষরূপে কীর্ত্তন করিও, ইহাতে অনাদর করিও না।”

“সেই সমস্ত শিষ্যেরা তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার আজ্ঞানুসারে সকল দিকে গমন করিলেন। অনন্তর নানা দেশ হইতে ব্রহ্মবাদী মহর্ষিরা আগমন করিতে লাগিলেন, এবং সেই সমস্ত শিষ্যেরাও আগমন করিয়া তেজো-দ্বারা জাজ্বল্যমান বিশ্বামিত্র মুনিকে সমুদায় ব্রহ্মবাদীদিগের কথাই নিবেদন করিলেন,—“হে মুনিপুঙ্গব! আপনার বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্বদেশীয় ব্রাহ্মণেরাই আগমন করিতেছেন; অনেকে আসিয়া উপস্থিতও হইয়াছেন; কেবল মহোদয়-নামা ঋষি ও বসিষ্ঠ-নন্দনেরা আইসেন নাই। তাঁহারা সকলে রোষ-সহকারে যে বাক্য বলিয়াছেন, তাহা বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। হে মুনিশার্দ্দূল! সমস্ত বসিষ্ঠনন্দন ও মহোদয় ক্রোধ-সংরক্ত-নয়ন হইয়া আপনাকে উদ্দেশ করিয়া ‘যাহার যাজক ক্ষত্রিয়! বিশেষত যে স্বয়ং চণ্ডাল! তাহার যজ্ঞ-সভায় সুর ও ঋষিরা কি প্রকারে হবি ভোজন করিতে পারেন? মহাত্মা ব্রাহ্মণেরাই বা চণ্ডালান্ন ভোজন করিয়া কিপ্রকারে স্বর্গে যাইবেন! তাঁহারা কি বিশ্বামিত্র-কর্ত্তৃক পালিত হইয়া স্বর্গে যাইবেন?’ এই নিষ্ঠুর বাক্য বলিয়াছেন।

মুনিপুঙ্গব বিশ্বামিত্র তাঁহাদিগের সকলের বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধ-সংরক্ত-লোচন হইয়া রোষ-সহকারে এই কথা বলিলেন, “আমি

উগ্র-তপস্যার সম্যক্ অনুষ্ঠান করিয়াছি, সুতরাং আমি নির্দ্দোষ; অতএব যখন সেই দুরাত্মা বসিষ্ঠপুত্রেরা বিনা দোষে আমাকে দূষিত করিতেছে, তখন তাহারা আর জীবিত থাকিবে না, ইহাতে সংশয় নাই,—অদ্যই তাহারা কালপাশে আবদ্ধ হইয়া যমদূত-কর্ত্তৃক যমলোকে নীত হইবে, এবং বিকৃতাকার, বিরূপ, ঘৃণাবিধুর, কুক্কুর-মাংসাহারী ও শব-বস্ত্রাদিহারী মুষ্টিক (ডোম্) হইয়া সপ্তশত জন্ম-লাভ করত এই সকল লোকে বিচরণ করিবে; এবং দুর্ব্বুদ্ধি মহোদয়ও বিনা দোষে আমাকে দূষিত করিয়া আমার ক্রোধে সমস্ত লোকের দূষিত হইয়া নিষাদত্ব প্রাপ্ত হইবে,—নির্দ্দয় হইয়া প্রাণীদিগের প্রাণ বিনাশ করত বহুকাল দুর্গতি ভোগ করিবে।"

মহাতেজস্বী মহাতপস্বী মহর্ষি বিশ্বামিত্র ঋষিগণ-মধ্যে সেইরূপ বলিয়া মৌন অবলম্বন করিলেন।

উনষষ্ট সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৯ ॥

ষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র যোগবলে মহোদয় ও বসিষ্ঠপুত্রদিগকে তপোবল-নিহত জানিয়া ঋষিগণ-মধ্যে এই কথা বলিলেন, "এই ত্রিশঙ্কুনামে বিশ্রুতবদান্য ধার্ম্মিক ইক্ষ্বাকুনন্দন স্বীয় এই শরীরের সহিত দেবলোকে যাইতে অভিলাষী হইয়া আমার শরণাগত হইয়াছেন; অতএব ইনি যে যজ্ঞদ্বারা সশরীরে স্বর্গে যাইতে পারেন, আপনারা আমার সহিত সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান আরম্ভ করুন।"

বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া, সেই সমস্ত ধার্ম্মিক মহর্ষিরা সহসা সমবেত হইয়া পরস্পর এই ধর্ম্মসমন্বিত বাক্য বলিলেন, "এই অগ্নিকল্প গাধিনন্দন ভগবান্ বিশ্বামিত্র পরম কোপন-স্বভাব, সুতরাং ইনি যাহা বলিলেন, তাহা সম্যক্ অনুষ্ঠান করাই উচিত, ইহাতে সংশয় নাই, যেহেতু না করিলে, ইনি ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদিগকে শাপ প্রদান করিবেন; অতএব যজ্ঞ আরব্ধ করা যাউক,—যে যজ্ঞদ্বারা বিশ্বামিত্রের তেজে এই ইক্ষ্বাকুদায়াদ সশরীরে স্বর্গে যাইতে পারেন, সেই যজ্ঞ অস্মদাদি-কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হউক,—আমরা সকলে স্ব স্ব ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করি।"

তখন সেই সমস্ত ঋষিরা পরস্পর সেইরূপ বলাবলি করিয়া স্ব স্ব ক্রিয়া সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই যজ্ঞে মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র অধ্বর্য্যু হইলেন। সেই সমস্ত মন্ত্রকোবিদ ঋত্বিকেরা কল্পশাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে যথাবেদমন্ত্র সমস্ত কর্ম্ম আনুপূর্ব্বিক ক্রমে নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বহুকালের পর মহাতপস্বী বিশ্বামিত্র সমস্ত দেবতাদিগকে সেই যজ্ঞীয় হবির্ভাগ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আবাহন করিলেন; কিন্তু তাঁহারা সেই যজ্ঞে আগমন করিলেন না। তখন মহামুনি বিশ্বামিত্র রোষাবিষ্ট হইয়া রোষ-সহকারে স্রুব উত্তোলন করিয়া ত্রিশঙ্কুকে এই কথা বলিলেন, "হে নরেশ্বর! তুমি আমার অর্জ্জিত-তপস্যার বীর্য্য দেখ! এই আমি স্বীয় তেজে তোমাকে সশরীরে স্বর্গ-লোকে প্রেরণ করি! হে রাজন্! কেহই সশরীরে স্বর্গে যাইতে পারে না, তুমি গমন কর!—আমি তপস্যাদ্বারা যে ফল লাভ করিয়াছি, তুমি তাহার প্রভাবে সশরীরে স্বর্গ-লাভ কর!"

হে কাকুৎস্থ! বিশ্বামিত্র মুনি সেইরূপ বলিলে, নরপতি ত্রিশঙ্কু সেই সমস্ত মুনিদিগের সমক্ষে তখনই সশরীরে স্বর্গে গমন করিলেন। পাকশাসন সমস্ত দেবগণের সহিত ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গ-প্রাপ্ত দেখিয়া এই কথা বলিলেন "রে মূঢ় ত্রিশঙ্কো! তোর স্বর্গে স্থান নাই, যেহেতু তুই গুরুশাপে অভিহত হইয়াছিস্; অতএব তুই আবার মর্ত্ত্যলোকে গমন কর,—তুই অবাক্‌শিরা হইয়া পড়্।"

ত্রিশঙ্কু মহেন্দ্র-কর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া বিশ্বামিত্রকে উদ্দেশ করিয়া "ত্রাণ করুন," "ত্রাণ করুন," এই কথা বলিতে বলিতে পৃথিবীতে পড়িতে লাগিলেন। প্রজাপতির ন্যায় তেজস্বী ঋষিগণ মধ্যবর্ত্তী মহাযশস্বী বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কুর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া অতীব ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং

তাঁহাকে "থাক," "থাক," এই কথা বলিলেন। অনন্তর তিনি ক্রোধ-মূর্চ্ছিত হইয়া দ্বিতীয়-সৃষ্টি করিতে অধ্যবসায় করিয়া দক্ষিণ-দিক্ অবলম্বনপূর্ব্বক দক্ষিণ-মার্গস্থ অপর সাতটি ঋষি ও অপর নক্ষত্রগণ সৃজন করিলেন। সেই ঋষিগণ-মধ্যবর্ত্তী ক্রোধপরীত বিশ্বামিত্র নক্ষত্রগণ সৃজন করিয়া "এই লোকে অপর একটি ইন্দ্র সৃজন করি, না, এই লোকে ইন্দ্রবিহীন হউক," এরূপ চিন্তা করত শেষ পক্ষ স্থির করিলেন, এবং ক্রোধ-সহকারে দেবগণেরও সৃষ্টি করিতে উপক্রম করিলেন।

অনন্তর সুর ও অসুরেরা ঋষিগণের সহিত অতীব সম্ভ্রান্ত হইলেন, এবং মহাত্মা বিশ্বামিত্রের নিকট আসিয়া অনুনয়-সহকারে এই কথা বলিলেন, "হে মহাভাগ তপোধন! এই রাজা গুরুশাপে অভিহত হইয়াছে, সুতরাং এ স্বশরীরে স্বর্গে যাইবার অধিকারী নহে।"

কৌশিক মুনিবর বিশ্বামিত্র সেই সমস্ত দেবতাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে এই সুমহৎ বাক্য বলিলেন, "হে সুরগণ! আপনাদিগের মঙ্গল হউক! আমি এই ত্রিশঙ্কু ভূপতির সশরীরে স্বর্গারোহণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা মিথ্যা করিতে বাসনা করি না; এই রাজা সশরীরে চির-কাল স্বর্গসুখ অনুভব করুন, এবং যে পর্য্যন্ত সমস্ত লোক বর্ত্তমান থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত আমার সৃষ্ট ধ্রুব ও নক্ষত্র সমস্ত ইহাঁর চতুর্দ্দিকে অবস্থিতি করুক, আপনারা এ বিষয়ে অনুমতি প্রদান করুন।"

সেই দেবগণ মুনিবর বিশ্বামিত্র-কর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে প্রত্যুক্তি করিলেন, "হে মুনিবর! আপনার মঙ্গল হউক—আপনার অভিলাষ সফল হউক,—এই সকল নক্ষত্রেরা আকাশমণ্ডলে জ্যোতিশ্চক্র-মার্গের বহির্ভাগে অবস্থিতি করুক; ত্রিশঙ্কুও অধোমস্তক হইয়া সেই সকল উজ্জ্বল নক্ষত্রের মধ্যে দেবের ন্যায় অবস্থিতি করুক; এবং যেরূপ স্বর্গগত ব্যক্তির নক্ষত্রেরা অনুগমন করিয়া থাকে, সেইরূপ এই সকল নক্ষত্রেরা এই কৃতকৃত্য ও কীর্ত্তিমান্ নৃপসত্তম ত্রিশঙ্কুর নিয়ত অনুগমন করুক।"

ঋষিগণ-মধ্যবর্ত্তী মহাতেজস্বী ধর্ম্মাত্মা বিশ্বামিত্র দেবগণ-কর্ত্তৃক সেইরূপ স্তুত হইয়া "ভাল!" বলিয়া তাঁহাদিগের বাক্য অঙ্গীকার করিলেন। হে নরোত্তম! পরে সেই যজ্ঞের অবসান হইলে, সমস্ত দেব ও মহাত্মা তপোধন ঋষিরা, যে যে স্থান হইতে আসিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে গমন করিলেন।

ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬০ ॥

একষষ্ট সর্গ।

হে নরশার্দ্দূল! মহাতেজস্বী মহামুনি বিশ্বামিত্র সেই সমস্ত বনবাসী ঋষিদিগকে যাইতে উদ্যত দেখিয়া তাঁহাদিগকে "হে মহাত্মাগণ! এই দক্ষিণ-দিকে আমার তপস্যার মহান্ বিঘ্ন উপস্থিত হইল, সুতরাং আমি অন্য দিকে যাইয়া তপস্যা করিব,—আমি পশ্চিমদিকে যাইয়া সুখজনক পুষ্কর-তীরবর্ত্তী বিশাল তপোবনে সুখে তপস্যা আচরণ করিব," এই কথা বলিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে এরূপ বলিয়া পুষ্কর-তীরবর্ত্তী তপোবনে যাইয়া ফলমূল-ভোজী হইয়া দুরাধর্ষণীয় উগ্র তপ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে অম্বরীষ নামে বিখ্যাত শ্রেষ্ঠ অযোধ্যাধিপতি যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইন্দ্র সেই যজমান অম্বরীষের যজ্ঞীয় পশু অপহরণ করিলেন। পশু অপহৃত হইলে, পুরোহিত সেই রাজাকে বলিলেন, "হে নরপাল! যজ্ঞীয় পশু অপহৃত হইয়াছে, সুতরাং আপনার দুর্নীতিতে এই যজ্ঞ বিনষ্ট হইল। হে পুরুষশার্দ্দূল! যে রাজা যজ্ঞ রক্ষা না করেন, তাঁহাকে সেই যজ্ঞ-বিঘ্ন-জনিত দোষসকল বিনষ্ট করিয়া থাকে, সুতরাং দোষের প্রায়শ্চিত্ত করা বিধেয়। হে রাজন্! একটি মনুষ্যবলি প্রদান করাই ইহার সুমহৎ প্রায়শ্চিত্ত, অতএব এই যজ্ঞ বর্ত্তমান থাকিতে থাকিতে, আপনি শীঘ্র একটি নরবলি আনয়ন করুন।"

হে পুরুষশার্দ্দূল রাম! সেই মহাবুদ্ধি নরপতি অম্বরীষ উপাধ্যায়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া সহস্র সহস্র গবী-দ্বারাও একটি নর ক্রয় করিতে

অভিলাষী হইয়া অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। হে তাত রঘুনন্দন! সেই মহীপতি অতুল্য-প্রভাশালী রাজর্ষি অম্বরীষ নানাবিধ জনপদ, দেশ, নগর, বন ও পুণ্য আশ্রম সকল অন্বেষণ করিতে করিতে ভৃগুতুঙ্গ নামক স্থানে আসিয়া পত্নী ও পুত্রগণের সহিত সমাসীন তপো-দ্বারা জাজ্বল্যমান ব্রহ্মর্ষি ঋচীককে দেখিতে পাইলেন, এবং তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক প্রসাদন ও সকল বিষয়ের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া এই কথা বলিলেন, "হে মহাভাগ ভৃগুনন্দন! আমি যজ্ঞার্থ একটি মনুষ্য বলি ক্রয় করিবার নিমিত্ত সকল দেশ পরিক্রম করিয়াছি, কিন্তু তাদৃশ যজ্ঞীয় বলি লাভ করি নাই; যদি আপনি শতসহস্র গবী-দ্বারা একটি পুত্র বিক্রয় করেন, তবে আমি কৃতার্থ হই; আপনার এই তিনটি পুত্র আছে, আপনি মূল্য লইয়া আমাকে একটি পুত্র প্রদান করিতে পারেন।"

মহাতেজস্বী ঋচীক নরপতি-কর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে "হে নরশ্রেষ্ঠ! আমি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কোন প্রকারেই বিক্রয় করিব না," এই কথা বলিলেন, এবং সেই সমস্ত মহাত্মা পুত্রদিগের মাতাও তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া নরশার্দ্দূল অম্বরীষকে এই কথা বলিলেন, "হে প্রভো! ভগবান্ ভৃগুনন্দন 'আমি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে প্রদান করিব না,' এই কথা বলিলেন, আমারও এই কনিষ্ঠ পুত্র শুনক অতিপ্রিয়, ইহা আপনি অবগত হউন, সেই-জন্য আমি আপনাকে এই কনিষ্ঠ পুত্রটি প্রদান করিব না। হে নরশার্দ্দূল নরপাল! প্রায় জগতে জ্যেষ্ঠ নন্দনেরা জনকের এবং কনিষ্ঠ নন্দনেরা জননীর প্রিয় হইয়া থাকে; অতএব আমি কনিষ্ঠ পুত্রটিকে রাখিব।"

হে রাম! সেই ঋচীক মুনি ও তাঁহার ভার্য্যা সেইরূপ বলিলে, মধ্যম পুত্র শুনঃশেফ স্বয়ং রাজাকে এই কথা বলিলেন, "হে রাজ-পুত্র! আমার পিতা বলিলেন, 'জ্যেষ্ঠ পুত্রকে প্রদান করিব না,' এবং মাতা বলিলেন, 'কনিষ্ঠ পুত্রকে প্রদান করিব না,' সুতরাং বোধ হইতেছে, 'আমি মধ্যম আমিই,—বিক্রেয়,' আপনি আমাকে গ্রহণ করুন।"

হে মহাবাহু-সম্পন্ন রঘুনন্দন! সেই ব্রহ্ম-বাদী শুনঃশেফের বাক্যের অবসান হইলে, নরপাল মহাতেজস্বী মহাযশস্বী রাজর্ষি অম্বরীষ বহুকোটি সুবর্ণ, অনেক রত্নরাশি ও শত-সহস্র গবী দিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া পরম প্রীত হইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি শুনঃশেফকে রথে আরোপণ করিয়া শীঘ্র নগরাভি-মুখে গমন করিলেন।

একষষ্ট সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬১ ॥

দ্বিষষ্ট সর্গ।

হে রঘুনন্দন! মহাযশস্বী রাজা অম্বরীষ নরশ্রেষ্ঠ শুনঃশেফকে গ্রহণ করিয়া যাইতে যাইতে মধ্যাহ্ন কালে পুষ্করতীরস্থ তপোবনে আসিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। হে রাম! তিনি তথায় বিশ্রাম করিতে লাগিলে, পরিশ্রম ও পিপাসাতে বিষণ্ণবদন এবং পরমাতুর সেই দীনভাবাপন্ন মহাযশস্বী শুনঃশেফ অতিশ্রেষ্ঠ মাতুল বিশ্বামিত্র মুনিকে ঋষিগণের সহিত তপস্যা-পরায়ণ দেখিতে পাইলেন, এবং তাঁহার সমীপে যাইয়া অঙ্কে পতিত হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "হে শুভদর্শন মুনিপুঙ্গব! আমার মাতা, পিতা কি জ্ঞাতি, কেহই আমার পক্ষে নাই! বান্ধবেরা আর কি প্রকারে থাকিতে পারেন! সুতরাং আমি অনাথ, আপনার শরণাগত হইয়াছি; আপনি আমার জনক-স্বরূপ, আপনি করুণার্দ্রচিত্তে আমার নাথ হইয়া ধর্ম্মবলে আমাকে পরিত্রাণ করুন, যেহেতু আপনি শরণাগত ব্যক্তিদিগের পরিত্রাণ করিয়া থাকেন, সুতরাং আপনার আমাকে এই পাপ হইতে পরিত্রাণ করা উচিত। হে ধর্ম্মাত্মন্! আপনি সকলেরই অভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকেন, অতএব আপনি এরূপ বিধান করুন, যাহাতে আমিও আপনার প্রসাদে দীর্ঘায়ু ও অক্ষয় হইয়া, অত্যুত্তম তপ করিয়া স্বর্গ লোকের সুখ ভোগ করিতে পারি, এবং এই রাজাও কৃতকার্য্য হন।"

মহাতপস্বী বিশ্বামিত্র তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা

করিলেন, এবং পুত্রদিগকে এই কথা বলিলেন, "হে পুত্রগণ! মঙ্গলার্থী পিতারা পরলোকহিত-নিমিত্তই পুত্র সকল উৎপাদন করিয়া থাকেন; তোমাদিগেরও সম্প্রতি আমার পরলোকের মঙ্গল সম্পাদন করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব এই যে বালক মুনিপুত্র আমার শরণাগত হইয়াছে, তোমরা ইহার প্রাণ দান করিয়া আমার প্রিয় কার্য্য সম্পাদন কর। তোমরা সকলেই সুকৃত-কারী ও ধর্ম্মপরায়ণ, তোমরা এই নরেন্দ্রের বলি হইয়া অগ্নির তৃপ্তি সম্পাদন কর, তাহা হইলে, এই রাজার যজ্ঞও নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্ত হয়, দেবগণও পরিতৃপ্ত হন, এবং এই শুনঃশেফ সনাথ হয়, ও আমার বাক্যেরও সম্যক্ অনুষ্ঠান কর হয়।"

হে নরশ্রেষ্ঠ! বিশ্বামিত্র মুনির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, মধুচ্ছন্দপ্রভৃতি পুত্রেরা অভিমান-সহকারে পরিহাসপূর্ব্বক তাঁহাকে "হে বিভো! আপনি কিপ্রকারে আত্মপুত্রদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের পুত্রকে পরিত্রাণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন! আমরা দেখিতেছি যে, উহা আত্মমাংসভক্ষণের ন্যায় অতীব অকর্ত্তব্য কর্ম্ম!" এই কথা বলিলেন। মুনি-পুঙ্গব বিশ্বামিত্র পুত্রদিগের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধ-সংরক্ত-লোচন হইয়া তাঁহাদিগকে এই কথা বলিলেন, "যেহেতু তোরা ভীতিশূন্য হইয়া আমার বাক্য অতিক্রম করিয়া দারুণ রোমহর্ষণ এই ধর্ম্মবিগর্হিত বাক্য বলিলি! অতএব তোরা বসিষ্ঠ-পুত্রদিগের ন্যায় মুষ্টিকা জাতিতে অনেক বার জন্ম লাভ করিয়া কুক্কুর-মাংস-ভোজী হইয়া সম্পূর্ণ সহস্র বর্ষ পৃথিবীতে বিচরণ কর।"

তখন মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র পুত্রদিগকে সেইরূপ অভিশাপ প্রদান করিয়া পরমার্ত্ত শুনঃশেফের বিঘ্ন নিবারণার্থ রক্ষা বিধান করিয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "হে মুনি-পুত্র! অম্বরীষের যজ্ঞে বৈষ্ণব যূপে পবিত্র পাশে আবদ্ধ, রক্তমাল্যধারী ও রক্তানুলেপন হইয়া অগ্নিকে আগ্নেয় মন্ত্র-দ্বারা স্তব করিও, এবং এই দুই দিব্য-গাথা গান করিও, তাহা হইলেই তুমি সিদ্ধি লাভ করিবে।"

শুনঃশেফ সমাহিত হইয়া সেই দুই গাথা গ্রহণ করিলেন, এবং সত্বর রাজসিংহ অম্বরীষের সমীপে যাইয়া তাঁহাকে "হে মহাবুদ্ধি-সম্পন্ন রাজসিংহ! চলুন, আমরা শীঘ্র গমন করি। হে রাজেন্দ্র! আপনি তথায় যাইয়া যজ্ঞ সমাপনপূর্ব্বক দীক্ষার নিবৃত্তি করুন," ইহা বলিলেন। নরপতি অম্বরীষ তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া হর্ষসমন্বিত হইয়া আলস্য-পরিত্যাগপূর্ব্বক শীঘ্র যজ্ঞভূমিতে গমন করিলেন। অনন্তর সেই রাজা সদস্যদিগের মতানুসারে শুনঃশেফকে রক্তাম্বর পরিধান করাইয়া পবিত্র কুশ-রজ্জুতে বন্ধনপূর্ব্বক পশু-স্বরূপ করিয়া যূপে বন্ধন করিলেন। সেই মুনিনন্দন যূপে আবদ্ধ হইয়া শ্রেষ্ঠ আগ্নেয় মন্ত্রদ্বারা অগ্নিকে স্তব করিয়া, ইন্দ্র ও ইন্দ্রানুজ বিষ্ণু, এই দুই দেবকে সেই দুই গাথা দ্বারা যথাবৎ স্তব করিলেন। হে নরশ্রেষ্ঠ রাম! অনন্তর বিষ্ণু ও সহস্রাক্ষ বাসব শুনঃশেফ-কর্ত্তৃক রহস্য-স্তুতি দ্বারা তোষিত হইয়া তাঁহাকে দীর্ঘ-আয়ু-প্রদান করিলেন। সেই রাজাও তাঁহাদিগের প্রসাদে সেই যজ্ঞের বহুগুণ ফল লাভ করিলেন।

হে নরশ্রেষ্ঠ! এদিকে মহাতপস্বী ধর্ম্মাত্মা বিশ্বামিত্র পুষ্করতীরস্থ তপোবনে পুনশ্চ তপস্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার তপস্যা করিতে করিতে সহস্র বর্ষ বিগত হইল।

দ্বিষষ্ট সর্গ সমাপ্ত॥ ৬২॥

ত্রিষষ্ট সর্গ।

সহস্র বর্ষ পূর্ণ হইলে, মহামুনি বিশ্বামিত্র ব্রত-স্নান করিলেন। পরে ব্রহ্মা-প্রভৃতি দেবগণ বিশ্বামিত্রকে তপস্যার ফল প্রদান করিবার মানসে আগমন করিলেন। অনন্তর দেবদেব মহাতেজস্বী ব্রহ্মা তাঁহাকে "তোমার মঙ্গল হইল,—তুমি স্বীয় অর্জ্জিত শুভ কর্ম্ম-দ্বারা ঋষিত্ব লাভ করিলে," এই রুচির বাক্য বলিলেন! তিনি তাঁহাকে সেইরূপ বলিয়া ত্রিদিবে প্রতিগমন করিলেন। মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্রও পুনশ্চ সুমহৎ তপ করিতে লাগিলেন।

হে নরশ্রেষ্ঠ! অনন্তর বহুকালের পর মেনকা নামে শ্রেষ্ঠা অপ্সরা পুষ্কর তীর্থে আসিয়া স্নান করিতে উপক্রম করিল। তখন গাধিনন্দন মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র মুনি সেই অপ্রতিমরূপ-সম্পন্না মেনকা অপ্সরাকে, যেরূপ মেঘ-মধ্যে বিদ্যুৎ বিরাজমানা হয়, সেইরূপ সেই সরোবরে বিরাজমানা দেখিয়া কন্দর্পের দর্পের আয়ত্ত হইলেন, এবং তাহাকে এই কথা বলিলেন, "হে অপ্সরে! তোমার মঙ্গল হউক,—তোমার আগমন শুভ হউক,—তুমি আমার এই আশ্রমে বাস কর, এবং আমি মদন-বিমোহিত হইয়াছি, আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ কর।"

সেই বরারোহা মেনকা বিশ্বামিত্র-কর্তৃক সেইরূপ কথিত হইয়া তথায় বাস করিল, তাহাতে বিশ্বামিত্রের তপস্যার মহান্ বিঘ্ন উপস্থিত হইল। হে রঘুনন্দন! বিশ্বামিত্রের সেই শুভদর্শন আশ্রমে মেনকা অপ্সরার সুখে বাস করিতে করিতে দশ বর্ষ কাল অতীত হইল।

হে রঘুনন্দন! অনন্তর সেই দশ বর্ষ কাল অতীত হইলে, মহামুনি বিশ্বামিত্র লজ্জান্বিতের ন্যায় চিন্তাযুক্ত ও শোকপরায়ণ হইলেন, এবং তাঁহার এতাদৃশী অমর্ষ-সমন্বিতা বুদ্ধি হইল, "এসমস্তই দেবতাদিগের কার্য্য!—তাঁহারাই এইরূপে আমার সুমহৎ তপ অপহরণ করিয়াছেন! অন্যথা কি প্রকারে অহোরাত্রের অপদেশে দশ বর্ষ কাল বিগত হইতে পারে?" সেই মুনিবর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে 'আমি কাম ও মোহে অভিভূত হওয়া-প্রযুক্তই আমার এই বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে।' এরূপ পশ্চাত্তাপ করত দুঃখিত হইলেন। হে রাম! তৎকালে মেনকা অপ্সরাকে ভীতা হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মানা দেখিয়া, মহাযশস্বী গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র তাহাকে মধুর বাক্য-দ্বারা সান্ত্বনা করত বিসর্জ্জন করিলেন। পরে তিনি কামকে জয় করিতে অভিলাষী হইয়া উৎকটব্রহ্মচর্য্যা-বিষয়িনী বুদ্ধি করিয়া উত্তর-দিকে হিমালয় পর্ব্বতে যাইয়া কৌশিকী নদীর তীরে অতি-কঠিন তপ করিতে লাগিলেন।

হে রাম! উত্তর-দিকের পর্ব্বতে সেই বিশ্বামিত্র মুনির মহাঘোর তপ করিতে করিতে সহস্র সহস্র বর্ষ অতীত হইল। তখন দেবেরা ঋষিগণের সহিত ভীত হইলেন। তাঁহারা সকলে সম্যক্ মন্ত্রণা করিয়া, ব্রহ্মার নিকট যাইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন "এই গাধিনন্দন মঙ্গলে মঙ্গলে মহর্ষিত্ব লাভ করুন।"

সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবতাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশ্বামিত্রের নিকট আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "হে বৎস! তোমার এই প্রদেশে আগমন শুভ হউক,—হে কৌশিক মহর্ষে! আমি তোমার এই উগ্র তপে সন্তুষ্ট হইয়াছি, সুতরাং আমি তোমাকে মহত্ত্ব—ঋষি-মুখ্যত্ব প্রদান করিতেছি।"

তপোধন বিশ্বামিত্র পিতামহ ব্রহ্মার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রণতিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রত্যুক্তি করিলেন, "হে ভগবন্! যখন আপনি বলিলেন, 'আমি স্বীয় অর্জ্জিত শুভ কর্ম্মদ্বারা ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করিলাম,' তখন বোধ হইতেছে, 'আমি জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকিব।' আমার ইন্দ্রিয়গণ কি পরাজিত হইয়াছে?"

অনন্তর ব্রহ্মা তাঁহাকে "হে মুনিশার্দ্দূল! তুমি এখনও জিতেন্দ্রিয় হও নাই, জিতেন্দ্রিয় হইতে যত্ন কর," এই কথা বলিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। দেবতারা প্রস্থান করিলে, মহামুনি তপোধন বিশ্বামিত্রও ঊর্দ্ধবাহু, নিরবলম্বন ও বায়ুভক্ষ হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন,—তিনি অহোরাত্র গ্রীষ্মকালে পঞ্চতপা ও শিশির কালে সলিলশায়ী হইয়া এবং বর্ষাকালে অনাবৃত প্রদেশে থাকিয়া সহস্রবর্ষানুষ্ঠেয় মহাঘোর তপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিশ্বামিত্র মুনি সেইরূপ তপস্যা করিতে লাগিলে, বাসব ও দেবগণের মহাসন্তাপ হইল। তখন শক্র মরুদ্গণ প্রভৃতি সমস্ত দেবের সহিত রম্ভাকে স্বীয় হিত-জনক ও কৌশিক বিশ্বামিত্রের অহিত-জনক বাক্য বলিলেন।

ত্রিষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৩ ॥

চতুঃষষ্ট সর্গ।

হে রাম! ধীসম্পন্ন সুরেশ্বর সহস্রাক্ষ রম্ভাকে "রম্ভে! তুমি এই সুমহৎ সুরকার্য্য সম্পাদন কর,—তুমি কৌশিক বিশ্বামিত্রের কাম-জনক চিত্তবিকার সম্পাদন করিয়া তাঁহাকে প্রতারণা কর" এরূপ বলিলে, সেই অপ্সরা লজ্জিতা হইয়া, অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া তাঁহাকে প্রত্যুক্তি করিল, "হে সুরেশ্বর! এই মহাভয়ানক মহামুনি বিশ্বামিত্র আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে মহাঘোর অভিশাপ প্রদান করিবেন, ইহাতে সংশয় নাই; হে দেব! এইজন্য আমার অতিশয় ভয় হইতেছে, আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন।"

হে রাম! সেই অপ্সরা ভীতা হইয়া অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সহস্রাক্ষকে সেই ভীতিসমন্বিত বাক্য বলিলে, তিনি তাহাকে বলিলেন, "রম্ভে! তোমার মঙ্গল হউক,—তুমি আমার শাসন রক্ষা কর, ভয় করিও না, যেহেতু আমি হৃদয়াকর্ষী কোকিল হইয়া কন্দর্পের সহিত তোমার পার্শ্বে রুচির মধুক বৃক্ষে অবস্থিতি করিব। ভদ্রে! তুমি পরম ভাস্বর হাব-ভাব-প্রভৃতি গুণসমন্বিত রূপ করিয়া সেই তপস্যাকারী কৌশিক বিশ্বামিত্র ঋষির চিত্ত-বিকার সম্পাদন কর।"

সেই অপ্সরা তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া, অত্যুত্তম রূপ করত কমনীয়া হইয়া মনোহর ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে বিশ্বামিত্রকে প্রলোভিত করিতে উদ্যতা হইল। সেই মুনি-পুঙ্গব গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র সেই মনোহর-রব-কারী কোকিলের শব্দ শ্রবণ করিয়া প্রহৃষ্ট-মানসে রম্ভাকে অবলোকন করিলেন। অনন্তর তিনি রম্ভাকে দেখিয়া এবং তাহার অপ্রতিম গান ও সেই কোকিলের শব্দ শ্রবণ করিয়া সন্দেহান্বিত হইলেন, এবং 'এসমস্ত সহস্রাক্ষের কর্ম্ম,' ইহা জানিতে পারিয়া রোষাবিষ্ট হইয়া রম্ভাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন, "রে রম্ভে! সম্প্রতি আমি কাম ও ক্রোধকে জয় করিতে চেষ্টা করিতেছি, এসময়ে তুই আমাকে প্রলোভিত করিতে উদ্যতা হইয়াছিস্! অতএব তুই দশ সহস্র বর্ষ শৈলীভূতা হইয়া থাকিবি! রে দুর্ভাগ্যে! কোন্ মহাতেজস্বী তপোবল-সমন্বিত ব্রাহ্মণ তোরে এই দুরবস্থা হইতে উদ্ধার করিবেন?"

মহাতেজস্বী মহাতপস্বী বিশ্বামিত্র স্বীয় ক্রোধ ধারণ করিতে না পারিয়া সেইরূপ বলিয়া সন্তাপ লাভ করিলেন। মহেন্দ্র ও কন্দর্প মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন, এবং রম্ভাও বিশ্বামিত্রের সেই অব্যর্থ অভিশাপে তখনই শৈলীভূতা হইল।

হে রাম! অনন্তর কোপ-কর্তৃক তপ অপহৃত হইলে, মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র ইন্দ্রিয়-পরাজিত না হওয়াতে মনের শান্তিলাভ করিলেন না; পরন্তু তপ অপহৃত হওয়া-প্রযুক্ত তাঁহার মনে এতাদৃশী চিন্তা হইল, "আর আমি কখন এরূপ ক্রুদ্ধ হইব না, এবং কোন প্রকারেই এরূপ শাপবাক্যেও বলিব না; অথবা আমি শত শত বর্ষ নিশ্বাস বদ্ধ করিয়াই থাকিব,—আমি ইন্দ্রিয় জয় করিবার নিমিত্ত অনাহারী ও অনুচ্ছ্বাস হইয়া বহু বর্ষ,—যেকাল-পর্য্যন্ত আমি তপস্যা-দ্বারা ব্রাহ্মণ্যলাভ করিতে না পারিব, তাবৎকাল তপস্যা-দ্বারা শরীর শোষণ করিব। তাদৃশ-তপস্যা-প্রভাবেই আমার অবয়ব সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে না।" হে রাঘব! অনন্তর মুনিবর বিশ্বামিত্র তাদৃশী সহস্র-বর্ষব্যাপিনী অপ্রতিমা দীক্ষা অবলম্বন করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন।

চতুঃষষ্ট সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্ট সর্গ।

হে রাম! অনন্তর মহামুনি বিশ্বামিত্র উত্তর-দিক্ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব-দিকে যাইয়া সুদারুণ তপ করিতে লাগিলেন। তিনি সহস্রবর্ষ-ব্যাপী অত্যুত্তম মৌন ব্রত অবলম্বন করিয়া অপ্রতিম পরম দুষ্কর তপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই মহামুনি বিশ্বামিত্র এরূপ অধ্যবসায় করিয়া কাষ্ঠভূত (ইষ্টানিষ্ট-বিবেক-জ্ঞান-বিহীনের ন্যায়) হইয়া অক্ষয়

তপ করিলেন যে, সম্পূর্ণ সহস্র বর্ষের মধ্যে বহুবিধ বিঘ্নে আক্রান্ত হইলেও তাঁহার অন্তরে ক্রোধ অবকাশ লাভ করিতে পারিল না।

হে রঘুনন্দন! অনন্তর সেই সহস্র-বর্ষানুষ্ঠেয় ব্রত পূর্ণ হইলে, মহাব্রতানুষ্ঠায়ী বিশ্বামিত্র অন্ন ভোজন করিতে উদ্যত হইলেন। তখন ইন্দ্র ব্রাহ্মণরূপী হইয়া তাঁহার নিকট সেই সিদ্ধ অন্ন যাজ্ঞা করিলেন। মহাতপস্বী ভগবান্ বিশ্বামিত্র সেই সিদ্ধ অন্ন প্রদান করিতে নিশ্চয় করিয়া তখনই তাঁহাকে সমস্ত অন্ন প্রদান করিলেন, কিন্তু মৌনব্রতাবলম্বী ছিলেন, বলিয়া সেই বিপ্রকে কিছুই বলিলেন না; প্রত্যুত অন্ন নিঃশেষিত হওয়া-প্রযুক্ত ভোজন না করিয়া সেই অবস্থাতেই পুনরায় নিশ্বাস বদ্ধ করিয়া মৌন অবলম্বন করিয়া রহিলেন।

অনন্তর মুনিপুঙ্গব বিশ্বামিত্র সেইরূপে নিশ্বাস বদ্ধ করিয়া সহস্র বর্ষই অতিবাহন করিলেন। পরে সেই বদ্ধনিশ্বাস বিশ্বামিত্রের মস্তক হইতে সধূম অগ্নি নিঃসৃত হইল। সেই অগ্নিতে ত্রৈলোক্য অগ্নিসন্তাপিত ব্যক্তির ন্যায় সম্ভ্রান্ত হইয়া পড়িল। তখন দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, পন্নগ, উরগ, এবং রাক্ষসেরাও তাঁহার তপস্যার তেজে মোহিত ও মন্দপ্রভ হইলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলে বিমুগ্ধমানস হইয়া পিতামহ ব্রহ্মার নিকটে যাইয়া তাঁহাকে কহিলেন, "হে দেব! মহামুনি বিশ্বামিত্র নানা প্রকারে লোভিত ও ক্রোধিত হইয়াছেন, তথাপি ইনি ক্রমশ তপস্যা-দ্বারা অভিবর্দ্ধিতই হইতেছেন, ইহাঁর অতিসূক্ষ্ম কিঞ্চিন্মাত্র পাপও পরিদৃশ্যমান হইতেছে না; অতএব যদি ইহাঁকে অভিলষিত বর প্রদান করা না যায়, তবে ইনি তপস্যা-দ্বারা সচরাচর ত্রৈলোক্যই বিনষ্ট করিয়া ফেলিবেন। হে ব্রহ্মন্! দেখুন! এখনই মহর্ষি বিশ্বামিত্রের তপস্যা-প্রভাবে দিক্ সকল তমোব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে,—কিছুই প্রকাশমান হইতেছে না; সাগর সকল ক্ষুভিত ও পর্ব্বত সকল বিশীর্ণ হইতেছে, এমন কি সমগ্র-পৃথিবীই প্রকম্পিতা হইতেছে; এবং ত্রিলোকবর্ত্তী সমস্ত প্রাণীই সম্যক্ ক্ষুব্ধমানস হইয়াছে,—বিমুগ্ধের ন্যায় স্বকর্ম্মানুষ্ঠান-শূন্য হইয়া পড়িয়াছে, অধিক কি! ভাস্কর নিষ্প্রভ এবং বায়ুও সঙ্কুলগামী হইয়াছেন। হে দেব! এই সমস্ত বিষয়ের প্রতিকারোপায় আমাদিগের বুদ্ধিগম্য হইতেছে না, সুতরাং আমরা প্রতিকার করিতে অসমর্থ; অতএব যেপর্য্যন্ত এই মহামুনি অগ্নিতুল্যপ্রভাবশালী ভগবান্ বিশ্বামিত্র, যেরূপ পূর্ব্বে কালাগ্নি অখিল জগৎ দগ্ধ করিয়াছিল, সেইরূপ জগৎ দগ্ধ করিতে অভিপ্রায় না করেন, তন্মধ্যেই ইহাঁকে প্রসন্ন করা উচিত; সুতরাং ইনি দেবরাজ্য বা আর যাহা অভিলাষ করেন, তাহাই আপনি ইহাঁকে প্রদান করুন।"

অনন্তর সমস্ত দেবগণ ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া, মহাত্মা বিশ্বমিত্রের নিকটে যাইয়া তাঁহাকে এই মধুর বাক্য বলিলেন, "হে ব্রহ্মর্ষে! তোমার এই প্রদেশে আগমন শুভ হউক। হে কৌশিক ব্রহ্মন্! তুমি এই উগ্র তপো-দ্বারা ব্রাহ্মণ্য লাভ করিলে; পরন্তু আমরা তোমার তপস্যাতে সম্যক্ সন্তোষ লাভ করিয়াছি, এজন্য আমরা মরুদ্গণের সহিত তোমাকে দীর্ঘ আয়ুও প্রদান করিলাম। হে শুভদর্শন! তোমার অভিলাষ সফল হইয়াছে; সম্প্রতি তুমি যথাসুখে বিচরণ কর, এবং কল্যাণ প্রাপ্ত হও।"

মহামুনি বিশ্বামিত্র পিতামহ-প্রভৃতি দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রমুদিত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করতি কহিলেন, "হে সুরবরগণ! যদি আমি ব্রাহ্মণ্য ও দীর্ঘ আয়ু লাভ করিলাম, তবে চতুর্বেদ, ওঁকার ও বষট্কার আমাকে বরণ করুন, এবং ক্ষত্রবেদবিৎ ও ব্রহ্মবেদজ্ঞদিগের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মপুত্র বসিষ্ঠ আমাকে 'ব্রহ্মর্ষি' বলিয়া সম্ভাষা করুন। হে দেবগণ! যদি এরূপ হয়, তবে আপনাদিগের আমার পরম অভিলাষ সফল করা হয়, এবং আপনারাও নিশ্চিন্ত হইয়া যাইতে পারেন।"

অনন্তর দেবতারা তপস্বি-প্রবর ব্রহ্মর্ষি বসিষ্ঠকে প্রসন্ন করিলে, তিনি বিশ্বামিত্রের সহিত সখ্য করিলেন, এবং তাঁহাকে 'তোমার অভিপ্রায় সফল হউক,' এই কথা বলিলেন।

পরে দেবতারাও তাঁহাকে "তুমি ব্রহ্মর্ষি হইয়াছ; তোমার সকলই সম্পন্ন হইতে পারে, ইহাতে সন্দেহ নাই," ইহা বলিয়া, যে যে স্থান হইতে আসিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে গমন করিলেন। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়া তপস্বিপ্রবর বসিষ্ঠকে পূজা করিলেন। পরে তিনি কৃতকাম হইয়া তপস্যাতৎপর থাকিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন।

হে রাম! এই মহাত্মা বিশ্বামিত্র এইরূপে ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছেন। ইনি মুনিদিগের অগ্রগণ্য; ইনি শরীর-সম্পন্ন তপঃস্বরূপ; এবং ইনি নিয়ত ধর্ম্মনিরত ও বীর্য্যশালীদিগের পরাকাষ্ঠা।

মহাতেজস্বী দ্বিজবর শতানন্দ সেইরূপ বলিয়া মৌন অবলম্বন করিলেন। রাজা জনক রাম ও লক্ষ্মণের সন্নিধানে শতানন্দের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রাঞ্জলি হইয়া গাধিপুত্র বিশ্বামিত্রকে এই কথা বলিলেন, "হে ব্রহ্মন্! যেহেতু আপনি এই দুই কাকুৎস্থের সহিত আমার যজ্ঞভূমিতে আগমন করিয়াছেন, অতএব আমি ধন্য ও আপনার অনুগৃহীত হইলাম,—হে কৌশিক মুনিবর! আপনি আমাকে দর্শন দিয়া পবিত্র করিলেন,—আমি আপনার সন্দর্শন লাভ করিয়া বিবিধ গুণ লাভ করিলাম। হে মহাতেজঃ-সম্পন্ন মহামুনে! আমি শতানন্দ-কর্ত্তৃক বিস্তৃতরূপে কীর্ত্তিত আপনার সুমহৎ তপ ও বহুবিধ গুণ সকল শ্রবণ করিলাম, এবং এই মহাত্মা রাম ও এই সকল সদঃস্থিত সদস্যেরাও শ্রবণ করিলেন। হে গাধিনন্দন! কেহই আপনার তপস্যার, বলের কি আপনাতে যে সকল গুণ নিত্য বর্ত্তমান রহিয়াছে, তৎসমুদায়ের ইয়ত্তা জ্ঞান করিতে পারে না। হে মুনিশ্রেষ্ঠ বিভো! আপনার পরমাশ্চর্য্য আখ্যান শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তি হইতেছে না; পরন্তু দিবাকর অবনত হইতেছেন, সুতরাং আমার যজ্ঞক্রিয়ার সময় অতিক্রান্ত হইতেছে; আপনি আমাকে ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতে অনুজ্ঞা প্রদান করুন্। হে মহাতেজঃসম্পন্ন তপস্বিপ্রবর! কল্য প্রভাতে আসিয়া আমাকে দর্শন দিবেন। আপনার আগমন শুভ হউক।"

মিথিলাধিপতি বৈদেহ জনক মুনিবর বিশ্বামিত্রকে সেইরূপ বলিয়া উপাধ্যায় ও বান্ধববর্গের সহিত শীঘ্র তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। পরে মুনিশার্দ্দূল ধর্ম্মাত্মা বিশ্বামিত্র প্রীতি-সম্পন্ন পুরুষবর জনক-কর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া প্রীতমানস হওত তাঁহাকে প্রশংসা করিয়া বিসর্জ্জন করিলেন। অনন্তর তিনি মহাত্মা ঋষিগণ-কর্ত্তৃক অভিপূজ্যমান হইয়া রাম ও লক্ষ্মণের সহিত স্বীয় আবাস-স্থলে গমন করিলেন।

পঞ্চষষ্ট সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৫ ॥

ষট্‌ষষ্ট সর্গ।

অনন্তর বিমল প্রভাত কাল উপস্থিত হইলে, নরাধিপ জনক নিত্য কার্য্য সমাধান করিয়া মহাত্মা বিশ্বামিত্রকে রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণের সহিত আহ্বান করিলেন। পরে ধর্ম্মাত্মা জনক বিশ্বামিত্র ও সেই দুই মহাত্মা রাঘবকে শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে পূজা করিয়া বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, "হে ভগবন্! আপনার আগমন শুভ হউক,—হে অনঘ! আমি আপনার আজ্ঞাকারী, আমাকে আপনার যে কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে, তাহা আপনি অনুজ্ঞা করুন্।"

বাক্যবিশারদ ধর্ম্মাত্মা মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র মহাত্মা জনক-কর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে এই বাক্য বলিলেন, "ইহাঁরা লোকবিশ্রুত ক্ষত্রিয় দশরথ রাজার পুত্র; আপনার নিকট যে শ্রেষ্ঠ ধনু আছে, তাহা দর্শন করিবার নিমিত্ত, ইহাঁরা এখানে আগমন করিয়াছেন; আপনার মঙ্গল হউক,—আপনি ইহাঁদিগকে সেই ধনু প্রদর্শন করুন, ইহাঁরাও সেই ধনু দর্শন করিয়া পূর্ণ-মনোরথ হউন, এবং ইহাঁদিগের যাহা অভিলাষ হয়, তাহা করুন।"

জনক মহামুনি বিশ্বামিত্র-কর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে প্রত্যুক্তি করিলেন, "হে ভগবন্! যে প্রকারে আমি সেই ধনু প্রাপ্ত

হইয়াছি, এবং যেনিমিত্ত তাহা আমার নিকট আছে, আমি সেই বিবরণ কীর্ত্তন করিতেছি; আপনি শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে মহাত্মা দেবরাত নামে বিখ্যাত নিমির জ্যেষ্ঠ পুত্র নরপতি ছিলেন; তাঁহার হস্তে ঐ ধনু ন্যাস-স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছিল।—পূর্ব্বে দক্ষযজ্ঞ-বিনাশকালে বীর্য্যবান্ মহাদেব দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়া ধনু আকর্ষণপূর্ব্বক লীলা-সহকারে দেবতাদিগকে কহিয়াছিলেন, "হে সুরগণ! যেহেতু, আমি হবির্ভাগার্থী, তোমরা আমার ভাগ কল্পনা কর নাই, অতএব আমি তোমাদিগের সর্ব্বলোক-পূজনীয় মস্তক সকল এই ধনুর্দ্বারাই ছেদন করিব।"

হে মুনিপুঙ্গব! অনন্তর দেবগণ বিমনা হইয়া দেবেশ্বর হরকে প্রসাদন করিয়াছিলেন। তখন তিনি তাঁহাদিগের প্রতি প্রীত হইয়া প্রীতি-সহকারে তাঁহাদিগকে সেই ধনু প্রদান করিয়াছিলেন। হে বিভো! সেই মহাত্মা দেবদেব মহাদেবের সেই ধনু তৎকালে দেবগণ কর্ত্তৃক ন্যাস-স্বরূপ আমার পূর্ব্বজাত দেবরাতের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল, উহাই সেই ধনু।

হে মুনিপুঙ্গব! একদা আমি ক্ষেত্র কর্ষণ করিতেছিলাম, সেই সময়ে আমার লাঙ্গল-পদ্ধতি হইতে একটি কন্যা উত্থিতা হইল। আমি ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে করিতে সীতা (লাঙ্গলপদ্ধতি) হইতে সেই কন্যাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, এজন্য সেই কন্যা "সীতা" বলিয়া বিখ্যাতা হইয়াছে। ভূতল হইতে উত্থিতা আমার সেই নন্দিনী ক্রমশ বাড়িতে লাগিল। আমি সেই অযোনিজা কন্যাকে বীর্য্যশুল্কা (যিনি স্বীয় বীর্য্যবলে সেই হরধনুর আকর্ষণাদি করিতে পারিবেন, তিনি এই কন্যা লাভ করিবেন, এরূপ পণে আবদ্ধা) করিয়া রাখিলাম।

হে ভগবন্! অনন্তর ভূতল হইতে উত্থিতা আমার সেই কন্যা যৌবনসম্পন্না হইলে, অনেক রাজা আসিয়া তাহাকে বরণ করিলেন। আমিও তাঁহাদিগকে "আমার এই কন্যা বীর্য্যশুল্কা, অতএব তোমাদিগের বীর্য্য না দেখিয়া আমি তোমাদিগকে কন্যা প্রদান করিতে পারি না," ইহা বলিলাম। হে মুনিশার্দ্দূল! অনন্তর সেই নরপতি সকল মিলিত হইয়া, মিথিলাতে প্রবেশ করিয়া পণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন আমি সেই সকল জিজ্ঞাসা-তৎপর নরপতিদিগকে সেই শৈব ধনু প্রদর্শন করিলাম। তাঁহারা সেই ধনু উত্তোলন করিতে সমর্থ হইলেন না, এমন কি! তাহা পরিচালিত করিতেও পারিলেন না। হে মহামুনে! আমি সেই সকল বীর্য্যশালী নরপতিদিগের বীর্য্য অল্প দেখিয়া তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিলাম।

হে তপোধন! পরে যাহা হইল, তাহা আমি কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। হে মুনিপুঙ্গব! অনন্তর সেই সকল শ্রেষ্ঠনর-পালেরা মৎকর্ত্তৃক আত্মাকে অবমানিত বোধ করিয়া অতীব কোপাবিষ্ট হইলেন এবং বীর্য্য-বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইয়া পরম ক্রোধসহকারে মিথিলাপুরী প্রপীড়ন করত অবরোধ করিলেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! অনন্তর সংবৎসর পূর্ণ হইলে, আমার সমস্ত সাধন ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। তখন আমি অতীব দুঃখিত হইয়া তপস্যাদ্বারা সমস্ত দেবগণকে প্রসন্ন করিলাম। তাঁহারাও পরম প্রীত হইয়া আমাকে চতুরঙ্গ সৈন্য প্রদান করিলেন। অনন্তর সেই সকল পাপাচারী বীর্য্যহীন অথচ বীর্য্য-সন্দিগ্ধ নৃপতিরা অমাত্য-গণের সহিত সেই চতুরঙ্গ সৈন্যকর্ত্তৃক হন্যমান হইয়া ভগ্নোৎসাহ হইয়া নানা দিকে গমন করিলেন।

হে সুব্রতানুষ্ঠায়ি-মুনিশার্দ্দূল! আমি সেই পরম ভাস্বরধনু রাম ও লক্ষ্মণকে প্রদর্শন করিতেছি। হে মুনে! যদি এই দাশরথি রাম সেই ধনু আকর্ষণ করিতে পারেন, তবে ইহাঁকে আমি সীতানাম্নী অযোনিজা কন্যা প্রদান করিব।

ষট্‌ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৬ ॥

সপ্তষষ্ট সর্গ।

মহামুনি বিশ্বামিত্র জনক রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে "আপনি রামকে সেই ধনু প্রদর্শন করুন," এই কথা বলিলেন। পরে জনক রাজা সচিবদিগকে "তোমরা সেই মাল্য-বিভূষিত গন্ধানুলেপিত ধনু আনয়ন কর," এরূপ আদেশ করিলেন। সেই সকল অমিত-তেজস্বী সচিবেরা পুরীতে প্রবেশ করিয়া সেই ধনু অগ্রে করত নির্গত হইলেন। অতিদীর্ঘ মহাবলশালী পঞ্চ সহস্র নর অতিকষ্টে, যে অষ্ট-চক্র-সমন্বিতা মঞ্জুষাতে সেই ধনু ছিল, সেই মঞ্জুষা বহন করিল। দেবতুল্য জনক নর-পতির সেই সকল মন্ত্রীরা সেই মঞ্জুষা গ্রহণ-পূর্ব্বক তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে "হে নরপাল! এই সেই সমস্ত রাজগণ-কর্তৃক পূজিত শ্রেষ্ঠ ধনু! হে মিথিলাপাল রাজেন্দ্র! যদি আপনি এই ধনু ইহাঁদিগকে প্রর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, তবে প্রদর্শন করুন," ইহা বলি-লেন। নরপতি জনক তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া রাম ও লক্ষণকে উদ্দেশ করিয়া মহাত্মা বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, "হে ব্রহ্মন্! এই শ্রেষ্ঠ ধনু জনক-বংশীয় সকলেরই অভিপূজিত, এবং তৎকালে যে সকল মহাবীর্য্য-সম্পন্ন সীতা-পরিণয়াভিলাষী রাজারা ইহা উত্তোলন করিতে পারেন নাই, তাঁহাদিগেরও পূজিত। হে মহাভাগ মুনিবর! এই শ্রেষ্ঠ ধনু কাঁপাইতে, কি উত্তোলন করিতে, অথবা ইহাতে জ্যা আরোপণ করিতে, টঙ্কার দিতে, কি বাণ যোগ করিতে, সমস্ত দেব, দানব, রাক্ষস, কিন্নর, মহোরগ এবং শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ যক্ষ ও গন্ধর্ব্বদিগেরও সামর্থ্য নাই, সুতরাং মনুষ্যদিগের ইহার আকর্ষণাদি করিবার শক্তি না থাকিলেও, আপনার অনুজ্ঞানুসারেই ইহা আনীত হইয়াছে, আপনি এই দুই রাজনন্দনকে প্রদর্শন করুন।"

বিশ্বামিত্র রঘুনন্দন রামের সহিত জনকের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া রামকে "হে বৎস রাম! তুমি এই ধনু দর্শন কর," এই কথা বলিলেন। রামও মহর্ষি বিশ্বামিত্রের বাক্যানুসারে, যে মঞ্জুষাতে সেই ধনু ছিল, সেই মঞ্জুষা উদ্ঘাটন-পূর্ব্বক তাহা সন্দর্শন করিয়া সকলের সমক্ষেই "আমি এই দিব্য শ্রেষ্ঠ ধনু হস্ত-দ্বারা গ্রহণ করি, এবং ইহা উত্তোলন করিতে ও ইহাতে টঙ্কার দিতেও যত্ন করিব," এই কথা বলিলেন। তখন বিদেহরাজ জনক ও বিশ্বামিত্র মুনি তাঁহাকে "ভাল! ভাল!" ইহা বলিলেন। সেই নরশ্রেষ্ঠ মহাযশস্বী ধর্ম্মাত্মা রঘুনন্দন রাম বিশ্বামিত্র মুনির বাক্যানুসারে বহুসহস্র দর্শন-কারী মানবের সমক্ষে অবলীলাক্রমে সেই ধনুর মধ্য-ভাগ গ্রহণ করিয়া তাহাতে জ্যা আরোপণ করিলেন। তিনি তাহাতে জ্যা আরোপণ করিয়া টঙ্কার দিলেন, এবং সেই ধনু ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। তৎকালে সেই ধনুর নির্ঘাত-তুল্য তুমুল শব্দ হইল; যেরূপ পর্ব্বত বিদীর্ণ হইবার সময়ে তত্রত্য প্রদেশে ভূমিকম্প হইয়া থাকে, সেইরূপ সেই প্রদেশে ভূমিকম্প হইল; এবং মুনিবর বিশ্বামিত্র, রাজা জনক ও সেই দুই রঘুনন্দন-ব্যতিরেকে তত্রত্য সমস্ত ব্যক্তিই সেই শব্দে মোহ প্রাপ্ত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল।

অনন্তর সেই সকল ব্যক্তি আশ্বাস প্রাপ্ত হইলে, বাক্যবিশারদ রাজা জনক নিশ্চিন্ত হইয়া মুনিবর বিশ্বামিত্রকে এই বাক্য বলি-লেন, "হে ভগবন্! ঐ ধনুতে জ্যা আরোপণ করা অচিন্তনীয় ও পরমাশ্চর্য্য ব্যাপার,—আমি কখন এরূপ বিবেচনা করি নাই যে, কেহ উহাতে জ্যা আরোপণ করিতে পারিবে; সুতরাং দশরথতনয় রামের যাদৃশ বীর্য্য, তাহা আমি সম্যক্ অবগত হইলাম, অতএব আমার নন্দিনী সীতা যে ইহাঁকে ভর্ত্তা লাভ করিয়া জনক-কুলের কীর্ত্তি বৃদ্ধি করিবেন, ইহাতে সংশয় নাই। হে কৌশিক ব্রহ্মন্! 'আমার তনয়া সীতা বীর্য্যশুল্কা,' আমি এই যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা সত্য হইল; আমি রামেরে আমার প্রাণ হইতেও প্রিয়তমা নন্দিনী সীতাকে প্রদান করিব; অতএব আমার মন্ত্রীরা সত্বর হইয়া রথ-দ্বারা শীঘ্র অযোধ্যাতে যাইয়া বিনয়ান্বিত বাক্যে দশরথ রাজাকে আনয়ন করুন,—তাঁহারা অতীব

শীঘ্রগামী হইয়া তথায় যাইয়া আমার নন্দিনী বীর্য্যশুল্কা সীতার বিবাহবিষয়ক বৃত্তান্ত এবং রাম ও লক্ষ্মণ আপনা-কর্ত্তৃক সম্যক্ রক্ষিত রহিয়াছেন, ইহা নিবেদনপূর্ব্বক প্রীতি-সমন্বিত রাজা দশরথকে শীঘ্র আমার নগরীতে আনয়ন করুন! আপনার মঙ্গল হউক,—আপনি এবিষয়ে অনুমতি প্রদান করুন।"

কৌশিক বিশ্বামিত্র ধর্ম্মাত্মা জনক রাজাকে "তাহাই হউক," ইহা বলিলেন। তখন জনক মন্ত্রীদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক, রাজা দশরথকে যাহা যাহা বলিতে হইবে, তৎসমস্ত নির্দ্দেশ করিলেন, এবং নরপতি দশরথকে যথাভূত বৃত্তান্ত নিবেদনপূর্ব্বক আনয়ন করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে প্রেরণ করিলেন।

সপ্তষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৭ ॥

অষ্টষষ্ট সর্গ।

জনক-কর্ত্তৃক দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত সেই সমস্ত মন্ত্রী ক্লান্তবাহন হইয়া পথিমধ্যে তিন রাত্রি বাস করিয়া অযোধ্যাপুরীতে প্রবেশ করিলেন। পরে তাঁহারা রাজদ্বারে যাইয়া "জনক রাজা আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন," বলিয়া, দ্বারপালগণ-কর্ত্তৃক রাজভবনে প্রবেশিত হইয়া দেবতুল্য নরপতি বৃদ্ধ দশরথ রাজাকে দেখিতে পাইলেন, এবং বদ্ধাঞ্জলি হইয়া নির্ভয়ে বিনয়-সহকারে তাঁহাকে মধুরাক্ষরসমন্বিত এই বাক্য বলিলেন, "হে মহারাজ! মিথিলাধিপতি বৈদেহ রাজা জনক ঋত্বিগ্‌দিগের সহিত বারংবার স্নেহান্বিত বাক্যে আপনার এবং আপনার পুরোহিত, উপাধ্যায় ও ভৃত্য-বর্গের অনাময় ও কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তিনি আপনার অক্ষয় কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া কৌশিক বিশ্বামিত্রের মতানুসারে আপনাকে এই কথা বলিয়াছেন, "হে রাজন্! আপনি পূর্ব্বেই বিদিত হইয়াছেন, যে, 'যিনি হরধনুর আকর্ষণাদি করিতে পারিবেন, তাঁহাকে আমি স্বীয় তনয়া প্রদান করিব,' এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, এবং তৎপরে অনেক রাজা সীতার অভিলাষে এখানে আসিয়া অল্পবীর্য-প্রযুক্ত মৎ-কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া বৈর নির্য্যাতনে উদ্যত হইলে, আমি তাঁহাদিগকে পরাঙ্মুখ করিয়াছি। হে মহাবাহো! সম্প্রতি আপনার পুত্র মহাত্মা রাম বিশ্বামিত্রকে অগ্রে করিয়া, যদৃচ্ছাক্রমে এখানে আসিয়া বহুজন-সমাজে সেই দিব্য রত্ন-স্বরূপ ধনুর মধ্য ভাগ ভগ্ন করিয়া আমার সেই নন্দিনীকে জয় করিয়াছেন, সুতরাং আমার ঐ মহাত্মাকে বীর্য্যশুল্কা সীতা দান করা বিধেয় হইয়াছে। হে মহারাজ! আমি প্রতিজ্ঞা পালন করিতে অভিলাষ করিতেছি, আপনি তদ্বিষয়ে অনুজ্ঞা প্রদান করুন,—হে রাজেন্দ্র! আপনি উপাধ্যায় ও পুরোহিতের সহিত শীঘ্র এখানে আসিয়া রাম ও লক্ষ্মণকে দর্শন করুন, এবং আমার প্রতিজ্ঞা পূরণ করুন, তাহা হইলে, আপনার মঙ্গল হইবে,—আপনি উভয় পুত্রেরই বিবাহনিবন্ধন-প্রীতি উপলব্ধি করিবেন।" বিদেহরাজ জনক বিশ্বামিত্র-কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া শতানন্দের মতানুসারে আপনাকে এরূপ মধুর বাক্য বলিয়াছেন।"

দশরথ রাজা সেই দূতবাক্য শ্রবণ করিয়া অতিহৃষ্ট হইয়া বসিষ্ঠ, বামদেব ও মন্ত্রীদিগকে বলিলেন, "সেই রঘুনন্দন কৌশল্যানন্দ-বর্দ্ধন রাম গাধিপুত্র-কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া লক্ষ্মণের সহিত বিদেহ দেশে বাস করিতেছেন। মহাত্মা জনক বীর্য্য দেখিয়া তাঁহাকে কন্যা দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। যদি আপনারা মহাত্মা জনকের চরিত্র আমাদিগের যৌন সম্বন্ধের উপযুক্ত বোধ করেন, তবে আমরা শীঘ্র তাঁহার নগরীতে গমন করি, মিথ্যা কালাতিক্রম না হউক।"

মন্ত্রীরা সমস্ত মহর্ষিদিগের সহিত তাঁহার বাক্য স্বীকার করিলেন। রাজাও অত্যন্ত প্রীত হইয়া মন্ত্রীদিগকে "কল্য যাত্রা করা যাইবে," ইহা বলিলেন। জনক রাজার সেই সমস্ত গুণসমন্বিত মন্ত্রীরা নরেন্দ্র দশরথ-কর্ত্তৃক পরম সংকৃত হইয়া প্রমোদ-সহকারে সেই রজনী যাপন করিলেন।

অষ্টষষ্ট সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৮ ॥

একোনসপ্তত সর্গ।

অনন্তর রজনী প্রভাতা হইলে, রাজা দশরথ উপাধ্যায় ও বান্ধব-বর্গের সহিত হর্ষ সহকারে সুমন্ত্রকে এই কথা বলিলেন, "অদ্য সমস্ত ধনাধ্যক্ষেরা বহু ধন ও নানাবিধ রত্ন গ্রহণ করিয়া সৈনিকবর্গে সম্যক্ রক্ষিত হইয়া অগ্রে গমন করুন; চতুরঙ্গ সৈন্য শীঘ্র নির্গত হউক; এখনই অত্যুত্তম যান ও অশ্বাদি বাহন বসিষ্ঠ-প্রভৃতিকে বহনার্থ গমন করুক; বসিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, দীর্ঘায়ু মার্কণ্ডেয় ও কাত্যায়ন ঋষি, এই সকল ব্রাহ্মণেরা অগ্রে গমন করুন; এবং তুমি আমার রথ যোজনা কর। জনক-দূতেরা আমাকে ত্বরান্বিত করিতেছে, সুতরাং তুমি এই সমস্ত অতিশীঘ্র নির্ব্বাহ কর, যাহাতে কালবিলম্ব না হয়।"

দশরথ রাজার বাক্যানুসারে চতুরঙ্গিণী সেনা ঋষিগণের সহিত সেই গমনকারী নরেন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। দশরথ রাজা পথিমধ্যে চারি দিবস বাস করিয়া বিদেহ দেশে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীমান্ জনক রাজাও দশরথ রাজার আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহার পূজার আয়োজন করিলেন। অনন্তর পার্থিবশ্রেষ্ঠ জনক প্রমোদ-সহকারে নরপাল বৃদ্ধ দশরথ রাজার নিকটে যাইয়া পরম হর্ষ লাভ করিলেন, এবং নরশ্রেষ্ঠ দশরথকে এই প্রমোদ-সমন্বিত বাক্য বলিলেন, "হে রঘুনন্দন! আপনি আমার ভাগ্যানুসারেই এখানে আসিয়াছেন; আপনার পথে ত ক্লেশ হয় নাই? আপনি উভয় পুত্রকেই বীর্য্যলব্ধ-প্রীতি লাভ করিতে উপলব্ধি করিবেন। যেরূপ শতক্রতু ইন্দ্র দেবগণের সহিত আগমন করিয়া থাকেন, সেইরূপ ভগবান্ মহাতেজস্বী বসিষ্ঠ ও দ্বিজশ্রেষ্ঠ সকলের সহিত আমার ভাগ্যানুসারেই এখানে আসিয়াছেন। আমার ভাগ্যানুসারেই আমার কন্যা দানের প্রতিবন্ধক সকল পরাভূত হইল, এবং আমার ভাগ্যানুসারেই মহাবল-সম্পন্ন বীরাগ্রগণ্য রাঘবদিগের সহিত কন্যার সম্বন্ধ হওয়ায় আমার কুল অভিপূজিত হইল। হে নরেন্দ্র! কল্য প্রভাতে এই যজ্ঞের অবসানে আপনি ঋষিগণের সহিত বৈবাহিক কার্য্য সম্পাদন করুন।"

বাক্যবিশারদ রাজা দশরথ মহীপতি জনকের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রত্যুক্তি করিলেন, "হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি পূর্ব্বে শ্রবণ করিয়াছি, 'প্রতিগ্রহ দাতার আয়ত্ত,' সুতরাং আপনি যাহা বলিবেন, আমরা তাহাই করিব।"

বিদেহাধিপতি জনক সত্যবাদী দশরথের সেই ধর্ম্ম্য যশস্য বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর পরস্পর-সমাগমে সমস্ত মুনিগণ মহাহর্ষ-সমন্বিত হইয়া সুখে সেই রাত্রি যাপন করিলেন। দশরথ রাজাও জনক-কর্ত্তৃক অভিপূজিত হইয়া এবং পুত্রদ্বয়কে দেখিয়া পরম হৃষ্ট হওত পরম-প্রীতি-সহকারে সেই রজনী যাপন করিলেন। মহাতেজস্বী তত্ত্বজ্ঞ জনক রাজাও ধর্ম্মানুসারে যজ্ঞের অবশিষ্ট-ক্রিয়া সকল ও সেই দুই দুহিতার বিবাহোপলক্ষে যাহা যাহা করিতে হয়, তৎসমস্ত নির্ব্বাহ করিয়া রজনী অতিবাহন করিলেন।

একোনসপ্তত সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৯ ॥

সপ্তত সর্গ।

অনন্তর প্রভাত হইলে, বাক্যবিশারদ জনক মহর্ষিগণের সহিত আহ্নিক কৃত্য সমাপন করিয়া পুরোহিত শতানন্দকে এই কথা বলিলেন, "আমার মহাতেজস্বী বীর্য্যবান অতিধার্ম্মিক কুশধ্বজ নামে বিখ্যাত ভ্রাতা স্বর্গোপমা শুভা সাঙ্কাশ্যা নগরীতে ইক্ষুমতী নদীর জল পান করত অধিবসতি করিতেছেন; সেই পুরী পুষ্পক-বিমানের সদৃশী এবং তাহার প্রাচীর-পরিসর পরসৈন্য নিবারণার্থ যন্ত্রফলকে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। সেই আমার মহাতেজস্বী ভ্রাতা আমার যজ্ঞ রক্ষা করিয়া থাকেন; আমি এক্ষণ তাঁহাকে দেখিতে বাসনা করি, কেননা, তাহারও আমার সহ এই সীতাবিবাহনিবন্ধন প্রীতি ভোগ করা উচিত।"

জনক শতানন্দের সন্নিধানে ঐরূপ বলিলে, কয়েকজন সমর্থ পুরুষ সমাগত হইল! তিনি তাহাদিগকে কুশধ্বজকে আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। সেই সকল পুরুষ নরেন্দ্র জনকের শাসনানুসারে, যেরূপ ইন্দ্রানুচরেরা ইন্দ্রের আজ্ঞায় বিষ্ণুকে আনয়নার্থ গমন করে, সেইরূপ সেই নরব্যাঘ্র কুশধ্বজকে আনয়ন করিতে শীঘ্রগামী অশ্বদ্বারা গমন করিল, এবং সাঙ্কাশ্যা নগরীতে যাইয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইল, ও তাঁহাকে সেইসকল বিবরণ ও জনকের অভিলাষ নিবেদন করিল। সেই শীঘ্রগামী শ্রেষ্ঠ দূতদিগের প্রমুখাৎ সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নরপতি কুশধ্বজ নরেন্দ্র জনকের আজ্ঞানুসারে মিথিলা নগরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং মহাত্মা ধর্ম্মবৎসল জনককে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে ও অতিধার্ম্মিক শতানন্দকে অভিবাদন করিয়া রাজযোগ্য পরম দিব্য আসনে উপবেশন করিলেন। সেই দুই বীর্য্য-সম্পন্ন অমিত-প্রভাশালী ভ্রাতা উপবিষ্ট হইয়া মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ সুদামকে "হে মন্ত্রিপতে! তুমি দুর্ধর্ষ ইক্ষ্বাকুনন্দন অমিত-প্রভাশালী দশরথের নিকটে যাইয়া তাঁহাকে পুত্র ও মন্ত্রীদিগের সহিত এখানে আনয়ন কর," এই কথা বলিয়া প্রেরণ করিলেন। সেই মন্ত্রী রঘুকুল-বর্দ্ধন দশরথের শিবিরে যাইয়া, তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া "হে বীর্য্যসম্পন্ন অযোধ্যাধিপতে! মিথিলাধিপতি বৈদেহ জনক আপনাকে উপাধ্যায় ও পুরোহিতের সহ দেখিতে বাসনা করিতেছেন," এই কথা বলিলেন। রাজা দশরথ জনকের সেই শ্রেষ্ঠ মন্ত্রীর বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋষি ও বন্ধুগণের সহিত তখনই, যে স্থানে জনক ছিলেন, সেই স্থানে গমন করিলেন। অনন্তর বাগ্মিপ্রবর রাজা দশরথ উপাধ্যায়, বান্ধব ও অমাত্যগণের সহিত বৈদেহকে এই কথা বলিলেন, "হে মহারাজ! আপনি অবগত আছেন, 'ভগবান্ বসিষ্ঠ ঋষি ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের কুলদেবতা-স্বরূপ; ইনি ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের সকল বিষয়েই বক্তা হইয়া থাকেন,' সুতরাং এই ধর্ম্মাত্মা বসিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের মতানুসারে মহর্ষি সকলের সহিত আমার বংশাবলি যথাক্রমে কীর্ত্তন করিবেন।" রাজা দশরথ ঐরূপ বলিয়া মৌন অবলম্বন করিলে, বাক্যবিশারদ ভগবান্ বসিষ্ঠ ঋষি বৈদেহ জনককে পুরোহিতের সহিত এই কথা বলিলেন, "নিত্য শাশ্বত ক্ষয়রহিত ব্রহ্মা মায়াসমন্বিত পর ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। সেই ব্রহ্মা হইতে মরীচি জন্মলাভ করেন। মরীচির পুত্র কশ্যপ। কশ্যপ হইতে সূর্য্য উৎপত্তি লাভ করেন। তাঁহার "মনু" বলিয়া বিখ্যাত পুত্র হয়; তিনি পূর্ব্বে প্রজাপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্র ইক্ষ্বাকু; তিনি অযোধ্যার পূর্ব্বতন রাজা, ইহা আপনি অবগত হউন। তাঁহার "কুক্ষি" এই নামে বিখ্যাত পুত্র হয়; তিনি অতীব শ্রীসমন্বিত ছিলেন। তাঁহার শ্রীসম্পন্ন বিকুক্ষি-নামক পুত্র উৎপন্ন হয়। তাঁহার পুত্র মহাতেজস্বী প্রতাপবান্ বাণ। তাঁহার পুত্র মহাতেজস্বী প্রতাপ-সম্পন্ন অনরণ্য! অনরণ্য হইতে পৃথু উৎপত্তি লাভ করেন। পৃথু হইতে ত্রিশঙ্কু উৎপন্ন হন। তাঁহার পুত্র মহাযশস্বী ধুন্ধুমার। ধুন্ধুমার হইতে মহাতেজস্বী মহারথ যুবনাশ্ব উৎপত্তি লাভ করেন। তাঁহার পুত্র পৃথিবীপতি মান্ধাতা। মান্ধাতা হইতে শ্রীসম্পন্ন সুসন্ধি উৎপন্ন হন। তাঁহার ধ্রুবসন্ধি ও প্রসেনজিৎ, এই দুই নামে দুই পুত্র হয়। ধ্রুবসন্ধি হইতে মহাযশস্বী ভরত উৎপন্ন হন। ভরত হইতে মহাতেজস্বী অসিত জন্ম লাভ করেন।

সেই অসিত রাজার শৌর্য্য-সম্পন্ন তালজঙ্ঘ, হৈহয় ও শশবিন্দু-দেশীয় নরপতি সকল বিপক্ষ ছিলেন। একদা তাঁহারা তাঁহার শত্রুতা আচরণ করিতে উদ্যত হন। তখন সেই অসিত রাজা তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করেন, কিন্তু অল্পবল-প্রযুক্ত সেই সকল নরপতি-কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হন। অনন্তর তিনি দুই ভার্য্যার সহিত হিমালয়ে যাইয়া অধিবসতি করেন, এবং কালক্রমে কাল-কবলে পতিত হন। ইহা শ্রবণ করা গিয়াছে যে, তৎকালে তাঁহার সেই দুই ভার্য্যাই গর্ব্ভবতী ছিলেন। সেই অসিত রাজার এক পত্নী গর্ব্ভ বিনাশ করিবার মানসে

সপত্নীকে গরল-মিশ্রিত খাদ্য দ্রব্য প্রদান করেন।

সেই সময়ে ভার্গব চ্যবন মুনি রমণীয় শৈলবর হিমালয়ে তপস্যা-নিরত ছিলেন। যে মহাভাগ্যবতী পদ্মপলাশাক্ষী অসিতপত্নীদত্ত গরল ভক্ষণ করিয়াছিলেন, তিনি সেই দেব-তুল্য-তেজ-সম্পন্ন ভৃগুনন্দন চ্যবন ঋষিকে বন্দনা করেন,—সেই কালিন্দী দেবী অত্যুত্তম পুত্র লাভ করিতে অভিলাষ করিয়া তাঁহার শরণাগতা হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করেন। তখন সেই বিপ্রেন্দ্র ভৃগুনন্দন চ্যবন পুত্রার্থিনী কালিন্দীকে পুত্রোৎপত্তি-বিষয়ে এই কথা বলেন, "হে মহাভাগে! তোমার উদরে মহা-তেজস্বী মহাবলশালী মহাবীর্য-সম্পন্ন শ্রীমান্ পুত্র আছে, অচির কালেই তোমার সেই পুত্র গরলের সহিত উৎপন্ন হইবে; হে কমলেক্ষণে! তুমি তজ্জন্য শোক করিও না।"

অনন্তর সেই পতিব্রতা পতিরহিতা রাজ-পুত্রী কালিন্দী দেবী চ্যবন ঋষিকে নমস্কার করেন, এবং তাঁহার প্রসাদে পুত্র প্রসব করেন। তাঁহার সপত্নী গর্ভ বিনাশ করিবার মানসে তাঁহাকে যে গর (গরল) প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র সেই গরের সহিত উৎপন্ন হইয়াছিল, এজন্য সে "সগর" এই নামে বিখ্যাত হয়।

সেই সগর রাজার পুত্র অসমঞ্জ। অসমঞ্জ হইতে অংশুমান্ উৎপন্ন হন। তাঁহার পুত্র দিলীপ। তাঁহার ভগীরথ নামে পুত্র হয়। ভগীরথ হইতে ককুৎস্থ উৎপত্তি লাভ করেন। ককুৎস্থ হইতে রঘু উৎপন্ন হন। তাঁহার পুত্র তেজস্বী কল্মাষপাদ; তিনি অভিশাপ-বশত প্রবৃদ্ধ-নামক রাক্ষস হইয়াছিলেন। কল্মাষপাদ হইতে শঙ্খণ উৎপত্তি লাভ করেন। তাঁহার পুত্র সুদর্শন। সুদর্শন হইতে অগ্নিবর্ণ উৎপন্ন হন। তাঁহার পুত্র শীঘ্রগ। তাঁহার পুত্র মরু। তাঁহার পুত্র প্রশুশ্রুক। প্রশুশ্রুক হইতে অম্ব-রীষ উৎপত্তি লাভ করেন। তাঁহার পুত্র মহীপতি নহুষ। তাঁহার পুত্র যযাতি। তাঁহার পুত্র নাভাগ। তাঁহার পুত্র অজ। অজ হইতে দশরথ উৎপন্ন হন। এবং এই দশরথ হইতে রাম ও লক্ষ্মণ, এই দুই ভ্রাতা উৎপত্তি লাভ করিয়াছেন। হে নরপাল! যাঁহাদিগের বংশ প্রথমাবধি অতিবিশুদ্ধ, সেই ইক্ষ্বাকু-বংশীয় সত্যবাদী বীর্য্যশালী অতিধার্ম্মিক রাজাদিগের বংশে উৎপন্ন এই রাম ও লক্ষ্মণের নিমিত্ত আপনার দুই কন্যাকে বরণ করিতেছি। হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনি এই দুই সদৃশ পাত্রে সদৃশী কন্যাদ্বয় প্রদান করুন।"

সপ্তত সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭০ ॥

একসপ্তত সর্গ।

বসিষ্ঠ ঋষি সেইরূপ বলিলে, জনক রাজা তাঁহাকে কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রত্যুক্তি করিলেন, "হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনার মঙ্গল হউক,—আমি স্বীয় বংশ কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। হে মহামতে! কন্যাদান-বিষয়ে সদ্বংশজাত ব্যক্তির কুল আদ্যন্ত কীর্ত্তন করা উচিত, সুতরাং আমি কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি অবধান করুন। নিমি নামে স্বকর্ম্ম-দ্বারা ত্রিলোক-বিখ্যাত পরম ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন; তিনি সমস্ত প্রাণী হইতেই শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র মিথি। তাঁহার পুত্র জনক; তিনিই প্রথম জনক রাজা,—আমাদিগের সকলের "জনক" বলিয়া খ্যাত হইবার মূল। জনক হইতে উদাবসু উৎপন্ন হন। উদাবসু হইতে নন্দিবর্দ্ধন জন্ম লাভ করেন। তাঁহার শৌর্য্য-সম্পন্ন সুকেতু নামে পুত্র হয়। সুকেতু হইতে ধর্ম্মাত্মা মহাবল-সম্পন্ন রাজর্ষি দেবরাত উৎপত্তি লাভ করেন। তাঁহার "বৃহদ্রথ" বলিয়া বিখ্যাত পুত্র হয়। বৃহদ্রথ হইতে শৌর্য্য-সম্পন্ন প্রতাপ-শালী মহাবীর উৎপন্ন হন। তাঁহার অব্যর্থ-বিক্রমশালী ধৈর্য্য-সম্পন্ন সুধৃতি নামে পুত্র হয়। তাঁহার পুত্র ধর্ম্মাত্মা ধৃষ্টকেতু। তাঁহার "হর্য্যশ্ব" বলিয়া বিখ্যাত সুধার্ম্মিক পুত্র হয়। তাঁহার পুত্র মরু। তাঁহার প্রতীন্ধক নামে পুত্র হয়। তাঁহার পুত্র ধর্ম্মাত্মা রাজা কীর্ত্তি-রথ। তাঁহার "দেবমীঢ়" বলিয়া বিখ্যাত পুত্র হয়। দেবমীঢ় হইতে বিবুধ জন্ম লাভ

করেন। তাঁহার পুত্র মহীধ্রক। তাঁহার পুত্র রাজর্ষি কীর্ত্তিরাত; তিনি মহাবল-সম্পন্ন রাজা ছিলেন। তাঁহার মহারোমা নামে পুত্র হয়। তাঁহার পুত্র ধর্ম্মাত্মা রাজর্ষি স্বর্ণরোমা। তাঁহার হ্রস্বরোমা নামে পুত্র হয়। এবং সেই মহাত্মা ধর্ম্মজ্ঞ রাজা হ্রস্বরোমার দুই পুত্র হয়; আমি জ্যেষ্ঠ, এবং এই বীর্য্যসম্পন্ন কুশধ্বজ আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। আমার পিতা "জ্যেষ্ঠ" বলিয়া আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত এবং কুশধ্বজের ভার আমাতে সন্নিবেশিত করিয়া বনে গমন করেন। বৃদ্ধ পিতা পরলোকে গমন করিলে, আমি এই দেবতুল্য অপাপ ভ্রাতা কুশধ্বজকে সস্নেহ নয়নে অবলোকন করত রাজ্যধুর বহন করিতে লাগিলাম।

হে ব্রহ্মর্ষে! অনন্তর কিছু কালের পর সাঙ্কাশ্যা নগরী হইতে সুধন্বা নামে বীর্য্যবান্ রাজা আসিয়া এই মিথিলাপুরী অবরোধ করিলেন, এবং 'অত্যুত্তম শৈব ধনু ও তোমার কন্যা পদ্মনয়নী সীতাকে আমারে প্রদান কর,' ইহা বলিয়া আমার নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। পরে তাঁহার প্রার্থিত বিষয় প্রদান না করায়, আমার তাঁহার সহিত যুদ্ধ হইল। তখন আমি সেই নরপতি সুধন্বাকে যুদ্ধে বিমুখ করিয়া নিহত করিলাম। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি তাঁহাকে হনন করিয়া সাঙ্কাশ্যা নগরীতে এই শৌর্য্য-সম্পন্ন কুশধ্বজ ভ্রাতাকে অভিষেক করিলাম।

হে মহামুনে! আমি জ্যেষ্ঠ, এবং এই কুশধ্বজ আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। হে মুনিশার্দ্দূল! আপনার মঙ্গল হউক। আমি পরম প্রীতি-সহকারে আপনাকে দুইটি বধূ প্রদান করিব,—আমি রামেরে সীতাকে এবং লক্ষ্মণেরে উর্ম্মিলাকে প্রদান করিব।—হে মুনিপুঙ্গব! আমি তিন বার সত্য করিয়া বলিতেছি যে, আপনাকে পরম-প্রীতি-সহকারে দুইটি বধূ প্রদান করিব,—দেবকন্যার ন্যায় রূপবতী আমার নন্দিনী বীর্য্যশুল্কা সীতাকে রামেরে এবং আমার উর্ম্মিলা-নাম্নী দ্বিতীয়া তনয়াকে লক্ষ্মণেরে প্রদান করিব, ইহাতে সন্দেহ নাই।"

অনন্তর জনক রাজা দশরথ রাজাকে উদ্দেশ করিয়া এই কথা বলিলেন, "হে রাজন্! আপনার মঙ্গল হউক,—আপনি রাম ও লক্ষ্মণের নিমিত্ত গো দান ও বিবাহনিবন্ধন নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিয়া বৈবাহিক কার্য্য সম্পাদন করুন। হে মহাবাহু-সম্পন্ন পার্থিব! আপনি প্রভু; অদ্য মঘা নক্ষত্র, তৃতীয় দিবসে উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে আপনি বৈবাহিক কার্য্য সম্পাদন করুন। আপনার রাম ও লক্ষ্মণের অভ্যুদয়-নিমিত্ত গো-ভূমি-প্রভৃতি দান করা উচিত।"

একসপ্তত সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭১ ॥

দ্বিসপ্তত সর্গ।

বীর্য্য-সম্পন্ন বৈদেহ নরপতি সেইরূপ বলিলে, মহামুনি বিশ্বামিত্র বসিষ্ঠের সহিত তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "হে নরপুঙ্গব! ইক্ষ্বাকুদিগের ও বৈদেহদিগের বংশ অচিন্তনীয় ও অপ্রমেয়; এই দুই বংশের তুল্য আর কোন বংশই নাই; হে রাজন্! অতএব আপনাদিগের বৈবাহিক সম্বন্ধ পরস্পর সদৃশ; বিশেষত রামের সীতা এবং লক্ষ্মণের উর্ম্মিলা রূপেতেও সদৃশী হইয়াছে। হে নরশ্রেষ্ঠ! সম্প্রতি আমি যাহা বলিতে মানস করিয়াছি, তাহা বলিতেছি; আপনি আমার বাক্য শ্রবণ করুন। হে নরবর বিদেহরাজ! আপনার এই কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধর্ম্মজ্ঞ পুণ্যকর্ম্মা কুশধ্বজের দুইটি কন্যা আছে, তাহাদিগের রূপের তুলনার স্থান পৃথিবীতে নাই। হে রাজন্! যেরূপ মহাত্মা রাম ও লক্ষ্মণের নিমিত্ত সীতা ও উর্ম্মিলাকে বরণ করিয়াছি, সেইরূপ আমি সেই দুই কুশধ্বজ-কন্যাকে ভরত ও শত্রুঘ্ন, এই দুই শ্রীসম্পন্ন কুমারের ভার্য্যার্থে বরণ করিতেছি। দশরথ রাজার সকল পুত্রই লোকপালের ন্যায় প্রশস্তরূপশালী ও যৌবনসম্পন্ন এবং দেবতুল্য-পরাক্রমী। হে রাজেন্দ্র! আপনারাও পুণ্যকর্ম্মা এবং ইক্ষ্বাকুবংশও নির্দ্দোষ, সুতরাং এই উভয় ভ্রাতার সহিত সম্বন্ধ করিয়া ইক্ষ্বাকুকুলের সহিত আরও সম্বন্ধ বৃদ্ধি করুন।"

তখন জনক বসিষ্ঠের মতানুযায়ী বিশ্বা-

মিত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সেই দুই মুনিবরকে এই কথা বলিলেন, "হে মুনিপুঙ্গবদ্বয়! আমাদিগের কুল ধন্য, ইহা আমি বিবেচনা করি, কেননা, আপনারা স্বয়ং আমাকে সদৃশ কুলসম্বন্ধ করিতে অনুজ্ঞা করিতেছেন। আপনাদিগের মঙ্গল হউক,—ঐরূপই হউক,—কুশধ্বজের দুই তনয়া ভরত ও শত্রুঘ্নের পত্নী হইয়া উহাঁদিগকে ভজনা করুক। হে মহামুনিদ্বয়! এক দিবসেই এই মহাবল-সম্পন্ন রাজপুত্র-চতুষ্টয় এই চারিটি রাজপুত্রীর পাণিগ্রহণ করুন। হে ব্রহ্মর্ষিদ্বয়! পরশ্ব দিবসে উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র হইবে, সুতরাং ঐ দিবস বিবাহে অতিপ্রশস্ত; যেহেতু মনীষীরা বিবাহ-বিষয়ে ভগদৈবত উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রের প্রশংসা করিয়া থাকেন।"

রাজা জনক ঐরূপ মধুর বাক্য বলিয়া, উত্থান করিয়া প্রাঞ্জলি হইয়া সেই দুই মুনিবরকে আবার এই কথা বলিলেন, "হে মুনিবরদ্বয়! আপনারা আমার পরম ধর্ম্ম সম্পাদন করিলেন, সুতরাং আমি আপনদিগের শিষ্য হইলাম; আপনারা এই মুখ্য আসনে উপবেশন করুন। যেমন আমার অযোধ্যা নগরীতে প্রভুত্ব হইয়াছে, সেইরূপ দশরথ রাজারও এই মিথিলা পুরীতে প্রভুত্ব হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই; অতএব অপনারা যাহা উপযুক্ত বোধ করেন, তাহা বিধান করুন।"

বৈদেহমহীপতি জনক সেইরূপ বলিলে, রঘুনন্দন রাজা দশরথ হর্ষ-সহকারে তাঁহাকে এই কথা কলিলেন, "আপনারা উভয়ে মিথিলার পতি; আপনাদিগের গুণ অসংখ্যেয়; আপনারা ঋষি ও রাজগণেরও সম্যক্ পূজা করিয়া থাকেন; আপনাদিগের মঙ্গল হউক,—আপনারা কল্যাণ লাভ করুন।" এবং ইহাও বলিলেন, "অদ্য আমাকে যথাবিধি শ্রাদ্ধক্রিয়া নিষ্পাদন করিতে হইবে, সুতরাং এক্ষণে আমি স্বীয় আবাসে গমন করি।"

মহাযশস্বী রাজা দশরথ সেই নরপতিকে আমন্ত্রণ করিয়া, তখনই শীঘ্র সেই দুই মুনিবরকে অগ্রে করিয়া স্বীয় আবাসে গমন করিলেন। সেই রাজা আবাসে যাইয়া যথাবিধি শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পাদন করিয়া রজনী যাপনপূর্ব্বক প্রভাত কালে উত্থিত হইয়া, প্রভাত-কাল-কর্ত্তব্য গোদান-রূপ অত্যুত্তম কর্ম্ম সম্পাদন করিলেন,—সেই পুত্রবৎসল নর-পাল রঘুনন্দন দশরথ রাজা পুত্রদিগের উদ্দেশে ধর্ম্মানুসারে চারিটি ব্রাহ্মণকে প্রত্যেককে একলক্ষ সুবর্ণশৃঙ্গসম্পন্না কাংস্য-দোহন-সমন্বিতা সবৎসা বহুদুগ্ধ-শালিনী গবী প্রদান করিলেন, এবং পুত্রদিগের মঙ্গলার্থী হইয়া গোদানরূপ কার্য্য উদ্দেশ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে অন্য অনেক ধন দান করিলেন। অনন্তর সেই নরপতি গো দান করিয়া নন্দনগণে পরিবৃত হইয়া লোকপাল-পরিবৃত শুভদর্শন প্রজাপতির ন্যায় শোভা লাভ করিলেন।

দ্বিসপ্তত সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিসপ্তত সর্গ।

যে দিবসে রাজা দশরথ গোদানরূপ উত্তম কর্ম্ম নিষ্পাদন করিলেন, সেই দিবসে ভরতের সাক্ষাৎ মাতুল কেকয়-রাজপুত্র বীর্য্য-সম্পন্ন যুধাজিৎ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং রাজা দশরথকে অবলোকনপূর্ব্বক কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া এই কথা বলিলেন, "হে রাজেন্দ্র! কেকয়রাজ স্নেহ-সহকারে আপনাকে স্বীয় কুশল বলিয়াছেন, এবং আপনি যাঁহাদিগের কুশল কামনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগেরও সম্প্রতি কুশল। হে রঘুনন্দন মহীপতে! সেই নরপতি আমার ভাগিনেয় ভরতকে দর্শন করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, সেইনিমিত্ত আমি অযোধ্যায় গিয়াছিলাম। পরে আমি সেখানে "আপনি পুত্রদিগের বিবাহ দিবার নিমিত্ত মিথিলাতে আসিয়াছেন," ইহা শ্রবণ করিয়া ভাগিনেয়কে দর্শন করিতে অভিলাষী হইয়া সত্বর এখানে আগমন করিয়াছি।"

অনন্তর রাজা দশরথ পূজার্হ প্রিয় অতিথি যুধাজিৎকে দর্শন করিয়া পরম সৎকার-দ্বারা পূজা করিলেন। পরে ক্রিয়াতত্ত্বজ্ঞ রাজা দশরথ মহাত্মা পুত্র সকলের সহিত রজনী যাপন করিয়া প্রভাত কালে উত্থিত হইয়া

কর্ত্তব্যকর্ম্ম সকল সমাধান পূর্ব্বক ঋষিদিগকে অগ্রে করিয়া জনকের যজ্ঞ-ভূমিতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। রামও কৃত-মঙ্গলাচার হইয়া, সর্ব্বাভরণ ভূষিত ভ্রাতৃগণের সহিত শুভলগ্নাদিযুক্ত বিজয়াখ্য মুহূর্ত্তে বসিষ্ঠ ও অপরাপর মহর্ষিদিগকে অগ্রে করিয়া জনকের যজ্ঞ-ভূমিতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তখন ভগবান্ বসিষ্ঠ বৈদেহ জনকের নিকট যাইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "হে রাজন্! নরবর রাজা দশরথ কৃত-মঙ্গলাচার পুত্রগণের সহিত দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া, দাতার অনুমতির অপেক্ষা করিতেছন। দাতা ও প্রতিগৃহীতার সংযোগ হইলেই সমস্ত দানধর্ম্ম লাভ করা যায়; অতএব আপনি বিবাহোপযোগী শ্রেষ্ঠ কার্য্য সম্পাদন করিয়া স্বধর্ম্ম পালন করুন, অর্থাৎ তাঁহাদিগকে এখানে প্রবেশ করিতে অনুমতি প্রদান করিয়া দাতার ধর্ম্ম রক্ষা করুন।"

মহাতেজস্বী পরমোদার-স্বভাব পরম ধর্ম্মাত্মা জনকরাজা, মহাত্মা বসিষ্ঠ কর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে প্রত্যুক্তি করিলেন, "আমার দ্বারে এমন দ্বারপাল কে আছে যে, তাঁহাকে প্রবেশিতে বাধা দিতে পারে? তিনি কার অনুমতির অপেক্ষা করিতেছেন? স্বীয় গৃহে প্রবেশ করিতে আবার বিচার কি! তাঁহার যেমন স্বরাজ্য, এই রাজ্যও তেমনই! হে মুনিশ্রেষ্ঠ! দেখুন! সম্প্রতি তাঁহারই প্রতীক্ষা করিয়া আমি এই বেদিমধ্যে অবস্থিত রহিয়াছি, এবং অগ্নির প্রদীপ্ত শিখার ন্যায় জাজ্বল্যমান-রূপবতী আমার কন্যারাও কৃত-মঙ্গলাচারা হইয়া, বেদিমধ্যে উপস্থিতা রহিয়াছে। তিনি আসিয়া নির্ব্বিঘ্নে সমস্ত কার্য্য সমাধা করুন; তিনি কি জন্য বিলম্ব করিতেছেন?"

অনন্তর রাজা দশরথ বসিষ্ঠের প্রমুখাৎ জনকের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সমস্ত ঋষিগণ ও পুত্রদিগকে তথায় প্রবেশিত করিলেন। পরে বিদেহরাজ জনক বশিষ্ঠকে এই কথা বলিলেন, "হে ধার্ম্মিক সর্ব্ব-কার্য্য-দক্ষ মহর্ষে! আপনি ঋষিগণের সহিত লোকাভিরাম রামের বৈবাহিক কার্য্য সকল নিষ্পাদন করুন।"

মহাতপস্বী ভগবান্ বসিষ্ঠ ঋষি জনক রাজাকে "তাহাই হউক," বলিয়া ধার্ম্মিক বিশ্বামিত্র ও শতানন্দকে অগ্রে করিয়া মণ্ডপ-মধ্যে যথাবিধি বেদি নির্ম্মাণ করিয়া সেই বেদির চতুর্দ্দিক্ গন্ধ, পুষ্প ও সুবর্ণনির্ম্মিত কোণ-দ্বারা অলঙ্কৃতা করিলেন, এবং তাহার চতুর্দ্দিকে অঙ্কুর-সমন্বিত অনেক চিত্রকুম্ভ, অঙ্কুর-প্রভৃতি-সমন্বিত অনেক শরাব, ধূপ-সমন্বিত বহু ধূপপাত্র, শঙ্খযুক্ত অনেক শঙ্খপাত্র, স্রুব, স্রুক্, অর্ঘ্যাদিসমন্বিত বহু পাত্র, অনেক লাজাপূর্ণ পাত্র, সংস্কৃত অক্ষত ও অনেক সমপরিমাণ কুশ রাখিলেন। পরে মহাতেজস্বী মুনিশ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠ সেই বেদিতে কল্পসূত্রোক্ত নিয়মানুসারে যথাবেদমন্ত্র অগ্নি আধান করিয়া সেই অগ্নিতে বিধিমন্ত্রানুসারে হবন করিলেন।

অনন্তর জনক রাজা সর্ব্বাভরণভূষিতা সীতাকে আনয়ন করিয়া অগ্নির সমীপে রঘুনন্দন কৌসল্যানন্দ-বৰ্দ্ধন রামের অভিমুখে স্থাপন-পূর্ব্বক তাঁহাকে "তোমার মঙ্গল হউক, —এই আমার মহাভাগ্যবতী নন্দিনী সীতা তোমার ধর্ম্মের অর্দ্ধভাগিনী হউক,—তুমি ইহার হস্ত হস্তদ্বারা গ্রহণ কর; এই সীতা অতি পতিব্রতা হইবে,—ছায়ার ন্যায় তোমার সর্ব্বদা অনুগতা হইয়া থাকিবে," ইহা বলিলেন। তিনি এইরূপ বলিয়া রামের হস্তে মন্ত্রপূত জল পরিত্যাগ করিলেন। তখন অন্তরীক্ষে দেব ঋষিদিগের মুখ হইতে "সাধু, সাধু," এই শব্দ নির্গত হইল; দেবদুন্দুভি সকল বাজিতে লাগিল, এবং সেই প্রদেশে অতি মহতী পুষ্পবৃষ্টি হইল।

অনন্তর জনক রাজা সেইরূপে মন্ত্রপূত জলদ্বারা স্বীয়-তনয়া সীতাকে, রামকে প্রদান করিয়া হর্ষপরিপ্লুত হইয়া লক্ষ্মণকে "লক্ষ্মণ আইস! তোমার মঙ্গল হউক,—আমি এই উর্ম্মিলাকে তোমারে প্রদান করিতেছি, তুমি গ্রহণ কর,—শীঘ্র ইহার পাণি গ্রহণ কর, কাল অতিক্রান্ত না হউক," ইহা বলিলেন। মিথিলাপতি ধর্ম্মাত্মা জনক লক্ষ্মণকে সেইরূপ বলিয়া ভরতকে "রঘুনন্দন! হস্তদ্বারা মাণ্ডবীর হস্ত গ্রহণ কর;" ইহা বলিয়া শত্রুঘ্নকে "মহা-

বাহো! শ্রুতকীর্ত্তির হস্ত হস্তদ্বারা গ্রহণ কর,” ইহা বলিলেন, এবং পরিশেষে সকলকেই, “হে কাকুৎস্থগণ! তোমরা সকলেই শুভদর্শন, এবং সকলেই ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রত সম্যক্ আচরণ করিয়াছ; অধুনা সত্বর হইয়া পত্নীদিগের সহিত মিলিত হও, অর্থাৎ শীঘ্র অগ্ন্যাধানাদি বৈবাহিক কার্য্য সমাধা কর,” এই কথা বলিলেন। জনকের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই চারি মহাত্মা রঘুনন্দন বসিষ্ঠের মতানুসারে সেই চারি রাজকুমারীর হস্ত হস্তদ্বারা গ্রহণ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা ভার্য্যাদিগের সহিত অগ্নি, বেদি, জনক রাজাও ঋষিদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়া শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে যথাবিধি বৈবাহিক কার্য্য সমাধা করিলেন।

অনন্তর সেই চারি রঘুবর রাজকুমারের বিবাহোদ্দেশে স্বর্গে গন্ধর্ব্বেরা মনোহর গান ও অপ্সরা সকল নৃত্য করিতে লাগিল; এবং মিথিলা নগরীতে অন্তরীক্ষ হইতে অতীব ভাস্বরা মহতী পুষ্পবৃষ্টি পতিতা হইল; দেবদুন্দুভি নির্ঘোষ ও স্বর্গীয় গীত-বাদ্য-শব্দ তত্রত্য জনগণের শ্রুতিগোচর হইল, ইহা এক অদ্ভুত ব্যাপারের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইল। ঈদৃশ উৎকৃষ্ট তূরীশব্দ হইতে লাগিলে, সেই মহাতেজস্বী রাজনন্দনেরা তিন বার অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করিয়া ভার্য্যা লাভ করিলেন। অনন্তর সেই সমস্ত রঘুনন্দন ভার্য্যাদিগের সহিত শিবিরে গমন করিলেন। রাজা দশরথও ঋষি ও বান্ধবগণের সহিত অবলোকন করিতে করিতে তাঁহাদিগের অনুগামী হইলেন।

ত্রিসপ্তত সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৩ ॥

চতুঃসপ্তত সর্গ।

অনন্তর রজনী অতীতা হইলে, মহামুনি বিশ্বামিত্র সেই দুই রাজা দশরথ ও জনককে আমন্ত্রণ করিয়া, হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিলেন। বিশ্বামিত্র গমন করিলে, রাজা দশরথও মিথিলাধিপতি বৈদেহ জনককে আমন্ত্রণ করিয়া সত্বর হইয়া অযোধ্যা-নগরীতে যাইতে উদ্যত হইলেন। তখন মিথিলাধিপতি বিদেহরাজ জনক হর্ষসহকারে কন্যাদিগকে এক লক্ষ গো, অনেক মুখ্য কম্বল, অনেক ক্ষৌম বস্ত্র, এক কোটি সামান্য বস্ত্র, উত্তম উত্তম বহু দাস, শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ দাসীগণ, হিরণ্যনিচয়, বহু সুবর্ণ, অনেক মুক্তা, বহু বিদ্রুম এবং সম্যক্ অলঙ্কৃত হস্তী, অশ্ব ও পদাতি-সমন্বিত দিব্য সৈন্য যৌতুক প্রদান করিলেন, এবং সেই কন্যাদিগকে প্রত্যেককে এক শত সখী-স্বরূপা কন্যা যৌতুক দিলেন। তিনি কন্যাদিগকে নানাবিধ যৌতুক প্রদান করিয়া, রাজা দশরথের অনুমতি লইয়া মিথিলাতে স্বীয় ভবনে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথ মহাত্মা পুত্র, সহচর ও সৈন্যগণের সহিত ঋষি সকলকে অগ্রে করিয়া অযোধ্যার অভিমুখে গমন করিলেন।

সেই রাজা দশরথের ঋষি ও পুত্রগণের সহিত গমনকালে চারিদিক্ হইতে পক্ষী সকল তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া ঘোরতর শব্দ করিতে লাগিল, এবং ভয়ানক মৃগ সকল তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া গমন করিতে লাগিল। তাহা অবলোকন করিয়া, রাজা দশরথ বসিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “পক্ষী সকল ভয়ানক শব্দ করিতেছে, এবং মৃগ সকল আমাকে প্রদক্ষিণ করিয়া যাইতেছে, ইহা দেখিয়া আমার মন অবসন্ন হইতেছে; এ কি হৃদয়-ভয়াবহ ব্যাপার?”

মহর্ষি বসিষ্ঠ রাজা দশরথের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে এই মধুর বাক্য বলিলেন, “হে রাজন্! ইহার যাহা ফল, তাহা বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। পক্ষীদিগের মুখচ্যুত শব্দ “উৎকট ঘোরতর ভয় উপস্থিত হইবে,” ইহাই জানাইতেছে, এবং মৃগ সকল প্রদক্ষিণ করিয়া সেই ভয় অপনয়ন করিতেছে; অতএব আপনি এজন্য সন্তাপ পরিত্যাগ করুন।”

তাঁহারা সেইরূপ বলাবলি করিতেছেন, এমত সময়ে তাঁহাদিগের অগ্রে প্রচণ্ড বায়ু ভূমণ্ডল প্রকম্পিত ও বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সকল ভগ্ন করত বহিতে লাগিল; সূর্য্য অন্ধকারাবৃত হইলেন; সকলেরই দিগ্‌ভ্রম হইল;

এবং দশরথের সমস্ত সৈনিক পুরুষও ভস্মাবৃত হওত অজ্ঞানের ন্যায় হইয়া পড়িল। তৎকালে বসিষ্ঠ, অন্যান্য ঋষি ও সপুত্র রাজা দশরথ, ইহাঁরাই সজ্ঞান ছিলেন, অপর সকলেই অচেতন হইয়াছিল। অধিক কি! সেই ঘোরতর অন্ধকারের সময়ে রাজা দশরথের সেই সৈন্যদল ভস্মাচ্ছন্ন অগ্নির ন্যায় হীনপ্রভা হইয়া পড়িয়াছিল।

অনন্তর রাজা দশরথ কৈলাসের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষণীয়, কালাগ্নির ন্যায় দুঃসহ, স্বীয় তেজের দ্বারা জাজ্বল্যমান, সামান্য জনের দুর্নিরীক্ষ্য, ক্ষত্রিয়ান্তকারী, জটামণ্ডল-ধারী ও ভয়ঙ্করাকার ভৃগুনন্দন জামদগ্ন্য পরশুরামকে স্কন্ধে পরশু রাখিয়া এবং বিদ্যুৎ-সদৃশ-সমুজ্জ্বল গুণসমন্বিত ধনু ও একটি ভয়ঙ্কর শর ধারণ করিয়া, ত্রিপুরান্তকর শঙ্করের ন্যায় অভিমুখে আগমন-তৎপর দেখিতে পাইলেন। জপহোম-পরায়ণ বসিষ্ঠ-প্রভৃতি সমস্ত মুনিরা সেই পাবকের ন্যায় জাজ্বল্যমান ভয়ঙ্করাকার পরশুরামকে দেখিয়া পরস্পর "ইনি পিতৃবধ-জনিত ক্রোধ-প্রযুক্ত আবার সমস্ত ক্ষত্রিয় উৎসন্ন করিবেন না কি? ইনি ত পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় বধ করিয়া বিগতরোষ ও নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন! আবার কি ইহাঁর ক্ষত্রিয় উৎসাদন করিতে ইচ্ছা হইয়াছে?" এরূপ বলাবলি করিয়া অর্ঘ্য গ্রহণ-পূর্ব্বক সেই ভীমদর্শন ভার্গবকে "রাম! রাম!" বলিয়া সম্বোধনান্তে তাহা অর্পণ করিলেন। প্রতাপবান্ জামদগ্ন্য রাম, সেই ঋষিদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া দাশরথি রামকে কহিলেন।

চতুঃসপ্তত সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৪ ॥

পঞ্চসপ্তত সর্গ।

অনন্তর "হে বীর দশরথনন্দন রাম! আমি শ্রবণ করিয়াছি যে, তোমার বীর্য্য অতীব অদ্ভুত,—তুমি যেরূপে হরধনু ভগ্ন করিয়াছ, তাহা আমার শ্রবণ-গোচর হইয়াছে। সেইরূপে সেই ধনু ভগ্ন করা অদ্ভুত ও অচিন্ত্য ব্যাপার, সুতরাং আমি তাহা শ্রবণ করিয়া অপর, একটি ধনু ও পরশু গ্রহণপূর্ব্বক এখানে আসিয়াছি; তুমি এই ভয়ঙ্করাকার সুপ্রসিদ্ধ ধনু আকর্ষণ-পূর্ব্বক ইহাতে শর সংযোগ করিয়া স্বীয় বল প্রদর্শন কর। আমি এই ধনু জমদগ্নির নিকট লাভ করিয়াছি; তুমি এই ধনু আকর্ষণ করিতে পারিলে, আমি তোমার বল অবগত হইয়া তোমার সহিত বীরশ্লাঘ্য দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করিব।" রামের প্রতি উক্ত পরশুরামের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাজা দশরথ বিষণ্ণবদন ও দীন হইয়া বদ্ধাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "হে মহামুনে! আপনি স্বাধ্যায়ব্রত-সমন্বিত ভার্গবদিগের কুলে উৎপন্ন হইয়াছেন, এবং স্বয়ংও মহাতপস্বী ব্রহ্মজ্ঞানী; বিশেষত আপনার ক্ষত্রিয়ের প্রতি যে রোষ সমুদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা আপনি পরিত্যাগ করিয়াছেন; অতএব আমার বালক-পুত্রদিগকে অভয় প্রদান করুন। আপনি মহেন্দ্রের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন, এবং কশ্যপকে বসুন্ধরা প্রদান করিয়া তপস্যার জন্য বনে যাইয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে অধিবসতি করিতেছেন; অতএব আপনি ধর্ম্মাত্মা হইয়া কি প্রকারে আমার সর্ব্বস্ব বিনাশ করিবার মানসে এখানে আগমন করিয়াছেন? রামের বিনাশে আমরা যে কেহই জীবিত থাকিব না।"

রাজা দশরথ সেইরূপ বলিলেন, কিন্তু প্রতাপবান্ জামদগ্ন্য পরশুরাম তাঁহার বাক্য অনাদর করিয়া রামকেই আবার এই কথা বলিলেন, "হে নরশ্রেষ্ঠ! বিশ্বকর্ম্মা প্রযত্ন-সহকারে সর্ব্বলোকাভিপূজিত বলসমন্বিত দৃঢ়-মুখ্য দিব্য দুইটি ধনু নির্ম্মাণ করেন। হে কাকুৎস্থ! সুরগণ তন্মধ্যে একটি ধনু ত্রিপুর-বিনাশার্থ যুদ্ধোদ্যত ত্র্যম্বক মহাদেবকে দিয়াছিলেন; সেই ধনু তুমি ভগ্ন করিয়াছ। এবং সেই সুরোত্তমেরা দ্বিতীয় ধনুটি বিষ্ণুকে দিয়াছিলেন; তাহা এই। হে রাম! এই পরপুরবিজয়ী বৈষ্ণব ধনু শৈব ধনুর তুল্য বল-সম্পন্ন।

হে কাকুৎস্থ! সেই সময়ে দেবতারা বিষ্ণু ও শিতিকণ্ঠ মহাদেবের বলাবল অবগত হইবার মানসে পিতামহকে তাঁহাদিগের বলাবল

জিজ্ঞাসা করেন। সত্য-সঙ্কল্প পিতামহ তাঁহাদিগের অভিপ্রায় বুঝিয়া বিষ্ণু ও মহাদেবের বিরোধ জন্মাইয়া দেন। তাঁহাদিগের বিরোধ হইলে, তাঁহারা পরস্পরকে পরাজয় করিবার অভিলাষে রোমহর্ষণ মহাযুদ্ধ করেন। তখন বিষ্ণুর হুঙ্কারে ত্রিলোচন মহাদেব স্তব্ধ হইয়া পড়েন, এবং তাঁহার সেই ভীমপরাক্রম ধনুটিও স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। পরে দেবতারা ঋষি ও চারণগণের সহিত নিকটে যাইয়া সেই দুই সুরোত্তমকে প্রার্থনা করিয়া প্রশান্ত করেন, এবং বিষ্ণুর পরাক্রমে সেই শৈব ধনুকে স্তব্ধ হইতে দেখিয়া তাঁহাকে সমধিক বলবান্ বোধ করেন।

হে রাম! অনন্তর মহাযশস্বী রুদ্র সেই ধনুর প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহা বাণের সহিত বৈদেহ রাজর্ষি দেবরাতের হস্তে সমর্পণ করেন, এবং বিষ্ণুও সেই স্বীয় ধনু ন্যাস-স্বরূপ ভার্গব ঋচীককে দেন; ইহা সেই পরপুরবিজয়ী বৈষ্ণব ধনু। মহাতেজস্বী ঋচীক সেই দিব্য ধনু স্বীয় পুত্র মহাত্মা জমদগ্নিকে প্রদান করেন; তিনি আমার পিতা, তিনি কখন উহা ব্যবহার করেন নাই।

আমার পিতা শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অনবরত তপস্যানিরত থাকিতেন। একদা কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন নীচবুদ্ধি অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে বধ করে। আমি তাদৃশ সুদারুণ অসঙ্গত পিতৃবধ শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া অনেক বার ক্ষত্রিয় উৎসন্ন করিয়াছি। এমন কি! সদ্যোজাত ও গর্ব্ভস্থ ক্ষত্রিয় বালক-পর্য্যন্ত বিনাশ করিয়াছি। অপিচ আমি সবলে অখিল ভূমণ্ডল অর্জন-পূর্ব্বক যজ্ঞ করিয়া তদবসানে মহাত্মা কশ্যপকে সেই যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা-নিমিত্ত সমগ্র-পৃথিবী দক্ষিণা প্রদান করিয়াছি।

অনন্তর আমি মহেন্দ্র পর্ব্বতে যাইয়া তপোবল-সমন্বিত হইয়া রহিয়াছি, সম্প্রতি তুমি হরধনু ভগ্ন করিয়াছ, ইহা শ্রবণ করিয়া তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। হে রাম! ইহা সেই সুমহৎ বৈষ্ণব ধনু, আমি "পৈতৃক" বলিয়া লাভ করিয়াছি; তুমি এই শ্রেষ্ঠ ধনু ক্ষাত্র ধর্ম্মানুসারে গ্রহণ কর, এবং ইহাতে এই পরপুর-বিনাশ-সমর্থ বাণ যোজনা কর। হে কাকুৎস্থ! যদি তাহা করিতে পার, তবে তোমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিব।"

পঞ্চসপ্তত সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৫ ॥

ষট্‌সপ্তত সর্গ।

দাশরথি রাম জামদগ্ন্য পরশুরামের বাক্য শ্রবণ করিয়া, পিতাকে মান্য করিয়া যতবাক্ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "হে ভার্গব; তুমি পিতার নিকট অঋণী হইবার নিমিত্ত যে কর্ম্ম করিয়াছ, তাহা শ্রবণ করিয়াছি! তুমি ব্রাহ্মণ! এজন্য তুমি আমাকে হীনবীর্য্যের ন্যায় "ক্ষাত্র ধর্ম্মে অশক্ত" বলিয়া অবজ্ঞা করিলেও, তোমাকে আমি ক্ষমা করিলাম! এক্ষণ তুমি আমার পরাক্রম অবলোকন কর!"

রঘুনন্দন রাম তাহা বলিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া ভৃগুনন্দন পরশুরামের হস্ত হইতে সেই শ্রেষ্ঠ ধনু ও শর অল্প বলেই গ্রহণ করিলেন, এবং তাহাতে জ্যা আরোপণ-পূর্ব্বক সেই শর সন্ধান করিয়া ক্রোধ-সহকারে জামদগ্ন্য রামকে ইহা বলিলেন, "হে রাম! একে ত তুমি ব্রাহ্মণ, তাহে আবার বিশ্বামিত্রের ভগিনীর পৌত্র, সুতরাং আমার পূজনীয়; অতএব তোমার প্রাণবিনাশকর শর মোচন করিতে পারিলাম না! এবং বীর্য্য-দ্বারা পরবল-দর্প-বিনাশকারী ও পরপুর-বিজয়ী এই দিব্য বৈষ্ণব শরও কখন ব্যর্থ নিপতিত হয় না; অতএব আমার এতাদৃশী বাসনা হইতেছে যে, তোমার গতিশক্তি কিংবা তোমার স্বকর্ম্মার্জ্জিত অপ্রতিম লোক সকল বিনাশ করি!

সেই সময়ে দেবতারা ঋষিগণের সহিত পিতামহ ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া সেই বরায়ুধ-ধারী দশরথ-নন্দন রামকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তথায় সমাগত হইলেন, এবং গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, সিদ্ধ, চারণ, যক্ষ, রাক্ষস ও নাগেরাও সেই পরাদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে তথায় আগমন করিলেন।

অনন্তর সেই শ্রেষ্ঠধনুর্দ্ধারী দাশরথি রাম

পরশুরামের তেজ হরণ করিয়া তাঁহাকে জড়ীভূত করিলেন। তখন তেজ ও বীর্য্য বিগত হওয়ায়, সেই জড়ীভূত জামদগ্ন্য রাম নির্বীর্য্য হইয়া কিয়ৎকাল কেবল সেই কমলপত্রাক্ষ দাশরথি রামকেই অবলোকন করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহাকে ধীরে ধীরে কহিলেন, "হে কাকুৎস্থ! যখন আমি কশ্যপকে বসুন্ধরা প্রদান করিয়াছিলাম, তখন সেই আমার গুরু কশ্যপ আমাকে "আমার রাজ্যে বাস করিও না," ইহা বলিয়াছিলেন। হে কাকুৎস্থ-নন্দন! আমি যে অবধি গুরু কশ্যপকে বসুন্ধরা প্রদান করিয়াছি, তদবধি তাঁহার বাক্যানুসারে কখন এই পৃথিবীতে রজনী অতিবাহন করি না; সুতরাং আমাকে মনের ন্যায় দ্রুতগমনে মহেন্দ্র পর্ব্বতে যাইতে হইবে; অতএব আমার গতিশক্তি বিনাশ করিবেন না। হে শৌর্য্যসম্পন্ন রঘুনন্দন রাম! আমি তপস্যাদ্বারা যে সকল অপ্রতিম লোক অর্জন করিয়াছি, তৎসমুদায় ঐ মুখ্য বাণ-দ্বারা শীঘ্র নিহত করুন, যেন কাল অতিক্রান্ত না হয়। হে পরন্তপ! আপনি এই ধনু গ্রহণ ও আকর্ষণ করাতে আমি অবগত হইলাম যে, আপনি অক্ষয় মধুহন্তা সুরেশ্বর বিষ্ণু; আপনার মঙ্গল হউক। হে কাকুৎস্থ। আপনি ত্রৈলোক্যের অধীশ্বর, এবং যুদ্ধে অপ্রতিমকর্ম্মা,—কেহই আপনার সহ স্থির হইয়া যুদ্ধ করিতে পারে না; ঐ দেখুন, ঐ সুরসমূহ আপনাকে দর্শন করিতে সমাগত হইয়াছেন; অতএব আপনা কর্তৃক বিমুখীকৃত হওয়ায় আমার লজ্জা হইতে পারে না। হে সুব্রত রাম! সম্প্রতি আপনি ঐ অপ্রতিম শর মোচন করুন; আপনি ঐ শর মোচন করিলে, আমি মহেন্দ্র পর্ব্বতে যাইব।"

জামদগ্ন্য রাম সেইরূপ বলিলে, শ্রীমান্ প্রতাপবান্ দশরথনন্দন রাম সেই শ্রেষ্ঠ শর ক্ষেপণ করিলেন। তখন প্রভু জামদগ্ন্য রামও স্বীয় তপোর্জ্জিত স্বর্গলোক সকল দাশরথি রামকর্তৃক নিহত দেখিয়া শীঘ্র মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমন করিলেন,—তিনি দাশরথি রাম কর্তৃক নমস্কৃত হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া আত্মগতি সম্পাদনার্থ গমন করিলেন। অনন্তর দিক্ ও বিদিক্ সকল অন্ধকার-বিহীন হইল, এবং সুর-সকল ঋষিগণের সহিত সেই ধনুর্দ্ধারী দাশরথি রামকে প্রশংসা করিলেন।

ষট্‌সপ্তত সর্গ সমাপ্ত॥ ৭৬॥

সপ্তসপ্তত সর্গ।

জামদগ্ন্য রাম গমন করিলে, মহাযশস্বী দাশরথি রাম প্রশান্তচিত্ত হইয়া অপ্রমেয় বরুণ দেবকে সেই ধনু প্রদান করিলেন। অনন্তর সেই রঘুনন্দন রাম, বশিষ্ঠ-প্রভৃতি ঋষিদিগকে অভিবাদন করিয়া, পিতার নিকট যাইয়া তাঁহাকে বিকল দেখিয়া "হে পিতঃ! জামদগ্ন্য রাম গমন করিয়াছেন; সম্প্রতি আপনার এই চতুরঙ্গিণী সেনা আপনাকর্তৃক পালিতা হইয়া অযোধ্যার অভিমুখে গমন করুক," ইহা বলিলেন। রাজা দশরথ স্বীয় পুত্র রঘুনন্দন রামের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে হস্ত-দ্বারা আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন, এবং জামদগ্ন্য রাম গিয়াছেন, ইহা শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট ও প্রমুদিত হইলেন, ও তৎকালে আত্মা ও পুত্রকে পুনর্জ্জাত বোধ করিলেন। পরে তিনি সেই সেনাকে যাইতে আদেশ দিলেন। সেই সৈন্যগণও শীঘ্র অযোধ্যাতে যাইয়া উপস্থিত হইল।

সেই সময়ে সেই অতিরম্যা নগরী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বৃহৎ পতাকা-সমূহে রমণীয়া, হস্তদ্বারা মাঙ্গল্য-দ্রব্যধারী রাজদর্শনাকাঙ্ক্ষী পৌর ব্যক্তি-ব্যূহে পরিব্যাপ্তা এবং স্থানান্তর হইতে সমাগত জন-সমূহে সম্যক্ অলঙ্কৃতা ছিল; তাহার রাজপথ সকল জলসিক্ত ও রাশি রাশি কুসুমে পরিব্যাপ্ত ছিল; এবং সেই নগরীর সর্ব্ব স্থানেই তূর্য্যপ্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র সকল বাদিত হইতেছিল।

শ্রীমান্ মহাযশস্বী রাজা দশরথ অনুগামী শ্রীসম্পন্ন পুত্রদিগের সহিত সেই পুরীতে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে পুরবাসী দ্বিজগণ ও অন্যান্য পৌর ব্যক্তিরা বহু দূর হইতে তাঁহার

প্রত্যুদ্গামন করিলেন। অনন্তর রাজা দশরথ হিমালয়সদৃশ উচ্চ স্বীয় প্রিয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, এবং তথায় স্বজনগণ-কর্ত্তৃক বিবিধ কাম্য বস্তু-দ্বারা সুপূজিত হইয়া আনন্দিত হইলেন। তখন কৌসল্যা, সুমিত্রা, কৈকেয়ী ও অন্যান্য-রাজপত্নীরা ক্ষৌমবাস পরিধান করিয়া, হোমচিহ্নে ভূষিতা হইয়া মহাভাগা যশস্বিনী সীতা, উর্ম্মিলা ও সেই দুই কুশধ্বজ-তনয়াকে মঙ্গল আলাপন-পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। সেই সকল রাজকুমারীরাও অভিবাদ্য-দিগকে অভিবাদন করিয়া শীঘ্র সমস্ত দেবালয় পূজা করিলেন, এবং ভর্ত্তাদিগের সহিত প্রমোদ-সহকারে একান্তে রমণ করিতে লাগিলেন। এবং সেই সকল কৃতজ্ঞ কৃতদার নরবর রাজনন্দনেরাও পিতার শুশ্রূষা করত সুহৃদ্গণের সহিত কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

কিছুকালের পর রঘুনন্দন রাজা দশরথ কৈকেয়ীপুত্র ভরতকে কহিলেন, "পুত্র! এই তোমার মাতুল কেকয়রাজপুত্র বীর্য্যসম্পন্ন যুধাজিৎ তোমাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন, অতএব তুমি ইহাঁর নগরে গমন কর।"

কৈকেয়ীপুত্র ভরত রাজা দশরথের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, তখনই শত্রুঘ্নের সহিত তথায় যাইতে উদ্যত হইলেন। সেই শৌর্য্য-সম্পন্ন ভরত নরশ্রেষ্ঠ পিতা দশরথ, মাতৃগণ ও অক্লিষ্টকর্ম্মা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকে আমন্ত্রণ করিয়া শত্রুঘ্নের সহিত গমন করিলেন। বীর্য্য-সম্পন্ন যুধাজিৎ ভরত ও শত্রুঘ্নকে পাইয়া, পরম হৃষ্ট হইয়া স্বীয় নগরে প্রবেশ করিলেন। তখন তাঁহার পিতাও সন্তুষ্ট হইলেন।

এদিকে ভরত গমন করিলে, মহাবল রাম ও লক্ষ্মণ দেবতুল্য পিতা দশরথকে পূজা করিতে লাগিলেন। রাম অতীব নিয়ত হইয়া পিতার আজ্ঞানুসারে পৌরদিগের প্রিয় ও হিতজনক কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করত সময়ে সময়ে মাতৃকার্য্য ও গুরুকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। রামের সেইরূপ স্বভাব ও চরিত্রে রাজা দশরথ ও নৈগম ব্রাহ্মণগণ অতীব প্রীতি লাভ করিলেন, অধিক কি! রাম তদ্দেশ-নিবাসী সকলেরই প্রীতিভাজন হইলেন। সেই অতিযশস্বী সত্যপরাক্রম-শালী রাম, যেমন ব্রহ্মা সমস্ত প্রাণী হইতে সমধিক গুণসম্পন্ন, সেইরূপ সকল ভ্রাতা হইতেই সমধিক গুণবান্ হইলেন। সেই মনস্বী রাম সীতাকর্ত্তৃক মানসেংগত ও তদ্গতমনা হইয়া তাঁহার সহিত বহু ঋতু বিহার করিলেন। একে ত সীতা "পিতৃকৃত-পত্নী" বলিয়াই রামের প্রিয়া ছিলেন, তাহে আবার তাঁহার রূপ ও গুণে রামের তাঁহার প্রতি দিন দিন প্রীতি বর্দ্ধিতা হইতে লাগিল। প্রশস্ত-রূপবতী লক্ষ্মীর ন্যায় রূপসম্পন্না দেব-কন্যা-সদৃশী মৈথিলী জনকনন্দিনী সীতা বিশেষরূপে জানিতেন যে, আমার স্বামীর প্রতি যাদৃশ প্রণয়, তাঁহার আমার প্রতি তদ-পেক্ষায় অধিক প্রণয়, সুতরাং তাঁহার মনে যেরূপ সদ্গুণ সকল বিরাজমান ছিল, তদ-পেক্ষায় দ্বিগুণ-ভাবে রাম বিরাজমান হইলেন। রাজর্ষি দশরথের পুত্র রাম সেই অভিকাম্য শ্রেষ্ঠরাজকন্যা সীতার সহিত মিলিত হইয়া অতীব প্রমোদান্বিত হইলেন, এবং লক্ষ্মীর সহিত মিলিত অমরেশ্বর বিভু বিষ্ণুর ন্যায় শোভা লাভ করিলেন।

সপ্তসপ্তত সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৭ ॥

আদিকাণ্ড সম্পূর্ণ।

যে কারণে তোমাকে এখান হইতে নগরীতে প্রেরণ করিতেছি, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। কনিষ্ঠ-জননী কেকয়ী দেবী তোমাকে পুরী-প্রত্যাগত দেখিয়াই, আমি যেন বন-গত হইয়াছি, তদ্বিষয়ে বিশ্বাস করিবেন, এবং আমি বনবাসী হইলে সন্তুষ্টা হইয়া আর অতিধার্ম্মিক রাজা দশরথকে 'মিথ্যাবাদী' বলিয়া শঙ্কা করিবেন না। ইহাই আমার মুখ্য অভিপ্রায় যে, কনিষ্ঠ-জননী কেকয়ী দেবী স্বীয় পুত্র ভরতের পালিত সেই সমৃদ্ধ রাজ্য লাভ করেন। সুমন্ত্র! তুমি আমার ও রাজা দশরথের প্রিয়সম্পাদনার্থ শীঘ্র অযোধ্যায় গমন কর, এবং তথায় যাইয়া আমি তোমাকে যে যে কথা বলিতে আদেশ করিয়াছি, তৎসমস্ত অবিকল সেইরূপ বলিও।"

রাম সুমন্ত্র সারথিকে সেইরূপ বলিয়া বারম্বার আশ্বাস প্রদান করিয়া অদীনভাবে গুহকে এই হেতুযুক্ত বাক্য বলিলেন,"হে গুহ! অধুনা আমার আত্মীয় জনে অধ্যুষিত বনে বাস করা উচিত নহে, পরন্তু নির্জ্জন আশ্রমে বাস ও তদুচিত বিধির অনুবর্ত্তন করা বিধেয়: অতএব আমি পিতা, সীতা ও লক্ষ্মণের হিতার্থ তপস্বীদিগের ভূষণস্বরূপ নিয়ম ধারণ ও জটা নির্ম্মাণ করিয়া নির্জ্জন বনে প্রস্থান করিব; তুমি শীঘ্র বটবৃক্ষের ক্ষীর আনয়ন কর।"

গুহও রাজনন্দন রাম-কর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত হইবামাত্রেই, বটবৃক্ষের ক্ষীর আনায়নপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রদান করিলেন। নরশ্রেষ্ঠ দীর্ঘবাহু-সম্পন্ন রাম সেই ক্ষীর দ্বারা আপনার ও লক্ষ্মণের জটা নির্ম্মাণ করিয়া জটাধারী হইলেন। তখন সেই দুই ভ্রাতা রাম ও লক্ষ্মণ চীরবসন পরিধায়ী ও জটাধারী হইয়া, ঋষির ন্যায়, শোভা লাভ করিলেন। অনন্তর রাম লক্ষ্মণের সহিত বৈখানস ঋষিদিগের আচরিত পথ (বানপ্রস্থ ধর্ম্ম) অবলম্বন করিয়া তৎসমুচিত নিয়ম ধারণে কৃতনিশ্চয় হইয়া সহায়স্বরূপ গুহকে এই কথা বলিলেন, "হে গুহ! তুমি সৈন্য, কোষ, দুর্গ ও জনপদে প্রমাদবিহীন হইও; কেন না রাজ্য রক্ষা করা নিতান্ত কঠিন কর্ম্ম।"

ইক্ষ্বাকুনন্দন রাম গুহকে সেইরূপ আদেশ করিয়া ভার্য্যা ও ভ্রাতার সহিত অব্যগ্রভাবে প্রস্থান করিলেন। পরে তিনি নদীতীরে যাইয়া দ্রুতগামিনী গঙ্গানদী উত্তীর্ণ হইবার অভিলাষে লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলেন; —"হে নরশ্রেষ্ঠ! তুমি অগ্রে ধীরে ধীরে এই মনস্বিনী সীতা দেবীকে গ্রহণপূর্ব্বক নৌকা মধ্যে আরোহণ করিয়া তৎপরেই স্বয়ংও আরোহণ কর।" আত্মবান্ লক্ষ্মণও ভ্রাতার সেই আদেশ শ্রবণপূর্ব্বক তাহার কিছুমাত্র অন্যথা না করিয়া অগ্রে জনক-দুহিতা সীতাকে নৌকা-মধ্যে আরোপণ করিলেন, পরে স্বয়ংও তদারোহী হইলেন। অনন্তর তেজস্বী লক্ষ্মণাগ্রজ রাম তাহাতে আরোহণ করিলেন। তখন গুহ স্বীয় জ্ঞাতি সকলকে স্ব স্ব কার্য্যে উদ্যত হইতে আদেশ করিলেন। পরে মহাতেজা রঘুনন্দন রাম সেই নৌকায় আরোহণ করিয়া আত্ম-হিতার্থ ক্ষাত্র-নিয়মানুসারে বেদবিহিত মন্ত্র জপ করিলেন। অতুল্য-প্রভাশালী লক্ষ্মণও প্রীতিসহকারে সীতা দেবীর সহিত আচমন করিয়া সেই নদীকে প্রণাম করিলেন। রাম সুমন্ত্র-সারথি ও সসৈন্য-গুহকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে আদেশ করিয়া নৌকায় আরোহণপূর্ব্বক নাবিকদিগকে নৌকামোচনে নিয়োগ করিলেন। অনন্তর সেই কর্ণধারসমন্বিতা নৌকা নাবিকগণকর্ত্তৃক প্রেরিতা ও অবিচ্ছিন্নবেগে বেগিতা হইয়া গঙ্গাজল অতিক্রম করিতে লাগিল। পরে আনন্দিতা বিদেহ-দুহিতা সীতা দেবী সেই ভাগীরথী নদীর মধ্যপ্রদেশে যাইয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "হে গঙ্গে! ধীমান্ মহারাজ দশরথের পুত্র এই রাম আপনা-কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া পিতৃনির্দেশ পালন করুন। হে সৌভাগ্য-দায়িনি! যখন ইনি এই চতুর্দ্দশ বর্ষ কাল বনে বাস করিয়া ভ্রাতা লক্ষ্মণের ও আমার সহিত প্রত্যাগমন করিবেন, হে অভিষ্টপ্রদায়িনি গঙ্গে দেবি! তখন মঙ্গলে মঙ্গলে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, আমি প্রমোদসহকারে আপনাকে পূজা করিব। হে দেবি ত্রিপথগামিনি! আপনি ব্রহ্মলোক ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, এবং

ইহলোকেও সমুদ্রের ভার্য্যারূপে পরিদৃশ্যমানা হইতেছেন; অতএব হে শোভনে! আমি আপনাকে প্রণাম ও স্তব করিতেছি। নরশ্রেষ্ঠ রাম কল্যাণে কল্যাণে প্রত্যাগত হইয়া রাজ্য লাভ করিলে, আমি আপনার প্রিয়কার্য্যসম্পাদন-মানসে ব্রাহ্মণদিগকে শত সহস্র গো, বিবিধ বস্ত্র ও প্রভূত অন্ন প্রদান করিব। হে দেবি! আমি পুরীতে প্রত্যাগতা হইয়া সহস্র সুরা-কলস ও তদুচিত পলান্নদ্বারা আপনাকে অর্চ্চনা করিব; এক্ষণ আপনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্না হউন। হে পাপবিনাশিনি! এই নিষ্পাপ মহাবাহু রাম বনবাসের সময় অতিক্রম করিয়া ভ্রাতা লক্ষ্মণের ও আমার সহিত আবার অযোধ্যা নগরীতে প্রবেশ করুন, তাহা হইলেই, আপনার তীরে যে সমস্ত দেবতারা অধিবসতি করেন, এবং যে সমস্ত পুণ্য-ক্ষেত্র ও তীর্থ আছে, আমি তাঁহাদিগের সকলকেই পূজা করিব।"

স্বামি-প্রিয়ানুকূলা সীতা দেবী আনন্দিতা গঙ্গাকে সেইরূপ বলিতে বলিতে শীঘ্রই দক্ষিণ তীরে গমন করিলেন। শত্রুতাপন নরশ্রেষ্ঠ মহাবাহু রাম গঙ্গার দক্ষিণ তীরে উপস্থিত হইয়া বিদেহ-দুহিতা সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত নৌকা পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণদিগভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। অনন্তর তিনি সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলেন, "নির্জ্জন অরণ্যে মাদৃশ জনগণের দাররক্ষণ অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম; অতএব সজন বা নির্জন, সকল প্রদেশেই তুমি সীতা-রক্ষণে সাবধান হও। হে সৌমিত্রে! তুমি অগ্রে অগ্রে গমন কর, সীতা দেবী তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করুন, এবং আমি তোমাকে ও সীতাকে রক্ষা করত তোমাদিগের অনুগামী হই; কেন না হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এক্ষণ আমাদিগের পরস্পরের পরস্পরকে রক্ষা করা উচিত। এতাবৎ কাল-পর্য্যন্ত আমাদিগের কোন দুঃখসম্পাদনীয় কার্য্য উপস্থিত হয় নাই; অধুনা বিদেহ-দুহিতা সীতা দেবী বনবাসের দুঃখ জানিতে পারিবেন। অদ্যই তিনি ক্ষেত্র ও উদ্যানবিবর্জ্জিত, জনসংবাধারহিত এবং বিবিধ গর্ত্তসমন্বিত বিষম অরণ্যে প্রবেশ করিবেন।"

রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ অগ্রে অগ্রে গমন করিলেন, এবং রঘুনন্দন রাম তাঁহার অনুগামিনী সীতা দেবীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। রাম গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিলেও, নিরুপায় সুমন্ত্র সারথি অনিমেষ-নয়নে তাঁহাকে অবলোকন করিতেছিলেন, পরে তিনি বহু-দূর-গত হইলে, আর তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া ব্যথিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সেই লোকপাল-তুল্য-প্রভাবশালী মহাত্মা বরপ্রদ রামও মহানদী গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া ক্ষণ-মধ্যেই প্রমুদিত ও শোভন-শস্য-সমন্বিত সমৃদ্ধ বৎস্য প্রদেশে গমন করিলেন। পরে সেই রাম ও লক্ষ্মণ ঋষ্য, পৃষত, রুরু ও বরাহ, এই চতুর্ব্বিধ মহামৃগ হনন-পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া বুভুক্ষিত হইয়া সায়ংকালে বাস-পরিগ্রহার্থ সত্বর ভাবে এক পবিত্র বনস্পতির নিকট গমন করিলেন।

ইতি দ্বিপঞ্চাশ সর্গ॥ ৫২॥

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ।

আনন্দপ্রদাগ্রগণ্য রাম সেই বৃক্ষমূলে যাইয়া সায়ৎসন্ধ্যা সমাপনান্তে লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলেন, "ভ্রাতঃ! জনপদবহির্গত ও সুমন্ত্র-রহিত হইয়া, আমাদিগের এই প্রথম-রজনী সমাগতা হইয়াছে; তুমি তজ্জন্য উৎকণ্ঠিত হইও না। হে লক্ষ্মণ! শ্বাপদ ও ঝিল্লিকাগণের শব্দে প্রতিধ্বনিত এই নির্জ্জন বন অতীব ভয়-স্থান; অতএব অদ্য হইতে প্রতিরজনীতেই আমাদিগের আলস্য-বিহীন হইয়া জাগিয়া থাকা বিধেয়, কেন না এক্ষণ আমাদিগকেই সীতার অভিলষিত অর্থ-প্রাপ্তির উপায় ও প্রাপ্ত অর্থের রক্ষা করিতে হইবে। হে সৌমিত্রে! আইস, এক্ষণ কোন প্রকারে আমরা এই রজনী অতিবাহন করি,—ভূমি-তলে স্বয়ং আহৃত তৃণপল্লব-দ্বারা শয্যা নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক তাহাতে শয়ন করি।"

অনন্তর সেই মহার্হ-শয্যা-শয়নোচিত রাম

ভূমিতলে উপবিষ্ট হইয়া সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে এই সমস্ত শুভ কথা বলিলেন, "হে লক্ষ্মণ! এক্ষণ মহারাজ দশরথ নিশ্চয়ই দুঃখিত হইয়া শয়ন করিতেছেন, এবং কেকয়ী দেবীও সফল-মনোরথা হইয়া সন্তোষভাগিনী হইতেছেন। সেই কেকয়ী দেবী ভরতকে সমাগত দেখিয়া সাম্রাজ্য কামনায় মহারাজ দশরথকে প্রাণ-বিয়োজিত না করেন, তবেই মঙ্গল। সেই বৃদ্ধমহীপতি দশরথ একে ত অজিতেন্দ্রিয় কামাত্মা ও কেকয়ীর বশতাপন্ন, তাহে আবার মৎকর্ত্তৃক বিয়োজিত হইয়াছেন, সুতরাং তিনি আর কি করিতে পারেন! তাঁহার ঈদৃশ মতি-ভ্রম ও ব্যসন অবলোকন করিয়া, আমার বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে, ধর্ম্ম ও অর্থ হইতে কামই প্রধান। হে লক্ষ্মণ! যেমন পিতা আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তেমন কি কোন অজ্ঞ পুরুষও পত্নীর নিমিত্ত আজ্ঞানুবর্ত্তী পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে পারে? এক্ষণ যিনি একাকী অধিরাজের ন্যায়, প্রমুদিত কোশল-রাজ্য ভোগ করিবেন, সেই কেকয়ী-সুত ভরতই ভার্য্যার সহিত পরম সুখী! আমি অরণ্যবাসী ও পিতা বয়োধর্ম্ম-প্রযুক্ত পরলোকগত হইলে, তিনিই অনুপম রাজ্যসুখ অনুভব করিবেন। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও অর্থ পরিত্যাগ করিয়া কেবল কামানুবর্ত্তী হয়, সে ব্যক্তি অচির-কাল-মধ্যেই রাজা দশরথের ন্যায় বিপন্ন হয়। হে সৌম্য! আমি বোধ করি যে, রাজা দশরথের মৃত্যু, আমার বনবাস এবং ভরতের রাজ্যপ্রাপ্তি-নিমিত্তই কেকয়ী আমাদিগের কুলে আসিয়াছেন। যাহা হউক, অধুনা তিনি সৌভাগ্য-মদে মোহিতা হইয়া আমার জন্য কৌসল্যা ও সুমিত্রা দেবীকে ক্লেশ দিতে পারেন, সুতরাং আমাদিগের নিমিত্ত তোমার জননী সুমিত্রা দেবীকেও ক্লেশে বাস করিতে হইবে; অতএব হে লক্ষ্মণ! তুমি এখনই এখান হইতে যাইয়া অযোধ্যা নগরীতে প্রবেশ কর। আমি এককই সীতার সহিত দণ্ডক বনে গমন করিব, এবং তুমি সেই অনাথা কৌসল্যা দেবীর রক্ষক হইবে। হে ধর্ম্মজ্ঞ! নীচকার্য্য-কারিণী কেকয়ী দ্বেষবশত অন্যায় কার্য্য করিতে পারেন,—তিনি তোমার জননী সুমিত্রা এবং আমার জননী কৌসল্যা দেবীকে বিষ দিতে পারেন! হে সৌমিত্রে! মহিলাগণ জন্মান্তরেই পুত্রগণে বিয়োজিতা হইয়া থাকেন, কিন্তু আমার জননীর ইহ জন্মেই তাহা ঘটিয়াছে! হা! কৌসল্যা দেবী অতিদুঃখে আমাকে বহুকাল পোষণ-পূর্ব্বক সংবর্দ্ধিত করিয়া ফললাভ-সময়ে আমা হইতে বিয়োজিতা হইলেন! আমাকে ধিক্! হে সৌমিত্রে! আমি যেমন মাতাকে অসীম দুঃখ প্রদান করিলাম, কোন ললনাই যেন ঈদৃশ দুঃখ-দায়ক পুত্র প্রসব না করেন। লক্ষ্মণ! আমি বোধ করি যে, আমা হইতে কৌসল্যা দেবীর প্রতি সেই শারিকার সমধিক-প্রীতি আছে; যেহেতু তিনি তাহার 'শুক! তুমি শত্রুর পদে দংশন কর.' এই বাক্য শ্রবণ করিয়া থাকেন। হে অরিদমন! সেই অল্প ভাগ্যশালিনী কৌসল্যা দেবীর শোক-সময়ে আমি কিছুমাত্র উপকার করিতে পারিলাম না, সুতরাং আমি পুত্র হওয়ায় তাঁহার ফল কি? হা! এক্ষণ আমার জননী অল্পভাগ্যবতী কৌসল্যা দেবী আমার বিরহে শোক-সাগরে নিমগ্না ও অতীব দুঃখার্ত্তা হইয়া শয়ন করিতেছেন! হে নিষ্পাপ লক্ষ্মণ! আমি ক্রুদ্ধ হইয়া একাকীই বাণগণ-দ্বারা অযোধ্যা ও সমগ্র ভূমণ্ডল আয়ত্ত করিতে পারি, কিন্তু আমার সেই বীর্য্য নিষ্ফল হইতেছে; যেহেতু আমি অধর্ম্ম ও পরলোক-ভয়ে ভীত হইয়া অধুনা স্বয়ং রাজ্যে অভিষিক্ত হইতে পারিতেছি না।

নির্জ্জন বনে রজনী কালে রাম দীনভাবে সেইরূপ বহুবিধ সকরুণ বাক্যে বিলাপ করিয়া অশ্রুব্যাপ্ত-বদন হইয়া তূষ্ণী অবলম্বন করিলেন। তৎকালে বিলাপে বিরত হইয়া, তিনি শিখা-বিহীন অনল ও বেগ-রহিত সমুদ্রের সদৃশ হইলে, লক্ষ্মণ তাঁহাকে আশ্বাসিত করত এই কথা বলিলেন, "হে অস্ত্রধারী-প্রবর রাম! আপনি অযোধ্যা নগরী হইতে বহির্গত হইয়াছেন, এ নিমিত্ত অধুনা সেই নগরী অবশ্যই, চন্দ্রবিহীনা রজনীর ন্যায়, নিষ্প্রভা হইয়াছে। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম! আপনি যে আমাকে ও

সীতা দেবীকে বিষাদিত করত এরূপ পরিতাপ করিতেছেন, ইহা আপনার উচিত নহে! হে রাঘব! সীতা দেবী ও আমি, আমরা আপনার বিরহে, জলোদ্ধৃত মৎস্যদ্বয়ের ন্যায়, মুহূর্ত্তকালও জীবিত থাকিব না। অধুনা আমি আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া পিতা, মাতা বা শত্রুঘ্নকে অবলোকন করিতে বাসনা করি না, এমন কি! স্বর্গলোক দর্শনেও আমার বাসনা হইতেছে না।"

অনন্তর সেই স্থানে সুখাসীন ধর্ম্মবৎসল রাম ও সীতা দেবী, অনতিদূরে বটবৃক্ষ-মূলে শয্যা রচিতা হইয়াছে, দেখিয়া তাঁহাতে শয়ন করিলেন। শত্রুদমন রঘুনন্দন রাম লক্ষ্মণের উক্ত সেই অতি উপযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক আদর সহকারে চতুর্দ্দশ বর্ষকাল বনে বাস করেন। অনন্তর সেই নির্জ্জন মহা বনে মহাবল রঘুবংশ-বর্দ্ধন রাম ও লক্ষ্মণ, গিরি-সানুবিচারী সিংহদ্বয়ের ন্যায়, কোন ভয় বা সম্ভ্রম লাভ করিলেন না।

ইতি ত্রিপঞ্চাশ সর্গঃ ॥ ৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ।

সেই যশস্বী রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা দেবী সেই বৃহৎ বৃক্ষমূলে রজনী যাপন করিয়া, বিমল সূর্য্য উদিত হইলে, সেই প্রদেশ হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা নিবিড় বন-মধ্য দিয়া, যে প্রদেশে গঙ্গা ও যমুনা নদীর সংযোগ হইয়াছে, সেই প্রদেশ অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যথা সুখে যাইতে যাইতে অদৃষ্ট-পূর্ব্ব বিবিধ দেশ, ভূভাগ ও পুষ্পযুক্ত বহুবিধ বৃক্ষ অবলোকন করিলেন। অনন্তর সায়ংকাল উপস্থিত হইলে, রাম সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলেন, "হে সৌমিত্রে! ঐ দেখ, প্রয়াগ-তীর্থের চতুর্দ্দিক্ হইতে ভগবান্ অগ্নির কেতু-স্বরূপ অবিচ্ছিন্ন ধূম উত্থিত হইতেছে; আমি বোধ করি, মুনি সন্নিহিত হইয়াছেন। নিশ্চয়ই আমরা গঙ্গা ও যমুনা নদীর সঙ্গম স্থানের সন্নিহিত হইয়াছি; কেন না, বিবিধ জলের সংঘর্ষে সমুৎপন্ন ধ্বনি আমাদিগের শ্রবণ-গোচর হইতেছে। বন্যদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহকারী ঋষিগণ যে সমস্ত আশ্রম সন্নিহিত বিবিধ বৃক্ষের শাখা ছেদন করিয়াছেন, তৎসমুদায় দৃষ্ট হইতেছে।"

দিবাকর অস্তাচলচূড়া অবলম্বনে উদ্যত হইলে, সেই দুই ধনুর্দ্ধারিশ্রেষ্ঠ রাম ও লক্ষ্মণ সুখে যাইয়া গঙ্গা ও যমুনা নদীর সঙ্গম প্রদেশস্থ ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তখন রাম আশ্রম-মধ্যবর্ত্তী মৃগ ও পক্ষীদিগকে ত্রাসিত করত মুহূর্ত্ত কালমাত্র গমন করিয়া ভরদ্বাজ মুনির নিকটবর্ত্তী হইলেন। পরে সেই দুই বীর্য্যবান্ রাম ও লক্ষ্মণ, সীতার সহিত ভরদ্বাজ মুনির কুটীর সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহার দর্শনানুমতি লাভের আকাঙ্ক্ষায় কিয়দ্দূরে অবস্থান করিলেন। অনন্তর সেই মহাভাগ লক্ষ্মণাগ্রজ রাম অনুমতি লাভ করিয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত উটজ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তীক্ষ্ণ ব্রতধারী, একাগ্রচিত্ত ও তপঃ প্রভাবে সর্ব্বজ্ঞানকুশল মহর্ষি ভরদ্বাজকে অগ্নিহোত্র সমাধানপূর্ব্বক শিষ্যগণ-সহ সমাসীন দেখিয়া কৃতাঞ্জলি হওত তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন, এবং আত্ম বিবরণ কহিলেন, "হে ভগবন্! আমরা রাজা দশরথের পুত্র; আমাদিগের নাম রাম ও লক্ষ্মণ; এই বিদেহরাজ-দুহিতা আনন্দিতা কল্যাণ-স্বভাবা সীতা আমার ভার্য্যা; ইনি নির্জ্জন তপোবনেও আমার অনুগামিনী হইয়াছেন। আমি জনক কর্তৃক বিবাসিত হইলে, এই প্রিয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ব্রতধারী হইয়া বনেও আমার অনুগমন করিয়াছেন। হে ভগবন্! আমরা পিতার নিয়োগানুসারে তপোবনে প্রবেশ করিয়া, ফল-মূল-ভোজী হইয়া ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিব।"

মুনি, পক্ষী ও মৃগগণে চতুর্দ্দিকে পরিবৃত হইয়া সমাসীন সেই নিয়ত তপোনুষ্ঠায়ী ধর্ম্মাত্মা ভরদ্বাজ ঋষি সম্যক্ পরিজ্ঞাত সমাগত ধীমান্ রাজনন্দন রামের উক্ত বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহাকে "তুমি ত সুখে আসিয়াছ?" এই বাক্যে অর্চ্চনা করিয়া অর্ঘ্য, উদক ও গো উপঢৌকন দিলেন। পরে তিনি তাঁহাদিগকে

ফল-মূল-সম্ভূত নানাবিধ ভোজ্য দ্রব্য প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের বাসস্থান অবধারণ করিলেন। অনন্তর রঘুনন্দন রাম সেই সমস্ত দ্রব্য প্রতিগ্রহ করিয়া উপবিষ্ট হইলে, ভরদ্বাজ ঋষি তাঁহাকে এই ধর্ম্মযুক্ত বাক্য বলিলেন, "হে কাকুৎস্থ! তোমাকে সমাগত দর্শন করিয়া, আমার বহুকালের অভিলাষ সফল হইল! তুমি যে অকারণে বিবাসিত হইয়াছ, তাহাও আমার শ্রবণগোচর হইয়াছে। এই দুই মহা নদীর সঙ্গমস্থান নির্জ্জন, পুণ্যপ্রদ ও রমণীয়; তুমি এইখানে যথাসুখে বাস কর।"

সর্ব্বপ্রাণি-হিতকারী রঘুনন্দন রাম ভরদ্বাজ ঋষি কর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে এই শুভ বাক্যে প্রত্যুক্তি করিলেন, "হে ভগবন্! এই আশ্রম হইতে আমাদিগের নগরী ও জনপদ অতি সন্নিহিত, সুতরাং আমি বোধ করি যে, তত্রত্য ব্যক্তিসকল এস্থলে আমাদিগের সাক্ষাৎকার সুলভ বিবেচনা করিয়া আমাকে ও সীতাকে দর্শন করিবার অভিলাষে আসিতে পারে, এ কারণে আমি এ স্থানে বাস করিতে বাসনা করি না; অতএব হে ভগবন্! যথায় এই বিদেহরাজ-দুহিতা সুখোচিতা সীতা সুখে থাকিতে পারেন, আপনি এরূপ অন্য এক নির্জ্জন উত্তম আশ্রম অবধারণ করিয়া দিউন।"

মহামুনি ভরদ্বাজ রঘুনন্দন রামের সেই শুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে এই অর্থ-প্রতিপাদক বাক্য বলিলেন, "বৎস! এখান হইতে দশ ক্রোশ অন্তরে মহর্ষিগণে অধ্যুষিত এবং বানর, ঋক্ষ ও গোলাঙ্গুলসমূহে সেবিত 'চিত্রকূট' নামে বিখ্যাত গন্ধমাদন তুল্য এক পুণ্য শুভদর্শন পর্ব্বত আছে; সেইখানে তুমি বাস করিবে। মনুষ্য যে কাল পর্য্যন্ত সেই চিত্রকূট পর্ব্বতের শৃঙ্গসকল অবলোকন করে, তাবৎ পর্য্যন্ত কল্যাণ সমাধানেই নিরত থাকে, বিমুগ্ধ চিত্ত হয় না। তথায় কপাল তুল্য শুক্ল মস্তকশালী অনেক ঋষি শতবর্ষ কাল বিহার করিয়া তপঃপ্রভাবে দেবলোকে গমন করিয়াছেন। রাম! আমি বোধ করি, তুমি সেই নির্জ্জন প্রদেশে সুখে বাস করিতে পারিবে; অথবা এই খানেই আমার সহিত বাস কর।"

অনন্তর সেই ভরদ্বাজ ঋষি প্রিয় অতিথি রামকে ভার্য্যা ও ভ্রাতার সহিত হৃষ্ট করত সমস্ত কাম্যবস্তুদ্বারা পূজা করিলেন। রামের প্রয়াগনিবাসী মহর্ষি ভরদ্বাজের সমীপস্থ হইয়া বিচিত্র কথা কহিতে কহিতে, পুণ্যদায়িনী রজনী উপস্থিতা হইল। পরে সেই পরিশ্রান্ত নরশ্রেষ্ঠ নিয়ত সুখোচিত কাকুৎস্থ রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সেই জ্বলিত-তেজা ভরদ্বাজ ঋষির রমণীয় আশ্রমে সুখে রজনী যাপন করিলেন। পরে প্রভাতে তাঁহার নিকটে যাইয়া তাঁহাকে কহিলেন, "হে ভগবন্! আপনার আশ্রমে আমাদিগের সুখে রজনী অতিবাহিতা হইয়াছে। হে সত্যশীল! অধুনা আপনি আমাদিগের বাস-স্থান নির্দ্দেশ করুন।"

নিশাবসানে রাম-কর্ত্তৃক সেইরূপ স্পৃষ্ট হইয়া, ভরদ্বাজ ঋষি তাঁহাকে এই বাক্য বলিলেন, "তুমি মধু, মূল ও ফলসমন্বিত চিত্রকূট পর্ব্বতে গমন কর। সেই লোক-বিখ্যাত চিত্রকূট পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠগজ-সমন্বিত, ময়ূর শব্দে প্রতিধ্বনিত, বিবিধ-বৃক্ষ বিরাজিত, কিন্নরী-সমূহে সেবিত, নানাবিধ ফল-মূলবিশিষ্ট, পুণ্যপ্রদ ও অতি রমণীয়; অতএব আমি বিবেচনা করি যে, তুমি তোমার তথায় বাস করা উচিত, সুতরাং তুমি তথায় গমন কর। হে রঘুনন্দন! সেই পর্ব্বতীয় অরণ্য-মধ্যে গজ ও মৃগ-সমূহ বিচরণ করিয়া থাকে, তুমি তাহাদিগকে এবং সরিৎ, প্রস্রবণ, সানু, দরী, কন্দর ও নির্ঝর সমস্ত অবলোকন করিবে। সীতার সহিত বিচরণ করিতে করিতে সেই নয়নানন্দকারী বনচারী প্রাণীদিগকে দর্শন করিয়া, তোমার চিত্ত আনন্দিত হইবে। অতিহৃষ্ট টিট্টিভ ও কোকিল-শব্দে বিনোদদায়ী এবং বিবিধ মৃগ ও প্রমত্ত গজ-সমূহে রমণীয় পরম-মঙ্গলাস্পদ সেই সুখ-জনক পর্ব্বতে যাইয়া বাস কর।"

ইতি চতুঃপঞ্চাশ সর্গ ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ।

সেই দুই রাজনন্দন রাম ও লক্ষ্মণ তথায় রাত্রি বাস করিয়া প্রভাতে মহর্ষি ভরদ্বাজকে অভিবাদন-পূর্ব্বক সেই চিত্রকূটপর্ব্বতে গমনোদ্যত হইলেন। তখন সেই মহাতেজা মহামুনি ভরদ্বাজ তাঁহাদিগকে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া পিতা যেমন ঔরস পুত্রদিগের স্বস্ত্যয়ন করিয়া থাকেন, সেইরূপ তাঁহাদিগের স্বস্ত্যয়ন করিলেন। পরে তিনি সত্যপরাক্রম রামকে এই কথা বলিলেন, "হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি গঙ্গা ও যমুনা নদীর সঙ্গম-স্থানে যাইয়া বিপরীতবাহিনী যমুনা নদীর অনুগামী হও। হে রঘুনন্দন! পরে তুমি সেই স্রোতোনুসারে বহমানা সূর্য্যতনয়া যমুনা নদীর নিকটে যাইয়া ইচ্ছানুসারে তাহার লোক গমনাগমন-চিহ্নে অঙ্কিত তীর্থ অবলোকন করিয়া প্লব নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক তাহার পর-পারে গমন কর। অনন্তর বিবিধ বৃক্ষে পরিবৃত, সিদ্ধগণসেবিত ও হরিদ্বর্ণ-পর্ণ-সমন্বিত শ্যাম-নামক মহান্ বটবৃক্ষের সমীপে যাইয়া, সীতার বদ্ধাঞ্জলি হইয়া তৎসমীপে মঙ্গল প্রার্থনা করা উচিত। হে রাম! তিনি সেই বৃক্ষ-সমীপে যাইয়া পরে এক ক্রোশমাত্র পথ অতিক্রম করিয়া যমুনাতীরবর্ত্তী বন্য বৃক্ষ-সমূহে উপলক্ষিত এবং শল্লকী ও বদরী বৃক্ষগণে সমন্বিত নীলবর্ণ কানন দেখিয়া ইচ্ছানুসারে তথায় বাস করিতে বা তাহা অতিক্রম করিতে পারিবেন। চিত্রকূট পর্ব্বতের সেই পথ; আমি ঐ পথ দিয়া অনেকবার গমন করিয়াছি; তাহা অতি কোমল ও দাবানল বিহীন।"

মহর্ষি ভরদ্বাজ সেইরূপে রামকে পথ আদেশ করিয়া তৎ কর্তৃক "যে আজ্ঞা" এই বাক্যে আভাষিত ও অভিবাদনপূর্ব্বক নিবর্ত্তিত হইয়া প্রতিগমন করিলেন। তিনি নিবৃত্ত হইলে, রাম লক্ষ্মণকে "এই মুনি আমাদিগের প্রতি যে দয়া করিতেছেন, তাহাতে বোধ হইতেছে, আমরা নিশ্চয়ই পুণ্য অনুষ্ঠান করিয়াছি।" এই বাক্য বলিলেন। পরে সেই দুই মনস্বী পুরুষশ্রেষ্ঠ মন্ত্রণাপূর্ব্বক সীতাকে অগ্রে করিয়া যমুনা নদীর তীরে তীরে যাইতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা সত্বর স্রোতস্বতী যমুনা নদীর সমীপে যাইয়া সদ্যই তাহার পর পারে যাইতে অভিলাষী হইয়া চিন্তান্বিত হইলেন। পরে তাঁহারা কাষ্ঠ-সমূহদ্বারা এক বৃহৎ প্লব নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহা বন্য শুষ্ক পত্র ও বীরণমূল-সমূহে সমাবৃত করিলেন। তৎপরে বীর্য্যবান্ লক্ষ্মণ সীতার নিমিত্ত জম্বু ও বেতশ শাখা দ্বারা সুখকর আসন নির্ম্মাণ করিলে, দশরথতনয় রাম সেই প্লবোপরি লক্ষ্মীতুল্য অচিন্তনীয় প্রভাব সমন্বিতা ঈষৎ লজ্জিতা প্রেয়সী সীতাকে আরোপণ করিলেন। পরে বিদেহ-দুহিতা সীতা আত্ম পার্শ্বদেশে বসন ও ভূষণ সমস্ত রাখিলেন, এবং রামও সমাহিত হইয়া তদুপরি উপযুক্ত স্থানে পেটক ও খনিত্র রক্ষা করিলেন। সেই দুই দশরথনন্দন রাম ও লক্ষ্মণ অগ্রে সীতাকে প্লবোপরি আরোপণ করিয়া পরে প্রীত হইয়া বহিত্র গ্রহণপূর্ব্বক নদী উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন। অনন্তর সম্যক্ জ্ঞানবতী সীতা দেবী সেই যমুনা নদীর মধ্যদেশে যাইয়া তাঁহাকে বন্দনা করিলেন, এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া "হে দেবি! আমি আপনাকে উত্তীর্ণা হইতেছি; আপনি আমার মঙ্গল সম্পাদন করুন,—আমার পাতিব্রতা ব্রতের রক্ষাকারিণী হউন! ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজগণপালিতা অযোধ্যা নগরীতে রাম মঙ্গলে মঙ্গলে প্রত্যাগত হইলে, আমি আপনাকে সহস্র গো ও সুরাপূরিত একশত কলস দ্বারা পূজা করিব।" এই বলিয়া প্রার্থনা করত দক্ষিণ তীরে গিয়া উপস্থিতা হইলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলে সেই প্লব-দ্বারা তীরজাত বিবিধ বৃক্ষশোভিতা আবর্ত্ত-সমন্বিতা দ্রুতবেগা সূর্য্যতনয়া যমুনা নদীর পর-পারে গমন করিলেন। তাঁহারা নদী উত্তীর্ণ হইয়া প্লব পরিত্যাগপূর্ব্বক তত্তীরবর্ত্তী বনমধ্য দিয়া যাইতে যাইতে হরিদ্বর্ণ-পর্ণ-শোভিত সুশীতল শ্যামনামক বট বৃক্ষের সমীপস্থ হইলেন। সেই বট বৃক্ষ সমীপে যাইয়া, মনস্বিনী বিদেহ-দুহিতা সীতা দেবী তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন, এবং বদ্ধাঞ্জলি হইয়া "হে মহাবৃক্ষ! আমি আপনাকে নমস্কার করিতেছি; আপনি

আমার পাতিব্রত্য ব্রত পরিপালন করুন, এবং এরূপ বর দিউন, যাহাতে আমরা নির্ব্বিঘ্নে অযোধ্যায় যাইয়া যশস্বিনী সুমিত্রা ও কৌসল্যা দেবীকে দর্শন করিতে পারি।” ইহা বলিতে বলিতে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাম অনিন্দিতা সুবিনীতা দয়িতা সীতাকে মঙ্গল প্রার্থনা করিতে দেখিয়া লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলেন, “হে ভরতানুজ! তুমি সীতাকে লইয়া অগ্রে অগ্রে গমন কর; হে নরশ্রেষ্ঠ! আমি আয়ুধ ধারণপূর্ব্বক তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিব। এই বিদেহরাজ জনকদুহিতা সীতার চিত্ত যাহাতে যাহাতে আনন্দিত হয়, ইনি যে যে পুষ্প বা ফল প্রার্থনা করেন, তুমি ইহাঁকে সেই সেই ফল ও পুষ্প প্রদান করিতে থাক।”

অনন্তর সীতা দেবী যাইতে যাইতে যে সমস্ত অদৃষ্টপূর্ব্ব বৃক্ষ, গুল্ম ও পুষ্পসমন্বিতা লতা দেখিতে পাইলেন, তৎসমস্ত রামের নিকটে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণও তাঁহার বাক্যানুসারে সত্বর হইয়া বহুবিধ রমণীয় বৃক্ষশাখা আনয়নপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রদান করিতে থাকিলেন। তৎকালে জনকসুতা সীতা, বিচিত্র-বালুকাশোভিতা এবং হংস ও সারসসমূহে অভিনাদিতা বিচিত্রজলশালিনী যমুনা নদী দর্শন করত আনন্দ লাভ করিলেন। পরে রাম ও লক্ষ্মণ, এই দুই ভ্রাতা ক্রমে এক ক্রোশ পথ অতিক্রমপূর্ব্বক যমুনাতীরবর্ত্তী সেই বনে যাইয়া বহুবিধ যজ্ঞীয় মৃগ হনন করিয়া ভক্ষণ করিলেন। তাঁহারা বারণ ও বানরসমূহে সেবিত এবং ময়ূরগণে অভিনাদিত সেই মনোহর বনে ইচ্ছানুসারে বিহার করিয়া সায়াহ্নে নদী-তীরবর্ত্তী এক প্রিয়দর্শন সুসম প্রদেশে যাইয়া বাস পরিগ্রহ করিলেন।

ইতি পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ॥ ৫৫॥

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর রাঘবশ্রেষ্ঠ রাম রজনী অতিবাহিতা হইলে, প্রভাত কালেও প্রসুপ্ত লক্ষ্মণকে ধীরে ধীরে এই বাক্যে প্রবোধিত করিলেন, “হে শত্রুতাপন সুমিত্রানন্দন! তুমি এই সমস্ত শব্দকারী বন্য পক্ষীদিগের মনোহর শব্দ শ্রবণ কর; আমাদিগের প্রস্থানের সময় উপস্থিত হইয়াছে; চল আমরা প্রস্থিত হই।”

লক্ষ্মণ প্রসুপ্ত থাকিয়াও রাম-কর্ত্তৃক প্রভাত সময়ে সেইরূপে প্রবোধিত হইয়া পরিশ্রম, আলস্য ও নিদ্রা পরিত্যাগ করিলেন। পরে তাঁহারা সকলে উত্থিত হইয়া নদীর মঙ্গলময় জলে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া চিত্রকূটের সেই ঋষিগণসেবিত পথ অবলম্বন করিয়া যাইতে লাগিলেন। অনন্তর রাম যাইতে যাইতে কমললোচনা সীতা ও সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলেন, “হে জানকি! দেখ, এই বসন্ত সময়ে পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষসকল স্বীয় পুষ্প-সমূহ-দ্বারা মালাধারী হইয়া যেন সম্যক্ প্রজ্জ্বলিত হইতেছে। হে লক্ষ্মণ! এই ভল্লাতক ও বিল্ববৃক্ষ সমস্ত মনুষ্যগণ-কর্ত্তৃক সেবিত না হওয়া-প্রযুক্ত পুষ্প ও ফলভরে অবনত এবং প্রায় প্রতি-বৃক্ষেই মধুকরীগণসঞ্চিত দ্রোণ-পরিমাণ মধুচক্র সমস্ত লম্বিত রহিয়াছে, অবলোকন কর; আমরা নিশ্চয়ই এখানে সুখে জীবন ধারণ করিতে পারিব! ঐ পুষ্পসংস্তর-যুক্ত রমণীয় বন-মধ্যে কোকিল শব্দ করিতেছে, এবং ময়ূর তাহার অনুকারী হইতেছে। ঐ উচ্চ শিখরসমন্বিত ও পক্ষিসমূহ-শব্দে প্রতিধ্বনিত চিত্রকূট পর্ব্বতে মাতঙ্গগণ বিচরণ করিতেছে, অবলোকন কর। ভ্রাতঃ! আমরা ঐ চিত্রকূট পর্ব্বতের সমভূভাগবর্ত্তী বিবিধ বৃক্ষসমূহে সমাবৃত রমণীয় অথচ পুণ্যপ্রদ কাননে আনন্দ অনুভব করিব।”

অনন্তর সেই দুই ভ্রাতা রাম ও লক্ষ্মণ সীতার সহিত যাইতে যাইতে ক্রমে রমণীয় অতি মনোহর চিত্রকূট পর্ব্বতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বিবিধ ফল-মূলসমন্বিত এবং নানাবিধ পক্ষিকুলে সমাকুল সেই সুস্বাদুজলশালী রমণীয় চিত্রকূট পর্ব্বতে যাইয়া, রাম লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলেন, “হে শুভদর্শন! এই বিবিধ বৃক্ষ ও লতাসমন্বিত পর্ব্বত অতি রমণীয় ও মনোজ্ঞ, এবং ইহাতে বহুবিধ ফল ও মূল আছে সুতরাং আমি বোধ

করি, এস্থলে আমাদিগের সুখে জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহ হইবে। এই পর্ব্বতে মহাত্মা মুনিগণও বাস করিয়া থাকেন; অতএব এই বাসস্থান হউক্,—আমরা এখানেই বাস করি।”

অনন্তর রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা দেবী, ইহাঁরা সকলে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে প্রবেশ করিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষি বাল্মীকিও প্রমোদ-সহকারে তাঁহাকে পূজা করিয়া “তোমরা ত সুখে আসিয়াছ?” এরূপ জিজ্ঞাসানন্তর “উপবেশন কর,” বলিয়া এই কথা বলিলেন, “হে সর্ব্বকার্য্যদক্ষ রঘুশ্রেষ্ঠ! আমি তোমার আসিবার কারণ অবগত আছি; তুমি এই ঋষিগণের সন্নিধানেই বাস করিতে অভিলাষী হও।”

মহারথ মহাবহু সর্ব্বকার্য্যদক্ষ লক্ষ্মণাগ্রজ রাম সেই ঋষিকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত ও প্রীত হইয়া অঞ্জলি বন্ধন-পূর্ব্বক “যে আজ্ঞা” বলিয়া তাঁহার বাক্য স্বীকার করিলেন, এবং তাঁহাকে যথারীতি আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া লক্ষ্মণকে ইহা কহিলেন, “হে শুভদর্শন লক্ষ্মণ! এই স্থানে বাস করিতে আমার চিত্ত অভিলাষী হইয়াছে; অতএব তুমি দৃঢ় ও উৎকৃষ্ট কাষ্ঠ সমস্ত আনয়নপূর্ব্বক কুটীর নির্ম্মাণ কর।”

সুমিত্রানন্দন অরিদমন লক্ষ্মণ রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রথমে বহুবিধ বৃক্ষ আহরণ করিয়া পশ্চাৎ পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিলেন। অনন্তর সেই তক্ষিত কাষ্ঠাস্তৃত প্রিয়দর্শন পর্ণকুটীর নির্ম্মিত হইয়াছে, অবলোকন করিয়া, রাম শুশ্রূষাকারী একাগ্রচিত্ত লক্ষ্মণকে এই বাক্য বলিলেন, “হে সুমিত্রানন্দন! বহুকাল-জিজীবিষু ব্যক্তিদিগের বাস্তুযাগ অবশ্য কর্ত্তব্য; অতএব আইস, আমরা মৃগমাংস আহরণপূর্ব্বক এই পর্ণশালার উদ্দেশে যাগ করি। হে শুভলোচন লক্ষ্মণ! তুমি ধর্ম্ম স্মরণ কর; শাস্ত্রবোধিত বিধি অবশ্য অনুষ্ঠেয়; অতএব শীঘ্র মৃগ হনন করিয়া আনয়ন কর।”

পরবীর-বিনাশী লক্ষ্মণ ভ্রাতার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার আদেশানুরূপ কার্য্য করিলেন। পরে রাম তাঁহাকে আবার এই কথা বলিলেন, “অদ্য ধ্রুবনক্ষত্রসমন্বিত, এই মুহূর্ত্তও অতি শুভদায়ক; অতএব তুমি শীঘ্র এই মৃগমাংস রন্ধন কর; এখনই আমরা এই পর্ণ-শালার উদ্দেশে যাগ করিব।”

অনন্তর সুমিত্রানন্দন প্রতাপবান্ লক্ষ্মণ সত্বর পবিত্র কৃষ্ণমৃগ হনন করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিমধ্যে তাহা নিক্ষেপ করিলেন। পরে সেই মৃগমাংস অগ্নিতাপে তপ্ত ও রুধিরস্রাবহীন হইয়া সম্যক্ পক্ব হইলে, তিনি পুরুষশ্রেষ্ঠ রঘুনন্দন রামকে এই কথা বলিলেন, “হে দেবসদৃশ! এই সর্ব্বকার্য্যযোগ্য সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন কৃষ্ণমৃগ মৎকর্ত্তৃক ভর্জ্জিত হইয়াছে; আপনি যাগ কার্য্যে কুশল, সুতরাং এক্ষণ দেবগণের উদ্দেশে যাগ করুন।”

তখন সেই অমিততেজা গুণবান্ মন্ত্রজ্ঞ রাম স্নান করিয়া নিয়তচিত্ত হইয়া সংক্ষেপে যাগ-সমাপ্তি-হেতুক মন্ত্র সমস্ত পাঠ করিলেন। পরে পবিত্র হইয়া সমস্ত দেবগণ পূজা করিয়া কুটীর-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং তাঁহার অন্তরে আহ্লাদোদয় হইল। অনন্তর সেই রাজীব-লোচন রঘুনন্দন রাম বাস্তুশান্তির অঙ্গস্বরূপ মঙ্গলজনক মন্ত্র সমস্ত পাঠ করিয়া যথাবিধি মন্ত্র জপ-সহকারে নদীতে অবগাহন-পূর্ব্বক পাপবিনাশক উৎকৃষ্ট বৈশ্বদেব, বৈষ্ণব ও রৌদ্র বলি প্রদান করিলেন। পরে তিনি আশ্র-মোচিত বেদিস্থল-বিধেয় চৈত্য ও দেবালয় সমস্ত স্থাপন করিয়া সমুদয় প্রাণীকে যথাযোগ্য ফল ও মাংস-দ্বারা তর্পিত করত সেই পর্ণশালায় প্রবেশ করিতে অভিলাষী হইলেন। যেরূপ দেবগণ সুধর্ম্মা সভায় প্রবেশ করেন, সেইরূপ তখন তাঁহারা সকলে স্নেই উপযুক্ত প্রদেশে নির্ম্মিত, বৃক্ষপত্রে আচ্ছাদিত ও বাতনি-বারণক্ষম মনোজ্ঞ কুটীরে প্রবেশ করিলেন। রাম সেই অতিরমণীয় চিত্রকূট পর্ব্বত এবং মৃগ ও বিহঙ্গ-কুলে সমাকুলা প্রশস্ত-তীর্থ-শোভিতা মাল্যবতী নদী লাভ করিয়া আনন্দযুক্ত হই-লেন, এমন কি, তাঁহার অযোধ্যা-বিয়োগ-জন্য দুঃখও দূরীভূত হইল।

ইতি ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ ॥ ৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ।

এদিকে রাম গঙ্গা নদীর দক্ষিণ-তীরবর্ত্তী হইলে, গুহ দুঃখার্ত্ত হইয়া বহুক্ষণ সুমন্ত্রের সহিত কথোপকথন করিয়া স্বীয় গৃহে গমন করিলেন। পরে তাঁহারা তথায় থাকিয়াই রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা দেবীর প্রয়াগতীর্থে যাইয়া ভরদ্বাজ ঋষির নিকটে সৎকার লাভ ও চিত্রকূট পর্ব্বতে গমন বিবরণ অবগত হইলেন। অনন্তর সুমন্ত্র সারথি গুহের নিকট অনুজ্ঞা লাভ করিয়া উৎকৃষ্ট হয়গণে রথ যোজিত করত তদারোহণে অতীব ব্যাকুলচিত্ত হইয়া অযোধ্যা নগরীর অভিমুখে গমন করিলেন। তিনি সুগন্ধি বন, নদী, সরোবর গ্রাম ও নগর দর্শন করিতে করিতে সত্বর যাইতে লাগিলেন। পরে দ্বিতীয় দিবসে সায়াহ্ন কালে অযোধ্যা নগরীতে যাইয়া তাহাকে নিরানন্দ অবলোকন করিলেন। সুমন্ত্র সারথি সেই নগরীকে, প্রাণিবিহীনার ন্যায়, শব্দবিহীনা দেখিয়া শোকবেগ-সমাহত ও অতীব ব্যাকুল-চিত্ত হইয়া এরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই নগরীত রামবিয়োগ-শোক-রূপ অনল-দ্বারা রাজা, প্রজা, গজ ও অশ্বগণের সহিত দগ্ধ হয় নাই? তিনি সেইরূপ চিন্তা করত দ্রুতগামী অশ্ব-দ্বারা শীঘ্র দ্বারদেশে যাইয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর শত শত ও সহস্র সহস্র পুরবাসী ব্যক্তি সকল "রাম কোথায়?," এরূপ জিজ্ঞাসা করিতে করিতে তাহার অভিমুখে অতিবেগে ধাবিত হইল। তখন তিনি তাহাদিগকে "আমি মহাত্মা ধার্ম্মিক রঘুনন্দন রাম-কর্ত্তৃক গঙ্গাতীরে অনুজ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছি"; ইহা বলিলেন। পরে সেই সমস্ত পুরবাসী রাম-প্রভৃতি গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়াছেন, অবগত হইয়া বাষ্প-দ্বারা বদন-মণ্ডল আপ্লাবিত করিয়া "হায়! আমাদিগকে ধিক্!" এরূপ উক্তি করত দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক "হা রাম!" বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। সুমন্ত্র সারথি যাইতে যাইতে সেই সমূহে সমূহে অবস্থিত পুরবাসীদিগের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিলেন, "আমরা যখন রঘুনন্দন রামকে দেখিতে পাইতেছি না, তখন নিশ্চয়ই দৈবকর্ত্তৃক হত হইয়াছি! হা! আর আমরা দান, যজ্ঞ বা বিবাহ সম্বন্ধীয় মহৎ মহৎ সমাজ মধ্যে সেই ধার্ম্মিক রামকে দর্শন করিতে পাইব না! হায়! আমাদিগের প্রতি কিরূপ আচরণ কর্ত্তব্য,—কিসে আমাদিগের প্রীতি ও সুখ জন্মিতে পারে, ইহা অনুসন্ধান করিয়া, সেই রাম পিতার ন্যায়, আমাদিগকে পরিপালন করিতেন!"

অনন্তর সুমন্ত্র সারথি বিপণি-মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে রাম শোকে সন্তাপিতা বাতায়নস্থিতা মহিলাদিগের বিবিধ বিলাপ ধ্বনি শ্রবণ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি আচ্ছাদিত বদন হইয়া রাজপথ দিয়া, যে গৃহে রাজা দশরথ আছেন, সেই ভবনে গমন করিলেন, এবং সত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তদীয় বহুজনসমাকুল সপ্ত প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করিলেন। অনন্তর প্রাসাদ, হর্ম্ম্য ও বিমানের উপর আরোহণপূর্ব্বক তাঁহাকে একাকী সমাগত দর্শন করিয়া, রাম দর্শনার্থ উৎকণ্ঠিতা নিয়ত হাহাকার শব্দকারিণী নৃপকামিনীরা নিতান্ত ব্যথিতচিত্তা হইয়া বাষ্প-পরিপ্লুত আয়ত সুবিমল লোচনগণ দ্বারা অব্যক্তভাবে পরস্পর অবলোকন করিতে লাগিলেন। পরে সেই সমস্ত রামশোক-সন্তাপিতা দশরথ-পত্নীদিগের সেই সেই প্রাসাদ হইতে মৃদু বিলাপ ধ্বনি সুমন্ত্রের শ্রুতিগোচর হইল। "সুমন্ত্র সারথি রামের সহিত নগরী হইতে বহির্গত হইয়া এক্ষণে রাম ব্যতিরেকে প্রত্যাগত হওত রোদনকারিণী কৌসল্যা দেবীকে কি প্রত্যুত্তর প্রদান করিবেন! ইহাঁর বাক্য শ্রবণে কৌসল্যার জীবন ধারণ দুঃসাধ্য হইবে, এই যে আমরা মনে করিতেছি, ইহাও নিঃসন্দেহ দুষ্কর; কেন না রাম তাঁহার অনুরোধ পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে গমন করিলেও, তিনি এপর্য্যন্ত জীবিতা রহিয়াছেন!" রাজমহিলাগণের এই তথ্য বাক্য শ্রবণ করত, সুমন্ত্র সারথি শোকপ্রদীপ্ত হইয়া সহসা গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি অষ্টম প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইয়া পুত্রশোকাতুর রাজা দশরথকে

দীনভাবে পাণ্ডুরবর্ণ গৃহে সমাসীন দেখিয়া, তাঁহার সমীপে যাইয়া তাঁহাকে অভিবাদন-পূর্ব্বক রামোক্ত বাক্য সমস্ত অবিকল নিবেদন করিলেন। পুত্রশোকপীড়িত রাজা দশরথ তূষ্ণী অবলম্বনপূর্ব্বক সেই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্যাকুলচিত্ত ও মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলে, অন্তঃপুরচারিণী কামিনীরা শোকে সমাহতা হইয়া বাহু উত্তোলনপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। তখন কৌসল্যা দেবী সুমিত্রা দেবীর সমভিব্যাহারে সেই পতিত পতিকে উত্থাপিত করিয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "হে মহাভাগ! এই সুমন্ত্র সারথি সেই দুঃসম্পাদ্য কার্য্যকারী রামের দূত হইয়া অরণ্য হইতে প্রত্যাগত হইয়াছেন, তুমি কেন ইহাঁর সহিত সম্ভাষা করিতেছ না? পূর্ব্বে রঘুনন্দন রামের প্রতি ন্যায়বিরুদ্ধ ব্যবহার করিয়া, এক্ষণ কেন বৃথা লজ্জিত হইতেছ! শোক করিলে, কিছু রামের সাহায্য করা হইবে না; অতএব শোক পরিত্যাগ করিয়া সুস্থির হও, তোমার মঙ্গল হউক। হে দেব! তুমি যাহার ভয়ে সুমন্ত্র সারথিকে রাম-বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতেছ না, সেই কেকয়ী ত এখানে নাই; অতএব নিঃশঙ্ক হইয়া সুমন্ত্রের সহিত কথোপকথন কর।"

সেই পুত্রশোকাতুরা কৌসল্যা দেবী মহারাজ দশরথকে বাষ্পগদ্গদ স্বরে সেইরূপ বলিয়াই অবিলম্বে ভূতলে পতিতা হইলেন। সেই সমস্ত মহিলা স্বামীকে ও তাদৃশ বিলাপকারিণী কৌসল্যা দেবীকে ভূতলে পতিত দেখিয়া চতুর্দ্দিক হইতে রোদন করিয়া উঠিলেন। পরে তাঁহাদিগের সেই রোদন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া, তত্রত্য বৃদ্ধ ও যুবা পুরুষ এবং অপরাপর মহিলা-সমস্ত রোদন করিতে লাগিল। তৎকালে সেই অন্তঃপুর পুনর্ব্বার রোদন-শব্দে সমাকুল হইল।

ইতি সপ্তপঞ্চাশ সর্গ ॥ ৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর মোহ বিগত হইলে, রাজা দশরথ লব্ধ-স্মৃতিশক্তি ও আশ্বস্ত হইয়া রাম-বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসার্থ সুমন্ত্র সারথিকে আহ্বান করিলেন। তখন সুমন্ত্র সারথি কৃতাঞ্জলি হইয়া, নব-পরিগৃহীত অসুস্থ কুঞ্জর-তুল্য ধ্যানকারী ও নিশ্বাস পরিত্যাগী সেই রামশোকসমন্বিত পরম দুঃখিত বৃদ্ধ মহারাজ দশরথের সমীপস্থ হইলেন। পরে রাজা দশরথ সেই সমুপস্থিত, ধূলিধূষরিতাঙ্গ, অশ্রুব্যাপ্তবদন ও দীনভাবাপন্ন সুমন্ত্র সারথিকে দুঃখিতভাবে এই বাক্য বলিলেন, "হে সূত! সেই নিতান্তসুখোচিত রঘুনন্দন ধর্ম্মাত্মা রাম এক্ষণ কি ভোজন করিবেন, এবং বৃক্ষমূল আশ্রয়পূর্ব্বক কোথায় বা রাত্রিবাস করিবেন? সুমন্ত্র! দুঃখলাভের অনুচিত ও উৎকৃষ্টশয়নার্হ রাজনন্দন হইয়া, রাম কিপ্রকারে, অনাথের ন্যায়, ক্লেশে ভূতলে শয়ন করিতেছেন? যাঁহার গমনকালে রথী, পদাতি ও কুঞ্জর-সমস্ত অনুগমন করিত, সেই রাম এক্ষণে কিপ্রকারে নির্জ্জন অরণ্য-মধ্য দিয়া গমন করিতেছেন? হা! সেই দুই রাজকুমার বিদেহরাজ-দুহিতা সীতার সহিত কিপ্রকারে অজগর, কৃষ্ণসর্প ও মৃগগণসেবিত বিপিনে বাস করিবেন! সুমন্ত্র! তাঁহারা রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কিপ্রকারে সেই তপস্বিনী সুকুমারী সীতার সমভিব্যাহারে পাদচারে গমন করিতে লাগিলেন? হে সূত! তুমি যখন আমার সেই দুই পুত্রকে, মন্দর-প্রবেশকারী অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ন্যায়, বনে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছ, তখন নিশ্চয়ই সফল-মনোরথ হইয়াছ। সুমন্ত্র! বনে প্রবেশ করিয়া, রাম ও লক্ষ্মণ কি কথা বলিলেন, এবং জানকীই বা কি কহিলেন? সারথে! তুমি রামের উপবেশন, ভোজন ও শয়নবিবরণ আমার নিকট কীর্ত্তন কর; সাধুসমাগম দ্বারা যযাতির ন্যায়, আমি তদ্দ্বারা জীবন ধারণ করিতে পারিব।"

সুমন্ত্র সারথি নরেন্দ্র দশরথকর্ত্তৃক সেইরূপ আদিষ্ট হইয়া তাঁহাকে বাষ্পগদ্গদ স্খলিতপদ বাক্যে বলিতে লাগিলেন, "হে মহারাজ! সেই

ধর্ম্মপালনোদ্যত রঘুনন্দন রাম বদ্ধাঞ্জলি হইয়া, মস্তকদ্বারা আপনার চরণে প্রণাম করিয়া আমায় এই কথা বলিলেন, 'সারথে! তুমি আমার নাম উল্লেখ করিয়া অগ্রে মস্তকদ্বারা সেই বন্দনীয়চরণ মহাত্মা বিশুদ্ধচিত্ত পিতা দশরথের চরণ বন্দনা করিও। সুমন্ত্র! পরে তুমি আমার বাক্যানুসারে সমুদয় বিমাতাদিগকে অবিশেষরূপে আমার সমুচিত প্রণাম ও আরোগ্য-বিবরণ বলিও, এবং আমার জননী কৌসল্যা দেবীকে আমার অভিবাদন, আরোগ্য ও ধর্ম্ম বিষয়ে অপ্রমাদ নিবেদনপূর্ব্বক তাঁহাকে এই বাক্য কহিও যে, হে দেবি! আপনি নিয়ত ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে ব্যাপৃতা হউন,—যথা সময়ে অগ্নির আরাধনা করিয়া অনবরত, দেবতার ন্যায়, রাজা দশরথের চরণ সেবা করুন। মাতঃ! আপনি অভিমান ও সম্মান পরিত্যাগ করিয়া সমুদয় সপত্নীদিগের প্রতি সাধু-ব্যবহার করুন, এবং আর্য্যা কেকয়ী দেবীর প্রতি রাজা দশরথকে অনুরক্ত করিয়া দিউন। অপিচ বয়োজ্যেষ্ঠ না হইয়াও রাজা হইয়া থাকেন, এই রাজধর্ম্ম স্মরণ করিয়া, আপনি কুমার ভরতের প্রতি রাজ-তুল্য ব্যবহার করুন। সুমন্ত্র! তুমি ভরতকেও আমার বাক্যানুসারে আমার কুশলবার্ত্তা বলিয়া "তুমি সমুদয় মাতৃগণের প্রতিই যথাব্যবহার কর," ইহা বলিও. এবং সেই মহাবাহু ইক্ষ্বাকুকুলনন্দন ভরতকে ইহাও কহিও যে, তুমি যৌবরাজ্যস্থ হইয়া সাম্রাজ্যস্থ পিতা দশরথকে রক্ষা কর, এবং তাঁহার পরমায়ু প্রায় অতীত হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার বিরোধী না হইয়া বরং তাঁহারই আদেশানুসারে চলিয়া যৌবরাজ্য পরিদর্শন করত জীবন ধারণ কর।

অনন্তর সেই মহাবাহু মহাযশা কমলপলাশ-লোচন রাম সমধিক অশ্রুমোচন করত আমাকে পুনরায় ইহা বলিলেন যে, তুমি আত্ম-জননীর ন্যায়, সেই পুত্র-বৎসলা মদীয় জননীর প্রতি নিয়ত দৃষ্টি রাখিও। তিনি আমাকে ঐরূপ বলিতে বলিতে অত্যন্ত বাষ্প পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর লক্ষ্মণ অতীব ক্রোধান্বিত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে এই কথা বলিলেন, 'এই রাজপুত্র রাম কি অপরাধে বিবাসিত হইয়াছেন? রাজা দশরথ কেকয়ীর ক্ষুদ্র আদেশ পালনে প্রতিজ্ঞা করিয়া আমাদিগের পীড়া-দায়ক রাম-বিবাসনরূপ যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা তাঁহার কার্য্য কি অকার্য্য হইয়াছে? কেকয়ীর লোভ-বশতই হউক, বা তাঁহাকে বরদান করা-প্রযুক্তই হউক, যে কারণেই রাজা দশরথ রামকে বিবাসিত করিয়া থাকুন, সর্ব্বপ্রকারেই তাঁহার দুষ্কার্য্য করা হইয়াছে। আমি ত রামকে বিবাসিত করিবার কোন হেতুই দেখিতেছি না; অতএব আমার বোধ হইতেছে যে, রাজা দশরথ ঐশ্বর্য্য-নিবন্ধন যথেচ্ছকারিতাপ্রযুক্তই তাহা করিয়াছেন। তিনি বুদ্ধিলাঘব-বশত বিবেচনা না করিয়া যে রঘুনন্দন রামকে বিবাসিত করিয়াছেন, তাঁহার সেই লোক-বিরুদ্ধ কার্য্য অবশ্যই অপ্রশংসা-জনক হইবে। আমি ত আর মহারাজ দশরথকে পিতৃতুল্য মান্য করিবার কিছুই কারণ দেখিতেছি না; এক্ষণ রাঘব রামই আমার ভ্রাতা, ভর্ত্তা, বন্ধু ও পিতার ন্যায় মাননীয়। ধার্ম্মিক সর্ব্বলোকাভিরাম রাম হিতানুষ্ঠায়ী হইয়া সমস্ত লোকেরই প্রিয় হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে বিবাসিত করিয়া, রাজা দশরথ কি প্রকারে লোক সকলের অনুরাগ-ভাজন হইবেন, এবং সেই কর্ম্ম-দ্বারা সমস্ত লোকের সহিত বিরোধ উৎপাদন করিয়া কিপ্রকারেই বা রাজপদে স্থির থাকিবেন?

হে মহারাজ! সেই নিরপরাধা রাজনন্দিনী যশস্বিনী জানকী দেবী পূর্ব্বে কখন এরূপ ব্যসন প্রাপ্ত হন নাই, সুতরাং ভূতাবিষ্টচিত্তা যোষার ন্যায়, বিস্মিতা হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত অবস্থিতা রহিলেন, এবং দুঃখবশত রোদন করিতে লাগিলেন; কিন্তু আমাকে কিছুই বলিলেন না। পরে তিনি স্বামীকে গমনোন্মুখ দেখিয়া শুষ্কবদনা হইয়া সহসা বাষ্প মোচন করিলেন। হে রাজন্! রাম সেইরূপ অশ্রুব্যাপ্ত বদন, কৃতাঞ্জলি ও লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক বাহুদ্বারা গৃহীত হইয়া অবস্থিত হওত যতক্ষণ আমার সহিত কথোপ

কথন করিলেন, নিরপরাধা সীতা দেবীও ততক্ষণ সেই ভাবে রোদন করত আপনার রথের ও আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ইতি অষ্টপঞ্চাশ সর্গ॥ ৫৮॥

একোনষষ্ট সর্গ।

অনন্তর রাম অরণ্যাভিমুখে প্রস্থিত হইলে, আমি অগত্যা নিবৃত্ত হইয়া অশ্বগণ পরিচালনা করিলাম; কিন্তু তাহারা গমনে প্রবৃত্ত না হইয়া উষ্ণ অশ্রু মোচন করিতে লাগিল। পরে আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া, সেই দুই রাজনন্দনকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদিগের বিরহ জন্য দুঃখ সহ্য করত রথে আরোহণপূর্ব্বক গুহের সহিত শৃঙ্গবের পুরে যাইয়া, যদি রাম আমাকে আবার আহ্বান করেন, এই আশায় তথায় বহুদিন বাস করিলাম। মহারাজ! অনন্তর সেই আশা নিষ্ফল হইলে, আমি অগত্যা প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আসিতে আসিতে দেখিতে পাইলাম যে, আপনার রাজ্যে বৃক্ষ সমস্তও মহাবিপদাক্রান্ত হইয়া অঙ্কুরিত পল্লব, কোরক ও পুষ্পের সহিত ম্লান হইয়াছে; নদী সরোবর ও পুষ্করিণীসমূহের জল তপ্ত এবং বন ও উপবনস্থিত বৃক্ষলতাদি শুষ্কপত্র হইয়াছে; হিংস্র ও অপরাপর জন্তুগণ গমনাগমন না করায়, সেই সেই বন যেন রামশোকাভিভূত হইয়া মৌন রহিয়াছে; নদী সমস্ত কলুষিতোদকসমন্বিতা ও অপ্রস্ফুটিত-কমলশালিনী এবং পুষ্করিণী সকল শুষ্ক-পদ্মশালিনী, এবং বিষণ্ণ মীন ও বিহঙ্গগণসমন্বিতা হইয়াছে, এবং স্থলজ ও জলজ পুষ্প এবং ফল সমস্ত নির্গন্ধ হওয়া প্রযুক্ত পূর্ব্ববৎ প্রকাশ পাইতেছে না। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনার রাজ্যস্থ উদ্যান সমস্ত বিষণ্ণ বিহগগণে সমাকুল ও নিঃশব্দ হওয়া প্রযুক্ত অরমণীয় এবং উপবন সকলও অমনোহর হইয়াছে, অবলোকন করিলাম। অযোধ্যা প্রবেশকালে কেহই আমাকে অভিনন্দন করিল না; পরন্তু সকলেই রামকে না দেখিয়া মুহুর্মুহু দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। হে দেব! রাজমার্গস্থিত মানব সকল দূর হইতে সেই রথকে রাম ব্যতিরেকে সমাগত দেখিয়াই অশ্রুব্যাপ্তবদন হইল। রাম দর্শনার্থ উৎকণ্ঠিতা নিয়ত হাহাকার শব্দকারিণী সেই কামিনীরা হর্ম্ম্য, প্রাসাদ ও বিমানের উপর আরোহণপূর্ব্বক সেই রথ শূন্য দেখিয়া, নিতান্ত ব্যথিত চিত্তা হইয়া বাষ্পপরিপ্লুত আয়ত সুবিমল লোচনগণদ্বারা অব্যক্তভাবে পরস্পর অবলোকন করিতে লাগিলেন। কি মিত্র, কি অমিত্র, কি উদাসীন, অযোধ্যাবাসী সকলেই এরূপ আর্ত্ত হইয়াছে যে, কাহা হইতেও কাহার কিঞ্চিৎ দুঃখাধিক্য লক্ষিত হয় নাই। মহারাজ! আমার বোধ হইতেছে, অযোধ্যানগরী নিরানন্দ ও দীনভাবাপন্ন মনুষ্য, গজ ও তুরঙ্গ প্রভৃতি প্রাণিগণের হাহাকার ও দীর্ঘ নিশ্বাসরবে সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিতা হইয়া, পুত্রহীনা কৌসল্যা দেবীর ন্যায়, রামবিবাসনশোকে আতুরা ও আনন্দবিহীনা হইয়াছে।”

রাজা দশরথ সুমন্ত্র সারথির বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে অতীব দৈন্যযুক্ত ও বাষ্পগদগদ স্বরে এই বাক্য বলিলেন, “আমি পাপবংশোদ্ভবা ও পাপমনোরথা কেকয়ীকর্তৃক নিয়োজিত হইয়া মন্ত্রণাদক্ষ বৃদ্ধ অমাত্যগণের সহিত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করি নাই! আমি অবজ্ঞাবশত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, অমাত্য ও বান্ধবগণের সহিত মন্ত্রণা না করিয়াই স্ত্রীর নিমিত্ত সহসা এই বিষয় সম্পাদন করিয়াছি! “অথবা হে সারথে! ভবিতব্যতাবশতই এই মহৎ ব্যসন আমাদিগের বংশের বিনাশ-নিমিত্ত যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত হইয়াছে। ইহাতে সন্দেহ নাই। সে যাহা হউক, রাম-বিরহে আমার প্রাণ সমস্ত নির্গমনোন্মুখ হইয়া আমাকে ত্বরাযুক্ত করিতেছে; অতএব হে সূত! যদি আমি তোমার কিছু প্রিয় কার্য্য করিয়া থাকি, তবে তুমি আমাকে সত্বর রামের নিকট লইয়া চল। আমি সেই মহাবাহু রঘুনন্দন রাম-ব্যতিরেকে আর মুহূর্ত্ত কালও জীবন ধারণ করিতে পারি না; অতএব যদি এক্ষণ-পর্য্যন্ত আমারই আজ্ঞা প্রমাণ হয়, তবে তুমি তাঁহাকে নিবর্ত্তিত কর, অথবা তিনি বহুদূরগত হইয়া থাকিবেন,

সুতরাং আমাকেই শীঘ্র রথে আরোপণপূর্ব্বক তথায় লইয়া গিয়া তাঁহারে প্রদর্শন কর। হা! এক্ষণ সেই কুন্দকোরকোপম-দন্তশালী মহাধনুর্দ্ধারী লক্ষ্মণাগ্রজ রাম কোথায়? যদি আমি কল্যাণে কল্যাণে জীবিত থাকি, তবেই তাঁহাকে সীতার সহিত দেখিতে পাইব! হা! আমি এতাদৃশ দুরবস্থাপন্ন হইয়া যে ইক্ষ্বাকুনন্দন রামকে দেখিতে পাইতেছি না, ইহা হইতে আর আমার অধিক দুঃখদায়ক কি হইতে পারে? হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হা নিরপরাধে জানকি! আমি যে অনাথের ন্যায়, দুঃখে মরিতেছি, তাহা তোমরা জানিতে পারিতেছ না!"

অনন্তর রাজা দশরথ সেই দুঃখে অতীব ব্যাকুলচিত্ত ও অপার শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া কৌসল্যা দেবীকে বলিলেন, "হে দেবি! যাহার রাম-শোক মহাবেগ, সীতাবিরহ অন্তসীমা, দীর্ঘনিশ্বাস উর্ম্মিযুক্ত আবর্ত্ত, নয়নবারি জল, হস্ত মৎস্য, রোদন তুমুলধ্বনি, কেশ শৈবাল, কেকয়ী বাড়বানল, কুব্জা-বাক্য মহাগ্রাহ এবং যাহা হইতে রাম বিবাসিত হইয়াছেন, সেই নৃশংসস্বভাবা কেকয়ীর বর বেলাভূমি হইয়াছে; রঘুনন্দন রাম ব্যতিরেকে আমি সেই শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি! কৌসল্যে আমার বোধ হইতেছে, আমি জীবনসত্ত্বে এ সাগর উত্তীর্ণ হইতে পারিব না!"

তদনন্তর মহাযশা রাজা দশরথ "আমি এক্ষণ রঘুনন্দন রামকে লক্ষ্মণের সহিত দেখিতে ইচ্ছা করিয়াও যে দেখিতে পাইতেছি না, ইহা নিতান্ত অনুচিত!" এরূপ বিলাপ করত শয্যায় পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। তিনি রামের নিমিত্ত সেইরূপ বিলাপ করত মূর্চ্ছিত হইলে, রাম-জননী কৌসল্যা দেবী তাঁহার সেই করুণান্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া আরও সমধিক ভীতা হইলেন।

ইতি একোনষষ্ঠ সর্গ ॥ ৫৯ ॥

ষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর কৌসল্যা দেবী, ভূতাবিষ্টার ন্যায়, ধরণী-পতিতা, চৈতন্য-রহিতা ও বারংবার কম্পিতা হইয়া সুমন্ত্র সারথিকে এই কথা বলিলেন, "সুমন্ত্র! আমি কাকুৎস্থ রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা-ব্যতিরেকে আর ক্ষণ-মাত্রও জীবিত থাকিতে অভিলাষ করি না; তাঁহারা যথায় আছেন, তুমি আমাকে তথায় লইয়া চল। যদি আমি তাঁহাদিগের অনুগামিনী না হই, তবে যমালয়ে গমন করিব; অতএব তুমি শীঘ্র রথ প্রত্যাবর্ত্তন কর, এবং আমাকে লইয়া দণ্ডকারণ্য অভিমুখে প্রস্থিত হও।"

অনন্তর সেই সুমন্ত্র সারথি বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বাষ্পগদ্গদ স্বরে কৌসল্যা দেবীকে আশ্বাস প্রদান করত ইহা বলিলেন, "হে দেবি! আপনি শোক, মোহ ও দুঃখ-নিমিত্তক চিত্তব্যাকুলতা পরিত্যাগ করুন; রঘুনন্দন রাম বিনা ক্লেশে বনে বাস করিবেন। জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্মজ্ঞ লক্ষ্মণও বিনা ক্লেশে বনে থাকিয়া তাঁহার চরণ আরাধনা করত পারলৌকিক সুখ সঞ্চয় করিতেছেন, এবং যিনি রামের প্রতি সমস্ত চিত্তবৃত্তি অর্পণ করিয়াছেন, সেই জনকদুহিতা সীতা দেবীও নির্জ্জন বনে বাস পরিগ্রহ করিয়া অভীতা হইয়া, গৃহের ন্যায়, প্রীতি লাভ করিতেছেন। তাঁহার বনবাস-জন্য কিঞ্চিৎমাত্র দৈন্যও লক্ষিত হয় না, অধিক আর কি বলিব, তিনি প্রবাসের যোগ্যা, অর্থাৎ তাঁহার সমভিব্যাহারে প্রবাসী হইলে, কোন ক্লেশ হয় না, ইহা আমার বিলক্ষণ প্রতীত হইয়াছে। তিনি পূর্ব্বে নগরীর উপবনে যাইয়া যাদৃশ প্রীতি লাভ করিতেন, অধুনা নির্জ্জন বনে যাইয়াও সেইরূপ আনন্দ লাভ করিতেছেন। সেই পূর্ণচন্দ্রাননা সীতা দেবী নির্জ্জন বনে থাকিয়াও অদীনচিত্তা হইয়া, বালা মহিলার ন্যায়, প্রীতা হইতেছেন; কেন না নির্জ্জন বনও রামের সান্নিধ্য-বশত তাঁহার অতিরমণীয় হইতেছে। যাঁহার চিত্ত রাম-গত ও জীবন রামাধীন, সেই বিদেহরাজ-দুহিতা সীতার রাম-ব্যতিরেকে অযোধ্যা নগরীও নিবিড় বন হইত। তিনি গ্রাম, নগর, বিবিধ

বৃক্ষ ও নানাবিধ নদী-পঙ্‌ক্তি অবলোকন করিয়া তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করেন,—সেই জানকী দেবী, অযোধ্যা নগরীর ক্রোশমাত্র-ব্যবহিত বিহারোপবনের ন্যায় অরণ্যেও রাম বা লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিয়া অপরিচিত বস্তু সমুদায় অবগত হইতেছেন। হে দেবি! আমার এই-পর্য্যন্তই সীতাবৃত্তান্ত স্মরণ হইতেছে, আর তিনি সহসা কেকয়ী-বিষয়ক যে বাক্য বলিয়াছিলেন, আমার তাহা স্মরণ হইতেছে না।"

সুমন্ত্র সারথি প্রমাদ-বশত সমুপস্থিত সেই বাক্য উপসংহার করিয়া কৌসল্যা দেবীকে তাঁহার আনন্দ-জনক এই মধুর বাক্য বলিলেন, "সেই চন্দ্রতুল্য-প্রভাশালিনী মধুরভাষিণী বিদেহরাজ-নন্দিনী সীতা দেবীর প্রভা পথ-পরিক্রম, আতপতাপ, বায়ুবেগ বা সম্ভ্রম-দ্বারা বিকৃতা হইবার নহে। তাঁহার সেই চন্দ্র-তুল্য প্রিয়দর্শন ও পদ্ম-তুল্য কমনীয় বদন-মণ্ডল কিছুতেই ম্লান হয় না। তাঁহার চরণ-দ্বয় স্বভাবতই অলক্ত-রস-রঞ্জিতের ন্যায় দ্যুতিশালী হওয়া-প্রযুক্ত অধুনা অলক্ত-রস-বর্জ্জিত হইয়াও পদ্ম-কেশর-সদৃশ প্রভা বিস্তার করিতেছে। সেই বিদেহ-রাজনন্দিনী ভামিনী সীতা দেবী অধুনাও রামানুরাগ-বশত পূর্ব্ববৎ ভূষিতা হইয়া নূপুর-রবে হংসাদি-ধ্বনি ঝঙ্কার করিয়া, বিলাসিনীর ন্যায়, গমন করিতেছেন। তিনি রামের বাহুবল আশ্রয় করিয়া অরণ্যেও সিংহ, ব্যাঘ্র বা হস্তীকে অবলোকন করত ভীতা হন না। হে দেবি! আপনি তাঁহাদিগের, রাজা দশরথের বা নিজের জন্য শোক করিবেন না; এই বৃত্তান্ত বহুকাল লোক-মধ্যে প্রচারিত থাকিবে। তাঁহারা শোক পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মহর্ষিগণ-সেবিত পথবর্ত্তী হইয়া প্রহৃষ্ট মানসে বন্য ফল-দ্বারা জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করত পিতার শুভ আদেশ পালন করিতেছেন।"

সেই যুক্তিযুক্ত-বাক্যবাদী সুমন্ত্র সারথি-কর্ত্তৃক সেইরূপে নিবারিতা হইয়াও, কৌসল্যা দেবী "হে রঘুনন্দন! হে পুত্র! হে প্রিয়!" এই বলিয়া বিলাপ করণে বিরতা হইলেন না।

ইতি ষষ্টিতম সর্গ ॥ ৬০ ॥

একষষ্ট সর্গ।

সর্ব্বলোকপ্রিয় ধর্ম্ম-নিরত রাম বনগত হইলে, কৌসল্যা দেবী আর্ত্তা হইয়া রোদন করত স্বামীকে ইহা বলিলেন, "হে রাঘবশ্রেষ্ঠ! যখন ত্রিলোক-মধ্যে তোমার এরূপ যশ বিখ্যাত হইয়াছে যে, তুমি দয়াবান্, দাতা ও প্রিয়কারী, তখন হে নরবর! তুমি কিপ্রকারে সেই দুই পুত্রকে সীতার সহিত দুঃখিত করিলে! আহা! তাঁহারা সুখে সম্বর্দ্ধিত হইয়াছেন, এক্ষণ কিপ্রকারে দুঃখ সহ্য করিবেন! হা! সেই সুকুমারী, তরুণী, শ্যামা ও নিয়ত সুখোচিতা মিথিলারাজদুহিতা সীতা দেবীর কিপ্রকারে শীত ও গ্রীষ্ম-জন্য ক্লেশ সহ্য হইবে! হা! সেই সুচরিত্রা বিশালনয়না সীতাদেবী নিয়ত উত্তম ব্যঞ্জনান্বিত মনোহর অন্ন আহার করিয়া এক্ষণ কিপ্রকারে বন্য নীহার ধান্যের অন্ন ভক্ষণ করিবেন! নিয়ত মনোহর গীত-বাদ্য শব্দ শ্রবণ করিয়া, তিনি এখন কিপ্রকারে মাংসভোজী সিংহ-প্রভৃতি হিংস্র পশুগণের অমনোহর ধ্বনি শ্রবণ করিবেন! হা! এখন সেই মহাবল মহাভুজ মহেন্দ্র-ধ্বজ-তুল্য রাম পরিঘ-সদৃশ বাহু উপাধান করিয়া কোথায় শয়ন করিতেছেন! হা! আমি কবে রামের সেই সুকৃষ্ণাগ্র-কেশ-বিরাজিত, পদ্ম-গন্ধ-যুক্ত-নিশ্বাস-সমন্বিত ও পদ্ম-সদৃশ নয়ন-শোভিত পদ্মবর্ণ উত্তম বদন-মণ্ডল অবলোকন করিব! আমার এই হৃদয় নিশ্চয়ই বজ্রসারে নির্ম্মিত হইয়াছে, ইহাতে সংশয় নাই; যেহেতু তুমি সদয় কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার সেই বান্ধবগণকে দূরীকৃত করিলে, তাঁহারা চিরসুখোচিত হইয়াও বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন, এবং আমিও তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইতেছি না, তথাপি আমার হৃদয় সহস্রধা বিদীর্ণ হইতেছে না! যদিও পঞ্চদশবর্ষে সেই রঘুনন্দন রাম এখানে প্রত্যাগমন করেন, তথাপি ভরত যে রাজ্য ও কোষ পরিত্যাগ করিবেন, এরূপ বোধ হয় না; যদিও তিনি পরিত্যাগ করেন তাহা হইলেই বা কি হইবে? হে রাজন্! শ্রাদ্ধকালে কোন কোন ব্যক্তি অগ্রে বান্ধবগণকে ভোজন করাইয়া কৃতার্থম্মন্য

হইয়া পরে জ্ঞানাদিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইতে চেষ্টা পায়; কিন্তু তন্মধ্যে যাঁহারা সমধিক গুণবান্ ও বিদ্বান্, সেই দেব তুল্য ব্রাহ্মণেরা তখন অমৃত সদৃশ সুস্বাদু অন্ন ভক্ষণেও অভিলাষ করেন না; কেন না বৃষগণ যেমন শৃঙ্গ ছেদনে সম্মত হয় না, সেইরূপ প্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণগণের ভোজনাবশিষ্ট অন্ন ভক্ষণেও সম্মত হয় না। সেইরূপ গুণশ্রেষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ হইয়া, রামই বা কি প্রকারে কনিষ্ঠ ভ্রাতার উপভুক্ত রাজ্য গ্রহণে সম্মত হইবেন? যেমন ব্যাঘ্র পরভুক্ত খাদ্য দ্রব্য ভক্ষণ করে না, সেই রূপ সেই পুরুষব্যাঘ্র রাম পরভুক্ত রাজ্যগ্রহণে অভিলাষ করিবেন না। হব্য, আজ্য, পুরোডাস, কুশ ও খদির-কাষ্ঠ-রচিত যূপ, এ সমস্ত দ্রব্য একবার যজ্ঞে ব্যবহৃত হইলে, যাজ্ঞিকেরা পুনরায় তাহাদিগকে যজ্ঞান্তরে ব্যবহার করেন না; সেইরূপ রাম পীতসারাংশসুরা ও নষ্ট সোমরস যজ্ঞের ন্যায় অনভিমত এই ভরতোপভুক্ত রাজ্য গ্রহণ করিবেন না। যেমন বলবান্ ব্যাঘ্র পুচ্ছস্পর্শ সহ্য করিতে পারে না, সেইরূপ রঘুকুলতিলক রামও এরূপ অপমান সহ্য করিতে পারিবেন না। সেই নরশ্রেষ্ঠ বৃষভলোচন মহাভুজ মহাবীর্য্য ধর্ম্মাত্মা রাম কাঞ্চনময় বাণগণদ্বারা, যুগান্তকালীন অনলের ন্যায় সমস্ত প্রজা দাহন ও সমস্ত সাগর শোষণ করিতে পারেন; ঘোরতর সংগ্রামস্থলে মিলিত সুরাসুরী প্রভৃতি সমুদয় প্রাণী হইতেও তাঁহার ভয় হয় না; কিন্তু কি করিবেন, তিনি অধার্ম্মিক লোককেও অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিয়া ধর্ম্মেই প্রবৃত্ত করিয়া থাকেন, সুতরাং স্বয়ং কি প্রকারে অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারেন? হা! তিনি সিংহের ন্যায়, তাদৃশ বলবান্ হইয়াও, মৎস্য যেমন জনক কর্ত্তৃক নিহত হয়, সেইরূপ পিতৃহস্তে নিহত হইলেন! সেই ধর্ম্মনিরত পুত্রকে বিবাসিত করায়, যদিও তোমার ঋষিগণ-কর্ত্তৃক আচরিত বেদবিহিত সনাতন ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তথাপি আমি সর্ব্বপ্রকারেই নষ্ট হইলাম; কেন না মহিলাদিগের প্রথমা গতি স্বামী, দ্বিতীয়া গতি পুত্র, এবং তৃতীয়া গতি জ্ঞাতিগণ, চতুর্থী গতি কেহ নাই; তন্মধ্যে প্রধান গতি তুমি, তুমিত আমার নহ; দ্বিতীয়া গতি রাম, তিনিও তোমা কর্ত্তৃক বনে বিবাসিত হইলেন, আমিও বনে যাইতে অভিলাষ করি না, সুতরাং প্রতিপালকের অভাবে আমার জীবন রক্ষা অসম্ভব! হে রাজন্! আমার পুত্র ও আমি, কেবল আমরাই নষ্ট হইয়াছি, এরূপ নহে, আমার সপত্নীগণ ও আমাত্যবর্গও নষ্ট হইয়াছেন, অধিক আর কি বলিব, নগর, জনপদ ও রাজ্যনিবাসী, মানব সকলও নষ্ট হইয়াছে! কেবল তোমার সেই ভার্য্যা ও পুত্র হর্ষ লাভ করিয়াছে!"

সেই রাজা দশরথ উক্ত দারুণ শব্দযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া অতীব দুঃখিত হইয়া "হা! রাম!" বলিয়া অচেতন হইলেন। পরে সংজ্ঞালাভান্তে শোকসাগরে প্রবেশ করিয়া চিন্তা করিতে করিতে, তাঁহার পূর্ব্বকৃত সেই দুষ্কৃত স্মরণ হইল।

ইতি একষষ্ট সর্গ ॥ ৬১ ॥

দ্বিষষ্ট সর্গ।

শোকপরীতা ও ক্রোধান্বিতা রামজননী কৌসল্যা দেবীর ঐরূপ পরুষ বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাজা দশরথ দুঃখিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি চিন্তা করিতে করিতে বহুক্ষণ অচেতন হইয়া রহিলেন। পরে সেই শত্রুতাপন রাজা দশরথ সংজ্ঞা লাভ করিয়া দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত কৌসল্যা দেবীকে পার্শ্বদেশে অবস্থিতা দেখিয়া আবার চিন্তান্বিতা হইলেন। চিন্তা করিতে করিতে, তিনি পূর্ব্বে অজ্ঞানবশত শব্দ-বেধী হইয়া যে অকার্য্য কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। মহারাজ দশরথ সর্ব্বকার্য্যদক্ষ হইয়াও সেই শোক ও রামশোকে ব্যাকুলচিত্ত হইলেন—সেই দুই শোকদ্বারা অভিতাপিত হইতে লাগিলেন। তিনি সেই দুই শোকে দহ্যমান ও দুঃখিত হইয়া কৌসল্যা দেবীকে প্রসন্ন করিবার মানসে মস্তক অবনমন ও অঞ্জলি বন্ধন করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে

ইহা বলিলেন, "হে কৌসল্যে! তুমি শত্রুগণের প্রতিও নিয়তই সদয় ব্যবহার করিয়া থাক, নির্দ্দয় ব্যবহার কর না; অতএব আমি এই অঞ্জলি বন্ধন করিয়া তোমাকে প্রসাদন করিতেছি। হে দেবি! স্বামী নির্গুণই হউন, বা গুণবান্ই হউন, ধর্ম্মনিরতা মহিলাদিগের প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপ, সুতরাং লোকমধ্যে হেয় ও উপাদেয় বিষয় সমুদয় জানিয়া এবং নিয়ত ধর্ম্মনিরতা হইয়া, তোমার দুঃখবশতও এমন দুঃখের সময়ে আমাকে অপ্রিয় বাক্য বলা বিধেয় নয়।"

দীনভাবাপন্ন রাজা দশরথের সেই সকরুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, কৌসল্যা দেবী, প্রণালীর বৃষ্টিজল মোচনের ন্যায়, বাষ্প মোচন করিতে লাগিলেন। তিনি রোদন করিতে করিতে সম্ভ্রমসহকারে তাঁহার সেই পদ্মতুল্য অঞ্জলি স্বীয় মস্তকোপরি রাখিয়া ত্রাসান্বিতা হইয়া তাঁহাকে এই ব্যাকুলাক্ষরসমন্বিত বাক্য বলিলেন, "হে দেব আমি ভূমিলুণ্ঠিতা হইয়া তোমার চরণ স্পর্শ করিতেছি; তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। তুমি আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করাতেই, আমি নষ্ট হইলাম; কেন না তোমার আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা বিধেয় নয়; যেহেতু ইহলোকে এতাদৃশী কোন স্ত্রীই নাই, কি, যে স্ত্রী, ইহলোক ও পরলোক, উভয় লোকেই পূজনীয় ধীসম্পন্ন পতিকর্ত্তৃক প্রসাদিতা হইতে পারে। হে ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি যে সত্যবাদী, ইহা আমি অবগত আছি, এবং ধর্ম্ম বিষয়েও আমার বিলক্ষণ জ্ঞান আছে; কিন্তু আমি পুত্রশোকে কাতরা হইয়া বিবেচনা না করিয়াই তোমাকে সেইরূপ বলিয়াছি। শোক হইতে ধৈর্য্য নষ্ট হয়, এবং শোক হইতে জ্ঞানও নষ্ট হয়, অধিক কি, শোক হইতে সমস্তই নষ্ট হইয়া থাকে, সুতরাং এই জগতে শোক-তুল্য রিপু আর কিছুই নাই। রিপু-হস্ত হইতে আপতিত সমধিক প্রহারও সহ্য করিতে পারা যায়; কিন্তু সমুপস্থিত অত্যল্পমাত্র শোকও সহা যায় না। রামের বনবাসের পঞ্চ রজনী অতিবাহিতা হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার শোকে একেবারে আনন্দবিহীনা হওয়ায়, আমার পক্ষে সেই কাল পঞ্চ বর্ষতুল্য হইয়াছে! যেরূপ নদীবেগদ্বারা সমুদ্রসলিল বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ তাঁহার চিন্তাদ্বারা আমার হৃদয়ে শোক বর্দ্ধিত হইতেছে।"

কৌসল্যা দেবীর সেইরূপ শুভ বাক্য বলিতে বলিতেই, সূর্য্য মন্দরশ্মি হইলেন, এবং রজনী উপস্থিত হইল। অনন্তর কৌসল্যা দেবীকর্ত্তৃক বাক্যদ্বারা আহ্লাদিত হইয়া, সেই শোকাক্রান্ত রাজা দশরথ নিদ্রা লাভ করিলেন।

ইতি দ্বিষষ্ট সর্গ ॥ ৬২ ॥

ত্রিষষ্ট সর্গ।

অনন্তর মুহূর্ত্তকাল পরে সেই শোক-নষ্টচেতন ইন্দ্রতুল্য রাজা দশরথ প্রতিবুদ্ধ হইয়া চিন্তান্বিত হইলেন। তখন যেরূপ অসুরসম্বন্ধিনী ছায়া সূর্য্যকে আক্রমণ করে, সেইরূপ রাম ও লক্ষ্মণের বিবাসন-হেতুক সেই উপসর্গ তাঁহাকে আক্রমণ করিল। রাম ভার্য্যার সহিত অরণ্যে গমন করিলে, কোশলাধিপতি রাজা দশরথ আত্ম-দুষ্কৃত স্মরণ করিয়া অসিতাপাঙ্গী কৌসল্যা দেবীকে তাহা বলিতে অভিলাষী হইলেন। রাম বিবাসিত হইলে, ষষ্ঠ দিবসে অর্দ্ধরাত্র সময়ে সেই পুত্রশোকার্ত্ত রাজা দশরথের পূর্ব্বকৃত দুষ্কৃত স্মরণ হইল। সেই আত্মদুষ্কৃত স্মৃতিপথবর্ত্তী হইলে, তিনি পুত্রশোকার্ত্তা কৌসল্যা দেবীকে এই কথা বলিলেন, "হে কল্যাণি! জীব শুভ বা অশুভ, যে কার্য্য করে, অবশ্যই তাহার ফল লাভ করিয়া থাকে; অতএব হে ভদ্রে! যে ব্যক্তি আরম্ভসময়ে কর্ত্তব্য বিষয় সমুদায়ের উত্তমাধমতা এবং দোষ গুণ বিলক্ষণ অবগত না হয়, সেই ব্যক্তিকেই 'বালক' বলা যায়। যদি কোন ব্যক্তি আম্রবণ ছেদনপূর্ব্বক বহুতর পলাশ বৃক্ষ রোপণ করিয়া জল সেচন করে, এবং পুষ্প দেখিয়া ফললাভের প্রত্যাশী হয়, তবে ফলপ্রাপ্তি-সময়ে নিশ্চয়ই তাহাকে শোক করিতে হয়। যে ব্যক্তি ফল বিবেচনা না

করিয়া কর্ম্ম করে, সে অবশ্যই, কিংশুক-বৃক্ষ-সেচক ব্যক্তির ন্যায়, ফলপ্রাপ্তি-কালে শোকাক্রান্ত হইয়া থাকে। আমিও অজ্ঞান-বশত আম্রবন ছেদন করিয়া পলাশ বৃক্ষ রোপণ পূর্ব্বক জল সেচন করিয়াছি,—রামকে পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাৎ ফললাভকালে পরিতাপ করিতেছি! সে যাহা হউক, হে কৌশল্যে! পূর্ব্বে কৌমারাবস্থায় আমি 'শব্দবেধী' বলিয়া বিখ্যাত হইবার অভিলাষে শরাসন ধারণ করিয়া এই অনিষ্টকর পাপ আচরণ করিয়াছি। হে দেবি! যেমন বালক মোহ-বশত বিষ ভক্ষণ করে, সেইরূপ আমি মোহ-বশত যে পাপাচরণ করিয়াছি, তাহারই ফলে আমার এই দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। যেরূপ কোন সামান্য ব্যক্তি ফল না জানিয়াই পলাশ বৃক্ষে আসক্ত হয়, সেইরূপ আমিও, শব্দবেধী হওয়ার যে এরূপ ফল, তাহা না জানিয়াই অনুরক্ত হইয়াছিলাম!

হে দেবি! যে সময়ে আমি যুবরাজ ছিলাম এবং তোমারও বিবাহ হয় নাই; সেই সময়ে একদা আমার ঔৎসুক্য-বর্দ্ধক বর্ষাকাল উপস্থিত হইল। সূর্য্য স্বীয় কিরণ দ্বারা জগৎ উপতাপিত এবং পার্থিব রস সমস্ত শোষিত করিয়া প্রেতগণ-সেবিত ভীতিপ্রদ দক্ষিণ দিক্ অবলম্বন করিলে, সদ্যই গ্রীষ্ম অন্তর্হিত হইল এবং স্নিগ্ধ মেঘ সমস্ত দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। তখন ভেক, চাতক ও ময়ূর সকল আনন্দিত হইল; বিহগ সকল বৃষ্টি-জলে স্নাত ও ক্লিন্নপক্ষোত্তর হইয়া অতি কষ্টে, বৃষ্টি ও বায়ুবেগে যাহাদিগের অগ্রভাগ আন্দোলিত হইতেছে, তাদৃশ বৃক্ষ সমুদায় আশ্রয় করিতে লাগিল; মত্ত চাতকগণে সেবিত পর্ব্বত পতিত ও পতনোদ্যত জলে আচ্ছাদিত হইয়া, তোয়রাশির ন্যায়, প্রকাশমান হইল; এবং স্থানে স্থানে বিমল সলিল সমস্ত গৈরিকাদি বিবধ ধাতু সংযোগে ধূসর, পাণ্ডুর ও অরুণবর্ণ হইয়া, সর্পের ন্যায়, বক্রভাবে পর্ব্বত হইতে ক্ষরিত হইতে লাগিল। সেই অতিসুখকর বর্ষাকালে রজনীতে আমি অজিতেন্দ্রিয়তা-প্রযুক্ত ব্যায়ামাভিপ্রায়ে জলপানার্থ তীর্থে সমাগত গজ, মহিষ, মৃগ ও অন্যান্য হিংস্র জন্তু হননে অভিলাষী হইয়া ধনুক ও বাণ ধারণপূর্ব্বক রথে আরোহণ করিয়া সরযূ নদীতে গমন করিলাম। অনন্তর সেই ঘোর অন্ধকারময় অদৃশ্য স্থানে জল-মধ্যে গর্জ্জনকারী বারণের শব্দ-তুল্য কোন ব্যক্তির কুম্ভ পূরণের ধ্বনি শ্রবণ করিলাম। পরে গজ-হননেচ্ছু হইয়া সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া এক আশীবিষ-তুল্য প্রদীপ্ত শর গ্রহণপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিলাম। আমি যথায় সেই আশীবিষ-তুল্য নিশিত বাণ মোচন করিলাম, তথায় সেই বাণে আহত-মর্ম্মা হইয়া জলপতনোদ্যত কোন এক বনবাসী ব্যক্তির 'হা! হা!' এই স্পষ্ট ধ্বনি প্রাদুর্ভূত হইল। অনন্তর সেই ব্যক্তি ভূতলে পতিত হইলে, তথা হইতে মানবের স্বরে অভিহিত এরূপ বাক্য নির্গত হইল, 'আমাদিগের ন্যায় তপস্বী ব্যক্তির প্রতি কিপ্রকারে শস্ত্র পতিত হইতে পারে? আমি নিশা-শেষে জল আহরণার্থ এই নির্জ্জন-নদীতে আসিয়াছি! ইহাতে কাহার অপকার করা হইল?—কে আমাকে এই শস্ত্র-প্রহার করিল? আমার ন্যায় বন্য ফল-মূল-দ্বারা জীবন-যাত্রানির্ব্বাহকারী এবং হিংসা-পরিত্যাগী ঋষির কিপ্রকারে অস্ত্রদ্বারা বধ হওয়া উচিত হয়? আমি নিয়ত জটাভারধারী এবং বল্কল ও অজিনপরিধায়ী; বিশেষত কাহার অপকারও করি নাই; তবে কি কারণে কাহার আমাকে হত্যা করিতে অভিপ্রায় হইয়াছে? যে ব্যক্তি আমাকে হনন করিয়াছে, তাহার ইহাতে কিছু ফল হইবে না, প্রত্যুত কেবল অনর্থই হইবে, অধিক কি, ইহলোক বা পরলোক কোন লোকে কাহারও নিকট সে ব্যক্তি, গুরুপত্নীগামীর ন্যায়, 'সাধু' বলিয়া পরিচিত হইবে না! আমার জীবন নষ্ট হওয়ায় শোক হইতেছে না; কিন্তু আমার মৃত্যু হওয়ায় আমার মাতা ও পিতা, ইহাঁরা উভয়ে যে নিহত হইলেন, তজ্জন্যই শোক হইতেছে! আমি বহুকাল হইতে যাঁহাদিগকে প্রতিপালন করিতেছি, অধুনা আমার মৃত্যু হইলে, সেই বৃদ্ধ মাতা-পিতা কিপ্রকারে জীবন যাত্রা

নির্ব্বাহ করিবেন! আহা! আমি এবং আমার সেই বৃদ্ধ মাতাপিতা, আমরা সকলেই এই এক বাণে নিহত হইলাম! হা! কোন্ অবিশুদ্ধচিত্ত অজ্ঞ ব্যক্তি আমাদের সকলকে হনন করিল!'

দেবি! আমি নিয়ত ধর্ম্মানুষ্ঠানেই অভিলাষী, সুতরাং সেই করুণান্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলাম, এমন কি, আমার হস্ত হইতে ধনুর্ব্বাণ ভূতলে পতিত হইল! রজনী-শেষে বিলাপকারী সেই ঋষির পূর্ব্বোক্ত করুণাযুক্ত বাক্য শুনিয়া, আমি শোকবেগে সম্ভ্রান্ত ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান-রহিত হইলাম। পরে হীনসত্ত্ব ও অতীব দুঃখিত চিত্ত হইয়া সেই প্রদেশে যাইয়া দেখিলাম, সরযূতীরে সেই তাপস অস্ত্রবিদ্ধ, ধূলীসমাচ্ছন্ন, শোণিতপ্লুত দেহ ও প্রকীর্ণ-জটাভার হইয়া ভূতলশায়ী হইয়াছেন এবং তাঁহার হস্ত হইতে জলকুম্ভ স্খলিত হইয়াছে। সেই তাপসও আমাকে নয়ন-দ্বারা ত্রাসান্বিত ও ব্যাকুল-চিত্ত দেখিয়া যেন স্বীয় তেজে দগ্ধ করত এই ক্রূর বাক্য বলিলেন, "হে রাজন্! আমি নিয়ত অরণ্যে বাস করিয়া থাকি; আমা হইতে আপনার কি অপকার করা হইয়াছে যে, আমি গুরুদিগের নিমিত্ত জল আহরণ করিতে আসিলে, আপনি আমাকে শস্ত্র প্রহার করিলেন? এক বাণে আমার মর্ম্ম বিদ্ধ হওয়াতেই আমার সেই অন্ধ বৃদ্ধ মাতা-পিতাও নিহত হইলেন! হা! এক্ষণ নিশ্চয়ই সেই দুর্ব্বল নয়ন-বিহীন মাতা-পিতা পিপাসিত হইয়া, পুত্র আসিলেই জল পান করিতে পাইব, এই আশা করিয়া আমার প্রতীক্ষা করত ক্লেশোৎপাদিকা তৃষ্ণা সহ্য করিতেছেন! আমি বোধ করি যে, তপস্যা ও বেদাধ্যয়নের ফল নাই, অন্যথা আমি যে ভূতলে পতিত হইয়া শয়ন করিয়া আছি, ইহা কেন পিতা জানিতে পারিতেছেন না! তাঁহার গতিশক্তি নাই, সুতরাং বৃক্ষ যেমন বাতাদি-দ্বারা ভিদ্যমান বৃক্ষকে পরিত্রাণ করিতে অক্ষম, সেইরূপ তিনিও আমাকে পরিত্রাণ করিতে অসমর্থ; অতএব জানিয়াই বা কি করিবেন! হে রাঘব! যে পর্য্যন্ত পিতা আপনাকে, বায়ু-বর্দ্ধিত অগ্নির বন দহনের ন্যায়, দগ্ধ করিয়া না ফেলেন, তন্মধ্যেই আপনি শীঘ্র যাইয়া পিতার নিকট এই বার্ত্তা প্রদান করুন। হে রাজন্! এই ক্ষুদ্র পথ দিয়া আমার পিতার আশ্রমে যাওয়া যায়, আপনি ইহা দিয়া তথায় যাইয়া শীঘ্র তাঁহাকে প্রসন্ন করুন, যাহাতে তিনি কুপিত হইয়া আপনাকে অভিশাপ প্রদান না করেন। হে রাজন্! যেরূপ নদীবেগ সমুচ্ছ্রিত বালুকাময় তীর প্রদেশকে পীড়া দেয়, সেইরূপ এই নিশিত শর আমার মর্ম্ম স্থানে পীড়া প্রদান করিতেছে; আপনি শীঘ্র ইহা মোচন করুন।

অনন্তর সেই তাপসের শল্য-মোচন বিষয়ে আমার এই চিন্তা হইল যে, শল্য মোচন করিলেই ইহাঁর মৃত্যু হইবে এবং না করিলেও ইহাঁর প্রাণে ক্লেশ হইতেছে, অতএব কি কর্ত্তব্য? পরে আমি দুঃখিত ও শোকাক্রান্ত হইয়া দীনভাবে সেইরূপ চিন্তা করিতেছি, দেখিয়া, সেই আর্য্যব্রতধারী পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ মুনি-পুত্র শক্তিহীন, চেষ্টা-রহিত, অবসন্ন ও ঘূর্ণিত-লোচন হইয়াও অতিকষ্টে আমাকে ইহা বলিলেন, "হে রাজন্! আমি ধৈর্য্য-দ্বারা শোক স্তম্ভিত করিয়া স্থিরচিত্ত হইয়াছি, আপনিও মন হইতে ব্রহ্মহত্যা-নিবন্ধন-পাপানুষ্ঠান-শঙ্কা অপনয়ন করিয়া স্থির-চিত্ত হউন! হে নরপাল! আমি ব্রাহ্মণ নহি, আমি বৈশ্য হইতে শূদ্রাণীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি; অতএব আপনার মনোব্যথা না হউক।"

সেই বাণ ভিন্ন-মর্ম্মা, চেষ্টা-রহিত ও পরিতাপান্বিত তপোধন ভূতলে লুণ্ঠিত ও কম্পিত-কলেবর হইয়া অতিকষ্টে সেইরূপ বলিলে, আমি তাঁহার শল্য মোচন করিলাম। পরে তিনি আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ত্রাসান্বিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। হে ভদ্রে! সেই জলার্দ্রগাত্র ভিন্নমর্ম্মা তাপস-কুমার অতিকষ্টে বিলাপ করিয়া অনবরত দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে সরযূ-তীরে মহানিদ্রা প্রাপ্ত হইলেন দেখিয়া, আমি অতীব বিষণ্ণ হইলাম!

ইতি ত্রিষষ্ট সর্গ ॥ ৬৩ ॥

চতুঃষষ্ট সর্গ।

রঘুনন্দন ধর্ম্মাত্মা দশরথ কৌসল্যা দেবীর নিকটে সেই মহর্ষির অসদৃশ বধ-বিবরণ কীর্ত্তন করিয়া বিলাপ করত পুনর্ব্বার তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "দেবি! আমি অজ্ঞানবশত সেই মহাপাপ আচরণ করিয়া ব্যাকুলেন্দ্রিয় হইয়া একাকীই মনে মনে 'এখন কিপ্রকারে মঙ্গল হয়!' ইহা চিন্তা করিতে লাগিলাম। পরে নিশ্চয় হইলে, আমি সেই উৎকৃষ্ট জলে পরিপূরিত ঘট গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত পথ দিয়া সেই আশ্রমে গমন করিলাম। পরে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সেই তাপসের পিতা-মাতা অতি বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, দীনভাবাপন্ন ও ছিন্নপক্ষ বিহঙ্গের ন্যায় অসমর্থ এবং তাঁহাদিগের অন্য কোন পরিচারকও নাই। তৎকালে তাঁহারা অনাথের ন্যায়, উপবেশনপূর্ব্বক, পুত্র জল লইয়া আসিবে, এই আশায় মৎকর্তৃক বঞ্চিত হইয়াও তাহাই অবলম্বন করিয়া পুত্র-বিষয়ক কথোপকথন করিতেছিলেন। সে যাহা হউক, একে ত আমি শোকব্যাকুল-চিত্ত ও ভয়প্রযুক্ত প্রায় চৈতন্য-বিহীনই হইয়াছিলাম, তাহে আবার সেই আশ্রমে যাইয়া আরও সমধিক শোকাক্রান্ত হইলাম। অনন্তর সেই মুনি আমার পদ-শব্দ শ্রবণ করিয়া এই কথা বলিলেন, 'হে পুত্র! তুমি কেন বিলম্ব করিতেছ? শীঘ্র জল আনয়ন কর! তুমি যাঁহার নিমিত্ত জল আহরণ করিতে গিয়া জল-মধ্যে ক্রীড়া করিতেছিলে, তোমার এই সেই মাতা অতীব উৎকণ্ঠিতা হইয়াছেন; তুমি শীঘ্র আশ্রম-মধ্যে প্রবিষ্ট হও। যশোভাজন পুত্র! আমি বা তোমার জননী, আমাদিগের হইতে যদিও তোমার কোন অপ্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহা তোমার মনে করা উচিত নয়; যেহেতু আমাদিগের প্রাণ সমস্ত তোমারই আয়ত্ত,—আমাদিগের চক্ষু ও গতিশক্তি নাই, তুমিই চক্ষু ও গতি; তুমি কেন কথা কহিতেছ না?'

অনন্তর আমি সেই মুনিকে অবলোকন করিয়া ভীতচিত্ত হইয়া তাঁহাকে বাষ্পগদ্গদ স্বরে এই অস্পষ্টাক্ষর-সমন্বিত অব্যক্ত বাক্য বলিলাম,—আমি মানসিক অভিলাষ ও তদুচিত-চেষ্টা সমুদায়-দ্বারা বাগিন্দ্রিয়ের ঔদ্ধত্য অভিভূত করিয়া তাঁহাকে এইরূপে তদীয় পুত্রবিয়োগ জন্য ভয়-বার্ত্তা বলিলাম, "হে মহাত্মন্! আমি আপনার পুত্র নহি; আমি ক্ষত্রিয়; আমার নাম দশরথ; দুরদৃষ্ট-বশত আমা হইতে এই সাধু-বিগর্হিত দুঃখদায়ক কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে! হে ভগবন্! আমি জলপানার্থ ঘট্টে সমাগত হস্তী বা অন্য কোন হিংস্রজন্তু হননে অভিলাষী হইয়া চাপ ধারণপূর্ব্বক সরযূ-তীরে আগমন করিয়াছিলাম। পরে জল-মধ্যে কুম্ভ-পূরণের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া হস্তি-ধ্বনি বোধে তদুদ্দেশে বাণ প্রহার করিলাম। অনন্তর সরযূ নদীর সেই তীর্থ-সমীপে গিয়া দেখিলাম যে, এক জন তাপস মদীয় বাণে ভিন্ন-হৃদয় হইয়া, গতাসুর ন্যায়, ভূতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। পরে সেই পরিতাপান্বিত তাপসের বাক্যানুসারে, আমি তাঁহার নিকটস্থ হইয়া মর্ম্ম হইতে সহসা সেই বাণ উদ্ধার করিলাম। হে ভগবন্! সেই বাণ উদ্ধৃত হইলে, তিনি বিলাপ-সহকারে আপনাদিগের নিমিত্ত হা! সেই বৃদ্ধ মাতা-পিতাকে এখন কে প্রতিপালন করিবে!' এরূপ শোক করত অবিলম্বে স্বর্গে আরোহণ করিলেন। হে মুনে! আমি অজ্ঞানবশত সহসা আপনার পুত্রকে বধ করিয়াছি; এমত স্থলে আমার প্রতি আপনার যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহাই করুন,—আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।".

আমি স্বয়ং সেইরূপে স্বীয় পাপানুষ্ঠান-বৃত্তান্ত কীর্ত্তন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া অবস্থিত হইলে, সেই মহাতেজা ভগবান্ ঋষি মদীয় অতীব দুঃখদায়ক বাক্য শ্রবণ করিয়াও আমাকে কঠোর শাপ প্রদান করিতে পারিলেন না; পরন্তু শোক-খিন্নচেতা ও বাষ্প-ব্যাপ্ত-বদন হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত আমাকে ইহা বলিলেন, 'হে নরপাল! যদি তুমি স্বয়ং আসিয়া আমাকে এই অশুভ কার্য্যের বার্ত্তা প্রদান না করিতে, তবে এখনই তোমার মস্তক বিশীর্ণ হইয়া শত সহস্র খণ্ডে বিভক্ত হইত! রাজন্! ক্ষাত্রধর্ম্মা-

বলশ্বী মহেন্দ্রও যদি সম্যক্ বানপ্রস্থ-ধর্ম্মানুষ্ঠায়ী ব্যক্তিকে জ্ঞান-পূর্ব্বক বধ করেন, তবে তাঁহাকেও স্থানভ্রষ্ট হইতে হয়। যে ব্যক্তি জ্ঞান-পূর্ব্বক, আমার পুত্রের ন্যায়, ব্রহ্মবাদী তপোনিরত মুনির প্রতি শস্ত্র আঘাত করে, তাহার মস্তক সপ্তধা বিদীর্ণ হয়। তুমি অজ্ঞান-প্রযুক্ত এই কার্য্য করিয়াছ; এই নিমিত্তই এক্ষণ পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছ; অন্যথা তোমার কথা আর কি বলিব, এত ক্ষণে রাঘবকুলই নির্ম্মূল হইত।'

পরে তিনি আমাকে আবার ইহা বলিলেন, 'হে নৃপ! অধুনা তুমি আমাদিগকে তথায় লইয়া চল; আমরা এক্ষণ একবার সেই রুধিরসিক্ত-দেহ, গলিতাজিনবাসা, সংজ্ঞাবিহীন, ভূতলশায়ী ও প্রেত-সদৃশ ধর্ম্মরাজবশপ্রাপ্ত পুত্রকে দর্শন করিতে অভিলাষ করি।'

অনন্তর আমি সেই অতি-দুঃখিত মুনি ও মুনি-পত্নীকে সেই প্রদেশে লইয়া গিয়া পুত্রস্পর্শ করাইলাম। সেই তাপস-দম্পতী পুত্রের নিকটবর্ত্তী হইয়া পুত্রকে স্পর্শ করিয়া তদীয় শরীরে পতিত হইলেন। পরে তাঁহার পিতা তাঁহাকে উদ্দেশিয়া এই কথা বলিলেন, 'বৎস! তুমি কেন ভূতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছ? তুমি আমাকে অভিবাদন করিতেছ না এবং আমার সহিত সম্ভাষাও করিতেছ না; তুমি কি আমার প্রতি কুপিত হইয়াছ? পুত্র! যদিও আমি তোমার অপ্রিয় হইয়া থাকি, তথাপি তোমার ধর্ম্মনিরতা মাতার প্রতি দৃষ্টিপাত করা উচিত; তুমি কেন উহাঁকে আলিঙ্গন করিতেছ না? পুত্র! তুমি মধুর বাক্যে উহাঁর সহিত সম্ভাষা কর! হা! এক্ষণ রজনীশেষে আমি আর কাহার মনোহর ও মধুর বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন-ধ্বনি শ্রবণ করিব! পুত্র! আমি শোক ও ভয়ে অর্দ্দিত হইলে, প্রাতঃকালে কে আর স্নান-পূর্ব্বক সন্ধ্যা উপাসনা ও অগ্নিহোত্র হবন করিয়া আমার নিকটে উপবিষ্ট হইয়া আমাকে আহ্লাদিত করিবে! হা! একে আমি অন্ধ ও অকর্ম্মণ্য, তাহে আবার আশ্রয়বিহীন হইলাম, এক্ষণ কন্দমূল ও ফল আহরণ করিয়া, কে আমাকে, প্রিয় অতিথির ন্যায় ভোজন করাইবে! বৎস! আমি স্বয়ং অন্ধ হইয়া কিপ্রকারে তোমার এই পুত্রবৎসলা দীনা নয়ন-বিহীনা তপস্বিনী জননীকে পালন করিব! পুত্র! অধুনা তুমি যমালয়ে গমন করিও না; আমার নিমিত্ত কিয়ৎকাল প্রতীক্ষা কর; কল্য তুমি আমার ও তোমার জননীর সহিত মিলিত হইয়া তথায় যাইও। আমরা দীন ও অরণ্যবাসী, সুতরাং তোমার বিরহে শোকার্ত্ত ও অনাথ হইয়া শীঘ্রই যমালয়ে গমন করিব। পরে আমি সূর্য্য-তনয় যমকে দর্শন করিয়া "হে ধর্ম্মরাজ! আপনি আমার অপরাধ ক্ষমা করুন,—আমার এই পুত্র মাতা-পিতাকে প্রতিপালন করুক"; ইহা তাঁহাকে বলিব। আমি অনাথ, সুতরাং সেই মহাযশা ধর্ম্মাত্মা যমও অবশ্যই আমাকে এই এক অক্ষয় অভয় দান করিবেন! পুত্র! তুমি যে বিনা পাপে এই পাপাচারী ব্যক্তি-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছ, সেই ধর্ম্ম-প্রভাবে তুমি শীঘ্র অস্ত্রযোধী শূরদিগের গম্য লোক সকলে গমন কর,—যাঁহারা পলায়ন না করিয়া সম্মুখ যুদ্ধে নিহত হন, সেই শূরেরা যে গতি লাভ করেন, পুত্র! তুমি সেই উত্তমগতি লাভ কর।—সগর, শিবিপুত্র, দিলীপ, জনমেজয়, নহুষ ও ধুন্ধুমার ইহাঁরা যে গতি লাভ করিয়াছেন, পুত্র! তুমি সেই গতি প্রাপ্ত হও,—যাঁহারা নিয়ত বেদাধ্যয়ন ও তপস্যানুষ্ঠান করেন, যাঁহারা ভূমি দেন, যাঁহারা নিয়ত অগ্নিহোত্র হবন করেন, যাঁহারা এক-পত্নীতেই নিরত থাকেন, যাঁহারা সহস্র সহস্র গো প্রদান করেন, যাঁহারা নিরন্তর গুরু-সেবা-তৎপর হন এবং যাঁহারা স্বর্গার্থে দেহ পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদিগের যে গতি হয়, পুত্র! তুমি সেই গতি লাভ কর। হে তনয়! এই তপস্বিকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া, কেহই অশুভগতি প্রাপ্ত হয় নাই; তোমাকে যে হনন করিয়াছে, সেই অশুভ-গতি লাভ করিবে।"

সেই মুনি দীনভাবে বারংবার ঐরূপ বিলাপ করিয়া ভার্য্যার সহিত পুত্রের উদক কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। পরে সেই ধর্ম্মজ্ঞ

মুনিপুত্র স্বীয় কর্ম্মফলে দিব্যদেহ লাভ করিয়া অবিলম্বে ইন্দ্রের সহিত স্বর্গারূঢ় হইলেন। সেই তপোনিরত জিতেন্দ্রিয় মুনিকুমার বৃদ্ধ মাতা-পিতাকে মুহূর্ত্তকাল আশ্বাসিত করিয়া 'আমি আপনাদিগের পরিচর্য্যা করিয়া মহৎ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছি; আপনারাও শীঘ্রই আমার সমীপবর্ত্তী হইবেন'; এই বলিয়া ইন্দ্রের সহিত দিব্য সুশোভন বিমান-দ্বারা শীঘ্রই স্বর্গে আরোহণ করিলেন। অনন্তর সেই মহাতেজা তাপস ভার্য্যার সহিত পুত্রের প্রেতকার্য্য সমাধান করিয়া আমাকে বলিলেন, 'রাজন্! আমার সেই একমাত্র পুত্র ছিল, তুমি তাহাকে বাণ-দ্বারা হনন করিয়াই আমাকে অপুত্রক করিয়াছ; আমার আর মরণে ব্যথা নাই; তুমি এখনই আমাকে বধ কর। যদিও তুমি অজ্ঞান-প্রযুক্তই আমার সেই পুত্রকে বধ করিয়াছ, তথাপি আমি তোমাকে অতিদুঃখ-জনক ভয়ানক অভিশাপ প্রদান করিব।'

অনন্তর 'হে রাজন্! এক্ষণ আমার যেমন পুত্র-বিয়োগ-জন্য দুঃখ হইতেছে; তোমারও মৃত্যুকালে পুত্র-বিরহ-জন্য সেইরূপ শোক হইবে। হে ক্ষত্রিয়! তুমি না জানিয়া ঋষিকে বধ করিয়াছ, এই কারণে এখনই তোমাকে ব্রহ্মহত্যা গ্রাস করিতেছে না; পরন্তু হে নরপতে! যেরূপ দাতা ব্যক্তির দক্ষিণা প্রদানের ফল অবশ্যই হইয়া থাকে, সেইরূপ অচিরকালমধ্যেই তোমারও এই কার্য্যের ফলে এইরূপ প্রাণান্তকর ভয়ানক অবস্থা অবশ্যই ঘটিবে!' এই বলিয়া আমাকে অভিশাপ প্রদানপূর্ব্বক বহুতর সকরুণ বিলাপ করিয়া, সেই মুনি ভার্য্যার সহিত সেই চিতায় আরোহণ করত মানবদেহ পরিত্যাগান্তে স্বর্গে গমন করিলেন।

হে দেবি! কেন আমার ঈদৃশী ঘটনা হইল, এরূপ চিন্তা করিতে করিতে, আমি পূর্ব্বে শব্দবেধী হইবার অভিলাষে অজ্ঞানবশত এই যে মহৎ পাপ করিয়াছিলাম, তাহা আমার স্মৃতিপথে উদিত হইয়াছে। দেবি! যেমন অপথ্য অন্ন ভোজনের ফলে ব্যাধি হইয়া থাকে, সেইরূপ আমার এই অবস্থা সেই কর্ম্মের বিপাকেই হইয়াছে; অতএব হে ভদ্রে! সেই উদারচরিত্র মহর্ষির শাপবাক্য আমার পক্ষে এত দিনে সফল হইল।"

পৃথিবীপতি দশরথ ভার্য্যা কৌসল্যা দেবীকে সেইরূপ বলিয়া ভীত হইয়া রোদন করত আবার তাঁহাকে কহিলেন, "হে কৌসল্যে! মুমূর্ষু-দশাপ্রাপ্ত মানবেরা নয়ন-দ্বারা আত্মীয়দিগকে দেখিতে পায় না; আমিও নয়নদ্বারা তোমাকে দেখিতে পাই-তেছি না, সুতরাং এই পুত্রশোকেই আমার প্রাণবিয়োগ হইবে; সে যাহা হউক, এক্ষণ একবার তুমি আমাকে স্পর্শ কর। আমার এই প্রতীতি হইতেছে যে, যদি রাম এখন একবার আমাকে স্পর্শ করেন, অথবা যৌব-রাজ্য কি কিঞ্চিৎ ধন গ্রহণ করেন, তবে আমি জীবিত থাকি! দেবি! আমি সেই রঘু-নন্দন রামের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছি, আমার তাহা উচিত নহে; পরন্তু তিনি আমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা তাঁহার উপযুক্তই হইয়াছে। কোন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি দুর্ব্বৃত্ত পুত্রকেও পরিত্যাগ করেন না এবং কোন পুত্রও বিবাসিত হইয়া জন-কের অসূয়া না করিয়া থাকে না। হে কৌসল্যে! এক্ষণ আমার স্মৃতিশক্তি নষ্ট হইতেছে এবং নয়ন-দ্বারা তোমাকে দেখিতেও পাইতেছি না; অতএব অনুভব হইতেছে, যম-দূতগণ আমাকে যমালয় গমনে ত্বরান্বিত করি-তেছে। ইহা হইতে আর দুঃখের বিষয় কি আছে যে, এই মৃত্যু সময়ে আমি সেই সত্য-পরাক্রমশালী ধর্ম্মজ্ঞ রামকে দেখিতে পাইতেছি না! হা! যেমন সূর্য্য অল্প জল শোষণ করেন, সেইরূপ সেই অনুপম-কর্ম্মা পুত্রের অদর্শন-জন্য শোক আমাকে শোষণ করিতেছে। পঞ্চদশ বর্ষে যাঁহারা আবার রামের সেই চারুকুণ্ডল-শালী মনোহর বদন অবলোকন করিবেন, তাঁহারা মানব নহেন, তাঁহারা দেবতা। যাঁহারা ধন্য, তাঁহারাই রামের সেই শোভন-ভ্রূশালী, চারু-নাসিকাসমন্বিত, পদ্ম-তুল্য-লোচন-বিরা-জিত ও মনোহর-দন্তশোভিত 'চন্দ্রতুল্য প্রিয়

দর্শন বদন দর্শন করিবেন। যাঁহারা আমার রামের শরৎকালীন চন্দ্র ও প্রফুল্ল-কমলের ন্যায় প্রিয়দর্শন ও সুগন্ধি বদন দেখিবেন, তাঁহারাই ধন্য। পলায়িত শুককে পুনরাগত দেখিয়া তৎপ্রতিপালকের যেমন অনন্দ হয়, রামকে বনবাসান্তে অযোধ্যা নগরীতে প্রত্যাগত দেখিয়া, তাঁহাদিগের সেইরূপ আনন্দ হইবে। হে কৌসল্যে! এখন আমার অন্তঃকরণ মোহজালে আক্রান্ত হইয়া অতীব অবসন্ন হইতেছে,—আমি ইন্দ্রিয়গণ-সংযুক্ত শব্দ, স্পর্শ ও রস সমস্তও অনুভব করিতে পারিতেছি না, কেন না যেমন তৈলের অভাবে প্রদীপশিখা অবসন্না হয়, সেইরূপ চিত্তের অবসাদে সমস্ত ইন্দ্রিয়ই অবসন্ন হইতেছে! যেরূপ নদীবেগ তীর নষ্ট করে, সেইরূপ এই মানসিক শোক আমাকে বিনষ্ট করিতেছে !!!

অনন্তর হা আমার খেদ-নাশক রঘুকুল-তিলক মহাবাহু-সম্পন্ন পিতৃপ্রিয় পুত্র! তুমি আমার রক্ষাকর্ত্তা হইয়া এখন কোথায় গমন করিলে?—হা কৌসল্যে! হা নিরপরাধে সুমিত্রে! আমি আর তোমাদিগকে দেখিতে পাইতেছি না!—হা নৃশংসচরিত্রে কুলকলঙ্কিনি কেকয়ি! তুই আমার সহিত শত্রুতা আচরণ করিলি!" এই বলিয়া রাম-জননী কৌসল্যা ও সুমিত্রা দেবীর নিকটে শোক করত, রাজা দশরথ মৃত্যুদশা-প্রাপ্ত হইলেন। অর্দ্ধরাত্র বিগত হইলে, সেই প্রিয়-পুত্র-বিবাসন-কাতর উদার-দর্শন রাজা দশরথ অতীব দুঃখাক্রান্ত হইয়া দীনভাবে সেইরূপ বিলাপ করত প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

ইতি চতুঃষষ্ট সর্গ ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্ট সর্গ।

অনন্তর রজনী অতিবাহিতা হইলে, পর দিবসে প্রাতঃকালে বন্দী, ব্যাকরণাদিজ্ঞানশালী সূত, বহুশ্রুত মাগধ, স্তুতিপাঠক ও গায়ক সকল সেই রাজালয়ে সমাগত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ রাজগুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিল। উচ্চস্বরে রাজার মঙ্গল-প্রার্থনা-সহকারে স্তুতিকারী সেই ব্যক্তিদিগের স্তুতি-শব্দে অন্তঃপুরের সকল প্রদেশই প্রতিধ্বনিত হইল। পরে সেই স্তবকারী সূতদিগের মধ্যবর্ত্তী মৃদঙ্গাদি-যন্ত্র-বাদক ব্যক্তি সকল রাজ-কৃত উৎকৃষ্ট কার্য্য সমস্ত কীর্ত্তন করত মৃদঙ্গাদি যন্ত্র বাদন করিতে লাগিল। তখন সেই রাজান্তঃপুর-মধ্যে যে সমস্ত পক্ষী বৃক্ষ-শাখায় ও পিঞ্জরে শয়ন করিয়াছিল, তাহারা সেই শব্দে প্রতিবুদ্ধ হইয়া ধ্বনি করিয়া উঠিল। তাহাদিগের উচ্চারিত "কাশী গঙ্গা" প্রভৃতি পুণ্যজনক শব্দ, বীণারব ও মঙ্গল-প্রার্থনা-পূরিত গীত গান ধ্বনি সেই ভবন পরিপূরিত করিল। অনন্তর যাহাদিগের মধ্যে স্ত্রী ও নপুংসকই অধিক, সেই সকল পবিত্রাচারী পরিচর্য্যাকৌশলাভিজ্ঞ পরিচারকেরা, পূর্ব্বের ন্যায়, তথায় সমাগত হইল। অনন্তর স্নাপন-কার্য্যদক্ষেরা যথা সময়ে যথা নিয়মে কাঞ্চনময় ঘট-দ্বারা হরিচন্দন-বাসিত জল আনয়ন করিল। পরে যাহাদিগের মধ্যে কুমারীই অধিক, সেই সমস্ত পবিত্রা মহিলারা, যে সমস্ত দ্রব্য মঙ্গলার্থ স্পর্শ করা যায়, তৎসমুদায় এবং পরিধেয় বস্ত্রাদি ও আচমনীয় গঙ্গোদকাদি আনয়ন করিল। প্রভাতে রাজ-ব্যবহারার্থ যে সমস্ত সর্ব্ব-শুভলক্ষণ-যুক্ত, গুণ-সমন্বিত ও শোভা-সম্পন্ন দ্রব্য আহরণ করিতে হয়, তখন সেই সমস্ত আহার্য্য দ্রব্যই আহৃত হইল। পরে তাহারা সকলে সূর্য্যোদয় কাল-পর্য্যন্ত রাজ-দর্শনার্থ সমুৎসুক হইয়া রহিল; কিন্তু সূর্য্য উদিত হইলেও রাজা আগমন করিলেন না, দেখিয়া, তাহাদিগের কেন এরূপ ঘটিল, ঈদৃশী আশঙ্কা হইল।

অনন্তর কোশলেন্দ্র দশরথের যে সমস্ত পত্নীরা সেই শয়নাগারের দিকটবর্ত্তিনী ছিলেন, তাঁহারা তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বামীকে প্রতিবোধিত করিতে লাগিলেন। মানবের শয়নাবস্থায় শরীরের যেরূপ ভাব হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানবতী সেই সমস্ত মহিলারা রাজ-শয়নে আরোহণ-পূর্ব্বক বিনয়-সহকারে যথা-নিয়মে অঙ্গ-স্পর্শাদি করিয়া তাঁহার জীবনের কিছুমাত্রই চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। তাঁহারা রাজার নাড়ীতে গতি না দেখিয়া

তাঁহারা জীবনে শঙ্কান্বিতা হইলেন এবং কম্পান্বিত-কলেবরা হইয়া শ্রোতোভিমুখ-স্থিত তৃণাগ্রের সাদৃশ্য ধারণ করিলেন। অনন্তর রাজাকে দেখিয়া তাঁহাদিগের যে অনিষ্টের আশঙ্কা হইয়াছিল, তাহাই নিশ্চিত হইল। পুত্র-শোকাক্রান্তা কৌসল্যা ও সুমিত্রা দেবী, মৃত্যুদশাপন্ন মহিলা-দ্বয়ের ন্যায়, শয়ন করিয়া ছিলেন, সুতরাং তখনও তাঁহাদিগের নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। সেই সময়ে সেই পুত্র-শোকাতুরা মলিন-বর্ণা অবসাদ সমন্বিতা কৌসল্যা দেবী, অন্ধকারাবৃত নক্ষত্রের ন্যায়, প্রভা-বিহীনা হইয়াছিলেন। তৎকালে রাজা দশরথের শরীরে কিছুমাত্রই জ্যোতি ছিল না; কৌসল্যা দেবীরও প্রায় সেইরূপই অবস্থা, কিন্তু তদপেক্ষায় শরীরে কিঞ্চিৎ জ্যোতি ছিল; এবং সুমিত্রা দেবীরও শোক-প্রযুক্ত অশ্রু-পাতে বদন মলিন হইয়াছিল, তথাপি তিনি তাঁহা হইতে কিঞ্চিৎ অধিক জ্যোতিষ্মতী ছিলেন। রাজপত্নীগণ কৌসল্যা ও সুমিত্রা এই উভয় দেবীকে নিদ্রান্বিতা দেখিয়া, রাজা দশরথ নিদ্রাবস্থায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, ইহা বিবেচনা করিলেন। অনন্তর সেই সমস্ত উত্তমাঙ্গনারা, অরণ্যে যে সমস্ত করেণুদিগের যূথপতি মহাগজ স্থানান্তরিত হয়, তাহাদিগের ন্যায়, দীনা হইয়া উচ্চস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের সেই রোদন-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া, কৌসল্যা ও সুমিত্রা দেবী নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক সহসা লব্ধচেতনা হইয়া প্রণিধান-পূর্ব্বক রাজা দশরথকে অবলোকন ও স্পর্শ করিয়া "হা স্বামিন!" এই বলিয়া রোদন করত ধরণীতলে পতিতা হইলেন। সেই কোশলরাজ-দুহিতা কৌসল্যা দেবী ভূতলে লুণ্ঠিতা ও ধূলি-ধূসরিতাঙ্গী হইয়া, গগণ-চ্যুত নক্ষত্রের ন্যায়, নিষ্প্রভা হইলেন। সেই সমস্ত মহিলারা নৃপতি দশরথের জীবন-ধর্ম্মের উপরম নিশ্চয়ে ভূতলে পতিতা কৌসল্যা দেবীকে আঘাত প্রাপ্ত করণের ন্যায়, অবস্থাপন্না অবলোকন করিলেন। অনন্তর সেই সমস্ত কেকয়ী-প্রধানা রাজাঙ্গনারা শোক তাপিতা, এমন কি, প্রায় বিগতচেতনা হইয়া রোদন করিতে করিতে তথায় সমাগতা হইলেন। পূর্ব্ব-প্রবিষ্ট মহিলাদিগের সেই উৎকট রোদন-ধ্বনি তাঁহাদিগের রোদন-শব্দে মিলিত ও বর্দ্ধিত হইয়া পুনর্ব্বার সেই ভবন অতীব নিনাদিত করিল। নরপতি দশরথ কালধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলে, সদ্যই সেই ভবন ত্রাসান্বিত, সম্ভ্রান্ত ও বৃত্তান্ত-জ্ঞানার্থ সমুৎসুক জনগণে পরিব্যাপ্ত এবং পরিতাপান্বিত আর্ত্ত বান্ধববর্গের রোদন-শব্দে প্রতিধ্বনিত হইয়া অবিলম্বে আনন্দ-বিহীন, দীন ও বিকৃত দর্শন হইল। যশস্বী মহারাজ দশরথের পত্নীগণ তাঁহাকে মৃত জানিয়া চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া অতীব দুঃখিতা হইয়া করুণ-স্বরে উৎকট রোদন করত, অনাথার ন্যায়, হস্ত দ্বারা হৃদয়ে আঘাত-পূর্ব্বক বিলাপ করিতে লাগিলেন।

ইতি পঞ্চষষ্ট সর্গ ॥ ৬৫ ॥

ষট্‌ষষ্ট সর্গ।

সেই স্বর্গগত মহীপতি দশরথকে নির্ব্বাণ অনল, নির্জ্জল সমুদ্র ও প্রভাবিহীন আদিত্যের সদৃশ দর্শন করিয়া, শোককৃশা কৌসল্যা দেবী অঙ্কোপরি তাঁহার মস্তকটি রাখিয়া বাষ্পপূর্ণ-নয়নে কেকয়ীকে এই সমস্ত বাক্য বলিলেন, "রে নৃশংসস্বভাবে দুষ্টচারিণি কেকয়ি! এখন তুই লব্ধমনোরথা হ! রাজাকে নিহত করিয়া অকণ্টকে একাকিনী রাজ্যভোগ কর্! রাম ত আমাকে পূর্ব্বেই পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, এখন স্বামীও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন, সুতরাং দুর্গম-পথে সাথীবিহীন পথিকের ন্যায়, আমি আর জীবন ধারণ করিতে অভিলাষ করি না! তোর মত পরিত্যক্ত-ধর্ম্মা মহিলা-ব্যতীত ইষ্টদেবতুল্য স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া কে আর জীবন ধারণে অভিলাষ করে? লুব্ধ ব্যক্তি, মহাকাল-ফলভোজনকারী ব্যক্তির ন্যায়, আত্মকার্য্যের দোষ দর্শনে অক্ষম হয়! হা! কুব্জার নিমিত্ত কেকয়ী হইতে রঘুকুলই বিনষ্ট হইল! কেকয়ী-কর্ত্তৃক অনিয়োগার্হ বিষয়ে নিয়োজিত হইয়া, রাজা দশরথ রামকে ভার্য্যার সহিত অরণ্যে বিবাসিত করিয়াছেন, ইহা শ্রবণ করিয়া,

জনক রাজা, আমার ন্যায়, পরিতাপান্বিত হইবেন! হা! এখন সেই কমলপলাশলোচন ধার্ম্মিক রাম জীবিত থাকিয়াও এখানে না থাকা-প্রযুক্ত, আমি যে বিধবা ও অনাথা হইয়াছি, তাহা জানিতে পারিতেছেন না! হা! সেই দুঃখভোগের অনুচিতা ও তাদৃশ চারু-তপোনিরতা বিদেহরাজদুহিতা সীতা দেবী অরণ্যে বিবিধ দুঃখ লাভ করিয়া নিতান্ত উদ্বিগ্না হইবেন! রজনীকালে ভীষণ-শব্দকারী মৃগ ও পক্ষীদিগের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ভীতা হইয়া তাঁহাকে রামেরে আশ্রয় করিতে হইবে! সেই অল্পপুত্রশালী বৃদ্ধ বিদেহরাজ জনকও সীতার বিষয় চিন্তা করত নিশ্চয়ই জীবন পরিত্যাগ করিবেন। সে যাহা হউক, আমি এখনই পাতিব্রত্য ব্রত রক্ষার্থ জীবন পরিত্যাগ করিব,—এই স্বামীর শরীর আলিঙ্গন করিয়া হুতাশনে প্রবেশ করিব!"

অনন্তর ব্যবহার-নিযুক্ত অমাত্যগণ, স্বামি-শরীর আলিঙ্গনপূর্ব্বক বিলাপকারিণী সেই তপস্বিনী অতীব দুঃখর্ত্তা কৌসল্যা দেবীকে মহিলাদিগের দ্বারা স্থানান্তরিতা করিয়া বসিষ্ঠাদির আদেশানুসারে তৈল-পূরিত কটাহ-মধ্যে সেই মৃত রাজশরীর রাখিলেন এবং তৎকালে অপরাপর যে সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠেয়, তৎসমস্তও অনুষ্ঠান করিলেন। সেই কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্যবিজ্ঞ অমাত্যেরা পুত্রের বিরহে রাজা দশরথের প্রেতকার্য্য সমাধানে অভিলাষী হইলেন না; অতএব সেইরূপে তাঁহাকে রক্ষা করিলেন।

অনন্তর সেই সমস্ত নৃপাঙ্গনারা সচিবগণ-কর্ত্তৃক নরপতি দশরথকে তৈলপূর্ণ কটাহ-মধ্যে স্থাপিত দেখিয়া "হা ইহার মৃত্যু হইয়াছে!" এই বলিয়া বিলাপ করিতে প্রবৃত্তা হইলেন। যাঁহাদিগের নয়ন হইতে, উৎসের ন্যায়, অনবরত বারি নির্গত হইতেছে, সেই শোক-সমন্বিতা দীনা রাজাঙ্গনারা বাহু উত্তোলনপূর্ব্বক রোদন করত এরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন, "মহারাজ! একে আমরা সেই নিয়ত প্রিয়বাদী সত্যপ্রতিজ্ঞ রাম-কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়াছি, আবার তুমিও আমা-দিগকে পরিত্যাগ করিতেছ! হা! আমরা বিধবা হইয়া সেই রঘুনন্দন রামের বিরহে কি প্রকারে দুষ্টভাবা সপত্নী কেকয়ীর সমীপে বাস করিব! সেই শ্রীসমন্বিত বিশুদ্ধচিত্ত বীর্য্যবান্ রাম সকলেরই নাথ,—তিনি আমা-দিগেরও এবং তোমারও রক্ষাকর্ত্তা ছিলেন; তিনি ত রাজশ্রী পরিত্যাগ করিয়া বনগামী হইয়াছেন; অতএব তাঁহার ও তোমার বিরহে মহাবিপদে আক্রান্তা এবং কেকয়ী কর্ত্তৃক তিরস্কৃতা হইয়া, আমরা কি প্রকারে এখানে বাস করিব? হা! যে কেকয়ী রাজা দশরথ, রাম ও মহাবল লক্ষ্মণকে সীতার সহিত পরিত্যাগ করিয়াছে, সে আর কাহাকে না পরিত্যাগ করিতে পারে!"

রঘুকুলতিলক দশরথের সেই সমস্ত পত্নীরা বিপুল শোকে আক্রান্তা, বাষ্প-সমন্বিতা ও আনন্দ-বিহীনা হইয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। নক্ষত্র-বিরহে রজনী ও স্বামি বিরহে কামিনী যেমন দীপ্তি-বিহীনা হয়, তৎকালে মহাত্মা রাজা দশরথের বিরহে সেই অযোধ্যা নগরীও সেইরূপ দ্যুতি-হীনা হইল। তত্রত্য গৃহাদির চত্বর ও প্রান্তভাগ সম্মার্জ্জনাদি-হীন এবং তত্রত্য পুরুষেরা বাষ্প-ব্যাপ্ত-বদন ও মহিলারা হাহাকার-শব্দকারিণী হওয়ায়, সেই নগরী পূর্ব্ববৎ দীপ্তিলাভ করিল না। রাজা দশরথ পুত্রশোকপ্রযুক্ত স্বর্গগামী এবং নৃপাঙ্গনারা ভূতলে অবস্থিতা হইলে, সূর্য্য অস্তগত এবং অন্ধকারের সহিত রজনী উপস্থিতা হইল। সেই সমস্ত ইক্ষ্বাকুকুল-মিত্রেরা সকলে মিলিত হইয়া, বিবেচনা করিয়া মৃত রাজা দশরথের পুত্র-বিরহে দাহ করা উপযুক্ত বোধ করিলেন না, সুতরাং তাঁহাকে সেই তৈলপূর্ণ কটাহ-মধ্যে স্থাপিত করিলেন। তৎকালে মহাত্মা রাজা দশরথের বিরহে অযোধ্যা-সম্বন্ধীয় পথ ও চত্বর সমস্ত অশ্রুব্যাপ্ত-কণ্ঠ জনগণে সমাকুল হওয়ায়, সেই নগরী, সূর্য্য-বিহীন নভোমণ্ডল ও নক্ষত্রগণ-হীনা রজনীর ন্যায়, প্রভাহীনা হইল। নরদেব দশ-রথের মৃত্যু হইলে, অযোধ্যানিবাসী কি নর, কি নারী, সকলেই সমূহে সমূহে মিলিতা

হইয়া ভরত-জননী কেকয়ীকে নিন্দা করিতে লাগিল এবং এতাদৃশ আর্ত্ত হইল যে, কাহারও কিছুমাত্র সুখানুভব রহিল না।

ইতি ষট্‌ষষ্ট সর্গ ॥ ৬৬ ॥

সপ্তষষ্ট সর্গ।

যে রজনী অযোধ্যাবাসী জনগণের পক্ষে অতীব বিস্তৃতা হইয়াছিল এবং যাহাতে অযোধ্যাবাসী সকলেই নিরানন্দ ও অশ্রু-ব্যাপ্তকণ্ঠ হইয়া হাহাকার ধ্বনি করিতেছিল, সেই রজনী অতীতা হইল। অনন্তর রজনীর অবসান ও সূর্য্যের উদয় হইলে, সমুদায় রাজ-কার্য্য-নির্ব্বাহকারী সেই সমস্ত ব্রাহ্মণ সভাস্থ হইলেন। তৎকালে মার্কণ্ডেয়, মৌদ্গল্য, বামদেব, কাশ্যপ, কাত্যায়ন, গৌতম ও মহা-যশা জাবালি, এই সমস্ত ব্রাহ্মণ অমাত্যগণের সহিত শ্রেষ্ঠ রাজপুরোহিত বসিষ্ঠের অভিমুখীন হইয়া পৃথক্ পৃথক্ বাক্য বিন্যাস করিতে লাগিলেন, "রাজা দশরথ পুত্রশোক-প্রযুক্ত পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে, যে রজনী আমাদিগের পক্ষে শত বর্ষ-তুল্যা হইয়াছিল, তাহা অতি-কষ্টে অতিবাহিতা হইয়াছে! মহারাজ দশরথ স্বর্গস্থ হইলেন; রাম ত অগ্রেই অরণ্যবাসী হইয়াছেন; লক্ষ্মণও তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিয়াছেন; এবং ভরত ও শত্রুঘ্ন, এই দুই শত্রুতাপন ভ্রাতারাও কেকয়রাজ্যে রমণীয় রাজগৃহ নগরে মাতামহালয়ে যাইয়া বাস করিতেছেন; সুতরাং আমাদিগের এই রাজ্য রাজবিহীন হইয়া বিনষ্ট হইতে পারে; অতএব আপনি অদ্যই কোন এক ইক্ষ্বাকু-কুমারকে রাজা করুন। দেখুন, অরাজক জনপদে বিদ্যুন্মালা-যুক্ত গর্জ্জনকারী মেঘ দিব্য বারি বর্ষণ করে না; অরাজক দেশে বীজ-বপন হয় না; অরাজক দেশে পুত্র পিতার এবং ভার্য্যা ভর্ত্তার বশীভূত হয় না, অরাজক দেশে কাহারও ধন থাকে না; অরাজক দেশে কাহারও ভার্য্যা বশবর্ত্তিনী হয় না; অরাজক দেশে অপর এই এক মহৎ ভয় হয় যে, সত্যব্যবহার একে-বারেই বিলুপ্ত হইয়া পড়ে; অরাজক দেশে মানবেরা হৃষ্ট হইয়া কোন সভা সংস্থাপন অথবা রমণীয় উদ্যান ও পুণ্যজনক গৃহ সমস্ত নির্ম্মাণ করিতে পারেন না; অরাজক দেশে দ্বিজাতিগণ যাগশীল হন না, এবং তীক্ষ্ণব্রত-ধারী দমগুণোপেত ব্রাহ্মণেরাও যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন না; অরাজক দেশে বহুধনশালী ব্রাহ্ম-ণেরা মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াও ঋত্বিগ্‌দিগকে উপযুক্ত দক্ষিণা প্রদান করেন না; যাহাতে নট ও নর্ত্তকেরা প্রহৃষ্ট হইয়া থাকে, তাদৃশ উৎসব সকল ও রাজ্যশ্রীবৃদ্ধিকারক সমাজ সমস্ত অরাজক দেশে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না; অরাজক দেশে বক্তৃতাশীল ব্যবহারোপজীবীরা বক্তৃতা-দ্বারা সিদ্ধার্থ হইয়া বক্তৃতাপ্রিয় জনগণ-কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হন না; অরাজক দেশে সায়ংকালে স্বর্ণালঙ্কারভূষিতা কুমারীরা ক্রীড়ার্থ গণে গণে উদ্যানে গমন করিতে পারে না; অরাজক দেশে প্রভূতধনশালী কৃষিজীবী ও গোরক্ষাজীবীরা নির্ভয়চিত্তে দ্বার উদ্ঘাটন-পূর্ব্বক শয়ন করিতে অসমর্থ হয়; অরাজক দেশে বিলাসী নটেরা নারীগণের সহিত শীঘ্র-বাহী বাহন-দ্বারা অরণ্যমধ্যে গমন করিতে পারে না; অরাজক দেশে প্রশস্তদন্তশালী ঘণ্টালঙ্কৃত ষষ্টিবর্ষবয়া কুঞ্জর সমস্ত রাজপথে বিচরণ করে না; অরাজক দেশে ইষু ও অস্ত্র শিক্ষার্থ নিরন্তর শরনিক্ষেপকারী যোধগণের তলধ্বনি শ্রুতিগোচর হয় না; অরাজক দেশে বিবিধ পণ্যশালী দূরগামী বণিকেরা কুশলে পথে গমন করিতে পারে না; যিনি নিরন্তর মনে মনে পরমাত্মাকে চিন্তা করিতে করিতে একাকী বিচরণ করত, যথায় সায়ংকাল উপ-স্থিত হয়, সেই স্থানেই বাস করেন, এতাদৃশ জিতেন্দ্রিয় মুনি অরাজক দেশে বিচরণ করেন না; অরাজক দেশে যোগ (অর্থাৎ প্রাপ্তির উপায়) ও ক্ষেম (অর্থরক্ষণের উপায়,) এই উভ-য়ের প্রসক্তি থাকে না; অরাজক দেশে সৈনি-কেরাও যুদ্ধে শত্রুদিগকে সহ্য করিতে পারে না; অরাজক জনপদে মানবেরা ভূষিত হইয়া হৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট অশ্ব বা রথদ্বারা সহসা ইতস্তত ভ্রমণ করিতে সমর্থ হয় না; অরাজক দেশে বন বা উপবন-মধ্যে শাস্ত্রবিশারদ ব্যক্তিরা পরস্পর

শাস্ত্রীয় বিচার করত অবস্থান করিতে পারে না; অরাজক দেশে মানবেরা দেবতা আরাধনার্থ নিয়ত মাল্য, মোদক ও দক্ষিণা কল্পনা করেন না; এবং অরাজক জনপদে রাজপুত্রেরা চন্দন ও অগুরুচর্চ্চিত হইয়া বসন্ত কালীন বৃক্ষগণের ন্যায়, বিরাজিত হন না। জল-বিহীনা নদী, তৃণ-রহিত বন ও পালক-হীন গো-যূথ যেরূপ অবস্থাপন্ন হয়, অরাজক জনপদও সেইরূপ অবস্থাপন্ন হইয়া থাকে। যেরূপ ধ্বজ রথের এবং ধূম অগ্নির চিহ্ন, সেইরূপ যে রাজা অস্মদাদি প্রজাগণের চিহ্ন-স্বরূপ ছিলেন, তিনি এখন ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া দেবত্ব লাভ করিয়াছেন! অরাজক জনপদে কেহই কাহারও আত্মীয় হয় না; সকল ব্যক্তিই মৎস্যগণের ন্যায়, পরস্পর পরস্পকে ভক্ষণ করে; এবং যে সকল ধর্ম্ম-মর্য্যাদা-লঙ্ঘনকারী নাস্তিকেরা পূর্ব্বে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া অভিভূত হইয়াছিল, তাহারাও নিঃশঙ্ক-হৃদয়ে প্রভুত্ব স্থাপনে উদ্যত হয় যেরূপ নয়ন নিয়তই শরীরের হিত-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ সত্য ও ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক রাজাও নিয়তই রাজ্যের হিত-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। রাজাই সত্য, রাজাই ধর্ম্ম; রাজাই কুলীনদিগের কুল; রাজাই সকলের মাতা-পিতা; এবং রাজাই সকলের হিতকারী, রাজা স্বীয় এই অতি উৎকৃষ্ট চরিত্র-দ্বারা ইন্দ্র যম, কুবের ও বরুণ দেবকে অভিভব করেন। আহা! যদি রাজা ইহলোকে সাধু ও অসাধু কার্য্যের বিভাগ না করিতেন, তবে এই ভূমণ্ডল অন্ধকারের ন্যায় হইত,—পৃথিবী-মধ্যে কাহারও কার্য্যাকার্য্য-জ্ঞান থাকিত না! মহারাজ দশরথ জীবিত থাকিতেও, যেরূপ সাগর বেলাভূমি অতিক্রম করে না, সেইরূপ আমরা আপনার বাক্য অতিক্রম করি নাই; অতএব হে দ্বিজবর! অধুনা নরপতি-ব্যতিরেকে আমাদিগের এই রাজ্য অরণ্য-তুল্য হইয়াছে, ইহা বিবেচনা করিয়া, আপনি অন্য কোন ইক্ষ্বাকুবংশীয় কুমারকে রাজপদে অভিষেক করুন।”

ইতি সপ্তষষ্ট সর্গ ॥ ৬৭ ॥

অষ্টষষ্ট সর্গ।

সেই সমস্ত ব্রাহ্মণ, মিত্র অমাত্য ও অপরাপর ব্যক্তিদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, বসিষ্ঠ ঋষি তাঁহাদিগকে এই বাক্যে প্রত্যুক্তি করিলেন, “রাজা দশরথ যাঁহাকে রাজ্য প্রদান করিয়াছেন, সেই ভরত ভ্রাতা শত্রুঘ্নের সহিত প্রমোদ-সহকারে মাতুলালয়ে বাস করিতেছেন; অতএব দ্রুতগামী দূতেরা শীঘ্রই হয়ে আরোহণ করিয়া সেই দুই বীর ভ্রাতাকে আনয়নার্থ তথায় গমন করুক। এ বিষয়ে আমরা আর কি বিবেচনা করিব!”

অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ-প্রভৃতি সকলেই বসিষ্ঠ ঋষিকে “তাহা হউক,” ইহা বলিলেন। তাঁহাদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, বসিষ্ঠ ঋষি সিদ্ধার্থ-প্রভৃতিকে এই কথা বলিলেন, “ওহে সিদ্ধার্থ! ওহে বিজয়! ওহে জয়ন্ত! ওহে অশোক! ওহে নন্দন! তোমরা এদিকে আইস; আমি তোমাদিগের সকলকে, যাহা করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। তোমরা শীঘ্র দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া রাজগৃহ নগরে যাইয়া শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার আদেশানুসারে ভরতকে ইহা বলিও যে, পুরোহিত বসিষ্ঠ ও সমস্ত অমাত্যেরা আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আপনি সত্বর হইয়া নির্গত হউন; কেন না তথায় যাইয়া আপনাকে এরূপ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে, কি যাহাতে আর কাল বিলম্ব করা অনুচিত। তোমরা এখান হইতে তথায় যাইয়া তাঁহাকে রঘুবংশীয়দিগের অনিষ্টবার্ত্তা প্রদান করিও না,—রাম অরণ্যবাসী হইয়াছেন এবং রাজা দশরথের মৃত্যু হইয়াছে, ইহা বলিও না। কেকয়রাজ ও ভরতের নিমিত্ত কৌশেয় বস্ত্র ও উৎকৃষ্ট ভূষণসমস্ত গ্রহণ করিয়া, তোমরা শীঘ্রই প্রস্থিত হও।

সিদ্ধার্থ প্রভৃতি দূতগণ বসিষ্ঠকর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত ও দত্ত-পাথেয় হইয়া সুসজ্জিত অশ্ব আরোহণে কেকয়রাজ্যে যাইতে উদ্যত হওত স্ব স্ব আবাসে গমন করিল। অনন্তর তাহারা সত্বর হইয়া প্রস্থান-কালোচিত অত্যাবশ্যক

অবশিষ্ট কার্য্য সমাধা করিয়া প্রস্থিত হইল। তাহারা পশ্চিম দিকে অপর-তাল নামক দেশের এবং উত্তর দিকে প্রলম্বনামক জনপদের মধ্য-প্রবাহিণী মালিনী নদীর শোভা সন্দর্শন করত যাইতে লাগিল। পরে হস্তিনাপুরে যাইয়া গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া পাঞ্চাল দেশ অতিক্রম করিয়া পশ্চিমাভিমুখে কুরুজাঙ্গলের মধ্যভাগ দিয়া গমন করিতে লাগিল। সেই দূতেরা প্রফুল্ল-কমল-শোভিত সরোবর ও স্বচ্ছ-জল-শালিনী নদী সকল দর্শন করত কার্য্যবশত দ্রুত গমন করিল। পরে তাহারা বেগসহকারে নানাবিধ বিহঙ্গগণ-সেবিতা বিমল-জল-পরি-ব্যাপ্তা শরদণ্ডা-নাম্নী মনোহারিণী নদী অতি-ক্রম করিয়া বন্দনীয় অভীষ্ট-বরপ্রদ নিকূল-নামক দিব্য বৃক্ষের সমীপে যাইয়া প্রদক্ষিণ করিয়া গমন করত কুলিঙ্গা-নাম্নী পুরীতে প্রবেশ করিল। অনন্তর অভিকাল ও তেজো-ভিভবন-নামক গ্রামদ্বয় অতিক্রম করিয়া ইক্ষ্বাকু-বংশীয়দিগের পিতৃ-পিতামহ-সেবিতা পুণ্য-দায়িনী ইক্ষুমতী নদী উত্তীর্ণ হইয়া বাহ্লীক দেশের মধ্য দিয়া গমন করত অঞ্জলিদ্বারা জলপায়ী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে দর্শনপূর্ব্বক সুদামা পর্ব্বতে গিয়া উপস্থিত হইল। সেই সমস্ত স্বামিশাসনানুষ্ঠায়ী দূতেরা তথায় বিষ্ণু-পদ-চিহ্ন অবলোকনপূর্ব্বক বিপাশা ও শাল্মলী প্রভৃতি নদী, বাপী, তড়াগ, পল্বল, সরোবর এবং বিবিধ ব্যাঘ্র, সিংহ, হস্তী ও মৃগ সকল দর্শন করত অতিবৃহৎ পথ দিয়া গমন করিতে লাগিল। তাহারা বেগসহকারে সেই অতিদূর নিরুপদ্রব পথ দিয়া গমন করত শ্রান্ত-বাহন হইয়া শীঘ্র গিরিব্রজপুরে গিয়া উপস্থিত হইল। সেই দূতেরা স্বামীর প্রিয় কার্য্য সমাধান ও বংশরক্ষণার্থ এবং প্রজাকুল-পালন-নিমিত্ত যত্নশীল হইয়া ত্বরাসহকারে রজনীতেই সেই নগরে প্রবেশ করিল।

ইতি অষ্টষষ্ট সর্গ ॥ ৬৮ ॥

একোনসপ্ততিতম সর্গ।

যে রজনীতে সেই দূতেরা সেই পুরে প্রবেশ করিল, সেই রজনীতেই রাজাধিরাজ দশরথ-তনয় ভরত এক অশুভ স্বপ্ন দর্শন করিলেন। তিনি নিশা-শেষে সেই অপ্রিয় স্বপ্ন অবলোকন করিয়া অতীব পরিতাপান্বিত হইলেন। তাঁহাকে পরিতাপান্বিত দেখিয়া, তদীয় প্রিয়বাদী বয়স্য সকল তাঁহার খেদ অপনয়ন করিবার মানসে সভায় যাইয়া বিবিধ কথা প্রসঙ্গ করি-লেন। তাঁহার শান্তির উদ্দেশে কেহ কেহ মনোহর বাদ্য, কেহ কেহ নৃত্য, কেহ কেহ বা বিবিধ প্রহসন নাটকের অভিনয় করিতে লাগিলেন। রঘুনন্দন মহাত্মা ভরত সেই সমস্ত প্রিয়-সম্পাদনার্থ ক্রীড়া-সমাজোচিত হাস্যজনক নৃত্যগীতাদিকারী সখিগণের অভিপ্রেত উপায়ে আনন্দিত হইলেন না। তখন সেই সখিগণ-পরিবৃত ভরতের কোন প্রিয়তম সখা তাঁহাকে ইহা বলিলেন, "হে সখে! তুমি বন্ধুগণ-কর্তৃক প্রহর্ষিত হইয়াও কেন প্রহৃষ্ট হইতেছ না?" বন্ধু-কর্তৃক সেইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া, ভরত তাঁহাকে এই বাক্যে প্রত্যুক্তি করিলেন, "যে নিমিত্ত আমার এই দীনভাব হইয়াছে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি স্বপ্নে দর্শন করিয়াছি, পিতা মলিন ও মুক্ত-কেশ হইয়া পর্ব্বত-শিখর হইতে ক্লেশ-দায়ক গোময়-পূরিত হ্রদ-মধ্যে পতিত হইতেছেন এবং ইহাও আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে যে, তিনি যেন হাস্য করত বারংবার অঞ্জলি-দ্বারা তৈল পান করিতে করিতে সেই গোময়-পূর্ণ হ্রদে কিয়ৎকাল সন্তরণ করিয়া তিলমিশ্রিত অন্ন ভক্ষণ-পূর্ব্বক অধোমস্তক ও তৈল-প্লাবিত-দেহ হইয়া তৈল-মধ্যে পুনঃপুন অবগাহন করিতে-ছেন। হে সখে! আমি স্বপ্নে আরও দেখি-য়াছি যে, সাগর শুষ্ক, চন্দ্র ভূতলে পতিত, ভূমণ্ডল রাক্ষসগণে উপদ্রুত ও যেন অন্ধকারে সমাবৃত, রাজবাহী হস্তীর দন্ত ছিন্ন, প্রজ্বলিত অগ্নি সহসা প্রশান্ত, পৃথিবী বিদীর্ণা, বহুবিধ বৃক্ষ শুষ্ক এবং পর্ব্বত সকল ছিন্ন ভিন্ন ও ধূম-সমন্বিত হইয়াছে। রাজা দশরথ কৃষ্ণবর্ণ বসন পরিধান-পূর্ব্বক কৃষ্ণ-লৌহ-নির্ম্মিত পীঠোপরি

উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন এবং কৃষ্ণবর্ণা ও পিঙ্গলবর্ণা প্রমদারা তাঁহাকে প্রহার করিতেছে, ইহাও আমি স্বপ্নে দৃষ্টিগোচর করিয়াছি। অপিচ আমি স্বপ্নে ইহাও দেখিয়াছি যে, ধর্ম্মাত্মা রাজা দশরথ রক্তলিপ্ত-দেহ ও রক্তমাল্যধারী হইয়া খর-যোজিত রথে আরোহণ করিয়া সত্বর দক্ষিণদিগভিমুখে প্রস্থান করিতেছেন এবং বিকৃত-বদনা রক্তাম্বর-পরিধায়িনী এক রাক্ষসী যেন হাস্য করিতে করিতে তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছে। এই ভীতিদায়িনী রজনীতে আমি এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহাতে আমার বোধ হইতেছে যে, হয় আমিই মরিব, অথবা রাজা দশরথ, রাম কি লক্ষ্মণ, ইহাঁদিগের মধ্যে কেহ না কেহ মরিবেন! স্বপ্নে যে ব্যক্তিকে খরযুক্ত রথ-দ্বারা গমন করিতে দেখা যায়, অচির-কাল-মধ্যেই সেই ব্যক্তির চিতার ধূমশিখা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে; এই নিমিত্তই আমি দীনভাবাপন্ন হইয়াছি; আমার কণ্ঠ শুষ্ক হইতেছে; এবং আমার মনও সুস্থ নাই; তজ্জন্যই আমি তোমাদিগের বাক্যে অভিনন্দন করিতেছি না। সখে! আমি ভয়ের কারণ দেখিতে পাইতেছি না; অথচ যেন ভয় উপস্থিত হইয়াছে, বোধ করিতেছি; এবং আমার বোধ হইতেছে, যেন আমি নিন্দনীয় হইয়াছি, অথচ কিছু কারণ দেখিতেছি না! দেখ, আমার স্বর ভগ্ন ও কান্তি মলিনা হইয়াছে! পূর্ব্বে অচিন্তিত সেই বহুরূপ স্বপ্নের গতি বিবেচনা করিয়া রাজা দশরথকে মৃত বোধ করত, আমার চিত্ত হইতে সেই ভয় অপনীত হইতেছে না।"

ইতি একোনসপ্ততিতম সর্গ ॥ ৬৯ ॥

সপ্ততিতম সর্গ।

ভরত বন্ধুগণের নিকট স্বপ্ন-বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছেন, এমত সময়ে সেই সিদ্ধার্থ প্রভৃতি দূতেরা ক্লান্ত-বাহন হইয়া অলঙ্ঘনীয়-পরিখা-পরিব্যাপ্ত রমণীয় রাজগৃহ নগরে প্রবেশিয়া কেকয়-রাজ ও তদীয় পুত্রের সহিত যথারীতি সমাগম পূর্ব্বক তাঁহাদিগের নিকট সমুচিত সম্মান লাভ করিয়া মহীপতি ভরতের চরণে প্রণাম করত তাঁহাকে এই কথা বলিল, "হে বিশাল-লোচন! পুরোহিত বসিষ্ঠ ও সমস্ত অমাত্যেরা আপনাকে কুশল-বার্ত্তা প্রদান করিয়াছেন। আপনি ত্বরান্বিত হইয়া এখান হইতে নির্গত হউন; কেন না তথায় যাইয়া, আপনাকে এরূপ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে, কি যাহাতে আর কালবিলম্ব করা বিধেয় নয়। হে নৃপনন্দন! এই বিংশতি কোটী বস্ত্র ও আভরণ আপনার মাতামহ কেকয়রাজ অশ্বপতির নিমিত্ত আনীত হইয়াছে, আপনি এই সমস্ত মহামূল্য বসন ও ভূষণ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে প্রদান করুন। এবং এই দশ কোটী বস্ত্র ও আভরণ আপনার,—আপনি এ সমস্ত গ্রহণ করিয়া ইচ্ছানুসারে অনুরক্ত, বন্ধু ও অপরাপর ব্যক্তিদিগকে বিতরণ করুন।"

অনন্তর ভরত সেই দূতদিগকে অভিলষিত বস্তুসমূহ প্রদান পূর্ব্বক সৎকৃত করিয়া ইহা কহিলেন, "মদীয় পিতা রাজা দশরথ ত কুশলে আছেন? মহাত্মা রাম ও লক্ষ্মণের আরোগ্য ত? যাঁহার ধর্ম্ম বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে; এবং যিনি নিয়ত স্বয়ংও ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, আর সকলকেও ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ দেন; ধীসম্পন্ন রাম-জননী সেই মহামান্যা কৌসল্যা দেবী ত অরোগিণী আছেন? যিনি বীর লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকে প্রসব করিয়াছেন, সেই ধর্ম্মজ্ঞা সুমিত্রা দেবীর ত কোন রোগ হয় নাই? এবং নিয়ত কর্কশ-স্বভাবা, ক্রোধ-প্রকৃতি, প্রাজ্ঞমানিনী ও কেবল আত্ম-হিতসাধন-তৎপরা সেই মধ্যম-রাজমহিষী আমার জননী কেকয়ী দেবী ত অরোগিণী আছেন? তিনি আমাকে কি বলিয়াছেন?"

মহাত্মা ভরত কর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া, সেই দূতেরা তাঁহাকে এই বিনয়ান্বিত বাক্য বলিল, "হে নরব্যাঘ্র! আপনি যাঁহাদিগের কুশল কামনা করিতেছেন, তাঁহারা কুশলে আছেন। সম্প্রতি পদ্মাসনা লক্ষ্মী দেবী আপনাকে আশ্রয় করিতে উদ্যতা হইয়াছেন;

আপনি সত্বর রথ যোজিত করিতে আদেশ প্রদান করুন।”

সেই দূতগণ কর্ত্তৃক ঐরূপ অভিহিত হইয়া, নৃপনন্দন ভরত তাহাদিগকে “আমি মহারাজ অশ্বপতিরে ‘দূতগণ আমাকে অযোধ্যা গমনে ত্বরান্বিত করিতেছে, অতএব অনুমতি দিউন,’ এই বলিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করি,” ইহা বলিলেন। তিনি সেই দূতদিগকে ঐরূপ বলিয়া তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক “তবে শীঘ্র অনুমতি গ্রহণ করুন,” এরূপ উক্ত হইয়া মাতামহকে এই কথা বলিলেন, “হে রাজন্! আমি দূতগণের নিয়মানুসারে পিতার সমীপে যাইতে অভিলাষী হইয়াছি; আপনি অনুমতি প্রদান করুন। আপনি যখন আমাকে স্মরণ করিবেন, তখনই আমি আবার আগমন করিব।”

রঘুনন্দন ভরত-কর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া, তদীয় মাতামহ কেকয়রাজ তাঁহার মস্তকের ঘ্রাণ লইয়া তাঁহাকে এই শুভ বাক্য বলিলেন, “হে তাত! তুমি গমন কর, আমি তোমাকে অনুমতি প্রদান করিলাম; কেকয়ী তোমার দ্বারা সৎপুত্রবতী হউন। হে পরন্তপ! তুমি তোমার মাতা ও পিতাকে আমাদিগের কুশল বলিও। অপিচ হে তাত! তুমি পুরোহিত বসিষ্ঠ ও অপরাপর দ্বিজবরদিগকে এবং সেই দুই মহাতূণশালী ভ্রাতা রাম ও লক্ষ্মকে আমাদিগের কুশলবার্ত্তা প্রদান করিও।”

অনন্তর কেকয়রাজ কেকয়ী-সুত ভরতকে সমাদরসহকারে অনেক উত্তম হস্তী, বহুতর বিচিত্র কম্বল, অনেক অজিন, ষোড়শ শত অশ্ব, দ্বিসহস্র নিষ্ক এবং অন্তঃপুরে অতিযত্নে বর্দ্ধিত, বৃহৎকায়সমন্বিত ও বলবীর্য্যে ব্যাঘ্রসদৃশ দংষ্ট্রাযুক্ত বহু কুক্কুর প্রদান করিলেন। পরে তিনি স্বীয় বিশ্বাসভাজন ও অভিমত বহুগুণসমন্বিত অমাত্যদিগকে তাঁহার অনুগামী করিয়া দিয়া তাঁহাকে ইন্দ্রশিরাদেশোদ্ভব ঐরাবতবংশীয় প্রিয়দর্শন অনেক গজ এবং সুসজ্জিত শীঘ্রগামী বহুতর খর দিলেন। পরন্তু কেকয়ীসুত ভরত তখন অযোধ্যা গমনে ত্বরান্বিত হওয়াপ্রযুক্ত কেকয়রাজপ্রদত্ত সেই সমস্ত ধন অভিনন্দন করিলেন না। তৎকালে সেই স্বপ্নদর্শন ও দূতগণের অযোধ্যা গমনার্থ ত্বরান্বিত করাপ্রযুক্ত তাঁহার হৃদয়ে মহতী চিন্তা হইয়াছিল। পরে সেই শ্রীমান্ ভরত কৃতযাত্রিক হইয়া স্বীয় বাসস্থান অতিক্রমপূর্ব্বক নর, নাগ ও অশ্বসমূহে সমাকুল অনুত্তম সুবৃহৎ রাজপথে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তৎপরে তিনি সেই রাজপথ অতিক্রমপূর্ব্বক সুশোভন অন্তঃপুর দেখিতে পাইলেন, এবং দৌবারিকগণ কর্ত্তৃক অনিবারিত হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক মাতামহ অশ্বপতি ও মাতুল যুধাজিতের অনুমতি গ্রহণ করিয়া শত্রুঘ্নের সহিত রথারোহণে অযোধ্যাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। তিনি গমন করিতে লাগিলে, ভৃত্যবর্গ উষ্ট্র, অশ্ব, গো ও গর্দ্দভ-যোজিত সুবৃত্তচক্র শতাধিক রথদ্বারা তাঁহার অনুগামী হইল। মহাত্মা ভরত শত্রুঘ্নের সহিত সৈন্যগণ ও মাতামহের আত্মতুল্য প্রিয় অমাত্যবর্গকর্ত্তৃক অভিরক্ষিত হইয়া, ইন্দ্রলোক হইতে সিদ্ধ পুরুষের ন্যায়, মাতামহ গৃহ হইতে নির্গত হইলেন।

ইতি সপ্ততিতম সর্গ ॥ ৭০ ॥

একসপ্তত সর্গ।

সেই শ্রীমান্ বীর্য্যবান্ ইক্ষ্বাকুনন্দন ভরত পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া রাজগৃহ হইতে নির্গমনপূর্ব্বক সেই সুদামানাম্নী নদী দর্শন করিয়া তাহা উত্তীর্ণ হইলেন। পরে তিনি অতিবিস্তৃতা, তরঙ্গসমাকুলা পশ্চিমবাহিনী হ্লাদিনীনাম্নী নদী উত্তরণপূর্ব্বক শতদ্রুনাম্নী নদীর পর পারে গমন করিলেন। অনন্তর সেই সত্যসন্ধ ভরত ঐলধাননামক গ্রামের নিকটবর্ত্তিনী নদী উত্তীর্ণ হইয়া অপরপর্ব্বতাখ্য প্রদেশে যাইয়া, যে নদী স্বমধ্য-পতিত বস্তু সমস্তকে ক্রমে প্রস্তর করিয়া ফেলে, সেই নদী উত্তরণপূর্ব্বক পবিত্রভাবে, যথায় শল্যকর্ষণের ঔষধি আছে, সেই অগ্নিদিগ্বর্ত্তী প্রদেশ ও তন্মধ্যবর্ত্তিনী শিলাবহা-নাম্নী নদী সন্দর্শন করত চৈত্ররথ বনে যাইবার নিমিত্ত বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বত সমস্ত অতিক্রম করিতে লাগিলেন। পরে তিনি গঙ্গা

ও সরস্বতীর সঙ্গম স্থানে যাইয়া বীরমৎস্য প্রদেশের উত্তর ভাগ দিয়া গমন করত ভারুণ্ড-নামক বনে প্রবেশ করিলেন। তৎপরে তিনি পর্ব্বতসমাবৃতা ও বেগবতী মনোহারিণী কুলিঙ্গা-নাম্নী নদী উত্তরণপূর্ব্বক যমুনা নদীর সমীপে যাইয়া তাহা উত্তীর্ণ হইয়া সৈন্যগণ আশ্বাসিত করিলেন এবং তথায় স্নান ও জলপানপূর্ব্বক গাত্রমর্দ্দন দ্বারা ক্লান্ত অশ্বদিগের শ্রম দূর করিয়া জল লইয়া তথা হইতে প্রস্থিত হইলেন। সেই ভদ্রস্বভাব রাজনন্দন ভরত উৎকৃষ্ট যানদ্বারা, বায়ুর আকাশ অতিক্রমের ন্যায়, জনগণের নিরন্তর গমনাগমন চিহ্নশূন্য সেই মহারণ্য অতিক্রম করিলেন। পরে তিনি অংশুধান নামক গ্রামে যাইয়া তথায় মহানদী গঙ্গা উত্তীর্ণ হওয়া কঠিন বোধ করিয়া শীঘ্র সুবিখ্যাত প্রাগ্বটন নামক নগরে গমন করিলেন এবং সৈন্যগণের সহিত তথায় গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া কুটিকোষ্টিকা-নাম্নী নদীর নিকটে যাইয়া তাহা উত্তরণপূর্ব্বক ধর্ম্মবর্দ্ধন নামক গ্রামাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। অনন্তর সেই দশরথ-নন্দন ভরত তোরণ-নামক গ্রামের দক্ষিণভাগ দিয়া জম্বুপ্রস্থ গ্রামে যাইয়া বরূথ-নামক গ্রামের অভিমুখে গমন করিলেন। তিনি তত্রত্য রমণীয় বনমধ্যে রজনী বাস করিয়া প্রভাতে পূর্ব্বমুখ হইয়া, যথায় প্রিয়ক নামে বিখ্যাত বহুতর বৃক্ষ আছে, উজ্জিহানা নগরীর সেই উদ্যানাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। অনন্তর তিনি সেই প্রিয়ক-নামক বৃক্ষ সকলের সমীপবর্ত্তী হইয়া রথে শীঘ্রগামী অশ্ব সকল যোজনাপূর্ব্বক সৈন্যগণকে মন্দগমনে অনুমতি প্রদান করিয়া দ্রুত গমন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি সর্ব্বতীর্থ-নামক গ্রামে রাত্রি বাস করিয়া প্রভাতে পর্ব্বতজাত ঘোটক সকলের দ্বারা সেই গ্রামের নিকটবর্ত্তিনী উত্তরবাহিনী নদী উত্তরণপূর্ব্বক অন্যান্য অনেক নদী উত্তীর্ণ হইলেন। তৎপরে সেই নরব্যাঘ্র ভরত হস্তি-পৃষ্ঠক-নামক গ্রামে কুটিকা নদী উত্তরণপূর্ব্বক লৌহিত্য-নামক গ্রামে যাইয়া কপীবতীনাম্নী নদী অতিক্রম করিলেন। পরে তিনি এক-সাল-নামক গ্রামের নিকটবর্ত্তিনী স্থাণুমতী-নাম্নী নদী উত্তীর্ণ হইয়া বিনত-নামক গ্রামে যাইয়া তৎসমীপবর্ত্তিনী গোমতী-নাম্নী নদী উত্তরণপূর্ব্বক কলিঙ্গ নগরে গিয়া পরিশ্রান্ত-বাহন হইয়াও তৎসমীপবর্ত্তিনী সালবনমধ্য দিয়া শীঘ্র গমন করিতে লাগিলেন। তিনি রজনীতে সেই সালবন অতিক্রম করিয়া অরুণোদয়কালে মহীপতি মনুর সন্নিবেশিতা অযোধ্যা নগরী দেখিতে পাইলেন। সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ ভরত পথিমধ্যে সপ্ত রাত্রি যাপন করিয়া অষ্টম দিবসে অযোধ্যা নগরীর সন্নিহিত হইয়া তাহার বহির্ভাগের অবস্থা দেখিয়াই সারথিকে এই এই কথা বলিলেন, "সারথে! রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ দশরথ-পালিতা, পুণ্য-জনক উদ্যানসমন্বিতা এবং বেদপারগ, যাগশীল গুণশালী ও সমধিক সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ-সেবিতা এই পাণ্ডু-মৃত্তিকা শোভিতা অযোধ্যা নগরীকে দূর হইতেই আনন্দ-বিহীনা বোধ হইতেছে। পূর্ব্বে এই অযোধ্যা নগরীর চতুর্দ্দিক হইতেই নর ও নারীগণের তুমুল কোলাহল-ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইত, অদ্য তাহা আমার শ্রবণ-গোচর হইতেছে না। পূর্ব্বে কামিগণ সায়ংকালে এই সমস্ত উদ্যান-মধ্যে প্রবেশ করিয়া রজনীতে ক্রীড়াপূর্ব্বক পরিতৃপ্ত হইয়া প্রভাতে স্ব স্ব গৃহে যাইবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইতে থাকিলে, এই সকল উদ্যানের মনোহারিণী শোভা হইত; কিন্তু অদ্য ইহারা অন্য প্রকার প্রকাশমান হইতেছে, কামিগণ-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া যেন রোদন করিতেছে! সারথে! আমার বোধ হইতেছে যে, এই অযোধ্যা নগরী যেন অরণ্য হইয়াছে; কেন না সম্ভ্রান্ত মানবদিগকে, পূর্ব্বের ন্যায়, হস্তী, অশ্ব বা যানদ্বারা ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে কি ইহা হইতে নির্গত হইতে দেখিতেছি না। এই সমস্ত উদ্যান পূর্ব্বে মধুমত্ত কামিগণের আনন্দ-কোলাহলে প্রতিধ্বনিত হইয়া আনন্দিত থাকিত, কিন্তু অদ্য ইহারা সর্ব্বতোভাবে নিরানন্দ দৃষ্ট হইতেছে; দেখ, প্রত্যেক পথেই বৃক্ষ সমস্ত যেন অশ্রুচ্ছলে পত্র মোচন করত রোদন করিতেছে। উচ্চস্বরে বহুতর মনোহর মধুরধ্বনিকারী মত্ত মৃগ ও

ক্ষীদিগের ধ্বনি অদ্য আমি শুনিতে পাই-তেছি না। অদ্য পূর্ব্বের ন্যায়, চন্দন, অগুরু, ধূপ-গন্ধে সুবাসিত শোভা-সমন্বিত নির্ম্মল বায়ু কেন বহিতেছে না? পূর্ব্বে ভেরী, মৃদঙ্গ ও বীণা-যন্ত্রের কোণ-দ্বারা সমুৎপন্ন ধ্বনি নিরন্তর এই নগরী প্রতিধ্বনিত করিত; তাহা অদ্য কেন ক্ষান্ত হইয়াছে? হে সারথে! আমি বহুবিধ অনিষ্ট-জনক অমনোজ্ঞ দুর্নিমিত্ত সকল দর্শন করিতেছি, তাহাতে আমার চিত্ত অবসাদ-যুক্ত হইতেছে। আমার বোধ হইতেছে, সর্ব্ব প্রকারে মঙ্গল হইবে না,—আমার বান্ধববর্গের সর্ব্বতোভাবে কুশল হইবে না; কেন না মোহের কারণ না থাকিলেও, আমার চিত্ত বিমুগ্ধ হইতেছে!

অনন্তর সেই পরিশ্রান্ত-বাহন ভরত বিষণ্ণ, খিন্নচিত্ত, ক্ষুভিতেন্দ্রিয় ও ত্রাসান্বিত হইয়া শীঘ্র ইক্ষাকুবংশীয় পালিতা অযোধ্যানগরীতে প্রবেশ করিলেন। তিনি বৈজয়ন্তনামক দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া দ্বারিগণ-কর্ত্তৃক "আপনার জয় ত?" এরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া তাহাদিগের সহিত যাইতে লাগিলেন। পরে রঘুনন্দন ভরত সেই দৌবারিকদিগকে সাদর-বাক্যে নিবর্ত্তিত করিয়া ব্যাকুলচিত্ত হইয়া সম্যক্ ক্লান্ত কেকয়রাজ অশ্বপতির সারথিকে ইহা বলিলেন, "হে অনঘ! আমি কি কারণে বিনা কারণ-নির্দ্দেশে এখানে সত্বর আনীত হইয়াছি, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না; কিন্তু আমার চিত্ত ও স্বভাব অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া যেন বিদীর্ণ হইতেছে। সারথে! রাজার বিনাশে রাজ্যের যে সকল লক্ষণ হইয়া থাকে, আমি এই নগরীতে সেই সমস্ত লক্ষণই দেখিতেছি। গৃহস্থ-ভবন সমস্ত সম্মার্জ্জন-বিহীন, রজোব্যাপ্ত, অবদ্ধ-কপাট, বলিকর্ম্ম-রহিত ও ধূপামোদ-বিবর্জ্জিত হইয়া সর্ব্বতোভাবে শ্রীভ্রষ্ট, এবং তত্রত্য কুটুম্ব জনেরা অনশন-ব্রতপরায়ণ ও প্রভা-বিহীন লক্ষিত হইতেছে! আমি সমুদয় গৃহস্থভবনকেই অপরিষ্কৃত প্রাঙ্গণ, মাল্যশোভাবিহীন ও শ্রীভ্রষ্ট দেখিতেছি! অত্রত্য দেবালয় সমস্তও জনতা-শূন্য হইয়া, পূর্ব্বের ন্যায়, শোভিত লক্ষিত হইতেছে না! দেবার্চ্চন ও যজ্ঞানুষ্ঠান সকল রহিত হইয়াছে! অদ্য মাল্যবিপনিসমূহমধ্যে পণ্য সমস্ত, পূর্ব্বের ন্যায়, দীপ্তি পাইতেছে না! ক্রয়-বিক্রয়-রহিত ও চিন্তাব্যাকুলচিত্ত হইয়া, বণিকেরাও পূর্ব্ববৎ দৃষ্ট হইতেছেন না! এবং দেবালয় ও চৈত্যবৃক্ষ সমুদায়ে উৎসৃষ্ট মৃগ ও পক্ষী সমস্তও দীনভাবাপন্ন লক্ষিত হইতেছে! সারথে! কি স্ত্রী, কি পুরুষ, এই নগরীনিবাসী সকল ব্যক্তিকেই দীন, মলিন, ধ্যানপরায়ণ, অশ্রুপূর্ণলোচন ও কৃশ দেখিতেছি!"

অযোধ্যা নগরীতে সেই অনিষ্টজনক নিমিত্ত অবলোকন করিয়া দীনমানস হইয়া সারথিকে সেইরূপ বলিয়া, মহাত্মা ভরত রাজালয়ে গমন করিলেন। তিনি ইন্দ্রপুরী-সদৃশী সেই রাজপুরীর চতুষ্পথ, রথ্যা ও গৃহ সমস্ত জনশূন্য এবং দ্বার, কপাট ও যন্ত্র সকল ধূলি-ধূসরিত দেখিয়া অতীব দুঃখাক্রান্ত হইলেন। তিনি রাজভবনে মনের অপ্রীতিজনক সেই সমস্ত অভূতপূর্ব্ব অনিষ্ট লক্ষণ অবলোকন করিয়া দীনচিত্ত ও অবনতমস্তক হইয়া দুঃখিত-ভাবে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ইতি একসপ্তত সর্গ ॥ ৭১ ॥

দ্বিসপ্তত সর্গ।

অনন্তর ভরত পিতৃভবনে পিতাকে দেখিতে না পাইয়া মাতাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তদীয় ভবনে গমন করিলেন। পরে সেই বিদেশস্থিত পুত্রকে সমাগত দেখিয়া, কেকয়ী দেবী আনন্দিতা হইয়া সুবর্ণনির্ম্মিত আসন পরিত্যাগ করিয়া উত্থিতা হইলেন। সেই ধর্ম্মাত্মা ভরত মাতৃগৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, তাহা শ্রীভ্রষ্ট দেখিয়া জননীর শুভ চরণে প্রণাম করিলেন। তখন কেকয়ী দেবী সেই যশস্বী ভরতের মস্তকের ঘ্রাণ লইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক অঙ্কে আরোপণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুত্র! অদ্য কয় দিবস হইল, তুমি মাতামহালয় হইতে বহির্গত হইয়াছ? রথদ্বারা শীঘ্র আগমন করাতে তোমার ত পরিশ্রম হয় নাই? তোমার মাতা-

মহ অশ্বপতি ও তোমার মাতুল যুধাজিৎ ত কুশলী আছেন? তোমার প্রবাসনিবন্ধন যে যে সুখ হইয়াছে, তৎসমস্ত আমার নিকট কীর্ত্তন কর।"

রাজীবলোচন নৃপতিনন্দন ভরত জননী কেকয়ী কর্ত্তৃক সেইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহার নিকট সমস্ত প্রিয় বিবরণ কীর্ত্তন করিলেন, "জননি! অদ্য আমার মাতামহালয় হইতে বহির্গমনের পর সপ্ত রজনী অতিবাহিতা হইয়াছে। আপনার পিতা অশ্বপতি ও মদীয় মাতুল যুধাজিৎ কুশলী আছেন। সেই শক্রতাপন কেকয়রাজ আমাকে যে সমস্ত ধন ও রত্ন প্রদান করিয়াছেন, তৎসমুদায় পথিমধ্যে বাহকদিগের শ্রান্তিজনক হইয়াছে; এই কারণে আমি অগ্রেই আগমন করিয়াছি,—রাজ-বার্ত্তাবাহী দূতগণ আমাকে ত্বরান্বিত করায়, আমি সত্বর আসিয়াছি। সে যাহা হউক, সম্প্রতি আমি আপনাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহা কীর্ত্তন করুন। মাতঃ! আপনার এই স্বর্ণ-ভূষিত পর্য্যঙ্ক শূন্য রহিয়াছে এবং এই ইক্ষ্বাকুবংশীয়েরাও প্রহৃষ্ট লক্ষিত হইতেছে না। রঘুকুল-তিলক রাজা দশরথ আপনার এই ভবনে প্রায় সর্ব্বদাই থাকিতেন; এই কারণেই আমি তাঁহাকে দর্শন করিবার অভিলাষে এখানে আগমন করিয়াছি; কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি না। আমি পিতৃচরণে প্রণাম করিবার উদ্দেশে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি বলুন, তিনি কোথায়? তিনি কি জ্যেষ্ঠ-মাতা কৌসল্যা দেবীর ভবনে আছেন?"

অনন্তর যিনি সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত আছেন, সেই রাজ্যলোভে মোহিতা কেকয়ী দেবী অজ্ঞাত-বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা-তৎপর ভরতকে, প্রিয় বিবরণের ন্যায়, সেই ঘোরতর অপ্রিয় বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করত এরূপ প্রত্যুক্তি করিলেন, "অন্তে সমস্ত প্রাণীরই যে গতি হইয়া থাকে, তোমার পিতা সাধুগণ-প্রতিপালক নিয়ত যাগশীল তেজস্বী মহাত্মা রাজা দশরথ সেই গতি লাভ করিয়াছেন।"

সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, ধর্ম্মবংশে সমুৎপন্ন ও পবিত্র-স্বভাব সেই বীর্য্যবান্ মহাবহু ভরত পিতৃ-শোকে অতীব অর্দ্দিত হইয়া সহসা ভূতলে পতিত হইলেন। তিনি করুণ-স্বরে "হা আমি নিহত হইলাম!" এই দৈন্যযুক্ত বাক্য উচ্চারণ করত হস্ত বিক্ষেপ-সহকারে পতিত হইলেন। পরে সেই পিতৃ-মরণে দুঃখিত, শোকাক্রান্ত, ভ্রান্তচিত্ত ও ব্যাকুল-মানস মহাতেজা ভরত এরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন, "বর্ষান্তে রজনী-কালে নির্ম্মল গগণ-মণ্ডল চন্দ্র-দ্বারা যেরূপ প্রকাশিত হয়, এই মনোহারিণী শয্যা পূর্ব্বে মদীয় পিতা ধীসম্পন্ন দশরথের দ্বারা সেইরূপ শোভা ধারণ করিত; অদ্য তাঁহার বিরহে ইহা, জল-শূন্য সাগর ও চন্দ্র-হীন গগণের ন্যায়, দীপ্তি পাইতেছে না!"

পরে সেই অতীব দুঃখিত-চিত্ত বিজয়ি-প্রবর ভরত বস্ত্র-দ্বারা শ্রীসম্পন্ন বদন আচ্ছাদন করিয়া বাষ্প মোচন-পূর্ব্বক তদ্দ্বারা অবরুদ্ধ কণ্ঠ হইয়া বিবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন দেব-তুল্য দ্যুতিশালী, মাতঙ্গ-সম-বিক্রমী এবং চন্দ্র ও সূর্য্য-সদৃশ তেজস্বী সেই পিতৃ-শোকার্ত্ত পুত্র ভরতকে, বনে পরশুদ্বারা ছি[illegible] সালবৃক্ষের স্কন্ধের ন্যায়, ভূতলে পতিত দেখিয়া তদীয় মাতা কেকয়ী দেবী তাঁহাকে উত্থাপন পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন, "হে যশোভাজ রাজনন্দন! তুমি কি বৃথা ভূতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছ? উত্থিত হও! তোমা[র] তুল্য সভা-সম্মত সাধুজনেরা শোক করে না! হে বুদ্ধিসম্পন্ন! সূর্য্যে প্রভার ন্যা[য়] দান, যজ্ঞ, সচ্চরিত্র, বেদ ও তপস্যা-বিষয়ি[ণী] বুদ্ধি তোমাতে নিরন্তর বিদ্যমানা রহিয়াছে।"

অনন্তর সেই বহুশোকাক্রান্ত ভরত ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া বহুক্ষণ রোদন করি[য়া] জননীকে এই বাক্যে প্রত্যুক্তি করিলে[ন], "রাজা দশরথ রামকে রাজ্যে অভিষে[ক] করিয়া যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিবেন, ইহা ম[নে] করিয়াই, আমি হৃষ্ট হইয়া তথা হইতে যা[ত্রা] করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহা অন্যথাভূত হই[ল]। যিনি নিয়তই আমাদিগের প্রিয় ও হিতা[নু]ষ্ঠানে নিরত ছিলেন, সেই পিতা[কে] দেখিতে না পাওয়ায়, আমার মন বিদী[র্ণ]

হইল। জননি! পিতা রাজা দশরথ কোন্ রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন? আমি আগত না হওয়ায় রাম প্রভৃতি যাঁহারা সকলে তাঁহার প্রেত সৎকার করিয়াছেন, তাঁহারাই ধন্য! সেই কীর্ত্তিশালী মহারাজ পিতা দশরথ অধুনা নিশ্চয়ই আমার আগমন-বার্ত্তা জানিতে পারিতেছেন না; কেন না জানিতে পারিলে, তিনি এতক্ষণ অবশ্যই ত্বরান্বিত হইয়া আমার মস্তক অবনমনপূর্ব্বক তাহার ঘ্রাণ লইতেন! যিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক কাহারও ক্লেশ-জনক কার্য্য করেন নাই, সেই পিতার সুখজনক স্পর্শশালী সেই হস্ত এখন কোথায়, যে হস্ত পূর্ব্বে নিরন্তর, আমি ধূলিধূসরিত হইলে, আমার ধূলী অপনয়ন করিত? যাঁহা হইতে কখন কাহারও ক্লেশদায়ক কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবার নয়; যিনি আমার পিতা, ভ্রাতা ও বন্ধু, সকলই; এবং আমিও যাঁহার অভিমত দাস, সেই রাম এখন কোথায় আছেন, ইহা আপনি আমাকে শীঘ্র বলুন। ধর্ম্মজ্ঞ আর্য্য ব্যক্তি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতৃ-তুল্য মান্য করেন; বিশেষত অবিচলিত-সঙ্কল্প, ধর্ম্মজ্ঞ ও নিয়ত ধর্ম্মানুষ্ঠায়ী সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহাভাগ রামই অধুনা আমার গতি; আমি তাঁহার চরণে প্রণাম করিব। হে মহাভাগে! সেই সত্যবিক্রমশালী মদীয় পিতা রাজা দশরথ, মৃত্যুকালে আমাকে যে সাধু উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, আমি তাহা শ্রবণ করিতে বাসনা করি।

ভরত কর্ত্তৃক ঐরূপ জিজ্ঞাসিতা হইয়া কৈকেয়ী দেবী তাঁহাকে এই যথার্থ বাক্য বলিলেন, "সেই সদ্গতিশালীশ্রেষ্ঠ মহাত্মা রাজা দশরথ 'হা রাম! হা সীতে! হা লক্ষ্মণ!' এই বলিয়া বিলাপ করত পরলোকে গমন করিয়াছেন। পাশদ্বারা আবদ্ধ হস্তীর ন্যায়, ব্যাকুলান্তরাত্মা হইয়া, মৃত্যুপাশে আবদ্ধ ত্বদীয় পিতা মৃত্যুকালে কেবল এরূপ বিলাপ করিয়াছেন যে, যাঁহারা সেই মহাবাহু রাম ও লক্ষ্মণকে সীতার সহিত পুনরাগত দেখিবেন, তাঁহারাই কৃতার্থ।"

কৈকেয়ী দেবী সেইরূপে অপর একটি অপ্রিয়বার্ত্তা বলিলে, তদীয় বাক্য শ্রবণ করিয়াই, ভরত অতীব বিষণ্ণ হইলেন, এবং পুনর্ব্বার তাঁহাকে এ রূপ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই কৌশল্যানন্দবর্দ্ধন ধর্ম্মাত্মা রাম সীতা ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত এক্ষণে কোথায় গমন করিয়াছেন।"

ভরত-কর্ত্তৃক সেইরূপ জিজ্ঞাসিতা হইয়া, তদীয় জননী অবিলম্বে তাঁহাকে প্রিয়বোধে তাঁহার অপ্রিয় এই যথা-তত্ত্ব বাক্য বলিলেন, "পুত্র! সেই রাজনন্দন রাম চীর-বসন পরিধায়ী হইয়া বিদেহ রাজদুহিতা সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডক নামক মহারণ্যে গমন করিয়াছেন।"

সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, ভরত স্বীয় বংশের মাহাত্ম্য হেতুক ভ্রাতার চরিত্রে শঙ্কিত ও ত্রাসান্বিত হইয়া জননীকে এরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন, "জননি! রাম ত কোন ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করেন নাই? কোন নিষ্পাপ আঢ্য বা দরিদ্র ব্যক্তি ত তৎকর্ত্তৃক হিংসিত হয় নাই? এবং সেই রাজনন্দন ত কোন পরস্ত্রীর প্রতি আসক্ত হন নাই? সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাম, কি কারণে দণ্ডকারণ্যে বিবাসিত হইয়াছেন?"

অনন্তর সেই চপল-স্বভাবা পণ্ডিতম্মন্যমানা ভরত-জননী কৈকেয়ী দেবী স্ত্রী-স্বভাবপ্রযুক্ত সেই স্বকৃত কর্ম্ম যথাতত্ত্ব বর্ণন করিতে উপক্রম করিলেন। মহাত্মা ভরতকর্ত্তৃক সেইরূপ জিজ্ঞাসিতা হইয়া, তিনি হর্ষসহকারে তাঁহাকে এই বাক্য বলিলেন, "রাম কোন ব্রাহ্মণের কিঞ্চিন্মাত্র ধনও অপহরণ করেন নাই, কোন নিষ্পাপ আঢ্য বা দরিদ্র ব্যক্তি তৎকর্ত্তৃক হিংসিত হয় নাই, এবং তিনি নয়নদ্বারা কোন পরস্ত্রীকে অবলোকনও করেন না, সুতরাং তাঁহার পরস্ত্রীর প্রতি আসক্তি হওয়াই অসম্ভব; পরন্তু হে পুত্র! আমি রামের রাজ্যাভিষেকবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তোমার পিতার নিকট তোমার রাজ্য ও তাঁহার বিবাসন প্রার্থনা করি; তোমার পিতাও অঙ্গীকার-পালনরূপ স্বধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সেই প্রার্থনা পূরণ করেন; তজ্জন্যই

রাম, সীতা ও সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের সহিত বিবাসিত হইয়াছেন। মহাযশা মহীপতি দশরথও সেই প্রিয় পুত্রকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার শোকে কাতর হইয়া পঞ্চত্ব লাভ করিয়াছেন। হে ধর্ম্মজ্ঞ! অধুনা তুমি রাজত্ব অবলম্বন কর; কেন না তোমার নিমিত্তই মৎকর্তৃক এ সমস্ত সম্পাদিত হইয়াছে। পুত্র! তুমি ধৈর্য্য অবলম্বন কর, শোক বা পরিতাপ করিও না; যেহেতু এই নগরী তোমারই অধীনা হইয়াছে, অধিক কি, এই নির্ব্বিঘ্ন রাজ্যই তোমার আয়ত্ত হইয়াছে। হে পুত্র! অধুনা তুমি বিধিজ্ঞ বসিষ্ঠপ্রভৃতি দ্বিজেন্দ্রগণের সহিত শীঘ্র অদীনচিত্ত রাজা দশরথের যথাবিধি প্রেতসংকার করিয়া রাজ্যে অভিষিক্ত হও।"

ইতি অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বিসপ্তত সর্গ ॥ ৭২ ॥

ত্রিসপ্তত সর্গ।

পিতার মরণ ও ভ্রাতৃদ্বয়ের বিবাসনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অতীব দুঃখিত হইয়া, ভরত জননীকে এই কথা বলিলেন, "আমি পিতা ও পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিরহে সর্ব্বতোভাবেই নিহত হইয়াছি; অধুনা আমাকে নিরন্তর শোক করিতেই হইবে, সুতরাং আমার রাজ্যে কার্য্য কি? তুমি রাজা দশরথকে বিনষ্ট ও রামকে তাপস করিয়া যেন আমার ক্ষত স্থানে ক্ষার প্রদানপূর্ব্বক দুঃখের উপর দুঃখ বিধান করিয়াছ! তুমি, কালরাত্রির ন্যায়, এই বংশের বিনাশ নিমিত্ত আগতা হইয়াছ! হা! পিতা আমার, প্রজ্বলিত অঙ্গার আলিঙ্গন করিয়াও জানিতে পারেন নাই! হে পাপদর্শিনি! তুমি মোহপ্রযুক্ত মদীয় পিতা রাজা দশরথকে বিনষ্ট করিয়া একেবারে আমারে সুখভ্রষ্ট করিয়াছ! অধিক কি, হে কুলকলঙ্কিনি! তুমি এই বংশকেই সুখহীন করিয়াছ! মদীয় পিতা সত্যপ্রতিজ্ঞ মহাযশা নরপতি দশরথ তোমাকে লাভ করিয়াই তীব্র দুঃখে তাপিত হইয়া অধুনা মৃত্যুদশাগ্রস্ত হইয়াছেন! তুমি কি জন্য মদীয় পিতা ধর্ম্মবৎসল মহারাজ দশরথকে বিনষ্ট করিলে? হা! প্রব্রাজিত হইয়া, রামই বা কেন অরণ্যে গমন করিলেন! জননি! পুত্রশোক-তাপিতা কৌসল্যা ও সুমিত্রা দেবী যে তোমার সংসর্গ লাভ করিয়াও জীবিতা থাকিবেন, ইহা নিতান্ত দুষ্কর! গুরুগণের প্রতি যেরূপ ব্যবহার কর্তব্য, তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ সেই ধর্ম্মাত্মা আর্য্য রাম, স্বীয় জননীর ন্যায়, তোমার প্রতি উত্তম ব্যবহার করিতেন। সেইরূপ মদীয় জ্যেষ্ঠ মাতা সেই দীর্ঘদর্শিনী কৌসল্যা দেবীও ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া, ভগিনীর ন্যায়, তোমার প্রতি ব্যবহার করিয়া থাকেন! হে পাপাচারিণি! তুমি তাঁহার পুত্র মহাত্মা রামকে চীরবসন পরিধান করাইয়া বনে প্রস্থাপিত করত কেন শোক করিতেছ না! হা! সেই বিশুদ্ধাত্মা, অপাপদর্শী, যশস্বী ও শৌর্য্যশালী রামকে প্রব্রাজিত ও চীরবাসা করিয়া তুমি কি ফল দেখিতে পাইতেছ? হে লুব্ধে! আমার বোধ হইতেছে যে, রঘুনন্দন রামের প্রতি আমার যাদৃশী ভক্তি আছে, তাহা তুমি অবগত নহ; তজ্জন্যই আমার রাজ্য নিমিত্ত এই মহান্ অনর্থ উপস্থিত করিয়াছ! আমি সেই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিতে না পাইয়া কোন্ শক্তিপ্রভাবে রাজ্য রক্ষা করিতে উৎসাহী হইতে পারি! যেরূপ সুমেরু পর্ব্বত আত্ম রক্ষার্থে স্বজাত অরণ্য আশ্রয় করে, সেইরূপ ধর্ম্মাত্মা মহারাজ দশরথও আত্মরক্ষার্থে সেই বলশালী মহাতেজা রামকে আশ্রয় করিয়াছিলেন; অতএব আমি কোন্ বীর্য্যবলে, কি প্রকারে, মহাবৃষভের বহনীয়-সুদুর্ব্বহ-ভারপ্রাপ্ত অপ্রাপ্তবয়স্ক বৃষভের ন্যায়, এই মহাভার বহন করিতে পারিব? যদিও আমি বুদ্ধিবল ও যোগবলদ্বারা রাজ্যশাসন করিতে পারি, তথাপি হে পুত্ররাজ্যাভিলাষিণি! তোমার অভিলাষ সফল করিব না! হে পাপনিশ্চয়ে! যদি রাম তোমাকে নিরন্তর মাতৃতুল্য না দেখিতেন, তবে তোমাকে পরিত্যাগ করিতেও আমি অনিচ্ছু হইতাম না! হে সাধুচরিত্র-বিহীনে! এই ইক্ষ্বাকুবংশে সর্ব্বজ্যেষ্ঠই রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া থাকেন, এবং অপরাপর ভ্রাতারা যত্ন-

পরায়ণ হইয়া তাঁহার আদেশানুবর্ত্তী হন; অতএব হে পাপদর্শিনি! অস্মদীয় পূর্ব্ব পুরুষদিগের নিন্দিতা জ্যেষ্ঠসত্ত্বে কনিষ্ঠের রাজ্যবিষয়িণী এই বুদ্ধি তোমার কিপ্রকারে উৎপন্ন হইল? হে নৃশংসচরিত্রে! আমার বোধ হইতেছে যে, তুমি রাজধর্ম্ম বা তদীয় শাশ্বতী গতি অবগতা নহ; কেন না জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যে অভিষেক করারূপ ধর্ম্ম সকল রাজারাই তুল্য; বিশেষত ইক্ষ্বাকুবংশীয়েরা সর্ব্বতোভাবেই ঐ ধর্ম্মের অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন! অধুনা তোমার সংসর্গে সেই ধর্ম্মমাত্রপ্রতিপালক ও সচ্চরিত্রশোভিত ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের সচ্চরিত্র-নিবন্ধন অহঙ্কার বিনষ্ট হইল! অয়ি সৌভাগ্যবতি! তুমিও নরেন্দ্রকুলে সম্ভূতা হইয়াছ, সুতরাং তোমারই বা কিপ্রকারে এরূপ চিত্তবিভ্রম ঘটিল? সে যাহা হউক, হে পাপনিশ্চয়ে! তোমা হইতেই আমার প্রাণান্তকর এই ব্যসন উপস্থিত হইয়াছে; আমি তোমার অভিলাষ সফল করিব না; পরন্তু এখনই তোমার অপ্রিয় সাধনার্থ সেই স্বজনপ্রিয় ভূরিতেজা রামকে বন হইতে নিবৃত্ত করিব, এবং দাসের ন্যায়, সমাহিত চিত্তে তাঁহার সেবা করিব।"

মহাত্মা ভরত জননীকে সেই অপ্রিয়বাক্যসমূহদ্বারা আঘাত করিয়া সমধিক শোকার্ত্ত হইয়া, মন্দরকন্দরস্থিত সিংহের ন্যায় চীৎকার করিতে লাগিলেন।

ইতি ত্রিসপ্তত সর্গ॥ ৭৩॥

চতুঃসপ্তত সর্গ।

তৎকালে ভরত মাতাকে সেইরূপে নিন্দা করিয়া সমধিক ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "হে নৃশংসচরিতে কৈকেয়ি! তুমি রাজ্যভ্রষ্টা হও। হে দুরাচারে! তুমি ধর্ম্ম-কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়াছ; অতএব তুমি আর স্বামীর উদ্দেশে রোদন করিও না! রাম বা নিয়ত ধর্ম্মনিরত রাজা দশরথ তোমার কি অপকার করিয়াছিলেন যে, তোমা হইতে তাঁহাদিগের এককালীন বিবাসন ও মৃত্যু ঘটিয়াছে? কৈকেয়ি। এই বংশ নষ্ট করায়, তোমার ভ্রূণহত্যা-নিমিত্তক পাপ হইয়াছে; তুমি নরকে গমন কর, মদীয় পিতার সালোক্য লাভ করিও না। কেন না এই ভয়ানক কার্য্যদ্বারা তোমার মহৎ পাপ হইয়াছে, এবং তুমি সর্ব্বলোকপ্রিয় রামকে বিবাসিত করিয়া আমারও ভয় উৎপাদন করিয়াছ। হা! তোমার জন্যই পিতার বিনাশ হইল, রাম অরণ্যবাসী হইলেন, এবং আমিও অযশোভাগী হইলাম! হে নৃশংসচরিতে রাজ্যকামুকে! তুমি আমার মাতৃরূপি শত্রু! হে দুরাচারে স্বামিঘাতিনি! তুমি আর আমার সহিত সম্ভাষা করিও না! হে কুলদূষিণি! কৌসল্যা, সুমিত্রা ও অন্যান্য মাতারা তোমার নিমিত্তই মহৎ দুঃখে আক্রান্তা হইলেন! আমার বোধ হইতেছে যে, তুমি সেই ধী-সম্পন্ন ধর্ম্মরাজ অশ্বপতির কন্যা নহ; পরন্তু পিতার কুলকলঙ্কিনী হইয়া তাঁহার ঔরসে রাক্ষসী জন্মিয়াছ! যেহেতু তুমি বীর্য্যসম্পন্ন নিত্য সত্যপরায়ণ ধার্ম্মিক রামকে বিবাসিত ও মদীয় পিতা রাজা দশরথকে স্বর্গগত করিলে! হে পাপপ্রধানে! তুমি আমাকে পিতৃহীন, ভ্রাতৃদ্বয়পরিত্যক্ত ও সমস্ত লোকের অপ্রীতিভাজন করিয়া স্বীয় সেই পাপ আমার উপরেই নিক্ষেপ করিয়াছ! হে পাপনিশ্চয়ে! তুমি সেই ধর্ম্মনিরতা কৌসল্যা দেবীকে পতিপুত্রবিহীনা করিয়া নরক গমনের যোগ্যা হইয়াছ; পরন্তু তুমি যে কোন্ নরকে গমন করিবে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না! হে ক্রূরাচারে! আমাদিগের পিতৃতুল্য মান্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সেই কৌসল্যাগর্ভসম্ভূত রামকে কেন তুমি নিরন্তর বন্ধুগণের আশ্রয় বোধ করিতেছ না।

বান্ধবমাত্রই প্রিয় হইয়া থাকে; পরন্তু পুত্র মাতার সমধিক প্রিয় হয়; কেননা সে তাঁহার অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ও হৃদয় হইতে জন্মগ্রহণ করে। দেখ, একদা দেবগণসম্মতা গোমাতা ধর্ম্মনিরতা সুরভি দেবী পৃথিবীতলে লাঙ্গলবাহী পুত্রদ্বয়কে অচেতনপ্রায় দেখিয়াছিলেন।

তিনি সেই দুই পুত্রকে অর্দ্ধ দিবস লাঙ্গল বহনান্তে পরিশ্রান্ত দেখিয়া তাহাদিগের শোকে বাষ্পপূর্ণনয়নে রোদন করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে মহাত্মা দেবরাজ ইন্দ্র সেই প্রদেশের অধোভাগ দিয়া গমন করিতেছিলেন। সহসা তাঁহার শরীরে সেই সুরভি গন্ধযুক্ত সূক্ষ্ম অশ্রুবিন্দু সকল পতিত হইল। পরে তিনি চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করত দেখিতে পাইলেন যে, যশস্বিনী সুরভি দেবী আকাশমণ্ডলে অবস্থানপূর্ব্বক অতীব দুঃখিতা ও দৈন্যসমন্বিতা হইয়া রোদন করিতেছেন। তাঁহাকে শোকে সন্তাপিতা দেখিয়া, দেবরাজ বজ্রধর ইন্দ্র উদ্বিগ্ন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে এই বাক্য বলিলেন, 'হে সর্ব্বলোকহিতৈষিণি! আপনার কি নিমিত্তে এই শোক উপস্থিত হইয়াছে, তাহা বলুন; কোন ব্যক্তি হইতে ত আমাদিগের কোন মহৎ ভয় উপস্থিত হয় নাই?'

ধীসম্পন্ন দেবরাজকর্ত্তৃক সেইরূপে আভাষিতা হইয়া, ধৈর্য্যান্বিতা বাক্যবিশারদা সুরভি দেবী তাঁহাকে এই বাক্যে প্রত্যুক্তি করিলেন, "হে অমরাধিপ! পাপ শান্ত হউক! তোমাদিগের কাহা হইতেও কিঞ্চিৎ ভয় উপস্থিত হয় নাই; আমি বিষম-দেশ-স্থিত ও শোকমগ্ন ঐ দুই পুত্রকে কৃশ, সূর্য্যরশ্মি-প্রতাপিত, দৈন্যসমন্বিত ও দুরাত্মা কর্ষক-কর্ত্তৃক তাড্যমান দেখিয়া শোক করিতেছি। উহারা আমার শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং উহাদিগকে ভারপীড়িত ও দুঃখিত অবলোকন করিয়াই, আমি পরিতাপান্বিত হইতেছি; কেন না পুত্র হইতে প্রিয় আর কেহই নাই।"

অনন্তর সর্ব্বলোকেশ্বর ইন্দ্র, যাহার সহস্র সহস্র পুত্রে এই সমস্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, সেই সুরভি দেবীকে পুত্রজন্য শোক করিতে দেখিয়া, পুত্র হইতে কেহই সমধিক প্রিয় নয়, ইহা অবধারণ করিলেন। তিনি স্বীয় গাত্রে সুরভির সেই দিব্য-গন্ধযুক্ত অশ্রুনিপাত অবলোকন করিয়া তাঁহাকে সমধিক স্নেহবতী বোধ করিলেন।

"মাতঃ! যিনি লোকরক্ষাভিলাষে সমস্ত প্রাণীর প্রতি তুল্য ব্যবহার করিয়া থাকেন,— কাহারও চরিত্র যাঁহার চরিত্রের সাদৃশ্য ধারণ করিতে পারে না, এবং যিনি স্বাভাবিক চেষ্টা-সমুদায়দ্বারাই সমধিক-গুণবতী, সেই শ্রীমতী সুরভি দেবী সহস্র সহস্র পুত্রবতী হইয়াও যখন পুত্রের জন্য শোকাক্রান্তা হইয়াছিলেন, তখন একমাত্র পুত্র রামব্যতিরেকে যাঁহাকে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে, সেই কৌসল্যা দেবীর কথা আর কি আছে? তুমি সেই একমাত্র পুত্রবতী সাধ্বী কৌসল্যা দেবীকে পুত্রবিহীনা করিয়াছ; অতএব তোমাকে নিরন্তর, কি ইহলোক, কি পরলোক, সর্ব্বত্রই দুঃখ লাভ করিতে হইবে! পরন্তু আমি পিতা ও ভ্রাতার নিকট সম্পূর্ণরূপে সেই দোষের ক্ষালন করিয়া স্বীয় যশোবৃদ্ধি করিব, ইহাতে সংশয় নাই। আমি সেই কোশলপতি মহাবাহু মহাবল রামকে এখানে আনয়ন করিয়া তাঁহার প্রতিনিধি হইয়া স্বয়ংই মুনিগণসেবিত অরণ্যে প্রবেশ করিব; পরন্তু হে পাপমনোরথে পাপাচারিণি! তোমা হইতে যে পাপ অনুষ্ঠিত হইয়াছে, আমি তাহার ভার বহন করিতে পারিব না; কেন না অধুনা পৌরগণ রামশোকে অশ্রুব্যাপ্তকণ্ঠ হইয়া আমারই মুখাবেক্ষণ করিয়া রহিয়াছে। অতএব হয়, তুমি অগ্নিতে বা দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ কর, অথবা কণ্ঠে রজ্জু বন্ধন করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ কর! তোমার আর অন্য গতি নাই! সেই সত্যপরাক্রমশালী রাম পৃথিবীরাজ্য লাভ করিলে, আমিও কৃতকৃত্য হইব, এবং আমার কলঙ্কও উৎসারিত হইবে।"

ঐরূপ বলিয়া, সেই শত্রুতাপন নৃপনন্দন ভরত, ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায়, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত, তোমর ও অঙ্কুশদ্বারা তাড়িত বন্য হস্তীর ন্যায়, ভূতলে পতিত হইলেন,—তিনি শিথিলবসন, স্খলিতভূষণ ও অত্যন্ত রক্তনয়ন হইয়া, উৎসবান্তে ইন্দ্রধ্বজের ন্যায়, ভূতলে পতিত হইলেন।

ইতি চতুঃসপ্ততি সর্গ॥ ৭৪॥

পঞ্চসপ্তত সর্গ।

অনন্তর দীর্ঘকালপরে সংজ্ঞালাভপূর্ব্বক উত্থিত হইয়া, সেই বীর্য্যবান্ ভরত অশ্রুপূর্ণ-নয়নদ্বয়দ্বারা জননীকে দীনভাবাপন্না দেখিয়া অমাত্যগণের সমক্ষে তাঁহাকে নিন্দা করত কহিলেন, "আমি রাজ্য কামনাও করি না, এবং জননীর সহিত মন্ত্রণা করিতেও অভিলাষ করি না! রাজা দশরথ যে অভিষেক অবধারণ করিয়াছিলেন, তাহাও আমি জানি না, কেন না আমি তখন শত্রুঘ্নের সহিত এখান হইতে বহু দূর দেশে অবস্থান করিতেছিলাম। মহাত্মা রাম, সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ও সীতা দেবীর যে প্রকারে বিবাসন হইয়াছে, আমি তাহার কিছুই অবগত নহি!"

সেই মহাত্মা ভরত সেইরূপে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলে, কৌসল্যা দেবী তদীয় শব্দ বোধ করিয়া সুমিত্রা দেবীকে ইহা বলিলেন, "সেই ক্রূরকার্য্যা কেকয়ীর পুত্র দীর্ঘদর্শী ভরত আগমন করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে দেখিতে বাসনা করি।"

সেই বিবর্ণবদনা অচেতনপ্রায়া শোককৃশা কৌসল্যা দেবী সুমিত্রা দেবীকে ঐরূপ বলিয়া, যথায় ভরত আছেন, সেই প্রদেশ উদ্দেশে কাঁপিতে কাঁপিতে প্রস্থান করিলেন। তখন সেই রাজনন্দন ভরত শত্রুঘ্নের সহিত, যে পথ দিয়া কৌসল্যা দেবীর আবাসে যাওয়া যায়, সেই পথ দিয়া প্রস্থিত হইলেন। অনন্তর ভরত ও শত্রুঘ্ন দুঃখার্ত্তা কৌসল্যা দেবীকে ভূতলপতিতা ও অচেতনপ্রায়া অবলোকন করিয়া দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করত রোদন করিতে লাগিলেন। তখন সেই মনস্বিনী আর্য্যা কৌসল্যা দেবী অতীব দুঃখার্ত্তা হইয়াও রোদন করত তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া দুঃখবশত ভরতকে ইহা বলিলেন, "হে রাজ্যাভিলাষিন্! তুমি এই অকণ্টক রাজ্য লাভ করিলে! হা! কেকয়ীকর্ত্তৃক ক্রূরকার্য্যদ্বারা অতিশীঘ্র তোমার রাজ্য সম্পাদিত হইল! হা! ক্রূরদৃষ্টিশালিনী কেকয়ী মদীয় পুত্র রামকে চীরবাসা ও বনবাসী করিয়া কি ফল দেখিতেছ? সে যাহা হউক, এখন মদীয় পুত্র সেই মহাযশা হিরণ্যনাভ রাম যথায় আছেন, কেকয়ীর আমাকেও তথায় প্রস্থাপন করা উচিত। অথবা আমি স্বয়ংই সুমিত্রা দেবীর সহিত অগ্নিহোত্রকে অগ্রে করিয়া, যে পথ দিয়া রঘুনন্দন রাম গিয়াছেন, সেই পথ দিয়া প্রস্থান করিব। কিংবা তোমার ইচ্ছা হয়, তুমি স্বয়ং আমাকে তথায় লইয়া চল, যথায় অধুনা আমার পুত্র পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম তপস্যা করিতেছেন। সেই কেকয়ীকর্ত্তৃক হস্তী, অশ্ব ও রথপরিব্যাপ্ত ধনধান্যসমাকুল এই সুবিস্তীর্ণ রাজ্য তোমাতে ন্যাসস্বরূপে রক্ষিত হইয়াছে।"

নিষ্পাপ ভরত কৌসল্যা দেবীকর্ত্তৃক সেইরূপ বহুবিধ কুটিলবাক্যে অতীব ভর্ৎসিত হইয়া ব্রণোপরি সূচীদ্বারা আঘাত করিলে যাদৃশী ব্যথা হয়, সেইরূপ ব্যথিত হইলেন। তিনি তাঁহার চরণে পতিত ও সম্যক্ ব্যাকুলচিত্ত হইয়া বিবধ বিলাপ করত সংজ্ঞা রহিত হইলেন। পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া, বদ্ধাঞ্জলি হইয়া তাদৃশ বিলাপকারিণী বিবিধশোকারৃতা কৌসল্যা দেবীকে এই বাক্যে প্রত্যুক্তি করিলেন, "হে আর্য্যে! আমি এ বিষয় কিছুই জানি না; আমার এ বিষয়ে কিছুমাত্র পাপ নাই; আপনি কেন বৃথা আমাকে নিন্দা করিতেছেন; আপনি ত জানেন যে, আমার সেই রঘুনন্দন রামের প্রতি মহতী প্রীতি আছে। সেই সাধুপ্রবর সত্যসন্ধ আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, তাহার কোন কালেই সত্য-শাস্ত্রানুগামিনী বুদ্ধি না হউক! আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, সে ব্যক্তি পাদদ্বারা শয়ানা গবীকে তাড়না করুক, পাপীয়ান্ ব্যক্তিদিগের ভৃত্য হউক, এবং সূর্য্যাভিমুখে মূত্র ও পুরীষ পরিত্যাগ করুক। আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, মহৎ কার্য্য করাইয়া ভৃত্যকে বেতন না দিলে, ভর্ত্তার যে অধর্ম্ম হয়, সেই ব্যক্তির সেই অধর্ম্ম হউক! আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, পুত্রবৎ প্রজাপালনকারী রাজার বিদ্রোহকারী ব্যক্তির যে পাপ হয়, সেই ব্যক্তি

সেই পাপ লাভ করুক! আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, ষড়্‌ভাগ কর লইয়া প্রজাদিগকে রক্ষা না করিলে রাজার যে অধর্ম্ম হয়, সেই ব্যক্তির সেই অধর্ম্ম হউক! আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, তপস্বীদিগকে যজ্ঞের দক্ষিণা দিতে অঙ্গীকার করিয়া, যে তাহা পালন না করে, তাহার যে পাপ হয়, সেই ব্যক্তি সেই পাপ লাভ করুক। আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, সেই ব্যক্তি হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহে সমাকুল এবং শস্ত্রগণ-পরিব্যাপ্ত যুদ্ধক্ষেত্রে সাধুগণের আচরিত ধর্ম্ম আচরণ না করুক! আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, সেই দুষ্টাত্মা ব্যক্তি ধী-সম্পন্ন গুরুকর্ত্তৃক যত্নসহকারে উপদিষ্ট অতি সূক্ষ্মার্থ বিষয়ক শাস্ত্র বিস্মৃত হউক! সেই পৃথুলবাহু বিশালজত্রু এবং চন্দ্র ও সূর্য্যতুল্য তেজস্বী আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, সে তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত অবলোকন করিতে না পাউক! আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, সেই নির্দ্দয় ব্যক্তি বৃথা ছাগমাংস, পায়স ও কৃশর ভক্ষণ করুক, এবং গুরুদিগের অবজ্ঞাকারী হউক! আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, সে পাদদ্বারা গো শরীর স্পর্শ করুক, এবং গুরুদিগের নিন্দাকারী ও অত্যন্ত মিত্রদ্রোহী হউক! আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, সেই দুষ্টাত্মা ব্যক্তি কাহারও বিশ্বাস বশত গোপনে কথিত কোন পরিবাদ বিষয়ক বাক্য প্রকাশ করুক! আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, সেই নির্লজ্জ অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি কাহারও প্রত্যুপকার না করুক, এবং সকল প্রাণীর বিদ্বেষভাজন হইয়া সমস্ত প্রাণিকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হউক! আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, সে দারা, পুত্র ও ভৃত্যগণে পরিবারিত হইয়া, গৃহে থাকিয়াও একাকীই উৎকৃষ্ট অন্ন ভক্ষণ করুক! আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, সে সদৃশী ভার্য্যা লাভ না করিয়া অগ্নিহোত্রহবনাদি ধর্ম্ম্য কর্ম্মে অক্ষম ও পুত্রবিহীন হইয়া মরুক! আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, সে পত্নীগর্ভসম্ভূত পুত্রকে অবলোকন না করিয়া দুঃখিত হউক, এবং সম্পূর্ণ পরমায়ু লাভ না করিয়া মরুক! আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, সে নিরন্তর লাক্ষা, মধু, মাংস, লৌহ ও বিষ বিক্রয় করিয়া পোষ্যবর্গকে পোষণ করুক, এবং রাজা, স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধদিগের বধে আর অনুগত ভৃত্যের পরিত্যাগে শাস্ত্রে যে পাপ উক্ত হইয়াছে, তাহার সেই পাপ হউক! আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, যুদ্ধে শত্রুপক্ষ বৃদ্ধিযুক্ত হইয়া ভয়ঙ্কর হইলে, সে পলায়মান হইয়া নিহত হউক! আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, সে, উন্মত্তের ন্যায়, চীরবাসা ও নৃকপালধারী হইয়া ভিক্ষা করত পৃথিবী পর্য্যটন করুক! আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, সে নিয়ত মদ্য, স্ত্রী ও অক্ষক্রীড়ায় আসক্ত এবং কাম ও ক্রোধে অভিভূত হউক! আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, সে অপাত্রে দান করুক, এবং তাহার মন স্বধর্ম্মে আসক্ত না হউক, প্রত্যুত সে অধর্ম্মাবলম্বী হউক! আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, তাহার সঞ্চিত নানা প্রকার সহস্র সহস্র ধন দস্যুগণকর্ত্তৃক অপহৃত হউক! আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে শয়নকারী ব্যক্তির শাস্ত্রে যে পাপ কথিত হইয়াছে, তাহার সেই পাপ হউক, এবং গৃহে অগ্নিদাতা, গুরুপত্নীগামী ও মিত্রদ্রোহী ব্যক্তির যে পাপ হয়, সে সেই পাপ লাভ করুক! আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, সে দেবতাদিগের পিতৃগণের ও মাতা-পিতার শুশ্রূষা না করুক! আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন,

সে এখনই অতি শীঘ্র সাধুদিগের গম্য লোক, সাধুদিগের কীর্ত্তি ও সাধুদিগের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হউক! সেই বিশাল বক্ষঃস্থল মহাবাহু আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, সে মাতৃশুশ্রূষা পরিত্যাগ করিয়া অনর্থক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকুক! আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, সে দরিদ্র অথচ বহুভৃত্যশালী ও জ্বররোগাক্রান্ত হইয়া নিরন্তর ক্লেশ ভোগ করুক! আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, সে উর্দ্ধমুখ হইয়া স্তবকারী দীনভাবাপন্ন যাচকদিগের আশা বিফল করুক! আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, সেই অধার্ম্মিক, অপবিত্র ও ক্রূরস্বভাব পুরুষ রাজভয়ে ভীত না হইয়া ছলদ্বারা রতিকার্য্য সমাধান করুক! আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, সেই দুষ্টাত্মা ব্যক্তি ঋতুস্নাতা ও ঋতুরক্ষার্থ অনুরোধকারিণী সতী ভার্য্যার অনুরোধ রক্ষা না করুক! আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, বংশ-হীন ব্রাহ্মণের যে পাপ হয়, সে সেই পাপ লাভ করুক! আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, সেই পাপনিরতেন্দ্রিয় ব্যক্তি অভিনব-বৎসা গবীকে দোহন করুক, এবং ব্রাহ্মণের নিমিত্ত কল্পিত পূজার বিঘ্নকারী হউক! আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, সেই ধর্ম্মবিরত মূঢ় ব্যক্তি ধর্ম্মপত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া পর-দারার সেবা করুক! আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, যে ব্যক্তি পান করিতে বিষদূষিত জল প্রদান করেন, তাহার যে পাপ হয়, এবং যে ব্যক্তি বিষমিশ্র অন্ন ভক্ষণ করিতে দেয়, তাহার যে পাপ হয়, সে একাকীই সেই উভয় পাপ লাভ করুক! আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, যে ব্যক্তি পানীয় সত্ত্বে তৃষার্ত্ত ব্যক্তিকে বঞ্চনা করে, তাহার যে পাপ হয়, সেই ব্যক্তি সেই পাপ লাভ করুক! অপিচ আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, স্ব স্ব ইষ্টদেবের প্রতি ভক্তিবশত স্ব স্ব সম্প্রদায় প্রচলিত শাস্ত্র অবলম্বনপূর্ব্বক বিবদমান শাক্তশৈব প্রভৃতি উপাসকদিগের বিবাদভঞ্জনে সমর্থ হইয়াও, যে ব্যক্তি বিবাদভঞ্জন করিয়া না দিয়া তাহা অবলোকন করে, তাহার যে পাপ হয়, সেই ব্যক্তি সেই পাপ লাভ করুক!"

রাজনন্দন ভরত সেইরূপে পতিপুত্রবিহীনা কৌসল্যা দেবীকে আশ্বাস প্রদান করত দুঃখিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তখন সেই ভরত বিবিধ শোকে সন্তপ্ত হইয়া অতি-কঠোর শপথদ্বারা শপথ করত অচেতনবৎ হইলে, কৌসল্যা দেবী তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "পুত্র! তুমি বিবিধ শপথ করিয়া আমার প্রাণে পীড়া প্রদান করিতেছ,—তোমার ঈদৃশ শপথ করা আমার অতীব দুঃখদায়ক হইতেছে! বৎস! ভাগ্যানুসারেই তোমার অন্তঃকরণ ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হয় নাই। সে যাহা হউক, এখন যদি সত্য-প্রতিজ্ঞ হও, তবে সাধুগণের গম্য লোকে গমন করিবে।"

কৌসল্যা দেবী অতীব দুঃখিতা হইয়া সেইরূপ বলিয়া ভ্রাতৃবৎসল মহাবাহু ভরতকে ক্রোড়ে করিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। দুঃখার্ত্ত হইয়া ঐরূপ বিলাপ করিতে করিতে, মহাত্মা ভরতেরও মন শোকা-বেগে ও মোহে আকুল হইল। তিনি ভূতলে পতিত, অচেতনপ্রায় ও অবসন্ন চিত্ত হইয়া মুহুর্ম্মুহুঃ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত বিলাপ করিতে থাকিলে, সেই রজনী যেন তাঁহার শোকেই অতীতা হইল।

ইতি পঞ্চসপ্তত সর্গ ॥ ৭৫ ॥

ষট্‌সপ্তত সর্গ।

শ্রেষ্ঠবাক্যবক্তা বাগ্মিপ্রবর বসিষ্ঠ ঋষি তাদৃশ শোকাকুল কেকয়ীতনয় ভরতকে ইহা বলিলেন, "হে যশঃসম্পন্ন রাজপুত্র! তোমার মঙ্গল হউক,—তুমি শোক করিও না; সময় উপস্থিত, রাজা দশরথের প্রেতসংকার কর।"

ধর্ম্মজ্ঞ ভরত বসিষ্ঠ ঋষির বাক্য শ্রবণ করিয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্ব্বক তদীয় বাক্যানুসারে অমাত্যগণ দ্বারা প্রেতকার্য্যের আবশ্যকীয় সমস্ত দ্রব্য সংগ্রহ করিলেন। অনন্তর তিনি সেই মহীপতি দশরথকে তৈলপূর্ণ কটাহ হইতে উত্তোলনপূর্ব্বক অগ্রে ভূতলে স্থাপন করিয়া পরে নানাবিধ রত্নশোভিত উৎকৃষ্ট শয়নে সন্নিবেশিত করিলেন। তৎকালে রাজার বদনমণ্ডল পীতবর্ণ হইয়াছিল, তথাপি তাঁহাকে যেন প্রসুপ্ত বোধ হইতে লাগিল। পরে ভরত তাঁহাকে উদ্দেশিয়া অত্যন্ত দুঃখিতভাবে এরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন, "হে রাজন্! আপনার এ কি অভিপ্রায় হইয়াছে?—হে মহারাজ! আমি স্থানান্তরে গমন করিলে, আপনি মহাবলশালী ধর্ম্মজ্ঞ রাম ও লক্ষ্মণকে বিবাসিত করিয়া, যাঁহার কার্য্যে কাহারও ক্লেশ হয় না, সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ রামকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত এই দুঃখিত ব্যক্তিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক কোথায় গমন করিতেছেন? হে পিতঃ! আপনি স্বর্গে গমন করিলেন, এবং রামও বনবাসী হইয়াছেন; অধুনা আপনার এই নগরীতে কে আর প্রজাগণের যোগ-ক্ষেম বিধান করিবে? হে রাজন্! এই পৃথিবী দেবী আপনার মরণে বিধবা হইয়া দীপ্তি পাইতেছেন না; আমার বোধ হইতেছে যে, এই নগরী চন্দ্রবিহীনা রজনীর সাদৃশ্য লাভ করিয়াছে।"

ভরত দীনমনা হইয়া সেইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলে, মহামুনি বসিষ্ঠ তাঁহাকে আবার এই কথা বলিলেন, "হে মহাবাহো! এই রাজার ঔর্দ্ধদেহিক প্রভৃতি যে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে; তুমি বিচার পরিত্যাগপূর্ব্বক অবিচলিত চিত্তে তৎসমস্ত সমাধা কর।"

অনন্তর ভরত "যে আজ্ঞা" বলিয়া বসিষ্ঠ ঋষির সেই বাক্য অভিনন্দনপূর্ব্বক ঋত্বিক্, পুরোহিত ও আচার্য্যদিগকে স্ব স্ব কার্য্য সমাধানার্থ, সর্ব্বতোভাবে ত্বরান্বিত করিলেন। তখন নরেন্দ্র দশরথের অগ্নিহোত্রাগার হইতে যে সমস্ত অগ্নি তথায় আনীত হইয়াছিল, ঋত্বিক্ ও যাজকগণ সেই সমস্ত অগ্নিতেই যথাবিধি হোম করিলেন। অনন্তর পরিচারকবর্গ দুঃখিত মানস ও বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠ হইয়া সেই মৃত মহীপতিকে শিবিকা মধ্যে আরোপণ করিয়া বহন করিতে লাগিল, এবং রাজার অগ্রে অগ্রে অনেক ব্যক্তি স্বর্ণ, হিরণ্য ও বহুবিধ বস্ত্র রাজপথে বিকীরণ করত যাইতে থাকিল। সেই সময়ে অপর কয়েক ব্যক্তি চিতামধ্যে সরল পদ্মক ও দেবদারু কাষ্ঠ এবং চন্দন, অগুরু, নির্য্যাস (গুগ্‌গুলাদি) ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট গন্ধদ্রব্য নিক্ষেপ করিল। পরে তদীয় ঋত্বিক্‌গণ সেই চিতাস্থানে উপস্থিত হইয়া রাজাকে তন্মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া হুতাশনে হবনপূর্ব্বক তৎকালোচিত মন্ত্র সমস্ত জপ করিলেন, এবং সমাগত ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রানুসারে সাম গান করিলেন। সেই সময়ে রাজমহিলারা বৃদ্ধগণে পরিবৃতা হইয়া যথাযোগ্য শিবিকা ও রথাদিদ্বারা নগরী হইতে নির্গতা হইলেন। পরে ঋত্বিকগণ ও কৌসল্যা প্রভৃতি রাজমহিলারা অতীব শোকতাপিতা হইয়া সেই অগ্নিব্যাপ্ত নরপতিকে প্রদক্ষিণ করিলেন। সেই সময়ে দীনভাবে রোদনকারিণী সহস্র সহস্র দুঃখার্ত্তা নারীদিগের, ক্রৌঞ্চীদিগের ন্যায়, রোদনধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। অনন্তর রাজমহিলারা ব্যাকুলমানসা হইয়া রোদনপূর্ব্বক বারম্বার বিলাপ করত সরযূতীরে যাইয়া স্ব স্ব যান হইতে অবতরণ করিলেন। পরে সেই সমস্ত রাজমহিলা, পুরোহিত ও অমাত্যেরা ভরতের সহিত উদককার্য্য সমাধা করিয়া পুরীতে প্রবেশপূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণ নয়নে ভূমিতলে থাকিয়া অতিদুঃখে দশ দিবস অতিবাহন করিলেন।

ইতি ষট্‌সপ্তত সর্গ ॥ ৭৬ ॥

সপ্তসপ্তত সর্গ।

অনন্তর দশ দিবস অতীত হইলে, একাদশ দিবসে রাজনন্দন ভরত কৃতশৌচ হইয়া পঃ

দিবসে শ্রাদ্ধকার্য্য সমস্ত ঋত্বিগ্‌গণদ্বারা সম্পাদন করিলেন। পরে তিনি পিতা রাজা দশরথের পারত্রিক মঙ্গলার্থ ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর অন্ন, ধন, রত্ন, রজত এবং অনেক ছাগ, গো, দাস, দাসী ও বৃহৎ বৃহৎ গৃহ সমস্ত দান করিলেন। অনন্তর ত্রয়োদশ দিবসে প্রভাত সময়ে সেই মহাবাহু ভরত শোকে কাতর হইয়া কিয়ৎকাল বিলাপ করিলেন। পরে তিনি পিতার অস্থিচয়নার্থ তদীয় চিতা সমীপে যাইয়া অতি দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে উদ্দেশিয়া বাষ্পগদ্গদ স্বরে ইহা বলিলেন, "হে পিতঃ! আপনি যাঁহার প্রতি আমার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রঘুনন্দন রাম বনে গমন করিলে, আপনি আমাকে শূন্যা নগরীতে পরিত্যাগ করিলেন! রাজন্! যাঁহার একমাত্র গতি পুত্র অরণবাসী হওয়ায় অপর গতি নাই, হে পিতঃ! আপনি সেই জ্যেষ্ঠা জননী কৌসল্যা দেবীকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলেন?"

অনন্তর ভরত, যথায় পিতার শরীর দগ্ধ হইয়াছে, সেই দগ্ধাস্থিসমাকুল ভস্মসমাচ্ছন্ন ধূসরবর্ণ চিতাস্থান অবলোকন করিয়া বিলাপ করত বিষাদ লাভ করিলেন, এবং দীনভাবে রোদন করত, উথাপন কালে হঠাৎ পতিত যন্ত্রবদ্ধ সমুচ্ছ্রিত ইন্দ্রধ্বজের ন্যায়, ভূতলে পতিত হইলেন। পরে সেই পবিত্র সংকল্প ভরতের অমাত্যেরা, পুণ্যক্ষয়কালে নিপতিত যযাতির নিকটে ঋষিগণের ন্যায়, তাঁহার সমীপে গমন করিলেন। ভরতকে নিতান্ত শোকাতুর দেখিয়া, শত্রুঘ্নও রাজা দশরথকে স্মরণ করিয়া সংজ্ঞাবিহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তিনি পিতার তত্তৎকালীন সেই সেই গুণ সমস্ত স্মরণ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত ও উন্মত্তের ন্যায় সংজ্ঞা রহিত হইয়া এরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন, "হা! মন্থরা যাহার উৎপত্তি স্থান এবং কেকয়ী যাহার গ্রাহ; সেই বরদানরূপ অপার শোকসাগর আমাদিগকে নিমগ্ন করিল!—পিতঃ! আপনি নিরন্তর যাঁহাকে পালন করিয়াছেন, এবং যাঁহার এখনও বালভাব বিগত হয় নাই; সেই সুকুমার ভরত বিলাপ করিতেছেন, তথাপি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া, আপনি কোথায় গমন করিলেন! হা! আপনিই আমাদিগের সকলকে যান, বস্ত্র, আভরণ ও ভোজ্যদ্বারা তর্পিত করিতেন, এক্ষণে তাহা আর কে করিবে! হে বিশুদ্ধচিত্ত ধর্ম্মজ্ঞ মহীপাল! আপনার বিরহে এই পৃথিবীর বিদীর্ণা হওয়াই উচিত; কিন্তু বুঝিতে পারিতেছি না যে, কেন বিদীর্ণা হইতেছে না! রাম অরণ্যবাসী ও পিতা স্বর্গগামী হইলেন, সুতরাং আমার আর জীবন ধারণের কি শক্তি আছে? আমি অগ্নিতে প্রবেশ করিব! আমি পিতা ও ভ্রাতার বিরহে এই ইক্ষ্বাকুবংশীয় পালিতা শূন্যা অযোধ্যা নগরীতে প্রবেশ করিতে পারিব না, বরং তপোবনে প্রবেশ করিব!"

ভরত ও শত্রুঘ্নের তাদৃশ বিলাপ শ্রবণ করিয়া এবং সেই বিপৎ দেখিয়া, তাঁহাদিগের অনুচরগণ সকলেই অতীব আর্ত্ত হইল। তখন ভরত ও শত্রুঘ্ন, উভয়েই শ্রান্ত ও বিষণ্ণ হইয়া, ভগ্নশৃঙ্গ বৃষভদ্বয়ের ন্যায়, ভূমিতলে বিলুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহাদিগের পিতৃপুরোহিত বিশুদ্ধপ্রকৃতি সর্ব্বজ্ঞ বসিষ্ঠ ঋষি তাদৃশাবস্থ ভরতকে উথাপন করিয়া এই বাক্য বলিলেন, "হে সর্ব্বকার্য্যদক্ষ! অদ্য ত্রয়োদশ দিবস হইল, তোমার পিতার দাহকার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াছে; অদ্য তোমাকে কেবল তাঁহার অস্থি চয়নপূর্ব্বক চিতাভূমি শোধন করিতে হইবে; তুমি কেন বৃথা বিলম্ব করিতেছ? ইহলোকে সত্তা উৎপত্তি, বৃদ্ধি, ক্ষয় ও পরিণাম বিনাশ এই বিবিধ দ্বন্দ্ব সকল প্রাণীকেই অবশেষরূপে অধিকার হইয়াছে; কাহারও ঐ বিবিধ দ্বন্দ্ব অতিক্রম করিবার সামর্থ্য নাই; অতএব তোমার এরূপ ব্যাকুল হওয়া উচিত নয়।"

সেই সময়ে তত্ত্বজ্ঞ সুমন্ত্রও শত্রুঘ্নকে উথাপনপূর্ব্বক প্রসাদন করিয়া তাঁহাকে সমস্ত প্রাণীরই উৎপত্তি-বিনাশ শ্রবণ করাইলেন। তৎকালে সেই দুই যশস্বী নরশ্রেষ্ঠ উত্থিত হইয়া পৃথক্ পৃথক্, বর্ষাজলপরিক্লিন্ন ইন্দ্রধ্বজের

ন্যায় বিরাজমান হইলেন। পরে সেই দুই রাজনন্দন সংরক্তলোচন হইয়া বিলাপসহকারে অশ্রু মার্জ্জনা করিতে থাকিলে অমাত্যগণ তাঁহাকে অপরাপর কার্য্যনিমিত্ত ত্বরান্বিত করিলেন।

ইতি সপ্তসপ্তত সর্গ ॥ ৭৭ ॥

অষ্টসপ্তত সর্গ।

অনন্তর ভরত শোকে সম্যক্ তাপিত হইয়া রামসমীপে গমনার্থ তৎপর হইলে লক্ষ্মণানুজ শত্রুঘ্ন তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "যিনি সঙ্কটসময়ে সমস্ত প্রাণিবর্গের আশ্রয়স্বরূপ হইতেন, সেই রাম যে বিপৎকালে আপনার আশ্রয়স্বরূপ হইতে পারিতেন, ইহাতে আর সন্দেহ কি আছে? হায়! তিনি তাদৃশ শক্তিসম্পন্ন হইয়াও মহিলাদ্বারা অরণ্যে বিবাসিত হইলেন! হা! বলবীর্য্যসম্পন্ন লক্ষ্মণই বা কেন পিতার নিগ্রহ করিয়া রামকে মুক্ত করিলেন না! রামবিবাসনের পূর্ব্বে যখন রাজা দশরথ নারীর বশীভূত হইয়া নীতিগর্হিত পথ অবলম্বন করেন, তখনই ন্যায্যান্যায্য বিবেচনা করিয়া তাঁহার নিগ্রহ করা উচিত ছিল!"

লক্ষ্মণানুজ শত্রুঘ্ন সেইরূপ বলিতেছেন, এমত সময়ে কুব্জা সমস্ত আভরণে ভূষিতা হইয়া সেই গৃহের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিতা হইল। তখন সে অঙ্গে চন্দন লেপনপূর্ব্বক রাজার্হ বস্ত্র পরিধান করিয়া যথাস্থানে সেই সেই বহুবিধ ভূষণে বিভূষিতা হইয়াছিল; পরন্ত বহু রজ্জুদ্বারা আবদ্ধা হইয়া, বানরী যেরূপ শোভিতা হয়, সে বিচিত্র মেখলা ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট ভূষণদ্বারা ভূষিতা হইয়া সেইরূপ শোভিতা হইয়াছিল। দৌবারিক সেই নিতান্ত পাপকারিণী কুব্জাকে অবলোকন করিয়াই নির্দ্দয়ভাবে তাহাকে গ্রহণপূর্ব্বক শত্রুঘ্নের নিকট যাইয়া তাঁহাকে ইহা নিবেদন করিল, "যাহার নিমিত্তে রাম বনবাসী হইয়াছেন, এবং আপনাদিগের পিতা মানবদেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন, এই সেই পাপাচারিণী নৃশংসস্বভাবা কুব্জা; আপনি ইহার যেরূপ নিগ্রহ করিতে অভিপ্রায় করেন, ইহার সেইরূপ নিগ্রহ করুন।"

তখন নিতান্ত দুঃখাক্রান্ত শত্রুঘ্ন সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কর্ত্তব্য অবধারণপূর্ব্বক অন্তঃপুরচারী ব্যক্তি সকলকে ইহা বলিলেন, "যাহা হইতে আমার পিতার ও ভ্রাতাদিগের উৎকট দুঃখ ঘটিয়াছে, এই সেই নৃশংস-স্বভাবা কুব্জা; এ সেই কার্য্যের ফলভোগ করুক।"

সেইরূপ বলিয়া, শত্রুঘ্ন বল-পূর্ব্বক সখীগণপরিবৃতা কুব্জাকে গ্রহণ করিলেন। তখন সে চীৎকার করিয়া সেই গৃহ নিনাদিত করিল। অনন্তর তাহার সখীরা সকলে শত্রুঘ্নকে ক্রোধান্বিত দেখিয়া অতীব তাপিত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। পরে তাহারা সকলে মিলিত হইয়া এরূপ মন্ত্রণা করিল, "ইনি যেরূপ উপক্রম করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হইতেছে যে, আমাদিগের কাহাকেও অবশেষ রাখিবেন না; অতএব এক্ষণে আমাদিগের সেই দয়াশীলা বদান্য-স্বভাবা ধর্ম্মজ্ঞা যশস্বিনী কৌসল্যা দেবীর আশ্রয় লওয়া উচিত; তিনিই আমাদিগকে পরিত্রাণ করিতে পারেন।"

এদিকে সেই ক্রোধাক্রান্ত শত্রুশাস্তা শত্রুঘ্ন তখন কুব্জাকে ভূমিতলে পাতিত করিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন; সেও চীৎকারসহকারে রোদন করিতে থাকিল। সেই মন্থরা শত্রুঘ্ন-কর্ত্তৃক ভূমিতলে আকৃষ্যমাণা হইলে, তাহার সেই বিবিধ বিচিত্র ভূষণ সমস্ত ভূমিতলে বিশীর্ণ হইয়া পড়িল। একে ত সেই রাজ-ভবন শোভা-সমন্বিতই ছিল, তাহে আবার তৎকালে তাহাতে সেই সমস্ত ভূষণ বিস্তৃত হওয়ায়, তাহা আরও সমধিক শোভিত হইয়া শরৎকালীন গগণের সাদৃশ্য ধারণ করিল। সেই বলবান্ পুরুষশ্রেষ্ঠ শত্রুঘ্ন ক্রোধ-প্রযুক্ত বল-সহকারে কুব্জাকে গ্রহণ করিয়া কেকয়ীকে ভর্ৎসনা করত বহুতর পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিলেন। কেকয়ী শত্রুঘ্নের সেই সেই অতি দুঃখদায়ক পরুষ বাক্য সকলের দ্বারা অতীব দুঃখিতা ও তাঁহার ভয়ে ত্রাসান্বিতা হইয়া পুত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অনন্তর ভরত

শত্রুঘ্নকে অতীব ক্রোধাক্রান্ত অবলোকন করিয়া তাঁহাকে ইহা বলিলেন, "রমণীরা সমস্ত প্রাণীরই অবধ্যা; অতএব তুমি ইহাকে ক্ষমা কর। যদি সেই ধার্ম্মিক রাম আমাকে 'মাতৃঘাতী' বলিয়া আমার প্রতি অসূয়া না করেন, তবে আমি এই পাপ-স্বভাবা দুষ্টাচারিণী কেকয়ীকে এখনই হনন করি! ভ্রাতঃ! সেই রঘুনন্দন ধর্ম্মাত্মা রাম যদি ইহাও জানিতে পারেন যে, আমরা এই কুব্জাকে হনন করিয়াছি, তবে তিনি তোমার বা আমার সহিত সম্ভাষাও করিবেন না, ইহাতে সন্দেহ নাই।"

ভরতের বাক্য শ্রবণ করিয়া, লক্ষ্মণানুজ শত্রুঘ্ন দোষ-প্রযুক্ত উক্ত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন; সেই মূর্চ্ছাবস্থাপন্না কুব্জাকে পরিত্যাগ করিলেন। পরে অতিদুঃখার্ত্ত সেই কুব্জা কেকয়ীর পদতলে পতিত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত দীনভাবে বিলাপ করিতে লাগিল। তখন ভরত-জননী কেকয়ী দেবী শত্রুঘ্নের আকর্ষণ-প্রযুক্ত মোহাবস্থাপন্না ও অতীব আর্ত্তা সেই কুব্জাকে, বিলীন ক্রৌঞ্চীর ন্যায়, প্রতীয়মানা দেখিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিলেন।

ইতি অষ্টসপ্তত সর্গ ॥ ৭৮।

একোনাশীতিতম সর্গ।

অনন্তর চতুর্দ্দশ দিবসে প্রভাত সময়ে রাজকার্য্য নির্ব্বাহকারী অমাত্যেরা সকলে মিলিত হইয়া ভরতকে এই বাক্য বলিলেন, "যিনি আমাদিগের গুরু হইতেও সমধিক মান্য ছিলেন, সেই রাজা দশরথ জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম মহাবলশালী লক্ষ্মণকে বিবাসিত করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। হে যশঃসম্পন্ন রাজনন্দন! আপনি অধুনা আমাদিগের রাজা হউন; ঘটনাক্রমেই এক্ষণ পর্য্যন্ত এই রাজ্যবাসী লোকেরা নায়কবিহীন হইয়াও কোন অকার্য্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করে নাই। হে রঘুবংশীয় রাজনন্দন! অমাত্য প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ ও পৌরগণ এই সমস্ত অভিষেক দ্রব্য গ্রহণ করিয়া আপনার প্রতীক্ষা করিতেছেন; অতএব হে নরশ্রেষ্ঠ ভরত! আপনি পিতৃপিতামহ প্রাপ্ত এই অক্ষয় রাজ্য গ্রহণ করুন, —স্বয়ং রাজ্যে অভিষিক্ত হউন, এবং আমাদিগকে নিরন্তর পালন করুন।"

অনন্তর সেই কৃতনিশ্চয় ভরত অভিষেক দ্রব্য সমস্ত প্রদক্ষিণ করিয়া সেই সমস্ত ব্যক্তিদিগকে এই বাক্যে প্রত্যুক্তি করিলেন, "আমাদিগের এই বংশে জ্যেষ্ঠেরই রাজত্ব হওয়া উচিত; তোমাদিগেরও এ বিষয় বিদিত আছে; অতএব তোমাদিগের আমাকে এরূপ বলা উপযুক্ত নয়। রাম আমাদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; তিনিই রাজা হইবেন; আমি অরণ্যে যাইয়া চতুর্দ্দশ বর্ষ বাস করিব। আমি সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রঘুনন্দন রামকে বন হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া আনয়ন করিব; তোমরা চতুরঙ্গবলসমন্বিতা মহতী সেনা যোজনা কর। আমি রামকে অভিষেক করিবার জন্য এই সুকল্পিত অভিষেক দ্রব্য সমস্ত অগ্রে করিয়া অরণ্যে গমন করিব, এবং তথায় সেই নরশ্রেষ্ঠ রামকে অভিষেক করিয়া, যজ্ঞশালা হইতে অগ্নির ন্যায়, অগ্রে করত আনয়ন করিব। আমি এই মাতৃনামমাত্রধারিণী মাতার অভিলাষ সফল করিব না; পরন্তু দুর্গম অরণ্যে যাইয়া বাস করিব; রামই রাজা হইবেন। তোমরা শিল্পিগণদ্বারা পথ প্রস্তুত কর, এবং পথিমধ্যে, কি সুগম, কি দুর্গম, সকল স্থানেই এরূপ রক্ষিগণ নিযুক্ত কর, কি যাহারা দুর্গম প্রদেশে অক্লেশে বিচরণ করিতে পারে।"

রাজনন্দন ভরত রামের নিমিত্ত সেইরূপ বলিলে, তত্রত্য সমস্ত ব্যক্তিই তাঁহাকে এই মনোহর উৎকৃষ্ট বাক্যে প্রত্যুক্তি করিলেন, "আপনি জ্যেষ্ঠ রাজনন্দন রামকে পৃথিবী প্রদান করিতে অভিলাষ করিয়া আমাদিগের নিকট যে এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন; তজ্জন্য পদ্মাসনা লক্ষ্মী দেবী আপনাকে আশ্রয় করুন।"

রাজনন্দন ভরতের কথিত সেই অত্যুত্তম বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া আর্য্যদিগের নয়ন

হইতে আনন্দাশ্রু পতিত হইতে লাগিল। অমাত্য ও অপরাপর সভ্যেরা সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, বিগতশোক ও হৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনার বাক্যানুসারেই আপনাদিগের অনুরক্ত রক্ষক ও শিল্পিগণকে সত্বর যাইতে আদেশ করা হইল।"

ইতি একোনাশীতিতম সর্গ॥ ৭৯॥

অশীতিতম সর্গ।

অনন্তর যাহারা পরীক্ষা দ্বারা ভূতলের অধস্তন বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারে, এবং যাহাদিগের সূত্রদ্বারা পরিমাণ করিতে দক্ষতা আছে, সেই খননদক্ষ শৌর্য্যসম্পন্ন খনক, যন্ত্র-পরিচালক, বৈতনিক স্থপতি, যন্ত্রনির্ম্মাণদক্ষ বর্দ্ধকি, বৃক্ষচ্ছেদক, মার্গরক্ষক, সূপকার, সুধা-কার, বংশকার, ও চর্ম্মকারেরা মার্গ নির্ম্মাণার্থ প্রস্থিত হইল। পরিদর্শন দক্ষ মার্গপরিদর্শকেরা তাহাদিগের অগ্রে অগ্রে প্রস্থান করিলেন। সেই বিপুল জনসমূহ হর্ষসহকারে সেই প্রদেশ উদ্দেশে দ্রুত গমন করত, পর্ব্বকালীন সাগ-রীয় মহাতরঙ্গের ন্যায়, শোভা ধারণ করিল। সেই মার্গনির্ম্মাণদক্ষ ব্যক্তিরা খনিত্রদাত্রাদি-বহুবিধ করণ-সমন্বিত হইয়া স্ব স্ব অবসরক্রমে অগ্রে অগ্রে প্রস্থিত হইতে লাগিল। তাহারা বিবিধ বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, স্থাণু ও প্রস্তর সমস্ত ছেদন করত পথ প্রস্তুত করিতে থাকিল। কেহ কেহ বৃক্ষরহিত প্রদেশে বৃক্ষ সকল রোপণ করিল। কেহ কেহ কোন কোন স্থানে টঙ্ক, কুঠার ও দাত্র দ্বারা প্রস্তরাদি ছেদন করিল। কোন কোন বিপুল-বলশালী ব্যক্তিরা দৃঢ়মূল বীরণ স্তম্ব সমস্ত উৎপাটন করিয়া উন্নতানত স্থান সকল সমান করিল। অপর অনেক ব্যক্তি পাংসু দ্বারা কূপ, বিস্তৃত গর্ত্ত ও নিম্ন প্রদেশ সমস্ত পূরণ করিয়া সর্ব্বতোভাবে সমান করিল। অনেক ব্যক্তি, যথায় যথায় সেতু বন্ধন করা আবশ্যক, তথায় তথায় সেতু বন্ধন করিল, এবং সেই সেই কঙ্করভূয়িষ্ঠ প্রদেশ সমস্ত চূর্ণিত করিল, আর ভেদনীয় প্রদেশ সমস্ত ভেদ করিল। অনেকে অচির কালমধ্যে যথায় যথায় জলোচ্ছ্বাস সমস্ত ছিল, সেই সেই স্থান বন্ধন করিয়া বিবিধাকার সাগরসাদৃশ্যধারী বহু জলশালী বহু জলাশয় প্রস্তুত করিল, এবং নির্জ্জল প্রদেশ সকলে বেদিকাসমলঙ্কৃত বহুবিধ উৎকৃষ্ট সরোবর সমস্ত খনন করিল। সেই পথের পরিসর সুধালিপ্ত হইল; তাহার উভয় পার্শ্বে পুষ্পিত বৃক্ষ সকল শোভা বিস্তার করিতে লাগিল; তাহাতে যথাস্থানে পতাকা সকল সন্নিবেশিত হইল; তাহা প্রমত্ত বিহঙ্গগণের কলরবে নিরন্তর প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিল; তাহাতে সময়ে সময়ে চন্দনবাসিত জলসেক হইতে লাগিল; এবং তাহা স্থানে স্থানে বিস্তৃত বিবিধ পুষ্পসমূহে ভূষিত হইল; সুতরাং সেই সেনাগমাগমের পথ সম্যক্ শোভাসমন্বিত হইয়া দেবপথের সাদৃশ্য ধারণ করিল। অনন্তর সেই সমস্ত কার্য্যাধ্যক্ষেরা মহাত্মা ভরতকে জানাইয়া তাঁহার আদেশানুসারে, যথায় যথায় অনেক সুস্বাদু ফল অল্প পরিশ্রমে লভ্য হয়, সেই সেই রমণীয় প্রদেশে তাঁহার অভিপ্রায়ানু-রূপ শিবির সকল নির্ম্মাণ করিলেন, এবং কনককলসাদি দ্বারা তাহাদিগকে এরূপ সম-ধিক শোভিত করিলেন যে, তাহারা সেই পথের অলঙ্কারস্বরূপ হইল। জ্যোতির্ব্বেদজ্ঞেরা প্রশস্ত নক্ষত্রসমন্বিত সুপ্রশস্ত মুহূর্ত্তে মহাত্মা ভরতের নিমিত্ত শিবির সকল সংস্থাপন করি-লেন। চতুর্দ্দিকে উভয় পার্শ্বে স্থানে স্থানে ইন্দ্রনীলমণি নির্ম্মিত প্রতিমা-সমূহে বিরাজিত পরিখায় পরিব্যাপ্ত, সুধালিপ্ত প্রাকারে পরি-বেষ্টিত, উৎকৃষ্ট রথ্যা-সমূহে শোভান্বিত, প্রাসাদ সমূহে বিভূষিত, সুনির্ম্মিত মহাপথ সকলে বিরাজিত, স্থানে স্থানে পতাকা-সমূহে শোভিত এবং আকাশস্থ বেদিকা তুল্য সমুচ্ছ্রিত অগ্রভাগে বিটঙ্কসমন্বিত সপ্তভূমিক গৃহসমূহে বিরাজিত সেই সমস্ত কর্প্পূরসমাকীর্ণ শিবির অতীব শোভান্বিত হইল; অধিক কি, ইন্দ্র-নগরীর সাদৃশ্য ধারণ করিল। ক্রমে সেই রমণীয় রাজপথ সুদক্ষ শিল্পিগণ কর্ত্তৃক বিবিধ বৃক্ষ বিরাজিত তীরবর্ত্তী কাননে শোভিতা এবং শীতল ও নির্ম্মল জলসমন্বিতা বৃহৎ বৃহৎ

মৎস্যসমাকুলা গঙ্গা নদীর তীর অবধি নির্ম্মিত হইয়া, রজনীকালে চন্দ্র ও তারাগণ সমলঙ্কৃত নির্ম্মল গগণমণ্ডলের ন্যায় শোভিত হইল।

ইতি অশীতিতমসর্গ ॥ ৮০ ॥

একাশীত সর্গ।

অনন্তর বসিষ্ঠাভিপ্রেত ভরতাভিষেক দিবসের পূর্ব্বরজনী গতপ্রায়া হইয়াছে, অবলোকন করিয়া, সর্ব্বতোভাবে বক্তৃতাদক্ষ সূত ও মাগধেরা মঙ্গল প্রতিপাদক স্তবদ্বারা ভরতকে স্তব করিতে লাগিল। প্রহরে প্রহরে যাহা বাদিত হইয়া থাকে, সেই দুন্দুভি সুবর্ণ কোণ দ্বারা বাদিত হইতে থাকিল। শঙ্খ ও অপরাপর সুস্বর বাদ্য সকলের ধ্বনি হইতে লাগিল। সেই গম্ভীর তূর্য্যধ্বনি যেন আকাশমণ্ডল নিনাদিত করিয়া তুলিল, এবং শোকসন্তপ্ত ভরতকে আরও শোকাক্রান্ত করিল। তখন ভরত প্রতিবুদ্ধ হইয়া সেই সকল ব্যক্তিদিগকে "আমি রাজা নহি" ইহা বলিয়া সেই শব্দ নিবারণ করিয়া শত্রুঘ্নকে এই বাক্য বলিলেন, "শত্রুঘ্ন! দেখ, কেকয়ী লোকের কি মহৎ অপকার করিয়াছে! রাজা দশরথ সমস্ত দুঃখ ভার আমার উপর নিক্ষেপ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন! সেই ধার্ম্মিকপ্রবর মহাত্মা দশরথের এই ধর্ম্মপ্রাপ্য রাজশ্রী, জলমধ্যে নাবিকবিহীনা নৌকার ন্যায়, ইতস্তত ভ্রমণ করিতেছে! এমত সময়ে যিনি আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতেন, আমার এই জননী ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বয়ংই সেই রঘুনন্দন রামকে অরণ্যে বিবাসিত করিয়াছে!"

ভরতকে অচেতন হইয়া সেইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া, সমস্ত মহিলারা দৈন্য লাভ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ভরত সেইরূপ বিলাপ করিতেছেন, এমত সময়ে রাজধর্ম্মাভিজ্ঞ মহাযশা বসিষ্ঠ ইক্ষ্বাকুনাথের সভায় প্রবেশ করিলেন। সেই সর্ব্ববেদাভিজ্ঞ ধর্ম্মাত্মা বসিষ্ঠ শিষ্যগণের সহিত দেবসভার ন্যায় রমণীয়া সেই সুবর্ণনির্ম্মিতা ও মণিখচিতা সভামধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। পরে তিনি উৎকৃষ্ট আস্তরণে সমাবৃত কাঞ্চনময় পীঠে উপবেশন করিয়া দূতদিগকে আদেশ করিলেন, "আমাদিগের এরূপ কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে, কি যাহা সত্বর নির্ব্বাহ করিতে হইবে; অতএব তোমরা শীঘ্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, অমাত্য, সৈনিক ও সেনানায়কদিগকে এখানে আনয়ন কর। তোমরা যশস্বী ভরত, শত্রুঘ্ন ও অপরাপর রাজনন্দনদিগকে এবং সুমন্ত্র, যুধাজিৎ ও যাঁহারা এই রাজবংশের হিতকারী তাঁহাদিগকেও এখানে আনয়ন কর।"

অনন্তর রথ, অশ্ব ও গজগণদ্বারা আগমনকারী মানবদিগ হইতে তুমুল কোলাহল সমুৎপন্ন হইল। পরে ভরত আগমন করিতে থাকিলে, প্রকৃতিগণ, পূর্ব্বে রাজা দশরথকে যেরূপ অভিনন্দিত করিতেন, এবং অমরগণ মহেন্দ্রকে যেরূপ অভিনন্দিত করেন, তাঁহাকে সেই অভিনন্দিত করিলেন। পূর্ব্বে সেই সভা দশরথের দ্বারা শোভিতা হইয়া যেরূপ তিমিনাগ-সমাবৃত মণি-শঙ্খ-রূপ-শর্করা-সমন্বিত স্তিমিত জল সমুদ্রের সদৃশী হইত, তখন দশরথ-তনয় ভরতের দ্বারা শোভিতা হইয়াও সেইরূপই হইল।

ইতি একাশীত সর্গ ॥ ৮১ ॥

দ্ব্যশীত সর্গ।

অনন্তর বুদ্ধি-সম্পন্ন ভরত দর্শন করিলেন যে, সেই আর্য্যগণ-সমাকুলা বসিষ্ঠাধিষ্ঠিতা সভা পূর্ণচন্দ্র-শোভিতা পৌর্ণমাসী নিশার সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছে। একে ত সেই সভা উৎকৃষ্টাই ছিল, তাহে আবার তৎকালে স্ব স্ব আসনে উপবেশনকারী আর্য্যদিগের অঙ্গরাগ ও বস্ত্র-শোভায় শোভিতা হইয়া আরও উৎকৃষ্টতা লাভ করিল। শরৎকালে পূর্ণচন্দ্র-সমন্বিতা রজনী যেরূপ মধুর-দর্শন হয়, সেই বিজ্ঞানাধিষ্ঠিতা মনোহারিণী সভা সেইরূপ মধুর-দর্শনা হইল। অনন্তর রাজপুরোহিত ধর্ম্মজ্ঞ বসিষ্ঠ রাজ-সম্বন্ধীয় প্রকৃতি-বর্গকে অবলোকন করিয়া মৃদু স্বরে

ভরতকে এই বাক্য বলিলেন, "বৎস! রাজা দশরথ নিয়ত ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া তোমাকে এই ধন-ধান্য-সমাকুল পৃথিবী-রাজ্য প্রদান করত স্বর্গে গমন করিয়াছেন। সেই সত্যধর্ম্ম-নিরত রাম সাধুগণের আচরিত ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া, সমুদিত চন্দ্র যেমন জ্যোৎস্না পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ পিতার আদেশ পরিত্যাগ করেন নাই। তুমি অমাত্যদিগকে প্রমুদিত করত পিতা ও ভ্রাতার প্রদত্ত এই অকণ্টক রাজ্য ভোগ কর,—শীঘ্র স্বয়ং অভিষিক্ত হও। উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিম ও পশ্চিমান্ত প্রদেশ-বাসী এবং সমুদ্র-তীর-প্রবাসী নরপতি সকল ও কেরলেরা তোমাকে কোটি কোটি রত্ন উপ-হার প্রদান করুন।"

ধর্ম্মজ্ঞ ভরত সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া অতীব শোকাক্রান্ত হইলেন, এবং ধর্ম্ম লাভ বাসনায় মনে মনে রামকে স্মরণ করিলেন। পরে সেই যৌবন-সম্পন্ন কলহংস-তুল্য স্বরশালী ভরত সভা-মধ্যে পুরোহিত বসিষ্ঠকে নিন্দা করত বাষ্প-গদ্গদ-স্বরে এরূপ বিলাপ করি-লেন, "যিনি ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান পূর্ব্বক সম্যক্ কৃতবিদ্য হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানেই তৎপর আছেন; মাদৃশ কোন্ ব্যক্তি সেই ধীমানের রাজ্য হরণ করিতে পারে? যে রাজা দশরথের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, সে কি প্রকারে পরের রাজ্য অপহরণ করিবে? এ রাজ্য রামের, এবং আমিও তাঁহার অধীন; হে মহর্ষে! এমত স্থলে আপনার আমাকে ধর্ম্ম বাক্য বলাই উচিত! দিলীপ এবং নহুষের ন্যায় ধর্ম্মাত্মা ও গুণশ্রেষ্ঠ সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রঘুনন্দন রামই দশরথের ন্যায় রাজ্য লাভ করিতে যোগ্য; যদি আমি অনার্য্যগণসেবিত পাপ আচরণ করি, অর্থাৎ এই রাজ্য গ্রহণ করি, তবে ইহ-লোকে ইক্ষ্বাকু-কুলের কলঙ্ক-স্বরূপ হইয়া বিখ্যাত হইব, এবং অন্তে স্বর্গ লাভ করিব না। আমার জননী হইতে যে পাপ অনু-ষ্ঠিত হইয়াছে; তাহা আমার অভিপ্রেত হইতেছে না; আমি এখানে থাকিয়াই কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই দুর্গম অরণ্য-স্থিত নরবর রামকে প্রণাম করিতেছি। তিনিই এ রাজ্যের রাজা; তিনি ত্রৈলোক্যেরও রাজা হইবার উপযুক্ত; আমি তাঁহারই অনুগামী হইব।"

সেই সভাস্থ সকলেরই চিত্ত রামের প্রতি আসক্ত ছিল, সুতরাং ভরতের সেই ধর্ম্মযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহারা সকলেই আনন্দাশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন। অনন্তর, "যদি আমি সেই আর্য্য রামকে বন হইতে প্রতি-নিবৃত্ত করিতে না পারি, তবে আর্য্য লক্ষ্মণের ন্যায়, আমিও সেই অরণ্যে বাস করিব! আমি সদ্গুণশালী সাধুস্বভাবশ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ আর্য্যদিগের সমক্ষে তাঁহাকে অরণ্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত সমস্ত উপায় অবলম্বন করিব। আমি পূর্ব্বেই, কি বৈতনিক কি অবৈতনিক, সমস্ত মার্গনির্ম্মাণদক্ষদিগকে মার্গনির্ম্মাণার্থ প্রস্থাপিত করিয়াছি; এক্ষণে আমার তথায় যাওয়াই অভিপ্রেত হইতেছে।" এরূপ বলিয়া ভ্রাতৃবৎসল ধর্ম্মাত্মা ভরত সমীপস্থ মন্ত্রণাদক্ষ সুমন্ত্রকে ইহা বলিলেন, "সুমন্ত্র! তুমি আমার আদেশানুসারে শীঘ্র উত্থিত হইয়া গমন কর, এবং সকলকে আমার গমনবার্ত্তা জানাইয়া সৈন্যদিগকে আনয়ন কর।"

মহাত্মা ভরতকর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া, সুমন্ত্র হর্ষসহকারে সকলকে, ইষ্ট বিবরণের ন্যায়, সেই আদিষ্ট বিষয় বিজ্ঞাপন করিলেন। রঘুনন্দন রামকে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত সৈন্য-দিগকেও যাত্রা করিতে আদেশ হইয়াছে, শ্রবণ করিয়া, সেই সকল প্রকৃতি ও সৈন্যা-ধ্যক্ষেরা অতীব আনন্দিত হইলেন। অনন্তর রামানায়নরূপ উৎসবার্থ গমন জানিয়া, যোধা-ঙ্গনারা সকলে গৃহে গৃহে স্ব স্ব স্বামীকে হর্ষ-সহকারে গমনার্থ ত্বরান্বিত করিতে লাগিল। সেই সৈন্যাধ্যক্ষেরা অশ্ব, শকট ও মনের ন্যায় অতিশীঘ্রগামী রথদ্বারা সমস্ত সৈন্যদিগকে পত্নীগণের সহিত গমনার্থ নিয়োগ করিলেন অনন্তর সৈন্যগণ গমনার্থ সজ্জীভূত হইয়াছে দেখিয়া, ভরত গুরু বসিষ্ঠের সন্নিধানেই পার্শ্ব দেশে অবস্থিত সুমন্ত্র সারথিকে "রথ যোজন করিতে ত্বরান্বিত কর," ইহা বলিলেন। তিনি "যে আজ্ঞা" বলিয়া তাঁহার আজ্ঞা স্বীকার

পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট হয়গণে যোজিত রথ লইয়া তাঁহার নিকটে আগমন করিলেন। সেই সত্য বিষয়ে দৃঢ়বিক্রমসম্পন্ন প্রতাপশালী সত্যনিষ্ঠ রঘুনন্দন ভরত মহারণ্যগত যশস্বী গুরু রামকে প্রসন্ন করিবার মানসে তৎকালোচিত বাক্য প্রয়োগ করত সুমন্ত্রকে ইহা বলিলেন, "সুমন্ত্র! আমি সেই বিপিনস্থিত রামকে জগতের হিত নিমিত্তে প্রসন্ন করিয়া এখানে আনয়ন করিতে অভিলাষ করি; তুমি শীঘ্র উত্থিত হইয়া সৈন্যদিগকে প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত সৈন্যাধ্যক্ষদিগের নিকটে গমন কর।"

সূতনন্দন সুমন্ত্র ভরতকর্ত্তৃক সেইরূপ আজ্ঞাপিত ও সম্যক্ পূর্ণমনোরথ হইয়া প্রধান প্রধান প্রকৃতি, সৈন্যাধ্যক্ষ ও আত্মীয়দিগকে সেই আদেশ জ্ঞাপন করিলেন। অনন্তর গৃহে গৃহে সেই সমস্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রেরা উদ্যমযুক্ত হইয়া উষ্ট্র, রথ, খর, হস্তী ও সৎকুলজাত অশ্ব সকল সজ্জিত করিলেন।

ইতি দ্ব্যশীত সর্গ ॥ ৮২ ॥

ত্র্যশীত সর্গ।

অনন্তর প্রাতঃকালে ভরত উত্থিত হইয়া উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ করিয়া রামদর্শনাভিলাষে শীঘ্র প্রস্থিত হইলেন। পুরোহিত ও অমাত্য সকল হয়গণ-যোজিত সূর্য্যরথতুল্য প্রভাশালী রথসমূহে আরোহণ করিয়া তাঁহার অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন। যথাবিধি সুসজ্জিত নব সহস্র হস্তী সেই গমনকারী ইক্ষ্বাকু-কুলনন্দন ভরতের অনুগামী হইল। ধনু ও বিবিধ আয়ুধসম্পন্ন ষষ্টি সহস্র রথী এবং এক লক্ষ অশ্বারোহীও সেই গমনকারী যশস্বী রঘুনন্দন রাজকুমার ভরতের অনুগমন করিল। যশস্বিনী কৌসল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা দেবী, ইহাঁরাও রামানয়নার্থ সন্তুষ্টা হইয়া দীপ্তিশালী রথেই যাইতে লাগিলেন। আর্য্যগণও রামকে লক্ষ্মণের সহিত দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে তদ্বিষয়ক বিচিত্র বাক্য সকল প্রয়োগ করত প্রহৃষ্ট মনে প্রস্থিত হইলেন। "আমরা কবে জগতের শোকনিবারক, বশীকৃতচেতা, দৃঢ়সঙ্কল্প ও মেঘতুল্য শ্যামবর্ণ সেই মহাবাহু রামকে দর্শন করিব! যেমন সূর্য্য উদিত হইয়াই সমস্ত লোকের অন্ধকার বিনাশ করেন, সেইরূপ সেই রঘুনন্দন রাম আমাদিগের দৃষ্টিপথের পথিক হইয়াই শোক বিনাশ করিবেন।" হর্ষসহকারে এইরূপ শুভ বাক্য সকল প্রয়োগ করত পরস্পর আলিঙ্গনপূর্ব্বক নগরীবাসী সেই ব্যক্তি সকল গমন করিতে লাগিলেন। সেই নগরীস্থ প্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ সমস্ত বাণিজ্যব্যবসায়ী এবং রাজানুগত প্রজারা রামকে উদ্দেশিয়া হর্ষসহকারে যাইতে লাগিল। মণিকার, সুদক্ষ কুম্ভকার, সূত্রনির্ম্মাণদক্ষ তন্তুবায়, শস্ত্রনির্ম্মাণোপজীবী কর্ম্মকার, ময়ূর-পিচ্ছ-নির্ম্মিত-ব্যজনাদি-ব্যবসায়ী, ক্রকচদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী, মুক্তাদিবেধক, কূপ্যাদিকারক, দন্তব্যবসায়ী, সুধাকর, গন্ধবণিক্, বিখ্যাত স্বর্ণকার, সুবিখ্যাত কম্বলকার, স্নাপক, অঙ্গমর্দ্দক, ধূপব্যবসায়ী, শৌণ্ডিক, রজক, সীবনকারক, কৈবর্ত্ত এবং গ্রাম ও ঘোষনিবাসী শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ নট সকলও নারীদিগের সহিত যাইতে থাকিল। যাঁহারা চরিত্রদ্বারা সকলেরই মান্য হইয়াছেন, তাদৃশ সহস্র সহস্র সমাহিতচিত্ত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা গো-যোজিত রথসমূহদ্বারা, সেই গমনকারী ভরতের অনুগামী হইলেন। তাঁহারা সকলেই সুবেশ ছিলেন,—তাঁহাদিগের সকলেরই বসন পরিষ্কৃত এবং অনুলেপন তাম্রবর্ণ ও বিশুদ্ধ ছিল; তাঁহারা সুপরিষ্কৃত রথসমূহে আরোহণ করিয়া ধীরে ধীরে ভরতের অনুগমন করিলেন। কায়িক ও মানসিক প্রমোদসমন্বিতা চতুরঙ্গিনী সেনাও ভ্রাতাকে আনয়নার্থ গমনপরায়ণ সেই কৈকেয়ী-নন্দন ভ্রাতৃবৎসল ভরতের অনুগামিনী হইল।

অনন্তর ভরত প্রভৃতি সকলের রথ, অশ্ব, যান ও গজগণদ্বারা দূর পথ গমন করিয়া শৃঙ্গবের পুরে গঙ্গা নদীর নিকটে সমাগত হইলেন। ঐ স্থানে রামসখা বীর্য্যসম্পন্ন গুহ জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া সাবধানতাসহকারে সেই প্রদেশের রক্ষা বিধান করত বাস করিতেন। ভরতের অনুগামিনী সেই সেনা, চক্রবাকসমূহে

সমলঙ্কৃত গঙ্গাতীরে যাইয়া গমনে ক্লান্ত হইল। সেই নির্ম্মলজলসমন্বিতা গঙ্গা নদী ও সৈন্য-দিগকে গমনে ক্লান্ত দেখিয়া, বক্তৃতাপটু ভরত সমস্ত অমাত্যকে ইহা বলিলেন, "আমরা এই স্থানে শ্রান্তি দূর করিয়া কল্য এই সাগর-গামিনী গঙ্গা নদী উত্তীর্ণ হইব; তোমরা আমার সৈন্যদিগকে তাহাদিগের অভিপ্রায়া-নুসারে চতুর্দ্দিকে সন্নিবেশিত কর। আমি নদী-মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া সেই স্বর্গ-গত মহী-পতি দশরথের পারলৌকিক মঙ্গলার্থ জল প্রদান করিতে অভিলাষ করি।"

ভরত সেইরূপ বলিলে, অমাত্যগণ "যে আজ্ঞা" বলিয়া তদীয় বাক্য স্বীকার-পূর্ব্বক সমাহিত চিত্তে সেই সৈন্যদিগকে তাহাদিগের ইচ্ছানুসারে পৃথক্ পৃথক্ সন্নিবেশিত করি-লেন। ভরত সেই মহানদী গঙ্গা-তীরে সেই পরিচ্ছদ- শোভিতা চতুরঙ্গিনী সেনা সন্নিবেশ করিয়া মহাত্মা রামকে নিবৃত্ত করিবার উপায় চিন্তা করত তথায় বাস করিলেন।

ইতি ত্র্যশীত সর্গ॥ ৮৩॥

চতুরশীত সর্গ।

অনন্তর চতুরঙ্গিনী সেনা গঙ্গা নদীর তীর আশ্রয় করিয়া চতুর্দ্দিকে সন্নিবিষ্টা হইয়াছে, অবলোকন করিয়া, নিষাদরাজ গুহ জ্ঞাতি-দিগকে বলিলেন, "এই গঙ্গা-তীরে সাগর-সদৃশী মহতী সেনা নয়ন-গোচর হইতেছে; আমি মানস-দ্বারা চিন্তা করিয়াও উহার অন্ত অবগত হইতে পারিতেছি না। যখন রথে ঐ সেই অত্যুচ্চ কোবিদার ধ্বজ দৃষ্ট হইতেছে, তখন বোধ হয়, দুর্ব্বুদ্ধি ভরতই স্বয়ং সমাগত হইয়াছে। সেই জনক-কর্ত্তৃক রাজ্য হইতে বিবাসিত দশরথ-তনয় রামকে লক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে পাশ-দ্বারা বদ্ধ বা নিহত করিবে! আমার বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে, ঐ কেকয়ী-সুত ভরত, যাহা সামান্যে লাভ করা কঠিন, রাজা দশরথের সেই সম্পূর্ণ-রাজশ্রী লাভ করিতে অভিলাষী হইয়া রামকে হনন করি-বার অভিপ্রায়ে যাইতেছে। সেই দশরথ-তনয় রাম আমার সখাও বটেন, এবং স্বামীও বটেন; অতএব তোমরা তাঁহার অর্থ-সিদ্ধি কামনা করিয়া সন্নদ্ধ চতুর্দ্দিকে গঙ্গা-সলিলে প্লাবিত এই প্রদেশে অবস্থান কর। মাংস, মূল ও ফলভোজী বলশালী দাসেরা সকলে গঙ্গা নদী রক্ষা করিবার নিমিত্তে তাহা আশ্রয় করিয়া অবস্থিত হউক।"

অনন্তর নিষাদাধিপতি গুহ জ্ঞাতিদিগকে "পঞ্চ শত নৌকা-বাহন-যোগ্য শত শত কৈব-র্ত্তেরা ও শত শত যৌবনশালী যোদ্ধারা সন্নদ্ধ হইয়া অবস্থিত হউক", এরূপ আদেশ করিয়া এবং "যদি এরূপ বোধ হয় যে, ভর-তের রামের প্রতি প্রীতি আছে, তবেই এই সেনা মঙ্গলে মঙ্গলে গঙ্গা নদী উত্তীর্ণ হইতে পারিবে", ইহা বলিয়া মাংস, মৎস্য ও মধু উপঢৌকন লইয়া ভরতের নিকটে গমন করি-লেন। পরে যে সময়ে যাহা করিতে হয়, তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ সেই প্রতাপশালী সূতপুত্র সুমন্ত্র তাঁহাকে আগমন করিতে দেখিয়া বিনয়-সৎকারে ভরতকে বলিলেন, "হে কাকুৎস্থ! ঐ সহস্র জ্ঞাতি-পরিবৃত সাধুতম বৃদ্ধ নিষাদ-পতি গুহ আপনার ভ্রাতা রামের সখা; বিশে-ষত উনি দণ্ডকারণ্যের সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত আছেন, সুতরাং এক্ষণ রাম ও লক্ষ্মণ যথায় আছেন, তাহা উনি অবশ্যই অবগত থাকি-বেন; অতএব উনি আপনাকে দর্শন করুন।"

সুমন্ত্রের নিকট সেই শুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া, ভরত "গুহ আমাকে শীঘ্র দর্শন করুন," ইহা বলিলেন। অনন্তর ভরতের অনুজ্ঞা লাভ করিয়া, সেই জ্ঞাতিগণে পরিবৃত গুহ তাঁহার সমীপে যাইয়া অবনত হইয়া তাঁহাকে এই বাক্য বলিলেন, "আমরা আপনা-কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়াছি, অর্থাৎ আপনি আগমন সংবাদ প্রেরণ না করায়, আপনার সমুচিত সৎকার করিতে অসমর্থ হইয়াছি; সে যাহা হউক, এ প্রদেশ গৃহ-শূন্য, অতএব আপনি এ দাসের সুতরাং আপনারই গৃহে যাইয়া বাস করুন; আমি সমস্ত বিষয় আপনাকে অর্পণ করিতেছি। নিষাদগণ কর্ত্তৃক স্বেচ্ছানুসারে

অর্জ্জিত এত শুষ্ক ও আর্দ্র মাংস এবং মূল, ফল ও অন্যান্য ভক্ষ্য দ্রব্য আছে, কি যাহাতে আমি এরূপ আশংসা করিতে পারি যে, আপনার সৈন্যগণ উত্তমরূপে আহার করিয়া রজনী যাপন করিতে পারিবে; আপনি সৈন্যগণের সহিত অদ্য মৎকর্ত্তৃক বিবিধ কাম্যবস্তুদ্বারা অর্চ্চিত হইয়া কল্য গমন করিবেন।”

ইতি চতুরশীতি সর্গ ॥ ৮৪ ॥

পঞ্চাশীতি সর্গ।

নিষাদাধিপতি গুহকর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত মহাপ্রাজ্ঞ ভরত তাঁহাকে এই হেতুযুক্ত সার্থক বাক্যে প্রত্যুক্তি করিলেন, “ওহে গুরুমিত্র! তুমি যে আমার এই চতুরঙ্গিনী সেনার সমুচিত আতিথ্য সৎকার করিতে অভিলাষ করিয়াছ তাহাতে আমার অভিলাষ সমধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।”

সেই শ্রীসম্পন্ন মহাতেজা ভরত নিষাদরাজ গুহকে ঐরূপ উত্তম বাক্য বলিয়া তাঁহাকে আবার ইহা বলিলেন, “এই গঙ্গা-সলিল-প্লাবিত প্রদেশ নিতান্ত গহন ও দুর্গম, সুতরাং জিজ্ঞাসা করিতেছি, কোন্ পথ দিয়া ভরদ্বাজ ঋষির আশ্রমে গমন করিব?”

সেই ধীসম্পন্ন রাজ-নন্দন ভরতের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, নিবিড়-বন-নিবাসী গুহ বদ্ধাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, “হে মহাবল রাজনন্দন! এই প্রদেশে অভিজ্ঞ দাশ সকল আপনার অনুগামী হইবে, এবং আমিও আপনার অনুগমন করিব; পরন্তু আপনার এই মহতী সেনা আমার আপনার প্রতি শঙ্কা উৎপাদন করিতেছে; আপনি ত, যাঁহার কার্য্যে কাহারও ক্লেশ হয় না, সেই রামের প্রতি দুষ্টভাবাক্রান্ত হইয়া গমন করিতেছেন না?”

আকাশের ন্যায় নির্ম্মলস্বভাব ভরত তাদৃশ বাক্যবাদী গুহকে মধুর বাক্যে ইহা বলিলেন, তোমার আমার প্রতি শঙ্কা করা উচিত নয়; যে সময়ে তোমার আমার প্রতি ক্লেশদায়িনী শঙ্কা হইবে, সেই সময়ই না হউক। সেই রঘুনন্দন রাম আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, সুতরাং তিনি আমার পিতার ন্যায় মান্য। ওহে গুহ! আমি তোমার নিকট সত্য করিয়া বলিতেছি, যে আমি সেই বনবাসী কাকুৎস্থ রামকে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্তেই যাইতেছি; তুমি আমার প্রতি অন্য আশঙ্কা করিও না।”

ভরতের বাক্য শ্রবণ করিয়া, গুহ তাঁহার প্রতি প্রীত হইলেন, এবং প্রহৃষ্টবদনে তাঁহাকে আবার এই বাক্য বলিলেন, “আপনি ধন্য; এই ভূমণ্ডল মধ্যে আমি ত আর কাহাকেও আপনার তুল্য দেখিতেছি না; কেন না আপনি এই অযত্নপ্রাপ্ত রাজ্য পরিত্যাগ করিতে অভিলাষ করিয়াছেন। আপনি যে সেই বিপন্ন রামকে প্রত্যানয়ন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, ইহাতে আপনার কীর্ত্তি সমস্ত লোকমধ্যেই প্রচারিতা হইবে”

গুহ ভরতকে সেইরূপ বলিলে, সূর্য্যের প্রভা নষ্ট এবং রজনী সমাগত হইল। তখন শ্রীসম্পন্ন ভরত গুহকর্ত্তৃক সেইরূপে পরিতোষিত হইয়া সৈন্যদিগকে সন্নিবেশিত করিয়া শত্রুঘ্নের সহিত শয্যা গ্রহণ করিলেন। সেই সময়ে সেই দুঃখভোগের অযোগ্য ধর্ম্মনিরত মহাত্মা ভরতের রাম-চিন্তা জন্য এরূপ শোক উপস্থিত হইল, কি যাহা বর্ণন করা যায় না। যেরূপ দাবানল-সন্তপ্ত বৃক্ষ স্বনিষ্ঠ প্রচ্ছন্ন অগ্নি-দ্বারা অন্তরে সন্তাপিত হইতে থাকে, সেইরূপ ভরত শোকাগ্নি দ্বারা অন্তরে সন্তাপিত হইতে থাকিলেন। যেরূপ সূর্য্যতাপে তাপিত হিমালয় পর্ব্বত হইতে হিম ক্ষরিত হয়, সেইরূপ তখন শোকাগ্নিতাপিত ভরতের সর্ব্বাঙ্গ হইতে স্বেদ ক্ষরিত হইতে লাগিল। তৎকালে সেই কেকয়ী-সুত ভরত প্রোথিতকারী দুঃখরূপ পর্ব্বত দ্বারা আক্রান্ত হইলেন। সেই পর্ব্বতের সার প্রস্তর ধ্যান; ধাতু নিশ্বাস; পাদপ সকল দীনভাব সমস্ত; অধিশৃঙ্গ শোক ও আয়াস; বিবিধ প্রাণী মোহ সকল; এবং ওষধি ও বেণু সন্তাপ। অনন্তর সেই বিষম বিপদাপন্ন নরশ্রেষ্ঠ ভরত মানসজ্বরে পীড়িত হইয়া অতীব ব্যাকুলচিত্ত, এমন কি, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিবেক-

রহিত হইলেন, এবং দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে থাকিলেন! তখন তিনি যূথভ্রষ্ট বৃষভের ন্যায়, কিছুমাত্রই চিত্তের শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না। সেই মহানুভাব ভরত সপরিবারে সমাহিত চিত্তে গুহের সহিত মিলিত হইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামের জন্য অতীব ব্যাকুলচিত্ত হইলে, গুহ তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন।

ইতি পঞ্চাশীতি সর্গঃ ॥ ৮৫ ॥

ষড়শীতি সর্গঃ।

সেই বনবাসী গুহ অমিতগুণশালী ভরতের নিকটে, মহাত্মা লক্ষ্মণের রামের প্রতি যেরূপ সদ্ভাব, তাহা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, "আমি ভ্রাতৃরক্ষার্থে শ্রেষ্ঠ কার্ম্মুক ও বাণ ধারণ-পূর্ব্বক জাগরণকারী সেই সর্ব্বগুণশালী লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলাম, "হে রঘুনন্দন! আপনার নিমিত্তেই এই সুখদায়িনী শয্যা রচনা করা হইয়াছে; আপনি আশ্বস্ত হউন,--ইহাতে সুখে শয়ন করুন্ হে ধর্ম্মাত্মন্! আপনি সুখভোগের যোগ্য, এবং আমরা সকলে সমস্ত দুঃখভোগেই সমর্থ; অতএব আমরাই রামের রক্ষা নিমিত্তে জাগরণ করিব। অধুনা আমি আপনার নিকটে সত্য করিয়া বলিতেছি, যে, এই ভূমণ্ডল মধ্যে সেই রাম হইতে প্রিয়তম আমার আর কেহই নাই; অতএব আপনি শয়নে সমুৎসুক হউন। আমি ইহাঁরই প্রসাদে ইহলোকে সুমহৎ যশ, ধর্ম্ম এবং সুবিপুল অর্থ ও কাম লাভের প্রত্যাশা করি। অতএব আমি স্বীয় জ্ঞাতি সকলের সহিত ধনুর্দ্ধারী হইয়া সীতা দেবীর সহিত শয়নকারী প্রিয় সখা রামকে রক্ষা করিব। আমি এই বনে নিরন্তর বিচরণ করিয়া থাকি, সুতরাং এখানকার কিছুই আমার অবিদিত নাই; বিশেষত আমি যুদ্ধে সুমহৎ চতুরঙ্গ সৈন্যেরও বেগ সহনে সক্ষম; অতএব আমি রক্ষণে সমর্থ হইব।'

আমরা সেইরূপ বলিলে, কেবল ধর্ম্মনিষ্ঠ মহাত্মা লক্ষ্মণ আমাদিগের সকলকে এইরূপে অনুনয় করিলেন, "গুহ! এই দাশরথি রাম সীতার সহিত ভূতলে শয়ন করিয়া থাকিতে, আমি কিরূপে নিদ্রা বা জীবনোপায়ভূত সুখ সমস্ত ভোগ করিতে সমর্থ হই? সমুদায় দেব ও দানবেরা মিলিত হইয়াও যুদ্ধে যাঁহার বীর্য্য সহনে অক্ষম; সেই রাম সীতার সহিত তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, দর্শন কর! রাজা দশরথ বিবিধ পরিশ্রম ও মহতী তপস্যাপ্রভাবে ইহাকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছেন, এবং ইনি পিতার সদৃশ গুণে ভূষিত হইয়া শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, পৃথিবী দেবী শীঘ্রই বিধবা হইবেন; কেন না, এই রাম বিবাসিত হওয়ায়, রাজা দশরথ আর বহু কাল জীবিত থাকিবেন না। রাজমহিলারা সমস্ত দিবস উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া অধুনা শ্রান্ত হইয়াই নিবৃত্ত হইয়াছেন, সুতরাং অন্তঃপুর বোধ হয়, এখন নিঃশব্দ হইয়া থাকিবে। আমি এরূপ আশংসা করিতে পারি না যে, রাজা দশরথ, কৌসল্যা ও আমার জননী ইহারা সকলেই এই রজনীতে জীবিত থাকিবেন! মদীয় জননী সুমিত্রা দেবী শত্রুঘ্নের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বাঁচিয়াও থাকিতে পারেন; কিন্তু সেই বীরপুত্রপ্রসবিনী নিতান্ত দুঃখিতা কৌসল্যা দেবী নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবেন। পিতা রামকে রাজা করিয়া যে সমস্ত মনোরথ সম্পাদনে নিতান্ত উৎসুক হইয়াছিলেন, অধুনা তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে না পারিয়া সেই অতিক্রান্ত মনোরথ সমস্ত লাভে অসমর্থ হইয়াই বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন। সেই সময় উপস্থিত হইলে, যাঁহারা সেই মহীপতি দশরথের প্রেতকার্য্যে ব্যাপৃত হইবেন, এবং আমার পিতার আরাম ও উদ্যানসমূহে অলঙ্কৃতা, সামাজিক উৎসবে শোভিতা, রমণীয় চত্বর সমন্বিতা, সুবিভক্ত রাজপথসমূহে বিরাজিতা, বিবিধ প্রাসাদহর্ম্ম্যশালিনী, সমস্ত রত্নভূষিতা, তূর্য্যশব্দে প্রতিধ্বনিতা, সমস্ত সুখকর দ্রব্যসম্পন্না, হৃষ্টপুষ্ট জনগণে সমাকুলা এবং রথ, অশ্ব ও গজগণে পরিব্যাপ্তা রাজধানীতে সুখে বিচরণ করিবেন, তাঁহারাই ভাগ্যবান্। এই চতুর্দ্দশ বর্ষ সময় অতিক্রান্ত হইলে, আমরা এই সত্য-

প্রতিজ্ঞ সুস্থকায় রামের সহিত পরম সুখে সেই নগরীতে প্রবেশ করিব।”

সেই মহাত্মা রাজনন্দন লক্ষ্মণ এইরূপ বিলাপ করত জাগ্রত থাকিতে থাকিতেই রজনীর অবসান হইল। অনন্তর বিমল প্রভাত কালে সূর্য্য উদিত হইলে, তাঁহারা উভয়ে গঙ্গা নদীর এই তীরেই জটা নির্ম্মাণ করাইলেন। পরে আমি তাঁহাদিগকে অনায়াসে এই ভাগীরথী উত্তীর্ণ করিয়া দিলাম। যূথচর কুঞ্জরসদৃশ অতীব বলশালী, চীরবসনপরিধায়ী, জটাধারী এবং উৎকৃষ্ট ধনু ও তূণসম্পন্ন সেই দুই শত্রুতাপন রাজনন্দন সীতার সহিত আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত গমন করিলেন।

ইতি ষড়শীতি সর্গ ॥ ৮৬ ॥

সপ্তাশীতি সর্গ।

ভরত গুহের সেই নিতান্ত অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইলেন। পরে সিংহ-সম স্কন্ধশালী, পদ্ম-তুল্য-বিশাল-নয়ন, দীর্ঘবাহু, সেই মহাবল সুকুমার প্রিয়-দর্শন যুবা মুহূর্ত্ত কাল-মধ্যে আশ্বাস লাভ করিয়া তখনই আবার সহসা ব্যাকুলচিত্ত ও তোত্র-দ্বারা হৃদয়ে তাড়িত হস্তির ন্যায়, অবসন্ন হইলেন। ভরতকে মূর্চ্ছিত অবলোকন করিয়া, গুহ বিবর্ণ বদন ও ভূকম্প কালে বৃক্ষ যেরূপ ব্যথিত হয়, সেইরূপ ব্যথান্বিত হইলেন। ভরতের সেই অবস্থা দর্শন করিয়া, সন্নিহিত শত্রুঘ্ন শোকাক্রান্ত ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিবেক বিহীন হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভরতের সেই সমস্ত মাতারা তথায় সমাগত হইলেন। তাঁহারা সকলেই স্বামি-মরণে ক্ষীণা, দীনা ও উপবাস-দ্বারা কৃশা ছিলেন। তাঁহারা সকলে সেই ভূপতিত ভরতকে চতুর্দ্দিকে পরিবৃত করিলেন। পরে সেই শোকাক্রান্তা পুত্রবৎসলা তপস্বিনী কৌসল্যা দেবী অতীব ব্যাকুল চিত্ত হইয়া তাঁহার নিতান্ত নিকটে গিয়া রোদন করিতে করিতে স্বীয় পুত্রের ন্যায় সমাবৃত করত তাঁহাকে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, “পুত্র! কোন ব্যাধি ত তোমার শরীর পীড়িত করিতেছে না? অধুনা এই রাজবংশের জীবন তোমার অধীন হইয়াছে,—রাজা দশরথ মৃত এবং রাম ভ্রাতার সহিত অরণ্য-গত হইলে, তুমিই আমাদিগের একমাত্র গতি হইয়াছে; পুত্র! আমি ত তোমাকে অবলোকন করিয়াই বাঁচিয়া রহিয়াছি! বৎস! তুমি ত লক্ষ্মণের বা, ভার্য্যার সহিত বনবাসি আমার সেই একমাত্র পুত্র রামের কিছু অপ্রিয় বৃত্তান্ত শ্রবণ কর নাই?”

অনন্তর সেই মহাযশা ভরত মুহূর্ত্ত-মধ্যে আশ্বস্ত হইয়া রোদন-সহকারে কৌসল্যা দেবীকে সর্ব্বতোভাবে সান্ত্বনা করিয়া গুহকে এই বাক্য বলিলেন, “গুহ! মদীয় ভ্রাতা রাম লক্ষ্মণ ও সীতা দেবী, ইহাঁরা কোথায় রজনী যাপন করিয়াছিলেন, কি ভোজন করিয়াছিলেন এবং কীদৃশী শয্যাতেই বা শয়ন করিয়াছিলেন; তুমি আমার নিকটে এ সমস্ত কীর্ত্তন কর।”

তখন সেই নিষাদাধিপতি গুহ অতীব হৃষ্ট হইয়া ভরতের নিকটে, তিনি সেই হিতকারী প্রিয় অতিথি রামের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, এবং রামও তাঁহার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেন, তাহা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, “আমি রামকে আহারের জন্য বহুবিধ অন্ন, ফল, মূল এবং অন্যান্য ভক্ষ্য দ্রব্য সমস্ত সমধিক পরিমাণে উপহার প্রদান করি; পরন্তু সেই সত্যপরাক্রমশালী মহাত্মা রাম ক্ষাত্রধর্ম্ম স্মরণ করিয়া তৎসমস্ত প্রতিগ্রহ করিলেন না, প্রত্যুত অঙ্গীকার পূর্ব্বক আমাকেই তৎসমুদায় প্রত্যর্পণ করিয়া, ‘সখে! আমাদিগের সকল সময়েই দান করা উচিত, কোন সময়েই প্রতিগ্রহ কর্ত্তব্য নয়,’ ইহা বলিয়া আমাদিগকে অনুনয় করিলেন। অনন্তর সেই রঘুনন্দন রাম সীতা দেবীর সহিত মহাত্মা লক্ষ্মণের আনীত জল-মাত্র পান-পূর্ব্বক উপবাস করিয়া রহিলেন। লক্ষ্মণও তাঁহাদিগের পানাবশিষ্ট জল পান করিলেন। পরে তাঁহারা তিন জনে সমাহিতচিত্ত ও সংযতবাক্য হইয়া সন্ধ্যার উপাসনা করিলেন! তৎপরে

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ রঘুনন্দন রামের নিমিত্ত স্বয়ং বহুতর কুশ আনয়নপূর্ব্বক অতিসত্বর শয্যা রচনা করিলেন। রাম সীতা দেবীর সহিত সেই শয্যাতে শয়ন করিলেন। তখন লক্ষ্মণ তাঁহাদিগের চরণ প্রক্ষালনপূর্ব্বক তথা হইতে কিয়দ্দূরে গমন করিলেন।

ঐ সেই ইঙ্গুদী বৃক্ষের তল; ঐ সেই তৃণ সমস্ত; সেই রজনীতে রাম ও সীতা দেবী ইহাঁরা উভয়ে ঐ স্থানেই শয়ন করিয়াছিলেন সেই রজনীতে শত্রুতাপন লক্ষ্মণ দুইটি শরপূর্ণ তূণ পৃষ্ঠদেশে আবদ্ধ করিয়া তলত্রাণ ও অঙ্গুলিত্রাণসমন্বিত হইয়া জ্যাযুক্ত মহৎ ধনু ধারণপূর্ব্বক কেবল তাঁহার চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করত অবস্থিতি করিয়াছিলেন। আমিও উত্তম বাণ ও ধনু ধারণপূর্ব্বক তন্দ্রাবিহীন ও ধনুর্দ্ধারী জ্ঞাতিদিগের সহিত সেই মহেন্দ্র সদৃশ রামকে রক্ষা করত লক্ষ্মণের নিকটে অবস্থিত হইয়াছিলাম।

ইতি সপ্তাশীতি সর্গ ॥ ৮৭ ॥

অষ্টাশীতি সর্গ।

অবহিতচিত্তে সেই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, ভরত মন্ত্রীদিগের সহিত সেই অঙ্গুদী বৃক্ষের তলে যাইয়া রামের শয্যা অবলোকন করিলেন, এবং সমস্ত জননীদিগকে কহিলেন "সেই মহাত্মা রাম রজনীতে এই ভূতলে শয়ন করিয়াছিলেন; এই তাঁহার অঙ্গমর্দ্দনের চিহ্ন যিনি মহারাজবংশীয় মহাভাগ্যশালী ধীসম্পন্ন দশরথের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার ভূতলে শয়ন করা নিতান্ত অনুপযুক্ত। যাহাতে অনেক উৎকৃষ্ট আস্তরণ পাতিত থাকিত, এবং যাহা উৎকৃষ্ট অজিনে আবৃত হইত, তাদৃশী শয্যাতে শয়ন করিয়া, সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম অধুনা কিপ্রকারে মহীতলে শয়ন করিতেছেন! যাহাদিগের শিখরভাগে বিমানসদৃশ উচ্চতর গৃহ আছে এবং যাহাদিগের ভিত্তি কাঞ্চনে নির্ম্মিত, ভূভাগ স্বর্ণ ও রজতে রচিত হইয়াছে, সুতরাং যাহারা সুমেরু পর্ব্বতের সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছে; সেই সমস্ত পাণ্ডুর বর্ণ মেঘসদৃশ শুভ্র, এবং উৎকৃষ্ট আস্তরণে আস্তৃত, শুকসমূহ শব্দে প্রতিধ্বনিত, স্থানে স্থানে সন্নিবেশিত পুষ্পসমূহে মনোহর এবং চন্দন ও অগুরুগন্ধে সুবাসিত, সুশীতল, উৎকৃষ্ট প্রাসাদ সকলে নিরন্তর বাস করিয়া অধুনা তিনি কিপ্রকারে অরণ্যে বাস করিতেছেন! যিনি নিরন্তর প্রাতঃকালে গাথাদ্বারা সমুচিত স্তবকারী সূত, মাগধ ও বন্দীদিগের স্তুতিশব্দে এবং পরিচারিণীদিগের উৎকৃষ্ট অলঙ্কারশিঞ্জিত, উত্তম মৃদঙ্গ ও অন্যান্য বাদ্যধ্বনি এবং সঙ্গীত শব্দদ্বারা প্রতিবোধিত হইতেন, অধুনা সেই শত্রুতাপন রাম কিরূপে জাগরিত হইতেছেন! রাম যে ভূতলে শয়ন করিয়াছেন, ইহা ইহলোক মধ্যে কাহারও বিশ্বাসযোগ্য নয়; আমার নিকটে ত ইহা "সত্য" বলিয়াই প্রতীত হইতেছে না; পরন্তু আমার বোধ হইতেছে যে ইহা স্বপ্ন; বস্তুত এ বিষয়ে আমার অন্তঃকরণই বিমুগ্ধ হইতেছে। যখন সেই দশরথ তনয় রাম এইরূপে ভূতলে শয়ন করিয়াছেন, এবং বিদেহরাজ জনকের দুহিতা ও রাজা দশরথের প্রিয়স্নুষা সেই প্রিয়দর্শনা সীতা দেবীও ভূতলশায়িনী হইয়াছেন, তখন আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, কোন দৈবই কালক্রমে বলবান্ হয় না,—এরূপ নয়! মদীয় ভ্রাতা রামের এই শয্যা; এই তাঁহার অঙ্গ পরিবর্ত্তনের মনোহর চিহ্ন রহিয়াছে; এই পরিষ্কৃত কঠিন ভূতলে তাঁহার গাত্রদ্বারা তৃণসমস্ত মর্দ্দিত হইয়াছে। এই শয্যাতে স্থানে স্থানে সংলগ্ন কনককণা সমস্ত দৃষ্টিগোচর হইতেছে; অতএব আমার বোধ হয় যে, সেই মনোহারিণী সীতা দেবী সালঙ্কারা হইয়াই ইহাতে শয়ন করিয়াছিলেন। তৎকালে সীতা দেবীর উত্তরীয় বস্ত্র নিশ্চয়ই এই স্থানে সংসক্ত হইয়াছিল, কেন না, কৌশেয় বস্ত্রের তন্তু সকল এই স্থানে সংলগ্ন হইয়া দীপ্তি পাইতেছে। আমার বোধ হইতেছে যে, স্বামী যাহাতেই শয়ন করেন, সেই শয্যাই মহিলাদিগের সুখদায়িনী হইয়া থাকে; যেহেতু সেই তপস্বিনী বালা সুকুমারী জনকনন্দিনী সাধ্বী সীতা দেবী এই শয্যাতে শয়ন করিয়াও দুঃখ জ্ঞান করেন

নাই। হা! আমি নিহত হইলাম! হা! আমি কি নৃশংস যে, আমার নিমিত্তে সেই রঘুনন্দন রাম ভার্য্যার সহিত, অনাথের ন্যায়, ঈদৃশী শয্যাতে শয়ন করিতেছেন! যিনি সার্ব্বভৌমকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; যিনি সুখভোগেরই যোগ্য, যাঁহার দুঃখভোগ নিতান্ত অনুচিত, এবং যিনি সমস্ত লোকের প্রিয় সম্পাদন করিয়া সুখসম্পাদক হইয়াছেন; সেই ইন্দীবরশ্যাম লোহিতলোচন প্রিয়দর্শন রঘুনন্দন রাম প্রীতিপ্রদ অনুত্তম রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া কি প্রকারে ভূতলে শয়ন করিতেছেন! সেই শুভলক্ষণসম্পন্ন মহাভাগ লক্ষ্মণই ধন্য; কেন না, তিনি এই বিষম বিপৎ সময়েও ভ্রাতা রামের অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। সেই বিদেহরাজদুহিতা সীতা দেবীও বনে স্বামীর অনুগামিনী হইয়া সফল মনোরথা হইয়াছেন! কেবল আমরা সকলেই সেই মহাত্মা রামকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া মনোরথ সিদ্ধি বিষয়ে সংশয়াপন্ন হইয়াছি! রাজা দশরথ স্বর্গে এবং রাম অরণ্যে গমন করায়, পৃথিবী দেবী নায়কবিহীনা হইয়া আমার নিকটে শূন্যার ন্যায় প্রতীয়মানা হইতেছেন। অধুনা যদিও সেই রাম অরণ্যে বাস করিতেছেন, তথাপি তাঁহারই বাহুবীর্য্যে এই ভূমণ্ডল পরিরক্ষিত হইতেছে—ভাবিয়া কেহ মনে মনেও তাঁহা প্রার্থনা করিতে উৎসাহী হইতে পারিতেছে না। অধুনা যদিও সেই বিপদাক্রান্তা রাজধানী পূর্ব্ববৎ রক্ষিতা নাই,—যদিও যাহার চতুর্দ্দিকস্থ প্রাকারের উপরিভাগস্থিত আরক্ষ সকল রক্ষকবিহীন ও পুরদ্বারসমস্ত অনাবৃত রহিয়াছে, এবং তাহাতে অশ্ব ও গজ সমুদয় যথাবিধি নিয়ন্ত্রিত হইতেছে না; যদিও সমুদায় সৈন্য ক্ষুব্ধচিত্ত হওয়ায়, সেই রাজধানী শূন্যা ও বিপরীতদশাপন্না এবং অনাবৃতা রহিয়াছে, তথাপি বিষমিশ্রিত ভক্ষ্য দ্রব্যের ন্যায় শত্রুগণও ইহাকে অঙ্গীকার করিতে ইচ্ছুক নহে। আমি অদ্য হইতে ভূতলে বা তৃণশয্যায় শয়ন করিব এবং নিয়ত জটাচীর ধারণ করত ফল মূল সকল আহার করিব; উত্তর কাল আমি অনায়াসে বনে বাস করিব; এরূপ হইলে সেই আর্য্য অগ্রজের প্রতিশ্রুত বিষয় মিথ্যা হইবে না। ভ্রাতার জন্য আমি বনে বাস করিলে শত্রুঘ্ন আমার সহিত বাস করিবে, আর আর্য্য রাম, লক্ষ্মণের সহিত অযোধ্যাপালন করিবেন। অযোধ্যাতে দ্বিজগণ রামচন্দ্রকে অভিষেক করিবেন, দেবতারা আমার এই মনোরথ সত্য করুন। আমি নতশিরাঃ হইয়া বহু প্রকারে তাঁহাকে প্রসাদন করিলেও যদি তিনি প্রতিশ্রুত প্রতিপালনে নিবৃত্ত না হয়েন, তবে আমি চিরকালই বনে তাঁহার সহিত বাস করিব; কিন্তু তিনি বহুকাল আমাকে উপেক্ষা করিতে পারিবেন না।"

ইতি অষ্টাশীতি সর্গ॥ ৮৮॥

একোন নবতি সর্গ।

রঘু-কুলোদ্ভব ভরত তথায় ভাগীরথীকূলে সেই রাত্রি বাস করিয়া প্রত্যুষে গাত্রোত্থাপূর্ব্বক শত্রুঘ্নকে এই কথা বলিলেন। "শত্রুঘ্ন! উত্থিত হও, কেন শয়ান রহিয়াছ? তোমার কল্যাণ হউক, তুমি শীঘ্র নিষাদপতি গুহকে আনয়ন কর; তিনি নদী পার করিয়া দিবেন।" শত্রুঘ্ন ভরতের ঐ কথা শ্রবণের পর বিপ্র-কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া এইরূপ বলিলেন, আর্য্য! আমি আপনার ন্যায়, আর্য্য রামচন্দ্রকে চিন্তা করত জাগ্রৎ দশাতেই অবস্থিত রহিয়াছি, নিদ্রিত হই নাই।' নরবর ভরত ও শত্রুঘ্ন পরস্পর এই প্রকার কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় গুহ তথায় আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, 'হে কাকুৎস্থ! আপনি নদীতটে রজনীতে সুখে বাস করিয়াছেন ত? সৈন্যগণের সহিত আপনার কোন ক্লেশ হয় নাই ত?' গুহের স্নেহ-বশত উচ্চারিত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাম-পরবশ ভরত এই কথা বলিলেন, 'হে ধীমন্! শর্ব্বরী সুখে যাপিত হইয়াছে এবং তুমিও আমাদিগকে সম্পূর্ণ সৎকার করিয়াছ; সম্প্রতি ধীবরগণ বহু সংখ্য নৌকা দ্বারা আমাদিগকে গঙ্গার পরপারে উত্তীর্ণ করুক।'

অনন্তর গুহ ভরতের আদেশ শ্রবণ করিয়া সত্বর তথা হইতে নগরে প্রবেশ-পূর্ব্বক নিজ জ্ঞাতিগণকে কহিলেন, 'উঠ, জাগরিত হও, সর্ব্বদা তোমাদের মঙ্গল হউক, কতকগুলি নৌকা সংগ্রহ কর; সৈন্য সকলকে পার করিয়া দিতে হইবে।' তদীয় জ্ঞাতিগণ সেইরূপে উক্ত হইয়া রাজশাসন-বশত উত্থান-পূর্ব্বক সত্বর হইয়া চতুর্দ্দিক হইতে পঞ্চ শত নৌকা আনয়ন করিল। তদ্ভিন্ন স্বস্তিক নামক রাজগণের আরোহণ-যোগ্য কতিপয় তরণী স্বয়ং গুহ-কর্ত্তৃক আহৃত হইল। সেই সমস্ত নৌকার অগ্রভাগ বৃহৎ ঘণ্টা-যুক্ত, সুবর্ণরঞ্জিত চিত্রসমূহ দ্বারা সুশোভিত, পতাকাশালী, দৃঢ় সন্ধিবন্ধ এবং নাবিক সমন্বিত; উক্ত তরণী সকল হইতেও উৎকৃষ্টতর, স্বস্তিক নামক নৌকা যাহা রাজযোগ্য পাণ্ডুবর্ণ কম্বলের আস্তরণ দ্বারা আবৃত এবং উপরিভাগ মঙ্গল বাদ্যধ্বনিসমন্বিত সেই কল্যাণদায়িনী তরণীকে গুহ স্বয়ং সমীপে আনয়ন করিলেন। কৌসল্যা, সুমিত্রা এবং অন্যান্য যে সকল রাজপত্নী ছিলেন তাঁহারা, তথা মহাবল ভরত ও শত্রুঘ্ন সেই নৌকায় আরোহণ করিলেন। তদনন্তর পুরোহিত, গুরুগণ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ সকল এবং অনুচর রাজপরিবারবর্গ, শকট ও পণ্যদ্রব্য জাত ক্রমে ক্রমে পৃথক্ পৃথক্ নৌকায় আরূঢ় হইল। নদীতীর্থে অবতীর্ণ, অগ্রে নৌকায় আরোহণপূর্ব্বক স্থান গ্রহণ জন্য ব্যগ্র এবং নিজ নিজ গৃহসামগ্রী গ্রহণে ব্যাকুল সৈন্য সকলের কোলাহলধ্বনি গগণতল স্পর্শ করিল। পতাকাধারিণী শীঘ্রগামিনী সেই সকল তরণী ধীবরগণ কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া আরোহিজনগণকে বহন করত চলিতে লাগিল। কোন কোন নৌকা নারীগণ দ্বারা কোন নৌকা অশ্বসমূহ দ্বারা কোন নৌকা রথ ও শকট দ্বারা পরিপূর্ণ হইল; কোন কোন নৌকা মহামূল্য অশ্ব, অশ্বতর, বলীবর্দ্দ-প্রভৃতিকে বহিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে সেই সমস্ত নৌকা পরপারে গমনপূর্ব্বক আরোহিজনগণকে অবতারণ করিয়া নিবৃত্ত হইলে গুহবন্ধু ধীবরবর্গ সেই সকল নৌকা লইয়া জলমধ্যে বিচিত্র ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইল। ধ্বজযুক্ত গজযূথ হস্তিপককর্ত্তৃক চালিত হইয়া সন্তরণ করত পক্ষবিশিষ্ট পর্ব্বতের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। কেহ কেহ নৌকায় আরোহণ দ্বারা কেহ কেহ বা বেণু তৃণাদি নির্ম্মিত প্লবদ্বারা অপরে বৃহৎ কলসী অবলম্বন দ্বারা অন্য ব্যক্তিগণ বাহু সন্তরণ দ্বারা পার হইল। সেই শোভমান সৈন্য সকল ধীবরগণ-কর্ত্তৃক ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া সূর্য্যোদয়ের তৃতীয় মুহূর্ত্তমধ্যে রমণীয় প্রয়াগ বনে প্রয়াণ করিল। মহাত্মা ভরত সেনা সমুদয়কে যথা সুখে প্রয়াগ বনে স্থাপিত এবং আশ্বাসিত করিয়া সদস্য ও পুরোহিতের সহিত ঋষিপ্রবর ভরদ্বাজকে দর্শন করিতে প্রস্থান করিলেন। পরে সেই মহানুভাব দেবপুরোহিত বৃহস্পতি-পুত্র দ্বিজবর্য্যের আশ্রমে উপনীত হইয়া রমণীয় পর্ণকুটীর ও তরুগণ-মণ্ডিত মহৎ বন দর্শন করিলেন।

ইতি একোন নবতি সর্গ ॥ ৮৯ ॥

নবতি সর্গ।

নরশ্রেষ্ঠ ভরত আশ্রমের বাধা না হয়, এই জন্য ক্রোশ-পরিমিত দূরে সৈন্য-সামন্ত সকলকে সন্নিবেশিত করিয়া মন্ত্রিবর্গের সহিত তদ্দর্শনে গমন করিলেন। সেই ধর্ম্মাত্মা পরিচ্ছদ ও অস্ত্র শস্ত্র সমস্ত পরিহারপূর্ব্বক ক্ষৌম বস্ত্রযুগল পরিধান করত পুরোহিতকে পুরঃসর করিয়া পদব্রজেই চলিলেন। রঘু-নন্দন ভরত আশ্রম প্রবেশানন্তর ভরদ্বাজের দর্শনাবসরে সেই সমস্ত মন্ত্রিকে তথায় অবস্থাপিত করিয়া পুরোহিতের পশ্চাৎ গমন করিলেন।

অনন্তর মহাতপস্বী ভরদ্বাজ বসিষ্ঠকে দর্শন মাত্র শিষ্যগণকে অর্ঘ্য আনয়ন করিতে আদেশ করিয়াই আসন হইতে উত্থিত হইলেন। বসিষ্ঠের সহিত সমাগত হইয়া ভরত তাঁহাকে অভিবাদন করিলে সেই মহাতেজাঃ ভরদ্বাজ তাঁহাকে দশরথের পুত্র বোধ করিলেন। ধর্ম্মজ্ঞ মুনি বসিষ্ঠ ও ভরতকে যথা ক্রমে পাদ্য, অর্ঘ্য এবং বিবিধ ফল প্রদানপূর্ব্বক গৃহের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। অযোধ্যা রাজধানী,

সৈন্য সামন্ত, ধনাগার, বন্ধু বান্ধব এবং মন্ত্রিবর্গ এই সকলের বিষয়েই কুশল প্রশ্ন করিয়া রাজা দশরথ উপরত হইয়াছেন জানিয়া তদ্বিষয়ে কোন কথা কহিলেন না। অনন্তর বসিষ্ঠ ও ভরত ভরদ্বাজের তপঃ সাধন, শরীর, অগ্নি এবং শিষ্য বিষয়ক অনাময় প্রশ্ন করিয়া বৃক্ষ, মৃগ, পক্ষি বিষয়ক অভয়ে অবস্থানরূপ কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাযশা ভরদ্বাজ "হাঁ সকল মঙ্গল" ইহা বলিয়া রামের প্রতি স্নেহ-বন্ধনবশত ভরতকে এই কথা বলিলেন যে, 'তুমি রাজ্যশাসনে নিযুক্ত হইয়াছ, অতএব তোমার এস্থানে আগমনে কি আবশ্যক, তাহা যথার্থ রূপে আমাকে বল, আমার মনে বিশ্বাস হইতেছে না; কৌসল্যা যে আনন্দবর্দ্ধন অমিত্রহন্তা রামকে প্রসব করিয়াছিলেন, যিনি ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত বহু দিনের জন্য বনে প্রব্রাজিত হইয়াছেন, যে মহাযশা পত্নীপরতন্ত্র পিতার "চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসী হও" এই বাক্যপালন হেতু বনে বাস করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন; তুমি নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিবার কামনায় সেই নিষ্পাপ রামের এবং তাঁহার অনুজ লক্ষ্মণের কোন অনিষ্ট করিতে ত ইচ্ছা কর নাই ?'

ভরত ভরদ্বাজকর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া দুঃখবশতঃ অশ্রুপূর্ণনয়নে স্খলিতবচনে প্রত্যুত্তর করিলেন, 'ভগবন্! আপনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও যদি আমাকে এরূপ জ্ঞান করেন, তবে আমার জন্মই বৃথা; আমা হইতে এই প্রব্রাজন দোষ সংঘটিত হয় নাই এবং ইহা আমি কখন মনেও ভাবি নাই; অতএব আপনি আমাকে এইরূপ কর্ণকঠোর বাক্য সকল বলিবেন না। আমার রাজ্যাভিষেক এবং রামের বনবাস বিষয়ে মাতা আমার অগোচরে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও আমার অভিলষিত নহে, ইহাতে আমি তুষ্টও হই নাই, এবং জননীর বাক্য স্বীকারও করি নাই। আমি সেই নরবরকে প্রসন্ন করিব বলিয়া তাঁহার চরণদ্বয় বন্দনা করিতে এবং তাঁহাকে অযোধ্যাতে লইয়া যাইতে নিকটে আসিয়াছি। ভগবন্! আপনি আমাকে এতাদৃশ অভিপ্রায়যুক্ত জানিয়া অনুগ্রহ করিতে যোগ্য হইতেছেন; সম্প্রতি মহামতি রাম কোথায় আছেন, তাহা বলুন।'

অনন্তর, ভগবান্ ভরদ্বাজ বসিষ্ঠ প্রভৃতি ঋত্বিক্‌গণকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া সেই ভরতের প্রতি প্রসন্নতাহেতু বলিলেন, 'হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি যখন রঘুবংশে জন্মিয়াছ, তখন গুরু-শুশ্রূষা, মনোদমন এবং সাধুগণের অনুবর্ত্তন এই তিনটীই তোমাতে সম্ভব হয়; তোমার ঈদৃশ মনোগত ভাব আমি জানি, তথাপি তাহা অনেকের সাক্ষাতে ব্যক্ত হইয়া দৃঢ়তর হউক, এই জন্য তোমার কীর্ত্তিকে অতিশয় বর্দ্ধন করত উক্ত রূপে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত ধর্ম্মজ্ঞ রামকেও আমি জানি, তোমার ভ্রাতা এই মহাগিরি চিত্রকূটে বসতি করিতেছেন। হে বাঞ্ছিতার্থপ্রদ ধীমন্! কল্য তুমি সেই স্থানে গমন করিও, অদ্য মন্ত্রীগণের সহিত এই স্থানে বাস কর, আমার এই কামনা পূর্ণ কর।' অনন্তর বিখ্যাতকীর্ত্তি উদার দর্শন নৃপতিনন্দন ভরত "তাহাই হউক" এই বলিলেন এবং তখন সেই মহাশ্রমে রজনী যাপন করিতে মনঃস্থ করিলেন।

ইত নবতিতম সর্গ ॥ ৯০ ॥

একনবতি সর্গ।

ভরদ্বাজ মুনি 'তৎকালে তথায় অবস্থিতি করিতে কৃতনিশ্চয় কৈকেয়ীতনয় ভরতকে আতিথ্যহেতু নিমন্ত্রণ করিলেন। ভরত বলিলেন, 'পাদ্য অর্ঘ্য প্রভৃতি বনে যাহা সম্ভব হয়, তদ্দ্বারা ত আপনি অতিথিসৎকার করিয়াছেন।', ভরদ্বাজ ভরতের এই বাক্যে যেন হাস্য করত অর্থাৎ ইনি আমাকে বনবাসী ও দরিদ্র বলিয়া বিশেষ রূপে আতিথ্য করিতে অক্ষম ভাবিয়াছেন, ইহা বুঝিয়া বলিলেন তুমি প্রীতিমান্ এবং যে কোন বস্তুদ্বারা তুষ্ট থাক, তাহা আমি জানি; পরন্তু তোমার এই সমস্ত সেনাকে, আমি ভোজন করাইতে ইচ্ছা করি, অতএব আমার যে প্রকার কামনা তাহা তুমি

স্বীকার করিতে পার। হে পুরুষপ্রবর! তুমি কি নিমিত্ত সৈন্য সকলকে দূরে সন্নিবেশিত করিয়া এখানে আসিয়াছ? কেনই বা সৈন্য-সামন্ত সমভিব্যাহারে আসিলে না?” ভরত কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই তপোধনকে এইরূপ প্রত্যুত্তর করিলেন, “ভগবন্! আমি আপনার আশ্রম পীড়া হইবে ভাবিয়া ভয় বশত সৈন্য সহ উপস্থিত হই নাই। যেহেতু রাজা এবং রাজপুত্রের নিয়ত যত্নপূর্ব্বক তপস্বিপ্রদেশ পরিহার করা উচিত। মনুষ্য, অশ্ববর এবং উত্তম মত্ত মাতঙ্গ সকল মহতী ভূমিকে আচ্ছাদন করিয়া আমার অনুগমন করিতেছে; তাহারা তরুদল, সরোবর জল এবং আশ্রম ভূভাগ, তথা পর্ণশালা সকল নষ্ট না করে, এই বিবেচনায় তাহাদিগকে দূরে রাখিয়া তথা হইতে আমি একাকী এস্থানে আসিয়াছি।” “সৈন্যগণকে এই স্থানে আনয়ন কর” মহর্ষি কর্ত্তৃক ভরত এইরূপ আদিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে সন্নিধানে আনয়ন করিলেন।

অনন্তর ভরদ্বাজ অগ্নি গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক হৃদয় পর্য্যন্তগামি জলপানদ্বারা আচমন করিয়া অতিথি সৎকার সম্পাদনার্থ বিশ্বকর্ম্মাকে এইরূপে আহ্বান করিলেন যে, “আমি অতিথি সৎকার করিতে ইচ্ছা করিয়া সৃষ্টি শক্তিসম্পন্ন বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিতেছি, আমার সে সমুদয় সম্যক্ বিহিত হউক। আমি অতিথি সেবা কামনা করিয়া ইন্দ্র, বরুণ, কুবের, এই লোকপালত্রয়কে আহ্বান করিতেছি, তদ্বিষয়ে আমার সম্যক্ সিদ্ধি হউক। পূর্ব্ববাহিনী ও তির্য্যক্‌বাহিনী নদী সকল এবং যে সমস্ত সরিৎ ভূতলে ও আকাশমণ্ডলে বর্ত্তমান আছেন, তাঁহারা সকলেই অদ্য এস্থানে আগমন করুন। কতিপয় নদী মৈরেয় মদ্য, কতকগুলি সরিৎ সুনিষ্পাদিত সুরা, অপরা আপগা সকল ইক্ষুকাণ্ড রসসম শীতল জল ক্ষরণ করুন। আমি বিশ্বাবসু ও হাহা হুহু প্রভৃতি দেব গন্ধর্ব্বগণকে এবং সমস্ত দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণের সহিত অপ্সরোগণকে আহ্বান করিতেছি। ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, মিশ্রকেশী, অলম্বুষা, নাগদন্তা, হেমা, তথা পর্ব্বতবাসিনী সোমা এবং যাহারা ইন্দ্রকে ও ব্রহ্মাকে উপাসনা করিয়া থাকে, সেই সমস্ত বেশভূষা সমন্বিতা কামিনীকে তুম্বুরুর সহিত আহ্বান করিতেছি। ভগবান্ সোমদেব আমার এই আশ্রমে ভক্ষ্য, ভোজ্য, চেষ্য, লেহ্য প্রভৃতি বহুবিধ উত্তম অন্ন প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করুন এবং পাদপ সকল হইতে স্বয়ং জাত বিচিত্র মাল্য, তথা সুপেয় সুরা প্রভৃতি ও নানা প্রকার মাংস বিধান করুন।” এইরূপে সমাধি ও অপ্রতিম তেজঃ প্রভাবদ্বারা সুব্রত মুনি উপযুক্ত স্বর ও সুপ্রযুক্ত বর্ণোচ্চারণ পূর্ব্বক সকলকে আহ্বান করিলেন। সেই মহামুনি পূর্ব্বাস্য ও কৃতাঞ্জলি হইয়া মনে মনে ধ্যান করিতে লাগিলেন এবং তৎকালে সেই সমস্ত দেবতারা পৃথক্ পৃথক্ রূপে আগমন করিলেন। মলয় ও দর্দ্দুর নামক চন্দন পর্ব্বতদ্বয়কে স্পর্শ করিয়া শৈত্য সৌগন্ধ মান্দ্যভাবে প্রিয়তর, সুখকর ও স্বেদহর সমীরণ যথাসুখে বহিতে লাগিল। অনন্তর মেঘ সকল বিচিত্র পুষ্প বর্ষণ করিল, সর্ব্বদিকে দেবদুন্দুভিধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। উৎকৃষ্ট বায়ু বহিতে প্রবৃত্ত হইল; অপ্সরা সকল নৃত্য ও দেবগন্ধর্ব্বগণ সঙ্গীত আরম্ভ করিল, এবং বাদ্যমান বীণা সকল ষড়্‌জাদি স্বর বিস্তার করিল। সেই নৃত্যগীতাদির লয়-সমন্বিত বহুবিধ, সমমধুর ধ্বনি দ্যুলোকে ভূলোকে এবং প্রাণিগণের শ্রবণে প্রবিষ্ট হইল। মানবগণের শ্রুতিসুখকর সেই মনোহর শব্দ এইরূপে প্রকাশিত হইলে ভরতের সৈন্যগণ বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণকৌশল দর্শন করিল; ভূতল চতুর্দ্দিকে পঞ্চ যোজন ব্যাপিয়া সমান হইয়াছে, এবং নীলবর্ণ বৈদূর্য্যমণিসন্নিভ বিবিধ শাদ্বলদ্বারা সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে। সেই স্থানে বিল্ব, কপিত্থ, পনস, বীজপূরক, আমলকী এবং আম্র বৃক্ষ সকল ফল দ্বারা ভূষিত হইয়াছে। উত্তর কুরুদেশ হইতে দিব্য উপভোগ্য বন এবং তীরজাত বহুবিধ তরুসমন্বিতা নদী আগমন করিয়াছে। শুভ্রবর্ণ গৃহ সকল, অশ্বশালা, গজশালা, শোভন অট্টালিকা, প্রাসাদ, পুরদ্বার এবং শ্বেত মেঘসন্নিভ সুতো-

রণ রাজসদন নির্ম্মিত হইয়াছে। সেই সকল ভবন শুক্লমাল্যদ্বারা অলঙ্কৃত, সুগন্ধজলসিক্ত, চতুষ্কোণ, বিরল, শয়ন, আসন, যানযুক্ত মনোহর রস সমুদয়সমন্বিত, দিব্য ভোজন দ্রব্য ও বস্ত্রবিশিষ্ট ছিল। সেই গৃহে সকল প্রকার খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত ছিল, পাত্র সকল ধৌত ও পরিষ্কৃত ছিল, সমুদয় আসন পাতিত এবং উত্তম শয্যা আস্তীর্ণ থাকায় সুশোভন হইয়াছিল।

কৈকয়ীতনয় মহাবাহু ভরত মহর্ষিকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া সেই রত্নপূর্ণ ভবনে প্রবেশ করিলেন; পুরোহিতের সহিত সেই সকল মন্ত্রিরা তাঁহার অনুগমন করিলেন এবং গৃহসন্নিধান দর্শন করিয়া হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। ভরত মন্ত্রিবর্গের সহিত তথায় রাজোপযুক্ত সিংহাসন এবং ছত্র ও চামরকে প্রদক্ষিণ করিলেন। সেই রাজাসন রামচন্দ্রের যোগ্য এবং তিনি তাহাতে অধিষ্ঠিত আছেন, ইহা বিবেচনা করিয়া রামকে প্রণামপূর্ব্বক ভরত চামর গ্রহণ করিয়া মন্ত্রীর আসনে উপবেশন করিলেন। অনন্তর সচিব ও পুরোহিতগণ যথাযোগ্য আসনে উপবিষ্ট হইলেন, সেনাপতি ও শিবিররক্ষক পশ্চাৎ উপবেশন করিলেন।

অনন্তর ভরদ্বাজ মুনির আদেশক্রমে মুহূর্ত্তকালমধ্যে পায়সকর্দ্দম নদী সকল ভরতের নিকট উপস্থিত হইল। দ্বিজবর ভরদ্বাজের প্রসাদে সেই সমস্ত সরিতের উভয়কূলে সুধালিপ্ত রমণীয় গৃহ সকল জন্মিয়াছিল। সেই মুহূর্ত্তের মধ্যে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রেরিত মনোহর আভরণভূষিত বিংশতি সহস্র রমণী আগমন করিল। সুবর্ণ মণি মুক্তা এবং প্রবাল দ্বারা সুশোভিত বিংশতি সহস্র যোষিৎ কুবেরের সহিত সমাগত হইল। যাহাদিগের দর্শনে পুরুষ বশীভূত এবং আনন্দিতের ন্যায় লক্ষিত হয়, নন্দনকানন হইতে তাদৃশ বিংশতি সহস্র অপ্সরা আগমন করিল। সূর্য্যসমপ্রভাসম্পন্ন নারদ তুম্বুরু গোপপ্রভৃতি গন্ধর্ব্বরাজ সকল ভরতের সম্মুখে গান করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভরদ্বাজের আদেশক্রমে অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, পুণ্ডরীকা ও বামনা ভরতের সমীপে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। দেবলোকে এবং চৈত্ররথ নামক কুবেরের উদ্যানে যে সকল মাল্য ছিল, ভরদ্বাজের প্রভাবে প্রয়াগ-ক্ষেত্রে সেই সমুদয় দৃষ্ট হইল। মহর্ষির তেজঃপ্রভাবে বিল্ববৃক্ষ সকল মৃদঙ্গবাদক, বিভীতক তরু সমুদয় তালবিশেষ গ্রাহক এবং অশ্বত্থ পাদপগণ নর্ত্তক হইল। অনন্তর সরল, তাল, তিলক, তমাল প্রভৃতি তরুসকল প্রহৃষ্ট হইয়া তথায় কুব্জ ও বামন রূপে আগমন করিল। শিংশপা, আমলকী, জম্বু, তদ্ভিন্ন কানন মধ্যে অন্যান্য যে সকল লতা জাতীয়া মল্লিকা মালতী প্রভৃতি ছিল, তাহারা তখন প্রমদা শরীর ধারণপূর্ব্বক ভরদ্বাজের আশ্রমে বাস করিল। সুরাপায়িগণ সুরাপান করিল, ক্ষুধিত ব্যক্তি সকল পায়স ভোজন করিল, অপরে পবিত্র মাংস আহার করিল, যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিল। সাত আট জন নারী এক একটী পুরুষকে মনোহর নদীতীরে উদ্বর্ত্তন করাইয়া স্নান করাইতে লাগিল। বিশাল লোচনা বরাঙ্গনাগণ স্নাত পুরুষদিগের আর্দ্র অঙ্গ বস্ত্র দ্বারা মার্জ্জিত করিয়া চরণ সেবা করত সুধা পান করাইতে প্রবৃত্ত হইল। বাহন-পালকেরা উৎকৃষ্ট অশ্ব, গজ, উষ্ট্র এবং বৃষভদিগকে যথা বিধানে তাহাদিগের ভোজ্য দ্রব্য ভোজন করাইতে লাগিল। মহাবল বাহন পালকেরা ইক্ষ্বাকুবংশের প্রধান যোদ্ধাদিগের বাহন সকলকে ভক্ষণার্থ প্রেরণ করত ইক্ষু, মধু ও লাজ ভোজন করাইল। অশ্ববন্ধনকারী অশ্বের প্রতি এবং কুঞ্জরগ্রাহী গজের দিকে দৃষ্টি রাখে নাই, সেই সমস্ত সৈন্য মাদক দ্রব্য সেবনে মত্ত, মধুপানে প্রমত্ত এবং মুদিত হইয়া তথায় সম্যক্ শোভিত হইল। রক্তচন্দনরঞ্জিত সৈন্য সকল সর্ব্ব কামনা দ্বারা তৃপ্তি লাভ করত অপ্সরোগণের সহিত সংযুক্ত হইয়া এই কথা বলিতে লাগিল যে, 'আমরা আর অযোধ্যায় যাইব না, দণ্ডকারণ্যেও গমন করিব না, ভরতের মঙ্গল হউক এবং রামও সুখে থাকুন' গজারোহী ও গজবন্ধক এবং অশ্বারোহী ও অশ্ববন্ধক তথা পদাতিগণ তাদৃশ সৎকার লাভে যেন স্বাধীন

হইয়া এইরূপ কথা বলিয়াছিল। ভরতের অনুযাত্রিক সেই সমস্ত ব্যক্তি তথায় অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া সহস্রবার হর্ষধ্বনি করিল এবং "এই স্থানই স্বর্গ" এই কথা বলিল। মাল্যধারী সৈন্যগণ কেহ কেহ নৃত্য করত কেহ কেহ হাস্য করত কেহ কেহ বা গান করত চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইতে লাগিল। অনন্তর সেই অমৃতোপম অন্ন এবং সেই সমুদয় মনোহর ভক্ষ্য দ্রব্য দর্শন করিয়া যাহারা আহার করিয়াছিল, তাহাদিগেরও আবার ভোজনে ইচ্ছা হইল। সেনা মধ্যস্থিত দাস দাসী ও বনিতা সকল নূতন বসন পরিধান করত সর্ব্ব প্রকারে সাতিশয় প্রীতি লাভ করিল। অশ্ব, গজ, উষ্ট্র, গো, মৃগ ও পক্ষি সকল তথায় উত্তম রূপে আহার দ্বারা পালিত হইয়াছিল; কাহাকেও মুনিদত্ত অন্ন ব্যতীত অন্য ভক্ষ্য উপভোগ করিতে হয় নাই। তন্মধ্যে কেহ ক্ষুধিত, ম্লান ও মলিন বসন ছিল না এবং কাহারও কেশ ধূলি ধূসর আছে, ঈদৃশ পুরুষ দৃষ্ট হয় নাই। সৈন্যগণ তথায় বিস্ময়ান্বিত হইয়া চতুর্দ্দিকে গন্ধ রস সমন্বিত ছাগ মেষ বরাহ মাংস তথা উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জন সঞ্চয় এবং আম্রাদি ফল নির্য্যূহ রস দ্বারা সম্যক্ সম্পাদিত সূপপূর্ণ স্বর্ণ রজত পাত্র সকল আর শোভার্থ পুষ্প-ধ্বজযুক্ত শুভ্র অন্নের সহস্র সহস্র সুবর্ণ পাত্র দর্শন করিয়াছিল। সেই চৈত্ররথ-প্রতিম পঞ্চ যোজন বিস্তৃত কাননের পার্শ্বভাগে কূপ সকল পায়সের কর্দ্দমবিশিষ্ট, গো-সমুদয় কামদুঘ ও তরুগণ মধুস্রাবী হইয়াছিল। দীর্ঘিকা সকল মৈরেয় মদ্য-দ্বারা পরিপূর্ণ ও পিঠর পাকে প্রতপ্ত মৃগ মাংস পূরিত কুক্কুটাদি পবিত্র মাংস নিচয়ে পরিবৃত ছিল। সুবর্ণময় সহস্র সহস্র অন্নপাত্র, নিযুত পরিমিত ভোজন-পাত্র ও অর্ব্বুদ-সংখ্যক হস্ত-প্রক্ষালনোপযোগি পাত্র, জলপান-পাত্র, সুমার্জ্জিত দধিমন্থন-পাত্র, তথা মন্থনোত্তর কেশরাদি সংযোগে পীতবর্ণ সুগন্ধি তক্রের পাত্র সমুদয়-দ্বারা হ্রদ সমুদয় পরিপূর্ণ হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন অপরাপর হ্রদ সকল; গুড় আর্দ্রক জীরক-যুক্ত রসাল নামক তক্র, তথা শ্বেতবর্ণ দধি এবং শর্করা-মিশ্রিত জল সঞ্চয় দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

সৈন্যগণ নদী-তীর্থে পাত্রস্থ বিবিধ আমলকী চূর্ণ মিশ্রিত কষায় কল্ক-প্রভৃতি স্নানীয় দ্রব্য সমুদয় দর্শন করিয়াছিল; অগ্রভাগে কূর্চ্চ-বিশিষ্ট শুভ্রবর্ণ দন্তকাষ্ঠ নিচয়, সম্পুটস্থ ঘৃষ্ট চন্দন-রাশি, দর্পণ নিকর, ধৌত বসন সঞ্চয় এবং সহস্র সহস্র কাষ্ঠ পাদুকা ও চর্ম্ম-পাদুকা-যুগল দেখিয়াছিল। অঞ্জন করণ্ডিকা, কেশ-প্রসাধনী কঙ্কতিকা, শ্মশ্রু-প্রসাধন কূর্চ্চ, তথা ছত্র, ধনু, কবচ এবং বিচিত্র শয়ন ও আসন সকল তথায় দৃষ্ট হইল। ভুক্ত বস্তু জীর্ণ করিবার উপযুক্ত জলপূর্ণ হ্রদ সকল এবং গজ বাজি গর্দ্দভ ও উষ্ট্রগণ অবগাহন করিয়া অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারে, ঈদৃশ তীর্থসমন্বিত ও পদ্ম উৎপল-সমাকুল উপাধি-বিশেষ-বশতঃ নীলবর্ণ নির্ম্মল জল-পূর্ণ পরম সুখে স্নান-যোগ্য হ্রদ সমুদয় দর্শন করিয়াছিল। সেই সৈন্যগণ তথায় চতুর্দ্দিকে পশুদিগের ভক্ষণার্থ নীল-বৈদূর্য্যবর্ণ কোমল তৃণ সকল দর্শন করিল। মহর্ষি ভরদ্বাজ-কর্ত্তৃক সেই সকল মর্ত্যলোক-দুর্লভ অদ্ভুত আতিথ্য-ব্যাপার তৎক্ষণাৎ সম্পাদিত দেখিয়া সমস্ত লোকেই বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল। নন্দন বনে দেবগণের ন্যায়, সেই ভরদ্বাজের আশ্রমে এইরূপে বিহারকারি জনগণের সেই রজনী অতিবাহিত হইল।

অনন্তর সেই সকল অপ্সরোগণ গন্ধর্ব্বগণ এবং বরাঙ্গনাগণ ভরদ্বাজের অনুজ্ঞা লইয়া যথা স্থানে প্রতিগমন করিল। সৈন্যগণ সেইরূপ দৃপ্ত, মদমত্ত তথা মনোহর অগুরু চন্দনে চর্চ্চিত রহিল এবং মনোজ্ঞ বিবিধ উত্তম মালা মনুজ-গণ-কর্ত্তৃক প্রমর্দ্দিত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ বিকীর্ণ ছিল।

ইতি একনবতি সর্গ।

দ্বিনবতি সর্গ।

অনন্তর ভরত পরিবারের সহিত অতিথি-সৎকার লাভ করতঃ সেই রজনী বাস করিয়া রামকে প্রাপ্ত হইবার কামনায় ভরদ্বাজের

নিকট গমন করিলেন। ভরদ্বাজ ঋষি অগ্নিহোত্র কার্য্য সমাপানান্তে সেই পুরুষপ্রবর ভরতকে কৃতাঞ্জলিপুটে আগত দেখিয়া বলিলেন, "হে অনঘ! আমার এই আশ্রমে তোমার সুখে রাত্রি যাপন হইয়াছে ত? তোমার সমস্ত লোক অতিথি-সংকারে পরিতৃপ্ত হইয়াছে ত? তাহা আমাকে বল।" ভরত সেই আশ্রম হইতে নির্গত মহাপ্রভাব মহর্ষিকে প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, "ভগবন্! আমি সমগ্র বল বাহন সহ সৈন্যগণের সহিত সুখে বাস করত আপনা-কর্ত্তৃক অত্যন্ত তর্পিত হইয়াছি; অন্য কি, ভৃত্যগণের সহিত আমরা সকলেই গতক্লম, হতসন্তাপ, সুসমৃদ্ধ অন্নপান প্রাপ্ত এবং শোভন আবাস লাভ করিয়া সুখে বাস করিয়াছি। হে ঋষিসত্তম! আমি ভ্রাতার নিকটে প্রস্থান করিবার নিমিত্ত আগ্রহ সহকারে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি স্নিগ্ধনয়নে নিরীক্ষণ করুন। হে ধর্ম্মজ্ঞ! সেই ধাম্মিকবর মহাত্মার আশ্রম কত দূরে এবং কোন্ পথ দিয়া যাইতে হইবে, তাহা আমাকে আদেশ করুন।" মহাতপস্বী মহাপ্রভাব ভরদ্বাজ এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া ভ্রাতাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যাকুল ভরতকে প্রত্যুত্তর করিলেন। "হে ভরত! এই স্থান হইতে সার্দ্ধ যোজনদ্বয় দূরে জনশূন্য অরণ্যমধ্যে রমণীয় বিদীর্ণ পাষাণ ও কানন-সমন্বিত চিত্রকূট নামক পর্ব্বত আছে, পুষ্পিত তরুগণসমাবৃতা, রমণীয় কুসুমিত কাননা, মন্দাকিনী নদী তাহার উত্তর পার্শ্ব অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। হে তাত! সেই নদীর পর পারে চিত্রকূট গিরি দেখিতে পাইবে, তাহাতেই তাঁহারা নিশ্চয় বাস করিতেছেন; অতএব তাঁহাদিগের পর্ণকুটীর তোমার নয়নগোচর হইবে। হে মহাভাগ বাহিনীপতে! যমুনা নদীর দক্ষিণতীরস্থ পথে কিয়দ্দূর গমন করিয়া পরে সেই পথের দুইটী শাখাপথের মধ্যে বামভাগস্থিত দক্ষিণদিগ্বর্ত্তী যে পথ আছে, সেই পথে এই গজবাজি-পরিবৃতা সেনাকে পরিচালন কর, তাহা হইলেই রামচন্দ্রকে দর্শন করিতে পাইবে।"

মহারাজ দশরথের যানগামিনী সীমন্তিনীরা এইরূপ প্রস্থান কথা শ্রবণ করিয়া নিজ নিজ যান সমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক ভরদ্বাজ মুনিকে প্রণাম করিবার জন্য পরিবেষ্টন করিলেন। তন্মধ্যে প্রথমতঃ কম্পমানা কৃশাঙ্গী দুঃখিনী কৌসল্যা সুমিত্রা দেবীর সহিত করযুগল দ্বারা মহর্ষির চরণদ্বয় গ্রহণ করিলেন। অনন্তর, বিফলকামা, সর্ব্বলোকনিন্দিতা, সাপত্রপা কৈকেয়ী তাঁহার পদদ্বয় ধারণ করিলেন, এবং সেই মহামুনি ভগবান্‌কে প্রদক্ষিণ করিয়া তখন দুঃখিতচিত্তে ভরতেরই নিকটে দণ্ডায়মানা রহিলেন।

মহামুনি ভরদ্বাজ তৎকালে ভরতকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "হে রাঘব! আমি তোমার মাতৃগণের বিশেষ পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি।" ভরদ্বাজ বক্তৃবর ধর্ম্মনিষ্ঠ ভরতকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 'ভগবন্! যে দেবীকে পুত্রবিরহে ও স্বামিশোকে তথা অনশনে কৃশাঙ্গী ও দুঃখিতা দেখিতেছেন, এই দেবীরূপিণী, আমার পিতার প্রধানা মহিষী কৌসল্যা, অদিতি যেমন উপেন্দ্রকে প্রসব করিয়াছিলেন, সেইরূপ ইনিই সেই সিংহ সম বিক্রমপূর্ব্বক গমনশীল পুরুষপ্রবর রামচন্দ্রকে প্রসব করিয়াছেন। ইহাঁর বাম বাহু আশ্লেষ করিয়া যিনি দুঃখিতচিত্তে দণ্ডায়মানা আছেন, ইনি মহারাজের মধ্যমা দেবী সুমিত্রা; পুষ্প সকল বিশীর্ণ হইলে কর্ণিকার বৃক্ষের শাখা যেমন বনমধ্যে শোভাহীন হইয়া থাকে, তেমনি ইনিও দুঃখিতা আছেন। সেই সত্যপরাক্রম দেবতুল্য রূপবান্ বীরবর কুমার লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন উভয়েই ইহাঁর পুত্র। আর যাঁহার জন্য সেই দুই নরশ্রেষ্ঠ ঈদৃশ বিপদাপন্ন হইয়াছেন, যাঁহার জন্য রাজা দশরথ পুত্রবিয়োগ বশত প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়াছেন, সেই ক্রোধনা, অশিক্ষিতবুদ্ধি গর্ব্বিতা, সুভগমানিনী, ঐশ্বর্য্যাভিলাষিণী, সাধ্বীর ন্যায় প্রতিভাসমানা, পাপনিশ্চয়া অনার্য্যা নিষ্ঠুরা কৈকেয়ী এই, ইহাঁর নিমিত্ত আমি নিজ বিষম বিপদ উপস্থিত

দেখিতেছি, ইহাঁকেই আমার জননী জ্ঞান করুন। নরবর ভরত বাষ্পগদ্গদ বাক্যে এই-কথা বলিয়া ক্রুদ্ধ নাগরে ন্যায় নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করত আরক্তলোচন হইলেন। তখন, মহাবুদ্ধিমহর্ষিভরদ্বাজ ভরতকে এ প্রকার কথা কহিতে দেখিয়া এই অর্থযুক্ত প্রত্যুত্তরবাক্য বলিলেন, 'ভরত! দুষ্টকার্য্য করণ জন্য কৈকেয়ীর প্রতি তুমি দোষারোপ করিও না, রামের বনবাস পরিণামে দেবতা ও ঋষিগণের সুখকর হইবে। এই বনে রামের প্রব্রাজন হেতু দেব, দানব, ও আত্মতত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণের হিত হইবে ইহা নিশ্চয় জানিও।

সিদ্ধকাম ভরত মহর্ষিকে অভিবাদন পূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিয়া সৈন্যগণকে আমন্ত্রণ করতঃ 'সুসজ্জিত হও' এই কথা বলিলেন। অনন্তর বহুবিধলোক বিবিধ হেমবিভূষিত মনোহর অশ্ব রথ যোজনা করিয়া প্রয়াণার্থ আরোহণ করিল। সুবর্ণ নির্ম্মিত রজ্জু তথা পতাকা সমন্বিত হস্তী ও করেণুসকল গ্রীষ্মাবসানে শব্দায়মান মেঘ মণ্ডলীর ন্যায় ঘণ্টারবে দশদিক্ নিনাদিত করত প্রস্থিত হইল। মহামূল্য লঘুতর বৃহৎ বৃহৎ বিবিধ যানসকল চলিতে লাগিল এবং পদাতিগণ পদব্রজে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইল। তদনন্তর কৌসল্যা প্রভৃতি রাজমহিষীগণ রামকে দর্শন করিবার আকাঙ্ক্ষায় প্রমুদিত হইয়া উৎকৃষ্ট যানে আরোহণপূর্ব্বক প্রয়াণ করিলেন। শ্রীমান্ ভরত তরুণ চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় আভাসমানা শোভনা শিবিকাতে আরোহণ পূর্ব্বক সপরিবারে প্রস্থিত হইলেন। সেই গজবাজি সমাকুলা মহতী সেনা দক্ষিণ দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া গঙ্গার পশ্চিম তীরে গিরি ও নদী তটে বর্ত্তমান মৃগ পক্ষিকুলসেবিত মহামেঘ মণ্ডলীর ন্যায় শোভমান বন সকল অতিক্রম করিয়া যাইতে লাগিল। ভরতের সেই মহতী সেনা দ্বিজগণ ও বাজিযূথের হর্ষ সম্পাদন এবং মৃগ ও পক্ষিকুলকে ত্রাসিত করত সেই মহৎ বনে প্রবেশ করিয়া তথায় শোভিত হই-হইরাছিল।

দ্বিনবতি সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯২ ॥

ত্রিনবতি সর্গ।

বনবাসী মত্ত যূথপতি পশুসকল নিজ নিজ দলের সহিত সেই গমনশীল মহা সেনা কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইল। বনস্থলে, গিরিশিখরে ও নদীতীরে ভল্লুকগণ রুরুমৃগসকল ও বিন্দুযুক্ত মৃগসমুদয় সকল দিকেই ব্যাকুলভাবে ধাবমান দৃষ্ট হইতে লাগিল। সেই দশরথতনয় ধর্ম্মাত্মা ভরত শব্দায়মান চতুরঙ্গ মহাসেনা সমাবৃত ও প্রীত হইয়া প্রস্থান করিতে লাগিলেন। বর্ষাকালে মেঘ সকল যেমন আকাশমণ্ডলকে আচ্ছাদিত করে, সেইরূপ, মহাত্মা ভরতের সাগরপ্রবাহসন্নিভ সৈন্যসকল মহীতল সংচ্ছাদিত করিল। মহাবল বারণ ও তুরঙ্গনিকর দ্বারা সমাবৃত ভূতল তৎকালে বহুক্ষণ ব্যাপিয়া অলক্ষ্য হইয়াছিল। দূরপথ গমন করিয়া বাহনসকল সম্যক্ পরিশ্রান্ত হইলে শ্রীমান্ ভরত মন্ত্রিবর বসিষ্ঠকে বলিলেন, "মহর্ষি ভরদ্বাজ যে স্থানে যে প্রকারে চিত্রকূট পর্ব্বতের নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন এবং আমিও পূর্ব্বে যে প্রকার শুনিয়াছিলাম আর এই প্রদেশের রূপ যেরূপ লক্ষিত হইতেছে, তাহাতে নিশ্চয় বোধ হয়, ঐ চিত্রকূট গিরি, উহারই নিম্নে মন্দাকিনী নদী, ঐ নীলমেঘসন্নিভ বন দূর হইতে প্রকাশ পাইতেছে। সম্প্রতি চিত্রকূট শৈলের মনোরম সানুসকল মদীয় শৈলোপম মাতঙ্গগণদ্বারা মর্দ্দিত হইতেছে। সজল নীলমেঘসকল আতপাভাব সময়ে যেমন বারিবর্ষণ করে, তেমনি এই সমস্ত তরুগণ গজযূথের সংস্পর্শে চলিত হইয়া কুসুমরাশি বর্ষণ করিতেছে—ভ্রাতঃ শত্রুঘ্ন! দেখ, সমুদ্র যেমন মকরনিকরদ্বারা আকীর্ণ, তেমনি এই পর্ব্বতে কিন্নরগণের আবাস প্রদেশ হয়সমুদয়দ্বারা চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, শরৎকালে বায়ুবেগে চালিত হইয়া মেঘজাল যেমন আকাশমণ্ডলে শোভা পায়, সেইরূপ এই সমুদয় শীঘ্রগামি-সৈন্যপরিচালিত হইয়া মৃগগণ শোভিত হইতেছে। মেঘ সমান প্রকাশমান শস্ত্রনিবারণ চর্ম্মফলক সমন্বিত সৈন্যগণ দাক্ষিণাত্য লোক সকলের ন্যায় নিজ

নিজ মস্তকে সুরভি কুসুমে বিভূষিত করিতেছে। এই ঘোরদর্শন কানন পূর্ব্বে নিঃশব্দের ন্যায় হইয়াছিল, সম্প্রতি আমার সৈন্যগণের সমাগমে লোকাকীর্ণ-অযোধ্যার ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। অশ্ব-প্রভৃতির খুরক্ষুণ্ণ ধূলিপটলে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন রহিয়াছে, সমীরণ যেন আমার প্রিয়কারী হইয়া চিত্রকূট দর্শনের প্রতিবন্ধস্বরূপ এই রেণুরাশিকে অবিলম্বে অপসারিত করিতেছে। শত্রুঘ্ন! দেখ, সুসারথিকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত অশ্বযুক্ত ঐ সকল রথ কত দ্রুতবেগে কানন মধ্যে যাইতেছে। এই দেখ, প্রিয়দর্শন ময়ূরগণ ত্রাসিত হইয়া পক্ষিকুলের আবাস স্থল এই শৈলেই আসিতেছে। অতিমাত্র মনোহর পাপ পরিশূন্য এই তাপসগণের বাসস্থল স্বর্গের পথ রূপে সুব্যক্তভাবে আমার চিত্তে প্রতিভাত হইতেছে। মৃগী সকলের সহিত বিচিত্র বিন্দুযুক্ত মনোজ্ঞ মৃগগণ যেন কুসুমদ্বারা চিত্রিত বলিয়া লক্ষ্য হইতেছে। সৈন্যগণ মন্দ মন্দ গমন করত কানন মধ্যে যে স্থানে সেই পুরুষ শ্রেষ্ঠ রাম ও লক্ষ্মণ দৃষ্টিগোচর হয়েন সেই স্থান অন্বেষণ করুক।"

শস্ত্রপাণি শূর পুরুষেরা ভরতের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই গহন বন মধ্যে প্রবেশ করিল, অনন্তর, ধূমশিখা দেখিতে পাইল। তাহারা ধূমের অগ্রভাগ দর্শনপূর্ব্বক প্রত্যাগত হইয়া ভরতকে কহিল যে "মনুষ্য শূন্য স্থানে কখন অগ্নি থাকে না, অতএব রাম ও লক্ষ্মণ এই স্থানেই আছেন ইহা নিশ্চয় বোধ হইতেছে এই কাননে সেই শত্রুতাপন নরবর রাজকুমারেরা যদি না থাকেন, তবে রামের সমান অন্য তপস্বিগণ অবশ্যই এস্থানে থাকিতে পারেন।" শত্রুবল মর্দ্দন ভরত তাহাদিগের সেই ন্যায়ানুগত সাধুসম্মত বাক্য শ্রবণ করিয়া সমস্ত সৈন্যগণকে কহিলেন যে, "তোমরা সকলে কোলাহল না করিয়া সাবধান হইয়া অবস্থিতি কর, এস্থান হইতে অগ্রে গমন করিও না, আমি স্বয়ংই যাইব এবং সুমন্ত্র ও অশোক মন্ত্রী আমার সহিত গমন করিবেন।" অনন্তর সৈন্যগণ এইরূপ আদিষ্ট হইয়া সেই স্থানে চতুর্দ্দিক্ ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল, আর যেস্থানে ধূমশিখা ছিল, ভরত তথায় দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিলেন। ভরত যে সৈন্য সকলকে ব্যবস্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহারা পুরোভাগে আবাস যোগ্য ভূভাগ নিরীক্ষণ করিয়াও তখন অবিলম্বে প্রিয়তম রামের সমাগম হইবে জানিয়া আহ্লাদিত হইয়াছিল।

ইতি ত্রিনবতি সর্গ।

চতুঃনবতি সর্গ।

রাম সেই চিত্রকূট পর্ব্বতে জানকীর প্রিয়কাম হইয়া নিজ চিত্তকে আশ্বাসিত করিয়া শৈলবাস প্রিয়তর জ্ঞানে দীর্ঘকাল অবস্থিতি করিতেছিলেন। অনন্তর পুরন্দর শচীকে যেমন রম্য বস্তু দর্শন করান, সেইরূপ অমর সদৃশ দাশরথি ভার্য্যাকে চিত্রকূট গিরির রমণীয় শোভা দেখাইতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন, "ভদ্রে! এই পরম রমণীয় শৈল সন্দর্শন করিয়া আমার মন রাজ্যভ্রংশ ও সুহৃজ্জন বিয়োগ জন্য দুঃখিত হয় নাই। হে কল্যাণি! দেখ, এই অচল নানাবিধ পক্ষিসমূহ দ্বারা সমাকুল, ইহার ধাতুমান্ শিখর সকল যেন অভ্রঙ্কষ হইয়া ইহাকে বিভূষিত করিতেছে, কোন শৃঙ্গ রজত সদৃশ, কোন শিখর শোণিতসন্নিভ, কোন শেখর পীত ও মঞ্জিষ্ঠা লতার ন্যায় রক্ত বর্ণ, কোন কোন শৃঙ্গ সুশোভন মণির ন্যায় প্রভাশালী, এই শৈলরাজের বিবিধ ধাতু বিভূষিত প্রদেশ সমুদয়ের কোন স্থান পুষ্পরাগ সন্নিভ, কোন স্থান স্ফটিকমণি সম, কোন স্থান কেতক পুষ্প সমান, কোন প্রদেশ নক্ষত্রাদি জ্যোতিঃপ্রভ, কোন কোন স্থল বা পারদ তুল্য প্রভাময় থাকিয়া শোভা পাইতেছে। এই শৈল বহুবিধ মৃগগণদ্বারা সমাবৃত, বিবিধ বিহঙ্গকুল সমাকুল, এবং হিংসাদি দোষ রহিত শার্দ্দূল, তরক্ষু ও ভল্লুক সমূহদ্বারা পরিবৃত থাকিয়া সুশোভিত হইতেছে। এই গিরিবর আম্র, জম্বু, লোধ্র, পীতশাল, পিয়াল, পনস, ধব, কর্ম্মরঙ্গ, তিমিশ, তিন্দুক, বিল্ব, বেণু, গম্ভারী, নিম্ব, শাল, মধূক, তিলক, বদরী,

ামলকী, কদম্ব, বেত্র, ইন্দ্রযব ও দাড়িম্ব প্রভৃতি পুষ্পফলোপশোভিত ছায়া সমন্বিত নোরম তরু নিকরদ্বারা সমাকীর্ণ হইয়া শাভাসম্বর্দ্ধন করিতেছে। প্রিয়ে! দেখ, র্ব্বতের রমণীয় পরিসর প্রদেশে এই সকল ামহর্ষণ কিন্নরগণ যুগলভাবে মিলিত হইয়া প্রশস্তচিত্তে কেমন ক্রীড়া করিতেছে! কিন্নরগণের উৎকৃষ্ট খড়্গ এবং বিদ্যাধরীদিগের বসন মুদয় মনোরম ক্রীড়াস্থলে বৃক্ষ সকলের াখায় সংসক্ত রহিয়াছে দর্শন কর। কোন কান স্থানে ভূভাগ ভেদ করিয়া উৎপতিত জল প্রপাত এবং নির্ঝরদ্বারা এই গিরিবর মদস্রাবী মাতঙ্গের ন্যায় শোভিত হইতেছে। গুহা দ্বারস্থিত সমীরণ বিবিধ কুসুমভব সৌরভ বহন করত সন্নিহিত হইয়া কোন্ ব্যক্তির ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সম্পাদন না করিতেছে? সুন্দরি! যদি এই স্থানে তোমার সহিত আর লক্ষ্মণের সহিত বহু সম্বৎসর বাস করি, তবে শোকানল আমাকে দহন করিতে পারিবে না। প্রিয়ে! এই বহুবিধ ফল-পুষ্পোপশোভিত, নানা বিহঙ্গগণ সমাবৃত, রমণীয়, বিচিত্র শিখরে বাস করিয়া আমি প্রীতিমান্ হইয়াছি। এই বনবাস-দ্বারা আমি পিতৃসত্য পালনে অনৃণতা ও ভরতের প্রিয়কারিতারূপ দুটী ফল লাভ করিলাম। প্রিয়ে! তুমি আমার সহিত চিত্রকূটে থাকিয়া কায় মন বাক্যের প্রিয়তর বহুবিধ মনোহর বস্তু দর্শন করত প্রীতি লাভ করিতেছ ত? রাজর্ষিগণ রাজার পক্ষে এইরূপ নিয়মে থাকিয়া বনে অবস্থান করাকেই মোক্ষ সাধন বলিয়া থাকেন এবং আমার পূর্ব্ব পিতামহ মনু প্রভৃতি, বনবাসকেই পরলোকের মঙ্গলের কারণ বলিয়াছেন। নীল, পীত, শ্বেত, শোণিত প্রভৃতি বিবিধ বর্ণ শৈলের শত শত বিশাল শিলা সকল সর্ব্বদিকে সুশোভিত হইতেছে। এই অচল স্থিত সঞ্জীবনী প্রভৃতি সহস্র প্রকার ওষধি সকল স্বীয় প্রভা দ্বারা প্রকাশমান হইয়া রজনীতে যেন হুতাশন শিখার সমান দীপ্তি পাইয়া থাকে। হে ভামিনি! এই পর্ব্বতের কোন প্রদেশ বাসোপযুক্ত গৃহ-সদৃশ, কোন স্থল উদ্যান-সন্নিভ এবং কোন কোন স্থান অনেক জনের অবস্থানযোগ্য অখণ্ড শিলা-সমন্বিত হইয়া শোভিত হইতেছে। এই চিত্রকূট গিরি যেন বসুধাতল ভেদ করতঃ সমুত্থিত হইয়া শোভা পাইতেছে, ইহার শৃঙ্গ-সকল সকল দিকেই সুশোভন দৃষ্ট হইতেছে। ঐ দেখ কামিদিগের শতদল-দলযুক্ত উৎপল, পুত্রজীবক, পুন্নাগ ও ভূর্জ্জপত্র-নির্ম্মিত উত্তরচ্ছদ-বিশিষ্ট সুন্দর শয্যা-সকল আস্তীর্ণ রহিয়াছে। প্রিয়ে! কামিগণের পরিভোগে মর্দ্দিত ও পরিত্যক্ত কমলমালা-সকল, তথা ভুক্তাবশিষ্ট বিবিধ ফল দৃষ্টিগোচর হইতেছে। বহুবিধ ফল মূল ও স্বচ্ছ-জল-সম্পন্ন এই চিত্রকূট গিরি কুবেরের অলকা, ইন্দ্রের অমরাবতী, তথা উত্তর কুরুদেশকে অতিক্রম করিয়াই যেন শোভা পাইতেছে। প্রিয়তমে জানকি! আমি উৎকৃষ্টতর নিজ নিয়ম-দ্বারা সাধুগণের আচরিত পথে অবস্থান পূর্ব্বক তোমার সহিত ও লক্ষ্মণের সঙ্গে এই চতুর্দ্দশ বর্ষ কাল বিহার করতঃ কুলধর্ম্ম-বর্দ্ধিনী সুখ-সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইব।"

চতুর্নবতি সর্গ

পঞ্চনবতি সর্গ।

অনন্তর, অযোধ্যাপতি, গিরিবর চিত্রকূটের মধ্যভাগ হইতে নির্গত হইয়া মৈথিলীকে বিমল-জল-বাহিনী রমণীয়া মন্দাকিনী নদী প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং রাজীবলোচন রাম, চন্দ্র-সম চারুমুখী বরবর্ণিনী বিদেহ-রাজনন্দিনীকে বলিলেন, 'প্রিয়ে! হংস সারস-সেবিতা কুসুমিত তরুগণোপশোভিতা বিচিত্র-পুলিনা মন্দাকিনী নদীকে দর্শন কর। চতুর্দ্দিকে ফল-পুষ্প-সমন্বিত নানাবিধ তীর তরুদ্বারা রাজরাজপুরী নলিনীর ন্যায় বিরাজমানা রহিয়াছে। সম্প্রতি মৃগ-যূথ-কর্ত্তৃক আন্দোলিত হওয়ায় কলুষজল রমণীয় তীর্থ সকল আমার প্রীতি সম্পাদক হইতেছে। প্রিয়ে! ঐ দেখ, জটাজিনধারী উত্তরীয় বল্কল-সমন্বিত ঋষিগণ যথা-কালে মন্দাকিনী নদীতে অবগাহন

করিতেছেন। হে আয়তনয়নে! নিয়মবশত ঊর্দ্ধবাহু শংসিতব্রত এই সমস্ত মুনিগণ মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক সূর্য্যোপাসনা করিতেছেন। তটিনীর সকলদিকেই পুষ্প ও পত্রবর্ষী বায়ুবেগে উৎকম্পিতশেখর তরুগণদ্বারা এই শৈলবর যেন নৃত্য করিতে উপক্রম করিতেছ। দেখ, এই মন্দাকিনী নদীর কোন স্থান বিপুলপুলিনশালী, কোন স্থল সিদ্ধজনগণকর্তৃক আকীর্ণ এবং কোন স্থানে মুক্তার ন্যায় নির্ম্মল জল প্রকাশ পাইতেছে। হে ক্ষীণমধ্যে! দেখ, জল মধ্যে কতকগুলি পুষ্প বায়ুবেগে বিধূত হইয়া বিস্তৃত হইতেছে এবং আর কতকগুলি জলের উপরে ভাসিতেছে। হে কল্যাণি! এই দেখ, চারুভাষী চক্রবাক্ পক্ষি সকল মনোহর রব করত তটের উপরে আরোহণ করিতেছে। শোভনে। চিত্রকূট ও মন্দাকিনীর দর্শন, গৃহবাস হইতে, অপর কি, তোমাকে দেখিয়া আমার যে প্রীতি হয়, তাহা হইতেও অধিকতর সুখাবহ বোধ করিতেছি। তপস্যা ও শম দম-সমন্বিত নিষ্পাপ সিদ্ধপুরুষেরা নিত্য যাহার জলে অবগাহন করেন, তুমি আমার সহিত অদ্য তাহাতে অবগাহন কর। প্রেয়সি! তুমি মন্দাকিনীর সখীর ন্যায় শ্বেত ও রক্তবর্ণ উৎপল সকল নিক্ষেপ করত নদীতে নামিয়া স্নান কর। তুমি সতত হিংস্র জন্তু সকলকে পৌরজনের ন্যায়, এই পর্ব্বতকে অযোধ্যার ন্যায় এবং এই মন্দাকিনীকে সরযূর ন্যায় জ্ঞান কর। হে বিদেহরাজ-নন্দিনি! ধর্ম্মাত্মা লক্ষ্মণ নিয়ত আমার আজ্ঞাবর্ত্তী আছেন এবং তুমিও আমার অনুকূলা ভার্য্যা; অতএব তোমরা উভয়েই আমার প্রীতিবিধান করিতেছ। আমি তোমার সহিত এই স্থানে ত্রিসন্ধ্যায় স্নান করিয়া মধু ও ফল, মূল আহার করত অযোধ্যা ও রাজ্যের জন্য বাঞ্ছা করি না। গজযূথকর্তৃক আলোড়িতা সিংহ মাতঙ্গ ও বানরগণকর্তৃক নিপীতসলিলা পুষ্পিত বনশালিনী এবং কুসুমনিকর দ্বারা বিভূষিতা এই রমণীয় নদীতে অবগাহন করিয়া যে ব্যক্তি সুখী ও ক্লান্তিহীন না হয়, তেমন লোকই নাই। রঘুবংশবর্দ্ধন রাম, প্রিয়ার সহিত এইরূপে নদীবর্ণন প্রসঙ্গে অনেকানেক সঙ্গত বাক্য ব্যক্ত করত নয়নাঞ্জন সন্নিভ রম্য চিত্রকূট শৈলে বিচরণ করিয়াছিলেন।

ইতি পঞ্চনবতি সর্গ ॥ ৯৫ ॥

ষণ্ণবতি সর্গ।

রাম তৎকালে জানকীকে সেই গিরিনিম্নগা মন্দাকিনী প্রদর্শন করিয়া বিশেষ বিশেষ মাংস দর্শন দ্বারা সান্ত্বনা করত পর্ব্বতের এক দেশে উপবেশন করিলেন; এই মাংস পবিত্র, ইহা অগ্নি দ্বারা সুতপ্ত দেখ, এইরূপে সেই ধর্ম্মাত্মা রাম, সীতার সহিত কাল যাপন করিতে লাগিলেন। রাম সেইরূপে সময় যাপন করিতেছেন, ইত্যবসরে তাঁহার নিকটগামী ভরতের গগণস্পর্শী সৈন্যরেণু ও সেনাসকলের কোলাহল ধ্বনি প্রাদুর্ভূত হইল। এই সময়ে সেই মহাশব্দে ত্রাসযুক্ত মত্ত যূথপতিগণ পীড়িত হইয়া নিজ নিজ দলের সহিত দশ দিকে ধাবমান হইল। সৈন্যসমুদ্ভূত শব্দ রামের শ্রবণগোচর হইলে, তিনিসেই ধাবমান যূথপতি সকলকে দর্শন করিতে লাগিলেন। রাম তাহাদিগকে ধাবমান দেখিয়া এবং সেই মহাশব্দ শ্রবণ করিয়া দীপ্ততেজা সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে বলিলেন, 'সুমিত্রা দেবী তোমা কর্তৃক সুসন্তানবতী হইয়াছেন; লক্ষ্মণ! দেখ, কি আশ্চর্য্য! এই পর্ব্বতে মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় ভয়ঙ্কর তুমুল শব্দ শ্রুত হইতেছে, ইহার কারণ কি? এই মহারণ্যে গজ যূথ সকল কি সিংহ কর্তৃক বিত্রাসিত হইয়াছে? অথবা মহিষ সকল কিম্বা মৃগগণ সহসা মৃগাধিপ কর্তৃক ত্রাসিত হইয়া দিকে দিকে ধাবিত হইতেছে? লক্ষ্মণ! কোন রাজা বা রাজপুত্র কি মৃগয়ার নিমিত্ত এই বনে ভ্রমণ করিতেছেন, কিম্বা অন্য কোন শ্বাপদ হইতে এরূপ ঘটনা হইয়াছে, তুমি তাহা জানিতে পার। লক্ষ্মণ! এই পর্ব্বতে পক্ষিরাও অনায়াসে বিচরণ করিতে পারে না, তবে যে এস্থানে এরূপ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে, তাহার সমুদয় কারণ তোমার যথার্থ রূপে জানা উচিত।'

লক্ষ্মণ, অগ্রজের আজ্ঞানুসারে সত্বর হইয়া কুসুমিত শাল বৃক্ষের উপর আরোহণ পূর্ব্বক সকল দিক্ নিরীক্ষণ করত প্রথমত পূর্ব্ব দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, পরে উত্তর দিকে নেত্রপাত করত গজবাজি রথসমাকুল সুসজ্জিত পদাতিগণ যুক্ত মহতী সেনা দেখিতে পাইলেন; লক্ষ্মণ তখন সেই অশ্ব গজ সম্পূর্ণ, রথধ্বজ বিভূষিত সৈন্যগণই শব্দের কারণ, ইহা রামকে করিলেন এবং এই কথাও বলিলেন, 'আর্য্য! আপনি অগ্নি নির্ব্বাণ করুন এবং সীতা দেবী গুহা মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকুন, আর কবচ ও ধনুর্ব্বাণ সকল সজ্জিত করুন।' পুরুষপ্রবর রাম লক্ষ্মণকে প্রত্যুত্তর বাক্যে বলিলেন, হে সৌম্যদর্শন সুমিত্রা নন্দন! এই সেনা কাহার বোধ হইতেছে, বিশেষরূপে দৃষ্টি কর।' লক্ষ্মণ রামকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইলে ক্রোধে অগ্নিতুল্য হইয়া সেই সেনাকে যেন দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করত এই কথা বলিলেন 'কৈকেয়ীপুত্র ভরত রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া নিষ্কণ্টক রাজ্যভোগ করিবার কামনা করত আমাদিগকে বধ করিতে এস্থানে আসিতেছে। ঐ যে উজ্জ্বলস্কন্ধ সুমহান্ সুন্দর বৃক্ষ প্রকাশ পাইতেছে, উহারই নিকটে রথমধ্যে রক্তকাঞ্চন ধ্বজ সমন্বিত ভরত বিরাজ করিতেছে। অশ্বারসকল শীঘ্রগামি হয় সমুদয়ে আরোহণ করিয়া স্বেচ্ছানুসারে এই দিকেই আসিতেছে; ঐ সকল সাদিবেশধারি গজারোহিগণ হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক প্রহৃষ্ট হইয়া শোভিত হইতেছে। হে বীরবর! আমরা ধনুর্ধারণ পূর্ব্বক গিরিশিখর আশ্রয় করি, অথবা, কবচ বন্ধন ও অস্ত্র গ্রহণ করিয়া এই স্থানেই অবস্থান করি। হে রঘুবংশাবতংস! আপনি, সীতাদেবী ও আমি যাহার জন্য এই মহাবিপদ্ প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই ভরত যুদ্ধে যদি আমাদের আয়ত্ত হয়, তবে আমি তাহাকে বিলক্ষণরূপে দর্শন করিব। হে রঘুবীর! যাহার কারণে আপনি শাশ্বত রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন, সেই পরম শত্রু বধার্হ ভরত ঐ উপস্থিত হইতেছে। ভরতের বিনাশে আমি কিছুমাত্র দোষ দেখি না; যেহেতু, প্রথমাপরাধি ব্যক্তিকে নিহত করিয়া কেহই অধর্ম্মযুক্ত হয় না। ভরত পূর্ব্বে আমাদের অপকার করিয়াছে, তাহাকে বধ করিলে বরং ধর্ম্মই হইবে; এই পরম শত্রু নিহত হইলে আপনি পরম সুখে সসাগরা বসুন্ধরা শাসন করিবেন। রাজ্যকামুকা কৈকেয়ী অদ্য হস্তিদ্বারা ভগ্নবৃক্ষের ন্যায় নিজ পুত্রকে আমা কর্ত্তৃক যুদ্ধে হত দেখিয়া সাতিশয় দুঃখিতা হউক। কুব্জার সহিত সবান্ধবা কৈকেয়ীকেও বধ করিব, তাহা হইলে পৃথিবী আজ্ মহাপাপ হইতে মুক্ত হইবেন। হে মানদ! আমি এতকাল যে ক্রোধকে সংযত করিয়া রাখিয়াছিলাম এবং কখন যাহার সৎকার করি নাই, তৃণমধ্য হুতাশনের ন্যায়, অদ্য আমি সেই এই ক্রোধকে শত্রুসৈন্য মধ্যে নিক্ষেপ করিব। অদ্যই আমি শাণিত শরসমূহদ্বারা শত্রু শরীর সমুদয় ছেদন করত চিত্রকূট পর্ব্বতের কাননকে রক্তাক্ত করিব। শ্বাপদেরা মদীয় শরনিকর দ্বারা নির্ভিন্নহৃদয় কুঞ্জর ও তুরঙ্গগণকে তথা আমাকর্ত্তৃক নিহত নরবৃন্দকে আকর্ষণ করুক। এই মহাসমরে সৈন্যসহ ভরতকে হত করিয়া আমি ধনুর্ব্বাণের নিকট অনৃণী হই, সংশয় নাই।

ইতি ষণ্নবতি সর্গ ॥ ৯৬ ॥

সপ্তনবতি সর্গ।

অনন্তর রাম ভরতের প্রতি অত্যন্ত সংরব্ধ ও ক্রোধমূর্চ্ছিত লক্ষ্মণকে সম্যক্ সান্ত্বনা করিয়া এই কথা বলিলেন, "লক্ষ্মণ! মহা উৎসাহ সম্পন্ন মহাবল ভরত স্বয়ং এস্থানে আগমন করিলে, ধনুই বা কি করিবে, অসি ও চর্ম্মদ্বারাই বা কি হইবে? আমি পিতৃসত্য প্রতিপালনে প্রতিশ্রুত হইয়া ভরতকে সমরে হত করিয়া, পিতা ভরতকে যে রাজ্য প্রদান করিয়াছেন, তাহা হরণ করিয়া লোকাপবাদ পূর্ণ রাজ্য লইয়া কি করিব? বান্ধবগণের বিনাশে বা মিত্রমণ্ডলের পরিক্ষয়ে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, বিষদ্বারা প্রস্তুত ভক্ষ্য দ্রব্যের ন্যায় আমি তাহা প্রতিগ্রহ করিতে অভিলাষী নহি।

লক্ষ্মণ! আমি তোমাদিগের জন্যই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও পৃথিবীকে প্রার্থনা করিয়া থাকি। লক্ষ্মণ! আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে, আমি ভ্রাতাদিগের প্রতিপালনের জন্য ও সুখের নিমিত্তই রাজ্যলাভে বাসনা করি এবং সত্যধর্ম্মে থাকিয়া অস্ত্র ধারণ করিয়া থাকি। হে প্রিয়দর্শন! এই সসাগরা ধরা কিছু আমার পক্ষে দুর্লভ নহে। লক্ষ্মণ! আমি অধর্ম্মদ্বারা ইন্দ্রত্ব লাভ করিতেও ইচ্ছা করি না। হে মানদ! ভরত বিনা, তোমা ব্যতিরেকে এবং শত্রুঘ্ন ভিন্ন আমার যে কিছু সুখ হয়, অগ্নি তাহাকে ভস্মসাৎ করুন। আমি অনুমান করি, আমার প্রাণের সমান প্রিয়তর ভ্রাতৃবৎসল ভরত "জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই রাজ্যাধিকারী হয়েন" এই কুলধর্ম্ম স্মরণ করত মাতুলালয় হইতে অযোধ্যায় আগমন করিয়াছেন। হে পুরুষপ্রবীর! আমি সীতা ও তোমার সহিত জটাবল্কল ধারণপূর্ব্বক বনবাসী হইয়াছি শুনিয়া ভরত স্নেহাক্রান্তহৃদয় ও শোক বিকল হইয়া আমাকে দেখিতেই এখানে আসিতেছেন, অন্য কোন অভিপ্রায়ে আইসেন নাই। শ্রীমান্ ভরত জননী কৈকেয়ীর প্রতি রোষ প্রকাশপূর্ব্বক অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করত পিতাকে প্রসন্ন করিয়া আমাকে রাজ্য দান করিবার নিমিত্ত আসিতেছেন। এই ভরত যখন আমাদিগকে এসময় দর্শন করিতে আসিতেছেন, তখন ইনি মনেও কখন আমাদের প্রতি অহিতাচরণ করেন, এমন প্রত্যয় হয় না। ভরত, পূর্ব্বে কখন কি তোমার কোন অপ্রিয় কার্য্য করিরাছিলেন বা তাঁহাকে দেখিয়া তোমার কি এ প্রকার ভয় হইয়াছিল? অদ্য যে ভরতের উপর শঙ্কা করিতেছ? ভরতকে তোমার নিষ্ঠুর বা অপ্রিয়বাক্য বলা উচিত নহে; ভরতকে কোন অপ্রিয় কথা বলিলে তাহা আমাকেই বলা হইবে। হে সৌমিত্রে! কোন আপদ্‌কালেও কি পুত্রেরা পিতাকে কিম্বা ভ্রাতা আপন প্রাণ-তুল্য ভ্রাতাকে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয়? রাজ্যের জন্য তুমি যদি এই কথা বলিয়া থাক, তবে আমি ভরতকে দেখিয়া বলিব যে, 'ইহাঁকেই রাজ্য দেও' লক্ষ্মণ! "ইহাঁকেই রাজ্য প্রদান কর' ভরতকে আমি এই কথা বলিলে ভরত তাহা অবশ্যই স্বীকার করিবেন।"

ধর্ম্মশীল ভ্রাতা-কর্ত্তৃক তাঁহার হিত-কার্য্যে অনুরক্ত লক্ষ্মণ, তাদৃশরূপে উক্ত হইয়া লজ্জাতে সঙ্কুচিত হইয়া যেন স্বীয় গাত্রে প্রবেশ করিলেন। লক্ষ্মণ, রামের কথা শ্রবণ-পূর্ব্বক লজ্জিত হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, 'বোধ হয় পিতা দশরথ স্বয়ং আপনাকে দেখিতে আসিতেছেন।' রাম, লক্ষ্মণকে লজ্জিত দেখিয়া তাঁহার লজ্জা নিবারণ জন্য তদীয় বাক্যে অনুমোদন করত কহিলেন, "আমারও বিবেচনা হইতেছে, মহাবাহু পিতা এ স্থানে আমাদিগকে দেখিবার নিমিত্ত আগমন করিতেছেন, অথবা ইহাই নিশ্চয় বোধ হয়, পিতা আমাদিগকে সুখভোগী বিবেচনা করিয়া বনবাস কষ্টকর বোধে গৃহে লইয়া যাইবেন। শ্রীমান্ রঘুকুলোদ্ভব মদীয়পিতা, অত্যন্ত সুখ-সেবিনী-এই বিদেহরাজ-নন্দিনীকে বন হইতে গৃহে লইয়া যাইবেন। এই সেই প্রশস্ত-কুলোৎপন্ন বায়ুবেগ সম দ্রুতগামী বলিষ্ঠ উৎকৃষ্ট মনোরম তুরঙ্গমদ্বয় দৃষ্ট হইতেছে। এই সেই ধীমান্ পিতার শত্রুঞ্জয় নামা মহাকায় প্রাচীন হস্তী সৈন্যগণের অগ্রভাগে আসিতেছে। কিন্তু পিতার সেই লোকবিখ্যাত পাণ্ডরবর্ণ দিব্য ছত্র দেখিতেছি না; অতএব আমার এ বিষয়ে সংশয় হইতেছে। লক্ষ্মণ! তুমি শঙ্কা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বৃক্ষের অগ্রভাগ হইতে অবরোহন কর, আমার বাক্য প্রতিপালন কর।" ধর্ম্মাত্মা রাম সেই বৃক্ষাগ্রস্থিত সুমিত্রানন্দনকে এই কথা বলিলে সমর-বিজয়ী লক্ষ্মণ, সেই তরু-শিখর হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া রামের পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন।

অনন্তর, 'রামাশ্রমের বাধা না হয়' এইরূপে ভরতকর্ত্তৃক আদিষ্ট সৈন্য সকল সেই চিত্রকূট পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে দূরভাগে আবাস কল্পনা করিল। সেই গজ-বাজি-নরসমাকুলা ইক্ষ্বাকুসেনা পর্ব্বতের পার্শ্বে সার্দ্ধ-যোজন পরিমাণ স্থান আবরণ করিয়া অবস্থান করিল। রঘুনন্দন রামের প্রসাদনার্থ দর্প পরিহার ও

ধর্ম্মকে পুরস্কার করিয়া নীতিজ্ঞ ভারত কর্ত্তৃক চিত্রকূটে বিরচিতা সেই সেনা সাতিশয় শোভিত হইতে লাগিল।

ইতি সপ্তনবতি সর্গ ॥ ৯৭ ॥

অষ্টনবতি সর্গ।

সেই প্রাণিপ্রবর প্রভু ভরত, সৈন্য-সন্নিবেশ করিয়া গুরুশুশ্রূষা-পরায়ণ রামের নিকটে পদব্রজে গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। সেনা সকল যথা স্থানে সন্নিবিষ্ট হইলে ভরত বিনীতের ন্যায় ভ্রাতা শত্রুঘ্নকে এই কথা বলিলেন, "হে প্রিয়দর্শন! সমস্ত লোকের সহিত এবং সন্নিহিত এই সমুদয় গুহ-ভৃত্য নিষাদগণের সহিত অবিলম্বে চতুর্দ্দিকে এই বন অন্বেষণ করা তোমার উচিত হইতেছে। গুহ স্বয়ং ধনুর্ব্বাণ ও অসিধারি-জ্ঞাতি-সহস্র-দ্বারা পরিবৃত হইয়া এই কাননে রাম লক্ষ্মণকে অন্বেষণ করুন। আমিও পৌরগণের সহিত সমবেত অমাত্য ও ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিত গুরুকুল-কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া স্বয়ং পদব্রজে সমস্ত বন অন্বেষণ করত বিচরণ করিব। আমি যতক্ষণ রামকে বা মহাবল লক্ষ্মণকে অথবা মহাভাগা জানকীকে দর্শন না করিব, ততক্ষণ আমার দুঃখ-শান্তি হইবে না। আমি যে পর্য্যন্ত ভ্রাতার সেই পদ্ম-সম-বিশাল-লোচন, চন্দ্র-তুল্য-শোভন বদন সন্দর্শন না করিব, ততক্ষণ আমার দুঃখ শান্তি হইবে না। যিনি রাজীব-লোচন রামচন্দ্রের অতি সুশোভন বিমল-চন্দ্র-সদৃশ মুখমণ্ডল সন্দর্শন করিতেছেন, সেই লক্ষ্মণই কৃতার্থ। আমি যে পর্য্যন্ত ভ্রাতার ধ্বজ-বজ্র-ছত্ররেখাদি রাজ-চিহ্নাঙ্কিত চরণদ্বয় মস্তকে গ্রহণ না করিব, তাবৎকাল আমার দুঃখ শান্তি হইবে না। রাজ্যভোগে একান্ত উপযুক্ত ভ্রাতা যে পর্য্যন্ত পিপৃ-পৈতামহ রাজ্যে থাকিয়া অভিষেক-জলে স্নাত না হইবেন, তাবৎকাল আমার দুঃখ-শান্তি হইবে না। যিনি সসাগরা ধরণীর অধিপতি পতির অনুগমন করিতেছেন, সেই মহাভাগা জনকনন্দিনী সীতাই ধন্যা! নন্দনকাননে কুবেরের ন্যায় রাম যাহাতে বাস করিতেছেন, হিমালয়-সদৃশ এই চিত্রকূট গিরিও অতি পবিত্র হিংস্র-জন্তু-নিষেবিত এই দুর্গম কাননও কৃতার্থ; যাহাতে শস্ত্রিবর মহারাজ রামচন্দ্র বসতি করিতেছেন।"

পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাতেজস্বী মহাবাহু ভরত এই-রূপ কহিয়া পদব্রজেই নিবিড় বনে প্রবেশ করিলেন। সেই বক্তৃবর শৈলসানু-মধ্যে সঞ্জাত সেই সমস্ত পুষ্পিতাগ্র তরু-নিকরের মধ্য দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। তিনি রামাশ্রমের সন্নিহিত চিত্রকূট গিরির শাল-বৃক্ষে সত্বর আরোহণ করিয়া অগ্রভাগে উন্নত ধ্বজ দর্শন করিলেন। শ্রীমান্ ভরত সেই ধ্বজ দর্শন করিয়া বান্ধবগণের সহিত হৃষ্ট হইলেন এবং "এই স্থানেই রাম অবস্থিতি করিতেছেন" ইহা জানিয়া যেন সলিল-রাশির পরপারে গমন করিলেন। সেই মহাত্মা চিত্রকূট পর্ব্বতে পুণ্যজনোপসেবিত রামের আশ্রম অবগত হইয়া অন্বেষণার্থনিয়োজিত সৈন্যগণকে পুনর্ব্বার সন্নিবেশিত করিয়া সত্বর হইয়া গুহের সহিত গমন করিলেন।

ইতি অষ্টনবতি সর্গ ॥ ৯৮ ॥

নবনবতি সর্গ।

অনন্তর, সেনা সন্নিবেশিত হইলে ভরত, ভ্রাতাকে দর্শন করিবার জন্য অতিশয় উৎসুক হইয়া শত্রুঘ্নকে রামাশ্রমের চিহ্ন সকল প্রদর্শন করত গমন করিলেন। "আমার মাতৃগণকে শীঘ্র আনায়ন করুন," বশিষ্ঠ ঋষিকে ইহা কহিয়া অগ্রেই সেই গুরুবৎসল ভরত সত্বর গমনে প্রবৃত্ত হইলেন। ভরতের ন্যায় শত্রুঘ্ন ও সুমন্ত্র রামকে দর্শন করিবার জন্য একান্ত অভিলাষী হইয়াছিলেন অতএব সুমন্ত্রও শত্রুঘ্নের অদূরে অনুধাবন করিলেন।

অনন্তর, শ্রীমান্ ভরত, গমন করিতে করিতে তাপস-গণের আলয় সমান বহির্ভাগে, ভ্রাতার পর্ণকুটীর এবং অভ্যন্তরে সীতার বাসোপযুক্ত দারুময় ভিত্তি ও কপাট-সমন্বিত পর্ণশালা দেখিতে পাইলেন। ভরত, তৎকালে

সেই পর্ণশালার অগ্রভাগে হোমার্থ সঞ্চিত কাষ্ঠভার ও বলিকর্ম্ম নিমিত্ত অবচিত পুষ্পচয় দর্শন করিলেন। তিনি রাম ও লক্ষ্মণের আশ্রমে আগমনার্থ কোন কোন স্থানে বৃক্ষ-মধ্যে কুশ-চীরদ্বারা কৃত চিহ্ন দেখিতে পাইলেন; সেই ভবনে শীত নিবারণ কারণ রাশীকৃত মৃগ ও মহিষের করীষ সঞ্চয় অবলোকন করিলেন। ধৈর্য্য-সম্পন্ন মহাবাহু ভরত, তখন গমন করিতে করিতেই হৃষ্ট হইয়া শত্রুঘ্নকে ও সেই সমস্ত অমাত্যদিগকে বলিলের, "ভরদ্বাজ যে স্থানের কথা বলিয়াছিলেন, বোধ হয় আমরা সেই প্রদেশে আসিয়াছি ; মন্দাকিনী নদী এই স্থান হইতে অতিদূরে না থাকিতে পারে। অসময়ে জলাদি আহরণার্থ গমনেচ্ছু লক্ষ্মণ-কর্ত্তৃক উচ্চ স্থানে যে চীর-বসন বদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, পথের অভিজ্ঞান জন্য ইহা কৃত হইয়া থাকিবে। পর্ব্বতপার্শ্বে পরস্পর গর্জ্জনকারি মহাদন্ত বলবত্তর কুঞ্জরগণের এই গমন-মার্গ, এবং তাপসেরা সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে বন-মধ্যে যে অগ্নিকে আধান কবিতে ইচ্ছা করেন, সেই অনলের এই সঙ্কুল ধূম দৃষ্ট হইতেছে। এই স্থানে আমি গুহের সৎকারকরী, মহর্ষির ন্যায় সংহৃষ্ট, পুরুষপ্রবর, আর্য্য রামকে দর্শন করিব।"

অনন্তর, সেই রঘুকুলোদ্ভব ভরত মুহূর্ত্ত কাল গমন-পূর্ব্বক মন্দাকিনী নদীর নিকটস্থ চিত্রকূটে উপস্থিত হইয়া সেই সকল আমাত্য-প্রভৃতিকে এই কথা বলিলেন, যে "এই জগন্মণ্ডলে যাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ পুরুষ আর কেহই নাই। সেই জননাথ রাম নির্জ্জন অরণ্যে যোগীর আসনে উপবেশন করিতে অনুরক্ত রহিয়াছেন, অতএব আমার জন্মেও ধিক্ জীবনেও ধিক্! মহাদ্যুতি লোকনাথ রাম আমার নিমিত্তই বিপদাপন্ন হইয়া সমুদায় কামনা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বন মধ্যে বাস করিতেছেন ;—এইরূপে আমি লোক-নিন্দিত হইয়াছি, অতএব অদ্য রামকে প্রসন্ন করত তাঁহার পদতলে এবং সীতা ও লক্ষ্মণের চরণে পতিত হইব।"

দশরথ-নন্দন ভরত সেই বনে এই প্রকার বিলাপ করত অতিবিস্তীর্ণ মনোহর পবিত্র পর্ণকুটীর দর্শন করিলের। যজ্ঞস্থলে বেদি যেমন পুষ্প-সমূহ-দ্বারা আবৃত থাকে, তেমনি কোমল ভাবে বিস্তীর্ণ এই বিশাল পর্ণশালা শাল, তাল ও অশ্বকর্ণ পর্ণ-দ্বারা আবৃত এবং বৈরি-বারক স্বর্ণপৃষ্ঠ, মহাসার, ভার-সাধন, ইন্দ্রধনুতুল্য কার্ম্মুক-নিকর-দ্বারা সুশোভিত রহিয়াছে। দীপ্তমুখ সর্প-দ্বারা ভোগবতী যেমন শোভিতা থাকে, সেইরূপ সূর্য্যরশ্মি-প্রতিম তূণস্থিত ঘোরতর শর-সমূহ-দ্বারা সুশোভিত, কাঞ্চনাবরণ অসি-যুগল-দ্বারা বিরাজিত, তথা স্বর্ণবিন্দু-বিচিত্রিত চর্ম্ম-দ্বয়-দ্বারা অতিশোভিত রহিয়াছে। বিচিত্র-কাঞ্চন-ভূষিত গোধা ও অঙ্গুলিত্রদ্বারা সুসজ্জিত সেই পর্ণশালা, সিংহের গুহা যেমন মৃগগণের অনাক্রমণীয়, তেমনি অরি সমুদয়ের অনভিভবনীয় হইয়াছে। ভরত সেই রাম-নিকেতনে প্রদীপ্ত পাবক-সমন্বিত, ঈশান-কোণভাগে নিম্ন, পবিত্র, বৃহৎ বেদি দেখিতে পাইলেন। ভরত মুহূর্ত্তকাল তাহা অবলোকন করিয়া উটজে উপবিষ্ট জটামণ্ডলধারী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকে দর্শন করিলেন। ক্রমশঃ সেই কৃষ্ণসার-মৃগচর্ম্মধারী, চীরবল্কল-পরিধায়ী, অগ্নি তুল্য-তেজস্বী, সিংহ-স্কন্ধ, মহাবাহু, পুণ্ডরীক-লোচন, সসাগরা পৃথিবীর পতি, ধর্ম্মচারী, হিরণ্যগর্ভ-সদৃশ রামকে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সমীপে কুশাস্তরণযুক্ত স্থণ্ডিলে উপবিষ্ট দেখিতে পাইলেন। শ্রীমান্ ধর্ম্মাত্মা কৈকয়ী-তনয় ভরত তাঁহাকে দেখিয়া দুঃখে ও মোহে আচ্ছন্ন হইয়া অভিমুখে ধাবমান হইলেন। দর্শন-মাত্রেই দুঃখার্ত্ত হইয়া অধৈর্য্য-হেতু সেই দুঃখ নিবারণ করিতে অসামর্থ্য-নিবন্ধন বাষ্পাকুল-বচনে ব্যক্ত-বাক্য উচ্চারণ করিতে না পারিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। "যিনি সভা-মধ্যে অমাত্য-প্রভৃতি কর্ত্তৃক উপাসিত হইবার উপযুক্ত, আমার এই সেই অগ্রজ ভ্রাতা বন্য মৃগগণের সহিত উপবিষ্ট রহিয়াছেন ; যে মহাত্মা পুর-মধ্যে মহামূল্য বসন পরিধান করিতেন, তিনিই এস্থানে পিতৃসত্য-প্রতিপালন-ধর্ম্ম আচরণ করত মৃগ-চর্ম্ম পরিধান করিতেছেন ; যিনি সতত বিবিধ বিচিত্র কুসুম ধারণ করিতেন, সেই রাম এই জটাভার কিরূপে সহ্য

করিতেছেন ; যথাবিহিত যজ্ঞ-দ্বারা যাঁহার ধর্ম্ম সঞ্চয় করা উচিত ছিল, তিনি শরীরের ক্লেশ-দ্বারা যাহা সম্ভূত হয়, সেই ধর্ম্মকে অন্বেষণ করিতেছেন ; মহার্হ চন্দন দ্বারা যাঁহার অঙ্গ চর্চ্চিত হইত, সেই আর্য্যের এই অঙ্গ কিরূপে মলপুঞ্জ দ্বারা সেবিত হইতেছে। সুখসেবী রাম আমার-জন্যই এই দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমি অতি নৃশংস, আমার লোক-নিন্দিত এ জীবনে ধিক্।" দুঃখিত হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে ভরতের মুখপদ্ম মলিন হইল, তিনি রোদন করিতে করিতে রামের চরণ-যুগল প্রাপ্ত না হইয়াই পতিত হইলেন। মহাবল রাজপুত্র ভরত দুঃখ-সন্তপ্ত হইয়া একবার দীন-ভাবে 'আর্য্য' এই কথাটীমাত্র বলিয়া পুনর্ব্বার আর কিছুই বলিলেন না, তাঁহার কণ্ঠ বাষ্প-দ্বারা [illegible]বদ্ধ হওয়ায় তিনি যশস্বী রামকে অব-লোকন পূর্ব্বক 'আর্য্য' এই বাক্যে সম্বোধন করিয়া তাহার পর আর কোন কথাই বলিতে পারিলেন না। শত্রুঘ্ন রোদন করিতে করিতে রামের চরণদ্বয় বন্দনা করিলেন, পরে রাম তাঁহাদিগের উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রু-রাশি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর দিবাকর ও নিশাকর যেমন গগণ-মণ্ডলে শুক্র ও বৃহস্পতির সহিত মিলিত হয়েন, তেমনি সেই রাজপুত্র রাম ও লক্ষ্মণ অরণ্য মধ্যে সুমন্ত্র ও গুহের সহিত সম্মিলিত হইলেন। বন-বাসি-গণ বারণ-বাহন সেই সমস্ত নরপতি-বর্গকে সেই মহারণ্য মধ্যে সমাগত দেখিয়া হর্ষ পরি-হারপূর্ব্বক অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন।

ইতি নবনবতি সর্গ ॥ ৯৯ ॥

শততম সর্গ।

রাম, প্রলয়কালে ভূতলে পতিত ভাস্করের ন্যায় দুর্দ্দর্শ, চীরবসন পরিধায়ী, জটিল বদ্ধাঞ্জলি ভরতকে দর্শন করিলেন। তিনি ভ্রাতাকে বিবর্ণ-বদন ও দুর্ব্বল দর্শনে কোনরূপে ভরত বলিয়া জানিতে পারিয়া হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিলেন এবং ভরতের মস্তকাঘ্রাণ করত তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক ক্রোড়ে করিয়া সাদরবাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন। "ভ্রাতঃ! তোমার পিতা কোথায় আছেন? তুমি যে অরণ্যে আগমন করিলে? তিনি জীবিত থাকিলে তাঁহার পরিচর্য্যা পরিহার করিয়া তুমি কখন কাননে আসিতে পারিতে না। আমি বহু-দিনের পর দূরদেশ হইতে ভরতকে এই অরণ্যে আগত দেখিলাম, হায়! কৃশতা ও বিবর্ণতাহেতু সহসা ভরতকে চিনিতে পারা যায় না, ভ্রাতঃ! তুমি কি জন্য বনে আগমন করিয়াছ? ভ্রাতঃ! তুমি এখানে আসিয়াছ, তবে রাজা কিরূপে প্রাণ ধারণ করিয়া আছেন? কিম্বা তিনি নিতান্ত দুঃখিত হইয়া সহসা লোকান্তর গমন করেন নাই ত? হে প্রিয়দর্শন! তুমি বালক, অতএব তোমার হস্ত হইতে চিরকালের রাজ্য ভ্রষ্ট হয় নাই ত? হে সত্য-পরাক্রম! তুমি মাতা পিতার শুশ্রূষা করিতেছ ত? রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের আহরণ কর্ত্তা, ধর্ম্মে নিশ্চয় মতি, সত্যপ্রতিজ্ঞ, রাজা দশরথ ত কুশলে আছেন? ভ্রাতঃ! সেই ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের উপাধ্যায় মহাতেজা ধর্ম্মে নিত্য নিরত বিদ্বান্ বিপ্রবর বসিষ্ঠদেব যথাবিধানে পূজিত হইতে-ছেন ত? দেবী কৌসল্যা ও পুত্রবতী সুমিত্রা সুখে আছেন ত? আর আর্য্যা কৈকেয়ী আমার বনবাস ও তোমার রাজ্যলাভে আন-ন্দিত রহিয়াছেন ত? বিনয়সম্পন্ন, মহাকুল প্রসূত, বহুশাস্ত্রপারদর্শী, অসূয়াশূন্য, অনুৎপথ-দর্শী, তোমার পুরোহিত সৎকৃত হইতেছেন ত? তোমার অগ্নিহোত্র কার্য্যে নিযুক্ত, সকল হোম-বিধিজ্ঞ, মতিমান্, সরলচেতা হোতা সতত যথাকালে হুত ও হোষ্যমাণ অগ্নি বিষয়ে নিবেদন করেন ত? ভ্রাতঃ! তুমি দেবগণ, পিতৃগণ, গুরুগণ, ভৃত্যগণ, পিতৃতুল্য বৃদ্ধগণ, বৈদ্যগণ ও ব্রাহ্মণগণকে সর্ব্বতোভাবে মান্য করিতেছ ত? অমন্ত্র ও সমন্ত্র বাণ প্রয়োগে নিপুণ, রাজনীতি-বিশারদ, ধনুর্ব্বেদাচার্য্য সুধন্বাকে সম্মান করিতেছ ত? ভ্রাতঃ! শূর, শাস্ত্রজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, কুলীন ও ইঙ্গিতজ্ঞ আত্ম-সম ব্যক্তিগণকে মন্ত্রী করিয়াছ ত? হে রাঘব! শাস্ত্রজ্ঞ প্রধান মন্ত্রী ও অমাত্যগণ কর্ত্তৃক মন্ত্র-

পূর্ব্বক সংগোপিত মন্ত্রই রাজাদিগের বিজয়ের মূল। তুমি নিদ্রার বশীভূত হওনাই ত? যথাকালে জাগরিত হও ত? রাত্রি-শেষে অর্থ প্রাপ্তির উপায় চিন্তা কর ত? তুমি একাকী অথবা অনেকের সহিত মন্ত্রণা কর না ত? তোমার স্থিরীকৃত মন্ত্রণাসকল রাজ্য মধ্যে প্রচারিত হয় না ত? কোন বিষয় নিশ্চয় করিয়া অল্পযত্নসাধ্য অথচ মহাফলপ্রদ কর্ম্ম শীঘ্র আরম্ভ কর, বিলম্ব কর না ত? সামন্তগণ তোমার সুনিষ্পন্ন অথবা কৃতপ্রায় কার্য্য সকল জানিতে পারে, কিন্তু কর্ত্তব্য বলিয়া যাহা মন্ত্রিত হইয়াছে তাহা ত তাহারা জানিতে পারে না? তোমাকর্ত্তৃক বা তোমার অমাত্যগণ কর্ত্তৃক যে সকল মন্ত্রণা প্রকাশিত হয় নাই, অপরে তাহা যুক্তি বা তর্কমূলক অনুমান দ্বারা অবগত হইতে পারে না ত? তুমি সহস্র মূর্খ পরিত্যাগপূর্ব্বক একজন পণ্ডিতকে পরিগ্রহ করিতে ইচ্ছা কর ত? যেহেতু অর্থসঙ্কট উপস্থিত হইলে পণ্ডিত ব্যক্তিই মহৎকল্যাণ সাধন করেন। রাজা যদি সহস্র অথবা অযুত মূর্খকে প্রতিপালন করেন, তথাপি তাহাতে কোন সাহায্য হয় না। একমাত্র অমাত্য যদি মেধাবী, কার্য্যদক্ষ শূর ও বিচক্ষণ হয়েন, তবে তিনি রাজা বা, রাজপুত্রকে মহাসমৃদ্ধিসম্পন্ন করিতে পারেন। ভ্রাতঃ! তোমার প্রধান ভৃত্যগণ প্রধান কার্য্যে, মধ্যম ভৃত্যগণ মধ্যম কার্য্যে এবং সামান্য ভৃত্যগণ সামান্য কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছে ত? যে সকল অমাত্য উৎকোচ গ্রহণ করেন না, যাঁহারা পুরুষানুক্রমে অমাত্যকার্য্য করিয়া আসিতেছেন, এবং যাঁহাদিগের বাহ্য ও অন্তরিন্দ্রিয় শুদ্ধ, সেই সমস্ত শ্রেষ্ঠ অমাত্যকে উৎকৃষ্ট কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছ ত? হে কৈকেয়ীতনয়! তোমার রাজ্যে প্রজাগণ প্রচণ্ড দণ্ডদ্বারা অত্যন্ত উত্যক্ত হয় নাই ত? মন্ত্রিগণ তোমাকে অবজ্ঞা করেন না ত? যেমন নীচজাতীয়া নারীকে পরিগ্রহ করিয়া পুরুষ তাহাতে অত্যন্ত আসক্ত হইলে, কুলকামিনীগণ সেই নায়ককে সাতিশয় অবজ্ঞা করিয়া থাকে, তেমনি যাজকেরা তোমাকে পতিত ব্যক্তির ন্যায়, অযাজ্য বলিয়া অবজ্ঞা করে না ত? সাম-দানাদি উপায় বিষয়ে অত্যন্ত চতুর, বিদ্যাবিশারদ; রাজনীতিজ্ঞ, বলবান্ ও ঐশ্বর্য্যকামুক ভৃত্যকে যে রাজা নষ্ট না করেন, তিনি তদ্দ্বারা স্বয়ং হত হয়েন; অথবা রাজার নিকট হইতে অর্থ গ্রহণার্থ ব্যাধিবর্দ্ধনের উপায়জ্ঞ ও সাধু ব্যক্তিকে দূষিত করিতে রত এবং শূর, ভৃত্য কিম্বা বৈদ্য রাজ্যলাভে অভিলাষী হইলে, যে রাজা তাহাদিগকে বধ না করেন, তিনি স্বয়ং তাহাদিগের দ্বারা হত হয়েন। তুমি, বিপক্ষ যোদ্ধাদিগকে পরাভব করিতে সমর্থ, প্রগল্‌ভ বিপৎকালে ধৈর্য্যশালী বুদ্ধিমান্ সৎকুলজাত শুদ্ধাচার অনুরক্ত ব্যক্তিকে সেনাপতি করিয়াছ ত? যুদ্ধবিশারদ বলসম্পন্ন বিক্রমশালী প্রধান ভৃত্যগণের পৌরুষকার্য্য দুই তিনবার পরীক্ষা করিয়া তুমি তাহাদিগকে সৎকৃত ও সম্মানিত করিয়াছ ত? সৈন্যগণের যথোচিত দৈনন্দিন এবং মাসিক বেতন, যাহা সময়ানুসারে দিতে হয়, তাহা তুমি যথাসময়ে দিতেছ, বিলম্ব কর না ত? যাহারা দৈনিক বা মাসিক বেতন লাভ করিয়া আপন আপন জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহারা যথাসময়ে বেতন প্রাপ্ত না হইলে প্রভুর প্রতি অতিশয় কুপিত হয়, এইরূপে ভৃত্যগণের বিরাগই মহৎ অনর্থের কারণ হইয়া উঠে। প্রধান হইতেও প্রধানতর জ্ঞাতিগণ তোমার প্রতি অনুরক্ত আছেন ত? তোমার কার্য্যসিদ্ধি জন্য তাঁহারা মিলিত হইয়া প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হয়েন ত? ভরত! বিদ্বান্, সরলচিত্ত, প্রত্যুৎপন্নমতি, যথোক্তবাদী, বিচক্ষণ, জনপদবাসী কোন ব্যক্তি দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে ত? পরাধিকারে মন্ত্রী, পুরোহিত, যুবরাজ, সেনাপতি, দৌবারিক, অন্তঃপুরাধিকৃত, কারাগারাধিকৃত, ধনাধ্যক্ষ, রাজাজ্ঞাহেতু আজ্ঞাপ্যবিষয়ে বক্তা, প্রাড়্‌বিবাক নামক ব্যবহারদর্শী, ধর্ম্মাসনাধিকৃত, ব্যবহার-নির্ণেতা, সেনাসকলের বেতনদানাধ্যক্ষ, কর্ম্মাবসানে বেতনগ্রাহী, নগরাধ্যক্ষ, রাজ্যসীমাপালক, দুষ্টগণের প্রতি দণ্ডদানে অধিকারী, এবং জল,

স্থল, শৈল, বন ও দুর্গসকলের পালক, এই অষ্টাদশ তীর্থ এবং আত্ম অধিকারে মন্ত্রী, পুরোহিত ও যুবরাজ, এই ত্রিতয় ভিন্ন পঞ্চদশ তীর্থের প্রত্যেক বিষয়ে পরস্পর অবিজ্ঞাত ও অন্যের অবিদিত তিনটী তিনটী চরদ্বারা প্রাগুক্ত তীর্থসকল বিশেষরূপে বিদিত হইতেছ ত? হে রিপুসূদন! নিষ্কাশিত বৈরিগণ পুনর্ব্বার আগমন করিলে, তাহাদিগকে দুর্ব্বল বোধে অবজ্ঞা ও উপেক্ষা কর না ত? ভ্রাতঃ! তুমি লৌকায়তিক উপাধিধারী চার্ব্বাক-মতানুসারী অথবা শুষ্কতর্কনিপুণ ব্রাহ্মণগণকে সেবা কর না ত? যেহেতু তাহারা পরলোক ও পরলোকসাধনের অনর্থ প্রতিপাদনে নিপুণ, বালকের ন্যায় অজ্ঞ হইয়াও আপনাদিগকে পণ্ডিত বলিয়া ভান করিয়া থাকে; আরও দেখ, তাহারা প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ বিদ্যমানসত্ত্বেও তদ্বোধে বিমুখ হইয়া তর্কবিদ্যা অবলম্বন করত নিরর্থক বিবাদ করে। ভ্রাতঃ! আমাদিগের প্রবীর পূর্ব্বপুরুষগণের অধিবাসভূমি, যাহার দ্বার সকল সুদৃঢ়, যাহা হয় হস্তি রথনিচয়ে সঙ্কুল, সহস্র সহস্র উৎসাহসম্পন্ন স্বকর্ম্মনিরত জিতেন্দ্রিয় মহামান্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণকর্ত্তৃক সর্ব্বদা পরিপূর্ণ রহিয়াছে, যাহা বিবিধাকার প্রাসাদমালাদ্বারা পরিবৃত ও বৈদ্যজনপরিব্যাপ্ত হইয়া প্রসিদ্ধ আছে, সেই সমৃদ্ধিশালিনী সার্থক-নামধারিণী অযোধ্যাকে সম্যক্‌রূপে রক্ষা করিতেছ ত? হে রাঘব! গ্রামপ্রান্তবর্ত্তি অশ্বত্থ প্রভৃতি চৈত্য-শত-সমন্বিত, সুপ্রতিষ্ঠিত জনসমাকীর্ণ, দেবালয়, জলসত্র ও তড়াগ সমূহদ্বারা সুশোভিত, যাহাতে নর ও নারীগণ সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট থাকিয়া বাস করিতেছে, যে স্থান সামাজিক উৎসবদ্বারা সতত শোভিত রহিয়াছে, যাহার প্রান্তপ্রদেশ সকল সুন্দররূপে কর্ষিত ও গো মহিষ প্রভৃতি পশু সমুদয় সংযুক্ত, তথা হিংসাদি পরিবর্জ্জিত, বৃষ্টিবারি অপেক্ষা না করিয়া নদী সলিলদ্বারা যে স্থানে শস্য উৎপন্ন হয়, যাহা হিংস্রজন্তুবিহীন ও সমস্ত ভয়বিরহিত, যাহা স্বর্ণরত্ন প্রভৃতির আকরদ্বারা সুশোভিত, পাপশীল মানববিবর্জ্জিত এবং যাহা আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণকর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়াছিল, সেই সুসমৃদ্ধ রম্য জনপদ ত সুখে আছে? ভ্রাতঃ! কৃষি ও পশুপালনদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহকারী বৈশ্যগণের প্রতি তুমি প্রীতিমান্ আছ ত? সম্প্রতি এই সকল লোক বাণিজ্য কার্য্যে অনায়াসে সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইতেছে ত? সেই সমস্ত কৃষিজীবিদিগের ইষ্টপ্রাপণ ও অনিষ্ট পরিহারদ্বারা তুমি তাহাদিগকে ভরণ করিতেছ ত? যেহেতু রাজ্যবাসী প্রজামাত্রই ধর্ম্মতঃ রাজার রক্ষণীয়। তুমি স্ত্রীলোক সকলকে সান্ত্বনা কর ত? তাহাদিগকে উত্তমরূপে রক্ষা করিয়া থাক ত? তাহাদিগের বাক্যে শ্রদ্ধা কর না ত? এবং তাহাদিগের নিকট অপ্রকাশ্য বৃত্তান্ত প্রকাশ কর না ত? নাগবন অর্থাৎ গজোৎপত্তি স্থান সুরক্ষিত আছে ত? তোমার ধেনু সকল সুখে আছে ত? করিণী, কুঞ্জর ও তুরঙ্গাদি সম্পাদন বিষয়ে তৃপ্তি লাভ কর না ত? তুমি প্রত্যহ আপনাকে রাজবেশে বিভূষিত করিয়া সভামধ্যে জনগণকে দর্শন দিয়া থাক ত? এবং পূর্ব্বাহ্ণে উত্থিত হইয়া তাদৃশ বেশে নিত্য নিত্য রাজপথে বিচরণ করত প্রজাপুঞ্জকে দর্শন দেও ত? কর্ম্মচারিগণ নিঃশঙ্কভাবে তোমার নয়নগোচর হয় না ত? অথবা তাহারা তোমার দৃষ্টিপথের অন্তরালে থাকে না ত? কর্ম্মকরদিগের কার্য্যবিষয়ে নিয়ত দর্শন ও একান্ত অদর্শন, এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তিতাই অর্থপ্রাপ্তির কারণ। দুর্গসকল—ধন, ধান্য, অস্ত্র, শস্ত্র, যন্ত্র, শিল্পকর ও ধনুর্দ্ধরনিকর দ্বারা পরিপূর্ণ আছে ত? হে রঘুবংশপ্রসূত! তোমার আয় অধিক ও ব্যয় অল্পতর হইতেছে ত? নট, নর্ত্তক ও গায়ক প্রভৃতি অপাত্রে ব্যয় করিতে তোমার ধনাগার শূন্য হইতেছে না ত? দেবগণ, পিতৃলোক, অভ্যাগত যে কোন অতিথি ব্রাহ্মণ, যোদ্ধা ও মিত্রবর্গের জন্য তোমার ধন ব্যয় হইতেছে ত? সাধু ও সচ্চরিত্র ব্যক্তি মিথ্যা অপবাদে দোষী হওয়ায় ধর্ম্মশাস্ত্র নিপুণ প্রাড়্‌বিবাক্ কর্ত্তৃক যাহার দোষ নির্ণীত হইল না, তাদৃশ নির্দ্দোষ লোক ত লোভবশত হত হয় না? হে নরবর! ধনস্বামী অথবা নগর-

পালকর্ত্তৃক যথাকালে কারণের সহিত দৃষ্ট ও প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া চৌররূপে যে ব্যক্তি নিশ্চিত হয়, পালকগণ ধনলোভে তাহাকে মুক্ত করে না ত? হে রাঘব! কোন ধনাঢ্য ও দরিদ্র ব্যক্তির পরস্পর বিবাদ ঘটনা হইলে, তোমার নীতিজ্ঞ অমাত্যগণ অর্থলাভে বিরাগ প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাদিগের ব্যবহার দর্শন করেন ত? ভরত! মিথ্যাপবাদে অভিযুক্ত জনগণের যে অশ্রুজল পতিত হয়, সেই নেত্রজলই রাজ্যসুখভোগ জন্য প্রীতির নিমিত্ত শাসনকারী নরপতির পুত্র ও পশুকুলকে হত করিয়া থাকে। তুমি বৃদ্ধ, বালক ও মুখ্য বৈদ্যগণকে অভিমত বস্তু দান ও সস্নেহচিত্তে সান্ত্বনাবাক্য দ্বারা বশীভূত করিতে ইচ্ছা কর ত? গুরুগণ, বৃদ্ধ সকল, তাপসপুঞ্জ, দেবতা, অতিথি, চতুষ্পথস্থিত চৈত্য এবং তপস্যা ও বিদ্যাদ্বারা সিদ্ধকাম ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার কর ত? তুমি অর্থ দ্বারা ধর্ম্মকে এবং ধর্ম্ম দ্বারা অর্থকে অথবা বিষয় সম্ভোগ লোভবশত কাম দ্বারা ধর্ম্ম ও অর্থ উভয়কে বাধিত করিতেছ না ত? হে বিজয়িবর বরদ কালজ্ঞ ভরত! অর্থ, কাম ও ধর্ম্মকে বিভক্ত করিয়া যথাকালে সকলকেই সমভাবে সেবা করিতেছ ত? ধীমন্! পুরবাসী ও জনপদবাসী জনগণের সহিত সর্ব্ব শাস্ত্রার্থ বিশারদ ব্রাহ্মণেরা তোমার কল্যাণকামনা করিতেছেন ত? নাস্তিকতা, মিথ্যা কথা, ক্রোধ, অনবধানতা, দীর্ঘসূত্রতা, জ্ঞানিগণের সহিত অদর্শন, আলস্য, ইন্দ্রিয়পরবশতা, রাজ্যে প্রয়োজনীয় বিষয়ের একাকী চিন্তন, বিপরীত দর্শিগণের সহিত মন্ত্রণা, কর্ত্তব্যরূপে নিশ্চিত কার্য্যের অনারম্ভ, মন্ত্রণা রক্ষা না করা, প্রাতঃকালে মঙ্গল কার্য্যের অননুষ্ঠান, সকল দিকে অবস্থিত শত্রুগণের উদ্দেশে এককালে প্রত্যুত্থান, এই চতুর্দ্দশ প্রকার রাজদোষ সকলকে পরিবর্জ্জন করিতেছ ত? হে মহাপ্রাজ্ঞ ভরত! মৃগয়া, অক্ষক্রীড়া, দিবানিদ্রা, পরিবাদ, স্ত্রীসেবা, মদ্যপান, নৃত্য-গীত-বাদ্য ও বৃথা ভ্রমণ, এই দশবিধ কামজ দোষ; জলদুর্গ, গিরিদুর্গ বৃক্ষদ্বারা নির্ম্মিত দুর্গ, সর্ব্ব শস্যশূন্য প্রদেশস্থ ঐরিণ দুর্গ এবং উষ্ণকালে যে ধান্বনদুর্গ হয়, সেই পঞ্চবিধ দুর্গ; সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড, এই চতুর্ব্বর্গ; রাজা, অমাত্য, রাজ্য, দুর্গ, কোশ, বল ও সুহৃৎ, পরস্পর উপকারি এই সপ্তাঙ্গ রাজ্য অপৈশুন্য, সাহস, দ্রোহ, ঈর্ষ্যা, অসূয়া, সাধুনিন্দা, বাগ্দণ্ড ও নিষ্ঠুরতা এই অষ্টবিধ ক্রোধজাত বর্গ; ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এই ত্রিবর্গ; অথবা উৎসাহশক্তি, প্রভুশক্তি ও মন্ত্রশক্তি, ত্রিবর্গ; বেদবিদ্যা, বার্ত্তাশাস্ত্রজ্ঞান ও দণ্ডনীতি, এই ত্রিবিধ বিদ্যা; এই সকল এবং ইন্দ্রিয়গণের জয়ের উপায় যোগাভ্যাস প্রভৃতি যথার্থরূপে জানিয়া তথা সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ ও আশ্রয়, এই ষাড়্গুণ্য; হুতাশন, জল, ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ ও মরক, এই পঞ্চবিধ দৈব বিপৎ আর রাজকার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তি হইতে, চৌর হইতে, রাজবল্লভ পুরুষ হইতে ও পৃথিবীপাল হইতে যে ভয় উৎপন্ন হয়, সেই পঞ্চবিধ মানুষ উৎপাত; এবং অল্প বেতন, লুব্ধ, মানী ও অবমানিত, এই চতুর্বিধ ব্যক্তিকে ক্রুদ্ধ, কোপিত, ভীত ও ভীষিত করিবার কারণরূপ যে চারিটী রাজকৃত্য আছে, অপিচ বালক, বৃদ্ধ, দীর্ঘরোগী, জ্ঞাতি বহিষ্কৃত, ভীরু, ভীরুজনক, লুব্ধ, লুব্ধজনক, বিরক্ত প্রকৃতি, বিষয়ে অতিশয় শক্তিমান্, অনেক চিত্ত, দেব ব্রাহ্মণ নিন্দক, দৈবোপহত, দৈবচিন্তক, দুর্ভিক্ষরূপ বিপদাপন্ন, সৈন্যক্ষয় রূপ বিপদ্গ্রস্ত, দূরদেশস্থ, বহু রিপুবেষ্টিত, যথাকালে কার্য্যে অনিযুক্ত এবং যে ব্যক্তি সত্যধর্ম্মে রত নহে, ঈদৃশ বিংশতি পুরুষকে বিংশতি বর্গ কহে, ইহাদিগের সহিত সন্ধি কদাচ কর্ত্তব্য নহে, ইহারাই কেবল বিগ্রহযোগ্য; আর অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, কোশ ও দণ্ড, এই পঞ্চ প্রকৃতি তথা অরিমিত্র প্রভৃতি দ্বাদশ রাজমণ্ডল, পঞ্চবিধ রণযাত্রা, ব্যূহরচনা ভেদরূপ দণ্ডবিধান, সন্ধিবিগ্রহাদি ষড়্বিধ গুণের মধ্যে দ্বৈধীভাব ও সমাশ্রয়ের কারণ সন্ধি এবং যান ও আসনের কারণ বিগ্রহ; এই সকলের মধ্যে ত্যাজ্য ও গ্রাহ্য অংশ সকল যথাবৎ বিজ্ঞাত হইয়া অনুজ্ঞা প্রচার করিতেছ ত? হে বিজ্ঞবর! তুমি মন্ত্রিলক্ষণাক্রান্ত তিন অথবা চারি জন ব্যস্ত বা সংহত মন্ত্রীর সহিত

নীতিশাস্ত্রোক্ত মন্ত্রবিচারপদ্ধতি অতিক্রম না করিয়া মন্ত্রণা করিতেছ ত? বেদবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা তোমার নিকট বেদসকল সফল হইতেছে ত? উদ্দেশ্য ফলযুক্ত রাজকার্য্যকদম্ব সফল হইতেছে ত? ধর্ম্মরতি ও সন্ততি দ্বারা দারাসকল সফল হইতেছে ত? বিনয় দ্বারা শাস্ত্রজ্ঞানের সাফল্য করিতেছ ত? ভরত! এই সমস্ত কথিত বিষয়ে যেমন আমার আয়ুষ্য যশস্য ও ধর্ম্ম কাম অর্থসমন্বিতা বুদ্ধি স্থির-তর আছে, তোমার বুদ্ধিও ত সেইরূপ? পিতা যে বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক জীবন যাপন করিতেছেন, আমাদিগের প্রপিতা-মহগণ যে বৃত্তি অনুসারে রাজশাসন করিয়া-ছিলেন, যাহা শিষ্ট জনের অনুষ্ঠান পথগামিনী ও কল্যাণদায়িনী তুমি সেই বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া সময় যাপন করিতেছ ত? ভরত! তুমি সুস্বাদু ভোজ্য দ্রব্য একাকী ভোজন কর না ত? স্নেহ বুদ্ধি আশংসাকারি মিত্রগণ তাহা ইচ্ছা করিলে, তাঁহাদিগকে প্রদান কর ত? প্রজাদিগের প্রতি দণ্ডধর বিদ্বান্ মহীপতি সমস্ত বসুধামণ্ডল প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মানুসারে যথাবিধানে তাহা পালন করত পরিশেষে ইহ-লোক হইতে বিচ্যুত হইয়া স্বর্গ লাভ করেন।

ইতি শত সর্গ ॥ ১০০ ॥

একাধিকশত সর্গ।

রাম, ভ্রাতা লক্ষণের সহিত ভ্রাতৃবৎসল ভরতকে কুশলপ্রশ্নচ্ছলে সমস্ত ধর্ম্ম বিজ্ঞা-পন করিয়া আগমন প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বলিলেন, "ভ্রাতঃ! তুমি কি জন্য চীরজটা ও অজিন ধারণ করত এই স্থানে আগমন করিয়াছ, তাহা স্পষ্ট করিয়া বল, আমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। তুমি রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে জন্য কৃষ্ণাজিন ও জটাধারী হইয়া এই স্থানে প্রবিষ্ট হইয়াছ, তৎ সমুদয় প্রকাশ করা তোমার উচিত হইতেছে।" মহাত্মা রাম কৈকেয়ীনন্দন ভরতকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি প্রবল শোকাবেগ সম্বরণ করত কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন, "আর্য্য! আমার মাতা কেকয়ী স্ত্রীলোক, মহাবাহু পিতা তাঁহার কথাক্রমে জ্যেষ্ঠ সন্তানকে অতিক্রমপূর্ব্বক কনিষ্ঠকে রাজ্য দান করত পুত্রশোকে পীড়িত হইয়া আমাদিগকে এবং ইহলোককে পরি-ত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়াছেন। হে শত্রুতাপন! আমার জননী এই জন্য আত্ম যশোহর মহৎ পাপ করিয়াছেন, তিনি রাজ্যের ফল প্রাপ্ত না হইয়া বিধবা ও শোকাকুলা হইয়া মহাঘোর নরকে পতিত হইবেন। আমি আপনার সেই দাসই আছি; অতএব আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইতে পারেন, অদ্যই আপনি ইন্দ্রের ন্যায় রাজ্যে অভিষিক্ত হউন। এই সমস্ত বিধবা মাতৃগণ ও প্রজা সকল আপনাকে প্রসন্ন করিবার জন্য নিকটে আসিয়াছেন, অতএব আপনার অনুগ্রহ করা উচিত। হে মানদ! আপনি জ্যেষ্ঠত্ব অনু-সারে রাজ্য লাভের অধিকারী এবং আপনারই রাজ্যাভিষেক হওয়া উচিত; অতএব আপনি ধর্ম্মতঃ রাজ্য লাভ করুন এবং সুহৃৎ সকলের কামনা পূর্ণ করুন। শারদীয়া যামিনী যেমন বিমল সুধাকরদ্বারা পতিমতী হইয়া থাকে, তেমনি সসাগরা ধরা এক্ষণে আপনাকে পতিত্বে বরণ করিয়া সধবা হউক্। এই সকল সচিব মণ্ডলের সহিত আমি নত মস্তকে যাচ্ঞা করিতেছি। আপনি, ভ্রাতা শিষ্য ও দাসের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে যোগ্য হইতেছেন; হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই পরম্পরাগত পৈতৃক মান্য মন্ত্রিমণ্ডলও পুনঃপুনঃ কামনা করিতেছেন, ইহাঁদিগের প্রার্থনাও অতিক্রম করা উচিত হয় না।" মহাবাহু কৈকয়ীতনয় ভরত বাষ্পাকুললোচনে এই সকল কথা বলিয়া পুনর্ব্বার মস্তকদ্বারা রামের চরণদ্বয় গ্রহণ করিলেন। রাম, সেই মত্তমাতঙ্গের ন্যায় পুনঃপুনঃ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করত অবস্থিত ভ্রাতা ভরতকে আলিঙ্গন করিয়া এই কথা বলিলেন, "হে অরিসূদন! আমার মত সদ্বংশজাত, সত্ত্ব-সম্পন্ন, তেজস্বী ও ব্রতাচারী ব্যক্তি কি প্রকারে পিতার আজ্ঞা ভঙ্গরূপ পাপ আচরণ করিতে পারে? ভরত! আমি

তোমাতে অণুমাত্রও দোষ দর্শন করিতেছি না, আর বাল্য চাপল্যবশত তোমারও জননীকে নিন্দা করা উচিত হইতেছে না। হে নিষ্পাপ! হে মহাপ্রাজ্ঞ! উপযুক্ত পুত্র ও পত্নীর প্রতি গুরুতর পিতা প্রভৃতির স্বেচ্ছাচার সতত বিহিত হইয়া থাকে। লোক সমাজে সাধুগণ, ভার্য্যা পুত্র ও শিষ্য সকলকে যেমন নিয়োগার্হ বলিয়া গণ্য করেন, আমরাও পিতার নিকটে সেইরূপ, ইহা তোমার জানা উচিত। হে প্রিয়দর্শন! মহারাজ, আমাকে চীরবসন ও কৃষ্ণাজিন পরিধান করাইয়া বনেই হউক, বা রাজ্যেই হউক, যে স্থানে তাঁহার ইচ্ছা সেই স্থানেই বাস করাইতে সমর্থ। হে ধর্ম্মজ্ঞ! হে ধার্ম্মিকবর! সর্ব্বলোকসংকৃত পিতার প্রতি যে পরিমাণে গৌরব করিতে হয়, জননীর প্রতিও সেইরূপ গৌরব করা উচিত। ভরত! এই ধর্ম্মশীলা মাতা ও পিতাকর্ত্তৃক "বনে যাও" এই বাক্যে আদিষ্ট হইয়া আমি কিরূপে তাহার অন্যথা আচরণ করিব? অযোধ্যাতে সর্ব্বলোকসংকৃত রাজ্য প্রাপ্ত হওয়া তোমারই উচিত, আর আমার বল্কলবসন ধারণপূর্ব্বক দণ্ডকারণ্যে বাস করাই কর্ত্তব্য হইতেছে। মহারাজ দশরথ সর্ব্বলোকসন্নিধানে এইরূপ বিভাগ ব্যবস্থা বলিয়া এবং আমাদের প্রতি আদেশ করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, সেই ধর্ম্মাত্মা লোকগুরু রাজাই তোমার পক্ষে প্রমাণ, অতএব বিভাগানুসারে পিতৃদত্ত রাজ্য ভোগ করিতে তুমিই উপযুক্ত হইতেছ। দেবেন্দ্র সম, নরলোকমান্য, মহাত্মা পিতা আমাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহাকেই আমি আপনার পরম হিত জ্ঞান করি; সর্ব্বলোকের প্রতি অক্ষয় প্রভুত্বও আমার বিবেচনায় কল্যাণকর নহে।

ইতি একাধিকশত সর্গ ॥ ১০১ ॥

দ্ব্যধিকশত সর্গ।

ভরত, রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন যে, "আমি রাজ্যভোগের অযোগ্য, অতএব রাজধর্ম্ম আমার কি করিবে? হে নরবর! এই শাশ্বত ধর্ম্ম সততই মাদৃশ ব্যক্তিবর্গে অবস্থিতি করিতেছে যে, 'রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র বর্ত্তমান থাকিলে কনিষ্ঠ কখন রাজ্যাধিকারী হয় না' অতএব আপনি আমার সহিত সমৃদ্ধিসম্পন্না অযোধ্যা রাজধানীতে গমন করুন এবং এই রঘুবংশের ও আমাদিগের অভ্যুদয় জন্য আপনাকে অভিষিক্ত করুন। লোকে রাজাকে মনুষ্য বলিয়া থাকে, কিন্তু আমার মতে রাজা দেবস্বরূপ, তাহার কারণ এই যে, তাঁহার ধর্ম্মার্থসম্বলিত চরিত্র মনুষ্য মধ্যে অন্য জনে কদাচ সম্ভাবিত হয় না। আমি কেকয়দেশে অবস্থিত হইলে এবং আপনিও দণ্ডকারণ্য আশ্রয় করিলে সাধুসংকৃত, যাযজুক, মহাপ্রাজ্ঞ, মহারাজ স্বর্গগত হইয়াছেন। আপনি সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্র রাজা দুঃখে ও শোকে অভিভূত হইয়া সুরপুরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। হে নরবর! এখন গাত্রোত্থান করুন, পিতার তর্পণাদি করুন; আমি এবং এই শত্রুঘ্ন উভয়ে অগ্রেই পিণ্ডদানাদি সমস্ত কার্য্য করিয়াছি। হে রঘুবর! আপনি পিতার প্রিয় ও জ্যেষ্ঠ পুত্র; পণ্ডিতেরা কহেন, প্রিয় পুত্রপ্রদত্ত পিণ্ডোদকাদি পিতৃলোকে অক্ষয় হয়। পিতা আপনারই জন্য শোক করত, আপনাকেই দেখিতে ইচ্ছা করত, আপনাতেই আসক্তচিত্তকেনিবৃত্ত না করিয়া আপনার বিয়োগে ও আপনার শোকে রুগ্ন হইয়া আপনাকেই স্মরণ করত পরলোকে গমন করিয়াছেন।"

ইতি দ্ব্যধিকশত সর্গ ॥ ১০২ ॥

ত্র্যধিকশত সর্গ।

রঘুনন্দন রাম, ভরতের উক্ত পিতৃমরণ সংবাদসংযুক্ত সেই শোকাবহ বাক্য শ্রবণ করিয়া অচেতন হইলেন, বনমধ্যে পুষ্পিত তরু পরশু দ্বারা ছেদিত হইয়া যেমন পতিত হয়, তেমনি, যে রাম ভরতপ্রভৃতিকে দর্শন করিয়া হর্ষে উৎফুল্ল হইয়াছিলেন, সেই শত্রুতাপন, রণস্থলে দেবরাজবিসৃষ্ট বজ্র—ন্যায় ভরতোক্ত শোক সঙ্কুল বাগ্বজ্র শ্রবণে বাহুযুগল

শিথিল করিয়া ভূতলে পতিত হইলেন। জগৎ-পতি, মহাধনুর্দ্ধর, শোককর্ষিত রামকে কূল পাত পরিশ্রান্ত প্রসুপ্ত কুঞ্জরের ন্যায় ধরাতলে পতিত দেখিয়া ভরতপ্রভৃতি ভ্রাতৃগণ সীতার সহিত তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে জল সেচন করিতে লাগিলেন। পরে রাম, সংজ্ঞা লাভ করিয়া নয়ন-যুগলদ্বারা অবিরল অশ্রু জল বিসর্জ্জন করত করুণ স্বরে বহু বিলাপ করিতে উপক্রম করি-লেন। সেই ধর্ম্মাত্মা রাম, পৃথ্বীপতি পিতা স্বর্গগত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া ভরতকে এইরূপে ধর্ম্মযুক্ত বাক্য বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন 'পিতা দৈবকল্পিত গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তবে আর আমি অযোধ্যায় গিয়া কি করিব? সেই নৃপবর বিহীনা অযোধ্যাকে কে পালন করিবে? আমার জন্মই বৃথা, আমি সেই মহাত্মার কি করিলাম? যিনি আমার শোকে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন, আমি তাঁহার সংকার করিতেও পারিলাম না। হে নিষ্পাপ ভরত! তুমি ও শত্রুঘ্ন যে, সমস্ত প্রেতকার্য্যে পিতার সংকার করিয়াছ, তাহাতেই তোমাদের জন্ম সফল হইয়াছে। আমি বনবাস হইতে নিবৃত্ত হইলেও সেই প্রধান পুরুষহীন, বহু নায়ক, নরেন্দ্র বিবর্জ্জিত অযোধ্যাপুরে গমন করিতে উৎসাহ করিতেছি না। হে পরন্তপ! পিতা লোকান্তরিত হইয়াছেন, অতএব আমি বনবাস সমাপন করিয়া অযোধ্যায় গমন করিলেও আর কে আমাকে হিতাহিত বিষয়ে অনুশাসন করিবেন? 'পূর্ব্বে পিতা আমাকে আজ্ঞাপালনে অনুরক্ত দেখিয়া সান্ত্বনা করত যে সকল বাক্য বলিয়াছিলেন, সেই সমস্ত শ্রুতি সুখকর মনোহর কথা আর কাহা হইতে শ্রবণ করিব?' শোকসন্তপ্ত রাম ভরতকে এইরূপ কহিয়া পূর্ণচন্দ্রসম চারুমুখী প্রিয়ার নিকটে আগমনপূর্ব্বক বলিলেন, 'সীতে! তোমার শ্বশুর শরীর পরিত্যাগ করিয়াছেন;— লক্ষ্মণ! তুমি পিতৃহীন হইয়াছ; ভরত, ভূপতির স্বর্গগতির কথা দুঃখের সহিত বলিতে-ছেন। কাকুৎস্থ রাম সেইরূপ বলিলে সেই সমস্ত যশস্বী কুমারগণের নয়নে বাষ্পবারি বহুগুণ বর্দ্ধিত হইল।

অনন্তর, সেই সমস্ত ভ্রাতৃগণ, দুঃখিত রামকে পুনঃপুনঃ আশ্বাস প্রদান করত 'জগৎপতি পিতার উদকক্রিয়া করুন,' এই কথা বলিলেন। সীতা, মহারাজ শ্বশুর স্বর্গ-গত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নদ্বারা প্রিয়তমকে দর্শন করিতে সমর্থ হইলেন না। রাম তখন সেই রোরুদ্যমানা জানকীকে সান্ত্বনা করিয়া দুঃখিত হইয়া দুঃখিত বাক্যে বলিলেন, 'লক্ষ্মণ! পাষাণপিষ্ট ইঙ্গুদি ফল পিণ্যাক আনয়ন কর, নূতন চীরবসন আহরণ কর, মহানুভাব জনকের তর্পণাদি উদকক্রিয়া নিমিত্ত গমন করিব। সীতা অগ্রে গমন করুন, তুমি তৎ পশ্চাৎ চল, আমি সকলের পশ্চাৎ গমন করিব; এই গতি অতিসুদারুণ।' অনন্তর, সেই কুমারগণের নিয়ত অনুগত কৃতবুদ্ধি, মহামতি, মৃদুস্বভাব, জিতেন্দ্রিয়, রামের প্রতি দৃঢ়ভক্তিমান্, সুশ্রী, সুমন্ত্র, রাজকুমারগণের সহিত রাঘবকে আশ্বা-সিত করিয়া অবলম্বনপূর্ব্বক নির্ম্মলসলিলা মন্দাকিনী নদীতে অবতারণ করিলেন। অন-ন্তর, সীতার সহিত সেই যশস্বিগণ অতি কষ্টে নদীতীর্থের নিকটে উপস্থিত হইয়া সতত পুষ্পিত কাননবতী রমণীয়া দ্রুতস্রোতস্বতী মন্দাকিনীর কর্দ্দমশূন্য সুন্দর তীর্থে গমনপূর্ব্বক পিতার নাম ও গোত্র উচ্চারণ করত তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া তর্পণ জল প্রদান করিলেন। রাম, দক্ষিণাভিমুখ হইয়া জলাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে রোদন করত বলিলেন, 'মহারাজ! তুমি পিতৃলোকে গমন করিয়াছ; অতএব এক্ষণে তোমার উদ্দেশে মদ্দত্ত এই নির্ম্মল জল অক্ষয় হইয়া পিতৃলোকে উপস্থিত হউক।' অনন্তর, সেই তেজস্বিবর রাম ভ্রাতৃ-গণের সহিত মন্দাকিনী তীর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পিতার উদ্দেশে পিণ্ড দান করিলেন। রাম দর্ভ সংস্তরে বদরীফলমিশ্রিত তিলকল্কযুক্ত ইঙ্গুদীফলের পিণ্ড অর্পণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া রোদন করত এই কথা বলিলেন, 'মহা-রাজ! আমাদিগের যাহা ভোজ্য তাহাই আপনি ভোজন করুন; মনুষ্য স্বয়ং যাহা আহার করিয়া থাকে, তাহার পিতৃগণ ও

দেবতা সকল তাহাই আহার করেন।” অনন্তর নরশ্রেষ্ঠ রাম যে পথে নদীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই পথেই তটিনীতট হইতে উত্তীর্ণ হইয়া রম্যসানুসম্পন্ন শৈলোপরি আরোহণ করিলেন। পরে জগতীপতি রাম পর্ণশালার দ্বারদেশে আগমন করিয়া ভরত ও লক্ষ্মণকে করযুগলদ্বারা ধারণ করিলেন। গর্জ্জনকারী সিংহের ন্যায় সীতার সহিত রোদনকারী সেই সমস্ত ভ্রাতৃগণের রোদনধ্বনির প্রতিশব্দ পর্ব্বতমধ্যে প্রাদুর্ভূত হইল। পিতার উদকক্রিয়া করিয়া সেই মহাবল ভ্রাতৃগণ রোদন করিতে থাকিলে ভরতের সৈনিকগণ সেই রোদনজনিত তুমুল শব্দ বিজ্ঞাত হইয়া ত্রাসযুক্ত হইল এবং বলিল, ‘ভরত, রামের সহিত নিশ্চয়ই সঙ্গত হইয়াছেন, তাঁহারাই মৃত পিতার জন্য শোক প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতেই এই মহাশব্দ সমুত্থিত হইয়াছে। অনন্তর, যে দিকে সেই শব্দ হইতেছিল, সকলেই সেই দিকের অভিমুখ ও একচিত্ত হইয়া বাহনসমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্বর গমনে প্রবৃত্ত হইল। সুকুমার পুরুষেরা কেহ অশ্বে কেহ গজে কেহ সুশোভিত রথে আরোহণ করিয়া গমন করিল; অপরে পদব্রজেই চলিল। অচির প্রবাসগত রামকে চিরপ্রোষিতের ন্যায় দর্শন করিতে ইচ্ছু হইয়া সকল লোকই সহসা আশ্রমে গমন করিতে লাগিল। তাহারা সকলেই সত্বর হইয়া ভ্রাতৃগণের সমাগম সন্দর্শনে সকাম হইয়া খুরনেমিসমাকুল বিবিধ যানদ্বারা যাইতে লাগিল। সৈন্য সকল যে পথে যাইতেছিল সেই ভূতল বহুবিধ যান ও রথচক্রদ্বারা অভিহত হইয়া মেঘসমাগমে আকাশমণ্ডলের ন্যায় তুমুল শব্দ প্রকাশ করিল। করেণুপরিবারিত করিগণ সেই তুমুল শব্দে বিত্রাসিত হইয়া মদগন্ধদ্বারা দিঙ্মুখ সকল সুরভি করত তথা হইতে বনান্তরে ধাবমান হইল। সিংহ, বরাহ, মৃগ, মহিষ, শার্দ্দূল, সৃমর, গোকর্ণ, গবয় ও পৃষত মৃগ প্রভৃতি পশুগণ ত্রস্ত হইল। চক্রবাক, জলকুক্কুট, হংস, কারণ্ডব, প্লবনামক বক-বিশেষ, পুংস্কোকিল ও ক্রৌঞ্চপ্রভৃতি পক্ষিকুল ব্যাকুল হইয়া নানাদিক্ আশ্রয় করিল। সেই শব্দে বিত্রস্ত বিহঙ্গব্যূহদ্বারা গগনমণ্ডল এবং মানবনিকরদ্বারা ধরামণ্ডল আবৃত হইয়া তৎকালে উভয়েই সাতিশয় শোভিত হইল। অনন্তর, জনগণ সহসা সেই নিষ্পাপ, যশস্বী, পুরুষপ্রবর রামকে স্থণ্ডিলে অধ্যাসীন দর্শন করিল; তাহারা কৈকেয়ী ও অহিতকারিণী মন্থরাকে নিন্দা করত রামের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাহাদিগের নয়নজলে মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন হইল।

অনন্তর, সেই ধর্ম্মজ্ঞ রাম সেই সকল ব্যক্তিকে বাষ্প পূর্ণাক্ষ ও নিতান্ত দুঃখিত নিরীক্ষণ করিয়া পিতার ন্যায় ও মাতার ন্যায় আলিঙ্গন করিলেন। সেই রাজপুত্র রাম তৎকালে তাহাদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে আলিঙ্গন করিলেন, কেহ কেহ তাঁহাকেও অভিবাদন করিল, তিনি বয়স্য ও বান্ধবগণকে প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি যাদৃশ সৎকার যোগ্য, তাহাকে তদ্রূপেই সম্ভাষণাদি করিলেন। পরিশেষে সেই রোরুদ্যমান, মহানুভবগণের ক্রন্দনধ্বনি ভূতল, গগনতল, দিঙ্মণ্ডল ও গিরিগুহা নিয়ত প্রতিধ্বনিত করত মৃদঙ্গ ধ্বনির ন্যায় বিশ্রুত হইতে লাগিল।

ইতি ত্র্যধিকশত সর্গ ॥ ১০৩ ॥

চতুরধিকশত সর্গ।

বসিষ্ঠ, রামকে দর্শন করিতে সাভিলাষ হইয়া রাজা দশরথের পত্নীগণকে অগ্রে করিয়া সেই স্থানে গমন করিলেন, রাজপত্নীগণ মন্দাকিনী নদীর দিকে মন্দ মন্দ গমন করিতে থাকিলে তথায় দেবী কৌসল্যা বাষ্পপূর্ণ ও শুষ্ক বদনে দুঃখিনী সুমিত্রাকে এবং আর যে সকল রাজ্ঞীগণ যাইতেছিলেন তাঁহাদিগকে বলিলেন “রাম ও লক্ষ্মণ, যে স্থান দিয়া নদীতে অবতীর্ণ হয় এই সেই তীর্থ। যে রাম লক্ষ্মণ, রাজ্য হইতে বনমধ্যে নিষ্কাশিত হইয়াছে, সেই অক্লিষ্ট কর্ম্মা ও অনাথদিগের প্রথম পরিগৃহীত কষ্টকর তীর্থ

এই। সুমিত্রে। তোমার পুত্র লক্ষ্মণ সতত আলস্যশূন্য হইয়া স্বয়ং আমার পুত্রের জন্য এই স্থান হইতে জল আনয়ন করে; লক্ষ্মণ, জলাহরণ প্রভৃতি জঘন্য কর্ম্ম করিতেছে বলিয়া নিন্দিত নহে, সৌভ্রাত্রগুণসম্পন্ন ভ্রাতার যে বিষয়ে প্রয়োজন নাই সেই সমুদয়ই গর্হিত। তাদৃশ ক্লেশের অযোগ্য লক্ষ্মণ অদ্য দুঃখাবহ, নীচযোগ্য, প্রস্তুত, অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করুক।" সেই সুদীর্ঘনয়না কৌসল্যা মহীতলে দক্ষিণাগ্র দর্ভোপরি রামকর্ত্তৃক পিতার উদ্দেশে বিন্যস্ত ইঙ্গুদিফল নির্ম্মিত পিণ্ড দেখিতে পাইলেন; দুঃখার্ত্ত রাম ধর্ম্মানুসারে পিতাকে যে পিণ্ড দান করিয়াছিলেন, তাহা ভূতলে পতিত রহিয়াছে দেখিয়া কৌসল্যা দেবী সপত্নী সকলকে বলিলেন। 'রাম, ইক্ষ্বাকুনাথ রঘুবংশাবতংস, মহাত্মা পিতাকে যথা বিধানে এই পিণ্ড দান করিয়াছে দেখ। যে মহাত্মা বিবিধ ভোগ্যবস্তু ভোগ করিয়াছিলেন, সেই দেব সদৃশ মহারাজের কি এইরূপ পিণ্ড ভোজন উচিত? যিনি ভূমণ্ডলে মহেন্দ্রের ন্যায় চতুঃসাগরান্তা বসুমতী ভোগ করিয়াছিলেন, সেই মহারাজ কি প্রকারে ইঙ্গুদিফলের পিণ্ড ভোজন করিলেন। সমৃদ্ধি সম্পন্ন রাম যে, পিতাকে ইঙ্গুদি পিষ্ট দ্বারা প্রস্তুত পিণ্ড প্রদান করিয়াছে, ইহা হইতে দুঃখকর বিষয় আমি সংসারে আর কিছুই দেখিতে পাই না। রাম, পিতাকে ইঙ্গুদি পিণ্ড প্রদান করিয়াছে দেখিয়া আমার হৃদয় দুঃখে কেন সহস্র প্রকারে বিদীর্ণ হইতেছে না। এই লৌকিকী সত্যশ্রুতি আমার মনে উদয় হইতেছে যে, যে পুরুষের যাহা অন্ন, তাহার পিতৃগণ ও দেবতাদেরও নিশ্চয় তাহাই খাদ্য হইয়া থাকে।" সপত্নীগণ তখন দুঃখিত চিত্তে সেই দেবীকে আশ্বাস প্রদান করত গমন করিলেন এবং আশ্রমে উপবিষ্ট রামকে স্বর্গভ্রষ্ট অমরের ন্যায় দেখিতে পাইলেন। শোক কর্শিত মাতৃগণ রামকে সর্ব্বভোগ বিবর্জ্জিত দর্শনে দুঃখিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। সত্য-সঙ্গর, পুরুষপ্রবর, রাম গাত্রোত্থান করিয়া সেই সমস্ত মাতৃগণের চরণাম্বুজ-সকল গ্রহণ করিলেন। আয়ত লোচনা জননীরা কোমলাঙ্গুলি সুখস্পর্শ সুন্দর কর কমল দ্বারা রামের পৃষ্ঠদেশ হইতে ধূলি মার্জ্জনা করিয়া দিলেন। রামের অনন্তর লক্ষ্মণও সেই সকল মাতৃগণকে দর্শন করত দুঃখিত হইয়া ভক্তি সহকারে ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিলেন।

রাজপত্নীগণ রামের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিলেন, দশরথ-নন্দন শুভ-লক্ষণ লক্ষ্মণের প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার করিলেন। জানকীও সেই সমস্ত শ্বশ্রূদিগের চরণ বন্দনপূর্ব্বক দুঃখিতা হইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইলেন। দুঃখার্ত্তা জননী যেমন দুহিতাকে ক্রোড়ে করেন, দেবী কৌসল্যা তেমনি বনবাসজন্য দুঃখিতা জানকীকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, বৎসে! তুমি জনক রাজার কন্যা, দশরথের পুত্রবধূ এবং রামের ভার্য্যা হইয়া এই বিজন কাননে কি প্রকারে দুঃখ ভোগ করিবে? জানকি! অগ্নি যেমন নিজ আশ্রয়কে দগ্ধ করে, সেইরূপ আতপতাপিত পদ্ম, পরিম্লান উৎপল, ধূলিধ্বস্ত কাঞ্চন এবং মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রতুল্য তোমার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া বিপদরূপ অরণিসম্ভূত শোকানল আমার অন্তঃকরণে উদিত হইয়া আমাকে নিতান্ত দগ্ধ করিতেছে। দুঃখার্ত্তা জননী এইরূপে বিলাপ করিতে থাকিলে ভরতাগ্রজ রাম, বসিষ্ঠের সন্নিহিত হইয়া তাঁহার পদ দ্বয় গ্রহণ করিলেন; অমরাধিপ ইন্দ্র যেমন বৃহস্পতির চরণ ধারণ করেন, তেমনি সেই অগ্নিতুল্য সুসমৃদ্ধ তেজঃপুঞ্জ পরিপূর্ণ পুরোহিতের পাদযুগল গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত উপবেশন করিলেন। অনন্তর ধার্ম্মিক প্রবর ভরত, নিজ মন্ত্রিগণ, প্রধান পৌরজন, সৈনিক সকল ও ধর্ম্মজ্ঞতম জনগণের সহিত অগ্রজের পশ্চাৎভাগে উপবিষ্ট হইলেন। প্রবলবল-সম্পন্ন ভরত তৎকালে নিকটে উপবিষ্ট হইয়া তপস্বিবেশেও রামকে উজ্জ্বল এবং শ্রী সম্পন্ন নিরীক্ষণ করিয়া প্রজাপতি সন্নিধানে মহেন্দ্রের ন্যায় অগ্রজের সমীপে কৃতাঞ্জলি হইয়া রহিলেন, 'সম্প্রতি ভরত রামকে প্রণাম ও সৎকার

করিয়া কিরূপ সাধুবাক্য বলিবেন' তদানীং আর্য্যগণের অন্তঃকরণে এই বিষয়ে মহা কৌতূহল জন্মিয়াছিল! রঘুকুল তিলক রাম, সত্য-ধৃতি লক্ষ্মণ ও মহানুভাব ধার্ম্মিক ভরত সুহৃদগণ কর্তৃক পরিবৃত হইয়া যজ্ঞস্থলে সদস্য সহ অগ্নিত্রয়ের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন।

ইতি চতুরধিকশত সর্গ॥ ১০৪॥

পঞ্চাধিকশত সর্গ।

অনন্তর সেই সমস্ত সুহৃদ্গণ পরিবৃত পিতৃমরণ নিবন্ধন শোককারি পুরুষপ্রবরগণের অতি দুঃখে রজনী অতিবাহিত হইল। রাত্রি সুপ্রভাতা হইলে ভ্রাতৃগণ, সুহৃৎগণ পরিবেষ্টিত হইয়া মন্দাকিনী নদী তীরে জপ হোম সমাপন করিয়া রামের নিকটে আগমন করিলেন। তাঁহারা সকলেই মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক উপবিষ্ট রহিলেন, কেহই কিছু বলিলেন না। কিন্তু ভরত বন্ধুবর্গ সমক্ষে রামকে কহিলেন। "পিতা প্রথমতঃ আপনাকে রাজ্য দান করিয়া পরে মদীয় মাতাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য আমাকে যে রাজ্য দিয়াছিলেন, তাহা আপনকারই প্রদত্ত, অতএব আমি সেই আপনার প্রদত্ত রাজ্য আপনাকেই দান করিতেছি, আপনি সেই অকণ্টক রাজ্য ভোগ করুন। বর্ষাকালে প্রবল বারিবেগে ভিন্ন সেতুর ন্যায় এই সুমহৎ রাজ্যকে আপনা ব্যতীত অন্য কেহ আবরণ করিতে সমর্থ নহে। গর্দ্দভ যেমন অশ্বের গতি অনুকরণ করিতে পারে না, ইতর পক্ষিগণ যেমন গরুড়ের অনুগমন করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ আপনি রাজা, আপনার রাজ্যপালনীশক্তির অনুগামী হইতে আমার সামর্থ্য নাই। হে রাম! নিয়ত যাহাকে উপজীব্য করিয়া অন্যে জীবন যাপন করে, তাহারই জীবন সার্থক; আর যে ব্যক্তি পরোপজীবী হইয়া থাকে তাহার জীবনই বৃথা। যেমন কোন ব্যক্তি একটী বৃক্ষরোপণ করিয়া তাহাকে জলসেচনাদি দ্বারা বর্দ্ধিত করে, ক্রমশঃ সেই বৃক্ষ বৃহৎ ও স্থূলস্কন্ধ হইয়া খর্ব্বজনের দুরারোহ হয়; পরে যখন সেই তরু পুষ্পিত হইয়া ফল প্রদর্শন না করে, তখন সেই রোপণ কর্ত্তা যে উদ্দেশে বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিল, সেই প্রীতি অনুভব করিতে পারে না। হে মহাবাহো! আপনি আমাদের জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ, আমরা আপনার ভৃত্য, অতএব শিক্ষা সময়ে আপনি আমাদিগকে শিক্ষা দান করিতেছেন না বলিয়া আপনার জন্যই এই উপমা প্রদর্শন করিলাম। আপনি ইহা বিজ্ঞাত হইতে যোগ্য হয়েন, হে মহারাজ! রাজ্যবাসি প্রধান ব্যক্তিবর্গ এবং নানাজাতীয় প্রজাগণ, বৈরিদমনকারী আপনাকে প্রতাপশীল সূর্য্যের ন্যায় রাজ্য মধ্যে অবস্থিত অবলোকন করুক। হে কাকুৎস্থ! আপনার অনুগমন সময়ে মত্ত কুঞ্জরগণ প্রহৃষ্ট হইয়া বৃংহিত ধ্বনি প্রকাশ করুক, এবং অন্তঃপুর বাসিনী কামিনীরা আনন্দিত হউক।" ভরত রামের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিলে তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া নানাবিধ নাগরিক লোকেরা "সাধু, সাধু" বলিয়া তাহা অনুমোদন করিল।

যশস্বী ভরতকে দুঃখিত ও এইরূপে বিলাপ করিতে দেখিয়া শিক্ষিতমতি ধীর প্রকৃতি রাম তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, বলিলেন "মনুষ্য স্বেচ্ছানুসারে কোন কর্ম্ম করিতে সমর্থ হয় না, অন্তর্যামী কাল নিয়তই মানবমাত্রকেই ইহলোক ও পরলোক হইতে আকর্ষণ করিতেছেন। যাহা কিছু সংগ্রহ করা যায়, তাহাই পরিণামে ক্ষয় হইয়া থাকে, বিদ্যা বিভব প্রভৃতি দ্বারা কৃত উন্নতি ও পতনশীল সংযোগ সকল বিপ্রয়োগ হেতু, এবং জীবনও কেবল মরণের জন্য হইয়া থাকে। ফল সকল সুপক্ক হইলে যেমন তাহাদিগের পতন ভিন্ন অন্য ভয় নাই, তেমনি মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিলে তাহার মরণ ভিন্ন অন্য ভয় থাকে না। দৃঢ় স্থূণ গৃহ যেমন জীর্ণ হইয়া অবসন্ন হয়, তেমনি মানবগণ জরা ও মৃত্যুর বশীভূত হইয়া অবসন্ন হইয়া থাকে। যে রজনী অতীত হয় সে আর প্রতিনিবৃত্ত হয় না, যমুনা নদী মহার্ণবে গমন করিতেছে, কদাচ প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে না। গ্রীষ্মকালে

সূর্য্যরশ্মি সকল অবিলম্বে যেমন জল শোষণ করে, তেমনি গমনশীল দিবারাত্রি সকল সমস্ত প্রাণীর পরমায়ুঃ ক্ষয় করিতেছে। অতএব হে ভরত! মৃত্যু দুর্ব্বারভাবে আগমন করিতেছে, ইহলোকে ও পরলোকে আমার কি গতি হইবে, এইরূপে আত্মাকে চিন্তা কর, কেন অন্যের জন্য অনুশোচনা করিতেছ? ইহলোক স্থিত অথবা পরলোক গত যে কোন ব্যক্তির পরমায়ুই কেবল পরিক্ষীণ হইতেছে। মৃত্যু, জীবের সহিত গমন করে, জীবের সহিত উপবেশন করে, এবং জীবের সহিত সুদীর্ঘ পথ গমনপূর্ব্বক জীবের সহিতই নিবৃত্ত হয়। জরাজীর্ণ পুরুষের গাত্র বলিত ও কেশ সকল পলিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার কি ক্ষমতা আছে যে তিনি তদ্দ্বারা এই সকল অনর্থ পরিহার করিতে সমর্থ হয়েন। মানবগণ দিবামধ্যে একবার সূর্য্য উদিত হইলে আনন্দিত হয় এবং দিবাকর অস্তমিত হইলে পুনরায় হর্ষ প্রকাশ করে, কিন্তু আপনাদিগের যে জীবিত ক্ষয় হইতেছে,ইহা তাহারা বিবেচনা করিতে পারে না। মনুষ্যেরা নূতন নূতন উপস্থিত বসন্তাদি ঋতু প্রারম্ভ দর্শন করিয়া হৃষ্ট হয়, কিন্তু ঋতুপরিবর্ত্তন দ্বারা যে প্রাণিগণের প্রাণ সংক্ষয় হইতেছে, তাহা তাহারা জানিতে পারে না। যেমন মহাসাগর মধ্যে কাষ্ঠ নির্ম্মিত পোতদ্বয় পরস্পর মিলিত হইয়া কিয়ৎ কালানন্তর পৃথক্ পৃথক্ বিচলিত হয়, সেই রূপ পত্নী, পুত্র, জ্ঞাতি সম্পত্তি প্রভৃতি কিছুকালের জন্য সংযুক্ত হইয়া পরে বিযুক্ত হয়, ইহাদিগের বিচ্ছেদ ত নিশ্চয়ই আছে। এই সংসারে কোন প্রাণীই যখন মরণরূপ স্বীয় স্বভাবকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না, তখন পরলোকগত পিতার জন্য শোক প্রকাশ করিয়া তাঁহার প্রেতত্ব নিবর্ত্তন করিতে কাহার সামর্থ্য আছে? কোন পথিক যেমন অগ্রগামী ব্যক্তিগণকে কহে "আমিও তোমাদিগের পশ্চাৎ যাইতেছি," সেইরূপ পূর্ব্ব পিতৃ পিতামহ সকল অবশ্য গন্তব্য পথে গমন করিয়াছেন এবং যে পথের কখন ব্যতিক্রম নাই পিতা সেই পথ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব শোক করিয়া কি হইবে। প্রত্যাবৃত্তি রহিত স্রোতের ন্যায় গমনশীল বয়সের বিনাশ দর্শন করিয়া আত্মাকে সুখ সাধন কর্ম্মে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য, যেহেতু জীবগণ সুখভোগ করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ভ্রাতঃ! সাধুগণের সৎকৃত সেই ধর্ম্মাত্মা পিতা, নিখিল কল্যাণকর ভূরি দক্ষিণ যজ্ঞফল দ্বারা স্বর্গে গমন করিয়াছেন, অতএব তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করা উচিত নহে।

আমাদিগের সেই পিতা, জীর্ণ মানবদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মলোক বিহারিণী দৈবী সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তোমার ন্যায় এবং আমার ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির সেই ব্রহ্মলোকগত পিতার নিমিত্ত শোক করা একান্ত অনুচিত। তুমি বুদ্ধিমান্ ও ধীর, অতএব পিতৃমরণ ও আমার বনবাসনিবন্ধন এইসকল শোক এবং শোককার্য্য বিলাপ ও রোদন, সকল অবস্থাতেই তোমার পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। হে বক্তৃবর! তুমি স্বস্থ হও, শোকে অভিভূত হইও না, সেই অযোধ্যাপুরীতে গিয়া বাস কর, সত্যধর্ম্মপরতন্ত্র পিতা তোমাকে সেইরূপেই নিযুক্ত করিয়াছেন, আর আমিও সেই পুণ্যকর্ম্মা পিতা কর্ত্তৃক যে স্থানে নিযুক্ত হইয়াছি, সেই স্থানে থাকিয়াই মহামান্য পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন করিব। হে রিপুদমন! তাঁহার শাসন লঙ্ঘন করা আমার পক্ষে ন্যায়ানুগত কার্য্য নহে, আর তিনি তোমারও সতত মান্য, তিনিই আমাদিগের বন্ধু এবং তিনিই পিতা। ভরত! আমি বনবাসদ্বারা ধর্ম্মাচারিগণের সম্মত সেই পিতার বাক্য পালন করিব। হে নরবর! যে মানব পরলোক জয় করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার ধার্ম্মিক, অনৃশংস ও গুরু আজ্ঞার বশবর্ত্তী হওয়া উচিত। আমাদিগের পিতা দশরথের পবিত্র চরিত্র পর্য্যালোচনা করত তুমি স্বীয় স্বভাবগুণে আত্মহিত অনুষ্ঠান কর।" মহাত্মা রাম, পিতার আদেশ প্রতিপালনার্থ কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভরতকে এই প্রকার অর্থসমন্বিত বাক্য বলিয়া মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম করিলেন।

ইতি পঞ্চাধিক শত সর্গ॥ ১০৫॥

ষষ্ঠাধিকশত সর্গ।

রাম এইরূপ অর্থযুক্ত বাক্য বলিয়া বিরত হইলে, মন্দাকিনী নদীতীরে ধর্ম্মাত্মা ভরত, প্রজাবৎসল রামকে ধর্ম্ম ও যুক্তিযুক্ত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। "হে বৈরিদমন! সংসার মধ্যে আপনি যেমন, তেমন আর কে আছে? দুঃখ আপনাকে ব্যথিত করিতে পারে না, প্রীতিও আপনাকে পরিতুষ্ট করিতে সমর্থ হয় না।" 'ধর্ম্ম বিষয়ে রামের ন্যায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত, এইরূপে প্রাচীন জনগণ কর্ত্তৃক আদর্শস্বরূপে সম্মত হইয়াও আপনি ধর্ম্মসংশয় উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকেই তদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করেন, মৃত ব্যক্তি যেমন স্ত্রীপুত্রাদিসম্বন্ধ-বিরহিত, জীবিত ব্যক্তিও তদ্রূপ; অবিদ্যমান বিষয়ে যেমন অনুরাগরাহিত্য, বিদ্যমান বস্তুতেও যাহার সেইরূপ জ্ঞান, সে ব্যক্তি পরিতাপিত হইবে কেন? হে মনুজেশ্বর! আপনার ন্যায় যিনি সপ্রপঞ্চ আত্মতত্ত্ব বিশেষ রূপে জানিয়াছেন, তিনিই বিপদাপন্ন হইয়া বিষণ্ণ হইতে পারেন না। হে রঘুকুলতিলক! আপনি অমরসম শুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন, মহানুভাব, ধর্ম্মযুদ্ধনিরত, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী, বুদ্ধিমান্ এবং জীবগণের উৎপত্তি ও প্রলয়ের বিশেষজ্ঞ; আপনি যখন এই সমস্ত গুণসম্পন্ন, তখন অবিষহ্য দুঃখ আপনাকে আক্রমণ করিতে পারে না; মাদৃশ জন যে বিপন্ন হইয়া মুহ্যমান হইবে, তাহা বিচিত্র কি? আমি প্রবাসে গমন করিলে আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধি জননী আমার অনভিমত রাজ্যলাভ হেতু যে পাপ করিয়াছেন, আমি সেই রাজ্য প্রদান করিতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি ধর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ আছি, সেই জন্য এক্ষণে এই দণ্ডনীয়া পাপকারিণী জননীকে তীক্ষ্ণদণ্ডদ্বারা হনন করি নাই; সদ্বংশসম্ভব সৎকর্ম্মশালী দশরথ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা বিশেষরূপে জানিয়াও আমি কিরূপে এই গর্হিত কর্ম্ম করিব? ক্রিয়াবান্, গুরু, বৃদ্ধ, মহীপতি পিতা পরলোক গত হইয়াছেন, এই জন্য সভামধ্যে সেই দেবতুল্য জনককে নিন্দা করি না—কিন্তু হে ধর্ম্মজ্ঞ! কোন্ ধর্ম্মবিৎ ব্যক্তি পত্নীর প্রিয় কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হইয়া এইরূপ ধর্ম্ম অর্থবিবর্জ্জিত পাপকর্ম্ম করিয়া থাকে? 'জীবেরা বিনাশ-কালে বিপরীত বুদ্ধি হয়' এইরূপ জনশ্রুতি আছে, রাজা এই কার্য্য করিয়া সেই জনশ্রুতিকে সত্য করিয়াছেন। 'আমি অদ্যই বিষ পান করিব' কৈকেয়ীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধ, মোহ ও অবিমৃষ্যকারিতানিবন্ধন পিতা, জ্যেষ্ঠ পুত্রকে অতিক্রমরূপ যে অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, উত্তমরূপে বিচার করিয়া আপনি তাহা খণ্ডন করুন। পিতা কোন বিপরীত অনুষ্ঠান করিলে যে পুত্র তাহা সাধুসম্মত করিয়া শোধন করে, লোকসমাজে সেই পুত্রই সুখ্যাতিভাজন হয়, আর বিপরীতাচারী নিন্দিত হইয়া থাকে। অতএব আপনি পিতার সেইরূপ সৎপুত্র হউন। তিনি জনসমাজে ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া যে সাধুবিগর্হিত কার্য্য করিয়াছেন, সেই দুষ্কৃত কার্য্যের অনুসরণ করিবেন না। কৈকেয়ীকে, আমাকে, পিতাকে, আমাদিগের সুহৃৎ ও বন্ধুবর্গকে এবং পুরবাসী জনপদবাসী জনগণকে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত আপনি আমার এই সকল বাক্যে অনুমোদন করুন। ক্ষত্রিয় ধর্ম্মই কোথায়, জনশূন্য অরণ্যই বা কোথায়, প্রজাপালনই কোথায়, আর জটাধারণই বা কোথায়? পিতার আদিষ্ট ঈদৃশ বিসদৃশ কর্ম্ম আপনার করা উচিত হয় না। হে মহাপ্রাজ্ঞ! যদ্দ্বারা প্রজাদিগের পরিপালন করিতে সমর্থ হওয়া যায়, সেই অভিষেচনই ক্ষত্রিয়ের মুখ্য-ধর্ম্ম। কোন্ ক্ষত্রিয়, প্রত্যক্ষ ধর্ম্মকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংশয়স্থিত, লক্ষণশূন্য, উত্তরকালের অনিশ্চিত ধর্ম্ম আচরণ করিয়া থাকে? অপর, আপনি যদি ক্লেশকর ধর্ম্ম আচরণ করিবার নিমিত্ত একান্তই ইচ্ছুক হইয়াছেন, তবে ধর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের পালন করত ক্লেশ ভোগ করুন। হে ধর্ম্মজ্ঞ! ধর্ম্মবেত্তারা ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম চতুষ্টয়ের মধ্যে গার্হস্থ্য আশ্রমকেই পরমোৎকৃষ্ট বলেন, তবে আপনি সেই গার্হস্থ্য ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিতে কেন ইচ্ছু হইতে-

ছেন? বিদ্যা ও অনুজত্ব অনুসারে আমি আপনা হইতে বালক, অতএব আপনি বর্ত্তমান সত্বে আমি কনিষ্ঠ হইয়া কিরূপে পৃথিবীপালন করিব? আমি হীনবুদ্ধি, হীনগুণ, হীনস্থানস্থ, অনুজ ও বালক বলিয়া আপনা ব্যতিরেকে একাকী কোন স্থানে অবস্থিতি করিতেই উৎসাহ করি না, তবে রাজ্যপালন কিরূপে করিব? হে ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি বান্ধবগণের সহিত স্বধর্ম্ম দ্বারা এই পরমোৎকৃষ্ট শত্রুশূন্য নিখিল পৈতৃক রাজ্য শাসন করুন। হে মন্ত্রবিৎ! বসিষ্ঠের সহিত মন্ত্রজ্ঞ ঋত্বিক্‌গণ এবং সমস্ত অমাত্যগণ একত্র মিলিত হইয়া এই স্থানেই আপনাকে অভিষেক করুন। দেবরাজ যেমন নিজ বলদ্বারা বিপক্ষ-বল জয় করিয়া মরুদ্গণের সহিত অমরাবতী নগরীতে গমন করেন, আপনি সেইরূপ রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া প্রজাপালনার্থ অযোধ্যা নগরে গমন করুন! দেব-ঋণ, পিতৃ-ঋণ ও ঋষি-ঋণ পরিশোধপূর্ব্বক বৈরিবর্গকে দহন এবং সর্ব্ব কামনা সম্পাদন-দ্বারা সুহৃৎ সকলকে পরিতৃপ্ত করত আপনি আমাকে অনুশাসন করুন। আর্য্য! অদ্য আপনার অভিষেকে সুহৃৎ সকল সন্তুষ্ট হউন এবং দুঃখপ্রদ বিপক্ষগণ ভীত হইয়া দশ দিকে পলায়ন করুক। হে পুরুষপ্রবর! অদ্য আমার জননীর নিন্দা মার্জ্জনা করিয়া সেই পূজ্যতম পিতাকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করুন। মহেশ্বর যেমন সর্ব্বভূতে দয়া করিয়া থাকেন, সেইরূপ আপনি এই ভ্রাতার প্রতি করুণা করুন, আমি নত-মস্তক হইয়া আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি। অথবা যদি আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া এস্থান হইতে বনান্তরে গমন করেন, তবে আমিও আপনার সহিত গমন করিব।"

ভরত তাদৃশ কাতর-ভাবে মস্তক নত করিয়া প্রসাদন করিলেও নয়নাভিরামসত্ত্বসম্পন্ন মহারাজ রাম পিতৃ-বচনে নিষ্ঠা-নিবন্ধন অযোধ্যা গমনে অভিলাষ করিলেন না। সমাগত লোক সকল দুঃখিত হইয়াও রামের সেই অদ্ভুত ধৈর্য্য সন্দর্শনে হর্ষ লাভ করিল। রাম অযোধ্যায় যাইতেছেন না, এই জন্য দুঃখিত এবং তাঁহার স্থিরপ্রতিজ্ঞতা দর্শনে হর্ষিত হইল। পুরোহিতগণ, পুরবাসিগণ ও অশ্রু-কলুষ-লোচন অচেতনপ্রায় মাতৃগণ ভরতকে আগ্রহ-সহকারে নতভাবে রামের নিকট সেইরূপ প্রার্থনা করিতে দেখিয়া প্রশংসা করিলেন এবং সকলেই তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া অযোধ্যা গমন জন্য রামের নিকট প্রণত হইয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

ইতি ষড়ধিক শত সর্গ ॥ ১০৬ ॥

সপ্তাধিক শত সর্গ।

অনন্তর, পুনর্ব্বার ভরত এইরূপ কথা বলিতে থাকিলে, জ্ঞাতি-জন-সৎকৃত শ্রীমান্ লক্ষ্মণাগ্রজ রাম তাঁহাকে প্রত্যুত্তর বাক্যে কহিলেন, তুমি নৃপসত্তম দশরথ হইতে কেকয়ীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, অতএব তুমি যে এ সকল কথা বলিতেছ, তাহা যুক্তিযুক্ত বটে; কিন্তু, ভ্রাতঃ! পূর্ব্বকালে আমাদিগের সেই পিতা যখন তোমার জননীকে বিবাহ করেন, তখন মাতামহের নিকট এইরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, "আপনার এই কন্যাতে যে সন্তান হইবে, তাহাকেই আমি রাজ্য দান করিব" আর দেবাসুর সংগ্রাম সময়ে পিতা তোমার জননী-কর্ত্তৃক আরাধিত হইয়া অতিশয় হৃষ্ট হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে বর প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হয়েন। অনন্তর তোমার যশস্বিনী বরবর্ণিনী জননী, নরশ্রেষ্ঠ পিতাকে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ করিয়া তাঁহার নিকট দুইটী বর প্রার্থনা করেন। হে নরবর! তন্মধ্যে প্রথম বরে তোমার রাজ্যাভিষেক ও দ্বিতীয় বরে আমার বনবাস যাচ্ঞা করিয়াছিলেন; রাজা প্রতিজ্ঞা-সূত্রে বদ্ধ ছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে এই দুই বর প্রদান করেন। হে পুরুষপ্রবর! সেই কারণে বরদান-হেতু আমিও পিতার আদেশ পালনের জন্য চতুর্দ্দশ বৎসর এই বনে বাস করিতে নিযুক্ত হইয়াছি। আমি, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত এই জনশূন্য অরণ্যে আসিয়া নির্ব্বিবাদে পিতৃসত্যপালনার্থ অবস্থিতি করিতেছি। হে রাজেন্দ্র! তুমিও অবিলম্বে

রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া আমার ন্যায় পিতাকে সত্যবাদী করিতে উপযুক্ত হইতেছ। ভরত! তুমি আমার জন্য রাজাকে ঋণ হইতে মুক্ত কর, তুমি ধর্ম্মতত্ত্ব জ্ঞাত আছ, অতএব পৃথ্বী-পতি পিতাকে পরিত্রাণ কর, এবং জননীকে অভিনন্দিত করিতে সযত্ন হও। হে ভ্রাতঃ! ইহা শ্রুত হয় যে, গয়াপ্রদেশে গয়-নামক কোন বুদ্ধিমান্ ও যশস্বী, যজমান পিতৃলোকের প্রতি উদ্দেশ করিয়া এই শ্রুতি গাণ করিয়াছিলেন যে, "সন্তান যেহেতু 'পুৎ' নামক নরক হইতে পিতাকে ত্রাণ করে এবং ইষ্ট ও পূর্ত্ত কর্ম্মদ্বারা পিতাকে স্বর্গলোক প্রাপণদ্বারা সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করে, সেই জন্য 'পুত্র' এই নামে উক্ত হয়।" লোকে এই জন্যই বিবিধ বিদ্যা ও গুণ-সম্পন্ন বহু পুত্র কামনা করে, যে, তাহাদিগের সকলের মধ্যে কোন পুত্রও গয়ায় গমন করিবে। হে রঘুনন্দন! রাজর্ষিরা সকলেই এই প্রকার প্রত্যয় করিয়া থাকেন, অতএব হে নরশ্রেষ্ঠ! তুমি পিতাকে নরক হইতে পরিত্রাণ কর। হে বীরবর ভরত! তুমি সমস্ত দ্বিজগণ ও শত্রুঘ্নের সহিত অযোধ্যায় যাও এবং তথায় গিয়া প্রজারঞ্জন কর। হে বীর! আমিও বিলম্ব না করিয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিব। ভরত! তুমি স্বয়ং মনুষ্যগণের রাজা হও, আমিও বন্য পশুগণের মহারাজ হই, তুমি অদ্য হৃষ্টচিত্তে নগরে গমন কর, আমিও প্রহৃষ্ট হইয়া দণ্ডকারণ্যে প্রবিষ্ট হই। ভরত! প্রভাকর-কর-বাধক ছত্র তোমার মস্তকে শীতলচ্ছায়া বিস্তার করুক, আমিও অল্পে অল্পে এই সকল বনতরুর অতি নিবিড় ছায়া আশ্রয় করি। অসীমবুদ্ধি শত্রুঘ্ন তোমার সহায় আছেন, আর লক্ষ্মণ আমার প্রধান মিত্র বলিয়া বিখ্যাত রহিয়াছেন; আমরা এই চারি ভ্রাতা নরপতির চারি উত্তম তনয়, অতএব আমরা নরেন্দ্রকে সত্যপথে স্থায়ী করি; ভরত! তুমি বিষণ্ণ হইও না।

ইতি সপ্তাধিক শত সর্গ ॥ ১০৭ ॥

অষ্টাধিকশত সর্গ।

রাম, ভরতকে এইরূপে আশ্বাস প্রদান করিতেছেন, ইত্যবসরে দ্বিজবর জাবালি, ধর্ম্মজ্ঞ রামকে ধর্ম্মমার্গ বিরুদ্ধ এই কথা বলিলেন যে, "ভাল, রাম! তুমি সুবুদ্ধি ও তপস্বী, অতএব সামান্য মানবের ন্যায় তোমার পিতৃবাক্য-প্রতিপালন-বিষয়িণী বুদ্ধি নিরর্থক না হউক। কিন্তু, পিতা পুত্র সম্বন্ধই মিথ্যা; এই জগতে কে কাহার বন্ধু, কাহার নিকট কোন্ পুরুষ কি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জীব একাকীই জন্মগ্রহণ করে, আর একাকীই বিনষ্ট হয়, অতএব ইনি মাতা, ইনি পিতা, এইরূপ সম্বন্ধ-নিবন্ধন-পূর্ব্বক যে ব্যক্তি তাহাতে আসক্ত হয়, তাহাকে উন্মত্তবৎ জ্ঞান কর, কেহই কাহারও নয়। যেমন কোন লোক গ্রামান্তরে গমন করতঃ কোন গৃহের বহির্ভাগে বাস করে, পর দিন সেই আবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করিয়া থাকে, তেমনি পিতা, মাতা, গৃহ ও ধন সম্পত্তি মনুষ্যগণের আবাস মাত্র। হে কাকুৎস্থ! সজ্জনগণ এ বিষয়ে সংসক্ত হয়েন না। হে নরোত্তম! পৈতৃক রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া দুঃখময় বহু কণ্টক বিষম কুপথে অবস্থান করা তোমার উচিত নহে, তুমি সমৃদ্ধিশালিনী অযোধ্যাতে আপনাকে অভিষিক্ত কর, বিরহিণীর ন্যায় এক বেণীধরা নগরী তোমাকেই প্রতীক্ষা করিতেছে। হে নৃপকুমার! স্বর্গপুরে শক্রের ন্যায় তুমি অযোধ্যাতে মহার্হ রাজভোগ সকল অনুভব করতঃ পরম সুখে বিহার কর। দশরথ তোমার কেহই নহেন, তুমিও তাঁহার কেহই নহ; রাজা স্বতন্ত্র, অতএব আমি যাহা কহিতেছি, তাহাই কর। পিতা, জীবগণের বীজ, অর্থাৎ নিমিত্ত কারণমাত্র, ঋতুমতী মাতার গর্ভে একত্র মিলিত শুক্র ও শোণিতই উপাদান কারণ, অর্থাৎ তাহাতেই ইহলোকে পুরুষের জন্ম হয়। সেই নৃপতি যে স্থানে গমন করিয়াছেন, তোমাকেও তথায় যাইতে হইবে, সুতরাং তাঁহার সহিত তোমার সম্বন্ধ কি? ভূত সকলের স্বভাবই এইরূপ, কিন্তু তুমি পুরুষার্থভোগে নিস্পৃহ হইয়া বৃথা নষ্ট হই-

তেছ। যাহারা প্রত্যক্ষসিদ্ধ রাজ্যাদি-রূপ পুরুষার্থ পরিত্যাগপূর্ব্বক অপ্রত্যক্ষ পারলৌকিক ধর্ম্ম আশ্রয় করিতে তৎপর হয়, আমি তাহাদিগের জন্য দুঃখ প্রকাশ করি, অন্যের জন্য শোক করি না; কেন না, তাহারা ইহলোকে দুঃখভোগ করিয়া জীবনান্তে অভিলষিত ধর্ম্ম-ফল প্রাপ্ত হয় না। অষ্টকাপ্রভৃতি পিতৃদৈবত্য শ্রাদ্ধ করিতে যে লোকে প্রবৃত্ত হয়, সে কেবল নিজ ভোগ-সাধন অন্নাদির বিনাশের হেতু; দেখ, মৃত ব্যক্তি কি ভোজন করিবে? এই স্থানে অন্য কর্ত্তৃক ভুক্ত অন্ন যদি অপরের উদরে গমন করে, তবে প্রবাসস্থ ব্যক্তির উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিয়া 'অন্নদান করুক্, কৈ এরূপ করিলে তাহা ত পথিকের পাথেয় হয় না। দেব পূজা কর, অন্ন দান কর, যজ্ঞে দীক্ষিত হও, তপস্যা কর এবং সন্ন্যাস অবলম্বন কর, এই সকল দানের বশীকরণোপায়-স্বরূপ, বেদাগমাদি গ্রন্থ মেধাবী ধূর্ত্তগণ স্বার্থসম্পাদন কারণ ও পামরগণ বঞ্চনা করিবার জন্য প্রস্তুত করিয়াছে। হে মহামতে! ইহলোকের পর পারলৌকিক ধর্ম্মাদি কিছুই নাই, তুমি নিজ বুদ্ধিতে ইহা বিজ্ঞাত হও, যাহা প্রত্যক্ষ হইতেছে, তাহাই অনুষ্ঠান কর, আর অনুমানাদিগম্য পরোক্ষকে পরিত্যাগ কর। প্রত্যক্ষবাদি সাধুগণের সর্ব্বলোকসম্মত বুদ্ধিকে পুরস্কার করিয়া তুমি ভরতকর্ত্তৃক প্রসাদিত হইয়া রাজ্যশাসন কর।

ইতি অষ্টাধিক শত সর্গ ॥ ১০৮ ॥

নবাধিকশত সর্গ।

সত্যপরাক্রম রাম, জাবালির বাক্য শ্রবণ করিয়া তদুক্ত বচনে অনাস্থা প্রদর্শনপূর্ব্বক সুসঙ্গত সাধুবাক্যে বলিলেন যে, "আপনি আমার হিতকামনা করিয়া এক্ষণে যে সকল কথা কহিলেন, তাহা বাস্তবিক অকর্ত্তব্য হইয়া আপাততঃ কর্ত্তব্যের ন্যায় এবং অপথ্য হইয়াও পথ্যবৎ প্রতিভাত হইতেছে। মর্য্যাদা বর্জ্জিত, পাপাচার-সমন্বিত ও বিপরীত-ব্যবহার-প্রবর্ত্তক শাস্ত্রে আসক্ত পুরুষ সাধুসন্নিধানে সম্মানভাজন হয় না। মনুষ্য কুলীন হউক বা কুলীন নাই হউক, বীর হউক বা, নাই হউক, শুচি হউক বা, অশুচিই হউক, চরিত্রই তাহাকে সুবিখ্যাত করে। অসাধু ব্যক্তি সাধুর ন্যায়, অশুচি লোক শুচির ন্যায়, অলক্ষণ-জন সুলক্ষণসম্পন্নের ন্যায় এবং দুঃশীল মানব সুশীলের ন্যায় ভান করিলে যেমন হয়, সেইরূপ আমি যদি ধার্ম্মিক-বেশ ধারণপূর্ব্বক আপনার উক্তি অনুসারে লোক-সঙ্করকারক অধর্ম্মকে আশ্রয় করি, তবে শুভ ফল পরিত্যাগ করিয়া বিধিবর্জ্জিত ক্রিয়ারূপ অশুভ ফল প্রাপ্ত হইব। আমি পরলোক-দূষণ পথ অবলম্বন করিলে ও দুর্ব্বৃত্ত হইলে কোন্ কার্য্যাকার্য্য-বিচক্ষণ সচেতন মানব জন-সমাজে আমাকে বহুমান করিবে? আপনার উপদেশানুসারে আমি সত্যপ্রতিপালনে হীন-প্রতিজ্ঞ হইয়া পিতৃ-বাক্য রক্ষণে অক্ষম হইয়া কাহার চরিত্র অনুকরণ করিব, কিরূপেই বা স্বর্গ প্রাপ্ত হইব? আমি আপনার উপদিষ্ট পথে স্বেচ্ছাচারী হইলে সমস্ত লোকেই যথেচ্ছাচারী হইবে, যেহেতু রাজাদিগের চরিত্র যেরূপ, প্রজাগণের চরিত্রও সেইরূপ হইয়া থাকে। সত্যবাক্য ও সর্ব্বভূতে দয়াই সনাতন রাজ-চরিত্র, সুতরাং রাজ্যও সত্যময় এবং সত্যেই সমস্ত লোক প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ঋষিগণ ও দেবগণ সত্যকেই সম্মান করিয়া থাকেন, ইহলোকে যিনি সত্যবাদী হয়েন, তিনি পরে অক্ষয় ব্রহ্মলোকে গমন করেন। সর্প হইতে যেমন উদ্বেগ হয়, মিথ্যাবাদী ব্যক্তি হইতেও সেইরূপ ভয় জন্মিয়া থাকে, সত্যপরায়ণ ধর্ম্মই সংসারে সকলের মূল বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। লোকে সত্যই ঈশ্বর, অর্থাৎ ঈশ্বর সত্যপদবাচ্য; ধর্ম্ম সতত সত্যেই আশ্রিত রহিয়াছে। সত্যই জগৎ-প্রভৃতি সমস্ত পদার্থের মূল, সত্য হইতে পরম পদ আর কিছুই নাই। দান, যজ্ঞ, হোম ও তপস্যা-প্রভৃতি কর্ম্ম সকল যে বেদে বিহিত হইয়াছে, সেই বেদ সত্যে প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের শ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় ঈশ্বর হইতে বেদ আবির্ভূত হইয়াছে, অতএব মানব-মাত্রই সত্যপরায়ণ হইবে। মনুষ্য

একাকী রাজ্য পালন করে, একাকীই বংশ পালন করে, একাকীই নরকে নিমগ্ন হয় এবং একাকীই স্বর্গে বাস করে। সত্যপ্রতিজ্ঞ, সদাচার, পিতা আমাকে সত্যপালন জন্য আদেশ করিয়াছেন, আমি সত্যধর্ম্ম অবগত হইয়াও কি জন্য পিতৃ আজ্ঞা পালনে পরাঙ্মুখ হইব? আমি সত্যপ্রতিপালনে প্রতিশ্রুত আছি, অতএব লোভ, মোহ বা অজ্ঞান-বশতঃ মুগ্ধচিত্ত হইয়া পিতার সত্য-স্বরূপ সেতু ভেদ করিব না। আমি ইহা শুনিয়াছি, যে, অসত্যসন্ধ, চঞ্চল-স্বভাব ও অস্থির-চিত্ত জনের প্রদত্ত হব্য কব্য দেবগণ ও পিতৃগণ প্রতিগ্রহ করেন না। জীবগণের উদ্দেশে প্রবৃত্ত সত্য-পালন ধর্ম্মকেই আমি সমস্ত ধর্ম্মের মধ্যে মুখ্য দেখিতেছি, পূর্ব্বকালীন সৎ পুরুষেরা এইরূপ জটাবল্কলাদির ভার ধারণ করিয়াছেন, সেই জন্য আমি এতাদৃশ বিষয়ে অভিনন্দন করিতেছি। নীচাশয়, নৃশংস, লুব্ধ ও পাপাচার জনগণ ধর্ম্মবৎ আভাসমান—যে অধর্ম্মের সেবা করিয়া থাকে, আমি সেই অধর্ম্মকেই পরিত্যাগ করিব, প্রকৃত ক্ষাত্রধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব না। 'এইরূপ কর্ম্ম করিব' আদৌ মনোমধ্যে ইহা নিশ্চয় করিয়া মনুষ্য, শরীর-দ্বারা পাপকর্ম্ম করে, পরে তাহা গোপন করিবার কারণ অপরের নিকট মিথ্যা কথা বলে, এই মানসিক কায়িক, ও বাচনিক-ভেদে পাতক ত্রিবিধ! ভূমি, কীর্ত্তি, যশঃ ও লক্ষ্মী সত্যবন্ত পুরুষকে প্রার্থনা করে এবং ইহারা সত্যেরই অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে, অতএব সত্যের সেবা করাই উচিত। আপনি যাহা যুক্তিসঙ্গত অবধারণ করিয়া যুক্তিযুক্ত বাক্যে আমাকে 'রাজ্যপালন কর' ইত্যাদি যে হিতকর বাক্য বলিলেন, তাহা আমার অন্যায্য বোধ হইতেছে। আমি পিতার নিকটে এইরূপ 'বনবাস করিব' প্রতিজ্ঞা করিয়া সম্প্রতি গুরুবাক্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কি প্রকারে ভরতের কথা রক্ষা করিব? আমি যখন পিতার সন্নিধানে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তখন দেবী কৈকেয়ীর মানসে হর্ষোদয় হইয়াছিল। আমি এক্ষণে শুচি ও নিয়মিতাহার হইয়া বনে বসতি করিয়া পবিত্র ফল মূল ও পুষ্প-দ্বারা পিতৃগণ ও দেবগণের তৃপ্তি-সম্পাদন করতঃ প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিব। আমি ফল মূল ভোজন-দ্বারা পঞ্চেন্দ্রিয়ের সন্তোস-বিধান করতঃ অকপট, শ্রদ্ধাবান্ ও কার্য্যাকার্য্যবিচক্ষণ হইয়া পিতৃ-সত্য পালন-পূর্ব্বক লোক-যাত্রা নির্ব্বাহ করিব। এই কর্ম্ম-ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া কল্যাণকর কর্ম্মই কর্ত্তব্য; যেহেতু অগ্নি, বায়ু ও সোম, এই দেবতাত্রয় কর্ম্মের ফলভাগী, অর্থাৎ কর্ম্মানুসারে ঐ তিন দেবলোক প্রাপ্তি হয়। দেবরাজ শত যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া স্বর্গ-রাজ্য লাভ করিয়াছেন এবং মহর্ষিগণ উগ্র-তপস্যা অবলম্বন করিয়াই সুরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন।"

উগ্রতেজা নৃপনন্দন রাম, জাবালির সেই নাস্তিকতা-পূর্ণ বাক্য শ্রবণে অমর্ষ-পরবশ হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহর বাক্যের নিন্দা করতঃ কহিলেন যে, "সত্য, ধর্ম্ম, চান্দ্রায়ণাদি তপস্যা, সর্ব্ব জীবে দয়া, প্রিয়বাদিতা এবং দেব, দ্বিজ ও অতিথিসৎকারকেই সাধুগণ স্বর্গের পথ বলিয়া থাকেন। আমার এই বাক্য অনুসারে অপ্রমত্ত বিপ্রগণ অনুকূল তর্ক অবলম্বন-পূর্ব্বক মুখ্য-ফল-সমন্বিত বেদার্থ যথাবিধি বিদিত হইয়া সকল ধর্ম্ম আচরণ করতঃ অভিপ্রেত ব্রহ্মলোকাদি প্রাপ্তি বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা করিবেন। আপনি এইমাত্র যে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-বাদী চার্ব্বাক-মতানুসারী বাক্য সকল বলিলেন এবং এবম্বিধ বুদ্ধিতে ধর্ম্মপথ-পরিভ্রষ্ট নাস্তিকতা আচরণ করিতেছেন, তাহাতে বোধ হয়, আপনার বুদ্ধি বিষমস্থ হইয়াছে; পিতা তাহা জানিয়াও আপনাকে যে যজ্ঞকর্ম্মে বরণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য আমি পিতার সেই কৃত-কর্ম্মেকে নিন্দা করিতেছি। চোর যেমন দণ্ডার্হ, বুদ্ধ-মতানুসারী তথাগত নাস্তিককেও আপনি সেইরূপ দণ্ডার্হ জ্ঞান করুন্; অতএব প্রজাগণের বুদ্ধি পরিশুদ্ধি জন্য নাস্তিক ব্যক্তির দণ্ড করা রাজার কর্ত্তব্য কার্য্য, পণ্ডিত লোক অধার্ম্মিক নাস্তিকের সহিত বাক্যালাপও করেন না। আপনা ভিন্ন অন্য ব্যক্তিগণ ও পূর্ব্বকালীন প্রাচীন ব্রাহ্মণগণ অনেকানেক

শুভ কর্ম্ম করিয়াছেন, তাঁহারা ঐহিক ও পারলৌকিক কামনা পরিত্যাগ করিয়া যে অহিংসা, সত্য, তপস্যা, দান, পরোপকারাদি ধর্ম্ম অবলম্বন ও যজ্ঞ-কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছেন ও করিয়াছেন, তাহাতেই বেদের প্রামাণ্য দেদীপ্যমান হইতেছে। যাহারা ধর্ম্মরত, সৎপুরুষসহবাসী, তেজস্বী, দানশীল, গুণবন্ত, অহিংসক এবং নির্ম্মলচিত্ত সেই সমস্ত বসিষ্ঠবৎ প্রধান মুনিরাই লোকসমাজে পূজনীয় হয়েন, আপনার ন্যায় নাস্তিক-মতাবলম্বী মুনি কদাচ পূজ্য নহে।”

মহাসত্ত্ব মহাত্মা রাম এইরূপ সদোষ-বাক্য বলিতে থাকিলে, বিপ্রবর জাবালি অনুনয়ের সহিত পুনরায় আস্তিক্যযুক্ত সুপথ্য সত্যবচন বলিতে উপক্রম করিলেন। বলিলেন, ”আমি নাস্তিকদিগের কথা বলিতেছি না, আমি স্বয়ংও নাস্তিক নহি, পরলোকাদি কিছুই নাই, তাহাও নহে, সময়ক্রমে আমি পুনর্ব্বার আস্তিক হইলাম; সময়বশতঃ কখন নাস্তিকও হই, বাস্তবিক আমি নাস্তিক নহি। যে সময় আমি নাস্তিকের কথা বলিয়াছিলাম, সে সময় ক্রমশঃ গত হইল। রাম! তোমাকে বনবাস হইতে নিবৃত্ত করিবার কারণ, এবং তোমাকে প্রসন্ন করিবার জন্য আমি ঐরূপ বাক্য বলিয়াছিলাম।”

ইতি নবাধিক শত সর্গ॥ ১০৯॥

দশাধিতশক সর্গ।

অনন্তর, বসিষ্ঠ, রামকে ক্রুদ্ধ বিবেচনা করিয়া বলিলেন, “রাম! জাবালি নাস্তিক নহেন, ইনিও লোকের পরলোক গমনের বিষয় এবং তথা হইতে ইহলোকে আগমনের কারণ জানেন; তোমাকে বনবাস হইতে নিবৃত্ত করিতে কামনা করিয়াই কেবল ইনি উক্ত বাক্য সকল বলিয়াছেন। হে লোকনাথ! এই সংসারের উৎপত্তির বিষয় আমার নিকট শ্রবণ কর। পূর্ব্বে সকলই জলময় ছিল, পরে সেই জলমধ্যে পৃথিবী নির্ম্মিত হয়, অনন্তর দেবগণের সহিত স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা সমুদ্ভূত হয়েন। সেই বিরাট্‌রূপী বিশ্বাত্মা বরাহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সলিলমধ্য হইতে বসুন্ধরাকে উদ্ধার করেন, এবং সৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন নিজ পুত্র দক্ষপ্রভৃতির সহিত স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। কারণোপাধি পরব্রহ্ম হইতে আপেক্ষিক নিত্যত্বাদি গুণযুক্ত শাশ্বত ও অব্যয় ব্রহ্মা সমুদ্ভূত হয়েন, তাঁহা হইতে মরীচি জন্মগ্রহণ করেন, মরীচির পুত্র কশ্যপ, কশ্যপ হইতে বিবস্বান্ (সূর্য্য) জন্মপরিগ্রহ করেন, তাঁহা হইতে বৈবস্বত মনু স্বয়ং সমুৎপন্ন হইয়াছেন, তিনি পূর্ব্বে প্রজাপতি ছিলেন, সেই বৈবস্বত মনুর ক্ষেত্রে ইক্ষ্বাকু নামা পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, প্রথমতঃ মনু যাঁহাকে এই সুসমৃদ্ধ মহীমণ্ডল সম্প্রদান করিয়াছিলেন, সেই ইক্ষ্বাকুই পূর্ব্বে অযোধ্যাতে রাজা হইয়াছিলেন, ইহা তোমার বিদিত থাকিতে পারে। ইক্ষ্বাকুর পুত্র শ্রীমান্ কুক্ষি এই নামে বিখ্যাত ছিলেন, অনন্তর কুক্ষির তনয় বীর বিকুক্ষি উৎপন্ন হয়েন, বিকুক্ষির পুত্র মহাতেজা প্রতাপবান্ বাণ, বাণের পুত্র মহাতপা মহাবাহু অনরণ্য; এই সাধুতম মহারাজ অনরণ্যের রাজ্যকালে কখন অনাবৃষ্টি হয় নাই এবং কোন প্রকার চৌরভয় ছিল না। মহারাজ! অনরণ্য হইতে পৃথু রাজা জন্মগ্রহণ করেন, সেই পৃথু হইতে মহাতেজা ত্রিশঙ্কু উৎপন্ন হয়েন, সেই বীর ত্রিশঙ্কু সত্যবাক্য ব্যবহারহেতু সশরীরে স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। ত্রিশঙ্কু হইতে মহাযশস্বী ধুন্ধুমার নামক পুত্র উৎপন্ন হয়েন, ধুন্ধুমার হইতে মহাতেজা যুবনাশ্ব জন্ম পরিগ্রহ করেন, যুবনাশ্বের পুত্র শ্রীমান্ মান্ধাতা সমুৎপন্ন হয়েন, মান্ধাতার পুত্র মহাতেজা সুসন্ধি উৎপন্ন হয়েন; সুসন্ধিরও ধ্রুবসন্ধি এবং প্রসেনজিৎ নামক দুই পুত্র হয়; জ্যেষ্ঠ ধ্রুবসন্ধি হইতে রিপুসূদন, যশস্বী ভরত জন্মগ্রহণ করেন; মহাবাহু ভরত হইতে অসিত নামা পুত্র জাত হয়েন, হৈহয়, তালজঙ্ঘ, শূর ও শশবিন্দু প্রভৃতি রাজারা যাঁহার বিপক্ষ হইয়াছিলেন, সেই রাজা অসিত যুদ্ধে সেই চতুর্ব্বিধ নৃপতিকে সসৈন্যে নিবারিত করিয়া পরিশেষে বিপক্ষ বলের বাহুল্য বশতঃ নগর হইতে প্রস্থানপূর্ব্বক

রমণীয় হিমশৈলোপরি মুনিবেশে শত্রুজয়কামনায় তপস্যা করতঃ অবস্থিতি করেন। এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, ঐ অসিতরাজের দুই ভার্য্যা গর্ভবতী ছিলেন, তন্মধ্যে এক জন মহাভাগ্যবতী পদ্মপলাশাক্ষী রাজ্ঞী সুসন্তান লাভে কামনা করতঃ দেবসম তেজঃসম্পন্ন ভার্গবকে বন্দনা করিয়াছিলেন। আর অপরা রাজ্ঞী গর্ভ বিনাশ কারণ সপত্নীকে গরল প্রদান করিয়াছিলেন। চ্যবন নামক ভৃগুপুত্র হিমালয়ে বাস করিতেন, কালিন্দী নাম্নী প্রথমা মহিষী সেই ঋষির অভিমুখে উপনীতা হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। ঋষি তৎকৃত প্রণামে প্রীত হইয়া সেই পুত্রোৎপত্তি বিষয়ে বরাভিলাষিণী রাজ্ঞীকে এই কথা বলিলেন যে, দেবি! তোমার পুত্র মহাত্মা ও লোকমধ্যে বিখ্যাত হইবে, এবং ধার্ম্মিক অথচ অত্যন্ত ভীমরূপ, বংশরক্ষাকর্ত্তা ও বৈরিবিনাশক হইবে। রাজ্ঞী এই বরবাক্য শ্রবণ করিয়া সেই পদ্মপলাশ-নয়ন পদ্মগর্ভসমপ্রভ মুনিকে প্রদক্ষিণ ও পূজা করিয়া গৃহে আগমনানন্তর পুত্র প্রসব করিলেন। সপত্নী গর্ভবিনাশকামনায় ভক্ষ্যবস্তু সহ তাঁহাকে গর (বিষ) দান করিয়াছিল; সেই গরের সহিত পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল বলিয়া তাঁহার নাম সগর হইল। তাঁহারই নাম সগর রাজা; যিনি পর্ব্বকালে দীক্ষিত হইয়া খনন-বেগবলে এই সমস্ত প্রজালোককে উদ্বেজিত করতঃ নিজ পুত্রগণদ্বারা সমুদ্রকে খনন করিয়াছিলেন। ইহা আমাদিগের শ্রুত আছে যে, সেই সগররাজার পুত্র অসমঞ্জ; তিনি নিয়ত পাপকর্ম্ম করিতেন বলিয়া জীবদ্দশাতেই পিতাকর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েন। অসমঞ্জের পুত্র বীর্য্যবান্ অংশুমান্; অংশুমানের পুত্র দিলীপ; দিলীপের পুত্র ভগীরথ; ভগীরথ হইতে ককুস্থ উৎপন্ন হয়েন, যে জন্য তোমরা কাকুৎস্থ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছ। কাকুৎস্থের পুত্র রঘু, যে মুল পুরুষ রঘুর কারণ তোমাদিগকে লোকে রাঘব বলে। রঘুর তেজস্বী পুত্র সৌদাস যিনি বিশ্বামিত্রের অভিসম্পাত বশতঃ পীনচরণহেতু কল্মাষপাদ তথা প্রবৃদ্ধ নরভক্ষক নামে পৃথিবীমধ্যে প্রথিত ছিলেন। ইহা আমাদিগের শ্রুত আছে যে, কল্মাষপাদের পুত্র শঙ্খণ, যিনি সুপ্রসিদ্ধ বীর্য্য প্রাপ্ত হইয়াও সৈন্যসহ রণস্থলে বিনাশদশা প্রাপ্ত হয়েন; শঙ্খণের পুত্র শূর ও শ্রীমান্ সুদর্শন জন্মগ্রহণ করেন; সুদর্শনের পুত্র অগ্নিবর্ণ; অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্রগ; শীঘ্রগের পুত্র মরু; মরুর পুত্র প্রশুশ্রুব; প্রশুশ্রুবের অম্বরীষ নামে মহামতি এক পুত্র হয়। অম্বরীষের সত্যবিক্রম নহুষ নামে পুত্র জন্মে; নহুষের পুত্র পরম ধার্ম্মিক নাভাগ; নাভাগের দুই পুত্র, অজ ও সুব্রত, অজের পুত্র ধর্ম্মাত্মা রাজা দশরথ; সেই দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র তুমি রাম নামে বিখ্যাত হইয়া আছ; অতএব হে নৃপ! তুমি কুলক্রমাগত স্বীয় রাজ্য গ্রহণ কর, সংসারের গতি অবলোকন কর। ইক্ষ্বাকুবংশীয়গণের অগ্রজ সন্তানই রাজা হয়েন; জ্যেষ্ঠ বর্ত্তমান সত্ত্বে কনিষ্ঠ কখন রাজ্যাভিষিক্ত হয় না; জ্যেষ্ঠই রাজ্যাধিকারী হইয়া থাকে, সুতরাং তুমি এক্ষণে রাঘবদিগের ও আপনার সনাতন কুলধর্ম্ম বিনষ্ট করিতে পার না; পিতার ন্যায় মহাযশস্বী হইয়া প্রচুর রত্নশালিনী প্রভূত রাজ্যবতী পৃথিবী প্রতিপালন কর।”

ইতি দশাধিক শত সর্গ ॥ ১১০ ॥

একাদশাধিকশত সর্গ।

সেই রাজপুরোহিত বসিষ্ঠ তৎকালে রামকে এইরূপ বলিয়া পুনরায় ধর্ম্মসঙ্গত অপর কথা বলিতে উপক্রম করিলেন, বলিলেন, হেরাঘব! হে কাকুৎস্থ! পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিলে আচার্য্য পিতা ও মাতা, এই তিন জন তাঁহার গুরু হয়েন। হে নরবর! পিতা, পুরুষকে জন্ম দান করেন এবং আচার্য্য মনুষ্যকে প্রজ্ঞা প্রদান করেন, এজন্য তিনি গুরুপদবাচ্য হইয়া থাকেন। হে শত্রুতাপন! আমি তোমার এবং তোমার পিতারও সেই আচার্য্য, অতএব তুমি আমার বাক্য প্রতিপালন করতঃ সদ্গতি হইতে কদাচভ্রষ্ট হইবে না। এই তোমার পৌর পারিষদ সকল; এই দেখ, তোমার বন্ধু-

বর্গ; এই তোমার অধীন রাজগণ। বৎস! তুমি ইহাদিগের প্রতি ধর্ম্মাচরণ করতঃ কদাচ সৎপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইবে না। বৃদ্ধা ও ধর্ম্মশীলা জননীর বাক্য অতিক্রম করা তোমার উচিত নহে, ইহাঁর আদেশ প্রতিপালন করিলে তোমার সৎপথ অতিক্রম করা হইবে না। হে ধর্ম্মরত সত্যপরাক্রম রাম! তোমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার জন্য যিনি প্রার্থনা করিতেছেন, সেই ভরতের কথা রক্ষা করিলে তুমি সৎপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইবে না।” পুরুষপ্রবর রাম আচার্য্য কর্ত্তৃক এইরূপ মধুরবাক্যে উক্ত হইয়া স্বয়ং সমীপে উপবিষ্ট বসিষ্ঠকে প্রত্যুত্তর করিলেন যে, “পিতা মাতা সতত সন্তানের যে উপকার করেন, তাহার প্রত্যুপকার করা অসাধ্য; তাঁহারা যথাশক্তি দুগ্ধ ও অন্নাদি দান, যথাকালে শয়ন করান, তৈলাদি উদ্বর্ত্তন, নিয়ত প্রিয়বাক্য প্রয়োগ ও লালন পালনদ্বারা সন্তানের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেন, তাহার প্রতিক্রিয়া করা কথনই সম্ভাবিত নহে। সেই রাজা দশরথ আমার জনয়িতা পিতা, তিনি আমাকে যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন, তাঁহার সে বাক্য মিথ্যা হইবেনা।’

রাম এইরূপ বলিলে পর বিশালবক্ষঃস্থলসম্পন্ন ভরত অতিশয় দুঃখিত চিত্তে সমীপবর্ত্তি-সুমন্ত্রকে বলিলেন, “সারথে! তুমি অবিলম্বে এই চত্বরে কুশ আস্তরণ করিয়া দেও, আর্য্য আমার প্রতি যে পর্য্যন্ত প্রসন্ন না হয়েন, তাবৎকাল আমি নিরাহার হইয়া এই দ্বারদেশে কুশশয্যায় এক পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকিব। অধমর্ণ কর্ত্তৃক ধনহীন কৃত উত্তমর্ণ ব্রাহ্মণ যেমন নিজ ধন প্রত্যাহরণ কামনায় আহার পরিহার পূর্ব্বক নয়ন মুদ্রিত করিয়া থাকে, সেইরূপ আর্য্য রাম যে পর্য্যন্ত আমার বাক্য অঙ্গীকারপূর্ব্বক অযোধ্যায় গমন না করিবেন, তাবৎ আমি এই পর্ণশালার পুরোভাগে শয়ন করিয়া থাকিব।” দুঃখিতচিত্ত ভরত সুমন্ত্রকে রামের অনুরোধে কুশাস্তরণ করিতে বিলম্ব দেখিয়া স্বয়ং ভূতলে কুশাস্তরণ বিস্তার করতঃ অবস্থিতি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজর্ষিসত্তম মহাতেজস্বী রাম, ভরতকে তাদৃশ কঠোরব্রতে ব্যাপৃত দেখিয়া বলিলেন, “ভ্রাতঃ ভরত! আমি কি অন্যায় কার্য্য করিয়াছি যে, তুমি ঈদৃশ দুরূহ বিষয়ে (প্রত্যুবেশনে) মনঃ সমাধান করিতেছ। ব্রাহ্মণ ধনাদান জন্য এক পার্শ্বে শয়ন করিয়া অধমর্ণের দ্বারদেশে শয়ন করিতে পারেন, কিন্তু মূর্দ্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজাদিগের প্রত্যুপবেশনে কোন বিধি দৃষ্ট হয় না। অতএব হে নরবর রঘুনন্দন! তুমি গাত্রোত্থান কর, এই দারুণব্রত পরিত্যাগ করতঃ অবিলম্বে এস্থান হইতে অযোধ্যাপুরে গমন কর।”

ভরত তাদৃশ ভাবে উপবিষ্ট থাকিয়া চতুর্দ্দিকে পুরবাসি ও জনপদবাসি জনগণকে দর্শন করতঃ বলিলেন, “তোমরা সকলে আর্য্য রামকে যে কিছুই অনুশাসন করিতেছ না?” পৌর ও জনপদবাসি জনগণ তখন মহাত্মা ভরতকে কহিলেন, “আপনি রঘুবংশে ও ককুৎস্থকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া যেরূপ কথা বলা উচিত, সেইরূপই বলিতেছেন, ইহা আমরা বিবেচনা করিতেছি, কিন্তু এই মহানুভাব রাম পিতৃবাক্য পালনে কৃতসংকল্প হইয়াছেন; অতএব ইহাঁকেও সহসা প্রতিনিবৃত্ত করিতে আমরা সমর্থ হইতেছি না।” রাম তাহাদিগের বাক্যে অনুমোদন করিয়া বলিলেন “হে মহাবাহো ভরত! ধর্ম্মদর্শি-সুহৃদ্গণের বাক্য শ্রবণ কর, তোমার বিষয়ে ও আমার বিষয়ে যে সকল বচন উক্ত হইল, তাহা শ্রবণপূর্ব্বক সম্যক্ বিচার কর। হে রাঘব! তুমি ক্ষত্রিয়ের অকর্ত্তব্য প্রত্যুপবেশন হইতে উত্থিত হও, এবং ইহার প্রায়শ্চিত্ত জন্য আমাকে স্পর্শ কর এবং জল স্পর্শ কর।”

অনন্তর ভরত গাত্রোত্থানপূর্ব্বক জলস্পর্শ করিয়া এই কথা বলিলেন যে, “আমার পারিষদগণ, মন্ত্রিগণ ও জ্ঞাতিগণ সকলে শ্রবণ করুন, আমি পিতার নিকট রাজ্য প্রার্থনা করি নাই, মাতাকেও তজ্জন্য অনুরোধ করি নাই এবং পরম ধর্ম্মজ্ঞ আর্য্য রামের বনবাসের জন্যও সম্মতি প্রকাশ করি নাই, তথাপি যদি পিতৃবাক্য প্রতিপালন করিতে হয়, অবশ্যই যদি বনে বাস করিতে হয়, তবে আমিই চতুর্দ্দশ বৎসর বন-

মধ্যে বাস করিব।" ধর্ম্মাত্মা রাম ভ্রাতা ভরতের সত্য বাক্যে বিস্মিত হইয়া পুরবাসি ও জনপদবাসি জনগণের প্রতি নেত্র নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন "পিতা জীবদ্দশায় যাহা বিক্রয় করিয়াছেন বা অর্পণ করিয়াছেন অথবা ক্রয় করিয়াছেন, তাহা লোপ করা আমার বা ভরতের উচিত নহে। আমি স্বয়ং সমর্থসত্ত্বে বনবাস করিবার জন্য সাধুবিগর্হিত প্রতিনিধি প্রদান করিব না। দেবী কৈকেয়ী উচিত কথাই বলিয়াছিলেন এবং আমার পিতাও সৎকর্ম্মই করিয়াছেন। আমি ভরতকে ক্ষমাশীল ও গুরুসৎকারকারী বলিয়া জানি, এই মহাত্মা সত্যসন্ধ ভরতে রাজ্য পালনাদি সমুদয় কল্যাণকর কর্ম্ম সম্ভব হয়; আমি চতুর্দ্দশ বর্ষের পর বন হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক এই ধর্ম্মশীল ভ্রাতার সহিত মিলিত হইয়া পুনরায় উত্তমরূপে পৃথিবী পালন করিব। কৈকেয়ী রাজার নিকট আমার বনবাসরূপ বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, আমিও তাঁহার বাক্য প্রতিপালন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি, অতএব আমার এই সকল বাক্য অনুসারে সেই মহীপাল পিতাকে মিথ্যা হইতে মুক্ত কর।"

ইতি একাদশাধিক শত সর্গ॥ ১১১॥

দ্বাদশাধিক শত সর্গ।

নারদ প্রভৃতি মহর্ষিগণ অতুলতেজঃশালি ভ্রাতৃদ্বয়ের সেই লোমহর্ষণ সমাগম সন্দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া তথায় সমাগত হইলেন। মুনিগণ ও মহর্ষিগণ অদৃশ্য থাকিয়াই সেই ককুৎস্থকুলোদ্ভব মহাভাগ ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রশংসা করিতে লাগিলেন যে, "ধর্ম্মজ্ঞ রাজপুত্রদ্বয় সতত ধর্ম্মপথবর্ত্তী; আমরা সুসম্ভাষণ শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগের উভয়ের প্রতিই প্রীত হইয়াছি।" অনন্তর অবিলম্বে দশাননের বধাভিলাষি ঋষিগণ ঐকমত্য অবলম্বনপূর্ব্বক নৃপবর ভরতকে এই কথা বলিলেন "হে মহাপ্রাজ্ঞ সুরচিতসম্পন্ন মহাযশস্বিন্ ভরত! তুমি মহৎবংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ, অতএব যদি পিতার স্বর্গ কামনা কর, তবে রামের বাক্য গ্রাহ্য করা তোমার উচিত হইতেছে। আমরা এই রামকে পিতার নিকট অনৃণ থাকিতে সতত ইচ্ছা করিয়া থাকি, কৈকেয়ীর নিকট অনৃণতা হেতুই রাজা দশরথ স্বর্গগত হইয়াছেন।" মহর্ষিগণের সহিত রাজর্ষি ও গন্ধর্ব্বগণ এই কথা বলিয়া সকলেই স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। নয়নাভিরাম রাম ঋষিগণের এই সকল বচনে আহ্লাদিত ও হৃষ্টবদন হইয়া সুশোভিত হইলেন এবং সেই সমস্ত ঋষিদিগকে কহিলেন যে "আপনারা আমাকে সম্যক্‌রূপে ধর্ম্মতঃ রক্ষা করিলেন" ভরত তৎকালে উদ্বিগ্নচিত্ত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া স্খলিতবচনে রামকে পুনর্ব্বার এই কথা বলিলেন যে, "হে ককুৎস্থকুলতিলক রাম! জ্যেষ্ঠই রাজ্যাধিকারী এই কুলধর্ম্মানুসারী ধর্ম্ম বিচার করিয়া তাহা রক্ষা করা এবং আমার মাতার প্রার্থনা পূরণ করা আপনার উচিত হইতেছে। আমি একাকী সুমহৎ রাজ্য রক্ষা করিতে এবং পুরবাসি ও জনপদবাসি অনুরক্ত জনগণকে রঞ্জন করিতে উৎসাহযুক্ত হইতেছি না। কৃষকেরা যেমন মেঘের প্রতীক্ষা করে, সেইরূপ আমাদিগের জ্ঞাতিবর্গ, যোদ্ধাগণ, সুহৃৎ ও মিত্র সকল আপনাকেই প্রতীক্ষা করিতেছেন। হে মহাপ্রাজ্ঞ! আপনি এই রাজ্য অঙ্গীকার করিয়া কাহারও প্রতি স্থাপন করুন্। হে কাকুৎস্থ! আপনি যাহার প্রতি রাজ্যপালনের ভার সমর্পণ করিবেন, সেই ব্যক্তিই প্রজাপালনে সমর্থ হইবে।" ভরত সেই সময় এইরূপ কথা বলিয়া ভ্রাতার পদদ্বয়ে পতিত হইলেন এবং "হে রাম!" এই প্রিয়বাক্য উচ্চারণ করতঃ বারম্বার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। মত্ত-হংস-স্বর রাম শ্যামবর্ণ নলিনপত্র লোচন ভ্রাতা ভরতকে স্বয়ং ক্রোড়ে করিয়া বলিলেন "ভ্রাতঃ! তোমার যে স্বাভাবিকী বিনয়সম্পন্না বুদ্ধি জন্মিয়াছে, তদ্দ্বারা তুমি পৃথিবীকেও রক্ষা করিতে অতিশয় উৎসাহবান্ হইতেছ। সুহৃৎ, অমাত্য এবং বুদ্ধিমান্ মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া রাজাজ্ঞাদ্বারা সমস্ত মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিও। চন্দ্র হইতে যদি শোভা বিচলিত হয়, হিমালয়

যদি শৈত্য পরিত্যাগ করেন, এবং সাগর যদি তীরভূমি অতিক্রম করেন, তথাপি আমি পিতার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা অন্যথা করিতে পারিব না ভ্রাতঃ! তোমার মাতা ইচ্ছা অনুসারে বা লোভবশতঃ এইরূপ করিয়াছেন, ইহা তুমি মনে করিও না; মাতাকে যেরূপ শুশ্রূষা করিতে হয়, তুমি তাঁহার প্রতি সেইরূপই ব্যবহার করিবে।" আদিত্যসম তেজঃসম্পন্ন প্রতিপচ্চন্দ্রদর্শন কৌসল্যা নন্দন রাম এইরূপ বলিতে থাকিলে ভরত তাঁহাকে কহিলেন, 'আর্য্য! আপনি এই হেমভূষিত পাদুকাযুগলে চরণ অর্পণ করুন্ ইহারাই সমস্ত লোকের যোগক্ষেম বিধান করিবে।" মহাতেজস্বী নরবর রাম পাদুকাদ্বয়ে আরোহণপূর্ব্বক তাহা মোচন করিয়া মহাত্মা ভরতকে প্রদান করিলেন। ভরত পাদুকাদ্বয়কে প্রণাম করিয়া রামকে বলিলেন, "হে বীরবর রঘুনন্দন! আমি চতুর্দ্দশ বৎসর জটাবল্কলধারী হইয়া ফল মূল ভোজন করতঃ আপনার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া আপনার পাদুকাদ্বয়ে রাজ্য ব্যাপার সমর্পণপূর্ব্বক নগরের বহির্ভাগে বাস করিব, যে দিন চতুর্দ্দশবর্ষ সম্পূর্ণ হইবে, সেই দিবস যদি আপনাকে দর্শন করিতে না পাই—অবে হুতাশনে প্রবেশ করিব।" রাম "তাহাই হইবে" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া সমাদরসহকারে ভরত ও শত্রুঘ্নকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন "হে রঘুনন্দন! আমি এবং সীতা, তোমাকে শপথপূর্ব্বক বলিতেছি, তুমি মাতা কৈকেয়ীকে রক্ষা কর, তাঁহার প্রতি রোষ প্রকাশ করিও না।" রাম অশ্রু-নয়নে এই কথা বলিয়া ভ্রাতা ভরতকে বিদায় করিলেন। ধর্ম্মজ্ঞ ভরত সেই মহা উজ্জ্বল ও অলঙ্কৃত পাদুকাদ্বয় পরিগ্রহপূর্ব্বক রামচন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং পাদুকাযুগল রাজবাহ্য গজরাজের মস্তকে স্থাপন করিলেন।

অনন্তর, হিমবান্ অচলের ন্যায় স্বধর্ম্মনিষ্ঠ রঘুবংশবর্দ্ধন রাম যথাক্রমে গুরুগণ, মন্ত্রিমণ্ডল প্রজাসকল ও সেই সমস্ত জনগণকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া অনুজদ্বয়কে অযোধ্যা গমনে আদেশ করিলেন। মাতৃগণ দুঃখবশতঃ বাষ্পাকুলকণ্ঠে রামকে আমন্ত্রণ করিতে পারিলেন না, রাম সমস্ত মাতৃগণকে অভিবাদন করিয়া রোদন করিতে করিতে স্বীয় কুটীরে প্রবেশ করিলেন।

ইতি দ্বাদশাধিক শত সর্গ ॥ ১১২ ॥

ত্রয়োদশাধিক শত সর্গ।

অনন্তর ভরত তৎকালে পাদুকাযুগল মস্তকে করিয়া শত্রুঘ্নের সহিত হৃষ্টমনে রথে আরোহণ করিলেন। বসিষ্ঠ বামদেব তথা দৃঢ়ব্রত জাবালি এবং মন্ত্রণাকার্য্যে সম্মানিত সমস্ত মন্ত্রিগণ অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহারা সকলে পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া রমণীয় মন্দাকিনী নদীর অভিমুখে প্রয়াণ করিলেন। ভরত সৈন্যগণের সহিত মহাগিরি চিত্রকূটকে প্রদক্ষিণ করতঃ রমণীয় বিবিধ ধাতুসহস্র দেখিতে দেখিতে চিত্রকূটের উত্তর পার্শ্ব দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। মহর্ষি ভরদ্বাজ যে স্থানে মুনিগণের সহিত বাস করিতেছিলেন, ভরত তৎকালে চিত্রকূটের অদূরে সেই আশ্রম দর্শন করিলেন। সৎকুল-প্রসূত বুদ্ধিমান্ ভরত সেই আশ্রমে আগমনপূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভরদ্বাজের চরণদ্বয় বন্দনা করিলেন।

অনন্তর, ভরদ্বাজ হৃষ্ট হইয়া ভরতকে কহিলেন, "বৎস! তোমার কর্ত্তব্যকার্য্য রামের সহিত সমাগম, তাহা করিয়াছ ত? পরিশেষে ধর্ম্মবৎসল ভরত ধীমান্ ভরদ্বাজকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন। "দৃঢ়বিক্রম রামকে গুরু বসিষ্ঠ ও আমি রাজ্য পালন করিবার জন্য প্রার্থনা করিলে, তিনি পরম প্রীত হইয়া বসিষ্ঠকে এই কথা বলিলেন যে, 'কৈকেয়ীর নিমিত্ত পিতা আমার চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাসের জন্য যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমি পিতার সেই প্রতিজ্ঞাই প্রতিপালন করিব; বক্তৃবর মহাপ্রাজ্ঞ বসিষ্ঠ রামকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া বচনসম্পন্ন রাঘবকে এই মহৎ বাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন যে, 'হে মহাপ্রাজ্ঞ! তুমি হৃষ্টচিত্তে প্রতিনিধিরূপে এই

হেমভূষিত পাদুকাদ্বয় প্রদান কর এবং ইহা দ্বারাই তুমি অযোধ্যাতে যোগক্ষেমকর হও, রাম বসিষ্ঠকর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইলে পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া আমার রাজ্যপালন-শক্তি-সাধন জন্য সেই সুবর্ণ বিচিত্রিত পাদুকাযুগল প্রদান করিলেন। আমি মহাত্মা রামের আজ্ঞাক্রমে নিবৃত্ত হইয়া শুভ পাদুকা দ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক অযোধ্যাতেই গমন করিতেছি।" ভরদ্বাজ মুনি মহাত্মা ভরতের এই শুভবাক্য শ্রবণানন্তর শুভতর বাক্য প্রয়োগ করিলেন। বলিলেন, 'জল যেমন নিম্নস্থলেই অবস্থান করে, সেইরূপ তুমি শীলতাদি সদ্বৃত্তসম্পন্ন নরশ্রেষ্ঠ, অতএব তোমাতে যে শোভন চরিত্র অবস্থিতি করিতেছে,তাহা বিচিত্র নহে ; তুমি ধর্ম্মাত্মা ও ধর্ম্মবৎসল, ঈদৃশ যাঁহার পুত্র, তিনি অর্থাৎ তোমার পিতা সেই মহাবাহু দশরথ ইহাতেই অনৃণ হইলেন।" সেই মহাপ্রাজ্ঞ ঋষি এইরূপ কথা বলিলে, ভরত কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার চরণযুগল গ্রহণপূর্ব্বক আমন্ত্রণ করিলেন। অনন্তর শ্রীমান্ ভরত ভরদ্বাজকে পুনঃ পুনঃ প্রদক্ষিণ করিয়া মন্ত্রিগণের সহিত অযোধ্যায় যাত্রা করিলেন। ভরতের অনুযায়িনী সেনা যাহারা নিবৃত্ত হইয়াছিল, তাহারা পুনর্ব্বার যান, শকট, অশ্ব ও গজগণদ্বারা বিস্তীর্ণ হইল। অনন্তর তাহারা সকলে তরঙ্গমালা-সমাকুল রমণীয় যমুনা নদী উত্তীর্ণ হইয়া শোভন জলশালিনী ভাগীরথীকে পুনর্ব্বার দর্শন করিল। ভরত সৈন্যগণ ও বান্ধবগণের সহিত সেই রম্যজলসম্পূর্ণা গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া অতিরমণীয় শৃঙ্গবের পুরে প্রবেশ করিলেন। শৃঙ্গবের নগর হইতে নির্গত হইয়া পুনর্ব্বার অযোধ্যা দেখিতে পাইলেন। ভরত তখন অযোধ্যাকে পিতা ও ভ্রাতা কর্তৃক বিবর্জ্জিত দেখিয়া দুঃখসন্তপ্ত হইয়া সারথিকে এই কথা বলিলেন, "সারথে! দেখ, অলঙ্কারবিহীনা দীনা আনন্দধ্বনিবর্জ্জিতা নিরানন্দা ও শোভাহীন অযোধ্যা আর প্রকাশ পাইতেছে না।"

ইতি ত্রয়োদশাধিক শত সর্গ॥ ১১৩ ॥

চতুর্দ্দশাধিক শত সর্গ।

মহাযশস্বী প্রভু ভরত স্নিগ্ধ গম্ভীর ধ্বনিসমন্বিত রথদ্বারা গমন করতঃ অবিলম্বে অযোধ্যা নগরে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন, তৎকালে অযোধ্যা নগরী তিমিরাবৃতা, প্রকাশ রহিতা, কৃষ্ণবর্ণা নিশার ন্যায় হইয়াছে, বিড়াল ও পেচক সকল তথায় বিচরণ করিতেছে এবং গৃহ কবাট সমুদয় রুদ্ধ রহিয়াছে। রাহু রিপু শশধর অভ্যুদিত রাহুগ্রহদ্বারা পীড়িত হইলে তদীয় দিব্য ঐশ্বর্য্যদ্বারা প্রজ্বলিত প্রভাশালিনী প্রিয় পত্নী অসহায়া রোহিণীর যেমন অবস্থা হয়, তৎকালে অযোধ্যার তাদৃশ দশা ঘটিয়াছে। গ্রীষ্মকালে গিরি নদীর সলিল আতপতাপে উষ্ণ ও কলুষিত হইলে গ্রীষ্মবশতঃ তীরতরুস্থিত জলচর বিহঙ্গমগণ উত্তপ্ত হইলে বিবিধ মীনকুল ও গ্রাহ সকল জলমধ্যে লীন হইলে সেই কৃশকলেবরা গিরি নদীর যেরূপ অবস্থা হইয়া থাকে, অযোধ্যারও অবস্থা সেইরূপ হইয়াছে। যজ্ঞীয় ঘৃতের সংস্পর্শে সমুত্থিত অগ্নিশিখা যেমন প্রথমতঃ ধূমবিবর্জ্জিত হইয়া সুবর্ণের আভা প্রকাশ করে, পশ্চাৎ জলসেচনদ্বারা বিলয় প্রাপ্ত হয়, রামের বন গমনের পর অযোধ্যার সেইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। মহাযুদ্ধে বীর পুরুষ সকল নিহত, কবচ সমুদয় বিধ্বস্ত, গজবাজি রথ ও ধ্বজ সকল, রুগ্ন হইলে আপদাপন্না সেনা যেরূপ হইয়া থাকে, অযোধ্যা সেইরূপ হইয়াছে ; সাগরের উর্ম্মি যেমন প্রবল বায়ুবেগে ফেন ও শব্দের সহিত সমুত্থিত হইয়া পরে প্রশান্ত পবনদ্বারা স্থিরীভূত ও নিঃশব্দ হয়, অযোধ্যাও সেইরূপ হইয়াছে। যজ্ঞকাল অতীত হইলে যজ্ঞবেদি সমস্ত যজ্ঞীয় উপকরণ ও প্রশস্ত যাজকগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া যেমন নিঃশব্দ হয়, অযোধ্যাও সেইরূপ হইয়াছে। গোষ্ঠমধ্যে বৃষভ কর্তৃক পরিত্যক্তা গাভী নব তৃণ ভক্ষণে বিরত ও আর্ত্ত হইয়া যেমন উৎসুকা থাকে, অযোধ্যাও সেইরূপ রহিয়াছে। সুস্নিগ্ধ প্রভা সমন্বিত পদ্মরাগ প্রভৃতি পরমোৎকৃষ্ট মণিগণ কর্তৃক বিযুক্তা মুক্তাবলী যেরূপ শোভাহীন হইয়া থাকে, অযোধ্যাও সেইরূপ হইয়াছে ; পুণ্যক্ষয়বশতঃ

সহসা পৃথিবীর অভিমুখে প্রচলিত সংকীর্ণ দ্যুতি তারা যেমন আকাশ হইতে পরিভ্রষ্ট তদ্রূপ অযোধ্যার অবস্থা ঘটিয়াছে। বসন্ত কালের অবসানে মত্ত ভ্রমরযুক্ত পুষ্পিত লতা বেগবান্ দাবানলদ্বারা আক্রান্ত হইয়া যেমন ক্লান্ত হয়, তৎকালে অযোধ্যাও তাদৃশ আকার ধারণ করিয়াছে। রাজপথ সকল জনসঞ্চার-বিরহিত ও পণ্যবীথি সমুদয় সংরুদ্ধ হওয়ায় অযোধ্যা নগর, প্রচ্ছন্ন চন্দ্র নক্ষত্রশালী অম্বুধারাবৃত আকাশমণ্ডলের সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছে। মদ্যপানের অবসানে ভগ্নপাত্রপরিবৃত মদ্যপায়িবিবর্জ্জিত অসংস্কৃত পানভূমির যাদৃশ দশা ঘটিয়া থাকে, অযোধ্যারও সেইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। নিম্ন ও ভিন্ন চত্বর এবং ভিন্নপাত্রসমাবৃত জলপানভূমি পানীয় পান অবসানে ভগ্নভাবে যেমন পতিত থাকে, অযোধ্যাও সেইরূপ হইয়া আছে। বিপুল ও বিস্তীর্ণ পাশযুক্ত ধনুর্জ্যা তেজস্বিগণের বাণদ্বারা যেমন ধনু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত থাকে, অযোধ্যাও সেইরূপ রহিয়াছে। যুদ্ধশৌণ্ড অশ্বারোহিকর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক বাহিত বড়বা যেমন প্রতি সৈন্যকর্ত্তৃক নিহত হইয়া পতিত থাকে, অযোধ্যাও সেইরূপ রহিয়াছে। দশরথনন্দন শ্রীমান্ ভরত রথোপরি অবস্থান করতঃ সেই রথবরের চালনকারী সারথিকে এই সকল কথা বলিলেন; "পূর্ব্বে যেমন অযোধ্যাতে গীতবাদ্যের ধ্বনি হইত, এক্ষণে সেইরূপ গম্ভীর ধ্বনি আর শ্রুত হইতেছে না, ইহাতে কি করিব? বারুণীমদগন্ধ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত মাল্যগন্ধ এবং চন্দন ও অগুরু গন্ধ সর্ব্ব দিকে প্রবাহিত হইতেছে না। রাম বিবাসিত হইয়া অবধি এই অযোধ্যা নগরে উৎকৃষ্ট যানশব্দ, সুস্নিগ্ধ অশ্বনিস্বন, প্রমত্তমাতঙ্গধ্বনি, সুমহান্ রথচক্রশব্দ আর শ্রবণপথে পতিত হয় না। রাম বন গমন করিলে, তরুণগণ সন্তপ্ত হইয়া অগুরুচন্দন গন্ধ ও মহামূল্য নূতন মাল্য উপভোগ করে না; নরগণ বিচিত্র মাল্য ধারণ করতঃ বহির্ভাগে নির্গত হয় না; রামশোকে প্রপীড়িত পুরমধ্যে উৎসব সমুদয় প্রবর্ত্তিত হয় না; আমার ভ্রাতাই এই পুরের সেই অনির্ব্বচনীয় শোভাস্বরূপ ছিলেন, তিনিই যখন গমন করিয়াছেন, তখন আর ইহার শোভা কোথায়? এই অযোধ্যা এক্ষণে বেগবৎ বৃষ্টিধারা সহিত শারদীয় শুক্লপক্ষের নিশার ন্যায় শোভা পাইতেছে, আমার ভ্রাতা মহোৎসবের ন্যায় কবে এস্থানে আগমন করিবেন, গ্রীষ্মকালের মেঘের ন্যায় কবে অযোধ্যাতে হর্ষ বিস্তার করিবেন! সম্প্রতি উদ্ধতগামি মনোহর বেশভূষাবিভূষিত তরুণ পথিকগণদ্বারা অযোধ্যায় মহাপথ সকল সুশোভিত হইতেছে না!" দুঃখিত ভরত এই সকল কথা বলিতে বলিতে সারথির সহিত অযোধ্যাপুরে প্রবিষ্ট হইয়া অগ্রেই সিংহহীন গুহার ন্যায় সেই নরেন্দ্রবিবর্জ্জিত পিতৃভবনে প্রবেশ করিলেন। সূর্য্য রাহুগ্রাসে পতিত হইলে দিবস যেমন ভাস্করবিবর্জ্জিত হইয়া নিষ্প্রভ হয়, তদ্রূপ প্রভাশূন্য ও জনসঞ্চারবিরহিত সেই অন্তঃপুর নিরীক্ষণ করিয়া দুঃখিত ভরত বাষ্পবারি পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

ইতি চতুর্দ্দশাধিক শত সর্গ ॥ ১১৪ ॥

পঞ্চদশাধিক শত সর্গ।

অনন্তর, দৃঢ়ব্রত ভরত সেই সমস্ত মাতৃগণকে অযোধ্যায় রাখিয়া শোকসন্তপ্ত-চিত্তে মন্ত্রিগণকে কহিলেন, "আমি নন্দিগ্রামে গমন করিব, তজ্জন্য তোমাদিগকে আমন্ত্রণ করিতেছি, রাম ব্যতিরেকে আমার যে দুঃখ হইয়াছে, তৎসমুদয় তথায় থাকিয়া সহ্য করিব; রাজা স্বর্গগত হইয়াছেন, আমার গুরু রামও বনবাসী হইয়াছেন, সেই মহাযশস্বী রামই এই অযোধ্যার রাজা, অতএব আমি রাজ্যের জন্য তাঁহারই প্রতীক্ষা করিতেছি।" পুরোহিত বসিষ্ঠ এবং সমস্ত মন্ত্রিগণ মহাত্মা ভরতের এই কল্যাণকর বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "ভরত! তুমি ভ্রাতৃবাৎসল্যবশতঃ যে কথা বলিলে তাহা অতিশয় শ্লাঘনীয় এবং এই কথা তোমারই অনুরূপ হইয়াছে, তুমি ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ সম্পাদনে নিত্যনিরত ও বন্ধুলুব্ধ হইয়া যে সাধুসৎকৃতপথে পদার্পণ করিতেছ তাহাতে

কোন্ ব্যক্তি তোমার অভিপ্রায়ে অসম্মত হইবে?" ভরত অভিলাষানুরূপ মন্ত্রিগণের প্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া সারথিকে রথসজ্জা করিতে আদেশ করিলেন, শ্রীমান্ ভরত শত্রুঘ্নের সহিত সমস্ত মাতৃগণকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক প্রফুল্ল বদনে রথে আরোহণ করিলেন। ভরত ও শত্রুঘ্ন উভয়ে অবিলম্বে রথে আরোহণ পূর্ব্বক মন্ত্রি এবং পুরোহিতগণে পরিবৃত হইয়া পরম প্রীতচিত্তে যাইতে লাগিলেন। বসিষ্ঠ-প্রভৃতি দ্বিজগণ ও সমস্ত মন্ত্রিমণ্ডল পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া যে পথে নন্দিগ্রামে গমন করা যায় সেই পথ অবলম্বন পূর্ব্বক অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন।

ভরত প্রস্থান করিলে পর পুরবাসিগণ ও অশ্ব গজ রথসঙ্কুল বল সকল আহুত না হইয়াও পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। ভ্রাতৃবৎসল মহাত্মা ভরত রথস্থ হইয়া রামচন্দ্রের পাদুকা-দ্বয় মস্তকে ধারণপূর্ব্বক অবিলম্বে নন্দিগ্রামে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর, তিনি নন্দিগ্রামে প্রবেশ পূর্ব্বক অতিসত্বর রথ হইতেই অবতীর্ণ হইয়া তত্রত্য গুরুগণকে এই কথা বলিলেন, যে, "আমার ভ্রাতা রাম, নিক্ষেপের ন্যায় এই অযোধ্যা রাজ্য আমাতে অর্পণ করিয়াছেন, এই হেমভূষিত পাদুকাদ্বয় এক্ষণে রাজ্যের যোগক্ষেম বিধান করিবে।" অনন্তর, ভরত সেই নিক্ষেপ স্বরূপ পাদুকাদ্বয় মস্তকে করিয়া দুঃখসন্তপ্ত হইয়া মন্ত্রিমণ্ডলকে বলিলেন "আর্য্য রামের চরণ স্বরূপ এই পাদুকা যুগলে অবিলম্বে ছত্র ধারণ কর, আমার গুরু রামের এই পাদুকাদ্বয় দ্বারা রাজ্য মধ্যে ধর্ম্ম স্থিরতর আছে। ভ্রাতা সৌহার্দ্দবশতঃ আমাতে ইহা নিক্ষেপ করিয়াছেন, আমি তাঁহার আগমন-কাল পর্য্যন্ত ইহা পালন করিব। রাম বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অযোধ্যায় আগমন করিলে আমি অবিলম্বে তাঁহার চরণযুগলে এই পাদুকাদ্বয় পরিধান করাইয়া তাহা দর্শন করিব, তিনি আমার প্রতি ভার অর্পণ করিয়াছেন বলিয়াই আমি এস্থানে আসিয়াছি, তিনি আগমন করিলে এই রাজ্য তাঁহাকে প্রদান পূর্ব্বক আমি গুরুর প্রতি যেরূপ শুশ্রূষা করা উচিত তাহাই অবলম্বন করিব, এই মনোহর পাদুকাদ্বয়ও অযোধ্যারাজ রামকে প্রদান করিয়া আমি বিধূতপাপ হইব।"

বীরবর প্রভু ভরত তৎকালে বল্কল ও জটা ধারণপূর্ব্বক মুনিবেশধারী হইয়া সৈন্যগণ সহ নন্দিগ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। ভরত স্বয়ং রাজ্যশাসন বৃত্তান্ত সমুদয় পাদুকা যুগলে নিবেদন করতঃ তদুপরি ছত্র ও চামর ধারণ করাইলেন; অনন্তর, শ্রীমান্ ভরত রামের পাদুকাযুগলের অভিষেক করিয়া তৎকালে সতত তাহার অধীন হইয়া রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন; তখন রাজ্য-ঘটিত যে কোন বিষয় উপস্থিত হয়, বা যে কোন মহা-মূল্য উপঢৌকন দ্রব্যাদি আগত হয়, ভরত তাহা অগ্রে পাদুকাদ্বয়কে নিবেদন করিয়া পশ্চাৎ যথাবিধানে তাহা ব্যবহার করিতেন।

ইতি পঞ্চদশাধিক শতসর্গ ॥ ১১৫ ॥

ষোড়শাধিকশত সর্গ।

ভরত প্রতিনিবৃত্ত হইলে রাম চিত্রকূট-পর্ব্বত কাননে বাস করতঃ তৎকালে তত্রত্য তপস্বিগণের মন সভয় ও উদ্বেগযুক্ত লক্ষ্য করিলেন। যে সকল তাপসেরা চিত্রকূট-শৈলের আশ্রমে রামকে আশ্রয় করিয়া নিয়ত আনন্দিত ছিলেন, তাঁহাদিগকে আশ্রমান্তর-গমনে ঔৎসুক্য-শালী জ্ঞান করিলেন। তৎ-কালে তপস্বিগণ শঙ্কিত হইয়া ভ্রুকুটীভঙ্গী-সমন্বিত-নয়নে রামকে নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক পর-স্পরকে আহ্বান করিয়া গোপনে কথোপ-কথন করিতে লাগিলেন। রাম তাঁহাদিগের ঔৎসুক্য লক্ষ্য করিয়া আপনিই শঙ্কিত হই-লেন, অনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া আশ্রমস্বামি কুলপতি-ঋষিকে এই কথা বলিলেন। "ভগ-বন্! আমাতে পূর্ব্বানুচরিত রাজোচিত বিকৃত-ভাব কিছুমাত্র দৃষ্ট হইতেছে কি? যদ্দ্বারা তপস্বি-গণ ভীত হইতেছেন—কিম্বা আমার অনুজ লক্ষ্মণের প্রমাদ-বশতঃ মহাত্মাদিগের অননুরূপ কোন অযুক্ত আচরণ মহর্ষিগণ দর্শন করিয়া-ছেন কি? অথবা সীতা আমার শুশ্রূষা-

কার্য্যে ব্যাপৃতা থাকিয়া আপনাদিগের পাদ্য অর্ঘ্য-প্রভৃতি প্রদান-বিষয়ে প্রমদা জনোচিত শুশ্রূষা-কার্য্যে শৈথিল্য অবলম্বন করিয়াছেন কি'? রাম আশ্রম-স্বামী মহর্ষিকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর বৃদ্ধ ও তপস্যা-দ্বারা জরাগ্রস্ত মহর্ষি যেন জরা-দ্বারা কম্পমান হইয়াই সর্ব্বভূত-দয়াপর রামকে এই কথা বলিলেন। "শুচিস্বভাবা সতত কল্যাণার্থিনী সীতার তপস্বিগণের পরিচর্য্যা-বিষয়ে ঔদাস্য হইবে কেন? তপস্বিগণ তোমার জন্য রাক্ষস-কুল হইতে ভীত হইয়াছেন এই হেতু তাঁহারা উদ্বিগ্ন হইয়া পরস্পর কথোপকথন করিতেছেন। হে বৎস! রাবণের অনুজ খর নামক কোন দুর্দ্দান্ত, ভয়রহিত নৃশংস, পুরুষ-খাদক গর্ব্বিত রাক্ষস এই স্থানে জনস্থান-বাসি তাপস সকলকে উৎপীড়ন করিয়া তোমাকেও অবজ্ঞা করিতেছে। হে নাথ! তুমি যে অবধি এস্থানে অবস্থান করিতেছ, তদবধি রাক্ষসেরা তপস্বিগণের অপকার করিতেছে, তাহারা বীভৎস ক্রূর ভীষণ অসুখ-দর্শন নানারূপ বিকটরূপ ধারণ পূর্ব্বক তাপসগণের দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তাহারা পাপ-জনক ও অশুচি পদার্থ প্রক্ষেপ-পূর্ব্বক তাপসগণের অপকার করিতেছে এবং সেই অসাধু নিশাচরেরা পুরোবর্ত্তি মৃদুস্বভাব মুনিগণকে পীড়ন করিতে অবিরত প্রস্তুত রহিয়াছে; আশ্রমাভ্যন্তরে অজ্ঞাতসারে প্রবেশপূর্ব্বক নিদ্রিত ও অচেতন তাপস সকলকে বিনষ্ট করিয়া হর্ষ প্রকাশ করিতেছে; যজ্ঞ-কর্ম্ম আরম্ভ হইলে স্রুক্-ভাণ্ড-প্রভৃতি যজ্ঞ পাত্র সমুদয় দূরে প্রক্ষেপ করিতেছে; হোমাগ্নিতে জল-সেচন করিতেছে এবং জলাহরণ পাত্র কলস সকল ভগ্ন করিয়া দিতেছে। ঋষিগণ সেই দুরাত্মাদিগের উপদ্রবাবিষ্ট আশ্রম সকল পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছু হইয়া স্থানান্তরে গমন জন্য অদ্য আমাকে অনুরোধ করিতেছেন। হে রাম! সেই দুষ্টেরা এক্ষণে যখন তাপস-বর্গের শারীরিক হিংসাতে প্রবৃত্ত হইয়াছে তখন সুতরাং আমাদিগকে এই আশ্রম পরিত্যাগ করিতে হইল। এই আশ্রমের অনতি দূরে বহু ফলমূল-সমন্বিত পরদিনের জন্য সঞ্চয়-বিরহিত অশ্বনামক ঋষির এক বিচিত্র আশ্রম আছে, আমি স্বগণ সহ সেই আশ্রম আশ্রয় করিব। হে বৎস! খর রাক্ষস তোমার প্রতিও অনুচিত আচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইবে অতএব যদি তোমার অভিপ্রায় হয় তবে আমাদিগের সহিত এস্থান হইতে স্থানান্তরে চল। হে রাম! যদিও তুমি সতত সাবধানে আছ এবং রাক্ষসদিগের নিগ্রহে সমর্থ হইতে পার তথাপি পত্নীর সহিত এস্থানে অবস্থান করা তোমার ক্লেশকর হইবে সন্দেহ নাই।" তপস্বী এই কথা বলিলে রাজ-পুত্র রাম সেই গমনোদ্যত ঋষিকে উত্তরবাক্য দ্বারা নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর, কুলপতি ঋষি নিজবিয়োগজন্য খিন্ন রামকে অভিনন্দনপূর্ব্বক আশ্বাস প্রদান করিয়া আশ্রমবাসি অন্যান্য ঋষি সমূহের সহিত সেই আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলেন। রাম সেই আশ্রম হইতে আশ্রমান্তরে গমনোদ্যত ঋষিগণের অনুগমন করতঃ কুলপতি ঋষিকে অভিবাদন করিয়া সেই সমস্ত সাতিশয় প্রীতি পরবশ ঋষিগণের উপদেশ গ্রহণপূর্ব্বক নিজ পবিত্র আবাসে আগমন করিলেন। আশ্রম ঋষিগণবিরহিত হইলে রাম ক্ষণকালের জন্যও তাহা পরিত্যাগ করেন নাই, ঋষিচরিতবিষয়ে গুণবন্ত তাপসগণ যাঁহারা রামের সতত অনুগত ছিলেন তাঁহারা রামকে পরিত্যাগ করিয়া আশ্রমান্তরে গমন করেন নাই।

ইতি ষোড়শাধিক শত সর্গ ॥ ১১৬ ॥

সপ্তদশাধিক শত সর্গ।

ঋষিগণ সকলেই সেই স্থান হইতে গমন করিলে রঘুকুলোদ্ভব রাম বিবিধ কারণে তৎকালে তথায় বাস করিতে অভিলাষ করেন নাই। "এই স্থানে আমি ভরতকে মাতৃগণকে এবং নাগরিকলোক সকলকে দর্শন করিলাম, তাঁহাদিগকে অনুশোচনা করতঃ সতত সেই সকল আমার স্মরণ হইতেছে, আর সেই মহাত্মা ভরতের শিবির-সন্নিবেশ দ্বারা হয় হস্তি সকলের মলমূত্রে এস্থানও নিতান্ত অশুচি হই-

াছে, অতএব অন্যত্র গমন করাই বিহিত ইতেছে" রাম ইহা চিন্তা করিয়া সীতা ও ক্ষ্মণের সহিত তথা হইতে প্রস্থিত হইলেন।

অনন্তর, সেই মহাযশস্বী রাম অত্রি মুনির াশ্রমে উপনীত হইয়া তাঁহাকে বন্দনা করি- লেন, মহর্ষি অত্রিও তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় ালিঙ্গন করতঃ তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিলেন। হর্ষি স্বয়ং তাঁহার জন্য সুপবিত্র আতিথ্য স্তুত করিতে আদেশ করিয়া মহানুভাব ক্ষ্মণ ও সীতাদেবীকে প্রীতিপ্রফুল্ল নেত্রে নিরী- ক্ষণ করিলেন। সর্ব্বভূতহিতেরত ধর্ম্মজ্ঞ ঋষি- ত্তম অত্রিমুনি স্বীয় অনুগামিনী মহাভাগা র্ম্মচারিণী সর্ব্বজন-সৎকৃতা তপস্যানিরতা অন- য়া নাম্নী পত্নীকে সম্বোধন পূর্ব্বক সীতাকে দখাইলেন এবং "তুমি বৈদেহীকে নিজ নকটে লইয়া যাও" এই কথা বলিলেন, অন- র, রামের নিকট সেই ধর্ম্ম-চারিণী তাপসীর ারিচয় কহিতে লাগিলেন, "পূর্ব্বে দশবর্ষকাল নরন্তর অনাবৃষ্টি হইলে যিনি মন্ত্রসিদ্ধিপ্রভাবে লমূলের সৃষ্টি করিয়া এবং এই আশ্রমে জাহ্ন- াকে আবাহন করিয়া আনয়নপূর্ব্বক ঋষি- ণের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি উগ্র পস্যা ও কঠোর নিয়মনিবহে অলঙ্কৃতা হইয়া শ সহস্র বৎসর সুমহৎ তপস্যা করিয়াছিলেন, হ বৎস! যাঁহার সুকঠোর ব্রতদ্বারা বিঘ্ন সমু- য় নিবৃত্ত হইয়াছে এবং যিনি দেবকার্য্যহেতু াক রাত্রিকে দশ রাত্রি পরিমিত-কাল প্রভাত দন নাই এই সেই অনসূয়া তোমার মাতার ায় দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন, ইনি সর্ব্বভূতের জনীয়া এক্ষণে জানকী এই অক্রোধনা াচীনা তপস্বিনীর নিকট গমন করুন" ঋষি ইরূপ বলিলে রাম তাঁহার বাক্যে সম্মত ইয়া সীতার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক এই থা বলিলেন, "রাজপুত্রি! এই মহর্ষি যাহা াদেশ করিলেন তাহা তুমি শ্রবণ করিলে তএব নিজকল্যাণহেতু অবিলম্বে এই তপ- স্বীর অনুগামিনী হও, যিনি নিজ কর্ম্মদ্বারা াকমধ্যে অনসূয়া নামে বিখ্যাতা আছেন মি সেই তপস্বিনীর অনুগামিনী হও বিলম্ব রিও না।" মিথিলাধিপ-নন্দিনী যশস্বিনী সীতা রামের এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই ধর্ম্মজ্ঞা অত্রিপত্নীর সম্মুখে গমন করিলেন; দেখিলেন, সেই বৃদ্ধাতাপসী শিথিলসন্ধিবন্ধন ও বলিতশরীরে জরাপলিতকেশে প্রবলপবনে কম্পমানা কদলীর ন্যায় দণ্ডায়মানা রহিয়া- ছেন; সীতা সেই মহাভাগা পতিব্রতা অন- সূয়াকে অব্যগ্র হইয়া অভিবাদন করিলেন এবং নিজনাম প্রকাশপূর্ব্বক পরিচয় দিলেন। জানকী সেই দমনিয়মশালিনী তপস্বিনীকে অভিবাদন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর, বৃদ্ধা তাপসী সেই স্বামিসমধর্ম্মচারিণী মহাভাগা সীতাকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করতঃ বলিলেন, "জানকি! আমি দৈবযোগে তোমাকে দেখিতে পাইলাম, হে মানিনি! তুমি দৈববশতঃই জ্ঞাতি, স্বজন, সম্মান, সমৃদ্ধি পরিত্যাগ করতঃ পিতার আদেশে বনবাসি- পতির সহ অনুগমন করিতেছ। পতি নগ- রস্থই হউন বা বনেই বাস করুন্, অনুকূলই হউন অথবা প্রতিকূলই হউন, যাহাদিগের ভর্ত্তাই পরম প্রিয়তম সেই সমস্ত নারীদিগের জন্যই মহোদয় লোক সমুদয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। পতি দুঃশীল, যথেচ্ছাচারী বা ধনহীন যেরূপই হউন, সৎস্বভাবা নারীগণের তিনিই পরম দেবতাস্বরূপ। হে বৈদেহি! আমি বহুকাল বিবেচনা করিয়া পতি হইতে পরম হিতৈষী বন্ধু আর কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না, পতিই ইহলোকে ও পর লোকের জন্য অক্ষয় তপস্যার অনুষ্ঠানস্বরূপ; কামাসক্ত হৃদয়া অসতীকামিনীগণ যাহারা ভরণপোষণার্থ কেবল ভর্ত্তাকে নাথ বলিয়া থাকে তাহারা এইরূপ দোষ গুণ অবগত না হইয়া স্বেচ্ছাচরণ করে। জানকি! যাহারা উক্ত অনিষ্টগুণযুক্তা নারী তাহারা অকার্য্যের বশীভূত হইয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট হয় এবং অযশ লাভ করিয়া থাকে। আর যে সকল স্ত্রীগণ পূর্ব্বোক্ত সদ্গুণসমূহে বিভূষিত, তাহারা শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠতর লোক সকল সন্দর্শন করিয়া পুণ্যশীলপুরুষের ন্যায় অনা- য়াসে স্বর্গলোকে বিচরণ করিয়া থাকেন; অতএব তুমি এইরূপে পতির প্রতিপালিত

ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সতীত্বসমন্বিত ও শুদ্ধাচারবশবর্ত্তিনী হইয়া স্বামিকে সর্ব্বপ্রধান জ্ঞান করিয়া তাঁহার সহধর্ম্মচারিণী হও,' তাহা হইলে অক্ষয় যশ ও অশেষ ধর্ম্মলাভ করিতে পারিবে।"

ইতি সপ্তদশাধিক শত সর্গ॥ ১১৭॥

অষ্টাদশাধিক শত সর্গ।

অসূয়া-বর্জ্জিতা সীতা অনসূয়া-কর্ত্তৃক এইরূপ কথিতা হইয়া তাঁহাকে যথাবিধি সৎকারপূর্ব্বক মন্দমন্দ-স্বরে এই কথা বলিলেন, "আর্য্যে! আপনি যাহা শিক্ষা দিতেছেন, তাহা আপনাতে অসম্ভব নহে, একমাত্র পতিই যে নারীর গুরু, তাহা আপনি যেরূপ বলিলেন, আমিও সেইরূপ জানি। যদ্যপি ভর্ত্তা অসচ্চরিত্র ও ধনহীন হয়েন, তথাপি মাদৃশ মহিলাগণের তাদৃশ পতিতে দ্বৈধভাব-পরিহারপূর্ব্বক ব্যবহার করা উচিত; পরন্তু, যিনি শ্লাঘ্যগুণ-সম্পন্ন, সদয়, জিতেন্দ্রিয়, স্থিরানুরাগ, ধর্ম্মাত্মা এবং আমার মাতা পিতার ন্যায় প্রীতিভাজন, ঈদৃশ পতির প্রতি আমি যে সমুচিত ব্যবহার করিতেছি, তাহা বিচিত্র কি? আমার মহাবল পতি কৌসল্যার নিকটে যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, সুমিত্রাপ্রভৃতি অন্যান্য রাজ-পত্নীগণের নিকটেও সেইরূপ ব্যবহার করেন, এমন কি মহারাজ দশরথ অভিমান পরিহার-পূর্ব্বক একবার যে নারীর প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়াছেন, ধর্ম্মজ্ঞ বীরবর পতি তাহাদের প্রতিও মাতৃবৎ ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমি স্বামীর সহিত যখন এই ভয়াবহ বিজনকাননে আগমন করি তখন আপনার ন্যায় আমার শ্বশ্রূ যে শিক্ষা দান করিয়াছিলেন তাহা আমার হৃদয়ে স্থিরভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে; পূর্ব্বে বিবাহ-কালে অগ্নি-সন্নিধানে আমার জননী যে উপদেশ দিয়াছিলেন সেই সকল বাক্যও আমার মনে জাগরূপ রহিয়াছে। হে ধর্ম্মচারিণি! আমি আত্মীয়গণের উপদেশ-বাক্য কিছুমাত্র বিস্মৃত হই নাই, রমণীদিগের পতি-শুশ্রূষা ব্যতীত অন্য তপস্যা বিহিত নহে; সাবিত্রী পতি-শুশ্রূষা করিয়া স্বর্গে বাস করিতেছেন, আপনিও স্বামিসেবা-দ্বারা স্বর্গ লাভ করিবেন। রমণীগণের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠতমা স্বর্গীয় দেবতা রোহিণী, চন্দ্র-ব্যতিরেকে মুহূর্ত্তকালও একাকিনী থাকেন না, ইহা দেখা যাইতেছে; এবম্বিধ বরণীয় নারীগণ পতির প্রতি দৃঢ়ব্রত হইয়া নিজকর্ম্ম ও পুণ্য-বলে দেবলোকে বাস করিয়া থাকেন।"

অনন্তর, অনসূয়া সীতার উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ-পূর্ব্বক হর্ষ প্রদান করতঃ বলিলেন, "পবিত্র চরিতে সীতে! আমার বিবিধ নিয়ম-দ্বারা উপার্জ্জিত সুমহৎ তপস্যা সঞ্চিত আছে, আমি সেই তপোবল অবলম্বন করিয়া তোমাকে বর-প্রার্থিনী হইতে প্রার্থনা করিতেছি। জানকি! তোমার বাক্য সকল যুক্তি-সঙ্গত ও অতি পবিত্র, আমি তোমার এই সকল কথা শ্রবণে অতি প্রীতি লাভ করিলাম, এক্ষণে তোমার কি প্রিয়-কার্য্য করিব বল?" সীতা তাঁহার সেই কথা শ্রবণে বিস্মিতা হইয়া মন্দ মন্দ হাস্য করতঃ তপোবল-সমন্বিতা অনসূয়াকে বলিলেন, "দেবি! আপনার অনুগ্রহেই আমার সমস্ত কামনা পূর্ণ হইয়াছে, অতএব এক্ষণে আমার আর কোন প্রার্থনা নাই।" সীতা এইরূপ বলিলে, সেই ধর্ম্মজ্ঞা অনসূয়া অতিশয় প্রীতা হইলেন এবং বলিলেন, "জানকি! আমি তোমার লোভ-রাহিত্যহেতু যে হর্ষ আছে, তাহা সফল করিব, এই দিব্য মাল্য, উৎকৃষ্ট বস্ত্র, আভরণ সকল, মহামূল্য অনুলেপন ও অঙ্গরাগ আমি প্রীতি-পূর্ব্বক তোমাকে প্রদান করিতেছি, এই সকল দ্রব্য তোমার অঙ্গ সকলকে সুশোভিত করুক, এই মাল্যপ্রভৃতি অভরণ সমুদয় অঙ্গে বিধৃত হইলেও নিয়ত অনুরূপ ও অম্লান থাকিবে। হে জনকনন্দিনি! লক্ষ্মী যেমন অব্যয় বিষ্ণুকে শোভিত করেন, সেইরূপ তুমি এই দিব্য অঙ্গরাগ অঙ্গে লেপন করিয়া স্বামীকে সুশোভিত করিবে।" মিথিলাধিপ নন্দিনী সীতা অনসূয়ার প্রীতি প্রদত্ত উৎকৃষ্ট বস্ত্রাভরণ, অঙ্গরাগ ও মাল্য প্রতিগ্রহ করিলেন, ধীর-

ব্রতাল্লা যশস্বিনী সীতা প্রীতিপূর্ব্বক প্রদত্ত উক্ত বস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তপোধনা অনসূয়াকে স্তুতি করিলেন।

জানকী তাদৃশ ভাবে স্তুতি বিনতি করিতে প্রবৃত্তা হইলে দৃঢ়ব্রতা অত্রিপত্নী কোন প্রিয়ানুগতা কথা জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন, বলিলেন, "জানকি! এই যশস্বী রঘুনন্দন রাম স্বয়ম্বরে তোমাকে লাভ করিয়াছেন, এই কথা আমার শ্রুতিগোচর হইয়াছে; অতএব সেই কথা বিস্তারক্রমে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, হে মিথিলাধিপ-তনয়ে! এ বিষয়ে যাহা ঘটিয়াছিল, তুমি তৎসমুদয় আমার নিকট প্রকাশ কর।" অনসূয়া সীতাকে এইরূপ বলিলে তিনি সেই ধর্ম্মচারিণী তাপসীকে 'শ্রবণ করুন্, এই কথা বলিয়া সেই সকল বৃত্তান্ত কহিতে প্রবৃত্ত হইলেন। "মিথিলাদেশের অধিপতি বীর ও ধর্ম্মজ্ঞ জনক নামক রাজা, যিনি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে নিয়ত অনুরক্ত থাকিয়া ন্যায়ানুসারে পৃথিবী শাসন করিতেছেন, সেই নৃপতির যজ্ঞভূমি কর্ষণকালে আমি ভূতল ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়া তাঁহার দুহিতা হই। সেই নরপতি নিম্ন ও উন্নত ভূমি সমান করিবার জন্য মৃত্তিকামুষ্টি বিক্ষেপণে তৎপর ও ধূলিধূসরসর্ব্বাঙ্গ থাকিয়া আমাকে দেখিয়াই বিস্ময়াপন্ন হইলেন; তাঁহার সন্তান ছিল না, সুতরাং স্নেহপরতন্ত্র হইয়া তিনি স্বয়ং আমাকে ক্রোড়ে করিয়া 'এইটী আমার কন্যা, এই কথা বলিয়া সমুদয় স্নেহ আমার প্রতি অর্পণ করিলেন। 'হে মহারাজ! এই কন্যা তোমার ক্ষেত্রে উৎপন্না হইয়াছে, অতএব ধর্ম্মতঃ এ কন্যা তোমারই হইল' অন্তরীক্ষে মনুষ্যের বাক্যসদৃশী এইরূপ দৈববাণী হইল। অনন্তর, আমার পিতা ধর্ম্মাত্মা মিথিলাধিপতি মহারাজ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং তিনি আমাকে প্রাপ্ত হইয়া অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিলেন। মহারাজ মিথিলাধিপতি প্রথমা মহিষীকে অতিশয় ভাল বাসিতে এ জন্য সেই পুণ্যকর্ম্মপরায়ণার নিকট প্রতিপালনার্থ আমাকে প্রদান করিলে, তিনি মাতৃস্নেহপরতন্ত্র হইয়া আমাকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। নির্দ্ধন পুরুষ বিত্তনাশ হইলে যেমন চিন্তিত হয়, সেইরূপ পিতা আমার বিবাহযোগ্য বয়ঃক্রম দর্শনে দুঃখিত ও চিন্তাপরবশ হইলেন। যেহেতু সংসারে কন্যার পিতা ধরাধামে ইন্দ্রতুল্য হইলেও আপনার সদৃশ বা আপনা হইতেও অপকৃষ্ট বরপক্ষীয় লোক হইতে অসম্মানিত হয়েন, উৎকৃষ্টপক্ষ হইতে যে অসম্মান হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। পোত যেমন মহার্ণবে পতিত হইয়া পার প্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ ভূপতি আপনাতে সেই অসম্মান সন্নিহিত দর্শনে চিন্তার্ণবে পতিত হইয়া তাহার পরপার প্রাপ্ত হইলেন না; মহীপাল চিন্তা করতঃ আমাকে অযোনিসম্ভবা জানিয়া আমার কুলশীলাদির সদৃশ ও সৌন্দর্য্য প্রভৃতির অনুরূপ পতি পাইলেন না। সতত এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার মনে ইহাই উদিত হইল যে 'তনয়ার জন্য ধর্ম্মতঃ স্বয়ম্বর সভা করিব' নরপতির অন্তঃকরণে যখন স্বয়ম্বর করণই স্থির হইল, তখন আমার পিতার অগ্রজ মহানুভব দেবরাতের মহাযজ্ঞে প্রীত হইয়া মহাত্মা বরুণদেব যে মহৎ ধনু ও অক্ষয়সায়ক সম্পন্ন তূণদ্বয় প্রদান করিয়াছিলেন; যে ধনু ভারবত্তা বশতঃ বহু লোক দ্বারা যত্নসহকারেও সঞ্চালিত হয় নাই, এবং নৃপগণ স্বপ্নেও যাহাকে নত করিতে সমর্থ হয়েন নাই, সত্যবাদী পিতা সেই শরাসন প্রাপ্ত হইয়া প্রথমতঃ নৃপগণকে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক তাঁহাদের সাক্ষাতে বলিলেন 'যিনি এই ধনু উত্তোলন করিরা জ্যাযুক্ত করিতে পারিবেন, আমার কন্যা তাঁহারই ভার্য্যা হইবে সংশয় নাই।' নরেন্দ্রগণ সেই শৈলসম ভার-বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট ধনু দৃষ্টি করতঃ তাহাকে উত্তোলন করিতে অশক্ত হইয়া অভিবাদন করিয়াই প্রস্থান করিলেন। বহুকালের পর এই মহাদ্যুতি সত্যপরাক্রম রঘুনন্দন রাম, ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সমভিব্যাহারে যজ্ঞ দর্শনার্থ সমাগত হইলেন। মহাত্মা বিশ্বামিত্র আমার পিতাকর্ত্তৃক যথোচিত পূজিত হইয়া তখন পিতাকে বলিলেন যে, "এই রাম ও লক্ষ্মণ রঘুকুলোদ্ভব রাজা দশরথের

পুত্র, আপনার ধনু দর্শন করিতে আকাঙ্ক্ষিত হইয়াছেন।” মহর্ষি আমার পিতাকে এই কথা বলিলে তিনি সেই দেবদত্ত ধনু তথায় আনয়ন পূর্ব্বক রাজপুত্রকে দর্শন করাইলেন। বীর্য্যবান্ মহাবল নৃপনন্দন নিমেষমাত্রে তাহা আনত করিয়া অবিলম্বে জ্যাযোজনা পূর্ব্বক আকর্ষণ করিলেন, তিনি বেগে আকর্ষণ করিবামাত্র সেই মহৎ ধনু দুই খণ্ডে ভগ্ন হইয়া পড়িল, তাহাতে বজ্রপাতের ন্যায় ভয়ানক শব্দ হইল। অনন্তর, সত্যসন্ধ পিতা উৎকৃষ্ট জলপাত্র গ্রহণপূর্ব্বক আমারে রামকে সম্প্রদান করিতে উদ্যত হইলে, রঘুকুলনন্দন রাম অযোধ্যাধিপতি পিতার অভিপ্রায় না জানিয়া আমাকে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। পরিশেষে পিতা, আমার শ্বশুর বৃদ্ধরাজা দশরথকে আহ্বান করিয়া তাঁহার সম্মতি অনুসারে আমারে আত্মজ রামকে প্রদান করিলেন, এবং সাধ্বী ও সুন্দরী উর্ম্মিলানাম্নী আমার অনুজারে ভার্য্যার্থে লক্ষ্মণকে সম্প্রদান করিলেন, এইরূপে সেই স্বয়ম্বরে পিতা স্বয়ং আমারে রামকে প্রদান করিয়াছিলেন, তদবধি আমি বীরবর পতির প্রতি নিয়ত অনুরক্তা রহিয়াছি।”

ইতি অষ্টাদশাধিক শতসর্গ ॥ ১১৮ ॥

একোনবিংশাধিকশত সর্গ।

ধর্ম্মজ্ঞা অনসূয়া সেই মহতী কথা শ্রবণ করিয়া মৈথিলীর মস্তকাঘ্রাণপূর্ব্বক বাহুযুগল দ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, বলিলেন “স্বয়ম্বর যেরূপে হইয়াছিল সেই সমস্ত পরিস্ফুটপদযুক্ত, বিচিত্র মধুরবাক্য আমি শ্রবণ করিলাম। হে মধুরভাষিণি মৈথিলি! তোমার এই সকল কথায় আমি অতিশয় প্রীতি লাভ করিলাম। সম্প্রতি শুভ রজনীর সন্নিহিত হইয়া সূর্য্যদেব অস্তাচল গমন করিতেছেন। বিহঙ্গগণ সমস্ত দিবস আহারার্থ সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া সন্ধ্যাকালে নিদ্রার্থ নিজনীড়ে নিলীন হইবার জন্য ধ্বনি করিতেছে শ্রুত হইতেছে। এই সমস্ত জলসিক্ত-বল্কল-ধারী মুনিগণ মিলিত হইয়া অভিষেক বশতঃ আর্দ্রদেহে কলসোদ্যত ঋষিরা আশ্রমের সমীপে আগমন করিতেছে। ঋষি-কর্ত্তৃক বিধিপূর্ব্বক অগ্নিহোত্র সকল হুত হওয়াতে কপোত-কণ্ঠবৎ শ্যামবর্ণ বায়ুবেগে উদ্ধূত ধূম দৃষ্টিগোচর হইতেছে। যে সকল বৃক্ষের পত্র অল্প তাহারাও অন্ধকারে চতুর্দ্দিকে ঘনীভূত হইয়া দূরবর্ত্তিদেশে দিক্-সকলকে অপ্রকাশিত করিতেছে। রাত্রিচর জীব সকল চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছে। এই সকল তপোবনের মৃগগণ পুণ্যক্ষেত্র-তুল্য বেদির উপরি শয়ন করিতেছে। জানকি! ঐ দেখ, নক্ষত্র-ভূষিতা যামিনী আগমন করিতেছে, গগণমণ্ডলে জ্যোৎস্নাবরণ-যুক্ত উদিত চন্দ্র নেত্রগোচর হইতেছে, অতএব আমি আদেশ করিতেছি, তুমি রামের শুশ্রূষা করিতে গমন কর, তোমার মধুর বাক্যে আমি অতিশয় সন্তোষ লাভ করিলাম। বৎসে মৈথিলি! তুমি আমার সমক্ষে আপনাকে অলঙ্কৃত কর, এবং দিব্য ভূষণে সুশোভিতা হইয়া মদীয় প্রীতি-বর্দ্ধন কর।”

সেই সুর-কন্যা-সদৃশী সীতা তখন আপনাকে বিচিত্র-বেশভূষাতে বিভূষিত করিয়া নত মস্তকে অনসূয়ার চরণে প্রণাম-পূর্ব্বক রামের নিকটে গমন করিলেন। বক্তৃবর রঘুনন্দন রাম, সীতাকে তাদৃশ বেশে ভূষিতা দেখিয়া তাপসীর প্রীতি-প্রদত্ত ভূষণাদি দর্শনে হর্ষ-প্রাপ্ত হইলেন।

অনন্তর, জনক-নন্দিনী সীতা তপস্বিনীর প্রদত্ত বসনাভরণ মাল্য-প্রভৃতি প্রাপ্তির কথা রামকে সমুদয় নিবেদন করিলেন; রাম ও মহারথ লক্ষ্মণ জানকীর মানুষলোকে দুর্লভ সৎক্রিয়া সন্দর্শনে অতিশয় হৃষ্ট হইলেন। পরিশেষে রঘু-নন্দন রাম সুধাংশুমুখী সীতাকে দর্শন করতঃ প্রীত এবং সমস্ত তাপস-কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া সেই রজনী তথায় বাস করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে নরশ্রেষ্ঠ রাম ও লক্ষ্মণ স্নাত হইয়া বনান্তরে গমনার্থ বনবাসি অগ্নিহোত্র তাপসগণের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। ধর্ম্মচারিবনচর তাপসেরা তাঁহাদিগকে সেই বন-প্রদেশে রাক্ষসগণদ্বারা উপদ্রুত হইতে হইবে ইহা বিদিত করিলেন এবং

বলিলেন, "হে রাম! পুরুষমাংস-ভক্ষক নানারূপ রাক্ষসগণ ও রুধিরপায়ী হিংস্র-জন্তু সকল এই মহারণ্যে বাস করে। হে রাঘব! এই অরণ্যানী-মধ্যে যে কোন ধর্ম্মচারী তপস্বী অশুচি অথবা অসাবধান থাকে, তাহাকে তাহারা ভক্ষণ করে, অতএব তুমি সেই হিংস্র সকলকে নিবারণ কর। মহর্ষিগণের বন-মধ্যে ফলাহরণ করিবার এই পথ, তুমি এই পথ-দ্বারাই দুর্গম গহনে গমন করিতে পারিবে।" শত্রুতাপন রঘু-নন্দন, কৃতাঞ্জলি তাপস ব্রাহ্মণ-গণ-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত ও কৃত-স্বস্ত্যয়ন হইয়া ভার্য্যা ও লক্ষ্মণের সহিত মেঘমণ্ডলে সূর্য্যের ন্যায় বন-মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে একোনবিংশাধিক-
শত সর্গ ॥ ১১৯ ॥

অযোধ্যাকাণ্ড সম্পূর্ণ।

রামায়ণ।

অরণ্যকাণ্ড।

প্রথম সর্গ।

সেই বিশুদ্ধাত্মা দুর্দ্ধর্ষ রাম দণ্ডক নামক মহারণ্যে প্রবেশ করিয়া তাপসদিগের বহুতর আশ্রম দর্শন করিলেন। সেই সমস্ত কুশচীর পরিব্যাপ্ত আশ্রম ব্রাহ্মী শোভাসমন্বিত হইয়া, গগনস্থ দুরাধর্ষ সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায়, প্রদীপ্ত ছিল। সেই আশ্রম সমুদায় নিয়ত পরিষ্কৃত প্রাঙ্গণে শোভিত এবং বিবিধ পশু ও পক্ষিগণে সমাবৃত থাকায় সমস্ত প্রাণীরই শরণীয় ছিল। স্বর্গবিহারিণী অপ্সরারাও দলে দলে আসিয়া নৃত্য করতঃ নিয়ত তৎসমুদায়ের সেবা করিত। সেই পবিত্র আশ্রম সমুদায় বৃহৎ বৃহৎ অরণ্যজাত স্বাদুফলজনক পবিত্র বৃক্ষসমূহে সমাবৃত, বেদাধ্যয়নশব্দে প্রতিধ্বনিত, স্থানে স্থানে চিত্রপদ্মযুক্ত সরোবরে বিরাজিত, মল্লিকা মালতী প্রভৃতি পুষ্প সমূহে পরিব্যাপ্ত এবং বিশাল অগ্নিগৃহ, স্রুগ্‌ভাণ্ড, অজিন, কুশ, সমিৎ, জলপূর্ণ কলস ও বিবিধ ফলমূলসমূহে শোভিত ছিল। এবং তৎসমুদায়ে প্রতিনিয়ত বৈশ্বদেব বলি ও বিবিধ হোম অনুষ্ঠিত হইত। অপিচ সেই সকল আশ্রমে চীর ও কৃষ্ণাজিন-পরিধায়ী, ফলমূলভোজী এবং সূর্য্য ও অগ্নিসদৃশ দ্যুতিশালী বৃদ্ধ মুনিগণ বাস করিতেন। সেই আশ্রম সমুদায় নিয়তাহারী পবিত্র পরমর্ষি সমূহে শোভিত এবং বেদাধ্যয়নশব্দে প্রতিধ্বনিত হইয়া ব্রহ্মলোকের সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছিল। মহাতেজা শ্রীসম্পন্ন রঘুনন্দন রাম মহাভাগ ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণগণে শোভিত সেই তাপসাশ্রম সকল দর্শনপূর্ব্বক মহাধনুর জ্যা মোচন করিয়া তদভিমুখে গমন করিলেন। সেই সমস্ত দৃঢ়সঙ্কল্প দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন মহর্ষিরাও জ্ঞানপ্রভাবে, রাম ও যশস্বিনী বিদেহরাজনন্দিনী সীতা দেবী আসিতেছেন, জানিতে পারিয়া প্রীতিসহকারে তাঁহাদিগের প্রত্যুদ্গমন করিলেন। পরে তাঁহারা উদয়কালীন চন্দ্রসদৃশ প্রিয়দর্শন ধর্ম্মনিরত রাম, লক্ষ্মণ ও যশস্বিনী বিদেহরাজনন্দিনী সীতা দেবীকে দর্শন করিয়া মঙ্গল আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করতঃ তাঁহাদিগকে সম্মানিত করিলেন। সেই বনবাসী সকলে বিস্মিত হইয়া রামের রূপ, লাবণ্য, সুকুমারতা ও সুবেশতা দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলেই যেন অনিমেষলোচনে সেই আশ্চর্য্য রূপসম্পন্ন রাম, লক্ষ্মণ ও বিদেহরাজনন্দিনী সীতা দেবীকে অবলোকন করিতে থাকিলেন। পরে সেই সমস্ত প্রাণিহিতনিরত মহাভাগ ধার্ম্মিক অগ্নিতুল্য তেজস্বী মহর্ষিরা অতিথি রঘুনন্দন রামকে পর্ণশালা মধ্যে নিবেশিত করিয়া সংকারসহকারে যথাবিধি অর্ঘ্য

প্রদান করিলেন। অনন্তর সেই সমস্ত ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষিরা মঙ্গল আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করতঃ পরম প্রমোদসহকারে মহাত্মা রামকে ফল, মূল ও পুষ্প প্রদানপূর্ব্বক "এ সমস্ত আশ্রমই আপনার," এরূপ বলিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, যিনি ধর্ম্ম রক্ষার্থে দণ্ড ধারণ করেন, সেই রাজা সমস্ত লোকের গুরু, মান্য ও পূজনীয়, এবং ইহলোকে অতীব যশস্বী হয়েন, এবং সকলেই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। হে রঘুনন্দন! মহেন্দ্রের চতুর্থ অংশ ইহলোকে রাজা হইয়া প্রজাদিগকে রক্ষা করেন, সুতরাং রাজা সমস্ত প্রাণি-কর্ত্তৃক অভিপূজিত হয়েন, এবং রমণীয় শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বস্তু সমস্ত ভোগ করেন। আপনি নগরেই থাকুন, বা বনেই থাকুন, আপনিই আমাদের নিয়ামক রাজা কেন না আমরা আপনার রাজ্যেই বাস করি; অতএব আমাদিগকে রক্ষা করা আপনার উচিত। হে রাজন্! আমাদিগের তপস্যাই ধন, এবং আমরা নিরন্তর ইন্দ্রিয়গণ ও ক্রোধ পরাজয়েই ব্যাপৃত আছি, সুতরাং আমরা এক বারেই দণ্ড পরিত্যাগ করিয়াছি; অতএব আমরা, গর্ভস্থ বালকের ন্যায় আত্মত্রাণে অসমর্থ, এ বিধায়ে অবশ্যই আপনার আমাদিগকে রক্ষা করা উচিত।"

সেই সকল মহর্ষিরা ঐরূপ বলিয়া লক্ষ্মণের সহিত রঘুনন্দন রামকে পুষ্প, ফল, মূল ও অন্যান্য বিবিধ বন্য খাদ্য দ্রব্যদ্বারা সম্মানিত করিলেন। সেইরূপ অন্যান্য আশ্রমবাসী অগ্নি তুল্য তেজস্বী সাধুচরিত্রসম্পন্ন তপস্যাসিদ্ধ তাপসেরাও সেই সর্ব্বকার্য্যদক্ষ রামকে যথান্যায়ে তর্পিত করিলেন।

ইতি প্রথম সর্গ।

দ্বিতীয় সর্গ।

অনন্তর সূর্য্য উদিত হইতে, মুনিগণ-কর্ত্তৃক আতিথ্যসৎকারে সম্মানিত সেই রাম তাঁহাদিগের সকলের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক নানাবিধ মৃগগণে সমাকীর্ণ এবং ব্যাঘ্র ও ভল্লুকসমূহে সেবিত বনে প্রবেশ করিলেন! পরে তিনি লক্ষ্মণের সহিত বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন, যে, উহা বিধ্বস্ত বৃক্ষ লতাসমূহে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে; উহাতে পক্ষিগণও শব্দ করিতেছে না, কেবল ঝিল্লিকাসমূহই শব্দ করিতেছে; তত্রত্য জলাশয় সমস্ত নিতান্ত অপ্রিয়দর্শন হইয়াছে। অনন্তর কাকুৎস্থ রাম সীতার সহিত সেই তরক্ষু প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণে সমাকীর্ণ বনমধ্যে বিচরণ করিতে করিতে এক মহাশব্দকারী পর্ব্বতশৃঙ্গসদৃশ রাক্ষসকে দর্শন করিলেন। সেই ঘোরদর্শন বিকটাকার রাক্ষসের চক্ষু নিতান্ত গভীর, বদন অতিবৃহৎ, উদর অতিবিশাল ও অবয়বসংস্থান অতি বিষম ছিল। সেই সুদীর্ঘাকার বীভৎস রাক্ষস বসার্দ্র ও রুধিরাক্ত ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিয়াছিল; মুখ ব্যাদন করিলে, কৃতান্তকে দেখিয়া যেমন ভয় হইয়া থাকে, তাহাকে দেখিয়াও, সমস্ত প্রাণীরই সেইরূপ ভয় হইত। এবং সে তিনটি সিংহ, চারিটি ব্যাঘ্র, দুইটি বৃক, দশটি পৃষত মৃগ এবং একটি দন্তযুক্ত ও বসার্দ্র বৃহৎ হস্তিমস্তক লৌহনির্ম্মিত শূলে আবদ্ধ করিয়া অতীব চীৎকার করিতেছিল। পরে সেই রাক্ষস রাম; লক্ষ্মণ ও মিথিলারাজদুহিতা সীতাকে দেখিতে পাইয়া অতীব ক্রোধান্বিত হইয়া, সংহারকালে কৃতান্ত যেমন প্রাণীদিগের প্রতি ধাবিত হন, সেইরূপ তাঁহাদিগের প্রতি ধাবিত হইল। সে অতিভয়ানক শব্দসহকারে যেন ভূমণ্ডল পরিচালিত করতঃ বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া কিঞ্চিৎ দূরে যাইয়া ইহা কহিল, "তোরা জটাধারী ও চীরপরিধায়ী, অথচ হস্তে ধনু, বাণ ও অসি ধারণ করিয়াছিস; সে যাহা হউক, যখন তোরা ভার্য্যার সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছিস্, তখন তোদের জীবন ক্ষীণপ্রায় হইয়াছে। তাপসদ্বয়ের একপ্রমদার সহিত এরূপ বাস কিপ্রকারে সম্ভাবিত হইতে পারে? তোরা নিতান্ত পাপস্বভাব ও অধর্ম্মাচারী; তোদের হইতে মুনিচরিত্র দূষিত হইতেছে; তোরা কে? আমি রাক্ষস; আমার নাম বিরাধ; আমি আয়ুধধারী হইয়া ঋষিদিগের মাংস ভক্ষণ করতঃ

এই দুর্গম বনে বিচরণ করিয়া থাকি। এই পরমা সুন্দরী নারী আমার ভার্য্যা হইবে; তোরা পাপাচারী, আমি যুদ্ধে তোদের রক্ত পান করিব।”

সেই দুরাত্মা বিরাধের উক্ত গর্ব্বযুক্ত দুষ্ট বাক্য শ্রবণ করিয়া, জনকদুহিতা সীতাদেবী ব্যাকুলচিত্তা হইয়া উদ্বেগপ্রযুক্ত, ঝটিকাসময়ে কদলী বৃক্ষের ন্যায়, কাঁপিতে লাগিলেন। রঘুনন্দন রাম সেই শুভচরিতা সীতাদেবীকে বিরাধের ক্রোড়স্থা দেখিয়া শুষ্কবদন হইয়া লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলেন, “হে শুভদর্শন! যিনি নরেন্দ্র জনকের নন্দিনী; যিনি অতি-সুখে বর্দ্ধিতা হইয়াছেন; এবং যিনি আমার ভার্য্যা; সেই যশস্বিনী শুভচরিতা সীতাদেবী বিরাধের ক্রোড়ে অবস্থিতা হইয়াছেন, অবলোকন কর। কেকয়ীর আমাদিগের প্রতি যেরূপ হওয়া অভিপ্রেত, যাহা তাঁহার প্রিয়, এবং যে উদ্দেশে তিনি বর প্রার্থনা করেন, তাহা এক্ষণে অতিশীঘ্র সিদ্ধ হইয়া উঠিল। যিনি পুত্রের নিমিত্ত রাজ্য লাভ করিয়াও সন্তুষ্টা হন নাই, পরন্তু সমস্ত প্রাণীর আমার প্রতি প্রীতি থাকাপ্রযুক্ত, আমাকেও বনে বিবাসিত করিয়াছেন, অধুনা সেই মধ্যম জননী কেকয়ী দেবী সফলমনোরথা হইলেন। হে সুমিত্রানন্দন! রাজ্যহরণ, পিতৃবিনাশ ও অন্যের বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে স্পর্শ করা হইতে আমার আর সমধিক দুঃখ কিছুই নাই।”

কাকুৎস্থ রাম সেইরূপ বলিলে, লক্ষ্মণ অতীব শোকাক্রান্ত হইলেন, এবং তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে বাষ্প নির্গত হইতে লাগিল। পরে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া, রুদ্ধ সর্পের ন্যায়, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ কহিলেন, “হে কাকুৎস্থ! আপনি মহেন্দ্রের ন্যায়, সমস্ত প্রাণির নাথ হইয়া বিশেষতঃ মাদৃশ ভৃত্যসত্ত্বে কিনিমিত্ত, অনাথের ন্যায়, পরিতাপান্বিত হইতেছেন? আমি ক্রোধসহকারে ঐ বিরাধ রাক্ষসের প্রতি শরাঘাত করিলে ও প্রাণ পরিত্যাগ করিবে, এবং পৃথিবী উহার রক্ত পান করিবে। রাজ্যকামুক ভরতের প্রতি আমার যে ক্রোধ হইয়াছিল, মহেন্দ্র যেমন পর্ব্বতে বজ্র ত্যাগ করেন, সেইরূপ আমিও সেই ক্রোধ ঐ বিরাধের প্রতি মোচন করিব। আমার ভুজবলের বেগে বেগযুক্ত মহৎ শর উহার হৃদয়ে পতিত হউক, এবং উহার জীবন বিনাশ করুক; ও ঘূর্ণিত হইয়া ভূতলে পতিত হউক।”

ইতি দ্বিতীয় সর্গ॥ ২ ॥

তৃতীয় সর্গ।

অনন্তর সেই বিরাধ রাক্ষস সমস্ত বন নিনাদিত করতঃ পুনর্ব্বার এই কথা বলিল, “আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোরা বল্, তোরা কে ও কোথায় যাইবি?”

সেই জ্বলিত-বদন বিরাধ রাক্ষস এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, অতীব তেজস্বী রাম ইক্ষ্বাকু-বংশে আত্ম-জন্ম কীর্ত্তনপূর্ব্বক কহিলেন, “আমরা ক্ষত্রিয়; ক্ষত্রিয়-কর্ত্তব্য কার্য্য সকলও অনুষ্ঠান করিয়া থাকি; সম্প্রতি বনবাসী হইয়াছি, ইহা তুই অবগত হ। আমাদিগেরও তোকে জানিতে ইচ্ছা হইতেছে; তুই কে, এই দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিয়া থাকিস্?”

অনন্তর বিরাধ রাক্ষস সেই সত্যপরাক্রম-শালী রামকে কহিল, “অরে রঘুকুলজাত ক্ষত্রিয়! আমি তোর নিকটে আত্ম-বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, তুই শ্রবণ কর্। আমি জবনামা রাক্ষসের পুত্র; আমার মাতার নাম শতহ্রদা; এই পৃথিবীমধ্যে সমস্ত রাক্ষসেরা আমাকে ‘বিরাধ’ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। আমি তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার প্রসাদে শস্ত্রদ্বারা অচ্ছেদ্যত্ব, অভেদ্যত্ব ও অবধ্যত্ব বর লাভ করিয়াছি; অতএব তোরা যুদ্ধের অপেক্ষা না করিয়া ত্বরাবিশিষ্ট হইয়া এই প্রমদাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক, যে স্থান হইতে আসিয়াছিস্, সেই স্থানে পলায়ন কর্; যেন আমি তোদের জীবনপর্য্যন্তও গ্রহণ না করি।” রাম ক্রোধে লোহিতলোচন হইয়া সেই পাপ-নিরতচিত্ত বিকৃতাকার বিরাধ রাক্ষসকে এই বাক্যে প্রত্যুক্তি করিলেন, “রে ক্ষুদ্র! তোকে

ধিক্! তোর অভিপ্রেত বিষয় অতিমন্দ; তুই নিশ্চয়ই মৃত্যুর অন্বেষণ করিতেছিস্; এইক্ষণেই তাহা লাভ করিবি; অবস্থিত হ; আমার নিকটে জীবনসত্ত্বে মুক্তিলাভ করিতে পারিবি না।"

অনন্তর সেই রাম অতি শীঘ্র ধনুতে জ্যা আরোপণপূর্ব্বক বহুতর নিশিত শর সন্ধান করিয়া সেই রাক্ষসের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। তিনি জ্যাযুক্ত কার্ম্মুকদ্বারা স্বর্ণপুঙ্খ; অতি বেগযুক্ত এবং গরুড় ও বায়ুতুল্য দ্রুতগামী সাতটি বাণ মোচন করিলেন। সেই সমস্ত ময়ূরপুচ্ছযুক্ত ও অগ্নিতুল্য দীপ্তিশালী শর বিরাধের দেহ ভেদ করিয়া রক্তলিপ্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তখন সেই রাক্ষস বাণে বিদ্ধ হইয়া বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে ভূতলে রাখিয়া শূল উদ্যত করিয়া ক্রোধসহকারে রাম ও লক্ষ্মণের অভিমুখে ধাবিত হইল। সে অতীব চীৎকার করিয়া ইন্দ্রধ্বজ তুল্য সেই শূল ধারণ করতঃ, মুখব্যাদানকারী কৃতান্তের ন্যায়, শোভা ধারণ করিল। অনন্তর সেই দুই ভ্রাতা সেই কালান্তক যমসদৃশ বিরাধ রাক্ষসের প্রতি প্রদীপ্ত শর সমস্ত বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন সেই অতি ভয়ানক রাক্ষস হাস্য করতঃ অবস্থিত হইয়া জৃম্ভণ করিল। সে জৃম্ভণ করিলে, তাহার শরীর হইতে সেই সমস্ত দ্রুতগামী বাণ বহির্গত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। পরে সেই বিরাধ রাক্ষস নিতান্ত দুঃখপ্রাপ্ত হইয়াও বরপ্রভাবে প্রাণ ধারণ করতঃ শূল উদ্যত করিয়া রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণের অভিমুখে ধাবিত হইল। তৎকালে সেই বজ্রসদৃশ শূলের অগ্রভাগ গগনস্পর্শী হইয়া অগ্নির সাদৃশ ধারণ করিল। শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ রাম দুইটী শরদ্বারাই তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। যেরূপ বজ্র দ্বারা ভিন্ন হইয়া, মেরু পর্ব্বতের বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড ভূতলে পতিত হয়, সেইরূপ রামশরে ছিন্ন হইয়া বিরাধ রাক্ষসের শূল ভূতলে পতিত হইল। তখন রাম ও লক্ষ্মণ অতিশীঘ্র দংশনোদ্যত কৃষ্ণসর্প-সদৃশ দুইটি খড়্গ উদ্যত করিয়া তাহার অভিমুখে ধাবিত হইলেন, এবং তাহার সন্নিহিত হইয়া বলসহকারে খড়্গদ্বারা তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। সেই দুই নরশ্রেষ্ঠ কর্ত্তৃক অতীব বধ্যমান হইয়া, সেই ভয়ানক রাক্ষস উভয় হস্তদ্বারা তাঁহাদিগের উভয়কে গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিতে ইচ্ছা করিল। তখনও তাঁহাদিগের শরীর কম্পিত হইল না। পরে রাম সেই রাক্ষসের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া লক্ষ্মণকে ইহা বলিলেন, "এই রাক্ষস আমাদিগকে বহন করতঃ এই পথ দিয়া গমন করুক্। হে সুমিত্রানন্দন! এই রাক্ষস যথায় আমাদিগকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছে, তথায়ই লইয়া যাউক্; কেন না, এ যে পথ দিয়া যাইতেছে, তাহা আমাদিগেরও গন্তব্য পথ।"

সেই অতিবলবান্ বিরাধ রাক্ষস স্বীয় বলদ্বারা রাম ও লক্ষ্মণকে, বালকদ্বয়ের ন্যায়, উত্তোলন-পূর্ব্বক স্কন্ধদেশে আরোপণ করিল। পরে সে সেই দুই রঘুনন্দনকে স্কন্ধদেশে আরোপণ করিয়া ভয়ানক বনের অভিমুখে চীৎকার করতঃ গমন করিতে লাগিল। অনন্তর সেই রাক্ষস নানাবিধ বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষযুক্ত, বিবিধ পক্ষি-সমূহে মনোহর, শিবাগণ-সমন্বিত, চিত্রব্যাঘ্রসমূহে সমাকীর্ণ ও মহামেঘ-সদৃশ নিবিড় বনে প্রবিষ্ট হইল।

ইতি তৃতীয় সর্গ ॥ ৩ ॥

চতুর্থ সর্গ।

রাক্ষস রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, অবলোকন করিয়া, সীতাদেবী স্বীয় উৎকৃষ্ট হস্তদ্বয় উত্তোলন করতঃ উচ্চস্বরে এরূপ বিলাপ করিলেন, "ঐ ভয়ঙ্করাকার রাক্ষস সাধু-স্বভাব সত্যনিরত সুপবিত্র দশরথতনয় রামকে লক্ষ্মণের সহিত হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে! হা! ব্যাঘ্র, চিত্রব্যাঘ্র ও বৃক সমস্ত আমাকে ভক্ষণ করিবে! —ওহে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! আমি তোমাকে নমস্কার করিতেছি; তুমি ঐ দুই কাকুৎস্থকে পরিত্যাগ করিয়া আমাকে হরণ কর।"

বিদেহরাজ-দুহিতা সীতার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, বীর্য্যসম্পন্ন রাম ও লক্ষ্মণ সেই দুরাত্মা

রাক্ষসের বধবিষয়ে সত্বর হইলেন। তখন রাম বেগসহকারে সেই ভয়ানক রাক্ষসের দক্ষিণ বাহু ভগ্ন করিলেন, এবং লক্ষ্মণ তাহার বাম হস্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। সেই মেঘসদৃশ রাক্ষস ভগ্নহস্ত হইয়া নিতান্ত অবসন্ন হইল, এবং অবিলম্বে মূর্চ্ছিত হইয়া, বজ্রভিন্ন পর্ব্বতের ন্যায়, ভূতলে পতিত হইল। পরে তাঁহারা সেই রাক্ষসকে হস্ত, পাদ ও মুষ্টিদ্বারা পীড়িত করিতে লাগিলেন, এবং বারংবার উত্তোলন-পূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ করতঃ ঘর্ষণ করিতে থাকিলেন; পরন্তু সেই রাক্ষস বহু বাণে বিদ্ধ, খড়্গদ্বারা আহত ও নানাপ্রকারে ভূতলে নিষ্পিষ্ট হইয়াও মরিল না। যিনি ভয়কালে সকলকেই অভয় প্রদান করিয়া থাকেন, সেই শ্রীসম্পন্ন রাম সেই পর্ব্বতসদৃশ রাক্ষসকে সর্ব্বতোভাবে অবধ্য দেখিয়া লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলেন, "ওহে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই রাক্ষস ঈদৃশী তপস্যা করিয়াছে, যে, যুদ্ধে ইহাকে শস্ত্রদ্বারা পরাজিত করিতে পারা যাইবে না; অতএব আইস, আমরা ইহাকে প্রোথিত করি। লক্ষ্মণ! ভয়ানক হস্তীর নিমিত্তে যেরূপ গর্ত্ত খনন করা যায়, তুমি এই ভয়ানক রূপশালী রাক্ষসের নিমিত্তে এই বনমধ্যে সেইরূপ এক বৃহৎগর্ত্ত খনন কর।"

বীর্য্যসম্পন্ন রাম লক্ষ্মণকে "গর্ত্ত খনন কর," ইহা বলিয়া পাদদ্বারা বিরাধের কণ্ঠদেশ আক্রমণ করতঃ অবস্থিত হইলেন। রঘুনন্দন পুরুষশ্রেষ্ঠ রামের কথিত সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, বিরাধ রাক্ষস তাঁহাকে এই বিনয়ান্বিত বাক্য বলিল, "হে পুরুষপ্রবর! আপনি বলে মহেন্দ্রসদৃশ, সুতরাং আপনি আমাকে নিহত করিবেন! হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বে আমি অজ্ঞানবশতঃ আপনাকে জানিতে পারি নাই; অধুনা জানিলাম, যে, আপনি রাম, কৌসল্যা দেবী আপনার দ্বারাই উৎকৃষ্ট পুত্রবতী হইয়াছেন। অপিচ আমি মহাভাগ্যবতী বিদেহরাজদুহিতা সীতা এবং মহাযশা লক্ষ্মণকেও জানিতে পারিয়াছি। আমি অভিশাপবশতঃ এই ভয়ানক রাক্ষস শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছি; আমি পূর্ব্বে গন্ধর্ব্ব ছিলাম; আমার নাম তুম্বুরু; আমি কুবের কর্ত্তৃক এরূপ অভিশপ্ত হইয়াছি। অভিশাপ সময়ে আমি সেই মহাযশা কুবেরকে প্রসাদন করিলে, তিনি আমাকে ইহা বলিয়াছিলেন, যে, যখন দশরথ তনয় রাম তোমাকে যুদ্ধস্থলে বধ করিবেন, তখন তুমি গন্ধর্ব্বদেহ লাভ করিয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে। আমি রম্ভার প্রতি আসক্ত হইয়া যথাসময়ে ধনেশ্বর কুবেরের নিকটে উপস্থিত হই নাই; তজ্জন্য তিনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া ঐরূপ অভিশাপবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। হে শত্রুতাপন! অধুনা আমি আপনার প্রসাদে সেই সুদারুণ অভিশাপ হইতে মুক্ত হইলাম; স্বীয় ভবনে গমন করিব! আপনাদিগের মঙ্গল হউক। এ স্থান হইতে সার্দ্ধযোজন অন্তরে প্রতাপশালী সূর্য্যতুল্য তেজস্বী ধর্ম্মাত্মা শরভঙ্গ মহর্ষি বাস করেন; আপনি শীঘ্র তাঁহার নিকটে গমন করুন, তিনি আপনার মঙ্গল বিধান করিবেন। হে রাম! এক্ষণে আপনি আমাকে গর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়া কুশলী হইয়া তথায় গমন করুন। মরণান্তে গর্ত্তে নিক্ষিপ্ত হওয়া রাক্ষসদিগের সনাতন ধর্ম্ম; মরণান্তে যে সমস্ত রাক্ষসেরা গর্ত্তে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহারা সনাতন লোক সকল লাভ করে।"

সেই শরপীড়িত মহাবল বিরাধ কাকুৎস্থ রামকে ঐরূপ বলিয়া দেহ ত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গ লাভার্থ সমুদ্যত হইল। সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, রঘুনন্দন রামও লক্ষ্মণকে এরূপ আদেশ করিলেন, "লক্ষ্মণ! ভয়ানক হস্তীর নিমিত্তে যেরূপ গর্ত্ত খনন করিতে হয়, এই ভীমকর্ম্মা রাক্ষসের নিমিত্তে সেইরূপ বৃহৎ গর্ত্ত খনন কর।"

লক্ষ্মণকে "গর্ত্ত খনন কর," এরূপ বলিয়া, বীর্য্যশালী রাম পাদদ্বারা বিরাধের কণ্ঠদেশ আক্রমণ করিয়া অবস্থিত হইলেন। অনন্তর লক্ষ্মণ খনিত্র গ্রহণ করিয়া সেই বৃহৎকায় বিরাধের পার্শ্বদেশে এক বৃহৎ গর্ত্ত খনন করিলেন। পরে রাম সেই শঙ্কুসদৃশ কর্ণসমন্বিত বিরাধের কণ্ঠদেশ মোচন করিয়া তাহাকে উত্তোলন পূর্ব্বক উক্ত গর্ত্তে নিক্ষেপ করিলেন। তখন সে উচ্চস্বরে ভয়ানক চীৎকার করিতে

লাগিল। যুদ্ধস্থলে স্থৈর্য্যসম্পন্ন লঘুবিক্রম রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে প্রমোদান্বিত হইয়া বলপূর্ব্বক সেই শব্দকারী যুদ্ধে ভয়জনক বিরাধ রাক্ষসকে উত্তোলন করিয়া গর্ত্তে নিক্ষিপ্ত করিলেন। সমস্ত কার্য্যে সুদক্ষ সেই দুই নরবর মহাসুর বিরাধের শস্ত্রদ্বারা অবধ্যতা অবলোকন করিয়া বুদ্ধিপ্রভাবে তাহার মৃত্যুর উপায় অবধারণ পূর্ব্বক তাহাকে গর্ত্তে নিক্ষেপ করতঃ বধ করিলেন। অরণ্যচারী বিরাধ স্বয়ংই রাম হইতে আত্ম বিনাশ কামনা করিয়া তাঁহাকে "আমার শস্ত্রদ্বারা বধ হইতে পারে না," ইহা বলিয়া স্বীয় মৃত্যুর যথার্থ উপায় নিবেদন করে। সেই অতীব বলশালী রাক্ষসের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাম তাহাকে গর্ত্তে প্রবেশিত করিতে অভিপ্রায় করেন। পরে যখন সে রামকর্ত্তৃক গর্ত্তে প্রবেশিত হয়, তখন চীৎকার দ্বারা সমস্ত বন নিনাদিত করে। অনন্তর মহারণ্য মধ্যে রাম ও লক্ষ্মণ সেই বিরাধকে গর্ত্তে নিপাতিত করিয়া ভয়বিহীন হইয়া শারীরিক ও মানসিক আনন্দ লাভ করতঃ আকাশস্থ সূর্য্য ও চন্দ্রের সাদৃশ্য ধারণ করিলেন।

ইতি চতুর্থ সর্গ ॥ ৪ ॥

পঞ্চম সর্গ।

বীর্য্যসম্পন্ন রাম সেই ভয়ানক বলশালী বিরাধ রাক্ষসকে নিহত করিয়া সীতাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক আশ্বাস প্রদান করতঃ জ্বলিততেজা ভ্রাতা লক্ষ্মণকে কহিলেন, "এই বন অতি কষ্টজনক ও দুর্গম্য; আমরাও এ বনের কিছুমাত্র বৃত্তান্ত অবগত নহি; অতএব চল, আমরা শীঘ্র তপোধন শরভঙ্গের নিকটে গমন করি।"

অনন্তর রঘুনন্দন রাম শরভঙ্গের আশ্রমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি তপস্যাদ্বারা বিশুদ্ধ চিত্ত ও দেবতুল্য প্রভাবশালী সেই শরভঙ্গ ঋষির আশ্রম সন্নিধানে যাইয়া অতীব আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার অবলোকন করিলেন। দেখিলেন, যে, সূর্য্য ও অগ্নি-সদৃশ প্রভাবশালী, দেদীপ্যমান শরীর, প্রদীপ্ত অলঙ্কার-সমূহে ভূষিত এবং নির্ম্মলবস্ত্র পরিধায়ী দেবরাজ মহেন্দ্র দেবগণকর্ত্তৃক অনুগম্যমান হইয়া ভূতল স্পর্শ না করিয়া রথারোহণে আকাশে অবস্থিত রহিয়াছেন এবং তাদৃশ আভরণাদি-ভূষিত অনেক মহাত্মারা তাঁহাকে পূজা করিতেছেন। রাম দূর হইতে দেখিতে পাইলেন, যে, মহেন্দ্রের তরুণসূর্য্য-সদৃশ প্রভা-সমন্বিত ও হরিত বর্ণসম্পন্ন অশ্বগণে যোজিত রথ অন্তরীক্ষে রহিয়াছে। তিনি আরও দেখিলেন, যে, মহেন্দ্রের মস্তকোপরি পাণ্ডুরবর্ণ ঘন-মেঘসদৃশ বর্ণ-সম্পন্ন ও বিচিত্রমাল্য-সুশোভিত চন্দ্রমণ্ডল সদৃশ নির্ম্মলছত্র বিরাজমান রহিয়াছে, দুই উত্তমা স্ত্রী সুবর্ণ-নির্ম্মিত দণ্ডসমন্বিত দুইটি মহামূল্য উৎকৃষ্ট চামর গ্রহণ করিয়া তাঁহার মস্তকে বীজন করিতেছে, এবং অনেক দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিরা প্রশস্ত বাক্যসমূহ দ্বারা সেই অন্তরীক্ষস্থ দেবরাজ মহেন্দ্রকে স্তব করিতেছেন। শতযজ্ঞানুষ্ঠায়ী মহেন্দ্র শরভঙ্গ মুনির সহিত সম্ভাষা করিতেছেন, এমত সময়ে রাম তাঁহাকে দর্শন করিয়া অঙ্গুলিদ্বারা সেই রথ নির্দ্দেশপূর্ব্বক ভ্রাতা লক্ষ্মণকে অদ্ভুত ব্যাপার প্রদর্শন করতঃ কহিলেন, "লক্ষ্মণ! সন্তাপদায়ক সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতিঃসম্পন্ন ঐ অন্তরীক্ষস্থ শোভাযুক্ত অদ্ভুত রথ অবলোকন কর। পূর্ব্বে আমরা বহু যজ্ঞানুষ্ঠায়ী মহেন্দ্রের যাদৃশ অশ্ব সকল শ্রবণ করিয়াছি, ঐ অন্তরীক্ষস্থ দিব্য অশ্ব সকল সেইরূপ, ইহাতে সন্দেহ নাই। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! ঐ যে ব্যাঘ্রের ন্যায় দুরাক্রমণীয়, কুণ্ডলধারী ও যৌবনশালী শত শত পুরুষেরা হস্তে খড়্গ লইয়া চতুর্দ্দিকে অবস্থিত রহিয়াছেন। উহাঁদিগের সকলেরই বক্ষঃস্থল অতিবিশাল ও অগ্নিতুল্য জাজ্বল্যমান হারে ভূষিত, বাহু পরিঘের ন্যায় আয়ত, বস্ত্র রক্তবর্ণ এবং রূপ পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়স্ক পুরুষের রূপসদৃশ; উহাঁরা নিশ্চয়ই দেবতা হইবেন; কেন না, ঐ প্রিয়দর্শন পুরুষপ্রবরদিগের যাদৃশ বয়োমান অবলোকিত হইতেছে, দেবতাদিগের নিত্যই ঐরূপ বয়োমান থাকে। সে যাহা হউক, লক্ষ্মণ! যে কালপর্য্যন্ত আমি, ঐ রথস্থ দীপ্তি-

শালী মহাপুরুষ যে কে, ইহা নিশ্চয়রূপে জানিতে পারি, তুমি বিদেহরাজদুহিতা সীতার সহিত তাবৎকাল এই স্থলে অবস্থিত হও।”

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে “এই স্থলে অবস্থান কর,” ইহা বলিয়া, কাকুৎস্থ রাম শরভঙ্গের আশ্রমাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। পরে শচীপতি মহেন্দ্র রামকে অভিমুখে আসিতে দেখিয়া শরভঙ্গ মুনির নিকটে যাইবার অনুমতি গ্রহণ করিয়া দেবগণকে ইহা বলিলেন, “ঐ রাম এই দিকে আসিতেছেন; কিন্তু উনি আমার সহিত সম্ভাষা করিবার পূর্ব্বে সেই কার্য্য সমাধান করুন্, পরে আমাকে দর্শন করিবেন। ঐ রামকে অন্যের অতিদুষ্কর রাবণ বধরূপ মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে; যখন উনি রাবণকে জয় করিয়া কৃতকার্য্য হইবেন, তখন আমি স্বয়ংই অবিলম্বে আসিয়া উহাঁকে দর্শন করিব।”

অনন্তর বজ্রধারী অরিদমন মহেন্দ্র সেই তপস্বী শরভঙ্গকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক সম্মানিত করিয়া অশ্বযোজিত রথদ্বারা স্বর্গে গমন করিলেন। সহস্রলোচন মহেন্দ্র স্বর্গে গমন করিলে, রঘুনন্দন রাম ভ্রাতা ও পত্নীর সহিত অগ্নিহোত্রবহনকারী শরভঙ্গের নিকটে গমন করিলেন। পরে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাদেবী সেই মহর্ষির চরণে প্রণাম করিলে, তিনি তাঁহাদিগের বাসস্থান অবধারণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া উপবেশন করিতে অনুমতি করিলেন; তখন তাঁহারা উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর রঘুনন্দন রাম শরভঙ্গকে মহেন্দ্রের আগমনবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাঁহাকে তৎসমুদায় বৃত্তান্ত এইরূপে বিজ্ঞাপন করিলেন, “হে রাম! যাহা অবিশুদ্ধচিত্ত মানবেরা লাভ করিতে পারে না, পরন্ত আমি উগ্রতপস্যাদ্বারা লাভ করিয়াছি, সেই ব্রহ্মলোকে আমাকে লইয়া যাইতে অভিলাষী হইয়া, ঐ বরপ্রদ ইন্দ্র, এখানে আগমন করিয়াছিলেন; কিন্তু হে নরশ্রেষ্ঠ! তুমি আমার নিতান্ত প্রিয় অতিথি; তুমি আমার নিকটবর্ত্তী হইয়াছ, ইহা অবগত হইয়া, আমি গমন করিলাম না। তুমি অতি মহাত্মা ধার্ম্মিক পুরুষপ্রধান; আমি তোমার সহিত সমাগত হইয়াই স্বর্গীয় উচ্চ নীচ লোক সমুদায়ে গমন করিব, অভিলাষ করিলাম। সে যাহা হউক, হে নরবর! আমি তপস্যা দ্বারা যে সমস্ত অক্ষয় সুখজনক স্বর্গলোক ও ব্রহ্মলোক লাভের অধিকারী হইয়াছি, তুমি মদীয় তপস্যার্জ্জিত সেই লোক সমুদায় প্রতিগ্রহ কর।”

মহর্ষি শরভঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ নরশ্রেষ্ঠ রঘুনন্দন রামকে ঐরূপ বলিলে, তিনি তাঁহাকে এই বাক্যে প্রত্যুক্তি করিলেন, “হে মহামুনে! আমি স্বয়ংই তপঃপ্রভাবে সমস্ত লোক আহরণ করিব; আপনি ঐ সমস্ত লোকে যাইয়া সুখভোগ করুন্। অধুনা আমার বাসনা এই যে, আপনি এই বনমধ্যে আমার বাসযোগ্য স্থান নির্দ্দেশ করেন।”

মহাপ্রাজ্ঞ শরভঙ্গ ঋষি ইন্দ্রতুল্য বলবান্ রঘুনন্দন রামকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে আবার এই কথা বলিলেন, “হে রাম! এই অরণ্যমধ্যে সুতীক্ষ্ণ নামে বিষয়ানুরাগবিহীন ও কেবল ধর্ম্মনিরত এক মহাতেজা মহর্ষি বাস করেন, তিনি তোমার কল্যাণ বিধান করিবেন। হে রাম! তুমি এই মন্দাকিনী নাম্নী পুষ্পসমূহ-বাহিনী নদীর স্রোতের বিপরীত দিক্ দিয়া গমন কর, তাহা হইলেই তথায় উপনীত হইবে। হে নরবর! সেই মহর্ষির আশ্রমে যাইবার এই পথ। হে তাত! তুমি মুহূর্ত্তকাল আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া এই স্থানে অবস্থান কর; আমি, তন্মধ্যে, সর্প যেমন জীর্ণত্বক্ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ এই শরীর পরিত্যাগ করি।”

অনন্তর সেই মহাতেজা শরভঙ্গ ঋষি যথাবিধি অগ্নি সমাধানপূর্ব্বক মন্ত্রানুসারে ঘৃতদ্বারা হবন করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিলেন। তখন অগ্নি সেই মহাত্মার রোম, কেশ, জীর্ণত্বক্, মাংস, রক্ত ও অস্থি, এ সমস্তই দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন, এবং সেই মহর্ষি শরভঙ্গও অগ্নিতুল্য দ্যুতিশালী কুমার হইলেন। পরে তিনি সেই অগ্নিসমূহ হইতে সমুত্থিত হইয়া অতীব শোভা ধারণ করতঃ আহিতাগ্নিদিগের, মহাত্মা ঋষিদিগের ও দেবতাদিগের লোক

সমস্ত অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মলোকে আরোহণ করিলেন। পৃথিবী মধ্যে পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠায়ী সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ শরভঙ্গ ঋষি পিতামহ ব্রহ্মাকে অনু-চরবর্গের সহিত অবলোকন করিলেন, এবং পিতামহ ব্রহ্মাও সেই দ্বিজবরকে দর্শন করিয়া আনন্দিত হইয়া "তুমি ত পরম সুখে আগমন করিয়াছ," ইহা জিজ্ঞাসিলেন।

ইতি পঞ্চম সর্গ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ সর্গ।

শরভঙ্গ ঋষি স্বর্গ লাভ করিলে, মুনিগণ সকলে মিলিত হইয়া জ্বলিততেজা কাকুৎস্থ রামের নিকটে গমন করিলেন। বৈখানস, (প্রজাপতির নখজাত) বালখিল্য, (প্রজাপতির লোমজাত) সংপ্রক্ষাল, (প্রজাপতির চরণপ্রক্ষালনে উৎপন্ন) মরীচিপ, (চন্দ্র ও সূর্য্যের কিরণদ্বারা জীবনধারণকারী) অশ্মকুট্ট, (অপক্ক কুট্টিতান্নভোজী) পত্রাহারী, দন্তো-লূখলী, (দন্ত-কুট্টিতান্নভোজী) উন্মজ্জক, (জলমধ্যে কণ্ঠ পর্য্যন্ত নিমগ্ন করিয়া তপস্যাকারী) গাত্রশয্য, (ভূতলশায়ী) অশয্য, (নিদ্রা পরিত্যাগী) অনবকাশিক, (এক পাদে অবস্থিতি করিয়া তপস্যাকারী) জলাহারী, বায়ুভোজী, আকাশ-নিলয়, (অনা-বৃত-প্রদেশবাসী) স্থণ্ডিলশায়ী, ঊর্দ্ধবাসী, (গিরিশিখর প্রভৃতি ঊর্দ্ধপ্রদেশে বাসকারী) দান্ত, (ইন্দ্রিয়দমনকারী) নিয়ত আর্দ্রবস্ত্র-পরিধায়ী, সদা জপশীল, নিত্য বেদাধ্যায়ী ও পঞ্চতপোনুষ্ঠায়ী ঋষি সকল শরভঙ্গ ঋষির আশ্রমে রামের সমীপে গমন করিলেন। তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মী শোভায় শোভিত ও দৃঢ়যোগে সমাহিতচিত্ত ছিলেন। সেই সমস্ত ধর্ম্মজ্ঞ ঋষিগণ সকলে মিলিত হইয়া পরমধর্ম্মজ্ঞ ও ধার্ম্মিকপ্রবর রামের সমীপে যাইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি এই ইক্ষ্বাকুকুল ও পৃথিবী-মধ্যে মহারথ হইয়া প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, অধিক কি, মহেন্দ্র যেমন দেবগণের নাথ, আপনিও সেইরূপ ভূতলবাসীদিগের নাথ হইয়াছেন। আপনি যশ ও বিক্রমদ্বারা ত্রিলোক মধ্যে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন; আপনাতেই পিতৃনিদেশ-পালনরূপ ব্রত, সত্য ও চতুষ্পাদ ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। হে মহাত্মন্! আপনি ধর্ম্মজ্ঞ ও ধর্ম্মপ্রিয়, সুতরাং হে নাথ! আমরা প্রার্থনাবান্ হইয়া আপনার নিকটে যাহা বলিব, তাহা আপনি ক্ষমা করিবেন। হে নাথ! যিনি ষড়্ভাগ বলি গ্রহণ করেন, অথচ প্রজাদিগকে, পুত্রের ন্যায়, প্রতিপালন করেন না, সেই ভূপতির মহান্ অধর্ম্ম হয়। হে রাম! যিনি নিয়ত প্রজারক্ষণে যত্নপরায়ণ ও সাবধান হইয়া, স্বীয় প্রাণ-সমস্ত ও তৎসমুদায় হইতেও সমধিক প্রিয় পুত্রদিগের ন্যায়, সমস্ত প্রজা-দিগকে নিরন্তর রক্ষা করেন, সেই মহীপতি ইহলোকে বহুবর্ষব্যাপিনী শাশ্বতী কীর্ত্তি লাভ করেন, এবং অন্তে ব্রহ্মলোকে যাইয়া সম্মানিত হন। মুনি ফলমূলভোজী হইয়া যে পরম ধর্ম্ম উপার্জ্জন করেন, ধর্ম্মানুসারে প্রজারক্ষণকারী মহীপতি সেই ধর্ম্মের চতুর্থাংশ লাভ করিয়া থাকেন। সে যাহা হউক, যাহাতে ব্রাহ্মণই অধিক, সেই এই মহান্ বানপ্রস্থগণ আপনাকে রক্ষক লাভ করিয়াও, অনাথের ন্যায়, রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক নিহত হইতেছে। বিশুদ্ধচিত্ত মুনিদিগের শরীর সমস্ত বনমধ্যে ভয়ানক রাক্ষসগণ-কর্ত্তৃক নানাপ্রকারে নিহত ও পতিত রহিয়াছে, আপনি আসিয়া অবলোকন করুন্। পম্পা ও গঙ্গা নদীর তীরবাসী ও চিত্রকূটনিবাসী মুনিগণ রাক্ষসগণ-কর্ত্তৃক অতীব পীড়িত হইতে-ছেন। আমরা ভীমকর্ম্মা রাক্ষসগণকৃত তপস্বী-দিগের ঐরূপ ঘোর অপকার সহ্য করিতে পারি নাই; অতএব হে শরণ্য! আমরা আশ্রয়-গ্রহণার্থ আপনার নিকটে আসিয়াছি। হে রাম! আমরা নিশাচরগণ কর্ত্তৃক পীড়িত হই-তেছি; আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন্। হে রাজনন্দন! এই পৃথিবীমধ্যে আমাদিগের আপনা ভিন্ন আর অন্য গতি নাই; অতএব হে বীর! আপনি রাক্ষসগণ হইতে আমা-দিগের সকলকে রক্ষা করুন্।"

সেই সমস্ত নিয়ত তপস্যানিরত তাপস-দিগের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, ধর্ম্মাত্মা কাকুৎস্থ রাম তাঁহাদিগের সকলকে ইহা বলি-

লেন, "হে তপস্বিগণ! আপনাদিগের আমাকে এরূপ ভাবে বলা উপযুক্ত নয়, পরন্তু আদেশ করাই উচিত। আমাকে স্বীয় কার্য্যসাধনার্থেই অরণ্যে প্রবেশ করিতে হইবে, সুতরাং আপনাদিগের রাক্ষসগণকৃত এরূপ অপকার নিবারণার্থ বিশেষ প্রযত্ন করিতে হইবে না। আমি পিতার আদেশ পালন করিবার নিমিত্তেই এই বনে প্রবেশ করিয়াছি; পরন্তু আমার সেই বন প্রবেশ যদৃচ্ছাক্রমে আপনাদিগেরও অর্থসাধক হইয়া উঠিয়াছে; অতএব আমার বনবাস মহাফলজনক হইবে। হে তপোধন-আমি আপনাদিগের শত্রু রাক্ষসদিগকে হনন করিতে অভিলাষ করিতেছি; আপনারা আমার ও মদীয় ভ্রাতার বল বীর্য্য অবলোকন করুন্।"

সেই বীর্য্যসম্পন্ন ধর্ম্মনিরতচিত্ত প্রশংসিতদাতা রাম তপস্বীদিগকে সেইরূপ বর প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের ও লক্ষ্মণের সহিত সুতীক্ষ্ণ মুনির নিকটে গমন করিলেন।

ইতি ষষ্ঠ সর্গ।

সপ্তম সর্গ।

শত্রুতাপন রাম ভ্রাতা, সীতা ও সেই সমস্ত ব্রাহ্মণদিগের সহিত সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি অনেক বহুজলশালিনী নদী উত্তীর্ণ হইয়া বহু দূর পথ অতিক্রম করিয়া, সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায়, সমুন্নত এক নির্ম্মল পর্ব্বত দেখিতে পাইলেন। অনন্তর সেই দুই ইক্ষ্বাকুবংশীয়শ্রেষ্ঠ সীতার সহিত, সেই পর্ব্বতের সন্নিহিত সতত নানাবিধ বৃক্ষসমূহে বিরাজিত কাননে প্রবেশ করিলেন। রাম সেই ভয়ানক বনে প্রবিষ্ট হইয়া নানাবিধ ফলপুষ্পশালী বৃক্ষসমূহে সমন্বিত ও চিরমালায় শোভিত এক আশ্রম দর্শন করিলেন। পরে তিনি তথায় তপস্যানিরত মলসমন্বিত তপোধন সুতীক্ষ্ণকে অবলোকন করিয়া যথাবিধি তাঁহার নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, "হে ভগবন্! আমি রাম; আপনি সত্যপরাক্রমসম্পন্ন ও ধর্ম্মজ্ঞ, সুতরাং আমি আপনাকে দর্শন করিবার নিমিত্তে এস্থানে আগমন করিয়াছি; হে মহর্ষে! আপনি আমার সহিত সম্ভাষা করুন্।"

অনন্তর সেই ধৈর্য্যসম্পন্ন মহর্ষি ধার্ম্মিকপ্রধান রামকে দর্শন করিয়া বাহুদ্বয় দ্বারা আলিঙ্গন করতঃ এই বাক্য বলিলেন, "হে রঘুনন্দন রাম! তুমি ত সুখে আগমন করিয়াছ? হে সত্যনিরতপ্রধান! তুমি এই আশ্রমে আগমন করায়, অধুনা ইহা নাথবিশিষ্ট হইল। হে বীর! তোমার যশ ত্রিভুবনবিখ্যাত; আমি তোমারই প্রতীক্ষা করতঃ ভূতলে দেহ পরিত্যাগ করিয়া দেবলোকে আরোহণ করি নাই। হে কাকুৎস্থ শতযজ্ঞানুষ্ঠায়ী দেবরাজ ইন্দ্র এস্থানে আগমন করিয়াছিলেন। তুমি স্বরাজ্যভ্রষ্ট হইয়া চিত্রকূট পর্ব্বতে আসিয়া বাস করিতেছ, ইহা আমি তাঁহার প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি। সেই দেবশ্রেষ্ঠ দেবরাজ ইন্দ্র এস্থানে আসিয়া আমাকে বলিয়াছেন, যে, আমি পুণ্যকর্ম্মদ্বারা স্বর্গীয় সমস্ত লোক লাভের অধিকারী হইয়াছি। তুমি আমার প্রসাদে ভার্য্যা ও ভ্রাতার সহিত মদীয় তপস্যার্জ্জিত দেব ও ঋষিসমূহে সেবিত সেই সমস্ত লোকে যাইয়া বিহার কর।"

অনন্তর বিশুদ্ধচিত্ত রাম, উগ্রতপঃপ্রভাবে প্রদীপ্ত সত্যবাদী সেই মহর্ষিসুতীক্ষ্ণকে, ব্রহ্মাকে মহেন্দ্রের ন্যায়, এইরূপে প্রত্যুক্তি করিলেন "হে মহামুনে! আমি স্বয়ংই তপঃপ্রভাবে সমস্ত লোক আহরণ করিব; আপনি যাইয়া সেই সমস্ত লোকে সুখভোগ করুন্। আপনি অরণ্যমধ্যে আমার বাসযোগ্য স্থান নির্দ্দেশ করেন, আমার এইমাত্র অভিলাষ। গোতমবংশীয় মহাত্মা শরভঙ্গ আমাকে বলিয়াছেন, যে, আপনি সর্ব্বকার্য্যদক্ষ ও সমস্ত প্রাণিহিতনিরত।"

রাম সেই লোকবিখ্যাত মহর্ষি সুতীক্ষ্ণকে ঐরূপ বলিলে, তিনি অতীব হৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে এই মধুর বাক্য বলিলেন, "হে রাম! এই আশ্রম অতি উৎকৃষ্ট; ইহাতে চিরকালই ফল ও মূল সুলভ; অনেক ঋষিও এখানে বাস করেন্; অতএব তুমি এই স্থানেই বাস করতঃ

বিহার কর। এই আশ্রমে অনেক বৃহৎকায় মৃগগণ আগমনপূর্ব্বক অকুতোভয়ে বিচরণ করতঃ সকলকে লোভিত করিয়াও কোন ব্যক্তিকর্ত্তৃক হত না হইয়া প্রতিগমন করে। এই আশ্রমে মৃগগণ ব্যতীত অপর কাহা হইতেও দোষ হইবার নহে, ইহা তুমি অবগত হও।”

লক্ষ্মণাগ্রজ ধৈর্য্যশালী রাম সেই মহর্ষির উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া ধনু ও শর গ্রহণ করতঃ তাঁহাকে এই বাক্য বলিলেন, “হে মহাভাগ! যদি আমি আনতপর্ব্ব শিতধার শরদ্বারা সেই সমস্ত সমাগত মৃগদিগকে হনন করি, তবে আপনি মৎকর্ত্তৃক পরাভূত হইবেন; আমার তাহা হইতে আর সমধিক পাপ কি হইতে পারে? অতএব আমি এই আশ্রমে বহুকাল বাস করিতে অভিলাষ করি না।”

রাম সেই মহর্ষিকে তদীয় আশ্রমবাসে বিরতিবিষয়ক ঐ বাক্য বলিয়া সন্ধ্যার উপাসনা করিলেন। তিনি সায়ং সন্ধ্যার উপাসনা করিয়া সুতীক্ষ্ণ মুনির সেই আশ্রমে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বাসস্থান অবধারণ করিলেন। অনন্তর সন্ধ্যাকাল অতিক্রান্ত হইলে, রজনী সমাগতা হইয়াছে, ইহা অবলোকন করিয়া, মহাত্মা সুতীক্ষ্ণ মুনি স্বয়ংই সমাদরসহকারে সেই দুই পুরুষপ্রবরকে তাপসযোগ্য শুভ অন্ন প্রদান করিলেন।

ইতি সপ্তম সর্গ।

অষ্টম সর্গ।

রাম সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের সহিত সুতীক্ষ্ণ কর্ত্তৃক অভিপূজিত হইয়া তদীয় আশ্রমে রজনী যাপন করিয়া প্রভাতে প্রতিবুদ্ধ হইলেন। পরে সেই রঘুনন্দন রাম সীতার সহিত যথাসময়ে উত্থিত হইয়া পদ্মগন্ধযুক্ত সুশীতলজলে স্নান করিলেন। অনন্তর রাম, লক্ষ্মণ ও বিদেহরাজদুহিতা সীতা, ইহাঁরা সেই তপস্বিগণে অধিষ্ঠিত বনে যথাসময়ে যথাবিধি অগ্নি ও অন্যান্য দেবতাদিগকে অর্চ্চনাপূর্ব্বক নিষ্পাপ হইয়া, সূর্য্য উদিত হইতেছেন, দেখিয়া সুতীক্ষ্ণ মুনির নিকটে যাইয়া তাঁহাকে এই মধুর বাক্য বলিলেন, “হে ভগবন্! আপনি আমাদিগের পূজনীয়, পরন্তু আমরা আপনাকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া সুখে রাত্রি বাস করিয়াছি। অধুনা আমরা দণ্ডকারণ্যে গমন করিব, তজ্জন্য আপনার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। এই মুনিগণ আমাদিগকে গমনার্থ ত্বরান্বিত করিতেছেন; আমরাও এই সমস্ত পবিত্রস্বভাব দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিদিগের আশ্রম সকল দর্শন করিতে ত্বরান্বিত হইয়াছি; অতএব আমরা এই সমস্ত নিয়ত ধর্ম্মনিরত, তপস্যা দ্বারা বশীকৃত চিত্ত ও নির্ধূম বহ্নিসদৃশ প্রভাশালী মহর্ষিদিগের সহিত ইহা অভিলাষ করিতেছি যে, আপনি আমাদিগকে তথায় গমন করিতে অনুমতি প্রদান করেন। যে কাল পর্য্যন্ত সূর্য্য অতীব দীপ্তি ধারণ করিয়া, অন্যায়ে ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত অসদ্বংশীয় পুরুষের ন্যায়, অসহনীয় না হয়েন, আমরা তন্মধ্যেই তথায়যাইতে বাসনা করিতেছি।”

রঘুনন্দন রাম সেই মহর্ষিকে ঐরূপ বলিয়া সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ সুতীক্ষ্ণ চরণস্পর্শকারী সেই দুই কাকুৎস্থকে উত্থাপনপূর্ব্বক গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া এই স্নেহান্বিত বাক্য বলিলেন, “হে রাম! তুমি সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ও ছায়ার ন্যায় অনুগামিনী এই সীতার সহিত নির্ব্বিঘ্নে পথে গমন কর। হে বীর! তুমি যাইয়া তপস্যা দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত এই সমস্ত দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষিদিগের রমণীয় আশ্রম সকল দর্শন কর। তুমি প্রশস্ত মৃগসমূহে সমাকুল, প্রশান্ত বিহঙ্গগণে সমাকীর্ণ, প্রভূত ফলমূলসমন্বিত ও পুষ্পশোভিত অনেক বন এবং প্রস্ফুটিত পদ্মসমূহে বিরাজিত, নির্ম্মল জল-সমন্বিত ও কারণ্ডবগণে পরিব্যাপ্ত বহুবিধ তড়াগ ও সরোবর দেখিতে পাইবে। অপিচ নয়নরঞ্জন অনেক প্রস্রবণ ও ময়ূরশব্দে নিনাদিত বিবিধ মনোহর অরণ্যও তোমার নয়নগোচর হইবে। হে বৎস! অধুনা তুমি গমন কর; হে সুমিত্রানন্দন! তুমিও গমন কর; পরন্তু তোমরা সেই আশ্রম সকল দর্শন করিয়া এই আশ্রমে প্রত্যাগমন করিও।”

কাকুৎস্থ রাম লক্ষ্মণের সহিত সেই মহর্ষি কর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে "যে আজ্ঞা," বলিয়া প্রদক্ষিণ করতঃ প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। অনন্তর আয়তলোচনা সীতা দেবী সেই দুই ভ্রাতাকে দুইটী উত্তম তূণ, ধনু ও নির্ম্মল খড়্গ প্রদান করিলেন। তখন রাম ও লক্ষ্মণ, ইহাঁরা উভয়ে যথাস্থানে সেই দুই উত্তম তূণ আবদ্ধ করিয়া শব্দযুক্ত কার্ম্মুকদ্বয় গ্রহণ করতঃ তথায় যাইবার নিমিত্তে সেই আশ্রম হইতে বহির্গত হইলেন। সেই দুই রূপবান্ রঘুনন্দন মহর্ষিকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়াই অতি শীঘ্র ধনু ও খড়্গ ধারণ করিয়া সীতার সহিত প্রস্থিত হইলেন।

ইতি অষ্টম সর্গ॥ ৮॥

নবম সর্গ।

রঘুনন্দন রাম সুতীক্ষ্ণ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া দণ্ডকারণ্যাভিমুখে প্রস্থিত হইলে, সীতা দেবী তাঁহাকে এই স্নেহান্বিত মনোহর বাক্য বলিলেন, "হে স্বামিন্! আমি সূক্ষ্ম বিচার করিয়া দেখিতেছি যে, তুমি অধর্ম্ম প্রাপ্ত হইতেছ; কিন্তু যদি কামজন্য ব্যসন হইতে নিবৃত্ত হও, তবে আর তোমার সেই মহান্ অধর্ম্ম হয় না। ইহলোকে কামজন্য ব্যসন ত্রিবিধ হইয়া থাকে; প্রথম মিথ্যাবাক্য, দ্বিতীয় পরস্ত্রীগমন, তৃতীয় বৈরব্যতিরেকে প্রাণিহনন; প্রথম ব্যসনও উৎকট বটে, কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যসন তাহা হইলেও সমধিক উৎকট। হে রঘুনন্দন! তুমি পূর্ব্বে কোন কারণেই মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ কর নাই, এবং ভবিষ্যতেও করিবে না। হে নরবর! তোমার ধর্ম্মনাশক পরস্ত্রীগমনও নাই,—তাহা পূর্ব্বেও হয় নাই, এবং পরেও হইবে না। হে নৃপতনয় রাম! তুমি নিয়তই স্বস্ত্রীনিরত; অতএব তোমার মনেও পরস্ত্রীবিষয়ক অভিলাষ নাই। তুমি পিতার আদেশ প্রতিপালক, ধার্ম্মিক ও সত্যপ্রতিজ্ঞ; তোমাতে ধর্ম্ম ও সত্য সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান আছে, অধিক কি, তোমাতে সমস্তই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। হে মহাবাহো! যাঁহারা ইন্দ্রিয়দিগকে পরাজয় করিয়াছেন, তাঁহারা ঐ সমস্ত সদ্গুণই বহন করিতে পারেন; হে শুভদর্শন! তুমিও যে জিতেন্দ্রিয়, ইহা সমস্ত প্রাণীরই বিদিত আছে। বৈরব্যতিরেকে মোহপ্রযুক্ত পরপ্রাণহিংসারূপ যে অতিভয়ানক তৃতীয় ব্যসন, অধুনা তোমার তাহাই উপস্থিত হইয়াছে। হে বীর! তুমি দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিদিগের রক্ষানিমিত্তে 'যুদ্ধস্থলে রাক্ষসদিগকে বধ করিব,' এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছ এবং ঐ নিমিত্তেই ভ্রাতার সহিত ধনু ও বাণ ধারণ করিয়া 'দণ্ডক' নামে বিখ্যাত বনের অভিমুখে প্রস্থিত হইয়াছ। তোমাকে সেই কারণে দণ্ডকারণ্যাভিমুখে প্রস্থিত দেখিয়া এবং তোমার অঙ্গীকারপালনরূপ ব্রত জানিয়া তোমার ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ চিন্তা করতঃ আমার মন চিন্তাকুল হইয়াছে। হে বীর! আমার দণ্ডকারণ্যে গমন অভিপ্রেত হইতেছে না; আমি তদ্বিষয়ে কারণ নির্দ্দেশ করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। যদি তুমি ভ্রাতার সহিত দণ্ডকারণ্যে যাইয়া সমস্ত বনচরদিগকে অবলোকন করিয়া শর ব্যয় কর, তবে দুর্ব্বল হইবে; কেন না, যেরূপ তৃণকাষ্ঠাদি দাহ্য বস্তু সমস্ত অগ্নির নিকটবর্ত্তী হইয়াই তদীয় তেজ বৃদ্ধি করে, সেইরূপ ধনু ও অস্ত্রশস্ত্র সমস্ত ক্ষত্রিয়দিগের সমীপবর্ত্তী হইয়াই তাঁহাদিগের তেজ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। হে মহাবাহো! পূর্ব্বে পক্ষী ও মৃগসমূহে সমাকুল কোন এক পুণ্যদায়ক অরণ্যে এক পবিত্রচিত্ত সত্যনিষ্ঠ তপস্বী ছিলেন। শচীপতি ইন্দ্র তাঁহার তপস্যার বিঘ্ন করিতে অভিলাষী হইয়া যোদ্ধরূপ ধারণ করিয়া হস্তে খড়্গ লইয়া সেই আশ্রমে আগমন করিলেন। পরে তিনি সেই আশ্রমে সেই উত্তম খড়্গ রক্ষা করিলেন,—সেই পুণ্যজনকতপস্যানিরত তপস্বীকে ন্যাসস্বরূপে তাহা দিলেন। অনন্তর সেই তপোধন সেই খড়্গ লাভ করিয়া স্বীয় বিশ্বাস রক্ষা করতঃ ন্যস্ত বস্তু রক্ষণে যত্নবান্ হইয়াই বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি সেই ন্যস্তবস্তু রক্ষণে এরূপ যত্নবান্ হই-

লেন, যে, সেই খড়্গব্যতিরেকে ফল বা মূল আহরণ করিবার নিমিত্তেও গমন করিতেন না। সেই তপোধন নিয়ত শস্ত্রবহন করতঃ ক্রমে তপস্যায় অধ্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া ভয়ানক বিষয়ে অভিপ্রায় করিলেন। অনন্তর তিনি সেই শস্ত্রসংযোগে প্রমত্ত, রৌদ্রকর্ম্মনিরত ও অধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া নরকে গমন করিলেন। পূর্ব্বে শস্ত্রসংযোগ হেতুক এরূপ ঘটিয়াছিল; এই কারণে পণ্ডিতেরা 'শস্ত্রসংযোগ অগ্নি-সংযোগের ন্যায় বিকারহেতু,' ইহা বলিয়া থাকেন। স্বামিন্! তুমি আমার প্রীতি-ভাজন ও আদরণীয়; অতএব আমি তোমাকে স্মরণ করাইতেছি, শিক্ষা দিতেছি না। হে বীর! তুমি কোন ক্রমে বৈরব্যতিরেকে ধনু ধারণ করিয়া দণ্ডকারণ্যবাসী রাক্ষসদিগকে হনন করিতে অধ্যবসায় করিও না; কেন না কোন ব্যক্তিই কাহাকেও তাহার অপরাধব্যতি-রেকে হনন করা উপযুক্ত বোধ করে না। ক্ষাত্রধর্ম্মে নিরতচিত্ত বীর্য্যশালী ক্ষত্রিয়দিগের আর্ত্তদিগকে রক্ষা করাই অরণ্যে চাপ ধারণের কার্য্য কোথায় শস্ত্র ও কোথায় বন এবং কোথায় ক্ষাত্রধর্ম্ম ও কোথায় তপস্যা; অতএব আমা-দিগের অনুষ্ঠাতব্য বিষয় পরস্পর-বিরোধী হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং তপোবনানুষ্ঠেয় ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। নিরন্তর শস্ত্র ব্যব-হার করিলে, সকলেরই বুদ্ধি, কদর্য্য ব্যক্তি-দিগের বুদ্ধির ন্যায়, ধর্ম্মবিরোধিনী হইয়া উঠে; অতএব তুমি অযোধ্যায় যাইয়া পুনরায় ক্ষাত্র ধর্ম্ম আচরণ করিও। তুমি রাজ্য-পরি-ত্যাগ করিয়া বনবাসী হইয়াছ; এক্ষণে যদি মুনিদিগের আচরণীয় ধর্ম্ম আচরণ কর, তবে আমার শ্বশুর ও শ্বশ্রূর অক্ষয় আনন্দ হয়। ধর্ম্ম হইতে অর্থ হয়, এবং ধর্ম্ম হইতে সুখ হয়; অধিক কি, ধর্ম্ম-দ্বারা সকলই লাভ করা যায়; অতএব এ জগতে ধর্ম্মই সার পদার্থ। সুদক্ষ মনুষ্যেরা প্রযত্নসহকারে সেই সেই বিহিত নিয়ম-দ্বারা শরীর কৃশ করিয়া ধর্ম্ম লাভ করেন; কেন না শারীরিক সুখজনক উপায়-দ্বারা সুখহেতু ধর্ম্ম লাভ করা যায় না; অত-এব হে শুভদর্শন! তুমি নিয়ত পবিত্র-চিত্ত হইয়া তপোবনানুষ্ঠেয় ধর্ম্ম আচরণ কর। তুমি ত্রিলোক-সংবন্ধীয় সমস্ত বিষয়ই অবগত আছ, সুতরাং তোমার নিকটে ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিতে কাহার সামর্থ্য আছে? আমি কেবল স্ত্রী-স্বভাবসুলভ চাপল্যবশতঃই এরূপ বলিলাম; তুমি ভ্রাতার সহিত বিচার করিয়া যাহা উচিত বোধ কর তাহাই কর, বিলম্ব করিও না।"

ইতি নবম সর্গ ॥ ৯ ॥

দশম সর্গ।

স্বামিভক্তিমতী বিদেহরাজদুহিতা সীতা দেবীর কথিত সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, ধর্ম্ম-নিরত রাম তাঁহাকে এই বাক্যে প্রত্যুক্তি করিলেন, "হে ধর্ম্মজ্ঞে জনকতনয়ে! তুমি ক্ষাত্র ধর্ম্ম কীর্ত্তন করতঃ আমার প্রতি স্নেহান্বিতা হইয়া তদুচিত মদীয় হিত-জনক বাক্যই বলি-য়াছ। হে দেবি! আমি আর তোমাকে কি বলিব? তুমি স্বয়ংই এই বাক্য বলিয়াছ, যে, কেহ আর্ত্ত হইয়া চীৎকার না করে, এই কারণেই ক্ষত্রিয়েরা ধনু ধারণ করিয়া থাকেন। হে সীতে! সেই সমস্ত দণ্ডকারণ্যবাসী তীক্ষ্ণ-ব্রতাবলম্বী মুনিরাও আর্ত্ত হইয়া আমাকে শরণ্য বোধে আমার নিকটে স্বয়ং আসিয়া শরণাগত হইয়াছেন। হে ভীরু! তাঁহারা ফল ও মূল ভোজন করতঃ চির কালই অরণ্যে বাস করেন, অধুনা ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষসগণকর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া সুখ লাভ করিতে পারিতেছেন না, এমন কি, অনেকে নরমাংসোপজীবী ভয়ানক রাক্ষসগণকর্ত্তৃক ভক্ষিত হইতেছেন। রাক্ষসেরা ভক্ষণ করিতে থাকিলে, সেই সমস্ত দণ্ডকারণ্য-বাসী মুনিবরেরা আমার নিকটে আসিয়া আমাকে তাহা বলিলেন। আমি তাঁহাদিগের মুখনির্গত সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার গৌরব করতঃ তাঁহাদিগকে এই বাক্য বলিলাম, 'আপনারা আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমা-রই আপনাদিগের নিকটে গমন করা উচিত, সুতরাং আপনারা যে আমার নিকটে আসি-য়াছেন, ইহাই আমার অত্যন্ত লজ্জার বিষয়।

"অনন্তর আমি সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠদিগের সমক্ষে 'আমি কি করিব?' ইহা বলিলে, তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া এই কথা বলিলেন, 'হে রাম! আমরা দণ্ডকারণ্যে থাকিয়া বহুতর ইচ্ছানুরূপ রূপধারী রাক্ষসগণকর্ত্তৃক নিতান্ত পীড়িত হইতেছি; তুমি তথায় যাইয়া আমাদগকে রক্ষা কর। হে অনঘ! পর্ব্বকালে যখন আমরা হোম কার্য্যে ব্যাপৃত হই, তখন মাংসভোজী দুরাধর্ষ রাক্ষসেরা আমাদিগকে ধর্ষণা করে। আমরা নিরন্তর কেবল তপোনুষ্ঠানেই ব্যাপৃত থাকি; অধুনা রক্ষনগণকর্ত্তৃক ধর্ষিত হইয়া পরিত্রাতার অন্বেষণ করিতেছি; তুমিই আমাদিগের পরম পরিত্রাতা। আমরা তপস্যাপ্রভাবে স্বয়ংই রাক্ষসদিগকে হনন করিতে পারি; কিন্তু বহুকালার্জ্জিত তপস্যা ক্ষয় করিতে আমাদিগের অভিলাষ হয় না। হে রঘুনন্দন! একে ত তপস্যার অনুষ্ঠানই অতি কঠিন, তাহে আবার তাহাতে অনেক বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে; অতএব রাক্ষসেরা আমাদিগকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলেও, আমরা তাহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করি না। তুমিই আমাদিগের নাথ; আমরা তোমারই বলে অরণ্যে বাস করিয়া থাকি; অতএব অধুনা আমরা দণ্ডকারণ্যবাসী রাক্ষসগণকর্ত্তৃক পীড়িত হইতেছি, তুমি ভ্রাতার সহিত আমাদিগকে রক্ষা কর।'

"হে জানকি! আমি ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই সমস্ত দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিদিগের নিকটে তাঁহাদিগকে সম্যক্ রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। আমি মুনিদিগের নিকটে প্রতিজ্ঞা করিয়া জীবিত থাকিয়া তাহার অন্যথা করিতে পারিব না; কেন না, চিরকাল সত্যই আমার ইষ্ট পদার্থ। হে সীতে! আমি তোমাকে ও লক্ষ্মণকে, এমন কি, জীবন পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতে পারি; কিন্তু কাহারও নিকটে বিশেষতঃ ব্রহ্মণদিগের সমীপে প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে পারি না, অতএব অবশ্যই আমারে ঋষিদিগকে রক্ষা করিতে হইবে। হে বিদেহরাজতনয়ে! ঋষিগণ আমাকে না বলিলেও, আমার তাঁহাদিগকে রক্ষা করা উচিত, সুতরাং তাঁহাদিগের নিকটে প্রতিজ্ঞা করিয়া কি প্রকারে তাঁহাদিগকে রক্ষা না করিব? হে সীতে! তুমি আমার প্রতি স্নেহ ও সৌহার্দ্দ বশতঃ আমাকে যে তাদৃশ বাক্য বলিয়াছ, তাহাতে আমি সন্তোষ লাভ করিয়াছি; কেননা কেহই অপ্রিয় ব্যক্তিকে হিতোপদেশ করে না। হে শোভনে! তুমি আমাকে স্বীয় বংশের অনুরূপ সমুচিত বাক্যই বলিয়াছ; তুমি আমার সহধর্ম্মচারিণী; আমি তোমাকে প্রাণ হইতেও সমধিক প্রেয়সী বোধ করি।"

সেই ধনুর্দ্ধারী মহাত্মা রাম প্রেয়সী মিথিলারাজদুহিতা সীতাকে ঐরূপ বাক্য বলিয়া লক্ষ্মণের সহিত সেই সমস্ত রমণীয় তপোবনে গমন করিলেন।

ইতি দশম সর্গ।

একাদশ সর্গ।

রাম অগ্রে অগ্রে প্রস্থিত হইলেন, সাধুচরিতা সীতা দেবী মধ্যে থাকিয়া যাইতে লাগিলেন, এবং লক্ষ্মণ ধনু ধারণ করিয়া পশ্চাদ্গামী হইলেন। তাঁহারা সীতার সহিত নানাবিধ শৈলপ্রস্থ, বন ও রমণীয়া নদী সকল দর্শন করতঃ গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যাইতে যাইতে অনেক নদীতটবিহারী সারস ও চক্রবাক, জলচারী বিহঙ্গগণে বিরাজিত পদ্ম-সমন্বিত সরোবর, প্রশস্ত-শৃঙ্গযুক্ত যূথ-বদ্ধ মদোন্মত্ত প্লবত মৃগ, মহিষ, বরাহ এবং বৃক্ষবৈরী হস্তী দেখিতে পাইলেন। অনন্তর দিবাকর অবনত হইতে থাকিলে, তাঁহারা মিলিত হইয়া বহুদূর পথ অতিক্রম করিয়া শ্বেত ও রক্তপদ্মসমূহে সমাকীর্ণ, তটবিহারী গজ-সমূহে অলঙ্কৃত এবং জলচারী সারস ও হংসগণে পরিব্যাপ্ত এক যোজনায়ত রমণীয় তড়াগ দর্শন করিলেন। সেই নির্ম্মল-জলযুক্ত রমণীয় সরোবর-সন্নিধানে গীত ও বাদ্যধ্বনি সকলেরই শ্রবণগোচর হইতে লাগিল; কিন্তু কোন ব্যক্তিই নয়ন-গোচর হইল না। পরে মহারথ রাম ও লক্ষ্মণ কুতূহলবশতঃ ধর্ম্মভৃত-নামক মুনিকে জিজ্ঞাসা করি-

লেন, "হে মহামুনে! এই অদ্ভুত গীত ও বাদ্যধ্বনি শ্রবণ, করিয়া, আমাদিগের সকলেরই পরম কুতূহল জন্মিয়াছে; আপনি উত্তমরূপে ইহার কারণ নির্দ্দেশ করুন্।"

রঘুনন্দন রাম-কর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া, ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মভৃত মুনি সত্বর সেই সরোবরের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে লাগিলেন, "রাম! মাণ্ডকর্ণি-নামা মুনি তপস্যা প্রভাবে এই তড়াগ নির্ম্মাণ করিয়াছেন; ইহাতে চিরকালই জল থাকে; ইহার নাম পঞ্চাপ্সর। সেই মহামুনি মাণ্ডকর্ণি জলাশয়ে থাকিয়া বায়ু ভক্ষণ করতঃ দশ সহস্র বর্ষ তীব্র তপস্যা করেন। অনন্তর অগ্নিপ্রধান সমস্ত দেবেরা অতীব ব্যথিত হইলেন, এবং পরস্পর সমাগত হইয়া 'এই মুনি অবশ্যই আমাদিগের কাহারও স্থান প্রার্থনা করিতেছেন,' ইহা বলিলেন। পরে তাঁহারা সকলে ঐ কারণে উদ্বিগ্নমানস হইয়া সেই মুনির তপস্যার বিঘ্ন সমাধানার্থে বিদ্যুত্তুল্য দ্যুতিশালিনী পাঁচটি প্রধানা অপ্সরাকে নিয়োগ করিলেন। অনন্তর তাহারা দেবকার্য্যসিদ্ধি নিমিত্তে সেই পরাপর বিষয়ে অভিজ্ঞ মহর্ষিকেও মদনের বশীভূত করিয়া তুলিল, এবং তাঁহার পত্নী হইল। এই তড়াগের মধ্যে সেই পাঁচটি অপ্সরার নিমিত্তে গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে; তাহারা তন্মধ্যে বাস করতঃ তপঃপ্রভাবে যৌবনসম্পন্ন সেই মুনিকে যথাসুখে অনুরঞ্জন করিতেছে। সেই ক্রীড়াপরায়ণা অপ্সরাদিগের ভূষণশব্দ সম্বলিত এই মনোহর গীত ও বাদ্যধ্বনি শ্রবণগোচর হইতেছে।"

মহাযশা রঘুনন্দন রাম ভ্রাতার সহিত সেই বিশুদ্ধচিত্ত মুনির বাক্য আশ্চর্য্য বোধ করিলেন। তিনি "কি আশ্চর্য্যব্যাপার!" এরূপ বলিতে বলিতে কুশচীরপরিব্যাপ্ত ও ব্রাহ্মীশোভা সমন্বিত আশ্রমমণ্ডল দেখিতে পাইলেন। পরে সেই অস্ত্রজ্ঞপ্রবর রঘুনন্দন রাম বিদেহরাজদুহিতা সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সেই শোভাসম্পন্ন আশ্রমে প্রবেশ করিয়া সুখে রজনীবাস করতঃ মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক সমন্বিত ক্রমে ক্রমে সেই সমস্ত সমভিব্যাহারী তপস্বীদিগের সকলেরই আশ্রমে গমন করিলেন। অনন্তর তিনি যাঁহাদিগের নিকটে পূর্ব্বে বাস করিয়াছিলেন, পুনরায় তাঁহাদিগের সকলেরই আশ্রমে আগমন করিলেন। তিনি কোন স্থানে দশমাস, কোন স্থানে এক বৎসর, কোন স্থানে চারি মাস, কোন স্থানে পাঁচ মাস, কোন স্থানে ছয় মাস, কোন স্থানে তিন মাস, কোন স্থানে আট মাস, কোন স্থানে অৰ্দ্ধ মাসের অধিক কাল এবং কোন কোন স্থানে সংবৎসরেরও অধিক কাল পরম সুখে বাস করিলেন। সেই সমস্ত মুনিদিগের অনুকূলতায় চিত্ত-সন্তোষ সম্পাদন করতঃ তাঁহাদিগের আশ্রমে বাস করিতে করিতে তাঁহার দশবর্ষ অতীত হইল। অনন্তর সেই ধর্ম্মজ্ঞ অরিদমন রঘুনন্দন রাম সীতার সহিত প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পুনর্ব্বার সুতীক্ষ্ণ ঋষির আশ্রমে আগমন করিলেন। তিনি সেই আশ্রমে আগমনপূর্ব্বক মুনিগণ-কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া তথায় কিয়ৎকাল বাস করিলেন। অনন্তর কাকুৎস্থ রাম সেই আশ্রমে বাস করতঃ কোন সময়ে মহামুনি সুতীক্ষ্ণের নিকটে অবস্থিত হইয়া তাঁহাকে বিনয় সহকারে এই বাক্য বলিলেন, "হে ভগবন্! আমি কথোপকথনকারী ঋষিদিগের প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি, যে, এই অরণ্য মধ্যেই মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য বাস করেন; কিন্তু এই অরণ্যের মহত্ত্বপ্রযুক্ত, যে প্রদেশে সেই ধীমান্ মহর্ষির রমণীয় আশ্রম আছে, তাহা আমি অবগত নহি। আমি সীতা ও ভ্রাতার সহিত সেই ভগবান্ অগস্ত্যের প্রসাদ লাভার্থে তাঁহাকে অভিবাদন করিবার নিমিত্তে তাঁহার নিকটে গমন করি, এবং স্বয়ং সেই মুনিশ্রেষ্ঠের শুশ্রূষা করি, আমার হৃদয়ে এই মহান্ মনোরথ উৎপন্ন হইয়াছে।"

মহামুনি সুতীক্ষ্ণ দশরথতনয় ধর্ম্মাত্মা রামের সেই বাক্য শ্রবণে প্রীত হইয়া তাঁহাকে এই বাক্যে প্রত্যুক্তি করিলেন, 'হে রাঘব! আমিও তোমাকে ও লক্ষ্মণকে 'সীতার সহিত অগস্ত্য মুনির নিকটে গমন কর,' ইহা বলিতে বাসনা করিয়াছিলাম; কিন্তু আমি না বলিতেবলিতেই, ভাগ্যানুসারে অধুনা তুমি স্বয়ংই আমাকে তদ্বিষয়ক বাক্য বলিলে। রাম! যে

প্রদেশে মহামুনি অগস্ত্য বাস করেন, আমি তোমার নিকটে তাহা কীর্ত্তন করিতেছি। হে তাত! তুমি এই আশ্রম হইতে দক্ষিণদিক্ দিয়া চারি যোজন পথ গমন কর, তৎপরে অগস্ত্য মুনির ভ্রাতার আশ্রমে যাইবে। বিবিধ পুষ্পফলসমন্বিত, নানাবিধ বিহঙ্গশব্দে প্রতিধ্বনিত ও পিপ্পলীবৃক্ষসমূহে শোভিত রমণীয় স্থলবহুল বনমধ্যে তাঁহার আশ্রম। তথায় হংস ও কারণ্ডবগণে সমাকীর্ণ এবং চক্রবাকসমূহে শোভান্বিত অনেক নির্ম্মল সরোবর আছে। রাম! তুমি সেই আশ্রমে এক রাত্রি বাস করিয়া প্রভাতে তন্নিকটবর্ত্তী বনের পার্শ্বভাগ দিয়া দক্ষিণদিক্ অবলম্বনপূর্ব্বক এক যোজন পথ গমন করিও, পরে বিবিধ বৃক্ষশোভিত রমণীয় বনমধ্যবর্ত্তী অগস্ত্য ঋষির আশ্রমে গমন করিবে। তথায় তুমি বিদেহরাজদুহিতা সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত প্রীতি লাভ করিবে; কেন না, সেই নানাবিধ বৃক্ষযুক্ত আরণ্য প্রদেশ অতিরমণীয়। হে মহামতে! যদি তুমি সেই মহামুনি অগস্ত্যকে দর্শন করিতে অভিপ্রায় করিয়াছ, তবে অদ্যই তথায় যাইতে অধ্যবসায় কর।"

রাম সুতীক্ষ্ণ মুনির বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক তখনই সীতা ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া অগস্ত্য ঋষির আশ্রম উদ্দেশ করতঃ যাইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি বিচিত্র বন, মেঘসদৃশ পর্ব্বত, সরোবর ও নদী দর্শন করিতে করিতে সুতীক্ষ্ণ ঋষির উপবিষ্ট সেই পথ দিয়া গমন করতঃ অগস্ত্যভ্রাতার আশ্রমের নিকটবর্ত্তী হইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, এবং লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলেন, "এই যে আশ্রম দৃষ্ট হইতেছে, ইহাতে নিশ্চয়ই সেই পুণ্যকর্ম্মা মুনি মহাত্মা অগস্ত্যভ্রাতা বাস করেন। আমি সুতীক্ষ্ণ মুনির প্রমুখাৎ যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, এই বনে পথিমধ্যে তাদৃশ সহস্র সহস্র বৃক্ষ ফলপুষ্প ভারে অবনত হইয়া রহিয়াছে। এই বন হইতে পক্ক পিপ্পলীফলের কটু গন্ধ পবনকর্ত্তৃক উৎক্ষিপ্ত হইয়া আসিতেছে। স্থানে স্থানে সঞ্চিত কাষ্ঠরাশি এবং ছিন্ন বৈদূর্য্যতুল্য প্রভাশালী কুশসমূহ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। এই বনমধ্যবর্ত্তী আশ্রমস্থ অগ্নির ধূমের অগ্রভাগ, কৃষ্ণমেঘযুক্ত পর্ব্বত শিখরেরন্যায়, দৃষ্ট হইতেছে। এই সমস্ত জনশূন্য সরোবরতীর্থে ব্রাহ্মণগণ স্নান করিয়া স্বীয় আহৃত পুষ্পসমূহ দ্বারা ইষ্টদেবের আরাধনা করিয়া থাকেন। অতএব হে শুভদর্শন! আমি সুতীক্ষ্ণ মুনির যেরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়াছি, তাহাতে বোধ হইতেছে, যে, ইহা নিশ্চয়ই সেই অগস্ত্যভ্রাতার আশ্রম হইবে। তদীয় ভ্রাতা পুণ্যকর্ম্মা অগস্ত্য ঋষি মানবদিগের হিতমানসে বলপূর্ব্বক মৃত্যুতুল্য অসুরকে নিগৃহীত করিয়া এই দিক্‌কে সকলের বাসযোগ্য করিয়াছেন।

"একদা এই প্রদেশে 'বাতাপি' ও 'ইল্বল' নামে ব্রাহ্মণঘাতী অতিক্রূর মহাসুর দুই ভ্রাতা একত্র ছিল। সেই নির্দ্দয় ইল্বল ব্রাহ্মণ-রূপ ধারণ করিয়া সংস্কৃত বাক্য প্রয়োগ করতঃ শ্রাদ্ধোদ্দেশে ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিত। পরে সে মেষরূপধারী স্বীয় ভ্রাতাকে যথাবিধি সংস্কৃত করিয়া শ্রাদ্ধবিহিত কর্ম্ম অনুসারে সেই ব্রাহ্মণদিগকে তদীয় মাংস ভোজন করাইত। অনন্তর সেই সমস্ত ব্রাহ্মণেরা ভোজন করিয়া উঠিলে, সেই ইল্বল অতি উচ্চৈঃস্বরে 'বাতাপে! তুমি নির্গত হও,' ইহা বলিত। পরে বাতাপি ভ্রাতার বাক্য শ্রবণ করিয়া, মেষের ন্যায় শব্দ করতঃ ব্রাহ্মণদিগের শরীর ভেদ করিয়া বিনির্গত হইত। সেই ইচ্ছানুরূপ রূপধারী মাংসভোজী অসুরেরা এইরূপে নিয়তই সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণদিগকে নষ্ট করিত। তখন দেবগণ সেই মহর্ষি অগস্ত্যকে প্রার্থনা করিলে, তিনি শ্রাদ্ধ সময়ে শ্রাদ্ধ-ব্যাপার অনুভব করিয়া সেই মহাদৈত্যকে ভক্ষণ করিয়াছিলেন। অনন্তর ইল্বল তাঁহার হস্তে জল প্রদান করিয়া তাঁহাকে 'কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াছে,' ইহা বলিয়া ভ্রাতাকে 'নির্গত হও,' ইহা বলিয়াছিল। বিপ্রঘাতী ইল্বল ভ্রাতাকে ঐরূপ বলিলে, সেই ধীমান্ মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য হাস্য করিতে করিতে তাহাকে 'আমি মেষরূপধারী তোর ভ্রাতা রাক্ষসকে জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি, সে যমালয়ে গমন করিয়াছে, তাহার আর নির্গত হইবার

শক্তি কোথায়?' ইহা বলিয়াছিলেন। অনন্তর নিশাচর ইল্বল সেই মহর্ষির উক্ত ভ্রাতৃনিধন বিষয়ক বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধসহকারে তাঁহাকে ধর্ষণা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল। তখন সেই প্রদীপ্ততেজা অগস্ত্য মুনি অনলকল্প নয়ন অবলোকন করতঃ তাহাকে দগ্ধ করিয়াছিলেন এবং সে নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছিল। যিনি ব্রাহ্মণদিগের প্রতি দয়া করিয়া এই দুষ্কর কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তদীয় ভ্রাতা এই বহু তড়াগসমন্বিত বন দ্বারা শোভিত আশ্রমে বাস করেন।''

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের সহিত রামের ঐরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে করিতে, সূর্য্য অস্তগত হইলেন, এবং সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল। তখন তিনি ভ্রাতার সহিত যথাবিধি সায়ং-কর্ত্তব্য উপাসনা সমাধান করিয়া সেই ঋষির আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেম, এবং তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। অনন্তর সেই ঋষি রঘুনন্দন রামকে যথানিয়মে প্রতিগ্রহ করিলে, তিনি তাঁহার নিকট হইতে ফল ও মূল লাভ করিয়া তথায় সেই এক রাত্রি বাস করিলেন। পরে সেই রজনী অতীতা ও সূর্য্য উদিত হইলে, রঘুনন্দন রাম সেই অগস্ত্যভ্রাতার অনুমতি গ্রহণার্থ তাঁহাকে ইহা বলিলেন, "হে ভগবন্! আমি আপনাকে অভিবাদন করিতেছি; আমি সুখে রজনী বাস করিয়াছি; অধুনা আপনার মান্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে দর্শন করিবার নিমিত্তে যাইতে অভিলাষী হইয়া অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি।"

অনন্তর অগস্ত্যভ্রাতা রঘুনন্দন রামকে "গমন কর," ইহা বলিলে, তিনি সেই বন অবলোকন করতঃ সুতীক্ষ্ণ মুনির উপদিষ্ট সেই পথ দিয়া গমন করিলেন। পরে সেই রাজীবলোচন রাম অগস্ত্য ঋষির আশ্রমের সন্নিহিত হইয়া তথায় নীবার, পনস, সাল, অশোক, তিনিশ, করঞ্জ বিল্ব, মধূক, তিন্দুক এবং হস্তিহস্তে মর্দ্দিত, বানরগণে শোভিত, প্রমত্ত বিহঙ্গদিগের শব্দে নিনাদিত ও পুষ্পসমন্বিতা লতাসমূহে বিরাজিত শত শত পুষ্পযুক্ত আরণ্য বৃক্ষ দর্শন করিলেন এবং সমীপস্থ পশ্চাদ্বর্ত্তী লক্ষ্মীবর্দ্ধন লক্ষ্মণকে ইহা বলিলেন, বৃক্ষসকলের পত্র যেরূপ স্নিগ্ধ ও মৃগগণ যেরূপ শান্তিযুক্ত দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে বোধ হইতেছে যে, সেই বিশুদ্ধ-চিত্ত মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রম আর দূরবর্ত্তী নহে।' যিনি স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা লোক মধ্যে অগস্ত্য' নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন; আজ্যযুক্ত ধূমব্যাপ্ত বনমধ্যবর্ত্তী, চীরমালা-সমাকীর্ণ, শান্তিযুক্ত মৃগসমূহে সমাকুল, নানাবিধ বিহঙ্গশব্দে প্রতিধ্বনিত ও পরিশ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের শ্রমনিবারক তাঁহার আশ্রম ঐ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। যিনি মানবদিগের হিতাভিলাষী হইয়া বলপূর্ব্বক যমতুল্য অসুরকে নিগৃহীত করিয়া এই দক্ষিণ দিক্‌কে মনুষ্যদিগের বাসযোগ্যা করিয়াছেন, এবং রাক্ষসগণ যাঁহার প্রভাবে ত্রাসান্বিত হইয়া এই দক্ষিণদিক্‌কে উপভোগ করে না, অবলোকনমাত্র করে; সেই পুণ্যকর্ম্মা মহর্ষি অগস্ত্যের ঐ আশ্রম। সেই পুণ্যকর্ম্মা অগস্ত্য যে অবধি এই দিকে আগমন করিয়াছে, নিশাচরেরা সেই কাল অবধি বৈর পরিত্যাগ করিয়া শান্তস্বভাব হইয়াছে। এই দক্ষিণদিক্ সেই ভগবান্ অগস্ত্য ঋষির প্রভাবে ক্রূরকর্ম্মা নিশাচরদিগের অধর্ষণীয় ও মানবদিগের বাসযোগ্য হইয়া ত্রিলোকমধ্যে তদীয় নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ বিন্ধ্য তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করতঃই সূর্য্যের পথ নিরোধ করিবার নিমিত্তে আর নিরন্তর বর্দ্ধিত হইতেছে না। লোকমধ্যে বিখ্যাতকর্ম্মা সেই দীর্ঘায়ু মহর্ষি অগস্ত্যের বিনয়ান্বিত মৃগগণে সেবিত, শ্রীসম্পন্ন আশ্রম ঐ। আমরা সমস্ত লোকপূজিত ও নিয়ত সাধুদিগের হিতনিরত ঐ সাধুচরিত্র মহর্ষির আশ্রমে গমন করিলে উনি আমাদিগের কথন বিধান বিধান করিবেন। হে শুভদর্শন! আমি তথায় যাইয়া সেই মহামুনি অগস্ত্যকে আরাধনা করিব, এবং বনবাসের অবশিষ্ট কাল তথায় বাস করিব। ঐ আশ্রমে দেব, গন্ধর্ব্ব ও তপস্যাসিদ্ধ মহর্ষিরা নিয়তাহার হইয়া নিরন্তর অগস্ত্য ঋষিকে উপাসনা করেন।

ঐ মহর্ষি এরূপ প্রভাবসম্পন্ন, যে, উঁহার আশ্রমে মিথ্যাবাদী, ক্রূর, শঠ, নৃশংস বা

পাপাচারী ব্যক্তি জীবিত থাকে না। ঐ আশ্রমে দেব, যক্ষ, নাগ ও পক্ষীরা ধর্ম্ম আরাধনার্থে নিয়তাহার হইয়া বাস করেন। তথায় যে সমস্ত মহাত্মা মহর্ষিরা তপস্যায় সিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা পুরাতন দেহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন দেহ ধারণ করতঃ সূর্য্যতুল্যপ্রভাশালী বিমানে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়াছেন। যে সমস্ত শুভাচার প্রাণীরা ঐ আশ্রমে থাকিয়া দেবগণের আরাধনা করেন, দেবতারা তাঁহাদিগকে যক্ষত্ব, অমরত্ব, বা নানাবিধ রাজ্য প্রদান করিয়া থাকেন। হে সুমিত্রানন্দন! আমরা অগস্ত্য ঋষির আশ্রমে আগমন করিয়াছি; অধুনা তুমি অগ্রে তথায় প্রবিষ্ট হও, এবং আমি সীতার সহিত এখানে সমাগত হইয়াছি, ইহা তাঁহাকে নিবেদন কর।"

ইতি একাদশ সর্গ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ সর্গ।

অনন্তর রঘুনন্দন রামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সেই লক্ষ্মণ আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করিয়া অগস্ত্য ঋষির এক শিষ্যের সমীপে যাইয়া এই বাক্য বলিলেন, "রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র বলবান্ রাম ভার্য্যা সীতার সহিত অগস্ত্য মুনিকে দর্শন করিবার নিমিত্তে এখানে আসিয়াছেন। আমার নাম 'লক্ষ্মণ;' আমি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, বশবর্ত্তী, হিতকারী ও ভক্ত; বোধ করি, এ বিষয় আপনার শ্রবণগোচর হইয়া থাকিবে। আমরা পিতার আদেশে অতিঘোর বনে প্রবিষ্ট হইয়াছি, অধুনা ভগবান্ অগস্ত্য মুনিকে দর্শন, করিতে অভিলাষ করিতেছি; আপনি তাঁহাকে এ বৃত্তান্ত নিবেদন করুন্।"

অগস্ত্য ঋষির অভিমত শিষ্য সেই তপোধন লক্ষ্মণের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে "নিবেদন করিতেছি," বলিয়া তপঃপ্রভাবে অধর্ষণীয় মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যকে সেই বিবরণ নিবেদন করিবার নিমিত্তে অগ্নিগৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি তথায় প্রবিষ্ট হইয়া অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া তাঁহাকে লক্ষ্মণের বাক্যানুসারে এইরূপ রামের আগমনবৃত্তান্ত বলিলেন, "দশরথতনয় শত্রুতাপন রাম ভার্য্যা সীতা ও ভ্রাতা শত্রুদমন লক্ষ্মণের সহিত আপনাকে দর্শন ও সেবা করিবার নিমিত্তে আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছেন; এ বিষয়ে যাহা বক্তব্য, তাহা আপনি আদেশ করুন্।"

অনন্তর অগস্ত্য ঋষি শিষ্যের প্রমুখাৎ রাম, লক্ষ্মণ ও মহাভাগ্যবতী সীতা দেবীর আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "ভাগ্যানুসারে রাম বহু কালের পর অধুনা আমাকে দর্শন করিবার নিমিত্তে আগমন করেন, ইহা আমারও অভিলষিত। তুমি যাও, এবং রামকে ভার্য্যা সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সম্মানসহকারে আমার নিকটে আনয়ন কর; তুমি কেন তাঁহাকে প্রবেশিত কর নাই?"

সেই শিষ্য ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মা অগস্ত্য মুনিকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া অঞ্জলি বদ্ধ করতঃ "যে আজ্ঞা," ইহা বলিলেন। পরে তিনি তথা হইতে সম্ভ্রমসহকারে নির্গত হইয়া লক্ষ্মণকে "রাম কে? তিনি আসুন; মুনিকে দর্শন করিবার নিমিত্তে স্বয়ং প্রবেশ করুন," ইহা কহিলেন। অনন্তর লক্ষ্মণ সেই শিষ্যের সহিত আশ্রমের প্রান্তভাগে যাইয়া তাঁহারে কাকুৎস্থ রাম ও জনকদুহিতা সীতাকে প্রদর্শন করিলেন। তখন সেই শিষ্য সম্মানার্হ রামকে বিনয়ান্বিত অগস্ত্যবাক্য বলিতে বলিতে সম্মানসহকারে যথানিয়মে আশ্রমমধ্যে প্রবেশিত করিলেন। পরে রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত শান্তস্বভাব হরিণগণে সমাকীর্ণ সেই আশ্রম অবলোকন করতঃ তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি তথায় প্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মা, অগ্নি, বিষ্ণু, মহেন্দ্র, সূর্য্য, চন্দ্র, কুবের, ধাতা, বিধাতা, বায়ু, ভগ-নামক দেব, পাশধারী মহাত্মা বরুণ, গায়ত্রী দেবী; বসুগণ, নাগরাজ বাসুকি, গরুড়, কার্ত্তিক ও ধর্ম্মের স্থান দর্শন করিলেন। অনন্তর অগস্ত্য মুনি শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া অগ্নিগৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। তখন বীর্য্যশালী রাম মুনিদিগের অগ্রবর্ত্তী দীপ্ততেজা অগস্ত্য মুনিকে অভিমুখে আগমন করিতে দেখিয়া লক্ষ্মীবর্দ্ধন লক্ষ্মণকে "লক্ষ্মণ! তপস্যার আকর ঐ ভগবান্ অগস্ত্য

ঋষি বহির্দেশে আগমন করিতেছেন; এক্ষণে আমি ঔদার্য্যান্বিত হইয়া উহাঁর নিকটে গমন করি," এই বাক্য বলিলেন। মহাবাহু রঘুনন্দন রাম সূর্য্যতুল্য তেজস্বী অগস্ত্য ঋষিকে আগমনপরায়ণ অবলোকন করিয়া লক্ষ্মণকে ঐরূপ বলিয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন। ধর্ম্মাত্মা লোকাভিরাম রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া অবস্থিত হইলেন। তখন সেই অগস্ত্য ঋষি কাকুৎস্থ রামকে সমাদরসহকারে গ্রহণপূর্ব্বক আসন ও উদকদ্বারা অর্চ্চনা করিয়া কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা "উপবেশন কর," ইহা বলিলেন। পরে তিনি অগ্নিতে হোম করিয়া বানপ্রস্থ ধর্ম্মানুসারে সেই অতিথি রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা দেবীকে অর্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক পূজা করতঃ খাদ্যদ্রব্য প্রদান করিলেন। অনন্তর সেই ধর্ম্মজ্ঞ মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য প্রথমে উপবিষ্ট হইয়া, অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক পশ্চাৎ উপবিষ্ট ধর্ম্মজ্ঞ রামকে কহিলেন, "হে কাকুৎস্থ! তাপস যদি অতিথির প্রতি অন্য প্রকার আচরণ করে, তবে মিথ্যাসাক্ষ্যদাতা ব্যক্তির ন্যায়, তাহাকে পরলোকে স্বীয় মাংস ভক্ষণ করিতে হয়। তুমি মহারথ, ধর্ম্মানুষ্ঠায়ী ও সমস্ত লোকের রাজা, সুতরাং তুমি আমাদিগের প্রিয় অতিথি; তুমি এখানে আগমন করিয়াছ; অতএব অবশ্যই আমাদিগের তোমাকে পূজা ও সম্মান করা উচিত।"

অগস্ত্য ঋষি রঘুনন্দন রামকে ঐরূপ বলিয়া ইচ্ছানুসারে পুষ্প, ফল, মূল ও অন্যান্য বন্য দ্রব্যদ্বারা পূজা করিয়া পুনরায় ইহা বলিলেন, "হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! মহেন্দ্র আমাকে এই বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত স্বর্ণ ও বজ্রমণিদ্বারা বিভূষিত দিব্য মহৎ বৈষ্ণব ধনু, সূর্য্যসদৃশপ্রভাসম্পন্ন অমোঘ ব্রহ্মদত্তনামক উৎকৃষ্ট শর, স্বর্ণনির্ম্মিতকোষস্থিত স্বর্ণভূষিত অসি এবং অগ্নিসদৃশ প্রজ্বলিত নিশিত শরসমূহে পরিপূর্ণ অক্ষয়শায়ক তূণদ্বয় প্রদান করিয়াছেন। রাম! পূর্ব্বে বিষ্ণু এই কার্ম্মুকদ্বারা যুদ্ধে অসুরশ্রেষ্ঠদিগকে হনন করিয়া দেবগণের দীপ্তিমতী লক্ষ্মী আহরণ করিয়াছিলেন। হে মানপ্রদ! বজ্রধারী ইন্দ্র যেমন বজ্রগ্রহণ করেন, সেইরূপ তুমিও জয়ের নিমিত্তে এই সেই ধনু, শর, খড়্গ ও তূণদ্বয় গ্রহণ কর।"

মহাতেজা ভগবান্ অগস্ত্য ঋষি রামকে ঐ রূপ বলিয়া সেই সমস্ত আয়ুধ প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন।

ইতি দ্বাদশ সর্গ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ সর্গ।

"রাম! তোমার মঙ্গল হউক! আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি; লক্ষ্মণ! আমি তোমার প্রতিও সন্তুষ্ট হইয়াছি; কেন না, তোমরা সীতার সহিত আমাকে অভিবাদন করিবার নিমিত্তে এখানে আগমন করিয়াছ। বোধ হয়, পথপর্য্যটননিমিত্তক প্রচুর শ্রম ও তজ্জন্য খেদ তোমাদিগকে পীড়িত করিতেছে; মিথিলারাজ জনকের দুহিতা সীতা দেবী নিশ্চয়ই শ্রমাপনয়নার্থে উৎকণ্ঠিতা হইয়াছেন। এই সুকুমারী সীতা দেবী পূর্ব্বে কখন দুঃখ কর্ত্তৃক পীড়িতা হন নাই; সম্প্রতি স্বামিপ্রীতিবশতঃ বহুদোষাকর বনে আগমন করিয়াছেন। রাম! এই সীতা বনেও তোমার অনুগামিনী হইয়া অতিদুষ্কর কার্য্য করিয়াছেন; সে যাহা হউক, অধুনা এ প্রদেশে যাহাতে উহাঁর চিত্তে সন্তোষ জন্মে, তুমি সেইরূপ কর। হে রঘুনন্দন! সৃষ্টিকাল অবধি স্ত্রীদিগের এই স্বভাব, যে, তাহারা সম্পৎসময়ে স্বামীর প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করে, এবং বিপৎসময়ে স্বামীকে পরিত্যাগ করে। মহিলারা বিদ্যুতের চাঞ্চল্য, শস্ত্রগণের তীক্ষ্ণতা এবং গরুড় ও বায়ুর শীঘ্রগামিতার অনুকারিণী হয়। কিন্তু তোমার এই ভার্য্যাতে সে সমস্ত দোষ নাই; ইনি, দেবগণের মধ্যে অরুন্ধতীর ন্যায় কীর্ত্তনীয়া ও প্রশংসনীয়া। হে অরিন্দম রাম! অধুনা এই প্রদেশ সম্যক্ অলঙ্কৃত হইল; কেন না, তুমি বিদেহরাজদুহিতা সীতা ও সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের সহিত এস্থানে বাস করিবে।"

প্রদীপ্ত অনলসদৃশ দ্যুতিশালী অগস্ত্য মুনি-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া, রঘুনন্দন রাম অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক তাঁহাকে এই বিনয়ান্বিত বাক্য বলিলেন, "হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি আমাদিগের গুরু; আপনি যখন আমার এবং মদীয় ভ্রাতা ও ভার্য্যার গুণে পরিতুষ্ট হইয়াছেন, তখন আমি আপনার অনুগ্রহ-ভাজন ও ধন্য হইয়াছি। সে যাহা হউক, অধুনা আপনি আমার নিকটে, যথায় অল্পায়াসে জল লভ্য হয়, এরূপ একটি বহুকানন-শোভিত প্রদেশ নির্দ্দেশ করুন্; আমি তথায় আশ্রম নির্ম্মাণপূর্ব্বক প্রীত হইয়া সুখে বাস করি।"

অনন্তর ধর্ম্মাত্মা মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া মুহূর্ত্ত কাল ধ্যান করিলেন, পরে তাঁহাকে এই শুভ বাক্য বলিলেন, "হে তাত! এস্থান হইতে দ্বিযোজন অন্তরে 'পঞ্চবটী' নামে বিখ্যাত নানাবিধ ফলমূলসমন্বিত এক প্রদেশ আছে, তথায় অল্পায়াসে জল লভ্য হয়। তুমি তথায় যাইয়া সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের সহিত আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া পিতৃবাক্য প্রতিপালন করতঃ চিত্ত-সন্তোষ সম্পাদন কর। আমি তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ তপঃপ্রভাবে তোমার পিতৃবাক্য-পালনার্থে বনবাস এবং রাজা দশরথের অঙ্গীকার পালনার্থে প্রাণত্যাগরূপ বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি। অপিচ তুমি আমার সহিত এই তপোবনে বাস করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া এক্ষণে যে নিমিত্ত অন্য স্থানে বাস করিতে অভিলাষ করিতেছ, আমি তপস্যাপ্রভাবে তোমার সেই আন্তরিক ভাবও জানিতে পারিয়াছি, তজ্জন্যই বলিতেছি, যে, পঞ্চবটীতে গমন কর। সেই বনপ্রদেশ অতিরমণীয়, তথায় মিথিলারাজদুহিতা সীতা দেবী প্রীতি লাভ করিবেন। হে রঘুনন্দন! গোদাবরী নদীর নিকটবর্ত্তী সেই প্রশংসনীয় প্রদেশ এ আশ্রমের অধিক দূরবর্ত্তী নহে; মিথিলারাজ-দুহিতা সীতা দেবী অবশ্যই তথায় প্রীতিলাভ করিবেন; কেন না, হে মহাবাহো! সেই প্রচুর ফলমূলসমন্বিত নানাবিধ বিহঙ্গগণে সেবিত ও পুণ্যজনক নির্জ্জন প্রদেশ অতি-রমণীয়। রাম! তুমিও সদাচারসম্পন্ন ও আত্মরক্ষণে সমর্থ, অধিক কি, তুমি তথায় বাস করতঃ তাপসদিগকেও রক্ষা করিবে। হে বীর! ঐ যে মধূক বৃক্ষের মহৎ বন দেখা যাইতেছে, উহার উত্তর ভাগ দিয়া তোমাকে গমন করিতে হইবে, তাহা হইলে, তুমি সেই প্রসিদ্ধ বট বৃক্ষের নিকটে যাইবে। সেই বট বৃক্ষের অনতিদূরে পার্ব্বতীয় স্থলে 'পঞ্চবটী' নামে বিখ্যাত সেই নিয়ত পুষ্পসমন্বিত বৃক্ষসমূহে সমাকুল কাননমধ্যবর্ত্তী প্রদেশ আছে।"

রাম সত্যবাদী অগস্ত্য মুনিকর্ত্তৃক ঐ রূপ উক্ত হইয়া লক্ষ্মণের সহিত তাঁহাকে সম্মানিত করিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সেই মুনিকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া সীতার সহিত, তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া সেই পঞ্চবটীনামক আশ্রমের অভি-মুখে গমন করিতে লাগিলেন। যুদ্ধস্থলে কাতরতাবিহীন সেই দুই রাজনন্দন ধনু গ্রহণপূর্ব্বক পৃষ্ঠদেশে তূণ আবদ্ধ করিয়া যত্ন-পরায়ণ হইয়া মহর্ষি অগস্ত্যের উপদিষ্ট পথ দিয়া পঞ্চবটীর অভিমুখে যাইতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইতি ত্রয়োদশ সর্গ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ সর্গ।

অনন্তর রঘুনন্দন রাম পঞ্চবটীর অভি-মুখে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে ভয়ানক পরা-ক্রমশালী বৃহৎকায় গৃধ্রের নিকটবর্ত্তী হইলেন। সেই দুই মহাভাগ রাম ও লক্ষ্মণ সেই বনস্থ পক্ষীকে অবলোকন করিয়া রাক্ষস বোধ করিলেন, এবং তাঁহাকে "তুমি কে?" ইহা জিজ্ঞাসিলেন। তখন তিনি তাঁহা-দিগকে মধুর ও প্রিয় বাক্যে প্রীত করতঃ রামকে "বৎস! আমি তোমার পিতার বয়স্য, ইহা তুমি অবগত হও," এরূপ বলিলেন। অনন্তর রঘুনন্দন রাম তাঁহাকে পিতৃ-সখা বোধ করিয়া পূজা করিলেন, এবং

তদীয় সমগ্র কুল ও নাম জিজ্ঞাসিলেন। পরে সেই পক্ষী রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিকটে স্বীয় বংশ ও নাম এবং প্রসঙ্গক্রমে সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তিপ্রকার কীর্ত্তন করিলেন, "হে রঘুনন্দন! পূর্ব্বে যাঁহারা প্রজাপতি হইয়াছিলেন, আমি ক্রমান্বয়ে তাঁহাদিগের সকলকে কীর্ত্তন করিতেছি; হে মহাবাহো! তুমি শ্রবণ কর। হে মহাবল রঘুনন্দন! কর্দ্দম প্রথমে প্রজাপতি হয়েন। তৎপরে বিকৃত, শেষ, সংশ্রয়, বীর্য্যসম্পন্ন বহুপুত্র, স্থাণু, মরীচি, অত্রি, ক্রতু, পুলস্ত্য, অঙ্গিরা, প্রচেতা, পুলহ, দক্ষ, সূর্য্য এবং অরিষ্টনেমি প্রজাপতি হয়েন। অবশেষে মহাতেজা কশ্যপ প্রজাপতি হন। হে মহাযশঃসম্পন্ন রাম! দক্ষ প্রজাপতির যশস্বিনী লোকবিখ্যাতা ষষ্টি দুহিতা হয়। তন্মধ্যে কশ্যপ অদিতি, দিতি, দনু, কালকা, তাম্রা, ক্রোধবশা, মনু ও অনলা, এই আটটি সুমধ্যমা কন্যাকে বিবাহ করেন। অনন্তর তিনি প্রীত হইয়া সেই কন্যাদিগকে 'তোমরা আমার সদৃশ ত্রৈলোক্যপালক পুত্র সকল প্রসব করিবে, ইহা বলেন। হে মহাবাহুসম্পন্ন রাম! তখন দিতি, অদিতি, দনু ও কালকা, ইহাঁরা তাদৃশ পুত্র লাভে অভিলাষিণী হয়েন, এবং তাম্রা, ক্রোধবশা, মনু ও অনলা, ইহাঁরা তদ্বিষয়ে মনোযোগ করেন না। হে অরিন্দমন! দ্বাদশ সূর্য্য, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র ও দুই স্বর্গবৈদ্য, এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবেরা অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। হে তাত! দিতির অনেক যশস্বী দৈত্য পুত্র হয়। পূর্ব্বে সাগর ও বনের সহিত এই ভূমণ্ডল তাহাদিগের আয়ত্ত ছিল। হে অরিদমন! দনু অশ্বগ্রীবনামক এক পুত্র প্রসব করেন। কালকা নরক ও কালক নামে দুই পুত্র উৎপাদন করেন। তাম্রা ভাসী, ক্রৌঞ্চী' শ্যেনী, ধৃতরাষ্ট্রী ও শুকী, এই পাঁচটি লোকবিখ্যাতা কন্যা প্রসব করেন। ক্রৌঞ্চী উলূকদিগকে, ভাসী ভাসদিগকে, শ্যেনী অতিতেজস্বী গৃধ্র ও শ্যেনদিগকে, ধৃতরাষ্ট্রী হংস, কলহংস ও চক্রবাকদিগকে এবং শুকী নতাকে প্রসব করেন। হে রাম! তোমার মঙ্গল হউক; তুমি অবহিতচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর। নতার বিনতানাম্নী এক দুহিতা হয়। হে রাম! ক্রোধবশা মৃগী, মৃগমন্দা, হরী, ভদ্রমদা, মাতঙ্গী, শার্দ্দূলী, শ্বেতা, সুরভি, সমস্ত শুভলক্ষণসমন্বিতা সুরসা ও কদ্রু, এই দশটি কন্যা প্রসব করেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! মৃগ সমস্ত মৃগীর গর্ভে এবং ঋক্ষ, সৃমর ও চমর সকল মৃগমন্দার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। ভদ্রমদা 'ইরাবতী' নামে এক কন্যা প্রসব করেন। সেই ইরাবতীর গর্ভে ঐরাবতনামক লোকপালক মহাগজের জন্ম হয়। অনপরাধী হরি, গোলাঙ্গুল ও অন্যান্য বানরেরা হরীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! শার্দ্দূলী ব্যাঘ্রদিগকে, শ্বেতা দিক্পালকে হস্তীদিগকে এবং মাতঙ্গী অন্যান্য হস্তীদিগকে প্রসব করেন। হে রাম! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি শ্রবণ কর। অনন্তর সুরভির রোহিণী ও গন্ধর্ব্বী, এই দুই যশস্বিনী কন্যা হয়। হে রাম! রোহিণী গোদিগকে, গন্ধর্ব্বী অশ্বদিগকে, সুরসা নাগদিগকে এবং কদ্রু সর্পদিগকে উৎপাদন করেন। হে মানবশ্রেষ্ঠ! মনু মহাত্মা কশ্যপের ঔরসে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতি বিভক্ত মনুষ্যদিগকে উৎপন্ন করেন। শ্রুত আছে যে, ব্রাহ্মণেরা মুখ হইতে, ক্ষত্রিয়েরা বক্ষঃস্থল হইতে, বৈশ্যেরা উরুদ্বয় হইতে এবং শূদ্রেরা পাদদ্বয় হইতে জন্ম গ্রহণ করেন। সমস্ত শুভফলজনক বৃক্ষ অনলা হইতে উৎপন্ন হয়। কদ্রু সরসার ভগিনী এবং বিনতা শুকীর পৌত্রী; কদ্রু ধরণীধারী সহস্র নাগ প্রসব করেন, এবং বিনতার গরুড় ও অরুণ, এই দুই পুত্র হয়। হে অরিদমন! আমি সেই অরুণের ঔরসে শ্যেনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; সম্পাতি মদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; আমার নাম জটায়ু; ইহা তুমি অবগত হও। হে তাত! যদি তুমি ইচ্ছা কর, তবে আমি তোমার পঞ্চবটীবাসের সময়ে সহায় হইব,—তুমি লক্ষ্মণের সহিত স্থানান্তরে গমন করিলে, সীতাকে রক্ষা করিব।"

অনন্তর বিশুদ্ধচিত্ত রঘুনন্দন রাম জটায়ুর বারংবার কথিত পিতৃসখিত্ববিষয়ক বাক্য

শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহাকে পূজা করতঃ প্রমোদসহকারে আলিঙ্গন করিয়া অবনত হইয়া রহিলেন। পরে তিনি সেই অতিবলবান্ পক্ষীরে মিথিলারাজদুহিতা সীতাকে সমর্পণপূর্ব্বক রিপুদিগকে দগ্ধ ও বন সমস্ত রক্ষিত করিবার নিমিত্তে তাঁহার ও লক্ষ্মণের সহিত সেই পঞ্চবটীর অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

ইতি চতুর্দ্দশ সর্গ।

পঞ্চদশ সর্গ।

অনন্তর রাম নানাবিধ সর্প ও মৃগসমূহে সমাকুলা পঞ্চবটীতে যাইয়া প্রদীপ্ততেজা ভ্রাতা লক্ষ্মণকে কহিলেন, "হে শুভদর্শন! মহর্ষি অগস্ত্য যে প্রদেশ উপদেশ করিয়াছিলেন, আমরা এই সেই নিয়ত পুষ্পসমন্বিত কাননে শোভিত পঞ্চবটীনামক প্রদেশে আগমন করিয়াছি। তোমার আশ্রমোচিত প্রদেশ পরিজ্ঞানে সম্যক্ নৈপুণ্য আছে; অতএব তুমি, কোন্ প্রদেশে আমাদিগের অভিমত আশ্রম হইতে পারে, তাহা অবধারণ করিবার নিমিত্তে এই কাননের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। লক্ষ্মণ! যে প্রদেশের নিকটে রমণীয় কানন ও জলাশয় আছে; যথায় সমিৎ, পুষ্প ও কুশ সুলভ; এবং যথায় বিদেহরাজদুহিতা সীতার, তোমার ও আমার চিত্ত প্রসন্ন হয়, তুমি এরূপ এক প্রদেশ অবলোকন কর।"

লক্ষ্মণ কাকুৎস্থ রামকর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সীতা দেবীর সমক্ষে তাঁহাকে এই বাক্য বলিলেন, "হে কাকুৎস্থ! আপনি শত বর্ষ জীবিত থাকিতে, আমি স্বাধীন নহি; অতএব আপনি স্বয়ং মনোহর প্রদেশ অবধারণ করিয়া আমাকে তথায় আশ্রম নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করুন্।"

মহাদ্যুতি রাম লক্ষ্মণের সেই বাক্যে অত্যন্ত প্রীত হইয়া বিবেচনা করতঃ এক সর্ব্বগুণান্বিত প্রদেশে, বাস করিতে অভিপ্রায় করিলেন। পরে তিনি সেই মনোহর প্রদেশে যাইয়া সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের হস্তদ্বয় হস্তদ্বারা ধারণ করতঃ আশ্রমনির্ম্মাণ বিষয়ে তাঁহাকে এই বাক্য বলিলেন, "এই প্রদেশ সমতল, পুষ্পিত বৃক্ষসমূহে পরিব্যাপ্ত ও অতীব শোভাযুক্ত; তুমি এই স্থলে যথাযোগ্য রমণীয় আশ্রম নির্ম্মাণ কর। অনতিদূরে ঐ যে সূর্য্যসদৃশ উজ্জ্বল সুগন্ধ পদ্মসমূহে শোভিতা রমণীয়া নদী দেখা যাইতেছে; যাহার উভয় তট পুষ্পসমন্বিত বৃক্ষসমূহে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে; যাহার অনতিদূরে ও অনতি নিকটে মৃগগণ বিচরণ করিতেছে; এবং যাহা হংস ও কারণ্ডবগণে সমাকীর্ণা এবং চক্রবাকসমূহে শোভিতা রহিয়াছে। সেই ঐ রমণীয়া নদী গোদাবরী; কেন না, বিশুদ্ধচিত্ত অগস্ত্য মুনি ঐরূপই বর্ণন করিয়াছিলেন। সাল, তাল, তমাল, খর্জ্জুর, পনস, তিমিশ, নীবার, পুন্নাগ, আম্র, অশোক, তিলক, কেতক, চম্পক, তিনিশ, চন্দন, নীপ, লকুচ, ধব, অশ্বকর্ণ, খদির, শমী ও পাটল, এই সমস্ত গুল্মপরিবৃত্ত ও লতাসমন্বিত পুষ্পিত বৃক্ষে পরিব্যাপ্ত, ময়ূরশব্দে নিনাদিত, বহু কন্দরযুক্ত, উচ্চ ও রমণীয় অনেক শুভদর্শন পর্ব্বত দৃষ্ট হইতেছে। ঐ সকল পর্ব্বতে স্থানে স্থানে গজ সকল সুবর্ণ, রজত ও তাম্রবর্ণ বিচিত্র রচনাদ্বারা অলঙ্কৃতের ন্যায় শোভা পাইতেছে। হে সুমিত্রানন্দন! এই স্থান রমণীয়, পুণ্যজনক এবং বিবিধ মৃগ ও পক্ষিসমূহে সেবিত; অতএব আমরা এই পক্ষীর সহিত এই স্থানেই বাস করিব।"

অতিবলবান্ বীরশত্রুহন্তা লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া অচির কালমধ্যেই তাঁহার অভিপ্রায়ানুরূপ আশ্রম নির্ম্মাণ করিলেন। তিনি রঘুনন্দন রামের নিমিত্তে সুদৃশ্য অতি উত্তম এক বৃহৎ পর্ণকুঠীর রচনা করিলেন। সমুচ্চ সমতল ভূভাগে নির্ম্মিত উৎকৃষ্টস্তম্ভযুক্ত দৃঢ়বদ্ধ সেই পর্ণকুঠীরের ছাদ সুদীর্ঘ বংশদ্বারা নিষ্পাদিত, শমীশাখাদ্বারা আস্তৃত এব, কুশ, কাশ, শর ও পত্রদ্বারা আচ্ছাদিত হইল। অনন্তর সেই শ্রীমান্ লক্ষ্মণ গোদাবরী নদীতে যাইয়া স্নানপূর্ব্বক অনেক পদ্ম ও বিবিধ ফল গ্রহণ করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। পরে তিনি পুষ্পদ্বারা দেবতা-

দিগকে পূজাপূর্ব্বক যথাবিধি বাস্তুশান্তি করিয়া রামকে সেই পর্ণকুটীর প্রদর্শন করিলেন। রঘুনন্দন রাম সেই সুনির্ম্মিত শুভদর্শন পর্ণকুটীর দর্শন করিয়া পরম হর্ষ লাভ করিলেন, এবং লক্ষ্মণকে স্নেহসহকারে বাহুদ্বয়দ্বারা গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া এই বাক্য বলিলেন, "ওহে সর্ব্বকার্য্যদক্ষ! তুমি এই মহৎকার্য্য সম্পাদন করিয়াছ; আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি, তজ্জন্য পুরস্কারপ্রদানচ্ছলে তোমাকে এই আলিঙ্গন করিলাম। লক্ষ্মণ! তুমি ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ ও অভিপ্রায়জ্ঞ; অতএব তুমি বর্ত্তমান থাকাতে, আমাদিগের পিতা ধর্ম্মাত্মা দশরথ মৃত হন নাই।"

লক্ষ্মীবর্দ্ধন রঘুনন্দন রাম লক্ষ্মণকে ঐরূপ বলিয়া সেই বহু ফলসমন্বিত প্রদেশে পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। সেই ধর্ম্মাত্মা রাম সীতা ও লক্ষ্মণকর্ত্তৃক সেব্যমান হইয়া, স্বর্গলোকে দেবের ন্যায়, তথায় কিয়ৎকাল বাস করিলেন।

ইতি পঞ্চদশ সর্গ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ সর্গ।

মহাত্মা রঘুনন্দন রামের তথায় বাস করিতে করিতে, শরৎকাল অতীত ও প্রিয় হেমন্তকাল প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর একদা রজনী প্রভাতা হইলে, সেই রঘুনন্দন রাম স্নানার্থে রমণীয়া গোদাবরী নদীতে গমন করিলেন। তদীয় ভ্রাতা বীর্য্যবান্ সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ হস্তে কলস লইয়া নম্র হইয়া সীতা দেবীর সহিত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করতঃ তাঁহাকে ইহা কহিলেন, "হে প্রিয়ম্বদ! যে কাল আপনার প্রিয়, এবং যাহার দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া, সংবৎসর সকলের মনোহর হয়; এই সেই কাল উপস্থিত হইয়াছে। এই সময়ে সকল লোকেরই শরীর নীহারদ্বারা কঠোর হইয়া থাকে; পৃথিবী শস্যমালায় ভূষিতা হয়; জল অব্যববহার্য্য ও অনল সুখসেব্য হইয়া এই কালে মানবেরা নবশস্যদ্বারা দেবতা ও পিতৃবর্গকে পূজা করিয়া নবশস্যনিমিত্তক যাগ করতঃ পাপবিহীন হন। এসময়ে সমস্ত জনপদেই প্রচুর কাম্য বস্তু ও সুমধুর দুগ্ধ সুলভ হয়; তজ্জন্য এই সময়েই বিজিগীষু মহীপালেরা দেশভ্রমণার্থে বিচরণ করেন। সূর্য্য অতিশয় অন্তক-সবিতা দক্ষিণদিকের সেবা করায়, উত্তরদিক্, তিলকবিহীনা অঙ্গনার ন্যায়, শোভা পাইতেছে না। হিমালয় স্বভাবতঃই প্রভূত হিমের আকর, তাহে আবার অধুনা সূর্য্যও তাহার দূরবর্ত্তী হইয়াছেন, সুতরাং তাহার 'হিমালয়' এই নামটি এক্ষণে সার্থক হইয়াছে। সম্প্রতি দিবসে সূর্য্য সুখসেব্য হয়েন, এবং ছায়া ও জল অসেবনীয়, আর আতপস্পর্শ ও মধ্যাহ্নে বিচরণ সুখদায়ক হয়। অধুনা প্রভাত সময়ে সূর্য্য মৃদুবীর্য্য হয়েন, এবং নীহারাধিক্যপ্রযুক্ত প্রভূত শীত হয়, সুতরাং প্রাণিমাত্রই জড়ীভূত হওয়ায়, অরণ্যসমস্ত শূন্যের ন্যায় হইয়া থাকে; অতএব প্রাতঃকাল হিমবিকৃত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। এই পৌষমাসে হিমপ্রযুক্ত ধূষরবর্ণা রজনীতে অনাবৃত প্রদেশে শয়ন নিবৃত্ত হইয়াছে; অধুনা রজনী সকল শীতপ্রযুক্ত দীর্ঘতা লাভ করিয়া অতিবাহিতা হইতেছে। সম্প্রতি সূর্য্য সুখসেব্যতারূপ সৌভাগ্য অপহরণ করায় এবং পরিবেষ নীহারপ্রযুক্ত ধূষরবর্ণ হওয়ায়, চন্দ্র, নিশ্বাসদ্বারা মালিন্যপ্রাপ্ত আদর্শের ন্যায়, দীপ্তি পাইতেছেন না। চন্দ্রকিরণ নীহারে মলিন হইয়া, আতপপ্রযুক্ত বিবর্ণা সীতাদেবীর ন্যায়, লক্ষিত হইতেছে; কিন্তু শোভা পাইতেছে না। পশ্চিম বায়ু স্বভাবতঃই শীতলস্পর্শ, তাহে আবার অধুনা প্রাতঃকালে নীহারসমাকুল ও দ্বিগুণ শীতল হইয়া বহিতেছে। সূর্য্য উদিত হইলে, এবং ক্রৌঞ্চ ও সারস সকল শব্দ করিতে লাগিলে, যব ও গোধূমসমন্বিত নীহারপরিব্যাপ্ত অরণ্য সমস্ত শোভা ধারণ করে। সুবর্ণতুল্য প্রভাশালিনী শালি সকল খর্জ্জূরপুষ্পসদৃশ আকারসম্পন্ন তণ্ডুলপূর্ণ শিরোভাগদ্বারা কিঞ্চিৎ অবনতা হইয়া দীপ্তি পাইতেছে। সূর্য্য ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াও, চন্দ্রের ন্যায়, লক্ষিত হয়েন; কেন না, ইতস্ততঃ বিস্তীর্ণ তদীয় কিরণ সংহত

হম ও নীহারদ্বারা সংবৃত হইয়াছে। অধুনা ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ আতপ ভূতলে সংসক্ত হইয়া শোভিত হয়; পূর্ব্বাহ্নে উহার বীর্য্যই অনুভূত হয় না; মধ্যাহ্নেও তৎস্পর্শে সুখ জন্মিয়া থাকে। প্রভাতে নীহারপাতে ঈষৎ ক্লিন্ন শাদ্বল-সমন্বিতা বনভূমি তরুণ আতপে সমাকুলা হইয়া শোভা ধারণ করে। এক্ষণে বন্য হস্তী অত্যন্ত তৃষার্ত্ত হইয়াও আহ্লাদসহকারে অতি শীতল জল স্পর্শ করিয়াই শৈত্যপ্রযুক্ত হস্ত সঙ্কুচিত করে। এই সমস্ত জলচারী পক্ষীরা তীরে উপবিষ্ট রহিয়াছে; অপটু ব্যক্তিরা যেমন যুদ্ধে প্রবেশ করিতে পারে না, সেইরূপ জলে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। পুষ্পশূন্য অরণ্যসমূহ নীহারান্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া, প্রসুপ্তের ন্যায়, লক্ষিত হইতেছে। অধুনা নদী সকল বাষ্পাচ্ছন্নসলিলা ও হিমার্দ্র বালুকতীরসমন্বিতা হইয়া দীপ্তি পাইতেছে; তন্মধ্যবর্ত্তী সারসেরা কেবল শব্দদ্বারা বিজ্ঞাত হইতেছে। এক্ষণে পর্ব্বতাগ্রস্থিত জল ও তুষারপাত ও ভাস্করের মৃদুতাহেতুক অতীব শীতল হইয়া বিষবৎ হইয়াছে। অধুনা কমলাকর সরোবর সমস্ত জরা-ঝর্ঝরিত পত্রযুক্ত এবং শীর্ণকেসর ও কর্ণিকাসমন্বিত নালমাত্রাবশিষ্ট নলিনীসমূহে সমাকুল ও হিমবিকৃত হইয়া শোভিত হইতেছে না। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই সময়ে ধর্ম্মাত্মা ভরত নগরে থাকিয়া আপনার প্রতি ভক্তিবশতঃ দুঃখসমন্বিত হইয়া তপস্যাচরণ করিতেছেন,—রাজ্য, মান ও নানাবিধ ভোগ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তপোরত ও নিয়তাহার হইয়া সুশীতল মহীতলে শয়ন করিতেছেন। তিনিও নিত্যই এই সময়ে প্রকৃতিবর্গে পরিবৃত হইয়া স্নানার্থে সরযূ নদীতে গমন করেন। তিনি অত্যন্ত সুকুমার, এবং অতি সুখে বর্দ্ধিত হইয়াছেন, অধুনা হিমার্দ্দিত হইয়া কিপ্রকারে রজনী শেষে সরযূ নদীতে অবগাহন করিতেছেন! আর্য্য! সেই অরিদমন, পদ্মপলাশলোচন, শ্যামবর্ণ, মহত্ত্বসম্পন্ন, ধর্ম্মজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, শান্তস্বভাব, লজ্জাশালী, দীর্ঘবাহু এবং প্রিয় ও সত্যবাদী শ্রীমান্ ভরত নানাবিধ সুখজনক কাম্য বস্তু সকল পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত আপনাকে আশ্রয় করিয়াছেন। হে বনবাসিন্! আপনার ভ্রাতা মহাত্মা ভরত নগরে থাকিয়াও আপনার অনুকারী হইয়া তপস্যা করতঃ নিশ্চয়ই স্বর্গ জয় করিয়াছেন। দ্বিপদ মানবেরা পিতৃ স্বভাবের অনুবর্ত্তী হন না, পরন্তু মাতারই স্বভাবের অনুবর্ত্তন করেন, এই লোকবিখ্যাত প্রবাদ, ভরতকর্ত্তৃক অন্যথাকৃত হইল। রাজা দশরথ যাঁহার স্বামী; এবং সাধুস্বভাব ভরত যাঁহার পুত্র; সেই মধ্যম জননী কেকয়ী দেবী কিপ্রকারে তাদৃশী ক্রূরাচারিণী হইলেন।"

ধার্ম্মিক লক্ষ্মণ স্নেহপ্রযুক্ত ঐরূপ বাক্য বলিলে রঘুনন্দন রাম মধ্যম জননীর সেই অপবাদ সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাকে ইহা বলিলেন, "ভ্রাতঃ! তুমি কোন প্রকারেই সেই মধ্যম জননীকে নিন্দা করিও না; পরন্তু সেই ইক্ষ্বাকু কুলনাথ ভরতের কথা বল। আমার বুদ্ধি বনবাসে দৃঢ়তর অধ্যবসায়বতী থাকিয়াও ভরতের প্রতি স্নেহবশতঃ সন্তাপান্বিতা হইয়া বারংবার বিমোহিতা হইতেছে। মনঃসন্তোষদায়ক ও অমৃততুল্য হৃদয়প্রফুল্লকারক তদীয় প্রিয় ও মধুর বাক্য সমস্ত আমার স্মৃতিপথে নিয়ত উদিত হইতেছে। হে রঘুনন্দন! আমি তোমার সমভিব্যাহারে কবে মহাত্মা ভরত ও বীর্য্যসম্পন্ন শত্রুঘ্নের সহিত মিলিত হইব।"

কাকুৎস্থ রাম ঐরূপ বিলাপ করিতে করিতে গোদাবরী নদীর নিকটবর্ত্তী হইয়া ভ্রাতা ও সীতার সহিত তন্মধ্যে অবগাহন করিলেন। পরে সেই নিষ্পাপ রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা দেবী সলিলদ্বারা দেব ও পিতৃগণকে তর্পণ করিয়া উদিত সূর্য্য ও অপর দেবদিগকে স্তব করিলেন। সেই রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত কৃতস্নান হইয়া, পর্ব্বতরাজতনয়া উমা ও নন্দীর সহিত কৃতস্নান ভগবান্ মহেশ্বর রুদ্রের ন্যায়, শোভা ধারণ করিলেন।

ইতি ষোড়শ সর্গ॥ ১৬॥

সপ্তদশ সর্গ।

রঘুনন্দন রাম সীতা ও সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের সহিত স্নান করিয়া সেই গোদাবরী তীর হইতে স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন। পরে তিনি লক্ষ্মণের সহিত আশ্রমে আসিয়া পূর্ব্বাহ্নকার্য্য সমাধা করিয়া পর্ণশালামধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং মহর্ষিগণকর্তৃক পূজ্যমান হইয়া তথায় উপবেশন করিলেন। সেই মহাবাহু রাম পর্ণশালামধ্যে সীতার সহিত আসীন হইয়া, চিত্রানক্ষত্রসমন্বিত চন্দ্রের ন্যায়, শোভা ধারণ করিলেন, এবং ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত নানাবিধ কথা কহিতে লাগিলেন। তখন রাম আসীন হইয়া কথায় নিবিষ্টচিত্ত হইলে, সেই প্রদেশে কোন রাক্ষসী যদৃচ্ছাক্রমে আগমন করিল। সেই রাক্ষসী দশবদন রাবণের ভগিনী; তাহার নাম শূর্পণখা; সে দেবোপম রামের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিল, এবং পদ্মপত্রসদৃশবিস্তৃতলোচন, প্রদীপ্তবদন, গজতুল্যগামী, জটামণ্ডলধারী, রাজলক্ষণসম্পন্ন, ইন্দীবরতুল্যশ্যামবর্ণ, কামসদৃশ প্রভাশালী, মহেন্দ্রতুল্য প্রভাবসমন্বিত ও অতীব বলবান্ মহাবাহু সুকুমার রামকে দর্শন করিয়া কামমোহিতা হইল। সেই দুর্ম্মুখী, মহোদরী, বিরূপাক্ষী, তাম্রকেশী, বিকৃতরূপা, ঘোরস্বরা, অতিবৃদ্ধা, প্রতিকূলবাদিনী, অতিদুর্ব্বৃত্তা, অপ্রিয়দর্শনা রাক্ষসী সুমুখ, ক্ষীণকটি, বিশালনয়ন, কৃষ্ণকেশ, প্রিয়রূপ, সুস্বরবান্, যৌবনসম্পন্ন, অনুকূলবাদী, শুভচরিত, প্রিয়দর্শন রামকে ইহা বলিল, "তুমি জটাধারী হইয়া তাপসবেশে ধনু ও বাণ ধারণ করতঃ ভার্য্যার সহিত কি নিমিত্তে এই রাক্ষসসেবিত দেশে আগমন করিয়াছ? তোমার এখানে আসিবার প্রয়োজন কি, তাহা যথার্থরূপে কীর্ত্তন কর।"

শত্রুতাপন রাম শূর্পণখাকর্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া সরলচিত্ততাপ্রযুক্ত তাহার নিকটে সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন, "মহেন্দ্রসদৃশ বিক্রমসম্পন্ন দশরথনামা রাজা ছিলেন; আমি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র; আমার নাম রাম, ইহা বহু জনের শ্রবণগোচর হইয়াছে। ইনি আমার অনুগত কনিষ্ঠ ভ্রাতা; ইহাঁর নাম লক্ষ্মণ। সীতা নামে বিখ্যাতা এই বিদেহরাজদুহিতা আমার ভার্য্যা। আমি, জনক নরেন্দ্র দশরথ ও জননী কেকয়ী দেবীকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া গুরুজনের আজ্ঞাপালনরূপ ধর্ম্মকামনা করিয়া বনে বাস করিতে এখানে আগমন করিয়াছি। তোমাকে জানিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে; তোমার নাম কি, তুমি কাহার তনয়া, এবং তুমি কাহার বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ? তোমার অঙ্গ এরূপ মনোজ্ঞ, যে, তোমাকে দর্শন করিয়া আমার বোধ হইতেছে, যে, তুমি রাক্ষসী। তুমি এখানেই বা কিকারণে আগমন করিয়াছ, তাহা যথার্থরূপে কীর্ত্তন কর।"

তখন সেই মদনাতুরা রাক্ষসী তাঁহাকে এই কথা বলিল, "রাম! আমি বলিতেছি; তুমি আমার যথার্থ বাক্য শ্রবণ কর। আমি অভিলষিতরূপধারণসমর্থা রাক্ষসী; আমার নাম শূর্পণখা; আমি একাকিনীই সমস্ত প্রাণীর ভয় উৎপাদন করতঃ এই অরণ্যে বিচরণ করিয়া থাকি। রাবণ আমার ভ্রাতা; বোধ করি, তিনি তোমার শ্রবণগোচর হইয়া থাকিবেন। অপিচ, নিরন্তর নিদ্রাপরায়ণ মহাবল কুম্ভকর্ণ, রাক্ষসচরিত্রবিহীন ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ এবং যুদ্ধস্থলে যাঁহাদিগের বীর্য্য বিখ্যাত হইয়াছে, সেই খর ও দূষণ আমার ভ্রাতা। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম! আমি তোমাকে প্রথমতঃ দর্শন করিয়াই মনে মনে স্বামী নিশ্চয় করতঃ তাঁহাদিগকে অতিক্রম পূর্ব্বক তোমার নিকটে আসিয়াছি। আমি পরাক্রমসম্পন্না; আমি বলহেতু স্বেচ্ছানুসারে সর্ব্বত্র গমন করিতে পারি; তুমি চিরকাল আমার স্বামী হও; তুমি সীতাকে লইয়া কি করিবে? এই সীতা বিকৃতাকারা ও বিরূপা, সুতরাং তোমার যোগ্যা নহে; আমিই রূপহেতু তোমার ভার্য্যা হইবার যোগ্যা; তুমি আমাকে দর্শন কর। আমি তোমার ভ্রাতা এবং এই মানুষযোনি জাতা, বিকৃতরূপা, করালা ও নতোদরী অসতীকে ভক্ষণ করিব।

তৎপরে তুমি আমার সহিত কামভোগে তৎপর হইয়া বিবিধ পর্ব্বতশৃঙ্গ ও বনে বিচরণ করিবে।”

বাক্যবিশারদ কাকুৎস্থ রাম সেই খঞ্জন পক্ষি সদৃশ লোচনসম্পন্না রাক্ষসী কর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া হাস্য করিয়া তাহাকে বাক্য বলিতে উপক্রম করিলেন।

ইতি সপ্তদশ সর্গ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ সর্গ।

অনন্তর রাম, পরিহাসাভিলাষে ঈষৎ হাস্য করতঃ মনোহর বাক্যে সেই কামপাশে আবদ্ধা শূর্পণখাকে কহিলেন, “আমি কৃতদার হইয়াছি ইনি আমার প্রেয়সী ভার্য্যা; তোমার সদৃশী নারীদিগের সপত্নীসম্ভাব অতীব দুঃখদায়ক। আমার এই কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ সুচরিত্র শ্রীমান্ বীর্য্যবান্, প্রিয়দর্শন, যুবা, অকৃতদার, ভার্য্যা-সুখলাভে বঞ্চিত ও ভার্য্যার্থী; সুতরাং ইনি তোমার এই রূপের অনুরূপ স্বামী হইবেন। হে বিশালাক্ষি! যেরূপ সূর্য্যপ্রভা মেরু পর্ব্বতকে ভজনা করে, তুমি সেইরূপ সপত্নীবিহীনা হইয়া আমার এই ভ্রাতাকে স্বামীরূপে ভজনা কর।”

সেই কামমোহিতা রাক্ষসী রামকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্তা হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সহসা লক্ষ্মণের সমীপে যাইয়া তাঁহাকে কহিল, “আমি কামিনীদিগের মধ্যে উত্তমা, সুতরাং আমিই তোমার রূপের যোগ্যা ভার্য্যা; তুমি আমার সহিত সুখে এই সমস্ত দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিবে।”

অনন্তর বক্তৃতা বিশারদ সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ রাক্ষসী শূর্পণখা কর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া তাহাকে এই যুক্তিযুক্ত বাক্য বলিলেন, “হে কমলবর্ণে! আমি আর্য্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামের অধীন দাস, সুতরাং তুমি কি প্রকারে আমার ভার্য্যা হইয়া দাসী হইতে অভিলাষ করিতেছ? হে বিশালাক্ষি! তোমার বর্ণে অণুমাত্রও মালিন্য নাই; তুমি সফল-মনোরথা ও প্রমোদান্বিতা হইয়া সিদ্ধ মনোরথ আর্য্য রামের কনিষ্ঠা ভার্য্যা হও; তাহাহইলে, উনি ঐ নতোদরী, বিরূপা, বিকৃতাকারা ও বৃদ্ধা অসতী ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমা-কেই ভজনা করিবেন। হে বরবর্ণিনি! কোন্ বিচক্ষণ ব্যক্তি এই শ্রেষ্ঠরূপ পরিত্যাগ করিয়া মানবযোনিজাতা রমণীতে প্রণয় করেন?”

সেই পরিহাসানভিজ্ঞা কাম মোহিতা বিকৃতাকারা লম্বোদরা রাক্ষসী লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক সেইরূপ উক্তা হইয়া তদীয় বাক্য সত্য বোধ করিয়া পর্ণশালা মধ্যে সীতার সহিত উপবিষ্ট অধর্ষণীয় শত্রুতাপন রামের সমীপে যাইয়া তাঁহাকে বলিল, “তুমি এই বিরূপা, বিকৃতা-কারা, নতোদরী ও বৃদ্ধা ভার্য্যার প্রতি আসক্ত হইয়া আমাকে সম্মান করিতেছ না! আমি এক্ষণেই তোমার সমক্ষে এই মানুষীকে ভক্ষণ করিব, এবং সপত্নীবিহীনা হইয়া পরম সুখে তোমার সহিত বিচরণ করিব।”

সেই অলাতসদৃশলোচনা শূর্পণখা এইরূপ বলিয়া অতীব ক্রোধান্বিতা হইয়া, রোহিণীর প্রতি মহতী উল্কার ন্যায়, মৃগশিশুনয়না সীতার প্রতি ধাবিতা হইল। সেই যমপাশসদৃশী রাক্ষসীকে অভিমুখে আসিতে দেখিয়া, মহাবল রাম তাহাকে নিগ্রহ করিয়া কুপিত হইয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন, “হে শুভদর্শন সুমিত্রা-নন্দন! ক্রূরস্বভাব অনার্য্যদিগের সহিত কোন প্রকারেই পরিহাস কর্ত্তব্য নহে; দেখ, বিদেহরাজদুহিতা সীতা দেবী অতিক্লেশে জীবিতা রহিয়াছেন। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি এই কামমত্তা, বিরূপা, মহোদরী, অসতী রাক্ষসীকে বিকৃতরূপা কর।”

মহাবল লক্ষ্মণ রামকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া তাঁহার সমক্ষেই কোশ হইতে খড়্গ বহির্গত করিয়া সেই রাক্ষসীর কর্ণ ও নাসিকা ছেদন করিলেন। তখন সেই ভয়ঙ্করাকারা শূর্পণখা ছিন্নকর্ণ-নাসা হইয়া বিকট স্বরে চীৎকার করতঃ, যথা হইতে আসিয়াছিল, সেই বন অভিমুখে ধাবিতা হইল। অতিভয়ঙ্করাকারা বিরূপা রাক্ষসী শোণিতলিপ্তাঙ্গী হইয়া, বর্ষা-কালীন মেঘের ন্যায়, বিবিধ চীৎকারধ্বনি করিতে লাগিল। ঘোরদর্শনা রাক্ষসী রুধির ক্ষরণ করতঃ বাহু উত্তোলন করিয়া নানাবিধ

গর্জ্জন করিতে করিতে মহাবনে প্রবেশ করিল। অনন্তর লক্ষ্মণকর্ত্তৃক বিরূপিতা সেই রাক্ষসী জনস্থানস্থিত রাক্ষসসমূহে পরিবৃত উগ্রতেজা ভ্রাতা খরের নিকটে যাইয়া, গগন হইতে অশনির ন্যায়, ভূতলে পতিতা হইল। খরের ভগিনী সেই রাক্ষসী শোণিতলিপ্তাঙ্গী এবং ভয় ও মোহপ্রযুক্ত ভ্রান্তচিত্তা হইয়া তাহার নিকটে ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত রঘুনন্দন রামের বনে আগমন ও তৎকৃত আত্মকর্ণনাসাচ্ছেদনবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিল।

ইতি অষ্টাদশ সর্গ॥ ১৮॥

একোনবিংশ সর্গ।

রাক্ষস খর সেই ভগিনীকে বিরূপিতা, শোণিতলিপ্তা ও তাদৃশ ভাবে ভূতলে পতিতা দেখিয়া ক্রোধে তাপিত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি উত্থিতা হও; মোহ ও সম্ভ্রম বিনাশ কর; বল,—তুমি ঈদৃশী রূপবতী হইয়া কোন্ ব্যক্তিকর্ত্তৃক বিরূপিতা হইয়াছ, তাহা স্পষ্টরূপে কীর্ত্তন কর। কোন্ ব্যক্তি অভিমুখস্থিত অনপকারী আশীবিষ কৃষ্ণ সর্পকে লীলাক্রমে অঙ্গুলীর অগ্রভাগদ্বারা আহত করিতেছে? অদ্য তোমাকে পাইয়া, যে ব্যক্তি উৎকট বিষ পান করিয়াছে, সে মোহপ্রযুক্ত কণ্ঠদেশ কালপাশে আবদ্ধ করিয়া জানিতে পারিতেছে না। তুমি বলবতী ও বিক্রমসম্পন্না; এবং ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণ করিতে ও সর্ব্বত্র যাইতে তোমার সামর্থ্য আছে; তুমি যমসদৃশী হইয়াও কোন্ ব্যক্তির নিকটে যাইয়া ঈদৃশী দুরবস্থাপন্না হইয়াছ? মহাত্মা দেব, গন্ধর্ব্ব, ঋষি ও অন্যান্য প্রাণীদিগের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি এরূপ উৎকৃষ্টবীর্য্যসম্পন্ন হইয়াছে, যে তোমাকে বিরূপিতা করিয়াছে? দেবগণের মধ্যে সহস্রলোচন পাকশাসন মহেন্দ্রব্যতিরেকে, আমার অপ্রিয় কার্য্য করিতে পারে, আমি লোকমধ্যে এরূপ কোন ব্যক্তিকেই দেখিতেছি না। সে যাহা হউক, হংস যেমন পানোদ্যত হইয়া জলমধ্যবর্ত্তী ক্ষীর গ্রহণ করে, সেইরূপ অদ্য আমি প্রাণান্তকারী শরসমূহদ্বারা তাহার শরীরস্থ প্রাণ গ্রহণ করিব? পৃথিবী যুদ্ধে মৎকর্ত্তৃক শরসমূহদ্বারা ভিন্নকর্ম্মা ও নিহত কোন্ ব্যক্তির ফেনযুক্ত রক্ত পানে বাসনা করিতেছে? কোন্ ব্যক্তি যুদ্ধে মৎকর্ত্তৃক নিহত হইলে, পক্ষি সমস্ত মিলিত ও হৃষ্ট হইয়া তদীয় দেহ হইতে মাংস কর্ত্তন করিয়া ভক্ষণ করিবে? যে যুদ্ধে মৎকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবে, কি দেব, কি গন্ধর্ব্ব, কি পিশাচ, কি রাক্ষস, কেহই সেই দীনকে পরিত্রাণ করিতে পারিবে না। তুমি ক্রমে ক্রমে সংজ্ঞা লাভ করিয়া যে অবিনয়ী ব্যক্তি বিক্রম প্রকাশ করিয়া বনমধ্যে তোমাকে পরাজয় করিয়াছে, আমার নিকটে তাহাকে নির্দ্দেশ কর।"

অনন্তর শূর্পণখা অতীব ক্রোধান্বিত ভ্রাতা খরের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বাষ্প মোচন করতঃ তাহাকে ইহা বলিল, "রাজা দশরথের রাম ও লক্ষ্মণ নামে দুই পুত্র আছে সেই দুই ভ্রাতা সুকুমার, অতি বলবান্, তরুণ, রূপসম্পন্ন পদ্মসদৃশবিশালনয়ন, ফলমূলাহারী, ধর্ম্মচারী বশীকৃতেন্দ্রিয় ও তপস্যানিরত; তাহাদিগের পরিধান চীর ও উত্তরীয় কৃষ্ণাজিন; তাহারা রাজলক্ষণান্বিত ও গন্ধর্ব্বরাজসদৃশ; তাহারা দেব কি দানব, ইহা আমি তর্কদ্বারা নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না। তাহাদিগের মধ্যে সর্ব্বাভরণ ভূষিতা সুমধ্যমা এক রূপবতী যুবতী স্ত্রী আছে, ইহা আমি অবলোকন করিয়াছি। তাহারা উভয়ে মিলিত হইয়া সেই প্রমদার নিমিত্তে, অনাথা কুলটার ন্যায়, আমাকে ঈদৃশী অবস্থাপন্না করিয়াছে। রণক্ষেত্রে তাহারা সেই কুটিলচরিত্রা যোষার সহিত নিহত হইলে, আমি তাহাদিগের ফেনযুক্ত রক্ত পান করিতে অভিলাষ করিতেছি। তুমি আমার এই প্রথম অভিলাষ সফল কর; আমি মহাযুদ্ধে তাহাদিগের রক্ত পান করি।"

শূর্পণখা ঐরূপ বলিলে, খর অতীব ক্রোধযুক্ত হইয়া অন্তকসদৃশ মহাবল চতুর্দ্দশ রাক্ষসদিগকে এরূপ আদেশ করিল, "চীরপরিধায়ী ও কৃষ্ণাজিনোত্তরবাসা শস্ত্রধারী দুই মানুষ প্রমদার সহিত ভয়ঙ্কর দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ

করিয়াছে। তোমরা তাহাদিগকে ও সেই দুঃশীলা অবলাকে হনন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হও; আমার এই ভগিনী তাহাদিগের রক্ত পান করিবেন! রাক্ষসগণ! তোমরা শীঘ্র তথায় যাইয়া বলদ্বারা তাহাদিগকে নিহত করিয়া আমার ভগিনীর এই অভিলষিত বিষয় সম্পাদন কর। তোমরা যুদ্ধে সেই উভয় ভ্রাতাকে নিহত করিয়াছ, অবলোকন করিয়া ইনি শারিরীক ও মানসিক প্রমোদসহকারে তাহাদিগের রক্ত পান করিবেন।"

সেই চতুর্দ্দশ রাক্ষসেরা খরকর্ত্তৃক ঐরূপ আদিষ্ট হইয়া শূর্পণখার সহিত, বায়ুপ্রেরিত মেঘের ন্যায় তথায় গমন করিল।

ইতি একোনবিংশ সর্গ॥ ১৯॥

বিংশ সর্গ।

অনন্তর ভয়ঙ্করাকারা রাক্ষসী শূর্পণখা রঘুনন্দন রামের আশ্রমে যাইয়া রাক্ষসদিগের নিকটে সীতার সহিত সেই উভয় ভ্রাতাকে নির্দ্দেশ করিল। তাহারা পর্ণশালামধ্যে রামকে সীতার সহিত উপবিষ্ট ও লক্ষ্মণকর্ত্তৃক সেবিত অবলোকন করিল। অনন্তর রঘুনন্দন রাম সেই রাক্ষসী ও সেই রাক্ষসদিগকে আগত দেখিয়া দীপ্ততেজা ভ্রাতা লক্ষ্মণকে কহিলেন, "হে সুমিত্রানন্দন! তুমি মুহূর্ত্তকাল সীতার নিকটে অবস্থান কর, যাবৎ আমি এই রাক্ষসীর পক্ষপাতী এই সমস্ত রাক্ষসদিগকে বধ করি।"

আত্মজ্ঞ রঘুনন্দন রামের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া, লক্ষ্মণ "যে আজ্ঞা" বলিয়া তদীয় বাক্য অভিনন্দন করিলেন। ধর্ম্মাত্মা রঘুনন্দন রামও স্বর্ণভূষিত মহাধনুতে জ্যা আরোপণ করিয়া সেই রাক্ষসদিগকে বলিলেন, "আমরা দুই ভ্রাতা রাজা দশরথের পুত্র; আমাদিগের নাম রাম ও লক্ষ্মণ; আমরা সীতার সহিত এই দুর্গম দণ্ডকারণ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছি, এবং ইন্দ্রিয় দমনপূর্ব্বক ফলমূল ভোজন করিয়া তপস্যাচরণ করতঃ ধর্ম্মচারী হইয়া বাস করিতেছি; তোরা কি জন্য আমাদিগের হিংসা করিতেছিস্? তোরা পাপাত্মা ও ঋষিদিগের অনিষ্টকারী; আমি ঋষিদিগের আদেশানুসারে তোদিগকে বধ করিবার নিমিত্তে ধনুর্দ্ধারী হইয়া এই মহারণ্যে আসিয়াছি। রাক্ষসগণ! তোমাদিগকে আর প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইবে না; তোরা সন্তুষ্ট হইয়া এই স্থানেই অবস্থিত হ, অথবা যদি ইহলোকে তোদের জীবনে প্রয়োজন থাকে, তবে পলায়ন কর।"

সেই ভয়ঙ্কর কঠোরবাদী শূলধারী ব্রহ্মঘাতী চতুর্দ্দশ রাক্ষসেরা মধুরভাষী লোহিতলোচন রামের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও রক্তলোচন হইয়া তদীয় পরাক্রমে অনভিজ্ঞতাবশতঃ হর্ষসহকারে তাঁহাকে এই বাক্য বলিল, "তুই আমাদিগের প্রভু মহাত্মা খরের ক্রোধ উৎপাদন করিয়াছিস্, আমরা তোকে যুদ্ধে হনন করিব; তুই সদ্যই প্রাণ পরিত্যাগ করিবি! তুই একক, আমরা অনেক অতএব তুই আমাদিগের সম্মুখেই থাকিতে পারিবি না, সুতরাং তুই আমাদিগের সহিত যুদ্ধস্থলে যুদ্ধ করিতে পারিবি না, ইহা বলা অধিক! তুই এখনই আমাদিগের বাহুপ্রমুক্ত এই সমস্ত শূল, পরিঘ ও পট্টিশদ্বারা আহত হইয়া প্রাণ, বীর্য্য ও হস্তধৃত ধনু পরিত্যাগ করিবি।"

সেই চতুর্দ্দশ রাক্ষসেরা ঐরূপ বলিয়া আয়ুধ ও খড়্গ উদ্যত করিয়া অজেয় রঘুনন্দন রামের অভিমুখে ধাবিত হইল, এবং তাঁহার প্রতি সেই সমস্ত শূল নিক্ষেপ করিল। মহাতেজা কাকুৎস্থ রাম স্বর্ণভূষিত চতুর্দ্দশ শরদ্বারা সেই চতুর্দ্দশ শূল ছেদন করিয়া ফেলিলেন, এবং তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া পরম ক্রোধান্বিত হইয়া শিলাশিত সূর্য্যসদৃশ প্রভান্বিত চতুর্দ্দশ নারাচ গ্রহণ করিলেন। পরে মহেন্দ্র যেমন বজ্র পরিত্যাগ করেন, সেইরূপ রঘুনন্দন রাম সেই সমস্ত নারাচ গ্রহণপূর্ব্বক ধনু নত করিয়া রাক্ষসদিগকে লক্ষ্য উদ্দেশ করতঃ তৎসমুদায় পরিত্যাগ করিলেন। যেরূপ সর্পেরা বল্মীক হইতে ভূতলে পতিত হয়, তদ্রূপ সেই সমস্ত নারাচ বেগসহকারে রাক্ষসদিগের

বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া রক্তলিপ্ত হইয়া তথা হইতে ভূতলে পতিত হইল। তাঁহারাও সেই সমস্ত নারাচে ভিন্নহৃদয়, শোণিতপ্লাবিত দেহ ও গতপ্রাণ হইয়া ছিন্নমূল বৃক্ষেরন্যায় ভূতলে পতিত হইল। তাহাদিগকে ভূতলে পতিত দেখিয়া, রাক্ষসী ক্রোধে অধীরা ও খেদান্বিতা হইয়া ভ্রাতা খরের নিকটে যাইয়া পুনর্ব্বার ভূতলে পতিতা হইল, এবং ও শোকার্ত্তা বিরসবদনা হইয়া চীৎকারসহকারে বাস্প মোচন করিতে লাগিল। তৎকালে রক্ত কিঞ্চিৎ শুষ্ক হওয়ায় সে নির্যাসসমন্বিতা লতার সাদৃশ ধারণ করিয়াছিল। যুদ্ধে রাক্ষসদিগকে রামকর্ত্তৃক নিহত দেখিয়া, খরের ভগিনী শূর্পণখা তথা হইতে ধাবিতা হইয়া পুনর্ব্বার তাহার নিকটে যাইয়া আনুপূর্ব্বিক ক্রমে তাহাদিগের বধবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিল।

ইতি বিংশ সর্গ॥ ২০॥

একবিংশ সর্গ।

অনর্থের নিমিত্তে আগতা শূর্পণখাকে পুনর্ব্বার ভূতলে পতিতা দর্শন করিয়া, সেই খর ক্রোধসহকারে তাহাকে পুনর্ব্বার স্পষ্টস্বরে ইহা বলিল, “আমি এক্ষণেই তোমার প্রিয় সম্পাদনার্থে সেই শৌর্য্যশালী মাংসভোজী রাক্ষসদিগকে আদেশ করিয়াছি; তাহারাও আমার নিয়ত ভক্ত, অনুরক্ত ও হিতকারী; তাহারা যে আমার বাক্য পালন করিবে না, ইহা কখনই হইবে না; এবং তাহারা কোন ব্যক্তিকর্ত্তৃক হন্যমান হইয়া হত হইবারও নহে; তবে তুমি পুনর্ব্বার কেন রোদন করিতেছ? তুমি যে কারণে পুনর্ব্বার ‘হা নাথ!’ বলিয়া চীৎকার করতঃ ভূতলে, সর্পের ন্যায়, অবলুণ্ঠিতা হইতেছ, তাহা কি, ইহা আমি জানিতে অভিলাষ করি। আমি তোমার রক্ষক থাকিতে, তুমি কেন বিলাপ করিতেছ? তুমি ওঠ, ওঠ, আর এরূপ বিলাপ করিও না ক্ষোভ পরিত্যাগ কর।”

ভ্রাতা খরকর্ত্তৃক সেইরূপ উক্তা ও আশ্বাসিতা হইয়া, সেই দুর্দ্ধর্ষা রাক্ষসী নয়নদ্বয় মার্জ্জনা করিয়া তাহাকে বলিল, “আমি অনতিবিলম্বে ছিন্নকর্ণনাসা ও রক্তপ্লাবিত দেহা হইয়া তোমার নিকটে আসিয়াছিলাম; তুমিও আমাকে সর্ব্বতোভাবে সান্ত্বনা করিয়াছিলে। তুমি আমার প্রিয়সম্পাদনার্থে সেই শূলপট্টিশধারী অসহিষ্ণু শৌর্য্যশালী ভয়ঙ্কর চতুর্দ্দশ রাক্ষসদিগকে লক্ষ্মণের সহিত রামেরে হনন করিতে প্রেরণ করিয়াছিলে; কিন্তু তাহারা সকলেই যুদ্ধে রামকর্ত্তৃক মর্ম্মভেদী বাণগণদ্বারা নিহত হইয়াছে। সেই অতি দ্রুতগামী রাক্ষসদিগকে ক্ষণকালমধ্যে ভূমিতলে পতিত ও রামের তাদৃশ মহৎ কর্ম্ম দর্শন করিয়া, আমার অত্যন্ত ত্রাস হইল। হে নিশাচর! আমি সর্ব্বত্র ভয় নর্শন করতঃ ভীতা, উদ্বিগ্না ও বিষণ্ণা হইয়া তোমার নিকটে পুনর্ব্বার আসিয়াছি; কেননা তুমিই আমার রক্ষাকর্ত্তা। সম্প্রতি ত্রাস যাহার ঊর্ম্মি স্বরূপ, সেই বিষাদরূপ কুম্ভীরে সমাকুল বিপুল শোকসাগরে আমি নিমগ্না হইতেছি; তুমি কি আমাকে পরিত্রাণ করিবে না। যে সমস্ত মাংসভোজী রাক্ষসেরা আমার অনুগামী হইয়াছিল, রাম ভূতলে অবস্থিত হইয়াই নিশিত শরসমূহ দ্বারা তাহাদিগকে হনন করিয়াছে।

হে নিশাচর! যদি আমার ও সেই সমস্ত রাক্ষসপুত্রের প্রতি তোমার দয়া থাকে, এবং যদি তোমার সেই দণ্ডকারণ্যবাসী রাক্ষসবিনাশী রামের সহিত যুদ্ধ করিতে শক্তি ও তেজ থাকে, তবে তুমি তাহাকে হনন কর। যদি তুমি অদ্য সেই শত্রুহন্তা রামকে বধ না কর, তবে আমি নির্লজ্জা হইয়া তোমার সমক্ষেই প্রাণ পরিত্যাগ করিব! আমি বুদ্ধিদ্বারা দেখিতে পাইতেছি যে, তুমি সৈন্যগণে পরিবৃত হইলেও যুদ্ধে রামের সম্মুখে অবস্থিতি হইতে পারিবে না। হে মূঢ়! তুমি শূরাভিমানী; কিন্তু বাস্তবিক শূর নহ; তুমি রাক্ষসবংশের কলঙ্কস্বরূপ; তুমি বান্ধবগণের সহিত শীঘ্র এই জনস্থান হইতে পলায়ন কর, অথবা রাম ও লক্ষ্মণকে যুদ্ধে বধ কর। যদি তুমি সেই দুই মানব রাম ও লক্ষ্মণকে হনন করিতে না পার, তবে তুমি হীনবীর্য্য ও দুর্ব্বল

হইয়া কিপ্রকারে এস্থানে বাস করিবে? তুমি রামের তেজে অভিভূত হইয়া শীঘ্রই বিনষ্ট হইবে; কেননা সেই দশরথতনয় রাম অতীব তেজস্বী, এবং তদীয় ভ্রাতাও অতি বীর্য্যবান্ যে আমাকে বিরূপিতা করিয়াছে।"

মহোদরী রাক্ষসী শূর্পণখা শোকার্ত্তা হইয়া ভ্রাতার নিকটে সেইরূপ নানাবিধ বিলাপ করিয়া সংজ্ঞাবিহীনা হইল, এবং অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া হস্তদ্বারা উদরে আঘাত করতঃ রোদন করিতে লাগিল।

ইতি একবিংশ সর্গ ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ সর্গ।

অনন্তর সেই শৌর্য্যশালী তীক্ষ্ণস্বভাব খর শূর্পণখাকর্তৃক সেইরূপ তিরস্কৃত হইয়া রাক্ষসদিগের মধ্যে তাহাকে এই কঠোর বাক্য বলিল, "যেরূপ লবণসমুদ্র স্বীয় উচ্ছলিত জল ধারণ করিতে পারে না সেইরূপ আমিও তোমার অপমানে সমুৎপন্ন এই তুলনাবিহীন ক্রোধ ধারণ করিতে পারিব না; আমি বীর্য্যপ্রযুক্ত ক্ষীণজীবন মানুষ রামকে গণনা করি না; সে আত্মদুশ্চরিতহেতুক অদ্য মৎকর্তৃক নিহত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। তুমি এই ভয়জন্য ব্যাকুলভাব পরিত্যাগ কর, আর বাষ্প মোচন করিও না; আমি অবশ্যই ভ্রাতৃসহিত রামকে যমালয়ে প্রেরণ করিব। রাক্ষসী! অদ্য রাম মদীয় পরশ্বধে নিহত ও ক্ষীণজীবন হইয়া ভূতলে পতিত হইলে, তুমি তদীয় রক্তবর্ণ উষ্ণরুধির পান করিবে।"

রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ভ্রাতা খরের মুখনির্গত সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, শূর্পণখা অজ্ঞাতাপ্রযুক্ত তাহাকে, হর্ষসহকারে পুনর্ব্বার প্রশংসা করিল। শূর্পণখাকর্তৃক প্রথমে নিন্দিত ও পরে প্রশংসিত হইয়া, তখন খর সেনাপতি দূষণকে কহিল, "হে শুভদর্শন! যাহাদিগের বর্ণ নীল মেঘসদৃশ, বেগ অতি ভয়ঙ্কর ও ক্রীড়া কেবল লোকহিংসা মদীয় চিত্তানুবর্ত্তী ও যুদ্ধে অনিবর্ত্তী সেই দর্পোৎসিক্ত চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসদিগকে যুদ্ধার্থে সমুদ্যুক্ত কর। হে সৌম্য! তুমি আমার রথ এবং অনেক ধনু, শর, বিচিত্র খড়্গ ও বিবিধ নিশিতশক্তি আনয়ন কর। হে যুদ্ধাভিজ্ঞ! আমি সেই অবিনয়ী রামকে বধ করিবার নিমিত্তে মহাত্মা রাক্ষসদিগের অগ্রেই নির্গত হইতে ইচ্ছা করিতেছি।"

রাক্ষস খর ঐরূপ বলিলে, দূষণ কিয়ৎকাল পরে তাহাকে 'চিত্রবর্ণ অশ্বগণে যোজিত ও সূর্য্যসদৃশ বর্ণসমন্বিত রথ উপস্থিত হইয়াছে' ইহা বলিল। তখন খর ক্রোধবশতঃ সেই সাধুঘোটকযোজিত, স্বর্ণচিত্রিত, স্বর্ণময় চক্রসমন্বিত উৎকৃষ্ট কিঙ্কিণীজালে ভূষিত, বৈদূর্য্যময় কূবরযুক্ত, ধ্বজসম্পন্ন, সুবিস্তীর্ণ, খড়্গপ্রভৃতি বিবিধ শস্ত্রসমাকুল, মেরুশিখরসদৃশ রথে আরোহণ করিল। সেই রথ অলঙ্কারস্বরূপ স্বর্ণচিত্রিত মৎস্য, বৃক্ষ, পুষ্প, শৈল, পক্ষী ও তারাসমূহে এবং চন্দ্রকান্ত মণিগণে বিভূষিত ছিল। অনন্তর রথ, চর্ম্ম, আয়ুধ ও ধ্বজযুক্ত সেই মহৎ সৈন্য সজ্জিত হইয়াছে, অবলোকন করিয়া, খর ও দূষণ সমস্ত রাক্ষসদিগকে "তোমরা নির্গত হও," ইহা বলিল। পরে সেই ভয়ানক চর্ম্ম, আয়ুধ ও ধ্বজযুক্ত রাক্ষসসৈন্য মহাশব্দ করতঃ মহাবেগে জনস্থান হইতে বহির্গত হইল। খরচিত্তানুবর্ত্তী সেই চতুর্দ্দশ সহস্র ভয়ঙ্কর রাক্ষসেরা রথস্থ মুদ্গর, পট্টিশ, শূল, সুতীক্ষ্ণ পরশ্বধ, খড়্গ দীপ্তিশালী চক্র ও প্রভাযুক্ত তোমর এবং হস্তধৃত শক্তি, ভয়ানক পরিঘ, অতি বৃহৎ ধনু, গদা, অসি, মুষল ও বজ্রসদৃশ ভীমদর্শন অস্ত্রসমূহের সহিত জনস্থান হইতে নির্গত হইল। সেই ভীমদর্শন রাক্ষসদিগকে ধাবিত হইতে দেখিয়া, কিঞ্চিৎ পরে খরের রথ গমন করিল। অনন্তর খরের সারথি তদীয় মত অবগত হইয়া সেই চিত্রবর্ণ স্বর্ণভূষিত অশ্ব সকল চালনা করিল। তখন রিপুঘাতী খরের সেই রথ সারথিকর্তৃক চালিত ও দ্রুতগমনোদ্যত হইয়া শব্দদ্বারা সমস্ত দিক্ ও বিদিক্ পূরণ করিল। অতি বলবান্ সেই প্রখরস্বর খর ক্রোধান্বিত ও যমের ন্যায়, শত্রুবিনাশে ত্বরাযুক্ত হইয়া, শিলাবর্ষী মেঘের ন্যায়, ধ্বনি করতঃ সারথিকে নিয়োগ করিল।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

গর্দ্দভের ন্যায় অরুণবর্ণ মহাভয়ঙ্কর মেঘ, যুদ্ধার্থ প্রস্থিত সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসসৈন্য লক্ষ্য করিয়া তুমুলশব্দ সহকারে রক্তমিশ্রিত জল বর্ষণ করিতে লাগিল। খরের রথে যোজিত সেই দ্রুতগামী অশ্ব সকল হঠাৎ পুষ্পপরিব্যাপ্ত সমতল রাজপথে পতিত হইল। সূর্য্যমণ্ডলে অলাতচক্রসদৃশ এক পরিবেশ হইল; তাহার বর্ণ শ্যাম ও অন্তভাগ রক্তবর্ণ ছিল। অনন্তর এক অতি ভয়ঙ্কর বৃহৎকায় গৃধ্র আসিয়া খরের সমুচ্ছ্রিত স্বর্ণদণ্ড ধ্বজ আক্রমণ করিয়া অবস্থিত হইল। বিকটশব্দকারী মাংসভোজী পশু ও পক্ষীরা জনস্থানের নিকটে আসিয়া ভয়ঙ্কর স্বরে নানাবিধ শব্দ করিতে লাগিল। মহাশব্দকারী ভয়ঙ্কর শৃগালেরা সূর্য্যাশ্রিত প্রদীপ্ত দিক্ আশ্রয় করিয়া রাক্ষসদিগের অমঙ্গলজনক ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে থাকিল। রক্তমিশ্রিত জলশালী মদমত্ত গজসদৃশ ভয়ঙ্কর জলধরেরা তত্রত্য আকাশ আবরণ করিল। রোমহর্ষজনক এরূপ ভয়ঙ্কর উৎকট অন্ধকার হইল, যে, দিক্ বা বিদিক্ উত্তমরূপে দীপ্তি লাভ করিল না। অসময়ে রক্তার্দ্রবস্ত্রসবর্ণ সন্ধ্যাকাল প্রকাশিত হইল। তখন ভয়ঙ্কর পশু ও পক্ষীরা খরের অভিমুখে শব্দ করিতে লাগিল, এবং কঙ্ক গোমায়ু ও গৃধ্র সমস্ত তদীয় ভয় কীর্ত্তন করতঃ শব্দ করিতে থাকিল। নিত্য অমঙ্গল কারক শৃগালেরা যুদ্ধে ভয়সূচনা করতঃ মুখদ্বারা জ্বালা উদ্গীরণ করিতে করিতে তদীয় সৈন্যগণের অভিমুখে শব্দ করিতে প্রবৃত্ত হইল। সূর্য্যের নিকটে পরিঘাকার কবন্ধ দৃষ্ট হইল। মহাগ্রহ রাহু অসময়ে সূর্য্যকে গ্রহণ করিল। প্রচণ্ড বায়ু বহিতে লাগিল। সূর্য্যের প্রভা মলিনা এবং রাত্রিব্যতিরেকেও নক্ষত্রসমস্ত খদ্যোতসদৃশ প্রভান্বিত হইয়া উদিত হইল। সেই সময়ে বৃক্ষ সমস্ত ফলপুষ্পবিহীন এবং সরোবরস্থ পক্ষী ও মীন সকল স্তব্ধ ও পদ্মসমস্ত শুষ্ক হইল। বায়ুব্যতিরেকে মেঘসদৃশ ধূসরবর্ণ রেণু উত্থিত হইল। তখন শারিকারা চীচীকুচী শব্দ করিতে লাগিল। ঘোরদর্শনা উল্কা সকল ভয়ঙ্কর শব্দসহকারে ভূতলে পতিত এবং সাগর, উপবন ও মহারণ্য সকলের সহিত সমগ্র ভূমণ্ডল কম্পিত হইতে থাকিল। এবং রথস্থ গর্জ্জনকারী ধীমান্ খরের ললাট রুগ্ন, বাম হস্ত কম্পিত ও স্বর অবসন্ন হইল। অপীচ সর্ব্বতোভাবে অবলোকন করিতে যত্নপরায়ণ হইলেও, তাহার নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। তথাপি সে মোহপ্রযুক্ত নিবৃত্ত হইল না, প্রত্যুত সেই সমুত্থিত রোমহর্ষজনক উৎকট উৎপাত সকল দর্শন করিয়া হাস্য করিতে করিতে সমস্ত রাক্ষসদিগকে কহিল, "যেমন বলবান্ পুরুষ দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগকে দেখিয়া চিন্তিত হয় না, সেইরূপ আমি বীর্য্যপ্রযুক্ত এই সমুত্থিত ঘোরদর্শন তীব্র উৎপাত সমস্ত দর্শন করিয়া চিন্তিত হইতেছি না। আমি ক্রুদ্ধ হইলে, তীক্ষ্ণ শরসমূহ-দ্বারা তারাদিগকে আকাশ-মণ্ডল হইতে পাতিত ও যমরাজকেও মরণ-ধর্ম্মে যোজিত করিতে পারি! অতএব আমি তীক্ষ্ণ শরসমূহদ্বারা সেই বলদর্পিত রঘুকুলজাত রাম ও তদীয় ভ্রাতা লক্ষ্মণকে হনন না করিয়া নিবৃত্ত হইতে পারি না! যাহার নিমিত্তে সেই রাম ও লক্ষ্মণের মৃত্যু উপস্থিত হইয়াছে, আমার সেই ভগিনী তাহাদিগের রক্ত পান করিয়া সফলমনোরথা হউন। পূর্ব্বে কোথায়ও যুদ্ধে আমার পরাজয় হয় নাই, ইহা তোমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছ; আমি মিথ্যা কহিতেছি না। আমি মত্ত ঐরাবতস্থিত বজ্র-ধারী দেবরাজকেও হনন করিতে পারি, সুতরাং সেই দুই মানবকে হনন করিব, ইহা আর বিচিত্র কি!"

যমপাশে আবদ্ধা সেই মহতী রাক্ষসী সেনা পরের তাদৃশ গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া তুলনাবিহীন হর্ষ লাভ করিল। তখন পুণ্যকর্ম্মা মহাত্মা দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, চারণ, ও ঋষিগণ যুদ্ধ দর্শনে অভিলাষী হইয়া তথায় সমাগত হইলেন। তাঁহারা তথায় সমাগত ও মিলিত হইয়া পরস্পরকে উদ্দেশিয়া ইহা বলিলেন, "গো, ব্রাহ্মণ ও লোক-সম্মত অন্যান্য প্রাণীদিগের মঙ্গল হউক; যেরূপ চক্রধারী বিষ্ণু অসুরশ্রেষ্ঠদিগকে পরাজয় করিয়াছিলেন,

সেইরূপ রঘুনন্দন রাম যুদ্ধে পুলস্ত্যবংশোৎপন্ন রাক্ষসদিগকে পরাজয় করুন্।”

সেই প্রদেশে বিমানস্থ দেব ও মহর্ষিরা ঐরূপ ও অন্যান্য বিবিধ বাক্য বিন্যাস করতঃ কৌতূহল-সমন্বিত হইয়া সেই আসন্ন-মৃত্যু রাক্ষসসৈন্য অবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন খর বেগে সৈন্যের অগ্রভাগ হইতে বহির্গত হইল। শ্যেনগামী, পৃথুগ্রীব, যজ্ঞশত্রু, বিহঙ্গম, দুর্জ্জয়, করবীরাক্ষ, পরুষ, কালকার্ম্মুক, মেঘমালী, সর্পাস্য ও রুধিরাশন, এই দ্বাদশ মহাবীর খরের চতুর্দ্দিক্ দিয়া প্রস্থিত হইল। মহাকপাল, স্থূলাক্ষ, প্রমাথী ও ত্রিশিরা এই চারি বীর সেনার অগ্রগামী দূষণের অনুগমন করিতে লাগিল। সেই যুদ্ধাভিলাষিণী ভয়ঙ্করী রাক্ষসবীরসেনা ভয়ঙ্কর বেগে গমন করতঃ সহসা, সূর্য্য ও চন্দ্রের নিকটে গ্রহমালার ন্যায়, রাম ও লক্ষ্মণের নিকটে উপস্থিত হইল।

ইতি ত্রয়োবিংশ সর্গ ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

তীব্রপরাক্রম খর রামের আশ্রমাভিমুখে প্রস্থিত হইলে, তিনি ভ্রাতার সহিত সেই উৎপাত সমস্ত অবলোকন করিলেন। নিতান্ত অমর্ষপরবশ রাম প্রজাদিগের অহিতজনক সেই মহাভয়ঙ্কর উৎপাত সকল দর্শন করিয়া লক্ষ্মণকে এই বাক্য বলিলেন, “হে মহাবাহো! তুমি রাক্ষসবিনাশার্থে সমুত্থিত এই সর্ব্বভূত বিনাশসূচক মহোৎপাত সকল দর্শন কর! ঐ সমস্ত মেঘ ভয়ঙ্কর শব্দসহকারে রক্তধারা বর্ষণ করিতেছে; আকাশমণ্ডলে গর্দ্দভতুল্য ধূসরবর্ণ প্রচণ্ড মেঘসমস্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে। লক্ষ্মণ! আমার শর সকল ধূমাচ্ছন্ন ও যুদ্ধার্থে প্রফুল্ল হইয়া তূণমধ্যে বিচেষ্টিত হইতেছে; স্বর্ণপৃষ্ঠ শরাসনসমস্তও বিচলিতভাব অবলম্বন করিতেছে; এই প্রদেশে বনচারী পক্ষীরা যেরূপ শব্দ করিতেছে; তাহাতে বোধ হয় যে, অনতিবিলম্বে আমাদিগের ভয় ও জীবনে সংশয় ঘটিবে। হে শূর! তুমুল যুদ্ধ হইবে, ইহাতে সংশয় নাই; কিন্তু মদীয় এই দক্ষিণ বাহু বারম্বার স্পন্দিত হইয়া ইহা কীর্ত্তন করিতেছে যে, সেই যুদ্ধে আমাদিগের জয় ও শত্রুদিগের পরাজয় হইবে। লক্ষ্মণ! তোমারও বদন প্রসন্ন ও সম্যক্ প্রভাযুক্ত লক্ষিত হইতেছে, ইহাও জয়চিহ্ন; কেন না যাহাদিগের পরমায়ুঃক্ষয় হয়, তাহাদিগের যুদ্ধোদ্যমকালে বদন প্রভাবিহীন হইয়া থাকে। গর্জ্জনকারী রাক্ষসদিগের ও রাক্ষসগণকর্ত্তৃক আহত ভেরীসমূহের ঐ তুমুল ধ্বনি শ্রুত হইতেছে। আপদাশঙ্কা হইলে, শুভাভিলাষী বিজ্ঞ পুরুষের আপদাগমের পূর্ব্বেই তাহার প্রতীকার কর্ত্তব্য। অতএব তুমি সশর শরাসন ধারণ করতঃ বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে গ্রহণ করিয়া বৃক্ষ সমাকুলা অগম্যা পর্ব্বতগুহা আশ্রয় কর। বৎস! তুমি আমার এই বাক্যের বিরুদ্ধাচরণ না কর, ইহাই আমার অভিলাষ; তুমি আমার পাদ দ্বারা শপথীকৃত হইলে, গমন কর, বিলম্ব করিও না। তুমি বলবান্ ও শৌর্য্য সম্পন্ন, সুতরাং তুমিও ইহাদিগকে হনন করিতে পার, ইহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু আমি স্বয়ংই এই সমস্ত রাক্ষসদিগকে হনন করিতে বাসনা করিতেছি।”

লক্ষ্মণ রাম কর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া শর ও শরাসন গ্রহণ করিয়া সীতার সহিত দুর্গম্যা পর্ব্বত গুহা আশ্রয় করিলেন। লক্ষ্মণ সীতার সহিত গুহা মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, রাম আহ্লাদ সহকারে “আমার বাক্য শীঘ্র সম্পন্ন হইল!” এই বলিয়া কবচ ধারণ করিলেন। তিনি সেই অগ্নিতুল্য দ্যুতিশালী কবচ দ্বারা বিভূষিত হইয়া অন্ধকারস্থ প্রোজ্জ্বলিত মহাগ্নির সদৃশ হইলেন। পরে সেই বীর্য্যবান্ রাম শরসমস্ত গ্রহণপূর্ব্বক মহাধনু উদ্যত করিয়া জ্যাশব্দে দশ দিক্ পূরণ করতঃ তথায় অবস্থান করিলেন। অনন্তর পুণ্যকর্ম্মা মহাত্মা দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, চারণ, ঋষি ও লোকবিখ্যাত ব্রহ্মর্ষিরা যুদ্ধ দর্শনাভিলাষে তথায় সমাগত হইলেন, এবং তথায় অবস্থিত ও পরস্পর মিশ্রিত হইয়া পরস্পরকে উদ্দেশ করিয়া “গো, ব্রাহ্মণ ও লোকসমুদায়ের মঙ্গল হউক,” ইহা কহিলেন। “যেরূপ চক্রধারী বিষ্ণু সমস্ত অসুর-

শ্রেষ্ঠদিগকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়াছেন, সেইরূপ রঘুনন্দন রাম পুলস্ত্যবংশজাত রাক্ষসদিগকে পরাজয় করুন্।" এই বলিয়া তাঁহারা পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, "ধর্ম্মাত্মা রাম একাকী; ভীমকর্ম্মা রাক্ষসেরা চতুর্দ্দশ সহস্র; অতএব কিপ্রকারে যুদ্ধ হইবে!"

সেই প্রদেশে বিমানস্থ দেব, সিদ্ধ, রাজর্ষি ও সশিষ্য ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠেরা সেইরূপ কথোপকথন করতঃ কুতূহলাক্রান্ত হইয়া যুদ্ধ দর্শনার্থে অবস্থিত রহিলেন। তখন সমস্ত প্রাণীই সেই যুদ্ধমুখে অবস্থিত উৎকটতেজা রামকে দর্শন করিয়া ভয়ে ব্যথিত হইল। ক্রুদ্ধ মহাত্মা রুদ্রদেবের রূপের ন্যায়, সেই অক্লিষ্টকর্ম্মা রামের তাৎকালিক রূপের উপমা ছিল না। দেব, গন্ধর্ব্ব ও চারণেরা সেইরূপ সম্ভাষা করিতেছেন, এমত সময়ে ভয়ঙ্কর চর্ম্ম ও আয়ুধধারী ভয়ঙ্কর ধ্বজশালী সেই রাক্ষসসৈন্য তথায় চতুর্দ্দিক্ ব্যাপ্ত করিল। সেই গমনকারী রাক্ষসদিগের পরস্পর বীরালাপ, ধনুষ্টঙ্কার, বারংবার জৃম্ভণ, সিংহনাদ ও দুন্দুভি বাদনের তুমুল শব্দ সেই বন পূরণ করিল। বনচারী প্রাণীরা সেই শব্দ শ্রবণে ত্রাসান্বিত হইয়া পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টিপাত না করিয়া, যথায় সেই শব্দ নাই, সেই প্রদেশে পলায়ন করিল। সাগরসদৃশ গাম্ভীর্য্যশালী সেই নানাবিধ শস্ত্রধারী রাক্ষসসৈন্য মহাবেগে রামের নিকটবর্ত্তী হইল। তখন রণদক্ষ রামও তূণ হইতে শরসমস্ত গ্রহণপূর্ব্বক ভয়ঙ্কর ধনু আকর্ষণ করিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে করিতে যুদ্ধার্থে সেই খরসৈন্যের অভিমুখে যাইয়া তাহা দর্শন করিলেন, এবং সমস্ত রাক্ষসদিগের বধার্থে অতীব ক্রোধান্বিত হইয়া, যুগান্তকালীন প্রোজ্জ্বলিত অগ্নির ন্যায়, দুর্দ্দর্শনীয় হইলেন। বনদেবতারাও সেই উগ্রতেজা রামকে দর্শন করিয়া ব্যথা লাভ করিলেন। তখন সেই ক্রোধান্বিত রামের রূপ দক্ষযজ্ঞ-বিনাশোদ্যত মহেশ্বরের রূপের সাদৃশ্য ধারণ করিল। অগ্নিবর্ণ বর্ম্ম, আভরণ, ধনু ও রথসমন্বিত সেই রাক্ষসসৈন্য সূর্য্যোদয়কালীন নীলবর্ণ মেঘের সদৃশ হইল।

ইতি চতুর্ব্বিংশ সর্গ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ সর্গ।

খর অগ্রগামীদিগের সহিত সেই শত্রুঘাতী ধনুর্দ্ধারী ক্রুদ্ধ রামের আশ্রমে আসিয়া তাঁহাকে অবলোকন করিল। সে তাঁহাকে দর্শন করিয়া ভয়ঙ্কর শব্দকারী জ্যাযুক্ত ধনু উদ্যত করিয়া সারথিকে "রামের অভিমুখে অশ্ব চালনা কর," এরূপ আদেশ করিল। সারথি খরের আজ্ঞানুসারে, যথায় মহাবাহু রাম ধনু কম্পিত করতঃ অবস্থিত আছেন, সেই স্থানে অশ্বদিগকে চালনা করিল। খরকে রামাভিমুখে ধাবিত হইতে দেখিয়া, তদীয় অমাত্য রাক্ষসেরা মহাশব্দ করতঃ তাহাকে চতুর্দ্দিকে পরিবৃত করিল। তখন রথস্থিত দুর্ব্বিনীত খর সেই রাক্ষসদিগের মধ্যবর্ত্তী হইয়া তারাগণমধ্যবর্ত্তী মঙ্গলগ্রহের সদৃশ হইল। অনন্তর সে, যুদ্ধে অনুপমতেজা রামকে সহস্র শরে পীড়িত করিয়া মহাশব্দে চীৎকার করিল। পরে সমস্ত রাক্ষসেরা সেই অপরাজেয় ভয়ঙ্কর ধনুর্দ্ধর শূর রামের প্রতি ক্রোধসহকারে নানাবিধ শস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিল। তাহারা ক্রোধান্বিত হইয়া যুদ্ধে তাঁহাকে লৌহময় মুদ্গর, প্রাস, শূল, খড়্গ ও পরশ্বধদ্বারা আঘাত করিল। পরে সেই বৃহৎকায় মহাবল মেঘ-সবর্ণ রাক্ষসেরা যুদ্ধে কাকুৎস্থ রামকে হনন করিতে অভিলাষী হইয়া রথ, অশ্ব ও পর্ব্বতশৃঙ্গসদৃশ গজগণদ্বারা তাঁহার প্রতি ধাবিত হইল, এবং যেমন মহামেঘ সমস্ত পর্ব্বতোপরি বারিধারা বর্ষণ করে, সেইরূপ তাঁহার উপরি শর ধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। তখন রঘুনন্দন রাম সেই সমস্ত ক্রূরদর্শন রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া চতুর্দ্দশী প্রভৃতি তিথিতে পারিষদগণে পরিবৃত মহাদেবের সাদৃশ্য ধারণ করিলেন, এবং সাগর যেমন স্বীয় বেগে নদীবেগ সমস্ত প্রতিগ্রহ করে, সেইরূপ শরসমূহদ্বারা রাক্ষসগণ প্রেরিত সেই শর সকল প্রতিগ্রহ করিলেন। তিনি সেই ভয়ঙ্কর শস্ত্রসমূহে বিদ্ধদেহ হইয়া, প্রদীপ্ত বহু বজ্রে সমাহত বৃহৎ পর্ব্বতের ন্যায়, ব্যথিত হইলেন না, পরন্তু সর্ব্বাঙ্গে রক্তসিক্ত হইয়া সন্ধ্যাকালীন মেঘে পরিবৃত সূর্য্যের সাদৃশ্য ধারণ করিলেন। তখন দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিরা একত্র

রামকে বহুসহস্র রাক্ষসে পরিবৃত দেখিয়া বিষণ্ণ হইলেন। অনন্তর, রঘুনন্দন রাম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মণ্ডলাকারে ধনু ভ্রামণ করতঃ শত শত ও সহস্র সহস্র বাণ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তিনি অবলীলাক্রমে অবারণীয়, অসহনীয়, যুদ্ধে যমপাশ-সদৃশ, কঙ্কপত্রভূষিত, স্বর্ণচিত্রিত বাণসমস্ত মোচন করিলেন। তৎকর্তৃক অবলীলাক্রমে শত্রুসৈন্য-গণের প্রতি প্রমুক্ত সেই প্রদীপ্ত অগ্নিসদৃশ দ্যুতিশালী শর-সমস্ত রাক্ষসদিগের দেহ ভেদ-পূর্ব্বক, কালপাশের ন্যায়, প্রাণ গ্রহণ করিয়া রুধিরলিপ্ত ও আকাশে উত্থিত হইয়া শোভা ধারণ করিতে থাকিল। তখন রামের চাপমণ্ডল হইতে অসংখ্যেয় রাক্ষসপ্রাণাপহারী অত্যুগ্র বাণ নির্গত হইতে লাগিল। তিনি সেই সমস্ত শরদ্বারা শত শত ও সহস্র সহস্র ধনু, ধ্বজাগ্র, চর্ম্ম, বর্ম্ম, আভরণযুক্ত বাহু ও হস্তিহস্ত-সদৃশ উরু সকল ছেদন করিলেন। তাঁহার ধনুর্গুণ-নির্মুক্ত বাণ সমস্ত সারথির সহিত রথযোজিত স্বর্ণবর্ম্মযুক্ত অশ্ব, আরোহীদিগের সহিত হস্তী ও অশ্বগণের সহিত সাদীদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া পদাতিদিগকে হননপূর্ব্বক যমালয়ে প্রেরণ করিল। অনন্তর রাক্ষসেরা রাম-কর্তৃক সুতাক্ষাগ্র নালীক, নারাচ ও বিকর্ণিসমূহে হন্যমান হইয়া ভয়ানক আর্ত্তধ্বনি করিতে লাগিল। তখন সেই রাক্ষস সৈন্য তৎকর্তৃক মর্ম্মভেদী বিবিধ বাণে পীড়িত হইয়া, অগ্নি-তেজে শুষ্ক বনের ন্যায়, সুখলাভ করিল না। পরে কোন কোন ভীমবল শূর রাক্ষসেরা অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া বীর্য্যবান্ মহাবাহু রামের প্রতি অনেক প্রাস, শূল ও পরশ্বধ নিক্ষেপ করিল। তিনিও বাণসমূহ দ্বারা সেই রাক্ষস-দিগের প্রেরিত শস্ত্র সমস্ত নিবারণ করিয়া তাহাদিগের মস্তক ছেদনপূর্ব্বক প্রাণ হরণ করিলেন। তাহারা ছিন্ন কবচ, ছিন্ন ধনু ও ছিন্ন মস্তক হইয়া, গরুড়ের পক্ষবাতে বিক্ষিপ্ত পাদপসমূহের ন্যায়, ভূতলে পতিত হইল। তখন তথায় যে সমস্ত রাক্ষসেরা অবশিষ্ট ছিল, তাহারা রামশরে আহত ও বিষণ্ণ হইয়া আশ্রয় গ্রহণার্থে খরের অভিমুখে ধাবিত হইল।

অনন্তর দূষণ সেই সমস্ত রাক্ষসদিগকে আশ্বাসিত করিয়া অতীব ক্রোধান্বিত হইয়া ধনু গ্রহণপূর্ব্বক ক্রুদ্ধ রামের প্রতি, ক্রুদ্ধ অন্তকের ন্যায়, ধাবিত হইল। তখন সেই সমস্ত মহাবল রাক্ষসেরাও দূষণকে আশ্রয় লাভ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়া হস্তদ্বারা শাল, তাল, শিলা, শূল, মুদ্গর ও পাশ ধারণপূর্ব্বক অস্ত্র, শস্ত্র, শিলা ও বৃক্ষ সমস্ত বর্ষণ করিতে করিতে রামের অভিমুখে বেগে গমন করিল। পরে রামের সেই রাক্ষসদিগের সহিত পুনর্ব্বার অদ্ভুত রোমহর্ষণজনক অতি ভয়ঙ্কর তুমুল সংগ্রাম হইল। সেই রাক্ষসেরা অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে রঘুনন্দন রামকে পীড়িত করিতে লাগিল। তখন মহাবল রাম, সেই রাক্ষসগণে দিক্ ও বিদিক্ সমাকুলা দেখিয়া এবং চতুর্দ্দিক্ হইতে সমাগত সেই রাক্ষসগণ কর্তৃক শরবর্ষে সমাচ্ছাদিত হইয়া ভয়ঙ্কর চীৎ-কার করিয়া তাহাদিগকে উদ্দেশ করতঃ অতি দীপ্তিশালী গান্ধর্ব্ব অস্ত্র যোজনা করিলেন। পরে তাঁহার চাপমণ্ডল হইতে সহস্র সহস্র শর বহির্গত হইতে লাগিল। রাক্ষসেরা রামকে ভয়ঙ্কর শরসমস্ত গ্রহণ, ধনু আকর্ষণ বা উৎকৃষ্ট বাণ সকল মোচন করিতে দেখিতে পাইল না, কেবল তদীয় শরসমূহে অর্দ্দিত হইতে থাকিল। তখন আকাশমণ্ডল সূর্য্যের সহিত বাণান্ধকারে আচ্ছাদিত হইল; রাম নিরন্তর সেই সমস্ত বাণ নিক্ষেপ করতঃ অবস্থিত হইলেন। তখন যুদ্ধস্থল এককালে নিহত, পতনোদ্যত ও পতিত রাক্ষসসমূহে সমাকীর্ণ হইয়া ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। স্থানে স্থানে রামবাণে ছিন্ন, ভিন্ন, বিদারিত ও নিহত হইয়া পতিত ক্ষীণজীবণ সহস্র সহস্র রাক্ষস দৃষ্ট হইতে লাগিল। তৎকালে সেই যুদ্ধস্থল রামের বাণাঘাতে নানাপ্রকারে ছিন্ন উষ্ণীষযুক্ত মস্তক, বলয়সমন্বিত বাহু, হস্ত, উরু, নানাবিধ অলঙ্কার, অশ্ব, শ্রেষ্ঠ হস্তী, রথ, চামর, ব্যজন, ছত্র, বিবিধ ধ্বজ, শূল ও পট্টিশসমূহদ্বারা সমাকীর্ণ হইল। পরে অবশিষ্ট রাক্ষসেরা তাহাদিগকে নিহত অবলোকন করিয়া অতীব আতুর হইয়া শত্রুপুরঞ্জেতা রামের অভিমুখে গমন করিতে সমর্থ হইল না।

ষড়্‌বিংশ সর্গ।

মহাবাহু দূষণ স্বীয় সৈন্যদিগকে রামকর্ত্তৃক হন্যমান অবলোকন করিয়া যুদ্ধে অনিবর্ত্তী অপর পঞ্চ সহস্র রাক্ষসকে আদেশ করিল। তাহাদিগের বেগ অতি ভয়ঙ্কর এবং তাহাদিগের নিকটে অন্যের গমন করাও দুঃসাধ্য ছিল। পরে তাহারা চতুর্দ্দিক হইতে অনবরত রামের প্রতি শূল, পট্টিশ, খড়্গ, বৃক্ষ, প্রস্তর ও শরসমস্ত বর্ষণ করিতে লাগিল। ধর্ম্মাত্মা রঘুনন্দন রাম তীক্ষ্ণবাণসমূহদ্বারা সেই প্রাণহারিণী মহতী বৃক্ষ ও প্রস্তরবৃষ্টি প্রতিগ্রহ করিলেন, এবং বারিধারাগ্রহণকারী বৃষভের ন্যায়, সেই বৃক্ষাদিবৃষ্টি প্রতিগ্রহ করিয়া সমস্ত রাক্ষসদিগের বধার্থে অতীব ক্রোধান্বিত হইলেন। অনন্তর সেই ক্রোধাবিষ্ট রঘুনন্দন রাম তেজঃপ্রদীপ্ত হইয়া দূষণ ও তদীয় সমস্ত সৈন্যদিগকে শরসমূহদ্বারা সমাকীর্ণ করিলেন। পরে সেনাপতি শত্রুসূদন দূষণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বজ্রসদৃশ শরসমূহদ্বারা তাঁহাকে নিবারিত করিল। তখন সেই সময়ে বীর রাম অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া ক্ষুর অস্ত্রদ্বারা তাহার মহাধনু ছেদন করিয়া চারিটি বাণদ্বারা চারি অশ্বকে বিনাশ করিলেন। পরে তিনি বহুসুতীক্ষ্ণ বাণে তদীয় অশ্বদিগকে হননপূর্ব্বক অর্দ্ধচন্দ্র বাণদ্বারা তাহার সারথির মস্তক ছেদন করিয়া তিন বাণে তাহার হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। তখন সেই রাক্ষস অশ্ব, সারথি ও চাপবিহীন হইয়া এক রোমহর্ষজনক গিরিশৃঙ্গসদৃশ পরিঘ গ্রহণ করিল। সেই শত্রুগোপুরবিদারক ও দেবসৈন্যবিমর্দ্দনকারক পরিঘ স্বর্ণময় পট্টদ্বারা বেষ্টিত ও সুতীক্ষ্ণ লৌহময় শঙ্কুসমূহদ্বারা সমাকীর্ণ, এবং তাহার স্পর্শ, বজ্রের সদৃশ প্রাণহারক ছিল। সমরস্থলে ক্রূরকর্ম্মা নিশাচর দূষণ সেই বৃহৎসর্পসদৃশ পরিঘ গ্রহণ করিয়া রামের অভিমুখে ধাবিত হইল। সে রঘুনন্দন রামের প্রতি ধাবিত হইলে, তিনি দুই শরে তাহার আভরণযুক্ত দুইটি হস্তই ছেদন করিলেন। দূষণ ছিন্নহস্ত হইলে, তাহার অগ্রে সেই বৃহদাকার পরিঘ সমরস্থলে, ইন্দ্রধ্বজের ন্যায়, পতিত হইল। পরে সেই বিকীর্ণহস্ত মনস্বী দূষণও, বিশীর্ণদন্ত হস্তীর ন্যায়, ভূতলে পতিত হইল। যুদ্ধস্থলে দূষণকে নিহত ও ভূতলে পতিত অবলোকন করিয়া, সমস্ত প্রাণীই "সাধু সাধু" বলিয়া কাকুৎস্থ রামকে পূজা করিল। এই সময়ে মহাকপাল, স্থূলাক্ষ ও প্রমাথী, সেনাগ্রগামী এই তিন মহাবল বীর মৃত্যুপাশে আবদ্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া একেবারে রামের অভিমুখে ধাবিত হইল। মহাকপাল এক বিপুল শূল উদ্যত করিয়া, স্থূলাক্ষ এক পট্টিশ গ্রহণ করিয়া, এবং প্রমাথী এক পরশ্বধ ধারণ করিয়া ধাবিত হইল। রঘুনন্দন রাম তাহাদিগকে অভিমুখে ধাবিত হইতে দেখিয়া, সমাগত অতিথিদিগের ন্যায়, তাহাদের সৎকার করিলেন। তিনি সুতীক্ষ্ণাগ্র বাণসমূহদ্বারা, মহাকপালের মস্তক ছেদনপূর্ব্বক অসংখ্য বাণসমূহদ্বারা প্রমাথীকে নিহত করিয়া বহু বাণে স্থূলাক্ষের স্থূল লোচনদ্বয় পূরিত করিলেন। সেও নিহত হইয়া, বহুশাখান্বিত বৃহৎ বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। তখন রাম ক্রুদ্ধ হইয়া ক্ষণকালমধ্যে পঞ্চ সহস্র বাণদ্বারা সেই দূষণানুগামী পঞ্চ সহস্র রাক্ষসকে নিহত করিয়া যমালয়ে প্রেরণ করিলেন।

অনন্তর খর, দূষণ ও তদীয় অনুগামী রাক্ষসদিগকে নিহত দর্শন করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবল সেনাপতিদিগকে ইহা আদেশ করিল, "হে রাক্ষসগণ! এই দূষণ অনুগামীদিগের ও মহতী সেনার সহিত মানবাধম রামের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া নিহত হইয়াছেন; অতএব তোমরা সাবধান হইয়া বিবিধাকার শস্ত্রসমূহদ্বারা রামকে হনন কর।"

খর সেইরূপ বলিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া রামেরই অভিমুখে ধাবিত হইল। শ্যেনগামী, পৃথুগ্রীব, যজ্ঞশত্রু বিহঙ্গম, দুর্জ্জয়, করবীরাক্ষ, পরুষ, কালকার্ম্মুক, হেমমালী, মহামালী, সর্পাস্য ও রুধিরাশন, এই দ্বাদশ মহাবীর সেনাপতি সৈন্যদিগের সহিত উৎকৃষ্ট শর সকল মোচন করিতে করিতে রামের অভিমুখে দ্রুত গমন করিল। অনন্তর তেজস্বী রাম স্বর্ণ ও বজ্রমণি-বিভূষিত অগ্নি-সদৃশ শর-সমূহ-দ্বারা সেই অবশিষ্ট সৈন্যদিগকে হনন

করিলেন। যেমন বজ্র বৃহৎ বৃক্ষ সকল নিহত করে, তদ্রূপ রাম-প্রেরিত সেই ধূম-যুক্ত বহ্নিসদৃশ রুক্মপুঙ্খ বাণসমস্ত, সেই রাক্ষসদিগকে নিহত করিল। সমরস্থলে রাম এক শত রাক্ষসকে এক শত কর্ণি অস্ত্রদ্বারা এবং সহস্র রাক্ষসকে সহস্র বাণদ্বারা বিনাশ করিলেন। রাক্ষসেরা সেই সমস্ত বাণদ্বারা বিদ্ধ ও রক্তাক্তদেহ হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তাহাদিগের বর্ম্ম, আভরণ ও শরাসন সমস্তও সেই সকল বাণদ্বারা ভিন্ন হইল। যেমন মহা বেদী কুশদ্বারা বিস্তীর্ণা হয়, তদ্রূপ তখন যুদ্ধস্থলে পৃথিবী সেই মুক্তকেশ রক্তাক্তকলেবর রাক্ষসগণদ্বারা বিস্তীর্ণা হইল। সেই সময়ে বনমধ্যে যথায় রাক্ষসগণ নিহত হইল, সেই প্রদেশ রক্ত ও মাংসদ্বারা কর্দ্দম-সমন্বিত হইয়া নরকের সাদৃশ্য ধারণ করিল, এবং অতীব ভয়ঙ্কর হইল। রাম মনুষ্য ও পদাতি হইয়াও একাকীই চতুর্দ্দশ সহস্র ভীমকর্ম্মা রাক্ষসকে নিহত করিলেন। সেই সমুদয় সৈন্যমধ্যে মহারথ খর, ত্রিশিরা নামে রাক্ষস ও শত্রুঘাতী রাম অবশিষ্ট রহিলেন। সমরস্থলে অপর মহাবীর অসহ্যপরাক্রম ভয়ঙ্কর রাক্ষসেরা সকলেই লক্ষ্মণাগ্রজ রাম-কর্ত্তৃক নিহত হইল। অনন্তর মহাযুদ্ধে সেই ভীমপরাক্রম সৈন্যদিগকে বলবান্ রাম-কর্ত্তৃক ধর্ম্মানুসারে নিহত অবলোকন করিয়া, খর, বজ্রনিক্ষেপোদ্যত ইন্দ্রের ন্যায়, মহারথারোহণে রামের নিকটে যাইতে উদ্যত হইল।

ইতি ষড়্‌বিংশ সর্গ ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশ সর্গ।

অনন্তর সেনাপতি ত্রিশিরা রাক্ষস রামাভিমুখে গমনকারী খরের নিকটে যাইয়া তাহাকে ইহা বলিল, "আমি বিক্রমসম্পন্ন; আপনি এই সাহস পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাকে রামবধার্থে নিয়োগ করিয়া যুদ্ধে মহাবাহু রামকে মৎকর্ত্তৃক নিহত অবলোকন করুন্। আমি আপনার নিকটে এই অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে, সমস্ত রাক্ষসগণের বধ্য রামকে অবশ্যই বধ করিব। হয়, যুদ্ধে আমিই উহাকে বিনাশ করিব, না হয়, ওই আমাকে বিনাশ করিবে আপনি মুহূর্ত্তকাল যুদ্ধবিষয়ক উৎসাহ পরিত্যাগ করিয়া মধ্যস্থতা অবলম্বন করুন্। রাম মৎকর্ত্তৃক নিহত হইলে, আপনি হৃষ্ট হইয়া জনস্থানে গমন করিবেন, অথবা আমি রামকর্ত্তৃক হত হইলে, স্বয়ংই যুদ্ধার্থে রামের নিকটে যাইবেন।"

সেই ত্রিশিরা ঐরূপে খরকে প্রসন্ন করিল, এবং তৎকর্ত্তৃক "যাও, যুদ্ধ কর," এরূপ আদিষ্ট হইয়া রঘুনন্দন রামের অভিমুখে ধাবিত হইল। ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বতসদৃশ সেই ত্রিমস্তক রাক্ষস দীপ্তিযুক্ত অশ্বযোজিত রথ-দ্বারা রামের অভিমুখে ধাবিত হইল, এবং মহামেঘ যেমন বারিধারা বর্ষণ করে, সেইরূপ শতধারা বর্ষণ করতঃ, জলার্দ্রদুন্দুভির ন্যায়, শব্দ করিতে থাকিল। রঘুনন্দন রাম ত্রিশিরা রাক্ষসকে অভি-মুখে আগমন করিতে দর্শন করিয়া চাপ-দ্বারা শাণিত শরসমস্ত মোচন করতঃ তাহাকে প্রতিগ্রহ করিলেন। তখন অতি বলবান্ সিংহ ও কুঞ্জরের ন্যায়, রাম ও ত্রিশিরা রাক্ষসের তুমুল সংগ্রাম হইল। অনন্তর অমর্ষস্বভাব রাম ত্রিশিরারাক্ষসকর্ত্তৃক তিন বাণে ললাটদেশে তাড়িত হইয়া ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং গর্ব্বিতভাবে তাহাকে ইহা বলিলেন, "অরে বিক্রমসম্পন্ন শূর রাক্ষস! তোর এই-রূপ বল, যে, আমি ললাটদেশে ত্বৎকর্ত্তৃক বহু শরদ্বারা যেন পুষ্পসমূহে তাড়িত হইলাম! কি আশ্চর্য্য! সে যাহা হউক, অধুনা তুই আমার ধনুর্গুণমুক্ত শরসমস্ত প্রতিগ্রহ কর্।"

সেই ক্রোধান্বিত তেজস্বী রাম গর্ব্বিতভাবে ঐরূপ বলিয়া ত্রিশিরার হৃদয়ে আশীবিষসদৃশ চতুর্দ্দশ শর নিক্ষেপ করিলেন, এবং চারিটি নতপর্ব্ব বাণে তাহার চারি অশ্ব নিহত ও অষ্ট বাণে সারথিকে রথনীড়ে নিপাতিত করিয়া এক বাণে তদীয় সমুচ্ছ্রিত ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর সারথি ও অশ্বগণ নিহত

হওয়ায়, সেই রথ হইতে ত্রিশিরা রাক্ষস উৎপতিত হইলে, রাম বহু বাণদ্বারা তাহার হৃদয়ে আঘাত করিলেন, সেও জড়ীভূত হইল। পরে অপ্রমেয়াত্মা রাম ক্রোধপ্রযুক্ত বেগযুক্ত তিন বাণে সেই রাক্ষসের তিনটি মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন যুদ্ধপ্রবৃত্ত ত্রিশিরা রাক্ষস রামবাণে তাড়িত হইয়া ধূমসংবলিত রক্ত উদ্গিরণ করতঃ পূর্ব্বপতিত মস্তকসকলের সহিত ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর খরের আশ্রিত হতাবশিষ্ট রাক্ষসেরা রামবাণে আহত হইয়া তথায় অবস্থিত থাকিতে পারিল না, প্রত্যুত ব্যাঘ্রত্রাসিত মৃগগণের ন্যায়, বিদ্রুত হইল। খর তাহাদিগকে পলায়নতৎপর দেখিয়া নিবর্ত্তিত করতঃ ক্রুদ্ধ ও ত্বরান্বিত হইয়া চন্দ্রের অভিমুখে রাহুর ন্যায়, রামের অভিমুখে ধাবিত হইল।

ইতি সপ্তবিংশ সর্গ ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশ সর্গ।

দূষণ ও ত্রিশিরা রাক্ষসকে নিহত এবং রামের বিক্রম দর্শন করিয়া, খরেরও ত্রাস হইল। সেই রথস্থ মহারথ রাক্ষস খর দূষণ ও ত্রিশিরাকে অসহনীয় মহাবল রাক্ষসসৈন্য-সহ একাকী রামকর্ত্তৃক নিহত অবলোকন-পূর্ব্বক বিমনা হইয়া সেই অল্পাবশিষ্ট সৈন্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, ইন্দ্রের অভিমুখে নমুচি দানবের ন্যায়, রামের অভিমুখে গমন করিল, এবং বলসহকারে ধনু আকর্ষণ করিয়া রামের প্রতি আশীবিষসদৃশ রক্তভোজী বহু নারাচ নিক্ষেপ করিল। পরে সে বারংবার জ্যা আকর্ষণ করিয়া স্বীয় শিক্ষা ও অস্ত্রগণ প্রদর্শন করতঃ বহু শর মোচন করিতে করিতে সমর-স্থলে নানাপ্রকারে বিচরণ করিতে থাকিল, এবং বাণদ্বারা সমস্ত দিক্ বিদিক্ পূরণ করিল। অনন্তর রামও তাহাকে দর্শন করিয়া মহাধনু গ্রহণ করতঃ অগ্নিসম্বন্ধীয় স্ফুলিঙ্গসদৃশ অসহনীয় শরসমূহদ্বারা, বৃষ্টিদ্বারা মহামেঘের ন্যায়, আকাশমণ্ডল অবকাশবিহীন করিলেন। আকাশমণ্ডল খর ও রামের বিমুক্ত শিত বাণ-সমূহদ্বারা চতুর্দ্দিকে সমাকুল হইয়া সর্ব্বতো-ভাবে অবকাশবিহীন হইল। তখন পরস্পরের বধাভিপ্রায়ে যুদ্ধপ্রবৃত্ত সেই উভয় বীরের শরজালে সমাবৃত হইয়া, সূর্য্যও অপ্রকাশিত হইলেন। অনন্তর যেরূপ তোত্র-দ্বারা মহা-হস্তীকে আঘাত করে, সেইরূপ খর তীক্ষ্ণাগ্র নালীক, নারাচ ও বিকর্ণি অস্ত্র সমূহ-দ্বারা রামকে আঘাত করিল। সেই সময়ে সমস্ত প্রাণীই সতর্কভাবে রথ মধ্যে অবস্থিত ধনু-র্দ্ধারী খরকে পাশধারী যমের সদৃশ দেখিতে লাগিল। তখন খরও স্বীয় সমুদায় সৈন্য-বিনাশী পৌরুষ-প্রকাশে প্রবৃত্ত মহাবল রামকে পরিশ্রান্ত বোধ করিল, এবং সিংহের ন্যায়, বিক্রম প্রকাশ করিয়া বিচরণ করিতে থাকিল; কিন্তু যেমন সিংহ ক্ষুদ্র মৃগকে দেখিয়া উদ্বিগ্ন হয় না, তদ্রূপ তিনি তাহাকে দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন না। অনন্তর খর সূর্য্য-সদৃশ দ্যুতিশালী মহারথ-দ্বারা, অগ্নির নিকটে পতঙ্গের ন্যায়, মহাত্মা রামের নিকটে যাইয়া হস্ত-লাঘব প্রদর্শন করতঃ তদীয় শর-যোজিত ধনু মুষ্টি-সন্নিহিত ভাগে ছেদন করিয়া ক্রোধ-সহকারে ইন্দ্রের বজ্র-তুল্য-প্রভাশালী অপর সপ্ত শর গ্রহণ-পূর্ব্বক তাঁহাকে মর্ম্মদেশে আঘাত করিল, এবং পুনর্ব্বার শত সহস্র শর-দ্বারা তাঁহাকে পীড়িত করিয়া স্বীয় অনু-পম তেজ প্রদর্শন করতঃ মহাশব্দে চীৎকার করিতে লাগিল। পরে রামের সূর্য্য-সদৃশ দ্যুতিশালী সেই কবচ খর-চাপ-মুক্ত উৎকৃষ্ট পর্ব্বযুক্ত বাণ-সমূহ-দ্বারা ভিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তখন রঘুনন্দন রামের সমস্ত শরীর শর-সমূহ-দ্বারা পীড়িত হইলে, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া প্রোজ্জ্বলিত নির্দ্ধূম অগ্নির ন্যায়, দীপ্তি ধারণ করিলেন। অনন্তর, সেই শত্রু-বিনাশী রাম শত্রু-বিনাশার্থে অন্য এক গম্ভীর-শব্দকারী বৃহৎ ধনু জ্যাযুক্ত করি-লেন। তিনি মহর্ষি অগস্ত্য-প্রদত্ত সেই বৃহৎ বৈষ্ণব ধনু উদ্যত করিয়া খরের প্রতি ক্রুদ্ধ ও ধাবিত হইয়া নতপর্ব্ব স্বর্ণপুঙ্খ বহু শরে তাহার ধ্বজ ছেদন করিলেন। সেই সুদৃশ্য সুবর্ণ-ধ্বজ বহুধা ছিন্ন হইয়া পতনকালে

দৈব নিয়মে অস্তোন্মুখ সূর্য্যের সাদৃশ্য ধারণ করিল। অনন্তর মর্ম্মজ্ঞ খর, যেমন তোত্র-দ্বারা হস্তীকে আহত করে, তদ্রূপ চারি বাণে রামের হৃদয় ও অন্যান্য মর্ম্মস্থান আহত করিল। তখন সেই ধনুর্দ্ধারিম্মান্‌শ্রেষ্ঠ মহা-ধনু-রাম খরচাপ-বিমুক্ত সেই বহু বাণে বিদ্ধ ও রক্তাক্ত-কলেবর হইয়া অতীব ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং দৃঢ়ভাবে উৎকৃষ্ট ধনু গ্রহণ-পূর্ব্বক সম্যক্ লক্ষ্য করিয়া ছয় শর মোচন করিলেন। তিনি এক বাণে তাহার মস্তক, দুই বাণে তাহার বাহুদ্বয় ও অর্দ্ধচন্দ্র-তুল্য বক্র তিন বাণে হৃদয় আহত করিলেন। অনন্তর সেই ইন্দ্র-সদৃশ মহাবল মহাতেজা রঘু-নন্দন রাম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সূর্য্য-তুল্য দ্যুতিশালী শিলাশাণিত ত্রয়োদশ নারাচ গ্রহণ করিয়া রাক্ষসকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। তিনি এক বাণে রথের যুগ, চারি বাণে চারি অশ্ব, এক বাণে সারথির মস্তক, তিন বাণে ত্রিবেণু, দুই বাণে অক্ষ ও এক বাণে খরের শরযুক্ত শরাসন ছেদন করিয়া হাস্য করিতে করিতে বজ্র-সদৃশ এক বাণে খরকে বিদ্ধ করিলেন। তখন ধনু ছিন্ন, রথ ভগ্ন এবং সারথি ও অশ্ব সকল নিহত হইলে, খর হস্ত-দ্বারা গদা গ্রহণ করিয়া সেই রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক ভূতলে অবস্থিত হইল। তৎকালে মহারথ রামের সেই কর্ম্ম অবলোকন করিয়া, বিমানস্থ দেব ও মহর্ষিরা পরম হর্ষ লাভ করিলেন, এবং পরস্পর মিলিত হইয়া অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক স্তব করতঃ তাঁহাকে পূজা করিলেন।

ইতি অষ্টাবিংশ সর্গ ॥ ২৮ ॥

ঊনত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর খর রথবিহীন হইয়া হস্তে গদা ধারণপূর্ব্বক ভূতলে অবস্থিত হইলে, মহাতেজা রাম তাহাকে মৃদুতাসহকারে এই পরুষ বাক্য বলিলেন, "তুই হস্তী, অশ্ব ও রথসমাকুল সৈন্য মধ্যে থাকিয়া সর্ব্বলোকনিন্দিত অতি ভয়ঙ্কর কার্য্য করিয়াছিস্! যদি ত্রিলোকের রাজাও পাপাচারী নৃশংসস্বভাব ও প্রাণিগণের উদ্বেগজনক হয়, তবে বহুকাল জীবিত থাকে না। অরে নিশাচর! সমস্ত ব্যক্তিই লোক-বিরুদ্ধ কর্ম্মকারী তীক্ষ্ণস্বভাব ব্যক্তিকে, সমাগত দুষ্ট সর্পের ন্যায় বধ করে। যে ফল না জানিয়া লোভ বা কামবশতঃ পাপকর্ম্ম অনুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তি অবশ্যই করকাভক্ষণকরিণী বরটীর ন্যায়, সেই কার্য্যে ফল দর্শন করিয়া থাকে। রে রাক্ষস! তুই দণ্ডকারণ্যবাসী মহাভাগ ধর্ম্ম-চারী তাপসদিগকে নিহত করিয়া যে কি ফল-প্রাপ্ত হইবি, তাহা আমি জানিতে পারিতেছি না। সমস্ত লোকে নিন্দাভাজন পাপকর্ম্মকারী ক্রূরস্বভাব ব্যক্তি ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াও, শীর্ণ-মূল বৃক্ষের ন্যায়, দীর্ঘকালস্থায়ী হয় না। বৃক্ষ যেমন নিয়মিত সময়ে পুষ্প লাভ করে, সেইরূপ নিয়মিত কাল উপস্থিত হইলে পাপকর্ম্মকারী পুরুষ অবশ্যই সেই পাপকর্ম্মে ভয়ঙ্কর ফল লাভ করে। অরে নিশাচর! বিষযুক্ত অন্নভোজনের ন্যায়, পাপকর্ম্মানুষ্ঠানের ফল লাভ করিতে অধিক বিলম্ব হয় না। অরে রাক্ষস! আমি ভয়ঙ্কর পাপাচারী ও লোকের অনিষ্টাভিলাষী ব্যক্তিদিগের বধার্থে ঋষিগণকর্ত্তৃক এ প্রদেশে আনীত হইয়াছি। যেরূপ সর্প বল্মীক বিদা-রণ করিয়া নির্গত হয়, তদ্রূপ অদ্য মৎকর্ত্তৃক মুক্ত স্বর্ণভূষিত শরসমস্ত তোর দেহ বিদারণ-পূর্ব্বক বহির্গত হইবে। পূর্ব্বে তুই যে সমস্ত দণ্ডকারণ্যবাসী ধর্ম্মচারী তাপসদিগকে ভক্ষণ করিয়াছিস্, অদ্য যুদ্ধে মৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়া সৈন্যগণের সহিত তাঁহাদিগের অনুগামী হইবি! পূর্ব্বে যাঁহারা ত্বৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়া-ছেন, অদ্য সেই মহর্ষিরা বিমানে অবস্থিত হইয়া তোকে আমার বাণে নিহত হইতে ও নরকে গমন করিতে দর্শন করুন্। অরে অধমবংশজাত! তুই সম্যক্ প্রযত্ন করিয়া আমাকে প্রহার কর্; কিন্তু আমি অদ্য অব-শ্যই, তালফলের ন্যায়, তোর মস্তক পাতিত করিব!"

খর রামকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া ক্রুদ্ধ, এমন কি, ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইল, এবং রক্তনয়ন হইয়া হাস্য করিতে করিতে তাঁহাকে এই বাক্যে প্রত্যুক্তি করিল, "অরে দশরথ-তনয়!

তুই যুদ্ধে ক্ষুদ্র রাক্ষসদিগকে হনন করিয়া বাস্তবিক প্রশংসার্হ না হইয়াও স্বয়ংই কি প্রকারে আপনার প্রশংসা করিতেছিস্? যাঁহারা বলবান্ ও বিক্রমশালী; সেই নরবরেরা স্বীয় তেজে গর্ব্বিত হইয়া কিঞ্চিন্মাত্রও শ্লাঘা করেন না। অবিশুদ্ধচিত্ত ক্ষুদ্রস্বভাব অধম ক্ষত্রিয়েরা যেমন নিরর্থক শ্লাঘা করে, তুই সেইরূপ নিরর্থক শ্লাঘা করিতেছিস্! মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে, কোন্ বীর স্বীয় বংশ নির্দ্দেশ করিয়া প্রশংসার অযোগ্য বিষয়ে স্বয়ং আপনার প্রশংসা করে? যেমন অগ্নিতাপদ্বারা সুবর্ণসদৃশ পিত্তলের অধমত্ব প্রদর্শিত হয়, সেইরূপ এই শ্লাঘা দ্বারা তোর নিতান্ত লঘুত্ব প্রদর্শিত হইল। আমাকে গদা ধারণপূর্ব্বক যুদ্ধে অবস্থান করিতে দর্শন করিয়া, তুই কি বিবিধ ধাতুর আকর ধরাধর পর্ব্বতের ন্যায় অকম্পনীয় বোধ করিতেছিস্ না! আমি গদাধারী হইয়াই, পাশধারী অন্তকের ন্যায়, অবলীলাক্রমে তোর, এমন কি ত্রিলোকবাসী সমুদয় ব্যক্তির প্রাণ বিনাশ করিতে পারি! যদিও তোর বিষয়ে আমার আরও অনেক বক্তব্য আছে, তথাপি আমি আর কিছু বলিব না, কেননা, সূর্য্য অস্তপর্ব্বত অবলম্বন করিতেছে, তৎপরে যুদ্ধের বিঘ্ন হইবে! সে যাহা হউক, তুই যে চতুর্দ্দশসহস্র রাক্ষসকে বিনাশ করিয়াছিস্, অধুনা আমি তোকে বিনাশ করিয়া তাহাদিগের নয়নজল নিবারণ করিব।"

খর ঐরূপ বলিয়া রামের প্রতি সেই অশনির ন্যায় প্রদীপ্তা উৎকৃষ্ট বলয়ভূষিতা গদা নিক্ষেপ করিল। সেই মহতী প্রদীপ্তা গদা খরবাহুদ্বারা প্রেরিত হইয়া বৃক্ষ ও গুল্ম সকল ভস্ম করিতে করিতে রামের দিকে গমন করিল। সেই মৃত্যুপাশসদৃশী মহতী গদাকে আকাশ পথ দিয়া অভিমুখে আসিতে দেখিয়া, রাম বহু শর দ্বারা তাহাকে বহু খণ্ডে ছেদন করিলেন। সেই গদা রাম শরে ছিন্না ও বিশীর্ণা হইয়া, মন্ত্র ও ঔষধিপ্রভাবে নিপাতিতা সর্পীর ন্যায়, ভূতলে পতিতা হইল।

ইতি ঊনত্রিংশ সর্গ ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশ সর্গ।

ধর্ম্মবৎসল রঘুনন্দন রাম বহু বাণে সেই গদা ছেদন করিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে ক্রোধান্বিত খরকে এই কথা বলিলেন, "অরে রাক্ষসাধম! তোর যত দূর ক্ষমতা, তাহা প্রদর্শন করিলি! তুই আমা হইতে সমধিক হীনবল হইয়া বৃথা গর্জ্জন করিতেছিস্! তুই কেবল নিরর্থক বাগাড়ম্বরেই সমর্থ, কেননা, ঐ গদা আমার বানে ছিন্না হইয়া 'আমি গদা দ্বারা সমস্ত প্রাণীর প্রাণ বিনাশে সমর্থ,' তোর এই বিশ্বাস নিরাশ করতঃ ভূতলগতা হইয়াছে। 'আমি এখনই বিনষ্ট রাক্ষসদিগের নেত্রবারি নিবারণ করিতেছি,' তুই যে এই এই কথা বলিয়াছিলি, তাহাও মিথ্যা! অরে রাক্ষস! তুই নীচ, ক্ষুদ্রস্বভাব ও অসচ্চরিত্র; গরুড় যেমন অমৃত হরণ করিয়াছেন, তদ্রূপ আমি তোমার মস্তক হরণ করিব। অদ্য তুই আমার বাণে বিদারিত ও ছিন্ন কণ্ঠ হইলে, পৃথিবী তোর ফেন ও বুদ্বুদযুক্ত রক্ত পান করিবে। তুই ধূলিধূসরিতাঙ্গ হইয়া পৃথিবীর উপরি স্বীয় শিথিল ভুজদ্বয় অর্পণপূর্ব্বক, দুর্লভা মহিলার ন্যায়, তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া শয়ন করিবি। অরে রাক্ষসাধম! তুই শয়ন পূর্ব্বক মহানিদ্রা লাভ করিলে, সমস্ত জীবের আশ্রয়স্বরূপ মুনিগণ এই দণ্ডকারণ্য আশ্রয় করিবেন! অরে রাক্ষস! তোর জনস্থান আমার শরদ্বারা প্রেতদিগের বাসস্থান হইলে, মুনিরা নির্ভয় হইয়া বনে চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিবেন। অদ্য অন্যের ভয়ঙ্করী রাক্ষসীরা হতবান্ধবা, বাষ্পার্দ্রবদনা ও দীনা হইয়া আমার ভয়ে এস্থল হইতে পলায়ন করিবে। রে পাপাত্মন্! তুই যাহাদিগের পতি; অদ্য তোর সেই তুল্যবংশীয়া পত্নীরা হীনার্থা হইয়া শোকরসে অভিজ্ঞা হইবে।"

অনন্তর খর, তাদৃশ বাক্যবাদী ক্রোধান্বিত রঘুনন্দন রামকে ক্রোধপ্রযুক্ত অতি তীব্রস্বরে এইরূপে ভর্ৎসনা করিল, "তুই অত্যন্ত গর্ব্বিতস্বভাব ও ভয়জনকবিষয়ে নির্ভয়; সেই কারণেই মৃত্যুর বশীভূত হইবার যোগ্য হইয়াও, কি বক্তব্য, বা কি অবক্তব্য, তাহা

বুঝিতে পারিতেছিস্ না! যে পুরুষেরা কালপাশে আবদ্ধ হয়, তাহাদিগের ছয় ইন্দ্রিয় অবসন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং কি কর্ত্তব্য, বা কি অকর্ত্তব্য, ইহা তাহারা জানিতে পারে না।”

নিশাচর খর রামকে, ঐরূপ বলিয়া ভ্রূকুটী ভঙ্গী করিয়া অস্ত্রের নিমিত্তে যুদ্ধস্থলে দৃষ্টিপাত করতঃ অনতি দূরে এক বৃহৎ শাল বৃক্ষ দর্শন করিল। পরে মহাবল রাক্ষস ওষ্ঠ দংশনপূর্ব্বক সেই বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া বাহুদ্বয়দ্বারা উত্তোলন করতঃ গর্জ্জনসহকারে রামের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিল, এবং “তুই নিহত হইলি,” ইহা তাঁহাকে বলিল। প্রতাপশালী রাম বহু বাণে সেই আপতনোদ্যত বৃক্ষ ছেদন করিয়া যুদ্ধে খরকে বধ করিবার জন্য অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইলেন। তিনি তখন রোষপ্রযুক্ত রক্তান্তনয়ন ও স্বেদযুক্ত হইয়া সহস্র বাণে খরকে আঘাত করিলেন। তৎকালে সেই রাক্ষসের রামবাণে ভিন্ন দেহরন্ধ্র হইতে, প্রস্রবণনামক পর্ব্বতের বারিধারা প্রবাহের ন্যায় ফেনযুক্ত বহু রক্ত ক্ষরিত হইতে লাগিল। খর যুদ্ধে রামকর্ত্তৃক বাণদ্বারা বিকলীকৃত ও রক্তগন্ধে প্রমত্ত হইয়া তাঁহারই অভিমুখে শীঘ্র ধাবিত হইল। কৃতাস্ত্র ধর্ম্মিয়া রাম সেই রক্তপ্লাবিতদেহ ক্রুদ্ধ রাক্ষসকে আপতনোদ্যত দেখিয়া দ্রুত গমনে পশ্চাদ্ভাগে দুই তিন পদমাত্র গমন করিলেন। পরে তিনি খরের বধার্থে, ধীমান্ মঘবান্ ইন্দ্রের প্রদত্ত অগ্নিতুল্য প্রদীপ্ত, ব্রহ্মদণ্ডসদৃশ শর গ্রহণপূর্ব্বক সন্ধান করিয়া খরের প্রতি মোচন করিলেন। ধনু আনমনপূর্ব্বক রামকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই নির্ঘাতসদৃশ শব্দকারী মহাবাণ খরের হৃদয়ে পতিত হইল, খরও সেই শরানলে দগ্ধ হইয়া, শ্বেতারণ্যে রুদ্রকর্ত্তৃক দগ্ধ অন্ধক দৈত্যের ন্যায়, ভূতলে পতিত হইল। সে পতনকালে, বজ্রহত বৃত্র, ফেনহত নমুচি ও অশনিহত বলের সাদৃশ্য ধারণ করিল।

এই সময়ে দেবগণ চারণগণের সহিত হৃষ্ট হইয়া দুন্দুভি বাদন করতঃ চতুর্দ্দিক্ হইতে রামের উপরিপুষ্প বর্ষণ করিলেন। পরে “রাম মহাযুদ্ধে সার্দ্ধ মুহূর্ত্তমধ্যেই খরদূষণপ্রধান ইচ্ছানুরূপরূপধার চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসকে হনন করিলেন! কি আশ্চর্য্য! আত্মতত্ত্বজ্ঞ রামের এই কর্ম্ম কি মহৎ! ইহাঁর কি বীর্য্য ও দৃঢ়তা! বিষ্ণুর ন্যায়, ইহাঁর বীর্য্য ও দৃঢ়ত্ব দৃষ্ট হইতেছে।” পরস্পর এইরূপ বলিয়া, তাঁহারা সকলে, যে যে স্থান হইতে আসিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর রাজর্ষি ও মহর্ষিরা সকলে মিলিত হইয়া অগস্ত্য ঋষির সমভিব্যাহারে প্রমোদসহকারে রামকে অভিনন্দনপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন, “মহাতেজা পাকশাসন পুরন্দর ইন্দ্র এই কারণেই শরভঙ্গ ঋষির পুণ্যজনক আশ্রমে আগমন করিয়াছিলেন।

মুনিগণ এই সমস্ত শত্রু পাপকর্ম্মা রাক্ষসদিগের বধার্থে উপায় দ্বারা তোমাকে এ প্রদেশে আনয়ন করিয়াছেন। হে দশরথনন্দন! অধুনা তুমি আমাদিগের সেই কার্য্য নিষ্পাদন করিলে; মহর্ষিরা অদ্য হইতে দণ্ডকারণ্যে থাকিয়া স্ব স্ব ধর্ম্ম আচরণ করিতে পারিবেন।”

এই সময়ে বীর্য্যসম্পন্ন লক্ষ্মণ সীতার সহিত গিরিদুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া সুখে আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর বিজয়ী রাম মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া আশ্রমে প্রবেশ করিলেন এবং লক্ষ্মণকর্ত্তৃক অভিপূজিত হইলেন। পরে বিদেহরাজ-দুহিতা সীতা দেবী স্বামিকে শত্রুহন্তা ও মহর্ষিদিগের আনন্দবর্দ্ধন দর্শন করিয়া আনন্দিতা হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। রাক্ষসদিগকে নিহত ও রামকে অক্ষত দেহ অবলোকন করিয়া, তিনি শারীরিক ও মানসিক আনন্দ লাভ করিলেন। তখন জনকদুহিতা সীতা দেবী প্রমোদান্বিত মহাত্মা ঋষিগণ কর্ত্তৃক অভিপূজিত সেই রাক্ষসগণমর্দ্দনকারী রামকে প্রহৃষ্ট বদনে পুনর্ব্বার আলিঙ্গন করিয়া আরও সন্তুষ্টা হইলেন।

ইতি ত্রিংশ সর্গ ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর অকম্পননামা রাক্ষস ত্বরান্বিত হইয়া বেগে জনস্থান হইতে গমনপূর্ব্বক লঙ্কাতে প্রবেশ করিয়া রাবণকে এই বাক্য বলিল, "হে রাজন্! খর ও জনস্থানস্থিত অনেক রাক্ষসেরা যুদ্ধে নিহত হইয়াছে; কোন প্রকারে আমি মুক্তি লাভ করিয়া এখানে আগমন করিয়াছি।"

অকম্পনকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া, দশানন রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও রক্তনয়ন হইল, এবং স্বীয় তেজে যেন তাহাকে দগ্ধ করতঃ এই কথা বলিল, "কোন্ ব্যক্তি মুমূর্ষু হইয়া আমার সেই ভয়ঙ্কর জনস্থান নষ্ট করিয়াছে? ত্রিলোক মধ্যে কাহার আশ্রয় দুর্লভ হইয়াছে? বিষ্ণু, ইন্দ্র বা যমও আমার অপ্রিয়কার্য্য করিয়া সুখলাভ করিতে পারেন না। আমি কালেরও কাল,—আমি যমকেও বিনাশ করিতে অধ্যবসায় করি, এবং অগ্নিকে দগ্ধ ও স্বীয় বেগে বায়ুর বেগ রুদ্ধ করিতে পারি; আমার তেজে সূর্য্য এবং অগ্নিও দগ্ধ হইতে পারে।"

অনন্তর অকম্পন, সেই ক্রোধান্বিত দশবদন রাবণের নিকটে ভয়াকুল বাক্যে অভয় প্রার্থনা করিল। পরে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ দশানন রাবণ অকম্পনকে অভয় প্রদান করিলে, সে বিশ্বস্ত হইয়া তাহাকে এই সুস্পষ্ট বাক্য বলিল, "রাজা দশরথের 'রাম, নামে এক পুত্র আছে; সে সিংহসদৃশ দেহবিশিষ্ট, যৌবনসম্পন্ন, শ্যামবর্ণ, শ্রীমান্ ও অতি যশস্বী; এবং তাহার স্কন্ধ মহৎ ও ভুজদ্বয় সুবৃত্ত ও আয়ত। সেই অনুপম বলবিক্রমসম্পন্ন রাম জনস্থানে খর ও দূষণকে হনন করিয়াছে।"

অকম্পনের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাক্ষসাধিপতি রাবণ, নাগেন্দ্রের ন্যায়, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ তাহাকে এই বাক্য বলিল, "অকম্পন! সেই রাম কি ইন্দ্র ও সমস্ত দেবগণের সহিত জনস্থানে আগমন করিয়াছে, ইহা তুমি নির্দ্দেশ কর।"

রাবণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, অকম্পন তাহার নিকটে পুনর্ব্বার মহাত্মা রামের বল ও বিক্রম কীর্ত্তন করিল, "দিব্য অস্ত্র ও গুণসম্পন্ন সেই সর্ব্বধনুর্দ্ধারিশ্রেষ্ঠ মহাতেজা রাম যুদ্ধবিষয়ক পরম ধর্ম্ম অবগত আছে। তাহার অনুরূপ বলবান্ রক্তলোচন দুন্দুভিতুল্য শব্দকারী 'লক্ষ্মণ' নামে এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা আছে; তদীয় বদন পূর্ণচন্দ্রসদৃশ। সেই শ্রীসম্পন্ন রাজশ্রেষ্ঠ রাম সেই ভ্রাতার সহিত মিলিত হইয়া অগ্নিসমবেত বায়ুর সাদৃশ্য ধারণ করতঃ জনস্থানে আগমন করিয়াছে। জনস্থান সেই রামকর্ত্তৃকই উৎসাদিত হইয়াছে, মহাত্মা দেবতারা তথায় আগমন করেন নাই, আপনি এবিষয়ে সংশয় করিবেন না। রামকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত রুক্মপুঙ্খ পত্রযুক্ত শরসমস্ত পঞ্চানন সর্প হইয়া রাক্ষসদিগকে ভক্ষণ করিয়াছে। রাক্ষসেরা ভীত হইয়া যে যে পথ দিয়া পলায়ন করিতেছিল, সেই সেই পথেই রামকে অগ্রভাগে অবস্থিত দেখিতে পাইয়াছিল! হে অনঘ! সেই রাম এইরূপে আপনার জনস্থান উৎসাদন করিয়াছে।"

অকম্পনের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাবণ "আমি রাম ও লক্ষ্মণকে হনন করিবার নিমিত্তে জনস্থানে গমন করিব," এরূপ বাক্য বলিল। রাবণ ঐরূপ বলিলে অকম্পন তাহাকে ইহা কহিল, "হে রাজন্! রামের যাদৃশ বল ও পৌরুষ, তাহা আপনি শ্রবণ করুন্। সেই মহাযশা রাম ক্রুদ্ধ হইলে, বিক্রমদ্বারা তাহাকে পরাজয় করিতে কাহারও সাধ্য নাই। সেই শ্রীমান্ সর্ব্বদক্ষ রাম শরসমূহদ্বারা জলপূর্ণা নদীর বেগ নিবারিত, আকাশমণ্ডল হইতে গ্রহ, নক্ষত্র ও তারাদিগকে পাতিত, অবসন্ন পৃথিবীকে উদ্ধৃতা, বেলা ভেদপূর্ব্বক লোক সকল প্লাবিত এবং বায়ু ও সমুদ্রের বেগ রুদ্ধ করিতে পারে। সেই মহাযশা পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম বিক্রমদ্বারা সমস্ত লোক সংহার করিয়া পুনর্ব্বার প্রজাদিগকে সৃষ্টি করিতে সমর্থ। হে দশানন! যেমন পাপী ব্যক্তিরা স্বর্গ লাভ করিতে পারে না, সেইরূপ আপনি যুদ্ধে রামকে পরাজয় করিতে পারিবেন না। অধিক কি, সমস্ত রাক্ষসেরাও তাহাকে পরাজয় করিতে পারিবে না। সমস্ত দেব ও অসুরেরা মিলিত হইয়াও যে তাহাকে বধ করিতে পারিবেন, এরূপ

আমি বোধ করি না। তাহাকে বধ করিবার এই একমাত্র উপায় আছে; আপনি একাগ্রচিত্ত হইয়া আমার নিকট হইতে তাহা শ্রবণ করুন্। সেই রামের সীতানাম্নী এক ভার্য্যা আছে, সেই রত্নভূষিতা সীতা লোকমধ্যে উত্তমা, শ্যামা, সুমধ্যমা ও মহিলাদিগের মধ্যে রত্নস্বরূপা; মানবীর কথা দূরে থাকুক, কোন দেবী, গন্ধর্ব্বী অপ্সরা বা পন্নগীও তাহার সদৃশী হইতে পারে না। রাম সেই সীতারহিত হইয়া বহুকাল জীবিত থাকিবে না; অতএব আপনি সেই মহাবনে রামকে প্রমথিত করিয়া তাহার ভার্য্যাকে অপহরণ করুন্।"

অনন্তর মহাবাহু রাক্ষসাধিপতি রাবণ চিন্তাপূর্ব্বক অকম্পনের সেই বাক্য উপযুক্ত বোধ করিয়া তাহাকে কহিল, "উত্তম! কল্য আমি একাকীই সারথির সহিত তথায় যাইব, এবং হর্ষসহকারে বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে এই মহানগরীতে আনয়ন করিব।"

রাবণ অকম্পনকে ঐরূপ বলিয়া তখনই খরযোজিত সূর্য্যসবর্ণ রথদ্বারা সমস্ত দিক্ উদ্ভাসিত করতঃ গমন করিল। পরে রাক্ষসেন্দ্র রাবণের সেই গমনকারী বৃহৎ রথ নক্ষত্রপথবর্ত্তী হইয়া মেঘমধ্যবর্ত্তিনী চন্দ্রপ্রভার সাদৃশ্য ধারণ করিল। পরে রাক্ষসরাজ রাবণ বহুদূরবর্ত্তী তাড়কানন্দন মারীচের আশ্রমে যাইয়া তাহার নিকটে গমন করিল, এবং তৎকর্ত্তৃক অমানুষলভ্য ভক্ষ্য ও ভোজ্য দ্রব্যদ্বারা পূজিত হইল। মারীচ আসন ও উদক প্রদানপূর্ব্বক রাবণকে পূজিত করিয়া এই অর্থযুক্ত বাক্য বলিল, "হে রাজন্! আমার আশঙ্কা হইতেছে; লোকসকলের কুশল ত? আমি আপনার এখানে শীঘ্র আগমনের কারণ বুঝিতে পারিতেছি না।"

অনন্তর সেই বক্তৃতাপটু মহাতেজা রাবণ মারীচকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া তাহাকে এই বাক্য বলিল, "হে তাত! অক্লিষ্টকর্ম্মা রামকর্ত্তৃক আমার দুর্গ নিহত হইয়াছে। সে যুদ্ধে সেই অবধ্য জনস্থান নিপাতিত করিয়াছে অতএব তুমি তাহার ভার্য্যা হরণ বিষয়ে আমার সাহায্য কর।"

রাক্ষসেন্দ্র রাবণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, মারীচ তাহাকে এই কথা বলিল, "হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! মিত্ররূপী অথচ বাস্তবিক শত্রু, এরূপ কোন্ ব্যক্তি আপনার নিকটে সীতার কথা বলিয়াছে? আপনাকর্ত্তৃক প্রমোদিত হইয়াও, কোন্ ব্যক্তি আপনার প্রতি প্রমুদিত হইতেছে না? 'সীতাকে এখানে আনয়ন কর,' ইহা আপনাকে কে বলিতেছে, কে সমস্ত রাক্ষসলোকের শৃঙ্গচ্ছেদনে অভিলাষী হইতেছে, ইহা আপনি আমার নিকটে কীর্ত্তন করুন্। যে আপনাকে এবিষয়ে উৎসাহিত করিতেছে, সে আপনার শত্রু, ইহাতে সংশয় নাই; কেন না সে আপনারদ্বারা তীব্রবিষ সর্পের মুখ হইতে দন্ত উৎপাটন করিতে ইচ্ছা করিতেছে। কে আপনাকে এই কর্ম্মদ্বারা কুপথে প্রবর্ত্তিত করিতেছে? হে রাজন্! আপনি সুখে শয়ন করিতেছেন, এমত সময়ে কে আপনার মস্তকে প্রহার করিয়াছে? হে রাবণ! যাহার বিশুদ্ধ বংশে জন্ম ভয়ঙ্কর শুণ্ড, সুস্থিত উভয় বাহু দন্তদ্বয় ও প্রভাব মদ, সেই মদগন্ধযুক্ত রঘুকুলজাত রামরূপ হস্তীকে যুদ্ধার্থে অবলোকন করাও আপনার উচিত নহে। পূর্ব্বে যিনি যুদ্ধমধ্যে অবস্থান ও সন্ধানবিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ না হইয়াও যুদ্ধে অভিজ্ঞ রাক্ষসরূপ মৃগদিগকে হনন করিয়াছেন; সম্প্রতি যুদ্ধকৌশলে অভিজ্ঞ সেই শররূপ অঙ্গে সম্পূর্ণ ও নিশিত খড়্গরূপ ভয়ঙ্কর দন্তসম্পন্ন প্রসুপ্ত নরসিংহকে প্রবোধিত করা আপনার অনুচিত। হে রাক্ষসরাজ! যাহার চাপ গ্রাহ, ভুজবেগ পঙ্ক, শরসমূহ উর্ম্মিমালা ও জলবেগ; সেই অতি ভয়ঙ্কর রামরূপ মহাসাগরে আপনার পতিত হওয়া উপযুক্ত নয়। হে লঙ্কেশ্বর! আপনি প্রসন্নতা লাভ করুন্। হে রাক্ষসেন্দ্র! আপনি প্রসন্ন হইয়া লঙ্কায় গমন করুন্, এবং স্বীয় ভার্য্যাতে রত হউন; রামও ভার্য্যার সহিত বনে রমণ করুন্।"

দশবদন রাবণ মারীচকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া লঙ্কাপুরীতে প্রতিগমনপূর্ব্বক উত্তম গৃহে প্রবেশ করিল।

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর শূর্পণখা খর, দূষণ, ত্রিশিরা ও ভীমকর্ম্মা চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসকে যুদ্ধে একাকী রাম-কর্ত্তৃক নিহত হইতে দেখিয়া পুনর্ব্বার, মেঘের ন্যায়, মহাশব্দ করিতে লাগিল। সে অন্যের দুষ্কর সেই রামকৃত কার্য্য অবলোকন করিয়া অতীব উদ্বিগ্না হইয়া রাবণ-পালিত লঙ্কা পুরীতে গমন করিল, এবং দেখিল, যে, সপ্তভূমিক গৃহের উপরিভাগে দীপ্ততেজা রাবণ সূর্য্যপ্রভ স্বর্ণ-নির্ম্মিত পরম আসনে আসীন হইয়া স্বর্ণময়-বেদি-মধ্যগত ঘৃত-সমন্বিত প্রোজ্জ্বলিত অগ্নির সাদৃশ্য ধারণ করতঃ, মরুদ্গণ-পরিবৃত বাসবের ন্যায়, অমাত্যগণে পরিবৃত রহিয়াছে। যে, যুদ্ধে মহাত্মা দেব, গন্ধর্ব্ব, ঋষি ও অন্যান্য প্রাণীদিগের অজেয়, এবং মুখব্যাদান-কারী অন্তক-সদৃশ ভয়ঙ্কর; বিশুদ্ধ-স্বর্ণনির্ম্মিত-কুণ্ডলধারী, সুদৃশ্য পরিচ্ছদশালী, রাজলক্ষণ-লক্ষিত, দেবযুদ্ধে নানাবিধ শস্ত্র-দ্বারা সমাহত, যে পর্ব্বত-সদৃশ প্রশস্ত-বাহুযুক্ত বীরের সমস্ত শরীর বজ্র, অশনি ও অন্যান্য দিব্যাস্ত্রগণের আঘাত-চিহ্নে সমাকুল এবং বক্ষঃস্থল ঐরাবত হস্তীর দন্তাঘাতে কিণাঙ্কিত হইয়াছে; যাহার গ্রীবা দশ, বদন সকল বৃহৎ, হস্ত বিংশতি, বক্ষঃস্থল বিশাল, দন্ত শুক্লবর্ণ ও বর্ণ স্নিগ্ধ বৈদূর্য্য-সদৃশ; যে অক্ষোভ্য সমুদ্র সকল ক্ষুব্ধ, দেবতাদিগকে বিমর্দ্দিত ও শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ পর্ব্বত সমস্ত নিক্ষিপ্ত করিতে পারে; যে অবিলম্বে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে; যে নিয়ত যজ্ঞের বিঘ্ন করে; যে সমস্ত ধর্ম্মের উচ্ছেদকারী, পরদারা-গমনে রত ও সমস্ত দিব্যাস্ত্র-প্রয়োগে সমর্থ; যে ভোগবতী নগরীতে যাইয়া বাসুকি ও তক্ষককে পরাজয় করিয়া তক্ষকের প্রেয়সী ভার্য্যাকে হরণ করিয়াছে; যে কৈলাস-পর্ব্বতে যাইয়া নরবাহন কুবেরকে পরাজয় করিয়া তদীয় পুষ্পক-নামক কামগামী বিমান হরণ করিয়াছে; আকারে পর্ব্বতশৃঙ্গ-সদৃশ যে বীর ক্রুদ্ধ হইয়া চৈত্ররথ-নামক দিব্য বন, তন্মধ্যবর্ত্তী নলিনীযুক্ত সরোবর, নন্দনকানন ও দেবোদ্যান সকল বিনষ্ট এবং বাহুদ্বয়-দ্বারা উদয়োন্মুখ শত্রুতাপন মহাভাগ সূর্য্য ও চন্দ্রকে নিবারিত করিতে পারে; পূর্ব্বে যে ধীর মহাবনে থাকিয়া দশ সহস্র বর্ষ তপস্যা করতঃ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাকে স্বীয় মস্তক সকল উপহার দিয়াছে; যুদ্ধে মানব-ব্যতীত, কি দেব, কি গন্ধর্ব্ব, কি পিশাচ, কি নাগ, কি উরগ, কাহা হইতেও যাহার মৃত্যুর ভয় নাই; যে মহাবল যজ্ঞশালা-মধ্যে ব্রাহ্মণগণ-কর্ত্তৃক যজ্ঞার্থে বৈদিকমন্ত্র-দ্বারা সংস্কৃত পুণ্যজনক সোমরস নষ্ট করে; যে কর্কশস্বভাব, দুষ্টাচারী, ক্রূর-কর্ম্মানুষ্ঠায়ী, ব্রাহ্মণঘাতী, প্রাণিগণের অহিতকারী, সমস্ত লোকের ভীতিপ্রদ, নির্দ্দয় ও জীবমাত্রের রোদনহেতু; যে দক্ষিণাকালপ্রাপ্ত যজ্ঞ সকল ধ্বংস করিয়া থাকে; এবং যে সময়ে কালের ন্যায় উদ্যমবিশিষ্ট হয়; সেই পৌলস্ত্যবংশনন্দন রাক্ষসেন্দ্র মহাভাগ মহাবল ক্রূরস্বভাব শত্রুহন্তা ভ্রাতা রাবণ দিব্য বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক দিব্য আভরণ ও মাল্যদ্বারা শোভিত ও মন্ত্রিগণে পরিবৃত হইয়া স্বচ্ছন্দে আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছে, ইহা অবলোকন করিয়া, সেই রামভয়ে বিহ্বলা রাক্ষসী তাহার নিকটে যাইয়া তাহাকে বলিল। তখন মহাত্মা রামকর্ত্তৃক বিরূপিতা সেই নির্ভয়ে বিচরণকারিণী শূর্পণখা রামবিষয়ক লোভ ও তাঁহার ভয়ে বিমোহিতা হইয়া সেই প্রদীপ্ত ও বিস্তৃত-লোচনসম্পন্ন রাবণকে আত্মদশা প্রদর্শন করতঃ অতি ভয়ঙ্কর বাক্য বলিতে লাগিল।

ইতি দ্বাত্রিংশ সর্গ ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর দীনা শূর্পণখা ক্রোধসহকারে অমাত্যমধ্যে সমাসীন লোকরোদনজনক রাবণকে এই পরুষ বাক্য বলিল, "তুমি স্বেচ্ছাচারী হইয়া কামভোগে প্রমত্ত রহিয়াছ; তোমাকে সুপথে প্রবর্ত্তিত করিতে পারে, এরূপ তোমার অঙ্কুশস্বরূপ মন্ত্রীও নাই; তজ্জন্যই তুমি, অবশ্য জ্ঞাতব্য এই যে উৎকট ভয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা জানিতে পারিতেছ না। যে রাজা গ্রাম্যভোগে আসক্ত, স্বেচ্ছাচারী ও

লুব্ধ হয়েন, প্রজারা তাঁহাকে, শ্মশানমধ্যবর্ত্তী অগ্নির ন্যায়, সমাদর করে না। যে রাজা স্বয়ং কার্য্যানুষ্ঠান করেন না, তিনি রাজ্য ও সেই সমস্ত কার্য্যের সহিত বিনষ্ট হয়েন। যিনি মহিলা প্রভৃতির অধীন, যাঁহার দর্শন অতিদুর্লভ, এবং যিনি উত্তম রূপে চর নিয়োগ করেন না, হস্তীরা যেমন দূর হইতে পঙ্কযুক্ত নদী পরিত্যাগ করিয়া থাকে তদ্রূপ প্রজারা দূর হইতেই সেই নরপতিকে পরিত্যাগ করে। যে নরাধিপেরা স্বীয় অনায়ত্ত রাজ্য উপায়দ্বারা আয়ত্ত করেন না, সাগরমধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতের ন্যায়, তাঁহাদিগের বৃদ্ধি প্রকাশিতা হয় না। তুমি উত্তমরূপে চার নিয়োগ কর না, এবং তোমার চিত্তও চঞ্চল, অতএব তুমি বিশুদ্ধচিত্ত দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বদিগের সহিত শত্রুতা করিয়া কি প্রকারে রাজত্ব করিবে? হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! তুমি বুদ্ধিহীন, বালকস্বভাব এবং কি জানিতে হয়, তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ, সুতরাং তুমি কি প্রকারে রাজ্যে স্থির থাকিবে? হে বিজয়-শ্রেষ্ঠ! যাঁহাদিগের চার, কোষ ও নীতি আয়ত্ত নহে, সেই মহীপতিরা প্রাকৃত ব্যক্তির তুল্য। নরাধিপেরা চারদ্বারা দূরস্থ সমস্ত বিষয় দর্শন করেন, এই কারণেই তাঁহারা 'দীর্ঘচক্ষু' বলিয়া উক্ত হয়েন। আমার বোধ হইতেছে যে, তুমি উত্তমরূপে চার নিয়োগ কর না, এবং তোমার মন্ত্রীরাও নীচবংশজাত; কেননা, জনস্থান ও তত্রস্থ আত্মীয়গণ যে নিহত হইয়াছে, তাহা তুমি জানিতে পার নাই। রাম একাকীই খর, দূষণ ও চতুর্দ্দশ সহস্র ভীমকর্ম্মা রাক্ষসকে নিহত করিয়াছে। সেই অক্লিষ্ট-কর্ম্মা রাম ঋষিদিগকে অভয় দিয়াছে, এবং জনস্থান ধর্ষিত ও দণ্ডকারণ্য মঙ্গলময় করিয়াছে। রাবণ! তুমি লুব্ধ, প্রমত্ত ও পরাধীন; তজ্জন্যই স্বীয় রাজ্যমধ্যে সমুৎপন্ন এই ভয় অবগত হইতে পারিতেছ না। অল্পপ্রদাতা তীক্ষ্ণস্বভাব, প্রমত্ত, গর্ব্বিত ও শঠ নরপতি বিপন্ন হইলে, প্রজারা তাঁহাকে রক্ষা করিতে যত্ন করে না। যে মহীপতি অতিমানী ও ক্রোধনস্বভাব হয়েন, যিনি মনে মনে আপনাকেই অভিজ্ঞ বোধ করেন; এবং যাঁহাকে কেহ কোন বিষয় উপযুক্ত বোধ করাইতে পারে না; ব্যসনকালে তদীয় আত্মীয়গণও তাঁহাকে হনন করে। যে রাজা স্বয়ং কার্য্য নির্ব্বাহ করেন না, এবং ভয়কালেও ভীত হন না; তিনি শীঘ্রই রাজ্যচ্যুত ও দীন হইয়া তৃণ-তুল্য হয়েন। শুষ্ককাষ্ঠ, লোষ্ট্র ও পাংশুদ্বারাও কার্য্য হয়; কিন্তু স্থানভ্রষ্ট ভূপতিদ্বারা কোন কার্য্যই হয় না। রাজ্যভ্রষ্ট রাজা শক্তিসম্পন্ন হইয়াও, পরিত্যক্তবস্ত্র ও বিমর্দ্দিত মাল্যের ন্যায়, নিরর্থক হয়েন। যিনি প্রমাদহীন, রাজ্য-সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ, কৃতজ্ঞ ও ধর্ম্মানুষ্ঠাননিরত হয়েন, সেই রাজা বহুকাল রাজ্যে স্থিরতর থাকেন। যিনি নয়নদ্বারা প্রসুপ্ত হইয়াও নীতিরূপ নেত্রদ্বারা জাগরণ করেন, এবং যাঁহার ক্রোধ ও প্রসাদ কার্য্যদ্বারা ব্যক্ত হয়, সকলেই সেই মহীপতিকে পূজা করে। রাবণ! তুমি দুর্ব্বুদ্ধি ও ঐ সমস্ত গুণে বর্জ্জিত; কেননা তুমি চারদ্বারা রাক্ষস-দিগের এই বধ অবগত হইতে পার নাই। তুমি অন্যের অবমাননাকারী, বিষয়াসক্ত, দেশকালবিভাগে অনভিজ্ঞ; এবং গুণদোষ নির্ণয়ে চিত্তসমাধানে অসমর্থ; অতএব শীঘ্রই বিপন্ন ও রাজ্যভ্রষ্ট হইবে।"

ধন, দর্প ও বলসমন্বিত রাবণ ঐরূপে শূর্পণখাকে স্বীয় দোষ সমস্ত কীর্ত্তন করিতে দেখিয়া বহুক্ষণ মনে মনে চিন্তা করিল।

ইতি ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর অমাত্য মধ্যে আসীন রাবণ শূর্প-ণখাকে পরুষ বাক্য বলিতে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে ইহা বলিল, "রাম কে? তাহার রূপ, বীর্য্য ও পরাক্রম কীদৃশ? সে কি জন্য দুস্তর দণ্ডকারণ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে? সে যাহার দ্বারা খর, দূষণ ও সেই সমস্ত রাক্ষসদিগকে হনন করিয়াছে; তাহার এরূপ আয়ুধই বা কি? হে মনোজ্ঞাঙ্গি! কে তোমাকে বিরূপিতা করিয়াছে, তাহা যথার্থ-রূপে বল।"

ক্রোধমোহিতা রাক্ষসী শূর্পণখা রাক্ষসেন্দ্র রাবণকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্তা হইয়া অবিকল রামবৃত্তান্ত বলিতে লাগিল, "রূপে কন্দর্প-সদৃশ সেই কৃষ্ণাজিন-পরিধায়ী চীরোত্তরবাসা মহাবল দীর্ঘবাহু বিশাল-নয়ন দশরথনন্দন রাম মহেন্দ্রচাপসদৃশ স্বর্ণবলয়ভূষিত ধনু আকর্ষণপূর্ব্বক তীব্রবিষযুক্ত সর্পসদৃশ প্রাণহারী প্রদীপ্ত নারাচ সকল মোচন করে। আমি তাহাকে যুদ্ধে ভয়ঙ্কর শর সমস্ত গ্রহণ বা ধনু আকর্ষণপূর্ব্বক মোচন করিতে দেখি নাই, কেবল এইমাত্র দেখিয়াছি যে, যেরূপ উত্তম শস্য ইন্দ্রকর্ত্তৃক শিলাবৃষ্টি দ্বারা বিনাশিত হয়, সেইরূপ সেই রাক্ষস সৈন্য তৎকর্ত্তৃক শরবৃষ্টি দ্বারা বিনাশিত হইতেছিল। সে পদাতি হইয়াও একাকীই সার্দ্ধমুহূর্ত্তমধ্যে খর, দূষণ ও চতুর্দ্দশ সহস্র ভীমপরাক্রম রাক্ষসকে তীক্ষ্ণ শরসমূহদ্বারা নিহত করিয়াছে। সে ঋষিদিগকে অভয় দিয়াছে, এবং দণ্ডকারণ্যও মঙ্গলময় করিয়াছে। সেই আত্মতত্ত্বজ্ঞ মহাত্মা রাম স্ত্রীবধ শঙ্কা করিয়া কেবল আমাকেই অভিভব করতঃ পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহার অনুরক্ত ও ভক্ত 'লক্ষ্মণ' নামে এক ভ্রাতা আছে; সে যেন তাহার দক্ষিণ বাহু, কিম্বা বাহ্যসঞ্চারি প্রাণ; সেই বুদ্ধিমান্ বলবিক্রমসম্পন্ন অমর্ষস্বভাব দুর্জ্জয় মহাতেজাও গুণে ও বিক্রমে তাহার তুল্য, এবং যুদ্ধে বিচরণে ও শত্রুপরাজয়ে দক্ষ। অপিচ সেই রামের সীতা নামে এক প্রেয়সী ধর্ম্মপত্নী আছে; সে নিরন্তর স্বামীর প্রিয় ও হিতসাধনে তৎপরা রহিয়াছে; সেই যশস্বিনী বিদেহরাজ জনকের দুহিতা; তাহার বদন পূর্ণচন্দ্রসদৃশ, নয়ন অতিবিশাল, বর্ণজ্যোতি কাঞ্চনসদৃশ, কটি ক্ষীণ, নখ তুঙ্গ অথচ রক্তবর্ণ এবং কেশ, নাসা, উরু ও রূপ অতি উত্তম; সে বনদেবতা বা দ্বিতীয়া লক্ষ্মীর ন্যায় দীপ্তিমতী; আমি দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, কিন্নর বা মানবলোকে পূর্ব্বে আর তাদৃশ রূপবতী নারী অবলোকন করি নাই। সেই সীতা যাহার ভার্য্যা,—সে যাহাকে প্রমোদসহকারে আলিঙ্গন করে; সেই ব্যক্তি সমস্ত প্রাণী, এমন কি, মহেন্দ্র হইতেও সমধিক সুখে জীবন অতিবাহন করে। ভূমণ্ডলে অনুপম রূপবতী, শ্লাঘনীয়দেহা, বিস্তৃতজঘনা, প্রশস্তবদনা এবং পীন ও উত্তুঙ্গ পয়োধর সমন্বিতা সেই সুশীলা সীতা আপনারই ভার্য্যা হইবার যোগ্যা; আপনিই তাহার উত্তম স্বামী। হে মহাভুজ! আমি আপনার ভার্য্যানিমিত্তে তাহাকে আনয়ন করিতে উদ্যতা হইয়া ক্রূর লক্ষ্মণকর্ত্তৃক বিরূপিতা হইয়াছি। অধুনা যদি আপনি সেই পূর্ণচন্দ্রাননা বিদেহরাজ দুহিতা সীতাকে দর্শন করেন, তবে নিশ্চয়ই মদনবাণের লক্ষ্য হইয়া উঠেন। যদি তাহাকে ভার্য্যা করিতে আপনার অভিপ্রায় হয়, তবে এই সময়ে আপনি শীঘ্রই রামকে জয় করিবার নিমিত্তে দক্ষিণ পদ সঞ্চালন করুন্। হে রাক্ষসেশ্বর রাবণ! যদি আপনি মদীয় এই বাক্য উত্তম বোধ করেন, তবে, শঙ্কারহিত-চিত্তে আমার বাক্যের অনুযায়ী কার্য্য করিতে উদ্যত হউন। হে মহাবল রাক্ষসরাজ! আপনি তাহাদিগকে অসমর্থ ও আপনাকে সমর্থ বোধ করিয়া সেই অনিন্দিতাঙ্গী সীতাকে ভার্য্যা করিতে প্রযত্ন করুন্। খর, দূষণ ও জনস্থাননিবাসী রাক্ষসদিগকে রামকর্ত্তৃক অকুটিলগামী শরসমূহদ্বারা নিহত শ্রবণ করিয়া, এক্ষণে যাহা আপনার কর্ত্তব্য হয়, আপনি তাহাই করুন্।"

ইতি চতুস্ত্রিংশ সর্গ॥ ৩৪॥

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

রাক্ষসাধিপতি স্থিরবুদ্ধি রাবণ শূর্পণখার সেই রোমহর্ষজনক বাক্য শ্রবণ করিয়া কর্ত্তব্য অবধারণপূর্ব্বক অমাত্যদিগকে গমনে অনুমতি দিয়া একাকীই প্রস্থিত হইল। সে মনে মনে সেই কার্য্য উদ্দেশপূর্ব্বক সূক্ষ্মদৃষ্টি সহকারে তাহার গুণ ও দোষের বলাবল অবধারণ করিয়া ইহাই কর্ত্তব্য, এরূপ নিশ্চয় করতঃ রমণীয় যানগৃহে গমন করিল, এবং তথায় যাইয়া প্রচ্ছন্নভাবে সারথিকে "রথ যোজনা কর," এরূপ আদেশ করিল। রাবণকর্ত্তৃক ঐরূপ আদিষ্ট হইয়া, সারথিও দ্রুতপদে রথ

কালমধ্যে তদীয় অভিমত এক উৎকৃষ্ট রথ যোজনা করিল। অনন্তর কুবেরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাক্ষসাধিপতি শ্রীমান্ রাবণ স্বর্ণভূষিত পিশাচসদৃশ বদন খরসমূহে যোজিত মেঘতুল্য নিনাদকারী সেই কামগামী রথে আরোহণ করিয়া তদ্দ্বারা নদনদীপতি সাগরের অভিমুখে প্রস্থিত হইল। শ্বেতবর্ণ চামর ও ছত্রধারী, শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ মুনিগণ বিনাশকারী, স্নিগ্ধ বৈদূর্য্যসদৃশ দীপ্তিশালী, বিশুদ্ধ স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত, সুদৃশ্য পরিচ্ছদ সমন্বিত, বিংশতিবাহু; দশগ্রীব, দশানন, দশশেখর পর্ব্বতরাজসদৃশ, কুবেরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সেই বীর্য্যবান্ রাক্ষসরাজ দেবশক্র রাবণ কামগামী রথে আরোহণ পূর্ব্বক আকাশমণ্ডলে উত্থিত হইয়া, মণ্ডলাকার বিদ্যুৎসমূহে ভূষিত বলাকাসমন্বিত মেঘের ন্যায়, শোভা ধারণ করিল। সে হংস, ক্রৌঞ্চ, সারস ও ভেককুলে সমাকুল, চতুর্দ্দিকে উৎকৃষ্ট শীতল জলবিশিষ্ট পদ্মাকর সরোবর ও বেদিযুক্ত বিশাল আশ্রমসমূহে ভূষিত, কদলীবনে পরিবৃত, সাল, তাল, তমাল, নারিকেলপ্রভৃতি ফলপুষ্পসমন্বিত সহস্র সহস্র বৃক্ষে শোভিত, জিতকামসিদ্ধচারণ ব্রহ্মনন্দন বৈখানস, মাষ, বালখিল্য, মরীচিপপ্রভৃতি অত্যন্ত নিয়তাহার মুনিগণে বিরাজিত, ক্রীড়া ও রতি বিষয়ে অভিজ্ঞ বিদ্যালঙ্কারভূষিত দিব্যমাল্যশোভিত সহস্র সহস্র অপ্সরোগণে সেবিত, শোভাসম্পন্ন দেবপত্নীগণে উপাসিত, অমৃতপায়ী দেব ও দানবসমূহে বিচারত বৈদূর্য্যসবর্ণ প্রস্তরসমন্বিত, সাগরসান্নিধ্যবশতঃ শৈত্যযুক্ত ও স্নিগ্ধ, বহু পর্ব্বতপরিব্যাপ্ত এবং সহস্র সহস্র গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, নাগ ও সুপর্ণগণে শোভান্বিত, সাগরসন্নিহিত জল বহুল প্রদেশ অবলোকন করতঃ যাইতে যাইতে তপঃপ্রভাবে উচ্চলোকপ্রাপ্ত মহাত্মাদিগের তূর্য্যধ্বনিসংকৃত গীতশব্দে নিনাদিত, সুবিস্তৃত, দিব্যমাল্যভূষিত, বহুতর কামগামী পাণ্ডুরবর্ণ বিমান এবং অনেক গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাকে দর্শন করিল। অনন্তর অনেক শুভদর্শন ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তিকারক সহস্র সহস্র চন্দন, উৎকৃষ্ট অগুরু, ফলসমন্বিত সুগন্ধি উৎকৃষ্ট জাতীয় কক্কোল ও যাহা যাহা হইতে নির্যাস নির্গত হয় সেই সকল বৃক্ষের বন, উপবন, তমালের পুষ্প, মরিচের শুষ্ক গুল্ম, তীরস্থিত মুক্তাসমূহ, পর্ব্বত, উৎকৃষ্ট প্রবালনিচয়, কাঞ্চনময় ও রজতময় শৃঙ্গ, স্বচ্ছজলবিশিষ্ট মনোহর অদ্ভুত প্রস্রবণ এবং হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহে সমাকুল ধনধান্যসমন্বিত স্ত্রীরত্নপরিবৃত বিবিধ নগর সন্দর্শন করতঃ গমন করিতে করিতে সমুদ্রতীরে স্বর্গসদৃশ মৃদুস্পর্শ বায়ুযুক্ত সমতল এক সুস্নিগ্ধ প্রদেশ ও তন্মধ্যে গণপরিবৃত মেঘসদৃশ দীপ্তিশালী এক বটবৃক্ষ তাহার নয়নগোচর হইল।

যে বৃক্ষের চতুর্দ্দিকস্থ শাখা সকল শতযোজন আয়ত ছিল। পক্ষিশ্রেষ্ঠ মহাবল মহাকায় সুপর্ণ গরুড় গজ ও কচ্ছপকে লইয়া ভক্ষণার্থে যাহার বহু পত্রসমন্বিতা শাখায় উপবেশন করিয়া স্বীয় ভারে সহসা তাহা ভগ্ন করিয়াছিলেন। তথায় ব্রহ্মনন্দন বৈখানস, মাষ, বালখিল্য, ধূম্র ও মারীচিপপ্রভৃতি মহর্ষিরা সঙ্গত ছিলেন; পক্ষিশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান্ ধর্ম্মাত্মা গরুড় তাঁহাদিগের প্রতি দয়া করিয়া এক পদে স্বীয় বেগে ভগ্না সেই শতযোজনায়তা শাখা এবং অন্য পদে সেই হস্তী ও কচ্ছপকে ধারণ করতঃ তাহাদিগের মাংস ভক্ষণপূর্ব্বক মহর্ষিদিগকে মুক্ত করিয়াছিলেন, এবং তদ্দ্বারা নিষাদরাজ্য বিনাশপূর্ব্বক অনুপম হর্ষ লাভ করতঃ সেই আনন্দে দ্বিগুণ বিক্রমসম্পন্ন হইয়া অমৃতহরণে কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলেন। অনন্তর লৌহনির্ম্মিত জাল ছিন্ন ও উৎকৃষ্ট রত্ননির্ম্মিত গৃহ ভগ্ন করিয়া, তৎকর্তৃক মহেন্দ্রভবন হইতে সুরক্ষিত অমৃত হৃত হইয়াছিল।

কুবেরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাক্ষসরাজ রাবণ গরুড়কৃত শাখাভঙ্গচিহ্নসমন্বিত, মহর্ষিগণে সেবিত, সুভদ্রনামক সেই বট বৃক্ষ দর্শন করিল, এবং তথা হইতে নদীপতি সমুদ্রের পর পারে যাইয়া পুণ্যজনক রমণীয় নির্জ্জন কাননমধ্যে এক আশ্রম ও তন্মধ্যে জটামণ্ডল-ধারী নিয়তাহারী কৃষ্ণাজিনপরিধায়ী মারীচ নামক রাক্ষসকে দর্শন করিয়া যথা-নিয়মে তাহার সহিত সমা-

গত হইয়া অমানুষলভ্য কাম্যরস্ত সমুদয়দ্বারা তৎকর্ত্তৃক পূজিত হইল। মারীচ স্বয়ং ভোজন ও জল প্রদান-পূর্ব্বক তাহাকে পূজা করিয়া এই অর্থযুক্ত বাক্যে জিজ্ঞাসা করিল; "হে লঙ্কেশ্বর! আপনার ও লঙ্কার মঙ্গল ত? হে রাজন্! আপনি কি প্রয়োজনে পুনর্ব্বার শীঘ্রই এখানে আগমন করিলেন?"

বক্তৃতাপটু মহাতেজা রাবণ মারীচ-কর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া তাহাকে এই বাক্য বলিল।

ইতি পঞ্চত্রিংশ সর্গ॥ ৩৫॥

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ।

"হে মারীচ! আমি বলিতেছি; তুমি আমার বাক্য শ্রবণ কর! হে তাত! আমি আর্ত্ত হইয়াছি, এক্ষণে তুমিই আমার পরম গতি। আমার ভ্রাতা খর ও দূষণ এবং ভগিনী শূর্পণখা আর মহাবাহু মাংসভোজী ত্রিশিরা ও অপর যে বহুতর শূর লব্ধলক্ষ্য নিশাচর রাক্ষসেরা দণ্ডকারণ্যবাসী কর্ম্মচারী মহর্ষিদিগকে পীড়িত করতঃ যথায় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিত; তুমি সেই খরচিত্তানুবর্ত্তী লব্ধলক্ষ্য শূর চতুর্দ্দশ সহস্র ভীমকর্ম্মা রাক্ষসদিগকে ও সেই জনস্থান অবগত আছ। নানাবিধ শস্ত্রধারী সেই জনস্থান-নিবাসী খর-প্রধান মহাবল রাক্ষসেরা সম্প্রতি অত্যন্ত যত্নপরায়ণ হইয়া যুদ্ধার্থে রামের সহিত সঙ্গত হইয়াছিল। সেই রাম ক্রুদ্ধ হইয়াও কোন পরুষবাক্য না বলিয়া যুদ্ধস্থলে ধনুকে শরযোজনা করে, এবং মনুষ্য হইয়াও পাদচারে যুদ্ধ করতঃ প্রদীপ্ত শরসমূহ-দ্বারা যুদ্ধস্থলে খর, দূষণ, ত্রিশিরা ও চতুর্দ্দশ সহস্র ভীমতেজা রাক্ষসদিগকে নিহত করিয়া দণ্ডকারণ্য ভয়শূন্য করিয়াছে। অপিচ ক্রুদ্ধ পিতা-কর্ত্তৃক রাজ্য হইতে ভার্য্যার সহিত নির্ব্বাসিত, কর্কশ-স্বভাব, তীক্ষ্ণাচারী, লুব্ধ, মূর্খ, অজিতেন্দ্রিয়, পরিত্যক্ত-ধর্ম্মা, অধর্ম্মাত্মা, ক্ষীণজীবন, প্রাণীদিগের অহিতনিরত, রাক্ষস সৈন্যবিনাশী, সেই ক্ষত্রিয়াধম, দুঃশীল, রাম কেবল বল অবলম্বনপূর্ব্বক বৈরব্যতিরেকেও কর্ণ নাসিকা ছেদন করিয়া অরণ্যমধ্যে আমার ভগিনীকে বিরূপিতা করিয়াছে। অতএব আমি বিক্রম করিয়া জনস্থান হইতে তাহার ভার্য্যা সেই দেবকন্যা-সদৃশী সীতাকে আনয়ন করিব; তুমি তদ্বিষয়ে আমার সাহায্য কর। হে মহাবল! তুমি আমার সহায় হইয়া পার্শ্বদেশে থাকিলে, আমি ভ্রাতৃগণের সহিত সমস্ত দেবগণকেও গণ্য করি না। অতএব তুমিই আমার সহায় হও; তুমিই আমার সাহায্য করিতে সমর্থ; তুমি সর্ব্বমায়া-বিশারদ ও উপায়দক্ষ; বীর্য্যে, দর্পে বা যুদ্ধে তোমার তুল্য কেহ নাই। হে নিশাচর! আমি এই প্রয়োজনেই তোমার নিকটে আসিয়াছি; আমার বাক্যানুসারে মদীয় সাহায্যার্থে তোমাকে যাহা করিতে হইবে, তাহা আমি বলিতেছি; শ্রবণ কর। তুমি রজতবিন্দুসমূহে চিত্রিত স্বর্ণমৃগ হইয়া সেই রামের আশ্রমে যাইয়া সীতার সমক্ষে বিচরণ কর, সীতা তোমাকে মৃগরূপী দেখিয়া স্বামী রাম ও দেবর লক্ষ্মণকে 'গ্রহণ কর', বলিবে, ইহাতে সংশয় নাই। অনন্তর তাহারা স্থানান্তরে গমন করিলে, আমি শূন্য আশ্রমে যাইয়া বিনা বাধায় সুখে, রাহুর চন্দ্রপ্রভাহরণের ন্যায়, সীতাকে হরণ করিব। পরে রাম ভার্য্যাহরণ-জন্য শোকে দীন হইলে, আমি কৃতকৃত্যচিত্তে সুখে তাহাকে গাঢ়রূপে প্রহার করিব।"

মহাবনে রামপরাক্রমজ্ঞ মহাত্মা মারীচ সেই রাবণের রামবিষয়িণী বাণী শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ত্রাসান্বিত হইল এবং তাহার বদন শুষ্ক হইয়া উঠিল। অনন্তর সে আর্ত্ত ও মৃততুল্য হইয়া শুষ্ক ওষ্ঠদ্বয় লেহন করতঃ অনিমিষনয়নে রাবণকে দর্শন করিল, এবং বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ভীত ও বিষাদিতচিত্তে তাহাকে তদীয় ও স্বীয় হিতজনক প্রকৃত বাক্য বলিল।

ইতি ষট্‌ত্রিংশ সর্গ॥ ৩৬॥

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

বাক্যবিশারদ মহাতেজা মারীচ রাক্ষসেন্দ্র রাবণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে

বাক্যে প্রত্যুক্তি করিল, "রাজন্! এই লোকে অহিতসাধন প্রিয়বাক্যের বক্তা নিরন্তরই সুলভ; কিন্তু হিতসাধন অপ্রিয় বাক্যের বক্তা ও গ্রহীতা, উভয়ই দুর্লভ। আপনি চঞ্চলস্বভাব ও সম্যক্ চার নিয়োগে অকৃত প্রযত্ন, সুতরাং রাম যে মহাবীর, গুণসমুন্নত এবং মহেন্দ্র ও বরুণের সদৃশ, ইহা বুঝিতে পারিতেছেন না, সন্দেহ নাই। হে তাত! সমস্ত রাক্ষসদিগের মঙ্গল হউক,—রাম ক্রুদ্ধ হইয়া লোক সকল রাক্ষসবিহীন না করুন্। জনকদুহিতা সীতার নিমিত্তে আপনার মহৎ ব্যসন উপস্থিত না হউক,—তদীয় জন্ম আপনার জীবন বিনাশের হেতু না হউক। আপনি কামাচারী ও সদুপদেশ-বিহীন; আপনাকে স্বামী লাভ করিয়া, আপনার ও রাক্ষসদিগের সহিত লঙ্কাপুরী বিনষ্টা না হউক! আপনার ন্যায় দুঃশীল দুর্ব্বুদ্ধি, কামাচারী ও পাপীদিগের সহিত মন্ত্রণাকারী রাজা আত্মীয়বর্গ ও রাজ্যসহ আপনাকে বিনষ্ট করে। সেই কৌসল্যানন্দ-বর্দ্ধন সর্ব্বপ্রাণিহিতনিরত ধর্ম্মাত্মা রাম দুঃশীল প্রাণিগণের প্রতি তীক্ষ্ণস্বভাব, লুব্ধগুণসম্পন্ন, ধর্ম্মহীন বা মর্য্যাদাশূন্য অধম ক্ষত্রিয় নহেন, এবং পিতাকর্ত্তৃক পরিত্যক্তও হন নাই; পরন্তু পিতাকে কেকয়ীকর্ত্তৃক বঞ্চিত দেখিয়া তাঁহাকে সত্যবাদী করিতে অভিপ্রায় করিয়া স্বয়ংই বনে আসিয়াছেন। তিনি পিতা দশরথ ও মাতা কেকয়ীর প্রিয়কার্য্যসাধন নিমিত্তে রাজ্য ও ভোগসমস্ত পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডকারণ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। হে তাত! তিনি অবিদ্বান্, অজিতেন্দ্রিয় বা কর্কশস্বভাব নহেন, এবং মিথ্যাচার তাঁহার শ্রবণগোচরও হয় নাই; তাঁহাকে মিথ্যাচারী বলা আপনার উচিত নহে। তিনি দেহবিশিষ্ট সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, সাধু-স্বভাব, সত্যপরাক্রম ও মহেন্দ্র যেমন দেবগণের রাজা, সেইরূপ সমস্ত লোকের রাজা সেই রামকর্ত্তৃক বীর্য্যদ্বারা অভিরক্ষিতা বিদেহরাজ-দুহিতা সীতা দেবী, সূর্য্যকর্ত্তৃক অভিরক্ষিতা তদীয় প্রভার ন্যায়, হরণযোগ্যা নহেন; আপনি কিপ্রকারে বলপূর্ব্বক তাঁহাকে হরণ করিতে অভিলাষ করিতেছেন! শর যাহার শিখা; এবং ধনু ও খড়্গ যাহার ইন্ধন; যুদ্ধে সেই রামরূপ অধর্ষণীয় প্রদীপ্ত অনলে আপনার প্রবেশ করা উচিত নহে। হে তাত! আপনি রাজ্য, সুখ ও প্রিয় জীবন পরিত্যাগ করিয়া যাহার ধনুই ব্যাদিত প্রদীপ্ত বদন ও শরই শিখা; সেই ধনুর্ব্বাণধারী তীক্ষ্ণাচারী শত্রুসেনা-বিনাশী অমর্ষস্বভাব রামরূপ অন্তকের নিকটে গমন করিবেন না। সেই জনকদুহিতা সীতা অপ্রমেয়তেজা স্বামী রামের ধনু আশ্রয় করিয়া বনে রহিয়াছেন; অতএব আপনি তাঁহাকে হরণ করিতে সমর্থ নহেন। সিংহসদৃশ বক্ষঃ-স্থলসমন্বিত নরসিংহ ওজস্বী রামের প্রাণ হইতেও প্রিয়তমা ও নিয়ত অনুগতা ভার্য্যা সেই সুমধ্যমা ভামিনী মিথিলারাজদুহিতা সীতা, প্রদীপ্ত অনলের শিখার ন্যায় অধর্ষণীয়া; আপনি তাঁহাকে ধর্ষণা করিতে পারিবেন না; অতএব হে রাক্ষসরাজ! আপনার এই নিষ্ফল প্রযত্ন করিয়া কি হইবে? আপনি যদি রাম-কর্ত্তৃক যুদ্ধে অবলোকিত হন, তবে আপনার রাজ্য, সুখ ও জীবন দুর্লভ হইবে; কেন না, যুদ্ধে তৎকর্ত্তৃক দৃষ্ট হওয়া জীবনবিনাশের হেতু। আপনি আপনার ও রঘুনন্দন রামের বল যথার্থরূপে অবগত হইয়া দোষ ও গুণ সমুদয়ের বলাবল অবধারণপূর্ব্বক বিভীষণপ্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্মিষ্ঠ অমাত্যদিগের সহিত মন্ত্রণা করতঃ নিশ্চয় করিয়া যাহা হিতকর ও কর্ত্তব্য বোধ করেন, তাহাই করুন্। হে নিশাচরাধিপতে! আমি বিবেচনা করি, কোশলরাজ দশরথতনয় রামের নিকটে যুদ্ধার্থে গমন করা আপনার বিধেয় নহে। আমি পুনর্ব্বার আপনাকে এই সময়োচিত উপযুক্ত বাক্য বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন্।

ইতি সপ্তত্রিংশ সর্গ ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

"আমি পূর্ব্বে কোন সময়ে আকারে পর্ব্বতের, বর্ণে নীল মেঘের ও বলে সহস্র হস্তীর সদৃশ হইয়া বিশুদ্ধ সুবর্ণনির্ম্মিত কুণ্ডল, কিরীট

ও পরিঘ অস্ত্র ধারণ করিয়া সহায়গণের সহিত বীর্য্যপ্রযুক্ত প্রাণিবর্গের ভয় উৎপাদনপূর্ব্বক এই পৃথিবী পর্য্যটন করতঃ ঋষিদিগের মাংস ভক্ষণ করিতে করিতে দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিতেছিলাম। অনন্তর মহামুনি ধর্ম্মাত্মা বিশ্বামিত্র আমা হইতে ভীত হইয়া স্বয়ং নরেন্দ্র দশরথের নিকটে যাইয়া তাঁহাকে ইহা বলিলেন, 'হে নরেশ্বর! মারীচ হইতে আমার ঘোরতর ভয় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব আমি পর্ব্বকালে সমাধিযুক্ত হইলে, এই রাম আমাকে রক্ষা করুন্।'

"তখন ধর্ম্মাত্মা রাজা দশরথ মহাভাগ মহামুনি বিশ্বামিত্রকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে এই বাক্যে প্রত্যুক্তি করিলেন, 'হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এই রঘুবংশতিলক রাম এখনও কৃতাস্ত্র হন নাই; ইহাঁর বয়োমান পঞ্চদশবর্ষ মাত্র; ইনি যে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিবেন, আমার এরূপ বোধ হয় না। তবে আমি স্বীয় সেই সৈন্যের সহিত গমন করিতে স্বীকৃত আছি। যদি আপনার অভিলাষ হয়, তবে আমি স্বয়ংই চতুরঙ্গসৈন্যসমভিব্যাহারে তথায় যাইয়া আপনার শত্রু নিশাচরকে বধ করিব।'

"সেই মুনি নরপতিকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'রাম ব্যতীত অন্য কোন সৈন্য সেই রাক্ষসকে বিনাশ করিতে সমর্থ নহে। হে নৃপ! আপনি যুদ্ধে দেবগণেরও রক্ষাকর্ত্তা; আপনার কর্ম্ম ত্রিলোকমধ্যে বিখ্যাত রহিয়াছে; এবং আপনার সুমহৎ সৈন্য আছে, ইহাও আমি স্বীকার করি; কিন্তু হে শত্রুতাপন! সেই সৈন্য আপনার সহিত এই খানেই অবস্থিত থাকুক; কেননা, এই মহাতেজা রাম বালক হইয়াও সেই রাক্ষসের নিগ্রহে সমর্থ; হে নৃপতে! আমি ইহাঁকেই লইয়া যাইব; আপনার পরম মঙ্গল হউক।"

বিশ্বামিত্র মুনি রাজা দশরথকে ঐরূপ বলিয়া তদীয় পুত্র সেই রামকে সমভিব্যাহারে গ্রহণপূর্ব্বক পরম প্রীত হইয়া স্বীয় আশ্রমে আগমন করিলেন। অনন্তর তিনি দণ্ডকারণ্যে উপস্থিত হইয়া যজ্ঞার্থে দীক্ষিত হইলে, সেই শ্মশ্রুপ্রভৃতি পুরুষচিহ্ন বিহীন শ্রীমান্ শ্যামবর্ণ, শুভলোচন, কাকপক্ষধারী, একমাত্র বস্ত্রপরিধায়ী, স্বর্ণমালা ভূষিত, ধনুর্দ্ধারী রাম বিচিত্র ধনু বিস্ফারণ করতঃ তাঁহার নিকটে অবস্থিত রহিলেন। তখন তিনি স্বীয় প্রদীপ্ত তেজের দ্বারা দণ্ডকারণ্য শোভিত করতঃ নব উদিত চন্দ্রের ন্যায়, দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। অনন্তর আমি স্বর্ণনির্ম্মিত কুণ্ডলধারী ও মেঘ সদৃশ হইয়া বল ও প্রাপ্ত বরের দর্পে সেই আশ্রমমধ্যে গমন করিলাম। আমি আয়ুধ উদ্যত করিয়া যেমন তথায় প্রবিষ্ট হইলাম, অমনি রঘুনন্দন রাম সহসা আমাকে দেখিতে পাইলেন, এবং আমাকে দর্শন করিয়া অসম্ভ্রান্ত হইয়া ধনুতে জ্যা যোজনা করিলেন; কিন্তু আমি অবিমুগ্ধচিত্তে তাঁহাকে বালক বোধ করিয়া অজ্ঞাত করতঃ ত্বরান্বিত হইয়া বিশ্বামিত্রের সেই বেদির অভিমুখে ধাবিত হইলাম। পরে সেই বীর্য্যশালী রাম শত্রুবিনাশন এক শাণিত শর মোচন করিলেন; আমি তদ্দ্বারা তাড়িত ও শত যোজন বিস্তীর্ণ সমুদ্র মধ্যে ক্ষিপ্ত হইলাম হে তাত! তখন তিনি কেবল আমাকে হনন করিতে অনভিলাষী হইয়াই রক্ষা করিলেন। আমি তদীয় শরবেগে ক্ষিপ্ত ভ্রান্তচিত্ত ও গম্ভীর সাগর নীরে নিপাতিত হইলাম, এবং বহুক্ষণ পরে চৈতন্য লাভ করিয়া লঙ্কাপুরীতে প্রত্যাগমন করিলাম।

হে তাত! তৎকালে সেই অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম বালক ও অকৃতাস্ত্র হইয়াও মদীয় সেই সহায়দিগকে নিহত করিয়া আমাকে ঐরূপে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; অতএব আমি আপনাকে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে নিবারণ করিতেছি; তথাপি যদি আপনি তাঁহার সহিত যুদ্ধ করেন, তবে শীঘ্রই ভয়ঙ্কর বিপদাপন্ন হইয়া বিনষ্ট হইবেন, এবং ক্রীড়া ও রতি বিষয়ে অভিজ্ঞ, সামাজিক উৎসব দর্শনকারী রাক্ষসদিগের নিরর্থক সন্তাপ আহরণ করিবেন, আর হর্ম্ম্য প্রাসাদ সমাকুলা নানারত্ন ভূষিতা লঙ্কানগরীকে

মিথিলা রাজদুহিতা সীতার নিমিত্তে বিনষ্টা দেখিতে পাইবেন। যাঁহারা অত্যন্ত শুচি, এবং কিছুমাত্র পাপাচরণ করেন না; তাঁহারাও পাপীর আশ্রয়ে থাকিয়া নাগ-সেবিত হ্রদমধ্যবর্ত্তী মৎস্যদিগের ন্যায়, পর-পাপে বিনষ্ট হন। আপনি স্বীয় দোষে, দিব্যাভরণ ভূষিত দিব্যচন্দন লিপ্ত দেহ রাক্ষসদিগকে নিহত ও ভূতলে পতিত অবলোকন করিবেন। হতাবশিষ্ট নিরাশ্রয় রাক্ষসদিগের মধ্যে অনেকে ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিয়া, অনেকে বা ভার্য্যাকে সমভিব্যাহারে লইয়া দশদিকে পলায়ন করিতেছে, ইহাও আপনার নয়নগোচর হইবে। অপিচ আপনি লঙ্কানগরীকেও শরজালসমাকুলা ও অগ্নিশিখাসমাবৃতা এবং তত্রত্য গৃহ সকল দগ্ধ দেখিতে পাইবেন, ইহাতে সংশয় নাই। হে রাজন্! বলপূর্ব্বক পরদারাভিগমন হইতে অন্য কোন মহৎ পাতক নাই; অতএব আপনি স্বীয় ভার্য্যাদিগের প্রতিই নিরত হউন, এবং বংশ, মান, বৃদ্ধি, রাজ্য, প্রিয় দর্শন ভার্য্যাসমুদায়, মিত্রবর্গ ও অপরাপর রাক্ষসদিগকে রক্ষা করুন্! আপনার ত অন্তঃপুরে সহস্র সহস্র প্রমদা আছে! যদি আপনি বহুকাল রাজ্যাদি উপভোগ করিতে অভিলাষ করেন, তবে রামের অপ্রিয় কার্য্য করিবেন না। আমি আপনার সুহৃৎ; আমি আপনাকে দৃঢ়রূপে নিবারণ করিতেছি; তথাপি যদি আপনি বলপূর্ব্বক সীতাকে ধর্ষণ করেন, তবে নিশ্চয়ই বান্ধববর্গের সহিত ক্ষীণবল ও রামশরে হতজীবন হইয়া যমালয়ে গমন করিবেন।

ইতি অষ্টত্রিংশ সর্গ ॥ ৩৮ ॥

একোনচত্বারিংশ সর্গ।

"তৎকালে আমি কোন প্রকারে যুদ্ধে রামকর্ত্তৃক সেইরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছি, ইতিমধ্যে ও যাহা ঘটিয়াছিল, আমি বলিতেছি, আপনি তাহা শ্রবণ করুন্। হে রাবণ! আমি পূর্ব্বে রামকর্ত্তৃক সেইরূপে পরাভূত হইয়াও নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হই নাই, তজ্জন্যই পুনর্ব্বার তীক্ষ্ণশৃঙ্গসম্পন্ন, অতি ভয়ঙ্করদন্তযুক্ত প্রদীপ্ত জিহ্বাবিশিষ্ট, এক মাংসভোজী মহাবল অতি ভয়ানক মহামৃগ হইয়া মৃগরূপধারী দুই রাক্ষসের সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তীর্থ, চৈত্য বৃক্ষ ও অগ্নিহোত্রগৃহমধ্যে তাপসদিগকে ধর্ষণা করতঃ বিচরণ করিতেছিলাম। তখন আমি ঋষিমাংসভোজী তীক্ষ্ণশৃঙ্গযুক্ত ক্রূর মৃগ হইয়া ধর্ম্ম দূষিত করতঃ ধর্ম্মচারী তপস্বীদিগকে হননপূর্ব্বক তাঁহাদিগের রক্ত পান ও মাংস ভক্ষণ করিয়া প্রমত্ত হওত বনবাসিবর্গের ভয় উৎপাদনসহকারে দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিতে করিতে তাপসধর্ম্মাবলম্বী রাম, মহাভাগা বিদেহরাজদুহিতা সীতা ও সমস্ত প্রাণিগণের হিতনিরত তপস্যাকারী মহারথ লক্ষ্মণের নিকটবর্ত্তী হইলাম, এবং পূর্ব্বতন বৈরিভাব ও সেই প্রহার স্মরণ করিয়া প্রজ্ঞাবিহীনতাপ্রযুক্ত বনবাসী মহাবল রামকে তাপসধর্ম্মনিরত জানিয়া অভিভবপূর্ব্বক হনন করিতে অভিলাষ করতঃ ক্রোধসহকারে তাঁহার অভিমুখে বেগে গমন করিলাম। তিনিও সুমহৎ ধনু আকর্ষণপূর্ব্বক তিনটি শাণিত শর পরিত্যাগ করিলেন। বায়ু ও গরুড়সদৃশ গমনকারী, রক্তপায়ী, শত্রুবিনাশী, বজ্রসদৃশ অতি ভয়ঙ্কর, আনতপর্ব্ব সেই তিন বাণ মিলিত হইয়া আমাদিগের অভিমুখে আসিতে লাগিল। আমি নিতান্ত শঠ, এবং পূর্ব্বে রাম হইতে ভয় দর্শন করিয়া তদীয় পরাক্রম বিশেষরূপে অবগত হইয়াছিলাম; তজ্জন্য অমনি পলায়ন করিলাম, এবং মুক্তও হইলাম কিন্তু সেই উভয় রাক্ষস নিহত হইল।

"হে রাবণ! আমি কোন প্রকারে রামশর হইতে মুক্ত ও জীবন প্রাপ্ত হইয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক সমাহিতচিত্তে এই স্থলে আসিয়া যোগ অবলম্বন করতঃ তপস্যাচরণ করিতেছি! আমি তদবধি পাশধারী অন্তক সদৃশ সেই চীর-পরিধায়ী কৃষ্ণাজিনোত্তরবাসা ধনুর্দ্ধারী রামকে প্রত্যেক বৃক্ষেই দেখিতে পাই। আমি ভীত হইয়া নিরন্তর সহস্র সহস্র রামকে দর্শন করি,—এই সমস্ত অরণ্যই যেন রাম হইয়া

আমার নিকটে প্রতিভাত হয়; হে রাক্ষসেশ্বর! আমি রামবিহীন প্রদেশেও কেবল সেই রামকেই অবলোকন করি, এমন কি, স্বপ্নেও তাঁহাকে দেখিয়া, সচেতনের ন্যায়, ইতস্ততঃ ধাবিত হই। হে রাবণ! আমি আপনাকে আর অধিক কি বলিব! আমি রাম হইতে এরূপ ত্রাসান্বিত হইয়াছি, যে, রত্ন রথ প্রভৃতি যে শব্দের প্রথমে রকার আছে, সেই সকল শব্দও আমার ত্রাস উৎপাদন করে। আমি বিশেষরূপে সেই রঘুনন্দন রামের পরাক্রম অবগত আছি; অতএব তাঁহার সহিত যুদ্ধ করা আপনার বিধেয় নহে; তিনি বলি বা নমুচিকেও হনন করিতে পারেন। হে রাবণ! আপনি রামের সহিত যুদ্ধই করুন্, বা ক্ষান্তই হউন; যদি আমাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমার নিকটে তাহার কথা বলিবেন না। ইহলোকে ধর্ম্মানুষ্ঠায়ী যোগাবলম্বী অনেক সাধু পরের অপরাধে বান্ধববর্গের সহিত বিনষ্ট হইয়াছেন, সেইরূপ আমারও অন্যের অপরাধে বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। হে রাক্ষসরাজ! আপনি যাহা উপযুক্ত বোধ করেন তাহাই করুন্; কিন্তু আমি আপনার অনুগামী হইব না। সেই মহাতেজা মহাপ্রজ্ঞ মহাবল অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম নিশ্চয়ই রাক্ষসলোকের বিনাশকারী হইবেন, ইহা সম্ভাবিত হইতেছে। যদিও পূর্ব্বে জনস্থাননিবাসী দুরাচার খর শূর্পণখার নিমিত্তে তৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, এ বিষয়ে তাঁহার দোষ কি, তাহা আপনি যথার্থরূপে অবধারণ করুন্। আপনি আমার বন্ধু; তজ্জন্যই আমি আপনার হিতার্থে এই যথার্থ বাক্য বলিলাম; যদি আপনি মদীয় বাক্যের অনুবর্ত্তী না হন, তবে বান্ধববর্গের সহিত অবক্রগামী শর সমূহদ্বারা রামকর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হইয়া জীবন পরিত্যাগ করিবেন।"

ইতি উনচত্বারিংশ সর্গ ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশ সর্গ।

যেরূপ মরণাভিলাষী পুরুষ ঔষধ গ্রহণ করে না, তদ্রূপ সেই কালপ্রেরিত রাক্ষসাধিপতি রাবণ হিতকর ও যুক্তিযুক্ত বাক্যবাদী মারীচকর্ত্তৃক উক্ত হইয়া তদীয় যুক্তিযুক্ত সমুচিত বাক্য গ্রহণ করিল না, প্রত্যুত তাহাকে এই যুক্তিবিরুদ্ধ পরুষ বাক্য বলিল, "মারিচ! তুমি অধম বংশে জন্মিয়াছ তজ্জন্যই আমাকে তাদৃশ যুক্তিবিরুদ্ধ বাক্য বলিলে! তোমার বাক্য উষরভূমিতে কৃতবপন বীজের ন্যায়, নিতান্ত নিষ্ফল; যেহেতু আমি তদ্দ্বারা পাপাচারী মূর্খ মানব রামের সহিত যুদ্ধ করিতে ভীত হইবার যোগ্য নহি! যে সামান্য স্ত্রীবাক্য শ্রবণ করিয়া মাতা, পিতা, রাজ্য ও বান্ধববর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবিলম্বে অরণ্যগামী হইয়াছে, আমি তোমার সন্নিধানে অবশ্যই যুদ্ধে খরবিনাশী সেই রামের প্রাণ হইতেও প্রিয়তমা ভার্য্যাকে হরণ করিব! ওহে মারীচ! আমার হৃদয়ে ঈদৃশী বুদ্ধি দৃঢ়নিশ্চয়বতী হইয়া বিদ্যমানা রহিয়াছে; ইন্দ্রের সহিত সুর ও অসুরবর্গও তাহার অন্যথা করণে অসমর্থ। যদি আমি এই কার্য্যের কর্ত্তব্যতা অবধারণার্থে, ইহার দোষ, গুণ, উপায় বা ক্ষতি কি, ইহা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতাম, তবেই তোমার এরূপ বাক্য বলা সমুচিত হইত। যে বিজ্ঞ মন্ত্রী স্বীয় ঐশ্বর্য্য কামনা করেন, তিনি ভূপতিকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া, অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক স্বীয় বক্তব্যবিষয় নিবেদন করিবেন; যেহেতু রাজাদিগের নিকটে মৃদুতাসহকারে উপচার যুক্ত, মনোহর, হিতজনক, অবিরুদ্ধ বাক্যই বলা বিধেয়। হিতজনক বাক্যও যদি অপমান সহকারে অভিহিত হয়, তবে সম্মানার্থী রাজা সেই সম্মানরহিত বাক্য অভিনন্দন করেন না। হে নিশাচর! অমিততেজা মহাত্মা রাজারা অগ্নি, ইন্দ্র, চন্দ্র, যম ও বরুণ, এই পঞ্চদেবদিগের রূপধারণ করতঃ উষ্ণতা, বিক্রম, শুভদর্শনতা, দণ্ড ও প্রসন্নতা ধারণ করেন, অতএব নিরন্তর সকল অবস্থাতেই তাঁহারা মাননীয় ও পূজনীয়। তুমি দুরাত্মা, নিতান্ত মোহান্বিত ও ধর্ম্মবিষয়ে অনভিজ্ঞ; তজ্জন্যই

আমি তোমার গৃহে আগত হইলেও, তুমি আমাকে ঈদৃশ পুরুষবাক্য বলিতেছ। ওহে অমিতবিক্রম রাক্ষস! আমি তোমাকে, এ বিষয়ে গুণ ও দোষ বা আপনার ক্ষতি কি, তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি না, তবে এতাবন্মাত্র বলিতেছি, যে, তুমি এই কার্য্যে আমার সাহায্য কর। আমার বাক্যানুসারে মদীয় সাহায্যার্থে তোমাকে যে কার্য্য করিতে হইবে, আমি তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি রজতবিন্দু সমূহে চিত্রিত স্বর্ণ মৃগ হইয়া সেই রামের আশ্রমে যাইয়া বিদেহরাজদুহিতা সীতার সম্মুখে বিচরণ করতঃ তাঁহাকে প্রলোভিতা করিয়া যথাভিলষিত প্রদেশে গমন কর। সেই মিথিলারাজদুহিতা তোমাকে মায়াময় স্বর্ণমৃগ দর্শন করিয়া বিস্ময়ান্বিতা হইয়া শীঘ্রই রামকে 'এই মৃগ আনয়ন কর,' এরূপ বলিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। অনন্তর রাম, আশ্রম হইতে বহির্গত হইলে, তুমি বহু দূরে যাইয়া অবিকল তদীয় স্বরে 'হা সীতে! হা লক্ষ্মণ।' এরূপ বাক্য উচ্চারণ করিও, সীতা, তোমার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে রামের নিকটে প্রেরণ করিবে, সেও সৌহার্দ্দ বশতঃ সম্ভ্রান্ত হইয়া অবশ্যই তাহার অনুগামী হইবে। কাকুৎস্থ রাম ও লক্ষ্মণ স্থানান্তরে গমন করিলে, আমি, মহেন্দ্রের শচীহরণের ন্যায়, বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে সুখে হরণ করিব! ওহে সুব্রত নিশাচর মারীচ! তুমি এইরূপে এই কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া যথাভিলষিত প্রদেশে গমন করিও; আমি তোমাকে অর্দ্ধেক রাজ্য প্রদান করিব। হে শুভদর্শন! তুমি এই কার্য্য পূর্ণ করিবার নিমিত্তে দণ্ডকারণ্যের পথে মঙ্গলে মঙ্গলে গমন কর; আমি রথস্থ হইয়া তোমার অনুগামী হইব। আমি তোমার সহিত রঘুনন্দন রামকে বঞ্চনাপূর্ব্বক বিনা যুদ্ধে সীতাকে লাভ করিয়া কৃতকার্য্য হইয়া লঙ্কানগরীতে প্রতিগমন করিব। হে মারীচ! মদীয় বলেও তোমাকে অবশ্যই এই কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে; যদি তুমি আমার এই কার্য্য সাধন না কর, তবে আমি তোমাকে হনন করিব! কেহই রাজার প্রতিকূলাচারী হইয়া সুখী হয় না। রামের নিকটে গমন করিলে, তোমার জীবন সংশয়ান্বিত হইবে বটে; কিন্তু আমার সহিত বিরোধ করিলে, এখনই তোমার নিশ্চয় মৃত্যু ঘটিবে; বুদ্ধিদ্বারা যথার্থরূপে ইহাবিচার করিয়া যাহা উচিত বোধ হয়, তুমি তাহাই কর।"

ইতি চত্বারিংশ সর্গ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশ সর্গ।

মারীচ রাক্ষসাধিপতি রাবণকর্ত্তৃক রাজার ন্যায় সেইরূপ অনভিপ্রেতবিষয়ে আদিষ্ট হইয়া শঙ্কাশূন্যচিত্তে তাহাকে এই পরুষ বাক্য বলিল, হে রাক্ষসরাজ! কোন্ পাপকর্ম্মা তোমাকে তোমার এবং তোমার রাজ্য, পুত্র ও মন্ত্রিবর্গের বিনাশের হেতু এই বিষয় উপদেশ দিয়াছে? কোন্ পাপাচারী তোমার সুখে সুখী হইতেছে না?—কে তোমার নিকটে তোমার এই মৃত্যুর উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছে? হে রাক্ষসেশ্বর! তোমার হীনবীর্য্য শত্রুরা নিশ্চয়ই তোমাকে বলবান্ ব্যক্তির সহিত বিরোধী করিয়া বিনষ্ট করিতে অভিলাষী হইয়াছে। তোমার অহিতকারী ক্ষুদ্রস্বভাব যে ব্যক্তি তোমাকে স্বকৃত কার্য্যদ্বারা বিনষ্ট করিতে অভিলাষী হইয়া ইহা উপদেশ দিয়াছে, সে কে? হে নিশাচররাজ রাবণ! তুমি উৎপথবর্ত্তী হইলে, যে মন্ত্রীরা তোমাকে সর্ব্বতোভাবে নিগৃহীত করে না, তাহারা তোমার বধ্য; কিন্তু তুমি তাহাদিগকে বধ কর না। রাজা কামাচারী হইয়া কুপথবর্ত্তী হইলে, সাধু অমাত্যেরা সর্ব্বতোভাবে তাঁহাকে নিগৃহীত করিয়া থাকেন; আমিও তোমাকে নিগৃহীত করিতেছি; কিন্তু তুমি নিগৃহীত হইতেছ না। ওহে বিজয়িপ্রবর রাক্ষসরাজ রাবণ! অমাত্যেরা স্বামীর প্রসাদে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও যশ লাভ করেন, এবং স্বামীর বৈগুণ্যে তৎসমুদায়ের ফলভোগে বঞ্চিত হন। রাজার বৈগুণ্যে প্রজারাও বিপদাপন্ন হইয়া থাকে। নরপালেরা প্রজাবর্গের ধর্ম্ম ও যশঃ প্রাপ্তির মূল; অতএব সকল অবস্থাতেই প্রজাবর্গের তাঁহাদিগকে

রক্ষা করা বিধেয়। প্রজাবর্গের নিতান্ত প্রতিকূলাচারী, অবিনয়ী, তীক্ষ্ণস্বভাব রাজারা রাজ্য রক্ষা করিতে পারেন না, এবং তীক্ষ্ণাচারে মন্ত্রণাপ্রদাতা মন্ত্রীদিগের সহিত, বন্ধুর প্রদেশে অনুপযুক্ত সারথিচালিত রথের ন্যায়, শীঘ্রই বিনষ্ট হন। ইহলোকে অনেক উপযুক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠায়ী সাধুচরিত্র মানবেরা পরের অপরাধে বান্ধববর্গের সহিত বিনষ্ট হইয়াছেন। প্রজারা প্রতিকূলাচারী তীক্ষ্ণস্বভাব স্বামিকর্তৃক রক্ষ্যমাণ হইয়া, গোমায়ুরক্ষিত মৃগগণের ন্যায়, বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। ওহে রাবণ! তুমি দুর্ব্বুদ্ধি, অজিতেন্দ্রিয় ও কর্কশস্বভাব; তুমি যাহাদিগের রাজা সেই রাক্ষসেরা অবশ্যই বিনষ্ট হইবে। যাহাতে তুমি সৈন্যগণের সহিত সম্ভাবিতমৃত্যু হইয়া শোচনীয় হইতেছ; আমি হঠাৎ তাদৃশ ভয়ঙ্কর ব্যসন প্রাপ্ত হইয়াছি! রাম আমাকে হনন করিয়া অনতিবিলম্বে তোমাকেও হনন করিবেন। আমি যুদ্ধে শত্রুকর্তৃক নিহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিব, সুতরাং কৃতকৃত্য হইলাম! আমি রামকে দর্শন করিয়াই বিনষ্ট হইব, এবং তুমিও সীতাকে হরণ করিয়া বান্ধববর্গের সহিত বিনষ্ট হইবে, ইহা নিশ্চিতরূপে অবগত হও। যদি তুমি আমার সহিত রামের আশ্রম হইতে সীতাকে আনয়ন কর, তবে তুমি, আমি, লঙ্কা ও রাক্ষসেরা, কেহই থাকিবে না। হে রাক্ষসরাজ! আমি তোমার হিতাভিলাষী হইয়া তোমাকে নিবারণ করিতেছি; কিন্তু তুমি আমার বাক্য গ্রহণ করিতেছ না; অতএব বোধ হইতেছে, তুমি শীঘ্রই বিনষ্ট হইবে, কেন না মৃতকল্প হীনায়ু মানবেরাই বন্ধুগণের কথিত হিতকর বাক্য গ্রহণ করে না।"

ইতি একচত্বারিংশ সর্গ ॥ ৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

মারীচ রাক্ষসরাজ রাবণকে সেইরূপ পরুষ বাক্য বলিয়া তদীয় ভয়ে ভীত হইয়া "আমরা উভয়ে গমন করিব," ইহা নিবেদন-পূর্ব্বক কহিল, "সেই ধনুর্ব্বাণধারী খড়্গশালী রাম যদি আমাকে বধ করিবার নিমিত্তে শস্ত্র উদ্যত করিয়া পুনর্ব্বার আমার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন, তাহা হইলেই আমার জীবন নষ্ট হইবে! হে তাত! যদিও আপনি যমদণ্ড বিফল করিয়াছেন, তথাপি তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া জীবন লইয়া প্রতিগমন করিতে পারিবেন না; কেন না তিনি আপনার যমস্বরূপ; কিন্তু আমি কি করিব! আপনি দুর্ব্বুদ্ধি-প্রযুক্ত আমার কথা গ্রহণ করিলেন না! হে রাক্ষসরাজ! আপনার মঙ্গল হউক! আমি এই যাইতেছি।"

রাক্ষসরাজ রাবণ মারীচের সেই বাক্যে প্রসন্ন হইয়া তাহাকে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া এই বাক্য বলিল, "তুমি মদীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্ত্তী হইয়া যে বাক্য বলিলে, উহাই তোমার বীরত্বের উপযুক্ত; এক্ষণেই তুমি আত্ম-সদৃশ হইলে, পূর্ব্বে অন্য রাক্ষসের তুল্য ছিলে। সে যাহা হউক, সম্প্রতি আমার সহিত শীঘ্র এই পিশাচ-সদৃশ-বদন খরগণে যোজিত, আকাশগামী, রত্নবিভূষিত রথে আরোহণ কর। পরে তথায় যাইয়া বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে প্রলোভিতা করিয়া অভিলষিত প্রদেশে প্রস্থান করিও; আমি রাম ও লক্ষ্মণ-রহিত শূন্য আশ্রমে প্রবেশিয়া বলপূর্ব্বক তাহাকে হরণ করিব।"

অনন্তর তাড়কা-তনয় মারীচ "তাহাই করিব," বলিল। পরে তাহারা উভয়ে শীঘ্র সেই বিমান-সদৃশ রথে আরোহণ করিয়া উক্ত আশ্রম হইতে গমন করিল, এবং অনেক রাষ্ট্র, নগর, পত্তন, বন, পর্ব্বত ও নদী দর্শন করতঃ দণ্ডকারণ্যে যাইয়া রামের আশ্রম দেখিতে পাইল। তৎপরে রাবণ সেই স্বর্ণভূষিত রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া মারীচকে হস্তে ধারণ করিয়া এই বাক্য বলিল, "সখে! কদলী-বনে পরিবৃত রামের আশ্রম ঐ দৃষ্ট হইতেছে; আমরা যে কার্য্যের নিমিত্তে এখানে আসিয়াছি, অধুনা তুমি শীঘ্রই তাহা সমাধান কর।"

তখন রাক্ষস মারীচ রাবণের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত অদ্ভুত-দর্শন মৃগরূপ ধারণ করতঃ রামের আশ্রমের নিকটে বিচরণ

করিতে লাগিল। যাহার শৃঙ্গ উৎকৃষ্ট মণি-সদৃশ, মুখ রক্তপদ্ম ও নীলোৎপল-সবর্ণ, বদন-মণ্ডল সিতা-সিত-মিলিত-প্রভা-সম্পন্ন বর্ণ ইন্দ্র-নীলমণি ও নীলোৎপল-সবর্ণ, গ্রীবা কিঞ্চিৎ অধিক উন্নত, উদর বর্ণে ইন্দ্রনীলমণি-তুল্য, বর্ণ পদ্মকেশর-সদৃশ ও মনোহর চিক্কণ, উভয় পার্শ্বের বর্ণ মধূক পুষ্প-সদৃশ, খুর বৈদূর্য্যমণি-তুল্য, জঙ্ঘা ক্ষীণ, সন্ধিস্থল নিমগ্ন এবং পুচ্ছ ইন্দ্রায়ুধ-সদৃশ বিচিত্র-বর্ণ ও উৰ্দ্ধে উত্থিত; সেই রাক্ষস ক্ষণকাল-মধ্যে তাদৃশ বিবিধ রত্ন পরিবৃত অতীব শোভান্বিত এক মৃগ হইল, এবং বিবিধ ধাতু সমূহে চিত্রিত সুদৃশ্য মনোহর মৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক সেই রম্য বন ও রামের আশ্রম প্রদীপিত করিয়া বিদেহ রাজদুহিতা সীতাকে প্রলোভিতা করিবার নিমিত্তে নব তৃণ ভক্ষণ করতঃ শাদ্বল প্রদেশে চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। সে শত শত রজতবিন্দুসমূহে চিত্রিত পদ্মসদৃশ বিচিত্র পৃষ্ঠ, প্রিয়দর্শন মহা-মৃগ হইয়া অত্যন্ত শোভিত হইল, এবং বৃক্ষ লতা ভক্ষণ করিতে করিতে সীতার দর্শন কামনা করিয়া রামের আশ্রমের নিকটে মন্দগতি অবলম্বনপূর্ব্বক কখন কদলী গৃহ মধ্যে, কখন বা কর্ণিকার বৃক্ষসমূহের দিকে গমন করতঃ সুখে বিচরণ করিতে থাকিল। সেই মৃগরূপধারী রাক্ষস কখন ক্ষণকাল, কখন বা মুহূর্ত্তকালের নিমিত্তে স্থানান্তরে যাইয়া পুনর্ব্বার প্রতিনিবৃত্ত হইয়া রামের আশ্রমের নিকটে ভূমিতলে ক্রীড়া করতঃ লুণ্ঠিত হইতে লাগিল, এবং মৃগসমূহের অভি-মুখে গমন করতঃ দূরে যাইয়া তাহাদিগের সহিত পুনর্ব্বার প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সীতার দর্শন আকাঙ্ক্ষা করিয়া তথায় মনোহর মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে থাকিল। বনচারী মৃগ সমস্ত তাহাকে দর্শনপূর্ব্বক তদীয়-নিকটে আসিয়া গন্ধ আঘ্রাণ করিয়াই দশ-দিকে ধাবিত হইতে লাগিল; কিন্তু সেই রাক্ষস মৃগ বিনাশী হইয়াও স্বরূপ গোপন করিবার নিমিত্তে তাহাদিগকে স্পর্শ করি-লাও ভক্ষণ করিল না।

সেই সময়ে খঞ্জনপক্ষি সদৃশ শুভনয়না মনোহর বদনা, যোষিৎপ্রবরা, বিদেহ রাজ-দুহিতা সীতা পুষ্পচয়নে নিবিষ্ট চিত্তা হইয়া বৃক্ষে বৃক্ষে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি পুষ্পচয়ন করতঃ কর্ণিকার, অশোক ও চূতবৃক্ষের নিকটে গমন করিয়া সেই মুক্তা-মণি চিত্রিত দেহ, রজত প্রভৃতি ধাতুসদৃশ রোমা, মনোহর দন্ত ও ওষ্ঠ বিশিষ্ট মৃগ দেখিতে পাইলেন, এবং বিস্ময় প্রফুল্ল নয়নে স্নেহ সহকারে তাহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন। সেই মায়াময় মৃগও রামদয়িতা সীতাকে অবলোকন করিয়া সমগ্র বন দীপিত করতঃ তথায় বিচরণ করিতে থাকিল। জনকদুহিতা সীতা অদৃষ্টপূর্ব্ব তাদৃশ বিবিধ রত্নময় মৃগ দর্শন করিয়া পরম বিস্ময় লাভ করিলেন।

ইতি দ্বিচত্বারিংশ সর্গ ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

সেই বিশুদ্ধ স্বর্ণবর্ণা অনিন্দিতাঙ্গী সুমধ্যমা সীতা পুষ্পচয়ন করতঃ স্বর্ণ ও রজতসবর্ণ পার্শ্ব-দ্বয়ে শোভিত সেই মৃগ দর্শন করিয়া অতীব হৃষ্টা হইয়া স্বামীকে ও লক্ষ্মণকে আয়ুধসহ আগমন করিতে আহ্বান করিলেন। "আর্য্য পুত্র! ভ্রাতার সহিত শীঘ্র আগমন করুন! শীঘ্র আগমন করুন!" এই বলিয়া, তিনি এক একবার আহ্বান করিতে লাগিলেন, এবং এক একবার সেই অবলোকন করিতে থাগি-লেন। তখন সেই দুই নরশ্রেষ্ঠ রাম ও লক্ষ্মণ বিদেহ রাজদুহিতা সীতাকর্তৃক আহূত হইয়া তথায় আগমনপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করতঃ সেই মৃগ দেখিতে পাইলেন। পরে লক্ষ্মণ তাহাকে দর্শনপূর্ব্বক মারীচ আশঙ্কা করিয়া রামকে এই বাক্য বলিলেন, "হে রাম! আমি এইমৃগকে সেই মারীচ রাক্ষস বোধ করিতেছি; হর্ষসহকারে মৃগয়াবিহারী অনেক রাজারা বনমধ্যে এই পাপাচারী পাপরূপী রাক্ষসকর্ত্তৃক ছলদ্বারা নিহত হইয়া-ছেন। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই মায়াবী রাক্ষসই মায়াদ্বারা ঈদৃশ গন্ধর্ব্বনগরসদৃশ রমণীয়

দীপ্তিযুক্ত মৃগরূপ ধারণ করিয়াছে। হে রঘুনন্দন মহীপতে! ভূতলে ঈদৃশ রত্নচিত্রিত মৃগ নাই, ইহা নিশ্চয়ই মায়ার কার্য্য, ইহাতে অণুমাত্রও সংশয় নাই।"

মনোহর ঈষৎ হাস্যসমন্বিতা সীতা সেই রাক্ষসের ছলে বিমোহিতা হইয়াছিলেন, সুতরাং তাদৃশ বাক্যবাদী কাকুৎস্থ লক্ষ্মণকে নিবারণ করিয়া হর্ষসহকারে স্বামীকে কহিলেন, "হে আর্য্যপুত্র! এই মৃগ অতি রমণীয়, এ আমার মন হরণ করিতেছে; অতএব হে মহাবাহো! আপনি ইহাকে আনয়ন করুন্; এ আমাদিগের ক্রীড়ার নিমিত্তে হইবে। হে মহাবাহো! আমাদিগের এই আশ্রমমধ্যে চমর, সৃমর ও পৃষতপ্রভৃতি অনেক শুভদর্শন মৃগ এবং শ্রেষ্ঠ রূপবিশিষ্ট মহাবল বানর, ঋক্ষ ও কিন্নরেরা দলে দলে বিচরণ করিয়া থাকে; কিন্তু হে রাজন্! আমি পূর্ব্বে ক্ষমা, দীপ্তি ও তেজে এই মৃগবরের সদৃশ অন্য কোন মৃগ অবলোকন করি নাই। বিবিধ বর্ণে বিচিত্রদেহ চন্দ্রতুল্য প্রিয়দর্শন এই মৃগ সমস্ত অরণ্য শোভিত করতঃ আমার নিকটে রত্নতুল্য হইয়া দীপ্তি পাইতেছে! আহা! এই বিচিত্রদেহ অদ্ভুত মৃগের কি রূপ, কি কান্তি ও কি উৎকৃষ্ট স্বর! এ যেন আমার মন অপহরণ করিতেছে! যদি আপনি ইহাকে জীবিত গ্রহণ করিতে পারেন, তবে অতি অদ্ভুত ব্যাপার হয়; এ আমাদিগের অনেক বিস্ময় উৎপাদন করিবে। আমরা বনবাসের সময় অতিবাহিত করিয়া রাজ্যস্থ হইলেও, এই মৃগ আমাদিগের অন্তঃপুরের শোভাজনক হইবে। অপিচ হে প্রভো! এই দিব্য মৃগরূপ আমার শ্বশ্রূদিগের এবং আর্য্যপুত্র ভরতেরও বিস্ময় উৎপাদন করিবে। হে নরশ্রেষ্ঠ! যদি আপনি এই মৃগবরকে জীবিত গ্রহণ করিতে না পারেন, তথাপি একখানি অজিন হইবে। এই মৃগ আপনাকর্তৃক নিহত হইলে আমি ইহার স্বর্ণময় চর্ম্ম কুশাসনোপরি বিস্তীর্ণ করিয়া উপবেশন করিতে অভিলাষ করিতেছি। মহিলাদিগের ঈদৃশ অতিভয়ঙ্কর স্বেচ্ছাচারিত্ব অনুচিত; ইহা বিজ্ঞদিগের অভিমত; কিন্তু এই মৃগের তরুণসূর্য্যসবর্ণ, উৎকৃষ্ট মণিময় শৃঙ্গযুক্ত, স্বর্ণময় রোমসমন্বিত, নক্ষত্রপথসদৃশ দীপ্তিশালী দেহদ্বারা আমার অত্যন্ত বিস্ময় জন্মিয়াছে!"

সীতার সেই বাক্য শ্রবণ ও উক্ত অদ্ভুত মৃগ দর্শন করিয়া, রঘুনন্দন রামেরও চিত্ত বিস্ময়প্রাপ্ত হইল। তিনি সীতাকর্তৃক নিয়োজিত ও সেই মৃগরূপে লোভিত হইয়া হর্ষসহকারে ভ্রাতা লক্ষ্মণকে এই বাক্য বলিলেন, "লক্ষ্মণ! বিদেহরাজদুহিতা সীতার বাসনা কি বলবতী, তাহা তুমি বিবেচনা কর; অদ্য এই মৃগ স্বীয় উৎকৃষ্ট রূপহেতু জীবিত থাকিবে না! হে সুমিত্রানন্দন! এই মৃগের সদৃশ অন্য কোন মৃগ নন্দন বা চৈত্ররথ বনেও নাই; পৃথিবীতে থাকিবার সম্ভাবনা কি! এই মৃগের রজতবিন্দুসমূহে চিত্রিত মনোহর রোমরাজি প্রতিলোম ও বিলোমভাবে বিন্যস্ত হইয়া শোভিত হইতেছে। এ জৃম্ভণ করিলে, ইহার অগ্নিশিখাসদৃশী প্রদীপ্তজিহ্বা মুখ হইতে বহির্গতা হইয়া, মেঘমণ্ডলনির্গতবিদ্যুতের ন্যায়, শোভা ধারণ করিতেছে, অবলোকন কর। মুক্তা ও শঙ্খসবর্ণ উদরবিশিষ্ট, ইন্দ্রনীলমণিনির্ম্মিত চষকাকারবদনযুক্ত এই অনিরূপণীয় মৃগ কোন্ ব্যক্তির মন না লোভিত করিতে পারে! স্বর্ণসদৃশ প্রভাযুক্ত, বিবিধ রত্নময় এই দিব্য মৃগরূপ দর্শন করিয়া, কাহার চিত্ত না বিস্ময়প্রাপ্ত হয়! লক্ষ্মণ! রাজারা মৃগয়া উপলক্ষে মহাবনে যাইয়া ধনু ধারণপূর্ব্বক বিহারার্থে ও মাংসের নিমিত্তে অনেক মৃগ হনন করিয়া থাকেন। অপিচ, মহারণ্যে নরপতিগণকর্তৃক প্রযত্নদ্বারা মণি, রত্ন ও সুবর্ণসংবলিত বিবিধ ধাতুরূপ বহু ধনও সঞ্চিত হয়। অরণ্যমধ্যবর্ত্তী ধনসমুদায়ই উৎকৃষ্ট ও মানববর্গের কোশবৃদ্ধিকারক; অতএব অরণ্যমধ্যে সকল ব্যক্তিরই, ব্রহ্মের ন্যায়, সমস্ত মানস অভিলাষ সিদ্ধ হয়। লক্ষ্মণ! অর্থাকাঙ্ক্ষী পুরুষ যে বিষয় উদ্দেশ করতঃ নিঃসংশয় চিত্তে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, অর্থশাস্ত্রজ্ঞ অর্থচিন্তানিরত পুরুষেরা তাহাকেই অর্থ বলিয়া থাকেন। সুমধ্যমা বিদেহরাজদুহিতা সীতা এই রত্নতুল্য মৃগের

উৎকৃষ্ট স্বর্ণময় চর্ম্মের উপরিভাগে আমার সহিত উপবেশন করিবেন। আমি বিবেচনা করি, কি কদল (অধোভাগে কর্ব্বুরবর্ণ ও অগ্রভাগে নীলবর্ণ উচ্চ মৃদু রোমযুক্ত মৃগ,) কি প্রিয়ক (উচ্চ, মৃদু, মসৃণ ও ঘনরোমযুক্ত মৃগ,) কি প্রবেণ (ছাগ বিশেষ,) কি মেষ, কাহারও চর্ম্ম স্পর্শে এই মৃগচর্ম্মের সদৃশ হইবে না। এই শ্রীমান্ পৃথিবীচারী মৃগ ও আকাশচারী সেই তারাগণমধ্যবর্ত্তী মনোহর মৃগ, এই উভয় মৃগই দিব্য। অথবা হে লক্ষ্মণ! তুমি আমাকে যেরূপ বলিলে, যদি এই মৃগ সেইরূপই হয়,—মারীচ রাক্ষসের মায়ার কার্য্যই হয়, তথাপি আমার বধ্য। পূর্ব্বে এই অজিতচিত্ত দুরাচার মারীচ বনে বিচরণ করতঃ অনেক শ্রেষ্ঠ ঋষিদিগকে হিংসা করিয়াছে, এবং মৃগয়াকালে মহাতূণধারী অনেক রাজাকেও বিনাশ করিয়াছে; অতএব এ অবশ্যই আমার বধ্য। পূর্ব্বে এই দণ্ডকারণ্যে বাতাপিনামা অসুর তপস্যাকারী ব্রাহ্মণদিগের উদরস্থ হইয়া, যেরূপ অশ্বতরীর গর্ভ তাহাকে বিনাশ করে, সেইরূপ তাঁহাদিগকে অভিভবপূর্ব্বক বিনাশ করিত। বহুকাল পরে কোন সময়ে সে তেজস্বী অগস্ত্যকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার ভক্ষ্য হইল। অনন্তর শ্রাদ্ধাবসানে তাহাকে স্বীয় রাক্ষসরূপ ধারণ করিতে অভিলাষী দর্শন করিয়া, ভগবান্ অগস্ত্য "তুই বিচার না করিয়া ইহলোকে বলদ্বারা অনেক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকে বধ করিয়াছিস্; এই কারণেই জীর্ণ হইলি," ইহা বলিলেন। হে লক্ষ্মণ! যে মাদৃশ নিয়ত ধর্ম্মনিরত জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিকে অতিক্রম করে, বাতাপির ন্যায়, সেই রাক্ষস নিশ্চয়ই জীবিত থাকে না। অতএব এই মৃগ আমার নিকটে আগত হইয়া, অগস্ত্যের নিকটে সমাগত বাতাপির সাদৃশ্য লাভ করিবে। হে রঘুনন্দন! আমি ইহাকে গ্রহণ করিব, কিম্বা বধ করিব; কিন্তু যাবৎ আমি ইহাকে আনয়ন করিবার নিমিত্তে দ্রুত গমন করি; হে সুমিত্রানন্দন! তুমি তাবৎ কাল বদ্ধসন্নাহ হইয়া এই প্রদেশে অবস্থান করতঃ প্রযত্নসহকারে মিথিলা রাজদুহিতা সীতাকে রক্ষা কর; যেহেতু আমাদিগের কর্ত্তব্য কার্য্য ইহাঁতেই আয়ত্ত রহিয়াছে। লক্ষ্মণ! বিদেহরাজদুহিতা সীতা এই মৃগচর্ম্মবিষয়ক অভিলাষ যে কীদৃশ বলবা তাহা তুমি বিবেচনা কর; এই মৃগ স্বীয় উৎকৃষ্ট চর্ম্মের নিমিত্তে অদ্য জীবিত থাকিবে না। হে লক্ষ্মণ। আমি যাবৎ এক বাণদ্বারা এই মৃগকে হনন করি, তুমি তাবৎ কাল অপ্রমত্তভাবে সীতার সহিত আশ্রমমধ্যে অবস্থান কর। আমি ইহাকে হননপূর্ব্বক চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া শীঘ্রই আগমন করিব। লক্ষ্মণ। তুমি সীতাকে গ্রহণ করিয়া অতি বলবান্ বুদ্ধিমান্ সর্ব্বকার্য্যদক্ষ পক্ষিশ্রেষ্ঠ জটায়ুর সহিত নিরন্তর সর্ব্বতোভাবে শঙ্কান্বিত ও অপ্রমত্ত হইয়া অবস্থিত হও।"

ইতি ত্রিচত্বারিংশ সর্গ ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

মহাতেজা তীব্রবিক্রম রাজেন্দ্র রঘুনন্দন রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণকে সেইরূপ আদেশ করিয়া স্বীয় অলঙ্কারস্বরূপ তিন স্থানে নত ধনু ও তূণদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক অসি ধারণ করতঃ প্রস্থিত হইলেন। সেই মৃগবর তাঁহাকে অভিমুখে আপতিত হইতে দেখিয়া ভয়প্রযুক্ত অন্তর্হিত হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহার দর্শনপথের পথিক হইল। তিনিও ধনু ও অসি ধারণপূর্ব্বক যথায় সেই মৃগ যাইতে লাগিল, সেই প্রদেশের অভিমুখে ধাবিত হইলেন, এবং তাহাকে কখন রূপদ্বারা বন শোভিত করতঃ অগ্রভাগে অবস্থিত, কখন পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে করিতে মহাবনের অভিমুখে ধাবিত, কখন লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক দূরগত, কখন নিকটে আসিয়া লোভিত করিতে উদ্যত, কখন শঙ্কান্বিত হইয়া উল্লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক আকাশে যেন উৎপতিত, কখন দৃষ্টিপথে আগত এবং কখন বা নিবিড় বনমধ্যে বিলীন হইয়া দৃষ্টিপথ বহির্ভূত হইতে অবলোকন করিলেন। সেই মৃগরূপী মারীচ, বিচ্ছিন্ন মেঘসমূহে পরিব্যাপ্ত শরৎকালীন চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায়, মুহূর্ত্তকাল দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার দূরে প্রকাশিত হইতে লাগিল, এবং

এইরূপে কখন দৃষ্ট ও কখন অদৃষ্ট হইয়া রঘুনন্দন রামকে বহু দূরে অপনীত করিল। তখন কাকুৎস্থ রাম সেই মৃগকর্ত্তৃক মোহিত ও খেদিত হইয়া ক্রোধান্বিত হইলেন. এবং অতীব শ্রান্ত হইয়া বৃক্ষছায়া আশ্রয়পূর্ব্বক শাদ্বলপ্রদেশে অবস্থিতি করিলেন। পরে সেই মৃগরূপধারী রাক্ষস বন্য মৃগগণে পরিবৃত ও রামকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে উন্মাদিত করিল, এবং তাঁহাকে গ্রহণ করিতে অভিলাষী দেখিয়া ধাবিত হইয়া ত্রাসপ্রযুক্ত পুনর্ব্বার তখনই অন্তর্হিত হইল। অনন্তর বলবান্ রঘুনন্দন মহাতেজা রাম তাহাকে পুনর্ব্বার বৃক্ষসমূহ হইতে বহির্গত দর্শন করিয়া হনন করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া ক্রোধসহকারে সূর্য্যকিরণ সদৃশ প্রোজ্জ্বলিত এক শত্রুবিনাশন শর গ্রহণ করিলেন, এবং ধনুতে সেই সর্পসদৃশ জাজ্বল্যমান প্রদীপ্ত ব্রহ্মনির্ম্মিত অস্ত্র দৃঢ়ভাবে যোজনা পূর্ব্বক বলসহকারে আকর্ষণ করিয়া সেই মৃগ উদ্দেশ করতঃ মোচন করিলেন। সেই অশনিসদৃশ উত্তম শর মৃগদেহ ভেদ করিয়া তন্মধ্যবর্ত্তী মারীচের হৃদয় বিদারণ করিল। মারীচ সেই বাণের আঘাতে অতীব আতুর হইয়া তালমাত্র লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক ভূতলে পতিত হইল, এবং ক্ষীণজীবন ও ম্রিয়মাণ হইয়া ভয়ঙ্কর শব্দে চীৎকার করতঃ সেই কৃত্রিম দেহ পরিত্যাগ করিল। অনন্তর সেই রাক্ষস রাবণের বাক্যস্মরণপূর্ব্বক কি উপায়ে সীতা লক্ষ্মণকে এস্থানে প্রস্থাপিত করিবেন, এবং রাবণ, শূন্য আশ্রমে তাঁহাকে হরণ করিতে পারিবেন, ঈদৃশী চিন্তা করতঃ তৎকালোচিত কার্য্য অবগত হইয়া রঘুনন্দন রামের স্বরে "হা সীতে! হা লক্ষ্মণ!" এরূপ শব্দ করিল। বৃহৎকায় মারীচ রাক্ষস সেই অনুপম শরদ্বারা মর্ম্মস্থানে বিদ্ধ হইয়া মৃগরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয়রূপ ধারণ করতঃ তাদৃশ শব্দ করিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিল। ধর্ম্মাত্মা রাম সেই ভীমদর্শন রাক্ষসকে রক্তসিক্তদেহ ও ভূতলে পতিত হইয়া বিলুণ্ঠিত হইতে দেখিয়া লক্ষ্মণের বাক্য স্মরণ করিয়া মনে মনে সীতার বিষয় চিন্তা করিলেন। অনন্তর, 'লক্ষ্মণ পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, যে ইহা মারীচ রাক্ষসের মায়ার কার্য্য; তাহাই সত্য হইল; আমি এই মারীচকে নিহত করিলাম! এই রাক্ষস অতি উচ্চস্বরে "হা সীতে হা লক্ষ্মণ!" এরূপ শব্দ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিল; সীতা ইহা শ্রবণ করিয়া কীদৃশী হইবেন, এবং মহাবাহু লক্ষ্মণই বা কি অবস্থা লাভ করিবেন!' ঈদৃশী চিন্তা করিয়া তাঁহার রোমহর্ষ হইল। রঘুনন্দন রাম সেই মৃগরূপধারী রাক্ষসকে হননপূর্ব্বক তদীয় তাদৃশ শব্দ শ্রবণ করিয়া বিষাদজন্য তীব্র ভয়ে ভীত হইলেন, এবং তখনই অন্য এক মৃগ হননপূর্ব্বক তদীয় মাংস গ্রহণ করিয়া ত্বরান্বিত হইয়া জনস্থানের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

ইতি চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

সীতা স্বামীর সদৃশ সেই আর্ত্তস্বর শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, "যাও, এবং রঘুনন্দন রামের বৃত্তান্ত অবগত হও! রামের সেই উৎকট আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া, আমার জীবন স্বস্থানে হৃদয়ে অবস্থিত হইতেছে না! এখন বনমধ্যে চীৎকারকারী ভ্রাতাকে পরিত্রাণ করাই তোমার বিধেয়; তোমার ভ্রাতা, সিংহদিগের বশপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ বৃষভের ন্যায়, রাক্ষসবশপ্রাপ্ত হইয়া তোমাকে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছেন; তুমি শীঘ্র তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হও।"

লক্ষ্মণ সীতাকর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়াও ভ্রাতা রামের আদেশ স্মরণ করিয়া গমন করিলেন না। অনন্তর জনকদুহিতা সীতা ক্ষুভিতা হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "হে সুমিত্রানন্দন! তুমি ভ্রাতার বাস্তবিক শত্রু; কিন্তু বাহ্যে মিত্রভাব অবলম্বন করিয়া আছ; কেন না এ অবস্থায় তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতেছ না। লক্ষ্মণ! তুমি আমার নিমিত্তেই রঘুনন্দন রামকে বিনষ্ট হইতে ইচ্ছা করিতেছ,—আমার লোভেই তাঁহার অনুগামী হইতেছ না, ইহাতে সন্দেহ নাই। আমি বোধ করি, তোমার ভ্রাতা মহাদ্যুতি রামের প্রতি স্নেহ নাই;

ত্বদীয় ব্যসনই তোমার প্রিয়; তজ্জন্যই তুমি তাহাকে অবলোকন না করিয়া বিস্রব্ধভাবে অবস্থিত রহিয়াছ! তুমি যাঁহার অধীন হইয়া বনে আসিয়াছ, তিনি তথায় সংশয়াপন্ন হইলে, এস্থানে থাকিয়া মৎকর্তৃক কি কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে!"

অনন্তর লক্ষ্মণ বাষ্পমোচনসহকারে তাদৃশ বাক্যবাদিনী, শোকাক্রান্তা, মৃগবধূসদৃশ ত্রাসান্বিতা, বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে বলিলেন, হে বিদেহরাজকন্যে! দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, অসুর, পন্নগ ও রাক্ষসেরা মিলিত হইয়াও আপনার স্বামীকে পরাজয় করিতে পারেন না, ইহাতে সন্দেহ নাই। হে দেবি! দেব, ভয়ঙ্কর দানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, রাক্ষস, মনুষ্য মৃগ বা পক্ষীদিগের মধ্যে এতাদৃশ কোন ব্যক্তিই নাই, যিনি সেই মহেন্দ্রসদৃশ রামের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিতে পারেন! হে শোভনে! রাম যুদ্ধে অবধ্য; আপনার ঈদৃশ বাক্য বলা বিধেয় নহে; আমি রামব্যতিরেকে আপনাকে এই বনমধ্যে পরিত্যাগ করিতে পারি না। অতিবলবান্ ব্যক্তিদিগের বলদ্বারাও রামের বল অভিভূত হইবার নহে, এমন কি, দিক্‌পাল ও অমরগণের সহিত ত্রিলোকবাসী প্রাণীরা সম্যক্ প্রযত্নপরবশ হইয়াও তাঁহার তেজ খর্ব্ব করিতে পারিবেন না। অতএব আপনি এই সন্তাপ পরিত্যাগ করুন্, আপনার চিত্ত প্রসন্ন হউক। আপনার স্বামী সেই মৃগবরকে হনন করিয়া শীঘ্রই আগমন করিবেন। সেই স্বর নিশ্চয়ই তাঁহার বা কোন দেবতার নহে; তাহা, গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায়, সেই রাক্ষসের মায়ার কার্য্য। হে বরারোহে! মহাত্মা রাম আমারে আপনাকে ন্যাসস্বরূপে প্রদান করিয়াছেন; আমি আপনাকে এস্থানে পরিত্যাগ করিতে পারি না; কেন না, আমরা খরকে হননপূর্ব্বক জনস্থান উৎপন্ন করিয়া রাক্ষসদিগের সহিত শত্রুতা করিয়াছি। হে কল্যাণি! ক্রীড়ার্থে প্রাণিহত্যাকারী রাক্ষসেরা মহাবনমধ্যে বিবিধ শব্দ করিয়া থাকে; অতএব হে দেবি! আপনি চিন্তা করিবেন না।"

সীতা সত্যবাদী লক্ষ্মণ কর্তৃক সেইরূপ উক্তা ও অত্যন্ত রক্তনয়না হইয়া ক্রোধসহকারে তাঁহাকে এই পরুষ বাক্য বলিলেন, "ওরে দুরাচার কুলদূষণ! তুই, অনার্য্যদিগের ন্যায়, দয়ার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিস্! আমি বোধ করি, রামের মহৎ ব্যসন তোর প্রিয়; তুই তজ্জন্যই তাঁহার ব্যসন দর্শন করিয়া এই সকল বাক্য বলিতেছিস্! লক্ষ্মণ! তোর ন্যায়, নিয়ত প্রচ্ছন্নচারী নৃশংসস্বভাব শত্রুর মনে যে কদর্য্য অভিপ্রায় থাকিবে, ইহা বিচিত্র নহে! তুই অত্যন্ত দুষ্টস্বভাব! তুই ভরতকর্তৃক নিয়োজিত হইয়া বা স্বয়ংই আমাকে গ্রহণ করিতে অভিলাষ করতঃ অভিপ্রায় গোপন করিয়া একাকীই একক রামের বনে অনুগমন করিয়াছিস্! ওরে সুমিত্রাপুত্র! তোর বা ভরতের সেই অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে না! সেই ইন্দীবরতুল্য শ্যামবর্ণ পদ্মনয়ন স্বামী রামকে আশ্রয় করিয়া, আমি কিপ্রকারে অন্য জনকে কামনা করিব! ওরে সুমিত্রাতনয়! পৃথিবীমধ্যে রামব্যতিরেকে আমি ক্ষণকালও জীবিত থাকিব না; আমি তোর সমক্ষেই প্রাণ পরিত্যাগ করিব, ইহাতে সন্দেহ নাই।"

জিতেন্দ্রিয় লক্ষ্মণ সীতাকর্তৃক তাদৃশ রোমহর্ষজনক পরুষ বাক্যে উক্ত হইয়া অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি আমার দেবতা; আমি আপনাকে ইহার উত্তর প্রদান করিতে পারি না! হে মিথিলারাজ তনয়ে! স্ত্রীদিগের অসদৃশ বাক্য বলা বিচিত্র নহে; যেহেতু সমুদায় লোক মধ্যেই তাহাদিগের এরূপ স্বভাব দৃষ্ট হয় যে, তাহারা চঞ্চলচিত্তা, পরিত্যক্ত ধর্ম্মা, তীক্ষ্ণাচারিণী ও ভেদকারিণী হইয়া থাকে। হে বিদেহরাজ জনকতনয়ে! আমি কর্ণদ্বয়ের মধ্যে ঈদৃশ তপ্তনারাচ সদৃশ বাক্য সহ্য করিতে পারি না। আমি ন্যায্য বাক্য বলিয়া আপনাকর্তৃক যে পরুষ বাক্যে উক্ত হইলাম, বনবাসীরা সকলে আমার সাক্ষী হইয়া তাহা শ্রবণ করুন্। আমি গুরু রামের আদেশ পালনে প্রবৃত্ত রহিয়াছি, আপনি যখন স্ত্রীত্বপ্রযুক্ত দুষ্ট স্বভাব বশতঃ আমাকে এরূপ আশঙ্কা করিতেছেন, তখন নিশ্চয়ই অদ্য

বিনষ্টা হইবেন; আপনাকে ধিক্! হে বরাননে! যথায় কাকুৎস্থ রাম আছেন, আমি তথায় যাইতেছি; আপনার মঙ্গল হউক,—হে বিশালনয়নে! সমস্ত বনদেবতারা আপনাকে রক্ষা করুন্! আমার নিকটে যে সমস্ত ভয়ঙ্কর দুর্নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইতেছে, তাহাতে রামের সহিত প্রত্যাগত হইয়া যে আপনাকে দর্শন করিব, এবিষয়ে সন্দেহ জন্মিতেছে।"

জনকদুহিতা সীতা লক্ষ্মণকর্তৃক সেইরূপ উক্তা হইয়া রোদনসহকারে তীব্র বাষ্পধারা দেহ প্লাবিত করতঃ এই বাক্যে তাঁহাকে প্রত্যুক্তি করিলেন, "লক্ষ্মণ! আমি রাম ব্যতিরেকে গোদাবরী নদীতে প্রবিষ্ট হইব; অথবা রজ্জুদ্বারা কণ্ঠদেশ আবদ্ধ করিব; কিম্বা উচ্চদেশ হইতে বিষম দেশে পতিত হইয়া স্বীয় দেহ বিসর্জ্জন করিব। আমি তীক্ষ্ণ বিষ পান করিব; কিম্বা অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইব; কিন্তু রঘুনন্দন রাম ব্যতীত অন্য কোন পুরুষকে স্পর্শ করিব না।"

শোকসমন্বিতা সীতা লক্ষ্মণের নিকটে ঐরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া দুঃখ বশতঃ রোদন করতঃ দুই হস্ত দ্বারা উদরে আঘাত করিতে লাগিলেন। সুমিত্রা নন্দন লক্ষ্মণ তখন সেই বিশাল নয়না সীতাকে আর্ত্তভাবে রোদন করিতে দেখিয়া বিমনা হইয়া তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিলেন; কিন্তু সীতা তাঁহাকে কিছুই বলিলেন না। অনন্তর মিথিলারাজদুহিতা সীতার দেবর বিশুদ্ধচিত্ত লক্ষ্মণ বদ্ধাঞ্জলি ও কিঞ্চিৎ প্রণত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক বারম্বার অলোকন করিয়া রামের নিকটে গমন করিলেন।

ইতি পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ॥ ৪৫॥

—

ষট্চত্বারিংশ সর্গ।

রঘুনন্দন রামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ সীতাকর্তৃক পরুষ বাক্যে উক্ত ও কুপিত হইয়া রামের নিকটে গমন করিতে অভিলাষ করিয়া শীঘ্রই প্রস্থিত হইলেন। অনন্তর দশানন রাবণ সেই অবকাশ লাভ করিয়া সন্ন্যাসীর রূপ ধারণ করতঃ শীঘ্রই বিদেহরাজদুহিতা সীতার অভিমুখে প্রস্থিত হইল। সে মনোহর কাষায় বর্ণ বসন পরিধায়ী, ছত্রশালী; শিখাধারী ও পাদুকা সম্পন্ন হইয়া বামস্কন্ধে শুভ যষ্টি ও কমণ্ডলু স্থাপন করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে তাঁহার অভিমুখে গমন করিল। অনন্তর যেমন মহান্ অন্ধকার সূর্য্য ও চন্দ্র বিহীনা, সন্ধ্যার নিকটবর্ত্তী হয়, তদ্রূপ সেই কেতুগ্রহ সদৃশ ভয়ঙ্কর অতিবলবান্ রাক্ষস যশস্বিনী রাজনন্দিনী, বনবাসিনী, রাম লক্ষ্মণবিহীনা, বালা সীতার নিকটবর্ত্তী হইল, এবং তাঁহাকে চন্দ্রবিহীনা রোহিণীর ন্যায় অবলোকন করিল। সেই উগ্রস্বভাব পাপকর্ম্মা লোহিতলোচন রাক্ষসকে দর্শন করিয়া, জনস্থানস্থিত বৃক্ষ সমস্ত কম্পবিহীন হইল, এবং বায়ুও প্রচণ্ড বেগে বহিল না। অপিচ দ্রুতবাহিনী গোদাবরী নদীও, রাবণ দর্শন করিতেছে, দেখিয়া মন্দবেগে গমন করিতে লাগিল। রামের ছিদ্রাভিলাষী দশানন রাবণ সেই ছিদ্র লাভ করিয়া ভিক্ষুর রূপ ধারণ করতঃ স্বামীর নিমিত্তে শোককারিণী বিদেহরাজনন্দিনী রামপত্নী যশস্বিনী সীতার নিকটে গমন করিল। সেই অসাধু রাক্ষস সাধুর বেশে তাঁহার অনতি নিকটে, চিত্রার সমীপে শনিগ্রহের ন্যায়, উপস্থিত হইল। অনন্তর, তৃণসমূহে আচ্ছাদিত কূপের ন্যায়, সাধুরূপে আচ্ছাদিত সেই রাক্ষসরাজ রাবণ সহসা তাঁহাকে অবলোকন করতঃ অবস্থান করিল। যাঁহার দন্ত ও ওষ্ঠ মনোহর, বদন চন্দ্রসদৃশ ও নয়ন পদ্মপত্রের তুল্য; শরীরলাবণ্যে পদ্মাসনবিহীনা লক্ষ্মীর সাদৃশ্যধারণকারিণী, মনোহারিণী, পীতবর্ণ কৌশেয় বসনপরিধায়িনী, বিদেহরাজনন্দিনী, রামপত্নী ত্রিলোকবাসিনী মহিলাদিগের অগ্রগণ্যা সেই সীতা তখন পর্ণশালামধ্যে আসীনা হইয়া স্বামীর শোকে সন্তাপান্বিতা হইয়াছিলেন। রাবণ সীতাকে রাম ও লক্ষ্মণহীন আশ্রমে সমাসীনা দেখিয়া কিয়ৎকাল অবস্থিত হইয়া পরে হৃষ্টচিত্তে তাঁহার নিকটে যাইয়া বিলক্ষণ রূপে তাঁহাকে দর্শন করতঃ মদনবাণে বিদ্ধ হইল, এবং বেদবিহিত শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক

তাহাকে প্রশংসা করতঃ এই বিনয়যুক্ত বাক্য বলিল, "হে পীতবর্ণকৌশেয়বসনপরিধায়িনি! তোমার বর্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চনসদৃশ; তুমি, পদ্মিনীর ন্যায়, মনোহর পদ্মসমূহে সমাকুলা রহিয়াছ। হে বরারোহে! আমি বিবেচনা করি, তুমি মনোহারিণী লক্ষ্মী, শ্রী, হ্রী, কীর্ত্তি, অপ্সরা, ভূতি, অথবা স্বেচ্ছাবিহারিণী রতি হইবে। হে শুভাননে! তোমার দন্তগুলি পরস্পর সমান, অগ্রভাগে কুন্দকোরকসদৃশ, পাণ্ডুরবর্ণ ও মনোহর; নয়নদ্বয় বিশাল, নির্ম্মল, কৃষ্ণবর্ণতারাসম্পন্ন ও প্রান্তভাগে রক্তবর্ণ; জঘন পীন ও বিস্তৃত; ঊরু দুইটি হস্তিহস্তসদৃশ, সুবৃত্ত, নিবিড়রূপে সন্নিবেশিত, পরস্পর মিলিত ও প্রাগল্‌ভ্যসমন্বিত; এবং স্তন দুইটি স্নিগ্ধ তালফলসদৃশ, কমনীয়, সমুন্নত, উৎকৃষ্ট মণিমালায় ভূষিত, শিরোভাগেও পীন ও অতিমনোহর। হে বিলাসিনি! তোমার দন্ত, নয়ন ও ঈষৎ হাস্য অতিরমণীয়। হে রমণীয়ে! যেমন নদী জলবেগে কূল হরণ করে, তদ্রূপ তুমি স্বীয় রূপে আমার চিত্ত হরণ করিতেছ। হে সুকেশি! তোমার কটিদেশ প্রাদেশদ্বয় পরিমিত ও পয়োধর দুইটি অত্যন্ত সন্নিহিত; কি গন্ধর্ব্বী, কি দেবী, কি যক্ষী, কি কিন্নরী; কি মানবী, ঈদৃশ রূপবতী নারী কখন পূর্ব্বে আমার দৃষ্টিপথে আগমন করে নাই! তোমার এই ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ রূপ, সুকুমারত্ব, বয়ঃক্রম এবং এই নির্জ্জন বনে বাস আমার চিত্ত ক্ষুব্ধ করিতেছে। হে অসিতেক্ষণে! ভয়ঙ্কর কামরূপী রাক্ষসদিগের সেবিত এই প্রদেশে তোমার বাস করা বিধেয় নহে; সমস্ত কাম্য বস্তু-সম্পন্ন, সুগন্ধযুক্ত, রমণীয় প্রাসাদ-শিখর ও নগর সন্নিহিত উপবন সকলই তোমার বাস- যোগ্য; আমি বিবেচনা করি, স্বামী, মাল্য, বস্ত্র ও গন্ধ, এ সকলই তোমার উৎকৃষ্ট হওয়া উচিত; অতএব তোমার মঙ্গল হউক,—তুমি এস্থান হইতে প্রস্থান কর। হে শুভ-হাস্যকারিণি! তুমি কে? তুমি কি রুদ্র, মরুৎ বা বসুগণের মধ্যে কাহারও ভার্য্যা হইবে? হে বরারোহে! তুমি আমার নিকটে দেবতারূপে প্রতিভা লাভ করিতেছ; পরন্তু দেব, গন্ধর্ব্ব বা কিন্নরেরা এই প্রদেশে বিচরণ করেন না; ইহা রাক্ষসদিগের বাসস্থান; তবে তুমি কিপ্রকারে এস্থানে আগমন করিয়াছ? এস্থানে অনেক সিংহ, ব্যাঘ্র, চিত্রব্যাঘ্র, বানর, মৃগ, বৃক, ভল্লূক ও কঙ্ক আছে; তুমি কেন ভীতা হইতেছ না? হে বরাননে! তুমি মহারণ্য মধ্যে একাকিনী থাকিয়াও কেন বেগ-সম্পন্ন মদযুক্ত ভয়ঙ্কর কুঞ্জরগণ হইতে ভয় লাভ করিতেছ না? হে কল্যাণি! তুমি একাকিনী এই রাক্ষস-সেবিত ভয়ঙ্কর দণ্ডকারণ্যে কিজন্য বিচরণ করিতেছ? তুমি কে, কাহার ভার্য্যা, এবং কোথা হইতে এস্থানে আগমন করিয়াছ?"

বিদেহরাজ-দুহিতা সীতা সেই শুভদর্শন মহাত্মা রাবণ কর্ত্তৃক ঐরূপে প্রশংসিতা হইয়া তাহাকে ব্রাহ্মণ-বেশে সমাগত দর্শন করিয়া প্রথমতঃ আসন ও পাদ্য আনয়নপূর্ব্বক প্রদান করতঃ সমস্ত অতিথি-সমুচিত সৎকারদ্বারা পূজিত করিলেন, পরে তাহাকে ভোজনার্থে নিমন্ত্রণ করিয়া "এই সিদ্ধ অন্ন উপস্থিত," ইহা বলিলেন। বেশ দর্শনে যাহাকে রাক্ষস নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না; কুসুম্ভবর্ণ বস্ত্র পরিধান ও কমণ্ডলু ধারণ-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ-বেশে সমাগত সেই রাবণকে দর্শন করিয়া, মিথিলারাজ দুহিতা সীতা, ব্রাহ্মণের ন্যায়, তাহাকে এইরূপে নিমন্ত্রণ করিলেন, "হে ব্রাহ্মণ! আপনি এই কুশাসনে যথাসুখে উপবিষ্ট হউন, এবং এই পাদ্য গ্রহণ করুন; অপিচ এই সিদ্ধ বিশুদ্ধ উৎকৃষ্ট বন্য অন্ন আপনার নিমিত্তে কল্পিত হইয়াছে, আপনি ভোজন করুন্।"

রাবণ মধুরবাদিনী, মিথিলারাজনন্দিনী, নরেন্দ্র রামের পত্নী সীতা কর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে উত্তম রূপে নিরীক্ষণ করিয়া আত্ম-বধার্থে বল-পূর্ব্বক হরণ করিতে মনে দৃঢ় নিশ্চয় করিল। তখন সীতাও লক্ষ্মণের সহিত মৃগয়ার্থে গত সুবেশ স্বামীর প্রতীক্ষা করতঃ চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কেবল হরিত-মহৎ বন দেখিতে পাইলেন, রাম বা লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইলেন না।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

তখন বিদেহরাজ-দুহিতা সীতা হরণাভিলাষী সন্ন্যাসিরূপী রাবণ-কর্ত্তৃক সেইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া আপনিই আপনাকে কীর্ত্তন করিলেন। ইনি ব্রাহ্মণ; বিশেষত অতিথি; অতএব আমি প্রত্যুত্তর প্রদান না করিলে, আমাকে অভিশাপ প্রদান করিতে পারেন, মুহূর্ত্তকাল এরূপ চিন্তা করিয়া তাহাকে এই বাক্য বলিলেন, "আপনার মঙ্গল হউক, আমি মহাত্মা জনকের দুহিতা ও রামের প্রেয়সী মহিষী আমার নাম সীতা। আমি মানুষভোগ্য বস্তু সমুদায় ভোগ করতঃ পূর্ণমনোরথা হইয়া ইক্ষ্বাকু বংশীয়দিগের গৃহে দ্বাদশ বৎসর বাস করিয়াছিলাম। পরে ত্রয়োদশ বর্ষে প্রভু রাজা দশরথ অমাত্যদিগের সহিত রামকে রাজ্যে অভিষেক করিতে মন্ত্রণা করিলেন। রঘুনন্দন রামের অভিষেকার্থে আবশ্যকীয় দ্রব্যসমূহ আহৃত হইতে থাকিলে' আমার মাননীয়া শ্বশ্রূ কেকয়ী দেবী স্বীয় স্বামীর নিকটে বর প্রার্থনা করিলেন। তিনি স্বীয় স্বামী মদীয় শ্বশুর সত্যপ্রতিজ্ঞ নৃপবর দশরথকে শপথ করাইয়া তাঁহার নিকটে মদীয় স্বামীর বনবাস ও স্বীয় পুত্র ভরতের রাজ্যাভিষেক, এই দুই বর প্রার্থনা করিলেন। 'যদি রাম অভিষিক্ত হয়, তবে অদ্য আমি কখনই পান, ভোজন বা শয়ন করিব না; ইহাই আমার জীবনের অন্ত হইবে।' কেকয়ী এরূপ বাক্য বলিলে, আমার শ্বশুর রাজা দশরথ তাঁহাকে অন্যান্য বিবিধ অর্থ গ্রহণ করিতে প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু তিনি তাহা পূরণ করিলেন না। তখন আমার বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বর্ষ, এবং মহাবাহু, মহাতেজা, সত্যবান্ শীলসম্পন্ন, পবিত্রস্বভাব, সর্ব্বভূতহিতনিরত, বিশালনয়ন, 'রাম' নামে লোকবিখ্যাত, আমার স্বামীর বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশ বর্ষ। আমার শ্বশুর কামার্ত্ত মহারাজ দশরথ কেকয়ীর প্রিয় সম্পাদনার্থে তাদৃশ গুণবান্ রামকে অভিষিক্ত করিলেন না। পরে মদীয় স্বামী রাম অভিষেকের নিমিত্তে পিতৃসমীপে আগমন করিলে, কেকয়ী দেবী শীঘ্রই তাঁহাকে এই বাক্য বলিলেন, 'হে রঘুনন্দন! তোমার পিতা আমাকে এরূপ আদেশ করিয়াছেন, আমি বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। হে কাকুৎস্থ! ভরতকে এই নিষ্কণ্টক রাজ্য প্রদান করিতে হইবে, এবং তোমাকে চতুর্দ্দশ বর্ষ বনে বাস করিতে হইবে; অতএব তুমি প্রব্রজিত হও, এবং পিতাকে অনৃত হইতে মুক্ত কর।'

"অনন্তর আমার স্বামী অকুতোভয় দৃঢ়সংকল্প রাম কেকয়ী দেবীকে 'যে আজ্ঞা,' ইহা বলিলেন, এবং তদীয় বাক্য প্রতিপালন করিলেন। হে ব্রাহ্মণ! রাম দান করিবেন, কিন্তু প্রতিগ্রহ করিবেন না, এবং সত্য বলিবেন, কখনও মিথ্যা কহিবেন না, এই উৎকৃষ্ট ব্রত ধারণ করেন। অনন্তর তিনি আমার সহিত বনে প্রস্থিত হইলে, যুদ্ধে সহায়স্বরূপ তদীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বীর্য্যবান্ শত্রুসূদন পুরুষশ্রেষ্ঠ দৃঢ়ব্রত লক্ষ্মণ ধনু ধারণ করতঃ ব্রহ্মচারীর বেশে তাঁহার অনুগমন করিলেন। নিয়ত ধর্ম্মনিরত দৃঢ়ব্রত রাম জটাধারী হইয়া তাপসবেসে আমার ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমরা কেকয়ীর নিমিত্তে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া তিন জনে তেজঃপ্রভাবে গম্ভীর বনে বিচরণ করিতেছি। আপনি মুহূর্ত্তকাল আশ্বাস লাভ করুন্; এস্থানে বাস করিতে পারিবেন। আমার স্বামী এখনই অরণ্যজাত প্রচুর খাদ্য দ্রব্য এবং অনেক রুরু, গোধা ও বরাহ বধ করিয়া প্রভূত মাংস গ্রহণ করতঃ আগমন করিবেন। হে দ্বিজ! অধুনা আপনি যে কোন্ বংশে উৎপন্ন হইয়াছেন, কিজন্যই বা একাকী দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিতেছেন, এবং আপনার গোত্র কি, এ সমস্ত যথাযথরূপে কীর্ত্তন করুন্।"

রামপত্নী সীতা ঐরূপ বলিলে, মহাবল রাক্ষসরাজ রাবণ তাঁহাকে তীব্রবাক্যে প্রত্যুত্তর করিল, "হে সীতে! দেব, অসুর ও মানুষসেবিত সমস্ত লোক যৎকর্ত্তৃক বিত্রাসিত হইয়াছে, আমি সেই রাক্ষসরাজ রাবণ। হে কৌশেয়বসনপরিধায়িনি! তোমার লাবণ্য কাঞ্চনসদৃশ, এবং সমুদায় অবয়বও প্রশংসনীয়; তোমাকে দর্শন করিয়া, স্বীয় ভার্য্যা

দিগের প্রতি আমার অনুরাগ হইতেছে না। আমি নানা স্থান হইতে অনেক উত্তমা স্ত্রী আনয়ন করিয়াছি, তুমি আমার মহিষী হইয়া তাহাদিগের সকলেরই প্রধানা হও; তোমার মঙ্গল হউক! হে সীতে! সাগরে পরিবেষ্টিত পর্ব্বতশৃঙ্গোপরি 'লঙ্কা' নামে এক মহানগরী আছে; তাহা আমার। হে ভামিনি! তুমি তথায় বহুতর উপবনে আমার সহিত বিচরণ করিয়া এরূপ বনবাসে অভিলাষিণী হইবে না। হে সীতে! তুমি যদি আমার ভার্য্যা হও, তবে সমস্ত আভরণে ভূষিতা পঞ্চ সহস্র দাসী তোমার পরিচর্য্যা করিবে।"

অনিন্দিতাঙ্গী বিদেহরাজদুহিতা সীতা রাক্ষসরাজ রাবণকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্তা হইয়া অতীব ক্রোধান্বিতা হইলেন, এবং তাহাকে অনাদরপূর্ব্বক কহিলেন, "মহাপর্ব্বতসদৃশ অকম্পনীয়, মহাসাগরসদৃশ অক্ষোভণীয়, মহেন্দ্র তুল্য, স্বামী রামের প্রতিই আমার চিত্ত অনুরক্ত রহিয়াছে। আমি সমস্ত শুভলক্ষণসম্পন্ন, বটবৃক্ষসদৃশ বিশালদেহ, সত্যপ্রতিজ্ঞ, মহাভাগ, মহাবাহু, বিশালবক্ষা, সিংহতুল্য গমনকারী, সিংহসম বিক্রমশালী, নরসিংহ, জিতেন্দ্রিয়, বিস্তৃতকীর্ত্তি, পূর্ণচন্দ্রবদন, রাজনন্দন রামের প্রতিই-অনুরাগিণী রহিয়াছি, তাঁহারই অনুগামিনী হইয়া নিরন্তর তদীয় অভিপ্রায় মত কার্য্য করিয়া থাকি, এবং তাঁহার মতানুসারেই এই বনে আসিয়াছি। তুই শৃগাল; আমি সিংহী; তুই আমাকে লাভ করিবার যোগ্য নহিস্! তুই আমাকে লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছিস্; কিন্তু সূর্য্যপ্রভার ন্যায়, কখনই আমাকে স্পর্শ করিতে পারিবি না! ওরে হতভাগ্য রাক্ষস! তুই যখন রঘুনন্দন রামের ভার্য্যাকে লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছিস্, তখন নিশ্চয়ই বৃক্ষ সকল স্বর্ণময় দেখিতেছিস্! তুই রঘুনন্দন রামের প্রেয়সী ভার্য্যাকে লাভ করিতে অভিলাষী হইয়া মৃগশত্রু বেগসম্পন্ন ক্ষুধার্ত্ত সিংহ ও সর্পের বদন হইতে দন্ত উৎপাটন করিতে, কালকূট বিষ পান করিয়া কল্যাণসম্পন্ন হইয়া প্রস্থিত হইতে বা হস্তদ্বারা পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ মন্দরকে উত্তোলন করিতে অভিলাষী হইয়াছিস্, এবং সূচীদ্বারা চক্ষু বিদ্ধ ও জিহ্বাদ্বারা ক্ষুর স্পর্শ করিতেছিস্! তুই রামের প্রেয়সী ভার্য্যাকে ধর্ষণ করিতে অভিলাষ করিয়া হস্তদ্বয়দ্বারা সূর্য্য ও চন্দ্রকে হরণ করিতে বা কণ্ঠে শিলা বন্ধনপূর্ব্বক সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে অভিলাষী হইতেছিস্! তুই শুভচরিতা রামভার্য্যাকে হরণ করিতে বাসনা করিয়া, বস্ত্রদ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নি গ্রহণ করিতে বাসনা করিতেছিস্! অপিচ তুই রামের সদৃশী ভার্য্যাকে লাভ করিতে অভিলাষী হইয়া লৌহমুখ শূলসমূহের উপরিভাগে বিচরণ করিতে অভিলাষী হইতেছিস্! সিংহে ও শৃগালে, সমুদ্রে ও ক্ষুদ্র নদীতে, উৎকৃষ্ট সুরায় ও সৌবীরক মদ্যে, চন্দনে ও পঙ্কে, হস্তীতে ও বিড়ালে, কাঞ্চনে ও লৌহ বা সীসায়, গরুড়ে ও কাকে, ময়ূরে ও মুদ্গ পক্ষীতে, এবং হংসে ও গৃধ্রে যাদৃশ প্রভেদ; রঘুনন্দন রামে ও তোতে তাদৃশ প্রভেদ; সেই ধনুর্ব্বাণধারী, মহেন্দ্রসদৃশ প্রভাবশালী রাম বর্ত্তমান থাকিতে, আমি তৎকর্ত্তৃক হৃতা হইয়াও, মক্ষিকাভুক্ত ঘৃতের ন্যায়, জীর্ণা হইব না।

অদুষ্টভাবা কৃশাঙ্গী সীতা সেই রাক্ষসকে তাদৃশ দুষ্ট বাক্য বলিয়া বায়ুবিলোড়িত কদলীবৃক্ষের ন্যায়, কম্পিতা ও ব্যথিতা হইলেন। মৃত্যুসদৃশ প্রভাবসম্পন্ন রাবণ সীতাকে কম্পিতা দর্শন করিয়া তাঁহার ভয় উৎপাদনার্থে স্বীয় নাম, কুল, বল ও বীর্য্য কীর্ত্তন করিল।

ইতি সপ্তচত্বারিংশ সর্গ ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

সীতা তাদৃশ পরুষ বাক্য বলিলে, রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভ্রুকুটীভঙ্গীসহকারে ললাটরেখান্বিত করতঃ তাঁহাকে প্রত্যুক্তি করিল, হে বরবর্ণিনি! আমি কুবেরের বৈমাত্রভ্রাতা, দশগ্রীব ও প্রতাপশালী; আমার নাম রাবণ। তোমার মঙ্গল হউক! প্রজারা যেমন নিয়ত মৃত্যু হইতে ভীত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করে, তদ্রূপ দেব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, পন্নগ ও ভুজঙ্গেরা নিরন্তর আমা হইতে ভীত হইয়া দশ দিকে

পলায়ন করিতেছে! আমি কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া বৈমাত্র-ভ্রাতা নর-বাহন কুবেরের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিয়া পরাক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক তাঁহাকে পরাজয় করিয়াছি। তিনিও আমার ভয়ে আর্ত্ত হইয়া সমৃদ্ধি-সম্পন্ন স্বীয় বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া শ্রেষ্ঠ কৈলাস পর্ব্বতে যাইয়া বাস করিতেছেন। আমি বীর্য্যপ্রযুক্ত তাঁহার সেই কামগামী পুষ্পক-নামক মনোহর বিমান গ্রহণ করিয়াছি। আমি তদ্দ্বারা আকাশ-পথে গমন করিতে পারি। হে মিথিলারাজ-নন্দিনি! ক্রোধ সময়ে আমার বদন দর্শন করিয়াই, ইন্দ্র-প্রভৃতি দেবেরাও ভীত হইয়া পলায়ন করে। আমি যথায় অবস্থান করি, তথায় বায়ু শঙ্কান্বিত হইয়া বহিতে থাকে, এবং সূর্য্যও ভীত হইয়া আকাশমণ্ডলে চন্দ্রসদৃশ হয়। আমি যথায় বিচরণ করি, বা অবস্থিত হই, সেই প্রদেশে বৃক্ষ-পত্র সকলও কম্পিত হয় না, এবং নদীজলও স্তম্ভিত হয়। সমুদ্র পারে আমার লঙ্কা নামে মনোহারিণী পুরী আছে। ইন্দ্রপুরী অমরাবতীর ন্যায় সেই রমণীয়া নগরী চতুর্দ্দিকে পাণ্ডুরবর্ণ প্রাকারে বেষ্টিতা, শোভান্বিতা, ভয়ঙ্কর রাক্ষসগণে সেবিতা, স্বর্ণময়-কক্ষ্যা-সমন্বিতা, তূর্য্যশব্দে প্রতিধ্বনিতা, উদ্যান-সমূহে বিভূষিতা, বৈদূর্য্য-ময়তোরণ-সম্পন্না, সমস্ত অভিলষিত ফল-সম্পন্ন বৃক্ষ-সমূহে সমাকুলা এবং হস্তী, অশ্ব ও রথ-সমূহে পরিব্যাপ্তা। হে রাজপুত্রি সীতে! তুমি আমার সহিত তথায় বাস কর। হে মনস্বিনি! তাহা হইলে, তুমি আর মনুষ্যজাতীয়া নারীদিগকে স্মরণ করিবে না। হে বরবর্ণিনি! তুমি দেব ও মনুষ্য-ভোগ্য ভোগ-সমস্ত উপভোগ করিয়া ক্ষীণ-জীবন মনুষ্য রামকে স্মরণ করিবে না। রাজা দশরথ প্রিয় পুত্র ভরতকে রাজ্যে স্থাপিত করিয়া হীন-বীর্য্য জ্যেষ্ঠ নন্দন রামকে অরণ্যে বিবাসিত করিয়াছেন। হে বিশাল নয়নে! তুমি সেই রাজ্যভ্রষ্ট হীনচিত্ত ও তপস্যানিরত তপস্বী রামের দ্বারা কি করিবে! আমি রাক্ষসগণের রাজা; মদনবাণে বিদ্ধ হইয়া স্বয়ং তোমার নিকটে আসিয়াছি; তুমি আমাকে কামনা করিয়া রক্ষা কর, প্রত্যাখ্যান করিও না। হে ভীরু! যেরূপ উর্ব্বশী পুরূরবা রাজাকে চরণদ্বারা আঘাত করিয়া পশ্চাত্তাপান্বিতা হইয়াছিলেন, সেইরূপ তুমিও আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া পশ্চাত্তা-পান্বিতা হইবে। হে বরবর্ণিনি! সেই মনুষ্য রাম যুদ্ধে আমার অঙ্গুলির ও তুল্য হইবে না। তোমার ভাগ্যানুসারেই আমি এখানে আগমন করিয়াছি; তুমি আমাকে ভজনা কর।”

রাম ও লক্ষ্মণরহিত আশ্রমে সমাসীনা বিদেহরাজদুহিতা সীতা রাক্ষসাধিপতি রাবণ-কর্ত্তৃক সেইরূপ উক্তা হইয়া অতীব ক্রোধা-ন্বিতা ও রক্তনয়না হইলেন, এবং তাহাকে এই পরুষ বাক্য বলিলেন, “তুই সর্ব্বদেবনমস্কৃত কুবের দেবকে ভ্রাতা নির্দ্দেশ করিয়া কিপ্র-কারে ঈদৃশ অশুভ কর্ম্ম করিতেছিস্! ওরে রাবণ! তুই নিতান্ত দুর্ব্বুদ্ধি, কর্কশস্বভাব ও অজিতেন্দ্রিয়; অতএব তুই যাহাদিগের রাজা, সেই রাক্ষসেরা সকলেই বিনষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই। ইন্দ্রের ভার্য্যা শচীকে অপহরণ করিয়া জীবিত থাকিতে পারে; কিন্তু, আমি রামের ভার্য্যা, আমাকে হরণ করিয়া জীবিত থাকিবে না। ওরে রাক্ষস! তুই বজ্রধর ইন্দ্রের ভার্য্যা অনুপম সৌন্দর্য্যবতী শচীকে ধর্ষণা করিয়াও যদি পরে বহু কাল জীবিত থাকিস্, তথাপি মাদৃশী রমণীকে ধর্ষণা করিয়া, অমৃত পান করিলেও, মৃত্যু হইতে মুক্তি লাভ করিবি না।”

ইতি অষ্টচত্বারিংশ সর্গ ॥ ৪৮ ॥

একোনপঞ্চাশ সর্গ।

প্রতাপবান্ বক্তৃতাপটু দশবদন রাবণ মিথিলারাজদুহিতা সীতার বাক্য শ্রবণ করিয়া হস্তে হস্ত আঘাত করিয়া অতিবৃহৎ শরীর ধারণ করিল, এবং তাঁহাকে পুনর্ব্বার এই বাক্য বলিল, “হে উন্মত্তে! আমি বোধ করি, তুমি আমার বীর্য্য ও পরাক্রম শ্রবণ কর নাই! আমি আকাশে অবস্থিত হইয়া ভুজদ্বয়দ্বারা পৃথিবীকে উত্তোলন করিতে পারি, এবং

সমুদ্রও পান করিতে পারি, অধিক কি, যুদ্ধে উদ্যত হইয়া যমকেও নিহত এবং আকাশ-মণ্ডলে অবস্থিত সূর্য্যকেও তীক্ষ্ণ শরসমূহদ্বারা ভেদপূর্ব্বক ভূতলে পাতিত করিতে পারি। তুমি স্বীয় মনোহর রূপে উন্মত্তা হইয়াছ; অধুনা আমাকে মনোহররূপবিশিষ্ট দর্শন কর।”

ঐরূপ বলিয়া, ক্রুদ্ধ রাবণের প্রান্তভাগে কৃষ্ণবর্ণ নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া অগ্নির সাদৃশ্য ধারণ করিল। অনন্তর, কুবেরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাক্ষসরাজ বৃহৎকায় রাবণ অবিলম্বে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সেই শুভদর্শন রূপ পরিত্যাগ করিয়া যমরূপসদৃশ স্বীয় ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিল, এবং রক্তনয়ন, দশবদন, বিংশতিবাহু, শ্রীসম্পন্ন, বিশুদ্ধ স্বর্ণনির্ম্মিত অলঙ্কারসমূহে ভূষিত, নীলবর্ণ মেঘসদৃশ রাক্ষস হইল। সে, সেই কপট ব্রাহ্মণরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় রূপ ধারণ করিয়া রক্তাম্বরপরিধায়ী হইয়া, অন্তভাগে কৃষ্ণবর্ণ কেশসমন্বিতা, সমুদায় আভরণে বিভূষিতা, মহিলাদিগের মধ্যে রত্ন স্বরূপা, সূর্য্যপ্রভাসদৃশী, মিথিলারাজদুহিতা সীতাকে অবলোকন করতঃ কিয়ৎ কাল অবস্থিত হইল, পরে তাঁহাকে কহিল, “হে বরারোহে! যদি তুমি ত্রিলোকমধ্যে বিখ্যাত স্বামী লাভ করিতে ইচ্ছা কর, তবে আমাকে আশ্রয় কর; আমিই তোমার উপযুক্ত স্বামী। হে ভদ্রে! আমিই তোমার শ্লাঘনীয় পতি; প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, কদাচ তোমার অপ্রিয় কার্য্য করিব না; তুমি চিরকালের নিমিত্তে আমাকে ভজনা কর। হে পণ্ডিত-মানিনি মূঢ়ে! যে দুর্ম্মতি স্ত্রীর বাক্যানুসারে রাজ্য ও বান্ধববর্গ পরিত্যাগ করিয়া হিংস্র জন্তুগণে সেবিত এই বনে বাস করিতেছে, তুমি কোন্ কোন্ গুণে সেই রাজ্যভ্রষ্ট, অসিদ্ধ-মনোরথ, পরিমিতায়ু রামের প্রতি অনুরক্তা রহিয়াছ? মনুষ্যেতে প্রণয় পরিত্যাগ করিয়া আমাতে প্রণয় কর!”

প্রিয়বচনপাত্রী, প্রিয়বাদিনী, মিথিলারাজ-নন্দিনী, পদ্মনয়না সীতাকে ঐরূপ বলিয়া, সেই কামমোহিত দুরাত্মা রাক্ষসরাজ রাবণ, আকাশে বুধ যেমন রোহিণীকে গ্রহণ করেন, তদ্রূপ তাঁহাকে গ্রহণ করিল। সে, বামহস্তে তাঁহার কেশ ও দক্ষিণহস্তে উরুদ্বয় ধারণ করিল। বনদেবতারাও তখন সেই করাল-দন্তবিশিষ্ট, পর্ব্বতশৃঙ্গসদৃশ, যমতুল্য, মহাভুজ রাবণকে দর্শন করিয়া ভয়ে আর্ত্তা হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। পরে রাবণের ভয়ঙ্কর শব্দকারী, স্বর্ণমণ্ডিত, খরযোজিত সেই মায়াময় দিব্য রথ দৃষ্ট হইল। অনন্তর রাবণ যশস্বিনী বিদেহরাজনন্দিনী সীতাকে পুরুষ-বাক্যে গম্ভীরস্বরে ভর্ৎসনা করতঃ ক্রোড়মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক রথে আরোহণ করিল। তিনিও তৎকর্তৃক গৃহীতা ও দুঃখার্ত্তা হইয়া বনমধ্যে “রাম!” বলিয়া দূরগত রামকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। পরে সেই কামার্ত্ত রাবণ, পন্নগরাজবধূর ন্যায়, বিচেষ্টমানা অকামা সীতাকে গ্রহণ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল। তখন সীতা দেবী রাক্ষসেন্দ্র রাবণকর্ত্তৃক আকাশ পথে হ্রিয়মাণা হইয়া প্রমত্তা ও খেদান্বিতা ভ্রান্তচিত্তা যোষার সাদৃশ্য ধারণ করিলেন, এবং উচ্চ স্বরে এরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন, “হে মহাবাহো গুরুচিত্ত-প্রসাদক লক্ষ্মণ! আমি যে কামরূপী রাক্ষস-কর্ত্তৃক হৃতা হইতেছি, ইহা তুমি জানিতে পারিতেছ না!—হে রঘুনন্দন রাম! তুমি ধর্ম্মরক্ষার্থেই অর্থ, সুখ, এমন কি জীবন-পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিয়া থাক; কিন্তু আমি অধর্ম্মানুসারে হৃতা হইতেছি, আমাকে উপেক্ষা করিতেছ! হে শত্রুতাপন! তুমি ত নীতিবিরুদ্ধ কার্য্যানুষ্ঠায়ী ব্যক্তিদিগকে শাসন কর; ঈদৃশ পাপাচারী রাবণকে কেন শাসন করিতেছ না! নীতিবিরুদ্ধ কার্য্যের ফল দৃষ্ট হয় না, যেহেতু, শস্য সকলের পাকের ন্যায়, কর্ম্মসমুদায়ের ফলনিষ্পত্তি-বিষয়েও কাল সহকারী কারণ; এইকারণেই কি এক্ষণে উপেক্ষা করিতেছ!—ওরে রাবণ! তোর চৈতন্য কালকর্ত্তৃক বিনাশিত হইয়াছে; তজ্জন্যই তুই ঈদৃশ কর্ম্ম করিলি; সম্প্রতি রাম হইতে প্রাণান্তকারী ভয়ঙ্কর ব্যসন প্রাপ্ত হ!—হা! আমি যশস্বী ধর্ম্মনিরত রামের

পত্নী হইয়া হৃতা হইতেছি! সম্প্রতি কেকয়ী ও তদীয় বান্ধববর্গের অভিলাষ সিদ্ধ হইল!—হে জনস্থান! হে পুষ্পিত কর্ণিকার বৃক্ষগণ! আমি তোমাদিগের নিকটে প্রার্থনা করিতেছি; তোমরা শীঘ্র রামকে এরূপ বল, যে, রাবণ সীতাকে হরণ করিতেছে। হে হংস সারসসেবিতে গোদাবরিনদি! আমি আপনাকে বন্দনা করিতেছি; আপনি শীঘ্র রামকে 'রাবণ সীতাকে হরণ করিতেছে, ইহা বলুন। এই বিবিধ পাদপসমাকুল বনমধ্যে যে দেবতারা আছেন, আমি তাঁহাদিগকে নমস্কার করিতেছি; তাঁহারা মদীয় স্বামীকে আমার হরণবার্ত্তা প্রদান করুন্! মৃগবিহঙ্গ প্রভৃতি বিবিধজাতিবিভক্ত যে যে প্রাণীরা এস্থানে আছেন, আমি তাঁহাদিগের সকলেরই শরণাগতা হইতেছি; তাঁহারা সকলে রামকে তদীয় প্রাণহইতেও গরীয়সী প্রেয়সী ভার্য্যার হরণবার্ত্তা প্রদান করুন্,—'তোমার সীতা বিবশা হইয়া রাবণকর্তৃক হৃতা হইয়াছে,'—ইহা বলুন। আমি যদি যম কর্তৃকও অপহৃতা হই, তথাপি যদি সেই মহাবল মহাবাহু রাম তাহা জানিতে পারেন, তবে যমলোকে যাইয়াও পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক আমাকে আনয়ন করিবেন।"

তখন রাবণের বশপ্রাপ্তা সেই সুধ্যমা আয়তনয়না সীতা অতীব দুঃখিতা ও ভীতা হইয়া তাদৃশ করুণাকর বিবিধ বাক্যে বিলাপ করিতে করিতে বৃক্ষোপরি উপবিষ্ট গৃধ্রাজ জটায়ুকে দেখিতে পাইলেন, এবং তাঁহাকে দর্শন করিয়া উচ্চ স্বরে দুঃখগদ্গদ বাক্যে বলিলেন, "হে আর্য্য জটায়ো! আমি, অনাথার ন্যায়, এই পাপকর্ম্মা রাক্ষসরাজ রাবণ কর্তৃক নির্দ্দয়ভাবে অপহৃতা হইতেছি; আপনি অবলোকন করুন্। আপনি এই বলবান্, বিজয়চিহ্ন সম্পন্ন, দুর্ম্মতি, ক্রূর, আয়ুধধারী, নিশাচর রাবণকে নিবারণ করিতে পারিবেন না; অতএব হে জটায়ো; আপনার রাম ও লক্ষ্মণের নিকটে নিঃশেষরূপে মদীয় হরণবৃত্তান্ত নিবেদন করা উচিত।"

ইতি উনপঞ্চাশ সর্গ ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চাশ সর্গ।

তখন সেই বৃক্ষমধ্যবর্ত্তী, পর্ব্বতকূটসদৃশ, তীক্ষ্ণতুণ্ড, শ্রীসম্পন্ন, পক্ষিরাজ জটায়ু নিদ্রান্বিত ছিলেন; কিন্তু সেই শব্দ শ্রবণপূর্ব্বক প্রতিবুদ্ধ হইয়া নয়নদ্বয় নিমীলন করতঃ রাবণ ও বিদেহ রাজদুহিতা সীতাকে দর্শন করিলেন, এবং রাবণকে উদ্দেশ করিয়া এই শুভ বাক্য বলিলেন, "হে ভ্রাতঃ! আমি পুরাতনধর্ম্মনিরত, সত্যপ্রতিজ্ঞ, অতিবলবান্ ও গৃধ্রদিগের রাজা; আমার নাম জটায়ু। হে দশানন! এক্ষণে আমার সমক্ষে তোমার ঈদৃশ নিন্দিত কার্য্য করা বিধেয় নহে। যিনি মহেন্দ্র ও বরুণের সদৃশ, এবং সমুদায় লোকের ঈশ্বর ও হিতকারী তুমি যাঁহাকে হরণ করিতে বাসনা করিতেছ, এই যশস্বিনী বরারোহা সীতা দেবী সেই সর্ব্বলোকেশ্বর, দশরথতনয় রামের ধর্ম্মপত্নী। হে মহাবল! রাজপত্নীরাত বিশেষরূপে রক্ষণীয়া সুতরাং তাঁহাদিগকে ধর্ষণা করা দূরে থাকুক, ধার্ম্মিক রাজা কিপ্রকারে অন্য স্ত্রীকেই বা স্পর্শ করিবেন! আত্মস্ত্রীরন্যায়, পরস্ত্রীকেও অন্যের ধর্ষণা হইতে রক্ষা করা বিধেয়; বিশেষতঃ অন্যে যে কার্য্য নিন্দা করে, ধীর ব্যক্তি তাহা আচরণ করেন না।

অতত্রব তুমি এই পরস্ত্রীধর্ষণাবিষয়িণী নীচ প্রবৃত্তি নিবারণ কর। হে পৌলস্ত্যনন্দন! ধীর প্রজারা শাস্ত্রে অনুল্লিখিত ধর্ম্ম, অর্থ বা কামসম্পাদন বিষয়ে রাজার অনুকরণ করিয়া থাকেন; রাজা সমুদায় দ্রব্যের মধ্যে উত্তম রত্নস্বরূপ, এবং প্রজাদিগের পক্ষে যেন সাক্ষাৎ ধর্ম্ম ও কাম,—রাজা হইতেই ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও কাম প্রবর্ত্তিত হয়, অতএব রাজার ধার্ম্মিক হওয়াই উচিত। হে রাক্ষস শ্রেষ্ঠ! তুমি নিতান্ত চঞ্চলপ্রকৃতি ও পাপস্বভাব; অতএব কিপ্রকারে, পাপীর বিমান লাভের ন্যায়, এতাদৃশ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছ! যে ব্যক্তির স্বভাব কামপরতন্ত্র হয়, সে, কখনই সেই স্বভাবের অন্যথা করিতে পারে না, কেন না, ধর্ম্ম দুষ্টাত্মাদিগের নিকটে ক্ষণকালও অবস্থান করেন না। যিনি তোমার রাজ্যে বা নগরে কোন অপরাধ করেন নাই, তুমি সেই ধর্ম্মাত্মা

মহাবল রামের নিকটে কেন অপরাধী হইতেছ! যদিও পূর্ব্বে জনস্থাননিবাসী অত্যাচারী খর অক্লিষ্টকর্ম্মা লোকনাথ রামকর্ত্তৃক শূর্পণখার নিমিত্ত নিহত হইয়াছে, ইহাতে রামের অন্যায় কি, যে, তুমি তাঁহার ভার্য্যাকে হরণ করিতে উদ্যত হইয়াছ, তাহা যথার্থরূপে বল। যেমন ইন্দ্রের অশনি বৃত্রাসুরকে দগ্ধ করিয়াছে, তদ্রূপ রামের অনলকল্প ভয়ঙ্কর নয়ন যেন তোমাকে দগ্ধ করিয়া না ফেলে; তুমি শীঘ্র বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে পরিত্যাগ কর। তুমি আশীবিষ সর্পকে বস্ত্রপ্রান্তে আবদ্ধ করিয়া জানিতে পারিতেছ না, এবং গ্রীবাদেশে কালপাশ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, দেখিতে পাইতেছ না। যে ভারে অবসাদ জন্মাইতে না পারে, সেই ভারই বহন করা উচিত, এবং যে অন্ন বিনা ক্লেশে জীর্ণ হয়, সেই অন্নই ভক্ষণ করা বিধেয়। যাহা করিলে, ধর্ম্ম, কীর্ত্তি বা স্থায়ী যশ হয় না, প্রত্যুত কেবল শরীরে খেদ জন্মে, কোন্ ব্যক্তি তাদৃশ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে! ওরে রাবণ! ষষ্টি সহস্র বর্ষ অতীত হইয়াছে, আমি জন্মগ্রহণপূর্ব্বক পিতৃপিতামহপ্রাপ্ত রাজ্য যথানিয়মে পালন করিয়াছি। যদিও আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, তথাপি তুই যুবা, কবচসম্পন্ন, রথারোহী ও ধনুর্ব্বাণধারী হইয়াও আমার সমক্ষে বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে গ্রহণ করিয়া কল্যাণে কল্যাণে যাইতে পারিবি না! যেরূপ ন্যায়সংযুক্ত হেতুবাদদ্বারা বেদ বাক্য অপহরণ করা যায় না, তদ্রূপ তুই আমার সমক্ষে বলদ্বারা সীতাকে অপহরণ করিতে পারিবি না। ওরে রাবণ! যদি তুই শূর হইস্, তবে মুহূর্ত্তকাল অবস্থিত হইয়া যুদ্ধ কর্; তাহা হইলে, পূর্ব্বে খর যেমন নিহত হইয়া ভূতলে শয়ন করিয়াছে, তদ্রূপ তুইও নিহত হইয়া ভূতলে শয়ন করিবি। যিনি যুদ্ধে বারংবার দৈত্য ও দানবদিগকে বধ করিয়াছেন, সেই চীরবাসা রাম শীঘ্রই তোকে যুদ্ধে বিনাশ করিবেন। সেই দুই রাজনন্দন! বহু দূরে গমন করিয়াছেন; আমি এক্ষণে আর কি করিতে পারি! কিন্তু রে নীচস্বভাব! তুই শীঘ্রই তাঁহাদিগের হইতে ভীত হইয়া বিনষ্ট হইবি, সন্দেহ নাই! আমি জীবিত থাকিতেও, তুই রামের প্রেয়সী মহিষী এই পদ্মনয়না শুভচরিত্রা সীতাকে লইয়া যাইতে পারিবি না! জীবন পরিত্যাগ করিয়াও আমার সেই মহাত্মা দশরথের ও রামের প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করা উচিত। ওরে দশানন রাবণ! থাক্ থাক্! মুহূর্ত্ত কাল আমাকে অবলোকন কর্! রে নিশাচর! আমি যথাশক্তি তোকে যুদ্ধে আতিথ্য প্রদান করিব,— বৃন্তহইতে ফলের ন্যায়, উৎকৃষ্ট রথ হইতে তোকে পাতিত করিব!”

ইতি পঞ্চাশ সর্গ ॥ ৫০ ॥

একপঞ্চাশ সর্গ।

বিশুদ্ধ স্বর্ণনির্ম্মিত কুণ্ডলসম্পন্ন, অমর্ষস্বভাব, রাক্ষসরাজ রাবণ পক্ষিরাজকর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া ক্রোধে রক্তনয়ন হইল, এবং তাঁহার অভিমুখে দ্রুতবেগে গমন করিল। অনন্তর তাঁহারা উভয়ে, গগনমণ্ডলে বায়ুপ্রেরিত মেঘদ্বয়ের ন্যায়, অতীব তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পক্ষবিশিষ্ট পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ দুই মাল্যবানের ন্যায়, তখন গৃধ্ররাজ ও রাক্ষসরাজের অদ্ভুত সংগ্রাম হইল। পরে রাবণ মহাবল গৃধ্ররাজের প্রতি মহাভয়ঙ্কর সুতীক্ষ্ণাগ্রবিকর্ণী, নালীক ও নারাচসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিল। মহাবল পক্ষিরাজ গৃধ্র জটায়ুও রাবণনিক্ষিপ্ত সেই সমস্ত শরজাল গ্রহণ করিয়া সুতীক্ষ্ণনখসম্পন্ন চরণদ্বয়দ্বারা তদীয় গাত্র ক্ষত বিক্ষত করিলেন। অনন্তর, মহাবীর দশগ্রীব রাবণ শত্রুবধার্থে ক্রোধসহকারে যমদণ্ডসদৃশ মহাভয়ঙ্কর দশ বাণ গ্রহণপূর্ব্বক ধনু আকর্ণ আকর্ষণ করতঃ মোচন করিল, এবং সেই সমস্ত সুশাণিত, সুতীক্ষ্ণ, অবক্রগামী, ভয়ঙ্কর শরদ্বারা গৃধ্ররাজকে বিদ্ধ করিল। পক্ষিশ্রেষ্ঠ মহাতেজা জটায়ু, রাক্ষসের রথমধ্যে বাষ্পপূর্ণনয়না জনকনন্দিনীকে অবলোকন করিয়া সেই সমস্ত বাণ অগ্রাহ্য করতঃ তাহার অভিমুখে ধাবিত হইলেন, এবং চরণদ্বয়দ্বারা তদীয় শরসংবলিত মণি-মুক্তাবিভূষিত ধনু ভগ্ন করি-

লেন। পরে রাবণ ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া অন্য ধনু গ্রহণপূর্ব্বক শত শত ও সহস্র সহস্র শর বর্ষণ করিতে লাগিল। তখন যুদ্ধে শ্রীসম্পন্ন মহাতেজা মহাবল পক্ষিরাজ জটায়ু তৎকর্ত্তৃক শরসমূহে নিবারিত হইয়া, কুলায়প্রাপ্ত পক্ষীর ন্যায়, শোভাযুক্ত হইলেন, এবং পক্ষদ্বয়দ্বারা সেই শরজাল সমস্ত বিক্ষিপ্ত করতঃ চরণদ্বয়দ্বারা পুনর্ব্বার তাহার মহাধনু ভগ্ন করিয়া, পক্ষদ্বয়-দ্বারা অগ্নিসদৃশ প্রদীপ্ত কবচ বিক্ষিপ্ত, সেই দ্রুতগামী পিশাচসদৃশবদন স্বর্ণবর্ম্মসম্পন্ন দিব্য-খরদিগকে নিহত, ত্রিবেণুসম্পন্ন কামগামী অগ্নিসদৃশ প্রভাশালী মণিচিত্রিত সোপানযুক্ত বিচিত্রাকার মহারথ ভগ্ন, পূর্ণচন্দ্রসদৃশ ছত্র ও ব্যজনসহ ধারণকারী রাক্ষসদিগকে পাতিত এবং বেগসহকারে তুণ্ডদ্বারা সারথির বৃহৎ মস্তক বিদারিত করিলেন। রথ ও ধনু ভগ্ন এবং সারথি ও অশ্বগণ নিহত হইলে, রাবণ বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে ক্রোড়ে করিয়া ভূতলে পতিত হইল। রাবণের রথ ভগ্ন এবং তাহাকে ভূতলে পতিত দর্শন করিয়া, সমস্ত প্রাণীই গৃধ্ররাজকে "সাধু! সাধু!" বলিয়া অভিনন্দন করিল।

অনন্তর, রাবণ বার্দ্ধক্যনিবন্ধনজরাগ্রস্ত সেই পক্ষিযূথপতিকে পরিশ্রান্ত দর্শন করিয়া হৃষ্ট হইয়া সীতাকে গ্রহণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার আকাশ-পথে গমন করিতে লাগিল। মহাতেজা গৃধ্ররাজ জটায়ুও খড়্গমাত্রাবশিষ্ট প্রনষ্টযুদ্ধোপকরণ রাবণকে সীতারে ক্রোড়ে রাখিয়া হর্ষসহকারে গমন করিতে দেখিয়া আকাশে উৎপতিত হইয়া তাহার অভিমুখে ধাবিত হইলেন, এবং তাহাকে নিবারিত করিয়া ইহা কহিলেন, "ওরে অল্পজ্ঞান রাবণ! তুই সমস্ত রাক্ষসের বধ নিমিত্তেই সেই বজ্রসদৃশস্পর্শসম্পন্নবাণ-ধারী রামের এই ভার্য্যাকে হরণ করিতেছিস্, সন্দেহ নাই। পিপাসিত ব্যক্তি যেমন বিষ-মিশ্রিত জল পান করে, তদ্রূপ তুই অমাত্য, মিত্র, বন্ধু, সৈন্য ও ভৃত্যগণের সহিত এই বিষ পান করিতেছিস্। তুই যেরূপ শীঘ্র বিনষ্ট হইবি, যাহারা ফল না বুঝিয়া কার্য্য করে, সেই অবিজ্ঞ ব্যক্তিরাও তদ্রূপ শীঘ্র বিনষ্ট হইয়া থাকে। তুই কালপাশে বদ্ধ হইয়াছিস্, সুতরাং যেমন মৎস্য, বধার্থে নিক্ষিপ্ত আমিষ-যুক্ত বড়িশ গ্রহণ করিয়া কোন স্থানে যাইয়া মুক্তি লাভ করে না, তদ্রূপ তুইও কোন স্থানে যাইয়া রামের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিবি-না! ওরে রাবণ! সেই দুই দুরাধর্ষ কাকুৎস্থ-বংশীয় রাজকুমার কখনই তোর কৃত এই আশ্রম পরাভব ক্ষমা করিবেন না! তুই রাম হইতে ভীত হইয়া যে পথ অবলম্বন করিয়া এই লোকনিন্দিত কার্য্য করিলি, এই পথ তস্করদিগের আচরিত, বীরদিগের সেবিত নহে! ওরে রাবণ! যদি তোর শূরত্ব থাকে, তবে মুহূর্ত্তকাল অবস্থিত হইয়া যুদ্ধ কর্! তাহা হইলে, তোর ভ্রাতা খর যেমন নিহত হইয়া ভূতলশায়ী হইয়াছে, তদ্রূপ তুইও নিহত হইয়া ভূতলশায়ী হইবি! মৃত্যুর অনতি পূর্ব্বে পুরুষ আত্মবিনাশার্থে যাদৃশ কার্য্য করিয়া থাকে, তুইও আত্ম বিনাশার্থে তাদৃশ অধর্ম্ম-কার্য্য করিতেছিস্! যাহার ফল মন্দ, স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা বা ইন্দ্রাদি লোকপালেরাও তাদৃশ কার্য্য করিতে পারেন না; অন্যে আর কে করিতে পারে!"

যাঁহার নখ, পক্ষ ও মুখই আয়ুধ, সেই বীর্য্যবান্ জটায়ু রাক্ষসরাজ দশানন রাবণকে ঐরূপ বলিয়া তাহার পৃষ্ঠে পতিত হইলেন, এবং তাহাকে গ্রহণ করিয়া সুতীক্ষ্ণ নখসমূহ-দ্বারা চতুর্দ্দিকে বিদারিত করিলেন। যেরূপ গজারোহী দুষ্ট গজে আরূঢ় হইয়া অঙ্কুশদ্বারা তদীয় মস্তক বিদীর্ণ করে, তদ্রূপ তিনি তাহার পৃষ্ঠদেশে ভার রাখিয়া নখসমূহদ্বারা তদীয় মস্তক বিদারণ করিলেন, এবং কেশ সমস্ত উৎপাটন করিলেন। তখন রাক্ষসরাজ রাবণ গৃধ্ররাজকর্ত্তৃক বারংবার পীড্যমান হইয়া ক্রোধে কম্পিতোষ্ঠ ও কম্পিত কলেবর হইল, এবং আর্ত্ত ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া বামক্রোড়ে সীতাকে স্থাপন করিয়া করতলদ্বারা জটায়ুকে আঘাত করিল। শত্রুদমন বিহঙ্গাধিপতি জটায়ুও তাহাকে অতিক্রম করিয়া তুণ্ডদ্বারা তদীয় বামভাগের দশবাহু ছেদন করিলেন। যেরূপ বল্মীক হইতে বিষজ্বালাযুক্ত পন্নগেরা

বহির্গত হয়, তদ্রূপ ছিন্নবাহু রাবণের দেহ হইতে বাহু সকল সহসা বহির্গত হইল। অনন্তর, বীর্য্যবান্ দশানন রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া সীতাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুষ্টি ও চরণদ্বয়দ্বারা গৃধ্ররাজকে পীড়িত করিতে লাগিল। তখন অনুপম পরাক্রম গৃধ্ররাজ ও রাক্ষসরাজের মুহূর্ত্তকাল তুমুল যুদ্ধ হইল। পরে রাবণ খড়্গ উত্তোলন করিয়া রামের নিমিত্তে যুদ্ধকারী জটায়ুর দুই পক্ষ, পদ ও পার্শ্ব ছেদন করিল। তখন সেই গৃধ্ররাজ জটায়ু রৌদ্রকর্ম্মা রাক্ষস কর্ত্তৃকসহসা ছিন্নপক্ষ ও ক্ষীণজীবন হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। বিদেহরাজ দুহিতা সীতা জটায়ুকে রক্তার্দ্রদেহ ও ভূতলে পতিত দর্শন করিয়া দুঃখিতা হইয়া, বন্ধুর ন্যায়, তাঁহার অভিমুখে দ্রুতবেগে গমন করিলেন। রাক্ষসাধিপতি রাবণ, যাঁহার বক্ষঃস্থল পাণ্ডুরবর্ণ, সেই উদারবীর্য্য, নীলমেঘসদৃশ, ভূতলপতিত জটায়ুকে, প্রশান্ত দাবানলের ন্যায়, দর্শন করিল। পরে চন্দ্রবদনা জনকদুহিতা সীতা রাবণবেগে মর্দ্দিত, ভূতলে পতিত, পক্ষিরাজকে বাহুদ্বয় দ্বারা গ্রহণ করিয়া পুনঃ পুনঃ রোদন করিতে লাগিলেন।

ইতি একপঞ্চাশ সর্গ ॥ ৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

তখন চন্দ্রবদনা সীতা গৃধ্ররাজকে রাবণকর্ত্তৃক নিহত নিরীক্ষণ করিয়া অতীব দুঃখিতা হইয়া ঈদৃশ বিলাপ করিতে লাগিলেন, "হে কাকুৎস্থ রাম! চক্ষুঃস্পন্দনাদি রূপ লক্ষণ, কৃষ্ণপুরুষদর্শনাদি বিষয়ক স্বপ্ন, পক্ষিদর্শন এবং পক্ষীর স্বর শ্রবণ, এ সমস্ত নিশ্চয়ই মনুষ্যদিগের সুখ দুঃখ সূচনা করে, দৃষ্ট হইতেছে; অধুনা মৃগ ও পক্ষিগণ আমার নিমিত্তে তোমার অভিমুখে দ্রুতবেগে গমন করিতেছে, সন্দেহ নাই; তথাপি তুমি স্বীয় এই ব্যসন জানিতে পারিতেছ না! হে রাম! এই পক্ষিরাজ দয়া করিয়া আমাকে পরিত্রাণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যপ্রযুক্ত নিহত হইয়া ভূতলে শয়ন করিতেছেন।"

অনন্তর, বরাঙ্গনা সীতা অতীব ত্রাসান্বিতা হইয়া নিকটস্থ ব্যক্তিদিগের শ্রবণযোগ্য স্বরে "হে কাকুৎস্থ রাম! হে লক্ষ্মণ! এক্ষণে তোমরা আমাকে পরিত্রাণ কর।" এরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরে রাক্ষসাধিপতি রাবণ সেই অনাথার ন্যায় বিলাপকারিণী বিদেহরাজদুহিতা মর্দ্দিতমাল্যাভরণ সমন্বিতা সীতার প্রতি ধাবিত হইল। তখন বনমধ্যে রামবিহীনা সীতা, "রাম! রাম!" বলিয়া বলাপ করতঃ, বেষ্টনকারিণী লতার ন্যায়, বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সকল আলিঙ্গন করিতে থাকিলেন, এবং অন্তকসদৃশ রাক্ষসাধিপতি রাবণও তাঁহাকে "পরিত্যাগ কর, পরিত্যাগ কর," বলিতে বলিতে বারংবার তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। অনন্তর সে, আত্মবিনাশার্থে তাঁহার কেশ ধারণ করিল! তখন বিদেহরাজদুহিতা সীতা রাবণকর্ত্তৃক ধর্ষিতা হইলে, স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণিগণসহ সমুদায় জগৎ মর্য্যাদাবিহীন ও ভয়ঙ্কর অন্ধকারে সমাবৃত হইল,—বায়ু তথায় বহিল না, এবং সূর্য্য প্রভাবিহীন হইলেন। শ্রীসম্পন্ন দেবদেব লোকপিতামহ ব্রহ্মা দিব্য নয়নদ্বারা সীতাকে রাবণকর্ত্তৃক ধর্ষিতা অবলোকন করিয়া "কার্য্য সিদ্ধ হইল!" ইহা বলিলেন! দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষিরা সকলে সীতাকে ধর্ষিতা দর্শন করিয়া ব্যথিত এবং দৈবযোগে রাবণের বিনাশ উপস্থিত হইল, অবগত হইয়া প্রহৃষ্ট হইলেন।

এদিকে রাক্ষসরাজ রাবণ "হে রাম! হে রাম! হে লক্ষ্মণ! হে লক্ষ্মণ!" বলিয়া রোদনকারিণী সীতাকে গ্রহণ করিয়া আকাশপথে গমন করিতে লাগিল। তখন বিশুদ্ধস্বর্ণবর্ণা পীতবর্ণকৌশেয়বসনপরিধায়িনী রাজনন্দিনী সীতা, অতীব শোভান্বিতা বিদ্যুতের ন্যায়, দীপ্তি ধারণ করিলেন। রাবণও বায়ুসমুদ্ধূত তদীয় পীতবর্ণ বসনদ্বারা, অগ্নিদ্বারা প্রদীপ্ত পর্ব্বতের ন্যায়, সমধিক বিরাজমান হইল। তখন সুগন্ধ তাম্রবর্ণ পদ্মপত্র সকল পরমকল্যাণী বিদেহরাজনন্দিনী সীতার দেহ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া রাবণকে সমাকীর্ণ করিতে থাকিল। যেমন গ্রীষ্ম কালে তাম্রবর্ণ মেঘ সূর্য্যাতাপে

শোভিত হয়, তদ্রূপ আকাশে সমুদ্ধূত তদীয় স্বর্ণবর্ণ কৌশেয় বসন সূর্য্যকিরণে শোভান্বিত হইল। যদ্রূপ নালব্যতিরেকে পদ্ম বিরাজিত হয় না, সেইরূপ রামব্যতিরেকে তাঁহার রাবণ-ক্রোড়েস্থিত, প্রভাযুক্ত নির্ম্মল শুক্লবর্ণ দন্তসমূহে ভূষিত, কৃষ্ণাগ্রকেশসমন্বিত, প্রশস্ত ললাটযুক্ত, পদ্মগর্ভসদৃশ, উৎকৃষ্ট নয়নসম্পন্ন, ব্রণবিহীন বদন শোভিত হইল না, পরন্তু নীলবর্ণ মেঘ বিদারণপূর্ব্বক সমুদিত চন্দ্রের সাদৃশ্য ধারণ করিল। যদিও তাঁহার বদন উন্নতনাসিকা-যুক্ত, তাম্রবর্ণ মনোহর ওষ্ঠসম্পন্ন, স্বর্ণ তুল্য প্রভাবিশিষ্ট, মনোহর ও চন্দ্রসদৃশ প্রিয়দর্শন; তথাপি তখন রাক্ষসেন্দ্র রাবণকর্ত্তৃক সমাকৃষ্ট এবং রামব্যতিরেকে রোদনপরায়ণ ও নয়ন-নীরে সমাকীর্ণ হওয়ায়, দিবসে উদিত চন্দ্রের ন্যায়, শোভিত হইল না। স্বর্ণনির্ম্মিতকাঞ্চী যেমন নীলবর্ণ হস্তীকে আশ্রয় করিয়া শোভিতা হয়, মিথিলারাজ জনকের দুহিতা স্বর্ণবর্ণা সীতা নীলবর্ণ রাক্ষসরাজ রাবণকে আশ্রয় করিয়া তদ্রূপ শোভিতা হইলেন। যেমন বিদ্যুৎ মেঘমধ্যে বিরাজিতা হয়, তদ্রূপ স্বর্ণ-তুল্যকান্তিমতী, পদ্মকেশরবর্ণা, বিশুদ্ধ স্বর্ণ-নির্ম্মিত অলঙ্কারসমূলে ভূষিতা, বিদেহরাজ-দুহিতা সীতা রাবণের ক্রোড়মধ্যে বিরাজিতা হইলেন। রাক্ষসরাজ রাবণ তদীয় ভূষণশব্দে শব্দযুক্ত হইয়া শব্দযুক্ত নীলবর্ণ নির্ম্মল মেঘের সদৃশ হইল। তখন রাবণকর্ত্তৃক হ্রিয়মাণা সীতার মস্তক হইতে পুষ্পবৃষ্টি ভূতলে চতুর্দ্দিকে পড়িতে লাগিল। সেই পুষ্পবৃষ্টি কুবেরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দশানন রাবণের বেগে আকৃষ্টা হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে তদীয় শরীর সমাকীর্ণ করিল। যেমন নির্ম্মল নক্ষত্রমালা শ্রেষ্ঠ মেরু পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তিনী হয়, তদ্রূপ সেই পুষ্পবৃষ্টি তাহার নিকটবর্ত্তিনী হইল। পরে বিদেহরাজ-দুহিতা সীতার চরণ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া, তদীয় বিদ্যুন্মণ্ডলসদৃশ নূপুর ভূতলে পতিত হইল। যেমন কাঞ্চননির্ম্মিতা কক্ষ্যা হস্তীকে শোভিত করে, তদ্রূপ নব তরুপল্লবসদৃশ রক্তবর্ণা বিদেহ-রাজতনয়া সীতা নীলবর্ণ রাক্ষসরাজ রাবণকে শোভিত করিলেন। কুবেরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাবণ আকাশমার্গ অবলম্বন করিয়া স্বীয় তেজে, মহতী উল্কার ন্যায়, দীপ্যমানা সীতাকে হরণ করতঃ যাইতে থাকিল। তাঁহার সেই সমস্ত অগ্নিবর্ণ শব্দায়মান অলঙ্কার তদীয় দেহ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া, যেমন ক্ষীণপুণ্য নক্ষত্রলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা আকাশ হইতে ভূতলে পতিত হয়, তদ্রূপ ভূতলে পতিত হইল। বিদেহরাজদুহিতা সীতার চন্দ্রসদৃশ দীপ্তিবিশিষ্ট হার তদীয় স্তন-দ্বয়ের মধ্যভাগ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পতনসময়ে গগন হইতে ভূতলে পতনোদ্যতা গঙ্গার সাদৃশ্য ধারণ করিল। পক্ষিসমূহে পরিব্যাপ্ত পাদপ সকল ঊর্দ্ধগামী বায়ুদ্বারা সমাহত ও কম্পিতাগ্র হইয়া যেন তাঁহাকে "ভয় করি-বেন না!" ইহা বলিতে লাগিল। পদ্ম সকল বিধ্বস্ত এবং মীন-প্রভৃতি জলচারী জন্তু সমস্ত ত্রস্ত হওয়ায়, পদ্মাকর সরোবর সকল, উৎসাহ-বিহীনা সখীর ন্যায়, যেন মিথিলারাজ-দুহিতা সীতার নিমিত্তে শোক করিতে লাগিল। সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ ও পক্ষীরা রোষান্বিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে আসিয়া সীতার ছায়ার অনুগমন করতঃ তাঁহার অনু-গামী হইল। সীতা হ্রিয়মাণা হইলে, পর্ব্বতেরা শৃঙ্গস্বরূপ সমুচ্ছ্রিত বাহু-সম্পন্ন ও নির্ঝর হইতে বহির্গত জলস্বরূপ অশ্রুদ্বারা প্লাবিতবদন হইয়া যেন ক্রন্দন করিতে লাগিল; শ্রীমান্ সূর্য্যও বিদেহরাজ-দুহিতা সীতাকে হ্রিয়মাণা দর্শন করিয়া দীন ও প্রভা-বিহীন হইলেন, এবং তদীয় পরিবেশও পাণ্ডুরবর্ণ হইল! সমস্ত প্রাণীই দলে দলে "যখন রাবণ, রামের ভার্য্যা বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে হরণ করিতেছে, তখন ধর্ম্ম, সত্য, ঋজুতা বা অনৃশংসতা, কিছুই নাই!" এরূপ বিলাপ করিতে থাকিল। মৃগ-শাবকেরা ত্রাসান্বিত ও দীনমুখ হইয়া ভয়-সহকারে শোভাবিহীন ঊর্দ্ধনয়নে তাঁহাকে অবলোকন করতঃ যেন রোদন করিতে লাগিল। সীতাকে তাদৃশ দুঃখ-প্রাপ্তা ও রোদনপরায়ণা দর্শন করিয়া, বনদেবতা-দিগেরও দেহ অতীব কম্পিত হইল। দশানন রাবণ, "হা রাম! হা লক্ষ্মণ!" বলিয়া রোদনকারিণী, বারংবার ভূতলদর্শিনী, মন-

স্বিনী, বিদেহরাজনন্দিনী, কম্পিতাগ্র কেশসমূহে সমাকুলা, লুপ্তপ্রায় বিশেষক-সমন্বিতা সীতাকে আত্মবিনাশার্থে হরণ করিল। অনন্তর মনোহর দন্তবিশিষ্টা, পবিত্র-হাস্য-সমন্বিতা, বিদেহরাজদুহিতা সীতা বন্ধুজনবিহীনা হইয়া রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিতে না পাইয়া ভয়ভারে পীড়িতা ও বিবর্ণবদনা হইলেন।

ইতি দ্বিপঞ্চাশ সর্গ ॥ ৫২ ॥

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ।

ভয়ঙ্কর-নয়ন রাক্ষসাধিপতি রাবণ-কর্তৃক হ্রিয়মাণা বিদেহরাজদুহিতা সীতা তাহাকে আকাশ-পথে গমন করিতে দেখিয়া দুঃখিতা, উদ্বিগ্না, মহাভয়ে নিমগ্না এবং রোষ ও রোদন প্রযুক্ত রক্তনয়না হইয়া রোদনসহকারে এই করুণান্বিত বাক্য বলিলেন, "রে নীচস্বভাব রাবণ! তুই এই কার্য্য করিয়া লজ্জিত হইতেছিস্ না! তুই আমাকে রামলক্ষ্মণ বিহীনা জানিয়া, চৌরের ন্যায়, অপহরণ করিয়া পলায়ন করিতেছিস্! রে দুরাত্মন্! তুই নিতান্ত ভীরু, তজ্জন্যই আমাকে হরণ করিতে অভিলাষী হইয়া মায়াময় মৃগরূপ-দ্বারা মদীয় স্বামীকে অপবাহিত করিয়াছিস্, সন্দেহ নাই! ওরে রাক্ষসাধম! সম্প্রতি যিনি আমাকে পরিত্রাণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তুই মদীয় শ্বশুরের সখা সেই বৃদ্ধ গৃধ্ররাজকেও নিপাতিত এবং স্বীয় নাম কীর্ত্তন করিয়া আমাকেও যুদ্ধে পরাজিতা করিলি! তবে ত তোর অত্যন্ত পরাক্রম দৃষ্ট হইতেছে! ওরে নীচ! তুই অন্যের অসমক্ষে ভার্য্যাহরণরূপ ঈদৃশ নিন্দিত কার্য্য করিয়া কেন লজ্জিত হইতেছিস্ না! রে শূরমানিন্! সমুদায় লোক-মধ্যে অধিবাসীরা তোর নিন্দিত অতিনৃশংস অধর্ম্ম্য কর্ম্ম কীর্ত্তন করিবেন। তুই যাহা বলিয়াছিলি, তোর সেই বল ও বীর্য্যে ধিক্! অপিচ তোর লোকমধ্যে বংশনিন্দাকর ঈদৃশ চরিত্রেও ধিক্! তুই অত্যন্ত দ্রুতবেগে ধাবিত হইতেছিস্, সুতরাং এক্ষণে আমি কি করিতে পারি! যদি মুহূর্ত্ত কালও অবস্থিত হইস্, তবে আর জীবন লইয়া প্রতিগমন করিবি না! তুই সৈন্যগণসহও সেই রাজনন্দনের দৃষ্টিপথের পথিক হইয়া মুহূর্ত্ত কালমাত্রও জীবিত থাকিতে পারিবি না! যেমন পক্ষী বনমধ্যে প্রজ্বলিত অগ্নির স্পর্শ সহ্য করিতে পারে না, তদ্রূপ তুই কোন প্রকারেই তাঁহাদিগের শরস্পর্শ সহ্য করিতে পারিবি না! ওরে রাবণ! তুই মঙ্গলে মঙ্গলে স্বীয় হিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হ,—মঙ্গলে মঙ্গলে আমাকে পরিত্যাগ কর্! যদি আমাকে পরিত্যাগ না করিস্, তবে আমার স্বামী স্বীয় ভ্রাতার সহিত আমার ধর্ষণায় ক্রোধান্বিত হইয়া তোর বিনাশার্থে প্রযত্ন করিবেন। ওরে নীচ! তুই যে অভিপ্রায়ে বলপূর্ব্বক আমাকে হরণ করিতে অভিলাষ করিতেছিস্, তোর সেই অভিপ্রায় নিষ্ফল হইবে। আমি সেই দেবসদৃশ স্বামীকে দর্শন না করিয়া শত্রুর বশবর্ত্তিনী হইয়া বহুকাল প্রাণ ধারণ করিতে বাসনা করি না। তুই নিশ্চয়ই আত্মহিতকর পথ্য বিষয় দেখিতে পাইতেছিস্ না, পরন্তু মৃত্যু সময়ে মনুষ্য যেমন বিপরীত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তদ্রূপ বিপরীত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিস্! মুমূর্ষুমাত্রেরই হিতকর বিষয় রুচিকর হয় না; এই কারণে আমি তোর কণ্ঠদেশ কালপাশে আবদ্ধ করিতেছি! ওরে নিশাচর! তুই যে ঈদৃশ ভয়স্থানে ভীত হইতেছিস্ না, তজ্জন্য বোধ হইতেছে, যে, তুই নিশ্চয়ই স্বর্ণময় বৃক্ষ সকল, রক্তবাহিনী ভয়ঙ্করী বৈতরিণী নদী ও খড়্গরূপপত্রযুক্ত বৃক্ষসমূহে সমাকুল ভয়ঙ্কর বন অবলোকন করিতেছিস্! রাবণ! তুই অবিলম্বে লৌহময় কণ্টকসমূহে সমাকুল, তপ্তকাঞ্চনতুল্য পুষ্পনিচয়সম্পন্ন, উৎকৃষ্ট বৈদূর্য্য মণিসদৃশ পত্রযুক্ত, সেই সুতীক্ষ্ণ শাল্মলীবৃক্ষ দর্শন করিবি! অরে নির্দ্দয়! যেমন কেহ বিষ পান করিয়া বহু কাল জীবিত থাকে না, তদ্রূপ তুই সেই মহাত্মা রামের ঈদৃশ অপ্রিয় কার্য্য করিয়া বহু কাল জীবিত থাকিতে পারিবি না! রাবণ! তুই দুর্নিবার কালপাশে বদ্ধ হইয়াছিস্; আমার মহাত্মা স্বামীর অপকার করিয়া কোথায় যাইয়া সুখলাভ করিবি!

যিনি ভ্রাতার সাহায্যব্যতিরেকেও নিমেষ কালমধ্যে যুদ্ধে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসকে হনন করিয়াছেন, সেই বলবীর্য্যসম্পন্ন সর্ব্বাস্ত্র-কুশল রঘুনন্দন রাম অবশ্যই তোকে সুতীক্ষ্ণ শরসমূহদ্বারা বধ করিবেন, যেহেতু তুই তাঁহার প্রেয়সী ভার্য্যাকে হরণ করিতেছিস্।"

বিদেহরাজদুহিতা সীতা রাবণের ক্রোড়-গতা, ভীতা ও শোকসমন্বিতা হইয়া ঐরূপ ও অন্যান্যরূপ বিবিধ করুণাযুক্ত পরুষ বাক্যে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন পাপাচারী রাবণ কম্পিতকলেবর হইয়াও সেই অতিদুঃখিতা বিলাপপূর্ব্বক নানাবিধ করুণাকর বাক্যবাদিনী, মুক্তিলাভার্থে প্রযত্নকারিণী, নৃপনন্দিনী, তরুণী, ভামিনী সীতাকে হরণ করিল।

ইতি ত্রিপঞ্চাশ সর্গ ॥ ৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ।

বরারোহা বিশালনয়না, বিদেহরাজতনয়া সীতা রাবণকর্ত্তৃক হ্রিয়মানা হইয়া কাহাকেও রক্ষক দেখিতে না পাইয়া যাইতে যাইতে পর্ব্বতশৃঙ্গে উপবিষ্ট প্রধান প্রধান পাঁচটি বানরকে দর্শন করিলেন, এবং যদি তাহারা রামের নিকটে কীর্ত্তন করে, এই মনে করিয়া তাহাদিগের নিকট সুবর্ণপ্রভ উত্তরীয় কৌশেয় বস্ত্র ও মনোহর অলঙ্কার সকল নিক্ষেপ করিলেন। তিনি যে দেহ হইতে বস্ত্র ও অলঙ্কার সকল মোচন করিয়া সেই বানরদিগের নিকট নিক্ষেপ করিলেন, দশানন রাবণ সম্ভ্রমপ্রযুক্ত সেই কার্য্য জানিতে পারিল না। তখন পিঙ্গলবর্ণনয়ন সেই শ্রেষ্ঠ বানরেরা অনিমেষনয়নে রোদনকারিণী বিশালনয়না সীতাকে দর্শন করিতে লাগিল। রাক্ষসেশ্বর রাবণও রোদনকারিণী মিথিলারাজনন্দিনী সীতাকে গ্রহণ করিয়া পম্পানদী অতিক্রম-পূর্ব্বক লঙ্কাপুরীর অভিমুখে গমন করিল। সে হৃষ্ট হইয়া আত্মমৃত্যুস্বরূপ সীতাকে, তীক্ষ্ণদন্তা তীব্রবিষা সর্পীর ন্যায়, ক্রোড়ে করিয়া লইয়া চলিল। পরে সে আকাশপথে গমন করতঃ, ধনুর্ম্মুক্ত শরের ন্যায়, শীঘ্র বিবিধ বন, নদী, পর্ব্বত ও সরোবর অতিক্রমপূর্ব্বক, তিমি ও নক্রসমূহে সেবিত, নদীগণের আশ্রয়, বরুণালয়, অক্ষয় সমুদ্রের নিকটে যাইয়া তাহা অতিক্রম করিল। বিদেহরাজদুহিতা সীতা হ্রিয়মাণা হইলে, সমুদ্র সম্ভ্রমপ্রযুক্ত উর্ম্মিবিহীন এবং তত্রত্য মীন ও বৃহৎ বৃহৎ সর্পসকল স্তব্ধ হইল। তখন অন্তরীক্ষস্থ চারণেরা বিবিধ বাক্যপ্রয়োগ করিলেন, এবং সিদ্ধেরা "ইহাই দশানন রাবণের বধের উপায়," এরূপ বলিতে লাগিলেন। দশানন রাবণও স্বীয় মৃত্যুস্বরূপা বিচেষ্টমনা সীতাকে ক্রোড়ে করিয়া লঙ্কা পুরীতে প্রবিষ্ট হইল। সে, সম্যক্ বিভক্ত মহাপথসমূহে বিরাজিত, সুবিস্তৃত, বহুজনাকীর্ণকক্ষাসমূহে বিভূষিতা লঙ্কা নগরীতে প্রবেশ পূর্ব্বক স্বীয় অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইল, এবং ময় যেমন আসুরীমায়াকে রক্ষা করিয়াছিল, তদ্রূপ তথায় সেই শোকমোহসমন্বিতা কুটিলাপাঙ্গী সীতাকে রক্ষা করিল। পরে সে ঘোরদর্শনা পিশাচীদিগকে বলিল, "পুরুষ বা স্ত্রী, কেহই আমার অনভিপ্রায়ে এই সীতাকে অবলোকন করিতে না পারে, এবিষয়ে তোমরা যত্নবতী থাক। মণি, মুক্তা, সুবর্ণ, বস্ত্র বা অলঙ্কার ইনি যখন যাহা প্রর্থনা করিবেন, তোমরা তখনই ইহাঁকে তাহা প্রদান করিও। জ্ঞানবশতঃই হউক, বা অজ্ঞানবশতঃই হউক, যে ইহাঁকে অপ্রিয় বাক্য বলিবে, তাহার জীবন প্রিয় নহে, অর্থাৎ আমি তাহাকে হনন করিব।"

ব্রহ্মার বরদানপ্রযুক্ত মোহিত, প্রতাপবান্, মহাবীর, রাক্ষসরাজ রাবণ সেই রাক্ষসীদিগকে ঐরূপ বলিয়া তথা হইতে বহির্গত হইয়া, এক্ষণে কর্ত্তব্য কি, ইহা চিন্তা করিতে করিতে মাংসভোজী মহাবীর আটজন রাক্ষসকে দেখিতে পাইল, এবং তাহাদিগকে দর্শন করিয়া বল ও বিক্রম বিষয়ে প্রশংসা করতঃ এই বাক্য বলিল, "পূর্ব্বে যথায় খরের আলয় ছিল; সম্প্রতি রাক্ষসগণ নিহত হওয়ায় যাহা প্রেতদিগের বাসস্থান হইয়াছে; তোমরা ত্বরাযুক্ত হইয়া নানাবিধ আয়ুধ গ্রহণ করতঃ শীঘ্র

এস্থান হইতে সেই জনস্থানে গমন কর, এবং পৌরুষ অবলম্বনপূর্ব্বক ভয়কে দূরে নিক্ষেপ করিয়া তথায় বাস কর। পূর্ব্বে আমি সেই জনস্থানে খর ও দূষণসহ অতিবীর্য্যশালী বহু সৈন্য সন্নিবেশিত করিয়াছিলাম; তাহারা সকলেই রামের বাণে নিহত হইয়াছে। সেই কারণে আমার ক্রোধ ধৈর্য্যকে অতিক্রম করিয়া বর্দ্ধিত হইতেছে। অপিচ রামের প্রতি মহান্ বৈরিভাব জন্মিয়াছে; আমি তদীয় সেই বৈরনির্যাতন করিতে বাসনা করিতেছি, অধিক কি, যুদ্ধে সেই মহাশত্রুকে বধ না করিয়া নিদ্রা লাভ করিতে পারিব না। যেমন নির্দ্ধন পুরুষ ধন লাভ করিয়া সুখ লাভ করে, তদ্রূপ অধুনা আমি খরদূষণবিনাশী রামকে বিনাশ করিয়া সুখ লাভ করিব। তোমরা জনস্থানে বাস করিয়া, রাম কখন্ কি করিবে, ইহা যথার্থরূপে অবগত হইয়া তাহার প্রবৃত্তিবিষয়িণী বার্ত্তা আমাকে প্রদান করিও। হে নিশাচরগণ! তোমরা সেই রঘুকুলজাত রামকে বধ করিতে প্রযত্নও করিও। তথায় অপ্রমত্ত ভাবেই তোমাদিগের গমন করা বিধেয়। আমি যুদ্ধস্থলে বহু বার তোমাদিগের বল অবগত হইয়াছি; তজ্জন্যই তোমাদিগকে সেই জনস্থানে সন্নিবেশিত করিতেছি।”

অনন্তর সেই অষ্ট রাক্ষস রাবণের উক্ত অর্থযুক্ত বাক্য অঙ্গীকার করিয়া তাহাকে অভিবাদন করতঃ লঙ্কা পরিত্যাগপূর্ব্বক মিলিত ও তিরস্করিণী বিদ্যার প্রভাবে অন্যের অলক্ষিত হইয়া জনস্থানের অভিমুখে প্রস্থান করিল। রাবণও বলপূর্ব্বক বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে গ্রহণ ও স্পর্শসহকারে হরণ করতঃ রামের সহিত মহৎ বৈর উৎপাদন করিয়া মোহপ্রযুক্ত শারীরিক ও মানসিক প্রমোদ লাভ করিল।

ইতি চতুঃপঞ্চাশ সর্গ ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ।

রাক্ষসরাজ রাবণ সেই ভয়ঙ্কর অষ্ট রাক্ষসকে ঐ রূপ আদেশ করিয়া বুদ্ধিভ্রমবশতঃ আপনাকে কৃতকৃত্য বোধ করিল, এবং বিদেহরাজনন্দিনী সীতাকে চিন্তা করতঃ কামবাণে পীড়িত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার অভিলাষে সেই রমণীয় গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক অবলোকন করিল, যে, সীতা শোকভারে পীড়িতা, দুঃখসমন্বিতা দীনভাবে অধোগত অশ্রুপূর্ণ বদনে রাক্ষসীদিগের মধ্যে অবস্থিতা হইয়া, কুক্কুরীসমূহে পরিবৃতা মৃগযূথভ্রষ্টা মৃগী ও সমুদ্রমধ্যে বায়ুবেগে আক্রান্তা মজ্জনোদ্যতা নৌকার সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছেন। অনন্তর রাক্ষসাধিপতি রাবণ শোকপ্রযুক্ত দীনা বিবশা সীতাকে বলপূর্ব্বক ইন্দ্রের অন্তঃপুরসদৃশ স্বীয় হর্ম্ম্যপ্রাসাদসমূহে সমাকুল, সহস্র সহস্র মহিলায় সমাকীর্ণ, নানাবিধ রত্নসম্পন্ন নানাবিধ পক্ষিসমূহে সেবিত অন্তঃপুর দর্শন করাইয়া তাঁহার সহিত দিব্য দুন্দুভিশব্দে নিনাদিত তপ্তকাঞ্চনভূষিত কাঞ্চনময় বিচিত্র সোপানসমূহে আরোহণ করিল। সেই সোপানসমূহ হস্তিদন্ত, সুবর্ণ, রজত ও স্ফটিকনির্ম্মিত দৃষ্টিমনোহর বজ্রমণি ও বৈদূর্য্যমণিচিত্রিত স্তম্ভসমূহের উপরি সন্নিবেশিত এবং চতুর্দ্দিকে হস্তিদন্ত ও রজতনির্ম্মিত প্রিয়দর্শন বহু গবাক্ষসমন্বিত সুবর্ণজালসমাবৃত প্রাসাদসমূহে পরিবৃত ছিল। পরে দশানন রাবণ শোকসমন্বিতা মিথিলারাজদুহিতা সীতাকে অন্তঃপুরে সুধাধবলিত মণিচিত্রিত ভূভাগ সমুদায় দর্শন করাইয়া তীরভাগে বিবিধ পুষ্পবৃক্ষে শোভিত পুষ্করিণী ও দীর্ঘিকা সমস্ত দর্শন করাইল। সেই পাপাত্মা রাবণ বিদেহরাজদুহিতা সীতার প্রলোভনাভিলাষে তাঁহাকে স্বীয় অন্তঃপুর দর্শন করাইয়া কহিল, “হে সীতে! এই নগরীতে বালক ও বৃদ্ধব্যতিরেকে দ্বাত্রিংশৎ কোটি ভীমকর্ম্মা রাক্ষস আছে; আমি তাহাদিগের প্রভু। আমার এককেরই এক সহস্র ভৃত্য আছে। হে বিশালনয়নে! অধুনা আমার এই সম্পূর্ণ রাজ্যতন্ত্র ও জীবন তোমারই অধীন হইয়াছে; তুমি আমার প্রাণ হই-

তেও প্রিয়তমা হইয়াছ। হে প্রিয়ে! আমার অন্তঃপুরে অনেক উত্তমা স্ত্রী আছে, তুমি আমার ভার্য্যা হইয়া তাহাদিগের প্রধানা হও। তুমি অন্য প্রকার অভিপ্রায় করিয়া কি করিবে! আমার বাক্য উত্তমরূপে গ্রাহ্য করিয়া আমাকে ভজনা কর; আমি তোমার নিমিত্তে তাপিত হইতেছি; সুতরাং আমার প্রতি প্রসন্না হওয়া তোমার উচিত। এই শত-যোজনায়তা লঙ্কা নগরী চতুর্দ্দিকে সমুদ্রে পরিবেষ্টিতা রহিয়াছে, ইন্দ্রসহিত দেব ও দানব সকলেও ইহাকে ধর্ষণা করিতে পারে না। আমি দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব ও যক্ষপ্রভৃতি ত্রিলোকবাসী প্রাণীদিগের মধ্যে ঈদৃশ কোন ব্যক্তিকেই দেখিতেছি না, যে আমার বীর্য্যে তুল্য হইতে পারে। হে সীতে! তুমি সেই অল্পতেজা রাজ্যভ্রষ্ট, পাদচারী, তাপসধর্ম্মাবলম্বী, দীনভাবাপন্ন, মনুষ্য রামকে লইয়া কি করিবে? আমাকে ভজনা কর, আমি তোমার উপযুক্ত স্বামী হইব। হে ভীরু! যৌবন চিরস্থায়ী নহে; অতএব এই নগরীতে আমার সহিত বিহার কর। হে বরাননে সীতে! তুমি সেই রঘুকুলজাত রামকে দর্শন করিতে বাসনা করিও না, যেমন কেহ আকাশমণ্ডলে বায়ুকে পাশদ্বারা আবদ্ধ করিতে বা প্রদীপ্ত অগ্নির নির্ম্মলশিখা হস্তদ্বারা ধারণ করিতে পারে না, তদ্রূপ সে মনোরথের দ্বারাও এখানে আগমন করিতে পারিবে না। হে শোভনে! তুমি আমার বাহুদ্বারা রক্ষিতা হইলে, বিক্রমদ্বারা তোমাকে লইয়া যাইতে পারে, ত্রিলোকমধ্যে ঈদৃশ শক্তিসম্পন্ন কোন পুরুষ দৃষ্ট হইতেছে না। তুমি এই সুমহৎ লঙ্কা রাজ্য অনুপালন কর,—অভিষেকজলে ধৌতদেহা হইয়া সন্তোষপূর্ব্বক আমার সহিত রমণ কর, তাহা হইলে, আমি তোমার দাস হইব, দেবতারাও, অধিক কি, স্থাবরজঙ্গম-প্রাণিগণসহ সম্পূর্ণ জগৎই তোমার দাস হইবে। পূর্ব্বে তোমার যে দুষ্কর্ম্ম ছিল, তাহা বনবাসদ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, এক্ষণে তোমার যে সুকর্ম্ম আছে, তাহার ফল লাভ কর। হে মিথিলারাজনন্দিনি! এস্থানে মুখ্য মুখ্য বহু অলঙ্কার ও দিব্য গন্ধযুক্ত সমুদায় পুষ্পই আছে; তুমি আমার সহিত তৎসমুদায় উপভোগ কর। হে সুমধ্যমে সীতে! মদীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কুবেরের, প্রভায় সূর্য্যসদৃশ, দ্রুত গমনে মানসসদৃশ, রমণীয়, এক বৃহৎ বিমান ছিল; আমি যুদ্ধে বলপূর্ব্বক তাঁহাকে পরাজয় করিয়া তাহা লাভ করিয়াছি; তুমি তদুপরি আরোহণ করিয়া যথাসুখে আমার সহিত বিহার কর। হে বরারোহে! তোমার পদ্মসদৃশ, নির্ম্মল, মনোহর নয়ন, চারুদর্শন বদন শোকম্লান হইয়া বিরাজিত হইতেছে না!”

রাবণ ঐরূপ বলিলে, বরাঙ্গনা সীতা বস্ত্রাঞ্চলদ্বারা চন্দ্রসদৃশ বদন আবরণপূর্ব্বক, অনুস্বার ন্যায়, মন্দ মন্দ অশ্রু মোচন করিতে করিতে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এবং চিন্তাপ্রযুক্ত মলিনা হইলেন। তখন নিশাচরাধিপতি বীর রাবণ তাঁহাকে পুনর্ব্বার এই বাক্য বলিল, হে বিদেহরাজ নন্দিনি! তুমি ধর্ম্মলোপের আশঙ্কায় লজ্জান্বিতা হইও না। কেন না, হে দেবি! যদ্দ্বারা তোমার ও আমার প্রণয়ানুবন্ধ হইবে, সেই বিবাহ ঋষিদিগের সম্মত! আমি মস্তক সকলের দ্বারা তোমার ঐ মনোহর চরণদ্বয় পীড়িত করিতেছি, তুমি শীঘ্র আমার প্রতি প্রসন্না হও; আমি তোমার বশীভূত দাস হইব! রাবণ কোন স্ত্রীকে মস্তকদ্বারা প্রণাম করে না; কিন্তু নিতান্ত কামপীড়িত হইয়াই ঈদৃশ বাক্য সকল বলিতেছে; পরন্তু যাহাতে এই বাক্য সকল নিরর্থক না হয়, তুমি তাহাই কর।”

দশানন রাবণ যমের বশীভূত হইয়া মিথিলারাজ জনকদুহিতা সীতাকে ঐরূপ বলিয়া ইনি আমারই হইবেন, এরূপ বোধ করিল।

ইতি পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ॥ ৫৫ ॥

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ।

শোকতাপিতা বিদেহরাজদুহিতা সীতা রাবণকর্ত্তৃক সেইরূপ উক্তা হইয়া মধ্যে এক গাছি তৃণ রাখিয়া নির্ভয়ে তাহাকে প্রত্যুক্তি করি-

লেন, "রাজা দশরথ ধর্ম্মের পর্ব্বতসদৃশ অভেদ্য সেতুস্বরূপ ছিলেন; যিনি ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত তোর প্রাণ বিনাশ করিবেন, সেই 'সত্যপ্রতিজ্ঞ' বলিয়া ত্রিলোকবিখ্যাত, ধর্ম্মাত্মা, দীর্ঘবাহু, সিংহসদৃশ স্কন্ধ, বিশালনয়ন রঘুকুলনন্দন রাম তাঁহার পুত্র। ইক্ষ্বাকু-কুল-সম্ভূত রাম আমার স্বামী ও দেবতা। যদি আমি তাঁহার সমক্ষে বলপূর্ব্বক ত্বৎকর্ত্তৃক ধর্ষিতা হইতাম, তবে, যেমন জনস্থানবাসী খর নিহত হইয়া ভূতলে শয়ন করিয়াছে, তদ্রূপ তুইও নিহত হইয়া যুদ্ধস্থলে শয়ন করিতিস্! তুই যে ঘোররূপ মহাবল রাক্ষসদিগকে নির্দ্দেশ করিলি, সর্পেরা যেমন গরুড়ের নিকটে হীনতেজা হয়, তদ্রূপ তাহারা সকলে রঘুনন্দন রামের নিকটে হীনতেজা হইবে! যেরূপ গঙ্গার তরঙ্গ সকল কূল ভেদ করে, তদ্রূপ তাঁহার ধনুর্গুণমুক্ত কাঞ্চনভূষিত বাণ সকল তাহাদিগের শরীর ভেদ করিবে! অরে রাবণ! যদিও তুই দেব ও দানবগণের অবধ্য হইয়াছিস্, তথাপি তাঁহার সহিত মহৎ শত্রুত্ব উৎপাদন করিয়া জীবিত থাকিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারিবি না! সেই বলবান্ রঘুনন্দন রাম তোর জীবন বিনাশ করিবেন; অতএব যূপবদ্ধ পশুর ন্যায়, তোর জীবন দুর্লভ হইয়াছে। রে রাক্ষস! তিনি যদি রোষপ্রদীপ্ত নয়ন দ্বারা তোকে দর্শন করেন, তবে, যেমন মদন মহাদেবের রোষপ্রদীপ্ত নয়নে অবলোকিত হইয়া দগ্ধ হইয়াছে, তদ্রূপ তুইও দগ্ধ হইবি! যিনি চন্দ্রকে আকাশমণ্ডল হইতে পাতিত ও নিহত এবং সাগর শোষিত করিতে পারেন, তিনি আমাকেও এস্থান হইতে উদ্ধার করিতে পারিবেন! তুই বলবিহীন, শ্রীভ্রষ্ট, অবসন্নেন্দ্রিয় ও গতাসু হইয়াছিস্; লঙ্কাপুরী তোর অপরাধেই বিধবা হইবে! তুই আমার অনভিপ্রায়ে যে বলপূর্ব্বক আমাকে স্বামীর সান্নিধ্য হইতে আনয়ন করিয়াছিস্, তোর এই পাপ কার্য্য ভবিষ্যতে সুখজনক হইবে না। মদীয় স্বামী মহাদ্যুতি রা ভ্রাতার সহিত বীর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক নির্ভয়ে জনশূন্য দণ্ডকারণ্যে বাস করিতেছেন। তিনি যুদ্ধে শরবর্ষদ্বারা তোর দেহ হইতে বল, বীর্য্য, দর্প ও ঈদৃশ ঔদ্ধত্য অপনীত করিবেন। দেখা যাইতেছে, যখন প্রাণিগণের বিনাশকাল উপস্থিত হয়, তখন তাহারা সময়ের বশীভূত হইয়া কার্য্যাকার্য্য বিবেক বিহীন হইয়া থাকে; অতএব রে রাক্ষসাধম! তুই যখন আমাকে বর্ষণা করিয়াছিস্, তখন তোর নিজের, রাক্ষসদিগের ও অন্তঃপুরের বিনাশ-কাল উপস্থিত হইয়াছে। রে পাপাচার রাক্ষসাধম! যেরূপ ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক বেদমন্ত্রসমূহ দ্বারা পবিত্রীকৃতা, স্রুক্ প্রভৃতি ভাণ্ডসমূহে বিভূষিতা যজ্ঞবেদি চণ্ডালের স্পর্শযোগ্যা নহে, সেইরূপ আমিও তোর স্পর্শ যোগ্যা নহি; যেহেতু আমি সেই নিয়ত ধর্ম্মনিরত রামের ধর্ম্মপত্নী, এবং আমার সঙ্কল্পও অত্যন্ত দৃঢ়! যে হংসী নিরন্তর রাজহংসের সহিত পদ্মসমূহের উপরিভাগে ক্রীড়া করে, সে কি প্রকারে তৃণ-মধ্যবর্ত্তী মদ্গু পক্ষীকে দর্শন করিবে। রে রাক্ষস! আমার এই সংজ্ঞাবিহীন দেহ বা জীবন রক্ষণীয় নহে; তুই ইহাকে বন্ধন বা হনন কর, আমি পৃথিবীমধ্যে স্বীয় কলঙ্ক বিস্তার করিতে পারিব না।"

বিদেহরাজ জনকদুহিতা সীতা ক্রোধপ্রযুক্ত রাবণকে তাদৃশ পরুষ বাক্য বলিয়া পুনর্ব্বার আর কিছুই বলিলেন না। পরে রাবণ সীতার সেই রোমহর্ষজনক পরুষ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে এই ভীতি প্রদর্শন বাক্যে প্রত্যুক্তি করিল, "হে চারুহাসিনি মিথিলারাজনন্দিনি! তুমি আমার বাক্য শ্রবণ কর। হে ভামিনি! তুমি যদি সংবৎসর কালের মধ্যে আমার অনুগতা না হও; তবে পাচকেরা আমার প্রাতর্ভোজনের নিমিত্তে তোমাকে খণ্ডে খণ্ডে ছেদন করিবে।"

যাহার প্রভাবে শত্রুরা আর্ত্তধ্বনি করে, সেই রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া সীতাকে তাদৃশ পরুষ বাক্য বলিয়া বিরূপা, ঘোরদর্শনা' রক্তমাংস ভোজনা রাক্ষসীদিগকে "তোরা শীঘ্র ইহার দর্প অপনয়ন কর" এই বাক্য বলিল। সেই ঘোরদর্শনা ভয়ঙ্করী রাক্ষসীরা অঞ্জলি বন্ধন-পূর্ব্বক তাহার বাক্যানুসারে সীতাকে বেষ্টন

করিল। পরে রাক্ষসরাজ রাবণ যেন পদভরে ভূমণ্ডল কম্পিত ও বিদারিত করতঃ তাহাদিগকে কহিল, "তোরা সকলে, বন্য হস্তিনীর ন্যায়, এই মিথিলারাজদুহিতা সীতাকে অশোক বন মধ্যে লইয়া গিয়া ইহার চতুর্দ্দিকে থাকিয়া ইহাকে গুপ্তভাবে রক্ষা করতঃ সান্ত্বনাপূর্ণ ও ভয়ঙ্কর ভৎসনাপূর্ণ বাক্য সমূহের দ্বারা আমার বশীভূতা করিয়া দে।"

রাক্ষসীরা রাবণকর্ত্তৃক সেইরূপ আদিষ্টা হইয়া মিথিলারাজদুহিতা সীতাকে গ্রহণপূর্ব্বক, নিরন্তর প্রমত্ত বিহঙ্গগণে সেবিত, নানাবিধ অভিলষিত ফল পুষ্প সম্পন্ন বৃক্ষ সমূহে পরিবৃত অশোক বনে গমন করিল। তখন মিথিলারাজ জনকদুহিতা মহাশোকসমন্বিতা মলিনা সীতা রাক্ষসীদিগের বশীভূতা হইয়া, ব্যাঘ্রীদিগের বশীভূতা বা পাশবদ্ধা মৃগীর ন্যায়, সুখলাভ করিলেন না। তিনি বিরূপনয়ন রাক্ষসীগণকর্ত্তৃক অতীব ভৎর্সিতা হইয়া সুখ লাভ করিতে পারিলেন না, প্রত্যুত প্রিয় স্বামী ও দেবরকে স্মরণ করতঃ শোকে ও ভয়ে তাপিতা হইয়া অচেতনা হইলেন।

ইতি ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ ॥ ৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ।

এদিকে মৃগরূপে বিচরণকারী কামরূপী মারীচ রাক্ষসকে হনন করিয়া, রাম অবিলম্বে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া মিথিলারাজদুহিতা সীতাকে দর্শন করিতে অভিলাষ করতঃ বেগে প্রস্থিত হইলে; গোমায়ু তাঁহার পৃষ্ঠদেশে ভয়ঙ্কর স্বরে নিনাদ করিল। রাম গোমায়ুর সেই শব্দে শঙ্কান্বিত হইয়া মারীচের তাদৃশ রোমহর্ষজনক শব্দ চিন্তা করতঃ ঈদৃশী আশঙ্কা করিলেন, "ঐ গোমায়ু যেরূপে শব্দ করিতেছে, তাহাতে আমি বোধ করিতেছি, যে, অশুভ ঘটিবে। এক্ষণে যদি রাক্ষসেরা বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে ভক্ষণ না করে, তবেই মঙ্গল হয়! মৃগরূপধারী মারীচ বিবেচনাপূর্ব্বক আমার স্বর লক্ষ্য করিয়া যে শব্দ করিয়াছে, যদি সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ তাহা শ্রবণ করেন, তবে স্বয়ংই অথবা সেই শব্দ শ্রবণকারিণী মিথিলারাজদুহিতা সীতাকর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার নিকটে সত্বর আগমন করিতে পারেন। রাক্ষসেরা সকলে মিলিত হইয়া সীতাকে বধ করিতে অভিলাষ করিয়াছে, সন্দেহ নাই; যেহেতু মারীচ রাক্ষস কাঞ্চনমৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক আশ্রম হইতে আমাকে বহু দূরে অপনীত করিয়া মদীয় শরে আহত হইয়া লক্ষ্মণকেও অপনীত করিবার মানসে 'হা লক্ষ্মণ! আমি নিহত হইলাম!' এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে। আমি জনস্থান বিনাশ করিয়া রাক্ষসদিগের সহিত শত্রুত্ব উৎপাদন করিয়াছি; অধুনা অতিভয়ঙ্কর অনেক দুর্নিমিত্ত দৃষ্ট হইতেছে; যদি মদ্ব্যতিরেকে তাঁহারা কুশলে থাকেন, তবেই মঙ্গল!"

বিশুদ্ধচিত্ত মহাত্মা রঘুনন্দন রাম প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সেই গোমায়ুশব্দ শ্রবণপূর্ব্বক ঐরূপ চিন্তা করতঃ দ্রুতবেগে আশ্রমের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি মৃগরূপধারী রাক্ষসকর্ত্তৃক নিজের অপনয়ন চিন্তা করতঃ শঙ্কান্বিত হইয়া দীনমানসে ও দীনভাবে জনস্থানে আগমন করিলেন। তখন মৃগ ও পক্ষীরা তাঁহাকে বামভাগে রাখিয়া গমন করতঃ নানাবিধ ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে লাগিল। রঘুনন্দন রাম সেই সমস্ত ভয়ঙ্কর দুর্নিমিত্ত অবলোকন করতঃ যাইতে যাইতে পথিমধ্যে লক্ষ্মণকে প্রভাবিহীন হইয়া অভিমুখে আগমন করিতে দর্শন করিলেন। অনন্তর, লক্ষ্মণ ক্রমে রামের নিকটবর্ত্তী হইলেন। তখন তাঁহারা উভয়েই দুঃখিত ও বিষাদসমন্বিত ছিলেন। পরে রঘুনন্দন রাম স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণকে রাক্ষসসেবিত নির্জ্জন অরণ্যমধ্যে সীতাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সমাগত দেখিয়া তদীয় দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহাকে নিন্দাকরতঃ আর্ত্তের ন্যায়, এই শ্রবণকঠোর মধুরার্থক বাক্য বলিলেন, "হে শুভদর্শন লক্ষ্মণ! তুমি সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া এস্থানে আগমন করিয়াছ, তোমার এই কার্য্য অত্যন্ত নিন্দনীয়; সম্প্রতি মঙ্গল হইলেই উত্তম! হে বীর!

এত ক্ষণ জনকদুহিতা সীতা বনচারী রাক্ষসগণকর্ত্তৃক বিনাশিতা বা ভক্ষিতা হইয়া থাকিবেন, এবিষয়ে আমার অণুমাত্রও সংশয় হইতেছে না; যেহেতু আমার নিকটে নানাবিধ অশুভ নিমিত্ত সকল প্রাদুর্ভূত হইতেছে। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ! আমরা কি আশ্রমে যাইয়া জনকদুহিতা সীতাকে জীবিতা ও কুশলসমন্বিতা লাভ করিব? হে মহাবল! গোমায়ু, মৃগ ও পক্ষিসমূহ সূর্য্যসেবিত প্রদীপ্তা দিক্ আশ্রয় করিয়া যাদৃশ শব্দ করিতেছে, তাহাতে কি রাজনন্দিনী সীতার কুশল সম্ভাবিত হইতে পারে! ঐ মৃগরূপধারী রাক্ষস আমাকে প্রলোভনপূর্ব্বক আশ্রম হইতে বহু দূরে অপনীত করিয়া মৎকর্ত্তৃক বহু পরিশ্রমে কোন প্রকারে নিহত হইয়া মরণকালে রাক্ষসরূপ ধারণ করিয়াছে। হে লক্ষ্মণ! আমার মন দীনভাবাপন্ন ও বিষণ্ণ এবং বামচক্ষু স্পন্দিত হইতেছে; সীতা আশ্রমে নাই; তিনি মৃতা কি রাক্ষসকর্ত্তৃক হৃতা হইয়াছেন, অথবা ম্রিয়মাণা হইয়া পথিমধ্যে বর্ত্তমানা রহিয়াছেন, ইহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।"

ইতি সপ্তপঞ্চাশ সর্গ ॥ ৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

দশরথতনয় ধর্ম্মাত্মা রাম লক্ষ্মণকে বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সমাগত, বিষণ্ণচিত্ত ও দীনভাবাপন্ন দেখিয়া ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন, "লক্ষ্মণ! আমি ভয়ঙ্কর দণ্ডকারণ্যের অভিমুখে প্রস্থিত হইলেও, যিনি আমার অনুগামিনী হইয়াছেন, এবং তুমি যাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছ, সেই বিদেহরাজদুহিতা সীতা এক্ষণে কোথায় আছেন?—আমি রাজ্যভ্রষ্ট ও দীনভাবাপন্ন হইয়া দণ্ডকারণ্যে ভ্রমণ করিতেছি, এ সময়েও যিনি আমার দুঃখভোগে সহায়তা করিতেছেন; সেই তনুমধ্যমা বিদেহরাজদুহিতা সীতা এক্ষণে কোথায় আছেন?—হে বীর আমি যদ্ব্যতিরেকে মুহূর্ত্ত কালও জীবিত থাকিতে অভিপ্রায় করি না,—যিনি আমার প্রাণের সহায়তাকারিণী; সেই দেবকন্যাসদৃশী সীতা এক্ষণে কোথায় আছেন? লক্ষ্মণ! বিদেহরাজ জনকের দুহিতা তপ্তকাঞ্চনসদৃশপ্রভান্বিতা সীতা আমার প্রাণ হইতেও প্রিয়তমা; আমি তদ্ব্যতিরেকে পৃথিবীর বা দেবলোকের প্রভুত্ব লাভ করিতে বাসনা করি না; তিনি ত জীবিতা আছেন? হে বীর! আমি যে উদ্দেশে বিবাসিত হইয়াছি, তাহা কি সিদ্ধ হইবে?—লক্ষ্মণ! আমি সীতার নিমিত্তে মৃত হইলে, এবং তুমি অযোধ্যায় গমন করিলে, কেকয়ী দেবী কি সফলমনোরথা হইয়া সুখ লাভ করিবেন?—যাঁহার পুত্রই রাজা থাকিবে, আমার জননী তপস্বিনী কৌসল্যা দেবী মৃতপুত্রা হইয়া কি বিনীতভাবে সেই কেকয়ী দেবীর সেবা করিবেন? লক্ষ্মণ! সাধুচরিতা বিদেহরাজদুহিতা সীতা যদি জীবিতা থাকেন, তবেই আমি পুনর্ব্বার আশ্রমে যাইব; পরন্তু যদি তিনি জীবিতা না থাকেন, তবে প্রাণ পরিত্যাগ করিব। লক্ষ্মণ! আমি আশ্রমে গমন করিলে, যদি বিদেহরাজদুহিতা সীতা আমার অগ্রভাগে হাস্য করিতে করিতে আমাকে সম্ভাষা না করেন, তবে আমি বিনাশ-প্রাপ্ত হইব! লক্ষ্মণ! তপস্বিনী বিদেহরাজ জনকদুহিতা সীতা অধুনা জীবিত আছেন; কি না, তাহা তুমি বল! তুমি প্রমত্ত হইলে, তিনি কি রাক্ষসগণ-কর্ত্তৃক ভক্ষিতা হইয়াছেন? যিনি চিরকালই দুঃখ-ভোগের অযোগ্যা, সেই সুকুমারী বালা বিদেহরাজদুহিতা সীতা অধুনা আমার বিয়োগে দুর্ম্মনা হইয়া শোক করিতেছেন, সন্দেহ নাই। সেই দুরাত্মা ক্রূর রাক্ষস উচ্চস্বরে 'হা লক্ষ্মণ!' বলিয়া সর্ব্ব প্রকারে তোমারও ভয় উৎপাদন করিয়াছে। আমি বোধ করি, বিদেহরাজদুহিতা সীতা মদীয় শব্দ-সদৃশ সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। পরে তিনি ভীতা হইয়া তোমাকে প্রেরণ করিলে, তুমি আমাকে দেখিবার নিমিত্তে শীঘ্র এখানে আগমন করিয়াছ। সে যাহা হউক, তুমি সীতাকে বনমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্ব প্রকারেই ক্লেশকর কার্য্য করিয়াছ,

এবং নৃশংস রাক্ষসদিগকে প্রতীকার করিতে অবসর দিয়াছ। মাংসভোজী ভয়ঙ্কর রাক্ষসেরা খরের বিনাশে দুঃখিত হইয়াছে; অতএব তাহারা সীতাকে বিনাশ করিয়া থাকিবে, সন্দেহ নাই। হে শত্রুসূদন! আমি সর্ব্বতোভাবে ব্যসনে মগ্ন হইলাম! হা! এক্ষণে আর কি করিব! আমার আশঙ্কা হইতেছে, যে, আমার ঈদৃশ ব্যসন অবশ্যম্ভাবী।'

পিপাসায় শুষ্কবদন এবং ক্ষুধা ও পরিশ্রমে বিষাদ-সম্পন্ন সেই রঘুনন্দন বীর রাম দুঃখার্ত্ত লক্ষ্মণকে ঐরূপ জিজ্ঞাসা-পূর্ব্বক নিন্দা করিতে করিতে বরারোহা সীতাকেই চিন্তা করতঃ লক্ষ্মণের সহিত ত্বরান্বিত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ-সহকারে, জনস্থানে যে প্রদেশে আশ্রম ছিল, তথায় আগমন করিলেন, এবং আশ্রম-সন্নিহিত প্রদেশ শূন্য দেখিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাও শূন্য দেখিলেন। পরে তিনি আশ্রম-সন্নিহিত প্রত্যেক বিহার-স্থানে যাইয়া তৎসমস্ত শূন্য দেখিয়া, আমার এই ভার্য্যা-বিয়োগরূপ ব্যসন অবশ্যম্ভাবী, ইহা বিবেচনা করিয়া হৃষ্ট-রোমা ও ব্যথিত হইলেন।

ইতি অষ্টপঞ্চাশ সর্গ ॥ ৫৮ ॥

একোনষষ্টি সর্গ।

রঘুনন্দন রাম আশ্রম হইতে সমাগত সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণের সহিত আশ্রমের অভিমুখে গমন করতঃ দুঃখ-প্রযুক্ত পথিমধ্যে পুনর্ব্বার তাঁহাকে এই বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যখন আমি তোমার প্রতি বিশ্বাস করিয়াই বনমধ্যে বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি; তখন তুমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া কিপ্রকারে এখানে আগমন করিয়াছ? লক্ষ্মণ! তুমি মিথিলারাজদুহিতা সীতাকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আগমন করিতেছ, দর্শন করিয়া, আমার চিত্ত যে সুমহৎ পাপ আশঙ্কা করত ব্যথিতঃ হইতেছে; তাহা সত্য; যেহেতু পথি-মধ্যে দূর হইতেই তোমাকে সীতা-বিহীন দেখিয়া, আমার হৃদয় এবং বাম হস্ত ও নয়ন কম্পিত হইতেছে।'

শুভলক্ষণ, সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণ দুঃখান্বিত রাম-কর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া আরও দুঃখিত হইলেন, এবং তাঁহাকে কহিলেন, "আমি ইচ্ছা বশতঃ স্বয়ং এস্থানে আগমন করি নাই, পরন্তু সীতা কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়াই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া এখানে আপনার নিকটে আসিয়াছি! লক্ষ্মণ! পরিত্রাণ কর!" আপনার তুল্য ভয়ব্যাকুল-স্বরে এই যে বাক্য উচ্চারিত হয়, তাহা বিদেহরাজদুহিতা সীতার শ্রবণগোচর হইয়াছিল। হে আর্য্য! তিনি সেই আর্ত্তধ্বনি শ্রবণ করিয়া ভয়ে ব্যাকুলা হইয়া আপনার প্রতি স্নেহবশতঃ রোদন করতঃ আমাকে 'শীঘ্র যাও! শীঘ্র যাও!' ইহা বলিলেন। আমি মিথিলারাজদুহিতা সীতার্কৃক বারংবার 'গমন কর,' এই বাক্যে নিয়োজিত হইয়া তদীয় বিশ্বাসজনক এই বাক্যে তাঁহাকে প্রত্যুক্তি করিলাম, 'রামের ভয় উৎপাদন করিতে পারে, ঈদৃশ কোন রাক্ষসকে আমি দেখিতে পাইতেছি না; তাঁহাতে ঈদৃশ বাক্য প্রয়োগ করাও সম্ভাবিত নহে; অতএব এই বাক্য কোন রাক্ষসকর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে, সন্দেহ নাই; আপনি সুস্থিতা হউন! হে সীতে! যিনি দেবতাদিগকেও পরিত্রাণ করেন, সেই আর্য্য রাম কিপ্রকারে "আমাকে পরিত্রাণ কর!" এই নীচোচিত নিন্দিত বাক্য বলিবেন! কোন রাক্ষস কোন কারণে আমার ভ্রাতা রামের স্বর অবলম্বন করিয়া ভয় বিপর্য্যস্ত স্বরে "লক্ষ্মণ! আমাকে পরিত্রাণ কর!" এই বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকিবে। হে শোভনে! "আমাকে ত্রাণ কর," এই বাক্য ত্রাস-প্রযুক্ত কোন রাক্ষসকর্ত্তৃকই উক্ত হইয়াছে; আপনি, নীচবংশীয়া মহিলার ন্যায়, ব্যথিতা হইবেন না। ইন্দ্রপ্রমুখ দেবেরাও যুদ্ধে রঘুনন্দন রামকে জয় করিতে পারিবেন না; অধিক কি, তাঁহাকে যুদ্ধে জয় করিতে পারে, ত্রিলোকমধ্যে ঈদৃশ ব্যক্তি জন্মে করে নাই, করিতেছে না, এবং করিবে না!

অতএব আপনি বিষাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক সুস্থ হইয়া আমাকে তাঁহার নিকটে প্রেরণ করিবার অভিলাষ পরিত্যাগ করুন্।'

"তখন বিদেহরাজদুহিতা সীতার চিত্ত মোহিত হইয়াছিল, সুতরাং তিনি মৎকর্ত্তৃক সেইরূপ উক্তা হইয়া অশ্রু মোচন করিতে করিতে আমাকে এই সুদারুণ বাক্য বলিলেন, 'তুই আমার প্রতি অত্যন্ত পাপাভিসন্ধি করিয়াছিস্! রাম নিহত হইলে, তুই আমাকে লাভ করিতে বাসনা করিতেছিস্; কিন্তু আমাকে লাভ করিতে পারিবি না! বোধ হইতেছে, যে, তুই ভরতের সঙ্কেতানুসারে রামের অনুগমন করিয়াছিস্; যেহেতু তিনি পরিত্রাণার্থে অত্যন্ত চীৎকার করিতেছেন, তথাপি তুই তাঁহার নিকট গমন করিতেছিস্ না! তুই রঘুনন্দন রামের শত্রু; আমাকে লাভ করিবার নিমিত্তে তদীয় ব্যসন কামনা করিয়া গুপ্ত ভাবে মিত্ররূপে তাঁহার অনুগমন করিয়াছিস্; তজ্জন্যই এ সময়ে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতেছিস্ না!'

"বিদেহরাজ দুহিতা সীতা ঐরূপ বলিলে, আমার অত্যন্ত ক্রোধ হইল, এমন কি, ক্রোধে নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, এবং ওষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগিল। পরে আমি আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়াছি।"

লক্ষ্মণ ঐরূপ বলিলে রাম সন্তাপে মোহিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে "শুভদর্শন! তুমি যে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া এখানে আগমন করিয়াছ, ইহাতে ত্বৎকর্ত্তৃক অতি মন্দ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে! আমি রাক্ষসদিগকে নিবারণ করিতে পারি, ইহা বিশেষরূপে অবগত থাকিয়াও তুমি কিপ্রকারে মিথিলারাজদুহিতা সীতার ঐ ক্রোধ বাক্যে আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়াছ। তুমি যে ক্রোধান্বিতা মিথিলারাজদুহিতা সীতার পরুষ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক এখানে আগমন করিয়াছ, তাহাতে আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইতেছি না। তুমি সীতাকর্ত্তৃক নিয়োজিত ও ক্রোধের বশীভূত হইয়া যে আমার আদেশ পালন কর নাই, তোমার এই কার্য্য সর্ব্বতোভাবে নীতিবিরুদ্ধ। যে মৃগরূপে আমাকে আশ্রম হইতে অপনীত করিয়াছে, সেই রাক্ষস মৎকর্ত্তৃক শরদ্বারা নিহত হইয়া ঐ ভূতলে শয়ন করিতেছে। আমি অবলীলাক্রমে ধনু আকর্ষণপূর্ব্বক শর সন্ধান করিয়া মোচন করিলে, ও তদ্দারা তাড়িত হইয়া মৃগদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভয়ঙ্কর শব্দ করতঃ কেয়ূরধারী রাক্ষস হইল। তুমি যে বাক্য শ্রবণ করিয়া মিথিলারাজদুহিতা সীতাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক আগমন করিয়াছ, ঐ রাক্ষস আমার শরে আহত হইয়া বহু দূরস্থ ব্যক্তির শ্রবণযোগ্য মদীয় স্বর অবলম্বন পূর্ব্বক আর্ত্তভাবে সেই সুদারুণ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে।"

ইতি ঊনষষ্টি সর্গ ॥ ৫৯ ॥

ষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর, রাম আশ্রমের অভিমুখে দ্রুতবেগে গমন করতঃ স্খলিতপদ হইলেন, এবং তাঁহার বাম নয়ন স্পন্দিত ও শরীর কম্পিত হইল। তিনি বারংবার অশুভ নিমিত্ত সকল দর্শন করতঃ "সীতার কি মঙ্গল হইবে;" বলিলেন, এবং সীতাকে দেখিবার নিমিত্তে ত্বরান্বিত হইয়া আশ্রমে যাইয়া তাহা শূন্য দর্শন করতঃ উদ্বিগ্নচিত্ত হইলেন। পরে রঘুনন্দন রাম হস্তবিক্ষেপসহকারে আশ্রমের চতুর্দ্দিকে বেগে ভ্রমণ করতঃ সেই সেই স্থান শূন্য দেখিয়া পর্ণকুটীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাও সীতাশূন্য ও হেমন্তে হিমবিধ্বস্ত পদ্মসমাকুল পদ্মাকর সরোবরসদৃশ শ্রীভ্রষ্ট দর্শন করিলেন। আশ্রমমণ্ডল সীতারহিত, বনদেবতাগণকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত, বিষাদান্বিত মৃগপক্ষিসমূহে সেবিত, শ্রীভ্রষ্ট এবং পতিত কট, কুশাসন, অজিন ও কুশসমূহে সমাকুল হইয়া মলিনপুষ্পযুক্ত বৃক্ষসমূহদ্বারা যেন ঊর্দ্ধহস্তে রোদন করিতেছে, দেখিয়া, তিনি বারংবার বিলাপ করতঃ কহিলেন, হা! "সীতা মরিয়াছেন, কি অনুদ্দিষ্টা হইয়াছেন! অথবা রাক্ষসেরা তাঁহাকে ভক্ষণ করিয়াছে, কি হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে! কিংবা সেই ভীরু সীতা বন আশ্রয় করিয়া

লুক্কায়িতা হইয়াছেন, কি পুষ্প চয়ন বা ফল আহরণ করিবার নিমিত্তে গিয়াছেন, অথবা জল আনয়নার্থে নদীতে গমন করিয়াছেন, কিংবা ভ্রমণার্থে পথিমধ্যে নির্গতা হইয়াছেন।"

অনন্তর, শ্রীমান্ রাম প্রযত্নসহকারে বনমধ্যে প্রেয়সী সীতাকে অনুসন্ধান করতঃ প্রাপ্ত না হইয়া শোকে লোহিতলোচন হইলেন, এবং উন্মত্তের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন। পরে তিনি শোকরূপপঙ্কযুক্ত সাগরমধ্যেনিমগ্ন হইয়া বৃক্ষে বৃক্ষে, নদনদীতে ও পর্ব্বত সকলে ভ্রমণ করতঃ বিলাপ করিতে লাগিলেন, "অহে কদম্ব! তুমি আমার প্রেয়সী মনোহরবদনা সীতার প্রিয়, তুমি কি তাঁহাকে দর্শন করিয়াছ? যদি তুমি তাঁহাকে অবগত থাক, তবে আমাকে বল। —অহে বিল্ব! মনোহরপল্লবসদৃশ দ্যুতিশালিনী, পীতবর্ণকৌশেয় বসনপরিধায়িনী সীতার স্তন তোমার ফলের সদৃশ; যদি তুমি তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাক, বল।—অহে অর্জ্জুন! তুমি আমার প্রেয়সী জনকদুহিতা কৃশাঙ্গী সীতার প্রিয়; অধুনা তিনি জীবিতা আছেন, কি না, ইহা তুমি আমার নিকটে কীর্ত্তন কর।—এই ককুভ বৃক্ষ লতা, পল্লব ও পুষ্পসমূহে সমাকুল হইয়া অতীব শোভিত হইয়াছে; এ নিশ্চয়ই প্রশস্ত উরুসমন্বিতা মিথিলারাজদুহিতা সীতাকে অবগত থাকিবে। —অহে শোকনাশক অশোক! আমি অত্যন্ত শোকাক্রান্ত চিত্ত হইয়াছি; তুমি সত্বর আমারে প্রিয়াকে প্রদর্শন করিয়া শোকবিহীন কর।—অহে তাল! যাঁহার স্তন তোমার পক্ব ফলের সদৃশ, যদি তুমি সেই বরারোহা সীতাকে দর্শন করিয়া থাক, এবং যদি তোমার আমার প্রতি দয়া হয়, তবে আমার নিকটে তাঁহার বৃত্তান্ত কীর্ত্তন কর।—অহে জম্বুবৃক্ষ! যদি আমার প্রেয়সী স্বর্ণবর্ণা সীতার বৃত্তান্ত তোমার অবগত থাকে,—যদি তুমি তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাক, তবে নিশঙ্ক-চিত্তে আমাকে তাঁহার বার্ত্তা প্রদান কর।—অহে কর্ণিকার! এক্ষণে তুমি পুষ্পিত হইয়া অত্যন্ত শোভান্বিত হইয়াছ! তুমি মদীয় প্রেয়সী সাধ্বী সীতার প্রিয়; যদি তাঁহাকে অবলোকন করিয়া থাক, তবে আমার নিকটে বল।"

মহাযশা রাম বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে আম্র কদম্ব, পনস, মহাশাল, কুরব, দাড়িম, বকুল, পুন্নাগ, চন্দন ও কেতর বৃক্ষের নিকটে যাইয়া তাহাদিগকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক সীতার বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করতঃ, উন্মত্তের ন্যায়, লক্ষিত হইলেন। "অহে মৃগ! তুমি কি আমার প্রেয়সী মৃগশিশুনয়না মিথিলারাজ দুহিতা সীতাকে অবগত আছ? তিনি মৃগ দর্শনে ঔৎসুক্যবশতঃ মৃগীদিগের সমভিব্যাহারিণী হইয়া থাকিবেন।—অহে গজবর! যাঁহার উরু তোমারি করের সদৃশ; তুমি সেই সীতাকে দর্শন করিয়া থাকিবে; আমি বোধ করি, তুমি তাঁহার বৃত্তান্ত অবগত আছ, আমার নিকটে কীর্ত্তন কর।—অহে ব্যাঘ্র! যদি তুমি আমার প্রেয়সী মিথিলারাজ তনয়া চন্দ্রাননা সীতাকে দর্শন করিয়া থাক, তবে আমার নিকটে বিশ্বস্তচিত্তে কীর্ত্তন কর; তোমার ভয় নাই।—হে প্রিয়ে। তুমি কেন ধাবিতা হইতেছ? হে কমলনয়নে! আমি তোমাকে দেখিতে পাইয়াছি; তুমি কিকারণে বৃক্ষমধ্যে লুক্কায়িতা হইয়া আমার সহিত সম্ভাষা করিতেছ না? হে বরারোহে! তুমি অবস্থিতা হও; তোমার কি আমার প্রতি করুণা নাই? তুমি ত অত্যন্ত হাস্যশীলা নহ, তবে কিজন্য আমাকে উপেক্ষা করিতেছ? হে বরবর্ণিনি! আমি তোমাকে ধাবিতা হইতে দেখিয়াছি; তুমি পীতবর্ণ কৌশেয় বসনদ্বারা পরিচিতা হইয়াছ; এক্ষণে যদি আমার প্রতি তোমার প্রণয় থাকে, তবে অবস্থিতা হও। না, এ ত সেই চারুহাসিনী সীতা নহে, কেন না, তিনি ঈদৃশ ক্লেশের সময়ে কখনই আমাকে উপেক্ষা করিতেন না; রাক্ষসেরা নিশ্চয়ই তাঁহাকে হিংসা করিয়া থাকিবে। মাংসভোজী রাক্ষসেরা আমার অসন্নিধানে নিশ্চয়ই মদীয় প্রেয়সী বালা সীতার অবয়ব সমস্ত বিভক্ত করিয়া ভক্ষণ করিয়াছে। তাঁহার সেই মনোহর দন্তযুক্ত, উৎকৃষ্টনাসিকাবিশিষ্ট, শুভকুণ্ডলসমন্বিত, পূর্ণচন্দ্রসদৃশ বদন রাক্ষসগ্রস্ত হইয়া প্রভাবিহীন

হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। আমার প্রেয়সী সীতা বিলাপ করিতে থাকিলে, তাঁহার উৎকৃষ্ট গ্রৈবেয়যোগ্যা, চন্দনসবর্ণা, কোমলা, মনোহারিণী গ্রীবা রাক্ষসকর্ত্তৃক ভক্ষিতা হইয়াছে। রাক্ষসেরা নিশ্চয়ই সীতাকর্ত্তৃক ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্যমাণ, কম্পিতাগ্র, পল্লবসদৃশ কোমল, বলয় ও অন্যান্য আভরণযুক্ত তদীয় হস্তদ্বয় ভক্ষণ করিয়াছে। যেমন কোন স্ত্রী বহুবান্ধবা হইয়াও বনমধ্যে সহচরকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া হিংস্র জন্তুকর্ত্তৃক ভক্ষিতা হয়, তদ্রূপ সীতা বহুবান্ধবা হইয়াও আমাদিগকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া রাক্ষসকর্ত্তৃক ভক্ষিতা হইয়াছেন; আমি তাঁহার মৃত্যুর নিমিত্তেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম!—হে মহাবাহো লক্ষ্মণ! তুমি কি প্রেয়সী সীতাকে দেখিতে পাইতেছ?—হা প্রিয়ে সীতে! তুমি কোথায় গিয়াছ? হা ভদ্রে!” বারংবার এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে, তিনি বনে বনে বেগে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, এবং প্রেয়সীর অন্বেষণে তৎপর হইয়া কখন বেগে ভ্রমণ, কখন বা বলসহকারে লম্ফ প্রদান করিতে এবং কখন বা, উন্মত্তের ন্যায়, দৃষ্ট হইতে থাকিলেন। পরে তিনি অনেক পর্ব্বত, নদী, প্রস্রবণ, কানন ও বনমধ্যে ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু কোথায়ও অবস্থিত হইলেন না। পরে তিনি এক অতি বৃহৎ মহাবনে প্রবিষ্ট হইয়া সমগ্র বন ভ্রমণ করিয়াও সীতার প্রাপ্তিবিষয়ে পূর্ণাভিলাষ হইলেন না, তথাপি পুনর্ব্বার প্রেয়সীর অনুসন্ধানে পরম প্রযত্ন করিতে লাগিলেন।

ইতি ষষ্টিতম সর্গ ॥ ৬০ ॥

একষষ্টিতম সর্গ।

দশরথতনয় রাম আশ্রম প্রদেশ শূন্য, পর্ণশালা সীতারহিতা ও আসন সমস্ত পতিত অবলোকনপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিয়াও বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে দেখিতে না পাইয়া মনোহর হস্তদ্বয় উৎক্ষেপণ করতঃ চীৎকার করিলেন, এবং কহিলেন, “লক্ষ্মণ! আমার প্রেয়সী বিদেহরাজনন্দিনী সীতা কোথায়? তিনি এস্থান হইতে কোন্ স্থানে গিয়াছেন? হে সুমিত্রানন্দন! তাঁহাকে কি কেহ হরণ করিয়াছে, কিংবা কেহ ভক্ষণ করিয়াছে?—হে সীতে! যদি তুমি বৃক্ষমধ্যে লুক্কায়িতা হইয়া আমার সহিত উপহাস করিতে ইচ্ছা করিয়া থাক, তবে আমার এই অত্যন্ত দুঃখের সময়ে তোমার আর উপহাস করিবার আবশ্যক নাই, শীঘ্র আমাকে ভজনা কর। হে শুভদর্শনে সীতে! তুমি যে সমস্ত সুবিশ্বস্ত মৃগশিশুদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে, অধুনা উহারা তোমার বিরহে অশ্রুব্যাপ্তনয়ন হইয়া তোমাকে ধ্যান করিতেছে।—লক্ষ্মণ! আমি সীতাবিহীন হইয়া জীবন ধারণ করিতে পারিব না, সুতরাং আমি সীতাহরণ জন্য শোকে মৃত হইলে, মদীয় পিতা মহারাজ দশরথ পরলোকে আমাকে দর্শন করিবেন, এবং আমার কামচারিত্ব, মিথ্যাবাদিত্ব ও নীচত্বপ্রযুক্ত আমাকে নিশ্চয়ই এইরূপ বাক্য বলিবেন, যে, তুমি মৎকর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া আমার নিকটে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক সেই সময় পূরণ না করিয়া কিপ্রকারে আমার নিকটে আসিয়াছ! তোমাকে ধিক্!—হে বরারোহে সীতে! অধুনা আমি ভগ্নমনোরথ, শোকসন্তপ্ত, দীনভাবাপন্ন ও অস্বাধীন হইয়া তোমার দয়ার যোগ্য হইয়াছি, কিন্তু কীর্ত্তি যেরূপ কুটিলচরিত্র ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিতেছ? হে সুমধ্যমে! তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিও না; কেন না, আমি তোমার বিরহে স্বীয় জীবন পরিত্যাগ করিব।”

রঘুনন্দন রাম এইরূপ বিলাপ করতঃ সীতাদর্শনাভিলাষী ও অতিদুঃখার্ত্ত হইয়া জনকদুহিতা সীতাকে দেখিতে পাইলেন না। পরে হস্তী যেমন বিপুল পঙ্কে পতিত হইয়া অবসন্ন হয়, তদ্রূপ তিনি সীতার অপ্রাপ্তিনিবন্ধন শোকে নিমগ্ন হইয়া অবসন্ন হইলে, লক্ষ্মণ তদীয় হিতাভিলাষে তাঁহাকে কহিলেন, “হে মহাবুদ্ধে! আপনি বিষাদ করিবেন না, প্রত্যুত, আমার সহিত এই বহুকন্দর শোভিত গিরিকাননে তাঁহার অন্বেষণে প্রযত্ন করুন। হে বীর! মিথিলারাজদুহিতা সীতা বনদর্শনে

নিতান্ত সমুৎসুকা, এবং বনভ্রমণও তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়, সুতরাং তিনি কোন বনে প্রবেশ করিয়া থাকিবেন; বা কোন পুষ্প-শোভিত পদ্মাকর সরোবরে, কি মৎস্য ও বঞ্জুলনামকবিহগসেবিতা নদীতে গিয়া থাকিবেন; অথবা আমাদিগকে ত্রাসিত করিবার কিংবা আপনার ও আমার তাঁহার প্রতি যে কত দূর প্রীতি ও ভক্তি, তাহা জানিবার অভিলাষে কোন বনে লুক্কায়িতা হইয়া থাকিবেন; অতএব হে শ্রীসম্পন্ন পুরুষশ্রেষ্ঠ! চলুন, শীঘ্র আমরা তাঁহার অন্বেষণে প্রযত্ন করি। হে কাকুৎস্থ! আপনি বৃথা শোকে মনোনিবেশ করিবেন না; আপনি যদি উপযুক্ত বোধ করেন, তবে, জনকদুহিতা সীতা যথায় থাকুন, আমরা সকল বনই অন্বেষণ করি।"

রাম লক্ষ্মণকর্ত্তৃক সৌহার্দ্দবশতঃ সেইরূপ উক্ত হইয়া প্রযত্নসহকারে তাঁহার সহিত অন্বেষণ করিতে উপক্রম করিলেন। তখন সেই দুই দশরথনন্দন বিবিধ বন, পর্ব্বত, সরোবর, নদী এবং পর্ব্বতের সানু, শিখর ও সমতল প্রদেশে সীতার অন্বেষণ করতঃ তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেন না। রাম সমগ্র পর্ব্বত অন্বেষণ করিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন, লক্ষ্মণ! এই পর্ব্বতে শুভচরিতা বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে দেখিতে পাইতেছি না!"

অনন্তর, লক্ষ্মণ দুঃখসন্তপ্ত হইয়া দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করতঃ প্রদীপ্ততেজা ভ্রাতা রামকে কহিলেন, "হে মহাপ্রাজ্ঞ! যেরূপ মহাবাহু বিষ্ণু বলিকে বন্ধন করিয়া এই পৃথিবী প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেইরূপ আপনি মিথিলারাজ জনকদুহিতা সীতাকে প্রাপ্ত হইবেন!"

দুঃখাভিহতচিত্ত রঘুনন্দন রাম বীর লক্ষ্মণকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে কাতরস্বরে বলিলেন, "হে মহাপ্রাজ্ঞ! সমগ্র বন, প্রস্ফুটিতপদ্ম পদ্মাকর সরোবর সকল এবং এই বিবিধ কন্দর ও নির্ঝরসমন্বিত পর্ব্বত অন্বেষণ করা হইল, কিন্তু প্রাণ হইতেও গুরুতরা বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে দেখিতেছি না"

সীতাহরণসন্তপ্ত কমললোচন রাম দীনভাবে ঐরূপ বিলাপ করতঃ অতীব শোকাবিষ্ট হইয়া মুহূর্ত্ত কাল বিহ্বল হইলেন! তিনি দীন, আতুর বুদ্ধিহীন, চৈতন্যশূন্য ও স্পন্দহীনদেহ হইয়া সুদীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ অবসাদ প্রাপ্ত হইলেন, এবং দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ বাষ্পগদ্গদ স্বরে বারংবার "হা প্রিয়ে!" ইহা বলিতে লাগিলেন। প্রিয়বান্ধব লক্ষ্মণ তখন শোকার্ত্ত হইয়া বিনয়সহকারে অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে থাকিলেন, কিন্তু, তিনি তদীয় মুখনির্গত বাক্যে অনাদর করিয়া প্রেয়সী সীতাকে দেখিতে না পাইয়া বারংবার চীৎকার করিতে লাগিলেন।

ইতি একষষ্টিতম সর্গ ॥ ৬১ ॥

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

কমললোচন মহাবাহু ধর্ম্মাত্মা রঘুনন্দন রাম সীতাকে দেখিতে না পাইয়া শোকে হতচৈতন্য হইয়া কিয়ৎক্ষণ বিলাপ করিলেন। পরে তিনি কামবাণে পীড়িত হইয়া সীতাকে দেখিতে পাইয়াও যেন তাঁহাকে দর্শন করতঃ এই বিলাপযুক্ত দুঃখসমন্বিত বাক্য বলিলেন, "হে প্রিয়ে! পুষ্প তোমার অত্যন্ত প্রিয়; তুমি আমার শোকবর্দ্ধনার্থে অশোকশাখা-শাখাসমূহ দ্বারা স্বীয় শরীর আবরণ করিতেছ! হে দেবি! আমি তোমার অঙ্গুলীরূপ কদলযুক্ত কদলীকাণ্ডসদৃশ উরু দেখিতে পাইতেছি; তুমি আত্মগোপন করিতে পারিবে না! হে ভদ্রে! হাস্য করিতে করিতে কর্ণিকার বনে তুমি বিচরণ করিতেছ! হে দেবি! আর আমার পীড়াদায়ক পরিহাসে তোমার আবশ্যক নাই! হে প্রিয়ে! আমি বোধ করিতেছি, যে, তোমার স্বভাব নিতান্ত পরিহাস প্রিয়; পরন্ত আশ্রমসন্নিধানে ঈদৃশ পরিহাস প্রশস্ত নহে! হে বিশালনয়নে! তোমার পর্ণকুটীর শূন্য রহিয়াছে; শীঘ্র আগমন কর!—লক্ষ্মণ! সীতা নিশ্চয়ই রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক হৃতা বা ভক্ষিতা হইয়াছেন; যেহেতু আমি বিলাপ করিতে থাকিলে, তিনি কখনই পরিহাসচ্ছলেও

আমাকে উপেক্ষা করিতেন না। লক্ষ্মণ ঐ সমস্ত মৃগসমূহ অশ্রুপূর্ণনয়ন হইয়া যেন আমাকে বলিতেছে, যে, সীতা দেবী রাক্ষসগণ কর্তৃক ভক্ষিতা হইয়াছেন।—হা আর্য্যে তুমি কোথায় গিয়াছ? হা বরবর্ণিনি! হা সাধ্বি!—হা! অধুনা কেকয়ী দেবী আমার বিষয়ে পূর্ণমনোরথা হইলেন! হা! আমি সীতার সহিত নির্গত হইয়া তদ্ব্যতিরেকে অযোধ্যা নগরীতে প্রতিগমনপূর্ব্বক কি প্রকারে স্বীয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিব! সকলেই আমাকে নির্দ্দয় ও বীর্য্যহীন বলিবে; সীতাহরণ দ্বারা আমার দীনত্ব স্পষ্টই প্রকাশিত হইতেছে! বনবাসান্তে যখন বিদেহরাজ জনক আমাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন আমি তাঁহাকে কি প্রকারে অবলোকন করিব! তিনি আমাকে সীতাবিহীন দেখিয়া কন্যার বিনাশে সন্তপ্ত হইয়া মোহের বশীভূত হইবেন। স্বর্গগত পিতাই কৃতার্থ হইয়াছেন! তিনি স্বর্গেই বাস করুন্! আমিও ভরতপালিতা অযোধ্যা নগরীতে যাইব না; যেহেতু স্বর্গও যদি সীতা রহিত হয়, তবে তাহাও আমার মতে শূন্য।—লক্ষ্মণ! তুমি আমাকে বনমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া মনোহারিণী অযোধ্যা নগরীতে গমন কর; আমি সীতা ব্যতিরেকে কোন ক্রমেই জীবিত থাকিব না। তুমি ভরতকে গাঢ়তর আলিঙ্গন করিয়া আমার বাক্যানুসারে ইহা বলিও যে, তুমি রাম কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়াছ, রাজ্যপালন কর। হে রিপুসূদন! তুমি আমার আজ্ঞানুসারে মধ্যম জননী কেকয়ী দেবী, সুমিত্রা দেবী ও কৌসল্যা দেবীকে অভিবাদন করিও; অপিচ আমার মতানুবর্ত্তী হইয়া আমার জননীর রক্ষণে যত্নবান্ হইও, এবং বিস্তার ক্রমে আমার ও সীতার বিনাশবার্ত্তা তাঁহাকে প্রদান করিও।”

রঘুনন্দন রাম সীতা ব্যতিরেকে বনমধ্যে দীনভাবে ঐরূপ বিলাপ করিলে, লক্ষ্মণ অতীব দুঃখিত চিত্ত, ভয়ে বিকলমুখ ও আতুর হইলেন।

ইতি দ্বিষষ্টিতম সর্গ ॥ ৬২ ॥

ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

রাজনন্দন রাম প্রিয়া বিহীন, আর্ত্ত এবং ভয় ও শোকে পীড়িত হইয়া ভ্রাতা লক্ষ্মণকে বিষাদিত করতঃ আরও তীব্র বিষাদ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি বিপুল শোকে মগ্ন হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ রোদন করিতে করিতে শোকাক্রান্ত লক্ষ্মণকে শোকজনক ব্যসনানুরূপ এই কথা বলিলেন, “আমি বোধ করি যে, পৃথিবীতলে আমার তুল্য দুষ্কর্ম্মকারী ব্যক্তি আর নাই; কেননা, শোক পরম্পরা আমার হৃদয় ও মন বিদ্ধকরতঃ আমাকে আক্রমণ করিতেছে! পূর্ব্বে আমি নিশ্চয়ই অভিলাষ পূর্ব্বক বারংবার বহুতর পাপজনক কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াছি; অধুনা তাহার ফল উপস্থিত হইয়াছে,—আমি ক্রমশঃ দুঃখ পরম্পরা প্রাপ্ত হইতেছি। লক্ষ্মণ! রাজ্যনাশ, স্বজন বিচ্ছেদ, পিতৃবিনাশ ও জননীবিয়োগ, এ সমস্ত চিন্তা করিলে, আমার শোকবেগ পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। লক্ষ্মণ! বনমধ্যে ক্লেশ অনুভব করিয়াও, আমার এসমস্ত দুঃখ শরীরে প্রশান্ত হইয়াছিল; কিন্তু কাষ্ঠ দ্বারা অগ্নি যেমন সহসা প্রদীপ্ত হয়, তদ্রূপ সীতাবিয়োগ দ্বারা পুনর্ব্বার প্রদীপ্ত হইয়াছে। আমার প্রিয়া শুভচরিতা ভীরু সীতা নিশ্চয়ই রাক্ষসকর্তৃক আকাশপথে অপহৃতা হইয়াছেন! তখন সেই সুস্বরভাষিণী ভয় বশতঃ অতি বিস্বরে বারংবার চীৎকার করিতেছিলেন। আমার প্রেয়সীর নিরন্তর উত্তম প্রিয়দর্শন হরিচন্দন যোগ্য সুবৃত্ত স্তনদ্বয় নিশ্চয়ই শোণিতরূপ পঙ্কে লিপ্ত হইয়া ভূতলে পতিত রহিয়াছে; ঐরূপ আমার পতন হয় না! যেমন চন্দ্র রাহুমুখে শোভিত হয় না, তদ্রূপ আমার প্রিয়ার মনোহর, সুস্পষ্ট মৃদুবাক্যবাদী, কুঞ্চিত কেশভারশোভিত, বদন নিশ্চয়ই রাক্ষসগ্রস্ত হইয়া শোভিত হয় নাই। রুধিরভোজী রাক্ষসেরা নিশ্চয়ই শূন্যপথে আমার প্রেয়সী সুব্রতা সীতার সেই নিরন্তর হারপাশোচিতা গ্রীবা ভেদ করিয়া রক্তপান করিয়াছে। তখন আয়ত মনোহর নয়না সীতা নির্জ্জন বনমধ্যে নিশ্চয়ই মদ্বিহীনা ও রাক্ষসগণকর্ত্তৃক

আবরণপূর্ব্বক আকৃষ্যমাণা হইয়া, কুররীর ন্যায়, দীনভাবে চীৎকার করিতেছিলেন। লক্ষ্মণ! পূর্ব্বে এই প্রদেশে মনোহর হাস্যমুখী উদারস্বভাবা সীতা শিলতলে উপবিষ্টা হইয়া হাস্য করিতে করিতে তোমাকে বিবিধ বাক্য বলিয়াছিলেন। এই নদীপ্রবরা গোদাবরী সর্ব্বদাই আমার প্রিয়ার অত্যন্ত প্রিয়া; আমি এরূপ চিন্তা করিতেছি যে, তথায় গিয়া থাকিবেন; কিন্তু, তিনি একাকিনী কখনই যাইতেন না। পদ্মপলাশ-লোচনা পদ্মবদনা সীতা পদ্ম আনয়নার্থে গিয়া থাকিবেন; তাহাও অযুক্ত; যেহেতু তিনি কখনই আমা ব্যতিরেকে পদ্ম আনয়নার্থে গমন করিতেন না। ইহা হইতেও পারে যে, তিনি এই নানাবিধ পক্ষিসমূহে সেবিত পুষ্পিত বৃক্ষসমূহশোভিত বনে গিয়াছেন; কিন্তু তাহাও অযুক্ত; কেন না, তিনি অতি-ভীরুস্বভাবা, একাকিনী কোথায়ও যাইতে অত্যন্ত ভয় করিতেন।—হে সর্ব্বলোককৃতা-কৃতজ্ঞ আদিত্য! আপনি সমস্ত লোকের সত্য ও অনৃত কর্ম্মের সাক্ষী; আমি নিতান্ত শোকাক্রান্ত হইয়াছি; আমার প্রেয়সী সীতা হৃতা হইয়াছেন, বা কোথায়ও গিয়াছেন, আপনি সমস্ত বলুন।—হে পবন! সমুদায় লোকমধ্যে এরূপ কিছুই নাই, যাহা আপনি বিদিত নহেন; বলুন, কুলমর্য্যাদারক্ষিণী সীতা হৃতা কি মৃতা হইয়াছেন, অথবা পথিমধ্যে বর্ত্তমানা আছেন।"

অদীনচিত্ত ন্যায়পথে স্থিত সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ঐরূপ বিলাপকারী শোকাক্রান্তদেহ চৈতন্যশূন্য রামকে তৎকালোচিত এই কথা বলিলেন, "অধুনা আপনি শোক পরিত্যাগ করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করতঃ তাঁহার অন্বেষণে উৎসাহী হউন; যেহেতু উৎসাহসম্পন্ন মানবেরা ইহ লোকে অতিদুষ্কর কার্য্যেও অবসন্ন হন না।"

রঘুবংশীয়শ্রেষ্ঠ রাম ঐরূপ আপ্তবাক্যবাদী প্রখরপৌরুষ লক্ষ্মণকে লক্ষ্যও না করিয়া ধৈর্য্য পরিত্যাগ করিলেন, এবং আরও সমধিক দুঃখ প্রাপ্ত হইলেন।

চতুঃ ষষ্টিতম সর্গ।

দীনভাবাপন্ন রাম দীনবাক্যে লক্ষ্মণকে বলিলেন, "লক্ষ্মণ তুমি শীঘ্র গোদাবরী নদীতে যাইয়া অবগত হও; যদি সীতা পদ্ম আনয়নার্থে তথায় গিয়া থাকেন।"

ত্বরিতগামী লক্ষ্মণ রামকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া রমণীয়া ঘট্টশোভিতা গোদাবরী নদীতে গমন করিলেন, এবং তথায় অন্বেষণ করিয়া প্রত্যাগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, "আমি গোদাবরীর সমুদায় তীর্থ দর্শন করিয়াছি, তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না; অপিচ অনেক চীৎকারও করিয়াছি, তথাপি তিনি শুনিতে পান নাই। সেই তনুমধ্যমা ক্লেশনাশিনী সীতা কোথায় গিয়াছেন, তাহা আমি জানিতে পারিতেছি না।"

সন্তাপমোহিত দীনভাবাপন্ন রাম লক্ষ্মণের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বয়ংই গোদাবরী নদীতে গমন করিলেন, এবং তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে "সীতা কোথায়?" জিজ্ঞাসা করিলেন। সমস্ত প্রাণী ও গোদাবরী নদী তাঁহাকে ইহা বলিলেন না যে, বধার্হ রাক্ষসেন্দ্র রাবণ সীতাকে হরণ করিয়াছে। গোদাবরী নদী শোককারী রামকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিতা ও প্রাণিগণকর্ত্তৃক "ইহাঁকে প্রিয়ার বার্ত্তা বল," এরূপ নিয়োজিতা হইয়াও তাঁহাকে তাহা বলিলেন না। তিনি দুরাত্মা রাবণের তাদৃশ রূপ ও কর্ম্ম চিন্তা করিয়া ভয়ে রামকে বিদেহ-রাজদুহিতা সীতার বার্ত্তা কহিলেন না! রাম সেই নদী হইতে সীতাদর্শনে নিরাশ ও সীতার অদর্শনে ব্যথিত হইয়া সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে কহিলেন, "হে শুভদর্শন লক্ষ্মণ! এই গোদাবরী নদী কিছুই প্রত্যুত্তর করিতেছেন না; আমি বিদেহরাজদুহিতা সীতা ব্যতিরেকে মাতার ও জনকরাজার নিকটে যাইয়া কি অপ্রিয় কথা বলিব? রাজ্যভ্রংশের পরে বন-মধ্যে বন্য ফলমূলাদিদ্বারা জীবন রক্ষা করিবার সময়েও, যিনি আমার শোক অপনয়ন করিতেন, সেই বিদেহরাজদুহিতা সীতা কোথায় গিয়াছেন? আমি জ্ঞাতিবর্গবিহীন হইয়া সীতাকেও দেখিতে না পাইয়া জাগরণ করিতে

থাকিলে, আমার পক্ষে রাত্রি সকল অতি বৃহৎ হইবে। যদি সীতাকে পাওয়া যায়, তবে আমি মন্দাকিনী, জনস্থান ও ঐ প্রস্রবণনামক পর্ব্বত, এই সকল স্থানেই বিচরণ করিতে পারি। হে বীর! ঐ মহামৃগ সকল আমাকে বারম্বার অবলোকন করিতেছে; আমি উহাদিগের ইঙ্গিত লক্ষ্য করিয়া বোধ করিতেছি, যে, উহারা যেন আমাকে কিছু বলিতে ইচ্ছা করিতেছে।"

পরে রঘুনন্দন রাম মৃগদিগকে নিরীক্ষণ করতঃ বাষ্পগদ্গদ বাক্যে "সীতা কোথায়?" ইহা বলিলেন। সেই মৃগ সকল নরেন্দ্র রামকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া সহসা উত্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে আকাশমণ্ডল প্রদর্শন করতঃ দক্ষিণাভিমুখ হইল, এবং মিথিলারাজদুহিতা সীতা যে দিক্ দিয়া হৃতা হইয়াছেন, সেই দক্ষিণদিক্ অবলম্বনপূর্ব্বক নরপতি রামকে দর্শন করতঃ গমন করিতে লাগিল। তাহারা যে পথ দিয়া গমন করতঃ পথ ও ভূমি নিরীক্ষণ করিতেছিল, ধীমান্ লক্ষ্মণ তাহা লক্ষ্য করিলেন, এবং তাহাদিগের বচনসর্ব্বস্ব স্বরূপ সেই ইঙ্গিত বুঝিতে পারিলেন। পরে তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকে আর্ত্তের ন্যায় বলিলেন, 'দেব! আপনি সীতা কোথায়,' ইহা জিজ্ঞাসা করিলে, ঐ মৃগ সকল সহসা উত্থিত হইয়া দক্ষিণদিক্ ও ভূমি প্রদর্শন করিতেছে, অতএব চলুন, আমরা দক্ষিণদিকে গমন করি; যদি তথায় আর্য্যা সীতা লক্ষিতা হন, অথবা তাঁহার প্রাপ্তির কোন উপায় অবধারিত হয়।'

তখন শ্রীসম্পন্ন কাকুৎস্থ রাম লক্ষ্মণকে "তাহাই হউক," বলিয়া তাঁহার সহিত ভূমিভাগ দর্শন করতঃ দক্ষিণদিকে প্রস্থিত হইলেন। সেই উভয় ভ্রাতা পরস্পর সম্ভাষা করতঃ যাইতে যাইতে দেখিলেন, যে, পথ পতিত পুষ্পসমূহে সমাকীর্ণ রহিয়াছে। বীর রাম ভূতলে পুষ্পবৃষ্টিপতন দর্শন করিয়া দুঃখিত হইয়া দুঃখাক্রান্ত-লক্ষ্মণকে এই বাক্য বলিলেন, লক্ষ্মণ! আমি জানিতে পারিতেছি, যে, বিদেহরাজদুহিতা সীতা কাননমধ্যে মৎপ্রদত্ত যে সমস্ত পুষ্প অঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন, এখানে সেই সমস্ত পুষ্প ঐ পতিত রহিয়াছে। আমি বিবেচনা করি, যে, বায়ু, সূর্য্য ও যশস্বিনী পৃথিবী দেবী আমার প্রিয় সম্পাদন করতঃ এ সমস্ত পুষ্প রক্ষা করিয়াছেন।"

মহাবাহু ধর্ম্মাত্মা রাম পুরুষশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণকে ঐরূপ বলিয়া বহুপ্রস্রবণযুক্ত প্রস্রবণনামক পর্ব্বতকে বলিলেন, "অহে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ! তুমি কি রমণীয় বনমধ্যে মদ্বিরহিতা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কমনীয়া সীতাকে দর্শন করিয়াছ?"

অনন্তর সেই পর্ব্বত উত্তর না দিলে, সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগকে বলে, তদ্রূপ রাম ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাকে পুনর্ব্বার বলিলেন, "অহে পর্ব্বত! আমি যাবৎ তোমার সানু সকল বিধ্বংসিত না করি, তন্মধ্যে তুমি আমারে হেমবর্ণা হেমাঙ্গী সীতাকে দেখাইয়া দেও।"

প্রস্রবণ গিরি মিথিলরাজদুহিতা সীতার বিষয়ে রঘুনন্দন রামকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে সীতারে দেখাইতে অভিলাষ করিয়াও দেখাইতে পারিলেন না। অনন্তর দশরথতনয় রাম তাহাকে আবার বলিলেন, "রে পর্ব্বত! তুই আমার বাণানলে দগ্ধ ভস্মীভূত এবং চতুর্দ্দিকে বৃক্ষ, তৃণ ও পল্লবশূন্য হইয়া সকল ব্যক্তিরই অসেবনীয় হইবি!"

অনন্তর "লক্ষ্মণ! এই গোদাবরী নদী যদি আমাকে চন্দ্রাননা সীতার বার্ত্তা প্রদান না করেন, তবে আমি ইহাঁকেই শরানলে শোষণ করিব।" এরূপ বলিয়া, রাম ক্রোধান্বিত হইয়া নয়ন দ্বারা যেন দগ্ধ করতঃ ইতস্ততঃ অবলোকন করিতে করিতে ভূমিতলে রাক্ষসের মহৎ পদচিহ্ন সকল দেখিতে পাইলেন। অপিচ রাম দর্শনাভিলাষিণী, ইতস্ততঃ প্রধাবিতা, ত্রাসান্বিতা রাক্ষসকর্ত্তৃক অনুগম্যমানা, বিদেহরাজদুহিতা সীতারও অনেক পদচিহ্ন তাঁহার নয়নগোচর হইল। তিনি সীতা ও রাক্ষসের পরিভ্রমণচিহ্ন, ভগ্ন ধনু, ভগ্ন তূণদ্বয় ও বহুধা বিশীর্ণ রথ অবলোকন করিয়া সম্ভ্রান্তহৃদয় হইয়া প্রিয় ভ্রাতা লক্ষ্মণকে কহিলেন, "লক্ষ্মণ! দেখ, সীতার ভূষণের স্বর্ণখণ্ড সকল ও বিবিধ মাল্য ঐ পতিত রহিয়াছে। হে সুমিত্রানন্দন! ভূমিতল চতুর্দ্দিকে স্বর্ণ-

বিন্দুসদৃশ বিচিত্র রক্তবিন্দুসমূহে সমাবৃত রহিয়াছে অবলোকন কর। আমি বোধ করি যে, কামরূপী রাক্ষসেরা বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে ছেদন করিয়া বিভাগপূর্ব্বক ভক্ষণ করিয়াছে। হে সুমিত্রানন্দন! সীতার নিমিত্তে বিবাদ করিয়া, উভয় রাক্ষসের এস্থলে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। হে শুভদর্শন! এই ভূতলপতিত, মুক্তামণিসমাচিত, সুবিভূষিত, রমণীয়, ভগ্ন ধনু কাহার? বৎস! এই তরুণ-সূর্য্য-সবর্ণ, বৈদূর্য্যময়-গুলিকা-সমাচিত ধনু রাক্ষসদিগের বা দেবতাদিগের হইবে। এই ভূতলপতিত বিশীর্ণ কাঞ্চনময় কবচ ও দিব্য মাল্যশোভিত শতশলাকাসমন্বিত ছত্র কাহার? কাহার ঐ ভগ্নদণ্ড রথ ভূতলে পতিত রহিয়াছে? কাহার এই ভয়ঙ্কররূপ, বৃহৎকায়, কাঞ্চনময় উরশ্ছদসম্পন্ন, পিশাচবদন খর সকল যুদ্ধে নিহত হইয়াছে? কাহারই বা এই প্রদীপ্ত পাবকসদৃশ দ্যুতিসম্পন্ন যুদ্ধধ্বজ ও ভগ্ন সাংগ্রামিক রথ পতিত রহিয়াছে? কাহার এই রথাক্ষপরিমিত, স্বর্ণভূষিত, ভয়ঙ্করাকার শর সকল নষ্ট ও সমাকীর্ণ হইয়াছে? লক্ষ্মণ! দেখ, শরপূর্ণ তূণদ্বয় বিধ্বস্ত হইয়াছে! কাহার এই প্রতোদ ও রশ্মিধারী সারথি নিহত হইয়াছে? ঐ পদসঞ্চার নিশ্চয়ই কোন রাক্ষসের হইবে। হে শুভদর্শন! অতিঘোর-হৃদয় কামরূপী রাক্ষসদিগের সহিত আমার জীবনান্তকর অতিমহৎ বৈর উৎপন্ন হইয়াছে, অবলোকন কর! তপস্বিনী সীতা মৃতা, অথবা রাক্ষসগণকর্তৃক হৃতা কি ভক্ষিতা হইয়াছেন; মহাবনমধ্যে তিনি ম্রিয়মাণা হইলে, ধর্ম্ম তাঁহাকে পরিত্রাণ করিলেন না! হে শুভদর্শন লক্ষ্মণ! যখন বিদেহরাজদুহিতা সীতা হৃতা কি ভক্ষিতা হইলেন, তখন দেবতারা আমার আর কি প্রিয় কার্য সম্পাদন করিতে পারেন! লক্ষ্মণ! প্রাণীরা এই সকল কারণেই অজ্ঞানপ্রযুক্ত সমস্ত লোকের কর্ত্তা, পরম দয়ালু, সুরবর, পরমেশ্বরকেও অবমাননা করিয়া থাকে। আমি মৃদুস্বভাব, লোকহিত-নিরত ও পরমদয়ালু; একারণে দেববরেরা আমাকে নিশ্চই নির্বীর্য্য বোধ করেন। লক্ষ্মণ! দেখ, গুণ সকলও আমাতে দোষরূপে পরিণত হইল। শশী যেমন স্বীয় স্নিগ্ধ কিরণ সংহার করিয়া মহাসূর্য্য হয়; তদ্রূপ অদ্য মদীয় তেজ সমস্ত গুণ সংহার করিয়া রাক্ষসদিগের, এমন কি, সমস্ত প্রাণীর নাশার্থে প্রদীপ্ত হইবে। লক্ষ্মণ! যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, রাক্ষস, কিন্নর বা মানব, কেহই সুখ লাভ করিতে পারিবে না। লক্ষ্মণ! দেখ, আমার বাণসমূহে আকাশ-মণ্ডল অবিলম্বে সমাকীর্ণ হইবে। অদ্য আমি বাণসমূহদ্বারা ত্রিলোকবাসী প্রাণীদিগের গমাগম রুদ্ধ করিব। অদ্য মৎকর্ত্তৃক বাণজালে গ্রহসঞ্চার ও চন্দ্রোদয় নিবারিত, নির্ম্মলবায়ু বিনাশিত, সাগর শোষিত, সূর্য্যকিরণ রুদ্ধ, পর্ব্বতশিখর সকল নিপাতিত এবং সমুদায় কানন, বৃক্ষ, লতা ও গুল্ম বিধ্বংসিত হইলে, তিন লোকই সংহারকালের সাদৃশ্য ধারণ করিবে! হে সুমিত্রানন্দন! যদি দেবতারা মঙ্গলে মঙ্গলে আমারে সীতাকে প্রদান না করেন, তবে এই মুহূর্ত্তেই আমার পরাক্রম দর্শন করিবেন। লক্ষ্মণ! সমস্ত আকাশচারী প্রাণীরা মদীয় ধনুর্গুণমুক্ত বাণজালসমূহে সমাকীর্ণ অবকাশবিহীন আকাশমণ্ডলে বিচরণ করিতে পারিবে না। লক্ষ্মণ! অদ্য জগৎ চারিদিকে মর্দ্দিত, বিধ্বস্ত ও ভ্রান্ত মৃগপক্ষি সমূহে সমাবৃত, মর্য্যাদাবিহীন ও অত্যন্ত ব্যাকুল হইবে, অবলোকন কর। অদ্য আমি মিথিলরাজদুহিতা সীতার নিমিত্তে মানবলোকে অবারণীয় আকর্ণসমাকৃষ্ট শরসমূহদ্বারা জগৎ পিশাচ ও রাক্ষসবিহীন করিব। অদ্য দেবতারা মদীয় ক্রোধপ্রমুক্ত দূরগামী শরসমূহের বল দর্শন করিবেন। মদীয় ক্রোধে ত্রৈলোক্য নাশিত হইলে, দেব, দৈতেয়, পিশাচ বা রাক্ষস, কেহই থাকিবে না। দেব, দানব, যক্ষ ও রাক্ষসদিগের লোক সকল অদ্য মদীয় বাণ সমূহে বিচ্ছিন্ন হইয়া খণ্ডে খণ্ডে পতিত হইবে। হে সুমিত্রানন্দন! সীতা হৃতা কি মৃতাই হইয়া থাকুন, যদি দেবতারা আমাকে আমার প্রেয়সী তাদৃশ রূপবতী বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে প্রদান না করেন, তবে আমি তাঁহার দর্শনাবধি শরসমূহদ্বারা সচরাচর ত্রৈলোক্য

এমন কি, সমুদায় জগৎ সন্তাপিত ও বিনাশিত করিব!”

রাম ঐরূপ বলিয়া ক্রোধে রক্তনয়ন ও প্রস্ফুরিতৌষ্ঠপুট হইয়া বল্কল ও অজিন বন্ধনপূর্ব্বক জটাভার বন্ধন করিতে লাগিলেন। তখন সেই ক্রোধাক্রান্ত, তাদৃশ রূপবিশিষ্ট, শ্রীসম্পন্ন, পরপুরবিজয়ী, ধীমান্ রামের দেহ, ক্রুদ্ধ ত্রিপুরবিনাশী রুদ্রের দেহের ন্যায় প্রকাশিত হইল। পরে তিনি লক্ষ্মণের নিকট হইতে ধনু গ্রহণপূর্ব্বক আশীবিষ সর্পসদৃশ ভয়ঙ্কর শর গ্রহণান্তে তাহাতে সন্ধান করিলেন, এবং ক্রুদ্ধ যুগান্তাগ্নি সদৃশ হইয়া এই বাক্য বলিলেন, “যেমন জরা, মৃত্যু, কাল ও বিধি নিয়তই সমস্ত প্রাণীর প্রতি প্রতিহত হয় না, তদ্রূপ আমিও ক্রোধান্বিত হইয়া অনিবারণীয় হইয়াছি, সন্দেহ নাই। যদি দেবতারা অগ্রে আমার নিকটে সেই মনোহরদন্তা, অনিন্দিতা, বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে প্রদান না করেন, তবে আমি দেব, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য, পন্নগ ও পর্ব্বতগণের সহিত জগৎ মর্দ্দিত করিব।”

ইতি চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

তখন রাম সীতাহরণপ্রযুক্ত কাতর, সন্তাপিত ও সাম্বর্ত্তক অনলের ন্যায়, লোক সকলের বিনাশে উদ্যত হইয়া বারম্বার গুণযুক্ত ধনুর্দর্শন ও পুনঃপুনঃ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ, যুগান্ত কালে মহাদেবের ন্যায় সমুদায় জগৎ দগ্ধ করিতে অভিলাষ করিলে, লক্ষ্মণ তাঁহাকে অদৃষ্টপূর্ব্ব ক্রোধান্বিত অবলোকন করিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া পরিশুষ্কমুখে এই বাক্য বলিলেন, “আপনি পূর্ব্বে মৃদু, বশীকৃতেন্দ্রিয় ও সমস্ত প্রাণীর হিতনিরত হইয়া অধুনা ক্রোধের বশে স্বীয়প্রকৃতি পরিত্যাগ করিবেন না। চন্দ্রে লক্ষ্মী, সূর্য্যে প্রভা, বায়ুতে গতি ও পৃথিবীতে ক্ষমা; কিন্তু এই সমুদায় গুণ ও অনুত্তম যশ আপনাতে নিরন্তর বিদ্যমান রহিয়াছে। আমি জানিতে পারিতেছি, যে, একজনই আপনার অপকার করিয়াছে, কেন না একেরই সাংগ্রামিক রথ পতিত রহিয়াছে; অতএব একের অপরাধে সমুদায় লোক বিনাশ করা আপনার বিধেয় নহে। কোন কারণে কোন ব্যক্তির সহিত কোন ব্যক্তির যুদ্ধ হইয়াছিল; যেহেতু এই প্রদেশ অশ্বখুর ও নেমিরেখাসমূহে সমাকীর্ণ ও রক্তবিন্দুসমূহে সংসিক্ত হইয়াছে। হে বাগ্মিপ্রবর রাজনন্দন! এস্থলে ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে; কিন্তু ইহা একেরই সহিত একেরই যুদ্ধ, দুই জনের সহিত নয়; মহাচমূর পদচিহ্ন লক্ষিত হইতেছে না; অতএব একের নিমিত্তে সমুদায় লোক বিনাশ করা উচিত নহে। রাজারা মৃদু, শান্ত স্বভাব ও যুদ্ধে দণ্ডপ্রদাতা হইয়া থাকেন; বিশেষতঃ আপনি সমস্ত প্রাণীর শরণ্য ও পরমা গতি। হে রঘুনন্দন! দেব, গন্ধর্ব্ব, দানব, সাগর বা নদী, কে আপনার ভার্য্যা-বিনাশ সাধুবোধ করিতেছে! হে রঘুনন্দন! যেমন সাধুরা যজ্ঞার্থে দীক্ষিত ব্যক্তির অপ্রিয় করেন না, তদ্রূপ আপনারও কেহ অপ্রিয় করিতেছে না। যে সীতাকে হরণ করিয়াছে, আমার ও মহর্ষিদিগের সহিত ধনুর্দ্ধারী হইয়া আপনার তাহাকেই অন্বেষণ করা উচিত। আমরা সমুদ্র, পর্ব্বত, বন, বিবিধ ভয়ঙ্কর গুহা, পদ্মাকর সরোবর, দেবলোক ও গন্ধর্ব্বলোকসকল প্রযত্নসহকারে তাবৎকাল অন্বেষণ করিব, যাবৎ আপনার ভার্য্যাপহারী ব্যক্তিকে প্রাপ্ত না হইব! হে কোশলেন্দ্র! যদি দেববরেরা সামদ্বারা আপনার পত্নীকে প্রদান না করেন, তবে পশ্চাৎ যাহা কালোচিত হয়, তাহাই করিবেন। হে নরেন্দ্র! যদি আপনি স্বভাব, সাম, নয় ও বিনয়দ্বারা সীতাকে প্রাপ্ত না হন, তবে পশ্চাৎ মহেন্দ্রবজ্রসদৃশ সুদৃঢ় স্বর্ণপুঙ্খ শরসমূহদ্বারা সমুদায় জগৎ উৎসাদন করিবেন।”

ইতি পঞ্চষষ্টিতম সর্গ॥ ৬৫ ॥

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর শোকসন্তপ্ত, মহামোহাবিষ্ট, কাতর, চৈতন্যহীন রাম পূর্ব্ববৎ, অনাথের ন্যায়, বিলাপ করিতে থাকিলে, সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ তদীয় চরণ মর্দ্দনপূর্ব্বক মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহাকে আশ্বাসিত করতঃ এইরূপে প্রবোধিত করিতে লাগিলেন, "দেবগণের অমৃতলাভের ন্যায়, রাজা দশরথ মহাতপস্যা ও মহাযাগদ্বারা আপনাকে পুত্র লাভ করিয়াছেন। তিনি আপনার গুণে বদ্ধ হইয়া আপনার বিয়োগেই দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমি ইহা ভরতের নিকট শ্রবণ করিয়াছি। হে কাকুৎস্থ! যদি আপনি এই সমুপস্থিত দুঃখ সহ্য না করিবেন, তবে অল্পপ্রাণ অপর আর কে সহ্য করিবে! হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনি আশ্বস্ত হউন; আপৎ, অগ্নির ন্যায়, সকল প্রাণীকেই স্পর্শ করে, কিন্তু ক্ষণ কালমধ্যেই দূরীভূত হয়। রাজন্! স্বভাবতঃই প্রাণি সকলের আপৎ হইয়া থাকে; দেখুন; নহুষপুত্র যযাতি ইন্দ্রত্ব লাভ করিলেও, অনীতি তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছে! যিনি আমাদিগের পিতার পুরোহিত, সেই মহর্ষি বসিষ্ঠের এক দিনে শত পুত্র জন্মে, ও এক দিনেই বিনষ্ট হয়। হে কোশলেশ্বর! জগতের মাতা, সর্ব্বলোকনমস্কৃতা ভূমিরও কম্প দেখা যায়। যাঁহারা জগতের প্রবর্ত্তক ও ধর্ম্মাধর্ম্মের সাক্ষী, এবং যাহাদিগের উপর বিশ্বব্যবহারসমুদয় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই সূর্য্য ও চন্দ্রও, রাহু ও কেতু গ্রহকর্ত্তৃক গ্রস্ত হইয়া থাকেন। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! সামান্য দেহীদিগের কথা দূরে থাকুক, দেবতা ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ প্রাণীরাও দৈব হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন না। হে নরবর! ইন্দ্রাদি দেবগণের মধ্যেও নীতি ও অনীতি শ্রুত হইয়া থাকে; অতএব আপনি ব্যথিত হইবেন না। হে বীর রঘুনন্দন। বিদেহরাজদুহিতা সীতা মৃতা বা অপহৃতা হইলেও, স্বভাবানুবর্ত্তী ব্যক্তির ন্যায়, আপনার শোক করা বিধেয় নহে। হে বীর! আপনার সদৃশ সর্ব্ব বিষয়ে বিজ্ঞ, হিতদর্শী মানবেরা সুমহৎ বিপৎপাতেও শোক করেন না। হে নরশ্রেষ্ঠ! প্রাজ্ঞেরা বুদ্ধিদ্বারা বিবেচনা করিয়া শুভ ও অশুভ অবগত হয়েন; আপনিও বুদ্ধিদ্বারা যথার্থরূপে শুভাশুভ বিবেচনা করুন্। প্রত্যক্ষে যাহাদিগের গুণ ও দোষ অবগত হওয়া যায় না, এবং যাহারা ফল উৎপাদন করিয়াই বিনষ্ট হয়, সেই কর্ম্মসমুদায়ের অনুষ্ঠানব্যতীত সুখ বা দুঃখরূপ ফল প্রবৃত্ত হয় না। হে বীর! পূর্ব্বে আপনিই আমাকে অনেকবার ঐরূপ বলিয়াছেন, আপনাকে কে উপদেশ দিতে পারে! সাক্ষাৎ বৃহস্পতিও পারেন না। হে মহাপ্রাজ্ঞ! দেবগণও আপনার বুদ্ধির ইয়ত্তা করিতে পারেন না; আমি কেবল আপনার শোকপ্রসুপ্ত চিত্ত প্রবোধিত করিতেছি। হে ইক্ষ্বাকুপ্রবর! আপনি স্বীয় দিব্য ও মানুষ পরাক্রম বিবেচনা করিয়া শত্রুদিগের বধার্থে প্রযত্ন করুন্। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনার সমুদায় লোক বিনাশ করিবার প্রয়োজন কি? আপনি সেই পাপাচারী শত্রুকে অবগত হইয়া সীতাকে উদ্ধার করুন্।"

ইতি ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ ॥ ৬৬ ॥

সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

মহাবাহু লক্ষ্মণাগ্রজ রঘুনন্দন সারগ্রাহী রাম লক্ষ্মণকর্ত্তৃক উৎকৃষ্ট বাক্যে উক্ত হইয়া সার গ্রহণপূর্ব্বক বলসহকারে স্বীয় প্রবৃত্ত ক্রোধ নিবারণ করিয়া বিচিত্র ধনু ধারণ করতঃ তাঁহাকে কহিলেন, "বৎস লক্ষ্মণ! আমরা কি করিব, কোথায় যাইব, এবং কি উপায়েই বা সীতাকে দেখিতে পাইব, চিন্তা কর।"

অনন্তর, লক্ষ্মণ পরিতাপকারী রামকে বলিলেন, এই বিবিধ বৃক্ষ ও লতাসমূহে সমাবৃত, রাক্ষসগণ সমাকীর্ণ জনস্থান অন্বেষণ করাই আপনার বিধেয়; এস্থানে অনেক গিরিদুর্গ, বিদীর্ণ পাষাণখণ্ড, কন্দর, নানাবিধ মৃগগণে সমাকুলা ভয়ঙ্করী গুহা এবং কিন্নর ও গন্ধর্ব্বদিগের নিবাসস্থান আছে; আপনি আমার সহিত সমাহিত হইয়া তৎসমুদায় অন্বেষণ

করুন্। যেরূপ পর্ব্বতেরা বায়ুবেগে কম্পিত হয় না, তদ্রূপ আপনার সদৃশ বুদ্ধিসম্পন্ন মহাত্মা নরবরেরা বিপৎপাতে কম্পিত হন না।" ক্রোধাক্রান্ত রাম লক্ষ্মণকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া ধনুতে এক ভয়ঙ্কর ক্ষুর অস্ত্র সন্ধান করিয়া তাঁহার সহিত সেই সমগ্র বন পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, তিনি পর্ব্বতকূটসদৃশ, রুধিরলিপ্ত, পক্ষিশ্রেষ্ঠ, মহাভাগ জটায়ুকে ভূতলে পতিত দেখিতে পাইলেন, এবং সেই পর্ব্বতশৃঙ্গসদৃশ পক্ষীকে দর্শন করিয়া লক্ষ্মণকেকহিলেন,'এ নিশ্চয়ই রাক্ষস, গৃধ্ররূপ ধারণ করতঃ কাননমধ্যে ভ্রমণ করিয়া থাকে, এ বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে ভক্ষণ করিয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। এ সীতাকে ভক্ষণ করিয়া যথাসুখে বিশ্রাম করিতেছে; আমি প্রদীপ্তাগ্র অবক্রগামী শরসমূহ দ্বারা ইহাকে বধ করিব।"

রাম ঐরূপ বলিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া সাগরান্তা পৃথিবী চালিত করতঃ ধনুতে ক্ষুর অস্ত্র যোজনা পূর্ব্বক তাহাকে দেখিতে ধাবিত হইলেন। পরে পক্ষিরাজ জটায়ু ফেনযুক্ত রক্ত বমন করতঃ কাতরবাক্যে সেই দীনভাবাপন্ন দশরথনন্দন রামকে বলিলেন, "হে আয়ুষ্মন্! তুমি যাঁহাকে, মহাবনে ওষধীর ন্যায়, অন্বেষণ করিতেছ, সেই সীতা ও মদীয় প্রাণ, এই উভয়ই রাবণকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে! তোমার ও লক্ষ্মণের অসন্নিধানে বলবান্ রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, ইহা দেখিয়া, আমি সীতার পরিত্রাণের নিমিত্তে তাহার সহিত যুদ্ধ করিলাম। পরে মৎকর্ত্তৃক যুদ্ধে তাহার রথ ও ছত্র ভগ্ন হইলে, সে ভূতলে পতিত হইল। ঐ উহার ভগ্ন ধনু, শর ও সাংগ্রামিক রথ পতিত রহিয়াছে। অপিচ উহার ঐ সারথিও মদীয় পক্ষাঘাতে নিহত হইয়া ভূতলে পতিত রহিয়াছে। পরিশেষে আমি পরিশ্রান্ত হইলে, রাবণ খড়্গ দ্বারা আমার পক্ষদ্বয় ছেদন করিয়া বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে লইয়া আকাশপথে গমন করিয়াছে। আমি পূর্ব্বে রাক্ষসকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছি; এক্ষণে তোমার আর আমাকে আঘাত করা উচিত হয় না।"

রাম জটায়ুর নিকটে সীতাবিষয়ক প্রিয়বাক্য অবগত হইয়া মহাধনু পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্মণের সহিত তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক অবশ ও ভূতলে পতিত হইলেন, এবং রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি ধীরতর হইয়াও অসহায় গৃধ্ররাজ জটায়ুকে অতিকষ্টজনক মস্তকস্থ বায়ুমার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া আরও দ্বিগুণ পরিতাপে আর্ত্ত ও দুঃখিত হইলেন, এবং সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে বলিলেন, "আমার রাজ্যভ্রংশ, বনে বাস ও সীতানাশ হইয়াছে, অধুনা এই পক্ষীও নিহত হইলেন; আমার ঈদৃশ দুর্ভাগ্য, যে, অগ্নিকেও দগ্ধ করিতে পারে। যদি এক্ষণে আমি ইচ্ছা করি, যে, জলপূর্ণ সাগরে সন্তরণ করিব, তবে নদীপতি সমুদ্রও আমার দুর্ভাগ্যপ্রভাবে শুষ্ক হইয়া উঠিবে। সচরাচর লোকমধ্যে আমা হইতে সমধিক মন্দভাগ্য আর কেহই নাই; যেহেতু আমি এই মহৎ ব্যসন প্রাপ্ত হইলাম। মদীয় পিতার বয়স্য এই গৃধ্ররাজ জটায়ু আমারই ভাগ্যদোষে আহত হইয়া ভূমিতলে শয়ন করিতেছেন।"

রঘুনন্দন রাম বারংবার ঐরূপ বলিয়া পিতৃস্নেহ প্রদর্শন করতঃ লক্ষ্মণের সহিত তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন। পরে তিনি সেই ছিন্নপক্ষ, রক্তসিক্তদেহ, গৃধ্ররাজ জটায়ুকে "আমার প্রাণসমা সীতা কোথায় গিয়াছেন?" এরূপ জিজ্ঞাসিয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন।

ইতি সপ্তষষ্টিতম সর্গ॥ ৬৭॥

অষ্টষষ্টিতম সর্গ।

রাম ভয়ঙ্কর রাক্ষসকর্ত্তৃক গৃধ্ররাজ জটায়ুকে ভূতলে পাতিত দেখিয়া পরম মিত্র সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে এই বাক্য বলিলেন, "এই পক্ষী আমার অর্থসাধনার্থে প্রযত্নপরায়ণ ও রাক্ষসকর্ত্তৃক যুদ্ধে আহত হইয়া আমার জন্য প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছেন। লক্ষ্মণ! ইঁহার শরীরে প্রাণ অতিকষ্টযুক্ত হইয়া বিদ্যমান আছে; ইনি মৃত্যুকালোচিত স্বরবিহীনও হইয়াছেন, এবং অতিদীনভাবে অবলোকন

করিতেছেন।—হে জটায়ো! আপনার মঙ্গল হউক। যদি আপনি আর কথা কহিতে পারেন, তবে স্বীয় বধ ও সীতাহরণবৃত্তান্ত বর্ণন করুন্। রাবণ কিনিমিত্তে সাধ্বী সীতাকে হরণ করিয়াছে? আমি তাহার নিকট কি অপরাধ করিয়াছি, যে, সে সেই অপরাধ উদ্দেশ করিয়া আমার প্রেয়সীকে হরণ করিয়াছে? হে পক্ষিশ্রেষ্ঠ! তখন সীতার সেই মনোহর চন্দ্রসদৃশ বদন কিরূপ হইয়াছিল, এবং তিনি কি কি কথাই বা বলিয়াছিলেন? হে তাত! আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, সেই রাক্ষসের বীর্য্য ও চরিত্র কিরূপ, রূপ কেমন, এবং নিবাস কোথায়? আপনি বলুন।"

তখন ধর্ম্মাত্মা জটায়ু নিরবধি বিলাপকারী রামকে দীনস্বরে এই বাক্য বলিলেন, "দুরাত্মা রাক্ষসরাজ রাবণ প্রচণ্ডবায়ু ও দুর্দ্দিনকারিণী মহতী মায়া অবলম্বনপূর্ব্বক সীতাকে হরণ করিয়াছে। হে তাত! আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হইলে, রাবণ আমার পক্ষদ্বয় ছেদন করিয়া বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে গ্রহণপূর্ব্বক দক্ষিণদিক্ অভিমুখে প্রস্থান করিয়াছে। হে রঘুনন্দন! আমার প্রাণবায়ু রুদ্ধ হইতেছে, এবং নয়নদ্বয় ঘুরিতেছে; আমি উশীররূপকেশযুক্ত সুবর্ণময় বৃক্ষ সকল দর্শন করিতেছি। রাবণ যে মুহূর্ত্তে সীতাকে লইয়া গমন করিয়াছে; সেই মুহূর্ত্তে যাহার কোন ধন অপহৃত হয়, সেই ব্যক্তি অবিলম্বে সেই ধন লাভ করে। হে কাকুৎস্থ! সেই মুহূর্ত্তের নাম বিন্দ; রাবণ তাহা বুঝিতে পারে নাই। যেরূপ মৎস্য বড়িশ গ্রহণ করিয়া শীঘ্রই বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ সেও অবিলম্বে বিনষ্ট হইবে। তুমি বিদেহরাজ জনকদুহিতা সীতার প্রতি অন্যথাভাব করিও না; যুদ্ধে রাবণকে নিহত করিয়া শীঘ্রই তাঁহার সহিত বিহার করিবে।"

অনন্তর রামের সহিত সম্ভাষাকারী সেই অবিমূঢ়চিত্ত ম্রিয়মাণ গৃধ্ররাজ জটায়ুর মুখ হইতে মাংসযুক্ত রক্ত ক্ষরিত হইতে লাগিল। পরে "রাবণ বিশ্রবার পুত্র, এবং কুবেরের ভ্রাতা;—" এইমাত্র বলিয়াই, তিনি দুর্লভ প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। রাম কৃতাঞ্জলি হইয়া "আরও বলুন, আরও বলুন," এইরূপ বলিতে থাকিলে, গৃধ্ররাজের প্রাণ শরীর পরিত্যাগপূর্ব্বক আকাশে উত্থিত হইল। তিনি ভূমিতলে মস্তক বিক্ষেপসহকারে চরণদ্বয় প্রসারণপূর্ব্বক স্বীয় শরীর বিক্ষিপ্ত করতঃ পতিত হইলেন। রাম সেই পর্ব্বতসদৃশ গৃধ্ররাজ তাম্রনয়ন জটায়ুকে গতজীবন দেখিয়া বহু দুঃখে দীনভাবাপন্ন হইয়া সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে কহিলেন, "এই পক্ষিরাজ রাক্ষসদিগের আবাস দণ্ডকারণ্যে বহু বর্ষ সুখে বাস করিয়া অধুনা দেহ বিসর্জ্জন করিলেন। বহু বর্ষ হইল, ইহাঁর জন্ম হইয়াছিল,—ইনি অত্যন্ত প্রাচীন হইয়াছিলেন; অধুনা নিহত হইয়া ভূতলে শয়ন করিতেছেন; কালের প্রভাব নিতান্ত অনতিক্রমণীয়! লক্ষ্মণ! দেখ, আমার উপকারী এই গৃধ্ররাজ জটায়ু সীতাকে মোচন করিতে উদ্যত হইয়া বলবান্ রাবণকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। ইনি আমার নিমিত্তে পিতৃপিতামহপ্রাপ্ত মহৎ গৃধ্ররাজ্য ও প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। হে সুমিত্রানন্দন! জ্ঞানসম্পন্ন জীবদিগের কথা দূরে থাকুক, পক্ষিযোনিগত জীবদিগের মধ্যেও দুর্ব্বলের আশ্রয়, শৌর্য্যসম্পন্ন ধর্ম্মানুষ্ঠায়ী সাধু সকল দৃষ্ট হইয়া থাকেন। হে শত্রুতাপন প্রিয়দর্শন লক্ষ্মণ! আমার নিমিত্তে নিহত এই গৃধ্ররাজের বিনাশে আমার যাদৃশ দুঃখ হইতেছে, সীতার হরণে আমার তাদৃশ দুঃখ হইতেছে না। মহাযশা শ্রীমান্ রাজা দশরথ আমার যেরূপ পূজনীয় ও মাননীয়, এই পক্ষিরাজও সেইরূপ পূজনীয় ও মাননীয়। হে সুমিত্রানন্দন! তুমি কাষ্ঠ আহরণ কর; আমি অগ্নি উৎপন্ন করিয়া এই গৃধ্ররাজকে দগ্ধ করিব; কেন না, ইনি আমার নিমিত্তে নিহত হইয়াছেন। হে সুমিত্রানন্দন! ভয়ঙ্কর রাক্ষসকর্ত্তৃক নিহত এই পক্ষিরাজকে আমি চিতায় আরোপণপূর্ব্বক দগ্ধ করিব।—হে মহাবল গৃধ্ররাজ! নিরন্তর যজ্ঞানুষ্ঠায়ী, আহিতাগ্নি, সংগ্রামে অনিবর্ত্তী ও ভূমিপ্রদায়ী ব্যক্তিদিগের যে যে লোকে গতি হয়, আপনি মৎকর্ত্তৃক সংস্কৃত ও অনুজ্ঞাত হইয়া সেই সমুদয় উৎকৃষ্ট লোকে গমন করুন্।"

ধর্ম্মাত্মা রাম ঐরূপ বলিয়া দুঃখিত হইয়া স্বীয় বন্ধুর ন্যায়, প্রদীপ্তচিতামধ্যে পক্ষিরাজ জটায়ুকে আরোপণ পূর্ব্বক দগ্ধ করিলেন। পরে মহাযশা বীর্য্যবান্ রাম সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের সহিত বনে যাইয়া স্থূল স্থূল মৃগ সকল হনন করিয়া সেই পক্ষিরাজকে উদ্দেশ করতঃ রমণীয় হরিতবর্ণ শাদ্বলপ্রদেশে কুশ আস্তরণ করিলেন। অনন্তর, তিনি মৃগমাংস কর্ত্তনপূর্ব্বক পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া বিস্তৃত কুশোপরি তাঁহার উদ্দেশে তাহা প্রদান করিলেন, এবং ব্রাহ্মণেরা যে মন্ত্রজপকে প্রেত ব্যক্তির স্বর্গসাধন বলিয়া থাকেন, সেই মন্ত্র জপ করিলেন। তৎপরে রাজনন্দন রাম ও লক্ষ্মণ গোদাবরী নদীতে যাইয়া গৃধ্ররাজ জটায়ুকে জল প্রদান করিলেন। তখন সেই দুই রঘুনন্দন স্নানপূর্ব্বক শাস্ত্রবিহিত বিধি অনুসারে তাঁহার তর্পণ করিলেন। গৃধ্ররাজ জটায়ু যশস্কর সুদুষ্কর কার্য্য করিয়া যুদ্ধে নিপাতিত ও মহর্ষিকল্প রামকর্ত্তৃক সংস্কৃত হইয়া স্বীয় কল্যাণদায়িনী পুণ্যগতি প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহারাও তাঁহার প্রতি অচলভাবে চিত্ত নিবেশপূর্ব্বক তাঁহার তর্পণ করিয়া সীতার প্রাপ্তিবিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন, এবং সুরশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু ও ইন্দ্রের ন্যায়, উভয়ে বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

ইতি অষ্টষষ্টিতম সর্গ ॥ ৬৮ ॥

একোনসপ্ততিতম সর্গ।

ইক্ষ্বাকুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণ পক্ষিরাজের তর্পণ করিয়া ধনু, শর ও অসি ধারণপূর্ব্বক প্রস্থিত হইয়া পশ্চিমদিক্ অভিমুখে সীতাকে অন্বেষণ করতঃযাইতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা সেই দিক্ হইতে দক্ষিণদিক্ অভিমুখে গমন করতঃ চতুর্দ্দিকে বহু বৃক্ষ, গুল্ম ও লতাসমূহে সমাবৃত, অগম্য, ঘোরদর্শন, গমাগম চিহ্নশূন্য, আরণ্য পথ প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর, সেই দুই মহাবল রঘুনন্দন দক্ষিণদিক্ অবলম্বনপূর্ব্বক বেগসহকারে উক্ত পথ অতিক্রম করতঃ সেই ভয়ঙ্কর মহারণ্য অতিক্রম করিলেন, এবং জনস্থান হইতে তিন ক্রোশ দূরে যাইয়া ক্রৌঞ্চনামক নিবিড় অরণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। পরে তাঁহারা সীতাহরণে দুঃখিত হইয়া সীতার দর্শনাভিলাষে স্থানে স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক বিবিধ নিবিড়মেঘসদৃশ, চতুর্দ্দিকে প্রফুল্লিত, নানাবিধ বর্ণসম্পন্ন মনোহর পুষ্পসমূহে সমাকীর্ণ, মৃগ ও পক্ষিসমূহে সমাকুল সেই ক্রৌঞ্চারণ্য অন্বেষণ করিলেন। অনন্তর, নরবর দশরথনন্দন রাম ও লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতা ক্রৌঞ্চারণ্য অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বদিক্ অবলম্বনপূর্ব্বক তিন ক্রোশ দূরে যাইয়া মতঙ্গ ঋষির আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া তত্রত্য ভয়ঙ্কর মৃগ ও পক্ষিসমূহে সমাকুল, বিবিধ বৃক্ষসমূহে সমাকীর্ণ, অতিনিবিড়, ভয়ঙ্কর বন দর্শন করতঃ এক পর্ব্বত ও তন্মধ্যে এক পাতালসদৃশ গম্ভীর, নিরন্তর অন্ধকারসমাবৃত কন্দর দেখিতে পাইলেন। পরে তাঁহারা সেই গুহার অনতি দূরে আসিয়া এক লম্বোদরী, করালদন্তা, ঘোরদর্শনা, দুর্ব্বলদিগের ভয়দায়িনী, কঠিনচর্ম্মশালিনী, বিকৃতবদনা, বিকটরূপা, ভয়ঙ্করী মুক্তকেশী রাক্ষসীকে ভয়ঙ্কর মৃগসকল ভক্ষণ করিতে দর্শন করিলেন। সেই রাক্ষসীও তাঁহাদিগের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া অগ্রজ রামের অগ্রে গমনকারী সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে "আইস, আমরা উভয়ে বিহার করি," ইহা বলিয়া আহ্বান করিল, এবং তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক এই বাক্য বলিল, "হে নাথ! আমার নাম অয়োমুখী; তোমার পরম লাভ হইল,—তুমি আমার প্রিয় হইলে। হে বীর! তুমি চিরকাল—স্বীয় সমুদায় পরমায়ু পর্ব্বতদুর্গে ও নদীপুলিনমধ্যে আমার সহিত বিহার করিবে।"

শত্রুসূদন লক্ষ্মণ রাক্ষসীকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া ক্রোধান্বিত হইলেন, এবং তাহার কর্ণ, নাসিকা ও স্তন ছেদন করিলেন। নাসিকা ও কর্ণ ছিন্ন হইলে, সেই ঘোরদর্শনা রাক্ষসী বিকটস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল, এবং যথা হইতে আসিয়াছিল, সেই দিকে ধাবিতা হইল। সে গমন করিলে, শত্রুসূদন রাম ও লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতা বেগে গমন করতঃ এক গহন বন প্রাপ্ত হইলেন। পরে সত্ত্ববিশিষ্ট, শীলসম্পন্ন, পবিত্রস্বভাব, মহাতেজা লক্ষ্মণ বদ্ধাঞ্জলি হইয়া

প্রদীপ্ততেজা ভ্রাতা রামকে এই বাক্য বলিলেন, "হে আর্য্য! আমার বামবাহু অত্যন্ত স্পন্দিত হইতেছে; মনও যেন উদ্বিগ্ন হইতেছে, এবং প্রায়ই অনিষ্টজনক নিমিত্ত সকল দেখিতে পাইতেছি; অতএব আপনি আমার বাক্য রক্ষা করুন্,—সজ্জীভূত হউন! হে রাম! আমার নিকটে দুর্নিমিত্ত সকল সদ্যই ভয়সম্ভাবনা কীর্ত্তন করিতেছে, পরন্তু ঐ অতিভয়ানক বঞ্জুল পক্ষী যেন আমাদিগের যুদ্ধে বিজয় কীর্ত্তন করতঃ শব্দ করিতেছে।"

অনন্তর, রাম ও লক্ষ্মণ সেই সমগ্র বন অন্বেষণ করিতে থাকিলে, এক বিপুল শব্দ যেন উহা ভগ্ন করতঃ প্রাদুর্ভূত হইল। সেই গহন বন হঠাৎ প্রচণ্ড বায়ুতে বেষ্টিত হইয়া উঠিল, এবং তন্মধ্যে এক শব্দ সমগ্র বন নিনাদিত করতঃ উৎপন্ন হইল। রাম লক্ষ্মণের সহিত অসি ধারণপূর্ব্বক সেই শব্দের উৎপত্তিস্থান অবগত হইতে অভিলাষী হইয়া ভ্রমণ করতঃ এক বিপুলবক্ষা বৃহৎকায় রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন, এবং তাহার নিকটবর্ত্তী হইলেন। সেই রাক্ষস কবন্ধ, সুতীক্ষাগ্র রোমসমূহে সমাকীর্ণ, নীলমেঘসবর্ণ, অতিপ্রবৃদ্ধ, ভয়ঙ্কর ও মেঘসদৃশ শব্দকারী; তাহার মস্তক ও গ্রীবা নাই; কেবল উদরে একটি মুখ আছে; অগ্নিজ্বালাসদৃশ, প্রদীপ্ত, পিঙ্গলবর্ণ, ললাটস্থিত, অতিবৃহৎ পক্ষ্মসমন্বিত, আয়ত, অত্যন্ত দর্শনক্ষম, সুবিপুল একমাত্র নয়নসমন্বিত তদীয় বৃহৎ দন্তযুক্ত বৃহৎ বদন লেলিহান রহিয়াছে। অপিচ, সে স্বীয় যোজনায়ত ভয়ঙ্কর উভয় হস্ত পরিচালন করতঃ মহাভয়ঙ্কর সিংহ, ভল্লূক, মৃগ ও পক্ষীদিগকে ভক্ষণ করিতেছিল, এবং উভয় হস্তদ্বারা বিবিধ পক্ষী, ভল্লূক ও মৃগসমূহ গ্রহণপূর্ব্বক আকর্ষণ ও বিকর্ষণ করিতেছিল। সে রাম ও লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতার পথরোধ করিয়া অবস্থিত ছিল। অনন্তর, তাঁহারা এক ক্রোশমাত্র পথ অতিক্রম করিয়া সেই অতি ভয়ঙ্করাকার, ঘোরদর্শন, বৃহৎকায়, হস্তদ্বারা বিবিধ জন্তু আকর্ষণকারী, আকারে কবন্ধসদৃশ, কবন্ধকে উত্তমরূপে দেখিতে পাইলেন। তখন মহাবাহু কবন্ধও বিপুল হস্তদ্বয় প্রসারণপূর্ব্বক রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণকে বলসহকারে পীড়িত করতঃ একবারে গ্রহণ করিল। দৃঢ় ধনু ও খড়্গধারী, তীব্রতেজা, মহাবল, মহাভুজ, সেই উভয় ভ্রাতা কবন্ধকর্ত্তৃক আকৃষ্যমাণ হইয়া অবশ হইলেন। তখন শৌর্য্যসম্পন্ন রঘুনন্দন রাম ধৈর্য্যপ্রযুক্ত ব্যথিত হইলেন না; কিন্তু তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ বালকতা ও অনাশ্রয়তাপ্রযুক্ত ব্যথিত হইলেন, এবং বিষণ্ণ হইয়া রঘুনন্দন রামকে কহিলেন, "হে বীর! দেখুন, আমি বিবশ হইয়া রাক্ষসের বশীভূত হইয়াছি; আপনি এই রাক্ষসেরে কেবল আমাকে প্রদান করিয়াই মুক্ত হউন,—আমাকে ইহারে বলি প্রদান করিয়া যথাসুখে পলায়ন করুন্। হে কাকুৎস্থ রাম! আমার বোধ হইতেছে যে, আপনি অবিলম্বে বিদেহ রাজদুহিতা সীতাকে লাভ করিবেন। আপনি পিতৃপিতামহ প্রাপ্ত ভূমণ্ডল লাভপূর্ব্বক রাজ্যস্থ হইয়া নিরন্তর যেন আমাকে স্মরণ করিবেন।"

রাম সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "হে বীর তোমার সদৃশ ব্যক্তিরা ত বিষণ্ণ হন না; তুমি বৃথা ত্রাস করিও না।"

এই সময়ে মহাবাহু দানবশ্রেষ্ঠ কবন্ধ ক্রূরতাবিহীন রাম ও লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতাকে কহিল, "তোদিগের স্কন্ধ বৃষের ন্যায়, তোরা বৃহৎ খড়্গ ও ধনু ধারণ করিয়াছিস্; তোরা কে? তোরা দৈবানুসারেই এই ভয়ঙ্কর প্রদেশে আসিয়া আমার নয়নগোচর হইয়াছিস্। আমি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া এই স্থানে অবস্থিত রহিয়াছি; তোরা ধনু, বাণ খড়্গ ধারণপূর্ব্বক তীক্ষ্ণশৃঙ্গ বৃষভের সদৃশ হইয়া এখানে আগমন করিয়াছিস্; তোরা কেন এখানে আসিয়াছিস্—তোদের আসিবার প্রয়োজন কি, বল্! সে যাহা হউক, যখন তোরা আমার নিকটে আসিয়াছিস্, তখন নিশ্চয়ই তোদের জীবন দুর্লভ হইয়াছে।"

দুরাত্মা কবন্ধের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাম শুষ্ক বদন হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, হে সত্যবিক্রম! আমি প্রেয়সী সীতাকে পাইলাম না, পরন্তু ক্লেশ হইতে আরও সমধিক ক্লেশ

প্রাপ্ত হইয়া জীবনান্তকর দারুণ ব্যসন প্রাপ্ত হইলাম। হে নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ! কাল সমুদায় প্রাণী হইতেই সমধিক বীর্য্যসম্পন্ন; দেখ, আমরাই কালের প্রভাবে ব্যসনে মোহিত হইলাম। হে লক্ষ্মণ! প্রাণীগণকে দুঃখ প্রদান করিতে কালের কিছুই ভার নাই; যেরূপ বালুকাময় সেতু সকল বিশীর্ণ হয়, তদ্রূপ শৌর্য্যসম্পন্ন, বলবান্, কৃতাস্ত্র ব্যক্তিরাও কালপ্রেরিত হইয়া যুদ্ধে অবসন্ন হন।”

সত্য ও অনতিক্রমণীয় সুদৃঢ় বিক্রমসম্পন্ন, মহাযশা, প্রতাপশালী, দশরথনন্দন রাম সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে অবলোকন করতঃ এইরূপ বলিয়া জ্ঞানপ্রভাবে স্বীয় চিত্ত স্থির করিলেন।

ইতি একোনসপ্ততিতম সর্গ ॥ ৬৯ ॥

সপ্ততিতম সর্গ।

কবন্ধ দানব স্বীয় বাহুপাশে আবদ্ধ রাম ও লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতাকে তথায় অবস্থিত দেখিয়া এই বাক্য বলিল, “অরে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠদ্বয়! আমি ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি; তোরা আমাকে দেখিয়া কি বৃথা অবস্থিত রহিয়াছিস্? তোরা দৈবকর্ত্তৃক হতচৈতন্য হইয়া আমার আহাররূপে বিহিত হইয়াছিস্।”

লক্ষ্মণ সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখিত ও বিক্রম প্রকাশে কৃতনিশ্চয় হইয়া রামকে তৎকালোচিত হিতকর এই বাক্য “বলিলেন, ঐ রাক্ষসাধম কিঞ্চিৎ বিলম্বে আপনাকে ও আমাকে গ্রহণ করিবে। আসুন, আমরা ইতিমধ্যে শীঘ্রই অসিদ্বারা উহার গুরুতর হস্তদ্বয় ছেদন করি। ঐ ভয়ঙ্কর বৃহৎকায় ভুজবিক্রমী রাক্ষস সমুদায় লোক পরাজিত করিয়া আপনাকে ও আমাকে হনন করিতে ইচ্ছা করিতেছে। হে পৃথিবীপালক রঘুনন্দন! চেষ্টাবিহীন হইয়া, যজ্ঞীয় পশুর ন্যায়, মৃত হওয়া নিতান্ত নিন্দিত।”

রাক্ষস উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম ও লক্ষ্মণের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া বদন বিস্তারপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে ভক্ষণ করিতে উপক্রম করিল। তখন দেশ ও কালোচিত কার্য্যবিধানে বিজ্ঞ সেই দুই রঘুনন্দন হৃষ্ট হইয়া তদীয় বাহুমূল যুগল ছেদন করিলেন। সুদক্ষ রাম তাহার দক্ষিণ হস্ত ছেদন করিলেন, এবং লক্ষ্মণ তদীয় বাম হস্ত ছেদন করিলেন। পরে ভয়ঙ্কর স্বরসম্পন্ন মহাবাহু রাক্ষস ছিন্নবাহু হইয়া, মেঘের ন্যায় শব্দ করিয়া আকাশ, পৃথিবী ও দিক্ সকল নিনাদিত করতঃ পতিত হইল। অনন্তর, সে রক্তসিক্ত দেহ হইয়া স্বীয় হস্তদ্বয় ছিন্ন দেখিয়া দীনভাবে তাঁহাদিগকে “তোমরা কে?” জিজ্ঞাসা করিল। কবন্ধ এইরূপ বলিলে, মহাবল শুভলক্ষণ কাকুৎস্থ লক্ষ্মণ তাহাকে বলিলেন, “ইনি ইক্ষ্বাকুবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন; ইহাঁর নাম রাম, ইহা সকলেরই বিদিত আছে। আমি ইহাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা; আমার নাম লক্ষ্মণ, ইহা তুই অবগত হ। বিমাতা কৈকয়ীকর্ত্তৃক রাজ্যপ্রাপ্তি নিবারিতা হইলে, ইনি বনে প্রব্রাজিত হইয়াছেন, এবং আমার ও ভার্য্যার সহিত মহাবনে বিচরণ করিতেছেন। বনবাসকালে এই দেবতুল্য প্রভাবশালী রামের ভার্য্যা রাক্ষসকর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়াছে; আমরা তাঁহারই অভিলাষে এখানে আসিয়াছি। তুই কে, কি জন্যই বা তোর প্রদীপ্ত বদন উদরে নিবিষ্ট হইয়াছে, এবং কেনই বা তুই ভগ্নজঙ্ঘ ও কবন্ধসদৃশ হইয়াছিস্?”

কবন্ধ লক্ষ্মণকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া ইন্দ্রের সেই বাক্য স্মরণ করতঃ প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহাকে এইরূপে প্রত্যুক্তি করিল, “হে নরশ্রেষ্ঠদ্বয়! আপনাদের আগমন ত শুভ? আমি ভাগ্যানুসারে আপনাদিগকে অবলোকন করিলাম! আমার ভাগ্যানুসারেই আপনারা মদীয় বন্ধনস্বরূপ হস্তদ্বয় ছেদন করিলেন! হে নরশ্রেষ্ঠ রাম! আমার অবিনয়ে যে প্রকারে মদীয় রূপ ঈদৃশ বিরূপ হইয়াছে, তাহা আমি যথার্থরূপে আপনার নিকটে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন্।

ইতি সপ্ততিতম সর্গ ॥ ৭০ ॥

একসপ্ততিতম সর্গ।

"হে মহাবাহো রাম! পূর্ব্বে আমার উৎকট বল ও পরাক্রমসম্পন্ন, ত্রিলোকবিখ্যাত, কমনীয় রূপ সূর্য্য ইন্দ্র ও চন্দ্রের রূপের সদৃশ ছিল। পরে আমি এইরূপ লোক ভয়ঙ্কর বিকটরূপ ধারণ করতঃ বনগত ঋষিদিগকে ত্রাসিত করিতাম। একদা আমি এইরূপ ধারণ করিয়া বিবিধ বন্যদ্রব্য সঞ্চয়কারী স্থূল শিরো নামক মহর্ষিকে ধর্ষিত ও কোপিত করিয়াছিলাম। পরে তিনি অভিশাপ প্রদান করতঃ আমাকে অবলোকনপূর্ব্বক 'তোর এই লোকনিন্দিত নৃশংস রূপই থাকুক, ইহা বলিলেন। তখন আমি সেই ক্রুদ্ধ ঋষিকে প্রসাদন-পূর্ব্বক 'মদীয় অপরাধে আপনার প্রদত্ত অভিশাপের অন্ত হউক,' ইহা বলিলে, তিনি এই বাক্য বলিলেন, 'রাম যখন তোর হস্ত ছেদন-পূর্ব্বক নির্জ্জন বন-মধ্যে তোকে দগ্ধ করিবেন, তখন তুই স্বীয় সুবিপুল মনোহর আকার লাভ করিবি।'

"হে লক্ষ্মণ! আমি দনুর পুত্র; পূর্ব্বে অতীব শোভাসম্পন্ন ছিলাম; পরে ইন্দ্রের ক্রোধে যুদ্ধস্থলে আমার ঈদৃশ রূপ হইয়াছে। আমি সেই ঋষিশাপে ঘোরমূর্ত্তি হইয়া উগ্র-তপস্যাদ্বারা পিতামহ ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিলাম; তিনি আমাকে দীর্ঘ আয়ু প্রদান করিলেন। তৎপরে আমার চিত্তবিভ্রম ঘটিল; আমি দীর্ঘ আয়ু লাভ করিয়াছি, ইন্দ্র আমার কি করিতে পারেন, এই মনে করিয়া যুদ্ধে তাঁহাকে ধর্ষণা করিলাম। অনন্তর তদীয় বাহুপ্রমুক্ত শতপর্ব্ব বজ্রদ্বারা আমার জঙ্ঘাদ্বয় ভগ্ন ও মস্তক শরীরমধ্যে প্রবেশিত হইল। পরে 'আমার এখনই মৃত্যু বিধান করুন,' মৎকর্ত্তৃক এরূপ প্রার্থিত হইয়াও, মহেন্দ্র আমাকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন না, পরন্তু 'পিতামহ ব্রহ্মার সেই বাক্য সত্য হউক,' ইহা বলিলেন। তখন আমি তাঁহাকে 'হে বজ্রধর! বজ্রাঘাতে আমার জঙ্ঘা, গ্রীবা ও মুখ ভগ্ন হইয়াছে; আমি কিপ্রকারে অনাহারে সুদীর্ঘ কাল জীবিত থাকিব?' এরূপ বলিলে, তিনি আমার ঐ যোজনায়ত হস্তদ্বয় ও কুক্ষিমধ্যে এই ভয়ঙ্কর-দন্তযুক্ত মুখ সম্পাদন করিলেন। আমি সেই অবধি ঐ সুদীর্ঘ ভুজ-দ্বয়-দ্বারা এই বনচারী সিংহ, ব্যাঘ্র, চিত্রব্যাঘ্র ও মৃগ সমস্ত আকর্ষণ-পূর্ব্বক ভক্ষণ করিয়া থাকি। তখন ইন্দ্র আমাকে বলিয়াছিলেন, যে, যখন যুদ্ধে রাম ও লক্ষ্মণ তোমার বাহুদ্বয় ছেদন করিবেন, তখন তুমি স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে। হে তাত রাজশ্রেষ্ঠ! আমি তদবধি এই শরীরে এই বনমধ্যে থাকিয়া, যাহা যাহা দেখিতে পাই, তাহাই গ্রহণ করি। রাম অবশ্যই মৎকর্ত্তৃক গৃহীত হইবেন, ইহা আমার বিদিত আছে; আমি ঐ স্থির-নিশ্চয়ানুসারে দেহ পরিত্যাগার্থে নিরন্তর বাহু-পরিচালন-রূপ পরিশ্রম করিতেছি। হে রঘুনন্দন! আপনার মঙ্গল হউক, আপনি নিশ্চয়ই রাম; কেন না, আমি অন্য-কর্ত্তৃক নিহত হইবার নহি, ইহাতে সন্দেহ নাই; যেহেতু সেই মহর্ষি এইরূপই বলিয়াছেন। হে নরশ্রেষ্ঠদ্বয়! আমি আপনাদিগ-কর্ত্তৃক অগ্নি-দ্বারা সম্যক্ সংস্কৃত হইয়া আপনাদিগের কর্ত্তব্য বিষয়ে সহায়তা করিব, এবং এক্ষণে আপনাদিগের যাঁহার সহিত মিত্রতা করা উচিত, তাহা বলিব।"

ধর্ম্মাত্মা রঘুনন্দন রাম দানব-কর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া লক্ষ্মণের সমক্ষে তাহাকে এই কথা বলিলেন, "আমি ভ্রাতার সহিত জনস্থান হইতে নির্গত হইলে, রাবণ আমার ভার্য্যা যশস্বিনী সীতাকে পরম সুখে হরণ করিয়াছে। আমরা সেই রাক্ষসের নাম মাত্র অবগত আছি; তাহার রূপ, নিবাস বা প্রভাব অবগত নহি। আমরা শোকার্ত্ত হইয়া অনাথের ন্যায় এইরূপে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছি; তুমি আমাদিগের উপকার করিয়া সমুচিত দয়া প্রকাশে প্রবৃত্ত হও। হে বীর! আমারা হস্তিগণ-কর্ত্তৃক ভগ্ন শুষ্ক কাষ্ঠ সকল আনয়ন-পূর্ব্বক সুকল্পিত গর্ত্তমধ্যে তোমাকে দগ্ধ করিব। যদি তুমি যথার্থরূপে অবগত থাক, তবে সীতা যে ব্যক্তিকর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়া যথায় আছেন, তাহা বলিয়া আমাদিগের অত্যন্ত কল্যাণ বিধান কর।"

বক্তৃতাপটু রঘুনন্দন রামকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত

হইয়া, সেই সুবক্তা দানবশ্রেষ্ঠ তাঁহাকে এই উৎকৃষ্ট বাক্য বলিল, "অধুনা আমার দিব্য-জ্ঞান নাই; মিথিলারাজ নন্দিনী সীতা যে এক্ষণে কোথায় আছেন, তাহা আমি জানি না। হে রাম! যিনি সেই রাক্ষসকে অবগত আছেন, এবং আপনাকে সীতার বার্ত্তা প্রদান করিবেন, আমি আপনাকর্ত্তৃক দগ্ধ হইয়া স্বীয় রূপ লাভ করতঃ পরে আপনার নিকটে তাঁহাকে কীর্ত্তন করিব। হে প্রভো! আমি দগ্ধ না হইলে, যে মহাবীর্য্য রাক্ষস আপনার সীতাকে হরণ করিয়াছে, তাহাকে অবগত হইতে আমার সামর্থ্য নাই। হে রঘু-নন্দন! আমার উৎকৃষ্ট দিব্যজ্ঞান শাপপ্রভাবে নষ্ট হইয়াছে; আমি স্বীয় কার্য্যদোষে এই লোকবিনিন্দিত রূপ লাভ করিয়াছি। রাম! সে যাহা হউক্, সম্প্রতি যে পর্য্যন্ত সূর্য্য পরি-শ্রান্তবাহন হইয়া অস্তাচল অবলম্বন না করেন, আপনি তন্মধ্যেই আমাকে গর্ত্তমধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়া যথাবিধি দগ্ধ করুন্। হে মহাবীর রঘুনন্দন! যিনি সেই রাক্ষসকে অবগত হই-বেন, আমি গর্ত্তমধ্যে আপনাকর্ত্তৃক যথাবিধি দগ্ধ হইয়া আপনার নিকটে তাঁহাকে কীর্ত্তন করিব। হে লঘুপরাক্রম রঘুনন্দন! সেই সদা-চারীর সহিত আপনাকে সখ্য করিতে হইবে; তিনি আপনার সাহায্য করিবেন। হে রঘু-নন্দন! পূর্ব্বে তিনি কোন কারণে সমুদায় লোক পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, ত্রিলোক মধ্যে তাঁহার কোন স্থানই অবিদিত নাই।"

ইতি একসপ্ততিতম সর্গ॥ ৭১॥

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ।

সেই দুই বীর্য্যসম্পন্ন নরশ্রেষ্ঠ কবন্ধকর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া কোন এক নিকটবর্ত্তী পর্ব্বত গহ্বর মধ্যে অগ্নি নিক্ষেপ করিলেন। লক্ষ্মণ প্রজ্বলিত মহোল্কাসমূহ দ্বারা চতুর্দ্দিকে চিতা প্রজ্বলিতা করিলে সেই চিতা সর্ব্বতো-ভাবে জ্বলিয়া উঠিল। অনন্তর, অগ্নি ঘৃতপিণ্ড সদৃশ, মেদঃপরিপূর্ণ সেই কবন্ধের শরীর মন্দ-ভাবে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। পরে মহাবল কবন্ধ শীঘ্র চিতা কম্পিত করতঃ নির্ম্মল বস্ত্র পরিধান ও দিব্য মাল্য ধারণপূর্ব্বক, ধূমবিহীন অগ্নির ন্যায়, উত্থিত হইল। তখন সেই মহা-তেজা কবন্ধ নির্ম্মল বস্ত্রপরিধায়ী, দীপ্তিশালী, সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কৃত ও আনন্দিত হইয়া চিতা হইতে উত্থিত হইল, এবং অন্তরীক্ষস্থিত, হংস-যোজিত, যশস্কর, প্রদীপ্ত বিমানে অবস্থিত হইয়া স্বীয় প্রভাদ্বারা দশ দিক্ বিরাজিত করতঃ রামের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক কহিল, "হে রঘুনন্দন! আপনি যে প্রকারে সীতাকে লাভ করিবেন, আমি তাহা যথার্থরূপে বলিতেছি, শ্রবণ করুন্। হে রাজন্! লোকমধ্যে সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব ও সমাশ্রয়, এই ছয় যুক্তি আছে; রাজারা এই সমস্ত যুক্তিদ্বারা সমস্ত বিষয় বিচার করিয়া থাকেন। হে রাম! সুদশার শেষ হইলে, মানব দুর্দ্দশা-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়; আপনিও লক্ষ্মণের সহিত সুদাশাবিহীন ও দুর্দ্দশাকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া-ছেন; তজ্জন্যই এই ভার্য্যাহরণরূপ ব্যসন প্রাপ্ত হইলেন। হে বন্ধুপ্রবর! আমি চিন্তা করিয়াও আপনার তাঁহার সহিত সখ্য করা-ব্যতীত ইষ্টসিদ্ধির অন্য উপায় দেখিতেছি না; অতএব আপনার অবশ্যই তাঁহার সহিত সখ্য করা বিধেয়। রাম! আমি তাঁহার বৃত্তান্ত বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন্। বিশু-দ্ধাত্মা বীর বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব স্বীয় ভ্রাতা ইন্দ্র-নন্দন ক্রুদ্ধ বালিকর্ত্তৃক দূরীকৃত হইয়া বানর-চতুষ্টয়ের সহিত অন্তভাগে পম্পা নদীদ্বারা শোভিত, ঋষ্যমূকনামক, শ্রেষ্ঠ পর্ব্বতে বাস করিতেছেন। রাম! আপনি শোকে চিত্ত নিবেশ করিবেন না; সেই তেজস্বী, মহাবীর, অনুপমদ্যুতি, সত্যপ্রতিজ্ঞ, বিনীতস্বভাব, ধৈর্য্যযুক্ত, প্রশস্তবুদ্ধি, মহত্ত্বশালী, সুদক্ষ, অতিপ্রগল্ভ, মহাবল, তীব্রপরাক্রম, বানর-শ্রেষ্ঠ সুগ্রীব রাজ্যনিমিত্তে স্বীয় ভ্রাতা মহাত্মা বালিকর্ত্তৃক বিবাসিত হইয়াছেন; অতএব তিনি অবশ্যই আপনার মিত্র ও সীতার অন্বে-ষণে সহায় হইবেন। হে ইক্ষ্বাকুপ্রবর! ইহ-লোকে যাহা অবশ্যম্ভাবী, তাহার অন্যথা করিতে কাহারও সামর্থ্য নাই, কেন না,

কাল নিতান্ত অনতিক্রমণীয়। হে রঘুনন্দন বীর! অধুনা আপনি এস্থান হইতে শীঘ্রই প্রস্থান করুন, এবং তথায় যাইয়া পরস্পরের প্রতি দ্রোহ না করিবার উদ্দেশে প্রদীপ্ত অগ্নি সাক্ষী করিয়া শীঘ্রই বানররাজ মহাবল সুগ্রীবের সহিত সখ্য করুন। আপনি তাঁহাকে অবজ্ঞা করিবেন না; যেহেতু তিনি কৃতজ্ঞ, বীর্য্যসম্পন্ন ও কামরূপী; অপিচ বালীর নিগ্রহার্থে সাহায্য প্রার্থনাও করিতেছেন; আপনারাও তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্য সমাধানে সমর্থ। তিনিও সিদ্ধমনোরথ হউন, বা নাই হউন, অবশ্যই আপনার কার্য্য সমাধান করিবেন। তিনি ঋক্ষরজার পত্নীর গর্ভে ভাস্করের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; সম্প্রতি বালিকর্ত্তৃক দূরীকৃত হইয়া শঙ্কান্বিতচিত্তে পম্পাতীরে ভ্রমণ করিতেছেন। হে রঘুনন্দন! আপনি শীঘ্র তথায় যাইয়া আয়ুধ স্থাপনপূর্ব্বক শপথ করিয়া সেই বনচারী ঋষ্যমূকনিবাসী বানররাজের সহিত সখ্য করুন; কেন না, তিনি নৈপুণ্য প্রযুক্ত ইহলোকে নরমাংসভোজী রাক্ষসদিগের সমুদায় নিবাসস্থানই উত্তমরূপে অবগত আছেন; অধিক কি, ইহলোকে তাঁহার কোন স্থানই অবিদিত নাই। হে শত্রুতাপন রঘুনন্দন! সহস্রকিরণ সূর্য্য যেপর্য্যন্ত প্রকাশিত করেন, তন্মধ্যে যত নদী, বৃহৎ পর্ব্বত, গিরিদুর্গ ও কন্দর আছে, তিনি বানরগণদ্বারা তৎসমুদায় অন্বেষণ করতঃ আপনার ভার্য্যাকে জানিতে পারিবেন। হে রঘুনন্দন! তিনি বৃহৎকায় বানরদিগকে আপনার বিয়োগে শোকসমন্বিতা, মিথিলারাজদুহিতা, বরারোহা সীতার অন্বেষণার্থে চতুর্দ্দিকে ও রাবণের নিবাস স্থানে প্রেরণ করিবেন। আপনার প্রেয়সী অনিন্দিতা সীতা মেরুপর্ব্বতের শৃঙ্গের অগ্রভাগেই থাকুন, বা পাতালতলেই থাকুন, কপিরাজ সুগ্রীব সেই স্থানেই যাইয়া রাক্ষসদিগকে বিনাশপূর্ব্বক আপনারে তাঁহাকে প্রদান করিবেন।”

ইতি দ্বিসপ্ততিতম সর্গ ॥ ৭২ ॥

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ।

অর্থজ্ঞ কবন্ধ রামকে সীতার অন্বেষণের উপায় বলিয়া পুনর্ব্বার এই অর্থযুক্ত বাক্য বলিল, “হে রাম! পম্পার পশ্চিমদিগ্বর্ত্তী ঐ প্রদেশে যাইতে এই পথ অতিশুভ; যাহার চতুর্দ্দিকে পুষ্পযুক্ত মনোহর বৃক্ষসমূহে সমাবৃত রহিয়াছে,—যথায় জম্বু, পিয়াল, পনস, বট, প্লক্ষ, তিন্দুক, অশ্বত্থ, কর্ণিকার, আম্র, ধব, নাগকেশর, করঞ্জ, তিলক, নীল, অশোক, কদম্ব, পুষ্পিত করবীর, রক্তচন্দন, রক্ত অশোক, পারিজাত এবং অন্যান্য অনেক বৃক্ষ আছে; আপনারা তাহাদিগকে বলদ্বারা ভূতলে পাতন বা তাহাদিগের উপরি আরোহণপূর্ব্বক অমৃতকল্প ফল ভক্ষণ করতঃ গমন করিবেন। হে কাকুৎস্থ! সেই বন অতিক্রমপূর্ব্বক নন্দনকানন ও উত্তরকুরুসদৃশ বিবিধ পুষ্পিত বৃক্ষসমূহে সমাকীর্ণ অন্য এক বন প্রাপ্ত হইবেন। চৈত্ররথ বনের ন্যায়, তথায় সর্ব্বদা সকল ঋতুই বর্ত্তমান থাকে, তজ্জন্য তত্রত্য বৃক্ষ সকল সকল সময়েই মধুর ফল প্রসব করে। তথায় চতুর্দ্দিকেই মেঘ ও পর্ব্বতসদৃশ, সুবৃহৎ বিটপসমন্বিত বৃক্ষ সকল ফলভারে অবনত হইয়া শোভিত রহিয়াছে; লক্ষ্মণ তাহাদিগকে ভূতলে পাতন বা তাহাদিগের উপরি আরোহণপূর্ব্বক যথাসুখে অমৃতকল্প ফল আহরণ করিয়া আপনাকে প্রদান করিবেন। হে বীরদ্বয়! আপনারা এক পর্ব্বত হইতে অন্য পর্ব্বতে ও এক বন হইতে অন্য বনে গমন করতঃ অনেক পর্ব্বত ও বন অতিক্রমপূর্ব্বক পদ্মসমূহে সমাকুলা পম্পা নদী প্রাপ্ত হইবেন। হে রাম! সেই নদী কঙ্করবিহীনা, সুসমতীর্থা, পতনসম্ভাবনারহিতা, বালুকাপরিবৃতা, শ্বেত ও নীল পদ্মসমূহে শোভিতা এবং শৈবালশূন্যা; তথায় জলমধ্যে ক্রৌঞ্চ, হংস, কুরর ও প্লবনামক পক্ষিগণ বিচরণ করতঃ মনোহর স্বরে শব্দ করিয়া থাকে। হে রঘুনন্দনদ্বয়! তাহারা পূর্ব্বে কখন কোন ব্যক্তিকর্ত্তৃক নিহত হয় নাই, সুতরাং বধ বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ; আপনারা সেই স্থূলকায় ঘৃতপিণ্ডসদৃশ পক্ষীদিগকে এবং রোহিত, চক্রতুণ্ড ও নলনামক মৎস্য

সকল ভক্ষণ করিবেন। হে রাম! আপনাতে ভক্তিসম্পন্ন লক্ষ্মণ বাণসমূহদ্বারা পম্পা নদীমধ্যে অনেক স্থূলকায় উৎকৃষ্ট বহু কণ্টকযুক্ত মৎস্য হননপূর্ব্বক ত্বক্ ও পক্ষবিহীন এবং লৌহশলাকায় বিদ্ধ করিয়া অগ্নির তাপে পাক করতঃ আপনাকে প্রদান করিবেন। অনন্তর আপনি পুষ্পসমূহে সমাকীর্ণ পম্পাতীরে উপবিষ্ট হইয়া সেই সমস্ত মৎস্য ভক্ষণ করিতে লাগিলে, তিনি পদ্মপত্রদ্বারা রজত ও স্ফটিকসদৃশ স্বচ্ছ, পদ্মগন্ধযুক্ত, সুখজনক শীতল, অরোগজনক, অক্লেশদায়ক ও মনোহর পম্পার জল আনয়নপূর্ব্বক আপনাকে পান করাইবেন। হে রাম! সায়ংকালে তিনি বিচরণ করতঃ আপনাকে অনেক স্থূলকায়, গিরিগুহাশায়ী, বনচারী বানর দেখাইবেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনি জললোভে সমাগত, স্থূলকায় বৃষভগণসদৃশ গভীর নিনাদকারী বানরদিগকে পম্পা নদীতে জল পান করিতে দর্শন করিবেন। হে রাম! আপনি সায়ংকালে বিচরণ করতঃ পুষ্পসমূহে শোভিত বৃক্ষ সকল ও পম্পা নদীর মনোহর জল দর্শন করিয়া শোকবিহীন হইবেন। হে রঘুনন্দন! সেই প্রদেশে তিলক ও করঞ্জ বৃক্ষ সকল পুষ্পসমূহে সমাকুল রহিয়াছে, এবং প্রস্ফুটিত শ্বেত ও নীল পদ্ম সকল বিরাজমান আছে। হে রঘুনন্দন! তথায় কোন ব্যক্তিই নাই, যে, সেই সমস্ত মাল্য ধারণ করে; কিন্তু তাহারাও শীর্ণ অথবা মলিন হয় না। পূর্ব্বে তথায় মতঙ্গ ঋষির শিষ্য, সমাহিতচিত্ত অনেক ঋষি বাস করিতেন। একদা তাঁহারা গুরুর নিমিত্তে বিবিধ বন্য দ্রব্য আহরণ করতঃ ভারাক্রান্ত হইয়া তাপিত হইলে, তাঁহাদিগের শরীর হইতে যে সমস্ত স্বেদবিন্দু ভূতলে পতিত হয়; তাঁহাদিগের তপঃপ্রভাবে সেই স্বেদবিন্দু সকল মাল্যরূপে পরিণত হইয়াছে। হে রঘুনন্দন! তাঁহাদিগের স্বেদবিন্দুজাত সেই মাল্য সকল কদাচ নষ্ট হয় না। হে কাকুৎস্থ! তাঁহারা স্বর্গে গিয়াছেন; কিন্তু অদ্যাপি তাঁহাদিগের শবরী-নাম্নী, তপস্যাকারিণী, চিরজীবিনী পরিচারিণী তথায় দৃষ্টা হন। রাম! আপনি, দেবের ন্যায়, সমস্ত প্রাণিগণকর্ত্তৃক নমস্কৃত; আপনাকে অবলোকন করিয়াই, নিয়ত ধর্ম্মাচরণনিরতা শবরী স্বর্গগমন করিবেন। হে কাকুৎস্থ রাম! তদনন্তর, আপনি পম্পা নদীর পশ্চিম তীরবর্ত্তী, ভূমণ্ডলমধ্যে তুলনাবিহীন সেই গুহ্য আশ্রম অবলোকন করিবেন। হে রঘুনন্দন! মতঙ্গ ঋষির প্রভাববশতঃ তথায় হস্তীরা আক্রমণ করিতে পারে না। হে রাম! 'মতঙ্গবন' নামে বিখ্যাত সেই বিবিধ বিহঙ্গকুলে সমাকুল কানন নন্দনকানন ও অন্যান্য দেবকাননসদৃশ; অতএব আপনি তথায় সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া বিহার করিবেন। গজশিশুসমূহে অভিরক্ষিত, বিবিধ পুষ্পিত বৃক্ষসমূহে সুশোভিত, ব্রহ্মকর্ত্তৃক নির্ম্মিত ঔদার্য্যান্বিত, দুরারোহণীয় ঋষ্যমূক পর্ব্বত সেই পম্পাতীরবর্ত্তী মতঙ্গ ঋষির আশ্রমের সম্মুখে আছে। হে রাম! যে ধার্ম্মিক পুরুষ সেই পর্ব্বতশৃঙ্গে শয়ন করিয়া স্বপ্নে যে ধন লাভ করেন, তিনি জাগরিত হইয়া অবশ্যই সেই ধন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যদি কোন অধর্ম্মানুষ্ঠাননিরত পাপকর্ম্মা পুরুষ তথায় আরোহণ করে, তবে সে নিদ্রিত হইলে, রাক্ষসেরা তাহাকে ধারণপূর্ব্বক প্রহার করিয়া থাকে। হে রাম! তথা হইতে পম্পা নদীমধ্যে ক্রীড়াকারী মতঙ্গাশ্রমসন্নিহিত বননিবাসী হস্তিশিশুদিগের তুমুল শব্দ শ্রবণগোচর হয়। পম্পাতীরে মদধারাসমন্বিত, মেঘসবর্ণ, বেগসম্পন্ন, বৃহৎ বৃহৎ হস্তীরা কখন পরস্পর মিলিত হইয়া কখন বা পৃথক্ পৃথক্ বিচরণ করিয়া থাকে। পরে তাহারা পম্পা নদীর অত্যন্ত সুখজনক স্পর্শবিশিষ্ট, অতীব সুগন্ধযুক্ত, মনোহর, সুনির্ম্মল জল পান করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়া বনমধ্যে প্রবেশ করে। আপনি তথায় ঋক্ষ, নীলমণিসদৃশ কোমলকান্তিবিশিষ্ট হস্তী ও হননশঙ্কাবিহীন পলায়নে অনুদ্যত রুরু মৃগদিগকে দেখিয়া শোক পরিত্যাগ করিবেন। হে কাকুৎস্থ রাম! সেই পর্ব্বতের উপরিভাগে এক সুবৃহৎ প্রস্তরে আচ্ছাদিতা মহতী গুহা আছে; তাহাতে প্রবেশ করা অত্যন্ত কষ্টজনক; কেন না তাহার দ্বারের সম্মুখেই চতুর্দ্দিকে বিবিধ মূল ও ফলসম্পন্ন বৃক্ষসমূহে পরিবৃত এক রমণীয় হ্রদ আছে। ধর্ম্মাত্মা সুগ্রীব বানরদিগের সহিত

সেই গুহাতে বাস করেন, কখন কখন পর্ব্বতের শিখরদেশেও থাকেন।”

সূর্য্যসদৃশ প্রদীপ্ত, মাল্যধারী, বীর্য্যশালী কবন্ধ রাম ও লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতার নিকটে ঐরূপ নির্দ্দেশ করিয়া আকাশে অবস্থান করতঃ শোভিত হইল। তখন রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে পম্পা নদীর অভিমুখে প্রস্থানোদ্যত হইয়া স্বরূপপ্রাপ্ত সেই মহাভাগ দানবকে “তুমি গমন কর,” এই বাক্য বলিলেন। কবন্ধও তখন সেই সুসন্তুষ্টচিত্ত উভয় ভ্রাতাকে “আপনারাও কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্তে গমন করুন,” ইহা কহিল, এবং তাঁহাদিগের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থানোদ্যত হইল। কবন্ধ স্বীয় পূর্ব্ব রূপ লাভপূর্ব্বক শোভাসমন্বিত ও প্রদীপ্তদেহ হইয়া রামের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপসহকারে তাঁহাকে পথ প্রদর্শন করতঃ “সুগ্রীবের সহিত সখ্য করুন,” ইহা বলিল।

ইতি ত্রিসপ্ততিতম সর্গ ॥ ৭৩ ॥

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ।

অনন্তর, রঘুনন্দন রাজকুমার রাম ও লক্ষ্মণ কবন্ধের প্রদর্শিত পথ অবলম্বনপূর্ব্বক পম্পার পশ্চিম প্রদেশ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা সুগ্রীবের দর্শনার্থে পর্ব্বতশিখরস্থিত পুষ্পিত ও মধুসদৃশ মধুর ফলসমন্বিত বৃক্ষ সকল দর্শন করতঃ যাইতে লাগিলেন, এবং পথিমধ্যে এক পর্ব্বতশৃঙ্গে রজনী যাপন করিয়া প্রভাতে প্রস্থিত হইয়া ক্রমে পদ্মশোভিতা পম্পার পশ্চিম তীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। পরে তাঁহারা তথায় যাইয়া শবরীর রমণীয় আশ্রম দেখিতে পাইলেন, এবং সেই বিবিধ বৃক্ষসমূহে সমাকীর্ণ রমণীয় আশ্রম দর্শন করতঃ তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শবরীর নিকটবর্ত্তী হইলেন। তখন তপঃসিদ্ধা শবরী ধীমান্ রাম ও লক্ষ্মণকে দর্শনপূর্ব্বক উত্থিতা ও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া তাঁহাদিগের চরণে প্রণাম করতঃ তাঁহাদিগকে পাদ্য ও আচমনীয়প্রভৃতি অতিথিদেয় দ্রব্য সমস্ত প্রদান করিলেন। অনন্তর, রাম সেই ধর্ম্মনিরতা তাপসীকে কহিলেন, “হে তপোধনে! তুমি ত বিঘ্ন সকল নিবারণ করিয়াছ? তোমার তপস্যা ত বৃদ্ধি পাইতেছে? তুমি শোক ও আহার সংযম করিয়াছ ত? বিহিত নিয়ম সকল ত তোমাকর্ত্তৃক সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইতেছে? তোমার চিত্ত ত নিরন্তর প্রসন্ন থাকে? অপিচ, হে চারুভাষিণি! তোমার গুরুশুশ্রূষা ত ফলবতী হইয়াছে?

সিদ্ধদিগের অভিমতা তপঃসিদ্ধি বৃদ্ধা শবরী রামকর্ত্তৃক ঐরূপ জিজ্ঞাসিতা হইয়া তাঁহার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করতঃ তাঁহাকে বলিলেন, “হে সুরশ্রেষ্ঠ রাম! অদ্য যখন আপনি আমার দর্শনপথের পথিক ও মৎকর্ত্তৃক পূজিত হইলেন, তখন অবশ্যই আমি তপস্যার সিদ্ধিলাভ করিলাম! হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! অদ্য আমার জন্ম, গুরুসেবন ও তপস্যাচরণ সফল হইল! অদ্যই আমি স্বর্গ লাভের অধিকারিণী হইলাম! হে মানপ্রদ শুভদর্শন অরিদমন রাম! আমি আপনার শুভজনক নেত্রনিক্ষেপদ্বারা পবিত্রীকৃতা হইয়া আপনার প্রসাদে অক্ষয় লোক সকল লাভ করিব। আপনি যখন চিত্রকূট পর্ব্বতে বাস করিতেছিলেন, তখন, আমি যাঁহাদিগের পরিচর্য্যা করিতাম, তাঁহারা অনুপমপ্রভাযুক্ত বিমানে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়াছেন। স্বর্গগমনকালে সেই ধর্ম্মজ্ঞ মহাভাগ মহর্ষিরা আমাকে ইহা বলিয়াছিলেন, ‘রাম লক্ষ্মণের সহিত তোমার এই পুণ্যজনক আশ্রমে আগমন করিবেন; তুমি সেই দুই প্রিয় অতিথিকে সমাদরসহকারে পূজা করিও। তুমি রামকে দর্শন করিয়া অক্ষয় উৎকৃষ্ট লোক সকল লাভ করিবে।’

“হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তখন সেই মহাভাগের আমাকে ঐরূপ বলিয়াছেন; অতএব হে পুরুষপ্রবর! আমি আপনার নিমিত্তে পম্পাতীরজাত বিবিধ সুখাদ্য বন্য দ্রব্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছি।”

ধর্ম্মাত্মা রঘুনন্দন রাম নিয়ত তত্ত্ববিজ্ঞাননিরতা শবরীকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে

এই বাক্য বলিলেন, "আমি দনুপুত্রের প্রমুখাৎ সেই মহাত্মাদিগের ও তোমার প্রভাব শ্রবণ করিয়াছি; কিন্তু প্রত্যক্ষ করিতে বাসনা করি; যদি তোমার মত হয়, প্রদর্শন কর।"

শবরী রামের মুখনির্গত সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগের উভয়কে সেই বৃহৎ বন প্রদর্শন করতঃ কহিলেন, "হে রঘুনন্দন! আপনি মৃগ ও পক্ষিসমূহে সমাকুল নিবিড়-মেঘসদৃশ, 'মতঙ্গ-বন' নামে বিখ্যাত এই বন অবলোকন করুন্। হে মহাদ্যুতে! এই স্থানে বিশুদ্ধচিত্ত মদীয় গুরুগণ বেদমন্ত্রপুরস্কৃত যজ্ঞোদ্দেশে বেদমন্ত্রানুসারে হবন করিতেন। এই বেদির নাম প্রত্যক্‌স্থলী; আমার পরম পূজনীয় গুরুগণ শ্রমপ্রযুক্ত কম্পান্বিত হস্তদ্বারা এই স্থানে দেবতাদিগকে পূজা করিতেন। হে রঘুনন্দন! এই অনুপমপ্রভাসমন্বিতা বেদি তাঁহাদিগের তপস্যাপ্রভাবে অদ্যাপি প্রভাদ্বারা দিক্ সকল উদ্ভাসিত করিতেছে, অবলোকন করুন্। একদা তাঁহারা উপবাসজন্য শ্রমে অলস ও গমনে অসমর্থ হইয়া চিন্তা করিলে, ঐ স্থানে সপ্ত সাগর আসিয়া মিলিত হইয়াছে, দেখুন। হে রঘুনন্দন! তাঁহারা স্নান করিয়া এই প্রদেশে বৃক্ষ সকলের উপরি বল্কল রাখিতেন; অদ্যাপি তৎসমুদায় শুষ্ক হয় নাই। তাঁহারা দেবগণের উদ্দেশে নীলপদ্ম, অন্যান্য পুষ্প ও যে যে দ্রব্য প্রদান করিয়াছেন, কিছুই মলিন হয় নাই। যাহা যাহা শ্রবণ করিতে হয়, আপনি সৎসমস্ত শ্রবণ করিয়াছেন, এবং এই সমগ্র বনও অবলোকন করিলেন; অধুনা আমাকে শরীর পরিত্যাগে অনুমতি প্রদান করেন, আমার এরূপ অভিলাষ হইতেছে। আমি যাঁহাদিগের পরিচারিকা, এবং এই আশ্রমে যাঁহারা বাস করিতেন, আমি সেই বিশুদ্ধচিত্ত ঋষিদিগের নিকটে যাইতে বাসনা করিতেছি।"

রঘুনন্দন রাম লক্ষ্মণের সহিত প্রশংসিতব্রতসমন্বিতা শবরীর ঐ ধর্ম্মযুক্ত বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক অনুপম আনন্দ লাভ করিয়া "এ সমস্ত ব্যাপার অতি [illegible]শ্চার্য্য," ইহা বলিলেন, এবং তাঁহাকে কহিলেন, "[illegible]ভদ্রে! আমি তোমাকর্ত্তৃক সম্যক্ অর্চ্চিত হইয়াছি; তুমি যথাসুখে অভিলষিত প্রদেশে গমন কর।"

চীর ও কৃষ্ণাজিনপরিধায়িনী জটাধারিণী শবরী রামকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্তা ও শরীর মোচনে অনুজ্ঞাতা হইয়া প্রজ্বলিত অগ্নি মধ্যে স্বীয় দেহ হবন পূর্ব্বক দিব্য অনুলেপন ও মাল্যধারিণী, দিব্য বস্ত্রপরিধায়িনী, দিব্য আভরণসমূহে বিভূষিতা, প্রজ্বলিত পাবকসদৃশ দীপ্তিসমন্বিতা ও প্রিয়দর্শনা হইলেন, এবং সুদামনন্দিনী বিদ্যুতের ন্যায়, সেই প্রদেশ উদ্ভাসিত করতঃ স্বর্গে গমন করিলেন। যে স্থানে সেই বিশুদ্ধচিত্ত মহর্ষিরা বিহার করিতেছেন, শবরী আত্মসমাধি প্রভাবে সেই বহু পুণ্যলভ্য স্থানে গমন করিলেন।

ইতি চতুঃসপ্ততি তমসর্গ॥ ৭৪॥

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ।

শবরী তপস্যাপ্রভাবে স্বর্গে গমন করিলে, রঘুনন্দন ধর্ম্মাত্মা রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত সেই মহাত্মা মহর্ষিদিগের প্রভাব চিন্তা করিলেন। তিনি কিয়ৎকাল তাঁহাদিগের প্রভাব চিন্তা করিয়া হিতকারী একাগ্রচিত্ত লক্ষ্মণকে কহিলেন, "হে শুভদর্শন! সেই বিশুদ্ধচিত্ত মহর্ষিদিগের এই বিশ্বস্ত মৃগ ও ব্যাঘ্রগণে সমাকুল, বিবিধ পক্ষিসমূহে সেবিত, বহু আশ্চর্য্য ব্যাপারসমন্বিত আশ্রম মৎকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়াছে। লক্ষ্মণ! আমি সেই মহর্ষিদিগের স্থাপিত সপ্ত সাগরের তীর্থে স্নানপূর্ব্বক পিতৃগণের তর্পণ করিয়া জল পান করিয়াছি। লক্ষ্মণ! আমাদিগের অশুভ নষ্ট ও শুভ উপস্থিত হইয়াছে; তজ্জন্যই আমার মন হৃষ্ট হইতেছে। হে নরশ্রেষ্ঠ! আমার হৃদয়ে বোধ হইতেছে, যে, শীঘ্রই শুভ ঘটিবে, অতএব আমরা সেই প্রিয়দর্শনা পম্পা নদীতে গমন করি। সূর্য্যপুত্র ধর্ম্মাত্মা সুগ্রীব বালীর ভয়ে ভীত হইয়া বানরচতুষ্টয়ের সহিত যথায় নিরন্তর বাস করিতেছেন, সেই ঋষ্যমূক পর্ব্বত পম্পা নদীর অনতিদূরে দীপ্তি পাইতেছে। আমি বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবকে দর্শন করিতে ত্বরান্বিত

হইয়াছি; কেন না সীতার অন্বেষণরূপ মদীয় কার্য্য, তাঁহারই আয়ত্ত।"

রাম এইরূপ কহিলে, সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ তাঁহাকে বলিলেন, "আমারও চিত্ত ত্বরান্বিত হইতেছে, অতএব চলুন আমরা সকলে গমন করি।"

অনন্তর, সুদক্ষ নরপতি রাম, লক্ষ্মণের সহিত সেই আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়া পম্পা নদীর অভিমুখে গমন করিলেন। তিনি শব্দকারী বংশের শব্দে এবং কোযষ্টি, ময়ূর, শতপত্র ও অন্যান্য বিবিধ পক্ষিসমূহের শব্দে নিনাদিত, চতুর্দ্দিকে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষসমূহে পরিব্যাপ্ত, বিবিধ পুষ্পসমাকীর্ণ মহৎ বন এবং বিবিধ বৃক্ষ ও সরোবর দর্শন করতঃ যাইতে যাইতে কামবাণে তাপিত হইয়া উৎকৃষ্ট হ্রদের সমীপে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর, তিনি মধুর জলবাহিনী পম্পা নদীর অন্তর্বর্ত্তী সেই মতঙ্গসরস নামক হ্রদের অনতিদূরে উপস্থিত হইয়া তন্মধ্যে গমন করিতে সমুদ্যত হইলেন। তখন সেই দুই রঘুনন্দন একাগ্রচিত্ত ও যত্ন সমন্বিত হইয়া তথায় গমন করিতে লাগিলেন। পরে, যে নদী, তীরস্থ তিলক, অশোক, পুন্নাগ, উদ্দাল ও অন্যান্য বিবিধ বৃক্ষসমূহে বিভূষিতা, সখী সদৃশ লতাসমূহে পরিবেষ্টিতা, রমণীয় বনসমূহে পরিবৃতা, পদ্মসমূহে সমাবৃতা ও শ্লক্ষবালুকা সমন্বিতা; যাহার জল প্রান্তভাগে স্ফটিকসদৃশ নির্ম্মল ও মধ্যভাগে পদ্মসমূহে সমাকুল; এবং যথায় গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, সর্প, যক্ষ ও রাক্ষসগণ বিচরণ করিয়া থাকে; শোকসমাবিষ্ট দশরথনন্দন রাম সেই মৎস্য ও কচ্ছপসমূহে সমাকুলা শীতলজলা, রমণীয়া, মনোহারিণী পম্পা নদীর গর্ব্ভে প্রবিষ্ট হইলেন। কহ্লার এবং শ্বেত, রক্ত ও নীল পদ্মসমূহে সমাকীর্ণা পুষ্পিত আম্রবনসমূহে পরিবৃতা, ময়ূরশব্দে নিনাদিতা সেই নদী কোথায়ও রক্ত পদ্ম ও কহ্লারসমূহে সমাকুলা হইয়া তাম্রবর্ণা, কোথায়ও নীলপদ্মসমূহে সমাকুলা হইয়া নীলবর্ণা, কোথায়ও বা কুমুদসমূহে সমাকুলা হইয়া শুক্লবর্ণা হইয়াছে; এবং নানাবর্ণসমন্বিত চিত্রকম্বলের সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছে। তেজস্বী দশরথনন্দন সত্যবিক্রম রাম সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের সহিত অলঙ্কারসমূহে ভূষিতা রমণীর ন্যায়, অলঙ্কারস্বরূপ তীরস্থ তিলক, অশোক, বট, বীজপূর, লোধ্র, পুষ্পিত করবীর, পুষ্পযুক্ত পুন্নাগ, মালতীলতা, কুন্দ, ভাণ্ডীর, নিচুল, সপ্তপর্ণ, কেতক, মাধবী লতা ও অন্যান্য বিবিধ বৃক্ষসমূহে বিভূষিতা পম্পা নদী দর্শন করিয়া কিয়ৎক্ষণ বিলাপ করিলেন। পরে "এই নদীর পূর্ব্ব তীরে সেই পূর্ব্বোক্ত, বিবিধ বিচিত্র পুষ্পিত বৃক্ষসমূহে পরিবৃত, বিবিধ ধাতুসমূহে অলঙ্কৃত, 'ঋষ্যমূক' নামে বিখ্যাত পর্ব্বত আছে। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! মহাত্মা ঋক্ষরাজার ক্ষেত্রজ পুত্র, 'সুগ্রীব' নামে বিখ্যাত সেই মহাবীর বানরশ্রেষ্ঠ তথায় অধিবসতি করেন; তুমি তাঁহার নিকট গমন কর।" লক্ষ্মণকে এই বাক্য বলিয়া, তিনি পুনর্ব্বার তাঁহাকে বলিলেন, "লক্ষ্মণ! আমি সীতা ব্যতিরেকে কিপ্রকারে জীবন ধারণে সমর্থ হইব!"

রাম সীতাগতচিত্ত ও মদনবাণে পীড়িত হইয়া লক্ষ্মণকে ঐরূপ বলিয়া অতীব শোক প্রকাশ করতঃ সেই পদ্মসমাকীর্ণা মনোরম পম্পা নদীর গর্ব্ভে প্রবেশ করিলেন। তিনি লক্ষ্মণের সহিত মতঙ্গ বন হইতে বহির্গত হইয়া বিবিধ বন দর্শনপূর্ব্বক গমন করতঃ ক্রমে নানাবিধ পক্ষিসমূহে সমাকুলা, প্রিয়দর্শন কাননপরিবৃতা পম্পা নদী দেখিতে পাইলেন, এবং তাহার গর্ব্ভে প্রবিষ্ট হইলেন।

ইতি পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ ॥ ৭৫ ॥

অরণ্যকাণ্ড সমাপ্ত।

রামায়ণ।

কিষ্কিন্ধাকাণ্ড।

প্রথম সর্গ।

াম লক্ষ্মণের সহিত নানাবিধ মৎস্য এবং
, রক্ত ও নীল পদ্মসমূহে সমাকীর্ণা পম্পা
ত যাইয়া ব্যাকুলেন্দ্রিয় হইয়া বিলাপ
:ত লাগিলেন। পম্পা দর্শন করিয়া,
র ইন্দ্রিয়গণ হর্ষপ্রযুক্ত চঞ্চল হইল;
কামবশীভূত হইয়া সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে
কথা বলিলেন, "হে সুমিত্রানন্দন!
ধ বৃক্ষসমূহে বিরাজিতা, বৈদুর্য্যমণিসদৃশ
ল জল সমন্বিতা, প্রফুল্ল কমল সমূহে
কীর্ণা পম্পা অতিশয় শোভা পাইতেছে।
া! যথায় বৃক্ষ সকল, শিখরবান্ শৈল
হর ন্যায়, বিরাজিত হইতেছে; তুমি
পম্পাতীরবর্ত্তী প্রিয়দর্শন কানন অব-
কন কর। আমি বহু শোকে আক্রান্ত
াছি,—নানাবিধ মানসিক পীড়া আমাকে
ন্তর পীড়িত করিতেছে; বিশেষতঃ অধুনা
ম ভরতের দুঃখ স্মরণ ও সীতাহরণ নিব-
শোকে নিতান্ত নিপীড়িত হইতেছি;
পি সর্প, হিংস্র পশু, মৃগ ও পক্ষিসমূহে
বতা, প্রস্ফুটিত বিবিধ পুষ্পসমূহে
ভিতা, সুশীতল জলসমন্বিতা, পদ্মসমূহে
মনোহারিণী অত্যন্ত প্রিয়দর্শনা,
নদী আমার নিকটে অতিশয় শোভা
তেছে। নীলমিশ্রিত পীতবর্ণ নবতৃণ
এই প্রদেশ বৃক্ষ সকলের পতিত বিবিধ
মূহে সমাকীর্ণ হইয়া যেন কুথা দ্বারা
ত রহিয়াছে, এবং সমধিক বিরাজিত
হইতেছে। অপিচ চতুর্দ্দিকে বিবিধ বৃক্ষ-
সমূহের অগ্রভাগ পুষ্পিতাগ্র লতাসমূহে
সমাকীর্ণ হইয়া পুষ্পসমূহ দ্বারা অত্যন্ত শোভা-
ন্বিত হইয়াছে। হে সুমিত্রানন্দন! এই
সৌরভপরিপূর্ণ বসন্তকাল অত্যন্ত কামোদ্দীপন-
কারী; কেন না, এ সময়ে বৃক্ষ সকল পুষ্প ও
ফলসমূহে শোভান্বিত হয়, এবং সুখসেব্য বায়ু
বহিতে থাকে। লক্ষ্মণ! তুমি জলবর্ষণকারী
জলদজালসদৃশ পুষ্পবর্ষণকারী বিবিধ পুষ্পশালী
অরণ্যসকলের সৌন্দর্য্য দর্শন কর। রমণীয়
শিলাতলবর্ত্তী বিবিধ বৃক্ষ সকল বায়ুবেগে প্রচ-
লিত হইয়া পুষ্পসমূহদ্বারা পৃথিবীকে সমাকীর্ণা
করিতেছে। হে সুমিত্রানন্দন! বায়ু যেন
চতুর্দ্দিকে বৃক্ষস্থ এবং বৃক্ষ হইতে পতিত ও পত-
মান কুসুমসমূহদ্বারা ক্রীড়া করিতেছে, অব-
লোকন কর। পুষ্পিত বৃক্ষশাখা সকল বায়ু-
কর্ত্তৃক বিক্ষিপ্ত হওয়ায়, স্থানভ্রষ্ট ভ্রমরগণ যেন
বায়ুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করতঃ গান করি-
তেছে। বায়ু, গিরিকন্দর হইতে বহির্গত হইয়া
যেন নিনাদকারী প্রমত্ত কোকিলগণদ্বারা গান
করতঃ বৃক্ষদিগকে নৃত্যবিষয়ে শিক্ষা দিতেছে।
এই পাদপ সমস্ত বায়ুকর্ত্তৃক অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত ও
শাখাগ্রদ্বারা পরস্পর সংযোজিত হইয়া যেন
গ্রথিত হইয়াছে। চন্দনসদৃশ সুশীতল, শ্রমনি-
বারক এই সুখ সেব্য বসন্তবায়ু উত্তম গন্ধ
বহন করতঃ প্রবাহিত হইতেছে। এই
মধুগন্ধবিশিষ্ট বনমধ্যে বৃক্ষ সমস্ত বায়ু-

কর্তৃক বিক্ষিপ্ত হইয়া যেন শব্দকারী ভ্রমর-গণদ্বারা ধ্বনি করিতেছে। রমণীয় গিরি-প্রস্থমধ্যে সমুৎপন্ন, পুষ্পসম্পন্ন, মনোহর বৃহৎ বৃক্ষ সমূহদ্বারা যেন শিখরবিশিষ্ট হইয়া, এই সমস্ত পর্ব্বত বিরাজিত হইতেছে। এই শব্দ-কারী মধুকরগণে সমাকুল, পুষ্পসমূহে সমাকীর্ণ বৃক্ষ সকল বায়ুকর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া যেন নৃত্য ও গান করিতেছে। চতুর্দ্দিকে এই সুপুষ্পিত কর্ণিকার বৃক্ষ সমস্ত সুবর্ণভূষিত পীতাম্বরপরিধায়ী মনুষ্যদিগের সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছে, দর্শন কর। হে সুমিত্রানন্দন! একে আমি সীতাবিহীন হইয়া শোকাক্রান্তই রহি-য়াছি, তাহাতে আবার বিবিধ বিহগশব্দসহকৃত এই বসন্তকাল আমার আরও শোক উদ্দীপন করিতেছে। আমার ঈদৃশ শোকসময়েও, মন্মথ আমাকে সন্তাপিত করিতেছে! ঐ কোকিল হর্ষসহকারে নিনাদ করতঃ যেন স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক আমাকে আহ্বান করিতেছে। লক্ষ্মণ! আমি মদনবাণে অত্যন্ত বিদ্ধ হই-য়াছি; পরন্তু ঐ রমণীয় কানননির্ঝরমধ্যবর্ত্তী দাত্যূহক পক্ষী হৃষ্ট হইয়া ধ্বনি করতঃ আমাকে আরও সমধিক শোকাক্রান্ত করিবে, বোধ হইতেছে; কেননা, পূর্ব্বে আশ্রমমধ্যে অবস্থিতা আমার প্রেয়সী সীতা ইহার শব্দ শ্রবণ করিয়া হর্ষসহকারে আমাকে আহ্বান করতঃ অতিশয় আনন্দিত করিতেন। হে সুমিত্রানন্দন! চতু-র্দ্দিকে বিবিধ বিচিত্র বিহঙ্গ সকল নানাবিধ ধ্বনি করতঃ বৃক্ষ, গুল্ম ও লতাসমূহের উপরি নিপতিত হইতেছে, দর্শন কর। পম্পাতীরে মধুর স্বরবতী ভ্রমরীরা ভ্রমরদিগের সহিত মিলিতা ও ভ্রমরগণদ্বারা প্রমোদান্বিতা হইয়া স্বজাতীয়াদিগের মধ্যে অভিনন্দিতা হইতেছে, এবং বিবিধ পক্ষী প্রমুদিত হইয়া যুথে যুথে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। ঐ পাদপ সমস্ত রতিকালে শব্দকারী দাত্যূহ ও পুংস্কোকিলগণ দ্বারা যেন ধ্বনি করতঃ আমার কাম উদ্দীপন করিতেছে। হে সুমিত্রানন্দন! অশোকস্তবক সকল যাহার প্রদীপ্ত অঙ্গার স্বরূপ, তাম্রবর্ণ কোমল পল্লব সমস্ত যাহার শিখাস্বরূপ, ও ভ্রমরশব্দ যাহার ধ্বনিস্বরূপ, সেই বসন্তরূপ অগ্নি আমাকে দগ্ধ করিবে। মৃদুভাষিণী, সুকেশী, পদ্মনয়না সীতাকে দেখিতে না পাওয়ায়, আমার আর জীবনে প্রয়োজন নাই। হে অনঘ! এই বসন্তকাল আমার প্রেয়সীর অত্যন্ত প্রিয়; এই কালে কানন সকল কোকিলকুলে সমাকুল হইয়া অতিশয় রমণীয় হয়। মদনপীড়াসম্ভূত এই শোকাগ্নি, মন্দবায়ু বহনাদিরূপ বসন্তগুণসমূহদ্বারা বিবর্দ্ধিত হইয়া অনতি বিলম্বে আমাকে দগ্ধ করিবে। বনিতা সীতাকে দেখিতে না পাইয়া মনোহর বৃক্ষ সকল অবলোকন করতঃ, আমার এই শোক ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। অধুনা সীতার অদর্শন ও এই মন্দ পবনদ্বারা স্বেদনিবারক বসন্ত কালের দর্শন আমার শোক বৃদ্ধি করিতেছে। হে সুমিত্রানন্দন! আমি একে চিন্তা ও শোকে আক্রান্ত হইয়াছি, তাহাতে আবার মৃগশিশু-নয়না সীতার অদর্শন ও কাননসম্বন্ধী বসন্ত-বায়ু আমাকে আরও তাপিত করিতেছে। স্থানে স্থানে ঐ সমস্ত ময়ূর নৃত্য করি-তেছে, এবং উহাদিগের স্ফটিকমণিচি-ত্রিত গবাক্ষসদৃশ বিন্দুজালসমন্বিত পক্ষ সকল মন্দবায়ুকর্ত্তৃক প্রকম্পিত হওয়ায়, অতিশয় শোভমান হইতেছে। একে আমি মদনকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছি, তাহাতে আবার উহারা ময়ূরীগণে পরিবৃত ও মদন-মোহিত হইয়া আমার আরও কাম বৃদ্ধি করিতেছে। লক্ষ্মণ! ঐ দেখ, গিরিসানু-মধ্যে ময়ূরী কামার্ত্তা হইয়া, নৃত্যকারী ময়ূ-রের নিকটে নৃত্য করিতেছে; ময়ূরও মনো-হর পক্ষদ্বয় বিস্তারপূর্ব্বক ধ্বনিদ্বারা যেন আমাকে উপহাস করতঃ প্রেয়সীর নিকটবর্ত্তী হইতেছে। ময়ূরের প্রেয়সী নিশ্চয়ই রাক্ষস-কর্ত্তৃক হৃতা হয় নাই; তজ্জন্যই রমণীয় বন-মধ্যে ও, কান্তাসহ নৃত্য করিতেছে। লক্ষ্মণ! এই বসন্তকালে সীতার বিরহে বাস করা আমার পক্ষে নিতান্ত কঠিন কর্ম্ম; কেন না, অধুনা পক্ষিজাতিরও মদনানুরাগ জন্মিয়া থাকে; দেখ, ময়ূরীও কামার্ত্তা হইয়া ময়ূরের নিকটবর্ত্তিনী হইতেছে; যদি বিশালনয়না জনকদুহিতা সীতা হৃতা না হইতেন, তবে

তিনিও মদনবশীভূতা হইয়া এইরূপে আমার অনুগমন করিতেন। লক্ষ্মণ! দেখ, বসন্তকালে পুষ্পভারে সমৃদ্ধিশালী কানন সকলের পুষ্পসমস্ত আমার নিকটে নিষ্ফল হইতেছে। মধুকরসমূহে সমাকীর্ণ, মনোহর, অত্যন্ত শোভাসম্পন্ন বৃক্ষ পুষ্প সকল নিরর্থক ভূতলে পতিত হইতেছে। বিহঙ্গ সকল আমার কাম উদ্দীপন করতঃ হৃষ্টান্তঃকরণে যূথে যূথে মনোহর শব্দ করিতে করিতে পরস্পরকে আহ্বান করিতেছে। অধুনা আমার প্রেয়সী সীতা যথায় বাস করিতেছেন, সেই প্রদেশেও যদি বসন্তকাল উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে তিনিও কামার্ত্তা হইয়া, আমার ন্যায়, শোক করিতেছেন, সন্দেহ নাই। সেই নীলোৎপলনয়না যথায় আছেন, বোধ হয়, তথায় বসন্তকাল উপস্থিত হয় নাই; তাহা না হইলেও, তিনি কি প্রকারে আমার বিরহে অবস্থান করিবেন! অথবা, আমার প্রেয়সী সুমধ্যমা সীতা যথায় আছেন, যদি তথায় বসন্ত কাল উপস্থিত হইয়া থাকে, তথাপি তাঁহার কিছুই করিতে পারিবে না, যে হেতু অধুনা তিনি শত্রুগণকর্ত্তৃক পীড়িতা রহিয়াছেন। আমার প্রেয়সী, মৃদুভাষিণী, পদ্মনয়না, শ্যামা সীতা বসন্ত কাল পাইয়া নিশ্চয়ই জীবন পরিত্যাগ করিবেন। আমার হৃদয়ে এরূপ দৃঢ় নিশ্চয় আছে, যে, পতিব্রতা বিদেহরাজদুহিতা সীতা আমার বিরহে কখনই জীবন ধারণে সমর্থা হইবেন না; কেন না আমার অন্তঃকরণ তাঁহাতে এবং তাঁহার অন্তঃকরণ আমাতে সর্ব্বতোভাবে অনুরক্ত রহিয়াছে। আমি প্রেয়সী সীতার নিমিত্তে চিন্তান্বিত রহিয়াছি; তজ্জন্যই এই পুষ্পাগন্ধবহনকারী, সুখজনকস্পর্শশালী, সুশীতল বায়ুও আমার নিকটে পাবকতুল্য প্রতীয়মান হইতেছে। পূর্ব্বে কান্তাসহযোগে আমি যে বসন্তবায়ুকে অত্যন্ত সুখজনক বোধ করিতাম, অধুনা সীতার বিরহে তাহাই আমার শোক উৎপাদন করিতেছে। ঐ সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট বায়স, আমাকে সীতাবিহীন দেখিয়া প্রথমতঃ আকাশে উৎপতনপূর্ব্বক শোক প্রকাশচ্ছলে ধ্বনি করিয়া পরে বৃক্ষোপরি অবস্থিত হইয়া আমার অভিমুখে হর্ষসহকারে ধ্বনি করিতেছে, তাহাতে বোধ হইতেছে, যে, ও যেন আমার বার্ত্তাবহ হইয়া বিদেহরাজদুহিতা বিশালনয়না সীতার নিকটে যাইবে, এবং আমাকে তথায় উপনীত করিবে, অর্থাৎ তাঁহাকে আমার বার্ত্তা প্রদান করিবে! লক্ষ্মণ! পুষ্পশোভিত বৃক্ষসমূহের উপরি অবস্থিত, কলরবকারী বিহঙ্গগণের কামোদ্দীপনকর মনোহর ধ্বনি শ্রবণ কর। ঐ মধুকর সহসা, মদোন্মাদিনী প্রেয়সীর ন্যায়, বায়ুবেগে সঞ্চালিতা তিলকমঞ্জরীর নিকটে আগমন করিতেছে। কামিগণের অতিশয় শোকবর্দ্ধনকারী এই অশোকবৃক্ষ, বায়ুবেগে বিক্ষিপ্ত স্তবকসমূহ দ্বারা যেন আমাকে তর্জ্জন করতঃ অবস্থিত রহিয়াছে। লক্ষ্মণ! এই পুষ্পিত চূতবৃক্ষ সমস্ত, শৃঙ্গাররসে নিবিষ্টচিত্ত অঙ্গরাগবিশিষ্ট মনুষ্যদিগের ন্যায়, দৃষ্ট হইতেছে। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ! পম্পাতীরবর্ত্তী বিচিত্র কাননসমূহ মধ্যে কিন্নরেরা কিন্নরীদিগের সহিত স্থানে স্থানে বিচরণ করিতেছে, এবং পম্পাজলমধ্যে এই শুভগন্ধবিশিষ্ট রক্তপদ্ম সমস্ত সর্ব্বথা তরুণসূর্য্য সদৃশ বিরাজিত হইতেছে, অবলোকন কর। জলার্থী মাতঙ্গ ও মৃগসমূহে শোভান্বিতা, নিরন্তর চক্রবাকসমূহে সেবিতা, স্বচ্ছসলিল সমন্বিতা, শ্বেত ও নীল পদ্মসমূহে সমাবৃতা, হংস ও কারণ্ডব সমূহে পরিবৃতা, ভ্রমরগণ কর্ত্তৃক সমাহত কেশরবিশি তরুণসূর্য্য সবর্ণ চতুর্দ্দিক্‌স্থিত রক্তপদ্ম সমূহে সুশোভিতা, কহ্লারসমূহে সমাকীর্ণা, বিচিত্র কাননমধ্যবর্ত্তিনী পম্পানদী অতিশয় শোভা পাইতেছে। লক্ষ্মণ! পম্পার নির্ম্মল জলমধ্যে পদ্ম সমস্ত পবনাঘাতে বেগবিশিষ্ট তরঙ্গসমূহদ্বারা আন্দোলিত হইয়া অতিশয় বিরাজিত হইতেছে। পদ্ম সমস্ত যাঁহার অত্যন্ত প্রিয়; সেই বিদেহরাজনন্দিনী পদ্মসদৃশ বিশালনয়না সীতাকে না দেখিয়া, আমি জীবন ধারণ করিতে অভিলাষ করি না। অধুনা যিনি আমার অবিদিত প্রদেশে নীতা হইয়াছেন,

এবং যাঁহাকে লাভ করা অসম্ভব, কন্দর্প আমারে সেই হিতকারিণী কল্যাণী সীতাকে স্মরণ করাইতেছে; অতএব উহার কি কুটিলতা! যদি বিবিধ পুষ্পিত বৃক্ষসমূহে শোভিত এই বসন্ত কাল আমাকে পীড়িত না করে, তবে আমি এই সমুপস্থিত কামবেগ সহ্য করিতে পারি। পূর্ব্বে সীতাবিদ্যমানে যে সমস্ত বস্তু আমার চিত্ত সন্তুষ্ট করিত, অধুনা সীতাবিরহে তৎসমুদায়ই আমার চিত্ত তাপিত করিতেছে। লক্ষ্মণ! ঐ পদ্মকোষ সমস্ত সীতার নেত্রকোষ-সদৃশ, অতএব তৎসমুদায় দর্শন করিতে আমার নয়ন ব্যগ্র হইতেছে। ঐ বৃক্ষ সমূহের মধ্য হইতে বিনির্গত পদ্মকেশর সংসর্গে সুবাসিত এই মনোহর বায়ু, সীতার নিশ্বাসের ন্যায়, প্রবাহিত হইতেছে। হে সুমিত্রানন্দন! পম্পার দক্ষিণ ভাগে ঐ গিরিপ্রস্থমধ্যে পরম শোভান্বিত সুপুষ্পিত কর্ণিকার বৃক্ষ অবলোকন কর। গৈরিকাদি ধাতুসমূহে সমধিক বিভূষিত ঐ শৈলরাজ বায়ুবেগদ্বারা বিঘূর্ণিত বিচিত্র ধূলিপটল বিসর্জ্জন করিতেছে। হে সুমিত্রানন্দন! গিরিপ্রস্থ সকল চতুর্দ্দিকস্থ পুষ্পিত পত্ররহিত অতি রমণীয় কিংশুক বৃক্ষসমূহদ্বারা যেন প্রদীপ্ত রহিয়াছে। পম্পাতীরে জলসংসিক্ত মধুগন্ধযুক্ত স্থলপদ্ম, মালতী, মল্লিকা, করবীর, সিন্ধুবার, কেতকী, বাসন্তী, মাতুলুঙ্গ, পূর্ণ, কুন্দ-গুল্ম, করঞ্জ, মধূক, বঞ্জুল, বকুল, চম্পক, তিলক, নাগকেশর, পদ্মক ও নীল অশোক বৃক্ষ সকল পুষ্প-সমূহে সমাকীর্ণ হইয়া অতিশয় শোভা পাইতেছে। গিরিপ্রস্থ-সমূহে সুপুষ্পিত বকুল, নাগকেশর, লোধ্র, অঙ্কোঠ, নীলঝিণ্টী, চূর্ণক, মন্দার, আম্র, পাটলি, কোবিদার, মুচুকুন্দ, অর্জ্জুন, কেতক, উদ্দালক, শিরীষ, শিংশপ, ধব, শাল্মলী, কিংশুক, রক্তকুরুবক, তিনিশ, করঞ্জ, চন্দন, স্যন্দন, হিন্তাল, পুন্নাগ ও তিলক বৃক্ষ সকল দৃষ্ট হইতেছে। হে সুমিত্রা-নন্দন! পম্পাতীরে পুষ্পিতাগ্র-লতা-সমূহে পরিবেষ্টিত, সুপুষ্পিত মনোহর বৃক্ষ সকল অবলোকন কর। যেমন প্রমত্তা বরাঙ্গনারা স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হয়েন, তদ্রূপ লতা সমস্ত বায়ুদ্বারা কম্পিতাগ্র আশ্রিত বৃক্ষ সকলের অনুবর্ত্তিনী হইতেছে।

এই বায়ু বন হইতে বনান্তরে, বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে ও শৈল হইতে শৈলান্তরে বিচরণ করিতে করিতে বিবিধ রস আস্বাদন করতঃ যেন প্রমোদান্বিত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। অনেক বৃক্ষ পর্য্যাপ্তরূপে পুষ্প-সমন্বিত ও মধুগন্ধ-যুক্ত এবং অনেক বৃক্ষ মুকুল-সমাকীর্ণ ও শ্যামবর্ণ পুরুষ-সদৃশ হইয়া বিরাজিত হইতেছে। ইহা প্রফুল্লিত, ইহা সুস্বাদু ও ইহা অতি সুন্দর, এরূপ বিবেচনা করিয়া, ঐ মধুকর অনুরাগান্বিত হইয়া পুষ্প-সমূহে বিলীন হইতেছে। ঐ মধুলুব্ধ ধুমকর কিয়ংক্ষণ এক পুষ্পমধ্যে বিলীন থাকিয়া পরে তথা হইতে উৎপতন-পূর্ব্বক অন্যত্র গমন করতঃ পম্পাতীরবর্ত্তী বৃক্ষ-সমূহের উপরি বিচরণ করিতেছে। ঐ প্রদেশ স্বয়ং পতিত পুষ্প সমূহে সমাকীর্ণ হইয়া শয্যার সদৃশ সুখকর হইয়াছে। হে সুমিত্রানন্দন! পর্ব্বতসানু-সমূহে পীত-রক্ত-প্রভৃতি নানাবর্ণা, সুবিস্তীর্ণা নানাবিধ শয্যা নানাবর্ণ বিবিধ পুষ্প সমূহ-দ্বারা নির্ম্মিতা রহিয়াছে। লক্ষ্মণ! হিম ঋতু বিগত ও বসন্ত ঋতু সমাগত হওয়ায়, বৃক্ষগণের পুষ্প-সমুদ্ভব অবলোকন কর; বৃক্ষগণ যেন পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া পুষ্পিত হইয়াছে, এবং পুষ্পসমূহে শোভান্বিত হইয়া মধুকরগণ-দ্বারা শব্দ করিয়া যেন পরস্পরকে আহ্বান করতঃ বিরাজিত রহিয়াছে। ঐ কারণ্ডব পক্ষী মনোহর পম্পাজল-মধ্যে কান্তাসহ বিহার করতঃ আমার কাম বর্দ্ধন করিতেছে। যাহার সৌন্দর্য্য-প্রভৃতি মনোহর গুণ সমস্ত জগন্মধ্যে বিখ্যাত রহিয়াছে, সেই মন্দাকিনী নদীর রূপ যাদৃশ মনোহর, এই পম্পানদীর রূপও তাদৃশ মনোহর। হে রঘুকুলতিলক! যদি সাধ্বী সীতা দৃষ্টা হন, এবং আমি তাঁহার সহিত এস্থানে বাস করিতে পাই, তবে ইন্দ্র-নগরী বা অযোধ্যা নগরীতে গমন করিতে আমার অভিলাষ হয় না। ঈদৃশ রমণীয় নবতৃণসম্পন্ন প্রদেশে সীতা-সহ বিহার করিতে থাকিলে, আমার চিন্তা বা অন্যত্র গমনে বাসনা হয় না। ঐ কানন-মধ্যবর্ত্তী বিবিধ পর্ণ ও পুষ্প-সমন্বিত বৃক্ষ সকল, সীতার বিরহ-প্রযুক্তই আমার চিন্তা উৎপাদন করিতেছে।

হে সুমিত্রা-নন্দন! ক্রৌঞ্চ, চক্রবাক, কারণ্ডব প অন্যান্য জলচর পক্ষি-সমূহে সেবিতা, শীতল-জল-সমন্বিতা, উৎকৃষ্ট মৃগগণে সমাকীর্ণা, পদ্ম-সমাকুলা পম্পা নদী দর্শন কর; এই নদী মনোহর ধ্বনি-কারী বিবিধ বিহঙ্গগণে সমাকীর্ণা হইয়া সমধিক বিরাজিতা হইতেছে। প্রিয়া-সহযোগে সমধিক প্রমোদান্বিত বিবিধ বিহঙ্গগণ যেন প্রেয়সী পদ্মনয়না চন্দ্র-বদনা শ্যামা সীতাকে আমার স্মৃতিপথে উদিত করিয়া মদীয় কাম উদ্দীপন করিতেছে। বিচিত্র পর্ব্বতসানু মধ্যে প্রিয়াসহ বিচরণকারী মৃগদিগকে প্রমোদান্বিত ও আমাকে বিদেহ-রাজদুহিতা মৃগশিশু নয়না সীতার বিরহে শোকাক্রান্ত অবলোকন কর; উহারা প্রিয়াসহ ইতস্ততঃ বিচরণ করতঃ আমার চিত্ত ব্যথিত করিতেছে। প্রমত্ত বিহঙ্গকুলে সমাকুল এই রমণীয় গিরিসানুমধ্যে যদি প্রেয়সী সীতাকে দেখিতে পাই, তবেই মঙ্গল। হে সুমিত্রা-নন্দন! যদি বিদেহরাজ দুহিতা সুমধ্যমা সীতা আমার সহিত পম্পাতীরে মনোহর বায়ু সেবন করেন, তাহা হইলেই, আমি জীবন ধারণ করিতে পারি। লক্ষ্মণ! যাঁহারা ধন্য, তাঁহারাই প্রিয়াসহ পম্পাতীরবর্ত্তী কাননমধ্যে পদ্ম ও কহ্লারসমূহের সৌরভ বহনকারী, শোক-বিনাশক, মনোহর বায়ু সেবন করেন। অধুনা আমার প্রেয়সী বিদেহরাজ নন্দিনী পদ্মপলাশ-নয়না, শ্যামা সীতা মদ্বিরহিতা ও অন্যের বশীভূতা হইয়া কি প্রকারে জীবন ধারণ করিতেছেন! যখন সত্যবাদী ধর্ম্মজ্ঞ বিদেহরাজ জনক জনতামধ্যে আমাকে সীতার কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন আমি তাঁহার নিকটে কি সুমঙ্গল কথা বলিব! আমি জনককর্ত্তৃক অরণ্যে বিবাসিত ও হীনার্থ হইলেও, যিনি পাতিব্রত্য ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক আমার অনুগামিনী হইয়াছেন, সেই প্রেয়সী সীতা এক্ষণে কোথায় আছেন! লক্ষ্মণ! আমি রাজ্যভ্রষ্ট ও শোকাক্রান্ত চিত্ত হইলেও, যিনি আমার অনুগমন করিয়াছেন, আমি তাঁহার বিরহে কাতর হইয়া কি প্রকারে জীবন ধারণ করিব! সীতার সেই ব্রণরহিত, সৌন্দর্য্যসমন্বিত, সুপূজিত পদ্মসদৃশনয়ন শোভিত, সৌগন্ধসম্পন্ন, মনোহর বদন দর্শন না করিয়া, আমার চিত্ত অত্যন্ত বিষাদান্বিত হইতেছে। লক্ষ্মণ! আমি কবে জনকনন্দিনীর উপমারহিত, মনোহর ঈষৎ হাস্যসহকৃত, প্রসাদগুণ সমন্বিত, মধুর বাক্য শ্রবণ করিব! আমি মদনবাণে তাপিত হইলে, শ্যামা পতিব্রতা সীতা বনমধ্যে দুঃখ পাইয়াও যেন দুঃখবিহীনা ও প্রমোদান্বিতা হইয়া আমাকে মনোহর বাক্য বলিতেন। হে রাজ-নন্দন! আমি অযোধ্যা নগরীতে গমন করিলে, যখন জননী মনস্বিনী কৌসল্যা দেবী আমাকে 'বধূ সীতা কোথায়?' ইহা জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন আমি তাঁহার নিকটে কি বলিব? লক্ষ্মণ! আমি জনকনন্দিনী সীতার বিরহে জীবন ধারণ করিতে পারিব না; তুমি অযোধ্যা নগরীতে যাইয়া ভ্রাতৃবৎসল ভ্রাতা ভরতকে অবলোকন কর।"

মহাত্মা রাম, অনাথের ন্যায়, ঐরূপ বিলাপ করিতে থাকিলে, তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ তাঁহাকে এই যুক্তিযুক্ত সার্থক বাক্য বলিলেন, "হে পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম! আপনার মঙ্গল হউক, আপনি চিত্ত স্তম্ভিত করিয়া শোক সম্বরণ করুন্; আপনার সদৃশ বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিদিগের ত ঈদৃশ চিত্তমালিন্য হয় না। আপনি প্রিয় জনের বিয়োগজন্য দুঃখসম্বরণ করিয়া প্রিয়জনের প্রতি সমধিক স্নেহ পরিত্যাগ করুন্; যেহেতু সমধিক স্নেহ নিতান্ত সন্তাপকর, দেখুন, বর্ত্তিকা জলার্দ্রা হইয়াও সমধিক তৈল সংযোগে দগ্ধ হয়।

হে রঘুনন্দন! যদি রাবণ পাতালে বা ততোধিক নিম্ন প্রদেশেও গমন করে, তথাপি বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। হে অগ্রজ! অধুনা সেই পাপাত্মা রাক্ষসের বাসস্থান অনুসন্ধান করুন্; তাহা হইলেই, সে সীতাকে পরিত্যাগ করিবে, অথবা বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। রাবণ যদি মিথিলারাজদুহিতা সীতাকে প্রদান না করিয়া তাঁহার সহিত অসুরজননী দিতির গর্ভেও প্রবিষ্ট হয়, তথাপি আমি তথায় যাইয়া তাহাকে নিহত করিব। হে আর্য্য সাধুস্বভাব রাম! প্রয়োজনীয় বস্তু অপহৃত হইলে, যদি

যত্ন না করা যায়, তবে কখনই পুনর্ব্বার উহা লাভ করা যায় না; অতএব আপনি সুস্থ হউন, এবং এই দীনবুদ্ধি পরিত্যাগ করুন্। হে আর্য্য! উৎসাহই পরম বল, উহা হইতে আর উৎকৃষ্ট বল নাই; কেন না, উৎসাহ-সম্পন্ন জীবগণের লোকমধ্যে কিছুই দুর্লভ হয় না; তাঁহারা উৎসাহবলে কোন কার্য্যেই অবসন্ন হন না; আমরা কেবল উৎসাহ অবলম্বন করিয়াই জনকদুহিতাকে পুনর্ব্বার লাভ করিব। আপনি যে মহাত্মা ও বিশুদ্ধচিত্ত, কেন তাহা বুঝিতে পারিতেছন না! অধুনা শোকসম্বরণপূর্ব্বক কামজন্য চিত্তব্যাকুলতা দূর করুন্।"

শোকাক্রান্তচিত্ত অচিন্ত্যপরাক্রম রাম লক্ষ্মণকর্ত্তৃক ঐরূপে সম্যক্ প্রবোধিত হইয়া শোক ও মোহ পরিত্যাগপূর্ব্বক ধৈর্য্যান্বিত হইলেন, এবং স্থিরচিত্ত হইয়া বায়ুবিক্ষিপ্ত তীরস্থ বৃক্ষসমূহে শোভান্বিতা, রমণীয়া, মনোহারিণী পম্পানদী অতিক্রম করিলেন। তখন যদিও তাঁহার চিত্ত নিতান্ত দুঃখাক্রান্ত ছিল, তথাপি তিনি বিবেচনাসহকারে সহসা ধৈর্য্য ধারণপূর্ব্বক তাহা স্তম্ভিত করিয়া লক্ষ্মণসহ বন, নির্ঝর ও কন্দর সমস্ত দর্শন করতঃ উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া ঋষ্যমূকের অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। মত্ত মাতঙ্গের ন্যায়, বিলাসসহকারে গমনকারী রঘুনন্দন রাম গমন করিতে লাগিলে, তদীয় ইষ্টসম্পাদননিরত মহাত্মা লক্ষ্মণ একাগ্রচিত্ত হইয়া তাঁহার অনুগমন করতঃ নীতি ও বীর্য্যবলে তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর, ঋষ্যমূকগিরিতটে বিচরণকারী, বেগশালী বানরাধিপতি সুগ্রীব বিচরণ করতঃ প্রিয়দর্শন রাম ও লক্ষ্মণকে দর্শন করিলেন, এবং ত্রাসান্বিত ও ভোজনাদি ইষ্ট বিষয়ে চেষ্টারহিত হইলেন। গজসদৃশ মন্দগমনকারী সেই মহাত্মা বানরাধিপতি বিচরণ করতঃ তাঁহাদিগকে তথায় বিচরণ করিতে দেখিয়া অত্যন্ত বিষাদান্বিত, চিন্তিত ও ভয়ভারে সমাক্রান্ত হইলেন। অনন্তর বানরপ্রধান সুগ্রীব ও তদীয় অমাত্য সকল বালী ও তদনুগত বানরদিগের অগম্য, সর্ব্বপ্রাণিশরণ্য, অতি সুখজনক, বানরগণসেবিত সেই মতঙ্গাশ্রমসন্নিহিত কাননমধ্যে মহাবীর্য্যসম্পন্ন রাম ও লক্ষ্মণকে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া ত্রাসান্বিত হইয়া তাঁহাদিগকে বালিপ্রেরিত বোধ করতঃ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

ইতি প্রথম সর্গ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় সর্গ।

বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব উত্তমাস্ত্রধারী মহাত্মা মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতাকে দর্শন করতঃ শঙ্কান্বিত হইলেন, এবং উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া দিক্ সমস্ত অবলোকন করতঃ কোন স্থানেই বহুক্ষণ অবস্থান করিতে পারিলেন না। তিনি মহাবল রাম ও লক্ষ্মণকে দর্শন করিয়া এক স্থানে অবস্থান করিতে অভিপ্রায় করিলেন না। তখন সেই অতি ভয়াতুর বানররাজের চিত্ত অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া উঠিল। অনন্তর বানররাজ ধর্ম্মাত্মা সুগ্রীব পরম উদ্বিগ্ন হইয়া মনে মনে অবস্থান ও প্রস্থান বিষয়ে উৎকর্ষ ও অপকর্ষ চিন্তা করিয়া স্বীয় অমাত্য বানরদিগের সহিত তাহা বিবেচনা করিবার উদ্দেশে পরম উদ্বেগসহকারে তাঁহাদিগকে রাম ও লক্ষ্মণেরে প্রদর্শন করতঃ কহিলেন, "ঐ দুই জন নিশ্চয়ই বালিকর্ত্তৃক স্বীয় অগম্য এই কাননমধ্যে প্রেরিত হইয়াছেন; উহাঁরা চীরবসন পরিধান করিয়া ছদ্মবেশে বিচরণ করতঃ এই প্রদেশে আগমন করিয়াছেন; অতএব আমাদিগের এস্থান হইতে প্রস্থান করা বিধেয়।"

অনন্তর সুগ্রীবের অমাত্য যূথপতি বানরপ্রধানেরা রাম ও লক্ষ্মণকে পরম ধনুর্দ্ধারী দর্শন করিয়া সেই গিরিতট হইতে এক উৎকৃষ্ট শৃঙ্গোপরি গমন করিলেন, এবং শীঘ্র তথায় যাইয়া যূথপশ্রেষ্ঠ বানররাজ সুগ্রীবকে বেষ্টনপূর্ব্বক অবস্থিত হইলেন। তখন সুগ্রীবের অমাত্য সেই মহাবল বানরপ্রধানেরা সকলে একরূপ গতি অবলম্বনপূর্ব্বক বেগদ্বারা বহু প্রত্যন্ত পর্ব্বতের শিখর সকল কম্পিত করতঃ এক প্রত্যন্ত পর্ব্বত হইতে অন্য প্রত্যন্ত পর্ব্বতে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সেই মহাপর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে বিচরণপূর্ব্বক দুর্গম

প্রদেশস্থিত পুষ্পিত বৃক্ষ সকল ভগ্ন এবং শার্দূল, মৃগ ও মার্জ্জারদিগকে ত্রাসিত করতঃ যাইতে থাকিলেন। পরে তাঁহারা সেই মহা-পর্ব্বতের শিখরে যাইয়া বানররাজ সুগ্রীবের নিকটে কৃতাঞ্জলি হইয়া সাবধান চিত্তে অবস্থিত হইলেন। অনন্তর, কালোচিত বক্তৃতা-পটু হনুমান্, বালীর পাপাচরণাশঙ্কায় শঙ্কিত ও তদ্ভয়ে ত্রাসান্বিত বানররাজ সুগ্রীবকে এই কথা বলিলেন, "হে বানরপ্রধান! আপনি সকলের সহিত বালীর পাপাচরণ শঙ্কানিবন্ধন এই ভীতভাব পরিত্যাগ করুন্, কেন না এই মলয় পর্ব্বতে বালী হইতে ভয়সম্ভাবনা নাই। আপনি যাহা হইতে উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া পলায়ন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, আমি এস্থানে ত সেই ভীমদর্শন ক্রূর বালীকে দেখিতে পাই-তেছি না। হে প্রিয়দর্শন! যাহা হইতে আপনার ভয় আছে, আপনার অগ্রজ সেই পাপকর্ম্মা দুষ্টাত্মা বালী ত এস্থানে নাই; অত-এব আমি এক্ষণে আপনার কিছুমাত্র ভয়কারণ দেখিতেছি না। হে কপিবর! আপনি যে লঘুচিত্ততাপ্রযুক্ত বিবেচনাবিষয়ে চিত্ত সমাধান করিতেছেন না, ইহাতে আপনার বানরত্ব স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে। আপনি বুদ্ধি ও বিজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া ইঙ্গিতদ্বারা সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করুন্; কেন না, রাজা বুদ্ধিহীন হইয়া প্রজাদিগকে শাসন করিতে পারেন না।"

সুগ্রীব হনুমানের ঐ শুভজনক বাক্য নিঃশেষরূপে শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে ঈদৃশ অতিশুভ বাক্য বলিলেন, "ধনু, বাণ ও অসি-ধারী, বিশাল নয়ন, দীর্ঘবাহু এই দেবকুমার-সদৃশ মানবপ্রধানকে অবলোকন করিয়া কাহার না ভয় জন্মে? আমার আশঙ্কা হইতেছে, যে, ইহাঁরা বালিকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন; রাজাদিগের বিজাতীয় প্রাণি-মধ্যেও মিত্রতা থাকে; অতএব তাঁহা-দিগের উপরিও আমাদিগের বিশ্বাস করা বিধেয় নহে। বিশ্বাসের অযোগ্য, ছদ্মচারী রিপুদিগকে বিশ্বাস করিলে, উহারা ছিদ্র পাইয়া বিশ্বাসকারীদিগকে প্রহার করিয়া থাকে; অতএব সকলেরই তাদৃশ শত্রুদিগকে বিশেষরূপে অবগত হওয়া উচিত। বালীরও কর্ত্তব্য বিষয়ে উত্তম জ্ঞান আছে; রাজারাও শত্রুবিনাশবিষয়ক বিবিধ উপায়জ্ঞ এবং শত্রু-বিনাশে সমর্থ; অতএব উদাসীনবেশধারী চারদ্বারা তাঁহাদিগের অভিপ্রায় অবগত হওয়া উচিত। হে বানরপ্রধান! তুমি উদা-সীনবেশে তথায় যাইয়া আকার, ইঙ্গিত ও উক্তিপ্রত্যুক্তিদ্বারা উহাঁদিগের অভিপ্রায় অবগত হও। হে বানরশ্রেষ্ঠ! তুমি ইঙ্গিত ও বারম্বার প্রশংসাদ্বারা উহাঁদিগকে বিশ্বস্ত করতঃ উহাঁদিগের অভিপ্রায় লক্ষ্য কর। যদি তোমার ঐ দুই ধনুর্দ্ধারীর চিত্ত হৃষ্ট বোধ হয়, তবে তুমি আমার অভিমুখে অবস্থিত হইয়া উহাঁদিগের এই বনে আসিবার প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিও। হে কপিবর! যদি তুমি সামান্যতঃ উহাঁদিগকে শুদ্ধাত্মা বোধ কর, তথাপি আকার, ইঙ্গিত ও উক্তিপ্রত্যুক্তিদ্বারা বিশেষরূপে উহাঁদিগের অভিপ্রায়ের অদুষ্টতা অবগত হইও।"

যাঁহার নিকটে যাওয়া দুঃসাধ্য, সেই বানর-রাজ অত্যন্ত ভয়ান্বিত সুগ্রীবকর্ত্তৃক ঐরূপ আদিষ্ট হইয়া, মহানুভাব বায়ুনন্দন কপিবর হনুমান্, যথায় রাম ও লক্ষ্মণ আছেন, তথায় যাইতে অভিপ্রায় করিলেন, এবং "যে আজ্ঞা" বলিয়া তাঁহার বাক্য অভিনন্দন করতঃ, যথায় অতি বলবান্ রাম লক্ষ্মণসহ ভ্রমণ করিতেছেন, তথায় গমন করিলেন।

ইতি দ্বিতীয় সর্গ ॥ ২ ॥

তৃতীয় সর্গ।

বায়ুপুত্র কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান্ মহাত্মা সুগ্রীবের বাক্য অবগত হইয়া ঋষ্যমূক পর্ব্বত হইতে, যথায় রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণ আছেন, সেই প্রদেশে গমন করিলেন। পরে তিনি শঠতাপ্রযুক্ত স্বীয় বানররূপ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর রূপ ধারণ করিলেন, এবং বিনয়সহকারে সেই দুই রঘুনন্দনের নিকবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদিগকে প্রণামপূর্ব্বক সমুচিত প্রশংসা করতঃ অতি

মনোহর সুমধুর বাক্যে উক্তি করিলেন। তখন বানরপ্রধান হনুমান্ বীর্য্যসম্পন্ন সত্যপরাক্রম রাম ও লক্ষ্মণকে যথাবিধপূজা করতঃ স্বেচ্ছানুসারে এই মৃদু বাক্য বলিলেন, "বোধ হইতেছে, যে, আপনারা তপস্যানিরত ব্রহ্মচারিপ্রধান, অথচ বলবান্; আপনাদিগের ব্রত অতি কঠোর; এবং আপনারা রাজর্ষি ও দেবসদৃশ; আপনারা কিকারণে পম্পাতীরবর্ত্তী বৃক্ষসমস্ত দর্শন করিতে করিতে এই শুভজলা পম্পানদী শোভিতা এবং মৃগ ও অন্যান্য বন্যপশুদিগকে ত্রাসিত করতঃ এই প্রদেশে আগমন করিয়াছেন? আপনারা উৎকৃষ্ট বর্ণ, রূপ, কান্তি, শ্রী, তেজ ও ধৈর্য্যসম্পন্ন এবং পরাক্রমে শ্রেষ্ঠ বৃষভসদৃশ; আপনাদিগের হস্ত হস্তিহস্তসদৃশ ও অতি উৎকৃষ্ট; আপনারা বলবীর্য্যসম্পন্ন, পরাক্রমশালী ও মহেন্দ্রকার্ম্মুকসদৃশ কার্ম্মুক ধারণপূর্ব্বক শত্রুবিনাশে সমর্থ; অপিচ,আপনারা চীরবসন পরিধান করিয়াছেন, কিন্তু, সিংহের ন্যায় দৃষ্টিনিক্ষেপসহকারে বিচরণ করতঃ এই বন্য পশুদিগকে পীড়িত করিতেছেন, এবং মধ্যে মধ্যে যেন শোকপ্রযুক্ত দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন, আপনাদিগকে 'মানবপ্রধান' বলিয়া বোধ হইতেছে, বস্তুতঃ আপনারা কে? হে বীরদ্বয়! আপনাদিগের প্রভাদ্বারা ঐ পর্ব্বতরাজ সমুদ্ভাসিত হইয়াছে; আপনাদিগের নয়ন পদ্মপত্রসদৃশ; অপিচ আপনারা দেবসদৃশ ও সাম্রাজ্য লাভের উপযুক্ত; আপনারা জটামণ্ডল ধারণপূর্ব্বক কিজন্য এ প্রদেশে আগমন করিয়াছেন? হে বীরদ্বয়! আপনারা সকল বিষয়েই পরস্পর পরস্পরের সদৃশ হইয়া যেন স্বর্গ হইতে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন,—বোধ হয়, যেন আপনারা চন্দ্র ও সূর্য্য, যদৃচ্ছাক্রমে ভূতলে আগমন করিয়াছেন। আপনারা কামমত্ত শ্রেষ্ঠ বৃষভদ্বয়ের সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছেন; আপনাদিগের স্কন্ধ সিংহ- স্কন্ধসদৃশ, বক্ষঃস্থল অতি বিশাল ও উৎসাহ অতি মহৎ; অপিচ বোধ হইতেছে, যে, আপনারা মানব, কিন্তু আপনাদিগের রূপ দেবরূপসদৃশ। আপনাদিগের পরিঘসদৃশ আয়ত সুবৃত্ত বাহু সকল ভূষণার্হ হইয়াও কিজন্য সমস্ত অলঙ্কারে বিভূষিত হয় নাই? আমার বিবেচনা হইতেছে, যে, আপনারা উভয়েই সুমেরু ও বিন্ধ্য পর্ব্বতদ্বারা বিভূষিত, সাগরপরিবৃত, বিবিধ বনসমন্বিত সমগ্র ভূমণ্ডল রক্ষা করিতে পারেন। আপনাদিগের বিচিত্র অনুলেপনযুক্ত, বিচিত্র এই দুই মনোহর ধনু, স্বর্ণ ও বজ্রমণিবিভূষিত ইন্দ্রকার্ম্মুকদ্বয়ের ন্যায়, বিরাজিত হইতেছে। আপনাদিগের প্রদীপ্ত ভয়ঙ্কর পন্নগসদৃশজীবনান্তকর নিশিথ শরসমূহে পরিপূর্ণ ঐ তূণ সকলও অত্যন্ত প্রিয়দর্শন। আপনাদিগের বিশুদ্ধ স্বর্ণচিত্রিত ঐ সুদীর্ঘ বিপুল খড়্গদ্বয়, কঞ্চুকবিহীন পন্নগদ্বয়ের ন্যায়, প্রকাশিত হইতেছে।"

কপিবর হনুমান্ ঐরূপ বলিয়া কিয়ৎক্ষণ তুষ্ণী অবলম্বনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার রাম ও লক্ষ্মণকে বলিলেন, "আমি আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, কিন্তু আপনারা কেন আমাকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছেন না? সুগ্রীবনামক কোন ধর্ম্মাত্মা বীর্য্যসম্পন্ন বানরপ্রধান অগ্রজকর্ত্তৃক রাজ্য হইতে দূরীকৃত হইয়া দুঃখিতভাবে জগন্মধ্যে ভ্রমণ করিতেছেন। আমি বানর; আমার নাম হনুমান; আমি সেই মহাত্মা বানররাজ সুগ্রীবকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই এই স্থানে আসিয়াছি। তিনি আপনাদিগের সহিত সখ্য করিতে অভিলাষ করিতেছেন। আমি ধর্ম্মাত্মা সুগ্রীবের মন্ত্রী; বায়ুদেবের ঔরসে বানরীর গর্ভে আমার জন্ম হইয়াছে, ইহা আপনারা অবগত হউন। আমি অভিলষিত রূপ ধারণে ও ইচ্ছানুরূপ গমনে সমর্থ; অধুনা সুগ্রীবের প্রিয়ানুষ্ঠানমানসে সন্ন্যাসীর রূপ ধারণপূর্ব্বক ঐ ঋষ্যমূক পর্ব্বত হইতে এই প্রদেশে আগমন করিয়াছি।"

দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনাসহকারে বাক্যপ্রয়োগে অভিজ্ঞ বক্তৃতাপটু হনুমান্ রাম ও লক্ষ্মণকে ঐরূপ বলিয়া পুনর্ব্বার আর কিছুই বলিলেন না। তদীয় ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া, শ্রীমান্ রাম হৃষ্টবদন হইয়া পার্শ্বভাগে অবস্থিত ভ্রাতা লক্ষ্মণকে কহিলেন, "হে সুমিত্রানন্দন

অরিদমন লক্ষ্মণ! আমি যাঁহার দর্শন লাভ আকাঙ্ক্ষা করিতেছি, সেই বানররাজ মহাত্মা সুগ্রীবের অমাত্য এই কপিবর আমার নিকটে আসিয়াছেন। তুমি সুগ্রীবের মন্ত্রী এই বক্তৃতাপটু কপিবরকে স্নেহসহকারে সুমধুর বাক্যে প্রত্যুক্তি কর। ঋগ্বেদজ্ঞ, যজুর্ব্বেদজ্ঞ বা সামবেদজ্ঞ পুরুষ ব্যতীত অপর কেহ ঈদৃশ বাক্য প্রয়োগ করিতে পারে না। ইনি অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু একটিও অশুদ্ধ পদ প্রয়োগ করেন নাই; অতএব বোধ হইতেছে, যে, ইনি নিশ্চয়ই ব্যাকরণ প্রভৃতি বিবিধ ব্যুৎপাদক গ্রন্থ বহুবার অধ্যয়ন করিয়াছেন। বাক্যপ্রয়োগকালে, ইহাঁর মুখে, নয়নে, ললাটে ভ্রূমধ্যে বা অপর কোন অবয়বেই অণুমাত্রও বিকার লক্ষিত হয় নাই। ইনি বক্ষঃস্থল ও কণ্ঠগত মধ্যম স্বর অবলম্বনপূর্ব্বক পদবিন্যাসক্রম অতিক্রম না করিয়া শ্রুতিকটু পদশূন্য বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন; ইহাঁর বাক্য সংক্ষিপ্ত বটে, কিন্তু সন্দেহ রহিত। ইনি পদবিন্যাসক্রম অতিক্রম না করিয়া সংস্কার রূপ গুণসম্পন্ন হৃদয়ানন্দ দায়ক, মনোহর অদ্ভুত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। বক্ষঃস্থল প্রভৃতি স্থানত্রয়গত স্বরে উচ্চারিত ঐ বিচিত্র বাক্যদ্বারা কাহার চিত্ত না প্রসন্ন হয়? খড়্গ উত্তোলনপূর্ব্বক হননোদ্যত শত্রুরও চিত্ত উহার দ্বারা প্রসন্ন হইয়া থাকে। হে অনঘ! যে রাজার ঈদৃশ দূত না থাকে, তাঁহার কার্য্য সমস্ত কি প্রকারে সিদ্ধ হয়; যাঁহার ঈদৃশ বিবিধ গুণযুক্ত দূত আছে, তাঁহার দূতবাক্যদ্বারাই সমস্ত বিষয় সিদ্ধ হয়।”

বক্তৃতাপটু সুমিত্রা নন্দন লক্ষ্মণ রামকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া সুগ্রীবের অমাত্য, কপিবর পবননন্দন সুবক্তা হনুমান্‌কে কহিলেন, “হে বিদ্বন্! মহাত্মা বানররাজ সুগ্রীবের গুণসমস্ত আমাদিগের বিদিত আছে; আমরা তাঁহাকেই অন্বেষণ করিতেছি। হে সাধুপ্রবর হনুমন্! তুমি সুগ্রীবের বাক্যানুসারে আমাদিগের নিকটে যাহা বলিলে, আমরা তোমার কথানুসারে অবশ্যই তাহা সম্পাদন করিব।”

পবন নন্দন কপিবর হনুমান্ লক্ষ্মণের ঐ সমুচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইয়া সুগ্রীবের জয়লাভ বিষয়ে চিত্ত সমাধান করতঃ তাঁহাদিগের সহিত তাঁহার সখ্য সম্পাদন করিতে যত্নবান্ হইলেন।

ইতি তৃতীয় সর্গ ॥ ৩ ॥

চতুর্থ সর্গ।

অনন্তর বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ রামের বাক্যশ্রবণ ও মধুর ভাব দর্শন করিয়া সুগ্রীবসহ তাঁহার প্রয়োজনসদ্ভাব বিবেচনা করতঃ হৃষ্টচিত্ত হইয়া মনে মনে সুগ্রীবের বিষয় চিন্তা-পূর্ব্বক এরূপ বিবেচনা করিলেন, যে, যখন ইহাঁর সুগ্রীবদ্বারা সম্পাদনীয় কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে,—ইনি সুগ্রীবদ্বারা কার্য্যসাধনার্থী হইয়া এস্থানে আগমন করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই মহাত্মা সুগ্রীবের রাজ্যলাভ হইবে। পরে তিনি অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া বাক্য বিশারদ রামকে এই বাক্যে প্রত্যুক্তি করিলেন, “আপনি অনুজ ভ্রাতার সহিত কিনিমিত্তে পম্পাতীরবর্ত্তী কাননরাজি বিরাজিত নানাবিধ হিংস্র পশুসমূহে সেবিত এই দুর্গম ভয়ঙ্কর বনে আগমন করিয়াছেন?”

হনুমানের সেই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক মহাত্মা দশরথনন্দন রাম লক্ষ্মণকে উত্তর প্রদানে অনুমতি করিলে, তিনি তাঁহার নিকটে তদীয় বৃত্তান্ত আমূল কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, “পূর্ব্বে ‘দশরথ’ নামে প্রভাবসম্পন্ন অতি ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তিনি স্বধর্ম্মানুসারে নিরন্তর ব্রাহ্মণপ্রভৃতি প্রজাদিগকে রক্ষা করিতেন। কোন ব্যক্তিই তাঁহাকে দ্বেষ করিত না; তিনিও কোন ব্যক্তিকে দ্বেষ করিতেন না, পরন্তু পিতামহ ব্রহ্মার ন্যায়, সকল প্রাণীকেই দয়া করিতেন। তিনি সদক্ষিণ অগ্নিষ্টোমপ্রভৃতি বিবিধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র; ইহাঁর নাম রাম; সকলেই ইহাঁকে অবগত আছে; অপিচ, ইনি সকল প্রাণীরই আশ্রয়স্বরূপ ও পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী। হে মহাভাগ! এই বশীকৃতেন্দ্রিয় রাম রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও গুণেও তদীয়

সকল পুত্র হইতেই শ্রেষ্ঠ, এবং ইহাঁর শরীরেও রাজলক্ষণসমস্ত বিরাজমান আছে; কিন্তু, রাজ্যপ্রাপ্তিসময়ে কোন কারণবশতঃ রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া, ইনি আমার ও ভার্য্যা সীতার সহিত বনে বাস করিবার নিমিত্তে, যেরূপ মহাতেজা সূর্য্য দিবাবসানে প্রভার সহিত অস্তাচলে প্রবিষ্ট হন, তদ্রূপ বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। আমি এই বহু শাস্ত্রজ্ঞ কৃতজ্ঞ রামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, পরন্তু ইহাঁর গুণে, দাসের ন্যায়, ইহাঁর পরিচর্য্যা করি; আমার নাম লক্ষ্মণ। রাজ্যনাশ ও বনবাসকালে এই মহামূল্য অলঙ্কারসমূহে ভূষণার্হ, নিরন্তর সুখানুভবযোগ্য, সমস্ত প্রাণীর হিতানুষ্ঠাননিরত রামের ভার্য্যা আমাদিগের অসমক্ষে কামরূপী রাক্ষসকর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়াছেন, যে রাক্ষস ইহাঁর ভার্য্যাকে হরণ করিয়াছে, আমরা তাহাকে বিশেষরূপে অবগত নহি। ঋষিশাপে রাক্ষসত্বপ্রাপ্ত দিতিপুত্র দনু রামকে বলিয়াছে, যে, মহাবীর বানররাজ সুগ্রীবই এবিষয়ে সমর্থ, তিনিই আপনার ভার্য্যাপহারী রাক্ষসকে অবগত হইবেন। দনু এইরূপ বলিয়া বিরাজমান হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছে। হে হনুমন্! তুমি যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তৎসমস্ত যথার্থরূপে কীর্ত্তন করিলাম। রাম ও আমি, আমরা সুগ্রীবের শরণাগত হইয়াছি। পূর্ব্বে ইনি স্বয়ংই প্রাণিগণের আশ্রয়স্বরূপ ছিলেন, বিবিধ বিত্ত বিতরণ করিয়া অনুত্তম যশও লাভ করিয়াছেন; অধুনা সুগ্রীবের আশ্রয় বাঞ্ছা করিতেছেন! সীতা যাঁহার পুত্রবধূ, এবং যিনি অতিশয় ধার্ম্মিক ও সকল লোকের আশ্রয়স্বরূপ, সেই রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম সুগ্রীবের শরণাগত হইয়াছেন! হা! সর্ব্বলোকশরণ্য, ধর্ম্মাত্মা, মদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, রঘুনন্দন রাম পূর্ব্বে সকল লোকের আশ্রয়স্বরূপ হইয়া অধুনা সুগ্রীবের শরণাগত হইলেন! হা! পূর্ব্বে প্রজাগণ যাঁহার প্রসাদে সর্ব্বদা প্রসন্ন হইত, সুতরাং যাঁহার প্রসন্নতা আকাঙ্ক্ষা করিত, সেই রাম এক্ষণে বানররাজ সুগ্রীবের প্রসাদ আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন! পৃথিবীতে রাজোচিত সমস্ত গুণসম্পন্ন যত রাজা আছেন, যিনি নিরন্তর তাঁহাদিগের সমুচিত সম্মান করিতেন, সেই সম্রাট্ দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র এই ত্রিলোকবিখ্যাত রাম বানররাজ সুগ্রীবের শরণাগত হইলেন, ইহা কি আক্ষেপর বিষয়! সে যাহা হউক, এক্ষণে বানর প্রধানদিগের সহিত সুগ্রীবের এই শোকার্ত্ত শরণাগত রামের প্রতি দয়া করা উচিত।”

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ অশ্রুমোচন সহকারে ঐরূপ সকরুণ বাক্য বলিলে, বাক্য বিশারদ হনুমান্ তাঁহাকে ঈদৃশ বাক্যে প্রত্যুক্তি করিলেন, “বানরেন্দ্র সুগ্রীবের আপনাদিগের সদৃশ জিতেন্দ্রিয় জিতক্রোধ বিজ্ঞদিগকে দর্শন করা আবশ্যক হইয়াছে, পরন্তু আপনারা তাঁহার ভাগ্যানুসারেই তদীয় দর্শনপথের পথিক হইয়াছেন। সুগ্রীবও রাজ্যভ্রষ্ট ও বালিভয়ে ভীত হইয়া এই বনে বাস করিতেছেন, কোন কারণে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালীর সহিত তাঁহার বিরোধ জন্মিয়াছে, তজ্জন্য সে তাঁহাকে রাজ্য হইতে দূরীকৃত করিয়া তাঁহার ভার্য্যাকে হরণ করিয়াছে। সে যাহা হউক, সূর্য্যপুত্র সুগ্রীব আমাদিগের সমভিব্যাহারে অবশ্যই আপনাদিগের সীতান্বেষণ বিষয়ে সাহায্য করিবেন।”

হনুমান্ ঐরূপ মনোহর বাক্য বলিয়া রঘুনন্দন লক্ষ্মণকে পুনর্ব্বার মধুর বাক্যে বলিলেন, যে, তবে চলুন, আমরা সুগ্রীবের নিকটে গমন করি। তিনি এইরূপ বলিলে, ধর্ম্মাত্মা লক্ষ্মণ তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া রঘুনন্দন রামকে কহিলেন, “হে রঘুনন্দন! এই বায়ু নন্দন কপিবর মহাবীর হনুমান্ হৃষ্ট হইয়া যেরূপ কহিলেন, তাহাতে বোধ হইতেছে, যে, সুগ্রীবেরও আপনার সদৃশ ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদনার্হ কার্য্য আছে, অতএব আপনি কৃতকার্য্য হইলেন। ইহাঁর মুখবর্ণ প্রহৃষ্ট লক্ষিত হইতেছে, ইনি বাস্তবিক হৃষ্ট হইয়াই বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন; অতএব ইহাঁর বাক্য কখনই মিথ্যা হইবে না; তবে এক্ষণে আর গমনে বিলম্ব কেন?

অনন্তর রাম সম্মত হইলে, বায়ুনন্দন মহাপ্রাজ্ঞ কপিবর হনুমান্ সেই দুই মহাবীর রঘুনন্দনকে গ্রহণ করিয়া কপিরাজ সুগ্রীবের

উদ্দেশ্যে গমন করিলেন। তিনি ভিক্ষুকরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় বানররূপ অবলম্বন করতঃ সেই দুই বীরকে পৃষ্ঠদেশে আরোপণ করিয়া প্রস্থিত হইলেন। অনন্তর সেই বিপুলযশা, শুভমতি, মহাপরাক্রম, পবননন্দন, বানরপ্রধান হনুমান্, কৃতকার্য্য পুরুষের ন্যায়, প্রহৃষ্ট হইয়া রাম ও লক্ষ্মণের সহিত পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ ঋষ্যমূকের উপরি আরোহণ করিলেন।

ইতি চতুর্থ সর্গ ॥ ৪ ॥

পঞ্চম সর্গ।

অনন্তর হনুমান্ ঋষ্যমূক পর্ব্বত হইতে তদেকদেশবর্ত্তী "মলয়" নামে বিখ্যাত পর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক কপিরাজ সুগ্রীবের নিকটে সেই দুই মহাবীর রঘুনন্দনের বৃত্তান্ত এইরূপে কীর্ত্তন করিলেন, "হে মহাপ্রাজ্ঞ! এই সুদৃঢ় পরাক্রম রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত আপনার নিকটে আসিয়াছেন। পিতার আদেশানুবর্ত্তী অতি ধার্ম্মিক, দশরথ নন্দন এই সত্যপরাক্রম রাম ইক্ষ্বাকুবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। রাজসূয় ও অশ্বমেধ প্রভৃতি যাগানুষ্ঠান দ্বারা যৎকর্ত্তৃক অগ্নি সম্যক্ তর্পিত হইয়াছেন; যিনি শতসহস্র গো দক্ষিণা প্রদান করিয়াছেন; এবং সত্যবাক্য ও তপস্যাপ্রভাবে যৎকর্ত্তৃক ভূমণ্ডল রক্ষিত হইয়াছে; সেই রাজা দশরথের পুত্র এই জিতেন্দ্রিয় মহাত্মা রাম পিতৃদত্ত বিমাতার বর প্রতিপালন করিবার নিমিত্তে অরণ্যে আগমন করিয়াছেন। পরে বনবাসকালে রাবণ ইঁহার ভার্য্যাকে হরণ করিয়াছে; অতএব ইনি আপনার শরণাগত হইয়াছেন। রাম ও লক্ষ্মণ এই উভয় ভ্রাতা আপনার সহিত সখ্য করিতে অভিলাষ করিয়াছেন; ইঁহারা উভয়েই পূজনীয়তম; আপনি ইঁহাদিগের সহিত সখ্য করিয়া ইঁহাদিগকে পূজিত করুন্।"

বানররাজ সুগ্রীব হনুমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতি প্রফুল্ল ও প্রিয়দর্শন হইয়া প্রীতিসহকারে রঘুনন্দন রামকে বলিলেন, "আপনি ধার্ম্মিক, তপস্বী ও সর্ব্বলোকপ্রিয়; বায়ুনন্দন হনুমান্ আমার নিকটে আপনার গুণসকল যথার্থরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। হে প্রভো! আমি বানর; আপনি যে আমার সহিত সখ্য করিতে বাসনা করিতেছেন, ইহা আমার পরম লাভ ও পরম সম্মান! আমি এই হস্ত প্রসারণ করিলাম; যদি আমার সহিত সখ্য করিতে আপনার অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে স্বীয় হস্তদ্বারা মদীয় হস্ত ধারণ করিয়া অক্ষয় প্রীতিবন্ধন করুন্।"

রাম সুগ্রীবের ঐ কালোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্ত হইয়া স্বীয় হস্তদ্বারা তদীয় হস্ত ধারণ করতঃ সখ্যভাব অবলম্বনপূর্ব্বক হর্ষসহকারে গাঢ়রূপে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর ভিক্ষুকরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বরূপপ্রাপ্ত অরিদমন হনুমান্ কাষ্ঠদ্বয়ের ঘর্ষণদ্বারা অগ্নি উৎপাদনপূর্ব্বক সমাহিত চিত্তে পুষ্পসমূহদ্বারা অর্চ্চনা করিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে সেই সুপূজিত প্রদীপ্ত অগ্নি স্থাপন করিলেন। পরে রঘুনন্দন রাম ও বানররাজ সুগ্রীব পরস্পর সখ্যভাব অবলম্বন করিয়া সেই প্রদীপ্ত অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করিলেন, এবং অত্যন্ত হৃষ্টচিত্ত হইয়া পরস্পরকে দর্শন করতঃ পরিতৃপ্ত হইলেন না। তদনন্তর রঘুনন্দন রাম হৃষ্ট হইয়া সুগ্রীবকে বলিলেন, যে, তুমি আমার প্রিয় বয়স্য হইলে,—অদ্য হইতে তোমার ও আমার সুখ ও দুঃখ সমতাপ্রাপ্ত হইল। পরে সুগ্রীব শালবৃক্ষের এক পল্লবসমন্বিতা সুপুষ্পিতা শাখা ভগ্ন করিয়া পাতিত করতঃ রঘুনন্দন রামের সহিত তদুপরি উপবেশন করিলেন। অনন্তর বায়ুনন্দন হনুমান্ অতিশয় হৃষ্ট হইয়া উপবেশনার্থে লক্ষ্মণকে এক সুপুষ্পিত চন্দনশাখা প্রদান করিলে, সুগ্রীব অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া হর্ষোৎফুল্ল নয়নে মনোহর মধুর বাক্যে রামকে কহিলেন, "হে মহাভাগ রঘুনন্দন! আমি শত্রুকর্ত্তৃক নিগৃহীত ও হৃতদার এবং শত্রুভয়ে পীড়িত হইয়া তদীয় অগম্য এই বন আশ্রয় করিয়াও ভয়সহকারে বিচরণ করিয়া থাকি। কোন কারণবশতঃ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালীর সহিত আমার বিরোধ জন্মিয়াছে; তজ্জন্য সে আমাকে রাজ্য হইতে দূরীকৃত করিয়াছে; আমি তদবধি ভীত ও বিষণ্ণচিত্ত

হইয়া নিরন্তর ভয়সহকারে তদীয় অগম্য এই প্রদেশে বাস করিতেছি। হে কাকুৎস্থ! আমি বালী হইতে অতিশয় ভয়ার্ত্ত হইয়াছি, আপনি আমার ভয় অপনয়ন করুন্; অধুনা যাহাতে আমার ভয় না থাকে, আপনারও তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে।"

ধর্ম্মজ্ঞ ও ধর্ম্মানুষ্ঠানপ্রিয়, তেজস্বী, কাকুৎস্থ রাম সুগ্রীবকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া হাস্য রতঃ তাঁহাকে প্রত্যুক্তি করিলেন, "হে কপিবর! পরস্পর উপকার করাই যে মিত্রতার ফল, ইহা আমার বিদিত আছে; আমি তোমার ভার্য্যাপহারী বালীকে অবশ্যই বধ করিব। অদ্য আমার সূর্য্যসদৃশ প্রভান্বিত, কঙ্কপত্রশোভিত, সরলপর্ব্বসমন্বিত বজ্রতুল্য অমোঘ, সুতীক্ষ্ণাগ্র শরনিকর, রোষান্বিত সর্পগণের ন্যায়, বেগসহকারে সেই দুরাত্মা বালীর উপরি নিপতিত হইবে, এবং তুমি তাহাকে সদৃশ জীবনান্তকর মদীয় সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে নিহত ও ভগ্ন পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় ভূতলে পতিত অবলোকন করিবে।"

সুগ্রীব আত্মহিতজনক ঐ রামবাক্য শ্রবণ করিয়া পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে এই উৎকৃষ্ট কথা বলিলেন, "হে বীর্য্যসম্পন্ন নরসিংহ! আমি আপনার প্রসাদে অবশ্যই রাজ্য ও প্রেয়সীকে লাভ করিব, কিন্তু অপনি এরূপ বিধান করুন্, যাহাতে মদীয় শত্রু অগ্রজ ভ্রাতা বালী আর কখন আমাকে হিংসা করিতে না পারে।"

সুগ্রীব ও রামের প্রণয়প্রসঙ্গকালে কমলনয়না সীতা, সুবর্ণসবর্ণনয়ন বানররাজ বালী ও অগ্নিসদৃশ উজ্জ্বল নয়নবিশিষ্ট রাবণের বামনেত্র এককালীন স্পন্দিত হইতে লাগিল।

ইতি পঞ্চম সর্গ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ সর্গ।

সুগ্রীব প্রীতিসহকারে পুনর্ব্বার রঘুনন্দন রামকে কহিলেন, "হে রাম! আপনি যে নিমিত্তে ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত এই নির্জ্জন বনে আগমন করিয়াছেন, এবং বনবাসকালে আপনার ছিদ্রান্বেষী হইয়া রাক্ষসপ্রধান রাবণ যে উপায়দ্বারা আপনাকে ও লক্ষ্মণকে আশ্রম হইতে অপসারিত করিয়া গৃধ্ররাজ জটায়ুকে হননপূর্ব্বক ভবদীয় ভার্য্যা মিথিলারাজ জনকদুহিতা বিলাপনিবারিতা সীতাকে হরণ করতঃ আপনাকে ভার্য্যা বিয়োগজন্য দুঃখে নিক্ষেপ করিয়াছে, তাহা আপনার সেবক এই মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ হনুমান্ আমার নিকটে কীর্ত্তন করিয়াছেন। আপনি শীঘ্রই ভার্য্যাবিয়োগজন্য দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইবেন; যেরূপ বিষ্ণু অসুরকর্ত্তৃক অপহৃতা ব্রহ্মমুখনির্গতা শ্রুতিকে উদ্ধার করিয়াছেন, তদ্রূপ আমি রাক্ষসকর্ত্তৃক অপহৃতা ভবদীয় ভার্য্যাকে উদ্ধার করিব। হে অরিদমন রঘুনন্দন রাম! আপনার ভার্য্যা রসাতলেই থাকুন, বা নভঃস্থলেই থাকুন, আমি তাঁহাকে আনয়নপূর্ব্বক আপনারে প্রদান করিব; আপনি আমার এই বাক্য যথার্থ বোধ করুন্। হে মহাবাহো! যেমন কোন ব্যক্তিই বিষমিশ্রিত অন্ন ভক্ষণ করিয়া জীর্ণ করিতে পারে না, তদ্রূপ ইন্দ্রপ্রভৃতি দেব ও দানবগণও আপনার ভার্য্যা সীতাকে হরণ করিয়া জীর্ণ করিতে পারিবেন না; আমি অবশ্যই আপনার প্রেয়সীকে আনয়ন করিব; আপনি শোক পরিত্যাগ করুন্। হে মহাবাহো! কএক দিবসপূর্ব্বে এক ভীষণকর্ম্মা রাক্ষস এক রমণীকে হরণ করিয়া আকাশ পথে গমন করিতেছিল, আমি অবলোকন করিয়াছি; অধুনা অনুমানে বোধ হইতেছে যে, তিনিই মিথিলারাজনন্দিনী হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই; কেননা তখন তিনি সেই রাক্ষসের ক্রোড়ে, পন্নগেন্দ্র বধূর ন্যায়, বিচেষ্টমানা হইয়া বিকট স্বরে 'হা রাম! হা লক্ষ্মণ!' বলিয়া রোদন করিতেছিলেন। তৎকালে আমরা এই পাঁচজনে শিলাতলে উপবিষ্ট ছিলাম; সেই রমণী আমাদিগকে দর্শন করিয়া উত্তরীয় বসন ও আভরণ সকল এখানে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। হে রঘুনন্দন! আমরা সেই সমস্ত আভরণ গ্রহণ করিয়া রক্ষা করিয়াছি, অধুনা আনয়ন করিতেছি, আপনি দর্শন করুন্।"

অনন্তর রাম সেই প্রিয়বাদী সুগ্রীবকে লেন যে, হে সখে! তুমি কি জন্য বিলম্ব রিতেছ! শীঘ্র সেই আভরণ সকল আনয়ন র। সুগ্রীব রঘুনন্দন রামকর্ত্তৃক এইরূপ ক্ত হইয়া তদীয় প্রিয়ানুষ্ঠান বাসনায় শীঘ্রই র্গম্য পর্ব্বত গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং সই উত্তরীয় বসন ও আভরণ সকল গ্রহণ-র্ব্বক প্রত্যাগত হইয়া রামকে "দর্শন করুন," লিয়া তৎসমুদায় দেখাইলেন। রাম সেই উত্তরীয় বসন ও শুভ আভরণ সকল গ্রহণ করিয়া বাষ্পসমাবৃত হইয়া নীহার পরিবৃত চন্দ্রের সাদৃশ্য ধারণ করিলেন, এবং সীতার প্রতি স্নেহ বশতঃ বিগলিত বাষ্পদ্বারা সমাকীর্ণ হইয়া ধৈর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক "হা! প্রিয়ে!" এই বলিয়া রোদন করতঃ ভূতলে পতিত হইলেন। পরে তিনি উত্থিত হইয়া বারম্বার সেই উৎকৃষ্ট অলঙ্কার সমস্ত বক্ষঃস্থলে ধারণ করতঃ, গর্ত্তস্থিত ক্রোধান্বিত ভুজঙ্গের ন্যায়, মুহুর্মুহু দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে অনবরত অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। অনন্তর তিনি পার্শ্বভাগে অবস্থিত দীনভাবাপন্ন সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে তাপিত করতঃ কহিলেন, "লক্ষ্মণ! বিদেহ রাজদুহিতা সীতা রাক্ষসকর্ত্তৃক হ্রিয়মাণা হইয়া দেহ হইতে এই উত্তরীয়বসন ও ভূষণ সমস্ত উন্মোচন পূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিয়াছেন, অবলোকন কর। এই অলঙ্কার সকল পূর্ব্বের ন্যায়ই দৃষ্ট হইতেছে; অতএব বোধ হয় যে, তিনি রাক্ষসকর্ত্তৃক হ্রিয়মাণা হইয়া নিশ্চয়ই প্রভূত নবতৃণসম্পন্ন ভূতলে এই অলঙ্কার সকল নিক্ষেপ করিয়াছেন।"

লক্ষ্মণ রামকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "আমি প্রতিদিন সীতার চরণবন্দন করিতাম, সুতরাং এই দুইটি নূপুরমাত্র অবগত আছি; কিন্তু কেয়ূর ও কুণ্ডল অবগত নহি; কেননা তদীয় চরণ ব্যতীত অন্য কোন অবয়ব কখনও অবলোকন করি নাই।"

অনন্তর রঘুনন্দন রাম সুগ্রীবকে এই কথা বলিলেন, "হে সুগ্রীব! তুমি ভীষণকর্ম্মা রাক্ষসকে সীতারে হরণপূর্ব্বক কোন্ প্রদেশে গমন করিতে দেখিয়াছ, কীর্ত্তন কর। আমার প্রাণ হইতেও প্রিয়তমা সীতা রাক্ষস কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া কোন্ প্রদেশে নীতা হইয়াছেন? যে আমাকে মহৎ ব্যসনে নিক্ষেপ করিয়াছে, এবং আমি যাহার নিমিত্তে সমুদায় রাক্ষসকে বিনাশ করিব, সেই রাক্ষসপ্রধান রাবণই বা কোথায় বাস করিতেছে? সেই রাক্ষস নিশ্চয়ই স্বীয় জীবন পরিত্যাগার্থে সীতাকে হরণপূর্ব্বক আমাকে ক্রোধান্বিত করিয়া মৃত্যুদ্বার মুক্ত করিয়াছে। হে বানরপতে! যে আমাদিগকে বঞ্চনা করিয়া মদীয় প্রিয়তমা সীতাকে বন হইতে হরণ করিয়াছে, মদীয় রিপু সেই রাক্ষস কোথায় আছে, তাহা তুমি বল; আমি অদ্যই তাহাকে যমালয়ে প্রেরণ করিব।"

ইতি ষষ্ঠ সর্গ ॥ ৬ ॥

সপ্তম সর্গ।

বানরাধিপতি সুগ্রীব শোকার্ত্ত রামকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত ও বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠ হইয়া অঞ্জলি বন্ধন-সহকারে বাষ্পগদ্গদ বাক্যে তাঁহাকে বলিলেন, "হে অরিদমন! সেই অধমবংশজাত পাপাচারী রাক্ষস যে অধুনা কোথায় আছে, তাহা আমি জানি না, এবং তাহার বংশ, সামর্থ্য ও পরাক্রমও বিশেষ রূপে অবগত নহি; কিন্তু আপনার নিকটে শপথ করিয়া বলিতেছি, যে, আপনি যাহাতে মিথিলারাজদুহিতা সীতাকে লাভ করিবেন, তাদৃশ যত্ন করিব; আপনি শোক পরিত্যাগ করুন্। আপনি যাহাতে প্রীত হইবেন, আমি অচির কালমধ্যেই স্বীয় পৌরুষ চরিতার্থ করতঃ রাবণকে সগণে নিহত করিয়া সেইরূপ করিব। আপনি স্বীয় ধৈর্য্য স্মরণ করিয়া এই দীনভাব পরিত্যাগ করুন্; কেন না, আপনার সদৃশ ব্যক্তিদিগের ঈদৃশ বুদ্ধিলাঘব উপযুক্ত নহে। আমিও ভার্য্যাবিরহজন্য সুমহৎ ব্যসন প্রাপ্ত হইয়াছি; কিন্তু ধৈর্য্যও পরিত্যাগ করি নাই, এবং এইরূপ শোকও করি না। আমি হীন-

জাতি বানর হইয়াও প্রিয়ার নিমিত্তে ঈদৃশ শোক করি না; কিন্তু আপনি মহাত্মা, অত্যন্ত ধৈর্য্যসম্পন্ন ও জিতেন্দ্রিয় হইয়াও কিপ্রকারে এরূপ শোক করিতেছেন? সত্ত্বগুণাবলম্বী ব্যক্তিগণ যাহার দ্বারা অবিচলিতভাবে ন্যায়পথে অবস্থান করেন, সেই ধৈর্য্য পরিত্যাগ করা আপনার উচিত হয় না; অতএব আপনি ধৈর্য্য ধারণপূর্ব্বক স্বীয় বিগলিত অশ্রুবেগ সংবরণ করুন্। মহৎ ব্যসন, অর্থনাশ ও জীবনান্তকর ভয় উপস্থিত হইলেও, ধৈর্য্যসম্পন্ন পুরুষ স্বীয় বুদ্ধিদ্বারা, তৎসমুদায় প্রারব্ধ কার্য্যের ফল, ইহা বিবেচনা করতঃ অবসন্ন হয়েন না। মূর্খ ব্যক্তিরাই বিবেচনাদ্বারা চিত্তবৈকল্য নিবারণে অসমর্থ হইয়া তদনুবর্ত্তী হয়, এবং অতিশয় ভারাক্রান্তা তরণীর ন্যায়, অবশ হইয়া শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকে। আমি প্রণয়বশতঃ কৃতাঞ্জলি হইয়া আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি; আপনি পৌরুষ অবলম্বন করুন্, অধুনা আর শোককে অবকাশ প্রদান করা আপনার উচিত হইতেছে না। নিতান্ত শোকানুবর্ত্তী হইলে, সুখ একবারে তিরোহিত হয়, এবং তেজও ক্ষীণ হইয়া পড়ে; এই কারণে শোকানুবর্ত্তী হওয়া আপনার বিধেয় নহে। হে রাজেন্দ্র! নিতান্ত শোকাক্রান্ত পুরুষের জীবনেও সংশয় উপস্থিত হয়, অতএব আপনি একমাত্র ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক শোক পরিত্যাগ করুন্। আমি আপনাকে উপদেশ দিতেছি না, কেবল সখ্য ভাব অবলম্বন করতঃ ভবদীয় হিতজনক বাক্যই বলিতেছি, আপনি আমার সখ্য ভাব রক্ষা করতঃ আর শোকান্বিত হইবেন না।”

সর্ব্বকার্য্যদক্ষ রঘুনন্দন রাম সুগ্রীবকর্ত্তৃক তাদৃশ মধুর বাক্যে সান্ত্বিত ও তদীয় বাক্যানুসারে প্রকৃতিস্থ হইয়া বস্ত্রাঞ্চলদ্বারা অশ্রুপরিব্যাপ্ত বদন মার্জ্জনা করিলেন, এবং তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন “হে সুগ্রীব! বয়স্যের শোকনাশার্থে হিতানুষ্ঠাননিরত স্নেহান্বিত বয়স্যের যেরূপ কার্য্যসম্পাদন করা উচিত, তুমি তদনুরূপ যুক্তিযুক্ত কার্য্যই সম্পাদন করিয়াছ। হে সখে! আমি তোমাকর্ত্তৃক অনুনীত হইয়াই প্রকৃতিস্থ হইলাম। ঈদৃশ বিপৎসময়ে তোমার সদৃশ বন্ধু নিতান্ত দুর্লভ! অধুনা মিথিলারাজদুহিতা সীতা ও দুরাত্মা ভীমকর্ম্মা রাক্ষস রাবণের অন্বেষণ বিষয়ে প্রযত্ন করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে। সম্প্রতি আমাকেও তোমার যে কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে, তুমি বিশ্বাসপূর্ব্বক তাহা বল; যেমন বর্ষাকালে উৎকৃষ্ট ক্ষেত্রে রোপিত বীজ ফলদায়ক হয়, তদ্রূপ আমার নিকটে অভিহিত ত্বদীয় বাক্যও ফলদায়ক হইবে। হে হরিশার্দ্দূল! আমি অহঙ্কারপূর্ব্বক এই যে বাক্য বলিলাম, তুমি তাহা যথার্থ বোধ কর। আমি তোমার নিকটে সত্যদ্বারা শপথ করতঃ প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, যে, আমি পূর্ব্বে কখন মিথ্যা কথা বলি নাই, এবং ভবিষ্যতেও কখন তাহা বলিব না।”

রঘুনন্দন রামের শপথসহকারে প্রতিজ্ঞাত ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া, সুগ্রীব বানরপ্রধান সচিবগণসহ প্রহৃষ্ট হইলেন। অনন্তর নরশ্রেষ্ঠ রাম ও বানরপ্রধান সুগ্রীব, উভয়ে মিত্রভাবে একান্ত মিলিত হইয়া অনন্যসদৃশ সুখ ও দুঃখবিষয়ক কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তখন হরিবীরপ্রধান বিদ্বান্ সুগ্রীব নরপতিগণের অধিপতি মহানুভাব রামের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে স্বীয় কার্য্য সুসিদ্ধ বোধ করিলেন।

ইতি সপ্তম সর্গ ॥ ৭ ॥

অষ্টম সর্গ।

সুগ্রীব লক্ষ্মণাগ্রজ শূর রামের সেই বাক্যশ্রবণপূর্ব্বক নিতান্ত পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, “হে অনঘ রাম! আপনাতে সমুদয় গুণই বিদ্যমান আছে; আপনি যখন আমার সখা হইলেন, তখন বোধ হইতেছে, যে, আমি সর্ব্বতোভাবেই দেবগণের অনুগ্রহপাত্র হইয়াছি। হে প্রভো! আপনি সহায় হইলে, দেবরাজ্যও অনায়াসে লাভ করা যাইতে পারে, সুতরাং স্বরাজ্য লাভ করা অতিশয় তুচ্ছ কর্ম্ম। হে রঘুনন্দন! আপনার সুপ্রসিদ্ধ রঘুবংশে জন্ম হইয়াছে; অতএব

আমি অগ্নিকে সাক্ষী করতঃ আপনাকে মিত্র করিয়া নিশ্চয়ই সুহৃৎ ও বান্ধবদিগের প্রশংসা-ভাজন হইয়াছি। আত্মগুণকীর্ত্তন নিতান্ত নিন্দিত কার্য্য, এইজন্যই আমি আপনার নিকটেও আত্মগুণ সকল কীর্ত্তন করিতে অসমর্থ হইতেছি; কিন্তু আপনি ক্রমে জানিতে পারিবেন' যে, আমিও আপনার অনুরূপ বয়স্য। হে বিশুদ্ধচিত্ত প্রধান! আপনার সদৃশ বিশুদ্ধচিত্ত মহাত্মাদিগের ধৈর্য্য ও প্রণয় কোন ক্রমেই বিচলিত হয় না। সাধু মিত্রেরা সাধু মিত্রদিগকে রজত স্বর্ণ ও মনোহর আভরণপ্রভৃতি সকল বিষয়েই তুল্যাধিকারী বোধ করেন। বয়স্য আঢ্য, দরিদ্র, সুখী, দুঃখী, নির্দ্দোষ বা সদোষ হইলেও বয়স্যের পরম আশ্রয়স্বরূপ। হে অনঘ! যাদৃশ স্নেহ দর্শনে ধন সুখ ও দেশ ত্যাগ করা যায়, বয়স্যদিগের তাদৃশ স্নেহ অবলোকন করিয়া, বয়স্যেরা তাঁহাদিগের নিমিত্তে ধন, সুখ ও দেশ ত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন।"

প্রিয়দর্শন সুগ্রীব ঐরূপ বলিলে, রাম হেমসদৃশ শোভাসম্পন্ন ধীমান্ লক্ষ্মণের সমক্ষে তাঁহাকে কহিলেন, "তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য।"

অনন্তর পর দিবসে রঘুনন্দন মহাবল রাম লক্ষ্মণসহ প্রাতঃকৃত্য সমাধানান্তে নিকটে উপস্থিত হইলে, বানররাজ সুগ্রীব তাঁহাদিগকে দেখিয়া বনের চতুর্দ্দিকে চঞ্চল ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ অনতিদূরে ভ্রমরসমূহে শোভান্বিত, ঈষৎ পুষ্পিত, বহুপত্রসমন্বিত এক শাল বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন, এবং সেই বৃক্ষের বহুপত্রসমন্বিতা সুশোভিতা এক শাখা ভগ্ন করিয়া রামের উপবেশনার্থে পাতিত করতঃ তাঁহার সহিত তদুপরি উপবেশন করিলেন। তাঁহারা উপবিষ্ট হইলেন, অবলোকন করিয়া, হনুমান্ এক শালশাখা ভঞ্জনপূর্ব্বক পাতিত করতঃ তদুপরি লক্ষ্মণকে বিনয়সহকারে উপবেশিত করিলেন। অনন্তর গিরিবর ঋষ্যমূকের শালপুষ্পসমূহে সমাকীর্ণ সেই প্রদেশে পরম সুখে উপবিষ্ট রামকে অক্ষুব্ধ সাগরসদৃশ প্রসন্নমূর্ত্তি দর্শন করতঃ আনন্দিত হইয়া, সুগ্রীব তাঁহাকে প্রণয়সহকারে হর্ষগদগদ স্বরে স্বীয় কল্যাণজনক মনোহর বাক্যে বলিলেন, "হে রঘুনন্দন! আমি অগ্রজ বালিকর্ত্তৃক রাজ্য হইতে দূরীকৃত ও হৃতদার এবং তদীয় ভয়ে পীড়িত হইয়া দুঃখিত ভাবে এই পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ ঋষ্যমূকের উপরিই বিচরণ করিয়া থাকি। কোন কারণবশতঃ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালীর সহিত আমার বিরোধ জন্মিয়াছে, তজ্জন্য সে আমাকে রাজ্য হইতে দূরীকৃত করিয়াছে; অতএব আমি নিরন্তর ভীত, এমন কি, ভয়সাগরে নিমগ্ন হইয়া সম্ভ্রান্ত চিত্তে এই বনমধ্যে বাস করিতেছি। আপনি সমস্ত জীবকেই অভয় প্রদান করিয়া থাকেন; আমিও বালী হইতে নিতান্ত ভীত হইয়াছি, এবং আপনি ভিন্ন আমার ভয়পরিত্রাতা আর কেহই নাই; আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন,—আমাকে এই ভয় হইতে পরিত্রাণ করুন্।"

ধর্ম্মজ্ঞ ও ধর্ম্মানুষ্ঠানপ্রিয়, তেজস্বী, কাকুৎস্থ রাম সুগ্রীবকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া যেন ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে তাঁহাকে কহিলেন, "উপকারদ্বারা মিত্রতা এবং অপকারদ্বারা শত্রুতা জন্মিয়া থাকে; অতএব আমি অদ্যই তোমার ভার্য্যাপহারী বালীকে বধ করিব। হে মহাভাগ! দেবসেনাপতি কার্ত্তিকের জন্মস্থান শরবণসমুদ্ভূত, সুবর্ণদ্বারা অলঙ্কৃত, কঙ্কপত্রবিভূষিত, অগ্রভাগে সুতীক্ষ্ণফলাসমন্বিত, উৎকৃষ্ট পর্ব্বযুক্ত, প্রচুর প্রতাপবিশিষ্ট মদীয় এই শর সমস্ত, মহেন্দ্রের অশনি ও ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায়, জীবনান্তকর; তোমার অগ্রজ অথচ অপকারকারী পরম শত্রু বালী অদ্যই আমার শরসমূহদ্বারা নিহত হইয়া, ভিন্ন পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায়, ভূতলে পতিত হইবে, অবলোকন কর।"

বানরসেনাপতি সুগ্রীব রঘুনন্দন রামকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া তুলনাবিহীন আনন্দ লাভ করিলেন,এবং "সাধু! সাধু!" বলিয়া তাঁহাকে বলিলেন "হে রাম!" আমি শোকে অতিশয় অভিভূত হইয়াছি, তজ্জন্যই বয়স্য বোধে আপনার নিকটে শোক প্রকাশ করিতেছি;

আপনিও শোকার্ত্তদিগের পরমগতি। আমি অগ্নির সমক্ষে হস্ত প্রদান করিয়া আপনাকে সখা করিয়াছি; আপনি আমার প্রাণ হইতেও সমধিক প্রিয় হইয়াছেন, ইহা আমি সত্যদ্বারা শপথ করিয়া বলিতে পারি। যাহা নিরন্তর আমার চিত্ত ব্যথিত করিতেছে, আমি সখা বোধে বিশ্বস্ত চিত্তে আপনার নিকটে সেই দুঃখ কীর্ত্তন করিতেছি।—”

ঐমাত্র বলিয়াই, তেজস্বী সুগ্রীবের বাষ্পদ্বারা নয়নদ্বয় সমাকীর্ণ ও স্বর অবরুদ্ধ হইল, সুতাং তিনি আর কিছুই বলিতে পারিলেন না, পরন্তু রামের সন্নিধানে ধৈর্য্যধারণ করতঃ, নদী বেগের ন্যায়, সহসা সমাগত সেই অশ্রুবেগ সংবরণ করিলেন, এবং অশ্রুবেগ সংবরণপূর্ব্বক শুভ নয়নদ্বয় মার্জ্জনা করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ পুনর্ব্বার তাঁহাকে কহিলেন, “হে রাম! বলবান্ বালী আমাকে অত্যন্ত পরুষ বাক্যে ভর্ৎসনা করতঃ রাজ্য হইতে দূরীকৃত করিয়া আমার জীবন হইতেও প্রিয়তমা ভার্য্যাকে অপহরণ করিয়াছে, এবং মদীয় বান্ধবদিগকে কারাগারে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। হে রঘুনন্দন! সেই দুরাত্মা এইরূপ করিয়াও ক্ষান্ত হয় নাই, নিরন্তর আমার জীবনবিনাশেও যত্নবান্ রহিয়াছে। সে, আমাকে বিনাশ করিবার নিমিত্তে অনেক বার অনেক বানরকে এখানে প্রেরণ করিয়াছিল, আমি তাহাদিগকে নিহত করিয়াছি। হে রাম! এই আশঙ্কা করিয়া, আমি আপনাকে দেখিয়াও ভীত হইয়াছিলাম, তজ্জন্যই আপনার নিকটে গমন করি নাই; উৎকট ভয়সময়ে প্রাণিমাত্রেরই সকল বিষয়ে ভয় জন্মিয়া থাকে। কেবল এই হনুমান্‌প্রভৃতি চারি জন বানর আমার সহায় আছেন; আমি ইহাঁদিগের বুদ্ধি ও বিক্রমবলেই ঈদৃশ বিপন্ন হইয়াও এপর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছি। এই বানরপ্রধানেরা আমার প্রতি প্রীতিবশতঃ আমাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন,—আমি যথায় গমন করি, আমার সহিত তথায় গমন করেন, এবং যথায় অবস্থিত হই আমার সহিত তথায় অবস্থিত হয়েন। হে রাম! আপনার নিকটে বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিবার আবশ্যক কি? সংক্ষেপতঃ আমার বৃত্তান্ত এই যে, জগন্মধ্যে বিখ্যাতপৌরুষ মদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালীই আমার পরম শত্রু; সম্প্রতি সে বিনষ্ট হইলেই আমার দুঃখ দূরীভূত হয়; তাহার বিনাশই আমার জীবন ও সুখের নিদান হইয়াছে। হে রাম! সখা দুঃখিতই থাকুন, বা সুখান্বিতই থাকুন, সকল সময়েই সখার দুঃখ মোচনে প্রযত্ন করিয়া থাকেন; অতএব আমি নিতান্ত শোকার্ত্ত হইয়া আপনার নিকটে স্বীয় দুঃখনিবারণের উপায়কীর্ত্তন করিলাম।”

রাম সুগ্রীবের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, “হে বানরশ্রেষ্ঠ! কিকারণে তোমার বালীর সহিত শত্রুতা জন্মিয়াছে, তাহা আমি যথার্থরূপে শ্রবণ করিতে বাসনা করি। আমি তোমার বালীর সহিত শত্রুতা জন্মিবার কারণ শ্রবণ করিয়া কার্য্যের গৌরব ও লাঘব বিবেচনা করতঃ, যাহাতে তোমার সুখ হয়, তাহা করিব। তুমি অপমানিত হইয়াছ, ইহা শ্রবণ করিয়াই, আমার ক্রোধবেগ, বর্ষাকালীন নদীবেগের ন্যায়, পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, এবং হৃদয় কম্পিত করিতেছে। যাবৎ কাল আমি ধনুতে জ্যা আরোপণ না করিতেছি, তাবৎ কাল পর্য্যন্তই তোমার শত্রু বালীর জীবন আছে; আমি অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেই, সে নিহত হইবে; অতএব তুমি হৃষ্ট হইয়া বিশ্বস্ত চিত্তে আমার নিকটে তাহার সহিত শত্রুতা জন্মিবার কারণ কীর্ত্তন কর।”

সুগ্রীব লক্ষ্মণাগ্রজ মহাত্মা কাকুৎস্থ রাম কর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া বানরচতুষ্টয়ের সহিত অতুল আনন্দলাভ করিলেন, এবং প্রহৃষ্ট বদনে তাঁহার নিকটে বালিসহ শত্রুতা জন্মিবার কারণ বর্ণন করিতে লাগিলেন।

ইতি অষ্টম সর্গ॥ ৮॥

নবম সর্গ

সুগ্রীব কহিলেন, "মদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সেই শত্রুবিনাশী বালী পিতার অত্যন্ত প্রীতি পাত্র ছিল; আমিও পূর্ব্বে তাহাকে অতিশয় সম্মান করিতাম। অনন্তর পিতা পরলোক গমন করিলে, মন্ত্রীরা সকলের সম্মতিক্রমে জ্যেষ্ঠ বলিয়া তাহাকে বানররাজ্যের রাজা করিলেন। সে পিতৃ পিতামহপ্রাপ্ত সুবৃহৎ বানররাজ্য শাসন করিতে থাকিলে, আমি দাসের ন্যায়, তাহার নিকটে সর্ব্বদা প্রণত থাকিতাম।

ইতিপূর্ব্বে মহাতেজা দুন্দুভি নামক অসুর জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত রমণীর নিমিত্তে বালির ... জন্মিয়াছিল; সে অত্যন্ত তেজস্বী ও ...বী ছিল; তাহার নামও মায়াবী। এই ...য়ে একদিন রজনীকালে সকলে নিদ্রিত ...লে, সেই অসুর কিষ্কিন্ধ্যা নগরীর দ্বারনি... আসিয়া ক্রোধ সহকারে বালীকে যুদ্ধার্থে ...বান করতঃ গর্জ্জন করিতে লাগিল। তখন ... নিদ্রান্বিত ছিল; কিন্তু সেই গর্জ্জনকারী ...রর ভয়ঙ্কর শব্দে প্রতিবুদ্ধ হইয়া তাহা ...পূর্ব্বক সহ্য করিতে পারিল না, এবং বেগ...রে তথায় গমন করিতে উদ্যত হইল। ...আমি ও তদীয় ভার্য্যারা গমন করিতে ...ধ করিলে, সে তাহা অগ্রাহ্য করিয়া সেই ...শ্রেষ্ঠ মায়াবীকে বধ করিবার নিমিত্তে ...ত হইল। মহাবল বালী রমণীদিগকে ...নাপূর্ব্বক নিবর্ত্তিত করিয়া পুরী হইতে ...তে হইল; আমিও সৌহার্দ্দপ্রযুক্ত তাহার ...চ নির্গত হইলাম। অসুর মায়াবী দূর ...হ আমাকে ও মদীয় ভ্রাতাকে যুদ্ধার্থে ...ত দেখিয়া অত্যন্ত ত্রাসান্বিত হইয়া অতি ...পলায়ন করিতে লাগিল। সে ভীত ...দ্রুতবেগে ধাবিত হইলে, আমরাও অতি ...গে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হই... তখন সমুদিত চন্দ্রের আলোকে পথ ...য় প্রকাশিত হইয়াছিল। অনন্তর সেই ...তৃণসমূহে সমাকীর্ণ অতি দুর্গম এক বৃহৎ ...রমধ্যে অতিবেগে প্রবেশ করিল; আমরা ...র দ্বারদেশে যাইয়া অবস্থিত হইলাম। বালী শত্রুকে গর্ত্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া ক্রোধ বশবর্ত্তী ও বিচলিতেন্দ্রিয় হইয়া আমাকে এই কথা বলিল, 'সুগ্রীব! আমি এই বিবরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যে কাল-পর্য্যন্ত যুদ্ধে শত্রুকে বিনাশ না করি, তুমি তাবৎকাল যত্নবান্ হইয়া এইস্থানে অবস্থান কর।

শত্রুসূদন বালীর ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া, আমি তৎসমভিব্যাহারে গর্ত্তমধ্যে গমন করিতে প্রার্থনা করিলাম; কিন্তু সে চরণের শপথদ্বারা আমাকে নিবারণপূর্ব্বক স্বয়ং গর্ত্ত-মধ্যে প্রবেশ করিল। সে গর্ত্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, ক্রমে সম্পূর্ণ সংবৎসর কাল অতীত হইল; আমি তাবৎকাল গর্ত্তদ্বারে অবস্থিত রহিলাম। সংবৎসর অতীত হইলেও, যখন আমি ভ্রাতা বালীকে দেখিতে পাইলাম না, তখন আমার চিত্ত তদীয় অনিষ্ট আশঙ্কা করিতে লাগিল; আমি তাহাকে মৃত মনে করিয়া স্নেহপ্রযুক্ত অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইতে থাকি-লাম। অনন্তর দীর্ঘকাল পরে সেই গর্ত্ত হইতে ফেনযুক্ত রক্ত নির্গত হইতে লাগিল, ইহা দর্শন করিয়া, আমি অতিশয় দুঃখিত হইলাম; কেননা, তখন কেবল গর্জ্জনকারী অসুরদিগের গর্জ্জনশব্দই আমার শ্রবণগোচর হইল, কিন্তু যুদ্ধনিরত মদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালী গর্জ্জন করিতে থাকিলেও তাহা আমার শ্রবণগোচর হইল না। হে সখে! আমি সেই সমস্ত চিহ্ন-দ্বারা ভ্রাতা বালীকে নিহত মনে করিয়া এক প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড দ্বারা গর্ত্তদ্বার রুদ্ধ করিলাম, এবং শোকার্ত্ত হইয়া তাহার উদকক্রিয়া সম্পা-দন করতঃ কিষ্কিন্ধ্যা নগরীতে প্রত্যাগত হই-লাম। পরে যত্নসহকারে প্রকৃত বৃত্তান্ত গোপন করিতে থাকিলেও, মন্ত্রিগণ তাহা শ্রবণ করিয়া সকলে মিলিত হইয়া আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। হে রঘুনন্দন! অনন্তর আমি যথারীতি রাজ্য শাসন করিতে থাকিলে, বানর-শ্রেষ্ঠ বালীশত্রু দানবকে বিনাশ করিয়া আমার নিকটে আগমন করিল, এবং আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত দেখিয়া ক্রোধে রক্তনয়ন হইয়া মদীয় রাজ্যাভিষেককারী অমাত্যদিগকে বন্ধন-

পূর্ব্বক পরুষ বাক্য বলিতে লাগিল। যখন মদীয় ভ্রাতা সেই পাপাচারী বৃহৎকায় বালী শত্রুকে নিহত করিয়া পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইল, তখন আমি তাহাকে নিগ্রহ করিতে পারিতাম, কিন্তু ভ্রাতৃগৌরববশতঃ তাহাকে নিগ্রহ করিতে আমার অভিপ্রায় হইল না। এই কারণে আমি তাহাকে সমুচিত সম্মান করিয়া অভিবাদন করিলাম; পরন্তু সে হৃষ্টচিত্ত হইয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ প্রদান করিল না। হে প্রভো! আমি মুকুটদ্বারা বালীর চরণ স্পর্শ করতঃ তাহাকে প্রণাম করিলাম, তথাপি সে ক্রোধপ্রযুক্ত আমার প্রতি প্রসন্ন হইল না।

ইতি নবম সর্গ ॥ ৯ ॥

দশম সর্গ।

"অনন্তর আমি সেই সমাগত ক্রোধাবিষ্টচিত্ত অতিক্রুদ্ধ ভ্রাতাকে প্রসন্ন করতঃ আত্মহিতার্থে কহিলাম, 'হে নাথ! আপনি আমার ভাগ্যানুসারেই কুশলী হইয়া সমাগত হইলেন, আমার ভাগ্যানুসারেই আপনার শত্রু নিহত হইয়াছে। আপনিই আমার আনন্দদাতা ও ও রক্ষাকর্ত্তা; আপনি ভিন্ন অন্য কেহই আমার পরিত্রাতা নাই। আমি এতদিন আপনার এই সমুদিত পূর্ণচন্দ্র সদৃশ বিরাজমান, বহু শলাকা-সমন্বিত ছত্র ও চামর ধারণ করিয়াছিলাম; অধুনা অর্পণ করিতেছি, আপনি গ্রহণ করুন্। হে রাজন্! আমি আপনার চিন্তায় কাতর হইয়া সংবৎসর কাল সেই বিবরদ্বারে অবস্থিত ছিলাম। অনন্তর একদিন গর্ত্তের অভ্যন্তর হইতে দ্বারদেশে রক্ত নির্গত হইতেছে, অবলোকন করিয়া এবং আপনার গর্জ্জন ধ্বনি শুনিতে না পাইয়া আপনাকে নিহত বিবেচনা করতঃ, আমার চিত্ত শোকপ্রযুক্ত উদ্বিগ্ন এবং ইন্দ্রিয় সকল ব্যাকুল হইয়া উঠিল। পরে আমি এক পর্ব্বত শৃঙ্গদ্বারা সেই গর্ত্তদ্বার আচ্ছাদনপূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করতঃ পুনর্ব্বার কিষ্কিন্ধ্যা নগরীতে প্রবেশ করিলাম। আমি বিষণ্ণ হইয়া একাকী পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম, ইহা দেখিয়া আমাত্য ও পৌরগণ আপনাকে মৃত মনে করিয়া আমাকে রাজ্যে অভিষেক করিয়াছেন; আমি কিছু স্বেচ্ছাবশতঃ অভিষিক্ত হই নাই; তথাপি আমার যে অপরাধ হইয়াছে, তাহা আপনি ক্ষমা করুন্। আপনিই রাজা ও আমার সম্মানভাজন; আমি আপনার নিকট চিরকালই সমান,—পূর্ব্বে যেমন দাসের ন্যায়, আপনাকে সেবা করিতাম, এখনও সেইরূপ সেবা করিব; কেবল আপনার বিনাশ আশঙ্কা করিয়াই পৌর ও অমাত্যগণ আমাকে রাজ্যপালনে নিয়োগ করিয়াছেন। হে অরিদমন! অমাত্য, পৌর ও নগর সহিত এই রাজ্য আমার নিকটে ন্যাসরূপে অর্পিত হইয়াছিল; আমি আপনাকে তাহা প্রত্যর্পণ করিলাম; একাল পর্য্যন্ত এই রাজ্যে অরাজকতা দোষজনিত কোন অত্যাচার ঘটে নাই। হে প্রিয়দর্শন! আমি অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক অবনত মস্তকে আপনার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি; আপনি আমার প্রতি ক্রোধ করিবেন না। হে রাজন্! অমাত্য ও পৌরগণ সকলে মিলিত হইয়া রাজ্যের অরাজকতা দোষ নিবারণার্থ বলপূর্ব্বক আমাকে রাজ্যপালনে নিয়োগ করিয়াছেন।'

আমি ভক্তিসমন্বিত হইয়া ঐরূপ বলিলে বানরশ্রেষ্ঠ বালী আমাকে ভর্ৎসনা করত 'তোকে ধিক্!' ইহা বলিয়া আরও নানাবিধ পরুষ বাক্য বলিল, এবং স্বীয় মতানুবর্ত্তী অমাত্য ও পৌরদিগকে আনয়নপূর্ব্বক তাহাদিগের সমক্ষে আমাকে উদ্দেশ করিয়া এই পরম গর্হিত কথা বলিতে লাগিল, 'তোমাদিগের বিদিত আছে যে, পূর্ব্বে নিশীথকালে অতি ক্রূর মহাসুর মায়াবী আমার সহিত যুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা করতঃ আমাকে আহ্বান করিয়াছিল, এবং আমিও তাহার গর্জ্জন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া রাজগৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিলাম। তখন মদীয় এই ভয়ানক ভ্রাতা আমার অনুগামী হইয়াছিল। অনন্তর সেই মহাবল অসুর রজনীকালে আমাকে সহায় সম্পন্ন দেখিয়া অতিশয় ভীত হইয়া ধাবিত হইল

এবং আমাদিগকেও পশ্চাৎ ধাবিত হইতে দেখিয়া অতিবেগে ধাবিত হইয়া এক বৃহৎ গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিল। আমি তাহাকে অতি ভয়ঙ্কর বৃহৎ গর্ত্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া এই ক্রূরাচারী ভ্রাতাকে কহিলাম যে, ইহাকে বধ না করিয়া এস্থান হইতে পুরীতে প্রতিগমন করিতে আমার অভিপ্রায় হইতেছে না; অতএব যাবৎ আমি ইহাকে নিহত করিতে না পারি, তাবৎ তুমি এই স্থানে আমার নিমিত্তে অপেক্ষা কর। এ দ্বারদেশে অবস্থিত রহিল, এই মনে করিয়া, আমি সেই দুর্গম গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিলাম। অনন্তর, তথায় সেই ভয়াবহ শত্রুকে অন্বেষণ করিতে করিতে, আমার সংবৎসর কাল অতীত হইল, তথাপি আমি নির্ব্বিন্ন না হইয়া তাহাকে অন্বেষণ করতঃ দেখিতে পাইলাম, এবং তখনই তাহাকে ও তদীয় বান্ধবদিগকে নিহত করিলাম। তখন সে মৎকর্ত্তৃক ভূতলে পাতিত হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল, এবং তদীয় দেহনির্গত প্রভূত রক্তদ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া, সেই গর্ত্তও অগম্য হইয়া উঠিল। পরে আমি সেই বিক্রমসম্পন্ন অসুরকে নিহত করিয়া সুখে দ্বারদেশে আসিয়া নির্গমনের পথ দেখিতে পাইলাম না; কেন না গর্ত্তের দ্বার আচ্ছাদিত ছিল। অনন্তর আমি "সুগ্রীব! সুগ্রীব" বলিয়া বারংবার চীৎকার করিয়াও কোন প্রত্যুত্তর না পাইয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম, এবং বহু পদাঘাতে সেই প্রস্তরখণ্ড অপসারিত করিলাম। পরে আমি সেই পথ দিয়া বহির্গত হইয়া নগরীতে আগমন করিয়াছি। এই নৃশংস সুগ্রীব রাজ্যাভিলাষী হইয়া ভ্রাতৃ-সৌহার্দ্দ বিস্মরণ-পূর্ব্বক আমাকে তথায় রুদ্ধ করিয়াছিল।,

"বানরশ্রেষ্ঠ বালী নির্ভয়ে সভা-মধ্যে ঐরূপ বলিয়া আমাকে উত্তরীয়-পর্য্যন্ত লইতে না দিয়া নির্ব্বাসিত করিয়াছে। হে রঘুনন্দন! সে আমাকে রাজ্য হইতে দূরীকৃত করিয়া আমার ভার্য্যাকে হরণ করিয়াছে; আমি ভার্য্যাহরণ-প্রযুক্ত দুঃখিত হইয়া তাহার ভয়ে সাগর ও বন-পরিবৃত সমগ্র ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করিয়াছি, পরিশেষে এই ঋষ্যমূক-নামক শ্রেষ্ঠ পর্ব্বতে প্রবিষ্ট হইয়াছি; কোন কারণে বালী এস্থানে আসিতে পারে না। হে রঘুনন্দন! আমি আপনার নিকটে বালীর সহিত শত্রুতা জন্মিবার এই সুমহৎ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম; দেখুন, আমি বিনা অপরাধে ব্যসন প্রাপ্ত হইয়াছি। হে বীর! আপনি সকল প্রাণীরই ভয় নিবারণ করেন; আমিও বালীর ভয়ে কাতর হইয়াছি, অধুনা আপনি তাহাকে নিগ্রহ করিয়া আমার প্রসন্নতা সম্পাদন করুন্।"

তেজস্বী ধর্ম্মজ্ঞ রাম সুগ্রীব-কর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া যেন ঈষৎ হাস্য করতঃ তাঁহাকে এই ধর্ম্মযুক্ত বাক্য বলিলেন, "মদীয় সূর্য্য-সদৃশ প্রদীপ্ত, সুশাণিত এই অমোঘ শর সকল ক্রোধান্বিত হইয়া সেই দুরাচার বালীর উপরি পতিত হইবে। যাবৎ আমি তোমার ভার্য্যাপহারী, দূষিত-চিত্ত, পাপাত্মা বালীকে দেখিতে না পাইব, তাবৎ কালই সে জীবিত থাকিবে। আমি আত্ম অবস্থা অনুমান করিয়াই জানিতে পারিতেছি, যে, তুমি শোক-সাগরে নিমগ্ন রহিয়াছ; আমি নিশ্চয়ই তোমাকে উদ্ধার করিব; তুমি পরম সুখ লাভ করিবে।"

হর্ষ ও পৌরুষ-বর্দ্ধনকারী রামের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া, সুগ্রীব পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে অতি উৎকৃষ্ট-কথা বলিলেন।

ইতি দশম সর্গ ॥ ১০ ॥

একাদশ সর্গ।

সুগ্রীব হর্ষ ও পৌরুষবর্দ্ধনকারী সেই রাম-বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রশংসাপূর্ব্বক সম্মানিত করতঃ কহিলেন, "হে রঘুনন্দন! আপনি ক্রুদ্ধ হইয়া মর্ম্মভেদি, সমুজ্জ্বল, সুতীক্ষ্ণ শরসমূহদ্বারা, প্রলয়কালীন সূর্য্যের ন্যায়, সমুদায় লোক দগ্ধ করিতে পারেন, ইহাতে সন্দেহ নাই; তথাপি আমি বালীর পৌরুষ, ধৈর্য্য ও বীর্য্যের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রবণ করতঃ, যাহা কর্ত্তব্য বোধ করেন, তাহাই করুন্। বালী অতিশয়

বীর্য্যবান্; তাহার কোন কার্য্যেই শ্রান্তি বোধ হয় না; অরুণোদয়ের পর সূর্য্য উদিত হইতে না হইতেই, সে প্রতি দিন অনায়াসে পূর্ব্ব সাগর হইতে পশ্চিম সাগরে, পশ্চিম সাগর হইতে দক্ষিণ সাগরে ও দক্ষিণ সাগর হইতে উত্তর সাগরে গমন করে; এবং পর্ব্বতের শিখরদেশে আরোহণ করিয়া বেগসহকারে বৃহৎ বৃহৎ শিখর সকল উৎপাটনপূর্ব্বক ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করতঃ পুনর্ব্বার গ্রহণ করিয়া থাকে। অপিচ স্বীয় বল জ্ঞাপন করিবার নিমিত্তে বনমধ্যে সমধিক সারবিশিষ্ট নানা জাতীয় বৃক্ষ সকল বলদ্বারা ভগ্ন করিয়াছে।

"পূর্ব্বে আকারে কৈলাসশৃঙ্গসদৃশ, বীর্য্যবান্, দুন্দুভিনামক এক মহিষাকার অসুর ছিল; সে তপস্যার প্রভাবে সহস্র মত্ত হস্তীর বল ধারণ করিত। হে রাজন্! একদা সেই বৃহৎকায় অসুর বর লাভপ্রযুক্ত মোহিতচিত্ত ও স্বীয় বীর্য্যপ্রাচুর্য্যবশতঃ উদ্ধত হইয়া নদীপতি সমুদ্রের নিকটে গমন করিল, এবং তরঙ্গসম কীর্ণ বিবিধ রত্ননিচয়সম্পন্ন সাগর অতিক্রম পূর্ব্বক মহাসাগরে যাইয়া তদধিষ্ঠাতা বরুণ দেবকে উদ্দেশ করতঃ 'আমাকে যুদ্ধ প্রদান কর,' ইহা বলিল। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা মহাবল সমুদ্রাধিষ্ঠাতা বরুণ দেব সমুত্থিত হইয়া সেই কালপ্রেরিত অসুরকে এই কথা বলিলেন, 'হে যুদ্ধবিশারদ! আমি তোমাকে যুদ্ধ প্রদান করিতে সমর্থ নহি; পরন্তু যিনি তোমাকে যুদ্ধ প্রদান করিবেন, তাঁহার কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। তপস্বীদিগের পরম আশ্রয় স্বরূপ, দেব দেব শঙ্করের শ্বশুর, বিবিধ বৃহৎ প্রস্রবণসম্পন্ন, বহুগহ্বর ও নির্ঝর সমন্বিত, 'হিমালয়" নামে বিখ্যাত এক পর্ব্বতরাজ মহারণ্যমধ্যে অবস্থান করেন, তিনিই তোমাকে যুদ্ধ প্রদান করিতে সমর্থ; তিনি যুদ্ধ করিয়া তোমার অতুল আনন্দ সম্পাদন করিবেন।'

অনন্তর অসুরপ্রধান দুন্দুভি সমুদ্রাধিষ্ঠাতা বরুণ দেবকে ভীত বিবেচনা করিয়া, ধনুর্ম্মুক্ত শরের ন্যায় অতি সত্বর হিমালয়সন্নিহিত বনে যাইয়া বারংবার সেই পর্ব্বতের ঐরাবতসদৃশ শ্বেতবর্ণ প্রস্তর খণ্ড সকল ভূমিতলে নিক্ষেপ করতঃ গর্জ্জন করিতে লাগিল পরে শ্বেতবর্ণ মেঘসদৃশ, প্রীতিজনক আকারবিশিষ্ট, প্রিয়দর্শন হিমালয় স্বীয় শিখর দেশে অবস্থিত হইয়া তাহাকে এই বাক্যে উক্তি করিলেন, 'হে ধর্ম্মপ্রিয় দুন্দুভে! আমাকে ক্লেশ প্রদান করা তোমার উচিত নহে; আমি শান্তিপরায়ণ তাপসদিগের আশ্রয়, সুতরাং যুদ্ধকার্য্যে সমর্থ নহি।'

"ধীমান্ পর্ব্বতরাজের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া, দুন্দুভি ক্রোধরক্তনয়ন হইয়া তাঁহাকে এই বাক্যে প্রত্যুক্তি করিল, 'যদি তুই আমার সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ, এবং আমার ভয়ে উদ্যম বিহীন হইয়া থাকিস্, তবে যে আমাকে যুদ্ধ প্রদান করিতে পারিবে, তাহাকে নির্দ্দেশ করিয়া দে; যেহেতু সম্প্রতি আমার বলবতী যুদ্ধবাসনা হইয়াছে।'

'বাক্যবিশারদ ধর্ম্মাত্মা হিমালয় অসুরপ্রধান দুন্দুভির বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, পূর্ব্বে কখন যাদৃশ বাক্য বলেন নাই, তাহাকে তাদৃশ বাক্য বলিলেন, 'মহাপ্রাজ্ঞ, প্রতাপবান্, শ্রীমান্ ইন্দ্রনন্দন বানররাজ বালী অতিশয় দীপ্তিমতী কিষ্কিন্ধ্যা নগরীতে বাস করিতেছেন। মহেন্দ্র যেমন নমুচিকে দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রদান করিয়াছিলেন, সেইরূপ তোমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রদান করিতে সেই যুদ্ধবিশারদ মহাপ্রাজ্ঞ বানররাজই সমর্থ। তিনি যুদ্ধকার্য্যে শৌর্য্যসম্পন্ন ও নিতান্ত অসহিষ্ণু; এক্ষণে যদি তোমার যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে শীঘ্র তাঁহার নিকটে গমন কর।'

দুন্দুভি হিমালয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া তখনই বালিপালিতা কিষ্কিন্ধ্যা নগরীর অভিমুখে প্রস্থান করিল। পরে সেই মহাবল তীক্ষ্ণ শৃঙ্গবিশিষ্ট মহিষাকার অসুর, বর্ষাকালীন জলপূর্ণ মেঘের ন্যায়, ভয়াবহ হইয়া কিষ্কিন্ধ্যা নগরীর দ্বারদেশে আসিয়া খুরদ্বারা নিকটস্থ বৃক্ষ সকল ভগ্ন ও ভূমণ্ডল বিদীর্ণ এবং হস্তীর ন্যায়, দর্পসহকারে শৃঙ্গদ্বারা দ্বারদেশ ভেদ করতঃ, দুন্দুভির ন্যায় নিনাদ করিতে লাগিল। তাঁহার শব্দে ভূমণ্ডল কম্পিত হইয়া উঠিল। তখন বালী অন্তঃপুরে ছিল, সেই শব্দ শ্রবণ

করিয়া তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া রমণীগণে পরিবৃত হইয়া, তারাগণপরিবৃত চন্দ্রের সাদৃশ্য ধারণ করতঃ তথা হইতে বহির্গত হইল, এবং স্পষ্টাক্ষরে অতি সংক্ষিপ্ত বাক্যে দুন্দুভিকে কহিল, ‘ আমি বনচারী বানরগণের অধীশ্বর ; আমার নাম বালী ; তুই কি জন্য আমার নগরীর দ্বার রোধ করিয়া গর্জ্জন করিতেছিস্ ? অরে মহাবল ! আমি জানিতে পারিয়াছি, তুই দুন্দুভিনামক অসুর ; অধুনা জীবন রক্ষা কর্।’

দুন্দুভি ধীমান্ বানরেন্দ্র বালীর ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে রক্তনয়ন হইয়া তাহাকে এই কথা বলিল, ‘ অরে বানর বীর ! মহিলাগণের নিকটে কথায় গর্ব্ব প্রকাশ করা তোর উচিত নহে, পরন্তু কার্য্যদ্বারাই প্রকাশ করা উচিত ! এখন আমার সহিত যুদ্ধ কর্, তাহা হইলেই, তোর বল জানিতে পারিব ! অথবা অদ্য রজনীতে আমি এই সমুপস্থিত ক্রোধ ধারণ করিব ; কেন না, যে, তোর মত মদমত্ত, সুপ্ত, শরণাগত, পলায়নোদ্যত, আয়ুধরাহিত ও ক্ষীণবল ব্যক্তিকে বিনাশ করে, সে “ ভ্রূণহত্যাকারী” বলিয়া লোকমধ্যে বিখ্যাত হয় ; অতএব তুই সূর্য্যোদয় কালপর্য্যন্ত ইচ্ছানুরূপ কামভোগে প্রবৃত্ত থাক্,—তুই বানরগণের রাজা, রজনীমধ্যে প্রিয় বানরদিগকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক অভিলষিত পুরস্কার দে, বান্ধবদিগকে সম্মানিত কর্, উত্তমরূপে কিষ্কিন্ধ্যা নগরী অবলোকন করিয়া নে, সকল পুরবাসীকেই আত্মতুল্য সুখী কর্ আর মহিলাগণের সহিত ইচ্ছানুরূপ বিহার করিয়া নে, কল্য প্রভাতে আমি তোর দর্প নাশ করিব।’

তখন বালী ক্রুদ্ধ হইয়া তারা প্রভৃতি রমণীদিগকে বিদায় করিয়া হাস্য করতঃ ধীরে ধীরে সেই অসুরপ্রধানকে কহিল, ‘তুই আমাকে প্রমত্ত বোধ করিস্ না, পরন্তু আমার এই মদ্যপান, বীরগণের যুদ্ধকালীন মদ্যপান বোধ কর্, এবং যদি যুদ্ধ করিতে ভীত না হইয়া থাকিস্, তবে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হ।’

বানরশ্রেষ্ঠ বালী দুন্দুভিকে ঐরূপ বলিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া পিতা মহেন্দ্রের প্রদত্ত কাঞ্চনমালা ধারণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থে উদ্যত হইল, এবং গর্জ্জনসহকারে পর্ব্বতসদৃশ দুন্দুভির শৃঙ্গদ্বয় ধারণ করিয়া তাহাকে ভূতলে পাতিত করতঃ ভয়ঙ্কর শব্দে গর্জ্জন করিতে লাগিল। বালিকর্তৃক ভূপাতিত দুন্দুভির শ্রোত্রদ্বয় হইতে রক্ত নির্গত হইতে থাকিল। তখন ক্রোধজনিত সংরম্ভসহকারে পরস্পরকে পরাজিত করিতে অভিলাষী বালী ও দুন্দুভির অতিভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইল। তৎকালে পরাক্রমে ইন্দ্রতুল্য বালী মুষ্টি, জানু, পাদ, প্রস্তর ও বৃক্ষসমূহদ্বারা যুদ্ধ করিতে লাগিল। এইরূপে তাহারা পরস্পরকে প্রহার করিতে থাকিলে, ক্রমে অসুরশ্রেষ্ঠ দুন্দুভি হীনবল হইয়া পড়িল, এবং বানরশ্রেষ্ঠ বালী সমধিক বলবান্ হইয়া উঠিল, আর দুন্দুভিকে ভূতলে পাতিত করিল। তখন সেই জীবনান্তকর যুদ্ধে মহাবাহু দুন্দুভি বালিকর্তৃক ভূতলে পাতিত ও নিষ্পিষ্ট হইয়া জীবন বিসর্জ্জনপূর্ব্বক নিশ্চেষ্টভাবে পতিত হইল, এবং তাহার মুখ প্রভৃতি নবদ্বার হইতে সমধিক রক্ত ক্ষরিত হইতে লাগিল। অনন্তর বেগবান্ বালী বাহুদ্বয়দ্বারা জীবনবিহীন অচেতন দুন্দুভিকে উত্তোলনপূর্ব্বক বেগে একেবারে এক যোজন অন্তরে নিক্ষেপ করিল। পরে বেগসহকারে বালিকর্তৃক নিক্ষিপ্ত দুন্দুভির মুখ হইতে নির্গত রক্তবিন্দু সমস্ত বায়ুকর্তৃক সঞ্চালিত হইয়া মতঙ্গ ঋষির আশ্রমে পতিত হইল।

হে মহাভাগ ! সেই সময়ে মহর্ষি মতঙ্গ আশ্রমমধ্যে ছিলেন। তিনি তথায় রক্তবিন্দুপাত দর্শন করিয়া রক্তবিন্দুনিক্ষেপকারীর প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া, কে ইহা নিক্ষেপ করিল, এরূপ চিন্তা করিলেন। অনন্তর ‘ যে দুরাত্মা আমার শরীরে রক্তবিন্দু নিক্ষেপ করিয়াছে, সেই অজিতচিত্ত দুর্ব্বুদ্ধি জ্ঞানহীন পুরুষ কে ? ইহা বলিয়া, মুনিবর মতঙ্গ আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়া এক পর্ব্বতাকার জীবনহীন মহিষকে ভূতলে পতিত অবলোকন করিলেন, এবং তপস্যা প্রভাবে, ইহা বানরের কার্য্য, জানিতে পারিয়া সেই অসুরদেহনিক্ষেপকারী বানরকে এই উৎকট অভিশাপ প্রদান করিলেন, ‘ যে এই অসুরদেহ নিক্ষেপ করতঃ

মদাশ্রিত বন দূষিত ও বৃক্ষ সকল ভগ্ন করিয়াছে, সে কদাচ আর এই প্রদেশে প্রবেশ না করুক্, এই প্রদেশে প্রবেশ করিলেই, তাহার জীবন বিনাশ হইবে। যদি সেই দুর্ব্বুদ্ধি আমার আশ্রমের চতুর্দ্দিকে একযোজন মধ্যে আগমন করে, তবে সে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। অপিচ তদীয় যে সমস্ত অমাত্য আমার এই বনে বাস করিতেছে, তাহাদিগেরও এখানে বাস করা বিধেয় নহে; তাহারা আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া যথাসুখে স্থানান্তরে গমন করুক্। যদি তাহারা আর আমার পুত্রতুল্য নিয়ত রক্ষিত এই বনে থাকে, তবে আমি তাহাদিগকেও অভিশাপ প্রদান করিব; কেন না, তাহারা পত্র, অঙ্কুর, ফল ও মূল অপচয় করিয়া থাকে। অদ্যই তাহাদিগের এস্থানে থাকিবার শেষ দিন; অতঃপর আমি এস্থানে যে বানরকে দর্শন করিব, সে বহু সহস্র বৎসর প্রস্তর হইয়া থাকিবে।"

"অনন্তর বানরেরা মতঙ্গ ঋষির কথিত বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক তদীয় বন হইতে বহির্গত হইয়া বালীর নিকটে গমন করিল। পরে বালী তাহাদিগকে সমাগত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'হে বানরগণ! তোমরা মতঙ্গ বনে বাস করিতে, অধুনা কি কারণে সকলে মিলিত হইয়া আমার নিকটে আগমন করিয়াছ? বানরগণের মঙ্গল ত?'

"বানরগণ ঐরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া কাঞ্চনমালাধারী বালীর নিকটে আসিবার সমস্ত কারণ ও তৎপ্রতি মতঙ্গপ্রদত্ত অভিশাপ কীর্ত্তন করিল। তাহাদিগের কথিত বাক্য শ্রবণ করিয়া, বালী তখনই সেই মহর্ষির নিকটে যাইয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া শাপমোচনার্থে প্রার্থনা করিল! কিন্তু মহর্ষি তাহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া আশ্রমমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। বালীও শাপ প্রদান ভয়ে ভীত ও বিহ্বলচিত্ত হইয়া তথা হইতে প্রস্থিত হইল। হে নরবর! তদবধি সে শাপভয়ে ভীত হইয়া এই পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ ঋষ্যমূকে আগমন করিতে বা দূর হইতে ইহাকে দর্শন করিতেও অভিলাষ করে না। হে রাম! এই মহাবনে সে প্রবেশ করিতে পারিবে না, ইহা জানিয়াই, আমি অমাত্যগণের সহিত বিষাদরহিত হইয়া এস্থানে বিচরণ করিয়া থাকি। বীর্য্যপ্রাচুর্য্যবশতঃ বালীকর্ত্তৃক নিহত দুন্দুভি অসুরের গিরিকূটসদৃশ বৃহৎ অস্থিনিচয় ঐ প্রকাশিত হইতেছে। ঐ যে প্রভূতশাখাসম্পন্ন প্রকাণ্ড সাতটি শাল বৃক্ষ রহিয়াছে, বালী বেগদ্বারা এককালে ঐ সাতটি বৃক্ষই পত্ররহিত করিতে প্রযত্ন করিত। হে রাজশ্রেষ্ঠ রাম! আমি আপনার নিকটে বালীর ঈদৃশ অনুপম পরাক্রম প্রকাশ করিলাম; আপনি কিপ্রকারে যুদ্ধে তাহাকে নিহত করিতে সমর্থ হইবেন!"

সুগ্রীব ঐরূপ বলিলে, লক্ষ্মণ হাস্য করতঃ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে, রাম কি কার্য্য করিলে, তুমি বিশ্বাস করিতে পার, যে, উনি বালীকে বধ করিতে পারিবেন? অনন্তর সুগ্রীব তাঁহাকে কহিলেন, "হে লক্ষ্মণ! পূর্ব্বে বালী অনেকবার এই সাতটি সাল বৃক্ষই একে একে পত্ররহিত করিয়াছিল; যদি রাম এই সাতটি বৃক্ষের মধ্যে একটি শাল বৃক্ষও এক বাণে বেধ করেন, এবং এক পাদদ্বারা এই নিহত মহিষাকার দুন্দুভির অস্থিরাশি উত্তোলন পূর্ব্বক বেগদ্বারা দুই শত ধনু অন্তরে নিক্ষেপ করিতে পারেন, তবেই উহাঁর পরাক্রম অবগত হইয়া বালীকে নিহত জ্ঞান করিতে পারি।"

সুগ্রীব লক্ষ্মণকে ঐরূপ বলিয়া মুহূর্ত্ত কাল চিন্তা করতঃ কাকুৎস্থ রামকে এই কথা বলিলেন "হে নরবর! বানরশ্রেষ্ঠ বালী বলবান্, শৌর্য্যসম্পন্ন ও শৌর্য্যাভিমানী; তাহার বল ও বিক্রম লোকমধ্যে বিখ্যাত আছে, এবং সে অদ্যাবধি যুদ্ধে কখন পরাজিত হয় নাই। দেবগণও যে সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন না, বালিকর্ত্তৃক তৎসমস্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছে; দেখা গিয়াছে; আমি তাহার সেই সমস্ত কার্য্য চিন্তা করতঃ তদীয় ভয়ে ভীত হইয়া এই ঋষ্যমূকপর্ব্বতে বাস করিতেছি। অধিক আর কি বলিব, আমি সেই অমর্ষণস্বভাব অজেয় অধর্ষণীয় বানররাজ বালীকেই চিন্তাকরতঃ এই ঋষ্যমূকপর্ব্বত পরিত্যাগ করিতে পারি না, প্রত্যুত

উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিতচিত্ত হইয়া হনুমৎপ্রভৃতি অনুরক্ত প্রধান অমাত্যদিগের সহিত কেবল এই পর্ব্বতসন্নিহিত মহাবনমধ্যেই বিচরণ করিয়া থাকি। হে মিত্রবৎসল! আপনি, হিমালয় পর্ব্বতের ন্যায়, অক্ষোভণীয়; যখন আপনাকে মিত্র ও আশ্রয়রূপে লাভ করিয়াছি, তখন আমার বালিকৃত নিগ্রহও শ্লাঘনীয় বোধ হইতেছে। হে রঘুনন্দন! আমি সেই প্রভূতবলসম্পন্ন দুষ্টস্বভাব ভ্রাতা বালীর যুদ্ধকালে বল অবলোকন করিয়াছি, কিন্তু আপনার যুদ্ধকালীন পরাক্রম অবলোকন করি নাই; তজ্জন্যই এইরূপ বাক্য বলিতেছি, ইহাতে কিছু আপনাকে তাহার সহিত তুলিত, অপমানিত বা ভীষিত করিতেছি না। হে রাম! আপনি যে বালীকে বিনাশ করিতে পারিবেন, এ বিষয়ে আপনার বাক্যই যথেষ্ট প্রমাণ; আপনার আকার ও ধৈর্য্যই ভবদীয় পরম তেজঃ সূচনা করতঃ আপনাকে ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিসদৃশ বোধ করাইতেছে, তথাপি তাহার অতি ভয়ঙ্কর কার্য্য সকল চিন্তা করতঃ আমার চিত্ত অতিশয় কাতর হইতেছে। এই কারণেই আমি আপনার কিঞ্চিৎ বিক্রম অবলোকন করিতে অভিলাষী হইয়াছি।”

মহাত্মা বানররাজ সুগ্রীবের ঐ কথা শ্রবণ করিয়া রাম ঈষৎ হাস্য করতঃ তাঁহাকে এই বাক্যে প্রত্যুক্তি করিলেন, “হে বানরপ্রধান! যদি তোমার মদীয় পরাক্রমে বিশ্বাস হয় নাই, তবে আমি যুদ্ধকালে প্রশংসার্হ কার্য্য করিয়া এখনই তোমার বিশ্বাস উৎপাদন করিতেছি।”

রঘুনন্দন বীর্য্যবান্ লক্ষ্মণাগ্রজ মহাবাহু রাম সুগ্রীবকে ঐরূপ বলিয়া সান্ত্বনা করতঃ অবলীলাক্রমে পদাঙ্গুষ্ঠদ্বারা দুন্দুভি অসুরের অস্থিমাত্রাবশিষ্ট দেহ উত্তোলনপূর্ব্বক পাদাঙ্গুষ্ঠদ্বারাই দশ যোজন অন্তরে নিক্ষেপ করিলেন। সন্তাপদাতা মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যসদৃশ রামকর্ত্তৃক দুন্দুভির দেহ নিক্ষিপ্ত হইল, অবলোকন করিয়াও, সুগ্রীব রামের পরাক্রমবিষয়ে জাতবিশ্বাস হইলেন না, এবং লক্ষ্মণ ও বানরগণের সমক্ষে তাঁহাকে এই হেতুযুক্ত বাক্যে উক্তি করিলেন, “হে সখে! যখন দুন্দুভির শরীর মদীয় অগ্রজ বালিকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হয়, তখন সে মদমত্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়াছিল, এবং এই শরীরও আর্দ্র, মাংসযুক্ত ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট ছিল; অধুনা ইহা মাংসরহিত হইয়া লঘু, এমন্ কি, তৃণতুল্য হইয়াছে, তাহাতে আবার সুস্থ অবস্থায় আপনি ইহা নিক্ষেপ করিলেন; অতএব এই কার্য্যদ্বারা আপনার ও বালীর মধ্যে কাহার বল অধিক, তাহা জানা যাইতে পারে না; কেন না, আর্দ্র ও শুষ্ক এতদুভয়ের অনেক প্রভেদ আছে, অতএব আপনার ও তাহার বল তারতম্যবিষয়ে আমার সেইরূপ সংশয়ই আছে; আপনি একটি শালবৃক্ষ বিদ্ধ করিলেই, আপনার ও তাহার বলাবল প্রকাশিত হইতে পারে। আপনি ধনু জ্যাযুক্ত করিয়া আকর্ণ আকর্ষণপূর্ব্বক হস্তিহস্তসদৃশ এক মহা শর মোচন করুন্; অপনার প্রমুক্ত শর এই শাল বৃক্ষ বিদারিত করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। হে রাজন্! আপনাকে আমার শপথ, আপনি আমার নিতান্ত প্রিয়কার্য্য বোধ করিয়াই এই কার্য্য সম্পাদন করুন্, বিচার করিবার আবশ্যক নাই; যেমন তেজস্বীদিগের মধ্যে সূর্য্য, মহাপর্ব্বত সকলের মধ্যে হিমালয় ও চতুষ্পাৎ প্রাণীদিগের মধ্যে সিংহ শ্রেষ্ঠ, তেমনই আপনিও বিক্রমদ্বারা মানবদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।”

ইতি একাদশ সর্গ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ সর্গ।

সুগ্রীবের উত্তমরূপে কথিত সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, সম্মানপ্রদ বলবান্ মহাতেজা রাম তাঁহার বিশ্বাস উৎপাদন করিবার নিমিত্তে ধনুঃ ও এক ভয়ঙ্কর শর গ্রহণপূর্ব্বক সূর্য্যপথ সমাবৃত করতঃ শালবৃক্ষের উদ্দেশে সেই শর নিক্ষেপ করিলেন। তখন তাঁহার প্রমুক্ত সেই স্বর্ণবিভূষিত শর সাতটি শালবৃক্ষ ও গিরিপ্রস্থ ভেদ করতঃ পাতালে প্রবিষ্ট হইল, এবং শালবৃক্ষ সকল ভেদ করিয়া মুহূর্ত্তকালমধ্যে মহাবেগে প্রত্যাগমন করতঃ তূণমধ্যে প্রবেশ

করিল। বানরপ্রধান সুগ্রীব সাতটি শালবৃক্ষই বিদারিত দেখিয়া রামের শরবেগ বিবেচনা করতঃ পরম বিস্ময়ান্বিত ও প্রীত হইলেন, এবং ভূতলে পতিত হইয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। তখন তাঁহার কণ্ঠাভরণ প্রভৃতি অলঙ্কার সকল লম্ববান হইল। পরে তিনি উত্থিত ও সমীপে অবস্থিত সর্ব্বাস্ত্রজ্ঞপ্রবর শৌর্য্যসম্পন্ন ধর্ম্মজ্ঞ রঘুনন্দন রামের সেই কার্য্য দ্বারা পরম হৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে উদ্দেশ করতঃ অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন, হে সর্ব্ব-কার্য্যদক্ষ পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনি বাণসমূহদ্বারা যুদ্ধে ইন্দ্র প্রভৃতি সমস্ত দেবকেও নিহত করিতে সমর্থ; বালীকে নিহত করা আপনার পক্ষে অতি সহজ কর্ম্ম। হে কাকুৎস্থ! আপনি যখন একবাণে সাতটি শালবৃক্ষ, পর্ব্বত ও পৃথিবী বিদারণ করিলেন, তখন আর যুদ্ধে আপনার সম্মুখে কোন্ ব্যক্তি অবস্থান করিতে পারে! আপনি পরাক্রমে মহেন্দ্র ও বরুণ দেবের সদৃশ; অধুনা আমি যখন আপনাকে মিত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছি,তখন নিশ্চয়ই আমার শোক বিগত ও পরম আনন্দ সমুপস্থিত হই-য়াছে! আমি বদ্ধাঞ্জলি হইয়া আপনার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি, যে, আপনি অদ্যই আমার প্রীতিসম্পাদনার্থে মদীয় শত্রু ভ্রাতা বালীকে নিহত করুন্।"

অনন্তর, লক্ষ্মণাগ্রজ রাম প্রিয়দর্শন সুগ্রী-বকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক লক্ষ্মণের সম্মতিক্রমে কহি-লেন, যে, আমরা এস্থান হইতে কিষ্কিন্ধ্যানগ-রীতে গমন করিতে অভিপ্রায় করিতেছি, তুমি আমাদিগের অগ্রে অগ্রে চল, এবং তথায় যাইয়া স্বীয় ভ্রাতৃগন্ধমাত্রবিশিষ্ট পরম শত্রু বালীকে যুদ্ধার্থে আহ্বান কর। পরে তাঁহারা সকলে বালিপালিতা কিষ্কিন্ধ্যানগরীর সন্নিহিত গহন বন মধ্যে বৃক্ষসমূহদ্বারা স্ব স্ব দেহ আবৃত করিয়া অবস্থিত হইলেন। তখন সুগ্রীব দৃঢ়রূপে বস্ত্র দ্বারা কটিদেশ আবদ্ধ করিয়া বেগসহকারে তথা হইতে নগরীর নিকটে যাইয়া বালীকে আহ্বান করিবার নিমিত্ত যেন নভোমণ্ডল বিদারণ করতঃ ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতে লাগি-লেন। মহাবল বালী ভ্রাতার সেই গর্জ্জন শব্দ শ্রবণপূর্ব্বক ক্রোধান্বিত হইয়া ক্রোধ জনিত সংরম্ভ সহকারে, অস্তপর্ব্বত হইতে সূর্য্যের বহির্গমনের ন্যায়, নগরী হইতে বহির্গত হইল। অনন্তর যেমন নভোমণ্ডলে বুধ ও মঙ্গলের তুমুল যুদ্ধ হয়, সেইরূপ ভূমণ্ডলে বালী সুগ্রী-বের তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। বালী ও সুগ্রীব, উভয় ভ্রাতা ক্রোধে অধীর হইয়া অশনি সদৃশ তল ও বজ্র সদৃশ মুষ্টিদ্বারা পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে থাকিলে, রঘুনন্দন রাম ধনুঃ ধারণপূর্ব্বক সেই বীর্য্যসম্পন্ন উভয় ভ্রাতাকে অবলোকন করিতে লাগিলেন, কিন্তু উভয়েরই একাকার ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় সদৃশ স্বরূপ, এজন্য বিবেচনা করতঃ, কে বালী ও কে সুগ্রীব, তাহা অবধারণ করিতে অক্ষম হইলেন, সুতরাং জীবনান্তকর শরমোচন করিতে পারিলেন না। ইতিমধ্যে সুগ্রীব বালিকর্তৃক সমাহত হইয়া রঘুনন্দন রামকে রক্ষক দেখিতে না পাইয়া ঋষ্যমূক পর্ব্বতের অভিমুখে ধাবিত হইলেন, বালীও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল; কিন্তু তিনি বালিকৃত বিবিধ প্রহারে জর্জ্জরীকৃত ও সর্ব্বাঙ্গে রক্তসিক্ত হইয়াও অতি বেগে গমন করতঃ ঋষ্যমূক পর্ব্বতের সন্নিহিত মতঙ্গবনে প্রবেশ করিলেন। সুগ্রীব মতঙ্গবনে প্রবিষ্ট হইলেন, দেখিয়া অভিশাপ ভয়ে তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিয়া তাঁহাকে "যা মুক্ত হইলি," বলিয়া, মহাবল বালী তথা হইতে নিবৃত্ত হইল। রঘু-নন্দন রাম ও ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও কপিবর হনুমানের সহিত যথায় সুগ্রীব আছেন, সেই বনে গমন করিলেন, লজ্জাশালী সুগ্রীব রামকে লক্ষ্মণসহ সমাগত দেখিয়া ভূতলে অবলোকন করতঃ দীনভাবে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "হে রঘুনন্দন! পূর্ব্বে বিক্রম প্রদর্শনপূর্ব্বক আমাকে 'বালীরে আহ্বান কর' বলিয়া অধুনা শত্রুদ্বারা ঘাতিত করতঃ, আপনি একি কার্য্য করিলেন। সেই সময়েই আপনার যথার্থরূপে বলা উচিত ছিল যে, আমি বালীকে নিহত করিব না, তাহা হইলে আমি কখনই এস্থান হইতে তথায় যাইতাম না।"

মহাত্মা সুগ্রীব করুণস্বরে ঐরূপ বলিলে,

রঘুনন্দন রাম দীনস্বরে তাঁহাকে কহিলেন, "হে স্নেহভাজন সুগ্রীব! তুমি ক্রোধ পরিত্যাগ কর; যে কারণে আমি বালীর জীবনান্তকর শর মোচন করি নাই, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। হে বানরপ্রধান! বালীর ও তোমার আকার, অলঙ্কার, বেশ ও গমন এক প্রকার; আমি দেহ লাবণ্য, কটাক্ষবিক্ষেপ, স্বর, বিক্রম বা বাক্যদ্বারা তোমাদিগের কিছুমাত্র প্রভেদ উপলব্ধি করিতে পারি নাই, সুতরাং তোমাদিগের রূপসাদৃশ্যে মোহিত হইয়া অতীব বেগযুক্ত শত্রুবিনাশক শর বিসর্জ্জন করি নাই। আমি তোমাদিগের রূপসাদৃশ্যে শঙ্কান্বিত হইয়া, পাছে মৎকর্তৃক আমাদিগের উভয়ের মূল আহত হয়, ইহা বিবেচনা করতঃ জীবনান্তকর ভয়ঙ্কর শর পরিত্যাগ করি নাই। হে বীর্য্য সম্পন্ন কপিরাজ! যদি আমি চিত্তলাঘব ও অজ্ঞানবশতঃ তোমাকে নিহত করিতাম, তবে ইহ কালে লোকমধ্যে আমার অবিজ্ঞতা ও মূঢ়তা বিখ্যাত হইত, এবং পর কালে আমাকে দত্তাভয়বধনামক মহাভয়ঙ্কর নরকে গমন করিতে হইত। অধুনা বরবর্ণিনী সীতা, লক্ষ্মণ ও আমি, আমাদিগের সুখস্বাচ্ছন্দ্যপ্রভৃতি সমস্তই তোমার অধীন হইয়াছে; এই বনবাসকালে তুমিই আমাদিগের আশ্রয়; তোমার অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়াই শর পরিত্যাগ করি নাই; তুমি আমার প্রতি অন্যথা আশঙ্কা করিও না, পরন্তু পুনর্ব্বার বালীর সহিত যুদ্ধ করিতে গমন কর; এই মুহূর্ত্তমধ্যেই তোমাদিগের যুদ্ধসময়ে বালীকে মৎকর্তৃক এক বাণে নিহত ও ভূতলে পতিত হইয়া অঙ্গ পরিচালন করিতে অবলোকন করিবে। হে বানরেশ্বর! তুমি বালীর সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, যাহার দ্বারা আমি তোমাকে অবগত হইতে পারি, অধুনা তুমি তাদৃশ কোন অভিজ্ঞান চিহ্ন ধারণ কর।—লক্ষ্মণ! তুমি এই গজপুষ্পীনাম্নী পুষ্পিতা প্রিয়দর্শনা লতা উৎপাটনপূর্ব্বক মহাত্মা সুগ্রীবের কণ্ঠদেশে আবদ্ধ কর।"

অনন্তর, লক্ষ্মণ সেই গিরিতটসমুৎপন্না, সুপুষ্পিতা, প্রফুল্লিতা, গজপুষ্পীনাম্নী লতা উৎপাটনপূর্ব্বক সুগ্রীবের কণ্ঠদেশে আবদ্ধ করিলেন। নিবিড় মেঘ সন্ধ্যারাগে রঞ্জিত ও বলাকামালায় বিভূষিত হইয়া যাদৃশ শোভিত হয় তখন শ্রীমান্ সুগ্রীব সেই কণ্ঠলগ্নলতাদ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া তাদৃশ শোভিত হইলেন, এবং রামের কথায় প্রযত্ন সমন্বিত ও লতাদ্বারাবিরাজিত দেহ হইয়া পুনর্ব্বার কিষ্কিন্ধ্যা নগরীর অভিমুখে গমন করতঃ তৎসমীপবর্ত্তী হইলেন।

ইতি দ্বাদশ সর্গ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ সর্গ।

ধর্ম্মাত্মা রাম স্বর্ণভূষিত সুমহৎ ধনুঃ উদ্যত করিয়া সূর্য্যসদৃশ প্রভান্বিত যুদ্ধোপযোগী কএকটি শর গ্রহণপূর্ব্বক,সুগ্রীবের সহিত ঋষ্যমূক পর্ব্বত হইতে বালিপালিতা কিষ্কিন্ধ্যানগরীর অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। তখন মহাবল দৃঢ়গ্রীবমহাত্মা রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণের অগ্রভাগে গমন করিতে লাগিলেন, এবং বানরযূথপতিদিগের যূথপতি তার, নল, নীল, ও হনুমান্ তাঁহাদিগের অনুগামী হইলেন। তাঁহারা সুগ্রীবের বশবর্ত্তী হইয়া পুষ্পভারসমন্বিত বিবিধ বৃক্ষ, অনেক স্বচ্ছজলবাহিনী সাগরগামিনী নদী, বিবিধ কন্দর ও নির্ঝর, অনেক শৈল, নানাবিধ পর্ব্বত, অনেক গুহা ও প্রিয়দর্শনা দরী, নানা স্থানে ইতস্ততঃ বিচরণকারী মৃদুতৃণাঙ্কুরাহারী নির্ভয়চিত্ত অনেক হরিণ, শব্দদ্বারা গিরিতট প্রতিধ্বনিত করিতে সমুদ্যত শুক্লবর্ণ দন্তদ্বারা শোভান্বিত আকারদ্বারা গমনসক্ষমপর্ব্বতসদৃশ একাকী বিচরণকারী কূলবিদারী তড়াগবৈরী বহু মদমত্ত ভয়ঙ্কর বন্য হস্তী, তাদৃশ হস্তিসদৃশ রেণুজালসমাবৃত অনেক বানর, সিংহ ব্যাঘ্রপ্রভৃতি নানাবিধ পশু, আকাশচারী বহু পক্ষী এবং হংস, কারণ্ডব, সারস, বঞ্জুল, জলকুক্কুট, চক্রবাক ও অন্যান্য জলচর পক্ষিগণে সমাকীর্ণ, শোকনিবারক পদ্মকোরকসমূহে শোভিত, বৈদূর্য্যমণিসদৃশ নির্ম্মল জলসমন্বিত অনেক

তড়াগ অবলোকন করতঃ সত্বরভাবে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের সত্বরভাবে কিষ্কিন্ধ্যা নগরীর অভিমুখে গমনকালে রঘুনন্দন রাম পথিমধ্যে বিবিধ বৃক্ষবিরাজিত এক কানন অবলোকন করতঃ সুগ্রীবকে কহিলেন, "হে সখে! এই বৃক্ষসমূহ, মেঘসমূহের ন্যায়, প্রকাশিত হইতেছে; অন্তভাগে কদলী বৃক্ষসমূহে পরিবৃত নিবিড় মেঘসদৃশ এই বন যে পূর্ব্বে কি ছিল, তাহা আমি অবগত হইতে বাসনা করিতেছি, এতৎবৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে; অধুনা তুমি এই বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া আমার ঔৎসুক্য অপনয়ন কর, ইহাই আমার বাসনা।"

মহাত্মা রঘুনন্দন রামের ঐ কথা শ্রবণ করিয়া, সুগ্রীব গমন করিতে করিতে তাঁহার নিকটে সেই বনের বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন, "হে রঘুনন্দন! সুস্বাদু মূল, ফল ও জলসমন্বিত বিবিধ কাননশোভিত এই সুবিস্তীর্ণ বন পূর্ব্বে এক শ্রমনিবারক আশ্রম ছিল। পূর্ব্বে এই আশ্রমে প্রশংসিত ব্রতানুষ্ঠায়ী 'সপ্তজন' নামে বিখ্যাত সপ্ত মহর্ষি ছিলেন। তাঁহারা অধোমস্তক হইয়া নিরন্তর জলমধ্যে থাকিতেন। সপ্ত দিবস পরে বায়ুমাত্রভোজনকারী সেই নিরন্তর জলবাসী মহর্ষিরা সপ্ত শত বৎসরান্তে সকায়ে স্বর্গে গমন করিয়াছেন। বৃক্ষরূপ প্রাকারে পরিবেষ্টিত এই আশ্রম তাঁহাদিগের তপস্যাপ্রভাবে অদ্যাপি ইন্দ্রসহিত সুর ও অসুরগণেরও অধর্ষণীয়। পক্ষী ও অন্যান্য বনচারী প্রাণীরা এই আশ্রমে প্রবেশ করে না; যাহারা মোহপ্রযুক্ত ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তাহারা আর প্রতিনিবৃত্ত হয় না। এস্থানে মহিলাগণের অলঙ্কারশব্দ ও মনোহর অক্ষরযুক্ত তূর্য্যধ্বনিসংস্কৃত গানশব্দ শ্রবণগোচর এবং মনোহর গন্ধ ঘ্রাণগোচর হয়। বোধ হয়, ইহার মধ্যে ত্রিবিধ অগ্নিই প্রজ্বলিত হইয়া থাকে; কেন না, কপোত ও অঙ্গারসদৃশ ধূসরবর্ণ নিবিড় মেঘের ন্যায়, ঐ ধূম বৃক্ষশিখর সমস্ত বেষ্টন করতঃ দৃষ্ট হইতেছে। শিখরভাগে ধূমসমাকীর্ণ হইয়া, ঐ সমস্ত বৃক্ষ, মেঘজালসমাকীর্ণ বৈদূর্য্যমণিসবর্ণ পর্ব্বতের ন্যায়, প্রকাশিত হইতেছে। হে ধার্ম্মিক রঘুনন্দন রাম! আপনি ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত প্রযতচিত্ত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই বিশুদ্ধাত্মা মহর্ষিদিগকে উদ্দেশ করতঃ প্রণাম করুন; কেন না, যাঁহারা তাঁহাদিগকে প্রণাম করেন, তাঁহাদিগর শরীরে কিঞ্চিন্মাত্রও অশুভ থাকে না।"

অনন্তর রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই মহাত্মা মহর্ষিদিগকে উদ্দেশ করতঃ প্রণাম করিলেন। পরে ধর্ম্মাত্মা রাম, তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব তাঁহাদিগকে উদ্দেশিয়া প্রণাম করতঃ প্রহৃষ্টচিত্ত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সেই সপ্তজননামক মহর্ষিদিগের আশ্রমসন্নিধান হইতে বহির্গত হইয়া বহু দূর পথ অতিক্রমপূর্ব্বক বালিপালিতা অধর্ষণীয়া কিষ্কিন্ধ্যানগরী দেখিতে পাইলেন। অনন্তর রাম, তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবপ্রভৃতি বানরগণ স্ব স্ব আয়ুধ গ্রহণপূর্ব্বক শক্র ইন্দ্রপুত্র বালীকে বধ করিবার নিমিত্তে পুনর্ব্বার তাহার বীর্য্যদ্বারা পালিতা কিষ্কিন্ধ্যা নগরীর নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন তাঁহাদিগের সকলেরই উৎকট তেজঃ প্রকাশ পাইতেছিল।

ইতি ত্রয়োদশ সর্গ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ সর্গ।

রাম ও অন্যান্য সকলে বালিপালিতা কিষ্কিন্ধ্যা নগরীর নিকটবর্ত্তী হইয়া নিবিড় বনমধ্যে বৃক্ষসমূহদ্বারা স্ব স্ব দেহ আবৃত করতঃ অবস্থিত হইলেন। তখন কাননপ্রিয় বিপুলগ্রীব সুগ্রীব চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং অমাত্যগণে পরিবৃত হইয়া বালীকে আহ্বান করিবার নিমিত্তে ভয়ঙ্কর নিনাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহার গর্জ্জনশব্দে নভোমণ্ডল যেন বিদারিত হইতে থাকিল। অনন্তর দর্পযুক্ত সিংহসদৃশ গমনকারী তরুণ সূর্য্যসবর্ণ সুগ্রীব বায়ুবেগে আন্দোলিত মহামেঘের ন্যায়, গর্জ্জন করিয়া ক্রিয়াদক্ষ

রামের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "হে বীর! আমরা বাগুরা-স্বরূপ বানরগণে পরিবৃতা, তপ্তকাঞ্চনভূষিতা বালিপালিতা, যন্ত্র ও ধ্বজসমূহে সমাকীর্ণা কিষ্কিন্ধ্যা নগরীর নিকটে আগমন করিয়াছি; আপনি পূর্ব্বে বালিবধার্থে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, অধুনা, যেমন কাল লতাকে ফলবতী করে, তদ্রূপ শীঘ্রই সেই প্রতিজ্ঞা ফলবতী করুন্।"

শত্রুসূদন রঘুনন্দন ধর্ম্মাত্মা রাম সুগ্রীবকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "হে বীর! লক্ষ্মণ এই যে হস্তিপুষ্পী নাম্নী লতা উৎপাটনপূর্ব্বক তোমার গলদেশে আবদ্ধ করিয়াছেন, ইহা তোমার উৎকৃষ্ট অভিজ্ঞানচিহ্ন হইয়াছে; তুমি এই গললগ্নলতাদ্বারা সমধিক শোভাসম্পন্ন হইয়াছ। যদি আকাশমণ্ডলে ঈদৃশী বিপরীত ঘটনা ঘটে,—যদি সূর্য্যমণ্ডল নক্ষত্রমালা দ্বারা বিরাজিত হয়, তবেই তোমার সাদৃশ্য ধারণ করিতে পারে! হে বানররাজ সুগ্রীব! অদ্য আমি যুদ্ধক্ষেত্রে একমাত্র বাণ মোচন করিয়াই তোমার বালিসহ বিরোধ ও বালিজনিত ভয় অপনয়ন করিব। অধুনা তুমি আমারে তোমার শত্রুরূপী ভ্রাতা বালীকে প্রদর্শন কর; তাহা হইলেই, সে মৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়া ধূলীর উপরি বিলুণ্ঠিত হইবে। যদি এবারে সে আমার দৃষ্টিপথের পথিক হইয়া জীবন লইয়া প্রতিগমন করিতে পারে, তবে তুমি অবিলম্বে আমাকে দোষী বিবেচনা করতঃ ভর্ৎসনা করিও। আমি তোমার সমক্ষে এক বাণে সেই সাতটি শালবৃক্ষ বিদারণ করিয়াছি; অধুনা তুমি মদীয় তাদৃশ বলদ্বারা বালীকে যুদ্ধে নিহত মনে কর। আমার চিত্ত কেবল ধর্ম্মানুষ্ঠানেই নিরত; অতএব আমি প্রাণান্তকর ব্যসনে নিমগ্ন হইয়াও পূর্ব্বে কখন মিথ্যা কথা বলি নাই, এবং ভবিষ্যতেও বলিব না। যেমন শতবাজিমেধযাজী মহেন্দ্র বৃষ্টিদ্বারা ধান্যবৃক্ষ সকল সফল করেন, তদ্রূপ আমি অবশ্যই স্বীয় প্রতিজ্ঞা ফলবতী করিব; তুমি ভয়বিহীন হও। হে সুগ্রীব! অধুনা বানরশ্রেষ্ঠ স্বর্ণমালাধারী বালী যাদৃশ শব্দ শ্রবণ করিয়া নগরী হইতে বহির্গত হয়, তুমি তাহাকে আহ্বান করতঃ তাদৃশ শব্দ কর। বালী নিতান্ত যুদ্ধপ্রিয়, শত্রুবিজয়ে গর্ব্বিত ও বিজয়চিহ্নে বিরাজিত; অতএব সে যদি এখন মহিলাসন্নিধানে থাকে, তথাপি ত্বৎকর্ত্তৃক যুদ্ধার্থে আহূত হইয়া অবশ্যই মহিলাসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক পুরী হইতে বহির্গত হইবে; কেন না, শৌর্য্যসম্পন্ন বীরেরা স্ব স্ব বীর্য্য স্মরণ করতঃ শত্রুগণের যুদ্ধবিষয়ক আহ্বানধ্বনি শ্রবণ করিয়া তাহা সহ্য করিতে পারেন না, বিশেষতঃ মহিলাগণের সমক্ষে তাহা কখনই সহ্য হয় না।"

স্বর্ণসদৃশ পিঙ্গলবর্ণ সুগ্রীব রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া যেন নভোমণ্ডল বিদরণ করতঃ ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার সেই গর্জ্জনধ্বনি শ্রবণ করিয়া, শ্রেষ্ঠ বৃষভেরা ভীত ও প্রভারহিত হইয়া, রাজদোষে অন্যকর্ত্তৃক পরামৃষ্টা ব্যাকুলভাবাপন্না কুলমহিলাদিগের ন্যায়, প্রস্থান করিতে প্রবৃত্ত হইল, মৃগগণ, যুদ্ধে সমাহত অশ্বগণের ন্যায়, বেগে গমন করিতে লাগিল, এবং পক্ষীরা, ক্ষীণপুণ্য গ্রহগণের ন্যায়, ভূতলে পতিত হইতে থাকিল। রাম এবারে অবশ্যই বালীকে বধ করিবেন, এরূপ বিশ্বাসান্বিত ও শৌর্য্যপ্রকাশার্থে তেজঃপ্রদীপ্ত হইয়া, তখন সূর্য্যনন্দন সুগ্রীব, বায়ুদ্বারা সমালোড়িত তরঙ্গমালাসমন্বিত সাগর ও নিবিড় মেঘের ন্যায়, নিনাদ করিতে লাগিলেন।

ইতি চতুর্দ্দশ সর্গ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ সর্গ।

অনন্তর, অমর্ষণস্বভাব বালী অন্তঃপুরমধ্যে অবস্থিত থাকিয়া স্বীয় ভ্রাতা মহাত্মা সুগ্রীবের সেই গর্জ্জনশব্দ শ্রবণ করিল। সকল প্রাণীই যাহা শ্রবণ করতঃ কম্পান্বিতকলেবর হইয়া উঠে, সুগ্রীবের তাদৃশ গর্জ্জন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া, তখনই তাহার প্রমত্তভাব অপগত ও সমধিক ক্রোধ উপস্থিত হইল। তৎকালে ঘোরদন্তবিশিষ্ট স্বর্ণবর্ণ বালী এরূপ ক্রোধান্বিত

হইল, যে, তদীয় নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া প্রদীপ্ত অগ্নির সাদৃশ্য ধারণ করিল; কিন্তু সে, রাহু-গ্রস্ত সূর্য্যের ন্যায়, প্রভাবিহীন ও পদ্মরহিত মৃণালমাত্র সমন্বিত হ্রদের ন্যায়, শ্রীভ্রষ্ট হইল; তথাপি শূরগণের নিতান্ত অসহনীয় তাদৃশ গর্জ্জনধ্বনি শ্রবণপূর্ব্বক সহ্য করিতে না পারিয়া বেগযুক্ত পাদবিক্ষেপদ্বারা যেন পৃথিবীকে বিদারণ করতঃ সেই শব্দ উদ্দেশে গমন করিতে লাগিল। তখন তদীয় পত্নী পতিব্রতা তারা স্নেহপ্রযুক্ত ভীতা ও ভয়জনিত ব্যাকুলভাব সমন্বিতা হইয়া সখিভাব প্রদর্শন করতঃ তাহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক এই হিতজনক বাক্য বলিলেন, "হে বীর! যেমন প্রভাতে শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া উপভুক্ত মাল্য পরিত্যাগ করিয়া থাক, তদ্রূপ নদীবেগের ন্যায় সমাগত এই ক্রোধ মঙ্গলে মঙ্গলে পরিত্যাগ কর। হে বীর্য্যসম্পন্ন বানররাজ! তুমি কল্য প্রভাতে সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধ করিও; যদিও তোমার শত্রু তোমা হইতে সমধিক বীর্য্যবান্ নহে, এবং তুমিও শত্রু হইতে হীনবীর্য্য নহ, তথাপি অধুনা তোমার সহসা বহির্গমন আমার অভিমত হইতেছে না। আমি যে কারণে তোমাকে গমনে নিবারণ করিতেছি, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। সুগ্রীব কিয়ৎকালপূর্ব্বে ক্রোধ প্রযুক্ত সমাগত হইয়া তোমাকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিলে, তুমি নগরী হইতে বহির্গত হইয়া তাহাকে সমধিক প্রহার করতঃ দূরীকৃত করিয়াছিলে, এবং সেও পলায়ন তৎপর হইয়া দশ দিক্ আশ্রয় করিয়াছিল। সে অনতিপূর্ব্বে তোমা কর্ত্তৃক বিশেষরূপে পীড়িত ও নিরাকৃত হইয়াও যে এক্ষণে পুনর্ব্বার আসিয়া তোমাকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিতেছে, ইহা আমার মহতী শঙ্কা উৎপাদন করিতেছে। তাহার গর্জ্জন-শব্দে যাদৃশ অধ্যবসায়, দর্প ও উৎসাহ লক্ষিত হইতেছে, তাদৃশ অধ্যবসায়, দর্প ও উৎসাহ যে সামান্য কারণে হইয়াছে, ইহা কখনই বোধ হয় না। আমি বিবেচনা করি, যে, সুগ্রীব কখনই সহায়বিহীন হইয়া এখানে আগমন করে নাই; সে নিশ্চয়ই সহায়-সম্পন্ন হইয়াছে, এবং সহায়কে আশ্রয় করিয়াই এরূপ গর্জ্জন করিতেছে। বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব স্বভাবতঃই অতি কার্য্যদক্ষ, অথচ অত্যন্ত বুদ্ধিমানও বটে; সে বীর্য্য পরীক্ষা না করিয়া কখনই সখ্য করে নাই। হে বীর! ইতিপূর্ব্বে আমি কুমার অঙ্গদের প্রমুখাৎ যাহা শ্রবণ করিয়াছি, তাহা তোমার হিতার্থে বলিতেছি, শ্রবণ কর। অদ্য কুমার অঙ্গদ বনমধ্যে বিচরণ করিতে গিয়াছিলেন। তখন চারগণ তৎসমীপে এই বিবরণ নিবেদন করিয়াছে, যে, অযোধ্যাধিপতি ইক্ষ্বাকুবংশজাত দশরথের দুই পুত্র কোন কারণ বশতঃ অরণ্যবাসী হইয়াছেন; তাঁহাদিগের নাম রাম ও লক্ষ্মণ; তাঁহারা অত্যন্ত শৌর্য্যসম্পন্ন ও যুদ্ধে অজেয়, অধিক কি, যুদ্ধে তাঁহাদিগের নিকটে গমন করাও অসাধ্য; তাঁহারা সুগ্রীবের প্রিয়কার্য্য সাধনার্থী হইয়া ঋষ্যমূক পর্ব্বতে আগমন করিয়াছেন। পরে অঙ্গদ আমার নিকটে আসিয়া ঐ কথা বলিয়াছেন। যুগান্তকালীন প্রজ্বলিত অগ্নিসদৃশ, শত্রুবলবিনাশী সেই লোকবিখ্যাত রাম তোমার ভ্রাতার যুদ্ধ বিষয়ে সহায় হইয়াছেন। সমর কার্য্যে উপমাবিহীন সেই অজেয় মহাত্মা রাম জ্ঞান ও বিজ্ঞান সম্পন্ন, পিতার আদেশানুবর্ত্তী, সাধুগণের আশ্রয়বৃক্ষস্বরূপ, বিপন্ন ব্যক্তিদিগের পরমগতি, শত্রুপীড়িত জনগণের শত্রুনাশার্থে আশ্রয়ণীয় এবং যেমন শ্রেষ্ঠ পর্ব্বত ধাতু-সমূহের আধার, তদ্রূপ গুণগণের আধার; অতএব তাঁহার সহিত তোমার বিরোধ করা বিধেয় নহে। হে শূর! আমি তোমাকে কোন কথা বলিতেছি, কিন্তু আমার বাসনা, যে তুমি তদ্বিষয়ে অসূয়া প্রকাশ না কর; অধুনা যাহা তোমার মঙ্গলজনক, আমি তাহাই বলিতেছি; তুমি শ্রবণ করিয়া তদুচিত কার্য্য কর। হে বীর! তুমি আর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুগ্রীবের সহিত বিরোধ করিও না, পরন্তু মঙ্গলে মঙ্গলে তাহাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক কর। হে রাজন্! অধুনা শত্রুভাব দূরে নিক্ষেপ করিয়া সুগ্রীব ও রামের সহিত তোমার সখ্যভাব অবলম্বন করাই আমার বিবেচনায় উপযুক্ত বো[ধ] হইতেছে। বানরশ্রেষ্ঠ বিপুলগ্রীব সুগ্রী[ব]

দীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা, সুতরাং তাহাকে বিশেষরূপে তোমার লালন করাই উচিত; সে দূরেই থাকুক, বা নিকটেই থাকুক, সর্ব্বতোভাবেই তোমার পরম বন্ধু,—আমি পৃথিবী মধ্যে তোমার ঈদৃশ কোন বন্ধুকেই দেখিতেছি না, যিনি তাহার সদৃশ হইতে পারেন; অতএব তুমি তাহাকে পূর্ব্ববৎ অধিকার প্রদান ও সম্মান প্রভৃতি সমুচিত সৎকার দ্বারা সকল বিষয়ে আত্মতুল্য কর, অর্থাৎ যুবরাজ কর, এবং সেও ত্বৎকর্ত্তৃক পরম বন্ধুরূপে অভিমত হইয়া বৈরিভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ অবলম্বন করতঃ তোমার নিকটে থাকুক; অধুনা এতদ্ভিন্ন তোমার জীবন রক্ষার অন্য উপায় নাই। যদি তুমি আমাকে হিতকারিণী বোধ কর, এবং মদীয় প্রিয়কার্য্যসাধনে অভিলাষী হও, তবে মঙ্গলে মঙ্গলে আমার কথা রক্ষা কর, আমি প্রণয়বশতঃই তোমার নিকটে এইরূপ প্রার্থনা করিতেছি। তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, এবং মদীয় বাক্য শ্রবণ কর; অধুনা তুমি ক্রোধের বশবর্ত্তী হইও না; যেহেতু ইন্দ্রসমতেজস্বী কোশলরাজপুত্র রামের সহিত বিরোধ করা তোমার অনুচিত।”

তখন পতিব্রতা তারা বালীর হিতকর ও অবশ্য পালনীয় ঐরূপ বাক্য বলিলেন; কিন্তু মৃত্যুকাল উপস্থিত হওয়ায়, বালী কালের বশীভূত হইয়াছিল, সুতরাং উহা তাহার রুচিকর হইল না।

ইতি পঞ্চদশ সর্গ ॥ ১৫

ষোড়শ সর্গ।

চন্দ্রবদনা তারা ঐরূপ বলিলে, বালী তাঁহাকে ভৎর্সনা করিল এবং এই কথা বলিল, “হে বরাননে! আমি কি কারণে ঐ সংরম্ভ সহকারে গর্জ্জনকারী পরম শত্রু কনিষ্ঠ ভ্রাতার গর্জ্জনধ্বনি সহ্য করিব? হে ভীরু যাঁহারা কখন শত্রুকর্ত্তৃক ধর্ষিত বা যুদ্ধে নিবৃত্ত হন নাই, তাদৃশ শূরগণের শত্রুকৃতধর্ষণা সহ্য করা মৃত্যু হইতেও সমধিক ক্লেশকর; অতএব আমি ঐ যুদ্ধাভিলাষী ক্ষীণগ্রীব সুগ্রীবের যুদ্ধবিষয়ক আটোপ ও গর্জ্জনধ্বনি সহ্য করিতে পারিব না। তুমি রঘুনন্দন রাম হইতে ভয় সম্ভাবনা বিবেচনা করতঃ আমার নিমিত্তে বিষাদ করিও না; কেন না, তিনি ধর্ম্মজ্ঞ ও কর্ত্তব্য বিষয়ে সমধিক জ্ঞানবান্, তিনি কিপ্রকারে বানরবধরূপ পাপ কার্য্য করিবেন? আমার প্রতি তোমার যাদৃশ সৌহার্দ্দ ও ভক্তি আছে, তাহা প্রদর্শন করা হইয়াছে; তুমি আর কেন আমার অনুগামিনী হইতেছ? অধুনা মহিলাগণের সহিত নিবৃত্তা হও। আমি তথায় যাইয়া সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধ করতঃ তদীয় দর্পমাত্র অপনয়ন করিব, কিন্তু তাহার জীবন বিনাশ করিব না; তুমি এই ভয়জনিত ব্যাকুলভাব পরিত্যাগ কর। আমি যুদ্ধার্থে অবস্থিত দুরাত্মা সুগ্রীবের অভিপ্রেত বিষয় সম্পাদন করিব; সে কখনই আমার দর্প ও সুদৃঢ় প্রহার সহ্য করিতে পারিবে না, অতএব মৎকর্ত্তৃক বৃক্ষ ও মুষ্টিপ্রহারে পীড়িত হইয়া প্রতিগমন করিবে সন্দেহ নাই। হে তারে! আমার প্রতি তোমার সৌহার্দ্দ প্রদর্শন করা ও মদীয় সাহায্য করা হইয়াছে; তোমাকে আমার জীবনের শপথ, তুমি পরিজনগণের সহিত নিবৃত্ত হও; আমি যুদ্ধে ভ্রাতা সুগ্রীবকে পরাজয় করিয়া এখনই প্রত্যাগমন করিব।”

অনন্তর মন্ত্রজ্ঞানকুশলা প্রিয়বাদিনী অনুকূলা তারা মন্দ মন্দ রোদন করতঃ বালীকে আলিঙ্গন করিয়া প্রদক্ষিণ করিলেন এবং তদীয় বিজয় বাসনা করতঃ মন্ত্রানুসারে তাহার স্বস্ত্যয়ন করিয়া শোকে মোহান্বিতা হইয়া পরিচারিণীগণসহ অন্তঃপুরমধ্যে প্রবিষ্টা হইলেন। তিনি পরিচারিণীগণের সহিত স্বীয় ভবনে প্রবিষ্টা হইলে শ্রীমান্ বালী অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, মহাসর্পের ন্যায়, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে নগরী হইতে মহাবেগসহকারে নির্গত হইল এবং দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ শত্রুদর্শনার্থে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিতে পাইল যে, স্বর্ণের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ সুগ্রীব দৃঢ়রূপে বস্ত্র পরিধান করতঃ যুদ্ধাভিলাষে দৃঢ়ভাবে অবস্থিত হইয়া প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় বিরাজমান রহিয়াছেন। সুগ্রীবকে

যুদ্ধার্থে অবস্থিত দেখিয়া পরম ক্রোধনস্বভাব মহাবাহু বীর্য্যবান্ বালী দৃঢ়রূপে বস্ত্র পরিধান করিল এবং দৃঢ়বদ্ধবস্ত্র হইয়া মুষ্টি উত্তোলন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষ করতঃ সতর্কতাসহকারে তদীয় অভিমুখে ধাবিত হইল। যুদ্ধকৌশলাভিজ্ঞ সুগ্রীবও দৃঢ়বদ্ধ মুষ্টি উত্তোলনপূর্ব্বক স্বর্ণমালাধারী বালীকে উদ্দেশ করতঃ সংরম্ভসহকারে বেগে অগ্রসর হইলেন। তিনি ক্রোধে রক্তনয়ন হইয়া বালীর অভিমুখে মহাবেগে গমন করিতে থাকিলে, সে তাঁহাকে এই কথা বলিল যে, মদীয় এই সুদৃঢ়বদ্ধ নিয়তাঙ্গুলি মুষ্টি মৎকর্ত্তৃক বেগসহকারে তোর উপরি পাতিত হইয়া তোর জীবন গ্রহণ করিয়াই নিবৃত্ত হইবে। সুগ্রীব বালিকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত ও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে কহিলেন, মদীয় মুষ্টিই প্রাণ হরণ করিবার নিমিত্ত তোর মস্তকে পতিত হউক। পরে বালী বেগসহকারে তাঁহাকে আক্রমণ করতঃ প্রহার করিলে, তিনি রক্ত ক্ষরণ করতঃ, নির্ঝর সমন্বিত পর্ব্বতের সদৃশ হইলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া বলদ্বারা এক শালবৃক্ষ উৎপাটন করিয়া ইন্দ্র যেমন বজ্রদ্বারা পর্ব্বতে আঘাত করেন, তদ্রূপ সেই শালবৃক্ষদ্বারা বালীর সমস্ত মর্ম্ম স্থানে আঘাত করিলেন। বালী শালবৃক্ষের প্রহারে জর্জ্জরীকৃত ও বিহ্বল হইয়া বিবিধ পণ্যসমাকীর্ণা গুরুতরভারে আক্রান্তা সাগর মধ্যবর্ত্তিনী নৌকার সাদৃশ্য ধারণ করিল। অনন্তর, ভয়ঙ্কর বলবীর্য্যসম্পন্ন, গরুড়সদৃশবেগবান্, ভয়ঙ্করাকার সেই দুই বানরপ্রধান পরস্পর শত্রুবিনাশে সমুদ্যত হইয়া পরস্পরের ছিদ্র অন্বেষণ করতঃ, আকাশমণ্ডলে সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায়, যুদ্ধ করিতে থাকিলে, ক্রমে বালী বলবীর্য্য সমন্বিত হইয়া সমধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল এবং সূর্য্যপুত্র মহাবীর সুগ্রীব হীনবল হইতে থাকিলেন। ক্রমে সুগ্রীব বালীর অপেক্ষায় অতিশয় হীনপরাক্রম হইলেন এবং তদীয় দর্প বালিকর্ত্তৃক বিনাশিত হইল। তখন তিনি তাহার প্রতি ক্রোধবশতঃ রঘুনন্দন রামকে তাহারে প্রদর্শন করিলেন। সেই সময়ে, ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের ন্যায়, সুগ্রীব ও বালীর মুষ্টি, জানু, পাদ, বাহু, শাখাযুক্ত বৃক্ষ, পর্ব্বতশৃঙ্গ ও কোটি বজ্রসদৃশ নখসমূহদ্বারা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল। সেই দুই বনচারী বানরপ্রধান রক্তাক্ত কলেবর হইয়া, মহামেঘদ্বয়ের ন্যায়, উৎকট ধ্বনি করতঃ পরস্পরকে ভৎর্সনা করিতে করিতে যুদ্ধ করিতে থাকিলেন। অনন্তর, বানররাজ সুগ্রীব অতিশয় হীনবল ও পীড়িত হইয়া বারংবার দশদিক্ অবলোকন করিতেছেন, ইহা দেখিয়া, মহাতেজা মহাবীর রঘুনন্দন রাম এক সর্পসদৃশ জীবনান্তকর বাণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং ধনুতে সেই বাণ যোজনা করিয়া যমের কালচক্র আকর্ষণের ন্যায় তাহা আকর্ষণ করিলেন। তখন তাঁহার জ্যা ও তলশব্দে ভীত ও যুগান্ত সময়ে প্রাণিগণ যেমন মোহিত হয়, তাহার ন্যায় মোহিতচিত্ত হইয়া পক্ষী ও মৃগ সকল ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। পরে তিনি বালীর হৃদয় লক্ষ্য করিয়া প্রদীপ্ত বজ্রসদৃশ প্রজ্বলিত ও শব্দকারী সেই মহাবাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক তদীয় বক্ষঃস্থলে পাতিত করিলেন। বীর্য্যবান্ মহাতেজা বানররাজ বালী সেই অতিবেগযুক্ত বাণদ্বারা সমাহত, বল সংজ্ঞাবিহীন আবদ্ধস্বর ও বাষ্পদ্বারা রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া আশ্বিন মাসে পূর্ণিমা তিথিতে সমুৎক্ষিপ্ত ইন্দ্রধ্বজ যেরূপ উৎসবান্তে ভূতলে পতিত হয় তদ্রূপ তখন বালী ধীরে ধীরে মহীতলে নিপতিত হইল। তৎকালে কালান্তক যম সদৃশ নরোত্তম রামকার্ম্মুকচ্যুত, হরমুখবিনিঃসৃত সধূম অগ্নি ও যমদণ্ডসদৃশ সুবর্ণবিভূষিত শত্রুবিনাশক্ষম প্রজ্বলিত মহাশর প্রভাবে ইন্দ্রপুত্র বালী চৈতন্যরহিত ও রুধিরধারায় সংসিক্ত হইয়া যুদ্ধস্থলে পতিত হওয়ায়, পাতিত ইন্দ্রধ্বজ ও গিরিজাত সুপুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

ইতি ষোড়শ সর্গ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ সর্গ।

রণকর্কশ বালী রামকর্ত্তৃক শরদ্বারা সমাহত হইয়া সহসা ছিন্ন বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে

পতিত হইল। তপ্তকাঞ্চননির্ম্মিত ভূষণসমূহে অলঙ্কৃত বানরাধিপতি বালী ভূমিতলে সমস্ত অঙ্গ বিন্যাস করতঃ বন্ধনরজ্জুমুক্ত ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় নিপতিত হইলে, নভোমণ্ডল যেন চন্দ্রপ্রভারহিত হইল এবং ভূমণ্ডলও আর পূর্ব্ববৎ প্রকাশিত হইল না। পরন্তু মহাত্মা বালী ভূমিতলে পতিত হইলেও তদীয় দেহ, জীবন, শোভা, তেজঃ ও পরাক্রম পরিত্যাগ করিল না; কেন না, তখন সেই ইন্দ্রপ্রদত্তা, বিবিধ রত্নভূষিতা, স্বর্ণনির্ম্মিতা মালা, বালীর জীবন, তেজঃ ও সৌন্দর্য্য রক্ষা করিতেছিল। বানররাজ বালী সেই স্বর্ণমালাদ্বারা অন্তভাগে সন্ধ্যারাগে রঞ্জিত মেঘমণ্ডলের ন্যায় বিরাজিত হইল। সে ভূতলে পতিত হইলেও তাহার কান্তি দেহ, মালা ও মর্ম্মঘাতী শর এই তিন অংশে বিভক্ত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। রামের শরাসনমুক্ত সেই অস্ত্র বীর্য্যবান্ বালীকে স্বর্গপথ প্রদর্শন করতঃ পরম গতি লাভের অধিকারী করিল। অনন্তর, যাহার বক্ষঃস্থল অতিবিস্তৃত, বাহুদ্বয় অতিবৃহৎ, বদন প্রদীপ্ত ও নয়ন পিঙ্গলবর্ণ, সেই স্বর্ণমালাধারী ইন্দ্রপুত্র বালী যুদ্ধস্থলে পতিত হইয়া শিখারহিত অগ্নি, পুণ্যক্ষয়ান্তে দেবলোক হইতে ভূতলে পতিত যযাতি এবং যুগান্ত কালে কালদ্বারা ভূতলে পাতিত সূর্য্য, দুর্দ্ধর্ষ ইন্দ্র ও দুঃসহ উপেন্দ্রের সাদৃশ্য ধারণ করিলে, রাম লক্ষ্মণের সহিত তাহাকে অবলোকন করতঃ তৎসমীপে যাইতে উদ্যত হইলেন। অনন্তর, মহাবীর রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতা বহুমানসংকারে সেই ভূতলপতিত, শিখারহিত অগ্নিসদৃশ, অল্পে অল্পে দর্শন করিতে প্রবৃত্ত বালীর সমীপবর্ত্তী হইলে, বালী মহাবল রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণকে দর্শন করিয়া ধর্ম্মযুক্ত ও বিনয়ান্বিত অথচ শ্রবণকঠোর বাক্য বলিল। তখন সে রণগর্ব্বিত রামকর্ত্তৃক সমাহত, বলহীন ও অচেতনপ্রায় হইয়াও ধৈর্য্য ধারণ করতঃ গর্ব্বসহকারে তাঁহাকে ঈদৃশ অর্থযুক্ত বাক্যে উক্তি করিল, "আমি অন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত থাকায় তোমাকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছি; তুমি যুদ্ধে পরাঙ্মুখ ব্যক্তিকে বধ করিয়া কি যশো লাভ করিলে? হে রাজন্! পৃথিবীমধ্যে সকল প্রাণীই তোমার ঈদৃশ যশঃ কীর্ত্তন করিয়া থাকে যে, রাম বিশুদ্ধ রাজবংশে সমুৎপন্ন, মহোৎসাহসম্পন্ন, বলবান্, তেজস্বী, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি বিবিধ ব্রতানুষ্ঠায়ী, সকল জীবের হিতকারী, দয়াপ্রকাশে সুদক্ষ, পরম দয়ালু, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং কোন্ সময়ে কি কর্ত্তব্য ও কোন্ সময়ে কি অকর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ; বিশেষতঃ শম, দম, ধর্ম্ম, ধৈর্য্য, ক্ষমা, বল, পরাক্রম ও অপরাধী ব্যক্তিকে সমুচিত দণ্ড প্রদান, এ সমস্ত রাজাদিগের স্বাভাবিক গুণ; অতএব বিশুদ্ধ রাজবংশে জন্ম গ্রহণ করা প্রযুক্ত তোমারও সেই সমস্ত গুণ আছে ইহা অবধারণ করিয়াই আমি তারাকর্ত্তৃক যুদ্ধ করিতে নিবারিত হইয়াও সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধ করিতে সমাগত হইয়াছিলাম। তোমার স্বভাব বিশেষরূপে অবগত না থাকাতেই আমার ঈদৃশী বুদ্ধি ঘটিয়াছিল যে, আমি অন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া প্রমত্ত হইলে তুমি কখনই আমাকে আঘাত করিতে পারিবে না। আমি পূর্ব্বে তোমাকে পাপাচারী, পাপাচারিতা গোপনার্থে ধার্ম্মিক বেশধারী ও ভস্মসমাচ্ছন্ন অগ্নির ন্যায় গুপ্তভাবে অনিষ্টকারী জানিতে পারি নাই; অধুনা জানিতে পারিলাম যে, তুমি বাস্তবিক অধার্ম্মিক ধার্ম্মিকচিহ্নমাত্রধারী, পাপাচারী, সাধুদিগের প্রাণাপহারী ও তৃণসমাবৃত কূপের ন্যায় গুপ্তভাবে অনিষ্টকারী। হে রাজন্! তুমি নরপতি দশরথের পুত্র, প্রিয়দর্শন ও সকল জীবের বিশ্বাসভাজন, এবং তোমাতে ধার্ম্মিক সূচক চিহ্নও দেখা যাইতেছে; আর আমি ফলমূলভোজী বানর, বনমধ্যে বাস করিয়া থাকি; আমার সহিত তোমার বিরোধ জন্মিবার সম্ভাবনাই নাই; বিশেষতঃ আমি তোমাকে অবজ্ঞাও করি নাই,—তোমার রাজ্যে বা নগরে কিঞ্চিন্মাত্রও পাপাচরণ করি নাই এবং তোমার সহিত যুদ্ধ করিতেও প্রবৃত্ত হই নাই, অন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিলাম; তবে তুমি বিনা অপরাধে কেন আমার হিংসা করিলে? যিনি ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এবং যথাবিধি বেদ অধ্যয়ন করতঃ সংশয়বিহীন

হইয়াছেন, ঈদৃশ কোন্ ব্যক্তি ধার্ম্মিকতাসূচক চিহ্ন ধারণ করতঃ ক্রূরজনোচিত কার্য্য করিয়া থাকেন? হে রাজন্। সাম, দান, ধর্ম্ম, ধৈর্য্য, সত্য পরাক্রম, ক্ষমা ও অপরাধীদিগকে সমুচিত দণ্ডপ্রদান, এ সমস্ত রাজাদিগের প্রকৃতিসিদ্ধ গুণ; তুমিও প্রসিদ্ধ রঘুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ এবং 'ধার্ম্মিক' বলিয়াও লোকমধ্যে বিখ্যাত হইয়াছ, কিন্তু কি জন্য বাস্তবিক অশান্তপ্রকৃতি হইয়া শান্তপ্রকৃতির চিহ্ন ধারণ করতঃ বিচরণ করিতেছ? হে নরনাথ রাম! তুমি পুরুষপ্রধান, সুতরাং আমাদিগের বন ও ফলমূল প্রভৃতি যে সমস্ত বিষয় আছে, তোমার কোন মতেই সেই সকল বিষয়ে লোভ জন্মিতে পারে না, উর্ব্বরা ভূমি, স্বর্ণ ও রজত, এই সমস্ত বিষয়ই তোমাদিগের অন্তকে নিগ্রহ করিবার কারণ, কিন্তু আমরা ফল মূলভোজী বনবাসী পশু, আমাদিগের ভূমি উর্ব্বরা নহে ও স্বর্ণ রজতপ্রভৃতি ধনও নাই; এবং আমাদিগেরও স্বভাব এই যে, আমরা ফলমূল ভোজনাদি প্রাকৃতিক কার্য্য সমাধা করিয়াই পরিতৃপ্ত হইয়া বনমধ্যে বাস করি, নগর বা নগরীর সুখে লোভ করি না; অতএব আমাদিগের সহিত তোমার বিরোধ জন্মিবার কোন কারণই নাই। হে নরনাথ! নীতি ও অনীতি এবং অনুগ্রহ ও নিগ্রহ, এ সমস্ত বিষয়ে রাজব্যবহার কখন সঙ্কীর্ণ হয় না, অর্থাৎ রাজারা নীতির অনুবর্ত্তন করিবার স্থলে অনীতির অনুবর্ত্তন বা অনীতির অনুবর্ত্তন করিবার স্থলে নীতির অনুর্ত্তন করেন না এবং অনুগ্রহ করিবার স্থলে নিগ্রহ বা নিগ্রহ করিবার স্থলে অনুগ্রহ করেন না; যেহেতু তাঁহারা ইচ্ছানুসারে কোন কার্য্যেই প্রবৃত্ত হন না, বস্তুতঃ ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারেই সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন; কিন্তু তুমি ক্ষাত্রধর্ম্মে অনাস্থাবান্, কামপ্রধান, ক্রোধনস্বভাব, অনবস্থিতচিত্ত, রাজব্যবহারের বিপরীতাচারী ও কেবল শরাসনধারী এবং তোমার বুদ্ধি অর্থ বিষয়েও অভিজ্ঞা নহে; তুমি কেবল কামচারী হইয়া ইন্দ্রিয়গণকর্ত্তৃক যথেষ্ট বিষয়ে আকৃষ্যমাণ হইতেছ। হে কাকুৎস্থ! তুমি বিনা অপরাধে বাণদ্বারা আমাকে হত্যা করতঃ অতিনিন্দিত কার্য্য করিয়া সাধুদিগের নিকটে কি বলিবে? ব্রাহ্মণঘাতী, রাজবিনাশী, গোহত্যাকারী, গুরুপত্নীগামী, অকৃতদার জ্যেষ্ঠসত্বে দারপরিগ্রাহী, চৌর, দুঃশীল, নাস্তিক, বিনা অপরাধে প্রাণিবিনাশক, মিত্রঘাতক ও পরাপকারক, এই সকল ব্যক্তি পাপাত্মাদিগের গম্য নরকে গমন করে, ইহাতে সংশয় নাই। হে রঘুনন্দন! তোমার সদৃশ সাধুচরিত্র ধার্ম্মিকদিগের মদীয় মাংস অভক্ষ্য এবং অস্থি, চর্ম্ম ও রোম সমস্তও অব্যবহার্য্য; কেন না, শশ, গণ্ডার, শল্লকী, গোধা ও কূর্ম্ম, এই পাঁচটি পঞ্চনখ পশুই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের ভক্ষ্য, এতদতিরিক্ত পঞ্চনখ পশুমাত্রই অভক্ষ্য। হে রাম! আমি ঈদৃশ পঞ্চনখ পশু যে, আমার মাংস অভক্ষ্য; অধিক কি, মনীষাসম্পন্ন মানবেরা আমার চর্ম্ম ও অস্থিপর্য্যন্ত স্পর্শ করেন না; তথাপি তুমি কি প্রয়োজনে আমাকে হত্যা করিলে? অধুনা বোধ হইতেছে যে, তারার ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সকল বিষয়েই জ্ঞান আছে; কেন না, তিনি আমাকে যে হিতকর বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহা সত্য! হা! আমি তাঁহার বাক্য অতিক্রম করিয়াই কালের বশীভূত হইলাম! হে কাকুৎস্থ! তুমি পৃথিবীর নাথ বট, কিন্তু বিধর্ম্মাবলম্বী; অতএব যেমন সুশীলা মহিলা বিধর্ম্মাবলম্বী স্বামীর দ্বারা নাথবতী হন না, তদ্রূপ তোমার দ্বারা পৃথিবী দেবীও নাথবতী হয়েন নাই। তুমি ক্ষুদ্রস্বভাব, নীচ, শঠ, প্রতারক ও পাপাচারী এবং তোমার চিত্তও বাস্তবিক প্রশান্ত নহে; তুমি কি প্রকারে মহাত্মা দশরথের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছ? হা! যে সাধুচরিত্ররূপ কক্ষা ছেদন করিয়াছে এবং ধর্ম্মরূপ অঙ্কুশবিহীন হইয়াছে; আমি তাদৃশ রামরূপ হস্তিকর্ত্তৃক নিহত হইলাম! তুমি ঈদৃশ যুক্তিবিরুদ্ধ, সাধুগণনিন্দিত, অশুভ কার্য্য করিয়া সাধুগণের সহিত সঙ্গত হইয়া কি বলিবে? হে রাম! আমি তোমার কিছুমাত্র অপকার করি নাই; কিন্তু আমার প্রতি তোমার যাদৃশ বিক্রম প্রকাশ দৃষ্ট হইতেছে যে, তোমার অপকার

করিয়াছে, তাহার প্রতি ত তোমার তাদৃশ বিক্রম প্রকাশ দৃষ্ট হইতেছে না। হে রাজনন্দন! যদি তুমি মদীয় নয়নগোচর হইয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিতে, তবে নিশ্চয়ই মৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়া অদ্যই সূর্য্যপুত্র যমদেবকে দর্শন করিতে। যেমন পাপায়ত্ত, অগাধনিদ্রান্বিত মানব সর্পকর্ত্তৃক অলক্ষ্যভাবে নিহত হয়, তদ্রূপ আমি তোমাকর্ত্তৃক অলক্ষ্যভাবে নিহত হইলাম; কিন্তু তুমি দৃশ্যভাবে আমার নিকটেও আসিতে পারিতে না। তুমি যে বিষয় উদ্দেশে সুগ্রীবের প্রিয়কার্য্যসাধনার্থ আমাকে নিহত করিলে, যদি পূর্ব্বে আমাকে সেই বিষয় সম্পাদনার্থে আদেশ করিতে, তবে আমি এক দিনেই তোমার সীতাকে আনয়ন করিতাম এবং তোমার ভার্য্যাপহারী দুরাত্মা রাক্ষসকে যুদ্ধে নিহত করিয়া তদীয় কণ্ঠদেশে রজ্জু বন্ধন করতঃ তাহারে তোমার নিকট সমর্পণ করিতাম। মিথিলারাজদুহিতা সীতা সমুদ্রজলেই থাকুন, বা পাতালেই থাকুন; যেমন বিষ্ণু শ্বেতবর্ণা অশ্বতরীরূপিণী শ্রুতি দেবীকে পাতাল হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমি তোমার আদেশানুসারে তাঁহাকে তথা হইতে আনয়ন করিতাম। আমি স্বর্গে গমন করিলে, সুগ্রীব রাজ্য লাভ করে, ইহা উপযুক্ত বটে; কিন্তু তুমি যে তাহার রাজ্যলাভার্থে অধর্ম্মানুসারে আমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে হনন করিলে, ইহা নিতান্ত অযুক্ত। দেহিগণ প্রাকৃতিক নিয়মবশতঃই কালকর্ত্তৃক দেহ হইতে বিয়োজিত হয়, অতএব আমার দেহ বিয়োগে দুঃখ হইতেছে না। সে যাহা হউক, যদি তুমি বোধ করিয়া থাক যে, উপযুক্ত কার্য্যই করিয়াছ, তবে আমার প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর চিন্তা কর”

ইন্দ্রপুত্র মহাত্মা বালী সূর্য্যসদৃশ রামকে ঐরূপ বলিয়া শরাঘাত জন্য ব্যথিত ও শুষ্কবদন হইয়া তাঁহার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করতঃ মৌনভাব অবলম্বন করিল।

ইতি সপ্তদশ সর্গ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ সর্গ।

বানররাজ বালী রামকর্ত্তৃক সমাহত হইয়া রাহুগ্রস্ত প্রভাবিহীন সূর্য্য, কৃতবর্ষণ মেঘ ও নির্ব্বাণোন্মুখ অনলের সাদৃশ্য ধারণ করতঃ তাঁহাকে ব্যাকুলচিত্তে ধর্ম্ম ও অর্থযুক্ত, বিনয়ান্বিত, তাদৃশ হিতকর, অথচ শ্রবণকঠোর বাক্য বলিল। তখন রাম বালিকর্ত্তৃক সেইরূপ ভর্ৎসিত হইয়া তাহাকে এই ধর্ম্মার্থযুক্ত গুণসমন্বিত উৎকৃষ্ট বাক্য বলিলেন, “ওহে বানররাজ! তুমি ধর্ম্ম, অর্থ ও লৌকিক নিয়ম বিশেষ রূপে অবগত না হইয়া কি জন্য অজ্ঞানভাবশতঃ আমাকে নিন্দা করিতেছ? তুমি চপল স্বভাব, বিশেষতঃ যাঁহারা জ্ঞানোপার্জ্জনদ্বারা আর্য্যগণের আদরভাজন হইয়াছেন, তাদৃশ বিজ্ঞ বৃদ্ধদিগের নিকটেও ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্ন কর নাই; তজ্জন্যই আমাকে ঈদৃশ বাক্য বলিতে প্রবর্ত্ত হইয়াছ; কিন্তু আমি সদাচারী, পর্ব্বত, বন ও কানন সহিত সমগ্র ভূমণ্ডলই ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজাদিগের অধিকারভুক্ত; তাঁহারা মনুষ্য, মৃগ ও পক্ষিপ্রভৃতি সমস্ত জীবের প্রতিই নিগ্রহ ও অনুগ্রহ করিতে পারেন। যাঁহাতে সত্য,ধর্ম্ম এবং পালন ও দণ্ডপ্রদানবিষয়ক জ্ঞান বিশেষরূপে আছে, যিনি দেশ ও কাল বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং যাঁহার প্রভূত পরাক্রম মদীয় দৃষ্টিগোচর হইয়াছে; অধুনা সেই ধর্ম্মাত্মা সরল-স্বভাব সত্যনিরত ভরত এই পৃথিবীর রাজা,—দুষ্টের প্রতি নিগ্রহ ও শিষ্টের প্রতি অনুগ্রহ করতঃ পৃথিবী পালন করিতেছেন। তিনি বিশেষ রূপে পৃথিবী রক্ষা করিতেছেন, এই কারণেই কোন প্রদেশেই কেহ ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য করিতে পারে না। আমি ও অপরাপর অনেক রাজা সেই ধর্ম্মাত্মা নরপতিশ্রেষ্ঠ ভরতের আদেশানুসারে ধর্ম্মপ্রচারে অভিলাষী হইয়া সমগ্র ভূমণ্ডল-মধ্যে বিচরণ করিতেছি। আমরা ভরতের আদেশানুসারে স্বীয় পরম ধর্ম্মপথে থাকিয়া ধর্ম্মপথ-ভ্রষ্ট ব্যক্তিকে যথাবিধি দণ্ডপ্রদান করিয়া থাকি। তুমিও রাজার আশ্রয়ণীয় ধর্ম্মপথে অবস্থিত নহ,—কামাচারী হইয়া অত্যন্ত নিন্দিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করতঃ ধর্ম্মের পীড়া-দায়ক হইয়াছিলে;

তএব আমাদিগের তোমাকে দণ্ড প্রদান রা বিধেয়। যিনি ধর্ম্মপথে অবস্থান করেন, াহার পিতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও বিদ্যাপ্রদাতা, ই তিন জন কেই পিতার ন্যায় বোধ করা বং পুত্র, কনিষ্ঠভ্রাতা ও সদ্গুণ-সম্পন্ন শিষ্য ই তিন জনকেই পুত্রবৎ বিবেচনা করা চিত; এ বিষয়ে ধর্ম্মই কারণ। অহে কপি-র! সাধুগণের অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম পরম সূক্ষ্ম ও জ্ঞেয়; সমস্ত জীবের হৃদয়-মধ্যে অবস্থিত রমাত্মাই কেবল কি ধর্ম্ম ও কি অধর্ম্ম তাহা ানেন। তুমি স্বয়ং চপল-স্বভাব এবং চপল-ভাব অবিশুদ্ধচিত্ত বানরদিগের সহিতই ন্ত্রণা করিয়া থাক, সুতরাং যেমন আজন্ম অন্ধ ্যক্তি আজন্ম অন্ধ ব্যক্তির সহিত মন্ত্রণা করতঃ কছুই অবগত হইতে পারে না, তদ্রূপ তুমিও র্ম্ম অবগত হইতে পার নাই। আমি তোমার নকটে এই কথার মর্ম্ম প্রকাশ করিয়া বলি-তছি; কেবল ক্রোধ-বশতঃ তোমার আমাকে নিন্দা করা উচিত নহে। আমি যে কারণে তোমাকে বধ করিয়াছি, তাহা এই যে, তুমি নাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতার ার্য্যাতে অভিগমন করিতেছ, ইহা তুমি অবগত হও। হে কপিবর! এই মহাত্মা সুগ্রীব তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, সুতরাং ইহাঁর পত্নী রুমা তোমার পুত্রবধূ-সদৃশী; কিন্তু তুমি কামপরতন্ত্র হইয়া ইহাঁর জীবনাবস্থাতেই ইহাঁর ভার্য্যাতে অভিগমন করিতেছ; অতএব নিতান্ত কামপরতন্ত্র, সনাতন ধর্ম্মভ্রষ্ট ও পাপা-চারী হইয়াছ; তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃ-ভার্য্যাগমন অপরাধে আমি তোমাকে ঈদৃশ দণ্ডপ্রদান করিয়াছি। অহে কপিশ্রেষ্ঠ! তুমি লৌকি-কাচার-পরিত্যাগী লোক-বিরোধী অতএব আমি তোমার সদৃশ ব্যক্তির ঈদৃশ দণ্ড-ব্যতিরেকে অন্য কোন দণ্ড সমুচিত বোধ করি না; কেন না, যে ব্যক্তি কাম-প্রযুক্ত সহোদরা ভগিনী ও কনিষ্ঠ ভ্রাতৃ-ভার্য্যাতে গমন করে, তাহার বধই প্রকৃত দণ্ড, ইহা স্মৃতিশাস্ত্রে অভিহিত হই-য়াছে, অতএব তোমাকে বধ করিয়াছি। আমি বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সুতরাং তোমার ঈদৃশ পাপ ক্ষমা করিতে পারি না। ভরত পৃথিবীর রাজা, আমরা তাঁহার আদেশানুবর্ত্তী এবং তুমিও ধর্ম্মভ্রষ্ট, সুতরাং তোমাকে কি প্রকারে উপেক্ষা করিতে পারি? হে কপিরাজ! প্রাজ্ঞ ভরত ধর্ম্মানু-সারে সাধুদিগের প্রতি অনুগ্রহ ও অসাধু-দিগের প্রতি নিগ্রহ করিতে সমুদ্যত হইয়া ধার্ম্মিকদিগকে পালন ও অধার্ম্মিকদিগকে দণ্ড প্রদান করিতেছেন এবং আমরাও তাঁহার আদেশ অবলম্বন করতঃ তোমার সদৃশ ধর্ম্ম মর্য্যাদা লঙ্ঘনকারী ব্যক্তিকে নিগৃহীত করিতে সমুদ্যত রহিয়াছি অতএব তুমি আমাদিগের উপেক্ষণীয় নহ; বিশেষতঃ লক্ষ্মণের সহিত আমার যাদৃশ সখ্য ভাব আছে, রাজ্য ও ভার্য্যা নিমিত্ত সুগ্রীবের সহিতও তাদৃশ সখ্য ভাব জন্মিয়াছে, অপিচ যখন উনি আমার ইষ্ট-সম্পাদনে অঙ্গীকার করিয়াছেন এবং আমিও বানরগণ সমক্ষে উহাঁর ইষ্টসম্পাদনে অঙ্গীকার করিয়াছি; তখন মাদৃশ ব্যক্তি কি প্রকারেই বা অঙ্গীকার পালনে পরাঙ্মুখ হইতে পারে? এই সমস্ত ধর্ম্মযুক্ত সুমহৎ কারণে আমি তোমার প্রতি যে দণ্ড বিধান করিয়াছি, তাহা তুমি উপযুক্ত বোধ কর। যিনি ধার্ম্মিক, তাঁহার বয়স্যের উপকার অবশ্য কর্ত্তব্য, এ কারণেও তুমি আমার বধ্য; সে যাহা হউক্ তোমার এই নিগ্রহ ধর্ম্মানুসারেই হইয়াছে, এরূপ বোধ করাই তোমার উচিত। তুমিও মৎকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া মদীয় আদেশ পালন রূপ ধর্ম্মের অনুবর্ত্তন করতঃ আমার সেই কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিতে, কিন্তু তুমি আমার আশ্রয়ণীয় নহ, যেহেতু আমার বধার্হ। 'মানবেরা পাপ কার্য্য অনুষ্ঠান করতঃ যদি রাজদণ্ডে দণ্ডিত হয়, তবে পাপ বিহীন হইয়া সুকৃতীদিগের ন্যায় স্বর্গে গমন করে। চৌর প্রভৃতি পাপাচার ব্যক্তি রাজদণ্ডে দণ্ডিতই হউক্, আর কোন কারণে রাজদণ্ড হইতে বিমুক্তই হউক্, উভয়থাই পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে, কিন্তু তাহাকে সমুচিত দণ্ড প্রদান না করাতে, রাজা তদীয় পাপের ফলভাগী হন।' প্রজাপতি মনু এই যে দুই শ্লোক কীর্ত্তন করিয়াছেন, ধর্ম্মকুশল রাজারাও এই দুই

শ্লোকের মর্ম্ম গ্রহণ করতঃ কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, আমিও তদনুরূপ কার্য্যই করিয়াছি। পূর্ব্বে কোন জৈনধর্ম্মাবলম্বী তোমার ন্যায় পাপ কর্ম্ম করিলে আর্য্য মান্ধাতাও তাঁহার অভিলাষানুরূপ ভয়ঙ্কর দণ্ডবিধান করিয়াছিলেন এবং অন্য রাজারাও অনবধানতা বশতঃ পাপ কার্য্য করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া থাকেন, তাহাতেই তাঁহাদের পূর্ব্বকৃত পাপের শান্তি হয়। হে কপিবর! আমরা নিয়ত রাজধর্ম্মের বশবর্ত্তী; সুতরাং সেই ধর্ম্মানুসারেই তোমার বধ সাধন করিয়াছি; অতএব অকারণ পরিতাপ করিও না। এবিষয়ে আরও অন্য মহৎ কারণ শ্রবণ করিয়া মানসিক দুঃখ পরিত্যাগ কর। দেখ, মাংসপ্রিয় মনুষ্যগণ তৃণ লতাদি দ্বারা প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়াই আর অপ্রকাশ্য ভাবেই হউক্, পরাবর্ত্তিত, ধাবিত, আশ্বস্ত, দণ্ডায়মান, সতর্ক, অসতর্ক ও বিমুখ মৃগ সকলকে বাগুরা ও পাশ প্রভৃতি বিবিধ উপায় দ্বারা বিনষ্ট করিয়া থাকে, সুতরাং প্রচ্ছন্নভাবে তোমার বধ করিয়া আমার মনস্তাপ বা শোক হয় নাই এবং ধর্ম্মজ্ঞ রাজর্ষিরাও ঐরূপ মৃগয়ায় গমন করিয়া থাকেন; অতএব ইহাতে কোন দোষও বিবেচনা করি না। তুমি শাখামৃগ, একারণ প্রতিযুদ্ধ করিয়াই হউক্, যুদ্ধ না করিয়াই হউক্, বাণ দ্বারা যুদ্ধে তোমাকে নিহত করিয়াছি। হে বানরেন্দ্র! রাজারাই দুর্লভ ধর্ম্ম ও শুভদায়ক জীবন, উভয়ই দিয়া থাকেন; অতএব তাঁহাদিগকে হিংসা, নিন্দা ও অপমান করিও না ও অপ্রিয়ও বলিবে না; যেহেতু দেবতারাই মনুষ্যরূপে মহীতলে বিচরণ করেন আমি পিতৃপিতামহপ্রচলিত ধর্ম্মনিরত, তুমি ধর্ম্ম না জানিয়া কেবল ক্রোধমাত্র আশ্রয় করতঃ আমাকে নিন্দা করিতেছ। রাম এইরূপ বলিলে ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ বালী অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে দোষ প্রদান করিলেন না। তদনন্তর, বানরাধিপতি বালী কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সত্য, অপকৃষ্ট ব্যক্তি যথার্থ বিষয়ে প্রতিবাদ করিতে সমর্থ হয় না। প্রমাদপ্রযুক্ত পূর্ব্বে যাহা অযুক্ত ও অপ্রিয় বাক্য বলিয়াছি, তদ্বিষয়ে সামান্য দোষ গ্রহণ করিবেন না; আপনি ধর্ম্মতত্ত্ব জানিয়া প্রজাগণের হিত অভিলাষ করতঃ নির্ম্মল বুদ্ধিদ্বারা পাপ ও দণ্ড উভয়ের নিশ্চয় করিয়াছেন। হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমারে ধর্ম্ম হইতে স্খলিত জানিয়া ধর্ম্মযুক্ত বাক্যদ্বারা পুরস্কৃত করিয়া পরলোকে রক্ষা করুন্।

বালী সমীপস্থ রামকে অবলোকন করিয়া পঙ্কমগ্ন হস্তীর ন্যায় আর্ত্তরব করতঃ বাষ্পাবরুদ্ধকণ্ঠে ক্রমে ক্রমে বলিলেন, আমি আপনার নিমিত্ত বা তারা ও বান্ধবগণের নিমিত্ত শোক করিতেছি না, কনক সুবর্ণঅঙ্গদধারী সর্ব্বগুণাগ্রগণ্য পুত্র অঙ্গদের জন্য শোক করিতেছি; যেহেতু বাল্যপ্রভৃতি লালিত অঙ্গদ আমার অদর্শনে বারিশূন্য সরোবরের ন্যায় দিন দিন কৃশ হইবে, অতএব বালক অপরিপক্কবুদ্ধি তারা তনয়সম্ভূত অদ্বিতীয় মহাবল মদীয় প্রিয় পুত্রকে রক্ষা করতঃ সুগ্রীব ও অঙ্গদের প্রীতি বিধান করিয়া আপনি নিপুণভাবে তাহাদিগকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে রক্ষা ও শাসন করিবেন। হে নরনাথ! ভরত, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, অঙ্গদের সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিবেন। আমার দোষে দূষিতা পতিব্রতা তারাকে সুগ্রীব যাহাতে অবমান না করেন, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। আপনার অনুগৃহীত ব্যক্তিই এই বানররাজ্য শাসন করিতে পারে, এমন কি, বশবর্ত্তী হইয়া অভিপ্রায়ানুরূপ কার্য্য করিলে স্বর্গরাজ্য লাভ ও বসুধা শাসন করিতে সমর্থ হয়। তারা নিবারণ করিলেও আপনার নিকটে আত্মবধ অভিলাষ করতঃ ভ্রাতা সুগ্রীবের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছিলাম।

কপীশ্বর বালী এই কথা বলিয়া বিরত হইলে রাম ধর্ম্মার্থযুক্ত সাধুসম্মত বাক্যে প্রবুদ্ধ বালীকে আশ্বাসিত করিলেন। হে কপীশ্বর! তুমি স্বয়ং প্রাজ্ঞ এবং আমরাও রাজধর্ম্মে অভিজ্ঞ; অতএব আমাদিগের এই কার্য্য অন্যায়রূপে কৃত হইয়াছে, এরূপ বিবেচনা করিও না এবং আত্ম বিষয়েও আর শোকপরায়ণ হইও না। যেহেতু যিনি দণ্ডযোগ্য

দণ্ড বিধান করেন এবং যে দোষানুসারে দণ্ড-প্রাপ্ত হয়, উভয়েই স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া অবসন্ন হন না। তুমি এই রাজদণ্ড-বিধানহেতু পাপশূন্য হইয়া দণ্ডনির্দ্দিষ্ট বর্ত্মানুসারে ধর্ম্মযুক্ত প্রকৃতি প্রাপ্ত হইলে, অতএব হৃদয়স্থিত ভয়; শোক ও মোহ পরিত্যাগ কর; যেহেতু পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম অতিক্রম করিতে পারিবে না। অঙ্গদের প্রতি তুমি যেরূপ ব্যবহার করিতে, সুগ্রীব ও আমি সেইরূপ ব্যবহার করিব সন্দেহ নাই।

বানরশ্রেষ্ঠ বালী রণজেতা মহাত্মা রামের ধর্ম্মপথানুসারী নির্ব্বিবাদ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে, হে ইন্দ্রতুল্যপরাক্রমশালী মহীশ্বর! আমি শরপীড়ায় পীড়িত ও বিচেতন হইয়া অজ্ঞানপূর্ব্বক যাহা বলিয়াছি প্রসন্ন হইয়া তাহা ক্ষমা করিবেন।

ইতি অষ্টাদশ সর্গ ॥ ১৮ ॥

ঊনবিংশ সর্গ।

শরপীড়িত হইয়া শয়ান বানরাধিপতি বালী রামের নিকট হেতুপূর্ণ বাক্যে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া উত্তর করিতে পারিলেন না ও রামশরে তাড়িত, প্রস্তরাঘাতে ভগ্নাঙ্গ ও বৃক্ষদ্বারা আহত হইয়া জীবনাবসান সময়ে মোহ প্রাপ্ত হইলেন। অঙ্গদপক্ষীয় মহাবল বানরগণ ধনুর্দ্ধারী রামকে অবলোকন করিয়া ভীত হওত পলায়ন করিতে লাগিল। যূথপতি বিনষ্ট হইলে মৃগগণ যেরূপ ইতস্ততঃ ধাবিত হয়,তাহার ন্যায় ভীত হইয়া বানরগণকে সত্বরভাবে পলায়ন করিতে দেখিয়া পতিব্রতা তারা দুঃখিতা হইয়া বাণ সকল পশ্চাৎ আসিতে থাকিলে, যেরূপ ত্রস্ত হয়, তাহার ন্যায় রামভয়ে ভীত কপিসকলের সমীপে আসিয়া বলিলেন যে, হে বানরগণ! তোমরা যে রাজসিংহের সহচর ছিলে, তাঁহারে ত্যাগ করিয়া ভীত ও দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়া কোথায় গমন করিতেছ? রাজ্যের নিমিত্ত ক্রূরমতি ভ্রাতা সুগ্রীব দূরে থাকিয়া রামকর্ত্তৃক প্রেরিত দূরগামী মার্গণদ্বারা তাঁহাকে বিনাশ করিয়াছে।

কপিপত্নী তারার বাক্য শুনিয়া কামরূপী বানরগণ সর্ব্ববাদিসম্মত সময়োচিত বাক্যে তাঁহাকে বলিল যে, হে পুত্রবতি! নিবৃত্তা হও, পুত্র অঙ্গদকে রক্ষা কর; যেহেতু অন্তক রামরূপে বালীকে হনন করিয়া লইয়া যাইতেছে। বালী প্রচুর শিলা ও বহুবিধ বৃক্ষদ্বারা আঘাত করিয়া বজ্রাঘাতের ন্যায় বজ্রসমকঠিন বাণে নিপাতিত হইয়াছেন। শক্রতুল্যপরাক্রমসম্পন্ন প্লবগশার্দ্দূল হত হওয়াতে এই বানরসৈন্য ভয়ে অভিভূত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছে, অতএব বীর পুরুষদ্বারা নগরের রক্ষা বিধান করিয়া অঙ্গদকে অভিষেক কর; বালীর পুত্রকে বানররাজ্যে অভিষিক্ত ও অধিষ্ঠিত দেখিয়া বানরগণ সেবা করিবে। ইহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেই বা কি হইবে, যেহেতু রাম ও সুগ্রীবাদি বানরগণ অদ্যই দুর্গ ও তোমার অভিলষিত স্থান সকল অধিকার করিবে। পরন্তু সুগ্রীবপক্ষীয় সস্ত্রীক ও স্ত্রীরহিত যে সকল বনচারী অবস্থান করিতেছে, তাহারা পূর্ব্বে আমাদের কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া এক্ষণে রাজ্যাভিলাষী হইয়া আসিয়াছে, অতএব তাহাদিগের হইতে সুমহৎ ভয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা।

চারুহাসিনী তারা আত্মীয়গণের এইরূপ বাক্য শুনিয়া তৎকালোচিত স্বীয় কর্ত্তব্য ব্যক্ত করিলেন যে, যখন কপিশ্রেষ্ঠ মহাভাগ ভর্ত্তা বিনষ্ট হইয়াছেন, তখন পুত্র, রাজ্য ও শরীরে প্রয়োজন কি? অতএব রামপ্রেরিত শরে নিপাতিত সেই মহাত্মার পাদপদ্ম সমীপে গমন করিব। এই কথা বলিয়া শোকাভিভূতা ও রোরুদ্যমানা হইয়া বাহুদ্বারা বক্ষঃ ও শিরে আঘাত করিতে করিতে গমনপূর্ব্বক সমরে অনিবর্ত্তী বানররাজগণের বিনাশক ভূতলে পতিত পতিকে দেখিলেন। তদনন্তর, ইন্দ্র যেমন বজ্র নিক্ষেপ করেন, তাহার ন্যায় বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বতনিক্ষেপকারী, বায়ুতুল্য বেগবান্, মহামেঘসমূহসম শব্দায়মান, ইন্দ্রপ্রতিম, পরাক্রমশালী, গর্জ্জনশীল জনসমূহের মধ্যে ঘোর গর্জ্জনকারী, ভয়ঙ্কর বীর ব্যাঘ্র যেমন আমিষের নিমিত্ত বহুতর মেদসম্পন্ন মৃগকে বধ

রে, গরুড়কর্ত্তৃক সর্পের নিমিত্ত সর্ব্বলোক-পূজিত বেদি ও পতাকাসম্পন্ন চৈত্য যেমন মথিত হয়, তাহার ন্যায় রাজ্য নিমিত্ত মহাবীর রামকর্ত্তৃক পাতিত পতিকে দেখিয়া স্থিরভাবে অবস্থিত ধনুর্দ্ধারী অনুজের সহিত রাম ও স্বামীর অনুজ ভ্রাতা সুগ্রীবকে দেখিলেন। তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া যুদ্ধে নিহত পতির নিকট যাইয়া দুঃখিত ও সম্ভ্রান্ত হইয়া ভূমিতলে পতিতা হইলেন; পুনরায় সুপ্তার ন্যায় উত্থিতা হইয়া "হা আর্য্যপুত্র!" এই শোকসূচক বাক্য বলিয়া মৃত্যুরূপ রজ্জুবদ্ধ স্বামীকে দেখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে কুররীর ন্যায় রোরুদ্যমানা ও অঙ্গদকে আগমন করিতে দেখিয়া সুগ্রীব অতিশয় দুঃখিত হইলেন।

ইতি উনবিংশ সর্গ।

বিংশ সর্গ।

প্রসিদ্ধ সুন্দরী চন্দ্রবদনা তারা রামের চাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত বিনাশকর শরে অভিহত ও ভূমিতে পতিত পতির সমীপে গমন করিয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং সুমেরু পর্ব্বতসদৃশপ্রভা-সম্পন্ন, কুঞ্জরতুল্য বানর বালীকে বাণাভিহত হইয়া ছিন্নমূল তরুর ন্যায় পতিত দেখিয়া দুঃখ ও শোকে অভিহতচিত্ত হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন, হে যুদ্ধবিক্রান্ত বীর বানরশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে আমি সমীপে আসিয়াছি, তুমি আমার সহিত অদ্য কি নিমিত্ত সম্ভাষণ করিতেছ না? উত্থান করিয়া আমার সহিত উত্তম শয্যায় শয়ন কর; যেহেতু প্রধান নৃপতিগণ এ অবস্থায় ভূমিতলে শয়ন করেন না। হে বসুধাধিপ! বোধ হয়, বসুধা তোমার অতিশয় প্রিয়; কেন না, গতপ্রাণ হইয়াও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বাঙ্গদ্বারা তাঁহাকে সেবা করিতেছ। হে বীর! যখন ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করিয়াছ, তখন স্পষ্টই অনুভূত হইতেছে যে, তোমার নিমিত্ত স্বর্গমার্গে কিষ্কিন্ধ্যার সদৃশ আর একটী মনোহর পুরী নির্ম্মিত হইয়াছে। মধুগন্ধে আমোদিত বনমধ্যে তোমার সহিত যে সকল বিহার করিয়াছি, এক্ষণে সেই সকল বিহারেরও উপরম হইল। হে মহাযূথপতিপ্রবর! তোমার মৃত্যুদশা উপস্থিত হওয়াতে আমি আনন্দ ও আশাশূন্য হইয়া শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি; তোমাকে ভূমিতে পতিত দেখিয়া শোকসন্তপ্ত হৃদয় যখন সহস্রধা বিদীর্ণ হয় নাই, তখন বোধ হয়, আমার হৃদয় অতিশয় কঠিন। হে হরীশ্বর! পূর্ব্বে সুগ্রীবের ভার্য্যা-হরণ ও তাঁহাকে যে বিবাসিত করিয়া-ছিলে, অদ্য প্রাণনাশরূপ তাহার পরিণাম উপস্থিত হইল এবং আমি মঙ্গল ও হিতানু-সন্ধিৎসু হইয়া হিতকর বাক্য বলিলে, মোহপ্রযুক্ত আমার বাক্যে অনাদর করিয়া আমারে তিরস্কার করিয়াছিলে। হে মানদ! অধুনা তুমি দেবলোকে গমন করতঃ রূপ ও যৌবনে সুশোভিতা সরলা অপ্সরাগণেরও মন মদন-পীড়ায় পীড়িত করিবে; বোধ হয় কালই নিশ্চয় তোমার প্রাণনাশ করিয়াছে, যেহেতু তুমি সুগ্রীবের অনায়ত্ত হইয়াও বলপূর্ব্বক বশতাপন্ন হইলে। কাকুৎস্থ রাম অন্যের সহিত যুদ্ধ-পরায়ণ বালীকে অন্যায়রূপে হননরূপ গর্হিত কার্য্য করিয়া সন্তাপ করিতেছেন না, ইহা অত্যন্ত নিন্দনীয়।

পূর্ব্বে দুঃখভোগ না করিয়া বর্দ্ধিত হইয়া-ছিলাম, অধুনা অতিশয় দুঃখিত হইয়া অনাথার ন্যায় শোকপ্রদ বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করিব এবং আমাকর্ত্তৃক প্রতিপালিত সুখার্হ সুকুমার বীর অঙ্গদ, পিতৃব্য ক্রোধাবিষ্ট হইলে, কি অবস্থায় অবস্থান করিবে! হে বৎস পুত্র! ধর্ম্মবৎসল পিতাকে সন্তুষ্ট কর; যেহেতু পরে আর তাঁহার দর্শন পাইবে না। হে প্রিয়তম! পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া প্রবাসে আসিয়া-ছিলে, অতএব ইহাকে আশ্বাসিত এবং প্রিয়-বাক্যে উপদেশ কর। রাম তোমাকে হনন করিয়া অতি সুমহৎ কার্য্য করিয়াছেন কেননা সুগ্রীবের সহিত প্রতিশ্রুতরূপ ঋণ হইতে মুক্ত হইয়াছেন। হে সুগ্রীব! তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইল, যেহেতু তোমার অমিত্র ভ্রাতা বিনষ্ট হইয়াছেন, অতএব নিরুদ্বিগ্ন হইয়া রাজ্যভোগ

ও কুমার সহবাস করিতে পারিবে।—নাথ! আমি তোমার প্রিয়া এইরূপ বিলাপ করিতেছি তথাপি আমার সহিত কি নিমিত্ত সম্ভাষণ করিতেছ না এবং তোমার এই প্রধান প্রধান ভার্য্যা সকল রহিয়াছেন অবলোকন কর। সেই দুঃখিতা বানরীগণ তাহার বিলাপ শুনিয়া শোকে সন্তাপিত হওত সর্ব্ব দিক্ হইতে আসিয়া অঙ্গদকে গ্রহণ করতঃ রোদন করিতে লাগিল।

হে অঙ্গদশোভিত বাহো! অভিলষিত অলঙ্কারাদিদ্বারা চারুবেশ সম্পন্ন গুণশীল পুত্র অঙ্গদকে ত্যাগ করিয়া চিরপ্রবাস যাওয়া তোমার উচিত নহে। হে নাথ! না জানিয়া যদি তোমার কিছু অপরাধ করিয়া থাকি, তবে মস্তকদ্বারা তোমার পাদস্পর্শ করিয়া বলিতেছি, তাহা ক্ষমা কর। অনিন্দ্যরূপা তারা এইরূপ করুণস্বরে রোদন করিতে করিতে যে স্থলে বালী পতিত আছেন, তথায় বানরীগণের সহিত প্রায়োপবেশন করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ইতি বিংশ সর্গ॥ ২০॥

একবিংশ সর্গ।

অনন্তর, বানরযূথপতি হনুমান্ অম্বরতর হইতে ভ্রষ্ট তারার ন্যায় তারাকে ক্রমে ক্রমে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। সম দম-রাগাদিদ্বারা কৃত স্বর্গনরকাদি ফলপ্রদ যে সকল কর্ম্ম আছে, প্রাণিগণ ইহলোকে আগমন করিয়া অনুকূল হওত সেই সকল শুভাশুভ কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে। কর্ম্মফলানুসারে শোচনীয়া হইয়া স্বীয় কর্ম্মফলানুগত ভর্ত্তার নিমিত্ত কেন শোক করিতেছ? স্বকর্ম্ম ফলেই দীনা হইয়াছ, অতএব পুত্রাদির নিমিত্ত করুণা করিওনা, যেহেতু জলবিম্বের ন্যায় ক্ষণ মাত্র স্থায়ী এই দেহ; সুতরাং কেহ কাহারও শোচনীয় হইতে পারেনা। অঙ্গদ অতিশয় সুকুমার, অতএব যাহাতে শোকহইতে নিবৃত্ত হয়েন, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া ম্রিয়মাণ বালীর চরমকালীন কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন্। প্রাণিদিগের এইরূপ অস্থির যাতায়াতের বিষয় জানিয়া পণ্ডিতেরা ঐহিক ও পারত্রিক সুখাবহ শুভ কর্ম্ম করিয়া থাকেন, ইহা আপনার অবিদিত নাই। জীবিতাবস্থায় যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া শত শত, সহস্র সহস্র, নিযুত নিযুত বানর সৌভাগ্যভাজন হইয়াছিল, অদ্য তাঁহার পরমায়ুর শেষ হইল। ইনি সাম, দান ও ক্ষমাপরায়ণ হইয়া নীতিশাস্ত্রানুসারে রাজকার্য্য করতঃ ধার্ম্মিক রাজাদিগের গতি লাভ করিয়াছেন; অতএব ইহাঁর নিমিত্ত আপনার শোক করা উচিত নহে। হে অনিন্দিতে! শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বানরগণ, আপনার পুত্র অঙ্গদ ও বানরাধিপতির রাজ্য, এ সকল আপনার দ্বারাই এক্ষণে সনাথ হইয়াছে; অতএব শোকসন্তপ্ত অঙ্গদ ও সুগ্রীব উভয়কে সংপ্রতি সময়োচিত কার্য্য সম্পাদনা নিয়োগ করুন্। তদনন্তর, অঙ্গদ আপনাকর্ত্তৃক আদৃত হইয়া মেদিনী শাসন করুন্, এবং সম্প্রতি রাজার পরলোকহিতকর যে সমস্ত কর্ম্ম পুত্রের কর্ত্তব্য, তাহা সম্পাদন করুন্, তাহাই এক্ষণকার উচিত কার্য্য, হরিরাজ বালীর সংস্কার সাধন করিয়া অঙ্গদকে রাজ্যে অভিষেক করুন্। আপনি অঙ্গদকে সিংহাসনস্থ দেখিয়া শান্তি লাভ করিতে পারিবেন।

তারা স্বামীর মৃত্যুরূপ ব্যসনে পীড়িতা হইয়া সম্মুখে অবস্থিত হনুমানের বাক্য শুনিয়া উত্তর করিলেন, অঙ্গদসদৃশ শত পুত্র অপেক্ষা মৃত বীরের গাত্রসংশ্লেষ আমার পক্ষে শ্রেষ্ঠ এবং অঙ্গদের পিতৃব্য বর্ত্তমান থাকিতে অঙ্গদ ও বানররাজ্য এ উভয়ে আমার প্রভুত্ব হইতে পারে না; যেহেতু সুগ্রীব সর্ব্ব কার্য্যেই অন্তরঙ্গ। হে কপিবর! অঙ্গদের রাজ্যাভিষেক বিষয়ে বিবেচনা করা আমার উচিত নহে; যেহেতু পিতাই পুত্রের বন্ধু, মাতা কখন বন্ধু হইতে পারেন না। সম্প্রতি সম্মুখ সংগ্রামহত বীর বালীর সেবিত শয্যা সেবা করাই আমার উচিত; কেন না, আমার পক্ষে এই বানররাজের আশ্রয়ব্যতীত পরলোকে সুখাবহ আর কিছুই নাই।

ইতি একবিংশ সর্গ॥ ২১॥

দ্বাবিংশ সর্গ।

মৃতপ্রায় বালী সর্ব্ব দিক্ অবলোকন ও অল্প অল্প নিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ সম্মুখে অবস্থিত অনুজ সুগ্রীবকে দেখিলেন। তদনন্তর, বিজয়ী বানরাধিপতি, সুগ্রীবকে সম্বোধন করিয়া সুস্পষ্টবাক্যে স্নেহের সহিত বলিলেন, সুগ্রীব! পূর্ব্বকৃত দুষ্কৃত ও অবশ্যম্ভাবী মোহবশতঃ আমি বলপূর্ব্বক আকৃষ্ট হইয়াছিলাম, ইহা অবগত হইয়া আমাকে তোমার অপকারক বলিয়া বিবেচনা করা উচিত নহে। হে ভ্রাতঃ! বোধ হয়, আমাদের ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ ও রাজ্যসুখ যুগপৎ বিহিত হয় নাই, যুগপৎ বিহিত হইলে সেই সৌহার্দ্দ ও রাজ্যভোগজনিত সুখ কখনই বিঘটিত হইত না। সে যাহা হউক, প্রাণ, রাজ্য, প্রিয়বস্তু, বিপুল রাজলক্ষ্মী ও অনিন্দনীয় যশঃ এ সকল শীঘ্র ত্যাগ করিয়া অদ্যই আমি যমালয়ে গমন করিব, অতএব তুমি অদ্যই এই বনবাসীদিগের রাজ্য গ্রহণ কর এবং এই অবস্থায় আমি যাহা বলি, তাহা দুষ্কর হইলেও সম্পাদন করা তোমার উচিত! হে বীর! সুখোচিত ও সুখবর্দ্ধিত বুদ্ধিমান্ বালক অঙ্গদ বাষ্পপরিপূর্ণমুখ হইয়া ভূমিতে পতিত আছে, অবলোকন কর! ও বালক, অদ্যাপি উহার কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় নাই। আমার অবর্ত্তমানে আমার প্রাণতুল্য ঐ প্রিয়তম পুত্রকে তুমি আপনার ঔরস পুত্রের ন্যায় সকল বিষয়ে পরিপালন করিও এবং আমি যেমন ইহার পিতা, সকল বিষয়ে রক্ষাকর্ত্তা এবং ভয় সময়ে অভয়দাতা ছিলাম, সেইরূপই তুমি থাকিলে। তোমার তুল্য পরাক্রমশালী শ্রীমান্ অঙ্গদ, রাক্ষসদিগের বধসাধন কালে তোমাদিগের অগ্রগামী হইবে এবং তেজস্বী বলবান্ যুবা অঙ্গদ যুদ্ধে আমার অনুরূপ বিক্রম প্রকাশ ও কার্য্য করিবে। হে ভ্রাতঃ! এই সুষেণদুহিতা তারা কার্য্যের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মনির্ণয়ে, উৎপাতজনক বিবিধ কার্য্য বিজ্ঞানে এবং অন্যান্য সকল বিষয়েই নিপুণা; অতএব ইনি যাহা বলিলেন, তাহা উত্তম জ্ঞান করিয়া সংশয়শূন্য হইয়া সম্পাদন করিবে; তারার অভিমত বিষয় কিছু মাত্র অন্যথা হয় না। অবিশঙ্কিত হইয়া রামের কার্য্য করিবে, যদি না কর, তবে অধর্ম্ম হইবে এবং তিনি অবমানিত হইলে তোমার হিংসা করিবেন। হে সুগ্রীব! এক্ষণে এই স্বর্গীয় কাঞ্চনময়ী মালা গ্রহণ কর; যেহেতু আমি মৃত হইলে, এই মালা শ্রীহীন হইবে।

সুগ্রীব বালিকর্তৃক ভ্রাতৃস্নেহপ্রযুক্ত এইরূপ কথিত হইয়া হর্ষ ত্যাগ করতঃ, রাহুগ্রস্ত নিশাকরের ন্যায়, কাতর হইলেন। তদনন্তর, বালীর বাক্যে শান্ত ও মালাগ্রহণে অনুজ্ঞাত হইয়া অনলসভাবে তাঁহার সহিত কর্ত্তব্য ব্যবহার করিয়া সেই কাঞ্চনময়ী মালা গ্রহণ করিলেন।

মরণে কৃতনিশ্চয় বালী কাঞ্চনময়ী মালা দান করিয়া সমীপস্থ পুত্র অঙ্গদকে অবলোকন করতঃ স্নেহপ্রযুক্ত বলিলেন, হে মহাবাহো! সুখদুঃখসহনশীল ক্ষমাপরায়ণ ও দেশকাল অবগত হইয়া সর্ব্বদা সুগ্রীবের বশবর্ত্তী হইবে, নিজ প্রিয়াপ্রিয় সময় বিবেচনা করিবে না; কেন না, আমি যেমন তোমার বাল্যকাল হইতে তোমাকে লালন করিয়াছি, তুমি তদ্রূপে অবস্থান করিলে সুগ্রীব তোমাকে সমাদর করিবেন না এবং উহাঁর প্রতি অতিশয় প্রণয় বা অপ্রণয় করাও কর্ত্তব্য নহে; যেহেতু উভয়ই দোষাবহ, অতএব উহাতে বিরত হইবে। শরপীড়িতবালী এইরূপ বলিয়া নয়ন ঘূর্ণায়মান ও ভয়ঙ্কর দশনাবলী প্রকাশ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন

তদনন্তর, যূথপতিবিরহিত প্লবগসত্তম বানর সকল ক্ষিদ্যমান হইয়া সেই স্থলে এইরূপে রোদন করিতে লাগিল। বানরেশ্বর স্বর্গগত হওয়ায় অদ্য কিষ্কিন্ধ্যা, উদ্যান, পর্ব্বত ও কানন সকল শূন্য হইল এবং বানরশ্রেষ্ঠ বিনষ্ট হওয়ায় বানরগণ প্রভারহিত হইল। যিনি মহাবাহু মহাত্মা গন্ধর্ব্ব গোলভের সহিত পঞ্চদশ বর্ষ কাল সুমহৎ যুদ্ধ করিয়াছিলেন; যে যুদ্ধ রাত্রি ও দিবসে নিবৃত্তি পায় নাই। তদনন্তর, ষোড়শ বর্ষে গোলভ, বালীকর্তৃক যুদ্ধে নিহত হয়। তীক্ষ্ণদশন ঘোরদর্শন বালী সেই দুর্ব্বিনীত গন্ধর্ব্বকে হনন করিয়া আমাদের অভয়প্রদ হইয়াও অধুনা কেন নিহত হইলেন

সিংহাশ্রিত বনে গোযূথপতি বিনষ্ট হইলে বনচারী গো সকল যেমন কিছুতেই সুখ প্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ বানরাধিপতি হত হওয়ায় বনবাসী বানরগণ সে সময়ে কিছুতেই সুখ লাভ করিতে পারিল না। তদনন্তর ব্যসনার্ণব ভাসমানা তারা মৃত ভর্ত্তাকে অবলোকন করিয়া, আশ্রিত লতা যেমন ছিন্ন মহাদ্রুমের অনুগতা হয়, তাহার ন্যায় বালীকে আলিঙ্গন করিয়া ভূমিশায়িনী হইলেন।

ইতি দ্বাবিংশ সর্গ।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

তদনন্তর, ইহলোকে প্রসিদ্ধা তারা কপিরাজের মুখ সমীপবর্ত্তিনী হইয়া মৃত পতিকে বলিলেন, হে বীর! আমার বাক্য না শুনিয়া প্রস্তরাকীর্ণ, দুঃখপ্রদ, উন্নতানত বসুধাতলে কষ্টের সহিত শয়ান আছ; অতএব বোধ হয়, আমা হইতে মহী তোমার প্রিয়তরা; তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে বলিয়া আমার কথার প্রত্যুত্তর না দিয়া ভূমিতে শয়ান আছ। হে সাহসিকপ্রিয়! এই রাম যখন সুগ্রীবের বশতাপন্ন হইলেন, তখন ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি আছে? সুগ্রীবই অতিশয় পরাক্রমশালী। যে সমস্ত প্রধান প্রধান বলশালী ভল্লুক ও বানরগণ তোমার উপাসনা করিতেছে; তাহাদের ও শোকসন্তপ্ত অঙ্গদের বিলাপ এবং আমার এই শোকসূচক বাক্য শুনিয়া তুমি কেন প্রবুদ্ধ হইতেছ না? পূর্ব্বে শত্রু সকলকে যুদ্ধে নিহত করিয়া যেস্থলে শয়ন করাইয়াছিলে, অধুনা তুমি যুদ্ধে হত হইয়া সেই রণশয্যায় স্বয়ং শয়ান আছ? হে বিশুদ্ধবংশোৎপন্ন প্রিয়! আমি অনাথা, আমাকে একাকিনী রাখিয়া তুমি কোথায় গমন করিলে? বীরপত্নীকে বিধবা ও মৃতপ্রায়া দেখিয়া জ্ঞানবান্ পণ্ডিতেরা বীরপুরুষকে আর কন্যা সম্প্রদান করিবেন না। আমার রাজপত্নীভাবে অভিমান ও চিরস্থায়ী সুখসেতু ভগ্ন হইল, আমি অগাধ বিপুল শোকসাগরে নিমগ্ন হইলাম। হায়! আমার হৃদয় প্রস্তরসদৃশ কঠিন; যেহেতু অদ্য ভর্ত্তাকে নিহত দেখিয়া শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না। আমার ভর্ত্তা সুহৃদ, স্বভাবতঃ প্রিয় ও শূর হইয়াও যুদ্ধে শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। যে নারী পতিবিহীনা, তিনি ধন ও ধান্যে সমৃদ্ধিসম্পন্না এবং পুত্রবতী হইলেও ইহলোকে পণ্ডিতেরা তাঁহাকে 'বিধবা' বলিয়া থাকেন। হে নাথ! তুমি ইন্দ্রগোপকীট সবর্ণ আস্তরণে আচ্ছাদিত শয্যায় শয়ন করিতে, এক্ষণে নিজ দেহক্ষরিত রুধিরমণ্ডলে শয়ন করিয়া যেন সেই ইন্দ্রগোপকীট সবর্ণ শয্যাতেই শয়ন করিয়া আছ? তোমার দেহ ধূলি ও শোণিত দ্বারা চতুর্দ্দিকে আবৃত হওয়ায় আমি বাহু দ্বারা তোমাকে আলিঙ্গন করিতে পারিতেছি না। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই সুদারুণ যুদ্ধে রাম প্রেরিত একমাত্র বাণদ্বারা যে সুগ্রীবের ভয় অপহৃত হইল, তাহাতে সুগ্রীবই অদ্য কৃতকার্য্য হইলেন, তুমি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে। আমি তোমাকে নিরীক্ষণ করিতেছি, অথচ তোমার হৃদয় নিহিত শরদ্বারা তোমার শরীরসংস্পর্শে বঞ্চিত হইতেছি।

সেই সময়ে নীল তাহার এইরূপ বিলাপধ্বনি শুনিয়া, পর্ব্বতগহ্বর-প্রবিষ্ট প্রদীপ্ত আশীবিষের ন্যায়, শরীরপ্রবিষ্ট শর উদ্ধৃত করিলেন। যেমন অস্তগমন সময়ে রশ্মিপুঞ্জ সূর্য্যের প্রভা প্রকাশ পায়, সেই নিষ্কৃষ্যমাণ বাণের প্রভা তৎকালে সেইরূপ প্রকাশ পাইতে লাগিল। যেমন তাম্রবর্ণ গৈরিক ধাতুমিশ্রিত ধরাধর হইতে ক্ষরিত ধারা পতিত হয়, তাহার ন্যায়, তাঁহার সমস্ত ব্রণস্থান হইতে রুধিরধারা পতিত হইতে লাগিল। তখন তারা রণ ধূলিদ্বারা আকীর্ণ ও অস্ত্রসমাহত ভর্ত্তা বীর বালীকে হস্তদ্বারা মার্জ্জনা করতঃ নেত্রজলে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন এবং রুধিরপ্লুত নিহত পতিকে দেখিয়া পিঙ্গলবর্ণলোচন অঙ্গদকে বলিলেন, পুত্র! দেখ, অদ্য তোমার পিতার সুদারুণ মৃত্যু অবস্থা হওয়াতে পূর্ব্বকৃত পাপকর্ম্ম সমুৎপন্ন বৈরিতার অবসান হইল। তুমি বালসূর্য্যসদৃশ উজ্জ্বলদেহ, যমালয়গমনোদ্যত, মানদাতা পিতাকে অভিবাদন কর।

অঙ্গদ তারাকর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া উত্থান করতঃ আমি "অঙ্গদ" এই কথা বলিয়া স্থূল অথচ গোলাকার বাহুদ্বারা পিতার চরণদ্বয় গ্রহণ করিলেন। তখন তারা কহিলেন, হে নাথ! তোমার অভিবাদনকারি অঙ্গদকে তুমি "হে পুত্র! দীর্ঘায়ু হও" এইরূপ বাক্যে পূর্ব্বের ন্যায় অধুনা কেন স্নেহ সহ প্রিয়সম্ভাষণ করিতেছ না? তুমি অচেতনাবস্থায় ভূতলে পতিত আছ, সবৎসা গাভি যেমন সিংহকর্ত্তৃক সদ্যঃ পাতিত গোবৃষের সমীপবর্ত্তিনী হয়, তদ্রূপ আমি পুত্রসহায় হইয়া তোমার নিকটে অবস্থান করিতেছি। যুদ্ধরূপ যজ্ঞে রামের প্রহরণরূপ বারিদ্বারা পত্নীব্যতীত কি প্রকারে স্নান করিলে? দেবরাজ ইন্দ্র যুদ্ধে তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়া যে সুবর্ণনির্ম্মিত মালা প্রদান করিয়াছিলেন, অদ্য সেই প্রিয়তরা মালা কেন অবলোকন করিতেছি না? হে মানদ! সূর্য্য অস্তমিত হইলেও তাহার প্রভা যেমন শৈলরাজকে ত্যাগ করে না, তদ্রূপ তুমি প্রাণশূন্য হইলেও রাজশ্রী তোমাকে ত্যাগ করিতেছে না। পূর্ব্বে আমি হিতজনক উপদেশ প্রদান করাতেও তুমি তদনুযায়ী কর্ম্ম করিলে না, আমিও তোমার নিবারণে সমর্থা হই নাই; তুমি যুদ্ধে নিহত হওয়ায় আমি পুত্রের সহিত হত হইলাম এবং রাজশ্রীও আমাকে পরিত্যাগ করিল।

ইতি ত্রয়োবিংশ সর্গ ॥ ২৩॥

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

তখন তারাকে সুগভীর শোকসাগরে নিমগ্না ও অশ্রুপ্রবাহ-সম্পন্না দেখিয়া বালীর সহোদর বলবান্ মনস্বী সুগ্রীব অসদৃশ ভ্রাতৃবধহেতু পরিতাপ করিতে লাগিলেন এবং নেত্রজলে অভিষিক্তা তারাকে ক্ষণমাত্র অবলোকন করিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে পরিতাপ করিতে করিতে ভৃত্যসমভিব্যাহারে শনৈঃশনৈঃ রামের নিকট গমন করিলেন। অনন্তর আশীবিষতুল্যবাণ ও ধনুর্দ্ধারী, সরল-স্বভাব, যশস্বি সুলক্ষণসুশোভিত রাঘবের নিকট উপনীত হইয়া বলিলেন, হে নরেন্দ্র! আপনি আমাকে রাজ্য দিবার নিমিত্ত যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহার উপায়স্বরূপ প্রত্যক্ষ এই কার্য্য আপনি করিলেন; কিন্তু আমার জীবিত অতি গর্হিতপ্রযুক্ত রাজ্যভোগে আমার মনঃ নিবৃত্ত হইয়াছে। রাম! বানররাজ বালী নিহত হওয়ায় ঐ রাজমহিষী তারা অতিশয় রোদনপরা ও রাজপুত্র অঙ্গদ জীবনে সংশয়াপন্ন হওয়াতে এবং রাজপুরস্থ জন সকল দুঃখসন্তপ্ত হইয়া নিরতিশয় ক্রন্দন করাতে আমার মনঃ রাজ্যভোগে বিরত হইয়াছে। পূর্ব্বে আমার প্রতি জ্যেষ্ঠকৃত অত্যন্ত পরাভবহেতু আমার ক্রোধ ও অসহিষ্ণুতাপ্রযুক্ত ভ্রাতৃবধ আমার অভিমত হইয়াছিল; কিন্তু ইদানী হরিযূথপতি সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিহত হওয়াতে আমি সাতিশয় অনুতাপিত হইতেছি। এক্ষণে যে কোন প্রকারে স্বজাতীয় বৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করতঃ সেই শৈলপ্রবর ঋষ্যমূকেই চির বাস করা আমার শ্রেয়; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বিনাশ করিয়া স্বর্গ লাভও আমার পক্ষে শ্রেয় নহে, ইহা বিবেচনা করিতেছি। সেই মতিমান্ মহাত্মা যে আমাকে বলিতেন "আমি তোমাকে হনন করিতে ইচ্ছা করি না, তুমি এখান হইতে অন্যত্র গমন কর" তাঁহার ঐরূপ কথা তাঁহারই অনুরূপ হইয়াছিল এবং আমার এই কর্ম্ম ও বাক্য আমারই অনুরূপ হইয়াছে। রাম! কোন ভ্রাতা কামনার বশতাপন্ন হইলেও রাজ্যভোগজনিত সুখ এবং ভ্রাতৃবধজনিত দুঃখ এ উভয়ের শুভাশুভ তারতম্য বিচার করিয়া মহাগুণসম্পন্ন ভ্রাতার প্রাণ বিনাশ কারণে কি প্রকারে অভিরুচি করিতে পারে? পাছে তাঁহার মাহাত্ম্য ব্যতিক্রম হয়, অর্থাৎ 'বালী অনুচিত কর্ম্ম করিয়াছে' লোকে এইরূপ অযশঃ প্রসঙ্গ করে, এজন্য আমারে বিনাশ করিতে তাঁহার মতি হয় নাই; কিন্তু আমার বুদ্ধির অপকৃষ্টতাপ্রযুক্ত তাঁহার প্রাণ বিনাশ করণে আমার মতির ব্যতিক্রম হইয়াছিল। আমি বৃক্ষশাখা ভগ্ন করিয়া মুহূর্ত্ত কাল চিৎকার করিয়া দৌরাত্ম্য প্রকাশ করিলে, তি আমাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিতেন, 'তুম এরূপ কর্ম্ম আর করিও না' তিনি ভ্রাতৃভাব, আর্য্যভাব এবং

ধর্ম্মভাব রক্ষা করিতেন, আমি ক্রোধভাব, কামভাব এবং বানরভাব প্রদর্শন করিলাম। হে বয়স্য! যেমন ইন্দ্র, ত্বষ্টৃসন্তান বিশ্বরূপকে বিনাশ করিয়া পাপভাজন হইয়াছিলেন, সেইরূপ আমি ভ্রাতৃ বধ করিয়া অচিন্তনীয়, পরিবর্জ্জনীয়, অনভিলষণীয়, অদর্শনীয় পাপগ্রস্ত হইলাম ইন্দ্রের পাপ পৃথিবী, জল, বৃক্ষ এবং স্ত্রীগণ, অভিলাষানুসারে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু এই বানরের পাপ, কে সহ্য করিতে পারিবে এবং কেই বা এই পাপ প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিবে? হে রঘুনন্দন! আমি কুলনাশক অধর্ম্মযুক্ত কর্ম্ম করিয়া প্রজাদিগের সম্মানভাজন হইবার যোগ্য কি, যৌবরাজ্য পাইবারও যোগ্য নহি, রাজ্য প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা কি? সুতরাং সর্ব্ব প্রকারেই আমি রাজ্যভোগের উপযুক্ত নহি। আমি লোকনিন্দিত লোকাপকারক অত্যন্ত পাপ করিয়াছি; এপ্রযুক্ত, যেমন বৃষ্টির জলবেগ নিম্ন প্রদেশে গমন করে, সেইরূপ মহান্ শোক আমাতে প্রবর্ত্তিত হইতেছে। যেমন মত্ত হস্তী নদীকূল অভিহত করে, সেইরূপ মৎকৃত সহোদরবধরূপ অর্দ্ধ শরীর ও সন্তাপরূপ শুণ্ড, চক্ষু, মস্তক ও দন্তযুক্ত অপরার্দ্ধ শরীরবিশিষ্ট বর্দ্ধনশীল হস্তী আমাকে অভিহত করিতেছে। হে রঘুনন্দন! যেমন বিবর্ণ সুবর্ণ অগ্নিতে তপ্যমান হইলে তাহার মল সকল নিবৃত্ত অর্থাৎ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আমার হৃদয়ে অবিষহ্য এমন বলবৎ সন্তাপ নিহিত হইয়াছে যে, তাহাতে আমার পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সাধুচরিত্র নিবৃত্ত হইতেছে; কারণ, কোন বলবৎ বস্তুর নিকটে সামান্য বস্তু থাকিতে পারে না। আমার নিমিত্ত এই অঙ্গদের শোক সন্তাপ যেরূপ হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, এই মহাবল বানরকুলের অর্দ্ধপ্রাণ অবশিষ্ট রহিয়াছে। হে বীর! অঙ্গদের সদৃশ সুলভ্য, সুজন ও সুবশ্য সুপুত্র কোথায় প্রাপ্ত হওয়া যায়? আর যে প্রদেশে সহোদরসন্নিকর্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায়, এমন প্রদেশও বা কোথায়? আমার নিশ্চয় জ্ঞান হইতেছে, বীরপ্রবর অঙ্গদ অদ্য জীবিত থাকিবে না এবং মাতার জীবন পুত্রের প্রতি স্নেহনিবন্ধন তাহার প্রতিপালনার্থই রক্ষিত হয়, অতএব সন্তাপার্ত্তা দীনা তারা পুত্রের জীবন ব্যতিরেকে কখনই জীবিত থাকিবেন না। হে মনুজেন্দ্রপুত্র! আমার অসত্ত্বেও আপনার সমস্ত কার্য্য সিদ্ধ হইবে; হে রাম! আমি কুলহন্তা অপরাধী, আপনি আমাকে অনুমতি করুন, আমি ভ্রাতা ও পুত্রের তুল্য গতি কামনা করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ করি, আপনার আজ্ঞানুসারে এই সকল বর্ত্তমান প্রধান প্রধান বীর বানরগণ সীতার অন্বেষণ করিবেন।

পরবীরহন্তা রঘুবীর রাম শোকার্ত্ত সুগ্রীবের ঐরূপ কথা শুনিয়া বাষ্পাকুলিতচিত্তে মুহূর্ত্তকাল বিমনা হইলেন। বিশ্বরক্ষক ক্ষমাবান্ রাম বিমনা হইয়া সেই সময়ে পুনঃপুনঃ ভূতল অবলোকন করিতেছিলেন; তৎকালে চারুনয়না কপিরাজপত্নী অদীনসত্ত্বা তারা ব্যসনমগ্না হইয়া রোদন করতঃ মৃত পতিকে আলিঙ্গন করিয়া শয়ন করিয়াছিলেন তাহাকে প্রধান প্রধান মন্ত্রী সকল উত্থাপন করিতেছিল; এমন সময়ে রাম সমুৎসুকনয়নে তারাকে ঐরূপ অবস্থাপন্না দেখিতে পাইলেন তারাও স্বামির নিকট হইতে আনীতা ও কম্পমানা হইয়া রামকে দেখিতে পাইলেন।

মৃগশাবকনয়না তারা অদৃষ্টপূর্ব্বপুরুষপ্রধান রামকে স্বতেজে সূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল ধনুর্ব্বাণধারী রাজলক্ষণসমন্বিত মনোহর লোচন বিশিষ্ট অবলোকন করিয়া 'ইনিই সেই কাকুৎস্থবংশোদ্ভব রাম' ইহা জানিতে পারিলেন। শোকার্ত্তা ব্যসনাপন্না আর্য্যা মানিনী তারা বিহ্বলা হইয়া ইন্দ্রসদৃশ দুষ্প্রাপ্য মহানুভাব রামের সমীপে দ্রুতবেগে গমন করিলেন। তখন তাঁহার শোকে শরীরভাব বিচলিত হইয়াছিল; তিনি রণে লব্ধলক্ষ্য বিশুদ্ধসত্ত্ব রামকে বলিতে লাগিলেন, হে বীর! তুমি দেশ কালের অপরিচ্ছেদ্য পরমাত্মস্বরূপ, অতএব তুমি যোগিদিগের দুর্জ্ঞেয় ও জিতেন্দ্রিয় এবং পুরুষোত্তমদিগের যে ধর্ম্ম, তোমাতে সেইরূপ ধর্ম্ম সকলই আছে; তোমার কীর্ত্তি অক্ষয়! তুমি বিচক্ষণ; তুমি ক্ষিতির ন্যায় ক্ষমাপন্ন

এবং সুলক্ষণসম্পন্ন পুরুষদিগের যেরূপ লোহিত চক্ষু হইয়া থাকে, সেইরূপ চক্ষু তোমার, তুমি মহাবলবান্ ও দৃঢ় শরীর; তুমি মনুষ্য দেহ ভোগ্য অভ্যুদয় পরিত্যাগ করিয়া দিব্য দেহ ভোগ্য অভ্যুদয় সংযুক্ত হইয়াছ; অতএব তুমি যে বাণদ্বারা আমার প্রিয় বালীকে নিহত করিয়াছ ধনুর্ব্বাণধারী হইয়া সেই বাণদ্বারা আমাকে বিনাশ কর; আমি নিহতা হইয়া পতির নিকটে গমন করি, কারণ, পরলোকে বালী আমা ব্যতিরেকে কাহারও সহিত ক্রীড়া করিবেন না। হে নির্ম্মল পদ্মপত্রলোচন! তিনি স্বর্গে গমন করিয়াছেন, কিন্তু সেখানে আমাকে দেখিতে না পাইয়া বিচিত্র বেশধারিণী তাম্রবর্ণ মুকুটাদি বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা নানাবিধ অপ্সরাগণের সহিতও ক্রীড়া করিবেন না। তুমি যেমন মনোরম গিরিবরের তটপ্রদেশে বিদেহরাজনন্দিনী ব্যতীত শোকার্ত্ত ও বিবর্ণ হইয়াছ, সেই প্রকার তিনি স্বর্গে আমা ব্যতীত শোকার্ত্ত ও বিবর্ণ হইবেন। যুবা পুরুষ, বনিতাবিহীন হইলে যে দুঃখ প্রাপ্ত হয়, তাহা তুমি সকলই অবগত হইয়াছ; অতএব বালী আমার অদর্শন জন্য দুঃখ প্রাপ্ত না হয়েন, তন্নিমিত্ত তুমি আমাকে নিহত কর। হে মহাত্মন্ মনুজেন্দ্রপুত্র! যদি তুমি এমন মনে কর যে, 'স্ত্রীবধ জন্য দোষ আমাতে অর্শিবে' তাহাতে 'এ তারা নহে, বালীর আত্মা' ইহা মনে করিয়া আমাকে বিনাশ কর, তাহা হইলে স্ত্রীবধজনিত দোষ তোমার হইবে না। শাস্ত্রানুসারে প্রকৃষ্টরূপে পতির সহিত পত্নীর যোগ এবং বিবিধ অভিধান আছে, আর বেদেও পত্নী পতি শরীরের অর্দ্ধভাগ বলিয়া কথিত হইয়াছে, এমতে পত্নী পুরুষের অভিন্নরূপ অতএব আমাকে বধ করিলে স্ত্রীবধ জন্য দোষ হইবে না। অধিকন্তু জ্ঞানবানদিগের মতে লোকে দারদানের তুল্য উত্তম দান আর দৃষ্ট হয় না; অতএব ধর্ম্মানুসারে তুমি আমাকে আমার প্রিয় উদ্দেশে দান করিবে, তাহাতে স্ত্রীবধ জন্য অধর্ম্ম তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। আমি আর্ত্তা, অনাথা এবং প্রিয় পতিসকাশ ব্যতিরিক্ত অন্য স্থানে উপনীতা হই নাই এবং মাতঙ্গের ন্যায় যদৃচ্ছাক্রমে গমন করিতেছি; আমি সেই ধীমান্ বানরশ্রেষ্ঠ উত্তম হেমমাল্যধারী পতি ব্যতীত কখনই জীবিত থাকিতে পারিব না, অতএব তুমি আমার জীবন বিনাশ কর।

বালিভার্য্যা তারা এইরূপ কহিলে, মহাত্মা বিভু তাহাকে আশ্বাস করিয়া এইরূপ হিতবাক্য বলিলেন, হে বীরভার্য্যে! তুমি শোকে চিত্ত নিবেশ করিও না, সমস্ত লোকই বিধাতাকর্ত্তৃক বিহিত হইয়াছে, সমস্ত লোককেই সুখ দুঃখে সংযুক্ত করিয়া বিধাতা সৃষ্ট করিয়াছেন, ইহা লোকসজ্জনেরা কহিয়াছেন। ত্রিভুবন মধ্যে কেহই বিহিত বিধানকে অতিক্রম করিতে পারে না, সকলেই বিধাতার বিধানের বশতাপন্ন। বালী তোমার সকাশে পরমা প্রীতি প্রাপ্ত হইবে, তোমার পুত্র যৌবরাজ্য লাভ করিবে, বিধাতা এইরূপ বিধান করিয়াছেন আর দেখ, বীরপত্নীগণ নিহত পতি নিমিত্ত পরিবেদনা করেন না।

বীরপত্নী সুবেশরূপা তারা শত্রুতাপন, প্রভাবশালী মহাত্মা রামকর্ত্তৃক আশ্বাসিতা হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে ক্ষান্ত হইলেন।

ইতি চতুর্বিংশ সর্গ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ সর্গ।

কাকুৎস্থ রাম লক্ষ্মণ তারা সুগ্রীব ও অঙ্গদের সমান শোকাপন্ন হইয়াছিলেন; রাম শোকার্ত্ত হইয়াও তারা, সুগ্রীব ও অঙ্গদকে সান্ত্বনা করিয়া বলিতে লাগিলেন. মৃতব্যক্তির নিমিত্ত বাষ্পমোক্ষণরূপ যে কার্য্য অনুষ্ঠেয়, তাহা তোমরা করিলে, পরন্তু শোক তাপ করিলে মৃতব্যক্তির শ্রেয় হয় না, অতএব এক্ষণে ঊর্দ্ধদেহিক কার্য্য যাহা করিতে হয়, তাহা করিতে তোমরা সত্বর হও, কারণ, যথাকালে কর্ত্তব্য কোন কর্ম্ম উত্তরকালে অনুষ্ঠিত হইলে তাহা প্রশস্ত হয় না। দেখ, জগতে নিয়তি অর্থাৎ অদৃষ্টই সকল ঘটনার কারণ নিয়তিই সকল প্রাণির কার্য্য নিয়োগ করেন এবং নিয়তিই সমুদায় কর্ম্মের সাধন। কেহ কোন

র্ম্মের কর্ত্তা নহে, প্রযোজকও নহে; সমস্ত লোক ব্যবহার স্বভাবাধীন অর্থাৎ নিয়তিসাপেক্ষ হইয়াই প্রবৃত্ত হয়, পরন্তু কালকে আশ্রয় করিয়াই সেই স্বভাব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। কালাত্মক ভগবান্ কালকে অতিক্রম করিতে পারেন না, তিনিও পরিহীন হয়েন না এবং অদৃষ্টকে অতিক্রম করিতে কেহই সমর্থ হয়েন না। কালের বন্ধুতা নাই, তাহার কেহ কারণ নাই, কোন পরাক্রমই তাঁহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয় না, এবং তাহার মিত্র কি জ্ঞাতি কোন সম্বন্ধী নাই তিনি আপনার বশতাপন্ন নহেন, এমতে সাধুদর্শী বিবেকী ব্যক্তি "সুখ দুঃখাদি ও ধর্ম্মার্থকাম সমস্তই স্বকর্ম্ম জন্য অদৃষ্টাধীনই সম্পাদিত হইয়া থাকে" ইহা বোধ করিবেন; অতএব বালী সাম দানজনিত অর্জ্জিত ঐশ্বর্য্যদ্বারা পবিত্র কর্ম্মফল ও স্বকীয় প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই মহাত্মা বালী পূর্ব্বে স্বধর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা স্বর্গ জয় করিয়াছিলেন, এক্ষণে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। হরিযূথপতি বালী কালকৃত ব্যবস্থানুসারে শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করিয়াছেন, অতএব তাঁহার নিমিত্ত পরিতাপ করা বৃথা, এক্ষণে যথোচিত সময়ে তাঁহার অন্তিমক্রিয়া সম্পাদন কর।

রামের বাক্যাবসানে পরবীরহন্তা লক্ষ্মণ শোকার্ত্ত সুগ্রীবকে বিনীত বাক্যে বলিলেন, সুগ্রীব! তুমি তারা ও অঙ্গদকে লইয়া বালীর দাহাদি অন্তিমকার্য্য সম্পাদন কর। তাহার সংস্কার নিমিত্ত বহুল শুষ্ক কাষ্ঠ ও দিব্য চন্দনকাষ্ঠ আনয়ন নিমিত্ত আদেশ কর! এইক্ষণে ঐ রাজপুরী তোমার অধীন, অতএব দীনচিত্ত অঙ্গদকে প্রবোধদ্বারা আশ্বাসিত কর, শোকাহতচিত্ত হইয়া অজ্ঞানব্যক্তির ন্যায় আচরণ করা তোমার উচিত নহে। অঙ্গদ বিবিধ বস্ত্র মাল্য গন্ধ ঘৃত তৈল ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল আনয়ন করুন্।— অহে তার! তুমি শীঘ্র শিবিকা লইয়া আইস, বিশেষতঃ এক্ষণে কালবিলম্ব করা উচিত নহে। যাহারা শিবিবাবহনে উপযুক্ত, বলবান্ ও সমর্থ এরূপ বানর সকল সজ্জীভূত হইক্।

ভ্রাতৃসমীপস্থিত সুমিত্রানন্দন এইরূপ বলিলে, তার নামক সচিব, লক্ষ্মণের বাক্য শুনিয়া সত্বরচিত্তে শিবিকানিমিত্ত পর্ব্বতগুহা প্রবেশ করিয়া শিবিকাবহন যোগ্য শূর বানরগণের দ্বারা শিবিকা উদ্বাহিত করাইয়া আনয়নপূর্ব্বক প্রত্যাগমন করিল। সেই শিবিকা পক্ষী, বৃক্ষলতাদি, প্রভৃতি বিবিধ আকৃতি দ্বারা চিত্রিত, জালসদৃশ বাতায়নে সমন্বিত শিল্পনিপুণ ব্যক্তিগণকর্ত্তৃক উত্তমরূপে কাষ্ঠ প্রস্তরদ্বারা নির্ম্মিত, বিচিত্র কারুকার্য্যে পরিষ্কৃত, উত্তম আভরণ, হার ও বিচিত্র মাল্যে উপশোভিত, ছুষ্প্রবেশ্য পঞ্জরাবৃত, সুচারু কারুকার্য্যহেতু উজ্জ্বলিত পুষ্পাদিতে সমাচ্ছাদিত, তরুণ সূর্য্যসবর্ণ দীপ্যমান পদ্মমালাসমূহে পরিবৃত, তন্মধ্যে রাজোপযুক্ত বিস্তৃত মহৎ আসনে সংযুক্ত দিব্য ও বিশাল ছিল।

রাম এতাদৃশ শিবিকা দেখিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, ভ্রাতঃ! বালীকে শীঘ্র দহন স্থানে আনয়নপূর্ব্বক তাহার অন্ত্যেষ্টি কর্ম্ম করাইবার নিমিত্ত উদ্‌যোগ কর। অনন্তর, অঙ্গদের সহিত সুগ্রীব রোদন করিতে করিতে গত-জীবিত বালীকে বিবিধ, অলঙ্কার বস্ত্র ও মাল্য দ্বারা ভূষিত ও উত্তোলন করিয়া শিবিকায় আরোপিত করিলেন। তখন প্লবগপতি রাজা সুগ্রীব কহিলেন, "আর্য্যভ্রাতার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া নদীকূলে সম্পাদন করিতে হইবে, অতএব বানরেরা অগ্রে অগ্রে নানাবিধ রত্ন বিতরণ করিতে করিতে গমন করুক্, তৎপশ্চাৎ শিবিকা যাউক। পৃথিবীমধ্যে রাজার যাদৃশ সম্পত্তি দৃষ্ট হইতেছে বানরদিগের তদনুসারে তাঁহার সৎকার কর্ত্তব্য।" বালীর ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া তাঁহার ঐশ্বর্য্যমতই সম্পাদিত হইতে আরম্ভ হইল। হতবান্ধব তারাপ্রভৃতি বানরী ও বানর সকল অঙ্গদকে আলিঙ্গন করতঃ সঙ্গে হইয়া রোদন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিল। বালীর অনুগত বানরী সকল 'হা বীর! হা বীর!' বলিয়া চীৎকার শব্দে রোদন করিতে লাগিল। বানর সকল প্রিয় বালীর নিমিত্ত পুনঃপুন ক্রন্দন করিতে লা . .। তারাপ্রভৃতি বানরী সকল হতবান্ধব হইয়া করুণস্বরে রোদন করিতে করিতে পতির অনুগমন করি

লাগিল। বনমধ্যে সেই সকল বানরীরা রোদন করিতে থাকিলে, বোধ হইল যেন চতুর্দ্দিকস্থ বন ও পর্ব্বত সকল রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইল। বনচারী বহুল বানরগণ গিরিসন্নিহিত নদীতটে জলসংবৃত বিবিক্ত স্থানে চিতা প্রস্তুত করিল। শোকাপন্ন শিবিকাবাহক উৎকৃষ্ট বানর সকল নির্জ্জন স্থানে উপস্থিত হইয়া স্কন্ধ হইতে শিবিকা অবতরণ করিয়া অবস্থিত হইল। অনন্তর তারা, পতিকে শিবিকামধ্যশায়ী দেখিয়া সুদুঃখিতান্তঃকরণে স্বকীয় ক্রোড়ে তাঁহার মস্তক রাখিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, হা বানরাধিপতি মহারাজ! হা নাথ! হা মদীয় প্রীতিভাজন! হা মহার্হ! হা মহাবাহো! হা মদীয় প্রিয়বল্লভ! তুমি আমাকে নিরীক্ষণ কর; এই অধীনা শে[illegible]রিপীড়িতা হইয়াছে, ইহার প্রতি কেন দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছ না? হে [illegible]নপ্রদ! তুমি গতাসু হওয়াতেও অস্তাচলাব[illegible]স্থি সূর্য্যসমবর্ণ তোমার মুখ জীবিত ব্যক্তির [illegible]য় হর্ষান্বিত দেখিতেছি। হে বানরেন্দ্র! [illegible]লই রামরূপে তোমাকে কর্ষণ করিলেন, তিনি রণে এক বাণেই সকলকে বিধবা করিলেন। হে রাজেন্দ্র! তোমার সেই এই বানরী [illegible]কল দ্রুতগতিক্রমে পদদ্বারা দূর পথে এখানে [illegible]সিয়াছে, তুমি তাহাদিগকে কি কারণে [illegible]নিতে পারিতেছ না? হে প্লবগনাথ! [illegible]তোমার এই সকল চন্দ্রনিভাননা প্রিয় ভার্য্যা[illegible]দিগকে এবং সুগ্রীবকে এক্ষণে তুমি কি কারণে নিরীক্ষণ করিতেছ না? হে রাজন্! তোমার তার-প্রভৃতি সচিবগণ এবং পুরবাসী জনসকল বিষণ্ণ হইয়া তোমাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন [illegible]হ শত্রুদমন! তুমি পূর্ব্বের মত এই সচিব[illegible]গকে বিদায় করিয়া দাও, তোমার অপরাপর [illegible]র্য্যা ও আমি, আমরা সকলে এই বনে [illegible]নোন্মত্তা হইয়া ক্রীড়া করি।

তারা ঐরূপ বিলাপ করিতে থাকিলে, [illegible]কার্ত্ত অন্য বানরী সকল তাঁহাকে উত্থাপিত [illegible]রিল। সুগ্রীবের সহিত অঙ্গদ শোকে অভি[illegible]ত হইয়া রোদন করিতে করিতে পিতাকে [illegible]তায় আরোহণ করাইলেন। অনন্তর, অঙ্গদ ব্যাকুলচিত্ত হইয়া মৃত পিতাকে বিধিপূর্ব্বক অগ্নি প্রদান করতঃ দগ্ধ চিতা পরিক্রমণ করিলেন। এইরূপে বালীর অন্তিম সংস্কার করিয়া বানরপ্রধানদিগের সহিত একত্র হইয়া উদকক্রিয়া করিবার নিমিত্ত উত্তম জলসম্পন্না শুভ নদীতে আগমন করিলেন। তদনন্তর সুগ্রীব, তারা ও অন্যান্য বানরপ্রবর সকল অঙ্গদকে অগ্রে করিয়া জলপ্রাদানিক ক্রিয়া সম্পাদন করি[illegible] হাবলশালী রঘুনন্দন, দীনভাবাপন্ন সুগ্রীবের সহিত সমান শোকাপন্ন ও দীনভাবে আক্রান্ত হইয়া বালীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন করাইলেন। অনন্তর, সুগ্রীব পৌরুষসম্পন্ন বালীকে অগ্নি সংস্কৃত করিয়া প্রদীপ্তাগ্নিতুল্য তেজস্বী রাম ও লক্ষ্মণের সমীপে উপনীত হইলেন।

ইতি পঞ্চবিংশতি সর্গ॥ ২৫॥

ষড়্‌বিংশতি সর্গ।

তদনন্তর, প্রধান শাখামৃগগণ শোকাগ্নিসন্তপ্ত, আর্দ্রবসনপরিধায়ী সুগ্রীবকে পরিবেষ্টন করিয়া সমীপে উপবেশন করিল। অনন্তর, তাহারা সকলে ব্রহ্মার সমীপে ঋষিগণের ন্যায়, অক্লিষ্টকর্ম্মা মহাবাহু রামের সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া অবস্থিত হইল। পরে কাঞ্চনশৈলপ্রভাসম্পন্ন, তরুণসূর্য্যসঙ্কাশ মুখশ্রীসমন্বিত, পবনপুত্র হনুমান্ কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন, হে প্রভু কাকুৎস্থ! এই পিতৃপিতামহ সম্বন্ধীয় মহৎরাজ্য, যাহা বিশাল দন্তবিশিষ্ট মহাত্মা বানরদিগেরও দুষ্প্রাপ্য, তাহা আপনার প্রসাদে লব্ধ হইল। এইক্ষণে সুহৃদ্‌গণের সহিত সুগ্রীব আপনার অনুজ্ঞা লইয়া শুভ নগরে প্রবেশপূর্ব্বক সমুদায় রাজকার্য্য বিধান করিবেন, উনি যথাবিধি স্নাত হইয়া ওষধি, বিবিধ গন্ধ, মাল্য ও রত্নদ্বারা আপনাকে বিশেষরূপে পূজা করিবেন। আপনি ঐ মনোরম্য গিরিগুহাতে গমন করুন, বানরদিগের উপর প্রভুত্ব করিয়া তাহাদিগকে হর্ষিত করুন্।

হনুমান্, বীর শত্রুহন্তা রঘুনন্দন রামকে

ঐরূপ কহিলে বাক্যকোবিদ বুদ্ধিমান্ রাম হনুমান্‌কে কহিলেন, হে সৌম্য হনুমন্! পিতার আজ্ঞানুসারে আমি চতুর্দ্দশ বৎসর কোন গ্রামে কি নগরে প্রবেশ করিব না। বানরশ্রেষ্ঠ বীর সুগ্রীব সুসমৃদ্ধিসম্পন্ন দিব্য গুহাতে প্রবিষ্ট হইয়া অবিলম্বে রাজ্যে অভিষিক্ত হউন। ইহা কহিয়া সুগ্রীবকে কহিলেন, সুগ্রীব! তুমি নীতিজ্ঞ, অতএব সদ্‌বৃত্ত উদার বল বিক্রম, বীর অঙ্গদকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত কর; জ্যেষ্ঠের জ্যেষ্ঠপুত্র তাহার তুল্য বিক্রমসম্পন্ন অদীনাত্মা অঙ্গদ যৌবরাজ্যের উপযুক্ত পাত্র! জলবর্ষণকাল চারিমাস বর্ষাকাল বলিয়া উক্ত হয়, তাহার এই প্রথম শ্রাবণ মাস প্রবৃত্ত, হে সৌম্য! এক্ষণে আমাদিগের সীতার উদ্ধার নিমিত্ত উদ্যোগের সময় নহে, অতএব তুমি এসময়ে পুরীপ্রবেশ কর, আমিও লক্ষ্মণের সহিত এই পর্ব্বতে বাস করি। এই গিরিগুহা প্রশস্ত ও মনোহর, ইহাতে বায়ুর গমনাগমন হইয়া থাকে, এস্থানে সমীপবর্ত্তী প্রভূত জলসম্পন্ন প্রচুর কমলোৎপলের জলাশয় আছে, অতএব এস্থানে আমাদিগের বাস সুখজনক হইবে। হে সৌম্য! বর্ষা নিবৃত্তি হইলে কার্ত্তিক মাসে রাবণ বধের নিমিত্ত তুমি উদ্যোগী হইবে, এক্ষণে তাহার সময় নয়, অতএব তুমি এক্ষণে নিজালয়ে গমনপূর্ব্বক রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া সুহৃদ্‌দিগকে আনন্দিত কর।

বানরেন্দ্র সুগ্রীব রামকর্তৃক ঐরূপ অনুজ্ঞাত হইয়া বালিপালিত মনোরম্য কিষ্কিন্ধ্যাপুরীতে প্রবেশ করিলেন। সহস্র সহস্র বানর, বানরপতি সুগ্রীবকে পরিবেষ্টন করিয়া পুরী প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর, প্রজা সকল সমাহিত ও বসুধাতলে পতিত হইয়া অবনত মস্তকে বানরেশ্বর সুগ্রীবকে প্রণাম করিল। মহাবল বীর্য্যবান্ সুগ্রীব সেই সমস্ত প্রকৃতিবর্গকে সম্ভাষণপূর্ব্বক উত্থাপিত করিয়া ভ্রাতার মনোরম অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর, যেমন দেবগণ দেবরাজকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, সেই প্রকার সুহৃদ্‌গণ পুর প্রবিষ্ট ভীমবিক্রম বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবকে রাজ্যাভিষিক্ত করিল। স্বর্ণপরিষ্কৃত পাণ্ডুর বর্ণ ছত্র, সুবর্ণদণ্ডযুক্ত যশস্কর মূল্যবান ব্যজনদ্বয়, সর্ব্ব প্রকার রত্ন, সর্ব্বৌষধি, বটবৃক্ষের অধঃস্থলের জটা ও পুষ্প, বহুমূল্য বস্ত্র, শ্বেত অনুলেপন, সুগন্ধি মাল্য সকল, স্থলপদ্ম ও জলপদ্ম, দিব্য চন্দন, নানাবিধ বহুল গন্ধদ্রব্য, অক্ষত, কাঞ্চন, প্রিয়ঙ্গু, মধু, ঘৃত, দধি, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, মূল্যবান উপানহদ্বয়, এই সকল দ্রব্য অভিষেক নিমিত্ত আহৃত হইল। প্রশংসনীয় ষোড়শ জন কন্যা হর্ষান্বিত হইয়া অনুলেপন দ্রব্য গোরোচনা ও মনঃশিলা লইয়া সেই স্থলে আগমন করিল। অনন্তর, বানরপ্রবর সুগ্রীবের অভিষেক নিমিত্ত রত্ন, বস্ত্র ও বিবিধ ভক্ষ্যদ্রব্যদ্বারা দ্বিজবরদিগকে পরিতুষ্ট করা হইল এবং মন্ত্রজ্ঞ জনেরা কুশাস্তীর্ণ জ্বলন্ত অগ্নিতে মন্ত্রপূত হবিঃ দ্বারা আহুতি প্রদান করিল। অনন্তর, গজ গবাক্ষ, গবয়, শরভ, গন্ধমাদন, মৈন্দ, দ্বিবিদ হনুমান্ ও জাম্ববান্, এই সকল বানরপ্রবর সুগ্রীবকে মনোহর চিত্রিত মাল্য শোভিত প্রাসাদ শিখরোপরি উত্তম আস্তরণাবৃত মহা পরিষ্কৃত আসনে মন্ত্র প্রয়োগপূর্ব্বক বিধিবৎ পূর্ব্বমুখে উপবেশন করাইয়া চতুর্দ্দিক্ স্থিত সমস্ত নদ নদী ও সাগর হইতে আনীত বিমল জলদ্বারা কনক কুম্ভ ও বৃষশৃঙ্গপূর্ণ করতঃ মহর্ষি বিহিত শাস্ত্র দৃষ্টিপূর্ব্বক সেই সকল সুগন্ধি তীর্থজলদ্বারা বসুগণকর্তৃক বাসবের অভিষেকের ন্যায়, অভিষেক করিল। সুগ্রীব রাজ্যে অভিষিক্ত হইলে শত সহস্র মহা তেজস্বী বানরপ্রবর হর্ষাবিষ্ট হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল। বানরাধিপতি সুগ্রীব রামের আদেশানুসারে অঙ্গদকে আলিঙ্গন করিয়া যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। অঙ্গদ যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলে মহাত্মা বানর সকল সুগ্রীবকে 'সাধু সাধু' বলিয়া নিনাদপূর্ব্বক প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সুগ্রীব ও অঙ্গদ কিষ্কিন্ধ্যা তাদৃশরূপে অবস্থিত হইলে সকলেই মহাত্মা রাম ও লক্ষ্মণের প্রতি প্রীত হইয়া সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন গিরিগহ্বরস্থিত কিষ্কিন্ধ্যা নগরী হৃষ্টপুষ্ট জনসমূহে সমাকীর্ণ ধ্বজপতাকায় সুশোভিত হইয়া

মনোরম্য হইল! বীর্য্যবান্ কপিবাহিনীপতি সুগ্রীব মহাত্মা রামকে আপন অভিষেকের বিষয় বিজ্ঞাপন করতঃ ভার্য্যা রুমাকে লাভ করিয়া ত্রিদশনাথ ইন্দ্রের ন্যায় রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন।

ইতি ষড়্বিংশ সর্গ॥ ২৬॥

সপ্তবিংশ সর্গ।

সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যে অভিষিক্ত ও বানর সকল নিজ নিজ গুহায় প্রবিষ্ট হইলে, রঘুনন্দন রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত প্রস্রবণ নামক পর্ব্বতে আগমন করিলেন। অনন্তর, রাম মৃগ ও শার্দ্দূলসমূহে শব্দিত, ভীষণ শব্দকারী সিংহগণ দ্বারা পরিবৃত, ঋক্ষ, বানর, গোপুচ্ছ ও মার্জ্জার প্রভৃতি পশু সকলে নিষেবিত, নানাবিধ গুল্ম ও লতাজালে সমাচ্ছাদিত, বহুল পাদপসমাকুল, মেঘরাশি সদৃশ, নিত্য পবিত্রকর সেই শৈলমধ্যে আগমন করিয়া তথায় অবস্থিতি করিবার নিমিত্ত তাহার শিখরে অতি বিস্তৃত এক গুহা অবলম্বন করিলেন।

পরে অনঘ রঘুনন্দন রাম সুগ্রীবের সহিত সঙ্গীকার করিয়া বিনীত ভ্রাতা লক্ষ্মীবর্দ্ধন লক্ষ্মণকে তৎকালোচিত এইরূপ মহৎ বাক্য বলিলেন যে, হে সুমিত্রানন্দন! এই গিরিগুহা পরম রমণীয়, বিস্তৃত এবং ইহাতে বিশুদ্ধ বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে, অতএব বর্ষা কয়েক মাস এই স্থানে অবস্থিতি করিব। এই গিরিশিখর অতি উৎকৃষ্ট ও আনন্দজনক; ইহার কোন কোন স্থান শ্বেত, কৃষ্ণ ও তাম্রবর্ণ শিলা দ্বারা সুশোভিত, কোন স্থান নানাবিধ ধাতু দ্বারা পরিব্যাপ্ত, কোন স্থান বিবিধ বৃক্ষষণ্ড ও মনোহর চিত্রিত লতাজালে সমাচ্ছাদিত, কোন স্থান নদীজাত শব্দসমন্বিত, কোন স্থান বিবিধ বিহঙ্গগণ দ্বারা শব্দিত, কোন স্থান ময়ূর রবে নিনাদিত, কোন কোন স্থান পুষ্পিত মালতী, কুন্দ, গুল্ম, সিন্দুবার শিরীষ, কদম্ব, অর্জ্জুন ও সর্জ্জ প্রভৃতি বৃক্ষসমূহে সুশোভিত রহিয়াছে। হে নৃপনন্দন! এই যে প্রফুল্ল পঙ্কজরাজি বিরাজিত রমণীয় সরোবর দেখিতেছ, জল বৃদ্ধি হইলে ইহা আমাদিগের গুহার সমীপবর্ত্তি হইবে। আর এই গুহা পূর্ব্বোত্তর ভাগে অবনত এবং পশ্চাৎভাগে উন্নত থাকায় বাসের অতিশয় সুখকর হইবে, যেহেতু ইহাতে বর্ষাকালের বায়ুর সমাগম হইবে না। এই গুহাদ্বারে বিদলিত অঞ্জনরাশি সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ আয়ত সলিলের ন্যায় স্নিগ্ধ ও নির্ম্মল যে, এক খণ্ড শিলা রহিয়াছে, ইহা আমাদিগের উপবেশনের উপযোগী হইবে।

হে বৎস! দেখ এই শৈলশৃঙ্গ উত্তরভাগে বিদলিত অঞ্জনাকার অম্বুদের ন্যায় উদিত হইয়াছে এবং দক্ষিণভাগে নানা ধাতুবিরাজিত কৈলাসশিখর সদৃশ শ্বেতবর্ণ অম্বরের ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছে। আরও দেখ গুহারঅগ্রভাগে ত্রিকূটশিখরস্থিতা জাহ্নবীর ন্যায় সুনির্ম্মল প্রাচীনবাহিনী নদী চন্দন, তিলক, শাল, তমাল, অতিমুক্তক, পদ্মক, শরল ও জলবেতস, তিমির, বকুল, কেতক, হিন্তাল, তিনিশ, নীপ, বেতস, কৃতমালক, অশোক প্রভৃতি বৃক্ষশ্রেণীদ্বারা সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে। নানা রূপ পঙ্কজরাজিদ্বারা বিরাজিত হইয়া, বসন ও আভরণাদি অলঙ্কারসমূহে অলঙ্কৃতা প্রমদার ন্যায়, ইতস্ততঃ দীপ্তি পাইতেছে। শত শত বিহঙ্গগণের বিবিধ ধ্বনিদ্বারা নিনাদিতা, পরস্পর অনুরক্ত চক্রবাকনিচয়ে সুশোভিতা, পরম রমণীয়া পুলিনসমন্বিতা, হংস ও ও সারস সকলে নিষেবিতা এবং নানা রত্নে বিভূষিতা হইয়া ইহা এরূপ প্রতিভা পাইতেছে, বোধ হয়, যেন হাস্য করিতেছে। ইহা কোন স্থানে নীলোৎপলদ্বারা ও কোন স্থানে রক্তোৎপলদ্বারা সমাচ্ছন্না হইয়া দীপ্তি পাইতেছে, কোন স্থানে বা শুক্লবর্ণ দিব্য কুসুমমুকুলদ্বারা আবৃত হইয়া প্রতিভাত হইতেছে। অপিচ, এই শুভদর্শনা নদী শত শত পারিপ্লব পক্ষসমন্বিতা, বর্হি ও ক্রৌঞ্চরবে নিনাদিতা এবং মুনিসমূহে নিষেবিতা হইয়া অধিকতর সুশোভিত হইয়াছে।

লক্ষ্মণ! দেখ, এই মনোহর চন্দন ও

চকুভ বৃক্ষশ্রেণী সকল মনের অভিলাষ মতই প্রকাশিত হইয়া দৃষ্ট হইতেছে। হে অরি-দমন! এই স্থান অতি আশ্চর্য্যজনক ও পরম রমণীয়; অতএব এই স্থানে আমরা সুখে অবস্থিতি করতঃ দৃঢ়রূপে ক্রীড়া করিব। আর সুগ্রীবের পুরী বিচিত্র কাননসমন্বিতা মনোহরা সেই কিষ্কিন্ধ্যাও ইহার নিকটবর্ত্তিনী হইবে। হে বিজয়িশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে কপিবর সুগ্রীব ভার্য্যা, রাজ্য মহতী সম্পত্তি লাভ করতঃ সুহৃদ্বর্গে পরিবৃত হইয়া নিত্য আনন্দ লাভ করিতেছে; কেন না, মৃদঙ্গ ও ডম্বর বাদ্যের সহিত গীতকারী বানরগণের গীত ও বাদিত্র শব্দ শ্রুত হইতেছে।

রঘুনন্দন রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত সেই বহুল সুদৃশ্য গুহা ও কুঞ্জসমন্বিত প্রস্রবণ নামক পর্ব্বতে বাস করিলেন। পরন্তু অতিশয় সুখ-সাধন বহু দ্রব্যসমন্বিত সেই ধরণীধর পর্ব্বতে বাস করিয়া, প্রাণাপেক্ষা গরীয়সী রাবণকর্তৃক অপহৃতা ভার্য্যা সীতাকে স্মরণ করতঃ, বিশেষতঃ উদয়াচলে সমুদিত শশাঙ্ক দর্শন করিয়া কিঞ্চিন্মাত্রও সুখী হইলেন না; এমন কি, নিশাকালে শয়ন করিলে, সীতাবিরহ জন্য শোকসমুদ্ভূত বাষ্পদ্বারা চিত্ত উপহত হওয়ায় নিদ্রা তাঁহার নয়নে আবির্ভূত হইত না।

সর্ব্বদা শোকপরায়ণ কাকুৎস্থ রাম এইরূপে শোক করিতে থাকিলে, সমদুঃখভাগী ভ্রাতা লক্ষ্মণ অনুনয়পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন যে, হে বীর! আপনি বৃথা ব্যথিত হইবেন না এবং শোক করাও আপনার উচিত হইতেছে না; আপনার ইহা বিদিত আছে যে, পুরুষ শোকার্ত্ত হইলে তাহার সমস্ত অর্থই অবসন্ন হয়। হে রঘুনন্দন! আপনি ক্রিয়াবান্, দেবপরায়ণ, আস্তিক, ধর্ম্মশীল ও ব্যবসায়ী হইয়া এক্ষণে শোকনিবন্ধন এরূপ উদ্যমবিহীন হইলে, বিক্রম বিষয়ে জিহ্মকারী সেই শত্রু রাক্ষস রাবণকে সমরে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইবেন না; বরং আপনি সর্ব্বতো-ভাবে শোক উন্মূলিত করিয়া স্বীয় ব্যবসায় স্থিরীকৃত করুন, তাহা হইলেই সেই রাক্ষসকে সপরিবারে বিনাশ করিতে পারিবেন। রাবণের কথা দূরে থাকুক্, আপনি সাগর, কানন ও পর্ব্বতসমন্বিতা বসুন্ধরাকেও অধরীকৃত করিতে পারেন। যাহা হউক, এক্ষণে এই প্রাবৃট্‌কাল সমাগত; শরৎকাল প্রতীক্ষা করুন্, তাহা হইলেই রাষ্ট্র ও বান্ধব-বর্গের সহিত সেই রাবণকে বধ করিতে পারি-বেন। পরন্তু যেমন হোমকালে প্রদীপ্ত আহুতি প্রদান করিলে ভস্মাচ্ছাদিত অনল প্রজ্বলিত হয়, তদ্রূপ আমি এতাদৃশ বীররসো-দ্দীপক বাক্যদ্বারা আপনার প্রসুপ্ত বীর্য্য প্রতি-বোধিত করিতেছি।

রঘুনন্দন রাম লক্ষ্মণের কথিত মঙ্গলকর ও হিতজনক সেই বাক্য সম্মানিত করিয়া প্রিয়তর বয়স্য লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলেন যে লক্ষ্মণ! অমোঘ বিক্রমসম্পন্ন, অনুরক্ত, বয়স্য ও হিতকারী ব্যক্তির যাহা বক্তব্য, তুমি তাহা বলিলে; অতএব আমি সর্ব্ব কার্য্যাবসাদক এই শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক বিক্রমে অপ্রতিহত তেজকে প্রকৃষ্টরূপে উৎসাহিত করিতে লাগি-লাম এবং তোমার বাক্যের বশবর্ত্তী হইয়া সুগ্রীবের চিত্তসৌমনস্য ও নদী সকলের স্বচ্ছো-দকতারূপ প্রসন্নতা পালন করতঃ শরৎকাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। বোধ হয় তৎকালে সুগ্রীব আমার সাহায্য করিবেন কেন না, বীর পুরুষেরা উপকৃত হইলে অবশ্য প্রত্যুপকার করিয়া থাকে, যদ্যপি তাহারা অকৃতজ্ঞ হইয়া প্রত্যুপকার না করে, তাহা হইলে সাধুদিগের চিত্ত কখনই আর তদ্বিষয়ে প্রবর্ত্ত হইবে না।

লক্ষ্মণ 'রামের বাক্যই উপযুক্ত' এইরূপ সমাধান করতঃ কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই বাক্য সম্মানন করিলেন এবং আপনার শুভদর্শিতা প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রিয়দর্শন রামকে বলিতে আরম্ভ করিলেন।

লক্ষ্মণ কহিলেন, হে নরেন্দ্র! আপনার যাহা অভিলষিত, তাহা আপনি ব্যক্ত করি-লেন; কিন্তু কপিপ্রবর সুগ্রীব অচিরাৎ তাহা সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবেন না; অতএব আপনি শত্রুনিগ্রহে স্থিরনিশ্চয় হইয়া শরৎকাল প্রতীক্ষা করতঃ উপস্থিত বর্ষা কয়েক মাস সহ

করুন। আপনি ক্রোধ সম্বরণপূর্ব্বক শরৎ-কালের প্রতীক্ষায় মাস চতুষ্টয় সহ্য করিয়া আমার সহিত মৃগরাজসেবিত এই পর্ব্বতমধ্যে অবস্থিতি করুন, তাহা হইলেই শত্রু বধে সমর্থ হইবেন।

ইতি সপ্তবিংশ সর্গ ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশ সর্গ।

তখন রাম বালিবধানন্তর সুগ্রীবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া মাল্যবান্ পর্ব্বতের উপরি-ভাগে অবস্থিতি করতঃ লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! এই সেই বর্ষাকাল উপস্থিত। দেখ, অদ্য পর্ব্বতাকার মেঘসমূহদ্বারা নভোমণ্ডল সমাবৃত হইয়াছে; নভোমণ্ডল কার্ত্তিকাবধি আষাঢ় পর্য্যন্ত নব মাস সূর্য্যরশ্মিদ্বারা সমুদ্র সকলের সলিল পান করিয়া এতাবৎকাল উদরে ধারণ করতঃ উপস্থিত বর্ষা সময়ে উদর-স্থিত সেই সলিল বিসর্জ্জন করিতেছে; কুটজ ও অর্জ্জুন বৃক্ষ সকল মেঘসোপানপঙক্তি-দ্বারা গগনমার্গে আরোহণ করিয়া যেন দিবাকরকে অলঙ্কৃত করিতে উদ্যত হই-তেছে, অম্বরতল উত্থিত সন্ধ্যারাগে তাম্রবর্ণ, অভ্যন্তরে পাণ্ডুবর্ণ, কিঞ্চিজ্জলসংসর্গে স্নিগ্ধ, মেঘরূপ ছিন্নপটদ্বারা যেন বদ্ধ ব্রণের ন্যায় বোধ হইতেছে। অপিচ, মন্দ মারুত নিশ্বাস-স্বরূপ হওয়ায় এবং সন্ধ্যারূপ চন্দনে চর্চ্চিত ও ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ জলদজালে পরিবৃত হওয়ায় কামাতুরের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। সূর্য্য-কিরণসন্তপ্তা সেই বসুন্ধরা সম্প্রতি নববারি-ধারায় পরিপ্লুতা হইয়া যেন শোকসন্তপ্তা সীতার ন্যায় বাষ্পবারি বিমোচন করিতেছে। মেঘোদর হইতে বিনির্ম্মুক্ত কর্পূরদলের ন্যায় শীতল, কেতকপরিমলবাহী এই সমীরণকে অঞ্জলিদ্বারা পান করিবার উপযুক্ত বোধ হই-তেছে; কেতক পুষ্পদ্বারা সুবাসিত, পুষ্পিত অর্জ্জুনবৃক্ষসমন্বিত এই শৈলবর শান্তারি সুগ্রী-বের ন্যায় বারিধারায় অভিষিক্ত হইতেছে; মেঘরূপ কৃষ্ণাজিনধারী ও ধারারূপ যজ্ঞোপ-বীতশালী শৈল সকলের গুহা সমস্ত বায়ুপূর্ণ হওয়ায় ঐ পর্ব্বত সকল যেন উচ্চস্বরে বেদ-পাঠক ব্রাহ্মণগণের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে; সুবর্ণময়ী কশার ন্যায় বিদ্যুতের দ্বারা তাড়িত গগনমণ্ডল অন্তর্গত স্তনিতরূপ নির্ঘোষদ্বারা যেন বেদনাযুক্তের ন্যায় বোধ হইতেছে; নবীন নীলমেঘাশ্রিত বিদ্যুত স্ফুরিত হওত, রাবণাঙ্কে কম্পিতা তপস্বিনী বিদেহরাজ-নন্দিনী সীতার ন্যায় আমার নিকট প্রকাশ পাইতেছে; এই পূর্ব্বাদি দিক্ সমস্ত গ্রহ নক্ষ-ত্রাদিবিহীন তামসী রজনীর ন্যায় মেঘজালে আবৃত হওয়ায় কোন্ দিক্ পূর্ব্ব ও কোন্ দিক্ পশ্চিম, কিছুই বোধ হইতেছে না, তজ্জন্য ইহা কামাশক্ত ব্যক্তিদিগের সুখকর হইয়া উঠি-য়াছে।

হে সুমিত্রানন্দন! দেখ, কোন গিরি-শিখরে বর্ষাগমহেতু সমুৎসুক বাষ্পসংরুদ্ধ, পুষ্পিত কুটজ বৃক্ষ সমস্ত আমি শোকে অভি-ভূত হওয়ায় আমার কামোদ্দীপন করতঃ অব-স্থিত রহিয়াছে। অদ্য ধূলি সকল বিনষ্ট হইয়াছে; সুশীতল সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে; গ্রীষ্মদোষ তাপাদি প্রশান্ত হইয়া গিয়াছে; বসুধাধিপতি নৃপতি সকলের যুদ্ধযাত্রা নিবৃত্ত হইয়াছে এবং প্রবাসি পুরুষেরা প্রিয়াবিরহে বিদেশে অবস্থান করিতে অশক্ত হইয়া স্বদেশে যাত্রা করিতেছে। সম্প্রতি চক্রবাক্ সমস্ত মানস সরোবরে বাস করিবার নিমিত্ত অভি-লাষী হইয়া প্রিয়া সমভিব্যাহারে গমন করি-তেছে; অতিশয় বর্ষবারিদ্বারা পথ সকল বিক্ষত হওয়ায় রথাদি যান সকল সঞ্চরণ করি-তেছে না; জলধর সকল বিক্ষিপ্ত থাকায় নভোমণ্ডল কোথাও প্রকাশ ও কোথাও অপ্র-কাশ হইয়া স্থানে স্থানে পর্ব্বতদ্বারা অবরুদ্ধ তরঙ্গবিহীন মহাসমুদ্রের ন্যায় রূপ ধারণ করতঃ বিরাজিত হইতেছে। সর্জ্জ ও কদম্ব পুষ্প-মিশ্রিত পর্ব্বতের ধাতুদ্বারা তাম্রবর্ণ ময়ূরের কেকারবে অনুসৃত নববারি পার্ব্বতীয় নদী সকল দ্রুতবেগে বহন করিতেছে; লোক সকল ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ সরস জম্বুফল ইচ্ছানুসারে ভোজন করিতেছে এবং বিবিধ বর্ণ বিপক্ক আম্রফল বায়ুদ্বারা সঞ্চালিত হইয়া

ভূমিতলে পতিত হইতেছে; বিদ্যুৎপতাকা-বিশিষ্ট বকপঙ্‌ক্তিসমন্বিত, শৈলেন্দ্রশিখরাকার উৎকট শব্দকারী মেঘ সকল যুদ্ধস্থিত মত্ত মহামাতঙ্গের ন্যায় গর্জ্জন করিতেছে।

লক্ষ্মণ! দেখ, কাননমধ্যে বলাহকবৃন্দ প্রচুররূপে বারিবর্ষণ করায় এবং বর্ষবারিদ্বারা শাদ্বলসমস্ত পরিতৃপ্ত ও ময়ূর সকল নৃত্যোৎসবে প্রবৃত্ত হওয়ায় এই কানন সমস্ত অপরাহ্নকালে অধিকতর শোভা বিস্তার করিতেছে। আর জলধরসকল বকপঙ্‌ক্তিতে পরিবেষ্টিত হইয়া অতিশয় সলিলভার বহন করতঃ, গর্জ্জন করিতে করিতে সুমহৎ শৈলশিখরে এক এক বার বিশ্রাম করিয়া পুনর্ব্বার গমন করিতেছে। বলাকাপঙ্‌ক্তি গর্ভার্থ মেঘাশক্ত হইয়া হর্ষসহকারে আকাশমার্গে বিচরণ করতঃ, গগনমণ্ডলের বায়ুবেগে কম্পিত লম্বমান ও মনোহর পুণ্ডরীকমালার ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। বালইন্দ্রগোপদ্বারা অভ্যন্তরে চিত্রিতা নবশাদ্বলসমন্বিতা এই ভূমি, গাত্রসম্পৃক্ত শুকবর্ণ ও মধ্যদেশে লাক্ষাবিন্দুসিক্তকম্বলদ্বারা আবৃতা নারীর ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। উৎসবনিবন্ধন নিদ্রা অল্পে অল্পে কেশবের সন্নিহিত হইতেছে, নদী সকল দ্রুতবেগে সাগরাভিমুখে গমন করিতেছে, বলাকা হর্ষাবিষ্ট হইয়া গর্ভধারণার্থ মেঘের সমীপবর্ত্তী হইতেছে, উত্তমা স্ত্রী কামাশক্ত হইয়া স্বীয় স্বামির নিকট গমন করিতেছে। বনের প্রান্তভাগ ময়ূরগণের নৃত্য স্থান হইয়াছে, কদম্ববৃক্ষ পুষ্পিত পল্লবপুঞ্জে পরিবৃত হইতেছে, গো ও বৃষ সকল পরস্পর তুল্যরূপে কামবশবত্ত হইতেছে, মহীমণ্ডল শস্য ও বনরাজিদ্বারা রমণীয় হইয়াছে।

এদিকে নদীসকল প্রবাহিত হইতেছে, মেঘসমূহ বর্ষণ করিতেছে, মত্ত মাতঙ্গগণ নিনাদ করিতেছে, বনান্তভাগ সুশোভিত হইতেছে, প্রিয়াবিহীন পুরুষেরা চিন্তান্বিত হইতেছে, শিখিকুল আনন্দভরে নৃত্য করিতেছে, প্লবঙ্গমগণ সুগ্রীবের রাজ্যলাভহেতু আশ্বাসিত হইতেছে। অরণ্যস্থিত নির্ঝরে কেতকপুষ্প গন্ধের আঘ্রাণে হর্ষিত এবং মদমত্ত মাতঙ্গ সকল প্রপাতশব্দে আকুলিত হইয়া ময়ূরগণের সহিত নিনাদ করিতেছে। কদম্বশাখাবলম্বিত ভ্রমর সকল ধারানিপাতে অভিহত হইয়া উৎসবসহকারে অর্জ্জিত পুষ্পসমূহের রসাস্বাদহেতু প্রবৃদ্ধ মদ মন্দ মন্দ বিসর্জ্জন করিতেছে, পিণ্ডাকার অঙ্গারচূর্ণসদৃশ, বহুল, যথেষ্ট রসসংযুক্ত ফলদ্বারা জম্বুবৃক্ষের শাখাসমস্ত এইরূপ প্রকাশ পাইতেছে যে, বোধ হয় ভ্রমরসকল যেন, উহা পান করিতেছে। যেরূপ যুদ্ধস্থলে রণোৎসুক হস্তি সকলের আকৃতি প্রতিভাত হয়, তড়িৎপতাকায় সুশোভিত গম্ভীর ও মহৎ শব্দকারী মেঘসমূহের আকৃতিও তদ্রূপ প্রকাশিত হইতেছে। মার্গানুগামী শৈল ও পর্ব্বতের অনুসারী মত্ত গজেন্দ্র যুদ্ধকামনায় নিষ্ক্রান্ত হইয়া, পশ্চাতে মেঘরব শ্রবণ করতঃ শত্রুধ্বনি শঙ্কা করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে। সমস্ত অরণ্যের প্রান্তভাগ কোন স্থানে ষট্‌পদ সকলের সহিত যেন সঙ্গীত, কোন স্থানে ময়ূরগণের সহিত যেন নৃত্য করায় এবং কোন স্থানে বারণবৃন্দের সহিত যেন প্রমত্ত হওয়ায় অনেকের আশ্রয়ী রূপে প্রকাশ পাইতেছে মধুসদৃশ বারিদ্বারা পরিপূর্ণ, কদম্ব, সাল অর্জ্জুন ও কন্দল বৃক্ষসমন্বিত বনান্তভূ ময়ূরগণের মত্ততা, ধ্বনি ও নৃত্য-দ্বার আপানভূমির ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। জল সেকবশতঃ বিবর্ণপক্ষ তৃষিত বিহঙ্গমগণ হৃ হইয়া মেঘ হইতে পতিত, সুরেন্দ্রদত্ত, পত্রপু সংলগ্ন, মুক্তাসম উজ্জ্বল সুনির্ম্মল সলিল পা করিতেছে; মেঘধ্বনিসম মৃদঙ্গবাদ্যের সহি ভ্রমরধ্বনিরূপ মধুর বীণাশব্দ ও ভেকসমূহে উচ্চরিত ধ্বনি কণ্ঠতালরূপে আবিষ্কৃত হওয়া অরণ্যমধ্যে যেন 'সঙ্গীত আরব্ধ হইতেছে আর অরণ্যের কোন স্থানে লম্বমান বর্হাভর বিভূষিত ময়ূরগণ মনোহর নৃত্য, কোন স্থা উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করায় এবং কোন স্থানে বৃক্ষে অগ্রভাগে শরীর সংলগ্ন করিয়া থাকায় বো হয় যেন অরণ্যে নৃত্য গীত আরম্ভ হইয়াছে মেঘগর্জ্জন শ্রবণে প্রবুদ্ধ, নানারূপাকৃতি, বিবি বর্ণ ও বিচিত্র শব্দকারী ভেক সকল নববারি ধারায় অভিহত হইয়া চির নিদ্রা পরিত্যাগ

পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতেছে; নদী সকল চক্রবাকরূপ স্তন উদ্বহন করতঃ শীর্ণতটরূপ ত্বক্‌ পরিত্যাগপূর্ব্বক ও নূতন পুষ্পাদি উপহার দ্বারা ভোগ পূর্ণ করিয়া কামাতুরা কামিনীর ন্যায় উদ্ধতা হইয়া স্বীকৃত স্বীয়স্বামীর নিকট গমন করিতেছে; নববারিপূর্ণ মেঘসমস্ত নীল-মেঘে আসক্ত হইয়া কখন বদ্ধমূল নীলমেঘের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে এবং দাবাগ্নিদগ্ধশৈলে সংলগ্ন হইয়া সেই শৈলের ন্যায়ই প্রকাশ পাইতেছে।

এদিকে শব্দায়মান প্রমত্ত ময়ূরগণদ্বারা নিষেবিত, ইন্দ্রগোপকীটাচ্ছাদিত শাদ্বলসমন্বিত, অর্জ্জুন ও কদম্বপুষ্পদ্বারা সুবাসিত, সুরম্য বনমধ্যে মাতঙ্গকুল বিচরণ করিতেছে; ভ্রমর সকল নববারিধারায় হতকেশর সরোরুহনিকর গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া কেশরসমন্বিত নূতন কদম্বপুষ্পকে আনন্দভরে চুম্বন করিতেছে; অরণ্যে গজেন্দ্র সকল মত্ত হইতেছে; বৃষভকুল হর্ষিত হইতেছে; মৃগেন্দ্রসমূহ বিপুলবিক্রম প্রকাশ করিতেছে; পর্ব্বতবৃন্দ পরম সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হইতেছে; নরেন্দ্রবর্গ প্রচ্ছন্ন হইতেছে এবং সুরপতি ইন্দ্র জলধর সকলের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন; সমুদ্রনাদতিরস্কারী, গগণাবলম্বী মেঘ সকল, প্রচুর জল বর্ষণদ্বারা নদী, তটাক, সরোবর, বাপী এবং সমস্ত পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করিতেছে; বিপুল বেগে বৃষ্টি পতিত হইতেছে; প্রচণ্ড বেগে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে এবং নদী সকল অতিশয় বেগবতী হইয়া সমস্ত কূল ভগ্ন ও রাজমার্গ প্রতিবদ্ধ করতঃ সত্বর সলিল বহন করিতেছে; নরগণদ্বারা অভিষিক্ত নরেন্দ্রের ন্যায়, নগেন্দ্র সকল বায়ুকর্ত্তৃক উপনীত সুরেন্দ্র দত্ত, মেঘরূপ জলকুম্ভদ্বারা যেন অভিষিক্ত হইয়া স্বীয় সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিতেছে।

আর দেখ, গগণমণ্ডল মেঘজালে সমাবৃত হওয়ায়, নক্ষত্র বা দিনকর দৃষ্টিগোচর হইতেছে না এবং দিক্‌ সকলও নিবিড়ান্ধকারে বিলিপ্ত থাকায় প্রকাশ পাইতেছে না; কেবল পৃথিবী, নববারি বর্ষণে সমধিক তৃপ্তি লাভ করিতেছে; মহীধরসমূহের বারিধারায় ধৌত অতি মহৎ শিখরসমস্ত লম্বমান বৃহৎ মুক্তাকলাপের ন্যায় বিপুল নির্ঝরনিকরদ্বারা অতিশয় শোভা পাইতেছে; পর্ব্বতীয় পাষাণদ্বারা বেগস্খলিত হওয়ায় প্রকাণ্ড প্রপাতসমস্ত শৈলবর পর্ব্বত সকলের ময়ূরধ্বনিসমন্বিত গুহামধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া মুক্তামালারন্যায় প্রকাশ পাইতেছে; আর শৃঙ্গের বিপুল উপরিতল ধৌতকারী মুক্তাকলাপ সদৃশ দ্রুতবেগে পতিত মহাবেগশালী প্রপাত সমস্ত গিরিগুহার উৎসঙ্গতল দ্বারা ধৃত হইতেছে; দিব্য স্ত্রী সকলের সুরতকালীন পরস্পর গাত্র সংশ্লেষ দ্বারা বিচ্ছিন্ন অনুপম হারস্থিত মুক্তা সমূহের ন্যায় বারিধারা চতুর্দ্দিকে পতিত হইতেছে। অপিচ বিহঙ্গগণ বৃক্ষ শাখায় বিলীন হওয়ায় এবং পদ্ম সকল নিমীলিত ও মালতী মুকুল বিকসিত হওয়াতেই দিবাকর অস্তগামী হইয়াছেন, বোধ হইতেছে; সলিল দ্বারা রাজাদিগের যুদ্ধযাত্রা নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে; সেনা সকল যুদ্ধার্থ প্রস্থিত হইয়া পথিমধ্যেই অবস্থিত রহিয়াছে এবং বৈর ও মার্গ সকল রুদ্ধ হইয়াছে; আর ভাদ্রমাসে যে সকল বেদাধ্যয়নাভিলাষী সামগ ব্রাহ্মণগণ গুরু সন্নিধানে সংস্কারপূর্ব্বক বেদ অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের এই সেই অধ্যয়ন কাল উপস্থিত হইয়াছে; কোশলাধিপতি ভরত আষাঢ় মাসের দিবস প্রাপ্ত হইয়া যজ্ঞস্থানের আচ্ছাদনাদি কার্য্য সমস্ত সম্পাদন করতঃ ও প্রজাবর্গের জীবনোপায় সঞ্চয় করিয়া নিশ্চয়ই কৃতকৃত্য হইয়াছেন। লক্ষ্মণ! যৎকালে আমি অযোধ্যানগরী হইতে বনে আগমন করি, তখন আমাকে বনগামী দেখিয়া অযোধ্যাবাসী জনগণের, যেরূপ কোলাহল ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল; বোধ করি এক্ষণে সলিল পরিপূর্ণা সরযূও সেইরূপ স্রোতঃশব্দ বর্দ্ধিত হইতেছে।

হে সুমিত্রানন্দন! সুগ্রীব শত্রু জয় করিয়া এই প্রবৃদ্ধ বর্ষা সময়ে সুমহৎ রাজ্যমধ্যে ভার্য্যার সহিত অবস্থিতি করতঃ সুখভোগ করিতেছেন; পরন্তু আমি হৃতদার ও রাজ্যচ্যুত হইয়া বিক্লিন্ন নদীকূলের ন্যায় অবসন্ন হইতেছি।

অপিচ আমার শোক বিস্তীর্ণ হওয়ায় এবং অতি দুর্গম বর্ষা উপস্থিত হওয়ায় মহান্ শত্রু রাবণ অবধ্যরূপে আমার নিকট প্রতিভাত হইতেছে। আমি অপরিমিত বর্ষা নিবন্ধন যাত্রাভাব ও পথ সকল অতিশয় দুর্গম বোধ করিয়া সুগ্রীব কার্য্যানুরোধে প্রণত হইলেও সীতার অন্বেষণার্থে তাহাকে কিছুমাত্র বলি নাই। যদিও ভার্য্যাসমাগম বহু কাল সাধ্য হইলে কষ্টকর হয়, তথাপি স্বীয় কার্য্যের গৌরব বশতঃই বানরগণকে তাহা বলিতে ইচ্ছা করি না। এক্ষণে সুগ্রীব স্বয়ং উপস্থিত সময় বিবেচনাপূর্ব্বক বিশ্রাম করিয়া পরে প্রত্যুপকার করিতে ইচ্ছা করিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। লক্ষ্মণ! আমি সেই জন্যই সুগ্রীবের চিত্ত সৌমনস্য ও নদী সকলের স্বচ্ছোদকতারূপ প্রসন্নতা পালন করতঃ শরৎকাল প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম। বীর পুরুষেরা উপকৃত হইলে অবশ্যই প্রত্যুপকার করিয়া থাকে, যদ্যপি তাহারা অকৃতজ্ঞ হইয়া প্রত্যুপকার না করে, তাহা হইলে সাধুদিগের চিত্ত তদ্বিষয়ে আর কখনই প্রবৃত্ত হইবে না।

অনন্তর লক্ষ্মণ রামকর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া প্রণিধানপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার বাক্য সম্মানিত করিয়া আপনার শুভদর্শিত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রিয়দর্শন রামকে বলিলেন যে, হে নরেন্দ্র! আপনকার যাহা অভিলষিত, আপনি তাহা ব্যক্ত করিলেন; কিন্তু বানরেন্দ্র সুগ্রীব তাহা অচিরাৎ সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবেন না। অতএব আপনি শত্রুনিগ্রহে স্থিরনিশ্চয় হইয়া শরৎকাল প্রতীক্ষা করতঃ উপস্থিত বর্ষাকাল অতিবাহিত করুন্।

ইতি অষ্টাবিংশ সর্গ॥ ২৮॥

একোনত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর বক্তৃতাপটু বায়ুপুত্র হনুমান্ বিদ্যুৎ ও মেঘবিহীন বিমল রমণীয় চন্দ্রিকাবৃত শব্দায়মান সারসসমূহে নিষেবিত গগনমণ্ডল অবলোকন করিয়া হরীশ্বর সুগ্রীবের সমীপে গমন করতঃ তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন; তুমি সমৃদ্ধিশালী হইয়া ধর্ম্ম ও অর্থ সংগ্রহে অযত্নবান্ হইয়াছ; তোমার চিত্ত অসৎপথে অতিশয় আসক্ত হইয়াছে, তুমি বালিবধ কার্য্য সম্পাদন ও রাজ্য লাভ করিয়া প্রমদাগণের সহিত সর্ব্বদা রমণ করিতেছ। তোমার অভিপ্রেত সমস্ত অর্থই সিদ্ধ হইয়াছে। তুমি মনোভিলষিতা স্বীয় বনিতা রুমা ও তারার সহিত অহোরাত্র সচ্ছন্দে বিহার করতঃ গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণের সহিত ক্রীড়াকারী বাসবের ন্যায় কৃতার্থ হইতেছ। রাজকার্য্য সমস্ত মন্ত্রিহস্তে ন্যস্ত করিয়া মন্ত্রিকার্য্য কিছুই অবলোকন করিতেছ না এবং রাজ্যপালনে নিঃসন্দেহ হইয়া কামবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক সুখে অবস্থিতি করিতেছ।

সর্ব্বশাস্ত্রার্থনির্ণেতা তত্ত্বজ্ঞ ও কালধর্ম্মবেত্তা হনুমান্ প্রণয়নিবন্ধন প্রীতিযুক্ত বিশ্বাসে কৃতনিশ্চয় তত্ত্বজ্ঞ বানরপতি সুগ্রীবকে হেতুসম্বলিত মনোজ্ঞ বিবিধ বাক্য দ্বারা প্রসাদিত করিয়া সত্য, অথচ হিত, সাম, ধর্ম্ম, অর্থ ও নীতিযুক্ত এইরূপ বাক্য বলিলেন যে, হে ভূমিপ! তুমি রাজ্য ও যশঃ প্রাপ্ত হইয়াছ এবং তোমার কুলপরম্পরাগত শ্রীও বর্দ্ধিত হইয়াছে। পরন্তু অবশেষে তোমার মিত্রসংগ্রহ করা উচিত হইতেছে; যেহেতু মিত্রমধ্যে যে ব্যক্তি কালজ্ঞ মিত্র লাভ করিতে পারেন, তিনি সততঃই সুখে অবস্থিতি করেন এবং তাঁহার রাজ্য, কীর্ত্তি ও প্রতাপ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে! যে ব্যক্তি কোশ, দণ্ড, মিত্র ও আত্মা এই সমস্তকে সমভাব বোধ করেন, তিনিই মহৎ রাজ্য ভোগ করিয়া থাকেন। অপিচ আপনি বিত্তসম্পন্ন ও সৎপথাবলম্বী; অতএব আপনার মিত্রের নিমিত্ত প্রতিজ্ঞাত বিষয় যথাবৎ সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। কেন না যিনি স্বীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া উৎসাহপূর্ব্বক ত্বরা সহকারে মিত্রকার্য্য সম্পাদনার্থে প্রবৃত্ত না হন, তিনি অনর্থে অবরুদ্ধ হয়েন এবং যিনি কার্য্যোচিত কাল অতিক্রম করিয়া মিত্রকার্য্যসাধনার্থে যত্নবান্ হয়েন, তিনি মহৎ কার্য্য করিলেও মিত্রার্থে প্রযুক্ত হয়েন না। হে অরিন্দম! যদি তুমি মিত্র

কার্য্যসাধনার্থে কাল অতিক্রম না কর, তবে এক্ষণে রঘুনন্দন রামের এই সীতার অন্বেষণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। রাজন্! তোমার যে সেই কাল অতীত হয় নাই, তাহা তোমার একান্ত বশম্বদ প্রাজ্ঞ ও কালবিৎ এই হনুমান্ ত্বরান্বিত হইয়া নিবেদন করিতেছে।

হে বানরেন্দ্র! অপরিমিত প্রভাবশালী রাম তোমার মহৎ বংশের বৃদ্ধির কারণ এবং চিরবন্ধু, তুমিও তাদৃশ অপ্রতিম গুণসম্পন্ন, সুতরাং তাঁহার কার্য্য সাধনার্থে যত্নবান্ হওয়া তোমার উচিত। রাম পূর্ব্বে তোমার কার্য্য সাধন করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি তাঁহার আদেশ ব্যতিরেকে কপীন্দ্রগণকে সীতান্বেষণার্থে নিযুক্ত করিলে, তোমাকে কালাতিক্রম জন্য দোষে দূষিত হইতে হইবে না; যেহেতু আদেশানুসারে কার্য্যানুবর্ত্তী হইলেই কালের ব্যতিক্রম হয় না। হে হরীশ্বর! যাহারা কখন কাহারও উপকার করে না, তুমি তাদৃশ লোকদিগেরও উপকার করিয়া থাক; পরন্তু রাম তোমার উপকারী, তাঁহার প্রত্যুপকার না করিলে তোমার রাজ্য বা ধনে কি হইবে? তুমি শক্তিমান্, বিক্রমসম্পন্ন এবং বানর ও ঋক্ষ সকলের প্রভু, তবে কি নিমিত্ত আদেশ অপেক্ষা করিয়া তাঁহার কার্য্যসাধনে বিলম্ব করিতেছ? দশরথনন্দন রাম সমরে শরদ্বারা সুর, অসুর ও নাগগণকে অনায়াসে বশীকৃত করিতে পারেন; কিন্তু তিনি তোমার অঙ্গীকার দেখিতেছেন। আর পৃথিবী ও আকাশের মধ্যে রামের সীতা অন্বেষণ করিয়া দিবে বলিয়া রাম প্রাণত্যাগে শঙ্কাশূন্য হইয়া তোমার প্রিয়কার্য্য সিদ্ধ করিয়াছেন। সমরে দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, অসুর, মরুদ্গণ যক্ষ এবং রাক্ষসেরা যে রামের ভয় উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না, তাদৃশ শক্তিশালী রামকর্ত্তৃক উপকৃত হইয়া তুমি সেই রামের প্রিয়কার্য্যসাধনে কেন যত্ন করিতেছ না? আমাদিগের মধ্যে যে বানরেরা তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে, তাহারা পৃথিবীর অধোভাগে, জলমধ্যে কি আকাশবিবরে স্থান প্রাপ্ত হইবে না। অতএব হে অনঘ! তোমার অধীনে অসংখ্য বানর আছে, তন্মধ্যে কাহাকে কাহাকে কোন্ কোন্ কর্ম্ম করিতে হইবে, তাহা আজ্ঞা কর।

হনুমানের সাধুবাক্য সকল শ্রবণ করিয়া সত্ত্বগুণাবলম্বী সুগ্রীবের প্রকৃত বুদ্ধির উদয় হইল এবং অতি মনস্বী সুগ্রীব দিগ্‌দিগন্তরে সৈন্য সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত নিত্যোদ্যোগী নীলকে আদেশ করিলেন যে, যূথপতি ও সেনাপতি সকল শ্রেণীবদ্ধপূর্ব্বক সেনা সকল অগ্রে করিয়া যাহাতে আগমন করে, তাহা কর। তন্মধ্যে যাহারা দিগন্তরক্ষক, শীঘ্রগামী এবং যুদ্ধবিশারদ বানর, আমার শাসনানুসারে তাহাদিগকে শীঘ্র আনয়ন কর এবং তোমার নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্মেরও অনুষ্ঠান কর। পঞ্চদশ দিবসের পরে যে সকল বানরেরা সমাগত হইবে, তাহাদিগের প্রাণদণ্ড করিতে আজ্ঞা দিবে, ইহাতে কোন বিচার করিবে না। আমার আজ্ঞা মতে তুমি অঙ্গদের সহিত প্রাচীন বানরগণের নিকট গমন কর। বীর্য্যবান্ কপিরাজ সুগ্রীব এইরূপ ব্যবস্থা বিধান করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

ইতি একোনত্রিংশৎ সর্গ॥ ২৯॥

ত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর, সুগ্রীব গৃহে প্রবেশ করিলেও গগনমণ্ডল মেঘবিহীন হইলে বর্ষারাত্রে অবস্থিত, কামশোকপীড়িত রাম, পাণ্ডুরবর্ণ আকাশ, বিমল চন্দ্রমণ্ডল, জ্যোৎস্নানুলেপনা শারদীয়া রজনী, জনকনন্দিনী সীতা বিনষ্টা ও সুগ্রীবকে কামপ্রবৃত্ত অবলোকন করতঃ অতিশয় আতুর হইয়া মোহিত হইলেন। পরন্তু সেই মতিমান্ নৃপতি রঘুনন্দন রাম মুহূর্ত্তকালমধ্যে সংজ্ঞা লাভ করিয়া বিদেহরাজনন্দিনী সীতা চিত্তে সন্নিহিতা হইলেও তাঁহার নিমিত্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে রাম হেমবর্ণধাতুদ্বারা বিভূষিত শৈলাগ্রে উপবিষ্ট হইয়া বিদ্যুৎ ও বলাহকবিহীন, শব্দায়মান সারসগণ সেবিত বিমল গগনমণ্ডলের শারদীয় সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া মনে মনে প্রিয়াকে স্মরণ

করতঃ আর্ত্তবাক্যে বিলাপ করিতে লাগিলেন যে, সারসরবসদৃশ শব্দকারিণী যে বালা সারসরবদ্বারা আশ্রমে ক্রীড়া করিতেন, আমার প্রিয়া সেই সীতা অদ্য কিরূপে ক্রীড়া করিবেন? যিনি কাঞ্চনপুষ্পের ন্যায় নির্ম্মল পুষ্পিত অসনবৃক্ষ দর্শন করিয়া ক্রীড়া করিতেন, তিনি আমাকে ও সেই বৃক্ষ সকলকে না দেখিয়া কিরূপে ক্রীড়া করিবেন? মধুরভাষিণী মনোহরাঙ্গী যে বালা পূর্ব্বে কলহংসরবে প্রতিবোধিত হইয়া ক্রীড়া করিতেন, তিনি অদ্য কিরূপে ক্রীড়া করিবেন? পুণ্ডরীকসদৃশ বিশালনয়না যে বালা, সহচারি চক্রবাকসমূহের শব্দ শ্রবণ করিয়া ক্রীড়া করিতেন, তিনি অদ্য কিরূপে ক্রীড়া করিবেন? আমি সরোবর, সরিৎ, বাপী, কানন ও উদ্যানমধ্যে ভ্রমণ করতঃ অদ্য সেই মৃগলোচনা সীতাবিরহে কুত্রাপি সুখ লাভ করিতেছি না এবং কাম শারদীয় গুণসমূহের সহিত নিরন্তর বর্ত্তমান থাকিয়া আমার বিয়োগ ও স্বীয় সৌকুমার্য্যবশতঃ সেই ভামিনী সীতাকে অতিশয় পীড়ন করিতেছে।

ত্রিদশনাথ ইন্দ্রের সমীপে সলিলাকাঙ্ক্ষী চাতক পক্ষীর ন্যায় নরশ্রেষ্ঠ নৃপনন্দন রাম সীতাকাঙ্ক্ষী হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতে থাকিলে, লক্ষ্মীবান্ লক্ষ্মণ ফলার্থী হইয়া রম্য গিরিগুহায় ভ্রমণ করতঃ তথায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিলেন। প্রশস্তমনা সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ রামকে বিজনস্থিত, একাকী, দুঃসহ চিন্তাযুক্ত ও সংজ্ঞাবিহীন দেখিয়া ভ্রাতার বিষাদবশতঃ অতিশয় দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে দীনভাবে বলিলেন, হে আর্য্য! আপনি কামবশবর্ত্তী হইয়া কি নিমিত্ত স্বীয় পৌরুষ হানি করিতেছেন? কাম হইতে শোক উৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারাই সমাধি বিনষ্ট হইয়া থাকে; অতএব আপনার সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক শোক নিবারণে যত্নবান্ হওয়া উচিত। হে তাত! আপনি অক্ষীণসত্ত্ব হইয়া সহায় ও সামর্থ্যরূপ স্বীয় কর্ম্মের হেতুভূত, সর্ব্বকালীন সমাধিযোগের অনুগত ও চিত্তপ্রসাদজনক কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করুন্। হে মানববংশনাথ! যেমন কোন ব্যক্তি প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা স্পর্শ করতঃ দগ্ধ হইয়া সুখ লাভে সমর্থ হয়েন না, তদ্রূপ শত্রুগণ আপনাকর্তৃক সনাথা সেই [illegible]নকীকে লাভ করিয়া সুখী হইবে না।

শুভলক্ষণসম্পন্ন লক্ষ্মণ প্রগল্ভতাশূন্য এইরূপ স্বাভাবিক বাক্য বলিতে থাকিলে রাম তাঁহাকে বলিলেন যে, তুমি যাহা বলিলে, তাহা হিত, সত্য, রাজনীতিসম্বলিত, সামসহিত ও ধর্ম্মার্থসঙ্গত, অতএব ভবদুক্ত বাক্য নিঃসংশয়রূপে প্রতিপালনপূর্ব্বক আমার কর্ম্মযোগানুবর্ত্তী হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য হইতেছে; নতুবা কর্ম্ম ও জ্ঞানযোগ পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃষ্টরূপে বৰ্দ্ধিত, দুরাসদ ও বীর্য্যবান্ কর্ম্মের ফলানুসন্ধান করা উচিত হইতেছে না।

অনন্তর, রাম পদ্মপলাশলোচনা মিথিলারাজনন্দিনী সীতাকে স্মরণ করতঃ ম্লানবদন হইয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন যে, হে নৃপনন্দন! সহস্রলোচন ইন্দ্র সলিলদ্বারা বসুন্ধরাকে পরিতৃপ্ত করিয়া শস[illegible] সমস্ত সম্পাদন করত কৃতকার্য্য হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। দী[illegible] গম্ভীর শব্দকারী মেঘ সকল বৃক্ষ ও শৈলা[illegible] আচ্ছাদনপূর্ব্বক সলিল বিসর্জ্জন করিয়া সর্ব্বতোভাবে শান্ত হইয়াছে এবং নীলোৎপল দলের ন্যায় শ্যামবর্ণ বেগবিহীন বলাহকবৃন্দ দ[illegible] দিক্ শ্যামীকৃত করিয়া মদবিহীন মাতঙ্গগণে[র] ন্যায় অবস্থিত হইয়া রহিয়াছে। হে সৌম্য বর্ষা সময়ে সলিলগর্ভ, কুটজ ও অর্জ্জুন বৃক্ষে[র] গন্ধসমন্বিত, মহাবেগশালী সমীরণ উদ্[illegible] হইয়া সঞ্চরণ করতঃ সম্প্রতি বিরত হইতেছে লক্ষ্মণ! মেঘ, হস্তী, ময়ূর ও প্রস্রবণ সকলে[র] ধ্বনি সহসা প্রশান্ত হইয়া গিয়াছে। বিচি[ত্র] সানুসমন্বিত নির্ম্মল শৈল সকল মহামেঘদ্বারা ধৌত হওয়ায় যেন চন্দ্ররশ্মিদ্বারা অনুলি[প্ত] হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। অদ্য শরৎ স[প্ত]চ্ছদ বৃক্ষশাখায়, নক্ষত্র, সূর্য্য ও চন্দ্রের প্রভা এবং [illegible] হস্তী সকলের লীলায় সৌন্দ[র্য্য] বিভাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে; কেন ন[া] সম্প্রতি শরৎ গুণসম্পন্ন, অনেক বিষয়াশ্রি[ত] বিচিত্র সৌন্দর্য্যশালী শোভা সূর্য্যকিরণদ্বা[রা]

প্রতিবোধিত পদ্মাকরে অতিশয় প্রকাশ পাইতেছে। সপ্তচ্ছদ বৃক্ষের কুসুমগন্ধশালী ভ্রমরকুলদ্বারা অনুগীয়মান ও পবনানুসারী শরৎ মত্ত মাতঙ্গগণের দর্প সম্বর্দ্ধিত করতঃ অধিকতর শোভা পাইতেছে।

লক্ষ্মণ! দেখ, এই শরৎ সময়ে মনোহর ও বিশালপক্ষসমন্বিত, কন্দর্পপ্রিয়, পদ্মরজোদ্বারা আচ্ছাদিত, মহানদীর পুলিনে অভ্যাগত চক্রবাক্ সমূহের সহিত হংস সকল ক্রীড়া করিতেছে; মদপ্রগল্ভ হস্তী, দর্পিত গোসমূহ ও নির্ম্মল সলিলসম্পন্ন নদীপ্রভৃতিতে শারদীয় সৌন্দর্য্য বহুধা বিভক্ত হইয়া প্রতিভাত হইতেছে। মেঘবিনির্ম্মুক্ত নভোমণ্ডল সন্দর্শনে ময়ূরগণ উৎসববিহীন, সৌন্দর্য্যরহিত ও প্রিয়াতে অনাসক্ত হইয়া বর্হাভরণ পরিত্যাগপূর্ব্বক ধ্যানপরায়ণ হইয়া অরণ্যমধ্যে অবস্থিতি করিতেছে। মনোজ্ঞ গন্ধসমন্বিত, পুষ্পভারে অবনত, সুবর্ণের ন্যায় গৌরবর্ণ, নয়নরঞ্জন প্রিয়ক নামক বৃক্ষসমূহদ্বারা বনান্তর যেন প্রদীপিত হইয়া রহিয়াছে। করিণীনিকরে পরিবেষ্টিত, নলিনীপ্রিয়, বনস্বামী, সপ্তচ্ছদ কুসুমগন্ধে উদ্ধত, মদোৎকট ও মদলালস উৎকৃষ্ট মাতঙ্গগণের গতি অদ্য মন্দ হইয়া গিয়াছে; আকাশমণ্ডল শাণিত শস্ত্রের ন্যায় ধৌত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে; নদীজল ক্ষীণপ্রবাহ হইয়া প্রবাহিত হইতেছে; কহ্লারগন্ধে সুবাসিত সুশীতল সমীরণ সঞ্চরণ করিতেছে এবং দিক্ সকল তমোবিহীন হইয়া প্রকাশ পাইতেছে।

এই ভূমি সূর্য্যাতপসংসর্গে পঙ্কবিহীন ও বহু কালান্তর ঘনীভূত রেণুসমন্বিত হওয়ায় অদ্য পরস্পর বৈরযুক্ত নরপতিবর্গের যুদ্ধের উদ্যোগ কাল উপস্থিত হইয়াছে। সম্প্রতি মদোদ্ধত বৃষ সকল শরৎগুণবর্দ্ধিতরূপ সৌন্দর্য্য সমন্বিত গোসমূহের মধ্যগত হইয়া নিনাদ করিতেছে; কামাসক্তা তীব্রতর অনুরাগযুক্তা ও মন্দগামিনী হস্তিনী পরিবারবর্গে বেষ্টিত হইয়া বনগামী মদান্বিত ভর্ত্তাকে দৃঢ়তর আলিঙ্গন করতঃ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছে; ময়ূর সকল স্বীয় বিভূষণ বর্হসমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক নদীতীরে গমন করতঃ সারসগণকর্ত্তৃক যেন ভৎর্সিত ও বিমনা হইয়া দীনভাবে প্রস্থান করিতেছে; বিকসিতকমলালঙ্কারে বিভূষিত সরোবরমধ্যে বিভিন্নগণ্ডস্থলশালী গজেন্দ্রগণ উৎকটশব্দদ্বারা কারণ্ডব ও চক্রবাক্ সকলকে ত্রাসিত করতঃ পুনঃপুনঃ ক্ষুব্ধ হইয়া জল পান করিতেছে; হংস সকল পঙ্কবিহীন, বালুকাযুক্ত, নির্ম্মল সলিলসম্পন্ন, গো-সমূহে সমাকুল ও সারসরবে নিনাদিত নদীমধ্যে হৃষ্টান্তঃকরণে নিপতিত হইতেছে। সম্প্রতি নদী, মেঘ, প্রস্রবণ, জল, অতিপ্রবৃদ্ধ বায়ু, ময়ূর, ও উৎসব বিহীন ভেক সকলের ধ্বনি বিনষ্ট হইয়াছে, এবং বিবিধ বর্ণ তীক্ষ্ণ বিষধর সর্প সকল নবজলধরের সমাগম কালে বহু দিবস উপোষিত ও আহারাভাবে মৃতপ্রায় হইয়া বিবর মধ্যে অবস্থিতি করতঃ সম্প্রতি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আহার অন্বেষণার্থ বিবর হইতে বহির্গত হইতেছে।

লক্ষ্মণ! একটি আশ্চর্য্যের বিষয় দেখ, যেমন অনুরাগিণী কোন নায়িকা নায়কের সুন্দর করস্পর্শে হর্ষিত হইয়া নয়নতারা ঈষৎ নিমীলিত করতঃ স্বয়ংই বসনগ্রন্থি বিমোচন করিয়া থাকে, তদ্রূপ এই লোহিতবর্ণা সন্ধ্যা সুন্দর চন্দ্রকিরণ স্পর্শে হর্ষিত হইয়া নয়নতারা রূপ তারকা সমস্ত ঈষৎ প্রকাশিত করিয়া স্বয়ং অম্বরতল পরিত্যাগ করিতেছে। অপিচ, সমুদিত শশাঙ্ক মনোহর মুখস্বরূপ হওয়ায় তারাগণ উন্মীলিত সুচারু নয়ন স্বরূপ হওয়ায় এবং জ্যোৎস্না আবরণ বস্ত্রস্বরূপ হওয়ায় বিভাবরী যেন শুক্ল বসন দ্বারা সংবৃতাঙ্গী নারীর ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। সুচারু সারসশ্রেণী বিপক্ব ব্রীহি শস্য ভোজন করতঃ হর্ষিত হইয়া বায়ু সঞ্চালিত গ্রথিত পুষ্পমালার ন্যায় দ্রুতবেগে গগনমণ্ডল আক্রমণ করিতেছে; প্রসুপ্ত হংসসমূহে পরিব্যাপ্ত ও কুমুদযুক্ত মহাহ্রদস্থ সলিল, নিশাকালে মেঘ বিনির্ম্মুক্ত, পূর্ণচন্দ্র সমন্বিত, তারাগণ সমাকীর্ণ গগণমণ্ডলের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে; ইতঃস্ততঃ বিস্তৃত হংসরূপ মেখলা দ্বারা পরিবেষ্টিত, প্রফুল্ল কমল ও উৎপল মালায় বিরাজিত, অনুত্তম বাপী সকল অদ্য বিবিধ ভূষণ দ্বারা

বিভূষিতা বরাঙ্গণাগণের ন্যায় শোভা পাইতেছে; প্রভাত সময়ে বেণু ও তূর্য্যরব মিশ্রিত অনিলসঞ্জাত শব্দ সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত হইয়া গো বৃষের ন্যায় পরস্পর কীচক সমস্তকে পরিপূরিত করিতেছে; নদীকূল মৃদুমারুত দ্বারা কম্পিত, প্রস্ফুটিত নবকুসুম দ্বারা এবং বিমল ধৌত পট্টবসন সদৃশ কাশরাশি দ্বারা বিভূষিত হইতেছে; প্রাগল্‌ভ, মধুপানে মত্ত পদ্ম ও অসন পুষ্পের রেণু দ্বারা পীতবর্ণ, হর্ষাবিষ্ট, প্রিয়া সমভিব্যাহারী ভ্রমরকুল বনমধ্যে মত্ত হইয়া বায়ুর অনুগমন করিতেছে।

লক্ষ্মণ! সলিল সমস্ত নির্ম্মল, কুসুম সকল বিকসিত, ক্রৌঞ্চরব প্রাদুর্ভূত, শালিবন বিপক, বায়ু মৃদুগামী ও চন্দ্রমণ্ডল সুনির্ম্মল হওয়ায় বর্ষা ব্যপনয়নকারী শরতের আগমন লক্ষিত হইতেছে; প্রাতঃকালীন কান্তোপভোগে অলসগামিনী কামিনীগণের মন্থরগতির ন্যায় সমীপে লক্ষিত মীনরূপ মেখলাধারিণী নদী সকলের অদ্য মন্দগতি হইয়াছে এবং সমস্ত নদীমুখ ও চক্রবাক্, শৈবল ও কাশদ্বারা পরিবৃত হওয়ায় গোরোচনা চর্চ্চিত, পত্রলেখাদ্বারা চিত্রিত দুকূলসংবৃত বধূমুখের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। অদ্য কন্দর্প প্রফুল্ল কুসুমশরাসনদ্বারা চিত্রিত ও প্রহৃষ্ট অলিকুলদ্বারা শব্দিত বনমধ্যে উদ্যত চাপরূপ প্রচণ্ড দণ্ড গ্রহণ করতঃ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। মেঘ সকল বৃষ্টিদ্বারা লোক সকলকে সন্তুষ্ট, নদীতড়াগ পরিপূর্ণ ও বসুন্ধরাকে শস্যশালিনী করিয়া সম্প্রতি নভোমণ্ডল পরিত্যাগ করতঃ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, আর উপস্থিত শরৎ সময়ে সরিৎ সকল নব সঙ্গমলজ্জিতা যোষিৎগণের জঘনদেশের ন্যায় ক্রমে ক্রমে পুলিন সমস্ত প্রদর্শন করিতেছে।

হে শুভদর্শন! সমস্ত জলাশয়ই বিমল সলিলসম্পন্ন, চক্রবাক্‌সমূহে সমাকীর্ণ এবং কুরর পক্ষিণীনিকরে নিনাদিত হইয়া সুশোভিত হইতেছে। হে নৃপনন্দন! পরস্পর বদ্ধবৈর বিজিগীষু পৃথিবীপতি রাজাদিগের অদ্য উদ্যোগ সময় উপস্থিত হইয়াছে এবং ইহাই পার্থিবগণের যুদ্ধযাত্রার প্রথম সময়; কিন্তু সুগ্রীবকে সেরূপ উদ্যোগী দেখিতেছি না। গিরিসানুগত অসন, সপ্তপর্ণ, কোবিদার, বন্ধু জীব ও তমাল প্রভৃতি বৃক্ষ সমস্ত পুষ্পিত দেখিতেছি। দেখ, সমস্ত নদীতীর হংস, সারস, চক্রবাক্ ও কুরর পক্ষিদ্বারা সর্ব্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। লক্ষ্মণ! আমি সীতার অদর্শন জন্য শোকে সন্তপ্ত হওয়ায় বর্ষার চারি মাস শত বর্ষ পরিমাণে গত হইয়াছে। যেমন উদ্যানমধ্যে চক্রবাকী স্বকীয় স্বামী চক্রবাকের অনুগমন করে, তদ্রূপ অঙ্গনা সীতা দুর্গম দণ্ডকারণ্যে আমার অনুগামিনী হইয়াছিলেন। লক্ষ্মণ! আমি প্রিয়াবিহীন, দুঃখার্ত্ত, রাজ্যচ্যুত ও বিবাসিত হইয়াছি বলিয়া সুগ্রীব আমার প্রতি কৃপা করিতেছে না এবং "ইনি অনাথ, হৃতরাজ্য, রাবণকর্ত্তৃক ধর্ষিত, দীন, দূরভিলাষী, কামাসক্ত এবং আমারই অনুগত" এইরূপ বোধ করিয়াছে।

হে অরিদমন! এই সমস্ত কারণেই আমি সেই দুরাত্মা বানররাজ সুগ্রীবকর্ত্তৃক অবজ্ঞাত হইতেছি। সেই দুর্ম্মতি সুগ্রীব সময় অবধারণপূর্ব্বক সীতার অন্বেষণ বিষয়ে যেরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিল, এক্ষণে কৃতার্থ হইয়া তাহা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে; অতএব তুমি কিষ্কিন্ধ্যায় গমন করিয়া আমায় বচনানুসারে গ্রাম্যসুখে প্রমত্ত মূর্খ সেই বানরেন্দ্র সুগ্রীবকে বল, "যে পূর্ব্বের উপকারী, বলবান্, অথচ বীর্য্যসম্পন্ন অর্থিদিগের আশা পূরণে প্রতিশ্রুত হইয়া তাহা পূরণ না করে, লোকে তাহাকে অধম পুরুষ কহে। আর যিনি শুভ বা অশুভ স্বীয় স্বীকৃত বাক্য সত্যরূপে প্রতিপালন করেন, লোকে তাঁহাকে বীর ও উত্তম পুরুষ কহিয়া থাকে। যাহারা স্বয়ং কৃতকার্য্য হইয়া অকৃতার্থ মিত্রদিগের কার্য্য সাধনে যত্নবান্ না হয়, তাহাদিগকে কৃতঘ্ন কহে; তাহারা মৃত হইলে ক্রব্যাদগণও তাহাদিগকে ভক্ষণ করে না এবং আরও কহিবে যে, তুমি আকৃষ্ট কাঞ্চনপৃষ্ঠ ধনুর বিদ্যুৎস্বরূপ রূপ দর্শনে এবং আমি ক্রুদ্ধ হইলে যুদ্ধস্থলে বজ্রনির্ঘোষসদৃশ আমার ধনুর ভয়ঙ্কর জ্যা-শব্দশ্রবণে কি ইচ্ছা করিয়াছ?"

হে বীর লক্ষ্মণ! এইরূপে তোমাকর্ত্তৃক আমার পরাক্রম সকল সুগ্রীবের নিকট প্রকাশিত হইলে অবশ্যই তাহার মনে চিন্তা হইবে যে, লক্ষ্মণসহায় রাম যখন বালি বধ করিয়াছেন, তখন আমাকেও বধ করিতে পারেন। হে শক্রনিসূদন! সীতার উদ্ধার নিমিত্তে এই দুর্ব্বধ্য বালীকে বধ করিয়া যে সুগ্রীবকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলাম; মনোরথ সিদ্ধ হওয়ায় সে তাহা কি বিস্মৃত হইয়া গেল? যে বানরেশ্বর সুগ্রীব বর্ষাকালের পরেই সীতার অন্বেষণকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, সম্প্রতি সে নারীগণের সহিত বিহার করতঃ তাহা কি বিস্মৃত হইয়াছে? আমরা শোকাকুল রহিয়াছি জানিয়াও সামান্য লোকের সহিত বিহার ও মদ্যপান করতঃ আমাদিগের প্রতি তাহার দয়া হইতেছে না? অতএব হে মহাবল লক্ষ্মণ! তুমি সুগ্রীবের নিকট গমন করিয়া আমার এই সকল ক্রোধের কথা বল যে, "সুগ্রীব! তোমার ভ্রাতা বালী হত হইয়া যে পথে গমন করিয়াছে, অদ্যাপি সে পথ রুদ্ধ হয় নাই; অতএব তুমি স্থিরপ্রতিজ্ঞ হও, বালীর পথে গমন করিও না। আমি এক বাণে একমাত্র বালীকে নিহত করিয়াছি, তুমি সত্য হইতে বিচলিত হইলে তোমাকে সবান্ধবে বিনষ্ট করিব।"

হে পুরুষপ্রবর! সুগ্রীবকে এইরূপ কহিলে সে যদি বিহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে কহিবে যে, তুমি কাল ব্যতিক্রম না করিয়া শীঘ্র হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। আরও কহিবে যে, হে কপীশ্বর! তুমি যেরূপ সত্যে প্রতিশ্রুত আছ, শাশ্বত ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া তাহা প্রতিপালন কর; কিন্তু আমার বাণে বিদ্ধ হইয়া অদ্য তুমি বালীর পথ দর্শন করিও না।

নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ এইরূপে রামকর্ত্তৃক কথিত হইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অতিশয় ক্রুদ্ধ, বিলাপশীল ও অতিদীন নিরীক্ষণ করতঃ সুগ্রীবের প্রতি অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করিলেন।

ইতি ত্রিংশৎ সর্গ ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশ সর্গ।

রামানুজ লক্ষ্মণ অদীনসত্ত্ব, শোকাভিপন্ন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দাশরথি রামচন্দ্রকে কহিলেন যে, বানররাজ সুগ্রীবের চরিত্র উত্তম বোধ হয় না এবং তাহার বহু ভাগ্যদ্বারা লব্ধ বানররাজ্যলক্ষ্মী ভোগ হইবে না; যেহেতু এখন পর্য্যন্ত তাহার সুবুদ্ধি হয় নাই। হতবুদ্ধি সুগ্রীব আপনকার প্রসাদবলে হতশত্রু হইয়া নিষ্কণ্টক বিহারে আসক্ত রহিয়াছে। হে বীর! সুগ্রীব উহার অগ্রজ বালীকে স্মরণ করুক। হে প্রভো! এইরূপ দুশ্চেষ্ট বানরকে রাজ্যাধিকারী করা উচিত হয় নাই; অতএব আমার ক্রোধ সম্বরণ হইতেছে না। আমার ইচ্ছা হয়, অসত্যপ্রতিজ্ঞ সুগ্রীবকে আমি অদ্যই নিহত করি এবং বালীপুত্র অঙ্গদ বানরগণের সহিত নরেন্দ্রনন্দিনী জানকীর অন্বেষণ করুক।

প্রচণ্ড কোপদ্বারা প্রজ্বলিত ধনুর্দ্ধারী সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ এইরূপে নিবেদন করিলে পর শত্রুহন্তা রঘুনন্দন রাম তাঁহাকে সান্ত্বনা করতঃ বিনয়পূর্ব্বক কহিলেন যে, এই মর্ত্ত্যলোকে ত্বদ্বিধ ধর্ম্মজ্ঞ লোকেরা মিত্রবধরূপ পাপকার্য্য করে না; যেহেতু বিবেকের দ্বারা যাহারা কোপ নিবারণ করে, তাহারাই বীর এবং শ্রেষ্ঠপুরুষ। হে লক্ষ্মণ! তুমি সচ্চরিত্র, অতএব মিত্রবধে প্রবৃত্তি না করিয়া সেই সুগ্রীবের সহিত পূর্ব্ববৎ প্রীতি সংস্থাপন কর এবং রুক্ষবাক্য পরিত্যাগ করিয়া সুগ্রীবের সহিত সন্ধিসংস্থাপন করতঃ তাহাকে কহিবে যে, বহুকাল অতীত হইয়াছে, তথাপি তুমি মৌন হইয়া রহিয়াছ কেন?

অগ্রজ রামকর্ত্তৃক যথাবৎ শিক্ষিত বীরবর পুরুষপ্রবর লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রিয় ও হিতকার্য্যে রত হইয়া সুগ্রীবের পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর, ভ্রাতৃহিতৈষী প্রজ্ঞাশালী শুভমতি লক্ষ্মণ অতিশয় ক্রোধান্বিত ' ঃ কালান্তকের ন্যায় ভয়ঙ্কর, গিরিশৃঙ্গসদৃশ, শক্রচাপসম শরাসন ধারণ করতঃ সানুসমন্বিত মন্দর পর্ব্বতের ন্যায় কপিরাজ সুগ্রীবের গৃহে গমন করিলেন। তখন বৃহস্পতিসদৃশ প্রজ্ঞাশালী জ্যেষ্ঠের

আজ্ঞানুবর্ত্তী রামানুজ লক্ষ্মণ সুগ্রীবের প্রতি নিজ বক্তব্য ও সুগ্রীবের প্রত্যুত্তর এবং তাহার উত্তরবাক্য এই সকল মনে মনে সমালোচন করতঃ ভ্রাতার কামজন্য ক্রোধসমুত্থিত অনলে পরিবৃত ও অপ্রীত হইয়া বায়ুর ন্যায় বেগে গমন করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ বলপূর্ব্বক বেগদ্বারা শাল, তাল, অশ্বকর্ণ প্রভৃতি বৃক্ষ সকল ও গিরিশিখর সমস্ত ভগ্ন করতঃ পাদদ্বারা শিলাসমূহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কার্য্যবশতঃ এক এক পদ দূরে সত্বর নিক্ষেপপূর্ব্বক দ্রুতগামী গজেন্দ্রের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন।

পরে ইক্ষ্বাকুকুলনন্দন লক্ষ্মণ বানরসেনায় পরিব্যাপ্ত, পর্ব্বতমধ্যবর্ত্তী, সেই কপিরাজ সুগ্রীবের দুর্গম মহাপুরী কিষ্কিন্ধ্যা অবলোকন করতঃ তাহার প্রতি রোষবশতঃ ওষ্ঠ প্রস্ফুরিত করিয়া কিষ্কিন্ধ্যামধ্যে বহিশ্চর ভয়ঙ্কর বানরগণকে দর্শন করিলেন। কুঞ্জরসদৃশ বানর সকল সেই পুরুষপ্রবর লক্ষ্মণকে আগমন করিতে দেখিয়া শৈলশিখরে, অতিবৃহৎ বৃক্ষে ও পর্ব্বতাভ্যন্তরে পলায়ন করিল। পরন্তু লক্ষ্মণ সেই বানর সকলকে অস্ত্রধারী দেখিয়া বহু ইন্ধনযুক্ত অনলের ন্যায় দ্বিগুণতর প্রজ্বলিত হইলেন। বানরগণ প্রলয় ও মৃত্যুস্বরূপ লক্ষ্মণকে অবলোকন করতঃ ভীত হইয়া নানা দিকে পলায়ন করিল।

অনন্তর, প্রধান প্রধান বানরগণ সুগ্রীবের ভবনে প্রবিষ্ট হইয়া লক্ষ্মণের ক্রোধ ও আগমন বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে তিনি তারার সহিত বিহারসুখে আসক্ত থাকায় তাঁহাদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিলেন না। পরে সেই গিরি ও কুঞ্জর সদৃশ রোমহর্ষণ বানরগণ সচিবকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া নগর হইতে নির্গত হইল। তন্মধ্যে কেহ কেহ নখ ও দশনরূপ আয়ুধধারী, মহাবীর, ভীমদর্শন, কেহ কেহ শার্দ্দূলসম বিশাল দন্তসমন্বিত, বিকট দর্শন, কেহ কেহ দশাধিক শত নাগসম বলশালী, কেহ কেহ সহস্র নাগ তুল্য তেজস্বী। লক্ষ্মণ সেই সকল বৃক্ষহস্ত মহাবল বানরগণ দ্বারা পরিব্যাপ্ত দুর্গম কিষ্কিন্ধ্যা অবলোকন করিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। পরে তখন তাহারা প্রাকারের বহিঃস্থিত পরিখা হইতে বহির্গত হইয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করতঃ অবস্থিত হইল।

বীর লক্ষ্মণ সুগ্রীবের প্রমাদ ও অগ্রজ রামের অর্থসিদ্ধির বিষয় বিচার করতঃ পুনরায় ক্রোধবশবর্ত্তী হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ দীর্ঘ ও উষ্ণ সমধিক নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কোপনিবন্ধন রক্তনেত্র হইয়া সধূম পাবক এবং বাণ ও শল্যসদৃশ প্রস্ফুরিত জিহ্বাসমন্বিত,ধনুরূপভোগবিশিষ্ট স্বীয় তেজোরূপ বিষদ্বারা পরিব্যাপ্ত পন্নগের ন্যায় গমন করিতে থাকিলে অঙ্গদ তাঁহাকে প্রজ্বলিত কালানল এবং কোপান্বিত নাগেন্দ্রের ন্যায় অবলোকন করিয়া ত্রাসবশতঃ অতিশয় বিষাদ প্রাপ্ত হইলেন। পরে রোষনিবন্ধন রক্তনয়ন মহাযশা লক্ষ্মণ অঙ্গদের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাহাকে কহিলেন যে, বৎস! তুমি সুগ্রীবকে আমার আগমনবৃত্তান্ত বল। হে অরিদমন! তুমি তাঁহাকে এইরূপ বলিবে যে, রামানুজ লক্ষ্মণ ভ্রাতৃব্যসনে সন্তপ্ত হইয়া তোমার নিকট আগমন করতঃ দ্বারদেশে অবস্থিত রহিয়াছেন; যদি আপনার অভিলাষ হয়, তবে আপনি তাঁহার বাক্য সফল করুন্। বৎস! তুমি তাঁহাকে আমার এই কথা বলিয়া শীঘ্র তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান কর।

অনন্তর, লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণে শোকাবিষ্ট অঙ্গদ তাঁহার সুতীব্রবাক্যদ্বারা সম্ভ্রান্তচিত্ত ও শুষ্কবক্ত্র হইয়া তাঁহার নিকট হইতে নির্গমনপূর্ব্বক পিতৃব্য সমীপে আগমন করতঃ প্রথমতঃ তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের আগমনবৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন, পরে রুমার চরণদ্বয় বন্দনা করিয়া পুনর্ব্বার পিতৃব্য, মাতা ও রুমার পাদদ্বয় বন্দনা করতঃ উক্ত বাক্য বিস্তারক্রমে নিবেদন করিতে লাগিলেন। তখন সুগ্রীব নিদ্রানিবন্ধন ক্লান্তিযুক্ত এবং মদমত্ত ও মদনকর্ত্তৃক বিমোহিত থাকায় অঙ্গদের বাক্য অবগত হইতে সমর্থ হইলেন না।

এদিকে বানর সকল ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণকে দর্শন করতঃ মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করতঃ কিলকিলা শব্দ করিতে লাগিল। বানরগণ লক্ষ্মণের নিকট মহাপ্রবাহসদৃশ, বজ্র ও অশনিশব্দতুল্য

সিংহনাদসম শব্দ করিতে থাকিলে মদবিহ্বল, রক্তনয়ন, পুষ্পমালায় বিভূষিত, প্রসুপ্ত সুগ্রীব সেই মহৎ শব্দে জাগরিত হইলেন।

অনন্তর, বানরেন্দ্র সুগ্রীবের ধর্ম্ম ও অর্থ বিষয়ের মন্ত্রী যক্ষ ও প্রভাব নামক অমাত্যদ্বয় অঙ্গদের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার সহিত সুগ্রীবের নিকট আগমন করিল এবং তাহারা সুগ্রীবকে হিতাহিত বাক্য বলিবার নিমিত্ত লক্ষ্মণের আগমনবৃত্তান্ত বলিতে লাগিল। মন্ত্রি-গণ সমাসীন সুগ্রীবকে অর্থের নিশ্চয়যুক্ত বাক্য দ্বারা প্রসাদিত করতঃ শক্রসম সুগ্রীবের নিকট উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন যে, তোমার রাজ্যপ্রদ রাজ্যার্হ, সত্যসন্ধ, মহাভাগ্যশালী যে দুই ভ্রাতা রাম ও লক্ষ্মণ মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তন্মধ্যে ধনুর্দ্ধারীলক্ষ্মণ একাকী আপনার দ্বারে অবস্থিত হইয়া রহিয়াছেন; বানরগণ তাঁহারই ভয়ে কম্পিত হইয়া নিনাদ করিতেছে। সেই বাক্যসারথি, ব্যবসায়রথ রামানুজ লক্ষ্মণ রামের আদেশানুসারে এখানে আগমন করিয়াছেন। হে অনঘ রাজন্! তিনিই তারার প্রিয় পুত্র এই অঙ্গদকে আপনকার নিকট প্রেরণ করিয়া-ছেন। বানরপতে! সেই বীর্য্যবান্ লক্ষ্মণ রোষপূর্ণ নয়ন দ্বারা বানরগণকে যেন দগ্ধ করতঃ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন; অতএব আপনি পুত্র ও বান্ধববর্গের সহিত তাঁহার নিকট শীঘ্র গমন করিয়া মস্তক অবনতি পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করতঃ ক্রোধ নিবারণ করুন্ এবং ধর্ম্মাত্মা রাম যাহা আদেশ করিয়া-ছেন, আপনি সমাহিত হইয়া সেই আদেশ পালন করতঃ শপথ পালনপূর্ব্বক সত্যপ্রতিজ্ঞ হউন।

ইতি একত্রিংশৎ সর্গ ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশৎ সর্গ।

অনন্তর মনস্বী সুগ্রীব অঙ্গদের বাক্য ও লক্ষ্মণের ক্রোধ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সচিবগণের সহিত আসন হইতে উত্থিত হইলেন। মন্ত্রণা কুশল সুগ্রীব গুরুলাঘব বিবেচনা না করিয়া মন্ত্রজ্ঞ মন্ত্রিগণকে বলিতে লাগিলেন যে, আমি রামকে কোন দুর্ব্বাক্য বলি নাই এবং তাঁহার কোন দুঃখকর দুষ্কার্য্যও করি নাই, তবে কি নিমিত্ত রামের ভ্রাতা লক্ষ্মণ আমার উপর ক্রুদ্ধ হইলেন। অতএব আমি বিবেচনা করি যে, আমার অপকারী ও সততঃ ছিদ্রান্বেষী শত্রুগণ সেই লক্ষ্মণকে আমার অসম্ভূত দোষ প্রদর্শন করিয়া থাকিবে; যাহা হউক, এক্ষণে যাহার যেরূপ জ্ঞান, তদনুসারে সকলেরই ক্রমে ক্রমে লক্ষ্মণের ক্রোধের নিশ্চয় করা কর্ত্তব্য হই-তেছে। রাম বা লক্ষ্মণ হইতে আমার নিশ্চয়ই ভয় নাই; কিন্তু মিত্র অকারণ কুপিত হইলে ভয় উৎপাদন করিয়া থাকে। মিত্রত্ব অনা-য়াসে লাভ করা যায়; কিন্তু তাহা প্রতিপালন করা দুষ্কর, কেননা চিত্তের চাঞ্চল্য বশতঃ অল্প কারণেই প্রীতির বিভিন্নতা হইয়া থাকে। অপিচ আমি এই নিমিত্ত ভীত হইতেছি যে, মহাত্মা রাম আমার যেরূপ উপকার করিয়া-ছেন, আমি তাঁহার তাদৃশ কোন প্রত্যুপকার করিতে পারি নাই।

সুগ্রীব এইরূপ বলিলে পর বানর মন্ত্রি-প্রধান হরিশ্রেষ্ঠ হনুমান্ স্বীয় যুক্তি অনুসারে তাঁহাকে বলিলেন যে, হে হরীশ্বর! রাম অবিশঙ্করূপে আপনার মঙ্গল স্বরূপ যে উপ-কার করিয়াছেন, তাহা যে আপনি বিস্মৃত হয়েন নাই, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। মহাবীর রঘুনন্দন রাম আপনকার প্রিয়কার্য্য সাধনার্থ ভয়বিহীন হইয়া শক্রসম পরাক্রম-শালী বালীকে নিহত করিয়াছেন। তিনি প্রণয়নিবন্ধন আপনার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন; তজ্জন্যই স্বীয় ভ্রাতা লক্ষ্মীবর্দ্ধন লক্ষ্মণকে আপ-নার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। হে কালজ্ঞ-প্রবর! প্রফুল্ল সপ্তচ্ছদ কুসুমদ্বারা শ্যামবর্ণ শুভলক্ষণসম্পন্ন শরৎকাল সমাগত হইয়াছে, আপনি প্রমত্ত হইয়া তাহা জানিতে পারিতে-ছেন না। বলাহকবিহীন নভোমণ্ডল নির্ম্মল গ্রহ নক্ষত্রদ্বারা বিভূষিত হইয়াছে; সরোবর, সরিৎ ও দিক্ সকল প্রসন্ন হইয়াছে। হে হরি-পুঙ্গব! আপনি প্রমত্তভাবে থাকিয়া এই উপস্থিত উদ্যোগ কাল জানিতে না পারায় লক্ষ্মণ আপনাকে অবগত করাইবার জন্য

এখানে আগমন করিয়াছেন। লক্ষ্মণ সেই হৃতদার, আর্ত্ত, মহাত্মা রাঘবের কথিত পরুষ বাক্য যাহা বলিবেন, আপনি তাহা সহ্য করিবেন। রাজন্! আপনি রামের নিকট অপরাধী হইয়াছেন; অতএব আপনার অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক লক্ষ্মণের প্রসাদন ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায়ান্তর দেখিতেছি না। হিতার্থি মন্ত্রিদিগের পার্থিবগণকে হিতবাক্য বলাই উচিত, এই জন্য আমি নির্ভয়ে আপনাকে এই নিশ্চিত বাক্য বলিতেছি। রাম ক্রুদ্ধ হইয়া শরাসন ধারণপূর্ব্বক দেব, অসুর ও গন্ধর্ব্বগণসমন্বিত জগন্মণ্ডল বশীকৃত করিতে পারেন, আপনি কৃতজ্ঞতা সহকারে রামকৃত পূর্ব্ব উপকার স্মরণ করিয়া তাঁহার ক্রোধ নিবারণে যত্নবান্ হউন্; কেন না, যাঁহাকে প্রসন্ন করিতে হইবে, তাঁহাকে ক্রোধান্বিত করা যুক্তিযুক্ত নহে। অতএব হে রাজন্! আপনি পুত্র ও সুহৃজ্জনের সহিত অবনতমস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্বকীয় স্বীকৃত বিষয়ে অবস্থানপূর্ব্বক ভর্ত্তার বশবর্ত্তিনী ভার্য্যার ন্যায় তাঁহার বশবর্ত্তী হউন। হে কপীন্দ্র! আপনি মনের দ্বারাও রাম ও রামানুজ লক্ষ্মণের শাসন উল্লঙ্ঘন করিতে পারিবেন না; যেহেতু আপনার মন সুরেন্দ্রসম তেজস্বী সেই রাম ও লক্ষ্মণের মনুষ্য লোকাতীত বল বিদিত আছে।

ইতি দ্বাত্রিংশৎ সর্গ ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশৎ সর্গ।

অনন্তর পরবীরঘাতী লক্ষ্মণ নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত হইয়া রামের আদেশানুসারে পরম রমণীয় গুহা মধ্যবর্ত্তি কিষ্কিন্ধ্যানগরে প্রবেশ করিলেন। লক্ষ্মণ গুহামধ্যে প্রবিষ্ট হইলে দ্বারস্থিত বৃহৎকায় মহাবল পরাক্রম বানরগণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া সকলেই কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক অবস্থিত হইল এবং তাঁহাকে ক্রোধ বশতঃ ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া ভীত হইয়া অন্তঃপুর প্রবেশে নিষেধ করিতে সমর্থ হইল না।

পরে শ্রীমান্ লক্ষ্মণ রত্নময়, দিব্য পুষ্পিত কানন সমন্বিত, প্রকাণ্ড গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, সেই গুহা পরস্পর নিকটবর্ত্তী হর্ম্ম্য ও প্রাসাদ সমূহ সমন্বিত, নানা রত্নে সুশোভিত, সর্ব্ব প্রকার অভিলষিত ফলপ্রদ পুষ্পিত তরুনিকর দ্বারা বিরাজিত, দিব্য মাল্যাম্বরধারী, প্রিয়দর্শন, দেব ও গন্ধর্ব্ব পুত্র এবং কামরূপি কপিগণ দ্বারা শোভিত, চন্দন, অগুরু ও পদ্মগন্ধে সুবাসিত হইয়া রহিয়াছে এবং তাহার পথ সকলও বিশেষ মধুগন্ধে আমোদিত হইয়াছে। রঘুবংশসম্ভূত লক্ষ্মণ এইরূপ গুহার সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া এবং তথায় বিন্ধ্য ও মেরু গিরিসদৃশ প্রভূত প্রাসাদ ও গিরিনদী সকল অবলোকন করতঃ রাজমার্গে অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, গবয়, গবাক্ষ, গজ, সরভ, বিদ্যুন্মালি, সম্পাতি, সূর্য্যাক্ষ, হনুমান্, বীরবাহু, সুবাহু, নল, কুমুদ, সুষেণ, তার, জাম্ববান্, দধিবক্ত্র, নীল, সুনেত্র ও সুপাটল প্রভৃতি মহা[illegible] কপিশ্রেষ্ঠ বানরগণের পাণ্ডুরবর্ণ মেঘ সদৃশ প্রভান্বিত, গন্ধমাল্যযুক্ত প্রভূত ধনধান্য সমন্বিত ও স্ত্রীরত্নে সুশোভিত অত্যুৎকৃষ্ট গৃহ সকল দর্শন করিলেন।

পরে ধর্ম্মাত্মা লক্ষ্মণ পাণ্ডুরবর্ণ শিলাময় বপ্রদ্বারা পরিবেষ্টিত, ইন্দ্রসদন সদৃশ, কৈলাস শিখর সম শুক্লবর্ণ প্রাসাদ শিখর দ্বারা সুশোভিত, সর্ব্বপ্রকার অভিলষিত ফলপ্রদ পুষ্পিত বৃক্ষ সমন্বিত, মহেন্দ্রদত্ত নীল মেঘ সদৃশ সৌন্দর্য্যশালী, মনোহর ফল পুষ্প সমন্বিত শীতলচ্ছায়াযুক্ত তরুনিকরে পরিব্যাপ্ত, দ্বারদেশে শস্ত্রপাণি মহাবল বানরগণ দ্বারা সমাবৃত, দিব্য মাল্যে সুশোভিত, তপ্তকাঞ্চন নির্ম্মিত তোরণ সমন্বিত সুগ্রীবের ভবনে মহামেঘ মধ্যে প্রবিষ্ট মার্ত্তণ্ডের ন্যায় প্রবেশ করিয়া পান ও আসন দ্বারা সমাবৃত সপ্ত কক্ষ্যা অতিক্রম করতঃ সুবর্ণ ও রজত নির্ম্মিত মহামূল্য পর্য্যঙ্ক ও উৎকৃষ্ট আসন দ্বারা পরিবৃত সুগ্রীবের একান্ত গুপ্ত অন্তঃপুর দর্শন করিলেন। লক্ষ্মণ সেই অন্তঃপুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র সমতাল, পদ ও অক্ষরসংযুক্ত তন্ত্রীগীত সমাকীর্ণ মধুর ধ্বনি শুনিতে পাই-

লেন এবং তথায় নানারূপা রূপ ও যৌবন ভরে গর্ব্বিতা সুন্দরী স্ত্রী সকল দর্শন করিলেন। লক্ষ্মণ অন্তঃপুর মধ্যে মহদ্বংশ সম্ভূত উৎকৃষ্ট মাল্যগুম্ফনে নিযুক্ত এবং উত্তম মাল্য ও ভূষণ দ্বারা বিভূষিত যোষিদ্গণকে দর্শন করিয়া তথায় অতিশয় সন্তোষশীল, পরিচর্য্যা বিষয়ে ত্বরা রহিত ও প্রশস্ত অলঙ্কার বিহীন সুগ্রীবের অনুচরগণকে অবলোকন করিলেন।

তদনন্তর মহাবীর শ্রীমান্ সুমিত্রানন্দন নূপুর এবং কাঞ্চীরব শ্রবণে লজ্জিত ও রোষ-ভরে অতিশয় কুপিত হইয়া জ্যা-শব্দে সমস্ত দিক্ পরিপূরিত করিলেন। মহাবাহু লক্ষ্মণ রামের কার্য্যসাধনে সুগ্রীবের ঔদাসীন্য দর্শন করিয়া কুপিত হইলেও সদাচার বশতঃ অন্তঃপুর প্রাসাদ প্রবেশে নিবৃত্ত হইয়া একান্তে অবস্থিত রহিলেন।

অনন্তর প্লবগাধিপতি সুগ্রীব চাপশব্দে লক্ষ্মণের আগমন অবগত ও ভীত হইয়া সিংহাসন হইতে বিচলিত হইলেন এবং মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে, পূর্ব্বে অঙ্গদ আমাকে যাঁহার বিষয় আবেদন করিয়াছিল, সেই ভ্রাতৃবৎসল সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ সত্যই আগমন করিয়াছেন। পরে বানররাজ সুগ্রীব অঙ্গদের নিকট লক্ষ্মণের আগমন শ্রবণ করিয়া এবং জ্যা শব্দে তাহা নিশ্চিতরূপে অবগত ও ভীত হইয়া ম্লানবদনে প্রিয়দর্শনা তারাকে কহিলেন, "হে সুভ্রু! এই মৃদুস্বভাব লক্ষ্মণ যে ক্রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছেন, তাহার কারণ কি? তুমি কুমার লক্ষ্মণের ক্রোধের কারণ কিছু বুঝিয়াছ? আমার বোধ হয় নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ অল্প কারণে ক্রোধ করেন নাই। হে ভামিনি! যদি আমি রামের কোন অপ্রিয় কার্য্য করিয়া থাকি, ইহা বুঝিতে পার, তবে তুমি তাহা বিশেষ রূপে বিবেচনা করিয়া শীঘ্র আমার নিকট প্রকাশ কর, অথবা তুমি স্বয়ংই এই লক্ষ্মণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সান্ত্বনা বাক্যদ্বারা ইহাঁকে প্রসন্ন কর। বিশুদ্ধ স্বভাব লক্ষ্মণ তোমাকে দর্শন করিয়া কোপ করিবেন না; যেহেতু মহাত্মা লোকেরা স্ত্রীলোকের প্রতি কখনই নিষ্ঠুর আচরণ করেন না; অতএব তুমি তাঁহার নিকট গমন করিয়া সান্ত্বনাবাক্যদ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন কর; তদনন্তর আমি সেই অরিদমন কমললোচন লক্ষ্মণের সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

পরে যাহার অঙ্গযষ্টি স্তনভরে অবনত, পদদ্বয় মদজন্য অলসদ্বারা বিচলিত ও নয়নযুগল আকুলিত সেই শুভলক্ষণসম্পন্না, লম্ববান কাঞ্চী ও হেমসূত্রধারিণী তারা সুগ্রীবের আদেশানুসারে লক্ষ্মণের নিকট গমন করিলেন। মনুজেন্দ্রপুত্র ধর্ম্মাত্মা লক্ষ্মণ বানরবনিতা তারাকে দর্শন করিয়াই স্ত্রীসন্নিকর্ষবশতঃ ক্রোধ সম্বরণপূর্ব্বক অধোমুখ হইয়া ঔদাসীন্য অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থিতি করিলেন।

অনন্তর, প্রণয়বশতঃ প্রগল্ভতাযুক্ত তারা নরেন্দ্রপুত্র লক্ষ্মণের প্রসন্নভাব দর্শন করিয়া এবং মদ্যপাননিবন্ধন লজ্জাবিহীন হইয়া লক্ষ্মণকে মহান্ অর্থসম্বলিত সান্ত্বনাযুক্ত বাক্যে বলিলেন, "হে নরেন্দ্রপুত্র! আপনার আদেশ বাক্যানুসারে সকলে অবস্থিতি করিতেছে; অতএব আপনার কোপের কারণ কি? কোন্ ব্যক্তি শুষ্ক বৃক্ষসমন্বিত বনমধ্যে সমুপস্থিত দাবানল দর্শন করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে অবস্থিতি করিতে পারে?"

নিঃশঙ্কচিত্ত লক্ষ্মণ তারার সান্ত্বনাযুক্ত তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার প্রণয়যুক্ত বাক্যে বলিলেন, "হে ভর্ত্তৃহিতকারিণি! তোমার স্বামী সুগ্রীব কামবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক যে ধর্ম্ম ও অর্থ লোপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা কি তুমি জানিতেছ না? তিনি রাজ্যের স্থিরতা নিশ্চয় করতঃ সামান্য পারিষদ্গণে পরিবেষ্টিত হইয়া নিয়তই কাম সেবা করিতেছেন; কিন্তু আমরা যে শোকে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছি, তাহার প্রতীকার জন্য কিঞ্চিন্মাত্র চেষ্টা করিতেছেন না। অপিচ, সেই প্লবগাধিপতি সুগ্রীব এইরূপ স্বীকার করিয়াছিলেন যে, চারি মাস পরে সীতার অন্বেষণে নিযুক্ত হইব; কিন্তু এক্ষণে তিনি সুরাপানে মত্ত হইয়া বিহার করতঃ সেই সময় অতীত হইয়া গিয়াছে, তাহা বোধ করিতেছেন না। ধর্ম্ম ও অর্থসিদ্ধি বিষয়ে সুরাপান প্রশস্ত নহে;

যেহেতু সুরাপানে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই ত্রিবর্গের হানি হইয়া থাকে, আর যদি কোন ব্যক্তি উপকার করে, তাহার প্রত্যুপকার না করিলে মহান্ ধর্ম্ম লোপ হয় এবং গুণবান্ মিত্রের সহিত মিত্রতা বিনষ্ট করিলে মহান্ অর্থ লোপ হয়। অর্থবান্ ও ধর্ম্মপরায়ণ এই দুই প্রকার মিত্র প্রসিদ্ধ; পরন্তু তোমার ভর্ত্তা সুগ্রীব সেই দুই প্রকার মিত্রই পরিত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং ধর্ম্মে অবস্থিত হইতেছেন না। যাহা হউক্ তুমি হিতাহিত কার্য্যবিধানে কুশল, অতএব উপস্থিত কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত আমাদিগকে যাহা করিতে হইবে, তাহা তুমি উপদেশ কর।"

তারা লক্ষ্মণের ধর্ম্ম, অর্থ ও নিয়মযুক্ত মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া মনুজেন্দ্র রামের প্রয়োজনীয় কার্য্য বিষয় অনুশীলন করতঃ পুনর্ব্বার বিশ্বাসযুক্ত বাক্যে বলিলেন, "হে ক্ষিতিপালপুত্র! আপনার ক্রোধের সময় নয় এবং আত্মীয় জনের প্রতি আপনার ক্রোধ করা বিধেয় নহে; অতএব আপনার প্রয়োজন সিদ্ধি বিষয়ে একান্ত অভিলাষী সেই সুগ্রীব যে অপরাধ করিয়াছেন, তাহা আপনার মার্জ্জনা করা উচিত; কেন না, এমন কোন্ ব্যক্তি প্রশস্তগুণসম্পন্ন হইয়া আপন অপেক্ষা অপকৃষ্ট ব্যক্তির প্রতি কোপ করিয়া থাকে এবং ত্বদ্বিধ কোন্ ধর্ম্মসন্তান স্বকীয় স্বাভাবিক সত্বগুণ পরিত্যাগ করিয়া ক্রোধের বশীভূত হইয়া থাকেন?

হে নরশ্রেষ্ঠ! হরিবীরবন্ধু [illegible]মের ক্রোধ, সীতার অন্বেষণকার্য্যের বিলম্ব, তুমি আমাদিগের যাহা উপকার করিয়াছ, তদ্বিষয়ে আমাদিগের যাহা কর্ত্তব্য, কন্দর্পের সেই অবিষহ্য বল এবং সুগ্রীব কামাসক্ত হইয়া যে প্রিয়জনে আবদ্ধ হইয়াছেন, এই সমস্ত বৃত্তান্তই আমি জানি। পরন্তু হে কুমার! আপনার বুদ্ধি কখনই কামতন্ত্রে প্রবৃত্ত হয় নাই, তথাপি যখন আপনি ক্রোধপরতন্ত্র হইয়াছেন এবং [illegible]সক্ত হইলে যখন দেশ, কাল, [illegible] অসমর্থ রাও কামাভিলাষী হইয়া ভার্য্যাসুখে বিমোহিত হন, তখন স্বভাবতঃ চঞ্চল এই বানর জাতি কপিরাজ সুগ্রীব বনিতাভোগসুখে কেন আসক্ত না হইবেন? অতএব হে পরবীরঘাতিন্! স্বীয় ভ্রাতার ন্যায়, কামাসক্ত, কামবশতঃ সর্ব্বদা আমার সন্নিকৃষ্ট ও স্মরাবেশ জন্য নির্লজ্জ সেই বানরবংশনাথ সুগ্রীবের প্রতি ক্ষমা করুন্।"

মত্ততানিবন্ধন চঞ্চলনয়না বানররাজপত্নী তারা অপরিমিত বলশালী লক্ষ্মণকে এইরূপ মহান্ অর্থযুক্ত বাক্য কহিয়া পুনর্ব্বার আক্ষেপপূর্ব্বক ভর্ত্তার হিতজনক এই কথা বলিলেন, "হে নরোত্তম! সুগ্রীব কামপরতন্ত্র হইলেও আপনার আগমনের পূর্ব্বেই মন্ত্রিগণকে আপনাদের কার্য্যসাধনার্থে উদ্যোগ করিতে আদেশ করিয়াছেন এবং নানা পর্ব্বতনিবাসি কামরূপি মহাবীর শত সহস্র কোটি বানরগণও আগমন করিয়াছে। হে মহাবাহো! আপনার চরিত্র বিশুদ্ধ বলিয়া বিখ্যাত আছে এবং সাধু পুরুষেরা অকপট মিত্রভাবেই প্রমদাগণকে অবলোকন করিয়া থাকেন; অতএব আপনি আমার সহিত অন্তঃপুরমধ্যে সুগ্রীবের নিকট আগমন করুন্।"

মহাবাহু অরিদমন লক্ষ্মণ তারার বচনানুসারে ত্বরান্বিত হইয়া অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করতঃ কাঞ্চননির্ম্মিত ও মহামূল্য আস্তরণযুক্ত উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট, দিব্য অভরণদ্বারা বিভূষিত, দিব্য মল্যাম্বরধারী, রূপবান্, যশস্বী, মহেন্দ্রের ন্যায় প্রমদাগণে পরিবেষ্টিত সূর্য্যসদৃশ সুগ্রীবকে অবলোকন করিয়া নয়নযুগল রক্তবর্ণ করতঃ কৃতান্তের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইলেন। পরে সিংহাসনস্থ হেমবর্ণ মহাবীর সুগ্রীব রুমাকে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া মহাবল বিশাললোচন সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে অবলোকন করিলেন।

ইতি ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ॥ ৩৩॥

চতুস্ত্রিংশৎ সর্গ।

সুগ্রীব সেই অপ্রতিহততেজা, ক্রুদ্ধ, অন্তঃপুরপ্রবিষ্ট পুরুষশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণকে অবলোকন করিয়া ভয়ে অবষ্টব্ধ হইলেন, পরে তিনি যেন স্বীয় তেজদ্বারা প্রজ্জলিত, ভ্রাতৃব্যসনে সন্তপ্ত দশরথনন্দন লক্ষ্মণকে ক্রোধবশতঃ ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া সুবর্ণনির্ম্মিত সিংহাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক সুন্দর ও অলঙ্কৃত সুদীর্ঘ ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় উত্থিত হইলেন। যেমন তারাগণ সমুদিত পূর্ণ চন্দ্রের পশ্চাৎ উদিত হয়, তদ্রূপ সুগ্রীব উত্থিত হইলে রুমাপ্রভৃতি মহিলাগণ পশ্চাৎ উত্থিত হইল।

অনন্তর, রক্তনেত্র শ্রীমান্ সুগ্রীব কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রকাণ্ড কল্পবৃক্ষের ন্যায় অবস্থিত লক্ষ্মণের সমীপে গমন করিলেন। লক্ষ্মণ তারাগণমধ্যবর্ত্তী শশাঙ্কের ন্যায় নারীমধ্যগত রুমাসমভিব্যাহারী সুগ্রীবকে অবলোকন করতঃ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন যে, "যে রাজা বীর্য্যবান্, বলসম্পন্ন, দয়ালু, ইন্দ্রিয়সংযমী, কৃতজ্ঞ ও সত্যবাদী হয়েন তিনি ইহলোকে মহত্ত্ব লাভ করিয়া থাকেন, আর যে রাজা উপকারি মিত্রদিগের উপকার করিতে অঙ্গীকার করিয়া প্রতিপালন না করে, সেই অধার্ম্মিক; তাহা হইতে নৃশংসতর আর কেহই নাই। পুরুষ একটি অশ্ব দানে প্রতিশ্রুত হইয়া তাহা দান না করিলে শত অশ্ব বধের পাপভাগী হয়, একটি গো দানে প্রতিশ্রুত হইয়া দান না করিলে সহস্র গোবধের পাপভাগী হয় এবং পুরুষের উপকারার্থ প্রতিশ্রুত হইয়া সেই প্রতিজ্ঞা হানি করিলে আত্মবধ ও স্বজনবধের দোষভাগী হয়।

হে প্লবগেশ্বর! যিনি প্রথমতঃ মিত্রেরদ্বারা কৃতকার্য্য হইয়া পরে মিত্রকার্য্য সম্পাদন না করেন, সেই ব্যক্তি কৃতঘ্ন এবং সকল প্রাণীর বধ্য। ব্রহ্মা সকল লোকের শিরোধার্য্য এই শ্লোককীর্ত্তন করিয়াছেন; পরন্তু রাম তোমাকে কৃতঘ্ন বোধ করিয়া যাহা কহিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। পণ্ডিতেরা গোঘ্ন, সুরাপায়ী, ভগ্নব্রত ব্যক্তিদিগেরও নিষ্কৃতি বিধান করিয়াছেন; কিন্তু কৃতঘ্ন পুরুষের নিষ্কৃতি বিধান করেন নাই। হে বানর! যখন তুমি রামকর্ত্তৃক কৃতার্থ হইয়া তাহার প্রতিকার করিতেছ না, তখন সুতরাং তুমিই অনার্য্য, কৃতঘ্ন ও মিথ্যাবাদী হইতেছ। সুগ্রীব তোমার প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে; অতএব যদ্যপি রামের প্রত্যুপকার করা বাসনা হয়, তবে সীতার অন্বেষণে তোমার যত্ন করা কর্ত্তব্য। যেমন মণ্ডূক গ্রহণাভিলাষী সর্প মণ্ডূকের ন্যায় শব্দ করিতে থাকিলে লোকে তাহা সর্প বলিয়া বোধ করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ তুমি গ্রাম্য সুখে মত্ত হইয়া মিথ্যাপ্রতিজ্ঞ হইবে, রাম এরূপ তোমাকে জানিতে পারেন নাই। তুমি দুরাত্মা বানরাধম, মহাত্মা করুণাময় রাম তোমাকে এরূপ না জানিয়াই তোমাকে রাজ্য প্রদান করিয়াছেন। যদ্যপি তুমি মহাত্মা রঘুনন্দন রামের কৃত উপকার স্বীকার না কর, তাহা হইলে সদ্যই শাণিত শরদ্বারা নিহত হইয়া বালীকে দর্শন করিবে। অপিচ, বালী নিহত হইয়া যে পথে গমন করিয়াছে, সেই পথ অদ্যাপি সঙ্কুচিত হয় নাই; অতএব তুমি প্রতিজ্ঞাপথে অবস্থিত হও, বালীর পথে গমন করিও না; হে সুগ্রীব! যখন তুমি গ্রাম্যসুখে সুখী হইয়া রামের কার্য্য মনের দ্বারাও পর্য্যালোচনা করিতেছ না, তখন নিশ্চয়ই ইক্ষ্বাকুপ্রবর রামের শরাসনচ্যুত বজ্রসদৃশ শর সকল দর্শন করিবে।"

ইতি চতুস্ত্রিংশৎ সর্গ ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশৎ সর্গ।

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ক্রোধনিবন্ধন স্বীয় তেজদ্বারা যেন প্রজ্বলিত হইয়া সুগ্রীবকে সেইরূপ পরুষ বাক্য বলিতে থাকিলে চন্দ্রবদনা তারা তাঁহাকে বলিলেন যে, "লক্ষ্মণ! এই বানরাধিপতি সুগ্রীবকে আপনার এরূপ পরুষবাক্য বলা উচিত নয় এবং সুগ্রীবেরও আপনার মুখনির্গত এইরূপ পরুষবাক্য শ্রবণ করাও উচিত নয়; কেন না, সুগ্রীব অকৃতজ্ঞ, শঠ, দারুণ, মিথ্যাবাদী বা জিহ্মকারী নহেন। হে বীর! রাম বালির সমরে

সুগ্রীবের যে অনন্যসাধ্য উপকার করিয়াছেন, ইনি তাহাও বিস্মৃত হয়েন নাই এবং রামের প্রসাদেই কীর্ত্তি, শাশ্বত বানর রাজ্য, স্বীয় বনিতা রুমা ও আমাকে প্রাপ্ত হইয়া এই কিষ্কিন্ধ্যা নগরীতে পরম সুখ ভোগ করিতেছেন। সুগ্রীব পূর্ব্বে অতিশয় দুঃখ ভোগ করিয়া সম্প্রতি এই অনুত্তম সুখ লাভ করতঃ মহামুনি বিশ্বামিত্রের ন্যায় অবশ্য কর্ত্তব্য বিষয়ে বিমূঢ় হইয়াছেন। লক্ষ্মণ! ধর্ম্মাত্মা মহামুনি বিশ্বামিত্র যখন অপ্সরা ঘৃতাচীতে আসক্ত হইয়া দশ বর্ষ একাহ বোধ করতঃ কর্ত্তব্য বিষয়ে বিবেচনা বিহীন হইয়াছিলেন, তখন সামান্য বানরজাতি এই সুগ্রীব কিরূপে বিবেচনা করিতে সমর্থ হইবে? অতএব হে লক্ষ্মণ! পশুধর্ম্মগত, পরিশ্রান্ত এবং কাম-ভোগে অবিতৃপ্ত, এই সুগ্রীবের প্রতি রামের ক্ষমা করা উচিত।

হে তাত লক্ষ্মণ! অর্থের নিশ্চয় করিতে না পারিয়া প্রাকৃত পুরুষেরা যেরূপ সহসা ক্রুদ্ধ হইয়া থাকে, তদ্রূপ আপনার ক্রোধ করা উচিত হইতেছে না; যেহেতু ত্বদ্বিধ সাত্ত্বিক পুরুষেরা বিবেচনা না করিয়া সহসা কখনই ক্রোধের বশীভূত হয়েন না। অতএব হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি সুগ্রীবের নিমিত্ত সমাহিত হইয়া আপনারে প্রসন্ন করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হইয়া এই রোষসমুদ্ভূত মহান্ ক্ষোভ পরিত্যাগ করুন্। আমার এইরূপ নিশ্চিত বোধ হইতেছে যে, সুগ্রীব রামের প্রিয়কার্য্য সাধনার্থে আমাকে এবং রুমা, অঙ্গদ, ধন, ধান্য ও পশু প্রভৃতি রাজ্য সমস্ত পরিত্যাগ করিতে পারেন। সুগ্রীব সেই রাক্ষসাধম রাবণকে নিহত করিয়া রোহিণীর সহিত শশাঙ্কের ন্যায় সীতার সহিত রামকে আনয়ন করিবেন; কিন্তু লঙ্কামধ্যে পরার্দ্ধাতিরিক্ত অর্থাৎ অসংখ্য যে রাক্ষসসৈন্য অবস্থিতি করিতেছে, সেই কামরূপী দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসগণকে নিহত না করিলে সীতাপহারী রাবণ বিনষ্ট হইবে না; সুগ্রীবও একাকী সেই রাক্ষস সকল এবং ক্রূরকর্ম্মা রাবণকে নিহত করিতে সমর্থ হইবেন না। আমি রাবণের বলপ্রাপ্তির বিষয় যাহা বলিতেছি, তাহা আমার কখন দৃষ্টিগোচর হয় নাই; পরন্তু সর্ব্বজ্ঞ বানরেশ্বর বালী আমাকে এইরূপ বল প্রাপ্তির বিষয় কহিয়াছিলেন।

সুগ্রীব এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করতঃ আপনাকে একাকী রাবণবধে অসমর্থ বোধ করিয়া আপনাদিগের যুদ্ধের সাহায্যার্থ রাবণসৈন্য অপেক্ষা বহুগুণ বানরসৈন্য সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত প্রধান প্রধান বানরগণকে প্রেরণ করিয়াছেন। সেই মহাবলপরাক্রম বানরগণের প্রতীক্ষা করিয়াই রামের অর্থসিদ্ধির নিমিত্ত গমনে বিলম্ব করিতেছেন।

হে সুমিত্রানন্দন! সুগ্রীব মিত্রগণকে এইরূপ আদেশ করিয়াছেন যে, সহস্র কোটি ঋক্ষ, শত কোটি গোলাঙ্গূল এবং অসংখ্য অপরিমিত বলশালী বানরসৈন্য সংগ্রহ করিয়া শীঘ্র আগমন করিবে। ইনি পূর্ব্বে যেরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, সেই মতই অদ্য বহু কোটি সৈন্য আগমন করিবে এবং অদ্যই আপনকার সহিত গমন করিবে; অতএব আপনি ক্রোধ পরিত্যাগ করুন্। লক্ষ্মণ! বানরবনিতাগণ পূর্ব্বে বালী বধে যেরূপ ভীত হইয়াছিল, অদ্য আপনার এই রক্ত-নয়নসমন্বিত বদনমণ্ডল দর্শন করিয়া তদ্রূপ ভয়ের আশঙ্কা করিতেছে।"

ইতি পঞ্চত্রিংশৎ সর্গ ॥ ৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশৎ সর্গ।

শান্তপ্রকৃতি সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ তারার এতাদৃশ ধর্ম্মসম্বলিত বিনয়যুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই বাক্যে স্বীকৃত হইলে বানরগণাধিপতি সুগ্রীব মলিনবস্ত্রের ন্যায় লক্ষ্মণ হইতে সুমহৎ ত্রাস পরিত্যাগ করিলেন।

অনন্তর, বানরেশ্বর সুগ্রীব স্বীয় কণ্ঠস্থিত বহুগুণযুক্ত মনোহর মাল্য ছেদনপূর্ব্বক মদশূন্য হইয়া ভীমবল লক্ষ্মণকে প্রহর্ষিত করতঃ বিনয়-যুক্ত বাক্যে বলিতে লাগিলেন। "হে সুমিত্রা-নন্দন! পূর্ব্বে আমার যে সকল সম্পত্তি, কীর্ত্তি ও শাশ্বত রাজ্য বিনষ্ট হইয়াছিল, এক্ষণে আমি রামের প্রসাদে সেই সকল পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হই

য়াছি। হে নৃপনন্দন! ধনুর্ভঙ্গ ও বালীবধরূপ কর্ম্মদ্বারা বিখ্যাত, তেজস্বী সেই রামের একাংশেও তাদৃশ প্রত্যুপকার করিতে কেহ সমর্থ হইবে না, কেবল আমি সহায়মাত্র হইব; রাম স্বীয় তেজদ্বারাই রাবণকে নিহত করতঃ সীতাকে প্রাপ্ত হইবেন। হে লক্ষ্মণ! যিনি একবাণে প্রকাণ্ড সাতটি বৃক্ষ, পর্ব্বত ও পৃথিবী বিদারণ করিয়াছেন এবং যাঁহার বিস্ফারিত শরাসনশব্দে সশৈল পৃথিবী কম্পিত হয়, তাঁহার সহায়ের প্রয়োজন কি? হে নরেন্দ্র! মনুজেন্দ্র রাম যখন যুদ্ধে অগ্রগামী সৈন্যগণের সহিত শত্রু রাবণকে বিনাশ করিতে গমন করিবেন, তখন আমি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিব; অতএব বিশ্বাস বা প্রণয় নিবন্ধন এই ভৃত্যের যদি কিছু অপরাধ হইয়া থাকে, তবে তাহা ক্ষমা করিবেন; কেন না, ভৃত্য কখনই প্রভুর অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হয় না।”

মহাত্মা সুগ্রীব এই কথা বলিলে পর লক্ষ্মণ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রণয়যুক্ত বাক্যে বলিলেন, “হে বানরেশ্বর! তুমি বয়স্য হওয়ায় আমার ভ্রাতা রাম সর্ব্বতোভাবে সহায়বান্ হইয়াছেন। সুগ্রীব! তোমার যাদৃশ পরাক্রম এবং ইন্দ্রিয়গণ তোমার যেরূপ বশীকৃত হইয়াছে, তাহাতেই তুমি বানর-রাজ্যের অতি উৎকৃষ্ট সম্পত্তি ভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছ। হে সুগ্রীব! প্রতাপবান্ রাম তোমাকে সহায় করিয়া অচিরাৎ সমরে শত্রু রাবণকে সংহার করিবেন, ইহাতে সংশয় নাই। তুমি ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ এবং সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ; অতএব ভবদুক্ত বাক্য যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে। অপিচ, হে বানরসত্তম! তুমি বা রাম ভিন্ন কোন্ বিদ্বান্ সামর্থ্য সত্ত্বেও তোমার ন্যায় এরূপ বাক্য কহিতে সমর্থ হয়? তুমি বল ও বিক্রমে রামের সদৃশ বলিয়া দৈবই তোমাকে রামের চির বন্ধু করিয়া দিয়াছেন; অতএব তুমি আমার সহিত শীঘ্র এস্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ভার্য্যাহরণ জন্য দুঃখিত স্বীয় বয়স্য রামকে সান্ত্বনা কর। আর সখে! আমি শোকাকুল রামের বিলাপবাক্য শ্রবণ করিয়া তোমাকে যে সকল পরুষবাক্য কহিয়াছি, তুমি তাহা ক্ষমা কর।”

ইতি ষট্‌ত্রিংশৎ সর্গ ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশৎ সর্গ।

সুগ্রীব লক্ষ্মণের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী বায়ুনন্দন হনুমান্‌কে এই কথা বলিলেন যে, “হিমালয়, মহেন্দ্র, বিন্ধ্য, কৈলাস ও মন্দরপ্রভৃতি এই পঞ্চ পর্ব্বতে যে সকল বানর বাস করিতেছে, যাহারা তরুণ সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশমান পর্ব্বতমধ্যে, সমুদ্রান্তে এবং পশ্চিম দিকে অবস্থিতি করিতেছে; যাহারা সায়ং কালের মেঘের ন্যায় রক্তবর্ণ, উদয়াচল, অস্তাচল এবং পদ্মাচল পর্ব্বত আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে; অঞ্জনসবর্ণ, মেঘসদৃশ ও প্রশস্ত কুঞ্জরতুল্য মহাবলশালী যে সকল বানর অঞ্জন পর্ব্বতে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে; সুবর্ণবর্ণ যে সকল বানর মহাশৈলের গুহায় বাস করিতেছে এবং মেরুপার্শ্ব গত যে সকল বানর ধূম্রগিরি আশ্রয় করিয়াছে; তরুণসূর্য্যসদৃশ প্রভাশালী ভীমপরাক্রম যে সকল বানর মৈরেয় মধু পান করতঃ মত্ত হইয়া মহারুণ পর্ব্বতে অবস্থিতি করিতেছে; যাহারা সুরম্য, সুগন্ধযুক্ত মহারণ্যে এবং রমণীয় তাপসাশ্রমে বসতি করিতেছে, তুমি বেগবত্তর বানরগণদ্বারা সাম ও দানাদি উপায় অনুসারে সেই সেই বানর সকলকে শীঘ্র আনয়ন কর, আর পূর্ব্বে মহাবেগশালী যে সকল দূত সৈন্যসংগ্রহার্থে প্রেরিত হইয়াছে, তাহাদিগকেও আমি বিশেষ রূপে জানি; সেই দূত সকলের সত্বর আগমন জন্য পুনরায় দূত প্রেরণ কর। যে সকল বানর কামাসক্ত ও দীর্ঘসূত্র তাহাদিগকে শীঘ্র এই স্থানে আনয়ন কর। যাহারা আমার আজ্ঞানুসারে দশ দিবসের মধ্যে আগমন না করিবে, সেই রাজশাসন উল্লঙ্ঘনকারী দুরাত্মা বানরগণকে বিনাশ করিবে। আর আমার নিদেশবর্ত্তি বানরগণের মধ্যে শত, সহস্র ও কোটি পরিমিত বানর সৈন্য আমার আদেশানুসারে অদ্য গমন করুক; মেঘ ও পর্ব্বতসদৃশ ঘোর-

দর্শন কপীন্দ্রগণ অম্বরতল আচ্ছাদন করতঃ এই স্থান হইতে গমন করুক্। নানা দেশজ্ঞ বানরগণ পৃথিবীমধ্যে নানা স্থানে গমন করিয়া আমার আদেশানুসারে সত্বর সমস্ত বানর আনয়ন করুক্।”

বায়ুনন্দন হনুমান্ বানররাজ সুগ্রীবের আদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া বিক্রমসম্পন্ন বানরগণকে নানা দিকে প্রেরণ করিলেন। নক্ষত্র ও বিহঙ্গপথগামী সেই বানর সকল রাজাকর্ত্তৃক প্রেষিত হইয়া রামের কার্য্য সাধন জন্য অপরাপর বানরগণকে সমুদ্র, পর্ব্বত, বন ও সরোবরমধ্যে প্রেরণ করিয়া আপনারা আকাশপথে গমন করিল এবং কপিগণ দূতমুখে কাল ও মৃত্যুস্বরূপ মহারাজ সুগ্রীবের আদেশবার্ত্তা শ্রবণ করতঃ ভীত হইয়া সকলে সত্বর আগমন করিতে লাগিল।

অনন্তর, অঞ্জন পর্ব্বত হইতে অঞ্জনবর্ণ মহাবলপরাক্রম তিন কোটি বানর রামের নিকট গমন করিল। সহস্রাংশু সূর্য্য যে পর্ব্বতে অস্ত হয়েন, সেই অস্তাচলস্থিত তপ্তকাঞ্চনবর্ণ দশ কোটি বানর উপস্থিত হইল। সিংহকেশরবর্ণ সহস্র কোটি বানর কৈলাসশিখর হইতে আগমন করিল। যাহারা হিমালয়ে থাকিয়া ফল মূল ভোজন করতঃ জীবন ধারণ করে, তথা হইতে পদ্মপরিমিত বানরসৈন্য সমাগত হইল। বিন্ধ্যাচল হইতে অঙ্গারকসদৃশ ভীমকর্ম্মা ভয়ঙ্কর সহস্র কোটি বানর দ্রুতবেগে উপনীত হইল। তমাল বন ও ক্ষীরোদ সমুদ্রের বেলাভূমি হইতে নারিকেল ফলভোজী অসংখ্য বানর সমাগত হইল। আর বন, গহ্বর ও সরিৎ সকল হইতে মহাবল বানরসৈন্য সকল সূর্য্যকে যেন গ্রাস করতঃ আসিতে লাগিল।

অনন্তর, পূর্ব্বে মহাদেব পুণ্যজনক গিরিবর হিমালয়ের যে বৃক্ষমূলে দেবতা সকলের চিত্তসন্তোষজনক মনোরম যজ্ঞ করিয়াছিলেন, বানরগণ সৈন্যদিগের ত্বরা জন্য হনুমান্‌কর্ত্তৃক প্রেষিত হইয়া হিমালয়ে গমন করতঃ সেই প্রসিদ্ধ মহাবৃক্ষ দর্শন করিল। এবং তথায় চরুক্ষরণদ্বারা সঞ্জাত, অমৃতের ন্যায় স্বাদুযুক্ত ফল মূল সমস্ত দর্শন করিয়া তন্মধ্যে কোন কোন বানর সেই চরুসম্ভূত দিব্য মনোহর ফল মূল একবার ভোজন করিয়া এক মাস তৃপ্তি লাভ করিয়াছিল, অর্থাৎ এক মাস কাল তাহাদিগের ক্ষুধা ও পিপাসা কিছুই ছিল না। পরে ফলমূলভোজী হরিযূথপতি বানর সকল সেই যজ্ঞালয় হইতে সুগ্রীবের সন্তোষ জন্য সুরভিগন্ধ সমন্বিত নানাবিধ পুষ্প দিব্য ফল মূল ও সঞ্জীবনী প্রভৃতি ঔষধ সমস্ত আনয়ন করিল।

সেই হরিশ্রেষ্ঠ বানরগণ পৃথিবীস্থ বানর সকলকে সুগ্রীবের নিকট প্রেরণ করিয়া দ্রুতবেগে তাহাদিগের অগ্রে গমন করিল। পরে সেই শীঘ্রগামী কপিগণ ত্বরান্বিত হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে কিষ্কিন্ধ্যায় সুগ্রীবের নিকট গমন করতঃ উপহার স্বরূপ সেই ফল, মূল ও ঔষধ সমস্ত তাঁহাকে প্রদান করিয়া এই কথা বলিল, “আমরা সমস্ত শৈল, সমুদ্র ও কানন মধ্যে গমন করিয়া আপনার শাসনানুসারে পৃথিবীস্থ সমস্ত বানরগণকেই আপনার নিকট আনয়ন করিয়াছি।”

প্লবগাধিপতি সুগ্রীব তাহাদিগের এই বাক্য শ্রবণ করতঃ প্রীত হইয়া উপহার সমস্ত গ্রহণ করিলেন।

ইতি সপ্তত্রিংশৎ সর্গ ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশৎ সর্গ।

সুগ্রীব বানরগণের উপহার সমস্ত গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা করতঃ সকলকেই রামের নিকট প্রেরণ করিলেন এবং সেই মহাশূর কৃতকর্ম্মা হরিগণকে প্রেরণ করিয়া রঘুনন্দন রামকে ও আপনাকে কৃতকার্য্য বোধ করিলেন।

তখন লক্ষ্মণ ভীমবল বানরসত্তম সুগ্রীবকে প্রমোদিত করতঃ বিনয়গর্ভবাক্যে বলিলেন, “হে শুভদর্শন! যদি আমার সহিত তোমার যাইবার অভিলাষ হয়, তবে তুমি কিষ্কিন্ধ্যা হইতে বিনির্গত হও।”

সুগ্রীব লক্ষ্মণের এইরূপ মধুর বাক্য শ্রবণে

পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "আমার ইহাই অভিমত হইতেছে যে, আমি কিষ্কিন্ধ্যা হইতে গমন করিয়া আপনকার শাসনে অবস্থিতি করিব।"

সুগ্রীব শুভলক্ষণসম্পন্ন লক্ষ্মণকে এইরূপ বলিয়া তারাপ্রভৃতি ভার্য্যাদিগকে অন্তঃপুরে প্রেরণ করতঃ হরিশ্রেষ্ঠ বানরগণকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিলেন। কপিগণ সুগ্রীবের আহ্বানবাক্য শ্রবণ করিয়া তন্মধ্যে যাহারা অন্তঃপুর গমনে সক্ষম, তাহারা সকলে কৃতাঞ্জলি হইয়া শীঘ্র সুগ্রীবের নিকট আগমন করিল।

তদনন্তর, সূর্য্যসদৃশ প্রভাবশালী বানররাজ সুগ্রীব সেই সমাগত শাখামৃগগণকে সত্বর শিবিকা আনয়ন করিতে আদেশ করিলে তাহারা সুগ্রীবের সেই সুসজ্জিত শিবিকা শীঘ্র আনিয়া উপস্থিত করিল। তিনি সমীপবর্ত্তী শিবিকা দর্শন করতঃ সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে সত্বর আরোহণ করিতে কহিয়া লক্ষ্মণের সহিত সুবর্ণনির্ম্মিত, সূর্য্যসদৃশ সমুজ্জ্বল, বহু বানরযুক্ত সেই শিবিকায় আরোহণ করিলেন। সুগ্রীব লক্ষ্মণের সহিত শিবিকায় আরোহণ করিয়া মস্তকোপরি ধ্রিয়মাণ পাণ্ডুরবর্ণ ছত্র, ইতস্ততঃ সঞ্চালিত শুক্লবর্ণ বালব্যজন, শঙ্খনিনাদ, ভেরীনির্ঘোষ এবং বন্দিবর্গের স্তুতিপাঠদ্বারা অনুত্তম রাজ্যশ্রী লাভ করতঃ আনন্দিত হইয়া কিষ্কিন্ধ্যা নগরী হইতে নির্গত হইলেন। পরে লক্ষ্মণসমভিব্যাহারী সুগ্রীব শস্ত্রপাণি, তীক্ষ্ণতেজা, বহু শত বানরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া রামের নিকট গমন করতঃ শিবিকা হইতে অবতরণপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত হইলে বানরগণও সেইরূপে অবস্থিত হইল।

রাম ঈষদ্বিকসিত পঙ্কজরাজিবিরাজিত তড়াগের ন্যায় সুশোভিত বানরসৈন্য দর্শন করিয়া সুগ্রীবের প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। পরে বানরেশ্বর সুগ্রীব অবনতমস্তকে রামের পদতলে নিপতিত হইলে ধর্ম্মাত্মা রাম প্রণয় ও বহুমানবশতঃ তাঁহাকে উত্থাপিত করতঃ আলিঙ্গন করিয়া উপবেশন করিতে আদেশ করিলেন।

অনন্তর, সুগ্রীব ক্ষিতিতলে উপবিষ্ট হইলে রাম তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে বীর! যিনি ধর্ম্ম, অর্থ ও কামকে যথা কালে বিভাগ করিয়া সততঃ সেবা করিয়া থাকেন, তিনিই রাজ্যভোগে সমর্থ হয়েন। বৃক্ষাগ্রে সুপ্ত ব্যক্তি পতিত হইয়া যদ্রূপ প্রতিবুদ্ধ হয়, তদ্রূপ যিনি ধর্ম্ম ও অর্থ পরিত্যাগ করিয়া সততঃই কামসেবায় অনুরক্ত হয়েন, তিনি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া প্রতিবুদ্ধ হয়েন। আর যিনি শত্রুবধে উদ্যুক্ত, মিত্র সংগ্রহে রত এবং ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই ত্রিবর্গ যথা কালে বিভাগ করিয়া তাহার ফলভোগে আসক্ত হয়েন, তিনিই রাজধর্ম্মে যুক্ত হয়েন। পরন্তু হে শত্রুনিসূদন! সীতার অন্বেষণের সময় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব তুমি মন্ত্রিবর্গের সহিত তাহার উপায় চিন্তা কর।"

সুগ্রীব রামকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, "হে মহাবাহো! আমার যে সম্পত্তি, কীর্ত্তি ও শাশ্বত বানররাজ্য নষ্ট হইয়াছিল, আপনার প্রসাদেই আমি সেই সমস্ত পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইয়াছি। হে বিজয়িশ্রেষ্ঠ! যখন আপনার ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের প্রসাদে আমি এই প্রণষ্ট রাজ্য পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইয়াছি, তখন আপনার প্রত্যুপকারে পরাঙ্মুখ হইলে আমার অধর্ম্মসঞ্চার হইবে; কেন না, যে ব্যক্তি উপকারি মিত্রদিগের প্রত্যুপকার না করে, তাহাকে লোকে অধার্ম্মিক বলিয়া থাকে। অতএব হে অরিদমন! আপনার কার্য্যসাধন জন্য এই মদীয় প্রধান প্রধান বানরসৈন্য সকল আমার আদেশানুসারে পৃথিবীস্থ সমস্ত মহাবলশালী বানরসৈন্য সংগ্রহ করিয়া আগমন করিয়াছে। হে রাঘব! ঋক্ষ, বানর ও গোলাঙ্গুলপ্রভৃতি এই সমাগত সৈন্য সকল দুর্গম পথ, বন ও দুর্গের উপায় বিশেষরূপে অবগত হইয়াছে এবং ইহারা দেখিতেও অতি ভয়ঙ্কর। আর দেব ও গন্ধর্ব্বদিগের ঔরসজাত কামরূপি বানরগণ স্বীয় স্বীয় বহু সংখ্য সৈন্যসমূহে পরিবৃত হইয়া পথিমধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং মেরু ও বিন্ধ্যাচলনিবাসি, মেঘ ও পর্ব্বতের ন্যায়

মহাকায়, ইন্দ্রসম বিক্রমশালী সমুদ্র এবং পরার্দ্ধপরিমিত হরিযূথপতি সকল কেহ শত, কেহ শত সহস্র, কেহ কোটি, কেহ অযুত কেহ শঙ্কু, কেহ অর্ব্বুদ, কেহ অর্ব্বুদ শত, কেহ মধ্য ও কেহ বা অন্ত্যসংখ্য সৈন্যে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধে আগমন করতঃ রাক্ষসাধিপতি রাবণকে নিহত করিয়া মিথিলারাজদুহিতা সীতাকে আনয়ন করিবে।”

বসুধাধিপতি দশরথনন্দন মহাবীর রাম আজ্ঞানুবর্ত্তি বানররাজ সুগ্রীবের এইরূপ উদ্যোগ দর্শন করিয়া প্রফুল্ল নীলোৎপলের ন্যায় আনন্দে প্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন।

ইতি অষ্ট ত্রিংশৎ সর্গ ॥ ৩৮ ॥

একোনচত্বারিংশৎ সর্গ।

ধর্ম্মাত্মা রাম সুগ্রীবের বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে বাহুদ্বয়দ্বারা গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করতঃ কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন, “হে সৌম্য! ইন্দ্র যে বারিবর্ষণ করিয়া থাকেন, এই সহস্রাংশু সূর্য্য যে নভোমণ্ডল তমোবিহীন করিয়া থাকেন, চন্দ্রমা যে রজনীকে স্বীয় প্রভাদ্বারা প্রকাশিত করিয়া থাকেন এবং ত্বদ্বিধ লোক যে প্রত্যুপকারদ্বারা মিত্রের প্রীতি সম্পাদন করিয়া থাকেন, তাহা যেমন আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, তদ্রূপ তুমি যে প্রত্যুপকারার্থ সৈন্যসংগ্রহরূপ সুন্দর কার্য্য করিবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? সখে সুগ্রীব! তুমি যে সততঃই প্রিয়বাক্য বলিয়া থাক এবং তুমিই যে আমার একমাত্র সুহৃদ্, তাহা আমি জানি; অতএব তোমাকে সহায় করিয়া সমরে সমস্ত শত্রু সংহার করিব, তদ্বিষয়ে তোমার সাহায্য করা উচিত হইতেছে। যেমন অনুহ্লাদ আত্ম বিনাশ জন্য ইন্দ্রকে বঞ্চনা করিয়া পুলোম-দুহিতা শচীকে অপহরণ করিয়াছিল, তদ্রূপ সেই রাক্ষসাধম রাবণ আত্ম বিনাশার্থই আমাকে বঞ্চনা করিয়া মিথিলা রাজনন্দিনী সীতাকে হরণ করিয়াছে। শতক্রতু ইন্দ্র যেমন গর্ব্বিত পুলোম ও অনুহ্লাদকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমি নিশিত শরদ্বারা সেই রাক্ষসরাজ রাবণকে সত্বর সংহার করিব।”

রাম সুগ্রীবের সহিত এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, ইত্যবসরে সৈন্যগণের পদরেণু সহস্ররশ্মি সূর্য্যের তীব্রতর উষ্ণ প্রভা আচ্ছাদনপূর্ব্বক গগনাঙ্গনে উত্থিত হইল। পরে সেই ধূলিদ্বারা দিক্ সকল কলুষিত হইল এবং সৈন্যগণের পদবিক্ষেপে সসাগরা বসুন্ধরা কম্পিত হইতে লাগিল।

অনন্তর, নদী, পর্ব্বত, সমুদ্র ও অপরাপর অরণ্যবাসী নাগেন্দ্রসদৃশ, তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রায়ুধধারী, মেঘের ন্যায় গর্জ্জনকারী মহাবলশালী বানরযূথপতি সকল স্বীয় স্বীয় অসংখ্য সৈন্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সুগ্রীবের নিকট আগমন করতঃ সমস্ত ভূমি আচ্ছন্ন করিল। পরে সুগ্রীব দেখিলেন যে, শতবলি নামে বানর তরুণসূর্য্য সবর্ণ, চন্দ্রের ন্যায় গৌরবর্ণ ও পদ্মকেশরের ন্যায় পীতবর্ণ হিমালয়বাসী এক কোটি দশ সহস্র সৈন্যে পরিবৃত হইয়া আগমন করিয়াছে, কাঞ্চনপর্ব্বতপ্রতিম তারার পিতা বহু সহস্র ও কোটি সেনা সমভিব্যাহারে আসিয়াছে; রুমার পিতা সহস্র কোটি সৈন্য লইয়া আসিয়াছে; পদ্মকেশরসদৃশ প্রভাশালী তরুণ সূর্য্যের ন্যায় আননসমন্বিত সর্ব্ব বানরসত্তম হনুমানের পিতা কেশরী বহু সহস্র সৈন্যে অধিষ্ঠিত হইয়া আগমন করিয়াছে; গোলাঙ্গুলাধিপতি গবাক্ষ নামক বানর কোটি সহস্র সৈন্যে পরিবৃত হইয়া আগমন করিয়াছে; মহাবেগশালী ঋক্ষগণাধিপতি ধূম্র দুই সহস্র কোটি সৈন্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া আসিয়াছে; মহাবীর যূথপতি পনস তিন কোটি সৈন্যে অধিরূঢ় হইয়া উপনীত হইয়াছে; নীলবর্ণ পর্ব্বতাকার মহাকায় যূথপতি নীল দশ কোটি সৈন্যে পরিবৃত হইয়া সমাগত হইয়াছে; কাঞ্চনশৈলসবর্ণ মহাবীর গবয় পঞ্চদশ কোটি সৈন্যে সমাবৃত হইয়া উপস্থিত হইয়াছে; যূথপতি মহাবল দরীমুখ সহস্র কোটি সৈন্যে আরূঢ় হইয়া আগমন করিয়াছে; অশ্বিপুত্র মহাবীর মৈন্দ ও দ্বিবিদ কোটি ও সহস্র সৈন্য লইয়া আগত হইয়াছে; বলবান্ গজ তিনকোটি এবং মহাতেজা ঋক্ষরাজ জাম-

বান্ দশ কোটি সৈন্যে ব্যাপ্ত হইয়া আগমন করিয়াছে; বানরাধিপতি মহাতেজা রুমণ অতিশয় বিক্রমসম্পন্ন শত কোটি বানরসৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া আসিয়াছে; গন্ধমাদন সহস্র কোটি ও শত সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে আগমন করিয়াছে।

অনন্তর, পিতৃতুল্যপরাক্রমশালী যুবরাজ অঙ্গদ সহস্র পদ্ম ও শত শঙ্খ সৈন্যে সমাবৃত হইয়া আগমন করিলেন; তারার ন্যায় দীপ্তিমান্ মহাবীর তার ভয়ঙ্কর বিক্রমসম্পন্ন পঞ্চ কোটি বানরসৈন্যে পরিবৃত হইয়া আগমন করিলেন; মহাবীর ইন্দ্রজানু একাদশ কোটি সৈন্যে সমাবৃত হইয়া উপস্থিত হইলেন; তরুণসূর্য্যসবর্ণ রম্ভ এক অযুত এক সহস্র এক শত সৈন্য সমভিব্যাহারে উপনীত হইলেন; যূথপতি মহাবীর দুর্ম্মুখ দুই কোটি সৈন্যে আবৃত হইয়া আগমন করিলেন; হনুমান্ কৈলাসশিখরাকার ভীমবিক্রম সহস্র কোটি বানরসৈন্যে সমাবৃত হইলেন; মহাবীর নল দ্রুমবাসি শত কোটি ও শত সহস্র সৈন্যে পরিবৃত হইয়া আসিলেন; দরীমুখ দশ কোটি সৈন্যে আরূঢ় হইয়া সিংহনাদ করতঃ আগমন করিলেন।

এইরূপে বানরযূথপতি শরৎ কুমুদ, বহ্নি, রম্ভ ও অন্যান্য কামরূপি অসংখ্য বানরগণ পৃথিবী, কানন ও পর্ব্বত সমস্ত পর্য্যটন করিয়া গর্জ্জন করতঃ লম্ফ প্রদান করিতে করিতে আসিয়া, বলাহকবৃন্দ যেমন সূর্য্যকে বেষ্টন করে, তদ্রূপ তাহারা সুগ্রীবকে পরিবেষ্টন করিল। প্রকৃষ্ট বাহুশালী সেই বানরগণ বানরেন্দ্র সুগ্রীবকে প্রণাম করিয়া বহুবিধ শব্দকরতঃ স্বীয় স্বীয় পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল। পরে অপরাপর বানরপ্রধানেরা সুগ্রীবের নিকট সমাগত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিল।

ধর্ম্মজ্ঞ সুগ্রীব ত্বরাসহকারে ত্বরান্বিত সেই বানর সকলকে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, "হে বানরেন্দ্রগণ! তোমরা যথাসুখে পর্ব্বত, বন ও নির্ঝর সমস্ত অন্বেষণ করিয়া যে সমস্ত সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছ, তন্মধ্যে কোন্ কোন্ ব্যক্তি অতিশয় বলবান্, তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করিতেছি, তাহার পরিচয় প্রদান কর।"

উনচত্বারিংশৎ সর্গ ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর, সমৃদ্ধিসম্পন্ন কপিরাজ সুগ্রীব শত্রুবলবিমর্দ্দনকারী মনুজেন্দ্র রামকে কহিলেন "হে অরিন্দম! আমার রাজ্যস্থিত যে সকল কামচারী, মহেন্দ্রতুল্য বলবান্ বানরেন্দ্রগণ আগমন করিয়াছেন, তাঁহারা স্বীয় স্বীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে যথা স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছেন। দৈত্য ও দানবতুল্য, ভয়ঙ্কর, ভীমবিক্রম, সেই বানরগণ বহু স্থানে বিক্রম প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বলবান্, জিতক্লম, উৎকৃষ্ট ব্যবসায়যুক্ত ও পরাক্রমশালী, আর এই যে নানা পর্ব্বতনিবাসি স্থলচর ও জলচর বানরগণ উপস্থিত রহিয়াছেন, ইহাঁরা আপনার কিঙ্কর এবং ইহাঁরা সকলেই আজ্ঞানুবর্ত্তী ও গুরুহিতৈষী; অতএব আপনার অভিপ্রেত অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইবেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! দৈত্য ও দানবসদৃশ ভয়ঙ্কর এই বানরগণও বহু বিক্রমসম্পন্ন বহু সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে আগমন করিয়াছেন এবং ইহাঁরা আপনারই সৈন্য ও আপনারই বশবর্ত্তী; অতএব উপস্থিত সময়ে আপনার যাহা অভিলাষ হয়, তাহা ইহাঁদিগের প্রতি আদেশ করুন্। আমি ইহাঁদের কার্য্য বিশেষরূপে অবগত আছি; পরন্তু আপনি আপনার যুক্তি অনুসারে আদেশ করুন্।"

সুগ্রীব সেইরূপ কহিলে পর দশরথনন্দন রাম তাঁহাকে বাহুদ্বয়দ্বারা গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া এই কথা বলিলেন যে, "হে মহাপ্রাজ্ঞ সুগ্রীব! বিদেহরাজনন্দিনী সীতা যদ্যপি জীবিত থাকেন এবং রাক্ষস রাবণ যে স্থানে অবস্থিতি করে, ইহা তুমি বিশেষরূপে অবগত হও। বৈদেহীর জীবন বৃত্তান্ত এবং রাবণের বাসস্থান যদ্যপি জানিতে পারা যায়, তাহা হইলে আমি তোমার সহিত তৎকালোচিত কার্য্য বিধানে প্রবৃত্ত হইব। হে বানরেন্দ্র! আমি কি লক্ষ্মণ সীতার অন্বেষণার্থ বানরগণকে

প্রেরণ করিতে সমর্থ নহি, তুমিই এই কার্য্যের হেতু ও প্রভু; অতএব তুমি আমার এই কার্য্য বিশেষরূপে নিশ্চয় করিতে বানরগণকে আদেশ কর। হে কপিবর! তুমিই আমার কার্য্য অবগত আছ, ইহা আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে। হে বীর! তুমি সুহৃদ্গণের মধ্যে প্রধান, বিক্রমসম্পন্ন, প্রজ্ঞাশালী, কালবিশেষজ্ঞ, সর্ব্বার্থবিৎ ও আমাদিগের হিতকারী।”

রাম সুগ্রীবকে এইরূপ বলিলে পর তিনি রাম ও লক্ষ্মণের সমীপে শৈলসদৃশ, মেঘের ন্যায় গর্জ্জনকারী, মহাবল বানরযূথপতি বিনত নামা বানরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “হে কপিবর! তুমি দেশ, কাল ও নীতি বিষয়ে বিজ্ঞ ও কার্য্যদক্ষ; অতএব তুমি সোম ও সূর্য্যসদৃশ বানরসমূহের সহিত শত সহস্র বলবান্ বানরসৈন্যে পরিবৃত হইয়া বিদেহরাজনন্দিনী সীতা ও রাবণের বাসস্থান অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত সর্ব্বত ও কাননসমন্বিত পূর্ব্ব দিকে গমন কর। সেই পূর্ব্বদিকে যে সমস্ত পর্ব্বত, দুর্গ, বন ও নদী আছে, সেই সেই স্থানে অন্বেষণ করিবে।

ভাগীরথী, সরযূ, কৌশিকী, কালিন্দী যমুনা ও যমুনা যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই মহাগিরি যামুন, সরস্বতী, সিন্ধু, মণিসম সলিল সম্পন্ন শোণ, শৈল ও কাননসমূহে সুশোভিত শৈলময়ী প্রভৃতি এই সমস্ত নদী এবং ব্রহ্ম, মাল, বিদেহ, মালব, কাশি, কোশল, মাগধ, মহাগ্রাম, পুণ্ড্র ও অঙ্গ প্রভৃতি এই সকল দেশ; কোশাকার ভূমি অর্থাৎ কোশেয় তন্তুৎপাদক জন্তুদিগের উৎপত্তি স্থান, রজতাকর অর্থাৎ রজতের খনি, এই সকল স্থানে ইতস্ততঃ রামের প্রিয় ভার্য্যা সীতাকে অন্বেষণ করিবে। পরে সমুদ্রের অন্তর্গত পর্ব্বত, সমুদ্র দ্বীপ সমীপবর্ত্তী নগর, মন্দর পর্ব্বতের কোটিস্থিত গ্রাম সকল এবং যাহাদিগের কর্ণপূর অতিশয় বিশাল; যাহাদিগের কর্ণ ওষ্ঠ পর্য্যন্ত, মুখ লৌহের ন্যায় কঠিন; যাহারা অতিশয় বেগবান্, এক পাদ, অক্ষয়, বলবান্ ও নরমাংস ভোজী; যাহাদিগের কেশপাশ অতিশয় সূক্ষ্ম; যাহারা স্বর্ণকান্তি ও সুন্দর দর্শন; যাহারা অপক্ক মৎস্যভোজী জলচর ও ঘোর দর্শন, এই সমস্ত দ্বীপবাসী নরশ্রেষ্ঠ কিরাতদিগের আশ্রম এবং যে যে দেশে পর্ব্বত লঙ্ঘনপূর্ব্বক অথবা প্লবন ও ভেলা দ্বারা গমন করা যায়, সেই সেই দেশ অন্বেষণ করিবে।

অনন্তর তোমরা যত্নবান্ হইয়া সপ্তরাজ্যে পরিবেষ্টিত যবদ্বীপ, স্বর্ণকার সমূহে সুশোভিত সুবর্ণ দ্বীপ অন্বেষণ করিবে। পরে যবদ্বীপ অতিক্রম করিয়া দেব ও দানবগণ নিষেবিত শৃঙ্গদ্বারা গগণস্পর্শকারী শিশির নামক পর্ব্বত এবং উক্ত দ্বীপস্থিত গিরি, দুর্গ, প্রপাত ও বন সকল অন্বেষণ করিবে। পরে সমুদ্র পার হইয়া সিদ্ধ ও চারণগণ নিষেবিত শীঘ্রগামী রক্তসম সলিল সম্পন্ন শোণ নদ প্রাপ্ত হইয়া তাহার সুরম্য তীর্থ ও বিচিত্র কানন মধ্যে বিদেহ রাজনন্দিনী সীতা ও রাবণকে অন্বেষণ করিবে। যাহার তীরে ভয়ঙ্কর যবন সকল বাস করিয়া থাকে, সেই পর্ব্বতসম্ভূত সরিৎ সকল এবং প্রশস্ত গুহা সমন্বিত পর্ব্বত ও অরণ্য সমূহ অন্বেষণ করিবে।

তদনন্তর উর্ম্মিমান্, অনিলোদ্ধত মহাশঙ্খ সমন্বিত ভয়ঙ্কর ইক্ষু নামক মহাসমুদ্রের সমীপবর্ত্তী সুপ্রশস্ত দ্বীপ অন্বেষণ করিয়া দেখিবে। সেই সমুদ্র সমীপে মহাকায় অসুর সকল বহুকাল বুভুক্ষিত থাকিয়া ব্রহ্মার বর প্রভাবে নিরন্তর প্রাণিগণের ছায়া ভক্ষণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। কৃষ্ণবর্ণ মেঘ সদৃশ, মহোরগ নিষেবিত, ভীষণ শব্দকারী সেই মহোদধি যে কোন উপায় দ্বারা অতিক্রম করিয়া রক্তসম সলিলসম্পন্ন ভয়ঙ্কর লোহিত সাগরে গমন করতঃ এক প্রকাণ্ড শাল্মলী বৃক্ষ দেখিতে পাইবে। সেই বৃক্ষসমীপে বিশ্বকর্ম্মা বিনতানন্দন গরুড়ের নানা রত্নে বিভূষিত কৈলাস সদৃশ এক গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। শৈলসদৃশ, ভীমদর্শন, নানারূপ ভয়ঙ্কর মন্দেহ নামক রাক্ষস সকল সেই গৃহের সমীপস্থিত শৈলের শৃঙ্গ অবলম্বন করিয়া থাকে। তাহারা প্রতিদিন সূর্য্যোদয়কালে সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তি ব্রহ্ম তেজ দ্বারা সন্তপ্ত ও নিহত হইয়া জল মধ্যে

পতিত হয় এবং জলমধ্যে জীবন প্রাপ্ত হইয়া নির্ব্বার সেই শৈলশৃঙ্গ অবলম্বন করে।

হে দুর্দ্ধর্ষ কপিগণ! তোমরা লোহিত সাগর অন্বেষণ করিয়া পাণ্ডুরবর্ণ মেঘসদৃশ তরঙ্গমালারূপ উর্ম্মিমালায় সুশোভিত ক্ষীরোদ সাগরে গমন করিয়া তন্মধ্যে শ্বেতবর্ণ, দিব্য গন্ধযুক্ত, পুষ্পিত তরুনিকরে পরিবৃত ঋষভ নামক যে মহাপর্ব্বত এবং উজ্জ্বল হেমবর্ণ কেশরসমন্বিত রজতবর্ণ পদ্মনিকরে পরিব্যাপ্ত, রাজহংসসমূহে সমাকুল সুদর্শন নামক যে সরোবর দেখিতে পাইবে, তথায় অন্বেষণ করিবে। দেব, চারণ, যক্ষ, কিন্নর ও অপ্সরোগণ রমণেচ্ছু হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে সেই সরোবরে আগমন করিয়া থাকে। পরে ক্ষীরোদ সাগর অতিক্রম করিয়া সর্ব্ব জীবের ভয়াবহ জলোদ সাগর শীঘ্র দেখিতে পাইবে। সেই জলোদ সাগরে ব্রহ্মা ঔর্ব্ব ব্রহ্মর্ষির কোপজ হয়মুখ নামক সুমহৎ তেজ নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন; সেই অদ্ভুত মহাবেগশালী তেজ প্রলয় কালে চরাচরাত্মক জগৎ সংহার করিয়া থাকে।

সেই সাগরে বড়বামুখ দর্শন করিয়া তাহার পতনভয়ে বিক্রোশকারি আত্মরক্ষণে অসমর্থ সাগরবাসি প্রাণিদিগের শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। স্বাদুজলসম্পন্ন সেই সাগরের উত্তর তীরে কনকসমপ্রভাশালী জাতরূপ শিল নামক ত্রয়োদশ যোজন বিস্তৃত অতি মহৎ এক পর্ব্বত আছে; তথায় শশাঙ্কের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, পদ্মপলাশসদৃশ বিশাললোচন ধরণীধর সর্প দেখিতে পাইবে। পরে সেই পর্ব্বতের অগ্রভাগে অবস্থিত সহস্র শিরা, নীলবাসা, সর্ব্বদেবনমস্কৃত অনন্তদেবকে দর্শন করিবে। তথায় সেই মহাত্মা অনন্তদেবের কাঞ্চনময় ত্রিশিরা বেদি সহিত তালকেতু বিরাজ করিতেছে; পূর্ব্ব দিকে ত্রিদশনাথ ইন্দ্র তাহার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাও দেখিতে পাইবে।

তদনন্তর, হেমময় শ্রীমান্ উদয়াচল দেখিতে পাইবে; তাহার স্বর্ণময় সূর্য্যসদৃশ দিব্য পুষ্পিত শাল, তাল, তমাল ও কর্ণিকার বৃক্ষে সুশোভিত, শত যোজন বিস্তৃত, বেদিসমন্বিত, মনোহর স্বর্ণময়, শিখরদেশ স্বর্গলোক স্পর্শ করিয়া বিরাজ করিতেছে। সেই পর্ব্বতের এক যোজন বিস্তৃত, দশ যোজন উন্নত, সুবর্ণময় শাশ্বত সৌমনস নামক শৃঙ্গ আছে; পূর্ব্বে ত্রিবিক্রম কালে পুরুষোত্তম বিষ্ণু তথায় প্রথম পদ অর্পণ করিয়া সুমেরুর শিখরে দ্বিতীয় পাদ অর্পণ করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরভাগে জম্বুদ্বীপ; দিবাকর সেই জম্বুদ্বীপ পরিভ্রমণ করিয়া অতিশয় উন্নত সেই সৌমনস শিখরে অবস্থিত হইলে জম্বুদ্বীপবাসী প্রাণিগণের প্রকৃষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হয়েন। সেই স্থানেই সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্, তপস্বী বৈখানস ও বালখিল্য প্রভৃতি মহর্ষিগণকে দেখিতে পাওয়া যায়। যাহার অগ্রভাগে প্রাগুক্ত সুদর্শন দ্বীপ বর্ত্তমান রহিয়াছে; সেই সৌমনসশিখরে সূর্য্য উদিত হইলে সকল প্রাণিদিগেরই তেজ ও চক্ষু প্রকাশিত হয়। সেই শৈলের পশ্চাদ্দেশবর্ত্তি কন্দর ও অরণ্যে ইতস্ততঃ বৈদেহী সীতা ও রাবণকে অন্বেষণ করিবে।

পূর্ব্বে দিক্ মহাত্মা সূর্য্য ও কাঞ্চন শৈলের প্রভাদ্বারা রক্তবর্ণ হইয়া আকাশ পাইয়া থাকে ঐ দিক্ ভুবনের প্রথমদ্বারস্বরূপ এবং সূর্য্যের উদয় স্থান হওয়ায় উহা পূর্ব্ব দিক্ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেই শৈলের পৃষ্ঠদেশে যে গুহা ও নির্ঝর আছে, তথায় রাবণ ও সীতার অন্বেষণ করিবে। তাহার পর পূর্ব্বদিকে গমন করিতে পারা যায় না; যেহেতু সেই পূর্ব্ব দিক্ দেবগণসমাবৃত, চন্দ্রসূর্য্যরহিত ও অন্ধকারাবৃত, সুতরাং কেহই তথায় গমন করিতে সমর্থ হয় না। অতএব হে কপীন্দ্রগণ! আমি যে সমস্ত শৈল, গুহা, কানন ও নদীর কথা কহিলাম, আর যাহা কহিতে বিস্মৃত হইয়াছি, তোমরা সেই সমস্ত স্থান অন্বেষণ করিবে এবং এই স্থান পর্য্যন্তই গমন করিতে সমর্থ হইবে। পরন্তু, যে স্থানে সূর্য্য প্রকাশিত না হন, সে স্থানে তোমরা গমন করিতে পারিবে না এবং তাহার পর আমারও বিদিত নাই; অতএব তোমরা উদয়াচল পর্য্যন্ত অন্বেষণ করিয়া মাস পূর্ণ হইলে প্রত্যাগমন করিবে। এক মাসের ঊর্দ্ধ

বাস করিলে তোমাদিগের প্রাণদণ্ড হইবে; অতএব সীতার বৃত্তান্ত অবগত ও কৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগমন করিবে।

হে বানরগণ! বনখণ্ডে বিভূষিত মহেন্দ্র প্রিয়া প্রাচী দিক্ ভ্রমণ করিয়া রঘুবংশসম্ভূত রামের প্রিয় ভার্য্যা সীতার অনুসন্ধানপূর্ব্বক আগমন করতঃ সুখী হইবে।

ইতি চত্বারিংশৎ সর্গ॥ ৪০॥

একচত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর, কপিবর সুগ্রীব পূর্ব্ব দিকে সেই মহাবল বানর সৈন্য প্রেরণ করিয়া কার্য্যদক্ষরূপে নির্ণীত অগ্নিপুত্র নীল, হনুমান্ পিতামহসুত মহাতেজা জাম্ববান্, সুহোত্র, শরারি, শরগুল্ম, গজ, গবাক্ষ, গবয়, সুষেণ, বৃষভ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, গন্ধমাদন, হুতাশনসুত উল্কামুখ ও অনঙ্গ এবং অঙ্গদ প্রভৃতি বেগ ও বিক্রমসম্পন্ন বীরগণকে দক্ষিণ দিকে প্রেরণ করিতে মনোনীত করিলেন। পরে কপীশ্বর সুগ্রীব প্রভূত বলসম্পন্ন অঙ্গদকে হরিবীরবর্গের প্রধান সেনাপতি করিয়া দক্ষিণ দিকে অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন এবং সেই দক্ষিণ দিকের যে সকল স্থান ভয়ঙ্কর ও দুর্গম, তাহা কপিগণকে কহিতে লাগিলেন।

তিনি কপিগণকে কহিলেন যে, সহস্রশিখরসমন্বিত, নানাবিধ বৃক্ষ ও লতাসমূহে সমাচ্ছাদিত; বিন্ধ্যগিরি এবং মহোরগনিষেবিত রমণীয় নর্ম্মদা, গোদাবরী, মহানদী, কৃষ্ণবেণী প্রভৃতি নদী সকল অন্বেষণ করিবে। পরে মেকল, উৎকল, দশার্ণ, নগর, আব্রবন্তী, অবন্তী, বিদর্ভ, ঋষ্টিক, মাহিষিক, মৎস্য, কলিঙ্গ, কৌশিকপ্রভৃতি এই সকল দেশ অনুসন্ধান করিয়া পর্ব্বত, নদী ও গুহাসমন্বিত দণ্ডকারণ্য, গোদাবরী নদী এবং দণ্ডকারণ্যবর্ত্তী গোদাবরীপ্রদেশ অন্ধ্র, পুণ্ড্র, চোল, পাণ্ড্য ও কেরলপ্রভৃতি এই সকল স্থান অন্বেষণ করিবে। পরে গৈরিকাদি ধাতুসমূহে বিভূষিত, বিচিত্র শিখরসমন্বিত, বিবিধ পুষ্পিত কাননদ্বারা অলঙ্কৃত, পরম রমণীয় অয়োমুখ পর্ব্বতে গমন করিয়া তাহার চন্দন বনোদ্দেশবর্ত্তি মহাগিরি মলয়কে অন্বেষণ করিবে এবং তথায় অপ্সরোগণের বিহারভূমি প্রসন্নসলিলসম্পন্না যে কাবেরী নদী আছে, তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিবে। সেই মলয় পর্ব্বতের অগ্রভাগে সমাসীন সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন ঋষিসত্তম অগস্ত্যকে দর্শন করিবে। মহাত্মা অগস্ত্য প্রসন্ন হইলে তাঁহার আজ্ঞানুসারে গ্রাহকুলসমাকুলা মহানদী তাম্রপর্ণী উত্তীর্ণ হইবে। যেমন কোন যুবতী কামিনী স্বীয় কান্তকে আলিঙ্গন করে, তদ্রূপ চিত্র চন্দনবনদ্বারা প্রচ্ছন্ন দ্বীপধারিণী সেই তরঙ্গিণী সমুদ্রকে আলিঙ্গন করিতেছে!

হে বানরগণ! তোমরা সেই সরিৎ অতিক্রম করিয়া পাণ্ড্য নগরে প্রবেশপূর্ব্বক প্রাকারপরিবেষ্টিত প্রাগুক্ত নগরের পুরদ্বারস্থিত মুক্তামণিবিভূষিত সুবর্ণনির্ম্মিত কপাট দর্শন করিবে; পরে সমুদ্রের সমীপবর্ত্তী হইয়া তৎ সন্তরণের উপায় অবধারণ করিবে। সেই সমুদ্রমধ্যে মহাত্মা অগস্ত্যকর্ত্তৃক নিবেশিত বিচিত্র সানুসমন্বিত, সুবর্ণময়, পরম সৌন্দর্য্যশালী মহেন্দ্রপর্ব্বত সাগর অবগাহনপূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছে; নানাবিধ পুষ্পিত বৃক্ষ ও লতাপুঞ্জে পরিবৃত, দেব, ঋষি, যক্ষ, অপ্সরা, সিদ্ধ ও চারণগণে নিষেবিত সেই সুরম্য পর্ব্বতমধ্যে প্রতি পর্ব্ব দিবসে সহস্র লোচন ইন্দ্র আগমন করিয়া থাকেন। সমুদ্রের অপর পারে শত যোজনবিস্তৃত, অতিশয় প্রভাযুক্ত মনুষ্যদিগের অগম্য একদ্বীপ আছে; সেই দ্বীপে বিশেষ করিয়া সীতার অনুসন্ধান করিবে কেন না, সেই স্থানেই আমাদিগের বধ্য সুরেন্দ্রসম তেজস্বী রাক্ষসাধিপতি দুরাত্মা রাবন বাস করিয়া থাকে। সেই দক্ষিণসমুদ্রে রাবণের অনুচরী অঙ্গারকা নামে এক রাক্ষসী আছে, সে প্রাণিগণের ছায়া আকর্ষণপূর্ব্বক তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। এইরূপ সংশয়াপন্ন দেশ সকলকে সংশয়বিহীন করিয়া অমিততেজা রামের বনিতা সীতাকে অন্বেষণ করিবে।

পরে শত যোজন সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী সেই দ্বীপ অতিক্রম করিয়া সমুদ্রজলমধ্যে সিদ্ধ ও

রগণনিষেবিত চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় প্রভা-ক পুষ্পিতক নামে পর্ব্বত আছে, সেই পর্ব্বত পুল শৃঙ্গদ্বারা যেন স্বর্গকে নিদারণ করতঃ কাশ পাইতেছে। দিবাকর তাহার কাঞ্চন-য় একটি শৃঙ্গ আশ্রয় করিয়া থাকেন; কৃতঘ্ন, শংস বা নাস্তিকগণ সেই শৈলকে দেখিতে য় না। সেই দুর্দ্ধর্ষ দুর্গম মার্গসমন্বিত চতু-শ যোজন পরিমিত পুষ্পিতক নামক পর্ব্বকে অতিক্রম করিয়া সর্ব্বকাম ফলপ্রদ দপসমূহে পরিব্যাপ্ত সর্ব্বকালে মনোহর বদ্যুত নামক পর্ব্বতে গমন করিবে। তথায় ৎকৃষ্ট ফলমূলসমস্ত ভোজন করিয়া মনস্তুষ্টি-র মধুপান করতঃ নয়ন ও মনের আনন্দজনক ঞ্জর নামক পর্ব্বতে গমন করিবে।

সেই কুঞ্জর পর্ব্বত এক যোজন বিস্তৃত, শ যোজন উন্নত, নানা রত্নে বিভূষিত ও বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত দিব্য কাঞ্চনময় অগস্ত্যের রী বিদ্যমান রহিয়াছে। আর তথায় বিশাল বরাসমন্বিত, অধর্ষণীয় মহাবিষ তীক্ষ্ণদন্ত ভয় র পন্নগসমূহদ্বারা পরিরক্ষিত ভোগবতী নাম্নী জগপুরী আছে, সেই পুরীমধ্যে সর্পরাজ সুকি বসতি করিয়া থাকেন। তোমরা সেই পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া সীতার অন্বেষণ করিবে। তাহার নিকটবর্ত্তী যে সকল গুপ্ত স্থান আছে, তাহা অন্বেষণ করিয়া সর্ব্ব রত্নময় পরম সৌন্দর্য্যশালী ঋষভ পর্ব্বতে গমন করিবে। তাহাতে অগ্নিসদৃশ প্রভাসমন্বিত গোশীর্ষক, পদ্মক হরিশ্যাম প্রভৃতি যে সমুদয় বিবিধ দিব্য চন্দন উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা দর্শন করিয়া কদাচ তদ্বিষয়ে কোন কথা কহিবে না; কেন না রোহিত নামক গন্ধর্ব্বগণ ভয়ঙ্করবেশে সেই চন্দনবন রক্ষা করিয়া থাকেন। আর সূর্য্যসম প্রভাসম্পন্ন শৈলূষ, গ্রামণী, শিক্ষ, শুক ও বভ্রু প্রভৃতি পাঁচজন গন্ধর্ব্বপতি তথায় বাস করিয়া থাকেন। সেই পর্ব্বতের পর পৃথিবীর অন্তে যে স্থানে রবি, সোম ও অগ্নি তুল্য দেহধারী পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণ বাস করেন, সেই স্থানই দুর্দ্ধর্ষ স্বর্গবিজয়ী ব্যক্তিবর্গের গতি।

তদনন্তর, পিতৃলোক, সেই সুদারুণ পিতৃলোকে তোমরা গমন করিতে পারিবে না; ঘোর অন্ধকারাবৃত সেই পিতৃলোক, পিতৃপতি যমের রাজধানী বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। হে মহাবীর বানরেন্দ্রগণ! তোমরা পিতৃলোক ব্যতিরেকে পূর্ব্বোক্ত স্থান সকল অন্বেষণ করতঃ বিদেহরাজনন্দিনী সীতার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া প্রত্যাগমন করিবে। যে ব্যক্তি মাস মধ্যে অগ্রে আগমন করিয়া 'আমি সীতাকে দর্শন করিয়াছি' এই কথা বলিবে; সে মত্তুল্য বিভবশালী হইয়া বহুবিধ ভোগদ্বারা সুখে বিহার করিবে, অন্য কেহই তাহা হইতে আমার প্রিয়তম হইবে না; এমন কি, সে আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় হইবে এবং বহু শত অপরাধ করিলেও আমার বন্ধু হইবে।

হে বানরগণ! তোমরা অপরিমিত বল ও পরাক্রমশালী এবং বিপুল গুণযুক্তবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ;—অতএব জনকদুহিতা সীতাকে যে কোন রূপে লাভ করিতে পার, তদপেক্ষা অধিকতর পৌরুষ প্রকাশ কর।

ইতি একচত্বারিংশৎ সর্গ ॥ ৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশৎ সর্গ।

অনন্তর, সুগ্রীব বানরগণকে দক্ষিণদিকে প্রেরণ করিয়া অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক অবনত মস্তকে তারার পিতা স্বীয় শ্বশুর ভীমবিক্রম মেঘসদৃশ সুষেণকে এবং মহর্ষিপুত্র মহা-তেজস্বী সুরেন্দ্রসম [illegible] বানরগণে পরিবৃত, বুদ্ধি ও বিক্রমসম্পন্ন, বৈনতেয়-সদৃশ দ্যুতিমান্ মারীচকে এবং মরীচিপুত্র মহাবল বানরগণ ও ঋষিপুত্র বানর সকলকে সীতার অন্বেষণ জন্য পশ্চিমদিকে গমন করিতে কহিলেন। তিনি সুষেণপ্রভৃতি কপীন্দ্রগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, তোমরা দুই শত সহস্র বানরসৈন্যে পরিবৃত হইয়া, বাহ্লীক সহ সৌরাষ্ট্র, চন্দ্রচিত্র ও অতি-শয় বিস্তৃত পরম রমণীয় জনপদ, বিশাল নগর, পুন্নাগ, বকুল ও উদ্দালকপ্রভৃতি বৃক্ষসমূহে সমাকুল কুক্ষিদেশ এবং কেতকবণ্ডসমন্বিত অপরাপর দেশ সকল পরিভ্রমণ করিয়া সীতার

অন্বেষণ করিবে। পরে সুশীতল সুনির্ম্মল সলিলসমন্বিত পশ্চিমবাহিনী সরিৎ সকল, তপস্বিদিগের অরণ্যসমুদয়, কান্তারযুক্ত গিরিসমূহ, তত্রত্য মরুভূমি, অতিশয় উচ্চ শীতল শিলা, গিরিগণাবৃত দুর্গম পশ্চিমদিক্স্থিত উক্ত স্থান সকল অন্বেষণ করিয়া, তথা হইতে পশ্চিমাভিমুখে কিয়দ্দূর গমন করতঃ তিমি ও নক্রপ্রভৃতি জলজন্তুসমূহে সমাকুল সমুদ্র দেখিতে পাইবে। তাহার পর তোমরা কেতকবিটপিসমন্বিত, তমালতরুনিকরে পরিব্যাপ্ত নারিকেল বনে বিহার করিয়া তথায় এবং বেলাতলস্থিত পর্ব্বত ও কাননমধ্যে সীতা ও রাবণের আলয় অনুসন্ধান করিবে।

পরে মুরচীপত্তন, সুরম্য জটাপুর, অবন্তী, অঙ্গলেপ, আলক্ষিত নামক অরণ্য এবং বিশাল রাজ্য ও নগর সকলের ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া, যেস্থলে সিন্ধু ও সাগরের সঙ্গম হইয়াছে তথায় শত শৃঙ্গবিশিষ্ট বিশাল বৃক্ষসমূহে পরিব্যাপ্ত সোমনামক মহাগিরি বিদ্যমান আছে। তাহার প্রস্থভাগে সিংহনামক পক্ষিসকল বাস করে এবং তাহারা তিমি মৎস্য হস্তিপ্রভৃতি বৃহৎকায় জন্তু সকলকে স্বীয় কুলায়ে আনয়ন করিয়া থাকে। পরন্তু যখন সেই পর্ব্বতের প্রস্থভাগ সম্যক্‌রূপে জলদ্বারা প্লাবিত হয়, তখন মেঘসমগর্জ্জনকারী উদ্ধত মাতঙ্গগণ পর্ব্বতের শিখরদেশে উত্থিত হইয়া সেই পক্ষিসকলের কুলায়ে বিচরণ করে।

হে কামরূপি কপিগণ! তোমরা অবিলম্বে সেই পর্ব্বতের কাঞ্চনময় মনোহর বৃক্ষসমন্বিত, গগনস্পর্শী শৃঙ্গসকল অন্বেষণ করিবে। অপিচ তোমরা সেই পর্ব্বতে গমন করিয়া সমুদ্রমধ্যে পারিযাত্র পর্ব্বতের যে শত যোজন পরিমিত দুর্দ্ধর্ষ কাঞ্চনময় শৃঙ্গ দেখিতে পাইবে, তথায় চতুর্ব্বিংশতি কোটি অগ্নিতুল্য তেজস্বী তপস্বী গন্ধর্ব্বগণ এবং ভয়ঙ্কর পাপাচারিগণ বাস করিয়া থাকে। ভীমবিক্রম বানরগণ অগ্নিশিখার ন্যায় সমুজ্জ্বল সেই সমবেত গন্ধর্ব্বগণের নিকট গমন করিতে পারিবে না এবং সেই স্থান হইতে ফলমূলাদি কিছুই গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে না। যেহেতু তথায় সেই দুরাসদ মহাবল ভীমবিক্রম গন্ধর্ব্বগণ ফলমূ সমস্ত রক্ষা করিয়া থাকে। পরন্তু তোম তথায় যাইবার জন্য বিশেষ যত্ন এবং সীত অন্বেষণ করিবে ; তোমরা বানরজাতি, গন্ধর্ব গণ হইতে তোমাদিগের কিছু মাত্র ভয় নাই।

হে প্লবঙ্গমগণ! বৈদূর্য্যমণিসবর্ণ, বজ্রের ন্যায় কঠিন, নানাবিধ বৃক্ষ ও লতাজালে সমা- চ্ছন্ন পরম সৌন্দর্য্যসম্পন্ন বজ্র নামে মহাগিরি তথায় প্রতিষ্ঠিত আছে ; তাহার গুহা শ যোজন, তোমরা প্রযত্নসহকারে সেই গুহামধ্যে জানকীর অনুসন্ধান করিবে। আর সমুদ্রে চতুর্থভাগে চক্রবান্ নামে যে এক পর্ব্বত বিদ্য মান আছে, তথায় বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত সহস্র অ সমন্বিত চক্র এবং হয়গ্রীব পঞ্চজন নামক দান ছিল। পুরুষোত্তম কৃষ্ণ সেই দানবকে নিহ করিয়া তথা হইতে চক্র ও পাঞ্চজন্য শঙ্খ আ য়ন করিয়াছিলেন। তোমরা সেই পর্ব্বতে সুরম্য সানু ও বিশাল গুহামধ্যে বৈদেহীস রাবণের অন্বেষণ করিবে। পরে অতলস্প বরুণালয় সমুদ্রমধ্যে চতুঃষষ্টি যোজন সুবর্ণ শৃঙ্গ বিশিষ্ট বরাহ নামক মহাপর্ব্বত বর্ত্তমান আছে তথায় প্রাগ্‌জ্যোতিষ নামে সুবর্ণনির্ম্মিত পু বিদ্যমান রহিয়াছে ; সেই পুরীমধ্যে নরকনা দুষ্টাত্মা দানব বাস করিয়া থাকে। সেই পর্ব তেরও সুরম্য সানু ও বিপুল গুহামধ্যে বৈদেহী সহ রাবণের অন্বেষণ করিবে।

অনন্তর, সেই কাঞ্চনগর্ভশৈলবর বরা পর্ব্বতকে অতিক্রম করিয়া ধারা ও প্রস্রবণযু সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সুবর্ণময় সৌবর্ণ নামক শৈ দেখিতে পাইবে। তত্রত্য গজ, বরাহ, সিংহ ব্যাঘ্র সকল স্বীয় স্বীয় প্রতিশব্দে দর্পিত হইয়া চতুর্দ্দিকে গর্জ্জন করিতে থাকে। সেই পর্ব্বতেই হরিহয় পাকশাসন শ্রীমান্ ইন্দ্র সুরগণকর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া জলধরবৃন্দের অধিপতি হইয়া ছিলেন। তোমরা মহেন্দ্র পরিপালিত শৈলবর সেই সৌবর্ণ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া তরুণ সূর্য্য সম প্রভা সমন্বিত, সুন্দর পুষ্পযুক্ত সুবর্ণময় বৃক্ষ সমূহে সুশোভিত কাঞ্চনময় ষষ্টি সহস্র পর্ব্বত প্রাপ্ত হইবে। সেই পর্ব্বত সকলের মধ্যে অতি উৎকৃষ্ট মেরুনামা গিরিরাজ অবস্থি

রেন ; পুরাকালে সূর্য্য তাঁহার প্রতি প্রসন্ন ইয়া তাঁহাকে এইরূপ বরপ্রদান করিয়াছিলেন যে, "আমার বর প্রভাবে তুমি সকলের আশ্রয়রূপে পরিগণিত হইবে এবং তোমাকে আশ্রয় করিয়া সকলে দিবারাত্র কাঞ্চনের ন্যায় রূপ ধারণ করতঃ প্রকাশ পাইবে। আর যে সকল কাঞ্চনবর্ণ দেব, দানব ও গন্ধর্ব্ব তোমাতে বাস করিবে, তাঁহারা তোমার ভক্ত হইবেন।" অপিচ সুরপুরবাসী বিশ্বদেব, বসু ও মরুদ্গণ সেই মনোহর মেরু পর্ব্বতে আগমন করতঃ পশ্চিম সন্ধ্যা সময়ে সূর্য্যের উপাসনা করিয়া থাকেন এবং সূর্য্য সেই দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত ও সর্ব্ব প্রাণীর অদৃশ্য হইয়া সেই পর্ব্বতে অস্তমিত হয়েন। দিবাকর অর্দ্ধ মুহূর্ত্তমধ্যে দশ সহস্র যোজন অস্তাচল অতিক্রম করিয়া অতি সত্বর সেই শিলোচ্চয়ে গমন করিয়া থাকেন।

বিশ্বকর্ম্মা সেই পর্ব্বতের শৃঙ্গোপরি সূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল অতি মহৎ দিব্য ভবন নির্ম্মাণ করিয়াছেন ; প্রাসাদ সমূহে সম্বাধযুক্ত, বিচিত্র তরু নিকরে সুশোভিত, নানাবিধ পক্ষি সমূহে সমাকুল সেই ভবনে পাশধারী মহাত্মা বরুণদেব বাস করিয়া থাকেন, তজ্জন্য তাহাকে বরুণালয় কহে। সেই অস্তাচল মেরু মধ্যে বিচিত্র বেদি সমন্বিত সুবর্ণময় দশস্কন্ধ পরম সৌন্দর্য্যশালী একটি তালবৃক্ষ বিরাজিত হইতেছে। তোমরা পূর্ব্বোক্ত এই সমস্ত স্থানে ও দুর্গ, সরোবর ও নদী মধ্যে ইতস্ততঃ সীতাসহ রাবণের অনুসন্ধান করিবে। আর সেই মেরুপর্ব্বতে ধর্ম্মজ্ঞ তপোনিষ্ঠ প্রজাপতি সম মেরুসাবর্ণি নামে এক মহর্ষি বাস করিয়া থাকেন। সূর্য্যসম তেজস্বী সেই ঋষিকে ভূমিতে মস্তক অবনতিপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া, মৈথিলী রাজদুহিতা সীতার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিবে। দিবাকর নিশাবসানে উদয়াচল অবধি মেরুসাবর্ণি পর্য্যন্ত সমস্ত জীবলোক প্রকাশিত করিয়া অবশেষে মেরু পর্ব্বতে অস্ত যান।

হে বানরগণ! তোমরা এই স্থান পর্য্যন্ত গমন করিতে সমর্থ হইবে, ইহার পর প্রদেশে সূর্য্যের গতি নাই ও সীমা নির্দ্দিষ্ট নাই এবং তাহা আমারও বিদিত নাই। পরন্তু তোমরা অস্তাচল প্রাপ্ত হইয়া তথায় রাবণের আলয় ও বিদেহ রাজনন্দিনী সীতার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া মাস মধ্যে তথা হইতে নিবৃত্ত হইবে। মাসের ঊর্দ্ধ বাস করিতে পাইবে না, যদ্যপি একমাস অতীত হয়, তাহা হইলে তোমাদিগের প্রাণদণ্ড হইবে। আর আমার শ্বশুর শূরবর সুষেণ তোমাদিগকে সঙ্গে লইয়া গমন করিবেন ; তোমরা ইহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া আদেশ পালন করিবে এবং আমার শ্বশুর এই মহাবাহু প্রভূতবলসম্পন্ন সুষেণকে গুরুর ন্যায় জ্ঞান করিবে। অপিচ, হে বিক্রমশালি কপিগণ! তোমরা সকলেই সীতার অন্বেষণরূপ কর্ত্তব্যকার্য্যের নিশ্চয় করিবার কালে এই সুষেণকে কর্ত্তব্যনিশ্চায়করূপে সংস্থাপন করিয়া পশ্চিম দিক্ অন্বেষণ করিবে। আমরা সীতার অনুসন্ধানদ্বারা রামকৃত উপকারের প্রত্যুপকার করিয়া কৃতকৃত্য হইব ; রাবণ বধ পর্য্যন্ত যে কোন কার্য্য ইহা অপেক্ষাও রামের প্রিয়তর হইবে, তাহা দেশ, কাল ও অর্থ অনুসারে তোমাদিগের সহিত বিবেচনাপূর্ব্বক সম্পাদন করা যাইবে।

অনন্তর, সুষেণপ্রভৃতি প্লবঙ্গমগণ সুগ্রীবের বাক্য উত্তম রূপে অবগত হইয়া সকলেই পরস্পর আমন্ত্রণ করতঃ বরুণপালিত পশ্চিম দিকে গমন করিল।

ইতি দ্বিচত্বারিংশৎ সর্গ ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশৎ সর্গ।

অনন্তর, সর্ব্ব বানরসত্তম সর্ব্বজ্ঞ শাখামৃগপতি সুগ্রীব স্বীয় শ্বশুর সুষেণকে পশ্চিম দিকে প্রেরণ করিয়া মহাবীর শতবলিনামা বানরকে আপনার ও রামের হিতজনক এই বাক্য বলিলেন যে, তুমি ত্বদ্বিধ বনবাসী শত সহস্র বানরসৈন্যে পরিবৃত হইয়া যমপুত্রপ্রভৃতি মন্ত্রিবর্গের সহিত শিরোভূষণভূত হিমালয়সমন্বিত উত্তর দিকে প্রবিষ্ট হইয়া যশস্বিনী রামপত্নী সীতাকে অন্বেষণ করিবে।

হে অর্থবিত্তম! দশরথ নন্দন রামের পরম প্রিয় সীতার অনুসন্ধান কার্য্যটি তোমাদের দ্বারা নিষ্পন্ন হইলে আমরা ঋণ হইতে মুক্ত এবং কৃতকৃত্য হই। মহাত্মা রাম আমাদিগের অতিশয় উপকার করিয়াছেন, যদ্যপি তাঁহার এই প্রত্যুপকার করা যায়, তাহা হইলে আমাদিগের জীবন সফল হইবে। যিনি পূর্ব্বে উপকার করেন নাই, এমন প্রয়োজনার্থি পুরুষের উপকার করিলে যখন উপকারী ব্যক্তির জন্ম সফল হয়, তখন যিনি পূর্ব্বে উপকার করিয়াছেন, তাঁহার প্রত্যুপকার করিলে যে কি হয়, তাহা বলা যায় না।

হে কপিগণ! তোমরা আমার প্রিয় হিতৈষী; অতএব যে উপায়দ্বারা জনকদুহিতা সীতাকে দেখিতে পাও, তাহাই তোমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য; কেন না, এই পরপুরবিজয়ী নরসত্তম প্রাণিপুঞ্জের মান্য রাম আমাদিগকে পরম প্রিয় বোধে করিয়া থাকেন; অতএব আমি তোমাদিগের নিকট যে সমস্ত দুর্গ, নদী ও পর্ব্বত সকলের বিবরণ কহিতেছি, তোমরা বুদ্ধি ও বিক্রমরূপ সম্পত্তি অনুসারে সেই সেই স্থানে সীতার অনুসন্ধান করিবে, আর সেই উত্তর দিকে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, শূরসেন, প্রস্থল, ভরত, কুরু, মদ্র, কাম্বোজ ও বরদপ্রভৃতি দেশ সকল এবং ম্লেচ্ছদিগের গৃহসমুদয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অবশেষে হিমালয় অন্বেষণ করিবে এবং হিমালয়ের লোধ্র ও পদ্মকাননসমন্বিত প্রদেশে এবং দেবদারু বনমধ্যে বৈদেহীসহ রাবণের অনুসন্ধান করিবে।

তদনন্তর, দেব ও গন্ধর্ব্বগণনিষেবিত সোমাশ্রমে গমন করিয়া তথায় উৎকৃষ্ট সানুসমন্বিত কাল নামক পর্ব্বত প্রাপ্ত হইবে। তাহার বৃহৎ গণ্ডপর্ব্বত এবং গুহামধ্যে মহাভাগা রামবনিতা সীতাকে অন্বেষণ করিবে। পরে হেমগর্ভ মহাগিরি শৈলবর, সেই কাল নামক শৈল অতিক্রম করিয়া সুদর্শন পর্ব্বতে গমন করিতে হইবে। পরে তথা হইতে নানাবিধ পক্ষিসমূহে সমাকীর্ণ, বিবিধ বৃক্ষনিকরে বিভূষিত পতঙ্গগণের আবাসভূত দেবসখা নামক পর্ব্বতে গমন করিয়া তাহার কাঞ্চনময় কানন, নির্ঝর ও গুহামধ্যে ইতস্ততঃ বৈদেহীসহ রাবণের অনুসন্ধান করিবে। তাহা অতিক্রম করিয়া চতুর্দ্দিকে শত যোজন এবং পর্ব্বত, নদী বৃক্ষ ও সর্ব্ব প্রাণিবিবর্জ্জিত শূন্য প্রদেশে গমন করিবে; তাহা সত্বর অতিক্রম করিয়া দুর্গম রোমহর্ষণকারী পাণ্ডুরবর্ণ কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিয়া আনন্দিত হইবে। সেই কৈলাস পর্ব্বতে কুবেরের পাণ্ডুরবর্ণ মেঘসদৃশ সুবর্ণপরিষ্কৃত বিশ্বকর্ম্ম নির্ম্মিত সুরম্য আলয় আছে, তাহার সমীপে প্রভূত কমল ও উৎপলসমন্বিত হংস ও কারণ্ডবসমূহে সমাবৃত অপ্সরোগণনিষেবিত, অতি বিস্তৃত এক সরোবর রহিয়াছে। সর্ব্বলোকনমস্কৃত ধনাধ্যক্ষ যক্ষরাজ শ্রীমান্ কুবের গুহ্যকগণের সহিত তথায় নিত্য ক্রীড়া করিয়া থাকেন। তোমরা সেই সরোবর ও হিমালয়ের সমীপবর্ত্তী শশাঙ্কসদৃশ ক্ষুদ্র শৈল এবং গুহামধ্যে ইতস্ততঃ বৈদেহীসহ রাবণের অনুসন্ধান করিবে।

পরে ক্রৌঞ্চগিরি প্রাপ্ত হইয়া অপ্রমত্তভাবে তাহার দুর্গম গুহামধ্যে প্রবেশ করিবে, সেই গুহাতে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য; কেন না, সূর্য্যসদৃশ প্রভাশালী, দেবগণের পূজনীয়, দেবরূপী মহাত্মা মহর্ষিগণ তথায় বাস করিয়া থাকেন পরন্তু সেই ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতের অপরাপর গুহা সানু, শিখর, গ্রাম ও নিতম্ব সকল অনুসন্ধা[ন] করিবে। অপিচ, সেই ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতের নিক[ট]বর্ত্তী বৃক্ষশূন্য কামশৈল এবং বিহঙ্গগণের আল[য়] মানস নামক যে পর্ব্বত দেখিতে পাইবে, মনুষ্য কি রাক্ষস, এমন কি, দেবতাগণও সেই শৈলে গমন করিতে পারেন না; অতএব তোমরা সকলে একত্রিত হইয়া সেই ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতের সানু, প্রস্থ এবং তন্নিকটবর্ত্তী উক্ত পর্ব্বত সমস্ত অনুসন্ধান করিবে। পরে ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া মৈনাক পর্ব্বতে গমন করতঃ তত্রত্য ময়দানবনির্ম্মিত ভবন এবং সানু, প্রস্থ, ও কন্দর সমস্ত অনুসন্ধান করিবে, আর মৈনাকের সানু, প্রস্থ ও কন্দর প্রভৃতি যে যে প্রদেশে অশ্বমুখী কিন্নরী সকলের আ[লয়] আছে, তোমরা সেই সকল স্থল অনুসন্ধা[ন] পূর্ব্বক তাহা অতিক্রম করিয়া যে স্থানে সি[দ্ধ]

বৈখানস ও বালখিল্য প্রভৃতি পুণ্যাত্মা তপস্বি-গণ বাস করিয়া থাকেন, সেই সিদ্ধগণসেবিত আশ্রমে গমন করতঃ পুণ্যাত্মা তপস্বিগণকে বন্দনা করিয়া বিনয়সহকারে সীতার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিবে।

সেই সিদ্ধাশ্রমে সুবর্ণময় পদ্মপুঞ্জে পরিবৃত, তরুণ সূর্য্যসদৃশ সঞ্চরণশীল হংসসমূহে নিষেবিত, বৈখানস নামক সরোবর আছে; যক্ষরাজ কুবেরের বাহন সার্ব্বভৌম হস্তীশাবকদিগের সহিত সর্ব্বদা সেই সরোবরে পর্য্যটন করিয়া থাকে। তোমরা সেই সরোবর অতিক্রম করিয়া চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র ও মেঘবিহীন অনাদি শূন্য প্রদেশে গমন করিবে। সেই প্রদেশ সূর্য্য-প্রভার ন্যায় স্বয়ম্প্রভ দেবতুল্য সুখোপবিষ্ট তপস্বী সিদ্ধগণদ্বারা প্রকাশ পাইতেছে পরে সেই স্থান অতিক্রম করিয়া শৈলোদানাম্নী নদী দেখিতে পাইবে; সেই নদীর উভয় তীরে কীচক নামে যে সকল বেণু আছে, সিদ্ধগণ সেই বেণুদ্বারা নদীর পূর্ব্ব ও পরপারে গমনাগমন করিয়া থাকেন। উত্তর কুরুদেশ সেই নদীর নিকটবর্ত্তী· সেই দেশে পুণ্যবান্ ক্তিরা বাস ক.রয়া থাকেন। তথায় কাঞ্চন-পদ্মসংযুক্ত পদ্মিনীসমূহে অলঙ্কৃত, নীল বদূর্য্যমণিনির্ম্মিত পত্রদ্বারা বিভূষিত সহস্র হস্র সরিৎ এবং হিরণ্ময় রক্তোৎপলদ্বারা ভূষিত, তরুণ সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসমন্বিত লাশয় সকল শোভা পাইতেছে। অপিচ, ই দেশ মহামূল্য মণি ও রত্নদ্বারা এবং ঞ্চনপ্রভ কেশরশালী মনোহর নীলোৎপল ারা চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত হইয়াছে। তত্রত্য সকল বর্ত্তুলাকার অনুপম মুক্তা, মহামূল্য ও সুবর্ণময় পুলিনে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে ং তাহার তীরসকল সর্ব্বরত্নময় ও হুতাশন-প্রভাশালী সুবর্ণময় মনোহর পাদপপুঞ্জে রিবৃত হইয়া আছে।

সেই তীরস্থিত বৃক্ষ সকল নিরন্তর ফল-পসমন্বিত নানাবিধ পক্ষিসমূহে পরিব্যাপ্ত ও ব্য গন্ধরসস্পর্শবিশিষ্ট এবং তাহারা সকলের ভিলাষ পূরণ করিয়া থাকে। অপর বৃক্ষ লস্ত্রী ও পুরুষদিগের সৌন্দর্য্যের অনুরূপ নানাবিধ বস্ত্র এবং মুক্তা ও বৈদূর্য্যমণিখচিত বিচিত্র ভূষণরূপ ফল প্রসব করিয়া থাকে। কোন কোন বৃক্ষ সকল ঋতুর সুখসেব্য ফল প্রসব করিয়া থাকে; কোন বৃক্ষ বা মহামূল্য বিচিত্র মণিরূপ ফল প্রসব করে; কোন কোন বৃক্ষ বিচিত্র আস্তরণসমন্বিত শয্যা এবং মনোভিলষিত মাল্য প্রসব করিয়া থাকে; কোন কোন বৃক্ষ মহামূল্য যান, বিবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য এবং রূপযৌবনসম্পন্ন উৎকৃষ্ট গুণশালিনী স্ত্রী প্রসব করিয়া থাকে। অতিশয় ভাস্বরপ্রভাশালী গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, সিদ্ধ, নাগ ও বিদ্যাধরগণ রমণী সমভিব্যাহারে তথায় ক্রীড়া করিয়া থাকেন এবং সুকৃতকর্ম্মশালী রতি-পরায়ণ ও কামার্থসম্পন্ন ব্যক্তিগণ স্বীয় স্বীয় যোষিৎগণের সহিত বাস করেন। তথায় সকল প্রাণীর মনোরম উৎকৃষ্ট হাস্যস্বরযুক্ত গীত ও বাদিত্র শব্দ সততঃই শুনিতে পাওয়া যায়। সেই স্থানে অসন্তুষ্ট বা অসৎপ্রিয় কোন ব্যক্তি বিদ্যমান নাই; পরন্তু অহরহ মনোরম গুণসকল বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

পরে সেই শৈলবর মৈনাক পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া উত্তরসমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী হেমময় সুমহান্ সোমগিরিতে গমন করিবে। সেই স্থান সূর্য্যসঞ্চারবিহীন হইলেও পর্ব্বতের প্রভাদ্বারা এরূপ প্রকাশিত হয় যে, বোধ হয় যেন, প্রভাকরপ্রভায় প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে। সেই সোম পর্ব্বতে বিশ্বব্যাপী ভগবান্ বিষ্ণু, একাদশ রুদ্ররূপী শম্ভু এবং ব্রহ্মর্ষি-পরিবেষ্টিত দেবেশ ব্রহ্মা বাস করিয়া থাকেন। তোমরা কদাচ সেই স্থানে গমন করিও না, অপর কোন প্রাণীই তথায় গমন করিতে সমর্থ হয় না; কেন না, সেই সোমগিরি দেবগণেরও দুর্গম; অতএব সেই শৈল দূর হইতে অবলোকন করিয়া সত্বর প্রত্যাগমন করিবে।

হে বানরেন্দ্রগণ! তোমরা এই স্থান পর্য্যন্তই গমন করিতে সমর্থ হইবে, ইহার পর যে স্থান আছে, তাহা সূর্য্য বিহীন ও অসীম, তথায় তোমরা গমন করিতে পারিবে না এবং তাহা আমারও বিদিত নাই। আমি তোমাদিগের নিকট যে সকল স্থানের বিবরণ কহিলাম,তাহা

অন্বেষণ করিবে, আর যাহা কহিতে বিস্মৃত হইয়াছি, তাহাও অনুসন্ধান করিতে কামনা করিবে। হে অনিল ও অনলসদৃশ বলবীর্য্য-শালি বানরগণ! তোমরা বিদেহ রাজদুহিতা সীতার অনুসন্ধান কার্য্য সম্পাদন করিলে রঘুনন্দন রামের এবং আমার অতিশয় প্রিয় হইবে ও তন্নিবন্ধন মৎকর্ত্তৃক মনোরম সর্ব্বগুণ দ্বারা সবান্ধবে সম্মানিত ও কৃতকৃত্য হইয়া সমস্ত শত্রু সংহার করতঃ প্রিয়া সমভিব্যাহারে পরমানন্দে পৃথিবী মধ্যে বিচরণ করিবে।

ইতি ত্রিচত্বারিংশ সর্গ ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর বনবাসিদিগের প্রভু সুগ্রীব সীতার অনুসন্ধানরূপ প্রয়োজন সাধনে অভিপ্রেত বিষয়ের অবধারণ করিয়া পরম প্রীতিসহকারে বায়ুপুত্র বিপুল বিক্রমসম্পন্ন হরিশ্রেষ্ঠ হনুমানকে সীতার অনুসন্ধানের বিষয় বিশেষ করিয়া কহিলেন, হে হরিপুঙ্গব! পৃথিবী, জল, আকাশ বা স্বর্গমধ্যে কুত্রাপি তোমার গমনের প্রতিবন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না, সর্ব্বত্রই তুমি গমন করিতে সমর্থ এবং অসুর, গন্ধর্ব্ব, নাগ, মনুষ্য, সুরলোক, সাগর ও শৈলসহ সমস্ত লোক তোমার বিদিত আছে। হে মহাকপে! তুমি স্বকীয় পিতা মহাতেজা মারুতের ন্যায় গতি, বেগ, বল ও লঘুত্ব ধারণ করিয়া থাক এবং পৃথিবী মধ্যে তোমার তুল্য তেজস্বী কেহই বিদ্যমান নাই; অতএব যেরূপে সীতাকে লাভ করিতে পারা যায়, তুমি তাহার উপায় চিন্তা কর; কেন না, তোমাতেই বল, বুদ্ধি, পরাক্রম, দেশ, কাল ও তদুচিত কর্ম্মানুষ্ঠান এবং নীতি বিদ্যমান রহিয়াছে।

রাম সুগ্রীবের বাক্যানুসারে হনুমানের কার্য্যসাধন সম্বন্ধ ও তাঁহাকে কার্য্যসাধনে সমর্থ বোধ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, "এই সুগ্রীব যখন হনুমান্‌কেই কার্য্যসাধন সক্ষম এবং ইহার দ্বারাই সীতার অন্বেষণকার্য্য সর্ব্বতোভাবে সম্পন্ন হইবে, এইরূপ বোধ করিয়াছেন, তখন দ্বারা পরীক্ষিত প্রাধান্যরূপে পরিগণিত এই হনুমান্ বানররাজ সুগ্রীবকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া অবশ্যই কার্য্য সফল করিতে পারিবেন।"

শত্রুতাপন রাম হরিবীরপ্রধান হনুমান্‌কে 'কার্য্যসাধনে সক্ষম' এইরূপ মনে মনে সমালোচন করিয়া কৃতার্থের ন্যায় মনে মনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। পরে রাম একান্ত প্রীত হইয়া মিথিলা রাজদুহিতা সীতার অভিজ্ঞানার্থ হনুমানকে স্বনামাঙ্কিত অতি সুশোভন অঙ্গুরীয়ক প্রদান করিয়া কহিলেন, হে হরিশ্রেষ্ঠ! সীতা এই অঙ্গুরীয়ক অভিজ্ঞান দ্বারা 'তুমি আমার নিকট মিলিত হইয়াছ' ইহা জানিয়া নিরুদ্বেগে তোমাকে দর্শন করিবেন। হে বীর! তোমার ব্যবসায়, সত্ত্বগুণযুক্ত বিক্রম এবং সুগ্রীবের সন্দেশ যেন আমাকে কার্য্যসিদ্ধির বিষয় করিতেছে।

অনন্তর পবননন্দন হরিশ্রেষ্ঠ হনুমান্ কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয়ক গ্রহণ পূর্ব্বক মস্তকে ধারণ করিলেন এবং রামের চরণ দ্বয় বন্দনা করিয়া মহাবল বানরবলসকল চালন করতঃ বলাহকবিহীন ব্যোমাঙ্গনে উত্থিত হইয়া তারাগণে পরিবেষ্টিত বিশুদ্ধমণ্ডলসমন্বিত সুধাকরের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

রাম গগনাঙ্গনে উত্থিত হনুমান্‌কে কহিলেন, হে প্রবলবলশালি হরিবর পবননন্দন! আমি তোমারই বল অবলম্বন করিয়াছি; অতএব তোমার বিপুল বিক্রমদ্বারা জনকসুতা সীতাকে যেরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তুমি তাহা কর।

ইতি চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর, বানররাজ সুগ্রীব রামের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত সমস্ত বানরগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে বানরগণ! আমি তোমাদিগকে যেরূপ আদেশ করিয়াছি, তোমরা তদনুসারে সীতার অন্বেষণ করিবে।

বানর সকল সুগ্রীবের সেই উগ্রতর শাসন বশবগত হইয়া শলভসমূহের ন্যায় পৃথিবীকে আচ্ছাদন করতঃ গমন করিতে লাগিল। তখন রাম সীতার সমাচার প্রাপ্তি বিষয়ে বানরগণের সুগ্রীবকর্তৃক নির্দ্দিষ্ট মাস পরিমিত প্রত্যাগমন কাল প্রতীক্ষা করতঃ লক্ষ্মণের সহিত সেই প্রস্রবণ পর্ব্বতে বাস করিতে লাগিলেন। পরে সুগ্রীবের আদেশানুসারে মহাবীর শতবলি গিরিরাজ হিমালয়পরিবেষ্টিত উত্তর দিকে গমন করিতে উপক্রম করিলেন। হরিযূথপতি কপিবর বিনত পূর্ব্ব দিকে প্রস্থান করিতে আরম্ভ করিলেন। পবননন্দন হনুমান্ তার ও অঙ্গদপ্রভৃতি প্লবঙ্গমগণের সহিত অগস্ত্যাশ্রিত দক্ষিণ দিকে যাইবার উদ্যোগ করিলেন। শাখামৃগপতি সুষেণ বরুণপালিত পশ্চিম দিকে গমন করিতে উদ্যত হইলেন। পরে কপিসেনাপতি মহাবীর সুগ্রীব সীতার অন্বেষণার্থ বানরসেনাগণকে যথাতথরূপে চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিয়া পরম আনন্দিত হইলেন।

সেনাপতি সকল সুগ্রীবকর্ত্তৃক সম্যক্‌রূপে প্রেরিত হইয়া স্বীয় স্বীয় গন্তব্য দিক্ সকল লক্ষ করতঃ ত্বরাসহকারে প্রস্থান করিতে আরম্ভ করিল এবং কেহ কেহ 'আমিই রাবণকে নিহত করিয়া সীতাকে আনয়ন করিব' এই কথা বলিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল; কেহ বা 'তোমরা স্থির হও, আমি একাকীই সমরে শত্রু রাবণকে সংহার করিয়া রাবণভয়ে কম্পিতা সীতাকে আনয়ন করিব' এই কথা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতে লাগিল; কেহ বা 'আমি একাকী বৃক্ষ সকল ভগ্ন, পর্ব্বত ও পৃথিবী বিদারণ এবং সাগর সকল ক্ষোভিত করিয়া পাতাল হইতেও সীতাকে আনয়ন করিব' এই কথা বলিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল; কেহ বা 'আমি এক যোজন লম্ফ প্রদান করিব, ইহাতে সংশয় নাই' এই কথা বলিয়া উৎকট শব্দ করিতে থাকিল; কেহ বা 'আমি এক শত যোজন লম্ফ প্রদান করিব; পৃথিবী, সাগর, শৈল, অরণ্য বা পাতালমধ্যে কুত্রাপি আমার গতি রোধ নাই' এই কথা বলিয়া বিকট শব্দ করিতে লাগিল। পরে সেনাগণ সুগ্রীবের নিকট এইরূপে পরস্পর স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়া চতুর্দ্দিকে প্রস্থান করিল।

ইতি পঞ্চচত্বারিশ সর্গ ॥ ৪৫ ॥

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ।

সেনাপতি সকল সীতার অন্বেষণার্থ স্বীয় স্বীয় গন্তব্য দিকে গমন করিলে রাম সুগ্রীবকে কহিলেন, তুমি কিরূপে সমস্ত ভূমণ্ডল অবগত হইলে তাহা আমার নিকট বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণন কর।

সুগ্রীব প্রণত হইয়া রামকে কহিলেন, আমি যেরূপে সমস্ত ভূমণ্ডল অবগত হইয়াছি, তদ্বিষয় আপনার নিকট বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণন করিতেছি, শ্রবন করুন্। যখন বালী দুন্দুভি নামক দানবের পুত্র মহিষকে মলয় পর্ব্বতে অন্বেষণ করেন, তখন মহিষ তাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া মলয় পর্ব্বতের গুহামধ্যে প্রবেশ করিলে বালীও তাহার বিনাশ বাসনায় তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েন। পরে আমি সেই গুহার দ্বারে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া সম্বৎসর গত হইলেও যখন বালী গুহা হইতে বহির্গত না হইলেন এবং সেই গুহা শোণিতদ্বারা পরিপূর্ণ হইতে থাকিল, তখন সেই দর্শনে বিস্মিত ও ভ্রাতৃশোকে বিষণ্ণ হইলাম।

অনন্তর আমি হতবুদ্ধি হইয়া 'ভ্রাতা নিহত হইয়াছেন' এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলাম এবং যাহাতে মহিষ গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে না পারিয়া বিনষ্ট হয়, তদ্বিষয় চিন্তা করিয়া সেই গুহাদ্বারে পর্ব্বতাকার শিলা সংস্থাপন করিলাম। পরে আমি ভ্রাতার জীবনে নিরাশ হইয়া তথা হইতে কিষ্কিন্ধ্যা নগরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সুমহৎ রাজ্য ও রুমাসহ তারাকে লাভ করিয়া তাঁহার সচিববর্গের সহিত বাস করিতে লাগিলাম।

অনন্তর, বানরেন্দ্র বালী সেই মহিষকে নিহত করিয়া কিষ্কিন্ধ্যায় আগমন করিলে ভয় এবং গৌরববশতঃ আমি তাঁহাকে রাজ্য প্রদান করিলাম, তথাপি সেই অবশেন্দ্রিয় দুষ্টস্বভাব বালী আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন না; প্রত্যুত

আমাকে বিনষ্ট করিতে অভিলাষী হইলেন, আমি তাঁহার ভয়ে সচিববর্গের সহিত পলায়ন করিতে থাকিলেও বালী আমার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। বালী আমার পশ্চাৎ ধাবমান হইলে আমি নানাবিধ নদী, বন, অরণ্য ও নগর সকল অবলোকন করতঃ প্রাণভয়ে নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলাম। তৎকালেই এই সসাগরা বসুন্ধরা অলাতচক্র, গোষ্পদ ও আদর্শতলের ন্যায় আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। আমি প্রথমতঃ পূর্ব্ব দিকে পলায়ন করিয়া তথায় নানাবিধ বৃক্ষ, কন্দরসমন্বিত শৈল, বিবিধ সুরম্য সরোবর, ধাতুসমূহে বিভূষিত উদয়াচল, ক্ষিরোদ সাগর ও অপ্সরোগণের নিত্য ধাম দর্শন করিলাম। পরে যখন সেস্থান পর্য্যন্তও বালী আমার অনুসরণ করিলেন, তখন আমি সেই পূর্ব্বদিক্ পরিত্যাগ করিয়া তথা হইতে পুনর্ব্বার বিন্ধ্যগিরি ও চন্দন বৃক্ষসমূহে সমাকীর্ণ দক্ষিণ দিকে প্রস্থিত হইলাম; পুনর্ব্বার তথায় শৈল ও পাদপাভ্যন্তরে বালীকে দর্শন করিয়া তথা হইতে পশ্চিম দিকে পলায়ন করিলাম। সেই পশ্চিম দিকে নানাবিধ দেশ ও অস্তাচল অবলোকন করিয়া তথা হইতে উত্তর দিকে গমন করতঃ হিমালয়, সুমেরু ও উত্তরসমুদ্র দর্শন করিলাম।

পরে আমি এইরূপে সমস্ত দিক্ পরিভ্রমণ করিয়া যখন কুত্রাপি স্থান লাভ করিতে পারিলাম না, তখন মহাপ্রাজ্ঞ হনুমান্ আমাকে কহিলেন, 'রাজন্! সম্প্রতি আমার স্মরণ হইল যে, আমরা মতঙ্গাশ্রমে গমন করিলে বালী তথায় গমন করিতে পারিবেন না; কেন না, মহাত্মা মতঙ্গ বালীকে এইরূপ শাপ প্রদান করিয়াছিলেন যে, বালী আমার আশ্রমে প্রবেশ করিলে তাহার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইবে; অতএব সেস্থানে আমাদিগের বাস সুখকর হইতে পারে।'

হে নৃপনন্দন! আমি হনুমানের বচনানুসারে যখন ঋষ্যমূক আশ্রয় করিলাম, তখন আর বালী মতঙ্গের ভয়ে তথায় প্রবেশ করিতে পারিলেন না। রাজন্! তৎকালে আমি এইরূপে সমস্ত ভূমণ্ডল প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া এই ঋষ্যমূকের গুহা আশ্রয় করিয়াছিলাম।

ইতি ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ॥ ৪৬॥

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

কপীন্দ্রগণ বিদেহরাজদুহিতা সীতার অন্বেষণার্থ কপিরাজ সুগ্রীবকর্ত্তৃক বিশেষরূপে আদিষ্ট হইয়া সত্বর নিজ নিজ গন্তব্য দিকে গমন করিল এবং তাহারা গন্তব্য দিকে গমন করিয়া সরোবর, সরিৎ, কক্ষ, আকাশ, মার্গ, নগর ও নদীপ্রবাহদ্বারা দুর্গম্য দেশ সকল অন্বেষণ করিতে লাগিল। তৎকালে সেই বানরসেনাপতি সকল সীতার অন্বেষণার্থ সমুদ্যত হইয়া সুগ্রীবের আদেশ মত দিবাভাগে শৈল ও কাননসমন্বিত নানা স্থান অনুসন্ধান করতঃ সর্ব্ব কালীন অভিলষিত ফল সকল ভোজন করিয়া প্রতি দিবস নিশাকালে পৃথিবীতলে সমাগত হইয়া শয়ন করিত। কপিকুঞ্জর সেনাপতি সকল প্রস্থানদিবসাবধি এক মাস কাল এইরূপে অনুসন্ধান করতঃ মাস পূর্ণ হইলে নিরাশ হইয়া সুগ্রীবের নিকট প্রস্রবণ পর্ব্বতে গমন করিতে লাগিল।

মহাবল বিনত সচিববর্গের সহিত পূর্ব্বদিক্ অনুসন্ধান করতঃ সীতাকে দেখিতে না পাইয়া প্রত্যাগমন করিল। মহাকপি শতবলি সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে উত্তরদিক্ অন্বেষণ করতঃ ভীত হইয়া আগমন করিল। সুষেণ বানরগণের সহিত পশ্চিম দিক্ অনুসন্ধান করিয়া মাস পূর্ণ হইলে সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত হইল।

কপিগণ প্রস্রবণ পর্ব্বতে রামের সহিত সমাসীন সুগ্রীবের নিকট গমন করিয়া অভিবাদনপুরঃসর তাঁহাকে কহিল যে, আপনি আমাদের নিকট যে সকল স্থান কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমরা সেই সমস্ত শৈল, সরিৎ, সরোবর, সাগর, গহনকানন, নানা জনপদ, কন্দর, মহাগুল্ম ও লতামণ্ডপ অন্বেষণ করিয়াছি এবং যে সকল দুষ্প্রবেশ্য দুর্গম বিষম স্থানে দুষ্ট প্রাণিরা বাস করিত, সেই সমস্ত স্থান পুনঃপুনঃ অন্বেষণপূর্ব্বক তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়াছি,

কুত্রাপি মৈথিলীকে দেখিতে পাই নাই। পরন্তু হে বানরেন্দ্র! উদারসত্ত্ব মহাভিজনসম্পন্ন বায়ুনন্দন হনুমান্ মৈথিলীর বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবেন; কেন না, যে দিকে সীতা গমন করিয়াছেন, সেই দিকেই তিনি প্রস্থিত হইয়াছেন।

ইতি সপ্তচত্বারিংশ সর্গ॥ ৪৭॥

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর, মহাকপি হনুমান্ তার ও অঙ্গদের সহিত সুগ্রীবকর্তৃক যথাবৎ কীর্ত্তিত সেই দক্ষিণ দেশে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি তারপ্রভৃতি কপিবর বীরবর্গের সহিত কিয়দ্দূর গমন করিয়া বিন্ধ্যগিরির গুহা ও গহনকানন সমস্ত অনুসন্ধান করতঃ সেই শৈলের শিখরস্থিত সরিৎ, সরোবর, দুর্গ, বিপুল পাদপ, বিবিধ বৃক্ষসমূহ ও তাহার সমীপবর্ত্তী অন্যান্য পর্ব্বত এবং নিবিড় অরণ্য সকল অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা সকলেই সেইস্থান সর্ব্বতোভাবে অনুসন্ধান করিয়া তথায় মিথিলাধিপতি জনকের দুহিতা সীতাকে দেখিতে না পাইয়া বিবিধ ফল মূল ভক্ষণ করতঃ ঘোরদর্শন নির্জ্জন দুর্গম্য জনশূন্য প্রদেশে ও তাদৃশ অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সেই সমস্ত স্থান অনুসন্ধান করিয়া অতিশয় পীড়িত হইলেন।

অনন্তর, তাঁহারা সেই দুষ্প্রবেশ্য একান্ত বিস্তৃত গুহাসমন্বিত স্থান পরিত্যাগ করিয়া অকুতোভয়ে পুনরায় অপর একটি ভয়ঙ্কর স্থানে প্রবেশ করিলেন। কপিগণ যে স্থানে প্রবিষ্ট হইলেন, সেই স্থানের বৃক্ষ সকল পত্র পুষ্প ও ফলবিহীন, সরিৎ সকল সলিলশূন্য, তথায় মূল অতি দুর্লভ, সেই স্থানে মহিষ, মৃগ, মাতঙ্গ ও শার্দ্দূলপ্রভৃতি পশু এবং অন্যান্য বনবাসী পক্ষি সকল বাস করে না। তথায় বৃক্ষ, লতা ও ওষধি নাই; পদ্মিনী সকল স্নিগ্ধ পত্রবিহীন এবং সুন্দর গন্ধ ও ভ্রমররহিত পঙ্কজহীন।

সেই অরণ্যে অতিশয় অমর্ষবশতাপন্ন দৃঢ়তর নিয়মদ্বারা দুর্দ্ধর্ষ সত্যবাদী তপোধন কণ্ডু নামক মহর্ষি বাস করিয়া থাকেন। তাঁহার দশ বর্ষীয় বালক পুত্র জীবন শেষ হওয়ায় তথায় প্রণষ্ট হইলে সেই ধর্ম্মাত্মা মহর্ষি ক্রুদ্ধ হইয়া সেই অরণ্যে এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলান যে, 'কোন প্রাণীই এই অরণ্য আশ্রয় করিবে না এবং ইহা মৃগ পক্ষিবিবর্জ্জিত হইবে।'

সেনা সকল সমবেত হইয়া সেই অরণ্যের প্রান্তভাগ গিরিগুহা এবং নদী সকল অন্বেষণ করিতে লাগিল; সেখানেও সীতা ও সীতাপহারী রাবণকে দেখিতে পাইল না। পরে তাঁহারা লতা গুল্মদ্বারা সমাবৃত সেই ভয়ঙ্কর স্থানে প্রবেশ করিয়া দেবগণ হইতেও নির্ভয় ভীমকর্ম্মা এক অসুরকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা শৈলের ন্যায় অবস্থিত ভীষণমূর্ত্তি সেই অসুরকে দর্শন করিয়া দৃঢ় সন্নদ্ধ হইলেন এবং সেই অসুরও তাঁহাদিগকে 'বিনষ্ট হও' এই কথা বলিয়া ক্রোধসহকারে মুষ্টি উত্তোলন করতঃ তাঁহাদিগের প্রতি ধাবমান হইল। তখন বালিপুত্র অঙ্গদ সহসা সমাগত সেই অসুরকে রাবণ বিবেচনা করিয়া তলদ্বারা তাহাকে আহত করিলেন। অসুর বালিপুত্র অঙ্গদকর্তৃক আহত হইয়া মুখ হইতে শোণিত বমন করতঃ পর্ব্বতের ন্যায় ভূমিতলে পতিত হইল।

অনন্তর, সেই অসুর নিরুচ্ছ্বাস হইলে জয়যুক্ত বানরগণ তত্রত্য প্রায় সমস্ত গিরিগহ্বর অন্বেষণ করিলেন। সেই সেই বনবাসী বানর সকল 'তথায় সমস্তই অন্বেষণ করা হইয়াছে' ইহা বোধ করিয়া তথা হইতে অপর এক দুর্গম গিরি গহ্বরে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় পুনঃপুন অন্বেষণ করতঃ খিন্ন হইয়া তথা হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক এক নির্জ্জন বৃক্ষমূলে দুঃখিতচিত্তে উপবেশন করিলেন।

ইতি অষ্টচত্বারিংশ সর্গ॥ ৪৮॥

একোনপঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর, মহাপ্রাজ্ঞ অঙ্গদ পরিশ্রান্ত হইয়া তৎকালে বানর সকলকে আশ্বাসিত করতঃ এই কথা বলিলেন, আমরা বন, পর্ব্বত, নদী, দুর্গম-দুর্গ, কন্দর ও গিরিগুহাপ্রভৃতি সকল স্থানই অন্বেষণ করিলাম; কিন্তু কুত্রাপি জনকদুহিতা সীতা ও সীতাপহারী দুষ্কর্ম্মা রাক্ষসরাজ রাবণ আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইল না। একে সুগ্রীবের শাসন অতিশয় প্রখর, তাহে আবার আমাদিগের সময় সমধিক সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিতেছে; অতএব সকলে মিলিত হইয়া তন্দ্রা, শোক ও নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক যাহাতে সত্বর সীতাকে দেখিতে পওয়া যায়, সেইরূপে আমাদিগের অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য হইতেছে; কেন না, পণ্ডিতেরা অনির্ব্বেদ, সামর্থ্য ও কার্য্যকালে চিত্তের অপরাঙ্মুখতা, এই সমস্তকে কার্য্যসিদ্ধিকর বলিয়া থাকেন, তজ্জন্যই আমি এইরূপ বলিতেছি।

হে বনবাসি বানরগণ! আপনারা খেদ পরিত্যাগ করিয়া অদ্যই এই সমস্ত দুর্গম বন বারম্বার অনুসন্ধান করুন্। যত্নসহকারে যে কার্য্য করা যায়, তাহার ফল অবশ্যই দৃষ্ট হইয়া থাকে; অতএব অতিশয় নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া উদ্যোগবিহীন হওয়া আপনাদের উচিত হইতেছে না। বানররাজ সুগ্রীব তীক্ষ্ণদণ্ড ও ক্রোধপরতন্ত্র, সুতরাং তাঁহার এবং মহাত্মা রামের প্রতি ভয় করা কর্ত্তব্য। হে বানরগণ! আমি আপনাদের হিতার্থেই এই কথা বলিলাম, যদ্যপি আপনাদের ইহা অভিলষিত না হয়, তবে যাহা করিতে সক্ষম হইবেন, তাহা আদেশ করুন্।

গন্ধমাদন অঙ্গদের বাক্য শ্রবণ করিয়া পিপাসা ও শ্রমবশতঃ খিন্ন অথচ সুস্পষ্টবাক্যে কহিলেন, অঙ্গদ ভবাদৃশ জনের সদৃশ, হিতকর ও অনুকূল বাক্যই কহিয়াছেন; অতএব ইহাঁর বাক্য প্রতিপালন করা আপনাদের কর্ত্তব্য। আমরা পুনর্ব্বার শৈল, শিলা, কন্দর, কানন, শূন্য ও গিরিপ্রস্রবণ সমস্ত অন্বেষণ করিতেছি; আপনারাও সকলে সঙ্গত হইয়া মহাত্মা সুগ্রীব যাহা আদেশ করিয়াছেন, সেই সমস্ত অরণ্য ও গিরিদুর্গ অন্বেষণ করুন্।

তদনন্তর, সেই মহাবল বানর সকল গন্ধমাদনের বচনানুসারে বৃক্ষমূল হইতে উত্থিত হইয়া বিন্ধ্যাচল ও কাননসমূহে সমাকীর্ণ দক্ষিণ দিকে পুনর্ব্বার বিচরণ করিতে লাগিলেন। পরে সেই সীতাদর্শনাকাঙ্ক্ষী হরিবর বানর সকল শারদীয় মেঘের ন্যায় সৌন্দর্য্যশালী শৃঙ্গ ও গুহাসমন্বিত রজত পর্ব্বতে অধিরূঢ় হইয়া তত্রত্য লোধ্র ও সপ্তচ্ছদ বন সকল অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। পরন্তু, সেই বিপুল বিক্রমসম্পন্ন শ্রমশীল বানর সকল বহুল কন্দরসমন্বিত সুদর্শনীয় সেই রজত পর্ব্বতে আরূঢ় হইয়া তথায় রামমহিষী সীতাকে অনুসন্ধান করতঃ দেখিতে না পাইয়া ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে করিতে তথা হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। পরে তাঁহারা ভূমিতলে অবতীর্ণ হইয়া তথায় মুহূর্ত্ত কাল ভ্রান্ত ও চেতনাশূন্য হইয়া অবস্থিতি করতঃ বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়া রহিলেন। পুনঃপুনঃ পরিশ্রমশালী সেই বানর সকল মুহূর্ত্তকাল আশ্বস্ত হইয়া পুনর্ব্বার সমগ্র দক্ষিণ দিক্ অনুসন্ধান করিতে উদ্যত হইলেন। পরে হনুমানপ্রভৃতি প্লবঙ্গমগণ বৃক্ষমূলে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া পুনরায় বিন্ধ্যাচলের প্রথমাবধি সমস্ত প্রদেশে ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

ইতি একোনপঞ্চাশ সর্গ ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চাশৎ সর্গ।

তখন হনুমান্ তার ও অঙ্গদের সহিত সঙ্গত হইয়া বিন্ধ্যাচলের সিংহ ও শার্দ্দূলসেবিত গুহা, দুর্গমকানন এবং বিষম প্রস্রবণ প্রন্বেষণ করতঃ নৈর্ঋতদিক্‌স্থিত শৃঙ্গের উপরিভাগে উপবিষ্ট হইলেন। হনুমানপ্রভৃতি বানরগণ গুহা ও গহনকাননসমন্বিত সেই দুরন্বেষ্য শৃঙ্গের উপরি উপবিষ্ট হইলে তৎকালে তাঁহাদিগের সুগ্রীবনির্দ্দিষ্ট সেই সময় অতীত হইতে লাগিল। পরে গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ,

গন্ধমাদন, মৈন্দ, দ্বিবিদ, হনুমান্, জাম্ববান, যুবরাজ অঙ্গদ ও তার প্রভৃতি কপিগণ পরস্পর নিকটবর্ত্তী ও পৃথগ্‌ভূত হইয়া শৈলসমূহে সমাবৃত স্থান সকল অন্বেষণ করিয়া দক্ষিণ দিক্ অনুসন্ধান করতঃ তথায় এক অনাবৃতদ্বার সমন্বিত মহৎ বিল দেখিতে পাইলেন।

অনন্তর, সেই ক্ষুৎপিপাসা সমন্বিত পরিশ্রান্ত কপি সকল সলিলার্থী হইয়া লতা ও বৃক্ষসমূহে সমাবৃত, ময়দানবদ্বারা পরিপালিত, দুর্গম, সেই ঋক্ষ বিল নামক মহাবিলের সমীপে গমন করিয়া দেখিলেন যে, জলার্দ্র ক্রৌঞ্চ, হংস ও সারস সকল এবং পদ্মরেণুদ্বারা রক্তাঙ্গ চক্রবাক্ সমস্ত সেই বিল হইতে বহির্গত হইতেছে। পরে মহাবলতেজস্বী বানরগণ দিব্য গন্ধযুক্ত দুরতিক্রমণীয় সেই বিল প্রাপ্ত হইয়া বিস্ময়াপন্ন ও ব্যগ্রচিত্ত হইলেন এবং সলিললাভের সম্ভাবনায় হৃষ্ট হইয়া নানাবিধ সত্ত্বসমূহে সমাকীর্ণ, পাতালসদৃশ, দুর্দ্দর্শ ও দুর্গম্য সেই ভয়ঙ্কর বিল দ্বারে উপনীত হইলেন।

অনন্তর, পর্ব্বতকূটপ্রতিম মরুততনয় হনুমান্ কান্তার ও কানন গমনে সমর্থ সেই মহাবীর বানরগণকে কহিলেন যে, আমরা গিরিসমূহে সমাবৃত নানাদেশ এবং সমস্ত দক্ষিণ দিক্ অন্বেষণ করিয়া যাহার পর নাই পরিশ্রান্ত হইলাম, কিন্তু মিথিলারাজদুহিতা সীতাকে কুত্রাপি দেখিতে পাইলাম না; পরন্তু যখন সারসসহ ক্রৌঞ্চ সকল সলিলার্দ্র এবং চক্রবাক্ সমস্ত পদ্মরেণুদ্বারা রঞ্জিত হইয়া এই বিল হইতে বহির্গত হইতেছে, তখন বোধ হয়, এই বিলমধ্যে সলিলবান্ কূপ বা হ্রদ অবশ্যই থাকিবে; তাহা না হইলে এই বিলের দ্বারস্থিত পাদপ সকল শুষ্ক হইয়া যাইত।

কপিগণ হনুমানের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া চন্দ্র সূর্য্যবিহীন, তিমিরাবৃত রোমহর্ষণকর সেই বিলমধ্যে প্রবেশ করতঃ তত্রত্য সিংহপ্রভৃতি পশু ও মৃগ পক্ষি সমস্ত অবলোকন করিলেন। বানরেন্দ্রগণ অন্ধকারাবৃত সেই বিলমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তাঁহাদিগের দৃষ্টি, তেজ ও পরাক্রম কুত্রাপি রুদ্ধ হইল না; প্রত্যুত অন্ধকার মধ্যে বায়ুবেগের ন্যায় তাঁহাদিগের দৃষ্টি সঞ্চার হইতে লাগিল। পরে তাঁহারা নানাবিধ বৃক্ষসমূহে সমাকুল সেই ভয়ঙ্কর বিল মধ্যে দ্রুতবেগে প্রবিষ্ট হইয়া তথায় পরম রমণীয় রূপে প্রকাশমান স্থান অবলোকন করতঃ পরস্পর আনন্দে আলিঙ্গনপূর্ব্বক এক যোজন অন্তরে গমন করিলেন।

সলিলার্থী সম্ভ্রান্তচিত্ত তৃষিত কপিগণ সেই বিল মধ্যে কিয়দ্দূর গমন করতঃ সংজ্ঞাবিহীন হইয়া নিবিড় অন্ধকারাবৃত প্রদেশে পতিত হইলেন। কিঞ্চিৎ কাল পরে অতিশয় কৃশ, শুষ্কবদন, পরিশ্রান্ত, সেই বানর সকল তন্দ্রাবিহীন হইয়া যখন জীবনে নিরাশ হইলেন, তখন তাঁহারা অনতিদূরে একটি আলোক দেখিতে পাইলেন। পরে তাঁহারা সেই তিমিরশূন্য প্রদেশে গমন করিয়া দেখিলেন যে, তথায় প্রজ্জলিত অনলের ন্যায় প্রভাশালী কাঞ্চন নির্ম্মিত, পুষ্পিত কাঞ্চনময় পুষ্প স্তবক সংযুক্ত, রক্তবর্ণ রমণীয় কিসলয়সমন্বিত, স্তবকের শেখর ও লতাসমূহে সমাচ্ছাদিত, স্বর্ণাভরণে বিভূষিত, সুবর্ণনির্ম্মিত শরীর-সৌন্দর্য্যে সন্দীপিত, বৈদূর্য্য মণিময় বেদিকার উপরিভাগে সংস্থিত শাল, তাল, তমাল, পুন্নাগ, বকুল, ধব, চম্পক, নাগকেশর ও কর্ণিকার প্রভৃতি বৃক্ষ সকল তরুণ সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। নীল বৈদূর্য্য মণি সবর্ণ পদ্মিনী সকল পতঙ্গপুঞ্জে পরিবৃত হইয়া রহিয়াছে; নির্ম্মল সলিলসম্পন্ন সরোবর সমুদয়, সুবর্ণময় তরুণ সূর্য্যসবর্ণ প্রকাণ্ড বৃক্ষ এবং অতি বৃহৎ কাঞ্চনময় মৎস্য ও পঙ্কজসমূহে সমাবৃত হইয়া রহিয়াছে। রজত ও কাঞ্চননির্ম্মিত বিমান সকল বিরাজিত হইতেছে; মুক্তাজালে সমাবৃত সুবর্ণগঠিত গবাক্ষসমন্বিত, হেম ও রজতদ্বারা নির্ম্মিত, বৈদূর্য্য মণিখচিত অতি উৎকৃষ্ট গৃহ সকল অতিশয় সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে; তন্মধ্যে মণি ও কাঞ্চনদ্বারা চিত্রিত অতি বিশাল বিবিধ শয্যা ও আসন সমস্ত পাতিত রহিয়াছে। সুবর্ণময় ষট্‌পদ সকল প্রবাল মণিসদৃশ ফল পুষ্পসমন্বিত পাদপ মধ্যে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করতঃ মধুপান করিতেছে। হেম, রজত ও কাংস্যনির্ম্মিত

প্রচুর ভোজনপাত্র, মনোহর অগুরু চন্দনরাশি, মধুর ও রসাল ভোজনীয় ফল মূল, মহামূল্য শিবিকাদি যান সমস্ত, উৎকৃষ্ট বসন, বিচিত্র কম্বল ও অজিন সমস্ত ইতস্ততঃ সন্নিবেশিত হইয়া রহিয়াছে।

মহাপ্রভাবসম্পন্ন শূরবর বানর সকল তথায় ইতস্ততঃ অন্বেষণ করতঃ অনতি দূরে চীর ও কৃষ্ণাজিনপরিধায়িনী নিয়তাহারা, তেজদ্বারা যেন প্রজ্বলিতা এক তপস্বিনী নারীকে অবলোকন করিয়া বিস্মিত হইয়া তথায় তুষ্ণীম্ভাবে অবস্থিত হইলেন। পরে পর্ব্বতোপম হনুমান্ কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই বৃদ্ধা তপস্বিনীকে অভিবাদনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তপস্বিনি! আপনি কে এবং এই গৃহ ও রত্ন সকল কাহার? আপনি কৃপা করিয়া ইহার বৃত্তান্ত আমার নিকট কীর্ত্তন করুন্।

ইতি পঞ্চাশৎ সর্গ ॥৫০॥

একপঞ্চাশৎ সর্গ।

হনুমান্ তথায় সেই চীর ও কৃষ্ণাজিনধারিণী মহাভাগা ধর্ম্মচারিণী তপস্বিনীকে কহিলেন যে, আমরা ক্ষুধা ও পিপাসায় শ্রান্ত হইয়া সহসা এই তিমিরাবৃত বিলমধ্যে প্রবেশ করতঃ এই সমস্ত নানাবিধ অদ্ভুত পদার্থ দর্শন করিয়া চেতনাশূন্য ও অতিশয় ব্যথিত হইতেছি। হে তপস্বিনি! এই যে তরুণ সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশমান স্বর্ণময় বৃক্ষ, সুখাদ্য ফল, মূল, কনক ও রজতনির্ম্মিত বিমান, মণিজালাবৃত সুবর্ণগঠিত গবাক্ষযুক্ত গৃহ, সুগন্ধি পুষ্প ও ফলযুক্ত কাঞ্চনময় বৃক্ষ, বিমল সলিলস্থিত হেমময় পদ্ম ও কচ্ছপসহ সুবর্ণময় মৎস্য কাহার তেজঃ প্রভাবে উৎপন্ন হইয়াছে? হে ধর্ম্মচারিণি! এই সমস্ত যে আপনার প্রভাবে কি অন্য কাহারও তপোবলে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না; অতএব আপনি ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করুন্।

অনন্তর, সর্ব্বলোকহিতৈষিণী ধর্ম্মচারিণী সেই তপস্বিনী হনুমান্‌কে কহিলেন যে, হে বানরেন্দ্র! মহাতেজা মায়াবী ময়দানব মায়াবলে এই কাঞ্চনময় বন নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যিনি এই কাঞ্চনময় মনোহর ভবন নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তিনি পূর্ব্বে দানবগণের বিশ্বকর্ম্মা ছিলেন। তিনি এই অরণ্যমধ্যে সহস্র বর্ষ তপস্যা করিয়া পিতামহ ব্রহ্মার নিকট শুক্রাচার্য্যপ্রণীত শিল্পশাস্ত্রের জ্ঞান ও সৃষ্টিসামর্থ্যরূপ বর লাভ করিয়াছিলেন। সেই সৃষ্টিসামর্থ্যবান্ স্বসৃষ্ট ভোগ্য বিষয়ের ভোক্তা ময়দানব এই মহাবনে কিছুকাল সুখে বাস করতঃ হেম নাম্নী অপ্সরাতে আসক্ত হওয়ায় দৈত্যপুরবিদারণকারী ইন্দ্র বিক্রমসহকারে বজ্রদ্বারা তাঁহাকে নিহত করিয়াছিলেন। তৎকালে ব্রহ্মা হেমাকে এই অনুত্তম হিরণ্ময় বন, গৃহ শাশ্বত কাম ভোগ প্রদান করিয়াছিলেন।

হে বানরোত্তম! আমি মেরু সাবর্ণির দুহিতা আমার নাম স্বয়ম্প্রভা, আমার প্রিয়সখী সেই নৃত্যগীতবিশারদা হেমা এই গৃহের রক্ষণাবেক্ষণ জন্য আমার প্রতি ভার প্রদান করায় আমিই তাঁহার ভবন রক্ষা করিতেছি। হে কপিবর! তোমরা এই সমস্ত সুখাদ্য ফল মূল ভোজন এবং উৎকৃষ্ট জল পান করতঃ শ্রান্তি দূর করিয়া তোমাদিগের এখানে কি প্রয়োজন এবং কি নিমিত্তই বা তোমরা এই দুর্গম বনে আসিয়াছ, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

ইতি একপঞ্চাশৎ সর্গ ॥ ৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশৎ সর্গ।

অনন্তর, অনন্যচিত্তা ধর্ম্মচারিণী তপস্বিনী হেমা বিশ্রান্ত হরিযূথপতি সেই বানর সকলকে কহিলেন, হে বানরগণ! যদ্যপি ফলমূলাদি ভক্ষণ করিয়া তোমাদিগের শ্রম দূর হইয়া থাকে এবং তোমরা যে জন্য এই স্থানে আসিয়াছ, সেই বৃত্তান্ত আমার শ্রবণ করিবার কোন প্রতিবন্ধক না থাকে, তাহা হইলে আমি শুনিতে ইচ্ছা করি, তোমরা সবিশেষ বৃত্তান্ত আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

বায়ুনন্দন হনুমান্ তপস্বিনীর তাদৃশ বাক্য

শ্রবণ করিয়া অকপটভাবে যথাতথরূপে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন যে, মহেন্দ্র ও বরুণসদৃশ সর্ব্বলোকাধিপতি দশরথনন্দন শ্রীমান্ রাম স্বীয় বনিতা বিদেহ রাজদুহিতা সীতা ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডকারণ্যে আগমন করিয়াছিলেন। রাবণ বলপূর্ব্বক জনস্থান হইতে তাঁহার ভার্য্যাকে অগোচরে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। রামের প্রিয় সখা শাখামৃগগণের অধিপতি সুগ্রীব সীতাপহারী কামরূপী রাক্ষস রাবণ ও বিদেহ রাজনন্দিনী সীতার অন্বেষণার্থ অঙ্গদ প্রভৃতি এই বানর সকলের সহিত আমাকে পিতৃপতি পরিপালিত অগস্ত্যাশ্রিত দক্ষিণদিকে প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার আদেশানুসারে সমস্ত বন ও সমুদ্র অন্বেষণ করতঃ অতিশয় বুভুক্ষিত হইয়া বৃক্ষমূলে উপবেশন করি, পরে সকলেই বিবর্ণবদন ও অপার চিন্তার্ণবে মগ্ন হইয়া পারের উপায় অবগত হইতে পারিলাম না। পরে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ লতা-পাদপসমন্বিত তিমিরাবৃত এই বিল বিলোকন করিয়া ইহার সমীপবর্ত্তী হইয়া দেখিলাম যে, সলিল ও পদ্মরেণু সংযুক্ত জলার্দ্র পক্ষসমন্বিত হংস, কুরর ও সারস প্রভৃতি বিহঙ্গ সকল এই বিল হইতে বহির্গত হইতেছে। সেই পক্ষি সকলকে দর্শন করিয়া 'এই বিবর মধ্যে জল আছে' সকলেরই এইরূপ জ্ঞান হওয়ায় আমি যাহা সাধু বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে আদেশ করিলাম।

অনন্তর আমরা কার্য্যানুরোধে ত্বরান্বিত হইয়া এই বিল মধ্যে পতিত হইলাম এবং সহসা এই তিমিরাবৃত বিল মধ্যে পতিত হইয়া পরস্পর হস্ত গ্রহণপূর্ব্বক প্রবিষ্ট হইলাম। হে তপস্বিনি! আমাদিগের ইহাই কার্য্য, এই নিমিত্তই আমরা এখানে আসিয়াছি এবং বুভুক্ষায় ক্ষীণ হইয়া আপনার শরণাগত হইয়াছি। আপনি অতিথি সৎকার জন্য ধর্ম্মতঃ যে আমাদিগকে ফল মূল প্রদান করিয়াছিলেন, আমরা ক্ষুধার্ত্ত হইয়া সে সমস্তই ভোজন করিয়াছি। পরন্তু, ক্ষুধায় ম্রিয়মাণ এই বানরগণকে আপনি যেরূপ রক্ষা করিয়াছেন, আপনার তাদৃশ প্রত্যুপকার জন্য বানরগণকে কি করিতে হইবে, আপনি তাহা অনুমতি করুন্।

স্বয়ম্প্রভা বানরগণকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, হে তরস্বি বানরগণ! আমি তোমাদিগের প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি; পরন্তু আমি ধর্ম্মচারিণী, আমার কোন প্রত্যুপকারে প্রয়োজন নাই।

তপস্বিনী স্বয়ম্প্রভা এতাদৃশ ধর্ম্ম সম্বলিত শুভ বাক্য কহিলে পর হনুমান্ সেই অনিন্দিত নয়না স্বয়ম্প্রভাকে কহিলেন, হে ধর্ম্মচারিণি! আমরা সকলেই আপনার শরণাপন্ন হইলাম; পরন্তু মহাত্মা সুগ্রীব আমাদিগের প্রতি যে সময়ের সীমা অবধারণ করিয়াছেন, আমরা এই বিল মধ্যে অবস্থান করায় আমাদিগের সেই নিয়মিত সময় অতীত হইতেছে। সুগ্রীবের বাক্য অতিক্রম করিলে আমাদিগের প্রাণনাশ হইবে; আমরা সুগ্রীবের ভয়ে অতিশয় শঙ্কিত হইতেছি; অতএব আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে এই বিল হইতে উত্তীর্ণ করিয়া পরিত্রাণ করুন্। হে ধর্ম্মচারিণি! আমাদিগকে যে মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে, আমরা এখানে থাকিলে আমাদের দ্বারা সেই কার্য্য কোন ক্রমেই সম্পন্ন হইবে না।

তপস্বিনী স্বয়ম্প্রভা হনুমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন যে, এখানে প্রবিষ্ট হইলে প্রাণিদিগের জীবন লইয়া বহির্গত হওয়া দুষ্কর বোধ করিতেছি; পরন্তু নিয়মদ্বারা উপার্জ্জিত স্বীয় তপঃপ্রভাবে আমি এই বিল হইতে সমস্ত বানরগণকে উত্তীর্ণ করিব; অতএব হে বানরগণ! তোমরা সকলে চক্ষু নিমীলন কর; কেন না, অনিমীলিত লোচনে নিষ্ক্রান্ত হইতে পারিবে না।

অনন্তর, কপিগণ গমনবাসনায় হৃষ্ট হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করতঃ সুকোমল অঙ্গুলিসমন্বিত করদ্বারা পুনরায় চক্ষু আচ্ছাদন করিল। মহাত্মা বানর সকল করদ্বারা মুখমণ্ডল আচ্ছাদন করিলে সেই তপস্বিনী নিমেষমাত্রে বিল হইতে তাহাদিগকে নিঃসারিত করিয়া

আশ্বাসিত করতঃ কহিলেন যে, তোমরা সেই বিষম বিল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছ। এই সেই বিবিধ বৃক্ষ ও লতা সমূহে সমাকুল শ্রীমান্ বিন্ধ্যাচল; এই প্রস্রবণ পর্ব্বত ও মহাসাগর অবলোকন কর। হে বানরেন্দ্রগণ! তোমাদিগের মঙ্গল হউক, আমি নিজ ভবনে গমন করি। শ্রীমতী স্বয়ম্প্রভা বানরগণকে এই কথা বলিয়া বিলমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

ইতি দ্বিপঞ্চাশৎ সর্গ ॥ ৫২ ॥

ত্রিপঞ্চাশৎ সর্গ।

অনন্তর বানরগণ চক্ষু উন্মীলন করিয়া ভয়ঙ্কর উর্ম্মিমালাসমাকুল ভীষণ গর্জ্জনকারী অপার করুণালয় সাগর অবলোকন করিল। ময়দানবের মায়ানির্ম্মিত পুরী, গিরি ও দুর্গ সমস্ত অন্বেষণ করিতে করিতে বানরগণের সুগ্রীবকৃত সময় অতীত হইলে তাহারা বিন্ধ্যাচলের পুষ্পিত পাদপসমন্বিত প্রত্যন্ত পর্ব্বতে উপবেশন করিয়া অতিশয় চিন্তা করিতে লাগিল। পরে পুষ্পভারে অবনত, লতাসমূহে সমাবৃত বসন্তকালীন বৃক্ষ সকল অবলোকন করিয়া ত্রাসে অতিশয় শঙ্কিত হইল এবং বসন্ত সময় উপস্থিত হইল, বিবেচনা করিয়া সুগ্রীব যাহা আদেশ করিয়াছিলেন তাহার তাৎপর্য্য বোধে সমর্থ হইয়া তাহারা সকলেই পৃথিবীতলে পতিত হইল। তখন সিংহ ও বৃষসমস্কন্ধসম্পন্ন পীন ও আয়তবাহুশালী মহাপ্রাজ্ঞ যুবরাজ অঙ্গদ ভয়বশতঃ ভূতলে নিপতিত শিষ্ট কপিশ্রেষ্ঠ বনবাসী বানর সকলকে যথাবৎ সম্মানিত করিয়া মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে কপিগণ! আমরা সকলে সীতার অন্বেষণার্থ কপিরাজ সুগ্রীবের আদেশানুসারে বিনির্গত হইয়া বিলমধ্যেই বাস করায় আমাদিগের যে মাস পূর্ণ হইল, তাহা কি তোমরা বোধ করিতেছ না? 'এক মাসমধ্যে প্রত্যাগত হইতে হইবে' এইরূপ সময় অবধারণ করিয়া সুগ্রীব যে আশ্বিন মাসে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাও অতীত হইল, অতঃপর আমাদিগের কর্ত্তব্য কি?

হে কপিগণ! তোমরা সকলেই নীতিবিশারদ, প্রভুহিতৈষী, তোমাদিগের সদৃশ কার্য্যকারী কেহই নাই; তোমাদিগের পৌরুষ সর্ব্বত্র প্রথিত আছে, সুগ্রীব সমস্ত কার্য্যের ভারই তোমাদিগের প্রতি অর্পণ করিয়া থাকেন, সুতরাং তোমরা সীতার অন্বেষণার্থ রাজনিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া আমাকে পুরোবর্ত্তী করতঃ কপিললোচন কপিরাজ সুগ্রীবকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছ। সম্প্রতি তোমরা যদ্যপি কৃতকার্য্য হইতে না পার, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমাদিগকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে; কেন না, তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিতে না পারিলে কেহই তাঁহার নিকট সুখী হইবেন না। অপিচ, যখন সুগ্রীবকৃত উক্ত সময় অতীত হইল, তখন আমাদিগের প্রাণ পরিত্যাগ জন্য প্রায়োপবেশন অবলম্বন করাই যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে।

সুগ্রীব তীক্ষ্ণস্বভাবেই রাজকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন; আমরা কৃতাপরাধ হইয়া তাঁহার নিকট গমন করিলে তিনি কখনই আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন না; সুগ্রীব সীতার বৃত্তান্ত প্রাপ্ত না হইলেই আমাদিগের প্রতি অনিষ্টাচারণ করিবেন; অতএব পত্নী, পুত্র, ধন ও গৃহ সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক অদ্য এই স্থানেই আমাদিগের প্রাণ পরিত্যাগার্থ প্রায়োপবেশন করা বিধেয়। কারণ আমরা এই স্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলে রাজা আমাদিগকে নিশ্চয়ই নিহত করিবেন, সুতরাং অপ্রতিরূপ বধদ্বারা এই স্থানেই আমাদিগের প্রাণত্যাগ করা শ্রেয়স্কর বোধ হইতেছে। আমি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছি বলিয়া সুগ্রীব যে আমাকে ক্ষমা করিবেন, তোমরা এরূপ সম্ভাবনা করিও না, কেননা, তিনি আমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন নাই, অক্লিষ্টকর্ম্মা মনুজেন্দ্র রামকর্ত্তৃক আমি অভিষিক্ত হইয়াছি। একে রাজা সুগ্রীব পূর্ব্বাবধি আমার প্রতি বদ্ধবৈর হইয়া আছেন, তাহাতে

াবার সম্প্রতি কার্য্যের ব্যতিক্রম দেখিলে ীক্ষ্ণদণ্ডদ্বারা আমার প্রাণ নাশ করিবেন। ীবিতান্ত সময়ে সুহৃদ্গণ ব্যসন দর্শন করিয়া চ্ছুই করিতে পারিবেন না; অতএব আমি ণ্যপ্রদ এই সাগরতীরেই প্রায়োপবেশন রিব।

সেই বানরেন্দ্রগণ যুবরাজ অঙ্গদের এরূপ াক্য শ্রবণ করিয়া সকরুণ বাক্যে কহিতে াগিল যে, সুগ্রীব স্বভাবত নিষ্ঠুর, রঘুনন্দন ামও প্রিয়ার প্রতি অনুরক্ত; যখন সেই ময় গত হইল এবং অদ্যাপি সীতা আমা-দগের নয়নগোচর হইলেন না, তখন আমরা তকার্য্য না হইয়া সুগ্রীবের নিকট গমন রিলে তিনি সুতরাং রামের প্রিয়কামনায় ামাদিগকে বিনষ্ট করিবেন। আমরা যদি ীতার অন্বেষণ করিয়া তাঁহার বৃত্তান্ত অবগত ইতে পারি, তাহা হইলে সেই মহাবীর সুগ্রী-বর নিকট গমন করিব, নচেৎ এই স্থানেই মবস্থিতি করিয়া যমভবনে গমন করিব।

তখন সেনাপতি তার অতিশয় ভয়ার্ত্ত সেই বঙ্গমগণের সকরুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া এই থা কহিলেন যে, তোমরা কেন বিষণ্ণ হই-তেছ? যদি তোমাদিগের অভিলাষ হয় তবে ্ম সকলে সেই বিলমধ্যে পুনর্ব্বার প্রবেশ করিয়া তথায় বাস করি। সেই বিল মায়া-নির্ম্মিত ও অন্যের দুর্গম; তথায় ভোজনীয় ফল মূল ও পানীয় পুষ্পোদক প্রস্তুত আছে; তথায় বাস করিলে ইন্দ্র, রাঘবেন্দ্র বা বান-রেন্দ্র সুগ্রীব হইতে আমাদিগের ভয় হইবে না।

কপিগণ অঙ্গদের অনুকূল বাক্য শ্রবণ করতঃ প্রীত হইয়া কহিল যে, আমরা যাহাতে বিনষ্ট না হই, অদ্যই সেরূপ বিধান করা কর্ত্তব্য; কেন না, চিত্ত অতিশয় অবসন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

ইতি ত্রিপঞ্চাশৎ সর্গ ॥ ৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশৎ সর্গ।

হনুমান্ তারাধিপতি শশাঙ্কের ন্যায় রূপবান্ তার সেনাপতির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া 'স্বয়ম্প্রভার বিলস্থিত রাজ্য অঙ্গদকর্ত্তৃক অধিকৃত হইল' এইরূপ বিবেচনা করিলেন। সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হনুমান্ শুশ্রূষা প্রভৃতি অষ্টগুণযুক্ত বুদ্ধিসম্পন্ন, সামাদি উপায় চতুষ্টয়-সমন্বিত দেশকালজ্ঞতাদি চতুর্দ্দশ গুণযুক্ত, তেজঃ বল ও পরাক্রম পূর্ণ, শুক্লপক্ষীয় প্রতি-পদের চন্দ্রের ন্যায় সৌন্দর্য্যসমন্বিত, বৃহস্পতি সম প্রজ্ঞাসম্পন্ন, পিতৃতুল্য বিক্রমশালী বালি-পুত্র অঙ্গদকে শুক্রাচার্য্যের বচন শ্রবণ নিরত মহেন্দ্রের ন্যায় তারসেনাপতির বাক্য শ্রবণ-পরায়ণ ও ভর্ত্তা সুগ্রীবের কার্য্যসাধনে বিমুখ হইতে দেখিয়া তার প্রভৃতি বানরগণ হইতে বিভিন্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। হনুমান্ সেই বানরমণ্ডলীমধ্যে উপায় চতুষ্টয়ের মধ্যে দ্বিতীয় উপায় বর্ণন করতঃ বচনকৌশলদ্বারা সমস্ত বানরগণকে বিভিন্ন করিলেন।

পরে বানর সকল বিভিন্ন হইলে হনুমান্ কোপ ও উপায়সমন্বিত জয়জনক বিবিধ বাক্য-দ্বারা অঙ্গদকে ভয় প্রদর্শন করতঃ কহিতে লাগিলেন, হে তারাকুমার! তুমি পিতার ন্যায় যুদ্ধবিশারদ; অতএব তাঁহার ন্যায় অনায়াসে কপিরাজ্য শাসন করিতে সমর্থ হইবে, কিন্তু কপিগণ পুত্র পত্নী ব্যতিরেকে চঞ্চলচিত্ত হইয়া তোমার শাসন সহ্য করিবে না। আমি তোমার প্রত্যক্ষেই বলিতেছি যে, জাম্ববান্, নীল ও মহাকপি সুহোত্র প্রভৃতি ইহাঁরা ভার্য্যা পুত্র ব্যতিরেকে কখনই তোমাতে অনুরক্ত হইবেন না এবং তুমি সামাদি গুণগ্রামদ্বারা বা, দণ্ডদ্বারাই হউক, আমাকে এবং এই বানরগণকে কোন ক্রমেই সুগ্রীব হইতে বিভিন্ন করিতে পারিবে না। অপিচ, পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে, দুর্ব্বল ব্যক্তি বলবানের সহিত বিগ্রহ করিয়া কুত্রাপি সুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না; তজ্জন্যই দুর্ব্বলব্যক্তিরা বলবানের সহিত বিগ্রহ করেনা। আর এই বিলমধ্যে বাস করিলেই যে, তুমি রক্ষা পাইবে, ইহা মনে করিও না; কেন না,

এই বিল বাণদ্বারা বিদারণ করা লক্ষ্মণের পক্ষে অতি অকিঞ্চিৎকর। তুমি শুনিয়াছ, পূর্ব্বে ইন্দ্র এই বিলস্থিত ময়দানবের বিনাশ জন্য অশনি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা অতি অল্পমাত্র; কেন না, তাহাতে সেই দানবই কেবল নিহত হইয়াছিল, তদ্দ্বারা বিল ভগ্ন হয় নাই; কিন্তু লক্ষ্মণ নিশিত শরদ্বারা পত্রপুটের ন্যায় এই বিল বিদারণ করিবেন। বজ্র ও অশনির ন্যায় কঠিনস্পর্শ পর্ব্বতবিদারক তাদৃশ বহু সংখ্যক নারাচ লক্ষ্মণের নিকট বিদ্যমান রহিয়াছে।

হে শত্রুতাপন! যখন তুমি এই বানরবর্গের সহিত বিলমধ্যে বাস করিবে, তখন ইহারা বিলমধ্যে আত্মবিনাশ আশঙ্কা করিয়া তোমাকে পরিত্যাগ করিবে এবং পুত্র ও পত্নী প্রভৃতি পরিবারবর্গকে স্মরণ করতঃ তাহাদিগের জন্য সততঃ উদ্বিগ্ন ও দুঃখজনক শয্যায় শয়নপূর্ব্বক দুঃখিত হইয়া তোমাকে পশ্চাৎ করতঃ পলায়ন করিবে। যদ্যপি তুমি বন্ধুবিহীন হইয়া একাকী এই বিলমধ্যে বাস কর তাহা হইলে বায়ুবেগে স্পন্দিত তৃণ হইতেও তোমাকে অতিশয় অস্থির হইতে হইবে। তুমি যতই সতর্ক হইয়া থাক না কেন, লক্ষ্মণ মহাবেগশালি শাণিত সায়কদ্বারা তোমাকে সংহার করিবেন তাহাতে সংশয় নাই। আর যদ্যপি আমাদিগের সহিত তুমি বিনীতভাবে সুগ্রীবের নিকট উপনীত হও, তাহা হইলে তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রত্বপ্রযুক্ত তোমাকে যৌবরাজ্যে সংস্থাপন করিবেন; কেন না, তোমার পিতৃব্য হিতৈষী, দৃঢ়ব্রত, বিশুদ্ধস্বভাব সত্যপ্রতিজ্ঞ ও ধর্ম্মমার্গানুসারী, তিনি কখনই তোমাকে বিনষ্ট করিবেন না। হে অঙ্গদ! সুগ্রীব সততঃই তোমার মাতার পরম প্রিয় কামনা করিয়া থাকেন; তোমার মাতার প্রীতি সম্পাদন করাই তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য এবং তুমি ভিন্ন তাঁহার অপর আর কেহই নাই; অতএব তুমি আমাদিগের সহিত সুগ্রীবের নিকট গমন কর।

ইতি চতুঃপঞ্চাশৎ সর্গ ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশৎ সর্গ।

অঙ্গদ হনুমানের ধর্ম্মসম্বলিত ও সুগ্রীবকে সম্মানসূচক বিনীত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন যে, আপনি সুগ্রীবের স্থিরতা, আত্মা ও মনের কামাদি দোষরাহিত্যরূপ শৌচ, আনৃশংস্য, ঋজুতা, বিক্রম ও ধৈর্য্যপ্রভৃতি যে সমস্ত গুণ বর্ণন করিলেন, তাহা তাঁহাতে উপযুক্ত হইতেছে না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃপত্নী ধর্ম্মতঃ মাতৃতুল্য, অতএব যে ব্যক্তি সেই জীবিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রিয় পত্নীকে উপভোগ করে, সেই জুগুপ্সিত জনের ধর্ম্ম জ্ঞান কিরূপে সম্ভব হইবে? মহিষনামা দানবের সহিত যুদ্ধ করিবার সময় বিল রক্ষার্থ ভ্রাতাকে নিযুক্ত করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিল প্রবিষ্ট হইলে দুরাত্মা তাঁহার বিনাশ বাসনায় বিলদ্বার আচ্ছাদন করিয়াছিল, তাহার ধর্ম্মজ্ঞান কিরূপে সম্ভব হইবে? যে রামের সহিত মিত্রতা করিবার জন্য অগ্নিসমক্ষে তাঁহার কর গ্রহণপূর্ব্বক মিত্রতা স্বীকার করিয়া আপনার কার্য্যসাধন হইলে যখন মহাযশা রামকে বিস্মৃত হইয়াছিল, তখন সে কিপ্রকারে অপরের উপকার স্মরণ করিবে? যে ব্যক্তি ধর্ম্মভয় না করিয়া কেবল লক্ষ্মণের ভয়ে সীতার অন্বেষণ জন্য আমাদিগকে এখানে প্রেরণ করিয়াছে, তাহাতে তাহার কিরূপে ধর্ম্ম হইবে? কোন্ আর্য্য ব্যক্তি সেই পাপাত্মা, কৃতঘ্ন, মন্বাদি স্মৃতিবিরুদ্ধাচারী ও চঞ্চলচিত্ত সুগ্রীবের প্রতি বিশ্বাস করিবে? বিশেষতঃ তৎকুলসম্ভূত কোন পুরুষই কদাচ তাহার প্রতি বিশ্বাস করিবে না।

সুগ্রীব গুণবান্ হউন, বা নির্গুণই হউন্, তদ্বিষয়ের অনুশীলন করায় আমার প্রয়োজন নাই; পরন্তু আমি শত্রুকুলসম্ভূত অতএব তিনি আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া কেন জীবিত রাখিবেন? একে আমি দুর্ব্বল ও সুগ্রীব অপেক্ষা হীনবীর্য, তাহাতে আবার আমার বিলপ্রবেশের মন্ত্রণা প্রকাশ হওয়ায় সুগ্রীবের নিকট অপরাধী হইলাম; অতএব আমি কিষ্কিন্ধ্যায় গমন করিয়া অনাথের ন্যায় কিরূপে জীবনধারণ করিব? যদিও সেই শঠ, ক্রূর ও নৃশংস সুগ্রীব পুত্র বলিয়া

আমাকে বধ না করুন, তথাপি তিনি রাজ্য নিমিত্ত আমাকে বন্ধন করিবেন। হে বানরগণ! সুগ্রীবের বন্ধন ও তজ্জন্য অবসাদ হইতে প্রায়োপবেশন আমার শ্রেয়স্কর বোধ হইতেছে; অতএব আমাকে প্রায়োবেশনার্থ অনুমতি প্রদান করিয়া আপনারা নিজ নিজ গৃহে গমন করুন্। আমি আপনাদের নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি, কখনই কিষ্কিন্ধ্যাপুরীতে গমন করিব না, এই স্থানেই প্রায়োপবেশনপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিব। পরন্তু আপনারা আমার পিতৃব্য বানররাজ সুগ্রীব এবং মহাবলপরাক্রম রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণকে আমার অভিবাদনসহ কুশলবার্ত্তা কহিবেন। আর আমার মাতা তারা ও রুমাকে আমার অভিবাদনসহ কুশলবার্ত্তা প্রদান করিয়া মদীয় মাতাকে আশ্বাসিত করিবেন। কেন না, সেই অনুকম্পাশালিনী তপস্বিনী তারা পুত্রের প্রতি অতিশয় স্নেহ করিয়া থাকেন; তিনি আমার বিনাশবার্ত্তা শ্রবণ করিলে নিশ্চয় প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন।

অঙ্গদ জাম্ববান্‌প্রভৃতি বৃদ্ধ বানরগণকে [অ]ভিবাদনপূর্ব্বক এই কথামাত্র বলিয়া রোদন [ক]রতঃ বিবর্ণ বদনে ভূমিতলে আস্তীর্ণ দর্ভোপরি প্রায়োপবেশনার্থ উপবিষ্ট হইলেন। [বান]র সকল দুঃখিত হইয়া তথায় রোদন [কর]তঃ নয়ন হইতে উষ্ণবারি বিসর্জ্জন করিতে [লা]গিলেন এবং সুগ্রীবের নিন্দা ও বালীর [প্রশ]ংসা করতঃ অঙ্গদকে পরিবেষ্টন করিয়া [তঁ]াহারা সকলে পরস্পর প্রায়োপবেশনার্থ [উপবিষ্ট] হইলেন। পরে প্লবঙ্গমগণ বালিপুত্র [অঙ্গ]দের বাক্য বিশেষরূপে অবগত হইয়া [সকলে]ন উদকস্পর্শপূর্ব্বক প্রায়োপবেশনার্থ উপ[বেশ]ন করিলেন এবং মুমূর্ষু হইয়া 'ইহাই [আমা]দিগের উপযুক্ত' এইরূপ নিশ্চয় করিয়া [কুশ]াগ্র আস্তীর্ণ দর্ভসংযুক্ত উত্তরতীর আশ্রয় [করি]লেন। হরিগণ রামের বনবাস, দশরথের [মরণ], জনস্থানস্থিত খরদূষণাদির বধ, জটায়ুবধ, [সীত]া হরণ, বালী বধ এবং রামের ক্রোধ, এই [সমস্ত] বিবরণ কথোপকথন করিতে থাকিলে, [তাঁহাদ]েগের অকস্মাৎ ভয় উপস্থিত হইল।

মহান্ পর্ব্বতকূটপ্রতিম প্লবঙ্গমগণ শৈলমধ্যে প্রায়োপবেশনার্থ ভূতলে উপবিষ্ট হইলে তাঁহাদিগের রোদনধ্বনিতে গভীর গর্জ্জনকারী জলধরনিকরদ্বারা নিনাদিত অম্বরের ন্যায় নির্ঝরসমন্বিত সেই ধরণীধর নিনাদিত হইয়া উঠিল।

ইতি পঞ্চ পঞ্চাশৎ সর্গ ॥ ৫৫ ॥

ষট্‌ পঞ্চাশৎ সর্গ।

কপিগণ প্রায়োপবেশন করিয়া যে পর্ব্বত প্রদেশে উপবেশন করিলেন, বিখ্যাত বলপৌরুষসম্পন্ন চিরঞ্জীবী জটায়ুর ভ্রাতা পরম সৌন্দর্য্যশালী সম্পাতি নামা গৃধ্ররাজ তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি মহাগিরি বিন্ধ্যাচলের কন্দর হইতে বহির্গত হইয়া প্রায়োপবেশনার্থ উপবিষ্ট সেই কপিগণকে অবলোকন করতঃ হৃষ্টচিত্তে বলিতে লাগিলেন। বিধাতা ইহলোকে প্রাণিগণকে যে প্রারব্ধ কর্ম্মের অনুবর্ত্তী করিয়া থাকেন, তাহাতে আর সংশয় নাই; যেহেতু এই বানরগণ আমার ভক্ষ্য হইয়া বহু কালের পর সমীপবর্ত্তী হইয়াছে। যাহা হউক, বানর সকল ক্রমশঃ প্রাণ ত্যাগ করিলে আমি ইহাদিগের এক একটি করিয়া ভক্ষণ করিব।

সম্পাতি প্লবঙ্গমগণকে নিরীক্ষণ করিয়া এইরূপ বলিলে পর অঙ্গদ সেই ভক্ষ্যলুব্ধ পক্ষীর তাদৃশ বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক অতিশয় খিন্ন হইয়া হনুমান্‌কে বলিতে লাগিলেন। হনুমন্! দেখ, সীতার নিমিত্ত প্রায়োপবেশন প্রাপ্ত কপিগণের বিপদের নিমিত্তই সাক্ষাৎ শমনসদৃশ এই পক্ষী এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছে। কপিকুলের অচিন্তনীয় এই বিপদ সহসা সমাগত হওয়ায় আমাদের দ্বারা রামের কার্য্য সম্পাদন হইল না এবং রাজশাসনও অনুষ্ঠিত হইল না। বিদেহরাজদুহিতা সীতার পরম হিতৈষী গৃধ্ররাজ জটায়ু তাঁহার অপহরণ সময়ে যে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা আপনারা অশেষ প্রকারে শ্রবণ করিয়াছেন। অপিচ, আমরা যেমন প্রাণপণে রামের প্রিয়কার্য্য সম্পন্ন করিতেছি, তদ্রূপ তির্য্যগ্‌যোনিপ্রভৃতি সমস্ত প্রাণীই প্রাণ-

পণে তাঁহার প্রিয়কার্য্য করিতেছে এবং সকলেই রামের প্রতি স্নেহ ও করুণাপাশে বদ্ধ হইয়া পরস্পর উপকার করিতেছে; যেহেতু ধর্ম্মজ্ঞ জটায়ু রামের উপকারার্থ প্রবৃত্ত হইয়া আপনার প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়াছে। আমরা রামের নিমিত্ত এতাদৃশ দুর্গম পথ সকল পর্য্যটন করিলাম, কিন্তু সীতাকে দেখিতে পাইলাম না; অকারণ পরিশ্রান্ত হইয়া অবশেষে জীবন ত্যাগে সংকল্প করিলাম। পরন্তু সেই গৃধ্ররাজ জটায়ু সমরে রাবণকর্ত্তৃক নিহত হইয়া পরমগতি প্রাপ্ত হইলেন এবং সুগ্রীব ভয় হইতে বিমুক্ত হইয়া রাজ্যপদ লাভ করিলেন। হায়! যদ্যপি সেই ধর্ম্মাত্মা জটায়ু সত্বর প্রাণ পরিত্যাগ না করিয়া মুহূর্ত্তকাল যুদ্ধে রাবণকে নিরোধ করিয়া রাখিতেন, তাহা হইলে সেই দুরাত্মা রাবণ রামকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া কখনই সীতাকে হরণ করিতে পারিত না। হায়! যদ্যপি রাজা দশরথ পুত্রশোকে কাতর হইয়া ঝটিতি জীবন বিসর্জ্জন না করিতেন, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই রামকে অযোধ্যানগরীতে লইয়া যাইতেন; রাবণ কখনই সীতাকে অপহরণ করিতে পারিত না। হায়! বৈদেহীহরণই হরিগণের প্রাণসংশয়ের কারণ হইল। হায়! যদ্যপি কৈকেয়ী রাজা দশরথের নিকট রামের বনবাসরূপ বর প্রার্থনা না করিতেন, তাহা হইলে সীতাসহ রাম লক্ষ্মণের অরণ্যবাস, রামবাণে বালি বধ এবং রামকোপে অশেষ রাক্ষস সকলের বিনাশরূপ এতাদৃশ দুর্ঘটনা ঘটিত না।

তীক্ষ্ণতুণ্ড মহাস্বন গৃধ্ররাজ মহামতি সম্পাতি বানরগণকে ভূমিতলে নিপতিত দেখিয়া তাহাদের অসুখসূচক অঙ্গদমুখনিঃসৃত তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করতঃ ক্ষুব্ধচিত্ত হইয়া দীনভাবে বলিতে লাগিলেন। যে জন আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর ভ্রাতা জটায়ুর বিনাশ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া আমার চিত্ত চঞ্চল করিল, ইনি কে? জনস্থানে রাক্ষস ও গৃধ্র জটায়ুর কিরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল? আমার ভ্রাতার এই নাম বহুকালের পর আমাকে কে শ্রবণ করাইল? বানরগণ! তোমাদিগের নিকট এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তোমাদিগের দ্বারা এই গিরিদুর্গ হইতে অবতীর্ণ হইতে আমা[র] ইচ্ছা হইতেছে; কেন না, দীর্ঘকালের প[র] বিক্রমদ্বারা বিখ্যাতগুণজ্ঞানসম্পন্ন আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জটায়ুর বৃত্তান্ত শ্রবণে আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। হে বানরেন্দ্রগণ! জনস্থাননিবাসী মদীয় ভ্রাতা সেই জটায়ু কিরূপে বিনষ্ট হইলেন এবং গুরুজনপ্রিয় রাম যাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সেই মহাত্মা দশরথই বা কিরূপে আমার ভ্রাতা জটায়ুর সখা হইলেন? এই সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় বাসনা হইতেছে।

হে প্লবঙ্গমগণ! আমার পক্ষ সূর্য্যসন্তাপে দগ্ধ হওয়ায় ইতস্ততঃ বিসর্পণ করিতে আমা[র] সামর্থ্য নাই, তথাপি এই পর্ব্বত হইতে অব[ত]ীর্ণ হইতে আমার অতিশয় অভিলাষ হই[-] তেছে; অতএব যদ্যপি তোমরা আমাকে এ[ই] পর্ব্বত হইতে অবতারণ কর, তাহা হই[লে] আমি পরম উপকৃত হই।

ইতি ষট্পঞ্চাশৎ সর্গ ॥৫৬॥

সপ্তপঞ্চাশৎ সর্গ।

অনন্তর, বানরযূথাধিপ সকল সম্পা[তির] পূর্ব্বোক্ত বচনানুসারে শঙ্কিত হইয়া শো[ক] নিবন্ধন তাঁহার সেই বিভিন্ন স্বরসংযুক্ত বা[ক্য] শ্রবণ করিয়াও তাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস ক[রি]লেন না; প্রত্যুত সেই প্রায়োপবিষ্ট প্লবঙ্গম[গণ] গৃধ্ররাজকে অবলোকন করিয়া 'ইনি আমা[দিগের] সকলকেই ভক্ষণ করিবেন' এইরূপ উৎ[প্রেক্ষা] উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। পরে তাঁ[হারা] মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিলেন [যে] আমরা সকলে প্রায়োপবেশন করিয়া[ছি] অতএব যদ্যপি ইনি আমাদিগকে [ভক্ষণ] করেন, তাহা হইলে আমরা এই স্থানেই [কৃত]কৃত্য হইব এবং সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধি [লাভ] করিব।

বানরগণ এইরূপ নিশ্চয় করিলে [যুবরাজ] অঙ্গদ গিরিশৃঙ্গ হইতে গৃধ্ররাজকে অবতা[রণ] করিয়া কহিতে লাগিলেন। হে প[ক্ষি]

বানরেন্দ্র প্রতাপশালী ঋক্ষরাজ নামা আমার পিতামহ সমস্ত বানরবর্গের অধিপতি ছিলেন। পরম ধার্ম্মিক, প্রভূতবলসম্পন্ন বলী ও সুগ্রীব নামে তাঁহার দুই পুত্র; তন্মধ্যে নিজ কর্ম্মদ্বারা ত্রিলোকবিখ্যাত বানররাজ বালী আমার পিতা। স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগতের অধিপতি ইক্ষাকুকুলসম্ভূত মহারথ ধর্ম্মমার্গানুসারী দশরথনন্দন শ্রীমান্ রাম পিতৃ আজ্ঞা প্রতিপালন জন্য তদীয় নিদেশে নিরত হইয়া স্বীয় বনিতা বিদেহরাজদুহিতা সীতা ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। দুরাত্মা রাবণ জনস্থান হইতে বলপূর্ব্বক তাঁহার ভার্য্যাকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। রামের পিতার সখা গৃধ্ররাজ জটায়ু আকাশমার্গে রাবণকর্তৃক অপহৃতা বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে অবলোকন করেন। পরে সেই বৃদ্ধ জটায়ু রাবণকে বিরথ করিয়া "মিথিলারাজদুহিতা সীতাকে ভূতলে স্থাপন করতঃ পরিশ্রান্ত হইয়া পরিশেষে সমরে রাবণকর্তৃক নিহত হয়েন। গৃধ্ররাজ এইরূপে বলবান্ রাবণকর্তৃক হত ও রামকর্তৃক সংস্কৃত হইয়া উত্তম গতি লাভ করিয়াছেন। পরে রাম মদীয় পিতৃব্য মহাত্মা সুগ্রীবের সহিত সখ্য করিয়া আমার পিতা বালীকে বধ করিলেন। পূর্ব্বে আমার পিতা কোন কারণবশতঃ সচিবসহ সুগ্রীবকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, সেই অপরাধে রাম আমার পিতা বালীকে নিহত করিয়া সুগ্রীবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

অনন্তর, বানরাধিপতি সুগ্রীব রামকর্তৃক রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া রামের প্রেয়সী বনিতা সীতার অন্বেষণ জন্য আমাদিগকে প্রেরণ করিলেন। এইরূপে আমরা রামকর্তৃক প্রেরিত হইয়া নিশা সময়ে যেমন সূর্য্যপ্রভা নয়নগোচর হয় না, তদ্রূপ বৈদেহীকে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করতঃ কুত্রাপি দেখিতে পাইলাম না। আমরা অতিশয় সমাহিত চিত্তে দণ্ডকারণ্য অনুসন্ধান করিয়া পরিশেষে অজ্ঞাননিবন্ধন ময়দানবের মায়াবিহিত ভূগর্ত্তস্থ বিস্তীর্ণ বিলমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম। সুগ্রীব যে সময় অবধারণ করিয়া দিয়াছিলেন, আমরা বিলমধ্যে অন্বেষণ করতঃ সেই সময় অতিবাহিত করিয়াছি। আমরা সকলেই সুগ্রীবের আজ্ঞানুবর্ত্তী, সুতরাং তৎকর্তৃক অবধারিত সময় অতীত হওয়ায় তাঁহার ভয়ে আমাদিগকে প্রায়োপবেশন করিতে হইয়াছে। কেন না, যখন সেই ককুৎস্থকুলনন্দন রাম, লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীব ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তখন তথায় গমন করিলেই আমাদিগের জীবন নষ্ট হইবে।

ইতি সপ্ত পঞ্চাশৎ সর্গ। ৫৭॥

অষ্টপঞ্চাশৎ সর্গ।

অনন্তর, মহাস্বন গৃধ্ররাজ সম্পাতি জীবন বিসর্জ্জনে কৃতসঙ্কল্প কপিকুলের করুণাযুক্তবাক্য শ্রবণ করিয়া বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করতঃ তাঁহাদিগকে কহিতে লাগিলেন যে, হে বানরগণ! সমরে বলবান্ রাবণকর্তৃক নিহত যে গৃধ্ররাজের বৃত্তান্ত আমার নিকট কীর্ত্তন করিলে, তিনি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, তাঁহারই নাম জটায়ু। আমি একে বৃদ্ধ, তাহাতে আবার পক্ষবিহীন তজ্জন্যই তাহা শুনিয়াও ক্ষমা করিতেছি, নচেৎ শক্তি থাকিলে অদ্যই আমি ভ্রাতার বৈরশোধন করিতাম। পুরাকালে, ইন্দ্রকর্তৃক বৃত্রাসুর বিনষ্ট হইলে, সেই জটায়ু এবং আমি আমরা উভয়ে ইন্দ্রজয়ে অভিলাষী হইয়া সুরপুরে গমন করিয়াছিলাম এবং তথায় ইন্দ্রকে পরাজয় করিয়া আকাশপথে প্রত্যাগমন করতঃ পরস্পর স্পর্দ্ধাবিশিষ্ট হইয়া বিপুলবেগে অনলের ন্যায় প্রজ্বলিত রশ্মিমালী মার্ত্তণ্ডসমীপে উপস্থিত হইলাম। পরে মরীচিমালা মার্ত্তণ্ড মধ্যাহ্ন সময়ে সমাগত হইলে জটায়ু তাঁহার প্রভাবে অবসন্ন হইলেন। হে বানরগণ! তখন আমি সূর্য্য কিরণে সন্তপ্ত ভ্রাতা জটায়ুকে অতিশয় বিহ্বল দেখিয়া স্নেহবশতঃ স্বীয় পক্ষদ্বয়দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছাদন করিলাম। তাহাতে আমিও দগ্ধপক্ষ হইয়া বিন্ধ্য মধ্যে পতিত হই; তদবধি আমি এই বিন্ধ্যাচলে বাস করিয়া ভ্রাতার বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হই নাই।

তখন, মহামতি যুবরাজ অঙ্গদ জটায়ুর

ভ্রাতা সম্পাতিকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন যে, যদি আপনি জটায়ুর ভ্রাতা, তবে আমি তাঁহার বৃত্তান্ত যাহা কীর্ত্তন করিলাম, তাহা শ্রবণ করিয়াছেন; পরন্তু যদ্যপি সেই রাক্ষসের আলয় অবগত হইয়া থাকেন, তবে আমাদিগকে তাহা বলুন এবং সেই অদীর্ঘদর্শী রাক্ষসাধম রাবণ দূরে বা নিকটে অবস্থিতি করে যদি আপনি ইহা জ্ঞাত থাকেন, তাহাও বলুন। অনন্তর, জটায়ুর ভ্রাতা মহাতেজা সম্পাতি বানর সকলকে অতিশয় আনন্দিত করতঃ স্বীয় অবস্থার অনুরূপ এই কথা বলিলেন যে, হে প্লবঙ্গমগণ! একে আমি গৃধ্রজাতি, তাহাতে আবার আমার পক্ষ সকল দগ্ধ হওয়ায় অতিশয় দুর্ব্বল হইয়াছি; অতএব আমি শারীরিক কোন প্রকার পরিশ্রমদ্বারা রামের সাহায্য করিতে সমর্থ হইব না, পরন্তু কেবল বাক্যদ্বারা তাঁহার উত্তম সহায়তা করিব। লোকত্রয়ে বিক্রম প্রকাশে উদ্যত বিষ্ণুকর্ত্তৃক আক্রান্ত ভূরাদি লোকত্রয়, বরুণ-লোক, দেবাসুর বিমর্দ্দন অমৃত মন্থন এই সমস্ত বৃত্তান্তই আমার বিদিত আছে। সে যাহা হউক, রামের এই কার্য্য সম্পাদন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য; কিন্তু জরাকর্ত্তৃক আমার তেজঃ অপহৃত ও ইন্দ্রিয় সকল শিথিলীকৃত হওয়ায় আমি সমর্থ হইতেছি না। যৎকালে সেই দুষ্টস্বভাব দশানন অনুপম সৌন্দর্য্য-সমন্বিতা সর্ব্বাভরণভূষিতা যুবতী সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়, তৎকালে আমি তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলাম। সেই ভামিনী ভূষণবিক্ষেপ ও গাত্রকম্পন করতঃ হা রাম! হা লক্ষ্মণ! এই কথা বলিয়া রোদন করিতে-ছিলেন এবং শৈলশিখরে সংলগ্ন সূর্য্য-প্রভা ও বলাহকস্থিত বিদ্যুতের ন্যায় সেই রাক্ষসের শ্যামল শরীরে তাঁহার উত্তম কৌশেয় বসন প্রতিভাত হইতেছিল। অপিচ রাম নাম কীর্ত্তনানুসারে তাঁহাকেই আমার সীতা বলিয়া বোধ হইতেছে।

হে বানরগণ! আমি অতঃপর তোমাদের নিকট সেই রাক্ষসের বাসস্থানের বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর। বিশ্বশ্রবার পুত্র বৈশ্রবণের সহোদর সেই রাক্ষসরাজ রাবণ লঙ্কানগরীতে বাস করিয়া থাকে। সেই পরম রমণীয় লঙ্কানগরী এখান হইতে শত যোজন দূরে সমুদ্রের দ্বীপে বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই নগরী সুবর্ণময় দ্বার, কাঞ্চনময় বেদি, হেমবর্ণ অতিবৃহৎ প্রাসাদ ও সূর্য্যসবর্ণ উন্নত প্রাকারসমূহ দ্বারা অতিশয় শোভা পাইতেছে। কৌশেয়বসন পরিধায়িনী বৈদেহী সেই স্থানেই দীনভাবে বাস করিতেছেন। রাবণের অন্তঃপুরে রাক্ষসী সকল তাঁহাকে রুদ্ধ করিয়া রক্ষা করিতেছে। হে শাখামৃগগণ! সাগরদ্বারা সর্ব্বতোভাবে সুরক্ষিত সেই লঙ্কা নগরীতেই তোমরা জনকরাজদুহিতা সীতাকে দেখিতে পাইবে। আর সম্পূর্ণশত যোজন সাগরের শেষভাগে গমন করিয়া তাহার দক্ষিণ তীর প্রাপ্ত হইলে তথায় রাবণকে দেখিতে পাইবে। অতএব হে প্লবঙ্গমগণ! তোমরা ত্বরান্বিত হইয়া সত্বর সেই লঙ্কানগরীতেই গমন কর; আমি জ্ঞানদ্বারা নিশ্চয়ই জানিতেছি যে তোমরা সেই স্থানেই সীতা দেবীকে দর্শন করিয়া প্রত্যাগমন করিবে। পক্ষিজাতি বলিয়া আমার বাক্য অপ্রামাণ্য বোধ করিও না, পক্ষিজাতির মধ্যে আমরা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সমস্ত আকাশের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত গমন করিতে পারি বলিয়া আমা-দিগের সকল স্থানেই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। চটক ও ধান্যোপজীবী পারাবত প্রভৃতি পক্ষি সকল আকাশের প্রধান ভাগ পর্য্যন্ত গমন করিয়া থাকে। বলিভোজী কাক ও বৃক্ষফলভোজী শুক প্রভৃতি পক্ষি সকল দ্বিতীয় ভাগ পর্য্যন্ত গমন করিয়া থাকে। বন্য কুক্কুট, ক্রৌঞ্চ ও কুরর প্রভৃতি বিহঙ্গগণ তৃতীয় ভাগ পর্য্যন্ত গমন করিয়া থাকে। শ্যেন সকল চতুর্থ ভাগ ও গৃধ্রগণ পঞ্চম ভাগ পর্য্যন্ত গমন করিয়া থাকে। রূপ-যৌবন সম্পন্ন, বলবীর্য্যশালী হংস সকল আকাশের ষষ্ঠ ভাগ পর্য্যন্ত গমন করিয়া থাকে। পরন্তু বিনতানন্দন গরুড় ও অরুণ ইহাঁরা আকাশের সপ্তম ভাগ পর্য্যন্ত গমন

করিয়া থাকেন। হে বানরেন্দ্রগণ! আমরা সেই বিনতানন্দন গরুড় ও বরুণ হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া আমরাও সর্ব্বাপেক্ষা উর্দ্ধে বিচরণ করিয়া থাকি; অতএব আমার বাক্যানুসারে সেই লঙ্কানগরীতে গমন করিলে তোমাদিগের মনোরথ সফল হইবে। অপিচ তোমরা লঙ্কানগরীতে প্রবিষ্ট হইলে সেই গর্হিত কর্ম্মকারী পিশিতাশন রাব বৈদেহী হরণের এবং আমার ভ্রাতৃ বধের প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে।

হে বানরগণ! আমার সুবর্ণ সম্বন্ধীয় দিব্য-চক্ষু ও বল বিদ্যমান থাকায় আমি এই স্থানে অবস্থিতি করিয়াই লঙ্কানগরীস্থ রাবণ ও সীতাকে দর্শন করিতেছি। নৈসর্গিক আহার-জনিত বীর্য্যপ্রভাবে আমরা শত যোজনের কিঞ্চিৎ অধিক দূর হইতেও দর্শন করিয়া থাকি। আমাদিগের আহারবৃত্তি নৈসর্গিক নিয়মানুসারে দূরে বিহিত হইয়াছে, আর চরণযোধী কুক্কুটদিগের বৃক্ষমূলে বিহিত হইয়াছে। হে কপিগণ! তোমরা এক্ষণে লবণ-সমুদ্র লঙ্ঘন করিবার উপায় দেখ; তাহা হইলেই তোমরা বৈদেহীর বৃত্তান্ত অবগত ও কৃতকৃত্য হইয়া গমন করিবে। হে প্লবঙ্গমগণ! আমার ইহা অভিলাষ হইতেছে যে, যদ্যপি তোমরা আমাকে বরুণালয় সমুদ্রের তীরে লইয়া যাও তাহা হইলে আমি স্বর্গগত মহাত্মা ভ্রাতা জটায়ুর উদকক্রিয়া সম্পাদন করি।

অনন্তর, মহাতেজা বানর সকল দগ্ধপক্ষ সম্পাতিকে লইয়া নদ ও নদীপতি সমুদ্রের তীরে সংস্থাপন করতঃ সীতার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন।

ইতি অষ্টপঞ্চাশৎ সর্গ ॥ ৫৮ ॥

একোনষষ্টি সর্গ।

তদনন্তর, প্লবঙ্গমগণ গৃধ্ররাজ সম্পাতির অমৃততুল্য তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। পরে বানরপ্রধান জাম্ববান্ প্লবঙ্গমগণের সহিত সহসা ভূতল হইতে উত্থিত হইয়া গৃধ্ররাজকে কহিলেন, হে গৃধ্ররাজ! কে সীতাকে হরণ করিয়াছে? হরণ কালেই বা কে তাঁহাকে দর্শন করিয়াছে এবং এক্ষণে তিনি কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন? আপনি আমাদিগকে এই সমস্ত বৃত্তান্ত সবিশেষ বলিয়া এই বনবাসিদিগকে আসন্ন বিপদ্ হইতে রক্ষা করুন্। কোন্ ব্যক্তি সীতাকে হরণ করিয়া স্বয়ং দশরথনন্দন রাম ও লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক বিসৃষ্ট বজ্রবেগে নিপতিত বাণ সকলের বিক্রম চিন্তা না করিবে?

প্রায়োপবেশন পরিত্যাগ করিয়া সীতার বৃত্তান্ত শ্রবণে একান্ত সমুৎসুক বানরগণকে পুনর্ব্বার আশ্বাসিত করতঃ সম্পাতি, এই কথা বলিতে লাগিলেন। হে কপিগণ! আমি যেরূপে সীতাহরণ বিবরণ শ্রবণ করিয়াছি, যিনি আমাকে এই বৃত্তান্ত কহিয়াছেন এবং আয়তলোচনা সীতা যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, আমি এই সমস্ত বৃত্তান্ত তোমাদিগকে কহিতেছি শ্রবণ কর। আমার পক্ষ সকল সূর্য্যকিরণে দগ্ধ হওয়ায় আমি ক্ষীণপ্রাণ ও পরাক্রমবিহীন হইয়া এই বহুযোজন বিস্তীর্ণ দুর্গম গিরিবরে বহুকাল পতিত হইয়াছি। আমার পুত্র পতত্রিপ্রবর সুপার্শ্ব আমাকে এতাদৃশ অবস্থাপন্ন দর্শন করিয়া নিয়মিত সময়ে আহার প্রদানপূর্ব্বক প্রতিপালন করিতে লাগিলেন, পরন্তু যেমন গন্ধর্ব্বগণের কাম অতি প্রবল, সর্প সকলের কোপ অতিশয় প্রখর, মৃগগণের ত্রাস অধিক, তদ্রূপ আমাদিগের ক্ষুধাও অত্যন্ত প্রবল। এই স্বাভাবিক নিয়মানুসারে কোন সময়ে আমি সাতিশয় ক্ষুধার্ত্ত ও আহারাকাঙ্ক্ষী হওয়ায় আমার পুত্র সুপার্শ্ব আহারান্বেষণার্থ প্রাতঃকালে গমন করতঃ সায়ংকালে আমিষবিহীন হইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। আমি পুত্র সুপার্শ্বকে আমিষবিহীন অবলোকন করিয়া আহারানুরোধে সেই প্রীতি-বর্দ্ধন পুত্রকে পীড়ন করিতে থাকিলে তিনি আমাকে সান্ত্বনা করিয়া এই বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। হে তাত! আমি নিয়মিত সময়েই আমিষার্থ আকাশে উত্থিত হইয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতের দ্বার আবরণপূর্ব্বক অবস্থিতি করিলাম এবং তথায় আমি একাকী সাগরান্তয়গামী

সহস্র প্রাণীর পথ অবরোধ করিবার নিমিত্ত অধোমুখ হইয়া রহিলাম। পরে সেই স্থানে দেখিলাম, বিভিন্ন অঞ্জনরাশিসবর্ণ কোন পুরুষ প্রভাত কালীন সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালিনী এক রমণীকে গ্রহণ করিয়া গমন করিতেছে। আমি সেই স্ত্রী ও পুরুষটিকে দর্শন করিয়া আহারার্থে কৃতনিশ্চয় হইলে, সে বিনীত হইয়া সাম উপায়দ্বারা আমার নিকট পথ প্রার্থনা করিল, তাহাতে সম্মত হইয়া আমি তাহাকে পরিত্যাগ করিলাম। কেন না ভূমণ্ডলে সাম উপায় বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের প্রহারকর্ত্তা কেহই বিদ্যমান নাই। হে পিতঃ! যখন নীচমধ্যেও কোন ব্যক্তি এরূপ ব্যবহার করে না, তখন মাদৃশ জনের অকর্ত্তব্য বিবেচনায় আমি তাহাকে পরিত্যাগ করিলাম; পরে সে মৎকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া যেন আকাশমণ্ডল ভেদ করিয়া বেগে গমন করিল।

অনন্তর, আকাশগামী সিদ্ধ ও চারণপ্রভৃতি মহর্ষিগণ আমার নিকট আগমন করিয়া আমাকে সম্মানিত করতঃ কহিলেন যে, সীতা তোমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া ভাগ্যবশতঃই জীবিত রহিলেন, কেন না, তুমি অনায়াসে তাঁহাকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিতে, আর ঐ পুরুষও স্ত্রী সমভিব্যাহারে কোন ক্রমে পলায়ন করিল; অতএব তুমি যখন সীতাকে সম্মুখে পাইয়া ভক্ষণ কর নাই তখন অবশ্যই তোমার মঙ্গল হইবে। সেই সৌন্দর্য্যশালী সিদ্ধগণ আমাকে এই কথা বলিলে পর সেই ব্যক্তি রাক্ষসরাজরাবণ বলিয়া আমার বোধ হইল। হে তাত! শোকবেগে পরাজিতা কৌশেয়বসন ও অলঙ্কার রহিতা আলুলায়িতকেশা জনক দুহিতা রামের বনিতা সীতাকে দর্শন করতঃ আমার এই কাল অতীত হইয়া গিয়াছে। বাগ্মিপ্রবর সুপার্শ্ব এইরূপে সমস্ত বৃত্তান্ত আমাকে নিবেদন করিলে তাহা শ্রবণ করিয়া পরাক্রম প্রকাশে আমার কোন প্রকার বুদ্ধি উপস্থিত হইল না; কেননা পক্ষি পক্ষবিহীন হইলে কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না।" পরন্তু হে কপিগণ! বাক্য এবং বুদ্ধি দ্বারা যে পরোপকার সম্পাদন হইতে পারে আমি তাহাই করিতে সমর্থ, অতএব তোমাদিগের প্রতিষ্ঠাভূত যে কার্য্য সম্পাদন করিতে সক্ষম হইব, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। আমি বাক্য ও বুদ্ধি অনুসারে যাহাতে রামের কার্য্য সিদ্ধি হয়, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া স্বীয় কার্য্যের ন্যায় তোমাদের সকলের প্রিয়কার্য্য সাধন করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই। হে মনস্বি বানরগণ! তোমরা সকলে বলবুদ্ধিসম্পন্ন; এমন কি, দেবতাদিগেরও দুরাক্রম্য, এই নিমিত্তই সীতার অন্বেষণার্থ কপিরাজ সুগ্রীব তোমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। রাম ও লক্ষ্মণের ত্রিলোকের পরিত্রাণ ও নিগ্রহ করিতে সমর্থ কঙ্কপত্র সমন্বিত সায়ক সকল বিধাতা কর্ত্তৃক বিহিত হইয়াছে। দশগ্রীব রাবণ বল ও পরাক্রমশালী হইলেও তোমাদিগের অজেয় হইবে না, কারণ তোমরা সকল কার্য্যেই সমর্থ; অতএব তোমরা কাল বিলম্ব না করিয়া বুদ্ধিস্থির কর, যেহেতু তোমাদের সদৃশ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের অলসভাবে অবস্থান করা অকর্ত্তব্য।

ইতি একোনষষ্টিতম সর্গ ॥ ৫৯

ষষ্টিতম সর্গ।

তদনন্তর গৃধ্ররাজ সম্পাতি স্নানানন্তর ভ্রাতার উদক ক্রিয়া সমাপন করিলে যূথপতি বানর সকল তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া সেই রমণীয় পর্ব্বতে উপবেশন করিলেন। তখন সম্পাতি অঙ্গদ প্রভৃতি কপিগণের আগমনে স্বীয় পক্ষ জননের হেতুভূত নিশাকর মুনির পূর্ব্ব কথিত ও প্রদত্ত বরে বিশ্বস্ত এবং হর্ষিত হইয়া বানরং মধ্যস্থ অঙ্গদকে লক্ষ্য করিয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন। হে হরিগণ! আমি যেরূপ মিথিলা রাজনন্দিনী সীতার বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি, তাহা প্রকৃত রূপে তোমাদের নিকট কীর্ত্তন করিব; তোমরা তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর।

পরে সম্পাতি অঙ্গদকে কহিলেন, হে অনঘ! পূর্ব্বে আমি সূর্য্যকিরণে দগ্ধপক্ষ,

সন্তপ্ত ও বিবশ হইয়া এই বিন্ধ্যাচলের শিখরে পতিত হইয়াছিলাম। ষষ্ঠ রাত্রের পর সংজ্ঞা লাভ করিয়া বিহ্বলের ন্যায় চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করতঃ কিছুই বোধ করিতে পারিলাম না। পরে ক্রমশঃ সাগর, শৈল, সরিৎ, সরোবর, অরণ্য ও প্রদেশ সমস্ত দেখিতে দেখিতে জ্ঞান স্বয়ং উপস্থিত হইল এবং দক্ষিণ সমুদ্রের তীরস্থিত প্রহৃষ্ট পক্ষিসমূহে সমাবৃত উদরস্থ কন্দর ও শিখর সমন্বিত এই পর্ব্বতকে বিন্ধ্যগিরি বলিয়া নিশ্চয় হইল। মহাতপা নিশাকর ঋষি যে আশ্রমে বাস করিতেন, সুরগণ নিষেবিত পুণ্যপ্রদ সেই আশ্রম এই স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই ধর্ম্মজ্ঞানসম্পন্ন মহর্ষি নিশাকর সুরপুরে গমন করিলে, আমি ঋষিবিরহিত এই পর্ব্বত মধ্যে একাকী বাস করতঃ অষ্ট সহস্র বৎসর যাপন করিয়াছি।

কিছু দিন পরে আমি সেই ঋষিকে দর্শন করিবার অভিলাষে অতি বিষম বিন্ধ্যগিরির অগ্রভাগ হইতে অতিকষ্টে ধীরে ধীরে অবতীর্ণ হইয়া তীক্ষাগ্র দর্ভসমন্বিত ধরাতলে ঋষির আশ্রমে পুনর্ব্বার আগমন করিলাম। জটায়ু এবং আমি বহুবার সেই ঋষিকে সেবা করিয়াছিলাম বলিয়া সেই আশ্রম আমার বিশেষরূপে বিদিত ছিল। আমি সেই আশ্রমে আগমন করিয়া দেখিলাম যে, বৃক্ষ সকল পুষ্পিত ও উৎকৃষ্ট ফলসমন্বিত হইয়া বিরাজিত হইতেছে এবং সুগন্ধি বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। পরে পুণ্যাশ্রম প্রাপ্ত হইয়া ভগবান্ নিশাকর ঋষির দর্শনাভিলাষে প্রতীক্ষা করতঃ বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়া রহিলাম। অনন্তর, আমি দেখিলাম যে, অতিদূরে প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় তেজস্বী দুর্দ্ধর্ষ সেই মহর্ষি নিশাকর কৃতস্নান হইয়া উত্তর মুখে প্রত্যাগমন করিতেছেন। যেমন প্রতিগ্রহণার্থী প্রাণিগণ দাতাকে বেষ্টন করিয়া গমন করে, তদ্রূপ ঋক্ষ, সৃমর, ব্যাঘ্র, সিংহ, নাগ ও সরীসৃপপ্রভৃতি প্রাণি সকল সেই ঋষিকে পরিবেষ্টন করিয়া গমন করিতেছে। পরে তিনি আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলে যেমন নরপতি নিজ ভবন প্রবিষ্ট হইলে অমাত্যসহ সৈনিকগণ নির্গত হয়, তদ্রূপ সেই প্রাণিগণ প্রতিগমন করিল। পরে ঋষি আমাকে দর্শন করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করতঃ মুহূর্ত্তমধ্যে তথা হইতে পুনর্ব্বার নির্গত হইয়া আমাকে মদীয় অবস্থার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

হে সৌম্য! অগ্নিতাপে তোমার পক্ষদ্বয় দগ্ধ ও শরীরস্থ ইন্দ্রিয় সমস্ত বিকল বিশেষতঃ তোমার রোমের বিক্রিয়া হওয়ায় আমি তোমাকে দর্শন করিয়াও জানিতে পারিতেছি না। পূর্ব্বে জটায়ু এবং তোমার বায়ুর ন্যায় বেগ দর্শন করিয়াছিলাম; তোমরা দুই ভ্রাতাই গৃধ্রগণের রাজা এবং ইচ্ছানুসারে নানা রূপ ধারণ করিয়া থাক। হে সম্পাতে! তোমাকে জ্যেষ্ঠ বলিয়া বোধ হইতেছে, জটায়ু তোমার অনুজ। তুমি মানুষরূপ ধারণ করিয়া কি নিমিত্ত আমার চরণ ধারণ করিলে? তোমার কি ব্যাধি উপস্থিত হইয়াছে? কিরূপে তোমার পক্ষদ্বয়ের পতন হইল? কে তোমার এরূপ দণ্ড করিল? আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি এই সমস্ত বৃত্তান্ত আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

ইতি ষষ্টিতম সর্গ॥ ৬০॥

একষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর, সম্পাতি, মুনির নিকট স্বীয় দর্পকৃত অনন্যসাধ্য সুদারুণ শচীপতি সহ সমর ও সূর্য্যানুগমন বৃত্তান্ত কহিয়া বলিলেন, ভগবন্! দেবরাজের বজ্রপ্রহারে আমার শরীর ক্ষত বিক্ষত হওয়ায় আমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত এবং সূর্য্যের অনুগমনরূপ অনুচিত কার্য্য করণ জন্য লজ্জিত হওয়ায় ব্যাকুলেন্দ্রিয় হইয়াছি; তজ্জন্য সম্যক্ রূপে বলিতে সমর্থ হইতেছি না, তথাপি কথঞ্চিৎ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন্।

একদা আমিও মদীয় ভ্রাতা জটায়ু আমরা উভয়ে ইন্দ্রকে পরাজয় করতঃ গর্ব্ববশতঃ বিমোহিত হইয়া স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরের পরাক্রম জানিবার অভিলাষে কৈলাস শিখরস্থিত মুনিগণের সমক্ষে দিবাকর যাবৎকাল

অস্তগিরি গমন না করেন তাবৎ তাঁহার অনুসরণ করিতে হইবে' এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া আকাশমার্গে উড্ডীন হইলাম। আমরা এককালেই আকাশপথ প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীস্থ নগর সকল রথচক্রপরিমিত ও ভিন্ন ভিন্ন দর্শন করিতে লাগিলাম।

সেই আকাশ প্রদেশে কোন স্থানে বাদিত্র নির্ঘোষ, কোন স্থানে ভূষণধ্বনি শ্রবণ করিতে লাগিলাম; কোন স্থানে শোণবসনপরিধায়িনী সঙ্গীতকারিণী অনেকানেক দিব্যাঙ্গনাগণকে অবলোকন করিতে লাগিলাম। পরে অতি সত্বর গগনাঙ্গনে উত্থিত হইয়া আদিত্যসন্নিহিত স্থান প্রাপ্ত হইলে তথা হইতে আমি দেখিলাম যে, ভূভাগস্থ বন সকল যেন শাদ্বলসমাবৃত শিলোচ্চয়ে সমাচ্ছন্ন, ভূমণ্ডল যেন উপলদ্বারা পরিবৃত এবং বসুন্ধরা যেন নদীরূপ সূত্রনির্ম্মিত বস্ত্র পরিধান করিয়া রহিয়াছে। আর পৃথিবীস্থ হিমবান্, বিন্ধ্য ও সুমেরুপ্রভৃতি অতি বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বত সকল জলাশয়স্থিত পদ্মসমূহের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে।

আমরা এইরূপ ব্যাপার সমস্ত দর্শন করিতে থাকিলে তখন আমাদিগের ক্রমশঃ তীব্রতর স্বেদ, খেদ, ভয় ও মোহ উপস্থিত হইল এবং কিঞ্চিৎ কাল পরেই আমরা সুদারুণ মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলাম; তৎকালে দিক্ বিদিক্ কিছুই বোধ করিতে পারিলাম না। প্রত্যুত প্রলয়কালীন অগ্নিদ্বারা নিরন্তর দগ্ধ লোকের ন্যায় মৃতপ্রায় হইলাম এবং আমার মন দর্শনাশ্রয় চক্ষুর নিতান্ত সন্নিকৃষ্ট হইয়া সৌরতেজে অভিভূত হইল, কিন্তু বিপুল যত্নসহকারে সূর্য্যের প্রতি মনঃ ও চক্ষুর্দ্বয় অর্পণ করিয়া পুনরায় অবলোকন করিলাম; যেহেতু ভাস্কর পৃথিবীরতুল্য পরিমাণে প্রতিভাত হইতেছিলেন।

তদনন্তর, জটায়ু মোহাভিভূত হইয়া আমাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সমর্থ না হইয়াই ভূতলে পতনোদ্যত হইল, তাহাকে পতিত হইতে দেখিয়া রক্ষা করিবার আশয়ে আমি তাহার উপর পক্ষ বিস্তারপূর্ব্বক অম্বরতল হইলে অবতরণ করিতে লাগিলাম। জটায়ু আমার পক্ষদ্বারা আচ্ছাদিত হইল বলিয়া আর সৌরতেজে দগ্ধ হইল না; পরন্তু আমি তৎকালে স্বীয় প্রমাদবশে নির্দ্দগ্ধ হইয়া বায়ুপথ হইতে বিচ্যুত হইতে লাগিলাম। পরে দগ্ধপক্ষ ও জড়ীভূত হইয়া বিন্ধ্য পর্ব্বতে পতিত হইলাম; বোধ করি জটায়ু জনস্থানে নিপতিত হইয়া থাকিবে। অনন্তর, আমি রাজ্য, ভ্রাতা, পক্ষ ও বিক্রম বিহীন হইয়া মৃত্যুবাসনায় গিরিশিখর হইতে পতিত হইলাম।

ইতি একষষ্টিতম সর্গ ॥ ৬১ ॥

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

আমি অতিশয় দুঃখিত চিত্তে মুনিবরকে এইরূপ কহিয়া রোদন করিতে লাগিলাম। অনন্তর, ভগবান্ মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিয়া বলিলেন যে, তোমার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রোমাবলী ও অন্য পক্ষ সকল পুনরায় উদ্গত হইবে এবং বল, বিক্রম, চক্ষুঃ, প্রাণপ্রভৃতি সকলই পুনর্ব্বার লাভ করিবে। একটি সুমহৎ কার্য্য উপস্থিত হইবে ইহা পুরাণে শুনিয়া বিদিত হইয়াছি এবং তপোবলেও প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে ইক্ষ্বাকুকুলবর্দ্ধন দশরথ নামে কোন রাজা জন্ম গ্রহণ করিবেন। মহাতেজস্বী রাম নামে তাঁহার এক পুত্র হইবেন। সেই সত্যবিক্রম রাম পিতাকর্ত্তৃক নিবাসিত হইয়া বনগমন করিবেন। দেব ও দানবদিগের অবধ্য রাক্ষসপতি রাবণ জনস্থানে তাঁহার ভার্য্যাহরণ করিবে। সেই দুঃখমগ্না যশস্বিনী মহাভাগা মৈথিলী ভোক্ষ্যভোজ্য প্রভৃতি কাম্যবস্তুদ্বারা রাক্ষসকর্ত্তৃক প্রলোভিতা হইয়াও কিছুমাত্র ভোজন করিবেন না। পরে সুরপতি ইন্দ্র ইহা অবগত হইয়া বৈদেহীকে পরমান্ন প্রদান করিবেন, যাহা অমৃততুল্য ও সুরদিগেরও দুর্লভ, মৈথিলী ঐ অন্ন ইন্দ্র হইতে আসিয়াছে জানিয়া গ্রহণ করিবেন। পরে তদীয় অগ্রভাগ উত্তোলনপূর্ব্বক "আমার ভর্ত্তা ও দেবর লক্ষ্মণ যদি জীবিত থাকেন, অথবা লোকান্তরে দেবত্ব লাভ করিয়া থাকেন, তথাপি এই অগ্রভাগ তাঁহাদের তৃপ্তির নিমিত্ত উপস্থিত হউক" এই কথা

বলিয়া রাম ও লক্ষ্মণোদ্দেশে ভূতলে দান করিবেন। পরে লঙ্কায় প্রেরিত হইয়া রামের দূতগণ এই স্থানে আসিবে। হে বিহঙ্গম! রামমহিষীর বিষয় তাহাদিগকে বলিও। তুমি এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইও না, আর এই অবস্থায় বা কোথায় যাইবে? দেশকাল প্রতীক্ষ্য কর, অবশ্যই পক্ষদ্বয় পুনরায় লাভ করিবে। আমি অদ্যই তোমাকে সপক্ষ করিতে পারিতাম; কিন্তু তুমি এস্থানে অবস্থানপূর্ব্বক লোকহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। ব্রাহ্মণ, গুরু, মুনি ও বাসবের হিতের নিমিত্ত রাজপুত্রদ্বয়ের সেই কার্য্য সম্পাদন করিবে। তত্ত্বদর্শী মহর্ষি এইরূপ বলিয়াছিলেন, সে জন্য আমিও রাম লক্ষ্মণকে দেখিবার অভিলাষী হইয়াছি, আর অধিককাল জীবন ধারণ করিতে পারিব না; শীঘ্রই কলেবর ত্যাগ করিব।

ইতি দ্বিষষ্টিতম সর্গ ॥ ৬২ ॥

ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

সেই বাক্যবিশারদ মুনিবর এইরূপ ও অন্য বহুবিধ উপদেশবাক্যদ্বারা আমন্ত্রণপূর্ব্বক ভাবি কার্য্য সাধন নিমিত্ত আমাকে আদেশ করিয়া স্বীয় আলয়ে প্রবিষ্ট হইলেন; কিন্তু আমি পর্ব্বতকন্দর হইতে নির্গত হইয়া ক্রমে ক্রমে বিন্ধ্য পর্ব্বতের শিখরে আরোহণপূর্ব্বক তোমাদিগের অপেক্ষা করিতেছি। মুনির নিদেশ কাল হইতে অদ্য প্রায় অষ্ট সহস্র বৎসরেরও অধিককাল বিগত হইয়াছে, তথাপি আমি তাঁহার বাক্য হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক দেশকালের প্রতীক্ষা করতঃ অবস্থিতি করিতেছি, কিন্তু নিশাকর ঋষি কেদারাচল হইতে হিমালয়ে গমনপূর্ব্বক জীবন ত্যাগ করিয়া স্বর্গ গমন করিলে আমি বহুবিধ বিতর্কে আবৃত ও নিরন্তর সন্তাপে দগ্ধ হইয়া মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলাম, কেবল মুনিবাক্যে নির্ভর করিয়া নিবৃত্ত হইয়াছি। তিনি প্রাণ ধারণের নিমিত্ত আমাকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই প্রদীপ্ত অগ্নি শিখা যেমন অন্ধকার নাশ করে, তদ্রূপ আমার দুঃখরাশি অপনয়ন করিতেছে। দুরাত্মা রাবণ আমার পুত্র অপেক্ষা হীনবীর্য্য ইহা অবগত ছিলাম বলিয়া পুত্রকে এইরূপ তিরস্কার করিয়াছিলাম যে, হে পুত্র! সীতার বিলাপ আর "অদ্য রাম ও লক্ষ্মণ সীতা বিরহিত হইলেন" সিদ্ধদিগের এই পরিতাপবাক্য শুনিয়া তুমি রামপত্নীকে রক্ষা কর নাই; অতএব আমার প্রতি দশরথের যাদৃশ স্নেহ ছিল, তুমি আমার পুত্র হইয়া তাদৃশ প্রিয়কার্য্যের অনুষ্ঠান কর নাই।

বানরগণের সমীপে এইরূপ বচনবিন্যাস করিতে করিতে তাহাদিগের সমক্ষেই পুনরায় সম্পাতির পক্ষদ্বয় উদগত হইল। পরে তিনি অরুণবর্ণ পক্ষদ্বারা স্বীয় তনু আবৃত দেখিয়া অতুল হর্ষলাভ করিলেন এবং বানরদিগকে বলিলেন যে, অমিততেজা রাজর্ষি নিশাকরের প্রসাদে আমি সূর্য্যরশ্মিদগ্ধ পক্ষদ্বয় প্রাপ্ত হইলাম। যৌবন কালে আমার যেরূপ পরাক্রম ছিল, অদ্য সেই পরাক্রম, বল ও পৌরুষ, সকলই লাভ করিলাম। তোমরা সর্ব্বথা যত্নপূর্ব্বক অন্বেষণ কর, অবশ্যই সীতাকে প্রাপ্ত হইবে; কেন না, আমার পক্ষ লাভই তোমাদিগের কার্য্যসিদ্ধির প্রত্যয় করিয়া দিতেছে। পরে, আকাশচারি পতগরাজ সম্পাতি, বানর সকলকে এইরূপ বলিয়া পূর্ব্ববৎ স্বীয় গতি শক্তি হইয়াছে কি না, ইহা জানিতে অভিলাষী হইয়া গিরিশৃঙ্গ হইতে উৎপতিত হইলেন। বানরসত্তমগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্ত হইয়া যে প্রকারে সীতালাভ হয়, তদ্বিষয়ে উদ্যোগী হইল। অনন্তর, পবনসদৃশ বিক্রমশালী বানরসত্তমগণ পৌরুষলাভার্থী ও সীতান্বেষণে উদ্যোগী হইয়া দক্ষিণদিকে গমন করিল।

ইতি ত্রিষষ্টিতম সর্গ ॥ ৬৩ ॥

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর সিংহসদৃশ বিক্রমসম্পন্ন বানরগণ গৃধ্ররাজ মুখে সীতার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া প্রীতচিত্তে উল্লম্ফনপূর্ব্বক সকলে নিনাদ

করিতে লাগিল এবং সীতার দর্শনাভিলাষী হইয়া সাগরমধ্যস্থিত রাবণ নিলয়ের উদ্দেশে সমুদ্রতীরে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইল। সেই ভীমবিক্রম হরিগণ সাগরতীরে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, সেই সমুদ্র প্রদেশ চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহসঙ্কুল স্বর্গলোকের প্রতিবিম্বের ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছে, সাগরের সকল স্থানে পাতাল তলবাসি দানব রাজগণ বিরাজমান রহিয়াছে, কোন স্থান স্তিমিতভাবে রহিয়াছে, কোন স্থান নৃত্য করিতেছে, কোথায় পর্ব্বত পরিমিত উর্ম্মি সকল উত্থিত হইতেছে। অনন্তর প্রধান প্রধান মহাবল হরিবীরগণ রোমহর্ষকর সাগর দর্শন করিয়া দক্ষিণ সমুদ্রের উত্তর দিক্ অবলম্বনপূর্ব্বক সৈন্য সন্নিবেশ করিয়া উপবেশন করিল। পরে তাহারা সকলে মিলিত হইয়া আকাশের ন্যায় দুষ্পারসমুদ্র অবলোকনপূর্ব্বক "আমাদিগের এখন কি করা কর্ত্তব্য" এই কথা বলিয়া বিষণ্ণ হইল।

অনন্তর, হরিসত্তম অঙ্গদ বানরসেনাগণকে সাগর বীক্ষণে বিষণ্ণ ও ভয়াকুল দেখিয়া তাহাদিগকে আশ্বাসিত করিতে লাগিলেন। বলিলেন, হে কপিগণ! বিষাদে মনোনিবেশ করা উচিত নহে; কেন না বিষাদই অধিকতর দোষের আকর; ক্রুদ্ধ বিষধর যেমন শিশুকে নিহত করে, তদ্রূপ বিষাদই পুরুষকে বিনাশ করে। যে পুরুষ পরাক্রম প্রকাশ সময়ে সহসা বিষাদে প্রবৃত্ত হয়, সে বিষাদ বশতঃ তেজোহীন হইয়া কখন পুরুষার্থ লাভ করিতে পারে না। সেইরাত্রি বিগত হইলে অঙ্গদ প্রধান বানরদিগের সহিত মিলিতহইয়া পুনরায় মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। তখন দেববাহিনী যেমন ইন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া শোভা পায়, তদ্রূপ সেই বানরসেনা অঙ্গদকে পরিবারিত করিয়া শোভা পাইতে লাগিল এবং সেনাগণ অঙ্গদকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিল যে, বালিতনয় অঙ্গদ ও হনুমান্ ব্যতীত অপর কে এই বানরীসেনা সংযত করিতে সমর্থ হইবে?

অনন্তর, অরিদমন শ্রীমান্ অঙ্গদ বৃদ্ধ বানরগণ ও সৈন্যগণকে অভিনন্দনপূর্ব্বক এইরূপ অর্থযুক্ত বাক্য বলিলেন যে, হে বানরগণ! কোন্ মহাতেজা এক্ষণে সাগর লঙ্ঘন করিবে? কেই বা অরিদমন সুগ্রীবকে সত্যপ্রতিজ্ঞ করিবে? কোন্ বীর শতযোজন সমুদ্র উত্তরণ করিবে? কেই বা এই যূথপতিদিগকে মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করিবে এবং কোন্ ব্যক্তির অনুগ্রহে কার্য্যসম্পাদনপূর্ব্বক প্রত্যাবৃত্ত ও সুখিত হইয়া আমরা পুত্র কলত্র ও গৃহ সকল নিরীক্ষণ করিব? কাহার অনুকম্পায় বা আমরা হৃষ্ট হইয়া মহাবল রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের সমীপে গমন করিব? হে যূথপতিগণ! যদি আপনাদিগের মধ্যে কেহ সমুদ্র উত্তরণে সমর্থ হন, তবে তিনি শীঘ্রই আমাদিগের পুণ্যজনক অভয় দক্ষিণা প্রদান করুন্। অঙ্গদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কেহ কিছুই উত্তর করিল না, কারণ সেই বানরীসেনা তৎকালে জড়প্রায় হইয়াছিল। পরে কপিসত্তম অঙ্গদ বানরদিগকে পুনরায় বলিলেন যে, হে বানরগণ! আপনারা সকলেই বলবান্ বিক্রমসম্পন্ন ও মহৎ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া সম্মানিত হইয়াও থাকেন; অতএব কাহারও দ্বারা আপনাদিগের গতিরোধ হইবার কখন সম্ভাবনা নাই। হে প্লবঙ্গমগণ! আপনাদিগের মধ্যে সাগর উত্তরণে যাহার যতদূর শক্তি তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন্।

ইতি চতুঃষষ্টিতম সর্গ ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

তখন গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ, গন্ধমাদন, মৈন্দ, দ্বিবিদ, জাম্ববান্ প্রভৃতি বানরসত্তমগণ অঙ্গদের বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বীয় স্বীয় গতিশক্তির বিষয় ক্রমে ক্রমে বর্ণন করিতে লাগিল। প্রথম বানরসভামধ্যস্থ গজ বলিলেন, বানরগণ! আমি দশ যোজন প্লবন করিতে পারি গবাক্ষ বিংশতি যোজন, শরভ ত্রিংশৎ যোজন ঋষভ চত্বারিংশৎ যোজন, মহাতেজা গন্ধমাদন পঞ্চাশৎ যোজন, মৈন্দ ষষ্টি যোজন, মহাবল দ্বিবিদ সপ্ততি যোজন, কপিসত্তম

সুষেণ অশীতি যোজন, এইরূপ সকলেই স্ব স্ব গমন শক্তি প্রকাশ করিলেন।

অনন্তর, কপিগণের মধ্যে বৃদ্ধতম জাম্ববান্ তাহাদের অনুমতি গ্রহণ করিয়া প্রত্যুক্তি করিলেন, পূর্ব্বে আমারও গতি শক্তি অনির্ব্বচনীয় ছিল, সংপ্রতি যৌবনকাল অতিক্রম করিয়া বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি; কিন্তু কপিরাজ সুগ্রীব ও রাম উভয়েই "আমরা এই কার্য্য সিদ্ধি করিব" বলিয়া স্থির নিশ্চয় করিয়াছেন, অতএব একার্য্যে আমার উপেক্ষা করা কোন মতে উচিত নহে। আমার এ অবস্থায় যতদূর গমন করিবার ক্ষমতা আছে, তাহা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন্, আমি এখনও নবতি যোজন গমন করিতে পারি, ইহাতে সংশয় নাই।

পরে জাম্ববান্ প্রধান প্রধান বানরদিগকে এইরূপ বলিতে লাগিলেন, হে বানরগণ! আমার এতাবন্মাত্রই যে গমন শক্তি ছিল তাহা নহে। পূর্ব্বকালে সনাতন বিষ্ণু বিরোচননন্দন বলির যজ্ঞে ত্রিবিক্রম মূর্ত্তিধারণ পূর্ব্বক যখন স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতাল অধিকার করেন, তৎকালে আমি তাঁহার সেই বিরাটমূর্ত্তিও প্রদক্ষিণ করিয়াছিলাম। যৌবনকালে আমার উৎকৃষ্টতম অপরিমেয় বল ছিল; এখন বৃদ্ধ হইয়াছি প্লবনে তাদৃশ শক্তি নাই। স্বাভাবিক শক্তি অনুসারে এখন আমি এই পর্য্যন্তই গমন করিতে পারি; কিন্তু ইহাদ্বারা এই কার্য্য সম্পাদন হইতেছে না। তখন প্রজ্ঞাসম্পন্ন অঙ্গদ কপিবর জাম্ববানের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক উদারার্থ সমন্বিত প্রত্যুক্তি করিলেন! শতযোজন বিস্তীর্ণ বিপুলতর এই মহা সমুদ্র আমি অতিক্রম করিতে পারি; কিন্তু প্রত্যাবৃত্ত হইতে আমার শক্তি আছে কি না, তাহা আমি বলিতে পারি না।'

পরে বাক্যবিশারদ জাম্ববান্ হরিবর অঙ্গদকে বলিলেন, হে কপিবর! আপনার গমনের শক্তি বিলক্ষণ আছে, তাহা আমরা অবগত আছি, আপনি শত সহস্র যোজন অনায়াসে গমন করিতে পারেন ও প্রতিনিবৃত্ত হইতেও সমর্থ, কিন্তু আপনি প্রভু; অতএব আপনার স্বয়ং গমন করা যুক্তি যুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে না। হে বৎস প্লবগসত্তম! ইহারা আপনার ভৃত্য, সুতরাং ইহাদিগকে আপনি প্রেরণ করিতে পারেন, কিন্তু ভৃত্যগণ কখন আপনাকে প্রেরণ করিতে পারে না। হে শত্রুতাপন! আপনি যখন আমাদের প্রভুভাবে অবস্থিত রহিয়াছেন, তখন স্ত্রী যেমন স্বামীর আদেশ অবাধে সম্পাদন করে, তদ্রূপ আপনার আদেশ প্রতিপালন করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য, আপনারও সৈন্যদিগকে কলত্রের ন্যায় প্রতিপালন করা উচিত, এই নিয়ম সেনাগণের মধ্যে চির প্রচলিত। হে বৎস! প্রয়োজনীয় কার্য্যের মূল রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য, মূল রক্ষিত হইলেই সেই কার্য্য ফলোন্মুখ হইয়া সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে, আপনিই ঐ কার্য্যের মূল কারণ, অতএব আপনকার জায়ার ন্যায় সেনাগণকে সর্ব্বদা রক্ষা করা উচিত। হে শত্রুতাপন কপিসত্তম! আপনি অতিশয় পরাক্রমশালী ও বুদ্ধিমান্, অতএব আপনি এই কার্য্যসাধনের প্রতি কেবল হেতুমাত্র হইবেন; কেন না আপনি আমাদিগের যুবরাজ ও রাজপুত্র, সুতরাং আপনাকে অবলম্বন করিয়াই আমরা এই কার্য্য নিষ্পাদন করিব সন্দেহ নাই।

অনন্তর, বালিনন্দন কপিবর অঙ্গদ মহাপ্রজ্ঞা সম্পন্ন নীতি বক্তা জাম্ববান্‌কে বলিলেন, যদি আমি গমন না করি এবং অন্য কোন কপিপুঙ্গব গমন না করেন, তবে অনশনে প্রাণত্যাগ করাই আমাদিগের উচিত; যেহেতু সেই ধীমান্ হরিপতি সুগ্রীবের আদেশ প্রতিপালন না করিয়া কিষ্কিন্ধ্যায় গমন করিলে জীবন রক্ষা হইবে না এবং লঙ্কায় গমন করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতেও পারিব না, প্রাণ সুতরাং রক্ষার আর উপায় দেখিতেছি না। আমাদিগের সেই প্রভু প্রসন্ন হইলে যেমন অধিকতর অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, কুপিত হইলেও তদপেক্ষা অধিক দণ্ডবিধান করেন; অতএব তাঁহার আদেশ অন্যথা করিয়া কিষ্কিন্ধ্যায় গমন করিলে অবশ্যই নিধন প্রাপ্ত হইব। এক্ষণে যাহাতে এই

কার্য্যসিদ্ধির ব্যাঘাত না হয়, তাহার উপায় চিন্তা করুন্; কেননা, আপনি সকল বিষয়ের তত্ত্বার্থ অবগত আছেন।

তখন বীরবর হরিসত্তম জাম্ববান্ অঙ্গদ-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, হে বীর! আপনার এই কার্য্যের হানি হইবে না; যিনি এই কার্য্য সম্পন্ন করিবেন, আমি তাঁহাকে নির্দ্দেশ করিতেছি। পরে হরিবর জাম্ববান্ নিভৃত স্থানে সুখোপবিষ্ট বিখ্যাত বানর বীর হনুমান্‌কে উক্ত কার্য্যে নিয়োগ করিলেন।

ইতি পঞ্চষষ্টিতম সর্গ। ৬৫

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর জাম্ববান্ বিষাদগ্রস্ত অসংখ্য হরি-সেনার প্রতি অবলোকন করিয়া হনুমান্‌কে বলিতে লাগিলেন, হে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ! বানর মণ্ডলীর মধ্যে তুমিই প্রধান বীর, অত-এব তুমি তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক কিজন্য বিরলে অবস্থান করিতেছ, আর কেনই বা কথা কহিতেছ না? তুমি বলে ও তেজে বানরপতি সুগ্রীবের সদৃশ এবং রাম ও লক্ষ্মণ অপেক্ষাও নিকৃষ্ট নও। অরিষ্টনেমির পুত্র মহাবল বৈনতেয় গরুড় যেমন সকল পক্ষি-জাতির উৎকৃষ্ট, তদ্রূপ তুমিও সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও বিখ্যাত। সেই মহাবল পক্ষী শারীরিক বল ও পক্ষবলে উৎকৃষ্ট, কেননা আমি তাহাকে বারম্বার সমুদ্র হইতে বল পূর্ব্বক ভুজঙ্গ সকলকে উদ্ধৃত করিতে দেখিয়াছি, তাহার পক্ষদ্বয়ের যেরূপ বল, তোমার বাহু-বলও তৎসদৃশ; তুমি তেজে ও বিক্রমে তদপেক্ষা ন্যূন হইবে না। হে হরিবর! তুমি সকল প্রাণি অপেক্ষা বল, বুদ্ধি, বিক্রম ও তেজে উৎকৃষ্ট হইয়াও আপনাকে লজ্জিত বোধ করিতেছ না? অপ্সরা জাতির মধ্যে পরম রূপবতী পুঞ্জিকস্থলা নাম্নী লোক বিখ্যাতা এক অপ্সরা ছিলেন। তিনি হরিবর কেশরির পত্নী হইয়া পরে অঞ্জনা নামে অভিহিতা হয়েন। হে বৎস! অপ্রতিম রূপবতী বলিয়া তিনি ত্রিলোক বিখ্যাত ছিলেন, কিন্তু ঋষির অভিশাপে বানরী হইয়া ভূতলে জন্মগ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু কামরূপিণী হইলেন। বানরপতি কুঞ্জরদুহিতা অঞ্জনা কোন সময়ে রূপ যৌবনসম্পন্ন মনুষ্য বিগ্রহ ধারণপূর্ব্বক বিচিত্র মাল্য, অভরণ ও ক্ষৌম বসন পরিধান করিয়া বর্ষাকালীন মেঘসন্নিভ পর্ব্বতশিখরে ক্রীড়া করিতেছিলেন। পরে পবন পর্ব্বতাগ্র-স্থিতা সেই বিশাল নয়নার রক্তবর্ণ দশাসমন্বিত পবিত্র পীতবসন ক্রমে ক্রমে অপহরণ করি-লেন। অনন্তর পরস্পর সংশ্লিষ্ট বৃত্তানুপূর্ব্ব উরুযুগল, উভয়ে সংযুক্ত বিশাল স্তনদ্বয় ও সুগঠন মনোহর আনন অবলোকন করিলেন।

পরে পবনদেব সেই যশস্বিনীর শোভন অঙ্গ সকল বিপুল নিতম্ব ও কটির ক্ষীণতা অব-লোকন করিয়া একবারে কামমোহিত হইলেন এবং সুদীর্ঘ বাহুযুগল দ্বারা তাঁহাকে বলপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন। এই অবকাশে কামবলে অবশেন্দ্রিয় হইয়া সেই অনিন্দিতা নারীতে গর্ভ নিষেক করিলেন। অনন্তর, সাধুচরিত্রা অঞ্জনা বিস্মিত হইয়া বলিলেন, কে আমার এই পাতিব্রত্যধর্ম্ম বিনাশ করিতেছে? পরে পবন অঞ্জনার বাক্য শ্রবণ করিয়া উত্তর করি-লেন, হে সুশ্রোণি! আমি তোমার একপত্নী-ব্রত নষ্ট করি নাই; অতএব তোমার মনের ভয় অপনীত হউক। হে যশস্বিনি! তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া মনে মনে যে, তোমাতে গমন করিয়াছি, তাহাতেই তোমার বুদ্ধিসম্পন্ন ও বীর্য্যবান্ এক পুত্র হইবে। সেই সত্ত্বসম্পন্ন মহাবল পরাক্রম পুত্র অতিক্রমণ ও উল্লম্ফন করিতে মৎ সদৃশ ও তেজস্বী হইবে।

অনন্তর, হে মহাবাহু কপিবর! তোমার জননী পবন দেবের ঐ কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হওত তোমাকে গুহায় প্রসব করিলেন। তুমি বাল্যাবস্থায় মহাবনে সূর্য্য উদয় হইতে দেখিয়া ফল মনে করতঃ গ্রহণাভিলাষী হইয়া উল্লম্ফন-পূর্ব্বক শূন্যপথে উত্থিত হইয়াছিলে। হে কপিবর! ত্রিশত যোজন গমন করিয়া তাঁহার তেজে পতিত হইয়া কিছুমাত্র বিষাদ প্রাপ্ত হইলে না; কিন্তু ইন্দ্র তোমাকে শীঘ্র অন্ত-

দ্রীক্ষে গমন করিতে দেখিয়া ক্রোধপরবশ হইয়া বলপূর্ব্বক তোমার প্রতি বজ্রনিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে তোমার বাম হনু ভগ্ন হইয়া তখন পর্ব্বতশিখরে পতিত হয়, সেই অবধি তুমি হনুমান্ নামে অভিহিত হইতেছ।

অনন্তর, গন্ধবহ প্রভঞ্জন বায়ু তোমাকে নিহত দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হওত স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল লোকে প্রবাহিত হইলেন না, যাহাতে ত্রৈলোক্য ক্ষুভিত হইলে লোকপাল সুরগণ বিস্মিত হইয়া ক্রোধপরবশ বায়ুর প্রসন্নতা সম্পাদন করিতে লাগিলেন। হে বৎস সত্যবিক্রম! পবন দেব দেবগণের স্তবে তুষ্ট হইয়া প্রসন্নতা লাভ করিলে, ব্রহ্মা তোমাকে "শস্ত্রদ্বারা বধ হইবে না" এই বর প্রদান করিলেন। তখন সহস্রলোচন ইন্দ্র বজ্রপাতেও তোমার শরীর অক্ষত রহিল দেখিয়া, প্রীত হইলেন এবং "স্বচ্ছন্দ অবস্থায় তোমার মৃত্যু হইবে" এই উৎকৃষ্ট বর তোমাকে দিয়াছিলেন। হে বৎস! তুমি কেশরির ক্ষেত্রজ সন্তান ও বায়ুর ঔরস পুত্র, তেজঃ ও বেগে তৎসদৃশ এবং ভীম বিক্রম। অদ্য আমরা জীবন্মৃত হইয়াছি, কিন্তু তুমিই এখন আমাদিগের মধ্যে দ্বিতীয় কপিরাজের ন্যায় দাক্ষিণ্য ও বিক্রমসম্পন্ন রহিয়াছ। হে বৎস! ত্রিবিক্রম অবতার সময়ে শৈল ও কাননরাজিবিরাজিতা এই মেদিনী এক বিংশতি বার প্রদক্ষিণ করিয়াছি এবং দেবতাদিগের আদেশ অনুসারে ওষধি সকল সঞ্চয় করিয়া সাগরে নিক্ষেপ করি; মথিত হইয়া তাহা হইতেই অমৃত উৎপন্ন হয়। তৎকালে আমার অতিশয় বল ছিল, এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়া পরাক্রম বিহীন হইয়াছি। অধুনা তুমি আমাদিগের মধ্যে সর্ব্বগুণান্বিত, প্লবনকারির শ্রেষ্ঠ ও বিক্রান্ত; অতএব তুমি স্বীয় বল প্রকাশ কর; যেহেতু এই বানরবাহিনী তোমার বীর্য্য দেখিবার নিমিত্ত সমুৎসুক হইয়াছে।

হে বানরবর হনুমন্! উত্থানপূর্ব্বক এই মহাসাগর অতিক্রম কর; কেন না, তুমি সমুদ্রপারে গমন করিলে কেবল আমাদিগের উপকার হইবে এমন নহে, সকল প্রাণিরই হিতের নিমিত্ত হইবে সন্দেহ নাই। হে মহাবেগশালি হনুমন্! বানর সকল বিষণ্ণবদনে অবস্থিতি করিতেছে দেখিয়াও কেন উপেক্ষা করিতেছ? ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর ন্যায় তুমিও বিক্রম প্রকাশ কর।

অনন্তর, পবননন্দন কপিবর হনুমান্ বানরসত্তম জাম্ববান্‌কর্ত্তৃক উপদিষ্ট ও স্বীয় বল অবগত হইয়া হরিবাহিনীকে প্রহর্ষিত করিয়া তদনুরূপ রূপ ধারণ করিলেন।

ইতি ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ ॥ ৬৬ ॥

সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর, বানরবর হনুমান্ সহসা বেগে পরিপূর্ণ হইয়া শত যোজন অতিক্রম করিবার অভিলাষে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। বানরগণ ইহা দেখিয়া শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক সহসা হর্ষসমাবিষ্ট হইয়া নিনাদ করিল এবং মহাবল হনুমানের স্তুতি পাঠে প্রবৃত্ত হইল। প্রজাবর্গ ত্রিবিক্রমে কৃতোৎসাহ নারায়ণকে যেমন অবলোকন করিয়াছিল, তদ্রূপ তাহারা হৃষ্টান্তঃকরণে বিস্মিত হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিক্ বীক্ষণ করিতে লাগিল।

মহাবল হনুমান্ সর্ব্বথা স্তুত হইয়া বর্দ্ধিত হইলেন এবং হর্ষাবেশে লাঙ্গুল আস্ফালন করতঃ বল সংগ্রহ করিলেন। বৃদ্ধ বানরশ্রেষ্ঠগণ তাঁহার স্তব করিতে থাকিলে, তেজে পরিপূর্ণ হইয়া তখন তাঁহার অনুত্তম রূপ হইল। বিবৃত গিরিগহ্বরে সিংহ যেমন বিকাশিত হয়, তদ্রূপ মারুততনয় হনুমান্ তৎকালে প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। ধীমান্ হনুমান্ বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে, তাঁহার মুখ তড়িৎবাহ মেঘের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল এবং তিনি নির্ধূম অগ্নির ন্যায় শোভিত হইলেন।

পরে হনুমান্ হর্ষাবেশে রোমাঞ্চিতকলেবর হইয়া বানরসভামধ্যে উত্থিত হওত বৃদ্ধ বানরদিগকে অভিবাদনপূর্ব্বক যেন পর্ব্বতাগ্র ভেদ করিয়া বলিতে লাগিলেন। যে হুতাশন সখ বহ-

মান অনিল পর্ব্বতাগ্র সকল ভেদ করিয়া থাকেন, যিনি অপ্রমেয় বলশালী ও আকাশগামী সেই প্রবলবেগ ত্বরিতগতি মহাত্মা মারুতের আমি ঔরসপুত্র, অতএব প্লবনেও তৎসদৃশ; গগনস্পর্শী অতি বিস্তীর্ণ সুমেরু গিরিকেও কুত্রাপি বিশ্রাম না করিয়া সহস্র বার অতিক্রম করিতে পারি। পর্ব্বত, নদী, হ্রদ এবং বায়ুবেগে সমালোড়িত সাগর সমেত এই লোক লঙ্ঘন করিতে উৎসাহ করি। বরুণালয় বারিধি আমার জঙ্ঘাবেগে বেলাভূমি অতিক্রমণ করিবে, তখন মহাগ্রাহ সকল তাহা হইতে উত্থিত হইবে। পন্নগাশন পক্ষিরাজ বৈতনেয় গরুড় আকাশে উড্ডীন হইলে তাহাকেও আমি সহস্র গুণ অতিক্রম করিতে পারি; এমন কি, উদয়াচল হইতে প্রস্থিত প্রজ্বলিত রশ্মিমালী অনস্তমিত আদিত্যকেও অতিক্রমণ করিতে পারি।

হে বানরশ্রেষ্ঠগণ! সূর্য্যমণ্ডল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ভূমিস্পর্শ না করিয়াই প্রবলতর ভীমবেগসহকারে পুনরায় সূর্য্যাভিমুখে গমন করিতেও সমর্থ এবং আকাশগামী গ্রহ সকলকে অতিক্রম করিয়া গমন করিতে উৎসাহ করি, সাগর শোষণ ও মেদিনীবিদারণ করিতে পারি। হেকপিগণ! আমি যখন প্লবন করিতে থাকিব, তখন পর্ব্বত সকল চূর্ণ করিয়া ফেলিব এবং যখন আমি গুরুতর বেগে উল্লম্ফনপূর্ব্বক মহার্ণব অতিক্রম করিতে থাকিব, তখন লতা ও পাদপের বিবিধ পুষ্প সকল সেই বিপুলবেগে আকৃষ্ট হইয়া আকাশমার্গে অদ্য আমার অনুগমন করিবে।

সেই পুষ্প সকল গগনপথে গমন করিতে থাকিলে, স্বাতিনক্ষত্রের পথ যেমন বহু নক্ষত্রে আচ্ছন্ন, মদীয় পথও তদ্রূপ প্রতীয়মান হইবে। তখন বানরগণ ও প্রাণি সকল আমাকে ঘোরতর আকাশ পথে বিচরণপূর্ব্বক উত্থিত ও পরপারে নিপতিত হইতে দেখিবে। হে বানরগণ! আমি যেন অম্বরতলকে গ্রাস করিয়া আচ্ছাদন করতঃ মহামেরুর ন্যায় গমন করিব, তোমরা অবলোকন কর। আমি যখন সমাহিত হইয়া উত্তরণ করিব তখন মেঘবৃন্দ ছি ভিন্ন, পর্ব্বত সকল কম্পিত ও সাগর শো করিব। বিনতানন্দন গরুড়, আমি ও মারু এই তিন জনেরই শক্তি লোকাতিশায়িনী মহাবল বায়ু ও সুপর্ণরাজ ব্যতীত এমন প্রাণি দেখি না যে, আমি গমন করিলে আমার অ গমন করিতে সমর্থ হয়। মেঘবৃন্দের উপ বিদ্যুৎ যেমন উত্থিত হয়, তদ্রূপ নিমেষমা নিরালম্ব অম্বরতলে সহসা নিপতিত হই বামন অবতারে ত্রিবিক্রম প্রকাশকালীন বি যেরূপ রূপ হইয়াছিল, সাগর প্লবন সম আমারও তদ্রূপ ভয়ঙ্কর রূপ হইবে। আমা মনের গতি ও বুদ্ধিদ্বারা অবগত হইয়াছি আমিই বৈদেহীর দর্শন লাভ করিব। অত হে বানরপতিগণ! তোমরা সকলে হর্ষাি হও। আমার বেগ গরুড় ও বায়ু সদৃশ অতএব অযুত যোজন অনায়াসে গমন করি পারিব। আমার অভিলাষ হইতেছে যে, ব ধারি বাসব অথবা স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার হস্ত হই সহসা বিক্রমপূর্ব্বক দেবভোগ্য অমৃত এখা আনয়ন করিব, কিম্বা লঙ্কানগরী উৎপাটনপূ গ্রহণ করিয়া আনয়ন করিব। তখন বানর প্রহৃষ্ট ও বিস্মিত হইয়া এইরূপ গর্জ্জনক সেই অমিতকান্তি বানরবরকে বীক্ষণ করি লাগিল।

অনন্তর প্লবগবর জাম্ববান্ জ্ঞাতিগ শোকবিনাশন তাঁহার সেই বচনরাশি শ্র হৃষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন। হে মারুত বেগশালি কেশরিপুত্র বৎস বীর হনুমন্! ত জ্ঞাতিগণের বিপুলতর শোক বিনাশ করি অতএব প্রধান প্রধান কপিগণ তোমার কল অভিলাষী হইয়া সকলে সমাগত ও সমা হওত কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত মাঙ্গল্য কার্য্য স সম্পাদন করিবেন। ঋষিও গুরুজনের প্রস এবং বৃদ্ধ বানরগণের আশীর্ব্বাদে তুমি মহাসমুদ্র উত্তরণ করিবে। তুমি যে পর্য প্রত্যাগমন না করিবে, সেই অবধি আ একপাদে অবস্থানপূর্ব্বক তপস্যাচরণ করি কেন না, বনবাসিবানর সকলের জীবন ত্ব হইয়া রহিয়াছে।

পরে হরিশার্দ্দূল বিপিনবিহারি বানরগকে বলিলেন যে, হে কপিগণ! আমি প্লবন রিতে থাকিলে ইহলোকে কেহই আমার বেগ রণ করিতে সমর্থ হইবে না। ইহলোকে কবল শিলাময় মহেন্দ্র পর্ব্বতের এই শৃঙ্গ সকল ঢ় ও বৃহৎ; অতএব নানা তরুরাজি সুশোভত ধাতুমণ্ডিত, ইহার শিখরে অবস্থানপূর্ব্বক বেগে প্রস্থান করিব। আমি ইহা হইতে ত যোজন প্লবন করিতে আরম্ভ করিলে এই বস্তৃত শিখর সকলই আমার বেগ ধারণ রিতে সক্ষম হইবে।

অনন্তর, অরিদমন মারুতনন্দন বায়ুসদৃশ লবান্ হনুমান্ বিবিধ কুসুমসমাকীর্ণ নগবর হেন্দ্র পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। তাহার কল স্থান তৃণে পরিপূর্ণ, তাহাতে মৃগকুল বরাজমান রহিয়াছে; সর্ব্বদা ফলপুষ্পশোভিত তরুরাজি লতা ও কুসুমসমূহে উহা নিবিড় হইয়াছে এবং সিংহ, শার্দ্দূল ও মত্ত মাতঙ্গ সমূহে বিরাজমান রহিয়াছে; স্থানেস্থানে নির্ঝর হইতে সলিল স্যন্দন হইতেছে ও মত্ত বিহঙ্গকুল কূজন করিতেছে। ইন্দ্রসদৃশ বিক্রমসম্পন্ন মহাবল হরিবর হনুমান অত্যুন্নত সুবিস্তীর্ণ মহেন্দ্র পর্ব্বতের শৃঙ্গে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

মহেন্দ্র পর্ব্বত মহাত্মা বায়ুতনয়ের বাহুবলে পীড়িত হইলে তত্রত্য প্রাণিগণ ভীষণ রব করিতে লাগিল। তখন ঐ মহাপর্ব্বত যেন সিংহাভিহত মত্ত মহামাতঙ্গের ন্যায় নিনাদ করিতে লাগিল এবং শৈল সকল বিকীর্ণ, মৃগকুল পলায়িত, দ্রুমরাজি বিকম্পিত ও সলিল সকল উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। অত্যন্ত পানাসক্ত নানা জাতি গন্ধর্ব্বমিথুন, উড্ডীন বিহঙ্গকুল ও বিদ্যাধরগণ তাহার সানুদেশ পরিত্যাগ করিল। মহোরগ সকল বিবরে লীন এবং শৈলশৃঙ্গের শিলা সকল পতিত হইতে লাগিল। ভুজঙ্গ সকল অর্দ্ধনিঃসৃত হইয়া ফণা বিস্তারপূর্ব্বক নিশ্বাস ত্যাগ করিতে থাকিলে তখন ঐ ধরণীধর উচ্ছ্রিত পতাকা রাজিদ্বারাই যেন শোভমান হইল, পথিকগণ দুর্গম বিপুল বনে স্বার্থহীন হইয়া যেমন অবসন্ন হয়, তদ্রূপ ত্রাসবিচকিত ঋষিগণ কর্তৃক ত্যক্ত হইয়া ঐ শৈল বিশীর্ণ হইল।

পরে পরবীরহা বানরবীর মহানুভাব মনস্বী বেগবান্ হনুমান্ বেগ বিষয়ে স্থিরতর হইয়া মনোভিনিবেশপূর্ব্বক মনে মনে লঙ্কা স্মরণ করিলেন।

ইতি সপ্তষষ্টিতম সর্গ॥ ৬৭॥

কিষ্কিন্ধাকাণ্ড সম্পূর্ণ।

রামায়ণ।

সুন্দরকাণ্ড।

প্রথম সর্গ।

অনন্তর, শক্রসূদন বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ রাবণহৃতা সীতার অন্বেষণার্থে চারণগণসেবিত গগণপথে গমন করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি অনন্যসাধ্য দুষ্কর কর্ম্ম করিতে অভিলাষী হইয়া গ্রীবা ও মস্তক উন্নত করিয়া, শ্রেষ্ঠ বৃষভের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। পরে সেই ধৈর্য্যসম্পন্ন মহাবল ধীমান্ হনুমান্ সলিলসদৃশ চক্ষুস্পর্শ বৈদূর্য্য মণিসবর্ণ শাদ্বলপ্রদেশে বিচরণ করতঃ পক্ষিগণকে ত্রাসিত, বক্ষঃস্থলদ্বারা বৃক্ষ সকল পাতিত ও সিংহের ন্যায় অনেক মৃগ নিহত করিলেন। সেই কপিবর শ্বেত, রক্ত, নীল, পাটল ও কৃষ্ণপাণ্ডুরবর্ণ, স্বভাবজাত, নির্ম্মল ধাতুসমূহে অলঙ্কৃত এবং নিরন্তর পরিবারবর্গসম্বলিত দেবকল্প কামরূপী যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও পন্নগগণে সেবিত, শ্রেষ্ঠ নাগসমূহে সমাকুল মহেন্দ্রপর্ব্বতীয় সমতলপ্রদেশে অবস্থিত হইয়া, হ্রদমধ্যস্থ নাগের ন্যায় শোভিত হইলেন। তিনি ব্রহ্মা, মহেন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু ও অন্যান্য প্রণম্য প্রাণীদিগকে প্রণাম করিয়া গমন করিতে অভিপ্রায় করিলেন।

পরে সেই সুদক্ষ করিবর পূর্ব্বমুখ হইয়া স্বীয় পিতা পবনদেবকে প্রণাম করিয়া দক্ষিণদিকে যাইবার নিমিত্ত স্বীয় দেহ বৃদ্ধি করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি সমুদ্রলঙ্ঘনে কৃতনিশ্চয় ও শ্রেষ্ঠ বানরগণকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া রামের মঙ্গলার্থে, পূর্ব্বকালে সমুদ্রের ন্যায় দেহ বৃদ্ধি করিলেন এবং অপরিমিত দেহ ধারণ করতঃ সমুদ্রলঙ্ঘনে অভিলাষী হইয়া বাহু ও চরণদ্বয়দ্বারা পর্ব্বতকে পীড়িত করিলেন। সেই পর্ব্বত বানরকর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া মুহূর্ত্তকাল কম্পিত হইল, তাহাতে পুষ্পিত বৃক্ষগণের সমুদায় পুষ্প পতিত হইল। সেই বৃক্ষমুক্ত সুগন্ধ পুষ্পসমূহে চতুর্দ্দিক্ সমাকীর্ণ হওয়ায় পর্ব্বত যেন পুষ্পময়রূপে শোভিত হইল। সেই মহেন্দ্রপর্ব্বত বলবান্ বীর্য্যসম্পন্ন কপিবরকর্ত্তৃক পীড্যমান হইয়া মদমত্ত হস্তীর ন্যায় জল ক্ষরণ করিতে লাগিল এবং স্বর্ণ, রজত ও অঞ্জনসবর্ণ বিবিধ স্রোত ধারা প্রবর্ত্তিত করিল। অপিচ যেরূপ মধ্যভাগে জ্বালাসম্পন্ন অনল ধূমনিচয় মোচন করে, তদ্রূপ সেই পর্ব্বত মনঃশিলাসমন্বিত বিশাল শিলা সকল মোচন করিল।

সেই পর্ব্বত কপিবরকর্ত্তৃক পীড্যমান হওয়ায় তত্রত্য গুহাস্থিত প্রাণীরা সর্ব্বতোভাবে পীড়িত হইয়া বিকৃতস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। পর্ব্বতপীড়াসমুৎপন্ন প্রাণিদিগের সেই তুমুল নিনাদ পৃথিবী, দিক্ ও উপবন সকল পূরিত করিল। নাগেরা ফণাস্থ নীলরেখাযুক্ত পৃথু মস্তক সকলদ্বারা ভয়ঙ্কর অগ্নি বমন করতঃ দশনদ্বারা প্রস্তর সকল দংশন করিতে লাগিল। তখন বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর সকল বিষযুক্ত কুপিত নাগগণ কর্ত্তৃক দষ্ট হইয়া অগ্নি প্রদীপ্ত দ্রব্যের ন্যায় প্রজলিত হইয়া উঠিল এবং সহস্র সহস্র খণ্ডে বিদীর্ণ হইল। সেই পর্ব্বতে নাগদিগের বিষনিবারক যে সমস্ত ঔষধ ছিল, তাহারা সেই বিষ নিবারণে সমর্থ হইল না। "এই পর্ব্বত প্রাণিগণ কর্ত্তৃক বিদা-

রিত হইতেছে” এই মনে করিয়া তপস্বীরা ও স্ত্রীগণসহ বিদ্যাধরেরা তথা হইতে উৎপতিত হইলেন। কণ্ঠাভরণশালী, রক্তমালাধারী, রক্ত অনুলেপনে অনুলিপ্ত, মদমত্ত, রক্তপদ্ম সদৃশ নয়ন বিদ্যাধরেরা মদ্যপান ভূমিগত স্বর্ণময় আসন, ভাজন ও কমণ্ডলু, মহামূল্য পানপাত্র, ঋষভচর্ম্ম নির্ম্মিত চর্ম্ম, স্বর্ণময়মুষ্টিযুক্ত খড়্গ এবং নানাবিধ লেহ্য, ভক্ষ্য ও মাংস পরিত্যাগ করিয়া আকাশে উত্থিত হইলেন। উৎকৃষ্ট হার, নূপুর ও কেয়ূরধারিণী বিদ্যাধরপত্নীরা বিস্মিতা ও ঈষৎ হাস্যসমন্বিতা হইয়া স্বামীদিগের সহিত আকাশমণ্ডলে অবস্থিতা হইলেন। তখন মহর্ষি ও বিদ্যাধরেরা মহাবিদ্যা প্রদর্শনকরতঃ পরস্পর মিলিত ও আকাশ মণ্ডলে অবস্থিত হইয়া সেই পর্ব্বত অবলোকন করিতে লাগিলেন এবং নির্ম্মল আকাশে অবস্থিত বিশুদ্ধচিত্ত ঋষি, সিদ্ধ ও চারণদিগের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিলেন। এই মহাবেগ, পর্ব্বতসদৃশ, বায়ুনন্দন হনুমান্ বরুণদেবের আলয় সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে অভিলাষ করিতেছে এ রাম ও বানরদিগের নিমিত্তে দুষ্কর কর্ম্ম করিতে অভিলাষী হইয়া দুষ্প্রাপ্য সমুদ্রের পরপার প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করিতেছে॥”

তপস্বিদিগের উক্ত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিদ্যাধরেরা সেই পর্ব্বতস্থিত অপ্রমেয় প্রভাব কপিবরকে দর্শন করিতে লাগিলেন। অনন্তর অগ্নি সম প্রভাব মহাবেগ হনুমান্ স্বয়ং কম্পিত হইয়া লোম সকল কম্পিত করতঃ বৃহৎ মেঘের ন্যায় উৎকট শব্দ করিলেন এবং উৎপতিত হইতে অভিলাষী হইয়া, গরুড়ের সর্প বিক্ষেপের ন্যায়, ক্রমান্বয়ে গোলাকার রোম পরিব্যাপ্ত স্বীয় লাঙ্গুল বিক্ষিপ্ত করিলেন। পৃষ্ঠদেশে বিক্ষিপ্ত তদীয় লাঙ্গুল, গরুড়কর্ত্তৃক হ্রিয়মাণ বৃহৎ সর্পের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। তখন বীর্য্যবান্ শ্রীমান্ মহাবল কপিবর হনুমান্ মহাপরিঘ সদৃশ বাহুদ্বয় স্তম্ভিত এবং গ্রীবা ও চরণদ্বয় সঙ্কুচিত করিয়া যেন কটিদেশে সংলগ্ন হইলেন এবং সমধিক তেজঃ, বল ও বীর্য্য লাভ করিলেন। পরে তিনি উৎপতিত হইতে অভিলাষী হইয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টিনিক্ষেপ সহকারে আকাশ মার্গ অবলোকন করতঃ হৃদয়ে প্রাণনিরোধ পূর্ব্বক কর্ণদ্বয় সঙ্কুচিত করিয়া পদদ্বয় দ্বারা দৃঢ়ভাবে অবস্থিত হইলেন এবং বানরদিগকে এই বাক্য বলিলেন, “যেমন রঘুনন্দন রামবিমুক্ত শরবায়ুর ন্যায় গমন করে, তদ্রূপ আমি রাবণপালিতা লঙ্কা নগরীতে গমন করিব। যদি আমি তথায় জনকদুহিতাসীতাকে দেখিতে না পাই, তবে এই বেগেই স্বর্গে গমন করিব এবং যদি সেখানেও তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া বিফল প্রযত্ন হই, তবে রাক্ষসরাজ রাবণকে বন্ধন করিয়া আনয়ন করিব। হয় আমি সর্ব্বতোভাবে কৃতকার্য্য হইয়া সীতার সহিত প্রত্যাগত হইব, অথবা রাবণসহ লঙ্কানগরী উৎপাটন পূর্ব্বক আনয়ন করিব।”

বানরশ্রেষ্ঠ বেগবান্ হনুমান্ বানরদিগকে ঐরূপ বলিয়া বিচার না করিয়া বেগসহকারে উৎপতিত হইলেন এবং আপনাকে গরুড়সদৃশ বোধ করিলেন। তিনি উৎপতিত হইলে সেই পর্ব্বতজাত বৃক্ষ সকল তদীয় বেগে সমাকৃষ্ট হইয়া শাখা সকল সঙ্কোচপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ হইতে উৎপতিত হইতে লাগিল। হনুমান্ স্বীয় উরুবেগে প্রমত্ত পক্ষিসমূহে সেবিত পুষ্পিত বৃক্ষ সকল বহন করতঃ নির্ম্মল আকাশ দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। যেমন দূরদেশে গমনকারী ব্যক্তির বান্ধবেরা তাহার অনুগামী হয়, তদ্রূপ সেই কপিবরের উরুবেগে উৎপতিত বৃক্ষ সকল মুহূর্ত্ত কাল তাঁহার অনুগমন করিল। যেরূপ সৈন্যগণ রাজার অনুগমন করে, তদ্রূপ হনুমানের উরুবেগে উৎপাটিত শাল ও অন্যান্য উত্তম উত্তম বৃক্ষ সকল তাঁহার অনুগমন করিল। তখন বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ অনেক পুষ্পিত বৃক্ষে পরিবৃত হইয়া অদ্ভুতদর্শন পর্ব্বতের সদৃশ হইলেন। অনন্তর, যেরূপ পর্ব্বত সকল মহেন্দ্রের ভয়ে বরুণদেবের আলয় সমুদ্রমধ্যে নিমগ্ন হয়, তদ্রূপ সারবান্ বৃক্ষ সকল লবণসমুদ্রমধ্যে নিমগ্ন হইতে লাগিল। যেমন মেঘসবর্ণ পর্ব্বত খদ্যোতসমূহে সমাকীর্ণ হইয়া শোভিত হয়, তদ্রূপ সেই কপিবর অঙ্কুরিত, প্রস্ফুটিত ও কোরকাকার নানাবিধ পুষ্পসমূহে সমাকীর্ণ হইয়া শোভিত হইলেন। হনুমানের

গবিমুক্ত বৃক্ষ সকল পুষ্প মোচন করিয়া, গামী ব্যক্তির অনুগামী বান্ধববর্গ যেমন বৃত্ত হইয়া গৃহে প্রবেশ করে, তদ্রূপ নিবৃত্ত য়া সমুদ্রজলে প্রবেশ করিল। তরুগণের বৃতাযুক্ত নানাবিধ পুষ্প সকল বানরবেগজন্য য়ুকর্তৃক প্রেরিত হইয়া সমুদ্রমধ্যে পতিত ইল।

কপিবর হনুমান্ নানাবর্ণ সুগন্ধি পুষ্পহে ভূষিত হইয়া বিদ্যুদ্গণবিভূষিত সমুদিত ঘের ন্যায় শোভিত হইলেন। যেরূপ াকাশমণ্ডল সমুদিত রমণীয় তারাগণদ্বারা াভিত দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ সমুদ্র জল হনুমানের গসমুদ্ধৃত পুষ্পসমূহদ্বারা শোভিত হইতে গিল। তখন হনুমানের আকাশমণ্ডলে দারিত বাহুদ্বয়, পর্ব্বতাগ্র হইতে বিনির্গত শীর্ষ পন্নগদ্বয়ের ন্যায় দৃষ্ট হইতে থাকিল। র সেই কপিবর যেন উর্ম্মিজালসমাকুল সমুদ্র ন করতঃ শোভিত হইলেন এবং যেন পিপাসু য়া আকাশমণ্ডল অবলোকন করিতে লাগিন। বায়ুপথ অবলম্বনপূর্ব্বক গমনকারী মানের বিদ্যুৎসদৃশ প্রভান্বিত নয়নদ্বয়, বতস্থ অগ্নিদ্বয়ের ন্যায় প্রকাশিত হইল। ই কপিবরের পিঙ্গলবর্ণ বর্ত্তুলাকার বৃহৎ নদ্বয়, আকাশমণ্ডলস্থিত চন্দ্র ও সূর্য্যের য় দীপ্তি লাভ করিল। তাম্রবর্ণ নাসিকাশিষ্ট, তাম্রবর্ণ তদীয় বদন, সন্ধ্যাকালীন র্য্যমণ্ডলের ন্যায় শোভিত হইল।

আকাশপথে গমনকারী বায়ুপুত্র হনুমানের ক্ষিপ্ত সমুচ্ছ্রিত লাঙ্গুল, ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় াভা ধারণ করিল। মহাপ্রাজ্ঞ, শুক্লদন্ত, পিবর বায়ুনন্দন হনুমান্ লাঙ্গুলচক্রসমন্বিত ইয়া, পরিবেষযুক্ত সূর্য্যের ন্যায় শোভিত ইলেন এবং যেরূপ পর্ব্বত, বিদারিত উৎকৃষ্ট গরিকধাতুদ্বারা শোভাধারণ করে, তদ্রূপ্ মধিক তাম্রবর্ণ কটিদেশদ্বারা শোভা লাভ রিলেন। সাগরলঙ্ঘনকারী সেই কপিবরের ক্ষমধ্যগত বায়ু মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতে াগিল।

সেই কপিবর উর্দ্ধভাগ হইতে বিনির্গতা, কাস্তরসহিতা, পতনোদ্যতা উল্কার ন্যায় দৃষ্ট হইতে থাকিল। তখন গমনকারী সূর্য্যসদৃশ, দীর্ঘকায়, কপিবর হনুমান্ কক্ষ্যাসমন্বিত প্রবৃদ্ধ হস্তীর ন্যায় শোভিত হইলেন এবং উপরিভাগে শরীর ও সমুদ্রমধ্যে পতিতা ছায়াদ্বারা প্রবল বায়ুপরিচালিতা নৌকার সাদৃশ্য ধারণ করিলেন। সেই কপিবর সমুদ্রের যে যে প্রদেশে যাইতে লাগিলেন, সেই সেই প্রদেশে সমুদ্র তদীয় শরীরবেগে উন্মত্তের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। কপিবর হনুমান্ পর্ব্বতসদৃশ বক্ষঃস্থলদ্বারা সমুদ্র তরঙ্গ নিহত করতঃ মহাবেগে সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে লাগিলেন। তখন বানরবেগজনিত ও মেঘমণ্ডল হইতে নির্গত, এই উভয় বায়ু ভয়ঙ্করনিনাদকারী সমুদ্রকে অত্যন্ত কম্পিত করিতে থাকিল। সেই কপিবর লবণসমুদ্রসম্ভূত বৃহৎ বৃহৎ তরঙ্গ সকল আকর্ষণ করতঃ যেন স্বর্গ ও ভূমণ্ডল বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে থাকিলেন এবং যেন মেরু ও মন্দর পর্ব্বতসদৃশ উন্নত, সমুদ্রসম্ভূত তরঙ্গ সকল গণনা করতঃ মহাবেগে তৎ সমস্ত অতিক্রম করিতে লাগিলেন। তখন সমুদ্রজল তদীয় বেগে উর্দ্ধক্ষিপ্ত ও মেঘমণ্ডলমধ্যগত হইয়া, শরৎকালীন সুবিস্তৃত মেঘের ন্যায় বিরাজিত হইল এবং প্রাণিগণের শরীর বস্ত্রবিহীন হইয়া যেরূপ দৃষ্ট হয়, তিমি, নক্র, কূর্ম্ম ও মৎস্য সকল বিবৃত দেহ হইয়া তদ্রূপ দৃষ্ট হইতে থাকিল।

অনন্তর, সমুদ্রমধ্যবর্ত্তী ভুজঙ্গেরা আকাশে বিচরণকারী সেই কপিবরকে দেখিয়া তাঁহাকে গরুড়সদৃশ মনে করিল। বানরশ্রেষ্ঠ বায়ুনন্দন হনুমানের গমন কালে তদীয় অনুগামিনী দশ যোজন বিস্তীর্ণা, ত্রিংশৎ যোজন আয়তা ছায়া অতীব মনোহারিণী হইল এবং লবণসমুদ্রমধ্যে পতিতা হইয়া, শ্বেতবর্ণ মেঘপঙ্ক্তির ন্যায় শোভা ধারণ করিল। সেই মহাতেজা বৃহৎকায় কপিবর অবলম্বনশূন্য বায়ুপথে অবস্থিত পক্ষসমন্বিত পর্ব্বতের ন্যায় শোভিত হইলেন। বানরশ্রেষ্ঠ বলবান্ হনুমান্ সমুদ্রের যে যে প্রদেশ দিয়া বেগসহকারে গমন করিতে লাগিলেন, সেই সেই প্রদেশে সমুদ্র সহসা দ্রোণীসদৃশ হইতে থাকিল। তখন সেই কপিবর

পক্ষিসমূহের গম্য পথ দিয়া, পক্ষিরাজের ন্যায় গমন করতঃ বায়ুর ন্যায় মেঘসমূহ আকর্ষণ করিতে থাকিলেন। পাণ্ডুরবর্ণ, অরুণবর্ণ, নীলবর্ণ ও মঞ্জিষ্ঠাসবর্ণ বৃহৎ মেঘ সকল কপিবরকর্তৃক আকৃষ্যমাণ হইয়া, বায়ুকর্তৃক আকৃষ্যমাণ মেঘসমূহের ন্যায় শোভিত হইলেন। হনুমান্ মেঘজালে প্রবিষ্ট ও তথা হইতে নিপতিত হইয়া, কখন অপ্রকাশমান ও কখন প্রকাশমান চন্দ্রের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। তখন দেব, গন্ধর্ব্ব ও দানবেরা সেই কপিবরকে দ্রুতভাবে সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে দেখিয়া তথায় পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সূর্য্য সমুদ্রলঙ্ঘনকারী বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্কে তাপিত করিলেন না এবং বায়ুও রামের প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত তাঁহার শ্রম অপনয়ন করিবার অভিলাষে তৎ সন্নিধানে মৃদুভাবে বহিতে থাকিল। ঋষিগণ গগণপথে গমনকারী সেই কপিবরকে স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দেব ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার প্রশংসা করিয়া গান করিতে লাগিলেন। নাগ, যক্ষ ও নানাবিধ রাক্ষসেরা সহসা সেই ক্লান্তিবিহীন কপিবরকে অবলোকন করিয়া স্তব করিতে থাকিল।

বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে থাকিলে, সমুদ্র ইক্ষ্বাকুবংশের সম্মান করিতে অভিলাষী হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, "যদি আমি বানরশ্রেষ্ঠ হনুমানের সাহায্য না করি, তবে লোকমাত্রেরই নিকটে নিন্দনীয় হইব। আমি ইক্ষ্বাকুকুলনাথ সগরকর্তৃক পরিবর্দ্ধিত হইয়াছি; এই কপিবরও ইক্ষ্বাকুবংশীয় রামের অমাত্য, সুতরাং ইহাঁকে অবসাদিত করা আমার বিধেয় নহে, প্রত্যুত যাহাতে এই কপিবর শ্রম অপনয়ন করিতে পারেন এবং আমার উপরে অবস্থানপূর্ব্বক শ্রম অপনয়ন করিয়া সুখে অবশিষ্ট অংশ অতিক্রম করিতে সমর্থ হন, আমার এরূপ বিধান করা উচিত।"

সমুদ্র ঐরূপ সাধু অভিপ্রায় করিয়া স্বীয় জলমধ্যে অবস্থিত স্বর্ণময় পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ মৈনাককে বলিলেন, "মহাত্মা দেবরাজ পাতালবাসী অসুর সমূহের নিবারকরূপে তোমাকে এস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছেন; তুমি দেবরাজকর্তৃক জ্ঞাতবীর্য্য, সর্ব্বদার উৎপতনাভিলাষী অসুরদিগের গতিরোধার্থে অপ্রমেয় পাতালের দ্বার আবরণপূর্ব্বক অবস্থিত রহিয়াছ। হে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ! ঊর্দ্ধ, অধঃ ও পার্শ্বভাগে বর্দ্ধিত তো[illegible] সামর্থ্য আছে; অতএব আমি তোমাকে নিয়োগ করিতেছি যে, তুমি ঊর্দ্ধে এরূপ উত্থিত হও যাহাতে রামকার্য্যসাধক, ভীমকর্ম্মা, গগণপথে গমনকারী, বীর্য্যবান্ ঐ কপিবর হনুমান্ তোমার উপরিভাগ প্রাপ্ত হন। ঐ কপিবরের শ্রম অবলোকন করিয়া তোমারও উত্থিত হওয়া উচিত।"

বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ ও লতাসমূহে পরিবৃত, স্বর্ণময় মৈনাক পর্ব্বত লবণসমুদ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্বর জল হইতে উৎপতিত হইলেন। যেরূপ প্রদীপ্তকিরণ সূর্য্য মেঘ ভেদ করিয়া সমুচ্ছ্রিত হয়, তদ্রূপ কিন্নর ও বৃহৎ বৃহৎ সর্পসমূহে সেবিত, আকাশমণ্ডলভেদকারী উদয়াচল শৃঙ্গসদৃশ, স্বর্ণময় বহু শৃঙ্গে সমাকুল সেই জল মধ্যবর্ত্তী মহাত্মা পর্ব্বত সমুদ্রকর্তৃক নিয়োজিত হইয়া মুহূর্ত্তকাল মধ্যে সমুদ্রজল ভেদ করিয়া সমুচ্ছ্রিত হইলেন এবং স্বীয় শৃঙ্গ সকল প্রদর্শন করিলেন। তখন শস্ত্রসদৃশ শ্যামবর্ণ আকাশমণ্ডল তদীয় সমুত্থিত স্বর্ণময় শৃঙ্গসমূহে সমাকুল হইয়া স্বর্ণসদৃশ প্রভাযুক্ত হইল। সেই পর্ব্বতশ্রেষ্ঠও অতীব দীপ্তিশালী বিরাজমান স্বর্ণময় শৃঙ্গসমূহদ্বারা শত সূর্য্যসদৃশ প্রদীপ্ত হইলেন।

অতিবেগশালী কপিবর হনুমান লবণ সমুদ্রমধ্যে সহসা সমুত্থিত, সেই পর্ব্বতকে সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া ব্রাহ্মণ বোধ করিলেন এবং তৎপরে বায়ু যেমন মেঘকে পাতিত করে, তদ্রূপ বক্ষঃস্থলদ্বারা অতীব উন্নত তাঁহার শৃঙ্গ সকল পাতিত করিলেন। তখন পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ মৈনাক আকাশগামী বীর্য্যশালী সেই কপিবরকর্তৃক অধঃপাতিত হইয়া তদীয় বেগ অনুভব করিয়া হর্ষচিত্তে নিনাদ করিলেন এবং মানবরূপ ধারণ করিয়া স্বীয় শিখরদেশে অবস্থানপূর্ব্বক প্রীত ও হৃষ্টমনা হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "হে বানরশ্রেষ্ঠ! তুমি এই অতিদুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ; সম্প্রতি মদীয় শৃঙ্গোপরি নিপ[illegible]

ষ্ঠিত হইয়া সুখে বিশ্রাম করিয়া গমন কর। সমুদ্র রঘুকুলজাত সগরনন্দনগণকর্ত্তৃক পরি-বর্দ্ধিত হইয়াছেন, সুতরাং তোমাকে প্রত্যর্চ্চনা করিতেছেন; যেহেতু তুমি রঘুকুলজাত রামের হিতকারী। উপকার করিলে অবশ্যই প্রত্যুপকার করিতে হয়, ইহা সনাতন ধর্ম্ম; অতএব সমুদ্র রঘুবংশের প্রত্যুপকার করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাঁহাকে সম্মানিত করা তোমার বিধেয়। আমি তোমার নিমিত্তে সমুদ্রকর্ত্তৃক সম্মানপূর্ব্বক এরূপ নিয়োজিত হইয়াছি যে, 'এই কপিবর আকাশপথ দিয়া গমন করতঃ শত যোজন অতিক্রম করিতে উদ্যত হইয়াছেন; অধুনা তোমার সানু মধ্যে বিশ্রাম করিয়া অবশিষ্ট অংশ অতিক্রম করুন্।' অতএব হে বানরশ্রেষ্ঠ! তুমি আমার উপরি অবস্থিত হইয়া এই সুস্বাদুসুগন্ধবিবিধকন্দমূল ও ফল ভক্ষণ করিয়া বিশ্রামপূর্ব্বক গমন কর।

হে বায়ুনন্দন কপিবর! তোমার সহিত আমারও ত্রিলোক বিখ্যাত মহাগুণযুক্ত সম্বন্ধ আছে। ইহলোকে প্লবনকারী বেগশালী যত বানর আছে, আমি তাহাদিগের মধ্যে তোমাকে শ্রেষ্ঠ বোধ করি। যদি নীচ ব্যক্তিও অতিথি হয়, তথাপি সে ধর্ম্মজিজ্ঞাসুবিজ্ঞ ব্যক্তিকর্ত্তৃক পূজনীয়; তোমার সদৃশ অতিথি ব্যক্তি যে, পূজনীয়, ইহা বলাই অধিক। হে কপিবর! তুমি দেবশ্রেষ্ঠ মহাত্মা বায়ুর পুত্র এবং বেগে তাঁহার সদৃশ। হে ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি পূজিত হইলে বায়ু পূজিত হন; অতএব তুমি আমার পূজনীয়, এ বিষয়ে বিশেষ কারণ আছে, আমি বলিতেছি শ্রবণ কর।

হে তাত! পূর্ব্বে সত্যযুগে সকল পর্ব্বতেরই পক্ষ ছিল। একদা পর্ব্বতেরা গরুড়ের ন্যায় বেগশালী হইয়া দশ দিকে প্রস্থিত হইয়াছিল। তাহারা দশ দিকে প্রস্থিত হইলে ঋষিগণ, দেবগণ ও ভূলোকবাসী প্রাণীরা তাহাদিগের পতনাশঙ্কায় ভীত হইলেন। তদনন্তর, সহস্রনয়ন শতক্রতু দেবরাজ ইন্দ্র পর্ব্বতদিগের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া শত সহস্র পর্ব্বতের পক্ষচ্ছেদন করেন। পরে তিনি বজ্র উদ্যত করিয়া আমার নিকটবর্ত্তী হইলে মহাত্মা বায়ু সহসা আমাকে তথা হইতে অপসারিত করিয়া এই লবণ সমুদ্রমধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। হে কপিবর! তখন আমি সর্ব্বতোভাবে তোমার জনককর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছিলাম; মদীয় পক্ষদ্বয়ও রক্ষিত হইয়াছিল। হে বায়ুনন্দন কপিশ্রেষ্ঠ! তোমার সহিত আমার এই মহাগুণযুক্ত সম্বন্ধ আছে, তুমি আমার মাননীয়; অতএব আমি তোমার সম্মান করিতেছি। হে মহামতে! সম্প্রতি সাগরের ও আমার ঈদৃশ কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে; তুমি প্রীতমনা হইয়া আমাদিগের প্রীতি সম্পাদন কর। হে কপিবর! তুমি আমার মাননীয়; তোমাকে দর্শন করিয়া আমার অতীব প্রীতি জন্মিয়াছে; অধুনা তুমি শ্রম অপনয়নপূর্ব্বক মদীয় পূজা গ্রহণ করিয়া আমাকে প্রীত কর।

কপিবর হনুমান্ শৈলবর মৈনাককর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "আমি প্রীত হইয়াছি, আমার আতিথ্যও হইয়াছে; আমি আপনকার বাক্য রক্ষা করিতে পারিলাম না, এজন্য আপনি আমার প্রতি ক্রোধ করিবেন না; যেহেতু মদীয় কার্য্যকাল আমাকে ত্বরান্বিত করিতেছে, দিবসও অতিক্রান্ত হইতেছে; বিশেষতঃ আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, সমুদ্রমধ্যে অবস্থান করিব না।"

সেই বীর্য্যবান্ কপিবর ঐরূপ বলিয়া হস্তদ্বয়দ্বারা পর্ব্বতকে স্পর্শ করিয়া আকাশ অবলম্বনপূর্ব্বক যেন হাস্য করিতে করিতে গমন করিলেন। তিনি সমুদ্র ও পর্ব্বতকর্ত্তৃক বহু মান সৎকারে ঈক্ষিত, পূজিত ও সমুচিত আশীর্ব্বাক্যে অভিনন্দিত হইয়া সমুদ্র ও পর্ব্বতকে পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধভাগে দূরে উৎপতনপূর্ব্বক স্বীয় পিতা বায়ুর পথ অবলম্বন করতঃ নির্ম্মল আকাশমণ্ডল দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। পরে বায়ুপুত্র কপিবর হনুমান্ আরও সমধিক ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া পর্ব্বতকে অবলোকন করতঃ অবলম্বন বিহীন আকাশমণ্ডল দিয়া গমন করিতে থাকিলেন। দেব, সিদ্ধ ও মহর্ষিরা হনুমানের সেই অদ্বিতীয় দুষ্কর কর্ম্ম অবলোকন করিয়া তাঁহাকে প্রশংসা করিলেন। তখন বিমানস্থ

সহস্রনয়ন ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতাগণ সুবর্ণময় সুনাভ মৈনাক পর্ব্বতের সেই কার্য্যে সন্তুষ্ট হইলেন। পরে ধীমান্ শচীপতি ইন্দ্র স্বয়ংই সেই সুশোভন মেখলাসমন্বিত পর্ব্বত শ্রেষ্ঠকে এই রূপ সন্তোষ গদ্গদবাক্যে বলিলেন, হে শুভদর্শন সুবর্ণময় পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ! শত যোজনগমনকারী এই নির্ভয় হনুমানের শ্রমজন্য ভয় উপস্থিত হইবার আশঙ্কায় তুমি ইহাঁর সাহায্য করিয়াছ, অতএব আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইয়াছি; তোমাকে অভয় প্রদান করিতেছি, তুমি যথাসুখে অবস্থিত হও। এই কপিবর দশরথতনয় রামের হিত নিমিত্তই গমন করিতেছেন, তুমি যথাশক্তি ইহাঁর সৎকার করিয়া আমাকে অত্যন্ত পরিতুষ্ট করিয়াছ।"

পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ মৈনাক দেবরাজ শতক্রতু ইন্দ্রকে তুষ্ট দেখিয়া বিপুল হর্ষ লাভ করিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে বর লাভ করিয়া যথাস্থানে অবস্থিত হইলেন; হনুমানও মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে মৈনাক পর্ব্বতের অধিষ্ঠিত সমুদ্রপ্রদেশ অতিক্রম করিলেন।

অনন্তর, দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ সূর্য্যসদৃশ দীপ্তিমতী নাগমাতা সুরসাকে বলিলেন, "এই শ্রীমান্ বায়ুনন্দন হনুমান্ সাগরের উপরিভাগ দিয়া গমন করিতেছেন, আপনি অতি ভয়ঙ্কর পর্ব্বতসদৃশ রাক্ষসরূপ ধারণপূর্ব্বক দন্তদ্বারা ভয়ঙ্কর,পিঙ্গলবর্ণনয়ন, আকাশস্পর্শী বদন করিয়া মুহূর্ত্ত কাল ইহাঁর বিঘ্ন সম্প্রাদন করুন্; আমরা ইহাঁর আরও বুদ্ধি বল ও পরাক্রম অবগত হইতে বাসনা করিতেছি। ইনি উপায়দ্বারা আপনাকে জয় করিতে পারেন, অথবা বিষণ্ণ হন, ইহা জানিতে ইচ্ছা হইতেছে।"

নাগমাতা সুরসা দেবী, দেবগণকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত ও সংকৃত হইয়া সমুদ্রমধ্যে গমন পূর্ব্বক বিকৃত, বিরূপ, সর্ব্বলোকভয়ঙ্কর রাক্ষসদেহ ধারণ করতঃ গমনকারী হনুমানের পথ রোধ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "হে বানরশ্রেষ্ঠ! তুমি দেবগণকর্ত্তৃক মদীয় ভক্ষ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছ; আমি তোমাকে ভক্ষণ করিব. তুমি আমার বদনমধ্যে প্রবিষ্ট হও। পূর্ব্বে বিধাতা আমাকে এরূপ বর প্রদান করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি তোমার অগ্রভাগে আসিবে দ্ব[illegible] তোমার বদনমধ্যে প্রবিষ্ট হইবে।"

সুরসা দেবী বায়ুনন্দন হনুমান্‌কে ঐরূ[illegible] বলিয়া ত্বরান্বিতা হইয়া অতি বৃহৎ বদন বিস্তৃত করিয়া তদীয় অগ্রভাগে অবস্থিত হইলেন। হনুমান্ তৎকর্ত্তৃক ঐ রূপ উক্ত হইয়া প্রহৃষ্টবদনে তাঁহাকে কহিলেন, দশরথতনয় রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভার্য্যা বিদেহরাজ দুহিতা সীতার সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। কোন কার্য্যবশতঃ রাক্ষসদিগের সহিত তাঁহার শত্রুভাব জন্মিয়াছে; তজ্জন্য রাক্ষসরাজ রাবণ তদীয় ভার্য্যা যশস্বিনী সীতাকে হরণ করিয়াছে। আমি রামের শাসনানুসারে দূত হইয়া তাঁহার নিকটে যাইতেছি; তোমারও রামের সাহায্য করা উচিত; যেহেতু তুমি তাঁহার রাজ্যে বাস কর।"

কামরূপিণী নাগমাতা সুরসা দেবী হনুমৎকর্ত্তৃক ঐ রূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন যে, আমি এরূপ বর লাভ করিয়াছি যে, কেহ আমাকে অতিক্রম করিতে পারিবে না। পরে তিনি হনুমান্‌কে গমন করিতে দেখিয়া তদীয় বল জানিতে অভিলাষিণী হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "হে কপিবর! পূর্ব্বে বিধাতা আমাকে এরূপ বর প্রদান করিয়াছেন যে সকলকেই আমার বদনে প্রবিষ্ট হইতে হইবে অতএব আমার বদনে প্রবিষ্ট হইয়াই তোমার গমন করা উচিত।"

সুরসা দেবী বায়ুনন্দন হনুমান্‌কে ঐরূপ বলিয়া ত্বরান্বিত হইয়া তদীয় অগ্রভাগে অবস্থিত হইলেন। বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ সুরসা কর্ত্তৃক ঐ রূপ উক্ত হইয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহাকে কহিলেন, "তুমি এরূপ বদন কর যদ্দ্বারা আমাকে সহ্য করিতে পারিবে।"

তখন হনুমান্ ক্রুদ্ধ হইয়া দশ যোজন বিস্তৃতা সুরসা দেবীকে ঐ রূপ বলিয়া দশ যোজন বিস্তৃত হইলেন; সুরসা দেবীও বদন বিংশতি যোজন বিস্তৃত করিলেন; অতি বুদ্ধিমান্ বায়ুনন্দন হনুমান্ সুরসার বিংশতি যোজন বিস্তৃত, নরকসদৃশ অতি ভয়ঙ্কর, দী[illegible]

জিহ্বাযুক্ত, মেঘসবর্ণ, সেই কৃতব্যাদান বদন অবলোকন করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া ত্রিংশদ্ যোজন বিস্তৃত হইলেন; পরে সুরসা দেবী বদন চত্বারিংশদ্ যোজন বিস্তৃত করিলেন, বীর্য্যবান্ হনুমানও পঞ্চাশদ্ যোজন বিস্তৃত হইলেন; অনন্তর, সুরসা দেবী বদন ষষ্টি যোজন বিস্তৃত করিলেন, তখন বীর্য্যবান্ হনুমান্ সপ্ততি যোজন বিস্তৃত হইলেন; পরে সুরসা দেবী বদন অশীতি যোজন বিস্তৃত করিলেন; অনলসদৃশ হনুমান্‌ও নবতি যোজন বিস্তৃত হইলেন। অনন্তর, সুরসা দেবী বদন শত যোজন বিস্তৃত করিলে মহাবল বায়ুনন্দন শ্রীমান্ হনুমান্ মেঘের ন্যায় স্বীয় দেহ সঙ্কুচিত করিয়া অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমিত হইলেন এবং সুরসা দেবীর বদনমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তথা হইতে বহির্গত হইয়া অন্তরীক্ষে অবস্থান করতঃ তাঁহাকে এই বাক্য বলিলেন, "হে দাক্ষায়ণি! আপনাকে নমস্কার; আমি আপনার বদনমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছি, আপনার বরও সত্য হইয়াছে। সম্প্রতি যেখানে বিদেহরাজদুহিতা সীতা আছেন, সেখানে গমন করি।"

সুরসা দেবী, রাহুমুখমুক্তচন্দ্রের ন্যায় কপিবর হনুমান্‌কে স্বীয় বদন হইতে বিমুক্ত দেখিয়া নিজ রূপ ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন, "হে শুভদর্শন বানরশ্রেষ্ঠ! তুমি প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত গমন কর এবং রঘুনন্দন রামের নিকটে সীতাকে আনয়ন কর।"

তখন প্রাণিগণ কপিবর হনুমানের সেই তৃতীয়বার কৃত দুষ্কর কর্ম্ম অবলোকন করিয়া তাঁহাকে 'সাধু সাধু' বলিয়া প্রশংসা করিল। বায়ুনন্দন হনুমান্‌ও আকাশ অবলম্বনপূর্ব্বক বরুণালয় সমুদ্রের উপরিভাগ দিয়া গরুড়ের ন্যায় বেগসহকারে যাইতে লাগিলেন,—বায়ুর ন্যায় মেঘসমূহ আকর্ষণ করতঃ চন্দ্র ও সূর্য্যসেবিত পথ দিয়া গরুড়ের ন্যায় গমন করিতে থাকিলেন। সেই মঙ্গলময় নির্ম্মল বায়ুপথ যুদ্ধে মৃত বীরগণকর্ত্তৃক বারংবার সেবিত, গানবাদ্যবিশারদ গন্ধর্ব্বগণে সমাবৃত, গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসুকর্ত্তৃক নিষেবিত, বিধাতৃনির্ম্মিত, জনতারহিত, জীবলোকের আশ্রয় ও চন্দ্রতাপস্বরূপ, নিরন্তর হব্যবহনকারী অগ্নি ও স্পর্শনাদে বজ্র ও অশনির ন্যায় প্রাণহারক পাবকসদৃশ, পুণ্যাত্মা স্বর্গবিজয়ী মহাভাগ ব্যক্তিগণে অধিষ্ঠিত; সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, পক্ষী ও উরগসমূহে যোজিত, ইতস্ততঃ বিচরণকারী নির্ম্মল বিমানসমূহে সম্যক্ বিভূষিত; মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব, নাগ ও যক্ষগণকর্ত্তৃক সেবিত; ঐরাবতপ্রভৃতি দিগ্‌গজ, পক্ষী ও বারিধারাসমূহে পরিবৃত এবং চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র ও তারাসমূহে শোভিত ছিল। তখন কালাগুরুসবর্ণ এবং রক্ত, পীত ও অসিতবর্ণ মহামেঘ সকল সেই কপিবরকর্ত্তৃক আকৃষ্যমাণ হইয়া বায়ুকর্ত্তৃক আকৃষ্যমাণ মহামেঘসমূহের ন্যায় প্রকাশিত হইতে থাকিল। বায়ুনন্দন হনুমান্‌ও বারংবার মেঘসমূহমধ্যে প্রবিষ্ট ও তথা হইতে বহির্গত হইয়া বারংবার মেঘসমূহমধ্যে প্রবিষ্ট ও তথা হইতে বহির্গত বর্ষাকালীন চন্দ্রের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। তিনি আকাশ অবলম্বনপূর্ব্বক গমন করতঃ সকল প্রদেশেই পক্ষযুক্ত পর্ব্বতরাজের ন্যায় লক্ষিত হইতে থাকিলেন।

অনন্তর, কামরূপিণী সিংহিকানাম্নী প্রবৃদ্ধা রাক্ষসী হনুমান্‌কে আকাশপথে গমন করিতে দেখিয়া মনে মনে এরূপ চিন্তা করিল যে, বহু কালের পর অদ্য এই বৃহৎ প্রাণী আমার অধীনে আসিয়াছে; অদ্য আমি দীর্ঘ কাল পরে উত্তম রূপে ভোজন করিব। সে মনে মনে ঐ রূপ চিন্তা করিয়া তদীয় ছায়া আকর্ষণ করিল। রাক্ষসীকর্ত্তৃক ছায়া আকৃষ্যমাণা হইলে বায়ুনন্দন কপিবর হনুমান্ এরূপ চিন্তা করিলেন যে, আমি কোন্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক সহসা সমাকৃষ্ট হইয়া সাগরমধ্যে প্রতিকূলবাহী বায়ুকর্ত্তৃক সমাকৃষ্ট মহতী নৌকার ন্যায় হীনতেজা হইলাম! তিনি এইরূপ চিন্তা করিয়া ঊর্দ্ধ, অধঃ ও পার্শ্বভাগে দৃষ্টিনিক্ষেপ করতঃ লবণসমুদ্রমধ্যে সমুত্থিত এক বিকৃতবদন বৃহৎ প্রাণীকে অবলোকন করিলেন এবং তাহাকে দেখিয়া এরূপ চিন্তান্বিত হইলেন যে, কপিরাজ

সুগ্রীব আমার নিকটে যে অদ্ভুতদর্শন উৎকট-তেজা ছায়াগ্রহণকারী প্রাণীকে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, এ সেই প্রাণী, ইহাতে সন্দেহ নাই। পরে সেই বৃহৎকায় মতিমান্ কপিবর অর্থজ্ঞানানুসারে তাহাকে সিংহিকা বোধ করিয়া বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। কপিবর হনুমানের শরীর বর্দ্ধিত হইতেছে, অবলোকন করিয়া সিংহিকা রাক্ষসী পাতাল ও আকাশমণ্ডলসদৃশ স্বীয় বদন প্রসারিত করিল এবং মেঘসমূহের ন্যায় গর্জ্জন করতঃ তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইল।

অনন্তর, বজ্রসদৃশ দৃঢ়কায়, মেধাবী, কপিবর হনুমান্ তাহার শরীরপ্রমাণ, বিকৃতবদন ও মর্ম্মস্থান সকল দর্শন করিয়া স্বীয় দেহ অত্যন্ত সঙ্কুচিত করতঃ তদীয় বদনমধ্যে নিপতিত হইলেন। তখন সিদ্ধ ও চারণেরা পর্ব্ব কালে রাহুকর্ত্তৃক গ্রস্যমান পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় সিংহিকার বদনমধ্যে নিমজ্জনোদ্যত হনুমান্‌কে অবলোকন করিলেন। মানসসদৃশ দ্রুতগামী সেই বিশুদ্ধচিত্ত কপিবর তীক্ষ্ণ নখসমূহদ্বারা সিংহিকার মর্ম্মস্থান ভেদ করিয়া বেগসহকারে উৎপতিত হইলেন। তিনি দৃষ্টি, ধৃতি ও দক্ষতাদ্বারা তাহাকে নিপাতিত করিয়া বেগসহকারে পুনর্ব্বার স্বীয় শরীর বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। সিংহিকাও সেই কপিবরকর্ত্তৃক ভিন্নহৃদয়া ও পীড়িতা হইয়া জলমধ্যে পতিত হইল; ব্রহ্মাই তাহার বিনাশার্থে হনুমান্‌কে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সিংহিকা সেই কপিবরকর্ত্তৃক শীঘ্র নিহত হইয়া নিপতিত হইল, ইহা অবলোকন করিয়া আকাশচারী প্রাণিগণ তাঁহাকে বলিল, "হে কপিবর! তুমি অদ্য এই বৃহৎ প্রাণিকে বধ করিয়া অতি ভয়ঙ্কর কর্ম্ম করিলে, অধুনা নির্ব্বিঘ্নে স্বীয় অভিপ্রেত বিষয় সম্পাদন কর। হে বানরেন্দ্র! তোমার ন্যায় যাঁহাতে মতি, ধৃতি, দৃষ্টি ও দক্ষতা, এই চারিটি আছে, তিনি কোন কর্ম্মেই অবসন্ন হন না।"

পূজার্হ কপিবর হনুমান্ সেই প্রাণিগণকর্ত্তৃক পূজিত ও অভিষ্ট সাধন বিষয়ে অনুমোদিত হইয়া আকাশ অবলম্বনপূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন এবং যাইতে যাইতে পর পারের নিকটবর্ত্তী হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ শত যোজনান্তে বিবিধ বৃক্ষসমূহে বিভূষিত এক দ্বীপ এবং বনসমূহে মলয় পর্ব্বতস্থিত উপবন সকল দেখিতে পাইলেন। অনন্তর, সেই বিশুদ্ধচিত্ত মতিমান্ কপিবর সাগর ও সাগরপত্নীদিগের মুখ সকল এবং সাগরীয় অনূপ ও তজ্জাত বৃক্ষ সমস্ত অবলোকন করতঃ মহামেঘ সদৃশ আকাশনিরোধকারী স্বীয় দেহ দর্শন করিয়া বিবেচনা করিলেন যে, রাক্ষসগণ আমার দেহ বৃদ্ধি ও তীব্র বেগ দর্শন করিয়া মদীয় দর্শনে কৌতূহলান্বিত হইতে পারে।

মহামতি কপিবর হনুমান্ ঐ রূপ বিবেচনা পূর্ব্বক স্বীয় পর্ব্বতসদৃশ আকার সঙ্কুচিত করিয়া মোহবিহীন আত্মজ্ঞ পুরুষের ন্যায় স্বীয় প্রকৃতি লাভ করিলেন,—যেরূপ বামন দেব ত্রিপাদবিস্তারদ্বারা বলির বীর্য্য হরণ করিয়া স্বীয় আকার সঙ্কুচিত করতঃ প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন, তদ্রূপ স্বীয় দেহ অত্যন্ত সঙ্কুচিত করতঃ প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং নানাবিধ মনোহর রূপ ধারণপূর্ব্বক সমুদ্রের পর পারে যাইয়া এক শ্রেষ্ঠ পর্ব্বতের শিখরে সন্নিবেশিতা লঙ্কা নগরী দর্শন করিয়া সেই পর্ব্বতে নিপতিত হইলেন। নিজ কার্য্যে ত্বরাসহকারে যত্নশীল, মহামেঘ সদৃশ, মহাত্মা হনুমান্ বলদ্বারা দানব ও পন্নগসমূহে সেবিত মহাতরঙ্গমালা সমন্বিত সমুদ্র অতিক্রম করিয়া অন্যের অগম্য তদীয় পর পারে গমনপূর্ব্বক দেহ সঙ্কুচিত করতঃ সমুচিত রূপ ধারণ করিলেন এবং মৃগ ও পক্ষিদিগকে ত্রাসিত করতঃ কেতক, উদ্দালক ও নারিকেল বৃক্ষসমূহে শোভিত, বিচিত্র কূটসমন্বিত, সমৃদ্ধ, লম্বনামক পর্ব্বতের প্রধান শিখরে নিপতিত হইলেন। তিনি মহাবলসহকারে দানব ও পন্নগসমূহে সেবিত মহাতরঙ্গমালাসঙ্কুল সমুদ্র অতিক্রমপূর্ব্বক তদীয় পর পার প্রাপ্ত হইয়া এক গিরিবরের শিখরদেশে সন্নিবেশিতা লঙ্কা নগরী দেখিতে পাইলেন এবং স্বীয় দেহ সঙ্কুচিত করিয়া মৃগ ও পক্ষিদিগকে ব্যথিত করতঃ সেই পর্ব্বতে নিপতিত হইয়া অমরা-

বতীর সাদৃশ্যধারিণী লঙ্কা নগরী দেখিতে লাগিলেন।

ইতি প্রথম সর্গ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় সর্গ।

প্রভূত বলবিক্রমসম্পন্ন, শ্রীমান্, বীর্য্যবান্, হনুমান্ অধর্ষণীয় সমুদ্র অতিক্রমপূর্ব্বক ত্রিকূট পর্ব্বতের তটে অবস্থান করতঃ সুস্থ হইয়া লঙ্কাপুরী দর্শন করিতে লাগিলেন এবং বৃক্ষগণমুক্ত পুষ্পবর্ষদ্বারা সমাকীর্ণ হইয়া পুষ্পময় বানরের ন্যায় শোভিত হইলেন। তিনি শত যোজন পথ অতিক্রম করিয়াও গ্লানি প্রাপ্ত হইলেন না, এমন কি, দীর্ঘ নিশ্বাসও পরিত্যাগ করিলেন না, পরন্তু এরূপ বিবেচনা করিলেন যে, আমি এইরূপে বহু শত যোজন অতিক্রম করিতে পারি, শত যোজন মাত্র পরিমিত সাগরপারে গমন করা আমার পক্ষে নিতান্ত সহজ কর্ম্ম।

বীর্য্যবান্দিগের অগ্রগণ্য, তেজস্বী, বায়ুনন্দন কপিবর হনুমান্ সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কা নগরীর অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন এবং নীলবর্ণ শাদ্বল ও বিবিধ প্রত্যন্ত পর্ব্বতশোভিত, মধুসমন্বিত, সুগন্ধি বন সকলের মধ্যভাগ দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি বহুবিধ বৃক্ষসমূহে সমাকুল প্রত্যন্ত পর্ব্বত ও পুষ্পশোভিত বন অতিক্রমপূর্ব্বক সেই পর্ব্বতে অবস্থান করতঃ অনতি দূরে শিখরদেশে সন্নিবেশিতা লঙ্কা নগরী ও তত্রত্য বন এবং উপবন সকল উত্তমরূপে দেখিতে পাইলেন। যাহাদিগের অগ্রভাগ বায়ুদ্বারা কম্পিত হইতেছিল, তখন তাদৃশ সরল, কর্ণিকার, পুষ্পিত খর্জ্জুর, প্রিয়াল, জম্বীর, কুটজ, কেতক, সুগন্ধি প্রিয়ঙ্গু, নীপ, সপ্তপর্ণ, অসন, কোবিদার, পুষ্পিত করবীর এবং অন্যান্য কোরক ও পুষ্পসমন্বিত পক্ষিগণসেবিত অনেক বৃক্ষ, পদ্ম ও উৎপলসমূহে সমাবৃত, হংস ও কারণ্ডবসমূহে সেবিত তড়াগ, বিবিধ সাধারণ উপবন, অনেক রমণীয় উদ্যান এবং সকল ঋতুতেই যাহাদিগের পুষ্প ও ফল হয়, তাদৃশ বিবিধবৃক্ষসমূহে চতুর্দ্দিকে পরিবৃত নানাবিধ সরোবর তাঁহার নয়নগোচর হইল।

অনন্তর, সেই শ্রীমান্ কপিবর পদ্ম ও উৎপলসমূহে সমাকুল পরিখাদ্বারা বিভূষিতা রাবণপালিতা লঙ্কা নগরীর আরও নিকটবর্ত্তী হইলেন এবং যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র অক্ষুব্ধচিত্তে অমরাবতী নগরী দর্শন করেন, তদ্রূপ অক্ষুব্ধ চিত্তে লঙ্কা নগরী দেখিতে লাগিলেন। স্বর্ণময় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত, পর্ব্বতসদৃশ উন্নত, শরৎকালীন মেঘসবর্ণ গৃহসমূহে সমাবৃত, শত শত অট্টালকে সমাকীর্ণ, পাণ্ডুর বর্ণ উন্নত রথ্যাসমূহে অলঙ্কৃত লতাপঙ্‌ক্তিনিবহে বিরাজিত, মনোহর, স্বর্ণময় তোরণসমূহে বিভূষিত, ধ্বজ ও পতাকাসমূহে শোভান্বিত সেই মহানগরী তখন সীতাহরণপ্রযুক্ত শঙ্কান্বিত রাবণকর্ত্তৃক ইতস্ততঃ বিচরণকারী ভয়ঙ্কর শরাসনধারী রাক্ষসগণদ্বারা উত্তমরূপে রক্ষিত হইয়াছিল। কপিবর শ্রীমান্ হনুমান্ পাণ্ডুরবর্ণ মনোহর গৃহসমূহে পরিবৃত পর্ব্বতশিখরস্থিত লঙ্কা নগরীকে আকাশগামিনী পুরীর ন্যায় দর্শন করিলেন,—যাহার বপ্র ও প্রাকার নিতম্বস্বরূপ, সমুদ্র ও বন বস্ত্রস্বরূপ, শতঘ্নী ও শূলসমূহ কেশস্বরূপ এবং অট্টালকসমূহ অলঙ্কারস্বরূপ, বিশ্বকর্ম্মকর্ত্তৃক মানসদ্বারা নির্ম্মিত, রাক্ষসরাজ রাবণকর্ত্তৃক রক্ষিত সেই রমণীস্বরূপা লঙ্কা নগরী যেন আকাশে গমন করিতেছে, অবলোকন করিলেন।

অনন্তর, হনুমান্ কৈলাস পর্ব্বতস্থিত পুরদ্বারসদৃশ লঙ্কা নগরীর উত্তর দ্বার প্রাপ্ত হইয়া চিন্তান্বিত হইলেন। উহা অতি উচ্চ উৎকৃষ্ট ভবনরাজি দ্বারা যেন আকাশমণ্ডল ধারণ করতঃ রেখান্বিত করিতেছে। তিনি তীব্র বিষধর সর্পসমূহে সমাকুল গুহার ন্যায় দুর্গম্য, ভয়ঙ্কর রাক্ষসগণে সমাকীর্ণ লঙ্কা নগরী এবং উত্তমরূপে তাহার রক্ষা বিধান ও অপার সাগর অবলোকন করিয়া রাবণকে ভয়ঙ্কর শত্রু বোধ করতঃ এইরূপ চিন্তা করিলেন, "বানরগণ এখানে আসিয়াও প্রয়োজন সাধনে সমর্থ হইবে না; যেহেতু দেবতারাও যুদ্ধ করিয়া লঙ্কা নগরী জয় করিতে পারেন না। মহাবাহু

রঘুনন্দন রামই বা এই সমতলবর্ত্তিনী, রাবণ পালিতা, দুর্গম্যা লঙ্কা নগরীতে আসিয়া কি করিবেন! এরূপ বোধ হইতেছে যে, রাক্ষসেরা সাম, দান, ভেদ কি যুদ্ধদ্বারা আয়ত্ত হইবার নহে। ধীমান্ বানররাজ সুগ্রীব, বালিনন্দন অঙ্গদ, নীল ও আমি, কেবল এই চারি বেগশালী বানরেরই এখানে আসিবার ক্ষমতা আছে। সে যাহা হউক, অধুনা বিদেহরাজ জনকদুহিতা সীতা জীবিতা আছেন কি না, ইহাই অবগত হওয়া বিধেয়; অতএব অগ্রে তাঁহাকে জীবিতা অবলোকন করি, পরে এবিষয় চিন্তা করিব।"

অনন্তর, সেই কপিবর উক্ত পর্ব্বতশৃঙ্গে অবস্থিত হইয়া মুহূর্ত্তকাল রামের ইষ্টসাধনবিষয়ক উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন, "বলসম্পন্ন ক্রূর প্রকৃতি রাক্ষসগণকর্ত্তৃক রক্ষিতা রাক্ষসপুরীতে আমার এরূপে প্রবেশ করা উচিত নহে; যেহেতু রাক্ষসেরা অত্যন্ত বলবীর্য্যসম্পন্ন ও তেজস্বী; অতএব সীতান্বেষণে উদ্যত হইয়া আমি ইহাদিগকে বঞ্চনা করিব। সীতান্বেষণরূপ মহৎকার্য্য সম্পাদনার্থে সামান্যভাবে লক্ষ্য, অথচ বিশেষভাবে অলক্ষ্য, ঈদৃশ রূপ ধারণ করিয়াই রজনী সময়ে আমার লঙ্কা নগরীতে প্রবেশ করা বিধেয়।"

পরে হনুমান্ দেব ও দানবগণের অধর্ষণীয়া সেই লঙ্কা নগরী অবলোকন করিয়া বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনর্ব্বার চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, "আমি কি উপায়ে দুরাত্মা রাক্ষসরাজরাবণেরদর্শনপথের পথিক না হইয়া মিথিলারাজজনকদুহিতা সীতাকে দেখিতে পাইব! আত্মজ্ঞ রামের কার্য্যই বা কি প্রকারে সাধন হইবে! আমি একাকী নির্জ্জন স্থানে জনকদুহিতাসীতা দেবীকেই বা কি প্রকারে একাকিনী দেখিতে পাইব! অবশ্যম্ভাবি কার্য্য সকল দেশকালবিবেকবিহীন দূতের সন্নিহিত ও অনুষ্ঠিত দেশ ও কালবিশেষে প্রযুক্ত হইয়া সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় বিনষ্ট হয়। সচিবগণসহ নরপতিকর্ত্তৃক উত্তম রূপে কার্য্য ও অকার্য্য বিষয়ে স্থিরতরা বুদ্ধিও দেশকালবিবেকবিহীন দূতের অনুগত হইয়া ফলপ্রসবিনী হয় না; যেহেতু বাস্তবিক অবিজ্ঞ অথচ পণ্ডিতাভিমানী দূতেরা কার্য্য সকল বিনষ্ট করিয়া থাকে। অধুনা কি প্রকারে অবিজ্ঞতা দোষ আমাকে স্পর্শ করিতে না পারে,—কি প্রকারেই বা আমার এই সমুদ্রলঙ্ঘন ও সীতান্বেষণরূপ রামের কার্য ব্যর্থ না হয়! আমি রাক্ষসগণকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে রাবণের অনর্থাভিলাষী আত্মজ্ঞ রামের এই কার্য্য বিনষ্ট হইবে! অন্য কোন রূপের কথা দূরে থাকুক, রাক্ষসরূপ ধারণ করিয়াও রাক্ষসগণের অবিদিত হইয়া এ প্রদেশে কোন স্থানে অবস্থিত হওয়া অসম্ভব; যেহেতু আমার বিবেচনা হইতেছে যে, এ প্রদেশে কো[illegible] প্রাণীরই গতি এই ভীমকর্ম্মা রাক্ষসদিগে[র] অবিদিত হইতে পারে না,—বায়ুও ইহাদিগে[র] অবিজ্ঞাতভাবে এস্থানে বিচরণ করিতে পারে না; অতএব যদি আমি এই ভয়ঙ্কর নিজ রূ[প] ধারণ করিয়া এস্থানে অবস্থিত হই, ত[বে] নিশ্চয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হইব এবং প্রভুর অভি[ল]ষিত কার্য্যের হানি হইবে। এই কার[ণ] আমি স্বীয় রূপেই ক্ষুদ্রতম হইয়া রঘুনন্দ[ন] রামের প্রয়োজনসাধনার্থে রজনীকালে দুর্গম রাবণপালিতা লঙ্কা নগরীতে গমন করিব এ[বং] নিশাকালে পুরীতে প্রবিষ্ট হইয়া তত্রত্য স[মু]দায় ভবনমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক জনকদুহি[তা] সীতাকে দর্শন করিব।"

তখন বীর্য্যবান্ বায়ুনন্দন কপিবর হনুম[ান্] ঐ রূপ নিশ্চয় করিয়া সীতাদর্শনার্থে সমুৎসু[ক] হইয়া সূর্য্যের অস্ত গমন আকাঙ্ক্ষা করি[তে] লাগিলেন এবং সূর্য্য অস্তগত ও রজনী প্রবৃ[ত্ত] হইলে স্বীয় দেহ সঙ্কুচিত করিয়া মার্জ্জারস[ম] ক্ষুদ্রকায় ও অদ্ভুতদর্শন হইলেন। পরে ত[িনি] শীঘ্র তথা হইতে উৎপতিত হইয়া প্রদো[ষ]কালেই রমণীয় লঙ্কা নগরীতে প্রবেশ করিলে[ন] এবং দেখিলেন যে, অতিবিস্তৃত বিভাগক্র[মে] শ্রেণীবদ্ধ প্রশস্ত পথসমূহে পরিবৃত, প্রাস[াদ]মালাবিভূষিত, সেই মহানগরী স্বর্ণখচিত ও[...] সমূহে অলঙ্কৃত, স্বর্ণময় গবাক্ষে নির্ম্মি[ত] যাহার স্থলভাগ স্ফটিকপ্রভৃতি রত্নসমূহে খ[চিত] ও স্বর্ণভূষিত, সপ্ত ও অষ্ট খণ্ডে সমন্বি[ত]

তাদৃশ প্রাসাদমালায় সুশোভিত হইয়া গন্ধর্ব্ব নগরীর সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছে। তত্রত্য রাক্ষসদিগের গৃহসমস্ত সুবর্ণবিভূষিত, স্ফটিক-মণিখচিত প্রাসাদরাজিদ্বারা শোভিত রহিয়াছে এবং রাক্ষসদিগের স্বর্ণময় বিচিত্র তোরণসমূহ সর্ব্বতোভাবে অলঙ্কৃতা লঙ্কা নগরীকে অতীব শোভান্বিত করিয়াছে যশস্বিনী লঙ্কা নগরী পরস্পর অনতি বিশ্লিষ্ট পাণ্ডুরবর্ণ বিমান ও মহামূল্য স্বর্ণময়জালে শোভিত ও তোরণসমূহে বিভূষিত হইয়া অদ্ভুতদর্শন হইয়াছে এবং রাবণের বাহুবল ও ভীমপরাক্রম নিশাচরকর্তৃক সম্যক রক্ষিত হইয়া মনেরও অগম্য হইয়াছে, ইহা দর্শন করিয়া সীতাদর্শনে সমুৎসুক সেই কপিবর হৃষ্ট ও বিষণ্ণ হইলেন তখন বহু সহস্রকিরণ চন্দ্রও তারাগণমধ্যবর্ত্তী হইয়া জ্যোৎস্নাস্বরূপ বিতানদ্বারা সমস্ত লোককে সমাবৃত ও প্রকাশিত করিতে করিতে যেন হনুমানের সাহায্য করিবার নিমিত্ত তারাগণসহ উত্থিত হইলেন। কপিবর হনুমান্ দুগ্ধ ও মৃণালবর্ণ শঙ্খসদৃশ প্রভান্বিত, বিরাজমান, নভোমণ্ডলোদ্যত চন্দ্রকে সরোবরমধ্যে সন্তরণতৎপর হংসের ন্যায় অবলোকন করিলেন।

ইতি দ্বিতীয় সর্গ ॥ ২ ॥

তৃতীয় সর্গ।

মহাবীর মেধাবী কপিবর বায়ুনন্দন হনুমান্ বীর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক সুদীর্ঘ মেঘসদৃশ সুদীর্ঘ লম্বনামক পর্ব্বতের শিখরে অবস্থিত হইয়া দিবা অতিবাহনপূর্ব্বক রজনী সময়ে রমণীয় কানন ও সলিলসমন্বিত শরৎকালীন মেঘসদৃশ, ভবনসমূহে সুশোভিত, সাগরসদৃশ তুমুল কোলাহলে নিনাদিত, সাগরজাত বায়ুকর্ত্তৃক সেবিত, রাবণপালিত লঙ্কায় প্রবিষ্ট হইলেন। সুপুষ্ট সৈন্যগণে সমাকুলা, পাণ্ডুরবর্ণ দ্বারের উপরিস্থিত তোরণসমূহে বিভূষিতা, সুচারু তোরণস্থিত মত্ত বারণসমূহে সমাকুলা অলকা পুরী, সর্পগণসেবিতা সুরক্ষিতা, মনোহারিণী, ভোগবতী পুরী এবং বিদ্যুৎসমন্বিত মেঘসমূহে সমাকীর্ণ, গ্রহ নক্ষত্রাদিগণে সেবিত, প্রচণ্ড বায়ুশব্দে নিনাদিত নভোমণ্ডলের সদৃশ, স্বর্ণময় বৃহৎ প্রাচীরে পরিবৃত, কিঙ্কিণীজালশব্দে নিনাদিত, ধ্বজসমূহে অলঙ্কৃত, লঙ্কা নগরীর নিকটবর্ত্তী হইয়া সহসা তিনি তাহার প্রাচীরে উত্থিত হইলেন।

পরে প্রাচীরে অবস্থানপূর্ব্বক লঙ্কা নগরীর চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার চিত্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইল। উহার সিংহদ্বার সুবর্ণময়; তাহার বেদিকা সকল স্ফটিক, মণি, মুক্তা, বৈদূর্য্যমণিপ্রভৃতি রত্নসমূহে রচিত; কুট্টিম সকল মণিময়; উপরিদেশ রজতের ন্যায় পাণ্ডুরবর্ণ; সোপানরাজি বৈদূর্য্যমণিনির্ম্মিত; অন্তর ও মধ্যদেশ স্ফটিকদ্বারা রচিত হওয়ায় পাংশুরহিত এবং সভা সকল মনোহর। উহা যেন আকাশোদ্গত শুভ গৃহসদৃশ, উজ্জ্বল সুবর্ণরচিত মত্ত বারণসমূহে বিরাজিত, ক্রৌঞ্চ ও ময়ূরগণের রবে নিনাদিত এবং রাজহংসসমূহে বিরাজিত রহিয়াছে। তূর্য্য ও আভরণশব্দে নিনাদিতা অলকা পুরী সদৃশী সেই লঙ্কা নগরী যেন আকাশ স্পর্শ করিতেছে দেখিয়া বীর্য্যবান্ কপিবর হনুমান্ অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন। পরে তিনি বিশেষরূপে রাক্ষসরাজ রাবণের সেই মনোহারিণী অনুত্তমা নগরী দর্শনপূর্ব্বক এরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, "রাবণের আয়ুধধারী সৈন্যগণকর্তৃক রক্ষিত এই নগরীকে বলদ্বারা ধর্ষণা করিতে অন্য কাহারও ক্ষমতা নাই; সূর্য্যপুত্র বানররাজ সুগ্রীব, যুবরাজ অঙ্গদ, কুমুদ, কপিবর সুষেণ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, কুশপর্ব্বসদৃশ রোমবিশিষ্ট কপিশ্রেষ্ঠ ঋক্ষ ও আমার এখানে আসিবার ক্ষমতা আছে।"

অনন্তর, সেই কপিবর মহাবাহু রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণের পরাক্রম বিবেচনা করিয়া প্রীতিমান্ হইলেন এবং যাহার যন্ত্রাগার স্তনস্বরূপ, গোষ্ঠাগার অলঙ্কারস্বরূপ ও রত্নাকর সমুদ্র বসনস্বরূপ হওয়ায় বিবিধ ভূষণে বিভূষিতা মহিলার সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছে এবং দীপমালা ও চন্দ্রকিরণে দীপ্তিশালী সুবৃহৎ গৃহসমূহে যাহার অন্ধকার নাশ হইয়াছে, সেই সমৃদ্ধি-

শালিনী রাক্ষসরাজ রাবণপালিতা, লঙ্কা নগরী দর্শন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর, রাবণপালিতা লঙ্কা নগরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী দেখিতে পাইলেন যে, কপিবর বায়ুনন্দন হনুমান্ নগরীমধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। সেই বীর্য্যবান্ বায়ুনন্দন কপিবরকে পুরীমধ্যে প্রবেশ করিতে সমুদ্যত দেখিয়া তিনি বিকৃতবদনা ও বিকৃতদর্শনা রাক্ষসী হইয়া স্বয়ংই উত্থানপূর্ব্বক তাঁহার অগ্রভাগে অবস্থিত হইলেন এবং ভয়ঙ্কর নিনাদ করতঃ তাঁহাকে বলিলেন, "অরে বানর! তুই কে? কি কার্য্য উদ্দেশেই বা এখানে আসিয়াছিস্? যাবৎ তোর প্রাণ থাকে, তন্মধ্যেই তুই মদীয় জিজ্ঞাসিত বিষয়ের প্রকৃত উত্তর প্রদান কর্। অরে বন্য! এই নগরী রাবণসৈন্যগণকর্ত্তৃক সম্যক্ রক্ষিতা রহিয়াছে; বিশেষতঃ আমি সর্ব্বতোভাবে ইহাকে রক্ষা করিতেছি, অতএব তুই কখনই ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবি না।"

পরে বীর্য্যবান্ হনুমান্ সম্মুখে অবস্থিতা লঙ্কাধিষ্ঠাত্রী দেবীকে কহিলেন, "হে ভীমস্বভাবে! আমি তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয়ের প্রকৃত উত্তর পরে প্রদান করিব,—অগ্রে তুমি মদীয় প্রশ্নের উত্তর দেও! হে বিরূপনয়নে! তুমি কে? কামিনী হইয়াই বা, কেন পুরদ্বারে অবস্থান করিতেছ এবং কি কারণেই বা, ক্রোধ সহকারে আমারে ভৎর্সনা করিতেছ?"

বায়ুনন্দন হনুমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া কামরূপিণী লঙ্কাধিষ্ঠাত্রী দেবী ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "আমি রাক্ষসরাজ মহাত্মা রাবণের আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া এই নগরী রক্ষা করিয়া থাকি; আমাকে ধর্ষণা করিতে কাহারও ক্ষমতা নাই। অরে বানর! আমি লঙ্কা নগরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী; স্বয়ংই সর্ব্বতোভাবে ইহাকে রক্ষা করিয়া থাকি। এই কারণেই তোকে পূর্ব্বে বলিতেছি যে, তুই আমাকে অবজ্ঞা করিয়া নগরীমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবি না; প্রত্যুত মৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক মহানিদ্রা প্রাপ্ত হইবি।"

লঙ্কাধিষ্ঠাত্রী দেবীর ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া বায়ুনন্দন মেধাবী বলবান্ কপিবর হনুমান্ তাঁহাকে বিকৃতাকারা স্ত্রীরূপিণী দর্শনপূর্ব্বক পরাজয় করিতে প্রযত্নবান্ হইয়া পর্ব্বতের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে কহিলেন, "আমি লঙ্কা নগরী ও অত্রত্য অট্টালক, প্রাকার ও তোরণ সমস্ত দর্শন করিব, এই অভিপ্রায়ে এখানে আসিয়াছি; লঙ্কা নগরী দর্শনে আমার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে। লঙ্কা নগরীর চতুর্দ্দিকৃস্থ মুখ্য মুখ্য গৃহ, বন, উপবন ও উদ্যান সমস্ত দর্শন করিবার নিমিত্তই আমার আগমন হইয়াছে।"

কপিবরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কামরূপিণী লঙ্কাধিষ্ঠাত্রী দেবী পুনর্ব্বার তাঁহাকে আরও সমধিক কঠোর বাক্য বলিলেন, "অরে অবোধ বানরাধম! তুই আমাকে পরাজয় না করিয়া রাক্ষসরাজ রাবণের পালিতা এই পুরী দর্শন করিতে পারিবি না।"

অনন্তর, কপিবর হনুমান্ রাক্ষসীরূপধারিণী লঙ্কাধিষ্ঠাত্রী দেবীকে "হে ভদ্রে! আমি নগরী দর্শন করিয়াই পুনর্ব্বার স্বস্থানে প্রস্থান করিব" ইহা বলিলে তিনি বেগশালিনী হইয়া সুতুমুল ভয়ঙ্কর চীৎকার করতঃ তাঁহাকে করতলদ্বারা প্রহার করিলেন। লঙ্কাধিষ্ঠাত্রী দেবীকর্ত্তৃক অত্যন্ত তাড়িত হইয়া কপিবর বীর্য্যবান্ হনুমান্ ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন; কিন্তু তাঁহাকে স্ত্রী বিবেচনা করিয়া একান্ত ক্রোধের বশীভূত হইলেন না। পরে তিনি বামহস্তের অঙ্গুলী সংযমপূর্ব্বক তুমুল চীৎকার সহকারে মুষ্টিদ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিলেন। বিকৃতাননা বিকৃতদর্শনা রাক্ষসীরূপধারিণী লঙ্কাধিষ্ঠাত্রী দেবী সেই আঘাতে কম্পিতদেহ হইয়া সহসা ভূতলে পতিত হইলেন। তাঁহাকে ভূতলে পতিত দেখিয়া তেজস্বী বীর্য্যবান্ কপিবর হনুমান্ স্ত্রী বোধে তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন, অর্থাৎ আর প্রহার করিলেন না।

অনন্তর, লঙ্কাধিষ্ঠাত্রী দেবী অতীব উদ্বিগ্না হইয়া তাঁহাকে গর্ব্বরহিত গদ্গদবাক্যে বলিলেন, হে প্রিয়দর্শন মহাভুজ কপিবর! বল-

বীর্য্যসম্পন্ন ব্যক্তির স্ত্রী হনন অনুচিত, এই নিয়ম লঙ্ঘন করেন না; অতএব তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও,—আমাকে পরিত্রাণ কর। হে মহাবলবীর্য্যসম্পন্ন কপিবর! আমি লঙ্কা নগরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী; তুমি বীর্য্যদ্বারা আমাকে পরাজয় করিয়াছ। হে বানরশ্রেষ্ঠ! স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা আমাকে যে বর প্রদান করিয়াছিলেন, আমি তাহা বলিতেছি; তুমি মদীয় এই সত্য বাক্য শ্রবণ কর। ব্রহ্মা আমাকে বলিয়াছিলেন যে, যখন তুমি কোন বানরকর্তৃক বিক্রমদ্বারা বশীকৃতা হইবে, তখনই বোধ করিও যে, রাক্ষসদিগের ভয় উপস্থিত হইয়াছে।

হে প্রিয়দর্শন! ব্রহ্মনির্দ্দিষ্ট বিষয়ের কখনই ব্যতিক্রম হয় না; অদ্য তোমাকে দর্শন করিয়া আমার সেই ব্রহ্মনির্দ্দিষ্ট অবশ্যম্ভাবী সময় উপস্থিত হইল। হে বানরশ্রেষ্ঠ! সীতার নিমিত্ত দুরাত্মা রাক্ষসরাজ রাবণ ও সমুদায় রাক্ষসের বিনাশ কাল উপস্থিত হইয়াছে; অতএব তুমি এই রাবণপালিতা নগরীতে প্রবেশ করিয়া যে যে কার্য্য সাধন করিতে অভিলাষ হয়, তৎ সমস্ত সম্পাদন কর। হে কপিবর! রাক্ষসরাজ রাবণপালিতা এই মনোহারিণী নগরী অভিশাপগ্রস্তা হইয়াছে; অতএব তুমি যদৃচ্ছাক্রমে ইহাতে প্রবেশপূর্ব্বক সমস্ত প্রদেশে গমন করিয়া যথাসুখে পতিব্রতা জনকদুহিতা সীতাকে অন্বেষণ কর।"

ইতি তৃতীয় সর্গ ॥ ৩ ॥

চতুর্থ সর্গ।

মহাতেজা, মহাবীর, মহাবল, কপিবর বায়ুনন্দন, সুগ্রীবহিতাভিলাষী হনুমান্ সেই কামরূপিণী লঙ্কাধিষ্ঠাত্রী প্রধানা দেবীকে পরাজয় করিয়া দ্বারের দূরবর্ত্তী প্রাকারে উত্থিত হইয়া রজনী সময়ে লঙ্কা নগরীতে প্রবেশ করিলেন। তিনি নিশাকালে সুরম্য লঙ্কা নগরীতে প্রবেশপূর্ব্বক প্রথমতঃ বামপদ অর্পণ করিয়াছিলেন; পণ্ডিতেরা উহাকে শত্রুপরাজয়ের প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

তদনন্তর, বীর্য্যবান্ বায়ুনন্দন হনুমান্ বিকীর্ণ পুষ্পদ্বারা সুশোভিত রাজপথ অবলম্বন করিয়া তন্মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে, আকাশমণ্ডল যেমন মেঘসমূহদ্বারা শোভিত হয়, তদ্রূপ সেই সুরম্য লঙ্কা নগরী তূর্য্যঘোষমিশ্রিত, হাস্যজনিত মনোহর শব্দে নিনাদিত, হীরকখচিত গবাক্ষে পরিবৃত, বজ্রাকার ও অঙ্কুশাকার গৃহরূপ মেঘমালায় বিরাজিত হইয়া শোভা পাইতেছে। সেই নিশাসময়ে তাঁহার এরূপ বোধ হইল যেন লঙ্কা নগরী শ্বেতবর্ণ মেঘবৃন্দ, সর্ব্বত্র সুসজ্জিত, মনোহর, পদ্মাকার, বর্দ্ধমান নামক অর্থাৎ দক্ষিণ দ্বাররহিত পূর্ব্ব, পশ্চিম ও উত্তর দ্বারযুক্ত ও স্বস্তিকাকার, অর্থাৎ উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিম দ্বারযুক্ত পূর্ব্ব দ্বাররহিত গৃহসমূহদ্বারা প্রজ্বলিত হইতেছিল।

বানররাজ সুগ্রীবের হিতাভিলাষী শ্রীমান্ কপিবর হনুমান্ রঘুনন্দন রামের অভিলষিত কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত বিচরণ করিতে করিতে বিচিত্র মাল্য ও অলঙ্কারে বিভূষিতা সেই নগরী দর্শন করিয়া আনন্দিত হইলেন এবং এক ভবন হইতে অন্য ভবনে গমনপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে বিবিধ বর্ণ বিবিধাকার গৃহ সকল দর্শন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি প্রধান প্রধান রাক্ষসদিগের ভবনমধ্যে স্বর্গলোকে অপ্সরাদিগের গীতের ন্যায় মনোহর, কণ্ঠাদি স্থানত্রয় সমুত্থিত, উচ্চ, নীচ, মধ্যম স্বরদ্বারা অলঙ্কৃত, মদনাহতা মহিলাদিগের গীতধ্বনি, কাঞ্চী ও নূপুরশিঞ্জিত ও সোপানারোহণ শব্দ শ্রবণ করিলেন। অপিচ, স্থানে স্থানে বাহ্বাস্ফোট, সিংহনাদ ও স্বাধ্যায়নিরত রাক্ষসদিগের মন্ত্রধ্বনি ও তাঁহার শ্রবণগোচর হইল।

পরে তিনি বেদাধ্যায়ী পূজানিরত ও রাবণের স্তুতিপাঠক রাক্ষসদিগকে অবলোকন করিয়া মধ্যম কক্ষ্যামধ্যে রাজপথ আবরণপূর্ব্বক অবস্থিত সুমহৎ রাক্ষসদল দেখিতে দেখিতে মধ্যম কক্ষ্যায় ব্রতাচারী রাবণের অনেক গুপ্তচর দেখিতে পাইলেন। তাহাদের মস্তক মুণ্ডিত, গোচর্ম্ম পরিধান বসন, মস্তকে জটাভার, কুশমুষ্টি ও অগ্নিকুণ্ডই অভিচারাদি

ক্রিয়ার আয়ুধস্বরূপ এবং সেই কূট, মুদ্গর ও দণ্ডধর নিশাচরগণের মধ্যে কাহারো একমাত্র চক্ষুঃ; কাহারো বা এক কর্ণ; কাহারো একমাত্র পয়োধর বিচলিত হইতেছে; তাহাদের বদন বক্র; অঙ্গ সকল অত্যন্ত বিষম; আকার ভয়ঙ্কর ও অতিখর্ব্ব; কেশ প্রচ্ছন্ন। তাহাদের মধ্যে কেহ অতিস্থূল, অতিকৃশ, অতিদীর্ঘ, অতিহ্রস্ব, অত্যন্ত গৌরবর্ণ, অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ কুব্জ বা বামন ছিল না। অনন্তর, কতকগুলি ধনুঃ, খড়্গ, শতঘ্নী, মুষল, পরিঘ, শক্তি, বৃক্ষ, পট্টিশ, বজ্র, ভিন্দিপাল ও পাশধারী এবং কতকগুলি বহুরূপী; কতকগুলি বিকৃতাকার; কতকগুলি সুরূপ; কতকগুলি লাবণ্যসম্পন্ন; কতকগুলি বিবিধ আয়ুধধারী; ধ্বজপতাকাশালী ও বিচিত্র কবচদ্বারা সমুজ্জ্বলবেশ অনেক সৈনিক পুরুষ এবং তীক্ষ্ণ শূল ও বজ্রধারী চন্দনচর্চ্চিতদেহ, উৎকৃষ্ট অলঙ্কারে বিভূষিত মাল্যশোভিত, বিবিধ বেশসমন্বিত, মহাবল সেনাপতিগণ মধ্যম কক্ষ্যায় বিচরণ করিতেছিল।

রাক্ষসাধিপতি রাবণের আদেশানুসারে অন্তঃপুরের পুরোভাগে মধ্যম কক্ষ্যামধ্যে সতর্কভাবে অবস্থিত, শত সহস্র রক্ষক পুরুষ দর্শন করিয়া হনুমান্ পর্ব্বতশিখরে সন্নিবিষ্ট উৎকৃষ্ট সুবর্ণনির্ম্মিত তোরণালঙ্কৃত সুবিখ্যাত রাবণের অন্তঃপুর দর্শন করিতে লাগিলেন। সুন্দর দ্বারে সুশোভিত তদীয় অন্তঃপুর শ্বেতপদ্মশোভিত পরিখায় পরিবৃত; অতি উচ্চ প্রাকারে বেষ্টিত, স্বর্গের ন্যায় সুন্দরাকৃতি, সুদৃশ্য, মনোহর শব্দে নিনাদিত, সহস্র সহস্র মহাবীর রাক্ষসগণকর্তৃক সাবধানপূর্ব্বক রক্ষিত অশ্বগণের হ্রেষারবে প্রতিধ্বনিত, অদ্ভুতাকার অশ্ব ও শ্বেতবর্ণ মেঘসদৃশ সুসজ্জিত, চতুর্দ্দংষ্ট্র কুঞ্জরসমূহে সমাবৃত, প্রমত্ত মৃগ, পক্ষী, অশ্বের ন্যায় মনোহরাকৃতি কুঞ্জর, রথ, যান ও বিমানরাজিদ্বারা সমাকুল ছিল।

কপিবর হনুমান্ স্বর্ণময় প্রাকারপরিবেষ্টিত, শিরোভাগে মহামূল্য মুক্তা মণিসমূহে অলঙ্কৃত বহুমূল্য কৃষ্ণবর্ণ অগুরুচন্দনগন্ধে সুবাসিত, সুরক্ষিত রাবণের অন্তঃপুর দর্শন করি[য়া] তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ইতি চতুর্থ সর্গ ॥ ৪ ॥

পঞ্চম সর্গ।

অনন্তর, বুদ্ধিমান্ বায়ুনন্দন দেখিলে[ন] রাত্রির প্রথম যামার্দ্ধে শীতকিরণ চন্দ্র সূর্য্যে[র] কিরণসম্পর্কে প্রকাশিত হইয়া গোষ্ঠমধ্যে ম[ত্ত] বৃষ যেমন ভ্রমণ করে, তদ্রূপ গগনমধ্যে বিচর[ণ] করিতে করিতে নিয়ত সুনির্ম্মল কিরণরা[শি] বিসর্জ্জন করিতেছেন। ঐ সময়ে তাঁহার সে[ই] সুস্নিগ্ধ জ্যোতিঃপ্রভাবে প্রজাপুঞ্জের ক্লে[শ] দূরীভূত, সমুদ্র বর্দ্ধিত ও জীবগণ হৃষ্টচি[ত্ত] হইতে লাগিল। প্রদোষকালে সাগরের, ভূত[লে] মন্দর পর্ব্বতের ও জলমধ্যে পদ্মসমূহের যাদৃ[শ] সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হয়, তখন চন্দ্রমণ্ডলে[ও] তাদৃশ সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইতে লাগিল তৎকালে নভোমণ্ডলস্থ চন্দ্র রজতপিঞ্জরস্থ হংস মন্দরকন্দরস্থ সিংহ এবং শ্বেতবর্ণ কুঞ্জরে উপারস্থিত বীরের ন্যায় বিরাজিত হইতে লাগিলেন। অপিচ, জ্যোতিঃ প্রভাবে মৃগা[ঙ্ক] বিস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ায় তিনি তীক্ষ্ণশৃ[ঙ্গ] বৃষভ, উন্নতশিখরশালী শ্বেতবর্ণ মহাপর্[ব্বত] এবং স্বর্ণবলয়বিভূষিত দন্তসমন্বিত হস্তীর ন্যা[য়] প্রকাশিত হইলেন। হিমালয়ের অতি দূ[র] প্রদেশে গগনমণ্ডলে উদিত হওয়ায় চন্দ্রে[র] শীতল জলবিন্দু তিরোহিত হইয়াছিল এ[বং] সূর্য্যকিরণসংস্পর্শে তাঁহার প্রভা অতিশয় প্রবৃ[দ্ধ] হইয়া, মৃগচিহ্ন বিশদরূপে প্রকাশ করি[তে]ছিল। ভগবান্ শশাঙ্ক গুহাস্থিত সিংহ, রণক্ষেত্রমধ্য[]বর্ত্তি গজেন্দ্র ও রাজ্যপ্রাপ্ত নরেন্দ্রের যেরূ[প] প্রদীপ্ত মূর্ত্তি প্রকাশ পায়, তদ্রূপ সমুজ্জ্ব[ল] মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হইতেছিলেন।

সর্ব্বজন বন্দনীয় প্রদোষ সময়ে রাক্ষসগণে[র] মাংসভক্ষণাদি পাপকার্য্য অতিশয় বর্দ্ধিত হই[ল] এবং পূর্ণচন্দ্র ক্রমে ক্রমে ঊর্দ্ধে গমন করা[য়] তাঁহার সুনির্ম্মল জ্যোতিঃ প্রভাবে গৃহা[]দির অন্ধকার বিনষ্ট হইলে রমণীগণের প্রীতি[]প্রদ প্রণয়কলহ দূরীভূত হইয়া গেল। সে

চিত্তপ্রসাদক প্রদোষ সময়ে কর্ণসুখকর বীণাধ্বনি প্রবর্ত্তিত হইল। রমণীরা স্বামিসহ একত্র শয্যাতলে শয়ন করিল এবং অতিশয় অদ্ভুত অথচ রৌদ্রকর্ম্মকারী রজনীচর রাক্ষসেরাও রমণীগণের সহিত বিহারে প্রবৃত্ত হইল।

সেই সময়ে ধীমান্ কপিবর হনুমান্ রথ, অশ্ব ও স্বর্ণপীঠ সমূহে সমাকুল, বীরশ্রীসমন্বিত, ঐশ্বর্য্যমত্ত ও মদমত্ত রাক্ষসাকীর্ণ গৃহ সকল অবলোকন করিলেন। তাহার মধ্যে প্রমত্ত রাক্ষসগণ পরস্পর উত্তর প্রত্যুত্তর করিতেছে, কেহ বা পীনহস্ত বিক্ষেপসহকারে অসংবদ্ধ বাক্য বলিতেছে; অনেকে পরস্পর নিন্দা করিতেছে; কেহ বক্ষঃস্থল বিক্ষিপ্ত করিতেছে; কেহ বা প্রেয়সীকে আলিঙ্গন করিতেছে; কেহ বিবিধ বিচিত্র বেশ ধারণ করিতেছে এবং অনেকে সুদৃঢ় কার্ম্মুক আকর্ষণ করিতেছে! অপিচ, রাক্ষসগণের প্রণয়াস্পদ সুবদনা মহিলাদিগের মধ্যে অনেকে কুঙ্কুমপ্রভৃতি গন্ধদ্রব্যদ্বারা দেহ অনুলিপ্ত করিতেছে; অনেকে স্বামি সহ শয়ন করিতেছে; কেহ বা হাস্য করিতেছে এবং কেহ ক্রোধান্বিত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে। তখন সেই অন্তঃপুর সুসজ্জিত মহাগজসমূহের গর্জ্জন ও মহামান্য সাধুচরিত্র বীরগণের নিশ্বাসদ্বারা নিশ্বসন্ত সর্পসমূহে পরিপূর্ণ হ্রদের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

কপিবর হনুমান্ পুরমধ্যে বিবিধ পরিচ্ছদে সুসজ্জিত, বুদ্ধিমান্, আস্তিক ও চারুভাষী রুচির নানা প্রধান প্রধান রাক্ষসদিগকে দর্শন করিলেন। বিবিধ গুণসম্পন্ন স্বীয় স্বীয় ব্যবহারিক কার্য্যরত সুরূপ রাক্ষসদিগকে অবলোকন করিয়া আনন্দিত হইলেন। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিরূপ হইয়াও সুরূপের ন্যায় বিরাজমান রহিয়াছিল।

অনন্তর, তিনি দেখিতে পাইলেন যে, সেস্থানে উৎকৃষ্ট অলঙ্কারে ভূষিত তারার ন্যায় প্রিয়দর্শনা, মহানুভাবা, সুস্বভাবা রাক্ষসীরা মদ্যপানাদি প্রিয়কার্য্যে আসক্ত হইয়া হাব ভাব এবং কটাক্ষ বিক্ষেপ করিতেছে। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি কান্তিমতী লজ্জাশীলা রমণী নিজ নিজ স্বামিকর্ত্তৃক আলিঙ্গিতা ও আনন্দিতা হইয়া বিহঙ্গমালিঙ্গিতা বিহঙ্গীর সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছে; তপ্তকাঞ্চনসদৃশবর্ণা মহামূল্য অলঙ্কারে বিভূষিতা নিজ নিজ স্বামীর অভিমতা কতকগুলি পতিব্রতা মহিলা মদনবশীভূতা ও উৎকৃষ্ট বসনরহিত হইয়া হর্ম্ম্যতলে স্ব স্ব স্বামীর ক্রোড়ে অবস্থান করিতেছে। আর চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল বর্ণসমন্বিতা কতকগুলি মহিলা পুষ্পাভরণে অলঙ্কৃতা হইয়া মানভরে কিয়ৎকাল নিজ নিজ স্বামি সহ পৃথক্ থাকিয়া অনতি বিলম্বে স্ব স্ব চিত্তপ্রসাদক স্বামীর সহিত মিলিত হইয়া অধিক আনন্দ অনুভব করিতেছে।

তখন ধীমান্ কপিবর হনুমান্ সেই সকল গৃহমধ্যে সুরূপ রামাদিগের উৎকৃষ্ট পক্ষ্মযুক্ত বক্রদৃষ্টি নেত্ররাজি, চন্দ্রের ন্যায় সুপ্রকাশ, বিদ্যুন্মালাসদৃশ সমুজ্জ্বল, বদনসমূহ এবং অলঙ্কাররাজি অবলোকন করিলেন; কিন্তু সেই বাগ্মিপ্রবর নরপতি রামের পত্নী কৃশাঙ্গী সীতাকে দেখিতে পাইলেন না। ধর্ম্মপথে অবস্থিত সুমহৎ রাজবংশে যাঁহার জন্ম হইয়াছে; যাঁহাকে বিধাতা মানসকল্পনায় নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যাঁহার চিত্ত সনাতন ধর্ম্মপথে অবস্থিত; যিনি সুজাতা প্রফুল্লিতা লতার সাদৃশ্য ধারণ করেন; যাঁহা হইতে কোন মহিলাই শ্রেষ্ঠা নহে; যিনি স্বামীর সুনির্ম্মল অন্তঃকরণে প্রবিষ্টা থাকিয়াও এক্ষণে তদ্বিরহে তাঁহাকেই ধ্যান করতঃ মদনবাণে সন্তাপিতা রহিয়াছেন; পূর্ব্বে যাঁহার কণ্ঠদেশ মহামূল্য উত্তম পদকদ্বারা বিরাজিত থাকিত; যাঁহার স্বর সুমধুর; যাঁহার কণ্ঠদেশ সম্প্রতি নিরন্তর অশ্রুসমাকুল রহিয়াছে এবং এক্ষণে যিনি বিরহতাপে তাপিতা হইয়া বনমধ্যে বিরহিনী ময়ূরী, অসম্যক্ প্রকাশিতা চন্দ্ররেখা, পাংশুলিপ্তা স্বর্ণরেখা, বায়ুসমালোড়িতা মেঘরেখা ও ক্ষতজ বর্ণরেখার সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছেন। সেই পক্ষ্মলাক্ষী সীতাকে বহুক্ষণ অন্বেষণপূর্ব্বক দেখিতে না পাইয়া কপিবর হনুমান্ কিয়ৎক্ষণ অত্যন্ত দুঃখিত ও শিথিল প্রযত্ন হইলেন।

ষষ্ঠ সর্গ।

কামরূপী কপিবর শ্রীমান্ হনুমান্ ত্বরান্বিত হইয়া স্বেচ্ছানুসারে লঙ্কামধ্যে সপ্তখণ্ড প্রাসাদ সমূহে বিচরণপূর্ব্বক রাক্ষসরাজ রাবণের গৃহ-সমীপে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর, সিংহগণ-রক্ষিত মহাবনের ন্যায় দুর্গম, ভয়ঙ্কর রাক্ষস-গণকর্ত্তৃক রক্ষিত,চতুর্দ্দিকে সূর্য্যসবর্ণ প্রভাপুঞ্জ-বিরাজিত প্রাচীরে পরিবেষ্টিত সেই ভবন অবলোকন করিয়া তাঁহার চিত্ত প্রফুল্ল হইল। উক্ত ভবন বহুল কক্ষ্যাসমন্বিত ও বিচিত্র শোভায় শোভিত; বিচিত্র তোরণ সকল রজতনির্ম্মিত ও স্বর্ণখচিত; দ্বার সকল মনোহর ভাবে সংস্থাপিত হওয়ায় অতিশয় শোভা হইতেছিল। হস্তীর উপরিস্থিত পরিশ্রমবিহীন, শৌর্য্যসম্পন্ন, মহামাত্রগণ এবং স্বর্ণ, রজত ও হস্তিদন্তনির্ম্মিত প্রতিমা সমূহ তাহাতে বিরাজমান ছিল। সিংহ ও ব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত, অপ্রতিহতগতি, স্যন্দনবাহি অশ্বগণযোজিত, নিনাদসমন্বিত, বিচিত্র রথসমূহ তাহাতে নিরন্তর বিচরণ করিতেছিল; তাহার চতুর্দ্দিকে মহারথদিগের উৎকৃষ্ট ভবন সকল বিরাজমান রহিয়াছিল; উহা মহামূল্য আসন-সমূহে বিভূষিত, বৃহৎ বৃহৎ রথসমূহে বিরাজিত বিবিধাকার অতি সুন্দর সুদৃশ্য বহু সহস্র মৃগ ও পক্ষিসমূহে পরিবৃত; বিবিধ রত্ননিচয়ে শোভান্বিত এবং সীমারক্ষক বিনীতস্বভাব রাক্ষসগণে সুরক্ষিত; অনেক প্রধানা বরাঙ্গনা ও প্রমোদান্বিত প্রমদাগণে পরিবৃত ছিল। উহা উৎকৃষ্ট অলঙ্কারসমূহের শিঞ্জিতে সাগর-তুল্য গম্ভীরভাবে নিনাদিত, রাজভবনোচিত চিহ্নসমূহে উপলক্ষিত, মুখ্য চন্দনগন্ধে সুবাসিত, সিংহগণ পরিবৃত মহাবনের ন্যায় ভয়ঙ্কর রাক্ষসগণে সমাবৃত এবং ভেরী, মৃদঙ্গ ও শঙ্খ, শব্দে নিনাদিত হইতেছিল এবং রাক্ষসগণ তাহাতে নিরন্তর স্ব স্ব ইষ্টদেবের অর্চ্চনায় প্রবর্ত্ত হইয়াছিল। সাগরসদৃশ গম্ভীর ও তৎ-সদৃশ গর্জ্জনকারী হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহে সমাকুল; উৎকৃষ্ট রত্ননিচয়ে সমাকীর্ণ; মহামূল্য রত্নসমূহে বিভূষিত; মহাত্মা রাক্ষসরাজ রাবণের সেই মহৎ ভবন অবলোকন করিয়া কপিবর হনুমান্ তাহাকে লঙ্কা নগরীর অলঙ্কারস্বরূপ বিবেচনা করিলেন এবং তন্নিকটবর্ত্তী গৃহে বিচরণ করিতে করিতে এক গৃহ হইতে অন্য গৃহে গমনপূর্ব্বক রাক্ষসদিগের গৃহ ও তন্মধ্যবর্ত্তী উদ্যান সকল দর্শন করিতে করিতে নির্ভীকচিত্তে তাহার মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

তখন হনুমান্ মহাবেগসহকারে ক্রমে ক্রমে প্রহস্ত, মহাপার্শ্ব, বিভীষণ, মহোদর, বিরূপাক্ষ, বিদ্যুজ্জিহ্ব, বিদ্যুন্মালী, বজ্রদংষ্ট্র, শুক, ধীমান্ সারণ, ইন্দ্রজিৎ, জম্বুমালী, সুমালী, রশ্মিকেতু, সূর্য্যশত্রু, বজ্রকায়, ধূম্রাক্ষ, সম্পাতি, ভয়াবহ বিদ্যুদ্রূপ, ঘন, বিঘন, শুভনাভ, চক্র, শঠ, কপট, করালদন্ত, হ্রস্বকর্ণ, রোমশ, যুদ্ধোন্মত্ত, অশ্বারোহিপ্রধান ধ্বজগ্রীব, দ্বিজিহ্ব, হস্তিমুখ, করাল, বিশাল ও শোণিতাক্ষের গৃহ এবং মহামেঘসদৃশ কুম্ভকর্ণের ভবনমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

মহাযশা বায়ুনন্দন শ্রীমান্ কপিবর হনুমান্ ক্রমে ক্রমে সেই সেই মহাসমৃদ্ধিসম্পন্ন ভবন-মধ্যে বিচরণ করিতে করিতে সেই সেই ধন-শালী রাক্ষসগণের ধনসমৃদ্ধি নিরীক্ষণ করিয়া হৃষ্টচিত্ত হইলেন এবং তাহাদিগের গৃহরাজি অতিক্রমপূর্ব্বক রাজভবনের নিতান্ত নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন যে, সেই ভবনমধ্যে বিকৃতনয়না রাক্ষসীগণ শক্তি, তোমর, শূল ও মুদ্গর ধারণপূর্ব্বক তাহার রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে এবং পর্য্যায়ক্রমে রক্ষাকারিণী অনেক বিকৃতবদনা রাক্ষসীরা অবসর পাইয়া শয়ন করিতেছে। বৃহৎকায় রাক্ষসেরা নানাবিধ আয়ুধ ধারণপূর্ব্বক সেই গৃহের বহির্ভাগে চতুর্দ্দিকে অবস্থিত রহিয়াছে। শ্বেত, রক্ত ও গৌরবর্ণ অতিদ্রুতগামী অশ্বগণ মন্দুরায় শোভা পাইতেছে এবং অন্য গজের পীড়াপ্রদ, সুদৃশ্য, সুশিক্ষিত, ঐরাবতের ন্যায় পরাক্রমী, শত্রু-সৈন্যের নিহন্তা, সমরে বিপক্ষ পক্ষের অজেয়, মেঘের ন্যায় গর্জ্জনকারী, সুলক্ষণান্বিত গজ সকল বারিবর্ষী মেঘ ও ধাতুস্রাবী পর্ব্বতের ন্যায় সেই ভবনে মদবারি ক্ষরণ করিতেছে।

রাক্ষসরাজ রাবণের সেই গৃহে স্বর্ণময় জাল-রন্ধ্র বিভূষিত, সুবর্ণালঙ্কৃত, তরুণ সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, সহস্র সহস্র লোকের বহনক্ষম বিধাকার শিবিকা সকল দৃষ্ট হইতেছে এবং তাহার অভ্যন্তরে বহুবিধ বিচিত্র লতাগৃহ, ক্রীড়াগৃহ, রতিগৃহ, দিবা কালীন বিহারগৃহ, চিত্রপটসুশোভিত গৃহ ও ক্রীড়ার্থ কাষ্ঠনির্ম্মিত কৃত্রিম পর্ব্বত সকল বিরাজিত রহিয়াছে।

বায়ুনন্দন ক্রমে রাক্ষসরাজ রাবণের উৎকৃষ্ট ভবন দেখিতে পাইলেন; তাহার স্থানে স্থানে সুরগণের অনেক ক্রীড়াস্থান বিরাজমান রহিয়াছে। উহা মন্দর পর্ব্বতের তলপ্রদেশের ন্যায় মনোহর, ধ্বজসমূহে সমাকীর্ণ ও অসংখ্য রত্ননিচয়ে পরিপূর্ণ হইয়া বিচিত্র শোভায় প্রতি-ভাত হইতেছে। তাহার স্থানে স্থানে বহুবিধ আগার সকল, নির্ভীক স্থিরচিত্ত ধীরস্বভাব রক্ষক পুরুষকর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া, যক্ষপতি কুবে-রের গৃহের ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছে। কিরণমালী যেমন কিরণদ্বারা যেমন প্রজ্বলিত হইয়া থাকেন, তদ্রূপ সেই গৃহ রত্নরাশির জ্যোতিঃ ও রাবণের তেজঃপ্রভাবে প্রদীপ্ত হইতেছে; তাহাতে স্বর্ণময় পর্য্যঙ্ক ও আসন এবং শুভ্রবর্ণ পাত্র সকল বিন্যস্ত রহিয়াছে। উহা মণিখচিত ভাজনসমূহে সমাকীর্ণ, মদ্য ও আসবে আর্দ্র হইয়া কুবেরভবনের ন্যায় মনোহর হইয়াছে। মৃদঙ্গ, অন্যান্য বাদ্য, কাঞ্চী ও নূপুরের ধ্বনিতে নিনাদিত রাক্ষসরাজের সেই সুবি-স্তৃত প্রাসাদমালায় পরিবৃত, স্ত্রীরত্নসমাকুল ও উৎকৃষ্ট কক্ষাগৃহে সুশোভিত ভবন অবলোকন করিয়া বায়ুনন্দন হনুমান্ তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ইতি ষষ্ঠ সর্গ ॥ ৬ ॥

সপ্তম সর্গ।

মহাবল হনুমান্ লঙ্কাপুরী প্রবেশ করিয়া তাহার শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে দেখি-লেন, গৃহের বাতায়ন সকল সুবর্ণময় ও বৈদূর্য্য-মণিখচিত, তাহাতে বিহগকুল বিরাজমান থাকায় বিদ্যুজ্জড়িত বিহগাবলি সুশোভিত বর্ষাকালীন সুমহৎ মেঘমালার ন্যায় শোভা পাইতেছে। অপিচ, নানা প্রকার নাগরিক গৃহ সকল প্রধান প্রধান শঙ্খ, আয়ুধ ও শরা-সনে সুসজ্জিত এবং পর্ব্বতাকার নিলয়ের উপরিস্থিত, বিশাল গৃহাবলি অতিমনোহর-ভাবে বিরাজিত রহিয়াছে; স্বীয় বাহুবলে উপার্জ্জিত দেবাসুরের পূজার্হ লঙ্কাপতির গৃহ সকল বিবিধ রত্নপূর্ণ ও সকল দোষবিহীন ছিল। উহা দেবশিল্পীর শিল্পকৌশলে নির্ম্মিত হওয়ায় যেন শিল্পিশ্রেষ্ঠ ময়দানবের সাক্ষাৎ নির্ম্মাণকার্য্যের ন্যায় গুণগ্রামে মহীতলে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল; উন্নত মেঘসদৃশ সুবর্ণদ্বারা রুচির রাক্ষসরাজের উৎকৃষ্ট গৃহরাজি তাঁহার বাহুবীর্য্যসদৃশ মনোহর ও উপমারহিত [illegible] রাবণের মহীতলে পাতিত স্বর্গের ন্যায় [illegible] শয়নশালা হইয়াছে। উহা বহুবিধ রত্নপূর্ণ [illegible] সোপানশ্রেণী বিক্ষিপ্ত পুষ্পরজোদ্বারা আবৃত না[illegible]; তল-তরুকুসুমাকীর্ণ পর্ব্বতাগ্রভাগের ন্যায় [illegible]ক্ষ সকল [illegible]মান রহিয়াছে; সুরূপা রমণী সকল [illegible] প্রবাল, মান থাকায় যেন তড়িৎশোভিত বারিবাহে[illegible]নে ন্যায় উজ্জ্বল হইতেছে। তাহার এক স্থানে [illegible] দিব্য হংসশ্রেণীকর্ত্তৃক উহ্যমান শ্রীসম্পন্ন সুকৃত লোকের আকাশস্থ বিমানসদৃশ সুমহৎ রাবণের পুষ্পকনামক বিমান, নানাবিধ রত্নে খচিত থাকায় বহুবিধ ধাতুসমূহে পর্ব্বতাগ্র সকল যেমন নানাবর্ণ ধারণ করে ও নভোমণ্ডল যেমন গ্রহগণ ও চন্দ্রদ্বারা বিচিত্র রূপ ধারণ করে, তদ্রূপ নানাবর্ণে সুশোভিত মনোহর মেঘের ন্যায় বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত হইয়া বিরাজ-মান রহিয়াছে। উহা দেবতাদিগের আশ্রয়-ভূত, অতি উচ্চ উৎকৃষ্ট গৃহ অপেক্ষাও উন্নত ও রত্নপ্রভায় সমুজ্জ্বল ছিল; তাহাতে পর্ব্বত-রাজি বিরাজিত মহী, বৃক্ষ সমূহে পরিপূর্ণ শৈল, পুষ্পসমূহে পরিপূর্ণ বৃক্ষশ্রেণী, কেসর ও পত্রে পূর্ণ পুষ্প, পাণ্ডুরবর্ণ গৃহ, সুপুষ্পে সুশো-ভিত পুষ্করিণী, কেসরসহ পদ্ম, বন ও বিচিত্র সরোবর নির্ম্মিত ছিল এবং কোন স্থানে বৈদূর্য্যমণিখচিত বিহঙ্গম, রূপ্য ও প্রবালময় বিহগ, নানাবিধ রত্নঘটিত বিচিত্র ভুজঙ্গ, জাত্যনুরূপ সুশোভন অঙ্গসম্পন্ন তুরগ এবং

যাহাদের পক্ষ প্রবাল ও স্বর্ণনির্ম্মিত পুচ্ছদ্বারা সুশোভিত, অবলীলাক্রমে সঙ্কুচিত ও বক্র হয়, তাদৃশ কামোদ্দীপক পক্ষের ন্যায়, যাহাদের পক্ষ প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ শোভন পক্ষ ও মুখসম্পন্ন বিহগগণ নির্ম্মিত ছিল। কোথাও পদ্মসরোবরে বিরাজমানা সুশোভন হস্তে পদ্মসমন্বিতা লক্ষ্মী দেবী ও তদভিষেকে নিযুক্ত গজ সকল নির্ম্মিত ছিল; তাহার শুণ্ড অতি সুগঠন ও উৎপলসংলগ্ন এবং পদ্মাকারে ভ্রমণ করায় কেসরলিপ্ত ছিল।

কপিবর হনুমান হিমাবসানে উৎকৃষ্ট পুষ্প-গন্ধে সুগন্ধি, মনোরম কোটরসম্পন্ন মনোহর বৃক্ষের ন্যায় এবং সুচারু গুহায় শোভিত পর্ব্বতের ন্যায় চারুদর্শন গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া …হইলেন। অনন্তর, হনুমান্ দশমুখ …ভবনে নির্জ্জিত সুশোভিত সেই …লক্ষণদ্বারা বিচরণ করতঃ সুদুঃখিতা …নিরন্তর স্বামীর গুণপ্রবাহধ্যান করায় …নার ন্যায় প্রতীয়মানা, জনকদুহিতা …তাঁকে দেখিতে না পাওয়ায় সেই সময় তাঁহার মনঃ অতিশয় দুঃখিত হইল, তাঁহার অন্তঃকরণ অতি পবিত্র ও স্বভাব সর্ব্ব প্রকারে উৎকৃষ্ট ছিল; তিনি সুশোভন নীতিমার্গানুসারী শাস্ত্রচক্ষুঃসম্পন্ন ও মহাত্মা ছিলেন।

ইতি সপ্তম সর্গ ॥ ৭ ॥

অষ্টম সর্গ।

ধীশক্তিসম্পন্ন পবনতনয় হনুমান্ রাবণের সেই ভবন মধ্যে থাকিয়া নানাবিধ উৎকৃষ্ট মণিদ্বারা চিত্রিত অতিমহৎ পুষ্পক নামক বিমান দর্শন করিতে লাগিলেন। তাহার বাতায়ন সকল বিশুদ্ধ সুবর্ণদ্বারা নির্ম্মিত যাহা নির্ম্মাণ করিয়া দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা "আমার শিল্পকার্য্যের মধ্যে ইহা অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে" এই বলিয়া স্বয়ং প্রশংসা করিয়াছিলেন। উক্ত অতুল্য সৌন্দর্য্যসম্পন্ন প্রতিকৃতিদ্বারা অলঙ্কৃত বিমান কি আশ্চর্য্যরূপে শোভা পাইতেছে। যে পথ দিয়া সূর্য্যের গতি হইয়া থাকে, এই পুষ্পক রথেও সেই আকাশস্থ বায়ুপথে গতিশক্তি থাকা প্রযুক্ত ইহা যেন আদিত্যপথের চিহ্নস্বরূপ হইয়া বিরাজিত রহিয়াছে; তাহাতে সকল বস্তুই যত্ন সহকারে নির্ম্মিত হইয়াছিল। যে সকল শিল্পকার্য্য তাহাতে প্রতিষ্ঠিত ছিল, সুরগণের বিমানেও তাদৃশ শিল্পনৈপুণ্য ছিল না এবং বহু মূল্য রত্নবিশিষ্ট বস্তু সমূহ ও বিশেষ বিশেষ দ্রব্যজাতও তাহাতে বিন্যস্ত ছিল। উগ্র তপস্যালব্ধ পরাক্রমদ্বারা উপার্জ্জিত শিল্পবিনির্ম্মিত অনেক প্রতিকৃতিমালায় সুশোভিত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বিমানের ব্যবহারোপযোগী বিশেষ বিশেষ বহুমূল্য বস্তু সমূহে রচিত হইয়াছিল এবং মনের সঙ্কল্পানুসারে সর্ব্বত্র গমন করিতে পারিত। উহা মহাধনশালী যশস্বী পুণ্যশীল মহাত্মাদিগের অতিশয় আনন্দাস্পদ ছিল ও প্রভুর মনের গতি বুঝিয়া মারুতের ন্যায় অতিদ্রুততর গমন করিতে পারিত; সুতরাং কেহই তাহা অতিক্রম করিতে পারিত না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রভূত গৃহে সুশোভিত থাকায় উহা যেন বিচিত্র কূটসমূহে অলঙ্কৃত গিরিশিখরের ন্যায় মনোরম শারদীয় চন্দ্রমার ন্যায় নির্ম্মল ও বিচিত্র বস্তু সমূহের আশ্রয়স্বরূপ ছিল এবং বিশেষ বিশেষ গতি অনুসারে শূন্যপথে বিচরণ করিতে পারিত। মহাবেগশালী আকাশগামী সহস্র সহস্র নিশাচর ভূতগণ উহা বহন করিত; তাহাদিগের বদনমণ্ডল কুণ্ডলদ্বারা সুশোভিত ও লোচন নিমেষশূন্য, ঘূর্ণায়মান বিশাল। অতি বানরশ্রেষ্ঠ বীরবর হনুমান্ পুষ্পক রথে দর্শনকালে অন্য উৎকৃষ্ট রথও দর্শন করিলেন; তাহা বসন্তকালোদ্ভব পুষ্প সমূহে বিকীর্ণ থাকায় বসন্ত মাস অপেক্ষাও সুদৃশ্য হইয়াছিল।

ইতি অষ্টম সর্গ ॥ ৮ ॥

নবম সর্গ।

রিপুবিঘাতক পবননন্দন হনুমান্ সেই উৎকৃষ্ট আলয়নিকরের মধ্যে অতিসুন্দর বিশাল নির্ম্মল গৃহ অবলোকন করিয়া বহু প্রাসাদসমাকুল এক যোজন আয়ত, অর্দ্ধ যোজন বিস্তীর্ণ

ক্ষসেন্দ্র রাবণের সুমহৎ ভবনে বিশালনয়না বৈদেহনন্দিনী সীতা দেবীকে অন্বেষণ করতঃ সর্বত্র বিচরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর, সমধিক শ্রীসম্পন্ন হনুমান্ সাধারণ রাক্ষসদিগের সুদৃশ্য আবাসগৃহ অবলোকন করিয়া রাক্ষসপতির বাসগৃহে গমন করিলেন। রাবণের সেই আলয় চতুর্দ্দন্ত ত্রিবিষাণ দ্বিরদগণসমাকুল হইলেও অসম্বাধ ছিল; আয়ুধধারি রক্ষকেরা সর্ব্বদা রক্ষা করিত; রাক্ষসজাতীয়া নিশাচরপত্নী ও বলপূর্ব্বক অন্য রাজা হইতে আনীতা রাজকন্যাগণে আবৃত থাকায় যেন নক্র, মকর, তিমিঙ্গ, মৎস্যপ্রভৃতি জলজন্তুসমাকুল বায়ুবেগে আলোড়িত সর্পকুল পরিপূর্ণ সাগরের ন্যায় হইয়াছিল। যক্ষরাজ ও দেবরাজের আলয়ে যেরূপ শোভা বিরাজমান ছিল, সেইরূপ সুরম্য শোভা অবিনাশী হইয়া রাবণগৃহে নিত্য অবস্থান করিতেছে। যক্ষপতি কুবের, বরুণ ও যমের গৃহ যাদৃশ ধনসম্পন্ন, রাবণের গৃহ তাদৃশ বা তদপেক্ষাও অধিক সমৃদ্ধিসম্পন্ন। সেই সুবিস্তৃত হর্ম্ম্যের অন্তর্নিবিষ্ট স্ত্রীদিগের বাসযোগ্য অন্যান্য সুনির্ম্মিত গৃহমধ্যে মত্ত রাবণসমূহ সংরুদ্ধ রহিয়াছে।

বিশ্বকর্ম্মা নানাপ্রকার রত্নদ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া পুষ্পক নামক যে দিব্য বিমান ব্রহ্মার নিমিত্ত নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, যক্ষপতি কুবের উৎকৃষ্ট তপস্যা ফলে যাহা পিতামহের নিকট লাভ করিয়াছিলেন; রাক্ষসাধিপতি রাবণ তেজঃপ্রভাবে কুবেরকে পরাজয় করিয়া তাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিশ্বকর্ম্মকর্তৃক সুকৌশলে নির্ম্মিত ঐ বিমানের স্তম্ভ সকল রজত, কার্ত্তস্বর ও নির্ম্মল সুবর্ণনির্ম্মিত, তাহাতে ঈহামৃগখচিত থাকায় ঐ বিমান যেন শোভায় সমুজ্জ্বল হইতেছে। সুমেরু ও মন্দর পর্ব্বতপ্রতিম গগনস্পর্শী সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল কূটগৃহ ও বিহারগৃহে সর্ব্বত্র অলঙ্কৃত রহিয়াছে। তাহার সোপানশ্রেণী হেমনির্ম্মিত, দেবিকা সকল মনোহর ও শ্রেষ্ঠ ছিল। জালরন্ধ্র ও বাতায়ন সকল কাঞ্চন ও স্ফটিকনির্ম্মিত, তথায় ইন্দ্রনীল মহানীলপ্রভৃতি মণিময় উৎকৃষ্ট দেবিকা ছিল। তাহার কুট্টিম, বিচিত্র প্রবাল ও তুলনারহিত মহামূল্য রত্নসমূহে নির্ম্মিত হইয়া অতিশয় শোভা পাইতেছে; তাহাতে সুবর্ণসদৃশ সুগন্ধি রক্তচন্দন লিপ্ত থাকায়, তরুণ সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়াছে; মহাকপি হনুমান্ সেই পুষ্পকনামক দিব্য বিমানে আরোহণ করিলেন এবং সেই বিমানে অবস্থান করিয়া পান ও ভক্ষ্যান্নসম্ভূত চতুর্দ্দিক্‌ব্যাপী মনোহর গন্ধ আঘ্রাণ করিলেন। ঐ গন্ধদ্রব্যদ্বারা অনিল যেন রূপবান্ হইয়া, বন্ধু যেমন বন্ধুকে সদুপদেশ প্রদান করে, তদ্রূপ মহাসত্ত্ব হনুমানকে বলিয়াছিল যে, "যে স্থানে রাবণ আছে, আমার সহিত সেই স্থানে আইস।"

তদনন্তর, পবননন্দন বিমান হইতে অবতরণপূর্ব্বক সেই গন্ধানুসারে গমন করিয়া প্রণয়াস্পদ বরবর্ণিনী রমণীর ন্যায় রাবণের অতিরমণীয়া স্বাস্থ্যদায়িনী সুমহতী শয়নশালা দেখিতে পাইলেন। তাহার সোপানশ্রেণী রত্নরাজিদ্বারা বিশেষ কৌশলে নির্ম্মিত; তলভাগ স্ফটিক প্রস্তরে আবৃত; গবাক্ষ সকল হেমময়; হস্তিদন্ত, মুক্তা, মণি, প্রবাল, রৌপ্য এবং সুবর্ণময় মূর্ত্তি সকল তাহার স্থানে স্থানে কারুকার্য্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহা রত্নখচিত অতি উচ্চ সরল সমান বহুতর স্তম্ভে সুশোভিত; বোধ হয় যেন, অত্যুন্নত বৃহৎ পক্ষ বিস্তার করিয়া স্বর্গপথে প্রস্থান করিতেছে। উহা রাষ্ট্র ও গৃহসমেত সুশোভিত পৃথিবীর ন্যায় বিস্তীর্ণ; তাহাতে অতিবিপুল চতুষ্কোণ আস্তরণ পতিত ছিল। উহা মত্ত বিহগকুলের কূজনশব্দে প্রতিধ্বনিত ও মনোহর গন্ধে সুবাসিত থাকিত এবং হংসের ন্যায় পাণ্ডরবর্ণ, বিমল ও অগুরুনির্ম্মিত ধূপধূমে নিয়ত ধূম্রবর্ণ; রাক্ষসপতি রাবণ তন্মধ্যে আস্তীর্ণ মহামূল্য আস্তরণে সর্ব্বদা বিহার করিতেন। ঐ গৃহ পত্র ও পুষ্পোপহারদ্বারা যেন নানা বর্ণ হইয়া সুপ্রভায় মনের আনন্দবর্দ্ধন ও দেহের সৌন্দর্য্যবিধান করিতেছিল; উহা দিব্য শ্রীসম্পন্ন থাকায় উহাতে বাস করিলে শোকনাশ হইত।

বায়ুনন্দন হনুমান্ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধাদি উৎকৃষ্ট পদার্থ-

দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের তৃপ্তি সম্পাদনপূর্ব্বক রাবণ কর্তৃক মাতার ন্যায় পালিতা সেই পুরী নয়নগোচর করিয়া তৎকালে মনে করিলেন যে, ইহা কি যজ্ঞফলভোগ্য স্বর্গ, অথবা দেবলোক, কিম্বা ইন্দ্রপুরী অমরাবতী, অথবা গান্ধর্ব্বমায়া! যেহেতু উহা দীপমালার আলোকে, ভূষণের জ্যোতিতে এবং রাবণের তেজঃপ্রভাবে অতিশয় সমুজ্জ্বল হইয়াছে। তাহাতে কাঞ্চনময় দীপ সকল রাবণের তেজে অভিভূত হইয়া ধূর্ত্ত অক্ষদেবী যেমন মহাধূর্ত্ত অক্ষদেবীকর্তৃক অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া চিন্তিত ও নিষ্প্রভ হয়, তদ্রূপ প্রভাশূন্য হইয়াছে।

অনন্তর, পবনতনয়হনুমান্ দেখিলেন যে, বহুবিধ অলঙ্কারে ভূষিত সহস্র সহস্র সুরূপা রমণীগণ সেই আলয়ে বিস্তীর্ণ আসনে শয়ান রহিয়াছে। তাহাদের গলদেশে সন্নিবেশিত মালা ও পরিধেয় বসন বিচিত্রবর্ণ; তাহারা অর্দ্ধরাত্রি অতীত হইলে মদ্য পান ও নিদ্রার বশীভূত হইয়া ক্রীড়া হইতে বিরত হইয়াছে। সুবিস্তীর্ণ নিশ্চল পদ্মবন, হংস ও ভ্রমরের মধুর ঝঙ্কারশব্দে যেমন রুচির হইয়া থাকে, তদ্রূপ প্রসুপ্ত স্ত্রীগণে পরিবৃত রাবণের গৃহ তাহাদের নূপুরশিঞ্জিতে পরিপূর্ণ হইয়া মনোহর হইয়াছে। রাত্রি বিগত হইলে পদ্ম সকল প্রস্ফুটিত হইয়া পুনরায় রাত্রিকালে যেমন সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, অক্ষি সকল নিমীলিত এবং দশন পংক্তি সংবৃত থাকায় সেই সুরূপা রমণীগণের কমলগন্ধসমন্বিত বদনমণ্ডল তদ্রূপ শোভা পাইতেছে। মত্ত ভ্রমরকুল প্রফুল্ল পঙ্কজের ন্যায় সেই সকল মুখকমল নিয়ত অভিলাষ করিতেছে।

মহাকপি শ্রীমান্ হনুমান্ এইরূপ যুক্তি অনুসারে সমানগুণনিবন্ধন পদ্মের সহিত মুখের তুলনা করিলেন। সেই গৃহ যোষিৎ সমূহে অলঙ্কৃত হইয়া শরৎকালীন নক্ষত্রভূষিত নির্ম্মল নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। রাক্ষসাধিপতি রাবণ তাদৃশ স্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়া নক্ষত্রমালাসমাবৃত চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পাইতেছিল। হনুমান ইহা দর্শন করিয়া তখন মনে করিলেন যে, যে সকল তারা পুণ্য শেষ হইলে অম্বরতল হইতে পতিত হয়, তাহারাই যেন স্ত্রীরূপে একত্র সঙ্গত হইয়াছে। অপিচ, তারার ন্যায় উজ্জ্বলকান্তি প্রধান প্রধান যোষিদ্গণের দেহ, লাবণ্য, বর্ণ ও উজ্জ্বলতা সে স্থানে বিস্পষ্টভাবে শোভা পাইতেছিল।

সেই রামাগণ মদ্যপানে অত্যন্ত শ্রমবশতঃ নিদ্রায় অচেতন হইলে তাহাদের বিগলিত-কেশকলাপ, কোমল মাল্যদাম ও উৎকৃষ্ট ভূষণ-রাজি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছিল। কাহারও তিলক মর্দ্দিত, কাহারও বা নূপুর পদ হইতে স্খলিত হইয়াছিল। কোন সুরূপা প্রধানা রমণীর হারশ্রেণী পার্শ্বদেশে বিগলিত হইয়াছিল। কেহবা ছিন্ন মুক্তাময়হারে পরিবৃত রহিয়াছিল। কাহারও বসন কটিদেশ হইতে স্খলিত হইয়াছিল। কাহারও কাঞ্চীগুণ নিতম্ব হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। রমণীগণ শ্রান্ত হইয়া এইরূপে অভরণ সকল বিক্ষেপপূর্ব্বক বহনক্লিষ্টা ঘোটকীর ন্যায় শয়ান রহিয়াছিল। কোন কোন অবলাদিগের কুণ্ডল গলিত ও মালা মর্দ্দিত হওয়ায় তাহারা যেন মহাবনে গজেন্দ্র-কর্তৃক মর্দ্দিত প্রফুল্ল লতার ন্যায় প্রকাশ পাইতেছিল। কাহারও চন্দ্রকিরণের ন্যায় শুভ্রবর্ণ মুক্তাহার বক্ষঃস্থলে বিপর্য্যস্তভাবে স্থিত থাকায় যোষিদ্গণের স্তনমধ্যে সুপ্ত হংসের সাদৃশ্য লাভ করিতেছিল। অপর বিলাসিনীগণেরও এইরূপ বৈদূর্য্যমণিনির্ম্মিত হারমালা কলহংসসদৃশ হইয়াছিল। কোন কোন প্রমদার স্তনমধ্যগত হেমহারশ্রেণী চক্রবাকের সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছিল; তাহাদের জঘন সকল পুলিনস্বরূপ হইয়াছিল।

সেই যোষাগণ' হংসকারণ্ডববিরাজিত চক্রবাক পক্ষিসমূহে সুশোভিত নদীর ন্যায় শোভা পাইতেছিল। প্রসুপ্ত কামিনীগণের কিঙ্কিণীমালা তরঙ্গ, মুদ্রিত নয়ন সমুদয় মুকুলিত কুমুদ, সুরতভাব মকরাদি ও শরীরকান্তি তীরস্বরূপ হওয়ায় উহারা যেন নদীর ন্যায় বিরাজমান হইয়াছিল। কামিনীগণের সুকোমল অঙ্গে এবং কুচমণ্ডলে অঙ্কিত সুশোভন নখরেখা সকল ভূষণের ন্যায় শোভা পাইতেছিল।

কাহারও মুখ মারুতহিল্লোলে কম্পিত বস্ত্রাঞ্চল বদনের উপরিভাগে পুনঃপুনঃ কম্পিত হইতেছিল এবং নানাবর্ণ রঞ্জিত বিচিত্রবর্ণ বস্ত্রাঞ্চল সকল কম্পিত পতাকার ন্যায় বিরাজিত রহিয়াছিল। কোন কোন কান্তিমতী কামিনীগণের কুণ্ডল সকল মুখনিঃসৃত বায়ুদ্বারা কম্পিত হইয়া মন্দ মন্দ আন্দোলিত হইতেছিল। তাহাদের স্বভাবতঃ সুগন্ধি বদননিঃসৃত সুখস্পর্শ নিশ্বাসবায়ু আসবগন্ধে আমোদিত হইয়া তৎকালে রাবণের সেবা করিতেছিল। কোন কোন রাবণমহিলা মদবিহ্বল হইয়া রাবণের মুখভ্রমে বারম্বার সপত্নীগণের মুখ আঘ্রাণ করিতেছিল। সেই বরাঙ্গনাগণ রাবণের প্রতি অতিশয় আসক্তচিত্ত থাকায় সপত্নী কর্ত্তৃক চুম্বিত হইলেও বিরক্ত না হইয়া তখন রাবণের মুখভ্রমে তাহাদের মুখ আঘ্রাণ করতঃ প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিতেছিল। কেহ কেহ বিচিত্র বস্ত্র সকল ও বলয় বিভূষিত বাহুদ্বয়কে উপাধান করিয়া কেহবা কাহারও বক্ষের উপর মস্তক ন্যস্ত করিয়া শয়ান রহিয়াছিল। কেহ কাহারও ভুজের উপর, কেহ কাহারও অঙ্কের উপর, কেহবা কাহারও কুচমণ্ডলের উপর শয়ান রহিয়াছিল।

এইরূপে প্রমদাগণ মদজনিত স্নেহের বশীভূত হইয়া পরস্পরের উরু, কটি, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ আশ্রয় করতঃ পরস্পরের অঙ্গে অঙ্গ নিবেশপূর্ব্বক শয়ান আছে। সেই সুমধ্যমা যোষিদ্গণ পরস্পরের অঙ্গস্পর্শে প্রীত হওত পরস্পরের বাহু সংলগ্ন হইয়া সুপ্ত রহিয়াছে। মত্ত ষট্পদ সমাকুল সূত্র গ্রথিত কুসুম মালা যেমন শোভা পায়, তদ্রূপ সেই রমণীরূপ মালা পরস্পরের ভুজসূত্রে গ্রথিত হইয়া শোভা পাইতেছে। তাহাদের কেশকলাপ ও মুদ্রিত নয়ন ভ্রমরস্বরূপ হইয়াছে। রাবণের সেই মহিলাগণ যেন বায়ুর আন্দোলনে পরস্পর মালার ন্যায় গ্রথিত কুসুমসমূহে সমাকীর্ণ সুশোভন বৃক্ষস্কন্ধে বেষ্টিত সমাগত ভ্রমর পরম্পরায় সমাকুল বসন্তকালে প্রফুল্ল লতাসমূহের সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছে। তাহাদের অলঙ্কার, বস্ত্র, মাল্য ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যথাস্থানে স্পষ্টরূপে বিন্যস্ত থাকিলেও অলঙ্কারাদির এবং অবয়বের একরূপতা প্রযুক্ত "ইহা ইহার ভূষণ, ইহা ইহার অঙ্গ" এরূপ জানা যায় নাই। এই রমণীমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী রাবণ সুনিদ্রিত হইলে কাঞ্চন স্তম্ভস্থিত প্রজ্বলিত দীপরূপী পুরুষ সকল সেই রুচিরপ্রভা রমণীগণকে যেন অনিমিষ নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ রাজর্ষিদুহিতা, কেহ কেহ ব্রাহ্মণকুমারী, কেহ কেহ দৈত্য, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসদিগের কন্যা; তাহারা কামবশীভূত হইয়া তাহার পত্নী হইয়াছে। কাহাকেও বা রাবণ যুদ্ধাভিলাষে হরণ করিয়া আনিয়াছে। মদোদ্ধতা কোন রমণী কামশরে মোহিত হইয়া স্বয়ং আসিয়াছে। বীর্য্যশালী রাবণ বলপূর্ব্বক কোন প্রমদাকে হরণ করিয়া লঙ্কা নগরীতে আনয়ন করে নাই; কিন্তু তাহারা রাবণের সৌন্দর্য্যাদি গুণে আবদ্ধ হইয়া স্বয়ং আসিয়াছিল এবং যাহারা অন্য পুরুষের প্রতি আসক্ত হইয়াছে ও যাহারা পূর্ব্বে অন্য পুরুষকে স্বামিত্বে বরণ করিয়াছে, জনকদুহিতা সীতা ব্যতীত এতাদৃশী কোন রমণীই রাবণকর্ত্তৃক হৃত হয় নাই। যাহাদের কুল, শীল, রূপ, দাক্ষিণ্য ও বিবিধ ভূষণ নাই এবং যাহারা স্বামীর মনোরঞ্জন করিতে পারে না, তাহার এরূপ ভার্য্যা কেহই ছিল না।

বানরবর বুদ্ধিমান্ হনুমান্ মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিলেন যে, ইহারা মহারাজ রাক্ষসাধিপতির ভার্য্যা, তৎকর্ত্তৃক উপভুক্ত হইয়া শয়ান রহিয়াছে; যদি রাম পত্নী ইহাদের সহিত উপভুক্ত হইয়া থাকেন, তবে রাবণের পক্ষে মঙ্গল হইবে; কেন না, আমার মুখে এরূপ শ্রবণ করিলে রাম কখনই যুদ্ধ করিবেন না। পুনরায় তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, সীতা পাতিব্রত্যাদি গুণে শ্রেষ্ঠ, ইহাতে সংশয় নাই; যেহেতু মহাবলশালী ক্রূরকর্ম্মা লঙ্কেশ্বর মায়ারূপ ধারণ করিয়া তাঁহার প্রতি অনার্য্য আচরণ করিয়াছে।

ইতি নবম সর্গ ॥ ৯ ॥

দশম সর্গ।

অনন্তর, হনুমান্ রাবণের সেই শয়নগৃহে দিব্য বস্ত্রসদৃশ বিবিধ রত্নখচিত শ্রেষ্ঠ স্ফটিকময় বেদিকার উপরি সংস্থাপিত শয়ন পর্য্যঙ্ক দর্শন করিয়া অন্যান্য বস্তুজাত অবলোকন করিতে লাগিলেন। উক্ত পর্য্যঙ্কের পাদ সকল গজদন্ত ও সুবর্ণময় হওয়ায় বিচিত্র বর্ণ হইয়াছে এবং বৈদূর্য্য ও পদ্মরাগাদি মণিগঠিত, স্ত্রীদিগের শয়নযোগ্য, বহুমূল্য শ্রেষ্ঠ পর্য্যঙ্ক সেই বেদিকায় সজ্জিত রহিয়াছে, তাহার [illegible] বহুমূল্য ও রত্ন খচিত। তাহার এক স্থানে তারাপ[illegible]চন্দ্রের ন্যায় সমুজ্জ্বল, পাণ্ডুরবর্ণ ছত্র দিব্য মালায় সুশোভিত রহিয়াছে এবং সুবর্ণময় কারুকার্য্যে রচিত মহার্হ পর্য্যঙ্ক অশোকপুষ্পের মালায় আচ্ছন্ন থাকায় অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল হইয়াছে। তাহা নানাজাতীয় গন্ধদ্রব্য সমাযুক্ত, মনোরম আস্তরণে আস্তীর্ণ, সুকোমল মেষচর্ম্মে পার্শ্বদেশ সংবৃত এবং উৎকৃষ্ট ধূপদ্বারা সুগন্ধি হইয়াছে। উহার চতুর্দ্দিকে কৃত্রিম কামিনীগণ চামর হস্তে করিয়া বীজন করিতেছে এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বে মনোহর পুষ্পমালা শোভা পাইতেছে। মহাবাহু বীর্য্যবান্ রাক্ষসাধিপতি সেই প্রদীপ্ত পর্য্যঙ্কে সুপ্ত রহিয়াছে। তাহার বর্ণ মেঘসদৃশ; কুণ্ডল প্রদীপ্ত অথচ উজ্জ্বল; নেত্র সকল লোহিতবর্ণ; বস্ত্র সুবর্ণময় সূত্রে রচিত; অঙ্গ দিব্য অভরণে ভূষিত এবং সুগন্ধ রক্তচন্দনদ্বারা লিপ্ত থাকায় বিদ্যুন্মালায় অলঙ্কৃত সন্ধ্যাকালীন রক্তবর্ণ মেঘের সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছে। তিনি নিশাচরগণের হর্ষবর্দ্ধন ও তৎ কন্যাগণের প্রণয়াস্পদ ছিলেন। কামরূপী সুরূপ রাক্ষসগণ বিবিধ সুদৃশ্য অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া রাত্রিকালে মদ্যপান ও ক্রীড়াদি করিয়া তাহা হইতে বিরত হওয়ায় বৃক্ষ, বন ও গুল্মাদি পরিপূর্ণ নিশ্চল মন্দর পর্ব্বতের সদৃশ হইয়াছে।

অনন্তর, বানরপ্রধান মহাকপি হনুমান্ হস্তীর ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া অতিশয় উদ্বিগ্নচিত্তে ভীতের ন্যায় ক্রমে ক্রমে তাহার সমীপে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে সোপানশ্রেণী প্রাপ্ত হইয়া তাহার মধ্যস্থ বেদিকা আশ্রয়পূর্ব্বক মদোন্মত্ত রাক্ষসশার্দ্দূল রাবণকে দেখিতে লাগিলেন। রাক্ষসেন্দ্র রাবণ সুপ্ত হওয়ায় তাহার ঐ সুদৃশ্য শয্যাতল গন্ধপ্রদান হস্তীকর্ত্তৃক অধিরূঢ় বৃহৎ প্রস্রবণের ন্যায় শোভা পাইতেছে। কাঞ্চনময় অঙ্গদভূষিত মহাকায় রাক্ষসপতির ভুজদ্বয় ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় শয্যায় বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে; উহা যুদ্ধকালে ঐরাবত হস্তীর বিষাণের অগ্রভাগদ্বারা কিণাঙ্কিত, বিষ্ণুর চক্র প্রহারে বিক্ষত, স্থূল, বলসম্পন্ন, পরিঘাকার, করিকরসদৃশ বৃত্তানুপূর্ব্ব ও গোলাকার। উহার সন্ধিস্থল সুসংলগ্ন; অংসদেশ অতি সুগঠন; নখ ও অঙ্গুষ্ঠ সুলক্ষণ; অঙ্গুলি সকল সুদৃশ্য এবং পীন, অংসদ্বয় বজ্রাঘাতে চিহ্নিত হইয়াছে। উল্লিখিত বাহুযুগল পঞ্চশীর্ষ সর্পের ন্যায় শুভ্রবর্ণ শয্যাতলে বিন্যস্ত রহিয়াছে। অপিচ শশকের রুধিরসদৃশ লোহিতবর্ণ, সুগন্ধ সুশীতল উৎকৃষ্ট চন্দনদ্বারা অনুলিপ্ত, সুশোভন অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, বরাঙ্গনাগণের আলিঙ্গনদ্বারা মর্দ্দিত, উত্তম গন্ধদ্রব্যে নিষেবিত, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, দেব ও দানবদিগের ভয়ঙ্কর, শয়নতলে স্থিত তাহার সেই বাহুদ্বয় মন্দরপর্ব্বতের মধ্যে সুপ্ত নানাবর্ণরঞ্জিত সর্পের ন্যায় হইয়াছে। সেই অচলপ্রতিম রাক্ষসপতি রাবণ সর্ব্বলক্ষণান্বিত ভুজযুগলদ্বারা শৃঙ্গদ্বয় সুশোভিত মন্দরশৈলের সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছে।

উৎকৃষ্ট বকুল, চূত ও পুন্নাগপুষ্পের ন্যায় সুগন্ধি, ষড়্‌রসযুক্ত, অন্নব্যঞ্জনসমুদ্ভব মদ্যপান গন্ধসমন্বিত, রাক্ষসরাজের নিশ্বাসবায়ু তদীয় গৃহ পূর্ণ করিয়া মুখ হইতে বিনিঃসৃত হইতেছে। তাহার মুখমণ্ডল কুণ্ডলদ্বারা সমুজ্জ্বল ও মণিমুক্তাপ্রভৃতি রত্নসমূহে চিত্রিত, নিদ্রাবেশে স্খলিত, কাঞ্চনময়মুকুটে বিরাজিত; নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ, বক্ষঃস্থল পীন আয়ত অথচ বিশাল ও রক্তচন্দনলিপ্ত সুশোভন হারমালায় বিভূষিত; তদীয় মহামূল্য পাণ্ডরবর্ণ পরিধেয় ক্ষৌম বসন ও পীতবর্ণ উত্তরীয় বস্ত্র বিপর্য্যস্তভাবে ন্যস্ত রহিয়াছে। বিদ্যুন্মালাদ্বারা মেঘসকল যেমন উজ্জ্বল হয়, তদ্রূপ চতুর্দিকে অবস্থিত কাঞ্চনময় স্তম্ভে প্রজ্বলিত চারটি দীপের

প্রভাদ্বারা তাহার অঙ্গসকল প্রকাশিত হইয়াছে। পাপরাশিসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ সেই রাক্ষসপতি অগাধগঙ্গাসলিলের অভ্যন্তরে প্রলীন কুঞ্জরের ন্যায় অবস্থিত হইয়া সর্পের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে।

অনন্তর, বানরযূথপতি হনুমান্ গৃহমধ্যে ভার্য্যার প্রতি প্রণয়াসক্ত মহাকায় রাক্ষসপতির পদতলে স্থিত উৎকৃষ্ট কুণ্ডলে ভূষিত তদীয় পত্নীগণকে দর্শন করিলেন। তাহাদের বদন চন্দ্রের ন্যায় সুপ্রকাশ; গলদেশের মালা অম্লান। নৃত্য ও বাদিত্রে নিপুণা শ্রেষ্ঠ আভরণে ভূষিতা, সেই রমণীরা রাক্ষসপতির বাহু ও অঙ্কমধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়া শয়ান রহিয়াছে। যোষাগণ বাহু উপধান করিয়া শয়ন করায় তাহাদিগের বৈদূর্য্যমণিখচিত সুবর্ণময় কুণ্ডল ও অঙ্গদ শ্রবণ প্রান্তে বিন্যস্ত রহিয়াছে। সেই পর্য্যঙ্ক চন্দ্রপ্রতিম, মনোহর কুণ্ডলভূষিত, সুদৃশ্য যোষিদ্গণের বদনমণ্ডলদ্বারা তারাগণবিভূষিত নভোমণ্ডলের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। রাক্ষসপতির সেই ক্ষীণকটি যোষিদ্গণ রতিজনিত ব্যায়ামে ক্লিষ্ট হইয়া যে যেস্থানে ছিল, সে সেই স্থানেই সুপ্ত হইয়াছে। কোন বরবর্ণিনী সুকোমল অঙ্গ সকল ইতস্ততঃ বিক্ষেপপূর্ব্বক নৃত্য করিতে করিতেই মনোহর অঙ্গসমুদয় বিন্যস্ত করিয়া নিদ্রিত রহিয়াছে। কেহ বা বীণা আলিঙ্গনপূর্ব্বক প্রসুপ্ত হইয়া মহানদীতে বিক্ষিপ্ত নলিনী যেমন পোত আশ্রয় করিয়া শোভা পায়, সেইরূপ শোভা পাইতেছে। উৎপল নয়না কোন রমণী বিপুল ডমরু কক্ষে করিয়া নিদ্রিত হওয়ায়, পুত্রবৎসলা ভামিনী শিশুসন্তান ক্রোড়ে করিয়া নিদ্রিত হইলে যাদৃশ শোভা হয়, তদ্রূপ প্রকাশ পাইতেছে।

ভামিনীগণ বহুকালের পর প্রিয়তম পতিকে লাভ করিয়া যেমন গাঢ়তর আলিঙ্গনপূর্ব্বক শয়ান থাকে; তদ্রূপ মনোহর অঙ্গসমন্বিতা সুস্তনী কোন রমণী পটহ আশ্লেষ করিয়া শয়ান রহিয়াছে। কামিনী যেমন কামবশীভূত হইয়া অভিলষিত প্রিয়তমকে গ্রহণপূর্ব্বক শয়ন করে, তদ্রূপ কোন কমললোচনা বালা ত্রিতন্ত্রী বীণা আলিঙ্গন করিয়া সুপ্ত হইয়াছে। নিয়ত নৃত্যশালিনী কোন রমণী বিপঞ্চী গ্রহণ করিয়া নিদ্রার বশীভূত হওয়ায়, স্বামীর সহিত একত্র শয়ান ভামিনীর সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছে। কেহবা সুবর্ণসদৃশ সুকোমল স্থূল মনোহর অঙ্গসকলের দ্বারা মৃদঙ্গ আকর্ষণপূর্ব্বক নয়ন নিমীলিত করিয়া নিদ্রিত হইয়াছে। অনিন্দ্যরূপা কোন রমণী মদজনিত শ্রমে কাতরা হইয়া ভুজপাশের অন্তর্গত কক্ষস্থ পণব নামধেয় বাদ্যযন্ত্রের সহিত প্রসুপ্ত হইয়াছে। কোন রমণী পৃষ্ঠদেশ ডিণ্ডিমে সংলগ্ন করিয়া ডিণ্ডিম আলিঙ্গনপূর্ব্বক শয়ন করিয়া এক পার্শ্বে প্রিয়তম পতি অপর পার্শ্বে পুত্র এতদুভয়ের মধ্যে সুপ্তা রমণীর সাদৃশ্য লাভ করিয়াছে। কমলপত্রের ন্যায় বিশালনয়না কোন নারী মদমোহিত হইয়া আড়ম্বর নামক বাদ্যকে বাহুদ্বারা পীড়িত করিয়া নিদ্রিত হইয়াছে। বসন্তকালে পুষ্পদ্বারা কর্ব্বুরবর্ণ মালা যেমন গ্লানি পরিহারের নিমিত্ত জলসিক্ত হইয়া শোভা পায়, তদ্রূপ কোন ভামিনী কলসী আলিঙ্গনপূর্ব্বক জলার্দ্র গাত্র হইয়া বিরাজমানা রহিয়াছে। কোন অবলা সুবর্ণকলসসদৃশ স্তনদ্বয় পাণিপল্লবে গ্রহণ করিয়া নিদ্রার বশীভূত হইয়াছে। কমলপত্রের ন্যায় আয়তলোচনা, পূর্ণচন্দ্রনিভাননা, সুশ্রোণী কোন কামিনী অন্য রমণীকে আলিঙ্গন করিয়া নিদ্রাধীনতা লাভ করিয়াছে। বরবর্ণিনী রামাগণ বিচিত্র মুরজ মৃদঙ্গপ্রভৃতি বাদ্য সকল আশ্লেষ করিয়া, কামিনীগণ যেমন কামুক পুরুষকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, নিদ্রিতা হয়, তদ্রূপ প্রসুপ্ত রহিয়াছে।

অনন্তর, কপিবর হনুমান্ তাহাদের শয়নের এক পার্শ্বে বিন্যস্ত সুকোমল শয়নতলে শয়ানা রূপযৌবনসম্পন্না এক রমণীকে দর্শন করিলেন। মুক্তামণি প্রভৃতি রত্নখচিত ভূষণসমূহে ভূষিতা কনকবর্ণ সদৃশ গৌরবর্ণা মনোহর রূপশালিনী সেই অন্তঃপুর রমণীর প্রধানা মন্দোদরী নাম্নী রাবণের প্রিয়পত্নী স্বীয় সৌন্দর্য্যে যেন সেই উৎকৃষ্ট সদনকে বিভূষিত করিতেছে। হরিযূথপতি বায়ুনন্দন মহাবাহু হনুমান্ সেই সর্ব্বাভরণভূষিতা রমণীকে দেখিয়া রূপযৌবনাদি

সম্পদনুসারে তাহারে তখন সীতা বলিয়া অনুমান করিলেন এবং অতি সুমহৎ হর্ষে আবিষ্ট হইয়া স্তম্ভে আরোহণ করিয়াই ভূমিতে পতন, স্তম্ভে গমন, পুচ্ছ চুম্বন, ক্রীড়ন, আস্ফোটন, গানপ্রভৃতি কপিস্বভাব প্রদর্শনপূর্ব্বক আনন্দপ্রকাশ করিতে লাগিলেন।

ইতি দশম সর্গ ॥ ১০ ॥

একাদশ সর্গ।

অনন্তর, কপিবর হনুমান্ বানরসুলভ বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া স্থিরচিত্ত হইলেন এবং সীতার অভিজ্ঞানবিষয়ে সন্দিহান হইয়া তৎকালে পুনরায় মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন যে, সীতা দেবী রামবিরহে কখনই পান, ভোজন, শয়ন এবং আভরণ করিতে সক্ষম হইবেন না। এমন কি, যদি কোন মনুষ্য দেবতাদিগেরও অধিপতি হন, তথাপি রামপ্রিয়া তাঁহাকেও অভিলাষ করেন না; যেহেতু দেবলোকেও রামের সদৃশ কোন ব্যক্তি বিদ্যমান নাই।

অনন্তর, বানরযূথপতি হনুমান্, "ইনি অন্য কাহারও রমণী হইবেন!" এইরূপ স্থিরনিশ্চয়পূর্ব্বক সীতার দর্শন লালসায় অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া পুনরায় তত্রত্য পানশালায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন যে, কেহ অক্ষক্রীড়া করিয়া, কেহ সঙ্গীত করিয়া, কেহ বা নৃত্য করিয়া, শ্রান্তি বশতঃ নিদ্রিত হইয়াছে। কেহ সুরা পানের বশীভূত হইয়া গাঢ়তর নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছে। অপর স্ত্রীগণ মুরজ, মৃদঙ্গ, চেলিকা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রে দেহবিন্যাস করিয়া শয়ন করিয়াছে। কেহবা মনোরম আস্তরণে সুসজ্জিত শয্যায় সুপ্ত হইয়াছে। নানাবিধ উৎকৃষ্ট অলঙ্কারে বিভূষিত সহস্র সহস্র অঙ্গনাগণ স্বপ্নাবস্থায় পরস্পরের রূপ লাবণ্যের বিষয় বর্ণনা করিতেছে এবং আপনারা যে সঙ্গীত করিয়াছিল, তাহার যথার্থ অর্থ প্রকাশ করিতেছে। যে সময়ে যে বাক্য প্রয়োগ করা উচিত; তদ্বিষয়ে নিপুণ, দেশ কালের বিভাগজ্ঞ রমণীয় ক্রীড়ায় অনুরক্ত স্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়া সেই পানভূমি অতিশয় সুশোভিত হইতেছিল। বহিঃস্থ পানশালাতেই যে এরূপ সৌন্দর্য্য বিকাশ হইতেছিল এমন নহে; গৃহপ্রকোষ্ঠস্থ পানশালাতেও ঐরূপ সহস্র সহস্র যুবতী প্রধান মহিলাগণ রতিক্রীড়া হইতে বিরত ও প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া তাহার সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিতেছে। সুবৃহৎ গোষ্ঠে প্রধান প্রধান গো সকলের মধ্যে বৃষ ও অরণ্য মধ্যে করেণুগণে বেষ্টিত মহামাতঙ্গ যেমন শোভা পায়; রাক্ষসাধিপতি মহাবাহু রাবণ প্রমদাগণে পরিবৃত হইয়া সেইরূপ শোভা পাইতেছে।

কপিবর হনুমান্, মহাত্মা রাক্ষসপতির আলয়ে অভিলাষানুরূপ ভোগ্য বস্তুসমূহ সুশোভিত সুরাপান সভা দর্শন করিতে লাগিলেন। তাহার স্থানে স্থানে মৃগ, মহিষ ও বরাহ মাংস ভাগক্রমে সজ্জিত রহিয়াছে। কোন স্থানে সুবর্ণময় বিশাল ভাজনে কুক্কুট ও ময়ূর মাংস ভক্ষিত হইয়াছে। এক স্থান মৃগ, বরাহ, ময়ূর ও কৃষ্ণগ্রীব রক্তশীর্ষ শ্বেতপক্ষ পক্ষিবিশেষের মাংস লবণদ্বারা চর্চ্চিত হইয়া স্বল্পপরিমাণে বর্ত্তমান রহিয়াছে। কোন স্থানে অর্দ্ধ ভক্ষিত নানাবিধ ছাগ, রুরুল, শশক, মহিষ মাংস কোন স্থানে সুপক্ক মৎস্য ও ছাগমাংস এবং নানাপ্রকার লেহ্য, পেয় ভোজ্যদ্রব্য এবং জিহ্বার জড়তানিবারক অম্ল ও লবণরসপ্রধান শর্করা মধু ও দ্রাক্ষামিশ্রিত কুঙ্কুমাদি গন্ধদ্রব্য দ্বারা নানাবর্ণে রঞ্জিত ভক্ষ্যদ্রব্য সকল স্থানে স্থানে সুসজ্জিত রহিয়াছে। সেই পানভূমি উপহারভূত নানাবিধ পুষ্পে সুসজ্জিত; তাহার কোন স্থানে হার, নূপুর, কেয়ূর প্রভৃতি মহার্হ অলঙ্কার; কোন স্থানে পানপাত্র; কোন স্থানে নানাবিধ ফলসকল পতিত থাকায় তাহার অতিশয় সৌন্দর্য্য বিকাশ হইতেছে। রত্ন খচিত, সুবর্ণময় সুনির্ম্মিত পর্য্যঙ্ক ও আসন সকল স্থানে স্থানে আস্তৃত থাকায় সুরাপানসভা যেন অগ্নিব্যতিরেকে প্রদীপ্ত হইতেছে। নানাবিধ দ্রব্য মিশ্রিত, কটু কষায়প্রভৃতি ষড়্‌রসযুক্ত, ঘৃত ও কুঙ্কুমাদিগন্ধদ্রব্যে সংস্কৃত, সুনিপুণ পাচককর্ত্তৃক সুপক্ক মাংস, বৃক্ষ হইতে স্বয়ং

করিত নানাজাতীয় সুনির্ম্মল সুরা এবং শুণ্ডিককৃত বহুবিধ মদ্য সকল স্থানে স্থানে সুসজ্জিত রহিয়াছে। মধু, শর্করা, পুষ্প ও ফল হইতে উদ্ভূত নানাজাতীয় আসব বিবিধ গন্ধদ্রব্যে সুবাসিত হইয়া স্থানে স্থানে পৃথক্‌ভাবে সুসজ্জিত আছে। স্তরে স্তরে সজ্জিত নানাপুষ্পে গ্রথিত মনোহর মালা, স্ফটিকরচিত পানপাত্র, স্বর্ণ, রজত, জাম্বূনদপ্রভৃতি নানাজাতীয় ধাতুনির্ম্মিত মদ্যপূর্ণ কলস কমণ্ডলুদ্বারা সমাচ্ছন্ন সেই পানভূমির অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল।

স্বর্ণ রজত ও মণিময় পানপাত্র সকল মদ্যে পরিপূর্ণ হইয়া পানশালার স্থানে স্থানে সুসজ্জিত রহিয়াছে। কোন স্থানে পাত্রস্থ সুরা অর্দ্ধ পীত, কোন স্থানে পানপাত্র মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। কোন স্থানের পানীয় মদ্য কিছুমাত্র পীত হয় নাই। কোন স্থানে নানাপ্রকার ভক্ষ্য দ্রব্য ও পানীয় মদ্য পানভূমির স্থানে স্থানে বিভাগক্রমে বিন্যস্ত আছে। কোন স্থানে অর্দ্ধাবশিষ্ট পাত্র সকল পতিত রহিয়াছে। কামিনীগণ পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া শয়ন করায়, বহুল পর্য্যঙ্ক শূন্য রহিয়াছে। কপিবর হনুমান্ এই সকল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। দেখিতে পাইলেন যে, কোন কোন বরবর্ণিনী পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া শয়ন করিয়াছে। কোন অবলা নিদ্রাবশে অপর রমণীর শয্যায় গমন করিয়া বলসহকারে তাহার বস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক উহাকেই আলিঙ্গন করিয়া সুপ্ত হইয়াছে।

সেই প্রমদাগণের অঙ্গের বিচিত্র বসন ও কণ্ঠদেশস্থ মাল্য যেমন মন্দ বায়ুতে ঈষৎ আন্দোলিত হয়, তদ্রূপ নিশ্বাস মারুতে অল্প অল্প স্পন্দিত হইতেছে। শীত চন্দন, মিষ্ট রস মদ্য, বহুবিধ মালা, নানাজাতীয় পুষ্প, স্নানসময়োচিত চন্দন এবং ধূপপ্রভৃতি সুগন্ধ দ্রব্যের নানাপ্রকার গন্ধ উদ্বহন করিয়া বায়ু বহিতেছে। তৎকালে সেই গন্ধে রাবণের পুষ্পক নামক বিমান পরিপূর্ণ হইতেছে। কতকগুলি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণা ও কতকগুলি কাঞ্চন সমান বর্ণা বরবর্ণিনী প্রমদা তথায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে। নিদ্রা ও রতিক্রীড়ার ক্লেশে তাহাদের সৌন্দর্য্য নিশাকালীন প্রসুপ্ত পদ্মিনীর ন্যায় মলিন হইয়াছে। মহাতেজা বানরপ্রধান হনুমান্ এইরূপে রাক্ষসরাজের অন্তঃপুরের প্রত্যেক কক্ষ্যা বিচরণ করিলেন, কিন্তু কুত্রাপি সীতা দেবীকে দেখিতে পাইলেন না।

অনন্তর, কপিবর হনুমান্ তত্রত্য সেই রমণীগণকে দর্শন করিতে করিতে বিবসনা পরললনা দর্শন করিলে ধর্ম্মলোপ হয়, এই আশঙ্কায় ভীত হইয়া অতিশয় চিন্তান্বিত হইলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, নিদ্রাকাতরা বসনবিরহিতা, পরবনিতা দর্শন করিলাম, ইহাতে অবশ্যই আমার ধর্ম্মহানি হইবে, যেহেতু আমার দৃষ্টি কখনই পরনারীর প্রতি পতিত হয় নাই। পরস্ত্রী দর্শন করিলাম, কেবল ইহাতেই যে পাপ হইবে এমন নহে। পরদারাপহারী এই পাপিষ্ঠ রাবণকে অবলোকন করিলাম বলিয়া পাপ আমারে স্পর্শ করিবে সন্দেহ নাই।

মনস্বী হনুমান্, স্থিরচিত্তে প্রমাণ দ্বারা পূর্ব্ব চিন্তা খণ্ডনপূর্ব্বক কার্য্যাকার্য্য বিচার যোগ্য চিন্তান্তরে পুনর্ব্বার প্রবৃত্ত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। বিশ্বস্তরূপে শয়িত রাবণমহিলাগণকে বিলক্ষণরূপে নিরীক্ষণ করিলাম, কিন্তু আমার মনঃ কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই। কেননা, মনঃই ইন্দ্রিয়গণকে শুভাশুভ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে, সেই মনঃই আমার বশীভূত রহিয়াছে, তবে কেন আমারে পাপ স্পর্শ করিবে? আমি বৈদেহীকে আর স্থানান্তরে অন্বেষণ করিতে পারিব না; কেননা প্রায়ই দেখা যায় স্ত্রীলোকেরাই স্ত্রীদিগের অনুসন্ধান করিয়া থাকে; যে যাহার সমান জাতি, সেই জাতি মধ্যেই তাহার অনুসন্ধান করা বিধেয়; মৃগরাজি মধ্যে অনুদ্দিষ্টা অঙ্গনার অনুসন্ধান করা কদাচ উচিত নহে, আমি ত বিশুদ্ধান্তঃকরণে রাবণের সমস্ত অন্তঃপুর পর্য্যবেক্ষণ করিলাম; কিন্তু জানকীকে দেখিতে পাইলাম না।

বীরপ্রধান বায়ুনন্দন হনুমান্ যখন দেব গন্ধর্ব্ব ও নাগকন্যাগণের মধ্যে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সীতাকে দেখিতে পাইলেন না, কেবল অন্যান্য প্রধানা যোষিদ্দিগকে অবলোকন করিলেন, তখন স্থানান্তরে অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত প্রস্থিত হইলেন। মারুতাত্মজ শ্রীমান্ হনুমান্ পানভূমি পরিত্যাগ করিয়া যত্নপূর্ব্বক সীতার অনুসন্ধানে পুনরায় উপক্রম করিলেন।

ইতি একাদশ সর্গ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ সর্গ।

রাক্ষসাধিপতির পুরমধ্যবর্ত্তী বায়ু তনয় কপিবর হনুমান্ সীতার দর্শন লালসায় উৎসুক হইয়া লতাগৃহ, নিশাকালের শয়নগৃহ এবং চিত্রপটে সুসজ্জিত গৃহ সকল অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত বিচরণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু সেই চারুদর্শনা সীতাকে কোথাও দেখিতে পাইলেন না।

অনন্তর তিনি রঘুনন্দন রামের প্রিয়পত্নীর অদর্শনে নিতান্ত চিন্তাকুলিত চিত্তে ভাবিতে লাগিলেন, যখন এত অনুসন্ধান করিয়াও সীতা দেবীর দর্শন পাইলাম না, তখন বোধ হয়, তিনি জীবিত নাই। অথবা পূর্ব্বতন পতিব্রতাদিগের আচরিত পরম পবিত্র পথে অবস্থিত সেই পতিব্রতা বালা স্বীয় পাতিব্রত্য ধর্ম্ম রক্ষণে তৎপরা হইলে এই প্রসিদ্ধ দুষ্টকর্ম্মা রাক্ষসপ্রবর রাবণ তাঁহাকে বিনাশ করিয়া থাকিবে। কিম্বা দীর্ঘাকার, ভীমদর্শন, তেজোবিহীন, বীভৎসাকার, ভয়ঙ্করানন, বিকৃতরূপ, রাক্ষসরাজের আজ্ঞাধীন রাক্ষসীদিগের অবলোকন করিয়া জনকদুহিতা সীতা ভয়ে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকিবেন।

হনুমান্ আরও ভাবিলেন, আমি অতিশয় পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কায় আসিলাম, কিন্তু বহুতর অন্বেষণেও সীতাকে দেখিতে না পাওয়ায় আমার সেই শ্রম বিফল হইল এবং আমি সুগ্রীবের নির্দ্দিষ্ট সুদীর্ঘ কালও প্রায় অতিবাহিত করিলাম; তবে এক্ষণে কি উপায়ে সুগ্রীবের নিকট গমন করি, কেননা, সেই বলবান্ বানরপতি সুগ্রীব এখনই আমার প্রতি সুতীক্ষ্ণ দণ্ডবিধান করিবেন। অপিচ রাক্ষসপতির অন্তঃপুরের প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কেবল রাক্ষসপত্নীদিগকে অবলোকন করিলাম, কিন্তু পতিব্রতা সীতা আমার নয়নপথে পতিত হইলেন না, সুতরাং আমার এই শ্রম ব্যর্থ হইল। সে যাহা হউক, আমি এক্ষণে যদি সেখানে গমন করি, তবে আমার সহচর বানরগণ সকলে মিলিত হইয়া মদীয় সম্মুখে আগমনপূর্ব্বক যখন জিজ্ঞাসা করিবে "হে বীর! সেখানে গিয়া কি কি কার্য্য করিয়া আসিলে, তাহা আমাদের নিকট ব্যক্ত কর?" আমি জনকনন্দিনীকে না দেখিয়া তখন তাহাদিগকে কি বলিয়া উত্তর প্রদান করিব! এবং বৃদ্ধ জাম্ববান্, অঙ্গদ ও অপরাপর বানরগণই বা আসিয়া আমাকে কি বলিবেন! হায়! এ অবস্থায় প্রত্যাগমন করা অপেক্ষা বানররাজের নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইলেই এই স্থানে আমার প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করা শ্রেয়।

হনুমান্ ক্ষণকাল চিন্তায় নিরুৎসাহ হইয়া পুনরায় উৎসাহ অবলম্বনপূর্ব্বক মনে মনে বলিতে লাগিলেন। উৎসাহেই উন্নতি লাভ হইয়া থাকে এবং উৎসাহই পরম সুখের আস্পদ; অতএব আমি ভগ্নোৎসাহ না হইয়া যে স্থানে তাঁহার অনুসন্ধান করি নাই, পুনর্ব্বার সেই স্থানে অন্বেষণ করিব। উৎসাহই মনুষ্যকে নিয়ত সকল কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে; মনুষ্য উৎসাহান্বিত হইয়া যে কর্ম্ম করে, তাহার সেই কার্য্য সফল হয়। অতএব উৎসাহসহকারে প্রগাঢ় যত্ন আশ্রয়পূর্ব্বক যে সকল স্থান আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই, সেই সকল স্থান অন্বেষণ করিব। মধুপানগৃহ, কেলিগৃহ, চিত্রশালা, পুষ্পোপহারে সুসজ্জিত গৃহ, উপবন ও গৃহের মধ্যগত রথ্যা এবং পুষ্পকপ্রভৃতি বিমানরাজি সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছি।

এইরূপ মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিয়া বানরপ্রধান হনুমান্ পুনর্ব্বার দেবতায়তন ভূমির অধোবর্ত্তিভবন ও নগরের অদূরবর্ত্তিসদন

সকল অনুসন্ধান করিতে উদ্যত হইলেন। কোথায় উৎপতন, কোথায় নিপতন কোথায় ক্ষণমাত্র অবস্থান, কোথায় পুনঃপুনঃ গমন করিয়া অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কোথায় দ্বার উদ্ঘাটন, কোথায় কপট সম্বরণ, গৃহে প্রবেশ, তথা হইতে নিষ্ক্রমণ, উন্নত স্থানে আরোহণ এবং নিম্ন স্থানে অবরোহণ, করিয়া সকল স্থানেই বিচরণ করিলেন। রাক্ষসপতির সমুদয় অন্তঃপুর এইরূপ অনুসন্ধান করিলেন যে, তাহার চারি অঙ্গুলি পরিমিত স্থানও অবশিষ্ট রহিল না।

হনুমান্ প্রাকারের অন্তর্ব্বর্ত্তি মন্ত্রি ও কুমারদিগের গৃহরাজি, বেদিকা, চৈত্যবৃক্ষাশ্রিত গহ্বর ও পুষ্করিণীপ্রভৃতি সকল স্থান অন্বেষণ করিয়া কেবল বিকৃত, বিরূপ ও বিবিধাকার রাক্ষসীদিগকে অবলোকন করিলেন; কিন্তু জনকদুহিতা সীতাকে কুত্রাপি দেখিতে পাইলেন না। অপ্রতিম রূপলাবণ্যসম্পন্না প্রধানা বিদ্যাধর পত্নীগণের মধ্যে অনুসন্ধান করিলেন, সেখানেও রামপ্রিয়ার দর্শন পাইলেন না এবং পূর্ণশশিসদৃশ সুন্দরবদনা রাবণের বিবাহিতা ও বলপূর্ব্বক আনীতা অবিবাহিতা বরবর্ণিনী নাগকন্যাদিগকে অবলোকন করিলেন, সেখানেও জনকদুহিতাকে দেখিতে পাইলেন না।

মহাবাহু বায়ুতনয় হনুমান্ অপরাপর প্রধান রামাগণের মধ্যে অন্বেষণ করিয়া যখন সীতাকে দেখিতে পাইলেন না, তখন অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন এবং প্রধান প্রধান বানরদিগের উদ্যোগ ও নিজের সমুদ্রলঙ্ঘন ব্যর্থ হইল বিবেচনা করিয়া পুনরায় চিন্তায় ব্যাকুল হইলেন। অনন্তর, বায়ুনন্দন হনুমান্, শোকে জ্ঞানশূন্য হইয়া একবার বিমান হইতে অবরোহণ, পুনরায় আরোহণপূর্ব্বক ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

ইতি দ্বাদশ সর্গ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ সর্গ।

বানরযূথপতি ত্বরস্বী হনুমান্ বিমান হইতে অবতরণপূর্ব্বক ইন্দ্রনীলমণি নির্ম্মিত প্রাকারে গমন করিয়া মেঘান্তর্গত বিদ্যুতের ন্যায় অধিকতর সৌন্দর্য্য লাভ করিলেন এবং বারম্বার রাক্ষসপতির গৃহসকল অনুসন্ধান করিয়া যখন বৈদেহীকে দেখিতে পাইলেন না, তখন আপনিই দুঃখিতচিত্তে বলিতে লাগিলেন, হায়! রামের প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিবার নিমিত্ত আমি লঙ্কা নগরী নিরন্তর ভ্রমণ করিলাম, তথাপি সেই শোভনাঙ্গী বিদেহ নন্দিনী সীতাকে দেখিতে পাইলাম না! অপিচ পল্বল, তড়াগ, সরোবর, হ্রদ, অনূপ ও বনবেষ্টিত নদী, দুরারোহ পর্ব্বত এবং সমুদায় বসুধাতল অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কোথায়ও জনকদুহিতার সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম না! গৃধ্ররাজ সম্পাতি বলিয়াছিলেন যে, সীতা রাক্ষসরাজ রাবণের এই আলয়ে বাস করিতেছেন, তবে কেন এত অনুসন্ধানেও তিনি আমার দৃষ্টি গোচর হইতেছেন না!

অনন্তর, হনুমান্ সংশয়িতচিত্তে নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া বলিতে লাগিলেন, রাবণ তাঁহাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া আনিয়াছে, বলিয়া কি তিনি ভয়ার্ত্ত হইয়া তাহার সেবা করিতেছেন? না, যখন মৈথিলী সুবিখ্যাত বিদেহরাজবংশে রাজর্ষি জনকের দুহিতা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তখন ইহা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। অথবা বোধ হয়, রাক্ষসপতি সীতাকে লইয়া দ্রুতবেগে আকাশমার্গে আসিবার সময় রামের বাণপ্রভাব স্মরণ করিয়া ভীত হইলে সীতা তৎক্ষণাৎ তাহার হস্ত হইতে পতিত হইয়া থাকিবেন। কিম্বা সিদ্ধচারণসেবিত শূন্যপথে হরণ করিয়া আনিবার সময় ভয়ঙ্কর সমুদ্র দর্শন করিয়া তাঁহার প্রাণ বহির্গত হইয়া থাকিবে। না হয়, সেই বিশালাক্ষী রাবণের গুরুতর বেগ ও বাহুদ্বারা পীড়িত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন। অথবা, রাবণ সাগরের অধিকতর উপরিভাগ দিয়া গমন করিতে থাকিলে, জনকনন্দিনী ভয়ার্ত্ত হইয়া সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছেন।

হনুমান্ সংশয় করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন, তিনি ত এরূপে কখনই প্রাণত্যাগ করেন নাই। বোধ হয়, সেই বন্ধুহীনা পতিব্রতা সীতা আপনার ধর্ম্ম রক্ষণে তৎপর হইলে সেই ক্ষুদ্রপ্রকৃতি রাবণ তাঁহাকে ভক্ষণ করিয়াছে। অথবা রাক্ষসপতির দুষ্টমতি পত্নীগণ সপত্নীবোধে ঈর্ষাবশতঃ সরলস্বভাবা ইন্দীবরনয়না সেই সীতাকে উদরসাৎ করিয়াছে। হয়ত রামভামিনী দুঃখিনী বৈদেহী পৌর্ণমাসীর চন্দ্রপ্রতিম, পদ্মপলাশ সদৃশ নেত্রসম্পন্ন, রামের মুখমণ্ডল স্মরণ করিয়া 'হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হা অযোধ্যা!' এইরূপ পুনঃ পুনঃ বিলাপ করিতে করিতে দেহ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। অথবা বোধ হয়, সেই বালা রাবণালয়ে রুদ্ধ হইয়া পিঞ্জরবদ্ধা শারিকার ন্যায় অতিশয় বিলাপ করিতেছেন; কারণ, সেই উৎপলপত্রসদৃশেক্ষণা সুমধ্যমা সীতা রামের পত্নী হইয়া এবং রাজর্ষি জনকের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কি প্রকারে রাক্ষসরাজের বশীভূতা হইবেন? সে যাহা হউক, রাম, ভার্য্যার প্রতি নিতান্ত প্রণয়াসক্ত; সুতরাং আমি এক্ষণে তাঁহার নিকট গমন করিয়া কি বলিব? তিনি জীবিত আছেন, তাঁহাকে আমি দেখিতে পাইলাম না, অথবা দেখিয়া আসিয়াছি; কিম্বা প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, ইহার কিছুই তাঁহার নিকট মিথ্যা করিয়া জানাইতে পারিব না। যদি বলি সীতার অনুসন্ধান করিয়া দর্শন পাইলাম না, তবে রাম জীবন্ বিসর্জ্জন দিবেন, আর যদি না দেখিয়া মিথ্যা করিয়া বলি যে, সীতার সাক্ষাৎ পাইয়াছি, তাহা হইলে প্রভুকে বঞ্চনা করা হইল, এক্ষণে আমার কি কর্ত্তব্য! এ উভয়ইত আমার দুরনুষ্ঠেয় বলিয়া বোধ হইতেছে।

হনুমান্ এইরূপ কর্ত্তব্যকার্য্যের নিরূপণ করিতে অক্ষম হইয়া রামের নিকট কি বলা উচিত, পুনরায় তাহারই বিবেচনা করিতে লাগিলেন। সীতার সংবাদ না লইয়া যদি আমি লঙ্কা পরিত্যাগপূর্ব্বক বানররাজ সুগ্রীবের রাজধানীতে গমন করি, তাহাতে আমার কি পুরুষার্থ প্রকাশ করা হইল? বরং মৎকৃত এই দুস্তর সমুদ্র লঙ্ঘন, লঙ্কায় প্রবেশ ও রাক্ষসদিগের দর্শন এ সমুদয় বিফল হইল। হায়! আমি কিষ্কিন্ধ্যায় গমন করিলে দশরথতনয় রাম ও লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীব ও অপর বানরগণ মিলিত হইয়া আমাকে কি বলিবে? আমি তথায় গমন করিয়া সীতার দর্শন পাই নাই; কাকুৎস্থ রামের নিকট যদি এই নিষ্ঠুর বাক্য বলি, তবে তিনি তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিবেন। এমন কি, অতি নিদারুণ, কঠোরতর, ইন্দ্রিয়ের সন্তাপপ্রদ, সীতার অদর্শন বাক্য শুনিতেও সক্ষম হইবেন না। জ্যেষ্ঠভ্রাতার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত পণ্ডিতপ্রবর লক্ষ্মণ তাঁহাকে কষ্টে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে দেখিলে তিনিও জীবন ধারণ করিতে পারিবেন না। অপিচ, রাম ও লক্ষ্মণ জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন শুনিয়া ভরতও প্রাণত্যাগ করিবেন। ভরত উপরত হইয়াছেন, শ্রবণ করিলে শত্রুঘ্নও জীবন ধারণ করিতে পারিবেন না। অনন্তর, কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রাপ্রভৃতি রাজমাতাগণ পুত্রদিগের অমঙ্গল সংবাদ শ্রবণ করিলে জীবন বিসর্জ্জন দিবেন সন্দেহ নাই।

অনন্তর, সত্যসন্ধায়ী কৃতজ্ঞ বানরাধিপতি সুগ্রীব রামের তাদৃশ অবস্থা অবলোকন করিলে নিশ্চই পঞ্চত্ব লাভ করিবেন। তৎপরে তাঁহার পত্নী পতিব্রতা রুমাও ভর্ত্তৃবিয়োগ শোকে সন্তপ্ত হইয়া জীবন ত্যাগ করিবেন। যখন শোককর্ষিতা রাজ্ঞী তারা ভর্ত্তার মরণজনিত শোকবশতঃ মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন; তখন তিনি ত কখনই জীবন ধারণে সক্ষম হইবেন না। অনন্তর, কুমার অঙ্গদ মাতা, পিতা ও পিতৃব্যের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে সন্তপ্ত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন। অপিচ, বনবাসী বানরগণ প্রতিপালক প্রভুর বিয়োগে অতিশয় অভিভূত হইয়া মস্তকে করাঘাত ও মুষ্টিপ্রহার করিবে। যশস্বী কপিনাথ বালী যাহাদিগকে বহুকালাবধি সান্ত্বনা বাক্য, ধন দান এবং সম্মানদ্বারা লালন করিয়াছিলেন; এক্ষণে তাদৃশ প্রভুর বংশ উচ্ছিন্ন হইলে সেই কৃতজ্ঞ বানরগণ নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ

করিবে। বানরশ্রেষ্ঠগণ কি বন, কি শৈল, কি গুহা, কোথাও যাইয়া সুখানুভব করিতে পারিবে না। অথবা তাহারা ভর্ত্তার বিয়োগে সন্তপ্ত হইয়া পুত্র কলত্র ও অমাত্যসহ শৈলাগ্রহইতে সম কি বিষম স্থানে পতিত হইবে। বিষভক্ষণ, অগ্নিপ্রবেশ, উদ্বন্ধন, উপবাস, কিম্বা শস্ত্রপ্রহার করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিবে; হায়! আমি কিষ্কিন্ধ্যায় গমন করিলে ঘোরতর ক্রন্দন ধ্বনি উত্থিত হইবে এবং ইক্ষ্বাকুবংশ ও বনবাসি বনচরগণের বিনাশ হইবে; অতএব আমি এখান হইতে কিষ্কিন্ধ্যানগরীতে যাইব না, এমন কি যদি আমি সীতার সংবাদ না লইয়া যাই, তবে সুগ্রীবের সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিতেও পারিব না।

হনুমান্ পুনর্ব্বার আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, আমি কিষ্কিন্ধ্যায় না যাইয়া যদি এই স্থানে অবস্থান করি, তবে সেই ধর্ম্মাত্মা মহারথ রাম, লক্ষ্মণ ও বেগবান্ বানরগণ আশায় জীবন ধারণ করিয়া থাকিবেন। পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধান করিয়াও যদি সীতার দর্শন না পাই, তবে যে সকল ফল মুখে বা হস্তে স্বয়ং পতিত হইবে, তৎফলভোজী ও সংযতেন্দ্রিয় হইয়া বৃক্ষমূল আশ্রয়পূর্ব্বক বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিব, কিম্বা নানাবিধ ফল মূল ও উদকপূর্ণ সমুদ্রকূল প্রদেশে চিতা নির্ম্মাণ করিয়া অরণিসম্ভূত প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবেশ করিব, অথবা প্রায়োপবেশনপূর্ব্বক যখন সূক্ষ্মশরীরি আত্মাকে দেহ হইতে বিয়োজিত করিব, তখন বায়স ও শ্বাপদগণ আমার শরীর ভক্ষণ করিবে। যদি জনকদুহিতাকে দেখিতে না পাই, তবে আমি নিশ্চয় সলিলমধ্যে প্রবেশ করিব; ইহাই ঋষিপ্রদর্শিত পথ বলিয়া আমার বোধ হয়। বিশেষতঃ উৎকৃষ্ট কার্য্য করিয়া যে কীর্ত্তি উপার্জ্জন করিয়াছি, অধুনা জনকদুহিতার অন্বেষণে অকৃতকার্য্য হওয়ায় আমি জীবিত থাকিতেই আমার সেই যশস্বিনী মনোরমা কীর্ত্তিমালার চিরকালের জন্য বিলোপ হইতেছে। বরং যতেন্দ্রিয় ও বৃক্ষমূলবাসী হইয়া তপস্বী হইব, তথাপি অসিতনয়না সীতার সন্ধান না লইয়া এস্থান হইতে কখনই প্রতিগমন করিতে পারিব না। যদি সীতার অদর্শন বার্ত্তা লইয়া প্রতিগমন করি, তবে অঙ্গদ বানরগণ সহ তৎক্ষণাৎ জীবন ত্যাগ করিবেন এবং আমি জীবন বিসর্জ্জন করিলেও নানাপ্রকার দোষ উপস্থিত হইতে পারে; জীবিত থাকিলে অনেক শুভকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারা যায়; অতএব জীবন নষ্ট না করিয়া আমি প্রাণধারণ করিব; তাহা হইলে কখন না কখন সুখসম্ভোগ হইতে পারিবে সন্দেহ নাই। বানরপ্রধান হনুমান্ মনে মনে এইরূপ বহুবিধ দুঃখ করিয়া তৎকালে শোকের পার প্রাপ্ত হইলেন না।

অনন্তর, ধৈর্য্যশালী বানরপ্রধান হনুমান্ চিন্তা করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, ভাল, সীতার ত সন্ধান হইলই না! অতএব কি বীর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক মহাবল দশগ্রীব রাবণের বধসাধন করিব? এক্ষণে তাহাহইলে বিলক্ষণ বৈরনির্যাতন করা হইবে, সন্দেহ নাই; অথবা যেমন রুদ্র সমীপে পশুগণকে উপহার প্রদান করে তদ্রূপ ইহাকেও সাগরের উপরি বারম্বার নিক্ষেপ করতঃ রামের নিকট লইয়া উপহার দিব। কপিবর হনুমান্ এইরূপ চিন্তা ও শোকে অধৈর্য্য এবং সীতার অদর্শনে হতাশ্বাস হইয়া পুনরায় ভাবিতে লাগিলেন, যে পর্য্যন্ত যশস্বিনী রামপ্রিয়া সীতার দর্শন না পাই, তাবৎ এই লঙ্কাপুরী বারম্বার পর্য্যটন করিব, অথবা আমার আর এখানে কাল বিলম্ব করা বিধেয় নহে; কেন না, সম্পাতির পক্ষ প্ররোহ হইলে সে রামের নিকট গমন করিয়া বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিবে; আর যদি অগ্রে যাইয়া তাহার বাক্যে দৃঢ়তর বিশ্বাসপূর্ব্বক রামকে এখানে আনয়ন করি, তাহা হইলেও তিনি যখন রাবণ বধ করিয়া সীতার দর্শন না পাইবেন, তখন নিশ্চয়ই বানরদিগকে বিনাশ করিয়া ফেলিবেন। হায়! আমার নিমিত্ত সেই বানরগণ পঞ্চত্ব লাভ করিবে; অতএব আহার ও ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া এই খানেই বাস করিব।

অনন্তর, রাক্ষসকুলের শোকবর্দ্ধন হনুমান্ অশোক বনের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, এই ত সুদীর্ঘ বৃক্ষগণপরিবৃত বৃহৎ

অশোক বন দৃষ্টিগোচর হইতেছে; কৈ ইহার মধ্যে ত আমি অনুসন্ধান করি নাই! অতএব বসুগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, মরুদ্গণ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে নমস্কার করিয়া এই বন-মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক অন্বেষণ করি; কিন্তু ইক্ষ্বাকুকুলনন্দিনী সীতাদেবীর যদি দর্শন পাই, তবে রাক্ষসদিগকে পরাজয় করিয়া, তপস্যায় সিদ্ধিলাভেরন্যায় তাঁহাকে লইয়া রামের নিকটে সমর্পণ করিব। এইরূপ মুহূর্ত্তমাত্র ধ্যান করিয়া তাঁহার হৃদয় চিন্তায় ব্যাকুল হইল। তদনন্তর, মহাবাহু বায়ুতনয় রাম, লক্ষ্মণ জনকদুহিতা, রুদ্র, ইন্দ্র, যম, অনিল, চন্দ্র, অগ্নি, মরুদ্গণ এবং সুগ্রীবকে নমস্কার করিলেন। তৎপরে দিক্ সকল সবিশেষ পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক অশোক বনের অভিমুখে গমন করিলেন।

বায়ুনন্দন অশোক বনে প্রবেশ করিয়া মনে মনে কর্ত্তব্য কার্য্যের অবধারণ করিবার নিমিত্ত ভাবিতে লাগিলেন। বলিলেন, এই পুণ্যভূমি অশোক বনী বহু কাননে পরিবৃত হইলেও যখন তত্রত্য বৃক্ষ সমূহের মূল খনন প্রভৃতি সংস্কার কার্য্য উত্তমরূপে দৃষ্ট হইতেছে, তখন বোধ হয় রাক্ষসগণ ইহার রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত আছে সন্দেহ নাই; এমন কি ভগবান্ বিশ্বাত্মা বায়ুও অতি প্রবল বেগে এখানে প্রবাহিত হইতেছেন না; অতএব রাবণের অগোচরে রামের কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত আমি এই শরীর সঙ্কোচ করিলাম, কিন্তু ঋষিগণ ও দেবতাগণ আমার মঙ্গল বিধান করুন্। স্বয়ম্ভু ভগবান্ ব্রহ্মা, অগ্নি, বায়ু, বজ্রধারী ইন্দ্র, পাশহস্ত বরুণ, চন্দ্র, সূর্য্য, মহাত্মা অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদ্গণ, ঋষিগণ, ভূতগণ এবং যিনি ভূত-গণেরও অধিপতি, তাঁহারা সকলে আমার কার্য্য সফল করুন্। অপিচ যাঁহারা অদৃশ্যভাবে থাকিয়া পথে বিচরণ করিতেছেন, তাঁহারাও আমার দুরূহ কার্য্যের সফলতা সম্পাদন করুন্। হায়! সেই ঈষৎ হাস্যযুক্ত নির্ম্মল তারাপতির ন্যায় দ্যুতিসম্পন্ন, সীতার সুনির্ম্মল বদনমণ্ডল কবে নিরীক্ষণ করিব? তাঁহার নাসিকা উন্নত, দন্তাবলি পাণ্ডরবর্ণ, লোচন পদ্মপত্রের ন্যায় বিশাল। ক্ষুদ্র প্রকৃতি হীনজাতি নৃশংস মূর্ত্তি রাবণ সুদারুণ ছদ্মবেশ ধারণপূর্ব্বক প্রবল বল সহকারে সেই অবলারে অভিভূত করিয়া কোথায় রহিয়াছে? হায়! সেই পতিব্রতা সীতাদেবীকে আমি কি প্রকারে নয়নগোচর করিব।

ইতি ত্রয়োদশ সর্গ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ সর্গ।

অনন্তর বীর্য্যবান্ বায়ুনন্দন মুহূর্ত্তমাত্র অভিনিবেশপূর্ব্বক চিন্তা করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্যের অবধারণ করিলেন। তৎপরে মনে মনে সীতাদেবীর ধ্যান করিয়া রাবণালয়ের উচ্চতর প্রাকার হইতে উল্লম্ফনপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়া অপেক্ষাকৃত নিম্ন প্রাকারে আগমন করিলেন। সেই বানরবর তথায় অবস্থানপূর্ব্বক বসন্ত প্রভৃতি সকল ঋতুতেই যে যে বৃক্ষের পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে, সেই সেই বিকশিত পুষ্পসমন্বিত নানা জাতীয় বৃক্ষশ্রেণী অবলোকন করিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন এবং পুষ্পিত শাল, অশোক, চম্পক, ভব্য অর্থাৎ চালতা, নাগকেশর, উদ্দালক, কপিমুখাকৃতি ফলযুক্ত চূতবৃক্ষ এবং সেই আম্রবণ সমাকুল শত শত লতায় পরিবৃত বৃক্ষবটিকা নিরীক্ষণ করিয়াই রামবাহু বিমুক্ত নারাচের ন্যায় অতি দ্রুততর বেগে লম্ফ প্রদান করিলেন।

সেই বলবান্ কপিবর বৃক্ষবাটিকায় প্রবেশ করিয়া তাহার বিচিত্র শোভা দর্শন করিতে লাগিলেন। তাহার সকল স্থান সুবর্ণ ও রজতময় কারুকার্য্যের চিত্রিত পাদপাবলি, মৃগযূথ, বিহগকুল ও কানন সকলে পরিবৃত এবং চিত্রিত শোভায় শোভিত; তত্রত্য বৃক্ষ-রাজি সুদৃশ্য, তাহাতে নানা জাতীয় বিহঙ্গম-গণের শ্রবণসুখকর শব্দ সমুত্থিত হইতেছে। নানা জাতীয় পুষ্পপ্রভায় জ্যোতিষ্মান্ হইয়া স্থলটি যেন আদিত্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। তাহার চতুর্দ্দিকে ফলপুষ্পশোভি নানাপ্রকার বৃক্ষরাজি; তাহাতে মত্ত কোকিল ও ভৃঙ্গগণ নিয়ত বিরাজমান রহিয়াছে। মদমত্ত মৃগযূথ, বিবিধ বিহগকুল ও মানবগণ হৃষ্টচিত্তে তাহাতে

চরণ করিতেছে এবং মত্ত ময়ূরগণ কেকারবে প্রতিধ্বনি করিতেছে।

অনন্তর বানরবর হনুমান্ অনিন্দ্যরূপা বিপুল নিতম্বা সেই রাজনন্দিনী সীতার অন্বেষণ করিতে থাকিলে সুখ প্রসুপ্ত বিহগগণ প্রবোধিত হইয়া উড্ডীয়মান হইল; তাহাদের পক্ষসমাহত বায়ুদ্বারা আহত হইয়া বৃক্ষগণ শ্বেত, রক্ত, কৃষ্ণ, পীত প্রভৃতি নানাবর্ণ ও নানাবিধ পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিল। তৎকালে বায়ুনন্দন হনুমান্ অশোক বনমধ্যে পুষ্প সমূহে সমাচ্ছন্ন হইয়া পুষ্পময় গিরির ন্যায় বিরাজমান হইলেন। প্রাণিগণ তাঁহাকে তদবস্থায় চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতে দেখিয়া সাক্ষাৎ বসন্ত বলিয়া বোধ করিয়াছিল। তত্রত্য বসুমতী বৃক্ষ হইতে পতিত নানাজাতি পুষ্পে আকীর্ণ হইয়া বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিতা প্রমদার ন্যায় শোভমান হইলেন। বীর্য্যবান্ বানরবর বেগভরে বারম্বার বৃক্ষ সকল কম্পিত করিতে থাকিলে তাহারা তখন কুসুমরাশি বিসর্জ্জন করিতে লাগিল এবং বানরের বলসহকারে বৃক্ষরাজির পত্র, ফল, পুষ্প ও অগ্রভাগ ভগ্ন হইয়া পতিত হইলে অক্ষক্রীড়ক যেমন ক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া বস্ত্র ও আভরণ বিক্ষেপপূর্ব্বক অবস্থিত হয়, তদ্রূপ তাহারা শোভা পাইতে লাগিল। সেই সেই ফলশালী শ্রেষ্ঠ পাদপগণ বানরের বেগভরে কম্পিত হইয়া অজস্রপুষ্প, পত্র ও ফল মোচন করিতে লাগিল। সেই ভগ্নশাখ তরুগণ মারুতির পদভরে আলোড়িত হইয়া কেবল স্কন্ধ মাত্রের আশ্রয় হইল; বিহগগণ তৎপূর্ব্বেই দূরে পলায়ন করিয়াছিল, এক্ষণে ছায়াভিলাষী প্রাণিপুঞ্জেরও অসেব্য হইল। আলুলায়িতকেশা বিলেপনরঞ্জিতদেহা যুবতী ওষ্ঠ চুম্বিত ও আনন্দিত হইয়া যেমন দন্ত ও নখর দ্বারা ক্ষত বিক্ষত হয়, তদ্রূপ সেই হনুমানের লাঙ্গুল, হস্ত ও চরণ প্রহারে বন ও পাদপ সকল ভগ্ন ও মর্দ্দিত হওয়ায় অশোক অরণ্যানী শ্রীহীনার ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইল। হনুমান্ বলপূর্ব্বক প্রচণ্ড বায়ুবেগে বিচ্ছিন্ন মেঘরাশির ন্যায় বৃহৎ বৃহৎ লতাজাল ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর, কপিবর হনুমান্ তত্রত্য ভূবিভাগে বিচরণ করিতে করিতে স্বর্ণময়, রজতময়, মণিময়, মনোহর ভূমি নয়নগোচর করিলেন। তাহাতে দীর্ঘিকা সকল বিবিধাকারে খোদিত, তাহার সোপানশ্রেণী পর্য্যায়ক্রমে মহামূল্য রত্নদ্বারা নির্ম্মিত, আভ্যন্তরীণ কুট্টিম স্ফটিক প্রস্তরে রচিত, বারি নির্ম্মল ও সুস্বাদু এবং মুক্তা ও প্রবালই সিকতা; তাহার তীরস্থ কাঞ্চনময় বিচিত্র তরুগণ অদ্ভুত সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিতেছে; তাহাতে পদ্ম ও উৎপলবন বিকশিত হইয়া রহিয়াছে। চক্রবাক, দাত্যূহ, হংস, সারস প্রভৃতি পক্ষিকুল নিনাদ করিতেছে; উহার চতুর্দ্দিকে সুদীর্ঘ সরিৎ; তদীয় তীরে দ্রুমরাজি বিরাজমান এবং সলিল অমৃতের ন্যায় স্বাদু ও স্বচ্ছ; তাহাতে শত শত লতাদল অবনত হইয়া পড়িয়াছে; তৎ সংযোগে দীর্ঘিকার জলও অতি রমণীয় হইয়াছে। উহার তীরস্থ কাননে সন্তান কুসুম দ্রুমনিচয় বিরাজমান এবং মধ্যে মধ্যে করবীর পুষ্প ও বিবিধ গুল্মাদি শোভা পাইতেছে।

তদনন্তর, কপিবর হনুমান্ জলধরপ্রতিম অতিরমণীয় এক পর্ব্বত দেখিতে পাইলেন। উহার শিখর অতিশয় উন্নত; কূট সকল মনোরম ও আশ্চর্য্য দর্শন; সকল স্থানই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কূটগৃহ ও শিলাগৃহে সুসজ্জিত এবং চতুর্দ্দিকে নানাজাতীয় বৃক্ষরাজি পরিবৃত। অপিচ, জগতীতলে যত সুন্দর বস্তু আছে, উহা তদপেক্ষা অধিকতর সৌন্দর্য্যশালী; ঐ শৈলশিখর হইতে এক নদী প্রবাহিত হইতেছে। বোধহয় যেন প্রণয়িনী ক্রোধভরে প্রিয়তমের অঙ্ক পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে শয়ন করিয়াছে। মানিনী কামিনী কোপ সহকারে স্বামীর নিকট হইতে অন্যত্র গমনেচ্ছা প্রকাশ করিলে যেমন প্রিয়সখীগণ তাহাকে নিবারণ করে, তৎতীরস্থ তরুগণের শাখা সকল জলে পতিত হওয়ায় সেই ভাব প্রকাশ হইতেছে। প্রিয়পত্নী কান্ত প্রতি প্রসন্ন হইয়া পুনরায় যেমন ফিরিয়া আইসে, তদ্রূপ ঐ নদী বৃক্ষ শাখার অভিঘাত লাগিয়া আবর্ত্তচ্ছলে ঘুরিয়া আসিতেছে।

অনন্তর, বায়ুতনয় কপিশার্দ্দূল হনুমান্ সেই গিরিবরের অদূরে নানাজাতি পক্ষিকুল-সমাচ্ছন্ন পদ্মদামসুশোভিত এক সরোবর এবং একটি কৃত্রিম দীর্ঘিকা নয়নগোচর করিলেন। উহার বারি সুশীতল; সোপান-পংক্তি মণিময়; মুক্তাই সিকতা; চতুর্দ্দিকে বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিত সুদীর্ঘ প্রাসাদমালা; সকল স্থানেই কৃত্রিম কানন পংক্তি এবং আশ্চর্য্য দর্শন বিচিত্র উপবন সকল বিরাজমান, তাহাতে নানাজাতি মৃগযূথ বিচরণ করিতেছে। তথায় যে সকল পাদপশ্রেণী ছিল, তাহাদের আকার ছত্রের ন্যায় সুদৃশ্য; ফল ও পুষ্পে সুশোভিত; মূলপ্রদেশে রজতাদি নানা জাতি ধাতুনির্ম্মিত বেদিকা ও তৎপার্শ্বে সুবর্ণময় বেদিকা সকল শোভা পাইতেছিল। পরে কপিবর হনুমান্ কাঞ্চনসবর্ণ এক শিংশপা বৃক্ষ দৃষ্টিগোচর করিলেন। উহার শাখাপ্রশাখা সকল বহুতর পত্রাবলি পরিবৃত এবং সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লতাতন্তুদ্বারা জড়িত; মূলপ্রদেশে হেমময় বেদিকায় অলঙ্কৃত। তিনি উহা দেখিয়া ভূবিভাগ, প্রস্রবণ এবং অগ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল সুবর্ণ বর্ণ অপরাপর নানা জাতীয় বৃক্ষ অবলোকন করিলেন। সুমেরুর জ্যোতিঃ সংস্পর্শে সূর্য্যদেব যেমন অতিশয় উজ্জ্বল ভাব ধারণ করেন, তখন বীরবর হনুমান্ তদ্রূপ সেই তরুগণের প্রভায় আপনার দেহ সর্ব্বতোভাবে সুবর্ণ বর্ণ হইল দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। অপিচ সেই কাঞ্চনপ্রভ তরুবৃন্দ বায়ুবেগে কম্পিত হইতে থাকিলে, শত শত কিঙ্কিণী সদৃশ শব্দসমূহে ঝন্ ঝন্ নিনাদ হইতেছে এবং তাহার অগ্রভাগ কিসলয় ও পুষ্পসমূহে সুশোভিত হইয়া মনোহর হইয়াছে দেখিয়া হনুমান্ অধিকতর বিস্মিত হইলেন।

তদনন্তর; মহাবেগবান্ হনুমান্ পূর্ব্বোক্ত পত্রাবলী সংচ্ছন্ন শিংশপা বৃক্ষে আরোহণ করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, বৈদেহী গাঢ়তর দুঃখে নিমগ্ন হইয়া রামের দর্শন লালসায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে স্বেচ্ছানুসারে এখানে আসিতে পারেন, তাহা হইলেই তাঁহার দর্শন পাইব। দুরাত্মা রাক্ষসরাজের এই অশোক বন অতীব রমণীয়; চন্দন, চম্পক, বকুল প্রভৃতি তরুবৃন্দ নিরন্তর ইহার সৌন্দর্য্যসম্পাদন করিতেছে এবং দ্বিজকুল বিরাজিত নলিনীবনসমাচ্ছন্ন এই সরোবর আরও অধিকতর সৌন্দর্য্য সম্পন্ন; তিনিও রাজমহিষী এবং রাজদুহিতা; এ সকল রমণীয় বস্তু তাঁহারই উপভোগের যোগ্য; অতএব বোধ হয়, তিনি অবশ্যই এস্থলে আগমন করিতে পারেন। সেই রাজমহিষী জানকী রঘুকুলতিলক রামের সতত প্রিয়পাত্রী এবং বনসঞ্চরণেও নিপুণা; অতএব রামবিরহে অধৈর্য্য হইয়া এস্থানে আসিবেন সন্দেহ নাই। অথবা সেই মৃগনয়না সীতা এই অশোকারণ্যের বৃত্তান্ত বিশেষ অবগত আছেন, সুতরাং রামচিন্তায় কাতর হইয়া অদ্য এখানে আসিতে পারেন, কিম্বা বামলোচনা সীতা নিয়ত বনে বিচরণ করিতে ভাল বাসেন বলিয়া বোধ হয় রামের শোকে অতীব সন্তপ্ত হইলেই সতত এস্থানে আগমন করিয়া থাকেন। অপিচ রামের দয়িতা ভার্য্যা বিদেহদুহিতা পতিব্রতা সীতা পূর্ব্বে বনবাসি পশু পক্ষিদিগের সহিত বাস করিতে নিয়ত অভিলাষ করিতেন, সে জন্যও এখানে আসিতে পারেন; অথবা যদি সেই বরারোহা শ্যামলক্ষণান্বিতা জানকী প্রাতঃসন্ধ্যার সময় উপস্থিত হইয়াছে জানিতে পারেন, তবে সন্ধ্যাবন্দনের নিমিত্ত এই সুনির্ম্মল সলিলসম্পন্না সরিতে অবশ্য আগমন করিবেন। একে ত রাজেন্দ্র রামের ভার্য্যা; বিশেষতঃ যাঁহাকে পতিব্রতা বলিয়া সকলে প্রশংসা করে, এই অশোকবনিকা তাঁহারই বাসের উপযুক্ত; অতএব সেই নিশাকরনিভাননা সীতা যদি জীবিতা থাকেন, তবে এই শীতলসলিলা নদীতে আগমন করিবেন সন্দেহ নাই।

মহাত্মা হনুমান্ এইরূপ স্থির করিয়া নরপতি রামের প্রিয়পত্নীর প্রতীক্ষায় শিংশপা-তরুর উপরি নিবিড় পত্র ও কুসুমমধ্যে বিলীন ভাবে অবস্থান করতঃ সকল দিক্ অবলোকন করিতে লাগিলেন।

ইতি চতুর্দ্দশ সর্গ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ সর্গ।

অনন্তর, হনুমান্ শিংশপা তরুমধ্যে গুপ্তভাবে অবস্থানপূর্ব্বক মৈথিলীর অন্বেষণেচ্ছু হইয়া ইতস্ততঃ অবলোকন করিতে লাগিলেন। তৎপরে অবহিত হইয়া বিশেষ অনুধাবনপূর্ব্বক সমস্ত অশোক বন নিরীক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তত্রত্য রমণীয় তরুগণ সকল ঋতুতেই কুসুম প্রসব করিয়া সর্ব্বদা ফলভরে অবনত থাকে; উহার সকল স্থানই হর্ম্ম্য ও প্রাসাদমালায় সমাচ্ছন্ন, সুসজ্জিত ও মনোহর গন্ধে আমোদিত; পাদপশ্রেণী সন্তানকলতায় আবৃত হইয়া অতিশয় শোভা বিকাশ করিতেছে; কোথায় মৃগ পক্ষিগণ বিচরণ করিতেছে; কোথায় কোকিলকুলের মনোহর নিস্বন; কোথায় কাঞ্চনসবর্ণ উৎপল ও কমলকুল সুশোভিত দীর্ঘিকা; স্থানে স্থানে দ্বিতল ত্রিতল প্রভৃতি গৃহ সকল বিরাজমান রহিয়াছে; তাহাতে বহুতর আসন ও আস্তরণ পাতিত। নন্দনপ্রতিম ঐ অশোক কানন পুষ্পিত অশোকবৃন্দের রক্তিম আভায় সূর্য্যোদয় কালীন প্রভার ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া যেন প্রজ্জ্বলিত হইতেছে।

অনন্তর, হনুমান্ শিংশপা তরুশাখায় থাকিয়া দেখিলেন যে, বিচিত্র বর্ণ শত শত বিহগগণ উড্ডীয়মান হইয়া তত্রত্য বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট হইলে বিটপশ্রেণী একেবারে আচ্ছাদিত হইয়া গেল। তৎকালে বিকশিত কুসুমনিকর উহাদের ভূষণরূপে প্রতীয়মান হইতে লাগিল। আমূলাগ্র প্রস্ফুটিত পুষ্পসমূহে সুশোভিত শোকনাশক অশোক, কুসুমিত কর্ণিকার এবং কিংশুক প্রভৃতি তরুগণ পুষ্পভারে নিতান্ত অবনত হইয়া যেন ভূতল স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে। তদীয় কুসুমপ্রভায় ঐ বনস্থলী যেন প্রদীপ্ত হইয়াছে; পুন্নাগ সপ্তপর্ণ, চম্পক ও উদ্দালক প্রভৃতি বহুতর বৃহৎ মূল পুষ্পিত পাদপগণ শোভা পাইতেছে। তথায় সহস্র সহস্র অশোক তরুবৃন্দ বিরাজমান রহিয়াছে; কতকগুলির বর্ণ সুবর্ণ সদৃশ; কতকগুলির প্রভা অগ্নিশিখার ন্যায় উজ্জ্বল; কতকগুলির বর্ণ নীল অঞ্জন প্রতিম।

অনন্তর, কপিবর হনুমান্ দেবেন্দ্রোদ্যান নন্দনের ন্যায় আনন্দবর্দ্ধন, কুবের ভবনের ন্যায় বিচিত্র, মনোহর এক উদ্যান নয়নগোচর করিলেন। উহা রমণীয়তর সৌন্দর্য্যদ্বারা যেন নন্দন ও চৈত্ররথ কাননের শোভাকে পরাস্ত করিয়া অবস্থিত রহিয়াছে। পুষ্পসকল বিকশিত হওয়ায় তারাগণসমাচ্ছন্ন দ্বিতীয় আকাশ ও শত শত রত্নসমাকীর্ণ পঞ্চম সাগরের ন্যায় শোভা পাইতেছে। যাহারা সকল ঋতুতেই কুসুম প্রসব করে, তাদৃশ মধুগন্ধসমন্বিত পাদপশ্রেণী বিরাজিত রহিয়াছে। মৃগ ও পক্ষিদিগের নানাবিধ মনোহর কূজন শব্দ প্রতি ধ্বনিত হইতেছে। সেস্থলে অনেক প্রকার মনোহর সুগন্ধনিবহ বিকীর্ণ হইতে থাকায় উহা যেন শিখরিশ্রেষ্ঠ দ্বিতীয় গন্ধমাদনের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল; অধিক কি, উহার শোভা চিন্তারও অগোচর। ইত্যবসরে বানর প্রধান বায়ুতনয় অশোক বনের অদূরে প্রতিষ্ঠিত সহস্র সহস্র স্তম্ভের উপরি গোলাকারে নির্ম্মিত কৈলাসশিখরসদৃশ পাণ্ডর বর্ণ অত্যুন্নত এক প্রাসাদ দেখিতে পাইলেন। তাহার সোপানশ্রেণী প্রবালদ্বারা রচিত; বেদিকা সকল বিশুদ্ধ হেমনির্ম্মিত সুনির্ম্মল তেজঃপ্রভাবে বিদ্যোতিত হইয়া যেন চক্ষুর জ্যোতি তিরোহিত করিতেছে এবং এত উন্নত যেন আকাশ স্পর্শ করিতেছে।

অনন্তর, পবননন্দন দূর হইতে নিরীক্ষণপূর্ব্বক দেখিলেন যে, সীতা উপবাসবশতঃ শুক্লপক্ষীয় বিমল প্রতিপচ্চন্দ্ররেখার ন্যায় ক্ষীণ হইয়া রাক্ষসীদিগের মধ্যে মলিনবেশে ঐ প্রাসাদের মূলদেশে অবস্থানপূর্ব্বক দীনভাবে পুনঃপুনঃ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। ধূমজালসমাচ্ছন্ন অগ্নিশিখার ন্যায় তাঁহার রুচির কান্তি দুর্লক্ষ্য হইয়াছে। তিনি পীতবর্ণ জীর্ণ একমাত্র বসন পরিধান করিয়া অলঙ্কাররহিত হওয়ায় কমলবিরহিতা মলিনা কমলিনীর ন্যায় শ্রীহীন হইয়াছেন। সেই পতিব্রতা দুঃখার্তিশয্যানিবন্ধন অতিশয় ক্ষীণ হইয়া কেতুগ্রহাবিষ্টা রোহিণীর ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন। শোক ও চিন্তা বশতঃ নিয়ত দুঃখভোগে নিতান্ত কাতর হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার নেত্র হইতে

অজস্র অশ্রধারা বিগলিত হইতেছে; বিশেষতঃ আপনার সহায়ভূত প্রণয়াস্পদ রাম ও লক্ষ্মণকে নিকটে দেখিতে না পাইয়া কেবল রাক্ষসীদিগকে অবলোকন করিয়া শ্বগণ পরিবৃতা মৃগীর ন্যায় ত্রস্ত ও ব্যাকুল হইয়াছেন। নীলনাগসমদ্যুতি একমাত্র বেণী জঘনতল স্পর্শ করায়, বর্ষাপগম সময়ে নীলবর্ণ বনরাজি সুশোভিত ভূমির ন্যায় শোভা পাইতেছেন। তিনি চিরকাল সুখসম্ভোগ করিয়াছেন, কখন বিপদের মুখাবলোকন করেন নাই, সুতরাং সেই বিশালনয়না দুঃখাতিশয্য বশতঃ অতীব মলিন ও কৃশ হইয়াছেন দেখিয়া কপিবর যুক্তিযুক্ত কারণ প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাকে সীতা বলিয়া তর্কদ্বারা মীমাংসা করিতে লাগিলেন বলিলেন, সেই কামরূপি রাক্ষস যখন ইহাঁকে হরণ করিয়া লইয়া আইসে, তখন যেপ্রকার রূপলাবণ্য দেখিয়াছিলাম, এক্ষণেও তদনুরূপ দেখিতেছি। বদনমণ্ডল চন্দ্রমার ন্যায় মনোরম, অক্ষিযুগল কমল পলাশের ন্যায় বিশাল ও আয়ত এবং মৃগশাবকসদৃশ মনোহর; ভ্রূযুগল সুদীর্ঘ ও সূক্ষ্মাগ্রভাগ পক্ষ্ম সকল কৃষ্ণবর্ণ ও বক্র, ওষ্ঠ বিম্বফল তুল্য রক্ত বর্ণ; কণ্ঠদেশ ইন্দ্রনীল মণিময় হারপ্রভায় নীলবর্ণ; উহার পয়োধর গোলাকার, আয়ত, ঈষৎ উন্নত ও সুগঠিত; কটিদেশ ক্ষীণ ও মনোহর, সকল অবয়বই সুন্দর ও সুচারুভাবে সংযোজিত; অধিক কি দেহমাত্রই সুদৃশ্য। যিনি পূর্ব্বে কামপ্রিয়া রতির ন্যায় স্বীয় সৌন্দর্য্য দ্বারা দিক্ চক্রের অন্ধকার বিনাশ করিতেন এবং পৌর্ণমাস শশাঙ্ক কান্তির ন্যায় প্রজাপুঞ্জের আনন্দবর্দ্ধন ছিলেন, তিনিই এক্ষণে নিয়মব্রতা তাপসীর ন্যায় ভূতলে আসীন হইয়া ভুজগরাজ বধূ সদৃশ মুহুর্মুহু নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন এবং ধূমজাল সমাচ্ছন্ন অগ্নি শিখা, সন্দেহান্বিতা বুদ্ধি, অন্যায়াপহৃতা ধন সম্পত্তি, নাস্তিক্য বুদ্ধিদ্বারা অপহতা শ্রদ্ধা, অভিলষিত বিষয়ের অপ্রাপ্তি নিবন্ধন প্রতিহতা আশা, বিঘ্নরাশিপূর্ণা সিদ্ধি, কলুষীকৃত বুদ্ধি, মিথ্যাপবাদে নিপতিতা কীর্ত্তি যেমন নিষ্প্রভ হয়, তদ্রূপ সুমহৎ শোকজালে সমাহত হইয়া প্রতিভা শূন্যা হইয়াছেন। সেই অবলা সী রামসেবায় বঞ্চিতা, রাক্ষসগণকর্তৃক নিগৃহী ও ব্যথিতা, সুতরাং বাষ্পপূর্ণমুখী হইয়া ই স্ততঃ নিরীক্ষণপূর্ব্বক বিষণ্ণ বদনে মুহুর্ম নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। ইহাঁর প্রত্যঙ্গ ভূষণার্হ হইলেও অলঙ্কার রহিত মালিন্যে সমাচ্ছন্ন হওয়ায় কৃষ্ণবর্ণ মেঘাচ্ছ চন্দ্রপ্রভা ও অনভ্যাস নিবন্ধন প্রতিভা হী বিদ্যার ন্যায় হীনপ্রভ হইয়াছে। প্রকার সীতার মলিনরূপ অবলোকনপূর্ব 'ইনি সীতা' ইহা স্থির করিতে অক্ষম হই হনুমানের বুদ্ধি সংশয়িত হইল।

অনন্তর হনুমান্ ব্যাকরণ সংস্কার বিহী বাক্যের বিবক্ষিতাতিরিক্ত অর্থ যেমন বহু যত্নসহকারে আবিষ্কৃত হয়, তদ্রূপ তাঁহা স্নানানুলেপন প্রভৃতি সংস্কার ও ভূষণহী দেখিয়া অনেক কষ্টে সীতা বোধ বলিয়া ক লেন। অপিচ সেই অনিন্দ্যরূপা বিশালনয় রাজকুমারীকে অবলোকন করিয়া 'ইনিই সী ইহা নিশ্চিত কারণ দ্বারা প্রতিপন্ন কর নিমিত্ত বিতর্ক করিতে লাগিলেন। কা রাম, মারুতির আগমন সময়ে বৈদেহীর সকল আভরণের নাম কীর্ত্তন করিয়াছিলে তিনি বৈদেহীর অঙ্গে তাহাই লক্ষ্য করিলে তাঁহার শ্রুতিমূলে সুনির্ম্মিত কুণ্ডলযুগল ঠিত ত্রিকর্ণকার নাম কর্ণাভরণ ও হস্তে বি খচিত মণিময় আভরণ চিরকাল যথাস্থ সংসক্ত থাকিয়া মলিন বর্ণ হইয়াছে।

হনুমান্ কহিলেন, রাম যে সকল ভূষা নাম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, ইহা তাহাই হইতেছে। যাহা ঋষ্যমূক পর্ব্বতে নিক্ষি হইয়াছিল, তাহাই কেবল লক্ষিত হইতেছে আর যাহা নিক্ষেপ করেন নাই, তাহাই কে ইহাঁর অঙ্গে শোভা পাইতেছে। সুবর্ণময় রচিত পীতবর্ণ পবিত্র উত্তরীয় বসন য স্খলিত ও পতিত হইয়া বক্ষঃসংলগ্ন হয় এ ইনি চীৎকার শব্দে রোদন করিতে করি উৎকৃষ্টতম ভূষণ যখন ধরণীতলে নিক্ষে করেন, তৎকালে মদীয় অনুচর বানরগণ উ নিরীক্ষণ করিয়াছিল। অপিচ এই অস্থর

বসন বহুদিবস পরিহিত বলিয়া অতীব জীর্ণ হইয়াছে, তথাপি সেই পীতরাগ প্রচ্যুত হয় নাই, প্রত্যুত উত্তরীয় বসনতুল্য সমুজ্জ্বল রহিয়াছে। সুবর্ণকান্তি পতিনিরতা এই রামমহিষী যদিচ রাক্ষসকর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়া রামের দর্শন পথ হইতে বিদূরিত হইয়াছেন, তথাপি তাঁহার মানস হইতে অন্তর্হিত হইতে পারেন নাই। রাম যাঁহার জন্য কারুণ্য, অনৃশংস্য, শোক ও মদনদ্বারা যুগপৎ সমাকৃষ্ট হইয়া নিরন্তর অনুতাপ করিতেছেন, ইনিই সেই পতিব্রতা সীতা। পতিব্রতা রমণী অপরে হরণ করিয়া লইয়াছে, তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারেন নাই, সুতরাং অন্তঃকরণে করুণা সঞ্চার হওয়ায় রাম অনুতাপিত হইতেছেন। বন গমন সময়ে তাঁহাকে রক্ষক বিবেচনা করিয়া সীতা তাঁহার সমভিব্যাহারে আসিয়াছেন; আশ্রিত ভার্য্যা রক্ষণে অক্ষম হইয়াছেন, এ জন্য তাঁহার সম্যক্ নৃশংস ব্যবহার হইয়াছে; পত্নী অপহৃতা হইয়াছে, এ নিমিত্ত তাঁহার শোক হইয়াছে; সীতা অতিশয় প্রণয়িনী ছিলেন, সুতরাং তাঁহার বিরহে মদন তাঁহাকে দহন করিতেছে। যেমন দেবীর রূপ লাবণ্য ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৌষ্ঠব, রামেরও তদনুরূপ এবং রামের যেমন সৌন্দর্য্য সীতারও তদ্রূপ, সুতরাং এই অসিতনয়নার সহিত রামের সম্মিলন উপযুক্তই হইয়াছে। ইহাঁর মনঃ তৎপ্রতি আসক্ত, তাঁহারও চিত্ত ইহাঁর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত; ধর্ম্মাত্মা রাম ও ইনি উভয়েই সেই জন্য জীবিত আছেন, ইহার ব্যতিক্রম হইলে মুহূর্ত্তমাত্র জীবন ধারণ করিতে পারিবেন না। নিগ্রহানুগ্রহে সমর্থ রাম শোকে অবসন্ন না হইয়া যে প্রাণ ধারণ করিয়া আছেন, ইহাই অতি দুষ্কর কার্য্য বলিতে হইবে, সন্দেহ নাই।

পবননন্দন হনুমান্ এইরূপে সীতাকে দেখিয়া হৃষ্ট হইলেন এবং রামকে স্মরণ করিয়া মনে মনে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

ইতি পঞ্চদশ সর্গ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ সর্গ।

অনন্তর, বানরবর তেজস্বী হনুমান্ প্রশংসাভাজন সীতা ও গুণাভিরাম রামের গুণ কীর্ত্তন করিয়া পুনর্ব্বার চিন্তাপরায়ণ হইলেন। পরে মুহূর্ত্তমাত্র ভাবিয়া বাষ্পপূর্ণলোচনে সীতার উদ্দেশে বিলাপ করিতে লাগিলেন; বলিলেন, বিনীতস্বভাব সুশিক্ষিত লক্ষ্মণের গুরুপত্নী হইয়াও যখন ইনি সুদুঃসহ দুঃখে আপতিত হইয়াছেন, তখন বোধ হয় কেহ কালকে অতিক্রম করিতে পারে না। দেবী প্রজ্ঞাসম্পন্ন রাম ও লক্ষ্মণের পরাক্রম অবগত আছেন বলিয়া বর্ষাকালীন গঙ্গার ন্যায় অতীব ক্ষুভিত হন নাই। অসিতনয়না সীতা ও রাম উভয়ের স্বভাব, বয়স, চরিত্র, বংশ, লক্ষণ একরূপ, সুতরাং উভয়েই উভয়ের প্রতি অনুরক্ত; অতএব ইহাঁদের অপর স্ত্রী বা পুরুষের প্রতি আসক্তি হইবার সম্ভাবনা নাই।

তৎ পরে হনুমান্ শ্রীর ন্যায় লোকবিশ্রুতরূপা হেমবর্ণা সীতাকে দেখিয়া 'রামই ইহাঁর অনুরূপ' ইহা ভাবিয়া বলিতে লাগিলেন। এই বিশালনয়না সীতার নিমিত্ত মহাবল বালী নিহত হইয়াছেন; ইহাঁর জন্য রাবণ সদৃশ বীর্য্যসম্পন্ন কবন্ধ বিনিপাতিত হইয়াছে; ইহাঁরই নিমিত্ত রাম বনে বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক ইন্দ্রকর্ত্তৃক শম্বরাসুরের ন্যায় ভীমবিক্রম বিরাধ রাক্ষসকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছেন; মহাতেজস্বী আত্মজ্ঞ রাম ইহাঁর নিমিত্ত খর, দূষণ ও ত্রিশিরা প্রভৃতি চতুর্দ্দশ সহস্র ভীমকর্ম্মা রাক্ষসকে জনস্থানে যুদ্ধে অগ্নিশিখাসদৃশ নিশিত শরে বিনিপাতিত করিয়াছেন; ইহাঁরই অনুসন্ধান নিমিত্ত আমি নদ ও নদীর অধিপতি সুশোভন সাগর অতিক্রম ও লঙ্কা নগরী নিরীক্ষণ করিয়াছি। রাম ইহাঁর জন্য যদ্যপি সমুদ্র পর্য্যন্ত মেদিনী ও বিশ্ব সংসার অনুসন্ধান করেন, তাহাও আমার উপযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। যিনি পূর্ব্বে মেদিনী ভেদ করিয়া পদ্মরেণুসদৃশ পবিত্র কেদারপাংশুদ্বারা আচ্ছন্ন হওত হলমুখদ্বারা বিদারিত ক্ষেত্র হইতে উত্থিত হইয়া ধর্ম্মশীল মহাত্মা মিথিলারাজ জনকের দুহিতা হইয়াছেন; যিনি বিক্রমসম্প

আর্য্যস্বভাব যুদ্ধে অনিবর্ত্তী রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠা বধূ ; যিনি ধর্ম্মজ্ঞানী কৃতজ্ঞ বিদিতাত্মতত্ত্ব রামের দয়িতা ভার্য্যা, সেই যশস্বিনী পতিব্রতা সীতাই এক্ষণে রাক্ষসীদিগের বশীভূত হইয়াছেন। যিনি বলবৎ ভর্ত্তৃস্নেহে আবদ্ধ হইয়া সকল বিষয় ভোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক অধিকতর কষ্ট গণনা না করিয়া নির্জ্জন বনে প্রবেশ করিয়াছেন ; যিনি ফল মূল অশনে সন্তুষ্টা ও ভর্ত্তৃশুশ্রূষাপরায়ণ হইয়া গৃহের ন্যায় বনেতেও অতুল প্রীতি লাভ করিতেন ; যিনি পূর্ব্বে সহাস্যবদনে সতত কথা কহিতেন এবং আপদ্ কাহাকে বলে তাহা জানিতেন না, সেই সুবর্ণবর্ণা সীতা অধুনা এই দুঃসহ যাতনা ভোগ করিতেছেন। যদিও সুশীলা সীতা রাবণকর্ত্তৃক অতিশয় পীড়িত হইয়া পিপাসিত জনমথিতা প্রপার ন্যায় হতশ্রী হইয়াছেন, তথাপি রঘুনন্দন রাম ইহাঁকে দেখিবার নিমিত্ত নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছেন। রাজ্যভ্রষ্ট নরপতি পুনর্ব্বার স্বীয় রাজ্য লাভ করিয়া যেমন আনন্দানুভব করে, তদ্রূপ রঘুনন্দন রাম ইহাঁকে প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় প্রীতি লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই।

এই অবলা বন্ধুজনবিরহিত হইয়া কামোপভোগ্য বস্তুজাত পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল তাঁহারই সমাগম বাসনায় স্বীয় জীবন ধারণ করিতেছেন ; আর ফল পুষ্প সুশোভিত এই পাদপশ্রেণী ও রাক্ষসীদিগের প্রতি যখন দৃষ্টিপাত করিতেছেন না, তখন বোধ হয় ঐকান্তিকান্তঃকরণে রামকেই নিরীক্ষণ করিতেছেন। ইনি অসামান্য রূপবতী হইয়াও তাঁহার বিরহে কিছুমাত্র শোভা পাইতেছেন না ; কেন না, ভর্ত্তাই নারীদিগের ভূষণাপেক্ষা অধিকতর সৌন্দর্য্যসম্পাদক। রাম শোকে অবসন্ন না হইয়া ইহাঁর বিয়োগে যে, প্রাণ ধারণ করিতেছেন, ইহা অতীব দুষ্কর কার্য্য, সন্দেহ নাই ; যেহেতু এই পদ্মপলাশনয়না অসিতকুন্তলা সুখোচিতা সীতাকে দুঃখিতা দেখিয়া আমারও অন্তঃকরণ ব্যথিত হইতেছে। এই কমলনয়না সীতা পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাশীলা, নচেৎ কটাক্ষমাত্রে রাবণকে ভস্মসাৎ করিতে পারিতেন। রাম ও লক্ষ্মণ যাঁহাকে রক্ষা করিতেন ; সম্প্র বিকৃতনয়না রাক্ষসীগণ বৃক্ষতলে তাঁহারে করিতেছে। জনকদুহিতা ব্যসনপর নিরন্তর পীড়িত হইয়া, সহচর র চক্রবাকী ও হিমপাতনিবন্ধন হ নলিনীর ন্যায় শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হ ছেন। শীতকিরণ চন্দ্র ও পুষ্পভারাবনত অশোকবৃক্ষ সকল বসন্তকালের ন্যায় সুপ্র শিত হইয়া বহু সহস্র কিরণ ও মনোহর বিস্তারপূর্ব্বক ইহাঁর অতীব শোক উৎপ করিতেছে।

হরিশ্রেষ্ঠ তেজস্বী বলবান্ হনুমান্ প্রকার আলোচনা করিয়া 'ইনিই সী এইরূপ মতি স্থির করিয়া তথায় অব রহিলেন।

ইতি ষোড়শ সর্গ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ সর্গ।

অনন্তর, কুমুদরাশির ন্যায় শ্বেতবর্ণ বি প্রকাশ চন্দ্রমা নীলসলিলসঞ্চারি হংসের ন ক্রমে ক্রমে নির্ম্মল নভোমণ্ডলের উপরিভ গমন করিলেন। সেই নির্ম্মলকান্তি নিশাপ স্বীয় জ্যোতিঃপ্রভায় দিগ্বিভাগ প্রকাশপূ পবনতনয়ের সহায়তা করিবার নিমিত্তই সুশীতল কিরণরাশি বিসর্জ্জন করিয়া তাঁ শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তখন বায়ুন হনুমান্ পূর্ণেন্দুনিভাননা সীতাকে জলনিম মানা ভারাক্রান্তা নৌকার ন্যায় শোকসাগ নিমগ্না দেখিয়া বিশেষ রূপে নিরীক্ষণ করি লাগিলেন। দেখিলেন তাঁহার অতিদূরপ্রদে ঘোরদর্শন রাক্ষসীগণ অবস্থিত রহিয়া কাহারো এক চক্ষু, কাহারো এক ক কাহারো বিশাল কর্ণ, কাহারো শঙ্কুসদৃশ, ক কাহারো ললাটদেশে লম্বমান্ কর্ণ, কাহা মস্তকের উপরি নাসিকা, কাহারো দেহ অপরার্দ্ধ অতিদীর্ঘ, কাহারো গ্রীবা সূক্ষ্ম অ দীর্ঘ। কাহারো ছিন্ন কেশ, কাহারো কম্বলে ন্যায় কেশ, কাহারো পয়োধর লম্বমা কাহারো উদর দীর্ঘ, কাহারো ওষ্ঠ লম্বমান

কাহারো চিবুকে ওষ্ঠ, কাহারো আস্যদেশ লম্ব-
মান, কাহারো জানুদ্বয় অতিদীর্ঘ। কেহ কর্ণ-
হীনা; কেহ বা অকেশা, কতকগুলির মুখ
ছাগ, মৃগ, শার্দ্দূল, মহিষ, ছাগ ও শিবাসদৃশ;
কতকগুলির পদ গজ, উষ্ট্র ও হয় সদৃশ;
কতকগুলির এক হস্ত ও এক পাদ; কাহারো
মস্তক কবন্ধের ন্যায় হৃদয়দেশে প্রবিষ্ট; কতক-
গুলির কর্ণ খর, অশ্ব, গো, হস্তি ও সিংহের
ন্যায়; কতকগুলির নাসিকা অতীব দীর্ঘ;
কতকগুলির নাসিকা বক্র; কতকগুলির
নাসিকা হস্তীশুণ্ডাকার; কতকগুলির
ললাটদেশে উন্নত নাসিকা; কতকগুলি হস্তি-
পাদ, কতকগুলি গোপাদ, কতকগুলি দীর্ঘ-
পাদ, কতকগুলির পদে চূড়ার ন্যায় কেশ;
কাহারো গ্রীবা ও মস্তক অতিশয় দীর্ঘ;
কতকগুলির স্তন ও উদর অতীব দীর্ঘ;
কতকগুলির আস্য ও নেত্র অতীব বিস্তৃত;
কতকগুলির আনন ও জিহ্বা দীর্ঘ; কতকগুলির
মুখ ছাগী, গজ, গো, শূকরী, হয়, উষ্ট্র ও খর
সদৃশ; কতকগুলির হ্রস্ব, দীর্ঘ, কুব্জ, বামন ও
বক্রশরীর; ভয়ঙ্কর, কৃষ্ণবর্ণ, ভুগ্নবক্ত্র, পিঙ্গল-
নয়ন, বিকৃতানন, বিকৃতাকার; কতকগুলি
পিঙ্গলবর্ণা; কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণা; কতকগুলি
ক্রোধনস্বভাবা; কতকগুলি কলহপ্রিয়া;
কতকগুলি কৃষ্ণায়সনির্ম্মিত মহাশূল ও কূট-
মুদ্গর প্রভৃতি অস্ত্রধারী; কতকগুলি ভীম-
নয়না; কতকগুলি শূলমুদ্গরহস্তা; কোপন-
স্বভাবা, কলহরুচি, ভয়ঙ্করা, ধূম্রকেশী,
বিকৃতাননা, মদ্যমাংসাশী কতকগুলি রাক্ষসী
সতত সুরাপানে আসক্ত রহিয়াছে। মাংস-
শোণিতলিপ্তাঙ্গী মাংসশোণিতভোজনতৎপরা
লোমহর্ষণদর্শন নিশাচরীগণ প্রশস্ত শাখা-
প্রশাখাসম্বলিত বনস্পতি বেষ্টন করিয়া আসীন
হইয়াছে। তাহার মূলপ্রদেশে অনিন্দ্যরূপা
জনকনন্দিনী সীতাদেবী সমাসীন রহিয়াছেন।

তৎপরে শ্রীমান্ হনুমান্ বিশেষ লক্ষ্য
করিয়া দেখিলেন যে, জনকদুহিতা সীতা
পুণ্যক্ষয়বশতঃ স্বর্গভ্রষ্ট ভূতলপতিত তারার ন্যায়
শোকসন্তাপে মলিন কান্তি হইয়াছেন। যদিচ
ভর্তৃদর্শন তাঁহার পক্ষে দুর্লভ হইয়াছে, তথাপি
ভূয়সী পাতিব্রত্য কীর্ত্তি লক্ষিত হইতেছে।
কেশদামমলিন ও দেহযষ্টি উৎকৃষ্ট ভূষণ বিহীন
হইলেও তিনি কেবল সতত ভর্তৃবাৎসল্যে
ভূষিতা রহিয়াছেন। তিনি বন্ধুজনবিহীনা
ও রাক্ষসপতির আবাসে রুদ্ধ হইয়া যূথভ্রষ্টা
সিংহত্রস্তা বদ্ধা গজবধূর ন্যায় দুর্গতি প্রাপ্ত
হইয়াছেন। অচিরে বর্ষাবসানে শারদীয় মেঘ-
জালসমাবৃত চন্দ্ররেখা ও বাদনক্রিয়া রহিত-
বীণার ন্যায় ভর্তৃবিরহে অতীব হীনকান্তি
হইয়াছেন। রাক্ষসদিগের অধীনতায় অযোগ্যা
ভর্তৃহিতাভিলাষিণী সীতা অশোক বিপিনে
শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া ক্রূরগ্রহাবিলা রোহি-
ণীর ন্যায় সেই সমস্ত রাক্ষসগণে পরিবৃত
রহিয়াছেন।

সীতা ভূষণবিহীনা ও মলদিগ্ধাঙ্গী হইয়া,
কুসুম শূন্যা লতা ও পঙ্কলিপ্তা নলিনীর ন্যায়
স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য দ্বারা শোভা পাইতেছেন
বটে, কিন্তু অঙ্গে ভূষণ না থাকায় তাঁর দেহ-
কান্তি হীনপ্রভ হইয়াছে। মৃগনয়না রামার
একেত শরীর মলিন তাহাতে আবার জীর্ণ
বসনদ্বারা সংবৃত রহিয়াছে। দেবী দীন-
ভাবাপন্ন হইলেও স্বামীর পরাক্রম স্মরণ করিয়া
মনে মনে সন্তুষ্ট আছেন; অসিতনয়না রাম-
প্রিয়া কেবল স্বীয় স্বভাব গুণেই রক্ষিত হইতে-
ছেন। মৃগশাবকনিভেক্ষণা সীতা মৃগীর ন্যায়
ত্রস্ত হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক নিশ্বাস
বায়ুদ্বারা পল্লবান্বিত তরুগণকে যেন দহন
করিতেছেন।

বীর্য্যবান্ বায়ুনন্দন হনুমান্ দুঃখসমুদ্রসমু-
থিত ঊর্ম্মি ও সাক্ষাৎ শোকরাশির ন্যায় অব-
স্থিতা সুগঠিতাঙ্গী অনলঙ্কার শোভিতা কৃশাঙ্গী
মৈথিলীকে অবলোকন করিয়া অতুল হর্ষলাভ
করিলেন এবং সেই চকোরনয়নাকে দেখিয়া
আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জনপূর্ব্বক রঘুবর রামের গুণ-
গ্রাম স্মরণ করিয়া তাঁহার উদ্দেশে তথায় নম-
স্কার করিলেন এবং রাম ও লক্ষ্মণকে নমস্কার
করিয়া সীতা দর্শনজনিত আনন্দে নিমগ্ন হইয়া
রাক্ষসীগণের দৃষ্টিপথের অতীত হইবার বাস-
নায় সূক্ষ্মরূপ অবলম্বনপূর্ব্বক শাখা মধ্যে লীন
হইয়া রহিলেন।

অষ্টাদশ সর্গ।

অনন্তর, এইরূপে পুষ্পিত পাদপরাজি সুশোভিত বন নিরীক্ষণ করিয়া বৈদেহীর সহিত বিরলে সাক্ষাৎ করিবার বাসনায় প্রতীক্ষা করিতে করিতে হনুমানের সেই যামিনী প্রায় শেষ হইয়া গেল। তৎকালে হনুমান্ ষড়ঙ্গ বেদবিদ্ উৎকৃষ্টতর যজ্ঞযাজী ব্রহ্মজ্ঞ রাক্ষসদিগের বেদধ্বনি শ্রবণ করিলেন। তদনন্তর, মহাবাহু মহাবল দশগ্রীব রাবণ শ্রবণসুখকর মঙ্গল বাদিত্র শব্দে প্রবোধিত হইলেন। সেই বিগলিত মাল্যাম্বরধারী পরাক্রমসম্পন্ন মহাভাগ রাক্ষসপতি প্রবোধিত হইয়াই বৈদেহীকে চিন্তা করিতে লাগিলেন; কারণ ঐ মদোন্মত্ত রাক্ষসরাজ কামবেগবশতঃ তাঁহার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং স্বয়ং সেই কামবেগ সম্বরণ করিতে সমর্থ হইলেন না।

তৎপরে রাক্ষসাধিপতি সর্ব্বাভরণভূষিত হইয়া অনুত্তম শ্রীধারণ করতঃ পুষ্প ফলসমন্বিত নানাজাতি পাদপশ্রেণী, পুষ্করিণী, অদ্ভুতদর্শনমত্ত বিহগাবলি, নানা প্রকার মনোহর ঈহা, মৃগ, নানা জাতি পুষ্প, অনেক প্রকার মৃগযূথ, পতিত ফল এবং বৃক্ষবৃন্দ সুশোভিত মণিময় ও কাঞ্চনময় তোরণসমন্বিত অশোকঅরণ্যানীর রথ্যা অবলম্বনপূর্ব্বক তাহাতে প্রবেশ করিলেন; দেব ও গন্ধর্ব্বপত্নীগণ যেমন ইন্দ্রের অনুগামিনী হয়েন, তদ্রূপ এক শত অঙ্গনা তাঁহার অনুগমন করিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ কাঞ্চনময় দীপ, কেহ কেহ বালব্যজন, কেহ তালবৃন্ত, কেহ বা সলিলপূর্ণ সুবর্ণময় ভৃঙ্গার গ্রহণ করিয়া অগ্রে অগ্রে চলিল। কেহ বা পার্শ্বদেশে সংবৃত স্বর্ণতন্তু নির্ম্মিত আসন লইয়া পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। তৎকালে কোন অনুকূলা নায়িকা মনোহর মণিময় মদ্যপূর্ণ পানপাত্র দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিয়া অনুগমন করিল; কেহ বা, রাজহংস ও পূর্ণচন্দ্রসদৃশ শ্বেতবর্ণ হেমদণ্ডসমন্বিত ছত্র গ্রহণ করিয়া অনুগত হইল; রাবণের মনোরমা মহিলাগণ নিদ্রাঘোরে মুকুলিত নয়নে মেঘানুগত বিদ্যুন্মালার ন্যায় বীরবর স্বামীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। তাহাদের কেয়ূর ও হারমালা পরাবৃত্ত, বর্ণকাবলি মর্দ্দিত, কেশ কলাপ বিগলিত এবং বদনে স্বেদবিন্দু প্রকাশিত হইল। রাক্ষসপতির মত্তমদিরলোচনা সুবদনা প্রিয়পত্নীরা নিদ্রা ও মদ্যপানের পরিণাম বশতঃ ঘূর্ণিতা, স্বেদক্লিন্না ও বিগলিতকেশা হইয়া পতির প্রতি বহুমান বশতঃ পতি কামবশে অশোক বনের অভিমুখে গমন করিতে থাকিলে তাঁহার অনুগমন করিল। তখন তাহাদের সেই পাপমতি পতি মহাবল নিশাচর কামপরতন্ত্রতানিবন্ধন সীতার প্রতি আসক্তচিত্তে মন্দ মন্দ গমন করতঃ অতীব শোভিত হইলেন।

তদনন্তর, বায়ুনন্দন হনুমান্ সেই মহিলাগণের নূপুর ও কাঞ্চীর নিস্বন শ্রবণপূর্ব্বক তদভিমুখে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে, তৎপর ক্ষণেই অনন্যসাধারণ কর্ম্মা অভাবনীয় বল ও পৌরুষসম্পন্ন রাক্ষসরাজ দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছেন। রাক্ষসীরা গন্ধতৈলপূর্ণ দীপ ধারণপূর্ব্বক অগ্রে অগ্রে গমন করায় তাঁহার সকল দিক্ প্রকাশিত হইয়াছে। লোহিতবর্ণ কুটিলদৃষ্টি বিশালনয়ন রাক্ষস কাম দর্প ও মদমোহিত হইয়া শরাসনহীন সাক্ষাৎ কামের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছেন। রাবণ মনোহর মুক্তাফলসমন্বিত দুগ্ধফেননিভ উৎকৃষ্ট ধৌত বসনযুগল ও পুষ্পমালা অঙ্গদ হইতে আকর্ষণ করিয়া যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতেছেন। হনুমান্ বিটপীরমধ্যে শত শত পুষ্প ও পত্রের অভ্যন্তরে লীন হইয়া 'সমীপাগত ব্যক্তি কে?' ইহা বিশেষ অবগত হইবার নিমিত্ত উৎসুক হইলেন এবং তৎকালে অবহিত হইয়া দেখিলেন যে, রূপযৌবনসম্পন্ন রাবণের প্রধান প্রধান মহিলাগণ আগমন করিতেছে। যশস্বী রাক্ষসরাজ সেই রূপবতী রমণীগণে পরিবৃত হইয়া মৃগ ও পক্ষিকুলসমাকুল কামিনী জনসুখাবহ ক্রীড়া কাননে প্রবেশ করিলেন। সেখানে বিচিত্রাভরণে বিভূষিত মদমত্ত মহাবল বনপাল শঙ্কুকর্ণনামক নিশাচর অবস্থিত ছিল; বিশ্বশ্রবনন্দন রাক্ষসপতি কেবল তাহারই নয়নপথে পতিত হইলেন।

মহাতেজা কপিবর হনুমান্ তারাগণপরিবৃত চন্দ্রমার ন্যায় পরনারী পরিবেষ্টিত প্রভাবান্বিত সেই রাক্ষসরাজকে বিলোকন করিয়া 'ইনিই সেই মহাবাহু রাবণ, ইনিই পূর্ব্বে অন্তঃপুর মধ্যে উৎকৃষ্ট গৃহে শয়ান ছিলেন' এইরূপ স্থির করতঃ তথা হইতে উল্লম্ফনপূর্ব্বক অতি উন্নত শাখায় আরোহণ করিলেন। যদিচ ধীশক্তিসম্পন্ন হনুমান্ অত্যন্ত তেজস্বী তথাপি তিনি রাবণের তেজঃপ্রভাব সহ্য করিতে না পারিয়া নিতান্ত নিবিড় পত্রমধ্যে সংবৃত হইলেন। সেই রাবণ নীলবর্ণকেশগুচ্ছসমন্বিত আয়তস্তন অসিতনয়ন ও বিপুলনিতম্বশালিনী সীতার দর্শন লালসায় তদভিমুখে গমন করিলেন।

ইতি অষ্টাদশ সর্গ ॥ ১৮ ॥

একোনবিংশ সর্গ।

অনন্তর, অনিন্দ্যরূপা বিপুলনিতম্বা বিদেহরাজদুহিতা সীতা, তৎকালে মহার্হভূষিত রূপযৌবনসম্পন্ন রাক্ষসপতি রাবণকে দেখিয়াই বায়ু সমাগমে কদলীর ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন। পরে বিশালনয়না বরবর্ণিনী সীতা উরুদ্বয়দ্বারা উদর ও করকমলদ্বারা স্তনযুগল আচ্ছাদন করতঃ উপবিষ্ট হইয়া রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দশানন তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, বৈদেহী রাক্ষসীগণকর্ত্তৃক রক্ষিতা ও দুঃখার্ত্তা হইয়া অপার সাগরবাহি পোতস্থ জনের ন্যায় দুর্ব্বল হইয়াছেন। ছিন্ন ও ভূপতিত তরু শাখার ন্যায় অসংবৃত ভূতলে আসীন হইয়া, যেন রাবণের বিনাশ বাসনায় তীব্রতর ব্রত ধারণ করিয়াছেন। সীতা ভূষণার্হ হইয়াও ভূষণবিহীনা এবং সর্ব্বাঙ্গে মলিনতাদ্বারা লিপ্ত হইয়া শোভাবিহীন হইয়াছেন বটে, কিন্তু, পঙ্কলিপ্ত মৃণালীর ন্যায় স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যদ্বারা শোভা পাইতেছেন।

সীতা রামের ভাবনারূপ অশ্বযোজিত মনোরথস্বরূপ রথদ্বারা যেন আত্মজ্ঞানসম্পন্ন রাজকুলতিলক রামের নিকট গমন করিতেছেন। রামধ্যানপরায়ণা সুরূপা সীতা চিন্তা ও শোকনিবন্ধন দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া দুঃখের অনবসান বশতঃ একাকিনী রোদনে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন; মন্ত্রবলে রুদ্ধবীর্য্য হইয়া বিচেষ্টমানা নাগরাজবধূ ও ধূম্রবর্ণ কেতুগ্রহাবিষ্টা রোহিণীর ন্যায় সন্তাপ করিতেছেন। সংস্বভাব ও সদাচারসমন্বিত ধর্ম্মিষ্ঠকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং বিবাহরূপ পুনঃ সংস্কারে সংস্কৃতা হইয়াছেন, তথাপি দুষ্কুলজাতা ও তৎকালে বিবাহিতার ন্যায় মলিন হইয়াছেন। ক্ষীণা মহাকীর্ত্তি, অনাদৃতা শ্রদ্ধা, পরিক্ষীয়মাণা প্রজ্ঞা, প্রতিহতা আশা, বিধ্বস্তা আয়তি, বিহতা রাজাজ্ঞা, আপদ্ কালে দীপ্তা দিক্, অপহৃতা দেবপূজা, রাহুগ্রস্ত চন্দ্রসমন্বিতা পৌর্ণমাসী নিশা, বিদলিতা পদ্মিনী, হতশূরা সেনা, তমোপহতা প্রভা, উপক্ষীয়মাণা আপগা, বেদ বিদ্যা বিরহিত পতিতদ্বারা আক্রান্তা বেদিকা, নির্ব্বাপিতা অগ্নিশিখা, বিমর্দ্দিত কমলপত্র বিত্রাসিত বিহঙ্গমা হস্তিহস্ত পরামৃষ্টা, অতএব আকুলা পদ্মসরসী এবং অন্য জল প্রবাহে রোধ ভঙ্গপ্রযুক্ত শুষ্কসলিলা স্রোতস্বতীর ন্যায় পতিশোকে হীনকান্তি হইয়াছেন; শরীরে উৎকৃষ্ট অঙ্গরাগ না থাকায় কৃষ্ণপক্ষীয় নিশাসদৃশ মলিন হইয়াছেন।

শোভনাঙ্গী সুকুমারী বৈদেহী রত্নভূষিত গৃহে বাস করিতেন, অধুনা উষ্ণতানিবন্ধন অচিরোদ্ধৃতা মৃণালীসদৃশ সন্তপ্যমান হইয়াছেন। অপিচ বন হইতে বন্ধনপূর্ব্বক আনীতা স্তম্ভবদ্ধা গজবধূ যেমন যূথপ বিরহে দুঃখিতা হইয়া নিশ্বাস ত্যাগ করে, তদ্রূপ নিরন্তর নিশ্বাস মোচন করিতেছেন। যদিচ অযত্ননিবন্ধন কেশ সংস্কার করেন নাই, তথাপি সেই কেশগুচ্ছ নির্ম্মিত একমাত্র সুদীর্ঘ বেণীদ্বারা নীরদাবসানে নীলবর্ণ বনরাজি বিরাজিতা মহীর ন্যায় শোভমান হইয়াছেন। তপস্বিনী সীতা উপবাস, শোক, চিন্তা ও ভয়ে দিন দিন ক্ষীয়মাণা ও অনাহারবশতঃ কৃশাঙ্গী হইয়া হীনাবস্থা লাভ করিয়াছেন। দুঃখার্ত্ত হইয়া কুলদেবতার নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে আভ্যন্তরীণ ধ্যানদ্বারা

যেন রামের সমীপে দশাননের পরাভব প্রার্থনা করিতেছেন। ক্রোধ বশতঃ পার্শ্বভাগ রক্ত ও অপরভাগ শুক্লবর্ণ সূক্ষ্মপক্ষ্মসমন্বিত বিশালনয়নসম্পন্না মন্দ মন্দ সমীক্ষমাণা অনিন্দ্যরূপা রোরুদ্যমানা রামধ্যানপরায়ণা মৈথিলীকে রাবণ স্বীয় বধ কামনা করিয়াই যেন অতীব প্রলোভিত করিতে লাগিলেন।

ইতি একোন বিংশ সর্গ ॥ ১৯ ॥

বিংশ সর্গ।

অনন্তর, রাবণ রাক্ষসীগণ পরিবৃতা হর্ষবিরহিতা দুঃখশালিনী পতিব্রতা সীতার নিকট মধুরবাক্য ও ইঙ্গিতদ্বারা স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। বলিলেন, হে করভোরু! তুমি আমাকে নিরীক্ষণ করিয়াই যখন স্তনমণ্ডল ও উদর সঙ্গোপন করিলে, তখন বোধ হয়, ভয়প্রযুক্তই স্বকীয় শরীর মদীয় দর্শন পথের অন্তরালে লইবার বাসনা করিতেছ? হে বিশালনয়নে! তুমি ভয় করিও না, কেন না, আমি তোমাকেই কামনা করিতেছি; অতএব প্রিয়ে! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে সর্ব্বগুণান্বিতে! সর্ব্বলোক মনোহারিণি সীতে! আমি আসিয়াছি বলিয়া এ সময় অপর কোন পুরুষ আসিবে ভাবিয়া যদি তোমার ভয় হইয়া থাকে, তবে তাহা অপস্থত হউক; কেন না, এখানে কোন মনুষ্য বা কামরূপী রাক্ষসের আসিবার অধিকার নাই।

হে ভীরু! রাক্ষসগণ বলপূর্ব্বক যদি নিয়ত পরস্ত্রীহরণ বা পরনারী গমন করে, তবে তাহাতে তাহাদের অধর্ম্ম হয় না, বরং ইহাই রাক্ষসদিগের সনাতন ধর্ম্ম; বিশেষতঃ স্ত্রীজাতিরও ইহাতে পাপস্পর্শ হয় না, অতএব আমি পরপুরুষ এই আশঙ্কায় যদি ভীত হইয়া থাক, তবে তাহাও ত্যাগ কর।

হে মৈথিলি! যদিও কাম মদীয় শরীরে যথেচ্ছাচারে বিচরণ করিতেছে করুক; নিশাচরগণের ঐরূপ বিধিও থাকুক, তথাপি যখন তুমি আমার প্রতি এরূপ অনভিলাষিণী রহিয়াছ, তখন আমি কখনই তোমাকে স্পর্শ করিব না। হে দেবি! ভয় করা উচিত নহে; আমাকে প্রিয়জন বলিয়া বিশ্বাস ও যথাতথরূপে সম্মান কর; শোকাকুলা হইও না। মলিনবসন পরিধান, এক বেণী ধারণ, ভূতলে শয়ন, চিন্তা ও অনিমিত্ত উপবাস, এই সমুদয় পুরুষার্থের উপযুক্ত নহে; অতএব ইহা হইতে তোমার বিরত হওয়াই উচিত।

হে মৈথিলি! তুমি আমার অনুগত হইয়া বিচিত্রমাল্য, অগুরুচন্দন, বিবিধ বস্ত্র, দিব্য আভরণ, মহার্হযান, আসন, শয্যা, নৃত্য, গীত ও বাদ্য প্রভৃতি অভিলষণীয় বস্তু সকল উপভোগ কর। হে শোভনাঙ্গি! তুমি স্ত্রীরত্ন-স্বরূপ; তোমার এ অবস্থায় অবস্থান করা উচিত নহে; অতএব অলঙ্কারদ্বারা স্বীয় অঙ্গ অলঙ্কৃত কর; তুমি আমার আবাসে আসিয়া বিনা অলঙ্কারেই বা কি প্রকারে থাকিবে? দেখ যাহা অতীত হয়, তাহা স্রোতস্বতীর জল প্রবাহের ন্যায় পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হয় না; তোমার সুশোভন যৌবন উদিত হইয়া বৃথা বিনষ্ট হইতেছে, অতএব বিষয় ভোগে পরাঙ্মুখ হইও না। হে শুভদর্শনে! বোধ হয়, সেই বিশ্ব বিধাতা রূপ নির্ম্মাতা বিধাতা তোমার এই সুললিত রূপ বিধান করিয়া রূপনির্ম্মাণ হইতে বিরত হইয়াছেন, কেন না, তাদৃশ রূপবতী রমণী আর কেহ বিদ্যমান নাই। হে বৈদেহি! তোমার যৌবন ও রূপ মাধুরি নিরীক্ষণ করিয়া কোন্ পুরুষ না ক্ষুভিত হয়? অপরের কথা দূরে থাকুক্ সাক্ষাৎ পিতামহও তোমার যৌবন ও সৌন্দর্য্য দর্শনে ক্ষুভিত হয়েন। হে ইন্দুনিভাননে বিপুল-নিতম্বে! তোমার যে যে অঙ্গ নিরীক্ষণ করিতেছি, আমার নয়ন সেই সেই স্থানেই নিস্তব্ধ হইতেছে। হে মৈথিলি! আমার বশীভূত হইবে না, এইরূপ বিবেচনা করিয়া তোমার যে মোহ হইয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া আমার ভার্য্যা হও; তাহা হইলে তুমি আমার অনেক উত্তমা স্ত্রীগণের মধ্যে প্রধানা মহিষী হইবে। হে ভীরু! আমি এই লোকত্রয় মথিত করিয়া যে সকল ধন রত্ন আহরণ করিয়াছি, সেই সকল ধন র

এমন কি, রাজ্য পর্য্যন্তও তোমাকে সমর্পণ করিব।

হে বিলাসিনি! তোমার প্রীতির নিমিত্ত বহুতর নগর শোভিত সমুদয় পৃথিবী জয় করিয়া জনকরাজকে প্রদান করিব। হে সুশ্রোণি! ইহলোকে এমন কোন বীর পুরুষ দেখিতে পাই না, যে, আমার প্রতিযোদ্ধা হয়, দেখ আমার সুমহৎ বীর্য্য, সমরে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছে। সুর ও অসুরগণ মৎকর্ত্তৃক ধ্বজবিহীন হইয়া বারম্বার যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছে; এমন কি, প্রতিবলে অবস্থান করিতেও সমর্থ হয় নাই; অতএব অদ্য তুমি আমাকে স্বামিত্বে বরণ কর, তোমার প্রসাধন ক্রিয়া সম্পাদিত হউক এবং প্রভাময় ভূষণসকল তোমার অঙ্গে সজ্জিত হউক। হে বরাননে! অলঙ্কারদ্বারা সজ্জিত হইলে তোমার রূপ অতীব মনোহর হইবে; অতএব আমার প্রতি করুণা করিয়া তুমি নানাবিধ অলঙ্কার পরিধান করিয়া সুসজ্জিত হও। হে ভীরু! তোমার যে সকল ভোগ্য বস্তুতে অভিলাষ হয়, তাহা উপভোগ কর; পৃথিবী বা ধনসকল ইচ্ছানুসারে দান ও পানীয় পান করিয়া সুখিত হও। হে ভদ্রে! মৎপ্রতি বিশ্বসিতা হইয়া অভিলষিত প্রার্থনা কর, অথবা তোমার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই আদেশ কর, আমি তোমার প্রার্থনা পূরণ করিতেছি; পরে তুমি আমার প্রসাদে ঈপ্সিত লাভ করিলে ত্বদীয় বন্ধুবর্গ তোমার নিকট ঈপ্সিত লাভ করিবে। হে যশস্বিনি সুভগে! আমার পরাক্রম, সম্পদ্ ও ধনসম্পত্তি অবলোকন কর, ইহা উপেক্ষা করিয়া সেই চীরবাসা রামকে লইয়া কি করিবে? রামের বিজয়োপকরণ সামগ্রী কিছুই নাই কেন না তিনি ধনহীন, বনবাসী, ব্রতচারী ও স্থণ্ডিলশায়ী, বিশেষতঃ রাম জীবিত আছেন কিনা সন্দেহ।

হে বৈদেহি! অগ্রগামি-বলাকাশ্রেণী সুশোভিত নীলমেঘসমাবৃতা জ্যোৎস্না যেমন দৃষ্টিগোচর হয় না, তদ্রূপ রাম তোমাকে দেখিতেও পাইবেন না। হে ভীরু! হিরণ্যকশিপু যেমন ইন্দ্রহস্তগতা স্বীয় কীর্ত্তি পুনরায় আহরণ করিতে পারেন নাই, তদ্রূপ রাঘবও মদীয় হস্ত হইতে তোমাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন না। হে চারুহাসিনি সুদতি চারুনয়নে! সুপর্ণ যেমন নাগকুল হরণ করে, তদ্রূপ তুমি আমার মনোহরণ করিতেছ। বিলাসিনি! তোমাকে ভূষণবিহীনা কৃশাঙ্গী ও জীর্ণ বসন পরিধান করিতে দেখিয়া আমি স্বীয় ভার্য্যা মন্দোদরীতে প্রীতি লাভ করিতে পারিতেছি না।

হে জানকি! আমার সর্ব্বগুণভূষিতা অন্তঃপুরবাসিনী যত রমণী আছে, তুমি তাহাদের উপর আধিপত্য বিস্তার কর। হে অসিত কুন্তলে! ত্রিলোকমধ্যে পরম রূপবতী আমার যে সকল রমণী আছে, অপ্সরোগণ যেমন লক্ষ্মীর সেবা করে, তদ্রূপ তাহারা তোমার পরিচর্য্যা করিবে। হে সুললিতভ্রূ সুশ্রোণি! বৈশ্রবণের যে সকল ধন রত্ন ছিল, আমি তাহা হরণ করিয়া আনিয়াছি; অতএব ঐ রত্ন সকল এবং স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল প্রভৃতি লোক সকল আমার সহিত সুখে উপভোগ কর। হে দেবি! রাম তপস্যা, বল, বিক্রম, ধন, তেজঃ বা যশঃ কিছুতেই মৎ সদৃশ হইবেন না; অতএব পান, বিহার, রতি ও বিষয়ভোগে নিরত হইয়া আপনার অভিমত জনে মেদনী ও ধন সকল দান কর। হে ললনে! তোমার যাহাতে সুখ হয়, তুমি আমার নিকটে তাহা প্রার্থনা কর; পরে তোমার বান্ধবগণ আসিয়া ঈপ্সিত লাভ করুক্। হে বিমলকনকহারভূষিতাঙ্গি! কুসুমিত তরুরাজি দ্বারা সুশোভিত ভ্রমরপংক্তি বিরাজিত সাগরতীর জাত বিস্তৃত কানন সকলে আমার সহিত বিহার কর।

ইতি বিংশ সর্গ॥ ২০॥

একবিংশ সর্গ।

অনন্তর, অতীব ক্লিষ্টা, কম্পিতকলেবরা, দুঃখসন্তপ্তা বরারোহা সীতা সেই ভয়ানক রাক্ষসের বাক্য শ্রবণ করিয়া দীনভাবে প্রত্যুত্তর করিলেন। তপস্বিনী রামমহিষী প্রথমতঃ করুণস্বরে রোদন করিলেন, পরে পতিব্রতা

বিদেহ রাজদুহিতা রাবণের দুরাশা মনে করিয়া ঈষদ্ধাস্য করতঃ স্বীয় পতিকেই স্মরণ করিয়া মধ্যে তৃণ ব্যবধানপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে বলিতে লাগিলেন! রাবণ! তুমি আমা হইতে মনোবৃত্তি নিবৃত্তি করিয়া স্বীয় ভার্য্যার প্রতি মনঃ সমর্পণ কর; যেহেতু পাপানুষ্ঠায়ী যেমন ব্রহ্মলোক লাভ করিতে পারে না, সেইরূপ তুমিও আমাকে লাভ করিতে পারিবে না। আমি মহৎ বংশে জন্ম পরিগ্রহপূর্ব্বক পবিত্র সূর্য্যবংশে বিবাহিতা হইয়া একপত্নীব্রতে অবস্থিত রহিয়াছি, অতএব সাধুবিগর্হিত ত্বৎ-সংস্পর্শ রূপ পাপকার্য্য করা আমার কর্ত্তব্য নহে।

যশস্বিনী বৈদেহী রাবণকে এইরূপ কহিয়া, তাহার অভিমুখে পশ্চাৎ করিয়া পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিলেন। রে নিশাচর! আমি পতিব্রতা, বিশেষতঃ পরের ভার্য্যা; অতএব আমি তোমার উপভোগের যোগ্যা নহি। ধর্ম্মকেই উৎকৃষ্ট জ্ঞান করিয়া সাধুদিগের আচরিত সাধুব্রতের অনুষ্ঠান কর। ত্বদীয় ভার্য্যা মন্দোদরীকে যেমন তোমার রক্ষা করা উচিত,সেইরূপ অপরের ভার্য্যাকে তোমার রক্ষনাকরা কর্ত্তব্য। আপনার স্ত্রী আপনাতে রতিমতী হইলে ইহলোকে ও পরলোকে সুখকর হয়; অতএব স্বীয় দৃষ্টান্ত অনুসারে নিজ রমণীতে রত হও। আর দেখ, যে চপলস্বভাব চঞ্চলেন্দ্রিয়, স্বীয় রমণীতে সন্তুষ্ট না হয়, পরনারীগণ সেই মন্দবুদ্ধির আয়ুক্ষয়রূপ পরাভব করেন। রে নিশাচরপতে! এই লঙ্কানগরীতে ইহলোক ও পরলোকের হিতবক্তা কি কোন ব্যক্তি বিদ্যমান নাই? যে, তোমাকে সদুপদেশ প্রদান করে, অথবা থাকিলেও থাকিতে পারে, তুমি তাহাদের নিকট গমন কর না; কিম্বা তোমার যেরূপ আচারবর্জ্জিত বিপরীত বুদ্ধি দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয়, তাহাদের সমীপে গমন করিয়াও কোন কথা জিজ্ঞাসা কর না; অথবা বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ হিতবাক্য বলিয়া থাকিবেন, কিন্তু তুমি রাক্ষসদিগের বিনাশের নিমিত্তই সেই বাক্য মিথ্যা বলিয়া তাহা গ্রহণ কর নাই। যেমন নীতিমার্গে অননুরক্ত সদুপদেশবিবর্জ্জিত রাজাকে প্রাপ্ত হইয়া সমৃদ্ধি, রাষ্ট্র ও নগর সকল ধ্বংস হইয়া যায়, তদ্রূপ এই রত্নময়ী লঙ্কা নগরী অদ্য তোমাকে লাভ করিয়া তোমার অপরাধেই অচিরে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। রে রাবণ! অদূরদর্শী স্বীয় দুষ্কার্য্য দ্বারা হতমান পাপকর্ম্মাদিগের বিনাশ কাল উপস্থিত হইলে প্রাণিগণ আনন্দিত হয়েন, তুমিও পাপকর্ম্মা; অতএব ত্বৎকর্তৃক নিগৃহীত জনসকল সহর্ষ হইয়া তোমাকে এইরূপ বলিবে 'রে রৌদ্র! তুমি ভাগ্য ক্রমেই এই ব্যসন প্রাপ্ত হইয়াছ'।

রে নিশাচর! তুমি ধন বা ঐশ্বর্য্যদ্বারা আমাকে প্রলোভিত করিতে সমর্থ হইবে না; কেননা, সূর্য্যপ্রভা যেমন সূর্য্য ছাড়া থাকে না, সেইরূপ আমিও রাঘব হইতে কখন বিভিন্ন হইব না। সেই লোকনাথের শোভন বাহু উপাধান করিয়া কি প্রকারে অন্য ব্যক্তির বাহু উপাধান করিব? আমি বিপ্রের ব্রহ্মবিদ্যার ন্যায় সেই ব্রতস্নাত বিদিতাত্মতত্ত্ব ধরাপতিরই উপভোগ্যা ভার্য্যা। রে রাবণ! আমি অতীব কাতর হইয়াছি; অতএব বনবাস বশতঃ সমুৎসুকা করিণী সহ গজরাজের ন্যায় আমাকে রামের সহিত সংযোজিত কর, তাহাতেই তোমার মঙ্গল হইবে। যদি তোমার লঙ্কানগরী রক্ষা করিবার অভিলাষ থাকে ও নিজের বিনাশ বাসনা না থাকে, তবে সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ রামের সহিত তোমার মিত্রতা করা উচিত; তিনি সকল ধর্ম্মের মর্ম্মজ্ঞ ও শরণাগতবৎসল বলিয়া বিখ্যাত; অতএব তুমি যদি জীবিত থাকিতে বাঞ্ছা কর, তবে তাঁহার সহিত তোমার মিত্রতা বন্ধন করা বিধেয়। পরে প্রযত হইয়া আমাকে তাঁহার নিকট সমর্পণ করিয়া সেই শরণাগতবৎসল রামকে প্রসাদিত কর; এইরূপে আমাকে সমর্পণ করিয়া রঘুবরের প্রসন্নতা সম্পাদন করিলে তোমার মঙ্গল হইবে।

রে রাক্ষস! যদ্যপি তুমি ইহা না কর, তবে অতীব আপদ্ প্রাপ্ত হইবে; যেহেতু উৎসৃষ্ট বজ্র তোমাকে ত্যাগ করিতে পারে, অন্তকও বহুকাল অপেক্ষা করিতে পারে, কিন্তু

সেই লোকনাথ রাঘব ক্রোধপরবশ হইয়া তাদৃশ ব্যক্তির কখন জীবন রক্ষা করিবেন না। তুমি অচিরেই ইন্দ্রবিসৃষ্ট অশনি নির্ঘোষের ন্যায় রামের চাপসম্ভূত সুমহৎ প্রতিশব্দ শ্রবণ-গোচর করিবে। অপিচ রাম ও লক্ষ্মণের নামাঙ্কিত শোভন পর্ব্বসমন্বিত বাণ সকল জ্বলিতাস্য উরগের ন্যায় লঙ্কা নগরীতে শীঘ্রই নিপতিত হইবে। ঐ বাণ সকল নিপতিত হইয়া রাক্ষসকুল হনন করতঃ এই নগরী রাক্ষসশূন্য করিবে, সন্দেহ নাই। বিনতানন্দন গরুড় যেমন মহাবেগে উরগদিগকে উদ্ধৃত করে, তদ্রূপ প্রবলবল রামরূপ গরুড় রাক্ষসরূপ সর্প সকলকে হরণ করিবেন। বিষ্ণু যেমন ত্রিবিক্রমদ্বারা অসুরদিগের নিকট হইতে প্রদীপ্ত শ্রীকে পুনরায় আহরণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই অরিদমন মদীয় ভর্ত্তা তোমার নিকট হইতে শীঘ্রই আমাকে লইয়া যাইবেন।

রে রক্ষ! সেই হতাস্পদ জনস্থানে রাক্ষসগণ নিহত হইলে তুমি স্বয়ং অশক্ত বলিয়াই এই অসাধু আচরণ করিয়াছ। রে অধম! যৎকালে সেই নরসিংহ ভ্রাতৃদ্বয় মায়ামৃগের তত্ত্ব জানিতে অভিলাষী হইয়া তাহার অনুসরণ করিলে তুমি শূন্যাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া আমাকে আনয়ন করিয়াছ। কুকুর যেমন শার্দ্দূলের আঘ্রাণ পাইয়া সম্মুখে থাকিতে পারে না, তদ্রূপ তুমিও রাম ও লক্ষ্মণকে দর্শন করিয়া তাঁহাদের দর্শনপথে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইবে না। সুররাজের বজ্র প্রহারে বৃত্রাসুরের এক বাহু ছিন্ন হইয়া যায় তথাপি উভয়ের বিগ্রহ উপস্থিত হইলে ইন্দ্রের বাহুদ্বয় ও বৃত্রাসুরের এক বাহু হইলেও বৃত্রাসুর যেমন বহুকাল পরে নিগৃহীত হইয়াছিল, তদ্রূপ তুমিও হীনবল, সুতরাং যখন তাঁহাদিগের সহিত তোমার যুদ্ধ আরম্ভ হইবে, তখন তোমার সহায় সকল সুস্থির থাকিতে পারিবে না; অতএব তোমার অবশ্যই নিগ্রহ হইবে। মদীয় প্রাণনাথ রাম সৌমিত্রিকে সহায় করিয়া আদিত্য যেমন অল্পমাত্র তোয় শোষণ করেন, তদ্রূপ শরজালদ্বারা শীঘ্রই তোমার জীবন গ্রহণ করিবেন। যদ্যপি তুমি কুবেরালয় কৈলাস পর্ব্বতে অথবা বরুণরাজের সভাতেই গমন কর, তথাপি কালাহত মহাদ্রুম যেমন অশনিপাত হইতে রক্ষা পায় না, তদ্রূপ তুমিও দাশরথির আক্রম হইতে বিমুক্ত হইতে পারিবে না, সংশয় নাই।

ইতি একবিংশ সর্গ॥ ২১॥

দ্বাবিংশ সর্গ।

অনন্তর, রাক্ষসপতি সীতার পরুষবাক্য সকল শ্রবণ করিয়া প্রিয়দর্শনা সীতাকে অপ্রিয়বাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন। হে বিশাললয়নে! সংসারে স্ত্রীদিগের সান্ত্বয়িতা পুরুষ যেমন যেমন সান্ত্বনা করে, তদনুসারে সেই পুরুষ তাহার অভিমত হয়; কিন্তু আমাতে তাহার বিপরীত লক্ষিত হইতেছে; কেন না, আমি তোমাকে যে সকল প্রিয়বাক্য বলিলাম, তদুত্তরে তুমি আমাকে ততই তিরস্কার করিলে। সুসারথি যেমন অপথ অবলম্বনপূর্ব্বক প্রস্থিত অশ্বকে সংযত করিয়া রাখে, তদ্রূপ তোমার প্রতি আমার যে অভিলাষ হইয়াছে, সেই অভিলাষই মদীয় ক্রোধ বেগ প্রশমিত করিতেছে। মনুষ্যদিগের ক্রূর প্রকৃতি কামনা যাহার প্রতি নিবদ্ধ হয়, সেই ব্যক্তি ক্রোধের পাত্র হইলেও তাহাতে দয়া ও স্নেহ জন্মিয়া থাকে। হে বরাননে! তুমি বধ ও অবমানের উপযুক্ত হইলেও আমি এই কারণেই তোমাকে বধ করিলাম না। হে মৈথিলি! তুমি নিষ্প্রয়োজন ভোগসুখে বিরত হইয়া আমাকে যে সমস্ত পরুষবাক্য বলিয়াছ, সেই প্রত্যেক বাক্যেই তোমার নিদারুণ বধ হওয়া উচিত।

রাক্ষসপতি রাবণ বৈদেহীকে এইরূপ বলিয়া ক্রোধসংরম্ভভরে পুনরায় উত্তর করিতে লাগিলেন। হে বরবর্ণিনি! আমি তোমার সহিত যে সময় নিরূপিত করিয়াছিলাম, তাহার দশ মাস অতীত হইতে চলিল, আর অবশিষ্ট দুই মাস প্রতিপালন করিব, পরে মদীয় শয়নতলে তোমাকে আরোহণ করিতে হইবে। যদি মাসদ্বয় অতীত হইলেও তুমি

ভর্ত্তা বলিয়া আমাকে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ কর, তবে মদীয় প্রাতঃকালীন ভোজনের নিমিত্ত সূদগণ তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিবে। তৎসহচারিণী বিশালনয়না দেবকন্যা ও গন্ধর্ব্বকন্যাগণ রাক্ষসেন্দ্র কর্ত্তৃক ভর্ৎসমানা জানকীকে নিরীক্ষণ করিয়া বিষাদ করিতে লাগিল এবং রাক্ষসরাজপীড়িতা সীতাকে কেহ ওষ্ঠ, কেহ নেত্র, কেহ বা মুখভঙ্গিদ্বারা আশ্বাসিত করিল।

পরে সীতা সেই স্ত্রীগণকর্ত্তৃক আশ্বাসিত হইয়া রাক্ষসপতি রাবণকে তাহার হিতজনক সদাচার ও স্বামির বীর্য্যগর্ব্বিত বাক্য সকল বলিতে লাগিলেন। যে রাক্ষস! বোধ হয় তোমার অভ্যুদয় সম্পাদনাকাঙ্ক্ষী কোন ব্যক্তি তোমার অভিমুখে পদার্পণ করিতে ... এ নগরে বিদ্যমান নাই; যে হেতু এই গর্হিত কার্য্য হইতে কেহই তোমাকে নিবারণ করিতেছে না। আমি ইন্দ্রের শচীর ন্যায়, সেই ধর্ম্মাত্মা রামের পত্নী; অতএব বাক্যে বলা দূরে থাকুক্, তুমি ব্যতীত কেহই ত্রিলোকমধ্যে আমাকে মনেও প্রার্থনা করিতে পারে না; রে রাক্ষসাধম! আমি সেই অমিততেজা রামের ভার্য্যা, যখন তুমি আমার প্রতি পাপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছ, তখন কোথাও গমন করিলেও মুক্তিলাভে সমর্থ হইবে না। রে নীচ! বনদৃপ্ত মাতঙ্গ আর শশক উভয়ে দৈববশতঃ বনে যুযুৎসু হইলে তাহাদের যাদৃশ বৈষম্য দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ তুমি রামের সহিত যুদ্ধার্থী হইলে রাম দ্বিরদসদৃশ ও তুমি শশকের ন্যায় প্রতীয়মান হইবে। রে অনার্য্য! তুমি পাপ চিত্তে ক্রূরদৃষ্টি পিঙ্গলবর্ণ বিকৃত নয়নযুগলদ্বারা আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছ; অতএব তোমার নেত্রযুগল কেন ভূমিতলে পতিত হইতেছে না? রে পাপ! আমি সেই ধর্ম্মাত্মা রামের ভার্য্যা ও রাজা দশরথের বধূ তথাপি তুমি আমাকে এরূপ কটু উক্তি করিতেছ; অতএব কি জন্য তোমার জিহ্বা বিশীর্ণ হইতেছে না? রে দশগ্রীব! আমি দহনক্ষম স্বীয় পাতিব্রত্য তেজোদ্বারা তোমাকে ভস্মসাৎ করিতে পারিতাম, কিন্তু রামের আদেশ না থাকায় এবং তপস্যার হানি হইবে বিবেচনা করিয়া তোমাকে ভস্মসাৎ করিলাম না। আমি সেই ধীমান্ রামের ভার্য্যা; অতএব তুমি আমাকে কখন অপহরণ করিতে পারিতে না, কেবল বিধাতাই তোমায় বধের নিমিত্ত এই বিধান বিহিত করিয়া থাকিবেন সংশয় নাই। তুমি শূর, ধনদভ্রাতা ও বলবান্ হইয়া রামকে আশ্রম হইতে অপসারিত করতঃ কেন তাঁহার ভার্য্যা হরণ করিলে?

শ্রীমান্ রাক্ষসপতি রাবণ সীতার কঠোর বচন সকল শ্রবণপূর্ব্বক নয়নদ্বয় ঘূর্ণিত করিয়া জানকীর প্রতি ক্রূরভাবে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহার বর্ণ নীলমেঘসদৃশ; বাহু ও গ্রীবা প্রশস্ত; গতি পরাক্রম সিংহতুল্য জিহ্বা রক্তবর্ণ; লোচন প্রখর; কায় অতিদীর্ঘ; অঙ্গ সকল বিচিত্র মাল্য ও অনুলেপনদ্বারা শোভিত হস্তে উৎকৃষ্ট সুবর্ণগঠিত অঙ্গদ; কণ্ঠে রক্তবর্ণ মালা; পরিধান রক্তবসন; মুকুটাগ্র ঈষৎ চঞ্চল। তৎকালে রাবণ ইন্দ্রনীলমণি গ্রথিত নীলবর্ণ বৃহৎ মেখলা নিতম্বদেশে পরিধান করায় অমৃত উৎপাদন কালীন বাসুকীসংবদ্ধ মন্দর সদৃশ ছিলেন। অপিচ, সেই অচলপ্রতিম রাক্ষসপতি আজানুলম্বিত ভুজযুগলদ্বারা শৃঙ্গদ্বয় বিরাজিত মন্দরের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। তিনি তরুণাদিত্য সবর্ণ কুণ্ডল যুগলে বিভূষিত ছিলেন, সুতরাং তৎকালে রক্তপল্লব ও রক্তবর্ণ পুষ্পসমন্বিত অশোক বৃক্ষ সমাযুক্ত অচলের ন্যায় শোভিত হইলেন। কল্পতরুসদৃশ রাবণ নানা অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া মূর্ত্তিমান্ বসন্তের ন্যায় প্রকাশ পাইলেন; কিন্তু রাবণ সুসজ্জিত হইলেও তৎকালে শ্মশানস্থ চৈত্যবৃক্ষ সদৃশ ভয়ানকরূপে দৃশ্যমান হইলেন।

রাবণ ক্রোধসংরক্ত নয়নে বৈদেহীকে নিরীক্ষণ করিয়া ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন, হে রামাভিলাষিনি তুমি যখন নীতি বহির্ভূত নিষ্প্রয়োজন ব্রতাবলম্বিরামকেই অভিলাষ করিতেছ, তখন সূর্য্য উদিত হইয়া যেমন স্বীয় তেজোদ্বারা প্রাতঃকালীন তমোনাশ করেন তদ্রূপ অদ্য

নাকে নাশ করিব। অনন্তর, শত্রুতাপন মৈথিলীকে এই কথা বলিয়া ঘোরদর্শনা ক্ষসীদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। াদের মধ্যে কাহারো এক নয়ন; কাহারো কর্ণ; কাহারো কর্ণ বিশাল; কাহারো কর্ণ সদৃশ; কাহারো কর্ণ হস্ত পরিমিত; ারো কর্ণ লম্বমান; কেহ কর্ণ রহিত; কেহ পাদ; কেহ অশ্বপাদ; কাহারো পদ গো- ; কাহারো পদে চূড়ার ন্যায় কেশগুচ্ছ; বা এক পাদ কেহ স্থূলপাদ; কেহ বা াদ; কাহারো মস্তক ও গ্রীবা অতীব স্থ; কাহারো কুচ ও উদর অতিশয় বিস্তৃত ারো নেত্র ও আস্য অধিকতর প্রশস্ত; ারো জিহ্বা ও নখ সকল বিশাল; ারো মুখ গো সদৃশ; কাহারো মুখ রোপম; কাহারো মুখ সিংহপ্রতিম; কেহ চ নাসিক। রাবণ তাহাদিগকে বলি- হ রাক্ষসীগণ! যাহাতে জনকনন্দিনী ঘ্র আমার বশীভূতা হয়েন, তোমরা িলিত হইয়া তাহা সত্বর সম্পাদন কর। ও অনুকূল ব্যবহার, সান্ত্বাদ, দান, দণ্ডদ্বারা বৈদেহীকে আমার আনুকূল্যে কর। রাক্ষসপতি রাবণ তাহাদের নঃপুনঃ এইরূপ আদেশ করতঃ কাম ও বশীভূত হইয়া জানকীর প্রতি গর্জ্জন লাগিলেন।

ন্তর, ধান্যমালিনী রাক্ষসী সত্বর তাঁহার মন করিয়া দশাননকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন! হে মহারাজ ত! আমার সমভিব্যাহারে ক্রীড়া এই সীতা মানুষী ও বিবর্ণা অথচ তএব ইহাকে লইয়া আপনার কি হে মহারাজ! বোধ হয় ইন্দ্রাদি আপনার বাহুবলে উপার্জ্জিত উৎকৃষ্ট া সকল ইহার বিধান করেন নাই। য অকামাকে কামনা করে, তাহার উপতাপিত হয়, আর যে সকামাকে র, তাহার সুশোভন প্রীতিলাভ হইয়া সেই মেঘসঙ্কাশ বলবান্ রাক্ষস রাক্ষসী ইরূপ কথিত ও দূরে অপসারিত হইয়া স্ত্রীর প্রহার মনে করিয়া উপহাসপূর্ব্বক প্রত্যা- বৃত্ত হইলেন। দশগ্রীব প্রস্থান কালে মেদি- নীকে কম্পিত করতঃ দীপ্তিমান্ ভাস্করসদৃশ আলয়ের অভিমুখে গমনোদ্যত হইলেন এবং গন্ধর্ব্ব ও নাগকন্যাগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া অনুগামিনী হইল।

অনন্তর, রাবণ মদনমোহিত হইয়া কম্পিত- কলেবরে অবস্থিতা ধর্ম্মপরায়ণা মৈথিলীকে তিরস্কারপূর্ব্বক প্রত্যাবৃত্ত হইয়া স্বীয় গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন।

ইতি দ্বাবিংশ সর্গ ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

অনন্তর, শত্রুবিত্রাসন রাক্ষসরাজ রাবণ মৈথিলীকে ঐ রূপ কহিয়া পরে রাক্ষসীদিগের প্রতি ঐ রূপ আদেশ করতঃ তথা হইতে নির্গত হইলেন। রাক্ষসপতি নিষ্ক্রান্ত হইয়া অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলে, সেই ভীমরূপা রাক্ষসীগণ সীতার অভিমুখে ধাবিত হইল। পরে তাহারা তাঁহার নিকটে উপস্থিত ও ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া নিতান্ত পরুষবাক্যে সীতাকে এইরূপ বলিতে লাগিল, হে সীতে! পৌলস্ত্যবংশীয় শ্রেষ্ঠতম মহাত্মা দশগ্রীব রাবণের ভার্য্যা হওয়া কি তুমি উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ করিতেছ না? একজটা রাক্ষসী ক্রোধরক্তাক্ষী হইয়া ক্ষীণো- দরী জানকীকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিল, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ ক্রতু, এই প্রজাপতিগণের মধ্যে চতুর্থ প্রজা- পতি পুলস্ত্য নামে বিখ্যাত; প্রজাপতি সম দ্যুতিমান্ তেজস্বী মহর্ষি বিশ্রবা তাঁহারই মানস পুত্র। হে বিশালনয়নে! শত্রুবিত্রা- সন রাবণ তাঁহারই পুত্র; অতএব সেই রাক্ষস- রাজের ভার্য্যা হওয়া তোমার উচিত। হে সর্ব্বাঙ্গশোভনে! মদুক্ত বাক্য সকল কি তুমি অনুমোদন করিতেছ না?

অনন্তর, মার্জ্জারনয়না হরিজটা রাক্ষসী কোপবশতঃনয়নদ্বয় ঘূর্ণিত করিয়া বলিল, হে সীতে! যিনি দেবরাজ ও ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতাকে নির্জ্জিত করিয়াছেন, সেই রাক্ষসপতির ভার্য্যা

হওয়া তোমার উচিত। যিনি সংগ্রামে অনিবর্ত্তী, বীর্য্যবলে দর্পিত, বলবান্ ও বীর্য্যসম্পন্ন; তুমি সেই রাবণের ভার্য্যা হইতে কেন অভিলাষ করিতেছ না? যিনি সকল রমণীগণের মধ্যে অতিভাগ্যবতী ও সর্ব্বাপেক্ষা মহারাজের অভিমতা, মহাবল রাক্ষসরাজ সেই প্রিয়তমা ভার্য্যা মন্দোদরীকে ত্যাগ করিয়া তোমারই নিকটে উপস্থিত থাকিবেন। সেই সহস্র সহস্র স্ত্রীদ্বারা সমৃদ্ধিসম্পন্ন নানা জাতীয় রত্নরাজিসুশোভিত অন্তঃপুর পরিত্যাগপূর্ব্বক রাবণ তোমারই অনুগত হইবেন।

পরে বিকটা রাক্ষসী বলিতে লাগিল, হে অধমে! যিনি ভীমবিক্রমদ্বারা সমরে প্রভূত গন্ধর্ব্ব ও দানবদিগকে পরাজয় করিয়াছেন, সেই রাক্ষসরাজ তোমার পার্শ্বদেশে উপস্থিত হইয়াছেন, তথাপি সর্ব্বসমৃদ্ধিসম্পন্ন মহাত্মা নিশাচরপতির স্ত্রী হইতে কেন বাসনা করিতেছ না? তাহার পর দুর্মুখী রাক্ষসী সীতাকে কহিতে লাগিল, হে আয়তাপাঙ্গি! যাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া সূর্য্য, তাপ প্রদান করেন না; যাঁহার ত্রাসে শঙ্কিত হইয়া বায়ু প্রবাহিত হয়েন না, এতাদৃশ মহাপুরুষের বশে থাকিতে কেন ইচ্ছা করিতেছ না? হে ভাবিনি! যাঁহার ভয়ে তরুগণ পুষ্পবর্ষণ করে; যাঁহার ভয়ে শৈল সকল ও জলদগণ প্রার্থনা অনুসারে বারি প্রদান করিয়া থাকে; সেই রাজরাজ নিশাচরপতি রাবণের ভার্য্যা হইতে কেন মানস করিতেছ না? হে দেবি সুস্মিতে! আমি তোমাকে যথার্থ উৎকৃষ্ট বাক্য কহিলাম, এই বাক্য সকল ভাল বলিয়া গ্রহণ কর, নতুবা কখন জীবন রক্ষা করিতে পারিবে না।

ইতি ত্রয়োবিংশ সর্গ॥ ২৩॥

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

অনন্তর, যিনি কখন পরুষবাক্য শ্রবণ করেন নাই, সেই সীতাকে বিকৃতমুখী রাক্ষসী সকল অপ্রিয়বাক্য বলিতে লাগিল, হে সীতে! মহামূল্য শয়ন-দ্বারা সুসজ্জিত সকল প্রাণির মনোহর অন্তঃপুর বাসে তুমি কেন অনুমোদন করিতেছ না? এই সংসার মধ্যে মানুষের ভার্য্যা হওয়াই তুমি শ্লাঘা মনে করিতেছ; মনুষ্য অপেক্ষা রাক্ষসজাতি দীর্ঘ জীবী; অতএব রাম হইতে মনঃ প্রত্যানয়ন কর। যদি তুমি রামের সহিত পুনর্ম্মিলনের বাসনা করিতেছ, তাহা কখনই ঘটনা হইবে না বটে কিন্তু, হে শোভনে! যিনি ত্রৈলোক্যের ধন সমস্ত ভোগ করিতেছেন, সেই রাক্ষসপতি রাবণকে ভর্ত্তা বলিয়া অঙ্গীকার করতঃ সুখে বিহার কর। হে অনিন্দিতে! রাম রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া বিহ্বল হইয়াছেন, সুতরাং প্রয়োজন সাধনে অসমর্থ। তুমি মানষী বলিয়াই সেই মানুষকে অভিলাষ করিতেছ।

পরে কমলনয়না সীতা রাক্ষসীদিগের বচন পরম্পরা শ্রবণগোচর করিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে বক্ষ্যমান বচন সকল বলিতে লাগিলেন তোমরা সকলে সঙ্গত হইয়া লোকনিন্দিত পাপকর পরপুরুষ সহবাসের যে উপদেশ দিতেছ তাহা আমার মনোমধ্যে স্থান পাইবে না মানবী কখনরাক্ষসের ভার্য্যা হইতে পারে না যদিচ তোমরা আমাকে ভক্ষণ কর, তাহাও ভাল তথাপি আমি তোমাদিগের বাক্য প্রতিপালন করিব না। মদীয় ভর্ত্তা দীন বা রাজ্যহীন হউন, তথাপি তিনিই আমার গুরু, আমি নিয়ত তাঁহারই অনুরাগিণী। সুবর্চ্চলা সূর্য্যের, মহাভাগা শচী ইন্দ্রের, অরুন্ধতী বশিষ্ঠের, রোহিণী চন্দ্রের, লোপামুদ্রা অগস্ত্যের, সুকন্যা চ্যবনের, সাবিত্রী সত্যবানের, শ্রীমতী কপিলের, মদয়ন্তী সৌদাসের, কেশিনী সগরের ভীমনন্দিনী দময়ন্তী যেমন স্বীয় পতি নৈষধের সহচারিণী ছিলেন, তদ্রূপ ইক্ষ্বাকুনাথ রাম আমার পতি, আমি তাঁহারই অনুগামিনী।

রাবণের আদেশানুবর্ত্তি নিশাচরীগণ সীতার উক্ত বচন শ্রবণ পূর্ব্বক ক্রোধান্ধ হইয়া কঠোর বাক্যে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। কপিবর হনুমান্ শিংশপাবৃক্ষে লীন ও নির্বাক্ হইয়া রাক্ষসীদিগের তর্জ্জন বাক্য শুনিতে লাগিলেন। সেই ক্রোধাকুল রাক্ষসীগণ কম্পিতকলেবরা সীতার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া চতুর্দ্দিক্ বেষ্টনপূর্ব্বক প্রলম্বমান দ্যুতিশালি দশনচ্ছদ পুনঃপুনঃ লেহন

রিতে লাগিল। তাহারা অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া
ত্র পরশ্বধ গ্রহণপূর্ব্বক বলিল, এ যখন রাক্ষস
তি রাবণকে ভর্ত্তা বলিয়া সেবা করিতেছে
, তখন অবশ্যই আমাদিগের ভক্ষ্য।
র্ণিনী সীতা ভীমরূপা রাক্ষসীদিগের
কঠোর বাক্যে পীড়িত হইয়া বাষ্পবারি
করিতে করিতে সেই শিংশপা তরুর
র্ত্তিনী হইলেন। পরে রাক্ষসীগণপরিবৃতা
য়না সীতা শিংশপা তরুর নিকটে
ধিক শোকসন্তাপে ব্যাকুল হইয়া তাহার
বস্থিতি করিলেন। সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসী-
নবসন পরিধানা ম্লানবদনা ক্ষীণশরীরা
ঃ চতুর্দ্দিক্ হইতে ভর্ৎসনা করিতে
। পরন্তু অতীব নিম্নোদরী ভীষণ দন্ত-
, ভীমদর্শনা বিনতা রাক্ষসী কোপভরে
হে সুশীলে সীতে! তুমি ভর্ত্তার প্রতি
প্রদর্শন করিয়াছ, তাহাই যথেষ্ট;
, অতিমাত্র আচরণ করা সর্ব্বত্রই ব্যস-
মিত্ত কল্পিত হয়। হে মৈথিলি! তুমি
াতির কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করি-
ইহাতে তোমার মঙ্গল হইবে এবং
সন্তুষ্ট হইয়াছি। পরন্তু আমি তোমাকে
ন বলিতেছি, তুমি তাহা প্রতিপালন
সুরপতি বাসবের ন্যায় বিক্রমসম্পন্ন
াক্ষসজাতির প্রভু রাবণ আগমন করিলে
লিয়া তাঁহাকে সেবা কর। তিনি
প্রতি অনুকূল, দাতা, সকলকেই প্রিয়-
বলিয়া থাকেন; রাম দীনভাবাপন্ন ও
াতি; অতএব তাহাকে ত্যাগ করিয়া
াবণকে আশ্রয় কর। হে বৈদেহি!
। অলঙ্কারে ভূষিত ও অঙ্গরাগে রঞ্জিত
গ্নির স্বাহা ও ইন্দ্রের শচীর ন্যায় অদ্য
ত্রিলোকের ঈশ্বরী হও। হে শোভ-
বিদেহনন্দিনি! রাম অল্লায়ু ও হীনাব-
াতিত হইয়াছেন, সুতরাং তাহা দ্বারা
া কোন কার্য্যই সিদ্ধ হইবে না। মদুক্ত
ক্য সকল যদি প্রতিপালন না কর তবে
সকলে এই মুহূর্ত্তেই তোমাকে ভক্ষণ

প্রলম্বপয়োধরা বিকটা রাক্ষসী কোপ-
বশতঃ মুষ্টি উদ্যত করিয়া ভর্ৎসনপূর্ব্বক
বলিতে লাগিল। হে দুর্ব্বুদ্ধে! তুমি অনেক
অনুচিত প্রলাপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছ;
কেবল অনুকম্পাবশতঃ সামান্য বোধে তোমার
ঐ সকল কথা সহ্য করিয়াছি। হে মৈথিলি!
আমরা তোমাকে সময়োচিত হিত বাক্য কহি-
লাম, তুমি তাহা প্রতিপালন করিলে না,
সুতরাং ইহাতে তোমার মঙ্গল হইবে না;
কেন না, যাহাতে অপর কেহ প্রবেশ করিতে
পারে না, তুমি সেই দুষ্পার সমুদ্রপারে আনীত
হইয়াছ; বিশেষতঃ রাবণের ঘোরতর অন্তঃ-
পুরে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহারই গৃহে অবরুদ্ধ রহি-
য়াছ এবং আমরাও তোমাকে সতত রক্ষা
করিতেছি; অতএব অন্যের কথা দূরে থাকুক,
সাক্ষাৎ ইন্দ্রও তোমাকে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ
হইবেন না, অতএব হে মৈথিলি! আমরা
তোমাকে যে হিত উপদেশ দিতেছি, তুমি
তাহা প্রতিপালন কর। হে সীতে! অশ্রুপাত
করা বিফল; অতএব অকারণ শোক ও সতত
দীনভাব ত্যাগ করিয়া রাবণের প্রতি স্নেহ
প্রদর্শন করতঃ আনন্দ অনুভব কর। হে ভীরু!
আমরা জানি, স্ত্রীদিগের যৌবন অস্থির, অত-
এব হে সীতে! তুমি রাক্ষসরাজের সহিত
অভিলাষানুসারে সুখে ক্রীড়া কর। হে মদিরে-
ক্ষণে! যে পর্য্যন্ত তোমার যৌবন অতীত না
হয়, তাবৎ তুমি রাক্ষসরাজের সহিত রমণীয়
উদ্যান এবং পার্ব্বতীয় উপবন সকলে বিচরণ
করিয়া সুখ লাভ কর। হে দেবি! সহস্র
সহস্র রমণী তোমার বশীভূত হইয়া অবস্থিতি
করিবে; অতএব হে সুন্দরি! রাক্ষসকুলের
অধিপতি রাবণকে ভর্ত্তা বলিয়া তাঁহার সেবা
কর, অথবা হে মৈথিলি! যদি আমার কথা
সকল যথাবৎ প্রতিপালন না কর, তাহা হইলে
তোমার বক্ষঃস্থল আকর্ষণ করিয়া ভক্ষণ
করিব।

অনন্তর, ক্রূরদর্শনা চণ্ডোদরী রাক্ষসী বৃহৎ
শূল ঘূর্ণিত করিয়া বক্ষ্যমাণ বচন সকল
বলিতে লাগিল। ত্রাসবশতঃ কম্পিতপয়োধরা
রাবণহৃতা, মৃগনয়না সীতাকে অবলোকন
করিয়া 'গর্ব্ভিণীর অভিলাষের ন্যায় আমার

এই মহৎ অভিলাষ যে, ইহার যকৃৎ, প্লীহা, ভুজদ্বয়ের স্থূল পার্শ্বভাগ, নাড়ীবন্ধন সহিত হৃদয়, মস্তক ও অপরাপর অঙ্গ সকল ভক্ষণ করি।'

তৎ পরে প্রঘসা রাক্ষসী বলিল, আমি এই নৃশংসার কণ্ঠদেশ নিপীড়ন করিব; অতএব তোমরা বসিয়া কি করিতেছ? মহারাজ সন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহাকে বল যে, 'সেই মানুষী মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে।' তিনি এই কথা শুনিয়া 'তোমরা সকলে ভক্ষণ কর' ইহাই কহিবেন, ইহাতে কোন সংশয় নাই। পরন্তু অজামুখী রাক্ষসী বলিল, ইহাকে বধ করিয়া মাংসপিণ্ড সকল সমান ভাগ কর; অনন্তর আমরা সকলে বিভাগ করিয়া লইব, কারণ বিবাদে আমার রুচি হইতেছে না। অপিচ এসময়ে তোমরা প্রচুর পরিমাণে নানা জাতীয় মদ্য ও বহুবিধ মাল্য শীঘ্র আনয়ন কর।

তৎ পরে শূর্পণখা রাক্ষসী বলিল, অজামুখী যাহা বলিয়াছে, তাহাই আমার অভিমত; অতএব যাহা পান করিলে সকল শোক নাশ হয়, তোমরা সত্বর সেই সুরা আনয়ন কর; আমরা মনুষ্য মাংসের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া নিকুম্ভিলায় গমনপূর্ব্বক তথায় নৃত্য করিব।

সুরসুতোপমা সীতা, বিরূপা রাক্ষসীদিগের এইরূপ তিরস্কার শ্রবণে অধৈর্য্য হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

ইতি চতুর্ব্বিংশ সর্গ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ সর্গ।

অনন্তর, জনকদুহিতা সীতা সেই অশান্ত-প্রকৃতি রাক্ষসীগণের বহুতর শ্রবণকঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া রোদন করিলেন। পরে মনস্বিনী বিদেহনন্দিনী নিশাচরীগণের পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণে ত্রস্ত হইয়া বাষ্পগদগদস্বরে বলিলেন, মানুষী কখন রাক্ষসের ভার্য্যা হইতে পারে না; অতএব যদি তোমরা আমাকে উদরসাৎ কর, তাহাও ভাল, তথাপি আমি তোমাদিগের বাক্য প্রতিপালন করিতে পারিব না। সেই সুরকন্যার ন্যায় অলৌকিকসৌন্দর্য্যস[illegible] রাক্ষসীমধ্যগতা সীতা রাবণের ভর্ৎস[illegible] শোকাকুল হইয়া তখন কিছুমাত্র সুখ[illegible] করিতে পারিলেন না। প্রত্যুত যূথভ্রষ্টা হ[illegible] যেমন অরণ্যমধ্যে বৃককর্তৃক আক্রান্ত হই[illegible] অঙ্গমধ্যে অঙ্গ সকল বিলীন করিয়া কম্পি[illegible] হইতে থাকে, তদ্রূপ সীতা দেবীও ভয়বশ[illegible] আপনার দেহ শঙ্কুচিত করিয়া অধিক[illegible] কম্পিত হইতে লাগিলেন। অপিচ তি[illegible] ভগ্নচিত্ত হইয়া পুষ্পসম্ভারসজ্জিত বিপুল[illegible] শিংশপাসমীপস্থ অশোকশাখা অবলম্বনপূর্ব্ব[illegible] স্বীয় ভর্ত্তাকেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। প[illegible] চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া নয়নক্ষরিত জল [illegible] অভিষেকদ্বারা বিপুলতর স্তনদ্বয় প্লাবিত ক[illegible] লেন, তথাপি তৎকালে শোকের পার প্রা[illegible] হইলেন না।

সীতা যখন রাবণভয়ে কম্পিত হই[illegible] লাগিলেন, তখন তাঁহার সেই অতিদীর্ঘ[illegible] বেণী কম্পিত হইয়া ইতস্ততঃ সঞ্চারিণী [illegible] ণীর ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। সেই মিথিল[illegible] রাজনন্দিনী ভামিনী সীতা শোকের অ[illegible] যন্ত্রণায় অভিভূত ও ব্যথিত হইয়া অশ্রু বি[illegible] চনপূর্ব্বক 'হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হা[illegible] কৌশল্যে! হা শ্বশ্রু সুমিত্রে! তোম[illegible] কোথায়?' এই কথা বলিয়া বিলাপ করি[illegible] করিতে বলিলেন, স্ত্রী বা পুরুষের অকালে মৃ[illegible] ঘটনা অতিদুর্লভ, পণ্ডিতগণের অনুমো[illegible] এই লোকপ্রবাদ সত্য; যেহেতু এই ক্র[illegible] প্রকৃতি রাক্ষসীগণ আমাকে নিয়ত প্রপী[illegible] করিতেছে এবং দুঃখেরও একশেষ হইয়া[illegible] তথাপি আমি রামবিরহে মুহূর্ত্ত কালও জী[illegible] থাকিতে অভিলাষ করিতেছি। আমার অ[illegible] অতিমন্দ এবং পুণ্যও অল্প, সুতরাং পরি[illegible] নৌকা যেমন বায়ুবেগে আহত হইয়া স[illegible] মধ্যে নিমগ্ন হয়, তদ্রূপ আমিও অনাথার [illegible] নিধন প্রাপ্ত হইব। একে ত আমি রাক্ষ[illegible] গণের বশীভূত হইয়াছি; বিশেষতঃ সেই ভ[illegible] কেও নয়নগোচর করিতেছি না, সুতরাং বা[illegible] বেগসমাহত নদীকূলের ন্যায় শোকস[illegible]

ন্ত অবসন্ন হইয়াছি। যিনি কৃতজ্ঞ, বাদী এবং যাঁহার লোচন পদ্মপলাশের বিশাল ও গতি সিংহের ন্যায় বিক্রম-ন্ন, সেই মদীয় প্রাণনাথ রামকে যাহারা লোকন করিতেছে তাহারাই ধন্য। কোন ক্ত তীব্র বিষ ভক্ষণ করিলে তাহার জীবন ন দুর্লভ হয়, সেইরূপ আত্মজ্ঞ রামের হ আমার জীবন নিতান্ত দুর্লভ হইবে। ানি জন্মান্তরে কীদৃশ মহাপাপ করিয়াছি; র বিপাকে এই নিদারুণ ঘোরতর মহৎ প্রাপ্ত হইলাম। রাক্ষসীগণ আমাকে করিতেছে, সুতরাং আমি আর রামকে হইব, এমন প্রত্যাশা নাই; অতএব তর শোকে আবৃত হইয়া জীবন ত্যাগ রতে ইচ্ছা করিতেছি; কিন্তু, মানুষভাব ধীনতা, এমনি কষ্টকর অবস্থা যে, হাতে আপনার ইচ্ছানুসারে জীবন ত্যাগ রতেও পারা যায় না; অতএব পরা-ততায় ধিক্ এবং মানুষভাবেও ধিক্।

ইতি পঞ্চবিংশ সর্গ ॥ ২৫ ॥

ষড়্‌বিংশ সর্গ।

সেই জনক-দুহিতা অবলা সীতা ভূতা-শবশতঃ উন্মত্তা, পিত্তোদ্রেক-নিবন্ধন প্রমত্তা ভ্রান্তচিত্তার ন্যায় শোক প্রকাশ করিতে রিতে শ্রম-পরিহারার্থ বড়বা যেমন ভূতলে র্শ্ব পরিবর্ত্তন করে, সেইরূপ মহীতলে বিলু-ত হইতে লাগিলেন। পরে অশ্রু-প্রবাহে খমণ্ডল অভিষিক্ত করিয়া বক্ষ্যমাণ রীতি নুসারে বচন বিন্যাস-পূর্ব্বক রাক্ষসীগণের মক্ষে অধোমুখে বিলাপ করিতে প্রবৃত্ত ইলেন। রঘুনন্দন রাম কামরূপি-মারীচ ক্ষসের মায়ায় মোহিত হইয়া তাহার অনু-রণ করতঃ আশ্রম হইতে অতিদূরে প্রস্থিত ইলে রাবণ শূন্যাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া আমাকে আকর্ষণ করিল, আমি চীৎকার শব্দে রোদন রিতে লাগিলাম, তথাপি রাবণ বল-পূর্ব্বক আনয়ন করিয়াছে। একে ত এই রাক্ষসী-ণের বশীভূত হইয়া ইহাদের নিদারুণ বাক্যে তিরস্কৃত হইতেছি, বিশেষতঃ রামের চিন্তায় আমার দুঃখাবেগ অসহ্য হইয়াছে, সুতরাং আমি জীবিত থাকিতে বাসনা করি না। আমি যখন মহারথ রাম ব্যতীত রাক্ষসীদিগের মধ্যে বসতি করিতেছি, তখন জীবন, ধন বা ভূষণে আমার প্রয়োজন কি? আমার হৃদয় যখন দুঃখাবেগে বিদীর্ণ হইতেছে না, তখন বোধ হয় আমার অন্তঃকরণ প্রস্তরের ন্যায় কঠিন, অথবা অজর, কিম্বা অমর হইবে। রাম-কর্ত্তৃক বিযোজিতা হইয়া অসতীর ন্যায় পর গৃহে বাস ও রাক্ষসীদিগের কঠোর বচন-পরম্পরা শ্রবণ করিয়া মুহূর্ত্তকালও যে জীবন রক্ষা করিতেছি, ইহাই আমার অনার্য্য আচরণ করা হইয়াছে; অতএব আমাকে ধিক্! ক্ষপাচর রাবণকে কামনা করা দূরে থাকুক, আমি তাহাকে বাম চরণদ্বারাও স্পর্শ করি না। আমি বারম্বার প্রত্যাখ্যান করিতেছি, কিন্তু কাম-মোহিত হইয়া যে ব্যক্তি ইহা অবগত হইতে পারিতেছে না এবং যে আপনার কুল ও আপনার স্বরূপ জানে না, সে স্বীয় ক্রূরস্বভাবানুসারে রাক্ষসী-দ্বারা আমাকে বশীভূত করিতে অভিলাষ করিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? তোমাদের নিকট আর অধিক প্রলাপ বলিবার প্রয়োজন নাই। যদি তোমরা আমাকে খণ্ড খণ্ড কর, বা বিদা-রণ কর, অথবা অগ্নির উত্তাপে তাপিত কর, কিম্বা হুতাশনে ভস্মসাৎ কর, তথাপি আমি রাবণের উপাসনা করিব না।

সীতা কহিলেন, রঘুনন্দন রাম সমধিক গুণসম্পন্ন, কৃতজ্ঞ, বিদ্বান্ ও দয়াবান্; কিন্তু বোধ হয়, আমার অদৃষ্টের বিপর্য্যয়বশতঃ তিনিও দয়াহীন হইয়াছেন। যিনি জনস্থানে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসকে এক বাণেই নিবারণ করিয়াছেন, তিনি কি আমায় পুন-র্ব্বার লাভ করিতে পারিবেন না? অল্পবীর্য্য নিশাচর রাবণ আমাকে নিরোধ করিয়াছে বটে, কিন্তু আমার ভর্ত্তা রাবণকে যুদ্ধে অনা-য়াসে হনন করিতে সমর্থ হইবেন। যিনি রাক্ষসপুঙ্গব বিরাধকে রণে নিহত করিয়াছেন, সেই রাম আমাকে অবশ্য লাভ করিবেন,

সন্দেহ নাই। যদিও এই লঙ্কানগরী সমুদ্র-মধ্যে অবস্থিত বলিয়া অন্য কাহারো আক্রম করিবার সাধ্য নাই বটে, কিন্তু, রঘুনন্দন রামের আক্রম হইতে রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু, রামের দৃঢ়তর পরাক্রমসত্বেও যে তিনি রাবণহৃতা দয়িতা ভার্য্যাকে পুনঃ প্রাপ্ত হইতেছেন না, তাহার কারণ কি? বোধ হয়, আমি লঙ্কানগরীতে অবরুদ্ধা আছি, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই, নতুবা সেই তেজস্বী রাম এই অবমাননা কখন সহ্য করিতেন না। যিনি আমার হরণবৃত্তান্ত অবগত হইয়া রঘুকুলতিলক রামকে নিবেদন করিতেন, সেই গৃধ্ররাজ জটায়ু আমার অনুসরণ করিয়া রাবণকর্ত্তৃক বিনিপাতিত হইয়াছেন। যদিচ তিনি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, তথাপি আমার উদ্ধারবাসনায় তৎকালে রাবণবধে যত্নপরায়ণ হইয়া অতিমহৎ কার্য্য করিয়াছেন। আমি এই লঙ্কানগরীতে অবস্থিতি করিতেছি, রঘুনন্দন রাম যদি ইহা জানিতে পারেন, তবে ক্রুদ্ধ হইয়া বাণনিকরে অদ্যই লোকত্রয় রাক্ষসশূন্য করিবেন। কেবল ইহাই করিয়া ক্ষান্ত হইবেন, এমন নহে, লঙ্কানগরী দহন ও মহোদধি শোষণ করিবেন; এমন কি, সেই নীচাশয় রাবণের কীর্ত্তি ও নাম পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিবেন। আমি যেমন নিরন্তর রোদন করিয়া কাল যাপন করিতেছি, সেইরূপ রাক্ষসগণ নিধন প্রাপ্ত হইলে, রাক্ষসীরা অনাথ হইয়া প্রতিগৃহেই আমা অপেক্ষা অধিকতর রোদন করিবে, সংশয় নাই। রাম ও লক্ষ্মণ লঙ্কানগরী অন্বেষণ করিয়া যখন আমার সন্ধান পাইবেন, তখন রাক্ষসদিগকে বিনাশ করিবেন, এমন কি, সেই রিপু তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া মুহূর্ত্তকালও জীবিত থাকিতে সক্ষম হইবে না। লঙ্কানগরী গৃধ্রসমূহে সমাবৃত ও তাহার পথসকল চিতাধূমে আকীর্ণ হইয়া অচিরকালমধ্যেই শ্মশান ভূমির ন্যায় হইবে। যদিচ মদুক্ত বাক্য সকল আপাততঃ তোমাদিগের বিপরীত বলিয়া বোধ হইতেছে; কিন্তু, অল্পকালমধ্যেই আমার এই মনোরথ সফল হইবে। বিশেষতঃ লঙ্কায় যেরূপ অশুভ লক্ষণ সকল দৃষ্ট হইতেছে, ইহাতে স্পষ্টই বোধ হয়, এই ন[illegible] কিছুদিনের মধ্যে প্রভা হীন হইবে। পা[illegible] পাপপরায়ণ রাক্ষসপতি রাবণ নিহত হইলে [illegible] দুরাক্রম্যা লঙ্কানগরী বিধবা রমণীর ন্যায় নিশ্চ[illegible] ঐশ্বর্য্যবিহীন হইবে। লঙ্কাপুরী অধুনা প[illegible] উৎসবে পরিপূর্ণ রহিয়াছে বটে, কিন্তু প[illegible] পতিবিহীনা অঙ্গনার ন্যায় ভর্ত্তৃবিহীনা রাক্ষ[illegible] সকলে সমাবৃত হইয়া উৎসববিহীন হই[illegible] রাক্ষসকন্যাগণ অসহ্য দুঃখবেগে সমাহত হই[illegible] প্রতিগৃহেই রোদন করিবে, আমি অচিরে[illegible] তাহাদের সেই রোদন ধ্বনি শ্রবণগোচর করি[illegible] সন্দেহ নাই।

যাহার লোচনপ্রান্ত রক্তবর্ণে রঞ্জিত, সে[illegible] শূরবর রাম, আমি রাক্ষসালয়ে অবরুদ্ধ র[illegible] য়াছি, যদি ইহা জানিতে পারেন, তবে শ[illegible] নিকরে লঙ্কানগরী দগ্ধ করিয়া ফেলিবে[illegible] তৎপরে এই নগরী রাক্ষসবীরবিহীনা ও ঘো[illegible] তর অন্ধকারে আবৃত হইয়া কান্তিহীন হইবে[illegible] কিন্তু এখন আমার জীবন রক্ষার উপায় কি[illegible] নীচাশয় নৃশংসপ্রকৃতি এই রাবণ আম[illegible] সহিত যে সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে, সেই নির্দ্দ[illegible] সময় ত প্রায় উপস্থিত হইল। দুষ্টমতি রা[illegible] এই সময়েই আমার মৃত্যু বিধান করিয়া[illegible] কোনরূপে রক্ষার উপায় নাই; কারণ [illegible] পাপানুষ্ঠায়ী নিশাচরগণ পাপ কাহাকে ব[illegible] তাহা জানে না, সুতরাং পরস্ত্রী বলিয়া আমাকে[illegible] কেন রক্ষা করিবে? অপিচ এই পিশিতাশ[illegible] রাক্ষসেরা ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত নহে, অতএব সম্প্র[illegible] পরদারাবমর্ষণজনিত যে শীঘ্র মহোৎপা[illegible] আপতিত হইবে, তাহা গণনাই করিতেছে না[illegible] প্রত্যুত রাবণ প্রাতঃকালীন ভোজন সামগ্রী[illegible] মধ্যে আমাকে কল্পনা করিবে, সন্দেহ নাই[illegible] আমি তখন প্রিয়দর্শন রামের দর্শন না পাই[illegible] কি উপায় বিধান করিব? যদি কেহ এক্ষ[illegible] অদ্য আমাকে বিষ প্রদান করিত, তাহা হই[illegible] উহা সেবন করিয়া পতির অদর্শনে সত্বর য[illegible] সদনে গমন করিতাম। লোহিতাপাঙ্গ রাম[illegible] নিরীক্ষণ না করিয়া অসহ্য দুঃখবেগ [illegible] করিয়াও যে জীবিত আছি, বোধ হয়, রাম[illegible] লক্ষ্মণ তাহা জানিতে পারেন নাই, আ[illegible]

বিত আছি, যদি ইহা অবগত হইতেন, ব অবশ্যই ভূমণ্ডল অন্বেষণ করিতেন। থবা সেই বীরবর লক্ষ্মণাগ্রজ রাম আমা- শোকে কাতর হইয়া ভূতলে দেহ পরি- াগপূর্ব্বক ইহলোক হইতে দেবলোকে ন করিয়াছেন। দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও র্ষিগণ আমার রাজীবলোচন বীরবর রামকে বলোকন করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন, অথবা জীবন্মুক্ত, সর্ব্বজ্ঞ, পরম জ্ঞানী ও নিবৃত্তি- নিরত, সুতরাং তাঁহার ভার্য্যার প্রয়োজন ই। যদি এমন হয় যে, দৃষ্টির বহির্ভূত লে সৌহৃদ্য অন্তর্হিত হয়, আর চাক্ষুষ প্রত্য- ই প্রীতি থাকে। আমি এখন তাঁহার নয়ন- হইতে বিদূরিত হইয়াছি, সুতরাং তাঁহার র সে ভাব নাই, ইহা সম্ভব নহে; যাহারা ত্ম, তাহারাই পূর্ব্ব প্রীতি বিস্মৃত হয়, রাম ন বিস্মৃত হইবেন না। কিম্বা আমার কোন পরাধ হইয়া থাকিবে অথবা পূর্ব্বজন্মকৃত ান পাপ থাকিবে, সেই জন্য রাম আমার নুসন্ধান করিতেছেন না; অতএব সেই াবীর শত্রুনিসূদন বিমলস্বভাব সদসৎসেবার ন্যুক্ত পাত্র মহাত্মা রামের বিয়োগে আমার বিত থাকা অপেক্ষা মরণই মঙ্গল। থবা সেই নরবর ভ্রাতৃদ্বয় অস্ত্র শস্ত্র রিত্যাগপূর্ব্বক ফলমূলভোজী হইয়া বনে ন বিচরণ করিতেছেন। কিম্বা রাক্ষস- তি দুরাত্মা রাবণ ছলপূর্ব্বক শূরবর ভ্রাতৃ- য় রাম লক্ষ্মণকে বিনাশ করিয়া থাকিবে। ই কষ্টকর সময়ে সর্ব্বদা জীবন ত্যাগের সনা করিতেছি, কিন্তু, এই অসহ্য সময়েও ধাতা আমার মৃত্যু বিধান করিতেছেন না। রন্তু যাঁহারা ব্রহ্ম ও আত্মার সমান জ্ঞান রিয়াছেন ও যাঁহারা ইন্দ্রিয় সকল জয় রিয়াছেন, সেই মহাভাগ মহাত্মা মুনিগণই ন্য; কেন না, তাঁহাদের প্রিয় ও অপ্রিয় ছুই নাই। যাঁহাদের প্রিয় বস্তুর বিয়োগেও খ হয় না, আর অপ্রিয় ঘটনা হইলেও াহাদের প্রিয় বিয়োগ অপেক্ষা অধিকতর খ হয় না এবং যাঁহারা প্রিয় বিয়োগ দুঃখ অপ্রিয়সংযোজক দুঃখ হইতে বিয়োজিত হইয়াছেন, সেই মহাত্মাদিগকে আমি নমস্কার করি। সে যাহা হউক, আমি পাপমতি রাবণের আবাসে রহিয়াছি, আত্মজ্ঞ রাম যদি আমাকে অন্বেষণ করিয়া উদ্ধার না করেন, তাহা হইলে হর্ষের সহিত জীবন বিসর্জ্জন করিব।

ইতি ষড়্বিংশ সর্গ ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশ সর্গ।

কতকগুলি রাক্ষসী সীতার মরণ নিশ্চায়ক কঠোরবাক্য শ্রবণপূর্ব্বক ক্রোধাকুল হইয়া তখন দুরাত্মা রাবণের নিকট ঐ সংবাদ দিবার নিমিত্ত গমন করিল। পরে ভীমদর্শনা রাক্ষসীরা সীতার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া পুনর্ব্বার আপনাদের অনর্থকর পরুষবচন সকল বলিতে প্রবৃত্ত হইল। হে অনার্য্যে সীতে! আমরা তোমার রক্ষায় নিযুক্ত রহিয়াছি, সুতরাং তুমি আমাদের সমক্ষে এখন জীবন বিসর্জ্জন করিতে সক্ষম হইবে না; কিন্তু পরে রাক্ষসীরা রাবণের অনুমতি পাইয়া অভিলাষানুরূপ তোমার মাংস ভক্ষণ করিবে।

তখন ধর্ম্মজ্ঞানসম্পন্না বৃদ্ধা ত্রিজটা রাক্ষসী জাগরিত হইয়া দেখিল, যে ক্রূরস্বভাবা রাক্ষসীরা সীতাকে ভর্ৎসনা করিতেছে। ত্রিজটা ইহা অবলোকন করিয়া তাহাদিগকে বলিতে লাগিল, হে ক্রূরপ্রকৃতি রাক্ষসীগণ! সীতা জনকের স্নেহাস্পদীভূতা সুতা দশরথের পুত্রবধূ অতএব তোমরা ইহাঁকে ভক্ষণ করিতে পারিবে না। পরন্তু রাবণকৃত সময় অতীত হইলে আপন আপন শরীর মাংসই ভক্ষণ করিবে। কারণ, আমি অদ্য রাক্ষসদিগের পরাভবসূচক নিদারুণ স্বপ্নদর্শন করিয়াছি, কেবল ইহাই নহে, এই জনকদুহিতার ভর্ত্তার বিজয়সূচক রোমহর্ষকর অপর একটি স্বপ্নদর্শন করিয়াছি।

সেই কোপমোহিত রাক্ষসীগণ ত্রিজটার বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক ভীত হইয়া তাহাকে বলিল, তুমি নিশাকালে কিরূপ স্বপ্নদর্শন করিয়াছ, তাহা আমাদের নিকট কীর্ত্তন কর।

পরে ত্রিজটা রাক্ষসীদিগের মুখনিঃসৃত-বচন শ্রবণ করিয়া প্রত্যূষ দৃষ্ট স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিল। "আমি দেখিলাম, রঘুনন্দন রাম শুক্লবস্ত্র ও শ্বেতমাল্য পরিধানপূর্ব্বক গজদন্ত বিরচিত সহস্রঅশ্বযোজিত আকাশগামি দিব্য বিমানে লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে আরোহণ করিয়া আগমন করিতেছেন। অপিচ, সীতাদেবীও শুক্লাম্বর পরিধান করিয়া ক্ষীর সাগর বেষ্টিত শ্বেতপর্ব্বতে অবস্থিত সূর্য্যকান্তির ন্যায় রামের সহিত সঙ্গত হইয়াছেন। আবার দেখিলাম, রাম ও লক্ষ্মণ শৈলসদৃশ চতুর্দন্ত মহাগজের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন। পরে শুক্লবস্ত্র ও শ্বেত মাল্যধারি রামও লক্ষ্মণ স্বীয় তেজঃপ্রভাবে চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া জনকদুহিতার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। অনন্তর, রাম অবতরণপূর্ব্বক সেই শ্বেতপর্ব্বতাগ্রস্থিত আকাশগামি দন্তীর বন্ধনশৃঙ্খল ধারণ করিলে কমলনয়না সীতা তাহার স্কন্ধে আরোহণপূর্ব্বক রামের অঙ্কে উত্থিত হইয়া পাণিদ্বারা চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণ করিতেছেন, তৎপরে সেই গজবর, রাম লক্ষ্মণও বিশালনয়না সীতাকে পৃষ্ঠে লইয়া লঙ্কার উপরিভাগে উপস্থিত হইল। আবার দেখিলাম, রাম শ্বেতমাল্য ও শুক্লবসন পরিধান করিয়া পাণ্ডুরবর্ণ অষ্টঋষভযোজিত রথে আরোহণপূর্ব্বক লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে আগমন করিতেছেন। পরে দেখিলাম, অখণ্ডবিক্রমসম্পন্ন বীর্য্যবান্ পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা সমভিব্যাহারে দিব্য পুষ্পকবিমানে আরোহণপূর্ব্বক উত্তর দিকের অভিমুখে প্রস্থিত হইয়াছেন"।

ত্রিজটা কহিল, "হে চেটিগণ! পুনর্ব্বার যে স্বপ্ন দর্শন করিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। রক্তবস্ত্রধারি মুণ্ডিতমস্তক রাবণ তৈলসিক্ত ও তৈলপানে উন্মত্ত হইয়া করবীর পুষ্পগ্রথিত মালায় সুসজ্জিত পুষ্পকরথ হইতে ক্ষিতিতলে পতিত হইয়াছে। অপিচ রমণীগণ রক্ত অনুলেপন রঞ্জিত লোহিত মালায় বিভূষিত অসিত বসন পরিহিত মস্তকশূন্য রাবণের দেহ খরযোজিত রথদ্বারা আকর্ষণ করিতেছে। রাবণ চিত্তের ভ্রমবশতঃ ব্যাকুলেন্দ্রিয় হইয়া তৈলপা[illegible] হাস্য ও নৃত্য করিতে করিতে গর্দ্দভে আরো-হণপূর্ব্বক দক্ষিণ দিক্ অবলম্বন করিয়া স[illegible] গমন করিতেছে; পুনর্ব্বার দেখিলাম, রাক্ষ[illegible] পতি ভয়মোহিত হইয়া অধোমুখে গর্দ্দভ হই[illegible] ভূতলে পতিত হইতেছে। অপচ রাবণ ভ[illegible] বিহ্বল, ভয়পীড়িত ও চকিত হইয়া সহ[illegible] বিবসনে উত্থিত হইল এবং উন্মত্তের ন্যায় বহ[illegible] তর কটু বাক্য বলিতে বলিতে দুর্গন্ধময় মলর[illegible] পঙ্কপূর্ণ নরককল্প দুঃসহ ঘোরতর তিমির ম[illegible] প্রবেশ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাতে নিমগ্ন হইল[illegible] পুনর্ব্বার দক্ষিণ আশা অবলম্বনপূর্ব্বক প্রস্থি[illegible] হইয়া জল ও কর্দ্দম রহিত হ্রদ মধ্যে প্রবে[illegible] করিল। কর্দ্দমলিপ্তাঙ্গী কৃষ্ণবর্ণা লোহিতবসন[illegible] প্রমদা দশগ্রীবের কণ্ঠদেশ বন্ধনপূর্ব্বক দক্ষি[illegible] দিকে আকর্ষণ করিতেছে। পুনর্ব্বার দে[illegible] লাম, কুম্ভকর্ণ ও রাবণের পুত্র সকল মুণ্ডি[illegible] মুণ্ড হইয়া তৈলসিক্ত রহিয়াছে। পরন্তু, রা[illegible] বরাহে, ইন্দ্রজিৎ শিশুমারে ও কুম্ভকর্ণ উ[illegible] আরোহণ করিয়া দক্ষিণ দিকে গমন ক[illegible] তেছে। কেবল একমাত্র বিভীষণ শ্বেতচ্ছা[illegible] শোভিত হইয়া চারিটি সচিব সমভিব্যাহা[illegible] আকাশ পথে বিচরণ করিতেছেন। অ[illegible] তাঁহার মহাসভায় গীত ও বাদিত্রের ধ্ব[illegible] সমুত্থিত হইতেছে।

ত্রিজটা কহিল, হে রাক্ষসীগণ! পুনর্ব্বা[illegible] যাহা অবলোকনকরিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর[illegible] সকল রাক্ষসই রক্তবস্ত্র ও লোহিত মাল্য ধার[illegible] পূর্ব্বক তৈলপানে সমাসক্ত রহিয়াছে; তা[illegible] দের বাসভূমি এই রমণীয় লঙ্কাপুরীও গোপ[illegible] ও তোরণ বিহীন হইয়া রথ, অশ্ব ও কুঞ্জর [illegible] সাগরগর্ত্তে পতিত হইয়াছে। অপিচ রাক্ষ[illegible] পত্নীরা তৈলপানে উন্মত্ত হইয়া ভস্মরা[illegible] রুক্ষবর্ণ এই লঙ্কা নগরীতে উচ্চৈঃস্ব[illegible] হাস্য করিতেছে। কুম্ভকর্ণপ্রভৃতি রাক্ষসবীরগ[illegible] লোহিতবর্ণ কুৎসিত বসন গ্রহণ করিয়া গো[illegible] হ্রদে প্রবিষ্ট হইতেছে, অতএব হে রাক্ষসীগণ[illegible] তোমরা সীতাকে ভৎর্সনা না করিয়া এস্থা[illegible] হইতে প্রস্থান কর। রঘুনন্দন রাম অচি[illegible] সীতাকে লাভ করিবেন, তোমরা তাহা স্বচ[illegible]

অনন্তর, লজ্জাশীলা অবলা সীতা ভর্ত্তৃ-বিজয়সূচক ভাবি বার্ত্তা শ্রবণে সহর্ষ হইয়া বলিলেন, যদি তোমাদিগের বাক্য সত্য হয়, তবে অবশ্যই আমি তোমাদিগকে রক্ষা করিব।

ইতি সপ্তবিংশ সর্গ ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশ সর্গ।

সীতাদেবী নিরন্তর অপ্রিয় ঘটনা নিবন্ধন পূর্ব্বাবধি ক্লেশ ভোগ করিতেছিলেন, এখন আবার রাক্ষসরাজ রাবণের সেই অপ্রিয়বচন-পরম্পরা শ্রবণ করিয়া বনমধ্যে সিংহসমাহতা গজরাজকন্যার ন্যায় বিত্রস্ত হইলেন। একে ত সীতা রাক্ষসগণের মধ্যে থাকিয়াই ভয়ে কাল-যাপন করিতে ছিলেন, বিশেষতঃ রাবণের বাক্যে অতিশয় তাড়িত হইয়া দুর্ভিক্ষ পীড়িত জনকজননীকর্ত্তৃক বিজন বিপিনে বিক্ষিপ্তা বালিকা কন্যার ন্যায় বিলাপ করিতে লাগি-লেন। বলিলেন, হায়! সাধুগণ বলিয়া থাকেন, যে অকালে কখন মৃত্যু ঘটনা হয় না, এ কথা সত্য; কারণ, আমি এমনি পুণ্য-বিহীনা যে এত ভর্ৎসনাতেও ক্ষণমাত্র জীবিত রহিয়াছি। পরন্তু মদীয় হৃদয় সুখবিহীন ও বহুতর শোকসমাহত হইয়াও যখন বজ্রাহত শৈলশৃঙ্গের ন্যায় অদ্য সহস্রধা বিদীর্ণ হইতেছে না, তখন বোধহয়, ইহা অতীব কঠিন। অপিচ আমার জীবন ত্যাগের চেষ্টা করাও অনুচিত; যেহেতু এই অপ্রিয়দর্শন রাবণ আমাকে অবশ্য বধ করিবে, সুতরাং আমাকেও আর আত্মহত্যাজনিত দোষে লিপ্ত হইতে হইবে না। যদিচ ইহাকে আত্ম সমর্পণ করিলে জীবন রক্ষা হয় বটে, কিন্তু দ্বিজগণ যেমন শূদ্রকে মন্ত্রদানে সমর্থ হয়েন না, সেইরূপ আমিও অনুকূল হইয়া ইহাকে মদীয় অন্তর প্রদান করিতে অসমর্থ। কিন্তু জননাথ রাম রাবণেরে নিয়মিত সময়ের মধ্যে যদি না আইসেন, তাহা হইলে অস্ত্রচিকিৎসক প্রসূ-তিকে রক্ষা করিবার জন্য যেমন শাণিত অস্ত্র-দ্বারা গর্ব্ভস্থ জীবিত জন্তুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছেদন করে, তদ্রূপ সেই অনার্য্য রাক্ষসপতি জীবিতা-

দেখিতে পাইবে। বনবাসসহচরী প্রিয়দর্শনা রামের প্রেয়সী ভার্য্যাকে তোমরা ভৎর্সনা বা তাড়না কর, কিন্তু রাঘব কখন ক্ষমা করিবেন না; পরন্তু, ক্রোধপরবশ হইয়া রাক্ষসসহ তোমাদিগকে বিনষ্ট করিবেন। অতএব নিষ্ঠুর বাক্য অপেক্ষা বরং সত্য বাক্য বলাই ভাল; বৈদেহী সমীপে আমাদিগের ক্ষমা প্রার্থনা করাই উচিত বলিয়া বোধ হইতেছে। কারণ যাহার এমন দুঃখাবস্থায় এতাদৃশ স্বপ্ন দৃষ্টি-গোচর হয়, সে সকল দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া অনুত্তম প্রিয় লাভ করে। হে রাক্ষসী-গণ! রাঘব হইতে রাক্ষসদিগের ঘোরতর ভয় উপস্থিত, যদিচ সীতা বারম্বার ভৎর্সিতা হই-য়াছেন বটে, কিন্তু এখন তাঁহাকে কঠোরবাক্য না বলিয়া তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর। মিথিলা-দেশসম্ভূতা জনকদুহিতা এই সীতা আমাদের অনুনয়ে প্রসন্ন হইয়া মহৎভয় হইতে তোমা-দিগকে পরিত্রাণ করিবেন, সন্দেহ নাই।

ত্রিজটা কহিল, হে রাক্ষসীগণ! দেখ, এই বিশালনয়না সীতার কোন অঙ্গেই অণুমাত্র অলক্ষণ উপলক্ষিত হইতেছে না। কিন্তু বোধ হয়, কেবল স্নান ও অনুলেপনের অভাবনিবন্ধন শোভাবিহীন হওয়ায় ইহাঁর যৎকিঞ্চিৎ দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। পরন্তু এই অদুঃখার্হা সীতাকে স্বপ্নগোচরে অবলোকন করিয়া ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সীতার ইষ্ট সিদ্ধি, রামের বিজয় লাভ ও রাবণের বিনাশ শীঘ্রই অবলোকন করিব। আর দেখ, ইহার মহৎ-প্রিয় শুভসূচক স্বপ্নবৃত্তান্ত শ্রবণ করিবে বলি-য়াই পদ্মপলাশবৎ বিশাল বাম নয়ন স্পন্দিত হইতেছে, আর এই সরলা বিদেহদুহিতার বামবাহু ঈষৎ পুলকিত হইয়া অকস্মাৎ কম্পিত হইতেছে এবং করেণুকরসদৃশ অনুত্তম সব্য উরু কম্পমান হইয়া "রামচন্দ্র অগ্রে উপস্থিত" যেন এই কথাই ব্যক্ত করিতেছে। অপিচ কাক-প্রভৃতি পক্ষিকুল শাখাস্থ নীড় মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অতি মধুরস্বরে বারম্বার স্বাগত বাক্য বলিয়া "সীতে! রাম আসিতেছেন তুমি প্রত্যুদগমন কর" যেন হৃষ্টচিত্তে সীতাকে এই কথাই পুনঃপুনঃ কহিতেছে।

বস্থায় আমার অঙ্গ সকল তীক্ষ্ণ শরদ্বারা শীঘ্র ছেদন করিবে। হায়! একে ত আমি নিরন্তর ভর্ত্তার বিয়োগবেদনা সহ্য করিতেছি, বিশেষতঃ আমার এই দুঃখ যে মৃত্যুর অবধিভূত দুই মাস অচিরে অতিবাহিত হইবে, তাহা হইলে রাজাজ্ঞায় গৃহাবদ্ধ বধ্য তস্করের ন্যায় বিনষ্ট হইব। হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হা সুমিত্রে! হা রামমাতঃ! হা মদীয় জননীগণ! আমার এমনি দুর্ভাগ্য যে, এতাদৃশ দুরবস্থায় আপনাদিগের দর্শন পাইলাম না, কেবল নিরন্তর স্মরণ করিয়া বায়ুবেগসমাহত নৌকা যেমন সাগরগর্ত্তে নিমগ্ন হয়, সেইরূপ আমি বিপদ্‌গ্রস্ত হইলাম। বোধহয়, সেই সিংহসমবিক্রান্ত মনুজেন্দ্রপুত্র তরস্বী রাম ও লক্ষ্মণ আমার জন্যই বজ্রতেজসদৃশ মৃগরূপী রাক্ষসকর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়া থাকিবেন। অপিচ তৎকালে কালই এই মন্দভাগিনীকে মৃগরূপে বিমোহিত করিয়াছিল, আমি সেই মায়ায় মোহিত হইয়া লক্ষ্মণাগ্রজ আর্য্যপুত্র রাম ও তদনুজ লক্ষ্মণকে তাহার অনুসরণে বিদায় দিয়াছিলাম। হা পৌর্ণমাসনিভানন! হা সত্যব্রত দীর্ঘবাহু রাম! তুমি জীবলোকের হিত ও প্রিয়ব্রতে রত; কিন্তু আমি রাক্ষসদিগের বধ্য হইয়াছি, তুমি ইহা জানিতে পারিলে না। কৃতঘ্ন ব্যক্তিদিগের উপকার করিলে, উপকারি মানবদিগের তাহা যেমন নিষ্ফল হয়, সেইরূপ পতিদেবতাত্ব, ভূতলশয়ন, ধর্ম্মানুরাগ, পাতিব্রত্য ও ক্ষমা এ সকলই আমার বিফল। আমি তোমার বিয়োগবশতঃ মিলনে হতাশ হইয়া নিতান্ত কৃষ ও বিবর্ণ হইয়াছি, তথাপি যখন তোমার দর্শন পাইলাম না, তখন আমার এই সকল ধর্ম্মাচরণ ও পাতিব্রত্যধর্ম্ম নিরর্থক। হে রাম! তুমি অতি সচ্চরিত্র, অতএব আমার বোধহয়, তুমি নিয়মানুসারে পিতার আদেশ প্রতিপালনপূর্ব্বক বিগতভয় ও কৃতকার্য্য হইয়া বিশালনয়না স্ত্রীদিগের সহিত ক্রীড়াপায়ণ হইবে। আমি নিরন্তর তোমাতেই কামাভিলাষিণী, সুতরাং জীবনবিনাশকর দুঃখ সহ্য করিব বলিয়াই তোমাকে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছিলাম, এখন তপস্যা ও ব্রত বিফল করিয়া এই ভাগ্যবিহীন নিরর্থক জীবন ত্যাগ করিব। অপিচ আমি বিষ বা শাণিত শস্ত্রদ্বারা সদ্য প্রাণত্যাগ করিব; কিন্তু এ রাক্ষস গৃহে এখানে আমাকে বিষ বা, শস্ত্র কেহই প্রদান করিবে না।

সীতাদেবী সর্ব্বথা রামকে স্মরণ করিয়া এইরূপ বহুতর বিলাপ করিতে করিতে শুষ্কবদন হইয়া কম্পিতকলেবরে পুষ্পিত নগবরের সমীপবর্ত্তিনী হইলেন। পরে শোকসন্তপ্ত হইয়া বেণীগ্রহণপূর্ব্বক বহুবিধ চিন্তা করিয়া বলিলেন, আমি বেণী গ্রথনে উদ্বন্ধনপূর্ব্বক শীঘ্র যমসদনে গমন করিব।

অনন্তর, সেই কোমলাঙ্গী বৈদেহী তরুবরের সন্নিহিত হইয়া তাহার শাখা অবলম্বনপূর্ব্বক রাম, লক্ষ্মণ ও স্বীয় কুলমর্য্যাদার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই সৌভাগ্যশালিনী জানকীর শোকবিনাশন ধৈর্য্যসম্পাদক লোকপ্রসিদ্ধ ভাবি শুভসূচক বহুতর নিমিত্ত সকল প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল।

ইতি অষ্টাবিংশ সর্গ ॥ ২৮ ॥

একোনত্রিংশ সর্গ।

সেই অনিন্দিতা শুভান্বিতা সুকেশা সীতা হর্ষবিরহিত ও ব্যথিত হইয়া দীনমানসে সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে সেবাপরায়ণ ভৃত্যগণ যেমন লক্ষ্মীসম্পন্ন মানবগণের সদা সন্নিহিত থাকে, সেইরূপ শুভ নিমিত্ত সকল তাঁহার নিকট প্রতিভাত হইতে লাগিল। যাহার অনীনিকা কৃষ্ণবর্ণ, প্রান্তভাগ রক্তবর্ণ, অপরভাগ শুক্লবর্ণ, সেই অরালপক্ষ্মরাজিসমাবৃত সুশোভন বামনয়ন মীনাহত পদ্মের ন্যায় স্পন্দিত হইল। অপিচ যাহা সুন্দর কাল অগুরুচন্দনে চর্চ্চিত হইয়া চিরকাল অনুত্তম প্রিয়তমের সম্বন্ধ লাভ করিয়াছে, সেই মনোহর সুবৃত্ত পীন বামবাহু সহসা কম্পিত হইল। পরস্পর সংশ্লিষ্ট উরুযুগলের মধ্যে করিকরসদৃশ সুগঠন স্থূলতর বাম উরু স্পন্দিত হইয়া 'রাম সমীপাগত' যেন ইহাই ব্যক্ত

করিল। দাড়িমবীজদশনা অতুলনয়না শোভন-শরীরা বিদেহদুহিতা সীতা উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে ঈষৎ মলিন সুবর্ণবর্ণ তাঁহার মনোহর বসন কিঞ্চিৎ স্খলিত হইয়া আসন হইতে ভূতলে পতিত হইল। শোভনভ্রূযুতা সীতা এই সকল নিমিত্ত এবং ভাবি শুভ সংবাদী অপরাপর নিমিত্তদ্বারা সঞ্চালিত হইয়া বাতাতপরুদ্ধ প্রনষ্ট বীজ যেমন বৃষ্টিজল পাইয়া বিকাশ হয়, সেইরূপ হর্ষলাভ করিলেন। বস্তুতঃ তৎকালে সীতার বদনমণ্ডল রাহু বিমুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তাঁহার নয়নবিশাল, পক্ষ্মসকল বক্র ও কৃষ্ণবর্ণ, ভ্রূ ঈষৎ বক্র ও সুশোভন, অলকা সকল মনোহর, ওষ্ঠ বিম্বফলের ন্যায় রক্তবর্ণ, দন্ত সকল স্ফটিকসদৃশ শুক্রবর্ণ। আর্য্যা সীতা শোক, মালিন্য ও তন্দ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক হর্ষাবেশে প্রফুল্লবদন হইয়া উদিত শশধরদ্বারা প্রকাশিত পৌর্ণমাস নিশার ন্যায় অতীব শোভা পাইতে লাগিলেন।

ইতি একোনত্রিংশ সর্গ ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশ সর্গ।

শূরবর হনুমান্ রাক্ষসীদিগের গর্জ্জন, সীতার বিলাপ ও ত্রিজটার স্বপ্নবিবরণ প্রভৃতি সকলই আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিলেন। পরে নন্দনকাননবাসিনী দেবতার ন্যায় অশোকবন-বাসিনী সীতাকে অবলোকন করিয়া বহুবিধ চিন্তা করিতে লাগিলেন। যাঁহাকে সহস্র সহস্র বনার সকল দিকেই অন্বেষণ করিতেছে, আমি তাঁহারই সাক্ষাৎ লাভ করিলাম; অধিকন্তু চারভাবে নিয়োজিত হইয়া গোপনভাবে বিচরণপূর্ব্বক শত্রুদিগের শক্তি, রাক্ষসপতি রাবণের প্রভাব, অপরাপর রাক্ষসদিগের ঐশ্বর্য্য জনিত তারতম্য ও এই লঙ্কানগরী বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়াছি। যিনি সকল জীবগণের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন, সেই অপরিমেয়গুণসম্পন্ন রামের ভার্য্যা পতিদর্শনা-ভিলাষিণী সীতা এখন যাহাতে আশ্বাসিত হন, আমার তাহাই করা উচিত। সীতা কখন দুঃখানুভব করেন নাই এবং শীঘ্র যে দুঃখের পার পাইবেন, তাহারও সম্ভাবনা নাই; অতএব আমি সেই পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বিমলবদনা সীতাকে আশ্বাসিত করিব। সীতা শোক-সন্তাপে অচেতনপ্রায় হইয়াছেন; যদি এ সময়ে ইঁহাকে আশ্বাস না দিয়া গমন করি, তাহা হইলে আমার গমন দোষাবহ হইবে সন্দেহ নাই। যদি আমি এখন রামসীপে গমন করি, তাহা হইলে এই যশস্বিনী রাজ-নন্দিনী জানকী পরিত্রাণের উপায় না দেখিয়া জীবন ত্যাগ করিবেন। পরন্তু, সেই পূর্ণচন্দ্র-নিভানন মহাবাহুরাম সীতার দর্শনলালসায় সমুৎসুক আছেন; অতএব তাঁহাকে সীতার সন্দেশবার্ত্তা কহিয়া আশ্বাসিত করা কর্ত্তব্য; কিন্তু নিশাচরীগণের সমক্ষে সীতার সহিত সম্ভাষণ করা অনুচিত। এখন কি উপায়েই বা এই কার্য্য নির্ব্বাহ করি! এ ত আমি বিষম সঙ্কটে পতিত হইলাম। যাহা হউক আমি এই রাত্রিশেষে যদি সীতাকে আশ্বাস প্রদান না করি, তবে তিনি সর্ব্বতোভাবে জীবন বিসর্জ্জন করিবেন সন্দেহ নাই। আরও রাম যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে "সীতা আমাকে কি বলিয়াছেন?" তখন সুমধ্যমা সীতাকে সম্ভাষণ না করিয়া আমি তাঁহাকে কি প্রত্যুত্তর দিব! বিশেষতঃ সীতার সন্দেশ না লইয়া শীঘ্র সে স্থানে গমন করিলে কাকুৎস্থ রাম তীব্রতর ক্রোধদৃষ্টিদ্বারা আমাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন। যদ্যপি সীতা সহ সম্ভাষণ না করিয়াই রামের জন্য বানরপতি সুগ্রীবকে উৎসাহিত করিয়া সৈন্যগণের সহিত এখানে আনয়ন করি, তবে তাঁহার আগমন বিফল হইবার সম্ভাবনা, কারণ সীতা অগ্রেই জীবন ত্যাগ করিতে পারেন; অতএব আমি রাক্ষসীদিগের মধ্যে থাকিয়া ইহাদের অনবধান সময়ে নিরতিশয় সন্তাপতাপিতা এই সীতাকে ক্রমে ক্রমে আশ্বাসিত করিব। আমি ক্ষুদ্রকায় বানর হইয়া মানবদিগের ব্যাবহৃত ব্যাকরণ-দোষবিহীন পরিশুদ্ধ ভাষাতেই আলাপ করিব। কিন্তু যদি দ্বিজাতির ন্যায় সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন করি, তাহা হইলে আমাকে রাবণ

বিবেচনা করিয়া ভীত হইবেন; অতএব অর্থযুক্ত মানুষবাক্য বলা অবশ্য কর্ত্তব্য, নতুবা আমি এই অনিন্দিতা সীতাকে কখন আশ্বাসিত করিতে সক্ষম হইব না। জানকী পূর্ব্বে রাক্ষসদ্বারা বারম্বার বিত্রাসিত হইয়াছেন; সুতরাং আমার বানরদেহ এবং মানুষের ন্যায় কথা, ইহা আলোচনা করিয়া পুনর্ব্বার ভীত হইবেন। পরে বিশালনয়না মনস্বিনী জানকী ত্রাসসমাকুল হইয়া আমাকে কামরূপী রাবণ বিবেচনা করিয়া আর্ত্তরব করিবেন। সীতার বিকৃত শব্দ শুনিয়া যমসদৃশ ঘোরতর রাক্ষসীগণ নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক সহসা আসিয়া উপস্থিত হইবে। অনন্তর সেই বিকৃতমুখমহাবলরাক্ষসীগণ চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া জানিতে পারিলেই আমাকে বধ ও গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশ করিবে, সুতরাং আমি তখন উত্তম উত্তম তরুগণের শাখা, প্রশাখা ও স্কন্ধ অবলম্বনপূর্ব্বক ইতস্ততঃ ধাবিত হইব, ইহারা তাহা অবলোকন করিয়া অতিশয় শঙ্কিত হইবে। আমার বন ভ্রমণকালীন ভয়ানক রূপ নিরীক্ষণ করিয়া রাক্ষসীরা ভয়চকিত হইয়া বিকৃত রব করিবে। তাহারা ইহাতেই ক্ষান্ত হইবে এমন নহে, রাক্ষসরাজের গৃহরক্ষায় নিয়োজিত রাক্ষসদিগকে যত্ন সহকারে আহ্বান করিবে। তাহারাও শূল, শর ও অসিপ্রভৃতি বিবিধ আয়ুধ গ্রহণপূর্ব্বক উদ্বেগনিবন্ধন বেগসহকারে বিমর্দ্দিত করিবার নিমিত্ত এস্থানে আপতিত হইবে। কিন্তু যদি রাক্ষসবলকর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে বিদ্রাবিত করি, তাহা হইলে শ্রান্তিবশতঃ মহাসাগরের পরপারে যাইতে সক্ষম হইব না। অথবা কতকগুলি কার্য্যকুশল রাক্ষস যদি বেষ্টনপূর্ব্বক আমাকে গ্রহণ করে, তাহা হইলে এই সীতাদেবী আমার আগমনের প্রয়োজন জানিতে পারিবেন না, আমিও অকারণ অবরুদ্ধ হইব। কিম্বা রাক্ষসেরা অত্যন্ত হিংসা পরায়ণ; অতএব তাহারা যদি এই জনকদুহিতা সীতাকে বিনাশ করিয়া ফেলে, তাহা হইলে রাম ও সুগ্রীবের এই কার্য্য বিপদসঙ্কুল হইবে। পরন্তু সীতাদেবী রাক্ষসসঙ্কুল, সাগরবেষ্টিত, পথহীন, দুর্লঙ্ঘ্য, এই গুপ্ত স্থানে বসতি করিতেছেন। যদি এ সময়ে রাক্ষসেরা আমাকে যুদ্ধে গ্রহণ বা বিনষ্ট করে, তাহা হইলে রামের কার্য্য সম্পাদনে সহায়তা করে, এমন ব্যক্তি দেখিতে পাই না। বিশেষতঃ আমার জীবন বিনষ্ট হইলে যিনি এই শত যোজন বিস্তীর্ণ মহাসাগর লঙ্ঘন করিবেন, আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়াও এমন বানর নয়নগোচর করিতেছি না। যদিচ আমি সহস্র সহস্র রাক্ষস হনন করিতে সক্ষম বটে, কিন্তু সাগরের পরপারে গমন করিতে সমর্থ হইব না। যুদ্ধে জয় বা পরাজয় উভয়ই হইতে পারে, সুতরাং এ সংশয়িত ব্যাপারে আমার রুচি হইতেছে না, বিশেষতঃ মাদৃশ ব্যক্তি সংশয়বিহীন কার্য্যকে কখন সংশয়িত করিতে পারে না। বিদেহদুহিতা সীতার সহিত সম্ভাষণ করিলে এই সকল মহৎ দোষ উপস্থিত হইবে, আর সম্ভাষণ না করিলেও তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইবে। এ উভয় সঙ্কট অবস্থায় আমার কর্ত্তব্য কি! যে সকল কার্য্য শীঘ্রই সুসিদ্ধ হইবে, তাহাও অবিমৃষ্যকারি দূতকর্ত্তৃক অনুচিত দেশ ও অনুচিত কালে প্রয়োজিত হইয়া সূর্য্যসমাগমে অন্ধকারের ন্যায় বিনষ্ট হয়। এমন কি রাজা মন্ত্রীর সহিত বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের অবধারণপূর্ব্বক যাহা মন্ত্রণা করেন, তাহাও অবিমৃষ্যকারি দূতের নিকট নিষ্ফল হয়। কারণ, বাস্তবিক অবিজ্ঞ অথচ পণ্ডিতাভিমানী দূতগণ এমনসকল স্থলে কার্য্যই নষ্ট করিয়া থাকে; অতএব কি উপায় অবলম্বন করিলে আমার কার্য্য হানি না হইয়া সিদ্ধি লাভ হয়, কি উপায়েই বা আমার ব্যাকুলতা নিবারণ হয়, কি করিলেই বা আমার সমুদ্রলঙ্ঘন বিফল না হইয়া বরং সার্থকতা লাভ করে, আর কি প্রকারেই বা সীতাদেবী আমার কথা শ্রবণ করিয়া উদ্বিগ্না না হয়েন। বুদ্ধিমান্ এইরূপ চিন্তা করিয়া পরিশেষে বক্ষ্যমাণ উপায় অবধারণ করিলেন যে, সীতা রামের প্রতি একান্ত অনুরাগিণী; অতএব বিখ্যাতকার্য্যকুশল প্রিয়তম রামের নাম কীর্ত্তন করিলে ইনি কখন তাপিত

হইবেন না। বরং ইক্ষ্বাকুকুলতিলক আত্মজ্ঞানসম্পন্ন রামের ধর্ম্মসমন্বিত শুভ বাক্য সকল উচ্চারণ করিয়া অগ্রে ইহাঁকে শ্রবণ করাইব, পরে মধুর বাক্য বলিয়া যাহাতে ইনি শ্রদ্ধা করেন, তাহার সমীচীন উপায় অবলম্বন করিব। মহানুভব হনুমান্ তরুবরের পত্রাভ্যন্তরে লীন হইয়া জগতীনাথ রামের প্রমদা সীতাকে নিরীক্ষণ করতঃ এইরূপ বহুবিধ মধুময় সত্য বাক্য আলোচনা করিলেন।

ইতি ত্রিংশ সর্গ ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশ সর্গ।

মহানুভাব মারুতি এইরূপ অবধারণ করিয়া বৈদেহীর শ্রবণগোচরে আমূলত রামের বিবরণ বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইক্ষ্বাকুবংশসম্ভূত রাজগণের মধ্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ, দশরথ নামে এক কীর্ত্তিমান্, পুণ্যশীল, নরপতি ছিলেন। সেই প্রবল প্রতাপ রাজা দশরথ ধনবান্ সুখী ও পরম দয়ালুস্বভাব; সেই অহিংসানিরত সদাশয় নৃপতি ইক্ষ্বাকুবংশীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ যাহাতে সমৃদ্ধিসম্পন্ন হয়েন, সতত তাহার অনুষ্ঠান ও মিত্র রাজগণের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতেন। তিনি সাগর পরিখাপরিবৃত ভূমণ্ডলের মধ্যে বিখ্যাত, মহৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ও রাজর্ষি ছিলেন। তাঁহার ছত্র, চামর, দণ্ড, হস্তী, অশ্ব, রথপ্রভৃতি প্রভূত রাজপরিচ্ছদ ছিল। সর্ব্বধনুর্দ্ধারির শ্রেষ্ঠ, তারাপতির ন্যায় মনোহরবদনসমন্বিত প্রিয়তম রাম নামে তাঁহার একটি জ্যেষ্ঠ পুত্র আছেন। সেই শত্রুতাপন রাম স্বীয় চরিত্র, ধর্ম্ম, জীবপুঞ্জ এবং আত্মীয় জন সকলকে রক্ষা করিয়া থাকেন। সেই বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন বীরবর রাম সত্যসঙ্কল্প বৃদ্ধ পিতারবাক্য প্রতিপালন করিবার জন্য ভ্রাতা ও ভার্য্যা সমভিব্যাহারে বনবাসী হয়েন। রাম ঘোরতর অরণ্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মৃগয়া করিতে করিতে বহুতর কামরূপী রাক্ষসবীরকে নিহত করেন। পরন্তু রাবণ জনস্থাননিবাসি খর, দূষণ ও অপরাপর রাক্ষসদিগের বধ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অমর্ষবশতঃ মায়াময় মৃগরূপে রামকে বঞ্চিত করিয়া তাঁহার ভার্য্যা জনকদুহিতাকে অপহরণপূর্ব্বক আনয়ন করিয়াছে। রাম সেই বিশুদ্ধস্বভাবা সীতাদেবীর অন্বেষণ করিতে করিতে অরণ্যমধ্যে সুগ্রীব নামক বানরের সহিত মিত্রতা করিয়াছেন। তদনন্তর, সেই পরপুরবিজয়ী রাম বালীকে নিহত করিয়া মহাত্মা সুগ্রীবকে কপিরাজ্য সমর্পণ করিয়াছেন। সহস্র সহস্র কামরূপি বানরগণ সুগ্রীবের অনুজ্ঞাবশতঃ সীতাদেবীর অন্বেষণ নিমিত্ত সকল দিকেই বিচরণ করিতেছে। আমি সম্পাতির বচনানুসারে সেই বিশালনয়না সীতার অনুসন্ধান জন্যই এই শত যোজনবিস্তৃত সাগর পার হইয়াছি। আমি রামের নিকট তাঁহার যেমন রূপ, যেমন বর্ণ ও যেমন লক্ষণ শ্রবণ করিয়াছি, ইহাঁকেও সেইরূপই নিরীক্ষণ করিতেছি।

বানরবর হনুমান্ এই কথা বলিয়া বিরত হইলেন, জানকীও ঐ সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া অতীব বিস্মিত হইলেন। অনন্তর, কুটিলকেশাগ্রসমন্বিতা সুকেশী সীতা ভয়বশতঃ সঙ্কুচিত হইয়া কেশজালসংবৃত বদনমণ্ডল উন্নামিত করিয়া শিংশপা তরুর অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করিলেন। সীতা কপিবরের বচন শ্রবণ করিয়া দিক্ বিদিক্ অবলোকনপূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকারে রামের ধ্যান করতঃ স্বয়ং অতিশয় হর্ষাবিষ্ট হইলেন। পরন্তু ঊর্দ্ধ, অধঃ ও পার্শ্ব নিরীক্ষণপূর্ব্বক সেই অসামান্য বুদ্ধিসম্পন্ন বানরপতির অমাত্য পবননন্দন হনুমান্‌কে উদয়গিরিস্থ সূর্য্যের ন্যায় দর্শন করিলেন।

ইতি একত্রিংশ সর্গ ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

হনুমান্ শিংশপা তরুর শাখাভ্যন্তরে প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছেন, সুতরাং সীতাদেবী তাঁহার স্বরূপ বোধে অক্ষম হইয়া “এ অপর কোন মায়া হইবে” এই বিবেচনায় অতিশয় চঞ্চলচিত্ত হইলেন। পরে তিনি নিপুণভাবে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে, বিদ্যুৎশ্রেণীর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ, প্রিয়বাদী, বিনীতস্বভাব হরিবর

হনুমান্ শ্বেতবসন পরিধানপূর্ব্বক বিনীতবদনে তথায় অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার দেহ-কান্তি বিকশিত অশোক কুসুমরাশির ন্যায় প্রভাময়; নয়নযুগল বিশুদ্ধ সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল।

অনন্তর, মৈথিলী তাঁহার এই অপরূপ রূপ দর্শনে অতীব বিস্মিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। কি আশ্চর্য্য! বানর জাতীয় এই জীব প্রাণিপুঞ্জের ভয়াবহ; সুতরাং ইহাকে পরাভূত করা দূরে থাকুক্, অন্য কেহ নিরীক্ষণ করিতে পারে কি না সন্দেহ। ইহা আলোচনা করিয়া ভয়বশতঃ পুনর্ব্বার মূর্চ্ছিত হইলেন। শোকসন্তাপিতা সীতা মূর্চ্ছাবসানে ভয়বিহ্বল হইয়া "হা রাম! হা লক্ষ্মণ! তোমারা কোথায়! একবার এসময়ে দর্শন দেও" এই কথা বলিয়া করুণস্বরে অতিশয় বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরন্তু, পাছে রাক্ষসীরা জানিতে পারে, এই আশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া সেই পতি-নিরতা সীতা মৃদুস্বরে অল্প অল্প রোদন করিলেন। তৎপরে মৈথিলী হরিবর হনুমান্‌কে বিনীতভাবে সমীপে আসিতে দেখিয়া এ কি জাগ্রৎ অবস্থায় স্বপ্ন দর্শন করিতেছি! এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। অপিচ, ইহার কথা রাক্ষসীদিগের শ্রবণগোচর হইয়া থাকিবে, এই আশঙ্কায় ভীত হইয়া চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত রূপ বজ্রপ্রহারনিবন্ধন ভগ্নবক্ত্র বানর পতি হনুমানের প্রতি যত্নসহকারে পুনরায় দৃষ্টি-পাত করিলেন; কিন্তু বিশালনয়না সীতা অতীব প্রজ্ঞাসম্পন্ন মহামান্য হরিবর বায়ুনন্দন হনুমান্‌কে অবলোকন করিয়াই রাবণ বোধে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া মৃতপ্রায় হইলেন। বহু-কাল বিলম্বে সংজ্ঞা লাভ করতঃ এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। হায়! আজ্ আমি কি ভয়ানক স্বপ্ন দর্শনই করিলাম, কারণ শাস্ত্রকারগণ বানরদর্শনকে কুস্বপ্নের মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। অতএব রাম, লক্ষ্মণ, মদীয় জনক জনকরাজ ও তদ্বংশীয় অপরাপর সকলের মঙ্গল হউক। সেই পূর্ণচন্দ্রনিভানন রামের বিরহবশতঃ আমার অন্তঃকরণে কিছু-মাত্র সুখ নাই। বিশেষতঃ শোক ও দুঃখ-নিবন্ধন মানসিক যন্ত্রণায় আমার নিদ্রা তিরো-হিত হইয়াছে, সুতরাং স্বপ্ন হইবার সম্ভাবনা কি? অতএব ইহা কখনই স্বপ্ন নহে। আমি "রাম রাম" বলিয়া সর্ব্বদা মনে মনে চিন্তা করিয়া থাকি, সেই চিন্তানিবন্ধন মুখেও তাহা প্রকাশ করিয়া ফেলি; নিরন্তর ধ্যানবশতঃ মনোমধ্যে যাহা আলোচনা করি, তাহাই শুনিতে পাই এবং যেমন যেমন শ্রবণ করি, তদনুরূপ নয়নগোচর করি। তাহার কারণ এই যে, সর্ব্বতোভাবে তাঁহার প্রতি চিত্ত সম-র্পণ করিয়া নিরন্তর চিন্তা করায় আমি কামশরে ব্যথিত হইয়া তাঁহার মূর্ত্তি অবলোকন করি-তেছি ও তাঁহারই কথা শ্রবণ করিতেছি; বোধ হয়, এই সকল আমার মনোরথমাত্র। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে মনোরথ কখন সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে না; যেহেতু তাহার কোন রূপ নাই, সে কেবল অনুভবদ্বারা বিদিত হইয়া থাকে, কিন্তু এ ত সুপ্রকাশ হইয়াই আমার সহিত কথা কহি-তেছে, অতএব ইহা আমার মনোরথ নহে, বাস্তবিক সত্য। আমি বজ্রহস্তবাসব, ব্রহ্মা ও অগ্নিকে নমস্কার করি, তাঁহাদের প্রসাদে এই বনবাসী আমার নিকট যাহা বলিল, তাহা যেন মিথ্যা না হইয়া সত্য হয়।

ইতি দ্বাত্রিংশ সর্গ ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

প্রবালসদৃশ লোহিতানন বায়ুতনয় মহা-প্রভাব হনুমান্ সীতাদেবীর তাদৃশ অবস্থা দর্শনে দুঃখিত হইয়া দূর হইতে প্রণাম করি-লেন। পরে সেই তরুবরের উচ্চতর শাখা হইতে অবতীর্ণ হইয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহার সমী-পস্থ শাখায় গমনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে মধুর বাক্য বলিতে লাগিলেন। হে কমলদল-নয়নে! তুমি কে? আর কি জন্যই বা এতা-দৃশ রূপবতী হইয়া মলিন কৌশেয়বসন পরি-ধানপূর্ব্বক তরুশাখা অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করিতেছ? সচ্ছিদ্রকলস হইতে অজস্র ক্ষরিত জলের ন্যায় তোমার কমলদলসদৃশ লোচনযুগল

হইতে কিজন্য অনর্গল শোকবারি নির্গত হইতেছে? হে শোভনে! সুর, অসুর, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, নাগ ও কিন্নরপ্রভৃতি অনেক জাতি আছে, তুমি তাহাদের মধ্যে কোন্ জাতি? হে বরাননে! তোমার সুলক্ষণ দর্শন করিয়া আমার বোধ হইতেছে, তুমি কোন দেবতা হইবে, অতএব হে সুশ্রোণি! রুদ্রগণ বা মরুদ্গণ অথবা বসুগণের মধ্যে তুমি কোন্ দেবতা? হে সুবদনে! তোমাকে সর্ব্বগুণে ভূষিত দেখিয়া বোধ হইতেছে, তুমি জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্র সকলের মধ্যে প্রাধান্য রোহিণীই হইবে, অধুনা চন্দ্রমাবিয়োগে স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছ? হে কল্যাণি অসিতনয়নে! তুমি অরুন্ধতীই হইবে, বোধ হয় কোপ বা মোহবশতঃ স্বীয় পতি বসিষ্ঠকে কোপিত করিয়া এখানে অবস্থিতি করিতেছ? হে সুমধ্যমে! তোমার পিতা, পুত্র, ভ্রাতা ও ভর্ত্তা কি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন যে, তাঁহাদের জন্য তুমি শোক প্রকাশ করিতেছ? পরন্তু ভূমিস্পর্শ ও নেত্রস্পন্দনপ্রভৃতি দেবতাদিগের কতকগুলি অলৌকিক ক্রিয়া চিরপ্রসিদ্ধ; কিন্তু, তুমি ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ, রোদন, ভূতলস্পর্শ ও পুনঃ পুনঃ রাম নাম উচ্চারণ করিতেছ, অতএব তোমাকে দেবী বলিয়া বোধ হইতেছে না। পরন্তু, তোমার যে সকল সুস্পষ্ট সামুদ্রিক সম্মত চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, তুমি কোন রাজমহিষী অথবা রাজকন্যা হইবে। রাবণ তোমাকে ক্লেশ দিয়া জনস্থান হইতে আনিয়া থাকে, আর যদি তুমি সীতা হও, তবে তোমার মঙ্গল হউক, আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, স্পষ্ট করিয়া বল; তোমার যেরূপ অমানুষ সৌন্দর্য্য, দৈন্যাবস্থা ও তপঃক্লেশ সমন্বিত বেশ নিরীক্ষণ করিলাম, তাহাতে তুমি অবশ্যই রামমহিষী হইবে, সন্দেহ নাই।

বিদেহদুহিতা সীতা তাঁহার রাম নামসমন্বিত বচন পরম্পরা শ্রবণ করিয়া আহ্লাদসহকারে সমীপস্থ হনুমান্‌কে বলিলেন। যিনি সমরে অসংখ্য শত্রুসৈন্য সংহার করিতেন, যিনি ভূতলে অসংখ্য রাজচক্রবর্ত্তীর মধ্যেও প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন, আমি সেই আত্মজ্ঞানসম্পন্ন দশরথের পুত্রবধূ। আমি বিদেহরাজ মহাত্মা জনকের দুহিতা ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন রামের ভার্য্যা; আমার নাম সীতা। আমি রঘুনন্দন রামের গৃহে দ্বাদশ বৎসর কাল মানুষোপভোগ্য বস্তু সকল ভোগ করিয়া অভিলষিতভোগে চরিতার্থ হইয়াছি। তৎপরে ত্রয়োদশ বর্ষ সমাগত হইলে রাজা দশরথ গুরু বসিষ্ঠের সহিত মন্ত্রণাপূর্ব্বক রঘুনন্দকে রাজ্যাভিষিক্ত করিতে বাসনা করিলেন, পরন্তু রামের রাজ্যাভিষেকের আয়োজন আরম্ভ হইলে, কৈকেয়ী স্বীয় স্বামীকে এইরূপ বলিলেন, "যদি রাম রাজ্যাভিষিক্ত হয়েন, তাহা হইলে আমি প্রাত্যাহিক পান ও ভোজন পরিত্যাগ করিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিব। হে নৃপসত্তম! আপনি দেবাসুরের যুদ্ধকালীন প্রীত হইয়া আমাকে যে বর দিতে অভিলাষ করিয়াছিলেন, তাহা যদি মিথ্যা করিতে ইচ্ছা না করেন, তবে তদ্দ্বারা রাঘব বনে গমন করুক্।"

সেই সত্যবাদী রাজা দশরথ কৈকেয়ীর অপ্রিয় নিষ্ঠুর বচন শ্রবণ করিয়া বরদান স্মরণ করতঃ মূর্চ্ছিত হইলেন। তদনন্তর, সেই বৃদ্ধ রাজা সত্যধর্ম্মে অবিচলিত থাকিয়া রোদন করতঃ যশস্বী জ্যেষ্ঠ পুত্রের নিকট রাজ্য প্রার্থনা করিলেন। সেই শ্রীমান্ রাম প্রথমতঃ পিতার বাক্য রাজ্যাভিষেক অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় জ্ঞান করিয়া মনে মনে স্বীকার করিলেন, পরে উহা প্রকাশ্যে অঙ্গীকার করিলেন। কারণ সেই সত্যপরাক্রম যশস্বী রাম দান করেন, কখন প্রতিগ্রহ করেন না, সত্য কথা বলিয়া থাকেন, মিথ্যা, কথা বলেন না, এমন কি আপনার জীবনের জন্যও কদাপি অনৃত বাক্যপ্রয়োগ করেন না, তিনি অন্তঃকরণ হইতে রাজ্য লালসা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া মহার্হ উত্তরীয় বসন সকল নিক্ষেপপূর্ব্বক আমার রক্ষার জন্য জননীর প্রতি আদেশ করিলেন, কিন্তু আমি তাঁহার নিকট হইতে সত্বর প্রস্থান করিয়া বনচারিণী হইলাম, যেহেতু আমি তৎকর্ত্তৃক বিয়োজিত হইয়া স্বর্গে বাস করিতেও অভিলাষ

করি না। পরন্তু মিত্রগণের আনন্দবর্দ্ধন মহাভাগ সৌমিত্রি অগ্রজের অনুগমনের নিমিত্ত কুশচীর পরিধানপূর্ব্বক পূর্ব্ব হইতেই সুসজ্জিত হইয়াছিলেন। আমরা সকলে কঠোরব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক মহারাজ দশরথের আদেশ বহুমানসহকারে অঙ্গীকার করিয়া অদৃষ্টপূর্ব্বক গভীরদর্শন বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। অপ্রতিম তেজঃসম্পন্ন রাম দণ্ডকারণ্যে বসতি করিতেছিলেন, ইত্যবসরে দুরাত্মা রাত্রিচর রাবণ আমাকে অপহরণ করিয়া আনিয়াছে। সেই রাবণ অনুগ্রহ করিয়া আমার জীবন রক্ষার জন্য দুই মাসকাল সময় অবধারণ করিয়াছে; কিন্তু এই দুই মাস অতীত হইলেই জীবন বিসর্জ্জন করিব।

ইতি ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

বানরবর হনুমান্ দুঃখপরম্পরায় অভিভূতা সীতার বাক্য শ্রবণ করিয়া কর্ণসুখকর প্রত্যুত্তর করিতে লাগিলেন। "হে দেবি! আমি রামের দূত, তাঁহার আদেশে আপনার সমীপে আসিয়াছি। হে বৈদেহি! রাম কুশলে আছেন; তিনি আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। হে দেবি! যিনি বেদ সকল ও ব্রহ্মাস্ত্র অবগত আছেন, সেই বেদবিদ্‌গণের প্রধান দশরথনন্দন রাম আপনকার কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। অপিচ আপনকার স্বামীর অনুচর ও প্রিয় মহাতেজা লক্ষ্মণ শোকসন্তপ্ত হইয়া মস্তক দ্বারা অভিবাদন করিয়াছেন।"

অনন্তর, সীতাদেবী নরবর রাম ও লক্ষ্মণের কুশলবার্ত্তা শ্রবণপূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইয়া হনুমান্‌কে বলিলেন, "মানব জীবিত থাকিলে শতবর্ষ অবসানেও আনন্দ অনুভব করে" এই লৌকিকী গাথাটি অদ্য আমার নিকট কল্যাণদায়িনী বলিয়া প্রতিভাত হইল। এই কথা বলিয়া তাঁহারা পরস্পর বিশ্বস্তভাবে আলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সেই সম্মিলন সময়ে অতিশয় অদ্ভুত প্রীতির উদয় হইয়াছিল; কারণ সীতা রাম ও লক্ষ্মণের সংবাদ পাইয়া হর্ষ লাভ করিলেন, হনুমান্‌ও সীতার দর্শন পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন।

মারুততনয় হনুমান্ শোকসন্তপ্তা সীতার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার সমীপে যাইতে বাসনা করিলেন। হনুমান্ যত নিকটে আসিতে লাগিলেন, সীতাদেবীও তাঁহাকে ততই রাবণ বলিয়া আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। "হায়! এই বানর আমাকে যাহা বলিল, সেই কথায় ধিক্ থাকুক; যেহেতু সেই রাবণই রূপান্তর অবলম্বন করিয়া পুনরায় আসিয়াছে।" পরে শোককর্ষিতা শোভনাঙ্গী সীতা সেই শিংশপা শাখা পরিত্যাগ করিয়া তত্রত্য ভূতলে উপবেশন করিলেন। ইত্যবসরে মহাবাহু হনুমান্ জনকদুহিতা সীতাকে অভিবাদন করিলেন, সীতাদেবীও তাঁহাকে অবলোকনপূর্ব্বক ভয়সংত্রস্ত হইয়া পুনর্ব্বার নিরীক্ষণ করিলেন না। অপিচ শশিবদনা সীতা তাঁহাকে অভিবাদন করিতে দেখিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করতঃ মধুরস্বরে বানরকে বলিলেন, "তুমি যদি স্বয়ং সেই মায়াবী রাবণই হও, তথাপি মায়া অবলম্বনপূর্ব্বক আমাকে যে ক্লেশ দিতে অভিলাষ করিয়াছ, তাহা সঙ্গত হইতেছে না। যে প্রকৃত রূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক পরিব্রাজক বেশে জনস্থানে আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, তুমি সেই রাবণই হইবে। হে কামরূপি নিশাচর! আমি উপবাস নিবন্ধন দিন দিন ক্ষীণ হইয়া দীনভাবে কালযাপন করিতেছি, তথাপি তুমি যে পুনর্ব্বার ক্লেশ দিতেছ, ইহা উচিত হইতেছে না। অথবা আমি তোমাকে যে রাবণ বলিয়া আশঙ্কা করিতেছিলাম, তাহা সম্ভবপর নহে; যেহেতু তোমার দর্শনাবধি আমার অন্তঃকরণে প্রীতির উদয় হইয়াছে। হে হরিবর! তুমি যদি রামের দূত হইয়া আগমন করিয়া থাক, তবে তোমার অবশ্য মঙ্গল হইবে; কারণ রামের কথাই আমার অধিকতর প্রিয়, সুতরাং তাহাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে অভিলাষ করিতেছি। হে সৌম্য! নদীবেগ সমাহত কূলের ন্যায় রামকথায় আমার মনোহরণ করিয়াছ; অতএব হে

নর! তুমি আমার প্রিয়তম রামের গুণ
র্ত্তন কর। আহা! স্বপ্নের কি অনির্ব্বচনীয়
থ! আমি বহুদিন রাবণকর্ত্তৃক অপহৃত
য়াও রাম প্রেরিত বনবাসী বানরকে নয়ন-
চর করিলাম, যদি স্বপ্নাবস্থায় রঘুনন্দন
র রাম ও লক্ষ্মণকে অবলোকন করিতাম,
হা হইলে আমি এত অবসন্ন হইতাম না;
ন্তু আজ্ সে স্বপ্নও আমার নিকট আসি-
ছে না। আমি ত ইহাকে স্বপ্ন বোধ
রতে পারি না; যেহেতু স্বপ্নে বানর দর্শন
রিয়া অভ্যুদয় লাভ করিতে পারা যায় না,
ন্তু আমি ত প্রায়ই অভ্যুদয় লাভ করি-
ছি। অথবা আমি রামদূতের সহিত কথা
হতেছি, বোধ হয়, এটি আমার বুদ্ধিভ্রম!
বায়ুর গতি: কি উন্মাদজনিত বিকার!
রা মৃগতৃষ্ণিকা হইবে! অথবা আমি যখন
বনবাসী বানরকে ও আপনার অবস্থা
তোভাবে জানিতে পারিতেছি, তখন
মার উন্মাদ ও মোহ প্রভৃতি কোন ভ্রমই
ত পারে না।" জনকদুহিতা ক্ষীণমধ্যা
া এইরূপ অনেক প্রকার নির্ণয় করিয়া
শেষে রাক্ষসদিগের মায়াবল ও রামদূতের
াগমন সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে
সপতি মনে করিলেন। তখন এইরূপ
চয় করিয়া বানরের সহিত আর কথা
লেন না।

তৎকালে বায়ুতনয় হনুমান্ সীতার অভি-
অবগত হইয়া শ্রবণসুখকর বচন পরম্প-
তাঁহাকে সুখিত করিবার আশয়ে রামের
কীর্ত্তনরূপ বক্ষ্যমাণ কথা সকল বলিতে
গলেন। "যিনি সুধাকরের ন্যায় লোক
হের আনন্দবর্দ্ধন করেন; যিনি আদিত্যের
অতিশয় প্রভাবসম্পন্ন; যিনি কুবেরদেব
ধনদানাদি দ্বারা লোক সকলের মনো-
ন করিয়া থাকেন; যিনি মহাযশস্বী বিষ্ণুর
অতীব পরাক্রমসম্পন্ন; যিনি দেবাচার্য্য
তির ন্যায় সত্যবাদী ও মধুরভাষী; যিনি
ান্ কন্দর্পের তুল্য রূপলাবণ্যসম্পন্ন
সুভগ; যিনি ক্রোধার্হ ব্যক্তিকে
র করিয়া থাকেন; লোক সকল যে মহা-
ত্মার বাহুচ্ছায়া অবলম্বন করিয়া লোকসমাজে
মহারথ বলিয়া বিখ্যাতি লাভ করিয়াছে, সেই
রঘুনন্দনকে মায়াময় মৃগদ্বারা মোহিত করিয়া
আশ্রম হইতে আকর্ষণপূর্ব্বক শূন্য আশ্রম হইতে
যে আপনাকে আনয়ন করিয়াছে, তাহার সেই
কর্ম্মের ফল দেখিতে পাইবেন। যে বীর্য্যবান্
পাবকের ন্যায় প্রজ্জ্বলিত ক্রোধবিমুক্ত সায়ক-
সমূহদ্বারা যুদ্ধে রাবণকে অচিরে সংহার করি-
বেন, আমি তাঁহারই দূত; তৎকর্ত্তৃক প্রেরিত
হইয়া আপনার নিকট আগমন করিয়াছি।
তিনি আপনার বিরহে কাতর হইয়া আপনার
কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। অপিচ সেই
সুমিত্রানন্দবর্দ্ধন দীর্ঘবাহু মহাতেজা লক্ষ্মণও
অভিবাদনপূর্ব্বক আপনার কুশল সংবাদ
জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। হে দেবি! রামের
সখা সুগ্রীব নামক বানররাজ আপনার মঙ্গল
সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন; এমন কি রাম,
লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব সর্ব্বদাই আপনাকে স্মরণ
করিয়া থাকেন। হে বৈদেহি! আপনি রাক্ষ-
সীদিগের বশীভূত হইয়া সৌভাগ্যবশতঃই
জীবিত রহিয়াছেন। কারণ, সেই মহারথ রাম,
লক্ষ্মণ এবং অপ্রমেয় তেজঃসম্পন্ন সুগ্রীবকে
কোটী সহস্র বানরমধ্যে সত্বর দর্শন করিবেন।
আমি সুগ্রীবের সচীব, নাম হনুমান্; আমি
মহার্ণব উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক লঙ্কা নগরীতে প্রবিষ্ট
হইয়াছি। আমি পরাক্রম অবলম্বনপূর্ব্বক
দুরাত্মা রাবণের মস্তকে পদার্পণ করিয়া আপ-
নার দর্শনলালসায় এখানে উপস্থিত হইয়াছি।
হে দেবি! আপনি আমাকে যাহা বোধ করি-
তেছেন, আমি তাহা নহি; অতএব শঙ্কা
পরিত্যাগ করিয়া আমার বাক্যে শ্রদ্ধা করুন্।"

ইতি চতুস্ত্রিংশ সর্গ॥ ৩৪॥

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

পরন্তু বৈদেহী বানরবর হনুমানের নিকট
রামের ঐ সকল কথা শ্রবণ করিয়া মধুরস্বরে
বক্ষ্যমাণ সান্ত্ববাক্য বলিতে লাগিলেন। "হে
বানর! রামের সহিত তোমার কোথায় সাক্ষাৎ
হইয়াছিল এবং লক্ষ্মণকেই বা কিরূপে

জানিলে? আর নর ও বানরেই বা কি প্রকারে সমাগম হইল? রাম ও লক্ষ্মণের যে সকল চিহ্ন আছে, তুমি সেই সকল পুনরায় বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণন কর, তাহা হইলে আমার আর শোক হইবে না। অপিচ রাম ও লক্ষ্মণের শরীর-গঠন, বাহুযুগল, উরুদ্বয় ও বর্ণ কিরূপ, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল।"

তদনন্তর মারুততনয় হনুমান্ বৈদেহীর কথা শ্রবণ করিয়া রামের যথাতথরূপ বর্ণন করিতে উদ্যুক্ত হইলেন। "হে কমলদলনয়নে বৈদেহি! আপনি আমাকে রামের দূত জানিয়া স্বামীর ও লক্ষ্মণের অবয়বের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, অতএব হে বিশালাক্ষি! রাম ও লক্ষ্মণের চিহ্ন সকল কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি তাহা শ্রবণ করুন্। হে জনকনন্দিনি! রাম জন্মাবধি দাক্ষিণ্যাদি গুণে বিভূষিত ও রূপবান্; তাঁহার বদনমণ্ডল পৌর্ণমাস শশধরের ন্যায় বিমল; নয়ন পদ্মপলাশের ন্যায় বিশাল। শক্রতাপন রাম আদিত্যের ন্যায় অতীব তেজস্বী, পৃথিবীতুল্য ক্ষমাশীল, বৃহস্পতি সদৃশ বুদ্ধিমান্ ও বাসবসম যশস্বী। তিনি স্বীয় চরিত্র, ধর্ম্ম, স্বজন ও প্রাণিপুঞ্জের রক্ষা করিয়া থাকেন। হে-ভামিনি! রাম ভূর্ভুবঃপ্রভৃতি লোক সকলের স্রষ্টা; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রপ্রভৃতি বর্ণ সকলের রক্ষিতা, লোক সকলের মর্য্যাদা স্থাপক এবং ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াও ঐ সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। রাম আদিত্যরূপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকর্ত্তৃক পূজিত হয়েন; তিনি গার্হ্যস্থ ধর্ম্মে থাকিয়াও ব্রহ্মচর্য্যব্রতে নিরত। রাম যথা সময়ে সাধু-গণের উপকার করেন এবং কর্ম্ম অনুষ্ঠানের যথার্থ মর্ম্ম অবগত আছেন। শক্র নিসূদন রাম সুশীল, বিনীত, জ্ঞানবান্, রাজনীতি বিষয়ে সুশিক্ষিত এবং বসিষ্ঠপ্রভৃতি ব্রাহ্মণ-গণের নিরন্তর উপাসনা করিয়া থাকেন। তিনি যজুর্ব্বেদ বিশেষ রূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং অপরাপর বেদ, ধনুর্ব্বেদ ও বেদাঙ্গেও অতিশয় নিষ্ঠা করিয়া থাকেন; এমন কি তিনিবেদবিদ্ পণ্ডিতগণের নিকটও সম্মানিত হয়েন।"

"সেই লোকবিখ্যাত প্রবলপ্রতাপ রামে[র] বদন মনোহর; গ্রীবা কম্বুসদৃশ; অংস[যুগ] বিপুল; বাহুযুগল দীর্ঘ; স্কন্ধসন্ধি গুপ্তভা[বে] সংলগ্ন; নয়নযুগল রক্তবর্ণ; বর্ণশ্যাম অ[ঙ্গ] মনোহর; স্বর দুন্দুভির ন্যায় গম্ভীর; অ[ঙ্গ] সকল পরিপাটি; অবয়ব যেমন দীর্ঘ তদনুরূ[প] প্রশস্ত; উরু মণিবন্ধ ও মুষ্টি কঠিন; ভ্রূ[...] বাহু লম্বমান; কেশাগ্রও জানু সম; নাভি[...] অস্ত, কুক্ষি ও বক্ষঃ উন্নত; অপাঙ্গ, নখ, পা[...] ও পদতল রক্তবর্ণ; পদরেখা ও কেশ, স্নিগ্ধ[...] স্বর, গতি, নাভি, সতত সুগভীর; কণ্ঠ[...] উদর বলিত্রয়ে সুশোভিত; পদতলমধ্যে, প[...] রেক্ষা ও চুচুক সমভাবে অবনত; গ্রীবা, [...] ও জঙ্ঘা হ্রস্ব; মস্তক আবর্ত্তত্রয়ে সুশোভিত[...] অঙ্গুলিমূলে চতুর্বেদ প্রাপ্তিসূচক চারিটি রেখ[া] ললাটদেশ রেখাচতুষ্টয় সুশোভিত; দৈ[...] দৈর্ঘ্য চারি হস্ত; বাহু, জানু, উরু ও গণ্ড[...] সুগোল; ভ্রূযুগল, নাসাপুটদ্বয়, নয়নযুগ[ল] কর্ণযুগল, ওষ্ঠদ্বয়, চুচুকদ্বয়, কফণিযুগল, ম[...] বন্ধদ্বয়, জানুদ্বয়, পার্শ্বদ্বয়, হস্তযুগল, পদযু[গল] ও স্ফিকৃযুগল পরস্পর সমান; প্রত্যেক দ[...] পংক্তির মধ্যস্থ দন্তযুগলের পার্শ্বে উপর নী[...] চারিটি দংষ্ট্র; তাঁহার গতি সিংহ, শার্দ্দূল, [...] ও বৃষভসদৃশ; ওষ্ঠ মাংসল; হনু উন্নত ত[...] পরিপূর্ণ; নাসিকা দীর্ঘ; বাক্য, নখ, [...] মণ্ডল, লোম ও চর্ম্ম মসৃণ; বাহুযু[গল] কনিষ্ঠাঙ্গুলিদ্বয়, জঙ্ঘাদ্বয়, উরুদ্বয়, সুদী[র্ঘ] মুখ, মুখমধ্য, নয়ন, জিহ্বা, ওষ্ঠ, তালু, [...] নখ, হস্ত ও পদ কমলসদৃশ; উরঃ, শি[...] ললাট, গ্রীবা, বাহু, অংস, নাভি, পদ, পৃষ্ঠ[...] কর্ণ বিশাল; কক্ষ, কুক্ষি, চক্ষু, নাসিকা, স্ব[...] ললাটউন্নত; অঙ্গুলিপর্ব্ব, কেশ, রোম, [...] ত্বচ, শ্মশ্রু, বুদ্ধি ও দৃষ্টি অতিশয় সূক্ষ্ম; ম[াতৃ]কুল ও পিতৃকুল পবিত্র।"

"সেই শোভাসম্পন্ন রাঘব ধর্ম্ম, অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গের সেবায় সত[ত] নিরত; তিনি সত্যধর্ম্মনিরত থাকিয়া ধনসঞ্চ[য়] ও সৈন্যদিগকে অনুগ্রহ প্রদর্শনপূর্ব্বক তদ্বার[া] প্রজাপুঞ্জের রক্ষা করিয়া যশোবিস্তার করিয়া[...] ছেন। রাম সকল লোককেই প্রিয়সম্ভাষ[ণ]

এবং যে স্থানে যে সময়ে যে কার্য্য
চিত, তাহার স্বরূপার্থ অবগত হইয়া
র্ত্তী হয়েন। তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা
মেয় প্রভাবসম্পন্ন সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ
গ, রূপ ও গুণে তৎ সদৃশ। অতীব
শ্যামদ্যুতি নরশার্দ্দূল রাম ও সুবর্ণসম
ান্তি শ্রীমান্ লক্ষ্মণ উভয়ে আপনকার
লসায় সমুৎসুক হইয়া সমস্ত মহীতল
পূর্ব্বক আমাদিগের সহিত সম্মিলিত
ছন। তাঁহারা আপনারই অনুসন্ধান
করিতে বসুধামণ্ডল পরিভ্রমণপূর্ব্বক
যে বহুতর পাদপসঙ্কুল ঋষ্যমূক পর্ব্বতের
দশে অবস্থিত, অগ্রজকর্ত্তৃক বিবাসিত,
, প্রিয়দর্শন বানরপতি সুগ্রীবকে নয়ন-
করেন। তৎকালে আমরা ঋষ্যমূক
সেই সত্যপ্রতিজ্ঞ অগ্রজকর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত
রাজ সুগ্রীবের পরিচর্য্যা করিতেছিলাম।
সেই বানরবর চীরবসনধারী নরশার্দ্দূল
ও লক্ষ্মণকে প্রধানতম ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক
তে দেখিয়া ভয়জনিত মোহনিবন্ধন উল্ল-
পূর্ব্বক গিরিশিখরে আরোহণ করিলেন।
ত্তর বানরেন্দ্র সেই শিখরে অবস্থিত হইয়া
লম্বে আমাকে তাঁহাদের নিকট প্রেরণ
লেন। আমি সুগ্রীবের বচনানুসারে
হানুগ্রহসমর্থ পুরুষশার্দ্দূল সুলক্ষণ ও
দর্য্যসম্পন্ন রাম এবং লক্ষ্মণের সমীপে কৃতা-
পুটে উপস্থিত হইলাম। তাঁহারা আমার
ট সকল বৃত্তান্ত বিশেষরূপে অবগত হইয়া
হইলেন। পরে আমি তাঁহাদিগকে পৃষ্ঠে
রাহণ করাইয়া পূর্ব্বোক্ত স্থানে স্থাপন-
ক মহাত্মা সুগ্রীবের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত
বদন করিলাম। সুগ্রীবও তাঁহাদের সহিত
লিত হইয়া পরস্পর আলাপ করিলেন,
বন্ধন উভয়ের অতিশয় প্রীতি হইল। সেই
নরপতি ও বানরপতি উভয়ে স্বীয় স্বীয়
বৃত্তান্ত বলিয়া তখন পরস্পর আশ্বস্ত হই-
। প্রবলপ্রতাপ ভ্রাতা বালী সুগ্রীবের
াকে হরণ করিবেন বলিয়া তাঁহাকে বিবা-
করেন, লক্ষ্মণাগ্রজ রাম ইহা অবগত হইয়া
াকে আশ্বাসবাক্যে সান্ত্বনা করিলেন।

তৎপরে লক্ষ্মণ অক্লিষ্টকর্ম্মা রামের আপন-
কার অপহরণজনিত শোকবৃত্তান্ত বানররাজ
সুগ্রীবকে বিজ্ঞাপন করিলেন। বানররাজ
সুগ্রীব লক্ষ্মণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তখন
রাহুগ্রস্ত নিশাকরের ন্যায় অতিশয় ম্লান হই-
লেন। যখন রাক্ষস আপনাকে হরণ করিয়া
লইয়া আইসে, তৎকালে আপনি শরীরের
শোভাবর্দ্ধন যে সকল আভরণ মহীতলে
নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, বানরযূথপতি হৃষ্ট
হইয়া সেই সকল অলঙ্কার আনয়নপূর্ব্বক
রামকে প্রদর্শন করিল; কিন্তু তৎকালে
তাহারা আপনকার গতির বিষয় জানিতে
পারে নাই। আমিই প্রথমে ঐ সকল অলঙ্কার
সংগ্রহ করি, পরে সুগ্রীবের আদেশে রামের
নিকট প্রদান করি। রাম সেই শব্দযুক্ত পতন-
নিবন্ধন বিশীর্ণ অলঙ্কার সকল গ্রহণ করিয়াই
মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন দেবাবতার দেব রাম
অঙ্কতলে অলঙ্কার স্থাপনপূর্ব্বক তাহাদিগকে
প্রদর্শন করতঃ বহুবিধ বিলাপ করিতে লাগি-
লেন। সেই ভূষণ সকল তখন রামের শোকা-
নল অধিকতর প্রদীপিত করিল। মহাত্মা
রাম শোকসমাহত হইয়া বহুক্ষণ ভূতলে শয়ান
রহিলেন, পরে আমি নানাবিধ বাক্যকৌশলে
অতিকষ্টে তাঁহাকে উত্থাপিত করিলাম। রাম ও
লক্ষ্মণ সেই সকল অলঙ্কার পুনঃপুনঃ অবলোকন
করিয়া এবং অপরাপর সকলকে বারম্বার
প্রদর্শনপূর্ব্বক সুগ্রীবের নিকট সমর্পণ করি-
লেন। আর্য্যে! আপনার অদর্শননিবন্ধন
রঘুনন্দন রাম দেদীপ্যমান হুতাশনতাপে
তাপিত অগ্নিপর্ব্বতের ন্যায় নিরন্তর সন্তপ্ত
হইতেছেন। গৃহস্থিত অগ্নি সকল যেমন সেই
গৃহকে উত্তপ্ত করে তদ্রূপ আপনকার অদর্শন-
জনিত শোক, চিন্তা ও অনিদ্রা সেই মহাত্মা
রঘুনন্দনকে অতিশয় ব্যথিত করিতেছে।
অপিচ, প্রবলতর ভূমিকম্প হইলে মহাপর্ব্বত
যেমন কম্পিত হয়, সেইরূপ রাঘব আপনকার
দর্শনজনিত শোকে পরিচালিত হইতেছেন।

হে রাজনন্দিনি! রাম মনোরম কানন,
নদী ও প্রস্রবণ সকল বিচরণ করিয়া আপন-
কার দর্শননিবন্ধন অধুনা সুখ লাভ করিতেছেন

না বটে, কিন্তু হে জনকনন্দিনি! পরে সেই নরবর রাঘব বন্ধুবান্ধবসহ রাবণকে নিহত করিয়া শীঘ্রই আপনাকে লাভ করিবেন। তৎকালে রাম ও সুগ্রীব সখ্যসূত্রে বদ্ধ হইয়া আপনকার অন্বেষণ ও বালিবধ এই উভয় কার্য্যের সংসাধন নিমিত্ত উভয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। পরে বীরবর কুমার রাম ও লক্ষ্মণ কিষ্কিন্ধ্যায় উপনীত হইয়া সমরে সেই বানরপতি বালীকে নিপাতিত করিলেন। অপিচ রাম তাঁহাকে সংগ্রামে নিহত করিয়া সুগ্রীবকে বানর ও ভল্লুকদিগের আধিপত্য প্রদান করিলেন। হে দেবি! এইরূপে রামের সহিত সুগ্রীবের সম্মিলন হইয়াছে; আমি তাঁহাদের দূত হইয়া আপনকার নিকট আগমন করিয়াছি, আমার নাম হনুমান্। দেবি! সুগ্রীব স্বীয় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আপন অধিকৃত মহাবল বানরগণকে আনয়নপূর্ব্বক আপনকার অনুসন্ধানার্থ তাহাদিগকে দশ দিকে প্রেরণ করিয়াছেন। পর্ব্বতরাজসদৃশ দীর্ঘকায় অতীব তেজস্বী বানরগণ হরিরাজ সুগ্রীবের আদেশ লাভ করিয়া মহীতলের সকল স্থানেই ধাবিত হইয়াছে। সেই সুগ্রীবের অনুচর বানর সকল আপনকার অনুসন্ধানার্থ সমুদয় বসুধাতল বিচরণ করিতেছে। সৌন্দর্য্যসম্পন্ন 'কপিশার্দ্দূল মহাবল বালিপুত্র অঙ্গদ সেই বানরসৈন্যের তৃতীয়াংশের একাংশ লইয়া আপনকার অন্বেষণ নিমিত্ত প্রস্থিত হইয়াছেন। আমি তৎসমভিব্যাহারে আগমন করিয়াছি; আমরা পর্ব্বতসত্তম বিন্ধ্যাচলের বিলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ঘোরতর অন্ধকারনিবন্ধন আর কিছুই নয়নগোচর করিতে পারিলাম না, সুতরাং অতিশয় শোকপীড়িত হইয়া কতিপয় অহোরাত্র তথায় অতিবাহিত করিলাম। সুগ্রীবকৃত সময় অতিবাহিত হইলেও যখন আমরা কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিলাম না, তখন কপিরাজের ভয়ে ভীত হইয়া প্রাণত্যাগ করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইলাম। যখন গিরিদুর্গ, নদী ও প্রস্রবণ বিচরণ করিয়া আপনকার অনুসন্ধান পাইলাম না, তখন জীবনত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইয়া সেই গিরিশিখরে প্রায়োপবেশন করিলাম। হে দেবি! অঙ্গদ বানরবীরগণকে প্রায়োপ[বেশন] করিতে দেখিয়া শোকার্ণবে নিমগ্ন হ[ইয়া] এবং আপনকার অদর্শন, বালিবধ, অস্ম[দাদির] প্রায়োপবেশন ও জটায়ুবধ উল্লেখ করিয়া [অতি]শয় পরিতাপ করিতে লাগিলেন; হে বৈদে[হি!] আমরা প্রভুর নিয়মিত সময় মধ্যে আপন[কার] দর্শন না পাইয়া মুমূর্ষু হইলে অতিবীর্য্য এক বৃহৎ পক্ষী কোন কার্য্যের ব্যপদে[শে] আমাদের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হই[ল।] সেই গৃধ্ররাজ জটায়ুর সহোদর খগ[রাজ] সম্পাতি ভ্রাতার বধবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ক্রো[ধ]ভরে এই কথা বলিল, 'কোন্ ব্যক্তি আ[মার] কনিষ্ঠ ভ্রাতা জটায়ুকে নিহত করিয়া[ছে?] আর কোন্ স্থানেই বা নিপাতিত করিয়া[ছে?] হে বানরসত্তমগণ! আমার প্রার্থনানুস[ারে] আপনারা এই সকল বৃত্তান্ত বর্ণন কর[ুন।'] অঙ্গদ এই কথা শুনিয়া আপনাকে হরণ ক[রিয়া] আনিবার সময় ভয়ঙ্কর রাক্ষস জন[স্থানে] যেরূপে জটায়ুকে নিদারুণ বধ করে, [সেই] বৃত্তান্ত যথার্থত সম্পাতির সমীপে বর্ণন ক[রি]লেন। হে বরারোহে! অরুণনন্দন সম্প[াতি] জটায়ুর বধ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নি[তান্ত] দুঃখিতান্তঃকরণে আপনকার রাবণ আ[লয়ে] বসতির বিবরণ বর্ণন করিল।

অনন্তর, অঙ্গদপ্রভৃতি বানর সকল [ও] আমি সম্পাতির সেই প্রীতিপ্রদ বাক্য [শ্রবণ] করিয়া প্রস্থিত হইলাম। স্থূলকায় বান[রগণ] আপনকার দর্শনলালসায় উৎসাহিত ও [হৃষ্ট] হইয়া ক্রমে ক্রমে বিন্ধ্যাচল হইতে উত্থানপূ[র্ব্বক] অতিমনোহর সাগরতীরে উপনীত হই[ল।] তৎপরে অঙ্গদ প্রভৃতি বানর সকল আপন[কার] দর্শন বাসনায় সমুৎসুকচিত্তে সমুদ্রের বে[লা]ভূমিতে উত্তীর্ণ হইয়া গভীর সাগর দর্শনে অ[তিশয়] চিন্তায় নিমগ্ন হইল। বানরসেনাগণ সা[গর] সন্দর্শন করিয়া অবসন্ন হইলে আমি তাহা[দি]গের প্রবলতর ভয় অপনয়ন করিয়া উল্লঙ্ঘ[ন]পূর্ব্বক শত যোজন বিস্তৃত সাগর পার হ[ইলা]লাম। আমি রাত্রিকালে রাক্ষসসঙ্কুল ল[ঙ্কা] নগরীতে প্রবিষ্ট হইয়া রাবণকে দর্শন ক[রি]। তৎপরে আপনাকে শোকভরে নিতান্ত পীড়ি[তা]

লাম। হে অনিন্দিতে! যাহা যাহা ঘটনা
ছে, আপনকার নিকট সেই সমস্ত কীর্ত্তন
াম। হে দেবি! আমি দশরথনন্দন
র দূত; অতএব আমার সহিত সম্ভাষণ
।
হে দেবি! আমাকে পবনের পুত্র ও
বর সচিব বলিয়া অবগত হইবেন;
রামের আদেশে উৎসাহী হইয়া আপন-
অনুসন্ধান জন্যই এস্থানে আগমন করি-
। হে দেবি! আপনকার সেই সর্ব্ব
রিশ্রেষ্ঠ কাকুৎস্থ রাম কুশলে আছেন,
শুভ লক্ষণসম্পন্ন লক্ষ্মণ আপনকার ভর্ত্তা
ান্‌ রামের হিতে নিরত থাকিয়া গুরুর
নে নিযুক্ত রহিয়াছেন। আমিই সুগ্রী-
চন অনুসারে এখানে একাকী আগমন
ছি, পরে আপনকার অনুসন্ধানহেতু
প সমাশ্রয় করতঃ একাকী বিচরণ
চ করিতে দক্ষিণ দিকে উপনীত হই-
হে দেবি! বানরসেনারা আপনকার
নিবন্ধন শোক প্রকাশ করিতেছে;
ব আমি হর্ষসহকারে আপনকার দর্শন
কীর্ত্তন করিয়া তাহাদিগের সন্তাপ অপ-
করিব, শুভাদৃষ্টবশতঃ আমার সাগরলঙ্ঘন
য় নাই। হে দেবি! আমি আপন-
াক্ষাৎ লাভ করিয়াছি বলিয়া সেখানে
সা লাভ করিব এবং সেই মহাবীর্য্যশালী
ও রাক্ষসপতি রাবণকে সবান্ধবে নিহত
য়া শীঘ্র আপনাকে লাভ করিবেন।
হে বৈদেহি! সকল পর্ব্বত অপেক্ষা
াহর মাল্যবান্‌ নামক একটি পর্ব্বত আছে।
রী নামে বানর ঐ পর্ব্বত হইতে গোকর্ণ
তে গমন করিতেছিলেন। মদীয় পিতা
কপি কেশরী দেবর্ষিগণকর্তৃক অনুজ্ঞাত
া নদীপতির পুণ্য তীর্থে শম্বসাদন অসুরকে
াতিত করেন। হে মৈথিলি! আমি
ার ক্ষেত্রে বায়ুর ঔরসে জন্ম পরিগ্রহ
য়াছি। আমি জন্মাবধি স্বীয় পরাক্রম
ইহলোকে হনুমান্‌ নামে বিখ্যাত। হে
দহি! আপনকার বিশ্বাসের জন্যই প্রভুর
সবিস্তার বর্ণন করিলাম। হে দেবি!
রঘুনন্দন রাম অচিরেই আপনাকে লইয়া যাই-
বেন সন্দেহ নাই।”

শোককর্ষিতা সীতা এইরূপ যুক্তিযুক্ত বাক্যে বিশ্বস্ত হইয়া যথার্থ অভিজ্ঞান দর্শন করতঃ হনুমান্‌কে দূত জানিয়া অতুল হর্ষ-লাভ করিলেন। তন্নিবন্ধন বক্রপক্ষ্মসমন্বিত তদীয় নেত্রযুগল হইতে আনন্দাশ্রু বিনির্গত হইতে লাগিল। শুক্ল ও লোহিত বিশালনয়ন-সমন্বিতসীতার বদন তৎকালে রাহুবিমুক্ত শশধরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। পরন্তু, তৎকালে সীতা হনুমান্‌কে যথার্থতঃ বানর বলিয়া বোধ করিলেন।

অনন্তর, হনুমান্‌ সৌম্যমূর্ত্তি সীতার সকল বাক্যের উত্তর প্রদান করিয়া বলিলেন, “হে বৈদেহি! আপনার নিকটে সকল বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম, অতএব আপনি এখন আশ্বস্ত হউন। আমি শীঘ্র রামের নিকট গমন করিব, অতএব আপনার কি কি চিকীর্ষিত, আর আমাকেই বা কি করিতে হইবে, তাহা ব্যক্ত করুন্‌। হে মৈথিলি! কপিপ্রবীর কেশরী মহর্ষিদিগের আদেশানুসারে শম্বসাদন অসুরকে যুদ্ধে নিহত করিলে পর, আমি অসুর বধনিবন্ধন প্রীতচিত্ত মহর্ষিদিগের প্রসাদে বায়ুর ঔরসে বানররূপে জন্মগ্রহণ করিলাম বটে, কিন্তু আমার প্রভাব বায়ুর ন্যায় হইল।”

ইতি পঞ্চত্রিংশ সর্গ ॥ ৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ।

প্রবলপ্রতাপ পবনপ্রসূত হনুমান্‌ সীতার বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত পুনরায় বিনীত-বাক্যে বলিতে লাগিলেন। “হে মহাভাগে! আমি যথার্থতঃ বানর ও ধীসম্পন্ন রামের দূত, বিশেষতঃ তাঁহার নামাঙ্কিত এই অঙ্গুরীয়ক অবলোকন করুন্‌। মহাত্মা রাম ইহা আমাকে প্রদান করিয়াছেন, আমি আপনকার প্রত্যয়ের জন্য আনয়ন করিয়াছি, আপনার দুঃখের অবসান হইয়াছে, অতএব আপনি আশ্বস্ত হউন।”

জনকদুহিতা সীতা স্বামীর অঙ্গুলিভূষণ অঙ্গুরীয়ক গ্রহণপূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিয়া যেন ভর্ত্তাকেই প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই বিবেচনা করিয়া হৃষ্ট হইলেন। তাঁহার সেই আরক্ত অপাঙ্গসমন্বিত শুক্ল ও বিশাল নয়নযুক্ত মনোহর বদনমণ্ডল তখন রাহুবিমুক্ত শশধরের ন্যায় অতীব হর্ষে প্রফুল্ল হইল। তৎপরে সেই বালা স্বামিসন্নিধির ন্যায় সলজ্জা হইলেন বটে, কিন্তু স্বামীর সংবাদ প্রাপ্তিনিবন্ধন সহর্ষ ও পরিতুষ্ট হইয়া আদর সহকারে কপিবর হনুমানের প্রশংসা করিলেন। "হে বানরোত্তম! তুমি দেশ কালের বিভাগ অনুসারে কার্য্য করিতে পটু, সকল শাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ ও বীর; যেহেতু একাকী রাক্ষসদিগের অধিকৃত স্থান বিমর্দ্দিত করিয়াছ। তুমি শত যোজন বিস্তীর্ণমকরালয় সাগর অতিক্রম করতঃ গোষ্পদের ন্যায় করিয়াছ, অতএব তোমরই বিক্রম শ্লাঘনীয়। যখন সমুদ্র সন্দর্শনে তোমার ত্রাস ও রাবণভয়ে চিত্ত ক্ষুব্ধ হয় নাই, তখন তোমাকে প্রাকৃত বানর বলিয়া বোধ হয় না। হে কবিবর! যদি সেই আত্মতত্ত্বজ্ঞ রাম তোমাকে প্রেরণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার সহিত তোমার সম্ভাষণ করিবার আর বাধা নাই। বিশেষতঃ রাম পরাক্রম না জানিয়া অপরীক্ষিত ব্যক্তিকে আমার নিকট পাঠান নাই। সেই দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা ধর্ম্মপরায়ণ রাম ও সুমিত্রানন্দবর্দ্ধন মহাতেজা লক্ষ্মণ আমার শুভাদৃষ্টবশতঃ কুশলে আছেন। কিন্তু যদি কাকুৎস্থ রাম কুশলেই আছেন? তবে কেন আমার জন্য প্রলয়কালোত্থিত অগ্নির ন্যায় কোপবশতঃ সাগরমেখলা মহীকে দগ্ধ করিতেছেন না? অথবা ভূমণ্ডল দহন করা ত সামান্য, তাঁহারা দেবতাদিগেরও নিগ্রহ করিতে পারেন; বোধ করি মদীয় দুঃখের কারণ পাপের নাশ হয় নাই, সেই জন্যই মৌনভাবে রহিয়াছেন।"

সীতা বলিলেন, "হে বানরবর! পুরুষপ্রবর রাম সন্তপ্ত ও ব্যথিত না হইয়া যাহাতে আমার মুক্তি হয়, তাদৃশ কার্য্য সকলের অনুষ্ঠান করিতেছেন ত? রাজনন্দন সংভ্রান্ত ও দুঃখিত হইয়া কার্য্যকলাপে বিমোহিত হয়েন নাই ত? আর পুরুষকার সকল
করিয়াছেন ত? শত্রুতাপন সুহৃত্তম
বিজিগীষু হইয়া মিত্রগণেরপ্রতি সাম
এবং শত্রুদিগের প্রতি ভেদ ও দণ্ড
করিতেছেন ত? তিনি যত্নপূর্ব্বক মিত্র
সংগ্রহ করিতেছেন ত? মিত্রগণও ইচ্ছা
তাঁহার সহিত সঙ্গত হইতেছেন ত?
সকল শান্তপ্রকৃতি ত? সেই রাজতনয়
তৎকর্ত্তৃক সম্মানিত হইতেছেন ত?
দেবতাদিগের প্রসাদ প্রার্থনা করিয়া
এবং পুরুষকার ও দৈব উভয়ই অবলম্বন
ছেন ত? আমি দূরদেশে বাস করি
বলিয়া রঘুনন্দন রাম আমার প্রতি স্নে
হনেন নাই ত? তিনি এই ব্যসন
আমাকে মোচন করিবেন ত? রাম
সুখে সম্বর্দ্ধিত হইয়াছেন, কখন অসুখের
বলোকন করেন নাই; অতএব দুঃখপ
ভোগ করিয়া বিষণ্ণ হয়েন নাই ত? কৌ
সুমিত্রা ও ভরতের নিরন্তর কুশল সংবাদ
করিতেছেন ত? সম্মানাস্পদ রঘুনন্দন
য়োগ জনিত শোকে পরিতপ্ত ও বিমনা
নাই ত? তিনি আমাকে এ ব্যসন
উত্তীর্ণ করিবেন ত? ভ্রাতৃবৎসল ভর
আমার উদ্ধারের জন্য সচিবকর্ত্তৃক সু
ভয়ানক অক্ষৌহিণী সেনা প্রেরণ করি
বানরাধিপতি শ্রীমান্ সুগ্রীব দন্তন
বানরবীরগণ সমভিব্যাহারে আমার
নিমিত্ত আগমন করিবেন ত? সুমিত্
বর্দ্ধন অস্ত্রবিশারদ শূর লক্ষ্মণ শরজালে
দিগকে দগ্ধ করিবেন ত? রাম অমোঘ
দ্বারা সমরে সমান্ধবে রাবণকে নিহত ক
আমি অল্পকালের মধ্যে তাহা দেখিতে
ত? বারিবিহীন হইলে পদ্ম যেমন অ
তাপে শুষ্ক হয়, সেইরূপ সুবর্ণসদৃশ গে
কমলবৎ সৌগন্ধযুক্ত তদীয় মুখমণ্ডল
মলিন হইয়া আমার অদর্শনে শুষ্ক
য়াছে ত? যিনি ধর্ম্মার্থে স্বীয় রাজ্য
করিয়াও শোকাকুল হয়েন নাই, যিনি
চারে আমাকে অরণ্যে আনিয়া আমার
জন্য ভীত বা বনবাসের ক্লেশ অনুভব

, সেই রাম অন্তঃকরণে ধৈর্য্য অবলম্বন
য়াছেন ত? কারণ তাঁহার মাতা, পিতা
অপর কাহারও প্রতি মদপেক্ষা অধিক
হের কথা দূরে থাকুক, সমান স্নেহও নাই।
দূত! যে পর্য্যন্ত না প্রিয়তমের বার্ত্তা শ্রবণ
রি, কেবল তাবৎকাল জীবন রাখিতে অভি-
য় করিয়াছি। রাম অন্বেষণে বিমুখ হইলেই
তরাং আমাকে জীবন বিসর্জ্জন করিতে
বে।”

মনোরমা সীতা বানরবর হনুমান্‌কে মধুর
মহার্থযুক্ত বাক্য বলিয়া পুনরায় রামের
য়োজনীয় তদীয় মনোহর বচন শ্রবণ করি-
র জন্য বিরত হইলেন। ভীমবিক্রম মারুতি
তার বচন শ্রবণ করিয়া মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন-
র্ব্বক প্রত্যুত্তর করিলেন, “আপনি এইস্থানে
বস্থিতি করিতেছেন, কমলসদৃশ বিশাল-
য়ন রাম তাহা অবগত নহেন, সেই কারণেই
চী দৈত্যাপহৃতা হইলে ইন্দ্রের ন্যায় আপ-
াকে সত্বর লইয়া যাইতে সক্ষম হয়েন নাই।
াঘব মৎসকাশে আপনার বৃত্তান্ত শ্রবণ করি-
ই ঋক্ষ ও বানরগণপরিপূরিত মহতী চমূ
মভিব্যাহারে শীঘ্র আগমন করিবেন।
াকুৎস্থ রাম বাণসমূহে অক্ষোভ্য বরুণালয়
াগর সংস্তম্ভিত করিয়া সেতুবন্ধনপূর্ব্বক
ঙ্কাপুরীস্থ রাক্ষসদিগকে প্রশমিত করিবেন।
সই কার্য্যকালে মৃত্যু প্রভৃতি দেবতা ও
সুরগণও যদি রামের আগমন পথে প্রতি-
ন্ধক হইয়া অবস্থান করে, তাহা হইলে তিনি
াহাদিগকেও বিনষ্ট করিবেন। আর্য্যে!
াম আপনকার অদর্শন জনিত শোকে সমা-
ছন্ন হইয়া সিংহাক্রান্ত দ্বিরদের ন্যায় সুখ
াভ করিতেছেন না। হে দেবি! আমি
ন্দর, মলয়, বিন্ধ্য, মেরু ও দর্দ্দুর পর্ব্বত এবং
ল ও মূলের শপথপূর্ব্বক বলিতেছি যে,
ারুকুণ্ডলভূষিত বিম্ব সদৃশ আরক্ত ওষ্ঠসমন্বিত
নয়ন মনোহর রামের বদনমণ্ডল উদিত
র্ণচন্দ্রের ন্যায় নিরীক্ষণ করিবেন!
বদেহি! ঐরাবত পৃষ্ঠে আসীন শতক্রতুর
ায় প্রস্রবণ গিরিতে রামকে অবিলম্বে
দেখিতে পাইবেন। রাঘব মধুসেবন ও মাংস
ভোজন পরিত্যাগ করিয়া কেবল সায়াহ্নে
অরণ্যজাত সুবিহিত ওদন নিয়ত ভোজন
করিয়া থাকেন। রঘুকুল প্রসূত রাম ত্বদ্গত
অন্তরাত্মার সহিত নিয়ত ধ্যানপরায়ণ ও
শোকাকুল হইয়া গাত্র হইতে দংশ, মশক,
কীট ও সরীসৃপ সকল অপনয়ন করিতেছেন
না। সেই নরবর কামবশীভূত হইয়া অন্য
কোন চিন্তা না করিয়া আপনারই ধ্যান
করিতেছেন, প্রায়ই নিদ্রিত হয়েন না; কথ-
ঞ্চিৎ সুপ্ত হইলেই ‘সীতা’ এই মধুর বাণী
উচ্চারণ করিয়া প্রতিবুদ্ধ হয়েন। ফল, পুষ্প
বা অপর কোন স্ত্রীদিগের মনোহর দ্রব্য অব-
লোকন করিয়া ‘হা প্রিয়ে!’ এই কথা বলিয়া
বারম্বার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক আপ-
নাকে আহ্বান করেন। হে দেবি! রাম
আপনাকেই ‘সীতে!’ এই বলিয়া অভিভাষণ-
পূর্ব্বক নিরন্তর পরিতাপ করিতেছেন। সেই
মহাত্মা রাজপুত্র ব্রতাবলম্বী হইয়া আপনার
লাভ প্রত্যাশায় যত্নপরায়ণ হইয়াছেন।”

বিদেহদুহিতা রামের শোক বিবরণ শ্রবণে
তৎসদৃশ শোকপরায়ণ হইলেন বটে, কিন্তু
তাঁহার বৃত্তান্ত কর্ণগোচর করিয়া মেঘবিমুক্ত
চন্দ্রমাদ্বারা সুপ্রকাশ শারদীয় বিমল নিশার
ন্যায় শোভিত হইলেন।

ইতি ষট্‌ত্রিংশ সর্গ ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

পূর্ণচন্দ্রসদৃশ বিমলবদনা সীতা পূর্ব্বোক্ত
বচন শ্রবণ করিয়া হনুমানকে ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য
বলিতে লাগিলেন, “বানর! তুমি বলিলে যে,
রাম অনন্যচিত্তে কাল যাপন করিতেছেন,
তোমার ঐ বাক্যটি অমৃতের ন্যায় মধুর, আর
বলিলে যে, রাম শোকে অতিশয় কাতর হই-
য়াছেন, তোমার এই বাক্যটি বিষসদৃশ। পুরুষ
বিস্তীর্ণ ঐশ্বর্য্যে অথবা নিদারুণ ব্যসনেই
থাকুন, কিন্তু কৃতান্ত রজ্জুদ্বারা তাহাকে অবশ্যই
আকর্ষণ করিবে। হে বানরবর! প্রাণিগণ
নিশ্চয়ই দৈবকে অতিক্রম করিতে পারে না;
দেখ, রাম, সৌমিত্রি ও আমি আমরা সকলেই

ব্যসনে মোহিত হইয়াছি, সাগরে নৌকা ভগ্ন হইলে পুরুষ যেমন পরাক্রমসহকারে বাহু দ্বারা সন্তরণপূর্ব্বক অতিক্লেশে পার প্রাপ্ত হয়, সেই-রূপ রাঘবও কথঞ্চিৎ এই শোকের পার প্রাপ্ত হইবেন। আমার স্বামী রাক্ষসদিগের বধ, রাবণের বিনাশ এবং লঙ্কাপুরী মথিত করিয়া কবে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন? এই এক বৎসর কাল আমার জীবন থাকিবে; অতএব সম্বৎসর পূর্ণ না হইতেই তুমি তাঁহাকে সত্বর আসিতে কহিবে! হে প্লবঙ্গম! অধুনা এই দশম মাস চলিতেছে, কেবল দুই মাস মাত্র অবশিষ্ট আছে, নৃশংস রাবণ আমার সহিত এই সময় নির্ণীত করিয়াছে। ইহার ভ্রাতা বিভীষণ আমাকে রামের নিকট সমর্পণ করিবার জন্য যত্নসহকারে অনুনয় করিয়াছিল, কিন্তু রাবণ তাহাতে অনুমোদন করে নাই। আমার প্রত্যর্পণ বিষয়ে রাবণের রুচি হইতেছে না; যেহেতু রাবণ কালের বশীভূত হওয়ায় মৃত্যু তাহাকে সমরে আহ্বান করিতেছে। হে কপিবর! বিভীষণের কলা নাম্নী জ্যেষ্ঠা কন্যা মাতাকর্তৃক নিয়োজিত হইয়া মৎসকাশে এই বৃত্তান্ত স্বয়ং কীর্ত্তন করিয়াছে!

ধীরপ্রকৃতি সুশীল মেধাবী বিদ্বান্ ও রাবণের প্রিয়পাত্র অবিন্ধ্য নামে এক বৃদ্ধ রাক্ষস রাবণের নিকট বলিয়াছিল যে, রাক্ষস-গণ রামের নিকট ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে; কিন্তু সেই দুরাত্মা তাহার হিতবচন শ্রবণ করে নাই। হে হরিপুঙ্গব! আমি বোধ করি পতি শীঘ্রই আমাকে লাভ করিবেন, কারণ আমার অন্ত-রাত্মা অতি পবিত্র; বিশেষতঃ উৎসাহ, পৌরুষ, বল, অক্রূরতা, কৃতজ্ঞতা, বিক্রম ও প্রভাবপ্রভৃতি রামের বহুতর গুণ আছে। তিনি ভ্রাতার সাহায্য ব্যতীত জনস্থানে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসকে নিহত করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার কোন্ শত্রু না উদ্বেজিত হইবে? অতএব শচী যেমন ইন্দ্রের তত্ত্ব অবগত আছেন, তদ্রূপ আমিও রামের প্রভাব জ্ঞাত আছি। ব্যসনদাতা রাক্ষসদিগের সহিত পুরুষর্ষভ যুদ্ধের তুলনা করা অনুচিত। হে বানর! [ক]রুন রামস্বরূপ দিবাকর শরজালরূপ কিরণমালী হইয়া মদীয় রাক্ষসময় জল শীঘ্র শোষণ করিবেন।"

সীতা রামের বিয়োগে শোকাকুলা মুখী হইয়া ঐরূপ কহিলে বানরবর তাঁ[হাকে] বলিলেন, "রাঘব মৎসকাশে এই বৃত্তান্ত [শ্র]বণ করিয়াই ঋক্ষ ও বানরসমাকুলা মহতী [সেনা] সমভিব্যাহারে শীঘ্র আগমন করি[বেন]। অথবা হে অনিন্দিতে? আপনি আ[মার] পৃষ্ঠে আরোহণ করুন, তাহা হইলে আমি [আপনাকে] রাক্ষসকৃত ক্লেশ হইতে অদ্যই আপনাকে [মুক্ত] করিব; এমন কি, আমি রাবণ সহিত [এই] লঙ্কাপুরীও বহন করিতে পারি, অতএব আ[প]নাকে পৃষ্ঠে লইয়া সাগর সন্তরণ করিব, [ই]হা আর বিচিত্র কি? হে মৈথিলি! অ[গ্নি] যেমন হুতহব্য ইন্দ্রকে প্রদান করেন, সেই[রূপ] আমিও আপনাকে লইয়া অদ্য প্রস্রবণ গি[রি] স্থিত রঘুবর রামচন্দ্রের নিকট সমর্পণ করি[ব]। হে বৈদেহি! দৈত্যবধে অধ্যবসায়ী বি[ষ্ণুর] ন্যায় রাম ও লক্ষ্মণকে অদ্যই দেখিতে পা[ই]বেন। হে দেবি! সেই মহাবল রাম আ[প]নার দর্শনলালসায় উৎসাহী হইয়া ইন্দ্রের [ন্যায়] নগরাজ প্রস্রবণ গিরির শিখরদেশে আ[সীন] আসীন রহিয়াছেন। অতএব হে শোভ[নে]! যদি রোহিণী ও শশধরের ন্যায় রামের স[হিত] সঙ্গত হইতে বাসনা করেন, তবে উ[পেক্ষা] না করিয়া আমার পৃষ্ঠে আরোহণ কর[ুন]। 'রামের সহিত সঙ্গত হওয়া অবশ্য কর্ত্ত[ব্য]' এই কথা কহিতে যে সময় ব্যয় হয়, তৎ[কালেই] কালেই রোহিণীর শশাঙ্কমিলনের ন্যায় আ[প]নাকে লইয়া রামের সহিত সম্মিলিত ক[রিয়া] দিব। হে অঙ্গনে! আপনি আমার [পৃষ্ঠে] আরোহণ করিলে আপনাকে লইয়া আক[াশ]মার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক যখন এই স্থান হই[তে] মহাসাগর পার হইব, তৎকালে লঙ্কাবাস[ী] আমার অনুগমন করিতে সক্ষম হইবে [না]। হে বৈদেহি! আপনি দেখুন, আমি যে শূন্যপথে এখানে আসিয়াছি, আপনা[কে] পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া সেইরূপ আক[াশ]মার্গে গমন করিব সংশয় নাই।"

অনন্তর, মিথিলদুহিতা সীতা বান[র]

হনুমানের অদ্ভুত বাক্য শ্রবণে নিরতিশয় হর্ষ-বশতঃ সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "হে হরিযূথপতি হনুমন্! তুমি আমাকে কি রূপে দূরপথে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছ? তোমার এই দৃশ্যমান অবয়বেতেই তোমাকে বানর বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। হে প্লবগর্ষভ! তুমি এতাদৃশ অল্পকায় হইয়া আমাকে এখান হইতে মদীয় ভর্ত্তা মনুজেন্দ্র রামের সন্নিধানে কি সাহসে লইয়া যাইতে অভিলাষ করিতেছ?"

পরে বায়ুতনয় শ্রীমান্ হনুমান্ সীতার বাক্য শ্রবণ করিয়া 'তুমি অল্পকায়' এই কথায় নূতন পরিভব হওয়ায় চিন্তা করিলেন, এই অসিতনয়না বৈদেহী আমার শক্তি অথবা প্রভাব অবগত নহেন, অতএব ইচ্ছানুসারে আমি যে, রূপ ধারণ করি, তাহা অবলোকন করুন।" তখন হরিসত্তম অরিমর্দ্দন হনুমান্ এইরূপ ভাবিয়া সীতাকে স্বীয় রূপ দেখাইলেন। বানরর্ষভ ধীমান্ হনুমান্ সেই পাদপ হইতে অবপ্লুত হইয়া সীতার প্রত্যয় জন্মাইবার নিমিত্ত বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। প্রদীপ্ত অনলসদৃশ প্রভাশালী বানরবর হনুমান্ সীতার পুরোভাগে অবস্থিত হইয়া মেরু ও মন্দর পর্ব্বতের ন্যায় দীপ্তি পাইলেন। তাঁহার বদন রক্তবর্ণ, দংষ্ট্র এবং নখ বজ্রসদৃশ, সেই পর্ব্বতসদৃশ দীর্ঘকায় মহাবল ভয়ানক বানর বৈদেহীকে এই বাক্য সকল বলিতে লাগিলেন, "হে দেবি! পর্ব্বত, বনভূমি, পাষাণরচিত প্রাকার, অশ্মনির্ম্মিত তোরণ ও রাবণ সহিত এই লঙ্কানগরী লইয়া যাইবার আমার শক্তি আছে; অতএব হে বৈদেহি! আপনি সন্দেহ করিবেন না। 'ইনি সমর্থ' এইরূপ বুদ্ধি স্থিরপূর্ব্বক মৎপৃষ্ঠে গমন করিয়া রাম ও লক্ষ্মণের শোক অপনয়ন করুন্।"

পদ্মপলাশনয়না জনকদুহিতা সীতা তাঁহাকে অচলের ন্যায় নিরীক্ষণ করিয়া মারুতের ঔরসপুত্র হনুমান্‌কে বলিলেন, "হে কপিবর! তোমার বল, জ্ঞান, বায়ুর ন্যায় গতি ও [illegible]শ অদ্ভুত তেজঃ এ সকলই আমি পূর্ব্ব হইতে অবগত আছি! হে বানরযূথপ! অন্য কোন্ প্রাকৃত ব্যক্তি অপ্রমেয় সাগরের পারে এই স্থানে আগমন করিতে সক্ষম হইবে? তোমার আমাকে লইয়া যাইবার এবং গমন করিবার শক্তি আছে, তাহা আমি জানি; কিন্তু তুমি আপনার পরাক্রম অনুসারে কার্য্য সিদ্ধি বিবেচনা করিতেছ। তোমার ন্যায় আমারও কার্য্য সিদ্ধি পক্ষে অবশ্য বিচার করা উচিত। হে বানরবর! তোমার সমভিব্যাহারে আমার গমন করা যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ তোমার বেগ বায়ুর ন্যায় অতিশয় প্রবল, সুতরাং আমি সেই বেগে বিমোহিত হইব। তুমি যখন সাগরের উপরিভাগ দিয়া শূন্যমার্গে ক্রমশঃ সবেগে গমন করিবে, তৎকালে আমি নিরবলম্ব হইয়া তোমার পৃষ্ঠ হইতে নিশ্চয়ই নিপতিত হইব। অপিচ, তিমি, নক্র ও মৎস্যসঙ্কুল সাগরে নিপতিত ও বিবশ হইয়া শীঘ্রই জলজন্তুদিগের উপাদেয় ভক্ষ্য হইব। হে অরি বিনাশন! স্ত্রীলোক সমভিব্যাহারে গমন করিলে রাক্ষসেরা তোমাকে সন্দেহ করিতে পারে, সংশয় নাই; অতএব আমি তৎসমভিব্যাহারে গমন করিতে পারিতেছি না। বিশেষতঃ, ভীমবিক্রম রাক্ষসগণ আমাকে হরণ করিতে দেখিলে দুরাত্মা রাবণের অনুজ্ঞাবশতঃ তোমার পশ্চাদ্ ধাবিত হইবে।

হে বীর! রাক্ষসবীরেরা শূল ও মুদ্গর লইয়া তোমার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিলে তোমার জীবন সংশয় হইবে, অতএব স্ত্রীলোক সমভিব্যাহারে গমন করা অবিধেয়। বিশেষতঃ রাক্ষসসেনা অধিক ও অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত, আর তুমি নিরস্ত্র ও শূন্যপথে অবস্থিত; অতএব কি প্রকারে গমন করিবে? আর কি উপায়েই বা আমাকে রক্ষা করিবে? হে কপিসত্তম! তুমি যখন সেই ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে, তৎকালে ভয়ার্ত্ত হইয়া আমি তোমার পৃষ্ঠদেশ হইতে নিপতিত হইব। অথবা হে বানরসত্তম! সেই বৃহৎকায় বলবান্ ভীমবিক্রম রাক্ষসেরা অতিশয় যত্ন করিয়া তোমাকে সমরে পরাজয় করিলেও করিতে পারে; কিম্বা তুমি রাক্ষস সহিত যুদ্ধে সমাসক্ত হইয়া আমার

রক্ষণে বিমুখ হইলে অমি তোমার পৃষ্ঠ হইতে পতিত হইব। তৎকালে পাপমতি রাক্ষসেরা আমাকে গ্রহণ করিয়া লইয়া যাইবে। তোমার হস্ত হইতে আমাকে হরণ করুক্ বা রামের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ বিনাশ করুক্, কিন্তু যুদ্ধে জয় পরাজয় উভয়েই অনবস্থা বলিয়া প্রতীত হইতেছে। হে বানরবর! আমি যদি রাক্ষসকর্ত্তৃক ভর্ৎসিত বা বিপদে পতিত হই, তাহা হইলে তোমার এত যত্ন বিফল হইবে, সন্দেহ নাই। যদিও তুমি রাক্ষস সকলকে নিহত করিতে পার বটে, কিন্তু তৎকর্ত্তৃক তাহারা শায়িত হইলে 'রাম স্বয়ং প্রত্যানয়ন করিতে পারিলেন না' বলিয়া তাঁহার যশোহানি হইবে। আর যদি রাক্ষসেরা আমাকে লইয়া অতি গুপ্ত স্থানে রক্ষা করে, তাহা হইলে রাঘব বা বানর সকল কখনই আমার সন্ধান পাইবেন না, সুতরাং আমার জন্য তুমি যে এত উদ্যোগ করিলে এ সকলই নিরর্থক হইবে; অতএব তৎসমভিব্যাহারে রাম আসিলেই সকল কার্য্য সিদ্ধ হইবে।

হে মহাবাহো! অমিত তেজা রঘুবর-রাম লক্ষ্মণ-প্রভৃতি ভ্রাতৃবর্গ, সুগ্রীব বংশ এবং তোমার জীবন মদধীন; যেহেতু রাম ও লক্ষ্মণ মদ্বিয়োগজনিত শোকসন্তাপে কৃশ এবং নিরাশ হইয়া ঋক্ষ ও বানরগণ সমভিব্যাহারে জীবন বিসর্জ্জন করিবেন। হে বানর! স্বামীর প্রতি ভক্তিবশতঃ তদ্ভিন্ন স্বয়ং অপর ব্যক্তির শরীর সংস্পর্শ করিতে ইচ্ছা করি না। হে বানরবর! আমি স্ত্রীজাতি, স্বভাবতঃ বলহীন; বিশেষতঃ রাম ও লক্ষ্মণ সন্নিহিত না থাকায় নিতান্ত বিহ্বল হইয়াছিলাম, সুতরাং রাবণ বলপূর্ব্বক তৎকালে আমার শরীর স্পর্শ করিয়াছিল, অতএব সে বিষয়ের আর উপায় কি? রাম রাক্ষসগণ সহিত রাবণকে এইস্থানে নিহত করিয়া আমাকে গ্রহণপূর্ব্বক যদি এস্থান হইতে গমন করিতে সক্ষম হয়েন, তবেই তাঁহার উপযুক্ত কার্য্য হয়। আমি সেই যুদ্ধ বিমর্দ্দনকারী মহাত্মা রামের পরাক্রম শ্রবণ ও প্রত্যক্ষেও দর্শন করিয়াছি, অতএব দেব, গন্ধর্ব্ব, নাগ ও রাক্ষসেরা যুদ্ধে তাঁহার সমান হইবে না। বাসবসম বিক্রমসম্পন্ন বিচিত্র কার্ম্মুকধারী রঘুকুলসম্ভূত মহাবল রাম ও লক্ষ্মণকে নিরীক্ষণ করিয়া বায়ু সমাহত প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় তদীয় প্রভাব কে সহ্য করিবে? হে বানরোত্তম! মত্তদিগ্‌গজের ন্যায় অবস্থিত অরিদমন রাম ও লক্ষ্মণ রণাঙ্গনে উপস্থিত হইলে কে তাঁহাদের যুগান্তকালীন সূর্য্যের ন্যায় অতি প্রখর শরানল সহ্য করিবে? হে কপিবর! তুমি আমার প্রিয়তম রাম, লক্ষ্মণ ও যূথপতি সুগ্রীবকে সত্বর এই স্থানে আনয়ন কর। হে বানরবীর! আমি অধিক কাল রামের শোকে কাতর আছি, অতএব এই কার্য্য সম্পাদন করিয়া আমার প্রীতি বিধান কর।"

ইতি সপ্তত্রিংশ সর্গ ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর, সেই বাগ্মিশারদ কপিবর হনুমান সীতার বাক্য শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "হে শুভদর্শনে দেবি! আপনি স্ত্রীসুলভ ভীরু স্বভাব, বিনয় এবং সাধ্বীর সদৃশ যুক্তিসঙ্গত বাক্য বিন্যাস করিয়াছেন। হে বিনয়ান্বিতে জনকতনয়ে! আপনি মৎপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া শতযোজন বিস্তীর্ণ সাগর পার হইতে পারিবেন না, আর রাম ভিন্ন অপর কাহারও শরীর স্পর্শ করিতে অভিলাষী নহেন। আপনার এই দুইটি কারণ মহাত্মা রামের পত্নীর সদৃশই হইয়াছে। হে দেবি! এমন বিপদ কালে আপনি ব্যতীত অপর কোন্ ব্যক্তি ঈদৃশ বাক্য বিন্যাস করিতে পারে? হে দেবি! রামের প্রিয়চিকীর্ষায় বহুতর কারণ প্রদর্শন পূর্ব্বক আপনি মৎ সন্নিধানে যাহা বলিলেন এবং যেরূপ বিলাপ করিতেছেন,—হে দেবি! আমি স্নেহার্দ্রচিত্ত হইয়া রামের নিকট ইহা সর্ব্বতোভাবে ব্যক্ত করিব, কাকুৎস্থ রামও এই সমস্ত বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিবেন। মহাসাগর পার হওয়া দুঃসাধ্য সুতরাং রাম পদাতি হইয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিতে পারিবেন

না, আমি নিজের সামর্থ্য জানি বলিয়াই ঐরূপ বলিতেছিলাম। রামের প্রতি স্নেহ ও আপনার প্রতি ভক্তি আছে বলিয়া রঘুকুলের হর্ষবর্দ্ধন রামের সহিত অদ্যই আপনাকে সম্মিলিত করিতে অভিলাষ করিতেছিলাম, নতুবা এরূপ কখনই বলিতাম না। হে অনিন্দিতে! আপনি যদি মৎসমভিব্যাহারে গমন করিতে উৎসাহ না করেন, তবে রাঘব যাহাতে জানিতে পারেন, আপনি এমন অভিজ্ঞান প্রদান করুন্।"

সুরবালাসম সৌন্দর্য্যসমন্বিতা সীতা হনুমৎ সন্নিধানে অভিজ্ঞানের কথা শ্রবণ করিয়া বাষ্প-গদ্গদস্বরে ক্রমে ক্রমে বলিলেন, "হে বানর! চিত্রকূট পর্ব্বতের ঈশান দিকে প্রভূত ফল, মূল ও উদকপরিপূর্ণ প্রত্যন্ত পর্ব্বতময় একটী স্থান আছে। আমি তত্রত্য মন্দাকিনী নদীর অতি দূরস্থ সিদ্ধাশ্রিত প্রদেশে সিদ্ধাশ্রমে যখন বাস করিতেছিলাম, তৎকালে আমার যাহা ঘটিয়াছিল, তুমি প্রিয়তমসন্নিধানে বক্ষ্যমাণ রহস্য বৃত্তান্তরূপ উৎকৃষ্ট অভিজ্ঞানটি ব্যক্ত করিবে। 'নানাবিধ কুসুমরাশির সৌগন্ধে আমোদিত পার্ব্বতীয় উপবন সকলে বিহার করিয়া সলিলার্দ্র হওত তুমি আমার অঙ্কে উপবেশন করিয়াছিলে তৎকালে কোন বায়স মাংসাভিলাষী হইয়া আমার স্তনাভ্যন্তরে চঞ্চুপুটের আঘাত করিল, আমি লোষ্ট্র উদ্যত করিয়া বায়সকে নিবারণ করিলাম; কিন্তু সেই বলিভোজী কাক বারম্বার নিবারিত হইয়াও বক্ষঃস্থল বিদারণ করতঃসেই স্থানেই লীন হইয়া রহিল, কিছুতেই স্থানান্তরে গমন করিল না। বস্তুতঃ সে মাংসাশীর ন্যায় মাংস বিদারণ হইতে বিরত হইল না। তখন আমি পক্ষীর প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া বসনগ্রন্থির দার্ঢ্য করিবার নিমিত্ত রসনা আকর্ষণ করিতে উদ্যুক্ত হইলে আমার বসন স্খলিত হইল। তুমি আমার তদবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া পরিহাস করিয়াছিলে; তাহাতে আমি ক্রুদ্ধ লজ্জিত ও ভক্ষ্যলোলুপ কাককর্ত্তৃক বিদারিত হইয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইলাম। তৎকালে তুমি আসীন ছিলে, সুতরাং শ্রান্ত হইয়া তোমার ক্রোড়ে উপবেশন করিলাম। অনন্তর তুমি হৃষ্ট হইয়া আমাকে ক্রুদ্ধার ন্যায় সান্ত্বনা করিলে; আমি অশ্রুপ্রবাহে আনন অভিষিক্ত করিয়া লোচনযুগল মার্জ্জন করত তোমাকে বলিলাম, হে নাথ! বায়স আমাকে নিতান্ত কুপিত করিয়াছে, তুমি তাহা নিরীক্ষণ করিয়াছ। হে ভরতাগ্রজ রাম। আমি শ্রান্তি বশতঃতোমার অঙ্কে অধিকক্ষণ নিদ্রিত ছিলাম, তুমিও পর্য্যায়ক্রমে আমার ক্রোড়ে শয়ান ছিলে, ইত্যবসরে বায়স পুনরায় তথায় উপস্থিত হইল। আমি জাগরিত হইয়া তোমার অঙ্ক হইতে উত্থিত হইতেছি, এমন সময় বায়স সহসা আসিয়া আমার বক্ষঃস্থল নখরদ্বারা ক্ষতবিক্ষত করিল। সে তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া বারম্বার উড্ডয়নপূর্ব্বক আগমন করতঃ আমাকে অতিশয় ক্ষত বিক্ষত করিল।'

তদনন্তর, সীতা হনুমানকে কহিলেন, "আমার বক্ষঃস্থল হইতে ক্ষরিত শোণিতবিন্দু সকল শরীরে পতিত হওয়ায় রাম নিদ্রোত্থিত হইলেন। সেই মহাবাহু আমার স্তনের মধ্য স্থলে ক্ষত দেখিয়া ক্রোধে আশীবিষ সর্পের ন্যায় নিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন, 'হে করিকরোরু! কে তোমার স্তনাভ্যন্তরে বিক্ষত করিল? কোন্ ব্যক্তি সরোষ পঞ্চশীর্ষ সর্পের সহিত ক্রীড়া করিতেছে?' পরে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া আমার অভিমুখে অবস্থিত সরুধির তীক্ষ্ণনখযুক্ত বায়সকে অবলোকন করিলেন। সেই পক্ষিবর বায়স কপটরূপী ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত। পবনসদৃশ বেগবান্ ঐ কাক সত্বর ভূ-বিবর মধ্যে গমন করিল। অনন্তর, জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ মহাবাহু রাম কোপে নয়নদ্বয় ঘূর্ণন করিয়া তখন বায়সের বিনাশে বাসনা করিলেন। তিনি দর্ভমুষ্টি হইতে একটি দর্ভ গ্রহণপূর্ব্বক মন্ত্রপূত করিয়া ব্রহ্মাস্ত্রে যোজিত করিলেন। সেই দর্ভ প্রদীপ্ত কালাগ্নির ন্যায় পক্ষীর অভিমুখে প্রজ্বলিত হইল। তখন রাম প্রোজ্জ্বলিত দর্ভটি বায়সের অভিমুখে নিক্ষেপ করিলেন; পরন্তু ঐ দর্ভ আকাশমার্গে বায়সের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। ব্রহ্মাস্ত্র পশ্চাৎ ধাবিত হইলে কাক পরিত্রাণাভিলাষী হইয়া

বিবিধ গতি অবলম্বনপূর্ব্বক তখন ভূলোক হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত বিচরণ করিল। সে পিতা, মহর্ষি সকল এবং ব্রহ্মার নিকটেও আশ্রয় না পাইয়া ত্রিলোক পরিভ্রমণ করতঃ তাঁহারই শরণাগত হইল। সেই শরণাগত-বৎসল কাকুৎস্থ রাম বধার্হ হইলেও তাহাকে পতিত ও শরণাগত দেখিয়া কৃপা বশতঃ তাহার জীবন রক্ষা করিলেন এবং সেই ক্ষীণশক্তি বিবর্ণ প্রণত জয়ন্তকে বলিলেন, 'ব্রহ্মাস্ত্র ব্যর্থ করিবার সামর্থ্য নাই, অতএব ব্রহ্মাস্ত্র সংহার্য্য বস্তু নির্দ্দেশ কর। সে বলিল 'আমার দক্ষিণাক্ষি ব্রহ্মাস্ত্রের সংহার্য্য হউক।' তৎপরে সেই ব্রাহ্মাস্ত্র কাকের দক্ষিণাক্ষি বিনষ্ট করিল সে দক্ষিণনয়ন প্রদান করিয়া জীবন রক্ষা করিল এবং বীরবর রামচন্দ্রের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে ও মহারাজ দশরথকে নমস্কার করিয়া স্বীয় আলয়ে প্রতি গমন করিল।"

হে মহীপতে! তুমি আমার নিমিত্ত কাকের উপরেও ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলে; কিন্তু তৎ সন্নিধান হইতে আমাকে যে হরণ করিল, তাহাকে কি জন্য ক্ষমা করিতেছ? হে নরবর! প্রবলতর উৎসাহ অবলম্বনপূর্ব্বক আমার প্রতি কৃপা প্রকাশ কর। হে নাথ! তুমি নাথ থাকিতেও আমি অনাথার ন্যায় জনসমাজে দৃষ্ট হইতেছি। আমি তোমার নিকটে শ্রবণ করিয়াছি যে, দয়ার তুল্য উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর নাই; তবে কেন তুমি আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিতেছ না? আমি জানি,তুমি সাগর-সদৃশ গাম্ভীর্য্যসম্পন্ন ক্ষোভবিহীন ও অপার মর্য্যাদ এবং বল, বীর্য্য ও উৎসাহে পরিপূর্ণ; বিশেষতঃ বাসবসদৃশ, সাগর পরিবৃত ধরণীর একমাত্র অধীশ্বর। হে রাঘব! তুমি এতাদৃশ বলবান্, বুদ্ধিমান্ ও অস্ত্রধারীর অগ্রগণ্য হইয়াও কি কারণে রাক্ষসদিগের প্রতি অস্ত্র প্রয়োগ করিতেছ না?

"হে হনুমন্! দেবতা, কি অসুর, কি গন্ধর্ব্ব, কি নাগগণ প্রতিবলে থাকিয়া কেহই সমরে রামের বেগ নিবারণ করিতে সক্ষম হইবে না। সেই বীর্য্যবান্ রামের যদি আমার প্রতি আদর থাকে, তবে কেন তিনি সুতীক্ষ্ণ শরপুঞ্জ দ্বারা রাক্ষসকুল ক্ষয় করিতেছেন না? শক্রতাপন মহাবল বীর লক্ষ্মণই বা কেন ভ্রাতার অনুমতি লইয়া আমার পরিত্রাণ করিতেছেন না? বায়ু ও বাসবসদৃশ তেজস্বী পুরুষবর রাম ও লক্ষ্মণ যদি দেবতাদিগেরও অজেয়; তথাপি কি কারণে আমাকে উপেক্ষা করিতেছেন? শক্রসন্তাপন রাম ও লক্ষ্মণ সমর্থ হইয়াও যখন আমার প্রতি কটাক্ষ বিক্ষেপ করিতেছেন না, তখন আমারই কোন বিপুলতর পাপ আছে সন্দেহ নাই।"

অনন্তর, প্রবল প্রতাপ হরিযূথপতি হনুমান্ বৈদেহীর বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন "হে দেবি! আমি আপনার সন্নিধানে সত্য দ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি যে, রাম আপনার অদর্শন-জনিত শোকে সকল কার্য্যে বিমুখ হইয়াছেন, তাঁহার শোক দর্শনে লক্ষ্মণ পরিতাপ করিতেছেন। হে শোভনে! যখন অনেক কষ্টের পর আপনি আমার নয়নপথে পতিত হইয়াছেন, তখন অবিলম্বেই দুঃখের অবসান দেখিতে পাইবেন, অতএব এখন হইতে আপনার আর শোক প্রকাশ করা উচিত নহে। পুরুষশার্দ্দূল মহাবল রাজপুত্র রাম ও লক্ষ্মণ আপনার দর্শনে উৎসাহিত হইয়া রাক্ষস লোক সকল ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিবেন। হে বিশাল নয়নে! রাঘব ক্রূরপ্রকৃতি রাবণকে সমরে সবান্ধবে নিহত করিয়া আপনাকে স্বীয় আলয়ে প্রত্যানয়ন করিবেন। মহাবল রাম, লক্ষ্মণ, তেজস্বী সুগ্রীব ও সমাগত বানরদিগকে যাহা বলিতে হইবে, তাহা আদেশ করুন্।"

হনুমান্ ঐরূপ করিলে সীতা পুনর্ব্বার বলিলেন, মনস্বিনী কৌসল্যা দেবী যাঁহাকে প্রসব করিয়াছেন,তুমি আমার প্রতিনিধি হইয়া সেই লোকপ্রতিপালক রামকে কুশল জিজ্ঞাসা ও প্রণিপাতের সহিত অভিবাদন করিবে। আর সুমিত্রা যাঁহাকে লাভ করিয়া সুসন্তানবতী হইয়াছেন, বিশাল বসুধাতলে যাহা দুর্লভ তাদৃশ ঐশ্বর্য্য, রত্ন, মাল্য, স্ত্রী ও সুরূপা মহিলাদিগকে ত্যাগ করিয়া যিনি সম্মানদ্বারা পিতা মাতার প্রসন্নতা সম্পাদন পূর্ব্বক রামের অ

মন করিয়াছেন; যে ধর্ম্মাত্মা অনুত্তম সুখ বিসর্জ্জন দিয়া ভ্রাতার অনুকূল আচরণ করতঃ তৎসমভিব্যাহারে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন; যাঁহার স্কন্ধ সিংহসদৃশ, অন্তঃকরণ অতিশয় প্রশস্ত; যিনি মহাবাহু রামের প্রতি পিতৃবৎ আচরণ এবং আমার সহিত মাতার ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন, সেই প্রিয়দর্শন বীর লক্ষ্মণ তৎকালে আমার হরণ বৃত্তান্ত জানিতে পারেন নাই। বৃদ্ধ সেবাপরায়ণ শ্রীমান্ লক্ষ্মণ সমর্থ হইয়াও অধিক কথা কহেন না। তিনি আমার শ্বশুরের সদৃশ ও রাজপুত্র রামের অতিশয় প্রিয়পাত্র। বস্তুতঃ ভ্রাতা লক্ষ্মণ আমা অপেক্ষা রামের নিয়ত প্রিয়তর; সেই বীর্য্যবান্ যে কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন, তাহারই ভার বহন করিয়া থাকেন। রাঘব যাঁহাকে দেখিয়া পিতৃ ব্যবহার বিস্মৃত হইয়াছিলেন, তুমি আমার মুক্তির নিমিত্ত মদীয় বাক্যানুসারে সেই লক্ষ্মণকে কহিবে যে 'সীতা তোমার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।' হে বানরশ্রেষ্ঠ! রামের প্রিয়পাত্র শান্ত প্রকৃতি পবিত্রস্বভাব কার্য্যকুশল লক্ষ্মণ যাহাতে আমার দুঃখাপনয়ন করিতে কৃতসংকল্প হয়েন, তুমি তাঁহাকে সেইরূপ কহিবে।„

"হে বানরযূথপতে! যাহাতে এই কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, তুমি সেইরূপ অনুষ্ঠান করিবে। রাঘব তোমার কার্য্য দর্শনে আমার প্রতি যত্নপরায়ণ হইবেন। মদীয় নাথ শূরতম রামকে তুক্ত এই বাক্যগুলি বারম্বার বলিবে, 'হে দশরথনন্দন! আমি সত্য করিয়া তোমাকে বলিতেছি যে, এক মাসমাত্র জীবন ধারণ করিব, এক মাস অতীত হইলে আর জীবিত থাকিব না। অতএব হে বীর! ক্রূরকর্ম্মানুষ্ঠাতা রাবণ রাক্ষসীগণদ্বারা নিগ্রহ করিয়া আমাকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। যেমন পুরাকালে বৃত্রবধাভিভূত ইন্দ্রের শ্রী পাতাল প্রবিষ্ট হইলে দেবতাদিগের প্রার্থনায় নারায়ণ তাঁহাকে পাতাল হইতে উদ্ধার করিয়া পুনরায় ইন্দ্রকে অর্পণ করিয়াছিলেন, তুমি সেইরূপ আমাকে ইহা হইতে পরিত্রাণ কর।' তৎপরে সীতা অতিপবিত্র মনোহর শিরোরত্ন বস্ত্রমধ্য হইতে নির্গত করিয়া "ইহা রামকে প্রদান করিও" এই কথা বলিয়া হনুমানের নিকটে সমর্পণ করিলেন।

বীর হনুমান্ সেই অনুত্তম মণি গ্রহণ করিয়া তাহার আধারভূত সুবর্ণ পুষ্পের বিবর মধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করিয়া দিলেন। তৎকালে হনুমান্ অতিক্ষুদ্রকায় ছিলেন, সুতরাং তাঁহার বাহু তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারিত, কিন্তু বাহু অতিশয় সূক্ষ্ম হইলেও ছিদ্রমধ্যে প্রবিষ্ট হয় নাই। কপিবর হনুমান্ উৎকৃষ্টতম মণি গ্রহণপূর্ব্বক প্রণতভাবে সীতাকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদন করিয়া তাঁহার পার্শ্বদেশে অবস্থিতি করিলেন। পরে সীতার দর্শন লাভে অতিশয় হর্ষাবিষ্ট হইয়া লক্ষ্মণসমন্বিত রাম ও লক্ষ্মণকে মনে মনে স্মরণ করিলেন।

জনকদুহিতা সীতা অনির্ব্বচনীয় প্রভাববশতঃ যাহা সঙ্গোপনে ধারণ করিতেন, হনুমান্ সেই মহামূল্য শ্রেষ্ঠতম মণি গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। প্রত্যুত শ্রেষ্ঠতম পর্ব্বতের উপরিস্থ কোন ব্যক্তি বায়ুদ্বারা কম্পিত হইয়া তাহা হইতে মুক্ত হইলে যেমন সুখী হয়, হনুমান্ সেইরূপ সুখী হইয়া লঙ্কার দুর্গদ্বারের অভিমুখে যাইতে আরম্ভ করিলেন।

ইতি অষ্টত্রিংশ সর্গ ॥ ৩৮ ॥

একোনচত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর, সীতা হনুমান্‌কে মণি প্রদান করিয়া বলিলেন, "মহাবীর রাম এই অভিজ্ঞান বিশেষরূপে অবগত আছেন, অতএব এই মণি দর্শন করিয়া মহারাজ দশরথ, জননী এবং আমাকে স্মরণ করিবেন। হে হরিসত্তম! এই উৎসাহসম্পাদ্য কার্য্যে তুমিই পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইবে, অতএব এই অধ্যবসায় সাধ্য কার্য্যে উত্তরকালে যাহা করিতে হইবে, তাহার চিন্তা কর। বিশেষতঃ, হে বানরসত্তম! তুমিই এই কার্য্য সম্পাদন করিতে সক্ষম, অতএব যে প্রকার যত্ন করিলে রামের দুঃখের অবসান হয়, তুমি তাহার উপায় অনুসন্ধান কর। হে হনুমন্! তুমি যত্ন করিলেই রাম ইহাতে প্রবৃত্ত

হইবেন, সুতরাং আমারও দুঃখের অবসান হইবে।”

সেই ভীমপরাক্রম মরুততনয় হনুমান্ “তাহাই করিব” এই প্রতিজ্ঞা করিয়া অবনত মস্তকে বৈদেহীকে অভিবাদনপূর্ব্বক গমন করিতে উদ্যত হইলেন।

মিথিলসম্ভবা সীতা দেবী বানররাজ হনুমান্‌কে প্রস্থানোদ্যত জানিয়া বাষ্পগদ্গদ স্বরে তাঁহাকে বলিলেন, “হে বানরবর! তুমি রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, তদমাত্য ও বৃদ্ধ বানরগণকে মদীয় ধর্ম্মসংযুক্ত কুশল সংবাদ প্রদান করিবে। অপিচ মহাবাহু রঘুনন্দন রাম যাহাতে এই দুঃসাগর হইতে আমাকে পরিত্রাণ করেন, তদ্বিষয়ে যত্নপরায়ণ হইবে। হে হনুমন্! যশস্বী রাম যাহাতে জীবিতাবস্থায় আমাকে অশ্বাসিত করেন, তুমি তাঁহাকে সেইরূপ কহিবে,আর বাক্যদ্বারা সাহায্য করিলে যে ধর্ম্ম হয়, তুমি তাহাই লাভ করিবে। দশরথনন্দন রাম নিয়ত উৎসাহ পূর্ণ; সুতরাং মদুক্ত বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া আমার প্রাপ্তি আশয়ে তাঁহার পৌরুষ বৃদ্ধি হইবে। রঘুবংশসম্ভূত বীরবর রাম তৎসন্নিধানে মদীয় সম্বাদ সমন্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়াই পরাক্রম প্রকাশে মানস করিবেন।”

অনন্তর, বায়ুতনয় হনুমান্ সীতার বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে প্রত্যুত্তর করিলেন, “যিনি যুদ্ধে শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়া আপনার দুঃখ অপনয়ন করিবেন, সেই কাকুৎস্থ রাম প্রধান বানর ও ভল্লূকগণে পরিবৃত হইয়া সত্বর আগমন করিবেন। রাম যখন বাণ বিসর্জ্জন করিবেন, তৎকালে তাঁহার অগ্রে অবস্থান করিতে উৎসাহ করে, এমন ব্যক্তি সুর, অসুর ও মানবগণের মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয় না। এমন কি, তিনি আপনার জন্য কি ইন্দ্র, কি অর্ক, কি সূর্য্যতনয় যম সকলকেই সংগ্রামে সহ্য করিতে পারেন। হে জনকনন্দিনি! রাম সাগর পর্য্যন্ত ভূমণ্ডল জয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন, যে হেতু আপনার জন্য জয় করা তাঁহার নিতান্ত প্রয়োজন।”

জনকদুহিতা সীতা সর্ব্বতোভাবে সুভাষি বায়ুসন্তানের সত্য বাক্য শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সমধিক সম্মান করিলেন; অপিচ স্বামীর প্রতি প্রীতিবশতঃ ভর্ত্তৃস্নেহ সম্বলিত হনুমৎ বাক্যেরও প্রশংসা করিলেন। হনুমান্ প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে সীতাদেবী তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ করিয়া এই কথা বলিলেন, “হে শত্রুদমন বীর! তুমি আমার কথায় যদি অনুমোদন কর, তাহা হইলে কোন নিভৃত স্থানে এক দিন বাস করিয়া শ্রম অপনয়নপূর্ব্বক কল্য গমন করিও। হে বানর! আমার অদৃষ্ট অতিমন্দ, কিন্তু তুমি আমার নিকটে থাকিলে মুহূর্ত্তকালও এই ঘোরতর শোকের অবসান হইবে। হে হরি-শার্দ্দূল! এক দিবস অবস্থিতি করিয়া গমন করিলে পুনরায় আসিবে কি না সন্দেহ, তাহা হইলেই আমারও জীবন সংশয় হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। হে কপিবর! আমি একে ত অতিশয় ক্লেশ অনুভব করিতেছি, বিশেষতঃ তোমার অদর্শনজনিত শোক পুনর্ব্বার আমাকে অতিশয় সন্তপ্ত করিবে। হে বীর! আমার এই সুমহৎ সন্দেহটি সতত সমীপে সমুপস্থিত রহিয়াছে যে, তোমার সাহায্যকারী বানর ও ভল্লূকগণ সকলে মিলিত হইলে বানরপতি সুগ্রীব ও তাঁহার সেই সৈন্য সকল কি উপায়ে দুষ্পার সাগর পার হইবে? আর সেই নৃপ-তনয় রাম ও লক্ষ্মণই বা কি প্রকারে পার হইবেন? কারণ বিনতা-নন্দন গরুড়, বায়ু এবং তুমি এই তিন জনেরই ইহলোকে সাগর লঙ্ঘনের শক্তি আছে। হে বীর! যত কার্য্য-কুশল ব্যক্তি আছে, তুমি তাহাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অতএব এই দুরতিক্রমণীয় কার্য্য নির্ব্বাহের কি উপায় দেখিতেছ? অথবা হে পরবীরবিনাশন! অপরের আসিবার প্রয়োজন কি? তুমি একাকীই এই কার্য্য সম্পাদন করিতে পার, অতএব কার্য্য-সাধন করিলে তোমারই বিজয়রূপ ফল লাভ হইবে; কিন্তু যদি রাম সমগ্র সৈন্য সমভিব্যাহারে আগমন-পূর্ব্বক রণে রাবণকে পরাজয় করিয়া বিজয়ী হইয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া স্বীয় আলয়ে গমন করেন, তবে তাঁহার সদৃশ কার্য্য হয়। অপিচ

ক্ষ-সৈন্য-সংহারক কাকুৎস্থ রাম লঙ্কা নগরকে
শ্র দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিয়া যদি আমাকে
য়া যান, তাহা হইলে তাঁহার উপযুক্ত হয়।
তএব সেই মহাত্মা রণবীরের যাহাতে অনু-
প বিক্রম প্রকাশ পায়, তুমি সেইরূপ
নুষ্ঠান কর।”

হনুমান্ হেতু-সম্বলিত অর্থযুক্ত সীতার
হময় বচন শ্রবণ করিয়া প্রকৃত উত্তর
প্রদান করিলেন, “হে দেবি! বানর ও
ভল্লুক-সৈন্যের অধিপতি বানরবর বলবিক্রম
সম্পন্ন সুগ্রীব আপনার উদ্ধারে কৃত-নিশ্চয়
হইয়াছেন। হে বৈদেহি! রাক্ষসদিগের
নিধনকারী সেই সুগ্রীব সহস্র কোটী বানরে
সংবৃত হইয়া শীঘ্র আগমন করিবেন। কি
উর্দ্ধ, কি অধঃ, কি তির্য্যক্ কুত্রাপি যাহাদের
গতিরোধ হয় না এবং যাহারা মনঃসংকল্পের
ন্যায় অতিদূরে গমন করিতে পারে, এতাদৃশ
বিক্রম-সম্পন্ন সত্ত্ব-সমন্বিত মহাবল অনেক
বানর তাঁহার নিদেশে নিরত রহিয়াছে।
বিশেষতঃ সেই অতুল প্রভাব-সম্পন্ন বানরগণ
অতিমহৎ কার্য্যেও অবসন্ন হয় না; এমন কি,
তাহারা বায়ুপথ অবলম্বন পূর্ব্বক মহোৎসাহ-
সহকারে শৈল ও সাগরসহ ভূমণ্ডল বারম্বার
প্রদক্ষিণ করিয়াছে। অপিচ সুগ্রীব-সন্নিধানে
আমা অপেক্ষা অধিক বল এবং সমান বল
অনেক বনবাসী বানর আছে, কিন্তু মদপেক্ষা
নিকৃষ্ট বল কেহই নাই! আমি যখন হীন-
বল হইয়াও এখানে আসিয়াছি, তখন সেই
মহাবল বানরগণ যে অনায়াসে আগমন করিবে
তাহার সন্দেহ কি? আরও দেখুন, ইতর
ব্যক্তিরাই সকল কার্য্যে প্রেরিত হইয়া থাকে,
কিন্তু প্রধান ব্যক্তিরা কুত্রাপি প্রেরিত হয়েন
না। অতএব হে দেবি! আপনি আর অকা
রণ পরিতাপ করিবেন না, শোক সমাধান
করুন্; সেই হরিযূথপতিগণ এক লম্ফেই
লঙ্কায় আগমন করিবেন। আর সেই বলবান্
সহায়সম্পন্ন নরসিংহ রাম ও লক্ষ্মণ আমার
পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া উদিত চন্দ্র ও সূর্য্যের
ন্যায় আপনার নিকটে আগমন করিবেন। নর-
বর বীর রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে মিলিত হইয়া
আগমনপূর্ব্বক সায়কনিকরে লঙ্কা নগরী দগ্ধ
করিয়া ফেলিবেন। হে বরারোহে! রঘুকুলের
হর্ষবর্দ্ধন তদ্বংশসম্ভূত রাম রাবণকে সগণে
সংহার করিয়া আপনাকে লইয়া স্বীয় আলয়ে
প্রতিগমন করিবেন; অতএব আপনি আশ্বা-
সিত হইয়া কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিলেই
আপনার মঙ্গল হইবে এবং প্রজ্বলিত অনলের
ন্যায় রামকে অচিরেই নয়নগোচর করিবেন।
রাক্ষসেন্দ্র রাবণ অমাত্য ও বান্ধব বর্গের সহিত
নিহত হইলে শশধরসহ রোহিণীর ন্যায় আপনি
রামের সহিত সঙ্গত হইবেন! হে দেবি
মৈথিলি! আপনি শীঘ্র শোকের অবসান
দেখিতে পাইবেন এবং রাবণও রামের বলে
পরাজিত ও নিধন প্রাপ্ত হইবে।”

বায়ুতনয় হনুমান্ বৈদেহীকে এইরূপে আশ্বাস
প্রদান করিয়া গমনাভিলাষে পুনর্ব্বার বলি-
লেন, “আর্য্যে! আপনি অবিলম্বেই দেখিতে
পাইবেন যে, সেই অরিনাশন কৃতজ্ঞ রাম ও
লক্ষ্মণ ধনুষ্পাণি হইয়া শীঘ্রই লঙ্কাদ্বারে উপস্থিত
হইয়াছেন। সিংহ ও শার্দ্দূলসম বিক্রান্ত, গজ-
রাজসদৃশ দীর্ঘকায় নখদংষ্ট্রায়ুধ বানরবীর সকল
সঙ্গত হইয়া তৎসমভিব্যাহারে লঙ্কায় আগমন
করিয়াছে এবং শৈল ও মেঘসদৃশ প্রধান প্রধান
বানরযূথ সকল লঙ্কাস্থ মলয়সানুতে আস্ফালন
করিতেছে। পরন্তু, রাম তীব্রতর কামশরে
পীড়িত হইয়া সিংহসমাহত রাবণের ন্যায় সুখ
লাভ করিতেছেন না। হে দেবি! আপনি
শচী সহ বাসবের ন্যায় স্বামীর সঙ্গ লাভ করি-
বেন, অতএব শোকাকুল হইয়া আর রোদন
করিবেন না। হে শোভনে! সুমিত্রানন্দন
লক্ষ্মণ ও রাম অপেক্ষা অধিকতর বলবান্ কোন
ব্যক্তিই নাই; যখন সেই অনল ও বায়ুসদৃশ
উভয় ভ্রাতাই আপনার আশ্রয় রহিয়াছেন,
তখন আপনি আর অন্তঃকরণ মধ্যে ভয় করি-
বেন না। হে দেবি! রাক্ষসাশ্রিত এই ঘোর-
তর স্থানে আপনাকে আর অধিক কাল বাস
করিতে হইবে না। আপনার স্বামী শীঘ্রই
আগমন করিবেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ
করিতে আমার যে সময় লাগিবে, আপনি
তাহাই অপেক্ষা করুন্।”

চত্বারিংশ সর্গ।

সুরসুতোপমা সীতা মহাত্মা বায়ুতনয়ের বচন শ্রবণ করিয়া স্বীয় হিতকর বাক্য বলিতে লাগিলেন, "হে বানরবর! বসুন্ধরা শস্যের অর্দ্ধাবস্থায় জলাভাবনিবন্ধন শুষ্ক হইয়া দৈববশতঃ বৃষ্টির জলে যেমন শস্যসম্পন্ন হয়, সেইরূপ আমি মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়াও তোমার সুমিষ্ট বাক্য শ্রবণে অতীব হৃষ্ট হইলাম। আমার শরীর শোকবশতঃ নিতান্ত কৃশ হইয়াছে, অতএব এই কৃশশরীরে পুরুষবর রামকে স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করি; যাহাতে আমার এই বাসনা পূর্ণ হয়, তুমি আমার প্রতি সেইরূপ দয়া প্রকাশ কর। হে হরিবর! চূড়ামণিরূপ অভিজ্ঞানটি রামকে প্রদান করিবে, আর অভিজ্ঞানস্বরূপ এই সকল কথা আমার বাক্যানুসারে রামকে স্মরণ করিয়া দিবে যে, একদা তিনি ইষীকা নিক্ষেপপূর্ব্বক কাকের একটি চক্ষুঃ গ্রহণ করিয়া তাহার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন এবং আমার পূর্ব্বকৃত তিলক প্রনষ্ট হইলে মনঃশিলাদ্বারা গণ্ডপার্শ্বে পুনরায় তিলক সন্নিবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। বীর্য্যবান্ রাম, বাসব ও বরুণের ন্যায় পরাক্রান্ত আমি অপহৃত হইয়া রাক্ষসদিগের মধ্যে বসতি করিতেছি, তথাপি তিনি কি প্রকারে তাহা সহ্য করিতেছেন।

পরে সীতাদেবী রামকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হে অনঘ! আমি এতাবৎকাল এই মনোহর চূড়ামণি সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়াছি, বিশেষতঃ তোমাকে দর্শন করিলে যাদৃশ হর্ষ লাভ হয়, আমি ইহা দেখিয়া সেইরূপ হৃষ্ট হইতেছি। এই বারিসম্ভব সৌন্দর্য্যসম্পন্ন রত্ন তোমার প্রত্যভিজ্ঞানের জন্য প্রেরণ করিলাম, কিন্তু সত্বর না আসিলে শোকনিবন্ধন উৎকণ্ঠায় জীবন রক্ষা করিতে সক্ষম হইব না। তোমাকে পুনরায় প্রাপ্ত হইব, কেবল এই প্রত্যাশায় হৃদয়চ্ছেদি বাক্য, রাক্ষসদিগের সহিত একত্র বাস এবং অসহ্য দুঃখ সহ্য করিয়াছি। হে অরি নিসূদন! আমি কেবল একমাস জীবন ধারণ করিব, কিন্তু হে রাজনন্দন! একমাস অতীত হইলে তোমার সঙ্গবিহীন হইয়া আর জীবিত থাকিব না। এই রাবণ অতীব ভয়ঙ্কর, সুতরাং ইহার দৃষ্টিও আমার পক্ষে সুখদায়িনী নহে। তোমার আসিতে কাল বিলম্ব হইবে, যদি ইহা শুনিতে পাই, তবে নিয়মিত সময় সত্ত্বেও ক্ষণকাল জীবন রক্ষা করিব না।"

অনন্তর, মহাতেজা বায়ুতনয় হনুমান্ বৈদেহীর বাষ্পগদ্গদ সকরুণ বচন শ্রবণ করিয়া বলিলেন, হে দেবি! আমি শপথপূর্ব্বক আপনার সন্নিধানে কহিতেছি যে, রাম আপনার সন্ধান না পাইয়াই শোকবশতঃ আপনকার উদ্ধারে বিমুখ হইয়া রহিয়াছেন। রাম শোকাকুল হইয়াছেন বলিয়া লক্ষ্মণও পরিতাপ করিতেছেন। হে ভামিনি! আপনি যখন অনেক কষ্টে আমার নয়নগোচর হইয়াছেন, তখন আর বিলাপ করিবেন না, অচির কাল মধ্যেই দুঃখের অবসান দেখিতে পাইবেন। সেই আনন্দিতস্বভাব পুরুষপ্রবর রাজতনয় রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে আপনার দর্শনে উৎসাহিত হইয়া লঙ্কানগরী ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিবেন। হে বিশালাক্ষি! রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণ রাবণ রাক্ষসকে সমরে সবান্ধবে সংহার করিয়া আপনাকে স্বীয় আলয়ে প্রত্যানয়ন করিবেন। হে অনিন্দিতে! রাম যে অভিজ্ঞান বিশেষরূপে জানেন এবং যাহা রামের প্রীতিকর হইবে, আপনি সেই অভিজ্ঞান পুনর্ব্বার প্রদান করুন্।"

সীতাদেবী সবিস্ময়ে কহিলেন, "হে বীরহনুমন্! আমিত পূর্ব্বেই তোমাকে উত্তম অভিজ্ঞান প্রদান করিয়াছি, এই ভূষণ নিরীক্ষণ করিয়াই তোমার বাক্যে রামের বিশ্বাস হইবে।"

হরিযূথপতি বানরসত্তম শ্রীমান্ হনুমান্ উৎকৃষ্টতম মণিগ্রহণ করিয়া অবনতমস্তকে দেবীকে প্রণাম করিলেন, পরে গমনাভিলাষে মহাবেগ সহকারে বর্দ্ধিত হইয়া উল্লম্ফন করিতে উদ্যত হইলেন। জনকদুহিতা দুঃখিতা সীতা হনুমানকে গমনোদ্যত দেখিয়া নয়নজলে মুখ প্লাবিত করিয়া বাষ্পগদ্গদস্বরে তাঁহাকে বলিলেন, "হে হনুমন্! সিংহসদৃশ পরাক্রান্ত ভ্রাতৃযুগল

ক্ষ্মণ, অমাত্যসহ সুগ্রীব এবং বানর সক-
ামার আরোগ্য সংবাদ প্রদান করিবে।
হাবাহু রাঘব যেরূপে এই দুঃখসাগর
আমাকে উদ্ধার করেন, তুমি সেইরূপ
করিবে। হে হরিপ্রবীর! তোমার
ঙ্গল হউক, তুমি রামের সমীপে উপ-
ইয়া আমার এই অসহ্য শোক এবং এই
দিগের তৎর্সনার বিষয় তাঁহাকে
।”

ই বানরবর রাজতনয়ার নিকট সকল
অবগত হইয়া কৃতার্থ ও সর্ব্বতোভাবে
হইলেন এবং সেই কার্য্যের অল্পমাত্র
ষ্ট আছে, ইহা অবগত হইয়া উদীচী-
গমন করিতে মানস করিলেন।

ইতি চত্বারিংশ সর্গ। ৪০।

একচত্বারিংশ সর্গ।

ই বানর সীতার সুমিষ্ট বচনাবলী-দ্বারা
িত হইয়া গমন অভিলাষে সেই স্থান
নির্গমনপূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন,
অসিতনয়না সীতার সাক্ষাৎ পাওয়াতেই
র প্রধান কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, কেবল
বলদর্শনরূপ অল্পমাত্র কার্য্য অবশিষ্ট
ছে; কিন্তু এই কার্য্য সাধন করিতে
সাম, দান ও ভেদ এই উপায়ত্রয় অতি-
করিয়া চতুর্থ উপায় দণ্ডদ্বারাই এই কার্য্য
হইবে বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। সরল
দিগের প্রতি সাম প্রয়োগ করিলে
রা বশীভূত হয়, ইহারা রাক্ষস, সুতরাং
দিগের প্রতি সান্ত্ববাদ প্রয়োগ করিলে
পধায়ক হইবে না। নির্ধনেরাই দানে
হয়; ইহারা ধনী; অতএব ধনীর প্রতি
প্রয়োগ যুক্তিসঙ্গত হয় না। বলগর্ব্বিত
রা ভেদ-দ্বারা আয়ত্ত হয় না, রাক্ষসেরা
ষ্ট বলগর্ব্বিত, সুতরাং ইহাদের উপর
উপায় প্রয়োগ করা বিফল; অতএব এই
সম্পাদনে পরাক্রম প্রকাশ আমার
াষ হইতেছে। আর পরাক্রম প্রকাশ
ত পরবল পরিজ্ঞানের অপর কোন
নিশ্চিত উপায় উপপন্ন হইতেছে না। অদ্য
এই ব্যাপারে প্রধান প্রধান রাক্ষস বীরেরা
নিহত হইলে তাহারা ভাবিসংগ্রামে কথঞ্চিৎ
মৃদুতা অবলম্বন করিতে পারে। যদিচ আমি
সীতার অন্বেষণকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আসি-
য়াছি বটে, কিন্তু যে ব্যক্তি সন্দিষ্ট কার্য্য সম্পা-
দন করিয়া পূর্ব্বকৃত কার্য্যের অবিরোধে বহুতর
কার্য্য সিদ্ধি করে, সেই ব্যক্তিই কার্য্য করিবার
উপযুক্ত পাত্র। যিনি অতিশয় যত্ন করিয়া
অল্পমাত্রকার্য্যের সিদ্ধি লাভ করেন; তিনি
প্রধান কার্য্য সাধক হইতে পারেন না; কিন্তু
যিনি সামান্য প্রয়াসে আপনার প্রয়োজন
অনেক প্রকারে অবগত হইতে সমর্থ হয়েন,
তিনিই কার্য্য সাধনে যথার্থ সক্ষম। যদিও
আমি সীতার অন্বেষণ কার্য্যেই প্রথমতঃ কৃত-
সংকল্প হইয়াছিলাম সত্য, তথাপি যদি
যুদ্ধে শত্রুর এবং আপনার বিশেষ কি ইহার
যথার্থ মর্ম্ম অবগত হইয়া অদ্য বানরপতি সুগ্রী-
বের আলয়ে গমন করিতে পারি, তাহা
হইলেই স্বামীর শাসন সর্ব্বতোভাবে প্রতি-
পালন করা হয়। কি উপায় অবলম্বন করিলে,
আমার অত্রত্য আগমন সুখ ফলপ্রদ হয়, আর
কি প্রকারেই বা রাক্ষসদিগের সহিত আমার
সহসা যুদ্ধ ঘটনা হয় এবং সমর সম্ভাবনা
হইলে সেই দশাননই বা কি প্রকারে সমরে
স্বীয় সৈন্যের ও আমার সারবত্তার সবিশেষ
পরিচয় পাইবেন? আমি বল প্রকাশ করি-
লেই দশানন মন্ত্রী ও সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে
সমরসাজে সমাগত হইবেন। আমি তৎকালে
নিকটে যাইয়া তাঁহার অন্তর্গত অভিপ্রায়
ও বল অনায়াসে অবগত হইয়া এস্থান হইতে
প্রস্থান করিব। নানা জাতীয় তরু ও লতায়
আবৃত নন্দনকাননসদৃশ মনোহর তাহার এই
বন মনঃ ও নয়নের প্রীতিকর; অতএব অনল
যেমন শুষ্ক বন দহন করে, সেইরূপ আমিও
এই বন বিনষ্ট করিয়া ফেলিব। ইহা ভগ্ন
হইলে রাক্ষসপতি রাবণ কুপিত হইয়া হস্তী,
অশ্ব ও রথসঙ্কুল ত্রিশূল পট্টিশ প্রভৃতি কৃষ্ণ-
লৌহনির্ম্মিত আয়ুধসমন্বিতা মহতী সেনা
আমার অভিমুখে যুদ্ধার্থ প্রেরণ করিবেন।

তৎপরে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইবে। আমি প্রচণ্ডপরাক্রমসম্পন্ন সেই রাক্ষসদিগের সহিত সমরে সঙ্গত হইয়া অপ্রতিহত বিক্রমসহকারে রাবণ প্রেরিত সৈন্য সংহার করিয়া হরিরাজ সুগ্রীবের আলয়ে সুখে গমন করিব।”

তদনন্তর, ভয়ানক বিক্রমসম্পন্ন বায়ুতনয় বীর হনুমান্ পবনের ন্যায় অতীব প্রবল বেগে বৃক্ষ সকল উৎপাটন করিতে করিতে ক্রমে মত্ত বিহঙ্গমকুলের কূজন শব্দে নিনাদিত নানাবিধ দ্রুম ও লতাযুক্ত মনোরমা রমণীদিগের কানন পর্য্যন্ত ভগ্ন করিলেন। তৎকালে সেই বনের পাদপ সকল মথিত, জলাশয় সকল উচ্ছলিত, প্রিয়দর্শন ক্রীড়া পর্ব্বতের অগ্রভাগ সকল চূর্ণীকৃত, লোহিতবর্ণ কিশলয়, লতা ও বৃক্ষ সকল ম্লান হইল এবং জলাশয়ের জল উচ্ছলিত হওয়ায় নানাজাতীয় বিহঙ্গমগণ কূজন করিতে লাগিল। দাবানলে ভস্মীভূত অরণ্যের ন্যায় সেই বন শোভাবিহীন হইল। আবরণ বসন স্খলিত হইলে স্ত্রীগণ যেমন বিহ্বল হয়, তত্রত্য লতা সকল আশ্রয়বিহীন হইয়া সেইরূপ “আকুল হইল। তৎকালে শার্দ্দূল, হরিণ ও পক্ষিকুল ব্যাকুল হইয়া আর্ত্তরব করিতে লাগিল। বিচিত্র চিত্রদ্বারা সুসজ্জিত গৃহ ও লতাগৃহ সকল বিশীর্ণ এবং পাষাণ রচিত ও সামান্য গৃহ সমুদায় মথিত হওয়ায় সেই মহারণ্য নষ্টপ্রায় হইল। অন্তঃপুর সন্নিহিত দশানন রমণীদিগের ক্রীড়াকাননস্থ বনস্থলী অশোক বৃক্ষের লতা সকল অতিশয় চঞ্চল হওয়ায় দর্শকদিগের প্রীতিপ্রদ না হইয়া বরং শোকদায়িনী হইল।

অনন্তর, সেই সৌন্দর্য্যসম্পন্ন মহাকপি হনুমান্ জগতীনাথ মহাত্মা রাবণের নিতান্ত অপ্রিয় কার্য্য করিয়া মহাবল বহুতর রাক্ষসবলের সহিত একাকী সংগ্রাম করিবেন বলিয়া তোরণ আশ্রয়পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

ইতি একচত্বারিংশ সর্গ ॥ ৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

তদনন্তর, লঙ্কানিবাসী রাক্ষস সকল বৃক্ষভঙ্গের মড়্মড়্ শব্দ ও পক্ষিকুলের কূজন ধ্বনি শুনিয়া ত্রাসবিচকিত হইল। মৃগ ও পক্ষিগণ ভয়বশতঃ ব্যস্ত হইয়া সেস্থান হইতে প্রস্থানপূর্ব্বক স্থানান্তরে অবস্থিতি করিল। তৎকালে রাক্ষসদিগের অমঙ্গল লক্ষণ সকল উপলব্ধি হইতে লাগিল। বন ভঙ্গনিবন্ধন নিদ্রা ভঙ্গ হইলে বিকৃতবদনা রাক্ষসীরা সেই ভগ্নবনস্থ মহাবীর বানরকে নয়নগোচর করিল। প্রবল প্রতাপ মহাবল দীর্ঘবাহু হনুমান্ সেই রাক্ষসীদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিবার জন্য ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিলেন।

তদনন্তর, রাক্ষসীরা পর্ব্বতসদৃশ বৃহৎকায় মহাবল বানরকে দেখিয়া জনকদুহিতা সীতাকে জিজ্ঞাসা করিল, “হে বিশালনয়নে সুভগে! এ ব্যক্তি কে? কোন্ ব্যক্তিই বা ইহাকে প্রেরণ করিয়াছে? আর কোন্ স্থান হইতেই বা আসিয়াছে? এখানে আসিবার বা প্রয়োজন কি এবং তোমার সঙ্গেই বা কি কারণে সম্ভাষণ করিল? হে অসিতাপাঙ্গি! তোমার ভয় নাই; এই বানর তোমার সহিত কি কথোপকথন করিল, তাহা আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া বল।”

তৎকালে সর্ব্বাঙ্গশোভনা পতিব্রতা সীতা বলিলেন, “কামরূপী রাক্ষসদিগের মায়া জানিতে পারি, আমার এতাদৃশ ক্ষমতা নাই। অতএব এ ব্যক্তি কে এবং কি কার্য্যই সম্পাদন করিবে, তোমরাই ইহার স্বরূপ জানিতে সক্ষম; কারণ সর্পই সর্পের পদ বিশেষরূপে জানিতে পারে, সংশয় নাই। আমি অত্যন্ত ভীত হইয়াছি; সুতরাং এ ব্যক্তি কে, ইহা কিছুতেই জানিতে পারিতেছি না; বোধ করি- কামরূপী রাক্ষসই মায়ারূপে আসিয়াছে।”

রাক্ষসীরা বৈদেহীর বাক্য শ্রবণ করিয়া কেহ কেহ সবেগে পলায়ন করিল, কেহ বা সাহস নির্ভর করিয়া দৃঢ়ভাবে অবস্থিতি করিল, কেহ বা রাবণকে এই সম্বাদ দিবার নিমি

ধাবিত হইল। সেই বিকৃতাননা রাক্ষ-
রাবণসন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া তাহাকে
াকার ভয়ানক বানরের বিবরণ নিবেদন
। "রাজন্! অতুলপরাক্রমসম্পন্ন ভীম
এক বানর সীতার সহিত আলাপ করিয়া
াকবনমধ্যে অবস্থিতি করিতেছে। আমরা
নয়না সীতাকে বারম্বার জিজ্ঞাসা করি-
এ কে? জানকী কিছুতেই সেই হরির
ণ ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করিলেন না।
বানর বাসব বা বৈশ্রবণের দূত হইবে,
রাম, সীতার অন্বেষণে অভিলাষী হইয়া
কে প্রেরণ করিয়াছেন। আপনকার
াদিগের যে মনোহর ক্রীড়া কানন ছিল,
অদ্ভুতরূপ বানর নানাজাতি মৃগসঙ্কুল
বন বিনষ্ট করিয়াছে। সেখানে এমন
স্থান নাই যে, সেই বানর বিধ্বংসিত
নাই; কেবল জানকী যে স্থানে বসতি
ছেন, তাহাই বিনষ্ট করে নাই। জান-
রক্ষার জন্য কিম্বা শ্রমবশতঃ তাঁহার বাস-
রক্ষা করিয়াছে, ইহার কিছুই উপলব্ধি
ছে না। অথবা যে এই মহারণ্য ভগ্ন
াছে, তাহার আবার শ্রম কি? বস্তুতঃ
কে সেই বানরই রক্ষা করিতেছে। মনো-
পল্লব ও পত্রদ্বারা সুশোভিত যে বৃহৎ
পা বৃক্ষ সীতাদেবী স্বয়ং আশ্রয় করিয়া-
সেই বানর কেবল ঐ বৃক্ষটিই সর্ব্বতো-
রক্ষা করিয়াছে। হে উগ্র! যে সীতার
সম্ভাষণ করিয়াছে, সেই বন বিনষ্ট
াছে সন্দেহ নাই। অতএব আপনি সেই
প বানরের প্রতি দণ্ডবিধান করিতে অনু-
করুন্। হে রাক্ষসেশ্বর! আপনি যাহাকে
মনে পরিগ্রহ করিয়াছেন, জীবিতাশা
্যাগ না করিয়া কে সেই সীতার সহিত
ণ করিতে সক্ষম হইবে?"

নিশাচরপতি রাবণ রাক্ষসীদিগের বচন
পূর্ব্বক কোপবশতঃ নয়ন ঘূর্ণিত করিয়া
গ্নির ন্যায় একবারে প্রজ্বলিত হইলেন।
প্ত দীপযুগল হইতে সশিখ স্নেহবিন্দুর ন্যায়
ালে ক্রোধপরায়ণ রাবণের নয়নদ্বয় হইতে
বিন্দু সকল নিপতিত হইল। প্রবলপ্রতাপ
রাবণ হনুমানের নিগ্রহের জন্য স্বসদৃশ পরাক্রম-
সম্পন্ন ভৃত্যাদিগের প্রতি আদেশ করিলেন।
তাহাদের মধ্যে বেগবান্ অশীতি সহস্র কিঙ্কর
কূট, মুদ্গর প্রভৃতি অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক ভবন হইতে
নির্গত হইল। ভীমাকার মহাবল রাক্ষসেরা
সকলেই যুদ্ধাভিলাষী এবং হনুমান্‌কে গ্রহণ
করিবে বলিয়া নিতান্ত উৎসুক। দীর্ঘদংষ্ট্র,
মহোদর, মহাভাগ রাক্ষসেরা তোরণাবস্থিত
সেই কপিবরের সন্নিহিত হইয়া পাবকাভিমুখ
পতঙ্গের ন্যায় তাঁহার অভিমুখে আপতিত হইল
তাহারা বিচিত্র গদা, কাঞ্চন বলয়মণ্ডিত পরিঘ
ও সূর্য্যসঙ্কাশ শরনিকরে বানরবর হনুমান্‌কে
প্রহার করিতে লাগিল এবং মুদ্গর, পট্টিশ, শূল
প্রাস ও তোমরপ্রভৃতি অস্ত্র সকল গ্রহণপূর্ব্বক
সহসা হনুমানের চতুর্দিক্ বেষ্টন করিয়া অগ্রে
অবস্থিতি করিল।

তেজস্বী, বায়ুতনয় শ্রীমান্ হনুমান্‌ও অত্যন্ত
শরীর বৃদ্ধি করিয়া ক্ষিতিতলে লাঙ্গুল আস্ফা-
লনপূর্ব্বক গম্ভীরস্বরে নিনাদ করিলেন। তাঁহার
পুচ্ছশব্দে লঙ্কা নগরী পরিপূর্ণ হইল, এমন কি,
সেই প্রতিধ্বনিযুক্ত প্রবলতর আস্ফোটন শব্দে
গগনমণ্ডল হইতে বিহঙ্গম সকল পতিত হইতে
লাগিল। আর হনুমান্ উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা
করিলেন যে, অতিবলবান্ রাম ও মহাবল
লক্ষ্মণ উভয়ে অতীব উৎকর্ষ লাভ করিয়া অব-
স্থিতি করিতেছেন এবং মহারাজ সুগ্রীব রাম-
চন্দ্রকর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে সুরক্ষিত হইয়া জয়যুক্ত
হইয়াছেন। আমি অপ্রতিহতকর্ম্মা কোশলপতি
রামের দাস ও বায়ুর ঔরসজাত পুত্র, আমার
নাম হনুমান্; আমিই সমরে শত্রুসৈন্য সংহার
করিব। আমি যখন সমরে সহস্র সহস্র পাদপ
ও শিলাদ্বারা প্রহার করিতে থাকিব, সহস্র
রাবণও তৎকালে আমার প্রতিযোদ্ধা হইবে
না। রাক্ষস সকলের সমক্ষেই লঙ্কা নগরী
ধ্বংসাবশেষ ও সীতা দেবীকে অভিবাদন
করিয়া স্বকার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক গমন করিব।"

রাক্ষসেরা হনুমানের সিংহনাদ শুনিয়া ভয়-
বশতঃ বিত্রস্ত হইল, পরে সন্ধ্যাকালীন সমুন্নত
মেঘের ন্যায় হনুমান্‌কে নিরীক্ষণ করিয়া প্রভুর
আজ্ঞানিবন্ধন নিঃশঙ্ক হইয়া বিচিত্র বর্ণ ভয়া-

নক আয়ুধ সকল প্রহার করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে আপতিত হইল। রাক্ষসবীরেরা হনুমানের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিলে মহাবল হনুমান্ তোরণসমীপে সংস্থাপিত ভয়ানক আয়স পরিঘ পরিগ্রহ করিয়া নিশাচরদিগকে নিহত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। স্ফূর্ত্তিমান্ পন্নগ লইয়া বিনতানন্দন গরুড় যেমন শূন্যমার্গে ভ্রমণ করে, সেইরূপ বীর মারুতিও পরিঘ পরিগ্রহ করিয়া অম্বরতলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। সহস্রলোচন বাসব যেমন বজ্র-দ্বারা দৈত্যদিগকে সংহার করেন, সেইরূপ বায়ুতনয় মহাবীর হনুমান্ রাবণকিঙ্কর রাক্ষসদিগকে বিনষ্ট করিয়া যুদ্ধাভিলাষে তোরণে অবস্থিতি করিলেন।

অনন্তর কতিপয় রাক্ষস যুদ্ধ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া রাবণসন্নিধানে কিঙ্কর সকলের মৃত্যু সংবাদ নিবেদন করিল। সমরে রাক্ষসদিগের মহাবল নিহত হইয়াছে, রাবণ এই বৃত্তান্ত শ্রবণপূর্ব্বক নয়ন ঘূর্ণিত করিয়া অপ্রতিম পরাক্রমসম্পন্ন দুর্জ্জয় প্রহস্তপুত্র জম্বুমালীকে যুদ্ধ গমনে আদেশ করিলেন।

ইতি দ্বিচত্বারিংশ সর্গ ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

তদনন্তর, হনুমান্ কিঙ্করদিগকে সংহার করিয়া এইরূপ আলোচনা করিলেন যে, আমি ত কেবল বনভগ্ন করিয়াছি; কিন্তু রাক্ষসকুলের কুলদেবতার প্রাসাদ ভগ্ন করি নাই, অতএব বল প্রদর্শন করিয়া অদ্যই এই প্রাসাদ বিনষ্ট করিয়া ফেলিব।" হরিযূথপতি প্রবলপ্রতাপ বায়ুতনয় হরিবর হনুমান্ মনে মনে এই সংকল্প করিয়া মেরুশৃঙ্গের ন্যায় উন্নত দেবপ্রাসাদের উপরি উল্লম্ফনপূর্ব্বক আরোহণ করিলেন। তিনি গিরিসদৃশ প্রাসাদে আরোহণ করিয়া প্রতিকূলে উদিত সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পাইলেন। পরে দুর্দ্ধর্ষ হনুমান্ মনোহর দেবপ্রাসাদ ভগ্ন করিয়া সৌন্দর্য্যসমুজ্জ্বল হইয়া পারিপাত্র পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইলেন। বায়ুনন্দন প্রভাববশতঃ অতিশয় শরীর বৃদ্ধি করিয়া নির্ভয়ে এমন আস্ফোটন করিলেন যে, তদ্দ্বারা লঙ্কানগরী পরিপূর্ণ হইল; এম[illegible] কি সেই শ্রবণকঠোর আস্ফোট শব্দে বিহগকু[illegible] পতিত ও চৈত্যপাল সকল সেই স্থানে[illegible] মোহিত হইল। "অস্ত্রবিশারদ রাম ও মহাব[illegible] লক্ষ্মণ উভয়ে অতীব উৎকর্ষ লাভ করিয়[illegible] অবস্থিতি করিতেছেন, আর রাজা সুগ্রী[illegible] রাঘবকর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে সুরক্ষিত হইয়া [illegible] যুক্ত হইয়াছেন। আমি অপ্রতিহত ক[illegible] কোশলপতি রামের দাস ও বায়ুর অঙ্গজা[illegible] সন্তান; আমি সমরে শত্রুসৈন্যের সংহা[illegible] করিব, আমার নাম হনুমান্। আমি যখ[illegible] সহস্র সহস্র পাদপ ও শিলাদ্বারা প্রহার করিব, তৎকালে সহস্র রাবণও সংগ্রামে আমার প্রতি[illegible] যোদ্ধা হইবে না। সীতার অভিবাদন ও লঙ্কা[illegible] পুরী সংহার করিয়া রাক্ষস সকলের সমক্ষে স্বকার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থা[illegible] করিব।"

চৈত্য সংস্থ হরিযূথপতি মহাকায় হনুমা[illegible] এইরূপ বলিয়া রাক্ষসদিগের অন্তঃকরণে [illegible] উৎপাদনপূর্ব্বক ঘোররবে নিনাদ করিলে[illegible] মহাকায় প্রাসাদরক্ষক রাক্ষসেরা ঘো[illegible] নিনাদ শ্রবণপূর্ব্বক মারুতির চতুর্দ্দিক বে[illegible] করিয়া খড়্গ, পরশ্বধ, প্রাস-প্রভৃতি নানাবিধ[illegible] সকল বিসর্জ্জন করিতে করিতে সম[illegible] হইল। তাহারা বিচিত্র গদা, সৌবর্ণ-ব[illegible] বেষ্টিত পরিঘ ও সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশ[illegible] শরনিকরে বানরবর হনুমানকে প্রহার করি[illegible] লাগিল। সেই রাক্ষসেরা হনুমানের প্র[illegible] অস্ত্র ক্ষেপণ করতঃ গঙ্গাসলিলের সুভগ[illegible] আবর্ত্তের ন্যায় মণ্ডলাকারে শোভিত হইল।

তদনন্তর, পবন-সম্ভব মহাবল বৃহৎক[illegible] হনুমান্ ক্রুদ্ধ হইয়া ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ-পূর্[illegible] সেই প্রাসাদের স্বর্ণ-খচিত শতধার স্তম্ভ স[illegible] সবেগে উৎপাটন-পূর্ব্বক ঘূর্ণিত করিতে লা[illegible]লেন। স্তম্ভ সকলের পরস্পর সংঘর্ষণে সহ[illegible] অগ্নি সমুত্থিত হইল; সেই অনলে প্রাস[illegible] দগ্ধ হইয়া গেল। তৎপরে বানরযূথপ[illegible] শ্রীমান্ হনুমান্ বজ্রপ্রহারে ইন্দ্র যেমন অসু[illegible]দিগকে নিপাত করেন, সেইরূপ শত শ[illegible] রাক্ষস সংহার করিলেন। অনন্তর, অন্তরি[illegible]

লম্বন-পূর্ব্বক প্রাসাদ দগ্ধ হইতেছে দেখিয়া কথা বলিতে লাগিলেন যে, "সুগ্রীবের বর্ত্তি বৃহৎকায় মৎসদৃশ বলবান্ সহস্র য় প্রধান বানর সকল প্রভুর আদেশে তি হইয়া সমুদয় বসুধা-মণ্ডল বিচরণ তেছে এবং অপরাপর বানর সকলও ণ করিতেছে। তাহাদের মধ্যে কতক-দের বল দশ নাগ-সদৃশ, কতকগুলির বল নাগ-তুল্য, কতকগুলির বিক্রম সহস্র ণ-পরিমিত, কতকগুলির বল জলপ্রবাহ-, কতকগুলির বল বায়ু-তুল্য এবং কতক-া বানর-যূথপতির বলের সীমা নাই। দন্ত-য়ুধ-ধারী এতাদৃশ অসংখ্য বানর-সৈন্যে বৃত হইয়া তোমাদের সকলের নিহন্তা ব আগমন করিবেন। ইক্ষ্বাকুবংশসম্ভূত য়া বীর রামের সহিত যখন তোমরা বৈর াদন করিয়াছ, তখন এই লঙ্কা নগরী, এবং তোমরা সকলেই বিলয় প্রাপ্ত ব।"

ইতি ত্রিচত্বারিংশ সর্গ ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

মনোহর হার ও কুণ্ডল-ভূষিত বিশাল-দন্ত স্ত-পুত্র বলবান্ জম্বুমালী রাক্ষসপতির দশের বশবর্ত্তী হইয়া ধনুর্দ্ধারণ-পূর্ব্বক নগর ত নির্গত হইল। রক্ত-মাল্য ও রক্ত-বসন হিত মহাকায় রণ-দুর্জ্জয় সেই প্রচণ্ড রাক্ষস ঘূর্ণিত করিয়া বিচিত্র সায়ক-সমন্বিত ধনুসদৃশ বৃহৎ ধনুঃ সবেগে বিস্ফারণ ল। বজ্র ও অশনির যুগপৎ সংঘর্ষণ ল যাদৃশ শব্দ সমুত্থিত হয়, সেইরূপ াষ হইল। এমন কি, সেই ধনুকের ঘোর-জ্যা আস্ফালন শব্দে দিক্ বিদিক্ ও ামণ্ডল সহসা পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সেই বান্ হনুমান্ তাহাকে খর-যুক্ত রথে মন করিতে দেখিয়া সমকক্ষ শত্রু লাভে হইয়া নিনাদ করিলেন। অমনি মহা-া জম্বুমালী তোরণস্থ কপোতপালিকার রিস্থিত মহাকপি হনুমান্‌কে নিশিত শর-রে বিদ্ধ করিল। বদনমণ্ডল অর্দ্ধচন্দ্রে, মস্তক এক কর্ণিকারে ও বাহুযুগল দশটি নারাচ-দ্বারা বিদ্ধ করিল। তাঁহার স্বভাবতঃ লোহিত-বর্ণ মুখ-পঙ্কজ বাণ বিদ্ধ হইয়া ভাস্করকিরণ স-ম্পর্কে বিকশিত শারদীয় অম্বুজের ন্যায়শোভিত হইল। অপিচ তাঁহা স্বাভাবিক লোহিত মুখ রুধিরদ্বারা রঞ্জিত হইয়া যেন রক্তাশোক পুষ্প-রসে সিক্ত আকাশে দৃশ্যমান নিতান্ত লোহিত কমলের ন্যায় শোভায় সমুজ্জ্বল হইল। কপি-বর হনুমান্ রাক্ষসের বাণসমূহে সমাহত হইয়া কুপিত হইলেন এবং পার্শ্বে এক অতি বিশাল মহাশিলা নিরীক্ষণ করিয়া সত্বর উৎপাটন-পূর্ব্বক সবেগে নিক্ষেপ করিলেন। বলবান্ রাক্ষসও ক্রুদ্ধ হইয়া দশটি শরদ্বারা সেই শিলা ছেদন করিয়া ফেলিল। তখন সেই প্রচণ্ড পরাক্রমসম্পন্ন বীর্য্যবান্ হনুমান্ শিলাসম্পাত বিফল দেখিয়া বিশাল শাল বৃক্ষ উৎপাটন-পূর্ব্বক ঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন। মহাবল জম্বুমালী প্রবলবল বানরকে শাল বৃক্ষ ঘূর্ণিত করিতে দেখিয়া সায়ক সকল নিক্ষেপ করিল। তাহার মধ্যে চারি বাণে শালবৃক্ষ ছেদন করিয়া অপর পঞ্চ বাণে ভুজ, এক বাণে বক্ষঃস্থল ও দশ বাণে স্তন মধ্য বিদ্ধ করিল। হনুমান্ শরনিকরে সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত ও অতিশয় ক্রোধপরবশ হইয়া পরিঘ গ্রহণপূর্ব্বক সবেগে ঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন। পরে মদোন্মত্ত অতি বেগবান্ হনুমান্ অতীব বেগসহকারে পরিঘ ঘূর্ণিত করিয়া জম্বুমালীর বিশাল বক্ষঃ-স্থলে নিক্ষেপ করিলেন। সেই পরিঘসম্পাত-মাত্রেই তাহার মস্তক, বাহু, জানু, ধনুঃ, রথ, খর ও যান সকল আর তৎকালে নয়নগোচর হইল না। প্রত্যুত মহারথ জম্বুমালী তৎকর্ত্তৃক সত্বর নিহত হইয়া ছিন্ন তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইল।

রাক্ষসপতি রাবণ মহাবল কিঙ্কর সকল ও জম্বুমালীর নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কোপবশতঃ নয়ন লোহিত করিলেন। মহাবল প্রহস্ত পুত্র নিহত হইলে নিশাচরনাথ ক্রোধ নিবন্ধন নয়ন-লে রক্তবর্ণ ও ঘূর্ণিত করিয়া অতিশয় বীর্য্য-বান্ পরাক্রমসম্পন্ন অমাত্য পুত্রদিগকে তৎ-ক্ষণাৎ যুদ্ধ গমনে আদেশ করিলেন।

পঞ্চ চত্বারিংশ সর্গ।

তদনন্তর, অগ্নি সমান তেজা মহাবল মন্ত্রি-পুত্রেরা রাক্ষসপতির অনুজ্ঞাবশতঃ হেমজাল-পরিবৃত ধ্বজ ও পতাকাসমন্বিত অশ্বযুক্ত মেঘ-স্বন বৃহৎ রথে আরোহণ করিয়া ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক মহতী সেনা সমভিব্যাহারে সেই ভবন হইতে নির্গত হইল। তাহারা সকলেই অস্ত্রকুশল, অস্ত্রধারীর শ্রেষ্ঠ ও পরস্পর জয়াভিলাষী। সেই অতুলবিক্রমসম্পন্ন রাক্ষসেরা অতিশয় হৃষ্ট হইয়া বিশুদ্ধ কাঞ্চনচিত্রিত চাপ আস্ফালন করতঃ সবিদ্যুত মেঘমালার ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। তৎকালে তাহাদের জননীরা কিঙ্কর-দিগের মৃত্যু বিবরণ অবগত হইয়া সুহৃৎ ও বান্ধবদিগের সহিত শোকাকুল হইল। রাক্ষ-সেরা স্বর্ণ অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া "আমি অগ্রে আমি অগ্রে" এইরূপ পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া তোরণের উপরি নিশ্চলভাবে অবস্থিত হনু-মানের অভিমুখে আপতিত হইল। রথগর্জ্জন-রূপ শব্দসমন্বিত রাক্ষসরূপ মেঘ সকল বাণ বর্ষণ করতঃ বর্ষাকালীন বারিদ বৃন্দের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিল। বেগবান্ হনুমান্ তখন শরনিকরে আচ্ছন্ন হইয়া বৃষ্টির জলে আকীর্ণ শৈলরাজের ন্যায় একবারে অদৃশ্য হইলেন। তৎক্ষণাৎ বিমল অম্বরে সত্বর গমন করিয়া সেই রাক্ষসবীরদিগের বাণ বিফল করিলেন। বায়ু যেমন ইন্দ্রচাপসমন্বিত মেঘবৃন্দের সহিত অনায়াসে ক্রীড়া করে, সেইরূপ বীর হনুমান্ ধনুর্দ্ধারী রাক্ষসদিগের সহিত যেন ক্রীড়া করতঃই অম্বরতলে প্রকাশ পাইলেন। শত্রুতাপন বীর্য্যবান্ হনুমান্ ঘোরতর নিনাদ করিয়া সেই মহতী সেনার ত্রাস উৎপাদনপূর্ব্বক রাক্ষসদিগের প্রতি সবেগে ধাবিত হইলেন। কাহাকে মুষ্টি প্রহার, কাহাকে চপেটাঘাত, কাহাকে পদাঘাত কাহাকে নখরদ্বারা বিদারণ, কাহাকে বক্ষঃদ্বারা মথিত এবং অপর সকলকে উরুদ্বারা বিমর্দ্দিত করিলেন। কেহ বা তাঁহার নিনাদ শুনিয়াই তত্রত্য ভূতলে নিপতিত হইল। তাহারা অব-সন্ন হইয়া বসুধাতলে পতিত হইলে রাক্ষস সৈন্যগণ ভয় পীড়িত হইয়া দশদিকে পলায়ন করিল। হস্তী সকল বিকটস্বরে চীৎ[কার] করিতে লাগিল এবং অশ্ব সকল অবনী[তে] নিপতিত হইল। রথের নীড়, ধ্বজ ও [ছত্র] ভগ্ন হইয়া ভূতল সমাচ্ছন্ন করিল। তাহা[দের] শরীর ক্ষরিত রুধির প্রবাহে রণমার্গে [নদী] সকল প্রবাহিত হইয়া দৃষ্টি গোচর হ[ইতে] লাগিল। তৎকালে লঙ্কা নগরী রাক্ষ[সদি]গের নানাবিধ চীৎকার শব্দে প্রতিধ্বনিত হ[ইয়া] বিকৃতস্বরে নিনাদ করিতে লাগিল। প্র[বল] প্রতাপ মহাবল বীর হনুমান্ প্রধান রা[ক্ষস]-দিগকে নিপাত করিয়া পুনর্ব্বার অপর রা[ক্ষস]-দিগের সহিত সংগ্রাম করিবার অভিলাষে [সেই] তোরণে গমন করিলেন।

ইতি পঞ্চ চত্বারিংশ সর্গ। ৪৫

ষট্ চত্বারিংশ সর্গ।

মন্ত্রিপুত্রেরা মহাবীর বানরের [নি]কট সংগ্রামে পরাভূত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন [করি]য়াছে, দশগ্রীব রাবণ এই বৃত্তান্ত অবগত হ[ইয়া] অন্তর্গত ভয় সংগোপনপূর্ব্বক ধৈর্য্য আ[শ্রয়] করিয়া নীতিবিশারদ বায়ু সদৃশ বেগবা[ন্] বিরূপাক্ষ, যূপাক্ষ, দুর্দ্ধর, প্রঘস ও ভাস[কর্ণ] পঞ্চ সেনাপতিকে হনুমানের বন্ধন [নিমিত্ত] গমনে আদেশ করিলেন। আর ব[লিলেন] "তোমরা সকলেই সেনাপতি; অতএ[ব] রথ ও গজসঙ্কুল মহতী সেনা সমভিব[্যাহারে] গমন করিয়া সেই বানরকে শাসন [কর] এবং সেই বনবাসী বানর সন্নিধানে [গমন] করিয়া সাবধানপূর্ব্বক দেশ কালোচিত [কার্য্য] সম্পাদন করিবে, কারণ আমি তাহার [কার্য্য] সকল পর্য্যালোচনা করিয়া তাহাকে [বানর] বলিয়া বিবেচনা করি না, প্রত্যুত [সে] সর্ব্বতোভাবে প্রবল বলসম্পন্ন মহাপ্রা[ণী] [বলি]য়াই বোধ হয়, যেরূপ এই কথা প্রস[্তুত] [উপ]স্থিত হইয়াছে, তাহাতে তাহাকে বানর বিবেচনা করিতে পারি না। '[কেবল] 'এ বানর' এইরূপ প্রত্যয় করিয়া আমার [অন্তঃ]করণ বিশুদ্ধ হইতেছে না। প্রত্যুত ইন্দ্র [আমা]দিগের দমনের নিমিত্ত তপঃপ্রভাবে [...]

জন করিয়া থাকিবেন। বিশেষতঃ তোমাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া আমি সুর, অসুর, গন্ধর্ব্ব, নাগ ও মহর্ষিদিগকে পরাজয় করিয়াছি, সুতরাং তাহারা সময় পাইলে অবশ্যই আমাদিগের কিছু অপকার করিবে, এখন অবসর বুঝিয়া এই জীবের সৃষ্টি করিয়াছে সন্দেহ নাই। অতএব বলপূর্ব্বক তাহাকে বন্ধন করিয়া আনয়ন করিবে। তোমরা সকলেই সেনানায়ক; অতএব স্যন্দনবারণ হয় সমাকুলা মহতী সেনা সঙ্গে লইয়া এই বানরকে অবিলম্বে শাসন করিবে। সেই বানরবীরও অতিশয় পরাক্রান্ত; অতএব তাহাকে নিতান্ত অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নহে। প্রবল প্রতাপ বালী, সুগ্রীব, মহাবল জাম্ববান্ সেনাপতি নীল ও দ্বিবিদ প্রভৃতি বেগবান্ অনেক বানর নয়নগোচর করিয়াছি; কিন্তু তাহাদের এতাদৃশ ভয়ঙ্কর গতি, তেজঃ পরাক্রম, বুদ্ধি, বল, উৎসাহ বা ইচ্ছানুরূপ রূপ ধারণ করিবার শক্তি নাই। তাহাকে কোন মহৎ সত্ত্ব সম্পন্ন জীব বলিয়া জানা কর্ত্তব্য, কেবল বানররূপ আশ্রয় করিয়াছে মাত্র। অতএব তোমরা নিতান্ত যত্ন পারায়ণ হইয়া তাহার নিগ্রহ করিবে। যদিচ স্বর্গ, মর্ত্ত্য, ও পাতালবাসী বাসবাদি দেবগণ ও মানব সকল আমাদিগের অগ্রে রণস্থলে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না বটে, কিন্তু যখন যুদ্ধে জয় বা পরাজয়ের স্থিরতা নাই, তখন জয়াভিলাষী যুদ্ধবিজ্ঞ ব্যক্তির যত্নপূর্ব্বক সংগ্রামে স্বীয় শরীর রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

অনলসমান তেজা মহাবল রাক্ষসেরা প্রভুর বাক্যে অঙ্গীকার করিয়া রথ, মত্তহস্তী, অতীব বেগবান্ অশ্ব, শাণিত অথচ তীক্ষ্ণ শস্ত্র এবং সর্ব্বপ্রকার বলে সুসজ্জিত হইয়া প্রবল বেগে ধাবিত হইল। তৎকালে মহাবল বানর হনুমান্ স্বীয়তেজঃপ্রভাবে সমুজ্জ্বল হইয়া উদয়াচলারূঢ় সূর্য্যের ন্যায় তোরণের উপরি ভাগে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহার দেহ, বাহু অতিশয় দীর্ঘ; বুদ্ধি, উৎসাহ, বেগ; বীর্য্য ও প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। সেই রাক্ষসেরা হনুমানের ভয়ঙ্কর রূপ নিরীক্ষণ করিয়া পাছে সহসা আক্রমণ করে, এই আশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া চতুর্দ্দিক বেষ্টনপূর্ব্বক ভয়ানক প্রহরণ সকল নিক্ষেপ করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে আপতিত হইল। পরে স্বর্ণরঞ্জিত উৎপল পত্রসদৃশ দুর্জ্জয় লৌহ নির্ম্মিত মর্ম্মচ্ছেদী পাঁচটি শাণিত শর তাঁহার মস্তকে বিদ্ধ করিল। সেই বানর পঞ্চশরে উত্তমাঙ্গে আবিদ্ধ হইয়া চীৎকার শব্দে দশদিক্ নিনাদিত করিয়া শূন্যমার্গে উৎপতিত হইলেন। অমনি মহাবল বীর দুর্দ্ধর স্যন্দনে আরোহণপূর্ব্বক ধনুকে জ্যারোপণ করিয়া শত শত শর বিকীর্ণ করিতে করিতে হনুমান্ সহ সঙ্গত হইল। বায়ু যেমন বর্ষাবসানে বারিবর্ষী মেঘবৃন্দকে অপসারিত করে, সেইরূপ বায়ুতনয় হনুমান্ শরবর্ষণকারী রাক্ষসকে শূন্যপথে থাকিয়াই নিবারণ করিলেন। পরে বীর্য্যবান্ হনুমান্ দুর্দ্ধরের শরে পীড়িত হইয়া পুনর্ব্বার নিনাদ করতঃ শরীর বৃদ্ধি করিলেন। অবশেষে সহসা দূর হইতে উল্লম্ফন-পূর্ব্বক পর্ব্বত পতিত বিদ্যুত রাশির ন্যায় দুর্দ্ধরের রথে মহাবেগে নিপতিত হইলেন। তাহাতে রথের অশ্ব সকল মথিত এবং কূবর ও অক্ষ ভগ্ন হইয়া গেল, দুর্দ্ধরও সেই ভগ্ন স্যন্দন পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীবন শূন্য হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল।

শত্রুদিগের অজেয় অরিদমন বিরূপাক্ষ ও যূপাক্ষ তাহাকে বসুধাতলে পতিত দেখিয়া ক্রোধে অধৈর্য্য হইয়া আগমন করিল এবং সহসা উল্লম্ফনপূর্ব্বক বিমল নভোমণ্ডলে অবস্থিত মহাবাহু হনুমানের বক্ষঃস্থলে মুদ্গর-দ্বারা প্রহার করিল। পবননন্দন মহাবল হনুমান্ ও বেগশালী রাক্ষস যুগলের অস্ত্র ব্যর্থ করিয়া সুপর্ণের ন্যায় অতিশয়বেগে পুনর্ব্বার নিপতিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ শালবৃক্ষ সন্নিধানে গমন করিয়া তাহা উৎপাটন পূর্ব্বক সেই রাক্ষস বীর যুগলকে নিপাতিত করিলেন।

অনন্তর মহাবেগ বলবান্ প্রঘস এবং বীর্য্যবান্ ভাসকর্ণ বলবান্ বানরকর্ত্তৃক সেনাপতিত্রয়ের সংহার হইল, দেখিয়া পরিহাসপূর্ব্বক নিকটে গমন করিল। পরে ক্রুদ্ধ হইয়া শূল গ্রহণপূর্ব্বক কপিশার্দ্দূল যশস্বী হনুমানের এক

পার্শ্বে অবস্থিতি করিল। তাহাদের মধ্যে প্রঘস শাণিতধার পট্টিশগ্রহণ করিয়া হনুমানের শরীরে প্রোথিত করিল এবং রাক্ষস ভাসকর্ণ শূলদ্বারা কপিকুঞ্জর হনুমানকে বিদ্ধ করিল। তাঁহার শরীর শস্ত্রদ্বারা বিক্ষত হইলে সেই ক্ষতস্থান হইতে রুধির নির্গত হইয়া লোম সকল লোহিত হওয়ায় তাঁহার দেহকান্তি বাল সূর্য্যেরন্যায় লোহিত বর্ণ হইল, কিন্তু কপিকুঞ্জর বীর হনুমান্ ক্রুদ্ধ হইয়া মৃগ, ব্যাল ও পাদপ-সঙ্কুল গিরিশৃঙ্গ উৎপাটনপূর্ব্বক সেই রাক্ষস-দ্বয়কে হনন করিলেন। তাহারা গিরিশৃঙ্গে নিষ্পিষ্ট হইয়া তিল তিল হইয়া গেল।

সেনাপতি সকল সংহার হইলে কপিবর হনুমান্ তাহাদের অবশিষ্ট সৈন্য সকল সংহার করিলেন, অপিচ অসুর হন্তা সহস্রাক্ষ বাসবের ন্যায় অশ্বের প্রহারে অশ্ব, গজের আঘাতে গজ, যোধ-দ্বারা যোধ ও রথদ্বারা রথ সকল বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। তৎকালে যুদ্ধভূমীর পথ সকল মৃত রাক্ষস, হস্তী, অশ্ব ও ভগ্নচক্র রথে সমাচ্ছন্ন হইয়া সর্ব্বতোভাবে রুদ্ধ হইয়া গেল।

অনন্তর বীরহনুমান্ সমরে সেই বীর সেনা-পতিদিগকে বল ও বাহনের সহিত সংহার করিয়া পুনর্ব্বার তোরণ অবলম্বনপূর্ব্বক প্রজা-ক্ষয়াপেক্ষী কালের ন্যায় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ইতি ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

সেই পাঁচজন সেনাপতি সমরে হনুমান্-কর্ত্তৃক মথিত হইয়া বাহন ও অনুচরবর্গের সহিত নিধন প্রাপ্ত হইলে রাজা দশানন এই সংবাদ শুনিয়া সমরোৎসাহী ও যুদ্ধগমনোদ্যত কুমার অক্ষকে সম্মুখে নিরীক্ষণ করিয়া যুদ্ধার্থ আদেশ করিলেন। পাবক যেমন যজ্ঞশালায় শ্রেষ্ঠতম ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক আহুতি পাইয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, সেইরূপ সেই প্রতাপশালী রাক্ষস তাঁহার অনুমতি পাইয়া স্বর্ণখচিত কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক শূন্যমার্গে পতিত হইল। তৎপরে অমরতুল্য পরাক্রম সম্পন্ন বীর্য্যবান্ বৃহৎকা[illegible] রাক্ষসবর অক্ষ বিশুদ্ধ স্বর্ণজাল আবৃত নক্ষ[illegible] দিত সূর্য্যপ্রতিম রথে আরোহণ করিয়া কপি[illegible] বর হনুমানের অভিমুখে গমন করিল। যা[illegible] রত্নখচিত ধ্বজ ও পতাকাদ্বারা সর্ব্বতোভা[illegible] সুসজ্জিত, বিপুল তপস্যা প্রভাবে উপার্জ্জি[illegible] শশধর ও দিবাকর করপ্রভ যুদ্ধোপযোগী [illegible] শস্ত্র ও হেম শৃঙ্খলে পরিপূর্ণ এবং আকাশ[illegible] পর্ব্বত প্রভৃতি সকল স্থানেই বিচরণ করি[illegible] পারে। সর্ব্বত্র বিশুদ্ধ সুবর্ণজালে আ[illegible] থাকায় যাহার দ্যুতি বিদ্যুৎ ও সূর্য্য স[illegible] উজ্জ্বল; যাহার অষ্ট অশ্ব মনঃ অপে[illegible] শীঘ্রগামী ও উৎকৃষ্ট; যাহার আটদিকে[illegible] কাষ্ঠফলকে আটখানি অসি নিবদ্ধ; শত্রু[illegible] আক্রমণ নিবারণ জন্য তূণ, শক্তি ও তো[illegible] প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র যাহার উপযুক্ত স্থানে [illegible] রহিয়াছে,— কুমার অক্ষ সেই দেব ও দানবে[illegible] অজেয় সুসজ্জিত রথে আরূঢ় হইয়া তথা হই[illegible] নির্গত হইল। সেই রাক্ষস তুরঙ্গ, মাতঙ্গ [illegible] রথ নিনাদে ভূমণ্ডল, আকাশ ও অচল পরি[illegible] করিয়া সেনা সমভিব্যাহারে তোরণাশ্রিত [illegible] কুশল কপির সম্মুখে উপস্থিত হইল। হনুমা[illegible] তাহাকে দেখিয়া বালক বোধে বিস্মিত ও [illegible] পুত্র বলিয়া সসম্ভ্রম হইলেন। সিং[illegible] ক্রূরদৃষ্টি অক্ষ যুগান্তকালীন অগ্নির ন্যায় [illegible] নাশে অবস্থিত হরিবর হনুমানের স[illegible] পাইয়া সম্মানের সহিত তাঁহাকে নি[illegible] করিল। মহাবল রাবণতনয় সেই ম[illegible] কপির বল ও শত্রুর প্রতি পরাক্রম এবং [illegible] বলাবল বিচার করিয়া যুগ ক্ষয়কালীন সূ[illegible] ন্যায় তেজোদ্বারা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। স্থিরভাবে অবস্থানপূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে শরীর রক্ষা করিয়া কোপবশতঃ রণদু[illegible] পরাক্রমসম্পন্ন হনুমান্‌কে তিনটি শাণিত বিদ্ধ করতঃ যুদ্ধার্থ আহ্বান করিল। [illegible] চেতা বানরও অশ্রান্ত হইয়া সগর্ব্বে জয়ে উদ্যত হইলেন। মনোহর কুণ্ডল, ও অঙ্গদপ্রভৃতি অলঙ্কারে সুসজ্জিত পরাক্রম অক্ষ ইহা অবলোকনকরিয়া র্ব্বাণ ধারণপূর্ব্বক বানরের সহিত

সঙ্গত হইল। তাহাদের উভয়ের ঘোরতর সংগ্রাম দেব ও দানবদিগেরও ভয়প্রদ হইল। বানর ও কুমারের সংগ্রাম সন্দর্শন করিয়া ভূতলস্থ সকল প্রাণীই চীৎকার করিল; অচল কম্পিত, সাগর ক্ষুভিত ও নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইল; সূর্য্য তাপদানে বিমুখ ও বায়ু বহনে বিরত হইলেন। পরে লক্ষ্য দর্শন, শরসন্ধান ও শর মোচন এই বিষয়ে যাহার বিশেষ নৈপুণ্য আছে, সেই রাক্ষসবীর সুবর্ণপুঙ্খ সুমুখ সপক্ষ সবিষ সর্পের ন্যায় তিনটী শর সেই কপির মস্তকে প্রহার করিল। তৎকালে মস্তকে নিপতিত শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া তাঁহার সকল অঙ্গই রুধিরধারায় অভিষিক্ত হইল। শররূপ কিরণমালী হনুমান্ নবোদিত ভাস্করসদৃশ লোহিতমূর্ত্তি হইয়া অংশুমালী আদিত্যের ন্যায় শোভা পাইলেন।

তদনন্তর, বানররাজ সুগ্রীবের প্রধান মন্ত্রী হনুমান্ রাক্ষসপতি রাবণের পুত্রকে বিচিত্র আয়ুধ ও কার্ম্মুক উদ্যত করিয়া সংগ্রাম করিতে দেখিয়া সমর বাসনায় সহর্ষে বর্দ্ধিত হইলেন। বলবীর্য্যসম্পন্ন হনুমান্ তৎকালে কাপে পরিপূর্ণ হইয়া মন্দরশিখরাগ্রস্থ অংশুমালীর ন্যায় নয়নসমুত্থিত অগ্নির কিরণে যেন মার অক্ষকে বল ও বাহনের সহিত দগ্ধ রিয়া ফেলিলেন। বলাহকবৃন্দ যেমন অচলাজের উপরি বারি বর্ষণ করে, সেইরূপ শরপ বৃষ্টিযুক্ত রাক্ষসস্বরূপ মেঘ বিচিত্র বাণাসনরূপ ইন্দ্রধনুকে শোভিত হইয়া বানরবর নুমান্‌রূপ পর্ব্বতে শর বর্ষণ করিতে লাগিল। প্রচণ্ডবিক্রম কুমার অক্ষ তেজঃ, বল, বীর্য্য, য়ক ও কার্ম্মুক-দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সমৃদ্ধ ইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। হনুমান্ তাহার ল বিক্রম অবলোকন করিয়া মেঘের ায় গম্ভীরশব্দে নিনাদ করিলেন। সেই র্য্য-গর্ব্বিত রাক্ষস বাল-স্বভাব-বশতঃ কৌশরে নয়নলোহিত করিয়া গজ যেমন তৃণাচ্ছন্ন পে গমন করে; সেইরূপ যোদ্ধ প্রধান হনুমানের সহিত সমরে সঙ্গত হইল। তাহার য়ক সকল হনুমানের শরীরে নিপতিত ইলে তিনি ভয়ানক রূপ ধারণ করিয়া বাহু ও উরু বিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; এমন কি, উৎসাহবশতঃ সত্বর নভোমণ্ডল স্পর্শ করতঃ ঘনরাজির ন্যায় গম্ভীর স্বরে নিনাদ করিলেন। পয়োধর যেমন করকাপাত-দ্বারা শৈলকে জলপ্লাবিত করে, সেইরূপ সকল রথি অপেক্ষা উৎকৃষ্টতম প্রতাপান্বিত রাক্ষসবর বলবান্ মহাবল অক্ষ শর বর্ষণ করতঃ ঊর্দ্ধপথে আপতিত সেই বানরকে বিদ্রাবিত করিল। মনঃ অপেক্ষা বেগবান্ ভীম-বিক্রম বীর হনুমান্ বায়ুপথে সমাগত শর-সমূহের মধ্যবর্ত্তি মার্গে মারুতের ন্যায় নিপতিত হইয়া তাহার সেই বাণ সকল ব্যর্থ করিয়া যুদ্ধস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অক্ষও যুদ্ধ উদ্যত হইয়া কার্ম্মুক গ্রহণ-পূর্ব্বক যখন নানাবিধ শর-নিকরে আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করিতে লাগিল, তখন বায়ুতনয় হনুমান্ উৎফুল্ল-লোচন উহা নিরীক্ষণ করিয়া চিন্তিত হইলেন। বিশেষতঃ যিনি অন্তর ভেদরূপ বিশেষ বিশেষ কার্য্যের যথার্থ মর্ম্ম অবগত আছেন, সেই মহাবাহু হনুমান্ মহাত্মা কুমার-শ্রেষ্ঠ অক্ষের শরসংঘাতে বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ হইয়া হুঙ্কার পূর্ব্বক কিরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিবেন, তাহারই চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। "বাল-সূর্য্য সমান কান্তি মহাবল রাক্ষস বালক হইয়াও প্রৌঢ়ের ন্যায় অতি অদ্ভুত কার্য্য করিতেছে। এ সর্ব্ব প্রকার যুদ্ধ কৌশলেই নিপুণ; অতএব এসময়ে ইহাকে সংহার করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না। এই মহাত্মা রাক্ষস বীর্য্যের আতিশয্য নিবন্ধন অতীব প্রবল; বিশেষতঃ সাবধানপূর্ব্বক সাংগ্রামিক ক্লেশ অনায়াসে সহ্য করিতে পারে, সুতরাং রণনৈপুণ্য দর্শন করিয়া নাগ, যক্ষ ও মুনিগণ যে ইহার প্রশংসা করিবেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। এই বীরবর পরাক্রম প্রকাশ করিবে বলিয়া উৎসাহপূর্ণ অন্তঃকরণে সম্মুখে থাকিয়া আমার প্রতি নিরীক্ষণ করিতেছে। বিশেষতঃ এই ক্ষিপ্রকারী পরাক্রমে দেব ও দানবদিগেরও অন্তঃকরণ কম্পিত হয়। যদিচ এ উপেক্ষিত হইলেও পরাভব হইবে সত্য, কিন্তু ক্রমশঃ সংগ্রামে ইহার পরাক্রম বৃদ্ধি

হইতেছে, অতএব অদ্যই ইহাকে বিনষ্ট করিতে আমার বাসনা হইতেছে; যে হেতু বর্দ্ধমান অগ্নিকে কখনই উপেক্ষা করা উচিত নহে।" তৎকালে মহাবল বীর্য্যবান্ হনুমান্ শক্রর এই-রূপ বলের বিষয় তর্ক বিতর্ক করিয়া আপনার কর্ত্তব্য অবধারণপূর্ব্বক তাহার বিনাশ বাসনায় সবেগে ধাবিত হইলেন। সেই পবননন্দন কপিবর নানাবিধ মণ্ডল গমনে সুশিক্ষিত ভার-সহ বৃহৎ বৃহৎ আটটি উৎকৃষ্ট অশ্বকে চপেটা-ঘাতে শূন্যপথেই সংহার করিলেন।

অনন্তর, সেই রাক্ষসের বৃহৎ রথ যেমন বানররাজ সুগ্রীবের মন্ত্রীর তলপ্রহারে আহত হইল, অমনি তৎক্ষণাৎ হতাশ্ব ভগ্ননীড় ও কূবর পরিবৃত্ত হইয়া অম্বর হইতে ভূতলে পতিত হইল। উগ্রবীর্য্য ঋষি যেমন তপোবলে দেহ বিসর্জ্জনপূর্ব্বক আকাশমার্গে সুরলোকে গমন করেন,সেইরূপ মহারথ রাক্ষসও তৎকালে সেই রথ পরিত্যাগ করিয়া কার্ম্মুক ও অসি ধারণ-পূর্ব্বক অম্বরমার্গে উৎপতিত হইল। বায়ুসমান বেগ ও বিক্রমসম্পন্ন বানর তখন পক্ষিরাজ, বায়ু ও সিদ্ধগণসেবিত অম্বরতলে বিচরণপরায়ণ রাক্ষসসন্নিধানে গমন করিয়া ক্রমেক্রমে তাহার পদযুগল গ্রহণ করিলেন। পতত্রিরাজ যেমন মহোরগ সকলকে সবলে গ্রহণ করে, সেইরূপ পিতৃসমান বীর্য্যবান্ বানর তাহাকে গ্রহণ করিয়া সংগ্রামস্থলে সহস্রবার সবেগে ভ্রমণ করাইয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। সেই রাক্ষস বায়ুনন্দন কর্ত্তৃক ক্ষিতিতলে পাতিত হইয়া রুধির বমন করতঃ প্রাণত্যাগ করিল। এমন কি, সেই প্রহারে তাহার বাহু, উরু, কটি ও পয়োধর ভগ্ন; অস্থি ও লোচন মথিত; সন্ধি সকল বিভিন্ন এবং সন্ধিবন্ধন বিক্ষিপ্ত হইয়া গেল। কপিবর হনুমান্ তাহাকে ভূমিতলে নিপীড়ন করিয়া রাক্ষসরাজের অতিশয় ভয় উৎপাদন করিলেন। কুমার অক্ষ নিহত হইলে ইন্দ্রসহ দেববৃন্দ, যক্ষ, পন্নগ, মহর্ষি ও গ্রহ সকল আগমন করিয়া বিস্মিতভাবে বানরকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে বীর হনুমান্ ইন্দ্রপুত্রসদৃশ পরাক্রান্ত রক্তাক্ষ কুমার অক্ষকে সমরে সংহার করিয়া প্রজাক্ষয়াপেক্ষী কালের ন্যায় সময় প্রতীক্ষা করিবার জন্য পুনর্ব্বার সৌ তোরণে গমন করিলেন।

ইতি সপ্ত চত্বারিংশ সর্গ ॥ ৪৭॥

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর, কুমার অক্ষ নিহত হইলে রাবণের অন্তঃকরণ নিতান্ত ব্যাকুল হইল; কিন্তু মহাত্মা রাক্ষসপতি সে ভাব সংগোপনপূর্ব্বক রোষ-পরবশ হইয়া দেবকল্প ইন্দ্রজিৎকে যুদ্ধ গমনের আদেশ করিয়া বলিলেন, "বৎস! তুমি অস্ত্র-কুশল; বিশেষতঃ পিতামহের আরাধনা করিয়া ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করতঃ সকল অস্ত্রধারীর অগ্রগণ্য হইয়াছ, আর বাসবপ্রভৃতি দেবতারা সকলেই তোমার কার্য্যকলাপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; এমন কি, তুমি সেই দেব ও দানবদিগকেও অনায়াসে পরাজয় করিতে পার। দেবতা বি মরুদ্গণ যদি বাসবকে আশ্রয় করিয়া যুদ্ধা সঙ্গত হয়েন, তথাপি তোমার অস্ত্রবেগে আ হইয়া সমরে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে না। তুমি অদ্বিতীয় বুদ্ধিমান্, অতএব বাহু ও তপোবলে আপনাকে সর্ব্বতোভাবে র করিয়া দেশ কাল বিবেচনা অনুসারে স কার্য্য সম্পাদন করিবে। অধিক কি, ত ভিন্ন ত্রিলোকমধ্যে সকলেই সংগ্রামে শ হইয়া থাকে; অতএব যুদ্ধকার্য্যে তো অসাধ্য কিছুই নাই। শাস্ত্র অনুসারে র কার্য্যের মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইলে তাহা তোমার অনুচিত বিচার সঙ্ঘটিত হয় তোমার শারীরিক বল ও অস্ত্রবল অ নহেন, ত্রিলোকমধ্যে এমন ব্যক্তিই বিদ্য নাই। তোমার পরাক্রম, অস্ত্রবল ও ত বীর্য্য মৎসদৃশ; অতএব তোমাকে সংগ্র ভার দিয়া আমার অন্তঃকরণ যুদ্ধ জয়ে সং না হইয়া বরং আশ্বস্ত হইয়াছে। কিঙ্কর জম্বুমালী, আমাত্যপুত্রগণ, পাঁচজন সেনা হস্তী, অশ্ব ও রথ সঙ্কুল সুসমৃদ্ধিসম্পন্ন মহা মহোদর এবং কুমার অক্ষ প্রভৃতি সকলেই নি হইয়াছে। হে অরিনিসূদন! তোমার সা য্যেই আমার ত্রৈলোক্য জয়ের সামর্থ্য

াছে, তাহাদের সহায়তায় হয় নাই। অত-
।ব আমার যে এই বিপুল বল সংহার হই-
াছে, তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া কপির
পরাক্রম এবং স্বীয় সামর্থ্য অবগত হইয়া
মতার অনুরূপ বল প্রকাশ করিবে। হে
াস্ত্রধারিপ্রবর! তুমি যুদ্ধার্থ নির্গত হইয়া
মশঃ সন্নিকৃষ্ট হইলে সেই শত্রু বহু সংখ্যক
সন্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া যাহাতে ক্ষীণ
ল হয়, তুমি আপনার বল এবং শত্রুর বল
র্য্যালোচনা করিয়া সেইরূপ অনুষ্ঠান
রিবে।

হে বীর! সেনা সকল দলে দলে পলায়ন
রে এবং মৃত হয়, সুতরাং তাহাদিগকে লইয়া
ংগ্রম করা বিফল। আর সেই মারুতির
লের ইয়ত্তা নাই। বিশেষতঃ সে অগ্নিসদৃশ
জস্বী; অতএব তাহাকে অস্ত্রদ্বারা হনন
রা অসাধ্য, বস্তুতঃ সুতীক্ষ্ণ বজ্রতুল্য কঠিন
স্ত্রজালেও কার্য্য সিদ্ধ হইবে না, কিন্তু এই
র্য্য তোমাকেই সম্পাদন করিতে হইবে।
তএব স্থিরচিত্তে বিশেষ বিবেচনা করিয়া
ক্ত বাক্য সকল সত্য বলিয়া জানিবে।
বিষয়ে আপনার দিব্যাস্ত্র প্রয়োগের সামর্থ্য
ণ করিয়া সতর্কভাবে শত্রুজয়ে প্রবৃত্ত হইবে।
মি আমার সকল পুত্র অপেক্ষা প্রিয়, তথাপি
ামাকে যে এই দুরূহ কার্য্যে প্রেরণ করি-
ছি, ইহা উচিত নহে; কিন্তু এই বিধি
জধর্ম্মের এবং ক্ষত্রিয়দিগের পক্ষে শাস্ত্র-
ত। হে অরিদমন! ক্ষত্রিয় ও রাজা-
গর ধর্ম্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র এবং
ামে নৈপুণ্য লাভ করা উচিত। বিশেষতঃ
জয় লাভ করাই তাহাদিগের প্রার্থনীয়,
এব সকল শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হওয়া
শ্য কর্ত্তব্য।”

অনন্তর, দেবসুতসদৃশ প্রভাবশালী ইন্দ্র-
পিতার সেই সকল বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক
াকে প্রদক্ষিণ করিয়া সত্বর সংগ্রাম গমনে
ন করিল। তখন সভাস্থ রাক্ষসেরা সক
ইন্দ্রজিৎকে সম্মাননা করিল। অতীব
স্বী কমলবৎ বিশালনয়ন শ্রীমান্ ইন্দ্রজিৎ
ৎসাহে পরিপূর্ণ হইয়া পর্ব্বকালে বর্দ্ধমান
সাগরের ন্যায় তথা হইতে নির্গত হইল।
অসহ্যপরাক্রম যুদ্ধদুর্ম্মদ ইন্দ্রপ্রতিম ইন্দ্রজিৎ
পক্ষিরাজ গরুড়ের ন্যায় বেগশালী তীক্ষ্ণদংষ্ট্র
চারিটি ব্যালযোজিত রথে আরোহণ করিল।
ধনুর্দ্ধারীর শ্রেষ্ঠ অস্ত্রকোবিদ সেই রথী রথে
আরোহণ করিয়া যে স্থানে হনুমান্ অবস্থিতি
করিতেছেন, তথায় সত্বর গমন করিল।

সেই বানরবীর তাহার রথনির্ঘোষ, কার্ম্মুক-
নিনাদ ও জ্যাশব্দ শ্রবণ করিয়া অতীব হৃষ্ট
হইলেন। তখন রণবিশারদ ইন্দ্রজিৎ সুতীক্ষ্ণ
সায়ক ও চাপ গ্রহণ করিয়া হনুমানের অভি-
মুখে গমন করিল। সে সায়ক গ্রহণপূর্ব্বক
সহর্ষ হইয়া যুদ্ধার্থ নির্গত হইলে দিক্ সকল
মলিন হইল। শৃগালপ্রভৃতি পশুগণ নানা
প্রকার নিনাদ করিতে লাগিল। পক্ষিকুল
অতিশয় হৃষ্ট হইয়া নভোমণ্ডল পরিভ্রমণপূর্ব্বক
উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিল। তৎকালে সিদ্ধ, মহর্ষি,
নাগ, যক্ষ এবং গ্রহগণ সে স্থানে আগমন
করিলেন। সেই বলবান্ বানর ইন্দ্রধ্বজ-
রথ সত্বর আসিতেছে দেখিয়া, গম্ভীরস্বরে
নিনাদ করিয়া বর্দ্ধিত হইলেন। অমনি
বিচিত্র কার্ম্মুকধারী ইন্দ্রজিৎ দিব্য রথে
আরোহণ করিয়া বজ্রের ন্যায় গম্ভীরশব্দে ধনু-
র্ব্বিস্ফারণ করিল।

তৎপরে প্রবল-প্রতাপ মহাবল হনুমান্
এবং রাক্ষসরাজতনয় ইন্দ্রজিৎ উভয়ে শঙ্কা-
শূন্য হইয়া বদ্ধবৈর সুররাজ ও অসুররাজের
ন্যায় পরস্পর সঙ্গত হইলেন। অদ্বিতীয় বীর
হনুমান্ ধনুর্দ্ধারী সংগ্রাম-নিপুণ মহারথ রাক্ষস-
বীরের বাণ-বেগ বিফল ও শরীর বৃদ্ধি করিয়া
বায়ুপথে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তৎ-
কালে পরবীরহা বীর ইন্দ্রজিৎ বজ্র-সদৃশ বেগ-
বান্ পক্ষিপক্ষ-যুক্ত বাণ সকল নিরন্তর মোচন
করিতে লাগিল। তাহার ফলভাগ আয়ত,
সুবর্ণদ্বারা রঞ্জিত এবং সুতীক্ষ্ণ। তখন বানর-
বর হনুমান্ রথ, মৃদঙ্গ, ভেরী পটহ ও বিকৃষ্য-
মাণ কার্ম্মুকের ঘোরতর নিস্বন শ্রবণ করিয়া
পুনর্ব্বার উৎপতিত হইলেন। অপিচ সেই
প্রতিযোদ্ধার লক্ষ্য ব্যর্থ করিয়া সত্বর শর-
নিকরের সম্মুখ হইতে দূরে অবস্থিতি করি-

লেন। অনিল-তনয় হনুমান্ বাণ-মোচন সময়ে বাহুযুগল প্রসারিত করিয়া উল্লম্ফন পূর্ব্বক শর-সম্পাত বিফল করিয়া পুনরায় সায়ক সকলের অগ্রে সমুপস্থিত হইলেন। সেই যুদ্ধবিশারদ বলবান্ বীরযুগল প্রাণি পুঞ্জের মনোহর অনুত্তম সংগ্রাম করিতে লাগিল। তৎকালে ইন্দ্রজিৎ হনুমানের কোন ছিদ্র পাইল না এবং মারুতিও মহাত্মা রাক্ষসের কোন ছিদ্র লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। প্রত্যুত সেই দেবসমান পরাক্রমসম্পন্ন বীর-যুগল পরস্পর মিলিত হইয়া অসহ্য-বেগে যুদ্ধ করিতে লাগিল। অমোঘ শর সকল নিরন্তর নিপতিত হইলেও যখন হনুমানের শরীর বিদ্ধ হইল না, তখন মহাত্মা রাক্ষসরাজপুত্র সমাধি দ্বারা তাঁহার স্বরূপ অবগত হইবার নিমিত্ত একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিল। অনন্তর 'এই বানর অবধ্য' ধ্যানদ্বারা এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বানর বন্ধন সময়ে যাহাতে নিশ্চেষ্ট থাকে, তাহারই বিচারে প্রবৃত্ত হইল। পরে অতীব তেজস্বী অস্ত্রবিশারদ বীর ইন্দ্রজিৎ বানরবর হনুমানের প্রতি ব্রহ্মাস্ত্র সন্ধান করিল; অস্ত্রমর্ম্মবিৎ ইন্দ্রজিৎ মহাবাহু হনুমানকে ব্রহ্মাস্ত্রের অবধ্য জানিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মাস্ত্রদ্বারা বন্ধন করিল। সেই বানরবর রাক্ষসের অস্ত্রে বদ্ধ ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

অনন্তর, বানরবীর হনুমান্ ব্রহ্মাস্ত্রে বদ্ধ হইয়া ব্রহ্মার বর দান প্রভাবে কিছুমাত্র ক্লেশ অনুভব করিলেন না, বিশেষতঃ যে ব্রহ্মাস্ত্র সয়ম্ভুদৈবতপ্রভৃতি নানাবিধ মন্ত্রদ্বারা পূত হইলেই সিদ্ধ হয়, তাদৃশ অস্ত্রে বদ্ধ হইয়াছেন, হনুমান্ ইহা অবগত হইয়া 'মুহূর্ত্তকাল মধ্যে বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে' পিতামহের এইরূপ অনুগ্রহের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। "ত্রিলোকগুরু বিধাতার প্রভাববশতঃ আমার এই বন্ধন মোচন করিবার শক্তি নাই; অতএব মুহূর্ত্তকালের জন্য ব্রহ্মাস্ত্রের অনুবর্ত্তন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।" সেই কপিবর হনুমান্ আপনার প্রতি পিতামহের অনুগ্রহ ও অস্ত্রের বীর্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া অস্ত্র মোচনের ক্ষমতার বিষয় অনুশীলন পূর্ব্বক মুহূর্ত্তমা[illegible] বিধাতার আজ্ঞার অনুবর্ত্তন করিলেন এব[illegible] মনে মনে এই আলোচনা করিলে[illegible] যে, "পিতামহ, বায়ু এবং বাসবকর্ত্তৃ[illegible] সর্ব্বদা রক্ষিত হইতেছি, সুতরাং অস্ত্রবদ্ধ হই[illegible] আমার কিছুমাত্র ভয়সঞ্চার হইতেছে না[illegible] বরঞ্চ রাক্ষসেরা আমাকে লইয়া গেলে রাক্ষ[illegible] রাজের সহিত কথোপকথন প্রভৃতি আম[illegible] অনেক কার্য্য সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা, অতএ[illegible] শত্রুরা আমাকে গ্রহণ করুক্।" সমীক্ষ্যকা[illegible] পরবীরহা হনুমান্ এইরূপ অবধারণ করি[illegible] নিশ্চেষ্টভাবে রহিলেন, কিন্তু সেই সেই শত্রু[illegible] সমাগত হইয়া যখন বলপূর্ব্বক গ্রহণ করি[illegible] ভর্ৎসনা করিতে লাগিল, তখন তিনি ঘোর[illegible] নিনাদ করিতে লাগিলেন। নিশাচরেরা অ[illegible] দমন হনুমান্কে নিশ্চেষ্ট দেখিয়া শণ ও বৃ[illegible] চীরনির্ম্মিত রজ্জুদ্বারা তাঁহাকে বন্ধন করি[illegible] লাগিল। "যদি কৌতূহলবশতঃ রাক্ষসপ[illegible] আমাকে দেখিতে বাসনা করেন, তাহা হইলে[illegible] তাঁহার সহিত আমার সম্ভাষণ হইতে পারে[illegible] হনুমান্ এইরূপ অবধারণ করিয়া রাক্ষসদি[illegible] কৃত বন্ধন ও তিরস্কার সহ্য করিতে অভি[illegible] করিলেন। অন্য কোন বন্ধন করিলেই ব্র[illegible] স্ত্রের বন্ধন বিনষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং [illegible] কপিসত্তম বীর্য্যবান্ হনুমান্ রজ্জুদ্বারা বদ্ধ[illegible] বামাত্র অস্ত্রবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিলে[illegible] তিনি ব্রহ্মাস্ত্রের বন্ধন হইতে মুক্ত ও শণ র[illegible] দ্বারা আবদ্ধ হইয়া যেন অস্ত্রবদ্ধের ন্যায় ব্য[illegible] করিতে লাগিলেন।

বীর ইন্দ্রজিৎ ইহা অবগত হইয়া এ[illegible] চিন্তা করিতে লাগিল, "হায়! এই রাক্ষ[illegible] মন্ত্রের কত দূর শক্তি, তাহার বিচার না ক[illegible] মৎকৃত এই সুমহৎ কর্ম্ম নিষ্ফল করিয়া ফে[illegible] একবার ব্রহ্মাস্ত্র বিফল হইলে পুনর্ব্বার [illegible] কোন অস্ত্রপ্রয়োগ হয় না, অতএব অ[illegible] এখন সকলেই সংশয় প্রাপ্ত হইব।"

হনুমান্ ব্রহ্মাস্ত্র হইতে মুক্তি লাভ ক[illegible] কার্য্য ত তাহা প্রকাশ করিলেন না বটে, রাক্ষসদিগের সেই বন্ধনও আকর্ষণে নি[illegible] নিপীড়িত হইলেন। পরে সেই নিষ্ঠুর [illegible]

সেরা কালতুল্য মুষ্টি প্রহার করিতে করিতে আকর্ষণপূর্ব্বক তাঁহাকে নিশাচরপতির সম্মুখে উপস্থিত করিল। ব্রহ্মাস্ত্রের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া বৃক্ষচীর রচিত রজ্জু দ্বারা বন্ধনপূর্ব্বক তাঁহাকে আনয়ন করিলে ইন্দ্রজিৎ সেই বলবান্ বানরবীরকে নিশাচরপতি ও তদীয় অমাত্যদিগকে প্রদর্শন করিল। অপরাপর রাক্ষসেরা মত্তমাতঙ্গ সদৃশ বন্ধনদশাগ্রস্ত বানরবরের বৃত্তান্ত নিশাচরপতির নিকটে নিবেদন করিল। রাক্ষসবীরেরা তখন হনুমান্‌কে নিরীক্ষণ করিয়া পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিতে লাগিল যে, "এই ব্যক্তি কে? কাহার পুত্র? কোন্ স্থান হইতে আসিয়াছে? প্রয়োজনই বা কি? কাহার বলেই বা এরূপ নিঃশঙ্কচিত্তে রহিয়াছে?" তত্রত্য অন্যান্য নিশাচরেরা ক্রোধাকুল হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল যে; এই বানরকে দর্শন করিয়া পরে দহন বা হনন করা কর্ত্তব্য।" মহাত্মা হনুমান্ কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া রাক্ষসপতির চরণ সন্নিধানে পরিচারক এবং বহুমূল্য রত্নরাজিদ্বারা সুসজ্জিত প্রাসাদ সকল অবলোকন করিলেন। সেই মহাবলপ্রতাপ রাবণও দেখিলেন যে, কপিসত্তম হনুমান্‌কে বিকৃতাকার রাক্ষসেরা ইতস্ততঃ আকর্ষণ করিতেছে। কপিসত্তম হনুমান্‌ও তাপপ্রদ ভাস্করের ন্যায় অতীব তেজস্বী বলবান্ রাক্ষসরাজকে নয়নগোচর করিলেন। দশানন হনুমান্‌কে অবলোকন করিবামাত্র কোপে নয়ন ঘূর্ণিত ও লোহিত করিয়া তাঁহার বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত কুলশীলসম্পন্ন প্রধান মন্ত্রিদিগকে আদেশ করিলেন। তাহারা তদনুসারে হনুমান্‌কে জিজ্ঞাসা করিল যে, "তুমি কি উদ্দেশে কোন্ কার্য্যের জন্য আগমন করিয়াছ? হনুমান্ ইহা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "আমি দূত স্বরূপ হরিরাজ সুগ্রীবের নিকট হইতে আগমন করিয়াছি।"

ইতি অষ্ট চত্বারিংশ সর্গ ॥ ৪৮ ॥

একোনপঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর, ভীমবিক্রম হনুমান্ ইন্দ্রজিতের কার্য্য দর্শনে বিস্মিত হইয়া রোষকষায়িত নয়নে নিশাচরপতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে, অতীব তেজস্বী বীরবর রাক্ষসপতি তখন বহুমূল্য ক্ষৌমবসন পরিধান করিয়া মনোহর আভরণ দ্বারা সুসজ্জিত রত্নখচিত স্ফটিকনির্ম্মিত বিচিত্র বিশাল সিংহাসনে উপবেশনপূর্ব্বক সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছেন। রাবণ দশবদননিবন্ধন ব্যালসমাকীর্ণ সশিখর মন্দর পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। দেহকান্তি অঞ্জনতুল্য নীলবর্ণ, বদনমণ্ডল পূর্ণ শশধরসদৃশ উজ্জ্বল, সুতরাং বাল সূর্য্যসমন্বিত মেঘের ন্যায় তাঁহার সৌন্দর্য্য বিকীর্ণ হইতেছে। তাঁহার নয়ন সকল ভয়ানক ও রক্তবর্ণ; দংষ্ট্র সকল তীক্ষ্ণ; ওষ্ঠ লম্বমান; পঞ্চশীর্ষ সর্পসদৃশ বাহু সকল চন্দন চর্চ্চিত এবং কেয়ূর ও অঙ্গদ প্রভৃতি অলঙ্কারে সুসজ্জিত; শিরোভূষণ মুকুট সকল বহুমূল্য স্বর্ণরচিত, মুক্তাজাল শোভিত ও উজ্জ্বল; মানসিক কল্পনায় যেমন অপূর্ব্ব সৃষ্টি হয়, সেইরূপ মহার্হমণি ও হীরকনির্ম্মিত বিচিত্র মনোহর অলঙ্কার সকল তাঁহার শরীরের সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিতেছে; বক্ষঃস্থলে মনোহর হার বিরাজমান রহিয়াছে। প্রমদাগণ নানাবিধ অলঙ্কারে সুসজ্জিত হইয়া নিরন্তর চামর ব্যজন করিতেছে; চারিটি সাগর যেমন সমুদয় ভূমণ্ডল বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, সেইরূপ মন্ত্রবিশারদ দুর্দ্ধর প্রহস্ত, মহাপার্শ্ব ও নিকুম্ভ এই চারিজন মন্ত্রী তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট রহিয়াছে। দেবতারা যেমন বাসবকে আশ্বাসিত করেন, সেইরূপ মন্ত্রনিপুণ মন্ত্রীরাও কার্য্যকুশল সচিব সকল তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিতেছে। অতীব তেজস্বী রাক্ষসপতি মেরুশিখরস্থ সজল জলদের ন্যায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন। হনুমান্ ভীমবিক্রম নিশাচরগণ কর্ত্তৃক নিরন্তর পীড়িত হইয়াও বিস্মিতভাবে তাঁহাকে অবলোকন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর, হনুমান্ রাক্ষসেন্দ্র রাবণের ঈদৃশ প্রভাব অবলোকনপূর্ব্বক তদীয় তেজে মোহিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

"আহা! রাক্ষসপতির কি লক্ষণ, কি রূপ, কি ধৈর্য্য, কি পরাক্রম, কি দেহকান্তি সকলই অনির্ব্বচনীয়!! যদি ইহাঁর অধর্ম্ম এত বলবান্ না হইত, তাহা হইলে এই নিশাচরনাথ সুরলোক এবং বাসবেরও রক্ষক হইতে পারিতেন। ইহাঁর জনসমাজে নিন্দনীয় অনিষ্টকর নিষ্ঠুর কার্য্য দর্শনে দেব দানবপ্রভৃতি সকল লোকেই ত্রস্ত হইয়াছে। ইনি ক্রুদ্ধ হইলে বিশ্বসংসারও বিনষ্ট করিতে পারেন।" বুদ্ধিমান্ হনুমান্ অপরিমেয় পরাক্রমসম্পন্ন রাক্ষসরাজের প্রভাব অবলোকন করিয়া এইরূপ নানা প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ইতি একোন পঞ্চাশ সর্গ। ৪৯

পঞ্চাশ সর্গ।

লোকবিত্রাসন মহাবাহু রাবণ, সম্মুখে সেই বানরবর হনুমান্‌কে নিরীক্ষণ করিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু তাঁহার তেজঃপুঞ্জ কলেবর দর্শনে শঙ্কিত হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। "ইনি কি ভগবান্ নন্দী!! আমি পুরাকালে তাঁহার বানর মুখ দর্শন করিয়া উপহাস করিয়াছিলাম, তিনি তখন ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন যে, 'এই বানর মুখদ্বারা তোমার নাশ হইবে।' অধুনা তিনিই কি বানরমূর্ত্তিধারণ করিয়া এখানে আগমন করিয়াছেন! অথবা বাণাসুর শিবের প্রতি ভক্তিনিবন্ধন নন্দীর আদেশে আসিয়া থাকিবেন!!"

সেই রাক্ষসরাজ ক্রোধে নয়ন লোহিত করিয়া মন্ত্রিসত্তম প্রহস্তকে বলিলেন যে, "এই দুরাত্মাকে সময়োচিত বিপুলার্থযুক্ত এই সকল কথা জিজ্ঞাসা কর যে, এই বানর কাহার আদেশে কোন্ স্থান হইতে আগমন করিয়াছে? বনভগ্ন ও রাক্ষসদিগকে পীড়ন করিবার কারণ কি? দুরাধর্ষ মদীয় নগরীতে আসিবার প্রয়োজন কি? আমার ভৃত্যগণের সহিত যুদ্ধেই বা আবশ্যক কি?"

প্রহস্ত রাবণের কথা শ্রবণ করিয়া হনুমান্‌কে কহিল, "হে কপিবর! তোমার ভয় নাই, অবশ্যই মঙ্গল হইবে, অতএব তুমি আশ্বস্ত হও। হে বানর! তোমার ভয় নাই, তুমি সত্য কথা বল, অবশ্য মুক্তি লাভ করিবে, সুরপতি ইন্দ্র কি তোমাকে রাবণ গৃহে প্রেরণ করিয়াছেন? অথবা বৈশ্রবণ, বরুণ বা যমের চর হইয়া আমাদিগের নগরে প্রবিষ্ট হইয়াছ? কিম্বা বিজয়াভিলাষী বিষ্ণুর দূত হইয়া আগমন করিয়াছ? কারণ তোমার তেজঃ বানরের মত নহে, কিন্তু কেবল রূপই বানরের মত। তুমি যে জন্য রাবণালয়ে প্রবেশ করিয়াছ, তাহা যথার্থতঃ ব্যক্ত করিলে মুক্তি লাভ করিবে, আর মিথ্যা কহিলে জীবন দুর্লভ হইবে।"

তখন হরিবর হনুমান্ তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষসপতিকে বলিলেন, "আমি সুরপতি, যম বা বরুণের দূত নহি, আর বিষ্ণু ধনদের সহিত আমার মিত্রতা নাই, সুতরাং তাঁহারাও আমাকে পাঠান নাই। আমি বানর জাতি, আমার এই স্বাভাবিক রূপ। কেবল রাক্ষসপতিকে দর্শন করিব বলিয়া এস্থানে আগমন করিয়াছি, তাহা সহজে সংঘটিত হয় না, এই অভিপ্রায়ে রাক্ষসরাজের বনভগ্ন করিয়াছিলাম। তৎপরে বলবান্ রাক্ষসেরা যুদ্ধাভিলাষে আগমন করিল, সুতরাং শরীর রক্ষার জন্য সমরে প্রতিযুদ্ধ করিয়াছি। পিতামহের অনুগ্রহে দেবতা বা অসুরগণ অস্ত্রপাশদ্বারা আমাকে বন্ধন করিতে পারে না, কেবল রাজাকে দেখিব বলিয়া অস্ত্রের বশীভূত হইয়াছিলাম। আমি ব্রহ্মাস্ত্রের বন্ধন মুক্ত হইয়াও রামের কোন কার্য্যের জন্য আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। হে প্রভো! আমি অমিততেজা রামচন্দ্রের দূত; অতএব আমার এই হিত বচন শ্রবণ করুন্।"

ইতি পঞ্চাশ সর্গ॥ ৫০॥

একপঞ্চাশ সর্গ।

হরিসত্তম বীর হনুমান্ মহাবল দশাননকে নিরীক্ষণ করিয়া অব্যগ্রভাবে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, "রাজন্! আমি সুগ্রীবের

অনুসারে আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। হে রাক্ষসেশ! আপনার ভ্রাতা বানরপতি সুগ্রীব আপনকার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, সেই মহাত্মা ইহলোক ও পরলোকের সুখাবহ ধর্ম্মার্থযুক্ত যে সকল কথা বলিয়াছেন, আপনি তাহা শ্রবণ করুন্। রথ, অশ্ব ও কুঞ্জরের অধিপতি দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি লোক সকলের পিতার ন্যায় রক্ষক ও সুরপতিসদৃশ প্রভাবসম্পন্ন। তাঁহার প্রিয়তম জ্যেষ্ঠ পুত্র মহাবাহু রাম পিতার আদেশে রাজভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সহধর্ম্মিণী জানকী ও ভ্রাতা লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে দণ্ডকারণ্যে প্রবিষ্ট হয়েন। পরে সেই মহাতেজা প্রভু রামচন্দ্র ধর্ম্মপথ অবলম্বনপূর্ব্বক তথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। ইত্যবসরে তাঁহার ভার্য্যা সীতা জনস্থানে অদৃশ্য হইলেন; তিনি বিদেহরাজ মহাত্মা জনকের দুহিতা। রাজতনয় রাম অনুজ লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে সীতাদেবীর অন্বেষণ করিতে করিতে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া সুগ্রীবের সহিত মিলিত হইয়াছেন। রাম সুগ্রীবকে বানররাজ্য প্রদান করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলে সুগ্রীবও সীতার অন্বেষণ করিবেন, রামের নিকট এই প্রতিজ্ঞা করিলেন। পরিশেষে সেই রাজপুত্র বালীকে সংগ্রামে সংহার করিয়া সুগ্রীবকে বানর রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। রাজন্! আপনি বানর ও ভল্লুকগণের অধিপতি বালীকে পূর্ব্ব হইতেই জ্ঞাত আছেন, রামচন্দ্র সেই বানরবর বালীকে একটি শরেই সমরে নিপাতিত করিয়াছেন। সত্য-সঙ্গর হরীশ্বর সুগ্রীব সীতার অন্বেষণে তৎপর হইয়া সকল দিকে বানরযূথ সকল প্রেরণ করিয়াছেন। শত সহস্র নিযুত বানর সকল দিঙ্মণ্ডল, নভোমণ্ডল ও পাতাল পর্য্যন্ত তাঁহার অন্বেষণ করিতেছে। যাহারা একাকী শত্রু-নির্যাতন করিতে সমর্থ, তাদৃশ মহাবল অনেক বানর আছে। সেই বানরবীরগণের মধ্যে কেহ কেহ গরুড় সমান, কেহ কেহ বায়ু-তুল্য শীঘ্রগামী। আমার নাম হনুমান্, আমি বায়ুর ঔরস-জাত পুত্র। সীতার অনুসন্ধানার্থ শত যোজন আয়ত সাগর দ্রুতবেগে পার হইয়া আপনার দর্শন-লালসায় এখানে আগমন করি। অবশেষে ভ্রমণ করিতে করিতে আপনার আলয়ে জনক-তনয়াকে নয়ন-গোচর করিয়াছি।

হে মহাপ্রাজ্ঞ! আপনি ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত হইয়া তপোবলে অতুল ঐশ্বর্য্যের আধিপত্য লাভ করিয়াছেন; অতএব পর-স্ত্রী নিরোধ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। যে কার্য্য করিলে বহুতর অনর্থ সংঘটিত হয়, এমন কি, মূল পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়া যায়, ভবাদৃশ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির তাদৃশ কার্য্যে সংসক্ত হওয়া অনুচিত। বিশেষতঃ দেবতা ও অসুরগণের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি রাম ও লক্ষ্মণকর্ত্তৃক রোষবিমুক্ত শর সকলের অগ্রে অবস্থান করিতে সমর্থ? রাজন্! ত্রিলোকমধ্যে এমন কোন ব্যক্তিই বিদ্যমান নাই যে, রাঘবের অপ্রিয় আচরণ করিয়া সুখ লাভ করে। অতএব হে পুরুষবর! আপনি আমার এই ধর্ম্মযুক্ত শাস্ত্রসম্মত বাক্যে অনুমোদন করিয়া জানকীকে প্রত্যর্পণ করুন্, তাহা হইলে আপনার পূর্ব্বকৃত অপরাধের পরিহার হইবে এবং অতুল ঐশ্বর্য্য বিনষ্ট না হইয়া পরে মঙ্গল হইবে। সহস্র কোটি বানর যাঁহার দর্শন পায় নাই, আমি সেই সীতা দেবীকে আপনার আলয়ে নয়নগোচর করিয়াছি। ইহার পর যে সকল কার্য্য অবশিষ্ট রহিল, রাম তাহা সম্পাদন করিবেন। সেই শোকপরায়ণা সীতা পঞ্চাস্যা সর্পিণীর ন্যায় আপনকার সংহার করিবেন, আপনি তাহা অবগত হইতেছেন না। আহার করিবার ক্ষমতা থাকিলেও যেমন কেহ বিষমিশ্রিত অন্ন অধিক পরিমাণে ভোজন করিয়া জীর্ণ করিতে পারে না, সেইরূপ কি অসুর, কি দেবগণ কেহই বল-পূর্ব্বক তাঁহাকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে না। তপস্যার ক্লেশ সহ্য করিয়া ধর্ম্মবলে যে চিরায়ু লাভ করিয়াছেন, তাহা অধর্ম্মের দ্বারা নাশ করা আপনার অনুচিত। বিশেষতঃ আপনি যে, আপনাকে দেব ও দানবের অবধ্য বলিয়া

জানিয়াছেন, তপোবলই তাহার প্রধান কারণ।

হে রাজন্! সুগ্রীব দেবতা, যক্ষ অথবা রাক্ষস নহেন; তিনি বানরদিগের অধিপতি, রাম মনুষ্য। অতএব হে রাক্ষসনাথ! আপনি রাম ও সুগ্রীব হইতে কি প্রকারে জীবন রক্ষা করিবেন? যাহার অধর্ম্ম আতিশয্য নিবন্ধন নিতান্ত ফলোন্মুখ হইয়াছে, সে যদি অধিকতর ধর্ম্ম সংগ্রহ করে, তথাপি ধর্ম্মফল লাভ করিতে পারে না, প্রত্যুত অধর্ম্ম ফলই লাভ করিয়া থাকে; কারণ উৎকট ধর্ম্ম অধর্ম্মের নাশ করে, আর বিপুল অধর্ম্মও ধর্ম্মের নাশ করে। আপনি ইতি পূর্ব্বে ধর্ম্ম-ফল লাভ করিয়াছেন, অধুনা পরদার অবমর্ষণ রূপ এই অধর্ম্মের শীঘ্রই ফলভোগ করিবেন, সংশয় নাই। জনস্থানে রাক্ষসদিগের বধ, বালিবধ ও রামের সহিত সুগ্রীবের মিত্রতা, এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া যাহাতে আপনার হিত হয়, তাহার বিশেষ বিবেচনা করুন্। আমি একাকী হস্তী, অশ্ব ও রথ-সঙ্কুলা এই লঙ্কানগরী অনায়াসে নাশ করিতে পারি, কিন্তু আমি যাঁহার আদেশে এস্থানে আসিয়াছি, ইহাতে তাঁহার অনুমতি নাই। বিশেষতঃ রাম বানর ও ভল্লুকদিগের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, যাহারা সীতা দেবীকে ক্লেশ দিয়াছে, সেই শত্রুদিগকে স্বয়ং সংহার করিবেন। অধিকন্তু রামের অপকার করিয়া যখন সাক্ষাৎ পুরন্দরও পরিত্রাণ পায়েন না, তখন তৎ-সদৃশ ব্যক্তিদিগের যে দণ্ডবিধান করিবেন, তাহাতে আর সংশয় কি? যিনি আপনার আলয়ে অবস্থিতি করিতে-ছেন এবং যাঁহাকে আপনি সীতা বলিয়া অব-গত আছেন, তাঁহাকে মহাপ্রলয়-কর্ত্রী আদ্যা-শক্তি বলিয়া জানিবেন। তাঁহার কোপেই এই লঙ্কানগরী ধ্বংস হইবে আর কালপাশই সীতারূপে অবতীর্ণ, আপনি সেই পাশ স্বয়ং কণ্ঠে বন্ধন করিয়াছেন; অতএব তাহা পরি-ত্যাগ করিয়া আপনার পরিত্রাণের উপায় চিন্তা করুন্। এই লঙ্কাপুরী সীতার তেজঃ-প্রভাবেদগ্ধ এবং রামের কোপে প্রদীপ্ত হইয়া অট্টালিকা ও রথ্যাসহ ভস্মীভূত হইবে, আপনি তাহা দেখিতে পাইবেন।

হে রাক্ষসেন্দ্র! আমি রামের দূত ও দাস, সুতরাং তাঁহার মহিমা অবগত আছি, বিশেষতঃ আমি বানর জাতি, কাহারও প্রতি পক্ষপাত করিয়া বলিব না; অতএব আমি বিশে নির্ভয় করিয়া যে সমস্ত সত্য বাক্য কহিব আপনি তাহা শ্রবণ করুন্। মহাযশা রা সংসারের সর্ব্ব জাতীয় প্রাণি-পুঞ্জের সংহা করিয়া পুনরায় সেইরূপ সৃষ্টি করিতে পারেন বিষ্ণু-তুল্য পরাক্রমশালী রামের সহিত প্রতি যুদ্ধ করে, এমন ব্যক্তি দেবতা, অসুর, নরপতি যক্ষ, রক্ষ, উরগ, বিদ্যাধর, নাগ, গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ, কিন্নর, মৃগ, পক্ষী ও অপরাপর প্রাণি গণের মধ্যেও বিদ্যমান নাই। যখন আপ জননাথ রাজ-শ্রেষ্ঠ রামের ঈদৃশ বিপ্রি আচরণ করিয়াছেন, তখন আপনার জীব নিতান্ত দুর্লভ। হে রাক্ষসনাথ! দেবত দৈত্য, গন্ধর্ব্ব,বিদ্যাধর এবং নাগগণ ত্রি লোক নাথ রামের অগ্রে সমরে অবস্থান করিতে সম নহেন। এমন কি, চতুরানন স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা ত্রিপুরান্তক ত্রিলোচন রুদ্র অথবা সুর-নায় মহৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন বিষ্ণু ও রাঘবের সম্মুখে সংগ্রা অবস্থিতি করিতে পারেন না।"

সেই অদ্বিতীয় বীর দশানন অদীনবা কপির সৌষ্ঠব-যুক্ত অপ্রিয় বচন শ্রবণে কো নয়ন ঘূর্ণিত করিয়া তাঁহাকে বধ করিতে আদে করিলেন।

ইতি এক পঞ্চাশ সর্গ॥ ৫১॥

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

রাবণ মহাত্মা বানরের বচন শ্রবণ-পূর্ব্ব ক্রোধে অধৈর্য্য হইয়া তাঁহাকে বিনষ্ট করি অনুমতি করিলেন। হনুমান্ আপনার দৌত্য কর্ম্ম যথাবৎ কীর্ত্তন করিলেও যখন দুর্ম্মতি রাবণ তাঁহার বধাদেশ করিলেন, তখন বিভী ষণ দূত অবধ্য জানিয়া তাহাতে অনুমোদ করিলেন না। অধিকন্তু উপস্থিত কার্য্য রাক্ষসপতির ক্রোধ অবগত হইয়া কর্ত্তব

কার্য্যের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে উচিত কার্য্য সম্পাদনে কৃতসংকল্প বাক্য-বিশারদ বিভীষণ কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া শত্রু-জেতা পূজনীয় অগ্রজ ভ্রাতাকে নিতান্ত হিত-কর সান্ত্ব-বাক্য কহিতে প্রবৃত্ত হইলেন। "হে রাক্ষসেন্দ্র! প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কোপ সংহার করিয়া প্রসন্ন-চিত্তে আমার এই বাক্য শ্রবণ করুন্। রাজন্! যাঁহারা কার্য্যের উৎকর্ষ বা অপকর্ষের বিষয় অবগত আছেন, সেই সাধু-স্বভাব বসুধাপতিগণ কখন দূতকে বিনষ্ট করেন না। হে বীর! এই বানরকে বধ করা আপনার অনুচিত, যেহেতু ইহা ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ এবং লোকাচার বিগর্হিত। আপনি পরমার্থ-বিদ্, ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ ও রাজধর্ম্মে বিলক্ষণ পার-দর্শী, বিশেষতঃ আপনি প্রাণি-পুঞ্জের উৎকর্ষ বা অপকর্ষের বিষয় সকলি অবগত আছেন, অতএব তাদৃশ বিচক্ষণ ব্যক্তিও যদি রোষাবিষ্ট হয়েন, তাহা হইলে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পাণ্ডিত্য লাভ করা কেবল শ্রমমাত্র। অতএব হে দুরাসদ রাক্ষস-পতে! আপনি প্রসন্ন হউন। হে শত্রুঘ্ন! কি কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য, তাহা নিশ্চয় করিয়া দূতের দণ্ডবিধান করুন্।"

রাক্ষস-পতি রাবণ বিভীষণের বচন শ্রবণে রোষপরবশ হইয়া বলিলেন, "হে শত্রু-সূদন! পাপীদিগকে বধ করিলে পাপ হয় না। এই বানর রাজদ্রোহী, সুতরাং পাপী; অতএব ইহাকে অবশ্য বিনষ্ট করিব।"

রাবণ অপকীর্ত্তির আস্পদ অধর্ম্ম-মূল নীচ-জনোচিত বচন বিন্যাস করিলে বুদ্ধিশালীর অগ্রগণ্য বিভীষণ তাহা শ্রবণ করিয়া সারগর্ভ বাক্য কহিতে লাগিলেন। "হে লঙ্কেশ্বর রাক্ষসেন্দ্র! আপনি প্রসন্ন হইয়া ধর্ম্মের নিগূঢ় মর্ম্ম শ্রবণ করুন্। রাজন্! 'দূত সকল সময়েই অবধ্য' এই কথা সাধুগণ সর্ব্বত্র কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এই শত্রু অতিশয় গর্ব্বিত এবং আমাদিগের নিতান্ত অপ্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে সংশয় নাই। কিন্তু 'দূত বধ্য' সাধুগণ একথা কখনই বলেন না; বরং দূতের বহুবিধ দণ্ডই দৃষ্ট হইয়া থাকে। অঙ্গ বিরূপ, মস্তক মুণ্ডন, কশাঘাত অথবা কোন চিহ্ন অর্পণ, দূতের প্রতি এই সকল দণ্ডই বিহিত হইয়াছে। পরন্তু দূতের বধ দর্শন করা দূরে থাকুক, আমরা কখন শ্রবণও করি নাই। আপনি ধর্ম্ম-তত্ত্বে সুশিক্ষিত এবং উত্তম অধম বিবেচনা করিয়া কার্য্যের নির্ণয় করিয়া থাকেন, অতএব ভবাদৃশ ব্যক্তির কি কোপ-বশীভূত হওয়া উচিত? কারণ, সত্ত্ব-গুণাবলম্বী ব্যক্তিরা কখন কুপিত হয়েন না। হে বীর! আপনি সুর ও অসুর-দিগের মধ্যে প্রধান; কি ধর্ম্মবাদ, কি লোকাচার, কি বুদ্ধি-দ্বারা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ এই সকল বিষয়ে আপনার তুল্য কেহই বিদ্যমান নাই। আপনি অদ্বিতীয় বীর ও বলবান্, বিশেষতঃ দেব-দৈত্যদিগেরও শত্রু; তাহারা উৎসাহ-সহকারে পরাক্রম প্রকাশ করিয়াও আপনাকে পরাজয় করিতে পারে নাই। অধিকন্তু আপনি সুররাজ-প্রভৃতি দেববৃন্দ ও নর-পতিদিগকে যুদ্ধে বারম্বার পরাজয় করিয়াছেন; কিন্তু প্রাণ বিমুক্ত হইলেও সেই বীর সকল পূর্ব্বে মনে মনেও কখন আপনার অপ্রিয় আচরণ করে নাই। রাজন্! এই বানরের বিনাশে কোন উপকার দেখিতে পাই না, অতএব যাহারা ইহাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাদিগের প্রতিই দণ্ডবিধান করুন্। এই বানর সাধু বা অসাধু হউক, কিন্তু পরের আদেশে আসিয়া তাহারই কথা বলিতেছে। দূত পরাধীন, সুতরাং কখন বধভাগী হইতে পারে না। হে পৃথ্বীপাল! এই বানর নিহত হইলে যে অপর কোন বানর আসিবে, তাহা ত আমি দেখিতে পাই না। অতএব হে পর-পুরঞ্জয়! ইহার বিনাশ বাসনায় প্রয়োজন নাই, কেবল ইন্দ্র-প্রভৃতি দেবগণের প্রতি যত্ন অবলম্বন করা বিধেয়। হে যুদ্ধ-প্রিয়! এই দূত বিনষ্ট হইলে যে আপনার বিরোধী দুর্ব্বিনীত সেই রাজকুমার-যুগলকে যুদ্ধার্থ উৎসাহিত করে, তাদৃশ অন্য দূতও আমি দেখিতে পাই না। হে নিশাচর-মনো-নন্দন! যাহারা অন্তঃ-করণের সহিত উৎসাহ পূর্ব্বক পরাক্রম প্রকাশ করে, আপনি তাদৃশ দেব ও দানবদিগেরও অজেয়; অতএব রাক্ষসদিগের আভ্যন্তরীণ যুদ্ধাভিলাষ নাশ করা আপনার অনুচিত।

আপনার হিতকারী কোটি কোটি যোদ্ধা রহিয়াছে, তাহারা সকলেই সৎকুলজাত, বিশুদ্ধচিত্ত, বীর এবং অস্ত্রধারি-শ্রেষ্ঠ; বিশেষতঃ যথা সময়ে বেতন পায় বলিয়া অতীব সন্তুষ্ট এবং আপনার নিতান্ত বশীভূত। অতএব আপনার আদেশে কেহ সেই সেনার কিয়দংশ লইয়া মূঢ় রাজপুত্র যুগলকে গ্রহণপূর্ব্বক আনয়ন করুক্, যেহেতু শত্রুদিগের নিকট আপনার প্রভাব প্রকাশ করা উচিত।"

রাক্ষসরাজাধিরাজ সুরলোকশত্রু নিশাচরপতি মহাবল রাবণ অনুজ বিভীষণের হিতকর মনোহর বাক্যের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিলেন।

ইতি দ্বিপঞ্চাশ সর্গ॥ ৫২ ॥

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ।

মহাত্মা দশগ্রীব ভ্রাতার বচন শ্রবণ করিয়া দেশ কালোচিত তাহার উত্তর করিলেন, "বিভীষণ! তুমি যথার্থ বলিয়াছ, দূত বধ করা অতীব নিন্দনীয়; কিন্তু বধ ব্যতীত ইহার অপর কোন নিগ্রহ করা বিধেয়। বানরদিগের লাঙ্গূল অতিশয় প্রিয় ও ভূষণ, অতএব শীঘ্রই ইহার লাঙ্গূল প্রজ্বলিত কর; এই বানর সেই দগ্ধ লাঙ্গূল লইয়াই প্রভুর নিকট গমন করুক্। তাহা হইলে ইহার সুহৃৎ, বান্ধব, জ্ঞাতি ও মিত্র সকল এই দীন বানরের অঙ্গ বৈরূপ্য নিরীক্ষণ করিবে।" রাক্ষসপতি এই কথা বলিয়া আজ্ঞা করিলেন যে, "রাক্ষসেরা লাঙ্গূল প্রজ্বলিত করিয়া ইহাকে লইয়া সমুদয় নগর প্রদক্ষিণ করুক্।"

নিতান্ত কোপনস্বভাব রাক্ষসেরা তাঁহার বচন শ্রবণ করিয়া জীর্ণ কার্পাস বস্ত্রদ্বারা তাঁহার লাঙ্গূল বেষ্টন করিতে লাগিল। বনমধ্যে শুষ্ক ইন্ধন পাইয়া হুতাশন যেমন বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ লাঙ্গূল বেষ্টন হইলে বানরবর হনুমান্ বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। পরে তাহারা তৈলদ্বারা সিক্ত করিয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করিল! তৎকালে বালসূর্য্যসদৃশ উজ্জ্বলমুখ হনুমান্ অমর্ষ ও ক্রোধপরবশ হইয়া প্রদীপ্ত লাঙ্গূলদ্বারা সেই রাক্ষসদিগকে আঘাত করিলেন। তখন ক্রূরপ্রকৃতি রাক্ষসেরা সকলে সম্মিলিত হইয়া হরিবর হনুমান্‌কে পুনর্ব্বার বন্ধন করিল; তন্নিবন্ধন বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রীপ্রভৃতি সকলেই প্রীত হইল।

বীর হনুমান্ বন্ধনগ্রস্ত হইয়া তৎকালোচিত এইরূপ বিবেচনা করিতে লাগিলেন যে, "আমি বদ্ধ অবস্থার ন্যায় নিশ্চেষ্ট থাকিলেও ইহারা আমাকে কখন বন্ধন করিতে পারে না। আমি এখনি পাশ ছিন্ন করিয়া ইহাদিগকে পুনর্ব্বার নিহত করিতে পারি। অধুনা রামচন্দ্রের হিতানুসন্ধিৎসু হইয়া বিচরণ করিতেছি, এ সময়ে যদি এই দুরাত্মারা আমাকে বন্ধন করে করুক্, কিন্তু আমি এই কার্য্যের প্রতিক্রিয়া করিব না। যদিচ আমি সমরে সমুদয় রাক্ষসকেই সংহার করিতে পারি, তথাপি রামের প্রীতির নিমিত্ত ঈদৃশ বন্ধন সহ্য করিব। বিশেষতঃ রাত্রিকালে লঙ্কা পরিভ্রমণ করিয়াছি, তৎকালে দুর্গের কার্য্যকলাপ বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিতে পারি নাই; অতএব ইহারা রাবণের আদেশ অনুসারে লঙ্কার সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করাইবে, সেই অবসরে আমিও পুনর্ব্বার লঙ্কা দর্শন করিব; ইহারা পুনরায় বন্ধন করে করুক্, তাহাতে ক্ষতি নাই, কারণ প্রাতঃকালে অবশ্যই লঙ্কা নিরীক্ষণ করিব। যদিও রাক্ষসেরা পুচ্ছ প্রদীপ্ত করিয়া আমাকে পীড়িত করিতেছে বটে; কিন্তু আমার কিছুমাত্র মনের ক্লেশ নাই।"

অনন্তর সেই ক্রূর কর্ম্মা রাক্ষস সকল প্রচ্ছন্নরূপী মহাবল কপিবরকে গ্রহণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে গমন করিল এবং "রাজদ্রোহীর এইরূপ দণ্ড" শঙ্খ ও ভেরী নিনাদদ্বারা এই ঘোষণা করতঃ তাঁহাকে লঙ্কা মধ্যে ভ্রমণ করাইতে লাগিল। অরি-দমন হনুমান্ রাক্ষসগণ- কর্ত্তৃক নীত হইয়া তাহাদের মহাপুরী পরিভ্রমণ করিয়া সুখ লাভ করিলেন। তৎকালে, কপিবর হনুমান্ বিচরণ করিতে করিতে বিচিত্র বিমান, প্রাচীরবেষ্টিত ভূমি, সুনির্ম্মিত প্রাঙ্গণ, পার্শ্বদেশে নিবিড় গৃহমালায় শোভিত রথ্যা, চতুষ্পথ, ক্ষুদ্রপথ, এবং গৃহমধ্য সকল দর্শন করিলেন। নিশাচর সকল চতুষ্পথে

প্রাঙ্গণ ও রাজপথের মধ্যে "এই বানর চর" এইরূপ ঘোষণা করিতে লাগিল।

অনন্তর, হনুমানের লাঙ্গূলাগ্র প্রদীপ্ত হইলে বিরূপনয়না রাক্ষসীরা এই অপ্রিয় সংবাদ দেবীর নিকট নিবেদন করিল, "হে সীতে! যে তাম্রমুখ বানর তোমার সহিত কথোপকথন করিয়াছিল, রাক্ষসেরা তাহার লাঙ্গূল প্রদীপ্ত করিয়া সর্ব্বত্র ভ্রমণ করাইতেছে।"

বৈদেহী স্বীয় ক্লেশকর নিষ্ঠুর বচন শ্রবণ করিয়া শোকসন্তপ্তমানসে হুতাশন সন্নিধানে গমন করিলেন। তখন সেই বিশালনয়না প্রযত হইয়া বানরবর হনুমানের মঙ্গল কামনায় হব্যবাহনের উপাসনা করিয়া বলিলেন, "হে হুতাশন! আমি যদি পতিশুশ্রূষা অথবা তপস্যা কিম্বা পাতিব্রত্য ধর্ম্ম আচরণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে আপনি হনুমানের নিকট শীতল হউন।"

অনন্তর, প্রখর জ্বালামালী অনল অনুকূলশিখ হইয়া মৃগনয়না সীতার সমীপে কপির শুভ সংবাদ বলিবার নিমিত্তই যেন স্থিরভাবে প্রজ্বলিত হইলেন। তৎকালে হনুমানের জনক অনিল পুচ্ছসংলগ্ন হইয়াও তাঁহার স্বাস্থ্য প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত দেবীর সম্মুখে শিশির সংশ্লিষ্ট বায়ুর ন্যায় শীতলভাবে প্রবাহিত হইলেন।

লাঙ্গূল দহ্যমান হইলে বানরবর হনুমান্ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, "এই অগ্নি ত চতুর্দ্দিকে প্রজ্বলিত হইয়াছে, কিন্তু আমাকে কি জন্য দহন করিতেছে না! অগ্নির শিখা অতীব প্রখর, কিন্তু আমার পক্ষে ক্লেশদায়ক না হইয়া বরং শিশির খণ্ডের ন্যায় লাঙ্গূলাগ্রে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। অথবা আমি যখন সমুদ্র পার হই, তৎকালে রাম প্রভাবে সাগর মধ্যে আশ্চর্য্য পর্ব্বত প্রদর্শন করিয়াছি, অতএব ইহাও প্রভুর প্রভাব সন্দেহ নাই। ধীমান্ মৈনাক এবং সাগরেরও যখন রামের উপকারার্থ তাদৃশ সম্ভ্রম হইয়াছিল, তখন অগ্নি ত নিয়ত রামকর্ত্তৃক উপাসিত হয়েন, তবে কি জন্য না তাঁহার উপকারের নিমিত্ত শীতল হইবেন? রামচন্দ্রের তেজঃপ্রভাবে সীতার অনৃশংস্য ব্যবহারে এবং পিতার সখিতায় পাবক আমাকে দগ্ধ করিতেছে না।"

কপিকুঞ্জর বলবান্ হনুমান্ পুনর্ব্বার মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিলেন যে, "পরাক্রম সত্বেও রাক্ষসাধমেরা অস্মদ্বিধ ব্যক্তিকে বন্ধন করিয়া রাখিবে? অতএব এই পাশ ছিন্ন করিয়া ইহার প্রতিক্রিয়া করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।" তৎপরে কপিবর বায়ুতনয় শ্রীমান্ হনুমান্ গর্জ্জনপূর্ব্বক উৎপতিত হইয়া রাক্ষস পীড়ন যোগ্য শৈলশৃঙ্গ সদৃশ উন্নত পুরদ্বারের উপরি সবেগে উপস্থিত হইলেন। তিনি যত্নপরায়ণ হইয়া ক্ষণমাত্রেই শৈলের ন্যায় স্বীয় শরীর বৃদ্ধি করিলেন এবং পুনর্ব্বার অতিশয় ক্ষুদ্রকায় হইয়া বন্ধন সকল দূরীভূত করিলেন। পরিশেষে সেই শ্রীমান্ হনুমান্ বন্ধনমুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার পর্ব্বতসন্নিভ কলেবর ধারণপূর্ব্বক ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে করিতে তোরণের উপরি একটি পরিঘ নয়নগোচর করিলেন। মহাবাহু মারুতি কৃষ্ণ লৌহ দ্বারা অলঙ্কৃত সেই পরিঘ গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা রক্ষক রাক্ষস সকলকে পুনর্ব্বার নিপাতিত করিলেন। প্রচণ্ড বিক্রম মারুতি সমরে তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া লঙ্কার চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে লাঙ্গূলস্থ অগ্নি শিখা প্রদীপ্ত হওয়ায় তিনি অর্চ্চিমালী আদিত্যের ন্যায় শোভিত হইলেন।

ইতি ত্রিপঞ্চাশ সর্গ ॥ ৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর, কপিবর হনুমান্ মনোরথ সিদ্ধ হওয়ায় উৎসাহে পরিপূর্ণ হইয়া লঙ্কানগরী নিরীক্ষণপূর্ব্বক অবশিষ্ট কার্য্যের চিন্তা করিতে লাগিলেন। "অধুনা এই রাক্ষসদিগের যাহাতে পুনর্ব্বার সন্তাপ বৃদ্ধি হয়, সম্প্রতি তাদৃশ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। বন ভগ্ন প্রধান প্রধান রাক্ষস নিধন এবং কিয়দংশ সৈন্যও সংহার করিয়াছি, কেবল দুর্গ বিনষ্ট করাই অবশিষ্ট রহিয়াছে। সমুদ্র সন্তরণে

আমার যে শ্রম হইয়াছে, এই দুর্গ ধ্বংস হইলে তাহার সার্থক হইবে এবং সীতার অন্বেষণ করিতে যে আমার শ্রম হইয়াছে, অল্প যত্নে তাহাও সুসিদ্ধ হইবে। বিশেষতঃ যে হব্যবাহন আমার লাঙ্গুলে প্রদীপ্ত হইতেছেন, উত্তম উত্তম গৃহ সকল দগ্ধ করিয়া তাঁহার তর্পণ করা উচিত।"

তৎপরে বানরবর হনুমান্ প্রজ্বলিত লাঙ্গুল লইয়া সবিদ্যুত তোয়দের ন্যায় লঙ্কাস্থ গৃহবৃন্দের উপরি বিচরণ করিতে লাগিলেন। নির্ভীক চিত্তে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া রাক্ষসদিগের প্রাসাদ,উদ্যান এবং প্রত্যেক আলয়েই ভ্রমণ করিলেন। পরিশেষে বায়ু সদৃশ বেগবান্ মহাবল বীর্য্যবান্ হনুমান্ প্রথমতঃ প্রহস্তের আলয়ে উল্লম্ফনপূর্ব্বক তাহাতে অগ্নি প্রদান করিলেন। ক্রমে মহাপার্শ্ব, বজ্রদংষ্ট্র, শুক, ধীমান্ সারণ, ইন্দ্রজিৎ, জম্বুমালী, সুমালী, রশ্মিকেতু, সূর্য্যশত্রু, হ্রস্বকর্ণ, দংষ্ট্র, রোমশ, যুদ্ধোন্মত্ত, মত্ত, ধ্বজগ্রীব, বিদ্যুজ্জিহ্ব, ঘোর, হস্তিমুখ, করাল, বিশাল, শোণিতাক্ষ, কুম্ভকর্ণ, মকরাক্ষ, নরান্তক, মহাত্মা কুম্ভ, যজ্ঞশত্রু এবং ব্রহ্মশত্রুর আলয়ে অগ্নি প্রদান করিয়া দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। কপিকুঞ্জর মহাতেজা হনুমান্ বিভীষণের আলয় পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে সকল গৃহই দহন করিলেন। ধনবান্দিগের সেই সেই মহামূল্য ভবনে যে সকল ধনসম্পত্তি ছিল,কপিবর বীর্য্যবান্ শ্রীমান্ হনুমান্ তাহাও দগ্ধ করিলেন। তাহাদিগের গৃহ অতিক্রম করিয়া রাক্ষসপতি রাবণের গৃহ সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। তৎপরে বিবিধ মঙ্গলময় বস্তু শোভিত, নানাবিধ রত্নদ্বারা সুসজ্জিত মেরু ও মন্দর সদৃশ রাবণের যে সকল প্রধান প্রধান আলয় ছিল,বীর হনুমান্ তাহাতে লাঙ্গুলস্থ প্রদীপ্ত অগ্নি নিক্ষেপ করিয়া সজলজলদের ন্যায় গভীরস্বরে নিনাদ করিলেন। তখন সেই ঘোরতর হুতাশন পবনদেবের সহায়তায় অতিবেগে প্রজ্বলিত হইয়া প্রলয়াগ্নির ন্যায় বর্দ্ধিত হইলেন। অমনি প্রভঞ্জন সেই সেই ভবন নিকরে প্রদীপ্ত অনল বিকীরণ করিতে লাগিলেন। কাঞ্চনরচিত বাতায়নসমন্বিত মণি, মুক্তা, ও রত্নখচি[ত] বিশাল ভবন সকল সেই অনলে বিশীর্ণ হই[ল]। এমন কি, পুণ্যক্ষয় হইলে সিদ্ধদিগের আ[লয়] যেমন অম্বরতল হইতে নিপতিত হয়, সেইরূ[প] গৃহরাজী ভগ্ন হইয়া বসুধাতলে নিপতিত হই[তে] লাগিল।

রাক্ষসেরা শ্রীহীন ও আপন আপন গৃ[হ] রক্ষায় নিতান্ত ভগ্নোৎসাহ হইয়া হাহাক[ার] শব্দে ইতস্ততঃ ধাবিত হইল। "এই অ[গ্নি] নিশ্চয়ই বানররূপে আগমন করিয়াছে" রা[ক্ষ]সীরা এই কথা বলিয়া ক্রন্দন করিতে করি[তে] শিশু সন্তান ক্রোড়ে লইয়া সহসা আপতি[ত] হইল। কোন কোন রাক্ষসীরা সর্ব্বাঙ্গে অ[গ্নি]লাচ্ছন্ন হইয়া আলুলায়িতকেশে হর্ম্ম্যবৃন্দ হই[তে] পতিত হইয়া অম্বর পতিত সৌদামিনীর ন্যা[য়] শোভা পাইল। রাক্ষসদিগের ভবনে অ[গ্নি] লাগায় তাহা হইতে বৈদুর্য্যমণি, হীরক, মুক্ত[া,] প্রবাল, স্বর্ণ, রজতপ্রভৃতি ধাতু সকল বিকী[র্ণ] হইতে লাগিল। যেমন অগ্নি কাষ্ঠ ও তৃণদ্বা[রা] তৃপ্ত হয়েন না, তেমনি হনুমান্ও নিশাচ[র] দিগকে বধ করিয়া কিছুমাত্র তৃপ্তি লাভ ক[রি]লেন না। এমন কি, হনুমান্কর্ত্তৃক এ[ত] রাক্ষস নিহত হইয়াছিল যে, বসুন্ধরায় [যে] মৃত নিশাচরদিগের শয়নের স্থান হইল ন[া।] রুদ্রদেব যেমন ত্রিপুর দহন করিয়াছিলে[ন,] সেইরূপ মহাত্মা বানরবর বেগবান্ হনুম[ান্] লঙ্কাপুর দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন।

তৎপরে সেই ভয়ানক হুতাশন বেগব[ান্] হনুমান্ কর্ত্তৃক বিসৃষ্ট হইয়া লঙ্কাপুরীর পর্ব্ব[ত] শিখরে শিখা সকল বিস্তার করিয়া প্রদী[প্ত] হইল। অধিক কি কালানলতুল্য ঘোরত[র] অগ্নি বায়ুসংযোগে বর্দ্ধিত হইয়া আকাশ পর্য[্যন্ত] স্পর্শ করিল তখন সেই বিধূমরশ্মি ভবনাস[ক্ত] অনল রাক্ষস শরীর রূপ আজ্যের আহু[তি] পাইয়া জ্বালা সকল উদ্গিরণ করিতে লাগিল। কোটি সহস্র আদিত্যসদৃশ তেজস্বী প্রলয়া[নল] সমস্ত লঙ্কাপুরী পরিবৃত করিয়া বজ্রতুল্য ঘো[র]তর নিনাদে ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করতঃই যেন দী[প্তি] পাইতে লাগিল। কিংশুক পুষ্পসদৃশ শি[খা] সম্পন্ন ক্রূরকান্তি হুতাশন এইরূপে আক

র্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইলে ক্রমে তাহার অধোভাগ নির্ব্বাণ হইয়া ধূম সকল নভোমণ্ডলে বিকীর্ণ ইল। সেইনীলোৎপলপ্রভ ধূমরাজী মেঘ-ন্দের ন্যায় অতীব শোভিত হইল।

লঙ্কাপুরীর সমস্ত গৃহ, প্রাণিপুঞ্জ এবং বৃক্ষ-জী দগ্ধ হইলে প্রহস্তপ্রভৃতি মহাবল রাক্ষসেরা াহা নিরীক্ষণ করিয়া পরস্পর এই সকল কথা লিতে লাগিল, যে "এ বানর নহে, ত্রিদশাধি-তি বজ্রধারী মহেন্দ্র, বরুণ, অনল, রৌদ্রাগ্নি, র্ক, ধনদ; সোম, সাক্ষাৎ যম অথবা স্বয়ং ালই হইবেন। কিম্বা সকলের পিতামহ াকবিধাতা চতুরানন ব্রহ্মার রাক্ষসসংহার-ারী কোপ বানররূপ ধারণ করিয়া এখানে াগমন করিয়াছে। অথবা অচিন্ত্য, অব্যক্ত, নন্ত এবং একমাত্র পরম বিষ্ণুতেজঃ রাক্ষস-ল বিনাশের নিমিত্ত সম্প্রতি নিজ মায়ায় পিরূপ অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন।"

অনন্তর, লঙ্কানগরী রাক্ষস, হস্তী, অশ্ব, া মৃগ, বৃক্ষ এবং পক্ষী সহ দগ্ধ হইলে তত্রত্য ক্ষসেরা দুঃখিত হইয়া চীৎকার শব্দে রোদন রিতে লাগিল। "হা তাত! হা পুত্র! হা ন্ত! হা মিত্র! হা জীবিতেশ! আমাদের াস্ত পুণ্যক্ষয় হইল।" রাক্ষসেরা এইরূপ নাবিধ বাক্য বিন্যাস করিয়া ঘোরতর শব্দে লাপ করিতে লাগিল।

হুতাশনের জ্বালায় সর্ব্বত্র আবৃত হইয়া ান প্রধান বীর ও যোদ্ধা সকল হত হইলে াপুরী হনুমানের ক্রোধ এবং বলে অভি-ত হইয়া তখন শাপোপহতার ন্যায় প্রতীয়-ন হইতে লাগিল। "স্বীয় দিনমানের বসান হইলে স্বয়ম্ভুর রোষে যেমন অবনি লয় হয়, সেইরূপ লঙ্কাপুরী প্রজ্বলিত হুতা-নর জ্বালায় পরিবৃত হইয়া তদবস্থা প্রাপ্ত য়াছে। নিশাচরেরা বিষণ্ণ ও ত্রস্ত ভাবে -বস্থিতি করিতেছে" মহামনা হনুমান্ সস-ম্রমে ইহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পবন ান্দন কপিবর হনুমান্ পাদপ-সঙ্কুল বন ভগ্ন, াহ-সমূহসমন্বিতা লঙ্কাপুরী দগ্ধ এবং সমরে প্রধান প্রধান রাক্ষস সকলকে সংহার করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সেই মহাত্মা বহুবিধ তরুরাজি-দ্বারা সুশোভিত কানন ভগ্ন, প্রভূত রাক্ষস সংহার এবং তাহাদের ভবনে অগ্নি প্রদান করিয়া মনে মনে রামচন্দ্রকে স্মরণ করিলেন।

তৎকালে দেবতারা সকলে মারুত-সদৃশ বেগবান্ মহাবল মহামতি বানর-বীর বায়ু-সুতের স্তব করিতে লাগিলেন। প্রধান প্রধান ঋষিগণ, দেবগণ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, পন্নগ এবং মহাভূত অনুপম পরম প্রীতি লাভ করিলেন।

মহাতেজা কপিবর হনুমান্ বন ভগ্ন, ভয়-ঙ্করী লঙ্কাপুরী দগ্ধ এবং রাক্ষসকুল হনন করিয়া শোভিত হইলেন। সেই বানর-রাজ প্রধানতম প্রাসাদ-মণ্ডলের বিচিত্র শিখরাগ্রে উপবিষ্ট হইয়া প্রদীপ্ত লাঙ্গুলের অর্চ্চিঃ সকল বিকীর্ণ হওয়ায় অর্চ্চিমালী আদিত্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। হরি-পুঙ্গব হনু-মান্ সমস্ত লঙ্কাপুরী সর্ব্বতোভাবে পীড়িত করিয়া তখন সাগর সলিলে লাঙ্গুলস্থ অনল নির্ব্বাপিত করিলেন।

অনন্তর দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ এবং পরমর্ষিগণ লঙ্কাপুরীর তাদৃশ দুরবস্থা দর্শন করিয়া অতি-শয় বিস্মিত হইলেন।

ইতি চতুঃপঞ্চাশ সর্গ ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ।

সেই নষ্টপ্রায়া লঙ্কা ভীতরাক্ষসগণে সমা-কুল হইয়া দগ্ধ হইতে থাকিলে, তাহা নিরীক্ষণ করিয়া বানরবর হনুমানের অন্তঃকরণে অতি-শয় ভয় এবং গ্লানি উপস্থিত হইল। তখন তিনি এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, "আমি লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিতে গিয়া কি কুৎসিত কর্ম্ম করিয়াছি, যে মহাত্মারা বারি বর্ষণ দ্বারা প্রদীপ্ত অনলের ন্যায় বুদ্ধি প্রভাবে কোপ নিরোধ করেন, তাঁহারাই ধন্য এবং মহাত্মা। মানব কুপিত হইলে কোন্ পাপের অনুষ্ঠান না করিয়া থাকে? অন্য কথা দূরে থাকুক, কেহ কেহ কোপান্ধ হইয়া গুরু হত্যা করে, কেহবা নিকাস্তনিষ্ঠুর বচনে সাধুগণের

প্রতি অধিক্ষেপ করে। মনুষ্য কোপবশীভূত হইলে তাহাদের কদাপি বাচ্যাবাচ্যজ্ঞান থাকে না, বিশেষতঃ ক্রুদ্ধ ব্যক্তির কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য কিছুই নাই। সর্প যেমন জীর্ণ নির্ম্মোক পরিত্যাগ করে, সেইরূপ ক্রোধের আবির্ভাব সময়েই যিনি স্বীয় ক্ষমাগুণে তাহাকে বিসর্জ্জন করেন, তিনি পুরুষ বলিয়া অভিহিত হয়েন! এই পুরী দগ্ধ হইলে, সীতাদেবীও সেই সঙ্গে দগ্ধ হইবেন, ইহা না ভাবিয়া যখন লঙ্কায় অগ্নি প্রদান করিয়াছি, তখন আমার তুল্য নির্ব্বোধ ও নির্লজ্জ আর নাই! বিশেষতঃ আমি প্রভুহত্যা করিয়া নিরতিশয় পাপে লিপ্ত হইলাম, অতএব আমাকে ধিক্ থাকুক। অধিকন্তু সমস্ত পুরী নিশ্চয়ই দগ্ধ হইয়াছে, যদি পূজনীয়া জনকতনয়া দগ্ধ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে অজ্ঞাননিবন্ধন মৎকর্ত্তৃক প্রভুর কার্য্য হানি হইল। লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিতে গিয়া আমি সীতাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করি নাই, সুতরাং যে কার্য্যের জন্য এই আরম্ভ, তাহাও অবসাদিত হইল। অল্পায়াসসাধ্য কার্য্যের ন্যায় এই লঙ্কাদহনকার্য্য অনায়াসে সম্পাদন করিয়াছি সন্দেহ নাই। আমি সীতাকে দর্শন করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া তাহার মূল ক্ষয় করিলাম। এই লঙ্কাপুরীর সমস্ত বস্তুই ভস্মীভূত হইয়াছে, দগ্ধ হয় নাই এমন কোন স্থান আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে না; অতএব জানকী নিশ্চয় বিনষ্ট হইয়াছেন। বুদ্ধির বিপর্য্যয়বশতঃ যদি মৎকর্ত্তৃক সেই কার্য্য বিহত হইয়া থাকে, তবে অদ্যই এস্থানে প্রাণত্যাগ করিতে আমার অভিলাষ হইতেছে। বড়বা মুখে কিম্বা অনলে নিপতিত হইব, অথবা সাগরবাসী জীবদিগের নিকট শরীর সমর্পণ করিব, সমস্ত কার্য্য সংহার করিয়া জীবিত থাকিতে কিরূপে পুরুষবর রাম, লক্ষ্মণ এবং হরিরাজ সুগ্রীবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সক্ষম হইব। পরন্তু বানরেরা যে অব্যবস্থাপূর্ব্বক কার্য্য করিয়া থাকে, ইহা ত্রিলোক মধ্যে প্রথিত; আমি রাক্ষসগণের প্রতি ক্রোধান্ধ হইয়া অদ্য তাহাই প্রদর্শন করিলাম। যাহাতে কার্য্যে অক্ষম ও অব্যবস্থ করিয়া ফেলে, সেই রাজসিক ভাবকে ধিক্ থাকুক; যেহেতু আমি সমর্থ হইয়াও রজোগুণমূলক কোপে বাধ্য হইয়া সীতাকে রক্ষা করিলাম না। পক্ষ সীতার সংহার হইলে রাম এবং লক্ষ্মণ উভ জীবন বিসর্জ্জন করিবেন। তাঁহাদের না হইলে সুগ্রীব সবান্ধবে বিনষ্ট হইবেন। অপি ভ্রাতৃবৎসল ধর্ম্মাত্মা ভরত এবং শত্রুঘ্ন এই বি রণ শ্রবণ করিয়া কখন জীবন ধারণ করি সমর্থ হইবেন না। এইরূপ ধর্ম্মনিরত ইক্ষ্বাকু ধ্বংস হইলে প্রজা সকল শোকে নিতান্ত কাত হইবে সন্দেহ নাই। অতএব আমি এম ভাগ্যবিহীন যে, ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া সঞ্চি ধর্ম্ম বিলুপ্ত করিয়া লোক সংহার করিলাম এইরূপ পরোক্ষ বিষয়ের অনুশীলন করি করিতে তাঁহার নিকট শুভসূচক নিমিত্ত সব প্রাদুর্ভূত হইল।

হনুমান্ তাহা দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার চি করিতে লাগিলেন যে, "সেই সর্ব্বাঙ্গশোভ সীতা স্বীয় তেজঃপ্রভাবে রক্ষিত হই থাকিবেন, কারণ, অগ্নি কখন অগ্নিকে দ করে না, অতএব কল্যাণী জানকীও বি হয়েন নাই। আমি বোধ করি, জানকী সুকৃত রামের প্রভাবে দহনস্বভাব এই হ বাহন আমাকে দহন করেন নাই। বিশেষ সেই অমিত তেজা ধর্ম্মাত্মা রামের ভা স্বীয় চরিত্রগুণে সর্ব্বথা রক্ষিত হইতেছে অতএব পাবক তাঁহাকে স্পর্শ করিতে স হইবেন না। জনকদুহিতা রামের প্র অপেক্ষাও প্রিয়তরা কান্তা এবং ভরত, লক্ষ্ম ও শত্রুঘ্ন এই ভ্রাতৃত্রয়ের দেবতা; অত তিনি কেন বিনষ্ট হইবেন? অথবা এই দ স্বভাব অব্যয় অনল সর্ব্বত্র দহন করিব ক্ষমতা সত্ত্বেও যখন আমার লাঙ্গুল দগ্ধ কর নাই, তখন সেই আর্য্যা জনকতনয়াকে ে দহন করিবেন?"

তৎকালে হনুমান্ বিস্মিত হইয়া পুনর্ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, "মৈনাক প দেবীর প্রভাবে আমার বিশ্রামের জন্য মধ্যে দর্শন দিয়াছিলেন। অধিক কি, সী দেবী তপস্যা, সত্য বাক্য এবং পাতিব্রত্য

গ্নিকেও নিঃশেষে দগ্ধ করিতে পারেন, তরাং পাবক কখন তাঁহাকে দহন করিতে ক্ষম হইবেন না!"

তখন হনুমান্ এইরূপে দেবীর ধর্ম্মনিষ্ঠার বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে করিতে তথায় হাত্মা চারণদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিলেন য়, 'রাক্ষসদিগের আলয়ে তীব্রতর ভয়ানক নল বিসর্জ্জন করিয়া হনুমান্ অসহ্য আশ্চর্য্য র্ম্ম সম্পাদন করিয়াছেন। বিশেষতঃ পুরী গ্ধ হওয়ায় রাক্ষসীরা বাল ও বৃদ্ধগণ ইতস্ততঃ বিত হওয়ায় এই পুরী জনকোলাহলে প্রতি- বনিত হইয়া গিরিকন্দর দ্বারা যেন ক্রন্দন রিতেছে। পরন্তু এই নগরী অট্টালিকা, াকার ও তোরণসহ ভস্মীভূত হইয়াছে, কিন্তু নকী দগ্ধ হয়েন নাই, ইহাই আমাদের াশ্চর্য্য ও অদ্ভুত বলিয়া প্রতীতি হইতেছে।" ই সুধাসদৃশ মধুর বচন শ্রবণ করিয়া হনু- ানের অন্তঃকরণে তখন হর্ষের উদয় হইল। াপিচ দক্ষিণাক্ষিস্পন্দন প্রভৃতি নিমিত্ত দর্শন, ীতা ও রামের প্রভাব অবগতি এবং চারণ াক্যে প্রীত চিত্ত হইলেন।

অনন্তর, চারণদিগের বাক্যে রাজসুতার স্থ অবস্থা অবগত হইয়া কপিবরের মনোরথ ফল হইল, পরন্তু তিনি সীতার সহিত ক্ষাৎ করিয়া কিষ্কিন্ধ্যায় প্রত্যাগমন করিতে নস করিলেন।

ইতি পঞ্চ পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৫ ॥

ষট্পঞ্চাশ সর্গ।

জনক দুহিতা সীতা শিংশপা পাদপের মূল দেশে অবস্থিতি করিতেছেন, ইত্যবসরে মান্ তথায় উপস্থিত হইয়া অভিবাদন- ক তাঁহাকে বলিলেন, "দেবি! আমি াদৃষ্ট-বশতঃই আপনার সুস্থ অবস্থা নিরী- করিলাম।"

মারুতি প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে, তাদেবীর স্বামীর প্রতি প্রীতি বশতঃ তাঁহাকে ঃ পুনঃ নিরীক্ষণ করিয়া এই কথা বলিলেন ৎস! তুমি আমার কথায় যদি অনুমোদন কর, তাহা হইলে কোন নিভৃত স্থানে এক দিবস বাস করিয়া শ্রম অপনয়ন পূর্ব্বক কল্য গমন করিও। হে অনঘ! আমার অদৃষ্ট অতি মন্দ, তথাপি তুমি আমার নিকটে থাকিলে, মুহূর্ত্তকালও এই ঘোরতর শোকের অবসান হইতে পারে। হে হরিশার্দ্দূল! তুমি এখন গমন করিবে বটে, কিন্তু পুনর্ব্বার প্রত্যা- বর্ত্তন করিতে আমার জীবন থাকিবে কি না সন্দেহ। হে বানরবর! আমি মনের ক্লেশে নিতান্ত কাতর হইয়া অতিশয় দুঃখ অনুভব করিতেছি। বিশেষতঃ তোমার অদর্শনই আমার হৃদয় বিদারণ করিবে। হে বীর! আমার এই সুমহৎ সন্দেহটি সতত সমীপে সমুপস্থিত রহিয়াছে যে, তোমার সাহায্যকারী বানর এবং ভল্লুকগণ সকলে মিলিত হইলে মহাবল সুগ্রীব ও তাঁহার সৈন্যগণ কি উপায়ে দুষ্পার সাগর পার হইবে? আর রাজতনয় রাম ও লক্ষ্মণই বা কি প্রকারে পার হইবেন? কারণ বিনতানন্দন গরুড়, বায়ু এবং তুমি এই তিন জনেরই ইহলোকে সাগর লঙ্ঘনের শক্তি আছে! তুমি কার্য্যবিশারদ, অতএব এই দুরতিক্রমণীয় উপস্থিত কার্য্য নির্ব্বাহের কি উপায় দেখি- তেছ? অথবা হে পরবীর বিনাশন! অপরের আসিবার প্রয়োজন কি? তুমি একাকীই এই কার্য্য সম্পাদন করিতে পার, অতএব বল প্রকাশ করিলেই তোমার যশো লাভ হইবে; কিন্তু শত্রুসৈন্যসংহারক কাকুৎস্থ রাম সৈন্য-দ্বারা লঙ্কা নগরী সমাচ্ছন্ন করিয়া যদি আমাকে লইয়া যান, তাহা হইলে তাঁহার সদৃশ কার্য্য হয় অতএব মহাত্মা রণবীরের যাহাতে অনুরূপ বিক্রম প্রকাশ পায়, তুমি সেইরূপ অনুষ্ঠান কর।"

বীর হনুমান্ হেতু সম্বলিত অর্থযুক্ত সীতার স্নেহময় বচন শ্রবণ করিয়া উত্তর করিলেন, "হে দেবি! বানর ও ভল্লুকসেনার অধিপতি সত্যাশ্রয় বানরবর সুগ্রীব আপনার উদ্ধারে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন। হে বৈদেহি! বানর- াতি সুগ্রীব সহস্র কোটি বানরে সংবৃত হইয়া সত্বর আগমন করিবেন। আর নরবীরবর রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে আগমন করিয়া শরনিকরে

লঙ্কা নগরী দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন। হে বরা-রোহে! রঘুনন্দন রাম রাবণকে সগণে সংহার করিয়া আপনাকে লইয়া স্বীয় পুরে গমন করি-বেন; অতএব আশ্বাসিত হইয়া কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিলেই আপনার মঙ্গল হইবে। রাম অবিলম্বে রাবণকে সমরে সংহার করিবেন, আপনি শীঘ্রই তাহা দেখিতে পাইবেন। রাক্ষসেন্দ্র রাবণ অমাত্য ও বান্ধববর্গের সহিত নিহত হইলে শশধর সহ রোহিণীর ন্যায় আপনি রামের সহিত সঙ্গত হইবেন। যিনি যুদ্ধে রাক্ষসদিগকে নির্জ্জিত করিয়া আপনার শোক অপনয়ন করিবেন, সেই কাকুৎস্থ রাম প্রধান প্রধান বানর ও ভল্লুকগণে পরিবৃত হইয়া অবিলম্বে আগমন করিবেন।”

হনুমান্ অনুত্তম বলপ্রদর্শনপূর্ব্বক প্রধান প্রধান রাক্ষস বধ এবং ঘোরতর পরাক্রমে রাবণকে বঞ্চনা করিয়া লঙ্কা নগরী আকুল করিলেন এবং এইরূপে আপনার বলের পরি-চয় ও বৈদেহীকে আশ্বাস প্রদান করিয়া সাগর মধ্য দিয়া প্রতিগমন করিতে মানস করিলেন।

অনন্তর, অরিমর্দ্দন কপিবর হনুমান্ স্বামি-সন্দর্শনে নিতান্ত উৎসুক হইয়া অরিষ্টনামক পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। ঐ পর্ব্বত বিশাল ভূর্জ্জতরু শোভিত নীলবর্ণ বন রাজিরূপ বসন পরিধান করিয়া শিখর সংলগ্ন তোয়দ-স্বরূপ উত্তরীয় ধারণপূর্ব্বক প্রীতিনিবন্ধন দিবা-কর কররূপ শুভ করস্পর্শে যেন তত্রত্য বস্তু সকলকে উদ্বোধিত করিতেছে। প্রকাশিত ধাতুরূপ লোচন সকল উন্মেষণপূর্ব্বক মেঘধ্বনি স্বরূপ গভীরস্বরে যেন অধ্যয়ন করিতেছে। নানাবিধ প্রস্রবণের মন্দ মন্দ নিঃস্বনরূপ বিস্পষ্টস্বরে যেন গীতারম্ভ করিতেছে। দেব-দারু তরু সকল উন্নত ভাবে থাকায় ঐ শিখর যেন ঊর্দ্ধবাহুর ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। গুহা হইতে নিপতিত বারিধারার নির্ঘোষেই যেন সর্ব্বত্র আক্রোশ প্রকাশ করিতেছে। সপ্তপর্ণ প্রভৃতি শ্যামবর্ণ শরৎকালীন বৃক্ষ সকল কম্প-মান হওয়ায় যেন ঐ পর্ব্বত স্বয়ং কম্পিত হই-তেছে। বায়ুর আঘাতে শব্দিত কীচকদ্বারা যেন বেণুরব করিতেছে। অমর্ষবশতঃ যেন প্রধান প্রধান ভয়ানক আশীবিষের গর্জ্জনরূ নিশ্বাসত্যাগ করিতেছে। নীহার পাতে সম চ্ছন্ন হইয়া গহ্বর সকল গভীরভাব ধারণ করা যেন রুদ্ধেন্দ্রিয় ধ্যানাসক্ত ব্যক্তির ন্যায় প্রতী হইতেছে। মেঘখণ্ডসদৃশ প্রত্যন্ত পর্ব্বতর পদদ্বারা যেন সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে। মে স্পর্শী শিখরবৃন্দ-দ্বারা যেন আকাশে গা মোটন করিতেছে! শৃঙ্গ সকল নানাস্থা বিকীর্ণ রহিয়াছে। গুহা সকল তাহার সৌন্দ বিস্তার করিতেছে। শাল, তাল, অশ্বকর্ণ এ নানাবিধ বংশদ্বারা তাহার সকল স্থান আকী রহিয়াছে। পুষ্পশোভিত বিস্তৃত লতার বিতান সকল তাহার স্থানে স্থানে শো পাইতেছে। নানাজাতীয় মৃগকুল সর্ব্বত্র বি রণ করিতেছে। ধাতু সকল নির্গত হই তাহাকে ভূষিত করিতেছে। প্রস্রবণ সব শিলাসমূহে দুর্গম হইয়া নানাস্থানে বিরাজম রহিয়াছে। যাহার ফল ও মূল সুস্বাদু, তাদৃ বৃক্ষ, লতা এবং অপরাপর পাদপ সকল সর্ব্ব শোভা পাইতেছে। গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, উরগ এ ব্যাঘ্র প্রভৃতি পশুগণ সকল স্থানে বিচরণ ক তেছে। প্রত্যেক গুহায় সিংহ সকল অ ষ্ঠিত রহিয়াছে। বায়ুতনয় হরিবর হনু রামদর্শন লালসায় নিতান্ত হৃষ্ট হইয়া পর্ব আরোহণ করিলেন। অমনি শিলা স তাঁহার পাদতলে আক্রান্ত হইয়া সশব্দে রস গিরিসানুমধ্যে পতিত হইবামাত্র একেব চূর্ণ হইয়া গেল।

অনন্তর পবনতনয় কপিবর বীর হনু লবণ সমুদ্রের দক্ষিণ পার হইতে উত্তর প যাইবার নিমিত্ত সেই শৈলশিখরে আরো করিয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। ক্র তাহার ঊর্দ্ধে গমন করিয়া ভয়ানক সর্প সে ঘোরতর সাগর নয়নগোচর করিলেন। যেমন আকাশপথে গমন করে, সেইরূপ শার্দ্দূল মারুতি দক্ষিণ দিক্ হইতে উত্তর গমন করিলেন। তখন সেই পর্ব্বতে বানরের ভরে পীড়িত হইয়া বিবিধ ভূত সহিত ঘোররবে বসুধাতলে প্রবেশ ক তাহার শিখর সকল কম্পিত এবং দ্রুম।

াতিত হইতে লাগিল। পুষ্পশোভিত পাদপ-শ্রেণী তাহার গুরুতর বেগে মথিত ও ভগ্ন হইয়া জ্রাহতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। াতীব তেজস্বী সিংহ সকল পীড়িত হইয়া াহামধ্যে নিনাদ করিল। সেই ঘোরতর ব্দ নভোমণ্ডল ভেদ করিয়া লোকের র্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। ভয় বশতঃ বসন লিত হওয়ায় বিদ্যাধরীরা বিকৃত ভূষণে সো ধরণীধর হইতে নিপতিত হইল। অতীব র্ঘ দীপ্তজিহ্ব বলবান্ মহাবিষ বৃহৎ বৃহৎ সর্প ল মস্তক এবং গ্রীবাদেশে নিপীড়িত হইয়া ীর আকুঞ্চিত করিল। গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, , যক্ষ এবং বিদ্যাধরগণ পীড়িত হইয়া ই নগবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক নভোমণ্ডল লম্বন করিল। বৃক্ষ এবং শিখরে অতীব ত শ্রীমান্ ভূমিধর সেই বলবানের ভরে ীড়িত হইয়া রসাতলে প্রবেশ করিল। োজন বিস্তৃত ত্রিংশৎ যোজন উচ্ছ্রিত লেও সেই ধরাধর ধরণী মধ্যে সমতা প্রাপ্ত । যাহা মহা উর্ম্মিমালাদ্বারা বেলা ন্তভাগ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতেছে, হরিবর তাদৃশ ভয়ানক লবণার্ণব লঙ্ঘন করিতে ী হইয়া আকাশে উৎপতিত হইলেন।

ইতি ষট্ পঞ্চাশ সর্গ ॥ ৫৬ ॥

সপ্ত পঞ্চাশ সর্গ।

ন উল্লম্ফন পূর্ব্বক সপক্ষ পর্ব্বতের িশ্রান্ত না হইয়াই মহাবেগে অতি াভন গগণ সাগর পার হইতে লাগি-ন্ধর্ব্ব, যক্ষ এবং ভুজঙ্গ তাহার প্রফুল্ল চন্দ্রকুমুদ; সূর্য্য কারণ্ডব; পুষ্য ও লহংস; মেঘ সকল শৈবল এবং পুনর্ব্বসু বৃহৎ মৎস্য; মঙ্গল গ্রহ হ; ঐরাবত মহাদ্বীপ; স্বাতী হংস; স্ত উর্ম্মিমালা এবং শশাঙ্ক কিরণই স্বরূপ। বায়ুতনয় আকাশ মণ্ডল য়া যেন তারাপতিকে নখর দ্বারা রিতে লাগিলেন। এমন কি, যেন া হইতে আদিত্য এবং নক্ষত্র সকল গ্রহণ করিবেন বলিয়া অপরিশ্রান্তভাবে অপার সাগর মধ্যে অবগাহন করিলেন। তিনি যেন মেঘজাল আকর্ষণ করিয়াই গমন করিতে লাগিলেন। তখন শ্বেত রক্ত নীল লোহিত এবং হরিৎ অরুণ প্রভৃতি নানাবর্ণ বিশাল বারিদবৃন্দ তৎকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। অধিক কি, তোয়দবৃন্দের মধ্যে প্রবিষ্ট এবং পুনঃপুনঃ নিষ্ক্রান্ত হইয়া কখন প্রকাশ কখন বা অপ্রকাশ চন্দ্রমার ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। শ্বেতাম্বরধারী বীর হনুমান্ নানাবিধ মেঘরাজির মধ্যবর্ত্তি পথে গমন করিয়া কখন দৃশ্য কখন অদৃশ্য হইয়া আকাশে শশাঙ্কের ন্যায় আচরণ করিতে লাগি-লেন। অপিচ অম্বুদবৃন্দ বিদারণ পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ নিপতিত হইয়া গগণ মণ্ডলে গরুড়ের ন্যায় প্রতিভাত হইলেন।

মহাতেজা হনুমান্ প্রথমতঃ মেঘের ন্যায় গম্ভীরস্বরে ঘোরতর নিনাদ করিয়া প্রধান প্রধান রাক্ষস সংহারপূর্ব্বক আপনার নাম শ্রবণ করাইলেন। পরে মহাবীর নিশাচর-দিগকে নিপীড়নপূর্ব্বক লঙ্কানগরী আকুল করিয়া রাবণকে নিতান্ত ব্যথিত করিয়াছেন কহিলেন। অবশেষে বৈদেহীকে অভিবাদন করিয়া পুনর্ব্বার সাগরমধ্যে আগমন করিতেছেন বলিলেন।

সেই মেঘসঙ্কাশ বীর্য্যবান্ হনুমান্ মৈনাক পর্ব্বতকে স্পর্শ করিয়া জ্যামুক্ত নারাচের ন্যায় অতিবেগে গমন করিতে লাগিলেন। কপিবর কিঞ্চিৎ দূর হইতে মহেন্দ্র নামক মহাগিরি নিরীক্ষণ করিবামাত্র মেঘের ন্যায় সুগভীর শব্দে ঘোরতর নিনাদ করিয়া দশদিক্ পরিপূর্ণ করিলেন। অবশেষে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া সুহৃদ্দর্শন লালসায় সুগভীর শব্দ করিয়া লাঙ্গুল কম্পিত করিতে লাগিলেন। আকাশ মার্গে বারম্বার নিনাদ করিতে থাকিলে, তাঁহার সেই নির্ঘোষে সসূর্য্য গগণমণ্ডল যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। আর যে সকল মহা-বল বানরেরা বায়ু সুতের দর্শন লালসায় সাগ-রের উত্তরকূলে পূর্ব্বাবধি অবস্থিতি করিতে-ছিল, সেই শূরগণ তখন বায়ুবেগে বিচ্ছিন্ন

মহামেঘ শব্দের ন্যায় হনুমানের গুরুতর বেগ-জনিত নির্ঘোষ শ্রবণ করিল। অবশেষে নিতান্ত দীনচিত্ত কাননবাসী বানর সকল মেঘ-গর্জ্জনের ন্যায় বানরবরের নিনাদ শুনিতে পাইয়া "ইহা হনুমানের ধ্বনি" এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সুহৃৎ দর্শন বাসনায় নিরতিশয় উৎসুক হইল।

তখন হরিবর জাম্বুবান্ প্রীতিবশতঃ হৃষ্টচিত্ত বানরদিগকে সম্বোধন করিয়া এই কথা বলিতে লাগিলেন, যে "এই হনুমান্ সর্ব্বতোভাবে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, ইহাতে সংশয় নাই; কারণ কার্য্য সুসিদ্ধ না হইলে ইহাঁর এবম্বিধ নিনাদ হইত না।" তখন বানর সকল তাঁহার বাহু ও উরুর বেগজনিত শব্দ এবং কণ্ঠধ্বনি শ্রবণে হৃষ্ট হইয়া যেখানে সেখানে উৎপতিত হইতে লাগিল। তাহারা হনুমানের দর্শন অভিলাষে হৃষ্ট হইয়া শিখর হইতে অন্য শিখরে এবং শিখর হইতে শিখরে পতিত হইতে লাগিল। পাছে হনুমানকে নিরীক্ষণ করিতে গিয়া পতিত হয়, এই আশঙ্কায় ভীত হইয়া শাখা অবলম্বনপূর্ব্বক প্রীতচিত্তে বৃক্ষাগ্রে অবস্থিতি এবং সুদৃশ্য বসন কম্পিত করিতে লাগিল। মারুত যেমন পর্ব্বতগহ্বরমধ্যে লীন হইয়া গর্জ্জন করিতে থাকে, সেইরূপ বায়ু-নন্দন বলবান্ হনুমান্ ঘোরতর গর্জ্জন করিতে করিতে মেঘ সমূহের ন্যায় ঊর্দ্ধপথে আগমন করিতে লাগিলেন, বানর সকল ইহা অব-লোকন করিয়া অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক অবস্থিতি করিল। ইত্যবসরে পর্ব্বতপ্রতিম বীরবর বল-বান্ হনুমান্ অরিষ্ট নামক অচল হইতে উৎপ্লুত হইয়া পাদপসঙ্কুল মহেন্দ্র পর্ব্বতের শিখরে নিপতিত হইলেন। অধিক কি, তিনি আহ্লাদপূর্ণ অন্তঃকরণে ছিন্নপক্ষ ধরণীধরের ন্যায় আকাশ হইতে রমণীয় গিরিনির্ঝরে পতিত হইলেন।

অনন্তর প্রধান প্রধান বানর সকল প্রীত-চিত্ত হইয়া মহাত্মা হনুমানের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিল এবং তাঁহাকে পরি-বৃত করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিল। তাহারা ফল, মূলপ্রভৃতি উপায়ন দ্রব্য লইয়া প্রহৃষ্ট-বদনে হরিবর বায়ুসুতের নিকট গমন করি[illegible] তাঁহার অর্চ্চনা করিল। প্রধান প্রধান [illegible]রেরা অতীব হৃষ্ট হইয়া হনুমানের আসন[illegible] পাদপশাখা আনয়ন করিল, কেহ প্রীত[illegible] কিল কিলা শব্দ করিয়া উঠিল, কেহ বা প্রফু[illegible] অন্তঃকরণে নিনাদ করিল। পরন্তু, সে[illegible] বিক্রান্ত পূজ্যবর কপিবর হনুমান্ তৎকালে[illegible] জাম্ববান্ প্রভৃতি পূজার্হ বৃদ্ধ বানরবৃন্দ[illegible] কুমার অঙ্গদকে অভিবাদন করিলেন এ[illegible] তৎ কর্ত্তৃক প্রতিপূজিত ও অপর বানরকর্ত্তৃ[illegible] প্রসাদিত হইয়া "সীতা দেবীর দর্শন পা[illegible]য়াছি" এই কথা সংক্ষেপে নিবেদন করিলে[illegible]

তৎকালে হনুমান্ বালি-তনয়ের হস্ত গ্র[illegible] পূর্ব্বক মহেন্দ্র শিখরের রমণীয় বন প্রদে[illegible] উপবেশন করিলেন। তখন বানরগণক[illegible] জিজ্ঞাসিত হইয়া তাহাদিগকে বলি[illegible] "অশোক বন-মধ্যে সেই অনিন্দিতা-জনক[illegible] তার সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি। ঘোর[illegible] রাক্ষসীরা সেই অবলার রক্ষায় নিযুক্ত রহিয়[illegible] তিনি রামের দর্শন লালসায় নিতান্ত উ[illegible] হইয়া একবেণী ধারণ করিয়াছেন, বিশে[illegible] উপবাস-নিবন্ধন ক্লান্ত, মলিন, জটিল এবং হইয়াছেন।"

মহাবল বানর সকল মারুতির অ[illegible] ন্যায় মধুর এই বচন শ্রবণ করিয়া অ[illegible] আহ্লাদিত হইল। তাহাদের মধ্যে কেহ [illegible] সিংহনাদ, কেহ নিনাদ, কেহ গর্জ্জন, [illegible] কিল কিলা-ধ্বনি, কেহ বা প্রতি-গর্জ্জন ক[illegible] কতকগুলি প্রধান প্রধান বানর অত্যন্ত আ[illegible]দিত হইয়া আয়ত অথচ দীর্ঘ লাঙ্গুল উ[illegible] করিয়া কম্পিত করিতে লাগিল। অপর[illegible] বানর সকল হৃষ্টচিত্তে গিরিশৃঙ্গ হইতে অব[illegible] হইয়া বানরবর শ্রীমান্ হনুমান্‌কে স্পর্শ করি[illegible] তখন অঙ্গদ সেই সকল বানর বীরগণের স[illegible] হনুমান্‌কে অনুত্তম বাক্য বলিতে আরম্ভ [illegible]লেন, বলিলেন "হে বানরোত্তম! বলে[illegible] বীর্য্যে তোমার সমান কোন বানর বিদ্য[illegible] নাই, যেহেতু তুমি একাকী বিস্তীর্ণ সাগর [illegible] হইয়া পুনরাগমন করতঃ আমাদিগের জ[illegible] দান করিলে। অধিক কি, তোমার প্রসা[illegible]

্য সম্পাদন করিয়া আমরা রামের সহিত
লিত হইব। তোমার প্রভুভক্তি ও বীর্য্য
 অদ্ভুত!! ধৈর্য্যও অনির্ব্বচনীয়!! ভাগ্য-
ই রাম রমণী যশস্বিনী সীতাদেবীকে নয়ন
র করিয়াছ। কাকুৎস্থ রাম দৈব-বশতঃ
র বিয়োগজনিত শোক ত্যাগ করিতে
বেন।”

তৎপরে বানর সকল প্রহৃষ্ট হইয়া অঙ্গদ,
বান্ এবং হনুমানের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া
এক বিশাল শিলা খণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ
ল। বানরবরেরা সেই গিরির বিশাল
খণ্ডে উপবিষ্ট হইয়া সাগর সন্তরণ বৃত্তান্ত
লঙ্কা, সীতা ও রাবণের দর্শন বিবরণ
করিবে বলিয়া হনুমানের বদনের প্রতি
উন্নামিত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিতি
তে লাগিল। সুরপতি যেমন দেবগণকর্তৃক
সিত হয়েন, সেইরূপ শ্রীমান্ অঙ্গদ বহু-
বানরে পরিবৃত হইয়া তথায় অধিষ্ঠান
লেন। কীর্ত্তিমান্ হনুমান্ এবং যশস্বী
, অঙ্গদদ্বয়ে বাহুযুগল অলঙ্কৃত করিয়া
ব উন্নত মহীধরের অগ্রভাগে উপবেশন
ল তাঁহার নিরতিশয় সৌন্দর্য্য বিকশিত
।

ইতি সপ্ত পঞ্চাশ সর্গ॥ ৫৭॥

অষ্ট পঞ্চাশ সর্গ।

ন্তর, হনুমান্ প্রভৃতি মহাবল বানর সকল
দ্র পর্ব্বতের শৃঙ্গে উপবেশন করিয়া নির
। প্রীতি লাভ করিল। মহাত্মা বানরবরেরা
হইয়া উপবিষ্ট হইলে, জাম্ববান্ অত্যন্ত
ইয়া সেই প্রীতচিত্ত কপিবর বায়ুনন্দন
ন্‌কে সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন।
লন,“হে কপিবর! তুমি কিরূপে দেবীর
ৎ লাভ করিলে? জানকীই বা তথায়
বস্থায় কাল যাপন করিতেছেন? দুরাত্মা
নই বা তাঁহার প্রতি কিরূপ ব্যবহা
তেছে? আমাদের নিকট এই সমস্ত
ন্ত যথাবৎ কীর্ত্তন কর। হে হনুমন্!
প্রকারে দেবীর অন্বেষণ করিলে? আর
তিনিই বা তোমাকে কি প্রত্যুত্তর দিয়াছেন?
আমরা তাহার তাৎপর্য্য অবগত হইয়া আত্ম-
বিং রাম সন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহার
নিকট যাহা ব্যক্ত করিতে পারিব আর যাহা
গোপন করিতে হইবে, সেই বিষয়ের চিন্তা
করিব, অতএব তৎসমস্ত আমাদের নিকট
ব্যক্ত কর।”

হনুমান্ তাঁহার বচনে অনুরুদ্ধ হইয়া সপু-
লকে সীতাদেবীর উদ্দেশে প্রণাম করিয়া
বলিতে লাগিলেন যে, “সাগরের দক্ষিণ পার
প্রাপ্তির প্রত্যাশায় সমাহিত হইয়া আপনা-
দিগের সমক্ষেই মহেন্দ্র পর্ব্বত হইতে আকাশে
উৎপতিত হই। ক্রমশঃ গমন করিতে করিতে
দূর হইতে মনোহর কাঞ্চনময় এক দিব্য শিখর
নয়নগোচর করিলাম। ঐ পর্ব্বত আমার পথ
অবরোধ করায় তাহাকে আমার ঘোর বিঘ্ন
বলিয়া প্রতীত হইল। সুবর্ণময় দিব্য নগবরের
সন্নিহিত হইয়া মনে করিলাম যে, ইহাকে ভয়
প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য; এই বিবেচনা করিয়া
সেই মহা পর্ব্বতে লাঙ্গুলের আঘাত করিলাম,
সেই প্রহারে তাহার সূর্য্য সমান কান্তি সমন্বিত
শিখর সহস্রধা বিদীর্ণ হইল।

সেই মহাগিরি আপনার তাদৃশ অবস্থা
অবগত হইয়া ‘পুত্র’ এই সুমধুর সম্ভাষণে
আমাকে আনন্দ রসে অভিষিক্ত করিয়া
কহিলেন যে, ‘আমি বায়ুর সখা, অতএব
আমাকে পিতৃব্য বলিয়া জানিবে। আমি
মহাসাগর মধ্যে বসতি করিয়া থাকি, আমার
নাম মৈনাক। পুরাকালে প্রধান প্রধান
পর্ব্বত সকলের পক্ষ ছিল, তাহারা প্রজা পীড়ন
করিয়া পৃথিবীর সকল স্থানেই বিচরণ করিত।
তৎকালে পাকশাসন ভগবান্ মহেন্দ্র পর্ব্বত-
গণের চরিত্র শ্রবণ করিয়া বজ্র প্রহারে তাহা-
দিগের পক্ষচ্ছেদন করিলেন। হে বৎস!
তোমার পিতা মহাত্মা অনিল তৎকালে
সাগর মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া আমাকে সেই
বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন। হে অরিদমন!
বাসবসম পরাক্রান্ত রঘুকুলতিলক রাম ধার্ম্মিক-
গণের অগ্রগণ্য, অতএব তাঁহার সাহায্য করা
আমার অবশ্য কর্ত্তব্য’।

অনন্তর, এই বিবরণ শ্রবণ করিয়া গিরিবর মহাত্মা মৈনাক সন্নিধানে আমার কর্ত্তব্য কার্য্যের বিষয় নিবেদন করিলাম, কিন্তু সত্বর গমনের জন্য আমার মনঃ চঞ্চল হইল, সুতরাং মহাত্মা মৈনাকের অনুমতি লইয়া নিরতিশয় বেগ অবলম্বন পূর্ব্বক অবশিষ্ট পথ গমন করিতে আরম্ভ করিলাম। তখন সেই মহাগিরি মৈনাকও তৎক্ষণাৎ মনুষ্য শরীরের অন্তর্হিত হইয়া পাষাণরূপে সাগর গর্ত্তে লীন হইলেন।

তৎপরে সুচিরকাল সবেগে গমন করিতেছি, ইত্যবসরে নাগমাতা সুরসাদেবী সাগর মধ্যে নয়নগোচর হইলেন। তিনি কহিলেন, 'হে হরিসত্তম! দেবতারা তোমাকে আমার ভক্ষ্যরূপে বিহিত করিয়া মৎসন্নিধানে প্রেরণ করিয়াছেন, অতএব আমি তোমাকে ভক্ষণ করিব'।

সুরসা এইরূপ কহিলে আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণতভাবে রহিলাম, অবশেষে মলিনবদনে এই কথা বলিলাম যে, অরিদমন দশরথ-তনয় শ্রীমান্ রাম, ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও সীতা সমভিব্যাহারে দণ্ডকারণ্যে প্রবিষ্ট হয়েন, তৎকালে দুরাত্মা রাবণ তাঁহার ভার্য্যা সীতাকে হরণ করিয়া আনিয়াছে। সুতরাং আমি রামের আদেশে দূত হইয়া তাঁহার নিকট গমন করিতেছি। এই প্রদেশ রামের অধিকৃত, অতএব তাঁহার সাহায্য করা তোমার উচিত; অথবা আমি তোমার নিকট এই সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, সীতার দর্শন বৃত্তান্ত নিবেদন করিবার নিমিত্ত অক্লিষ্টকর্ম্মা রামের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পুনর্ব্বার তোমার মুখমধ্যে আগমন করিব। পরন্তু কামরূপিণী সুরসা আমার এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিল যে, 'আমার নিকট আসিলে কেহই প্রতিগমন করিতে পারিবে না, আমার এই বর আছে।' সুরসার বচন শ্রবণ করিয়া তখন দশ যোজন শরীর বৃদ্ধি করিলাম, তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া তৎক্ষণাৎ আর পঞ্চ যোজন বিস্তার করিলাম। তখন সুরসা মদীয় শরীরের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা অধিকতর মুখ-ব্যাদান করিল, আমি তাহার বিস্তৃত মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া পুনর্ব্বার শরীর সঙ্কোচ করিতে বাধ্য হইলাম, অবশেষে সেই মুহূর্ত্তেই অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ হইয়া তাহার মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে বহির্গত হইলাম।

তৎকালে সুরসা স্বীয়রূপ ধারণ করিয়া পুনর্ব্বার আমাকে কহিল যে, 'হে সৌম্য! তুমি ইচ্ছানুসারে গমন কর। হে মহাবাহো বানর! আমি প্রীত হইয়াছি, অতএব তুমি মহাত্মা রামের সহিত সীতার সম্মিলন সম্পাদন করিয়া সুখ লাভ কর'।

তৎকালে সকল প্রাণীই "সাধু সাধু" বলিয়া আমার প্রশংসা করিল, তৎপরে বিপুল নভোমণ্ডলে গরুড়ের ন্যায় গমন করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে আমার ছায়া আকৃষ্ট হইতে লাগিল, কিন্তু কিছুই আমার নয়নগোচর হইল না। পরন্তু আমার বেগ নিতান্ত বিহত হইলে আমি দশ দিক্ অবলোকন করিতে লাগিলাম, তথাপি কে আমার গ[illegible] রোধ করিল, তাহার কিছুই দেখিতে পাইলা[illegible] না। ঈদৃশ বিঘ্ন উপস্থিত, অথচ এখা[illegible] কোনরূপ নিরীক্ষণ, করিতেছি না, অত[illegible] আমার গমনে প্রয়োজন কি? মনোম[illegible] ইহা আলোচনা করিয়া শোক প্রকাশ ক[illegible]তেছি, ইতি মধ্যে আমার অধোভাগে দৃ[illegible] নিপতিত হইল। দৃষ্টিপাত করিবামাত্র স[illegible] মধ্যে এক ঘোররূপা রাক্ষসী দেখিতে পা[illegible]লাম। কিন্তু নির্ভীক চিত্তে অবস্থিতি ক[illegible]তেছি, দেখিয়া সেই ভয়ঙ্করী রাক্ষসী বিব[illegible] হাস্য করিয়া ঘোররবে আমাকে এই অশু[illegible] বাক্য কহিল যে, 'হে মহাকায়! তুমি কো[illegible] স্থানে গমন করিতেছ? আমি বহুকাল অন[illegible]হারনিবন্ধন অতিশয় ক্ষুধিত হইয়া ভোজনা[illegible] তোমাকে অভিলাষ করিতেছি, অতএব তু[illegible] আমার এই দেহের প্রীতি বিধান কর[illegible] তৎপরে "অবশ্য" এই কথা বলিয়া তাহা[illegible] কথায় অঙ্গীকার করিলাম বটে, কিন্তু তাহা[illegible] মুখ প্রমাণ অপেক্ষা অধিকতর শরীর বৃ[illegible] করিলাম। তথাপি তাহার সুঘোর বদ[illegible]

মণ্ডল আমাকে ভক্ষণ করিবে বলিয়া উদ্যুক্ত রহিল। আমি কামরূপী, সুতরাং অনায়াসে বিঘ্ন বিনাশ করিতে সক্ষম, সে ইহা জানিতে পারিল না, প্রত্যুত আমি তৎকালে যে রূপান্তর অবলম্বন করিয়াছিলাম, তাহাও তাহার বোধগম্য হইল না। পরন্তু নিমিষান্তর মধ্যে বিপুল শরীর সংক্ষিপ্ত করিয়া তাহার বক্ষঃস্থল গ্রহণপূর্ব্বক নভোমণ্ডলে উৎপতিত হইলাম। পর্ব্বতাকারা ভীমা রাক্ষসীর মৎকর্ত্তৃক হৃদয় বিভিন্ন হইলে সে বাহুযুগল বিক্ষিপ্ত করিয়া লবণসাগরের জলমধ্যে পতিত হইল। তৎকালে "ভীমা সিংহিকা রাক্ষসী হনুমান্ কর্ত্তৃক অবিলম্বে নিহত হইয়াছেন" আকাশচারী মহাত্মাদিগের এই সুমধুর বাণী শ্রবণ করিলাম।"

হনুমান্ অঙ্গদপ্রভৃতিকে কহিলেন যে, 'আমি তাহাকে নিপাতিত করিয়া সীতা দর্শনের কাল বিলম্ব হওয়ায় পুনর্ব্বার গমন করিতে লাগিলাম, বহুদূর গমন করিয়া পর্ব্বতমণ্ডলমণ্ডিত সাগরের দক্ষিণতীর নয়নগোচর করিলাম। সেই সাগরকূলেই লঙ্কাপুরী অবস্থিত, দিনকর অস্তগমন করিলে আমি ভীমবিক্রম রাক্ষসদিগের অজ্ঞাতসারে তাহাদের নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। পুরীমধ্যে প্রবেশ করিতেছি, ইতিমধ্যে প্রাতঃকালীন মেঘসদৃশ নীলকান্তি কোন নারী বিকট হাস্য করিতে করিতে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল। সেই জ্বলিত অনলসদৃশ কেশজালমণ্ডিতা ভীষণাকৃতি মদীয় হিংসায় প্রবৃত্ত হইলে আমি তাহাকে দক্ষিণ মুষ্টি প্রহারে পরাজিত করিয়া প্রদোষকালে পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। তখন সে ভীত হইয়া আমাকে বলিল, "হে বীর! আমিই লঙ্কাপুরী, আমি যখন তোমার বিক্রমে পরাজিত হইয়াছি, তখন তুমি সমস্ত রাক্ষসকেই পরাজয় করিবে।' তৎপরে রাবণের অন্তঃপুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত রাত্রি বিচরণ করিলাম, তথাপি সুমধ্যমা জনক দুহিতার সাক্ষাৎ লাভ করিলাম না। রাবণের পুরমধ্যে সীতার দর্শন না পাইয়া শোকসাগরে ভাসমান হইলাম। কিন্তু তাহার আর পার দেখিতে পাইলাম না, সুতরাং শোক প্রকাশ করিতেছি ইতিমধ্যে কাঞ্চনময় অত্যুচ্চ প্রাকারবেষ্টিত অন্তঃপুর সন্নিহিত মনোহর উপবন নয়নপথে পতিত হইল। তৎপরে প্রাকার উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক উদ্যানস্থ নানা জাতীয় তরুবৃন্দের শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে অশোকবন মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখি এক বিশাল শিংশপাপাদপ অবস্থিত রহিয়াছে। অবশেষে সেই বৃক্ষের উপরি আরোহণ করিয়া কাঞ্চনসবর্ণ কদলীবন অবলোকন করিতে করিতে দেখিলাম, পদ্মপলাশনয়না বরারোহা শ্যামা সীতা শোকসন্তাপে নিতান্ত মলিন হইয়া তাহার অদূরে অবস্থিতি করিতেছেন। উপবাস নিবন্ধন তাঁহার বদন অতীব কৃশ, কেশকলাপ ধূলিপটলে আচ্ছন্ন; হরণকালে তাঁহার যে বসন ছিল, তাহাই কেবল পরিধানে রহিয়াছে। মাংস শোণিত ভক্ষিকা ব্যাঘ্রীরা যেমন হরিণীকে বেষ্টন করে, সেইরূপ বিরূপা ক্রূরা রাক্ষসীরা ভর্ৎসিতে রতা সীতার সর্ব্বদিক্ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।

অনন্তর, আমি অবিলম্বে মৃগনয়না সীতার সন্নিহিত হইয়া দেখিলাম, হেমন্তকাল সমাগত হইলে নলিনী যেমন বিবর্ণ হয়, সেইরূপ জানকী স্বামীর চিন্তায় নিতান্ত মলিন হইয়াছেন। তিনি পতিবিরহে এক বেণী ধারণ করিয়া দীনচিত্তে নিশাচরীদিগের মধ্যে ভূমিশয্যায় আসীন রহিয়াছেন। অধিক কি, রাবণকর্ত্তৃক সুখ সম্ভোগে বঞ্চিত হইয়া মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন। নিশাচরীরা তাঁহার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া ভৎর্সনা করিতেছে। রামরমণী যশস্বিনী জানকীর তাদৃশ অবস্থা অবলোকন করিয়া সেই শিংশপা বৃক্ষে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম।

তৎপরে রাক্ষসপতির আলয়ের অদূরে নূপুরে ও কাঞ্চীর শিঞ্জন মিশ্রিত অতিগম্ভীর হলহলা শব্দ শ্রবণে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া স্বীয় রূপ সংহারপূর্ব্বক পক্ষীর ন্যায় শিংশপা বৃক্ষের নিবিড় পত্রমধ্যে লুক্কায়িত হইলাম। ইত্যবসরে মহাবল রাবণ এবং তদীয় পত্নী সকল সীতার সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন বরারোহা বিদেহদুহিতা

রাক্ষসপতিকে দর্শন করিবামাত্র ত্রস্ত হইয়া উরুযুগল সঙ্কুচিত এবং বাহুদ্বারা পীন স্তনযুগল আচ্ছাদন করিলেন কিন্তু নিরতিশয়উদ্বিগ্ন হইয়া ইতস্ততঃ নিরীক্ষণপূর্ব্বক যখন আপনার কোন পরিত্রাণের উপায় দেখিতে পাইলেন না, তখন ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিলেন।

তখন দশানন সুদুঃখিতা সীতাকে কহিলেন, 'আমি তোমার নিকট অবনত মস্তকে পতিত রহিয়াছি, অতএব আমাকে সম্মানিত কর। হে গর্ব্বিতে সীতে! যদি তুমি গর্ব্ববশতঃ আমার সন্তোষ বিধান না কর, তাহা হইলে দুইমাস অবসানেই তোমার রুধির পান করিব।'

সীতাদেবী দুরাচার রাবণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে কোপাকুল হইয়া বলিলেন, 'রে রাক্ষসাধম! আমি অতুলপ্রভাব রামের ভার্য্যা, ইক্ষ্বাকুকুলতিলক দশরথের স্নুষা, তথাপি তুই আমার প্রতি অনুচিত বাক্য প্রয়োগ করিতেছিস্। অতএব তোর জিহ্বা কেন পতিত হইতেছে না? রে অনার্য্য! তুই রামের অনবস্থিতিকালে হরণ করিয়া তাঁহার অগোচরে লঙ্কায় আনয়ন করিয়াছিস, অতএব তোমার বীর্য্য অতীব নিন্দনীয়। রে পাপ! রঘুনন্দন রাম সত্যবাদী, শূর এবং সমরে লব্ধপ্রতিষ্ঠ, সুতরাং রামের সহিত তোর তুলনা করা দূরে থাকুক, তুই তাঁহার দাসেরও উপযুক্ত নহিস্।'

জানকীর এইরূপ কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া দশানন রাবণ রোষপরবশ হইয়া চিতাস্থ পাবকের ন্যায় সহসা জ্বলিত হইলেন। অমনি নিষ্ঠুরনয়নযুগল ঘূর্ণিত এবং দক্ষিণ মুষ্টি উন্নত করিয়া মৈথিলীকে হনন করিতে আরব্ধ করিলেন। তখন তাঁহার মহিলাগণ 'হাহাকার' করিয়া উঠিল। দুরাত্মার প্রধান ভার্য্যা মন্দোদরী স্ত্রীদিগের মধ্য হইতে আসিয়া নিবারণপূর্ব্বককামপীড়িত স্বীয় পতিকে সুমধুর বচনে বলিলেন, 'হে মহেন্দ্রসমবিক্রম! জানকী আমা অপেক্ষা সুন্দরী নহে, অতএব সীতাকে লইয়া প্রয়োজন কি? আমার সহিত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হউন। হে প্রভো! দেবকন্যা, গন্ধর্ব্বকন্যা এবং যক্ষকন্যাপ্রভৃতি আপনার অনেক মহিলা, অতএব তাহাদের সহিত ক্রীড়ায় নিরত হউন, সীতাকে লইয়া কি করিবেন?' মন্দোদরী এই কথা বলিলে, রমণীগণ সমাগত মহাবল রাক্ষসকে উত্থাপিত করিয়া সহসা পুরমধ্যে লইয়া গেল।

দশগ্রীব স্বীয় আলয়ে প্রবিষ্ট হইলে বিকৃতাননা রাক্ষসীরা সুদারুণ নিষ্ঠুরবাক্যে সীতা দেবীকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল, কিন্তু জানকী তাহাদের বাক্যে তৃণের ন্যায় অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলেন, সুতরাং সীতাসন্নিধানে তাহাদের গর্জ্জন বিফল হইল। পিশিতাশন নিশাচরীরা গর্জ্জন নিষ্ফল হওয়ায় নিশ্চেষ্ট হইয়া রাবণসন্নিধানে সীতার সুমহৎ ব্যবহারের বিষয় নিবেদন করিল। পরিশেষে সে সমস্ত রাক্ষসীরা রাক্ষসপতির আনুকূল্য সম্পাদনে নিরাশ ও নিরুৎসাহ হইয়া শ্রমবশতঃ নিদ্রার বশীভূত হইল। তাহারা প্রসুপ্ত হইলে পতির হিতাভিলাষিণী জানকী ভীত ও নিরতিশয় দুঃখিত হইয়া করুণস্বরে বিলাপ করত শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে ত্রিজটা তাহাদের মধ্য হইতে উত্থিত হইয়া বলিতে লাগিল, 'তোমরা আপনার আপনি খাইবে, কিন্তু অসিতনয়না সীতাকে কখন ভক্ষণ করিতে পারিবে না, কারণ ইনি জনকরাজের দুহিতা, দশরথের পুত্রবধূ ও পতিব্রতা। অদ্য রোমহর্ষকর অতি নিদারুণ একটি স্বপ্ন দর্শন করিয়াছি, তাহাতে প্রতীতি হয় যে, রাক্ষসদিগের বিনাশ এবং ইঁহার স্বামীর জয় লাভ হইবে। তৎকালে বৈদেহী আমাদিগকে রাঘব হইতে পরিত্রাণ করিতে পারেন, অতএব ইঁহার নিকট আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করি, ইহাই আমার অভিলাষ। দীনা দুঃখাবস্থায় যাহার এবম্বিধ স্বপ্ন দৃষ্ট হয়, তিনি অবিলম্বে বিবিধ দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া উত্তম সুখ লাভ করে; অতএব জনকনন্দিনী মৈথিলীকে প্রণিপাতদ্বারা প্রসন্ন করি, ইনি প্রসন্ন হইলে ইনি আমাদিগকে মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করিতে পারেন।'

অনন্তর, সেই লজ্জাশীলা বালা ভর্ত্তার ভাবি বিজয়সম্ভাবনায় আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, 'যদি ত্রিজটার বাক্য সত্য হয়, তবে তোমাদিগকে পরিত্রাণ করিব।' সীতার তাদৃশ দারুণ অবস্থা দর্শন করিয়া স্থিরচিত্তে কিয়ৎকাল চিন্তা করিলাম, কিন্তু আমার মনঃ কিছুতেই সুখী হইল না। তথাপি কি প্রকারে জানকীর সহিত সম্ভাষণ করিব, তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলাম। পরিশেষে অবধারণ করিয়া তাঁহার অগ্রে ইক্ষ্বাকুবংশের গুণকীর্ত্তন করিলাম। পরন্তু সীতাদেবী রাজর্ষির গুণকীর্ত্তনসমন্বিত মদীয় বচন শ্রবণপূর্ব্বক অশ্রুপ্লাবিতনয়নে প্রত্যুত্তর করিলেন, 'হে বানরবর! তুমি কে? কিরূপে এখানে আসিলে? প্রয়োজনই বা কি? আর রামের সহিত তোমার কিরূপে প্রীতি হইল? এই সকল বৃত্তান্ত তুমি আমার নিকট কীর্ত্তন কর।'

তাঁহার সেই বচন শ্রবণ করিয়া আমি বলিলাম, 'হে দেবি! প্রবল প্রতাপ মহাবল সুগ্রীব নামক বানরাধিপতি আপনার ভর্ত্তা রামের সহায় হইয়াছেন। আমি তাঁহার ভৃত্য, আমার নাম হনুমান্। অপ্রতিহতকর্ম্মা রাম আমাকে আপনকার নিকট পাঠাইয়াছেন, সেই জন্য এস্থলে আগমন করিয়াছি। অধিকন্তু হে যশস্বিনি! পুরুষপ্রবর শ্রীমান্ দশরথনন্দন অভিজ্ঞান স্বরূপ এই অঙ্গুরীয়কটি আপনাকে প্রদান করিয়াছেন। হে দেবি! আপনাকে সমুদ্রের উত্তরকূলে রাম ও লক্ষ্মণের নিকট লইয়া যাইব? অথবা আপনার কোন্ আজ্ঞা প্রতিপালন করিব, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি।' জনকদুহিতা সীতা ইহার মর্ম্ম অবগত হইয়া বলিলেন যে, 'রাঘব রাবণকে সমূলে সংহার করিয়া আমাকে স্বীয় আলয়ে লইয়া যান, ইহাই আমার বাসনা'। তখন সেই অনিন্দিতা আর্য্যা সীতাকে প্রণাম করিয়া যাহাতে রামের আহ্লাদ জন্মে, তাদৃশ অভিজ্ঞান প্রার্থনা করিলাম।

পরে সেই বরারোহা সীতা আমাকে কহিলেন, "তুমি এই মণি গ্রহণ কর, মহাবাহু রাম ইহা পাইয়া তোমাকে অধিকতর সম্মানিত করিবেন"। এই কথা বলিয়া আমাকে একটি অতি উৎকৃষ্ট মণি প্রদান করিলেন, কিন্তু আরও অধিক উদ্বিগ্ন হইয়া রামের নিকট বর্ণন করিবার জন্য কতকগুলি পূর্ব্ব বিবরণ বলিয়া দিলেন।

অনন্তর, এখানে প্রত্যাগমন করিব বলিয়া মনোমধ্যে স্থির সঙ্কল্প করিলাম, অবশেষে সমাহিত চিত্তে রাজতনয়াকে প্রণাম করিয়া প্রদক্ষিণ করিতেছি, ইতিমধ্যে আর্য্যা সীতা বাষ্প গদ্গদস্বরে আমাকে কহিলেন যে, 'হনুমন্! তুমি রাঘবসন্নিধানে আমার বৃত্তান্ত এরূপ ভাবে বর্ণন করিবে, যেন সেই বীরবর রাম এবং লক্ষ্মণ শ্রবণমাত্র সুগ্রীব সমভিব্যাহারে অচিরে আগমন করেন; কারণ পূর্ব্ব নিয়মানুসারে আমার জীবিতকাল দুই মাস মাত্র অবশিষ্ট আছে, ইহার মধ্যে কাকুৎস্থ রাম না আসিলে আমি অনাথার ন্যায় জীবন বিসর্জ্জন করিব, সুতরাং তিনি আমাকে আর দেখিতে পাইবেন না।'

তাঁহার সেই করুণ বচন শ্রবণ করিবামাত্র ক্রোধোদয় হওয়ায় আমার শরীর পর্ব্বতের ন্যায় বর্দ্ধিত হইলে, তখন লঙ্কানাশরূপ অবশিষ্ট কার্য্যের পর্য্যালোচনা করিয়া যুদ্ধাশয়ে তাহার বন ভগ্ন করিতে আরম্ভ করিলাম। বন খণ্ড ভগ্ন হইবামাত্র পক্ষী এবং মৃগকুল ত্রস্ত হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল। এই অবকাশে বিকৃতাননা রাক্ষসীরা জাগরিত হইয়া ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে করিতে সেই বন মধ্যে আমাকে দেখিতে পাইল। তাহারা সকলে সমবেত হইয়া সত্বর গমন করিয়া রাবণ সন্নিধানে নিবেদন করিল যে, 'রাজন্! আপনার মহাবল বীর্য্য প্রভাব না জানিয়া দুরাত্মা বানর ভবদীয় দুর্গম বন ভগ্ন করিয়াছে। মহারাজ! সে যখন আপনকার অপ্রিয় আচরণ করিয়াছে, তখন তাহার নিতান্ত দুর্বুদ্ধি বলিতে হইবে, অতএব সত্বর তাহার বধাদেশ করুন, সে যেন পুনর্ব্বার যাইতে না পারে।' রাক্ষসপতি তাহা শ্রবণ করিয়া কতকগুলি দুর্জ্জয় রাক্ষসকে প্রেরণ করিলেন।

রাবণের মনোমত ভৃত্যের শূল ও মুদ্গর ধারণ পূর্ব্বক সেই বন ভূমিতে আসিবামাত্র আমি পরিঘ প্রহারে অশীতি সহস্র রাক্ষসকে নিপাতিত করিলাম। তাহাদের মধ্যে যাহারা হতাবশিষ্ট ছিল, সেই লঘু বিক্রম রাক্ষসেরা এই সম্বাদ রাবণসকাশে নিবেদন করিল। এই অবকাশে অনুত্তম চৈত্য প্রাসাদ নষ্ট করিতে আমার বাসনা হইল, অমনি কোপপরবশ হইয়া স্তম্ভের আঘাতে তত্রত্য এক শত রাক্ষসকে যমরাজের অতিথি করিয়া লঙ্কার ললামভূত সেই প্রাসাদ ধ্বংসাবশেষ করিলাম।

অনন্তর, রাক্ষসপতি বিকটাকার ভয়ঙ্কর অধিক সংখ্যক রাক্ষসসহ প্রহস্তসুত জম্বুমালিকে সমরগমনে আদেশ করিলেন। আমি ঘোরতর পরিঘ প্রহারে সমরবিশারদ বলবান্ রাক্ষসকে অনুচরের সহিত সংহার করিলাম। ইহা শ্রবণ করিয়া রাক্ষসেন্দ্র রাবণ পদাতিক সেনা সমভিব্যাহারে বলবান্ মন্ত্রিপুত্রদিগকে প্রেরণ করিলেন। আমি তাহাদিগকেও পরিঘ-দ্বারা শমনসদনে পাঠাইলাম। পরিশেষে লঙ্কাপতি লঘুবিক্রম মন্ত্রিপুত্রদিগের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শৌর্য্যশালী পাঁচ জন সেনাপতিকে প্রেরণ করিলেন। আমি সৈন্যসহ তাহাদের সকলকে নিপাতিত করিলাম। তৎপরে দশানন বহুতর রাক্ষসসেনা সমভিব্যাহারে স্বীয় সুত মহাবল অক্ষকে সমরে পাঠাইলেন। পরন্তু মন্দোদরীপুত্র রণকোবিদ কুমার অক্ষ অসিচর্ম্ম ধারণ করিয়া যেমন আকাশপথে উৎপতিত হইতেছিল, অমনি সহসা তাহার পাদযুগল গ্রহণপূর্ব্বক শতবার ঘূর্ণিত করিয়া নিষ্পিষ্ট করিয়া ফেলিলাম।

দশবদন রাবণ 'অক্ষ আসিয়া ভগ্ন হইয়াছে' এই কথা শুনিবামাত্র দ্বিতীয় পুত্র যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাবল ইন্দ্রজিতকে সংগাম অবতরণে আদেশ করিলেন। আমিও সমরে সেই রাক্ষসবর ইন্দ্রজিৎ এবং সেনা নিচয়ের তেজোহানি করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলাম। পরন্তু মহাবাহু ইন্দ্রজিৎ অত্যন্ত বলবান্, অতএব অনায়াসে শত্রু জয় করিবে এই বিপুল বিশ্বাসের বশীভূত হইয়া রাক্ষসপতি মদগর্ব্বিত বীরগণের সহিত তাহাকে সংগ্রাম গমনে অনুমতি করেন। ই[illegible] সে স্বীয় সৈন্যের পরাজয় এবং আমার অ[illegible] পরাক্রম দর্শন করিয়া আমাকে ব্রহ্মাস্ত্রে ব[illegible] পূর্ব্বক সবেগে প্রস্থান করিল। অমনি অপরাপ[illegible] রাক্ষসেরা রজ্জু-দ্বারা বন্ধন করিয়া আমাকে রাবণসমীপে লইয়া গেল। দুরাত্মা রাব[illegible] আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কি জন্য লঙ্কা[illegible] আগমন করিয়াছ? রাক্ষসনাশেই তোমা[illegible] প্রয়োজন কি?' আমি কহিলাম, আমি সীতা[illegible] নিমিত্তই সমরে সেই সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠা[illegible] করিয়াছি। হে বিভো! তাঁহারই দর্শনাভিলাষে আপনকার আলয়ে আগমন করিয়াছি। আমি বায়ুর ঔরসপুত্র, সুগ্রীবের সচিব এবং রামের দূত, আমার নাম হনুমান্। আমি তাঁহা[illegible] দৌত্যকার্য্য সম্পাদনের জন্য আপনকার আল[illegible] আসিয়াছি। আপনার নিকট যাহা বলিতে আদেশ করিয়াছেন, তাহা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন্। হে রাক্ষসেশ! বানরপতি সুগ্রীব সাম্ববাদের সহিত আপনার কুশল জিজ্ঞাস[illegible] করিয়াছেন। হে মহাভাগ! সুগ্রীব আপনা[illegible] হিতকর, ধর্ম্ম, অর্থ ও কামযুক্ত এই সক[illegible] কথা বলিয়াছেন, 'আমি বিশাল তরুরাজি[illegible] শোভিত ঋষ্যমূক পর্ব্বতে বসতি করিতেছিলাম ইতিমধ্যে রণবিক্রান্ত রাম আসিয়া আমা[illegible] সহিত মিত্রতা করিলেন। রাজন্! তিনি আমাকে কহিলেন, যে, রাক্ষসে আমার ভার্য্যা অপহর[illegible] করিয়াছে, তদ্বিষয়ে আমার সহায়তার জন্য প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে'। সুগ্রীব বালী কর্ত্তৃক হৃত রাজ্য হইয়াছিলেন, সুতরাং রাম ও লক্ষ্মণের সহিত অগ্নি সাক্ষী করিয়া মিত্রত[illegible] করিলেন। রাম একটি শরে সংগ্রামে বালীকে নিহত করিয়া সুগ্রীবকে বানরদিগের অধিপতি করিয়াছেন; অতএব তাঁহার সাহায্য কর[illegible] অবশ্য কর্ত্তব্য, সেই জন্য ধর্ম্মানুসারে আপনার সন্নিধানে দূত পাঠাইয়াছেন। বানর বীরেরা যাবৎ আপনার বলনাশ না করি[illegible]তেছে, তাহার মধ্যে অতি ত্বরায় সীতাকে রামহস্তে প্রত্যর্পণ করুন্। বানররাজ [illegible] আপনাকে এই কথা বলিয়াছেন, '[illegible]রাকালে [illegible] বানরগণ নিমন্ত্রিত হইয়া দে[illegible]গণের নিক[illegible]

করিত, সেই বানরদিগের প্রভাব কে না
ত আছে ?”
নন্তর, রৌদ্রকর্ম্মা দুরাত্মা রাক্ষস রাবণ
র কথা শুনিয়া কোপে লোচন দ্বারা
করিয়াই যেন আমাকে দেখিতে লাগিল
আমার প্রভাব না জানিয়াই বধাদেশ
া। তৎপরে তাহার ভ্রাতা মহামতি
ষণ আমার জন্য রাক্ষসরাজের সন্নিধানে
না করিলেন,হে রাক্ষসশার্দ্দূল! এঅবধ্য ;
তঃ আপনি যাহা অবধারণ করিতেছেন,
থ রাজশাস্ত্রের বহির্ভূত ; অতএব এই
জ্ঞা পরিত্যাগ করুন্। হে নিশাচরপতে!
ধ্য’ ইহা ত রাজশাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না, বিশে-
তেরা প্রভুর নিকট যাহা শুনিয়া আইসে,
ই নিবেদন করে। হে অতুলবিক্রম!
য় অপরাধ হইলে দূতের বিরূপদণ্ড বিহিত
কন্তু শাস্ত্রে তাহার বধদণ্ড নাই।’ রাবণ
ণের কথা শুনিয়া সেই রাক্ষসদিগকে
ন যে, ইহার লাঙ্গুল দহন কর।’ তখন
ই প্রচণ্ডবিক্রম রাক্ষসেরা তাঁহার বচন
করিয়া কার্পাস বস্ত্র এবং শণদ্বারা আমার
পুচ্ছ বেষ্টন করিল। পরে তাহারা
ষ্টি-দ্বারা প্রহার করিতে করিতে আমার
প্রজ্বলিত করিয়া দিল। যদিচ রাক্ষসগণ
বিবিধ পাশে বদ্ধ হইয়াছিলাম বটে,
দিবসে নগরী দর্শন করিব বলিয়া তৎ-
আমার কিছুমাত্র পীড়া হয় নাই। তৎ-
রাক্ষসবীরেরা আমাকে সমভিব্যাহারে
নগরদ্বারে আগমন পূর্ব্বক রাজমার্গে
অবস্থাদির ঘোষণা করিতে লাগিল।
পুনর্ব্বার বিশালরূপ সংক্ষেপ করিয়া
র বন্ধন মোচনপূর্ব্বক প্রকৃত অবস্থায়
া এবং তৎক্ষণাৎ আয়স পরিঘ গ্রহণ
সেই রাক্ষসদিগকে শমন সদনে প্রেরণ
ম। সংহার করিয়াই অতিবেগে সেই
রে উল্লম্ফন করিলাম। প্রলয়ানল যেমন
াশ করে, সেইরূপ আমিও অসম্ভ্রমে
লাঙ্গুললগ্ন অনল-দ্বারা রাজভবন হইতে
পর্য্যন্ত সমস্ত নগর ভস্মসাৎ করিলাম।
রীই দগ্ধ হইয়াছিল, সুতরাং লঙ্কার
কোন স্থানই অদগ্ধ দৃষ্ট হইল না, অতএব জান-
কীও তৎসমভিব্যাহারে দগ্ধ হইয়াছেন সন্দেহ
নাই। আমি লঙ্কা দহন করিতে গিয়া সীতাকে
দগ্ধ করিয়াছি, সুতরাং মৎকর্তৃক রামের এই
সুমহৎ কার্য্য বিফল হইল। আমি শোক
সন্তপ্ত হইয়া এইরূপ চিন্তায় নিমগ্ন
রহিলাম। ইত্যবসরে ‘জানকী দগ্ধ হয়েন
নাই’ চারদিগের এই বিস্ময়কর অদ্ভুত
বচন শ্রবণমাত্র আমার জ্ঞানের উদয় হইল।
তখন জনকতনয়া যে দগ্ধ হয়েন নাই ইহা
শুভসূচক নিমিত্ত দ্বারা আমার অন্তঃকরণে
প্রতীত হইল। মদীয় লাঙ্গুল প্রদীপ্ত হইলে
পাবক আমাকে দহন করিলেন না, অধিকন্তু
সুগন্ধ সমীরণ আমার হৃদয় আহ্লাদিত
করিলেন। সেই সেই শুভলক্ষণ দেখিয়া
এবং ঋষিবাক্যের মর্ম্ম অবগত হইয়া তৎকালে
আমার অন্তঃকরণ অতীব হৃষ্ট হইল। পুন-
র্ব্বার বৈদেহীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তৎ-
সন্নিধানে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

অনন্তর, অরিষ্ট নামক পর্ব্বতে আরোহণ
করিয়া আপনাদিগের দর্শন আকাঙ্ক্ষায় পুন-
র্ব্বার প্রত্যাগমন করিতে আরম্ভ করিলাম।
ক্রমশঃ চন্দ্র, সূর্য্য, সিদ্ধ, শমন এবং গন্ধর্ব্ব-
দিগের পথ অবলম্বনপূর্ব্বক গমন করিতে
করিতে আপনাদিগকে এই স্থানে দেখিতে
পাইলাম। পরন্তু রাঘবের প্রসাদে এবং
আপনাদিগের তেজঃপ্রভাবে সুগ্রীবের সমু-
দয় কার্য্যই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অধিক কি,
এই সমস্ত কার্য্য তথায় যথানিয়মে সম্পন্ন
করিয়াছি, আর যাহা অবশিষ্ট রহিয়াছে, তৎ
সমস্ত আপনারা সম্পাদন করুন্।”

ইতি অষ্ট পঞ্চাশ সর্গ। ৫৮॥

একোনষষ্টিতম সর্গ।

বায়ুতনয় হনুমান্ সমস্ত বর্ণন করিয়া
পুনর্ব্বার উত্তর করিতে লাগিলেন। “সুগ্রী-
বের উৎসাহ এবং রামের উদ্যোগ সফল
হইল, বিশেষতঃ সীতার স্বভাব দর্শনে আমার
মনঃ অত্যন্ত প্রীত হইয়াছে। হে বানরবরগণ!

আর্য্যা সীতার চরিত্র অরুন্ধতীর সদৃশ; তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া লোক সকল দহন করিতে আবার তপোবলে রক্ষা করিতেও পারেন। দেখ, রাক্ষসপতি রাবণও মহাতপস্বী; সুতরাং সীতাকে স্পর্শ করিলেও তপঃপ্রভাবে তাহার শরীর বিনষ্ট হয় নাই। পতিব্রতা জনক সুতা রোষপরবশ হইয়া যাহা করিতে পারেন, অনলশিখা পাণিস্পৃষ্ট হইয়াও তাহা করিতে পারেন না। জাম্ববান্ প্রভৃতি প্রধান প্রধান বানরদিগের অনুজ্ঞা লাভ করিয়া সীতার অন্বেষণ করিতে গিয়া যাহা ঘটনা হইয়াছিল, তৎসমুদয় আপনাদের সমক্ষে নিবেদন করিলাম, এখন বৈদেহীর সহিত রাম লক্ষ্মণকে একত্র নিরীক্ষণ করা আমাদিগের উচিত।"

হনুমান্ কহিলেন, "আমি প্রবল পরাক্রমে একাকীই রাক্ষসবৃন্দের সহিত লঙ্কা নগর ধ্বংস এবং রাবণকে শমনসদনে প্রেরণ করিতে পারি। পরন্তু আপনারা সকলেই পরাক্রান্ত, বীর, অস্ত্রকুশল এবং সমর্থ; বিশেষতঃ জয়াভিলাষী ও অধ্যবসায়সম্পন্ন। অতএব আপনাদের সহিত সমবেত হইয়া ঐ কার্য্য সম্পাদন করিব; তাহা বলা বাহুল্য। সৈন্য, সহোদর সুত এবং অনুচরবর্গের সহিত রাবণকে আমিই সমরে সংহার করিব। যদিচ ইন্দ্রজিতের ব্রাহ্ম, রৌদ্র, বায়ব্য এবং বারুণ প্রভৃতি অস্ত্র সকল সংযুগে দুর্নিরীক্ষ্য, তথাপি সেই অস্ত্রজাল বিনষ্ট করিয়া সমস্ত রাক্ষসদিগকে বধ করিব। আপনাদের অনুজ্ঞা ব্যতীত আমার বিক্রম রুদ্ধ রহিয়াছে; শৈল সকল মদীয় বাহুবলে নিরন্তর নিক্ষিপ্ত হইয়া দেবতাদিগকেও সংগ্রামে সংহার করিতে পারে, নিশাচর ত অতিসামান্য! সাগরও বেলাভূমি অতিক্রম করিতে পারে, মন্দর পর্ব্বতও স্বস্থান হইতে চলিত হইতে পারে, কিন্তু অরিবাহিনী জাম্ববান্‌কে সমরে কুপিত করিতে পারিবে না। বিশেষতঃ বালিতনয় বীর অঙ্গদ একাকী প্রধান প্রধান রাক্ষসবীরদিগকে বিনষ্ট করিতে সক্ষম। মহাত্মা নীলের গুরুতর বেগে আহত হইয়া মন্দর পর্ব্বতও বিশীর্ণ হয়েন, অতএব রাক্ষসগণ যে যুদ্ধে অবসন্ন হইবে, তাহার আর বিচি কি? দেব, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, উরগ এব পক্ষিমধ্যে মৈন্দ অথবা দ্বিবিদের প্রতিযো কে আছে, তাহা আপনারা বলুন। হরিস অশ্বিপুত্রযুগল অতিশয় বলবান্; রণা ইহাদের প্রতিযোদ্ধা দৃষ্ট হয় না। লঙ্কানগরী কর্তৃক দগ্ধ ও ভস্মীভূত হইয়া নষ্টপ্রায় হইয়াছে অধিকন্তু সমস্ত রাজমার্গে এইরূপে সকলের ঘোষণা করিয়াছি যে, অতিবল রাম ও মহা লক্ষ্মণ অতীব উৎকর্ষের সহিত অব করিতেছেন, বানররাজ সুগ্রীব রাম রক্ষিত হইয়া বিজয় লাভ করিয়াছেন। আ কোশলরাজ রামচন্দ্রের দাস, বায়ুর সন্ত আমার নাম হনুমান্, এইরূপে সর্ব্বত্র সক নাম কীর্ত্তন করিয়াছি। পতিনিরতা জ দুহিতা রাক্ষসীগণে পরিবৃত হইয়া দুঃখি রাবণের অশোকবনমধ্যে শিংশপামূলে দী ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। শোকসন্ত কৃশ হওয়ায় বৈদেহীর দেহকান্তি মেঘ রে পরিবৃতা চন্দ্রলেখার ন্যায় প্রভাহীন হইয়া সেই সুশ্রোণী জনকতনয়া স্বামীর প্রতি নি অনুরক্ত; সুতরাং বলগর্ব্বিত রাবণকে অ বিবেচনায় গণনা না করিয়াই অবষ্টব্ধ রহিয়াছেন! শোভনা বিদেহদুহিতা রাত্মার তুল্য রামকে ভালবাসেন, সু নহুষাবরুদ্ধা পৌলোমীর ন্যায় রামের চি নিমগ্ন আছেন। সীতা ধূলায় ধূসরি একমাত্র বসনে পরিবৃত হইয়া রাক্ষসী মধ্যে রহিয়াছেন, আর সেই বিরূপা নি রীরা মুহুর্মুহু তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে ভর্ত্তৃচিন্তা পরায়ণা দুঃখিতা সীতা এক ধারণ এবং ভূতলে শয়ন করিয়া হি পদ্মিনীর ন্যায় বিবর্ণ হইয়াছেন। রাবণকর্তৃক স্বীয় অভিলাষে বঞ্চিত মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন। রাবণের কাননে এই অবস্থা দর্শন করিয়া তাঁহা উৎপাদন করিলাম।

অনন্তর, "সুগ্রীবের সহিত রামের হইয়াছে, এই কথা শুনিয়া সীতা অতিশ হইলেন, পরে আমার জিজ্ঞাসানুসারে

র্শন করিলেন। সীতার সতত সদাচার ও নরতিশয় স্বামিভক্তি যে দশাননকে হনন রিতেছে না, কেবল রাবণের তপোবলই াহার হেতু। তাহার নিধনে রাম কেবল লক্ষমাত্র হইবেন। সেই সীতা স্বভাবতঃ াঙ্গী বিশেষতঃ রামের বিয়োগে কৃশ হইয়া াতিপদে পাঠশীল ছাত্রের ন্যায় অতীব ক্ষীণ ইয়াছেন। মহাভাগা সীতা শোকনিবন্ধন ইরূপে কালযাপন করিতেছেন, এখন এবিষয়ে াহা কর্ত্তব্য হয়, আপনারা তাহার উপায় ধান করুন্।

ইতি একোনষষ্টিতম সর্গ ॥ ৫৯ ॥

ষষ্টিতম সর্গ।

বালিতনয় অঙ্গদ হনুমানের কথা শুনিয়া হিলেন, "হরিসত্তম মহাবল অশ্বিপুত্রযুগল াতিশয় বলবান্, বিশেষতঃ পিতামহের বর-র্পে নিতান্ত দর্পিত। পুরাকালে সর্ব্বলোক-পতামহ ব্রহ্মা অশ্বীর সম্মানের জন্য ইহা-গকে সর্ব্ব প্রাণীর অবধ্য বর দান করিয়া-ছেন। এই মহাবল বীরযুগল সেই বরদর্পে ন্মত্ত হইয়া সুরগণের মহতী চমূ মথিত রিয়া অমৃত পান করিয়াছিল। অতএব হারা কুপিত হইলে রথ, অশ্ব এবং কুঞ্জরের হিত লঙ্কাপুরী অনায়াসে বিনষ্ট করিতে ারে। সমস্ত বানরের কথা দূরে থাকুক, ামি একাকীই ঘোরতর পরাক্রমে মহাবল বণবধ এবং রাক্ষসবৃন্দের সহিত লঙ্কা নগর ংস করিতে পারি। পরন্তু আপনারা সকলেই রাক্রান্ত, অস্ত্রবিশারদ এবং বীর; সুতরাং কল কার্য্যেই সমর্থ; বিশেষতঃ জয়াভিলাষী অধ্যবসায়সম্পন্ন; অতএব আপনাদের হিত মিলিত হইয়া ঐ কার্য্য সম্পাদন করিব, াহার আর বিচিত্র কি? আমরা শুনিয়াছি, যুতনয় লঙ্কাপুরী দগ্ধ এবং দেবীর সাক্ষাৎ াভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে আনিতে ারেন নাই। আপনারা সকলেই বিখ্যাত পৌরুষ সম্পন্ন, অতএব ইহা রামসন্নিধানে নিবেদন করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করি না। হে বানরসত্তমগণ! সুরলোক অথবা দৈত্যলোকের মধ্যে পরাক্রমে বা প্লবনে তোমা-দের তুল্য কেহই নাই। অতএব আমরা রাক্ষসসহ লঙ্কা জয় এবং সমরে রাবণকে সংহার করিয়া হৃষ্টচিত্তে সীতাকে লইয়া গমন করিব। হনুমান্‌কর্ত্তৃক রাক্ষসেরা নিহত হইলে জানকীকে লইয়া যাওয়া ভিন্ন অপর কোন কার্য্যই নাই, অতএব আমরা জনকতনয়াকে লইয়া রাম ও লক্ষ্মণের সমক্ষে স্থাপন করিব। অতএব হে বানরবরগণ! সেই কিষ্কিন্ধ্যাবাসী বানর সকলকে দুঃখভাগী করায় আবশ্যক কি? অতএব আমরা প্রধান প্রধান রাক্ষস সকলকে নিপাতিত করিয়া রাম, লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীবের সহিত সাক্ষাৎ করিব"

অঙ্গদ এইরূপ অবধারণ করিলে কার্য্যবিদ্ হরিসত্তম জাম্ববান্ পরম প্রীত হইয়া অর্থ-সমন্বিত বাক্যে বলিতে লাগিলেন, "হে মহা-বুদ্ধি কপিবর! তুমি যাহা কহিলে তাহা যুক্তি সঙ্গত নহে, কারণ, দক্ষিণদিকে সীতার অন্বেষণ করিবার জন্য আমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন, কিন্তু মতিমান্ রাম অথবা বানররাজ সুগ্রীব সীতাকে লইয়া যাইতে অনুমতি করেন নাই। প্রথমতঃ জয় করাই দুঃসাধ্য, যদিচ বহুকষ্টে জয় করিয়া সীতাকে উদ্ধার করা যায় বটে, কিন্তু নৃপবর রাঘব স্বীয় কুলমর্য্যাদানুসারে অস্মদাদি-দ্বারা নির্জ্জিত করিয়া সীতাকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন না। বিশেষতঃ রাজা বানরবর সকলের সমক্ষে সীতাকে স্বয়ং উদ্ধার করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, অতএব তাঁহাকে কেন মিথ্যাবাদী করিবে? হে বানরবর সকল! ইহাতে যখন তাঁহার তুষ্টি হইবে না, তখন সেই নিষ্ফল কার্য্যে আবশ্যক কি? অধিকন্তু আমাদের বীর্য্য প্রকাশ করাও বিফল হইবে, অতএব এই কার্য্যের বিবরণ নিবেদন করি-বার জন্য আমরা সকলে রাম, লক্ষ্মণ এবং মহাতেজা সুগ্রীবসন্নিধানে গমন করিব। হে রাজপুত্র! আপনি যতদূর বিবেচনা করিতেছেন, আমাদিগের এই বিচার তত-দূর অসঙ্গত হয় নাই। পরন্তু রাম যেরূপ

কল্পনা করিয়াছেন, তাঁহার কার্য্যসিদ্ধির প্রতি তোমারই সেইরূপ বিবেচনা করা উচিত।,,

ইতি ষষ্টিতম সর্গ ॥ ৬০ ॥

একষষ্টিতম সর্গ।

মহাকপি মারুতি এবং অঙ্গদপ্রভৃতি বনবাসী বীর সকল জাম্ববানের বাক্যে অনুমোদন করিল। পরে বায়ুতনয়প্রমুখ বানরবরেরা প্রীত চিত্তে মহেন্দ্রপর্ব্বত হইতে উৎপতিত হইয়া লম্ফে লম্ফে গমন করিতে লাগিল। মেরু ও মন্দরসদৃশ মহাকায় মহাবল বানর সকল মত্ত মহামাতঙ্গের ন্যায় আকাশমণ্ডল আচ্ছাদন করিল। সেই সিদ্ধগণকর্ত্তৃক সম্মানিত আত্মজ্ঞানসম্পন্ন মহাবল অতিবেগ হনুমানকে তাহারা প্রীতিপূর্ব্বক অনিমিষনয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। রামচন্দ্র সমস্ত কার্য্য সিদ্ধ করিয়া পরম যশো লাভ করিবেন এবং তাহারা অপনাদের নিরতিশয় যশো বিস্তার করিবে, ইহা নিশ্চয় করিয়া মনোরথ সফল বিবেচনা করিল! সীতার দর্শন লাভে সকলেই উন্নত চিত্ত, সকলেই প্রিয় সংবাদ দিবার নিমিত্ত উৎসুক, সকলেই সংগ্রামোৎসাহী, সকলেই হৃষ্টান্তঃকরণে রামের বৈরনির্য্যাতনে কৃতসংকল্প।

অনন্তর, সেই কাননবাসী বানরবৃন্দ প্লুতগতি অবলম্বনপূর্ব্বক আকাশমার্গ গমন করিতে করিতে শত শত পাদপশোভিত নন্দনসদৃশ প্রাণিপুঞ্জের মনোহর মধুবন সন্নিধানে উপস্থিত হইল। ঐ কানন সুগ্রীবের অনুচরবর্গদ্বারা সতত রক্ষিত হইয়া থাকে, সুতরাং কোন প্রাণীরই ধর্ষণ করিবার সাধ্য নাই। বিশেষতঃ মহাত্মা বানররাজ সুগ্রীবের মাতুল দধিমুখ নামক বানর, তাহার রক্ষায় নিরন্তর নিরত ছিলেন। বানরপতির মনের প্রীতিপ্রদ রমণীয় বনে গমন করিয়া বানর সকল মধু পান প্রত্যাশায় অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইল। তৎপরে মধুসদৃশ পিঙ্গলবর্ণ বানরগণ বিশাল মধুবন দর্শনে হৃষ্ট হইয়া কুমার সন্নিধানে মধু প্রার্থনা করিল। তখন কুমার অঙ্গদ জাম্ববান্‌প্রভৃতি বৃদ্ধ বানরদিগের অনুমতি লইয়া তাহাদিগকে মধুপান করিতে আদেশ করিলেন। সেই মদমত্ত বানরগণ বালিতনয় মতিমান্ কুমার অঙ্গদের অনুমতি পাইয়া মধুকরাকুল পাদপবৃন্দের সন্নিহিত হইল। তাহারা সুগন্ধি মূল এবং ফল ভক্ষ করিয়া অতিশয় হর্ষ লাভ করিল। সেই বনবাসী বানর সকল অনুজ্ঞা লাভে অতী হৃষ্ট হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। তৎপরে কেহ গান, কেহ হাস্য, কেহ নৃত্য, কে প্রণাম, কেহ পাঠ, কেহ ইতস্ততঃ গমন, কে উল্লম্ফন, কেহ প্রলাপ বলিতে আরম্ভ করিল কেহ পরস্পর আশ্রয় করিল, কেহ কেহ পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইল, কেহ পাদপ হইতে পাদপান্তরে, কেহ ক্ষিতিতল হইতে পর্ব্বতশিখরে, কেহ বা অতিবেগে মহীত হইতে বৃক্ষাগ্রে উৎপতিত হইল। কেহ গা করিতেছে, অপরে তাহাকে উপহাস করিতে করিতে তাহার সন্নিহিত হইল। কেহ রোদ করিতেছে, অপরে তাহার সহিত রোদ করিতে করিতে তাহার নিকট গমন করিল কেহ ব্যথিত হইতেছে, অপরে আসিয়া তাহাকে নিরতিশয় পীড়িত করিতে লাগিল। এইরূপে সেই বানরসৈন্য একবারে আকুল হইল, এম কি, তত্রত্য সকলেই অতিশয় মত্ত হইয়া উঠি

সেই বনের মধু নিঃশেষে পীত হই তত্রত্য পাদপরাজির পত্র এবং পুষ্পবিধ্বংসি হইয়া গেল, দধিবক্ত্র নামক বানর ইহা অ লোকন করিয়া কোপে সেই বানরদিগকে নিবারণ করিলেন। অতীব তেজস্বী বনরক্ষ বানরবীর প্রধান দধিমুখ সেই মদমত্ত বানরগ কর্ত্তৃক ভৎ সিত হইয়া পুনর্ব্বার তাহাদের উপ দ্রব হইতে বনরক্ষা করিতে মানস করিলেন পরে কাহাকেও নির্ভীকচিত্তে পরুষ বাক্য ব লেন, কাহাকে অবিরত তলপ্রহার ক লাগিলেন। পরস্পর মিলিত হইয়া কা সহিত কলহে এবং কাহাকেও বা সান্ত্ব প্রবৃত্ত হইলেন। একেত বল সকল মত্ততাব অপ্রতিহত বিশেষতঃ পীড়ন করিলে রাজ

হবে না, ইহা বিবেচনা করিয়া তাহারা দধিমুখকর্ত্তৃক নিবারিত হইলেও সকলে মিলিত হইয়া নির্ভীকচিত্তে তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। সেই বানরেরা মত্ততাপ্রযুক্ত নখরদ্বারা বিদারণ, দন্ত-দ্বারা দংশন এবং তলপ্রহারে তাহাকে মৃতপ্রায় করিয়া সেই মহাবনের সমস্ত নষ্ট করিয়া ফেলিল।

ইতি একষষ্টিতম সর্গ ॥ ৬১ ॥

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

হরিবর হনুমান্ কহিলেন, "হে বানরগণ! তোমরা অব্যগ্রচিত্তে মধু সেবন কর, যাহারা তোমাদিগের বিরোধী হইবে, আমি তাহাদিগকে নিবারণ করিব।"

হনুমানের বচন শ্রবণে হরিপ্রবর অঙ্গদ কহিলেন যে, "হনুমান্ কৃতকার্য্য হইয়া আসিয়াছেন, সুতরাং অকর্ত্তব্য হইলেও ইহাঁর বাক্য অবশ্য প্রতিপাল্য; ঈদৃশ বাক্যের ত কথাই নাই, অতএব বানর সকল প্রসন্ন হইয়া মধুপান কর।"

প্রধান প্রধান বানর সকল অঙ্গদ মুখনিঃসৃত বাক্য শ্রবণে প্রফুল্ল হইয়া "সাধু সাধু" বলিয়া অভিনন্দন করিল এবং যে পথে গমন করিলে মধুবনে যাওয়া যায়, তাহারা বানরবরদিগের অর্চ্চনা করিয়া নদীবেগের ন্যায় সেই পথে ধাবিত হইল। তাহারা হনুমানের মুখে সীতার বিবরণ শ্রবণ করিয়া সকলেই নির্ভয় হইয়াছিল, বিশেষতঃ অঙ্গদের অনুমতি পাইয়া তত্র মধুবনে প্রবিষ্ট হইয়া বলপূর্ব্বক বনপালদিগকে বন্ধন করিয়া মধু পান এবং ভোজনের জন্য সুরস ফল গ্রহণ করিল। তাহার অপরাপর রক্ষক সকল সমাগত হইলে শত শত বনপালকে তাড়িত করিয়া তাহারা সকলে মধু পানার্থ সমাসক্ত হইল। কোন বানর নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া দ্রোণ মাত্র মধু পান করিতে লাগিল। মধুসদৃশ পিঙ্গলবর্ণ বানরেরা সকলে মিলিত হইয়া পরস্পর প্রহার করিতে লাগিল, কেহ কাহাকে ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হইল, কেহ বা মধু পান করিয়া মধুচক্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কেহ কেহ দুঃসহ হইয়া মধুচ্ছিষ্ট-দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিল। কেহ শাখা অবলম্বনপূর্ব্বক বৃক্ষমূলে অবস্থিতি করিল। কেহ কেহ নিরতিশয় মধুপানজনিত গ্লানিনিবন্ধন পর্ণ বিস্তীর্ণকরিয়া তাহাতে শয়ন করিল। অতীববেগশালী বানর সকল হৃষ্ট ও মধুপানে মত্ত হইয়া পরস্পরকে নিক্ষিপ্ত করিতে লাগিল। কেহ হৃষ্ট হইয়া কূজন, কেহ বা চীৎকার করিতে লাগিল, কেহ বা স্খলিত হইয়া পড়িল। কতকগুলি বানর মধু সেবনে উন্মত্ত হইয়া ভূতলে সুপ্ত হইল। কেহ নির্লজ্জভাবে হাস্য কেহ বা রোদন করিতে লাগিল! কেহ এক প্রকার কার্য্য অন্য রূপে ব্যক্ত করিল, কেহ বা বাক্যের প্রকৃত অর্থ পরিত্যাগ করিয়া অপরার্থ পরিগ্রহ করিতে লাগিল। দধিমুখের অধিকৃত যে সকল ভৃত্য ঐ কানন রক্ষায় নিযুক্ত ছিল, ভয়ঙ্কর বানর সকল তাহাদিগের পদযুগল আকর্ষণ করিয়া আকাশে নিক্ষেপ করিল, সুতরাং তাহারা ভীত হইয়া দশদিকে পলায়ন করিল। তাহারা নিরতিশয় উৎকণ্ঠিত মানসে গমন করিয়া দধিমুখ সন্নিধানে নিবেদন করিল যে, "বানরেরা হনুমানের অনুমতি অনুসারে বলপূর্ব্বক মধুবন বিমর্দ্দন করতঃ আমাদের পদযুগল আকর্ষণ করিয়া আমাদিগকে আকাশমার্গে নিক্ষেপ করিয়াছে।"

তখন বনপাল বানরবর দধিমুখ তাহাদের বচন শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। অবশেষে সেই বানরদিগকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, "তোমরা অগ্রে গমন কর, আমিও তোমাদিগের সহিত গমন করিয়া পরে মধুপানাসক্ত বলদর্পিত সেই বানরগণকে বলপূর্ব্বক নিবারণ করিতেছি।"

সেই বীরবর বানরগণ দধিমুখের এই বচন শ্রবণ করিয়া তাঁহার সহিত পুনর্ব্বার মধু বনের অভিমুখে গমন করিল। সেই প্লবঙ্গমেরা অতিবেগে ধাবিত হইলে, দধিমুখ বিশাল পাদপ গ্রহণ করিয়া তাহাদের মধ্যে যাইতে লাগিলেন। সেই সকল বানরেরা ক্রুদ্ধ হইয়া পাদপ

এবং পাষাণ গ্রহণ করিয়া হনুমান্ প্রভৃতি কপিকুঞ্জরদিগের সন্নিধানে আগমন করিতে লাগিল, ক্রমশঃ তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া কোপে ওষ্ঠপুট দংশন করিয়া বারম্বার তিরস্কার পূর্ব্বক বাহুবলে বানরদিগকে নিবারণ করিতে লাগিল।

অনন্তর, হনুমান্ প্রভৃতি বানরপুঙ্গবগণ দধিমুখকে কুপিত দেখিয়া তখন সবেগে ধাবিত হইল। প্রবল বলসম্পন্ন মহাবাহু দধিমুখ অতিবেগে আগমন করিবামাত্র অঙ্গদ কুপিত হইয়া বৃক্ষের সহিত তাঁহাকে বাহুদ্বারা গ্রহণ করিলেন। এই মদান্ধ দধিমুখ সুগ্রীবের মাতুল, অতএব আমার পূজ্য, ইহা বিবেচনা করিয়াও অঙ্গদ তাঁহার প্রতি কৃপা বিতরণ করিলেন না; প্রত্যুত বল পূর্ব্বক তাঁহাকে বসুধাতলে নিষ্পিষ্ট করিলেন। তখন কপিকুঞ্জর মহাবীর দধিমুখের বাহু, উরু এবং মুখ ভগ্ন হওয়ায় তিনি বিহ্বল হইয়া শোণিত বমন করিতে করিতে মুহূর্ত্তকাল মূর্চ্ছিত হইলেন। সেই বানরবর অতি কষ্টে বানরগণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া বিরলে আসিয়া সমীপাগত স্বকীয় ভৃত্যদিগকে কহিলেন যে, "আমাদিগের রাজা বিপুলগ্রীব সুগ্রীব রামের সহিত যে স্থলে অবস্থিতি করিতেছেন, আইস, আমরা সেই স্থানে গমন করিব। পরে এই সমস্ত দোষই অঙ্গদের উপর অর্পণ করিয়া রাজ সন্নিধানে নিবেদন করিব। সেই অমর্ষপরবশ রাজা ইহা শ্রবণ করিলেই সমস্ত বানর বিনষ্ট করিবেন। এই মনোহর মধুবন, মহাত্মা সুগ্রীবের নিতান্ত প্রিয়, বিশেষতঃ পিতৃপিতামহের অধিকৃত এবং দেবতাদিগেরও দুর্লভ, সুতরাং সুগ্রীব এই মৃতপ্রায় মধুলোলুপ বানর সকলকে সবান্ধবে দণ্ড দ্বারা বিনষ্ট করিবেন। বিশেষতঃ এই দুরাত্মারা রাজ আজ্ঞার পরিপন্থী, সুতরাং অবশ্য বধ্য; তাহা হইলে আমারও অমর্ষসম্ভূত রোষেরও সফল হইবে।" মহাবল দধিমুখ বনপালদিগকে ইহা কহিয়া সেই ভৃত্যবর্গের সহিত সহসা উল্লম্ফনপূর্ব্বক গমন করিলেন। সেই বনবাসী বানর নিমেষ মধ্যেই সূর্য্য তনয় ধীমান্ সুগ্রীবের সন্নিহিত হইয়া রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব এবং সমতল ভূমি নিরীক্ষণ করিয়া আকাশ হইতে নিপতিত হইলেন। বনপা[illegible] প্রধান মহাবীর দধিমুখ সমস্ত বনপালে পরিবৃত হইয়া দীনবদনে মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন করিয়া তৎক্ষণাৎ সুগ্রীবের চরণযুগল তাহাতে পীড়িত করিতে লাগিলেন।

ইতি দ্বিষষ্টিতম সর্গ॥ ৬২॥

ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

দধিমুখ অবনত মস্তকে সুগ্রীবের চরণত[illegible] নিপতিত হইলে বানররাজ সুগ্রীব ইহা অব[illegible] লোকন করিবামাত্র উৎকণ্ঠিত চিত্তে তাঁহাকে এই কথা কহিলেন, "আপনি আমার পদতলে কেন পতিত হইলেন? উত্থিত হউন, উত্থিত হউন, আমি আপনাকে অভয় দান করিতেছি, আপনি সত্য কথা বলুন; কাহার ভয়ে এখানে আসিয়াছেন? আপনি যখন উচিত অনুচিত সকলই বলিতে পারেন, তখন যাহাতে সমস্ত মঙ্গল হয়, আপনি তাহাই বর্ণন করুন। [illegible] বানর! আমি মধুবনের শুভ সম্বাদ শুনিতে ইচ্ছা করি।"

সেই মহাপ্রাজ্ঞ দধিমুখ মহাত্মা সুগ্রীবের আশ্বাসে উত্থিত হইয়া বলিলেন, "রাজন্! বালী, আপনি, কিম্বা ঋক্ষরাজ মধুবনে বানরদিগের উপভোগের জন্য কখন অনুমতি করেন নাই, কিন্তু বানরেরা এখন সেই ব[illegible] বিনষ্ট করিল। এই বনচারিদিগের সহি[illegible] আমি তাহাদিগকে নিবারণ করিলাম, তথাপি তাহারা আমাকে অবজ্ঞা করিয়া ফল ভক্ষ[illegible] এবং মধুপানে নিরত হইল। দেব! হনুমা[illegible] প্রভৃতি বানর সকল বন নাশে প্রবৃত্ত হই[illegible] আমি এই বনপালবর্গে পরিবৃত হইয়া তথা[illegible] গমন করিলে, সেই বনবাসিরা আমাকে এ[illegible] অপরাপর সকলকেই অবজ্ঞা প্রদর্শন করি[illegible] ভোজনে প্রবৃত্ত হইল। বোধ হয় নিঃশে[illegible] করিয়াই এখানে আগমন করিবে। তা[illegible] নিবারিত হইয়াও সকলে ভ্রূকুটি [illegible] করিতে লাগিল, কেহ বা ভোজনে [illegible] হইল। তখন মদীয় অনুচরবর্গ [illegible] করিবার জন্য নিরতিশয় যত্ন করিতে [illegible]

হস্ত সেই কোপ পরায়ণ বানরপুঙ্গব র্তৃক নিপীড়িত হইয়া সেই বন হইতে নিবাত হইয়াছে। তৎপরে সেই সকল প্রধান২ নর বীরেরা কোপে নয়ন লোহিত করিয়া নর সকলকে নিপীড়িত করিতে লাগিল, হ ভগ্ন হস্ত, কেহ ভগ্ন জানু হইয়া আহত ইল, তখন কোন কোন বানর আকাশমার্গে ক্ষিপ্ত হইল। আপনি প্রভু সত্ত্বেও এই রেবা এইরূপে নিহত হইয়াছে, আর তাহারা ই বন হইতে সমস্ত মধু নিঃশেষে পান রিতেছে।”

বানরবর সুগ্রীব এইরূপে সমস্ত বৃত্তান্ত বণ করিতেছেন, ইত্যবসরে পরবীরহা মহাত্ম লক্ষ্মণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, াজন্! এই উপস্থিত বানর কি বনপাল? কোন বিষয়ের উল্লেখ করিয়া দুঃখিতভাবে থা কহিতেছে?” মহাত্মা লক্ষ্মণের কথা নিয়া বাক্যবিশারদ সুগ্রীব তাঁহার বাক্যের ত্তর করিলেন, “আর্য্য লক্ষ্মণ! বানরবীর ধিমুখ কহিতেছেন যে, ‘অঙ্গদপ্রভৃতি বানর রেরা মধু ভক্ষণ করিয়াছে।’ ইহাতে বোধ য়, তাহারা কৃতকার্য্য হইয়া আসিয়াছে, হা না হইলে কখন ঈদৃশ ব্যতিক্রম হইত । যখন তাহারা বন নাশে প্রবৃত্ত হইয়াছে, খন সেই কার্য্য সমাধা করিয়াছে, তাহার র সন্দেহ নাই। এই বনপালেরা নিবারণ রিতে গিয়া তাহাদের জানু প্রহারে নিতান্ত াহত হইয়া মৎসন্নিধানে আগমন করিয়াছে। ই বলবান্ দধিমুখ বানর মদীয় বনের অধিত, আমারা স্বয়ং ইহাঁকে তাহাতে প্রতিষ্ঠিত রিয়াছি, বোধ হয় তাহারা ইহাঁকে তাদৃশ বে গণনা করে নাই। হনুমান্ দেবীর ক্ষাৎ লাভ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ ই, যেহেতু তাহা অন্য কাহারও সাধ্য নহে, ধিক কি হনুমান্ ব্যতীত এই কার্য্য নির্ব্বাঅপর কেহই কারণ হইতে পারে না। দ্ধি বুদ্ধি, ব্যবসায়, বীর্য্য এবং শ্রু হরিবর হনুমানে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। অঙ্গদ এবং জাম্ববান্ যে দলের অধি- হনুমান্ যাহাদের অধিষ্ঠাতা, তাহাদের মধ্যে কখন বিপরীত আচরণ হইতে পারে না। অঙ্গদপ্রভৃতি প্রধান প্রধান বানরবীরেরা দক্ষিণদিক্ অন্বেষণপূর্ব্বক প্রত্যাগত হইয়া মধু ধ্বংস করিয়াছে সংশয় নাই। সেই সমাগত বানরেরা মধুবনমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত বন ধ্বংস এবং তৎকালে জানুপ্রহারে বনপালদিগকে আহত করিয়া পাতিত করিয়াছে, ইহা উপযুক্তই হইয়াছে। এই বিখ্যাতবিক্রম মধুরভাষী বানরবর দধিমুখ এই সম্বাদ নিবেদন করিবার জন্য মৎ সন্নিধানে আগমন করিয়াছেন। হে মহাবাহু সৌমিত্রে! আপনি বিচার করিয়া দেখুন, বানরেরা যখন সমাগত হইয়াই মধুপানে নিরত হইয়াছে, তখন অবশ্যই সীতার দর্শন লাভ করিয়াছে সন্দেহ নাই। হে পুরুষর্ষভ! বনবাসী বিখ্যাত বানরেরা বৈদেহীর দর্শন না পাইয়া দেবদত্ত দিব্য বন বিনাশে প্রবৃত্ত হয় নাই।”

তখন ধর্ম্মাত্মা রাম এবং যশস্বী লক্ষ্মণ সুগ্রীবের মুখবিনিঃসৃত শ্রবণসুখকর মধুর বচন শ্রবণ করিয়া অতীব হৃষ্ট হইলেন। পরন্তু শোভনগ্রীব সুগ্রীব বনপাল দধিমুখের এই সকল কথা শ্রবণে হৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার বলিলেন “তাহারা যে কৃতকার্য্য হইয়া বনোপভোগ করিয়াছে, ইহাতে আমি অতিশয় প্রীত হইলাম। যখন তাহারা কৃতকার্য্য হইয়া আসিয়াছে, তখন তৎকৃত অপমানাদি অবশ্য ক্ষমা করিতে হইবে। তুমি সত্বর গমন করিয়া মধুবন রক্ষায় প্রবৃত্ত হও, আর হনুমান্ প্রভৃতি বানর সকলকে অবিলম্বে আমার নিকট পাঠাইবে। মৃগরাজসদৃশ প্রবল পরাক্রম হনুমান্ প্রভৃতি শাখামৃগ সকল কৃতকার্য্য হইয়াছে, অতএব আমি রাম ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে অবিলম্বে তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সীতা লাভের জন্য তাহারা কি কি প্রযত্ন করিয়াছে, তাহা শ্রবণ করিব।’

রামও লক্ষ্মণের প্রীতিবশতঃ সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত ও নয়নদ্বয় বিস্ফারিত হইলে বানররাজ সুগ্রীব তাহাদিগকে সিদ্ধার্থের ন্যায় অবলোকন করিয়া পুলকিত হইলেন। অধিক কি যেন কার্য্য

সিদ্ধি হস্তগতই হইয়াছে, এইরূপ বিবেচনায় অতিমাত্র আনন্দিত হইলেন।

ইতি ত্রিষষ্টিতম সর্গ॥ ৬৩॥

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

বানরবর দধিমুখ সুগ্রীবের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে হৃষ্ট হইয়া মহাবল রঘুনন্দন রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে অভিবাদন করিলেন, অবশেষে প্রণাম করিয়া শৌর্য্যসম্পন্ন বানরগণ সমভিব্যাহারে আকাশমার্গে উৎপতিত হইলেন। তিনি যেরূপ ত্বরিত গমনে আগমন করিয়াছিলেন, সেইরূপ বেগে গমন করতঃ গগণ হইতে ভূতলে নিপতিত হইয়া মধুবন মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তৎকালে সেই উদ্ধত বানর যূথপতি সকলে মধুর পরিণামভূত মূত্র পরিত্যাগ করিয়া হৃষ্টচিত্তে কালযাপন করিতেছে—বীর দধিমুখ তাহাদের এই অবস্থা অবলোকন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে সন্নিহিত হইয়া হৃষ্টচিত্ত অঙ্গদকে এই মধুর বাক্য কহিলেন, "হে সৌম্য! এই বনরক্ষক বানরেরা অজ্ঞান বশতঃ ক্রোধের বশীভূত হইয়া আপনাদিগকে যে নিবারণ করিয়াছিল, সে বিষয়ে আপনার রোষ করা কর্ত্তব্য নহে। হে মহাবল! আপনি যুবরাজ, সুতরাং আপনিই এই বনের অধিপতি; বিশেষতঃ দূর হইতে আগমন করিয়া অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছেন, অতএব স্বীয় পেয় মধুপান করুন্। আর আমি মূর্খতাবশতঃ পূর্ব্বে আপনার প্রতি যে কোপ প্রকাশ করিয়াছিলাম, আপনি তাহা ক্ষমা করিবেন। হে হরিসত্তম! পূর্ব্বে যেমন আপনার পিতা বানরদিগের অধিপতি ছিলেন, অধুনা সুগ্রীব এবং আপনি সেইরূপ হরিগণের অধিপতি। হে অনঘ! আপনার পিতৃব্য সন্নিধানে গমন করিয়া এই বনচারি বানর সকলের অত্রত্য আগমন বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছিলাম। তিনি বন বিনাশের কথা শুনিয়া কুপিত হইলেন না, বরং এই গহনচারিদিগের এবং আপনার আগমন বিবরণ শ্রবণে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। তদীয় পিতৃব্য অবনীপাল বানরেশ্বর সুগ্রীব সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে কহিলেন যে, তাহাদিগকে অবিলম্বে মৎসন্নিধানে প্রেরণ করিবে।"

বাক্য বিশারদ অঙ্গদ দধিমুখের মনোহর বচন শুনিয়া প্রধান প্রধান বানর সকলকে কহিলেন, "হে হরিযূথপতিগণ! এই দধিমুখ হর্ষবশতঃ সুগ্রীব সন্দেশ কহিতেছে, ইহাতেই নিশ্চয় জানা যাইতেছে যে, রাম এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছেন, অতএব হে পরন্তপ বানরবৃন্দ! আমাদিগের কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, আর এখানে অবস্থিতি করা যুক্তিযুক্ত নহে। হে বিক্রান্ত বনচারি সকল! ইচ্ছানুসারে মধুপান করা হইয়াছে, কিছুমাত্র অবশিষ্ট নাই; এখন বানর প্রধান সুগ্রীব সন্নিধানে গমন করা উচিত। হে বানরবরগণ! আপনারা ব্যতীত আমার প্রয়োজন সম্পাদিত হইতে পারে না, সুতরাং আমি আপনাদিগেরই অধীন; অতএব আপনারা সকলে মিলিত হইয়া আমাকে যাহা কহিবেন তাহাই করিব। যদিচ আমি যুবরাজ, তথাপি আপনাদিগকে কোন বিষয়ে আদেশ করিতে পারি না, কারণ আপনারা সকলেই কৃতকর্ম্মা; বলপূর্ব্বক আপনাদিগকে পীড়িত করা উচিত নহে।"

বনবাসী বানর সকল অঙ্গদের এতাদৃশ মনোহর বচন শ্রবণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে এই কথা বলিল, "হে রাজন্! ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া সকলেই আত্মাভিমানী হয়, কিন্তু কোন ব্যক্তি প্রভু হইয়া এইরূপ কহিতে পারে? হে বানরবর! এই বাক্য আপনারই সদৃশ, অন্য কাহারও ঈদৃশ বাক্য শোভা পায় না। বস্তুতঃ আপনার বিনয়ই ভাবি ভাগ্যোন্নতির পরিচয় দিতেছে। অধিক কি, আমরা এখানে আসিয়া অবধি বানরবীরদিগের অধিপতি অব্যয় সুগ্রীবসন্নিধানে যাইবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি। হে হরিশ্রেষ্ঠ! আপনার অনুজ্ঞা ব্যতীত বানর সকল এক পদও কোথাও যাইতে সক্ষম হইবে না, ইহা আপনার নিকট সত্য কহিলাম।"

তখন অঙ্গদ বানরবর্গকে সম্বোধন করি

কহিলেন, "তোমরা উত্তম কহিয়াছ, এস, এখন আমরা গমন করি।" মহাবল বানরেরা "যাইতেছি" বলিয়া আকাশমার্গে উৎপতিত হইল। অঙ্গদ আকাশে উৎপতিত হইলে হরিযূথপতি সকল আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া যন্ত্রোৎক্ষিপ্ত শিলাখণ্ডের ন্যায় অতিবেগে তাঁহার অনুগমন করিল। বেগবান্ বানর সকল কপিবর অঙ্গদ ও হনুমান্‌কে অগ্রে লইয়া সহসা অম্বরতলে উৎপতিত হইয়া বায়ু সঞ্চালিত মেঘবৃন্দের ন্যায় ঘোরতর নিনাদ করিতে করিতে গমন করিল।

অঙ্গদ সন্নিহিত হইলে, বানরপতি সুগ্রীব শোকসন্তপ্তচিত্ত কমললোচন রামকে কহিলেন, "হে শুভদর্শন! আপনার মঙ্গল হইবে, অতএব আপনি আশ্বাসিত হউন। অঙ্গদের সহর্ষ নিনাদ-দ্বারা বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, দেবী ইহাদের নয়নপথে পতিত হইয়াছেন, নতুবা সময় অতিবাহিত করিয়া ইহারা, এখানে আসিতে কখন সমর্থ হইত না; পরন্তু কার্য্য সিদ্ধি না হইলে বানরবর মহাবাহু যুবরাজ অঙ্গদ মৎসন্নিধানে আগমন করিত না। যদিচ কৃতকার্য্য না হইলেও বানরস্বভাব প্রযুক্ত তাহাদের এরূপ আড়ম্বর হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলে এরূপ উপক্রম না হইয়া বরং তাহারা ভ্রান্তচিত্ত এবং মলিন বদন হইত। অধিকন্তু জনকতনয়ার সাক্ষাৎ লাভ না হইলে পূর্ব্বপুরুষ কর্ত্তৃক রক্ষিত পবনসহ ক্রমাগত মদীয় মধুবন বিনষ্ট করিত না। হে সুব্রত! হনুমান্ সীতাদেবীকে দর্শন করিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই, এ কার্য্য অন্য-দ্বারা সাধিত হয় নাই। হে রাম! সীতার সংবাদে আপনার জীবিত লাভ হওয়ায় কৌসল্যা অধুনা পুত্রবতী হইলেন। হে রঘুসত্তম! এই কার্য্যসাধনে অপর কেহই দক্ষ হইবে না, যেহেতু এই কার্য্যসম্পাদিকা শক্তি, বুদ্ধি, উদ্যম, শৌর্য্য এবং শাস্ত্রজ্ঞান একাই হনুমানে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ইতর অঙ্গদ ও জাম্ববান্ যে সেনানিচয়ের অধিনায়ক এবং হনুমান্ যাহার অধিষ্ঠাতা, সে সেনা কখন অসদৃশ কার্য্য হইতে পারে না। হে অমিতবিক্রম! অত্যন্ত বলদর্পিত কাননবাসী বানর সকল একত্র সঙ্গত হইয়াছে, অতএব এখন আপনার চিন্তা করিবার আবশ্যক নাই। অধিক কি, অকৃতকার্য্য হইলে ইহাদের এতাদৃশ আড়ম্বর হইত না, ইহা বন ভঙ্গ এবং মধুপানদ্বারা বিলক্ষণ জানা যাইতেছে।"

ইত্যবসরে কপিসত্তম সুগ্রীব সন্নিহিত আকাশমণ্ডলে কোলাহল শব্দ শ্রবণ করিলেন, তৎকালে হনুমান্‌কর্ত্তৃক কার্য্য সাধিত হওয়ায় বনবাসী বানরেরা উদ্দৃপ্ত হইয়া কিষ্কিন্ধ্যা সমীপে আগমনপূর্ব্বক চীৎকার করিয়া যেন কার্য্যসিদ্ধি কহিতে লাগিল। কপিসত্তম বানররাজ তৎকালে তাহাদের সেই নিনাদ শ্রবণে হৃষ্টচিত্ত হইয়া লাঙ্গুল উচ্ছ্রিত করিলেন।

সেই বানর সকল রামের দর্শন লালসায় হরিবর অঙ্গদ এবং হনুমান্‌কে পুরোভাগে লইয়া আগমন করিল। অঙ্গদপ্রভৃতি গর্ব্বিত বীরবৃন্দ অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া রঘুবংশসম্ভূত রাম এবং হরিরাজের সম্মুখে নিপতিত হইল; তৎপরে মহাবাহু হনুমান্ অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া রাঘবকে কহিলেন, "দেবী স্বীয় পাতিব্রত্য নিয়ম প্রতিপালন করিয়া অক্ষত শরীরে কাল যাপন করিতেছেন।"

"দেবীর দর্শন লাভ করিয়াছি, হনুমানের মুখ নিঃসৃত এই অমৃতোপম মধুর বচন শ্রবণ করিয়া রাম ও লক্ষ্মণ হর্ষ লাভ করিলেন। অধিকন্তু বানররাজ, পবনতনয় হনুমানের দ্বারা কার্য্য সিদ্ধির নিশ্চয় করিয়াছিলেন, সুতরাং পরম প্রণয়ী লক্ষ্মণ প্রীত হইয়া অধিকতর সম্মানের সহিত সুগ্রীবকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অপিচ পরবীরহা রঘুকুলসন্ততি রাম নিরতিশয় প্রীতি লাভ করিয়া অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক হনুমান্‌কে অবলোকন করিতে লাগিলেন।

ইতি চতুঃষষ্টিতম সর্গ ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

সেই বানরবৃন্দ যুবরাজ অঙ্গদ সমভিব্যাহারে বিচিত্রকাননসমন্বিত প্রস্রবণ শৈলে উপস্থিত হইয়া অবনত মস্তকে মহাবল রাম, লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীবকে ক্রমান্বয়ে প্রণিপাত ও অভিবাদন করিয়া বৈদেহীর বিবরণ বলিতে উপক্রম করিল। রাবণের অন্তঃপুর মধ্যে সীতার অবরোধ, রাক্ষসীদিগের তর্জ্জন, রামের প্রতি অনুরাগ এবং তৎকৃত নিয়ম, বানরেরা এই সকল বৃত্তান্ত রামসন্নিধানে নিবেদন করিল পরন্তু রাম বৈদেহীর কুশলবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "হে বানর সকল! সীতা কোথায়? দেবী আমার প্রতিই বা কিরূপ ব্যবহার করিতেছেন? বৈদেহীর এই সমস্ত বৃত্তান্ত মৎসন্নিধানে বর্ণন কর।"

বানরবর্গ রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া সীতার বৃত্তান্তকোবিদ্ হনুমান্‌কে রামসন্নিধানে প্রেরণ করিল, পরন্তু বাক্যকোবিদ্ পবনতনয় হনুমান্ তাহাদের বচন শ্রবণপূর্ব্বক দক্ষিণদিকের অভিমুখে মস্তকদ্বারা সীতাদেবীকে প্রণাম করিয়া যে রূপে সীতার দর্শন প্রাপ্ত হয়েন, তাহা বর্ণন করিতে লাগিলেন। অবশেষে স্বীয় তেজঃপ্রভায় দীপ্তিমান্ কাঞ্চনমণ্ডিত দিব্য মণি রাম সমীপে সমর্পণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন। "আমি শত যোজন আয়ত সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া দেবীর দর্শন বাসনায় জনকদুহিতা সীতাকে অন্বেষণ করিতে করিতে গমন করিলাম। দক্ষিণ সাগরের দক্ষিণ তীরে দুরাত্মা রাবণের লঙ্কা নাম্নী নগরী অধিষ্ঠিত রহিয়াছে, তথায় রাবণের অন্তঃপুরমধ্যে সীতা সতীর সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি। হে রাম! সেই রামা আপনার প্রতি চিত্ত সমর্পণ করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছেন। তিনি প্রমদাদিগের ক্রীড়াকাননে নিশাচরীগণের মধ্যে রক্ষিত হইয়াছেন, আর সেই বিরূপা রাক্ষসীরা বারম্বার তাড়না করিতেছে। হে বীর! দেবী চিরকাল সুখ ভোগ করিয়া অধুনা রাবণের অন্তঃপুরমধ্যে রুদ্ধ ও রাক্ষসীগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া আপনার বিয়োগে অতিশয় ক্লেশ ভোগ করিতেছেন। সেই দুঃখিনী জানকী আপনার চিন্তায় চিন্তিত হইয়া এক বেণী ধারণপূর্ব্বক ভূশয্যায় শয়ন করিয়া হিমাগমে পদ্মিনীর ন্যায় বিবর্ণ হইয়াছেন। হে কাকুৎস্থ! দেবী রাবণকর্ত্তৃক স্বীয় বাসনায় বঞ্চিত হইয়া মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন, কেবল তন্মনস্ক হইয়া কথঞ্চিৎ কাল যাপন করিতেছেন। হে অনঘ! এতাবৎ সময়ে আমি ইক্ষ্বাকুবংশের বিখ্যাতির বিষয় ক্রমশঃ বর্ণন করিতে করিতে তাঁহার সন্নিহিত হইলাম। হে নরশার্দ্দূল! তৎকালে সীতাদেবী ক্রমশঃ আমার বাক্যে বিশ্বস্ত হইলেন। তৎপরে তাঁহার সহিত সম্ভাষণ করিয়া সকল বিবরণ বিজ্ঞাপন করিলাম, সুগ্রীবের সহিত আপনার মিত্রতা শুনিয়া তিনি সন্তোষ লাভ করিলেন। হে মহাত্মন্! আপনার প্রতি তাঁহার ভক্তি এবং সমুদাচার সর্ব্বদা বিরাজমান রহিয়াছে। হে পুরুষর্ষভ! জনকনন্দিনী আপনার প্রতি ভক্তি বশতঃ উগ্রতর তপস্যায় নিযুক্ত হইয়াছেন, আমি তাঁহাকে এই অবস্থায় নিরীক্ষণ করিয়াছি। হে মহাপ্রাজ্ঞ রাম! জানকী আমার নিকট অভিজ্ঞানস্বরূপ এই বৃত্তান্ত কহিলেন যে, 'হে বায়ুতনয়! চিত্রকূট পর্ব্বতে বায়সের প্রতি রাম যে ব্যবহার করেন, তুমি তৎসন্নিধানে সেই বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিবে। পরে রাক্ষসীদিগের যে সকল অত্যাচার দর্শন করিলে তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিবে। আর তুমি এই সকল বলিয়া নিরতিশয় যত্নসহকারে সুরক্ষিত এই রত্ন সুগ্রীব সমক্ষে তাঁহাকে সমর্পণ করিবে।' পুনর্ব্বার আপনাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'সৌন্দর্য্য সম্পন্ন এই চূড়ামণি আপনার জন্য আমি যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছি, ইহা অবলোকন করিয়া আপনি যে মনঃশিলার তিলক করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করুন্। হে অনঘ! এই বারিসম্ভব সুন্দর মণি আমি আপনার নিকট প্রেরণ করিলাম, আর আপনার প্রেরিত এই অঙ্গুরি অবলোকন করিয়া আপনার সাক্ষাৎ লাভের ন্যায় ব্যসনসময়েও সুখী হইব। হে দশরথনন্দন! আমি বর্ত্তমান মাস জীবন ধারণ করিব, কিন্তু এই দশম মাস অতীত

হইলে রাক্ষসদিগের বশীভূত হইয়া কখনই জীবন রক্ষা করিতে সক্ষম হইব না'। সেই ধর্ম্মচারিণী কৃশাঙ্গী সীতা রাবণের অন্তঃপুর মধ্যে রুদ্ধ হইয়া উৎফুল্ললোচনা মৃগাঙ্গনার ন্যায় আমাকে এই সকল কথা বলিলেন। হে রাঘব! যাহা জ্ঞাত হইয়াছিলাম, সেই সমস্তই আপনার নিকট ব্যক্ত করিলাম, এখন সর্ব্বথা সাগরসন্তরণের উপায় বিধান করুন্।'

বায়ুপুত্র হনুমান্ রাজপুত্রযুগলকে আশ্বাসিত জানিয়া রাঘবকে সেই অভিজ্ঞান প্রদান করিলেন। আর দেবীর কথিত সকল বিবরণ আনুপূর্ব্বিক কহিয়া সমাপ্তি করিলেন।

ইতি পঞ্চষষ্টিতম সর্গ॥ ৬৫॥

ষট্ ষষ্টিতম সর্গ।

তখন দশরথতনয় রাম ও লক্ষ্মণ সেই মণি হৃদয়ে ধারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পরন্তু রাঘব সেই উৎকৃষ্টতম মণি দর্শনে শোকাকুল হইয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে সুগ্রীবকে এই কথা কহিলেন, 'বৎসলা ধেনু যেমন বৎসদর্শনে স্নেহবশতঃ ক্ষীর ক্ষরণ করে, সেইরূপ মণিদর্শন করিয়া আমার হৃদয়ও বিগলিত হইতেছে। ধীমান্ শক্র, পরম পরিতুষ্ট হইয়া এই দেব পূজিত জলজাত রত্ন যজ্ঞকালে জনককে দান করেন, মদীয় শ্বশুর জনকরাজ সীতার শিরোভূষণের জন্য বিবাহ সময়ে আমার পিতার নিকট ইহা সমর্পণ করিয়াছিলেন, তৎকালে এই মণি যাহাতে অধিকতর শোভিত হয়, বৈদেহী সেইরূপেই মস্তকে বন্ধন করিয়াছিলেন। হে সৌম্য! অদ্য এই মণিশ্রেষ্ঠ দর্শনমাত্রেই সীতা, পিতা এবং বিদেহরাজের দর্শন লাভ করিলাম। হে বিভো! এই মণি আমার প্রিয়তমা সীতার মস্তকে শোভা পাইত, অদ্য ইহা অবলোকন করিয়া যেন তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছি, এইরূপ বিবেচনা হইতেছে। হে সৌম্য! বিদেহদুহিতা সীতা মূর্চ্ছিত ব্যক্তিকে জল সেচনদ্বারা জীবন দানের ন্যায় আমাকে বাক্যবারিদ্বারা অভিসিঞ্চন করিয়া, কি কি বলিয়াছেন, তুমি সেই বৃত্তান্ত পুনঃ পুনঃ বর্ণন কর।

'হে সৌমিত্রে! যখন বৈদেহী ব্যতিরেকে কেবলমাত্র আমাকেই এই বারিসম্ভব মণি দর্শন করিতে হইল, তখন ইহা অপেক্ষা অধিকতর দুঃখের বিষয় আর কি আছে? হে বীর! যদি বৈদেহী মাসমাত্র জীবন রক্ষা করিতে পারেন, তাহা হইলে অনেককাল জীবিত থাকিবেন, কিন্তু আমি সেই অসিতনয়না সীতার অদর্শনে ক্ষণকাল প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না। আমার প্রাণপ্রিয়া সীতা যে স্থানে দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছেন, আমাকে সেই স্থানে লইয়া চল, কারণ তাঁহার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ক্ষণকালও অবস্থিতি করিতে সক্ষম হইতেছি। আমার সেই সুশ্রোণী সতী অত্যন্ত ভীত হইয়া ভয়াবহ ঘোরতর রাক্ষসদিগের মধ্যে কিরূপে সর্ব্বদা বাস করিতেছেন। মেঘাবৃত শারদীয় চন্দ্রমা তিমিরোন্মুক্ত হইয়াও যেমন সুপ্রকাশ হয়েন না, সেইরূপ সম্প্রতি সীতার বদনমণ্ডলও শোভা পাইতেছেনা সন্দেহ নাই। হে হনুমন্! সীতা কি বলিয়াছেন, তুমি আমার নিকট তাহা যথার্থতঃ বর্ণন কর। আতুরের ভেষজ সেবনের ন্যায় আমি ইহা শ্রবণ করিয়া জীবন ধারণ করিব। হে হনুমন্! আমার সহধর্ম্মিণী মধুরভাষিণী মনোহরাঙ্গী সুশ্রোণী জানকী মদীয় বিয়োগে দুঃখিত হইয়া আমাকে কি বলিয়াছেন? আর অসহ্য দুঃখ ভোগ করিয়া কিরূপেই বা জীবিত রহিয়াছেন?'

ইতি ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ॥ ৬৬॥

সপ্ত ষষ্টিতম সর্গ।

হনুমান্ রঘুবংশাবতংস মহাত্মা রামের এতাদৃশ বচন শ্রবণ করিয়া জানকীর সমস্ত বাক্য রাঘবসন্নিধানে এইরূপে নিবেদন করিতে লাগিলেন; 'হে পুরুষর্ষভ! চিত্রকূট পর্ব্বতে পূর্ব্বে যে ঘটনা হইয়াছিল, সীতাদেবী অভিজ্ঞান স্বরূপ বক্ষ্যমাণ সেই পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বলিয়াছেন। হে ভরতাগ্রজ! জানকী আপনার সহিত সুখে সুপ্ত হইয়া পূর্ব্বেই উত্থিত হইয়াছিলেন, আপনিও পর্য্যায়ক্রমে দেবীর অঙ্কে

সুপ্ত হইয়াছিলেন, ইত্যবসরে একটি বায়স সহসা আসিয়া তাঁহার স্তন মধ্য বিদারণ করিলে দেবীর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া নিরতিশয় ব্যথা প্রদান করিতে লাগিল। তাঁহার শরীর নির্গত শোণিত দ্বারা আপনার সর্ব্বাঙ্গসিক্ত হইয়া গেল, তথাপি নিদ্রাত্যাগ না করিয়া সুখে শয়ন রহিলেন। হে পরন্তপ! তখন দেবী সেই বায়সের দ্বারা নিরন্তর নিপীড়িত হইয়া আপনার নিদ্রা ভঙ্গ করিলেন। হে মহাবাহো! তৎকালে তাঁহার স্তনমধ্য বিদীর্ণ দর্শনে আশীবিষের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া আপনি কহিলেন, "হে ভীরু! নখরাগ্র দ্বারা কে তোমার স্তনযুগলের মধ্যস্থল বিদীর্ণ করিল? কে সরোষ পঞ্চবক্ত্র সর্পের সহিত ক্রীড়া করিতেছে?" ইতিমধ্যে আপনি ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে পাইলেন, যে সরুধির তীক্ষ্ণ নখর এক বায়স তাঁহার অভিমুখে অবস্থিত রহিয়াছে। সেই বায়স পক্ষী পবন তুল্য নিরতিশয় বেগে সত্বর পাতালমধ্যে পলায়ন করিল। হে মতিমন্! তখন আপনি কোপে নয়নযুগল পরিবর্ত্তিত করিয়া সেই বায়সের প্রতি ক্রুরবাসনা করতঃ দর্ভসংস্তর হইতে একটী কুশা গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মাস্ত্রে যোজিত করিলেন। সেই দর্ভ প্রলয়াগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া পক্ষীর অভিমুখে জ্বলিয়া উঠিলে আপনি বায়সের প্রতি তাহা নিক্ষেপ করিলেন। সেই দর্ভ বায়সের অভিমুখে ধাবিত হইলে, দেবতা সকল ভীত হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। হে অরিন্দম! যখন বায়স ত্রিলোক পরিভ্রমণ করিয়াও কুত্রাপি আপনার পরিত্রাতা দেখিতে পাইল না, তখন পুনর্ব্বার আপনার নিকটে আসিয়া শরণাগত হইল। হে কাকুৎস্থ! সেই ভূতলে নিপতিত শরণাগত বায়স বধার্হ হইলেও আপনি কৃপা করিয়া তাহার জীবন রক্ষা করিয়াছেন। কেবল অস্ত্র ব্যর্থ করিতে সামর্থ্য নাই বলিয়াই সেই কাকের দক্ষিণ অক্ষি নষ্ট করিয়াছিলেন। তৎকালে বায়স মহারাজ দশরথ এবং আপনাকে নমস্কার করিয়া প্রস্থানপূর্ব্বক স্বীয় আলয়ে প্রতিগমন করিল। হে রাঘব! আপনি সুশীল বিশেষতঃ এতাদৃশ বলবান্ ও অস্ত্রকুশল হইয়াও কি জন্য রাক্ষসদিগের প্রতি অস্ত্র যোজনা করিতেছেন না? হে রাম! কি দেব, কি দানব কি গন্ধর্ব্ব, কি অসুরগণ কেহই সমরে আপনার অভিমুখে অবস্থান করিতে সমর্থ নহে। আপনি অ- ত্যন্ত পরাক্রান্ত, যদি আমার প্রতি আপনার আদর থাকে, তাহা হইলে নিরন্ত বাণনিকর নিক্ষেপ করিয়া রাবণকে অবিল সংহার করুন্। সেই রঘুবংশাবতংস শ তাপন নরবর লক্ষ্মণই বা কি জন্য ভ্রাত অনুজ্ঞা লাভ করিয়া আমাকে রক্ষা করিতে ছেন না। অথবা দেবতাদিগের অজেয় বা ও অনলসদৃশ তেজস্বী পুরুষবর রাম এবং লক্ষ্মণ কি কারণে আমায় উপেক্ষা করিতেছেন? সেই পরন্তপ রাম ও লক্ষ্মণ সমর্থ হইয়াও যখন আমাকে রক্ষা করিতেছেন তখন আমারই কিঞ্চিৎ মহাপাপ তাহাতে আর সন্দেহ নাই।'

তৎকালে আমি বৈদেহীর এই সুভাষি করুণ বচন শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার আ সীতাকে এইরূপ কহিলাম 'হে দেবি! আমি আপনার সন্নিধানে সত্য-দ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি, রাম আপনার অদর্শনজনিত শোকে সকল কার্য্যেই বিমুখ হইয়াছেন; তাঁহার শোক দর্শনে লক্ষ্মণও পরিতাপ করিতেছেন। হে ভামিনি! যখন আপনি অনেক কষ্টের পর আমার নয়নপথে পতিত হইয়াছেন, তখন অবিলম্বেই দুঃখের অবসান দেখিতে পাইবেন, অতএব এখন হইতে আপনার আর শোক করা বিধেয় নহে। নরশার্দ্দূল শক্রতাপন রাজপুত্র রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে আপনার দর্শনে উৎসাহিত হইয়া লঙ্কানগরী ভস্মসাৎ করিবেন। হে বরারোহে! রাঘব ক্রুরপ্রকৃতি রাবণকে সমরে সবান্ধবে নিহত করিয়া আপনাকে স্বীয় আলয়ে প্রত্যানয়ন করিবেন সন্দেহ নাই। হে অনিন্দিতে! রাম যে অভিজ্ঞান বিশেষরূপে অবগত আছেন, আপনি তাঁহার প্রীতিপদ সেই অভিজ্ঞান প্রদান করুন্। হে মহাবল! তিনি

সকল দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া বেণীর উদ্গ্রথন যোগ্য উত্তম মণি বসন হইতে উন্মোচন করিয়া আমাকে প্রদান করিলেন। হে রঘুপ্রিয়! আপনার নিমিত্ত করতলে মণি গ্রহণ করিয়া অবনত মস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসিবার জন্য ত্বরান্বিত হইলাম। তখন গমনে উৎসাহিত হইয়া সাগর পার হইবার বাসনায় বর্দ্ধিত হইতেছি দেখিয়া, তন্নিবন্ধন বরবর্ণিনী জানকীর বদনমণ্ডল অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইল। পরিশেষে মদীয় প্রতনবেশে সম্ভ্রান্ত ও শোকাকুল হইয়া বাষ্পগদ্গদ স্বরে আমাকে কহিলেন, "হে মহাকপে! কমললোচন মহাবাহু রাম এবং মহাবাহু যশস্বী দেবর লক্ষ্মণকে যে, নয়নগোচর করিতেছ, ইহা তোমার পরম সৌভাগ্য।" তৎকালে মৈথিলীর এতাদৃশ বচন শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলাম, হে দেবি জনকনন্দিনি! আপনি অবিলম্বে আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করুন্। হে মহাভাগে! অসিতনয়নে! তাহাহইলে অদ্যই আপনার ভর্ত্তা রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীবকে দেখিতে পাইবেন।'

'তখন দেবী আমাকে কহিলেন, হে কপিবর! আমি স্বীয়বশীভূত থাকিয়া যে তোমার পৃষ্ঠে আরোহণ করিব, ইহা ধর্ম্মানুমোদিত নহে। হে বীর হরিবর! রাক্ষস-কালকর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া পূর্ব্বে আমার দেহ স্পর্শ করিয়াছিল, তাহাতে আমার সাধ্য কি? অতএব হে কপিশার্দ্দূল! তুমি সেই রাজতনয় রামলক্ষ্মণের সন্নিধানে গমন কর।' তিনি এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া পুনর্ব্বার এই সন্দেশ বাক্য বলিলেন "হে হনুমন্! সিংহসদৃশ পরাক্রান্ত রাম, লক্ষ্মণ অমাত্য সুগ্রীব এবং অপরাপর সকলকে আমার কুশল বার্ত্তা কহিবে। আর মহাবাহু রাঘব যাহাতে দুঃখ বারিধি হইতে আমাকে উদ্ধার করেন, তাঁহাকে এইরূপ বলিবে। হে হরিপ্রবীর! [illegible] মধ্যে তোমার মঙ্গল হউক, তুমি রামসন্নিধানে গমন করিয়া এই রাক্ষসদিগের ভর্ৎসন আর আমার এই নিরতিশয় শোকবেগ প্রভৃতি বর্ণন করিবে হে নৃপ! আর্য্যা সীতা বিষাদসহকারে আপনার উদ্দেশে এই সকল কথা কহিয়াছেন। আপনি সমস্তই জ্ঞাত হইলেন, এখন সীতার বিষয়ে শ্রদ্ধা করুন্।'

ইতি সপ্তষষ্টিতম সর্গ ॥ ৬৭ ॥

অষ্টষষ্টিতম সর্গ।

হনুমান্ কহিলেন "হে নরবর! আমি আসিবার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যস্ত হইয়াছি, এমন সময়ে সীতাদেবী আমার প্রতি আপনার স্নেহ আছে বলিয়া সম্মানসহকারে অবশিষ্ট কার্য্যের জন্য আমাকে কহিলেন „ তুমি দশরথতনয়কে এইরূপ বহুবিধ উপদেশ দিবে, আর যাহাতে সত্বর রাম, রাবণকে সমরে সংহার করিয়া আমাকে লাভ করেন, তুমি সে বিষয়ে সযত্ন হইবে। হে অরিন্দম বীর! যদি আমার কথায় অনুমোদন কর, তবে কোন নিভৃতস্থানে এক দিন বসতি করিয়া শ্রম অপনয়নপূর্ব্বক কল্য গমন করিও। হে বানর আমি নিতান্ত মন্দভাগিনী অতএব তোমার সহবাসে মুহূর্ত্তকালের জন্য আমার এই শোকবিপাকের বিমোচন হইতে পারে। হে বিক্রান্ত! তুমি এখন গমন করিবে, কিন্তু তোমার পুনরাগমন প্রতীক্ষায় আমার জীবন সঙ্কট হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অধিকন্তু একেত দুর্গত অবস্থায় পতিত হইয়া অতিশয় দুঃখ ভোগ করিতেছি, বিশেষতঃ তোমার অদর্শনজনিত ভয় আমাকে তাপিত করিবে, সুতরাং দুঃখ পরম্পরায় অভিভূত হইলাম। হে বীর! এই সুমহৎ সন্দেহটি আমার সমীপে সতত সমুপস্থিত রহিয়াছে যে, আপনার সহায় বানর ও ঋক্ষ সকল সমবেত হইলে, নরপতিতনয় রাম, লক্ষ্মণ বানর ও ঋক্ষ সৈন্য সকল কি উপায়ে পার হইবেন? হে অনঘ! বিনতানন্দন গরুড়, বায়ু এবং তুমি ইহলোকে এই তিন প্রাণীরই সাগর লঙ্ঘনের শক্তি আছে। অতএব হে বাক্যবিদ্বন্ বীর! এই দুরতিক্রম কার্য্য নির্ব্বাহের কি উপায় অবলোকন করিয়াছ তাহা বর্ণন কর। হে পরবীরবিনাশন! অপরের আসিবার

প্রয়োজন কি? তুমি একাকীই এই কার্য্য সম্পাদন করিতে পার, অতএব বল প্রকাশ করিলেই তোমার যশোবৃদ্ধি হইবে; রাম, সমগ্র বল সমভিব্যাহারে সমরে রাবণকে সংহার করিয়া জয় লাভ পূর্ব্বক যদি, আমাকে স্বীয় আলয়ে লইয়া যান্, তাহা হইলেই উহা তাঁহার যশস্কর হয়। রাক্ষস সেই বীরের ভয়েই যেমন ছলপূর্ব্বক আমাকে বন হইতে অপহরণ করিয়া আনিয়াছে, রঘুবংশসম্ভূত রামের সেরূপ করা উচিত নহে। শত্রুসৈন্যসংহারক কাকুৎস্থ রাম সৈন্য-দ্বারা লঙ্কানগরী সমাচ্ছন্ন করিয়া যদি আমাকে লইয়া যান, তাহা হইলে তাঁহার সদৃশ কার্য্য হয়, অতএব মহাত্মা রণবীরের যাহাতে অনুরূপ বিক্রম প্রকাশ পায়, তুমি সেইরূপ অনুষ্ঠান কর।”

তখন আমি যুক্তিযুক্ত অর্থযুক্ত সীতার স্নেহময় বচন শ্রবণ করিয়া সান্ত্ববাক্যে উত্তর করিলাম, হে দেবি! বানর ও ঋক্ষ সেনার অধিপতি সত্যাশ্রয় বানরবর সুগ্রীব আপনার উদ্ধারে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন। কি ঊর্দ্ধ, কি অধঃ, কি তির্য্যক্, কুত্রাপি যাহাদের গতিরোধ হয় না এবং যাহারা মনঃসংকল্পের ন্যায় অতি দূরে গমন করিতে পারে, এতাদৃশ বিক্রম সম্পন্ন সত্বসমন্বিত মহাবল অনেক বানর তাঁহার নিদেশে নিযুক্ত রহিয়াছে। বিশেষতঃ সেই অতুল প্রভাবসম্পন্ন বানরগণ অতি মহৎ কার্য্যেও অবসন্ন হয় না; এমন কি, মহাভাগ বানরেরা বায়ু পথ অবলম্বনপূর্ব্বক প্রবল বলে পরিপুষ্ট হইয়া বারম্বার ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিয়াছে। অধিকন্তু সুগ্রীব সন্নিধানে আমা অপেক্ষা অধিকতর বলসম্পন্ন এবং সমান বলশালী অনেক বনবাসী বানর আছে, কিন্তু মদপেক্ষা হীনবল কেহই নাই। আমি যখন হীনবল হইয়াও এই দুস্তর পারাবার উত্তরণপূর্ব্বক এখানে আসিয়াছি, তখন সেই মহাবল বানরগণ যে অনায়াসে তাহা লঙ্ঘন করিয়া আগমন করিবে, তাহার আর সন্দেহ কি? আরও দেখুন, ইতর ব্যক্তিরাই সকল কার্য্যে প্রেরিত হইয়া থাকে, কিন্তু প্রধান ব্যক্তিরা কুত্রাপি প্রেরিত হয়েন না। হে দেবি! আপনি আর অকারণ শরীরশোষণ সন্তাপ করিবেন না, শোক সমাধান করুন্; সেই হরিযূথপতিগণ এক লম্ফেই লঙ্কায় আগমন করিবেন। হে মহাভাগে! সেই নরসিংহ রাম ও লক্ষ্মণ আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া উদিত সুধাকর ও প্রভাকরের ন্যায় আপনার নিকটে অবিলম্বে আগমন করিবেন। আপনি অবিলম্বে দেখিতে পাইবেন যে, অরিনাশন কেশরী সদৃশ পরাক্রান্ত রাম ও লক্ষ্মণ ধনুষ্পাণি হইয়া লঙ্কাদ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন। আর সিংহ ও শার্দ্দূলসম পরাক্রান্ত গজরাজসদৃশ দীর্ঘকায় নখদংষ্ট্রায়ুধ বানর বীর সকল সঙ্গত হইয়া তৎসমভিব্যাহারে লঙ্কায় আগমন করিয়াছে এবং লঙ্কাস্থ মলয়সানুতে শৈল ও মেঘ সদৃশ প্রধান প্রধান বানর সকলের আস্ফালন শব্দ অবিলম্বে শুনিতে পাইবেন। অরিদমন রাম বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অযোধ্যায় আপনার রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছেন, আপনি অবিলম্বেই ইহা অবলোকন করিবেন।

অনন্তর, অদীন-ভাষিণী জানকী আপনার আন্তরিক শোকে নিরতিশয় নিপীড়িত হইলেও মদুক্ত ইপ্সিত শুভবাক্য শ্রবণে প্রসন্ন হইয়া শান্তিলাভ করিলেন।

ইতি অষ্টষষ্টিতম সর্গ॥ ৬৮॥

সুন্দরকাণ্ডসম্পূর্ণ।

লঙ্কাকাণ্ড।

প্রথম সর্গ।

রামচন্দ্র হনুমানের যথাবৎ কথিত সেই সকল বাক্য শ্রবণে অতিশয় প্রীত হইয়া এইরূপ উত্তর করিলেন। 'হনুমান্ সমস্ত লোকের দুঃসাধ্য যে সুমহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে, এরূপ কার্য্য পৃথিবীতে অপরের দ্বারা সম্পাদিত হওয়া দূরে থাকুক কেহ মনেও করিতে সমর্থ হয় না। গরুড়, বায়ু এবং হনুমান্ এই তিন ভিন্ন অপর কাহাকেও এরূপ দেখিতে পাই না, যে মহাসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারে। দেব, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও রাক্ষসগণেরও অজেয় সেই রাবণ-পালিত লঙ্কাপুরীতে বল পূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া কোন্ ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় নিষ্ক্রান্ত হইয়া আসিতে পারে? লঙ্কাপুরী রাক্ষসগণ-রক্ষিত হওয়ায় যেরূপ দুষ্প্রবেশ্য হইয়াছে, বীর্য্যবান্ হনুমান্ ব্যতীত অপর কাহার সাধ্য যে, উহাতে প্রবেশ করিতে পারে? এইরূপে আপনার বিক্রমানুরূপ বল প্রকাশ করিয়া, হনুমান্ সুগ্রীবের সুমহৎ ভৃত্য-কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে। যে ভৃত্য প্রভু-কর্ত্তৃক দুষ্কর কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেও উহা অনুরাগ সহকারে সম্পাদন করে, পণ্ডিতগণ তাহাকে পুরুষোত্তম বলিয়া থাকেন। যে ভৃত্য এক কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া, প্রভুর হিতজনক অপর কার্য্য উপস্থিত হইলে সমর্থ হইয়াও তাহা না করে, সে মধ্যম পুরুষ, আর যে ভৃত্য সমর্থ হইয়া আদিষ্ট কার্য্যটিও যত্ন-সহকারে সম্পন্ন না করে, সে পুরুষাধম বলিয়া কীর্ত্তিত হয়; পরন্তু হনুমান্ রাজনিয়োগে নিযুক্ত হইয়া নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম যথাবৎ সমাধান করিয়াছে, অধিকন্তু আপনার লাঘব প্রকাশ না করায় সুগ্রীবকে সন্তুষ্ট করিয়াছে। হনুমান্ বৈদেহীকে দর্শন করিয়া অদ্য আমি এবং মহাবল লক্ষ্মণ ও অপরাপর রঘুবংশীয়গণও আত্মহননাদিরূপ ঘোরতর অধর্ম্ম হইতে পরিরক্ষিত হইয়াছি; কেন না, জানকীর সংবাদ না পাইলে আমি নিশ্চয়ই জীবন বিসর্জ্জন করিতাম, সুতরাং আমার বিরহে লক্ষ্মণ প্রভৃতি কেহই প্রাণ ধারণ করিতে সমর্থ হইত না; কিন্তু দীন অবস্থায় থাকায় এতাদৃশ প্রিয়সংবাদদাতার যে এ পর্য্যন্ত কার্য্যানুরূপ কোন প্রিয়ানুষ্ঠান করি নাই, ইহাই আমার অন্তঃকরণকে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ করিতেছে। যাহা হউক এই সময়ে আমার এই আলিঙ্গন দানই সর্ব্বস্ব দান স্বরূপ মহাত্মা হনুমানের কার্য্যানুরূপ পুরস্কার হউক।"

সর্ব্ব-কার্য্য-সমর্থ হনুমান্ সীতার উদ্দেশ করিয়া লঙ্কা হইতে প্রত্যাগত হওয়ায় রঘুসত্তম রাম পূর্ব্বোক্ত বাক্য সকল বলিয়া প্রীতি-পুলকিত কলেবরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কপীশ্বর সুগ্রীবের সাক্ষাতেই পুনর্ব্বার এই কথা বলিতে লাগিলেন। "আমরা সর্ব্বপ্রযত্নে সীতার অন্বেষণ করিয়া যদিচ তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছি, কিন্তু এই সাগর দর্শন করিয়া আমার মনঃ পুনর্ব্বার ভগ্নোৎসাহ হইতেছে। এই সমাগত বানরগণ কি প্রকারে দুষ্পার মহাসাগরের দক্ষিণপারে গমন করিবে? যদ্যপি 'সীতা লঙ্কাপুরীতে আছেন' এইরূপ বৃত্তান্ত আমার নিকট কথিত হইয়াছে, কিন্তু 'বানরগণের সমুদ্রপার গমনের কি হইবে' এইরূপ জিজ্ঞাসার উত্তর কি?" শত্রুসূদন শোকসন্তপ্ত রাম মহাত্মা হনুমান্‌কে এই কথা বলিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় সর্গ।

অনন্তর, সুগ্রীব শোকসন্তপ্ত দশরথনন্দন রামকে এইরূপ শোকনাশন বাক্য সকল বলিতে লাগিলেন। "হে বীর! আপনি কি নিমিত্ত প্রাকৃত লোকের ন্যায় এরূপ সন্তাপ করিতেছেন? আপনি আর এরূপ সন্তাপ করিবেন না; যেরূপ কৃতঘ্ন ব্যক্তি অপরের সহিত সৌহার্দ্দ পরিত্যাগ করিয়া থাকে, তদ্রূপ এই সন্তাপ পরিত্যাগ করুন্! হে রঘুনন্দন! যখন শত্রুর সমস্ত বৃত্তান্ত ও বাসস্থান জানা গিয়াছে, তখন আর আমি আপনার সন্তাপের কোন কারণ দেখিতেছি না। আপনি মতিমান্, শাস্ত্রজ্ঞ ও দীর্ঘদর্শী পণ্ডিত, অতএব যোগী পুরুষ যেরূপ অপবর্গ দূষণী বুদ্ধিকে পরিত্যাগ করেন, তদ্রূপ আপনিও এই প্রয়োজননাশিনী অশুভদায়িনী বুদ্ধি পরিত্যাগ করুন্। অমরা সকলেই এই নক্রসমাকুল মহাসমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কা আক্রমণ করিব এবং আপনার শত্রুকেও বিনাশ করিব। হে বীর! নিরুৎসাহ, দীনস্বভাব ও শোকাকুল ব্যক্তির সকল প্রয়োজন বিনষ্ট হয় এবং তাদৃশ ব্যক্তিই বিপদে পতিত হইয়া থাকে। এই রণদক্ষ বানরযূথপতিগণ আপনার প্রিয়সাধন বাসনায় অনলমধ্যে প্রবেশ করিতেও উৎসাহ করিতেছে। আমি তাহাদের প্রফুল্ল বদনাদি দ্বারা তদ্বিষয়ে দৃঢ় নিশ্চয় করিয়াছি। এক্ষণে যেরূপে আমরা বিক্রম প্রকাশ করিয়া আপনার শত্রু সেই পাপকর্ম্মা রাবণকে বিনাশ করতঃ সীতাকে আনয়ন করিতে পারি, তাদ্বিষয়ে যত্নবান্ হউন। হে রাঘব! এই সমুদ্রের উপর যেরূপে সেতু নির্ম্মিত হয় এবং আমরা যেরূপে সেই রাক্ষসরাজের পুরীদর্শন করিতে পারি, আপনি তাহারই অনুষ্ঠান করুন্। আপনি ত্রিকূট পর্ব্বতের শিখরস্থিত সেই লঙ্কাপুরীকে দর্শন করিয়াই 'রাবণ বিনষ্ট হইয়াছে' বলিয়া মনে নিশ্চয় করিবেন। মকরালয় সমুদ্রের উপর সেতু বন্ধন না করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ অথবা অসুরগণ কেহই সেই লঙ্কাপুরীতে উপস্থিত হইতে পারিবেন না। ইহা নিশ্চয়ই জানিবেন, লঙ্কা পর্য্যন্ত সমুদ্রের উপর সেতু নির্ম্মিত হইলেই তদ্দ্বারা সমগ্র সৈন্য তথায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে এবং বিজয় লাভও করিবে, সন্দেহ নাই; কারণ এই কামরূপী বানরগণ সকলেই রণকুশল। মহারাজ! আপনি এই সর্ব্ববিনাশিনী, বিকল বুদ্ধি পরিত্যাগ করুন্, কারণ পৃথিবীতে শোকই মনুষ্যের বীর্য্য নাশ করিয়া থাকে। এ সময়ে মনুষ্যের যেরূপ কর্ত্তব্য, আপনি তেজোবলে তদনুরূপ শৌর্য্য ও ধৈর্য্য অবলম্বন করুন্, কারণ বিনষ্ট বা অনুদ্দিষ্ট হইলে আপনার ন্যায় মহাত্মা শূর পুরুষগণের শোক উপস্থিত হওয়াই সর্ব্বনাশের হেতু। আপনি বুদ্ধিমান্গণের অগ্রগণ্য এবং শাস্ত্র সকলের অর্থও বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত আছেন, সুতরাং আপনাকে অধিক বলিতে হইবে না; মাদৃশ সচিবগণ সমভিব্যাহারে থাকিলে আপনি অবশ্যই শত্রুজয়ে কৃতকার্য্য হইবেন। হে রাম! আমি ত্রিলোক মধ্যে এরূপ কাহাকেই দেখিতে পাই না যে, আপনি ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক সমরে অবস্থিত হইলে আপনার সম্মুখীন হইতে পারে। আপনি বানরগণের প্রতি যে কার্য্যভার দিবেন, তাহা কদাচ বিনষ্ট হইবে না। আমরা সকলেই এই অক্ষয় সাগর উত্তীর্ণ হইয়া সীতা দেবীকে আনয়ন করিব; অতএব আপনি শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রোধ অবলম্বন করুন্, কারণ ক্ষত্রিয় নিরুদ্যম হইলে সৌভাগ্যবান্ হইতে পারে না, কিন্তু নিরতিশয় কোপনস্বভাব হইলে সকলেই তাহাকে ভয় করিয়া থাকে। আমরা সকল বিষয়েই যত্নবান্ আছি; অতএব আপনি এক্ষণে এই ভয়ঙ্কর নদীপতি সমুদ্র পার হইবার কোন সূক্ষ্ম উপায় অবধারণ করুন্। আমার এই সৈন্যগণ সমুদ্র উত্তীর্ণ হইলেই আপনি নিশ্চয়ই বিজয় লাভ করিবেন এবং মনে মনে ইহাও অবধারণ করুন্ যে সমুদ্র লঙ্ঘিত হইয়াছে এবং আপনিও বিজয়ী হইয়াছেন। এই রণবীর, কামরূপী বানরগণ শিলা ও বৃক্ষ বৃষ্টির দ্বারাই সেই শত্রুগণকে বিনষ্ট করিবে। হে সমরপ্রিয়! আমাদের মনে হইতেছে, আমরা কোন রূপে

পার হইয়াছি এবং রাবণও বিনষ্ট
ছ।"

রাজন্! অধিক বলিবার আবশ্যক কি?
সর্ব্বপ্রকারেই বিজয় লাভ করিবেন;
ইতস্তত: সুনিমিত্ত সকল দর্শন করি-
এবং আমার মনে নিরতিশয় হর্ষ উপ-
ইতেছে।"

ইতি দ্বিতীয় সর্গ॥ ২॥

তৃতীয় সর্গ।

ন্তর, পরমার্থবিদ্ কাকুৎস্থ রাম সুগ্রী-
সেই যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎ-
স্বীকার করতঃ হনুমানকে বলিতে
ন। "হনুমন্! তপস্যার দ্বারা এই
উপর সেতু নির্ম্মাণ, ইহার সমস্ত জল
অথবা যেরূপে বল, আমি সর্ব্ব-
ই ইহাকে পার হইতে পারি। তোমাকে
অবধি কয়েকটি বিষয় শুনিবার
আমার বিশেষ ইচ্ছা হইয়াছে, তুমি
নিকট সেই সমুদয় বর্ণন কর;—সেই
লঙ্কাপুরীর কয়টি দুর্গ আছে? রাক্ষস-
সৈন্যসংখ্যা কত? দ্বারদেশের দুর্গ
কিরূপ? তথায় কোন খনন, পরিখ
ও ভূমধ্যস্থ অট্টালিকাদি আছে কি না?
দিগের বাসস্থান সকল কিরূপ? তুমি
ও বর্ণন উভয় বিষয়েই বিশেষ পটু;
লঙ্কায় যাহা যাহা দর্শন করিয়াছ,
নিঃশঙ্কচিত্তে আমার নিকট যথাবৎ
র।"

ন্তর, বাক্যবিশারদ পবননন্দন হনুমান্
দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার
বলিতে লাগিলেন। "রাজন্! সেই
ী অনুপলক্ষিত ভাবে রাক্ষস-বল
যেরূপে রক্ষিত হইতেছে, রাক্ষসগণ
তেজঃসমাহিত পরম সমৃদ্ধি লাভ করিয়া
ও যেরূপে লঙ্কামধ্যে বাস করিতেছে,
ভয়ানক সমুদ্র, বলসমূহের বিভাগ,
র বাহনের সংখ্যা এবং দুর্গকর্ম্মাদি
যথাবৎ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন্।" বানর-
শ্রেষ্ঠ হনুমান্ এই বলিয়া যথাবৎ বলিতে
আরম্ভ করিলেন।

"মহারাজ! শত্রুগণ সেই উদ্ধতস্বভাব
রাক্ষসগণনিষেবিত মত্তমাতঙ্গ সমাকুল এবং
বাজি ও রথসঙ্কুল লঙ্কাপুরীতে গমন করিতে
সমর্থ হয় না। সেই পুরীর মহাপরিখবিশিষ্ট
দৃঢ় কপাটবদ্ধ চারিটি বৃহৎ ও বিশাল দ্বার
আছে। সেই দ্বার সকলের অভ্যন্তর হইতে
বাণ ও শিলাদি নিক্ষেপ করিবার নিমিত্ত দৃঢ়
বৃহৎ ইষুপল যন্ত্র সকল স্থাপিত আছে; যদ্দ্বারা
সমাগত শত্রুসৈন্যগণকে বহির্দ্দেশ হইতেই
নিবারণ করিয়া থাকে। রাক্ষসবীরগণ তথায়
অয়ঃসারময়ী শিলা সকল এবং শত শত শাণিত
শতঘ্নী সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। মণি,
বিদ্রুম, বৈদূর্য্য ও মুক্তাদি জড়িত তাহার সেই
সুবর্ণনির্ম্মিত প্রাচীর কেহই ধর্ষণ করিতে
সমর্থ হয় না। তাহার চতুর্দ্দিকে পরিখাবেষ্টিত,
মীনসেবিত, ভয়ঙ্কর নক্রসমাকুল ও বহুল
শীতলজলপূর্ণ অগাধ জলাশয় আছে। সেই
পুরীর দ্বারচতুষ্টয়ে পরিখা পার হইবার নিমিত্ত
চারিটি সংক্রম আছে এবং তন্নিকটে বহুবিধ
যন্ত্র ও বৃহদাকার গৃহপংক্তিও স্থাপিত আছে।
শত্রুসৈন্যেরা সমাগত হইলে সেই সংক্রম চতু-
ষ্টয়ই তাহাদিগের আক্রমণ হইতে পুরীকে
রক্ষা করে এবং নিকটস্থ যন্ত্র সকলের দ্বারা
চতুর্দ্দিকে পরিখাবারি বিকীর্ণ হইয়া থাকে।
সেই সংক্রম চতুষ্টয়ের মধ্যে একটি সংক্রম,
অকম্প্য, বলবান্, দৃঢ় ও অতিবৃহৎ এবং
কাঞ্চননির্ম্মিত অনেক স্তম্ভ ও বেদিকাদ্বারা
সুশোভিত। হে রাম! রাবণ সমরাভিলাষী
হইয়া বল দর্শনের নিমিত্ত প্রমাদরহিত ও
সতর্কিতভাবে অক্ষোভ্য অন্তঃকরণে সংক্রমের
নিকট স্বয়ং অবস্থিত রহিয়াছে। সেই নিরালম্ব
ভয়াবহ লঙ্কাপুরীতে নাদেয়, পার্ব্বতীয়, বন্য ও
কৃত্রিম, এই চতুর্ব্বিধ দুর্গ থাকায় দেবগণও
তথায় গমন করিতে সাহস করেন না।
রাঘব! লঙ্কাপুরী দুষ্পার সমুদ্রের পরপার-
স্থিত এবং তথায় জলদুর্গ নির্ম্মিত থাকায়
নৌকাদ্বারা গমনাগমনেরও পথ নাই, এজন্য

এপর্য্যন্ত কেহই সেই পুরীর কোন বিশেষ বার্ত্তা পরিজ্ঞাত নহে। পর্ব্বতের উপর অনেক দুর্গ নির্ম্মিত থাকায় বাজিবারণসম্পূর্ণ অমরাবতীসদৃশ সেই লঙ্কাপুরীকে দুর্জ্জয় বোধ হইল।”

“মহারাজ! পরিখা শতঘ্নী এবং বহুবিধ যন্ত্র সেই দুরাত্মা রাবণের লঙ্কাপুরীকে পরিশোভিত করিয়া রাখিয়াছে। সেই পুরীর পূর্ব্ব দ্বারে শূলহস্ত দুর্দ্ধর্ষ দশ সহস্র রাক্ষস আছে; তাহারা খড়্গযুদ্ধে বিশেষ পারদর্শী। দক্ষিণ দ্বারে দশ লক্ষ রাক্ষস আছে এবং তথায় চতুরঙ্গিণী সেনার সহিত অনেক উৎকৃষ্ট যোদ্ধাও আছেন। পশ্চিম দ্বারে খড়্গচর্ম্মধারী, সর্ব্বাস্ত্রকুশল, দশ লক্ষ রাক্ষস আছে; রথী এবং অশ্বারোহী দশ কোটি, সৎকুল প্রসূত রাক্ষস রাবণ কর্ত্তৃক সুপূজিত হইয়া উত্তর দ্বারে অবস্থিত রহিয়াছে। মধ্যম স্কন্ধে যে সকল দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসসৈন্য আছে, তাহাদের সংখ্যার শেষ নাই।”

“আমি সেই মহাবল রাক্ষসসৈন্যের একদেশ নষ্ট করিয়াছি,—সেই সংক্রম সকল ভাঙ্গিয়া দিয়াছি এবং লঙ্কা দগ্ধ করতঃ প্রাচীর সকল ভাঙ্গিয়া পরিখাকে পরিপূরিত করিয়া আসিয়াছি। ইহা নিশ্চয়ই জানিবেন, আমরা যে কোন প্রকারে হউক সমুদ্র পার হইব এবং লঙ্কা নগরীও বানরগণ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইবে। আপনার অধিক সৈন্যের প্রয়োজন কি? হে রাঘব! কেবলমাত্র অঙ্গদ, দ্বিবিদ, মৈন্দ, জাম্ববান্, পনস, নল এবং সেনাপতি নীল আমরা এই কয়েক জনেই সমুদ্র পার হইয়া পর্ব্বত, বন, খাত, ভবন, প্রাকার ও তোরণের সহিত সেই লঙ্কাপুরীকে ভেদ করিয়া সীতা দেবীকে আপনার নিকট আনয়ন করিব।”

“মহারাজ! আপনি এক্ষণ প্রধান প্রধান সেনাপতিগণকে এইরূপ আজ্ঞা প্রদান করিয়া শীঘ্রই যুদ্ধযাত্রায় উদ্যোগী হউন।”

ইতি তৃতীয় সর্গ ॥ ৩ ॥

চতুর্থ সর্গ।

সত্যপরাক্রম রাম হনুমান্ কর্ত্তৃক যথা কথিত এই সমস্ত বাক্য আনুপূর্ব্বিক শ্র করিয়া এইরূপ বলিতে লাগিলেন! “হনুম ‘আমি সেই ভীমরূপ রাক্ষসের লঙ্কাপুরী ত রাৎ বিধ্বংসিত করিয়া ফেলিব’ তুমি এই যাহা বলিতেছ, তাহা সমস্তই আমার বলিয়া বোধ হইতেছে। সুগ্রীব! তোম এই মুহূর্ত্তেই যুদ্ধযাত্রায় উদ্যোগী হও, কা দিবাকর মধ্যগামী হইয়াছেন এবং এতাদৃ বিজয়প্রদ অভিজিন্নামক মুহূর্ত্তে যাত্রা করা বিধেয়। আমি এই বিজয়মুহূর্ত্তে যাত্রা করিে রাবণ কখনই জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইে না। যেরূপ বিষপান করিয়া আতুর ব্যা মৃত্যুকালে অমৃতবৎ ঔষধ স্পর্শ করিয়াও জী নাশায় আশ্বাসিত হয়, ‘তদ্রূপ ‘আমি যাত্রায় নির্গত হইয়াছি’ জানকী এই ব শ্রবণ করিলেও জীবনের আশা বিস করিবেন না। চন্দ্রমা অদ্য উত্তরফল্গুনী নক্ষ অবস্থান করায় আমার সাধনতারা হইয়াে কিন্তু আগামি কল্য হস্তার সহিত যোগ হই নিধনতারা হইবে, কারণ পুনর্ব্বসু নক্ষ আমার জন্ম হইয়াছিল, অতএব হে সুগ্রী আমরা সর্ব্বসৈন্যপরিবৃত হইয়া অদ্যই যু যাত্রায় নির্গত হইব। অগ্রে যে সকল সুনিমি প্রাদুর্ভূত হইতেছে, ইহা দেখিয়া বোধ হ আমরা রণভূমিতে রাবণকে বিনষ্ট করি জানকীকে আনয়ন করিব। আমার দক্ষিণ নয়নের উপরিভাগ বারম্বার নৃত্য কা যেন রামচন্দ্র! তুমি বিজয় লাভ করিয়া ইহাই প্রকাশ করিতেছে।”

তদনন্তর, অর্থবিশারদ ধর্ম্মাত্মা রাম বা রাজ সুগ্রীব এবং লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক সুপূজিত হই পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন। “সেনাপ ‘নীল বেগশালী শত সহস্র বানরসেনায় পরি হইয়া পথ অন্বেষণেরনিমিত্ত সেনাগণের অগ্রে গমন করুন্। হে সেনাপতে সুগ্রীব! য উত্তম ফল, মূল ও সুমধুর শীতল জল এবং কা আছে, তুমি নীলকে এতাদৃশ পথ সেনাগণকে লইয়া যাইতে আজ্ঞা

াত্মা রাক্ষসগণ পথস্থিত ফল, মূল ও পানীয়
ল বিবাদি দ্বারা দূষিত করিয়া রাখিবে, তুমি
াতে বিশেষ সাবধান হইবে। বানরগণ উল্ল-
করতঃ বৃক্ষাদির উচ্চদেশে আরোহণ করিয়া
র নিম্নস্থিত বনদুর্গ ও বনসকলে নিহিত
বল সকল যেন অনুসন্ধান করিয়া যায়।
মাদের এই সেনাগণের মধ্যে বাল্য ও
ত্তনিবন্ধন যাহাদিগকে নিঃসার বোধ
তেছে, তাহাদিগকে এই কিষ্কিন্ধ্যাতেই
খিয়া যাও; কারণ আমাদের এই লঙ্কা-
রকার্য্য ঘোরতর হইবে, বোধ হইতেছে,
এব কেবলমাত্র বিক্রমসম্পন্ন বলের সহি-
যাত্রা করা কর্ত্তব্য। শত সহস্র মহাবল
রসিংহসকল এই মহাসাগরসদৃশ ভয়ানক
রসেনা সঞ্চালন করিয়া লইয়া যাউক।
রিসদৃশ গজ, মহাবল গবয় ও গবাক্ষ
গর্ব্বিত গোবৃষভের ন্যায় সৈন্যাগ্রে গমন
ক্। প্লবনকারিগণের অগ্রগণ্য বানরশ্রেষ্ঠ
ভ দক্ষিণ দিক্ রক্ষা করতঃ বানরবাহিনীর
ত গমন করুক্। গন্ধহস্তীর ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ
শালী গন্ধমাদন বানরবাহিনীর সহিত
ভাগ রক্ষা করতঃ গমন করিবে। যেরূপ
রাজ ঐরাবতে আরোহণ করিয়া গমন
রন, তদ্রূপ আমি হনুমানের স্কন্ধাধিরূঢ়
া সমস্ত সৈন্যের হর্ষ উৎপাদন করতঃ
মধ্যে গমন করিব এবং সার্ব্বভৌমাধিরূঢ়
াধিপতি যক্ষরাজ কুবেরের ন্যায় যমসদৃশ
ণ অঙ্গদপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আমার
টে গমন করিবেন। ঋক্ষরাজ জাম্ববান্
মহাবাহু সুষেণ ও বেগদর্শী, এই
ন জনে কুক্ষিদেশ রক্ষা করিবে। যেরূপ
জস্বী বরুণ লোক-সকলের পশ্চার্দ্ধ রক্ষা
য়া থাকেন, তদ্রূপ কপিরাজ সুগ্রীব জঘন-
শ রক্ষা করিবেন।"

বানর-শ্রেষ্ঠ মহাবল সেনাপতি সুগ্রীব
চন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া বানরগণকে
রূপ আদেশ প্রদান করিলে সেই মহাবল
নরগণ লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক আপনাদিগের
শ্রয়ভূত গুহা ও শিখর সকল হইতে বহির্গত
ল।

তদনন্তর, ধর্ম্মাত্মা রাম বানররাজ সুগ্রীব
এবং লক্ষ্মণ কর্তৃক সুপূজিত ও অসংখ্য বারণ-
সদৃশ বানরগণে পরিবৃত হইয়া সসৈন্যে দক্ষি-
ণাভিমুখে নির্গত হইলেন। তৎকালে হৃষ্ট,
কৌতুক-বিশিষ্ট এবং সুগ্রীব পালিত সেই
বানরবাহিনী তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল।
কোন কোন বানর সেনাগণকে রক্ষা করিবার
নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে লম্ফ প্রদান করিয়া, কেহ বা
অগ্রস্থিত ফল-মূলাদির শুদ্ধাশুদ্ধ পরীক্ষা
করিবার নিমিত্ত অগ্রগামি হইয়া, কেহ সিংহ-
নাদ এবং কেহ বা সামান্য নাদ করিয়া সুগন্ধি
ও সুমিষ্ট ফল সকল ভক্ষণ এবং মঞ্জরীপুঞ্জ
শোভিত মহাবৃক্ষ সকল উদ্বহন করতঃ দক্ষিণ
দিকে গমন করিতে লাগিল। কেহ কেহ
গর্ব্বিত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে বহন ও স্কন্ধ
হইতে ভূমিতে ক্ষেপণ করিতে লাগিল, কেহ
বা ক্রমান্বয়ে গমন করিতে লাগিল এবং
কেহ বা ঊর্দ্ধে গমন করতঃ অপরকে ভূমিতে
পাতিত করিতে লাগিল। 'রাবণ এবং
অপর সমস্ত রজনীচরগণকে আমরা বিনাশ
করিয়া ফেলিব'? বানরগণ রামচন্দ্রের সম্মুখে
বারম্বার এই কথা বলিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল।
মহাবীর ঋষভ, গন্ধমাদন এবং নীল বহুতর
বানরের সহিত পথ সকল শোধন করতঃ সেই
সেনাগণের অগ্রে গমন করিতে লাগিল।

শত্রুনিসূদন রাম, লক্ষ্মণ এবং বানররাজ
সুগ্রীব, বলশালী এবং ভীমমূর্ত্তি অসংখ্য
বানরগণে পরিবৃত হইয়া তাহাদের মধ্য-
ভাগে গমন করিতে লাগিলেন। মহাবল
বানর শতবলি দশকোটি, বানর সেনায়
পরিবৃত হইয়া একাকীই সেই সমস্ত
বানর বাহিনীকে রক্ষা করিতে লাগিল।
শতকোটী বানর পরিবৃত মহাবল কেশরী,
পনস, গজ এবং অর্ক সেই বলের এক পার্শ্ব
রক্ষা করিয়া চলিল। সুষেণ এবং জাম্ববান্
অসংখ্য ঋক্ষগণে পরিবৃত হইয়া সেনামধ্যস্থিত
সুগ্রীবকে অগ্রে করতঃ তাহার জঘনদেশ রক্ষা
করিতে লাগিল। পাছে বানর সেনাগণ
চতুঃপার্শ্বস্থ নগরাদিতে উৎপাত করিয়া তাহা-
দের পীড়াকর হয়, তন্নিমিত্ত প্লবনকারিগণের

শ্রেষ্ঠ বানরপুঙ্গব মহাবল সেনাপতি নীল সর্ব্বতোভাবে তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া যাইতে লাগিল। দরীমুখ, প্রজঙ্ঘ্য, জম্ভ এবং সরভ সেনাগণকে সর্ব্বতোভাবে বেগিত করিয়া লইয়া চলিল।

সেই বলদর্পিত বানর শার্দ্দূলগণ এইরূপে গমন করিতে করিতে ক্রমশতশোভিত গিরি-শ্রেষ্ঠ সহ্য, বিকচকমল বিশোভিত সরোবর এবং উৎকৃষ্ট তড়াগ সকল দেখিতে পাইল; কিন্তু বানরগণ ভীমকোপ রামের শাসন জানিতে পারিয়া ভয়ে নগর এবং জনপদের নিকট দিয়াও যাইত না। মহাসাগরসদৃশ, ভয়ানক, সেই সুমহৎ বানরগণ ভীমরব মহা-সাগরের ন্যায় ক্রমে সহ্য পর্ব্বতের প্রথম সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই শূর কপিকুঞ্জরগণ সুসারথিসঞ্চালিত সদশ্বের ন্যায় লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক সত্বরে গমন করিতে লাগিল। তৎকালে হনুমান্ ও অঙ্গদ কর্ত্তৃক উহ্যমান্ সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম ও লক্ষ্মণ, রাহু এবং কেতু সংস্পৃষ্ট সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। এইরূপে ধর্ম্মাত্মা রাম, বানররাজ সুগ্রীব এবং লক্ষ্মণকর্ত্তৃক সুপূজিত হইয়া সসৈন্যে গমন করিলেন।

অনন্তর, ভবিষ্যৎকর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ অঙ্গদস্কন্ধারূঢ় লক্ষ্মণ, পূর্ণপ্রয়োজন রামচন্দ্রকে শুভসূচক বাক্যে এইরূপ বলিতে লাগিলেন।" রঘুনাথ! আমরা রাবণকে বিনাশ করতঃ রাবণহৃতা জান-কীর উদ্ধারসাধন করিয়া পূর্ণমনোরথ হইয়া ধনজনপূর্ণা অযোধ্যাতে প্রত্যাগমন করিব। হে রাঘব! আকাশ ও পৃথিবীতে আপনার কার্য্যসিদ্ধিসূচক শুভজনক সুমহৎ সুনিমিত্ত সকল দেখিতেছি। ঐ দেখুন, সুমন্দ, সুশীতল সুরভি, অনুকূল সমীরণ সেনাগণকে বীজন করিতেছে। মৃগ এবং পক্ষি সকল বিচ্ছেদ-রহিত শ্রোত্রসুখকরস্বরে রব করিতেছে, দিক্ সকল প্রসন্নতা এবং দিবাকর বিশদ কিরণ প্রকাশ করিতেছেন, ; প্রসন্নকিরণ ভৃগুনন্দন শুক্রও আপনার পশ্চাদ্গামী হইয়াছেন। দেখুন আকাশ মেঘমালিন্যাদি রহিত হওয়ায় ব্রহ্মর্ষি ও পরমর্ষিগণ ধ্রুবকে প্রদক্ষিণ করিয়া বিমল কিরণ প্রকাশ করতঃ সমুদিত হইতেছেন। মহাত্মা ইক্ষ্বাকুগণের পিতামহ রাজর্ষি ত্রি বিশ্বামিত্রসৃষ্ট সপ্তর্ষিমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তি পুরোহি বসিষ্ঠের সহিত বিমল দীপ্তি প্রকাশ করিতে ছেন এবং আমাদিগের পরম হিতকা বিমল ও নিরুপদ্রব বিশাখা নক্ষত্রও তদ্রূ প্রকাশিত হইতেছে। ঐ দেখুন, রাক্ষ গণের হিতকারী নির্ঋতিদৈবত মূলা নক্ষ দণ্ডকান্তরে অগ্রোত্থিত ধূমকেতু কর্ত্তৃক স্পৃ হওয়ায় পীড়িত ও সন্তাপিত হইতেছে মহারাজ! এই সকল দেখিয়া বোধ হ তেছে, রাক্ষসগণের বিনাশের নিমিত্তেই এ সকল উপস্থিত হইতেছে; কারণ যাহাদে মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হয়, তাহাদেরই নক্ষত্র গ্রহপীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে। সরোব স্থিত জল সকল মধুর ও প্রসন্ন এবং বৃ সকল অকালে ফলবিশিষ্ট হইতেছে। বৃ সকল অকালে কুসুমিত হওয়ায় তাহাদে গন্ধ ঋতুকাল অপেক্ষা অধিক হইয়াে হে প্রভো! এই ব্যূহাকারে বিন্যস্ত কপিসৈ সকল তারকাসুরসংগ্রামরত সুরসেনাগণে ন্যায় সমধিক শোভা ধারণ করিয়াছে আর্য্য! আপনি এই সকল সুনিমিত্ত দ করিয়া প্রীতি লাভ করুন্।" সুমিত্রানন্দ লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে এইরূপ বলিয়া আশ্বা করিলেন।

অনন্তর, সেই বানরীসেনা সুবিস্তী ভূভাগ আবৃত করিয়া গমন করিতে লাগি তৎকালে নখদন্তায়ুধ সেই ঋক্ষ, বানর গোপুচ্ছগণের করচরণাগ্রবিক্ষিপ্ত ধূলি সূর্য্যের শোভা আবৃত করিয়া সমুদয় দি দেশ সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। যদ্রূপ মালা আকাশ আচ্ছাদন করিয়া থা তদ্রূপ সেই বানরবাহিনী পর্ব্বত, বন আকাশের সহিত দক্ষিণদেশকে সমাচ্ছা করিয়া গমন করিতে লাগিল। বহু যো বিস্তৃত সেই সেনাগণ যৎকালে নদী হইত; তৎকালে নদী সকলের স্রোতঃ স্বা বিক গতি পরিত্যাগ করিয়া বিপরীত অবলম্বন করিত। এইরূপে সেই বা সেনা বিমলবারিপূর্ণ সরোবর, ক্রমাকীর্ণ প

...তল ভূমিপ্রদেশ এবং ফলপূর্ণ কাননসকলে ...বেশ করতঃ সুবিস্তীর্ণ ভূভাগ আবৃত ...রিয়া গমন করিতে লাগিল। তৎকালে ...য়ুর ন্যায় বেগশালী সেই বানরগণের মুখ ...ইতে হর্ষ লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছিল এবং ...াহারা "রাঘবের নিমিত্ত সমরে নিযুক্ত ...ইব" বলিয়া বিক্রম ও পথিমধ্যে পরস্পর ..., বীর্য্য, বলোদ্রেক এবং যৌবনোচিত ...না প্রকার দর্পচিহ্ন প্রকাশ করিতেছিল। ...ই বারণসদৃশ বানরগণের মধ্যে কেহ কেহ ...তিশয় দ্রুতপদে এবং কেহ বা আকাশমার্গে ...ন করিতে লাগিল; কেহ বা হর্ষ সূচক ...লকিল শব্দ করিতে লাগিল। কেহ লাঙ্গুল ...ড়ন, কেহ পৃথিবীতে পাদতাড়ন এবং ...হ বা বাহু প্রসারণপূর্ব্বক দ্রুম ও শৈল ...লকে ভগ্ন করিতে লাগিল। গিরিসদৃশ ...কগুলি বানর সুমহান্ নাদ করতঃ গিরি-...ঙ্গ আরোহণ করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল। ... হাস্য করতঃ বিক্রম প্রকাশ করিয়া ...ল বেগে বহুতর লতাজাল ভূতলশায়ী ...তঃ শিলা ও বৃক্ষ লইয়া ক্রীড়া আরম্ভ ...ল।

...তদনন্তর, নানা স্থান হইতে ঘোররূপ ...ংখ্য বানরযূথ সকল সমাগত হওয়ায় ...বী পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। হর্ষপ্রমুদিত, ...ভিলাষী এবং সুগ্রীবপালিত সেই বানর-...গণ সীতাকে মোচন করিবার অভিলাষে ...প দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিল যে, তৎ-...ল তাহারা কুত্রাপি বিশ্রাম করিল না। ...ন্তর, সেই বানরগণ সম্মুখে বিবিধবন ...ভিত সহ্য সর্ব্বত দেখিতে পাইয়া তাহাতে ...রোহণ করিল এবং রামচন্দ্র বিচিত্রকানন ও ...প্রস্রবণ সকল দেখিতে দেখিতে গমন ...তে লাগিলেন। গমনকালে বানরগণ সেই ...পর্ব্বতস্থিত চম্পক, তিলক, চূত, অশোক, ...বার, তিমিষ, করবীর, অঙ্কোল, করঞ্জ, ...বট, তিন্দুক, জম্বুক এবং পুন্নাগবৃক্ষ সকল ...করিতে লাগিল। পাষাণস্থিত নানাজাতীয় ...ক্ষ সকল বায়ুবেগে সঞ্চালিত হইয়া পুষ্প-...র দ্বারা পৃথিবী বিকীর্ণ করিয়া ফেলিল। সুখস্পর্শ, সুশীতল, চন্দনগন্ধি বনবায়ু বহিতে লাগিল এবং ভ্রমরগণ সেই সুরভি বায়ুগন্ধে মুগ্ধ হইয়া মধুলাভলালসায় শূন্যেই স্বচেষ্টা প্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্তু সেই শৈলরাজ সহ্য ধাতুগণের দ্বারাই বিশেষ শোভিত হইয়াছিল। তৎকালে সেই ধাতু সকলের রেণু বায়ুর দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া সেই মহতী বানরসেনাকে সমাচ্ছাদিত করিল। মনোরম ও গন্ধপূর্ণ কেতকী, সিন্দুবার, নবমল্লিকা, মাধবী, কুন্দ; চিরবিল্ব, মধূক, বঞ্জুল অর্থাৎ স্থলপদ্ম, বকুল, রঞ্জক, তিলক, নাগেশ্বর, চূত, পাটলী অর্থাৎ গোলাব, রক্তকাঞ্চন, মুচুলিন্দ, অর্জ্জুন, শিংশপা, কুটজ, হিন্তাল, তিমিষ, চূর্ণক, নীপাক, সরল, অঙ্কোল এবং পদ্ম প্রভৃতি বৃক্ষ ও লতা সকল পুষ্পিত হইয়াছিল। বানরগণ তদ্দর্শনে সাতিশয় প্রীত হইয়া তৎসমুদয় ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল।

সেই পর্ব্বতে চক্রবাক ও কারণ্ডব নিষেবিত, প্লব অর্থাৎ জলকুক্কুট ও ক্রৌঞ্চসংকীর্ণ, ভয়াবহ বরাহ, মৃগ, ঋক্ষ, তরক্ষু, সিংহ, শার্দ্দূল এবং ভীমকায় বহুতর সর্প সেবিত মনোরম বাপী ও পল্বল সকল দেখিতে পাইল। বিকচ ও সুরভি কমল, কুমুদ, উৎপল এবং অপর নানাজাতীয় রম্য জলজপুষ্প সুশোভিত অনেক জলাশয়ও ছিল। সেই সকল জলাশয়ের তীরদেশে নানাজাতীয় পক্ষি সকল সুমধুররব করিতেছিল। বানরগণ তথায় স্নান ও জলপান করিয়া ক্রীড়া করিতে করিতে শৈলাগ্রে আরোহণ করিয়া সুমধুর ফল, মূল এবং সুগন্ধিপুষ্প সকলের দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে প্লাবিত করিতে লাগিল এবং মধুপানে মত্ত হইয়া বৃক্ষ সকলের দ্রোণপ্রমাণ শাখা সকল ভগ্ন করিয়া ফেলিল। মধুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ সেই বানরশ্রেষ্ঠগণ মধুপান করতঃ বৃক্ষ সকলকে ভগ্ন, লতা সকলকে আকর্ষণ এবং গিরিশৃঙ্গ সকলকে কম্পিত করতঃ গমন করিতে লাগিল। কোন কোন বানর মধুপানে পরিতৃপ্ত হইয়া বৃক্ষে আরোহণ করতঃ গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং কেহ বা আরোহণ, ও কেহ বা অবতরণ করিতেছিল। তৎকালে সেই প্রদেশ বানরপুঙ্গবগণে পরিপূর্ণ হইয়া

কলমধান্যপূর্ণ ক্ষেত্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

অনন্তর রাজীবলোচন মহাবাহু দশরথনন্দন রাম সেই সহ্য ও মলয়পর্ব্বত অতিক্রম করতঃ শিখরদ্রুমভূষিত মহেন্দ্র পর্ব্বত প্রাপ্ত হইয়া তাহার শিখরদেশে আরোহণ করিয়া, কূর্ম্মমীন-সমাকীর্ণ সলিল-নিধিকে দেখিতে পাইলেন এবং সেনাসন্নিবেশ-ক্রমে ক্রমে ক্রমে সেই ভীমরব সমুদ্রের সন্নিহিত হইলেন। তদনন্তর, রমণকারিগণের শ্রেষ্ঠ রাম গিরিবর হইতে অবতীর্ণ হইয়া সুগ্রীব ও লক্ষ্মণের সহিত দ্রুতপদে মহার্ণবের অনুত্তম বেলাবনে গমন করিলেন।

অনন্তর, রাম জললহরীপরিধৌত, উপলতলশোভিত বেলাভূমি প্রাপ্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন। "সুগ্রীব! আমরা সমুদ্রসন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছি; কিন্তু পূর্ব্বে সাগরসন্তরণ বিষয়ে আমাদের যেরূপ চিন্তা উপস্থিত হইয়াছিল, এক্ষণেও সেই চিন্তা উপস্থিত হইতেছে। অতঃপর কোন উপায় অবলম্বন না করিলে এই অলভ্য-পরতীর সরিৎপতি সাগর কোনরূপে পার হওয়া যাইবে না; অতএব এই স্থানেই সেনাগণ সন্নিবেশিত হউক এবং বানরবল যেরূপে সমুদ্রের পরপার প্রাপ্ত হয়, তাহার মন্ত্রণা স্থির কর"। সীতাহরণকর্শিত মহাবাহু রাম মহাসাগর সন্নিহিত হইয়া সুগ্রীবকে এইরূপে সেনা সন্নিবেশের আজ্ঞা প্রদান করিলেন। "হে বানর পুঙ্গব! এই বেলাভূমিতেই সেনাগণকে সন্নিবেশিত কর, কারণ সমুদ্র পার হইবার মন্ত্রণাকাল উপস্থিত হইয়াছে। কেহ যেন সেনা পরিত্যাগ করিয়া কোথাও না যায়, কারণ এস্থানে রাক্ষসনিহিত অনেক গুপ্তবল আছে, শূর বানর সকল সন্নিবেশবহির্ভাগে পর্য্যটন করতঃ তাদৃশ ভয় হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করুক্"।

সুগ্রীব এবং লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই দ্রুমপূর্ণ সমুদ্রতীরে সেনা সকলকে সন্নিবেশিত করিলেন। তৎকালে মহাসাগরসমীপস্থ সেই বানর বল মধুপিঙ্গলবর্ণ জলপূর্ণ দ্বিতীয় মহাসাগরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তদনন্তর, সেই বানরশ্রেষ্ঠগণ বেলা[illegible]বন প্রাপ্ত ও সেই স্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়া সমুদ্রে[illegible] পরপার গমনের বাসনা করিতে লাগিল। সেই[illegible] সন্নিবিষ্ট বানর সেনাসমূহের নিস্বন মহার্ণবে[illegible] মহানাদকে অন্তর্হিত করিয়া শ্রুত হই[illegible] লাগিল। সুগ্রীবপালিত সেই বানরবা[illegible] ঋক্ষ, বানর ও গোলাঙ্গুল এই তিন শ্রেণীতে[illegible] সন্নিবিষ্ট হইয়া রামচন্দ্রের প্রয়োজন সাধনে[illegible] যত্নবান্ হইল। বানরগণ বায়ুবেগকম্পি[illegible] সেই মহার্ণব দর্শন করিয়া সাতিশয় প্রীত হই[illegible] এবং সেই দুষ্পার, শৈলাদিরহিত, প্রচণ্ড নক্র[illegible] দিরূপ জলজন্তুসমাকুল, দিবাশেষ এবং নিশাগ[illegible] সময়ে ফেনপুঞ্জে ও ঊর্ম্মিদামে সহাস্য ও নৃ[illegible] মানের ন্যায়, চন্দ্রোদয়কালে কম্পিত হওয়[illegible] প্রতি তরঙ্গভঙ্গে পৃথক্ চন্দ্র বিশিষ্টের ন্যা[illegible] চণ্ডানিলসদৃশ বেগশালী বৃহৎকায় গ্রাহ [illegible] তিমি ও তিমিলিঙ্গসমাকীর্ণ বরুণালয় দ[illegible] করিবার নিমিত্ত কূলে উপবেশন করিল। [illegible] কালে মহাসাগর যেন তরঙ্গ সকলের অগ্রভ[illegible] দ্বারা ফেনরূপচন্দন পেষণ করিতেছিলেন [illegible] শশধর নিজ করসমূহের দ্বারা তাহা গ্র[illegible] করতঃ দিগঙ্গনাগণের অঙ্গে লেপন করি[illegible] ছিলেন। সেই মহাসাগর পাতালপুরীর ন্য[illegible] অচলদেহ ভুজঙ্গগণসমাকীর্ণ, মহাসত্ত্বনিষে[illegible] বিবিধ শৈলসমাকুল, লঙ্কাদিরূপ শোভন[illegible] বিশিষ্ট, দুষ্পারপরপার এবং অসুরগণে[illegible] আবাস ভূমি। মকর ও নাগবিগাহিত [illegible] রাশি, বায়ুর দ্বারা সঞ্চালিত হওয়ায় প্র[illegible] হইয়া কখন উৎপতিত ও কখন বা নি[illegible]তিত হইতেছিল। সেই রাক্ষসনিলয় পা[illegible] গোচর এবং ভয়জনক মহাসাগরে মহা[illegible] অনেক জলসর্প ছিল। তাহাদের ফণম[illegible] কিরণ জলোপরি বিচ্ছুরিত হওয়ায় [illegible] হইতেছিল, কেহ যেন জলোপরি অ[illegible] সকল বিন্যস্ত করিয়া রাখিয়াছে। সা[illegible] অম্বরসদৃশ এবং অম্বর সাগরসদৃশ হও[illegible] সাগর এবং অম্বর নির্ব্বিশেষরূপে এক ব[illegible] বোধ হইতেছিল। সাগরে অম্বরপ্রতিমা[illegible] অম্বরে সাগরবারি সংপৃক্ত হওয়ায় এবং [illegible] সেই তুল্যরূপ নক্ষত্র ও রত্নদীপ্তি থাক[illegible]

ভয়কেই তুল্য বলিয়া বোধ হইতেছিল। মেঘ অম্বর এবং উর্ম্মিমালা সমাকুল সাগর কোন বিশেষই লক্ষিত হইল না। মহাগরের ভীমরব ও নিরন্তর সেই উর্ম্মিদাম পরস্পর তাড়িত হওয়ায় রণভেরীর ন্যায় সুমন্ শব্দ হইতে লাগিল। জলজীব সমাকুল জলনিধির জলবায়ুর দ্বারা সঞ্চালিত হইলে রত্নকণ উর্ম্মিদামের দ্বারা উর্দ্ধে ক্ষিপ্ত হওয়ায় বোধ হইতেছিল, যেন মহাসাগর ক্রুদ্ধ হইয়াই তাহাদিগকে ক্ষেপণ করিতেছিলেন। এইরূপে সেই মহাবল বানরগণ চিন্তিত হইয়া, পরিবিক্রম ও জলশব্দপূর্ণ মহাসাগর এবং অনিলকম্পিত বীচি বিহসিত, অম্বর দর্শন করিতে লাগিল।

ইতি চতুর্থ সর্গ ॥ ৪ ॥

পঞ্চম সর্গ।

সেই সেনা সেনাপতি নীলকর্তৃক সাগরের উত্তরতীরে সন্নিবেশিত হইয়া বিধিবৎ রক্ষিত হইতে লাগিল। বানরপুঙ্গব মৈন্দ ও দ্বিবিদ সেই সেনাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

সেনাগণ নদ নদীপতি সমুদ্রের তীরে এইরূপে সন্নিবেশিত হইলে রামচন্দ্র পার্শ্বস্থিত লক্ষ্মণকে বলিতে লাগিলেন। "লক্ষ্মণ! কাল যত অতীত হয়, তাহার সহিত শোকও অপগত হয়, কিন্তু, আমার পক্ষে তাহা বিপরীত বোধ হইতেছে, কারণ, কান্তার অদর্শনজনিত শোক আমার দিন দিন বৃদ্ধিই হইতেছে। প্রিয়া দূরে রহিয়াছেন, আমি তজ্জন্য দুঃখিত নহি, রাবণ অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, আমি তজ্জন্যও দুঃখ করি না, কিন্তু তাঁহার যৌবন অতীত হইতেছে, তজ্জন্যই আমার বিশেষ শোক উপস্থিত হইতেছে। সমীরণ! জানকী যথায় আছেন, তুমি তথায় যাও এবং তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিয়া আমাকে স্পর্শ করিবে, তাহা হইলে, যে রূপ নিদাঘ দৃষ্ট লোচন ব্যক্তির চন্দ্রদর্শনে পুনরায় দৃষ্টি সমাগম হয়, তদ্রূপ তুমি প্রিয়াকে স্পর্শ করিয়া আমাকে স্পর্শ করিলে আমার সীতাশোক সন্তপ্ত গাত্র শীতল হইবে। তিনি যৎকালে রাবণ কর্তৃক অপহৃতা হন তৎকালে 'হা নাথ!!!' এই বলিয়া আমাকে যে আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহাই এক্ষণে আমার অন্তরে বিষবৎ অবস্থান করতঃ আমার গাত্র দগ্ধ করিতেছে। লক্ষ্মণ! আমার শরীর দিবারাত্রই মদনাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে; প্রিয়াবিরহ, তাহার কষ্ট এবং সেই বিরহ জন্য চিন্তা তাহার শিখা স্বরূপ হইয়াছে। সৌমিত্রে! তুমি এই স্থানেই অবস্থান কর; আমি একাকী সমুদ্রে অবগাহন করিয়া নিদ্রা যাই; বোধহয় আমি জল মধ্যে সুপ্ত হইলে প্রজ্বলিত কামানল আমায় তথায় দগ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না। "সেই বামোরু সীতা এবং আমি আমরা উভয়ে এখন এক ধরণীতেই রহিয়াছি" লক্ষ্মণ! আমি এই আশাতেই এপর্য্যন্ত জীবনধারণ করিয়া আছি। যদ্রূপ বারিপূর্ণ ক্ষেত্র শুষ্ক হইলে তৎস্থিত ধান্য সকল তাহার জলপূর্ণ অবস্থার উপর স্নেহ-বশতঃ কথঞ্চিৎ জীবিত থাকে, তদ্রূপ 'সীতা জীবিত আছেন' আমি ইহা শুনিয়াই জীবনধারণ করিতেছি। হায়! কত দিনে শত্রু জয় করিয়া কমলায়তলোচনা, সমৃদ্ধা রাজলক্ষ্মীর ন্যায় সেই সুশ্রোণী জনকনন্দিনীকে দর্শন করিব। হায়! আতুর ব্যক্তির রসায়ণ পানের ন্যায় কখন সেই চারুদর্শনার বদন-কমল উন্নমিত করিয়া অধরসুধা পান করিব। কত দিনে সেই সুহাসিনীর তালফল সদৃশ সোৎকম্প ঘন ও পীন স্তনদ্বয় আমাকে ভজনা করিবে। সেই অসিতাপাঙ্গী জনকনন্দিনী মৎসদৃশ নাথ বর্ত্তমান থাকিতেও রাক্ষসগণের মধ্যগতা হইয়া অনাথার ন্যায় কাহাকেই পরিত্রাতারক প্রাপ্ত হইতেছেন না। কি আক্ষেপের বিষয়!! রাজর্ষি জনকের দুহিতা, মহারাজ দশরথের স্নুষা এবং আমার প্রণয়িনী হইয়াও জানকী কি প্রকারে রাক্ষসীগণ মধ্যে অবস্থান করিতেছেন। যেরূপ শারদী শশিলেখা নীলমেঘ সকল অপসারিত করিয়া উদিত হয়, তদ্রূপ জানকী অচিরাৎ দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসগণকে বিধূনিত করিয়া সমুদিতা হই-

বেন। লক্ষ্মণ! সীতা স্বভাবতঃই কৃশাঙ্গী তাহাতে এই দেশকাল বিপর্য্যয়সম্ভূত শোক ও অনশনাদির দ্বারা নিশ্চয়ই আরও ক্ষীণাঙ্গী হইয়াছেন। হায়! আমি কত দিনে সেই দুরাত্মা রাক্ষসেন্দ্রের বক্ষঃস্থলে শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া শোকসন্তপ্তা জানকীকে প্রত্যাহরণ করিব এবং সেই সুরবালা-সদৃশী সাধ্বী জনকতনয়া উৎকণ্ঠাসহকারে আমার কণ্ঠ অবলম্বন করিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিবেন। কত দিনে সীতাবিয়োগজনিত এই ঘোর শোক, মলিনবসনের ন্যায় পরিত্যাগ করিব।'

ধীমান্ রামচন্দ্র সীতাশোকে অধীর হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন। এদিকে দিবাশেষ উপস্থিত হওয়ায় ভগবান্ ভাস্কর হীনকান্তি হইয়া অস্তাচলে গমন করিলেন। তদনন্তর, লক্ষ্মণ সীতাশোকসন্তপ্ত রামচন্দ্রকে আশ্বাসিত করিলে তিনি সায়ংকালীন সন্ধ্যোপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

ইতি পঞ্চম সর্গ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ সর্গ।

এদিকে রাক্ষসেন্দ্র রাবণ লঙ্কামধ্যে মহাবল পুরন্দরের ন্যায় হনুমানের কৃত সেই ঘোরতর ভয়াবহ কার্য্য দর্শন করিয়া, লজ্জায় কিঞ্চিৎ অধোবদন হইয়া রাক্ষসগণকে বলিতে লাগিলেন। 'একজন মাত্র বানর আসিয়াই এই অজেয় লঙ্কাপুরী আক্রমণ করিয়া পুর মধ্যে প্রবেশ করিল এবং জনকতনয়া সীতাকেও দেখিয়া গেল। হনুমান্ একাকীই চৈত্য প্রসাদের ধর্ষণ এবং প্রধান প্রধান রাক্ষসগণের বিনাশসাধনপূর্ব্বক সমগ্র লঙ্কাপুরীকে সংক্ষুভিত করিয়া গিয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণ আমি তোমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত কোন্ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব এবং তোমাদেরই বা এক্ষণ কোন্ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা উচিত? হে রাক্ষসগণ যে কর্ম্ম পরিণামে শ্লাঘনীয় বলিয়া বোধ হইবে তোমরা এরূপকোন উপায় বল। এক্ষণ রামের প্রতিকূলাচরণ বিষয়ে মন্ত্রণা করা বিধেয়, কারণ পণ্ডিতগণ মন্ত্রণাকেই বিজয়লাভের মূল বলিয়া থাকেন। পৃথিবীতে উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে তিন প্রকার পুরুষ আছে; আমি সেই সমবেত পুরুষ সকলের গুণ ও দোষ বর্ণন করিতেছি। যে পুরুষ হিতরত ও মন্ত্রনির্ণয়ে সমর্থ মন্ত্রিগণের সহিত, অথবা সমসুখ-দুঃখভোগী মিত্র ও বান্ধববর্গের সহিত মন্ত্রণা করিয়া এবং দৈব সহায়ে যত্নপর হইয়া কর্য্যারম্ভে প্রবৃত্ত হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকেই উত্তম পুরুষ বলিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি একাকীই ধর্ম্ম ও অর্থের বিচার করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে মধ্যম এবং যে গুণদোষের বিচার ও দৈবের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া "আমি একাকীই এই কর্ম্ম করিব" এইরূপ নিশ্চয় করিয়া কার্য্য করণে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে পুরুষাধম বলিয়া থাকেন।'

'যেরূপ পুরুষগণের মধ্যে উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন শ্রেণী কথিত হইল, তদ্রূপ মন্ত্রিগণের মন্ত্রনির্ণয় বিষয়েও উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিনটি শ্রেণী আছে। নীতিজ্ঞ মন্ত্রিগণ নয়লোচনে, তাবৎ বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া ঐকমত্য অবলম্বন করতঃ যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, নীতিশাস্ত্রবিশারদগণ তাহাকে উত্তম মন্ত্র বলিয়া থাকেন। যে মন্ত্রে মন্ত্রিগণ প্রথমতঃ বহুতর বিরুদ্ধ মত অবলম্বন করিয়া তদনন্তর পুনর্ব্বার ঐকমত্য অবলম্বন করেন, সেই মন্ত্রকে মধ্যম এবং যে মন্ত্রে পরস্পর ভিন্ন মত অবলম্বন করতঃ মন্ত্রি বিরুদ্ধ ভাষী হয়েন ও কথঞ্চিৎ একমত অবলম্বন করিলেও তাহা পরিণামে শ্রেয়স্কর হয় না, তাহাকে অধম মন্ত্র বলিয়া থাকেন। অতএব হে মন্ত্রিসত্তমগণ! তোমরা মন্ত্রণা করিয়া যাহা সৎকার্য্য বলিয়া স্থির করিবে, আমার তাহাই কর্ত্তব্য।'

'সম্প্রতি রাম অসংখ্য বানরবীরে পরিবৃত হইয়া আমাদিগকে অবরোধ করিবার নিমিত্ত অচিরাৎ লঙ্কাপুরীতে উপস্থিত হইবে। রঘুনন্দন রাম সগরবংশোদ্ভব; ইহাতে নিশ্চয় বোধ হইতেছে, সে তপোবল অথবা দিব্য বল, যে কোন প্রকারেই হউক অনুজ এবং অপরাপর সেনাগণের সহিত সাগর

হইবে। তাহার একমাত্র বানর আসিয়াই এতাদৃশ কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছে। কিন্তু, রামচন্দ্র সমুদ্র শোষণ অথবা তদুপরি সেতু নির্ম্মাণ আদি অন্য উপায় অবলম্বন করতঃ সাগর পার হইয়া বানরসমূহের সহিত লঙ্কায় উপস্থিত হইলে তৎকালে আমার পুরী ও সৈন্য মধ্যে যাহাতে মঙ্গল হইবে তোমরা তদ্বিষয়েরই মন্ত্রণা স্থির কর।'

ইতি ষষ্ঠ সর্গ।

সপ্তম সর্গ।

সেই মহাবল রাক্ষসগণ, রাক্ষসেন্দ্র রাবণ কর্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিল। 'মহারাজ! শত্রুপক্ষের বলাবল পরিজ্ঞাত না হইয়া মন্ত্রণা করা নির্ব্বোধের কার্য্য। আপনার পরিঘ, শক্তি, ঋষ্টি, শূল ও ত্রিশধারি সুমহৎ বল রহিয়াছে, তথাপি আপনি কি জন্য বিষণ্ণ হইতেছেন? আপনি পাতালে গমন করিয়া পন্নগগণকে জয় করিয়াছেন; কৈলাসশিখরবাসী বহুযক্ষপরিবৃত কুবেরের সহিত সুমহৎ সংগ্রাম করিয়া তাঁহাকে বশীভূত করিয়াছেন। মহারাজ! যিনি মহেশ্বরের সখা বলিয়া শ্লাঘা করিয়া থাকেন, আপনি রোষভরে রণভূমিতে সেই লোকপালকেও পরাজিত এবং যক্ষগণকে বিক্ষোভিত ও নিগৃহীত করতঃ তাহাদের অনেকের বিনাশ সাধন করিয়া কৈলাসশিখর হইতে এই বিমান আহরণ করিয়াছেন। হে রাক্ষসেন্দ্র! দানবেন্দ্র ময়, আপনা হতে ভয় আশঙ্কা করিয়া আপনার সহিত সখ্য স্থাপন করিবার বাসনায় নিজদুহিতা মন্দোদরীকে ভার্য্যারূপে আপনাকে সমর্পণ করিয়াছেন। কুম্ভীনসীর প্রিয় ভর্ত্তা, বীর্য্যবান, দুর্জ্জয় দানবেন্দ্র মধুর সহিত যুদ্ধ করিয়া আপনি তাহাকে বশীভূত করিয়াছেন। হে মহাবাহো! আপনি রসাতলে গমন করিয়া নাগগণকে জয় করিয়াছেন এবং বাসুকি, তক্ষক, শঙ্খ এবং জটী প্রভৃতি নাগগণ আপনার বশীভূত হইয়াছে। হে শত্রুদমন প্রভো রাক্ষসেন্দ্র! আপনি স্ববল আশ্রয় করিয়া সংবৎসর কাল যুদ্ধ করতঃ অক্ষয়, বলবান্, শূর এবং বরসম্বর্দ্ধিত দানবগণকে স্ববশে আনয়ন করিয়াছেন এবং তাহাদের সহিত বহুদিবস সহবাস হওয়ায় অনেক মায়াবলও শিক্ষা করিয়াছেন। হে মহাভাগ! আপান রণভূমিতে চতুরঙ্গিণী সেনার সহিত শূর এবং মহাবল বরুণনন্দনগণকেও পরাজিত করিয়াছেন। রাজন্! আপনি মৃত্যুদণ্ডরূপ মহানক্র সঙ্কুল, যাতনারূপ শাল্মলীদ্রুম মণ্ডিত, কাল পাশরূপ মহোর্ম্মি সমাকুল, যমকিঙ্করূপ পন্নগপরিপূর্ণ এবং মহাজ্বর, দুর্দ্ধর্ষ যমের বলরূপ সাগরবিশিষ্ট, যমলোকরূপ মহাসাগরে অবগাহন করিয়া বিপুল জয় প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং মৃত্যুকেও পরাঙ্মুখ করিয়াছেন। মহারাজ! তথায় আপনার সুযুদ্ধ দর্শন করিয়া সকল লোকই সন্তুষ্ট হইয়াছিল। বসুমতী মহৎ পাদপসমূহের ন্যায় যে বীর ও শক্রতুল্য পরাক্রমশালী ক্ষত্রিয়গণে পরিপূর্ণ ছিল, আপনি বাহুবলে সেই রণদুর্জ্জয় ক্ষত্রিয়গণকেও বিনাশ করিয়াছেন। মহারাজ! রাম রণবিষয়ে তাহাদের ন্যায় বীর্য্য, গুণ ও বলশালী নহে; সুতরাং তাহা হইতে ভয়ের আশঙ্কা কি? মহারাজ! আপনারই বা এতাদৃশ পরিশ্রম স্বীকারের আবশ্যক কি? আপনি বিশ্রাম করুন্, এই ইন্দ্রজিৎ একাকীই বানরগণকে জয় করিবেন। রাজন্! ইন্দ্রজিৎ উত্তম মাহেশ্বর যজ্ঞদ্বারা মহাদেবের সন্তোষ জন্মাইয়া দুর্লভ বর লাভ করিয়াছেন। এই বীরই শক্তি তোমররূপ মীনসেবিত, বিকীর্ণ অন্ত্ররূপ শৈবালপূর্ণ, গজরূপ কচ্ছপ এবং অশ্বরূপ ভেকসঙ্কুল, রুদ্র ও আদিত্যরূপ মহাগ্রাহ সমাকুল, বায়ু ও বসুগণরূপ মহোরগবিশিষ্ট, রথ, অশ্ব ও গজরূপ জলরাশিপূর্ণ এবং পদাতিরূপ মহৎ পুলিনবিশিষ্ট, দেবসেনারূপ মহাসাগর প্রাপ্ত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে বন্ধন করিয়া লঙ্কায় আনয়ন করিয়াছিলেন। তদনন্তর, পিতামহের নিয়োগানুসারে সেই সর্ব্বদেব নমস্কৃত, শম্বর ও বৃত্রঘাতীকে মুক্ত করিয়া দেন এবং তিনিও স্বর্গে প্রতিগমন করেন'।

'মহারাজ! আপনি পুত্র ইন্দ্রজিৎকেই আদেশ করুন, তিনিই রামের সহিত সেই সমগ্র বানরসেনাকে বিনাশ করিবেন। রাজন্! আপনি নরবানররূপ প্রাকৃত জন হইতে যে বিপদের আশঙ্কা করিতেছেন, তাহা নিতান্ত অযুক্ত, কারণ আপনি নিশ্চয়ই রাঘবকে বিনাশ করিবেন'।

ইতি সপ্তম সর্গ॥ ৭॥

অষ্টম সর্গ।

তদনন্তর, নীলমেঘসদৃশ বীর সেনাপতি প্রহস্ত নামক রাক্ষস কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিল। 'মহারাজ! বানরের ত কথাই নাই, আমি রণভূমিতে দেবতা, দানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, পতগ এবং পন্নগগণকেও পরাজিত করিতে পারি। আমরা পানভোগপরবশ হইয়া প্রমত্ত হইয়াছিলাম এবং বিপৎ উপস্থিত হইবার কোন আশঙ্কাই ছিল না তজ্জন্যই হনুমান্ কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়াছি, তাহা না হইলে আমি জীবিত থাকিতে সেই বনচারী কথনই জীবিত অবস্থায় প্রতিগমন করিতে পারিত না। মহারাজ! আমায় আজ্ঞা করুন্, আমিই শৈল ও কাননের সহিত সাগরসীমাপর্য্যন্ত তাবৎ ভূমি নির্ব্বানর করতঃ বানর ভয় হইতে রাক্ষসগণকে রক্ষা করিব এবং আপনারও সীতাহরণরূপ আত্মাপরাধজনিত দুঃখ উপস্থিত হইবে না'।

অনন্তর, দুর্ম্মুখ নামক রাক্ষস ক্রোধপরবশ হইয়া বলিল, মহারাজ! একটা বানর আসিয়াই আমাদের সকলকে অপমানিত করিয়া গিয়াছে, ইহা কোন রূপেই সহ্য হইতে পারে না; আমরা অবমানিত হইয়াছি, তাহাও কথঞ্চিৎ সহ্য হয় কিন্তু, নগরী এবং অন্তঃপুর দাহন করিয়া রাক্ষসরাজের যে অবমাননা করিয়াছে তাহা নিতান্ত অসহ্য। মহারাজ! আপনি অনুমতি করুন্ আমি মুহূর্ত্তেই গমন করিয়া একাকীই সেই বানরগণকে নিবর্ত্তিত করিব; তাহারা ভয়ানক সাগর, অম্বর এবং রসাতলে প্রবেশ করিয়াও আত্মরক্ষণে সমর্থ হইবে না'।

তদনন্তর, মহাবল রাক্ষস বজ্রদংষ্ট্র নিরতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া মাংসশোণিতদূষিত সুবৃহৎ পরিঘ গ্রহণ করতঃ বলিতে লাগিল। 'রাম, লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীব জীবিত থাকিতে সেই তপস্বী, দীনস্বভাব হনুমানের প্রাণ বিনাশ করিয়া আমাদের কি ফল হইবে? মহারাজ! অদ্য আমি একাকীই সেই বানরগণকে বিক্ষোভিত করিয়া এই পরিঘ-দ্বারাই রাম, লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীবকে বিনাশ করতঃ প্রত্যাগমন করিব। রাক্ষসরাজ! উপায়কুশল পণ্ডিতই শত্রুগণকে জয় করিতে সমর্থ হয়েন, অতএব আমার এই অপর একটি নিবেদন শ্রবণ করুন্;—কামরূপধারী, শূর, ভীমকায়, ভীমদর্শন অসংখ্য রাক্ষস মানুষরূপ ধারণ করিয়া সেই কাকুৎস্থ রঘুসত্তম রামের নিকট গমন করতঃ তাঁহাকে "আমরা আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভরত কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছি" এই কথা বলুক; তাহা হইলে রাম বানরসেনা পরিত্যাগ করিয়া অবিলম্বেই আমাদের সৈন্যের সহিত মিলিত হইবে। তদনন্তর, আমরা শূল, শক্তি, গদা, ধনুঃ বাণ এবং খড়্গ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া সত্বরে তথায় গমন করিব এবং পৃথক্ পৃথক্ দলে আকাশমণ্ডলে অবস্থান করতঃ শিলা ও শস্ত্রাদি বৃষ্টি করতঃ সেই বানরসেনাগণকে আহত করিয়া মৃত্যুর বশীভূত করিব। মহারাজ! এইরূপ অনুষ্ঠিত হইলে সেই রাম ও লক্ষ্মণ অবশ্যই আমাদের এই অনীতির বশীভূত হইবে এবং বানরসৈন্য বিনষ্ট হইলে নিশ্চয়ই জীবিতবিযুক্ত হইবে'।

তদনন্তর, প্রতাপশালী বীর্য্যবান্ কুম্ভকর্ণনন্দন নিকুম্ভ সক্রোধে লোকরাবণ রাবণকে বলিল। 'আপনারা সকলেই অবস্থান করুন্, আমি একাকীই রাম, লক্ষ্মণ সুগ্রীব ও হনুমান্ প্রভৃতি সকল বানরকে বিনাশ করিব'। অনন্তর, পর্ব্বতসদৃশ বজ্রহনু নামক রাক্ষস ক্রুদ্ধ হইয়া জিহ্বার দ্বারা ওষ্ঠপ্রান্ত অবলেহন করতঃ বলিতে লাগিল 'আপনারা বিগতজ্বর হইয়া স্বচ্ছন্দে ইচ্ছানুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন, আমি

কাকীই বানরসেনাগণকে ভক্ষণ করিয়া াসি। আপনারা সুস্থ ও নিশ্চিন্ত হইয়া ুণ মধু পান করতঃ ক্রীড়া করুন্, আমি কাকীই লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীব, অঙ্গদ ও হনুমান্ ভৃতি সমস্ত বানরগণকে বিনষ্ট করিতে রিব'।

ইতি অষ্টম সর্গ ॥ ৮ ॥

নবম সর্গ।

তদনন্তর, কুম্ভকর্ণ নন্দন নিকুম্ভ রসভ, হাবল সূর্য্যশত্রু সুতঘ্ন, যজ্ঞকোপ, মহাপার্শ্ব, হোদর, দুর্দ্ধর্ষ অগ্নিকেতু, রশ্মিকেতু, ইন্দ্রশত্রু তজস্বী মহাবল রাবণনন্দন ইন্দ্রজিৎ, প্রহস্ত, রূপাক্ষ, মহাবল বজ্রদংষ্ট্র এবং ধূম্রাক্ষ প্রভৃতি তজঃপ্রদীপ্ত রাক্ষসগণ ক্রোধভরে দণ্ডায়মান ইয়া পরিঘ, পট্টিশ, শূল, প্রাস, শক্তি, কুঠার, শাণিত বাণ যোজিত ধনুঃ এবং বিপুল খড়্গ হণ করতঃ রাবণকে বলিল 'আমরা অদ্যই াম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব এবং সেই লঙ্কাধর্ষণকারী নিস্বভাব হনুমানের প্রাণ বিনাশ করিব'।

বিভীষণ সেই অস্ত্রধারীগণকে নিবারণ রতঃ নিজ নিজ স্থানে পুনর্ব্বার উপবেশন রাইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন প্রভো! সাম, দান এবং ভেদ এই ত্রিবিধ পায়ের দ্বারা যে কার্য্য সাধন করিতে পারা ায় না, নীতিশাস্ত্র বিশারদগণ সেই কার্য্য াধনের নিমিত্ত বিক্রম প্রকাশ করিবার কাল দ্দেশ করিয়াছেন। শত্রুগণের অবস্থা পরীক্ষা রিয়া, অনবহিত, কার্য্যান্তরাসক্ত এবং াগাদির দ্বারা দৈবাহত শত্রুর প্রতি বিধিবৎ ক্রম প্রয়োগ করিলে তাহা সিদ্ধ হইয়া াকে; কিন্তু তোমরা সেই প্রমাদ বিহীন, য়াভিলাষী, দেবসহায়, জিতক্রোধ এবং র্দ্ধর্ষ রামচন্দ্রকে কি প্রকারে জয় করিতে াহস করিতেছ? পূর্ব্বে কে জানিতে পারিয়া- ইল যে, হনুমান্ নদনদীপতি ঘোর সমুদ্র ঙ্ঘন করিয়া লঙ্কায় উপস্থিত হইবে? কে ক ইহা অনুভব করিতে পারিয়াছিল? হে শাচরগণ! শত্রুগণের বীর্য্যশালী অসংখ্য সৈন্য আছে; তাহাদের প্রতি সহসা অবজ্ঞা করা উচিত হয় না'।

'সেই যশস্বী রামচন্দ্রই বা পূর্ব্বে রাক্ষস-রাজের এরূপ কি গুরুতর অপকার করিয়া-ছিলেন, যে জন্য তিনি জনস্থান হইতে তাঁহার ভার্য্যাকে অপহরণ করিয়া আনিলেন? যদি বল 'রাম খরকে নিহত করিয়াছেন, কিন্তু খরই প্রথমে রামের অপকার করণে প্রবৃত্ত হইয়া,বিনষ্ট হইয়াছে; আমি সেই জন্য খর-বিনাশে রামের কোন দোষ দেখিতে পাই না; কারণ, সাধ্যানুসারে আত্মপ্রাণ রক্ষা করা প্রাণিমাত্রেরই কর্ত্তব্য।'

'মহারাজ! খর-দূষণাদির বধপ্রতিশোধের নিমিত্তই সীতাকে হরণ করা হইয়াছে, কিন্তু আমাদের অচিরাৎ সেই সীতাহরণজনিত সুমহৎ ভয় উপস্থিত হইবে, অতএব উপস্থিত সেই ভাবি ভয়ের হেতুভূতা সীতাকে পরিত্যাগ করাই বিধেয়; কারণ, যাহাতে পরিণামে কলহ উপস্থিত হইবে, এরূপ কার্য্য করিবার আবশ্যক কি? রাজন্! আপনি রামচন্দ্রকে মৈথিলী প্রতিপ্রদান করুন্, কারণ সেই বীর্য্য-বান্ ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্রের সহিত নিরর্থক শত্রুতা করা কর্ত্তব্য হয় না। রামচন্দ্র যে পর্য্যন্ত এই গজবাজিপূর্ণ নানারত্ন সমাকুল লঙ্কাপুরীকে শরনিকরদ্বারা বিদীর্ণ না করেন, আপনি তাহার পূর্ব্বেই সীতাকে প্রতিদান করুন্। যে পর্য্যন্ত সেই ঘোররূপ সুমহৎ দুর্জ্জয় বানর-বাহিণী আমাদের এই লঙ্কাপুরীকে ছিন্ন ভিন্ন না করে, তাহার পূর্ব্বেই সীতাকে প্রতিদান করা কর্ত্তব্য। মহারাজ! যদি আপনি স্বয়ং সেই রামদয়িতা সীতাকে প্রত্যর্পণ না করেন, তাহা হইলে এই লঙ্কাপুরী এবং বীর্য্যমান রাক্ষসগণ সকলেই বিনষ্ট হইবে। আমি আপনার হিতের নিমিত্তই বলিতেছি; আপনি আমার বাক্য রক্ষা করিয়া রামচন্দ্রকে মৈথিলী প্রতিদান করুন্। মহারাজ! সেই নৃপনন্দন রাম যে পর্য্যন্ত আপনার বধের নিমিত্ত সূর্য্য-কিরণসদৃশ উজ্জ্বলফলপুঞ্জ সুদৃঢ় অমোঘ শর সকল ক্ষেপণ না করেন, আপনি তাহার পূর্ব্বেই দাশরথিকে সীতা প্রদান করুন্

রাজন্! আপনি সুখ ও ধর্ম্মনাশক ক্রোধ পরিত্যাগ করতঃ ঈশ্বরানুরাগ ও কীর্ত্তি বর্দ্ধন ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক সুপ্রসন্নভাবে দশরথিকে সীতা প্রতিদান করিয়া পুত্র ও বান্ধবগণের সহিত আমাদের জীবন রক্ষা করুন্।'

রাক্ষসেন্দ্র রাবণ বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলকে বিদায় প্রদানপূর্ব্বক নিজ গৃহে প্রবেশ করিলেন।

ইতি নবম সর্গ ॥ ৯ ॥

দশম সর্গ।

অনন্তর, পর দিবস প্রত্যূষে, মহাতেজস্বী রশ্মিমান্ সূর্য্য যেরূপ অম্বরতলে প্রকাশিত হয়েন, তদ্রূপ ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞ ভীমকর্ম্মা মহাদ্যুতি বীরশ্রেষ্ঠ বিভীষণ শৈলশৃঙ্গসমূহসদৃশ, শৈল-শৃঙ্গের ন্যায় উন্নত, সুবিভক্ত বৃহৎ কক্ষবিশিষ্ট, মহাজনসম্পূর্ণ, মতিমান্ মহাকায় অনুরক্ত হিতরত ও কার্য্যসাধনসমর্থ রাক্ষসগণকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত ও সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত, মত্ত মাতঙ্গ-গণের নিশ্বাস-দ্বারা ব্যাকুলিত-বায়ু, শঙ্খ শব্দের ন্যায় সুমহান্ শব্দসম্পূর্ণ, তূর্য্যনাদনিনাদিত, প্রমদাজনসম্পূর্ণ, নিশা শেষ হওয়ায় সুব্যক্ত রাজপথ, উত্তমভূষণভূষিত, তপ্তকাঞ্চননির্ম্মিত দ্বারশোভিত, গন্ধর্ব্ব ও দেবগণের আলয়সদৃশ নাগালয়ের ন্যায় রত্নসমূহসম্পূর্ণ অগ্রজ রাবণের আলয়ে প্রবেশ করিলেন। মহাতেজস্বী বল-বান্ বিভীষণ্ বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণসমীরিত ভ্রাতার বিজয়সূচক পবিত্র পুণ্যাহশব্দ শ্রবণ করিলেন এবং পুষ্প অক্ষত দধিপাত্র ও ঘৃতহস্ত মন্ত্রবেদ-বিদ্ ব্রাহ্মণগণকে দর্শন করিলেন।

অনন্তর, সেই স্বতেজঃ প্রদীপ্ত, রাক্ষসগণ-পূজিত মহাবাহু বিভীষণ সিংহাসনস্থিত কুবেরানুজ রাবণকে বন্দনা করিলেন এবং রাবণ তাঁহাকে সদাচারানুরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া আসন পরিগ্রহ করিতে অনুমতি করিলে, তিনিও রাজনির্দ্দিষ্ট হেমভূষিত আসনে উপবেশন করিলেন।

তদনন্তর, লোক সকলের উত্তমাধম বিজ্ঞ বিভীষণ জ্যেষ্ঠভ্রাতা মহাবল রাবণকে যথাবিধি বন্দনাদি করিয়া শ্রবণ ও মনঃপ্রীতিকর সান্ত্বনা বাক্যে প্রসাদিত করতঃ সেই নির্জ্জন প্রদেশে মন্ত্রিগণের সন্নিকটেই দেশকালের উচিত এবং অর্থানুগত হেতুনিশ্চিত ও হিতজনক বাক্য সকল বলিতে লাগিলেন।

"হে শত্রুতাপন! যে অবধি সীতা লঙ্কা-পুরীতে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই অবধিই নানাবিধ অশুভসূচক দুর্নিমিত্ত দৃষ্ট হইতেছে। প্রজ্বালিত করিবার সময় অগ্নি ধূমকলুষিত হইয়া উত্থিত হয়, তদনন্তর সংস্কারকালেও স্ফুলিঙ্গ ও শিখার সহিত প্রভূত ধূম উত্থিত হইয়া থাকে। মহারাজ! মন্ত্রসমূহদ্বারা বিধিবৎ আহুতি প্রদান করাতেও অগ্নি বিশেষ বর্দ্ধিত হন না। মহানস, অগ্নিহোত্রশালা এবং বেদাধ্যয়নগৃহ সকলে সর্পাদি সরীসৃপ ও হবনীয় দ্রব্যসকলে পিপীলিকা সকল দৃষ্ট হইতেছে। গাভী সকল দুগ্ধবিহীন, উৎকৃষ্ট মাতঙ্গ সকল মদবিহীন এবং অশ্বগণ প্রচুর পরিমাণে ভোজন করিয়াও বুভুক্ষিতের ন্যায় নূতন ভক্ষ্য পাইবার আশায়, দীনভাবে শব্দ করিতেছে। মহারাজ! গর্দ্দভ, উষ্ট্র এবং অশ্ব-তরগণ উর্দ্ধরোম হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে এবং চিকিৎসাশাস্ত্র দ্বারা যথাবিধি পর্য্যালোচিত হইয়াও প্রকৃতিস্থ হইতেছে না। ক্রূর-স্বভাব বায়সগণ দলবদ্ধ হইয়া চতুর্দ্দিকে রব করে এবং কখন বা উহাদিগকে দলবদ্ধ হইয়া বিমানো-পরি উপবিষ্ট থাকিতেও দেখা যায়। গৃধ্র সকল পীড়িত হইয়া পুরীর উপরিভাগে পতিত হই-তেছে এবং শিবাগণ দুই সন্ধ্যা নিকটে আগমন করিয়া অশিব চীৎকার করিতেছে। পুরীদ্বারে ব্যাঘ্রাদি মাংসাশী পশুগণের নিপাত শব্দের ন্যায় সুমহৎ শব্দ শ্রুত হইতেছে। হে বীর! উপস্থিত রামচন্দ্রকে সীতা প্রতিদান করাই এই দুর্নিমিত্তশান্তির প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া বোধ হইতেছে। মহারাজ! যদিও মোহ অথবা লোভবশতঃ আমি এই সকল বলিয়া থাকি, তথাপি আপনি তাহা অদুষ্টভাবে গ্রহণ করুন্। সীতাহরণজনিত এই যে দুর্নিমিত্ত সকল উপ-স্থিত হইতেছে, ইহা এই জন সকলের এবং রাক্ষস রাক্ষসী অন্তঃপুর ও সমগ্র লঙ্কাপুরীরই

অনিষ্টকর বোধ হইতেছে। যদিও আপনার ভয়ে কোন মন্ত্রীই আপনার নিকট এই মন্ত্রণা উত্থাপিত করিতে পারে নাই, তথাপি আমি যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, তাহা অবশ্যই আপনার নিকট ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য; এক্ষণে অবধারণ করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন্।” ভ্রাতা বিভীষণ রাক্ষসগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণকে মন্ত্রিগণসমক্ষে এইরূপ শুভদায়ক বাক্য সকল বলিয়া বিরত হইলেন।

সীতাকামী রাবণ হিত মহার্থ মৃদু হেতুগর্ভ এবং আপাততঃ ও উত্তরকালে শুভকর এই সকল বাক্য শ্রবণ করতঃ ক্রোধান্বিত হইয়া উত্তর করিলেন। ‘আমি কাহারই নিকট হইতে ভয়ের কারণ দেখিতেছি না; রাঘব কখনই মৈথিলী প্রাপ্ত হইতে পারিবে না, কারণ সেই লক্ষ্মণাগ্রজ রাম ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত মিলিত হইলেও রণভূমিতে আমার অগ্রে অবস্থান করিতে পারিবে না।’ রণ ভূমিতে প্রচণ্ড পরাক্রমশালী সুরসৈন্যনাশন মহাবল দশানন হিতবাদী ভ্রাতা বিভীষণকে এই বলিয়া বিদায় প্রদান করিলেন।

ইতি দশম সর্গ॥ ১০ ॥

একাদশ সর্গ।

পাপচারী রাক্ষসরাজ রাবণ পরদার হরণ-রূপ পাপকর্ম্ম এবং বিভীষণাদি সুহৃদ্গণের অসম্মান করিয়া ও মৈথিলীকামনায় একান্ত মোহিত হইয়া প্রতিদিন কৃশ হইতে লাগি-লেন। কামমোহিত এবং নিরন্তর জানকীচিন্তা পরায়ণ রাবণ সময় অতীত হইতেছে দেখিয়া, তৎকালে বিভীষণভিন্ন অপর মন্ত্রী ও সুহৃদ্গণের সহিত যুদ্ধেই মনোনিবেশ করতঃ তদ্বিষয়ের মন্ত্রণা স্থির করিবার নিমিত্ত সভাসীন হইবার বাসনায় হেমজালপরিবৃত, মণিবিদ্রুমভূষিত, সুশিক্ষিত ঘোটকযুক্ত মহারথে আরোহণ করিলেন এবং সেই মেঘসদৃশ নিঃস্বনবিশিষ্ট রথশ্রেষ্ঠে আরোহণ করিয়া সভাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। তৎকালে সর্ব্বাস্ত্রধারী বহুসংখ্যক রাক্ষস অসি ও চর্ম্ম ধারণ করতঃ রাক্ষসরাজের অগ্রে গমন করিতে লাগিল। বিকৃতবেশ বিবিধভূষণধারী রাক্ষসগণ পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করতঃ গমন করিতে লাগিল। অতিরথ-গণ রথারোহণ এবং অপর রাক্ষসগণের মধ্যে কেহ বা মত্তমাতঙ্গ ও কেহ বা গতিভেদক্রীড়া-রত অশ্বে আরোহণ করিয়া গদা পরিঘ শক্তি তোমর কুঠার ও শূলাদি অস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া দশাননের পশ্চাদ্গামী হইল।

রাক্ষসরাজ সভাগমনে নির্গত হইলে, চতুর্দ্দিক্ হইতে সহস্র সহস্র তূর্য্য ও শঙ্খ সক-লের সুমহৎ তুমুল শব্দ হইতে লাগিল। অন-ন্তর, মহারথ রাবণ স্বীয় রথনেমি-শব্দে চতুর্দ্দিক্ নিনাদিত করতঃ সুশোভিত রাজমার্গে উপ-স্থিত হইলেন। রাক্ষসেন্দ্রের মস্তকোপরি পাণ্ডুরবর্ণ আতপত্র বিমল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তাঁহার বাম ও দক্ষিণ উভয় পার্শ্বে সুবর্ণমঞ্জরীগর্ভ শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় শুভ্রবর্ণ চামরদ্বয় শোভা পাইতে লাগিল। ভূতলস্থিত রাক্ষসগণ কৃতাঞ্জলিপুটে মস্তক অব নত করিয়া সেই রথস্থিত রাক্ষসশ্রেষ্ঠকে অভি-বাদন করিল। অনন্তর, মহাতেজস্বী শত্রুদমন বিরাজমানবপু রাবণ এইরূপে রাক্ষসগণকর্ত্তৃক স্তূয়মান ও জয়াশীর্ব্বাদ-দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইয়া বিশ্বকর্ম্মবিরচিত সুবর্ণ ও রজতনির্ম্মিত আভরণ ও বিশুদ্ধ স্ফটিকশোভিত, সুবর্ণখচিত পট্টবস্ত্র সমাচ্ছাদিত এবং ছয়শত পিশাচ-রক্ষিত সভা-গৃহে উপস্থিত হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন ও মহৎ সোপান সংশ্রিত কোমল প্রিয়ক-মৃগচর্ম্ম সমাচ্ছাদিত সিংহাসনে উপবেশন করিলেন।

অনন্তর, রাক্ষসেশ্বর পরাক্রমশালী দূতগণকে আজ্ঞা করিলেন ‘তোমরা লঙ্কানিবাসী রাক্ষসগণকে শীঘ্র আমারনিকট আনয়ন কর; কারণ শত্রুগণের সহিত সুমহৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।’ রাক্ষসগণ রাক্ষস-রাজের আদেশ শ্রবণ করিয়া লঙ্কাবাসী রাক্ষসগণের আলয়ে প্রবেশ করতঃ বিহাররত নিদ্রিত ও উদ্যানস্থিত রাক্ষসগণের নিকট রাক্ষসরাজের আদেশ প্রচার করিয়া নির্ভয়ে লঙ্কামধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। রাক্ষস-গণ রাক্ষসরাজের শাসন অবগত হইয়া কেহ

মনোহর রথে, কেহ পৃথক্ অশ্বে ও কেহ বা মাতঙ্গে আরোহণ করিয়া এবং কেহ বা পদব্রজেই গমন করিতে লাগিল। তৎকালে লঙ্কাপুরী রথ কুঞ্জর ও অশ্বগণে সমাকীর্ণ হইয়া পতনশীল পক্ষিগণসংবৃত অম্বরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তদনন্তর, রাক্ষসগণ সভাদ্বারে উপস্থিত হইয়া নিজ নিজ বাহন পরিত্যাগ করতঃ সিংহ যেমন গিরিগুহায় প্রবেশ করে, তদ্রূপ পদব্রজেই সভামধ্যে প্রবেশ করিল এবং রাক্ষসরাজের পদদ্বয় বন্দনা করতঃ তৎকর্ত্তৃক প্রতিপূজিত হইয়া কেহ পীঠোপরি, কেহ বৃষাসনে এবং কেহ বা ভূমিতেই উপবেশন করিল। রাক্ষসগণ রাজশাসনানুসারে সভামধ্যে উপস্থিত হইয়া যথাযোগ্যরূপে রাক্ষসরাজকে উপাসনা করিল। মন্ত্রকুশল মন্ত্রিগণ এবং গুণবান্ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ বুদ্ধিলোচন শত শত উপমন্ত্রিগণ প্রধানাদি পর্য্যায়ক্রমে আগমন করিল। এইরূপে সেই সুবর্ণবর্ণ সুরম্য রাক্ষসরাজসভাতে মন্ত্রনিশ্চয়ের নিমিত্ত ক্রমে ক্রমে বহুসংখ্যক বীরও দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তদনন্তর, যশস্বী মহাত্মা বিভীষণ শোভন অশ্বযুক্ত সুবর্ণ চিত্রিত মঙ্গল চিহ্ন বিশিষ্ট অতিবৃহৎ উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ করিয়া অগ্রজের সভায় আগমন করিলেন এবং প্রথমে আপনার নাম উচ্চারণ করিয়া অগ্রজের চরণদ্বয় বন্দনা করিলে,শুক এবং প্রহস্তও তদ্রূপ করিল, রাবণও তাহাদিগকে যথাযোগ্যরূপে পৃথক্ পৃথক্ আসন প্রদান করিলেন। তৎকালে সুবর্ণ এবং বিবিধ মণিভূষণধারী সুবসনপরিধায়ী সভাস্থিত সেই সকল রাক্ষসগণের উৎকৃষ্ট অগুরু চন্দন ও মাল্য সকলের মনোহর গন্ধ সভার চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সেই সভাসদ্গণের মধ্যে কেহই কোনরূপ আক্রোশসূচক অথবা মিথ্যা বাক্য বলিল না এবং উচ্চৈঃস্বরে কোন বাক্যই কাহারও মুখ হইতে নির্গত হইল না, কারণ সেই উগ্রবীর্য্যগণ সকলেই যেন পূর্ণমনোরথ হইয়াই প্রভুর মুখ নিরীক্ষণ করিতেছিল। তৎকালে সেই সভাস্থিত শস্ত্রধারী প্রশস্তচিত্ত রাক্ষসগণের মধ্যস্থিত মনস্বী রাবণ সভামধ্যে বসুগণের মধ্যবর্ত্তী বাসবের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

ইতি একাদশ সর্গ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ সর্গ।

অনন্তর, সংগ্রামবিজয়ী রাবণ সমগ্র সভা অবলোকন করিয়া সেনাপতি প্রহস্তকে এইরূপ আজ্ঞা করিলেন। 'হে সেনাপতে! অস্ত্রশাস্ত্রে কৃতবিদ্য, রথ অশ্ব গজ এবং পদাতি এই চতুর্ব্বিধ যোদ্ধাগণ যেরূপে সতর্কতা সহকারে নগর রক্ষায় নিযুক্ত হয়, তুমি তাহাদিগকে এইরূপ আদেশ প্রদান কর, কারণ আমি চারমু[খে] অবগত হইয়াছি, রাম সমুদ্রতীরে আগম[ন] করিয়াছে।'

সাবধান চিত্ত প্রহস্ত রাজশাসন প্রতি[পালন] পালন করিবার বাসনায় রাজপুরীর অন্তর্দ্দে[শে] ও বহির্ভাগে যথাবিধানে সৈন্যগণকে সংস্থাপি[ত] করিল এবং তদনন্তর, নগর রক্ষার নিমি[ত্ত] পৃথক্ পৃথক্ বল নিয়োগ করিয়া পুনরা[য়] রাজসম্মুখে উপবেশন করতঃ এই কথা বলি[ল] 'মহারাজ! আপনি যেরূপ বলশালী, পুরী[র] অন্তর্দ্দেশ ও বহির্ভাগে তদনুরূপ বল সংস্থাপি[ত] হইয়াছে; অতঃপর আপনার যাহা অভিপ্রে[ত] অব্যাকুলচিত্তে শীঘ্র তাহার অনুষ্ঠান করুন্'। সুখাভিলাষী রাজা রাবণ রাজ্যহিতাভিলা[ষী] প্রহস্তের বাক্য শ্রবণ করিয়া সুহৃদ্গণকে এ[ই]রূপ বলিতে লাগিলেন। 'প্রিয়, অপ্রিয়, সু[খ] দুঃখ,লাভ, অলাভ, হিত,অহিত এবং ধর্ম্ম, কা[ম] ও অর্থ জনিত কোন কষ্ট উপস্থিত হই[লে] তদ্বিষয়ের মন্ত্রণানিশ্চয়ে তোমাদেরই অ[গ্রে] প্রস্তাব করা উচিত, কারণ পূর্ব্বে তোমা[দের সহিত] মন্ত্রণা করিয়া আমার যে সকল কা[র্য্য] আরম্ভ করিয়াছিলে সেই সকল কা[র্য্য] কথনই বিফল হয় নাই। আমি তোমা[দের] দ্বারা পরিবৃত হইয়া চন্দ্রাদি গ্রহ নক্ষত্র ... মরুদ্গণ পরিবৃত দেবরাজের ন্যায় ... সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি পূর্ব্বে তোমা[দের] নিকট এই বিষয়ের প্রস্তাব করিয়াছি

কিন্তু, কুম্ভকর্ণ নিদ্রিত থাকায় তৎসাধনে প্রবর্ত্তিত করিতে পারি নাই। কারণ, শস্ত্রধারিগণের শ্রেষ্ঠ এই কুম্ভকর্ণ ছয় মাস কাল নিদ্রিত ছিলেন, ইনি অদ্য জাগরিত হইয়া সভায় উপস্থিত হইয়াছেন, সেই জন্য আমি যে কর্ম্মে নিয়োজিত হইয়াছি, অদ্য তাহা তোমাদের নিকট পুনর্ব্বার প্রকাশ করিতেছি। আমি রাক্ষসগণের বিচরণস্থান দণ্ডকারণ্য হইতে রামের প্রিয়মহিষী এই জনকনন্দিনী সীতাকে হরণ করিয়া আনিয়াছি। ত্রৈলোক্য মধ্যে সীতাসদৃশী আমার মনোহারিণী আর কেহই নাই; কিন্তু সেই মন্দগামিনী ক্ষীণমধ্যা স্থূলনিতম্বা শরচ্চন্দ্র বদনা, ময় মায়া নির্ম্মিত সুবর্ণ প্রতিমাসদৃশী, সৌম্য দর্শনা জানকী আমার শয্যায় আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছে না। যজ্ঞাগ্নিশিখা ও সূর্য্যপ্রভা সদৃশী সেই জনকনন্দিনী এবং তাহার তাম্রবর্ণ নখশোভিত সুলোহিত তল সুগঠিত মনোরম চরণদ্বয় দর্শন করিয়া আমার কামানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেছে। আমি ত্রিলোক মধ্যে কাহারই বশীভূত নহি, কিন্তু সেই সীতার উন্নত নাসিক চারুলোচন বিমল ও মনোরম মুখ দর্শন করিয়া কন্দর্পের বশীভূত হইয়াছি এবং ক্রোধ ও হর্ষ এই উভয় কালেই সমান কান্তি নাশক নিত্য শোক সন্তাপকারী কামকর্ত্তৃক কলুষিত হইয়াছি। সীতা এই নগর মধ্যেই রহিয়াছে, সুতরাং আমি তাহার উপর বল প্রকাশ করিলেও করিতে পারি, কিন্তু সেই বিস্তৃত লোচনা স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিবার নিমিত্ত আমার নিকট সংবৎসর কালের অবসর প্রার্থনা করিয়াছিল; আমিও পাছে বল প্রকাশ করিলে নলকূবরের শাপবশতঃ আমার মৃত্যু হয়, এই ভয়ে সেই চারুলোচনার নিকট তাহাই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, কিন্তু নিরন্তর পথপর্য্যটনকারী অশ্ব যেরূপ পরিশ্রান্ত হয় তদ্রূপ আমিও কামবশতঃ দিন দিন পরিশ্রান্ত হইতেছি। অপিচ বনচারী বানরগণ অথবা সেই দশরথনন্দন রাম ও লক্ষ্মণই বা কিরূপে এই অক্ষোভ্য সত্বসঙ্কুল সাগর উত্তীর্ণ হইতে পারিবে, ইহা ভাবিয়াও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না; দেখ, একজন মাত্র বানর আসিয়াই আমাদের কতদূর দুরবস্থা করিয়া গিয়াছে।'

'সে যাহা হউক এই সকল দেখিয়া আমি নিশ্চয় বুঝিয়াছি, কার্য্যের গতি অত্যন্ত দুজ্ঞেয়, অতএব তোমরা আপন আপন বুদ্ধি অনুসারে স্ব স্ব অভিপ্রায় প্রকাশ কর। পূর্ব্বে যাহাদের সাহায্যে দেবতা ও অসুরগণের সহিত সংগ্রামে জয় লাভ করিয়াছিলাম, এখনও তোমরা আমার তদ্রূপ সহায়ই রহিয়াছ, সুতরাং যদিও মানুষগণ হইতে ভয়ের কোন আশঙ্কা দেখিতে পাই না, তথাপি তদ্বিষয়ের পরামর্শ স্থির করা উচিত; কারণ আমি শুনিয়াছি, সেই নৃপনন্দন রাম ও লক্ষ্মণ, সীতার উদ্দেশ সাধনে কৃতকার্য্য হইয়া সুগ্রীব প্রমুখ বানরগণের সহিত সমুদ্রের পরপারে অবস্থান করিতেছে। এক্ষণ যাহাতে সীতাকে প্রতিপ্রদান করিতে না হয় এবং সেই দাশরথিদ্বয়ও নিহত হয়, তোমরা পরামর্শ করিয়া এরূপ সুনিশ্চিত মন্ত্রণা প্রদান কর। বিশেষতঃ তোমরা ইহা নিশ্চয়ই জানিবে যে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তাহাতে আমিই জয় লাভ করিব; কারণ, বানরগণের সহিত সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া আমাকে জয় করিতে সমর্থ হয়, আমি জগন্মধ্যে অপর কাহারও এরূপ শক্তি দেখিতে পাই না।'

কুম্ভকর্ণ কামায়ত্তচিত্ত রাক্ষসরাজের কাম ও শোকজনিত প্রলাপ শ্রবণ করিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং এইরূপ বলিতে লাগিলেন; 'মহারাজ! আপনি যখন রাম ও লক্ষ্মণের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক জানকীরে হরণ করিয়া আনেন, তখন আমাদিগের সহিত মন্ত্রণা না করিয়া স্বয়ংই তদ্বিষয়ে ক্ষণকাল মাত্র বিবেচনা করিয়াছিলেন, সুতরাং যমুনা যেরূপ পৃথিবীতে অবতরণ সময়ে অগ্রে স্বীয় হ্রদ পরিপূরণ করতঃ কালান্তরে সমুদ্রকে পরিপূর্ণ করিয়া সমুদ্রজলের দ্বারা নিজ উন্নতি প্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ আপনি যে অব্যবস্থিতচিত্তের কার্য্য করিয়াছেন, তাহাতে এই পরিণামসময়ে আমাদের মন্ত্রণা-দ্বারা কোন উপকার প্রাপ্ত হইবেন না। রাজন্! এতাদৃশ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার

পূর্ব্বেই আমাদের সহিত মন্ত্রণা করা উচিত ছিল, কিন্তু আপনি তাহা না করিয়া রাম লক্ষ্মণের অগোচরে বঞ্চনাপূর্ব্বক সীতাকে যে হরণ করিয়া আনিয়াছেন, তাহা আপনার নিতান্ত অনুচিত কার্য্য হইয়াছে। দশানন! যে নৃপতি কর্ত্তব্য বিষয়ের মন্ত্রণা স্থির করিয়া ন্যায়ানুসারে কার্য্য করণে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাকে কখনই পশ্চাৎ সন্তাপিত হইতে হয় না; কিন্তু সামাদি উপায় অবলম্বন না করিয়া যে সকল কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহা পশু হিংসাদি যাগপ্রযুক্ত হবির ন্যায় দূষিত হয়। যিনি প্রথমকর্ত্তব্য কার্য্য সকল পরে এবং পশ্চাৎ কর্ত্তব্য কার্য্য সকল প্রথমেই করেন, তিনি রাজার নীতি ও অনীতি বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। মহারাজ! নৃপতির অধিক বল থাকিলেই যে তিনি বিজয়ী হইয়া থাকেন এরূপ নহে, কিন্তু পক্ষিগণ যেরূপ কুমারকৃত রন্ধ্রদ্বারা ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতকেও অতিক্রম করিয়াছিল, তদ্রূপ শত্রু নৃপতিগণও তাঁহার কার্য্যে ছিদ্র প্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া থাকেন। আপনি পরিণামফল চিন্তা না করিয়া প্রবলদারহরণরূপ যে মহৎ কার্য্য করিয়াছেন তাহাতে বিষমিশ্র আমিষ যেরূপ ভোজনমাত্রেই ভোজনকারির প্রাণ বিনাশ করে, তদ্রূপ রামচন্দ্র যে সেই সময়েই আপনার প্রাণ বিনাশ করেন নাই, ইহাই আপনার পরম সৌভাগ্য'।

'সে যাহা হউক, আপনি যে অনুচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া, শত্রুগণের সহিত সমরের সূত্রপাত করিয়াছেন, আমি আপনার সেই শত্রুগণকে বিনাশ করিয়া তাহার উপশম করিব। মহারাজ! ইন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, কুবের অথবা বরুণও যদ্যপি আপনার শত্রু হয়, তাহা হইলেও আমি তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া আপনার শত্রুগণকে উৎসন্ন করিব। আমি যৎকালে সমর স্থলে সিংহনাদ করতঃ সুমহৎ পরিঘ লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই, তখন আমার সেই পর্ব্বতপ্রমাণ শরীর এবং তীক্ষ্ণ দন্ত দর্শন করিয়া পুরন্দরও ভয় প্রাপ্ত হয়। মহারাজ! আপনি আশ্বাসিত হউন; আমি নিশ্চয় বলিতেছি, রামের একটি বাণ প্রহারের পর দ্বিতীয় বাণ প্রহার করিবার পূর্ব্বেই আমি তাহাকে বিনষ্ট করিয়া তাহার রুধির পান করিব। আমি দশরথনন্দন রামকে বিনাশ করিয়া আপনার প্রীতিজনক বিজয়ের নিমিত্ত যত্ন করিব এবং লক্ষ্মণের সহিত তাহাকে বিনাশ করিয়া, বানরদলের দলপতিগণকেও ভক্ষণ করিব'।

'সম্প্রতি আপনি সুস্থচিত্তে হিতকার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হউন এবং বারুণী পান করিয়া ইচ্ছানুসারে বিহার করুন্। আমি রামচন্দ্রকে বিনাশ করিলে, সীতা চিরকালের নিমিত্ত আপনার বশবর্ত্তিনী হইবে।'

ইতি দ্বাদশ সর্গ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ সর্গ।

অনন্তর, মহাবল মহাপার্শ্ব, রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়াছেন জানিতে পারিয়া, মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করতঃ কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিল। মহারাজ! আপনি যে রামের আশ্রমে প্রবেশ করিয়া তাহার ভার্য্যাকে হরণ করিয়া আনিয়াছেন, ইহা আপনার উচিত কার্য্যই হইয়াছে, কারণ যে ব্যক্তি মৃগ ও সর্পনিষেবিত অরণ্যে প্রবেশ করতঃ মধু প্রাপ্ত হইয়াও তাহা পান না করে, সে অতীব মূর্খ। যদি বলেন, বলপূর্ব্বক পর নারী ভোগ করিলে ঈশ্বরাজ্ঞার বিপরীত কার্য্য করা হয় এবং তজ্জন্য অধর্ম্মও হইয়া থাকে, তাহা হইলেও আপনার ভয় কি? কারণ আপনি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক যমাদি ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর; অতএব এক্ষণে শত্রুগণের মস্তকে পদার্পণ করিয়া সীতার সহিত রমণ করুন্। হে মহাবল! যদি রমণকালে সীতা আপনার অনুকূল না হয়, তাহা হইলে আপনি কুক্কুটবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক বারম্বার আক্রমণ করতঃ তাহাকে উপভোগ ও রমণ করুন্। মহারাজ! একবার সীতা আপনার বশবর্ত্তিনী হইলে পশ্চাৎ কোন ভয় উপস্থিত হইবার সম্ভব কি? যদিই সময়ানুসারে উপস্থিত হয়, তখন তাহার প্রতিবিধান করিবেন। আপনার তাদৃশ বলাবলে-

রও অভাব নাই; কারণ এই মহাবল কুম্ভকর্ণ এবং ইন্দ্রজিৎ আমাদের সাহায্যে বজ্রপাণি পুরন্দরকেও পরাস্ত করিতে সমর্থ হইবেন। রাজন্! নীতিশাস্ত্রকুশলগণ সাম, দান এবং ভেদ এই ত্রিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া কার্য্যসিদ্ধি করেন, কিন্তু যখন আমারা শত্রুগণ অপেক্ষা প্রবল, তখন দণ্ড অবলম্বন করিয়া কার্য্যসিদ্ধি করাই আমার অভিপ্রেত। হে মহাবল! আপনার শত্রুগণ যখন এই লঙ্কাপুরীতে উপস্থিত হইবে, তখন আমরা যে স্বপ্রতাপের দ্বারা তাহাদিগকে বশীভূত করিতে সমর্থ হইব, তাহাতে কোন সংশয় নাই।

রাক্ষসরাজ রাবণ মহাপার্শ্বকর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া, তাহার বাক্যের অনেক প্রসংশা করতঃ এই কথা বলিলেন। 'মহাপার্শ্ব! তুমি যাহা বলিলে সমস্তই সত্য, কিন্তু আমি যে-জন্য জানকীকে বলপূর্ব্বক উপভোগ করি নাই, তাহার কোন গুপ্ত কারণ আছে; তদ্বিষয় পূর্ব্বে আমার যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা এক্ষণে তোমার নিকট প্রকাশ করিতেছি। আমি প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় রম্ভা নাম্নী কোন অপ্সরাকে লুকায়িতভাবে আকাশপথে পিতামহভবনে গমন করিতে দেখিয়া বলপূর্ব্বক তাহাকে বিবস্ত্র করিয়া উপভোগ করিলাম। তদনন্তর, সেই রম্ভা আলোলিত নলিনীর ন্যায় নিতান্ত বিবশা হইয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইল এবং অনুমান হয়, তাহার নিকট আপনার দুরবস্থার বিষয়ও নিবেদন করিয়াছিল। অনন্তর, পিতামহ নিশ্চয় ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে "যদি তুমি অদ্য হইতে বলপূর্ব্বক কোন কামিনীকে উপভোগ কর, তাহা হইলে তৎক্ষণেই তোমার মস্তক শতধাবিদীর্ণ হইয়া যাইবে" এই অভিশাপ প্রদান করিলেন। আমি সেই শাপে ভীত হইয়াই সেই বিদেহরাজনন্দিনী সীতাকে আমার শুভ্র শয্যায় বলপূর্ব্বক আরোহণ করাইতে চেষ্টা করি নাই। সেই দশরথনন্দন আমার এই সাগরসদৃশ বেগ এবং বায়ুর বেগ এবং বায়ুসদৃশ গতির বিষয় অবগত নহে, এই জন্যই আমাকে আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। আমি গিরিগুহালয়ে প্রসুপ্ত সিংহ এবং সংক্রুদ্ধ যমের ন্যায় সমাসীন থাকিলে তৎকালে কে আমার বিশ্রাম ভঙ্গ করিতে সাহস করিতে পারে? রাম সংগ্রামে দ্বিজিহ্ব পন্নগগণের ন্যায় আমার শরাসন-নির্গত বাণ সকল দর্শন করে নাই, সেই জন্যই আমার নিকটে আসিতেছে। কিন্তু, যেরূপ উল্কা সমূহ-দ্বারা কুঞ্জর ভস্মীভূত হয়, তদ্রূপ আমিও শীঘ্রই সেই রামকে মৎকার্ম্মুকনির্গত শরনিকর-দ্বারা শতধা বিদীর্ণ ও ভস্মীভূত করিয়া ফেলিব।'

'মহাপার্শ্ব! অধিক কি, সূর্য্য যেরূপ যথাসময়ে উদিত হইয়া নক্ষত্রগণের প্রভা বিনষ্ট করে, তদ্রূপ আমিও যথাকালে সুমহৎ বলে পরিবৃত হইয়া তাহার সমস্ত বল অবসন্ন করিব। আমার সহিত যুদ্ধ করিয়া সহস্রলোচন ইন্দ্র অথবা বরুণ কেহই জয় লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই; অধিকন্তু, পূর্ব্বে এই কুবের-পালিত লঙ্কাপুরীকে নিজ বাহুবলেই স্বায়ত্ত করিয়াছিলাম।'

ইতি ত্রয়োদশ সর্গ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ সর্গ।

বিভীষণ রাক্ষসেন্দ্র রাবণের বাক্য এবং কুম্ভকর্ণের গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া, রাক্ষসরাজকে এইরূপহিত ও অর্থযুক্ত বাক্য বলিতে লাগিলেন। 'মহারাজ! আপনি কি নিমিত্ত এই বক্ষঃস্থলরূপ ফণা, চিন্তারূপ বিষ, সুস্মিতরূপ তীক্ষ্ণদন্ত, পঞ্চাঙ্গুলিরূপ পঞ্চশিরবিশিষ্ট বৃহৎকায় সীতারূপ সর্পকে আনয়ন করিলেন? রাজন্! যে পর্য্যন্ত পর্ব্বতশিখরসদৃশ ও নখ-দন্তায়ুধ বানরগণ লঙ্কাতে অভিদ্রুত না হয়, আপনি তাহার পূর্ব্বেই দাশরথিকে সীতা প্রতিদান করুন্। যে পর্য্যন্ত রাম-নিক্ষিপ্ত বজ্রসদৃশ ও বায়ুর ন্যায় বেগশালী বাণ সকল রাক্ষস-শ্রেষ্ঠগণের মস্তক বিভিন্ন না করে, আপনি তাহার পূর্ব্বেই সীতাকে প্রতিদান করুন্। মহারাজ! যখন রামচন্দ্র যুদ্ধ করিবেন, তখন

কুম্ভকর্ণ ইন্দ্রজিৎ মহাপার্শ্ব মহোদর অথবা অতিকায় ইহারা কেহই তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে না। যদি রামচন্দ্র লঙ্কায় আসিয়া উপস্থিত হয়েন, তাহা হইলে আপনি সূর্য্য ও সমুদয় দেবগণকর্ত্তৃক রক্ষিত হইলে অথবা ইন্দ্র এবং যমের আশ্রয় গ্রহণ করিলে কিম্বা আকাশ ও পাতালমধ্যে প্রবেশ করিলেও জীবিত অবস্থায় নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবেন না।'

তদনন্তর, প্রহস্ত বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া, এই কথা বলিল। 'সংগ্রাম উপস্থিত হইলে দেবতা, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, উরগ অথবা পতঙ্গশ্রেষ্ঠগণেরও নিকট হইতে কখনই ভয় প্রাপ্ত হই নাই, তখন রাম নামক একজন মানুষ-রাজপুত্র হইতে আমাদের ভয়ের আশঙ্কা কি? রাজহিতাভিলাষী এবং ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ বিভীষণ প্রহস্তের অমঙ্গলজনক বাক্য শ্রবণ করিয়া এই অর্থযুক্ত বাক্য বলিলেন। 'প্রহস্ত! রাক্ষসরাজ মহোদর কুম্ভকর্ণ এবং তুমি রামচন্দ্রকে পরাজিত করিব বলিয়া বৃথা প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করিলে; কিন্তু, অধার্ম্মিকের স্বর্গ গমনের ন্যায় তোমারা কেহই তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে সমর্থ হইবে না। প্রহস্ত! যাহার উড়ুপাদি সাহায্য নাই, এতাদৃশ ব্যক্তির সমুদ্রপার গমনের ন্যায় তুমি আমি অথবা সমস্ত রাক্ষসগণ দ্বারা কিরূপে সেই অর্থবিশারদ রামচন্দ্রের বধ সাধন হইতে পারে? অধিকন্তু, সেই ইক্ষ্বাকুকুলনন্দন মহারথ রাম অতিশয় ধার্ম্মিক। প্রহস্ত! আমাদের কথা দূরে থাকুক, তাদৃশ কার্য্যক্ষম পুরুষের সংগ্রামে দেবগণও নিতান্ত অনভিজ্ঞের ন্যায় অবস্থান করেন। প্রহস্ত! এখনও রাঘব-বিনির্ম্মুক্ত তীক্ষ্ণ অব্যর্থ বাণ সকল তোমার গাত্র ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করে নাই, সেই জন্যই তুমি রাক্ষসরাজের সম্মুখে এরূপ বৃথা বিকত্থন করিতেছ। এখনও রাঘববাহুবিনির্ম্মুক্ত প্রাণান্তকারী বজ্রতুল্য বেগশালী সুশাণিত শরনিকর তোমার শরীর ভেদ করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহার তূণীরমধ্যে প্রবেশ করে নাই; প্রহস্ত! তুমি সেই জন্যই এইরূপ বৃথা আত্মশ্লাঘা করিতেছ। প্রহস্ত! বলবান্ রাক্ষসরাজ রাবণ ত্রিশীর্ষ ইন্দ্রজিৎ তুমি কুম্ভকর্ণ অথবা তাহার পুত্র নিকুম্ভ, তোমরা কেহই রণভূমিতে সেই মহেন্দ্রসদৃশ বিক্রমশালী রামচন্দ্রের বিক্র[illegible] সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না। অপিচ, এ[illegible] দেবান্তক নরান্তক এবং অতিরথ অতিকায় অকম্পন ইহারাও সেই রামচন্দ্রের সংগ্রা[illegible] অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে না।'

'রাক্ষসরাজ কামরূপ ব্যসনে একান্ত অ[illegible]ভূত হইয়াছেন, এই জন্যই ভবাদৃশ মন্ত্রিগণে[illegible] সহিত মন্ত্রণা করতঃ পরিণাম চিন্তা না ক[illegible]য়াই রাক্ষসকুল নাশের নিমিত্ত এই তী[illegible] প্রকৃতি অবলম্বন করিয়াছেন। অপরিমি[illegible] বলশালী সহস্রমুণ্ড মহাবল ভীমদর্শন বাসু[illegible]রূপ রাম-বৈরপাশে বেষ্টিত এই রাক্ষসরাজ[illegible] মুক্ত কর। যেরূপ কোন পুরুষে ভূতাবে[illegible] হইলে তদীয় সুহৃদগণ কেশ-গ্রহণাদিরূপ নিগ্[illegible] দ্বারা তাহাকে রক্ষা করে, তদ্রূপ তোমরা এই রাক্ষসরাজকে রক্ষা কর। প্রহস্ত! সুচ[illegible]রূপ বারিপূর্ণ রাঘবরূপ সাগরের তরঙ্গে আচ[illegible]দিত হইয়া কাকুৎস্থরূপ পাতালে মগ্নো[illegible] এই রাক্ষসরাজকে তোমাদের রক্ষা [illegible] উচিত। আমি এই লঙ্কাপুরী, রাক্ষসরা[illegible] তাঁহার সুহৃদগণ ও যাবতীয় রাক্ষসগণের হিতে[illegible] নিমিত্ত বলিতেছি, রাক্ষসরাজ রামচন্দ্র[illegible] সীতা প্রতিদান করুন্।'

'যে মন্ত্রী বিবেচনা পূর্ব্বক শত্রুপক্ষের এ[illegible] আপনাদের বীর্য্য বল ক্ষয় ও বৃদ্ধির বি[illegible] যথাবৎ পরামর্শ করিয়া স্বামীর হিত বি[illegible] উপদেশ প্রদান করেন, তিনিই যথার্থ মন্ত্রী।'

ইতি চতুর্দ্দশ সর্গ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ সর্গ।

তদনন্তর, বৃহস্পতিতুল্য বুদ্ধিশালী বিভীষ[illegible] বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষসশ্রেষ্ঠ মহাবল ই[illegible]জিৎ বলিতে লাগিলেন। 'পিতৃব্য! আপ[illegible] ভীতের ন্যায় কিজন্য এরূপ অনর্থক বাক্য ব[illegible]তেছেন? পৌলস্ত্যকুল প্রসূতের কথা দূ[illegible] থাকুক, সহজ দুর্ব্বল মনুষ্যকুলপ্রসূত পুর[illegible]

এরূপ বলে না এবং এরূপ কার্য্যও করে না। এই কুলে একমাত্র পিতৃব্য বিভীষণই বল বীর্য্য পরাক্রম ধৈর্য্য শৌর্য্য ও তেজোবিহীন পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। হে ভীরু! আপনি এ কি ভয় দেখাইতেছেন; আমাদের এক-জনমাত্র সামান্য রাক্ষসই সেই দুই মানুষরাজ-পুত্রকে বিনাশ করিতে পারিবে। আমি ত্রিলোকনাথ দেবরাজ ইন্দ্রকেও বন্দী করিয়া ভূমিতলে আনয়ন করিয়াছি। সমগ্র দেবগণও মৎকর্তৃক পরাজিত হইয়া দিগন্তে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। আমি বলপূর্ব্বক ঐরাবতের দন্তদ্বয় আকর্ষণ করিলে যৎকালে সেই দেবমাতঙ্গ আর্ত্তনাদ করতঃ ভূমিতে পতিত হয়, তখন আমার সেই পরাক্রম দর্শন করিয়া সমগ্র দেবগণই ভয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। আমি দেব-গণের দর্পচূর্ণ করিয়াছি এবং রণভূমিতে দৈত্য গণকে বিনাশ করিয়া দৈত্যযুবতীগণের শোক উৎপাদন করিয়াছি; সুতরাং এতাদৃশ বীর্য্য-শালী হইয়াও কিজন্য সেই সামান্য মনুষ্য রাজপুত্রেদর সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইব না?"

অনন্তর, শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ বিভীষণ ইন্দ্রসদৃশ দুর্জ্জয় মহাতেজস্বী ইন্দ্রজিতের পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া এইরূপ অর্থযুক্ত বাক্য বলিতে লাগিলেন। 'পুত্র! তুমি কার্য্যাকার্য্য বিচারে নিতান্ত অনভিজ্ঞ; কারণ,তোমার বুদ্ধি এখনও বালকের ন্যায় অপরিপক্ক রহিয়াছে, সুতরাং তুমি আত্মবিনাশের নিমিত্তই বহুবিধ প্রলাপ বাক্য প্রয়োগ করিলে। ইন্দ্রজিৎ! তুমি নামমাত্র রাবণের পুত্র এবং নিতান্ত সুহৃৎ, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তুমি তাঁহার পরম শত্রু, কারণ, রাক্ষস-রাজকে ঘোরতর বিপদে পতিত হইতে দেখি-য়াও তাঁহাকে নিবারণ করিতেছ না। ইন্দ্রজিৎ! তুমি যেরূপ দুর্ম্মন্ত্রণাবাক্য সকল বলিলে, তাহাতে আমার মতে তুমি বধার্হ এবং যে এরূপ অব্যবস্থিতচিত্ত উগ্রস্বভাব বালককে এখানে আনয়ন করিয়া মন্ত্রিগণের মধ্যে প্রবেশ করাইয়াছে, তাহাকেও বধ করা উচিত। ইন্দ্র-জিৎ! তুমি কার্য্যাকার্য্য বিবেকবিহীন প্রগলভ অবিনয়ী তীক্ষ্ণস্বভাব অদীর্ঘদর্শী মূর্খ দুর্ম্মতি ও দুরাত্মা এই জন্যই বালকের ন্যায় এরূপ বলি-তেছ। রামচন্দ্র রণভূমিতে ব্রহ্মদণ্ড সদৃশ কালাগ্নিসন্নিভ সুশাণিত শরনিকর ক্ষেপণ করিতে থাকিলে কে সেই সকল সহ্য করিতে সমর্থ হইবে?"

'মহারাজ! আপনি রামচন্দ্রকে ধন, রত্ন, ভূষণ, রুচিরবাস এবং বিচিত্র মণির সহিত সীতাকে প্রতিদান করিলে, আমরা নিরুদ্বেগ হই।'

ইতি পঞ্চদশ সর্গ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ সর্গ।

ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ এইরূপ অর্থযুক্ত হিত বাক্য সকল বলিতে থাকিলে, রাবণ কালপ্রেরি-তের ন্যায় তাঁহাকে এইরূপ পরুষ বাক্য সকল বলিতে লাগিলেন। 'বরং শত্রু অথবা সংক্রুদ্ধ সর্পের সহিতও একত্রে বাস করিবে. কিন্তু নামমাত্র মিত্র অথচ শত্রুসেবী এরূপ মিত্রের সহিত কখনই বাস করিবে না। বিভীষণ! ত্রিলোকমধ্যে কিছুই আমার অবিদিত নাই, বিশেষতঃ একজনের বিপৎ উপস্থিত হইলে অপরে যে, আনন্দিত হয়, আমি জ্ঞাতিগণের এই স্বভাব উত্তমরূপে জানি। বিভীষণ! জ্ঞাতি গণ তাহাদের মধ্যে প্রধান কার্য্যক্ষম বিদ্বান্ ধার্ম্মিক ও বীর পুরুষের অবমাননা করে এবং তাহাকে পরিভূত করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদাই ছিদ্র অন্বেষণ করে। জ্ঞাতি অপেক্ষা ভয়াবহ আর কি আছে? ইহাদের মনের ভাব অবগত হওয়া দুঃসাধ্য, এই জ্ঞাতিরূপী আততায়িগণ পরস্পরের বিপৎ উপস্থিত হইলে পরস্পর হর্ষ প্রকাশ করিয়া থাকে। বহুকাল হইল, কতক-গুলি হস্তী পদ্মবনে বিচরণ করিতেছিল, তৎ-কালে তাহারা কতিপয় পাশহস্ত গজারোহী মনুষ্যকে দর্শন করিয়া জ্ঞাতিগণসম্বন্ধে যে কয়েকটি শ্লোক বলিয়াছিল, আমি তোমাদের নিকট তাহা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। "আমরা অগ্নি পাশ অথবা অন্যান্য শস্ত্র দর্শনে ভীত হই না, কিন্তু এই স্বার্থপর জ্ঞাতিগণকে

দর্শন করিয়া আমাদের সাতিশয় ভয় উপস্থিত হইতেছে। ইহারাই হস্তিপকগণের নিকট আমাদিগকে বন্ধন করিবার উপায় দেখাইয়া দিবে। আমরা শত শত বার দেখিয়াছি জগতে যত প্রকার ভয় আছে, তন্মধ্যে জ্ঞাতি হইতে যে ভয় উপস্থিত হয়, তাহারই পরিণাম বিশেষ কষ্টজনক হইয়া উঠে। যেরূপ গো সকলে হব্য কব্য সাধনরূপ সম্পত্তি, ললনাগণে চাপল্য এবং ব্রাহ্মণে তপস্যা নিয়তই থাকে, তদ্রূপ জ্ঞাতিগণেও নিয়তই ভয় আছে।”

‘বিভীষণ! আমি যে শত্রুগণকে পরাস্ত করিয়া অতুল ঐশ্চর্য্য লাভ করতঃ সর্ব্বলোক কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়াছি, বোধ হয়, আমার এই সৌভাগ্য তোমার নিরতিয় অসন্তোষের কারণ হইয়াছে। যেরূপ পদ্মপত্রে বারি-বিন্দু পতিত হইলে তাহা কোনরূপেই পত্রে সংশ্লিষ্ট হয় না, তদ্রূপ ক্রূর স্বভাব-সম্পন্ন লোকের সহিত সৌহৃদ্য করিলে, তাহা কোনরূপেই তাহার অন্তঃকরণে সংশ্লিষ্ট হয় না। যেরূপ শরৎকালে মেঘ সকল গর্জ্জন ও সময়ে সময়ে বারিবর্ষণ করিতে থাকিলেও তাহাতে পৃথিবী জলসংক্লিন্ন হয় না, কেবল গর্জ্জন ও বর্ষণ মাত্রই হয়, তদ্রূপ গর্জ্জনের সহিত যতই সৌহৃদ্য প্রকাশ কর, তাহা প্রকৃতরূপে কোন ফলোপধায়ক না হইয়া কেবলমাত্র বৃথা গর্জ্জন ও বর্ষণের অনুরূপ হয়। যেরূপ মধুকর তৃষিত হইয়া পুষ্প সকলে ইচ্ছানুরূপ মধুপান করতঃ পরিতৃপ্ত হইলে, আর তন্মধ্যে অবস্থান করে না, তদ্রূপ দুর্জ্জনের সহিত সৌহৃদ্য করিলে সে আপনারই কার্য্য সাধন করিয়া লয়; বিভীষণ! তুমিও তদ্রূপ। যেরূপ তৃষার্ত্ত মধুব্রত কাশ-পুষ্পে উপস্থিত হইয়া বিশেষ চেষ্টা করিলে তাহা হইতে অভিলাষানুরূপ মধু প্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ দুর্জ্জনের সহিত সৌহৃদ্য করিলে তাহার নিকট হইতে কোন ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যেরূপ হস্তী প্রথমতঃ জলে স্নানকরতঃ তৎপরেই কর দ্বারা ধূলি নিক্ষেপ পূর্ব্বক স্নান-কৃত নির্ম্মলতা নাশ করিয়া আপনার গাত্র কলুষিত করে, তদ্রূপ দুর্জ্জনের সহিত সৌহৃদ্য করিলে, সেনিজ-কার্য্য সাধানের পর স্বয়ংই পূর্ব্ব কৃত স্নেহ বিস্মৃত হইয়া সৌহার্দ্দ নাশ করিয়া থাকে। অরে কুল-পাংশন! তোরে আর অধিক কি বলিব; তোর জীবনে ধিক্! তুই আমার সহোদর, এই জন্যই এরূপ কথা বলিয়া এখনও জীবন ধারণ করিতেছিস্; নচেৎ অন্য কেহ এরূপ কথা বলিলে, এইক্ষণেই তাহাকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিতাম।’

ন্যায়বাদী বিভীষণ রাবণ কর্ত্তৃক এইরূপ পরুষ-বাক্যে ভর্ৎসিত হইয়া হস্তে গদা গ্রহণ করতঃ আপনার চারিজন সহচরের সহিত আকাশ পথে উত্থিত হইলেন এবং একান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অন্তরীক্ষ হইতে ভ্রাতা রাক্ষস-রাজকে বলিতে লাগিলেন। ‘মহারাজ! আপনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, পিতৃতুল্য এবং মান্য, সুতরাং আপনি যাহা বলিবেন তৎসমস্তই আমার সহ্য করা কর্ত্তব্য, কিন্তু আপনি ধর্ম্ম-পথ পরিত্যাগ করিয়া পরদার হরণাদিরূপ ঘোরতর অধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এই জন্যই আপনি অগ্রজ হইলেও আমি অদ্য আপনার এই পুরুষ-বাক্য সকল সহ্য করিলাম না। দশানন! আমি আপনার হিত-সাধন বাসনাতেই এইরূপ নীতি সঙ্গত বাক্য সকল বলিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি কালবশীভূত হইয়া তাহা গ্রহণ করিলেন না; তদ্বিষয়ে আপনারই বা দোষ কি, ইহা প্রসিদ্ধই আছে, আয়ুঃশেষ হইলে মূঢ় জনগণ হিতকামী সুহৃদ্গণ-সমীরিত সদুপদেশ বাক্য সকল শ্রবণ করে না। মহারাজ! প্রিয়বাদী পুরুষ অনেক আছে, কিন্তু শুনিতে অপ্রিয় অথচ পরিমাণ শুভদায়ক বাক্যের বক্তা এবং শ্রোতা উভয়ই দুর্লভ। যেরূপ গৃহ অগ্নি প্রদীপ্ত হইলে, তৎকালে উপেক্ষা করা উচিৎ হয় না, তদ্রূপ আপনাকে সর্ব্বভূত বিনাশি কালপাশে বদ্ধ হইয়া বিনষ্ট হইকে দেখিয়াই আমি এরূপ হিত বাক্য সকল বলিয়াছিলাম। মহারাজ! আমি আপনাকে রামচন্দ্র কর্ত্তৃক প্রদীপ্ত হুতাশন সদৃশ কাঞ্চন ভূষিত সুশাণিত শরনিকর দ্বারা নিহত দর্শন করিতে ইচ্ছা করি না, সেই জন্যই এইরূপ হিতবাক্য সকল বলিয়াছিলাম। যেরূপ

কৃত সেতু যতই দৃঢ় হউক না কেন, প্রাবৃট্কাল সমাগত হইলেই ভগ্ন হইয়া যায়, তদ্রূপ রুষ যতই বলবান্ অস্ত্রজ্ঞ ও শূর হউক না কেন, কাল উপস্থিত হইলে তাহাকে অবসন্ন হইতে হয়। মহারাজ! সে যাহা হউক, আপনি গুরু আমি আপনার হিতকামনায় যে সমস্ত বলিয়াছি, যদি তজ্জন্য আমার অপরাধ হইয়া থাকে, তাহা ক্ষমা করিবেন। আমি গমন করিতেছি, আপনি আমাকে বিদায় দিয়া সুখী হউন এবং রাক্ষসগণের সহিত এই লঙ্কাপুরী ও আপনাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন্।'

'আমি মঙ্গল কামনায় আপনাকে নিবারণ করিতেছিলাম, কিন্তু আপনি তাহা গ্রহণ করিলেন না। মহারাজ! আয়ুঃ শেষ হইলে যাহাকে যখন কাল বশীভূত হয়, তৎকালে সুহৃদ্গণ সমীরিত হিত বাক্য সকল কোনরূপই গ্রহণ করে না। রাক্ষসনাথ! আপনারও সেই দশা উপস্থিত হইয়াছে; নচেৎ এরূপ সুহৃদ্বাক্যে এরূপ অনাদর প্রকাশ করিবার কারণ কি?'

ইতি ষোড়শ সর্গ॥ ১৬॥

সপ্তদশ সর্গ।

বিভীষণ রাক্ষসরাজ রাবণকে পূর্ব্বোক্তরূপ পরুষবাক্য সকল কহিয়া, যে স্থানে রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন, মুহূর্ত্তমধ্যে তথায় উপস্থিত হইলেন। বানরযূথপগণ ভূমিতল হইতে সেই গগণস্থিত তেজঃপুঞ্জ সুমেরু শিখর সদৃশ বিভীষণকে দেখিতে পাইল। বুদ্ধিমান্ বানররাজ সুগ্রীব ও অপর বানরগণ বর্ম্ম ও অস্ত্রধারী উত্তম ভূষণে ভূষিত পরাক্রমশালী চারিজন অনুচরের সহিত সেই মেঘ ও পর্ব্বত সদৃশ, বজ্রের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, দিব্যাস্ত্রধারী, দিব্য ভূষণ ভূষিত রাক্ষসকে দর্শন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। অনন্তর, সুগ্রীব মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া, হনুমান্ প্রভৃতি বানরগণকে বলিলেন। 'দেখ, আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে এই সর্ব্বাস্ত্রধারী রাক্ষস আমাদিগকে বিনষ্ট করিবার নিমিত্তই অপর চারিজন রাক্ষসের সহিত এস্থানে আসিয়াছে।' বানর যূথপতিগণ সুগ্রীবের বাক্য শ্রবণ করিয়া শালবৃক্ষ এবং বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড সকল উত্তোলন করতঃ এই কথা বলিল। 'মহারাজ! আপনি শীঘ্রই এই দুরাত্মাদিগকে বধ করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে আদেশ করুন্; আমরা অবিলম্বেই ইহাদিগকে বিনাশ করিয়া ধরণীতলে নিপাতিত করি।'

বানরগণ পরস্পর এইরূপ বলিলে, বিভীষণ সমুদ্রের উত্তর তীরে উত্তীর্ণ হইয়া, ক্ষণকাল বিশ্রাম করতঃ স্বস্থ হইলেন। তদনন্তর, সেই দীর্ঘদর্শী সুগ্রীব এবং অপর বানরগণকে সম্বোধন করতঃ সমুচিত গম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন। রাক্ষসগণের অধীশ্বর রাবণ নামক দুর্বৃত্ত রাক্ষস আছে, আমি তাহার অনুজ ভ্রাতা, আমার নাম বিভীষণ। সেই দুরাত্মাই জটায়ুকে নিহত করিয়া জনস্থান হইতে জনকনন্দিনীকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। জানকী ক্রূরস্বভাব রাক্ষসীগণকর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া, তদীয় অধিকার মধ্যে দীনভাবে বাস করিতেছেন। আমি "রামচন্দ্রকে সীতা প্রতিপ্রদান করুন্" ইত্যাদি বহুবিধ নীতিসঙ্গত বাক্যে রাবণকে বারম্বার অনুরোধ করিয়াছিলাম; কিন্তু মুমূর্ষু ব্যক্তি যেরূপ ঔষধ সেবন করে না, তদ্রূপ তাহার মৃত্যুকাল সন্নিকট হওয়ায়, সে মদীরিত হিতবাক্য সকল গ্রহণ করিল না, বরং বহুবিধ পরুষবাক্য-দ্বারা দাসের ন্যায় আমার অবমাননা করিল।

'আমি তৎকর্ত্তৃক অবমানিত হইয়া স্ত্রীপুত্রাদি সমুদায় পরিত্যাগ করতঃ রামচন্দ্রের শরণাগত হইয়াছি। সে যাহা হউক, তোমরা শীঘ্রই সেই সর্ব্বলোকশরণ্য মহাত্মা রামচন্দ্রের নিকট আমার আগমনবার্ত্তা নিবেদন কর।' লঘুবিক্রম বানররাজ সুগ্রীব বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণের সম্মুখেই রামচন্দ্রকে সক্রোধে এই কথা বলিলেন। 'মহারাজ! কয়েকজন শত্রু সৈন্য অনুপলক্ষিতভাবে আনা-

দের সেনাসন্নিবেশমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, বোধ হয় উলূক যেরূপ অবসর প্রাপ্ত হইলে বায়সগণকে নষ্ট করে, তদ্রূপ ইহারাও অবসর পাইলেই আমাদিগকে নিহত করিবে। হে শত্রুতাপন! যাহাতে বানরগণের মঙ্গল হয়, আপনি এইরূপ কার্য্যাকার্য্য বিচার, সেনা-সন্নিবেশ, তাহাদের শিক্ষাবিধান ও শত্রুগণের বলবৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত চর নিযুক্ত করুন্; তাহা হইলেই আপনার মঙ্গল হইবে। এই কামরূপী শূর রাক্ষসগণ সকলেই অনুপ-লক্ষিতভাবে আকাশপথে আগমন করিয়াছে। মহারাজ! ইহাদিগকে বিশ্বাস করা উচিত নহে, কারণ ইহারা কপট উপায় দ্বারা উৎকট অনিষ্ট করিতে পারে। বোধ হয়, রাক্ষসেন্দ্র রাবণের চর এই সমাগত বুদ্ধিমান্ রাক্ষস, আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পরস্পর ভেদ-সাধন করিবে অথবা আপাততঃ বিশ্বস্তভাবে সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কালক্রমে অবসর প্রাপ্ত হইলে, স্বয়ংই আমাদিগকে বিনাশ করিয়া ফেলিবে। যদি বলেন এই সমাগত রাক্ষস যেই হউক, সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেই আমার বলবৃদ্ধি হইবে, কিন্তু তাহা নীতি-বিরুদ্ধ; কারণ, পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, যুদ্ধের সময় "স্বকীয় মিত্রপ্রেরিত ও কার্য্যকালে ভৃতি-দ্বারা সংগৃহীত এই ত্রিবিধ বল গ্রহণ করিবে, কিন্তু শত্রু সৈন্যকে কখনই গ্রহণ করিবে না।" হে প্রভো! এ ত সহজেই রাক্ষস, বিশেষতঃ আপনার শত্রু রাবণের ভ্রাতা এবং শত্রুপক্ষ হইতেই আগমন করিয়াছে, সুতরাং কি প্রকারে ইহাকে বিশ্বাস করা যাইতে পারে? রাক্ষসেন্দ্রের অনুজভ্রাতা এই বিভীষণ অপর চারিজন রাক্ষসের সহিত আপনার শরণাগত হইয়াছে, কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই জানিবেন রাবণই বিভীষণকে পাঠাইয়াছে। হে ক্ষমাশীল! সে যাহা হউক, আমার মতে ইহাকে নিগ্রহ করাই কর্ত্তব্য। এই কুটিলবুদ্ধি মায়াবী প্রথমতঃ বিশ্বস্তভাবে অবস্থান করিয়া সময়ানুসারে আপনাকে প্রহার করিবার নিমিত্তই রাবণকর্ত্তৃক সন্দিষ্ট হইয়া এস্থানে আসিয়াছে। মহারাজ! এই বিভীষণ নৃশংস রাবণের ভ্রাতা, অতএব শীঘ্র তীক্ষ্ণ দণ্ড বিধান করিয়া সচিবগণের সহিত ইহাকে বিনাশ করুন্।' বাক্যবিশারদ সেনাপতি সুগ্রীব ক্রোধভরে বাক্যকুশল রামকে এই কথা বলিয়া মৌন অবলম্বন করিলেন।

মহাবল রাম সুগ্রীবের বাক্য শ্রবণ করিয়া সমীপস্থিত হনুমান্ প্রভৃতি বানরগণকে এই কথা বলিলেন! 'বানররাজ সুগ্রীব রাবণানুজ বিভীষণের বিষয়ে যে যুক্তিযুক্ত বাক্য সকল বলিলেন, বোধ হয় তোমরা সকলেই তাহা শ্রবণ করিয়াছ। সুহৃদের কার্য্যাকার্য্য সন্দেহ উপস্থিত হইলে অখণ্ড মঙ্গলাভিলাষী বুদ্ধিমান্ ও বিচার সমর্থ মিত্রের এতাদৃশ উপদেশ প্রদান করাই কর্ত্তব্য; অতএব তোমরা এবিষয়ে আপন আপন মত প্রকাশ কর।' অনলস বানরগণ রাঘবকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া, তাঁহার প্রিয়কামনায় বিনীতভাবে বলিতে লাগিল। 'হে রঘুনন্দন রাম! ত্রিলোক মধ্যে কিছুই আপনার অবিদিত নাই, তথাপি সুহৃদ্ভাবে আমাদিগকে যে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ইহাতেই আত্মাকে চরিতার্থ বোধ করিতেছি। মহারাজ! আপনি সত্যব্রত, শূর, ধার্ম্মিক, দৃঢ়বিক্রম, স্মৃতিমান্, কার্য্যাকার্য্য বিচারক এবং সুহৃদ্‌গণের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া থাকেন; সেই জন্য আপনার কার্য্যসমর্থ দীর্ঘদর্শী সচিবগণ একে একে আপনার মত প্রকাশ করুন্'।

অনন্তর, বানরযুবরাজ বুদ্ধিমান্ অঙ্গদ বিভীষণের চরিত্র পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত রামচন্দ্রকে বলিতে লাগিলেন। 'মহারাজ বিভীষণ শত্রুর নিকট হইতে আসিয়াছে সুতরাং শঙ্কনীয়, অতএব তাহাকে সহসা বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে, কারণ ক্রূরস্বভাব রাক্ষসগণ সচরাচর আত্মভাব গোপন করত অবসর পাইলে এরূপ প্রহার করে যে, সেই অনর্থ অতীব ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে। প্রথমতঃ হিতাহিত বিবেচনা করিয়া বলসংগ্রহ করা কর্ত্তব্য, যাহাদের অধিক গুণ আছে, তাহাদিগকেই সংগ্রহ করিবে এবং দোষভাগ অধিক হইলে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে

মহারাজ! আমি সেই জন্য বলিতেছি, যদ্যপি আপনি সমাগত বিভীষণাদিতে অধিক দোষ দেখিতে পান, তবে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করুন, অথবা বিশেষ গুণশালী হয় নিঃশঙ্কচিত্তে সংগ্রহ করুন।'

অনন্তর, শরভ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া এই যুক্তিযুক্ত বাক্য বলিল। 'হে নর শার্দ্দূল! ইহাদের চরিত্রপরীক্ষার নিমিত্ত শীঘ্র একজন দূত প্রেরণ করুন; তদনন্তর চারমুখে অবগত হইয়া যথাবিধি পরীক্ষা করতঃ সংগ্রহ করিবেন।' তদনন্তর মন্ত্রণানিপুণ জাম্ববান্ যথাশাস্ত্র বিচার করতঃ এই সগুণ অথচ দোষরহিতবাক্য বলিলেন। 'রাজন্! বিভীষণ রাক্ষসরাজকে সঙ্কটে পতিত দেখিয়াও যখন অযথাকালে তাঁহার অধিকার হইতে আমাদের অধিকারে আসিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, আপনার সহিত বদ্ধবৈর রাক্ষসেন্দ্র রাবণই ইহাকে প্রেরণ করিয়াছে, সুতরাং ইহা হইতে অনিষ্ট হইবার সম্পূর্ণ আশঙ্কা আছে; অতএব ইহাকে ত্যাগ করাই বিধেয়।' নয়ানয়পণ্ডিত বাক্যকুশল মৈন্দ বিবেচনা করিয়া এই হেতুযুক্ত বাক্য বলিলেন। 'মহারাজ! রাবণের অনুজ ভ্রাতা এই বিভীষণকে প্রথমতঃ চারমুখে সমুদয় বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিয়া ইহার মনোগত ভাব অবগত হউন। হে নরশার্দ্দূল। তৎপরে ভাল মন্দ বিবেচনা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় করিবেন'।

অনন্তর, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ সচিবশ্রেষ্ঠ হনুমান্ এই অর্থসঙ্গত মিতাক্ষর মধুরসন্দর্ভ ও শ্রবণসুখকর বাক্য সকল বলিতে লাগিলেন। 'হে বাগ্মিপ্রবর! আপনি অসীম ধীশক্তিসম্পন্ন এবং শাস্ত্র সকলের অর্থতত্ত্ব নিরূপণসমর্থ; আমার বোধ হয়, যদি সুরসচিব বৃহস্পতিও মন্ত্রণাদাতা হয়েন, তথাপি কেহই আপনাকে অভিভূত করিতে সমর্থ হইবে না। রাজন্! আমি তর্ককুশল মন্ত্রিপদবাচ্য ও অতিশয় বুদ্ধিমান্ বলিয়া অথবা ইচ্ছাপূর্ব্বক এরূপ বলিতে প্রবৃত্ত হই নাই, কিন্তু এই গুরুতর কার্য্য উপস্থিত হওয়ায় আপনি সম্মানপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, সেই জন্যই বলিতেছি। মহারাজ! আপনার অঙ্গদাদি সচিবগণ বিভীষণের দোষগুণ পরীক্ষার বিষয়ে যাহা বলিলেন, তাহাতে অনেক দোষ আছে, বিশেষতঃ এসময় তাহার চরিত্রাদি পরীক্ষাকার্য্য সমাধান হইয়া উঠিবে না। বিভীষণকে এস্থানে আনয়ন করিয়া তদ্বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসাদিরূপ নিয়োগ ব্যতিরেকে তাহার আন্তরিক ভাব ও বলবীর্য্যাদির বিষয় কিছুই জানা যাইতেছে না, কিন্তু সহসা রাজসমীপে আনয়ন করাও অনুচিত। আপনার সচিবগণ চারপ্রেরণের বিষয় যাহা বলিয়াছেন, কোন প্রয়োজন না থাকায় আমি তাহারও আবশ্যক দেখিতেছি না। আর জাম্ববান্ 'বিভীষণ রাক্ষসরাজকে শঙ্কটে পতিত দেখিয়াও যখন অযথাকালে তাঁহার অধিকার হইতে আমাদের অধিকারে আসিয়াছে, ইত্যাদি বলিয়াছেন; কিন্তু বিভীষণ অযথাকালে রাবণকে পরিত্যাগ করিয়া যে জন্য আমাদের অধিকারে আসিয়াছে, আমি তদ্বিষয়ে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি, স্থিরচিত্তে শ্রবণ করুন। বিভীষণ রাবণের অশেষ দোষ দৌরাত্ম্য এবং আপনাকে তাহা হইতে সৎপুরুষ গুণবান্ ও সমধিকবিক্রমসম্পন্ন দর্শন করিয়া যে, আপনার নিকট আসিয়াছে, ইহাতে তাহার সমধিক বুদ্ধিমানেরই কার্য্য করা হইয়াছে। অজ্ঞাতকুলশীল চর-দ্বারা বিভীষণকে তদীয় বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিবার বিষয়ে মৈন্দ যাহা বলিয়াছেন, আমি তদ্বিষয়েও বিচার করিয়া যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছি, শ্রবণ করুন।'

'মহারাজ! বিভীষণ বুদ্ধিমান্, অতএব অজ্ঞাতকুলশীল কোন পুরুষ সহসা তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহার মনে আশঙ্কা উপস্থিত হইবে; সুতরাং যে সুখলাভলালসায় আপনার সহিত মিত্রতা করিতে আসিয়াছে, তাহাও দূষিত হইবে। রাজন্! শত্রুর মনোগত ভাব সহসা অবগত হওয়া দুষ্কর, অতএব কিছুদিন বিভীষণের ব্যবহার দর্শন এবং কাকুক্তি ও বাগ্‌ভঙ্গী শ্রবণ করিলেই তাহার অভিপ্রায় অবগত হইতে পারিবেন। সে যাহা হউক, আমি যতদূর পরীক্ষা করিয়াছি, তাহাতে বিভীষণের বাক্যাদিতে কোন

অসদভিপ্রায় জানিতে পারি নাই এবং তাহার মুখেও অপ্রসন্নতার কোন চিহ্ন লক্ষিত হয় নাই; সুতরাং তাহার চরিত্রের প্রতিও আমার কোন সন্দেহ নাই। মহারাজ! বিভীষণ শঠস্বভাব হইলে কখনই শঙ্কারহিত হইয়া সুস্থচিত্তে আপনার নিকট আগমন করিত না। অপিচ তাহার বাক্যেও কোন দোষ দেখিতে পাই নাই, সুতরাং তাহার প্রতি আমার কোন সন্দেহ হইতেছে না। মনোগত ভাব গোপন করিতে যতই চেষ্টা করুক্ না কেন, তাহা কোনরূপেই অপ্রকাশিত থাকে না; কারণ অন্তর্ভাব শঠতা পূর্ণই হউক অথবা ভালই হউক, সহসা প্রকাশ হইয়া পড়ে। হে কার্য্যজ্ঞ! দেশকালের বিষয় বিবেচনা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, তাহা পরিণামে অবশ্যই সফল হয়, সুতরাং বিভীষণ আপনাকে রাবণ বধে উদ্যোগী, রাবণকে বলগর্ব্বিত ও পাপরত, বালিকে নিহত এবং সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যারাজ্যে অভিষেচিত দেখিয়া, যদ্রূপ বালিকে নিহত করিয়া সুগ্রীবকে রাজ্য প্রদান করিয়াছেন, তদ্রূপ রাবণকে বিনাশ করিয়া তাহাকেই রাজ্য প্রদান করিবেন, এই প্রত্যাশাতেই আপনার শরণাগত হইয়াছে; অতএব তাহাকে সাদরে গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য'।

'হে বুদ্ধিমন্! আমি বিভীষণের চরিত্রের সরলতা বিষয়ে শক্ত্যনুসারে যাহা বলিলাম, সমস্তই শ্রবণ করিলেন, অতঃপর যাহা কর্ত্তব্য হয়, বিধান করুন্।'

ইতি সপ্তদশ সর্গ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ সর্গ।

অনন্তর, সর্ব্বশাস্ত্রসুপণ্ডিত অজেয় রাম, যত্নশীল বায়ুনন্দন হনুমানের বাক্য শ্রবণে অতিশয় প্রীতি লাভ করতঃ এইরূপ প্রত্যুত্তর করিলেন। 'তোমরা আমার হিত সাধনে যত্নবান্ হইয়াছ, অতএব বিভীষণের বিষয়ে আমার যাহা বক্তব্য আছে, তাহা তোমাদের নিকট বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। যখন বিভীষণ মিত্রতা করিবার নিমিত্ত আমার শরণাগত হইয়াছে, তখন তাহার অশেষ দোষ থাকিলেও আমি তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না; অধিকন্তু এই রূপ আচরণ করিলে সাধুগণের নিকটেও নিন্দনীয় হইব না'।

অনন্তর, বানররাজ সুগ্রীব রাঘবের বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে বহুবিধ তর্ক ও পরামর্শ করতঃ পুনর্ব্বার বিভীষণ চরিত্রের দোষ বিষয়ক এই শুভজনক বাক্য বলিলেন। 'এই নিশাচর দুশ্চরিত্রই হউক আর সচ্চরিত্রই হউক, যখন ভ্রাতাকে এতাদৃশ ব্যসনে পতিত দেখিয়াও পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, তখন বিপদে পতিত দেখিয়া বিভীষণ যাহাকে পরিত্যাগ না করিবে, আমি কাহাকেই তাহার এরূপ অন্তরঙ্গ দেখিতে পাই না। মহারাজ! বিভীষণ আপাততঃ আপনার শরণাগত হইতেছে, কিন্তু কোন বিপদে পতিত দেখিলেই তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিবে।'

তদনন্তর, সত্য পরাক্রম কাকুৎস্থ রাম বানররাজ সুগ্রীবের বাক্য শ্রবণ করিয়া, বানরগণের প্রতি দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করতঃ ঈষৎ হাস্য করিয়া পুণ্যলক্ষণ লক্ষ্মণকে বলিলেন। 'লক্ষ্মণ! বানররাজ যাহা বলিলেন, বহুকাল বৃদ্ধগণের উপাসনা করিয়া শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন না করিলে কেহই এরূপ বলিতে সমর্থ হয় না। সুগ্রীব বিভীষণের ভ্রাতৃপরিত্যাগরূপ যে দোষ কীর্ত্তন করিলেন, তদ্বিষয়েও সর্ব্বভূপসাধারণ প্রত্যক্ষ সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ এবং পূর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মতর আরও কিছু বক্তব্য আছে। পণ্ডিতগণ জ্ঞাতি এবং এবং নিকটবর্ত্তী অপর রাজাকেই রাজার শত্রু বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, কারণ বিপদ্ উপস্থিত হইলে, অবসর প্রাপ্ত হইয়া তাহারাই বিনাশসাধনের চেষ্টা করে। লক্ষ্মণ! রাবণের ভ্রাতা বিভীষণও রাক্ষসরাজকে বিপদে পতিত দেখিয়া তাঁহার বিনাশ সাধনের নিমিত্তই আমার নিকটে আসিয়াছে। জ্ঞাতি যতই নিষ্পাপ হউক না কেন, সতত আত্মহিতসাধনেরই চেষ্টা করে, সুতরাং ইহারা হিতৈষী হইলেও নৃপতির সম্পূর্ণ আশঙ্কার স্থল। অত-

এব বিভীষণ রাবণ হইতে অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া যে আমার নিকট আসিয়াছে, আমি ইহাতে তাহার কোন দোষ দেখিতে পাই না। অপিচ, তোমরা শত্রুবলসংগ্রহের যে দোষ উল্লেখ করিয়াছ, আমি তদ্বিষয়েও এই নীতিশাস্ত্রসঙ্গত উত্তর করিতেছি শ্রবণ কর। আমরা বিভীষণের জ্ঞাতি নহি, সুতরাং সে আমাদিগকে বিনষ্ট করিয়া মদীয় রাজ্য অধিকার করিবার বাসনায় এস্থানে আইসে নাই; কিন্তু ভ্রাতার বিনাশসাধন করিয়া তদীয় রাজ্যলাভ প্রত্যাশাতেই আমার শরণাগত হইয়াছে। আমার বোধ হয়, বিভীষণ কার্য্যাকার্য্য বিচারসমর্থ, অতএব তাহাকে গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, ভ্রাতৃগণ পরস্পর মিলিত হইয়া অব্যাকুলচিত্তে সন্তুষ্টমানসে বাস করে; কিন্তু, কালক্রমে সকলেরই রাজ্যলাভলালসা বলবতী হইলে, পরস্পরের ভেদ উপস্থিত হয়। তদনন্তর, জ্ঞাতিগণের যেরূপ চিরপ্রচলিত রীতি আছে, তদনুসারে যুদ্ধকোলাহল ও পরস্পর হইতে পরস্পরের ভয় উপস্থিত হয়; সুতরাং বোধ হয়, বিভীষণ এতাবৎকাল রাবণের সহিত সৌভ্রাত্রে বাস করিতেছিল, অধুনা কোন কারণ বশতঃ শত্রুতা উপস্থিত হওয়ায়, তাহার বিনাশসাধন করিয়া তদীয় রাজ্যলাভের প্রত্যাশাতেই আমার শরণাগত হইয়াছে, অতএব তাহাকে গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। বৎস! তোমার এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে, ভরত রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াও কি জন্য তাহা গ্রহণ করিলেন না, কিন্তু লক্ষ্মণ! পৃথিবীতে ভরতের ন্যায় লোভরহিত ভ্রাতা, আমার ন্যায় পিতৃবাক্য প্রতিপালক পুত্র এবং তোমার ন্যায় সর্ব্বপ্রযত্নে সকল প্রকার সুখ বিসর্জ্জনপূর্ব্বক মিত্রকার্য্য-[illegible] অতীব দুর্লভ।'

রাম লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলে, বুদ্ধিমান্ সুগ্রীব দণ্ডায়মান হইয়া প্রণতি পুরঃসর এই কথা বলিলেন। 'হে ক্ষমাশীল! বোধ হয়, রাবণই এই রাক্ষসকে প্রেরণ করিয়াছে, অতএব আমার মতে তাহাকে নিগ্রহ করাই শ্রেয়ঃ। হে অ[illegible]! এই কুটিলবুদ্ধি রাক্ষস রাবণকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া, আপনার আমার অথবা লক্ষ্মণের বিনাশসাধন করিবার নিমিত্তই এস্থানে আসিয়াছে, অতএব নৃশংস রাবণের ভ্রাতা এই বিভীষণকে সচিবগণের সহিত বিনাশ করাই কর্ত্তব্য।' বক্তৃবর সেনাপতি সুগ্রীব বাক্যবিশারদ রঘুনন্দন রামকে এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

রাম সুগ্রীবের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, ক্ষণকাল চিন্তা করতঃ বানররাজকে এই কথা বলিলেন। 'সুগ্রীব! এই রাক্ষস বিভীষণ দুষ্টই হউক আর সচ্চরিত্রই হউক, আমার অণুমাত্র অনিষ্ট করিতে সমর্থ হইবে না। কপীশ্বর! সামান্য বিভীষণের কথা দূরে থাকুক, আমি ইচ্ছা করিলে, ক্ষণকালমধ্যেই পৃথিবীস্থ তাবৎ পিশাচ দানব যক্ষ ও রাক্ষসগণকে অঙ্গুলির অগ্রভাগ-দ্বারাই নিহত করিতে পারি। অপিচ, তোমরা শত্রুসৈন্য সংগ্রহবিষয়ে যে দোষ কীর্ত্তন করিয়াছ, তদ্বিষয়ে আমি পূর্ব্বে যে একটি ইতিহাস শ্রবণ করিয়াছি, তাহা তোমাদিগের নিকট বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। কোন সময়ে একজন ব্যাধ আপন স্ত্রীকে হত্যা করতঃ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া কপোতের আবাসভূত এক বৃক্ষের নিম্নভাগে উপস্থিত হইলঃ কপোত স্বাশ্রয়াগত শত্রুকে শীতার্ত্ত দর্শন করিয়া অগ্নি আনয়নপূর্ব্বক শীত নিবারণ করতঃ সাধ্যানুসারে তাহার সেবা করিল এবং তদনন্তর স্বীয় মাংস-দ্বারা ক্ষুধা নিবারণ করিতেও অনুরোধ করিল। হে বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব! যখন তির্য্যগ্জাতি হইয়াও ভার্য্যাহন্তা শরণাগত শত্রুর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন না করিয়া বরং যথাবিধি সৎকারই করিয়াছে, তখন আমি ক্ষত্রিয় হইয়া কিপ্রকারে শরণাগত শত্রুর প্রতি অনাদর প্রকাশ করিব? অপিচ, হে শত্রুতাপন সুগ্রীব! এতদ্বিষয়ে মহর্ষি কণ্বের পুত্র সত্যবাদী মহর্ষি কণ্ডু যে কয়েকটি ধর্ম্মসঙ্গত গাথা গান করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। "শরণাগত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দীনভাবে আশ্রয় প্রার্থনা করিলে, আশ্রিতরক্ষণরূপ ধর্ম্ম প্রতিপালনের অনুরোধে

তাদৃশ শত্রুকেও বিনাশ করিবে না। শত্রু আর্ত্তই হউক, অথবা দৃপ্তই হউক, কাতরভাবে শত্রুর শরণাগত হইলে প্রাণপর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিয়াও তাহাকে রক্ষা করা উচিত; তাহা হইলেই প্রকৃত ধার্ম্মিকের কার্য্য করা হয়। কিন্তু যদি ভয় মোহ অথবা স্বেচ্ছাপূর্ব্বকই হউক, শক্ত্যনুসারে যথাবিধি রক্ষা না করে, তাহা হইলে পাপগ্রস্ত এবং জনসমাজেও নিন্দাভাজন হইতে হয়। এইরূপ আশ্রিত ব্যক্তিকে রক্ষা না করিলে, যদ্যপি সে কোনরূপে বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই নিহত ব্যক্তি তদীয় সুকৃতের ফলভাগী হইয়া স্বর্গে গমন করে"। সুগ্রীব! শরণাগত ব্যক্তিকে রক্ষা না করিলে, আপাততঃ বীর্য্যবিহীনের ন্যায় দুর্যশোভাগী এবং পরত্র স্বর্গভ্রষ্ট হইতে হয়। অতএব আমি সেই মহর্ষি কণ্ডুর ধর্ম্মসঙ্গত যশোবর্দ্ধন ও স্বর্গপ্রাপক সদুপদেশ বাক্য সকল যথাবৎ প্রতিপালন করিব; তাহা হইলে বিশেষ ফলোদয় হইবে। অপিচ, একবারমাত্র "আমি আপনার শরণাগত হইলাম" এই কথা বলিয়া আমার আশ্রয় প্রার্থনা করিলে, সে যেই হউক না কেন, আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে অভয় প্রদান করিব; সুগ্রীব! এই আমার প্রধান সঙ্কল্প। হে বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব! এ ব্যক্তি বিভীষণ অথবা যদ্যপি স্বয়ং রাবণই হয়, তথাপি আমি অভয় প্রদান করিতেছি; তুমি শীঘ্র তাহাকে আমার নিকট আনয়ন কর'।

অনন্তর, বানর রাজ সুগ্রীব কাকুৎস্থ রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া সৌহার্দ্দভাবে পরিপূরিত হইয়া এইরূপ প্রত্যুত্তর করিলেন। 'হে ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি বীর্য্যবান্ ও রাজসমূহের শিরোমণিস্বরূপ, সুতরাং সাধুসেবিত পথ অবলম্বন করিয়া যে, এরূপ কল্যাণজনক আদেশ প্রদান করিবেন, তাহাতে বিচিত্র কি? পরমচতুর হনুমান্ ভাব, রূপ ও অনুমান দ্বারা বিভীষণের চরিত্র পরীক্ষা করায়, বিশেষতঃ আপনার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার অন্তরাত্মাও এক্ষণ বিভীষণকে বিশুদ্ধস্বভাব বলিয়া বোধ করিতেছে। অতএব হে রঘুনন্দন! মহাপ্রাজ্ঞ বিভীষণ আমাদের তুল্য হউক এবং আমাদিগের সহিত তাহার মিত্রতা সংস্থাপিত হউক'।

তদনন্তর, নরেন্দ্র রাম সুগ্রীব সমীরিত বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবেন্দ্র যেরূপ পক্ষিরাজ গরুড়ের সহিত সঙ্গত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ রাক্ষসরাজ বিভীষণের সহিত সঙ্গত হইলেন।

ইতি অষ্টাদশ সর্গ ॥ ১৮ ॥

ঊনবিংশ সর্গ।

রঘুনন্দন রাম এইরূপে অভয় প্রদান করিলে রাবণকনিষ্ঠ মহাপ্রাজ্ঞ বিভীষণ ভক্তিভাবে তাঁহাকে প্রণাম করতঃ অবরোহণ করিবার বাসনায় পৃথিবীতে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিলেন এবং হৃষ্টান্তঃকরণে সচিবগণের সহিত আকাশমার্গ হইতে ভূমিতলে অবরোহণ করতঃ রামের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর, অপর রাক্ষসচতুষ্টয়ের সহিত তাঁহার চরণতলে নিপতিত হইয়া ধর্ম্ম ও যুক্তিসঙ্গত এবং আপাততঃ প্রীতিকর এই বাক্য বলিলেন। 'আমি রাবণের অনুজ সহোদর, তৎকর্ত্তৃক অবমানিত হইয়া, লঙ্কা মিত্র ও ধনাদি সমস্ত পরিত্যাগ করতঃ আপনাকে সর্ব্বভূতের শরণ্য দর্শন করিয়া শরণাগত হইলাম। সম্প্রতি আমার জীবিত সুখ ও রাজ্যলাভ সমস্তই আপনার অধীন'।

রাম বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসন্নলোচনে অবলোকন এবং মধুরবাক্যে সান্ত্বনা করতঃ তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। 'বিভীষণ! তুমি রাক্ষসগণের বলাবল সমস্ত আমার নিকট প্রকৃতরূপে বর্ণন কর।'। অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম এই কথা বলিলে, রাক্ষস বিভীষণ রাবণের বল বিস্তার বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন। 'হে রাজনন্দন! ব্রহ্মার বরদানপ্রভাবে দশানন গন্ধর্ব্ব উরগ এবং পক্ষী প্রভৃতি সকল ভূতেরই অবধ্য। রাবণের কনিষ্ঠ বীর্য্যবান্ মহাতেজস্বী ও যুদ্ধে দেবরাজের প্রতিবল কুম্ভকর্ণ নামক আমার আর এক জ্যেষ্ঠ সহোদর আছেন। হে রঘুনন্দন! কৈলাসপর্ব্বতে মা

ভদ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া যে তাঁহাকেও পরাজিত করিয়াছিল, সেই প্রহস্ত রাবণের সেনাপতি; বোধ হয়, আপনি তাহার নাম শুনিয়া থাকিবেন। গোধারূপ অঙ্গুলিত্রাণধারী ইন্দ্রজিৎ কবচবিহীন হইয়াও ধনুর্ব্বাণহস্তে রণভূমিতে অবস্থান করে এবং ইচ্ছামত অদৃশ্যও হইতে পারে। হে রাঘব! ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞ-দ্বারা হুতাশনের তৃপ্তি সাধন করতঃ সুমহৎ ব্যূহবিশিষ্ট রণভূমি হইতে অন্তর্হিত হইয়া অন্তরীক্ষ হইতে শত্রুগণকে অদৃশ্যভাবে আঘাত করিয়া থাকে। যুদ্ধে যাহারা লোকপালগণের ন্যায় বিক্রম প্রকাশ করিয়া থাকে, সেই মহোদর, মহাপার্শ্ব ও অকম্পনপ্রভৃতি রাক্ষসগণ তাঁহার সেনাপতি। মহারাজ! রাক্ষসরাজ রাবণ কামরূপী মাংস শোণিতাশী লঙ্কানিবাসী দশ সহস্রকোটি রাক্ষস সেনায় পরিবৃত হইয়া লোকপালগণের সহিত যুদ্ধ করতঃ দেবগণের সহিত তাহাদের সকলকে পরাজিত করিয়াছে।'

রঘুসত্তম রাম বিভীষণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, মনে মনে সমস্ত পর্য্যালোচনা করতঃ এই কথা বলিলেন। 'বিভীষণ! তুমি রাবণের বলবীর্য্যাদির বিষয় যাহা বলিলে, সমস্তই সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে। সে যাহা হউক, তুমি নিশ্চয় জানিবে, আমি প্রহস্ত ও ইন্দ্রজিতের সহিত রাবণকে বিনাশ করিয়া তোমাকে লঙ্কা রাজ্য প্রদান করিব। রাবণ যদ্যপি রসাতল পাতাল অথবা পিতামহ নিকেতনেও প্রবেশ করে, তথাপি জীবিত অবস্থায় আমার নিকট হইতে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। আমি লক্ষ্মণাদি ভ্রাতৃত্রয়ের শপথ করিয়া বলিতেছি, পুত্র ও অপর বান্ধবগণের সহিত রাবণকে বিনাশ না করিয়া, অযোধ্যায় প্রবেশ করিব না'।

অনন্তর, ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ অক্লিষ্টকর্ম্মা রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া, বিনম্র মস্তকে তাঁহার চরণদ্বয় বন্দন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিলেন। 'আমি সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, রাক্ষসগণের বধ ও লঙ্কার প্রধর্ষণ বিষয়ে সাধ্যানুসারে আপনার সাহায্য করিব।' বিভীষণ এই কথা বলিলে, রাম প্রীতি লাভ করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করতঃ লক্ষ্মণকে বলিলেন। 'হে মানদ! আমি বিভীষণের চরিত্র দর্শনে পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি, অতএব তুমি শীঘ্র সমুদ্র হইতে জল আনয়ন করিয়া এই মহাপ্রাজ্ঞ বিভীষণকে রাক্ষসরাজ্যে অভিষেচন কর।'

রাম এইরূপ আদেশ করিলে, সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ তদনুসারে বানরযূথপতিগণের মধ্যে বিভীষণকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। বানরগণ বিভীষণের প্রতি তাদৃশ প্রসন্নতা দর্শন করিয়া কিল কিল শব্দে মহাত্মা বিভীষণকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল। অনন্তর, হনুমান্ ও সুগ্রীব, বিভীষণকে সম্বোধন করিয়া এই কথা বলিলেন। 'হে রাক্ষসরাজ! আমরা কি প্রকারে এই অক্ষোভ্য বরুণালয় মহাসাগর উত্তীর্ণ হইব? যেরূপে সহজ শ্রীব দ্বারা এই নদ-নদীপতি বরুণালয় সত্বরে উত্ত হইতে পারি, তাহার চেষ্টা করুন্'। ধর্ম্ম. বিভীষণ এইরূপ উক্ত হইয়া বলিলেন;- 'রঘুনন্দন মহারাজ রাম সমুদ্রের শরণাগত হউন, তাহা হইলে এই অপ্রমেয় জলরাশি মহামতি সমুদ্র আপনার সগরবংশ হইতে উৎপত্তিহেতু তাঁহাকে আপন জ্ঞাতি বিবেচনা করিয়া, অবশ্যই তাঁহার কার্য্য সাধন করিবেন'। অনন্তর, পণ্ডিতবর রাক্ষস বিভীষণ কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া বানররাজ সুগ্রীব লক্ষ্মণের সহিত রামচন্দ্রের নিকট গমন করিলেন।

তদনন্তর, বিপুলগ্রীব সুগ্রীব রাম সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া, বিভীষণ সমীরিত সমুদ্রোপাসনা বিষয়ক সেই শুভজনক বাক্য সকল যথাবৎ নিবেদন করিলে, সহজ-ধার্ম্মিক মহাতেজস্বী রামও তাহাতে অনুমোদন করিলেন এবং ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক বিভীষণের সম্মান বর্দ্ধনের নিমিত্ত ক্রিয়াদক্ষ লক্ষ্মণ ও বানররাজ সুগ্রীবকে এই কথা বলিলেন। 'লক্ষ্মণ! বিভীষণের এই মন্ত্রণা আমার মনোমত। সুগ্রীব! তুমি পণ্ডিত ও মন্ত্রণাবিচক্ষণ, অতএব উভয়ে পরামর্শ করিয়া তোমাদের যাহা অভিমত হয়, প্রকাশ কর।

তদনন্তর, বীরবর লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব এইরূপ উক্ত হইয়া এই উপচারযুক্ত বাক্য বলিলেন। 'হে নরশার্দ্দূল রঘুনন্দন রাম! বিভীষণ যে, কালোচিত সুখজনক বাক্য বলিয়াছেন, তাহা কি জন্য আমাদের অভিমত না হইবে? মহারাজ! এই ভয়ঙ্কর বরুণালয় সমুদ্রের উপর সেতু নির্ম্মাণ করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ অথবা অসুরগণও লঙ্কাপুরীতে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইবেন না। অতএব আর কালবিলম্বের আবশ্যক নাই, সত্বরে মহাত্মা বিভীষণের বাক্যপালনে তৎপর হইয়া সাগরের শরণাগত হউন এবং যাহাতে আমরা সসৈন্যে রাবণপালিত লঙ্কাপুরীতে উপস্থিত হইতে পারি, তাহার চেষ্টা করুন্।

রামচন্দ্র এইরূপে উক্ত হইয়া বেদিমধ্যগত হুতাশনের ন্যায় নদ-নদীপতি সমুদ্রের তীরে কুশাসন বিস্তীর্ণ করিয়া উপবেশন করিলেন।

ইতি উনবিংশ সর্গ ॥ ১৯ ॥

বিংশ সর্গ।

তদনন্তর, দুরাত্মা রাক্ষসরাজ রাবণের দূত শার্দ্দূল নামক কোন বলশালী রাক্ষস তথায় আগমন করিয়া, সাগরতীরে সন্নিবিষ্ট সুগ্রীবপালিত সেই বানরবাহিনী দর্শন করিল এবং ব্যগ্রভাবে সত্বরে লঙ্কায় প্রতিগমন করিয়া রাক্ষসরাজকে এই কথা বলিল। 'হে রাক্ষসেশ্বর! দ্বিতীয় সাগরের ন্যায় অগাধ ও অপ্রমেয় বানরসমূহ লঙ্কার নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। উত্তমরূপসম্পন্ন তেজঃপ্রদীপ্ত দশরথনন্দন রাম ও লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতাতেই সীতার পরিত্রাণে উদ্যুক্ত হইয়া সাগরসন্নিকটে সেনাগণকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। মহারাজ! তদীয় সৈন্যগণ দশযোজন পরিমিত ভূভাগ এবং আকাশমণ্ডল আবৃত করিয়া অবস্থান করিতেছে; আপনি আমার বাক্য সত্য বিবেচনা করিয়া শীঘ্র তাহার তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হউন্। রাজন্! শীঘ্র দূতগণকে প্রেরণ করুন্, তাহারা রামের ব্যবসায়াদি পরিজ্ঞাত হইয়া আসুক্। তদনন্তর, সীতাকে প্রতিপ্রদান করিয়া রামের সহিত সন্ধি অথবা বিগ্রহ যাহা কর্ত্তব্য হয় করিবেন।'

রাক্ষসেশ্বর রাবণ শার্দ্দূলের বাক্য শ্রবণ করিয়া, আপনার তৎকালোচিত কার্য্য অবধারণ করতঃ শুক নামক একজন কার্য্যজ্ঞ রাক্ষসকে বলিলেন। 'শুক! তুমি শীঘ্র সুগ্রীবের নিকট গমন কর এবং আমার বাক্যানুসারে, আমি যেরূপ বলিতেছি তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও অতিক্রম না করিয়া অকাতরচিত্তে এবং মধুর অথচ পুরুষোচিতবাক্যে সেই বানররাজকে এই মদুক্ত সন্দেশবাক্য সকল বলিয়া আইস। তাহাকে বলিবে, "হরীশ্বর! তুমি রামের সাহায্য করিলে, তদ্দ্বারা তোমার কোনরূপ সম্পদ্ বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই এবং না করিলেও কোন অনর্থ ঘটিবার আশঙ্কা নাই; বিশেষতঃ তুমি মহারাজকুলপ্রসূত বানররাজ ঋক্ষরাজের পুত্র এবং স্বয়ংও অসীম বলশালী, সুতরাং আমার ভ্রাতৃসম, অতএব রামের সহায় হইয়া আমার বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। সুগ্রীব! আমি ধীমান্ দশরথনন্দন রামের ভার্য্যারে হরণ করিয়া আনিয়াছি, তাহাতে তোমার ক্ষতি কি? সে যাহা হউক তুমি সম্প্রতি কিষ্কিন্ধ্যায় প্রতিগমন কর। তুমি নিশ্চয় জানিবে, তোমার বানরগণ কখনই লঙ্কা অধিকার করিতে সমর্থ হইবে না। সুগ্রীব! নরবানরের ত কথাই নাই, দেবগণ ও গন্ধর্ব্বগণ পরস্পর মিলিত হইলেও লঙ্কায় প্রবেশ করিতে পারিবে না।"

রাক্ষস শুক রাক্ষসেন্দ্র কর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া, পক্ষিরূপ ধারণ করতঃ সত্বরে আকাশে উত্থিত হইল। অনন্তর, সাগরের উপরিস্থ আকাশমার্গে বহুদূর গমন করতঃ আকাশস্থিত হইয়াই সুগ্রীবকে দুরাত্মা রাবণ যেরূপ আদেশ করিয়াছিল, তদনুরূপ সমস্ত বাক্য নিবেদন করিল। রাক্ষস শুক এইরূপ বলিতেছে, এমত সময় বানরগণ তাহাকে লক্ষ্য করতঃ সত্বর আকাশে উত্থিত হইয়া, কেহ বা ছেদন করিতে উদ্যত হইল এবং কেহ বা তাহার প্রাণবিনাশবাসনায় মুষ্টি প্রহার আরম্ভ

করিল। বানরগণ নিশাচর শুকের এইরূপ দুরবস্থা করিয়া তাহাকে বলপূর্ব্বক আকাশ হইতে ভূমিতলে অবতারিত করিলে, সে অতিমাত্র পীড়িত হইয়া বলিতে লাগিল ;—হে কাকুৎস্থ! দূতকে নিহত করা কর্ত্তব্য নহে, অতএব আপনি এই বানরগণকে নিবারণ করুন্! বিশেষতঃ যে দূত শক্রহস্তে পতিত হইয়া, আপন পরিত্রাণের নিমিত্ত স্বামিসন্দেশ গোপন করতঃ কালোচিত স্বমতকল্পিত অনুরাগজনক বাক্য বলে, মহারাজ! তাদৃশ দূতই বধার্হ।'

অনন্তর, রাম শুকের বাক্য এবং বিলাপ শ্রবণ করিয়া, বানরযূথপতিগণকে তাহাকে বধ নিষেধ করিলেন। রামবাক্য শ্রবণে বানরগণ অভয় প্রদান করিলে, শুক পুনর্ব্বার অন্তরীক্ষে উত্থিত হইয়া বলিতে লাগিল। "হে মহাবল পরাক্রম সত্ত্বসম্পন্ন সুগ্রীব! আমি প্রতিগমন করিয়া লোকরাবণ রাবণকে কি বলিব, তাহা আমাকে বলিয়া দাও।'

বানরগণের অধিপতি মহাবল অদীনসত্ত্ব হরীশ্বর সুগ্রীব এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া, রাক্ষসরাজ রাবণকে বলিবার নিমিত্ত দীনভাবাপন্ন রাক্ষসচর শুককে এই কথা বলিলেন।

শুক! তুমি রাবণকে এই কথা বলিবে ;— "রাবণ! তুমি আমার মিত্র উপকারী প্রিয় অথবা দয়ার পাত্র নহ, প্রত্যুত সপরিবারে রামের শক্রতাচরণে প্রবৃত্ত হওয়ায় আমারও শক্র হইয়াছ, সুতরাং তোমাকেও বালীর ন্যায় বধ করা কর্ত্তব্য। রাক্ষসেশ্বর! আমি অচিরাৎ সুমহৎ সৈন্যের সহিত লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া পুত্র ভ্রাতৃ এবং বন্ধুবর্গের সহিত তোমাকে বিনাশ করতঃ তোমার লঙ্কাপুরীকেও ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিব। রাবণ! যদ্যপি ইন্দ্রাদি দেবগণও তোমার রক্ষা করেন অথবা তুমি সূর্য্যপথে গমন, পাতালে প্রবেশ কিম্বা গিরিশপদে আশ্রয় গ্রহণ কর, তথাপি রাঘব হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না; তুমি অনুজগণের সহিত নিহত হইয়াছ বলিয়াই মনে করিবে। যে তোমাকে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হইবে, আমি ত্রিলোক অনুসন্ধান করিয়াও পিশাচ রাক্ষস গন্ধর্ব্ব ও অসুরগণেরমধ্যে এরূপ কাহাকেও দেখিতে পাই না। তুমি জরাযুক্ত বৃদ্ধ গৃধ্ররাজ জটায়ুকে বধ করিয়া আপনাকে বলশালিবোধে গর্ব্বিত হইও না। তোমার বল থাকিলে, রঘুনন্দনের অনুপস্থিতিকালে চোরের ন্যায় জানকীরে হরণ না করিয়া, তাঁহাদের সম্মুখেই হরণ করিয়া আনিতে। রাবণ! যিনি তোমার প্রাণ হরণ করিবেন তুমি, সেই দেবগণেরও দুর্দ্ধর্ষ মহাত্মা মহাবল রঘুশ্রেষ্ঠ রামকে জান না, সেই জন্যই এরূপ কার্য্য করিয়াছ।"

অনন্তর, কপিসত্তম বালিনন্দন অঙ্গদ বলিলেন 'হে মহাপ্রাজ্ঞ! এই নিশাচর রাবণের দূত নহে, কিন্তু গুপ্তচর বলিয়া বোধ হইতেছে। এই রাক্ষস এস্থানে আসিয়া আপনার বলব্যূহাদি সমস্ত পরীক্ষা করিয়াছে, অতএব ইহাকে লঙ্কায় প্রতিগমন করিতে না দিয়া অবরুদ্ধ করা উচিত'। তদনন্তর, বানররাজ সুগ্রীব আদেশ প্রদান করিলে, বানরগণ উৎপতিত হইয়া তাহাকে গ্রহণ ও বন্ধন করিল।

প্রচণ্ড বানরগণ এইরূপ তাড়না করিতে থাকিলে, রাক্ষস শুক অতিমাত্র পীড়িত হইয়া অনাথের ন্যায় বিলাপ করতঃ দশরথনন্দন মহাত্মা রামকে বলিতে লাগিল। 'হে রঘুনন্দন! বানরগণ বলপূর্ব্বক আমার পক্ষচ্ছেদন এবং চক্ষুঃ উৎপাটন করিতে উদ্যত হইয়াছে, আপনি ইহাদিগকে নিবারণ করুন্; নচেৎ ইহাতে যদ্যপি আমার জীবন নাশ হয়, তাহা হইলে আমি জন্মগ্রহণসময়াবধি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত যত পাপ করিয়াছি, আপনিই তৎসমস্তের ফলভাগী হইবেন'। রাম তাহার এই বিলাপবাক্য শ্রবণ করিয়া, বানরগণকে আঘাত করিতে নিষেধ করতঃ সেই সমাগত দূতকে পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন।

ইতি বিংশ সর্গ ॥ ২০ ॥

একবিংশ সর্গ।

অনন্তর, শক্রসূদন রঘুনন্দন রাম সাগরের বেলাভূমিতে কুশাসন বিস্তীর্ণ করিয়া, সমুদ্রের

নিকট বরপ্রার্থনা করিবার বাসনায় কৃতাঞ্জলি-পুটে পূর্ব্বাভিমুখে উপবেশন করিলেন। তদনন্তর, অরিন্দম রাম ভুজগ ভোগসদৃশ, বনবাসের পূর্ব্বে সবর্ণ ভূষণভূষিত, উত্তম রমণীগণের উৎকৃষ্ট মণি কাঞ্চন কেয়ূর ও মুক্তানির্ম্মিত ভূষণভূষিত বাহুযুগল-দ্বারা বহুবার অভিমৃষ্ট, পূর্ব্বে চন্দন ও অগুরু-সুবাসিত, বালসূর্য্যসদৃশ রক্তবর্ণ কুম্ কুমসমূহশোভিত, গঙ্গাজল নিষেবিত তক্ষক শরীরের ন্যায় মহার্হ শয্যায় জনকনন্দিনীর উত্তমাঙ্গ-দ্বারা পরিশোভিত, রণস্থলে শত্রুগণের চিরশোককবর্দ্ধন, সুহৃদ্‌গণের আনন্দবর্দ্ধন, সাগরান্ত ভূভাগের প্রতিষ্ঠাভূত, পুনঃপুনঃ শরনিক্ষেপনিপুণ, জ্যাঘাতবিহতত্বক্, মহাপরিঘসদৃশ এবং যদ্দ্বারা পূর্ব্বে অসংখ্য গো প্রদত্ত হইয়াছে, এতাদৃশ সুদীর্ঘ দক্ষিণ বাহুকে উপাধান করিয়া শয়ন করতঃ 'অদ্য আমার মরণ অথবা সাগরতরণ এই উভয়ের যাহা হয় হইবে' এই বিবেচনা করিয়া সমুদ্রতীরে শয়ন করতঃ মৌনাবলম্বন করিলেন। রামচন্দ্র এইরূপে নিয়মাবলম্বন করিয়া কুশাস্তীর্ণ মহীতলে সুপ্তাবস্থায় তিন রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

নীতিবিশারদ ধর্ম্মবৎসল রাম এইরূপে ত্রিরাত্র বাস করতঃ নদীপতি সমুদ্রের উপাসনা করিলেন। কিন্তু মন্দবুদ্ধি সাগর ব্রতাবলম্বী রাম কর্তৃক যথাযোগ্যরূপে পূজিত হইয়াও তাঁহার দৃষ্টিগোচর না হওয়ায় তিনি সমুদ্রের উপর এরূপ ক্রুদ্ধ হইলেন যে, তাঁহার চক্ষুর অপাঙ্গদেশ পর্য্যন্তও রক্তবর্ণ হইল। তদনন্তর, সমীপস্থিত শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে বলিলেন, "সমুদ্র যখন এতাবৎ কালের মধ্যে আমাকে দর্শন দিলেন না, ইহাতে তাঁহার গর্ব্বই প্রকাশ পাইতেছে। লক্ষ্মণ! নির্গুণ লোকসকল চিত্তশান্তি, ক্ষমা, কৌটিল্যরাহিত্য এবং প্রিয়বাদিতা প্রভৃতি সাধুদিগের এই সদ্গুণ সকলকে অসামর্থ্যের কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করে। যে কোন গুণ না থাকিলেও লোকের নিকট আপনার শৌর্য্যাদির প্রশংসা করে, আত্মগুণ প্রকাশের নিমিত্ত ইতস্ততঃ ধাবিত হয় এবং সকল লোকের উপর তীক্ষ্ণ দণ্ড প্রয়োগ করে, দুশ্চরিত্র ও প্রগল্‌ভ লোকে তাহারই সৎকার করিয়া থাকে। লক্ষ্মণ! প্রথমোপায় সাম-দ্বারা যশঃ বা কীর্ত্তি লাভ হয় না; অধিক কি, শান্তস্বভাব হইলে রণভূমিতেও জয় লাভ করিতে পারা যায় না। তুমি অদ্য মদ্বাণনির্ভগ্ন ভাসমান মকরসমূহ-দ্বারা এই মকরালয় সমুদ্রের জলরাশিকে সমাচ্ছাদিত হইতে দর্শন করিবে। হে সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ! সর্প এবং মৎস্যগণের সুমহৎ শরীর ও জলকরিগণের কর সকল নির্ভিন্ন হইতে দর্শন কর। আমি অদ্য সুমহৎ যুদ্ধ করিয়া শঙ্খ, শুক্তি, মীন এবং মকরসমূহের সহিত সমুদ্রকে পরিশোষিত করিব। আমায় এবং আমার ক্ষমাকে ধিক্! কারণ আমি ক্ষমাশীল, সেই জন্যই সমুদ্র আমাকে অসমর্থ বিবেচনা করিতেছে। লক্ষ্মণ! আমি সাম অবলম্বন করায় সমুদ্র আমার নিকট আগমন করিল না, অতএব তুমি আমার ধনুঃ এবং আশীবিষসদৃশ শরনিকর আনয়ন কর; আমি সমুদ্রকে শোষণ করিয়া ফেলি, তাহা হইলে বানরগণ পদব্রজেই গমন করিতে সমর্থ হইবে। লক্ষ্মণ! অদ্য আমি যখন ক্রুদ্ধ হইয়াছি, তখন কোন ব্যক্তিই যাহাকে সঞ্চালিত করিতে সমর্থ হয় না, সেই সমুদ্রকে স্বীয় শরনিকর-দ্বারা এরূপ সঞ্চালিত করিব যে, তাঁহার সহস্র সহস্র ঊর্ম্মি সকল স্বীয় সীমাভূত বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া উত্থিত হইবে এবং বরুণালয় ও মহাকায় দানবগণও সংক্ষুব্ধ হইবে; অধিক কি, এই মহার্ণবকে মর্য্যাদাবিহীন করিয়া সর্ব্বতোভাবেই সংক্ষোভিত করিব।'

রঘুনন্দন রাম এই কথা বলিয়া ধনুর্গ্রহণ করিলেন; তৎকালে তাঁহার ভ্রূচদ্বয়ে ক্রোধলক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল এবং তিনি প্রজ্বলিত প্রলয়ানলের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিলেন। অনন্তর, সেই বিপুল ধনুতে জ্যারোপণ করতঃ তদীয় নির্ঘাতঘোষে নিখিল জগৎ কম্পিত করিয়া, ইন্দ্র যেরূপ বজ্র নিক্ষেপ করেন, তদ্রূপ প্রচণ্ড বিশিখ সকল পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। রামকার্ম্মুকবিনির্গত সেই তেজঃপ্রদীপ্ত সায়কোত্তম সকল

মহাবেগে সমুদ্রের শঙ্খজালসমাবৃত জলমধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ায় মীন এবং মকর গণের সহিত সমুদ্রের জলরাশি প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং ভয়ঙ্কর বাত্যা উপস্থিত হইল। শঙ্খজালসমাবৃত তরঙ্গ সকল বিশৃঙ্খলভাবে প্রচলিত হইতে লাগিল এবং বাণাগ্নি সমুদ্রজলে প্রবিষ্ট হওয়ায় মহোদধি সহসা ধূমসমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। পাতালতল-বাসী দীপ্তাস্য দীপ্তলোচন মহাবীর্য্য পন্নগ এবং দানবগণও ব্যথিত হইল। সিন্ধুরাজের বিন্ধ্য ও মন্দরসদৃশ সহস্র সহস্র উর্ম্মি নক্র ও মকর সকল উৎপতিত হইতে লাগিল। এইরূপে তরঙ্গমালা আঘূর্ণিত, রাক্ষসগণ সম্ভ্রান্ত এবং মহাকায় গ্রাহ সকল উত্থিত হওয়ায় বরুণালয় সশব্দ হইয়া উঠিল।

তদনন্তর, রঘুনন্দন রাম দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই উগ্রবেগ বিপুল ধনুঃ প্রকর্ষণ করিয়া শর নিক্ষেপ করিতে থাকিলে সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ 'না, না' শব্দে নিষেধ করিয়া তাহার ধনু র্ব্বারণপূর্ব্বক বলিলেন। 'হে বীরশ্রেষ্ঠ! আপনি দীর্ঘদর্শী, সুতরাং আপনার ন্যায় মনুষ্যের ক্রোধবশীভূত হওয়া অনুচিত, অতএব সমুদ্রের সত্ত্বসকলকে এরূপ সংক্ষুব্ধ না করিয়া সূক্ষ্ম বুদ্ধি-দ্বারা অপর কোন উপযুক্ত উপায় অবধারণ করুন্। ঐ দেখুন, অন্তরীক্ষে অন্তর্হিত ব্রহ্মর্ষি ও সুরর্ষিগণ 'হা কষ্ট!' এই নিদারুণ শব্দে দুঃখ প্রকাশ করতঃ "মা, মা!!" এই শব্দে আপনাকে নিবারণ করিতেছেন।'

ইতি একবিংশ সর্গ॥ ২১॥

দ্বাবিংশ সর্গ।

অনন্তর, রঘুশ্রেষ্ঠ রাম সাগরকে লক্ষ্য করিয়া এই নিদারুণ বাক্য বলিলেন। 'আমি অদ্য পাতালের সহিত মহার্ণবকে পরিশোষিত করিব। সমুদ্র! মৎকার্ম্মুকবিনির্গত শরনিকর-দ্বারা তোমার সত্ত্ব সকল নিহত করিব এবং তুমি স্বয়ং নির্দগ্ধবারি হইয়া পরিশুষ্ক হইলে তোমার গর্ভ হইতে সুমহৎ ধূলিপটল উত্থিত হইবে এবং বানরগণও পদব্রজেই পরপারে গমন করিবে। হে দানবালয়! তুমি আমার পৌরুষ ও বিক্রম জান না, সুতরাং আমা হইতে তোমার যে সন্তাপ উপস্থিত হইবে, তাহাও জানিতে পারিতেছ না।'

মহাবল রাম এই কথা বলিয়া ব্রহ্মদণ্ড নামক শর ব্রাহ্মমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া বিপুল শরাসনে যোজন করতঃ আকর্ষণ করিলেন। রঘুনন্দন সেই শরাসন সহসা এইরূপ আকর্ষণ করিলে, সমুদ্র উচ্ছলিত ও পর্ব্বত সকল কম্পিত হইল। তদনন্তর, লোক সকল আবৃত, দিক্ সকল অপ্রকাশ এবং সরোবর ও নদী সকল সংক্ষুব্ধ হইল। গ্রহগণের গতি রোধ হওয়ায় নক্ষত্রগণের সহিত চন্দ্র ও দিবাকর পরস্পর সমকালে সঙ্গত হইলে নভোমণ্ডল দিবাকর করদীপিত হইয়াও অন্ধকারে আবৃত হইল এবং তন্মধ্যে শত শত প্রদীপ্ত উল্কা সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। অন্তরীক্ষ হইতে অতুলনিস্বন অশনি সকল নিঃসৃত হইতে লাগিল। গগনমণ্ডলে বায়ু প্রস্ফোটিত হইয়া জলদজালকে বারম্বার ইতস্ততঃ সঞ্চালন করতঃ বৃক্ষ সকলকে ভগ্ন করিল এবং শৈলাগ্র হইতে শিখর সকলকে নিপাতিত করিতে লাগিল। মহাবেগ মহাস্বন অশনি সকল অন্তরীক্ষে পরস্পর সংহত হওয়ায় মুহুর্মুহু বৈদ্যুতাগ্নি বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। দৃশ্যভূতমাত্রেই বজ্রের ন্যায় শব্দ করিতে লাগিল এবং অদৃশ্য ভূত সকলও ভয়ে কম্পিতকলেবর হইয়া ভয়ঙ্কর শব্দ করতঃ ব্যথিতহৃদয়ে অভিভূতের ন্যায় গাত্রসঞ্চালনবিহীন হইয়া ইতস্ততঃ শয়ন করিতে লাগিল।

তদনন্তর মহাসাগর, জল উর্ম্মি নাগ রাক্ষস এবং অপর প্রাণিগণের সুমহৎ বেগহেতু সহসা এরূপ ভয়ঙ্কর বেগবান্ হইয়া উঠিলেন যে, প্রলয়কাল উপস্থিত না হওয়াতেও স্বীয় সীমাভূত বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া এক যোজন পর্য্যন্ত বৰ্দ্ধিত হইলেন। শত্রুসূদন রঘুনন্দন রাম নদ-নদীপতি সমুদ্রকে তদ্রূপ বিচলিত হইতে দেখিয়াও স্বীয় অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন না।

অনন্তর, দিবাকর যেরূপ উদয়মহাচল সুমেরুর মধ্যদেশ হইতে উত্থিত হয়েন, তদ্রূপ স্নিগ্ধ

বৈদূর্য্যসদৃশ সুবর্ণভূষণ-ভূষিত রত্নমাল্যাম্বরধারী পদ্মপত্রায়তলোচন মস্তকে সর্ব্বপুষ্পময়ী দিব্য-মাল্যধারী বিবিধ ধাতুমণ্ডিত শৈলরাজ হিমবানের ন্যায় স্বোদরজাতরত্নরাজি বিরাজিত, জাতরূপ এবং তপ্তকাঞ্চননির্ম্মিত উৎকৃষ্ট ভূষণ-বিভূষিত. আঘূর্ণিত তরঙ্গমালা এবং মেঘবায়ু-সঙ্কুল সমুদ্র প্রদীপ্তাস্য পন্নগ ও গঙ্গাপ্রমুখ নদীগণে সমাবৃত হইয়া জলরাশিমধ্যদেশ হইতে স্বয়ং উত্থিত হইলেন। তদনন্তর, বীর্য্যবান্ সাগর নিকটবর্ত্তী হইয়া সেই বাণহস্ত রঘুনন্দন রামকে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন। 'হে সৌম্য রঘুনন্দন! পৃথিবী বায়ু আকাশ জল ও তেজঃ ইহারা ব্রহ্মসৃষ্ট অনাদি মার্গ আশ্রয় করিয়া স্বনির্দ্দিষ্ট স্বভাবে অবস্থান করে, সুতরাং আমি যে অগাধ ও দুস্তর, ইহাও আমার সেই স্বভাবের কার্য্য এবং তাহার অভাব হইলেই আমার বিকার উপস্থিত হয়। হে নৃপনন্দন! আমি কথনই লোভ,ভয়,অনুরাগ,অথবা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আমার স্বরূপভূত এই নক্রসমাকুল জলকে স্তম্ভিত করি না। যে যাহা হউক তুমি যেরূপ গমন করিতে পারিবে এবং আমিও সহ্য করিতে সমর্থ হইব তাহার উপায় বলিতেছি শ্রবণ কর। আমি বানরগণের তরণের নিমিত্ত এরূপ কোন ছল বাহির করিব যে, তোমার সেনাগণ যৎকালে পরপারে গমন করিবে, তৎকালে জলজন্তুগণ তাহাদের উপর কোন উপদ্রব করিতে পারিবে না।'

অনন্তর, রাম বলিলেন 'হে বরুণালয়! এক্ষণে আমি এই অমোঘ অস্ত্র কাহার উপর নিপাতিত করি?' মহাতেজস্বী মহোদধি রঘুনন্দনের বাক্য শ্রবণ এবং তাঁহার হস্তস্থিত সেই ভয়ঙ্কর শর দর্শন করিয়া এই কথা বলিলেন, 'আপনি যেরূপ লোকবিখ্যাত, তদ্রূপ ইহার উত্তরদিকে দ্রুমকুল্য নামক আমার কোন সুবিখ্যাত পুণ্যতর স্থান আছে। তথায় উগ্রদর্শন দুষ্কর্ম্মরত পাপাচার অভীরপ্রমুখ বহু সংখ্যক দস্যু বাস করতঃ আমার জল পান করিয়া থাকে; রাম! সেই পাপকর্ম্মিগণ জল স্পর্শ করায় যে পাপ হয়, তাহা আমার অসহ্য হইয়াছে; অতএব এই উৎকৃষ্ট শরকে সেই স্থানে নিক্ষেপ করিয়া অমোঘ কর।'

রঘুনন্দন রাম সাগরের বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহার উপদেশানুসারে সেই প্রদীপ্ত শর সেই স্থানে নিক্ষেপ করিলেন। সেই বজ্রাগ্নিসদৃশ প্রদীপ্ত শর যে স্থানে পতিত হইয়াছিল, সেই স্থান তদবধি পৃথিবীতে 'মরুকান্তার' নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। সেই শর পতিত হওয়ায় তত্রত্য ভূভাগ সশব্দ হইল এবং যে স্থানে তাহার ভূগর্ভে প্রবেশ করিল, সেই দ্বার দিয়া রসাতল হইতে সমুদ্র সলিলের ন্যায় প্রভূত সলিলরাশি উত্থিত হওয়ায় উহা 'ব্রণ' নামে প্রসিদ্ধ কূপ হইল। সেই শর নিদারুণশব্দে ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হওয়ায়, তত্রত্য দস্যুগণের জীবিকাভূত সরোবর এবং তড়াগাদির তাবৎ জল পরিশুষ্ক হইল। এইরূপে সেই স্থান 'মরুকান্তার' নামে প্রসিদ্ধ হইল।

অনন্তর, অমরবিক্রম দশরথনন্দন রাম সেই স্থানের কুক্ষি সকলকে এইরূপে পরিশুষ্ক করিয়া পশ্চাৎ সেই মরুভূমিকে বর প্রদান করিলেন এবং তাঁহার বরপ্রভাবে সেই মরুভূমিও পশুগণের বাসোপযোগী, রোগশূন্য, বিবিধ সুরসফলমূলপূর্ণ, বহুস্নেহ বহুক্ষীর এবং সুগন্ধি নানাবিধ ঔষধিসমাকীর্ণ হওয়ায় তাহার পথ সকলও পথিকগণের সুখদায়ক হইল।

তদনন্তর, নদীপতি সমুদ্র সর্ব্বশাস্ত্রকুশল রঘুনন্দন রামকে, হে সৌম্য রঘুনন্দন! এই বিশ্বকর্ম্মনন্দন নল, স্বীয় পিতার নিকট হইতে 'সর্ব্ববস্তুনির্ম্মাণ সামর্থ্য' রূপ বর প্রাপ্ত হইয়াছে; অতএব পিতার ন্যায় সমর্থশালী এই মহোৎসাহ বানর আমার উপরে সেতু-নির্ম্মাণ করুক্, আমি তাহা ধারণ করিব' এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর, বানরশ্রেষ্ঠ নল দণ্ডায়মান হইয়া, মহাবল রামকে এই কথা বলিল। 'মহারাজ! সমুদ্র যাহা বলিলেন, তাহা সমস্তই সত্য,আমি পিতার বরদানপ্রভাবে এই বিস্তীর্ণ মকরালয় সমুদ্রের উপর সেতুনির্ম্মাণ করিব। যে অকৃ-

তজ্ঞ ব্যক্তিগণকে ক্ষমা বা দান করে এবং তাহাদিগের সহিত সন্ধি করে, তাহাকে ধিক্! আমার মতে তাদৃশ পুরুষগণের উপর দণ্ড-প্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য। এই ভীমরূপ সাগর দণ্ডভয়েই আপনার উপর সেতুনির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত রঘুনন্দনকে স্থান প্রদান করিলেন। সে যাহা হউক, সমুদ্র যথার্থ বলিয়াছেন, কারণ তাঁহার বাক্যানুসারে আমার স্মরণ হইতেছে, পূর্ব্বে মন্দরপর্ব্বতে বিশ্বকর্ম্মা আমার মাতাকে "হে দেবি! তোমার পুত্র আমারই সদৃশ হইবে" এই বরপ্রদান করিয়াছিলেন। আমি সেই মহাত্মা বিশ্বকর্ম্মার ঔরস পুত্র এবং তাঁহার সদৃশ নির্ম্মাণকুশল। আপনারা কোন কথা জিজ্ঞাসা না করায়, আমি আপনাদের নিকট আত্মগুণ প্রকাশ করি নাই। আমি নিশ্চয়ই সমুদ্রের উপর সেতুনির্ম্মাণ করিতে পারিব, অতএব অদ্যই বানরগণকে তদ্বিষয়ে নিযুক্ত হইতে আদেশ করুন্।'

অনন্তর, রামচন্দ্রকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া, অসংখ্য বানর শ্রেষ্ঠগণ হৃষ্টান্তঃকরণে উল্লম্ফন করতঃ মহারণ্য মধ্যে প্রবেশ করিল। তদনন্তর, সেই পর্ব্বতপ্রমাণ বানরযূথপতিগণ গিরিশৃঙ্গ এবং বৃক্ষ সকলকে ভগ্ন করতঃ সমুদ্রতীরে আনিতে লাগিল এবং শৈল, অশ্বকর্ণ, ধব, কুটজ, অর্জ্জুন, তাল, তিলক, তিনিশ, বিল্ব, পুষ্পিতাগ্রকর্ণ, কর্ণিকার, চূত এবং অশোকপ্রভৃতি বৃক্ষ সকল দ্বারা সাগরতীর পরিপূরিত করিয়া ফেলিল। এইরূপে সেই বানরশ্রেষ্ঠগণ ইন্দ্রধ্বজসদৃশ সমূল এবং নির্ম্মূল বৃক্ষ সকলকে চতুর্দ্দিক্ হইতে আহরণ করিতে লাগিল। নানাস্থান হইতে তাল, দাড়িম্ব, নারিকেল, বিভীতক, করবীর, বকুল ও নিম্বপ্রভৃতি বৃক্ষ সকল আহরণ করিল। হস্তিসদৃশ বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড এবং পর্ব্বত সকলকে উৎপাটন করিয়া যন্ত্র-দ্বারা বহন করিতে লাগিল। প্রস্তরখণ্ড সকল প্রক্ষিপ্ত হইতে থাকিলে, সমুদ্রজল উদ্ধত হইয়া আকাশ পর্য্যন্ত উত্থিত এবং পুনর্ব্বার অধঃপতিত হইতে লাগিল। এইরূপে চতুর্দ্দিক্ হইতে প্রস্তর সকল পতিত হওয়ায় সমুদ্র সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। বহুসংখ্যক বানর সূত্র-গ্রহণ করিয়া সেই সেতুর সমবিষমাদি পরীক্ষা করিতে লাগিল। এইরূপে নল সেতুবন্ধন কার্য্যে নিযুক্ত হইলে, ঘোরকর্ম্মা বানরগণ তাহার অনুবর্ত্তী হইল। কোন কোন বানর দণ্ডগ্রহণ করতঃ আপন অধীন বানরগণকে কার্য্য করাইতে লাগিল এবং কেহ কেহ ইতস্ততঃ বৃক্ষাদি অন্বেষণ করিতে লাগিল। মেঘ এবং পর্ব্বতসদৃশ অসংখ্য বানরগণ রামের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া, তৃণকাষ্ঠ ও পুষ্পিতাগ্র বৃক্ষাদি-দ্বারা সেতুবন্ধন করিতে আরম্ভ করিল। রাবণসদৃশ বহুসংখ্যক বানর পর্ব্বতপ্রমাণ প্রস্তরখণ্ড এবং গিরিশিখর সকল গ্রহণ করতঃ সেতুর অভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল। তৎকালে গিরিশৃঙ্গ এবং প্রস্তরখণ্ড সকল প্রক্ষিপ্ত হওয়ায়, সমুদ্রে তুমুলশব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। পবননন্দন হনুমান্ অবহেলায় যে সকল শৈল বহন করিয়া সেতুর উপর ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন, বিশ্বকর্ম্মনন্দন নল অবলীলাক্রমে বামহস্ত-দ্বারা সেই সকল করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে গজপ্রমাণ ক্ষিপ্রকারী বানরগণ নিরতিশয় আনন্দসহকারে প্রথম দিবসে চতুর্দ্দশযোজন দীর্ঘ সেতু নির্ম্মাণ করিল। ভীমকায় মহাবল বানরগণ সেইরূপ লঘুহস্ততা প্রকাশ করিয়া দ্বিতীয় দিবসে বিংশতি, তৃতীয় দিবসে একবিংশতি, চতুর্থ দিবসে দ্বাবিংশতি যোজন নির্ম্মাণ করিল। অনন্তর, পঞ্চম দিবসে ত্রয়োবিংশতি যোজন নির্ম্মাণ করিয়া লঙ্কানিয়ন্থ বেলাভূমিতে সংযোজিত করিয়া দিল। এইরূপে বিশ্বকর্ম্মনন্দন বলশালী বানরশ্রেষ্ঠ নল স্বীয় পিতার ন্যায় নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া সাগরের উপর সেতুনির্ম্মাণ করিল। মকরালয় সমুদ্রের উপর নলনির্ম্মিত সেই সুনির্ম্মিত সেতু অম্বরস্থ দেবপথের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

অনন্তর দেবগণ, গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণের সহিত আগমন করিয়া গগনমণ্ডলে অবস্থান করতঃ হৃষ্টান্তঃকরণে শতযোজন দীর্ঘ এবং দশযোজন প্রশস্ত, নলনির্ম্মিত সেই অদ্ভুত ও সুদুষ্কর সেতু দর্শন করিতে লাগিলেন।

বানরগণও সেতুবন্ধন করিয়া আনন্দে গর্জ্জন করতঃ তদুপরি লম্ফ প্রদান করিয়া দর্শন করিতে লাগিল। এইরূপে সকল জীবগণই সেই অচিন্ত্য লোমহর্ষণ অসহ্য এবং অদ্ভুত সেতুদর্শন করিল।

এইরূপে সেতুনির্ম্মাণ করিয়া মহাতেজস্বী সহস্র কোটি বানর সমুদ্রের পরপারে গমন করিল। তৎকালে সেই সুনির্ম্মিত সুঘটিত সমতল সুশোভিত সুবিস্তীর্ণ সেতু সাগরের কেশবিন্যাসের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর, বিভীষণ রাক্ষসগণকে সংবাদ দিবার নিমিত্ত হস্তে গদা গ্রহণ করিয়া স্বীয় সচিবগণের সহিত সমুদ্রের পরপারে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে বানররাজ সুগ্রীব, সত্যপরাক্রম রামকে বলিলেন 'হে বীর! এই মধ্যবর্ত্তী সমুদ্রপথ বহুদূর, অতএব আপনি হনুমানের এবং লক্ষ্মণ অঙ্গদের উপর আরোহণ করুন্। আকাশগামী এই দুই বীর আপনাদিগকে বহন করিয়া লইয়া যাইবে।'

অনন্তর, ধর্ম্মাত্মা শ্রীমান্ রাম ধনুর্দ্ধারণ করতঃ লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের সহিত সৈন্যগণের অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন এবং বানরগণের মধ্যে কেহ বা মধ্যে ও কেহ বা পার্শ্বে যাইতে লাগিল। বহুসংখ্যক বানর সন্তরণ করিয়া যাইতে লাগিল। অনেকে যাইতে স্থান না পাইয়া তীরেই অবস্থান করিতে লাগিল। কেহ কেহ সুপর্ণের ন্যায় কৌশল প্রকাশ করিয়া আকাশমার্গেই গমন করিতে লাগিল। বানরসেনাগণ গমনকালে এরূপ চীৎকার করিতে লাগিল, যে আপনাদের সুমহৎ শব্দ দ্বারা সাগরের ভয়ঙ্কর উচ্ছ্রিত শব্দকেও অন্তর্হিত করিয়া ফেলিল। এইরূপে বানরগণ নলনির্ম্মিত সেতু দ্বারা সমুদ্র পার হইলে বানররাজ সুগ্রীব তাহাদিগকে বহু ফল মূলপূর্ণ তীরে সন্নিবেশিত করিলেন। সিদ্ধ এবং দেবগণ রঘুনন্দনের সেই অদ্ভুত দুষ্কর কর্ম্ম দর্শন করতঃ সহসা আকাশমার্গে প্রকাশমান হইয়া মন্দাকিনীর পবিত্র বারি বর্ষণ দ্বারা তাঁহাকে অভিষিক্ত করতঃ 'হে নরদেব! আপনি শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া সুদীর্ঘ কাল এই সসাগরা বসুন্ধরাকে প্রতিপালন করুন্' এইরূপ বহুবিধ শুভবাক্য দ্বারা সেই রাজশ্রেষ্ঠ রামকে অভিনন্দিত করিলেন।

ইতি দ্বাবিংশ সর্গ ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

নিমিত্তজ্ঞ লক্ষ্মণাগ্রজ রাম বহুবিধ দুর্নিমিত্ত দর্শন করিয়া, সুমিত্রা নন্দন লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করতঃ এই কথা বলিলেন। 'লক্ষ্মণ যে স্থানে সুশীতল জল এবং ফলবান্ বৃক্ষ সকল আছে, সেই স্থানে এই ঋক্ষ গোলাঙ্গুল এবং বানর সকলকে বিভাগ করতঃ, ব্যূহরচনা করিয়া অবস্থান করিব। ঋক্ষ বানর ও রাক্ষসগণের বিনাশরূপ ঘোরতর লোক ক্ষয়কর ভয় উপস্থিত দেখিতেছি। ঐ দেখ, বায়ু রজঃ প্রভৃতি দ্বারা কলুষিত হইয়া বহিতেছে, বসুন্ধরা এবং পর্ব্বতাগ্র সকল কম্পিত ও মহীরুহ সকল পতিত হইতেছে। ক্রব্যাদ সদৃশ ক্রূর এবং পরুষ স্বভাব ভীমঘোষ মেঘ সকল ক্রূরভাবে শোণিতমিশ্রিত বিন্দু সকল বর্ষণ করিতেছে। সন্ধ্যা সময় রক্তচন্দনের ন্যায় নিদারুণ লোহিত বর্ণ হইয়াছে। আদিত্যমণ্ডল হইতে প্রজ্বলিত অগ্নিখণ্ড সকল পতিত হইতেছে; তদ্দর্শনে ক্রূর স্বভাব পশু পক্ষিগণ সূর্য্যাভিমুখ হইয়া দীনভাবে এবং করুণস্বরে বারম্বার শব্দ করিতেছে; লক্ষ্মণ! ইহাদের এইরূপ ভাব দর্শন করিয়া আমার অন্তঃকরণে সুমহৎ ভয় উপস্থিত হইতেছে। চন্দ্র পূর্ব্বের ন্যায় সুপ্রকাশ না হইয়া, কৃষ্ণ ও লোহিত পরিধি পরিবেষ্টিত প্রলয়কালের মূর্ত্তিতে উদিত হইয়া সন্তাপিত করিতেছে। লক্ষ্মণ! হ্রস্ব রূক্ষপ্রকাশ এবং লোহিতপরিধি বিমল আদিত্যমণ্ডলে নীলচিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে। নক্ষত্রগণ সুমহৎ ধূলিপুঞ্জে সমাচ্ছাদিত হইয়াছে। লক্ষ্মণ! এই সকল দর্শনে বোধ হইতেছে যেন যুগান্তকাল উপস্থিত হইয়াছে। কাক শ্যেন ও গৃধ্রগণ সহসা নিম্নে পতিত হইতেছে। শিবাগণ ভয়জনক অশুভস্বর

ং শব্দ করিতেছে। লক্ষ্মণ! এই সকল
াতিক চিহ্ন দর্শন করিয়া, নিশ্চয় বোধ
চ্ছে, অত্রত্য ভূভাগ অচিরকালের মধ্যেই
ও রাক্ষসগণ বিক্ষিপ্ত শেল, শূল ও খড়্গা-
তি অস্ত্রদ্বারা সমাবৃত এবং সেই নিহত
ণের মাংস ও শোণিতে ধূলিশূন্য হইয়া
পূর্ণ হইবে। অতএব আমরা অদ্যই
াগণে পরিবৃত হইয়া সত্বরে রাবণপালিত
য় লঙ্কাপুরীতে গমন করিব।'
ংগ্রামধর্ষণ লোকরঞ্জন বিভু রাম এই কথা
য়া, হস্তে শরাসন ধারণ করতঃ লঙ্কাভিমুখে
ত হইলেন। বিভীষণ সুগ্রীব এবং অপর
গণও বিপুল নিনাদ করতঃ তাঁহাদের
ামী হইল। রঘুনন্দন রাম সীতার উদ্ধা-
নিমিত্ত বীর্য্যশালী বানরগণের তাদৃশ
ও যত্ন দর্শন করিয়া সাতিশয় প্রীতি
করিলেন।

ইতি ত্রয়োবিংশ সর্গ ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

এইরূপে সেই সমাগত বীরগণ রাজনন্দন
র্ত্তৃক ব্যূহমধ্যে সন্নিবেশিত হইয়া, শোভন
রাজিবিরাজিত শরৎকালীন পৌর্ণমাসী
র ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তত্রত্য
া সাগরসদৃশ সেই বলসমূহের বেগে
শয় পীড়িত হইয়া বারম্বার কম্পিত
লাগিল। অনন্তর, বনচারী বানরযূথ-
াণ লঙ্কা হইতে রাক্ষসগণের আক্রোশশব্দ
ভেরী ও মৃদঙ্গ সকলের সুমহৎ লোম-
শব্দ শুনিতে পাইয়া এতাদৃশ হৃষ্টাঙ্গ হইল
াহারা কোনরূপেই তাহা সহ্য করিতে
ারিয়া এরূপ সুমহৎ শব্দ করিল যে,
সরাও অন্তরীক্ষে শব্দায়মান মেঘনির্ঘো-
ন্যায় মদগর্ব্ব বানরগণের সেই গর্জ্জন
ত পাইল।
াশরথি রাম বিচিত্রধ্বজ পতাকা ও
ভতলঙ্কানগরী দর্শন করিয়া মনোমধ্যে
ক স্মরণ করতঃ 'এই স্থানেই সেই
বিলোচনা জানকী, মঙ্গলগ্রহাভিভূত
রোহিণী নক্ষত্রের ন্যায় রাবণকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ
হইয়া আছেন, এই বলিয়া পরিতাপ করিতে
লাগিলেন। অনন্তর, উষ্ণ ও দীর্ঘ নিশ্বাস
পরিত্যাগ করতঃ লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া আপ-
নার তৎকালোচিত হিতজনক এই কথা বলি-
লেন। 'লক্ষ্মণ! ঐ দেখ, সুমেরু পর্ব্বতের
শিখরদেশে নির্ম্মিত লঙ্কানগরীর প্রাসাদশিখর
সকল আকাশ ভেদ করতঃ উত্থিত হইয়া
নভোমণ্ডলকে এরূপ চিত্রিত করিয়াছে যে,
সহসা দেখিলেই বোধ হয় যেন, বিশ্বকর্ম্মা
মনোমধ্যেই এইপুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।
দেখ, লঙ্কনগরী সপ্তভূমিক প্রাসাদ বিশিষ্ট
বিমান সকলে সঙ্কীর্ণ হইয়া, পাণ্ডুবর্ণ মেঘাচ্ছা-
দিত বিষ্ণুপদ আকাশের ন্যায় শোভা পাই-
তেছে। গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথের উপবনের
ন্যায় ফলপুষ্পপূর্ণ বনরাজি তাহাকে সমধিক
শোভিত করিয়াছে। ঐ দেখ, নানা-
জাতি বিহঙ্গগণ তদুপরি উপবিষ্ট হইয়া সুমধুর
শব্দ করিতেছে। লক্ষ্মণ! ঐ দেখ, সুশীতল
সুরভি সুমন্দ সমীরণ বৃক্ষ সকলকে কম্পিত
করিতেছে; বিহঙ্গমগণ প্রমত্তভাবে তদুপরি
উপবিষ্ট রহিয়াছে; পাছে বায়ুবেগে সঞ্চালিত
হয়, এই ভাবিয়াই যেন ভ্রমরকুল আকুল হইয়া
পুষ্পমধ্যে লীন হইতেছে। কোকিলগণ বসন্ত
উপস্থিত হইয়াছে' মনে করিয়াই যেন আকুল
হইয়া সুস্বরলহরী বিস্তার করিতেছে।'

বীর্য্যবান্ দাশরথি রাম, লক্ষ্মণকে এইরূপ
বলিয়া সেই স্থানেই যুদ্ধশাস্ত্রোক্ত বিধানুসারে
বলবিভাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, সেই বানরবল
হইতে স্বীয় সাহায্যক্ষম সেনাগণকে পৃথক
করিয়া অবশিষ্ট কপিসৈন্যগণকে এইরূপ
আদেশ করিলেন। 'দুর্জ্জয় অঙ্গদ সেনাপতি
নীলের সহিত এই সৈন্যগণের উরঃস্থলে অব-
স্থান করিবে। কপিশ্রেষ্ঠ ঋষভ বানরসমূহে
পরিবৃত হইয়া বানরসেনাগণের সহিত দক্ষিণ
পার্শ্বে অবস্থান করিবে। মদস্রাবি মাতঙ্গের
ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ বেগবান্ বানরশ্রেষ্ঠ গন্ধমাদন বানর
সেনাগণের সহিত বামভাগে অবস্থান করিবে।
আমি লক্ষ্মণের সহিত সাবধানে সর্ব্বাগ্রে অব-
স্থান করিব। বানর শ্রেষ্ঠ মহাবল জাম্ববান্

সুষেণ এবং বেগদর্শী এই তিনজনে কুক্ষিদেশ রক্ষা করিবে, বরুণ যেরূপ স্বীয় তেজোদ্বারা পৃথিবীর পশ্চার্দ্ধ রক্ষা করেন, তদ্রূপ বানররাজ সুগ্রীব এই সেনাসমূহের জঘনদেশ রক্ষা করিবেন।'

বীরশ্রেষ্ঠ বানরগণকর্তৃক রক্ষিতা সেই বানরবাহিনী এইরূপে বিভক্ত এবং ব্যূহ রচনায় বিন্যস্ত হইয়া নিবিড় ঘনঘটাচ্ছাদিত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। বানরগণ গিরিশৃঙ্গ এবং বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সকল গ্রহণ করিয়া যেন মর্দ্দন করিবার অভিলাষেই লঙ্কানগরীকে আক্রমণ করিল। তৎকালে বানরগণ এইরূপ উৎসাহান্বিত হইয়া উঠিল যে, তাহারা মনে করিতে লাগিল, এই লঙ্কাপুরীকে গিরিশিখর বিকিরণ-দ্বারা সমাচ্ছাদিত অথবা মুষ্টি প্রহারেই ইহার প্রাসাদসমূহ চূর্ণ করিয়া ফেলিব।

অনন্তর, মহাতেজস্বী রাম বানররাজ সুগ্রীবকে বলিলেন 'এক্ষণে সমস্ত সৈন্য বিভাগ করা হইয়াছে, অতএব এই শুককে ছাড়িয়া দাও।' মহাবল বানরেন্দ্র সুগ্রীব রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার আদেশানুসারে রাক্ষসরাজের দূত সেই শুককে মুক্ত করিয়া দিলে, সেই রাক্ষস বানরগণকর্তৃক একান্ত পীড়িত হইয়া সত্বরে রাক্ষসরাজের নিকটে গমন করিল।

রাবণ শুককে তদবস্থায় সমাগত দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করতঃ এ কি? তোমার পক্ষ সকল ছিন্ন দেখিতেছি কেন? কেহ কি তোমার পক্ষদ্বয় সংযত করিয়াছিল? অথবা তুমি কি সেই চঞ্চলচিত্ত বানরগণের বশতাপন্ন হইয়াছিলে?' এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে; রাজনন্দন রাম কর্তৃক বিমোচিত ভীত শুক রাক্ষসপতিকে এইরূপ প্রত্যুত্তর করিল। মহারাজ! আমি সাগরের উত্তরতীরে গমন করিয়া প্রথমতঃ মধুরবাক্যে বানরগণকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত আপনি যেরূপ বলিয়াছিলেন, সেইরূপেই আপনার আদিষ্ট সেই বীরোচিত বাক্য সকল বলিতে আরম্ভ করিলাম। বানরগণ আমাকে দর্শন করিয়াই অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া, ঊর্দ্ধে লম্ফ প্রদান করতঃ আমাকে গ্রহণ করিল এবং পক্ষদ্বয় ছেদন ও মুষ্টি প্রহার দ্বারা আমার প্রাণ পর্য্যন্তও বিনাশ করিতে উদ্যত হইল। রাক্ষসনাথ! আমি যে কি নিমিত্ত তাহাদের নিকট হইতে তাদৃশ পরিভব সহ্য করিয়াও, তাহাদিগকে কিছু বলিতে পারিলাম না, সম্প্রতি তাহার বিচারের আবশ্যক নাই, কারণ সেই বনচারী বানরগণ স্বভাবতঃই কোপনস্বভাব এবং পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়াই সত্বরে কার্য্য করিয়া থাকে। মহারাজ! যে বীর, মহাবল বিরাধ কবন্ধ এবং আপনার ভ্রাতা খরকেও বিনাশ করিয়াছেন, তিনি বানররাজ সুগ্রীবের সহিত সীতার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হওত সেতুনির্ম্মাণ দ্বারা লবণসমুদ্র পার হইয়া, যেন রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করিবার বাসনাতেই ধনুর্দ্ধারণ করতঃ লঙ্কায় আসিয়া অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার পার্ব্বতীয় মেঘসদৃশ এত বান[illegible] ভল্লূকসৈন্য আসিয়াছে যে, বোধ হয় তাহার বসুন্ধরাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। মহারাজ! আপনার এবং বানররাজ সুগ্রীবে[illegible] সৈন্যগণের মধ্যে দেবগণের সহিত দানবগ[illegible] ন্যায় পরস্পর সন্ধি স্থাপন হইবার কো[illegible] সম্ভাবনা নাই; অতএব, আপনি শীঘ্র রা[illegible] সীতাপ্রদান অথবা তাঁহার সহিত যুদ্ধ এই [illegible]য়ের অন্যতর অবলম্বন করুন্।'

শুকের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে রাবণের চক্ষুদ্বয় ঘোরতর রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল এবং তিনি যেন তদ্দ্বারা শুককে দগ্ধ করিবার বাসনাতেই বলিতে লাগিলেন। যদি দেব দানব এবং গন্ধর্ব্বগণ একত্র মিলিত হইয়া আমার সহিত প্রতিযুদ্ধ করে অথবা ত্রিলোকবাসী যাবতীয় লো[illegible] সকলও যদি আমার প্রতিকূল হয়, তথা[illegible] আমি ভীত হইয়া সীতাকে সমর্পণ করিব না[illegible] হায়!! কখন এরূপ শুভ সময় উপস্থিত হই[illegible] যখন বসন্তকালে প্রমত্ত ভ্রমরকুল যেরূপ [illegible] মিত পাদপের অভিমুখে ধাবিত হয়, [illegible] মদীয় শরনিকর সেই রাঘবের প্রতি ধা[illegible] হইবে। কখন মৎকার্ম্মুকবিক্ষিপ্ত প্রদীপ্ত শর[illegible] নিকর-দ্বারা শোণিতদিগ্ধাঙ্গ সেই রাঘ[illegible] উল্কা-দ্বারা যেরূপ হস্তীকে দগ্ধ করে, [illegible] শরসমূহ-দ্বারা দগ্ধ করিয়া ফেলিব।

আমি নিশ্চয় বলিতেছি যেরূপ দিবাকর উদিত হইয়া ক্ষুদ্র জ্যোতিঃসমূহকে তিরোহিত করিয়া থাকেন, তদ্রূপ আমিও বিপুল বলপরিবৃত হইয়া তদ্দ্বারা সেই সামান্য বলকে বিলুপ্ত করিয়া ফেলিব। বোধ হয় দশরথের পুত্র সেই রাম আমার সাগরসদৃশ বেগ এবং বায়ুসদৃশ বল অবগত নহে, সেই জন্যই আমার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছে। রাম এখনও রণভূমিতে মদীয় শরাসনবিনির্গত সবিষ আশীবিষসদৃশ শরসমূহ দর্শন করে নাই, সেই জন্যই আমার সহিত যুদ্ধ করিতে বাসনা করিতেছে। বোধ হয় রাঘব পূর্ব্বে আমার বীর্য্য এবং আমি রণভূমিতে সেনানদীরূপ মহাতরঙ্গে অবগাহন করিয়া যে শররূপ কোণসকল-দ্বারা বাদিত, ...রূপ তুমুল শব্দবিশিষ্ট, আর্ত্ত এবং ...সকলের 'হা হতোঽস্মি' ইত্যাদি রূপ ...সদৃশ বিবিধ স্বরপূর্ণ এবং প্রক্ষিপ্ত ...লের ন্যায় সন্নাদবিশিষ্ট ধনুর্ম্ময়ী বীণা ... করিব, তাহা জানিতে পারে নাই, ...জন্যই আমার সহিত সমরাভিলাষী ...ছে।'

...ক! অধিক বলিবার আবশ্যক নাই, ...লোচন ইন্দ্র অথবা বরুণ কেহই আমাকে ...য় করিতে সমর্থ হইবে না, যম অথবা ...বেরও আমাকে শরাগ্নি-দ্বারা ধর্ষণ করিতে ...বে না।'

ইতি চতুর্ব্বিংশ সর্গ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ সর্গ।

...শরথনন্দন রাম স্বীয় সেনাগণের সহিত ...গর পার হইয়া লঙ্কায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, ...পা শুনিয়া রাবণ শুক ও সারণ নামক ... মন্ত্রিদ্বয়কে আহ্বান করিয়া বলিতে ...লেন। 'রাম সমুদ্রের উপর সেতু নির্ম্মাণ ...য়াছে এবং তদ্দ্বারা সমগ্র বানরসৈন্য ...সাগর পার হইয়াছে; হে মন্ত্রিন্! আমি ... কর্ম্ম কাহাকেই কখন করিতে দেখি ... রাম সামান্য মনুষ্য হইয়া যে সমুদ্রের ...সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছে, এ কথা কোন রূপেই শ্রদ্ধাযোগ্য নহে। সে যাহা হউক এক্ষণ রামের সমভিব্যাহারে কত বানরসৈন্য আসিয়াছে তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক; অতএব, তোমরা অনুপলক্ষিতভাবে বানরসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সেই বানরসৈন্যের সংখ্যা, তাহাদের বীর্য্য এবং সে সকল বানরগণ প্রধান, যাহারা রামের মন্ত্রী, যে বানরগণ সুগ্রীবের সহচর, যাহারা সৈন্যের অগ্রগামী এবং যে বানরগণ শূর বলিয়া বিখ্যাত, সেই সলিলার্ণব সমুদ্রের উপর যেরূপে সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই মহাবল বানরগণ যেরূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণের কার্য্যপ্রণালী বীর্য্য ও অস্ত্রাদির বিষয় যথার্থরূপে অবগত হইয়া আইস। সেই মহাতেজস্বী বানরগণের সেনাপতিই বা কে? তাহাও যথার্থরূপে অবগত হইয়া শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে।'

রাক্ষস শুক ও সারণ রাক্ষসরাজকর্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া বানররূপ ধারণ করতঃ বানরসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিল, কিন্তু তাহারা সেই অচিন্ত্য লোমহর্ষণ বানরসৈন্যগণকে গণনা করিতে সমর্থ হইল না; কারণ তখন অসংখ্য বানরসৈন্য সমুদ্র পার হইয়া পর্ব্বতশৃঙ্গ নির্ঝর গুহা সমুদ্রতীর বন এবং উপবন সকলে অবস্থান করিতেছিল, অনেকেই পার হইতেছিল এবং বহুসংখ্যক তখনও পরপারে থাকিয়া পার হইবার নিমিত্ত উদ্‌যোগী হইতেছিল। প্রচ্ছন্নবেশধারী রাক্ষস শুক ও সারণ এইরূপে সন্নিবেশিত এবং সন্নিবেশমধ্যে প্রবেশোন্মুখ সেই ভীমনাদ মহাবল অক্ষোভ্য বানরবল দর্শন করিতেছে, ইত্যবসরে মহাতেজস্বী বিভীষণ তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন এবং অপর বানরগণ-দ্বারা তাহাদিগকে রামচন্দ্রের নিকট আনাইয়া বলিতে লাগিলেন। 'হে শত্রুতাপন! ইহারা উভয়েই সেই রাক্ষসেন্দ্র রাবণের মন্ত্রী, ইহাদের নাম শুক ও সারণ। মহারাজ! ইহারা রাবণকর্তৃক চাররূপে প্রেরিত হইয়া ...পনার বল পর্য্যবেক্ষণের নিমিত্ত এস্থানে আসিয়াছে।'

অনন্তর, শুক ও সারণ রামকে দর্শন করতঃ

ভয়বিহ্বল হইয়া জীবনের আশায় জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক এই কথা বলিল,। 'হে সৌম্য রঘুনন্দন! আমরা উভয়েই রাবণকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আপনার এই সমগ্র বল অবগত হইবার নিমিত্ত এস্থানে আসিয়াছি।'

সর্ব্বভূতহিতৈষী দশরথনন্দন রাম তাহাদের সাদৃশ সকরুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করতঃ এই কথা বলিলেন। 'যদি তোমরা আমাদের সমস্ত সৈন্য দর্শন করিয়া থাক, সামাত্য সুগ্রীব এবং আমাদের বীর্য্যাদির বিষয় অবগত হইয়া থাক অথবা রাবণ যেরূপ বলিয়া দিয়াছিল, তাহা অতিক্রম করিয়াও যদ্যপি কোন কর্ম্ম করিয়া থাক. আমি তৎ সমস্তই ক্ষমা কবিতেছি, তোমরা ইচ্ছানুসারে প্রতিগমন কর। যদি কিছু দেখিতে অবশিষ্ট থাকে, তাহাও দেখিয়া যাও, অথবা বিভীষণ পুনর্ব্বার সমস্ত দেখাইয়া দিবেন। তোমরা আমার বশীভূত হইয়াছ বলিয়া জীবনের আশা পরিত্যাগ করিও না; কারণ, তোমরা দূত, শস্ত্র বিহীন এবং শরণাগত, সুতরাং অবধ্য। বিভীষণ! রাবণের শত্রুপক্ষ সুগ্রীবাদি বীরগণের ভেদসাধনক্ষম এবং ছদ্মরূপী এই দুই রাক্ষসচরকে ছাড়িয়া দাও।'

রঘুনন্দন বিভীষণকে এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার শুক এবং সারণকে বলিতে লাগিলেন। 'তোমরা লঙ্কা নগরীতে প্রবেশ করিয়া কুবেরের অনুজ সহোদর সেই রাক্ষসরাজ রাবণকে আমি যেরূপ বলিয়া দিতেছি তদনুরূপেই আমার এই সকল কথা বলিবে। "তুমি যে বল আশ্রয় করিয়া আমার প্রণয়িণী ভার্য্যা সীতাকে হরণ করিয়া আনিয়াছ, এক্ষণ সৈন্য এবং বান্ধবগণের সহিত তাহা দর্শন করাও। তুমি কল্য প্রাতঃকালেই তোরণশোভিত এবং প্রাকারবেষ্টিত লঙ্কানগরী ও সমগ্র রাক্ষসবলকেই মদীয় শরসমূহদ্বারা বিধ্বংসিত হইতে দর্শন করিবে। বজ্রপাণি দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ দানবগণের উপর বজ্র নিক্ষেপ করেন, রাবণ! আমি কল্য প্রাতে তোমার উপর সেইরূপ ক্রোধ নিক্ষেপ করিব"!

রাক্ষস শুক ও সারণ এইরূপে প্রত্যাদিষ্ট হইয়া ধর্ম্মবৎসল রঘুনন্দন রামকে 'আপনি বিজয়ী হউন' এই বলিয়া অভিনন্দিত করতঃ লঙ্কানগরীতে আগমন করিয়া রাক্ষসরাজকে বলিতে লাগিল। 'হে রাক্ষসেশ্বর! আমরা বানরসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বধ করিবার নিমিত্ত বিভীষণকর্ত্তৃক গৃহীত হইলে অমিত তেজস্বী ধর্ম্মাত্মা রাম তাহা দর্শন করিয়া আমাদিগকে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। মহারাজ! লোকপালসদৃশ বীর্য্য সম্পন্ন সর্ব্বাস্ত্র কুশল ও প্রবলপরাক্রম দশরথ নন্দন শ্রীমান রাম ও লক্ষ্মণ, আপনার অনুজ বিভীষণ এবং মহেন্দ্রসদৃশ বিক্রমশালী মহাতেজস্বী কিষ্কিন্ধ্যা রাজ সুগ্রীব এই পুরুষশ্রেষ্ঠ চতুষ্টয় যখন একত্র মিলিত হইয়াছেন, তখন অপর বানরগণের সাহায্য না লইয়া ইঁহারা চারি জনেই প্রাকার এবং তোরণের সহিত এই লঙ্কাপুরীকে স্বস্থান হইতে উৎপাটন করিয়া অপর স্থানে সংস্থাপিত করিতে পারিবেন। রামের যে রূপ এবং অস্ত্রাদি দেখিলাম তাহাতে বিভীষণ অথবা সুগ্রীব কাহারও সাহায্য আবশ্যক হইবে না, তিনি একাকীই পুরীকে ধ্বংস করিবেন। মহারাজ! দেখিলাম তাহাতে রাম লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীব কর্ত্তৃক রক্ষিত সেই বানরবাহিনীকে অমর এবং অসুরগণেরও অজেয় বলিয়া বোধ হইল।'

'রাজন্! সেই মহাবল বনচারী বানর সেনাগণ সকলেই রণকুশল এবং তাহারা যুদ্ধা-ভিলাষী হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছে, অতএব তাহাদের সহিত বিরোধের আবশ্যক নাই। আপনি দাশরথিকে জানকী প্রদান করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন করুন।'

ইতি পঞ্চবিংশ সর্গ ॥ ২৫ ॥

ষড়্‌বিংশ সর্গ।

রাক্ষসরাজ রাবণ সারণভাষিত সত্য এবং বীরোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন। 'যদি দেব দানব এবং

অথবা ত্রিলোকবাসী লোকসকলে একত্র মিলিত হইয়া আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, আমি তথাপি ভীত হইয়া সীতাকে প্রতিপ্রদান করিব না। হে সৌম্য! তুমি বানরগণকর্তৃক পরিপীড়িত হইয়া নিরতিশয় ভীত হইয়াছ, সুতরাং সীতাকে প্রতিপ্রদান করাই উত্তম বলিয়া বোধ করিতেছ; বিশেষতঃ আমার শত্রুগণের মধ্যে এরূপ সমর্থ কে আছে, যে রণভূমিতে আমাকে জয় করিতে সমর্থ হইবে।'

রাক্ষসরাজ শ্রীমান্ রাবণ ক্রোধান্ধ হইয়া এইরূপ পরুষবাক্য সকল বলিয়া বানরবল দর্শন-বাসনায় সেই চারদ্বয়ের সহিত হিমসদৃশ পাণ্ডুরবর্ণ অত্যুচ্চ প্রাসাদের উপর আরোহণ করিলেন। অনন্তর, সমুদ্র পর্ব্বত ও বন সকল বানরসৈন্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে এবং সেই অপার দুঃসহ মহাবল বানরগণ বিশ্রাম করিতেছে দেখিয়া সারণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই বানরগণের মধ্যে কাহারা প্রধান, কাহারা [illegible]র এবং কোন বানরগণই বা মহাবলশালী? কোন্ বানরগণ নিরতিশয় উৎসাহান্বিত হইয়া সর্ব্বতোভাবে বানরসৈন্যের অগ্রভাগ রক্ষা করিতেছে? কাহারা সুগ্রীবের মন্ত্রী এবং কোন্ বানরগণই বা যূথপতিগণেরও যূথপতি ও তাহাদের পরাক্রমই বা কিরূপ? হে সারণ! তুমি [illegible] সকল আমার নিকট যথাবৎ বর্ণন [illegible]।'

বানরগণের মুখ্যামুখ্যবিদ্ সারণ রাক্ষসে[illegible] বাক্য শ্রবণ করতঃ প্রধান প্রধান [illegible]রগণের পরিচয় দিতে আরম্ভ করিয়া [illegible]ইল। 'ঐ দেখুন, যে বানর শত সহস্র [illegible]পতিগণে পরিবৃত হইয়া লঙ্কাভিমুখে দৃষ্টি [illegible]ক্ষেপ করতঃ সিংহনাদ করিতেছে, যাহার [illegible]ল শব্দে পর্ব্বত জলাশয় ও কাননসকলের সহিত প্রাকারবেষ্টিত ও তোরণশোভিত লঙ্কানগরী প্রতিধ্বনিত হইতেছে এবং যে বানর শাখামৃগগণের অধিপতি মহাত্মা সুগ্রীবের সৈন্যাগ্রে অবস্থান করিতেছে, ঐ বীর নীল নামক সেনাপতি। গিরিশৃঙ্গ ও পদ্মকিঞ্জল্কসদৃশ যে বানর বাহুদ্বয় উদ্যত করতঃ মনুষ্যের ন্যায় পৃথিবীতে পদসঞ্চালন করিতেছে, ক্রোধভরে লঙ্কাভিমুখে বারম্বার দৃষ্টি নিক্ষেপ এবং মুখভঙ্গি প্রকাশ করিয়া যেন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াই পুনঃ পুনঃ লাঙ্গুল তাড়ন করিতেছে এবং যাহার লাঙ্গুল তাড়নশব্দে দশদিক্ প্রতিশব্দিত হইতেছে, মহারাজ! বানররাজ সুগ্রীবকর্তৃক যৌবরাজ্যে অভিষেচিত এই যুবরাজ অঙ্গদ আপনাকে যুদ্ধের নিমিত্ত আহ্বান করিতেছে। মহারাজ! বরুণ যেরূপ ইন্দ্রের নিমিত্ত পরাক্রম প্রকাশ করেন, সুগ্রীবের প্রিয় এবং পিতারসদৃশ পরাক্রমশালী এই বালিনন্দন অঙ্গদও রাঘবের নিমিত্ত তদ্রূপ পরাক্রম প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে। রামচন্দ্রের হিতৈষী বেগবান্ হনুমান্ যে জনক নন্দিনীকে দেখিয়া গিয়াছিল, তাহা এই অঙ্গদের মন্ত্রণানুসারেই ঘটিয়াছিল। মহারাজ! এই বীর্য্যবান্ অঙ্গদ অসংখ্য বানরযূথপতিগণে পরিবৃত হইয়া আপনাকে মর্দ্দন করিবার অভিপ্রায়েই সসৈন্যে অবস্থান করিতেছে।

যে বীর সমুদ্রের উপর সেতুনির্ম্মাণ করিয়াছে, ঐ সেই সমরাভিলাষী নল বিপুলবলে পরিবৃত হইয়া অঙ্গদের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান করিতেছে। মহারাজ! শত্রুগণের দুঃসহ প্রচণ্ডপরাক্রমশালী এবং বেগবান্ চন্দনবননিবাসী সহস্রকোটি অষ্টলক্ষ পরিমিত বানরযূথপতিগণ গাত্রস্তম্ভিত করিয়া সিংহনাদ করতঃ লম্ফ প্রদান এবং ক্রোধভরে উৎপতিত হইয়া বিজৃম্ভণ করতঃ যে বীরের অনুগত হইয়াছে এবং যে সেনাগণের হর্ষ বর্দ্ধন করতঃ, বানরসেনাগণকে বিভাগ করিয়া দ্রুতপদে সুগ্রীবের নিকট আসিয়া প্রতিগমন করিতেছে, রজতসদৃশ শুক্লবর্ণ চপলস্বভাব ভীমপরাক্রম বুদ্ধিমান্ বীর্য্যবান্ এবং ত্রিলোকবিশ্রুত শ্বেত নামক বানর স্বীয় সেনা-দ্বারাই লঙ্কাপুরীকে মর্দ্দন করিতে ইচ্ছা করিতেছে। যে পূর্ব্বে গোমতীতীরস্থ রম্যপর্ব্বতে বাস করিত এবং এক্ষণে বিবিধবৃক্ষশোভিত বিন্ধ্যপর্ব্বতের রাজ্যশাসন করে, ঐ সেই কুমুদ নামক যূথপতি। বহুব্যাম দীর্ঘ তাম্র পীত কৃষ্ণ ও শুক্লপ্রভৃতি বিবিধবর্ণ প্রকীর্ণ ও ঘোরদর্শন কেশকলাপ যাহার দীর্ঘ লাঙ্গুলকে আশ্রয় করিয়াছে, ঐ

সেই চণ্ড নামক বানর ভয়রহিত হইয়া যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছে; মহারাজ! ঐ বীর কেবলমাত্র স্বীয় সেনাগণের সাহায্যেই লঙ্কাপুরীকে মর্দ্দন করিতে ইচ্ছা করিতেছে। সিংহসদৃশ দীর্ঘকেশর এবং পিঙ্গলবর্ণ যে বানর লঙ্কাপুরীকে দগ্ধ করিবার মানসেই যেন একাগ্রচিত্তে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে এবং প্রচণ্ডপরাক্রম বলবান্ ঘোররূপ ত্রিংশৎ কোটি বানরপুঙ্গবগণ লঙ্কাকে মর্দ্দন করিবার অভিপ্রায়ে যাহার অনুগামী হইয়াছে, ঐ যূথপতির নাম সরভ; মহারাজ! ঐ বীর বিন্ধ্য কৃষ্ণগিরি সহ্য এবং সুদর্শন এই চারিটি পর্ব্বতের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া সতত সেই সকল স্থানে বাস করে! মহাবল ও ভয় রহিত যে বীর কর্ণদ্বয় আবৃত করিয়া জৃম্ভন করিতেছে, মৃত্যু উপস্থিত হইলেও যে উদ্বিগ্ন হয় না এবং স্বীয় সেনাগণেরও সাহায্য প্রার্থনা করে না, ক্রোধে যাহার সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতেছে এবং যে স্বীয় লাঙ্গুল বিক্ষেপ প্রদর্শন করিয়া সিংহনাদ করিতেছে, ঐ যূথপতির নাম রম্ভ। রাজন্! এই বীর তোজোবলে সাল্বেয় পর্ব্বতের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বদা সেই স্থানে বাস করে একচত্বারিংশৎ লক্ষ বিহার নামক বলশালী যূথপতিগণ এই বীরের অনুগত হইয়াছে। যথায় ভেরীসন্নাদের ন্যায় সমরাভিলাষী বানরসিংহগণের সুমহৎ শব্দ শ্রুত হইতেছে, ঐ স্থানে মেঘ যেরূপ আকাশ আবৃত করিয়া থাকে, তদ্রূপ অমরগণের মধ্যে সমাসীন দেবরাজ বাসরের ন্যায় যে বীর বানরবীরগণের মধ্যে আসীন রহিয়াছে, যুদ্ধে নিয়ত দুঃসহ ঐ যূথপতিশ্রেষ্ঠ পনস, পারিপাত্র নামক পর্ব্বতে বাস করে। মহারাজ! পঞ্চাশলক্ষ পরিমিত বানর যূথপতিগণ নিজ নিজ সেনাগণের সহিত এই বীরের অনুগত হইয়াছে। যে বীর প্লবমান ভীম পরাক্রম বানরগণের মধ্যে থাকিয়া সমুদ্রের তীরস্থিত দ্বিতীয় ভাস্করের ন্যায় শোভা বিস্তার করিতেছে, ঐ মেঘ সদৃশ বিনত নামক যূথপতি বিচরণ করতঃ প্রত্যহ নদী শ্রেষ্ঠ পর্ণাসার জলপান করিয়া থাকে। ষষ্টিলক্ষ পরিমিত বানর এই বীরের সৈনিক কার্য্যে নিযুক্ত আছে। ঐ দেখুন ক্রথন নামক যূথপতি আপনাকে যুদ্ধের নিমিত্ত আহ্বান করিতেছে; মহারাজ! এই বীরের অধীনে যে সকল বল বিক্রমশালী যূথপতি আছে, তাহাদের প্রত্যেকের অধীনেই তাদৃশ বলশালী বানর সৈন্য রহিয়াছে'।

'যাহার বপুঃশ্রী গৈরিকবর্ণের ন্যায় ঐ তেজস্বী গবয় নামক বানর ক্রোধভরে আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। মহারাজ! ঐ গবয় এরূপ বলদর্পিত যে অপর কেন বানরকেই বীর বলিয়া গণ্য করে না। ইহার যে সপ্ততি লক্ষ সৈন্য আছে, তাহা-দ্বারাই লঙ্কানগরীকে বিধ্বংসিত করিতে ইচ্ছা করিতেছে'।

'মহারাজ! এই দুঃসহ বানরবীরগণকে গণনা করিয়া শেষ করা যায় না, কারণ ইহাদের মধ্যে যে সকল প্রধান যূথপতি আছে, তাহাদের প্রত্যেকের অধীনে অনেক যূথপতি এবং সেই যূথপতিগণের প্রত্যেকের অধীনেও পৃথক্ পৃথক্ সৈন্য আছে'।

ইতি ষড়্‌বিংশ সর্গ ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশ সর্গ।

'মহারাজ! আপনি যে সকল বানরগণকে দেখিতেছেন, তাহাদের মধ্যে যাহারা রাঘবের নিমিত্ত পরাক্রম প্রকাশ করিয়া জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহাদের পরিচয় প্রদান করিতেছি শ্রবণ করুন। যাহার দীর্ঘ লাঙ্গুলাশ্রিত তাম্র পীত ধূম্র শুক্লবর্ণ প্রকীর্ণ উৎক্ষিপ্ত ও বহুব্যামায়ত কেশকলাপ মার্ত্তণ্ডের মরীচিমালার ন্যায় পৃথিবীকে দীপ্তিমতী করিয়াছে, ঐ কৃষ্ণবর্ণ ঘোরকর্ম্মা বানরের নাম হর। ঐ বীরের পশ্চাদ্ভাগেই বানররাজ সুগ্রীবের কিঙ্কর শতসহস্র যূথপতিগণ বল সহকারে লঙ্কা আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে বৃক্ষ হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পর্ব্বত, গ্রাম এবং নদী সকলে নীলমেঘ ও অসিতাঞ্জনসদৃশ, যুদ্ধে সত্যপরাক্রম এবং সমুদ্রতীরস্থিত রেণু সকলের ন্যায় অসংখ্য ও অনির্দ্দেশ্য

রামায়ণ।

শ্রীমন্মহর্ষিবাল্মীকিবিরচিত।

সপ্তকাণ্ড।
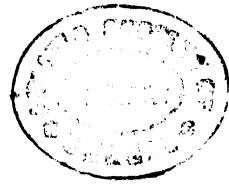
কলিকাতা

৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী ষ্টীম-মেসিন প্রেসে
শ্রীবিহারীলাল সরকার দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯৪ সাল।

মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা মাত্র।

য ভয়াবহ ঋক্ষ এবং বানরগণকে দেখিতেছেন উঁহারা সকলেই আপনার সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত অগ্রবর্ত্তী হইয়াছে। রাজন্! আকাশ যেরূপ মেঘমালায় সর্ব্বতোভাবে পরিবৃত হইয়া থাকে, তদ্রূপ ঐ বানরদলের মধ্যে ভীমলোচন ও ভীমবিক্রম যে বীর অবস্থিত রহিয়াছে, ঐ বানরগণাধিপতি ধূম্র নামক যূথপতি নর্ম্মদার প . স্থিত ঋক্ষবান্ নামক পর্ব্বতশ্রেষ্ঠে বাস করে। ভ্রাতার সমান রূপবান্ কিন্তু, তাহা অপেক্ষাও পরাক্রমশালী, ধূম্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঐ পর্ব্বতপ্রমাণ বীরকে দর্শন করুন্। হারাজ! যাহাকে রণভূমিতে মর্ষণ করিতে রা যায় না, এই সেই শান্তমূর্ত্তি গুরুবশবর্ত্তী ং যূথপতিশ্রেষ্ঠ জাম্ববান্; এই ধীমান্ জাম্ব-ন্ সুর এবং অসুরগণের সমরসময়ে সুররাজ পতির সুমহৎ সাহায্য করিয়া অনেক বর ভ করিয়াছেন। যাহারা মৃত্যু উপস্থিত হই-ও কম্পিত হয় না, ঐ রাক্ষস এবং পিশাচগণের শ ক্রূরস্বভাব যে বানরগণ সিংহনাদ করতঃ র্বতাগ্রে আরোহণ করিয়া মহামেঘসদৃশ পুলশিলা সকল ক্ষেপণ এবং ইতস্ততঃ রণ করিতেছে, উঁহারা সকলেই এই-মিততেজস্বী জাম্ববানের সৈন্য। যে বানর া করিবার নিমিত্ত কখন উৎপতিত হই-ছ ও কখন বা ভূমিতলেই ক্রীড়া করি-ছ এবং বানরগণ সকলেই যাহার প্রতি নিক্ষেপ করিয়া রহিয়াছে, ঐ সেনাপরি-বলশালী যূথপতিশ্রেষ্ঠের নাম দম্ভ। াজ! এই বানরপুঙ্গব সহস্রলোচন বের উপাসনা করিয়া থাকে। যে বানর তাপরি অবস্থানসময়ে একযোজন, গমন-পার্শ্ব দ্বারা একযোজন, অগ্রে পাদদ্বয়-একযোজন এবং উর্দ্ধে স্বীয় শরীর দ্বারা যোজন আবৃত করিয়া গমন করে, যে পূর্ব্বে রণভূমিতে দেবরাজ ধীমান্ ইন্দ্রের সংগ্রাম করিয়া তাহাতে জয় লাভ াছিল এবং চতুষ্পাদগণের মধ্যে যাহা ভয়ঙ্কর রূপ আর নাই, ঐ সেই বিখ্যাত গণের পিতামহ সন্নাদন নামক যূথপতি। ার পূর্ব্বে দেবাসুরসংগ্রামসময়ে ত্রিদশ-গণের সাহায্যের নিমিত্ত গন্ধর্ব্বকন্যাতে অগ্নি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল এবং যে রণভূমিতে দেবরাজেরসদৃশ পরাক্রম প্রকাশ করিয়া থাকে, এই সেই ক্রথন নামক যূথপতি। হে রাক্ষসনাথ! আপনার ভ্রাতা যে স্থানে বাস করিয়া জম্বুদ্বীপে বসতি এবং বিহারজনিত পরম সুখ অনুভব করেন, এই বলবান্ শ্রীমান্ বানরোত্তম সেই বহুকিন্নরসেবিত শৈলবরে বাস করিয়া পরম সুখ অনুভব করিয়া থাকে, মহারাজ! যুদ্ধে আত্মশ্লাঘাবিরহিত এবং সহস্রকোটি বানরপরিবৃত এই বীর স্বীয় সেনা-গণ-দ্বারাই লঙ্কানগরীকে মর্দ্দন করিতে ইচ্ছা করিতেছে! যে বানর গজরূপী শম্বসাদনের সহিত বানরবর কেশরীর সংগ্রামবিষয়ক হস্তী এবং বানরগণের পূর্ব্ব বৈর স্মরণ করিয়া গঙ্গাসমীপস্থিত গজযূথগণকে সন্ত্রাসিত করিয়া থাকে, ঐ সেনাপতিকে দর্শন করুন্।

মহারাজ! এই যূথপতি যৎকালে গিরি-গুহামধ্যে শয়ন করিয়া গর্জ্জন করিতে থাকে, তখন গজযূথগণ দূর হইতে ইহার সেই ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণ করিয়া স্তম্ভিত হয় এবং বৃক্ষ সকলও ভগ্ন হইয়া যায়। দেবরাজ যেরূপ অমরাব-তীতে বাস করেন তদ্রূপ, এই বানরবাহিনী-পতি গঙ্গার নিকটবর্ত্তী উশীরবীজ এবং পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ মন্দরে অবস্থান করিয়া পরম প্রীতি অনুভব করিয়া থাকে। রাক্ষসেন্দ্র! বীর্য্যবিক্রমদৃপ্ত, ঘোররব বলশালী এবং মহাবহু সহস্রলক্ষ বানর যাহার অনুগত এবং যথায় ক্রুদ্ধ স্বভাব তরস্বী বানরসেনা সমুদ্ধূত অরুণবর্ণ ধূলিদাম চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়াছে, ঐ সেই শত্রুগণের দুর্দ্ধর প্রমাথী নামক যূথপতি।

মহারাজ! ঘোররূপ শুক্রমুখ মহাবল শত-লক্ষ গোলাঙ্গুলগণ সেতুবন্ধনের প্রতি দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিয়া যে গোলাঙ্গুলযূথপতি গবা-ক্ষের চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট রহিয়াছে উঁহারাই লঙ্কাকে মর্দ্দন করিবার নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। মহারাজ! ঐ দেখুন, বানরমুখ্য-গণের নায়ক কেশরী নামক যূথপতি অবস্থান করিতেছে। রাজন্ যথায় বৃক্ষ সকল সর্ব্বকালে ফলবান্ হওয়ায় ভ্রমরগণ নিয়তই তৎসন্নিধানে

বিচরণ করিয়া থাকে, সূর্য্য যাহাকে আপনার সমানবর্ণ বোধে প্রতিদিন প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন, যাহার কান্তির দ্বারা প্রতিভাত হইয়া তত্রত্য মৃগপক্ষিগণকে, তৎসমানবর্ণের ন্যায় বোধ হয়, যে স্থানের বৃক্ষ সকল ফলপুষ্পশালী ও ইচ্ছানুরূপ ফলপ্রদ হওয়ায় মহর্ষিগণ যাহার সান্নিধ্য পরিত্যাগ করেন না এবং যে পর্ব্বত-প্রবরে মহার্হ মধু প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই বীর কেশরী সেই মনোহর কাঞ্চনপর্ব্বতে অবস্থান করিয়া থাকে। হে অনঘ! আপনি যেরূপ রাক্ষসগণের প্রধান তদ্রূপ ষষ্টিসহস্র সংখ্যক মনোহর কাঞ্চনপর্ব্বতের মধ্যে সাবর্ণিমেরু-নামক যে সর্ব্বপ্রধান পর্ব্বত আছে তথায় তাম্রাস্য, মধুবর্ণ্যায় পিঙ্গলবর্ণ, তীক্ষ্ণদন্ত নখায়ুধ সিংহের ন্যায় চতুর্দ্দন্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় দুরাসদ অগ্নির ন্যায় তেজস্বী তীক্ষ্ণবিষ আশীবিষের ন্যায় সুদীর্ঘ এবং আকুঞ্চিত লাঙ্গুলবিশিষ্ট মত্ত-মাতঙ্গ মহাপর্ব্বত ও মহামেঘসদৃশ, পিঙ্গলবর্ণ সুগোল নেত্র-বিশিষ্ট, মহাভীমগতি ও ভীমরব যে বানরগণ বাস করে, ঐ দেখুন, উহারাই যেন লঙ্কাকে মর্দ্দন করিবে বলিয়া আগমন করিয়াছে। রাজন্! যে রাজ্যকামনায় নিয়ত আদিত্যের উপাসনা করিয়া থাকে, এই বানর-গণের অধিপতি, ঐ সেই শতবলী নামক বীর্য্যবান্ বানর উহাদের মধ্যে উপবিষ্ট রহিয়াছে। মহারাজ! এই বীর শতবলী এরূপ বিক্রান্ত বলবান্ ও পৌরুষশালী যে স্বীয় সৈন্য-গণ দ্বারাই লঙ্কাকে মর্দ্দন করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে।'

'গজ, গবাক্ষ, গবয়, নল ও নীল প্রভৃতি বানরগণ সকলেই প্রাণের আশা পরিত্যাগ করতঃ দশকোটি সৈন্যে পরিবৃত হইয়া রামের হিতসাধন বাসনায় সমাগত হইয়াছে। রাজন্! বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে যে লঘুবিক্রম বানরশ্রেষ্ঠগণ সমাগত হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যার ইয়ত্তা নাই। মহারাজ! এই বীরগণের সকলেরই দেহ মহাশৈলসদৃশ, সকলেই মহাপ্রভাব এবং সকলেই শিলাবর্ষণ দ্বারা ক্ষণকাল মধ্যে পৃথিবীকে সমাচ্ছন্ন করিতে পারে।'

ইতি সপ্তবিংশ সর্গ ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশ সর্গ।

এইরূপে রামের বল নির্দ্দেশ করিয়া সারণ আপন বাক্যের অবসান করিলে শুক রাক্ষসাধিপ রাবণকে বলিলেন। মহারাজ! হিমালয়-সম্ভূত শালবৃক্ষ, গঙ্গাতীরজাত বটবৃক্ষ এবং মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ঐ যে কামরূপী বলশালী বীরগণকে দেখিতেছেন, উহাঁরা সকলেই রণভূমিতে দৈত্য ও দানবগণের ন্যায় পরাক্রম প্রকাশ করিয়া থাকে এবং তৎকালে কেহই উহাদের প্রতাপ সহ্য করিতে সমর্থ হয় না। দেবতা এবং গন্ধর্ব্বগণ হইতে উৎপন্ন সহস্রশঙ্কু শতবৃন্দ একবিংশাধিক সহস্রকোটি সংখ্যক ঐ কামরূপী কিষ্কিন্ধ্যাবাসী বানরগণ সকলেই সুগ্রীবের সচিব। দেবরূপী ও সমান-রূপ ঐ যে দুই বীরকে দেখিতেছেন, রণভূমিতে ঐ মৈন্দ ও দ্বিবিদের ন্যায় কেহই পরাক্রম প্রকাশ করিতে পারে না। মহারাজ! যাহারা ব্রহ্মাকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া অমৃতপান করিয়া থাকে, ঐ সেই বীরদ্বয় লঙ্কাকে মর্দ্দন করিবার বাসনা করিতেছে। মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ঐ যে বানরকে অবস্থান করিতে দেখিতেছেন, ঐ বীর ক্রুদ্ধ হইয়া বলসহকারে সমুদ্রকেও ক্ষুব্ধ করিয়াছিল। রাজন্! যে সমুদ্র লঙ্ঘন করতঃ লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া বৈদেহীর এবং [illegible] নারও অনুসন্ধান করিয়াছিল এবং [illegible] যাহাকে পূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন, ঐ দেখুন কেশ[illegible] রীর জ্যেষ্ঠপুত্র বাতাত্মজ সেই বিখ্যাত হনুমান পুনর্ব্বার আগমন করিয়াছে। যেরূপ বা[illegible] গতি রোধ হয় না, তদ্রূপ কেহই ঐ সর্ব্বকর্ম্ম সমর্থ কামরূপী রূপবান্ বলশালী বানরশ্রেষ্ঠ হনুমানের গতি রোধ করিতে পারে না। বাল্যকালে এই বীর এক দিবস উদয়শীল আদিত্যকে দর্শন করিয়া 'আদিত্যকে আহরণ না করিলে ভূলোকবর্ত্তি ফল-দ্বারা আমার ক্ষুধা নিবৃত্তি হইবে না' মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করতঃ ত্রিসহস্র যোজন পথ অতিক্রম করিয়া আদিত্যমণ্ডলে উত্তীর্ণ হইয়াছিল; পরন্তু দেব ঋষি ও রাক্ষসগণেরও অনাধৃষ্য সেই আদিত্য-দেবকে প্রাপ্ত না হইয়া উদয়াচলে পতিত হইল। মহারাজ! পূর্ব্বে এই বীরের [illegible]

। দৃঢ় ছিল, কিন্তু শিলাতলে পতিত মাত্রই ইহার একটি হনু কিঞ্চিৎ ভগ্ন য় এই বীর সেই ভূতপূর্ব্ব বৃত্তান্ত অনুরে হনুমান্ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এই রের বল রূপ এবং প্রভাব বর্ণন করা সকলেই সাধ্যাতীত, অধিক কি এ একাকীই স্বীয় জোবলে লঙ্কাকে মর্দ্দন করিবার নিমিত্তস্থিরঙ্কল্প হইয়াছে। রাজন্! পূর্ব্বে যে বীর আপার প্রতাপ-দ্বারা রুদ্ধ অগ্নিকে প্রজ্বালিত রিয়া তাহাকে লঙ্কামধ্যেই নিক্ষেপ করিয়াল, আপনি কি নিমিত্ত অদ্য সেই হনুমান্‌কে স্মৃত হইতেছেন ?'

'হনুমানের সমীপে যে শ্যামবর্ণ কমললাচন বীর উপবিষ্ট রহিয়াছেন, উনিই সেই ক্ষ্বাকুগণের অতিরথ এবং লোকে ইহাঁরই পৌরুষের কথা কীর্ত্তন করিয়া থাকে। মহাজ! ধর্ম্ম যাঁহাতে কখনই বিচলিত হয় না বং যিনি কখনই ধর্ম্মকে অতিক্রম করেন না, দবিদ্গণের অগ্রগণ্য যে বীর ব্রাহ্ম্য অস্ত্র ও খিল বেদ অবগত হইয়াছেন, যিনি বাণ-দ্বারা মেদিনীকে বিদারণ এবং গগণকেও ভেদ রিতে পারেন, যাঁহার পরাক্রম শক্রের ন্যায়ও ক্রোধ মৃত্যুর ন্যায় এবং জনস্থান হইতে আপনি াহার ভার্য্যাকে অপহরণ করিয়া আনিয়াছেন, সেই রাম আপনার সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছেন। রামচন্দ্রের ক্ষিণপার্শ্বে ঐ যে বিশুদ্ধ কাঞ্চনবর্ণ বিশালবক্ষঃ ক্তলোচন আকুঞ্চিত নীল কেশদাম বিভূ বীরকে দেখিতেছেন উহাঁরই নাম লক্ষ্মণ। তিবিশারদ যুদ্ধকুশল শস্ত্রধারিগণের অগ্রগণ্য মর্ষী দুর্জ্জয় জয়শীল বিক্রান্ত ও বলদর্পিত ামের দক্ষিণবাহু এবং বহিশ্চর প্রাণসদৃশ ঐ ীর লক্ষ্মণ ভ্রাতার হিতকর কার্য্যে এরূপ নুরক্ত যে রাঘবের জন্য আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত রিত্যাগ করিতেও কাতর হয়েন না। হারাজ! এই বীর একাকীই সকল রাক্ষস ধ করিবার কথা বলিতেছিলেন। রাক্ষসতুষ্টয়ে পরিবেষ্টিত হইয়া যে বীর রামের বামার্শ্বে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, উনিই রাক্ষ বিভীষণ। রাজন্! বিভীষণ রাজরাজ রামচন্দ্রকর্ত্তৃক লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া আপনার সহিত যুদ্ধকামনায় ক্রোধভরে অবস্থান করিতেছেন।'

'শাখামৃগগণের অধিপতি অচল গিরিবরের ন্যায় যাহাকে মধ্যে অবস্থান করিতে দেখিতেছেন, ঐ বীর হিমাচলের ন্যায় তেজঃ যশঃ বুদ্ধি, বল এবং আভিজাত্য দ্বারা সকল বানরকেই অতিক্রম করিয়াছেন,। রাজন্! যে বীর প্রধান যূথপতিগণের সহিত কিষ্কিন্ধ্যায় পর্ব্বতদুর্গস্থ দ্রুমসমাকুল ও অন্যের দুর্গম গুহামধ্যে অবস্থান করেন এবং দেবতা ও মনুষ্যগণের প্রার্থনীয়া লক্ষ্মী যাহাতে নিয়ত প্রতিষ্ঠিত সেই শতপদ্মঘটিত কাঞ্চনীমালা যাঁহার গলদেশে শোভা পাইতেছে, ঐ সেই বীর সুগ্রীব, রামসাহায্যে বালিকে নিহত করিয়া ঐ মাল্য, তারা এবং শাশ্বত কপিরাজ্য লাভ করিয়াছেন।'

'মহারাজ! মনীষিগণ যেরূপ সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে শত গুণিত শত সহস্রে এক কোটি, শত সহস্র কোটিতে শঙ্কু, শতসহস্র শঙ্কুতে মহাশঙ্কু, এক শত মহাশঙ্কু সহস্রে এক বৃন্দ, শত সহস্র বৃন্দে মহাবৃন্দ, শত মহাবৃন্দ সহস্রে পদ্ম, শত গুণিত সহস্র পদ্মে মহাপদ্ম, শত সহস্র মহাপদ্মে খর্ব্ব, শত সহস্র খর্ব্বে মহাখর্ব্ব, শত সহস্র মহাখর্ব্বে সমুদ্র এবং শত গুণিত সহস্র সমুদ্রে এক মহৌঘ হইয়া থাকে। মহারাজ! নিয়ত মহাবল পরিবৃত মহাবলপরাক্রম বানরেন্দ্র সুগ্রীব বীরবর বিভীষণাদি সচিবগণে পরিবৃত হইয়া আপনার সহিত যুদ্ধ করিবার বাসনায় শতাধিক কোটি মহৌঘ, শতাধিক কোটি সমুদ্র, শত খর্ব্ব, শত মহাখর্ব্ব, সহস্র মহাপদ্ম, শতপদ্ম, সহস্র মহাবৃন্দ, শত বৃন্দ, সহস্র মহাশঙ্কু, শত শঙ্কু, এবং লক্ষ কোটি বানর সৈন্যের সহিত লঙ্কায় উপস্থিত হইয়াছেন।'

'মহারাজ! প্রজ্বলিত গ্রহসদৃশী এই উপস্থিত বানরবাহিনী দর্শন করিয়া যাহাতে তাহার প্রতীকার হয় এবং শত্রুগণকর্ত্তৃক পরাজিত না হইয়া বিজয়ী হইতে পারেন, বিশেষ যত্নবান্ হউন্।'

ঊনত্রিংশ সর্গ।

শুক ও সারণের বাক্য অবসান হইলে রাক্ষসনাথ রাবণ শুককর্ত্তৃক সমাদিষ্ট বানরযূথপতিগণ, রামের দক্ষিণ হস্তের স্বরূপ মহাবীর্য্য লক্ষ্মণ, রামের সমীপস্থ ভ্রাতা বিভীষণ, সকল বানরগণের অধিপতি ভীমবিক্রম সুগ্রীব বালিনন্দন বলশালী অঙ্গদ, বিক্রান্ত হনুমান্, দুর্জ্জয় জাম্ববান্, সুষেণ, কুমুদ, নীল, প্লবগসত্তম নল, গজ, গবাক্ষ, শরভ, মৈন্দ এবং দ্বিবিদকে দর্শন করিয়া কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হৃদয় হইলেন এবং পরক্ষণেই জাতক্রোধ হইয়া সেই দুই বীর শুক ও সারণকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। শুক ও সারণ ভৎর্সিত হইয়া প্রণত ও অধোমুখে দণ্ডায়মান হইলে, রাবণ রোষগদ্গদস্বরে এইরূপ সক্রোধ পরুষ বাক্য সকল বলিতে আরম্ভ করিলেন। রাবণ কহিলেন 'নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ নৃপতির সম্মুখে তাঁহার অপ্রিয় নিবেদন করা উপজীবী সচিবগণের কখনই কর্ত্তব্য নহে! তোমরা জিজ্ঞাসিত না হইয়াও যে, যুদ্ধার্থ সমাগত প্রতিকূল শত্রুগণের বলোৎকর্ষ বর্ণন করিলে ইহা কি রাক্ষসরাজের মন্ত্রির কার্য্য হইয়াছে? আচার্য্য গুরু এবং বৃদ্ধগণকে বৃথা উপাসনা করিয়াছিলে, কারণ রাজধর্ম্ম সকলের সারভূত যে অনুজীবিধর্ম্ম তাহাই গ্রহণ করিতে পার নাই; অথবা গ্রহণ করতঃ বিস্মৃত হইয়া এই অজ্ঞানের ভার বহন করিতেছ। আমি আপন অদৃষ্ট বলেই ঈদৃশ সচিব লইয়া রাজ্য রক্ষা করিতেছি। শুভ এবং অশুভ আমার জিহ্বাগ্রবর্ত্তী ইহা জানিয়াও আমার নিকট এতাদৃশ পরুষবাক্য বলিতে তোমাদের কি মৃত্যুভয় উপস্থিত হইল না? বনমধ্যে পাদপগণ দহনস্পৃষ্ট হইয়াও কথঞ্চিৎ জীবিত থাকিতে পারে, কিন্তু রাজদ্রোহী অপরাধিগণ কখনই জীবিত থাকিতে পারে না। যদি পূর্ব্বকৃত উপকার স্মরণ করিয়া আমার ক্রোধের কিঞ্চিৎ উপশম না হইত, তাহা হইলে এই দণ্ডেই শত্রুপক্ষ প্রসংশক এই দুই পাপাত্মাকে বিনাশ করিতাম। তোমরা যেরূপ কৃতঘ্ন ও আমার প্রতি স্নেহবিহীন তাহাতে নিশ্চয়ই বধার্হ, কিন্তু তোমাদের পূর্ব্বকৃত উপকার সকল স্মরণ করিয়া বধ করিলাম না; সে যাহা হউক, তোমরা আমার নিকট হইতে দূরীভূত হও এবং আর আমার সভামধ্যে প্রবেশ করিও না।' শুক ও সারণ এইরূপে উক্ত হইয়া জয়শব্দ দ্বারা রাবণকে অভিনন্দিত করতঃ লজ্জিতভাবে উভয়েই সভা হইতে নিঃসৃত হইল।

অনন্তর নিশাচর দশগ্রীব 'চারগণকে শীঘ্র আমার নিকট আনয়ন কর' সমীপস্থ মহোদরকে এইরূপ আদেশ করিলে, মহোদর চারগণকে তথায় শীঘ্র উপস্থিত হইতে আদেশ করিল। তদনন্তর, চারগণ রাজশাসনে সত্বরে তথায় উপস্থিত হইয়া জয়সূচক আশীর্ব্বাক্য দ্বারা রাবণকে অভিনন্দিত করিলে রাক্ষসরাজ রাবণ সেই ভয়বিহীন, শূর বিশ্বাসী চারগণকে বলিলেন, 'তোমরা রাম এবং প্রীতিসহকারে সমাগত তাঁহার মন্ত্রিবর্গের কার্য্যকলাপ পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত শীঘ্র এস্থান হইতে গমন কর। তাহারা কিরূপে নিদ্রা যায়, জাগরিত অবস্থায় কি করে এবং অদ্যই বা কি করিবে, তোমরা নিপুণতা-সহকারে নিঃশেষ রূপে এই সমস্ত অবগত হইয়া আসিবে; কারণ বিচক্ষণ মহীপতিগণ চার দ্বারা শত্রুগণের অবস্থা অবগত হইয়া রণভূমিতে স্বল্পায়াসেই তাহাদিগকে নিরস্ত করিয়া থাকেন।'

চারগণ 'যথা আজ্ঞা' বলিয়া শার্দ্দূলকে পুরোবর্ত্তী করতঃ হৃষ্টান্তঃকরণে রাক্ষসেশ্বরকে প্রদক্ষিণ করিল; তদনন্তর রাক্ষসসত্তম মহাত্মা মহোদরকে প্রদক্ষিণ করিয়া যথায় রাম ও লক্ষ্মণ অবস্থান করিতেছেন, সেই স্থানে গমন করিল। চারগণ গমন করতঃ সুবেলশৈলসমীপে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিয়া রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীব ও বিভীষণকে দর্শন করিল এবং সেই বানরবাহিনী দর্শন করিয়া ভয়ে একান্ত বিহ্বল হইয়া পড়িল। পরন্তু রাক্ষসেন্দ্র ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ সেই রাক্ষসগণকে দেখিতে পাইয়া বানরগণদ্বারা তাহাদিগকে নিগৃহীত করিলেন এবং একান্ত পাপাশয় বলিয়া কেবল প্রধান চর শার্দ্দূলকেই বন্ধন করাইলেন, কিন্তু বানরগণ-

কর্ত্তৃক বধ্যমান দেখিয়া রাম তাহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন।

এইরূপে সেই চর রাক্ষসগণ, লঘুবিক্রম বিক্রান্ত বানরগণকর্ত্তৃক অর্দ্দিত এবং অনৃশংস রামচন্দ্রকর্ত্তৃক মুক্তি লাভ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ হতচেতনের ন্যায় পুনর্ব্বার লঙ্কামধ্যে প্রবেশ করিল। তদনন্তর, মহাবল নিত্যবহিশ্চর নিশাচর সেই চরগণ দশগ্রীব-সমীপে উপস্থিত হইয়া সুবেলশৈলের সমীপবর্ত্তী সেই রামবলের কথা নিবেদন করিল।

ইতি একোনত্রিংশ সর্গ ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশ সর্গ।

চারগণ সুবেলশৈলে নিবিষ্ট অক্ষোভ্যবল রামচন্দ্রের কথা সকল নিবেদন করিলে, রাবণ চারগণের বাক্যে মহাবল রামকে লঙ্কামধ্যে উপস্থিত শ্রবণ করতঃ কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্নহৃদয় হইয়া শার্দ্দূলকে বলিলেন, 'ওহে নিশাচর! তোমাকে বিবর্ণ এবং দীনের ন্যায় বোধ হইতেছে ইহার কারণ কি? শত্রুগণ ক্রুদ্ধ হইয়া কি তোমাকে বলপূর্ব্বক তাহাদের বশে আনয়ন করিয়াছিল? যাহা ঘটিয়াছে, তুমি সেই সমস্ত আমার নিকট যথাবৎ বর্ণন কর।'

ভয়বিহ্বল শার্দ্দূল এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া রাক্ষসশার্দ্দূল রাবণকে মন্দ মন্দ বাক্যে এইরূপ প্রত্যুত্তর প্রদান করিল; 'মহারাজ! রাঘবপালিত সেই বিক্রান্ত বলবান্ বানরপুঙ্গবগণের বলাবল বিচার করা চারগণের দুঃসাধ্য। রাজন্! পর্ব্বতসদৃশ বানরগণ চতুর্দ্দিকের পথ সকল এরূপে রক্ষা করিতেছে যে, সেই বানরপুঙ্গবগণের বলাবল বিচার করা দূরে থাকুক তাহাদের সহিত বাক্যালাপও করিতে পারিলাম না। বলপর্য্যবেক্ষণকালে আমরা প্রবেশ করিবামাত্রই বিভীষণসচিব রাক্ষসগণ আমাকে জানিতে পারিয়া বানরগণ দ্বারা বন্ধন এবং বিবিধ গতিতে বলমধ্যে পরিভ্রমণ করাইল। তদনন্তর, বলবান্ বানরগণ ক্রোধভরে জানু মুষ্টি দন্ত ও তল-দ্বারা প্রহার করতঃ ঘোষণাসহকারে সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করাইয়া পরিশেষে রামসন্নিধানে উপস্থিত করিল। মহারাজ! তৎকালে আমি বানরগণকর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া এরূপ বিহ্বল হইয়াছিলাম যে, আমার সকল ইন্দ্রিয়ই অবশ হইয়াছিল এবং সর্ব্বাঙ্গেই রুধিরধারা বহির্গত হইতেছিল, সুতরাং দীনাঙ্গ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রাঘব সন্নিধানে ক্ষমা প্রার্থনা করায় তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে মুক্ত করিয়া দিলেন। রাজন্! সেই তেজস্বী রামচন্দ্র শিলা এবং পর্ব্বতখণ্ড সকল দ্বারা মহাসাগরকে পরিপূরিত করতঃ সশস্ত্রে লঙ্কার দ্বারদেশে পুরুষ- ব্যূহমধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন; সম্প্রতি আমাকে বিসর্জ্জন করতঃ বানরগণে পরিবৃত হইয়া গরুড়-ব্যূহমধ্যে অবস্থান করিতেছেন। মহারাজ! বোধ হয় তিনি শীঘ্রই পুরমধ্যে প্রবেশ করিবেন, অতএব আপনি সত্বরেই সীতা প্রত্যর্পণ অথবা যুদ্ধদান এই উভয়ের একতর পক্ষ অবলম্বন করুন্।'

অনন্তর, রাক্ষসাধিপ রাবণ সেই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া মনোমধ্যে ক্ষণকাল চিন্তা করতঃ এই সুমহৎ বাক্য বলিলেন। হে সুব্রত! যদি দেব দানব ও গন্ধর্ব্বগণ একত্র হইয়া আমার প্রতিকূলে যুদ্ধ করে, অথবা ত্রিলোকবাসী সকল লোকই আমার প্রতিকূল হয়, তথাপি আমি ভীত হইয়া সীতাকে প্রত্যর্পণ করিব না।' অমিততেজস্বী রাবণ এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার শার্দ্দূলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে সৌম্য! তুমি ত সেই বানরবলের সর্ব্বত্রই পরিভ্রমণ করিয়াছ, সম্প্রতি সেই দুরাসদ বানরগণ কাহার পুত্র, কাহার পৌত্র, তাহাদের শরীরকান্তিই বা কিরূপ, কাহারাই বা শূর বলিয়া বিখ্যাত? তুমি এই সমস্ত আমার নিকট যথাবৎ বর্ণন কর; তাহা হইলে আমি তাহাদের বলাবল জানিতে পারিয়া পশ্চাৎ তাহার প্রতিবিধান করিব; কারণ বিজিগীষু নৃপতির অগ্রে শত্রুর সেনা সংখ্যা করা ও তাহাদের বলাবল জ্ঞাত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

চরপ্রবর শার্দ্দূল এইরূপে উক্ত হইয়া রাবণ সন্নিধানে এই কথা বলিতে আরম্ভ করিল। 'মহারাজ! সেই বল মধ্যে ঋক্ষ রাজার ক্ষেত্র-

সম্ভূত বানরবর সুগ্রীব অবস্থান করিতেছেন। গদ্গদের পুত্র লোকবিশ্রুত জাম্ববান্ এবং যাহার পুত্র একাকীই রাক্ষসগণের মহতী দুর্দ্দশা সম্পাদন করিয়াছিল, সেই গদ্গদের ক্ষেত্রজ পুত্র এবং দেবরাজের গুরু বৃহস্পতির পুত্র কেশরীও তথায় অবস্থান করিতেছে। রাজন্! সেই বানরগণের মধ্যে ধর্ম্মাত্মা বীর্য্যবান্ সুষেণ ধর্ম্মের এবং সৌম্যমূর্ত্তি কপিবর দধিমুখ চন্দ্রের সন্তান। তথায় সুমুখ, দুর্ম্মুখ এবং বেগদর্শী নামক যে তিনটি বানর আছে, তাহাদিগকে দেখিলেই বোধ হয় যেন, বিধাতা বানররূপে সাক্ষাৎ মৃত্যুকেই সৃষ্টি করিয়াছেন। অগ্নিতনয় নীল স্বয়ং সেনাপতি হইয়াছেন। অনিলতনয় বিখ্যাত হনুমান্ও তথায় অবস্থান করিতেছেন। দেবরাজের নপ্তা বলবান্ দুর্দ্ধর্ষ যুবা অঙ্গদ অশ্বিতনয় বলশালী মৈন্দ ও দ্বিবিদ এবং কালান্তযমসদৃশ বৈবস্বতাদি যম পঞ্চকের পুত্র গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ ও গন্ধমাদন এই বীরগণ সকলেই তথায় অবস্থান করিতেছেন। দেবনন্দন অপর যে দশকোটি শূর শ্রীমান্ বানরগণ যুদ্ধকামনায় লঙ্কায় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদের বিষয় বলিয়া শেষ করিতে পারি না।

'মহারাজ! যিনি জনস্থানবাসী সকল রাক্ষসকেই বিনাশ করিয়াছেন, যৎকর্ত্তৃক খর দূষণ ত্রিশিরা বিরাধ ও অন্তকসদৃশ কবন্ধ নিহত হইয়াছে এবং রণভূমিতে কেহই যাঁহার সদৃশ পরাক্রম প্রকাশ করিতে পারে না, পৃথিবীতে কোন মনুষ্যেই সেই মৃগরাজ পরাক্রম যুবা রামের গুণ বর্ণন করিতে সমর্থ নহে। রাজন্! যাঁহার বাণপথে পতিত হইলে দেবরাজও জীবন রক্ষা করিতে পারেন না, সেই গজ রাজসদৃশ ধর্ম্মাত্মা লক্ষ্মণও তথায় রহিয়াছেন। শ্বেত ও জ্যোতির্ম্মুখ নামক ভাস্কর পুত্রদ্বয়, বরুণপুত্র বানর হেমকূট, বিশ্বকর্ম্মনন্দন কপিসত্তম নল এবং বিক্রান্ত বেগবান্ বসু পুত্র দুর্দ্ধরও তথায় রহিয়াছে। রাঘব হইতে লঙ্কারাজ্য লাভ করিয়া তাঁহার হিতসাধনবাসনায় আপনার ভ্রাতা রাক্ষস শার্দ্দূল বিভীষণও তথায় অবস্থান করিতেছেন। মহারাজ! এই ত সুবেল শৈলে অধিষ্ঠিত বানরবলের বিষয় কথিত হইল, অতঃপর যাহা কর্ত্তব্য হয়, আপনি বিধান করুন্।

ইতি ত্রিংশ সর্গ ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশ সর্গ।

এইরূপে চারগণ লঙ্কামধ্যে সুবেল শৈলে অধিষ্ঠিত অক্ষোভ্যবল রাঘবের বিষয় নিবেদন করিলে রাক্ষসপতি রাবণ মহাবল রামকে উপস্থিত জানিতে পারিয়া কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্নহৃদয় হইলেন এবং সচিবগণকে এই কথা বলিলেন। 'ওহে রাক্ষসগণ! সম্প্রতি আমাদের মন্ত্রণাকাল উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আমার মন্ত্রিগণকে শীঘ্র সভামধ্যে উপস্থিত কর' তদনন্তর মন্ত্রিগণ রাজশাসন অবগত হইয়া সত্বরে সভামধ্যে উপস্থিত হইলে, রাবণ সেই রাক্ষস সচিবগণের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন এবং মন্ত্রণাকার্য্য শেষ হইলে সচিবগণকে বিদায় দিয়া স্বয়ং পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তদনন্তর, রাক্ষসনাথ মায়াবী রাবণ মায়াবিশারদ মহাবল রাক্ষস বিদ্যুজ্জিহ্বকে লইয়া মৈথিলী সন্নিধানে গমন করিতে মানস করিয়া তাহাকে কহিলেন; 'ওহে নিশাচর! আমরা উভয়ে মায়াবলে জনকাত্মজাকে মোহিত করিব, অতএব তুমি মায়াবিরচিত রাঘবমস্তক এবং একটি সশর শরাসন গ্রহণ করতঃ সীতাসন্নিধানে আমার নিকট উপস্থিত হইবে।'

নিশাচর বিদ্যুজ্জিহ্ব এইরূপ উক্ত হইয়া তাহাই স্বীকার করতঃ রাবণকে সেই মায়া প্রদর্শন করাইল; রাক্ষসপতি মহাবল রাবণ তাহার সেই মায়াকার্য্যে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বিভূষণাদি পারিতোষিক প্রদান করতঃ সীতাদর্শনবাসনায় অশোকবন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কুবেরানুজ রাবণ অশোকবনমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দূর হইতে শোককর্ষিতা, ভর্ত্তৃধ্যানপরায়ণা, ঘোররূপ রাক্ষসীগণকর্ত্তৃক উপাস্যমানা এবং অদীনার্হা হইয়াও দীনের ন্যায় অধোমুখে ভূতলে উপবিষ্টা জনকনন্দিনীকে দেখিতে পাইলেন। তদনন্তর কিঞ্চিৎ অগ্র-

সর হইয়া হর্ষসহকারে আপনার নাম কীর্ত্তন করতঃ মৈথিলীকে এই সপ্রগল্ভ বাক্য বলিলেন 'হে ভদ্রে! আমি বহুবিধ সান্ত্বনাবাক্য কহিলেও তুমি যাহাকে আশ্রয় করিয়া আমার বাক্যে অশ্রদ্ধা করিতে, তোমার সেই খরহন্তা ভর্ত্তা রাঘব সমরে নিহত হইয়াছে সুতরাং সম্প্রতি তোমার মূল ছিন্ন ও দর্প হত হইল। অয়ি! মূঢ়ে জনকনন্দিনি! এখন সেই মৃত পতি লইয়া আর কি করিবে? অতএব এই উপস্থিত বিপদ্‌কালে এই দুর্ব্বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া আমার ভার্য্যা হও। হে অল্পপুণ্যে পণ্ডিতমানিনি মূঢ়ে জানকি! তুমি এতদিন যে রামের আশায় দিন যাপন করিতেছিলে, তোমার সে আশা ত শেষ হইল, অতএব হে ভদ্রে! সম্প্রতি আমার ভার্য্যাগণের মধ্যে প্রধানা হইয়া কাল যাপন কর। হে সীতে! নিদারুণ বৃত্রবধের ন্যায় তোমার সেই ভ যেরূপে নিহত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ কর;—রাঘব আমাকে বধ করিবার নিমিত্ত বানরেন্দ্র সুগ্রীবপ্রণীত সুমহৎ বলে পরিবৃত হইয়া সমুদ্রপারে আগমন করতঃ দিবাকরের অস্তাচলে গমনকালে সেনাগণকে সমুদ্রের উত্তরতীরে সন্নিবেশিত করিয়া স্বয়ং তথায় অবস্থান করিতেছিল। পরন্তু, বানরবল পথশ্রান্তি নিমিত্ত নিতান্ত কাতর হইয়া সুখে নিদ্রিত হইলে আমার প্রথমযামিক চরগণ তাহাদের সমস্ত কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আইসে। তদনন্তর, প্রহস্ত আমার সুমহৎ বলে পরিবৃত হইয়া যথায় লক্ষ্মণের সহিত রাম অবস্থান করিতেছিল, সেই স্থানে গমন করতঃ রাত্রি মধ্যেই বানরগণকে আক্রমণ করিল এবং রাক্ষসগণ পট্টিশ, পরিঘ, চক্র, ঋষ্টি, দণ্ড নামক মহাস্ত্র, বাণ, সুশানিত শূল, কূট, মুদ্গর, যষ্টি, তোমর, পাশ ও মুষল সকল উদ্যত করিয়া বানরগণের উপর পাতিত করায় তাহারা সকলেই বিনষ্ট হইয়াছে। সেই সময় রামও সুখে নিদ্রা যাইতেছিল, তদ্দর্শনে প্রমথনশীল প্রশস্ত হস্তলাঘব দর্শন করাইয়া সুমহৎ অসির দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিয়াছে। বিভীষণ ও লক্ষ্মণ ইচ্ছানুসারে দিগ্বিভাগে পলায়িত হইলেও অপর বানরসৈন্যগণের সহিত নিগৃহীত হইয়াছে। হে সীতে! বানররাজ সুগ্রীব ভগ্নগ্রীব হইয়া শয়ান রহিয়াছে এবং রাক্ষসগণ হনুমানকে হনুহীন করিয়া নিহত করিয়াছে। জাম্ববান্ ভয়ে উৎপতিত হইলে রাক্ষসগণ বহুসংখ্যক পট্টিশের দ্বারা তাহার জানুদ্বয়ে আঘাত করায় সে নিহত হইয়া ছিন্নমূলবৃক্ষের ন্যায় পতিত হইয়াছে। অরিনিসূদন, হরিসত্তম মৈন্দ ও দ্বিবিদ রাক্ষসগণকর্ত্তৃক অসি দ্বারা মধ্যদেশে আহত হইয়া পতিত হইয়াছে; দেখিলাম, তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ রুধিরধারায় পরিপ্লুত হইয়াছে এবং ঘননিশ্বাস বহিতেছে। মধ্যস্থল বিদীর্ণ হওয়ায় পনসের ন্যায় ভূমিতে পতিত হইয়াছে। বহুসংখ্যক নারাচ দ্বারা ছিন্ন হইয়া বানর দরীমুখ দরীমধ্যে শয়ান রহিয়াছে। মহাতেজস্বী কুমুদ আহত হইয়া নিঃশব্দেই পতিত হইয়াছে। অঙ্গদ বহুশরে ছিন্ন হইয়া নিহত হইয়াছে; তাহার অঙ্গদ ভূমিতে নিপতিত হইয়াছে এবং সর্ব্বাঙ্গ হইতে রুধিরধারা বহির্গত হইতেছে, বানরগণ বায়ুবেগসঞ্চালিত অম্বুদদামের ন্যায় হস্তী ও রথ সকলের দ্বারা মর্দ্দিত হইয়া ইতস্ততঃ শয়ান হইয়াছে। যে রূপ মহামাতঙ্গগণ সিংহকর্ত্তৃক অনুধাবিত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করে, তদ্রূপ বানরগণ রাক্ষস সকলের দ্বারা সন্তাড়িত ও প্রপীড়িত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিয়াছে। ঋক্ষগণ বানরদলের সহিত মিশ্রিত হইয়া লুক্কায়িতভাবে বৃক্ষোপরি আরোহণ করিয়াছে, কেহবা, সমুদ্রে পতিত হইয়াছে এবং কেহ বা গগণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। এইরূপে সাগরতীর, শৈল এবং বনমধ্যে পিঙ্গলাক্ষ ও বিরূপাক্ষ রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক বহুসংখ্যক বানর বিনষ্ট হইয়াছে। জানকি! এইরূপে আমার সেনাগণ কর্ত্তৃক তোমার ভর্ত্তা সসৈন্যে নিহত হইয়াছে, তোমার প্রত্যয়ার্থ তাহার রুধিরার্দ্র ছিন্ন মস্তকও আনয়ন করিয়াছি'।

তদনন্তর পরম দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসনাথ রাবণ সীতার সম্মুখেই সীতা সমীপবর্ত্তিনী এক রাক্ষসীকে বলিলেন 'যে রণভূমি হইতে স্বয়ং রামের ছিন্ন মস্তক আহরণ করিয়াছে, সেই ক্রূর

কর্ম্মা রাক্ষস বিদ্যুজ্জিহ্বকে শীঘ্র আনয়ন কর।' অনন্তর, বিদ্যুজ্জিহ্ব রাঘবের মস্তক ও সশর শরাসন গ্রহণ করতঃ সত্বরে রাবণসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া প্রণতি পুরঃসর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। রাবণ সচিবপ্রবর মহাজ্জিহ্ব বিদ্যুজ্জিহ্বকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া বলিলেন;—'দাশরথির ছিন্নমস্তক শীঘ্র সীতা সম্মুখে রক্ষা কর; এই কৃপণা সীতা স্বীয় ভর্ত্তার পশ্চিমাবস্থা দর্শন করুক্।' রাক্ষস বিদ্যুজ্জিহ্ব এইরূপে উক্ত হইয়া সেই প্রিয়দর্শন মুখ সীতার সম্মুখে রক্ষা করতঃ শীঘ্রই অন্তর্হিত হইল। তদনন্তর, রাবণ বলিলেন 'সীতে! দেখ এই সেই রাঘবের ত্রিলোকবিখ্যাত দীপ্তিশীল সুমহৎ কার্ম্মুক। প্রহস্ত নিশাকালে তোমার সেই মানুষ রামকে নিহত করিয়া এই জ্যাসমাবৃত সুমহৎ কার্ম্মুক আনয়ন করিয়াছে।'

অনন্তর, রাবণ বিদ্যুজ্জিহ্ব সমাহৃত সেই মস্তক ও শরাসন যশস্বিনী জনকনন্দিনীর সম্মুখে অবস্থাপিত করিয়া সীতাকে বলিলেন 'যাহা হইবার হইয়াছে, এখন আমার বশীভূত হওয়াই তোমার কর্ত্তব্য।'

ইতি একত্রিংশ সর্গ ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

সীতা সেই উত্তম কার্ম্মুক ও ছিন্ন মস্তক দর্শন করিয়া এবং হনুমান্ যাহাদিগকে সুগ্রীবের সচিব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাহাদের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ক্রোশমানা কুররীর ন্যায়, বহুক্ষণ রোদন করিলেন। তদনন্তর, নয়ন, মুখবর্ণ, কেশ, ললাট, সেই মঙ্গলজনক চূড়ামণি এবং অপর বহুবিধ অভিজ্ঞান-দ্বারা পরীক্ষা করিয়া যখন তাহাতে ভর্ত্তৃমুখের কোন বৈলক্ষণ্যই দেখিতে পাইলেন না তখন রোদন করিতে করিতে কৈকেয়ীকে নিন্দা করিয়া বলিলেন;—'রে কলহশীলে কেকয়ি! তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল, কারণ তৎকর্ত্তৃকই কুলনন্দন রাম নিহত হইলেন এবং সুমহৎ রঘুকুলও উৎসাদিত হইল। হায়!!! আর্য্যপুত্র রাম তোর এরূপ কি অহিতাচরণ করিয়াছিলেন যে, তুই চীরবসন পরিধান করাইয়া আমার সহিত তাঁহাকে প্রব্রাজিত করিয়াছিলি!!! এই কথা বলিয়াই তপস্বিনীবালিকা বিদেহনন্দিনীর দেহ কম্পিত হইতে লাগিল এবং তিনি ছিন্নমূল কদলীবৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। তদনন্তর, আয়তলোচনা সীতা আশ্বাসিত হইয়া বহুবিলম্বে চৈতন্য লাভ করিলেন এবং নিকটে সেই ছিন্নমস্তক রাখিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।

'হা মহাবাহো! আমি জীবিত থাকিয়াও বিনষ্ট হইলাম, তুমি বীরবরের ন্যায় পিতৃসত্য প্রতিপালন করিলে কিন্তু, আমি বিধবা হইয়া তোমার সেই পশ্চিমদশার অনুবর্ত্তিনী হইলাম। হা নাথ! প্রথমে ভর্ত্তৃমরণ হইলে তাহা নারীর দোষবশতঃই অনুভূত হইয়া থাকে, কিন্তু, আমাকে সাধ্বী জানিয়াও তুমি কি নিমিত্ত সাধুর ন্যায় অগ্রে গতাসু হইলে। হায়! আমি সুমহৎ দুঃখে পতিত হইয়া শোকসাগরে নিমগ্ন হওয়ায়, তুমি আমাকে তাহা হইতে পরিত্রাণ করিতে উদ্যত হইয়াই নিহত হইলে। হা নাথ! ভবাদৃশ পুত্রসত্বেও আমার সেই শ্বশ্রূ কৌসল্যা কি নিমিত্ত বৎসলা ধেনুর ন্যায় বিবৎসা হইলেন। রাঘব! বসিষ্ঠাদি দৈবজ্ঞ মহর্ষিগণ তোমাকে দীর্ঘায়ু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তুমি অল্পায়ুর ন্যায় গতাসু হওয়ায় তাঁহাদের বাক্য মিথ্যা হইল। তুমি প্রাজ্ঞ হইয়াও যে প্রজ্ঞানাশ বশতঃ সুপ্তাবস্থায় শত্রুর বশীভূত হইয়াছ, বোধ হয় তাহা কালকর্ত্তৃকই হইয়াছে, কারণ কালই সর্ব্বভূতের ঈশ্বর। হা নীতিশাস্ত্র বিশারদ! তুমি আসন্ন বিপৎ সকলের উপায়জ্ঞ ও তাহার প্রতীকার সমর্থ হইয়াও কি নিমিত্ত এই অদৃষ্ট মৃত্যুর বশবর্ত্তী হইলে। হা কমললোচন! আমিই কি অতিনৃশংস ঘোররূপা কালরাত্রির স্বরূপ হইয়া তোমাকে আলিঙ্গন করতঃ অভিভূত করিয়া হরণ করিলাম। হা মহাবাহো পুরুষপুঙ্গব! তপস্বিনীর ন্যায় আমাকে পরিত্যাগ করতঃ প্রিয়তমা রমণীর ন্যায় পৃথিবীকে আলিঙ্গন করিয়া কোথায় শয়ন করিয়াছ? তুমি আমার সহিত গন্ধমাল্যাদির দ্বারা নিয়ত

যাহার অর্চ্চনা করিতে এবং যাহা আমার অতিশয় প্রিয় ছিল, তোমার সেই এই কাঞ্চন-ভূষিত ধনুর একি অবস্থা হইয়াছে! হা অনঘ! তুমি নিশ্চয়ই অমরধামে আমার শ্বশুর, পিতৃসম দশরথ এবং অপর পিতৃগণের সহিত সঙ্গত হইয়াছ। যিনি অন্তরীক্ষে নক্ষত্ররূপে অবস্থান করিতেছেন, সেই রাজর্ষি ত্রিশঙ্কুর পবিত্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তুমি পিতৃবাক্য পালনরূপ সুমহৎ কার্য্য করিলে; কিন্তু এরূপ পুণ্যলাভ করিয়া যে এতাদৃশ মহর্ষিবংশে উপেক্ষা প্রদর্শন করতঃ সুরধামে গমন করিলে, ইহা নিতান্ত অনুচিত হইল। হা রাজন্! তুমি বাল্যকালেই যে বালিকাকে সহচারিণী ভার্য্যা বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলে, এখন কি নিমিত্ত তাহার কথায় প্রত্যুত্তর দান অথবা তাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছ না? হা কাকুৎস্থ! তুমি পাণিগ্রহণকালে 'তোমার সহিত ধর্ম্ম কর্ম্ম আচরণ করিব' এইরূপ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহা স্মরণ কর এবং আমাকেও তোমার অনুগামিনী কর। হা সদ্গতিমন্! আমাকে দুঃখভাগিনী করিবার নিমিত্ত ইহলোকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি কি নিমিত্ত পরলোকবাসী হইলে। হায়!!! তোমার যে মঙ্গলময় মনোহর গাত্র কেবল আমিই আলিঙ্গন করিতাম, অধুনা সেই শরীরই রাক্ষসগণকর্ত্তৃক ইতস্ততঃ আকর্ষিত হইবে। তুমি অগ্নিষ্টোমাদি বিবিধ ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞ করিয়া এখন কি নিমিত্ত বৈতান অগ্নিতে সংস্কৃত হইতেছ না? হায়! আমরা তিনজনে বনবাসে আগমন করিয়াছিলাম, কিন্তু কৌশল্যা একমাত্র লক্ষ্মণকেই প্রত্যাগত দেখিয়া শোকসাগরে নিমগ্না হইবেন। অনন্তর, লক্ষ্মণকে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নিশ্চয়ই বানরবলের বধ এবং তুমিও যে রাত্রিকালে রাক্ষসগণকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছ, তাহাও বলিবেন। হা রাঘব! তৎকালে তোমাকে সুপ্তাবস্থায় নিহত এবং আমাকে রাক্ষসগণের গৃহগতা শ্রবণ করিয়া তাঁহার হৃদয় কি শতধা বিদীর্ণ হইবে না? হায়! এই দুঃশীলার নিমিত্তই নিষ্পাপ নৃপনন্দন রাঘব সমুদ্র পার হইয়া গোষ্পদে নিহত হইলেন। হায়! আর্য্যপুত্র রাম অজ্ঞানবশতঃই এই কুলনাশিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন; কারণ, সেই ভার্য্যাই পরিণামে তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইল। হা আর্য্য! যখন আমি সর্ব্বাতিথিপ্রিয় তোমার ভার্য্যা হইয়াও এই অল্প বয়সেই এখানে শোক করিতে থাকিলাম, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে আমি পূর্ব্ব জন্মে গোভূহিরণ্যাদি কোন দানই আচরণ করি নাই। রাবণ! তুমি শীঘ্রই রামের উপর আমাকে বিনাশ করিয়া এই পতিপত্নী-সংযোজনরূপ কল্যাণজনক কার্য্যটি সম্পাদন কর। দশানন! তুমি রাঘবের দেহ ও মস্তকের সহিত আমার দেহ ও মস্তককে সংযোজিত কর, তাহা হইলেই মহাত্মা ভর্ত্তার অনুগামিনী হইয়া তদনুরূপ খ্যাতি লাভ করিব'।

আয়তলোচনা জনকনন্দিনী ভর্ত্তার ছিন্ন মস্তক ও সেই সুমহৎ কার্ম্মুক দর্শন করতঃ নিতান্ত দুঃখসন্তপ্ত হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন।" এই সময় প্রহস্তপ্রেরিত একজন দ্বাররক্ষকরাক্ষস রাবণসম্মুখে উপস্থিত হইয়া অভিবাদন করতঃ 'আর্য্যপুত্র বিজয়ী হউন্, এই কথা বলিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল; মহারাজ! সেনাপতি প্রহস্ত সচিবগণের সহিত দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছেন এবং আপনার দর্শনাভিলাষী হইয়া আমাকে স্বামিসন্নিধানে প্রেরণ করিয়াছেন। রাজন্! বোধ হয় নিশ্চয়ই কোন অত্যাবশ্যক রাজকার্য্য উপস্থিত হইয়াছে, সে জন্যই তাঁহারা এই অসময়ে উপস্থিত হইয়াছেন, অতএব আপনি তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করুন্'।

দশানন রাক্ষসকথিত সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, অশোকবন পরিত্যাগ করতঃ সত্বরে মন্ত্রিগণের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাহাদের প্রমুখাৎ রামের পরাক্রম অবগত হইয়া তদ্বিষয়ের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার এবং তদনুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। এদিকে রাবণের বহির্গমনের সঙ্গেই মায়াকল্পিত সেই রামমুণ্ড এবং সেই উত্তম কার্ম্মুকও অন্তর্হিত হইল। অনন্তর,

রাক্ষসেন্দ্র রাবণ সভামধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই ভীমবিক্রম রাক্ষসগণের সহিত রামবিষয়ে আপনার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের মন্ত্রণা স্থির করিতে লাগিলেন। তদনন্তর, কালসদৃশ রাক্ষসনাথ রাবণ নিকটস্থ হিতৈষী সেনানায়কগণকে বলিলেন 'তোমরা কোণাহত ভেরী শব্দ দ্বারা শীঘ্র আমার সেনাগণকে এই স্থানে আনয়ন কর, কিন্তু কাহাকেও আহ্বানের কারণ বলিবেন না।' তদনন্তর, সেই যুদ্ধাভিলাষী দূতগণ 'তথাস্তু' বলিয়া রাক্ষসরাজের বাক্য স্বীকার করতঃ সেই সুমহৎ রাক্ষসবলকে তথায় উপস্থিত করিয়া, স্বামিসন্নিধানে তাহাদের আগমনবার্ত্তা নিবেদন করিল।

ইতি দ্বাত্রিংশ সর্গ ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

এদিকে সরমানাম্নী রাক্ষসী সীতাকে মোহিত দেখিয়া প্রণয়িনী সখীর ন্যায় তাঁহার নিকটবর্ত্তিনী হইল এবং মৃদু বাক্যে সেই রাব মোহিতা পরমদুঃখিতা জনক নন্দিনীকে আশ্বাসিত করিতে লাগিল। সরমা রাবণাদেশে সীতার রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আপনার পরোপকাররূপ দৃঢ়ব্রত ও দুঃখিতের প্রতি সদয় ব্যবহার দ্বারা সীতার প্রণয়িনী সখী হইয়াছিল। অনন্তর, সরমা গতচেতনা সুব্রতা সখী সীতাকে ঘোটকীর ন্যায় ধূলিতে লুঠ্যমানা এবং পরক্ষণেই উত্থিতা দেখিয়া স্নেহভরে সমাশ্বাসিত করতঃ বলিল 'হে ভীরু! তুমি রাবণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়া তাহাকে যে প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছ, আমি সখী স্নেহবশতঃ রাবণভয় বিসর্জ্জন করতঃ এই গহন অশোকবনে অন্তরীক্ষে অবস্থান করিয়া সেই সমস্তই শ্রবণ করিয়াছি। হে বিশাললোচনে! আমি তৎকর্ত্তৃকই তোমার রক্ষণকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছি, সুতরাং তোমার জন্য যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি, তাহাতে রাবণ হইতে ভয়ের আশঙ্কা কি? হে মৈথিলি! সেই রাক্ষসাধিপ রাবণ যে কারণে এস্থান হইতে সসম্ভ্রমে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিল, আমি তাহার পশ্চাতে গমন করিয়া সেই সমস্তই অবগত হইয়া আসিয়াছি। সেই সর্ব্বান্তর্যামী রামের সুপ্তাবস্থায় তাঁহার সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করাও সকলেরই সাধ্যাতীত এবং তাদৃশ অবস্থায় সেই পুরুষ শার্দ্দূল রামকে বধ করাও যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। রামের কথা দূরে থাকুক, সুররাজরক্ষিত সুরগণের ন্যায় রাঘবরক্ষিত সেই পাদপযোধী বানরগণকে নিহত করাই দুঃসাধ্য। সখি! যাঁহার সুবৃত্ত ভুজদ্বয় জানুদেশ পর্য্যন্ত লম্বিত সেই মহোরস্ক, প্রতাপশালী ধন্বী সন্নাহধারী বিক্রান্ত নিয়ত আত্মপর রক্ষণ সমর্থ ত্রিলোক বিশ্রুত নীতিশাস্ত্রবিদ্ প্রতাপবান্ শ্রীমান্ রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত কুশলে আছেন। হে সীতে! পরবলহন্তা অচিন্ত্যবল পৌরুষ শত্রুনিবর্হণ শ্রীমান্ রঘুনন্দন নিহত হয়েন নাই; অযুক্তবুদ্ধি ক্রূরকর্ম্মা সর্ব্বভূতবিরোধী ভীষণমূর্ত্তি মায়াবী রাবণ তোমার নিকট মায়াপ্রকাশ করিয়াই এইরূপ করিয়াছে। হে সীতে! তোমার শোক বিগত এবং সুমহৎ কল্যাণ উপস্থিত হইয়াছে; হে মান্যে! তুমি অচিরকাল মধ্যেই মহতী সম্পত্তি লাভ করিবে; কারণ, তোমার নিমিত্ত যে মঙ্গলময় কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছে তাহা শ্রবণ কর।'

'রাম বানরসেনার সহিত সমুদ্র পার হইয়া মহাসাগরের দক্ষিণতীরে সন্নিবিষ্ট হইয়াছেন। আমি অন্তরীক্ষ হইতে দেখিয়াছি, পরিপূর্ণার্থ কাকুৎস্থ রাম সাগরতীরস্থ বানরবল-দ্বারা রক্ষিত হইয়া লক্ষ্মণের সহিত অবস্থান করিতেছেন। রাবণ যে লঘুবিক্রম রাক্ষসগণকে প্রেরণ করিয়াছিল, তাহারা প্রত্যাবৃত হইয়া রাবণ সন্নিধানে 'রাম সমুদ্রতীরে উত্তীর্ণ হইয়াছেন' এইরূপ সমাচার প্রদান করিয়াছে। হে আয়ত লোচনে! রাক্ষসনাথ রাবণ সেই কথা শ্রবণ করিয়া সচিবগণের সহিত মন্ত্রণা করিতেছেন'। সরমা এই কথা বলিতেছে, ইত্যবসরে তাঁহারা সেনাগণের সমরোদ্যোগজনিত ভীষণ সিংহনাদ শ্রবণ করিলেন। মধুরভাষিণী সরমা সেই দণ্ডনির্ঘাতবাদিনী ভেরীর সুমহৎ শব্দ শ্রবণ করিয়া সীতাকে

বলিলেন ;—'হে ভীরু! যে ভেরীরব শ্রবণে সেনাগণ সন্নাহধারণাদিরূপ সমরোদ্যোগ করিয়া থাকে, মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় ঐ সেই ভীষণ ভেরীনিনাদ শ্রবণ কর। ঐ দেখ, মদমত্ত মাতঙ্গগণ সমরসজ্জায় সজ্জিত এবং তুরঙ্গমগণ রথে যোজিত হইতেছে; সন্নাহধারী অসংখ্য বীরগণ প্রাসহস্তে অশ্বে আরোহণ করিতেছে এবং যেরূপ মহাসাগর ঊর্ম্মিমালায় পরিপূর্ণ হয়, তদ্রূপ রাজমার্গ অদ্ভুতদর্শন বেগবান্ শব্দায়মান সেনাগণে পরিপূরিত হইয়াছে। ঐ দেখ, রাক্ষসেন্দ্রের অনুযায়ী বেগবান্ রাক্ষসগণ সম্ভ্রান্ত হইয়া সুশাণিত শস্ত্র চর্ম্ম ও বর্ম্ম সকল ইতস্ততঃ ক্ষেপণ করিতেছে এবং তুরঙ্গ মাতঙ্গও রথ প্রভৃতি বাহন সকল নির্গত হইয়াছে। গ্রীষ্মকালে বনদহনকারী বিভাবসুর ন্যায় ঐ নানাবর্ণসমুত্থিত প্রভা দর্শন কর। হে সীতে! ঐ ঘণ্টানির্ঘোষ রথ সকলের নেমিনিস্বন এবং তূর্য্যনিনাদ ও তুরঙ্গগণের হ্রেষিতশব্দ শ্রবণ কর। রাক্ষসেন্দ্র রাবণের অনুযায়ী উদ্যতায়ুধ রাক্ষসগণের লোমহর্ষণকর তুমুল সম্ভ্রম দর্শন কর। হে কমলদললোচনে! বাসব হইতে দৈত্যগণের ন্যায় রাম হইতে রাক্ষসগণের সুমহৎ ভয় উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে নিশ্চয়, বোধ হইতেছে, তুমি অচিরকালমধ্যেই মহতী সম্পত্তি লাভ করিবে। তোমার ভর্ত্তা জিতক্রোধ অচিন্ত্যপরাক্রম রাম শীঘ্রই রণভূমিতে রাবণকে জয় ও নিহত করিয়া তোমাকে লাভ করিবেন। যেরূপ অরিন্দম ইন্দ্র উপেন্দ্রের সহিত শত্রুগণের উপর পরাক্রম প্রকাশ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ তোমার ভর্ত্তা রামও লক্ষ্মণের সহিত সুমহৎ পরাক্রম প্রকাশ করিবেন। তোমার শত্রু নিহত হইলে তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে এবং তোমাকে সেই সমাগত স্বামীর অঙ্কে অবস্থান করিতে দেখিব। হে জানকি! তুমি শীঘ্রই সেই মহোরস্ক ভর্ত্তাকর্ত্তৃক গাঢ়রূপে আলিঙ্গিত হইয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিবে। হে সীতে! তুমি এই কয়েক মাস জঘনদেশলম্বিত যে একমাত্র বেণী ধারণ করিয়াছ, মহাবল রাম শীঘ্রই সেই বেণী সংযত করিবেন। হে দেবি! যেরূপ পন্নগী নির্ম্মোক ত্যাগ করে, তদ্রূপ তুমি সমুদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সেই ভর্ত্তৃমুখ দর্শন করিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিবে। হে মৈথিলি! সুখার্হ রাম অচিরকালমধ্যেই রণভূমিতে রাবণকে নিহত করিয়া তোমার সহিত সুখ লাভ করিবেন। সুবর্ষ পরিতৃপ্ত শস্যপূর্ণ বসুন্ধরার ন্যায় তুমি রামসন্দর্শন লাভে পরিতৃপ্ত হইয়া আনন্দ লাভ করিবে। হে দেবি জানকি! যিনি গিরিবর সুমেরুর চতুর্দ্দিকে অশ্বের ন্যায় বর্ত্তুলগতিতে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন, তুমি সম্প্রতি সেই প্রকৃতিপুঞ্জের মঙ্গলকর তোমাদের কুলদেবতা দিবাকরের শরণাগতা হও!'

ইতি ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

সন্তপ্ত মহীতে জলসেচনের ন্যায় সরমা এইরূপে সেই রাবণবাক্যমুগ্ধা জনকনন্দিনীর সন্তাপিত হৃদয় শীতল করিল। তদনন্তর, কালজ্ঞা সখী সরমা সীতার হিতসাধনবাসনায় ঈষৎ হাস্যসহকারে বলিল; 'হে অসিতলোচনে! আমি প্রচ্ছন্নভাবে রামসন্নিধানে গমন করতঃ তোমার কুশলবার্ত্তা নিবেদন করিয়া অদৃশ্যভাবেই প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারি। হে সীতে! অধিক কি, আমি যখন নিরালম্ব আকাশে গমন করি, তখন পবন অথবা গরুড়ও আমার গতি নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হয়েন না।'

সরমা এই কথা বলিলে, সীতা পূর্ব্বশোক বিসর্জ্জন করিয়া কোমলভাবে মধুরবাক্যে বলিলেন ;—'সরমে! তুমি যে, গগণ অথবা রসাতলেও গমন করিতে পার, তাহা আমি জানি; কিন্তু, তুমি আমার জন্য যাহা কর্ত্তব্য বোধ করিতেছ, তাহা আমার বিবেচনায় অকর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে। অতএব, যদি আমার প্রিয়কার্য্য করাই তোমার অভিপ্রেত হইয়া থাকে, তবে রাবণ এস্থান হইতে নিবৃত্ত হইয়া এক্ষণে কি করিতেছে তাহাই বল, কারণ আমি তাহাই জানিতে ইচ্ছা করি।

যেরূপ লোকে বারুণী পান করিয়া মোহিত হয়, তদ্রূপ মায়াবল ক্রূর শত্রু রাবণ আমাকে মায়া দ্বারা মোহিত করিতে চেষ্টা করিতেছে। সরমে! রাবণ নিয়ত রাক্ষসীগণ দ্বারা আমার রক্ষাবিধান করে এবং তাহাদের দ্বারা আমাকে তর্জ্জন ও ভৎর্সনা করাইয়া থাকে। আমার মনঃ আমার বশীভূত না থাকিয়া নিয়ত উদ্বিগ্ন ও সশঙ্কিত থাকে; সখি! অধিক কি বলিব, আমি রাবণ ভয়েই অশোকবনে বাস করিতেছি, কিন্তু ক্ষণকালের নিমিত্তও আমার মনের উদ্বেগ দূর হয় না। সরমে! রাবণের সভায় আমাকে প্রতিপ্রদান অথবা অপর যে কোন পরামর্শ হয়, যদি তুমি আমার নিকট সেই সমস্ত প্রকাশ করিয়া বল, তাহা হইলেই আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করা হয়।'

মৃদুভাষিণী সরমা সীতার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বসনাঞ্চলদ্বারা তাঁহার বাষ্পপূর্ণ মুখমণ্ডল মার্জ্জন করতঃ বলিল;—'জানকি! যদি ইহাই তোমার অভিপ্রেত হয়, তবে আমি এই ক্ষণেই চলিলাম এবং শত্রুর অভিপ্রায় অবগত হইয়া শীঘ্রই প্রত্যাবৃত্ত হইব।' সরমা এই কথা বলিয়া রাবণের সভায় গমন করিল এবং মন্ত্রিগণের সহিত রাবণের যেরূপ পরামর্শ হইতেছিল, তৎসমস্তই শ্রবণ করিল। অনন্তর, সেই নিশ্চয়জ্ঞা সরমা দুরাত্মা রাবণের মন্ত্রণা অবগত হইয়া, সত্বরেই মনোহর অশোকবনে প্রত্যাবৃত্ত হইল। তদনন্তর, বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, জনকনন্দিনী ভ্রষ্টপদ্মা কমলার ন্যায় তাহার প্রতীক্ষা করিতেছেন।

সীতা প্রিয়ভাষিণী সরমাকে পুনরাগত দেখিয়া প্রেমভরে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করতঃ স্বয়ংই বসিতে আসন প্রদান করিয়া বলিলেন সখি! এই আসনে উপবেশন করিয়া সেই ক্রূরকর্ম্মা দুরাত্মা রাবণের মন্ত্রণা সকল আমার নিকটপ্রকাশ করিয়া বল।' সীতা সরমাকে এই কথা বলিলে সরমা মন্ত্রিগণের সহিত রাবণের যেরূপ পরামর্শ হইতেছিল, সেই সমস্ত বলিতে আরম্ভ করিল।

সরমা কহিল 'বৈদেহি! বৃদ্ধ মন্ত্রিগণ এবং রাবণের জননী তোমাকে রামসন্নিধানে প্রত্যর্পণ করিবার নিমিত্ত মধুরস্বরে এই সুমহৎ বাক্য বলিলেন 'রাবণ! শীঘ্র রামচন্দ্রকে সৎকার করিয়া তাঁহাকে সীতা প্রদান কর। রাজন্! হনুমান্ যে সমুদ্র পার হইয়া সীতাকে দর্শন করিয়াছে এবং রামচন্দ্র জনস্থানে যে অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়াছেন, তাঁহার পরাক্রম বিষয়ে তাহাই পর্য্যাপ্ত প্রমাণ। রাক্ষসরাজ! রামচন্দ্র সামান্য মনুষ্য নহেন; কারণ, কোন্ মনুষ্য রণভূমিতে রাক্ষসগণকে নিহত করিতে পারে?'' সীতে! রাবণ বৃদ্ধ মন্ত্রী ও জননীর উপদেশবাক্য শুনিয়া, অর্থপর ব্যক্তির অর্থ পরিত্যাগের ন্যায় তোমার পরিত্যাগবিষয়ে কোন রূপেই অনুমোদন করিল না। মৈথিলি! রাবণ এবং তাহার সচিবগণের যেরূপ নিশ্চয় হইয়াছে, তাঁহাতে তাহারা রণভূমিতে প্রাণ পরিত্যাগ না করিয়া, তোমাকে পরিত্যাগ করিবে না। রাক্ষসগণ এবং স্বয়ংও নিহত না হইলে কেবল মৃত্যুভয়ে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া তোমাকে পরিত্যাগ করিবে না, ইহাই তাহার স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে। হে অসিতলোচনে! তুমি চিন্তিত হইও না, রাম শীঘ্রই নিশিত শরনিকরে রাবণকে নিহত করিয়া তোমায় অযোধ্যায় লইয়া যাইবেন।"

সরমা এইরূপ বলিতেছে, ইত্যবসরে সৈন্যগণের শঙ্খভেরীসমাকুল সুমহৎ শব্দ সমুত্থিত হওয়ায়, বসুমতী কম্পিতা হইতে লাগিল। রাক্ষসরাজভৃত্য লঙ্কাবাসী রাক্ষসগণ বানরসেনাসমূহের সেই সিংহনাদ শ্রবণ করতঃ রাজদোষে মঙ্গল না দেখিয়া হতাশ হইল এবং জীবনাশায় বিসর্জ্জন প্রদান করিল।

ইতি চতুস্ত্রিংশ সর্গ॥ ৩৪॥

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

পরপুরবিজয়ী মহাবাহু রাম সিংহনাদ সদৃশ সুমহৎ শঙ্খ এবং ভেরীরব সহকারে লঙ্কার অভিমুখীন হইলে, রাক্ষসপতি রাবণ তাহা শ্রবণ করিয়া মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করতঃ সচিবগণের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করি-

লেন। অনন্তর, জগৎ সন্তাপন ক্রূর মহাবল রাক্ষসেশ্বর রাবণ প্রতিশব্দে সভাগৃহ সন্নাদিত করিয়া রামচন্দ্রের প্রশংসাকারী রাক্ষসগণের নিন্দা করতঃ সচিবগণকে এই কথা বলিলেন ;—'তোমরা রামের সমুদ্রতরণ, বল বিক্রম এবং পৌরুষের বিষয় যাহা বলিয়াছ, আমি তৎসমস্তই শ্রবণ করিয়াছি এবং তোমরা সফলপরাক্রম হইয়াও যে রামের পরাক্রম অবগত হইয়া নিরুৎসাহে পরস্পরের মুখাবলোকন করিতেছ, আমি তাহাও জানিতে পারিয়াছি।'

অনন্তর, রাবণের মাতামহ, মহাপ্রাজ্ঞ রাক্ষস মাল্যবান্ রাবণের কথিত বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিল। 'মহারাজ! যে রাজা চতুর্দ্দশ বিদ্যার পারদর্শী হইয়া নীতিশাস্ত্র অনুসারে কার্য্য করেন, তিনিই অরাতিগণকে বশীভূত এবং ঐশ্বর্য্য রক্ষা করিতে সমর্থ হয়েন। যিনি সময়ানুসারে শত্রুর সহিত সন্ধি ও বিগ্রহ করিয়া স্বপক্ষবর্দ্ধন করেন, তিনিই মহৎ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া থাকেন। নৃপতি কখনই শত্রুর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন না ; স্বয়ং শত্রু অপেক্ষা হীনবল অথবা সমানবল হইলেও সন্ধি করিবেন, কিন্তু প্রবলবল হইলে বিগ্রহ করাই কর্ত্তব্য। রাবণ! আমার মতে তুমি যাহার জন্য রামের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছ, সেই সীতাকে প্রদান করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করাই কর্ত্তব্য। দেবতা গন্ধর্ব্ব এবং ঋষিগণ সকলেই রামের জয় কামনা করিতেছেন, অতএব তাঁহার সহিত বিরোধ না হইয়া সন্ধিই স্থাপিত হউক। ভগবান্ পিতামহ সুর ও অসুরগণের আশ্রয়ভূত ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ দুইটি পক্ষ সৃষ্টি করিয়াছেন। হে নিশাচর! আমি শুনিয়াছি তন্মধ্যে ধর্ম্ম মহাত্মা অমরগণের এবং অধর্ম্ম অসুর ও রাক্ষসগণের পক্ষ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। যখন সত্যযুগ প্রবর্ত্তিত হয়, তখন ধর্ম্ম অধর্ম্মকে গ্রাস করে, কিন্তু যখন অধর্ম্ম ধর্ম্মকে গ্রাস করে তখনই কলি প্রবর্ত্তিত হয়। পরন্তু, তুমি দিগ্বিজয়কালে মহদৈশ্বর্য্য সাধন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ দেবতা ও দ্বিজাতিগণকে পীড়ন করিয়া অধর্ম্ম আচরণ করিয়াছ, সেই জন্যই তোমার শত্রুগণ এরূপ প্রবল হইয়াছে। তোমার চিত্তদোষ সমুদ্ভূত সেই অধর্ম্মই সম্প্রতি আমাদিগকে গ্রাস করিতেছে ; কিন্তু সুরগণের নিত্যানুষ্ঠিত ধর্ম্ম তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিতেছে। তুমি যথেচ্ছাচারী এবং বিলাসাসক্ত হইয়া নিরন্তর অগ্নিকল্প ঋষিগণের নিদারুণ ক্রোধ উৎপাদন করিয়াছ। রাবণ! যাঁহার তপস্যা দ্বারা নিরন্তর ধর্ম্মের উপাসনা করেন, সেই মহর্ষিগণের ক্রোধ প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় অতীব দুঃসহ। সেই দ্বিজাতিগণ বেদ উচ্চারণ করতঃ রাক্ষসগণকে নিবারণ করিয়া বেদাধ্যয়ন, ধ্যানরূপ মুখ্য যজ্ঞের দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা এবং অগ্নিতে বিধিবৎ হোম করিয়া থাকেন। যেরূপ গ্রীষ্মকালে খরকর দিবাকর উত্থিত হইলে, বলাহকগণ ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হয়, তদ্রূপ রাক্ষসগণ তাঁহাদের বেদধ্বনি শ্রবণ করিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিয়াছে। সেই অগ্নিকল্প ঋষিগণের অগ্নিহোত্র সমুত্থিত ধূম রাক্ষসগণের তেজঃ বিলুপ্ত করিয়া দশদিক্ ব্যাপ্ত করিয়াছে। সেই ধৃতব্রত ঋষিগণ যেস্থানে তপস্যা করেন, সেইস্থান হইতেই রাক্ষসগণকে সন্তাপিত করিয়া থাকেন। তুমি প্রজাপতির নিকট বর লাভ করিয়া কেবল দেব দানব ও যক্ষগণের অবধ্য হইয়াছ ; কিন্তু সম্প্রতি বলবান্ দৃঢ়বিক্রম মহাবল মনুষ্য, বানর, ঋক্ষ ও গোলাঙ্গুলগণ এখানে আসিয়া গর্জ্জন করিতেছে। এই অসংখ্য [illegible], আন্তরীক্ষ্য ও ভৌমাদি বিবিধ প্রকার উৎপাত দর্শনে আমার বোধ হইতেছে যে, সমস্ত রাক্ষসই বিনষ্ট হইবে। রাবণ! মেঘগণ দুঃশ্রব শব্দসহকারে যে উষ্ণ শোণিত বর্ষণ করিতেছে, তাহা দেখিয়া নিরতিশয় ভয় উপস্থিত হইতেছে। বাহন সকল রোদন করায় তাহাদের চক্ষুঃ হইতে অশ্রুবিন্দু সকল পতিত হইতেছে এবং দিক্ সকল ধূলিধূসরিত হওয়ায় পূর্ব্বের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে না। গৃধ্র ও গোমায়ু প্রভৃতি মাংসাশী পক্ষী ও পশুগণ লঙ্কানগরস্থ আরাম মধ্যে প্রবেশ করতঃ দলবদ্ধ হইয়া ভয়জনক শব্দ করিতেছে। স্বপ্নে মহাকালী

মূর্ত্তি স্ত্রী সকলকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করতঃ তত্রত্য দ্রব্যজাত অপহরণ, পাণ্ডুরবর্ণ দন্ত বাহির করিয়া বিকট হাস্য এবং আমাদের প্রতিকূলে সম্ভাষণ করিতে দৃষ্ট ও শ্রুত হইয়া থাকে। গৃহের বলিকর্ম্ম সকল কুক্কুরে ভক্ষণ করিতেছে। খরনিকর গাভীতে এবং মূষকগণ নকুল হইতে উৎপন্ন হইতেছে। মার্জ্জারগণ দ্বীপী, শূকরগণ কুক্কুর, কিন্নরগণ রাক্ষস এবং রাক্ষসগণ মনুষ্যের সহিত মিথুনভাবে সঙ্গত হইতেছে। পাণ্ডুরবর্ণ রক্তপাদ কপোতগণ রাক্ষসগণের বিনাশের নিমিত্ত কালপ্রেরিত হইয়াই যেন গৃহমধ্যে বিচরণ করিতেছে। গৃহপালিত শারিকাগণ পরস্পর কলহ করতঃ নির্জ্জিত ও একত্রে গৃহমধ্যে পতিত হইয়া চিচীকুচীপ্রভৃতি অস্ফুট শব্দ করিতেছে। পশু ও পক্ষিগণ সূর্য্যাভিমুখ হইয়া রোদন করিতেছে; করাল ও বিকলমুণ্ড কৃষ্ণপিঙ্গলবর্ণ কালপুরুষ সন্ধ্যাকালে আমাদের গৃহমধ্যে প্রবেশ করতঃ বিচরণ করিয়া থাকে। মহারাজ! নিয়তই এইরূপ দুর্নিমিত্ত ও উৎপাত সকল উপস্থিত হইতেছে, সুতরাং যিনি সমুদ্রমধ্যে অদ্ভুত সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তিনি দৃঢ়বিক্রম; সামান্য মনুষ্য নহেন; বোধ হয়, বিষ্ণুই স্বয়ং মানুষরূপ পরিগ্রহ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। রাবণ! তুমি রামের কর্ম্ম এবং এই দুর্নিমিত্ত সকল অবগত হইয়া যাহাতে উত্তরকালে মঙ্গল হয়, তদনুসারে সেই নররাজ রামের সহিত সন্ধি কর।'

শস্ত্রধারিপ্রবর উত্তমপৌরুষ বলশালী মাল্যবান্ এই কথা বলিয়া রাক্ষসরাজ রাবণের মনঃ পরীক্ষা করতঃ তাঁহার মুখভঙ্গী অবলোকন করিয়া মৌন অবলম্বন করিল।

ইতি পঞ্চত্রিংশ সর্গ ॥ ৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ।

দুষ্টবুদ্ধি রাবণ মাল্যবৎ কথিত সেই হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া কালবশীভূত হইয়াই তাহার বাক্যে অনুমোদন করিলেন না; পরন্তু ক্রোধে তদীয় চক্ষুর্দ্বয় ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। অনন্তর, ক্রোধপরবশ হইয়া মুখভঙ্গীসহকারে মাল্যবান্‌কে বলিলেন;—'তুমি শত্রুপক্ষকে প্রবল বিবেচনা করিয়া আমার হিতসাধন বাসনায় যে অহিতকর পরুষবাক্য বলিলে তাহা আমার শ্রবণগত হয় নাই। যে পিতৃ[illegible] পরিত্যক্ত ও বনবাসী হইয়া বানরগণে[illegible] রাম-[illegible] পন্ন হইয়াছে, সেই দীন রামকে স[illegible] দেবগণেরও ভয় উৎপাদ[illegible] কারণ, [illegible]ন করিয়া[illegible] বিক্রমসম্পন্ন রাক্ষ[illegible]গণকে নিহত [illegible]গণের ঈশ্বর [illegible] মর্থ বিবেচনা ক[illegible]বণ বৃদ্ধ মন্ত্রী [illegible]রিতেছ, ইহার [illegible]পর ব্যক্তি[illegible] বিদে[illegible] বোধ হয়, বীরগণের প্রতি [illegible]ত্যাগবিষয়ে পক্ষপাতিতা অথবা আমার উৎ[illegible] মৈথিলি! হইয়া আমাকেই প্রোৎসাহিত নিশ্চয় নিমিত্তই এরূপ পরুষবাক্য সকল ব[illegible], কারণ প্রোৎসাহিত করিবার অভিপ্রায় না থাকিলে, কোন্ শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত যুদ্ধ সমর্থ পদস্থ প্রভুকে এরূপ পরুষবাক্য বলিতে পারে? আমি পদ্মহীনা লক্ষ্মীর ন্যায় সীতাকে বন হইতে আনয়ন করিয়া কি নিমিত্ত রাঘবের ভয়ে তাহাকে প্রতিপ্রদান করিব? তুমি অল্পদিনের মধ্যেই অসংখ্য বানর, সুগ্রীব ও লক্ষ্মণের সহিত রাঘবকে মৎকর্ত্তৃক নিহত হইতে দর্শন করিবে। রণভূমিতে দেবগণও যাহার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না, সেই রাবণ কিনিমিত্ত যুদ্ধ করিতে ভীত হইবে? 'বরং দ্বিধা ভগ্ন হইব, তথাপি কাহারও নিকট নত হইব না' যদিও এইটি আমার স্বভাবসিদ্ধ দোষ বটে, তথাপি স্বভাব দুরতিক্রম, সুতরাং আমি ইহা পরিত্যাগ করিতে পারি না। সমুদ্রে রাঘবের যে সেতু বন্ধন দেখিয়া তোমরা ভীত হইয়াছ, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ কি? সে ত ঘুণাক্ষরের ন্যায় অনায়াসেই হইয়াছে। রাম বানরসেনার সহিত সমুদ্র পার হইয়া এখানে আসিয়াছে; কিন্তু, আমি তোমার নিকট শপথপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিতেছি, সে জীবিত অবস্থায় প্রতিগমন করিতে সমর্থ হইবে না।'

রাবণ ক্রোধভরে এইরূপ বলিলে, মাল্যবান্ লজ্জিত হইয়া আর কোন উত্তর করিল না; পরন্তু, রাবণকে যথোচিত জয়সূচক আশীর্ব্বাক্য

দ্বারা অভিনন্দিত করতঃ তৎকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া স্বগৃহে গমন করিল। রাক্ষসবর রাবণও অমাত্যগণের সহিত লঙ্কার রক্ষণবিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর, মন্ত্রিগণকে বলিলেন;—'রাক্ষস প্রহস্ত পূর্ব্বদ্বারে এবং মহাবীর্য্য মহাপার্শ্ব ও মহোদর দক্ষিণদ্বারে অবস্থান করুক্। মায়াবিশারদ কুমার ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া পশ্চিমদ্বার রক্ষা করিবেন এবং শুক ও সারণকে উত্তরদ্বার হইতে অপসারিত করিয়া আমি স্বয়ং তথায় অবস্থান কবিব। পরাক্রমশালী মহাবীর্য্য রাক্ষস বিরূপাক্ষ বহুসংখ্যক রাক্ষসগণের সহিত মধ্যম গুল্মে অবস্থান করুক্।' রাক্ষসবর রাবণ লঙ্কার এইরূপ রক্ষা বিধান করিয়া কালপ্রেরিতের ন্যায় আপনাকে কৃতকৃত্য জ্ঞান করিলেন। তদনন্তর, লঙ্কার এইরূপ রক্ষাবিধান করতঃ মন্ত্রিগণকে বিদায় দিয়া এবং স্বয়ং জয়সূচক আশীর্ব্বাদ দ্বারা প্রতিপূজিত হইয়া ধনজনপূর্ণ সুমহৎ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

ইতি ষট্‌ত্রিংশ সর্গ ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

এদিকে নররাজ রাম, বানররাজ সুগ্রীব, কপিবর বায়ুতনয় হনুমান্, ঋক্ষরাজ, জাম্ববান্, রাক্ষস বিভীষণ, বালিনন্দন অঙ্গদ, সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ, বানরবর শরভ, সবন্ধু সুষেণ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, গজ, গবাক্ষ, কুমুদ, নল এবং পনস শত্রুরাজ্য লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া একত্রে উপবেশন করতঃ বলিতে লাগিলেন;—' যথায় রাক্ষসরাজ রাবণ নিয়ত অবস্থান করে, এই সেই অসুর উরগ ও গন্ধর্ব্বগণের ও দুর্জ্জয় রাবণ পালিত লঙ্কাপুরীতে আমরা উপস্থিত হইয়াছি, অতএব সম্প্রতি শত্রুবিজয়রূপ কার্য্যের মন্ত্রণা স্থির করা কর্ত্তব্য।'

অনন্তর, রাবণানুজ বিভীষণ তাহাদের কথা শ্রবণ করিয়া, গ্রাম্যাদি দোষ রহিত এই, পুষ্কলার্থ বাক্য বলিলেন। ' অনল, পনস, সম্পাতি ও প্রমতি নামক মদীয় অমাত্যচতুষ্টয় লঙ্কামধ্যে গমন করিয়া প্রত্যাগত হইয়াছেন। তাঁহারা পক্ষিরূপ ধারণ করিয়া শত্রুবলমধ্যে প্রবেশ করতঃ তাহার রক্ষাবিধান অবগত হইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। রাম! তাঁহারা দুরাত্মা রাবণের পুররক্ষা বিষয়ে যাহা বলিলেন, আমি তৎসমুদয়ই কহিতেছি শ্রবণ করুন্। প্রহস্ত বহুলবলপরিবৃত হইয়া পূর্ব্বদ্বারে এবং মহাবীর্য্য মহাপার্শ্ব ও মহোদর দক্ষিণদ্বারে অবস্থান করিতেছে। পট্টিশ ও খড়্গ প্রভৃতি বিবিধ প্রহরণধারী এবং শূলমুদ্গরহস্ত অসংখ্য সুর রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া রাবণনন্দন ইন্দ্রজিৎ পশ্চিম দ্বার রক্ষা করিতেছে। মন্ত্রবিদ্ রাবণ শুক ও সারণের বাক্য শ্রবণ করিয়া, উদ্বিগ্নহৃদয়ে শস্ত্রপাণি বহুসহস্র রাক্ষসের সহিত নগরের উত্তর দ্বারে অবস্থান করিতেছেন। বিরূপাক্ষ শূল খড়্গ ও ধনুর্দ্ধারী সুমহৎ রাক্ষসবলের সহিত মধ্যম গুল্মে অবস্থান করিতেছে। আমার মন্ত্রিগণ লঙ্কার গুল্ম সকলে এইরূপ দর্শন করিয়া সত্বরেই আমার নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন। দশসহস্র মাতঙ্গ, অযুত সংখ্যক রথ, দুই অযুত অশ্ব এবং এক কোটি বিক্রান্ত বলবান্ শস্ত্রপাণি রাক্ষসরাজের প্রিয় নিশাচর সমবেত হইয়াছে। হে ধরণিনাথ! সেই প্রত্যেক রাক্ষসের সহিত তাহাদের অসংখ্য পরিবারগণ সংমিলিত হইয়াছে।'

মহাবাহু বিভীষণ মন্ত্রিগণসমীরিত এই লঙ্কাবিবরণ নিবেদন করিয়া সেই রাক্ষসচতুষ্টয়কে দেখাইয়া দিলেন এবং তাহাদিগের দ্বারা লঙ্কাসংঘটিত বৃত্তান্ত সকল প্রকটিত করিলেন তদনন্তর, রাবণানুজ শ্রীমান্ বিভীষণ রামের হিতসাধনবাসনায় সেই কমলদললোচন রঘুনন্দনকে বলিলেন, 'রাম! রাবণের ইদানীন্তন বলের কথা কি কহিব, যৎকালে তিনি কুবেরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন, তখনই ষষ্টি লক্ষ রাক্ষস তাঁহার অনুগামী হইয়াছিল। রাজন্! সেই দুরাত্মা রাক্ষসগণ পরাক্রম বীর্য্য তেজঃ বল, ধৈর্য্যাতিশয় ও দর্পে রাবণ অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে। মহারাজ! আপনি ক্রুদ্ধ হইবেন না,

আমি আপনাকে ভয় প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত এরূপ বলি নাই, কেবল আপনার ক্রোধ উদ্দীপ্ত করিবার নিমিত্তই বলিলাম; কারণ, আপনি ক্রুদ্ধ হইলে বীর্য্যবলে সুরগণেরও নিগ্রহ সাধন করিতে পারেন। আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি, আপনি এই মহতী চতুরঙ্গিণী বানরবাহিনীকে ব্যূহরচনায় বিন্যস্ত করিয়া রাবণকে বিমোথিত করিবেন।'

রাবণানুজ বিভীষণ এই কথা বলিলে, রঘুনন্দন শত্রুগণের প্রতিঘাতের নিমিত্ত কহিলেন;— 'বানরপুঙ্গব নীল বানরগণে পরিবৃত হইয়া লঙ্কার পূর্ব্বদ্বারে অবস্থান করতঃ প্রহস্তের সহিত প্রতিযুদ্ধ করুন্। বালিপুত্র অঙ্গদ মহদ্বলপরিবৃত হইয়া দক্ষিণদ্বারেমহাপার্শ্ব ও মহোদরের প্রতিযোদ্ধা হউক। অতুলবল পবননন্দন হনুমান্ পশ্চিমদ্বারে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ করিতে থাকুক। যে প্রকৃতিপুঞ্জকে সন্তাপিত করতঃ সকল লোককেই অতিক্রম করিয়াছে এবং দৈত্য, দানব ও মহাত্মা ঋষিগণের সহিত বিরোধ করাই যাহার প্রিয়, সেই ক্ষুদ্রাশয়, বরদান সমুদ্ধত রাক্ষসেন্দ্র রাবণের বধে কৃতসঙ্কল্প হইয়া আমি স্বয়ংই লক্ষ্মণের সহিত রাবণাশ্রিত সেই উত্তরদ্বার নিপীড়িত করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিব। বানরেন্দ্র বলবান্ সুগ্রীব, বীর্য্যবান্ ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ এবং রাবণানুজ বিভীষণ মধ্যম গুল্মে অবস্থান করিবেন। রণস্থলে বানরগণ যেন মনুষ্যরূপ ধারণ না করে, কারণ যুদ্ধকালে ইহাদের নিয়তবানররূপধারীই আমাদের অবধ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট থাকিল, তদ্ভিন্ন যদি কোন রাক্ষস যুদ্ধকালে বানররূপ ধারণ করিয়া বানরবলে প্রবেশ করতঃ যুদ্ধ করে,সে তৎক্ষণাৎ বধ্য হইবে। তোমারও আপনাদের দলমধ্যে বিশেষ চিহ্নাদি দ্বারা যাহাকে স্বজন বলিয়া বোধ করিবে, তদ্ভিন্ন সকলেই তোমাদের বধ্য হইবে। পরন্তু, আমি, মহাতেজা লক্ষ্মণ, সখা বিভীষণ এবং ইহাঁর সচিব রাক্ষস চতুষ্টয় আমরা এই সাতজনে মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া যুদ্ধ করিব, এতদ্ভিন্ন মনুষ্যরূপধারী অপর যাহাকে দেখিবে, তাহাকেই বধ করিবে।' সর্ব্বকার্য্য সমর্থ বুদ্ধিমান্ রাম কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত বিভীষণকে এই কথা বলিয়া রমণীয়তর সুবেল শৈলতট দর্শন করতঃ তাহাতেই আরোহণ করিতে বাসনা করিলেন।

এইরূপে মহাবল মহাত্মা রাম আরাতিবধে কৃতনিশ্চয় হইয়া মহতী বানরসেনা দ্বারা পৃথিবীকে সমাচ্ছাদিত করতঃ হৃষ্টান্তঃকরণে লঙ্কায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ইতি সপ্তত্রিংশ সর্গ। ৩৭॥

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত সুবেল শৈলে আরোহণ করিতে অভিলাষী হইয়া সুগ্রীব এবং ধর্ম্মজ্ঞ বিধিবৎ মন্ত্র কুশল ও অনুরক্ত নিশাচর বিভীষণকে এই মনোজ্ঞ বাক্য বলিলেন। 'চল, আমরা সকলেই দ্রুম ও ধাতু সমাকুল সুবেলশৈলে আরোহণ করিয়া অদ্য তথায় নিশা যাপন করিব এবং তথা হইতে যে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত দুঃখ ভোগ করিবার নিমিত্ত আমার ভার্য্যাকে অপহরণ করিয়াছে, সেই দুরাত্মা রাক্ষসের গৃহ দর্শন করিব। সুগ্রীব! যাহার অপরাধে সমস্ত রাক্ষসকেই নিহত বোধ হইতেছে এবং যে ক্রূর রাক্ষসী বুদ্ধির বশীভূত হইয়া ধর্ম্ম,সদাচার ও কুলের প্রতি দৃষ্টি না করিয়াই এই গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছে, সেই রাক্ষসাধমের নাম কীর্ত্তন করিলেও আমার ক্রোধ উপস্থিত হয়। দেখ, একজন কালপাশ বশীভূত হইয়া পাপাচরণ করে, কিন্তু সেই দুষ্টাত্মার অপরাধেই তাহার কুল নাশ হইয়া থাকে।' রাম ক্রোধভরে রাবণকে এই কথা বলিয়াই বি চত্রসানুশোভিত সুবেলশৈলে আরোহণ করিলেন। বিক্রমশালী লক্ষ্মণ সশরশরাসন উদ্যত করিয়া এক মনে তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইলেন। সুগ্রীব, অমাত্যগণের সহিত বিভীষণ, হনুমান্, অঙ্গদ, নীল, মৈন্দ, দ্বিবিদ, গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ, গন্ধমাদন পনস, কুমুদ, তার, রম্ভ, জাম্ববান্, সুষেণ, শতবলি, বানরবর দুর্মুখ এবং অপর বহুসংখ্যক শীঘ্রগামী গিরিচারী বানর বায়ুবেগে সেই

সুবেল শৈলে আরোহণ করিয়া রাঘবসন্নিধানে উপস্থিত হইল। অনন্তর, রাম বানরগণের সহিত সেই সুবেলশৈলে আরোহণ করিয়া তাহার মনোহর সমতল শৃঙ্গে উপবেশন করিলেন। তদনন্তর, বানরযূথপতিগণ আকাশে রচিতার ন্যায় সেই বরপ্রাকারশোভিত সুমহৎ দ্বারযুক্ত রাক্ষস সম্পূর্ণ মনোহর লঙ্কাপুরী দর্শন করিল। সেই কপিবরগণ দেখিল;—প্রাকার রক্ষায় যে রাক্ষসগণ নিযুক্ত আছে, তাহারা প্রাকারোপরি আরোহণ করায় যেন প্রাকারের উপরি দ্বিতীয় প্রাকার নির্ম্মিত হইয়াছে। সমরাভিলাষী বানরগণ রাক্ষস সকলকে নিরীক্ষণ করিয়া রামের সম্মুখেই সিংহনাদ করিতে লাগিল।

অনন্তর, সন্ধ্যারাগরঞ্জিত দিবাকর অস্তগত হইলে, যামিনীর সমাগম হইল। তৎকালে পূর্ণশশী সমুদিত হওয়ায় নিশাকেও প্রদীপ্তার ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তদনন্তর, রাম বিভীষণকর্ত্তৃক অভিনন্দিত ও সংকৃত হইয়া সুগ্রীব, লক্ষ্মণ এবং অপর প্রধান যূথপতিগণের সহিত সেই সুবেলশৈলে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ইতি অষ্টত্রিংশ সর্গ ॥ ৩৮ ॥

একোনচত্বারিংশ সর্গ।

বীরবর বানরযূথপতিগণ তথায় সেই রাত্রি বাস করতঃ তথা হইতে লঙ্কামধ্যস্থ সুন্দর রমণীয় বিস্তীর্ণ আয়ত ও দৃষ্টিসুখকর বন এবং উপবন সকল দর্শন করিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইল। চম্পক, অশোক, বকুল, শাল, তাল, তমাল, পনস, নাগকেশর, হিন্তাল, অর্জ্জুন, কদম্ব, সপ্তপর্ণ, তিলক, কর্ণিকার ও পলাশ প্রভৃতি লতাপরিগত পুষ্পিতাগ্র বহুবিধ বৃক্ষরাজিবিরাজিত লঙ্কা নগরী নন্দনজাত কুসুমশোভিত দেবরাজের অমরাবতীর ন্যায় শোভা পাইতেছিল। বিচিত্র কুসুম ও কোমল রক্তপল্লবশোভিত বনরাজি এবং নীলবর্ণ শাদ্বল সকল তাহার অসীম শোভা সম্পাদন করিতেছিল। মানবগণের অলঙ্কার ধারণের ন্যায় তত্রত্য পাদপ-দাম মনোরম সুরভিপুষ্প ও ফল সকল ধারণ করিয়াছিল। সেই চৈত্ররথ ও নন্দনবনসদৃশ সর্ব্বর্ত্তু মনোহর বনরাজিতে ভ্রমরগণ বিচরণ করায় তাহা পরম রমণীয় বোধ হইতে লাগিল। সেই বন নির্ঝরে দাত্যূহ, কোয়ষ্টিভ ও ময়ূর সকল নৃত্য এবং কোকিলগণ সুমধুর ধ্বনি করিতেছিল। নিত্যমত্ত বিহঙ্গ, ভ্রমর, কোকিল, ভৃঙ্গরাজ, কুরর, কোয়ষ্টিক এবং সারসগণ নিরন্তর সুমধুর শব্দ করায় সেই বনসকল নিরতিশয় মনোহর হইয়াছিল।

অনন্তর, সেই কামরূপী বীর বানরগণ আনন্দিত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে সেই বনমধ্যে প্রবেশ করিল। সেই মহাতেজস্বী বানরগণের বনপ্রবেশকালে পুষ্পসংসর্গসুরভি প্রাণসদৃশ বায়ু বহিতে লাগিল। অপর ভীমরব বানরযূথপতিগণ সুগ্রীবের অনুমতিক্রমে যূথ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সেই পতাকাশোভিত লঙ্কায় প্রবেশ করতঃ ভৈরবরব দ্বারা মৃগ, পন্নগ ও বিহগগণকে বিত্রাসিত এবং সমগ্রা লঙ্কানগরীকে কম্পিত করিতে লাগিল। সেই মহাবেগ বানরগণ চরণদ্বয়ের দ্বারা বসুমতীকে এরূপ পীড়িত করিতে লাগিল যে, তাহাদের চরণসমুত্থিত রেণু আকাশে উত্থিত হইল। ঋক্ষ, সিংহ, মহিষ, বারণ ও বিহঙ্গমগণ তাহাদের ভৈরবরবে ভীত হইয়া দশদিকে আশ্রয় গ্রহণ করিল। যাহার মহোচ্চ শিখর গগন ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছে, সেই ত্রিকূটপর্ব্বত পুষ্পসমাচ্ছন্ন হওয়ায়, তাহাকে সুবর্ণময়ের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে। সেই শতযোজনবিস্তীর্ণ বিমল চারুদর্শন সমতল ও শ্রীমান্ ত্রিকূটপর্ব্বত এতাদৃশ উচ্চ যে, বিহগগণও তাহার শৃঙ্গে আরোহণ করিতে সমর্থ হয় না। পদচারী মনুষ্যগণের কথা দূরে থাকুক, তদুপরি আরোহণ করা মনেরও দুঃসাধ্য। যথায় রাবণ নিয়ত বাস করেন, ত্রিকূটশিখরে নিবিষ্ট সেই লঙ্কানগরী দশযোজন বিস্তীর্ণ এবং বিংশতি যোজন আয়ত। সেই পুরী পাণ্ডুরবর্ণ অম্বুদসদৃশ মহোচ্চ গোপুর এবং কাঞ্চন ও রজত শৈল সকলের দ্বারা মহতী শোভা ধারণ করিয়াছিল। গ্রীষ্মাবসানে আকাশ যেরূপ ঘনাবলি দ্বারা

শোভিত হয়, তদ্রূপ প্রাসাদ ও বিমান-সকল দ্বারা লঙ্কানগরী নিরতিশয় শোভিত হইয়াছিল। পুরমধ্যে যে স্তম্ভসহস্র শোভিত কৈলাসশিখরসদৃশ প্রাসাদ আকাশ ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছে এবং অসংখ্য রাক্ষসগণ যাহাকে নিয়ত রক্ষা করিতেছে, রাক্ষসেন্দ্র রাবণের সেই চৈত্য নামক প্রাসাদ সমগ্র লঙ্কানগরীর ভূষণস্বরূপ হইয়াছিল। মনোজ্ঞ কানন এবং বিবিধ ধাতুরাগরঞ্জিত পর্ব্বত ও উদ্যানশোভিত, বিবিধ বিহগনিনাদিত, মৃগগণনিষেবিত, নানাকুসুম সমাচ্ছন্ন, বহুল রাক্ষসসেবিত ও অমরাবতী সদৃশ সেই ধন জনশালিনী লঙ্কানগরী দর্শন করিয়া সমৃদ্ধার্থ বীর্য্যবান্ লক্ষ্মীবান্ লক্ষ্মণাগ্রজ রাম সাতিশয় বিস্মিত হইলেন।

এইরূপে রাম মহতী বানরবাহিণীর সহিত তথায় অবস্থান করিয়া সেই রত্নপূর্ণ, প্রাসাদমালা পরিশোভিত, সুমহৎ যন্ত্র ও কবাটযুক্ত লঙ্কানগরী দর্শন করিতে লাগিলেন।

ইতি একোনচত্বারিংশ সর্গ ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর রাম, সুগ্রীব ও বানরযূথগণের সহিত সেই যোজনদ্বয় বিস্তৃত সুবেলশৃঙ্গে আরোহণ করিলেন। তথায় অবস্থান করতঃ দশদিক্ অবলোকন করিয়া বিশ্বকর্ম্ম কর্ত্তৃক মনোহর্ ত্রিকূট শিখরে নির্ম্মিত, রম্যকানন শোভিত সুন্যস্ত লঙ্কানগরীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ গোপুরের উপরিস্থিত নীলমেঘ সদৃশ, দুরাসদ রাক্ষসেন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার মস্তকোপরি বিজয়চ্ছত্র ও উভয়পার্শ্বে শ্বেত চামর শোভা পাইতেছিল; উওরীয় বস্ত্র সুবর্ণসূত্রে বিচিত্র হইয়াছিল। ঐরাবতের বিষাণাগ্র দ্বারা ছেদিত হওয়ায় তাঁহার বক্ষঃস্থলে কিণচিহ্ন রহিয়াছিল। শশরুধির সদৃশ রক্তবস্ত্র পরিধান, রক্তভূষণ ধারণ ও সর্ব্বাঙ্গে রক্তচন্দন লেপন করায় তাঁহাকে আকাশ মধ্যগত সন্ধ্যারাগ রঞ্জিত মেঘসমূহের ন্যায় বোধ হইতেছিল।

রঘুনন্দন ও বানরেন্দ্রগণ এইরূপ দেখিতেছেন, ইত্যবসরে সুগ্রীব সহসা উত্থিত হইয়া ক্রোধবেগে, উৎসাহ ও বল সহকারে সেই অচলাগ্র হইতে লম্ফ প্রদান করতঃ যেস্থানে রাবণ অবস্থান করিতেছিলেন, সেই গোপুরে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর, মুহূর্ত্তকাল অবস্থান করতঃ রাক্ষস রাবণকে দেখিয়া তৃণের ন্যায় বোধ করিলেন এবং নির্ভয়ান্তঃকরণে বলিতে লাগিলেন। 'রে নিশাচর! আমি লোকনাথ রামের দাস। আমি সেই পৃথিবীপতির অনুগ্রহে যেরূপ তেজঃশালী হইয়াছি, তাহাতে তুই অদ্য কোনরূপেই আমার নিকট মুক্তি লাভ করিতে পারিবি না।' বানররাজ এই কথা বলিয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক সহসা তাঁহার মস্তকে আরোহণ করতঃ বিচিত্র মুকুট আকর্ষণ করিয়া তাহা ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন এবং স্বয়ংও ভূতলে উত্তীর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার আগমন করিতে লাগিলেন। নিশাচর রাবণ সুগ্রীবকে বেগসহকারে পুনর্ব্বার আগমন করিতে দেখিয়া বলিলেন 'সুগ্রীব! তুমি যতক্ষণ আমার দৃষ্টিপথে পতিত হও নাই, ততক্ষণই সুগ্রীব ছিলে, কিন্তু সম্প্রতি হীনগ্রীব হইবে।'

রাবণ এই কথা বলিয়াই সুগ্রীবের বাহুদ্বয় ধরিয়া তাঁহাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন সুগ্রীবও জলাহত কন্দুর ন্যায় সহসা উত্থিত হইয়া তাঁহার বাহুদ্বয় আক্রমণ করতঃ তাঁহাকে ভূতলে পাতিত করিলেন। তাঁহারা পরস্পর এইরূপে যুদ্ধাসক্ত হইলে উভয়েরই স্বেদোদ্গম হইতে লাগিল, রুধিরধারায় উভয়েরই দেহ রক্তবর্ণ হইল। পরস্পর সংশ্লিষ্ট হওয়ায় উভয়কেই নিশ্চেষ্ট এবং একত্রীভূত শাল্মলী ও কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। মহাবল রাক্ষসেন্দ্র ও বানরেন্দ্র পরস্পর মুষ্টি, তল, অরত্নি এবং করাগ্র প্রহারের দ্বারা এরূপ সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন যে তাহা ক্রমে উভয়েরই নিরতিশয় অসহ্য হইয়া উঠিল। এইরূপে সেই উগ্রবেগ বীরদ্বয় গোপুরবেদীমধ্যে বহুক্ষণ বাহুযুদ্ধ করতঃ উভয়ে উভয়ের দেহকে বিনমিত করিয়া ঊর্দ্ধে ক্ষেপ

ও পদাঘাত দ্বারা কখন বা বেদীতলে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর, উভয়েই উভয়কে আক্রমণ করতঃ বিলগ্নদেহ হইয়া প্রাকারপরিখা মধ্যে পতিত এবং ক্ষণকাল নিশ্চেষ্টভাবে তথায় অবস্থান করতঃ ভূমিতে ভর দিয়া উত্থিত হইলেন; তৎকালে উভয়েরই মুহুর্মুহু দীর্ঘ-নিশ্বাস নির্গত হইতেছিল। ক্রোধ, শিক্ষা ও বলসহকারে যুদ্ধমার্গে বিচরণ করতঃ উভয়ে উভয়কে বারম্বার আলিঙ্গন করায় বোধ হইতে লাগিল, যেন, উভয়ে উভয়কে বাহুরূপ রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিতেছেন।'

এইরূপে জাতদন্ত সিংহ ও শার্দ্দূলশিশুর [স]হিত সমরাসক্ত করভযুগলের ন্যায় উভয়ে [উ]ভয়কে করদ্বয়ের দ্বারা আঘাত ও প্রতিঘাত [ক]রতঃ উভয়েই যুগপৎ ধরণীতলে পতিত হইতে [ল]াগিলেন। সেই বীরদ্বয় পরস্পরকে বার-[ম্ব]ার উৎক্ষেপণ এবং উৎসাহ, শিক্ষা ও বল-[স]হকারে বহুবিধ কৌশল প্রকাশ করিয়াও [ক]েহই শীঘ্র পরিশ্রান্ত হইলেন না। মত্তমাতঙ্গ-[স]দৃশ সেই বীরদ্বয় করিকরসদৃশ করযুগল দ্বারা পরস্পরকে নিবারণ করতঃ বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া মণ্ডলপঙ্‌ক্তিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। [ভ]ক্ষ্যার্থে বিবদমান মার্জ্জারযুগলের ন্যায় তাঁহা-[র]াও পরস্পরের বধসাধন বাসনায় যত্নবান্ হই-[ল]েন। এইরূপে সেই যুদ্ধবিশারদ রাক্ষসেন্দ্র ও [ব]ানরেন্দ্র বিচিত্র মণ্ডল, বিবিধ স্থান, গোমূত্র-[র]েখাসদৃশ কঠিনগতি, বিচিত্র গতপ্রত্যাগত, [ব]ক্র ও চক্রাকার গতি, প্রহার হইতে পরি-[র]াক্ষণ ও বর্জ্জন, পরিধাবন, অভিমুখে শীঘ্র [ধ]াবন, ঈষৎ গমন, যুদ্ধবাসনায় অভিমুখে [অ]বস্থান, পরাঙ্মুখ হইয়া গমন, পার্শ্বে অপ-[স]রণ, পরস্পর জানু গ্রহণ করতঃ অবনতদেহে [ধ]াবন, প্রতিপদে প্রতিপক্ষকে প্রহার করিতে [গ]মন এবং উপন্যস্ত ও অপন্যস্তরূপ বিবিধ কৌশল প্রকাশ করতঃ রণভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে রাক্ষস রাবণ [ব]ানররাজ হইতে মুক্তি লাভের উপায়ান্তর না [দে]খিয়া স্বীয় মায়া বিস্তার করিতে আরম্ভ [ক]রিলে, রণবিজয়ী শ্রমবিরহিত বানর[রা]জ [সু]গ্রীব তাহা জানিতে পারিয়া সহসা আকাশে উৎপতিত হওয়ায়, রাবণ সেই স্থানে থাকি-য়াই হরিরাজকর্ত্তৃক বঞ্চিত হইলেন।

অনন্তর, সূর্য্যনন্দন বানররাজ সুগ্রীব শ্রম-সহকারে নিশাচরপতি রাবণকে পরাজিত এবং স্বয়ং বিজয়রূপ কীর্ত্তি লাভ করতঃ অতি বিশাল গগন উল্লঙ্ঘন করিয়া বানরবল মধ্যে রাম-সন্নিধানে উপস্থিত হইতে বাসনা করিলেন। তদনন্তর, হৃষ্টান্তঃকরণে বায়ুবেগে বানরসেনা-মধ্যে প্রবেশ করতঃ তাহাদের দ্বারা পূজিত হইয়া যুদ্ধবৃত্তান্ত নিবেদন করতঃ রঘুনন্দনের আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন।

ইতি চত্বারিংশ সর্গ ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশ সর্গ।

সুগ্রীব উপস্থিত হইলে, লক্ষ্মণাগ্রজ রাম তাঁহার গাত্রে ক্ষতজাদি যুদ্ধচিহ্ন দর্শন করতঃ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন। 'তুমি আমার সহিত পরামর্শ না করিয়া যে সাহস প্রকাশ করিয়াছ, ভূপতিগণ কখনই এরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন না। হে বীর সাহসপ্রিয়! তুমি যে দুঃসাহসিক কার্য্য করিয়াছ, ইহাতে আমার, বানরবলের এবং বিভীষণেরও তোমার প্রত্যাগমনবিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। হে অরিন্দম! যাহা করিবার করিয়াছ, আর যেন কখন এরূপ সাহস প্রকাশ করিও না, কারণ তোমার কোনরূপ অপমান হইলে আমি সীতাকে লইয়া কি করিব? হে মোহাবাহো অরিদমন! তুমি কোনরূপে অপমানিত হইলে, আমি ভরত, কনিষ্ঠ লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন অথবা স্বীয় দেহ-পিণ্ডকে লইয়াই বা কি করিব? হে মহাবল! তোমার মহেন্দ্র ও বরুণসদৃশ বিক্রম অবগত হইয়াও, তুমি না আসায় আমি মনোমধ্যে এইরূপ স্থির করিয়াছিলাম;—' আমি রণভূমিতে পুত্র বল ও বাহনের সহিত রাবণকে বিনষ্ট করিয়া, বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিব এবং স্বীয় রাজ্যভার ভরতকে সমর্পণ করিয়া স্বয়ং দেহ পরিত্যাগ করিব।'

রাম এই কথা কহিলে, সুগ্রীব বলিলেন 'হে বীর রঘুনন্দন! আমি স্বীয় পরাক্রম অবগত হইয়াও আপনার ভার্য্যাপহারী রাবণকে দেখিয়া কিরূপে স্থির থাকিতে পারি?' রঘুনন্দন বীরবর সুগ্রীবের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করতঃ লক্ষ্মীসম্পন্ন লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলেন;— 'লক্ষ্মণ! সম্প্রতি সেনাসকলকে বিভাগ করতঃ শীতল জল ও কাননপূর্ণ প্রদেশে ব্যূহ রচনা করিয়া অবস্থান করা কর্ত্তব্য; কারণ লোকক্ষয়কর ভয়ঙ্কর এবং ঋক্ষ, বানর ও রাক্ষস বীরগণের বধসূচক দুর্নিমিত্ত সকল দৃষ্ট হইতেছে। ঐ দেখ, পরুষ বায়ু প্রবাহিত, বসুমতী ও পর্ব্বতাগ্র সকল কম্পিত এবং মহীধর সকল শব্দায়মান হইতেছে। ক্রব্যাদসদৃশ একান্ত পরুষস্বর ক্রূর মেঘ সকল শোণিতবিন্দু মিশ্রিত অশুভ বারি বর্ষণ করিতেছে। সন্ধ্যা, রক্তচন্দনসদৃশ লোহিতরাগে রঞ্জিত হইয়া নিদারুণ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। আদিত্যমণ্ডল হইতে প্রজ্বলিত অগ্নিপিণ্ড সকল নিপতিত হইতেছে। দীনস্বভাব ক্রূর অপ্রশস্ত পশু ও পক্ষিগণ সূর্য্যাভিমুখ হইয়া দীনভাবে যে রোদন করিতেছে, তাহা শুনিয়া নিরতিশয় ভয় উপস্থিত হইতেছে। রজনীতে চন্দ্রমা উদিত হইয়া লোক সকলকে সন্তাপিত করিয়া থাকেন এবং প্রলয়কালের ন্যায় তাঁহার চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ কিরণ সকল দৃষ্ট হয়; লক্ষ্মণ! নিশানাথের ঐরূপ বিপরীত ভাব সাতিশয় অপ্রশস্ত। লক্ষ্মণ! ঐ দেখ, সূর্য্যমণ্ডলেহ্রস্ব, রূক্ষ ও অপ্রশস্ত পরিবেশ এবং নীল চিহ্ন সকল দৃষ্ট হইতেছে। লক্ষ্মণ! চন্দ্রমা প্রতিনক্ষত্রে যথাবৎ অবস্থান না করায়, নিশ্চয় বোধ হইতেছে, যেন, অচিরাৎ প্রলয়কাল উপস্থিত হইবে। গৃধ্র, শ্যেন ও কাক সকল সহসা গৃহাঙ্গনে নিপতিত হইতেছে। শিবাগণ উচ্চৈঃস্বরে যেন অশুভ সংবাদই প্রকটিত করিতেছে। লক্ষ্মণ! যাহাই হউক, আমরা বানরগণে পরিবৃত হইয়া বল সহকারে অদ্য রাবণপালিত দুর্দ্ধর্ষ লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিব।'

বীরবর মহাবল লক্ষ্মণাগ্রজ রাম, লক্ষ্মণকে এই কথা বলিয়া, পর্ব্বতাগ্র হইতে নিম্নে অবরোহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। অনন্তর, কালজ্ঞ ধর্ম্মাত্মা রাঘব পর্ব্বতাগ্র হইতে অবতীর্ণ হইয়া শত্রুগণের দুর্দ্ধর্ষ স্বীয় বল পর্য্যবেক্ষণ করতঃ সুগ্রীবের সহিত মিলিত হইয়া সেই বানররাজের সৈন্যগণকে ব্যূহ রচনায় বিন্যস্ত করিলেন এবং শুভ সময়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার আদেশ প্রদান করিলেন। তদনন্তর, মহাবাহু রঘুনন্দন সুমহৎ বলে পরিবৃত হইয়া ধনুর্দ্ধারণ করতঃ লঙ্কাপুরীর অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। তৎকালে বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান্, ঋক্ষরাজ জাম্ববান্, নল, নীল এবং লক্ষ্মণ তাঁহার অনুগামী হইলেন। ঋক্ষ ও বনৌকসগণের মহতী সেনা বিস্তীর্ণ ভূভাগ সমাচ্ছাদিত করিয়া রঘুনন্দনের পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। শত্রুবিনাশসমর্থ কুঞ্জরসদৃশ বানরগণ গমনকালে অসঙ্খ্য শৈলশৃঙ্গ ও প্রবৃদ্ধ বৃক্ষ সকল গ্রহণ করিল।

এইরূপে অরিন্দম রাম, ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত অচিরকালমধ্যেই রাক্ষসরাজের লঙ্কাপুরীতে উপস্থিত হইলেন। বানরগণও রামের আদেশ অনুসারে সেই পতাকামালিনী উদ্যানশোভিত বিচিত্রবপ্রবেষ্টিত অন্যের দুষ্প্রবেশ্য, উচ্চ প্রাকার ও তোরণশোভিত, সুরগণেরও দুর্দ্ধর্ষ এবং মনোহর লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিয়া তাহাকে নিরতিশয় পীড়িত করিতে লাগিল। এইরূপে রাম ধনুর্দ্ধারণ করতঃ অনুজ লক্ষ্মণের সহিত লঙ্কার উত্তরদ্বার অবরোধ ও স্বীয় সেনাগণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। যথায় রাবণ স্বয়ং অবস্থান করিতেছেন, রাম ভিন্ন অপর কেহই তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না, এই বিবেচনা করিয়াই বীর দাশরথি লক্ষ্মণের সহিত স্বয়ং সেই রাবণপালিত লঙ্কাপুরীর উত্তরদ্বার অবরোধ করিলেন। বরুণাধিষ্ঠিত মহাসাগর এবং দানবদলরক্ষিত পাতালপুরীর ন্যায় সশস্ত্র ভীমরূপ রাক্ষসগণকর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত সেই রাবণাধিষ্ঠিত উত্তরদ্বার দর্শন করিলে, অল্পবীর্য্যগণের নিরতিশয় ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। অপিচ,

বানরগণ তথায় রাক্ষসযোধগণের বহুবিধ অস্ত্র ও কবচ সকল দর্শন করিল।

বানর সেনাপতি বীর্য্যবান্ নীল মৈন্দ ও দ্বিবিদের সহিত পূর্ব্বদ্বারে উপস্থিত হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবল অঙ্গদ ঋষভ গজ ও গবাক্ষের সহিত পূর্ব্বদ্বার অবরোধ করিলেন। কপিবর মহাবল হনুমান্ প্রজঙ্ঘ তরস ও অপর বীরগণে পরিবৃত হইয়া পশ্চিমদ্বার রক্ষা করিতে লাগিলেন। স্বয়ং সুগ্রীব গরুড় ও পবনসদৃশ বানরশ্রেষ্ঠগণের সহিত মধ্যমগুল্মে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ষট্ত্রিংশৎকোটি বানরযূথপতি সুগ্রীবসন্নিধানে অবস্থান করতঃ লঙ্কাকে নিপীড়িত করিতে লাগিল। রামের আদেশ অনুসারে লক্ষ্মণ ও বিভীষণ প্রতিদ্বারে কোটি কোটি বানরসেনা সন্নিবেশিত করিলেন। যথায় রঘুনন্দন অবস্থান করিতেছিলেন, তাহার অব্যবহিত পশ্চিমে এবং মধ্যমগুল্মের সন্নিকটেই সুষেণ ও জাম্ববান্ সবলে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এইরূপে তীক্ষ্ণদন্ত শার্দ্দূলগণসদৃশ সেই বানরশার্দ্দূলগণ দ্রুম ও শৈলাগ্র সকল গ্রহণ করতঃ হৃষ্টান্তঃকরণে সমরে প্রবৃত্ত হইল। নখদন্তায়ুধ ও বিচিত্রদেহ সেই বানরগণ ক্রোধভরে লাঙ্গূলতাড়ন, অঙ্গসঞ্চালন ও মুখভঙ্গি প্রকাশ করিতেছিল। বানরগণের মধ্যে কেহ দশ, কেহ শত ও কেহ বা সহস্র হস্তীর তুল্য বলশালী। তাহাদের মধ্যে কেহ বা অমোঘবল ও কেহ বা শত অমোঘসংখ্য হস্তীর ন্যায় বলশালী এবং কোন কোন যূথপতি এরূপ বলশালী ছিল যে, কাহারও সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে না। শলভগণের ন্যায় সেই বানরসেনাগণের এরূপ বিচিত্র সমাগম হইয়াছিল যে, পূর্ব্বে কখনই সেইরূপ হয় নাই। লঙ্কামধ্যে উপনিবিষ্ট বানরগণ দ্বারা তত্রত্য ভূভাগ ও উৎপতিত বানরগণ দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

এইরূপে দ্বার সকলে বানরসেনাগণ সন্নিবেশিত হইলে, কোটি সংখ্যক ঋক্ষ ও বানরবাহিনী যুদ্ধাভিলাষে লঙ্কাদ্বারে উপস্থিত হওয়ায় গিরিবর ত্রিকূটকে বানরগণ দ্বারা আচ্ছাদিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। প্রতিদ্বারে সন্নিবেশিত সেনাগণের বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত কোটিসংখ্যক বানর পুরীর চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। লঙ্কানগরী ক্রমপাণি বানরগণকর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে পরিবৃত হইয়া বায়ুরও দুষ্প্রবেশ্য হইয়া উঠিল। মেঘসদৃশ ও শক্রতুল্য পরাক্রমশালী বানরগণকর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া রাক্ষসগণ নিরতিশয় বিস্মিত হইল। তৎকালে বদ্ধসেতু জলনিধির জলকল্লোলের ন্যায় সেই বলসমূহের সুমহৎ কোলাহল গগন ভেদ করিয়া উত্থিত হইল। সেই সুমহৎ শব্দে শৈল, বন, কানন, প্রাকার ও তোরণের সহিত সমগ্র লঙ্কাদ্বীপ বারম্বার কম্পিত হইতে লাগিল। অধিক কি, তৎকালে রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব রক্ষিত সেই বানরবাহিনীকে সুর ও অসুরগণেরও দুর্দ্ধর্ষ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর, সামাদিপ্রয়োগসমর্থ রঘুনন্দন এইরূপে সেনাসকলকে সন্নিবেশিত করিয়া রাজধর্ম্মের শাসন স্মরণ করতঃ অনন্তরকর্ত্তব্য কার্য্য সকল সম্পাদন করিবার নিমিত্ত বিভীষণ ও অপর মন্ত্রিগণের সহিত বারম্বার মন্ত্রণা করতঃ বালিনন্দন অঙ্গদকে আহ্বান করিয়া বলিলেন। 'হে সৌম্য কপে! তুমি আমার নিয়োগানুসারে নির্ভয়ে ও হৃষ্টান্তঃকরণে প্রাকার উল্লঙ্ঘন করতঃ লঙ্কাপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই শ্রীভ্রষ্ট, গতৈশ্বর্য্য, মুমূর্ষু ও নষ্টচেতন দশাননকে পশ্চাদুক্ত বাক্য সকল বলিয়া আইস;—"রে রজনীচর! তুমি এতকাল মোহ ও দর্পের বশীভূত হইয়া দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, নাগ, যক্ষ, পার্থিব ভূপতি ও অপ্সরোগণের পীড়াকর যে সকল কার্য্য করিয়াছ, অধুনা তাহার নিদারুণ পরিণাম উপস্থিত হইয়াছে। রে রাক্ষস! যখন আমি দারহরণরূপ নিদারুণ কর্ম্মে একান্ত ব্যথিতহৃদয় হইয়া তোমার বধসাধনবাসনায় দণ্ডপাণি যমের ন্যায় দণ্ডধারণ করতঃ লঙ্কাদ্বারে অবস্থান করিলাম তখন নিশ্চয়ই তোমার সেই পিতামহবরসম্ভূত দর্প অদ্য বিগত হইল। রে নিশাচর! তুমি রণভূমিতে মৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়া দেবতা,

মহর্ষি ও রাজর্ষিগণের ন্যায় পুণ্যলোকে বসতি লাভ করিবে। রে রাক্ষসাধম! তুমি যে বল ও মায়া অবলম্বন করতঃ আমাকে কুটীর হইতে অপনীত করিয়া সীতাকে হরণ করিয়াছ, অধুনা সেই বল ও মায়া প্রদর্শন কর। যদি, তুমি সীতার সহিত আমারসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া শরণাগত না হও, তাহা হইলে আমি নিশিতশরনিকর দ্বারা সমগ্র ভূমণ্ডলকে রাক্ষস-শূন্য করিয়া এই সমাগত শ্রীমান্ ধর্ম্মাত্মা রাক্ষসশ্রেষ্ঠ বিভীষণকে এই নিষ্কণ্টক লঙ্কারাজ্য ও ইহার সমস্ত ঐশ্চর্য্য প্রদান করিব। তুমি যেরূপ পাপাচারী ও সদসদ্বিবেকবিহীন, তাহাতে এরূপ অধর্ম্মাচরণ করিয়া কয়েকজন মূর্খ মন্ত্রীর সাহায্যে আর অধিককাল রাজ্য ভোগ করিতে পারিবে না। রে রাক্ষস! যদি শরণাগত হওয়া তোমার অভিপ্রেত না হয়, তবে ধৈর্য্য ওশৌর্য্য অবলম্বন করতঃ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে রণভূমিতে আমার বিক্ষিপ্ত শরনিকর দ্বারা তোমার দেহ পবিত্র হইবে এবং তুমি আজন্ম যে সকল পাপকর্ম্ম করিয়াছ, তাহা হইতে মুক্ত হইবে। রে নিশাচর! তুমি যদি পক্ষিরূপ পরিগ্রহ করিয়া ত্রিলোকমধ্যে পরিভ্রমণ কর, তথাপি আমার নয়নপথাতীত হইতে অথবা স্বীয় জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না। সম্প্রতি তোমার জীবন আমার হস্তেই রহিয়াছে, অতএব তোমার হিতের নিমিত্তই বলিতেছি, তুমি পরলোকে সদ্গতি লাভের নিমিত্ত দানাদি আচরণ কর এবং তদ্দর্শনে লঙ্কানগরী প্রমুদিত হউক।'

অক্লিষ্টকর্ম্মা রঘুনন্দনকর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া তারাতনয় অঙ্গদ মূর্ত্তিমান হুতাশনের ন্যায় আকাশমার্গে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর, মুহূর্ত্তকালমধ্যে রাবণমন্দিরে উপস্থিত হইয়া, সচিবগণের সহিত সমাসীন অবিচলিত হৃদয় রাবণকে দর্শন করিলেন। তদনন্তর, কনকাঙ্গদভূষিত দীপ্তাগ্নিসদৃশ বানরপুঙ্গব অঙ্গদ রাবণের নিকটে নিপতিত হইয়া স্বয়ং আপনার নাম কীর্ত্তন করতঃ সামাত্য রাবণকে সেই রামকথিত বাক্য সকল যথাকথিত-রূপে বলিতে লাগিলেন। অঙ্গদ কহিলেন 'বোধ হয় আমার নাম শ্রুত হইয়া থাকিবে, আমি বালিনন্দন অঙ্গদ, সম্প্রতি অক্লিষ্ট-কর্ম্মা কোশলেন্দ্র রামের দূত হইয়া তোমার নিকট সমাগত হইয়াছি। কৌসল্যানন্দ-বর্দ্ধন রঘুনন্দন রাম তোমাকে বলিয়াছেন;—"রে পুরুষাধম নৃশংস! তুই পুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে আমি, পুত্র জ্ঞাতি ও বান্ধবগণের সহিত তোর বধসাধন করিব। রাবণ! তুই নিহত হইলে ত্রিভুবন উদ্বেগবিহীন হইবে। আমি তোকে নিহত করিয়া দেব, দানব, যক্ষ গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস ও ঋষিগণের কণ্টক উদ্ধার করিব। তুই যদি আমার পাদাবনত হইয়া সসম্মানে আমাকে বৈদেহী প্রদান না করিস্, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবি এবং তোর সমস্ত ঐশ্বর্য্যই বিভীষণের হইবে।"

বানরপুঙ্গব অঙ্গদ এই কথা বলিলে নিশাচরগণের ঈশ্বর রাবণ ক্রোধপরবশ হইয়া, নিকটস্থ সচিবগণকে বলিলেন; 'এই দুর্ব্বুদ্ধিকে বন্ধন কর এবং এই মুহূর্ত্তেই ইহার প্রাণ বিনাশ কর।' রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ঘোররূপ চারিজন নিশাচর সেই প্রদীপ্তাগ্নি-সদৃশ অঙ্গদকে বন্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইল। বীরবর বুদ্ধিমান্ তারাতনয় সমর্থ হইয়াও রাক্ষসগণকে স্বীয় বল প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত স্বয়ংই তাহাদের বশীভূত হইলেন। রাক্ষসগণ বন্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, অঙ্গদ সহসা শৈল-শৃঙ্গ সদৃশ উন্নত প্রাসাদোপরি উৎপতিত হইলেন; তৎকালে তাঁহার বাহুদ্বয়ে বন্ধনার্থ সমাসক্ত নিশাচরগণ শাখাসক্ত পতগগণের ন্যায় লম্বিত হইতে লাগিল। তাঁহার উৎ-পতনবেগে রাক্ষসগণ এরূপ ত্রস্ত হইয়া উঠিল যে, তাহারা সকলে রাক্ষসেন্দ্রের সম্মুখেই ভূমি-তলে নিপতিত হইল। তদনন্তর, বালিনন্দন প্রতাপবান্ অঙ্গদ শৈলশৃঙ্গ সদৃশ সেই প্রাসাদ শিখরে উপস্থিত হইয়া তাহাতে এরূপ পদাঘাত করিলেন যে, তাহা বজ্রবিদারিত হিমালয়-শৃঙ্গের ন্যায় ভগ্ন ও দশাননের সম্মুখেই ভূতল-

শায়ী হইল। এইরূপে অঙ্গদ প্রাসাদশিখর ভগ্ন, বারম্বার আপনার নাম কীর্ত্তন ও সুমহৎ সিংহনাদ করতঃ আকাশমার্গে উৎপতিত হইয়া, রাক্ষসগণের ব্যথা ও বানরগণের হর্ষ উৎপাদন করিতে করিতে বানর মধ্যস্থিত রামের পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন।

প্রাসাদ ভগ্ন হওয়ায় রাবণের নিরতিশয় ক্রোধ উপস্থিত হইল এবং তিনি রামদূতের বল ও আপনার ভাবী বিনাশের বিষয় চিন্তা করিয়া, বারম্বার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। এদিকে রামও বলবান্ বানরগণে পরিবৃত হইয়া শত্রুবিনাশের নিমিত্ত যুদ্ধেই মনোনিবেশ করিলেন। গিরিকূটসদৃশ মহাবীর্য্য দুর্দ্ধর্ষ সুষেণ সুগ্রীবের আদেশ অনুসারে কামরূপ বানরগণে পরিবৃত হইয়া চন্দ্র যেরূপ অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্রগণে পরিক্রমণ করেন, তদ্রূপ সকল দ্বারেই পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। লঙ্কামধ্যে সাগর সীমা পর্য্যন্ত উপনিবিষ্ট সেই অসংখ্য অক্ষৌহিণী পরিমিত বানরবাহিনী দর্শন করিয়া রাক্ষসগণের মধ্যে কেহ বিস্মিত, কেহ ভীত ও কেহ বা রণোৎসাহে মত্ত হইয়া সাতিশয় আনন্দিত হইল। কোন কোন রাক্ষস প্রাকারোপরি আরোহণ করতঃ প্রাকার এবং পরিখা সকলকেও বানরগণে পরিপূর্ণ দেখিয়া ভয়ে হাহাকার করিতে লাগিল। এইরূপ মহাভয়জনক কোলাহল আরম্ভ হইলে, রাক্ষসগণ আয়ুধ গ্রহণ করতঃ প্রলয়বায়ুর ন্যায় রাক্ষসরাজের রাজধানীর চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল।

ইতি একচত্বারিংশ সর্গ ॥ ৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

এদিকে রাক্ষসগণ রাবণমন্দিরে গমন করিয়া বানরগণের সহিত রামের লঙ্কাবরোধের বিষয় নিবেদন করিল। তৎশ্রবণে নিশাচরপতি দ্বাররক্ষার্থ দ্বিগুণ বল নিয়োগ করিয়া স্বয়ং প্রাসাদোপরি আরোহণ করিলেন। অনন্তর, অসংখ্য রাক্ষস ও বানরগণে পরিবৃত, শৈল বন এবং কাননশালিনী লঙ্কার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ দেখিলেন, সর্ব্বত্র বানরগণ সন্নিবিষ্ট হওয়ায় তত্রত্য ভূভাগ যেন কপিলবর্ণ হইয়াছে। তৎকালে তাঁহার মনোমধ্যে 'কিরূপে এই বানরগণ বিনষ্ট করিব' এই চিন্তাই প্রবল হইয়া উঠিল। বিশাললোচন রাবণ বহুক্ষণ এইরূপ চিন্তা করতঃ ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া রঘুনন্দন রাম, লক্ষ্মণ ও বানরযূথগণকে দর্শন করিতে লাগিলেন।

এখানে রাঘব হৃষ্টান্তঃকরণে সসৈন্যে প্রাকারসন্নিহিত হইয়া, রাক্ষসগণকর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত লঙ্কানগরী দর্শন করিতে লাগিলেন। পরন্তু, সেই বিচিত্র ধ্বজপতাকাশালিনী লঙ্কা দর্শন করতঃ মনোমধ্যে সীতাকে চিন্তা করিয়া ক্ষুব্ধহৃদয়ে বলিলেন; 'হায়! এই স্থানেই সেই মৃগশাবলোচনা কৃশাঙ্গী জনকনন্দিনী আমার নিমিত্ত পীড়িত এবং শোকসন্তপ্ত হইয়া ভূতলে শয়ন করিয়া আছেন।' ধর্ম্মাত্মা রাম এইরূপে ক্ষণকাল রাবণনিপীড়িত বৈদেহীকে চিন্তা করতঃ বানরগণকে সত্বরে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে আদেশ করিলেন।

বানরগণ অক্লিষ্টকর্ম্মা রামকর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া, সকলেই সমকালে অগ্রসর হইবার নিমিত্ত সিংহনাদে চতুর্দ্দিক পরিপূরিত করিল। তৎকালে সেই বানরযূথপতিগণ সকলেই 'আমরা শিখর সকল দ্বারা এই লঙ্কানগরীকে বিকীর্ণ করিব অথবা মুষ্টিপ্রহারেই ইহাকে চূর্ণ করিয়া ফেলিব' এইরূপ মনে করিতে লাগিল। তাহারা সকলে গিরিশৃঙ্গ, সুমহৎ শিখর ও বিবিধ বৃক্ষ উৎপাটন করতঃ রাঘবের হিতসাধন বাসনায় রাক্ষসরাজের সাক্ষাতে ক্রমে ক্রমে লঙ্কায় আরোহণ করিল। এইরূপে সেই শিলাশালযোধী তাম্রমুখ হেমাভ বানরগণ, রামের নিমিত্ত জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইয়া সকলেই লঙ্কাভিমুখে ধাবিত হইল। তাহারা পুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দ্রুম পর্ব্বতাগ্র ও মুষ্টিপ্রহার দ্বারা প্রাকারাগ্র ও অসংখ্য তোরণ সকল ভগ্ন করিতে লাগিল। পাংশু, পর্ব্বতাগ্র, তৃণ ও কাষ্ঠ দ্বারা প্রসন্নসলিল পরিখা সকল পরিপূরিত করিল। সেই সমস্ত

আরও কোটি কোটি বানর লঙ্কামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কাঞ্চননির্ম্মিত তোরণ ও কৈলাসশিখর-সদৃশ তাহার উন্নত অগ্রভাগ সকল ভগ্ন করিতে লাগিল। মহাবারণসদৃশ অসংখ্য বানর উল্লম্ফন ও গর্জ্জন করতঃ লঙ্কার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। কোন কোন কামরূপী বানর সিংহনাদ করতঃ প্রাকারোপরি আরোহণ করিয়া 'মহাবল রাম, লক্ষ্মণ ও রাঘবরক্ষিত বানররাজ সুগ্রীব বিজয় লাভ করুন্, এইরূপ ঘোষণা করতঃ বেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। বীরবাহু, সুবাহু, নল ও পনসপ্রভৃতি যূথপতিগণ সেনা প্রবেশের নিমিত্ত বহিঃস্থ প্রাকার ভগ্ন করতঃ পুর মধ্যে প্রবেশ করিল। ইত্যবসরে বানরসেনাপতিগণ স্কন্ধাবার স্থাপন করিতে আরম্ভ করিলেন;—বলবান্ কুমুদ রণবিজয়ী দশ কোটি বানরে পরিবৃত হইয়া পূর্ব্বদ্বারে সন্নিবিষ্ট হইল। তাহার সাহায্যের নিমিত্ত বানর পরিবৃত বানরবর প্রসভ ও মহাবাহু পনস সেই স্থানে সন্নিবেশ স্থাপন করিল। বীরবর বলবান্ বানর শতবলি বিংশতি কোটি বানরসেনার সহিত দক্ষিণদ্বারে অবস্থান করিতে লাগিল। তারার পিতা বলবান্ সুষেণ কোটি কোটি বানরগণের সহিত পশ্চিমদ্বারে সন্নিবিষ্ট হইলেন। বলবান্ রাম, লক্ষ্মণ ও বানররাজ সুগ্রীব উত্তরদ্বারে অবস্থান করিলেন। ভীমদর্শন মহাবীর্য্য মহাকায় গোলাঙ্গূল গবাক্ষ কোটি সংখ্যক বানরে পরিবৃত হইয়া রামের সন্নিহিত হইলেন। মহাবীর্য্য অরিন্দম ধূম্র কোটিসংখ্যক ঋক্ষে পরিবৃত হইয়া রামসমীপে গমন করিল। বদ্ধ সন্নাহ মহাবীর্য্য গদাপাণি বিভীষণ সচিবগণের সহিত মহাবল রামের নিকটস্থ হইলেন। গজ, গবাক্ষ, গবয়; শরভ ও গন্ধমাদন চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করতঃ বানরসেনাগণকে রক্ষা করিতে লাগিল।

নিশাচরপতি রাবণ এই সমস্ত অবগত হইয়া নিরতিশয় রোষ পরবশ হইলেন এবং সত্বর স্বীয় সৈন্যগণকে যুদ্ধার্থ নির্গত হইতে আদেশ করিলেন। নিশাচরগণও রাবণমুখ-নিঃসৃত সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভেরীনির্ঘোষের সহিত সর্ব্বত্র তদীয় আজ্ঞা প্রচার করিল। অনন্তর, চতুর্দ্দিক্ হইতে রাক্ষসগণের সুবর্ণ-কোণাভিহত ও চন্দ্রসদৃশ পাণ্ডুরবর্ণ মুখাচ্ছাদন-যুক্ত ভেরী সকল বাদিত হইতে লাগিল। ঘোররূপ রাক্ষসগণের মুখমারুতপূরিত মহাঘোষ শতসহস্র শঙ্খ এককালে বিনাদিত হইয়া উঠিল। রত্নাভরণভূষিত শুকসদৃশ নীলাঙ্গ নিশাচরগণ শঙ্খ ধারণ করায় তৎকালে তাহাদিগকে বিদ্যুদ্দামবিরাজিতবলাকাশোভিত অম্বুদদামের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর, রাক্ষসগণ রাবণকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া, প্রলয়কালে পূর্য্যমাণ মহোদধির তরঙ্গবেগের ন্যায় প্রবলবেগে পুর হইতে নির্গত হইল। তদ্দর্শনে বানরসেনাগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে এরূপ সিংহনাদ করিয়া উঠিল যে, তাহাতে অতিদূরবর্ত্তী মলয়পর্ব্বতও সানু, প্রস্থ এবং কন্দরের সহিত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। সেই তরস্বী বানরগণের সিংহনাদ, শঙ্খ দুন্দুভিনির্ঘোষ, মাতঙ্গগণের বৃংহিত, হয়গণের হ্রেষিত, রথ সকলের নেমিনির্ঘোষ ও রাক্ষসগণের পদনিস্বনে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং মহাসাগরও অনুনাদিত হইতে লাগিল। তদনন্তর, পূর্ব্বকালীন দেবাসুর সংগ্রামের ন্যায় রাক্ষস ও বানরগণের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। রাক্ষসগণ বারম্বার স্ব স্ব বিক্রম প্রকাশ করতঃ প্রদীপ্ত শক্তি, শূল, পরশু ও গদা দ্বারা বানরগণকে আঘাত করিতে লাগিল। বেগবান্ মহাকায় বানরগণও বৃক্ষ, পর্ব্বতাগ্র, নখ ও দন্ত দ্বারা রাক্ষসগণকে আঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইল। তৎকালে সেই বানরসেনা মধ্য হইতে 'বানররাজ সুগ্রীব বিজয়ী হউন' এইরূপ সুমহৎ শব্দ সমুত্থিত হইল। ভীমরূপ রাক্ষসগণও বারম্বার 'রাক্ষসরাজ বিজয়ী হউন' এই কথা বলিয়া স্ব স্ব নাম উচ্চারণ করতঃ প্রাসাদোপরি আরোহণ করিয়া ভিন্দিপাল ও শূল সকলের দ্বারা নিম্নস্থ বানরগণকে বিদারিত করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে বানরগণ ক্রোধে আকাশে উৎপতিত হইয়া বাহুপ্রহারে প্রাকারস্থিত রাক্ষসগণকে বিদারিত করিতে আরম্ভ করিল। তৎ... সেই প্রাসাদ ... এরূপ পদাঘাত ... হিমালয় ... নর সম্মুখেই ছুট ... বালিনন্দন

ও রাক্ষসগণের তুমুল সংগ্রাম হইল যে, উভয়পক্ষীয় বীরগণের শরীরনির্গত মাংস ও শোণিত দ্বারা রণভূমি কর্দ্দমপূর্ণ হইল এবং তাহা অদ্ভূতপূর্ব্বের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

ইতি দ্বিচত্বারিংশ সর্গ ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

এইরূপে মহাবল বানর ও রাক্ষসগণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, পরস্পর জয়লাভবাসনায় সকলেরই নিদারুণ ক্রোধ উপস্থিত হইল। অনন্তর, রাবণের বিজয়াভিলাষী ভীমকর্ম্মা বীর রাক্ষসগণ মনোরম কবচ ধারণ করতঃ কাঞ্চনমালাযুক্ত অগ্নিশিখাসদৃশ ধ্বজশোভিত, অশ্ব সঞ্চালিত ও আদিত্যসদৃশ রথে আরোহণ করিয়া দশদিক্ বিনাদিত করতঃ যুদ্ধার্থ নির্গত হইল। তদ্দর্শনে মহতী বানরসেনাও সেই ঘোরকর্ম্মা রাক্ষসগণের সেনাভিমুখে ধাবিত হইল।

অনন্তর, উভয় সেনা সম্মুখীন হইলে রাক্ষস ও বানরগণের পরস্পর দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল। অন্ধকাসুরের সহিত যুদ্ধাসক্ত ত্রিলোচনের ন্যায় মহাতেজা বালিনন্দন অঙ্গদ নিশাচর ইন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। রণদুর্জ্জয় সম্পাতি প্রজঙ্ঘের সহিত বানরবর হনুমান্ জম্বুমালীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই রণস্থলে রাবণানুজ রাক্ষস বিভীষণ ক্রোধসহকারে তীক্ষ্ণবেগ মিত্রঘ্ন নামক রাক্ষসের সহিত যুদ্ধাসক্ত হইলেন। ...গজ, তপনের সহিত এবং মহাতেজা ...ন্তের সহিত সঙ্গত হইলেন; বান- ... রাক্ষস প্রঘসের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে ...। বিরূপাক্ষ নামক রাক্ষসের ... লক্ষ্মণের যুদ্ধ হইতে লাগিল।

এদি... ...তু রশ্মিকেতু সুপ্তঘ্ন ও যজ্ঞকোপ
করিয়া ...চতুষ্টয় রামের সহিত সঙ্গত
বিষয় নি... ...জমুষ্টি ও অশনিপ্রভ নামক
দ্বাররক্ষার্থ ...দ্বিবিদ নামক বানরদ্বয়ে...
প্রাসাদোপা... ...ইল। ভীমরূপ রণদুর্জ্জয়
অসংখ্য রাক্ষস ... রাক্ষস তীক্ষ্ণবেগ নলের
এবং কাননশ...

সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। ত্রিলোকবিশ্রুত বলবান্ ধর্ম্মপুত্র মহাকপি সুষেণ বিদ্যুন্মালীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অপর ভীমপরাক্রম বানরগণ অসংখ্য রাক্ষসগণের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।

এইরূপে সেই রণভূমিতে জয়াভিলাষী বানর ও রাক্ষসবীরগণের তুমুল রোমহর্ষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বানর ও রাক্ষসগণের পর্ব্বত-প্রমাণ দেহ হইতে আঘাতজনিত শোণিতধারা নির্গত হওয়ায়, সেই সকলকে নদী ও তাহাদের শরীরসম্ভূত রোমরাজিকে শৈবালসদৃশ বোধ হইতে লাগিল। দেবরাজ যেরূপ বজ্র প্রহার করেন, তদ্রূপ ইন্দ্রজিৎ শত্রুসৈন্যবিদারণ অঙ্গদকে গদা দ্বারা প্রহার করিলেন। বেগবান্ বানরবর অঙ্গদও তদীয় নিক্ষিপ্ত গদা গ্রহণ করতঃ তাঁহার অশ্ব সারথি ও কাঞ্চনচিত্রিত রথে প্রহার করিলেন। সম্পাতি, প্রজঙ্ঘকর্ত্তৃক বাণত্রয়ে সমাহত হইয়া একটি অশ্বকর্ণ বৃক্ষ দ্বারা তাহার মস্তকে আঘাত করিল। রথস্থিত মহাবল জম্বুমালী ক্রোধভরে রথশক্তি দ্বারা হনুমানের স্তনান্তরে আঘাত করিলে, পবননন্দন হনুমান্ সত্বরে তদীয় রথে আরোহণ করিয়া তলপ্রহার দ্বারা রথের সহিত সেই রাক্ষসকে ভূতলশায়ী করিলেন। ভীমরূপ প্রতপন সশব্দে নলের প্রতি ধাবিত হইলে, নল সেই ক্ষিপ্রহস্ত রাক্ষসের শরনিকরে ভিন্নগাত্র হইয়া অনায়াসেই তাহার চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটিত করিয়া ফেলিলেন। প্রঘস যেন সৈন্যগণকে গ্রাস করিতেছে, এই বিবেচনা করিয়াই বানররাজ সুগ্রীব একটি সপ্তপর্ণ দ্বারা সত্বর তাহাকে নিহত করিলেন। লক্ষ্মণ ভীমদর্শন বিরূপাক্ষকে অসংখ্য শর দ্বারা পীড়িত করতঃ পরিশেষে একমাত্র শর দ্বারা তাহাকে নিহত করিলেন। দুর্জ্জয় রাক্ষস অগ্নিকেতু রশ্মিকেতু সুপ্তঘ্ন ও যজ্ঞকোপ রামচন্দ্রের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিল। রঘুনন্দন তাহাতে নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অগ্নিশিখা সদৃশ চারিটি ভয়ঙ্কর শর দ্বারা তাহাদের চারিজনেরই মস্তক ছেদন করিলেন। সেই রণস্থলে রাক্ষস বজ্র মৈন্দকর্ত্তৃক মুষ্টিপীড়িত হইয়া, পুরমধ্যবর্ত্তী উচ্চ অট্টালিকার

ন্যায় অশ্ব ও রথের সহিত ভূতলে পতিত হইল। যেরূপ দিবাকর করনিকর দ্বারা জলদ সকলকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া থাকেন, তদ্রূপ নিশাচর নিকুম্ভ নীলাঞ্জনচয়সদৃশ সেনাপতি নীলকে শরসমূহের দ্বারা আঘাত করিল। তদনন্তর, পুনর্ব্বার শত সংখ্যক শর দ্বারা তাহার শরীর ভেদ করতঃ উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিল। পরন্তু, নীল তদীয় রথচক্র গ্রহণ করতঃ চক্রহস্ত বিষ্ণুর ন্যায় নিকুম্ভ ও তাহার সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বজ্রশনিসম কঠিন স্পর্শ দ্বিবিদ সর্ব্ব রাক্ষসসমক্ষেই গিরিশৃঙ্গ প্রহার দ্বারা অশনিপ্রভকে নিহত করিল। রাক্ষস অশনিপ্রভ ও অশনিসদৃশ শরনিকর দ্বারা দ্রুমযোধী বানরেন্দ্র দ্বিবিদকে বিদ্ধ করিল। পরন্তু, দ্বিবিদ শরবিদ্ধ হইয়া নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইল এবং একটি শালবৃক্ষ দ্বারা অশ্ব ও রথের সহিত তাহাকে নিহত করিল। রথস্থিত বিদ্যুন্মালী বারম্বার সিংহনাদ করতঃ, অসংখ্য কাঞ্চনভূষণ শর-সমূহ দ্বারা সুষেণকে আঘাত করিলে বানরোত্তম সুষেণ সুমহৎ গিরিশৃঙ্গ দ্বারা তদীয় রথ নিপাতিত করিলেন। তখন নিশাচর বিদ্যুন্মালী চতুরতা প্রকাশপূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, গদাহস্তে ভূতলে অবস্থান করিতে লাগিল। তদনন্তর, বানরপুঙ্গব সুষেণ ক্রুদ্ধ হইয়া মহতী শিলা গ্রহণ করতঃ তাহার প্রতি ধাবিত হইলেন। নিশাচর বিদ্যুন্মালী বানরপুঙ্গব সুষেণকে সমাগত দেখিয়া সত্বর তাঁহার বক্ষঃস্থলে গদা প্রহার করিলে, বানরবর সুষেণ তাহা লক্ষ্য না করিয়াই তাহার উপর পূর্ব্বগৃহীত মহতী শিলা নিক্ষেপ করিলেন। নিশাচর বিদ্যুন্মালী সেই শিলা প্রহারেই নিপীড়িত হৃদয় ও বিগত-জীবিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল।

এইরূপে সেই দ্বন্দ্বযুদ্ধে সুরগণনিপীড়িত অসুরগণের ন্যায় শূর নিশাচরগণ বীরবর বানরগণকর্ত্তৃক বিমথিত হইতে লাগিল। ভল্ল, গদা শক্তি, তোমর ও শর সকলের দ্বারা আহত হইয়া, রথ ও সাংগ্রামিক অশ্ব সকল ভূতলে পতিত হইল। সেই ঘোররূপ সংগ্রামে নিহত মত্তমাতঙ্গ, বানর, রাক্ষস এবং ভগ্নচক্র যুগ ও দণ্ড সকলে রণস্থল পরিপূর্ণ হইলে তাহা গোমায়ুগণের বিচরণ স্থান হইয়া উঠিল। দেবতা ও অসুরগণের সংগ্রামসদৃশ সেই তুমুল সংগ্রামে চতুর্দ্দিক্ হইতে বানর ও রাক্ষসগণের কবন্ধ সকল উত্থিত হইতে লাগিল। তৎকালে শোণিতগন্ধ মূর্চ্ছিত নিশাচর ... বানরগণকর্ত্তৃক নিরতিশয় পীড়িত যুদ্ধ আরম্ভ পুনর্ব্বার বল সহকারে সু... রাজিতব... নিশার আগ... এবং দিবাকরের অস্ত ও ... ত লাগিল। প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

ইতি ত্রিচত্বারিংশ সর্গ ॥ ৪ ॥

চতুশ্চত্বারিংশ স[র্গ]

বানর ও রাক্ষসগণের এইরূপ যু... তেছে ইত্যবসরে দিবাকর অস্তমিত ... প্রাণ... উঠি... নিশা সমাগত হইল। তখন পর... বৈর জয়াভিলাষী ও ঘোররূপ সেই বা... রাক্ষসগণের নিশাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই দারুণ অন্ধকারে বানরগণ 'তুই রাক্ষস' ও রাক্ষসগণ 'তুই বানর' এই বলিয়া পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিল। সে... সৈন্যগণের মধ্য হইতে 'বধ কর, বিদারিত কর, কি জন্য পলায়ন করিতেছ? ফিরিয়া আইস' এইরূপ তুমুল শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। সেই অন্ধকারে কৃষ্ণবর্ণ রাক্ষসগণ কাঞ্চননির্ম্মিত কবচ ধারণ করায়, তৎকালে তাহাদিগকে প্রদীপ্ত ওষধিবনভূষিত শৈলেন্দ্র সকলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। সেই দুষ্পার অন্ধকারে ক্রোধমূর্চ্ছিত রাক্ষসগণ বানরগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। ভীমকোপ বানরগণ লম্ফ প্রদান করতঃ তীক্ষ্ণ দন্ত দ্বারা কাঞ্চনাপীড় অশ্ব ও আশীবিষ সদৃশ ধ্বজ সকলকে বিদারিত করিতে লাগিল। সেই রণস্থলে বলবান্ বানরগণ ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া কুঞ্জর, কুঞ্জরারোহী এবং পতাকা ও ধ্বজশোভিত রথ সকলকে এরূপ আকর্ষণ ও দশন দ্বারা দংশন করিতে লাগিল যে, তাহাতে, সমগ্র রাক্ষসবাহিনীই সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

এদিকে রাম ও লক্ষ্মণ আশীবিষসদৃশ শর-সমূহ দ্বারা দৃষ্ট ও অদৃষ্ট রাক্ষস শ্রেষ্ঠগণকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। তৎকালে তুরঙ্গখুর ও রথনেমি সমুত্থিত ধূলিপটলে যুদ্ধাসক্ত সেনা-গণের কর্ণ এবং নেত্র অবরুদ্ধ হইল।

এইরূপে তুমুল লোমহর্ষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইলে, তথা হইতে ঘোররূপ রুধিরনদী সকল প্রস্রুত হইতে লাগিল। অনন্তর, শঙ্খ ও নেমিস্বনবিমিশ্র ভেরী মৃদঙ্গ এবং পনব সক-লের অদ্ভুত শব্দ সমুত্থিত হইল। হত ও তাড়িত রাক্ষসগণের আর্ত্তস্বরে এবং শস্ত্রক্ষেপ ও বাহনগণের শব্দে রণস্থল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। শক্তি শূল ও পরশু প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা নিহত বানর ও পর্ব্বতাকার কামরূপী রাক্ষস-গণ পতিত হওয়ায় সেই রণভূমিকে শস্ত্ররূপ পুষ্পশোভিত উদ্যানের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তাহা সর্ব্বত্র শোণিতস্রাবজনিত কর্দ্দম হও..., তাহা সকলেরই দুষ্প্রেক্ষ্য ও দুষ্প্রবেশ্য হইয়া উঠিল। ভরিকর্ম্ম রহারিণী সেই তামসী রজনীও কালরাত্রির ন্যায় সর্ব্ব-ভূতের দুরতিক্রম হইল।

অনন্তর, সেই নিদারুণ অন্ধকারে সকল রাক্ষসই রামের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিল। তৎকালে ভীমকোপ রাক্ষসগণ সিংহনাদ করতঃ যুগপৎ রামাভিমুখে ধাবিত হওয়ায় প্রলয়কালীন সপ্তসমুদ্রের কোলাহলরূপ মহৎ শব্দ সমুত্থিত হইল। পরন্তু, রাম নিমেষ-মধ্যে অগ্নিশিখা সদৃশ সুশাণিত শর দ্বারা দুর্দ্ধর্ষ যজ্ঞশত্রু, মহাপার্শ্ব, মহোদর, মহা-কায় বজ্রদংষ্ট্র, শুক ও সারণ এই ছয়জন নিশাচরকে বিদ্ধ করিলেন। নিশাচরগণও রামবাণে মর্ম্মস্থানে আঘাতিত হইয়া, আপন আপন জীবন লইয়াই রণভূমি হইতে অপসৃত হইল। তৎকালে মহারথ রাম এরূপ অগ্নি-শিখাসদৃশ সুশাণিত শর সকল ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন যে, নিমেষমধ্যে দিক্ ও বিদিক্ সকল অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। অপর যে রাক্ষসগণ রামের অভিমুখে ধাবিত হইয়া-ছিল, তাহারা হুতাশনসমীপগত পতঙ্গগণের ন্যায় বিনষ্ট হইল। সর্ব্বত্র সুবর্ণপুঙ্খ বিশিখ সকল পতিত হওয়ায় সেই রজনীকে খদ্যোত-শালিনী শারদী নিশার ন্যায় বিচিত্র বোধ হইতে লাগিল। রাক্ষসগণের নিনাদ ও ভেরী-রবে সেই ঘোররজনী আরও ঘোরতর হইয়া উঠিল। সর্ব্বতোভাবে প্রবৃদ্ধ সেই সুমহৎ শব্দ ত্রিকূট পর্ব্বতের কন্দর সকলে প্রবিষ্ট হও-য়ায়, তাহা প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অন্ধ-কারসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ মহাকায় গোলাঙ্গূলগণ বাহু-দ্বারা আক্রমণ করতঃ নিশাচরগণকে ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

অঙ্গদ শত্রুবিনাশবাসনায় রণমধ্যে প্রবেশ করিয়া, রাবণনন্দন ইন্দ্রজিৎকে আঘাত এবং তদীয় সারথি ও অশ্বগণকে নিহত করিলেন; পরন্তু মায়াবিশারদ ইন্দ্রজিৎ অঙ্গদকর্ত্তৃক হতাশ্ব ও হতসারথি হইয়া, রথ পরিত্যাগ করতঃ সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। দেবতা ও ঋষিগণ প্রশংসার্হ বালিনন্দনের তাদৃশ কর্ম্ম দর্শন করিয়া, তাঁহার এবং রাম ও লক্ষ্মণ উভ-য়েরই অনেক প্রশংসা করিলেন। ইন্দ্রজি-তের রণপরাক্রম কাহারও অবিদিত নাই, সেই জন্য তাঁহাকে অঙ্গদকর্ত্তৃক প্রধর্ষিত দেখিয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন। সুগ্রীব বিভীষণ এবং অপর বানরগণও শত্রুকে পরা-জিত দেখিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল ও 'সাধু সাধু' বলিয়া অঙ্গদের অনেক প্রশংসা করিল।

রণস্থলে ভীমকর্ম্মা বালিনন্দনকর্ত্তৃক পরা-জিত হওয়ায় ইন্দ্রজিতের নিরতিশয় ক্রোধ উপস্থিত হইল। তখন, সেই ক্রোধমূর্চ্ছিত পিতামহবরদীপ্ত রণ কর্কশ পাপকর্ম্মা বীর রাবণনন্দন অন্তর্হিত থাকিয়াই অদৃশ্যভাবে অশনিসদৃশ নিশিত বাণ সকল ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর, নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ঘোররূপ নাগময় শরসমূহ দ্বারা রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ের সর্ব্বগাত্র বিদ্ধ করিলেন। সেই কূটযোধী নিশাচর ইন্দ্রজিৎ অন্তর্হিত ও সর্ব্বভূতের অদৃশ্য থাকিয়া মায়াবলে রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণকে মোহিত করতঃ শরবন্ধ দ্বারা বন্ধন করিলেন। সেই পুরুষব্যাঘ্র রাম ও লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ ইন্দ্রজিৎকর্ত্তৃক নাগময় শরসমূহে

বদ্ধ হইলে, বানরগণ বিস্মিত হইয়া দর্শন করিতে লাগিল।

এইরূপে দুরাত্মা রাক্ষসরাজনন্দন সম্মুখ-সংগ্রামে অশক্ত হইয়া, মায়া প্রকাশপূর্ব্বক মনুজরাজনন্দনদ্বয়কে বন্ধন করিল।

ইতি চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

প্রতাপশালী অতিবল অরিন্দম রাজনন্দন রাম ইন্দ্রজিতের অবস্থান প্রদেশ অবগত হইবার নিমিত্ত সুষেণের ভ্রাতৃযুগল, প্লবগ সত্তম নীল, বালিনন্দন অঙ্গদ, তরস্বী শরভ, দ্বিবিদ, হনুমান্, মহাবল সানুপ্রস্থ, ঋষভ ও ঋষভস্কন্ধ এই দশজন বানরকে আদেশ করিলেন। তৎশ্রবণে সেই বানরগণ নিরতিশয় আনন্দিত হইয়া বৃহৎ পাদপদাম উদ্যত করতঃ দশদিক্ অন্বেষণ করিয়া আকাশ মধ্যে প্রবেশ করিল। অস্ত্র-বিদ্ ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মাস্ত্র মন্ত্রিত বেগবান্ বাণ-সমূহে সেই বেগশালিগণের বেগ রোধ করিলেন। সেই বেগবান্ বানরগণ নারাচসমূহে ক্ষত বিক্ষত হইয়া, মেঘাবৃত দিবাকরের ন্যায় অন্ধকারে লুক্কায়িত ইন্দ্রজিৎকে দেখিতে পাইল না। ইত্যবসরে রণদুর্জ্জয় রাবণনন্দন সর্ব্ব-দেহভেদী শরসমূহ দ্বারা রাম ও লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করিলেন। সেই ভ্রাতৃযুগল ক্রুদ্ধ মেঘনাদ নিক্ষিপ্ত শরনিকরে এরূপ বিদ্ধ হইলেন যে, তাঁহাদের শরীরের কোন স্থানেই অক্ষত রহিল না। ক্ষতস্থান সকল হইতে ভূরিপরিমাণে রুধিরধারা বহির্গত হওয়ায়, তৎকালে তাঁহা-দিগকে পুষ্পিত কিংশুক তরু যুগলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর, লোহিতলোচন ভিন্নাঞ্জনসদৃশ রাবণনন্দন অন্তর্হিত থাকিয়াই সেই ভ্রাতৃ যুগলকে এই কথা বলিলেন, 'ওহে শরজালবদ্ধ রাঘবযুগল! তোমাদের কথা দূরে থাকুক, যখন আমি অলক্ষিত থাকিয়া যুদ্ধ করি, তখন ত্রিদশনাথ ইন্দ্রও আমার দর্শন লাভ করিতে বা আমার নিকটস্থ হইতে পারে না। সে যাহা হউক, আমি অবিলম্বেই কঙ্কপত্রভূষিত বাণসমূহে আচ্ছন্ন করিয়া তোমাদিগকে শমন সদনে প্রেরণ করিব।' ইন্দ্রজিৎ ধর্ম্মজ্ঞ ভ্রাতৃ-যুগল রাম ও লক্ষ্মণকে এই কথা বলিয়া, নিশিত শরনিকরে বিদ্ধ করতঃ হর্ষে বারম্বার সিংহনাদ করিলেন। সেই ঘোররূপ সংগ্রামে ভিন্নাঞ্জনচয় সদৃশ শ্যামবর্ণ ইন্দ্রজিৎ বিপুল ধনুঃ বিস্ফারিত করতঃ পুনর্ব্বার ঘোরতর শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, সেই ধর্ম্মজ্ঞ বীর রাম ও লক্ষ্মণের মর্ম্মস্থানে সুশাণিত শরসমূহ নিমজ্জিত করতঃ হর্ষে বারম্বার সিংহ-নাদ করিলেন। তৎকালে সেই বীরযুগল রণস্থলে শরবন্ধ দ্বারা বদ্ধহইয়া নিমেষান্তরমাত্রেও দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইলেন না, পরন্তু তাঁহারা শরশল্যপীড়িত ও ভিন্নগাত্র হওয়ায় তাঁহাদিগকে রজ্জুমুক্ত প্রকম্পিত মহেন্দ্রধ্বজ-যুগলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। সেই বিপুলধনুর্দ্ধারী জগতীপতি বলশালী বীরযুগল মর্ম্মস্থানে পীড়িত হইয়া ভূপতিত হইলেন। সেই বীরদ্বয় সর্ব্বাঙ্গে শরবেষ্টন পীড়িত হইয়া বীরশয়নে শয়ন করিলে তাঁহাদের সর্ব্বগাত্র হইতে রুধিরধারা নির্গত হইতে লাগিল। তাঁহাদের দেহে অঙ্গুলীপ্রমাণ স্থানও অবিদ্ধ থাকিল না এবং করাগ্র হইতে কোন স্থানই নাগময় শরসমূহে অক্ষোভিত বা অবিদারিত রহিল না। তাঁহারা কামরূপী ক্রূর রাক্ষসকর্ত্তৃক শরসমাহত হইলে, যেরূপ প্রস্রবণ হইতে জলধারা নিঃসৃত হয়, তদ্রূপ তাঁহাদের সর্ব্ব-গাত্র হইতে রুধিরধারা নির্গত হইতে লাগিল।

পুরাকালে যৎকর্ত্তৃক দেবরাজও পরাজিত হইয়াছিলেন, সেই ইন্দ্রজিন্নির্ম্মুক্ত শরসমূহে সমাচ্ছন্ন হইয়া প্রথমতঃ রাম নিপতিত হই-লেন। ইন্দ্রজিৎ রুক্মপুঙ্খ সুশাণিত ও ধূলির ন্যায় পতনশীল নারাচ, অর্দ্ধনারাচ, ভল্ল অঞ্জ-লিক, বৎসদন্ত, সিংহদংষ্ট্র ও ক্ষুর দ্বারা বিদ্ধ করিলে, রাম ত্রিনত রুক্মভূষিত ও মুষ্টিস্থানে ভিন্ন জ্যাবিহীন ধনুঃ পরিত্যাগ করিয়া বীর-শয্যায় শয়ন করিলেন। লক্ষ্মণ পুরুষপুঙ্গব রামকে শরশয্যায় শয়ান দেখিয়া, জীবনাশায় নিরাশ হইলেন এবং সেই কমলদললোচন

রণতোরণ শরণ্য ভ্রাতাকে ধরণীতলে পতিত দেখিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। বানরগণও তাঁহার তাদৃশ অবস্থা দর্শন করিয়া নিরতিশয় সন্তাপিত হইল এবং শোকে অশ্রুপূর্ণলোচন হইয়া বারম্বার আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিল।

অনন্তর, বায়ুনন্দনাদি বীরগণ তথায় সমাগত হইয়া নিরতিশয় দুঃখিত ও বিষণ্ণমনে সেই বীর শয়নে শয়ান শরবদ্ধ বীরদ্বয়ের চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

ইতি পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ ॥ ৪৫ ॥

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর, বানরগণ অন্তরীক্ষ ও ভূতল অন্বেষণ করতঃ শরবদ্ধ ভ্রাতৃযুগল রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইল। তদনন্তর, ইন্দ্র যেরূপে বারিবর্ষণ করিয়া উপরত হইয়া থাকেন তদ্রূপ ইন্দ্রজিৎ বীরযুগলকে শরজালে বদ্ধ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলে, বিভীষণ সুগ্রীবের সহিত সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। নীল মৈন্দ দ্বিবিদ সুষেণ কুমুদ ও অঙ্গদ হনুমানের সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের নিমিত্ত শোক প্রকাশ করিতে লাগিল। চেষ্টাবিরহিত মন্দনিশ্বাস রুধির পরিপ্লুত শরজালবদ্ধ স্তব্ধ, শরশয্যায় শয়ান আশীবিষ যুগলের ন্যায় নিশ্বাসসম্পন্ন, দীনবিক্রম সৌরধ্বজ যুগলের ন্যায় রুধির দিগ্ধাঙ্গ বাষ্পব্যাকুল লোচন শরজালসমন্বিত ও স্বীয় বানরগণে পরিবৃত সেই [illegible]নন্দনযুগলকে ভূপতিত দর্শন করিয়া বিভী[ষ]ণ ও বানরগণ নিরতিশয় ব্যথিতহৃদয় হই[লে]ন।

বা[নরগণ] অন্তরীক্ষ ও দিক্‌সকল অনুসন্ধান করিয়াও কুত্রাপি সেই মায়াচ্ছন্ন রাবণনন্দনকে দেখিতে পাই[ল] না। পরন্তু, বিভীষণ দৃষ্টি নি[ক্ষে]প [কর]ি[য়া] মায়াবলে সেই মায়াচ্ছন্ন ভ্রাতৃনন্দনকে দেখিতে পাইলেন; দেখিলেন, [সে]ই অপ্রতিকর্ম্মা, রণস্থলে অপ্রতিদ্বন্দ্ব ও বরহেতুসমুদ্ধত বীর অন্তর্হিত হইয়া সম্মুখেই প্রবোধন করিতেছে। তেজঃ, যশঃ ও বিক্রম-সম্পন্ন ইন্দ্রজিৎ স্বীয় কর্ম্ম ও রঘুনন্দন যুগলকে শয়ান দর্শন করিয়া প্রীতিসহকারে রাক্ষসগণের হর্ষ সম্পাদন করতঃ বলিলেন। 'দূষণ ও খরের হন্তা মহাবল ভ্রাতৃযুগল রাম ও লক্ষ্মণ মদীয় শরসমূহে অবসন্ন হইয়াছে। যদি ঋষিগণের সহিত নিখিল সুর ও অসুরগণ সমাগত হয়, তথাপি ইহাদের দুইজনকে এই শরবন্ধ হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ হইবে না! যাহার জন্য চিন্তা করতঃ আমার শোকার্ত্ত পিতা শয্যা স্পর্শ না করিয়া ত্রিযামা শর্ব্বরী অতিবাহিত করিতেছেন এবং যাহার জন্য সমগ্র লঙ্কানগরীই বর্ষানদীর ন্যায় আকুল হইয়াছে, আমি সেই অনর্থের মূলোৎপাটন করিলাম। রাম, লক্ষ্মণ ও অপর বানরগণের বিক্রম শরৎকালীন মেঘের ন্যায় নিষ্ফল হইল।' রাবণনন্দন, সম্মুখস্থ রাক্ষসগণকে এই কথা বলিয়া যূথপতিগণকেও সন্তাড়িত করিতে লাগিলেন। সেই অমিত্রঘাতী বিপুলধনুর্দ্ধারী বীর, নীলকে নয় বাণে বিদ্ধ করিয়া, মৈন্দ ও দ্বিবিদকে সুশাণিত তিন তিন বাণে সন্তাপিত করিলেন। অনন্তর, জাম্ববান্‌কে বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ করিয়া, বেগবান্ হনুমানের প্রতি দশটি শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবেগ রাবণনন্দন সেই রণভূমিতে অমিতবিক্রম গবাক্ষ ও শরভকে দুই দুই বাণে বিদ্ধ করতঃ বেগ সহকারে বহু সংখ্যক শর দ্বারা গোলাঙ্গুলপতি ও অঙ্গদকে বিদ্ধ করিলেন। মহাসত্ত্ব বলবান্ রাবণনন্দন সেই অগ্নিশিখাসদৃশ শরসমূহ দ্বারা বানরগণকে বিদ্ধ করতঃ সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। এইরূপে সেই মহাবাহু বাণসমূহ দ্বারা বানরগণকে অর্দ্দিত করতঃ বারম্বার হাস্য করিয়া এই কথা বলিলেন। 'ওহে রাক্ষসগণ! এই দেখ, এই দুই ভ্রাতা মৎকর্ত্তৃক শরবন্ধে বদ্ধ হইয়া রণস্থলে পতিত হইয়াছে।'

অনন্তর, কূটযোধী নিশাচরগণ এইরূপে উক্ত হইয়া, ইন্দ্রজিতের তাদৃশ কর্ম্ম দর্শনে পরম প্রীতি লাভ করিল। জলদসদৃশ রাক্ষসগণ, রাম নিহত হইয়াছেন, এই মনে করিয়া সিংহনাদ করতঃ ইন্দ্রজিতের প্রশংসা করিতে লাগিল এবং সেই ভ্রাতৃযুগল রাম ও লক্ষ্মণকে

স্পন্দরহিত ও নিশ্বাসবিহীন হইয়া ভূতলে পতিত দেখিয়া নিহত বলিয়াই মনে করিল। তদনন্তর, রণবিজয়ী ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসগণকে আনন্দিত করতঃ লঙ্কাপুরমধ্যে প্রবেশ করি-করিলেন।

এদিকে রাম ও লক্ষ্মণের শরীর ও সকল অঙ্গোপাঙ্গই বাণবিদ্ধ দর্শন করিয়া সুগ্রীবের নিরতিশয় ভয় উপস্থিত হইল। বিভীষণ ক্রোধে ব্যাকুললোচনে বাষ্পবদন বানরেন্দ্রকে পরিত্রস্ত ও দীনভাবাপন্ন দর্শন করিয়া বলিলেন ;— 'সুগ্রীব! ত্রাস পরিত্যাগ এবং বাষ্পবেগ রোধ কর; যুদ্ধের ফল এইরূপই হইয়া থাকে, কখনই নিয়ত বিজয় লাভ করিতে পারা যায় না। হে বীর! যদি আমাদের ভাগ্য প্রসন্ন হয়, তাহা হইলে এই মহাত্মা মহাবল ভ্রাতৃ যুগলের মোহ অচিরাৎ অপনীত হইবে। হে বানরেন্দ্র! তুমি নিশ্চয় জানিবে, যাঁহারা সত্য ও ধর্ম্মে অনুরক্ত থাকেন তাঁহাদের কখনই মৃত্যুকৃত ভয় উপস্থিত হয় না; অতএব তুমি অনাথের ন্যায় শোক না করিয়া আপনাকে এবং আমাকেও সুস্থ কর'।

বিভীষণ এই কথা বলিয়া প্রথমতঃ স্বীয় জলক্লিন্ন পাণি দ্বারা সুগ্রীবের চক্ষুর্দ্বয় মার্জ্জন করিলেন। অনন্তর, জল লইয়া তাহাতে তিরস্করণী বিদ্যা জপ করতঃ তদ্দ্বারা পুনর্ব্বার তাঁহার নয়নযুগল মার্জ্জন করিলেন। তদনন্তর, ধীমান্ বানররাজের মুখপ্রোক্ষণপূর্ব্বক এই কালোচিত অসম্ভ্রান্ত বাক্য বলিলেন। 'হে কপিরাজেন্দ্র! এ বিহ্বল হইবার সময় নহে; এতাদৃশ সময়ে স্নেহাতিশয় প্রকাশক রোদনাদিও মৃত্যুর হেতু ভূত হইয়া পড়ে, অতএব এই সর্ব্বকার্য্যবিনাশক বৈক্লব্য পরিত্যাগ করতঃ যাহাতে রামচন্দ্রের পুরোগামী সেনাগণের মঙ্গল হয়, তাহার চিন্তা কর অথবা যে পর্য্যন্ত রাম ও লক্ষ্মণ সংজ্ঞাবিহীন থাকেন, তৎকাল ইহাঁদিগকে রক্ষা কর, কারণ ইহাঁরা সংজ্ঞা লাভ করিলেই আমাদের ভয় অপনীত হইবে। সুগ্রীব! ঐ দেখ, রঘুনন্দনের শরীরে গতায়ুদুর্লভ শোভা দৃষ্ট হইতেছে, অতএব তুমি নিশ্চয় জানিবে, রামচন্দ্র এরূপ কোন পাপই করেন নাই, যাহাতে ইহাঁর এতাদৃশ আকস্মিক মৃত্যুসংঘটন হইতে পারে। সম্প্রতি তুমি আপনাকে আশ্বাসিত ও স্বীয় বল রক্ষা কর, আমিও সেনাগণকে পুনঃসংস্থাপিত করি। হে হরিসত্তম! ঐ দেখ, বানরগণ নয়ন বিস্ফারিত করতঃ ভীত ও শঙ্কিত হইয়া পরস্পর কর্ণে কর্ণে রামবিষয়ক কথার আন্দোলন করিতেছে। সে যাহা হউক, আমি সেনাগণকে আশ্বাসিত করিবার নিমিত্ত ইতস্ততঃ ধাবিত হইলে, বানরগণ তদ্দর্শনে ভুক্তপূর্ব্ব মাল্যের ন্যায় ত্রাস পরিত্যাগ করতঃ আনন্দিত হইবে।' তদনন্তর, সেই রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ এইরূপে সুগ্রীবকে আশ্বাসিত করিয়া বিদ্রুত বানরবাহিণীকেও পুনর্ব্বার আশ্বাসিত করিলেন।

এদিকে মায়াবিশারদ ইন্দ্রজিৎ সর্ব্বসৈন্যে পরিবৃত হইয়া লঙ্কানগরীতে প্রবেশ করতঃ পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর, রাবণের নিকটবর্ত্তী হইয়া অভিবাদন করতঃ কৃতাঞ্জলিপুটে রাম ও লক্ষ্মণের নিধনরূপ প্রিয় বার্ত্তা নিবেদন করিলেন। রাক্ষসমণ্ডলমধ্যস্থ রাবণ শত্রুদ্বয়কে নিপাতিত শ্রবণ করতঃ দণ্ডায়মান হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন। তদনন্তর, প্রীতমনে মস্তকের আঘ্রাণ গ্রহণ করতঃ সংগ্রামবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, ইন্দ্রজিৎ যেরূপে রাম ও লক্ষ্মণকে শরবন্ধ-দ্বারা বন্ধন করতঃ নিশ্চেষ্ট ও নিষ্প্রভ করিয়াছেন, সেই সমস্ত যথাবৎ নিবেদন করিলেন। মহারথ ইন্দ্রজিতের বাক্য শ্রবণ করিয়া দশাননের দাশরথিসমুত্থ জ্বর উপশান্ত হওয়ায় তাঁহার অন্তরাত্মাও হর্ষে পরিপ্লুত হইল এবং তিনি প্রহৃষ্টবাক্যে পুত্রকে অভিনন্দিত করিলেন।

ইতি ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

রাবণনন্দন কৃতার্থ হইয়া লঙ্কামধ্যে প্রবি[illegible] হইলে, বানরপুঙ্গবগণ রঘুনন্দনের চতুর্দ্দিকে অবস্থিত হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে লা[illegible]

জাম্ববান্, ঋষভ, সুন্দ, রম্ভ, শতবলি ও পৃথু প্রভৃতি সেনানায়কগণ সেনাগণকে ব্যূহরচনায় বিন্যস্ত করতঃ সতর্কিতভাবে ক্রমহস্তে অবস্থান করিতে লাগিল। তৎকালে রক্ষার্থ নিযুক্ত বানরগণ এরূপ সতর্কতাসহকারে চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিতে লাগিল যে, কোথাও তৃণ-শব্দ হইলেও তাহারা 'রাক্ষসগণই আসিয়াছে' এইরূপ অনুমান করিয়া, তৎপ্রতি ধাবিত হইতে লাগিল।

এদিকে রাবণ হৃষ্টান্তঃকরণে প্রিয়পুত্র ইন্দ্রজিতকে বিদায় দিয়া, সীতার রক্ষণকার্য্যে নিযুক্ত রাক্ষসীগণকে আহ্বান করিলেন। ত্রিজটা ও অপর রাক্ষসীগণ তদীয় শাসন অবগত হইয়া, তথায় উপস্থিত হইলে রাক্ষসনাথ হৃষ্টান্তঃকরণে তাহাদিগকে বলিলেন। 'তোমরা সীতাকে 'ইন্দ্রজিৎকর্ত্তৃক রাম ও লক্ষ্মণ নিহত হইয়াছে" এই কথা বলিয়া, পুষ্পকবিমানে আরোহণ করাইয়া সেই নিহত রাম ও লক্ষ্মণকে দর্শন করাও। যাহার আশ্রয় লাভে গর্ব্বিত হইয়া জনকনন্দিনী আমার বশবর্ত্তিনী হয় নাই, তাহার সেই ভর্ত্তা ভ্রাতার সহিত রণস্থলে নিহত হইয়াছে। সম্প্রতি সীতা রামের সহিত মিলনের আশা বিসর্জ্জন করিয়া শোক ও শঙ্কা পরিত্যাগ করতঃ সর্ব্বাভরণভূষিত হইয়া আমার বশবর্ত্তিনী হউক। বোধ হয়, আজ সেই বিশালনয়না জনকনন্দিনী রণস্থলে লক্ষ্মণের সহিত রামকে কালবশীভূত এবং আপনাকে অনন্যগতি দেখিয়া যখন প্রত্যাগত হইবে, তখন স্বয়ংই আমার বশবর্ত্তিনী হইবে।'

রাক্ষসীগণ দুরাত্মা রাবণের সেই বাক্য শ্রবণ করতঃ 'তথাস্তু' বলিয়া পুষ্পকসন্নিধানে গমন করিল। অনন্তর, রাক্ষসীগণ রাবণাদেশে সেই পুষ্পকবিমান লইয়া অশোক বনবাসিনী জানকীর সমীপে উপস্থিত হইল এবং তদুপরি সেই ভর্তৃশোকপরাজিতা সীতাকে আরোহণ করাইল। তদনন্তর দশানন ত্রিজটার সহিত সীতাকে পুষ্পকোপরি আরোহণ করাইয়া, হৃষ্টপতাকাশালিনী লঙ্কানগরীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করাইতে লাগিলেন। সেই রাক্ষসপতি ভ্রমণকালে লঙ্কার চতুর্দ্দিকে 'ইন্দ্রজিৎকর্ত্তৃক রাম ও লক্ষ্মণ রণস্থলে নিহত হইয়াছে, এইরূপ ঘোষণাও করাইতে লাগিল।

অনন্তর, জনকনন্দিনী ত্রিজটার সহিত রণস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন;—'প্রায় সমগ্র বানরবাহিনীই নিপাতিত হইয়াছে। মাংসাশী নিশাচরগণ হৃষ্টান্তঃকরণে চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে এবং বানরগণ দুঃখিতান্তঃকরণে রাম ও লক্ষ্মণের পার্শ্বে উপবিষ্ট রহিয়াছে। তদনন্তর, জনকনন্দিনী দেখিলেন, রাম এবং লক্ষ্মণ শরপীড়িত ও সংজ্ঞাবিহীন হইয়া শর শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। সেই দুই বীরবর ভ্রাতৃযুগল কবচবিহীন ভ্রষ্টশরাসন সর্ব্বাঙ্গে শরসমাচ্ছন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছেন। দেখিলেন, সেই বীরশ্রেষ্ঠ পুরুষপুঙ্গব ও পুণ্ডরীকলোচন ভ্রাতৃযুগল আগ্নেয় কুমারযুগলের ন্যায় শরশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। সেই মনুজপুঙ্গব বীরযুগলকে তাদৃশ অবস্থায় শরশয্যায় শয়ান দেখিয়া জনকনন্দিনী দুঃখাতিশয়ে বারম্বার বিলাপ করিতে লাগিলেন। অসিতলোচনা কোমলাঙ্গী জানকী ভর্ত্তা ও লক্ষ্মণকে ধূলি বিলুণ্ঠিত দর্শন করিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন।

এইরূপে জনকনন্দিনী সুরসুতসদৃশ ভ্রাতৃযুগলকে তাদৃশ অবস্থায় পতিত দেখিয়া, তাঁহারা নিহত হইয়াছেন বলিয়াই মনে করিলেন এবং শোকভরে তাঁহার মুখমণ্ডল বাষ্পবারিতে পরিপূর্ণ হওয়ায়, তিনি সাতিশয় দুঃখসহকারে বলিতে লাগিলেন।

ইতি সপ্তচত্বারিংশ সর্গ ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

শোককর্শিতা সীতা মহাবল ভর্ত্তা ও লক্ষ্মণকে নিহত দেখিয়া, বিলাপ করতঃ কহিলেন;—'হায়! যে সামুদ্রিকলক্ষণজ্ঞ পণ্ডিতগণ আমাকে পুত্রবতী ও বৈধব্যবিরহিতা বলিয়াছিলেন, অদ্য রাম নিহত হওয়ায়, তাঁহাদের সেই বাক্য মিথ্যা হইল। যে যাজ্ঞিকগণ আমাকে যজ্ঞশীল ভর্ত্তার প্রিয়-

মহিষী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, হায়! অদ্য রাম নিহত হওয়ায়, সেই জ্ঞানিগণ মিথ্যাবাদী হইলেন। হায়! যে জ্ঞানিগণ এই স্বামীসম্মানিতাকে বীর রাজমহিষীগণের প্রধানা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, অদ্য রাম নিহত হওয়ায়, তাঁহাদের বাক্য মিথ্যা হইল। যে পরলোকতত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ আমার সমক্ষে আমাকে অবিধবা বলিয়াছিলেন, হায়! অদ্য রাম নিহত হওয়ায়, তাঁহারাও মিথ্যাবাদী হইলেন। হায়! পদদ্বয়ে যে পদ্মচিহ্ন থাকিলে কুলকামিনীগণ নরেন্দ্রভর্ত্তার প্রণয়িনী হইয়া তাঁহার সহিত অধিরাজ্যে অভিষিক্ত হয়েন, এই আমার পদদ্বয় ও পাণিতলে সেই পদ্মচিহ্ন রহিয়াছে। কি আশ্চর্য্য! যে সকল অলক্ষণ থাকিলে, দুর্ভাগ্যলক্ষণা রমণীগণ বৈধব্য দশা প্রাপ্ত হয়, আমি বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াও আমার তাদৃশ কোন অলক্ষণই দেখিতেছি না, প্রত্যুত এতাদৃশ সুলক্ষণ সত্ত্বেও বিধবা হইলাম. ইহাতে নিশ্চয় বোধ হইতেছে, এই পদ্মচিহ্ন আমাতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে। হায়! লক্ষণজ্ঞ পণ্ডিতগণ যে পদ্মচিহ্নকে অমোঘ ফল বলিয়া থাকেন, রাম নিহত হওয়ায়, অদ্য আমার পক্ষে সে সমস্ত মিথ্যা হইল। আমার কেশ সকল সূক্ষ্ম, সম ও নীলবর্ণ, ভ্রূযুগল পরস্পর অসংশ্লিষ্ট, জঙ্ঘাদ্বয় সুগোল ও রোমরহিত, দন্তসকল বিরল, অপাঙ্গ, নেত্র, করযুগল, পাদদ্বয়, গুল্ফ ও উরুদ্বয় পরস্পর সমন্বিত এবং অঙ্গুলিসকল সমমধ্য অরূক্ষ ও আনুপূর্ব্বিক বর্ত্তুলনখশোভিত। আমার পরস্পর সংসক্ত স্তনযুগল এরূপ পীন ও উন্নত যে, চুচুকদ্বয় তাহার মধ্যে নিমগ্ন হইয়াছে। অপিচ, আমার স্তনসমীপবর্ত্তী পার্শ্ব ও উর বিশাল, নাভি উন্নতপার্শ্ব ও সুগভীর, বর্ণ মণির ন্যায় উজ্জ্বল, রোম সকল মৃদু এবং পদদ্বয়বর্ত্তী, অঙ্গুলি ও পদতল সুপ্রতিষ্ঠিত। হায়! এই সকল সুলক্ষণ দৃষ্টে পণ্ডিতগণ আমাকে শুভলক্ষণা বলিতেন। কন্যালক্ষণজ্ঞগণ আমার পাণিতল ও পদদ্বয়কে সম ও সমগ্র অচ্ছিদ্র যবসম্পন্ন এবং আমাকে মন্দস্মিতাদি শুভলক্ষণসম্পন্ন বলিতেন। হায়! জ্যোতির্ব্বিদ্ ব্রাহ্মণগণ বলিয়াছিলেন, আমি পতির সহিত অধিরাজ্যে অভিষিক্ত হইব; কিন্তু সে সমস্তই মিথ্যা হইল। হায়! যাঁহারা জনস্থানকে নিষ্কণ্টক করতঃ তথায় রাক্ষসগণের প্রবৃত্তি অবগত হইয়াছিলেন, সেই ভ্রাতৃযুগল অক্ষোভ্য মহাসাগর পার হইয়া গোষ্পদে নিহত হইলেন!! হায়! এই বীরযুগল বারুণ আগ্নেয় ঐন্দ্র বায়ব্য ও ব্রহ্মশির নামক যে অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন, কি নিমিত্ত এ দুঃসময়ে তাহা স্মরণ করিলেন না!! হায়!! এই অনাথার নাথ বাসবসদৃশ রাম ও লক্ষ্মণ মায়াবলে অদৃশ্য ইন্দ্রজিৎ কর্ত্তৃক রণস্থলে নিহত হইয়াছেন!! হায়! ইন্দ্রজিৎ অদৃশ্য থাকিয়াই এইরূপ করিয়াছে, কিন্তু সম্মুখ সংগ্রামে কখন এরূপ করিতে পারিত না; কারণ, রণভূমিতে রঘুনন্দনের দৃষ্টিপথে পতিত শত্রু, মনের ন্যায় বেগবান্ হইলেও জীবিত অবস্থায় প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারে না। হায়! যখন রামও ভ্রাতার সহিত রণস্থলে নিপতিত হইলেন, তখন নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, শুভাশুভফল প্রাপক কালের অভিজ্ঞতা নাই এবং তদীয় ফলনিবর্ত্তক দৈবও দুর্জ্জয়। রাম, মহারথ লক্ষ্মণ, জননী অথবা নিজের নিমিত্তও তাদৃশ শোক উপস্থিত হইতেছে না, কিন্তু তপস্বিনী শ্বশ্রূর পরিণাম চিন্তা করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। হায়! তিনি নিয়তই 'সমাপ্তব্রত রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে কখন দর্শন করিব" এইরূপ মনে করিতেছেন।'

জনকনন্দিনী এইরূপ বিলাপ করিতে থাকিলে, রাক্ষসী ত্রিজটা বলিল;—দেবি! তুমি আর বিলাপ করিও না, কারণ তোমার এই ভর্ত্তা জীবিত আছেন। দেবি! এই ভ্রাতৃযুগল রাম ও লক্ষ্মণ যেরূপে জীবিত আছেন তাহার সুমহৎ কারণ সকল বলিতেছি শ্রবণ কর। ঐ দেখ, বানরগণ সকলেই ক্রোধ প্রকাশ করিতেছে এবং তাহাদের মুখে হর্ষচিহ্নও দৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু রণস্থলে রাজা নিহত হইলে, সেনাগণের মুখে কখনই এরূপ সকল প্রকাশিত হয় না। বৈদেহি!

ইহাঁরা বিগতজীবিত হইতেন, তাহা হইলে পুষ্পকনামক এই দিব্য বিমান কখন তোমাকে ধারণ করিত না। অপিচ, রাজা নিহত হইলে সেনাগণ হতোৎসাহ ও নিরুদ্যম হইয়া জলমধ্যগত কর্ণধার বিহীন নৌকার ন্যায় রণস্থলে ভ্রমণ করিয়া থাকে। পরন্তু, এই তপস্বিনী বানরবাহিনী অসম্ভ্রান্ত ও নিরুদ্বিগ্ন হইয়া রঘুনন্দনযুগলকে রক্ষা করিতেছে। সীতে! আমি স্নেহ ও প্রীতিবশতঃই তোমাকে এই সমস্ত বলিলাম; অতএব তুমি আমার এই সুখজনক অনুমানে বিশ্বস্ত হইয়া অগত কাকুৎস্থযুগলকে দর্শন কর। মৈথিলি! আমি পূর্ব্বে কখনই মিথ্যা বলি নাই এবং বলিবও না, বিশেষতঃ চরিত্র ও সুখজনক স্বভাবে আমার মনোহরণ করিয়াছ, অতএব আমি যাহা বলিতেছি সমস্তই সত্য বলিয়া বোধ কর। আদৌ ইন্দ্রাদি দেবতা এবং অসুরগণও ইহাঁদিগকে জয় করিতে সমর্থ হয়েন না, বিশেষতঃ আমি পূর্ব্বোক্তরূপ সুলক্ষণ সকল দেখিয়াই তোমাকে এরূপ বলিলাম। মৈথিলি! আরও একটি সুমহৎ আশ্চর্য্য দেখ, গতসত্ত্ব ও গতজীবিত পুরুষগণের মুখশ্রী বিকৃত হইয়া থাকে, কিন্তু ইহাঁরা শরপীড়িত ও বিসংজ্ঞ হইয়া ভূপতিত হইয়াছেন, তথাপি ইহাঁদের দেহ লাবণ্য বিহীন হয় নাই, ইহাতে নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ইহাঁরা জীবিত আছেন। জনকনন্দিনি! আমি সেই জন্য বলিতেছি, তুমি শোক দুঃখ ও মোহ পরিত্যাগ কর, কারণ ইহাঁরা বিগতজীবিত হইলে, ইহাঁদের শরীরলাবণ্য কখনই এরূপ থাকিত না।”

মিথিলারাজনন্দিনী সুরসুতসদৃশী সীতা এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, তুমি যাহা বলিলে তাহাতে আমার শোক অনেক নিবারণ হইল।’ অনন্তর, ত্রিজটা সেই মনোজব পুষ্পক নামক বিমান পরিবর্ত্তিত করিয়া সীতাকে পুনর্ব্বার লঙ্কামধ্যে প্রবেশিত করিল। তদনন্তর, জনকনন্দিনী ত্রিজটার সহিত অশোকবন সমীপে উপস্থিত হইয়া রক্ষসীগণের সহিত পুনর্ব্বার তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

এইরূপে জানকী রাক্ষসেন্দ্র রাবণের বিহার ভূমি বহুবৃক্ষসমাকুল অশোকবন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরন্তু, রাজনন্দনযুগলের যেরূপ অবস্থা দেখিয়াছিলেন, তৎকালে সেই চিন্তা উপস্থিত হওয়ায় সাতিশয় ব্যাকুলহৃদয় হইলেন।

ইতি অষ্টচত্বারিংশ সর্গ ॥ ৪৮ ॥

একোনপঞ্চাশ সর্গ।

ঘোরশরবন্ধন বদ্ধ রাজনন্দনযুগল সর্ব্বাঙ্গে রুধিরপ্লুত হইয়া নাগযুগলের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ ভূতলশায়ী হইলে, সুগ্রীবপ্রমুখ মহাবল বানরশ্রেষ্ঠগণ নিরতিশয় শোকপীড়িত হইয়া তাঁহাদের চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে শরবদ্ধ বীর্য্যবান্ রাম স্বীয় দৃঢ় গাত্র ও বলাধিক্যহেতু প্রতিবুদ্ধ হইলেন। অনন্তর, গাঢ়তরশরবদ্ধ রুধিরপরিপ্লুত বিষণ্ণ ও দীনবদন ভ্রাতাকে দর্শন করিয়া আতুরের ন্যায় বিলাপ করতঃ কহিলেন;—‘হায়! যদি ভ্রাতাকেই রণভূমিতে নির্জ্জিত ও ভূতলশায়ী দেখিতে হইল, তবে আর সীতাকে উদ্ধার করিয়া কি করিব এবং আমার এ জীবনেই বা ফল কি? হায়! মর্ত্ত্যলোকে অনুসন্ধান করিলে সীতার ন্যায় অনেক রমণী পাইতে পারিব, কিন্তু ত্রিলোক অনুসন্ধান করিয়াও লক্ষ্মণের ন্যায় সংগ্রামসচিব ভ্রাতা লাভ করিতে পারিব না। যদি এই সুমিত্রানন্দবর্দ্ধন লক্ষ্মণ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েন, তাহা হইলে আমি এই মুহূর্ত্তেই বানরগণের সম্মুখে প্রাণ বিসর্জ্জন করিব। হায়! আমি অযোধ্যায় প্রতিগমন করিয়া জননী কৌশল্যা, কৈকয়ী এবং পুত্রদর্শনলালসা মাতা সুমিত্রাকেই বা কি বলিব? হায়! আমি লক্ষ্মণ বিনা তথায় গমন করতঃ কুররীর ন্যায় কম্পমানা সেই বিবৎসা সুমিত্রাকে কি বলিয়া আশ্বাসিত করিব? হায়! আমি যাহার সহিত বনে আসিয়াছিলাম, সেই লক্ষ্মণ বিনা অযোধ্যায় প্রতিগমন করিয়া যশস্বী ভরত অথবা শত্রু-

ম্নকেই বা কি বলিব? আমি সেই সুমিত্রার উপালম্ভনবাক্য সকল সহ করিতে পারিব না, অতএব এই স্থানেই জীবন বিসর্জ্জন করিয়া দেহ পরিত্যাগ করিব। আমাকে ধিক্, কারণ এই অনার্য্য দুষ্কৃতকর্ম্মার নিমিত্তই এই লক্ষ্মণ গতাসুর ন্যায় শরশয্যায় শয়ান হইয়াছেন। হা লক্ষ্মণ! আমি যখন বিষণ্ণ হইতাম, তখন নিয়তই তুমি আমাকে আশ্বাসিত করিতে কিন্তু অদ্য আমি এরূপ পীড়িত হইয়াছি, তথাপি তুমি গতাসুর ন্যায় আমার সহিত বাক্যালাপ করিতেও পারিতেছ না। হায়! অদ্য এই রণভূমিতে যৎকর্ত্তৃক অসংখ্য রাক্ষস নিহত হইয়া ভূতলশায়ী হইয়াছে, সেই শূরবর লক্ষ্মণও শরসমাহত হইয়া শরশয্যায় শয়ন করিয়াছে। হা লক্ষ্মণ! তুমি রুধিরপরিপ্লুত হইয়া শরশয্যায় শয়ন করিয়া, শররূপপ্রাপ্ত অস্তগামী দিবাকরের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছ। হায়! তোমার মর্ম্মস্থান সকল বাণবিদ্ধ হওয়ায়, তুমি কথা কহিতে সমর্থ হইতেছ না, কিন্তু তুমি কথা না কহিলেও তোমার দৃষ্টিরাগেই আভ্যন্তরীণ ব্যথা সকল প্রকটিত হইতেছে। হায়! যেরূপ আমার বনাগমনকালে এই মহাদ্যুতি আমার অনুগামী হইয়াছিলেন, তদ্রূপ আমিও অদ্য তোমার অনুগামী হইয়া যমলোকে গমন করিব। হায়! যিনি নিয়তই বন্ধুগণের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করিতেন এবং আমারও নিয়ত আজ্ঞানুবর্ত্তী ছিলেন, অদ্য এই দুর্ভাগ্য দাশরথির দুর্নীতিতেই সেই লক্ষ্মণের এতাদৃশ অবস্থা হইল। হায়! এই বীর লক্ষ্মণ যখন সাতিশয় কোপপরবশ হইতেন, তখনও যে কখন আমাকে পরুষবাক্য শ্রবণ করাইয়াছিলেন, আমার এরূপ স্মরণ হয় না। হায়! যখন লক্ষ্মণ দ্বিবাহু হইয়াও একবেগে পঞ্চ শত বাণ ক্ষেপণ করিয়াছিলেন, তখন অস্ত্র ক্ষেপণ বিষয়ে ইহাঁকে সহস্রবাহু কার্ত্তবীর্য্য অপেক্ষাও অধিক বলিয়া বোধ হয়; কারণ, তাঁহার সহস্রবাহু সত্ত্বেই তিনি এককালে পঞ্চ শত বাণ ক্ষেপণ করিতে পারিতেন। হায়! যে বীর অস্ত্রবলে মহাবল বলনিসূদনেরও বাণসকলকে নিবারণ করিতেন এবং পূর্ব্বে মহার্হ শয্যায় শয়ন করিয়াও যাঁহার নিদ্রা হইত না' সেই লক্ষ্মণ অদ্য রাবণি-বাণে নিহত হইয়া ধরাশয়নে শয়ন করিয়াছেন। হায়! আমি যে, বিভীষণকে রাক্ষসগণের রাজা করিব বলিয়া, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলাম না, সম্প্রতি সেই মিথ্যাপ্রলাপই আমার অন্তরাত্মাকে সন্তাপিত করিতেছে। সুগ্রীব! আমার অভাবে রাবণ তোমাকে বলবিহীন বিবেচনা করিয়া, তোমার প্রতি অভিদ্রুত হইবে; অতএব, তুমি এই মুহূর্ত্তেই এস্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হও। সুগ্রীব! তুমি অঙ্গদকে পুরোবর্ত্তী করিয়া নীল, নল এবং অপর সৈন্য ও পরিচ্ছদের সহিত সাগর পার হইয়া সত্বর প্রস্থান কর। হনুমান্ আমার নিমিত্ত রণভূমিতে অন্যের দুঃসাধ্য যে কর্ম্ম করিয়াছে এবং ঋক্ষরাজ ও গোলাঙ্গুলপতিও যাহা করিয়াছেন, আমি তাহাতে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। অঙ্গদ মৈন্দ দ্বিবিদ কেশরী সম্পাতি গবয় গবাক্ষ শরভ গজ এবং অপর বানরগণ রণভূমিতে প্রাণপর্য্যন্তও বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইয়া আমার নিমিত্ত সুমহৎ যুদ্ধ করিয়াছে। সুগ্রীব! বয়স্য এবং সুহৃদের যাহা কর্ত্তব্য, তুমি ধর্ম্ম ও শক্তি অনুসারে তাহা সম্পাদন করিয়াছ; কিন্তু আমার দুর্দৈববশতঃই তৎসমস্ত বিফল হইল, কারণ মনুষ্য যতই প্রবল হউক না কেন, কোন রূপেই দৈবকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়না। ওহে বানরশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা আমার যথার্থ মিত্রকার্য্য সম্পাদন করিয়াছ; সম্প্রতি আমি তোমাদিগকে অনুমতি করিতেছি; তোমাদের যাহার যথায় ইচ্ছা হয়, গমন কর।'

রঘুনন্দন এইরূপ বিলাপ করিতে থাকিলে তৎকালে যে বানরগণ তাঁহার সেই বিলাপবাক্য সকল শ্রবণ করিল, তাহাদের মুখ অশ্রুজলে প্লাবিত হইতে লাগিল। ইত্যবসরে বিভীষণ গদা গ্রহণ করতঃ বানর সেনাকে পুনঃস্থাপিত করিয়া সত্বরে রাঘবসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। পরন্তু নীলাঞ্জনচয়সদৃশ সেই বীরকে দ্রুতপদে আগমন করিতে

দেখিয়া, বানরগণ ইন্দ্রজিৎ মনে করিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

একোন পঞ্চাশ সর্গ ইতি ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর, বলশালী মহাতেজা বানররাজ সুগ্রীব কহিলেন;—'জলমধ্যগত বাতাহত নৌকার ন্যায় কি নিমিত্ত এই বানরবাহিনী এরূপ বিচলিত হইয়া পড়িল?' সুগ্রীবের বাক্য শ্রবণ করিয়া, অঙ্গদ বলিলেন;—'আপনি কি শরজালসমাচ্ছন্ন রুধিরদিগ্ধাঙ্গ শরশয্যায় শয়ান এই মহাত্মা দশরথ নন্দন রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিতেছেন না? যখন ইহাঁরাই এরূপ অবস্থায় পতিত রহিয়াছেন, তখন সেনাগণের এরূপ বিদ্রুত হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যক কি?' তদনন্তর, বানরেন্দ্র সুগ্রীব ভ্রাতৃপুত্র অঙ্গদকে কহিলেন;—'বৎস! বানরগণ যে এরূপ বিদ্রুত হইয়াছে, ইহার কোন বিশেষ কারণ আছে; বোধ হয় কোন ভয় উপস্থিত হইয়া থাকিবে। ঐ দেখ, বানরগণ বিষণ্ণবদন হইয়া প্রহরণ সকল পরিত্যাগ করতঃ চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতেছে এবং ভয়ে উহাদের লোচন সকল উৎফুল্ল হইয়াছে। দেখ, ইহারা এরূপ ভীত হইয়াছে যে, পলায়ন করিতেও লজ্জা বোধ করিতেছে না, কেহ সম্মুখে অবস্থান করতঃ গতিরোধ করিলে, তাহাকে আকর্ষণ ও কেহ পতিত হইলে তাহাকে লঙ্ঘন করিয়াই গমন করিতেছে, তথাপি কেহ পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিতেছে না।'

সুগ্রীব এইরূপ বলিতেছেন, ইত্যবসরে বীর বিভীষণ গদাহস্তে তথায় উপস্থিত হইয়া, বিজয়সূচক আশীর্ব্বাক্য-দ্বারা রঘুনন্দন রাম ও বানররাজ সুগ্রীবকে অভিনন্দিত করিলেন। তখন সুগ্রীব বিভীষণকেই বানরগণের ভয়হেতু জানিয়া সমীপস্থ ঋক্ষরাজ জাম্ববান্‌কে বলিলেন;—'ঋক্ষরাজ! রাক্ষসরাজ বিভীষণ আসিয়াছেন; ইহাঁকে দেখিয়াই রাবণনন্দ-ভ্রমে বানরগণ চতুর্দ্দিকে বিদ্রুত হইয়াছে, অতএব আপনি শীঘ্র সন্ত্রস্ত ও চতুর্দ্দিকে পলায়িত এই বানরবাহিনীকে বিভীষণের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করাইয়া পুনঃসংস্থাপিত করুন।' ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ সুগ্রীবের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করতঃ পলায়মান বানরগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। বানরগণও ঋক্ষরাজের বাক্য শ্রবণ এবং বিভীষণকেও উপস্থিত দেখিয়া ভয় পরিত্যাগ করতঃ প্রতিনিবৃত্ত হইল।

অনন্তর, ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ রাম ও লক্ষ্মণ উভয়েরই গাত্র শরসমাচ্ছন্ন দর্শন করিয়া নিরতিশয় ব্যথিতহৃদয় হইলেন এবং জলক্লিন্ন পাণি দ্বারা তাঁহাদের লোচনযুগল পরিমার্জ্জন করতঃ শোকে অধীর হইয়া বিলাপ ও রোদন করিতে করিতে কহিলেন; 'হায়! সেই সত্ত্বসম্পন্ন সমরপ্রিয় বিক্রান্ত ভ্রাতৃযুগল, কূটযোধী নিশাচরগণ হইতে এতাদৃশ দুরবস্থায় পতিত হইয়াছেন। হায়! রাবণের দুষ্পুত্র ও আমার ভ্রাতৃপুত্র দুরাত্মা ইন্দ্রজিতের রাক্ষসী কুটিলবুদ্ধিকর্ত্তৃক এই ঋজুবুদ্ধি রাজনন্দনযুগল বঞ্চিত হইয়াছেন। হায়! ইহাঁরা শরসমাচ্ছন্ন ও রুধিরদিগ্ধাঙ্গ হইয়া ভূতলে পতিত হওয়ায়, ইহাঁদিগকে শল্যকযুগলের ন্যায় বোধ হইতেছে। হায়! যাঁহাদের বীর্য্যের উপর নির্ভর করিয়াই আমি রাজ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলাম, সেই পুরুষপুঙ্গব রাজনন্দনযুগল দেহ নাশ করিবার নিমিত্তই শয়ান হইয়াছেন। হায়! ইহাঁদের এরূপ অবস্থা হওয়ায় আমি জীবিত থাকিয়াও বিপন্ন হইলাম এবং আমার মনোমধ্যে রাজ্যলাভ বিষয়িণী যে বলবতী আশা হইয়াছিল তাহাও বিনষ্ট হইল; পরন্তু, অরাতি রাবণ পূর্ণপ্রতিজ্ঞ ও সফল মনোরথ হইল।'

বিভীষণ এইরূপ বিলাপ করিতে থাকিলে বলশালী বানররাজ সুগ্রীব তাঁহাকে আলিঙ্গন করতঃ কহিলেন; 'হে ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি নিশ্চয় জানিবেন, রাবণ অথবা ইন্দ্রজিতের মনোরথ কখনই পরিপূর্ণ হইবে না; কারণ, গরুড়ের অধিষ্ঠান হইলেই রাম ও লক্ষ্মণ

উভয়েই সংজ্ঞা লাভ করতঃ অচিরাৎ রণস্থলে রাবণকে সবংশে বধ করিবেন, আপনি যে এই লঙ্কারাজ্য লাভ করিবেন, তাহাতে কিছু মাত্র সংশয় নাই।' সুগ্রীব এইরূপে রাক্ষস বিভীষণকে আশ্বাসিত করিয়া পার্শ্বস্থিত শ্বশুর সুষেণকে কহিলেন;—তুমি এই ভ্রাতৃযুগল রাম ও লক্ষ্মণ এবং অপর শূর বানরগণকেও কিষ্কিন্ধ্যায় লইয়া যাও এবং যে পর্য্যন্ত ইহাঁরা সংজ্ঞা লাভ না করেন, তাবৎকাল ইহাঁদিগকে সেই স্থানে রক্ষা কর। এদিকে আমিও পুত্র ও বন্ধুবর্গের সহিত রাবণকে বিনাশ করিয়া, যেরূপ দেবরাজ নষ্টশ্রীর পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ রাবণহৃতা জানকীর উদ্ধার সাধন করিয়া গমন করিতেছি।'

বানরেন্দ্রের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সুষেণ কহিলেন;—'পূর্ব্বে আমি দেবতা ও অসুরগণের সুমহৎ যুদ্ধ দেখিয়াছিলাম; তাহাতে শস্ত্রবিশারদ দানবগণ রণচতুর সুরগণকে শরসমূহে সমাচ্ছাদিত করিলে যখন দেবগণের মধ্যে কেহ সংজ্ঞাবিহীন ও বহুসংখ্যক গতাসু হইলেন, তখন সুরগুরু মন্ত্রপূত ঔষধি-দ্বারা চিকিৎসা করিয়া তাঁহাদিগকে সচেতন ও পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন। রাজন্! পূর্ব্বে যথায় দেবগণ অমৃত মন্থন করিয়াছিলেন, সেই স্থানে চন্দ্র ও দ্রোণ নামক পর্ব্বতদ্বয়ের উপরে সঞ্জীবকরণী ও বিশল্যকরণী নাম্নী যে দুই পরমৌষধী আছে, তাহা বানরগণের অপরিজ্ঞাত নহে; অতএব সম্পাতি, সেই ঔষধ আনয়ন করিবার নিমিত্ত সম্পাতি ও পনসপ্রভৃতি বানরগণ সত্বর ক্ষীরোদ সাগরে গমন করুক্। অথবা অন্যের যাইবার আবশ্যক নাই, এই পবননন্দন হনুমান্ একাকীই তথায় গমন করুক্।' সুষেণ এই কথা বলিতেছেন, ইতাবসরে তড়িন্মালাশোভিত মেঘ ও প্রবল বাত্যা সমুত্থিত হইয়া সাগরজল ও পর্ব্বতসকলকে কম্পিত করিতে লাগিল! প্রবল পক্ষবাতে মহীরুহ সকল ভগ্ন হওয়ায় তাহার শাখা সকল লবণমহাসাগরের সলিলমধ্যে নিমগ্ন হইতে লাগিল। মলয়বাসী মহাকায় নাগগণ ত্রস্ত হইল এবং জলজন্তুগণ সত্বরে লবণমহার্ণবের সলিলমধ্যে নিমগ্ন হইল।

অনন্তর, বানরগণ মুহূর্ত্তকালমধ্যে প্রজ্বলিত হুতাশনসদৃশ বিনতানন্দন গরুড়কে দেখিতে পাইল যে শরভূত মহাবল নাগসমূহ-দ্বারা পুরুষবর রাঘবযুগল বদ্ধ হইয়াছিলেন, বিনতানন্দনকে সমাগত দেখিয়া তাহারা সকলেই দ্রুতগমনে পলায়ন করিল। তদনন্তর, সুপর্ণ কাকুৎস্থ সন্নিধানে উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহাদের গাত্র স্পর্শ করতঃ প্রত্যভিনন্দিত করিয়া, পাণি-দ্বারা তাঁহাদের নিশাকরনিভ মুখ মার্জ্জন করিতে লাগিলেন। বিনতাতনয়কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হওয়ায় তাঁহাদের শরীর ব্রণশূন্য হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় স্নিগ্ধ ও শোভাশালী হইল। তাঁহাদের তেজঃ পারাক্রম, শারীরিক বল, মহাগুণ উৎসাহ, দর্শনশক্তি বুদ্ধি ও স্মরণশক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ হইল।

মহাতেজা গরুড় বাসবসদৃশ সেই রাঘবযুগলকে উত্থাপিত করতঃ হর্ষসহকারে উভয়কেই আলিঙ্গন করিলে, রাম তাঁহাকে কহিলেন;—'আপনার প্রসাদেই আমারা রাবণিকৃত সুমহৎ ব্যসন হইতে শীঘ্র মুক্তি লাভ করিলাম এবং আমাদের শরীরও বলশালী হইয়াছে। পিতা দশরথ এবং পিতামহ অজকে দেখিয়া মনঃ যেরূপ প্রসন্ন হয়, আপনার দর্শনেও আমার হৃদয় সেইরূপ প্রসন্নতা লাভ করিতেছে। আপনি সর্গীয় মাল্য ও অনুলেপন ধারণ করতঃ দিব্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া রাজোবিহীন বস্ত্রযুগল পরিধান করিয়াছেন এবং আপনার রূপও দেবসদৃশ বোধ হইতেছে; অতএব, সত্য করিয়া বলুন আপনি কে?' পতত্রিরাজ মহাতেজা মহাবল বিনতানন্দন আনন্দে আকুললোচন হইয়া প্রীতিসহকারে কহিলেন;—'হে কাকুৎস্থ! আমি আপনাদের বহিশ্চর প্রাণরূপ সখা; আমার নাম গরুত্মান্। আপনাদের সাহায্য করিবার নিমিত্তই আমি এস্থানে আসিয়াছি। ক্রূরকর্ম্মা ইন্দ্রজিৎ মায়াবলে আপনাদিগকে যে নিদারুণ শরবন্ধে বদ্ধ করিয়াছিল, মহাবীর্য্য অসুরগণ, মহাবল বানরগণ অথবা গন্ধর্ব্বগণের

সহিত শতমখপ্রমুখ দেবগণও আপনাদিগকে ইহা হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ হইতেন না। তীক্ষ্ণদন্ত বিষোল্বণ এই কদ্রুনন্দন নাগগণ রাক্ষসী মায়ার প্রভাবেই শররূপ হইয়া আপনাদিগকে আশ্রয় করিয়াছিল। হে ধর্ম্মজ্ঞ সত্যপরাক্রম রাম! সমরে রিপুঘাতী এই ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত আপনি আপনাকে ভাগ্যবান্ বলিয়াই বোধ করিবেন। রাঘব! আপনারা শরবদ্ধ হইয়াছেন, আমি এই বৃত্তান্ত শুনিয়াই স্নেহবশতঃ বন্ধুত্বের অনুরোধে সত্বর আপনার নিকট আগমন করতঃ আপনাদিগকে এই মহাঘোর শরবন্ধ হইতে মুক্ত করিয়াছি; সম্প্রতি, আপনারা নিয়তই সাবধান হইয়া থাকিবেন। আপনার ন্যায় শুদ্ধস্বভাব শূরগণ রণভূমিতে সরলতা সহকারেই যুদ্ধ করিয়া থাকেন কিন্তু, রাক্ষসগণ স্বভাবতঃই কূটযোধী; অতএব, আপনারা রণস্থলে এই রাক্ষসগণকে কোনরূপেই বিশ্বাস করিবেন না; কারণ, ইহারা নিয়তই ক্রূরবুদ্ধি হইয়া থাকে।' মহাবল সুপর্ণ এই কথা বলিয়া রামচন্দ্রকে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করতঃ পুনর্ব্বার কহিলেন;—'হে সখে! অরাতি বৎসল ধর্ম্মজ্ঞ রঘুনন্দন! সম্প্রতি আমি আপনাকর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া স্বস্থানে গমন করিতে ইচ্ছা করি। হে রাঘব! আমার এতাদৃশ বন্ধুত্বে বিস্মিত হইবেন না; আপনি লঙ্কাসমরে কৃতকার্য্য হইয়া আমাদের এই ভূতপূর্ব্ব বন্ধুত্বের সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইবেন। হে রঘুনন্দন! আপনি স্বীয় শরসমূহ দ্বারা এই লঙ্কা নগরীকে বালবৃদ্ধাবশিষ্ট করতঃ অরাতি রাবণকে বধ করিয়া সীতাকে পুনঃ প্রাপ্ত হইবেন।' শীঘ্রবিক্রম বীর্য্যবান্ সুপর্ণ রঘুনন্দনযুগলকে নীরোগী করতঃ এই কথা বলিয়া বানরগণমধ্যস্থ রাঘবকে প্রদক্ষিণ করিয়া পবনের ন্যায় বেগসহকারে আকাশপথে প্রস্থিত হইলেন।

অনন্তর, বানরযূথপতিগণ রাঘব যুগলকে আরোগ্য লাভ করিতে দেখিয়া আনন্দে নিজ লাঙ্গুল কম্পিত করতঃ সিংহনাদ করিয়া ভেরী ও মৃদঙ্গধ্বনি সহকারে শঙ্খধ্বনি করতঃ হৃষ্টান্তঃকরণে পূর্ব্বের ন্যায় ক্রীড়া করিতে লাগিল। অপর শত সহস্র নগযোধী বিক্রান্ত বানরগণ আস্ফোটন করিয়া বিবিধ দ্রুম সকলকে উৎপাটিত করতঃ প্রস্থিত হইয়া সিংহনাদে নিশাচরগণকে সন্ত্রাসিত করিয়া রণকামনায় লঙ্কাদ্বারে সমাগত হইল। অনন্তর, নিদাঘের অবসানে নিশীথ সময়ে শব্দায়মান ঘনঘটাসমূহের সুভীম নির্ঘোষের ন্যায় সেই শাখামৃগযূথপতিগণের ভয়ঙ্কর তুমুল নিনাদ সমুত্থিত হইল।

ইতি পঞ্চাশ সর্গ॥ ৫০॥

একপঞ্চাশ সর্গ।

এদিকে রাবণ বিভীষণপ্রমুখ রাক্ষসগণের সহিত শব্দায়মান সেই মহাতেজস্বী বানরবৃন্দের তুমুল নিনাদ শুনিতে পাইলেন। রাক্ষসপতি সেই স্নিগ্ধগম্ভীরনির্ঘোষ নিদারুণ শব্দ শ্রবণ করিয়া স্বীয় সচিবগণকে কহিলেন;—'শব্দায়মান জীমূতবৃন্দের ন্যায় বহুসংখ্যক প্রহৃষ্ট বানরবৃন্দের যেরূপ সুমহৎ শব্দ সমুত্থিত হইয়াছে, তাহাতে নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ইহাদের কোন মহতী প্রীতি উপস্থিত হইয়া থাকিবে। ঐ দেখ, উহাদের সুমহৎ শব্দে লবণসাগরও সংক্ষুভিত হইতেছে। সেই ভ্রাতৃযুগল রাম ও লক্ষ্মণ তীক্ষ্ণ শরসমূহে বদ্ধ হইয়াছিল; পরন্তু অধুনা বানরবৃন্দের এই সুমহৎ শব্দসমুত্থিত হওয়ায় আমার নিরতিশয় শঙ্কা উপস্থিত হইতেছে' রাক্ষসনাথ রাবণ মন্ত্রিগণকে এই কথা বলিয়া স্বীয় পার্শ্বচর নিশাচরগণকে কহিলেন;—'এই বনবাসী বানরগণের এতাদৃশ শোকসময় সমাগত হওয়াতেও কি কারণে উহারা এরূপ আনন্দিত হইয়াছে, তাহা জানিয়া আইস।' রাক্ষসগণ রাবণকর্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া প্রাকারোপরি আরোহণ করতঃ মহাত্মা সুগ্রীবকর্তৃক পালিত সেই বানরবাহিনীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ মহাভাগ রাম ও লক্ষ্মণ ঘোর শরবন্ধ হইতে মুক্ত হওত সমুত্থিত হইয়াছেন দেখিয়া সাতিশয় বিষণ্ণ হইল। অনন্তর সেই ঘোররূপ নিশাচরগণ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া ত্রস্তহৃদয়ে প্রাকারশিখর হইতে অবতীর্ণ হওত রাক্ষসপতির

সম্মুখে উপস্থিত হইল। সেই বাক্যবিশারদ নিশাচরগণ ম্লানমুখে রাবণসম্মুখে উপস্থিত হইয়া সেই অপ্রিয় বাক্য সকল যথাবৎ দিবেদন করতঃ কহিল;—'যে রাম ও লক্ষ্মণ রণস্থলে ইন্দ্রজিৎকর্ত্তৃক শরবন্ধে বদ্ধ হইয়াছিলেন এবং তৎপরে যাঁহাদের ভুজযুগল নিষ্প্রকম্প হইয়াছিল; আমরা দেখিলাম গজেন্দ্রসদৃশ বিক্রমশালী সেই ভ্রাতৃযুগল গজযূথের ন্যায় পাশ সকল ছেদন করতঃ শরবন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া রণভূমিতে অবস্থান করিতেছেন।'

মহাবল রাক্ষসরাজ তাহাদের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া চিন্তাপরবশ হইলেন এবং তাঁহার মুখও বিবর্ণ হইল। অনন্তর কিঞ্চিৎ রুষ্ট হইয়া কহিলেন;—'যে রাম ও লক্ষ্মণ রণভূমিতে ইন্দ্রজিৎকর্ত্তৃক প্রমথিত হইয়া বরলব্ধ ঘোররূপ আশীবিষ সদৃশ সূর্য্যপ্রতিম অমোঘ শরসমূহ দ্বারা বদ্ধ হইয়াছিল, যখন তাহারাও সেই শরবন্ধ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে, তখন এই রাক্ষসবলের দ্বারা আমি যে আর বিজয় লাভ করিতে পারিব, এরূপ বোধ হয় না। হায়! যাহারা রণভূমিতে শত্রুগণের জীবন হরণ করিয়াছিল, হুতাশনসদৃশ দীপ্তিশালী সেই শরসমূহও বিফল হইল।' নিশাচরপতি এই কথা বলিয়া, ক্রোধে আশীবিষসদৃশ নিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ রাক্ষসগণ মধ্যস্থ রাক্ষস ধূম্রাক্ষকে কহিলেন;—হে ভীমবিক্রম! বানরগণের সহিত রামকে বধ করিবার নিমিত্ত তুমি সুমহৎ রাক্ষসবলে পরিবৃত হইয়া শীঘ্র যুদ্ধ যাত্রা কর। রাক্ষস ধূম্রাক্ষ ধীমান্ রাক্ষসেন্দ্র কর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া রাবণকে প্রদক্ষিণ করতঃ সত্বর রাজভবন হইতে নির্গত হইল। অনন্তর, রাজদ্বার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বলাধ্যক্ষকে কহিল;—'রণভূমিতে গমনোন্মুখ যোদ্ধার বিলম্ব করা বিধেয় নহে, অতএব সত্বর বল সকলকে সঞ্চালিত কর।' তদনন্তর, বলাধ্যক্ষ ধূম্রাক্ষবাক্য শ্রবণ করতঃ রাবণের আদেশানুরূপ বল সকলকে সত্বর সংযোজিত করিলে সেই ঘণ্টাধারী মহাবল ঘোররূপ নিশাচরগণ সিংহ নাদ করতঃ হৃষ্টান্তঃকরণে ধূম্রাক্ষের চতুর্দ্দিকে পরিবৃত হইল। তাহাদের মধ্যে বহুসংখ্যক নিশাচর শব্দায়মান জীমূতবৃন্দের ন্যায় সিংহ নাদ করতঃ বহুবিধ আয়ুধ শূল মুদ্গর গদা পট্টিশ লৌহদণ্ড মুষল পরিঘ ভিন্দিপাল ভল্লপাশ ও কুঠারহস্তে নির্গত হইল। অনেকে কবচ ধারণ করতঃ ধ্বজশোভিত সুবর্ণজালবিশিষ্ট খরসঞ্চালিত অলঙ্কৃত রথে এবং দুরাসদ ব্যাঘ্রের ন্যায় বহুসংখ্যক রাক্ষসব্যাঘ্র শীঘ্রগামী অশ্ব ও মদোৎকট মাতঙ্গের উপর আরোহণ করিয়া নির্গত হইল।

অনন্তর, খরনিস্বন ধূম্রাক্ষ বৃক ও সিংহের ন্যায় ভীষণবদন কনকভূষিত খর সকলের দ্বারা সঞ্চালিত রথে আরোহণ করিল। রাক্ষসগণপরিবৃত সেই মহাবীর্য্য ধূম্রাক্ষ হাস্যবদনে নির্গত হইয়া যথায় হনুমান অবস্থান করিতেছিল সেই পশ্চিমদ্বারে গমন করিল। পরন্তু, সেই মহাঘোর ভীমদর্শন নিশাচর খরনিস্বন ও খরসংযুক্ত উত্তম রথে আরোহণ করতঃ গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলে অন্তরীক্ষগত ক্রূর শকুনগণ বিবিধ অরিষ্টচিহ্ন দ্বারা তাহাকে নিবারণ করিতে লাগিল। তাহার রথশীর্ষে মহাভীম গৃধ্র নিপতিত হইল। মাংসাশন পক্ষিগণ গ্রথিত মালার ন্যায় শ্রেণিবদ্ধ হইয়া ধ্বজাগ্রে পতিত হইতে লাগিল। রুধিরার্দ্র শ্বেতবর্ণ কবন্ধ ভৈরব রব করতঃ ধূম্রাক্ষের সমীপস্থ ভূতলে পতিত হইল পর্জ্জন্যদেব রুধিরবর্ষণ করিতে লাগিলেন; মেদিনী কম্পিত ও নির্ঘাতসদৃশ স্বনবিশিষ্ট বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল; ঘোরতিমিরে সমাচ্ছন্ন হইয়া দিক্ সকল অপ্রকাশিত হইল। ধূম্রাক্ষ রাক্ষসগণের ভয়জনক এই প্রাদুর্ভূত ঘোররূপ উৎপাত সকল দেখিয়া নিরতিশয় ব্যথিতহৃদয় হইল।

অনন্তর, রণসমুৎসুক বলবান্ ভীমরূপধূম্রাক্ষ অসংখ্য নিশাচরগণের সহিত পুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া রাঘববাহুরক্ষিত প্রলয়সমুদ্রসদৃশ সেই বানরবাহিনীকে দেখিতে পাইল।

ইতি একপঞ্চাশ সর্গ ॥ ৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

সমরোৎসুক বানরগণ ভীমবিক্রম রাক্ষস ধূম্রাক্ষকে নির্গত হইতে দেখিয়া সিংহনাদ করিয়া উঠিল। অনন্তর, সেই বানর ও নিশাচরগণের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল; তখন তাহারা বৃহৎ বৃক্ষ শূল ও মুদ্গর সকল দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। নিশাচরগণকর্ত্তৃক বানরগণ সর্ব্বতোভাবে আক্রান্ত হইল এবং বানরগণও দ্রুমসকল দ্বারা নিশাচরগণকে ভূতলশায়ী করিতে লাগিল। রাক্ষসগণ ক্রোধভরে নিশিত শরসমূহ ও অজিহ্মগামী ঘোররূপ কঙ্কপত্রসকল দ্বারা বানরগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। তখন সেই মহাবল বানরগণ নিশাচরগণকর্ত্তৃক ভয়ঙ্কর গদা পট্টিশ ও কূটমুদ্গর এবং সুগৃহীত বিচিত্র ঘোররূপ পরিঘ সকল দ্বারা বিদার্য্যমাণ হইয়া ক্রোধভরে ও উৎসাহ সহকারে ভয় বিরহিতের ন্যায় কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইল! অনন্তর, সেই ভীমবেগ বানরযূথপতিগণ শর ও শূলসমূহ দ্বারা ভিন্নগাত্র হইয়া দ্রুম ও শিলা সকল গ্রহণ করিয়া সিংহনাদ করিতে করিতে স্বস্ব নাম উচ্চারণ করতঃ রাক্ষসগণকে বিলোড়িত করিতে লাগিল। তৎকালে বহুশাখ দ্রুম ও বিবিধ শিলা সকল দ্বারা সেই বানর ও নিশাচরগণের যে ঘোরতর যুদ্ধ হইল, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তখন কতকগুলি রুধিরভোজী নিশাচর জিতকাশী বানরগণকর্ত্তৃক সন্তাড়িত হইয়া রুধির বমন করিতে লাগিল। কেহ পার্শ্বে দারিত, কেহ শিলা দ্বারা চূর্ণিত, কেহ দন্ত দ্বারা বিদারিত ও কেহ কেহ দ্রুমাঘাতে নিহত হইয়া সেই রণভূমিতে রাশীকৃত হইয়া পতিত হইল। ধ্বজসকল দ্বারা বিমথিত, খড়্গ সকল দ্বারা বিনিপাতিত এবং ভগ্ন রথ সকল দ্বারা বিধ্বংসিত হইয়া কতকগুলি রাক্ষস নিরতিশয় ব্যথিত হইয়া পড়িল। পর্ব্বতাগ্র, গজেন্দ্রসদৃশ পর্ব্বতপ্রমাণ বানরগণ এবং আরোহীর সহিত বিমথিত বাজিগণে তত্রত্য ভূভাগ আকীর্ণ হইয়া পড়িল। ভীমবিক্রম বেগবান্ বানরগণ বারম্বার লম্ফ প্রদান করতঃ নখ দ্বারা নিশাচরগণের মুখ সকল বিদারণ করিতে লাগিল। তখন অনেক রাক্ষস শোণিত গন্ধে মূর্চ্ছিত হইয়া আলুলায়িতকেশে বিষণ্ণবদনে ধরণীতলে পতিত হইতে লাগিল। অপর ভীমবিক্রম রাক্ষসগণ নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বানরগণকে বজ্রস্পর্শ তলপ্রহার করিতে লাগিল। পরন্তু বেগবান্ বানরগণ মুষ্টি চরণ দন্ত সপাদপ সকলের দ্বারা তাহাদিগকে এরূপ প্রহার করিতে লাগিল যে, তাহারা অস্থির হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল!

পরন্তু, রাক্ষসপুঙ্গব ধূম্রাক্ষ স্বীয় সৈন্যগণকে বিদ্রুত দেখিয়া, রোষভরে যুযুৎসু বানরগণকে উৎপীড়ন করিতে লাগিল। কতকগুলি বানর প্রাশ দ্বারা প্রথমিত হওয়ায় তাহাদের শরীর হইতে রুধির স্রাব হইতে লাগিল এবং অনেকে মুদ্গর দ্বারা সমাহত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। কোন কোন বানর পট্টিশ ও পরিঘ দ্বারা মথিত এবং ভিন্দিপাল দ্বারা বিদারিত হওত বিহ্বল ও গতাসু হইয়া রণস্থলে পতিত হইল। বহুসংখ্যক বানর ক্রুদ্ধ রাক্ষসগণকর্ত্তৃক রণভূমিতে বিদ্রাবিত ও নিহত হইয়া রুধিরপরিপ্লুত দেহে ভূপতিত হইল। কেহ কেহ ভিন্নহৃদয় হইয়া একপার্শ্ব অবলম্বন করতঃ ভূতলশায়ী হইল এবং কেহ বা ত্রিশূল-দ্বারা বিদারিত হওয়ায় তাহার অন্ত্র সকল বহির্গত হইয়া পড়িল। এইরূপে বানর ও রাক্ষসগণের শিলা পাদপসঙ্কুল ও শস্ত্রবহুল তুমুল সঙ্কুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। ধনুঃ ও জ্যারূপ মধুরস্বর তন্ত্রীবিশিষ্ট, অশ্বগণের হ্রেষারূপ তাল সমন্বিত এবং মন্দ-নামক মাতঙ্গগণের গর্জ্জনরূপ গীতশব্দবিশিষ্ট সেই যুদ্ধকে তৎকালে গান্ধর্ব্বসঙ্গীতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। রাক্ষস ধূম্রাক্ষ এইরূপে রণস্থলে ধনুর্দ্ধারণ করিয়া শরবৃষ্টি-দ্বারা দিক্‌সকল সমাচ্ছাদিত করতঃ হাসিতে হাসিতে বানরগণকে বিদ্রাবিত করিল।

বায়ুনন্দন ধূম্রাক্ষকর্ত্তৃক বানরগণকে এইরূপে বিদ্রুত দেখিয়া ক্রোধভরে বিপুল শিলাগ্রহণ করতঃ অগ্রসর হইলেন। পিতৃতুল্য পরাক্রমশালী হনুমান্ ক্রোধে লোহিতলোচন হইয়া সেই শিলাকে ধূম্রাক্ষের রথোপরি নিক্ষেপ

করিলে, ধূম্রাক্ষ সেই প্রস্তরখণ্ডকে পতনোন্মুখ দেখিয়া ভয়বশতঃ গদা উদ্যত করিয়া রথ হইতে লম্ফ প্রদান করতঃ বেগে ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর, সেই শিলা, চক্র কূবর অশ্ব ধ্বজ ও শরাসন সকলের সহিত ধূম্রাক্ষের রথকে বিচূর্ণিত করিয়া ভূতলে পতিত হইল। তখন বায়ুতনয় হনুমান্ তদীয় রথ পরিত্যাগ করতঃ স্কন্ধ ও বিটপের সহিত দ্রুম সকল দ্বারা রাক্ষসগণকে উৎপীড়িত করিতে লাগিলেন। রাক্ষসগণ দ্রুমসন্তাড়িত হওয়ায় তাহাদের মস্তক সকল ভগ্ন হইয়া গেল এবং তাহা হইতে রুধিরধারা সকল পতিত হইতে লাগিল। অনেকেই গতাসু হইয়া ভূতলে পতিত হইল। মারুতি এইরূপে রাক্ষসসেনা-গণকে বিদ্রাবিত করিয়া একটি গিরিশৃঙ্গ গ্রহণ করতঃ ধূম্রাক্ষের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। বীর্য্যবান্ ধূম্রাক্ষ হনুমান্‌কে সমাগত দেখিয়া সিংহনাদ করতঃ গদা উদ্যত করিয়া তাঁহার প্রতি অভিদ্রুত হইল। অনন্তর, ক্রোধভরে সেই বহুকণ্টক গদাকে ক্রুদ্ধ বায়ুনন্দনের মস্তকে পাতিত করিল। পরন্তু, বায়ুর ন্যায় বলশালী বানর হনুমান্ সেই ভীমবেগ গদা দ্বারা তাড়িত হইয়া সেই গদাঘাতকে প্রহার বলিয়াই মনে করিলেন না। অনন্তর, সেই পূর্ব্বগৃহীত গিরি শৃঙ্গ ধূম্রাক্ষের মস্তকোপরি নিপাতিত করিলে সে তদ্দ্বারা নিরতিশয় আঘাতিত হইয়া স্বীয় অঙ্গ সকল বিস্ফারিত করতঃ বিকীর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় সহসা ভূতলে পতিত হইল। হতাবশিষ্ট নিশাচরগণ ধূম্রাক্ষকে নিহত দেখিয়া সাতিশয় ত্রস্ত হইল এবং প্লবঙ্গমগণকর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া ভয়ে সত্বর লঙ্কামধ্যে প্রবেশ করিল।

মহাবল পবননন্দন এইরূপে শত্রুগণকে পাতিত করতঃ রণভূমিতে শোণিতনদী বাহিত করিয়া রিপুবধজনিত শ্রমে একান্ত ক্লান্ত হইলেও বানরগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া নিরতিশয় প্রীতি লাভ করিলেন।

ইতি দ্বিপঞ্চাশ সর্গ ॥ ৫২ ॥

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ।

রাক্ষসেন্দ্র রাবণ ধূম্রাক্ষের নিধন বার্ত্তা শ্রবণে নিরতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আশীবিষসদৃশ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, ক্রোধে অধীর হইয়া দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ ক্রূর স্বভাব মহাবল বজ্রদংষ্ট্র নামক রাক্ষসকে কহিলেন;—'হে বীর! তুমি রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া রণভূমিতে গমন করতঃ দাশরথি রাম ও বানরগণের সহিত সুগ্রীবকে বিনাশ করিয়া আইস। মায়া-বিশারদ নিশাচর বজ্রদংষ্ট্র রাক্ষসপতির সেই বাক্য স্বীকার করতঃ অসংখ্য তুরঙ্গ মাতঙ্গ উষ্ট্র গর্দ্দভ ও পতাকাধ্বজশোভিত রথশালিনী মহতী রাক্ষসসেনা ও সেনানায়কগণে পরিবৃত হইয়া সমাহিতমনে যুদ্ধযাত্রায় নির্গত হইল। সেই বীর নির্যাণকালে বিচিত্র কেয়ূর ও মুকুট ধারণ করতঃ বর্ম্ম পরিধান করিয়া কাঞ্চনস্বন ভূষিত দীপ্ত ও পতাকাসমলঙ্কৃত রথকে প্রদক্ষিণ করতঃ তদুপরি আরোহণ করিল। বিচিত্র শকুন-তোমর, শ্লক্ষ্ণ মুষল, নিশিত কুঠার ও ঋষ্টি ভিন্দিপাল চাপ শক্তি পট্টিশ খড়্গ চক্র গদা ও অপর বিবিধ শস্ত্রপাণি পদাতি সৈন্যগণ তাহার অনুগমন করিতে লাগিল। সেই রাক্ষসপুঙ্গবগণ সকলেই দীপ্ত ও বিচিত্র বসন পরিধায়ী। তাহাদের পশ্চাতে তোমর ও অঙ্কুশপাণি হস্তিপকসমারূঢ় শূর রণকুশল মদ-মত্ত মাতঙ্গগণ চলনশীল অচলজালের ন্যায় গমন করিতে লাগিল। অনন্তর, সারোহ লক্ষণসম্পন্ন রণনিপুণ মহাবল তুরঙ্গগণও নির্গত হইল। তৎকালে প্রাবৃট্‌কালের সৌদামিনীশোভিত গর্জ্জনশালিনী কাদম্বিনীর ন্যায় সেই ঘোররূপ রণগামিনী রাক্ষসবাহিনী নির্গত হইয়া, যথায় যূথপতি অঙ্গদ অবস্থান করিতেছিলেন, সেই দক্ষিণদ্বারে গমন করিল।

রাক্ষসগণ নির্গত হইলে তাহাদের অশুভ-সূচক অরিষ্ট সকল দৃষ্ট হইতে লাগিল। আকাশ হইতে তীব্র বিদ্যুৎ ও অলাত সকল পতিত হইতে লাগিল; ঘোররূপ শিবাগণ হুতাশ শিখাসকল বমন করতঃ শব্দ করিতে আরম্ভ করিল এবং পশুগণ চীৎকার করতঃ

রাক্ষসগণের নিধনবার্ত্তা প্রচার করিতে লাগিল। গমনকালে যোদ্ধাগণের নিদারুণ পাদস্খলন হইতে লাগিল। পরন্তু তেজস্বী মহাবল বজ্রদংষ্ট্র এই সকল ঔৎপাতিক লক্ষণ দর্শন করিয়াও ধৈর্য্য অবলম্বন করতঃ সমর সমুৎসুক হইয়া নির্গত হইল। এদিকে বিজয়ী বানরবৃন্দ রাক্ষসগণকে সমাগত দেখিয়া এরূপ সিংহনাদ করিতে লাগিল যে, তাহার প্রতিধ্বনিতে দিক্ সকল পরিপূরিত হইয়া উঠিল। অনন্তর, পরস্পর বধাভিলাষী ভীমরূপ মহাবল বানর ও রাক্ষসগণের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তখন সেই মহোৎসাহ বীরগণের দেহ মস্তক ও অধর সকল ভিন্ন হওয়ায় তাহারা রক্তাক্ত দেহ হইয়া ভূপতিত হইতে লাগিল। সমরে অপরাঙ্মুখ ও পরিঘের ন্যায় বাহুশালী কোন কোন রাক্ষসবীরগণ পরস্পরকে আক্রমণ করতঃ বিবিধ শস্ত্র সকল ক্ষেপণ করিতে লাগিল। সেই ঘোর রণস্থলে দ্রুম শিলা ও শস্ত্র সকলের হৃদয়ভেদন সুমহৎ শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। রথনেমি ধনুঃ শঙ্খ ভেরী ও মৃদঙ্গ সকলেরও ঘোরতর তুমুল শব্দ হইতে লাগিল।

অনন্তর, কোন কোন বীর অস্ত্র সকল পরিত্যাগ করতঃ তল চরণ ও মুষ্টি দ্বারা বাহুযুদ্ধ ও কেহ কেহ দ্রুমযুদ্ধও করিতে লাগিল। তখন কোন কোন রাক্ষস যুদ্ধ দুর্ম্মদ বানরগণ কর্ত্তৃক জানু দ্বারা আহত হইয়া ভগ্নদেহ হইল এবং কেহ কেহ শিলাঘাতে চূর্ণিত হইয়া গেল। অনন্তর বজ্রদংষ্ট্র এই সমস্ত দেখিয়া, বানরগণকে বিত্রাসিত করতঃ লোক সংহারে উদ্যত পাশহস্ত যমের ন্যায় রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিল। তখন বিবিধ প্রহরণধারী অস্ত্রবিদ্ বলবান্ নিশাচরগণ ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া বানরসেনাগণকে হনন করিতে আরম্ভ করিল। পরন্তু বালিনন্দন রণ ভূমিতে রাক্ষসগণকর্ত্তৃক বানরগণকে নিহত হইতে দেখিয়া প্রলয়কালীন অনলের ন্যায় দ্বিগুণতর ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। অনন্তর ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী সেই বীর্য্যবান্ অঙ্গদ ক্রোধে লোহিত লোচন হইয়া সিংহ যেরূপ ক্ষুদ্র মৃগগণকে নাশ করে, তদ্রূপ বৃক্ষ উদ্যত করিয়া সেই রাক্ষসগণের ঘোরতর বিনাশ সাধন করিতে লাগিলেন। তখন সেই ভীম বিক্রম নিশাচরগণ অঙ্গদকর্ত্তৃক আঘাতিত হওয়ায় ভিন্ন মস্তক হইয়া ছিন্ন পাদপদামের ন্যায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। রথ, বিচিত্র ধ্বজ, অশ্ব, বানর ও রাক্ষসগণের হতদেহ এবং রুধির সমূহে সমাচ্ছন্ন হওয়ায়, সেই রণভূমি নিরতিশয় ভয়ঙ্করী হইয়া উঠিল। অপিচ তৎকালে সেই রণভূমি হার কেয়ূর বস্ত্র ও শস্ত্র সকলে সমলঙ্কৃত হইয়া শারদী নিশার ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তৎকালে অঙ্গদের বেগে আলোড়িত হইয়া সেই সুমহৎ রাক্ষসবল পবন সঞ্চালিত অম্বুদদামের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল।

ইতি ত্রিপঞ্চাশ সর্গ ॥ ৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ।

স্বীয় সেনা সমূহের নিধন এবং অঙ্গদের পরাক্রম দর্শনে মহাবল রাক্ষস বজ্রদংষ্ট্র নিরতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, শক্রাশনি সদৃশ স্বীয় বিপুল ধনুঃ বিস্ফারিত করতঃ শরবৃষ্টি দ্বারা বানরসেনাগণকে বিকীর্ণ করিতে লাগিল। তখন রথারূঢ় বিবিধ প্রহরণধারী শূর নিশাচর মুখ্যগণও যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। প্লবগ সত্তম শূর বানরগণও সমবেত হইয়া শিলা হস্তে সর্ব্বতোভাবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সেই রণভূমিতে রাক্ষসগণ কপিশ্রেষ্ঠগণের উপর সহস্র সহস্র নিদারুণ শর সকল পাতিত করিতে লাগিল, মত্তমাতঙ্গ সদৃশ বানরবীরগণও রাক্ষসগণকে লক্ষ্য করিয়া মহান্ বৃক্ষ ও মহতী শিলা সকল ক্ষেপণ করিতে লাগিল। এইরূপ যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ ও সমরাভিলাষী সেই রাক্ষস ও বানরগণের সুযুদ্ধ আরম্ভ হইলে, তাহাদের কাহারও মস্তক ভগ্ন হইল এবং অনেকেরই পদ ও বাহু ছিন্ন হইয়া গেল। তখন বানর ও রাক্ষসগণ শর পীড়িত হইয়া রুধির পরিপ্লুত দেহে ভূতলে শয়ন করিতে থাকিলে, তাহাদের শব সকল কঙ্ক গৃধ্র বলাকা ও গোমায়ুগণে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ভীরুগণের ভয়জনক

কবন্ধ সকল উৎপতিত হইতে লাগিল। ভুজ পাণি মস্তক এবং দেহ সকল ছিন্ন হওয়ায় বানর ও রাক্ষসগণ ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। অনন্তর বানরসেনাগণকর্ত্তৃক হনুমান্ সেই নিশাচরের বলসকল বজ্রদংষ্ট্রের সম্মুখেই ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

প্রতাপশালী রাক্ষস বজ্রদংষ্ট্র প্লবঙ্গমগণকর্ত্তৃক হনুমান ও ভয়বিত্রস্ত নিশাচরগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া রোষে লোহিতলোচন হইল এবং ধনুর্দ্ধারণ করতঃ বানরবাহিনীকে সন্ত্রাসিত করিয়া রণভূমিতে প্রবেশ করতঃ অজিহ্মগামী কঙ্কপত্র বিশিষ্ট শরসমূহ দ্বারা বানরগণকে বিদারণ করিতে লাগিল। সেই প্রতাপবান্ বজ্রদংষ্ট্র নিরতিশয় [illegible] শর-ক্ষেপে [illegible] ভিমুখে ধাবিত হইলেন। সেই [illegible] হইয়া প্র[illegible] [illegible]ন্ ধূম্রাক্ষ হনু[illegible] [illegible]একবারে পাঁচ সাত আট ও নয়জন বানরকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। বানরগণও শরসমূহে ছিন্নদেহ হইয়া প্রজাগণ যেরূপ প্রজাপতির অভিমুখে ধাবিত হয়, তদ্রূপ ভয়ে অঙ্গদের অভিমুখে ধাবিত হইল। তখন বালিনন্দন বানরগণকে ভগ্ন দেখিয়া ক্রোধে চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণকারী বজ্রদংষ্ট্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর, বজ্রদংষ্ট্র ও অঙ্গদ উভয়েই নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তাহাদিগকে মদমত্ত মাতঙ্গ ও কেশরীর ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তদনন্তর, নিশাচর বজ্রদংষ্ট্র অগ্নিশিখা সদৃশ সহস্র শর দ্বারা মহাবল বালিনন্দনকে মর্ম্মদেশে আঘাতিত করিলে, ভীমপরাক্রম বলশালী বালিতনয়ের সর্ব্বাঙ্গ রুধিরপরিপ্লুত হওয়ায় তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বজ্রদংষ্ট্রের অভিমুখে একটি বৃক্ষকে ক্ষেপণ করিলেন। পরন্তু, নিশাচর সেই বৃক্ষকে পতিত হইতে দেখিয়া, অসম্ভ্রান্তহৃদয়ে তাহাকে বহুধা ছেদন করিয়া ফেলিলে, তাহা খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূতলে পতিত হইল। প্লবগপুঙ্গব অঙ্গদ বজ্রদংষ্ট্রের তাদৃশ বিক্রম দর্শন করিয়া একটি বিপুল শিলা গ্রহণ করতঃ তাহা ক্ষেপণ করিয়া সিংহনাদ করিলেন। পরন্তু, বীর্য্যবান্ নিশাচর সেই শিলাখণ্ডকে পতিত হইতে দেখিয়া রথ হইতে লম্ফ প্রদান করতঃ ভ্রম রহিত হইয়া [illegible] অবস্থান করিতে লাগিল।

তৎকালে অঙ্গদক্ষিপ্ত সেই শিলা সবলে পতিত হইয়া রণভূমির মধ্যস্থিত চক্র ও কূবরের সহিত সেই রথকে চূর্ণ করিয়া ফেলিল।

অনন্তর, অঙ্গদ অন্য একটি দ্রুমভূষিত বিপুল পর্ব্বতশৃঙ্গ গ্রহণ করতঃ বজ্রদংষ্ট্রের মস্তকে পাতিত করিলে, সেই নিশাচর রুধির বমন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইল এবং মুহূর্ত্তকালমাত্র হতজ্ঞান থাকিয়া স্বীয় গদাকে অবলম্বন করতঃ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তদনন্তর, সেই নিশাচর সংজ্ঞা লাভ করতঃ নিরতিশয় রোষভরে সম্মুখে অবস্থিত বালিসুতের বক্ষঃস্থলে গদা দ্বারা আঘাত করিল। তৎপরে গদাদি যুদ্ধ পরিত্যাগ করতঃ সেই বানর ও রাক্ষস উভয়ে মুষ্টিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া [illegible] পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিল। তখন সেই বিক্রমশালী বীরযুগল পরস্পর পরস্পরের প্রহ[illegible]। জাতশ্রম ও রুধিরাক্তদেহ হওয়ায় তাহাদের উভয়কে মঙ্গল ও বুধ গ্রহের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর, পরমতেজস্বী প্লবগপুঙ্গব অঙ্গদ পুষ্প ও ফলশালী একটি বৃক্ষ উৎপাটন করতঃ অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরন্তু নিশাচর বজ্রদংষ্ট্র কিঙ্কিণীজালসমাচ্ছন্ন পরিষ্কৃত চর্ম্ম ও চর্ম্মকোষসমাচ্ছাদিত খড়্গ গ্রহণ করায়, বালিনন্দনও মৃগচর্ম্মনির্ম্মিত জয়সূচক বিপুল চর্ম্ম ও খড়্গ গ্রহণ করিলেন। তখন বিজয়াভিলাষী সেই বানর ও রাক্ষস বিচিত্র রুচিরমার্গে বিচরণ করতঃ পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিল। পরস্পর যুধ্যমান সেই বীরযুগলের সর্ব্বাঙ্গ রুধিরপরিপ্লুত হওয়ায় তাহারা উভয়ে পুষ্পিত কিংশুকতরুযুগলের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিল। অনন্তর তাহারা উভয়েই পরিশ্রান্ত হইয়া ভূমিতে জানু সংলগ্ন করতঃ উপবেশন করিল; পরন্তু দীপ্তাক্ষ মহাবল কপিকুঞ্জর বালিনন্দন অঙ্গদ দণ্ডাহত উরগের ন্যায় নিমেষান্তরমাত্রে পুনর্ব্বার উত্থিত হইয়া একটি সুধৌত নির্ম্মল খড়্গ দ্বারা বজ্রদংষ্ট্রের সুমহৎ মস্তক [illegible] করিলেন। তদনন্তর সেই রুধিরাক্তদেহ নিশাচরের শোভন বিস্তীর্ণলোচনসমন্বিত খড়্গাহত মস্তক দুই খণ্ড হইয়া ভূতলে পতিত হইল।

বজ্রদংষ্ট্রকে নিহত দেখিয়া, ভয়ে রাক্ষসগণের বুদ্ধি লোপ হইল এবং তাহারা প্লবঙ্গমকর্তৃক বধ্যমান হইয়া বিষণ্নবদনে দীনমনে ও লজ্জায় কিঞ্চিৎ অধোবদন হইয়া সত্বর লঙ্কামধ্যে পলায়ন করিতে লাগিল। এইরূপে ইন্দ্রসদৃশ প্রতাপবান্ সেই মহাবল বালিতনয় কপিসৈন্যমধ্যে সেই নিশাচরকে নিহত করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন এবং ত্রিদশগণপরিবৃত সহস্রলোচন বাসবের ন্যায় বানরগণ কর্তৃক পূজিত হইলেন।

ইতি চতুঃপঞ্চাশ সর্গ ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ।

রাবণ, বালিনন্দনকর্তৃক বজ্রদংষ্ট্রকে নিহত শ্রবণ করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে উপস্থিত বলাধ্যক্ষ প্রহস্তকে কহিলেন :—ভীমবিক্রম দুর্দ্ধর্ষ নিশাচরগণ সর্ব্বশস্ত্রাস্ত্রবিচক্ষণ অকম্পনকে পুরোবর্ত্তী করিয়া শীঘ্র যুদ্ধযাত্রায় নির্গত হউন। এই বীর অকম্পন রণভূমিতে শত্রুগণের শাস্তা, সেনাগণের রক্ষিতা, যুদ্ধের নায়ক, নিয়ত আমার ঐশ্বর্য্যাভিলাষী ও সতত সমরপ্রিয় বলিয়া সকলের সম্মত হইয়াছে। এই বীরই রাঘবযুগল ও মহাবল সুগ্রীবকে জয় করতঃ অপর ঘোররূপ বানরগণকে নিহত করিতে পারিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।'

লঘুপরাক্রম মহাবল প্রহস্ত রাবণের এতাদৃশ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া বল সকলকে নির্গত হইতে আদেশ করিল। অনন্তর সেই বিবিধায়ুধধারী ভীমাক্ষ ও ভীমদর্শন নিশাচরমুখ্যগণ বলাধ্যক্ষ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া, যুদ্ধযাত্রায় নির্গত হইল। তদনন্তর মহারণে দেবগণও যাহাকে কম্পিত করিতে সমর্থ হয়েন না, সেই মেঘাভ মেঘবর্ণ ও মহামেঘ সদৃশ শব্দায়মান অকম্পন, তপ্তকাঞ্চনভূষিত বিপুল রথে আরোহণ করতঃ ঘোররূপ রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া নির্গত হইল। তৎকালে, রাক্ষসগণমধ্যগত সেই অকম্পনকে তেজোময় দিবাকরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। পরন্তু তখন সমরবাসনায় নির্ধাবমান সেই কোপপূর্ণ অকম্পনের রথবাহী বাজিগণের মনঃ অকস্মাৎ অকারণে দীনভাবপন্ন হইতে লাগিল। সেই সমরোৎসুক বীরেরও বামনয়ন বিস্ফুরিত, মুখবর্ণ বিবর্ণ এবং স্বরও গদ্গদ হইল। সেই সুদিন সময়েও দুর্দ্দিন উপস্থিত হইল; সমীরণ রূক্ষভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিলেন এবং ভয়াবহ মৃগ ও পক্ষিগণ ক্রূর রব করিতে আরম্ভ করিল। পরন্তু সিংহের ন্যায় উন্নতস্কন্ধ ও শার্দ্দূলসদৃশ বিক্রমশালী সেই বীর এই উৎপাত সকলের বিষয় কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়াই রণাঙ্গণে প্রস্থিত হইল।

সেই নিশাচর রাক্ষসসেনাগণের সহিত নির্গত হইলে, তাহাদের এরূপ সুমহৎ শব্দ সমুত্থিত হইল যে, তাহাতে জলনিধিও সংক্ষুব্ধ হইলেন। সেই শব্দে যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত দ্রুমশৈলযোধী মহতী বানরবাহিনী বিত্রস্ত হইয়া উঠিল। অনন্তর, রাম ও রাবণের নিমিত্ত প্রাণ পর্য্যন্তও বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত সেই বানর ও রাক্ষসগণের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পরস্পর হননাভিলাষী সেই বানর ও রাক্ষসগণ সকলেই অতিশয় বলশালী ও শূর এবং সকলেরই দেহ পর্ব্বতপ্রমাণ। তখন, রণস্থলে রোষবশতঃ পরস্পর গর্জ্জনশীল ও অতিশয় বেগবান্ সেই শব্দায়মান বানরবৃন্দের সুমহৎ শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। বানর ও রাক্ষসগণ কর্তৃক উদ্ধূত সুভীম অরুণবর্ণ ধূলিদাম সমুত্থিত হইয়া দশদিক্ সমাচ্ছাদিত করিল। সেই রণভূমি উদ্ধৃত কৌশেয়সদৃশ পাণ্ডুরবর্ণ রজোদ্বারা সংবৃত হইয়া দৃষ্টিপথাতীত হইল; ধ্বজ, পতাকা, তুরঙ্গ, মাতঙ্গ, আয়ুধ অথবা স্যন্দন সকলই অন্তর্হিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তৎকালে পরস্পর শব্দায়মান ও ধাবমান বীরবৃন্দের তুমুল শব্দমাত্রই শ্রুত হইতেছিল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় নাই। সেই ঘোরতর অন্ধকারে সমরাসক্ত বানরগণ বানরগণকে নিশাচরগণই নিশাচরগণকে আঘাত করতঃ হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল। বানর ও নিশাচরগণ স্বীয় ও শত্রুপক্ষীয় সেনাগণকে নিহত করতঃ রণভূমিকে রুধিরার্দ্র করায়, তৎকালে

তাহাকে লোহিতবর্ণ পঙ্ক দ্বারা লিপ্ত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর, রুধিরধারা-নিকর দ্বারা ধূলিপটল অপগত হইলে,শবশরীর-সঙ্কীর্ণ সেই রণচত্বর দৃষ্ট হইল।

এইরূপে বানর ও রাক্ষসগণ দ্রুম,শক্তি,গদা, প্রাস, শিলা, পরিঘ ও তোমার দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিল। রণরক্ত ভীমকর্ম্মা বানরগণ পরিঘসদৃশ বাহু দ্বারা পর্ব্বত-প্রতিম রাক্ষসগণকে এবং প্রাসতোমরধারী নিশাচরগণও নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া নিদারুণ শস্ত্র সকল দ্বারা বানরগণকে নিহত করিতে লাগিল। রাক্ষসগণের সেনাপতি অকম্পন, পতিত ভীমপরাক্রম নিশাচরগণকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। বানরগণও মহান্ বৃক্ষ ও মহতী শিলাসকল দ্বারা বলসহকারে রাক্ষসগণের শস্ত্রসকল সমাচ্ছাদিত করতঃ তাহাদিগকে বিদারিত করিতে লাগিল। এই অবসরে কুমুদ নল ও মৈন্দপ্রভৃতি হরিবীরগণ নির-তিশয়ক্রুদ্ধ হইয়া সুমহৎ বেগ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। সেই মহাবীর বানরপুঙ্গবগণ সেনাভিমুখে অবস্থান করতঃ, অবলীলাক্রমে রাক্ষসগণের মহতী দুর্দ্দশা করিতে লাগিল। অকম্পনসমাদিষ্ট বিবিধায়ুধযোধী নিশাচরগণও বহুবিধ অস্ত্রদ্বারা বানরগণকে মুহুর্মুহু মথিত করিতে লাগিল।

ইতি পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ ॥ ৫৫ ॥

ষট্পঞ্চাশ সর্গ।

রণভূমিতে বানরসত্তমগণের সেই সুমহৎ কর্ম্ম দর্শন করিয়া,সেনাপতি অকম্পনও একান্ত ক্রুদ্ধ হইল। সেই বীর শত্রুগণের কর্ম্ম দর্শন করিয়া ক্রোধে মূচ্ছিতবৎ হইল এবং স্বীয় বিপুল কার্ম্মুক কম্পিত করতঃ সারথিকে কহিল 'হে সারথে! এই বলবান্ বানরগণ সমরে অসংখ্য রাক্ষসগণকে নিহত করিতেছে; অত এব শীঘ্র ঐ স্থানেই রথ লইয়া চল! যাহারা দ্রুম ও শিলারূপ প্রহরণসকল ধারণ করতঃ আমার সম্মুখে অবস্থান করিতেছে, এই সমর শ্লাঘী ভীমকোপবানরগণ অতিশয় বলবান্; অতএব অগ্রে ইহাদিগকেই নিহতকরিতে ইচ্ছা করি; কারণ, দেখিতেছি যে, এই কয়েকজন দ্বারাই সমগ্র রাক্ষসবল প্রমথিত হইতেছে।'

অনন্তর, সারথিকর্ত্তৃক অশ্বগণ সঞ্চালিত হইলে রথিশ্রেষ্ঠ অকম্পন বানরগণের অভি মুখে প্রস্থিত হইয়া দূরহইতেই তাহাদিগকে শর জাল দ্বারা সমাচ্ছাদিত করিতে লাগিল। তখন সেই অকম্পনের সহিত যুদ্ধ করা দূরে থাকুক, বানরগণ তাহার সম্মুখেও অবস্থান করিতে পারিল না; প্রত্যুত তদীয় শর দ্বারা নিতান্ত পীড়িত ও ভগ্ন হইয়া সকলেই পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। পরন্তু, মহাবল হনুমান্ স্বীয় জ্ঞাতিগণকে অকম্পনশরে নিতান্ত পীড়িত ও মৃত্যুদশাগ্রস্ত দেখিয়া, তদভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তখন, সেই মহাকপিকে দর্শন করিয়া সেই বীর প্লবঙ্গমগণ পুনর্ব্বাররণভূমিতে আগমন করতঃ তাহাকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায় মান্ হইল। হনুমান্‌কে যুদ্ধার্থ ব্যবস্থিত দেখিয়া সেই পলায়মান বানরশ্রেষ্ঠগণও বল শালী হইল; কারণ, বলবানের সাহায্যে দুর্ব্বলও বলবান্ হইয়া থাকে। অনন্তর, অক ম্পন শৈলসদৃশ হনুমানকে অগ্রে অবস্থান করিতে দেখিয়া, যেরূপ দেবরাজ বারিধারা বর্ষণ করেন, তদ্রূপ তাহার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিল। পরন্তু মহাবল বানর হনুমান্ নিজ শরীরে নিপতিত সেই বাণসকলের বিষয় চিন্তা না করিয়া অকম্পনের বধবিষয়েই মনো ভিনিবেশ করিলেন।

সেই মহাতেজস্বী পবনতনয় হনুমান্ মেদিনী কম্পিত করতঃ হাসিতে হাসিতে সেই রাক্ষসের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তৎকালে স্বীয় তেজে দীপ্যমান ও শব্দায়মান সেই বীরের রূপ প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ হইল। বীর্য্যবান্ বানরপুঙ্গব মারুতি আপনাকে প্রহ রণবিহীন দেখিয়া একটা শৈল উৎপাটন করিলেন এবং এক হস্তে সেই মহাশৈল গ্রহণ করতঃ সিংহনাদ করিয়া তাহা ভ্রামিত করিতে লাগিলেন। তদনন্তর, পুরাকালে দেবরাজ রণস্থলে যেরূপ নমুচির প্রতি অভিদ্রুত হইয়া ছিলেন, তদ্রূপ সেই রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অকম্পনের

প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। পরন্তু, অকম্পন সেই গিরিশৃঙ্গকে সমুদ্যত দেখিয়া দূর হইতেই সুমহৎ অর্দ্ধচন্দ্র বাণ দ্বারা তাহাকে বিদারিত করিয়া ফেলিল। হনুমান্ সেই পর্ব্বতশৃঙ্গকে রাক্ষসবাণকর্ত্তৃক শূন্যমার্গেই বিদারিত এবং বিকীর্ণ হইয়া ভূতলে পতিত দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া পড়িলেন। তখন, রোষ ও দর্পান্বিত সেই হরিশ্রেষ্ঠ মহাগিরিসদৃশ উন্নত একটি অশ্বকর্ণ বৃক্ষ দেখিয়া, তাহাকে উৎপাট করিলেন। অনন্তর, সেই মহাদ্যুতি মারুতি, সেই মহাস্কন্ধ অশ্বকর্ণকে গ্রহণ করতঃ পরম প্রীতি সহকারে তাহাকে রণস্থলে ভ্রামিত করিতে লাগিলেন। তৎকালে রোষপূর্ণ হনুমানের সুমহৎ বেগভরে বৃক্ষসকল ভগ্ন এবং পদবিন্যাসে বসুমতী বিদারিত হইতে লাগিল। এইরূপে হনুমান্ সারোহ মাতঙ্গ, রথের সহিত রথী ও অপর ভীমরূপ পদাতিক রাক্ষসগণকে নিহত করিতে থাকিলে, তাহারা প্রাণহারী যমের ন্যায় সেই দ্রুমহস্ত ক্রুদ্ধ অঞ্জনাতনয়কে দেখিয়াই পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। মহাবীর অকম্পন, সেই সমাগত মহাবীর্য্য ক্রুদ্ধ হনুমান্‌কে নিশাচরগণের ভয়োৎপাদন করিতে দেখিয়া অতিশয় ক্ষুব্ধ হইল এবং সিংহনাদ করতঃ দেহবিদারণকারী সুশাণিত চতুর্দ্দশটি শর দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিল। তৎকালে সুশাণিত নারাচ ও শক্তি সকল-দ্বারা তাহার শরীর এরূপ বিপ্রকীর্ণ হইয়াছিল যে, তাহাকে পাদপসমাকুল গিরিবরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। অপিচ, সেই মহাবল মহাকায় ও মহাবীর্য্য হনুমান্ পুষ্পিত অশোক ও বিধূম পাবকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তদনন্তর, পবনতনয়, সত্বর অন্য একটি বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া নিরতিশয় বেগসহকারে রাক্ষসেন্দ্র অকম্পনের মস্তকে আঘাত করিলেন। ক্রোধপূর্ণ মহাবল বানরেন্দ্রকর্ত্তৃক এইরূপে বৃক্ষ দ্বারা সমাহত হইয়া, সেই রাক্ষস তৎক্ষণাৎ ভূপতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

নিশাচরগণ রাক্ষসেন্দ্র অকম্পনকে নিহত ও ভূতলে পতিত দেখিয়া সাতিশয় ব্যথিত হইল এবং ভূকম্পকালীন দ্রুমদামের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল। তখন, সেই পরাজিত রজনীচরগণ, বানরগণকর্ত্তৃক অভিদ্রুত হইয়া স্বস্ব প্রহরণ পরিত্যাগ করতঃ লঙ্কাভিমুখে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। সেই পরাজিত ভগ্নমনঃ ও মুক্তকেশ নিশাচরগণ ভয় বশতঃ সসম্ভ্রমে পলায়ন করিতে থাকিলে, তাহাদের দেহ হইতে স্বেদজল বিগলিত হইতে লাগিল। তৎকালে, তাহাদের এরূপ ভয় উপস্থিত হইয়াছিল যে, তাহারা গমনকালে বারম্বার পশ্চাৎদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল এবং আপনারা পরস্পর পরস্পরকে প্রমথিত করতঃ নগরমধ্যে প্রবেশ করিল।

এইরূপে রাক্ষসগণ লঙ্কামধ্যে প্রবেশ করিলে, মহাবল বানরগণ প্রত্যাবৃত্ত হইয়া হনুমান্‌কে পূজা করিল এবং সেই নীতিবিশারদ সত্ত্বসম্পন্ন হনুমান্‌ও আলিঙ্গন এবং সম্ভাষণাদিদ্বারা তাহাদের সকলকে যথাযোগ্যরূপে প্রতিপূজিত করিলেন। অনন্তর, সেই বিজয়ী বানরবৃন্দ যথাশক্তি সিংহনাদ করিয়া, মৃত রাক্ষসগণকে জীবিত বোধেই পুনর্ব্বার আকর্ষণ করিতে লাগিল। যেরূপ অমিত্রঘাতী মহাবল বিষ্ণু রণস্থলে ভীমরূপ মহাবল মধুকৈটভাদি মহাসুরগণকে নিহত করিয়া মহতী শোভা ধারণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই মহাকপি মারুতিও রাক্ষসগণকে নিহত করিয়া বীর শোভায় শোভিত হইলেন। তৎকালে, আকাশস্থ দেবগণ, সুগ্রীব প্রমুখ বানরগণ, মহাবল বিভীষণ, অতিবল লক্ষ্মণ এবং স্বয়ং রামও সেই কপিকে যথাবৎ সম্মানিত করিলেন।

ইতি ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ ॥ ৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ।

অকম্পনের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, নিশাচরপতি রাবণ নিরতিশয় কোপাবিষ্ট হইলেন এবং দীনবদনে সচিবগণের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া, মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করতঃ লঙ্কার গুল্ম সকল পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত

পূর্ব্বাহ্ণ সময়ে পুরমধ্যে গমন করিলেন এবং নগর মধ্যে পরিভ্রমণ করতঃ দেখিলেন, পতাকাধ্বজমালিনী ও বহুব্যূহ সমন্বিত সেই লঙ্কানগরী রাক্ষসগণকর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত হইতেছে। তদনন্তর রাক্ষসেশ্বর রাবণ সেই লঙ্কানগরীকে বানরগণকর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে রুদ্ধ দেখিয়া, যথাসময়ে যুদ্ধ বিশারদ প্রহস্তকে এই আত্মহিতকর বাক্য কহিলেন। রাবণ কহিলেন ;—'হে যুদ্ধবিশারদ! শত্রু সৈন্যগণ চতুর্দ্দিকে সন্নিবিষ্ট হইয়া পুরীকে যেরূপ উৎপীড়িত করিতেছে, ইহাতে এসময় যুদ্ধ ভিন্ন মোক্ষের অন্য উপায় দেখিতে পাই না। পরন্ত এক্ষণে আমি, কুম্ভকর্ণ, ইন্দ্রজিৎ, নিকুম্ভ অথবা আমার সেনাপতি তুমি ভিন্ন, অন্য কে আর এ ভার বহন করিতে সমর্থ হইবে? অতএব তুমি সত্বর রথারোহণ করতঃ বলপরিবৃত হইয়া, যেস্থানে বানরগণ অবস্থান করিতেছে, সেই স্থানে যুদ্ধযাত্রা কর। বোধ হয় 'তুমি নির্গত হইয়াছ' এই কথা শুনিয়াই সেই বানরবাহিণী বিচলিত হইবে এবং শব্দায়মান রাক্ষসগণের সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া, ইতস্ততঃ পলায়ন করিবে। হে বীর! যেরূপ মাতঙ্গগণ সিংহনাদ সহ্য করিতে পারে না, তদ্রূপ সেই অবিনীত চপল ও চলচিত্ত বানরবাহিণী তোমার ভীমনাদ সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না। হে প্রহস্ত! বল সকল ইতস্ততঃ বিদ্রুত হইলে, সেই প্রভুশক্তিবিহীন অসহায় রাম ও সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের সহিত তোমার বশীভূত হইবে। হে বীর! সেই যুদ্ধস্থলে তোমার বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই, প্রত্যুত তুমিই শ্রেয়োলাভ করিবে; অতএব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াই কর্ত্তব্য। যাহা হউক সম্প্রতি তুমি যাহা হিত বলিয়া বিবেচনা করিতেছ, তাহা আমার মনের অনুকূল অথবা প্রতিকূলই হউক, প্রকাশ করিয়া বল।'

রাবণকর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া সেনাপতি প্রহস্ত, ভার্গব যেরূপ দানবেন্দ্রকে বলিয়া থাকেন, তদ্রূপ রাক্ষসেন্দ্রকে কহিলেন ;—'মহারাজ! পূর্ব্বে আমরা নীতিনিপুণ মন্ত্রিগণের সহিত এবিষয়ের মন্ত্রণা করিয়াছিলাম; কিন্তু তৎকালে পরস্পর মতের সমতা না হওয়ায়, আমাদের বিবাদও হইয়াছিল। তখন আমি সীতাকে প্রতিপ্রদান করাই শ্রেয়স্কর বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছিলাম এবং তাহা না করিলে যে যুদ্ধ ঘটনা হইবে, তাহাও কহিয়াছিলাম। মহারাজ! সম্প্রতি আমাদের সেই ঘটনাই উপস্থিত হইয়াছে। রাক্ষসনাথ! সে যাহা হউক, আপনি দান, সম্মান ও বিবিধ শাস্ত্রবাক্যদ্বারা আমাকে সম্মানিত করিয়া থাকেন, অতএব এসময় আপনার নিমিত্ত কোনরূপ হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে ত্রুটি করিব না।' সেনাপতি রাক্ষসপতি রাবণকে এই কথা বলিয়া সম্মুখে উপস্থিত বলাধ্যক্ষকে কহিলেন ;—মহতী রাক্ষসবাহিণীকে শীঘ্র আমার নিকট উপস্থিত কর; অদ্য রণস্থলে মদীয় বাণের সুমহৎ বেগবশতঃ নিহত বানরগণের মাংস ভক্ষণ করিয়া, কাননবাসী মাংসাদ পক্ষিগণ তৃপ্তি লাভ করুক।' তাঁহার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাবণমন্দিরস্থ বলাধ্যক্ষগণ ত্বরাসহকারে বলসকলকে উদ্যোজিত করিলে মুহূর্ত্তকালমধ্যে সেই লঙ্কানগরী গজপ্রমাণ বিবিধায়ুধধারী রাক্ষসবীরগণে পরিপূর্ণ হইয়া পড়িল। তৎকালে ব্রাহ্মণগণের নিকট প্রণত সেই নিশাচরগণ হবন দ্বারা হুতাশনের তৃপ্তি সাধন করিলে, সুরভি আজ্যগন্ধবহ গন্ধবহ প্রবাহিত হইল। অনন্তর, তাহারা মন্ত্রপূত বিবিধাকার মাল্য সকল ধারণ করতঃ হৃষ্টান্তঃকরণে রণসজ্জায় সজ্জিত হইতেলাগিল। তদনন্তর, কবচ ও ধনুর্দ্ধারী সেই নিশাচরগণ রাক্ষসরাজ রাবণকে দর্শন করিয়া বেগে উল্লম্ফন করতঃ প্রহস্তকে বেষ্টন করিল।

অনন্তর, প্রহস্ত রাক্ষসরাজকে আমন্ত্রণ করিয়া ভৈরব ভেরীরবসহকারে বিবিধায়ুধপূর্ণ বেগবান্ তুরঙ্গগণ ও বিচক্ষণ সারথিকর্ত্তৃক সঞ্চালিত, মহামেঘ সদৃশ শব্দায়মান ভাস্করও নিশাকরসদৃশ ভাস্বর, ধ্বজোপরি উরগগণ বিরাজ করায় নরতিশয় দুর্দ্ধর্ষ উত্তম বরূথ ও রথাঙ্গবিশিষ্ট, সুবর্ণ জালসংযুক্ত ও শোভায় হাস্য বিশিষ্টের ন্যায় সুঘটিত দিব্য রথে আরোহণ করিলেন। তদনন্তর, রাবণকর্ত্তৃক আদিষ্ট

সেনাপতি প্রহস্ত সেই রথে আরোহণ করতঃ সুমহৎ রাক্ষসবলে পরিবৃত হইয়া লঙ্কা হইতে নির্গত হইলে, এরূপ ঘোরগর্জ্জনসদৃশ দুন্দুভি-নির্ঘোষ, বাদিত্র নিনাদ ও শঙ্খশব্দ শ্রুত হইতে লাগিল যে, তাহাতে মেদিনী পরিপূরিত হইয়া উঠিল। তৎকালে ঘোরস্বরে শব্দায়মান প্রহস্তের পুরঃসর ভীমরূপ মহাকায় নিশাচরগণ অগ্রে গমন করিতে লাগিল। প্রহস্তের সচিব নরান্তক, কুম্ভহনু, মহানাদ ও সমুন্নত নামক রাক্ষসচতুষ্টয় তাঁহাকে পরিবৃত করিয়া নির্গত হইল। গজযূথসদৃশ সুমহৎ রাক্ষসবলে পরিবৃত সেই প্রহস্ত সুঘোর ব্যূহ রচনা করতঃ পূর্ব্ব দ্বার হইতে নির্গত হইলেন। তখন, মহাসাগরসদৃশ বল সকলে পরিবৃত সেই নির্গত প্রহস্তকে কালান্তক যমের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

প্রহস্ত নির্গত হইলে, শব্দায়মান নিশাচরগণের নির্গাণজনিত এরূপ নিনাদ সমুত্থিত হইল যে, লঙ্কানগরীস্থ প্রাণিপুঞ্জ বিকৃতস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। মাংসশোণিত-ভোজী গৃধ্র প্রভৃতি বিহঙ্গগণ নিরভ্র আকাশে উৎপতিত হইয়া তদীয় রথকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। ঘোররূপ শিবাগণ ভয়ঙ্কর স্বরসহকারে অগ্নিশিখা সকল বমন করিতে লাগিল। অন্তরীক্ষ হইতে উল্কাপাত ও পরুষ বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। পরস্পর সংরব্ধ গ্রহগণের প্রভা লোপ হইল। খর নির্ঘোষ মেঘগণ সেই নিশাচর প্রহস্তের রথোপরি রুধিরধারা বর্ষণ ও তাহার পুরঃসর সেনাগণকে তদ্দ্বারা অভিষিক্ত করিতে লাগিল। কেতুর উপরি উপবিষ্ট গৃধ্র দক্ষিণ-মুখ হইয়া শব্দ করতঃ উভয় পার্শ্ব কণ্ডূয়ন করিয়া তাহার সমগ্র প্রভা হরণ করিল। সংগ্রামরূপ সরোবরে অবগাহনশীল প্রহস্তের রথস্থসূতবংশীয় অশ্বশিক্ষক সারথির হস্ত হইতে তোত্র পতিত হইল এবং সমভূমিতেও অশ্ব সকলের পাদস্খলন হইতে লাগিল। অধিক কি, প্রহস্তের নির্যাণসময়ে যে সুদুর্লভ ভাস্বর শোভা হইয়াছিল, তাহা মুহূর্ত্তকাল মধ্যেই অন্তর্হিত হইল।

এইরূপে বিখ্যাতবল পৌরুষ প্রহস্ত নির্গত হইলে, রণস্থলে নানাপ্রহরণধারী বানরগণ তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইল। তৎকালে সেই বানরগণ গিরিশৃঙ্গ সকলকে ভগ্ন করতঃ বিপুল শিলাখণ্ড ও বৃক্ষ সকলকে গ্রহণ করিতে থাকিলে তজ্জনিত তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। অনন্তর, বানর ও নিশাচর উভয়পক্ষীয় সেনাগণ এরূপ গর্জ্জন ও সিংহনাদ করিতে লাগিল যে, অতি দূর হইতেও সেই রণসঞ্চালিত, পরস্পর বধাকাঙ্ক্ষী ও আহ্বানকারী সমর্থ বীরগণের সুমহৎ শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। তদনন্তর, দুর্ম্মতি প্রহস্ত বানররাজের সেনাভিমুখে প্রস্থিত হইয়া, যেরূপ মুমূর্ষু শলভ বিভাবসু মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ বেগে সেই বাহিনী মধ্যে প্রবেশ করিল।

ইতি সপ্তপঞ্চাশ সর্গ ॥ ৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

অরিন্দম রাম রণসমুদ্যত প্রহস্তকে নির্গত দেখিয়া, ঈষৎ হাস্যসহকারে বিভীষণকে কহিলেন ;—'হে মহাবাহো! ঐ যে মহাকায় বীর্য্যবান্ নিশাচর সুমহৎ বলে পরিবৃত হইয়া, বেগসহকারে আগমন করিতেছে, উহার নাম কি এবং বল ও পৌরুষই বা কিরূপ? তুমি এই সমস্ত আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল।'

রঘুনন্দনের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিভীষণ কহিলেন ;—'এই প্রহস্ত নামক নিশাচর সেই রাবণের সেনাপতি। লঙ্কাপুর মধ্যে রাক্ষসেন্দ্রের যে রাক্ষসবল আছে, এই প্রখ্যাত পরাক্রম অস্ত্রবিদ্ বীর্য্যবান্ ও শূর নিশাচর তাহার তিন ভাগের একভাগ দ্বারা সংবৃত হইয়া আসিয়াছে।'

এদিকে রাক্ষসগণসংবৃত ভীমপরাক্রম গর্জ্জনশীল মহাকায় ও ভীমরূপ প্রহস্তকে নির্গত দেখিয়া, বলশালিনী মহতী বানরবাহিনী রোষভরে সিংহনাদ করিতে লাগিল। তৎকালে বানরগণের অভিমুখে ধাবিত বিজয়াভিলাষী নিশাচরগণকর্ত্তৃক গৃহীত বিচিত্র ধনুঃ, বিবিধ পরশ্বধ, খড়্গ শক্তি ও ঋষ্টি প্রভৃতি

বাণ, শূল, মুষল, গদা পরিঘ ও প্রাস সকল শোভা পাইতে লাগিল। তদ্দর্শনে সমরাভিলাষী প্লবঙ্গমগণও পুষ্পিত পাদপ, গিরিশৃঙ্গ ও বিপুল দীর্ঘ শিলা সকল গ্রহণ করিল। এইরূপ পরস্পর সম্মুখীন হইলে, প্রস্তর ও শরবর্ষণকারী সেই অসংখ্য বানর ও নিশাচরগণের সুমহৎ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। রাক্ষসগণ অসংখ্য বানরপুঙ্গবগণকে এবং বানরগণও বহুসংখ্যক নিশাচরগণকে হনন করিতে লাগিল। তৎকালে কেহ কেহ চক্র ও শূল দ্বারা প্রমথিত, কেহ পরিঘ দ্বারা আহত, কেহ পরশু-দ্বারা বিচ্ছিন্ন, কেহ বাণসমূহ সমাহত হইয়া অবসন্ন ও বিভিন্নহৃদয় এবং কেহ বা উচ্ছ্বাস-বিহীন হইয়াই ভূতলে পতিত হইল। কোন কোন বানর শূর নিশাচরগণকর্তৃক খড়্গ দ্বারা দ্বিখণ্ডিত এবং কেহ বা পার্শ্বদেশে বিদারিত হওত ভূতলে পতিত হইয়া বসুমতীর মহতী শোভা সম্পাদন করিতে লাগিল। নিশাচরগণও সংক্রুদ্ধ বানরগণকর্তৃক পাদপ ও গিরিশৃঙ্গ দ্বারা সর্ব্বতোভাবে তাড়িত হইয়া ভূতলশায়ী হইতে লাগিল। বানরগণের বজ্রস্পর্শ মুষ্টি ও তলাঘাত দ্বারা আহত হইয়া সেই বিশীর্ণদর্শন ও বিকটদন্ত নিশাচরগণ শোণিত বমন করিতে লাগিল, তখন আর্ত্তস্বর ও সিংহনাদকারী সেই কপি ও রাক্ষসের তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল।

এইরূপে সেই বিকৃতবদন ক্রূর নিশাচর ও বানরগণ বীরমার্গের অনুবর্ত্তী হইয়া ক্রোধভরে ভয় পরিত্যাগ করতঃ যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। প্রহস্তের সচিব নরান্তক, কুম্ভহনু, মহানাদ ও সমুন্নত নামক রাক্ষসচতুষ্টয় বানরগণকে নিহত করিতে লাগিল। পরন্তু দ্বিবিদ তাহাদিগকে এইরূপে আপতিত ও বানরগণকে নিহত করিতে দেখিয়া একটি গিরিশৃঙ্গ দ্বারা নরান্তককে আঘাত করিল। কপিবর দুর্ম্মুখ, একটি বৃহৎ বৃক্ষ আনয়ন করতঃ তদ্দ্বারা ক্ষিপ্রহস্ত নিশাচর সমুন্নতকে পোথিত করিয়া ফেলিল, মহাতেজা জাম্ববান্ ক্রোধভরে একটি মহতী শিলা গ্রহণ করতঃ মহানাদের বক্ষঃস্থলে পাতিত করিলেন। তারাতনয় অঙ্গদ একটি সুমহৎ বৃক্ষ গ্রহণ করতঃ তদ্দ্বারা কুম্ভহনুকে প্রাণবিয়োজিত করিলেন। পরন্তু রথারূঢ় প্রহস্ত তাহাদের তাদৃশ কর্ম্ম সহ্য করিতে না পারিয়া, ধনুর্দ্ধারণ করতঃ বানরগণের সুমহৎ কদন সম্পাদন করিতে লাগিলেন। তৎকালে উভয়পক্ষীয় সেনাগণ বেগে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করায়, তাহাদের সেই বিচিত্র গাত সকলকে আবর্ত্তের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল এবং তাহা হইতে ক্ষুব্ধ অপ্রমেয় সাগরের ন্যায় শব্দ সমুত্থিত হইল। সেই রণভূমিতে কোন রণদুর্ম্মদ নিশাচর নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সুমহৎ শরসমূহ দ্বারা বানরগণকে অর্দ্দিত করিতে লাগিল। তখন সেই রণভূমি বানর ও নিশাচরগণের ঘোররূপ শরীর দ্বারা এরূপ নিচিত হইয়া পড়িল যে, তাহাকে পর্ব্বত-সংবৃত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অপিচ, সেই রণমহী রুধিররাশি দ্বারা প্রচ্ছন্ন হইয়া, মধুমাসে পলাশকুসুমসংচ্ছন্নার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তৎকালে গজযূথপতিগণ যেরূপ পদ্মরজঃশালিনী নলিনী সকলকে উত্তীর্ণ হয়, তদ্রূপ সেই রাক্ষস ও কপিমুখ্যগণ হংস-সারসসেবিত মহাসাগরগামিনী শারদীয়া নদীর ন্যায় কাপুরুষগণের দুস্তর নিহত বীরগণ রূপ বপ্রশালিনী, ভগ্ন আয়ুধরূপ মহাদ্রুমবিশিষ্ট, শোণিতরাশিরূপ জলশালিনী, যকৃৎ ও প্লীহারূপ সুমহৎ পঙ্কবিশিষ্ট, বিনিকীর্ণ অন্ত্ররূপ শৈবালযুক্ত, ছিন্নদেহ ও মস্তকরূপ মীনগণ দ্বারা বিচরিত, গৃধ্ররূপ হংসগণ দ্বারা সমাকীর্ণ, কঙ্করূপ সারসগণ দ্বারা সেবিত, মেদোরূপ ফেনসমাচ্ছাদিত, আর্ত্তগণের স্তনিতরূপ নিস্বনবিশিষ্ট ও যমরূপ সাগরগামিনী রণভূমিময়ী নদী উত্তীর্ণ হইতে লাগিল।

অনন্তর প্রহস্ত রথে আরোহণ করতঃ বাণবর্ষণ দ্বারা বানরগণকে বিদারিত করিতেছে দেখিয়া নীল বেগসহকারে তাহারই অভিমুখে ধাবিত হইলেন। বাহিনীপতি প্রহস্ত সুমহৎ মেঘসদৃশ বলশালী ও আকাশে উদ্ধূত বায়ুর ন্যায় নীলকে রণস্থলে অভিদ্রুত দেখিয়া, শীঘ্র সূর্য্যবর্ণ রথ সঞ্চালিত করতঃ তাঁহারই অভিমুখীন হইলেন। তদনন্তর ধানুষ্কগণের অগ্র-

গণ্য সেনানী প্রহস্ত স্বীয় বিপুল ধনুঃ আকর্ষণ করতঃ নীলোপরি বাণক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। সেই মহাবেগ বাণ সকলও নীলের গাত্রোপরি পতিত হইল এবং সমাহিতভাবে তন্মধ্যে প্রবেশ করতঃ তাহা ভেদ করিয়া, রোষিত পন্নগগণের ন্যায় মহীমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। বীর্য্যবান্ মহাকপি নীলও হুতাশনসদৃশ নিশিত শরসমূহ দ্বারা অভিহিত হইয়া, একটি বৃক্ষ উৎপাটন করতঃ সমরনিরত পরমদুর্দ্ধর্ষ প্রহস্তকে সন্তাড়িত করিলে, সেই রাক্ষসপুঙ্গব তদ্দ্বারা নিতান্ত আঘাতিত হইয়া সিংহনাদ করতঃ বানরবাহিণীপতির উপর শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। যেরূপ গোবৃষ শীঘ্রাগত শারদীয় বর্ষণ নিবারণ করিতে অসমর্থ হইয়া, তাহা স্থিরভাবে সহ্য করিয়া থাকে, তদ্রূপ নীলও নিমীলিত-লোচন হইয়া সেই দুরাত্মা রাক্ষস প্রহস্তের দুরাসদ ও সুদারুণ শরবর্ষণ নিবারণ করিতে না পারিয়া সেই বাণ সকলকে অবাধে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, সেই মহাবল নীল তদীয় শরবর্ষণ দর্শনে রোষপরবশ হইয়া একটি মহৎ শালবৃক্ষ দ্বারা প্রহস্তের অশ্ব-চতুষ্টয়কে নিপাতিত করতঃ, সেই দুরাত্মা প্রহস্তের শরাসন ভগ্ন করিয়া পুনঃপুনঃ সিংহনাদ করিতে থাকিলে, বাহিনীপতি প্রহস্ত শরাসনবিহীন হইয়া একটি ঘোর মুষল গ্রহণ করতঃ রথ হইতে অবপ্লুত হইলেন। তখন, পরস্পর বদ্ধবৈর সিংহশার্দ্দূলসদৃশ ও সিংহশার্দ্দূলচেষ্টিত সেই দুই তরস্বী সেনাপতি সুতীক্ষ্ণ দশন দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে বিলিখিত করিতে থাকিলে, তাহাদিগকে রুধিরদিগ্ধাঙ্গ প্রভিন্ন মাতঙ্গযুগলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। অপিচ, সেই দুই বীর যশোলাভ বাসনায় সমরে পরাঙ্মুখ না হইয়া বিজয়ার্থ বৃত্র ও বাসবের ন্যায় বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, বিপুলবলশালী প্রহস্ত মুষল দ্বারা নীলের ললাটদেশে আঘাত করিলে তাহা হইতে রুধিরস্রাব হইতে লাগিল। তখন মহাকপি নীল রুধিরদিগ্ধাঙ্গ হইয়া নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং একটি মহাতরু গ্রহণ করতঃ প্রহস্তের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন। পরন্তু, সেই বীর তাদৃশ প্রহারের বিষয় চিন্তা না করিয়াই একটি সুমহৎ মুষল গ্রহণ করতঃ বলসহকারে বলশালী প্লবগসত্তম নীলের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। মহাবেগ মহাকপি নীল ক্রুদ্ধ উগ্রবেগ প্রহস্তকে আপতিত দেখিয়া একটি মহাশিলা গ্রহণ করতঃ সেই সমরাভিলাষী মুষলযোধী প্রহস্তের মুষল-প্রহার করিবার পূর্ব্বেই তদীয় মস্তকোপরি নিপাতিত করিলে, কপিশ্রেষ্ঠ নীলকর্ত্তৃক বিমুক্ত সেই ঘোররূপা মহতী শিলা প্রহস্তের মস্তককে ভেদ করিয়া ফেলিল। তখন, সেই প্রহস্তের ইন্দ্রিয় সকল অবশীভূত, বল বিগত ও দেহ শ্রীবিহীন হইল এবং তিনি গতজীবিত হইয় ছিন্নমূল তরুবরের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। তৎকালে সেই বীরের মস্তক ভিন্ন হওয়ায় তাহা হইতে, এবং যেরূপ গিরি হইতে প্রস্রবণ সকল নির্গত হয়, তদ্রূপ তাহার শরীর হইতেও রুধিরধারা সকল প্রস্রুত হইতে লাগিল।

এইরূপে নীলকর্ত্তৃক প্রহস্ত নিহত হইলে, নিশাচরগণের সেই অবশিষ্ট অকম্পনীয় সুমহৎ বল লঙ্কাভিমুখে প্রস্থিত হইল। যেরূপ সেতুবন্ধ ভগ্ন হইলে সলিল সকল নির্গত হইয়া যায়, তদ্রূপ বাহিনীপতি নিহত হওয়ায় সেই নিশাচরগণও অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না। অপিচ, সেই বাহিনীপতি নিহত হওয়ায় নিশাচরগণ শোকার্ণবে নিমগ্ন ও সংজ্ঞাবিহীন হইল এবং পরিশেষে নিরুদ্যম হইয়া রাক্ষসপতির গৃহে প্রতিগমন করতঃ ধ্যান পরায়ণ ব্যক্তির ন্যায় মৌনালম্বন করিয়া রহিল।

এদিকে যূথপতি মহাবল বিজয়ী নীল রাম ও লক্ষ্মণের নিকটবর্ত্তী হইলেন এবং স্বকৃত সুমহৎ কার্য্য দ্বারা তৎকর্ত্তৃক প্রশংসিত হইয়া পরমা প্রীতি লাভ করিলেন।

ইতি অষ্টপঞ্চাশ সর্গ ॥ ৫৮ ॥

একোনষষ্টিতম সর্গ।

প্লবঙ্গমপুঙ্গব নীলকর্ত্তৃক রাক্ষসসেনাপতি প্রহস্ত রণস্থলে নিহত হইলে, ভীমায়ুধধারী সাগরবেগসদৃশ রাক্ষসরাজের সৈন্যগণ বিদ্রুত হইল। অনন্তর, নিশাচরপতির নিকটস্থ হইয়া 'পাবকতনয় কর্ত্তৃক সেনাপতি নিহত হইয়াছেন' এই কথা নিবেদন করিলে, রাক্ষসরাজ তাহাদের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। রণস্থলে প্রহস্তকে নিহত শ্রবণ করিয়া রোষ পরবশ ও শোকে বিকলচিত্ত হইয়া, দেবরাজ যেরূপ দেবদলের অধিনায়কগণকে কহিয়া থাকেন, তদ্রূপ সেই রাক্ষসদলের দলপতিগণকে কহিলেন;—'যাহাদিগের দ্বারা ইন্দ্রবলসূদন আমার সেই সেনাপতি অনুযাত্র ও কুঞ্জরের সহিত নিহত হইয়াছেন, তাদৃশ শত্রুর প্রতি অবজ্ঞা করা বিধেয় নহে; অতএব, রিপুগণের বিনাশ-সাধন করতঃ বিজয় লাভ করিবার নিমিত্ত আমি কোন বিচার না করিয়াই সেই অদ্ভুত রণশীর্ষে গমন করিব। প্রদীপ্ত হুতাশন দ্বারা বনদাহের ন্যায় আমি অদ্য বাণসমূহ দ্বারা রাম ও লক্ষ্মণের সহিত সেই বানরবাহিনীকে দগ্ধ করিয়া ফেলিব।' স্বীয় জাজ্বল্যমান শরীর দ্বারা প্রকাশমান অমররাজের অরাতি রাবণ এই কথা বলিয়া, জ্বলদগ্নিসদৃশ প্রভাবিশিষ্ট উত্তমতুরঙ্গমরাজি বিরাজিত রথে আরোহণ করিলেন। এইরূপে সেই রাজ সত্তম রাক্ষস রাবণ সুপুণ্য স্তুতি বাক্য সকলের দ্বারা পূজ্যমান হইয়া নির্গত হইলে চতুর্দ্দিক্ হইতে সৈনিকগণের আস্ফোটিত ক্ষ্বেলিত ও সিংহ-নাদ এবং শঙ্খ ভেরী ও পণব সকলের প্রণাদ শ্রুত হইতে লাগিল। তৎকালে শৈল ও জীমূতসদৃশ, এবং পাবকের ন্যায় দীপ্তনেত্র মাংসাশন নিশাচরগণকর্ত্তৃক পরিবৃত হওয়ায় সেই নিশাচরপতিকে ভূতপরিবৃত অমরেন্দ্র রুদ্রের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর, সেই মহাতেজস্বী সবলে নগর হইতে নির্গত হইয়া মহার্ণব ও মহামেঘ সদৃশ শব্দায়মান; শৈলপাদপ হস্ত, রণসমুদ্যত ও উগ্রমূর্ত্তি বানর-গণকে দেখিতে পাইলেন।

এদিকে ভুজগেন্দ্রসদৃশ বাহুযুগলশালী সেনানুগত সুন্দরদর্শন রঘুনন্দন সেই পরমপ্রচণ্ড নিশাচরসৈন্য দর্শন করিয়া, শস্ত্রধারিপ্রবর বিভীষণকে কহিলেন;—'নানাবর্ণ পতাকা ও ধ্বজশোভিত, মহেন্দ্রপর্ব্বতসদৃশ কুরঙ্গগণনিষে-বিত এবং প্রাস অসি ও শূলপ্রভৃতি বহুবিধ আয়ুধ ও শস্ত্রসম্পূর্ণ এই সৈন্য কাহার?' রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া বাসবসদৃশ বীর্য্যবান্ বিভীষণ মহাবল রাক্ষসপুঙ্গবগণের সেই উৎকৃষ্ট বলের বিষয় রামসমীপে নিবেদন করিতে লাগিলেন। বিভীষণ কহিলেন;—রাজন্! নবোদিত দিবাকরসদৃশ যে মহাবল রাক্ষস গজস্কন্ধে আরোহণ করিয়া তদীয় শিরোদেশ কম্পিত করতঃ আগমন করিতেছে, ইহাকে অকম্পন বলিয়া জানিবেন। যে সিংহধ্বজ রথে আরোহণ করিয়া মহেন্দ্রচাপসদৃশ বিপুল ধনুঃ বিধুনিত করতঃ বিবৃতদন্ত উগ্র করিবরের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে, এই সেই বর-দানসমুদ্ধত ইন্দ্রজিৎ। বিন্ধ্যগিরি অস্তাচল ও মহেন্দ্রপর্ব্বতসদৃশ অপ্রমেয়দেহ যে ধনুর্দ্ধারী অতিরথ ও অতিবীর স্বীয় ধনুঃ বিস্ফারিত করতঃ আগমন করিতেছে, ঐ বিবৃদ্ধকায় বীরের নাম অতিকায়। নবোদিত দিবাকরসদৃশ লোহিতলোচন যে মহাবল রাক্ষস ঘণ্টানিনাদ সদৃশ প্রণাদবিশিষ্ট ক্রূরস্বভাব হস্তীর উপরে আরোহণ করিয়া গর্জ্জন করিতেছে, ঐ সেই মহোদর নামক বীর। যে সন্ধ্যাকালীন মেঘ ও গিরিসদৃশ, সুবর্ণালঙ্কারভূষিত অশ্বে আরোহণ করতঃ মরীচিকল্প প্রাস সমুদ্যত করিয়া রহিয়াছে, ঐ অশনিসদৃশ বেগবান্ বীরের নাম পিশাচ। যে নিশিত শূল গ্রহণ করতঃ বজ্র অপেক্ষা বেগবান্, সুধাকরসদৃশ প্রকাশমান ও বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাশালী বৃষেন্দ্রের উপরি আরোহণ করিয়া আগমন করিতেছে, ঐ সেই যশস্বী ত্রিশিরা। বিশাল ও সুজাতবক্ষ এবং সৌদামিনীসদৃশ রূপবান্ যে বীর সমাহিতভাবে স্বীয় ধনুঃ বিস্ফারিত ও কম্পিত করতঃ অগ্রসর হইতেছে এবং যাহার রথধ্বজে পন্নগরাজচিহ্ন লক্ষিত হইতেছে, উহারই নাম কুম্ভ। নিশাচর বলের ধূমকেতুস্বরূপ যে অদ্ভুতকর্ম্মা বীর সুব

ও হীরকখচিত দীপ্ত সধূম পরিঘ গ্রহণ করতঃ আগমন করিতেছে, উহারই নাম নিকুম্ভ। যে মহাকায় বীর পাবকের ন্যায় দীপ্তরূপ, পতাকা-শোভিত এবং চাপ অসি ও শরসমূহসম্পূর্ণ রথে আরোহণ করিয়া শোভা পাইতেছে, উহাকেই নরান্তক কহিয়া থাকে;—মহারাজ! এই বীর অন্য প্রতিযোদ্ধা না পাইলে স্বীয় বাহুকণ্ডূতি নিবারণ করিবার নিমিত্ত গিরিশৃঙ্গের সহিতই যুদ্ধ করিয়া থাকে। যিনি সুরগণেরও দর্পনাশ করিয়াছেন, ঐ সেই নিশাচরপতি ঘোররূপ বিবৃতনেত্র ব্যাঘ্র উষ্ট্র ও গজেন্দ্রবদন নানারূপ ভূতগণে পরিবৃত হইয়া, ভূতগণ পরিবৃত রুদ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। যথায় সূক্ষ্মশলাকা রচিত চন্দ্রপ্রতিম ধবলবর্ণ উৎকৃষ্ট আতপত্র লক্ষিত হইতেছে, রাক্ষসগণের অধিপতি রাবণ ঐ স্থানে অবস্থান করিতেছেন। মহারাজ! যিনি মহেন্দ্র এবং বৈবস্বতেরও দর্পনাশ করিয়াছেন এবং যাঁহার বদন-মণ্ডলে দোদুল্যমান কুণ্ডল লক্ষিত হই-তেছে, ঐ সেই নাগেন্দ্র ও বিন্ধ্যপর্ব্বত সদৃশ ভীমকায় নিশাচরপতি সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন।'

অরিন্দম রাম বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন;—'অহো! এই মহাতেজা নিশাচরপতি রাবণ কি প্রদীপ্ত!! ইহার দেহ-রশ্মি চতুর্দ্দিকে বিচ্ছুরিত হওয়ায়, আদিত্যের ন্যায় এরূপ দুষ্প্রেক্ষ্য হইয়াছে যে,ইহার তেজঃ সমাবৃত রূপ লক্ষিত হইতেছে না। এই রাক্ষ-সেন্দ্রের শরীর যেরূপ প্রকাশ পাইতেছে, দেবতা ও দানব বীরগণের শরীরই এরূপ হইয়া থাকে। মহাবল রাবণের অনুযায়ী যোধগণ সকলেই পর্ব্বতসদৃশ বৃহৎকায়, দীপ্তা যুধধারী এবং দেহকণ্ডূতি নিবারণ করিবার নিমিত্ত সকলেই পর্ব্বতের সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকে। এই রাক্ষসরাজ প্রদীপ্ত ভীমদর্শন ও তীক্ষ্ণদেহ ভূতগণে পরিবৃত হওয়ায়, ইহাকে ভূতগণপরিবৃত অন্তকের ন্যায় বোধ হইতেছে। ভাগ্যবশতঃই অদ্য এই পাপাত্মা আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে; সুতরাং আমার মনে সীতাহরণজনিত যে ক্রোধ প্রদীপ্ত হইয়াছে, তাহা অদ্য ইহার উপরেই পরিত্যাগ করিব।'

বীর্য্যবান্ রাম এই কথা বলিয়া ধনুর্ধারণ করিয়া উত্তম শর উদ্ধৃত করতঃ অগ্রসর হইলে লক্ষ্মণও তাঁহার অনুগামী হইলেন। অনন্তর মহাত্মা রাক্ষসপতি সেই মহাবল নিশাচরগণকে কহিলেন,—'তোমরা শঙ্কাশূন্য হইয়া সতর্কতা-সহকারে লঙ্কার দ্বারচতুষ্টয়, মহামার্গ, প্রধান গৃহ ও বহির্দ্বারস্থ অট্টালিকা সকলে অবস্থান কর; কারণ, সমবেত মহাবল বনবাসী বানরগণ তোমাদিগের সহিত আমার পুরী হইতে নির্গমনরূপ এই ছিদ্র অবগত হইয়া, দুষ্প্রসহা ও বীরশূন্য পুরীকে প্রমথিত ও প্রধর্ষিত করিয়া ফেলিবে। তদনন্তর নিশাচরগণ নিয়োগ অনুসারে পুরোমধ্যে প্রবেশ করিলে নিশাচরপতি স্বীয় সচিবগণকে বিদায় দিয়া স্বয়ং মহামৎস্য পূর্ণ মহার্ণব সলিলের ন্যায় সেই সুমহৎ বানর সৈন্যগণকে বিদারিত করিতে লাগিলেন। তখন বানররাজ সুগ্রীব প্রদীপ্ত বাণ ও ধনুর্ধারী রাক্ষসেন্দ্রকে সহসা রণস্থলে সমাগত দেখিয়া একটী সুমহৎ গিরি শৃঙ্গ উৎপাটন করতঃ নিশাচরপতির প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। অনন্তর বহুবৃক্ষ ও সানুশোভিত সেই শৈলশৃঙ্গকে রাক্ষসপতির অভিমুখে নিক্ষেপ করিলেন পরন্তু দশানন তাহাকে পতনোন্মুখ দেখিয়া প্রদীপ্তপুঙ্খ শরসমূহ দ্বারা তাহা সহসা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই প্রবৃদ্ধ ও উত্তম সানু এবং তরু-রাজিবিরাজিত শৃঙ্গ বিদীর্ণ হইয়া ভূতলেপতিত হইলে, নিশাচরনাথ ক্রুদ্ধ হইয়া মহাহি ও অন্তকসদৃশ একটি শর গ্রহণ করিলেন এবং অনিল ও সুররাজের অশনির ন্যায় বেগবান্ এবং সস্ফুলিঙ্গ প্রজ্বলিত হুতাশনসদৃশ সেই বাণটিকে সুগ্রীবের বিনাশবাসনায় ক্ষেপণ করিলেন। ষড়াননসমীরিত উগ্রতরা শক্তি যেরূপ ক্রৌঞ্চপর্ব্বতে পতিত হইয়াছিল, তদ্রূপ রাবণের বাহুবিমুক্ত সেই শর, দেবরাজের অশনির ন্যায় সপ্রকাশ দেহ হরিরাজ সুগ্রীবের উপর পতিত হইয়া তাহা ভেদ করিয়া ফেলিল। বীরবর বানররাজও সেই বাণপ্রহারে নিতান্ত আর্ত্ত ও গত চেত হইয়া অস্ফুট শব্দ করতঃ ভূতলে

পতিত হইলেন এবং নিশাচরগণ তাঁহাকে রণ-মধ্যেবিসংজ্ঞ ও ভূতলে পতিত দেখিয়া, আনন্দে সিংহনাদ করিতে লাগিল।

অনন্তর, গবাক্ষ, গবয় সুষেণ, ঋষভ,জ্যোতি-মুখ ও নলপ্রভৃতি বানরগণ স্বস্ব শরীর বর্দ্ধন করতঃ প্রস্তরখণ্ডসকল উদ্যত করিয়া রাক্ষস-রাজের অভিমুখে ধাবিত হইল। পরন্তু, রাক্ষসেন্দ্র শিতাগ্রশরশত দ্বারা তাহাদের সেই প্রহারকে ব্যর্থ করিয়া, সুবর্ণপুঙ্খ বাণ-সমূহ দ্বারা সেই বানরেন্দ্রগণকে প্রহার করিলেন। তখন, সেই ভীমকায় বানরেন্দ্রগণও দেবারি রাবণের বাণে বিভিন্ন দেহ হইয়া ভূতলে পতিত হইলে, রাক্ষসরাজ শরসমূহ দ্বারা সেই উগ্রস্বভাব বানরসৈন্যগণকে সমাচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন। সেই শাখা-মৃগগণ রাবণবাণে নিরতিশয় পীড়িত, বধ্য-মান ও ভূপতনোন্মুখ হইয়া শরণ্য রামচন্দ্রের শরণাগত হইল। তদ্দর্শনে ধানুষ্কপ্রবর মহাত্মা রাম ধনুর্ধারণ করতঃ সহসা অগ্রসর হইলে, লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া এই পরমার্থযুক্ত বাক্য বলিলেন ;—'আর্য্য! আমি একাকীই এই দুরাত্মাকে বধ করিতে পারি ; অতএব, হে বিভো! আপনি নিশ্চয় জানিবেন, আমিই এই নিশাচরকে বধ করিয়া ফেলিব।'

তচ্ছ্রবণে সত্যপরাক্রম মহাতেজা রাম কহিলেন ;—'লক্ষ্মণ॥ যাও, কিন্তু রণস্থলে বিশেষ সাবধান হইবে। সমাহিত হইয়া স্বীয় ছিদ্র সকল গোপন করতঃ, তাহার ছিদ্র অনুসন্ধান করিবে এবং তৎপরে চতুর্দ্দিক্ দর্শন করিয়া স্বীয় ধনুর দ্বারা আপনাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে ; কারণ, এই মহাবীর্য্য রাবণ রণে অদ্ভুত পরাক্রম প্রকাশ করিয়া থাকে এবং এ ক্রুদ্ধ হইলে, ত্রৈলোক্যবাসী সমস্ত লোকও যে ইহার পরাক্রম সহ্য করিতে পারে না তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।'

রাঘবের বাক্য শ্রবণ করিয়া, সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ তাঁহাকে অভিবাদন এবং পূজা করতঃ তৎকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া সমরে যাত্রা করিলেন। অনন্তর, অগ্রসর হইয়া দেখিলেন ;—বারণসদৃশ বাহুসম্পন্ন রাবণ, ভীষণ শরাসন উদ্যত করতঃ অজস্র শরবর্ষণ দ্বারা বানরগণকে সমাচ্ছাদিত করায়,তাহারা ভিন্ন ও বিকীর্ণকায় হইয়া ভূপতিত হইতেছে। ইত্যবসরে বায়ু-নন্দন হনুমান্ লক্ষ্মণকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া তাঁহাকে নিবারণ করতঃ, রাবণের শরজাল নিবারণ করিতে করিতে স্বয়ংই তদভিমুখে বিদ্রুত হইলেন। অনন্তর, সেই ধীমান্ রাব-ণের রথে আরোহণ করতঃ, দক্ষিণবাহু সমু-দ্যত করিয়া রাবণকে সন্ত্রাসিত করতঃ কহি-লেন ;—'তুমি বরপ্রভাবে দেবতা, দানব, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসগণেরই অবধ্য হইয়াছ ; পরন্তু, বানরগণ হইতে তোমার সম্পূর্ণ ভয়ের সম্ভা-বনা আছে। পঞ্চাঙ্গুলিরূপ শাখা সমন্বিত আমার এই দক্ষিণবাহু, তোমার দেহ এবং তন্মধ্যে চিরোষিত ভূতাত্মাকে বিধমিত করিয়া ফেলিবে।' ভীমপরাক্রম রাবণ হনুমানের বাক্য শ্রবণ করতঃ ক্রোধে লোহিতলোচন হইয়া কহিলেন ;—'তুমি শঙ্কাশূন্য হইয়া শীঘ্র আমাকে প্রহার করতঃ, অচলা কীর্ত্তি লাভ কর তদনন্তর তোমার পরাক্রম অবগত হইয়া, আমিতোমাকে বিনাশ করিব।' রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া মারুতি কহিলেন ;—'আমার পরাক্রম আর অবগত হইবার আবশ্যক নাই ; মৎকর্ত্তৃক নিহত তোমার সেই পুত্র অক্ষকে স্মরণ কর, তাহা হইলে জানিতে পারিবে। মহাতেজা বীর্য্যবান্ রাক্ষসেন্দ্র রাবণ এইরূপে অভিহিত হইয়া, অনিলতনয়ের উরঃস্থলে তলপ্রহার করিলেন। পরন্তু, সেই তেজস্বী মহামতি মারুতি তাদৃশ তলপ্রহারে মহুর্মুহু বিচলিত হইয়া, মুহূর্ত্তকাল মধ্যে স্থৈর্য্যসম্পা-দন করতঃ ক্রোধভরে সেই অমর শত্রু রাবণকে তল দ্বারা আঘাত করিলেন। তখন, দশগ্রীব সেই মহাবল বানরকর্ত্তৃক তল দ্বারা অভিহত হইয়া ভূকম্পকালীন অচলের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন। সিদ্ধ চারণ, ঋষি, সুর ও অসুরগণও রাবণকে রণস্থলে তলতাড়িত হইয়া তাদৃশভাবে সংজ্ঞাবিহীন হইতে দেখিয়া আনন্দে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, মহাতেজা রাবণ সংজ্ঞা লাভ করতঃ সুস্থির

হইয়া কহিলেন ;—'ওহে বানর ! তুমি স্বীয় বীর্য্যপ্রভাবে সাধুবাদের যোগ্য হইয়াছ এবং আমার যে শত্রু হইয়াছ, আমি ইহাও শ্লাঘার বিষয় বলিয়া মনে করিতেছি।' রাবণকর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া মারুতি কহিলেন ;—'রাবণ ! আমার বীর্য্যকে ধিক্ ; কারণ, মৎকর্ত্তৃক তলতাড়িত হইয়া তুমি এখনও জীবিত রহিয়াছ। রে দুর্ব্বুদ্ধে ! সে যাহা হউক, বৃথা আত্মশ্লাঘা করিবার আবশ্যক নাই ; আর একবার প্রহার করিয়া দেখ, তৎপরে আমার এই মুষ্টি তোমাকে যমালয়ে প্রেরণ করিবে।'

মারুতির বাক্য শ্রবণ করিয়া বীর্য্যবান্ দশাননের ক্রোধানল প্রজ্বলিত ও নয়নযুগল লোহিতবর্ণ হইয়া উঠিল ; তখন, তিনি স্বীয় দক্ষিণমুষ্টি আবর্ত্তিত করতঃ বানরবর হনুমানের বক্ষঃস্থলে পাতিত করিলেন। হনুমানও বিশাল বক্ষঃস্থলে সমাহত হইয়া বারম্বার বিচলিত ও সংজ্ঞাবিহীন হইলেন। রাক্ষসগণের অধিপতি প্রতাপশালী অতিরথ রাবণ মহাবল হনুমানকে তাদৃশ বিহ্বল দেখিয়া স্বীয় রথ পরিবর্ত্তিত করতঃ সত্বর নীলের অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। অনন্তর, পরমর্ম্মভেদী আশীবিষসদৃশ শরসমূহ দ্বারা বানরসেনাগণের নায়ক নীলকে আদীপিত করিতে লাগিলেন। পরন্তু, বানরসেনানী নীল শরসমূহসমাহত হইয়াও এক হস্ত দ্বারা একটি পর্ব্বতশৃঙ্গ গ্রহণ করতঃ রাক্ষসপতির প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। এদিকে, তেজস্বী মহামনা হনুমানও সংজ্ঞালাভ করতঃ আশ্বাসিত হইয়া সমরবাসনায় চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করতঃ রাক্ষসেশ্বর রাবণকে নীলের সহিত সংযুগাসক্ত দেখিয়া, ক্রোধভরে কহিলেন ;—'দশানন ! অন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে পলায়ন করা কর্ত্তব্য নহে।' পরন্তু, অতুলতেজস্বী বলশালী রাক্ষসেন্দ্র রাবণ, তদীয় বাক্যে অবহেলা করিয়া সেই নীলনিক্ষিপ্ত গিরিশৃঙ্গকে লক্ষ্য করিয়া এরূপ সাতটি শর নিক্ষেপ করিলেন যে; তাহাতেই উহা বিশীর্ণ হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তখন, পরবীরবিজয়ী বানরসেনাপতি নীল রণস্থলে সেই গিরিশৃঙ্গটিকে বিশীর্ণ ও ভূপতিত দেখিয়া নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং অশ্বকর্ণ, ধব, শাল ও পুষ্পিত চূতবৃক্ষ সকল রাবণের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রাবণও সেই সকল সমাগত বৃক্ষকে ছেদন করতঃ ঘোরতর শরবর্ষণ দ্বারা অনলতনয়কে সমাচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। পরন্তু, নীল আপনাকে মেঘমালাসদৃশ শরসমূহে সমাচ্ছাদিত দেখিয়া স্বীয় দেহকে হ্রস্ব করতঃ দশগ্রীবের ধ্বজাগ্রে নিপতিত হইলেন। তখন, দশানন অগ্নিনন্দনকে স্বীয় ধ্বজাগ্রে অবস্থান করিতে দেখিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন ; তদ্দর্শনে নীল সিংহনাদ করতঃ এরূপ লঘুতাসহকারে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন যে, হনুমান্, লক্ষ্মণ এবং রামচন্দ্রও তাঁহাকে সমকালেই রাবণের ধ্বজা, ধনুঃ ও কিরীটাগ্রে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। রাবণও বানরের এতাদৃশ সমরকৌশল দর্শনে নিরতিশয় বিস্মিত হইয়া, একটি অদ্ভুত প্রদীপ্ত আগ্নেয় অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। এদিকে প্লবঙ্গমগণ, রাবণকে নীললাঘব দর্শনে সম্ভ্রান্ত দেখিয়া আনন্দে আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিল। রাবণও বানরদলের এতাদৃশ শব্দ শ্রবণ করিয়া এরূপ ক্রুদ্ধ ও সম্ভ্রান্তহৃদয় হইলেন যে, কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তদনন্তর, সেই মহাতেজা রাক্ষসেশ্বর রাবণ আগ্নেয়াস্ত্রসংযুক্ত শর গ্রহণ করিয়া, ধ্বজশীর্ষস্থিত নীলের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করতঃ কহিলেন ;—'হে কপে ! তুমি বারম্বার গতিলাঘব প্রকাশ করিয়া আমাকে বঞ্চনা করিলে বটে, পুনর্ব্বার সেই সেই রূপ পরিগ্রহ করিয়া স্বীয় জীবন রক্ষার চেষ্টা কর। পরন্তু, তুমি অশেষ চেষ্টায় জীবন রক্ষার্থে যত্নবান্ হইলেও আগ্নেয়াস্ত্রপ্রমুক্ত মদীয় এই শর তোমাকে প্রাণবিযোজিত করিয়া ফেলিবে।' মহাবাহু রাক্ষসরাজ রাবণ এই কথা বলিয়া, আগ্নেয়াস্ত্রদ্বারা শর সন্ধান করতঃ সেনাপতি নীলকে সন্তাড়িত করিলেন। তখন, নীল সেই আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা বক্ষঃস্থলে সন্তাড়িত ও নির্দহ্যমান্ হইয়া সহসা মহীতলে পতিত হইলেন। পরন্তু, স্বীয় তেজঃ এবং পিতা পাবকের মাহা-

ম্ব্যবলে সেই আগ্নেয়াস্ত্রে তাঁহার প্রাণ নাশ হইল না, তিনি কেবলমাত্র জানুদ্বয় আশ্রয় করিয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

এদিকে সমরসমুৎসুক দশানন বানরবর নীলকে বিসংজ্ঞ দেখিয়া স্বীয় অম্বুদনাদী রথ সঞ্চালিত করতঃ সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। অনন্তর, প্রতাপবান্ রাক্ষসেন্দ্র, রণমধ্যস্থলে লক্ষ্মণ বানরবলকে নিবারণ করতঃ অবস্থান করিতেছেন দেখিয়া, ক্রোধে প্রজ্বলিত হওত স্বীয় ধনুঃ বিস্ফারিত করিতে লাগিলেন। প্রবলবলশালী সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ তাঁহাকে তাদৃশভাবে সেই অপ্রমেয় ধনুঃ বিস্ফারণ করিতে দেখিয়া কহিলেন;—'রাক্ষসেন্দ্র! বানর গণের সহিত যুদ্ধ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে; অগ্রসর হইয়া অদ্য আমার সহিত সমরাসক্ত হও।' রাক্ষসরাজ দশানন তাঁহার সেই প্রতিশব্দপূর্ণ বাক্য ও উগ্রতর জ্যাশব্দ শ্রবণ করিয়া এবং সুমিত্রানন্দকে তাদৃশভাবে সম্মুখে অবস্থান করিতে দেখিয়া, রোষপূর্ণ বাক্যে কহিলেন;—'রাঘব! তোমার কাল পূর্ণ হইয়াছে, সুতরাং বুদ্ধিও বিপরীত পথ অবলম্বন করিয়াছে; এই জন্যই হউক অথবা আমার সৌভাগ্যবশতঃই হউক, যখন তুমি অদ্য মদীয় দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছ, তখন নিশ্চয়ই আমার শরনিকর দ্বারা অবসন্ন হইয়া এই মুহূর্ত্তেই যমলোকে গমন করিবে।' রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ অবিস্মিতভাবেই কহিলেন;—'রাবণ! তুমি পাপিগণের অগ্রগণ্য, সেই জন্যই লজ্জিত না হইয়া এতাদৃশ গর্জ্জন করতঃ স্বীয় শিতাগ্র দন্ত সকল বহির্গত করিয়া এরূপ বিকত্থন করিতেছ; কিন্তু মহাপ্রভাবগণ কখনই এরূপ করেন না। রাক্ষসেন্দ্র! আমি তোমার বীর্য্য, বল, প্রতাপ ও পরাক্রম সমস্তই অবগত আছি; অতএব, আর এরূপ বিকত্থনের আবশ্যক নাই, আমি ধনুর্ব্বাণ ধারণ করতঃ অবস্থান করিতেছি, তুমিও অগ্রসর হইয়া আইস।'

রাক্ষসপতি রাবণ এইরূপে উক্ত হইয়া লক্ষ্মণের উপর সাতটি সুপুঙ্খ শর নিক্ষেপ করিলে সুমিত্রানন্দন নিশিতাগ্র ও সুপুঙ্খ শরসমূহ দ্বারা তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন, লঙ্কাপতি ভিন্নভোগ পন্নগগণের ন্যায় সেই শরসমূহকে সহসা ছেদিত হইতে দেখিয়া নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং অপর সুশাণিত শরনিকর বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন; পরন্তু, রামানুজ লক্ষ্মণ তাহাতে ক্ষুব্ধ না হইয়া স্বীয় সুমহৎ কার্ম্মুকের সংযোগে শরবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ক্ষুর, অর্দ্ধচন্দ্র ও সুশাণিত ফলশালী ভল্লসকল দ্বারা দশাননের বাণ সকল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর, স্বীয় ধনুতে দেবেন্দ্রের অশনির ন্যায় বেগবান্ হুতাশনসদৃশনিশিতাগ্র শর সকল সন্ধান করতঃ রাক্ষসপতি রাবণের উপর বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পরন্তু, রাক্ষসেন্দ্র সেই সকল ছেদন করিয়া, স্বয়ম্ভুদত্ত কালাগ্নিসদৃশ শর দ্বারা লক্ষ্মণের ললাটদেশে আঘাত করিলেন। লক্ষ্মণ রাবণশরে নিতান্ত আর্ত্ত হইয়া ক্ষণকাল বিচলিত হইলেন বটে, কিন্তু বহুকষ্টে মুহূর্ত্তকাল মধ্যেই সংজ্ঞা লাভ করতঃ স্বীয় শিথিল চাপ পুনর্গ্রহণ করিয়া, দেবেন্দ্রবৈরি রাবণের ধনুঃ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দাশরথি এইরূপে নিশাচরপতির ধনুশ্ছেদন করিয়া তিনটি শিতাগ্র বাণদ্বারা রাক্ষসরাজকে আঘাতিত করিলে, তিনি সেই শরে নিতান্ত পীড়িত হইয়া বিচলিত হইলেন এবং বহুকষ্টে পুনর্ব্বার সংজ্ঞা লাভ করিলেন। লক্ষ্মণকর্ত্তৃক নিকৃত্তচাপ ও শরতাড়িত হইয়া উগ্রশক্তি দেবশক্র রাবণের গাত্র মেদার্দ্র ও রুধির পরিপ্লুত হওয়ায় তিনি তৎকালে উপায়ান্তর না দেখিয়া ব্রহ্মদত্ত অমোঘ শক্তি গ্রহণ করিলেন। রাক্ষসরাজ্যের অধিপতি সুমিত্রাতনয়কে লক্ষ্য করিয়া রণস্থলে বানরদলের বিত্রাসিনী এবং সধূম হুতাশনসদৃশ সেই জাজ্বল্যমানা শক্তিকে নিক্ষেপ করিলেন। ভরতানুজ লক্ষ্মণ সেই শক্তিকে আপতিত হইতে দেখিয়া, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া অসংখ্য অগ্নিকল্প বাণ নিক্ষেপ করিলেন বটে, তথাপি সেই শক্তি কিছুতেই প্রতিহতশক্তি না হইয়া দাশরথির বিশাল ভুজান্তরে প্রবেশ করিল। তখন, সেই শক্তিমান্ রঘু-

প্রবীর লক্ষ্মণ শক্তিসমাহত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তাঁহাকে এইরূপ বিকল ভাবে পতিত হইতে দেখিয়া রাক্ষসরাজ সহসা তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া, উত্থাপিত করিবার অভিপ্রায়ে স্বীয় ভুজদ্বয় দ্বারা সবলে গ্রহণ করিলেন। বরং হিমালয়, মন্দর অথবা অমরগণের সহিত ত্রৈলোক্যকেও উত্তোলন করিতে পারা যায়, তথাপি ভরতানুজ লক্ষ্মণ রণস্থলে উত্তোলিত হইবার নহেন; কারণ, সুমিত্রাতনয় সেই অমোঘ ব্রহ্মশক্তি দ্বারা স্তনান্তরে তাড়িত হইয়াই তাহা হইতে পরিত্রাণের নিমিত্ত স্বকীয় অচিন্ত্য ও অমীমাংস্য বৈষ্ণবভাগকে স্মরণ করিয়াছিলেন। দেবকণ্টক রাবণ ইহা না জানিয়াই সেই দানবদর্পদলন লক্ষ্মণকে উত্তোলন করিবার নিমিত্ত অনেক পীড়াপীড়ি করিলেন বটে, কিন্তু কিছুতেই তদীয় মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইলেন না।

অনন্তর, বায়ুনন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণের অভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং বজ্রকল্প মুষ্টি দ্বারা তাঁহার উরঃস্থলে আঘাত করিলেন। রাক্ষসেশ্বর রাবণ সেই মুষ্টিপ্রহারে সংজ্ঞাবিহীন ও রথ হইতে পতিত হইয়া জানু দ্বয় দ্বারা অবনীকে আশ্রয় করিলেন। তৎকালে, তাঁহার মুখ, নয়ন ও শ্রবণ হইতে প্রভূতপরিমাণে রুধিরক্ষরণ হইতে লাগিল। তখন, ভীমবিক্রম রাবণকে সংজ্ঞাবিহীন হইতে দেখিয়া বানর, ঋষি, সিদ্ধ ও বাসবপ্রমুখ দেবগণ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর, তেজস্বী হনুমান্ রাবণার্দ্দিত লক্ষ্মণকে স্বীয় বাহুদ্বয় দ্বারা গ্রহণ করতঃ রামচন্দ্রের সমীপে আনয়ন করিলেন। সুমিত্রানন্দন শত্রুগণের অকম্পনীয় হইয়াও বায়ুনন্দনের সৌহার্দ্দ ও পরমা ভক্তির বাধ্য হইয়াই তাঁহার নিকট লঘুত্ব অবলম্বন করিলেন। অনন্তর, সেই শক্তি রণস্থলে নির্জ্জিত সুমিত্রানন্দনকে পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার রাবণের রথে আসিয়া অবস্থান করিল। অতুলতেজস্বী রাবণও সেই সুমহৎ রণস্থলে সংজ্ঞা লাভ করিয়া পুনর্ব্বার স্বীয় সুমহৎ ধনুঃ ও নিশিত বাণ সকল গ্রহণ করিলেন। এদিকে শত্রুনিসূদন লক্ষ্মণও স্বকীয় অমীমাংস্য বৈষ্ণবভাগ স্মরণ করিয়া আশ্বস্ত ও বিশল্য হইলেন।

অনন্তর, রঘুনন্দন রাম মহতী বানরবাহিনীর মহাবীরগণকে নিপাতিত হইতে দেখিয়া সত্বর রাবণের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। তখন, হনুমান্ তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিলেন;—"প্রভো! বিষ্ণু যেরূপ অমরবৈরি গরুড়ের উপর আরোহণ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ আপনিও আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রাক্ষসগণের শাস্তি বিধান করুন্।" মারুতি কথিত সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, মনুজরাজ রঘুনন্দন তৎক্ষণাৎ সেই মহাকপি হনুমানের উপর আরোহণ করিয়া রণমধ্যগত রথস্থিত রাবণকে দেখিতে পাইলেন। মহাতেজা রাঘব রাবণকে দেখিয়াই বিরোচনের প্রতি অভিদ্রুত উদ্যতায়ুধ বিষ্ণুর ন্যায় রাবণের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন এবং বজ্রনিষ্পেষসদৃশ নিষ্ঠুর ও তীব্র জ্যাশব্দ করিয়া গম্ভীরবাক্যে রাক্ষসেন্দ্রকে কহিলেন;—'হে রাক্ষসশার্দ্দূল! ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, তুমি আমার এতাদৃশ বিপ্রিয়াচরণ করতঃ কোন্ স্থানে পলায়ন করিয়া নিস্তার লাভ করিবে? তুমি যদি পলায়ন করিয়া ইন্দ্র, যম, সূর্য্য, ব্রহ্মা, অগ্নি অথবা শঙ্করেরও শরণাগত হও কিম্বা দিগন্তে আশ্রয় গ্রহণ কর; তথাপি অদ্য আমার হস্তে নিস্তার লাভ করিতে পারিবে না। রাক্ষসরাজ! লক্ষ্মণ ত্বৎকর্তৃক শক্তি সমাহত হইয়া বিষণ্ণ হইয়াছেন, আমি এই দুঃখেই অদ্য প্রতিজ্ঞা করিয়া পুত্রগণের সহিত তোমার মৃত্যুর স্বরূপ হইয়াই রণস্থলে আসিয়াছি। জনস্থাননিবাসী বরায়ুধধারী ও অদ্ভুতদর্শন সেই চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস মৎকর্তৃকই নিহত হইয়াছে।'

রঘুনন্দনের বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাক্ষসেন্দ্র মহাবল রাবণ হনুমানের সহিত স্বীয় পূর্ব্ববৈর স্মরণ করতঃ কালাগ্নিশিখা সদৃশ প্রদীপ্ত শরদ্বারা রণস্থলে রাঘবের বাহনভূত সেই মহাবেগ বায়ুপুত্রকে আঘাত করিলেন। পরন্তু রণস্থলে রাক্ষসকর্তৃক শরতাড়িত হইয়া সেই স্বভাব তেজস্বীর তেজঃ সমধিক বর্দ্ধিতই হইল। অন-

ন্তর, মহাতেজা রাম প্লবগশার্দ্দূল হনুমান্‌কে রাবণকর্ত্তৃক কৃতব্রণ দেখিয়া নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং একান্ত সমাহিত হইয়া শিতাগ্র শরসমূহ দ্বারা অশ্ব, চক্র, ধ্বজ, ছত্র, পতাকা, সারথি এবং অশনি, শূল ও খড়্গের সহিত তদীয় রথ ছেদন করতঃ, যদ্রূপ ভগবান্‌ ইন্দ্র বজ্র দ্বারা মেরুকে আঘাত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ বজ্র ও অশনিসদৃশ বাণ-দ্বারা সেই ইন্দ্র-শত্রু রাবণের ব্যূঢ় ও বিবিধ আভরণযুক্ত ভুজান্তরে আঘাত করিলেন। তখন, যিনি পূর্ব্বে বজ্র অথবা অশনির আঘাতে ক্ষুব্ধ বা বিচলিত হয়েন নাই, সেই বীরবর রাবণও রামবাণে আহত হইয়া এরূপ আর্ত্ত ও বিচলিত হইলেন যে তাঁহার হস্তস্থিত ধনুঃ বিস্রংসিত হইয়া পড়িল। মহাবল রাম তাঁহাকে এতাদৃশ বিহ্বল দেখিয়া একটি দীপ্ত অর্দ্ধচন্দ্র গ্রহণ করতঃ তদ্দ্বারা নিশাচরপতির তপনবর্ণ কিরীট ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদনন্তর, রাম নির্ব্বিষ আশীবিষসদৃশ গতশ্রী ছিন্নকিরীট ও অপ্রকাশ দিবাকরের ন্যায় তেজোবিহীন রাক্ষসেন্দ্রকে কহিলেন;—'রাবণ! তুমি সুমহৎ ভয়ঙ্কর কার্য্য করিয়াছ এবং আমিও ত্বৎকর্ত্তৃক হত-প্রবীর হইয়াছি; সুতরাং এতাদৃশ কার্য্যে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া থাকিবে, এই ভাবিয়াই আমি স্বীয় শরনিকর-দ্বারা তোমাকে যমসদনে প্রেরণ করিলাম না। রাক্ষসরাজ! তুমি রণশ্রমে নিরতিশয় কাতর হইয়াছ; অতএব, সম্প্রতি লঙ্কামধ্যে প্রবেশ করিয়া আশ্বস্ত হও; তদনন্তর, রথারোহণ করতঃ ধনুর্দ্ধারী হইয়া যখন পুনর্ব্বার রণস্থলে আগমন করিবে, তখনই আমার পরাক্রম জানিতে পারিবে।' তখন, ধনুশ্ছিন্ন, অশ্ব ও সারথি নিহত, মহাকিরীট ভগ্ন এবং স্বয়ংও রামশরে নিরতিশয় অর্দ্দিত হওয়ায় রাক্ষসরাজের দর্প ও হর্ষ বিগত হইলে, তিনি সহসা লঙ্কামধ্যে প্রবেশ করিলেন।

দেবতা ও দানবগণের শত্রু মহাবল নিশাচরপতি রাবণ, এইরূপে লঙ্কামধ্যে প্রবেশ করিলে, রাম লক্ষ্মণের সহিত রণমধ্যগত বানরগণকে বিশল্য করিতে লাগিলেন। এদিকে ইন্দ্রশত্রু রাবণকে রণে ভঙ্গ দিয়া লঙ্কামধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সুর, অসুর, মহর্ষি, উরগ, ভূতগণ, দিক্‌ ও সাগর সকল এবং ভূচর ও জলচর সকল প্রাণীই প্রহৃষ্ট হইল।

ইতি একোনষষ্টিতম সর্গ ॥ ৫৯ ॥

ষষ্টিতম সর্গ।

রাবণ একান্ত আর্ত্ত ও ভগ্নদর্প হইয়া পুরোমধ্যে প্রবেশ করিলে, রামের বাণভয়ে তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল নিতান্ত ব্যথিত হইল এবং যেরূপ সিংহ কর্ত্তৃক গজেন্দ্র ও গরুড়-কর্ত্তৃক পন্নগেন্দ্র অভিভূত হইয়া থাকে, তদ্রূপ মহাবল রামকর্ত্তৃক রাক্ষসেন্দ্র রাবণও অভিভূত হইয়া পড়িলেন। বিকসিত সৌদামিনীর ন্যায় তেজঃশালী ও ব্রহ্মদণ্ডসদৃশ রাঘববাণ সকল তাঁহার স্মৃতিপথে পতিত হওয়ায় তিনি আরও ব্যথিত হইতে লাগিলেন।

অনন্তর, দশানন কাঞ্চননির্ম্মিত দিব্যাসনে সমাসীন হইয়া রাক্ষসগণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ কহিলেন;—'হায়! আমি যে নিদারুণ তপস্যাচরণ করিয়াছিলাম, অদ্য আমার সেই সমস্ত বৃথা বলিয়া বোধ হইতেছে; কারণ, আমি মহেন্দ্রের সমান হইয়াও এক জন মনুষ্য কর্ত্তৃক নির্জ্জিত হইলাম। হায়! আমি তপস্যান্তে মনুষ্যগণের কোন কথা উল্লেখ না করিয়া কেবল দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগগণ হইতেই অবধ্যস্বরূপ বর প্রার্থনা করিলে, পিতামহ আমার নিকট তাহাই প্রতিশ্রুত হইয়া কহিয়াছিলেন যে;—'মনুষ্যগণ হইতেই তোমার ভয় উপস্থিত হইবে।' এই সেই নিদারুণ ব্রহ্মবাক্যের ফল অধুনা উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বে ইক্ষ্বাকুকুলজাত অনরণ্য যে আমাকে বলিয়াছিলেন;—'রে দুর্ব্বুদ্ধে কুলাঙ্গার রাক্ষসাধম! আমার বংশে এরূপ কোন পুরুষ উৎপন্ন হইবে, যে পুত্র, অমাত্য, বল ও সারথির সহিত তোমাকে রণস্থলে বিনাশ করিবে।' এই দশরথনন্দন রামকেই সেই মনুষ্য বলিয়া বোধ হইতেছে। যে

বেদবতী মৎকর্ত্তৃক ধর্ষিত হইয়া আমাকে শাপ প্রদান করিয়াছিলেন, বোধ হয়, সেই বেদবতীই এই মহাভাগা জনকনন্দিনীরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ঋষিগণের বাক্য মিথ্যা হইবার নহে; কারণ সেই মহাভাগ ঋষিগণ, উমা, নন্দীশ্বর, রম্ভা ও বরুণকন্যা পুঞ্জিকস্থলী যাহা বলিয়াছিলেন, অধুনা আমার সেই দশাই উপস্থিত হইয়াছে। অতএব তোমরা এই সমস্ত সবিশেষ অবগত হইয়া ইহার প্রতিবিধান সাধনে যত্নবান্ হও এবং চর্য্যা ও গোপুরের উপরে অবস্থান করিবার নিমিত্ত রাক্ষসগণকে নিযুক্ত কর। পিতামহশাপে অভিভূত, অপ্রতিমগাম্ভীর্য্যশালী এবং দেবদানবদলের দর্পদলনকারী কুম্ভকর্ণকে জাগরিত কর।' মহাবল রাবণ সমরে আপনাকে পরাজিত এবং প্রহস্ত ও ভীমপরাক্রম রাক্ষস সকলকে নিসূদিত দেখিয়াই সেই রাক্ষসগণকে বারম্বার এইরূপ আদেশ করিলেন;—'তোমারা যত্নসহকারে দ্বার সকল রক্ষা কর; প্রাকারোপরি আরোহণ করিয়া চতুর্দ্দিক্ পর্য্যবেক্ষণ কর; কামকর্ত্তৃক উপহতচিত্ত কুম্ভকর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে, অতএব সেই নিদ্রাতুরকেও জাগরিত কর। পিতামহের নির্দ্দেশ অনুসারে নিশাচর কুম্ভকর্ণ ছয় মাস নিদ্রিত থাকিয়া এক দিবসমাত্র জাগরিত হয়, কিন্তু, সম্প্রতি নয় দিবসমাত্র নিদ্রিত হইয়াছে। অতএব তাহাকে যত্নপূর্ব্বক জাগরিত করাই কর্ত্তব্য। রাক্ষসগণশ্রেষ্ঠ সেই মহাবাহু কুম্ভকর্ণই রণস্থলে রাজকুমার রাম ও লক্ষ্মণ এবং বানরগণকেও শীঘ্রই বিনাশ করিয়া ফেলিবে। সর্ব্বরাক্ষসশ্রেষ্ঠ কুম্ভকর্ণ এতাদৃশ মহাবীর্য্যশালী হইয়াও গ্রাম্যসুখে অনুরক্ত হইয়া নিরন্তর শয়ন করিয়াই থাকে। আমি সেই সুদারুণ রণস্থলে রাম কর্ত্তৃক নিরস্ত হইয়াছি বটে, কিন্তু, কুম্ভকর্ণ জাগরিত হইলে আমার আর এরূপ শোক উপস্থিত হইবে না। আমার এতাদৃশ ঘোরতর ব্যসন সময়েও যদি শক্রসদৃশ পরাক্রমশালী কুম্ভকর্ণ আমার কোন সাহায্যেই না আসিল, তবে আর আমি তাহারে লইয়া কি করিব?'

রাবণসমাদিষ্ট মাংস শোণিত ভোজী নিশাচরগণ কর্ব্বুররাজের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করতঃ নিতান্ত সম্ভ্রান্ত হইয়া গন্ধ, মাল্য ও সুমহৎ ভক্ষ্য দ্রব্য সকল গ্রহণ করতঃ সহসা কুম্ভকর্ণের গৃহাভিমুখে গমন করিল। সেই মহাবল নিশাচরগণ সকল দিকে দশ যোজন বিস্তৃত পুষ্পগন্ধ প্রবাহী রম্য কুম্ভকর্ণ গুহাদ্বারদেশে উপস্থিত হওত কুম্ভকর্ণের নিশ্বাসভরে বারম্বার কম্পিত হইয়াও বহুকষ্টে স্থৈর্য্য সম্পাদন করতঃ যত্নসহকারে সেই গুহামধ্যে প্রবেশ করিল। অনন্তর, রাক্ষসশার্দ্দূলগণ রত্নকাঞ্চন নির্ম্মিত কুট্টিমবিশিষ্ট সেই রম্য গুহামধ্যে প্রবেশ করতঃ শয়ান ভীমবিক্রম কুম্ভকর্ণকে দেখিতে পাইল। তদনন্তর, বিকীর্ণ ধরাধরের ন্যায় বিকৃতদর্শন ও নিদ্রাভিভূত সুখসুপ্ত কুম্ভকর্ণকে জাগরিত করিবার নিমিত্ত সকলে সমবেত হইয়া দেখিল;—সেই শয়ান অরিন্দম ভীমবিক্রম কুম্ভকর্ণের রোমরাজি উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং তাঁহার নাসিকা হইতে সশ্বাস আশীবিষের নিশ্বাস নির্গত হওয়ায় তন্নিকটস্থ জীবমাত্রেই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। তাঁহার নাসাপুট ভয়ঙ্কর এবং বদন পাতালসদৃশ বিপুল বিলাদিসঙ্কুল। তদীয় কাঞ্চনাঙ্গদভূষিত পর্য্যঙ্কবিন্যস্ত সর্ব্বশরীর হইতে মেদ ও রুধিরগন্ধ নির্গত হইতেছিল এবং শিরোদেশে কিরীট থাকায় তৎকালে তাঁহাকে দিবাকরসদৃশ তেজঃশালী বলিয়া বোধ হইতেছিল। অনন্তর, সেই মহাবল নিশাচরগণ কুম্ভকর্ণের সম্মুখে তদীয় তৃপ্তিকর মৃগ, মহিষ ও বরাহ প্রভৃতি জীব এবং মেরুসদৃশ অন্নরাশি সকল স্থাপন করিল। তদনন্তর, সেই অমর শত্রুগণ শত্রুতাপন কুম্ভকর্ণের সম্মুখে বহুবিধ মাংস ও শোণিতকুম্ভ সকল স্থাপন করতঃ, তাঁহার গাত্রে তীব্রগন্ধ চন্দন লেপন করিয়া সুগন্ধি গন্ধদ্রব্য ও মাল্য দ্বারা আমোদিত করিয়া ফেলিল। নিশাচরগণ সেই অরিন্দম কুম্ভকর্ণের সম্মুখে তীব্রগন্ধ ধূপ সকল স্থাপন করতঃ জলদগম্ভীরস্বরে স্তব করিতে লাগিল। শশাঙ্কসদৃশ শঙ্খ সকলকে আপূরিত করতঃ ক্রোধভরে যুগপৎ সিংহনাদও করিতে লাগিল।

এইরূপে কুম্ভকর্ণকে জাগরিত করিবার নিমিত্ত নিশাচরগণ সিংহনাদ, আস্ফোটন, কুম্ভকর্ণের অঙ্গ বিলোড়ন এবং বিকৃত শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। তখন, শঙ্খ ভেরী ও পণবনাদের সহিত নিশাচরের আস্ফোটিত, ক্ষ্বেড়িত ও সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া বিহঙ্গমগণ সহসা চতুর্দ্দিকে ধাবিত, আকাশে উৎপতিত এবং ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। পরন্তু, যখন নিদ্রাভিভূত মহাবল কুম্ভকর্ণ নিশাচরগণের ঘোরতর নিনাদেও জাগরিত হইলেন না, তখন রাক্ষসগণ ক্রুদ্ধ হইয়া ভুশুণ্ডী, মুষল ও গদা সকল গ্রহণ করিল। অনন্তর, সেই প্রচণ্ড নিশাচরগণ শৈলশৃঙ্গ, মুষল, গদা ও মুষ্টি দ্বারা ভূতলে সুখসুপ্ত কুম্ভকর্ণের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিতে লাগিল। রাক্ষসগণ বলশালী হইলেও তৎকালে সেই রাক্ষসেন্দ্র কুম্ভকর্ণের প্রবল নিশ্বাসের অগ্রে অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না। তদনন্তর, সেই ভীমবিক্রম পিশিতাশনগণ স্ব স্ব বস্ত্র সংযত করতঃ মৃদঙ্গ পণব, ভেরী, শঙ্খ ও কুম্ভ নামক বাদ্য যন্ত্র সকল বাদিত করিতে লাগিল। এইরূপে দশ সহস্র নিশাচর নীলাঞ্জনপুঞ্জসদৃশ সেই কুম্ভকর্ণকে প্রবোধিত করিবার নিমিত্ত যুগপৎ যত্ন করিতে লাগিল। পরন্তু, যখন নিশাচরগণ বিবিধ বাদ্য বাদন ও সিংহনাদ করিয়াও তাঁহাকে প্রবোধিত করিতে পারিল না, তখন তাহা অপেক্ষা গুরুতর ও নিদারুণ উপায় অবলম্বন করিল;—তাহারা অশ্ব উষ্ট্র গর্দ্দভ ও মাতঙ্গগণকে দণ্ড, কশা ও অঙ্কুশ দ্বারা আঘাত করতঃ তদীয় গাত্রোপরি সঞ্চালন, ভেরী শঙ্খ ও মৃদঙ্গ সকলকে বল সহকারে বাদিত এবং সবলসমুদ্যত সুমহৎ কাষ্ঠ, মুদ্গর ও মুষল সকলের দ্বারা তদীয় গাত্রে আঘাত করিতে লাগিল। তৎকালে তুমুল নিনাদে সমগ্রা লঙ্কানগরী পরিপূরিত হইল, তথাপি কুম্ভকর্ণ জাগরিত হইলেন না। অনন্তর পরস্পর সমাসক্ত সহস্রসংখ্যক ভেরী কাঞ্চন কোণ দ্বারা সমাহত হইয়া চতুর্দ্দিকে যুগপৎ ধ্বনিত হইতে লাগিল। ব্রহ্মশাপবশতঃ ঘোর নিদ্রায় অভিভূত কুম্ভকর্ণ যখন ইহাতেও জাগরিত হইলেন না, তখন নিশাচরগন নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইল। তদনন্তর, সেই কোপাবিষ্ট ভীম পরাক্রম রাক্ষসগণ, রাক্ষস কুম্ভকর্ণকে জাগরিত করিবার নিমিত্ত কেহ পরাক্রম প্রকাশ, কেহ ভেরী বাদন, কেহ বা সিংহ নাদ করিতে আরম্ভ করিল। কেহ তাঁহার কেশ ধরিয়া আকর্ষণ এবং কেহ বা কর্ণে দংশন করিতে লাগিল। বহুসংখ্যক রাক্ষস শত শত পূর্ণকুম্ভ লইয়া তদীয় কর্ণদ্বয়কে বারিপূর্ণ করিতে থাকিল, তথাপি নিদ্রাভিভূত কুম্ভকর্ণ একবার স্পন্দিতও হইলেন না। অপর কূটমুদ্গরপাণি বলবান্ নিশাচরগণ মুদ্গরদ্বারা তদীয় মস্তক বক্ষঃস্থল এবং সর্ব্বগাত্রেই আঘাত করিতে লাগিল। অপিচ রজ্জুবন্ধনবদ্ধ শতঘ্নীসমূহ দ্বারা বধ্যমান হইয়াও যখন সেই মহাকায় রাক্ষসবর কুম্ভকর্ণ প্রবুদ্ধ হইলেন না তখন নিশাচরগণ তাঁহার শরীরোপরি যুগপৎ অসংখ্য মাতঙ্গগণকে সঞ্চালিত করিতে থাকিলে, করিবরগণের পদ দলন জনিত সুখময় স্পর্শে তিনি জাগরিত হইয়া উঠিলেন। কুম্ভকর্ণ সেই পাত্যমান গিরিশৃ[illegible]গ্র কুম্ভকর্ণ বৃক্ষসকল দ্বারা আঘাতিত হইয়াও [illegible]শৃঙ্গ ও নাগভোগ কোন চিন্তা না করিয়াই নিদ্রানাশ[illegible] বড়বামুখসদৃ কাতর হইয়া জৃম্ভণ করিতে[illegible] করিতে লাগিলেন উঠিয়া বসিলেন। অনন্তর, রা[illegible]চরবর বারম্বার জৃম্ভ বজ্রাপেক্ষা সারবান্ এবং অচল[illegible]ার মুখবিবরকে পাতা সদৃশ বাহুদ্বয় বিক্ষিপ্ত কর[illegible]হইয়া জৃম্ভমাণ মহাবল নিশ স্বীয় মুখ বিবৃতভাবে জৃম্ভণ[illegible]দিত দিবসনাথ এব তৎকালে সেই নিশা[illegible]বাতসংঘাত বলি করিতে থাকিলে, তাঁহ[illegible]... বিল, সেই অচিরপ্রবুদ্ধ[illegible] চরকে মেরুশৃঙ্গাগ্রে সমু[illegible] তদীয় নিশ্বাসকে পার্ব্বতীয় [illegible] বোধ হইতে লাগিল। উত্থান[illegible] সেই রূপ, প্রলয়কালে সর্ব্বভূতা[illegible] কালের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। [illegible]াহার প্রদীপ্ত হুতাশন ও বিদ্যুৎসদৃশ তে[illegible]জাবিশিষ্ট সুমহৎ লোচন যুগলকে দেদীপ্যমা[illegible] গ্রহযুগলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর, সমীপস্থ নিশা[illegible]চরগণ পূর্ব্বসমাহৃত বিবিধ ও বহুপরিমিত [illegible] বরাহ ও মহিষপ্রভৃতি আহারীয় প্রদর্শন করিলে[illegible], মহাবল কুম্ভকর্ণ

নম্মি শৃঙ্গ নর প্রতিঃ য়! আ ম, ধ হইয়া ম। হায় র কোন কথা কাল্লে কই অবধ্যস্বরূপ তদ্বিষয়ে মার নিকট বশতঃ ক্ষুধায় লেন করিতে সহ্যগণ স্থি ক্ষসেন! এই ল অধুনা কুকুলজা লিয়াছিলে সাধম! পন্ন হইতে সহিত এই দশ মা বোধ হ

সেই সমস্ত ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বুভুক্ষিত ও তৃষিত সেই ইন্দ্রশত্রু মাংস ভক্ষণ এবং শোণিত, মেদ ও মদ্য কুম্ভ সকল পান করিলে, নিশাচরগণ তাঁহাকে পরিতৃপ্ত বোধ করিয়া; তাঁহার নিকটে গমন করিল এবং অবনতমস্তকে প্রণাম করিয়া চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইল।

অনন্তর, নিদ্রানাশহেতু বিস্মিত এবং উন্মীলিত ও কলুষীকৃত লোচন রাক্ষসপুঙ্গব কুম্ভকর্ণ সর্ব্বদিকে দৃষ্টিনিঃক্ষেপ করতঃ নিকটস্থ নিশাচরনিবহকে পরিসান্ত্বিত করতঃ কহিলেন;—'তোমরা যে আমাকে এতাদৃশ যত্নসহকারে প্রবোধিত করিলে, ইহার কারণ কি? রাক্ষসরাজ ত কুশলে আছেন? তাঁহার ত কোন ভয় উপস্থিত হয় নাই? অথবা, আর জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন কি? তোমরা যখন আমাকে এরূপ সত্বরভাবে জাগরিত করিয়াছ, তখন যে কোন সুমহৎ ভয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমি অদ্য রাক্ষসরাজের সেই ভয়কে উন্মূলন করিবার নিমিত্ত মহেন্দ্রকে বিদারণ অথবা বৈশ্বানরকে পরিসান্ত্বিত করিব। যখন মাদৃশ প্রসুপ্ত বীরকে জাগরিত করা হইয়াছে, তখন ইহার কারণ সামান্য নহে, বোধ হইতেছে; অতএব আমাকে জাগরিত করিবার কারণ কি, তাহা স্বরূপতঃ প্রকাশ করিয়া বল।'

অরিন্দম কুম্ভকর্ণ ক্রোধভরে এই কথা বলিলে, রাক্ষসচিব যূপাক্ষ কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল;—মহারাজ! আমাদের দেবকৃত কোন ভয়ই উপস্থিত হয় নাই; কিন্তু, মনুষ্যগণ হইতে তুমুল ভয় উপস্থিত হইয়াছে; হে রাজন্! মনুষ্যগণ হইতে আমাদের যাদৃশ ভয় আপতিত হইয়াছে, দৈত্য অথবা দানবগণ হইতেও কখন এরূপ ভয় উপস্থিত হয় নাই। সীতাহরণ সন্তপ্ত রামই আমাদের এই সুমহৎ ভয়ের কারণ;—তদীয় পর্ব্বতাকার বানরগণকর্ত্তৃক এই লঙ্কানগরী পরিবেষ্টিত হইয়াছে। পূর্ব্বে এক জনমাত্র বানরকর্ত্তৃক এই মহাপুরী দগ্ধ এবং কুঞ্জর ও অনুযাত্রগণের সহিত কুমার অক্ষ নিহত হইয়াছেন। দেবকণ্টক পুলস্ত্যনন্দন নিশাচরপতি স্বয়ংই সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী রামের নিকট পরাস্ত এবং তৎকর্ত্তৃক "পলায়ন কর" এইরূপ অভিহিত হইয়া পরিত্যক্ত হইয়াছেন। রাক্ষসরাজ পূর্ব্বে দেব দৈত্য অথবা দানবগণ হইতেও কখনই যেরূপ দুরবস্থায় উপনীত হয়েন নাই, অধুনা রামকর্ত্তৃক তাদৃশ প্রাণসংশয়কারিণী দশায় উপনীত ও কথঞ্চিৎ জীবিতাবস্থায় পরিত্যক্ত হইয়াছেন।'

কুম্ভকর্ণ, ভ্রাতার পরাভবসূচক যূপাক্ষবাক্য শ্রবণ করিয়া লোচনযুগল উন্মীলিত করতঃ কহিলেন;—'যূপাক্ষ! আমি অদ্যই প্রথমতঃ বানরবাহিনীর সহিত রাম ও লক্ষ্মণকে বিনাশ করিয়া পশ্চাৎ রাবণকে দর্শন করিব। বানরগণের মাংস ও শোণিত দ্বারা নিশাচরগণকে পরিতৃপ্ত করতঃ স্বয়ং রাম ও লক্ষ্মণের শোণিত পান করিব।' রাক্ষস সেনাপতি মহোদর কুম্ভকর্ণের তাদৃশ গর্ব্বিত এবং রোষদুষ্ট বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল;—'হে মহাবাহো! রাবণের বাক্য শ্রবণ এবং তাহার গুণদোষ বিচার করতঃ পশ্চাৎ শত্রুগণকে জয় করিবেন।' বিপুল বলশালী মহাতেজা কুম্ভকর্ণ মহোদরের বাক্য শ্রবণ করতঃ রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া সেই স্থানেই গমন করিতে অভিলাষী হইলেন। তৎকালে কতকগুলি নিশাচর ভীমাক্ষ ভীমরূপ ও ভীমপরাক্রম কুম্ভকর্ণকে জাগরিত দেখিয়া দশগ্রীব গৃহে গমন করতঃ পরমাসনে সমাসীন দশাননের নিকটস্থ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল; 'হে রাক্ষসেশ্বর! আপনার ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ জাগরিত হইয়াছেন; সম্প্রতি, তিনি সেই স্থান হইতেই যুদ্ধযাত্রা করিবেন, অথবা এস্থানে আসিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।' ধৃষ্ট দশানন সেই সমাগত নিশাচরগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন;—'আমি তাঁহাকে এই স্থানে দেখিতে ইচ্ছা করি; অতএব, তোমরা তাঁহাকে যথাযোগ্য সৎকারের সহিত লইয়া আইস।' নিশাচরগণ রাবণের আদেশ অনুসারে তাঁহার বাক্য স্বীকার করতঃ কুম্ভকর্ণের নিকটস্থ হইয়া

কহিল ;—'রাক্ষসগণের অধীশ্বর রাজা দশানন আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, অতএব তথায় গমন করিতে অভিলাষী হউন এবং ভ্রাতাকে প্রহর্ষিত করুন্।'

মহাবীর্য্য দুর্দ্ধর্ষ কুম্ভকর্ণ ভ্রাতার আদেশ অবগত হইয়া, 'তথাস্তু' বলিয়া শয্যা হইতে উত্থিত হইলেন এবং হৃষ্টান্তঃকরণে মুখ প্রক্ষালন ও স্নান করতঃ পরম সুখ লাভ করিয়া বলবৃদ্ধিকর মদ্য পান করিতে অভিলাষ করিলেন। তখন রাক্ষসগণ রাবণের আদেশ অনুসারে সত্বর বিবিধ মদ্য ও ভক্ষ্য দ্রব্য সকল আনয়ন করিলে, তেজোবলসমন্বিত কুম্ভকর্ণ দ্বিসহস্র কলস মদ্য পান করতঃ ঈষৎ পরিমাণে মত্ত,ও তীব্রস্বভাব হইয়া গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহাকে রোষবিশিষ্ট কালান্তক যমের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তৎকালে কুম্ভকর্ণ রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া ভ্রাতৃভবনে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহার পদভরে বসুন্ধরা কম্পিত হইতে লাগিল। যেরূপ দিবাকর করজালদ্বারা ধরণীকে প্রকাশিত করেন, তদ্রূপ তিনিও স্বীয় কান্তি দ্বারা রাজমার্গকে আলোকিত করতঃ দেবরাজের ব্রহ্মসদন গমনের ন্যায় রাক্ষসগণের অঞ্জলিমালায় পরিবৃত হইয়া ভ্রাতৃভবনে গমন করিতে লাগিলেন। সেই গিরিশৃঙ্গসদৃশ অমিত্রঘাতী অপ্রমেয় বীর রাজমার্গে গমন করিতে থাকিলে,বহিঃস্থিত বনবাসী বানর এবং যূথপতিগণও দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া বিত্রস্ত হইয়া পড়িল। তাহাদের মধ্যে কেহ শরণ্য রামের শরণাগত হইল, কেহ ব্যথিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল এবং কেহ বা দিক্ বিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল ; কেহ বা ভয়ার্ত্ত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিল! অধিক কি, যিনি স্বীয় তেজোদ্বারা দিবাকরকেও অতিক্রম করিয়াছেন, সেই গিরিশৃঙ্গসদৃশ কিরীটধারী সমুন্নত ও অদ্ভুতদর্শন বীরকে দেখিয়াই, বানরগণের মধ্যে যাহার যেস্থান সুযোগ হইল সে ভয়ে সেই স্থানেই পলায়ন করিল।

ইতি ষষ্টিতম সর্গ॥ ৬০ ॥

একষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর, মহাতেজা বীর্য্যবান্ ধনুর্দ্ধারী রাম সেই কিরীটধারী মহাকায় কুম্ভকর্ণকে দেখিতে পাইলেন। পুরাকালে আকাশে ক্রমমাণ নারায়ণের ন্যায় সেই পর্ব্বতপ্রতিম রাক্ষসশ্রেষ্ঠকে দেখিয়া রামচন্দ্র সতর্ক হইলেন। পরন্তু, সজলজলদসদৃশ কাঞ্চনাঙ্গদভূষিত সেই বীরকে ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া মহতী বানরসেনা পুনর্ব্বার বিদ্রুত হইতে লাগিল। রঘুনন্দন বানরবাহিণীকে বিদ্রুত এবং রাক্ষস কুম্ভকর্ণকে পরিবর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া বিস্ময় সহকারে বিভীষণকে কহিলেন ; 'লঙ্কামধ্যে পর্ব্বতপ্রতিম ও চঞ্চল অম্বুদের ন্যায় ঐ যে কপিলনেত্র বীর দৃষ্ট হইতেছে, ও কে? উহাকে পৃথিবীর একমাত্র মহান্ কেতু বলিয়াই বোধ হইতেছে ; কারণ, উহার দর্শনমাত্রে সকল বানরই পলায়ন করিতেছে। আমি পূর্ব্বে কখনও এরূপ অদ্ভুত প্রাণী দেখি নাই ; অতএব, এই মহাপ্রাণী রাক্ষস অথবা অসুর, তাহা তুমি আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল।'

অক্লিষ্টকর্ম্মা কাকুৎস্থরাজনন্দন রামকর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া, মহাপ্রাজ্ঞ বিভীষণ কহিলেন ;—'যিনি যুদ্ধস্থলে যম এবং বাসবকেও পরাজিত করিয়াছিলেন, ইনিই সেই বিশ্রবানন্দন প্রতাপবান্ কুম্ভকর্ণ। হে রাঘব! ইহাঁ কর্ত্তৃকই রণস্থলে দানব, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর ও পন্নগগণ সহস্রশ নির্জ্জিত হইয়া পলায়ন করিয়াছিল। রাজন্! এই মহাবল বিরূপাক্ষ কুম্ভকর্ণকে হনন করা দূরে থাকুক, যখন ইনি শূলহস্তে অবস্থান করিতেন, তখন দেবগণ ইহাঁকে কালস্বরূপ বিবেচনা করিয়া মোহিত হইতেন। অপর রাক্ষসেন্দ্রগণ বরদানবলেই বলশালী হইয়াছেন, কিন্তু এই মহাবল কুম্ভকর্ণ স্বভাবতঃই তেজস্বী। এই মহাবল জন্ম গ্রহণ করিয়াই বহু সহস্র প্রজাকে ভক্ষণ করিতে থাকিলে, প্রজাগণ ভয়বিহ্বলহৃদয়ে দেবরাজের শরণাগত হইয়া, তাঁহার নিকট সমস্ত বিবরণ নিবেদন করিল। তচ্ছ্রবণে মহেন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া ইহাঁর উপরে বজ্র নিঃক্ষেপ

করিলে, এই মহাত্মা তদ্দ্বারা কিঞ্চিৎ আঘাতিত ও বিচলিত হইয়াও বারম্বার সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তৎকালে নানদ্যমান রাক্ষসবর কুম্ভকর্ণের সেই নিনাদ শ্রবণ করিয়া প্রজাগণ পুনর্ব্বার বিত্রস্ত হইয়া পড়িল।'

অনন্তর, মহাবল কুম্ভকর্ণ ঐরাবতের দন্ত আকর্ষণ করতঃ উৎপাটন করিয়া, তদ্দ্বারা মহেন্দ্রের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। বাসব, কুম্ভকর্ণের প্রহারে একান্ত পীড়িত ও বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তদ্দর্শনে দেব, দানব ও ব্রহ্মর্ষিগণ নিরতিশয় বিষণ্ণ হইয়া বাসব ও প্রজাপুঞ্জের সহিত সহসা প্রজাপতি পিতামহের নিকট গমন করতঃ প্রজাগণের ভক্ষণ, দেবগণের ধর্ষণ, আশ্রম সকলের বিধ্বংসন এবং পরদার সকলের হরণরূপ কুম্ভকর্ণের দৌরাত্ম্য সকল নিবেদন করিলেন। বাসব কহিলেন; "এ যদি নিত্য নিত্য এইরূপে প্রজাগণকে ভক্ষণ করে, তাহা হইলে অচিরকালের মধ্যেই লোক সকল শূন্য হইবে।"

'সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা বাসবের বাক্য শ্রবণ করিয়া, গায়ত্র্যাদি মন্ত্র-দ্বারা রাক্ষসগণকে আহ্বান করতঃ কুম্ভকর্ণকে দর্শন করিলেন; পরন্তু, কুম্ভকর্ণকে দেখিয়াই তাঁহার নিদারুণ ভয় উপস্থিত হইল। অনন্তর, ক্ষণকাল পরে একান্ত সম্ভ্রান্তভাবে কুম্ভকর্ণকে কহিলেন;—বোধ হয় পৌলস্ত্য লোকবিনাশের নিমিত্তই তোমাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন; আমি সেই জন্য তোমাকে এই শাপ প্রদান করিতেছি যে, তুমি অদ্য হইতে মৃতকল্প হইয়া শয়ন করিয়া থাকিবে।' পিতামহ এইরূপ শাপ প্রদান করিলে কুম্ভকর্ণ তাঁহার অগ্রেই অভিভূত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন; তদ্দর্শনে রাবণ নিতান্ত সম্ভ্রান্ত হইয়া কহিলেন, হায়! প্রবৃদ্ধ কাঞ্চনবৃক্ষ ফলকালে ছেদিত হইল। হে প্রজাপতে! স্বীয় নপ্তাকে এরূপ শাপ প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে। অপিচ, আপনার বাক্যও যে মিথ্যা হইবার নহে, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই; অতএব, ইহার শয়ন ও জাগরণের কাল অবধারণ করুন।'

রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া, পিতামহ কহিলেন;—এ ষণ্মাস নিদ্রিত থাকিয়া এক দিবামাত্র জাগরিত হইবে এবং এই বীর সেই এক দিনই বুভুক্ষিতভাবে ব্যাদিতমুখে পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করতঃ প্রবৃদ্ধ পাবকের ন্যায় লোক সকলকে ভক্ষণ করিয়া বেড়াইবে।' রাজা দশানন আপনার পরাক্রম দর্শনে ভীত হইয়া এই বিপৎকালে সেই এই কুম্ভকর্ণকে জাগরিত করিয়াছেন। রঘুনন্দন! আমি নিশ্চয় বলিতেছি, এই ভীমবিক্রম বীর শিবির হইতে নির্গত হইয়া, ক্রোধভরে বানরগণকে ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইবে।' রাম কহিলেন কুম্ভকর্ণকে দেখিয়াই বানরগণ পলায়ন করিতেছে; পরন্তু, এ যখন ক্রুদ্ধ হইয়া রণস্থলে দণ্ডায়মান হইবে, তৎকালে তাহাদের মধ্যে কে ইহাকে নিবারণ করিতে পারিবে? রামবাক্য শ্রবণে বিভীষণ কহিলেন; বানরগণকে এইরূপ বলা যাউক যে, রাবণ তোমাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত এই একটা যন্ত্র সমুচ্ছ্রিত করিয়াছে; তাহা হইলেই উহারা নির্ভয় হইবে।'

বানরগণের হিতজনক ও যুক্তিসঙ্গত বিভীষণসমীরিত বাক্য শ্রবণ করিয়া, রঘুনন্দন সেনাপতি নীলকে কহিলেন;—হে পাবকে! তুমি অপরাপর প্রস্তরপাণি ও আয়ুধধারী বানরগণের সহিত শৈলশৃঙ্গ, বৃক্ষ ও শিলা সকল আহরণ করতঃ লঙ্কার দ্বার, চর্য্যা ও সংক্রম সকলে ব্যূহবিন্যাস করিয়া অবস্থান কর।' বানর সেনাপতি কপিকুঞ্জর নীল, রাঘবকর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া বানরগণের নিকট সেইরূপ অনুশাসন প্রচার করিলেন। অনন্তর, শৈলসদৃশ সমুন্নত গবাক্ষ, শরভ, হনুমান্ ও অঙ্গদ শৈলশৃঙ্গ সকল গ্রহণ করতঃ পুরদ্বারে গমন করিলেন। এইরূপে সেই জিতকাশী বানরগণ রামবাক্যে আশ্বস্ত হইয়া শত্রুপক্ষের সৈনিক বীরগণকে প্রহার করিতে লাগিল। তৎকালে সেই দ্রুমশৈলপাণি ঘোররূপা বানরবাহিনী গিরিসমীপগতা মহতী মেঘমালার ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল।

ইতি একষষ্টিতম সর্গ॥ ৬১॥

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

এদিকে নিদ্রামদ সমাকুল বিপুলবিক্রম রাক্ষস শার্দ্দূল কুম্ভকর্ণ সুশোভিত রাজমার্গে উপস্থিত হইলেন। সেই পরমদুর্জ্জয় বীর সহস্র সহস্র রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া যৎকালে রাজমার্গে গমন করেন, তখন পথের উভয়পার্শ্বস্থ প্রাসাদমালা হইতে তাঁহার উপরে পুষ্পবর্ষণ হইতে লাগিল।

কুম্ভকর্ণ এইরূপে গমন করতঃ অনতিদূরে রাক্ষসেন্দ্র রাবণের সুবর্ণজাল সমাচ্ছাদিত এবং ভাস্করের ন্যায় ভাস্বরদর্শন বিপুল ও রম্য গৃহ দেখিতে পাইলেন। যেরূপ দিবাকর কাদম্বিনীর মধ্যে প্রবেশ করেন, তদ্রূপ সেই বীর রাক্ষসপতির আলয়ে প্রবেশ করতঃ দেবরাজের হংসাসনসমাসীন স্বয়ম্ভূদর্শনের ন্যায় সিংহাসনে আসীন অগ্রজ রাবণকে দর্শন করিলেন। বীরবর কুম্ভকর্ণ রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া যৎকালে রাবণভবনের মধ্য দিয়া গমন করেন, তখন তাঁহার প্রতিপদন্যাসেই মেদিনী কম্পিত হইতেছিল। সেই বীর গমন করতঃ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া উদ্বিগ্নমনে পুষ্পকবিমানে সমাসীন ভ্রাতাকে দেখিতে পাইলেন। দশগ্রীবও সমাগত কুম্ভকর্ণের দর্শনমাত্রেই সত্বর হৃষ্টান্তঃকরণে উত্থিত হইয়া সমীপে আনয়ন করিলেন।

অনন্তর, দশানন পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিলে, মহাবল কুম্ভকর্ণ ভ্রাতার চরণযুগল বন্দন করতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন;—'আমাকে কি করিতে হইবে?' রাবণ কুম্ভকর্ণকে প্রণত দেখিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে পুনর্ব্বার গাত্রোত্থান করতঃ আলিঙ্গন করিলেন। কুম্ভকর্ণও ভ্রাতাকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত ও যথাযোগ্যরূপে অভিনন্দিত হইয়া উৎকৃষ্ট অমরোচিত শুভাসনে উপবেশন করিলেন। তখন, সেই মহাবল কুম্ভকর্ণ আসনে উপবেশন করতঃ ক্রোধে লোহিতলোচন হইয়া রাবণকে কহিলেন;—'মহারাজ! কি জন্য এরূপ যত্ন সহকারে আমাকে জাগরিত করিয়াছেন? কাহা হইতে আপনার ভয় উপস্থিত হইয়াছে এবং কাহাকেই বা অদ্য প্রেতরাজভবনে প্রেরণ করিতে হইবে? এই সমস্ত আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন!' কুম্ভকর্ণ ক্রোধে এই কথা বলিয়াই মৌনাবলম্বন করিলেন। ভ্রাতার বাক্য শ্রবণ করিয়া রাবণও ক্রোধে লোচনযুগল পরিবর্ত্তিত করতঃ কহিলেন;—'হে মহাবল! তুমি চিরকাল শয়ন করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছিলে, সুতরাং রাম হইতে আমার যে ভয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহার কিছুমাত্র অবগত নহ। বলশালী শ্রীমান্ দাশরথি রাম, সুগ্রীবের সহিত সমুদ্র পার হইয়া আমাদের কুল নাশ করিতেছে। লঙ্কার বন ও উপবন সকলের প্রতি দৃষ্টিনিঃক্ষেপ করিয়া দেখ;—বানরগণ সেতুযোগে সুখে সমুদ্র পার হইয়া, সেই সকলকে বানরসাগরের ন্যায় করিয়াছে। যে রাক্ষসগণ প্রধানতম বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, তাহারাই রণস্থলে বানরগণকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে; কিন্তু এক দিনও বানরগণের বিনাশ শ্রবণ করি নাই। হে মহাবল! আমি এই জন্যই তোমাকে জাগরিত করিয়াছি; তুমি অদ্য ইহাদিগকে বিনাশ করিয়া আমাকে পরিত্রাণ কর। আমার কোশসমস্ত শূন্য হইয়াছে; অতএব, তুমি আমাকে পরিত্রাণ কর এবং বালবৃদ্ধাবশেষিতা এই পুরীকেও রক্ষা কর। হে অরিন্দম মহাবাহো! আমি পূর্ব্বে কখনও কোন ভ্রাতাকেই এরূপ অনুরোধ করি নাই, কিন্তু অদ্য তুমি মৎকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ভ্রাতার নিমিত্ত দুষ্কর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও। হে রাক্ষসপুঙ্গব! তুমি দেবাসুর সংগ্রামসময়ে প্রতিব্যূহ নির্ম্মাণ করতঃ বহুবার অমরগণকে রণস্থলে পরাজিত করিয়াছিলে, এই জন্য তোমাতে আমার মহতী আশা আছে এবং তোমাকে সমধিক স্নেহও করিয়া থাকি। হে ভীমপরাক্রম! আমি ত্রিলোকমধ্যে কাহাকেও তোমার সদৃশ বলশালী দেখিতে পাই না, অতএব তুমিই আমার নিমিত্ত সমধিক বীর্য্য প্রকাশ কর। হে সমরপ্রিয়! হে বন্ধুবান্ধব! যেরূপ পবন শারদীয় ঘনাবলিকে তিরোহিত করে, তদ্রূপ তুমি ইচ্ছানুসারে এই অরাতিবাহিনীকে সন্তাপিত করতঃ আমার সুমহৎ প্রিয়কার্য্যের অনুষ্ঠান কর।'

ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

রাক্ষসরাজের এতাদৃশ বিলাপবাক্য শ্রবণ করিয়া, কুম্ভকর্ণ হাস্য করতঃ কহিলেন ;—'আমরা মন্ত্র নির্ণয়কালে যে দোষের আশঙ্কা করিয়াছিলাম, আপনি হিতবাক্যে শ্রদ্ধা করেন নাই বলিয়া অধুনা আপনার সেই দোষ উপস্থিত হইয়াছে। দুষ্কৃতকারীর নিরয়পতনের ন্যায় আপনার পাপকর্ম্মের ফল শীঘ্রই ফলিয়াছে। মহারাজ! আপনি কেবল বীর্য্যদর্পের বশীভূত হইয়াই পূর্ব্বে এবিষয়ের কিছুমাত্র চিন্তা করেন নাই এবং এতাদৃশ গর্হিত কার্য্যের সদসদ্বিচারও করেন নাই। যিনি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া পূর্ব্বের কার্য্য সকল পশ্চাতে এবং পশ্চাৎকর্ত্তব্য সকল পূর্ব্বেই সম্পন্ন করেন, তিনি নীতি ও অনীতির কিছুমাত্র অবগত নহেন। যেরূপ অসংস্কৃত অগ্নিতে হুত হবি বিফল হয়, তদ্রূপ দেশকালের বিষয় বিবেচনা না করিয়া কার্য্য করিলে সেই সমস্তও বিপরীত এবং দোষাবহ হইয়া থাকে। যে নৃপতি বিচারানন্তরকর্ত্তব্য ক্ষয় বৃদ্ধি স্থান ও সামাদির বিষয় চিন্তা করতঃ সচিবগণের সহিত কর্ম্ম সকলের আরম্ভোপায়, পুরুষদ্রব্যসম্পৎ, দেশকালবিভাগ, বিপত্তি প্রতীকার ও কার্য্যসিদ্ধি এই পঞ্চধা মন্ত্রণা করতঃ কার্য্য করেন, তিনি নীতিমার্গ হইতে বিচলিত হয়েন না। যে রাজা সচিবগণের সহিত সামাদির কার্য্যাকার্য্য বিচারে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনি বুদ্ধিবলে সচিবগণের মনোভাব এবং তাহাদের মধ্যে কে প্রকৃত সুহৃৎ ও কেই বা কেবলমাত্র তাঁহার মনোরঞ্জন করিয়া থাকে, সেই সমস্ত জানিতে পারেন। হে রাক্ষসপতে! লোক সকলের মধ্যে কেহ প্রাতঃ অপরাহ্ণ ও রাত্রি এই ত্রিকালে যথাক্রমে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামকে সেবা করেন ; কেহ সেই সেই কালে ধর্ম্মকামাদিরূপ দ্বন্দ্ব এবং কেহ বা এককালে তিনকেই সেবা করিয়া থাকেন। এই তিনের মধ্যে কি শ্রেষ্ঠ ইহা যিনি শ্রবণ করিয়াও জানিতে না পারেন, তিনি রাজাই হউন অথবা রাজপুত্রই হউন, তাঁহার সমস্তই বিফল হয় এবং তিনি বহুশ্রুত বলিয়া অভিহিত হয়েন না। হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! যে বুদ্ধিমান্ নরপতি যথা সময়ে সচিবগণের সহিত সাম, দান, ভেদ, বিক্রম-প্রকাশপূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ যোগ, নীতি ও অনীতি এবং ধর্ম্ম, অর্থ ও কামবিষয়ক মন্ত্রণা স্থির করিয়া কার্য্য করেন, তিনি কখনই বিপদাপন্ন হয়েন না। রাজা, সর্ব্বার্থতত্ত্বজ্ঞ ও বুদ্ধিজীবী সচিবগণের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহাতে আপনার মঙ্গল হইবে, এইরূপ কার্য্য করিবেন। মন্ত্রণা-নিরত যে পশুবুদ্ধি পুরুষগণ শাস্ত্রের অর্থ অবগত না হইয়া, প্রাগল্‌ভ্যবশতঃ যে কথা কহিয়া থাকে, অর্থশাস্ত্রানভিজ্ঞও বিপুলধনাভিলাষী মহীপতিগণের পক্ষে তাদৃশ অশাস্ত্রবিদ্ মন্ত্রীর বাক্যানুসারে কার্য্য করা সমুচিত নহে ; যে কার্য্যদূষক ব্যক্তিগণ ধৃষ্টতাবশতঃ অহিতকেও হিত বলিয়া বর্ণন করে, তাহাদিগকে মন্ত্রণাকার্য্য হইতে বহিষ্কৃত করা কর্ত্তব্য। মহারাজ! এরূপ অনেক মন্ত্রী আছে, যাহারা সর্ব্বজ্ঞ শত্রুগণের সহিত পরামর্শ করতঃ বিপরীত কার্য্য দ্বারা স্বামীকে বিনাশ করিয়া থাকে। অতএব রাজার মন্ত্রনির্ণয়কালে মিত্রবৎ প্রতীয়মান সেই শত্রুবশীভূত অমিত্র সচিবগণকে অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। যেরূপ পক্ষিগণ কুমারবিদারিত ক্রৌঞ্চপর্ব্বতের রন্ধ্র মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ শত্রুগণও চপল এবং ক্ষিপ্রকারী নৃপতির রন্ধ্র প্রাপ্ত হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। যিনি শত্রুকে অবজ্ঞা করিয়া আপনাকে রক্ষা না করেন, তিনি সুমহান্ অনর্থ প্রাপ্ত হয়েন এবং স্থান হইতেও পরিভ্রষ্ট হইয়া থাকেন। প্রিয়া মন্দোদরী এবং মদীয় অনুজ ভ্রাতা বিভীষণ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই আমাদিগের হিতকর ; তবে, আপনার যাহা অভিমত হয়, তাহাই করুন!'

কুম্ভকর্ণের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, দশানন ক্রোধে নয়নযুগল বিস্ফারিত করতঃ কহিলেন ;—'মান্য গুরু এবং আচার্য্যের ন্যায় কি নিমিত্ত তুমি আমাকে এরূপ অনুশাসন করিতেছ? এরূপ বাক্যশ্রমের আবশ্যক কি? অধুনা যেরূপ করা কর্ত্তব্য তাহাই কর। অপিচ, আমি বিভ্রম, চিত্তমোহ ও বলবীর্য্যদর্পের

বশীভূত হইয়া পূর্ব্বে তোমাদের যে উপদেশ শ্রবণ করি নাই, অধুনা তাহার পুনরুক্তির আবশ্যক কি? গত কর্ম্মের নিমিত্ত অনুশোচনা করা কর্ত্তব্য নহে; কারণ, যাহা হইয়াছে, তাহা ত অতীতই হইয়াছে; অতএব হে বীর! এ সময়ে যাহা কর্ত্তব্য তাহাই চিন্তা কর। যদি তোমার বিক্রম ও আমার প্রতি স্নেহ থাকেএবং আমার হিতকর কার্য্য করা তোমার অভিপ্রেত হয় তবে আমার বিবেচনায় ইহাই কর্ত্তব্যতম বলিয়া বোধ হয় যে, তুমি মদীয় অনীতিজনিত এই দুঃখকে স্বীয় বিক্রম দ্বারা তিরোহিত কর। যিনি বিপন্ন ও দীনভাবাপন্নগণের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করেন, তিনি সুহৃৎ; পরন্তু নীতিমার্গ হইতে বিচলিত হইলেও যিনি সাহায্য করিয়া থাকেন, তিনিই বন্ধু বলিয়া অভিহিত হয়েন।

দশানন এইরূপ ধীর অথচ নিদারুণ বাক্য সকল কহিলে, কুম্ভকর্ণ ইনি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন এই বিবেচনা করিয়াই শনৈঃ মধুর বাক্য কহিতে অভিলাষ করিলেন। মহাবীর কুম্ভকর্ণ ভ্রাতাকে অতীব বিকলেন্দ্রিয় দেখিয়া উত্তরোত্তর পরিসান্ত্বিত করতঃ কহিলেন;—'হে রাক্ষস রাজেন্দ্র! এরূপ সন্তপ্ত হইবার আবশ্যক নাই; ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া স্বস্থ হউন। হে পার্থিব আমি জীবিত থাকিতে আপনি মনোমধ্যে এরূপ সন্তাপকে স্থান দিবেননা; আমি নিশ্চয় বলিতেছি;—যাহার জন্য আপনাকে এতাদৃশ সন্তাপিত হইতে হইয়াছে, আমি তাহাকে বিনাশ করিব। মহারাজ! আপনি যে অবস্থাতেই থাকুন, সকল সময়েই হিতবাক্য বলা কর্ত্তব্য, এই জন্যই বন্ধুভাব ও ভ্রাতৃস্নেহ বশতঃ আমি আপনাকে এরূপ বলিয়াছি। সে যাহা হউক, এ সময় স্নিগ্ধ বন্ধুর যেরূপ কার্য্য করা কর্ত্তব্য, আপনি রণভূমিতে মৎকৃত শত্রুগণের কদনরূপ কার্য্য দ্বারা তাহা প্রত্যক্ষ করুন্। হে মহাবাহো! অদ্য আমি রণস্থলে ভ্রাতার সহিত রামকে নিহত করিলে, আপনি বানরবাহিণীকে বিদ্রুত হইতে দর্শন করিবেন। হে মহাভুজ! অদ্য মৎকর্ত্তৃক রণভূমি হইতে আনীত রামের মস্তক দর্শন করিয়া আপনি সুখী ও জানকী দুঃখিত হইবেন। যাহাদের বান্ধবগণ বিনষ্ট হইয়াছে, অদ্য লঙ্কাবাসী সেই নিশাচরগণও সুমহৎ সুখজনক রামের নিধন দর্শন করুক্। বান্ধবগণের বিনাশহেতু যাহারা শোকাকুল হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে, অদ্য রণস্থলে শত্রুগণকে বিনাশ করিয়া তাহাদের নয়নজল মার্জ্জিত করিব। মহারাজ! অদ্য পর্ব্বতসদৃশ সুগ্রীবকে সসূর্য্য অম্বুদদামের ন্যায় বিকীর্ণ ও রুধিরাক্ত দর্শন করুন্। হে অনঘ! রাঘব জিঘাংসু এই রাক্ষসগণ এবং আপনি মৎকর্ত্তৃক পরিসান্ত্বিত হইয়াও কি নিমিত্ত ব্যথিত হইতেছেন? হে রাক্ষসাধিপ! যদি রাম অগ্রে আমাকে নিহত করিয়া পশ্চাৎ আপনাকে নিহত করে, তাহাতে আমার কিছুমাত্র সন্তাপ নাই। হে অরিন্দম! হে অতুলবিক্রম! আপনাকে আর কাহারই প্রত্যাশা করিতে হইবে না, আপনি আমাকে আদেশ করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকুন্; আমিই আপনার অরাতিকুলের উৎসাদিত করিব। যদি, ইন্দ্র, যম, অগ্নি বায়ু, কুবের অথবা বরুণও যুদ্ধ করেন, তথাপি আমি তাহাদিগের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিব। যুদ্ধের কথা দূরে থাকুক, আমি যখন নিশিত শূল ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হইব, তৎকালে আমার সেই গিরিপ্রমাণ শরীর ও তীক্ষ্ণ দন্ত দর্শন এবং সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া পুরন্দরও ভীত হইবে। অথবা অধিক কথার আবশ্যক কি? আমি যখন অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করতঃ শত্রুকুল মর্দ্দন করিতে থাকিব, তৎকালে যাহার বাঁচিবার আশা আছে, এরূপ কেহই আমার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে না। শক্তি, গদা, অসি অথবা নিশিত শর এ সকলের কিছুমাত্র আবশ্যক নাই, আমি ক্রুদ্ধ হইলে কেবলমাত্র হস্ত দ্বারাই বজ্রধারী ইন্দ্রকে নিহত করিব। যদি, রাঘব অদ্য আমার মুষ্টিবেগ সহ্য করিয়া জীবিত থাকে, তাহা হইলে মদীয় শরনিকর তদীয় শোণিত পান করিবে। অতএব, হে মহারাজ! আমি জীবিত থাকিতে আপনি কি নিমিত্ত পরিতাপ করিতেছেন। আমি

আপনার শক্রবিনাশার্থে গমন করিতে উদ্যত হইয়াছি, অতএব আপনি রামজনিত এই নিদারুণ ভয় পরিত্যাগ করুন্। আমি রণস্থলে রাম, লক্ষ্মণ, মহাবল সুগ্রীব এবং যে লঙ্কা দগ্ধ করিয়াছিল, সেই রাক্ষসঘাতী হনুমান্‌কেও বিনাশ করিব এবং তথায় যে বানরগণ আসিয়াছে, তাহাদিগকেও ভক্ষণ করিয়া ফেলিব। মহারাজ! আমি আপনার সুমহৎ যশস্কামনা করিয়া অসাধারণ কার্য্য করিতে অভিলাষ করিয়াছি। হে রাজন্! যদি ইন্দ্র অথবা স্বয়ম্ভু হইতেও আপনার ভয় উপস্থিত হয়, আমি তাহা হইলেও দিবাকর যেরূপ নৈশ অন্ধকার নাশ করেন, তদ্রূপ তাহাদের সকলকেই বিনাশ করিয়া ফেলিব। মহারাজ! আমার ক্রোধ উপস্থিত হইলে আমি দেবগণকে ভূতলশায়িত, যমকে উপশান্ত, হুতাশনকে ভক্ষণ, নক্ষত্রগণের সহিত আদিত্যকে ভূতলে পাতিত, দেবরাজকে বধ, বরুণালয়কে পান, পর্ব্বতসকলকে চূর্ণ এবং মেদিনীকে বিদারিত করিতে পারি। আমি দীর্ঘকাল প্রসুপ্ত ছিলাম, কিন্তু অদ্য জীবসকল এই কুম্ভকর্ণকর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া তাহার বিক্রম দর্শন করুক্। অন্য বিষয়ের কথা দূরে থাকুক, এই ত্রিভুবনও আমার আহারেপর্য্যাপ্ত হয় না। মহারাজ! আমি দাশরথিকে বধ করিয়া অসীম সুখ আহরণ করিবার নিমিত্ত চলিলাম; লক্ষ্মণের সহিত রামকে বিনাশ করিয়া সমস্ত বানরগণকে ভক্ষণ করিয়া আসিব। মহারাজ! আমি অদ্য রামকে যমনিকেতনে প্রেরণ করিলে সীতা চিরকালের নিমিত্ত আপনার বশীভূতা হইবে, অতএব আপনি সকল দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া বারুণী পান ও যথাসুখে রমণ করুন্।'

ইতি ত্রিষষ্টিতম সর্গ॥ ৬৩॥

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

বিশালবাহু বিপুলদেহ মহাবল কুম্ভকর্ণের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহোদর কহিলেন;—'কুম্ভকর্ণ! তুমি মহাকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ বটে, কিন্তু প্রাগল্‌ভ্য ও গর্ব্বনিবন্ধন প্রকৃত অবস্থা দেখিতে পাও না; সুতরাং কোন্ সময় কি করা কর্ত্তব্য তাহা জানিতে পার না। রাজার কি নয়ানয় বোধ নাই? তুমি কৈশোরকাল হইতেই ধৃষ্ট, সেই জন্যই এইরূপ বলিয়া থাক। রাক্ষসরাজ আপন এবং শক্রপক্ষের স্থান, বৃদ্ধি, ক্ষয় এবং দেশকালের বিভাগাদি সমস্তই অবগত আছেন। যে কখনও বৃদ্ধগণের উপাসনা করে নাই, এতাদৃশ প্রাকৃতিবুদ্ধি ও বলদর্পিত লোক সকল যে কার্য্য করিয়া থাকে, নীতিজ্ঞগণ কি তাদৃশ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন? তুমি যে, পৃথগাশ্রয় ধর্ম্ম অর্থ ও কামের কথা বলিলে, তাহা অন্যকে উপদেশ দেওয়া দূরে থাকুক, তুমি স্বভাবতঃ সে সমস্ত অবগত নহ। কর্ম্মই সুখসাধনভূত ত্রিবর্গলক্ষণ কারণসকলের প্রয়োজন; কারণ, সংসারে কর্ম্মদ্বারা পাপকার্য্যের ফলও শ্রেয়স্কর হইয়া থাকে। ধর্ম্ম ও অর্থের ফল নিঃশ্রেয়স হইলেও, কামনা বিশেষ থাকিলে তদ্দ্বারা স্বর্গ ও অভ্যুদয়াদিরূপ ভাবী দুঃখকারণ সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে; সুতরাং, যখন ধর্ম্ম ও অর্থ দ্বারা অধর্ম্ম এবং অনর্থও হইয়া থাকে, তখন তাহাদের অনুষ্ঠান না করিলেও প্রত্যবায় হইতে পারে। লোকে ধর্ম্ম ও কর্ম্ম দ্বারা ইহলোকে দারিদ্র্য এবং পরলোকে নরক যাতনা ভোগ করিয়া থাকে; কিন্তু কামের আশ্রয় গ্রহণ করিলে আপাততঃই সুমহৎ সুখ লাভ করিতে পারে। অতএব আমার মতে রাক্ষসরাজের মনে যাহা নিশ্চিত হইয়াছে, তাহারই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য; কারণ, শক্রগণের প্রতি সাহস প্রকাশ করায় কিছুমাত্র অনীতি দৃষ্ট হয় না। অপিচ, তুমি যে অভিমানবশতঃ অন্যসাহায্য ব্যতিরেকে একাকীই শক্রগণকে জয় করিবার কথা কহিলে, তাহাও আমার বিবেচনায় অনুপপন্ন এবং অসাধু; কারণ, যে রাম পূর্ব্বে একাকীই জনস্থানে অসংখ্য অতিবল রাক্ষসগণকে নিহত করিয়াছেন, তুমি কাহারও সাহায্য না লইয়া একাকী তাহাকে কিরূপে

বিনাশ করিবে? তৎকালে জনস্থানে যে মহাতেজস্বী রাক্ষসগণ তৎকর্তৃক নির্জ্জিত হইয়া পলায়ন করিয়াছিল, তাহারা রামভয়ে ভীত হইয়া এক্ষণ লুক্কায়িত হইয়াছে যে, তুমি অদ্যও তাহাদিগকে উপস্থিত দেখিতে পাইবে না। অহো! কি আশ্চর্য্যের বিষয়!! তুমি জানিয়া শুনিয়াও নিয়তক্রুদ্ধ প্রসুপ্ত কেশরী এবং ফণিবরের ন্যায় সেই দশরথনন্দন রামকে জাগরিত করিতে চেষ্টা করিতেছ? যিনি ক্রুদ্ধ হইলে সর্ব্বভূতের দুরাসদ, কে সেই তেজঃপ্রদীপ্ত এবং মৃত্যুর ন্যায় অসহ্য রামের নিকটস্থ হইতে পারে? হে তাত! এই রাক্ষসগণ সকলে সমবেত হইয়া রামের সম্মুখে অবস্থান করতঃ জীবিত থাকিতে পারে কি না সন্দেহ; অতএব, তোমার একাকী রামযুদ্ধে গমন আমার অভিমত হয় না। স্বয়ং হীনবল হইয়াও কোন্ ব্যক্তি জীবন পরিত্যাগের নিমিত্তই অপর প্রাকৃত শত্রুর ন্যায় সমৃদ্ধার্থ শত্রুকে স্ববলে আনিবার ইচ্ছা করিতে পারে? হে রাক্ষসোত্তম! ত্রিভুবনে যাহার সদৃশ কেহই নাই, কি জন্য তুমি সূর্য্য ও ইন্দ্রের সমকক্ষ সেই ইক্ষ্বাকুনন্দন রামের সহিত একাকী যুদ্ধ করিতে অভিলাষ করিতেছ?'

মহোদর ক্রোধভরে কুম্ভকর্ণকে এই কথা বলিয়া রাক্ষসগণমধ্যস্থ লোকরাবণ রাবণকে কহিলেন;—'আপনি সীতাকে লাভ করিয়াও কি জন্য বিলম্ব করিতেছেন? যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে সীতাও আপনার বশীভূত হইবে। হে রাক্ষসেন্দ্র! আমি সীতার উপস্থানকারক কোন সদুপায় স্থির করিয়াছি; যদি আপনার বুদ্ধিতেও তাহা ভাল বলিয়া বোধ হয়, তবে শ্রবণ করুন;—আপনি এইরূপ ঘোষণা করুন যে, দ্বিজিহ্ব, সংহ্রাদী, কুম্ভকর্ণ, বিতর্দ্দন ও মহোদর এই পাঁচজনে যুদ্ধার্থ নির্গত হইয়াছে। এদিকে আমরাও রণস্থলে গমন করতঃ যত্নসহকারে যুদ্ধ করিয়া যদি আপনার শত্রুকে জয় করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের আর এ উপায়ের আবশ্যক হইবে না। পরন্তু, যদি আমরা সুমহৎ যুদ্ধ করিলেও আপনার শত্রুগণ জীবিত থাকে, তাহা হইলে আমরা মনে মনে যে উপায় অবধারণ করিয়াছি, তাহাই অবলম্বন করা যাইবে। আমরা রামনামাঙ্কিত বাণ দ্বারা স্ব স্ব দেহ বিদারিত করতঃ রুধিরপরিপ্লুতদেহে এই স্থানে আগমন করিব এবং "আমরা রাম ও লক্ষ্মণকে ভক্ষণ করিয়াছি; অতএব, আপনি আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ করুন্" এইরূপ কহিব। হে পার্থিব! তদনন্তর, আপনি নগরের সর্ব্বত্র গজস্কন্ধে এইরূপ ঘোষিত করিবেন যে, ভ্রাতা সৈন্যগণের সহিত রাম নিহত হইয়াছে। হে অরিন্দম! তৎপরে, প্রীতের ন্যায় হইয়া ভৃত্য ও দাস দাসীগণকে বহুবিধ ভোগ্য বস্তু প্রদান করতঃ তাহাদের মনস্কামনা পূর্ণ করিবেন এবং যোধগণকে মাল্য, বসন, ভূষণ ও বহুবিধ পানীয় প্রদান করতঃ স্বয়ংও পানাদি করিবেন। অনন্তর;—"সুহৃদ্বর্গের সহিত রাম রাক্ষসগণকর্তৃক ভক্ষিত হইয়াছে" এইরূপ কিম্বদন্তী যখন সর্ব্বদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া সীতার শ্রুতিগত হইবে, তখন আপনি অশোকবনে প্রবেশ করিয়া নির্জ্জনে সীতাকে আশ্বস্ত ও পরিসান্ত্বিত করতঃ ধনধান্য, রত্ন ও কমনীয় বস্তু দ্বারা প্রলোভিত করিবেন। রাজন্! হতনাথা সীতার অভিলাষ না থাকিলেও এতাদৃশ শোকোদ্দীপক বঞ্চনাদ্বারা সে আপনার বশীভূত হইবে। জানকী রমণীয় ভর্ত্তাকে নিহত শ্রবণ করিয়া নৈরাশ্য এবং অবলাসুলভ লঘুত্ববশতঃ আপনারই বশীভূত হইবে। সীতা পূর্ব্বে পরমসুখে সম্বর্দ্ধিত হইয়া অধুনা এতাদৃশ দুঃখ ভোগ করতঃ স্বীয় সুখলাভকে আপনার অধীন বোধ করিয়া সর্ব্বতোভাবে আপনার বশে আগমন করিবে। মহারাজ! আমার বিবেচনায় ইহাই ভাল বলিয়া বোধ হইতেছে এবং ইহাতেই আপনার অভিলাষ পূর্ণ হইবে; অতএব, আপনি রণাঙ্গনে রামের সহিত সম্মিলিত হইবার অভিলাষ করিবেন না, কারণ তাহাতে সুখ লাভ না হইয়া সুমহান্ অনর্থই ঘটিবার সম্ভব। হে জনাধিপ! যে মহান্ মহীপতি স্বয়ং সংশয়স্থ না হইয়া এবং সৈন্যগণকে বিনষ্ট না করিয়া বিনা যুদ্ধে শত্রুগণকে জয় করেন, তিনি বিপুল

যশঃ, সুখসম্পত্তি ও কীর্ত্তি লাভ করিতে পারেন।'

ইতি চতুঃষষ্টিতম সর্গ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

কুম্ভকর্ণ, এইরূপ উক্ত হইয়া, মহোদরকে ভর্ৎসনা করতঃ অগ্রজ রাক্ষসরাজ রাবণকে কহিলেন;—হে মহারাজ! আপনি যথাসুখে বিচরণ করুন্, আমি সেই দুরাত্মা রামকে বধ করতঃ আপনার ঘোরতর ভয় অপনীত করিয়া আপনাকে নির্ব্বৈর করিব। শূরগণ কখনই নির্জ্জল জলদের ন্যায় বৃথা গর্জ্জন করেন না; আমি যে গর্জ্জন করিয়াছি, আপনি কার্য্যেও রণস্থলে তাহাই সম্পন্ন হইতে দর্শন করুন্। বীর পুরুষগণ বৃথা আত্মশ্লাঘা করিতে অভিলাষ করেন না এবং বাক্যে প্রকাশ না করিয়াই দুষ্করকর্ম্ম করিয়া থাকেন। ওহে মহোদর! তুমি যে কথা কহিলে, এরূপ বাক্য উদ্ধত, অবুদ্ধি ও পণ্ডিতাভিমানী ভূপতিরই অভিমত হইয়া থাকে। যুদ্ধকালে তোমার ন্যায় কাপুরুষগণই রাজার মনোনত চাটুবাক্য বলিয়া সকল কার্য্যই নষ্ট করিয়াছে। তোমরা এই ঋজুবুদ্ধি রাজাকে প্রাপ্ত হইয়া সুহৃচ্ছিদ্রধারী অমিত্রের ন্যায় কার্য্য করতঃ কোশ সকলকে শূন্য, বল সকলকে হত এবং লঙ্কাকে রাজ্যবশিষ্ট করিয়াছ। আমি তোমাদের এই দুর্নয়কে যুদ্ধদ্বারা অপনীত করিবার নিমিত্ত শত্রুজয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া নির্গত হইতেছি।'

ধীমান্ কুম্ভকর্ণ এই কথা বলিলে, রাক্ষসরাজ হাস্যসহকারে কহিলেন;—হে বৎস যুদ্ধবিশারদ! আমি নিশ্চয় বলিতেছি, মহোদর রামকে দেখিয়া ভীত হইয়া থাকিবে, সেই জন্যই ইহার যুদ্ধ করিতে অভিলাষ হইতেছে না। কুম্ভকর্ণ! সৌহৃদ্য অথবা বলবিষয়ে তোমার সমান আমার কেহই নাই, অতএব তুমি শত্রুগণের বধসাধন করতঃ বিজয় লাভার্থে শীঘ্র নির্গত হও। হে অরিন্দম! নিশাচরগণের এই নিদারুণ দুঃসময় উপস্থিত দেখিয়াই তুমি নিদ্রিত থাকিলেও আমি তোমাকে জাগরিত করিয়াছি; অতএব পাশহস্ত যমের ন্যায় শূলহস্তে নির্গত হইয়া আদিত্যের ন্যায় তেজস্বী রাজনন্দনযুগল এবং বানরগণকে ভক্ষণ কর। তোমার রূপ দেখিয়াই বানরগণ বিদ্রুত হইবে এবং রামলক্ষ্মণেরও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে।' মহাতেজা রাক্ষসপুঙ্গব রাজা দশানন মহাবল কুম্ভকর্ণের বল এবং পরাক্রম অবগত ছিলেন, সুতরাং, তাঁহাকে এই কথা বলিয়া নির্ম্মলশশধরের ন্যায় মুদিত হইলেন এবং আপনাকে পুনর্জ্জাত বলিয়া মনে করিলেন। কুম্ভকর্ণও রাক্ষসরাজসমীরিত এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন এবং যুদ্ধযাত্রার উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। সেই শত্রুনিসূদন বীর বেগে কালায়সনির্ম্মিত, তপ্তকাঞ্চনভূষিত, দেবরাজের অশনিসদৃশ, বজ্রের ন্যায় গৌরবশালী, দেব দানব গন্ধর্ব্ব যক্ষ ও পন্নগগণের নিসূদনসমর্থ প্রদীপ্ত ও নিশিত শূল গ্রহণ করিলেন। মহতী রক্তমালায় শোভিত হওয়ায় যাহা হইতে অগ্নি নির্গত হইতেছিল, মহাতেজা কুম্ভকর্ণ তাদৃশ শত্রুশোণিতরঞ্জিত নিশিত শূল গ্রহণ করতঃ রাবণকে কহিলেন;—'বলসকল এই স্থানেই অবস্থান করুক, অদ্য আমি একাকী যাইয়া বানরগণকে ভক্ষণ করিয়া আসি।'

কুম্ভকর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাবণ কহিলেন—'কুম্ভকর্ণ! তুমি শূলমুদ্গরপাণি সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া গমন কর; কারণ, সেই বানরগণ মহাবল শূর এবং নিয়ত যুদ্ধব্যবসায় করিয়া থাকে। তুমি নিয়তই প্রমত্ত থাক, সুতরাং তোমাকে একাকী দেখিলে তাহারা তৎক্ষণাৎ বিনাশ করিয়া ফেলিবে। আমি সেই জন্য বলিতেছি, তুমি পরমদুর্দ্ধর্ষ সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া গমন করতঃ রাক্ষসগণের অহিতকারী শত্রুপক্ষ সকলকে বিনাশ কর।' অনন্তর, মহাতেজা রাবণ আসন হইতে সমুত্থিত হইয়া মহাবল কুম্ভকর্ণের গলদেশে মণিশোভিত মালা প্রদান করতঃ অঙ্গদ, অঙ্গুরীয়ক, চন্দ্রহার এবং অপর উৎকৃষ্ট আভরণ সকল যথাস্থানে বন্ধন করিয়া দিলেন। কর্ণ-

যুগলে দুইটী কুণ্ডল পরাইয়া দিলেন এবং সুগন্ধ দিব্য মাল্যদামে তাঁহার শরীরকে সুশোভিত করিলেন। তৎকালে বৃহৎকর্ণ কুম্ভকর্ণ কাঞ্চননির্ম্মিত অঙ্গদ, কেয়ূর ও নিষ্কাদি আভরণে ভূষিত হইয়া সুহুত অগ্নির ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। অপিচ, তিনি মেচকদামবিরাজিত কটিসূত্র ধারণ করায় তাঁহাকে অমৃতমন্থনকালীন ভুজগনদ্ধ মন্দরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। সেই বীর কাঞ্চননির্ম্মিত বিদ্যুৎপ্রভ ভারসহ কবচ বন্ধন করিয়া স্বীয় কান্তি-দ্বারা সায়ংকালীন নিবাতমেঘসম্বীত অদ্রিরাজের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। সেই রাক্ষসবর সর্ব্বাঙ্গে সর্ব্বপ্রকার আভরণ ধারণ করিয়া ত্রিপদন্যাসে কৃতোৎসাহ নারায়ণের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর, মহাবল কুম্ভকর্ণ ভ্রাতা রাবণকে দণ্ডবৎ প্রণাম, প্রদক্ষিণ ও আলিঙ্গন করতঃ প্রস্থানোদ্যত হইলে, রাবণ প্রশস্ত আশীর্ব্বাক্যদ্বারা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন; মহাবল রাক্ষসগণ, বরায়ুধধারী সৈন্য, মেঘের ন্যায় শব্দায়মান স্যন্দন, গজ, তুরঙ্গ এবং শঙ্খ ও দুন্দুভিনির্ঘোষের সহিত সেই রথিবরের অনুগামী হইল। কতকগুলি রাক্ষস, সর্প উষ্ট্র খর দ্বিপ মৃগ ও পক্ষীর উপর আরোহণ করিয়া সেই ঘোররূপ মহাবল কুম্ভকর্ণের পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। এইরূপে, সেই মহোৎকট, শোণিতগন্ধমত্ত ও শিতশূলধারী দেবদানবশত্রু কুম্ভকর্ণ নির্গত হইলেন; তৎকালে তাঁহার মস্তকোপরি আতপত্র ধৃত হইয়াছিল এবং চতুর্দ্দিক্ হইতে পুষ্পবর্ষণ হইতেছিল। তৎপরে, নীলাঞ্জনচয় সদৃশ বহুব্যামদীর্ঘ মহানাদ ভীমরূপ ভীমাক্ষ লোহিতলোচন মহাবল পদাতিগণ নিশিতশূল, খড়্গ, পরশু, ভিন্দিপাল, পরিঘ, গদা, মুষল, বিপুল তালস্কন্ধ ও দুরাসদ ক্ষেপণীয় সকল উদ্যত করতঃ তাঁহার অনুগামী হইল। অনন্তর, মহাতেজা মহাবল কুম্ভকর্ণ অন্য ঘোরদর্শন দারুণ দেহ ধারণ করতঃ নির্গত হইলেন। শকটচক্রের ন্যায় লোচনসমন্বিত ও মহাপর্ব্বত সদৃশ সেই ভয়ঙ্কর দেহের আয়তন ঊর্দ্ধে ছয় শত এবং পরিধিতে এক শত ধনু। দগ্ধশৈলসদৃশ সেই মহাবক্ত্র মহারাক্ষস কুম্ভকর্ণ হাসিতে হাসিতে রাক্ষসগণকে কহিলেন;—'যেরূপ হুতাশন পতঙ্গগণকে দহন করে, তদ্রূপ আমিও অদ্য বানরগণের যে সকল পৃথক্ পৃথক্ দল আছে, তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া ফেলিব। অথবা, আমাদিগের পুরী ও উদ্যানাদির ভূষণভূত সেই বানরগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ত আমাদের কোন অপরাধ করে নাই; লক্ষ্মণের সহিত রামই এই পুররোধের মূল, অতএব তাহাকেই রণস্থলে বধ করিব; কারণ, রাম মরিলে সকলেই বিনষ্ট হইবে।'

রাক্ষস কুম্ভকর্ণ এই কথা বলিলে, মহাবল যোধগণ এরূপ সিংহনাদ করিল যে, মহার্ণবও কম্পিত হইয়া উঠিল। ধীমান্ কুম্ভকর্ণ এইরূপে নির্গত হইতেছেন, ইত্যবসরে চতুর্দ্দিক্ হইতে ঘোররূপ দুর্নিমিত্ত সকল প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল; উল্কাশনিযুক্ত মেঘ সকল গর্দ্দভের ন্যায় অরুণবর্ণ হইল এবং সাগর ও বন সকলের সহিত বসুধা কম্পিত হইতে লাগিল। ঘোররূপ শিবাগণ অঙ্গারকবল করিতে করিতে শব্দ করিল এবং বিহঙ্গমগণ অপসব্যমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। তিনি যখন পথমধ্যে গমন করেন, তৎকালে তাঁহার শূলোপরি গৃধ্র নিপতিত হইল এবং বামনয়ন স্ফুরিত ও বামহস্ত কম্পিত হইতে লাগিল। সম্মুখে ভীমনিঃস্বন জ্বলন্তী উল্কা নিপতিত হইল; দিবাকর প্রভাবিহীন হইলেন এবং যাহাতে সুখ লাভ হয় এরূপ বায়ু প্রবাহিত হইল না। পরন্তু, কালবলচোদিত কুম্ভকর্ণ সেই রোমহর্ষণ মহোৎপাত সকলের বিষয় চিন্তা না করিয়াই নির্গত হইলেন। পর্ব্বতপ্রমাণ কুম্ভকর্ণ বহির্গত হইয়াই পদদ্বয় দ্বারা প্রাকার উল্লঙ্ঘন করতঃ কাদম্বিনীসদৃশ সেই অদ্ভুত বানরবাহিনীকে দেখিতে পাইলেন। পরন্তু, বানরগণ সেই পর্ব্বতসদৃশ রাক্ষসশ্রেষ্ঠকে দেখিয়াই বায়ুবিদলিত পাদপদামের ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। মেঘসদৃশ কুম্ভকর্ণ মেঘমালার ন্যায় সেই প্রচণ্ড বানরবাহিনীকে

প্রভিন্ন মেঘজালের ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিক্ষত হইতে দেখিয়া হর্ষে পুনর্ব্বার সিংহনাদ করিলেন। শূন্যমার্গে শব্দায়মান ঘনঘটার নিদারুণ নির্ঘোষের ন্যায় সেই ঘোর নিনাদ শ্রবণ করিয়া, অনেক বানর ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। এইরূপে রিপু বিনাশার্থে নির্গত বিপুলপরিঘশালী মহাবল কুম্ভকর্ণ কিঙ্করগণ পরিবেষ্টিত প্রলয়কালীন দণ্ডপাণি শঙ্করের ন্যায় বানরগণের ভীমভয় উৎপাদন করিতে লাগিলেন।

ইতি পঞ্চষষ্টিতম সর্গ॥ ৬৫॥

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ।

গিরিকূটসদৃশ মহাবল কুম্ভকর্ণ প্রাকার উল্লঙ্ঘন করতঃ সত্বর নগর হইতে নির্গত হইয়া এরূপ সিংহনাদ করিলেন যে, তাহাতে সমুদ্র অনুনাদিত পর্ব্বত সকল বিধমিত এবং অশনির ন্যায় শব্দ সমুত্থিত হইল। যম, বরুণ অথবা দেবরাজও যাঁহাকে বধ করিতে অসমর্থ, সেই ভীমাক্ষ কুম্ভকর্ণকে সমাগত দেখিয়া বানরগণ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে বালিনন্দন অঙ্গদ, মহাবল নীল, নল, গবাক্ষ ও কুমুদকে কহিলেন;—'এ কি! অন্য প্রাকৃত বানরের ন্যায় তোমরাও ভয়বিহ্বল হইয়া কোথায় পলায়ন করিতেছ? তোমরা কি স্ব স্ব বীর্য্য এবং আভিজাত্যাদি বিস্মৃত হইয়াছ? হে সৌম্যগণ! পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিবার আবশ্যক কি? বিশেষতঃ এই যে রাক্ষসকে দেখিতেছ ইহা একটা মহতী বিভীষিকা মাত্র,ইহার যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা নাই; অতএব তোমরা নির্ভয়ে প্রতিনিবৃত্ত হও। ওহে বানরগণ! তোমরা নিবৃত্ত হইলে আমরা সকলে সমবেত হইয়া বিক্রম-দ্বারা রাক্ষসগণকর্তৃক সমুত্থাপিত এই মহতী বিভীষিকাকে বিধমিত করিব।'

অঙ্গদের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে বানরগণ আশ্বস্ত হইয়া বহুকষ্টে নিবৃত্ত হইল এবং পাদপদাম গ্রহণ করতঃ রণস্থলের অভিমুখীন হইল। মদমত্ত মাতঙ্গগণের ন্যায় সেই প্লবঙ্গমগণ উৎসাহ সহকারে নিবৃত্ত হইয়াই ক্রোধভরে কুম্ভকর্ণকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। পরন্তু সেই মহাবল উন্নত গিরিশৃঙ্গ শিলা এবং পুষ্পিতাগ্র পাদপদাম দ্বারা সন্তাড়িত হইয়াও ক্ষণমাত্র বিচলিত হইলেন না। অধিকন্তু, শিলা ও পুষ্পিতাগ্র বৃক্ষ সকল তদীয় গাত্রে পতিত হইয়াই ভগ্ন হইতে লাগিল। কুম্ভকর্ণও হুতাশনের কানন দহনের ন্যায় ক্রোধে মহাতেজা বানরগণের সেই সৈন্যগণকে যত্নসহকারে মন্থন করিতে লাগিলেন। তৎকালে বানরগণ নিরস্ত হইয়া তাম্রবর্ণ পুষ্পশোভিত দ্রুম সকলের ন্যায় রুধিরপরিপ্লুতদেহে ভূমিতে পতিত হইতে ও শয়ন করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ কোন দিকে দৃষ্টিনিঃক্ষেপ না করিয়াই প্রধাবিত হওত লঙ্ঘন করিবার অভিপ্রায়ে সমুদ্রে পতিত হইল এবং কেহ বা গহনমধ্যে লুক্কায়িত হইল। বলিতে কি, তৎকালে অনেক বীর বানর সেই রাক্ষসকর্তৃক অবলীলাক্রমে বধ্যমান হইয়া যে পথে সমুদ্র পার হইয়াছিল, সেই পথেই পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। ঋক্ষগণ ভয়ে বিবর্ণ বদন হইয়া গুহামধ্যে প্রবেশ করিল এবং কেহ বৃক্ষোপরি আরোহণ ও কেহ বা পর্ব্বতোপরি উত্থিত হইল। বানরগণের মধ্যে কেহ সমরাভিলাষে গমন করিতে লাগিল এবং কেহ বা রণস্থলে অবস্থান করিতেই সমর্থ হইল না। কোন কোন বানর ভূমিতে নিপতিত হইল এবং কেহ বা মৃতবৎ নিদ্রা যাইতে লাগিল।

অঙ্গদ বানরগণকে ভগ্ন হইতে দেখিয়া কহিলেন; —'ওহে বানরগণ! তোমরা নিবৃত্ত হইয়া যুদ্ধার্থ অবস্থান কর; তোমরা যদি এরূপে ভগ্ন দিয়া পলায়ন করতঃ সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন কর, তথাপি কোথাও এরূপ স্থান প্রাপ্ত হইবে না যে, তথায় স্ব স্ব প্রাণ রক্ষা করিতে পারিবে; অতএব শীঘ্র নিবৃত্ত হও, এরূপে প্রাণ রক্ষা করিয়া কি হইবে? হে অতুল গতিপৌরুষগণ! তোমরা যদি নিজ নিজ আয়ুধ সকল পরিত্যাগ করতঃ এরূপ পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা কর, তাহা হইলে তোমাদের রমণীগণ যে উপহাস

করিবে, তাহাই মৃত্যুর স্বরূপ হইবে। আমরা সকলেই সুমহৎ বিশাল বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি; পরন্তু, তোমরা কি নিমিত্ত প্রাকৃত বানরগণের ন্যায় ভয়বিহ্বল হইয়া পলায়ন করিতেছ? অধিকন্তু, তোমরা সকলে ভয়বশতঃ স্ব স্ব পরাক্রম পরিত্যাগ করতঃ এরূপে পলায়ন করিলে রাজদ্রোহী হইবে। নিজ নিজ উগ্রতা প্রতিপাদন ও বানররাজের হিত সাধন করিবার নিমিত্ত তোমরা তৎকালে যে বিকত্থন করিয়াছিলে, তৎসমস্ত কোথায় অন্তর্হিত হইল? হে বানরগণ! এইরূপ প্রবাদ শ্রুত আছে যে ভীরুগণ বীরগণকর্তৃক ধিক্কৃত হইয়া জীবন ধারণ করে, অতএব তোমরা ভয়পরিত্যাগ করিয়া সৎপুরুষসেবিত রণমার্গের অনুসরণ কর। যদি আয়ুঃশেষ-বশতঃ আমরা অরাতিগণকর্তৃক দৈবাৎ নিহত হইয়া ধরাশায়ী হই, তাহা হইলে কুযোধগণের দুষ্প্রাপ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইব এবং বীরগণের সুখলভ্য ধন সকল লাভ করিব! পরন্তু যদি সমরে শত্রুগণকে বিনাশ করিতে পারি, তাহা হইলে ইহলোকে অতুল কীর্ত্তি লাভ করিতে পারিব। যেরূপ পতঙ্গ দীপ্যমান হুতাশনের নিকটবর্ত্তী হইয়া জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ কুম্ভকর্ণও রঘুনন্দনের নিকট-বর্ত্তী হইয়া জীবিত অবস্থায় প্রতিগমন করিতে পারিবে না। বিশেষতঃ, আমরা মহাবীর ও বহুসংখ্যক হইয়াও যদি এক জনকর্তৃক ভগ্ন হইয়া পলায়ন দ্বারা জীবন রক্ষা করি, তাহা হইলে আমাদের যশঃ নষ্ট হইবে।'

কনকাঙ্গদভূষিত শূরবর অঙ্গদ এই কথা বলিলে, পলায়মান বানরগণ শূরবিগর্হিত-বাক্যে উত্তর করিল;—'আমরা রাক্ষস কুম্ভ কর্ণকর্তৃক ঘোরতর পীড়িত হইয়াছি, সুতরাং আর অবস্থান করিতে পারি না মনে করি-তেছি, কারণ প্রাণই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম।' বানরযূথপতিগণ ভীমাক্ষ ভীমরূপ কুম্ভকর্ণকে সমাগত দেখিয়া এতাবন্মাত্র বলিয়াই চতু-র্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। পরন্তু, অঙ্গদের শান্ত ও প্রলোভন বাক্য দ্বারা সেই পলায়মান বানরযূথপতিগণ পুনর্ব্বার নিবর্ত্তিত হইল। তখন, বুদ্ধিমান্ অঙ্গদ তাহাদিগকে প্রহর্ষিত করিলেন এবং সেই যূথপতিগণও যুদ্ধাজ্ঞার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। অনন্তর, ঋষভ, সরভ, মৈন্দ, ধূম্র, নীল, কুমুদ, সুষেণ, গবাক্ষ, রম্ভ, তার, দ্বিবিদ, পনস ও বায়ুপুত্রপ্রমুখ বানরগণ সত্বর সমরাভিমুখে প্রস্থিত হইল।

ইতি ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ ॥ ৬৬ ॥

সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

অঙ্গদের বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলেই নিবৃত্ত হইল এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত সঙ্কল্প করিয়া যুদ্ধ করিবার অভিলাষ করিল। অনন্তর, বলবান্ অঙ্গদের বাক্য দ্বারা তাহারা সর্ব্বতোভাবে অবস্থিত হইল এবং তাহাদের বীর্য্য উদীরিত হওয়ায় পুনর্ব্বার পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল। সেই বানরগণ সকলেই জীবনের আশা পরিত্যাগ করতঃ মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া তুমুল যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। তৎপরে সেই মহাকায় কপিগণ বৃক্ষ ও সুমহৎ সানু সকল উদ্যত করতঃ কুম্ভকর্ণের অভিমুখে ধাবিত হইল। পরন্তু, বীর্য্যবান্ মহাকায় কুম্ভকর্ণ ক্রোধভরে গদা উদ্যত করতঃ শত্রুগণকে ধর্ষিত ও চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত করিতে লাগিলেন। তখন অসংখ্য বানর কুম্ভকর্ণকর্তৃক সন্তাড়িত হইয়া প্রকীর্ণভাবে ভূমিতে শয়ন করিল। যেরূপ সুপর্ণ পন্নগগণকে ভক্ষণ করেন, তদ্রূপ নির-তিশয় ক্রুদ্ধকুম্ভকর্ণ এককালে ষোড়শ অষ্টাদশ বিংশতি এবং ত্রিংশৎ পরিমিত বানরগণকে বাহুযুগল দ্বারা গ্রহণ করতঃ মুখমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। বানরগণও বহুকষ্টে আশ্বস্ত হইয়া একত্র সমবেত হইল এবং বৃক্ষ ও শৈলহস্তে রণাগ্রে অবস্থান করিতে লাগিল।

অনন্তর, বিলম্ব বারিদের ন্যায় প্লবগপুঙ্গব দ্বিবিদ একটি পর্ব্বত উৎপাটন করতঃ গিরি-শৃঙ্গসদৃশ কুম্ভকর্ণের প্রতি অভিদ্রুত হইল। সেই বানর শৈলশিখর উৎপাটন করিয়াই কুম্ভকর্ণোদ্দেশে নিক্ষেপ করিল; পরন্তু, তাহা

তাঁহার উপর পতিত না হইয়া তদীয় সৈন্যের উপর পতিত হইল। সেই গিরিশৃঙ্গ পতিত হওয়ায় অশ্ব, গজ এবং রথ সকল চূর্ণ হইয়া গেল। তখন, দ্বিবিদ সেই সকল রাক্ষস ও অন্যান্য নিশাচরগণকে লক্ষ্য করিয়া অন্য একটি গিরিশৃঙ্গ ক্ষেপণ করিলে তদীয় বেগে অভিহত হইয়া অনেক অশ্ব ও সারথি নিহত হওয়ায় নিশাচরগণের রুধিরবহুল তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। রথারূঢ় ভীমনিস্বন নিশাচরগণ কালান্তকসদৃশ শরসমূহদ্বারা শব্দায়মান বানরগণের মস্তক হরণ করিতে লাগিল। মহাবল বানরগণও বৃহৎ বৃক্ষ সকল উৎপাটন করতঃ রথ অশ্ব গজ উষ্ট্র ও রাক্ষসগণকে বিধ্বংসিত করিতে লাগিল। হনুমান্ আকাশে উত্থিত হইয়া কুম্ভকর্ণের মস্তকে শৈলশৃঙ্গ শিলা ও বিবিধ দ্রুম সকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পরন্তু, বিপুলবলশালী কুম্ভকর্ণ স্বীয় শূলের গ্রভাগ দ্বারা সেই সমস্ত শৈলশৃঙ্গকে ভগ্ন ও বৃক্ষ সকলকে ছেদন করিলেন। অনন্তর, নিশিত শূল উদ্যত করতঃ বানরবাহিনীর প্রতি অভিদ্রুত হইলে, হনুমান্ একটি পর্ব্বতশৃঙ্গ গ্রহণ করতঃ তাঁহার অগ্রে অবস্থিত হইয়া তদ্দ্বারা বেগে রোষভরে সেই শৈলোত্তমসদৃশ নিশাচরকে আঘাত করিলেন; তাহাতে তিনি নিতান্ত ক্ষুব্ধ ও অভিভূত হইলেন, এবং তাঁহার গাত্র রুধির ও মেদে প্লাবিত হইয়া গেল। পরন্তু, কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া কুমার যেরূপ উগ্র শক্তিদ্বারা ক্রৌঞ্চপর্ব্বতকে ভেদ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ গিরিমধ্যগত প্রজ্বলিত হুতাশনসদৃশ বিদ্যুতের ন্যায় প্রকাশমান শূল দ্বারা মারুতির বাহুমধ্যে আঘাত করিলেন। হনুমান্ রণস্থলে সুমহৎ শূল দ্বারা ভুজান্তরে আঘাতিত হওয়ায় অতিশয় বিহ্বল হইয়া প্রলয়কালীন মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার মুখ হইতে উদ্বান্ত শোণিত নির্গত হইতে লাগিল। নিশাচরগণ তাঁহাকে সহসা এরূপ ব্যথিত দেখিয়া হর্ষে সিংহনাদ করিয়া উঠিল এবং বানরগণ ভয়ে ব্যথিতহৃদয় হইয়া কুম্ভকর্ণের নিকট হইতে পলায়ন করিতে লাগিল।

অনন্তর, বলশালী নীল সৈন্যগণকে সংস্থাপিত করতঃ ধীমান্ কুম্ভকর্ণের উদ্দেশে একটি শৈলশৃঙ্গ ক্ষেপণ করিলে, কুম্ভকর্ণ তাঁহাকে আপতিত দেখিয়াই তদুপরি মুষ্ট্যাঘাত করিলেন এবং সেই গিরিশৃঙ্গও তাদৃশ মুষ্টিপ্রহারে বিশীর্ণ হইয়া জ্বালা ও স্ফুলিঙ্গের সহিত ধরণীতলে পতিত হইল। তখন, ঋষভ শরভ নীল গবাক্ষ ও গন্ধমাদন এই পাঁচজন মহাবল বানরপুঙ্গব রণস্থলে মহাকায় কুম্ভকর্ণের প্রতি অভিদ্রুত হইয়া, শৈল, তল, পাদ ও মুষ্টি দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিতে লাগিল। পরন্তু, কুম্ভকর্ণ সেই সকল প্রহারকে সুখস্পর্শ বোধ করিয়া কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না; অধিকন্তু মহাবেগ ঋষভকে বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন। ভীমরূপ বানরর্ষভ ঋষভ কুম্ভকর্ণের ভুজ-যুগল দ্বারা পীড়িত হইয়া ভূপতিত হইল এবং তাহার মুখ হইতে শোণিত নির্গত হইতে লাগিল। অনন্তর, ইন্দ্রশত্রু কুম্ভকর্ণ রণমধ্যে মুষ্টিদ্বারা শরভকে, জানুদ্বারা নীলকে এবং গবাক্ষকে তলদ্বারা আঘাত করিলেন; তাহাতে সেই বীরগণ নিতান্ত ব্যথিত ও রুধিরে পরিপ্লুত হইয়া ছিন্ন কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় ধরণীতলে পতিত হইল।

সেই মহাবল বানরমুখ্যগণ পতিত হইলে, সহস্র সহস্র বানর কুম্ভকর্ণের অভিমুখে ধাবিত হইল। শৈলসদৃশ সেই প্লবগপুঙ্গবগণ সেই শৈলাকার নিশাচরের উপর আরোহণ করিয়া তাঁহাকে দংশন করিতে লাগিল। সেই বানরপুঙ্গবগণ নখ, দন্ত, মুষ্টি ও বাহুদ্বারা মহাবাহু কুম্ভকর্ণকে আঘাত করিতে লাগিল। তৎকালে পর্ব্বতসদৃশ রাক্ষসশার্দ্দূল কুম্ভকর্ণ বানরসহস্রে বিচিত হইয়া তরুরাজিবিরাজিত গিরিবরের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর, গরুড় যেরূপ পন্নগগণকে ভক্ষণ করেন, তদ্রূপ সেই মহাবল ক্রোধভরে বাহু দ্বারা বানরগণকে আক্রমণ করিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরন্তু বানরগণ কুম্ভকর্ণকর্তৃক তদীয় পাতাল সদৃশ মুখবিবরে নিক্ষিপ্ত হইয়া নাসাপুট ও কর্ণযুগল দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইতে লাগিল। সেই পর্ব্বতসদৃশ রাক্ষসবর নিদারুণ রুষ্ট হইয়া বানর

গণকে ভক্ষণ করতঃ সমগ্র বানরবাহিনীকে ভগ্ন করিলেন। এইরূপে রাক্ষস কুম্ভকর্ণ রণভূমিকে মাংস ও শোণিতে ক্লেদিত করতঃ প্রলয়কালীন প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় বানর সৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন্। অপিচ, সেই মহাবল শূল ধারণ করিয়া বজ্রপাণি দেবরাজ এবং পাশহস্ত যমের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। যেরূপ হুতাশন নিদাঘকালে শুষ্ক অরণ্য দগ্ধ করেন, তদ্রূপ তিনিও বানর সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন, হতযূথ প্লবঙ্গমগণ তৎকর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া ভয়োদ্বিগ্নমনে বিকৃতস্বরে নিনাদ করিতে লাগিল। এইরূপে বানরগণ কুম্ভকর্ণকর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া ভগ্নোৎসাহ হইল এবং ভয়ে ব্যথিত মনে রাঘবের শরণাগত হইতে লাগিল।

বালিনন্দন কুম্ভকর্ণকর্ত্তৃক মহারণে বানরগণকে প্রভগ্ন দেখিয়া বেগে তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। সেই বীর একটি সুমহৎ শৈলশৃঙ্গ গ্রহণ করিয়া বারম্বার সিংহনাদ দ্বারা কুম্ভকর্ণের পদানুগ নিশাচরগণকে সন্ত্রাসিত করতঃ সেই গিরিশিখরকে কুম্ভকর্ণের মস্তকোদ্দেশে ক্ষেপণ করিলেন। ইন্দ্রশত্রু কুম্ভকর্ণ সেই শিখর দ্বারা আহত হইয়া নিদারুণ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং বেগে বালিনন্দনের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। অনন্তর, মহানাদ মহাবল কুম্ভকর্ণ বানরগণকে সন্ত্রাসিত করতঃ স্বীয় শূল নিক্ষেপ করিলে, যুদ্ধমার্গবিশারদ বলবান্ প্লবঙ্গপুঙ্গব অঙ্গদ তাহা বেগে পতিত হইতে হইতেই লাঘবদ্বারা আপনাকে তাহা হইতে মুক্ত করিলেন এবং বেগে উৎপতিত হইয়া তলদ্বারা কুম্ভকর্ণের বক্ষঃস্থলে এরূপে সন্তাড়িত করিলেন যে, অচলসদৃশ কুম্ভকর্ণও সেই আঘাতে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। বিপুলবলশালী কুম্ভকর্ণ ক্ষণকাল পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া অঙ্গদের বক্ষঃস্থলে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন এবং অঙ্গদও তাহাতে বিসংজ্ঞ হইয়া পতিত হইলেন। প্লবগশার্দ্দূল অঙ্গদ ভূপতিত হইলে, কুম্ভকর্ণ শূল গ্রহণ করতঃ সুগ্রীবের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। বীরবর বানররাজ সুগ্রীব মহাবল কুম্ভকর্ণকে আপতিত দেখিয়া, স্বয়ং উৎপতিত হইলেন। সেই মহাবল একটি পর্ব্বতাগ্র উৎপাটন করতঃ মহাবল কুম্ভকর্ণের উদ্দেশে ক্ষেপণ করিয়া স্বয়ং বেগে অভিমুখে ধাবিত হইলেন। পরন্তু, কুম্ভকর্ণ বানররাজকে আগমন করিতে দেখিয়া সর্ব্বাঙ্গ পরিমার্জ্জিত করতঃ তাঁহার সম্মুখে গমন করিলেন।

মহাকপিগণকে ভক্ষণ করায় যাহার সর্ব্বশরীর বানরশোণিতে পরিপ্লুত হইয়াছিল, সেই কুম্ভকর্ণকে সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া সুগ্রীব কহিলেন;—'ওহে রাক্ষস! তুমি বানরসৈন্যগণকে ভক্ষণ এবং বীরগণকে পাতিত করিয়া দুষ্কর কর্ম্ম সম্পন্ন এবং পরম যশোলাভ করিয়াছ। সে যাহা হউক, প্রাকৃত বানরগণকে মারিয়া কি ফল হইবে? তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আমার এই পর্ব্বতের এক আঘাত সহ্য কর।'

বানররাজের বীর্য্য ও ধৈর্য্যসমন্বিত তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষসশার্দ্দূল কুম্ভকর্ণ কহিলেন;—'তুমি প্রজাপতির পৌত্র এবং ঋক্ষরাজার পুত্র; বিশেষতঃ তোমার ধৈর্য্য ও পৌরুষ আছে, সেই জন্যই এরূপ গর্জ্জন করিতেছ।' কুম্ভকর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া, বজ্রাশনিসদৃশ সেই শৈলশিখর সবলে পরিত্যাগ করতঃ কুম্ভকর্ণের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। পরন্তু, সেই শৈলশৃঙ্গ কুম্ভকর্ণের বিশাল ভুজান্তরে পতিত হইয়াই সহসা ভগ্ন হইয়া গেল; তাহাতে বানরগণ বিষণ্ণ হইল এবং রাক্ষসগণ আনন্দে সিংহনাদ করিতে লাগিল। কুম্ভকর্ণ সেই শৈলশৃঙ্গদ্বারা অভিহত হইয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বদন পরিবর্ত্তিত করতঃ সিংহনাদ করিয়া বানররাজের নিধনকামনায় বিদ্যুতের ন্যায় প্রকাশমান শূল নিক্ষেপ করিলেন। পরন্তু বায়ুনন্দন বেগে সত্বর উৎপতিত হইয়া কুম্ভকর্ণের ভুজপ্রেরিত কাঞ্চন দামশোভিত সেই নিশিত শূলকে বাহুযুগলদ্বারা গ্রহণ করতঃ ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। বীরবর হনুমান্ সহস্রভার কালায়স দ্বারা নির্ম্মিত সেই সুমহৎ শূলকেও জানুতে আরোপিত করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন।

হনুমান্‌কর্ত্তৃক শূল ভগ্ন হইল দেখিয়া বানর

সেনাগণ আনন্দে সিংহনাদ করিতে ও ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে লাগিল। সেই বনচরগণ শূলকে দ্বিখণ্ডিত দেখিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইল এবং সিংহনাদ সহকারে মারুতিকে পূজা করিল। রাক্ষসপতি মহাবল কুম্ভকর্ণ শূলকে তাদৃশ ভগ্ন হইতে দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং লঙ্কাসমীপস্থ মলয়াচলের একটি শৃঙ্গ উৎপাটন করতঃ সুগ্রীবের নিকটে আসিয়া তদ্দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিলেন। বানরেন্দ্র সুগ্রীব রণমধ্যে সেই শৈল শৃঙ্গদ্বারা নিতান্ত অভিহিত হইয়া সংজ্ঞাবিহীন ও ভূতলে পতিত হইলেন এবং তাঁহাকে বিসংজ্ঞ হইয়া ভূপতিত হইতে দেখিয়া নিশাচরগণ আনন্দে সিংহনাদ করিতে লাগিল।

অনন্তর, প্রচণ্ডবায়ু যেরূপ মেঘ সকলকে অন্তর্হিত করে,তদ্রূপ কুম্ভকর্ণ অদ্ভুতবীর্য্য ঘোর-রূপ বানরেন্দ্র সুগ্রীবের সমীপে সমাগত হইয়া তাঁহাকে কক্ষপুটে গ্রহণ করতঃ প্রস্থান করিতে [লাগি]লেন। তৎকালে সুমেরুপ্রতিম কুম্ভকর্ণ [মে]ঘসদৃশ সুগ্রীবকে গ্রহণ করতঃ উত্তুঙ্গ-[শৃঙ্গ]সমন্বিত গমনশীল মেরুমহীধরের ন্যায় [শোভা] পাইতে লাগিলেন। অপিচ, বানররাজ [গৃহীত] হইয়াছেন দেখিয়া দেবগণ অতিশয় বিস্মিত হইয়া নানা প্রকার শোকসূচক শব্দ করিতে লাগিলেন এবং বীরবর রাক্ষসেন্দ্র কুম্ভকর্ণ সেই সমস্ত শ্রবণ করিতে করিতে নিশাচরগণকর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া প্রস্থিত হইলেন। ইন্দ্রের ন্যায় বীর্য্যসম্পন্ন ইন্দ্রশত্রু কুম্ভকর্ণ তৎকালে সেই ইন্দ্রসদৃশ হরীন্দ্রকে গ্রহণ করিয়া মনে করিলেন যে, এই সুগ্রীব নিহত হইলে রাঘবযুগলের সহিত সমস্ত বানরবাহিনীই নিহত হইবে!

এদিকে, বুদ্ধিমান্ পবননন্দন হনুমান্, কুম্ভকর্ণকর্ত্তৃক হরীশ্বর সুগ্রীবকে গৃহীত এবং বানরবাহিনীকে ইতস্ততঃ বিদ্রুত দেখিয়া ভাবিলেন; 'সম্প্রতি কি করা কর্ত্তব্য? এসময় যাহা করা উচিত, আমি সেই সমস্ত সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত পর্ব্বতাকার দেহ ধারণ করিয়া নিশ্চয়ই নিশাচর কুম্ভকর্ণকে বিনাশ করিব। অথবা আমার সাহায্যের আবশ্যক নাই; এই বানর, যদি অসুর ও উরগগণের সহিত দেবগণকর্ত্তৃক গৃহীত হয়েন, তথাপি আপনিই আপনাকে মুক্ত করিতে পারিবেন। বোধ হয় শৈলাঘাতে একান্ত আঘাতিত হওয়ায়, ইঁহার জ্ঞান লোপ হইয়া থাকিবে,সেইজন্যই স্বয়ং যে কুম্ভকর্ণকর্ত্তৃক রণস্থলে গৃহীত হইয়াছেন, তাহা এখনও জানিতে পারেন নাই। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ইনি এই মুহূর্ত্তেই সংজ্ঞা লাভ করিয়া আপনার ও বানরগণের যাহাতে মঙ্গল হইবে, তাহার চেষ্টা করিবেন, বিশেষতঃ আমি যদি এই মহাবল সুগ্রীবকে এতাদৃশ কষ্ট হইতে মুক্ত করি, তাহা হইলে ইঁহার শাশ্বতী কীর্ত্তি বিনষ্ট হইবে; সুতরাং আমার সহিত অপ্রীতি ঘটিবারও সম্ভব। অতএব ক্ষণকাল প্রতীক্ষা করিয়া এই শত্রুমুক্ত বীরের পরাক্রম দর্শন করি এবং ইহার মধ্যে এই ভগ্ন বানরসৈন্যগণকেও আশ্বাসিত করি। বায়ুনন্দন হনুমান্ এইরূপ চিন্তা করিয়া সুমহৎ বানরসৈন্যগণকে পুনঃস্থাপিত করিতে লাগিলেন।

এদিকে কুম্ভকর্ণ সেই দীপ্তিমান্ মহাবানরকে গ্রহণকরতঃ বিমান, পথ, গৃহ ও গোপুরস্থিত নিশাচরগণকর্ত্তৃক উত্তম পুষ্পবর্ষদ্বারা সর্ব্বতোভাবে পূজিত হইয়া লঙ্কামধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই সময় দৈবাধীন লাজগন্ধি বারিবর্ষণ দ্বারা অভিষেচিত হওয়ায় এবং রাজমার্গের শৈত্যনিবন্ধন মহাবল সুগ্রীব শনৈঃ শনৈঃ সংজ্ঞা লাভ করিলেন। এইরূপে সেই মহাবল বহুকষ্টে সংজ্ঞা লাভ করতঃ আপনাকে রাজপুরের পথমধ্যে সেই বলশালীর ভুজমধ্যগত দেখিয়া ভাবিলেন; 'এরূপ গৃহীত অবস্থায় কীদৃশ প্রতীকার করা যাইতে পারে? যাহা হউক, অদ্য এ অবস্থাতেও আমি এরূপ কার্য্য করিব যে, তাহাতে বানরগণেরও মঙ্গল ও অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।' বানররাজ এই ভাবিয়াই সহসা আক্রমণ করতঃ স্বীয় তীক্ষ্ণ করনখর দ্বারা ইন্দ্রশত্রু কুম্ভকর্ণের শ্রবণযুগল ও দন্তদ্বারা নাসিকা ছেদন করতঃ পদনখ দ্বারা তদীয় পার্শ্বদ্বয় বিদারিত করিলেন। তখন, নাসিকা ও কর্ণ ছেদিত, নখ ও দন্ত দ্বারা সর্ব্বতোভাবে বিদারিত এবং সর্ব্বাঙ্গ

রুধিরে আর্দ্র হওয়ায় কুম্ভকর্ণ নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, সুগ্রীবকে ভূতলে পেষণ করিতে লাগিলেন। পরন্তু, বানররাজ সেই ভীমবলকর্তৃক ভূতলে পেষিত এবং অন্য নিশাচরগণকর্তৃক সর্ব্বতোভাবে হন্যমান্ হইয়াও বেগে কন্দুকের ন্যায় উৎপতিত হইয়া পুনর্ব্বার রামের নিকট সমাগত হইলেন।

তৎকালে, মহাবল কুম্ভকর্ণ নাসাকর্ণবিহীন হইয়া শোণিত উদ্গিরণ করতঃ প্রস্রবণরাজি-বিরাজিত গিরিরাজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অপিচ, সেই নীলাঞ্জনচয়সদৃশ শোণিতার্দ্র মহাকায় ভীমদর্শন রাবণানুজ নিশাচর কুম্ভকর্ণ ক্রোধে অধিকতর শোণিত উদ্গিরণ করতঃ সন্ধ্যাকালীন মেঘের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধযাত্রা করিবার অভিলাষ করিলেন। বানররাজ সুগ্রীব গমন করিলে রৌদ্রমূর্ত্তি ইন্দ্রশত্রু কুম্ভকর্ণ পুনর্ব্বার রণভূমির অভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং আপনাকে নিরস্ত্র বিবেচনা করিয়া একটি মুদ্গর গ্রহণ করিলেন। অনন্তর, সেই মহাবল রাক্ষস সহসা পুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া রণস্থলে গমন করতঃ, প্রলয়কালীন হুতাশন যেরূপ প্রজাগণকে দহন করেন, তদ্রূপ বানরসৈন্যগণকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। মাংসশোণিতলোলুপ কুম্ভকর্ণ বুভুক্ষিত হইয়াছিলেন, সুতরাং, মোহবশতঃ বিবেকবিহীন হইয়া উগ্র বানরসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করতঃ বানর, রাক্ষস, পিশাচ বা ঋক্ষগণের মধ্যে যাহাকে পাইলেন তাহাকেই ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই বীর ক্রোধে এক হস্ত দ্বারা রাক্ষসগণের সহিত দুই তিন বানরকে আক্রমণ করিয়া ত্বরাসহকারে মুখমধ্যে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তিনি নগাগ্রদ্বারা বধ্যমান হইয়াও বানরগণকে ভক্ষণ করিতে থাকিলেন এবং সেই মহাবলের মুখাদি হইতে মেদ ও শোণিতস্রাব হইতে লাগিল।

এইরূপে কুম্ভকর্ণ ক্রোধভরে বানরগণকে ভক্ষণ করিতে করিতে ধাবিত হইলে, কপিগণ তৎকর্তৃক ভক্ষ্যমাণ হইয়া রামের শরণাগত হইল। পরন্তু, কুম্ভকর্ণ ক্ষান্ত না হইয়া সপ্ত, অষ্ট, বিংশতি, ত্রিংশৎ এবং কোন কোন বারে এক শত পর্য্যন্ত বানরগণকে বাহু দ্বারা আক্রমণ করতঃ ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, মেদ, বসা ও শোণিত দ্বারা দিগ্ধগাত্র তীক্ষ্ণদন্ত কুম্ভকর্ণ কর্ণযুগলে অন্ত্ররচিত মালা ধারণ করতঃ যুগান্তকালীন প্রবৃদ্ধ যমের ন্যায় শূল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই সময় সমগ্র গোধা ও অঙ্গুলিত্রধারী পরবলনিসূদন সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ যুদ্ধার্থ আগমন করিলেন। বীর্য্যবান্ লক্ষ্মণ কুম্ভকর্ণের শরীরে সাতটি শর নিখানিত করতঃ পুনর্ব্বার অন্য বাণ সকল গ্রহণ করিয়া ক্ষেপণ করিলেন। পরন্তু, কুম্ভকর্ণ অস্ত্রান্তরদ্বারা তাহা ব্যর্থ করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সুমিত্রানন্দবর্দ্ধন লক্ষ্মণ নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বায়ু যেরূপ সন্ধ্যাভ্রকে তিরোহিত করে, তদ্রূপ কুম্ভকর্ণের সুবর্ণময় শুভ শুভ্র কবচ শর দ্বারা প্রচ্ছাদিত করিলেন। তৎকালে নীলাঞ্জনচয়সদৃশ কুম্ভকর্ণ কাঞ্চন ভূষণ শরসমূহ দ্বারা পীড়িত হইয়া কাদম্বিনী পরিবেষ্টিত অংশুমান্ সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর, মেঘের ন্যায় শব্দায়মান সেই ভীমরূপ রাক্ষস যেন অবজ্ঞা সহকারেই এই কথা বলিলেন ;—'যে রণস্থলে যমকেও অনায়াসে জয় করিয়াছে, সেই কুম্ভকর্ণের সহিত নির্ভয়ে যুদ্ধ করিয়া, তুমি অদ্য সুমহৎ বীরত্ব প্রকাশ করিলে। যৎকালে আমি, আয়ুধধারণ করতঃ সাক্ষাৎ মৃত্যুর ন্যায় রণমধ্যে বিচরণ করি, তখন আমার সহিত যুদ্ধকারীর কথা দূরে থাকুক, যে আমার সম্মুখে অবস্থান করিতেও সমর্থ হয়, সেও পূজ্য হইতে পারে ; কারণ, অমরগণ পরিবেষ্টিত ঐরাবত সমারূঢ় দেবরাজ ইন্দ্রও পূর্ব্বে কখন রণস্থলে আমার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় নাই। পরন্তু, হে সৌমিত্রে! অদ্য তুমি স্বীয় বল ও পরাক্রম দ্বারা আমাকে পরিতুষ্ট করিয়াছ ; অতএব, আমি তোমার অনুজ্ঞা লইয়া রামসমীপে গমন করিতে অভিলাষ করি। আমি রণস্থলে তোমার বীর্য্য, বল ও উৎসাহ দ্বারা পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হই-

ছি; অতএব, তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া ধুনা রামকেই হনন করিতে ইচ্ছা করিতেছি; কারণ সে হত হইলে সকলেই নিহত হবে। রাম নিহত হইলে অবশিষ্ট যাহারা রে অবস্থান করিবে, আমি স্বীয় প্রমথনশীল বল দ্বারা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিব।'

কুম্ভকর্ণ এই কথা বলিলে, সুমিত্রানন্দন ক্ষ্মণ হাসিতে হাসিতে এই স্তুতিসংহিত রতর বাক্য বলিলেন;—' হে বীর! তুমি ইন্দ্রাদি দেবগণ হইতে অসহ্য পরাক্রম প্ত হইয়াছ তাহা সত্য এবং আমি, দ্য তোমার সেই পরাক্রম প্রত্যক্ষ করিলাম। দাশরথি রাম অচল পর্ব্বতের ন্যায় অবত রহিয়াছেন।'

মহাবল রাক্ষস কুম্ভকর্ণ এই কথা শুনিয়া ক্ষ্মণকে অনাদর করতঃ তাঁহাকে অতিক্রম রিয়া মেদিনীকে কম্পিত করতঃ রামের তি অতিদ্রুত হইলেন। অনন্তর, দশরথনন্দন রাম রৌদ্র অস্ত্র প্রয়োগ করতঃ কুম্ভকর্ণের হৃদয়কে লক্ষ্য করিয়া নিশিত শর সকল ক্ষেপণ করিলেন। যৎকালে রামকর্তৃক বিদ্ধ কুম্ভকর্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া তদভিমুখে ধাবিত হয়েন, খন তাঁহার মুখ হইতে অঙ্গারমিশ্র স্ফুলিঙ্গ কল নির্গত হইতে লাগিল। রাক্ষসপুঙ্গব কুম্ভকর্ণ রণমধ্যে রামাস্ত্রদ্বারা ঘোররূপে বিদ্ধ হইয়া রামকে পরিত্যাগ করিয়া ক্রোধে বানরগণকে বিদ্রাবিত করতঃ ধাবিত হইলেন। রামনিক্ষিপ্ত ময়ূরপুচ্ছশোভিত সেই সমস্ত শর তদীয় বক্ষঃস্থলে প্রবিষ্ট হওয়ায়, তাঁহার হস্ত হইতে গদা প্রভ্রষ্ট হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইল এবং অন্যান্য আয়ুধ সকল ভূতলে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। এইরূপে যখন সেই মহাবল আপনাকে নিরায়ুধ দেখিলেন, তখন, মুষ্টি ও করদ্বারা সুমহৎ যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। যেরূপ পর্ব্বত হইতে প্রস্রবণ সকল নির্গত হয়, সেরূপ কুম্ভকর্ণের রক্তাক্ত শরীর বাণদ্বারা অতি বিদ্ধ হওয়ায়, তাহা হইতে রুধির ধারা সকল নির্গত হইতে লাগিল। তখন, সেই বীর তীব্র কোপ ও রুধিরগন্ধে মূর্চ্ছিত হইয়া বানর রাক্ষস ও ঋক্ষগণকে ভক্ষণ করতঃ ধাবিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর, অন্তকসদৃশ ভীমপরাক্রম বলবান্ কুম্ভকর্ণ একটি গিরিশৃঙ্গ উৎপাটন করতঃ রামের উদ্দেশে ক্ষেপণ করিলেন। পরন্তু, রঘুনন্দন পুনর্ব্বার সায়ক সন্ধান করতঃ অজিহ্মগামী সপ্তশর দ্বারা পথমধ্যেই সেই গিরিশিখরকে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তদনন্তর, ধর্ম্মাত্মা ভরতাগ্রজ রাম কাঞ্চনচিত্রিত শরদ্বারা তদীয় সুমহৎ বর্ম্ম ছেদন করিয়া ফেলিলেন। স্বীয় কান্তিদ্বারা মেরুশিখরের ন্যায় দ্যোতমান সেই বর্ম্ম পতিত হইয়া দুই শত বানরকে পাতিত করিল।

সেই সময়, ধর্ম্মাত্মা লক্ষ্মণ সমাহিত মনে কুম্ভকর্ণের বধ বিষয়ে বহু পরামর্শ করতঃ রামচন্দ্রকে কহিলেন;—' মহারাজ! কুম্ভকর্ণের বানর ও রাক্ষসবিষয়ক ভেদ জ্ঞান নাই; দেখুন, এ শোণিতগন্ধে মত্ত হইয়া স্ব স্ব উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণকেই ভক্ষণ করিতেছে। রাজন্! বানরপুঙ্গবগণ ইহার উপর আরোহণ করুক্ এবং প্রধান যূথপতিগণও ইহার উপর আরোহণ করিয়া চতুর্দ্দিকে অবস্থান করুক্। তাহা হইলেই এই দুর্ম্মতি রাক্ষস বানরভারে একান্ত পীড়িত হইয়া ভূতলে পর্য্যটন করতঃ আর বানরগণকে হনন করিতে পারিবে না।' ধীমান্ রাজনন্দন লক্ষ্মণের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাবল বানরগণ কুম্ভকর্ণের উপর আরোহণ করিল। পরন্তু, প্লবঙ্গমগণ আরোহণ করিলে কুম্ভকর্ণ নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া হস্তী যেরূপ হস্তিপককে বিধুনিত করিয়া ফেলে, তদ্রূপ গ্রীবাদেশ কম্পিত করতঃ বানরগণকে ফেলিয়া দিলেন। বানরগণকে বিধূত দেখিয়া রাম 'কুম্ভকর্ণ রুষ্ট হইয়াছে, এইরূপ বিবেচনা করতঃ উত্তম ধনুর্দ্ধারণ করিয়া সহসা উত্থিত হইলেন। অনন্তর, ক্রোধে লোহিতলোচন বীর রঘুনন্দন কুম্ভকর্ণবলপীড়িত যূথপতিগণকে হর্ষিত করতঃ যেন স্বীয় চক্ষুর্দ্বারা দহন করিবার অভিপ্রায়েই বেগে সেই রাক্ষস কুম্ভকর্ণের অভিমুখে গমন করিলেন। রাম উত্তম তূণ ও বাণ বন্ধন করতঃ সমুজ্জ্বল চিত্র ও দৃঢ়জ্যাসমন্বিত ভুজঙ্গসদৃশ ধনুর্দ্ধারণ করিয়া বানরগণকে আশ্বাসিত করতঃ উত্থিত হইলেন।

মহাবল বীর রাম প্রস্থিত হইলে লক্ষ্মণ তাঁহার অনুগামী হইলেন এবং পরম দুর্জ্জয় বানরগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টিত করতঃ গমন করিতে লাগিল।

এইরূপে গমন করতঃ দাশরথি সেই রুধিরাক্তদেহ মহাবল মহাবীর্য্য কিরীটধারী অরিন্দম কুম্ভকর্ণকে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন, সেই বিন্ধ্য ও মন্দরসদৃশ সুবর্ণবলয়ভূষিত বীর রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া রুষ্ট দিগ্‌গজের ন্যায় ক্রোধে চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করতঃ বানরগণের অনুসন্ধান করিতেছেন। তৎকালে, বর্ষণশীল মেঘের ন্যায় তাঁহার বক্ত্র হইতে রুধিরস্রাব হইতেছিল। কালান্তক যমের ন্যায় সেই বীর জিহ্বাদ্বারা স্বীয় রুধিরপরিপ্লুত সৃক্কণিদ্বয় পরিলেহন করতঃ বানর সৈন্যগণকে মর্দ্দন করিতেছিলেন। পুরুষপুঙ্গব রাম প্রদীপ্ত হুতাশন সদৃশ সেই রাক্ষসশ্রেষ্ঠকে দেখিয়াই ধনুঃ বিস্ফারিত করিলেন। পরন্তু, রাক্ষসপুঙ্গব কুম্ভকর্ণ সেই ধনুর্ধ্বনি সহ্য করিতে পারিলেন না; অধিকন্তু, দ্বিগুণতর ক্রুদ্ধ হইয়া রাঘবের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। অনন্তর, ভুজগরাজসদৃশ বাহুযুগলশালী রাম, মহীধরসদৃশ কুম্ভকর্ণকে বাতসমীরিত মেঘের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া কহিলেন;—'হে রাক্ষসপতে! তুমি বিমর্ষ হইও না, এই আমি চাপহস্তে অবস্থান করিতেছি; আমাকেই সেই রাক্ষসকুলান্তক রাম বলিয়া জানিবে। হে বীর! [illegible] বিহীন হইবে।'

রামের বাক্যানুসারে 'এই রাম' এইরূপ বিবেচনা করিয়া মহাতেজা কুম্ভকর্ণ বিকৃতস্বরে হাস্য করতঃ ক্রোধে বানরবাহিনীকে বিদ্রাবিত করিয়া তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। অনন্তর, বনচরগণের হৃদয় বিদারণ করতঃ মেঘনির্ঘোষের ন্যায় বিকৃতস্বরে হাস্য করিয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন;—'আমাকে বিরাধ, কবন্ধ, খর, বালী অথবা মারীচ মনে করিও না; আমি কুম্ভকর্ণ আসিয়াছি। আমার এই কালায়সনির্ম্মিত সুমহৎ মুদ্গর দর্শন কর; আমি ইহাদ্বারাই পূর্ব্বে দেবতা এবং দানবগণকেও জয় করিয়াছি। আমি নাসাকর্ণবিহীন হইয়াছি বলিয়া তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিও না; কারণ, নাসিকা ও কর্ণ ছেদিত হওয়ায় আমার কিছুমাত্র পীড়া উপস্থিত হয় নাই। হে অনঘ ইক্ষ্বাকুশার্দ্দূল! তুমি অগ্রে আমার গাত্রে স্বীয় বীর্য্য প্রদর্শন কর, তৎপরে আমি তোমার পৌরুষ ও বিক্রম দেখিয়া তোমাকে ভক্ষণ করিব।'

কুম্ভকর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া রঘুনন্দন সুপুঙ্খ বাণ সকল ক্ষেপণ করিলেন; পরন্তু, বজ্রের ন্যায় বেগবান্ সেই সকল বাণদ্বারা আঘাতিত হইয়াও সুরশত্রু কুম্ভকর্ণ কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ বা ব্যথিত হইলেন না। যে সকল সায়ক দ্বারা অপর রাক্ষসগণ ছেদিত হইয়াছে এবং বানরপুঙ্গব বালী নিহত হইয়াছেন, সেই বজ্রোপম শর সকলও কুম্ভকর্ণের শরীরে কিছুমাত্র ব্যথা সম্পাদন করিতে সমর্থ হইল না। ইন্দ্রশত্রু কুম্ভকর্ণ বারিধারার ন্যায় সেই সকল শর স্বীয় শরীরে ধারণ করতঃ উগ্রবেগ মুদ্গরের আঘাতে রাঘবের শরবেগ নিবারণ করিলেন। অনন্তর, যদ্দ্বারা অমরবাহিনীও বিত্রাসিত হইয়াছিল, সেই রক্তলিপ্ত উগ্রবেগ মুদ্গরের আঘাতে মহতী বানরবাহিনীকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে রাম বায়ব্য নামক উৎকৃষ্ট অস্ত্র গ্রহণ করতঃ নিক্ষেপ করিয়া তদ্দ্বারা মুদ্গরের সহিত তদীয় বাহু ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং তিনিও ছিন্নবাহু হইয়া তুমুল শব্দ করিতে লাগিলেন। গিরিশৃঙ্গসদৃশ মুদ্গর সমন্বিত রামবাণছিন্ন সেই বাহু বানররাজের সৈন্যমধ্যে পতিত হইল এবং বহুল বানরসৈন্যকে বিনষ্ট করিল। ভগ্ন ও হতাবশিষ্ট পীড়িতদেহ বানরগণ বিষণ্ণবদনে একপার্শ্বে অবস্থিত হইয়া মনুজেন্দ্র ও রাক্ষসেন্দ্রের সুঘোর সংগ্রাম দর্শন করিতে লাগিল।

অনন্তর, মহাসি দ্বারা ছিন্নাগ্র গিরিন্দ্রের ন্যায়, রাম বাণ দ্বারা ছিন্নবাহু কুম্ভকর্ণ অন্য হস্ত দ্বারা একটি বৃক্ষ উৎপাটন করতঃ নরেন্দ্র রামের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। পরন্তু, রাম সুবর্ণচিত্রিত ঐন্দ্রাস্ত্র প্রযুক্ত বাণ দ্বারা শালবৃক্ষের সহিত সমুদ্যত ভুজগভোগ সদৃশ তদীয় বাহু

ছেদন করিয়া ফেলিলেন। কুম্ভকর্ণের পর্ব্বত সদৃশ সেই ছিন্ন বাহু চেষ্টাবিহীন হইয়া ভূতলে পতিত হওত বৃক্ষ শৈল ও বানরগণকে চূর্ণ করিয়া ফেলিল। তৎপরে, রামচন্দ্র সেই ছিন্নবাহু রাক্ষসকে সিংহনাদ সহকারে পুনর্ব্বার আগমন করিতে দেখিয়া দুইটী নিশিত অর্দ্ধচন্দ্র গ্রহণ করতঃ তদীয় পদযুগল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার সেই পাদযুগল দিগ্বিদিক্, গিরিগুহা, মহার্ণব, লঙ্কা এবং বানর ও রাক্ষসসৈন্যগণকে অনুনাদিত করতঃ পতিত হইল। তখন, যেরূপ অন্তরীক্ষে রাহু নিশাকরকে গ্রাস করিতে ধাবিত হয়, তদ্রূপ ছিন্নবাহু ও ছিন্নপাদ কুম্ভকর্ণ বড়বামুখ সদৃশ স্বীয় মুখ ব্যাদান করতঃ সশব্দে সহসা রামচন্দ্রের অভিমুখে ধাবিত হইল। তদ্দর্শনে রঘুনন্দন সুবর্ণপুঙ্খবিশিষ্ট বাণসমূহ দ্বারা তদীয় মুখ পরিপূরিত করিলেন এবং বাণ দ্বারা বদনবিবর পূর্ণ হওয়ায় কুম্ভকর্ণও কিছুমাত্র বলিতে না পারিয়া অস্ফুটধ্বনি সহকারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

অনন্তর, দাশরথি সূর্য্যমরীচি, ব্রহ্মদণ্ড ও কালান্তক যম, মহেন্দ্রের বজ্র ও অশনি এবং প্রদীপ্ত দিবাকরের জ্বলনসদৃশ, বায়ুর ন্যায় বেগশালী, সুবর্ণ ও হীরকাদি রচিত শোভনপুঙ্খবিশিষ্ট এবং শত্রুগণের অরিষ্টসূচক নিশিত শর গ্রহণ করতঃ নিশাচর কুম্ভকর্ণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। বিধূম বৈশ্বানরের ন্যায় ভীমদর্শন এবং মহেন্দ্রের অশনির ন্যায় বিক্রমশালী রাঘববাহু-বিক্ষিপ্ত সেই শর স্বীয় দীপ্তি-দ্বারা দশ দিক্ প্রকাশিত করতঃ রাক্ষসপতি কুম্ভকর্ণের নিকট গমন করিয়া, যেরূপ পূর্ব্বকালে পুরন্দর বৃত্রাসুরের মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ দোদুল্যমান কুণ্ডলযুগল-শোভিত, মহাপর্ব্বতের কূটসদৃশ বিবৃত্তদন্ত তদীয় মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল। তৎকালে কুম্ভকর্ণের কুণ্ডলবিহীন সুমহৎ মস্তক আদিত্যের উদয়বশতঃ মলিন গগনমধ্যগত চন্দ্রমার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। রাক্ষস কুম্ভকর্ণের রামবাণাভিহত পর্ব্বতসদৃশ মস্তক পতিত হওয়ায় চর্য্যা গৃহ ও গোপুর ভগ্ন এবং লঙ্কার উচ্চ প্রাকারও পতিত হইল। হিমালয় সদৃশ সেই অতিকায় নিশাচর সমুদ্রে পতিত হইল এবং বৃহৎ বৃহৎ গ্রাহ-মীন ও ভুজঙ্গমগণ এবং ভূমিকেও মর্দ্দিত করতঃ জলমধ্যে মগ্ন হইল।

দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের শত্রু সেই মহাবল কুম্ভকর্ণ রণমধ্যে নিহত হইলে ভূমি ও ভূধর সকল কম্পিত হইল এবং দেবগণ হর্ষে তুমুল সিংহনাদ করিলেন। অন্তরীক্ষস্থিত দেব, দেবর্ষি, মহর্ষি, পন্নগ, সুপর্ণ, গুহ্যক, যক্ষ ও গন্ধর্ব্বগণের সহিত সমস্ত ভূতগণই রামের পরাক্রম দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইল। রাক্ষস-রাজের মনস্বী বান্ধবগণ কুম্ভকর্ণের তাদৃশ নিদারুণ বধে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া, যেরূপ মৃগরাজকে দেখিয়া মাতঙ্গগণ পলায়ন করে, তদ্রূপ রাঘব ও বানরগণকে দেখিয়া সশব্দে পলায়ন করিতে লাগিল। তৎকালে রামচন্দ্র দেবগণের কালস্বরূপ কুম্ভকর্ণকে সমরে নিহত করিয়া, রাহুমুখবিমুক্ত দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। সেই ভীমবল শত্রু নিহত হওয়ায় হর্ষে বানরগণের মুখ পদ্মের ন্যায় প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল এবং তাহারা ইষ্টভাগী নৃপনন্দন রাঘবকে পূজা করিতে লাগিল।

এইরূপে, অমররাজ মহাসুর বৃত্রকে বিনাশ করিয়া যেরূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ ভরতাগ্রজ রাম, যে কখনও কোন মহারণে পরাজিত হয় নাই, সেই সুরসৈন্যমর্দ্দন কুম্ভকর্ণকে বিনাশ করিয়া পরম হর্ষ লাভ করিলেন।

ইতি সপ্তষষ্টিতম সর্গ ॥ ৬৭ ॥

অষ্টষষ্টিতম সর্গ।

কুম্ভকর্ণকে মহাবল রামকর্তৃক নিহত দেখিয়া রাক্ষসগণ রাক্ষসেন্দ্র রাবণের সমীপে গমন করিয়া তাহা নিবেদন করতঃ কহিল;—মহারাজ! কালসদৃশ আপনার ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ কিয়ৎকাল বিক্রম প্রকাশ করিয়া বানর-বাহিনীকে বিদ্রাবিত এবং বানরগণকে ভক্ষণ

করতঃ রামের তেজে প্রশান্ত হইয়া কালধর্ম্মে সংযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার মস্তকবিহীন দেহ ভীমদর্শন সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়াছে। তাঁহার নাসাকর্ণবিহীন রুধিরপরিপ্লুত পর্ব্বত সদৃশ মস্তক দ্বারা লঙ্কার দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে। রাজন্! তিনি দাবদগ্ধ দ্রুমের ন্যায়, রাম শরে নিতান্ত পীড়িত হওত হস্ত পদ ও মস্তক-বিহীন হইয়া শয়ন করিয়াছেন।'

মহাবল কুম্ভকর্ণকে রণমধ্যে নিহত শ্রবণ করিয়া, রাবণ শোকসন্তপ্ত হইয়া মুগ্ধ ও পতিত হইলেন। দেবান্তক, নরান্তক, ত্রিশিরা ও অতিকায় প্রভৃতি রাবণপুত্রগণ পিতৃব্যকে নিহত শ্রবণ করতঃ শোকে অধীর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মহোদর এবং মহাপার্শ্ব বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে অক্লিষ্টকর্ম্মা রামকর্ত্তৃক নিহত শ্রবণ করিয়া শোকাভিভূত হইল। অনন্তর, রাক্ষসপুঙ্গব রাবণ বহুকষ্টে সংজ্ঞা লাভ করতঃ, কুম্ভকর্ণের নিধন বশতঃ বিকলেন্দ্রিয় হইয়া দীনভাবে বিলাপ করতঃ কহিলেন;—' হা বীর! হা অরাতিদর্পনাশন! হা মহাবল! হা কুম্ভকর্ণ! দৈববশতঃ তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যমনিকেতনে গমন করিয়াছ!! হা মহাবল! তুমি কেবলমাত্র শত্রুসৈন্যকে প্রতাপিত করতঃ, আমার এবং বান্ধবগণের শল্য উদ্ধরণ না করিয়াই কোথায় গমন করিতেছ? হা বীর? তুমি আমার দক্ষিণ বাহুর স্বরূপ ছিলে বলিয়াই আমি সুর অথবা অসুরগণকে ভয় করিতাম না; পরন্তু অদ্য আমার সেই ভুজপতিত হওয়ায় আমিও লুপ্তপ্রায় হইলাম। হায়! যে কালাগ্নিসদৃশ বীর দেবতা এবং দানবগণেরও দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন, একজন রঘুনন্দন কি প্রকারে তাঁহাকে রণমধ্যে নিহত করিতে সমর্থ হইল? হায়! বজ্রদ্বারা আঘাতিত হইয়াও যাঁহার কিছুমাত্র পীড়া বোধ হইত না, সেই বীর অদ্য কি প্রকারে রাঘবশরে পীড়িত হইয়া মহীতলে শয়ন করিলেন। হায়! ঐ দেখ, ঋষিগণের সহিত গগনমধ্যস্থ দেবগণ তোমাকে রণমধ্যে নিহত দেখিয়া হর্ষে সিংহনাদ করিতেছে!! আমি নিশ্চয় জানিতেছি, বানরগণ অবসর পাইয়া অদ্যই লঙ্কার দ্বার ও দুর্গের উপর আরোহণ করিবে। আমার আর রাজ্যে প্রয়োজন কি এবং সীতাকে লইয়াই বা আর কি করিব? কারণ কুম্ভকর্ণ বিহীন হইয়া আর জীবন ধারণ করিতে অভিলাষ করি না। আমি যদি সেই ভ্রাতৃহন্তা রামকে রণমধ্যে নিহত করিতে না পারি, তাহা হইলে নিরর্থক এই জীবনভার বহন করা অপেক্ষা আমার মরণই শ্রেয়স্কর। আমি ভ্রাতৃবিহীন হইয়া ক্ষণমাত্রও জীবন ধারণ করিতে পারিব না; অতএব, যে স্থানে অনুজ কুম্ভকর্ণ শয়ন করিয়াছেন, আমি অদ্যই সেই স্থানে গমন করিব। হা কুম্ভকর্ণ! আমি পূর্ব্বে দেবগণের অনেক অপকার করিয়াছি, পরন্ত, অদ্য তুমি নিহত হওয়ায় আমি ইন্দ্রকে জয় করিতে না পারিলে দেবগণ আমাকে উপহাস করিবে। হায়! আমি অজ্ঞানবশতঃমহাত্মা বিভীষণের যে শুভ বাক্য সকল গ্রহণ করি নাই, অদ্য তাহার পরিণাম উপস্থিত হইয়াছে। হায়! কুম্ভকর্ণ ও প্রহস্তের বিনাশবশতঃ সমুদীরিত সেই বিভীষণ বাক্য অদ্য আমাকে নিরতিশয় লজ্জিত করিতেছে। হায়! আমি ধার্ম্মিক শ্রীমান্ বিভীষণকে যে, নিরাকৃত করিয়াছি, অদ্য সেই নিদারুণ কর্ম্মের শোকপ্রদ পরিণাম উপস্থিত হইয়াছে।'

ইন্দ্রশত্রু অনুজ কুম্ভকর্ণ নিহত হইলে দশানন শোকপীড়িত হইয়া ব্যাকুল মনে এইরূপ বহুবিধ সকরুণ বিলাপ করতঃ ভূতলে পতিত হইলেন।

ইতি অষ্টষষ্টিতম সর্গ॥ ৬৮॥

একোনসপ্ততিতম সর্গ।

শোকাভিভূত দুরাত্মা দশাননের এইরূপ বিলাপ বাক্য সকল শ্রবণ করতঃ ত্রিশিরা কহিলেন;—' মহারাজ! আপনি যেরূপ বলিলেন, আমাদের তাদৃশ গুণসম্পন্ন মধ্যম তাত নিহত হইয়াছেন বটে কিন্তু, কোন বীর পুরুষই আপনার ন্যায় বিলাপ করেন না। হে প্রভো! আপনি কি নিমিত্ত প্রাকৃতের

ন্যায় আপনা আপনিই এরূপ শোকসন্তপ্ত হইতেছেন? আমরা নিশ্চয় জানি, এই ত্রিভুবনও আপনার নিকট পর্য্যাপ্ত নহে। আপনার পিতামহদত্ত শক্তি, কবচ, বাণ, ধনুঃ এবং মেঘের ন্যায় শব্দায়মান সহস্রখরসঞ্চালিত রথ রহিয়াছে। আপনি কোন শস্ত্র গ্রহণ না করিয়াই অনেকবার দেবগণকে দমন করিয়াছেন; অতএব, অধুনা সর্ব্বপ্রকার আয়ুধধারণ করিলে, নিশ্চয়ই রাঘবকে জয় করিতে সমর্থ হইবেন। মহারাজ! অথবা আপনি যথাসুখে বিশ্রাম করুন; আমি একাকীই সমরে গমন করিয়া, গরুড় যেরূপ ভুজঙ্গগণকে বিনাশ করে, তদ্রূপ আপনার শত্রুগণকে বিনাশ করিব। যেরূপ দেবরাজকর্ত্তৃক শম্বর এবং বিষ্ণুকর্ত্তৃক নরকাসুর নিপাতিত হইয়াছিল, তদ্রূপ আমিও রণস্থলে রামকে নিপাতিত ও ভূতলশায়ী করিব।'

কালচোদিত রাক্ষসরাজ রাবণ ত্রিশিরার বাক্য শ্রবণ করিয়া, আপনাকে পুনর্জ্জাত বলিয়াই মনে করিলেন এবং তেজস্বী অতিকায়, দেবান্তক ও নরান্তক যুদ্ধার্থ হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী রাক্ষসপুঙ্গব বীরবর রাবণ পুত্রগণ 'আমি যাইব, আমি যাইব' এইরূপ গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা সকলেই অন্তরীক্ষগামী মায়াবিশারদ বলশালী বিস্তীর্ণকীর্ত্তি সমরদুর্জ্জয় এবং দেবদর্পনাশন। তাঁহাদের তাহাকেও কখন রণস্থলে কিন্নর মহোরগ এবং গন্ধর্ব্বগণের সহিত দেবগণকর্ত্তৃকও পরাজিত হইতে শ্রবণ করা যায় নাই। তাঁহারা সকলেই বিদ্বান্ বীর যুদ্ধবিশারদ সুবিজ্ঞ এবং লব্ধবর।

তৎকালে, সেই ভাস্করদর্শন শত্রুবলবিমর্দ্দন বীরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, রাক্ষসরাজ, দানবদর্পনাশন অমরগণে পরিবেষ্টিত দেবরাজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর, দশানন স্বীয় পুত্রগণকে আলিঙ্গন করতঃ উত্তম ভূষণে ভূষিত করিয়া প্রশস্ত আশীর্ব্বাদসহকারে সমরে প্রেরণ করিলেন। রণমধ্যে কুমারগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত মত্ত ও উন্মত্ত নামক ভ্রাতৃযুগলকে প্রেরণ করিলেন। তখন সেই মহাকায় মহাবল রাক্ষসশ্রেষ্ঠগণও মহাবল লোকরাবণ রাবণকে প্রদক্ষিণ করতঃ সর্ব্বৌষধি ও মন্ত্র দ্বারা অভিরক্ষিত হইয়া যুদ্ধাভিলাষে প্রস্থিত হইলেন। ত্রিশিরা, অতিকায়, দেবান্তক, নরান্তক, মহোদর ও মহাপার্শ্বপ্রভৃতি নিশাচরগণ যেন কালপ্রেরিত হইয়াই সমরে গমন করিলেন। মহোদর নীলজীমূতসদৃশ ঐরাবতকুলজাত একটী হস্তীর উপর আরোহণ করিলেন। তূণ ও বাণ সকলে সমলঙ্কৃত সর্ব্বায়ুধধারী সেই বীর গজোপরি আরোহণ করিয়া অস্তাচলচূড়াবলম্বী সবিতার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। রাবণনন্দন ত্রিশিরা বাজিরাজিকর্ত্তৃক সঞ্চালিত এবং সর্ব্বায়ুধশালী এক উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ করিলেন। ধনুর্দ্ধারী ত্রিশিরা রথোপরি আরোহণ করিয়া বিদ্যুৎ উল্কা জ্বালা এবং ইন্দ্রচাপসমন্বিত অম্বুদের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। ধনুর্দ্ধরগণের অগ্রগণ্য রাবণনন্দন তেজস্বী অতিকায় তূণ ও ধনুর্দ্বারা প্রদীপ্ত, প্রাস ও অসিদ্বারা পরিপূরিত, শোভন চক্র অক্ষ অনুকর্ষ ও কূবরসমন্বিত এক উত্তমাশ্বসংযোজিত রথে আরোহণ করিলেন। সেই বীর কাঞ্চনচিত্রিত বিরাজমান কিরীট ও ভূষণদামে চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত করতঃ মেরুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। রাক্ষসশার্দ্দূলগণ সেই মহাবল রাজকুমারের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করায় তাঁহাকে অমরগণপরিবেষ্টিত পুরন্দরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। নিশাচর নরান্তক উচ্চৈঃশ্রবার অনুরূপ একটী শ্বেতবর্ণ কনকভূষিত মনোজব মহাকায় অশ্বে আরোহণ করিলেন। তেজস্বী নরান্তক উল্কাসদৃশ প্রাস গ্রহণ করতঃ শিখিসমারূঢ় শক্তিহস্ত কুমারের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। দেবান্তক একটী হেমভূষণ পরিঘ গ্রহণ করতঃ যেন সমুদ্রমন্থনকালীন মন্দরহস্ত বিষ্ণুর দেহকে বিড়ম্বিত করিয়াই প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। মহাতেজা বীর্য্যবান্ মহাপার্শ্ব গদা গ্রহণ করতঃ রণমধ্যে গদাপাণি কুবেরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। যেরূপ সুরগণ অমরাবতী হইতে নির্গত হয়েন, তদ্রূপ সেই বীরগণও পুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রস্থিত হইলেন। উৎকৃষ্ট অস্ত্রধারী মহাবল

নিশাচরগণ তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও মেঘের ন্যায় শব্দায়মান রথ সকলের সহিত সেই কুমারগণের অনুগামী হইল। তৎকালে, সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ সেই কিরীটধারী মহাবল শ্রীমান্ রাজকুমারগণ অম্বরমধ্যস্থ প্রদীপ্ত গ্রহগণের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। সেই কুমারগণকর্ত্তৃক প্রগৃহীত শরদভ্রসদৃশ শুভ্র অস্ত্রসকলকে গগনমধ্যস্থ হংসাবলির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। এইরূপে যুদ্ধাভিলাষী সেই বীরগণ 'আমরা শত্রুগণকে পরাজিত করিব অথবা স্বয়ংই সমরে প্রাণ পরিত্যাগ করিব' এইরূপ নিশ্চয় করতঃ নির্গত হইলেন। সেই যুদ্ধদুর্ম্মদ বীরগণ নির্গত হইয়া গর্জ্জন সিংহনাদ এবং আক্রোশ প্রকাশ করতঃ বাণ গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদিগের ক্ষ্বেড়িত, আস্ফোটিত ও নিনাদ এবং অন্যান্য রাক্ষসগণের সিংহনাদে বসুমতী বিচলিত এবং মহার্ণব উচ্ছ্বলিত হইলেন। সেই মহাবল রাক্ষসেন্দ্রগণ হর্ষসহকারে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, সমুদ্যত শিলা পর্ব্বতধারী বানর সৈন্যগণকে দেখিতে পাইলেন। মহাবল বানরগণও কিঙ্কিনীশতনাদিত এবং হস্তী অশ্ব ও স্বর্থশালিনী সেই রাক্ষসবাহিনীকে দেখিতে পাইল। নীলমেঘ, প্রদীপ্ত হুতাশন ও প্রভাকরসদৃশ উদ্যতায়ুধ নিশাচরগণকর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে পরিবৃত সেই বলসকলকে দেখিয়া লব্ধলক্ষ্য প্লবঙ্গমগণ মহাশৈল সকল সমুদ্যত করতঃ মুহুর্মুহু সিংহনাদ করিতে লাগিল। রাক্ষসগণও তাহাদের সেই শব্দ সহ্য না করিয়া প্রতিনাদ করিয়া উঠিল। সেই মহাবল নিশাচরগণ বানরযূথপতিগণের উৎকৃষ্ট রব শ্রবণ করতঃ শত্রুপক্ষের তাদৃশ উৎকট হর্ষ সহ্য করিতে না পারিয়া ভীমতর সিংহনাদ করিতে লাগিল।

অনন্তর, বানরযূথপতিগণ ঘোর রাক্ষসবলমধ্যে প্রবেশ করতঃ শিখরশালী গিরিবরের ন্যায় শৈলহস্তে বিচরণ করিতে লাগিল। সেই বানর গণের মধ্যে কেহ শূন্যমার্গে উত্থিত হইল, কেহ পৃথিবীতে অবস্থান করিতে লাগিল এবং কেহ কেহ রাক্ষসসৈন্যের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রুম ও শৈলরূপ আয়ুধ সকল ধারণ করতঃ বিচরণ করিতে লাগিল। কোন কোন বানরপুঙ্গব বিপুল স্কন্ধ বৃক্ষ গ্রহণ করতঃ যুদ্ধ আরম্ভ করিলে, বানর ও রাক্ষসগণের তুমুল সঙ্কুলযুদ্ধ হইতে লাগিল। সেই ভীম বিক্রম বানরগণ অনুপম পাদপ শিলা ও শৈল বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল, এবং তাহারাও রাক্ষসগণকর্ত্তৃক বাণসমূহে বারিত হইতে লাগিল। তৎকালে, বানর ও রাক্ষসগণ পরস্পর সংমিলিত হইয়া যুগপৎ সিংহনাদ করিতে লাগিল।

অনন্তর, বানরগণ ক্রুদ্ধ হইয়া আভরণ ও কবচসংবৃত নিশাচরগণকে রণস্থলে বৃক্ষদ্বারা আঘাতিত এবং শিলাদ্বারা বিচূর্ণিত করিতে লাগিল। কোন কোন বীর বানর রথ, মাতঙ্গ ও তুরঙ্গসমারূঢ় বীরবর নিশাচরগণকে সহসা বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। তখন বানরগণের মুষ্টিপ্রহারে লোচন সকল নির্গত এবং শৈলশৃঙ্গবর্ষণে দেহ নিচিত হওয়ায় রাক্ষসপুঙ্গবগণ শব্দ করতঃ বিচলিত ও পতিত হইতে থাকিলে, রাক্ষসগণ শূল মুদ্গর খড়্গ প্রাস ও শক্তি দ্বারা কপিকুঞ্জরগণকে আঘাতিত করতঃ শর দ্বারা ছেদিত করিতে লাগিল। এইরূপে শত্রুগণের শোণিতে দিগ্ধগাত্র এবং পরস্পর বিজয়াভিলাষী সেই বানর ও রাক্ষসগণ পরস্পর পরস্পরকে পাতিত করিতে লাগিল। রুধিরপরিপ্লুত রণভূমি হরিরাক্ষসগণ কর্ত্তৃক বিসৃষ্ট শৈল ও খড়্গাদি দ্বারা মুহূর্ত্তকালমধ্যে সমাচ্ছাদিত হইয়া পড়িল। তৎকালে, অরিমর্দ্দিত রণমত্ত নিশাচরগণের বিকীর্ণ পর্ব্বতপ্রমাণ দেহে রণাঙ্গন পরিপূর্ণ হইল। তখন, ভগ্নশৈল বানরগণকর্ত্তৃক আক্ষিপ্ত ও ক্ষিপ্যমাণ নিশাচরগণ করচরণাদি দ্বারা বাহুযুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। রাক্ষসশ্রেষ্ঠগণ বানর দ্বারা রাক্ষসগণকে আঘাতিত করিতে লাগিল। রাক্ষসগণ বানরগণ কর্ত্তৃক ক্ষিপ্ত শিলা ও শৈল সকলকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করতঃ তাহাদিগকে আঘাত করিতে এবং বানরগণও নিশাচরগণের শস্ত্রসকল আচ্ছাদিত করতঃ তাহাদিগকে নিহত করিতে লাগিল। এইরূপে সেই বানর ও নিশাচরগণ শৈল শৃঙ্গ দ্বারা রণমধ্যে পরস্পর

পরস্পরকে আঘাতিত করতঃ সিংহনাদ করিতে লাগিল। যেরূপ দ্রুম হইতে নির্য্যাস নির্গত হয়, তদ্রূপ বানরগণ কর্ত্তৃক হত ছিন্নবর্ম্ম ও ভগ্নধনুঃ নিশাচরগণের গাত্র হইতে রুধিরস্রাব হইতে লাগিল। কোন কোন বানর সেই রণস্থলে রথদ্বারা রথ, বারণ দ্বারা বারণ এবং তুরঙ্গ দ্বারা তুরঙ্গগণকে নিহত করিতে লাগিল।

অনন্তর, বানর ও রাক্ষসগণের ঘোরতর সঙ্কুলযুদ্ধ আরম্ভ হইল। বানরগণ শিলাবৃক্ষ-দ্বারা রাক্ষসগণকে আঘাত করিতে থাকিল এবং নিশাচরগণ বানরেন্দ্রগণের সেই শিলা ও বৃক্ষ সকলকে নিশিত ক্ষুরপ্র, অর্দ্ধচন্দ্র ও ভল্লদ্বারা ছেদন করিতে লাগিল। সেই সময়ে বিকীর্ণ পর্ব্বত ও অস্ত্র, ছিন্ন দ্রুম এবং নিহত বানর ও রাক্ষসগণের শরীরে রণভূমি দুর্গম হইয়া পড়িল। গর্ব্বিত ও হৃষ্টচিত্ত অদীনসত্ত্ব সমরাসক্ত বানরগণ ভয় পরিত্যাগ করতঃ বিবিধ আয়ুধ ধারণ করিয়া রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। এইরূপে সেই তুমুল যুদ্ধে বানরগণ প্রহৃষ্ট হইয়া নিশাচরগণকে নিহত করিতে থাকিলে, মহর্ষি ও দেবগণ আনন্দধ্বনি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর, মীন যেরূপ মহার্ণবমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ নরান্তক বায়ুর ন্যায় বেগশালী একটী অশ্বে আরোহণ করতঃ নিশিত শক্তি গ্রহণ করিয়া উগ্র বানরসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই মহাবল বীর প্রদীপ্ত প্রাসদ্বারা সপ্তশত বানরকে ভেদ করতঃ অনেক বানর সৈন্যকে নিহত করিলেন এবং বিদ্যাধর ও মহর্ষিগণ সেই অশ্বারূঢ় মহাবল রাক্ষসকে এইরূপে বানরসৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতে দেখিলেন। তিনি যে দিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন, সেই দিকের পথ সকল মাংস ও শোণিতে কর্দ্দমিত এবং পতিত পর্ব্বতকার বানরগণ দ্বারা পরিবৃত হইতে লাগিল। বানরগণ যে যে স্থানে পলায়ন করিতে লাগিল, নরান্তক সেই সেই স্থানেই তাহাদিগকে বধ করিতে লাগিলেন।

বিভাবসুর বনদহনের ন্যায় নিশাচর নরান্তক যখন বানর সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন, তখন সেই বনচরগণও বৃক্ষ উৎপাটন করিতে আরম্ভ করিল; পরন্তু, প্রাস দ্বারা আহত হইয়া মুহূর্ত্তকালমধ্যে বজ্রবিদারিত অচলের ন্যায় পতিত হইল। এইরূপে নরবিনাশন নরান্তক জাজ্বল্যমান প্রাস উদ্যত করিয়া রণভূমির চতুর্দ্দিকে বিচরণ করতঃ বানরগণকে সর্ব্বতোভাবে মর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই বানরগণের মধ্যে কেহই সমরে স্থির থাকিতে বা পলায়ন করিতে সমর্থ হইল না; কারণ, সেই বীর্য্যবান্ নরান্তক উৎপতিত স্থিত এবং গমনশীল প্রভৃতি সকল বানরকেই বধ করিতে লাগিলেন। আদিত্যের ন্যায় তেজোবিশিষ্ট সেই একমাত্র প্রাস দ্বারা সমগ্র বানরসৈন্য ভগ্ন ও ভূপতিত হইল। বানরগণ বজ্রনিষ্পেষ সদৃশ সেই প্রাসের আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া নিদারুণ চীৎকার করিতে লাগিল। তৎকালে, পতিত বানরবীরগণের দেহসকল, বজ্র দ্বারা ভিন্নাগ্র ভূপতিত শৈলসকলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

অনন্তর, যে মহাবীর বানরশ্রেষ্ঠগণ পূর্ব্বে কুম্ভকর্ণকর্ত্তৃক নিপাতিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা স্বস্থ হইয়া সুগ্রীবের সমীপে গমন করিলেন এবং সুগ্রীবও নরান্তক ভয়ে বিত্রস্ত বানরবাহিনীকে ইতস্ততঃ বিদ্রুত হইতে দেখিলেন। বানররাজ বাহিনীকে বিদ্রুত দর্শনে দূরে দৃষ্টিনিঃক্ষেপ করতঃ দেখিলেন, প্রাসধারী অশ্বারূঢ় নরান্তক আগমন করিতেছে। তাঁহাকে দেখিয়াই মহাতেজা বানররাজ সুগ্রীব, ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী বীরবর কুমার অঙ্গদকে কহিলেন;—'যে অশ্বারূঢ় নিশাচর বানরসৈন্যগণকে সংক্ষোভিত করিতেছে; যাও, শীঘ্র ঐ বীর রাক্ষসকে বিনাশ কর।' বীর্য্যবান্ অঙ্গদ রাজবাক্য শ্রবণ করিয়া, যেরূপ দিবাকর মেঘপটল হইতে নির্গত হয়েন, তদ্রূপ বানরসৈন্য হইতে নির্গত হইলেন। তৎকালে, শৈলসঙ্ঘাত সদৃশ সেই বানরবর অঙ্গদ অঙ্গদযুগল ধারণ করতঃ ধাতুমান পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

কেবল নখ ও দন্ত ভিন্ন অন্য আয়ুধবিহীন মহাতেজা বালিনন্দন অঙ্গদ নরান্তকের নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন;—'স্থির হও, এই প্রাকৃত বানরগণকে মারিয়া কি হইবে? ঐ বজ্রস্পর্শ প্রাস দ্বারা আমার বক্ষঃস্থলে আঘাত কর।' অঙ্গদের বাক্য শ্রবণ করিয়া নরান্তক অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ক্রোধে ভুজঙ্গমবৎ নিশ্বাস পরিত্যাগ ও দন্ত দ্বারা ওষ্ঠ দংশন করতঃ বালিনন্দন অঙ্গদের নিকটবর্ত্তী হইলেন। অনন্তর, সমুজ্জ্বল প্রাস উদ্যত করতঃ নিঃক্ষেপ করিলেন; পরন্তু, সেই অস্ত্র বালিপুত্রের বজ্রকল্প বক্ষঃস্থলে পতিত হইয়া ভগ্ন ও ভূপতিত হইল। সুপর্ণকৃত সর্পফণার ন্যায় সেই প্রাসকে ভগ্ন হইতে দেখিয়া বালিনন্দন নরান্তকের অশ্বমস্তকে তল প্রহার করিলে, সেই অচল সদৃশ অশ্বের পদচতুষ্টয় ভগ্ন, নয়ন তারা স্ফুটিত, জিহ্বা নিষ্ক্রান্ত এবং মূর্দ্ধা বিকীর্ণ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তুরঙ্গকে নিহত ও ভূপতিত দেখিয়া মহাপ্রভাব নরান্তক নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং মুষ্টি উদ্যত করতঃ বালিনন্দনের মস্তকে আঘাত করিলেন। সেই প্রহারে অঙ্গদের মস্তক বিশীর্ণ হওয়ায় তাহা হইতে উষ্ণ শোণিত নির্গত হইতে লাগিল এবং তিনিও মূর্চ্ছিত হইলেন, পরন্তু ক্ষণকাল পরেই সংজ্ঞা লাভ করতঃ একান্ত বিস্মিত ও ক্রোধে দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। অনন্তর, সেই মহাবল বালিনন্দন অঙ্গদ নরান্তকের বক্ষঃস্থলে মৃত্যুর ন্যায় মহাবেগ ও গিরিশৃঙ্গসদৃশ মুষ্টিদ্বারা আঘাত করিলেন। সেই মুষ্টিপ্রহারে বক্ষঃস্থল ভিন্ন ও নিমগ্ন হওয়ায় নিশাচর নরান্তকও অভিঘাতোত্থ জ্বালা বমন করতঃ বজ্রবিদারিত গিরিবরের ন্যায় রুধিরপরিপ্লুতদেহে ভূতলে পতিত হইলেন।

সেই যুদ্ধস্থলে বালিনন্দনকর্ত্তৃক উগ্রবীর্য্য নিশাচর নরান্তক নিহত হইলে, অন্তরীক্ষে দেবগণের এবং রণস্থলে বনচরগণের সুমহৎ শব্দ সমুত্থিত হইল। এইরূপে ভীমকর্ম্মা অঙ্গদ রামের হর্ষজনক তাদৃশ দুষ্কর বিক্রম প্রকাশ করিয়া রাঘবকে হর্ষিত এবং স্বয়ংও পুনর্ব্বার সমরার্থ উৎসাহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

ইতি একোনসপ্ততি সর্গ॥ ৬৯॥

সপ্ততিতম সর্গ।

নরান্তককে নিহত দেখিয়া দেবান্তক, ত্রিমূর্দ্ধা এবং পৌলস্ত্য মহোদরপ্রভৃতি নিশাচরগণ নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। বেগবান্ মহোদর মেঘসদৃশ বারণবরে সমারূঢ় হইয়া বালিনন্দন বীর্য্যবান্ অঙ্গদের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। বলবান্ দেবান্তক ভ্রাতৃবধে একান্ত সন্তপ্ত হইয়া ঘোরতর পরিঘ গ্রহণ করতঃ অঙ্গদাভিমুখে ধাবিত হইলেন। বীর ত্রিশিরা উত্তমাশ্বসঞ্চালিত আদিত্যসদৃশ রথে আরোহণ করিয়া বালিতনয়ের অভিমুখে গমন করিলেন। অঙ্গদ, সেই দেবদর্পনাশন রাক্ষসেন্দ্রগণকর্ত্তৃক এইরূপে অভিদ্রুত হইয়া একটি বিটপশালী সুমহৎ বৃক্ষ উৎপাটন করিলেন। অনন্তর, দেবরাজ যেরূপ অশনি নিক্ষেপ করেন, তদ্রূপ অঙ্গদও দেবান্তককে লক্ষ্য করিয়া সেই মহাশাখ মহাবৃক্ষকে নিঃক্ষেপ করিলেন। পরন্তু, ত্রিশিরা আশীবিষসদৃশ শরসমূহদ্বারা তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং অঙ্গদও বৃক্ষকে ছেদিত দেখিয়া উৎপতিত হইলেন। অনন্তর, সেই কপিকুঞ্জর পর্ব্বত ও বৃক্ষ বর্ষণ করিতে থাকিলে, ত্রিশিরা ক্রুদ্ধ হইয়া শাণিত শর দ্বারা সেই সমস্ত ছেদন করিলেন। অন্য দিক্ হইতে মহোদরও সেই বৃক্ষ সকল ছেদন করিতে প্রবৃত্ত হওয়ায় ত্রিশিরা অবসর পাইয়া শরহস্তে বীর বালিনন্দনের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। গজারূঢ় মহোদরও তদভিমুখে ধাবিত হইয়া বজ্রসন্নিভ তোমর দ্বারা তদীয় বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। বেগবান্ দেবান্তক ক্রোধভরে সমাগত হইয়া পরিঘদ্বারা সত্বর অঙ্গদকে আঘাত করতঃ পলায়ন করিল। পরন্তু, সেই মহাতেজস্বী প্রতাপবান্ পরম দুর্জ্জয় বালিনন্দন তিনজন নিশাচরশ্রেষ্ঠকর্ত্তৃক যুগপৎ অভিদ্রুত হইয়াও কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না; অধি-

কস্তু, সুমহৎ বেগসহকারে মহোদরের গজমস্তকে তলপ্রহার করিলেন। সেই তলপ্রহারেই নাগরাজের লোচনযুগল পতিত হইল এবং সেই কুঞ্জর নিদারুণ শব্দ করিতে লাগিল।

অনন্তর, মহাবল বালিনন্দন তদীয় বিষাণ উৎপাটিত করতঃ দেবান্তকের প্রতি অভিদ্রুত হইয়া তদ্দ্বারা তাঁহাকে রণমধ্যে সন্তাড়িত করিলেন। তাহাতে সেই তেজস্বী বাতোদ্ধূত বৃক্ষের ন্যায় বিহ্বল হইয়া লাক্ষারসসদৃশ রুধির বমন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর, সেই মহাতেজস্বী বলশালী বহুকষ্টে আশ্বস্ত হইয়া অঙ্গদের বক্ষঃস্থলে গদাদ্বারা আঘাত করিলেন। বানরেন্দ্রনন্দন পরিঘদ্বারা আহত হইয়া জানুযুগল দ্বারা ভূতল আশ্রয় করতঃ পুনর্ব্বার উৎপতিত হইলেন। হরিরাজকুমার উৎপতিত হইলে, ত্রিশিরা তিনটি কুটিলগামী শরদ্বারা তাঁহার ললাটদেশে আঘাত করিলেন।

অঙ্গদকে তিনজন রাক্ষসপুঙ্গবকর্ত্তৃক আক্রান্ত দেখিয়া হনুমান্ এবং নীল তাঁহার নিকটস্থ হইলেন। নীল ত্রিশিরাকে লক্ষ্য করিয়া একটি গিরিশিখরক্ষেপণ করিলেন; পরন্তু, ধীমান্ রাবণনন্দন শাণিত শরসমূহদ্বারা তাহা ছেদন করিলেন। তৎকালে, বাণশতদ্বারা সেই গিরিশিখরের শিলাতল বিদারিত হওয়ায়, তাহা স্ফুলিঙ্গ ও জ্বালামালার সহিত নিপতিত হইল। বলশালী দেবান্তক রণমধ্যে ত্রিশিরার এতাদৃশ বিচেষ্টিত দর্শন করিয়া পরিঘহস্তে বায়ুনন্দনের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া কপিকুঞ্জর হনুমান্ উৎপতিত হওত বজ্রকল্প মুষ্টিদ্বারা তদীয় মস্তকে আঘাত করিলেন। তখন, সেই মহাকপি বলশালী বীর বায়ুতনয় তদীয় মস্তকে প্রহার করতঃ এরূপ সিংহনাদ করিলেন যে, তাহাতে নিশাচরগণ সন্ত্রাসিত হইয়া পড়িল। সেই মুষ্ট্যাঘাতে রাক্ষসরাজনন্দন দেবান্তকের মস্তক পিষ্ট ও ভগ্ন, দন্ত ও অক্ষি নির্গত এবং জিহ্বা বিলম্বিত হইয়া পড়িল এবং তিনিও বিগতজীবিত হইয়া সহসা ভূতলে পতিত হইলেন।

সেই রাক্ষসযোধপ্রধান মহাবল দেবশত্রু দেবান্তক রণমধ্যে নিহত হইলে ত্রিশিরা ক্রুদ্ধ হইয়া নীলের বক্ষঃস্থলে উগ্র ও শাণিত বাণ সকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহোদর নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, যেরূপ দিবাকর মন্দরোপরি আরোহণ করেন, তদ্রূপ স্বীয় পর্ব্বতসদৃশ কুঞ্জরের উপর পুনর্ব্বার আরোহণ করতঃ, শক্রধনুসমন্বিত মেঘের পর্ব্বতোপরি সৌদামিনীবর্ষণের ন্যায় নীলের বক্ষঃস্থলে বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই মহাবলকর্ত্তৃক বিষ্টম্ভিত, শ্লথগাত্র এবং শরসমূহদ্বারা বারিত ও ভিন্নদেহ হইয়া উগ্রবেগ বানর সেনাপতি নীল নিরতিশয় ব্যথিত হইলেন। পরন্তু, ক্ষণকাল পরে বৃক্ষখণ্ডের সহিত একটি শৈল উৎপাটন করতঃ উৎপতিত হইয়া তদ্দ্বারা মহোদরের মস্তকে আঘাত করিলেন। মহোদরও সেই শৈলনিপাতদ্বারা কুঞ্জরের সহিত বিচূর্ণিত ও গতাসু হইয়া বজ্রবিদারিত মহীধরের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন।

পিতৃব্য মহোদরকে নিহত দেখিয়া ত্রিশিরা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ধনুর্ব্বাণ ধারণ করতঃ শাণিত শরসমূহ দ্বারা হনুমান্‌কে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন বায়ুনন্দনও ক্রুদ্ধ হইয়া একটী গিরিশিখর ক্ষেপণ করিলে, বলশালী ত্রিশিরা তীক্ষ্ণ শরসমূহ দ্বারা তাহাকে বহুধাছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই সমরমধ্যে কপিবর হনুমান্ গিরিশিখরকে ব্যর্থ দেখিয়া রাবণনন্দনকে লক্ষ্য করতঃ বৃক্ষ সকল বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। পরন্তু, প্রতাপশালী ত্রিশিরা সেই বৃক্ষ সকলকে শাণিত শরসমূহদ্বারা আকাশমার্গেই ছেদন করতঃ সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। তদ্দর্শনে হনুমান্ উৎপতিত হইয়া ত্রিশিরার অশ্বোপরি আরোহণ করতঃ মৃগরাজ যেরূপ মাতঙ্গকে বিদারিত করে, তদ্রূপ নখ দ্বারা তাহাকে বিদারিত করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর রাবণনন্দন ত্রিশিরা যমের কালরাত্রি সমাশ্রয়ের ন্যায় শক্তি গ্রহণ করিয়া বায়ুপুত্রের প্রতি ক্ষেপণ করিলেন: হরিশার্দ্দূল হনুমান্ আকাশ হইতে নির্গত উল্কার ন্যায় সেই অসঙ্গতা শক্তিকে ধারণ করতঃ ভগ্ন করিয়া সিংহনাদ করিলেন। সেই ভয়ঙ্করী শক্তিকে হনুমান্‌কর্ত্তৃক ভগ্ন হইতে দেখিয়া

বানরগণ হর্ষে মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

অনন্তর রাক্ষসোত্তম ত্রিশিরা খড়্গ সমুদ্যত করতঃ তদ্দ্বারা বানরেন্দ্র হনুমানের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। বীর্য্যবান্ বায়ুনন্দন হনুমান্‌ও খড়্গ প্রহারে আঘাতিত হইয়া ত্রিশিরার বক্ষঃস্থলে তলপ্রহার করিলেন এবং মহাতেজা ত্রিশিরাও সেই তলপ্রহারে স্খলিতায়ুধ ও গতচেতন হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। সেই নিশাচর পতিত হইবামাত্র পর্ব্বতসদৃশ কপিবর হনুমান্ তদীয় খড়্গ গ্রহণ করিয়া নিশাচরগণকে সন্ত্রাসিত করতঃ সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। পরন্তু, রাক্ষস ত্রিশিরা সেই শব্দ সহ্য না করিয়া সত্বর উত্থিত ও উৎপতিত হইয়া হনুমান্‌কে মুষ্টি দ্বারা আঘাতিত করিলেন। মহাকপি হনুমান্ সেই মুষ্টিপ্রহারে নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ক্রোধভরে সেই রাক্ষস পুঙ্গবের কিরীটে আঘাত করিলেন। অনন্তর যেরূপ দেবরাজ বৃত্রাসুরের মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ বায়ুনন্দনও ক্রোধে সেই শাণিত অসি দ্বারা তদীয় কুণ্ডলালঙ্কৃত ও কিরীটশোভিত মস্তকত্রয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন, যেরূপ আকাশমার্গ হইতে জ্যোতিঃপিণ্ড সকল নিপতিত হয়, তদ্রূপ সেই ইন্দ্রশত্রু নিশাচরের প্রদীপ্ত হুতাশনসদৃশ লোচনবিশিষ্ট, আয়তাক্ষ ও পর্ব্বতসদৃশ মস্তক সকল পৃথিবীতে পতিত হইল। এইরূপে ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী হনুমান্ কর্ত্তৃক সেই দেবশত্রু ত্রিশিরা নিহত হইলে বসুমতী বিচলিত হইলেন এবং বানরগণ সিংহনাদ ও রাক্ষসগণ চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

ত্রিশিরা যুদ্ধোন্মত্ত এবং দুরাধর্ষ দেবান্তক নরান্তককে নিহত দেখিয়া অমর্ষশালী রাক্ষসপুঙ্গব মত্ত নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং একটী সর্ব্বায়সী দীপ্তিমতী গদা গ্রহণ করিলেন। যুগান্তকালীন প্রজ্বলিত হুতাশনসদৃশ ক্রুদ্ধ রাক্ষসপুঙ্গব মত্ত সেই হেমপট্ট সমাচ্ছাদিত, মাংসশোণিতফেনিল, শত্রুশোণিত তর্পিত, ঐরাবত মহাপদ্ম ও সার্ব্বভৌম নামক বানরগণের ভয়াবহ, রক্তমাল্যভূষিত ও তেজঃপ্রদীপ্ত বিরাজমান বিপুল গদা গ্রহণ করতঃ বানরগণের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। অনন্তর, বানরবর ঋষভ উৎপতিত হইয়া মহাপার্শ্বের সমীপে আগমন করতঃ সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিল। মহাপার্শ্ব সেই পর্ব্বতসদৃশ ঋষভকে সম্মুখে অবস্থান করিতে দেখিয়া বজ্রকল্প গদা দ্বারা তদীয় বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। তৎকর্ত্তৃক তাদৃশ গদা দ্বারা আঘাতিত হইয়া সেই বানর পুঙ্গব কম্পিত হইল এবং তদীয় বক্ষঃস্থল ভিন্ন হওয়ায় তাহা হইতে বহু রুধিরস্রাব হইতে লাগিল। অনন্তর বানরযূথপতি ঋষভ বহু বিলম্বে সংজ্ঞা লাভ করতঃ ক্রোধে ওষ্ঠ বিস্ফুরিত করিয়া মহাপার্শ্বের প্রতি দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিল। পর্ব্বতসদৃশ সেই বেগবান্ বানরবীরশ্রেষ্ঠ বেগ সহকারে সহসা সমাগত হইয়া মুষ্টি সমুদ্যত করতঃ রাক্ষস মহাপার্শ্বের বাহু মধ্যে আঘাত করিল। তাহাতে সেই নিশাচর রুধির পরিপ্লুতদেহে ছিন্নমূল তরুর ন্যায় সহসা ভূতলে পতিত হইলেন। তখন ঋষভ তদীয় যমদণ্ডসদৃশ ঘোর গদা গ্রহণ করতঃ সিংহনাদ করিয়া উঠিল। পরন্তু, সেই সন্ধ্যাভ্রবর্ণ সুরশত্রু মুহূর্ত্তকাল মৃতবৎ অবস্থান করতঃ সংজ্ঞা লাভ করিয়া উৎপতিত হইলেন এবং বরুণনন্দন ঋষভকে এরূপ আঘাত করিলেন যে, তাহাতে সেই বীর মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর, মুহূর্ত্তকাল পরেই সংজ্ঞা লাভ করতঃ পুনর্ব্বার উৎপতিত হইয়াই অদ্রিবর সদৃশ তদীয় গদা গ্রহণ করতঃ তাঁহাকেই রণ মধ্যে আঘাতিত করিল। সেই গদা দেবতা যজ্ঞ ও ব্রাহ্মণগণের শত্রু সেই রৌদ্রমূর্ত্তি নিশাচরের গাত্রে ভয়ঙ্কররূপে পতিত হইলে তাহা হইতে শৈলরাজের ধাতু জল নিঃসরণের ন্যায় ভূরি রুধিরস্রাব হইতে লাগিল। অনন্তর, রণমত্ত বীর ঋষভ বেগ সহকারে সেই মহাবল নিশাচরের তাদৃশী ভয়ঙ্করী গদা গ্রহণ করতঃ বারম্বার সঞ্চালন করিয়া রণমধ্যে মহাপার্শ্বকে আঘাত করিল। স্বীয় গদা দ্বারাই আঘাতিত হওয়ায় তদীয় লোচনযুগল নিমীলিত ও দশনদাম বিশীর্ণ হইয়া পড়িল এবং

তিনিও আয়ুধ ও জীবন বিহীন হইয়া বজ্রাহত অচলের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন এবং তাঁহাকে নিহত দেখিয়া রাক্ষসবলও বিদ্রুত হইল।

এইরূপে সেই রাবণভ্রাতা মহাপার্শ্ব নিহত হইলে সেই অর্ণবসদৃশ নিশাচরবল আয়ুধ সকল পরিত্যাগ করতঃ কেবলমাত্র জীবন রক্ষার নিমিত্তই উচ্ছ্বলিত মহার্ণবের ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল।

ইতি লঙ্কাকাণ্ডে সপ্ততিতম সর্গ ॥ ৭০ ॥

একসপ্ততিতম সর্গ।

দেবতা ও দানবগণের দর্প নিসূদন ব্রহ্মবর দীপ্ত পর্ব্বতসদৃশ মহাতেজস্বী অতিকায় স্বীয় তুমুল লোমহর্ষণ বল সকলকে ব্যথিত, ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী ভ্রাতৃগণকে নিহত, রাক্ষসশ্রেষ্ঠ মহোদর যুদ্ধোন্মত্ত ও মত্ত এবং পিতৃব্য-যুগলকে রণমধ্যে বিনিপাতিত দেখিয়া, অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। অনন্তর সেই ইন্দ্রশত্রু দিবাকর সহস্রের সংঘাতরূপ দীপ্তিমান্ রথে আরোহণ করিয়া বানরগণের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। সেই কুণ্ডলালঙ্কৃত কিরীটধারী বীর ধনুর্বিস্ফারিত করতঃ স্বীয় নাম উল্লেখ করিয়া ঘোররবে সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। তখন, তদীয় সিংহনাদ জ্যাশব্দ ও নামশ্রবণ করিয়া বানরগণ নিরতিশয় ত্রাসযুক্ত হইল এবং দেহমাহাত্ম্য দর্শনে 'এই এক দ্বিতীয় কুম্ভকর্ণ উত্থিত হইয়াছে' এইরূপ বোধ করিয়া ভয়ে পরস্পর পরস্পরের আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। বলিদলনকালীন বিষ্ণুর ত্রিবিক্রমমূর্ত্তির ন্যায় তদীয় রূপ দর্শন করিয়াই বানরযূথপতিগণ ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। সেই মূঢ়চিত্ত বানরগণ অতিকায়কে, রণস্থলে আগমন করিতে দেখিয়াই শরণ্য লক্ষ্মণাগ্রজ রামের শরণাগত হইল।

কাকুৎস্থ রাম দূর হইতে কালমেঘের ন্যায় শব্দায়মান সেই পর্ব্বতপ্রতিম ধনুর্দ্ধারী অতিকায়কে দেখিতে পাইলেন। রঘুনন্দন সেই মহাকায়কে দেখিয়াই একান্ত বিস্মিত হইলেন এবং বানরগণকে পরিসান্ত্বিত করতঃ বিভীষণকে কহিলেন;—'সিংহের ন্যায় লোচনশালী যে পর্ব্বতপ্রতিম ধনুর্দ্ধারী বীর হয়সহস্রসঞ্চালিত বিশাল রথে আরোহণ করিয়া আগমন করিতেছে, এ কে? শাণিত শূল ও সুতীক্ষ্ণ প্রাসমুদ্গরাদি দ্বারা পরিবৃত হওয়ায় যাহাকে ভূতগণপরিবেষ্টিত মহেশ্বরের ন্যায় বোধ হইতেছে, ঐ বীরের নাম কি? যে কালজিহ্বার ন্যায় প্রকাশমান রথশক্তি সকলদ্বারা পরিবৃত হইয়া বিদ্যুদ্দামবিরাজিত বারিদের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে, যেরূপ ইন্দ্রধনু আকাশকে শোভিত করে, তদ্রূপ যাহার হেমপৃষ্ঠবিশিষ্ট সজ্জিত ধনুঃসকল রথকে শোভিত করিয়াছে এবং যে রথিশ্রেষ্ঠ রাক্ষসশার্দ্দূল আদিত্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ রথে আরোহণ করিয়া ভূমিকে বিরাজিত করতঃ আগমন করিতেছে, এ কে? মিত্র! ঐ নিশাচর ধ্বজশৃঙ্গে প্রতিষ্ঠিত রাহুলাঞ্ছন রথে আরোহণ করিয়া সূর্য্যরশ্মির ন্যায় প্রদীপ্ত শরজাল দ্বারা দশদিক্ বিরাজিত করতঃ শোভা পাইতেছে। ঐ নিশাচরের মেঘের ন্যায় শব্দায়মান ত্রিনত হেমপৃষ্ঠ ও অলঙ্কৃত ধনুঃ ইন্দ্রধনুর ন্যায় শোভা পাইতেছে। ইহার মেঘের ন্যায় শব্দায়মান এবং ধ্বজ ও অনুকর্ষশোভিত রথ সারথিচতুষ্টয়কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইতেছে। ঐ রথে অষ্টত্রিংশৎ তূণ, ভয়ঙ্কর কার্ম্মুক এবং কাঞ্চনের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ জ্যাসকল লম্বিত রহিয়াছে। যে দুই খানি খড়্গ উহার উভয় পার্শ্বকে শোভিত করিতেছে, উহার চতুর্হস্ত পরিমিত মুষ্টি দেখিয়াই বোধ হইতেছে যে, খড়্গযুগলও প্রত্যেকে দীর্ঘে দশহস্ত পরিমিত হইবে। যাহার কণ্ঠদেশে রক্তবর্ণ মাল্য শোভা পাইতেছে এবং যাহার বদন কাল সদৃশ ঐ মহাপর্ব্বতসদৃশ ঘোররূপ কৃষ্ণবর্ণ রাক্ষস মেঘ মধ্যগত সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতেছে। যেরূপ গিরিরাজ হিমবান্ অত্যুচ্চ শিখরযুগলদ্বারা পরিশোভিত হয়েন, এই নিশাচরও কনকাঙ্গদনদ্ধ ভুজযুগলদ্বারা তদনুরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে। ইহার চারু লোচনসমন্বিত মুখ কুণ্ডলযুগলদ্বারা একরূপ

শোভিত হইয়াছে যে, উহাকে পুনর্ব্বসুর মধ্যগত পরিপূর্ণ নিশাকরের ন্যায় বোধ হইতেছে। হে মহাবাহো! যাহাকে দেখিয়া বানরগণ ভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতেছে ঐ রাক্ষসশ্রেষ্ঠ কে? ইহা আমার নিকট প্রকাশ কর।'

অমিত তেজস্বী রঘুবংশাবতংস রাজনন্দন রামকর্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া মহাতেজা বিভীষণ কহিলেন;—'কুবেরের কনিষ্ঠ ভীমকর্ম্মা রাক্ষসপতি দশকন্ধর রাজা রাবণ মহাত্মা। [illegible]লিনীর গর্ভসম্ভূত এই বীর্য্যবান্ তাঁহার [illegible]ার নাম অতিকায়। রাবণের ন্যায় বলশালী [illegible] বীর বৃদ্ধসেবী শ্রুতধর এবং শস্ত্রধারিগণের অগ্রগণ্য। এই বীর অশ্বপৃষ্ঠে রথে অথবা [illegible]পরি আরোহণ করিয়া, খড়্গ ধনুঃ অথবা [illegible]দি দ্বারা যুদ্ধ করিতে এবং সাম দান ও ভেদ[illegible] রাজনীতি ও মন্ত্রণাতে সুনিপুণ। রাজন্ [illegible] বাহুবল আশ্রয় করিয়াই লঙ্কানিবাসি[illegible] নির্ভয়ে [illegible]কার্ত্তিপাত করিতেছে। এই নিশাচর সুমহৎ তপস্যায় নিরত হইয়া পিতামহের আরাধনা করতঃ অরাতিগণের পরাজয়কর অস্ত্র সকল লাভ করিয়াছে। ব্রহ্মা ইহাকে সুর ও অসুরগণ হইতে অবধ্যত্বরূপ বর এবং এই দিব্য কবচ ও সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ রথ প্রদান করিয়াছেন। এই নিশাচরকর্ত্তৃক দেবতা [illegible]গণের শত শত বীর পরাজিত, যক্ষ [illegible] এবং রাক্ষ[illegible] রক্ষিত হইয়াছে। যে রণস্থলে শরজালদ্বারা ধীমান্ দেবরাজের বজ্রকে বিষ্টম্ভিত এবং সলিলরাজ বরুণের পাশকে প্রতিহত করিয়াছিল, দেবতা ও দানবগণের দর্পনাশক এই সেই রাক্ষসপুঙ্গব রাবণনন্দন বলবান্ অতিকায়। হে পুরুষপুঙ্গব! সত্বর ইহার বিনাশ সাধনে যত্নবান্ হউন; কারণ, এ সর্ব্বাগ্রে বানরসৈন্যগণকেই নিঃশেষ করিতেছে।'

অনন্তর, বলবান্ অতিকায় বানরবাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ধনুর্বিস্ফারিত করতঃ বারম্বার সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই রথিশ্রেষ্ঠ ভীমকায় নিশাচরকে রথোপরি অবস্থান করিতে দেখিয়া, কুমুদ, দ্বিবিদ, মৈন্দ, নীল ও শরভ প্রভৃতি প্রধানতম বনচরগণ পাদপ ও গিরিশৃঙ্গ হস্তে যুগপৎ তাঁহার প্রতি অভিদ্রুত হইল। পরন্তু অস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ মহাতেজস্বী অতিকায় কনকভূষিত শরসমূহ দ্বারা তাহাদের বৃক্ষ ও শৈল সকলকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরেই সেই শস্ত্রবিশারদ বলশালী নিশাচর সর্ব্বায়স শরসমূহ দ্বারা সম্মুখাগত সেই বানরগণকে সন্তাড়িত করিলেন। বানরগণও অতিকায়ের বাণবর্ষণ দ্বারা ভিন্নগাত্র ও পরাজিত হইয়া, কিছুমাত্র প্রতিকার করিতে সমর্থ হইল না। তখন যৌবনদর্পিত মৃগরাজ যেরূপ মৃগযূথকে সন্ত্রাসিত করে, তদ্রূপ সেই নিশাচরও বানরসেনাগণকে সন্ত্রাসিত করিতে লাগিলেন। পরন্তু, ধনুস্তূণসমন্বিত সেই রাক্ষসেন্দ্র বানরসৈন্যমধ্যে অযুধ্যমান্ কোন বানরকে আঘাত করিলেন না, কেবলমাত্র রামচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া সগর্ব্বে বলিলেন;—'আমি কোন প্রাকৃত যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষ করি না; এই আমি ধনুর্ব্বাণ হস্তে রথোপরি অবস্থান করিতেছি, যদি কাহারও যুদ্ধব্যবসায় বা শক্তি থাকে, সে সত্বর সমাগত হইয়া আমার সহিত যুদ্ধ করুক্।'

তাঁহার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, অরিন্দম সুমিত্রানন্দন নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাহা সহ্য না করিয়া ঈষৎ হাস্য করতঃ ধনুর্ব্বাণহস্তে উত্থিত হইলেন। লক্ষ্মণ উত্থিত হইয়াই তূণ হইতে বাণ গ্রহণ করতঃ অতিকায়ের সম্মুখেই মহৎ ধনুঃ আকর্ষণ করিলেন। তদীয় জ্যাশব্দে সমগ্রা বসুন্ধরা, সাগর ও দিক্ সকল পরিপূরিত এবং রজনীচরগণ সন্ত্রাসিত হইয়া পড়িল। সুমিত্রানন্দনের তাদৃশ ভয়ঙ্কর চাপনির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া মহাতেজস্বী বলবান্ রাবণনন্দনও একান্ত বিস্মিত হইলেন। অতিকায় লক্ষ্মণকে উত্থিত হইতে দেখিয়া ক্রোধে নিশিত শর গ্রহণ করতঃ কহিলেন;—'ওহে সুমিত্রানন্দন! তুমি বালক, সুতরাং সমরকার্য্যেও অবিচক্ষণ; আমি তোমার পক্ষে কালসদৃশ, অতএব আমার সঙ্গে যুদ্ধাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া

শীঘ্র পলায়ন কর। তোমার কথা দূরে থাকুক, মহী, অন্তরীক্ষ অথবা হিমালয়ও মদ্বাহুবিসৃষ্ট এই বাণ সকলের বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হয় না। সুখ প্রসুপ্ত কালাগ্নিকে কি নিমিত্ত জাগরিত করিতে ইচ্ছা করিতেছ? কেন আমার হস্তে প্রাণ হারাইবে? ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিয়া সত্বর নিবর্ত্তিত হও। অথবা, যদি অহঙ্কারবশতঃ নিবর্ত্তিত হইতে অভিলাষ না হয়, তবে ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াই একবারে যম নিকেতনে গমন করিবে। অরাতিদলের দর্পদলনকারী ঈশ্বরায়ুধসদৃশ ও তপ্তকাঞ্চনভূষিত এই মদীয় শাণিত বাণ সকল দর্শন কর। যেরূপ মৃগরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া গজরাজের শোণিত পান করে, তদ্রূপ শৈবাস্ত্রসদৃশ এই বাণ তদীয় রুধির পান করিবে।'

বলশালী মনস্বী শ্রীমান্ রাজনন্দন লক্ষ্মণ রণমধ্যে অতিকায়ের এতাদৃশ সরোষ ও সগর্ব্ব বাক্য শ্রবণ করতঃ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন;—'রে দুরাত্মন্! তুমি বাক্যমাত্রে প্রধান হইতে পারিবে না; কারণ, কেবলমাত্র আত্মশ্লাঘাদ্বারা লোকে গুণবান্ বলিয়া বিখ্যাত হয় না; এই আমি ধনুর্ব্বাণহস্তে অবস্থান করিতেছি, তুমি সাধ্যানুসারে স্বীয় শক্তি প্রদর্শন কর। যাহার পৌরুষ থাকে, লোকে তাহাকেই শূর বলে; অতএব, তুমি বৃথা আত্মশ্লাঘা না করিয়া কার্য্যদ্বারা আপনাকে প্রকাশিত কর। তুমি সর্ব্বপ্রকার আয়ুধ ধারণ করতঃ ধনুর্হস্তে রথোপরি অবস্থান করিতেছ; অতএব, শর অথবা অস্ত্র ইহার অন্যতর যদ্দ্বারা তোমার অভিপ্রায় হয়, তদ্দ্বারাই অগ্রে স্বীয় পরাক্রম প্রদর্শন কর। তৎপরে, সমীরণ যেরূপ কালপক্ক তালফলকে বৃন্ত হইতে পাতিত করে, তদ্রূপ শাণিত শরনিকর দ্বারা তোমার মস্তক পাতিত করিব। অদ্য তপ্তকাঞ্চনভূষিত বাণসকল বাণদ্বারা কৃতচ্ছিদ্র তদীয় গাত্র হইতে বিনির্গত রুধির পান করিবে। বালক বলিয়া অবজ্ঞা করা উচিত নহে, কারণ বালরূপী বিষ্ণুকর্ত্তৃক ত্রিপদদ্বারা ত্রিলোক আক্রান্ত হইয়াছিল। বিশেষতঃ আমি বালক অথবা বৃদ্ধই হই, আমার হস্তেই তোমার মৃত্যু হইবে, ইহা নিশ্চয় জানিবে।'

লক্ষ্মণের এতাদৃশ হেতুযুক্ত ও পরমার্থসমন্বিত বাক্য শ্রবণ করতঃ অতিকায় নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উৎকৃষ্ট বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তৎকালে, তাঁহাদের সেই যুদ্ধ দর্শন করিবার নিমিত্ত মহাত্মা বিদ্যাধর, ভূত, দেব, দৈত্য, মহর্ষি ও গুহ্যকগণ সমাগত হইলেন। অনন্তর, অতিকায় ক্রোধভরে ধনুতে শর সন্ধান করিয়া, যেন আকাশকে গ্রাস করিবার অভিপ্রায়েই লক্ষ্মণাভিমুখে নিঃক্ষেপ করি[illegible] পরন্তু পরবীরনিসূদন লক্ষ্মণ সেই [illegible] সদৃশ শাণিত শরকে একটি অর্দ্ধচন্দ্র [illegible] দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। [illegible] অতিকায় কৃত্তভোগ উরগের ন্যায় [illegible] ছিন্ন দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলে[illegible] পাঁচটি শর গ্রহণ করতঃ লক্ষ্মণা[illegible] করিলেন; পরন্তু ভরতানুজ [illegible] না হইতেই সেই সকল ছেদন[illegible] লেন। পরবীর বিনাশন [illegible] নিশিত শরনিকর দ্বারা সে[illegible] করতঃ, একটী তেজঃপ্রদীপ্ত শাণিত বা[illegible] পূর্ব্বক শ্রেষ্ঠ ধনুতে যোজনা করিয়া আকর্ষণ ও বেগে বিসর্জ্জন করিলেন। আকর্ণপূরিত সেই আনতপর্ব্ব শর রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অতিকায়ের ললাটদেশ বিদ্ধ করিলে[illegible] [illegible]চরের ললাটে [illegible] অচল পন্নগ- [illegible] সেই [illegible] গোপুরে[illegible] হইয়া পড়িলেন। অন[illegible] ক্ষণকাল পরে আশ্বস্ত হইয়া মনোনিবে[illegible] করতঃ কহিলেন;—'সাধু লক্ষ্মণ! তোমার বাণসন্ধান দর্শনে তোমাকে শ্লাঘনীয় শত্রু বলিয়া বোধ হইতেছে।' তৎপরে বদন বিদারিত ও ভুজযুগল বিনমিত করতঃ রথনীড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তিনি ধনুঃ আকর্ষণ করতঃ এককালে এক তিন পাঁচ এবং সাতটি পর্য্যন্ত শর সন্ধান ও বিসর্জ্জন করিতে লাগি-

লেন। যেরূপ দিবাকর নভোমণ্ডলকে প্রদীপ্ত করেন, তদ্রূপ রাক্ষসেন্দ্র অতিকায়ের ধনুর্ব্বিনির্মুক্ত সেই কালসদৃশ হেমপুঙ্খ বাণ সকল আকাশকে বিদীপিত করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে রাঘবানুজ লক্ষ্মণ অসম্ভ্রান্তচিত্তে শাণিত শরসমূহ দ্বারা রাক্ষস বিসৃষ্ট সেই সমস্ত শর ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

মহাতেজা ইন্দ্রশক্র রাবণনন্দন সেই শরনিকরকে ছেদিত দেখিয়া নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং অন্য একটি শাণিত শর গ্রহণ করিয়া সন্ধান ও সবলে পরিত্যাগ করতঃ তদ্দ্বারা লক্ষ্মণের স্তনান্তরে বিদ্ধ করিলেন। সুমিত্রানন্দন রণমধ্যে অতিকায়কর্ত্তৃক বক্ষঃস্থলে আঘাতিত হওয়ায়, যেরূপ মত্তমাতঙ্গের মদস্রাব হয়, তদ্রূপ তাঁহার রুধিরস্রাব হইতে লাগিল। অনন্তর, সেই মহাবল সর্ব্বশক্তিমান্ আপনাকে বিশল্য করতঃ অন্য একটি বাণকে আগ্নেয় মন্ত্রে অনুমন্ত্রিত করিয়া ধনুতে যোজিত করিলে সেই বাণ ও ধনুঃ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। মহাতেজস্বী অতিকায়ও ভুজঙ্গসদৃশ হেমপুঙ্খ রৌদ্র বাণ গ্রহণ ও সংযোজিত করতঃ অভিমন্ত্রিত করিলেন। যেরূপ যম কালদণ্ড ক্ষেপণ করেন, তদ্রূপ লক্ষ্মণ সেই দিব্যাস্ত্রে অনুমন্ত্রিত বাণ অতিকায়ের অভিমুখে নিক্ষেপ করিলেন। নিশাচর অতিকায়ও আগ্নেয়াস্ত্রে অভিমন্ত্রিত সেই বাণ দর্শন করিয়া সূর্য্যাস্ত্রে অভিমন্ত্রিত রৌদ্র বাণ ক্ষেপণ করিলেন। ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গযুগলসদৃশ সেই তেজঃপ্রদীপ্ত বাণযুগল আকাশমার্গে পরস্পর পরস্পরকে সমাহত করিল। সেই দুই উত্তম বিশিখ পরস্পরকে দগ্ধ করতঃ বিশিখ দীপ্তিহীন ও ভস্মাবশেষ হইয়া ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর, অতিকায় ত্বাষ্ট্র ঐষিকাস্ত্র ক্ষেপণ করিলে বীর্য্যবান্ লক্ষ্মণ ঐন্দ্র অস্ত্রদ্বারা তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

ঐষিক অস্ত্রকে প্রতিহত দেখিয়া নিশাচরবর রাবণনন্দন কুমার অতিকায় ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় সায়কে যাম্য অস্ত্র সংযোজিত করতঃ লক্ষ্মণাভিমুখে নিঃক্ষেপ করিলে, লক্ষ্মণ বায়ব্য অস্ত্রদ্বারা তাহা নিহত করিলেন। অনন্তর, বারিদের বারিধারা বর্ষণের ন্যায় শরধারা বর্ষণদ্বারা রাবণনন্দনকে অভিবর্ষিত করিতে লাগিলেন। সেই বাণসকল অতিকায়ের বজ্রভূষিত কবচে পতিত হওয়ায়, তাহাদের ফলসকল ভগ্ন ও তাহারা ভূতলে পতিত হইল। পরবীরনিসূদন মহাযশা লক্ষ্মণ সেই সমস্ত অস্ত্রকে ব্যর্থ দেখিয়া বাণসহস্রদ্বারা অতিকায়কে সমাচ্ছাদিত করিলেন। পরন্তু বদ্ধবর্ম্ম নিশাচরবর মহাবল অতিকায় রণমধ্যে শরনিকরে পরিবর্ষিত হইয়াও কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। এইরূপে যখন, নরোত্তম লক্ষ্মণ কোনরূপেই নিশাচরকে পীড়িত করিতে পারিলেন না, তখন বায়ু তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিলেন;—'এই নিশাচর ব্রহ্মার নিকট বর লাভ করিয়াছে এবং সম্প্রতি অবধ্য কবচে আবৃত রহিয়াছে, অতএব ইহাকে ব্রাহ্ম অস্ত্রদ্বারা নিহত কর; কারণ, ইহা ভিন্ন অন্য অস্ত্র দ্বারা ইহাকে বধ করিতে সমর্থ হইবে না। এই নিশাচর অন্য অস্ত্রের অবধ্য।'

ইন্দ্রের ন্যায় বীর্য্যসম্পন্ন সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ বায়ুর বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করতঃ একটী উগ্রবেগ বাণ লইয়া ধনুতে যোজনা করিলেন। সুমিত্রানন্দনকর্ত্তৃক সেই বরাস্ত্রাভিমন্ত্রিত শিতাগ্র বাণশ্রেষ্ঠ প্রযোজিত হইলে দিক্, দিবাকর ও নিশাকরপ্রভৃতি মহাগ্রহ সকল, অন্তরীক্ষ এবং বসুন্ধরা সন্ত্রাসিত ও শব্দায়মান হইল। লক্ষ্মণ রণস্থলে যমদূত ও বজ্রসদৃশ সেই সুপুঙ্খ বাণকে ব্রহ্মাস্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া ইন্দ্রারিনন্দন অতিকায়ের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। অতিকায়ও উত্তম সুবর্ণ ও বজ্র দ্বারা চিত্রিতপুঙ্খ এবং বায়ুর ন্যায় বিবৃদ্ধবেগ সেই লক্ষ্মণবিসৃষ্ট বাণকে সহসা আপতিত হইতেদেখিয়া, তাহাকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত অসংখ্য শাণিত সায়ক নিক্ষেপ করিলেন বটে কিন্তু, সুপর্ণের ন্যায় বেগশালী সেই শর কিছুতেই নিবৃত্ত না হইয়া তাঁহার সমীপে সমাগত হইল। রাবণনন্দন প্রদীপ্ত কালান্তকসদৃশ সেই শরকে সমাগত দর্শনে চেষ্টাবিহীন না হইয়া শক্তি, ঋষ্টি, গদা, কুঠার, শূল ও অন্যান্য শর নিক্ষেপ করিলেন। পরন্তু, সেই অগ্নি-

প্রদীপ্ত শর সেই সমস্ত আয়ুধ বিফল করতঃ সবলে অতিকায়ের কিরীটশোভিত মস্তক হরণ করিল। তখন, লক্ষ্মণবাণমর্দ্দিত ও শিরস্ত্রাণ-শোভিত তদীয় মস্তক হিমালয় শৃঙ্গের ন্যায় সহসা ভূতলে পতিত হইল।

হতাবশিষ্ট নিশাচরগণ বিবসন ও ভূষণবিহীন সেই বীরকে ভূতলে পতিত দেখিয়া নিরতিশয় ব্যথিত হইল। বানরগণের প্রহারে জাতশ্রম বিষণ্ণমুখ ও দীনভাবাপন্ন সেই নিশাচরগণ সহসা মহাশব্দে বিকৃতস্বরে রোদন করিতে লাগিল। অনন্তর, সেই হতনায়ক নিশাচরগণ নিরাশ হইয়া ভয়বশতঃ সত্বর পুরীর অভিমুখে প্রস্থান করিল। ভীমবল ও দুরাসদ শত্রু নিহত হওয়ায় প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় প্রফুল্লমুখ বানরগণ হর্ষিত হইয়া ইষ্টভাগী লক্ষ্মণকে পূজা করিতে লাগিল।

ইতি একসপ্ততিতম সর্গ ॥ ৭১ ॥

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ।

মহাত্মা লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক অতিকায় নিহত হইয়াছেন, এই কথা শ্রবণে রাক্ষসরাজ অতিশয় উদ্বিগ্ন, [illegible] কহিলেন;—'শস্ত্রধারিগণের অগ্রগ[illegible]ং নিদারুণ ক্রোধসম্পন্ন ধূম্রাক্ষ, অকম্পন, প্রহস্ত ও কুম্ভকর্ণপ্রভৃতি মহাবল বীর নিশাচরগণ নিয়ত যুদ্ধাভিলাষী, রণস্থলে শত্রুসৈন্য বিজয়ী এবং অরাতিবর্গ কর্ত্তৃক নিয়ত অপরাজিত হইয়াও অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম-কর্ত্তৃক সসৈন্যে নিহত হইয়াছে। নানাশস্ত্র-বিশারদ মহাকায় ও মহাবল অন্যান্য অনেক নিশাচরও নিপাতিত হইয়াছে। প্রখ্যাত বল-বীর্য্য মদীয় পুত্র ইন্দ্রজিৎকর্ত্তৃক বরলব্ধ শর-সমূহ দ্বারা ভ্রাতৃযুগল রাম লক্ষ্মণ বদ্ধ হইয়াছিল; পরন্তু, মহাবল সুর, অসুর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব বা পন্নগগণও যে ঘোর বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে না, ভ্রাতৃযুগল রাম ও লক্ষ্মণ যে, কোন্ প্রভাব মায়া বা মোহিনী বিদ্যার প্রভাবে তাহা হইতে বিমুক্ত হইয়াছে, বলিতে পারি না। আমার আদেশ অনুসারে যে শূর রাক্ষসগণ নির্গত হইয়াছিল, তাহারা সকলেই মহাবল বানরগণ কর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। যে অদ্য সুগ্রীব ও বিভীষণের সহিত সসৈন্য বীরবর রাম ও লক্ষ্মণকে সমরে শাসন করিতে সমর্থ হইবে, আমি এরূপ কাহাকেও দেখিতেছি না। অহো! যাহার বিক্রমে নিশাচরগণ নিহত হইয়াছে, সেই রাম অতিশয় বলবান্ এবং তদীয় অস্ত্রবলকেও ধন্যবাদ। আমার বোধ হয়, সেই অনাময় বীর রঘুনন্দন নারায়ণই হইবেন; কারণ; তাঁহার ভয়েই এই লঙ্কা-পুরীর দ্বার ও গোপুর সকল রুদ্ধ হইয়াছে। সে যাহা হউক, তোমরা সকলে যে স্থানে সীতা রক্ষিত হইয়াছে, সেই অশোকবন এবং গুল্মের সহিত এই পুরীকেও অপ্রমত্তভাবে রক্ষা কর। অশোকবন, রাজপুর বা অন্যান্য গুল্মমধ্যে যে কেহ প্রবেশ করিবে অথবা তাহা হইতে নির্গত হইবে, তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে বারম্বার পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। হে নিশাচরগণ! তোমরা সকলে সর্ব্বত্র সসৈন্যে অবস্থান করতঃ বানরগণের গতি পর্য্যবেক্ষণ কর। তোমরা সেই বানরগণের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া প্রদোষ, অর্দ্ধরাত্র অথবা প্রত্যূষ সময়ে কোন রূপেই নিরুদ্বেগে অবস্থান করিবে না; অপিচ, শত্রুপক্ষীয় সৈন্যগণ পূর্ব্বমত সেনা-নিবেশে অবস্থান করিতেছে অথবা উদ্যমযুক্ত হইয়া লঙ্কাভিমুখে আগমন করিতেছে, তাহাও পর্য্যবেক্ষণ করিবে।'

লঙ্কাপতির বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাবল নিশাচরগণ আদেশানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল। রাক্ষসরাজও তাহাদের সকলকে এই-রূপ আদেশ প্রদান করিয়া হৃদয়মধ্যে শোকরূপ প্রদীপ্ত শল্য বহন করতঃ স্বীয় আলয়ে প্রবেশ করিলেন। শোকপীড়িত নিশাচরপতি স্বীয় পুত্রগণের বিপন্নদশার বিষয় চিন্তা করায় তাঁহার কোপানল সন্দীপিত হইয়া উঠিল এবং মুহুর্ম্মুহু দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

ইতি দ্বিসপ্ততিতম সর্গ ॥ ৭২ ॥

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ।

এইরূপে হতাবশিষ্ট নিশাচরগণ দেবান্তক, ত্রিশিরা ও অতিকায় প্রভৃতি রাক্ষসপুঙ্গবগণের নিধনবৃত্তান্ত নিবেদন করিলে, রাক্ষসরাজ রাবণ মুগ্ধ হইলেন অশ্রুপরিপ্লুতলোচনে পুত্র ও ভ্রাতৃগণের নিদারুণ নিধনবিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

রাক্ষসরাজকে এতাদৃশ শোকার্ণবে মগ্ন ও দীনভাবাপন্ন দেখিয়া রথিশ্রেষ্ঠ রাজনন্দন ইন্দ্রজিৎ কহিলেন;—'হে পিতঃ! হে রাক্ষসনাথ! ইন্দ্রজিৎ জীবিত থাকিতে আপনি এরূপ মুগ্ধ হইবেন না; আপনি নিশ্চয় জানিবেন রণমধ্যে এই ইন্দ্রজিতের বাণদ্বারা আঘাতিত হইয়া কেহই প্রাণ ধারণ করিতে সমর্থ হয় না। অদ্য আপনি দেখিবেন যে মদীয়, বাণে তাহাদের দেহ ভিন্ন ও বিকীর্ণ এবং তাহা সর্ব্বগাত্রে শরসমাচিত হইয়া ভূতলে শয়ন করিবে। ইন্দ্রজিতের দৈব ও পৌরুষসংযুক্ত এই সুনিশ্চিত প্রতিজ্ঞা শ্রবণ কর;—আমি অদ্যই লক্ষ্মণের সহিত রামকে অমোঘ শরসমূহদ্বারা সন্তর্পিত করিব। অদ্য ইন্দ্র, যম, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য ও সাধ্যগণ বলিযজ্ঞগত বিষ্ণুর ন্যায় আমার অপ্রমেয় বিক্রম দর্শন করুক্।'

অদীনসত্ত্ব দেবরাজশত্রু মহাতেজস্বী অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ এই বলিয়া রাক্ষসরাজের অনুজ্ঞা গ্রহণ করতঃ সুরশ্রেষ্ঠগণকর্তৃক ব্যবহৃত ধনুঃ ও খড়্গাদি সমন্বিত এবং বায়ুর ন্যায় বেগশালী ইন্দ্ররথসদৃশ রথে আরোহণ করিয়া রণস্থলের অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। তখন, ধনুঃপ্রবরধারী অনেক ভীমবিক্রম মহাবল নিশাচর হর্ষসহকারে সেই মহাত্মার অনুগামী হইল। তাহাদের মধ্যে কেহ গজস্কন্ধে, কেহ উত্তম অশ্বে, কেহ কেহ ব্যাঘ্র বৃশ্চিক মার্জ্জার অশ্বতর উষ্ট্র বরাহ ও ভুজঙ্গের উপরি, কেহ পর্ব্বতসদৃশ সিংহ ও জম্বুকের উপরি এবং কেহ কেহ বা কাক হংস ও ময়ূরাদিপক্ষীর উপর আরোহণ করতঃ প্রাস মুদ্গর নিস্ত্রিংশ পরশু গদা ভুষুণ্ডী মুদ্গর যষ্টি শতঘ্নী ও পরিঘপ্রভৃতি আয়ুধদামে সজ্জিত হইয়া গমন করিতে লাগিল। এইরূপে শত্রুনিসূদন বীর্য্যবান্ ইন্দ্রজিৎ পরিপূর্ণ শঙ্খ ও ভেরীশব্দের সহিত প্রস্থিত হইয়া শশিসবর্ণ শঙ্খ ও ছত্রদ্বারা পূর্ণচন্দ্রশোভিত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ধনুর্দ্ধারিগণের অগ্রগণ্য সেই হেমভূষিত ও হেমদণ্ডসমন্বিত সুচারু চামরদ্বারা বীজিত হইতে লাগিলেন। তৎকালে সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী সেই অপ্রতিবীর্য্য ইন্দ্রজিতের রূপে লঙ্কানগরী তেজঃপ্রদীপ্ত দিবাকরশোভিত নভোমণ্ডলের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল।

অনন্তর সেই অগ্নিপ্রতিম অরিন্দম মহাতেজস্বী রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধজয়সাধনভূত নিকুম্ভিলাস্থিত রণভূমিতে উপস্থিত হইয়া স্বীয় রথের চতুর্দ্দিকে রাক্ষসগণকে সংস্থাপিত করতঃ মন্ত্রসকলদ্বারা অগ্নিতে যথাবিধি হোম করিলেন। সেই প্রতাপশালী রাক্ষসেন্দ্র অগ্রে অগ্নিতে মাল্য ও গন্ধ প্রদান করিয়া তৎপরে লাজাদিদ্বারা তদীয় সংস্কার সম্পাদন করতঃ হবন কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তাহাতে শস্ত্রসকলই আস্তরণভূত শরপত্রস্বরূপ হইল। সেই যজ্ঞ সম্পাদন করিবার নিমিত্ত বিভীতক কাষ্ঠ, রক্তবর্ণ বস্ত্র এবং কৃষ্ণায়সনির্ম্মিত স্রুব সমাহৃত হইলে, ইন্দ্রজিৎ তোমররূপ শরপত্রদ্বারা অগ্নি প্রজ্বালিত করতঃ সজীব কৃষ্ণবর্ণ ছাগের গলদেশ গ্রহণ করিয়া সেই প্রজ্বলিত হুতাশনে একবার হোম করিবামাত্র হুতাশন বিধূম হইলেন এবং তদীয় উদ্গত শিখাসকলে বিজয়সূচক চিহ্নসকল প্রকাশিত হইল। অপিচ তপ্তকাঞ্চনসদৃশ হুতাশন প্রদক্ষিণাবর্ত্ত শিখাসকলের সহিত স্বয়ং সমুত্থিত হইয়া তদীয় আহুতি গ্রহণ করিলেন। অনন্তর, অস্ত্রবিশারদ ইন্দ্রজিৎ স্বীয় অস্ত্র, ধনুঃ রথ ও কবচকে ব্রাহ্মমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিলেন। যখন সেই বীর হুতাশনে আহুতি প্রদান এবং অস্ত্রসকলকে ব্রাহ্মমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করেন, তখন সূর্য্যচন্দ্রপ্রভৃতি গ্রহ ও নক্ষত্রগণের সহিত নভোমণ্ডল সন্ত্রাসিত হইল। ইন্দ্রের ন্যায় প্রভাবশালী এবং হুতাশনের ন্যায় তেজঃপ্রদীপ্ত সেই অচিন্ত্যবীর্য্য ইন্দ্রজিৎ এইরূপে হুতাশনে আহুতি প্রদান করতঃ ধনুর্ব্বাণ ও শূল এবং অশ্ব ও

রথের সহিত অন্তরীক্ষে অন্তর্হিত হইলেন। তৎপরে ধ্বজপতাকাশোভিত এবং অশ্বরথসমাকীর্ণ সেই রাক্ষসবলও যুদ্ধবাসনায় সিংহনাদ করিতে করিতে নির্গত হইল।

রাক্ষসসেনাগণ নিকুম্ভিলা হইতে নির্গত হইয়াই তীক্ষ্ণবেগ ও অলঙ্কৃত অসংখ্য শর, তোমর ও অঙ্কুশ সকলদ্বারা বানরগণকে আঘাত করিতে আরম্ভ করিল। রাবণনন্দনও নিশাচরসেনাগণকে সমরাসক্ত দেখিয়া ক্রোধভরে কহিলেন;—'তোমরা বানরজিঘাংসু হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে যুদ্ধ করিতে থাক।' বিজয়াভিলাষী নিশাচরগণ এই কথা শুনিয়াই ঘোররূপ বানরগণের উপর শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। রাক্ষসসৈন্যগণের উপরিস্থিত ইন্দ্রজিৎও নালীক নারাচ গদা ও মুষলপ্রভৃতি আয়ুধদামদ্বারা বানরগণকে ছেদন করিতে লাগিলেন। পাদপায়ুধ বানরগণও তৎকর্ত্তৃক সমরে বধ্যমান হইয়া তদুপরি শৈল ও পাদপ বর্ষণ করিতে লাগিল। মহাতেজা মহাবল রাবণনন্দন ইহাতে নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বানরগণের দেহ সকলকে বিধমিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি সেই রণস্থলে নিশাচরগণকে হর্ষিত করতঃ এক এক বানে পাঁচ, সাত অথবা নয় জন বানরকে আঘাতিত করিতে লাগিলেন। সেই সুদুর্জ্জয় বীর এইরূপে রণস্থলে সুবর্ণবিভূষিত সূর্য্যপ্রতিম শরসমূহদ্বারা বানরগণকে প্রমথিত করিতে থাকিলে, সেই শরপীড়িত ও ভিন্নগাত্র বানরগণ সুরগণমথিত মহাসুরগণের ন্যায় রণবাসনা পরিত্যাগ করতঃ পতিত হইতে লাগিল। অনেক বানরপুঙ্গব ক্রোধভরে বাণরূপ মরীচিমালায় অলঙ্কৃত পতনশীল প্রভাকরের ন্যায় সেই ইন্দ্রজিতের অভিমুখে ধাবিত হইল। অনেকেই ভিন্নগাত্র, পীড়িত, রুধিরসমুক্ষিত ও জ্ঞানহীন হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। পরন্তু, তাহারা রঘুনন্দনের নিমিত্ত পরাক্রম প্রকাশ করতঃ জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া শিলাদি আয়ুধ গ্রহণ করতঃ সিংহনাদ করিতে করিতে পুনর্ব্বার সমরে প্রবৃত্ত হইয়া রণভূমি হইতে রাবণনন্দনকে লক্ষ্য করিয়া দ্রুম; পর্ব্বতাগ্র ও শিলা সকল বর্ষণ করিতে লাগিল। পরন্তু সমর দুর্জ্জয় মহাপ্রভাব মহাতেজস্বী ইন্দ্রজিৎ সেই দ্রুম ও শৈলবর্ষণকে স্বীয় বাণবর্ষণ দ্বারা নিবারিত করিয়া আশীবিষ ও পাবকসদৃশ শরসমূহ দ্বারা সেই বানরসৈন্যগণকে বিভিন্ন করিতে লাগিলেন। সেই মহাবীর্য্য সাতটি মর্ম্মবিদারণ শরদ্বারা মৈন্দকে এবং পাঁচটি বাণ দ্বারা গজকে রণমধ্যে বিদ্ধ করিলেন। সমূর্চ্ছিত কালাগ্নিসদৃশ সেই বীর ক্রোধভরে দশবাণে জাম্ববান্‌কে এবং বরলব্ধ ঘোররূপ ত্রিংশৎ ত্রিংশৎ বাণ দ্বারা সুগ্রীব ঋষভ অঙ্গদ ও দ্বিবিদকে বলবিহীন করিয়া অপর বহুসংখ্যক শর দ্বারা অন্য প্রধান বানরগণকে পীড়িত করিলেন। এইরূপে ইন্দ্রজিৎ শীঘ্রগামী সুমুক্ত ও সূর্য্যপ্রতিম শরনিকর দ্বারা বানরসৈন্যগণকে নির্ম্মথিত করিয়া হর্ষ ও পরম প্রীতিসহকারে রুধিরধারা পরিপ্লুত ও শরনিকর পীড়িত সেই আকুল বানরবাহিনীকে দেখিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাতেজস্বী ও মহাবল রাক্ষস রাজকুমার ইন্দ্রজিৎ পুনর্ব্বার নিদারুণ শস্ত্র ও বাণবর্ষণ দ্বারা বানরসৈন্যগণকে সর্ব্বতোভাবে মর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। যেরূপ নীলমেঘ বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ তিনিও সেই মহাসমরে অন্তরীক্ষে অন্তর্হিত থাকিয়া স্বীয় সৈন্যগণের উপরিভাগ পরিত্যাগ করতঃ সত্বর বানরগণের উপরি অধিষ্ঠিত হইয়া উগ্র শরজাল বর্ষণ করিতে থাকিলে সেই পর্ব্বতপ্রমাণ মায়ামোহিত বানরগণ ইন্দ্রজিৎ বাণে বিশীর্ণদেহ হইয়া বিকৃতস্বরে চীৎকার করতঃ মহেন্দ্রবজ্রবিদারিত নগেন্দ্রগণের ন্যায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। তৎকালে বানরগণ সৈন্যমধ্যে কেবলমাত্র ইন্দ্রজিৎকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত শাণিতাগ্র বাণ সকলই দেখিতে লাগিল; কিন্তু মায়াবলে লুক্কায়িত সেই সুররাজশত্রু রাক্ষসকে তথায় দেখিতে পাইল না। তদনন্তর রাক্ষসপতি মহাবল ইন্দ্রজিৎ সূর্য্যপ্রতিম শিতাগ্র বাণগণ দ্বারা দিক্‌ সকলকে প্রচ্ছাদিত করতঃ বানরগণকে বিদারিত করিতে লাগিলেন। অপিচ প্রদীপ্ত হুতাশনসদৃশ এবং স্ফুলিঙ্গ ও

অগ্নিকণা সম্বলিত শূল নিস্ত্রিংশ ও পরশু সকল গ্রহণ করতঃ বানররাজ সুগ্রীবের সৈন্যোপরি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন বানরযূথপতিগণ ইন্দ্রজিতের জ্বলনসদৃশ শরনিকর দ্বারা তাড়িত হইয়া পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। সেই বানরপুঙ্গবগণ রাক্ষসেন্দ্র ইন্দ্রজিতের বাণে ভিন্নদেহ হওয়ায় তাহারা ভৈরবরবে পরস্পরের নিকটস্থ হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। কেহকেহ নেত্রদেশে তাড়িত হইয়া অন্যের দেহে আশ্রয় গ্রহণ করিল এবং কেহ বা পৃথিবীতে পতিত হইতে লাগিল। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিৎ মন্ত্রপূত শাণিত প্রাস শূল এবং অন্যান্য বাণদ্বারা হনুমান্ সুগ্রীব অঙ্গদ গন্ধমাদন জাম্ববান্ সুষেণ বেগদর্শী মৈন্দ দ্বিবিদ নীল গবাক্ষ গবয় কেশরী হরিলোম ও বিদ্যুদ্দংষ্ট্র প্রভৃতি হরিশার্দ্দূলগণকে বিদ্ধ করিলেন।

ইন্দ্রজিৎ সূর্য্যসবর্ণ শর ও গদাসকলদ্বারা বানরযূথপতিগণকে এইরূপে বিদ্ধ করতঃ রাম ও লক্ষ্মণের উপর সূর্য্যরশ্মিসদৃশ শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অদ্ভুতশ্রীসম্পন্ন রামচন্দ্র সেই বাণবর্ষে সর্ব্বতোভাবে অভিবর্ষিত হইয়াও সেই সকলকে বারিধারার ন্যায় বিবেচনা করতঃ লক্ষ্মণকে কহিলেন;—'লক্ষ্মণ! ঐ দেখ, সেই ইন্দ্রশত্রু রাক্ষসেন্দ্র ইন্দ্রজিৎ মহাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া উগ্র বানরবলকে নিপাতিত করতঃ ব্রহ্মবরলব্ধ শরসমূহদ্বারা পুনর্ব্বার আমাদিগকে পীড়িত করিতেছে। এই ভীমকায় উদ্যতাস্ত্র মহাবল ইন্দ্রজিৎ পিতামহ হইতে বর লাভ করিয়া অন্তরীক্ষে অন্তর্হিত হইয়াছে; অতএব, এ এরূপ লুক্কায়িত থাকিয়া যুদ্ধ করিলে আমরা কি উপায়ে অদ্য ইহার বধসাধন করিতে সমর্থ হইব? হে ধীমন্! যিনি এই বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন, এই অস্ত্র সকলকেও সেই অচিন্ত্য বৈভব স্বয়ম্ভুর প্রভাবসম্ভূত বলিয়াই বোধ হইতেছে; অতএব পিতামহের সম্মানরক্ষার্থ যেরূপে আমি অদ্য এই বাণপাতকে সহ্য করিব, সেইরূপ তুমিও অব্যাকুলচিত্তে এই সমস্ত সহ্য কর। ঐ দেখ, ঐ রাক্ষসেন্দ্র শরজালবর্ষণে দশদিক্ প্রচ্ছাদিত করিতেছে এবং বানররাজের সেনাপতিগণ নিপাতিত হওয়ায় এই সমগ্র বানরবলও শ্রীবিহীন হইয়াছে। অতএব, আমরা এইরূপ করিলে ইন্দ্রজিৎ আমাদিগকে হর্ষরোষশূন্য যুদ্ধনিবৃত্ত ও হতচেতন হইয়া ভূতলে পতিত হইতে দেখিয়া সমরের অগ্রে লক্ষ্মী লাভ করতঃ নিশ্চয়ই পুরমধ্যে প্রবেশ করিবে।'

রাঘবযুগল এইরূপ পরামর্শ করতঃ ইন্দ্রজিতের বাণজালে বিশস্ত হইলে, রাক্ষসেন্দ্রও তাহাদিগকে সেই সময়ে বিষণ্ণ দেখিয়া হর্ষে সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। এইরূপে রাক্ষসরাজনন্দন রাম ও লক্ষ্মণের সহিত বানরসৈন্যগণকে সমরে নিসূদিত করতঃ সহসা দশগ্রীব বাহুপালিত পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় নিশাচরগণকর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া হর্ষসহকারে পিতৃসমীপে সমস্ত নিবেদন করিলেন।

ইতি ত্রিসপ্ততিতম সর্গ ॥ ৭৩ ॥

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ।

রাঘবযুগল রণমধ্যে এইরূপ অবসন্ন হইলে, সুগ্রীব অঙ্গদ নীল ও জাম্ববান্ এবং অন্যান্য বানরযূথপতিগণের সৈন্যগণ নিরুপায় ও নিশ্চেষ্ট হইয়া মোহ প্রাপ্ত হইল। তখন, বুদ্ধিমান্‌গণের অগ্রগণ্য বিভীষণ সকলকে এতাদৃশ বিষণ্ণ দেখিয়া বানররাজ সুগ্রীবের বীরগণকে অপ্রতিম বাক্যদ্বারা আশ্বাসিত করতঃ কহিলেন;—'আর্য্যপুত্রযুগলকে অবশ বা বিষণ্ণ দেখিয়া তোমরা ভীত বা অবসন্ন হইও না; কারণ, বিধাতার বাক্য প্রতিপালন করিবার নিমিত্তই, ইহাঁরা ইন্দ্রজিতের বাণজালে এরূপ অবসাদিত হইয়াছেন। স্বয়ম্ভু ইন্দ্রজিৎকে এই সুমহৎ অমোঘবীর্য্য ব্রাহ্ম অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন বলিয়া, এই রাজকুমারযুগল তদীয় সম্মান রক্ষা করিবার নিমিত্তই নিপতিত হইয়াছেন, অতএব ইহাতে অবসন্ন হইবার অবসর কোথায়?'

বায়ুনন্দন হনুমান্ বিভীষণের বাক্য শ্রবণ

করতঃ তৎকথিত ব্রহ্মাস্ত্রের সম্মান রক্ষণ বিষয়ে অনুমোদন করিয়া কহিলেন;—'তরস্বী বানরগণের অস্ত্রহত সৈন্যমধ্যে যে যে এক্ষণ জীবিত আছে, চলুন আমরা তাহাদিগকে আশ্বাসিত করি।' অনন্তর, রাক্ষসবর বিভীষণ ও হনুমান্ উভয়েই সেই রাত্রিতে উল্কা গ্রহণ করতঃ রণভূমিতে বিচরণ করিতে করিতে দেখিলেন, নিপতিতপ্রস্রাবশালী পর্ব্বতাকার বানর ও প্রদীপ্ত শস্ত্র সমূহে রণভূমি পরিপূরিত হইয়াছে এবং নিপতিত বানরগণের ছিন্ন লাঙ্গুল হস্ত,উরু,পাদ,অঙ্গুলি,মস্তক ও অধর সকল হইতে রুধিরধারা প্রবাহিত হইতেছে। দেখিলেন, সুগ্রীব অঙ্গদ নীল শরভ গন্ধমাদন জাম্ববান্ সুষেণ বেগদর্শী মৈন্দ নল জ্যোতির্ম্মুখ ও দ্বিবিদ প্রভৃতি বানরগণ সেই সময়ে নিহত হইয়াছেন। হনুমান্ ও বিভীষণ ব্রহ্মার প্রিয়পাত্র ইন্দ্রজিৎকর্ত্তৃক দিবসের শেষার্দ্ধমধ্যে নিহত সপ্তষষ্টি কোটি তরস্বী বানরকে পর্য্যবেক্ষণ করতঃ সেই সাগরৌঘসদৃশ বাণার্দ্দিত ভীমরূপ বানরবলের মধ্যে জাম্ববান্কে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর নির্ব্বাণোন্মুখ হুতাশনের ন্যায় সেই শরশতসমাচ্ছাদিত ও স্বভাবজরাযুক্ত প্রজাপতিপুত্র বীর জাম্ববান্কে দেখিয়া পৌলস্ত্য বিভীষণ তাঁহার সমীপে গমন করতঃ কহিলেন;—'আর্য্য! এই নিদারুণ তীক্ষ্ণ শরবর্ষণে ত আপনার প্রাণ বিযোজিত হয় নাই?' ঋক্ষপুঙ্গব জাম্ববান্ বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বহুকষ্টে বাক্য নিঃসারণ করতঃ কহিলেন;—'হে মহাবীর্য্য! শাণিত শরনিকরদ্বারা আমার গাত্র এরূপ বিদ্ধ হইয়াছে যে, আমি আপনাকে চক্ষুর্দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছি না, কেবলমাত্র আপনার স্বর শ্রবণেই আপনাকে রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ বলিয়া অনুভব করিতেছি। সে যাহা হউক, হে সুব্রত! যাহাকে পুত্র লাভ করিয়া অঞ্জনা সুপ্রজা হইয়াছেন, সেই বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ কি জীবিত আছেন?'

জাম্ববানের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিভীষণ কহিলেন;—'হে আর্য্য! আপনি আর্য্যপুত্র যুগলকে অতিক্রম করিয়া কি নিমিত্ত মারুতির কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? আপনি রঘুনন্দন, বানররাজ সুগ্রীব অথবা অঙ্গদের প্রতি স্নেহানুবন্ধ প্রদর্শন না করিয়া কেবলমাত্র বায়ুনন্দন হনুমানের প্রতি যে এরূপ স্নেহ প্রকাশ করিলেন, ইহার কারণ কি?' বিভীষণের বাক্য শুনিয়া জাম্ববান্ কহিলেন;—'হে রাক্ষসশার্দ্দূল আমি যে জন্য অপর সকলকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল মারুতির কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, তদ্বিবরণ শ্রবণ করুন;—যদিও এই বানরবল নিহত হইয়াছে বটে, কিন্তু বীরবর হনুমান্ জীবিত থাকায় কাহাকেও হত বলিয়া বোধ হইতেছে না; পরন্তু, মারুতি নিহত হইলে আমরা জীবিত থাকিয়াও মৃতবৎ হইতাম। হে তাত! বৈশ্বানরের ন্যায় বীর্য্যবান্ পবনপ্রতিম হনুমান্ জীবিত আছেন শুনিয়া আমার এক্ষণে জীবনের প্রতি আশা হইতেছে।'

অনন্তর, পবন তনয় হনুমান্ বৃদ্ধ জাম্ববানের নিকটস্থ হইয়া তদীয় পদদ্বয় গ্রহণ করতঃ বিনয় সহকারে নিজ নাম উচ্চারণ করিয়া স্বীয় প্রণাম নিবেদন করিলে, ব্যথিতেন্দ্রিয় মহাতেজস্বী ঋক্ষপুঙ্গব জাম্ববান্ আপনাকে পুনর্জ্জাত বলিয়া বোধ করতঃ কহিলেন;—হে বানরশার্দ্দূল! আইস সম্প্রতি এই বানরগণকে পরিত্রাণ করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে। হে বীর! এসময় অন্য কাহাকেও দেখিতেছি না; কেবলমাত্র তুমিই ইহাদিগের পরম সখা এবং তোমার পরাক্রমই ইহাদিগের উদ্ধারসাধনে পর্য্যাপ্ত হইবে; বিশেষতঃ সেই পরাক্রম প্রকাশের কাল অধুনা উপস্থিত হইয়াছে। ঋক্ষ ও বানরবীরগণের এই সমস্ত সৈন্যকে প্রহর্ষিত এবং এই পীড়িত রাম ও লক্ষ্মণকে বিশল্য কর। হে শত্রুনিসূদন হনুমন্! তুমি সমুদ্রের উপর দিয়া বহুদূর পথ গমন করতঃ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিয়া, কাঞ্চনময় অত্যুচ্চ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ ঋষভ ও কৈলাস পর্ব্বত দেখিতে পাইবে। তথায় সেই শিখরদ্বয়ের মধ্যে সর্ব্বৌষধিসমন্বিত অতুলপ্রভ ও প্রদীপ্ত ঔষধি পর্ব্বত তোমার দৃষ্টিগোচর

হইবে। হে বানরশার্দ্দূল! সেই পর্ব্বতের উপরে উৎপন্ন দশদিক্‌প্রকাশক প্রদীপ্ত মৃতসঞ্জীবনী, বিশল্যকরণী, সুবর্ণকরণী ও সন্ধানকরণী নামক ঔষধিচতুষ্টয় দেখিতে পাইবে। হে গন্ধবহনন্দন হনুমন্! সেই সমস্ত ঔষধ লইয়া সত্বর প্রত্যাগমন করতঃ বানরগণকে জীবিত ও আশ্বাসিত কর।'

জাম্ববানের বাক্য শ্রবণ করিয়া বায়ুনন্দন হনুমান্ বায়ুবেগপূরিত মহার্ণবের ন্যায় বলোদ্রেকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন। অনন্তর, উৎপতিত হইবার নিমিত্ত পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ ত্রিকূটের তটাগ্রে আরোহণ করায় তাঁহাকে দ্বিতীয় পর্ব্বতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তৎকালে সেই বানরবরের পদভরে নিতান্ত পীড়িত হওয়ায় সেই পর্ব্বত স্বস্থানে অবস্থানে অসমর্থ হইয়া ভগ্ন ও ভূমিনিবিষ্ট হইয়া পড়িল। বানরবর হনুমানের বেগে পীড়িত সেই শৈলের বৃক্ষ সকল ভূপতিত হইল এবং শৃঙ্গ সকল বিকীর্ণ হওয়ায় অগ্নি প্রজ্বলিত হইল। এইরূপে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ ত্রিকূটের দ্রুম সকল ভগ্ন, শিলাতল সকল বিকীর্ণ এবং সেই পর্ব্বত স্বয়ং পীড়িত ও ঘূর্ণমান হইতে থাকিলে বানরগণ তদুপরি অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না। সেই নিশাকালে সুমহৎ দ্বারসকল ঘূর্ণিত এবং গৃহ ও গোপুর সকল ভগ্ন হওয়ায় লঙ্কানগরী বিত্রস্ত ও চমকিত হইয়া উঠিল। মহীধরসদৃশ মারুতি সেই মহীধরকে পীড়িত করতঃ অর্ণবের সহিত পৃথিবীকেও সংক্ষুব্ধ করিলেন। তৎপরে, পদদ্বয়দ্বারা সেই শৈলে ভর করিয়া বড়বামুখ সদৃশ মুখবিবৃত করতঃ এরূপ উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিলেন যে, তাহাতে নিশাচরগণ সন্ত্রাসিত হইয়া পড়িল। সেই শব্দায়মান বানরের নিদারুণ নিনাদ শ্রবণ করিয়া লঙ্কানিবাসী নিশাচরগণ ভয়ে নিষ্পন্দ হইয়া রহিল। অনন্তর, ভীমবিক্রম প্রচণ্ডবেগ শত্রুতাপন মারুতি রঘুনন্দনকে নমস্কার করতঃ রাঘবের নিমিত্ত দুষ্কর কর্ম্ম করিতে উদ্যত হইয়া স্বীয় ভুজঙ্গসদৃশ লাঙ্গুল উচ্ছ্রিত, পৃষ্ঠ বিনমিত শ্রবণযুগল আকুঞ্চিত এবং বড়বামুখসদৃশ মুখ বিবৃত করতঃ আকাশে উৎপতিত হইলেন। সেই বীর উৎপতনবেগে বৃক্ষ শৈল ও শিলাসকলকে নিপাতিত করিলেন। তদীয় বাহু ও উরুর বেগে সেই সকলও উৎপতিত হইয়া তীক্ষ্ণবেগে সাগরসলিলে নিপতিত হইল।

এদিকে গরুড়ের ন্যায় বীর্য্যবান্ বায়ুনন্দন হনুমান্ ভুজগভোগসদৃশ বাহুযুগল প্রসারিত করতঃ যেন দিক্ সকলকে আকর্ষণ করিতে করিতেই সেই পর্ব্বতরাজের অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। তৎকালে পিতার ন্যায় বেগশালী সেই বীর ঘূর্ণিত বীচিমালাসমাকুল মহাসাগর এবং তদীয় জলভ্রমিতে ঘূর্ণায়মান জলজীবসমূহকে দেখিতে দেখিতে বিষ্ণুকরবিমুক্ত চক্রের ন্যায় সবলে গমন করিতে লাগিলেন। অসংখ্য পর্ব্বত, বৃক্ষ, সরোবর, নদী, তট এবং বহুজনসমাকুল জনপদ সকল তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। পিতার ন্যায় পরাক্রমশালী বীর হনুমান্ আদিত্যপথ আশ্রয় করতঃ গমন করিতে থাকিলে, তাঁহার কিছুমাত্র শ্রম বোধ হইল না। বানরশার্দ্দূল মারুতি মারুতের ন্যায় সুমহৎ বেগসহকারে গমন করতঃ স্বীয় শব্দ দ্বারা দিক্ সকলকে অনুনাদিত করিতে লাগিলেন।

ভীমপরাক্রম মহাকপি মারুতি জাম্ববানের বাক্য স্মরণ করতঃ সবলে গমন করিতে করিতে হিমবান্‌কে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর, অসংখ্য প্রস্রবণ কন্দর ও নির্ঝরসমন্বিত এবং শ্বেতাভ্ররাশিসদৃশ চারুদর্শন শিখর ও বিবিধ দ্রুমদামে শোভিত সেই পর্ব্বতশ্রেষ্ঠে গমন করিলেন। মারুতি অত্যুচ্চ হেমশৃঙ্গসমন্বিত সেই মহাপর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া দেবর্ষিগণ সেবিত উত্তম পবিত্র মহাশ্রম সকল দর্শন করিলেন। ব্রহ্মকোশ, রজতালয়, ইন্দ্রালয় এবং ত্রিপুরসংহারকালে যে স্থান হইতে রুদ্র অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, যথায় ভগবান্ হয়গ্রীব অবস্থান করিতেন ও যে স্থানে ব্রহ্মাস্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অবস্থান করেন, সেই সকল আশ্রম ও যমকিঙ্করগণ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। বহ্নি ও কুবেরের আলয়, সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালী সূর্য্যগণের সম্মিলন-

স্থান, ব্রহ্মালয়, শঙ্করের পিনাক নামক ধনুঃ এবং বসুন্ধরার নাভি অর্থাৎ প্রাজাপত্য স্থান সকল দেখিলেন। মহাবীর্য্য মারুতি সেই হিমালয়ে বিশ্বেশ্বর, নন্দিকেশর, দেবগণপরিবৃত কুমার কার্ত্তিকেয় এবং কন্যাগণ পরিবৃতা দীপ্তিমতী হৈমবতী দুর্গাকে দেখিতে পাইলেন অনন্তর; হিমবৎশিখর, কৈলাস, জাম্ববৎকথিত বৃষ, পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ কাঞ্চনশৈল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সর্ব্বৌষধি প্রদীপ্ত সুমহৎ ঔষধিপর্ব্বত দর্শন করিলেন। ইন্দ্রনন্দন সুগ্রীবের দূত হনুমান্ লম্ফ প্রদান করতঃ অনলরাশির ন্যায় প্রদীপ্ত সেই ঔষধিপর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া জাম্ববৎ কথিত মহৌষধিসকলের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহাকপি মারুতি যোজন সহস্র অতিক্রম করতঃ সেই সর্ব্বৌষধিসমন্বিত শৈলে উপস্থিত হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। পরন্তু, সেই পর্ব্বতসত্তমে যে সমস্ত মহৌষধি ছিল, অর্থী উপস্থিত হইয়াছে জানিয়াই তাহারা সকলে অন্তর্হিত হইল।

পরন্তু, সেই মহৌষধি সকলকে দেখিতে না পাইয়া রোষে মারুতির লোচনযুগল অগ্নিবর্ণ হইয়া উঠিল এবং তিনি তাহাদিগের তাদৃশ কার্য্য সহ্য করিতে না পারিয়া বারম্বার সিংহনাদ করতঃ সেই শৈলেন্দ্রকে কহিলেন;— 'ওহে নগেন্দ্র! তুমি যে রাঘবের প্রতিও অনুকম্পা প্রকাশ করিতেছ না, এ কিরূপ কার্য্য হইতেছে? যদি স্বীয় সামর্থ্যের উপর নির্ভর করিয়া এতাদৃশ ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া থাক, তবে অদ্য মদীয় বাহুবলে অভিভূত হইয়া আপনাকে বিকীর্ণ হইতে দর্শন করিবে।' হনুমান্ এই কথা বলিয়াই শৃঙ্গ, প্রস্তরখণ্ড, মাতঙ্গ ও কাঞ্চন সকলের সহিত সেই বিকীর্ণকূট এবং ধাতুসহস্র ও প্রজ্বলিত-শৃঙ্গ সানুসমন্বিত শৈলকে সহসা গ্রহণ করতঃ বেগে উৎপাটন করিলেন। গরুড়ের ন্যায় উগ্রবেগ মারুতি সেই শৈলশৃঙ্গকে উৎপাটন করতঃ আকাশে উৎপতিত হইলেন এবং সুরেন্দ্র ও অসুরেন্দ্রগণের সহিত লোক সকলকে সন্ত্রাসিত করিতে করিতে অসংখ্য আকাশচরগণকর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া বেগে গমন করিতে লাগিলেন। ভাস্করের ন্যায় রূপসম্পন্ন সেই বীর ভাস্করসদৃশ শিখর গ্রহণ করতঃ ভাস্করপথে উপস্থিত হইয়া ভাস্কর-সমীপে প্রতিভাস্করের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। শৈল সদৃশ বায়ুনন্দন সেই শৈল গ্রহণ করতঃ অগ্নিজ্বালাসমন্বিত সহস্রধার চক্র-দ্বারা শোভিতপাণি বিষ্ণুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎকালে লঙ্কাস্থিত বানরগণ তাঁহাকে দেখিয়া সিংহনাদ করিয়া উঠিল এবং তিনিও তাহাদিগকে দেখিয়া হর্ষে সিংহ-নাদ করিলেন; সেই নিদারুণ শব্দ শ্রবণ করিয়া লঙ্কানিবাসী নিশাচরগণও ভীমরবে সিংহনাদ করিল।

অনন্তর, মহাবল হনুমান্ শৈলোত্তম ত্রিকূটের উপরি বানরসৈন্যমধ্যে নিপতিত হইয়া প্রধান বানরগণকে অভিবাদন করতঃ বিভীষণকে আলিঙ্গন করিলেন। এদিকে মনুষ্য-রাজনন্দন রাম ও লক্ষ্মণ মহৌষধি সকলের গন্ধ আঘ্রাণ করতঃ তৎক্ষণাৎ বিশল্য হইলেন এবং অন্য হরিপ্রবীরগণও বিশল্য হইয়া উত্থিত হইল। যেরূপ সুপ্তব্যক্তি নিশাবসানে জাগরিত হয়, তদ্রূপ সেই সময়ে যে যে বানরবীর নিহত হইয়াছিল, তাহারা সকলেই সেই মহৌষধির গন্ধে ক্ষণকালমধ্যে বিশল্য ও ব্রণ বিহীন হইয়া উত্থিত হইল। পরন্তু, সেই মহৌষধির গন্ধে কোন নিশাচরই পুনর্জ্জীবিত হইল না; কারণ, যখন হইতে কপিরাক্ষসগণের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল, সেই সময় হইতেই রাবণের আদেশ অনুসারে হত সৈন্যগণের পরিমাণ অবগত হইবার নিমিত্ত রণমধ্যে কপিকুঞ্জরগণকর্ত্তৃক নিহত নিশাচরগণ সাগরমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইতেছিল।

অনন্তর, সুমহৎ বেগসম্পন্ন গন্ধবহনন্দন বানরবর হনুমান্ সেই মহৌষধিশৈলকে গ্রহণ করিয়া বেগে হিমালয়ে উপনীত করতঃ পুনর্ব্বার রামের নিকট আগমন করিলেন।

ইতি চতুঃসপ্ততিতম সর্গ ॥ ৭৪ ॥

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ।

অনন্তর, মহাতেজস্বী বানররাজ সুগ্রীব স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করতঃ হনুমান্‌কে কহিলেন;—'যখন, কুম্ভকর্ণ ও কুমারগণ নিহত হইয়াছে, তখন রাবণ যে আর পুররক্ষায় সমর্থ হইবে, এরূপ বোধ হয় না; অতএব, বানরবল-মধ্যে যে সকল লঘু-বিক্রম মহাবল বানর আছে, সেই বানরপুঙ্গবগণ সত্বর উল্কাহস্তে লঙ্কা মধ্যে প্রবিষ্ট হউক।'

বানররাজ এইরূপ আদেশ করিলে সেই দিবস সূর্য্যাস্তের পর রৌদ্র নিশামুখ সময়ে বানরপুঙ্গবগণ উল্কাহস্তে লঙ্কাভিমুখে গমন করিল। তখন, সেই উল্কাহস্ত বানরগণকর্ত্তৃক সর্ব্বোতোভাবে অভিদ্রুত হইয়া দ্বারস্থিত বিরূপাক্ষ নিশাচরগণ সহসা পলায়ন করিলে বানরগণ হৃষ্টান্তঃকরণে বহির্দ্বার উদ্ধতন-গৃহ, প্রতোলী, বিবিধ চর্য্যা ও প্রাসাদ সকলে অগ্নি প্রদান করিল। তৎকালে হুতাশন তাহাদের সহস্র সহস্র গৃহ দগ্ধ করিলেন এবং পর্ব্বতাকার প্রাসাদ সকল ধরণীতলে পতিত হইল। অগুরু, পরম সুগন্ধি চন্দন, মুক্তা, মণি, সুস্নিগ্ধ হীরক, প্রবাল এবং সুবর্ণভাণ্ড সকল দগ্ধ হইল। বহুবিধ ক্ষৌম, কৌশেয়, রাঙ্কব এবং পশুলোমজ বস্ত্রাদি ভস্মসাৎ হইয়া গেল। তৎকালে সশব্দ হুতাশন বিচিত্ররূপে বিন্যস্ত বাজিগণের পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার, সুসংস্কৃত রথভূষণ, মাতঙ্গগণের গ্রৈবেয়কাদি অলঙ্কারসম্বলিত গৃহ সকল, যোধগণের তনুত্র, তুরঙ্গ ও মাতঙ্গগণের বর্ম্ম, খড়্গ, ধনুঃ, মৌর্ব্বি, বাণ, তোমর, অঙ্কুশ, শক্তি, রোমজাত কম্বলাদি, বালসম্ভূত চামরাদি, অসংখ্য ব্যাঘ্রচর্ম্ম, অণ্ডজাত মৃগমদাদি, মুক্তামণি-দ্বারা চিত্রিত প্রাসাদসমূহ, বিবিধ বিচিত্র গৃহ ও অস্ত্র সকলকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। অপিচ গৃহ-মধ্যে অবস্থিত, সুবর্ণ-চিত্রিত তনুত্রবিশিষ্ট, মাল্য ও ভূষণদামে বিভূষিত, সীধুপান-বশতঃ চলিতলোচন, মদভরে বিকৃত গতি-বিশিষ্ট, কান্তা-দ্বারা বিধৃতবসন, রিপু-বিনাশার্থ জাতরোষ, গদা শূল ও অসিধারী, ভোজন ও স্পর্দ্ধনশীল, কান্তাগণের সহিত মহার্হ শয্যায় প্রসুপ্ত এবং অগ্নিদাহ ভয়ে স্ব স্ব পুত্রগণকে গ্রহণ করতঃ চতুর্দ্দিকে সত্বর গমনশীল-প্রভৃতি বিবিধাবস্থা লঙ্কা-নিবাসী নিশাচরকে দগ্ধ করতঃ বারম্বার প্রজ্বলিত হইতে লাগিলেন। অনেক কক্ষা প্রাকার অন্তর্গৃহ প্রধানগৃহ ও দুর্গম গৃহাদিসমন্বিত গাম্ভীর্য্যগুণ-বিশিষ্ট মহার্হ ও সারবান্ গৃহ, সুবর্ণনির্ম্মিত পূর্ণচন্দ্র ও অর্দ্ধচন্দ্র সমন্বিত উত্তম চন্দ্রশালা এবং সৌধ-হর্ম্ম্যাদি পঞ্চবিধ অধিষ্ঠান-সমন্বিত, লোহিত রাগরঞ্জিত গবাক্ষ শোভিত, মণি ও বিদ্রুমদামে বিচিত্রিত এবং যাহারা দিবাকরকে স্পর্শ করিবার নিমিত্তই নির্ম্মিত হইয়াছিল, এতাদৃশ উচ্চতম প্রাসাদ সকল ভস্মসাৎ হইয়া গেল। এইরূপে হুতাশন ক্রৌঞ্চ ও বর্হির ন্যায় শোভনবর্ণ ভূষণদামের নিনাদে অনুনাদিত পর্ব্বত-সদৃশ গৃহ সকলকে দগ্ধ করিলেন। তৎকালে অগ্নি-সন্দীপিত তোরণ সকল আতপকালীন বিদ্যুদ্দাম-বিরাজিত কাদম্বিনীর ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। হুতাশন-পরীত গৃহ সকল দাবাগ্নিসন্দীপিত মহাগিরির শিখর সকলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। বিমান সকলে প্রসুপ্ত শ্রেষ্ঠা রমণীগণ অগ্নিকর্ত্তৃক দহ্যমান হইয়া সর্ব্বাঙ্গ হইতে আভরণ সকল বিমোচন করতঃ উচ্চৈঃস্বরে হা হা শব্দে রোদন করিতে লাগিল। বহ্নিসন্দীপিত ভবন সকল ইন্দ্র-বজ্রাভিহত মহাগিরির শিখর সকলের ন্যায় নিপতিত হইতে লাগিল। সেই দহ্যমান প্রাসাদ সকল দূর হইতে দহ্যমান হিমালয়-শিখর সকলের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। সেই নিশাকালে প্রজ্বলিত শিখা-সম্বলিত দহ্যমান হর্ম্ম্যাগ্র সকলদ্বারা লঙ্কা নগরীকে পুষ্পিত কিংশুকতরুপরিপূর্ণার ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তৎকালে অগ্নিদাহ ভয়ে ভীত হস্তিপক ও গজরক্ষকগণকর্ত্তৃক বিমুক্ত মাতঙ্গ তুরঙ্গগণ দ্বারা সেই লঙ্কানগরী প্রলয়কালে ঘূর্ণমান গ্রাহগণসমাকীর্ণ অর্ণবের ন্যায় হইয়া পড়িল। কোথাও মুক্ত অশ্বকে দেখিয়া ভয়বশতঃ মাতঙ্গ পলায়ন করিতে লাগিল এবং কোথাও বা ভীত মাতঙ্গকে দেখিয়া তুরঙ্গও ভয়ে পলায়ন করিতে আরম্ভ

করিল। যখন লঙ্কা নগরী এইরূপে দগ্ধ হয়, তখন হুতাশনের শিখাবিম্ব সকল মহার্ণবজলে পতিত হওয়ায় তাহাকে লোহিত সমুদ্র বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। বলিতে কি, বানরগণ-কর্ত্তৃক দীপিতা সেই পুরী মুহূর্ত্তকালমধ্যে প্রলয়কালীন প্রদীপ্ত বসুন্ধরার ন্যায় হইয়া পড়িল। তৎকালে অগ্নিসন্তপ্ত ধূমব্যাপ্ত ও রোরুদ্যমান রাক্ষস রমণীগণের শব্দ শত যোজন হইতে শ্রুত হইতে লাগিল। সেই সময়, যে সকল দগ্ধকায় রাক্ষস বাহিরে নির্গত হইতেছিল, যুদ্ধোৎসুক বানরবৃন্দ তাহাদের অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। তদানীন্তন, বানরগণের উদ্‌ঘোষ ও নিশাচরগণের নিস্বনে দশদিক্, সমুদ্র এবং সমগ্রা বসুন্ধরা অনুনাদিত হইতে লাগিল।

এদিকে ভ্রাতৃযুগল মহাত্মা রাম ও লক্ষ্মণ বিশল্য হইয়া অসম্ভ্রান্ত চিত্তে উভয়েই শ্রেষ্ঠ ধনুঃ গ্রহণ করিলেন। অনন্তর, রাম সেই উত্তম ধনুঃ বিস্ফারিত করিলে, রাক্ষসগণের ভয়াবহ তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। যৎকালে, রঘুনন্দন সেই সুমহৎ ধনুঃ বিস্ফারিত করেন, তখন তাঁহাকে সংহারকালে শব্দব্রহ্মাত্মক বেদময় ধনুঃ বিস্ফারণকারী ভগবান্ ভবানীপতির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তৎকালে বানরগণের উদ্‌ঘুষ্ট এবং রাক্ষসগণের নিস্বন এই উভয়বিধ শব্দকে অতিক্রম করিয়া রঘুনন্দনের জ্যাঘাতজনিত শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। অপিচ, বানরবৃন্দের উদ্‌ঘোষ, নিশাচরগণের নিস্বন এবং রামচন্দ্রের জ্যাশব্দ এই শব্দত্রয়ে দশদিক্ ব্যাপ্ত হইল। রামচন্দ্রের ধনুর্নির্ম্মুক্ত শরনিকরে সেই পুরীর কৈলাসশিখরসদৃশ গোপুর বিকীর্ণ হইয়া ভূতলে পতিত হইল।

এদিকে বিমান ও গৃহ সকলে পতিত রঘুনন্দনের শরসমূহ দর্শন করিয়া, রাক্ষসেন্দ্রগণের তুমুল যুদ্ধোদ্যোগ আরম্ভ হইল। রাক্ষসেন্দ্রগণ সিংহনাদসহকারে সমরসজ্জায় সজ্জিত হইতে থাকিলে, সেই শর্ব্বরী কালরাত্রির ন্যায় হইয়া উঠিল।

ইত্যবসরে মহাবল বানররাজ বানরেন্দ্রগণকে এইরূপ আদেশ করিলেন;—'ওহে বানরগণ! তোমাদের মধ্যে যে দ্বার যাহার নিকট হইবে, সে সেই দ্বারেই যুদ্ধ করিবে। গুল্মে উপস্থিত থাকিয়াও যে মদীয় আদেশ অবজ্ঞা প্রদর্শন করিবে, রাজাজ্ঞায় অবজ্ঞাকারী সেই বানরকে আক্রমণ করিয়া বিনাশ করিবে।' অনন্তর, সেই বানরমুখ্যগণ প্রদীপ্ত উল্কাহস্তে দ্বার সকল অবরোধ করতঃ অবস্থান করিলে, রাবণের নিরতিশয় ক্রোধ উপস্থিত হইল। তদীয় জৃম্ভিতবিক্ষোভে দশদিক্ কলুষিত হইল এবং প্রলয়কালীন রুদ্রের রূপবান্ ক্রোধের ন্যায় তাঁহার শরীরেও রোষচিহ্ন সকল দৃষ্ট হইতে লাগিল। তৎপরে নিশাচরপতি ক্রোধভরে কুম্ভকর্ণনন্দন কুম্ভ ও নিকুম্ভকে বহুসংখ্যক নিশাচরের সহিত প্রেরণ করিলেন। তাঁহার আদেশ অনুসারে যূপাক্ষ, শোণিতাক্ষ, প্রজঙ্ঘ ও কম্পননামক রাক্ষস চতুষ্টয় কুম্ভকর্ণনন্দন যুগলের সহিত নির্গত হইল। তখন, রাবণ বানরগণের ভয় উৎপাদিত করিবার নিমিত্ত সিংহনাদ করতঃ সেই মহাবল রাক্ষসগণকে কহিলেন;—'ওহে নিশাচরগণ! তোমরা এই রাত্রিতেই নির্গত হও।'

রাক্ষসগণ রাক্ষসরাজকর্ত্তৃক এইরূপে প্রেরিত হইয়া প্রজ্বলিত আয়ুধহস্তে বারম্বার সিংহনাদ করতঃ লঙ্কা হইতে নির্গত হইল। তৎকালে রাক্ষসগণ নিজ নিজ দেহকান্তি ও ভূষণদীপ্তিতে এবং বানরগণ অগ্নি সংস্কারে নভোমণ্ডলকে প্রদীপিত করিল। উপরে তারাপতি ও তারাগণের এবং নিম্নে কপিরাক্ষসগণের ভূষণদামের প্রকাশমান কান্তিতে উভয়দলের মধ্যগত নভোমণ্ডল প্রদীপিত হইল। চন্দ্রালোক, ভূষণকান্তি এবং প্রজ্বলিত গৃহ সকলের অগ্নি বানর ও রাক্ষসগণকে প্রকাশিত করিতে লাগিল। অগ্নিপ্রদীপ্ত গৃহ সকলের দীপ্তি সাগর সলিলে সংসক্ত হওয়ায় চঞ্চল উর্ম্মিমালাসমাকুল সমুদ্র অধিকতর শোভিত হইল। অনন্তর, পতাকা ও ধ্বজসংযুক্ত, উত্তম অসি ও পরশুধারী, ভীমরূপ অশ্ব রথ মাতঙ্গ ও অসংখ্য পত্তিসমাকুল, প্রদীপ্ত শূল গদা খড়্গ প্রাস তোমর ও কার্ম্মুকসমন্বিত, শত শত

কিঙ্কিনীনিনাদিত, প্রচলিত কুঠার ও সুবর্ণ ভূষণে ভূষিতবাহু এবং প্রজ্বলিত প্রাস সমন্বিত সেই ঘোররূপ বিক্রান্ত ও পৌরুষশালী রাক্ষস-বল দৃষ্ট হইল। মহামেঘের ন্যায় শব্দায়মান এবং শূরজনাকীর্ণ ঘোররূপ নিশাচরবল ধনুতে বাণ যোজিত করতঃ মহাশস্ত্র সকলকে ঘূর্ণন করিতে করিতে নির্গত হইলে, তাহাদের দেহস্থিত গন্ধ ও মাল্য এবং পীত মদ্যের গন্ধাধিক্যহেতু তত্রত্য বায়ু আমোদিত হইয়া উঠিল।

সেই দুরাসদ রাক্ষসবলকে আগমন করিতে দেখিয়া বানরসৈন্যগণ বিচলিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিল এবং বেগ সহকারে লম্ফ প্রদান করতঃ যেরূপ পতঙ্গগণ অগ্নির অভিমুখে গমন করে, তদ্রূপ সেই শত্রুসৈন্যের অভিমুখে ধাবিত হইল। তৎকালে রাক্ষস গণের ভুজসমীপে পরিঘ ও অশনি সকল ঘূর্ণিত হওয়ায়, সেই সেই শ্রেষ্ঠ রাক্ষসবল সমধিক শোভিত হইল। অনন্তর, যুযুৎসু বানরগণ উন্মত্তের ন্যায় উৎপতিত হইয়া তরু শৈল ও মুষ্টি দ্বারা নিশাচরগণকে আঘাত করিতে থাকিলে, ভীমবিক্রম রাক্ষসগণও শাণিত শরসমূহ দ্বারা সেই আপতিত বানরগণের মস্তক হরণ করিতে লাগিল। নিশাচরগণ বানরগণের দশন দ্বারা হৃতকর্ণ, মুষ্টি দ্বারা ভিন্ন মস্তক এবং শিলাপ্রহারে ভগ্নাঙ্গ হইয়া সেই রংভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিল এবং অপর ঘোররূপ নিশাচরগণ শাণিত অসি দ্বারা প্রধান বানরগণকে নিহত করিতে আরম্ভ করিল। বানরগণও বেগবান্ প্রধান নিশাচরগণকে নিহত করিল। তখন, কেহ কাহাকে আঘাতিত বা পাতিত করিলে অন্যে তাহাকে আঘাতিত বা পাতিত করিতে লাগিল। কেহ কাহাকে নিন্দা বা দংশন করিলে, সেও তাহাকে নিন্দা বা দংশন করিতে লাগিল। কেহ '(যুদ্ধ) দাও' এইরূপ বলিলে, কেহ বারম্বার 'দিতেছি, এইরূপ বলিতে এবং কেহ বা (যুদ্ধ) প্রদান করিতে লাগিল। তৎকালে, পরস্পর 'স্থির হও; কি জন্য আপনাকে ক্লেশ দিতেছ?' এইরূপ বলাবলি করিতে লাগিল। কাহার শস্ত্র ব্যর্থ হইতে এবং কাহার কবচ ও আয়ুধ স্খলিত হইতে লাগিল। এইরূপে বানর ও নিশাচরগণের সমুদ্যত প্রাস এবং মুষ্টি শূল অসি ও কুন্তল-সমন্বিত সুমহৎ রৌদ্র সমর আরম্ভ হইলে, নিশাচরগণ এককালে সপ্তদশ বানরকে এবং বানরগণও এককালে সপ্তদশ নিশাচরকে নিহত করিতে লাগিল। সেই যুদ্ধে বানরগণ রাক্ষসগণের সমতুল্য বল অবলম্বন করিয়া নিশাচরগণকে নিবারিত করিতে লাগিল।

ইতি পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ ॥ ৭৫ ॥

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ।

সেই বীরজন ক্ষয়কারী ঘোরতর সঙ্কুলযুদ্ধ আরম্ভ হইলে, সমরসমুৎসুক অঙ্গদ কম্পনের সহিত যুদ্ধাসক্ত হইলেন। বেগবান্ কম্পন প্রথমতঃ অঙ্গদকে আহ্বান করতঃ গদাদ্বারা সন্তাড়িত করিলে, তিনি নিরতিশয় আঘাতিত হইয়া বিচলিত হইলেন। পরন্তু, তেজস্বী অঙ্গদ ক্ষণকালমধ্যে সংজ্ঞা লাভ করিয়া একটী গিরিশিখর ক্ষেপণ করিলে, কম্পন সেই প্রহারেই অর্দ্দিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল।

কম্পনকে রণমধ্যে নিহত দেখিয়া শোণিতাক্ষ স্বীয় রথ সঞ্চালিত করতঃ সত্বর নির্ভয়ে অঙ্গদসমীপে আগমন করিয়া বেগসহকারে শরীর-বিদারণ ও কালাগ্নিসদৃশ ক্ষুর, ক্ষুরপ্র নারাচ বৎসদন্ত শিলীমুখ কর্ণী শল্য ও বিপাটপ্রভৃতি বহুবিধ তীক্ষ্ণ শাণিত বাণদামদ্বারা অঙ্গদকে বিদ্ধ করিলেন। প্রতাপবান্ বলশালী বালি-নন্দন অঙ্গদ সেই শরসমূহে বিদ্ধগাত্র হইয়া বেগসহকারে তদীয় উগ্র ধনুঃ ও বাণ সকলকে ভগ্ন করতঃ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর, শোণিতাক্ষ ক্রোধভরে সত্বর অসিচর্ম্ম গ্রহণ করতঃ কোন বিচার না করিয়া বেগে উৎপতিত হইলে, বলশালী কপিকুঞ্জর অঙ্গদ সত্বর লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক নিশাচরকে ধারণ করিয়া সিংহনাদ সহকারে হস্তদ্বারা তদীয় খড়্গ গ্রহণ করিলেন এবং স্কন্ধদেশে আঘাত

করতঃ যজ্ঞোপবীতবৎ ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

বালিনন্দন রণমধ্যে শোণিতাক্ষকে নিহত করতঃ বারম্বার সিংহনাদ করিয়া অপর অরাতিগণের অভিমুখে ধাবিত হইলেন, তদ্দর্শনে বলশালী যূপাক্ষ প্রজঙ্ঘের সহিত স্বীয় রথ সঞ্চালিত করতঃ ক্রোধভরে মহাবল বালিনন্দনের অভিমুখীন হইল। এদিকে, কনকাঙ্গদভূষিত বীর শোণিতাক্ষও সেই অসিপ্রহারে গতাসু না হইয়া পুনর্ব্বার আশ্বস্ত ও উত্থিত হইল এবং একটা আয়সী গদা গ্রহণ করতঃ পুনর্ব্বার তদভিমুখে ধাবিত হইল। তৎকালে, কপিশ্রেষ্ঠ বালিনন্দন ইন্দ্র ও অগ্নির মধ্যগত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অঙ্গদকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত জিঘাংসু মৈন্দ ও দ্বিবিদ তাঁহার সমীপে গমন করিলেন। অসি বাণ ও গদাধারী মহাকায় মহাবল নিশাচরগণ রোষভরে সাবধানে সেই বানরগণের অভিমুখে গমন করিল। তৎকালে, পরস্পর সমাসক্ত মৈন্দ দ্বিবিদ ও অঙ্গদ এই তিন বানরেন্দ্রের সহিত প্রজঙ্ঘ যূপাক্ষ ও শোণিতাক্ষ এই তিন জন রাক্ষসপুঙ্গবের সুমহৎ রোমহর্ষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই রণস্থলে বানরগণ বৃক্ষ সকলকে গ্রহণ করতঃ নিক্ষেপ করিলে, মহাবল প্রজঙ্ঘ খড়্গদ্বারা সেই সমস্ত ছেদন করিয়া ফেলিল। কপিবরগণ রথ অশ্ব দ্রুম ও শৈলখণ্ডপ্রভৃতি যাহা যাহা নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, মহাবল যূপাক্ষ শরসমূহদ্বারা সেই সমস্ত ছেদন করিল। মৈন্দ ও দ্বিবিদকর্ত্তৃক উৎপাটিত ও ক্ষিপ্ত দ্রুমদামকে বীর্য্যবান্ প্রতাপশালী শোণিতাক্ষ গদাদ্বারা ভগ্ন করিতে লাগিল।

অনন্তর, প্রজঙ্ঘ পরমর্ম্মবিদারণ বিপুল খড়্গ উদ্যত করতঃ বালিনন্দনের অভিমুখে ধাবিত হইলে, বিপুল বলশালী বানরেন্দ্র বালিনন্দন তাহাকে নিকটাগত দেখিয়া একটী অশ্বকর্ণবৃক্ষ দ্বারা আঘাত করিলেন। অপিচ, সেই নিশাচরের নিস্ত্রিংশসমন্বিত বাহুতে মুষ্ট্যাঘাত করায়, সেই আঘাতে তদীয় অসি ভূতলে পতিত হইল। সেই মুষলসদৃশ খড়্গাকে ভূতলে পতিত হইতে দেখিয়া মহাবল মহাতেজস্বী প্রজঙ্ঘ বজ্রসদৃশ মুষ্টি পরিবর্ত্তিত করতঃ মহাবীর্য্য বানরপুঙ্গব অঙ্গদের ললাটে আঘাত করিলে, তিনি মুহূর্ত্তকালের নিমিত্ত বিচলিত হইলেন। পরন্তু, প্রতাপবান্ তেজস্বী বালিনন্দন পুনর্ব্বার সংজ্ঞা লাভ করতঃ মুষ্টি দ্বারা প্রজঙ্ঘের মস্তক শরীর হইতে পৃথক্ করিয়া ফেলিলেন।

পিতৃব্য প্রজঙ্ঘকে রণমধ্যে নিহত হইতে দেখিয়া যূপাক্ষ অশ্রুপূর্ণলোচনে ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করতঃ খড়্গহস্তে রথ হইতে অবতীর্ণ হইল। পরন্তু, বলশালী দ্বিবিদ যূপাক্ষকে আপতিত হইতে দেখিয়া ক্রোধভরে সত্বর তদীয় বক্ষঃস্থলে আঘাত করতঃ তাহাকে গ্রহণ করিলেন। ভ্রাতাকে গৃহীত দেখিয়া মহাতেজস্বী মহাবল শোণিতাক্ষ দ্বিবিদের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। মহাবল দ্বিবিদ সেই আঘাতে বিচলিত হইয়াও পরক্ষণেই তদীয় উদ্যত গদা গ্রহণ করিলেন। এই অবসরে মৈন্দ ভ্রাতার সাহায্য করিবার নিমিত্ত দ্বিবিদের নিকট আগমন করিলেন এবং দ্বিবিদও নখদ্বারা শোণিতাক্ষের মুখ বিদারিত করিয়া ফেলিলেন। তখন, তরস্বী শোণিতাক্ষ ও যূপাক্ষ, মৈন্দ ও দ্বিবিদ নামক বানরদ্বয়ের সহিত বারম্বার আকর্ষণ ও উৎপাটনরূপ তীব্র সমরে প্রবৃত্ত হইল। বানরপুঙ্গব বীর্য্যবান্ মৈন্দ নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বাহুদ্বয়দ্বারা যূপাক্ষকে ভূমিতে পাতিত করতঃ বলসহকারে পেষণ করিলে, সে নিতান্ত পীড়িত ও নিহত হইয়া ভূতলে পতিত হইল।

রাক্ষসরাজের সৈন্যগণ এইরূপে নিহত হইতে থাকিলে, তদীয় সৈন্যগণ ব্যথিত হইয়া যে স্থানে কুম্ভকর্ণনন্দন অবস্থান করিতেছিলেন তদভিমুখে ধাবিত হইল এবং কুম্ভও সেই সমীপাগত সেনাগণকে পরিসান্ত্বিত করিলেন। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ তেজস্বী কুম্ভ লব্ধলক্ষ প্লবঙ্গমকর্ত্তৃক রাক্ষস বাহিনীর মহাবীরগণকে নিহত দেখিয়া দুষ্করকর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই ধানুষ্কবর সমাহিতমনে ধনুর্ধারণ করতঃ আশীবিষ সদৃশ দেহবিদারণ শরনিকর ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে, তদীয় সশর ধনুঃ বিদ্যুৎ

ও ঐরাবতসম্বলিত ইন্দ্রধনুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সেই বীর সুবর্ণপুঙ্খবিশিষ্ট পত্রশোভিত বাণ সকলকে আকর্ণ আকর্ষণ করতঃ তদ্দ্বারা দ্বিবিদকে আঘাত করিলেন। অদ্রিকূট সদৃশ হরিসত্তম দ্বিবিদ সেই আঘাতে নিতান্ত আহত হইয়া মুখব্যাদান ও পদদ্বয় বিস্তৃত করতঃ বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। মৈন্দ ভ্রাতাকে সেই মহারণে বিহ্বল হইতে দেখিয়া একটি বিপুল শিলা গ্রহণ করতঃ কুম্ভাভিমুখে ধাবিত হইলেন। মহাবল মৈন্দ রাক্ষস কুম্ভের অভিমুখে সেই শিলা ক্ষেপণ করিলে, মহাতেজস্বী কুম্ভ হাসিতে হাসিতে পাঁচটি শর দ্বারা তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং আশীবিষ সদৃশ সুমুখ অন্য একটি শর ধনুতে সন্ধান করিয়া দ্বিবিদাগ্রজ মৈন্দের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। বানর যূথপতি মৈন্দ সেই প্রহারে মর্ম্মস্থানে আঘাতিত হইয়া মূর্চ্ছিত ও ভূপতিত হইলেন।

অঙ্গদ মহাবল মাতুলযুগলকে ব্যথিত দেখিয়া উদ্যতকার্ম্মুক কুম্ভের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। তাঁহাকে আপতিত হইতে দেখিয়া যেরূপ মাতঙ্গকে তোমর দ্বারা বিদ্ধ করে তদ্রূপ বীর্য্যবান্ কুম্ভ প্রথমতঃ পাঁচটি এবং তৎপরে তিনটি শাণিত আয়স বাণ এবং অন্য অসংখ্য শর দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। পরন্তু, সেই কনকভূষিত তীক্ষ্ণ শাণিত ও অকণ্ঠধার শরসমূহ দ্বারা বিদ্ধাঙ্গ হইয়াও অঙ্গদ কম্পিত হইলেন না। অধিকন্তু, সেই নিশাচরের মস্তকে শিলা ও পাদপ সকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। শ্রীমান্ কুম্ভকর্ণনন্দন বালিনন্দনসমীরিত সেই বৃক্ষসকলকে ছেদন এবং শিলাখণ্ড সকলকে ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর, সেই বানরযূথপতিকে আপতিত হইতে দেখিয়া যেরূপ অঙ্কুশ দ্বারা মাতঙ্গকে বিদ্ধ করে, তদ্রূপ কুম্ভ বাণযুগল দ্বারা অঙ্গদের ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে বিদ্ধ করিলে, তাহা হইতে এরূপ রুধিরস্রাব হইতে লাগিল যে, তাঁহার লোচনযুগল আচ্ছাদিত হইয়া গেল। অঙ্গদ সেই মহারণে এক হস্তে রুধিরপরিপ্লুত নয়নযুগল সমাচ্ছাদিত করতঃ অন্য পাণি দ্বারা নিকটস্থ একটি শালবৃক্ষ গ্রহণ করিয়া সেই সস্কন্ধ বৃক্ষকে স্বীয় বক্ষঃস্থলে সন্নিবেশিত ও পাণি দ্বারা পীড়িত করতঃ কিঞ্চিৎ বিনিমিত ও ক্ষুদ্রশাখাবিহীন করিলেন। অনন্তর, মন্দরগিরি ও ইন্দ্রধ্বজ সদৃশ সেই বৃক্ষকে রাক্ষসগণের সম্মুখেই বেগসহকারে ক্ষেপণ করিলে, কুম্ভকর্ণনন্দন সাতটি দেহভেদী শাণিত বাণ দ্বারা বালিনন্দন সমীরিত সেই বৃক্ষকে ছেদন করতঃ অন্য একটি বাণ দ্বারা সত্বর অঙ্গদের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন এবং অঙ্গদও সেই আঘাতে নিরতিশয় ব্যথিত ও মুগ্ধ হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। সাগরসলিলে নিমগ্ন হওয়ার ন্যায় দুরাসদ অঙ্গদকে সেই মহারণে অবসন্ন হইতে দেখিয়া বানরশ্রেষ্ঠগণ রাম সমীপে সেই সংবাদ নিবেদন করিল।

রামচন্দ্র মহারণে বালিনন্দনকে অবসন্ন শ্রবণ করিয়া, জাম্ববৎপ্রমুখ বানরগণকে তদীয় সাহায্যার্থ আদেশ করিলেন। বানরশার্দ্দূলগণও রামের শাসন অবগত হইয়া ক্রোধভরে উদ্যতকার্ম্মুক কুম্ভের অভিমুখে ধাবিত হইল। ক্রোধে লোহিতলোচন শিলাপাদপহস্ত জাম্ববান্, সুষেণ ও বেগদর্শীপ্রভৃতি বানরপুঙ্গবগণ অঙ্গদকে রক্ষা করিবার অভিলাষে ধাবিত হইয়া বীরবর কুম্ভকর্ণনন্দনের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। যেরূপ পর্ব্বতখণ্ডদ্বারা জলপ্রপাতকে রুদ্ধ করে, তদ্রূপ কুম্ভ সেই মহাবল বানরেন্দ্রগণকে আপতিত হইতে দেখিয়া শরসমূহদ্বারা তাঁহাদিগকে রুদ্ধ করিলেন। যেরূপ মহাসাগর বেলাভূমি অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ সেই মহাবল বানরেন্দ্রগণও তদীয় বাণসমূহকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না। বানররাজ সুগ্রীব সেই হরিশ্রেষ্ঠগণকে রণমধ্যে শরবৃষ্টি দ্বারা অর্দ্দিত দর্শনে ভ্রাতৃপুত্র অঙ্গদকে পশ্চাতে রাখিয়া, যেরূপ বেগবান্ কেশরী শৈল সানুচর মাতঙ্গের প্রতি অভিদ্রুত হয়, তদ্রূপ, কুম্ভকর্ণনন্দনের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। সেই মহাকপি অশ্বকর্ণাদি বহুবিধ বৃক্ষ উৎপাটন করতঃ কুম্ভাভিমুখে ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। পরন্তু, কুম্ভকর্ণনন্দন সেই আকাশসমাচ্ছাদিনী দুরাসদ শরবৃষ্টিকে শাণিত

শরসমূহ দ্বারা সত্বর ছেদন করিয়া ফেলিলে, সেই অর্দ্দিত দুর্জ্জয় দ্রুম সকল ঘোররূপ শতঘ্নী সকলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। বীর্য্যবান্ মহাসত্ত্ব শ্রীমান্ বানররাজ সেই দ্রুম সকলকে কুম্ভ কর্ত্তৃক ছেদিত দেখিয়া কিছু মাত্র ব্যথিত হইলেন না। তিনি কুম্ভকর্ত্তৃক সহসা বিধ্যমান হইয়া সেই সমস্ত শর সহ্য করতঃ তদীয় ইন্দ্রধনুসদৃশ ধনুঃ গ্রহণ করিয়া ভগ্ন করিলেন। বানররাজ এতাদৃশ দুষ্কর কর্ম্ম সাধন করতঃ সত্বর লম্ফ প্রদান করিয়া ভগ্নশৃঙ্গ দ্বিপের ন্যায় কুপিত কুম্ভকে কহিলেন; 'হে নিকুম্ভাগ্রজ! তুমি প্রহ্লাদ বলি ইন্দ্র কুবের অথবা বরুণের সহিত উপমিত হইতে পার; কারণ, রাক্ষসমধ্যে রাবণ এবং তুমি সমধিক স্বজনপ্রবণ ও প্রতাপশালী। একমাত্র তুমিই তোমার বলবত্তর পিতা কুম্ভকর্ণের অনুরূপ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। হে মহাবাহো অরিন্দম! তুমি একাকী শূলহস্তে দণ্ডায়মান হইলে, যেরূপ আধিগণ জিতেন্দ্রিয়কে অতিক্রম করিতে পারে না, তদ্রূপ দেবগণও তোমাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়েন না; সে যাহা হউক, তুমি অদ্য এই মহাযুদ্ধে স্বীয় পরাক্রম প্রকাশ কর এবং আমারও কর্ম্ম দর্শন কর। তোমার পিতৃব্য রাবণ পিতামহের বর প্রভাবেই দেবতা ও দানবগণকে অতিক্রম করিয়াছেন, কিন্তু কুম্ভকর্ণ স্বীয় বীর্য্যপ্রভাবেই সমরে সুরাসুরগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তুমি চাপে রাবণ এবং ধনুর্ব্বিদ্যায় ইন্দ্রজিতের সদৃশ; সুতরাং, এক্ষণ রাক্ষসগণের মধ্যে তোমাকেই বলবীর্য্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হইতেছে। অদ্য লোক সকল এই মহাসাগরে শক্রশম্বরসমররূপ আমার সহিত তোমার অদ্ভুত যুদ্ধ দর্শন করুক। তুমি অস্ত্রকৌশল প্রদর্শন করতঃ ভীমবিক্রম বানরবীরগণকে নিপাতিত করিয়া অপ্রতিম কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছ। একাকী অনেকের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছ, সুতরাং এ সময় বলপ্রকাশ করিয়া তোমাকে বধ করিলে, পাছে লোকে আমাকে নিন্দা করে, আমি এই ভয়েই অধুনা তোমাকে নিহত করিতেছি না, ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া আমার পরাক্রম দর্শন কর।

সুগ্রীবের এতাদৃশ সাবমান সম্মান বাক্যে ঘৃতাহুত হুতাশনের ন্যায় কুম্ভের তেজঃ আরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। অনন্তর, সেই বীর বাহুযুগলদ্বারা সুগ্রীবকে গ্রহণ করিলেন। তৎকালে, তাঁহারা উভয়েই মদমত্তমাতঙ্গযুগলের ন্যায় মুহুর্ম্মুহু নিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ উভয়ে উভয়ের গাত্র ধারণ করিয়া পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে থাকিলে, পরিশ্রমবশতঃ উভয়ের মুখ হইতেই সধূম জ্বালা নির্গত হইতে লাগিল। তাঁহাদের পদাঘাতে রণভূমি নিমগ্ন এবং তরঙ্গসকল ঘূর্ণিত হওয়ায় সাগরজলও সংক্ষুব্ধ হইল। তদনন্তর, সুগ্রীব কুম্ভকে গ্রহণ করতঃ যেন উদধির তল দর্শন করাইবার নিমিত্তই বেগসহকারে লবণসমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন। তখন, কুম্ভের পতনবশতঃ জলরাশি বিন্ধ্য ও মন্দর পর্ব্বতের ন্যায় ঊর্দ্ধে উত্থিত হওয়ায় চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। কুম্ভ ক্ষণকাল পরেই উত্থিত হইয়া সুগ্রীবের নিকট গমন করতঃ ক্রোধভরে তাঁহার বক্ষঃস্থলে বজ্রকল্প মুষ্টিপ্রহার করিলেন। সেই বেগপ্রযুক্ত মুষ্টি সুগ্রীবের চর্ম্মভেদ করিয়া অস্থিমণ্ডলে প্রতিহত হওয়ায়, তাহা হইতে শোণিত নির্গত হইতে লাগিল সেই মুষ্টির বেগে সুমেরু পর্ব্বতের বজ্রনিষ্পেষজনিত জ্বালার ন্যায় সুমহৎ তেজঃ প্রজ্বলিত হইল। মহাবল বীর্য্যবান্ বানরপুঙ্গব সুগ্রীব তৎকর্ত্তৃক এইরূপে আঘাতিত হইয়া সহস্রকরসমুজ্জ্বল রবিমণ্ডলের ন্যায় দীপ্তিশালী বজ্রকল্প মুষ্টি পরিবর্ত্তিত করতঃ কুম্ভের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন। তখন, সেই প্রহারে কুম্ভ নিরতিশয় তাড়িত ও বিহ্বল হইয়া শিখাবিহীন হুতাশনের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। অপিচ, সেই নিশাচর মুষ্টিদ্বারা অভিহত হইয়া, আকাশ হইতে যদৃচ্ছাক্রমে পতিত দীপ্তরশ্মি মঙ্গলগ্রহের ন্যায় নিপতিত হইলেন। তৎকালে মুষ্টিদ্বারা বক্ষঃস্থলে ভগ্ন নিপতিত কুম্ভের রূপ রুদ্রাভিভূত সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। এইরূপে ভীমপরাক্রম বানররাজ-

কর্ত্তৃক রণমধ্যে কুম্ভ নিহত হইলে, শৈল ও কানন সকলের সহিত বসুমতী বিচলিত এবং নিশাচরগণ সমধিক ভীত হইল।

ইতি ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ ॥ ৭৬ ॥

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ।

নিকুম্ভ ভ্রাতাকে সুগ্রীবকর্ত্তৃক নিপাতিত দেখিয়া যেন, দগ্ধ করিবার নিমিত্তই কোপে বানরেন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর, সেই বীর কালায়সনির্ম্মিত পঞ্চাঙ্গুল প্রমাণ পট্টবন্ধবিশিষ্ট ও জ্বালামালাশোভিত নগেন্দ্রশিখরসদৃশ একটি পরিঘ গ্রহণ করিলেন। ভীমবিক্রম মহাতেজস্বী নিকুম্ভ হেমপট্টবিভূষিত, হীরক ও বিদ্রুমজড়িত, ইন্দ্রধনুর ন্যায় তেজোবিশিষ্ট এবং রাক্ষসগণের ভয়নাশন যমদণ্ডসদৃশ ভয়ঙ্কর পরিঘ গ্রহণ করতঃ বদনবিবৃত করিয়া সিংহনাদ করিলেন। তৎকালে, উরঃস্থিত নিষ্ক, ভুজযুগলস্থিত অঙ্গদ, মনোহর কুণ্ডলযুগল, বিচিত্র মাল্য এবং অন্যান্য ভূষণশোভিত পরিঘহস্ত নিকুম্ভকে বিদ্যুৎ ধ্বনি ও ইন্দ্রধনু সমন্বিত মেঘের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। সশব্দ বিধূম পাবকের ন্যায় প্রজ্বলিত সেই পরিঘের অগ্রভাগ দ্বারা মহাবল নিকুম্ভের বাতগ্রন্থি স্ফুটিত হইল। সেই বীর পরিঘকে ঘূর্ণিত করিতে থাকিলে বোধ হইতে লাগিল যেন, গন্ধর্ব্বগণের উত্তম ভবনসমন্বিত বিটপাবতী নগরী, সুরগৃহ সমন্বিত অমরাবতী, তারাগণ, নক্ষত্র, চন্দ্র ও অপর মহাগ্রহ সকলের সহিত নভোমণ্ডলই ঘূর্ণিত হইতেছে। পরিঘস্থিত আভরণ সকলের এরূপ প্রভা সমুত্থিত হইল যে, ক্রোধরূপ কাষ্ঠ দ্বারা সন্দীপতি নিকুম্ভরূপ অগ্নি প্রলয়কালীন অনলের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন, রাক্ষস অথবা বানরগণের মধ্যে ভয়বশতঃ কেহই অঙ্গসঞ্চালন করিতে সমর্থ হইল না; পরন্তু, বলশালী হনুমান্ বক্ষঃস্থল বিবৃত করিয়া অগ্রে গমন করিলেন। পরিঘসদৃশ বাহুসমন্বিত বলবান্ নিকুম্ভ সেই ভাস্করপ্রভ পরিঘকে বলশালী হনুমানের বক্ষঃস্থলে পাতিত করিলে, তদীয় পৃথুল বক্ষঃস্থলে পতিত সেই পরিঘ শতধা ভগ্ন হইল এবং শত শত উল্কার ন্যায় অন্তরীক্ষে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল।

বায়ুর ন্যায় বিক্রমশালী বেগবান্ মহাবল মহাতেজস্বী বীর্য্যবান্ প্লবগ সত্তম হনুমান্ পরিঘ দ্বারা আঘাতিত হইয়া ভূকম্পকালীন অচলের ন্যায় বিচলিত হইলেন। পরন্তু, মহাকপি মারুতি তৎকর্ত্তৃক তাদৃশরূপে অভিহত হইয়াও বল সহকারে মুষ্টি সম্বর্ত্তিত ও উদ্যত করতঃ নিকুম্ভের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। সেই মুষ্টি প্রহারে নিকুম্ভের চর্ম্ম স্ফুটিত হওয়ায়, তাহা হইতে রুধিরধারা সকল নির্গত হইতে থাকিলে, বোধ হইতে লাগিল যেন, মেঘ হইতে সৌদামিনী সমুত্থিত হইতেছে। নিকুম্ভ সেই প্রহারে বিচলিত হইলেন বটে, পরন্তু ক্ষণকাল মধ্যে স্বস্থ হইয়াই মহাবল হনুমানকে গ্রহণ করিলেন। লঙ্কানিবাসি নিশাচরগণ নিকুম্ভকর্ত্তৃক মহাবল হনুমান্‌কে গৃহীত দেখিয়া ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া উঠিল।

বায়ুনন্দন হনুমান্ সেই নিশাচরকর্ত্তৃক হ্রিয়মাণ হইয়াও বজ্রকল্প মুষ্টিদ্বারা তাঁহাকে আঘাতিত করতঃ আপনাকে মুক্ত করিয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ভূমিতে পতিত হইলেন এবং নিকুম্ভকে উন্মথিত করিতে লাগিলেন। সেই বেগবান্ বীর ক্রোধভরে নিকুম্ভকে ভূমিতে নিক্ষেপ করতঃ বারম্বার পেষণ করিয়া স্বয়ং উৎপতিত এবং তদীয় বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর, বাহুদ্বয় দ্বারা গ্রহণ করতঃ তদীয় গ্রীবা পরিবর্ত্তিত করিয়া ভৈরবরবকারী সুমহৎ মস্তক উৎপাটন করিয়া ফেলিলেন।

এইরূপে পবনতনয় কর্ত্তৃক রণমধ্যে নিনাদকারী নিকুম্ভ নিহত হইলে, নিরতিশয় রোষপূর্ণ দশরথনন্দন রাম এবং রাক্ষসেন্দ্র খরের নন্দন মকরাক্ষের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। নিকুম্ভ নিহত হইলে বানরগণের আনন্দপূর্ণ সিংহনাদে দিক্ সকল সশব্দ, বসুমতী বিচলিতা এবং আকাশ যেন ভূপতিত হইল। নিকুম্ভকে নিহত দেখিয়া এবং বানর-

গণের ভৈরবরব শ্রবণ করিয়া রাক্ষস সৈন্য-গণেরও মনে নিদারুণ ভয়সঞ্চার হইল।

ইতি সপ্তসপ্ততিতম সর্গ ॥ ৭৭ ॥

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ।

নিকুম্ভকে নিহত এবং কুম্ভকে বিনিপাতিত শ্রবণ করিয়া রাবণ নিদারুণ ক্রোধে অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। রাক্ষসরাজ ক্রোধ ও শোকে ব্যাকুল হইয়া বিশাললোচন খরনন্দন মকরাক্ষকে কহিলেন;—'বৎস! আমি তোমাকে অনুমতি করিতেছি; তুমি বিপুলবলে পরিবৃত হইয়া রণস্থলে গমন করতঃ বনচরগণের সহিত সেই রাম ও লক্ষ্মণকে বিনাশ কর।' রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া শূরাভিমানী বলশালী প্রগল্ভ খরনন্দন রাক্ষস মকরাক্ষ 'বাঢ়ং' এই বলিয়া তদ্বাক্য স্বীকার করিল। অনন্তর, দশাননকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করতঃ তদীয় আদেশ অনুসারে শুভ্রবর্ণ গৃহ হইতে নির্গত হইয়া সমীপস্থ বলাধ্যক্ষকে কহিল;—'সত্বর আমার রথ ও সৈন্যগণকে উপস্থিত কর।'

বলাধ্যক্ষ তাহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, তদীয় রথ ও সৈন্যগণ সমীপে উপস্থিত করিলে নিশাচর মকরাক্ষ স্বীয় রথকে প্রদক্ষিণ করতঃ আরোহণ করিয়া সারথিকে সত্বর রথ সঞ্চালন করিতে আদেশ করিল। অনন্তর, মকরাক্ষ সেই রাক্ষসগণকে সম্বোধন করিয়া কহিল;—'ওহে নিশাচরগণ! তোমরা আমার অগ্রে থাকিয়া বানরগণের সহিত যুদ্ধ করিবে। আমি মহাত্মা রাক্ষসরাজ রাবণকর্তৃক রণমধ্যে সেই রাম ও লক্ষ্মণ উভয়কেই নিহত করিবার নিমিত্ত আদিষ্ট হইয়াছি; অতএব, হে রাক্ষস-গণ! আমি অদ্য উত্তম শরসমূহদ্বারা রাম লক্ষ্মণ এবং শাখামৃগ সুগ্রীবকেও বিনাশ করিব। যেরূপ হুতাশন শুষ্ক কাষ্ঠ সকলকে দগ্ধ করেন, তদ্রূপ আমিও অদ্য শূলনিপাতদ্বারা মহতী বানরবাহিনীকে দগ্ধ করিয়া ফেলিব।' মকরা-ক্ষের এই কথা শুনিয়া, সেই নানায়ুধধারী কামরূপী যত্নপরায়ণ বলশালী ক্রূরস্বভাব বিকটদশন পিঙ্গললোচন বিকীর্ণকুন্তল মহাকায় ভয়াবহ নিশাচরগণ হর্ষে মাতঙ্গগণের ন্যায় শব্দসহকারে বসুমতীকে বিচলিত করতঃ মহা-কায় খরনন্দন মকরাক্ষকে পরিবৃত করিয়া গমন করিতে লাগিল। তৎকালে, ক্ষ্বেলিত আস্ফোটিত এবং বাদিত সহস্র সহস্র শঙ্খ ও ভেরীর সুমহৎ শব্দ সমুত্থিত হইল। গমনকালে সহসা তদীয় সারথির হস্ত হইতে প্রতোপ ভ্রষ্ট হইয়া পড়িল এবং দৈবাৎ রথধ্বজও ভূতলে পতিত হইল। তদীয় রথসংযুক্ত দীনদশাপন্ন তুরঙ্গমগণ বিক্রমবর্জিত হইয়া আকুলগমনে অশ্রুমুখে গমন করিতে লাগিল। সেই দুর্মতি রৌদ্র রাক্ষস মকরাক্ষের নির্যাণকালে ধূলিপটল সংযুক্ত নিদারুণ প্রবল বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। পরন্তু, নিরতিশয় বীর্য্যবান্ নিশা-চরগণ সেই দুর্নিমিত্ত সকল দেখিয়াও তাহার বিষয় কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়াই যে স্থানে রাম লক্ষ্মণ অবস্থান করিতেছিলেন, তদভিমুখে গমন করিল। মেঘ, মহিষ ও মাতঙ্গের সমান বর্ণ এবং রণস্থলে অনেকবার অরাতিগণের গদা ও অসিদ্বারা ভিন্নদেহ রণনিপুণ নিশাচরগণ বারম্বার সিংহনাদ করতঃ 'অহমহং' এইরূপ রব করতঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল।

ইতি অষ্টসপ্ততিতম সর্গ ॥ ৭৮ ॥

একোন অশীতিতম সর্গ।

বানরপুঙ্গবগণ মকরাক্ষকে নির্গত দেখিয়া সবলে লম্ফপ্রদান করতঃ যুদ্ধাভিলাষে অবস্থান করিতে লাগিল। অনন্তর দেবগণের সহিত দানবগণের ন্যায় নিশাচরগণের সহিত বানর-গণের সুমহৎ রোমহর্ষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তখন, বানর ও নিশাচরগণ বৃক্ষ শূল গদা ও পরিঘাদি নিপাতনদ্বারা পরস্পর পরস্পরকে মর্দ্দিত করিতে লাগিল। নিশাচরগণ শক্তি খড়্গ গদা কুন্ত তোমর পট্টিশ ভিন্দিপাল ও অন্যান্য বাণের নিপাতন এবং পাশ মুদ্গর দণ্ড ও অপর আয়ুধের নির্ঘাত দ্বারা সর্ব্বতো-ভাবে বানরসিংহগণের সুমহৎ কদন সম্পা-দন করিতে লাগিল। খরপুত্রবর্তৃক শরসমূহ

দ্বারা এইরূপে পীড়িত হওয়ায় বানরগণ ভয়-পীড়িত হইয়া সন্ত্রাস্ত মনে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। রণবিজয়ী নিশাচরগণ বনচরগণকে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে দেখিয়া অহঙ্কারে সিংহনাদ করিতে লাগিল।

বানরগণ এইরূপে চতুর্দ্দিকে বিদ্রুত হইলে রামচন্দ্র শরবর্ষণদ্বারা রাক্ষসগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। নিশাচরগণকে নিবারিত দর্শনে রাক্ষস মকরাক্ষ কোপানলে প্রজ্বলিত হইয়া কহিল;—'রাম! ক্ষণকাল অবস্থান করিয়া আমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ কর; আমি ধনুর্ম্মুক্ত শাণিত শরসমূহদ্বারা তোমাকে প্রাণবিয়োজিত করিব। তুমি যখন পূর্ব্বে দণ্ডকারণ্যে আমার পিতাকে বধ করিয়াছিলে, তদবধি তোমার উপর আমার ক্রোধসঞ্চার হইয়াছিল, অধুনা তোমাকে অগ্রে অবস্থান করিয়া স্বকর্ম্ম সাধনে তৎপর দর্শনে আমার সেই ক্রোধ আরও পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। রে দুরাত্মন! তুমি যে তৎকালে সেই মহাবনে মৎকর্তৃক দৃষ্ট হও নাই, এই জন্য আমার অঙ্গ সকল নিরন্তর দগ্ধ হইতেছে। রাম! ক্ষুধার্ত্ত সিংহের সমীপে অভিলষিত মৃগের আপনা হইতে উপস্থিত হওনের ন্যায়, ভাগ্যবশতঃই তুমি অদ্য আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছ। তুমি যে শূরগণকে নিহত করিয়াছ, অদ্য আমার বাণবেগে যমসদনে গমন করতঃ তুমিও তাহাদিগের সহিত মিলিত হইবে। ওহে রাম! অধিক কথার প্রয়োজন নাই; আমি এইমাত্র বলিতেছি যে, অদ্য লোক সকল তোমাকে এবং আমাকে রণচত্বরে দর্শন করুক। দাশরথে! অস্ত্র গদা বাহু অথবা অন্য যে প্রকার যুদ্ধে তোমার বিশেষ অভ্যাস আছে, অদ্য তদ্দ্বারাই যুদ্ধ কর।'

দাশরথি রাম মকরাক্ষের বাক্য শ্রবণ করিয়া, হাসিতে হাসিতে সেই বহুপ্রলাপী রাক্ষসকে কহিলেন,—'ওহে নিশাচর! কি জন্য এরূপ বহু অসদৃশ বাক্য যাপন করিয়া বৃথা আত্মশ্লাঘা করিতেছ? তুমি যুদ্ধ না করিয়া কেবল বাক্যদ্বারা জয়লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। আমি একাকীই দণ্ডকারণ্যে তোমার পিতা খর, ত্রিশিরা দূষণ এবং তাহাদের অনুচর অপর চতুর্দ্দশসহস্র নিশাচরকে বিনাশ করিয়াছি। রে পাপ! অদ্য তীক্ষ্ণতুণ্ড ও অঙ্কুশসদৃশ নখবিশিষ্ট গৃধ্র গোমায়ু ও বায়সগণ মাংস ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইবে এবং অন্যান্য ক্রব্যাদ পক্ষিগণের পক্ষ ও তুণ্ডরুধিরপরিপ্লুত হইলে তাহারা হৃষ্টান্তঃকরণে বসুধা এবং অন্তরীক্ষের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে থাকিবে।'

রঘুনন্দন এই কথা বলিলে, মহাবল মকরাক্ষ সমরে প্রবৃত্ত হইয়া এককালে রাঘবের প্রতি অসংখ্য বাণ ক্ষেপণ করিল; পরন্তু, রাম শরবর্ষণ দ্বারা সেই শর সমুদয়কে ছেদন করিয়া ফেলিলে, সেই সুবর্ণপুঙ্খ ও সুপত্র পত্রিসকল বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। এইরূপে রাক্ষস খর এবং দশরথ এই উভয়ের পুত্র পরস্পর তেজঃসহকারে সম্মিলিত হইলে, উভয়ের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তৎকালে, সেই রণস্থলে অন্তরীক্ষে শব্দায়মান জীমূতযুগলের ন্যায় উভয়ের জ্যা ও করতলের কর্ষণজনিত ধনুর্ম্মুক্ত শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। দেব দানব গন্ধর্ব্ব কিন্নর ও মহোরগগণ সেই অদ্ভুত যুদ্ধ দর্শন করিবার নিমিত্ত অন্তরীক্ষে অবস্থিত হইলেন। সেই সময়ে উভয়ের শরীর যত বিদ্ধ হইল, উভয়ের সামর্থ্য তদনুরূপ পরিবর্দ্ধিত হইল এবং পরস্পর কৃতপ্রহার হইয়া প্রতি প্রহার করিতে লাগিলেন। রঘুনন্দন যে সমস্ত বাণ ক্ষেপণ করিলেন, মকরাক্ষ সে সমস্ত ছেদন করিল এবং রামচন্দ্রও রাক্ষস মকরাক্ষকর্তৃক বিমুক্ত শর সমূহকে বাণবর্ষণ দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। উভয়েরবিততবাণসমূহ দ্বারা দিক্ ও বিদিক্ সকল সমাচ্ছাদিত এবং ভূভাগ ও অন্তরীক্ষ উভয়ই অপ্রকাশ হইল।

অনন্তর, মহাবাহু রাম ক্রুদ্ধ হইয়া নিশাচর মকরাক্ষের ধনুশ্ছেদন করতঃ অষ্টসংখ্য নারাচ দ্বারা তদীয় সারথিকে বিদ্ধ করিলেন এবং শরসমূহ দ্বারা রথকে ভেদ করিয়া, তাহা হইতে অশ্বগণকে নিপাতিত করিলেন। তখন, নিশাচর মকরাক্ষ বিরথ হইয়া ভূতলে অব-

স্থান করতঃ, যুগান্তকালীন অনলের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট সর্ব্বভূতবিত্রাসন শূল গ্রহণ করিলে, আকাশে জাজল্যমান দ্বিতীয় সংহারাস্ত্রের ন্যায় সেই রুদ্রদত্ত দুরাবাপ মহাশূল দর্শন করিয়া দেবগণও ভয়ে চতুর্দ্দিকে বিদ্রুত হইলেন। নিশাচর সেই মহাশূলকে বারম্বার ভ্রামিত করতঃ ক্রোধভরে মহাত্মা রাঘবের প্রতি নিক্ষেপ করিল। পরন্তু, রঘুনন্দন খরপুত্রের করবিমুক্ত সেই প্রজ্বলিত শূলকে আপতিত হইতে দেখিয়া শূন্যমার্গেই বাণচতুষ্টয় দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলে, তপ্ত সুবর্ণমণ্ডিত সেই শূল রামবাণে অর্দ্দিত ও বহুধা ছিন্ন হওয়ায়, মহোল্কার ন্যায় বিশীর্ণ হইয়া পড়িল। তখন, অক্লিষ্টকর্ম্মা রামকর্ত্তৃক সেই শূলকে প্রতিহত হইতে দেখিয়া আকাশস্থিত ভূত সকল সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

নিশাচর মকরাক্ষ শূলকে প্রতিহত দেখিয়া মুষ্টি সমুদ্যত করতঃ 'থাক্ থাক্' বলিয়া কাকুৎস্থের অভিমুখে ধাবিত হইল। রঘুনন্দন রামও তাহাকে সমাগত দর্শনে হাস্য করতঃ শরাসনে আগ্নেয় অস্ত্র সন্ধান করিলে, সেই অস্ত্র দ্বারাই নিশাচর মকরাক্ষ বিদীর্ণ হৃদয় হইয়া রণস্থলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তখন, অন্যান্য নিশাচরগণ মকরাক্ষকে নিহত দর্শনে রামবাণ ভয়ে নিতান্ত পীড়িত হইয়া লঙ্কাভিমুখে ধাবিত হইল। এদিকে দেবগণ [illegible] দশরথের পুত্র রামকর্ত্তৃক খরনন্দন নিশা- [illegible] মকরাক্ষকে নিহত এবং বজ্র বিদারিত গিরির ন্যায় বিকীর্ণ দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

ইতি একোন অশীতিতম সর্গ ॥ ৭৯ ॥

অশীতিতম সর্গ।

মকরাক্ষকে নিহত শ্রবণ করিয়া, সমরবিজয়ী রাবণ নিদারুণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, দন্ত কট্ মট্ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, ক্ষণকাল 'কি করা কর্ত্তব্য' এই বিষয় চিন্তা করতঃ ক্রোধসহকারে পুত্র ইন্দ্রজিৎকে রণগমনে আদেশ করিলেন। রাবণ কহিলেন ;—'হে বীর! তুমি সর্ব্বপ্রকারেই বলাধিক, অতএব অদৃশ্য অথবা দৃশ্য হইয়াই হউক, ভ্রাতৃযুগল মহাবীর্য্য রাম ও লক্ষ্মণকে নিহত কর। তুমি রণস্থলে অপ্রতিমকর্ম্মা ইন্দ্রকেও জয় করিয়াছ, সুতরাং দুইজন মনুষ্যকে দর্শনমাত্রেই বধ করিতে পারিবে, তাহাতে সন্দেহ কি?'

ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসেন্দ্রকর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া তদীয় আদেশ স্বীকার করতঃ যজ্ঞভূমিতে গমন করিয়া হুতাশনে যথাবিধি হোম করিতে আরম্ভ করিলেন। ইন্দ্রজিৎ হোম করিতে আরম্ভ করিলে, হোমপরিচারিকা রক্তোষ্ণীশধারিণী কামিনীগণ সম্ভ্রান্ত হইয়া সেই স্থানে আগমন করিল। সেই যজ্ঞে শস্ত্র সকলই আস্তরণভূত শরপত্রস্বরূপ হইল এবং তাহা সম্পাদন করিবার নিমিত্ত বিভীতক কাষ্ঠ, রক্তবর্ণ বস্ত্র ও কৃষ্ণায়সনির্ম্মিত স্রুব সমাহৃত হইলে, ইন্দ্রজিৎ তোমারস্বরূপ শরপত্র দ্বারা অগ্নি প্রজ্বালিত করতঃ সজীব কৃষ্ণবর্ণ ছাগের গলদেশ গ্রহণ করিয়া, হোম করিবামাত্র সেই শরপত্রসমিদ্ধ হুতাশন বিধূম হইলেন এবং তদীয় উত্থিত শিখা সকলে বিজয়সূচক চিহ্ন প্রকাশিত হইল। অপিচ, তপ্তকাঞ্চনসদৃশ হুতাশন প্রদক্ষিণাবর্ত্তে শিখা সকলের সহিত স্বয়ং সমুত্থিত হইয়া, তদীয় আহুতি গ্রহণ করিলেন।

রাবণনন্দন এইরূপে অগ্নিতে হোম এবং দেব দানব ও রাক্ষসগণের তৃপ্তি সাধন করতঃ অদৃশ্য শুভলক্ষণ রথশ্রেষ্ঠে আরোহণ করিলেন। তৎকালে, হয় চতুষ্টয়সঞ্চালিত উত্তম রথে আরূঢ় সেই বীর সুমহৎ ধনুঃ ও শাণিত বাণসমূহ ধারণ করতঃ মহতী শোভা ধারণ করিলেন। স্বীয় গঠনদ্বারা জাজ্বল্যমান এবং প্রদীপ্ত পরিচ্ছদবিশিষ্ট তদীয় রথও অঙ্কিত মৃগ ও অর্দ্ধচন্দ্রাদিদ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছিল। সুবর্ণবলয়সমন্বিত এবং প্রদীপ্ত হুতাশনসদৃশ তদীয় কেতুও বৈদূর্য্য দ্বারা সর্ব্বতোভাবে অলঙ্কৃত হইয়াছিল। সেই আদিত্যকল্প রথ ও ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা রক্ষিত হওয়ায় মহাবল রাবণ-

নন্দন সমধিক দুর্দ্ধর্ষ হইলেন। সমরবিজয়ী ইন্দ্রজিৎ এইরূপে অগ্নিতে হোম করতঃ নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত ও রাক্ষসমন্ত্রদ্বারা অন্তর্হিত হইয়া কহিলেন;—'অদ্য মিথ্যাপ্রব্রজিত রাম ও লক্ষ্মণকে রণমধ্যে নিহত করিয়া পিতা রাবণকে সমরার্জ্জিত জয় প্রদান করিব। অদ্য লক্ষ্মণের সহিত রামকে বিনাশ করিয়া বসুমতীকে বানরবিহীন এবং পিতাকে পরমপ্রীত করিব।'

দশগ্রীবকর্ত্তৃক আদিষ্ট তীক্ষ্ণস্বভাব ইন্দ্রজিৎ এই কথা বলিয়াই তীক্ষ্ণ কার্ম্মুক ও নারাচ সকলের সহিত অদৃশ্যভাবে অন্তরীক্ষে উত্থিত হইয়া গমন করতঃ বানরগণের মধ্যে ত্রিমূর্দ্ধ নাগ যুগলের ন্যায় সেই শরজালবর্ষণকারী মহাবীর্য্য বীরযুগলকে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর 'এই সেই রাম লক্ষ্মণ' এইরূপ চিন্তা করতঃ ধনুতে জ্যারোপণ করিয়া বর্ষণশীল পর্জ্জন্যের ন্যায় শরধারা দ্বারা চতুর্দ্দিক পরিপূরিত করিলেন। আকাশগামী রথে আরূঢ় সেই বীর দৃষ্টির অগোচরে অবস্থান করতঃ শাণিতশরসমূহদ্বারা রণমধ্যে রাম ও লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবল দাশরথিযুগল তদীয় শরে সর্ব্বতোভাবে বেষ্টিত হইয়া ধনুতে বাণ যোজন করতঃ দিব্যাস্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া সূর্য্যসদৃশ প্রকাশমান শরসমূহদ্বারা সুরপথ সমাচ্ছাদিতকরিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের কোন অস্ত্রই সেই অন্তর্হিত ইন্দ্রজিৎকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হইল না। ইত্যবসরে ইন্দ্রজিৎ ধূমান্ধকারদ্বারা নভোমণ্ডলকে প্রচ্ছাদিত এবং নীহারান্ধকারে দিক্ সকলকে এরূপ অন্তর্হিত করিলেন যে, তৎকালে তদীয় রূপ প্রকাশিত হওয়া দূরে থাকুক সেই অন্তরীক্ষচরের জ্যাতল রথনেমি বা অশ্বক্ষুরের শব্দ পর্য্যন্তও শ্রুত হইল না। সেই নিবিড়ান্ধকারে দিক্ সকল তিমিরাবৃত হইলে, মহাবাহু ইন্দ্রজিৎ শিলাবর্ষণের ন্যায় অদ্ভুত নারাচ ও শরবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। তিনি ক্রোধভরে সূর্য্য সদৃশ প্রদীপ্ত শরসমূহদ্বারা রণমধ্যে রামকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

যেরূপ বারিধারাদ্বারা পর্ব্বত প্লাবিত হয়, তদ্রূপ সেই দুই নরশার্দ্দূল নারাচসকলদ্বারা হন্যমান হইয়া ঘোররূপ হেমপুঙ্খ শরসমূহ ক্ষেপণ করিতে থাকিলে, সেই কঙ্কপত্র শর সকল অন্তরীক্ষে রাবণি সমীপে উপস্থিত হইয়া তদীয় দেহ ভেদ করতঃ রুধিরপরিপ্লুত হইয়া পতিত হইতে লাগিল। তৎকালে ইন্দ্রজিৎ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত শরসমূহদ্বারা অতিমাত্র দীপ্যমান সেইদুই নরশ্রেষ্ঠ পতনোন্মুখ শর সকলকে অসংখ্য ভল্লদ্বারা ছেদন করতঃ যে স্থান হইতে শাণিত বাণ সকলকে পতিত হইতে দেখিলেন, তদভিমুখেই বাণ ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। অতিরথ ইন্দ্রজিৎও সর্ব্বদিকে রথ সঞ্চালিত করতঃ শাণিত বাণসমূহদ্বারা সেই লব্ধাস্ত্র দাশরথিযুগলকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন বীরবর দাশরথিযুগল সুবর্ণপুঙ্খ সুক্ষিপ্ত শরসমূহদ্বারা অতিমাত্র বিদ্ধ হওয়ায়, তাঁহাদিগকে পুষ্পিত কিংশুকবৃক্ষযুগলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। যেরূপ মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্যের গতি অবগত হইতে পারা যায় না তদ্রূপ কেহই ইন্দ্রজিতের গতি রূপ বলঃ অথবা শর কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিল না। সেই যুদ্ধে শত শত বানর আঘাতিত ও গতাসু হইয়া ভূতলে পতিত হইল।

অনন্তর, লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া ভ্রাতাকে কহিলেন;—'হে মহাবল! আমি রাক্ষসগণের বধের নিমিত্ত ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া এই ভূর্লোককে রাক্ষসবিহীন করিতে ইচ্ছাকরি।' এইকথা শুনিয়া রামচন্দ্র শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে কহিলেন;—একজনের নিমিত্ত পৃথিবীর সমস্ত রাক্ষসকে নিহত করা কর্ত্তব্য নহে। হে মহাভুজ! যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত লুক্কায়িত, কৃতাঞ্জলিপুটে শরণাগত পলায়মান অথবা মত্ত শত্রুকে নিহত করা অবিধেয়, অতএব অদ্য আমরা ইহাকে বধ করিবার নিমিত্তই যত্নবান্ হইয়া আশীবিষসদৃশ মহাবেগ শর সকল বিসর্জ্জন করিব। হে বীর! মায়া বলে অন্তর্হিত এই মায়াবী রাক্ষস যদি কোনরূপে বানরগণের দৃষ্টিপথে পতিত হয় তাহা হইলে বানরযূথপতিগণই ইহাকে নিহত করিবে। অধিক কি, যদি ইন্দ্রজিৎ স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল অথবা নভস্তলমধ্যে

প্রবিষ্ট হইয়া লুক্কায়িত হয়, তথাপি মদীয় অস্ত্রে দগ্ধ ও গতজীবিত হইয়া ভূতলে পতিত হইবে।'

অশীতিতম সর্গ ॥ ৮০ ॥

একাশীতিতম সর্গ।

ইন্দ্রজিৎ মহাত্মা রঘুনন্দনের এতাদৃশ অভিসন্ধি জানিতে পারিলেন এবং তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরন্তু, সেই শূর রাবণি কুম্ভকর্ণপ্রভৃতি তরস্বী নিশাচরগণের বধের বিষয় চিন্তা করতঃ ক্রোধে লোহিতলোচন হইয়া পুনর্ব্বার পুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পৌলস্ত্যবংশসম্ভূত দেবকণ্টক মহাবীর্য্য ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া পশ্চিমদ্বার দিয়া নির্গত হইলেন এবং বীরবর ভ্রাতৃযুগল রাম ও লক্ষ্মণকে যুদ্ধার্থ সমুদ্যত দেখিয়া, মায়া প্রকাশ করতঃ একটা মায়াময়ী সীতা স্বীয় রথে স্থাপন করিয়া বলসহকারে তাহাকে বধ করিতে অভিলাষ করিলেন। সেই দুর্ম্মতি সকলকে সম্মোহিত করিবার অভিপ্রায়ে সেই মায়াময়ী সীতাকে বধ করিবার নিমিত্ত বানরগণের অভিমুখে গমন করিল।

ইন্দ্রজিৎকে পুনর্ব্বার নির্গত হইতে দেখিয়া যুযুৎসু বনচর বানরগণ ক্রোধভরে শিলাহস্তে উৎপতিত হইল। কপিকুঞ্জর হনুমান্ একটি দুরাসদ সুমহৎ গিরিশৃঙ্গ গ্রহণ করিয়া তাহাদের অগ্রে গমন করতঃ দেখিলেন;—নিরন্তর উপবাসবশতঃ যাঁহার মুখমণ্ডল কৃশ হইয়াছে, সেই একমাত্র মলিনবসনপরিধায়িনী একবেণীধারিণী ধূলিধূষরিতা মলদিগ্ধাঙ্গী রমণীরত্ন রামরমণী দীনভাবে ও দুঃখিতান্তঃকরণে ইন্দ্রজিতের রথে অবস্থান করিতেছেন। মারুতি কিছু দিন পূর্ব্বে জনকনন্দিনীকে দেখিয়াছিলেন, সুতরাং মুহূর্ত্তকাল পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই তাঁহাকে মৈথিলী বলিয়া অবধারণ করিলেন। দীনভাবাপন্ন মলদিগ্ধাঙ্গী জানকীকে রথমধ্যে দর্শন করিয়া বায়ুনন্দন নিরতিশয় ব্যথিত হইলেন এবং তাঁহার মুখমণ্ডল বাষ্পজলে আকুল হইয়া পড়িল। তখন, আনন্দবিরহিতা শোকসন্তপ্তা তপস্বিনী জনকনন্দিনী রাক্ষসেন্দ্রনন্দন ইন্দ্রজিতের অধীনে রথমধ্যে দীনভাবে অবস্থান করিতেছেন দেখিয়া, মারুতি রাবণির চেষ্টিতবিষয়ে ক্ষণকাল চিন্তা করতঃ বানরগণকে তদ্বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সেই বানরশ্রেষ্ঠগণের সহিত ইন্দ্রজিতের অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

সেই বানরবল পর্য্যবেক্ষণ করতঃ রাবণনন্দন রাক্ষস ইন্দ্রজিৎক্রোধে অধীর হইয়া অসি নিষ্কাশিত করিলেন এবং বানরগণের সম্মুখেই রথমধ্যে রামরাম রবে চীৎকারকারিণী সেই মায়ানির্ম্মিতা সীতার কেশপাশ গ্রহণ করতঃ পীড়ন করিতে লাগিলেন। সীতা এইরূপে কেশপাশে গৃহীত হইয়াছেন দেখিয়া, বায়ুনন্দন হনুমান্ অতিশয় কাতর হইলেন এবং দুঃখে তাঁহার লোচনযুগল হইতে অশ্রু বহির্গত হইতে লাগিল। রামের প্রিয়মহিষী সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী জানকীর এতাদৃশী অবস্থা দর্শনেমারুতি পরুষবাক্যে ইন্দ্রজিৎকে কহিলেন;—রে দুরাত্মন্! তুই আত্মবিনাশের নিমিত্তই সীতার কেশকলাপ এরূপ আকর্ষণ করিতেছিস্। রে পাপপরাক্রম! রে অনার্য্য! রে নৃশংস! রে ক্ষুদ্রাশয় দুর্বৃত্ত! তোরে ধিক্; কারণ তুই ব্রহ্মর্ষিগণের কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও রাক্ষসস্বভাব বশতঃই এরূপ পাপীয়সী বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিস্। রে নির্ঘৃণ! এরূপ আর্য্যবিগর্হিত কার্য্য করিতে কি তোর কিছুমাত্র ঘৃণা উপস্থিত হইতেছে না? রে নির্দ্দয়! গৃহ রাজ্য এবং রামহস্ত হইতেও বিচ্যুত এই জনকনন্দিনী তোর্ কি অপরাধ করিয়াছেন যে, তুই ইঁহাকে বধ করিতেছিস্? রে বধার্হ! তুই যখন আমার হস্তে পতিত হইয়াছিস্, তখন সীতাকে বধ করিয়া কোনরূপেই বহুকাল জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইবি না। স্ত্রীঘাতিগণ যে স্থানে গমন অথবা নরঘাতক চৌরগণ যে স্থানকে কলুষিত করিয়া থাকে তুই এই স্থানে জীবন পরিত্যাগ করিয়া সেই সকল লোকে গমন করিবি।"

হনুমান্ এই কথা বলিয়াই আয়ুধধারী বানর-

গণে পরিবৃত হইয়া ক্রোধভরে রাক্ষসরাজকুমারের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন।

সেই মহাবীর্য্য বানরসৈন্যগণকে আপতিত হইতে দেখিয়া ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসসৈন্যদ্বারা তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন এবং বানসহস্র দ্বারা বানরসৈন্যগণকে বিক্ষোভিত করতঃ হরিশ্রেষ্ঠ হনুমান্‌কে কহিলেন;—'রাম সুগ্রীব অথবা তুমি যে জন্য এস্থানে আগমন করিয়াছ, অদ্য তোমার সম্মুখেই সেই বৈদেহীকে বধ করিব। ওরে বানর! অগ্রে ইহাকে বধ করিয়া তৎপরে রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীব, অনার্য্য বিভীষণ এবং তোকেও বধ করিব। রে কপে! তুই 'স্ত্রীবধ করা কর্ত্তব্য নহে' কহিতেছিস্, কিন্তু পূর্ব্বে রাম কিরূপে তাড়কাকে বধ করিয়াছিল? বিশেষতঃ যাহা শত্রুগণের পীড়াকর হয়, তাহাই করা কর্ত্তব্য; অতএব, আমি এই রামমহিষী জনকনন্দিনীকে বধ করিব।' ইন্দ্রজিৎ এই কথা বলিয়াই শিতধার খড়্গদ্বারা স্বয়ং সেই রোরুদ্যমানা মায়াময়ী সীতাকে আঘাত করতঃ যজ্ঞোপবীতবৎ ছেদন করিলেন এবং সেই নিরপরাধা পৃথুশ্রোণি প্রিয়দর্শনা মায়াময়ী জানকীও ভূতলে পতিত হইলেন। তখন, ইন্দ্রজিৎ সেই স্ত্রীকে বধ করতঃ হনুমান্‌কে কহিলেন; "এই দেখ, আমি অস্ত্রাঘাতে রামপ্রিয়া বৈদেহীকে নিহত করিলাম; সুতরাং যখন সীতাই নিহত হইল, তখন তোমাদের আর বৃথা পরিশ্রমের ফল কি?"

ইন্দ্রজিৎ এইরূপে সেই মায়াময়ী সীতাকে নিহত করতঃ হৃষ্টান্তঃকরণে স্বীয় রথে আরোহণ করিয়া ঘোররবে সিংহনাদ করিলেন। অদূরে অবস্থিত বানরগণ আকাশদুর্গে লুক্কায়িত ব্যাদিতবদন শব্দায়মান ইন্দ্রজিতের সিংহনাদ শুনিতে পাইল। দুর্ম্মতি রাবণনন্দন এইরূপে মায়াসীতাকে নিহত করিলে, বানরগণ সেই হৃষ্টরূপ বীরকে দেখিয়া বিষণ্ণবদনে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

ইতি একাশীতিতম সর্গ। ৮১।

দ্ব্যশীতিতম সর্গ।

ইন্দ্রের অশনিনিঃস্বনসদৃশ ইন্দ্রজিতের সেই ভয়ঙ্কর সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া বানরগণ চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করতঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। পরন্তু, বায়ুনন্দন হনুমান্ তাহাদিগকে ভয়বশতঃ বিষণ্ণবদনে ও দীনভাবে বিদ্রুত হইতে দেখিয়া সকলকেই পৃথক্ পৃথক্‌রূপে কহিলেন;—'ওহে প্লবঙ্গমগণ! তোমরা কি নিমিত্ত রণোৎসাহ পরিত্যাগ করিয়া বিষণ্ণবদনে পলায়ন করিতেছ? তোমাদের তাদৃশ শূরত্ব কোথায় গেল? খ্যাতনামা শূরগণের পলায়ন করা কর্ত্তব্য নহে; অতএব, আমি অগ্রে গমন করিতেছি, তোমরা আমার পশ্চাদ্গামী হও।' ধীমান্ বায়ুনন্দনকর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া বানরগণের ক্রোধোদয় হইল এবং তাহারা সকলেই উৎসাহ সহকারে শিলা ও বৃক্ষ সকল গ্রহণ করিতে লাগিল। অনন্তর, সেই বানরপুঙ্গবগণ হনুমান্‌কে পরিবৃত করতঃ গর্জ্জন করিতে করিতে মহাসমরের অভিমুখীন হইল। তৎকালে, মারুতি সেই বানরমুখ্যগণে পরিবৃত হইয়া অর্চ্চিষ্মান্ হুতাশনের ন্যায় শত্রুসৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। কালান্তক যমসদৃশ মহাকপি মারুতি হনুমান্ বানরসৈন্যগণের সাহায্যে রাক্ষসগণকে পীড়িত করতঃ শোক ও কোপে অধীর হইয়া একটী মহতী শিলা গ্রহণ করিয়া রাবণনন্দনের রথে নিক্ষেপ করিলেন। পরন্তু, শিলা আপতিত হইতেছে দেখিয়াই সারথি শিক্ষিতাশ্বসংযুক্ত রথ দূরে অপবাহিত করিলে সেই শিলা সারথির সহিত রথস্থিত ইন্দ্রজিৎকে প্রাপ্ত না হওয়ায় ব্যর্থ হইয়া ধরণীগর্ভে প্রবেশ করিল। সেই শিলা এরূপ বেগে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল যে, তাহা পতনকালেও অসংখ্য রাক্ষসসৈনাকে ব্যথিত ও মথিত করিল।

অনন্তর, শত শত মহাকায় ভীমবিক্রম বনচর বানর সিংহনাদসহকারে ইন্দ্রজিতের অভিমুখে ধাবিত হইয়া সমুদ্যত গিরিশৃঙ্গ ও পাদপ সকল গ্রহণ করিল এবং ইন্দ্রজিৎকে তিরস্কার করতঃ সেই সুমহৎ বৃক্ষবর্ষণদ্বারা

শত্রুগণকে উৎপীড়িত করিয়া বিবিধস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিল। তৎকালে, ভীমরূপ বানরগণ কর্তৃক বলসহকারে বৃক্ষদ্বারা অভিহত ঘোররূপ নিশাচরগণ রণভূমিতে পতিত হইতে লাগিল। বানরগণ কর্তৃক স্বীয় সৈন্যগণ অর্দ্দিত হইতেছে দেখিয়া ইন্দ্রজিৎ আয়ুধ ধারণ করতঃ ক্রোধভরে বানরবলের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। সেই দৃঢ়বিক্রম বীর স্বীয় সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া শূল অশনি খড়্গ পট্টিশ ও কূটমুদ্গরপ্রভৃতি শরসমূহ ক্ষেপণ করতঃ বানরশার্দ্দূলগণকে নিহত করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে বানরগণও তদীয় অনুচরগণকে নিহত করিতে লাগিল। মহাবল হনুমান্‌ও স্কন্ধ ও বিটপসমন্বিত শালবৃক্ষ এবং শিলাসমূহ দ্বারা ভীমকর্ম্মা নিশাচরগণকে মর্দ্দিত ও শত্রুসৈন্যগণকে নিবারিত করতঃ স্বীয় সৈন্যগণকে কহিলেন;—'ওহে বানরগণ! নিবৃত্ত হও, আর ইহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার আবশ্যক নাই। তোমরা রামের প্রিয়সাধন বাসনায় প্রাণপর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইয়া পরাক্রম প্রকাশ করিতেছ; কিন্তু যাঁহার জন্য যুদ্ধ করা হইতেছে, সেই জনকনন্দিনীই নিহত হইয়াছেন। চল, রামচন্দ্র এবং সুগ্রীবকে এই কথা বিজ্ঞাপিত করিলে, তাঁহারা যাহা আদেশ করিবেন, তাহাই করি।' বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ ত্রস্তভাবে এই কথা বলিয়াই বানরগণকে নিবারিত করতঃ শনৈঃ শনৈঃ সবলে সমর হইতে নিবৃত্ত হইলেন।

হনুমান্ রাঘবসন্নিধানে গমন করিতেছে দেখিয়া, দুষ্টাত্মা রাক্ষস ইন্দ্রজিৎ হোম করিবার নিমিত্ত প্রথমে নিকুম্ভিলার চৈত্যবৃক্ষ সমীপে গমন করতঃ অগ্নিতে হোম করিলেন। অনন্তর, যজ্ঞভূমিতে গমন করতঃ অগ্নিতে হোম আরম্ভ করিলে হোমশোণিতভোজী হুতাশন সমধিক প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তৎকালে জ্বালাসমন্বিত ও হোমশোণিততর্পিত সেই সমুত্থিত তীব্র হুতাশনকে সন্ধ্যাকালীন আদিত্যের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। এই রূপে রাক্ষসগণের অভ্যুদয়ের হেতুভূত বিধানজ্ঞ ইন্দ্রজিৎ যথাবিধি হোম করিতে থাকিলে, মহারণের নয়ানয়কুশল নিশাচরগণ স্থিরভাবে উপবেশন করতঃ তাহা দর্শন করিতে লাগিল।

ইতি দ্ব্যশীতিতম সর্গ।

ত্র্যশীতিতম সর্গ।

এদিকে, রঘুনন্দন হরিরাক্ষসগণের বিপুল সমরশব্দ শ্রবণ করিয়া জাম্ববান্‌কে কহিলেন; 'হে সৌম্য! বোধ হয়, হনুমান্ দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছে, কারণ সুমহৎ ভয়ঙ্কর আয়ুধশব্দ শ্রুত হইতেছে। অতএব হে ঋক্ষপতে! এই যুধ্যমান বানরশ্রেষ্ঠকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত স্ববলপরিবৃত হইয়া সত্বর গমন কর।'

ঋক্ষরাজ 'তথাস্তু' বলিয়া, যে স্থানে হরিবর হনুমান্ অবস্থান করিতেন, স্বীয় সৈন্যগণের সহিত সেই পশ্চিমদ্বারের অভিমুখে গমন করতঃ দেখিলেন;—দীর্ঘনিশ্বাসশালী কৃতসংগ্রাম বানরগণে পরিবৃত হইয়া হনুমান্ আসিতেছেন। মহাযশা হনুমান্ পথমধ্যে সেই নীলমেঘ সদৃশ সমরসমুদ্যত ভয়ঙ্কর ঋক্ষবল দর্শন করতঃ নিবারণ করিলেন এবং তাহাদিগের সহিত সত্বর দুঃখিতান্তঃকরণে রামসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন; 'আমরা রণস্থলে যুদ্ধ করিতে করিতে দেখিলাম, রাবণনন্দন ইন্দ্রজিৎ আমাদের সম্মুখেই রোরুদ্যমানা জনকনন্দিনীকে নিহত করিল!! হে অরিন্দম! তাঁহার এতাদৃশী অবস্থা দেখিয়া আমার চিত্ত উদভ্রান্ত ও অবসন্ন হওয়ায় আমি আপনাকে এই বিবরণ নিবেদন করিবার নিমিত্ত আসিয়াছি।'

হনুমানের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করতঃ রামচন্দ্র শোকে মূর্চ্ছিত হইয়া ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। দেবসদৃশ রঘুনন্দনকে তাদৃশ অবস্থায় ভূতলে পতিত হইতে দেখিয়া, বানরসত্তমগণ লম্ফ প্রদান করতঃ সত্বর তাঁহার সমীপে সমাগত হইল এবং সীতার বিনাশ জনিত শোকে প্রজ্বলিত অনিবার্য্য হুতাশনের ন্যায় প্রদীপ্ত রঘুনন্দনকে পদ্মপত্রসুগন্ধি সলিলদ্বারা অভিষিক্ত করিতে লাগিল। অনন্তর,

লক্ষ্মণদুঃখিতান্তঃকরণে শোকপীড়িত রামচন্দ্রকে বাহুদ্বয়দ্বারা গ্রহণ করতঃ এইহেতু ও অর্থসঙ্গত বাক্য কহিলেন;—'আর্য্য! ধর্ম্মকে নিরর্থক বলিয়া বোধ হইতেছে; কারণ, আপনি ইন্দ্রিয়গণকে নিগৃহীত করতঃ রাজ্যত্যাগ ও পিতৃবাক্যপালনরূপ যে ধর্ম্ম আচরণ করিয়াছেন, সেই ধর্ম্ম ত আপনাকে অনর্থ হইতে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হইলেন না। স্থাবর অথবা জঙ্গম পশ্বাদি প্রাণিপুঞ্জের দর্শনবশতঃ যেরূপ তাহাদের অস্তিত্ব অবগত হইতে পারা যায়, ধর্ম্মের তাদৃশ প্রত্যক্ষদর্শন না থাকায় আমার বোধ হয় ধর্ম্মই নাই। ধর্ম্মপ্রসক্তিরহিত স্থাবর এবং তাদৃশ স্থাবরধর্ম্মবিরোধী জঙ্গম পশ্বাদি প্রাণিপুঞ্জকে যেরূপ সুখী দেখিতে পাওয়া যায়, ধর্ম্মাশ্রিতকে তাদৃশ সুখী দেখা যায় না; কারণ, তাহা হইলে আপনার ন্যায় ধার্ম্মিক মনুষ্য কখনই এরূপ বিপন্ন হইতেন না। যদি অধর্ম্মদ্বারা দুঃখ এবং ধর্ম্মদ্বারা সুখ লাভ হইত, তাহা হইলে রাবণ নরকে যাইত এবং আপনিও এরূপ দুঃখে পতিত হইতেন না। আপনার দুঃখ এবং রাবণের দুঃখাভাব দর্শনে বোধ হইতেছে যে, পরস্পর বিরোধী ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম শ্রুতবিরুদ্ধ ফলপ্রদান করে; কারণ, যেরূপ ধর্ম্মদ্বারা শ্রুতবিরুদ্ধ দুঃখরূপ ফললাভ হয় সেইরূপ অধর্ম্মদ্বারাও সুখরূপ ফল লাভ হইয়া থাকে; অথবা, যদি 'ধর্ম্মদ্বারা সুখ এবং অধর্ম্ম দ্বারা দুঃখ লাভ হইবে, এইরূপই নিয়ম হইত, তাহা হইলে রাবণপ্রভৃতি অধার্ম্মিকগণও দুঃখে পতিত হইত। যদি, ধার্ম্মিকগণ দুঃখে পতিত না হইয়া স্বীয় আচরিত ধর্ম্মের সুখস্বরূপ ফল লাভ করিতেন, তাহা হইলেই ইহাদিগকে বিরুদ্ধ ফল রহিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইত। হে বীর! যাহারা নিয়ত অধর্ম্মাচরণ করে, তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি এবং ধার্ম্মিকগণের ব্যসন দর্শনে ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম এই উভয়কেই নিরর্থক বলিয়া বোধ হয়। রাঘব! অধর্ম্ম পাপকর্ম্মশীল পুরুষকে নষ্ট করিতে সমর্থ হয় না; কারণ, ক্রিয়াশরীররূপ ত্রিক্ষণস্থায়ী অধর্ম্ম স্বয়ং ক্রিয়ার সহিত চতুর্থক্ষণে নষ্ট হইয়া তৎপরে আর কাহাকে নষ্ট করিতে পারিবে? যদি, কর্ম্ম জন্য অদৃষ্ট স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও কর্ম্মানুষ্ঠাতা পুরুষ সেই পাপে লিপ্ত হইতে পারে না; কারণ, যে বিহিত বিধিদ্বারা শ্যেনাদি আভিচারিক যজ্ঞে হিংসাদি কার্য্য হইয়া থাকে, সেই বিধি অথবা তৎপ্রণেতাই তজ্জন্য পাপে লিপ্ত হইতে পারে। হে অরিন্দম! ধর্ম্ম বর্ত্তমান থাকিলেও সে বধজন্যাদি পাপে লিপ্ত হইতে পারে না; কারণ স্বীয় চিৎশক্তিদ্বারা অনুভূয়মান অসংকল্প অপ্রত্যক্ষরূপ ধর্ম্ম স্বয়ং অচেতন, সুতরাং সে স্বকর্ত্তব্য শত্রুপ্রতীকারাদি কার্য্যের সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। হে সাধুশ্রেষ্ঠ! যদি সৎকর্ম্ম জন্য অদৃষ্ট শুভই হইত, তাহা হইলে আপনি কিছুমাত্র দুঃখ প্রাপ্ত হইতেন না; পরন্তু আপনিও যখন এরূপ ব্যসনে পতিত হইয়াছেন, তখন সেই ধর্ম্ম বিদ্যমান বলিয়া উপপন্ন হইতে পারে না। অথবা, স্বভাবতঃ স্বার্থসাধনে অসমর্থ অকিঞ্চিৎকর ধর্ম্ম স্বীয় দৌর্ব্বল্যপ্রযুক্ত পৌরুষের অনুবর্ত্তি হইয়া থাকে; সুতরাং, আমার বিবেচনায় সেই দুর্ব্বল মর্য্যাদাবিহীন ধর্ম্মের উপাসনা করা কর্ত্তব্য নহে। যদি, ধর্ম্ম পৌরষেরই সহকারী হইল, তবে আর তাহার উপাসনায় প্রয়োজন কি? আপনি যে ধর্ম্মের উপাসনা করিতেছেন, সেই ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া, যেরূপ ধর্ম্মের উপাসনা করিতেছেন, সেইরূপেই যত্নসহকারে পৌরুষের অনুবর্ত্তী হউন। হে শত্রুতাপন! যদি, সত্যবচনই আপনার বিবেচনায় ধর্ম্ম বলিয়া অনুমত হয়, তাহা হইলেও পিতা দশরথ আপনাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে চাহিলে, আপনি তাহা অঙ্গীকার করতঃ, পশ্চাৎ প্রতিপালন না করিয়া কি নিমিত্ত তজ্জন্য অধর্ম্মে আবদ্ধ হইলেন না? হে অরিন্দম! যদি ধর্ম্ম অথবা অধর্ম্ম এই উভয়ের মধ্যে কেহ প্রধান হইত, তাহা হইলে বাসব, বিশ্বরূপ মুনির বধরূপ অধর্ম্ম এবং তৎপরে, যজ্ঞরূপ ধর্ম্ম এই উভয়ের অনুষ্ঠান করিতেন না। হে রাঘব! পৌরুষাশ্রিত ধর্ম্মই শত্রুবিনাশাদিতে সমর্থ, সেই জন্যই লোকে উভয়ের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। রঘুনন্দন! দেশ কাল ও পাত্র অনুসারে কার্য্য

করাই পরম ধর্ম্ম বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু, আপনি তৎকালে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াই সেই অর্থমূল ধর্ম্মের মূল ছিন্ন করিয়াছেন। যেরূপ পর্ব্বত হইতে নদী সকল নির্গত হয়, তদ্রূপ নানাদেশ হইতে সমাহৃত প্রবৃদ্ধ অর্থ হইতেই ক্রিয়া সকল প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। অন্যথা, যেরূপ ক্ষুদ্র নদী সকল গ্রীষ্মে শুষ্ক হয়, তদ্রূপ অল্পবুদ্ধি অর্থবিহীন পুরুষের সকল ক্রিয়াই বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। অনেক স্থলে দেখা যায়, পুরুষ প্রথমে সুখসাধন অর্থ পরিত্যাগ করতঃ পশ্চাৎ সুখাভিলাষী হয় এবং কালক্রমে সেই অভিলাষ পরিবর্দ্ধিত হইলে, পাপাচরণ করিতে আরম্ভ করে; সুতরাং, দোষ ঘটিয়া থাকে। এই সংসারে যাহার অর্থ আছে, সেই পুরুষ এবং মিত্র ও বান্ধবগণ তাহারই; অর্থশালী ব্যক্তিই পণ্ডিত বিক্রান্ত বুদ্ধিমান্ মহাবাহু ও গুণবান্। হে ধীর! যাহা কহিলাম, অর্থপরিত্যাগ করিলে এই দোষই ঘটিয়া থাকে; পরন্তু, আপনি কোন্ বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছেন, বলিতে পারি না। যাহার অর্থ আছে, তাহার সকলই প্রদক্ষিণ এবং সে অনায়াসেই ধর্ম্মকামাদি সাধন করিতে পারে; পরন্তু, নির্ধন ব্যক্তি অশেষ চেষ্টা করিলেও তাহার কোন প্রয়োজনই সিদ্ধ হয় না। হে নরনাথ! হর্ষ কাম দর্প ধর্ম্ম ক্রোধ শম ও দম এই সমস্ত অর্থ হইতেই হইয়া থাকে। অর্থাভাববশতঃ ধর্ম্মচারী তপস্বিগণও ইহলোকে পুরুষার্থবিহীন হইয়া থাকেন; পরন্তু, যেরূপ মেঘাচ্ছন্ন দিবসে গ্রহগণ দৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ ইহলোকে সুখ সাধন ভূত সেই অর্থ সকল আপনাতে দৃষ্ট হইতেছে না। হে বীর! আপনি পিতৃবাক্য অনুসারে বনবাসী হইয়াছেন বলিয়াই, রাক্ষসে আপনার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তরা ভার্য্যাকে অপহরণ করিয়াছে। হে বীর রঘুনন্দন! আপনি উত্থিত হউন; ইন্দ্রজিৎ যে দুঃখজনক বিপুল কার্য্য করিয়াছে, আমি কার্য্য দ্বারা তাহা অপনীত করিব। হে দীর্ঘবাহো নরশার্দ্দূল! আপনি ব্রতচারী ও মহাত্মা হইয়াও কি নিমিত্ত পরমাত্মভূত আপনাকে বিস্মৃত হইতেছেন? হে অনঘ! জনকনন্দিনীর নিধন শ্রবণে রোষ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়াই, আমি আপনার প্রিয়কামনায় এই সমস্ত কহিলাম; সে যাহা হউক, আপনি উত্থিত হউন, আমি শরসমূহ দ্বারা রথ, তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও রাক্ষসেন্দ্রের সহিত সমগ্রা লঙ্কানগরীকে নিপাতিত করিব।

ইতি ত্র্যশীতিতম সর্গ ॥ ৮৩ ॥

চতুরশীতিতম সর্গ।

ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে এইরূপে আশ্বাসিত করিতেছেন, ইত্যবসরে বিভীষণ সেনাগণকে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট দ্বারে সংস্থাপিত করতঃ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। যেরূপ গজযূথপতি মাতঙ্গগণে পরিবেষ্টিত হইয়া আগমন করে, তদ্রূপ নীলাঞ্জনপুঞ্জের ন্যায় দেহবিশিষ্ট নানাপ্রহরণধারী বীর নিশাচরচতুষ্টয়ে পরিবৃত সেই রাক্ষসেন্দ্রও তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন; ইক্ষ্বাকুকুলতিলক মহাত্মা রাম সংজ্ঞা বিহীন হইয়া লক্ষ্মণের ক্রোড়ে শয়ান রহিয়াছেন; লক্ষ্মণ শোকে অভিভূত হইয়া পরিতাপ করিতেছেন, এবং বানরগণ বাষ্পপর্য্যাকুললোচনে রোদন করিতেছে। রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ রামচন্দ্রকে শোকসন্তপ্ত ও মোহাভিভূত দেখিয়া ব্যথিতান্তঃকরণে দীনভাবে কহিলেন,—'একি?' তখন, বিভীষণ এবং সুগ্রীবপ্রমুখ বানরগণকে দীনবদন দেখিয়া, লক্ষ্মণ বাষ্পাকুললোচনে এই অশুভসম্বাদ কহিলেন;—'হে সৌম্য! "ইন্দ্রজিৎকর্ত্তৃক জনকনন্দিনী নিহত হইয়াছেন" হনুমানের নিকট এই কথা শুনিয়াই, রঘুনন্দন মোহাভিভূত হইয়াছেন।'

লক্ষ্মণ এইরূপ কহিতে থাকিলে, বিভীষণ তাঁহাকে নিবারণ করিয়া রামচন্দ্রকে এই পুষ্কলার্থ বাক্য কহিলেন;—'হে মনুজেন্দ্র! হনুমান্ দীনভাবে আপনাকে যে কথা বলিয়াছে, তাহা সাগরশোষণের ন্যায় নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে। হে মহা-

বাহো ! আমি দুরাত্মা রাবণের সীতাবিষয়ক অভিপ্রায় অবগত আছি, সে কখনই সীতাকে নিহত করিতে দিবে না। তাঁহাকে নিহত করা দূরে থাকুক, আমি তাহারই হিতকামনায় 'সীতাকে পরিত্যাগ কর, বলিয়া বারম্বার অনুনয় করিলেও সে তাহা রক্ষা করে নাই। মহারাজ! যখন, সাম দান অথবা ভেদ এই ত্রিবিধ উপায় দ্বারাও কেহই সীতার দর্শন লাভ করিতে পায় না, তখন ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধের ছলে কিরূপে তাঁহার দর্শন লাভে সমর্থ হইবে? হে মহাবাহো! সেই মায়াময়ী বলিয়া জানিবেন; আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, রাক্ষস ইন্দ্রজিৎ এই উপায়দ্বারা বানরগণকে মোহিত করতঃ প্রতিগমন করিয়াছে। রাবণনন্দন অদ্য পুণ্যভূমি নিকুম্ভিলায় গমন করতঃ হোম করিয়া পুনঃসমাগত হইলে, সমরে বাসবপ্রমুখ দেবগণেরও অজেয় হইবে। আমি নিশ্চয় কহিতেছি যে, স্বীয় অভিলাষ সিদ্ধি করিবার নিমিত্ত বানরগণকে পরাক্রমবিহীন করিবার জন্যই এই মায়া প্রকাশ করিয়াছে। হে নরশার্দ্দূল! আপনি আর বৃথা সন্তপ্ত হইবেন না; কারণ, আপনাকে শোককর্শিত দর্শনে সমগ্র বানরবলই অবসন্ন হইতেছে; অতএব আপনি ধৈর্য্য অবলম্বন করতঃ স্বস্থচিত্ত হইয়া এই স্থানে অবস্থান করুন, আমরা তাহার হোম সমাপ্তির পূর্ব্বেই সসৈন্যে তথায় গমন করিতেছি। এই নরশার্দ্দূল লক্ষ্মণকে আমাদিগের সহিত প্রেরণ করুন; ইনি শাণিত বাণসমূহদ্বারা তাহাকে সেই হোমকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিলেই, সে আমাদের বধ্য হইবে। এই পত্রিপুত্রসদৃশ বেগশালী তীক্ষ্ণ শাণিত বাণ সকল অশুভ কঙ্কপ্রভৃতি পক্ষিগণের ন্যায় তদীয় শোণিত পান করিবে। অতএব, হে মহাবাহো! যেরূপ বজ্রধর বজ্র প্রেরণ করেন, তদ্রূপ আপনি শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে আমাদিগের সহিত যাইতে অনুমতি করুন। হে মনুজবর! শত্রু বধ করিতে বিলম্ব করা বিধেয় নহে; অতএব যেরূপ সুরপতি দৈত্যবধের নিমিত্ত বজ্র পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ লক্ষ্মণকে আমাদের সঙ্গে প্রেরণ করুন। মহারাজ! সেই রাক্ষসপুঙ্গব সমাপ্তকার্য্য হইলে সুর এবং অসুরগণেরও অদৃশ্য হইয়া থাকে সুতরাং সে হোমকার্য্য সমাপ্ত করিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইলে দেবগণেরও সুমহান্ সংশয় উপস্থিত হইবে।'

ইতি চতুরশীতিতম সর্গ ॥ ৮৪ ॥

পঞ্চাশীতিতম সর্গ।

রঘুনন্দনের হৃদয় শোকে বিকল হইয়াছিল, সুতরাং রাক্ষসবর বিভীষণ যাহা কহিলেন, তাহা তাঁহার মনোমধ্যে স্থান প্রাপ্ত না হওয়ায়, পরপুরঞ্জয় রাম ধৈর্য্য অবলম্বন করতঃ কিছুক্ষণ পরে বানরগণের সম্মুখে সমীপে আসীন বিভীষণকে কহিলেন;—'হে রাক্ষসপতে বিভীষণ! তুমি যে কথা কহিলে, আমি পুনর্ব্বার তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি; অতএব, তোমার যাহা বক্তব্য পুনর্ব্বার বল।'

রাঘবের বাক্য শ্রবণ করিয়া বাক্যবিশারদ বিভীষণ যাহা বলিয়াছিলেন, পুনর্ব্বার তাহাই কহিতে আরম্ভ করিয়া কহিলেন;—'হে বীর মহাবাহো! আপনি যেরূপে সেনা সকলকে সন্নিবেশিত করিতে অনুমতি করিয়াছিলেন, আপনার আদেশের পরক্ষণেই তাহা তদনুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সেনা সকলকে সর্ব্বতোভাবে বিভক্ত করিয়া বিভাগানুসারে যথাযোগ্য যূথপতি সকল নিযুক্ত করা হইয়াছে। হে মহাপ্রভো! আমার আরও কিছু বক্তব্য আছে শ্রবণ করুন;—হে রাজন্! আপনি অকারণ এরূপ সন্তপ্ত হওয়ায়, আমাদের হৃদয়ও সন্তাপিত হইতেছে; অতএব, আপনি এই উপস্থিত মিথ্যাসন্তাপ পরিত্যাগ করুন; কারণ, আপনাকে এরূপ চিন্তিত দর্শনে শত্রুগণের হর্ষ পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। হে বীর! যদি রাক্ষসগণকে বিনাশ করা এবং সীতাকে পুনঃ প্রাপ্ত হওয়া আপনার অভিপ্রেত হয়, তবে আপনি হর্ষসহকারে স্বকার্য্য সাধনে তৎপর হউন। হে রঘুনন্দন! আমি একটি হিতবাক্য বলিতেছি শ্রবণ করুন;—ধনুর্ম্মণ্ডলমুক্ত আশীবিষসদৃশ শরসমূহদ্বারা নিকুম্ভিলাস্থিত রাবণনন্দন ইন্দ্রজিৎকে মহাসমরে বিনাশ

করিবার নিমিত্ত সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ সুমহৎ বলে পরিবৃত হইয়া তথায় চলুন। বীর ইন্দ্রজিৎ তপঃপ্রভাবে পিতামহের নিকট বর লাভ করতঃ ব্রহ্মশির নামক অস্ত্র এবং কামগামী তুরঙ্গম সকল প্রাপ্ত হইয়াছে। অধুনা সে যদি, নিকুম্ভিলায় কৃতকার্য্য হইয়া সসৈন্যে প্রত্যাবৃত্ত হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে নিহত বলিয়াই অবধারণ করিবেন। অধিকন্তু, লোক সকলের ঈশ্বর পিতামহ বরদানকালে কহিয়াছিলেন যে;—'হে ইন্দ্রশত্রো! তুমি নিকুম্ভিলাস্থিত মহাকালীক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া আভিচারিক হোম করিবার পূর্ব্বে যে তোমাকে আততায়িভাবে আক্রমণ করিবে, সেই তোমাকে বধ করিতে সমর্থ হইবে।' হে মহাবাহো রাম! ধীমান্ ইন্দ্রজিতের নিধন এইরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; অতএব তাহাকে বধ করিবার নিমিত্ত মহাবল লক্ষ্মণকে আদেশ করুন্; কারণ, ইন্দ্রজিৎ নিহত হইলেই সুহৃদ্বর্গের সহিত রাবণকেও নিহত বলিয়া অবধারণ করিবেন।'

বিভীষণের বাক্য শ্রবণে রামচন্দ্র কহিলেন;—'হে সত্যপরাক্রম! আমি সেই রৌদ্র নিশাচরের মায়ার বিষয় বিশেষ অবগত আছি সেই প্রাজ্ঞ ব্রহ্মাস্ত্রবিৎ মহাবল মায়াবী বীর সমরে বরুণ প্রমুখ দেবগণকেও সংজ্ঞাবিহীন করিতে পারে। হে মহাযশা বীর! যেরূপ মেঘমধ্যে সূর্য্যের গতি অবগত হওয়া যায় না, তদ্রূপ সেই বীর রথারূঢ় হইয়া অন্তরীক্ষে বিচরণ করিতে থাকিলে, তাহারও গতি অবগত হওয়া সুকঠিন।' অনন্তর, সেই দুরাত্মার মায়া ও বীর্য্যের বিষয় চিন্তা করিয়া কীর্ত্তিসম্পন্ন লক্ষ্মণকে কহিলেন;—'লক্ষ্মণ! জাম্ববান্ ও হনুমৎপ্রমুখ যূথপতি এবং ঋক্ষরাজ ও বানররাজ সুগ্রীবের সমগ্রবলে পরিবৃত হইয়া সেই মায়াবল সমন্বিত রাক্ষসেন্দ্রনন্দনকে নিহত কর; মহাত্মা নিশাচরবর বিভীষণ তাহার সমস্ত মায়াই অবগত আছেন; ইনি সচিবগণের সহিত তোমার পশ্চাৎ গমন করিবেন।'

রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া, ভীমপরাক্রম লক্ষ্মণ এবং বিভীষণও করস্থিত কার্ম্মক পরিত্যাগ করতঃ অন্য ধনুঃশ্রেষ্ঠ ধারণ করিলেন! অনন্তর, সুমিত্রানন্দন বর্ম্ম কবচ খড়্গ ও অন্যান্য আয়ুধ সকল ধারণ করতঃ রঘুনন্দনের পাদস্পর্শপূর্ব্বক হর্ষ সহকারে কহিলেন;—'যেরূপ হংসগণ পুষ্করিণীতে পতিত হয়, তদ্রূপ অদ্য মদীয় ধনুর্ম্মুক্ত শর সকল রাবণির শরীর ভেদ করিয়া লঙ্কামধ্যে পতিত হইবে। আমার সুমহৎ ধনুর্গুণবিচ্যুত শর সকল অদ্যই সেই রৌদ্র রাক্ষসের শরীর ভেদ ও বিদারিত করিয়া ফেলিবে।' সুন্দরদর্শন লক্ষ্মণ ভ্রাতার সম্মুখে এই কথা বলিয়া রঘুনন্দনের চরণে অভিবাদন ও তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করতঃ ইন্দ্রজিৎকে বধ করিবার অভিলাষে তৎকর্ত্তৃক সুরক্ষিত পুণ্যভূমি নিকুম্ভিলার অভিমুখে সত্বর প্রস্থিত হইলেন। এইরূপে রাজপুত্র প্রতাপবান্ লক্ষ্মণ ভ্রাতাকর্ত্তৃক কৃতস্বস্ত্যয়ন হইয়া বিভীষণের সহিত সত্বর গমন করিতে লাগিলেন। বহু সহস্র বানরে পরিবৃত হনুমান্ এবং সামাত্য বিভীষণ সত্বর তাঁহার অনুগামী হইলেন।

তাঁহারা গমন করিতে করিতে পথমধ্যে দ্বার রক্ষার নিমিত্ত সংস্থাপিত উদ্বিগ্ন সুমহৎ বানরসৈন্য এবং ঋক্ষরাজ জম্ববানের বল সকলকে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর, অরিন্দম ধনুষ্পাণি সুমিত্রানন্দন বহুদূরে গমন করতঃ দূর হইতে রাক্ষসেন্দ্রের ব্যূহাশ্রিত সৈন্যগণকে দর্শন করিয়া, পিতামহ যেরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, সেইরূপেই সেই মায়াবিশারদ ইন্দ্রজিৎকে বধ করিবার অভিলাষ করিলেন। তৎপরে সেই প্রতাপশালী রাজনন্দন লক্ষ্মণ, বিভীষণ অঙ্গদ এবং বীরবর বায়ুনন্দন হনুমানের সহিত সেই বহুবিধ নির্ম্মল শস্ত্রদ্বারা ভাস্বর বৃহৎ রথ ও ধ্বজসকলদ্বারা দুর্গম এবং ঘোরান্ধকারসদৃশ অতিশয় ভয়ঙ্কর অপ্রমেয় শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ইতি পঞ্চাশীতিতম সর্গ ॥ ৮৫ ॥

ষড়শীতিতম সর্গ।

সেই সময় রাবণানুজ বিভীষণ স্বীয় অভীষ্ট-সাধক অথচ শত্রুগণের অহিতজনক এই কথা বলিলেন। বিভীষণ কহিলেন;—'ঐ যে মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ রাক্ষসসৈন্য দৃষ্ট হইতেছে, বানরগণ সত্বর উহাদিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হউক। লক্ষ্মণ! আপনি সত্বর এই রাক্ষসসৈন্যের ভেদ সাধনে যত্নবান্ হউন; কারণ, নিশাচরবল ভিন্ন হইলে এই স্থলেই রাক্ষসেন্দ্রনন্দন ইন্দ্রজিৎও দৃষ্টিগোচর হইবে। হে বীর! যে পর্য্যন্ত ইন্দ্রজিতের হোম সমাপ্ত না হয়, আপনি তাহার পূর্ব্বেই ইন্দ্রাশনিসদৃশ শরনিকর দ্বারা এই শত্রুসৈন্যগণকে বিকীর্ণ ও বিদ্রাবিত করতঃ, সেই সর্ব্বলোকভয়াবহ ক্রূরকর্ম্মা অধার্ম্মিক এবং মায়াবী দুরাত্মা রাবণনন্দনকে বিনাশ করুন্।'

বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া শুভলক্ষণ লক্ষ্মণ যাহাতে ইন্দ্রজিৎ জানিতে পারে এইরূপে শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্রমযোধী ঋক্ষ ও প্লবঙ্গমগণ সমবেত হইয়া সেই সন্নিবেশিত নিশাচর সেনার অভিমুখে ধাবিত হইল। রাক্ষসগণও বানরবধবাসনায় শাণিত বাণ শক্তি ও তোমরসমূহের সহিত বানরসেনার অভিমুখীন হইল। এইরূপে বানর ও রাক্ষসগণের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইলে, তাহাদের সুমহৎ শব্দে লঙ্কানগরী সর্ব্বতোভাবে প্রতিশব্দিত হইতে লাগিল। বিবিধাকার শস্ত্র, শাণিত বাণ এবং উদ্যত ঘোররূপ গিরিশৃঙ্গ ও পাদপদামে নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইল। বিকৃতবদন ও বাহুসমন্বিত নিশাচরগণ বানরেন্দ্রগণের শরীরে শস্ত্রসকল সন্নিবেশিত করতঃ নিদারুণ ভয় উৎপাদন করিতে লাগিল। বানগণও শিলাখণ্ড হস্তে রাক্ষসগণের নিকট গমন করতঃ রণস্থলে তাহাদিগকে নিপাতিত করিতে লাগিল। তৎকালে ঋক্ষ ও বানরযূথপতিগণ হইতে যুধ্যমান নিশাচরগণের সুমহৎ ভয় উপস্থিত হইল।

এদিকে দুর্দ্ধর্ষ রাবণনন্দন স্বীয় সেনাগণকে শত্রুগণকর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে অর্দ্দিত ও বিষণ্ণ দেখিয়া স্বীয় কার্য্য শেষ হইতে না হইতেই উত্থিত হইলেন এবং ক্রোধভরে বৃক্ষান্ধকার হইতে নির্গত হইয়া পূর্ব্বযুক্ত সুসংযত সজ্জিত রথে আরোহণ করিলেন। তৎকালে কৃষ্ণাঞ্জন চয়সদৃশ রক্তবদন ও লোহিতলোচন সেই বীর ভয়ঙ্কর কার্ম্মুক ধারণ করতঃ সর্ব্বভূতান্তকারী মৃত্যুর ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। তাঁহাকে রথোপরি অবস্থিত দেখিয়াই লক্ষ্মণের সহিত যুযুৎসু ভীমবেগ নিশাচরবলও পরিবর্ত্তিত হইল। তখন, ধরণীধরসদৃশ অরিন্দম বানরবর হনুমান্ দুরাসদ বৃক্ষ উদ্যত করতঃ অগ্রসর হইয়া যেরূপ প্রলয়ানল লোকসকলকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ অসংখ্য পাদপদামদ্বারা রাক্ষসসৈন্যগণকে সংজ্ঞাবিহীন করিতে লাগিলেন। পবননন্দন হনুমান্ রাক্ষসবল বিধ্বংসিত করিতেছেন দেখিয়া সহস্র সহস্র রাক্ষস তাঁহার উপর বাণবর্ষণ করিতে লাগিল। শাণিত শূলধারী নিশাচরগণ শূলদ্বারা, খড়্গপাণিগণ খড়্গ, শক্তিহস্তগণ শক্তি, পট্টিশধারিগণ পট্টিশ এবং অন্যান্য নিশাচরগণ পরিঘ, গদা, শুভদর্শন কুন্ত, শত শত শতঘ্নী, আয়স, মুদ্গর, ঘোররূপ পরশু ও ভিন্দিপাল, বজ্রবেগ মুষ্টি ও অশনিপাতসদৃশ তলাঘাতদ্বারা সেই পর্ব্বতপ্রতিম বীরকে আঘাত করিতে থাকিলে, তিনিও ক্রোধভরে তাহাদের সুমহৎ কদন সম্পাদন করিতে লাগিলেন। তখন, ইন্দ্রজিৎ অচল সদৃশ অমিত্রদমন পবননন্দনকে শত্রুনিধন করিতে দেখিয়া সারথিকে কহিলেন;—'যথায় ঐ বানর রহিয়াছে, ঐ স্থানে চল; কারণ, উপেক্ষা করিলে, আমাদের বলক্ষয়ই করিতে থাকিবে।'

সারথি এইরূপে অভিহিত হইয়াই, রণমধ্যস্থিত পরমদুর্দ্ধর্ষ ইন্দ্রজিৎকে মারুতিসন্নিধানে উপনীত করিল। সেই দুরাধর্ষ নিশাচর কপিবর হনুমানের নিকট উপস্থিত হইয়া তদীয় মস্তকে খড়্গ পরশু পট্টিশ ও অন্যান্য বহুবিধ শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। পরন্তু, মারুতি অনায়াসে সেই ঘোর শরসমূহ সহ্য করতঃ নিরতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া কহিলেন;—'রে দুর্ম্মতি রাবণনন্দন! তুমি যদি শৌর্য্যসমন্বিত হও,তাহা হইলে কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ করিতে

সমর্থ হইবে; কিন্তু, বায়ুনন্দনের হস্তে পতিত হইয়া জীবিত অবস্থায় প্রতিগমন করিতে সমর্থ হইবে না। তোমার যদি দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করিবার অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে আমার সহিত বাহুযুদ্ধে সমাসক্ত হইয়া মদীয় বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হইলে, তোমাকে রাক্ষসগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিব।' এদিকে বিভীষণ হনুমজ্জিঘাংসু উদ্যতশরাসন রাবণনন্দনকে নির্দ্দেশ করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন;—'ঐ দেখুন, রাবণের যে পুত্র সুর এবং অসুরগণকেও জয় করিয়াছে, সেই ইন্দ্রজিৎ পুনর্ব্বার রথারূঢ় হইয়া হনুমান্‌কে বিনাশ করিবার অভিলাষ করিতেছে। অতএব, হে সৌমিত্রে? আপনি জীবিতান্তকারী শত্রুনিবারণ ঘোররূপ অনুপম শরসমূহদ্বারা ঐ রাবণনন্দকে নিহত করুন্।' শত্রুবিভীষণ বিভীষণকর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া মহাত্মা লক্ষ্মণ সেই পর্ব্বতসদৃশ রথস্থিত ভীমবল দুরাসদ ইন্দ্রজিৎকে দর্শন করিলেন।

ইতি ষড়শীতিতম সর্গ॥ ৮৬॥

সপ্তাশীতিতম সর্গ।

রাবণানুজ বিভীষণ ক্রোধভরে ধনুষ্পাণি লক্ষ্মণকে এই কথা বলিয়া, তাঁহার সহিত সত্বর প্রস্থিত হইলেন এবং কিয়দ্দূর গমন করতঃ নিবিড় বনে প্রবেশ করিয়া লক্ষ্মণকে ইন্দ্রজিতের সেই অভিচারিক কার্য্যের অনুষ্ঠান সকল প্রদর্শন করিলেন। অনন্তর, সেই তেজস্বী নীলজীমূতসদৃশ ভীমদর্শন বটবৃক্ষ প্রদর্শন করতঃ কহিলেন;—'বলবান্ রাবণনন্দন এই স্থানে ভূতগণকে বলি প্রদান করতঃ পশ্চাৎ সমরে গমন করে, সেই জন্যই সেই নিশাচর রণস্থলে সকলের অদৃশ্য হইয়া উত্তম শরসমূহ দ্বারা শত্রুগণকে বন্ধন এবং বিনাশও করিয়া থাকে। অতএব, যে পর্য্যন্ত বলশালী রাবণনন্দন পুনর্ব্বার ন্যগ্রোধমূলে প্রবেশ করে, আপনি তাহার পূর্ব্বেই প্রদীপ্ত শরনিকরদ্বারা রথ ও সারথির সহিত ইহাকে বিনাশ করুন্।'

মিত্রনন্দন সুমিত্রানন্দন 'তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া, বিচিত্র ধনুঃ বিস্ফারিত করতঃ অবস্থিত হইলেন। এদিকে, বলশালী রাবণনন্দন ইন্দ্রজিৎও কবচ ও খড়্গ ধারণ করতঃ ধ্বজশোভিত অগ্নিসবর্ণ রথে আরূঢ় হইয়া দৃষ্ট হইলেন। তদ্দর্শনে মহাতেজস্বী লক্ষ্মণ সেই অপরাজিত পৌলস্ত্যনন্দনকে কহিলেন;—'আমি তোমাকে আহ্বান করিতেছি, তুমি সর্ব্বতোভাবে আমার সহিত সমরে আসক্ত হও।'

মহাতেজস্বী মনস্বী রাবণনন্দন এইরূপে উক্ত হইয়া, সেই স্থানে বিভীষণকে দর্শন করতঃ পরুষ স্বরে কহিলেন;—'হে নিশাচর! তুমি পিতার সাক্ষাৎ ভ্রাতা এবং আমার পিতৃব্য; বিশেষতঃ এই রাক্ষসকুলে জন্ম পরিগ্রহ করতঃ সম্বর্দ্ধিত হইয়াও পুত্রের প্রতি এরূপ বিদ্রোহাচরণ করিতেছ কেন? হে দুর্ম্মতে! তোমাদ্বারা ধর্ম্ম দূষিত হইতেছে; কারণ, তোমার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা এবং সৌদর্য্য সৌহার্দ্দ্য অথবা জাতি ও জ্ঞাতিভাব কিছুমাত্র নাই। হে দুর্ব্বুদ্ধে! তুমি স্বজনগণকে পরিত্যাগ করতঃ শত্রুর ভৃত্য হইয়া সাধুগণের নিকট নিন্দনীয় এবং শোচনীয় হইয়াছ। স্বজনসংবাস কোথায় এবং নীচ শত্রুর আশ্রয় গ্রহণই বা কোথায়? পরন্তু, তোমার বুদ্ধি কার্য্যাকার্য্য-বিবেকে অসমর্থ, সুতরাং তুমি এ উভয়ের সুমহৎ অন্তর অবগত হইতে পারিতেছ না। স্বজন নির্গুণ এবং শত্রু গুণবান্ হইলেও গুণবিহীন স্বজনই আশ্রয়ণীয়; কারণ, শত্রু মিত্র হইবার নহে, সে চিরকাল শত্রুই থাকে। বিশেষতঃ যে স্বপক্ষপরিত্যাগ করিয়া পরপক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করে, সে স্বপক্ষক্ষয়ের পর তাহাদিগের দ্বারাই নিহত হইয়া থাকে। হে নিশাচর! তুমি রাবণের অনুজসহোদর হইয়া যেরূপ নির্দ্দয়ের কার্য্য করিলে, স্বজন হইয়া আর কেহই এরূপ করিতে পারে না।'

ভ্রাতুষ্পুত্র কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া বিভীষণ কহিলেন;—'ইন্দ্রজিৎ! তুমি আমার স্বভাব না জানিয়াই কি নিমিত্ত এরূপ বৃথা আ. শ্লাঘা করিতেছ? হে অসাধো রাক্ষসেন্দ্র-

নন্দন! তোমার যদি আমাকে পিতৃব্য বলিয়া গৌরব থাকে, তবে এরূপ পরুষভাব পরিত্যাগ কর। আমি ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষসগণের কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি বটে, কিন্তু, তোমার ন্যায় আমার মনঃ কখনই নিদারুণ আভিচারিক অথবা অধর্ম্মকর্ম্মে অনুরক্ত হয় নাই। তুমি স্বজনপরিত্যাগে দোষ কীর্ত্তন করিলে বটে, কিন্তু, সমস্বভাব না হইলেও ভ্রাতার অন্য ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করা কি কর্ত্তব্য হইয়াছে? আমি যদি ধর্ম্মত্যাগী বা পাপাচারী হইতাম, তাহা হইলে রাবণ আমাকে হস্তস্থিত আশীবিষের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া সুখী হইতে পারিতেন। পরস্বাপহরণে অনুরক্ত ও পরদারাপহারী দুরাত্মাকে প্রজ্বলিত গৃহের ন্যায় পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য বলিয়া, আমি রাবণকে পরিত্যাগ করিয়াছি। যেরূপ, বারিদবৃন্দ ভূধরকে সমাচ্ছাদিত করে, তদ্রূপ আমার ভ্রাতার জীবিত ও ঐশ্বর্য্যনাশন পরস্ব ও পরদার হরণ, সুহৃদ্গণের অনিষ্ট চিন্তা, মহর্ষিগণের ঘোররূপ বধ, সুরগণের সহিত বিগ্রহ এবং অভিমান, রোষ, বৈরতা ও প্রতিকূলতা প্রভৃতি ক্ষয়াবহ দোষদাম তদীয় গুণগ্রামকে প্রচ্ছাদিত করিয়াছে। এই সকল দোষ দেখিয়াই ত আমি তোমার পিতা জ্যেষ্ঠ রাবণকে পরিত্যাগ করিয়াছি; অধুনা তোমার পিতা তুমি অথবা লঙ্কা নগরী কিছুই থাকিবে না। ওহে রাক্ষস! তুমি বালক এবং অতিশয় গর্ব্বিত ও দুর্ব্বিনীত, সেই জন্য এরূপ কালপাশে বদ্ধ হইয়াছ, এসময় যাহা অভিলাষ হয় বলিয়া লও। রাক্ষসাধম! তুমি আমাকে পূর্ব্বে পুরুষবাক্য বলিয়াছ বলিয়াই এরূপ ব্যসন প্রাপ্ত হইলে। সে যাহা হউক, তুমি আর ন্যগ্রোধসমীপে গমন করিতে অথবা কাকুৎস্থকে পরাজিত করিয়া জীবিত অবস্থায় প্রতিগমন করিতে সমর্থ হইবে না। তুমি রণমধ্যে নরদেব লক্ষ্মণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হওত, তাঁহার হস্তে নিহত হইয়া যম গৃহে গমন করিয়া দেবগণের সন্তোষরূপ সুমহৎ কার্য্য সম্পাদন করিবে। ইন্দ্রজিৎ! তুমি সর্ব্বপ্রকার সমুদ্যত আয়ুধ ও শায়ক ক্ষেপণ করতঃ স্বীয় সামর্থ্য প্রদর্শন কর, কিন্তু, লক্ষ্মণের বাণপথে পতিত হইয়া অদ্য জীবিত অবস্থায় সবলে প্রতিগমন করিতে পারিবে না।

ইতি সপ্তাশীতিতম সর্গ ॥ ৮৭ ॥

অষ্টাশীতিতম সর্গ।

বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া, ভীমবল রাবণ নন্দন ক্রোধে প্রজ্বলিত ও রাগভরে উত্থিত হইয়া অনেক পরুষবাক্য কহিলেন। অনন্তর, নিস্ত্রিংশ উদ্যত করতঃ কৃষ্ণবর্ণ অশ্বসঞ্চালিত অলঙ্কৃত সুমহৎ রথে আরোহণ করিয়া বেগশালী সুবৃহৎ বিপুল ও ভয়ঙ্কর ধনুঃ এবং শত্রু বিদারণ শর সকল গ্রহণ করিলেন। অনন্তর, সেই বিপুলধনুর্দ্ধারী সমলঙ্কৃত অমিত্রঘাতী বলশালী ইন্দ্রজিৎ স্বীয় তেজোদ্বারা অলঙ্কৃত হনুমানের পৃষ্ঠে আরূঢ় লক্ষ্মণ তাঁহার সমভিব্যাহারী বিভীষণ এবং অপর বানরশার্দ্দূলগণকে লক্ষ্য করিয়া ক্রোধভরে কহিলেন;—'আমার পরাক্রম দেখ; মেঘ বিনির্গত বারিধারার ন্যায় অদ্য তোমরা মদীয় শরাসনবিসৃষ্ট দুরাসদ শরবর্ষণ সহ্য কর। যেরূপ বিভাবসু তূলরাশিকে ভস্মসাৎ করেন, তদ্রূপ অদ্য মদীয় সুমহৎ কার্ম্মুক হইতে বিনিঃসৃত শরসমূহ তোমাদের দেহ সকলকে বিদীর্ণ করিবে। অদ্য তীক্ষ্ণ শূল শক্তি ঋষ্টি পট্টিশ ও অপর শায়কসমূহ দ্বারা তোমাদিগকে যমলোকে উপনীত করিব। যখন আমি রণমধ্যে জীমূতের ন্যায় শব্দ করতঃ ক্ষিপ্রহস্তে শরবর্ষণ করিতে থাকিব, তখন কে আমার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে? পূর্ব্বে রাত্রিযুদ্ধে তুমি এবং আর এক দিবস তোমরা উভয় ভ্রাতাতেই অনুচরবর্গের সহিত যে, মদীয় বজ্রাশনিসদৃশ শরসমূহদ্বারা সমরে শায়িত হইয়াছিলে, বোধ হয়, তাহা তোমার স্মরণ নাই; কারণ, তাহা হইলে ক্রুদ্ধ অশীবিষসদৃশ ইন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিতে না; অথবা তোমার মৃত্যুই তোমাকে এস্থানে আনিয়া থাকিবে।'

অভীত বদন রঘুনন্দন রাক্ষসেন্দ্র ইন্দ্র-

জিতের এতাদৃশ গর্ব্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে কহিলেন;—'ওহে নিশাচর! তুমি বাক্য দ্বারা কার্য্যের দুর্গমপারে গমন করিলে বটে কিন্তু যিনি কার্য্যদ্বারা দুর্গমপারে গমন করিতে পারেন, তিনিই বুদ্ধিমান্ বলিয়া অভিহিত হয়েন। হে দুর্ম্মতে! কোন ব্যক্তিই যাহা সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না, তুমি হীনার্থ হইয়াও বাক্যদ্বারা মদীয় পরাজয়রূপ সেই কার্য্য সম্পাদন করতঃ আপনাকে কৃতার্থ বলিয়া মনে করিতেছ। তুমি তৎকালে রণ মধ্যে অন্তর্হিত থাকিয়া যে কার্য্য করিয়াছ, তাহা বীরগণের অনুমোদিত নহে; তস্করগণই তাদৃশ কার্য্য করিয়া থাকে। ওহে নিশাচর! বৃথা আত্মশ্লাঘা করিতেছ কেন? যেরূপ আমি তোমার বাণমুখে অবস্থান করিতেছি, সেইরূপ তুমিও সম্মুখসমরে অবস্থিত হইয়া স্বীয় পরাক্রম প্রদর্শন কর।'

মহাবল সমর বিজয়ী ইন্দ্রজিৎ এইরূপে উক্ত হইয়া ভয়ঙ্কর ধনুঃ বিস্ফারিত করতঃ শাণিত বাণ সকল ক্ষেপণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে, তৎকর্ত্তৃক বিসৃষ্ট সর্পবিষসদৃশ মহাবেগ শরসমূহ সুমিত্রানন্দনের গাত্রেপতিত হইয়াই নিশ্বাসশীল পন্নগগণের ন্যায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। এইরূপে বেগবান্ রাবণনন্দন ইন্দ্রজিৎ মহাবেগ শরসমূহ দ্বারা সুমিত্রানন্দন শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করিলে, শরনিকর দ্বারা অতিবিদ্ধাঙ্গ রুধিরসমুক্ষিত লক্ষ্মণ বিধূম হুতাশনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন, ইন্দ্রজিৎ স্বীয় কর্ম্ম দর্শন করতঃ সুমহৎ সিংহনাদ করিয়া গর্ব্বিতভাবে কহিলেন;—সুমিত্রে! অদ্য মৎকার্ম্মুকবিনির্গত জীবিতান্তকারী শিতধার শরনিকর তোমার জীবন গ্রহণ করিবে। লক্ষ্মণ! অদ্য মৎকর্ত্তৃক তুমি নিহত ও গতজীবিত হইলে, গোমায়ু গৃধ্র ও শ্যেনগণ তোমার উপর নিপতিত হইবে। পরমদুর্ম্মতি ক্ষত্রিয়াধম অনার্য্য রাম, অদ্যই তোমার ন্যায় ভক্ত ভ্রাতাকে মৎকর্ত্তৃক নিহত দর্শন করিবে। হে সৌমিত্রে! অদ্য তুমি মৎকর্ত্তৃক নিহত হইলে, রাম তোমার কবচ বিধ্বস্ত, শরাসন ছিন্ন এবং উত্তমাঙ্গ অপহৃত হইতে দেখিবে।'

রাবণনন্দন পরুষভাবে এই কথা বলিলে, অর্থজ্ঞ লক্ষ্মণ ক্রোধভরে উত্তর করিলেন; 'রে ক্রূরকর্ম্মা দুর্ব্বুদ্ধি নিশাচর! এরূপ বলিবার আবশ্যক কি? বাগ্জাল পরিত্যাগ করতঃ কার্য্য দ্বারা কথিতবিষয় সম্পাদন করিয়া দেখাও। রে নিশাচর! কার্য্য না করিয়াই এরূপ আত্মশ্লাঘা করিতেছ কেন? যাহাতে তোমার আত্মশ্লাঘায় আমার শ্রদ্ধা হইতে পারে, এরূপ কার্য্য কর। রে পুরুষাধম! এই দেখ, আমি বৃথা আত্মশ্লাঘা অথবা কাহারও নিন্দা না করিয়া এবং কোন পরুষ বাক্য না বলিয়াই তোমাকে বধ করিতেছি।'

লক্ষ্মণ এই কথা বলিয়া, আকর্ণপূর্ণ বেগশালী শাণিত পাঁচটি নারাচ দ্বারা ইন্দ্রজিতের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। তৎকালে, কঙ্কাদি পত্রসংযোগে সঞ্জাতবেগ ও জাজ্বল্যমান পন্নগগণের ন্যায় সেই বাণসমূহ রাক্ষস ইন্দ্রজিতের উরঃস্থলে সবিতার কিরণমালার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সেই শরসমূহ আহত হইয়া ইন্দ্রজিত দ্বারা লক্ষ্মণকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। এইরূপে রণস্থলে পরস্পর বিজয়াভিলাষী সেই নর রাক্ষস সিংহের ভয়ঙ্কর তুমুল সংঘর্ষ হইতে লাগিল। তাঁহারা উভয়েই বলসম্পন্ন বিক্রমশালী দুর্জ্জয় অতুল্যবল ও অমিততেজস্বী; সুতরাং, সেই বীরযুগল পরস্পর সমরাসক্ত হওয়ায়, তাঁহাদের উভয়কেই বৃত্রবাসব ও নভোগত গ্রহযুগলের ন্যায় দুরাধর্ষ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। মহাবল কেশরিযুগলের ন্যায় সেই মহাত্মা নররাক্ষস রাজনন্দনযুগল রণমধ্যে অবস্থিত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে অসংখ্য বাণজাল ক্ষেপণ করতঃ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে, বাসব ও শম্বরাসুরের ন্যায় মহাবল বীরযুগল বলাহকযুগলের ন্যায় শর বর্ষণদ্বারা পরস্পরকে প্রতিবর্ষিত করিতে আরম্ভ করিলেন।

ইতি অষ্টাশীতিতম সর্গ॥ ৮৮॥

একোননবতিতম সর্গ।

অনন্তর, অমিত্রকর্ষণ দাশরথি ক্রুদ্ধ ফণিবরের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ রাক্ষসেন্দ্র ইন্দ্রজিতের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন, তদীয় জ্যাতলনির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া রাক্ষসেন্দ্র ইন্দ্রজিৎ বিবর্ণবদন হইয়া লক্ষ্মণের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। বিভীষণ রাক্ষসবর রাবণনন্দনকে বিবর্ণবদন এবং সুমিত্রানন্দনকে সমরাসক্ত দেখিয়া কহিলেন;—'হে মহাবাহো! রাবণনন্দনের মুখবৈবর্ণ্যাদিরূপ যে দুর্নিমিত্ত সকল দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে নিশ্চয় বোধ হয়, উহার উদ্যম ভঙ্গ হইয়াছে; অতএব, আপনি সত্বর উহার বধে যত্নবান্ হউন।'

বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সুমিত্রানন্দন বিষোল্বণ আশীবিষসদৃশ শরসমূহ সন্ধান ও ক্ষেপণ করিতে থাকিলে বাসবের অশনির ন্যায় কঠিনস্পর্শ সেই শরনিকরে আহত হইয়া রাবণনন্দন মুহূর্ত্তকাল মুগ্ধ হইলেন এবং তাঁহার ইন্দ্রিয় সকলও বিকল হইল। পরন্তু, মুহূর্ত্তকাল পরেই সুস্থেন্দ্রিয় হইয়া সংজ্ঞা লাভ করতঃ দেখিলেন;—বীরবর দাশরথি রণমধ্যে অবস্থিত রহিয়াছেন। তখন, ক্রোধে লোহিত লোচন হইয়া সুমিত্রানন্দনের নিকটে গমন করতঃ পুনর্ব্বার পরুষস্বরে কহিলেন;—'প্রথম যুদ্ধে তুমি যে, ভ্রাতার সহিত মদীয় বাহুবলে রণমধ্যে বদ্ধ হইয়াছিলে, তাহা কি তোমার স্মরণ নাই? যে দিবস আমার সহিত প্রথম যুদ্ধ হয়, সে দিবস আমি শাণিত শরসমূহদ্বারা অনুযাত্রগণের সহিত তোমাদের উভয়কেই যে, রণভূমিতে অবশায়িত করিয়াছিলাম, বোধ হয় তাহা তুমি বিস্মৃত হইয়া থাকিবে? সে যাহা হউক, তুমি যখন আমাকে বিনাশ করিবার অভিলাষ করিয়াছ, তখন নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, তোমার যমনিকেতনে গমন করিবারই অভিলাষ হইয়াছে। অথবা যদি তুমি প্রথমযুদ্ধে মদীয় পরাক্রম দর্শন না করিয়া থাক, তবে ক্ষণকাল অবস্থান কর, আমি তোমাকে এই ক্ষণেই স্বীয় সামর্থ্য প্রদর্শন করিতেছি।' বীর্য্যবান্ রাবণনন্দন এই কথা বলিয়াই সপ্ত শরে লক্ষ্মণকে এবং তীক্ষ্ণধার দশটি শরোত্তম দ্বারা হনুমান্‌কে বিদ্ধ করতঃ ক্রোধে দ্বিগুণ উৎসাহান্বিত হইয়া সুপ্রযুক্ত শত শরদ্বারা বিভীষণকে বিদ্ধ করিলেন। নরপুঙ্গব রামানুজ লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের তাদৃশ কার্য্য দর্শনে, তদ্বিষয়ে কোন চিন্তা না করিয়াই হাসিতে হাসিতে 'এরূপ শস্ত্রাঘাতে আর কি হইতে পারে?' এইরূপ কহিয়া অভীতবদনে ধনুর্দ্ধারণ করতঃ ক্রোধভরে ইন্দ্রজিতের প্রতি ঘোর শরক্ষেপণ করতঃ কহিলেন;—'ওহে নিশাচর! তোমার অল্পবীর্য্য ও লাঘব সম্পন্ন শর সকল আমার ক্লেশকর না হইয়া সুখদায়কই হইল। তুমি যেরূপ প্রহার করিলে, সমরাভিলাষী রণ মধ্যগত শূরগণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া কখনই এরূপ প্রহার করেন না।' লক্ষ্মণ এই কথা বলিয়াই শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। যেরূপ, তারাজাল অন্তরীক্ষ হইতে ভূতলে পতিত হয়, তদ্রূপ তদীয় শর দ্বারা ইন্দ্রজিতের কাঞ্চননির্ম্মিত কবচ ছেদিত ও বিশীর্ণ হইয়া রথনীড়ে পতিত হইল। তৎকালে, সেই বীর রাবণনন্দন রণমধ্যে নারাচনিচয় দ্বারা ছিন্নবর্ম্ম ও কৃতব্রণ হইয়া প্রত্যূষকালীন দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন, ভীমবিক্রম বীরবর রাবণনন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া শর সহস্র দ্বারা রণমধ্যে লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করিলে, তদীয় সুমহৎ দিব্য কবচ বিশীর্ণ হইয়া পড়িল। এইরূপে সেই বীরযুগল পরস্পর অভিদ্রুত হইয়া উভয়ে উভয়ের শর নিবারণ করতঃ মুহুর্ম্মুহু নিশ্বাসসহকারে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা দীর্ঘকাল শাণিত শর দ্বারা সর্ব্বতোভাবে পরস্পরের শরীর বিদ্ধ করায় উভয়ের সর্ব্বাঙ্গ ছেদিত ও রুধিরপরিপ্লুত হইল। সমরবিশারদ ভীমপরাক্রম সেই দুই মহাত্মা বিজয় লাভের নিমিত্ত যত্নবান্ হইয়া পরস্পরের দেহ বিদারণ করিতে লাগিলেন। যেরূপ প্রস্রবণ হইতে বারি বহির্গত হয়, তদ্রূপ উভয়ের ধ্বজকবচ ছেদিত এবং উভয়ের শরীর শরসমূহে সমাকীর্ণ হওয়ায়, তাহা হইতে উষ্ণ শোণিত নির্গত

হইতে লাগিল। ধারাসম্পাতসমন্বিত নীলবর্ণ কালমেঘ যুগলের ন্যায় তাঁহারা উভয়ে ভীমনিস্বন ঘোর শরবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। এইরূপ যুদ্ধে তাঁহাদের বহুকাল অতিবাহিত হইল বটে, কিন্তু কেহই ক্লান্ত বা রণবিমুখ হইলেন না। অস্ত্রধারিগণের অগ্রগণ্য সেই নররাক্ষস অস্ত্রকৌশল প্রদর্শন করতঃ উভয়ের উচ্চাবচ শরসমূহকে অন্তরীক্ষে বন্ধন এবং দোষবিহীন লাঘবসম্পন্ন বিচিত্র ও উত্তম শরক্ষেপণ করতঃ ঘোর তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তৎকালে, বাতসংঘাতজনিত নিদারুণ নিস্বনের ন্যায় উভয়ের ভয়ঙ্কর প্রকম্পজনক তুমুল শব্দ পৃথক্ পৃথক্ শ্রুত হইতে লাগিল এবং সেই রণমত্ত বীরযুগলের নিনাদকে অন্তরীক্ষে শব্দায়মান জীমূতযুগলের ধ্বনির ন্যায় বোধ হইল। বিজয় ও কীর্ত্তির নিমিত্ত যত্নপরায়ণ সেই দুই বলশালীর শরীর সুবর্ণপুঙ্খ নারাচনিচয় দ্বারা ব্রণাঙ্কিত হওয়ায়, তাহা হইতে রুধিরধারা নির্গত হইতে লাগিল। উভয়ের রুক্মপুঙ্খ শরসকল উভয়ের গাত্রে প্রবেশ করতঃ রুধিরদিগ্ধ হইয়া ধরণী-গর্ভে প্রবেশ করিতে লাগিল। অন্য নিশাচরগণ নিশিত শস্ত্রসমূহ দ্বারা শূন্যমার্গে তাহাদের শরসকলকে সংস্রশ ভগ্ন, ছিন্ন ও সংঘটিত করিতে আরম্ভ করিল। যেরূপ যজ্ঞভূমিতে প্রদীপ্ত অগ্নিদ্বয়ের চতুষ্পার্শ্বে কুশ সকলের রাশি হইয়া থাকে, তদ্রূপ সেই উভয় বীরের ঘোরতর যুদ্ধে বাণ সকলের [illegible]শি হইল। তৎকালে, সেই মহাবলযুগলের দেহ ব্রণাঙ্কিত হওয়ায়, তাঁহাদিগকে বন মধ্যস্থিত পত্রবিহীন ও পুষ্পসমাচ্ছাদিত কিংশুক ও শাল্মলী তরুর ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

এইরূপে পরস্পর বিজয়াভিলাষী লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিৎ মুহুর্মুহু ঘোরতর তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। কখন লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে এবং কখন বা ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণকে আঘাত করিতেছিলেন বটে, কিন্তু কেহই পরিশ্রান্ত হয়েন নাই। সেই মহাবীর্য্য তরস্বী বীরযুগল শরীরপ্রবিষ্ট শরসমূহে সমাচ্ছাদিত হইয়া পাদপদামসমাচ্ছাদিত পর্ব্বত-যুগলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের শরসংবৃত রুধিরসিক্ত সর্ব্বগাত্র জলন্ত হুতাশনের ন্যায় প্রকাশিত হইল। এইরূপ যুদ্ধে তাঁহাদের অনেক কাল অতিবাহিত হইল বটে, কিন্তু কেহই শ্রান্ত বা রণবিমুখ হইলেন না। ইত্যবসরে মহাত্মা বিভীষণ সমরমধ্যে অপরাজিত লক্ষ্মণের রণ-শ্রম অপনোদন করিবার নিমিত্ত তদীয় প্রিয় ও হিতসাধন বাসনায় রণমধ্যে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ইতি একোননবতিতম সর্গ ॥ ৮৯ ॥

নবতিতম সর্গ।

রাবণভ্রাতা বলশালী শূরবর বিভীষণ, প্রভিন্ন মাতঙ্গযুগলের ন্যায় পরস্পর বিজয়াভিলাষী সেই দুই নররাক্ষসকে পরস্পর সমরাসক্ত দর্শনে তাঁহাদিগের যুদ্ধ দর্শন-করিবার নিমিত্ত উৎকৃষ্ট ধনুর্ধারণ করিয়া রণমধ্যে আগমন করতঃ ভূতলে অবস্থিত হইয়াই ধনুর্বিস্ফারণ-সহকারে নিশাচরগণের প্রতি তীক্ষাগ্র সুমহৎ শর সকল সন্ধান করিতে লাগিলেন। যেরূপ বজ্র মহাগিরি সকলকে বিদারিত করে, তদ্রূপ, তদীয় শিখিসদৃশ শর সকল সমাহিতভাবে পতিত হইয়া পিশিতাশনগণের দেহ সকলকে বিদীর্ণ করিতে লাগিল। বিভীষণের অনুচর রাক্ষসশ্রেষ্ঠগণও শূল অসি ও পট্টিশদ্বারা নিশাচরগণকেও ছেদন করিতে লাগিল। তৎকালে, বিভীষণ সেই সচিব নিশাচরগণে পরিবৃত হইয়া স্পর্দ্ধাবান্ কলভগণে পরিবেষ্টিত মহামাতঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর, কালজ্ঞ রাক্ষসশ্রেষ্ঠ বিভীষণ রাক্ষসবধাভিলাষী বানরগণকে সম্বোধন করতঃ সময়ানুরূপ এই কথা বলিলেন;—'হে হরীশ্বরগণ! এই একমাত্র ইন্দ্রজিৎই রাক্ষসেন্দ্রের একমাত্র অবলম্বন অবশিষ্ট আছে এবং যে সৈন্যগণকে দেখিতেছ, ইহাই রাবণের শেষ [illegible]ল; অতএব তোমরা আর বিলম্ব করিতেছ কেন? এই পাপ রাক্ষস রণমধ্যে নিহত

হইলে, রাবণ ভিন্ন আর সকলকেই নিহত করা হইল। মহাবল বীর্য্যবান্ দুর্দ্ধর্ষ বীরবর অন্তক নিকুম্ভ কুম্ভ কুম্ভকর্ণ ধূম্রাক্ষ জম্বুমালী মহামালী তীক্ষ্ণবেগ অশনিপ্রভ সুপ্তঘ্ন যজ্ঞকোপ বজ্রদংষ্ট্র সংহ্রাদ বিকট অরিঘ্ন তপন মন্দ প্রঘাস প্রঘস প্রজঙ্ঘ জঙ্ঘ অগ্নিকেতু রশ্মিকেতু বিদ্যুজ্জিহ্ব দ্বিজিহ্ব সূর্য্যশত্রু অকম্পন সুপার্শ্ব বক্রমালী কম্পন সত্ত্ববন্ত দেবান্তক ও নরান্তকপ্রভৃতি অতিবল রাক্ষসসত্তমগণকে নিহত করতঃ বাহুদ্বারা সাগর পার হইয়াছ; সম্প্রতি সত্বর এই গোষ্পদ লঙ্ঘন কর। হে বানরগণ! বলদর্পিত অপর নিশাচরগণ নিহত হইয়াছে; তোমাদের জেতব্যের মধ্যে কেবল এইমাত্র অবশিষ্ট আছে। পিতৃস্থানীয় হইয়া পুত্র সদৃশ ইন্দ্রজিৎকে নিহত করা অকর্ত্তব্য হইলেও, আমি রামচন্দ্রের নিমিত্ত ঘৃণা পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাতৃপুত্রকে বিনাশ করিব। হে কপিবরগণ! আমি ইহাকে বধ করিবার অভিলাষ করিতেছি, কিন্তু বাষ্পবারি নয়নযুগলকে অবরুদ্ধ করিতেছে; অতএব, মহাবাহু লক্ষ্মণ ইহাকে বধ করুন্ এবং তোমরা ইহার পার্শ্বচর ভৃত্যগণকে নিহত কর।'

যশস্বিবর রাক্ষস বিভীষণকর্ত্তৃক এইরূপে উৎসাহিত হইয়া বানরেন্দ্রগণ হৃষ্টান্তঃকরণে লাঙ্গুল সঞ্চালন করিতে লাগিল। অনন্তর, মেঘদর্শনে ময়ূরগণ যেরূপ শব্দ করে, সেই বানরশার্দ্দূলগণও তদনুরূপ সিংহনাদ ও বহুবিধ শব্দ করিতে লাগিল। ইত্যবসরে ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ স্বদলে পরিবৃত হইয়া অগ্রসর হইলেন এবং তদীয় সৈন্যগণ নখ দন্ত ও প্রস্তর বর্ষণদ্বারা রাক্ষসগণকে সন্তাড়িত করিতে আরম্ভ করিল। ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ রণমধ্যে নিশাচরসেনাগণকে বিনাশ করিতেছেন দেখিয়া বিবিধায়ুধধারী রজনীচরগণ নির্ভয়ে জাম্ববান্‌কে ভর্ৎসনা করতঃ তীক্ষ্ণাগ্র শর শরশু পট্টিশ যষ্টি ও তোমর সকলদ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিতে লাগিল। পূর্ব্বে দেবতা ও অসুরগণের যেরূপ সুমহৎ নাদসমন্বিত ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল, রোষপূর্ণ বানর ও রাক্ষসগণেরও সেইরূপ তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। মহামনা অজেয় হনুমান্‌ও পৃষ্ঠারূঢ় লক্ষ্মণকে বিশ্রামার্থ ভূমিতে অবতারিত করতঃ ক্রোধভরে পর্ব্বত হইতে একটি শৃঙ্গ উৎপাটন করিয়া রাক্ষসগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন।

এদিকে পরবীরনিসূদন বলশালী ইন্দ্রজিৎ পিতৃব্যের সহিত তুমুল যুদ্ধ করতঃ লক্ষ্মণের অভিমুখে ধাবিত হইলে, পুনর্ব্বার সেই বীরবর নররাক্ষসের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই মহাবল তরস্বী বীরযুগল শরসমূহ বর্ষণ করতঃ পরস্পরকে আঘাতিত এবং মুহুর্ম্মুহু বর্ষাকালীন চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় অন্তর্হিত করিতে লাগিলেন; তৎকালে তাঁহারা কোন্ সময় আদান, সন্ধান, সব্যাসব্যে ধনুর্গ্রহণ, বাণক্ষেপণ, সেই সকলের বিভাগ ও বিকর্ষণ এবং মুষ্টি সন্ধান করিতে লাগিলেন, তাহা কেহই লক্ষ্য করিতে পারিল না। এইরূপে অদৃশ্য থাকিয়া হস্তলাঘব প্রদর্শন করতঃ যুদ্ধ করিতে থাকিলে, তাঁহাদের ধনুর্বেগবিমুক্ত বাণজালে নভোমণ্ডল ব্যাপ্ত হওয়ায় তত্রত্য তেজঃশালি বস্তু সকল অপ্রকাশ হইয়া পড়িল। লক্ষ্মণ রাবণনন্দনকে এবং রাবণি লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া বাণক্ষেপণ করিতে থাকিলে, তাঁহাদের সেই যুদ্ধে বানর রাক্ষসবধরূপ নিদারুণ অব্যবস্থা ঘটিয়া উঠিল। তাঁহারা উভয়ে বেগসহকারে যে, শাণিত বাণক্ষেপণ করিতেছিলেন, তদ্দ্বারা আকাশ নিরন্তর ও ঘোর অন্ধকারে আবৃত হইল। তাঁহাদের উভয়ের পতিত শাণিত শরশত দ্বারা দিক্ ও বিদিক্ সকল শর সমাকুল হইল। ইত্যবসরে দিবাকর অস্ত হইলে সেই শরসংবৃত দিক্ সকল আরও ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হওয়ায়, রণভূমিতে প্রবাহিত শত শত শোণিত বাহিনী নদীর তীরে ক্রব্যাদগণ দারুণস্বরে ভয়ঙ্কর রব করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে বায়ু প্রবাহিত অথবা হুতাশন প্রজ্বলিত হইলেন না। তদ্দর্শনে মহর্ষিগণ এবং চারণগণের সহিত সিদ্ধগণও লোক সকলের মঙ্গল হউক, এই কথা বলিতে বলিতে সেই স্থানে আগমন করিলেন।

অনন্তর, সুমিত্রানন্দন চারিটি শরদ্বারা

রাক্ষসসিংহ ইন্দ্রজিতের কণকভূষিত কৃষ্ণবর্ণ অশ্বচতুষ্টয়কে বিদ্ধ করতঃ হস্তলাঘবসহকারে তল শব্দ দ্বারা অনুনাদিত ও দেবেন্দ্রের অশনিসদৃশ একটি সম্পূর্ণায়তনযুক্ত শোভন পত্রসমন্বিত তেজোবিশিষ্ট পীতবর্ণ শাণিত ভল্ল দ্বারা রণমধ্যে বিচরণকারী সারথির সুশোভিত মস্তক দেহ হইতে পৃথক্ করিয়া ফেলিলেন। সারথি নিহত হইলে, মন্দোদরীনন্দন স্বয়ং সারথ্য এবং ধনুঃসঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তৎকালে,যাহারা তাঁহার সেই সারথ্য কর্ম্ম দর্শন করিল, তাহাকেই অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইল। সেই সময় লক্ষ্মণ, তিনি অশ্বসঞ্চালনে ব্যগ্রহস্ত হইলে তাঁহাকে এবং ধনুর্ধারণ করতঃ সমরাসক্ত হইলে, তদীয় অশ্বগণকে শাণিত বাণনিচয় দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। শীঘ্রকারিগণের অগ্রগণ্য সুমিত্রানন্দন এইরূপে ছিদ্রানুসন্ধান করতঃ রণমধ্যে নির্ভীকচিত্তে বিচরণকারী ইন্দ্রজিৎকে পরিপীড়িত করিতে লাগিলেন। সারথি নিহত হওয়ায় এবং স্বয়ং ও এইরূপে শরপীড়িত হইয়া রাবণনন্দন বিষণ্ণ হইলেন এবং তাঁহার রণহর্ষ অন্তর্হিত হইল। বানরযূথপতিগণ সেই নিশাচরকে বিষণ্ণবদন দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া লক্ষ্মণের ভূয়সী প্রশংসা করিল। অনন্তর, প্রমাথী, রভস, শরভ, ও গন্ধমাদন এই মহাবীর্য্য ভীমবিক্রম হরীশ্বর চতুষ্টয় ক্রোধভরে ও বেগসহকারে ইন্দ্রজিতের উৎকৃষ্ট অশ্বচতুষ্টয়ের উপর পতিত হইলে, সেই পর্ব্বতসদৃশ বানরেন্দ্রগণের অধিষ্ঠানবশতঃ তুরঙ্গগণের মুখ হইতে রুধিরধারা নির্গত হইতে লাগিল এবং তাহারাও মথিত ভগ্নদেহ ও বিগতজীবিত হইয়া ধরণীপৃষ্ঠে নিপতিত হইল। হরীশ্বরগণও হয়চতুষ্টয়কে নিহত এবং রথকে প্রমথিত করতঃ পুনর্ব্বার উৎপতিত হইয়া লক্ষ্মণের পার্শ্বে গমন করিল। অনন্তর, ইন্দ্রজিত হতাশ্ব ও সারথিবিহীন রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া শরবর্ষণ করিতে করিতে সুমিত্রানন্দনের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তদ্দর্শনে মহেন্দ্রপ্রতিম লক্ষ্মণ সেই সুশাণিত শরসমূহ সন্ধানকারী হতাশ্ব পাদচারি ইন্দ্রজিৎকে বাণসমূহদ্বারা বারম্বার বিদারিত করিতে লাগিলেন।

ইতি নবতিতম সর্গ ॥ ৯০ ॥

একনবতিতম সর্গ।

অশ্ব চতুষ্টয় নিহত হইলে, ভূমিতে বিচরণ করিতে হওয়ায়, নিশাচর ইন্দ্রজিত নিরতিশয় ক্রুদ্ধ ও তেজে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। গজশ্রেষ্ঠযুগলের ন্যায় সেই দুই ধানুষ্ক প্রবর বিজয়াভিলাষী হইয়া পরস্পরকে শরাঘাত করিতে লাগিলেন। বানর এবং নিশাচরগণও স্ব স্ব স্বামীকে পরিত্যাগ না করিয়া তাঁহাদিগের নিকটে অবস্থান করতঃ পরস্পরকে নিহত করিতে আরম্ভ করিল।

অনন্তর, রাবণনন্দন হর্ষসহকারে রাক্ষসগণকে হর্ষিত ও পরিসান্ত্বিত করতঃ কহিলেন ;—'হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠগণ! দিক্ সকল ঘোরতর অন্ধকারে সমাদিচ্ছন্ন হওয়ায়, এই রণভূমিতে স্বপর কিছুই জানা যাইতেছে না ; অতএব বানরগণকে সম্মোহিত করিবার নিমিত্ত তোমরা নির্ভয়ে যুদ্ধ কর, ইত্যবসরে আমিও রথারূঢ় হইয়া আসি। তোমরা বানরগণের সহিত এরূপ যুদ্ধ করিবে যে, আমার নগরপ্রবেশকালীন ইহারা যেন যুদ্ধ দ্বারা মদীয় গতিরোধ করিতে না পারে।' অরিন্দম সমরবিজয়ী মহাতেজস্বী মন্দোদরীনন্দন ইন্দ্রজিৎ এই কথা বলিয়াই বানরগণকে বঞ্চনা করিয়া রথের নিমিত্ত পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন ও অশ্বশাস্ত্রজ্ঞ সুশিক্ষিত সারথিকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত,উত্তম অশ্বগণকর্ত্তৃক সঞ্চালিত এবং প্রাসাসিসমন্বিত হেমভূষিত রুচির রথে আরোহণ করতঃ প্রধান রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া যেন কালকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই সত্বর নগর হইতে নির্গত হইলেন। রাবণনন্দন এইরূপে তেজঃসহকারে নগর হইতে নির্গত হইয়া যে স্থানে বিভীষণ ও লক্ষ্মণ অবস্থান করিতেছিলেন, তদভিমুখে গমন করিলেন। তখন, সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ, রাক্ষস বিভীষণ এবং মহাবীর্য্য বানরগণ তাঁহাকে রথারূঢ়

দর্শনে তদীয় কার্য্য লাঘবের বিষয় চিন্তা করিয়া নিরতিশয় বিস্মিত হইলেন।

রাবণনন্দন নির্গত হইয়াই ক্রোধভরে শরসমূহদ্বারা শতসহস্র বানরকে নিপাতিত করিলেন। সেই সময় বিজয়ী বীর রোষে পরম লাঘব অবলম্বন করিয়া স্বীয় ধনুঃ মণ্ডলাকারে ভ্রামিত করতঃ বানরগণকে বধ করিতে থাকিলে যেরূপ প্রজাগণ প্রজাপতির শরণাগত হয়, তদ্রূপ ভীমবিক্রম নারাচনিচয়দ্বারা বধ্যমান সেই বানরগণও সুমিত্রানন্দনের শরণাগত হইল। তদ্দর্শনে রঘুনন্দন রণরোষে প্রজ্বলিত হইয়া হস্তলাঘব প্রদর্শন করতঃ তদীয় ধনুঃ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর, ইন্দ্রজিৎ সত্বর অন্য ধনুঃ গ্রহণ করতঃ জ্যারোপণ করিবার পূর্ব্বেই, লক্ষ্মণ তিন বাণে তাহাও ছেদন করিলেন। এইরূপে রাবণনন্দনের ধনুঃ ছিন্ন হওয়ায়, সুমিত্রানন্দন আশীবিষ সদৃশ পাঁচটি শরদ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলে, তদীয় সুমহৎ কার্ম্মুক হইতে বিনির্গত বাণসকল নিশাচরের দেহমধ্যে প্রবেশ করতঃ রুধিরদিগ্ধ হইয়া লোহিতবর্ণ ভুজঙ্গমগণের ন্যায় ধরণীপৃষ্ঠে নিপতিত হইল। তখন ছিন্নধন্বা রাবণনন্দন মুখে শোণিত বমন করিতে করিতে, সুদৃঢ় জ্যাসমন্বিত অন্য একটি বলবত্তর ধনুঃ গ্রহণ করতঃ, যেরূপ দেবরাজ বারিবর্ষণ করেন, তদ্রূপ লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া লাঘবসহকারে শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। পরন্তু, মহাতেজস্বী অরিন্দম রঘুনন্দন লক্ষ্মণ অসম্ভ্রান্তচিত্তে ইন্দ্রজিদ্বিমুক্ত সেই দুরাসদ শরবর্ষণ নিবারণ করতঃ, রাবণনন্দনকে স্বীয় পরাক্রম প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার সেই কার্য্যকে অদ্ভুতের ন্যায় বোধ হইল। সেই সময়ে সুমিত্রানন্দন শীঘ্রাস্ত্রতা প্রদর্শন করতঃ ক্রোধভরে প্রত্যেক রাক্ষসকে তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া অসংখ্য শরদ্বারা রাক্ষসেন্দ্রনন্দনকে সন্তাড়িত করিলেন। রাবণনন্দনও সেই বলবান্ শত্রুঘাতী শত্রুকর্ত্তৃক অতিবিদ্ধ হইয়া লক্ষ্মণের প্রতি অবিরত বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। পরন্তু, পরবীরনিসূদন ধর্ম্মাত্মা রঘুত্তম লক্ষ্মণ সেই সমস্ত তাঁহার নিকট আসিতে না আসিতেই, শাণিত বাণদ্বারা ছেদন করতঃ আনতপর্ব্ব ভল্লদ্বারা রণমধ্যে তদীয় সারথির মস্তক হরণ করিলেন। তৎকালে, ইন্দ্রজিতের অশ্ব সকল সারথিবিহীন হইয়াও বিহ্বল না হইয়া এরূপ মণ্ডলাকার গতিতে বিচরণ করিতে লাগিল যে,তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। তদ্দর্শনে দৃঢ় বিক্রম সুমিত্রানন্দন ক্রোধবশীভূত হইয়া সকলকে সন্ত্রাসিত করতঃ তদীয় অশ্বগণকে শর বিদ্ধ করিলেন। পরন্তু, বলশালী রাবণনন্দন তাঁহার সেই কর্ম্ম সহ্য করিতে না পরিয়া, দশ বাণে রোমহর্ষণ সুমিত্রানন্দকে বিদ্ধ করিলে, সেই সর্পবিষ সদৃশ বজ্র প্রতিম শরসকল তদীয় কাঞ্চনপ্রভ কবচে পতিত হইয়াই লয় প্রাপ্ত হইল। তখন, রাবণনন্দন তাঁহার কবচকে অভেদ্য বোধ করিয়া শীঘ্রাস্ত্রতা প্রদর্শন করতঃ ক্রোধভরে তিনটি সুপুঙ্খ শরদ্বারা তদীয় ললাটদেশ বিদ্ধ করিলেন। সেই শর সকল সমরশ্লাঘী রঘুনন্দনের ললাটদেশে পতিত হওয়ায়, তিনি রণমধ্যে ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

রাক্ষস ইন্দ্রজিৎ কর্ত্তৃক রণমধ্যে এইরূপে আঘাতিত হইয়া লক্ষ্মণ সত্বর পাঁচটি শর আকর্ষণ করতঃ ইন্দ্রজিতের কুণ্ডল শোভিত বদন বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে ভীম বিক্রম সুমহৎ শরাসনশালী বীরবর লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিৎ পরস্পরকে শর দ্বারা আঘাতিত করিতে লাগিলেন। তৎকালে, সেই বীর যুগলের দেহ রুধিরদিগ্ধ হওয়ায়, উভয়েই পুষ্পিত কিংশুকবৃক্ষযুগলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়েই বিজয়াভিলাষী হইয়া ধনুঃকৌশল প্রদর্শন করতঃ ঘোররূপ বাণনিচয়দ্বারা পরস্পরের সর্ব্বগাত্রে আঘাত করতঃ ব্যথিত করিলেন। তদনন্তর, রাবণনন্দন রোষপূর্ণ হইয়া তিনটি তীক্ষ্ণাগ্র বাণদ্বারা রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণের সুশোভিত বদনমণ্ডল বিদ্ধ করতঃ বানরযূথপতিগণকে একে একে বিদ্ধ করিলেন। তখন, মহাতেজস্বী বিভীষণ নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া গদাঘাতে দুরাত্মা ইন্দ্রজিতের অশ্বচতুষ্টয়কে নিপাতিত করিলে, রাবণনন্দন হতাশ্ব ও সারথিবিহীন রথ হইতে

অবপ্লুত হইয়া একটী শক্তি গ্রহণ করতঃ পিতৃব্যের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। পরন্তু, সুমিত্রানন্দবর্দ্ধন লক্ষ্মণ সেই শক্তিকে আপতিত হইতে দেখিয়াই শাণিত বাণদ্বারা দশভাগে ছেদন করতঃ ভূতলে পাতিত করিলেন। ধানুষ্কবর বিভীষণও সেই অশ্ববিহীন বীরের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া বজ্রের ন্যায় দারুণস্পর্শ পাঁচটি বাণ ক্ষেপণ করিলেন। সেই লক্ষ্যভেদী সুবর্ণপুঙ্খ শরসকল তদীয় দেহ ভেদ করতঃ রক্তবর্ণ মহোরগগণের ন্যায় লোহিতবর্ণ হইল। তখন, ইন্দ্রজিৎ পিতৃব্যের উপর নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া যমদত্ত মহাবল উত্তম শর গ্রহণ করিলেন। ভীমপরাক্রম মহাতেজস্বী লক্ষ্মণও ইন্দ্রজিৎকর্ত্তৃক সন্ধিত সেই সুমহৎ শর দর্শন করিয়া, অমিতমাহাত্ম্য কুবেরকর্তৃক স্বপ্নে প্রদত্ত এবং ইন্দ্রাদি সুরাসুরগণেরও দুর্বিসহ ও দুর্জ্জয় একটি শর গ্রহণ করিলেন। তৎকালে, তাঁহাদের পরিঘসদৃশ বাহুযুগলদ্বারা সবলে আকৃষ্ট শরাসনযুগল ক্রৌঞ্চযুগলের ন্যায় শব্দ করিতে লাগিল। সেই বীরযুগলকর্ত্তৃক উৎকৃষ্ট ধনুতে যোজিত সেই উত্তম তেজঃপ্রদীপ্ত শরযুগল আকৃষ্ট হইয়া আকাশকেও উদ্ভাসিত করিল। অনন্তর, তাঁহারা শর ক্ষেপণ করিলে, সেই শরযুগলের অগ্রভাগ তেজে পরস্পর সমাহত হইল। তখন, সেই ঘোররূপ শরযুগলের ঘর্ষণবশতঃ তাহা হইতে স্ফুলিঙ্গ ও ধূমসমন্বিত নিদারুণ অগ্নি সমুত্থিত হইল এবং পরস্পর সমাহত মহাগ্রহ সদৃশ সেই শরযুগল রণমধ্যে শতধা বিদীর্ণ হইয়া ভূতলে পতিত হইল। শরযুগল রণমধ্যে প্রতিহত হইল দেখিয়া লক্ষ্মণ এবং ইন্দ্রজিৎ উভয়েই লজ্জিত ও রুষ্ট হইলেন।

অনন্তর, সুমিত্রানন্দন ক্রোধভরে বারুণাস্ত্র গ্রহণ করিলেন; তদ্দর্শনে সমরপ্রিয় মহেন্দ্রবিজেতা ইন্দ্রজিৎও রৌদ্র অস্ত্র ক্ষেপণ করতঃ তদ্দ্বারা সেই সমরাদ্ভুত বারুণাস্ত্রকে উপশান্ত করিলেন। তখন, সমরবিজয়ী মহাতেজস্বী ইন্দ্রজিৎ যেন, লোক সকলকে নাশ করিবার নিমিত্তই, আগ্নেয় অস্ত্র গ্রহণ করিলেন; পরন্তু, বীর লক্ষ্মণ সৌর অস্ত্র দ্বারা তাহা নিবারণ করিয়া ফেলিলেন। অস্ত্র নিবারিত হইল দেখিয়া, রাবণনন্দন নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং একটি শত্রু বিদারণ শাণিত আসুরিক শর গ্রহণ করিলেন। তিনি সেই শর গ্রহণ করিবামাত্রই তদীয় চাপ হইতে প্রভাবিশিষ্ট কূটমুদ্গর, শূল, ভুশুণ্ডী গদা খড়্গ ও পরশু সকল নির্গত হইতে লাগিল। দ্যুতিমান্ লক্ষ্মণ রণমধ্যে সর্ব্বশস্ত্র বিদারণ এবং সর্ব্বভূতের অবার্য্য সেই সুদারুণ ঘোররূপ অস্ত্র দর্শন করিয়া, মাহেশ্বর অস্ত্রদ্বারা তাহা নিবারণ করিলেন। এইরূপে তাঁহাদের অদ্ভুত লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল।

সেই সময় বানর ও রাক্ষসগণের ভৈরবরবসমাকুল যুদ্ধ দর্শন করিবার নিমিত্ত সমাগত অসংখ্য বিস্মিত ভূতগণে নভোমণ্ডলে আবৃত হইল এবং সেই গগনস্থিত ভূতগণ লক্ষ্মণের চতুর্দ্দিকে সমবেত হইলেন। গরুড় পিতৃলোক সকল এবং ঋষি দেব গন্ধর্ব্ব ও উরগগণ দেবরাজকে অগ্রে করিয়া রণমধ্যে লক্ষ্মণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর, বীরবর রাঘবানুজ দেবগণকর্ত্তৃক প্রপূজিত, রাক্ষসগণের ভয়াবহ, আশীবিষসদৃশ, রাবণনন্দন বিদারণ, শোভনপত্রসমন্বিত, 'আনুপূর্ব্বিক তনুত্বগুণবিশিষ্ট, উত্তম পর্ব্বসংযোজিত, সুবর্ণভূষিত অস্ত্রান্তর দ্বারা অনিবার্য্য এবং শরীরান্তকারী অগ্নিস্পর্শ সুসংস্থিত দুর্দ্ধর্ষ অন্য একটি উত্তম শর গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বকালে দেবাসুরসমরে নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ বীর্য্যবান্ মহাতেজস্বী হরিবাহন বাসব যদ্দ্বারা দানবদলকে বিদলিত করিয়াছিলেন, সংগ্রামমধ্যে অপরাজিত লক্ষ্মীবান্ নরশ্রেষ্ঠ সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ স্বীয় ধনুঃশ্রেষ্ঠে সেই অমিত্রবিদারণ শরশ্রেষ্ঠকে সন্ধান করতঃ আপনার অর্থসাধক এই কথা বলিলেন; —'দাশরথি রাম যদি ধার্ম্মিক এবং সত্যবাদী হয়েন এবং তাঁহার পৌরুষ যদি প্রতিযোগিবিরহিত হয়, তাহা হইলে তুমি এই রাবণনন্দনকে বিনাশ কর।' পরবীরনিসূদন বীর লক্ষ্মণ এই বলিয়াই সেই অজিহ্মগ ঐন্দ্র অস্ত্রকে রণমধ্যে ইন্দ্রজিতের প্রতি ক্ষেপণ করতঃ তদ্দ্বারা কুণ্ডলযুগল দ্বারা অলঙ্-

ল্যমান্ ও শিরস্ত্রাণশোভিত তদীয় শোভা সমন্বিত মস্তককে প্রমথিত ও শরীর হইতে পৃথক্ করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন। তৎকালে, রাক্ষসরাজনন্দনের সেই ভিন্নস্কন্ধ ও রুধিরসমুক্ষিত সুমহৎ মস্তক ভূতলে পতিত হইয়া তেজঃপ্রদীপ্তের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। এইরূপে কবচ শিরস্ত্রাণ ও শরাসনসমন্বিত রাবণনন্দন নিহত হইয়া ধরণীতলেপতিত হইল। যেরূপ দেবগণ বৃত্রবধে আনন্দিত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই ইন্দ্রজিৎ নিহত হইলে, বিভীষণপ্রমুখ বানরগণ আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল এবং অন্তরীক্ষে মহাত্মা দেব দানব গন্ধর্ব্ব মহর্ষি ও অপ্সরোগণের জয় শব্দ সমুত্থিত হইল।

এইরূপে রাবণনন্দন নিহত হইলে, মহতী রাক্ষসবাহিনী বিজয়ী বানরবৃন্দগণকর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা বানরগণকর্ত্তৃক তাড়িত হওয়ায়, কিঙ্কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া শস্ত্র পরিত্যাগ করতঃ বেগে লঙ্কার অভিমুখে ধাবিত হইল। অসংখ্য নিশাচর ভয়ে পট্টিশ ও পরশুপ্রভৃতি স্ব স্ব প্রহরণ পরিত্যাগ করতঃ যাহার যে দিকে অভিলাষ হইল, সে সেই দিকেই পলায়ন করিতে লাগিল। বানরগণকর্ত্তৃক অর্দ্দিত হইয়া তাহাদের মধ্যে কেহ লঙ্কামধ্যে প্রবেশ করিল, কেহ সাগরজলে পতিত হইল এবং কেহ বা ভয়ে পর্ব্বতোপরি আশ্রয় গ্রহণ করিল। বলিতে কি, তৎকালে ইন্দ্রজিৎকে হত এবং রণভূমিতে শয়ান দেখিয়া, সহস্র সহস্র রাক্ষসের মধ্যে কেহ রণভূমির দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপও করিল না। যেরূপ আদিত্য অস্তগত হইলে, তদীয় রশ্মি সকলও তাঁহার অনুগামী হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রজিৎ নিহত হইলে, নিশাচরগণও দিগন্তে লুক্কায়িত হইল। তৎকালে, ঐন্দ্রাস্ত্রদ্বারা বিগতজীবিত সেই মহাবাহু ইন্দ্রজিৎকে নির্ব্বাণ হুতাশন এবং প্রশান্তরশ্মি দিবাকরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। সেই পাপকর্ম্মা অরাতি রাক্ষসেন্দ্রনন্দন নিহত হওয়ায়, লোক সকল সুস্থ ও হর্ষিত হইল এবং মহর্ষিগণের সহিত দেবরাজও পরমা প্রীতি লাভ করিলেন। নভোমণ্ডলে সদাশয় দেব গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণের দুন্দুভিধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল এবং তাঁহারা নৃত্যসহকারে পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই ক্রূরকর্ম্মা নিশাচর নিহত হইলে, দেবতা ও দানবগণ হৃষ্ট এবং নভোমণ্ডল ও জল সকল প্রশান্ত এবং প্রসন্ন হইল। সেই সর্ব্বলোকভয়াবহ বীর পতিত হইলে, দেব দানব ও গন্ধর্ব্বগণ সেই স্থানে সমাগত হইয়া কহিলেন, নিরপরাধ ব্রাহ্মণগণ সম্প্রতি বিজ্বর হইয়া, বিচরণ করুন্।

অনন্তর, বানরযূথপতিগণ সেই অপ্রতিবল রাক্ষসপুঙ্গবকে নিহত দেখিয়া, হৃষ্টান্তঃকরণে লক্ষ্মণকে অভিনন্দিত করিল। বিভীষণ হনুমান্ এবং ঋক্ষযূথপতি জাম্ববান্ জয় শব্দদ্বারা লক্ষ্মণকে অভিনন্দিত করতঃ তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। লক্ষলক্ষ প্লবঙ্গমগণ ক্ষ্বেড়িত সিংহনাদ ও গর্জ্জনসহকারে রঘুনন্দনের চতুর্দ্দিকে সমবেত হইয়া লাঙ্গুল সঞ্চালন ও আস্ফোটন করতঃ 'লক্ষ্মণ চিরবিজয়ী হউন' এইরূপ বাক্য শ্রবণ করাইতে লাগিলেন। তাহারা হৃষ্টান্তঃকরণে পরস্পরকে আলিঙ্গন করতঃ রঘুনন্দনবিষয়ক বহুবিধ সংকথার আলাপ করিতে লাগিল। লক্ষ্মণের প্রিয়সুহৃৎ দেবগণ রণস্থলে লক্ষ্মণের দুষ্কর কর্ম্ম এবং ইন্দ্র শত্রুকে নিহত দেখিয়া, নিরতিশয় হৃষ্ট হইলেন এবং তাঁহাদের মনঃআনন্দে প্রফুল্ল হইল

ইতি একনবতিতম সর্গ ॥

দ্বিনবতিতম সর্গ।

যিনি পূর্ব্বে দেবরাজকেও পরাজিত করিয়াছিলেন, রুধিরপরিপ্লুতদেহ শুভলক্ষণ লক্ষ্মণ সেই ইন্দ্রজিৎকে বধ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। অনন্তর, সেই বীর্য্যবান্ মহাতেজস্বী সুমিত্রানন্দন বিভীষণ এবং হনুমান্কে আলিঙ্গন করতঃ জাম্ববান্ ও অন্যান্য বানরগণের সহিত, যথায় রামচন্দ্র এবং সুগ্রীব অবস্থান করিতেছিলেন, সেই স্থানে আগমন করিলেন। লক্ষ্মণ তথায় উপস্থিত হইয়া

রামচন্দ্রকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদন করতঃ, উপেন্দ্র যেরূপ ইন্দ্রের সমীপস্থ হয়েন, তদ্রূপ ভ্রাতার সমীপে গমন করিলেন। বীর বিভীষণ যেন, ইন্দ্রজিতের ঘোরতর বধবার্ত্তা ঘোষণা করিতে করিতে আগমন করিয়া মহাত্মা রঘুনন্দনের নিকট তাহা নিবেদন করিলেন। বিভীষণ হৃষ্টান্তঃকরণে রামচন্দ্রের সমীপস্থ হইয়া কহিলেন;—'মহাবল লক্ষ্মণকর্ত্তৃক রাবণনন্দন ইন্দ্রজিতের মস্তক ছিন্ন হইয়াছে।'

লক্ষ্মণকর্ত্তৃক ইন্দ্রজিতের বধবিষয়ক শুভসম্বাদ শ্রবণে রামচন্দ্র অতুল আনন্দ লাভ করতঃ কহিলেন;—'সাধু লক্ষ্মণ! তোমার দুষ্কর কর্ম্ম দর্শনে আমি পরম পরিতুষ্ট হইলাম; কারণ, যখন রাবণনন্দন নিহত হইয়াছে, তখন আমাদের যে, জয় হইবে তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।' বীর্য্যবান্ রাম এই কথা বলিয়াই কীর্ত্তিবর্দ্ধন ভ্রাতা লক্ষ্মণের মস্তক আঘ্রাণ করতঃ, তিনি লজ্জিত হইলেও, স্নেহবশতঃ বলপূর্ব্বক তাঁহাকে স্বীয় ক্রোড়ে উপবেশন করাইয়া গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিলেন এবং বারম্বার সস্নেহ অবলোকন করতঃ দেখিলেন;—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ব্রণাঙ্কিত ও শল্য দ্বারা পীড়িত হইয়াছে এবং ঘননিশ্বাস বহিতেছে। পুরুষপুঙ্গব রাম লক্ষ্মণকে দুঃখসন্তপ্ত ও নিশ্বাসপীড়িত দেখিয়া সত্বর পুনর্ব্বার তদীয় মস্তক আঘ্রাণ করতঃ আশ্বাসিত করিবার নিমিত্ত কহিলেন;—'তুমি অন্যের দুঃসাধ্য পরম কল্যাণকর কার্য্যসম্পাদন করিয়াছ; কারণ, রাবণনন্দন নিহত হওয়ায়, রাবণকেও নিহত বলিয়া বোধ হইতেছে। হে বীর! সেই দুরাত্মা নিহত হওয়ায়, অদ্য আমি আপনাকে বিজয়ী বলিয়া বোধ করিতেছি। লক্ষ্মণ! ইন্দ্রজিৎই রাবণের একমাত্র অবলম্বন হইয়াছিল. কিন্তু অদ্য তুমি ভাগ্যবশতঃ তাহাকে রণমধ্যে নিহত করিয়া নৃশংস রাক্ষসরাজের দক্ষিণ বাহুকে ছেদন করিয়াছ। যখন, তিন অহোরাত্রে সেই বীর কোনরূপে নিপাতিত হইয়াছে, তখন বিভীষণ এবং হনুমান্ যে, রণমধ্যে সুমহৎ কর্ম্ম করিয়াছে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অদ্য, তোমরা আমাকে শত্রুবিহীন করিলে; কারণ, পুত্রের নিধনসম্বাদ শ্রবণ করিয়া রাক্ষসরাজ সুমহৎ বলে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধার্থ নির্গত হইবে। পুত্রবধসন্তপ্ত দুর্জ্জয় রাক্ষসরাজ নির্গত হইলে, আমি মহতী বানরবাহিনীতে পরিবৃত হইয়া তাহাকে বিনাশ করিব। হে ইন্দ্রজিদ্বিজয়িন্ লক্ষ্মণ! রণমধ্যে তুমি আমার সহায় থাকিলে, সীতা অথবা বসুমতী এ উভয়ের কিছুই আমার দুর্লভ হইবে না।' রঘুনন্দন এইরূপে আলিঙ্গন ও আশ্বাসিত করতঃ সুষেণকে কহিলেন;—মহাপ্রাজ্ঞ মিত্রবৎসল সুমিত্রানন্দন যাহাতে সত্বর বিশল্য ও স্বস্থ হয়েন, এইরূপ ঔষধাদি প্রদান কর। হে বীর! বিভীষণ এবং লক্ষ্মণকে সত্বর বিশল্য করতঃ, এই শূর দ্রুমযোধী ঋক্ষ ও বানরসৈন্যগণের মধ্যে যাহারা ব্রণাঙ্কিত ও শল্য পীড়িত হইয়াছে, তাহাদিগকেও যত্নসহকারে সত্বর সুস্থ কর।'

রঘুনন্দনকর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া মহাত্মা বানরযূথপতি সুষেণ লক্ষ্মণের নাসিকায় পরমৌষধ প্রদান করিলে, সেই ঔষধের আঘ্রাণমাত্রেই লক্ষ্মণ বিশল্য ও বেদনাবিহীন হইলেন এবং তাঁহার ব্রণসকলও বিরূঢ় হইল। অনন্তর, সুষেণ রাঘবের আদেশ অনুসারে বিভীষণ প্রমুখ সুহৃদ্বর্গ এবং অপর বানরযূথপতিগণের চিকিৎসা করিলেন। এইরূপ সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ক্ষণকাল মধ্যে প্রকৃতিস্থ বিশল্য গতক্লম এবং বিজ্বর হইয়া আনন্দিত হইলেন। সুমিত্রানন্দকে রোগবিহীন এবং উত্থিত হইতে দেখিয়া রঘুনন্দন রাম, বানররাজ সুগ্রীব, রাক্ষসপতি বিভীষণ এবং বীর্য্যবান্ ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ স্ব স্ব সৈন্যের সহিত পরম প্রীতি লাভ করিলেন। মহাত্মা দাশরথি রাম লক্ষ্মণের সেই দুষ্করকর্ম্মের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন এবং ইন্দ্রজিৎ নিহত হওয়ায়, বানরেন্দ্র সুগ্রীবও প্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন।

ইতি দ্বিনবতিতম সর্গ॥ ৯২॥

ত্রিনবতিতম সর্গ।

রাক্ষসেন্দ্রের সুপার্শ্বপ্রভৃতি অবশিষ্ট সচিবগণ ইন্দ্রজিতের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ এবং তদনন্তর রণভূমিতে তদীয় শর দর্শন করতঃ পুত্রবধবৃত্তান্তের অনভিজ্ঞ দশগ্রীবের সমীপে গমন করিয়া কহিল ;—'মহারাজ! আমরা দেখিলাম, লক্ষ্মণ বিভীষণের সাহায্যে রণমধ্যে আপনার সেই তেজস্বী আত্মজ ইন্দ্রজিৎকে বিনাশ করিয়াছে। রাজন্! যে বীর রণমধ্যে কখনই কোন বীরকর্ত্তৃক পরাজিত হয়েন নাই, আপনার সেই শূরবর সুরেন্দ্রবিজেতা পুত্র লক্ষ্মণকে শরসমূহদ্বারা পরিতৃপ্ত করতঃ তৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়া, বীরলভ্য লোকে গমন করিয়াছেন।'

রাক্ষসপুঙ্গব রাজা দশানন পুত্র ইন্দ্রজিতের রণমধ্যে সেই ঘোরতর ভয়ঙ্কর নিদারুণ নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, এককালে মূর্চ্ছিত হইলেন। অনন্তর, বহুবিলম্বে সংজ্ঞা লাভ করতঃ পুত্রশোকে আকুল ও বিকলেন্দ্রিয় হইয়া দীনভাবে বিলাপ করতঃ কহিলেন ;—'হা বৎস! হা রাক্ষসসেনাপতে! হা মহাবল! তুমি দেবেন্দ্রকেও পরাজিত করতঃ সম্প্রতি, কি প্রকারে লক্ষ্মণের বশীভূত হইলে!! হা বীর! লক্ষ্মণের কথা দূরে থাকুক, তুমি ক্রুদ্ধ হইলে, শরসমূহদ্বারা কালান্তকযুগল অথবা মন্দরগিরির শৃঙ্গ সকলকেও ভেদ করিতে পারিতে। হা মহাবাহো! যৎকর্ত্তৃক তুমি কালধর্ম্মে সংযোজিত হইয়াছ, অদ্য আমি সেই বৈবস্বতরাজকে পুনর্ব্বার শ্লাঘনীয় বোধ করিতেছি। তুমি যে পথের পথিক হইয়াছ, যোদ্ধৃবর্গ এবং অমরগণও এই পথের অভিলাষী হইয়া থাকেন ; কারণ, যে পুরুষ স্বামীর নিমিত্ত প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। হায়! অদ্য ইন্দ্রজিৎকে নিহত দেখিয়া দেবতা, মহর্ষি এবং লোকপালগণ ভয়বিহীন হইয়া সুখে নিদ্রা যাইবে। হায়! ইন্দ্রজিৎ না থাকায়, অদ্য এই কাননসমন্বিতা বসুমতী অথবা ত্রৈলোক্যকেও শূন্য বলিয়া বোধ হইতেছে। যেরূপ করেণুগণ গিরিগহ্বরে ক্রন্দন করে তদ্রূপ অদ্য অন্তঃপুরে রাক্ষসরমণীগণের রোদনধ্বনি শ্রবণ করিতে হইবে। হা শত্রুতাপন! তুমি যৌবরাজ্য, লঙ্কা, রাক্ষসকুল, পিতা, মাতা এবং ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করতঃ কোথায় গমন করিয়াছ!! হা বীর! কোথায় আমি পরলোকগত হইলে, তুমি আমার প্রেতকার্য্য করিবে, না তদ্বিপরীতে আমাকেই তোমার প্রেতকার্য্য করিতে হইল!! হা পুত্র! সুগ্রীব রাম এবং লক্ষ্মণ জীবিত থাকিতে তুমি আমার শল্য উদ্ধার না করিয়াই কোথায় গমন করিলে!!'

এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে রাক্ষসরাজ রাবণের পুত্রবধজনিত সুমহৎ ক্রোধের উদয় হইল। যেরূপ নিদাঘকালে রশ্মি সকল স্বতঃ প্রদীপ্ত দিবাকরের তেজকে সমধিক বর্দ্ধিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ পুত্রবধজনিত নিদারুণ মনোব্যথা সেই স্বতঃক্রুদ্ধ প্রদীপ্ত দশাননকে অধিকতর সন্দীপিত করিতে লাগিল। যেরূপ বৃত্রের মুখ হইতে অগ্নি নির্গত হইয়াছিল, তদ্রূপ ক্রোধে বিজৃম্ভমাণ দশাননের বদন হইতে সধূম প্রজ্বলিত অগ্নি নির্গত হইতে লাগিল। অনন্তর, পুত্রবধসন্তপ্ত শূরবর রাবণ ক্রোধবশীভূত হইয়া বহুক্ষণ চিন্তা করতঃ বৈদেহীকে বধ করিবার অভিলাষ করিলেন। তাঁহার ঘোরতর সহজ রক্তলোচনযুগল রোষানলে দ্বিগুণতর রক্তবর্ণ হওয়ায়, সমধিক প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। একে তাঁহার রূপ স্বভাবতঃই ঘোরতর, তাহাতে ক্রোধাগ্নি দ্বারা মূর্চ্ছিত হইয়া লোকসংহারে উদ্যত ক্রুদ্ধ রুদ্রের ন্যায় হইয়া উঠিল। যেরূপ প্রদীপ্ত দীপযুগল হইতে সজ্বাল তৈলবিন্দুযুগল নিপতিত হয়, তদ্রূপ সেই ক্রুদ্ধ দশগ্রীবের নেত্র হইতে বিন্দু সকল পতিত হইতে লাগিল। তিনি স্বীয় দশন সকলকে দংশন করিতে থাকিলে, তাহা হইতে সমুদ্রমন্থনকালে দানবদলকর্ত্তৃক কৃষ্যমাণ মন্দররূপ যন্ত্র হইতে সমুদ্ভূত শব্দের ন্যায় নিদারুণ শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। তৎকালে, সেই সর্ব্বলোকভয়াবহ বীরকে কালান্তক যমের ন্যায় ক্রুদ্ধ দেখিয়া, সকলেই চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিল ; পরন্তু, কেহই তাঁহার নিকটে গমন করিল না।

অনন্তর, রাক্ষসাধিপতি রাবণ নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া রাক্ষসগণকে সমরে পাঠাইবার অভিলাষে কহিলেন;—'আমি, বহুসহস্র বৎসর সুমহৎ তপস্যা করিয়াছি এবং সেই সেই অবকাশে পিতামহকেও পরিতুষ্ট করিয়া তপস্যার ফলস্বরূপ তাঁহার নিকট এরূপ বর লাভ করিয়াছি যে দেবতা অথবা অসুরগণ হইতে আমার কখনই ভয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই। পিতামহ আমাকে আদিত্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট যে কবচ প্রদান করিয়াছেন, দেবাসুরসংগ্রামকালে বজ্রশক্তিদ্বারাও তাহা ছিন্ন হয় নাই। আমি সেই কবচ ধারণ করতঃ রথারূঢ় হইয়া রণমধ্যে গমন করিলে, সাক্ষাৎ পুরন্দরসদৃশ হইলেও অদ্য কে আমার সম্মুখীন হইতে পারিবে? পূর্ব্বে দেবতা ও অসুরগণের সহিত যুদ্ধ করিবার সময় পিতামহ প্রীত হইয়া আমাকে সুমহৎ শসর শরাসন প্রদান করিয়াছিলেন; মহাসমরে রামলক্ষ্মণকে বধ করিবার নিমিত্ত অদ্য শত শত তূর্য্যাদি মঙ্গল বাদ্যের সহিত আমার সেই ধনুকে উত্থাপিত কর।' পুত্রবধসন্তপ্ত ক্রূর রাবণ এই কথা বলিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করতঃ ক্রোধবশীভূত হইয়া সীতাকেই বধ করিতে অভিলাষ করিলেন। সেই দীনদশাপন্ন ঘোর দর্শন দুরাশয় বীর ক্রোধে লোহিতলোচন হইয়া নিশাচরগণকে কহিলেন;—'বৎস ইন্দ্রজিৎ বানরগণকে বঞ্চনা করিবার নিমিত্ত মায়াময়ী সীতাকে বধ করতঃ প্রদর্শন করিয়াছিল; পরন্তু, অদ্য আমি সত্য সত্যই ক্ষত্রবন্ধু রামের অনুরাগিণী সেই বৈদেহীকে বধ করিয়া আপনার হিতসাধন করিব।'

পুত্রশোকাভিভূত আকুলচিত্ত দশানন এই কথা বলিয়াই সত্বর শুভ্রবসনসদৃশ ও সদ্গুণান্বিত খড়্গ উত্তোলিত করতঃ ভার্য্যা এবং সচিবগণে পরিবৃত হইয়া, যে স্থানে বৈদেহী অবস্থান করিতেন ক্রোধভরে বেগে তদভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। তৎকালে; তাঁহাকে তাদৃশভাবে প্রস্থিত দেখিয়া সচিবগণ সিংহনাদ ও পরস্পর আলিঙ্গন করতঃ এইরূপ কহিতে লাগিল যে;—'ইনি যখন ক্রুদ্ধ হইয়া পূর্ব্বে লোকপালচতুষ্টয়কে পরাজিত এবং অপর অসংখ্য শত্রুকে রণমধ্যে নিপাতিত করিয়াছেন, তখন অদ্য ইহাঁর এতাদৃশ রূপ দর্শন করিয়া সেই ভ্রাতৃযুগল রাম ও লক্ষ্মণ নিশ্চয়ই ব্যথিত হইবে। ত্রিলোকিমধ্যে কেহই ইহাঁর সদৃশ বিক্রান্ত বা বলশালী নাই; কারণ ইনিই ত্রিভুবনের সমস্ত রত্ন আহরণ করতঃ ভোগ করিতেছেন।' তাহারা এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে অশোক বনে উপস্থিত হইলে, দশানন ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া বৈদেহীর অভিমুখে ধাবিত হইলেন? হিতবুদ্ধি সুহৃদগণকর্তৃক বারম্বার নিবারিত হইয়াও, তিনি অন্তরীক্ষে রোহিণীর অভিমুখে ধাবিত অঙ্গারকাদি গ্রহের ন্যায় ক্রোধভরে গমন করিতে থাকিলে রাক্ষসীগণকর্তৃক রক্ষ্যমাণা অনিন্দিতা জনকনন্দিনীও সেই খড়্গবরধারী ক্রুদ্ধ বীরকে দেখিতে পাইলেন। জানকী সুহৃদ্‌গণকর্তৃক বারম্বার নিবারিত হইয়াও অনিবর্ত্তিত সেই খড়্গহস্ত রাবণকে দেখিয়া নিরতিশয় ব্যথিত হইলেন এবং দুঃখসহকারে বিলাপ করিতে করিতে কহিলেন;—'যখন এই দুর্ম্মতি ক্রোধভরে আমার দিকে আসিতেছে, তখন বোধ হয় আমি সনাথা হইলেও অদ্য আমাকে অনাথার ন্যায় বধ করিবে। হায়! আমি স্বামীর অনুব্রতা হইলেও এ আমাকে বারম্বার আমার ভার্য্যা হও এইরূপ প্রর্থনা করতঃ প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে; বোধ হয়, আমি অঙ্গীকার না করায় নিরাশ ও ক্রোধবশীভূত হইয়া নিশ্চই আমাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। অথবা সেই নরব্যাঘ্র ভ্রাতৃযুগল রাম ও লক্ষ্মণ আমার নিমিত্ত অদ্য রণমধ্যে নিপতিত হইয়া থাকিবেন; কারণ অসংখ্য প্রহৃষ্ট নিশাচরগণের শুভশংসী সুমহৎ ভৈরব সিংহনাদ শ্রুত হইতেছিল। হা ধিক্! আমার নিমিত্তই সেই রাজকুমার যুগল বিনষ্ট হইলেন। অথবা এই পাপাশয় রৌদ্র নিশাচর পুত্রশোকবশতঃ রামলক্ষ্মণকে বিনাশ না করিয়া আমাকেই বধ করিতে আসিয়াছে। হায়! আমি কি জন্য মারুতির বাক্যানুরূপ কার্য্য করি নাই। আমি যদি রঘুনন্দনকর্তৃক নির্জ্জিত না হই-

ম্নাই হনুমানের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গমন করিতাম, তাহা হইলে, স্বামীর ক্রোড়ে থাকিয়া অদ্য আমাকে এরূপ শোক করিতে হইত না। হায়! একপুত্রা কৌশল্যা যখন পুত্রকে রণমধ্যে নিহত শ্রবণ করিবেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, পুত্র নিহত হইয়াছেন, এই কথা শুনিয়াই তিনি নিরাশ ও জ্ঞানহীন হইয়া তদীয় শ্রাদ্ধ প্রদান করতঃ অগ্নি অথবা জলমধ্যে প্রবেশ করিবেন। হায়! যাহার নিমিত্ত কৌশল্যা এতাদৃশ শোক প্রাপ্ত হইলেন, সেই অসতী পাপীয়সী কুব্জা মন্থরাকে ধিক্!'

চন্দ্র ভিন্ন অন্য গ্রহের অঙ্কগতা রোহিণীর ন্যায় তপস্বিনী জনকনন্দিনীকে এইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া, শুদ্ধব্রত শীল সম্পন্ন ও মেধাবী সুপার্শ্ব নামক অমাত্য অপর সচিবগণকর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণকে কহিলেন;—'হে দশগ্রীব! আপনি বৈশ্রবণের সাক্ষাৎ অনুজসহোদর হইয়াও কি প্রকারে ধর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ বৈদেহীকে বধ করিতে অভিলাষ করিতেছেন? হে বীর রাক্ষসেশ্বর! যথাবিধ ব্রত অবলম্বন করতঃ বেদাদি বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া এবং তদনুরূপ অগ্নিহোত্রাদি স্বকর্ম্মে অনুরক্ত থাকিয়াও, আপনি কি নিমিত্ত স্ত্রীবধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন? মহারাজ! আপনি এই বরবর্ণিনী মৈথিলীকে পরিত্যাগ করিয়া, আমাদিগের সহিত রণমধ্যে সেই রাঘবের উপর ক্রোধ প্রকাশ করুন। রাক্ষসরাজ! অদ্য কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী; অতএব, অদ্য যুদ্ধের আয়োজন করিয়া আগামী কল্য অমাবস্যায় বলপরিবৃত হইয়া বিজয়ার্থ যাত্রা করিবেন। রাজন্! আপনি শূর ধীমান্ এবং মহারথ, অতএব, আমি নিশ্চয় বলিতেছি, আপনি উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ করতঃ খড়্গদ্বারা দাশরথি রামকে বিনাশ করিয়া জনকনন্দিনীকে প্রাপ্ত হইবেন।' বীর্য্যবান্ দুরাশয় রাবণ সুহৃদকর্ত্তৃক নিবেদিত ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য গ্রহণ করতঃ সুহৃদ্গণের সহিত গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পুনর্ব্বার সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন।

চতুর্নবতিতম সর্গ।

পুত্রশোকাভিভূত মহাবল রাবণ ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ দীন ও দুঃখিতভাবে সভামধ্যে প্রবেশ করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে সেই বলমুখ্য নিশাচরগণকে কহিলেন;—'অদ্য তোমরা সকলে অবশিষ্ট রথ পদাতি, হস্তী ও অশ্ব সকলের সহিত সমরে নির্গত হও। অম্বুদগণের বারিবর্ষণের ন্যায় অদ্য তোমরা হৃষ্টান্তঃকরণে রণমধ্যে শরবর্ষণ করতঃ একমাত্র রামকেই বধ করিতে চেষ্টা কর। অথবা, আমিই তোমাদিগের সহিত আগামী কল্য মহাসমরে তীক্ষ্ণ শরসমূহ দ্বারা সকলের সম্মুখে রামেকে বিনাশ করিয়া ফেলিব।'

রাক্ষসগণ রাক্ষসেন্দ্র রাবণের এই কথা শুনিয়া রথারোহণ করতঃ চতুরঙ্গিণী সেনায় পরিবৃত হইয়া নির্গত হইল এবং বানরগণকে লক্ষ্য করিয়া শরীরান্তকারী পরিঘ, পট্টিশ, পরশু, শর ও খড়্গ সকল ক্ষেপণ করিতে লাগিল। বানরগণও রাক্ষসগণের প্রতি দ্রুম ও শৈল সকল ক্ষেপণ করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে সূর্য্যোদয় হইতে রাক্ষস ও বানরগণের ভয়ঙ্কর তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তৎকালে, বানর ও রাক্ষসগণ বিচিত্র গদা, প্রাস, পরশু ও খড়্গ সকল দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে থাকিলে, সেই রণভূমির অদ্ভুত সুমহৎ ধূলিপটল কপিরাক্ষসগণের শরীর হইতে বিস্রুত রুধিরধারা দ্বারা উপশান্ত হইল। অপিচ, তাহাদের শরীর হইতে নির্গত শোণিতপ্রবাহ রণভূমিতে নদীর ন্যায় প্রবাহিত হইতে লাগিল; মাতঙ্গ সকল সেই নদীর কূল, ধ্বজ সকল তত্রত্য দ্রুম এবং শর সকল মৎস্যের স্বরূপ হইল। বানরেন্দ্রগণ রুধিরদিগ্ধ হইয়াও বারম্বার লম্ফ প্রদান করতঃ রণমধ্যে নিশাচরগণের ধ্বজ, চর্ম্ম, রথ, অশ্ব ও বহুবিধ প্রহরণ সকলকে ভগ্ন করতঃ সুতীক্ষ্ণ নখ ও দশন দ্বারা রাক্ষসগণের কেশ, কর্ণ, ললাট ও নাসিকা সকল ছেদন করিতে লাগিল। যেরূপ, শকুনকুল ফলিত বৃক্ষের অভিমুখে ধাবিত হয়,

তদ্রূপ এক এক জন রাক্ষসের অভিমুখে শত শত বানর ধাবিত হইল। তদ্দর্শনে, পর্ব্বত-সদৃশ নিশাচরগণ প্রাস, খড়্গ, পরশু ও বৃহৎ গদাদাম দ্বারা ঘোররূপ বানরগণকে নিহত করিতে লাগিল। তখন, সেই মহতী বানর-বাহিনী রাক্ষসগণকর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া, শরণ্য দশরথনন্দন রামের শরণাগত হইল।

অনন্তর, মহাতেজস্বী বীর্য্যবান্ রাম ধনুঃ গ্রহণ করতঃ রাক্ষসসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। যেরূপ দিবাকর ঘোরতর অম্বরালে প্রবিষ্ট হইলে, কেহই তাঁহাকে দেখিতে পায় না, তদ্রূপ ঘোররূপ নিশাচরগণ তৎকালে রণমধ্যে প্রবিষ্ট রঘুনন্দনকে দেখিতে পাইল না; কেবলমাত্র তৎকৃত ঘোরতর দুষ্কর কর্ম্ম সকলই দেখিতে লাগিল। যেরূপ স্পর্শ দ্বারা বন-বায়ুর অনুভব হয়, তদ্রূপ রঘুনন্দনও সৈন্যগণকে বিচলিত এবং মহারথগণকে বিদলিত করতঃ তাহাদিগের দ্বারা অনুমিত হইতে লাগিলেন। নিশাচরগণ রণমধ্যে বল সকলকেই ছিন্ন, ভিন্ন, শরদগ্ধ, শস্ত্রপীড়িত এবং ভগ্ন দেখিতে লাগিল, কিন্তু সেই শীঘ্রকারী রঘুনন্দকে কুত্রাপি দেখিতে পাইল না। যেরূপ লোক সকল ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা ভূতাত্মাকে দেখিতে পায় না, তদ্রূপ রামচন্দ্র সকলের শরীরে শর-প্রহার করিতে থাকিলেও কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। সেই নিশাচরগণ 'এ গজ সৈন্য নষ্ট করিতেছে, এ মহারথগণকে বিনাশ করিতেছে, এ তীক্ষ্ণ শরনিকরদ্বারা বাজি সকলের সহিত পদাতিক সৈন্যগণকে নিহত করিতেছে, এইরূপ রবসহকারে রণমধ্যে রাম-রূপধারী নিশাচরগণকে সাদৃশ্যবশতঃ রাম ভ্রমে আঘাত করিতে লাগিল। পরন্তু, মহাত্মা রাম কর্ত্তৃক গন্ধর্ব্ব নামক পরমাস্ত্রদ্বারা মোহিত হইয়া, তিনি সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে থাকিলেও কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। তাহারা কখন রণমধ্যে সহস্র সহস্র রামকে দেখিতে লাগিল এবং কখন বা দেখিল যে, সেই মহা-সমরে একজনমাত্র রামই অবস্থান করিতেছেন। কোন কোন সময় দেখিল যে সেই মহাত্মা রঘুনন্দনের ধনুর অলাতচক্র প্রতিম কাঞ্চনময়ী কোটিই পরিভ্রমণ করিতেছে কিন্তু রঘুনন্দন দৃষ্ট হইতেছেন না। যেরূপ প্রজাগণ কালচক্র দর্শন করে, তদ্রূপ তাহারা দেখিল যে সেই রণমধ্যে একটি রামরূপ চক্র পরিভ্রমকরতঃ রাক্ষসগণকে বিনাশ করিতেছে; রঘুনন্দনের দেহ সেই চক্রের নাভি, তদীয় বল তাহার জ্বালা, শর সকল আর, কার্ম্মুক নেমি, জ্যাশব্দই তল-নির্ঘোষ, প্রতাপ এবং বুদ্ধি এই উভয় গুণই প্রভা এবং দিব্যাস্ত্রগুণই তাহার পর্য্যন্তস্বরূপ হইয়াছে। এইরূপে একমাত্র রাম প্রাতঃকা-লাবধি দিবসের অষ্টম ভাগের মধ্যে অগ্নি-শিখাসদৃশ শরসমূহদ্বারা কামরূপী নিশাচর-গণের বায়ুর ন্যায় বেগবান্ দশসহস্র রথী, অষ্টাদশ সহস্র সারোহ কুঞ্জর, আরোহীর সহিত চতুর্দ্দশ সহস্র তুরঙ্গ এবং সম্পূর্ণ দুই সহস্র পদাতিক সৈন্যকে যমসদনে প্রেরণ করিলেন। তখন, হতশেষ নিশাচরগণ অশ্ব রথ ও ধ্বজাদিবিহীন হইয়া নিরুৎসাহে লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিল।

তৎকালে, সেই রণভূমি নিহত তুরঙ্গ মাতঙ্গ ও পদাতিগণে আকীর্ণ হওয়ায়, ক্রোধপূর্ণ, মহাত্মা রুদ্রের ক্রীড়াভূমির ন্যায় হইয়া পড়িল। অন্তরীক্ষস্থিত দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণ রামচন্দ্রের সেই কর্ম্মকে সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর, ধর্ম্মাত্মা রাম নিকটবর্ত্তী সুগ্রীব, বিভীষণ, জাম্ববান্, বানরবর হনুমান্ এবং হরিশ্রেষ্ঠ মৈন্দ ও দ্বিবিদকে কহিলেন;—এই দিব্য অস্ত্রবলকে আমার অথবা ত্রিলোচনের বলিলেও হয়।' এইরূপে অস্ত্র ও শস্ত্রবিষয়ে দেবরাজের সমকক্ষ মহাত্মা রঘুনন্দন সেই রাক্ষসরাজবাহিনীকে বিনাশ করতঃ প্রহৃষ্ট দেবগণকর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া গতশ্রম হইলেন।

ইতি চতুর্নবতিতম সর্গ। ৯৪॥

পঞ্চনবতিতম সর্গ।

হতাবশিষ্ট নিশাচরগণ অসংখ্য সারোহ তুরঙ্গ ও মাতঙ্গ, সহস্র সহস্র ধ্বজশোভিত অগ্নিবর্ণ রথ এবং গদাপরিঘযোধী কাঞ্চনধ্বজ-শোভিত অসংখ্য কামরূপী শূর নিশাচরগণকে রাবণ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া রণস্থলে গমন করতঃ অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম কর্ত্তৃক তপ্তকাঞ্চন-ভূষিত প্রদীপ্ত শরসমূহদ্বারা রণমধ্যে নিহত হইতে দেখিয়া এবং বৃদ্ধা ও হতপুত্রা হত-বান্ধবা দীনদশাপন্ন বিধবা রাক্ষসরমণীগণ এই কথা শুনিয়া চিন্তাব্যাকুল হইল এবং সকলেই দুঃখিতান্তঃকরণে সমবেত হইয়া রোদন ও বিলাপ করতঃ কহিতে লাগিল ;— 'হায়! কি অশুভক্ষণেই নির্ণতোদরী করাল বদনা বৃদ্ধা শূর্পনখা বনমধ্যে কন্দর্পের ন্যায় রূপবান্ রামচন্দ্রকে দেখিয়াছিল!! হায়! যাহাকে দেখিলেই লোকে বধ করিতে অভি-লাষ করে, সেই কুরূপা শূর্পনখা ও সর্ব্বভূত হিতকারী মহাবল সুকুমার রামচন্দ্রকে দেখিয়া তদীয় প্রণয়াভিলাষিণী হইয়াছিল। হায়! সেই রাক্ষসী সর্ব্বগুণবিহীনা দুর্ম্মুখী হইয়াও কি প্রকারে তাদৃশ মহাতেজস্বী গুণবান্ সুমুখ রামকে অভিলাষ করিয়াছিল! হায়! রাক্ষস-গণের দুর্ভাগ্য বশতঃ এবং তাহাদিগের ও খর দূষণের বিনাশের নিমিত্তই জরাজীর্ণা শ্বেত-মূর্দ্ধজা শূর্পণখা রঘুনন্দনের ধর্ষণরূপ এই সর্ব্বলোক বিগর্হিত হাস্য জনক দুষ্কর্ম্ম করিয়া-ছিল। তদীয় বাক্যানুসারে রাক্ষসগণের বধের নিমিত্তই দশানন সীতাকে আনয়ন করতঃ এই সুমহৎ বৈর সংস্থাপন করিয়াছেন। দশানন জনকনন্দিনীকে কোনরূপেই লাভ করিতে পারিবেন না; তাঁহার কেবলমাত্র বলবানের সহিত বৈরতা করাই সার হইল। তিনি যে বৈদেহীকে প্রাপ্ত হইবেন না, একমাত্র রামকর্ত্তৃক নিহত পিতামহের নিকট লব্ধবর বৈদেহীকামুক বিরাধই তাহার পর্য্যাপ্তপ্রমাণ। রামচন্দ্র প্রথমে অগ্নিশিখাসদৃশ শরসমূহদ্বারা জনস্থানে যে ভীমকর্ম্ম চতুর্দ্দশ সহস্র নিশাচর এবং খর দূষণ ও ত্রিশিরাকে নিহত করিয়াছেন, ইহাই তাহার পর্য্যাপ্তপ্রমাণ। যোজনপরি-মিত বাহুযুগলসমন্বিত রুধিরাশন কবন্ধ যে ক্রোধভরে সিংহনাদ করিতে করিতে নিহত হইয়াছে, রামচন্দ্রের পুরুষোত্তমত্ব পক্ষে তাহাই পর্য্যাপ্তপ্রমাণ। রামচন্দ্রকর্ত্তৃক যে বলশালী মেঘসদৃশ দেবরাজনন্দন বালী নিহত হইয়াছে, তাহাই তাহার পর্য্যাপ্তপ্রমাণ। তিনি যে, ঋষ্যমূক পর্ব্বতে থাকিয়া দীনভাবাপন্ন ভগ্নমনোরথ সুগ্রীবকে রাজ্য প্রদান করিয়াছেন, ইহাই তাহার পর্য্যাপ্তপ্রমাণ হায়! বিভীষণ রাক্ষসগণের হিতসাধনবাসনায় ধর্ম্মার্থসমন্বিত যুক্তিযুক্ত বাক্য বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা রাক্ষসরাজের অভিমত হয় নাই। যদি, ধনদ-কনিষ্ঠ দশানন বিভীষণের বাক্যানুসারে কার্য্য করিতেন, তাহা হইলে এই দুঃখসমাকুলা সমগ্রা লঙ্কানগরী কখনই শ্মশানভূমির ন্যায় হইত না। হায়! রামকর্ত্তৃক মহাবল কুম্ভকর্ণ এবং লক্ষ্মণকর্ত্তৃক অতিকায় ও প্রিয়পুত্র ইন্দ্র-জিৎকে নিহত শ্রবণ করিয়াও কি রাবণ রাম-চন্দ্রের পরাক্রম অবগত হইতে পারেন নাই? প্রথমতঃ হনুমান্‌কর্ত্তৃক লাঙ্গুলাগ্নিদ্বারা লঙ্কান-গরীকে দগ্ধ ও কুমার অক্ষকে নিহত দেখি-য়াও কি তাঁহার জ্ঞানোদয় হইল না? হায়! 'আমার পুত্র, আমার ভ্রাতা, আমার ভর্ত্তা, রণমধ্যে নিহত হইয়াছে, প্রতিগৃহেই রাক্ষস-রমণীগণের এইরূপ রোদন ধ্বনি শ্রুত হই-তেছে। সহস্র সহস্র রথী সাদী মাতঙ্গারূঢ় ও পদাতিকগণ শূর রামকর্ত্তৃক রণমধ্যে নিহত হইয়াছে। বোধ হয়, রুদ্র বিষ্ণু দেবরাজ ইন্দ্র অথবা স্বয়ং যমই রামরূপ ধারণ করতঃ রণমধ্যে আমাদিগের বিনাশ সাধন করিতেছেন। হায়! রামচন্দ্রকর্ত্তৃক বীরগণ নিহত হওয়ায়, আমরা জীবনাশায় নিরাশ হইয়া এবং ভয়ের অন্ত না দেখিয়াই এরূপ বিলাপ করিতেছি। শূরবর দশগ্রীব ব্রহ্মার নিকট সুমহৎ বর লাভ করি-য়াছেন; সেই গর্ব্বেই রাম হইতে তাঁহার যে মহাঘোর ভয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা জানিতে পারিতেছেন না। যখন, রামচন্দ্র তদীয় বধে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তখন দেবতা গন্ধর্ব্ব পিশাচ অথবা রাক্ষসগণের মধ্যে কেহই তাঁহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না। প্রতি

সংগ্রামেই রাবণপক্ষে দুর্নিমিত্ত সকল দৃষ্ট হইতেছে এবং মাল্যবান্‌প্রভৃতি বৃদ্ধগণও রঘুনন্দন কর্তৃক দশাননের নিধনবিবরণ প্রকটন করিতেছেন। পূর্ব্বে পিতামহ প্রীত হইয়া দশাননকে দেবদানব ও রাক্ষসগণ হইতে অভয়রূপ বর প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু তৎকালে রাবণ মনুষ্যের কোন কথা উল্লেখ করেন নাই। অধুনা, রাক্ষসকুল এবং দশগ্রীবের জীবন নাশ করিবার নিমিত্তই যে, সেই এই মনুষ্য উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা শুনিয়াছি, বরদানসমুদ্ধত বলশালী রাক্ষস দশাননকর্তৃক পরিপীড়িত হইয়া সুরগণ প্রদীপ্ত তপস্যা দ্বারা পিতামহের উপাসনা করিলে, মহাত্মা প্রজাপতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাদের হিতের নিমিত্ত এই সুমহৎ বাক্য বলিয়াছিলেন;—"অদ্য হইতে দানব ও রাক্ষসগণ ভয়বিহ্বল হইয়া ত্রিভুবনমধ্যে বিচরণ করিতে থাকিবে।" অনন্তর, ইন্দ্রাদি দেবগণ সমবেত হইয়া ত্রিপুরহর মহাদেবের উপাসনা করিলে, তিনি কহিয়াছিলেন;—"রাক্ষসগণের ক্ষয়কারিণী কোন কামিনী উৎপন্ন হইবে।" যেমন, পূর্ব্বে ক্ষুদ্ব্যথা নাম্নী কামিনী দেবগণকর্তৃক নিয়োজিত হইয়া দানবগণকে ভক্ষণ করিয়াছিল, বোধ হয় এই রাক্ষসনাশিনী সীতাও সেইরূপে দেবগণকর্তৃক নিযুক্ত হইয়া আমাদিগকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্তই জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। হায়! দুর্ম্মতি দুর্ব্বিনীত রাবণের দুর্নীতিবশতঃই এই ঘোরতর শোক সমন্বিত বিনাশ উপস্থিত হইয়াছে। হায়! যেরূপ যুগক্ষয়সময়ে কালকর্তৃক উপবিষ্ট জীবগণকে কেহই রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ আমরা রাঘবকর্তৃক উপসৃষ্ট হইয়া এরূপ কাহাকেও দেখিতেছি না যে, আমাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। হায়! বনমধ্যে দাবাগ্নিবেষ্টিত করেণুগণের ন্যায় আমরা এই মহৎ ভয়ে পতিত হইয়া কাহাকেই রক্ষক দেখিতেছি না। হায়! যাহা হইতে আমাদিগের এই ভয় উপস্থিত হইয়াছে, মহাত্মা পৌলস্ত্য বিভীষণ যথাসময়েই তাহার শরণাগত হইয়াছেন।' ভয়ভার পীড়িত শোকার্ত্ত রাক্ষসরমণীগণ এইরূপ বিলাপ করতঃ পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে নিদারুণ রোদন করিতে লাগিল।

ইতি পঞ্চনবতিতম সর্গ॥ ৯৫॥

ষণ্ণবতিতম সর্গ।

ভীমদর্শন দশানন প্রতিগৃহে রাক্ষস রমণীগণের এইরূপ তুমুল সকরুণ আর্ত্তরব শ্রবণ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাসসহকারে মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করতঃ নিরতিশয় ক্রোধপরতন্ত্র হইলেন। সেই বীর রাক্ষসেশ্বর ক্রোধে লোহিতলোচন হইয়া দশনদ্বারা অধর দংশন করতঃ মূর্ত্তিমান্ কালানলের ন্যায় রাক্ষসগণেরও দুর্দ্দর্শ হইয়া উঠিলেন। অনন্তর, যেন চক্ষুর্দ্বারা সর্ব্বভূতকে দগ্ধ করিবার অভিপ্রায়েই ক্রোধাস্ফুটস্বরে সমীপস্থ মহোদর, মহাপার্শ্ব ও বিরূপাক্ষপ্রভৃতি নিশাচরগণকে কহিলেন;—'আমার আদেশ অনুসারে শীঘ্র সৈন্যগণকে নির্গত হইতে বল।'

তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভয়পীড়িত নিশাচরগণ রাজশাসনানুসারে নির্ভয় নিশাচরসৈন্যগণকে সত্বর হইতে কহিল। ভীমদর্শন রাক্ষসগণও 'তথাস্তু' বলিয়া, মাঙ্গলিক স্বস্ত্যয়নের পর সমরাভিমুখে নির্গত হইল। অনন্ত মহারথগণ ও কৃতাঞ্জলিপুটে দশাননকে যথাবিধি পূজা করতঃ তদীয় বিজয়কামনায় প্রস্থিত হইল। অনন্তর, ক্রোধ মূর্চ্ছিত রাবণ হাসিতে হাসিতে নিশাচর মহোদর মহাপার্শ্ব ও বিরূপাক্ষকে কহিলেন;—'অদ্য আমি যুগান্তকালীন আদিত্যের ন্যায় ধনুর্ম্মুক্ত শরসমূহ দ্বারা রাম ও লক্ষ্মণকে যমনিকেতনে প্রেরণ করিব। অদ্য শত্রুগণকে বধ করিয়া খর, কুম্ভকর্ণ, প্রহস্ত এবং ইন্দ্রজিতের বধের প্রতিশোধ লইব। অদ্য মদীয় বাণরূপ জলদজালে পরিবৃত হইয়া অন্তরীক্ষ, দিক্, আকাশ অথবা সাগর কিছুই প্রকাশিত হইবে না। অদ্য এই ধনুঃ এবং সুপত্র শরনিকর দ্বারা ভাগক্রমে বানরযূথপতিগণকে বধ করিব। অদ্য পবনবেগ

রথে আরূঢ় হইয়া ধনুরূপ সমুদ্র হইতে উদ্ভূত শররূপ উর্ম্মিসমূহ দ্বারা বানর সৈন্য-গণকে মথিত করিব। অদ্য আমি মাতঙ্গ-সদৃশ হইয়া কেশররূপ রোমরাজিবিরাজিত এবং মুখরূপ বিকচবারিরুহসমন্বিত বানররূপ দীর্ঘিকা সকলকে প্রমথিত করিব। অদ্য রণস্থলে বানরগণের শরসমন্বিত বদন সকল সনাল মৃণালিনীর ন্যায় বসুমতীকে শোভিত করিবে। অদ্য এক এক বাণে রণদুর্দম ক্রমযোধী শত শত বানরকে বিনাশ করিব। যে রমণীগণের ভ্রাতা ভর্ত্তা অথবা তনয়গণ নিহত হইয়াছে, আমি অদ্য শত্রুগণকে বধ করিয়া তাহাদের অশ্রুমার্জ্জন করিব। অদ্য রণস্থলে মদীয় বাণনির্ভিন্ন প্রকীর্ণ ও গতচেতন বানরগণ দ্বারা বসুন্ধরাকে এরূপ সমাচ্ছাদিত করিব যে, বিশেষ যত্ন না করিলে তাহার মৃত্তিকাতল দেখিতে পাওয়া যাইবে না। কাক গৃধ্র এবং অপর যে সকল মাংসাশী আছে, অদ্য শরাহত শত্রুগণের মাংস দ্বারা তাহাদের সকলকেই পরিতৃপ্ত করিব। শীঘ্র আমার রথ সজ্জিত ও ধনুঃ আনয়ন কর এবং অবশিষ্ট নিশাচরগণ আমার সহিত সমরে প্রস্থিত হউক।'

রাক্ষসরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া, মহাপার্শ্ব বলসকলকে সত্বর করিবার নিমিত্ত সমীপস্থিত বলাধ্যক্ষগণকে আদেশ করিলে, লঘু পরাক্রম বলাধ্যক্ষগণ সমবেত হইয়া লঙ্কানগরীর প্রতি গৃহে পরিভ্রমণ করতঃ নিশাচরগণকে সংবাদ প্রদান করিল। অনন্তর, নানাস্ত্রসজ্জিত বাহু-যুগলসমন্বিত ভীমবদন ভীমদর্শন নিশাচরগণ অসি, পট্টিশ, শূল, গদা, মুষল, হল, তীক্ষ্ণধার শক্তি, সুমহৎ কূট মুদ্গর, বহুবিধ যষ্টি, নিশিত চক্র ও পরশু, ভিন্দিপাল, শতঘ্নী এবং অন্যান্য উত্তম আয়ুধদামের সহিত সিংহনাদ করিতে করিতে নির্গত হইল। তৎপরে, চারিজন বলাধ্যক্ষ রাবণের আদেশ অনুসারে অশ্ব চতুষ্টয়যুক্ত ও শিক্ষিত সারথিকর্ত্তৃক সঞ্চালিত রথ আনয়ন করিলে স্বীয় তেজে দীপ্যমান ভীমদর্শন দশানন তাহাতে আরোহণ করতঃ রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া, সত্ত্ব ও গাম্ভীর্য্য দ্বারা মেদিনীকে বিদীর্ণ করিতে করিতে প্রস্থিত হইলেন। অনন্তর, রাক্ষসরাজের আদেশ অনু-সারে বিজয়াভিলাষী মহাপার্শ্ব মহোদর ও দুর্দ্ধর্ষ বিরূপাক্ষ সিংহনাদ দ্বারা যেন মেদিনীকে বিদীর্ণ করতঃ ঘোররবে প্রস্থিত হইল। এইরূপে কালান্তক যম সদৃশ মহারথ রাক্ষসরাজ রাক্ষস-বলসমূহে পরিবৃত হইয়া ধনুঃ উদ্যত করতঃ প্রস্থিত এবং অশ্বগণকে বেগে সঞ্চালিত করিয়া যে স্থানে রামলক্ষ্মণ অবস্থান করিতে-ছিলেন, সেই দ্বার দিয়া নির্গত হইলেন। সেই সময় প্রভাকর নিষ্প্রভ, দিক্‌সকল ঘোরান্ধকারে আচ্ছন্ন এবং মেদিনী কম্পিত হইল। ঘোর-রূপ বিহঙ্গম ও শিবাগণ অশিব রব করিতে, তুরঙ্গমগণ স্খলিত হইতে এবং পর্য্যন্যদেব রুধির বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তদীয় ধ্বজাগ্রে গৃধ্র নিপতিত হইল এবং কণ্ঠরব ভগ্ন, বদন বিবর্ণ, বামনয়ন স্ফুরিত ও বাম বাহু কম্পিত হইতে লাগিল। রাক্ষসবর দশগ্রীব যুদ্ধার্থ নির্গত হইলে, তদীয় নিধনসূচক এইরূপ দুর্নিমিত্ত সকল প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। উল্কাসকল নির্ঘাতের ন্যায় শব্দ করতঃ অন্তরীক্ষ হইতে পতিত হইল এবং বায়সগণের সহিত মিলিত হইয়া গৃধ্রগণ অশিব শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। পরন্তু, দশানন কাল-প্রেরিতের ন্যায় মোহ বশতঃ আত্মবধের নিমি-ত্তই প্রাদুর্ভূত এইসকল ঘোর উৎপাতের বিষয় কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়াই নির্গত হইলেন। তৎকালে, মহাবল নিশাচরগণের রথশব্দ শ্রবণেই বানর সৈন্যগণও যুদ্ধার্থ সমু-দ্যত হইল।

অনন্তর পরস্পর আহ্বানকারী বিজয়া-ভিলাষী ক্রুদ্ধ নিশাচর ও বানরগণের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তখন, দশানন ক্রুদ্ধ হইয়া কাঞ্চন ভূষিত শরনিকরদ্বারা বানরসৈন্য-গণকে নিহত করিতে লাগিলেন। তাহাদের কাহার মস্তক ছেদিত, কাহার হৃদয় বিদারিত, কাহার কর্ণ ছিন্ন এবং কাহার বা পার্শ্ব বিদীর্ণ হইল। কেহ ছিন্নমস্তক ও কেহ চক্ষুর্ব্বিহীন হইল এবং কেহ বা শ্বাসবিহীন হইয়া পড়িল। তৎকালে, দশানন ক্রোধভরে লোচন যুগল

-রিবর্ত্তিত করতঃ রথ সঞ্চালন করিয়া যে যে স্থানে গমন করিতে লাগিলেন, সেই সেই স্থানের বানরগণই তাঁহার শরবেগ সহ্য করিতে সমর্থ হইল না।

ইতি ষণ্ণবতিতম সর্গ॥ ৯৬॥

সপ্তনবতিতম সর্গ।

এইরূপে দশগ্রীবকর্তৃক শরসমূহদ্বারা কৃত্তগাত্র বানরগণে রণভূমি সমাকীর্ণ হইয়া পড়িল। যেরূপ, পতঙ্গগণ প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা সহ্য করিতে পারে না, তদ্রূপ কোন দিকের বানরগণই দশাননের শর সম্পাত সহ্য করিতে সমর্থ হইল না। অগ্নি শিখা সকলের মধ্যে প্রবিষ্ট দহ্যমান্ গজগণের ন্যায় শাণিত বাণনিবহদ্বারা অর্দ্দিত সেই বানরগণও চীৎকার করিতে করিতে বিদ্রুত হইল। যেরূপ, মারুত মহতী মেঘমালাকে অন্তর্হিত করিয়া থাকেন, তদ্রূপ রাক্ষসরাজও শরসমূহদ্বারা বানরগণকে বিধমিত করতঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

রাক্ষসেন্দ্র বেগ সহকারে বানরসৈন্যগণকে উৎপীড়িত করতঃ সত্বর গমনে রণমধ্যস্থিত রাঘবকে দেখিতে পাইলেন! এদিকে, সুগ্রীবও বানরগণকে রণমধ্যে ভগ্ন ও বিদ্রাবিত দেখিয়া সুষেণকে গুল্মে সংস্থাপিত করতঃ রণমধ্যে গমন করিবার অভিলাষ করিলেন। অনন্তর আপনার সদৃশ সেই বীর বানরকে স্বীয় গুল্মে রাখিয়া দ্রুমহস্তে শত্রুর অভিমুখে ধাবিত হইলেন। অপরাপর যূথপতিগণ সুমহৎ শৈলশৃঙ্গ ও বিবিধ বৃক্ষ গ্রহণ করতঃ তাঁহার পার্শ্ব ও পৃষ্ঠভাগ আশ্রয় করিয়া গমন করিতে লাগিল। সেই রণমধ্যে মহাবল বানর রাজ সুমহত সিংহনাদ করতঃ রাক্ষসগণকে পোথিত এবং তাহাদের সেনাপতিগণকে বিমথিত করিতে লাগিলেন। যেরূপ সমীরণ যুগান্তসময়ে প্রবৃদ্ধ পাদপদামকে বিদলিত করেন, তদ্রূপ হরীশ্বর মহাকায় রাক্ষসগণকে মর্দ্দিত করতঃ, পর্জ্জন্য যেরূপ কাননমধ্যে বিহঙ্গমগণের উপর শিলা বর্ষণকরিয়া থাকেন, তদ্রূপ রাক্ষসসৈন্যগণের উপর প্রস্তর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে, নিশাচরগণ বানররাজকর্তৃক বিমুক্ত শিলা ও বৃক্ষ সকলদ্বারা বিকীর্ণমস্তক হইয়া বিকীর্ণ পর্ব্বত সকলের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল।

এইরূপে সুগ্রীবকর্তৃক সর্ব্বতোভাবে ক্ষীয়মাণ রাক্ষসগণ ভগ্ন আর্ত্তরবসহকারে পতিত হইতেছে দেখিয়া, বিপুলধনুর্ধারী ঘোররব রাক্ষস বিরূপাক্ষ স্বীয় নাম উচ্চারণ করতঃ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, গজস্কন্ধে আরোহণ করিল। মহাবল বিরূপাক্ষ মাতঙ্গের উপর আরোহণ করিয়াই বজ্রপাতশব্দের ন্যায় ভয়ঙ্কর সিংহনাদ করতঃ বানরগণের অভিমুখে ধাবিত হইল এবং সেনামুখে অবস্থিত সুগ্রীবের প্রতি ঘোরতর শরক্ষেপণ করতঃ উদ্বিগ্ন নিশাচরগণকে প্রহর্ষিত ও সংস্থাপিত করিল। বানররাজও সেই রাক্ষসকর্তৃক শাণিত বাণনিচয় দ্বারা অতিবিদ্ধ হইয়া ক্রোধভরে বারম্বার আক্রোশ প্রকাশ করতঃ তাহাকে বধ করিতে অভিলাষী হইলেন। অনন্তর, শূর সমরবিশারদ বানরবর সুগ্রীব একটি বৃক্ষ উৎপাটন করতঃ অভিদ্রুত হইয়া তদীয় মহামাতঙ্গের উত্তমাঙ্গে আঘাত করিলেন। তখন, সেই মহাগজ সুগ্রীবের প্রহারে নিতান্ত অভিহত হইয়া ধনুমাত্র অপসৃত হইল এবং আর্ত্তনাদ সহকারে বসিয়া পড়িলে, বীর্য্যবান্ নিশাচর বিরূপাক্ষ সত্বর লম্ফ প্রদান করতঃ উন্মথিত মাতঙ্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া অরাতি বানররাজের অভিমুখে ধাবিত হইল। সেই লঘুবিক্রম বীর আর্ষভ চর্ম্ম এবং খড়্গ গ্রহণ করতঃ সম্মুখে অবস্থিত সুগ্রীবকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইল। তদ্দর্শনে বানররাজও ক্রুদ্ধ হইয়া জলদসদৃশী বিপুলা শিলা গ্রহণ করতঃ বিরূপাক্ষের প্রতি নিক্ষেপ করিলে, সেই বিপুল বিক্রম রাক্ষসপুঙ্গবও শিলাকে আপতিত হইতে দেখিয়াই কোনরূপে তাহা হইতে অপগত হইয়া সুগ্রীবকে খড়্গদ্বারা আঘাত করিল। বানররাজ বলশালী নিশাচরের তাদৃশ খড়্গ প্রহারে আহত হইয়া ক্ষণকালের নিমিত্ত সংজ্ঞাবিহীন ও ভূতলে পতিত হইলেন। অনন্তর, সহসা

উত্থিত হইয়াই মুষ্টি সম্বর্দ্ধিত করতঃ সেই মহাসমরে রাক্ষস বিরূপাক্ষের বক্ষঃস্থলে পাতিত করিলেন। নিশাচর বিরূপাক্ষ সেই মুষ্টিপ্রহারে অভিহত হওয়ায়, নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সেনাগণের সম্মুখেই খড়্গপ্রহারে বানরবর সুগ্রীবের কবচ পাতিত করিলে, তিনি পদদ্বয় আকুঞ্চিত করতঃ ভূতলে পতিত হইলেন এবং ক্ষণকাল পরেই উত্থিত হইয়া অশনির ন্যায় ভীমরবে বিরূপাক্ষকে তলপ্রহার করিলেন। পরন্তু, সেই নিশাচর নিপুণতাসহকারে সুগ্রীব কর্ত্তৃক সমুদ্যত তলপ্রহার হইতে আপনাকে মুক্ত করতঃ বানররাজের বক্ষঃস্থলে মুষ্টিপ্রহার করিল। বানররাজ সুগ্রীব নিশাচর বিরূপাক্ষকে স্বীয় প্রহার হইতে বিমুক্ত দেখিয়া নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তদীয় ছিদ্র অনুসন্ধান করতঃ পুনর্ব্বার ললাটাস্থিতে সুমহৎ তলাঘাত করিলেন। মহেন্দ্রের অশনিপাতসদৃশ সেই তলপ্রহারে নিতান্ত আঘাতিত হইয়া, বিরূপাক্ষ প্রস্রবণবিনির্গত স্রোত সকলের ন্যায় শোণিত বমন করিতে করিতে রুধিরদিগ্ধদেহে ভূতলে পতিত হইল। তখন, বানরগণ ক্রোধভরে সফেন রুধিরে পরিপ্লুত ও সমধিক বিরূপাক্ষকৃত বিরূপাক্ষের নিকটস্থ হইয়া দেখিল;— তাঁহার ঘূর্ণায়মান নয়নযুগল স্পন্দিত হইতেছে এবং সেই বীর রুধিরদিগ্ধ হইয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করতঃ করুণস্বরে নিনাদ করিতেছে। তৎকালে, রাক্ষস ও বানরগণের সমরার্থ সম্মুখবস্থিত তরস্বী ও ভীমরূপ অর্ণবসদৃশ বলযুগল ভগ্নসেতু সাগরযুগলের ন্যায় তুমুল শব্দ করিতে লাগিল। অপিচ, বানররাজকর্ত্তৃক মহাবল বিরূপাক্ষকে নিহত দেখিয়া, কপি রাক্ষসগণের সমগ্র সৈন্য উদ্বেল জাহ্নবী সলিলের ন্যায় হইয়া পড়িল।

ইতি সপ্তনবতিতম সর্গ॥ ৯৭॥

অষ্টনবতিতম সর্গ।

তৎকালে, সেই মহাসমরে উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ পরস্পর হন্যমান হইয়া নিদাঘকালীন ক্ষীণতর সরোবরের ন্যায় হইয়া পড়িল। এদিকে স্বীয় সৈন্যগণের ক্ষয় এবং বিরূপাক্ষের বিনাশ দর্শনে রাক্ষসরাজ রাবণ দ্বিগুণতর ক্রুদ্ধ হইলেন। দশানন বানরগণকর্ত্তৃক স্বীয় সৈন্যগণের নিধন রূপ দৈববিপর্য্যয় দর্শনে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া সমীপস্থিত মহোদরকে কহিলেন;— 'হে মহাবাহো! অধুনা তুমিই আমার জয়লাভের একমাত্র আশাস্পদ হইয়াছ; অতএব, শত্রুনিধনে যত্নবান্ হও। হে বীর! ভর্ত্তৃপিণ্ড পরিশোধের এই সময় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব সমরে প্রবৃত্ত হইয়া, পরাক্রম প্রদর্শন করতঃ শত্রুসৈন্যগণকে বিনাশ কর।'

রাক্ষসরাজ এই কথা বলিলে, রাক্ষসেন্দ্র মহোদর 'তথাস্তু' বলিয়া যেরূপ পতঙ্গ অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিল। অনন্তর, সেই মহাবল ভর্ত্তৃবাক্য এবং স্বীয় বীর্য্য দ্বারা উদ্রিক্ত ও সমধিক তেজঃশালী হইয়া বানরগণকে মর্দ্দন করিতে আরম্ভ করিল। মহাবল বানরগণও বিপুল শিলা গ্রহণ করতঃ ভয়ঙ্কর শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া রাক্ষসগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। সেই মহাসমরে মহোদর নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, কাঞ্চনভূষিত শরসমূহদ্বারা বানরগণের পাণি পাদ ও উরু ছেদন করিতে থাকিলে, রণমধ্যে নিশাচরনিচয় কর্ত্তৃক অর্দ্দিত বানরবৃন্দ দশদিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল এবং কেহ বা সুগ্রীবের শরণাগত হইল। তখন, মহাতেজা বানররাজ সুগ্রীব মহতী বানরবাহিনীকে রণমধ্যে ভগ্ন দেখিয়া, মহোদরের অভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং পর্ব্বতসদৃশী মহতী বিপুল শিলা গ্রহণ করতঃ তদীয় বধাভিলাষে ক্ষেপণ করিলেন। পরন্তু, মহোদর সেই শিলাকে সহসা আপতিত হইতে দেখিয়াই অসম্ভ্রান্তচিত্তে বাণদ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলে, নিশাচরকর্ত্তৃক শরসমূহদ্বারা সহস্রধা ছেদিত সেই শিলা আকুল গৃধ্রচক্রের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। শিলা ছেদিত হইল দেখিয়া, পরবলনিসূদন শূর সুগ্রীব নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং একটি শালবৃক্ষ উৎপাটন করতঃ রণমধ্যস্থিত রাক্ষসের প্রতি নিক্ষেপ করতঃ ক্রোধভরে নখ দ্বারা তাহাকে বি-

পতি

বিদারণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, একটি ভূপতিত উগ্রবেগ প্রদীপ্ত পরিঘ দর্শন করতঃ সত্বর গ্রহণ ও নিশাচরকে প্রদর্শন করিয়া তদ্দ্বারা তদীয় তুরঙ্গমচতুষ্টয়কে নিপাতিত করিলে, রাক্ষস মহোদর লম্ফ প্রদানে সেই হয়বিহীন মহারথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ক্রোধভরে একটী গদা গ্রহণ করিল। তৎকালে, বিদ্যুদ্বিলাসিত জলদযুগল ও গোবৃষযুগসদৃশ সেই গদাপরিঘহস্ত বীরযুগল সিংহনাদসহকারে পরস্পর সমরাসক্ত হইলেন। নিশাচর মহোদর ক্রোধভরে সুগ্রীবকে লক্ষ্য করিয়া প্রভাকরসদৃশ প্রদীপ্ত গদা ক্ষেপণ করিলে, ক্রোধে লোহিত লোচন মহাবল বানররাজ সুগ্রীব গদা আপতিত হইতেছে দেখিয়াই, পরিঘ উদ্যত করতঃ তদীয় গদার উপর আঘাত করিলেন; পরন্তু, সেই পরিঘ গদার আঘাতে ভগ্ন হইল এবং গদাও ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর, তেজস্বী সুগ্রীব ভূতল হইতে চতুর্দ্দিকে সুবর্ণভূষিত একটি ঘোররূপ আয়স মুষল গ্রহণ ও উদ্যত করতঃ ক্ষেপণ করিলেন। তদ্দর্শনে মহোদরও অপর একটি গদা ক্ষেপণ করিলে, উভয়ে পরস্পর সমাসক্ত হইয়া ভগ্ন ধরণীতলে পতিত হইল। এইরূপে প্রদীপ্ত হুতাশনসদৃশ তেজোবলসমন্বিত সেই ভগ্নপ্রহরণ বীরযুগল মুষ্টিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরকে আঘাত করতঃ বারম্বার সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তৎকালে, সেই শত্রুতাপন বীরযুগল উভয়ে উভয়কে তলপ্রহার করতঃ ভূতলে পতিত হইতে এবং সত্বর উৎপতিত হইয়া, পরস্পরকে প্রহার ও দূরে ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। পরন্তু, এইরূপ বহুক্ষণ বাহুযুদ্ধে কেহই পরাজিত না হওয়ায়, উভয়েই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন।

অনন্তর, মহাবেগ নিশাচর মহোদর চর্ম্মের সহিত একটি নিকটস্থিত খড়্গ গ্রহণ করিলে, বেগশালীপ্রবর বানরবর সুগ্রীবও চর্ম্মের সহিত ভূতলে পতিত একটি সুমহৎ খড়্গ গ্রহণ করিলেন। তৎপরে, রণমত্ত ও শস্ত্রবিশারদ সেই দুই বীর ক্রোধভরে অসি সমুদ্যত করতঃ সিংহনাদসহকারে পরস্পরের প্রতি ধাবিত হইয়া জয়াভিলাষে সত্বর দক্ষিণমণ্ডলে বিচরণকরতঃ পরস্পরকে আক্রমণ করিলেন। সেই সময় বীর্য্যশ্লাঘী মহাবেগ দুর্ম্মতি মহোদর বানররাজের বিপুল চর্ম্মে খড়্গ প্রহার করিলে, সেই খড়্গ চর্ম্মমধ্যে সংলগ্ন হওয়ায়, সে যেমন তাহা আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল, সেই অবসরে হরীশ্বর কুণ্ডলশোভিত ও শিরস্ত্রাণ সমন্বিত তদীয় মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন, তাহার ছিন্ন মস্তককে ধরণীতলে পতিত হইতে দেখিয়াই, রাক্ষসেন্দ্রের সৈন্যগণ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। মহোদর নিহত হইলে, বানরগণের সহিত বানররাজ আনন্দিত, দশানন রুষ্ট এবং রঘুনন্দন হৃষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। রাক্ষসগণ ভয়ে বিহ্বল হইল এবং বিষণ্ণবদনে ও দীনমনে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

এইরূপে মহাগিরির শীর্ণ একদেশের ন্যায় মহোদরকে ভূতলে পাতিত করতঃ বিজয়ী সূর্য্যনন্দন বানরেন্দ্র সুগ্রীব স্বীয় তেজোদ্বারা দুরাধর্ষ দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন, নভোগত দেবতা, সিদ্ধ ও যক্ষগণ এবং ভূতলস্থিত সকল প্রাণই হর্ষাকুলনেত্রে রণমধ্যস্থিত সেই বীরকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

ইতি অষ্টনবতিতম সর্গ ॥ ৯৮ ॥

নবনবতিতম সর্গ।

সুগ্রীবকর্ত্তৃক মহোদরকে নিহত দেখিয়া, মহাবল নিশাচর মহাপার্শ্ব ক্রোধে লোহিতলোচন হইয়া উঠিল এবং শরসমূহদ্বারা অঙ্গদের ভীমরূপ সৈন্যগণকে উৎপীড়িত করিতে আরম্ভ করিল। যেরূপ সমীরণ বৃন্ত হইতে ফল সকলকে পাতিত করেন, তদ্রূপ মহাপার্শ্বও বানরযূথপতিগণের উত্তমাঙ্গ সকলকে পাতিত করিতে লাগিল। সেই নিশাচর শরসমূহদ্বারা কাহার বাহু ছেদন এবং কাহারও পার্শ্ব বিদারণ করিল। এইরূপে বানরগণ মহাপার্শ্বের বাণবর্ষণে নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়া বিষণ্ণ হইল এবং কার্য্যাকার্য্যবিবেকবিহীন হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

তখন, মহাবেগ বানরশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ বলসহকারে রাক্ষসকর্ত্তৃক অর্দ্দিত ও উদ্বিগ্ন দেখিয়া পর্ব্বকালীন সমুদ্রের ন্যায় বেগ অবলম্বন করতঃ সূর্য্যরশ্মির ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট একটি আয়স পরিঘ গ্রহণ করিয়া মহাপার্শ্বের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই প্রহারে মহাপার্শ্ব সংজ্ঞাবিহীন হইয়া সারথির সহিত ভূতলে পতিত হইলে, নীলাঞ্জনচয়সদৃশ মহাবীর্য্য তেজস্বী ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ ক্রোধসহকারে স্বীয় মেঘসদৃশ যূথ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বিশাল শিলা গ্রহণ করতঃ তদীয় অশ্বগণকে নিপাতিত করিয়া দুইটি গিরিশৃঙ্গদ্বারা রথকে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। মহাবল মহাপার্শ্বও মুহূর্ত্তকালমধ্যে সংজ্ঞা লাভ করতঃ অসংখ্য বাণদ্বারা গবাক্ষ এবং অঙ্গদকে পুনর্ব্বার প্রতিবিদ্ধ করতঃ তিন বাণে ঋক্ষরাজ জাম্ববানের স্তনান্তরে আঘাত করিল। তখন, গবাক্ষ ও জাম্ববান্‌কে শরপীড়িত দর্শনে বীর্য্যবান্ বালিনন্দন অঙ্গদ ক্রোধে অধীর হইয়া দুই বাহুদ্বারা সূর্য্যরশ্মির ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট একটি আয়স পরিঘ গ্রহণ করতঃ ভ্রামিত করিয়া দূরস্থিত মহাপার্শ্বের বধাভিলাষে নিক্ষেপ করিলে, বলবান্ বালিনন্দন কর্ত্তৃক ক্ষিপ্ত সেই পরিঘ রাক্ষসের হস্তস্থিত ধনুঃ শর ও শিরস্ত্রাণকে পাতিত করিল। তদ্দর্শনে প্রতাপবান্ অঙ্গদ বেগসহকারে তাহার নিকটস্থ হইয়া ক্রোধভরে তদীয় কুণ্ডলশোভিত কর্ণমূলে তলপ্রহার করিলেন। তাহাতে মহাবেগ মহাদ্যুতি মহাপার্শ্ব নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া এক হস্তদ্বারা একটি গিরিসারময় তৈলধৌত বিমল ও দৃঢ় সুমহৎ পরশু গ্রহণ করতঃ তদ্দ্বারা রোষভরে বালিনন্দনকে আঘাত করিল। পরন্তু, রোষপূর্ণ অঙ্গদ বলসহকারে বামাংশফলকে পাতিত সেই পরশুকে ব্যর্থ করিলেন। অনন্তর, পিতার তুল্য পরাক্রমশালী মর্ম্মজ্ঞ বীরবর অঙ্গদ ক্রোধভরে বজ্রকল্প ও মহেন্দ্রের অশনির ন্যায় কঠোরস্পর্শ মুষ্টি পরিবর্ত্তিত করতঃ নিশাচর মহাপার্শ্বের হৃদয়কে লক্ষ্য করিয়া স্তনসমীপে আঘাত করিলেন। সেই মুষ্টিপ্রহারেই নিশাচরের হৃদয় বিদীর্ণ হইল এবং সে গতজীবিত হইয়া রণমধ্যে ভূতলে পতিত হইল।

এইরূপে মহাপার্শ্ব নিহত ও ভূপতিত হওয়ায়, তদীয় সৈন্যগণ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলে, রাবণ নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। সেই সময় অমররাজের সহিত অমরগণের এবং অঙ্গদের সহিত প্রহৃষ্ট বানরগণের এরূপ তুমুল সিংহনাদসমুত্থিত হইল যে, অট্টালিকা ও গোপুরের সহিত সমগ্রা লঙ্কা নগরীই যেন সেই শব্দে স্ফুটিত হইয়া গেল। ইন্দ্রশত্রু রাক্ষসেন্দ্র রণমধ্যে সুর ও বানরগণের সেই সুমহৎ সিংহনাদ শ্রবণ করতঃ নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার সমরাভিমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ইতি নবনবতিতম সর্গ ॥৯৯

শততম সর্গ।

দুরাসদ মহাপার্শ্ব ও মহোদর এবং মহাবল বীর বিরূপাক্ষ মহাসমরে নিহত হইল দেখিয়া দশানন নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সারথিকে সত্বর করতঃ কহিলেন ;—'আমি অদ্য রাম লক্ষ্মণকে বিনাশ করিয়া অমাত্যগণের নিধন ও পুরীর অবরোধজনিত দুঃখ অপনয়ন করিব। অদ্য আমি সুগ্রীব জাম্ববান্ কুমুদ নল দ্বিবিদ মৈন্দ অঙ্গদ গন্ধমাদন হনুমান সুষেণ ও অপর বানরযূথপতিগণরূপ প্রশাখাসমন্বিত এবং বৈদেহীরূপ পুষ্পফলশোভিত রামরূপ বৃক্ষকে ছেদন করিব।' অতিরথ মহদাশয় রাবণ এই কথা বলিয়াই রথশব্দদ্বারা দশদিক্ অনুনাদিত করতঃ রঘুনন্দনের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তৎকালে, সেই শব্দে নদী গিরি ও কানন সকলের সহিত সমগ্রা বসুন্ধরা পরিপূরিত ও কম্পিত হইল এবং মৃগ ও বিহঙ্গমগণ বিত্রস্ত হইয়া পড়িল। অনন্তর, রাক্ষসরাজ ঘোরতর সুদারুণ তামস অস্ত্র ক্ষেপণ করতঃ বানরগণকে সর্ব্বতোভাবে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা স্বয়ং সেই অস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সুতরাং বানরগণ তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া, ভঙ্গ

দিয়া পলায়ন করিতে থাকিলে, মহীতল হইতে ধূলিপটল সমুত্থিত হইল।

দশানন শরসমূহদ্বারা শত শত সৈন্যকে সন্তাড়িত করিতেছেন দেখিয়া, রামচন্দ্র অগ্রসর হইলে, রাক্ষসশার্দ্দূল রাবণ বানরবাহিনীকে বিদ্রাবিত করতঃ দেখিলেন, পদ্মপলাশসদৃশ বিশাললোচন দীর্ঘবাহু বিষ্ণুর সহিত একত্র অবস্থিতি বাসবের ন্যায় অপরাজিত অরিন্দম রঘুনন্দন স্বীয় সুমহৎ ধনুদ্বারা যেন আকাশকে উদ্ভাসিত করতঃ ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত সম্মুখে অবস্থান করিতেছেন। মহাতেজস্বী রাম ও বলশালী সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ বানরগণকে রণমধ্যে ভগ্ন ও রাবণকে সমাগত দর্শনে হৃষ্টান্তঃকরণে মহাবেগ ও মহানাদসমন্বিত উত্তম ধনুঃগ্রহণ করতঃ যেন মেদিনীকে বিদীর্ণ করিবার অভিপ্রায়েই কম্পিত করিতে লাগিলেন। তৎকালে, রাবণের বাণবর্ষণ ও রাঘবের ধনুর্বিস্ফারণ এই উভয়ের তুমুল শব্দে শত শত রাক্ষস নিপতিত হইল। সেই সময় রাজকুমারযুগলের বাণপথে পতিত রাক্ষসরাজকে চন্দ্র সূর্য্যের সমীপস্থ রাহুগ্রহের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। লক্ষ্মণ শাণিত বাণনিচয়দ্বারা অগ্রেই রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়া, ধনুঃ বিনমিত করতঃ অগ্নিশিখাসদৃশ শর সকল ক্ষেপণ করিলেন পরন্তু, মহাতেজস্বী রাবণ শরসমূহ দ্বারা ধানুষ্কবর লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক বিমুক্ত সেই শর সকলকে আকাশ মধ্যেই নিবারণ করিলেন। সমরবিজয়ী দশানন হস্তলাঘব প্রদর্শন করতঃ সুমিত্রানন্দনের এক দুই বা তিন বাণকে যথাক্রমে এক দুই ও তিন বাণ দ্বারা নিবারণ করিয়া লক্ষ্মণকে অতিক্রম করতঃ রণমধ্যে দ্বিতীয় অচলের ন্যায় অবস্থিত রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন। ক্রোধে লোহিতলোচন দশানন রণস্থলে রামকে প্রাপ্ত হইয়া তদুপরি শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। পরন্তু, রঘুনন্দন রাবণধনুর্ম্মুক্ত সেই শরধারা সকলকে আপতিত হইতে দেখিয়াই তীক্ষ্ণ ভল্ল সকল গ্রহণ করতঃ তদ্দ্বারা দশাননের সেই আশীবিষসদৃশ দীপ্যমান্ মহাঘোর শর সকলকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে, রাম ও রাবণ পরস্পর পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া সুতীক্ষ্ণ বহুবিধ শর সকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পরস্পরে বাণবেগে উৎক্ষিপ্ত হইয়া সব্যদক্ষিণাদি বহুবিধ মণ্ডলে বিচরণ করিতে থাকিলেন, কিন্তু কেহই পরাজিত হইলেন না। যম ও অন্তকসদৃশ সেই রুদ্রমূর্ত্তি বীরযুগল এইরূপে বাণজাল ক্ষেপণ করতঃ যুগপৎ যুদ্ধ করিতে থাকিলে, প্রাণিপুঞ্জ বিত্রস্ত এবং গ্রীষ্মাবসানে বিদ্যুন্মালাবিলাসিত ঘনাবলির ন্যায় তাহাদের বিবিধ বাণাবলি দ্বারা নভোমণ্ডল ব্যাপ্ত হইল। তাঁহাদের গৃধ্রপত্র দ্বারা শোভনপক্ষবিশিষ্ট তীক্ষ্ণাগ্র মহাবেগ শরসমূহ দ্বারা আকাশ ব্যাপ্ত হওয়ায়, বোধ হইতে লাগিল যেন, নভোমণ্ডল গবাক্ষজালে পরিশোভিত হইয়াছে। সমুত্থিত মহামেঘযুগলের ন্যায় সেই দুই বীর দিবাভাগেও শরবর্ষণ দ্বারা নভোমণ্ডলকে মহান্ধকারে আচ্ছন্ন করিলেন। পূর্ব্বে বৃত্র ও বাসবের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তদ্রূপ পরস্পর বধাভিলাষী সেই দুই বীরের অচিন্ত্য ও অদৃষ্টপূর্ব্ব সুমহৎ যুদ্ধ হইতে লাগিল। তাঁহারা উভয়েই যুদ্ধবিশারদ ধানুষ্কপ্রবর ও অস্ত্রজ্ঞগণের অগ্রগণ্য, সুতরাং উভয়ে বিবিধগতিতে বিচরণ করতঃ যে দিকে গমন করিতে লাগিলেন, সেই দিকেই সমীরণসঞ্চালিত মহাসাগরযুগলের ঊর্ম্মিমালার ন্যায় শরোর্ম্মি সকল সমুত্থিত হইল। অনন্তর, বাণগ্রহণে ব্যস্ত লোকরাবণ রাবণ রামচন্দ্রের ললাটদেশকে লক্ষ্য করিয়া নারাচ সকল ক্ষেপণ করিলেন; পরন্তু রঘুনন্দন নীলোৎপলদলের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট ও দশাননের রৌদ্র ধনুঃ হইতে বিমুক্ত সেই নারাচ সকলকে মস্তক দ্বারা ধারণ করিয়াও কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। প্রত্যুত, রৌদ্র অস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিবার নিমিত্ত ক্রোধভরে পুনর্ব্বার শর সকলকে গ্রহণ করতঃ অভিমন্ত্রিত করিলেন। নিরন্তর শরবর্ষণকারী মহাতেজস্বী বীর্য্যবান্ রাম সেই শর সকলকে গ্রহণ করতঃ রাক্ষসেন্দ্রের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। পরন্তু, সেই শর সকল রাক্ষসরাজের মহামেঘসদৃশ দুর্ভেদ্য কবচে পতিত হইয়াও

কিছুমাত্র ব্যথা উৎপাদন করিতে পারিল না। তদ্দর্শনে সর্ব্বাস্ত্রকুশল রঘুনন্দন পরমাস্ত্র দ্বারা পুনর্ব্বার রাক্ষসেন্দ্রের ললাটদেশ বিদ্ধ করিলেন। পরন্তু, সেই বাণ সকল রাবণ-কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া বাণরূপ পরিত্যাগ করতঃ পঞ্চশীর্ষ আশীবিষ হইয়া নিশ্বাসসহকারে ধরণীগর্ভে প্রবেশ করিল।

দশানন রঘুনন্দনের অস্ত্র নিবারণ করতঃ ক্রোধভরে অপর আসুর অস্ত্র সকল প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাতেজস্বী রাবণ ক্রোধে সর্পের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ রামচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া ভয়াবহ লেলিহান ও ব্যাদিত পঞ্চমুখসমন্বিত সিংহমুখ ব্যাঘ্রমুখ কঙ্কমুখ কাকমুখ গৃধ্রমুখ শ্যেনমুখ শৃগালবদন বৃকমুখ খরমুখ বরাহবদন কুক্কুরমুখ কুক্কুটবদন মকরমুখ ও সর্পমুখ প্রভৃতি বাণ এবং অন্যান্য বহুবিধ শাণিত শর ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। পাবকসদৃশ মহাতেজস্বী রঘুনন্দনও সেই আসুর অস্ত্র সকলদ্বারা আবিষ্ট হইয়া আগ্নেয় অস্ত্র প্রাদুর্ভূত করতঃ প্রদীপ্ত অগ্নিমুখ সূর্য্যমুখ গ্রহমুখ নক্ষত্রবদন উল্কামুখ এবং বিদ্যুজ্জিহ্বাসদৃশ অপর বহুবিধ বাণ সকল ক্ষেপণ করিলে, রাবণের ঘোররূপ শর সকল রামাস্ত্রদ্বারা সমাহত হইয়া কতক আকাশে বিলীন হইল এবং কতক বা কিয়ৎ সংখ্যককে বিনাশ করিল।

সুগ্রীবপ্রমুখ কামরূপী বীর বানরগণ অক্লিষ্টকর্ম্মা রঘুনন্দন কর্ত্তৃক রাবণাস্ত্র সকলকে নিবারিত দেখিয়া, রামচন্দ্রকে বেষ্টন করতঃ হৃষ্টান্তঃকরণে সিংহনাদ করিতে লাগিল। এইরূপে মহাত্মা রঘুনন্দন দাশরথি রাম রাবণ বাহুবিনিঃসৃত সেই শর সকলকে নিবারণ করতঃ আনন্দিত হইলেন এবং কপীশ্বরগণ উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিল।

ইতি শততম সর্গ ॥ ১০০ ॥

একাধিক শততমসর্গ।

সেই অস্ত্র সকল বিফল হইল দেখিয়া, রাক্ষসরাজ রাবণ দ্বিগুণতর ক্রুদ্ধ হইয়া, রামচন্দ্রের প্রতি ক্ষেপণ করিবার নিমিত্ত ময়বিনির্ম্মিত অন্য একটি প্রদীপ্ত অস্ত্র প্রয়োগ করিলে, তাঁহার ধনুঃ হইতে যুগক্ষয়কালীন বায়ুগণের ন্যায় প্রদীপ্ত ও বজ্রের ন্যায় সারবান্ তীক্ষ্ণাগ্র শূল গদা মুষল মুদ্গর কূটপাশ ও প্রদীপ্ত অশনিপ্রভৃতি বহুবিধ সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র সকল নির্গত হইতে লাগিল। পরন্তু, অস্ত্রবিদ্গণের অগ্রগণ্য মহাদ্যুতি শ্রীমান্ রাম উৎকৃষ্ট গান্ধর্ব্বাস্ত্রদ্বারা তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাত্মা রঘুনন্দনকর্ত্তৃক সেই অস্ত্র প্রতিহত হইলে, ধীমান্ দশানন ক্রোধে রক্তলোচন হইয়া সৌর অস্ত্র উদীরিত করিলে, তদীয় কার্ম্মুক হইতে এরূপ ভাস্বর চক্র সকল নির্গত হইতে লাগিল যে, প্রদীপ্ত চলনশীল চন্দ্রসূর্য্যপ্রভৃতি গ্রহগণ দ্বারা নভোমণ্ডল যেরূপ আলোকিত হয়, সেই উৎপতিত শরনিকর দ্বারাও গগনতল সেইরূপ উদ্ভাসিত হইল। পরন্তু রঘুনন্দন সেনাগণের সম্মুখে সেই চক্র ও বিচিত্র আয়ুধ সকলকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

রাক্ষসরাজ রাবণ সেই অস্ত্রকে নিবারিত দেখিয়া, দশটি বাণদ্বারা রামচন্দ্রের মর্ম্মস্থান সকল বিদ্ধ করিলেন। পরন্তু মহাতেজস্বী সমরবিজয়ী রঘুনন্দন রাম দশাননের সুমহৎ কার্ম্মুক হইতে বিনির্গত সেই দশ বাণে বিদ্ধ হইয়াও প্রকম্পিত হইলেন না, প্রত্যুত নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া রাক্ষসেশ্বরকে সর্ব্বগাত্রে বিদ্ধ করিলেন। ইত্যবসরে পরবীরবিজয়ী বলশালী মহাদ্যুতি রামানুজ লক্ষ্মণ সাতটি মহাবেগ শর গ্রহণ করতঃ তদ্দ্বারা রাবণের মনুষ্যচিহ্নিত ধ্বজকে অনেকধা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর, সেই মহাবল শ্রীমান্ লক্ষ্মণ রাক্ষসরাজ রাবণের সারথির সমুজ্জ্বল কুণ্ডলযুগলশোভিত মস্তক ছেদন করতঃ পাঁচটি শাণিত বাণ দ্বারা তদীয় করিকরসদৃশ ধনুঃ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই সময় বিভীষণ লম্ফ প্রদান করতঃ গদাদ্বারা রাক্ষসরাজের নীলমেঘ ও পর্ব্বতসদৃশ উত্তম অশ্ব চতুষ্টয়কে বিনাশ করিলেন। তখন, মহাশক্তি প্রতাপবান্ রাক্ষসরাজ হতাশ্ব রথ হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়া ভ্রাতা বিভীষণের উপর নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন

এবং প্রদীপ্ত অশনির ন্যায় একটী শক্তি গ্রহণ করতঃ তদভিমুখে নিক্ষেপ করিলেন। পরন্ত, সেই শক্তি পতিত হইতে না হইতেই লক্ষ্মণ তিনটি বাণ দ্বারা তাহাকে এরূপচ্ছেদন করিলেন যে, সেই কাঞ্চনমালিনী প্রজ্বলিত শক্তি ত্রিধা ছিন্ন হইয়া আকাশচ্যুত মহোল্কার ন্যায় স্ফুলিঙ্গ সকলের সহিত ভূতলে পতিত হইল। তদ্দর্শনে দশানন স্বীয় তেজে দীপ্যমান্ এবং কালেরও দুরাসদ অন্য একটী অমোঘা বিপুলা শক্তি গ্রহণ করিলেন। তৎকালে, মহাতেজস্বী বলশালী দুরাত্মা রাবণকর্ত্তৃক বেগসহকারে ভ্রামিত সেই প্রদীপ্ত অশনির ন্যায় প্রভাশালিনী শক্তি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ইত্যবসরে বীর সুমিত্রানন্দন বিভীষণের প্রাণসংশয় উপস্থিত দেখিয়া, তাঁহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সত্বর সেই শক্তির সম্মুখে আগমন করিলেন এবং ধনুঃ বিনমিত করতঃ শক্তিহস্ত রাবণকে শরবর্ষণদ্বারা বিকীরিত করিলেন। তখন, দশানন মহাত্মা লক্ষ্মণকর্ত্তৃক শরসমূহ দ্বারা বীর্য্যমাণ ও প্রতিহতপরাক্রম হইয়া শক্তি প্রহারে অনভিলাষী হইলেন এবং ভ্রাতা বিভীষণকে সৌমিত্রি কর্ত্তৃক মোক্ষিত দেখিয়া, তদভিমুখে অবস্থান করতঃ কহিলেন ;—'হে বীর্য্যশ্লাঘিন্! ত্বৎকর্ত্তৃক রাক্ষস বিভীষণ মোক্ষিত হইল, কিন্তু সম্প্রতি, উহাকে পরিত্যাগ করিয়া এই শক্তি তোমার উপরেই পাতিত হইতেছে। পরিঘসদৃশ মদীয় বাহু হইতে বিসৃষ্ট এই শত্রু-শোণিতপায়িনী শক্তি তোমার হৃদয় ভেদ করতঃ প্রাণ লইয়া বহির্গত হইবে।' রাক্ষসরাজ এই বলিয়াই ক্রোধসহকারে লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া স্বীয় তেজে প্রদীপ্ত ও অষ্টঘণ্টা-সমন্বিত সেই মহাশব্দ শত্রুঘাতিনী অমোঘ ময়মায়া বিনির্ম্মিতা শক্তিকে ক্ষেপণ করতঃ সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। ভীমবেগে নিক্ষিপ্ত এবং বজ্র ও অশনির ন্যায় শব্দ বিশিষ্ট সেই শক্তিও রণমধ্যস্থিত লক্ষ্মণের অভিমুখে ধাবিত হইল। শক্তি আপতিত হইতেছে দেখিয়াই, রামচন্দ্র শক্তিক্ষেপণের সমকালে কহিলেন ;—'লক্ষ্মণের মঙ্গল হউক এবং এই শক্তি বিফল ও হতোদ্যম হইয়া যাউক।' পরন্ত, ক্রুদ্ধ দশানন কর্ত্তৃক রণমধ্যে নিক্ষিপ্ত আশীবিষসদৃশী ও বাসুকির জিহ্বার ন্যায় দীপ্যমানা সেই শক্তি মহাবেগে নির্ভীক মহাদ্যুতি লক্ষ্মণের বিশাল বক্ষঃস্থলে পতিত ও নিমগ্ন হইল। রাবণের বেগবলে গাঢ়রূপে মগ্ন সেই শক্তিদ্বারা ভিন্ন-হৃদয় হইয়া লক্ষ্মণও ভূতলে পতিত হইলেন।'

মহাতেজস্বী সমীপস্থিত রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে তাদৃশ অবস্থায় পতিত দেখিয়া, ভ্রাতৃস্নেহ-বশতঃ বিষণ্ণহৃদয় হইলেন এবং বাষ্পব্যাকুল-লোচনে মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করতঃ যুগান্তকালীন হুতাশনের ন্যায় নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি লক্ষ্মণকে দর্শন এবং 'এ বিষাদের সময় নহে' এইরূপ বিবেচনা করতঃ রাবণকে বধ করিবার নিমিত্ত সর্ব্বপ্রযত্নে তুমুল যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইলেন। অনন্তর, রণমধ্যস্থিত অচল পন্নগের ন্যায় লক্ষ্মণের নিকট গমন করতঃ দেখিলেন, তাঁহার সর্ব্বশরীর রুধিরে পরিপ্লুত হইয়াছে। কপিশ্রেষ্ঠগণ বলশালী দশাননকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই শক্তিকে উত্তোলন করিতে চেষ্টা করায়, রাক্ষসরাজ শরসমূহদ্বারা তাহাদিগকে এরূপ পীড়িত করিলেন যে, তাহারা কিছুতেই তদুদ্ধরণে সমর্থ হইল না। ইত্যবসরে সেই ভয়াবহা শক্তি লক্ষ্মণের দেহ ভেদ করতঃ ধরণী-গর্ভে প্রবেশ করিতে থাকিলে, বলবান্ রামচন্দ্র ক্রোধভরে করদ্বয়দ্বারা তাহা ধারণ করতঃ আকর্ষণ ও ভগ্ন করিলেন। তিনি যৎকালে সেই শক্তিকে আকর্ষণ করেন, সেই সময় বলশালী দশানন মর্ম্মভেদী শরসকলদ্বারা তাঁহার মর্ম্মস্থান সকল বিদ্ধ করিলেন। পরন্ত, রঘুনন্দন সেই সকল বাণের বিষয় চিন্তা না করিয়াই লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করতঃ মহাকপি সুগ্রীব ও হনুমানকে কহিলেন ;— 'হে বানরশ্রেষ্ঠগণ! এই আমার চিরেপ্সিত বিক্রমের কাল উপস্থিত হইয়াছে, অতএব তোমরা লক্ষ্মণকে বেষ্টন করিয়া অবস্থান ও রক্ষা কর। হে বানরগণ! আমি তোমাদের নিকট এই সত্যপ্রতিজ্ঞা করিতেছি ;— তোমরা এই মুহূর্ত্তেই জগৎকে অরাম অথবা অরাবণ শ্রবণ করিবে। নিদাঘকালে তৃষিত চাতকের বারি

লাভের ন্যায় আমার চিরাকাঙ্ক্ষিত এই পাপাত্মা পাপনিশ্চয় রাবণ উপস্থিত হইয়াছে, অতএব ইহাকে সত্বর বধ করাই কর্ত্তব্য। রাজ্য নাশ, বনবাস, দণ্ডকারণ্যে পরিভ্রমণ, বৈদেহীর ধর্ষণ এবং রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধে যে সকল দুঃখ ও নরকযন্ত্রণার ন্যায় ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াছি, অদ্য রণমধ্যে রাবণকে বিনাশ করিয়া সেই সমস্ত অপনয়ন করিব। আমি যাহার জন্য রণমধ্যে বালিকে বধ করিয়া, সুগ্রীবকে বানররাজ্যে অভিষিক্ত করতঃ এই বানর-সৈন্যগণকে এস্থানে আনয়ন করিয়াছি এবং যাহার জন্য সেতুবন্ধন করিয়া মহাসাগরে পার হইয়াছি, সেই পাপ রাবণ অদ্য আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে। বিনতানন্দনের দৃষ্টিপথে পতিত ভুজঙ্গমের ন্যায় এই রাবণ যখন দৃষ্টিবিষ সর্প সদৃশ আমার নয়নপথে পতিত হইয়াছে, তখন অদ্য আর জীবন রক্ষায় সমর্থ হইবে না। হে দুর্দ্ধর্ষ বানরপুঙ্গবগণ! তোমরা নিরুদ্বেগে পর্ব্বতাগ্রে উপবেশন করিয়া আমার এবং রাবণের যুদ্ধ দর্শন কর। অদ্য পর্ব্বত-গণের সহিত সিদ্ধ পন্নগ ও চারণ প্রভৃতি ত্রিলোকবাসী ভূতগণ এই রামের রামত্ব দর্শন করুক্! অদ্য আমি এরূপ কর্ম্ম করিব যে, যত দিন বসুমতী প্রাণিগণকে ধারণ করিবে, তাবৎকাল দেবগণের সহিত চরাচর লোক সকল তদ্বিষয়ক কথোপকথন করিতে থাকিবে।'

রঘুনন্দন সমাহিত ভাবে এই কথা বলিয়াই সাতটি কাঞ্চনভূষিত শানিত বাণ দ্বারা রণমধ্যস্থিত দশগ্রীবকে আঘাত করিলেন। বারিদ যেরূপ ধারাবর্ষণ করে, তদ্রূপ রাবণও প্রবৃদ্ধ নারাচ এবং মুষলসকল দ্বারা রামচন্দ্রকে অভিবর্ষিত করিলেন। তৎকালে পরস্পর হননকারী রাম রাবণমুক্ত বাণ ও শর সকলের তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। তাঁহাদের দীপ্তাগ্র শরসকল বিকীর্ণ ও বিছিন্ন হইয়া অন্তরীক্ষ হইতে ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। তাঁহারা যে ত্রাস জনক সুমহৎ জ্যাতলশব্দ করিতে লাগিলেন, সকল প্রাণীই আশ্চর্য্যভাবে তাহা দর্শন করিতে লাগিল। পরন্তু, দশানন ধানুষ্কবর মহাত্মা রঘুনন্দন কর্ত্তৃক শরজাল বর্ষণে বিকীর্য্যমাণ ও পরিপীড়িত হইয়া ভয়ে বাতাহত বলাহকের ন্যায় পলায়ন করিলেন।

ইতি একাধিকশততম সর্গ॥ ১০১॥

দ্ব্যধিক শততম সর্গ।

রামচন্দ্র শূরবর ভ্রাতা লক্ষ্মণকে বলশালী দশাননকর্ত্তৃক শক্তিসমাহত ও রুধিরপরিপ্লুত দেখিয়াও, শরসমূহ বর্ষণ করতঃ দুরাত্মা রাবণের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়া সুষেণকে কহিলেন;—'এই বীর লক্ষ্মণ রাবণের বীর্য্যপ্রভাবে ভূতলে পতিত হইয়া, করচরণাদিবিহিন সর্পের ন্যায় চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া, আমার নিরতিশয় শোক উপস্থিত হইতেছে। আমার আর যুদ্ধ করিবার শক্তি নাই; কারণ, প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর এই বীরকে রুধিরপরিপ্লুত দেখিয়া, আমার আত্মা ব্যাকুল হইয়াছে। এই সমর শ্লাঘী শুভলক্ষণ ভ্রাতা যদি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েন, তাহা হইলে সুখভোগ বা জীবন ধারণ করিয়া আমার ফল কি? দুরাত্মা দশাননকর্ত্তৃক আঘাতিত এবং মর্ম্মস্থানে অভিহত ভ্রাতা লক্ষ্মণকে দুঃখার্ত্ত ও বিকৃত শব্দ করিতে দেখিয়া, স্বপ্নাবস্থ মনুষ্যের ন্যায় আমার অঙ্গ সকল অবসন্ন, বীর্য্য লজ্জিত, ধনুঃ হস্ত হইতে পরিভ্রষ্ট, শর সকল বিশীর্ণ নয়নযুগল বাষ্প-পরিপ্লুত এবং চিন্তা ও মরণেচ্ছা পরিবর্দ্ধিত হইতেছে।' রণধূলিতে লুঠ্যমান ভ্রাতা লক্ষ্মণকে পতিত দেখিয়া, রামচন্দ্র আকুলেন্দ্রিয় ও বিষণ্ণ হইয়া পুনর্ব্বার কহিলেন;—'হা! শূর লক্ষ্মণ না থাকিলে, বিজয় লাভকেও প্রিয় বলিয়া বোধ হইবে না, কারণ প্রজাপুঞ্জকে আহ্লাদিত করেন বলিয়া নিশাকরের নাম চন্দ্র হইলেও, তিনি অস্তমিত থাকিয়া, তাহাদিগকে আহ্লাদিত করিতে পারেন না। অথবা, যখন এই ভ্রাতা লক্ষ্মণ হত প্রায় হইয়া রণমধ্যে শয়ন করিয়াছেন, তখন আর যুদ্ধ করিবার আবশ্যক নাই; কারণ, যুদ্ধ অথবা প্রাণ ধারণ করা এই উভয়ই নিষ্প্রয়োজন। আমি বনবাসী হইলে, যেরূপ এই মহাদ্যুতি

আমার অনুগামী হইয়াছিলেন, সেইরূপ আমিও প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ইহাঁর অনুগমন করিব। হায়! বন্ধুজন যাঁহার নিয়ত ইষ্ট এবং যিনি নিয়তই আমার অনুগত ছিলেন, সেই বীরই কূটযোধী নিশাচরগণকর্ত্তৃক ঈদৃশী অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন। প্রতি দেশেই কলত্র এবং বান্ধব লাভ করিতে পারা যায়, কিন্তু সহোদর ভ্রাতা প্রাপ্ত হওয়া যায় এরূপ দেশ দেখিতে পাই না। হে দুর্দ্ধর্ষ! যখন, লক্ষ্মণই নাই, তখন আমার আর রাজ্যে আবশ্যক কি? হায়! আমি কিরূপে পুত্রবৎসলা মাতা সুমিত্রার নিকট লক্ষ্মণের নিধনবার্ত্তা প্রকাশ করিব!! জননী কৌসল্যা এবং মাতা কৈকেয়ীকে কি বলিব এবং সুমিত্রা যে আমাকে তিরস্কার করিবেন, তাহাই বা কিরূপে সহ্য করিব? হায়! মহাবল ভরত অথবা শত্রুঘ্ন আমাকে "লক্ষ্মণ আপনার সহিত বনে গিয়াছিলেন, কিন্তু আপনি তাঁহাকে না লইয়া কিরূপে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন" এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তাহাদিগকে কি প্রত্যুত্তর দিব? হায়! এতাদৃশ বন্ধুবিগর্হণ অপেক্ষা এই স্থানেই প্রাণ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। হায়! আমি জন্মান্তরে এরূপ কি পাপকর্ম্ম করিয়াছিলাম যে, তাহার ফলে আমার এই ধার্ম্মিক ভ্রাতা আমার অগ্রেই নিহত ও পতিত হইলেন। হা নিগ্রহানুগ্রহ সমর্থ শূরবর পুরুষশ্রেষ্ঠ ভ্রাতঃ! তুমি কি জন্য আমাকে পরিত্যাগ করিয়া, একাকীই পরলোকে গমন করিতেছ? হা ভ্রাতঃ! আমি এরূপ বিলাপ করিতেছি, তথাপি তুমি কি নিমিত্ত উঠিয়া আমার সহিত সম্ভাষণ করিতেছ না? একবার উত্থিত হইয়া নয়ন যুগল উন্মীলিত করতঃ আমার অবস্থা অবলোকন কর। হা মহাবাহো! পর্ব্বত অথবা বনপ্রদেশে যখন আমি শোকার্ত্ত বিষণ্ণ বা প্রমত্ত হইতাম, তখন তুমিই আমাকে আশ্বাসিত করিতে।'

রামচন্দ্র শোকে ব্যাকুলেন্দ্রিয় হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতে থাকিলে, সুষেণ তাঁহাকে আশ্বাসিত করতঃ কহিলেন;—হে নরশার্দ্দূল! বৈক্লব্যকারিণী বুদ্ধিকে পরিত্যাগ করুন, লক্ষ্মীবর্দ্ধন লক্ষ্মণ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েন নাই; কারণ, ইহাঁর মুখমণ্ডল বিকৃত বিবর্ণ বা প্রভাবিহীন হয় নাই। হে বীর অরিন্দম বিশাম্পতে! আপনি বিষণ্ণ হইবেন না, আমি নিশ্চয় বলিতেছি, লক্ষ্মণ জীবিত আছেন; কারণ, পরীক্ষা করিয়া দেখুন, ইহাঁর বদনমণ্ডল ও লোচন যুগল যেরূপ সুপ্রসন্ন এবং করতলযুগল পুণ্ডরীকপলাশের ন্যায় যাদৃশ রক্তবর্ণ রহিয়াছে গতাসুগণের এরূপ রূপ দৃষ্ট হয় না। হে বীর! ঐ দেখুন, ভূতলে প্রসুপ্ত স্রস্তগাত্র পুরুষের ন্যায় ইহাঁর মুহুর্ম্মুহু কম্পমান্ হৃদয়ে-দ্বারা অন্তঃশ্বাস প্রকাশিত হইতেছে।' মহাপ্রাজ্ঞ সুষেণ রঘুনন্দনকে এই কথা বলিয়া সমীপস্থিত মহাকপি হনুমান্কে কহিলেন;—'হে সৌম্য বীর! সত্বর এস্থান হইতে প্রস্থিত হইয়া, পূর্ব্বে জাম্ববান্ তোমাকে যাহার কথা বলিয়াছিলেন, সেই মহোদয় ঔষধিপর্ব্বতে গমন কর। হে শূর! সেই পর্ব্বতের দক্ষিণশিখরে বিশল্যকরণী, সাবর্ণ্যকরণী, সঞ্জীবকরণী ও সন্ধানকরণী নাম্নী যে চারিটি মহৌষধি আছে, বীরবর লক্ষ্মণকে সঞ্জীবিত করিবার নিমিত্ত সত্বর সেই সমস্ত আনয়ন কর।'

অমিততেজস্বী শ্রীমান্ বায়ুনন্দন হনুমান্ এইরূপ উক্ত হইয়াই ঔষধিপর্ব্বতে গমন করিলেন; পরন্তু, ঔষধি সকল অভিজ্ঞাত না থাকায় নিরতিশয় চিন্তিত হইয়া, মনোমধ্যে এইরূপ স্থির করিলেন যে,এই পর্ব্বতের শিখরকেই লইয়া যাই। সুষেণ যেরূপ লক্ষণ বলিয়াছিলেন, তাহাতে এই শিখরেই সেই মহৌষধি আছে বলিয়া বোধ হইতেছে। যদি আমি বিশল্যকরণী না লইয়া যাই, তাহা হইলে কালাত্যয়ে দোষ এবং সুমহৎ বৈক্লব্যও উপস্থিত হইবে। মহাবল হনুমান্ এইরূপ চিন্তা করতঃ সত্বর গমন করিয়া সেই পর্ব্বতশ্রেষ্ঠকে ধারণ ও তিনবার কম্পিত করিলেন। মহাবল হরিশার্দ্দূল মারুতি বাহুদ্বয়দ্বারা গ্রহণ করতঃ সেই প্রফুল্ল তরুগণশোভিত পর্ব্বতকে উৎপাটন ও উত্তোলন করিলেন এবং বারিপূর্ণ নীলজীমূতের ন্যায় সেই গিরিশিখর গ্রহণ করিয়া উৎপতিত হইলেন। অনন্তর,

বেগসহকারে লঙ্কামধ্যে উপস্থিত হইয়া গিরি-শিখরকে স্থাপন ও ক্ষণকাল বিশ্রাম করতঃ সুষেণকে কহিলেন ;—'হে বানরপুঙ্গব ! তুমি যে ঔষধি সকলের কথা বলিয়াছিলে, আমি সেই সমস্তকে চিনিতে না পারিয়া সমগ্র গিরিশিখরকেই আনয়ন করিয়াছি। পবন-নন্দন হনুমান্ এই কথা বলিলে, বানরশ্রেষ্ঠ সুষেণ তাঁহার প্রশংসা করতঃ ঔষধি সকল উৎপাটন করিয়া লইলেন। যে কর্ম্ম সুরগণেরও দুঃসাধ্য, হনুমানের তাদৃশ কার্য্য দর্শন করিয়া যূথপতিগণ বিস্মিত হইল।

অনন্তর, মহাদ্যুতি বানরসত্তম সুষেণ সেই ঔষধিকে ঘর্ষণ করতঃ লক্ষ্মণের নাসিকায় প্রদান করিলে, পরবীরনিসূদন শল্যপীড়িত লক্ষ্মণ সেই ঔষধির গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া বিশল্য ও ব্যথাবিহীন হইয়া ধরণীতল হইতে সত্বর উত্থিত হইলেন। বানরগণ লক্ষ্মণকে ভূতল হইতে উত্থিত দর্শনে আনন্দসহকারে 'সাধু সাধু' বলিয়া প্রতিপূজিত করিল। পরবীর-ঘাতী রামচন্দ্র 'এস এস' বলিয়া আহ্বান করতঃ অশ্রুপূর্ণলোচনে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিলেন। রঘুনন্দন সুমিত্রানন্দনকে এই-রূপে আলিঙ্গন করতঃ কহিলেন ;—'হে বীর ! আমি ভাগ্যবলেই তোমাকে মৃত্যু হইতে পুন-র্জীবিত দেখিলাম। বিজয় লাভ, সীতা অথবা জীবন ধারণ এই সমস্ত আমার আর কোন কার্য্যেই আসিত না ; কারণ তুমি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে, জীবিত থাকিয়া আমার কি ফল হইত ?'

মহাত্মা রঘুনন্দন এই কথা বলিলে, লক্ষ্মণ দুঃখিতান্তঃকরণে করুণস্বরে কহিলেন ;—'হে সত্যপরাক্রম ! পূর্ব্বে তাদৃশ প্রতিজ্ঞা করিয়া, অধুনা নিঃসার দুর্ব্বল ব্যক্তির ন্যায় এরূপ বলা কর্ত্তব্য নহে। হে বীর ! সত্য-বাদিগণ কখনই স্বীয় প্রতিজ্ঞার অন্যথাচরণ করেন না ; কারণ, প্রতিজ্ঞাপালনই মহত্ত্বের লক্ষণ। আমার নিমিত্ত আপনার নিরাশ হওয়া কর্ত্তব্য নহে ; আপনি অদ্য রাবণকে বধ করিয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞাপালন করুন্। যেরূপ, নাদকারী তীক্ষ্ণদন্ত সিংহের নিকট মহামাতঙ্গ অব্যাহতি লাভ করিতে পারে না, তদ্রূপ শত্রু যখন আপনার দৃষ্টিপথে পতিত হইবে, তখন কোনরূপেই জীবিত অবস্থায় প্রতিগমন করিতে পারিবে না। যে পর্য্যন্ত দিবাকর কৃতকার্য্য হইয়া অস্তাচলে গমন না করেন, আমি তাহার পূর্ব্বেই সত্বর এই দুরাত্মাকে বধ করিতে ইচ্ছা করি। হে বীর ! হে আর্য্য ! যদি রণমধ্যে রাবণকে বধকরিতে ও আপনাকে স্থিরপ্রতিজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করেন এবং যদি আপনার রাজনন্দিনী জানকীকে লাভ করিবার অভিলাষ থাকে, তবে সত্বর আমার বাক্যানুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন।'

ইতি দ্ব্যধিকশততম সর্গ॥ ১০২ ॥

ত্র্যধিক শততম সর্গ

লক্ষ্মণকর্ত্তৃক উক্ত এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, পরবীরঘাতী বীর্য্যবান্ রঘুনন্দন ধনুঃ ধারণ ও সন্ধান করিয়া সেনাগণের সম্মুখেই রাবণের প্রতি ঘোরতর শর সকল ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। এদিকে রাক্ষসরাজ রাবণও অন্য রথে আরোহণ করিয়া স্বর্ভানু যেরূপ ভাস্করের অভিমুখে ধাবিত হয়, তদ্রূপ রামচন্দ্রের প্রতি ধাবিত হইলেন। যেরূপ ধারাধর ধারাসমূহদ্বারা মহাগিরিকে অভিবর্ষিত করে, তদ্রূপ রথস্থিত দশানন বজ্রকল্প শরসমূহ-দ্বারা রঘুনন্দনকে আঘাতিত করিতে লাগি-লেন। রামচন্দ্রও সমাহিতভাবে প্রদীপ্ত হুতা-শনসদৃশ কাঞ্চনভূষিত শরসমূহদ্বারা দশগ্রীবকে অভিবর্ষিত করিতে আরম্ভ করিলেন। পরন্তু, আকাশস্থিত দেবতা গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ পর-স্পর এইরূপ বলিতে লাগিলেন যে ;—'রঘু-নন্দন ভূমিতলে এবং দশানন রথোপরি থাকিয়া যুদ্ধ করিতেছেন, অতএব ইহাঁদের যুদ্ধ তুল্য হইতেছে না।'

তাঁহাদিগের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, দেববর শ্রীমান্ দেবরাজ মাতলিকে ডাকিয়া কহিলেন ;—'মাতলে ! শীঘ্র মদীয় রথ লইয়া ভূপৃষ্ঠে গমন করতঃ রণমধ্যস্থিত রঘু-প্রবর রামচন্দ্রকে তাহাতে আরোহণ করাইয়া

দেবগণের সুমহৎ হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান কর।' দেবসারথি মাতলি দেবরাজকর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া অবনতমস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করতঃ কহিলেন;—'হে দেবেন্দ্র! আমি সত্বর যাইয়া তদীয় সারথ্যকার্য্য সম্পাদন করিতেছি।' অনন্তর, উত্তম রথে হরিদ্বর্ণ অশ্ব সকলকে সংযোজিত করতঃ সেই সুবর্ণ-চিত্রিত, কিঙ্কিনীশতভূষিত, বৈদূর্য্যময় কূবর-সমন্বিত হেমজালবিভূষিত, দিবাকরসদৃশ কাঞ্চনাপীড় সদশ্বসকলদ্বারা সঞ্চালিত শ্বেত-চামরশোভিত, সুবর্ণবেণুধ্বজসমলঙ্কৃত এবং তরুণাদিত্যসদৃশ শোভমান দেবরাজরথে আরোহণ করিলেন। এইরূপে ইন্দ্রসারথি মাতলি দেবরাজকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া, রথে আরোহণ করতঃ স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইলেন ও প্রতোদহস্তে রথোপরি অবস্থিত থাকিয়াই রামচন্দ্রের সমীপে আগমন করতঃ কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিলেন!—'হে মহাসত্ত্ব শ্রীমান্ কাকুৎস্থ! আপনার বিজয়ের নিমিত্ত দেবরাজ এই রথ প্রেরণ করিয়াছেন। হে অরিন্দম! সুরপতি আপনাকে এই সুমহৎ ঐন্দ্র ধনুঃ অগ্নিসন্নিভ কবচ, আদিত্যসদৃশ শরনিকর এবং এই বিমল শাণিত শক্তি প্রদান করিয়াছেন। হেদেববীর রঘুনন্দন! আমার সারথ্য কৌশলে দেবরাজ যেরূপ দানবদলকে বিদলিত করেন, তদ্রূপ আপনিও এই রথে আরোহণ করিয়া রাক্ষস রাবণকে বিনাশ করুন্।"

মাতলি কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া, রাম-চন্দ্র সেই রথকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদন করিয়া স্বীয় কান্তিদ্বারা লোক সকলে বিরাজিত করতঃ তদুপরি আরোহণ করিলেন। তখন রাক্ষস দশানন এবং মহাবাহু রামচন্দ্রের অদ্ভুত ও রোমহর্ষণ দ্বৈরথ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পরমাস্ত্রবিৎ রাঘব গান্ধর্ব্বাস্ত্রদ্বারা গান্ধর্ব্ববাণ সকলকে এবং দৈব বাণদ্বারা দৈবাস্ত্রসকলকে ছেদন করি-লেন। তদ্দর্শনে রাক্ষসরাজ নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ঘোররূপ উৎকৃষ্ট রাক্ষস অস্ত্র ক্ষেপণ করিলে, রাবণধনুর্ম্মুক্ত সেই কাঞ্চনভূষিত দীপ্তমুখ ভয়ঙ্কর শর সকল সর্পরূপ হইয়া ব্যাদিতবদন হইতে বহ্নি বমন করিতে করিতে রঘুনন্দনের অভিমুখে ধাবিত ও নিকটস্থ হইল। তৎকালে, দীপ্তভোগ মহাবিষ বাসু-কির ন্যায় সেই শরসকলদ্বারা দিক্ ও বিদিক্ সকল আবৃত ও আচ্ছন্ন হইল। রঘুনন্দন সেই পন্নগরূপ শর সকলকে রণমধ্যে আগমন করিতে দেখিয়াই ঘোরতর ভয়াবহ গরুড় নামক অস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলে, সেই রামধনু-র্ম্মুক্ত অগ্নিপ্রভ ও সুবর্ণপুঙ্খ সর্পশত্রু শর সকল সৌবর্ণ সুপর্ণ হইয়া বিচরণ করিতে লাগিল। অনন্তর, রামচন্দ্রের সেই কামরূপ সুপর্ণাকার বিশিখ সকল দশাননের সর্পাকার শরসকলকে নিহত করিল।

অস্ত্র প্রতিহত হইল দেখিয়া, রাক্ষসরাজ নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ঘোরতর শরবৃষ্টি দ্বারা অক্লিষ্টকর্ম্মা রঘুনন্দনকে অভিবর্ষিত ও শরসহস্রদ্বারা পীড়িত করতঃ শরসমূহদ্বারা প্রতিবিদ্ধ করিলেন। অনন্তর, এক বাণদ্বারা সেই ইন্দ্ররথের সুবর্ণময় ধ্বজকে বিদ্ধ করতঃ রথসমীপে পাতিত করিয়া, শরজালদ্বারা ইন্দ্রের অশ্বগণকে আঘাত করিলেন। তখন, রামচন্দ্রকে রাবণবাণে পীড়িত দেখিয়া, দেবতা গন্ধর্ব্ব চারণ দানব সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণ বিষণ্ণ হইলেন এবং বিভীষণের সহিত বানরেন্দ্র ও ঋক্ষগণ নিতান্ত ব্যথিত হইল। তৎকালে, রাম-রূপ চন্দ্রমাকে রাবণরূপ রাহুকর্ত্তৃক গ্রস্ত দেখিয়া শশাঙ্কনন্দন বুধ প্রজাপতিদৈবত শশিপ্রিয়া রোহিণীকে আক্রমণ করতঃ প্রজাপুঞ্জের একান্ত অশুভাবহ হইয়া উঠিলেন। মহাসাগর যেন ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া দিবাকরকে স্পর্শ করিবার নিমিত্তই ধূম আবর্ত্ত ও উর্ম্মি সকলের সহিত উৎপতিত হইলেন। দিবাকর রুক্ষ ও কৃষ্ণবর্ণ পরিধিতে পরিবেষ্টিত হইলেন এবং তদীয় রশ্মি সকল মন্দ হইয়া গেল। অপিচ, কেতুযুক্ত হওয়ায়, তৎকালে তাঁহাকে কবন্ধাঙ্ক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অঙ্গারক কো শলগণের চিরশুভকর ইন্দ্রাগ্নিদৈবত বিশাখা নক্ষত্রকে আক্রমণ করতঃ নভোমণ্ডলে অব-স্থিত হইলেন। তৎকালে, দশাস্য ও বিংশতি-ভুজ দশগ্রীব শরাসন ধারণ করতঃ অবস্থিত হইলে, তাঁহাকে মৈনাকপর্ব্বতের ন্যায় বোধ

হইতে লাগিল। রামচন্দ্র রাক্ষস রাবণকর্ত্তৃক রণমধ্যে নিরস্যমান হইয়া, শর সন্ধান করিতে পারিলেন না। ক্রোধে তাঁহার নয়নযুগল এরূপ কুটিল লোহিতবর্ণ হইল যে, নিশাচরগণ যেন তাহাতে দগ্ধ হইতে লাগিল। সেই সময় ধীমান্ রঘুনন্দনের সেই ক্রোধপূর্ণ বদন দর্শন করিয়া বসুমতী কম্পিত এবং সকল প্রাণীই বিত্রস্ত হইল। দোদুল্যমান্ বৃক্ষ ও সিংহ-শার্দ্দূল পরিবৃত মহীধর বারম্বার বিচলিত এবং সরিৎপতি সমুদ্র অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন। কঠোর ও পরুষ রবকারী ঔৎপাতিক ঘনঘটা সকল নিদারুণ শব্দ করতঃ গগনমণ্ডলের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। বলিতে কি, তৎকালে ক্রুদ্ধ রামচন্দ্র এবং এই নিদারুণ ৎপাত সকলকে দর্শন করিয়া সকল প্রাণীই বিত্রস্ত হইল এবং দশাননও ভীত হইলেন। সেই দুই বীর বহুবিধ ভীমরূপ প্রহরণদ্বারা প্রলয়সদৃশ যে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, দেবতা গন্ধর্ব্ব মহোরগ ঋষি দানব দৈত্য গরুড় ও অপর খেচরগণ বিমানে অবস্থিত হইয়া, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই মহাসমর-দর্শনকারী সুর ও অসুরগণের মধ্যে রাম-রাবণের জয়পরাজয়বিষয়ক বিগ্রহ উপস্থিত হওয়ায়, অসুরগণ হর্ষ সহকারে বারম্বার রাবণের জয় হউক এবং সুরগণ পুনঃপুনঃ রঘুনন্দন আপনি বিজয় লাভ করুন' এইরূপ বলিতে লাগিলেন।

এই অবসরে দুষ্টাত্মা দশানন রঘুনন্দনকে প্রহার করিতে অভিলাষী হইয়া বজ্রের ন্যায় সারবান্ সুমহৎ শব্দবিশিষ্ট, শত্রু বিনাশসমর্থ, শৈলশৃঙ্গসদৃশ কূট সকলদ্বারা ব্যাপ্ত ও চক্ষুর ভয়াবহ, সধূম দীপ্ত হুতাশনের অনুরূপ এবং কালেরও দুরাসদ অতিরৌদ্র তীক্ষ্ণাগ্র ও অব্যর্থ সুমহৎ প্রহরণ গ্রহণ করিলেন। রণমধ্যে অসংখ্য শূরগণে পরিবৃত বীর্য্যবান্ মহাকায় রাক্ষসরাজ ক্রোধে প্রজ্বলিত ও রক্তলোচন হইয়া সেই সর্ব্বভূতবিত্রাসন শত্রুবিদারণ নিদারুণ শূল গ্রহণ ও উদ্যত করতঃ সুমহৎ সিংহনাদ করিয়া স্বীয় সৈন্যগণকে আনন্দিত করিলেন। অতিকায় দুরাত্মা রাক্ষসেন্দ্রের সেই নিদারুণ সিংহনাদে পৃথিবী অন্তরীক্ষ দিক্ ও বিদিক্ সকল কম্পিত, প্রাণিগণ বিত্রস্ত এবং সাগর সংক্ষুব্ধ হইল। মহাবীর্য্য রাবণ সেই শূল গ্রহণ করতঃ মহাশব্দে সিংহনাদ করিয়া পরুষ বাক্যে রামচন্দ্রকে কহিলেন;—'রাম! আমি ক্রোধভরে এই শূল তোমার প্রতি নিক্ষেপ করিতেছি, ইহা ভ্রাতার সহিত তোমার প্রাণ হরণ করিবে। হে সমরশ্লাঘিন্ রাঘব! রণমধ্যে যে সকল শূর নিশাচর নিহত হইয়াছে, অদ্য তোমাকে বিনাশ করিয়া তাহার পরিশোধ লইব; অতএব, ক্ষণকাল অবস্থিত হও, এই আমি শূল নিক্ষেপ করিতেছি।' রাক্ষসরাজ এই কথা বলিয়াই শূল নিক্ষেপ করিলে, রাবণকরবিমুক্ত বিদ্যুন্মালাসমাকুল ও অষ্টঘণ্টাসমন্বিত সেই শূল মহাশব্দে আকাশে উত্থিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল।

বীর্য্যবান্ রঘুনন্দন রাম সেই ঘোরদর্শন প্রজ্বলিত শূলকে দেখিয়াই, ধনুঃ বিনমিত করতঃ অসংখ্য শর ক্ষেপণ করিলেন যেরূপ বাসব জলরাশিদ্বারা সমুত্থিত প্রলয়ানলকে নির্ব্বাপিত করেন, তদ্রূপ রাঘব শরসমূহদ্বারা সেই শূলকে নিবারণ করিতে অভিলাষী হইলেন। পরন্তু, হুতাশন যেরূপ পতঙ্গগণকে দগ্ধ করেন, তদ্রূপ দশানন বিনির্ম্মুক্ত সেই শূলও রামকার্ম্মুক-নির্গত সেই শরসকলকে দগ্ধ করিয়া ফেলিল। রামচন্দ্র স্বীয় সায়কসকলকে শূলস্পর্শমাত্র মুহূর্ত্তেই চূর্ণ ও ভস্মসাৎ হইতে দেখিয়া, অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং মাতলি বাসব-প্রেরিত যে শক্তি আনিয়াছিলেন, তাহাই গ্রহণ করিলেন। যুগান্তকালীন উল্কার ন্যায় প্রভাশালিনী ও ঘণ্টানিনাদিতা সেই শক্তি বলবান্ রামচন্দ্র-কর্ত্তৃক উত্তোলিত হইয়া নভোমণ্ডলকে বিদীপিত করিল। অনন্তর, রাঘববিক্ষিপ্ত সেই শক্তি রাক্ষসেন্দ্রের শূলোপরি পতিত হইলে, সেই মহাশূলও শক্তি সমাহত ও তেজোবিহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তখন, রাম ক্রোধভরে সশব্দ বেগবান্ অথচ অজিহ্মগামী বাণসমূহদ্বারা রাক্ষসরাজের মনোজব অশ্বগণকে আঘাত করিয়া, শাণিত শরসমূহদ্বারা তদীয় উরঃস্থল ভেদ করতঃ তিন বাণে তাঁহার ললাটদেশ বিদ্ধ

করিলেন। রাক্ষসেন্দ্রগণের মধ্যস্থিত রাক্ষস-রাজ শরসমূহদ্বারা বিদ্ধ হইলে, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে শোণিত প্রস্রুত হওয়ায়; তৎকালে তিনি প্রফুল্ল অশোক বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। এইরূপে রণমধ্যে রাক্ষস-রাজের সর্ব্বগাত্র রামবাণে অতিবিদ্ধ ও রুধির-পরিপ্লুত হওয়ায়, তিনি নিরতিশয় খিন্ন হইলেন; পরন্তু, ক্ষণকালমধ্যে নিদারুণ ক্রোধ আসিয়া তাঁহার চিত্তকে আক্রমণ করিল।

ইতি ত্র্যধিক শততম সর্গ ॥ ১০৩ ॥

চতুরধিকশততম সর্গ।

কাকুৎস্থ রামচন্দ্রের প্রহারে সমরশ্লাঘী দীপ্তনয়ন বীর্য্যবান্ দশানন নিরতিশয় পীড়িত হইয়া মহাক্রোধে ধনুঃ সমুদ্যত করতঃ মহা-সমরে রাঘবের অভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং বারিদ যেরূপ অন্তরীক্ষ হইতে পতিত বারি-ধারাসমূহ দ্বারা তটকে পরিপূরিত করে, তদ্রূপ সহস্র সহস্র বাণরূপ ধারা দ্বারা রঘুনন্দনকে পরিপূরিত করিলেন। পরন্তু, মহাগিরির ন্যায় অকম্পনীয় বীর্য্যবান্ রাঘব রণমধ্যে রাবণধনুর্ম্মুক্ত সেই শরজালে পূরিত হইয়াও কম্পিত হইলেন না; অধিকন্তু, সমরে অবস্থিত হইয়া শরসমূহদ্বারা সেই শরজালের অধি-কাংশ নিবারণ করতঃ অবশিষ্টগুলিকে সূর্য্য-রশ্মি বোধে প্রতিগ্রহ করিলেন। অনন্তর, ক্ষিপ্রহস্ত নিশাচর রাবণ ক্রোধভরে শরসহস্র দ্বারা লক্ষ্মণাগ্রজ মহাত্মা রামের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলে, তিনি বনমধ্যে পুষ্পিত প্রফুল্ল সুমহৎ কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। মহাতেজস্বী কাকুৎস্থ রাম শরপ্রহারে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া প্রলয়-কালীন দিবাকরের ন্যায় তেজোবিশিষ্ট শর সকল গ্রহণ করিলেন। এইরূপে সেই বীর-যুগল রাম ও রাবণ ক্রোধভরে পরস্পরের প্রতি এরূপ শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন যে, সেই শরজনিত অন্ধকারে পরস্পর কেহই কাহাকে দেখিতে পাইলেন না।

অনন্তর, বীর দাশরথি রাম রোষাবিষ্ট হইয়া হাস্য করতঃ পুরুষ বাক্যে রাবণকে কহিলেন;—'হে রাক্ষসাধম! তুমি জনস্থান হইতে আমার অজ্ঞাতে আমার বিবশা ভার্য্যাকে হরণ করিয়া আনিয়াছ; অত-এব, তোমাকে বীর্য্যবান্ বলিতে পারি না। আমরা কেহই কুটীরে ছিলাম না, সুতরাং জানকী সেই মহাবনমধ্যে একাকিনী দীন-ভাবে অবস্থান করিতেছিলেন, তুমি তাঁহাকে তাদৃশী অবস্থায় বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াও আপনাকে শূর বলিয়া বোধ করিতেছ! ওহে শূর! নাথবিহীন স্ত্রীসকলের প্রতি পরদার-হরণরূপ কাপুরুষের কার্য্য করতঃ আপনাকে শূর বলিয়া বোধ করিতেছ? রে ভিন্নমর্য্যাদ নির্লজ্জ দুশ্চরিত্র! তুমি দর্পবশতঃ স্বীয় মৃত্যুকে আহরণ করিয়াও আপনাকে শূর বলিয়া বোধ করিতেছ? তুমি শূর প্রবলবল-শালী এবং কুবেরের ভ্রাতা হইয়া যে শ্লাঘ-নীয় সুমহৎ কার্য্য করিয়াছ, ইহাতে তোমার যশঃ সমধিক বর্দ্ধিত হইবে। তুমি গর্ব্বের বশী-ভূত হইয়া যে নিন্দিত ও অহিত কার্য্য করি-য়াছ, অধুনা তাহার সুমহৎ ফল ভোগ কর। রে দুর্ম্মতে! তুমি চোরের ন্যায় সীতাকে হরণ করতঃ আপনাকে যে শূর বলিয়া বোধ করিতেছ, তাহাতে কি তোমার লজ্জা বোধ হইতেছে না? যখন আমি কুটীরে ছিলাম, সেই সময় তুমি বলপূর্ব্বক সীতাকে ধর্ষণ করিলে, সেই দণ্ডেই মদীয় সায়কসমূহ দ্বারা নিহত হইয়া ভ্রাতা খরকে দর্শন করিতে। রে মন্দাত্মন্! সে যাহা হউক, অদ্য যখন ভাগ্যবশতঃ আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছ, তখন নিশ্চয়ই তীক্ষ্ণ বাণসমূহ দ্বারা যমসদনে প্রেরণ করিব। অদ্য তোমার উজ্জ্বল কুণ্ডল-যুগল দ্বারা পরিশোভিত মস্তক মদীয় শরসমূহ দ্বারা ছিন্ন হইয়া রণধূলিতে বিলুণ্ঠিত হইলে, ক্রব্যাদগণ তাহা আকর্ষণ করিতে থাকিবে। রাবণ! অদ্য আমি বাণশল্য দ্বারা তোমার হৃদয়ে ছিদ্র করিলে, তুমি ধরণীতলে পতিত হইবে এবং পিপাসিত গৃধ্রগণ তোমার উরঃ-স্থলে পতিত হইয়া সেই ছিদ্র হইতে নির্গত

শোণিত পান করিবে। যেরূপ গরুড় উরগগণকে আকর্ষণ করে তদ্রূপ অদ্য তুমি আমার শরসমূহে সমাহত হইয়া গতায়ু ও পতিত হইলে, বিহঙ্গমগণ তোমার অস্ত্রসকল আকর্ষণ করিতে থাকিবে।’

বীর শত্রুনিসূদন রাম সমীপস্থিত রাক্ষসেন্দ্রকে এই কথা বলিয়া, শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি রণমধ্যে শত্রু বধে অভিলাষী হইলে, তাঁহার বীর্য্যবল হর্ষ ও অস্ত্রবল দ্বিগুণতর হইল। সেই মহাতেজস্বী সর্ব্বজ্ঞ হইলেও অস্ত্রসকলের অধিদেবতাগণ তাঁহার নিকট প্রাদুর্ভূত হইলেন এবং তিনি আনন্দে অধিকতর শীঘ্রহস্ত হইয়া উঠিলেন। রাক্ষসান্তকারী রঘুনন্দন আপনার এই সকল শুভলক্ষণ দর্শন করতঃ পুনর্ব্বার রাবণকে শরপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন, বানরগণকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত প্রস্তরনিকর এবং রাঘবের বাণনিবহদ্বারা বধ্যমান হইয়া দশাননের হৃদয় যেন ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। পরন্তু, এইরূপ বিসংজ্ঞ অবস্থায় রাবণ যখন বাণক্ষেপণ কার্ম্মুকাকর্ষণে অশক্ত হইলেন, সে সময় রামচন্দ্র তাঁহার বধের নিমিত্ত কোনরূপ বীর্য্য প্রকাশ না করিলেও তদীয় মূর্চ্ছার পূর্ব্বে যে বিবিধ শরক্ষেপণ করিয়াছিলেন, তাহারাই তাঁহার প্রাণবিনাশে উদ্যত হওয়ায়, রাক্ষসরাজের অন্তিম দশা উপস্থিত হইল। তখন, তদীয় রথচালক সারথি তাঁহার তাদৃশী অবস্থা দেখিয়া অসম্ভ্রান্তহৃদয়ে ধীরে ধীরে রণস্থল হইতে রথ অপনয়ন করিল। সারথি রাক্ষসপতিকে বীর্য্যবিহীন ও পতিত দেখিয়া ভয়বশতঃ সেই জলদনাদী ভয়ঙ্কর রথ পরিবর্ত্তিত করতঃ রণস্থল হইতে অপগত হইল।

ইতি চতুরধিক শততম সর্গ ॥ ১০৪ ॥

পঞ্চাধিক শততম সর্গ।

কৃতান্তবলনোদিত রাবণ মুহূর্ত্তকালমধ্যে সংজ্ঞালাভ করতঃ ক্রোধে রক্তলোচন হইয়া সারথিকে কহিলেন;—‘রে দুর্ব্বুদ্ধে! তুই ভয় বশতঃ আমাকে বীর্য্যবিহীন, অস্ত্রপ্রয়োগে অসমর্থ, পৌরুষবিবর্জ্জিত, অল্পচিত্ত, সত্ত্ব তেজঃ ও মায়াবিহীন এবং অস্ত্র-শস্ত্রে অনভিজ্ঞ বোধে অবজ্ঞা করিয়া আপনার ইচ্ছা অনুসারে কার্য্য করিতেছিস্। আমার অভিপ্রায় না জানিয়াই আমাকে অবজ্ঞা করিয়া কি নিমিত্ত আমার রথরণ-মধ্য হইতে অপবাহিত করিলি? রে অনার্য্য! লোকে যে আমাকে শূর বলিয়া বিশ্বাস করিত, অদ্য তুই আমার চিরকালোপার্জ্জিত সেই যশঃ বীর্য্য ও তেজঃ নষ্ট করিয়াছিস্। আমি চিরকাল যুদ্ধলুব্ধ হইলেও, তুই আমাকে প্রখ্যাতবীর্য্য বিক্রমানুরাগী শত্রুর সম্মুখে কাপুরুষ করিয়াছিস্। রে দুর্ম্মতে! আমার বোধ হইতেছে, তুই কোন শত্রুর বাক্যানুসারেই আমার রথকে রণ-মধ্য হইতে অপবাহিত করিয়া থাকিবি; কারণ, তুই শত্রুর ন্যায় যে কার্য্য করিয়াছিস্, হিতাভিলাষী সুহৃদ্গণ এরূপ কার্য্য করিতে পারেন না। সে যাহা হউক, তুমি বহুকাল আমার নিকট অবস্থান করিয়াছ, অতএব যদি আমার গুণ সকল তোমার স্মরণ থাকে, তবে যে পর্য্যন্ত আমার শত্রু উপস্থিত না হয়, তাহার পূর্ব্বেই সত্বর রথ পরিবর্ত্তিত কর।

হিতবুদ্ধি সারথি দুর্ব্বুদ্ধি দশাননকর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া, সানুনয়ে এই কথা বলিল;—‘আমি ভীত মুগ্ধ প্রমত্ত নিস্নেহ অথবা শত্রুগণকর্ত্তৃক কথিত হইয়া এরূপ কার্য্য করি নাই এবং আপনি আমার যেরূপ সৎকার করিয়া থাকেন, আমি তাহাও বিস্মৃত হই নাই। রণমধ্য হইতে রথ অপবাহিত করা অকর্ত্তব্য হইলেও আমি আপনার যশঃ রক্ষা করিবার নিমিত্ত হিতসাধনবাসনায় স্নেহার্দ্রহৃদয়ে হিতবোধেই এই অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছি। মহারাজ! আমি চিরকাল আপনার প্রিয় ও হিতকর কার্য্য সকল করিয়া থাকি, অতএব অধুনা ইহার জন্য ক্ষুদ্রাশয় অনার্য্য ব্যক্তির ন্যায় আপনার আমার উপর দোষারোপ করা কর্ত্তব্য নহে। যেরূপ চন্দ্রোদয়ে প্রবৃদ্ধ সাগরজলরাশি নদীবেগকে পরিবর্ত্তিত করে তদ্রূপ আমি আপনার রথকে যে, রণমধ্য হইতে পরিবর্ত্তিত করিয়াছি, তাহার

কারণ শ্রবণ করুন;—আপনাকে রণজনিত শ্রমে নিতান্ত কাতর ও আপনার শত্রুর বীর্য্যাধিক্য ও বলোৎকর্ষ এবং আপনার রথের এই বর্ষাহত গোর ন্যায় অশ্বগণকে রথোদ্বহনে খিন্ন পরিশ্রান্ত ও দীনভাবাপন্ন দেখিয়াই আমি এই কার্য্য করিয়াছি। যে সকল দুর্নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইতেছিল, তাহা দেখিয়া বোধ হইল যেন সেই সকল আমাদের অমঙ্গলের নিমিত্তই হইতেছে। মহারাজ! সারথি হইয়া দেশ, কাল, রথীর লক্ষণ ইঙ্গিত দৈন্য হর্ষ খেদ বল ও দৌর্ব্বল্য, স্থান সকলের সম বিষম ও নিম্নাদি, যুদ্ধের অবসর এবং শত্রুর ছিদ্র দর্শন করা আবশ্যক। অপিচ, কোন সময় শত্রুর অভিমুখে রথ সঞ্চালন করিতে ও কখন পরিবর্ত্তিত করিয়া পলায়ন করিতে হয় এবং কখন বা শত্রুর সম্মুখে অবস্থান ও পার্শ্ব দিয়া রথ সঞ্চালন করিতে হয়, এই সমস্ত সবিশেষ অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। আমি আপনার বিশ্রাম এবং রথবাজিগণের নিদারুণ খেদ অপনয়ন করিবার নিমিত্তই এই হিতকর কার্য্য করিয়াছি। হে প্রভো বীর! আমি স্ব ইচ্ছায় রথ অপবাহিত করি নাই, স্বামি স্নেহের অনুরোধেই এইরূপ করিয়াছি। হে বীর অরিসূদন! সম্প্রতি যেরূপ আদেশ করিবেন, তদনুরূপ কার্য্য করিয়া আপনার ঋণ পরিশোধ করিব।'

যুদ্ধলুব্ধ দশানন সারথির সেই বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাহার বহুবিধ প্রশংসা করতঃ কহিলেন;—'সারথে! সত্বর রাঘবের অভিমুখে রথ সঞ্চালিত কর; অদ্য রাবণ রণমধ্যে শত্রুগণকে বিনাশ না করিয়া নিবর্ত্তিত হইবে না।' রাক্ষসরাজ রাবণ হৃষ্টান্তঃকরণে এই কথা বলিয়া সারথিকে একটি শুভজনক উত্তম হস্তাভরণ প্রদান করিলেন এবং সারথিও তদীয় বাক্যানুসারে নিবর্ত্তিত হইল। অনন্তর, রাক্ষসেন্দ্র রাবণের সেই মহারথ সারথি রাবণবাক্যে সত্বর হইয়া, অশ্ব সকলকে সঞ্চালিত করতঃ ক্ষণকালমধ্যে রণমধ্যস্থিত রামচন্দ্রের অভিমুখীন হইল।

ইতি পঞ্চাধিক শততম সর্গ।

ষষ্ঠাধিকশততম সর্গ।

তখন, রঘুনন্দনকে সমরপরিশ্রান্ত ও চিন্তান্বিত এবং রাবণকে যুদ্ধার্থ সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া দেবগণের সহিত যুদ্ধ দর্শনার্থ সমাগত ঋষিপ্রবর ভগবান্ অগস্ত্য রামচন্দ্রের সমীপে আগমন করতঃ কহিলেন;—হে বৎস মহাবাহো রাম! যদ্দ্বারা তুমি এই শত্রুগণকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে, আমি তদ্বিষয়ক একটি সনাতন অতি গোপনীয় স্তব বলিতেছি, শ্রবণ কর। রাঘব! তুমি সর্ব্বশত্রুবিনাশন অক্ষয় ও পরম মঙ্গলজনক আদিত্যহৃদয় নামক স্তব পাঠ কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই জয়লাভ করিতে পারিবে। বৎস! যিনি মঙ্গল সকলের নিদান, পাপপুঞ্জের ক্ষয়কারী, চিন্তা ও শোকের বিনাশক এবং পরমায়ুর বর্দ্ধনকারী, তুমি সেই দেবাসুরনমস্কৃত উদয়শীল মরীচিমালী ভাস্বর ও ভুবনেশ্বর ভাস্করের উপাসনা কর। এই সর্ব্বদেবময় তেজস্বী দিবাকর স্বীয় রশ্মিদ্বারা লোক সকলকে প্রকাশিত এবং কিরণসকলদ্বারা দেবতা ও অসুরগণকে রক্ষা করিয়া থাকেন। এই দৃশ্যমান দেব দিবাকর অতুল ঐশ্বর্য্য ও বিদ্যাসকলকে সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত যোগদ্বারা দর্শনীয় ব্রহ্মরূপ, সুসৃষ্ট পদার্থ সকলকে পালন করিবার নিমিত্ত বিষ্ণুরূপ এবং তাহাদের বিনাশার্থ শিবরূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইন্দ্রিয় সকলকে স্কন্দিত অর্থাৎ শোষণ করেন এই জন্য স্কন্দ স্বীয় শক্তিদ্বারা সকলের উপাদানস্বরূপ এবং জন্যবস্তুমাত্রের অধীশ্বর বলিয়া প্রজাপতি, সুবর্ণময় সুমেরুশিখরে পরিভ্রমণ ও বজ্রাদি অস্ত্র ধারণ করেন এই জন্য মহেন্দ্র, সকলের অন্তরে ধন অর্থাৎ চিৎশক্তি প্রদান করেন এই জন্য ধনদ, অপরোক্ষ বুদ্ধিবৃত্তিকে কার্য্য বিশেষে কলিত অর্থাৎ সঞ্চালিত করেন এই জন্য কাল, সকলের অন্তর্যামী বলিয়া যম, অমৃত বিতরণ করেন এই জন্য সোম, জলরাশির ক্ষয় ও বৃদ্ধি করেন বলিয়া বরুণ, সর্ব্বপ্রকার বীজ প্রদান করেন এই জন্য বীজপ্রদ পিতৃগণ, ধন সকলের আকর এই জন্য বসুগণ

প্রাধান্যবশতঃ যোগিগণ সর্ব্বদা সাধনা করিয়া থাকেন এই জন্য সাধ্যগণ, রোগ সকলের শান্তিকারক এই জন্য অশ্বিনী-কুমার, জীবনিবহের প্রাণস্বরূপ বলিয়া মরুদ্গণ, সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া মনু, নিরন্তর গমন করিতেছেন এই জন্য বায়ু, আপনি মহিমায় আপনিই প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আপনার অর্চ্চিঃসারসকলকে বহন করেন এই জন্য বহ্নি জীবাত্মা সকল ইহাঁ হইতে জন্মগ্রহণ করে বলিয়া প্রজা, প্রাণযাত্রার প্রবর্ত্তক এই জন্য প্রাণ, ঋতু অর্থাৎ জ্ঞান ও বসন্তাদি ঋতুসকলের উপাদান এই জন্য ঋতুকর্ত্তা এবং লোকসকলকে প্রকাশিত করেন এই জন্য প্রভাকর বলিয়া অভিহিত হয়েন; অতএব,তাঁহাকে নমস্কার করা কর্ত্তব্য। হে দেব! তুমি বিষয়সকলকে আদান করতঃ ভোগ করিয়া থাক এই নিমিত্ত আদিত্য, অন্তঃকরণোপাধিদ্বারা চিদাত্মবর্গকে এবং স্বীয়রশ্মিদ্বারা প্রবর্ত্তিত পর্জ্জন্যদ্বারা অন্নাদি সৃষ্টি করিয়া থাক এই নিমিত্ত সবিতা, লোকসকলকে কর্ম্মে নিয়োগ কর এই জন্য সূর্য্য, মহাকাশ ও লোকসকলের হৃদয়াকাশে বিচরণ কর এই জন্য খগ, জীবনিবহকে পোষণ কর এই নিমিত্ত পূষা, সর্ব্বব্যাপিনী লক্ষ্মী বিষ্ণুর ন্যায় তোমাকে আশ্রয় করিয়া আছেন এই জন্য গভস্তিমান্, তোমার বর্ণ সুবর্ণের ন্যায় এই নিমিত্ত সুবর্ণসদৃশ, লোক সকলকে প্রকাশিত কর বলিয়া ভানু, হিরণ্য অর্থাৎ সুবর্ণ এবং তদুৎপাদক পারদই তোমার রেত অর্থাৎ অণ্ডোৎপাদক এই নিমিত্ত হিরণ্যরেতা এবং সকল বস্তুকে প্রকাশ কর বলিয়া তোমার নাম দিবাকর হইয়াছে; তোমাকে নমস্কার। তুমি দিক্সকলকে ব্যাপিয়া আছ এবং তোমার অশ্বগণও হরিদ্বর্ণ এই নিমিত্ত হরিদশ্ব,তোমার জ্ঞানের সীমা নাই এবং রশ্মিসকলও সহস্রপ্রকার এই নিমিত্ত সহস্রার্চ্চি তুমিই চক্ষুর্দ্বয় শ্রোত্রদ্বয় নাসিকাদ্বয় এবং মনঃ এই প্রাণাত্মক সপ্তেন্দ্রিয়কে বিষয়বিশেষে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাক এবং তোমার অশ্বগণও সপ্তসংখ্যক এই নিমিত্ত সপ্তসপ্তি, করনিকরের আকর বলিয়া মরীচিমান্, অজ্ঞানরূপ অন্ধকারকে নাশ কর এই জন্য তিমিরোন্মথন, অপবর্গাদিরূপ পরমানন্দ তোমা হইতেই হইয়া থাকে এই নিমিত্ত শম্ভু, ভক্তবৃন্দের উৎপত্তি ও বিনাশরূপ অনর্থজনিত দুঃখকে নাশ কর এই জন্য ত্বষ্টা, 'প্রলয়ের পর মৃত অণ্ড অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডকে পুনর্জ্জীবিত কর এই জন্য মার্ত্তণ্ডক এবং বিশ্বকে ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছ এই জন্য অংশুমান্ নামে অভিহিত হইয়া থাক; তোমাকে নমস্কার। তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্রস্বরূপ হইয়া অখিল জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও প্রলয় করিয়া থাক এই নিমিত্ত হিরণ্যগর্ভ, তাপত্রয়সন্তপ্তগণের বিশ্রামস্থান এই জন্য শিশির, স্বভাবতঃই সর্ব্বেশ্বর বলিয়া তপন, দিবসের প্রবর্ত্তক বলিয়া অহস্কার, ব্রহ্মাদিকেও বেদবিষয়ক উপদেশ প্রদান কর এই জন্য রবি, কালাগ্নি রুদ্র তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এই জন্য অগ্নিগর্ভ অবিনাশিনী ব্রহ্মবিদ্যাদ্বারা তোমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং দেবমাতা অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে এই জন্য অদিতিপুত্র, পরমানন্দ ও গগন এই উভয়ের আত্মার স্বরূপ এই জন্য শঙ্খ এবং শিশির অর্থাৎ জাড্য ও হিমকে তিরোহিত কর এই জন্য শিশিরনাশন, নাম ধারণ করিয়াছ; তোমাকে নমস্কার। তুমি আকাশকে সৃষ্টি করিয়াছ এই জন্য ব্যোমনাথ, অন্ধকার নাশ কর বলিয়া তমোভেদী, ঋক্ যজুঃ ও সাম এই বেদত্রয় এবং তত্তদ্বেদের শিরোভাগ উপনিষৎ সকলের একমাত্র প্রতিপাদ্য এই নিমিত্ত ঋগ্‌যজুঃসামপারগ, বারিদের বারিবর্ষণের ন্যায় ভক্তবৃন্দকে অকাতরে কর্ম্মফল প্রদান কর এই জন্য ঘনবৃষ্টি, চৈতন্যদানদ্বারা সাত্বিকগণের উপকার কর এবং জলের ও উৎপাদক বলিয়া অম্মিত্র এবং দুর্গম ব্রহ্মনাড়ীমার্গে প্লবঙ্গমের ন্যায় সত্বর পরিভ্রমণ কর এই জন্য বিন্ধ্যবীথিপ্লবঙ্গম নামে অভিহিত হইয়া থাক; তোমায় নমস্কার। তুমি সর্ব্বপ্রকারে জগৎকে নির্ম্মাণ করিবার সংকল্প করিয়াছিলে এই জন্য আতাপী, মণ্ডল অর্থাৎ কৌস্তুভাদি মণি ধারণ করিয়া থাক এই নিমিত্ত মণ্ডলী, সর্ব্বপ্রকার মৃত্যুর সম্পাদক বলিয়া মৃত্যু, পিঙ্গলনাড়ী

প্রবর্ত্তনদ্বারা কর্ম্মমার্গপ্রবর্ত্তক এবং পীতবর্ণ এই জন্য পিঙ্গল, সকলকেই সংহার কর এই জন্য সর্ব্বতাপন, সর্ব্বজ্ঞ এবং কাব্যকর্ত্তা বলিয়া কবি, বিশ্বরূপ এই জন্য বিশ্ব, তোমার স্বরূপ মহৎ এই জন্য মহাতেজা, পালনদ্বারা সকলকে অনুরক্ত কর এবং লোহিতবর্ণ বলিয়া রক্ত এবং কার্য্যবর্গের উৎপত্তিহেতু এই জন্য সর্ব্বভবোদ্ভব নাম ধারণ করিয়াছ; তোমাকে নমস্কার। তুমি অন্তর্যামিরূপে নক্ষত্র গ্রহ ও তারাগণের অধিপ অর্থাৎ প্রবর্ত্তক এই নিমিত্ত নক্ষত্রগ্রহতারাধিপ, এই বিশ্বকে সর্ব্বতোভাবে পালন কর এই জন্য বিশ্বভাবন, তুমি অগ্ন্যাদি তেজঃপদার্থ সকলের স্ফূর্ত্তিসাধক চিন্ময় তেজঃ স্বরূপ এই নিমিত্ত তেজস্তেজস্বী এবং তোমার স্বরূপ দ্বাদশবিধ এই নিমিত্ত দ্বাদশাত্মা নামে অভিহিত হইয়া থাক; তোমাকে নমস্কার। তুমি পূর্ব্বগিরি, পশ্চিমাদ্রি, জ্যোতির্গণপতি এবং দিনাধিপতি, তোমাকে নমস্কার! তুমি পূর্ব্বগিরি, পশ্চিমাদ্রি, জ্যোতির্গণপতি তোমাকে নমস্কার। তুমি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সকল লোকের জয়প্রদ এবং জয় নামক ব্রহ্মদ্বারপাল তোমারই মূর্ত্তি এই নিমিত্ত জয়, ব্রহ্মলোকাদি জয়লভ্য মঙ্গলাত্মক এবং জয়ভদ্রাখ্য দ্বিতীয় ব্রহ্মদ্বারপালও তোমার মূর্ত্তি এই জন্য জয়ভদ্র, তুমি পূর্ব্বকল্পে রামমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলে হরিবর হনুমান্ তোমার অশ্ব অর্থাৎ বাহন হইয়াছিল এই জন্য হর্য্যশ্ব, সহস্র সহস্র জীব তোমার অংশ এই নিমিত্ত সহস্রাংশু এবং প্রাধান্যত আদিত্য নাম ধারণ করিয়াছ; তোমাকে বারম্বার নমস্কার। তুমি বলবান্ ইন্দ্রিয়গ্রামকে নিগ্রহ করিয়া থাক এই নিমিত্ত উগ্র, প্রাণিপুঞ্জকে বিবিধ চেষ্টা করিতে প্রেরণ কর এই জন্য বীর, প্রাণদ্বারা প্রতিপাদ্য এই নিমিত্ত সারঙ্গ, কমলদল এবং হৃদয়কমল এই উভয়কে প্রস্ফুটিত কর এই জন্য পদ্মপ্রবোধ এবং সর্ব্বকার্য্যসমর্থ ও অতিকোপনস্বভাব এই নিমিত্ত প্রচণ্ড নাম ধারণ করিয়াছ; তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার! তুমি সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারকর্ত্তা ব্রহ্মা নারায়ণ রুদ্রকে স্ব স্ব কার্য্যে প্রবর্ত্তিত কর এই নিমিত্ত ব্রহ্মেশানাচ্যুতেশ, সূচ, ব্রহ্মজ্ঞানের পথ এই নিমিত্ত আদিত্যবর্চ্চা, সচেতন ও অচেতন সকলকে প্রকাশিত কর এই জন্য ভাস্বান্, সকলকে নাশ কর এই নিমিত্ত সর্ব্বভক্ষ এবং অজ্ঞানসংহারসমর্থ জ্ঞানস্বরূপ এই জন্য রৌদ্রবপু নাম ধারণ করিয়াছ, তোমাকে নমস্কার। তুমি তমোঘ্ন, হিমঘ্ন, শত্রুঘ্ন, তোমার স্বরূপ কাল ও দেশের পরিচ্ছেদরহিত এই জন্য অমিতাত্মা, যাহারা ভগবৎকৃত উপকার বিস্মৃত হয় তুমি সেই অজ্ঞ সংসারিগণকে সংসাররূপ অনর্থে পাতিত করতঃ নাশ কর এই জন্য কৃতঘ্নঘ্ন, চিদানন্দের জ্যোতিঃস্বরূপ এই নিমিত্ত দেব এবং জ্যোতিঃপতি নাম ধারণ করিয়াছ, তোমাকে নমস্কার। তুমি তপ্তকাঞ্চনসদৃশ বলিয়া তপ্তচামীকরাভ, অজ্ঞানসকলকে হরণ কর এই জন্য হরি, অখিল-বিশ্ব তোমার কর্ম্ম এই নিমিত্ত বিশ্বকর্ম্ম, সকল প্রকার তমোনাশ কর বলিয়া তমোভিনিঘ্ন, বিলক্ষণ দীপ্তিমানু এই জন্য রুচি এবং দৃশ্যপ্রপঞ্চ সকলকে সাক্ষাৎ দর্শন করতঃ লোক সকলের পাপপুণ্যের সাক্ষী হইয়া থাক বলিয়া লোকসাক্ষী নাম ধারণ করিয়াছ, তোমাকে নমস্কার। এই প্রভু দিবাকরই প্রাণিগণকে সৃজন পালন ও সংহার করেন, সূর্য্যই স্বীয় কিরণমালা দ্বারা তাহাদিগকে সন্তাপিত ও অভিবর্ষিত করেন; সকলে সুপ্ত হইলে প্রাণিগণের অন্তর্যামিরূপ দিবাকরই জাগরিত হইয়া থাকেন এবং তিনিই অগ্নিহোতৃগণের অগ্নিহোত্র ও তজ্জনিত ফল। লোকে অশ্বমেধাদি যে সকল যজ্ঞ, যজ্ঞের অধিদেবতা, যজ্ঞফল এবং অপর যে সকল ক্রিয়া আছে পরমপ্রভু দিবাকর সেই সকলেই বর্ত্তমান আছেন। হে রাঘব! দুর্গমস্থান ভয় আপৎ ও দুঃখে দিবাকরের নাম কীর্ত্তন করিলে কোন পুরুষই অবসন্ন হয় না। রাম! তুমি একাগ্রমনসে এই জগৎপতি দেবদেব দিবাকরকে পূজা করতঃ তিনবার এই আদিত্যহৃদয় পাঠ কর তাহা হইলেই যুদ্ধে বিজয় লাভ করিতে পারিবে। হে মহাবাহো! আমি নিশ্চয় বলিতেছি, এইরূপ করিলে তুমি এই মুহূর্ত্তেই রাবণকে বধ করিবে।' অগস্ত্য এই

কথা বলিয়াই যে স্থান হইতে আসিয়াছিলেন, পুনর্ব্বার সেই স্থানে গমন করিলেন।

ঋষিপ্রবর অগস্ত্যের এই সকল কথা শুনিয়া রঘুনন্দনের শোক অপগত হইল এবং প্রীতান্তঃকরণে আত্মাকে সংযত করতঃ ক্ষণকাল চিন্তার পর তিনবার আচমন ও আদিত্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া এই উত্তম স্তব পাঠ করিলেন। অনন্তর, রাবণকে সম্মুখে আগত দর্শনে হর্ষসহকারে বিজয় লাভের নিমিত্ত তদীয় বধে সুমহৎ যত্নপরায়ণ হইলেন। তখন, রামচন্দ্র দর্শনে প্রহৃষ্যমাণ দিবাকর হৃষ্টান্তঃকরণে সত্বর সুরগণের মধ্যে গমন করতঃ, রাবণ যে নিহত হইবে তাহাই কহিতে লাগিলেন।

ইতি ষষ্ঠাধিকশততম সর্গ॥ ১০৬॥

সপ্তোত্তরশততম সর্গ।

এদিকে রাবণের সারথি হৃষ্টান্তঃকরণে যেন আকাশকে গ্রাস করিবার অভিপ্রায়েই বসুমতীকে অনুনাদিত করতঃ শক্রসৈন্যগণের হর্ষবিনাশকারী উচ্ছ্রিত পতাকাশোভিত বেগশালী ও সুবর্ণমালালঙ্কৃত বাজি সকল কর্ত্তৃক সঞ্চালিত, পতাকা এবং ধ্বজরূপ মালা সকলদ্বারা অলঙ্কৃত, যুদ্ধোপকরণসকলে পরিপূর্ণ এবং স্বীয় সেনাগণের আনন্দ জনক রাবণরথ সত্বর সঞ্চালিত করিলে, নররাজ রাম রাক্ষসরাজ রাবণের সেই মহাধ্বজ, শব্দায়মান কৃষ্ণবাজি সঞ্চালিত, রৌদ্রতেজঃসমাযুক্ত এবং আকাশে প্রভাকরের ন্যায় দীপ্যমান বিমানসদৃশ রথ দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন, পতাকাসদৃশ সৌদামিনী দ্বারা গহন, রাবণধনুরূপ ইন্দ্রায়ুধদ্বারা সুপ্রকাশ এবং শররূপ বারিধারা বর্ষণকারী সেই রথ বর্ষকর বারিদের ন্যায় শোভা পাইতেছে। রামচন্দ্র বজ্রাঘাতে বিদীর্য্যমাণ গিরির ন্যায় শব্দায়মান সেই মেঘ সদৃশ শক্ররথকে সহসা আপতিত হইতে দেখিয়া বেগসহকারে বালচন্দ্রের ন্যায় আনত স্বীয় ধনুঃ বিস্ফারিত করতঃ দেবরাজ সারথি মাতলিকে কহিলেন;—'মাতলে! ঐ দেখ, শক্র ক্রোধভরে পুনর্ব্বার রথ সঞ্চালিত করতঃ অভিমুখে আগমন করিতেছে। এ যখন পুনর্ব্বার অপসব্য গতিতে মহাবেগে রণমধ্যে আগমন করিতেছে, তখন বোধ হয় আত্মবিনাশেই কৃতসংকল্প হইয়া থাকিবে; অতএব তুমি শক্রর অভিমুখে গমন করতঃ অপ্রমত্তভাবে অবস্থিত হও; কারণ, দিবাকর যেরূপ উত্থিত মেঘকে তিরোহিত করেন, তদ্রূপ আমিও ইহাকে বধ করিতে ইচ্ছা করি। তুমি ক্ষুব্ধ বা সম্ভ্রান্ত না হইয়া, অবিচলিত হৃদয়ে ও অব্যগ্রলোচনে রশ্মিসকলকে সংযত করতঃ সত্বর রথ সঞ্চালিত কর। তুমি দেবরাজের সারথি সুতরাং তোমাকে কিছুমাত্র বক্তব্য নাই; তবে যুদ্ধাভিলাষী হইয়া যাহা বলিতেছি, ইহা কেবল তোমার স্মরণের নিমিত্ত, শিক্ষিত করিবার নিমিত্ত নহে।'

সুরসারথিসত্তম মাতলি রামচন্দ্রের এতাদৃশ বাক্যে পরম পরিতুষ্ট হইয়া অশ্বসকলকে সঞ্চালিত করিলেন। অনন্তর, রাবণের মহারথকে দক্ষিণে রাখিয়া চক্রসমুদ্ভূত ধূলিপটলদ্বারা দশাননকে প্রকম্পিত করিয়া ফেলিলেন। তখন দশগ্রীব ক্রোধভরে লোহিতবর্ণ লোচন বিস্ফারিত করতঃ রামাভিমুখে রথ পরিবর্ত্তিত করতঃ শর সমূহদ্বারা তাঁহাকে উৎপীড়িত করিতে লাগিলেন। পরন্তু, রামচন্দ্র রণমধ্যে তদীয় শরজালে ধর্ষিত হইয়াও ক্রোধভরে কোন রূপে ধৈর্য্য অবলম্বন করতঃ মহাবেগসমন্বিত সুমহৎ ঐন্দ্র শরাসন গ্রহণ করিয়া সূর্য্য রশ্মির ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট মহাবেগ শরসকল ক্ষেপণ করিলেন। এইরূপে ক্রুদ্ধ মৃগপতিযুগলের ন্যায় পরস্পর সম্মুখাবস্থিত ও বধাভিলাষী সেই বীরযুগলের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই সময় রাবণবিনাশাভিলাষী দেব গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণ তাঁহাদের দ্বৈরথ যুদ্ধ দর্শন করিবার নিমিত্ত সমবেত হইলেন। অনন্তর, রামচন্দ্রের অভ্যুদয় এবং দশাননের বিনাশের নিমিত্ত নিদারুণ রোমহর্ষণ উৎপাত সকল উত্থিত হইতে লাগিল;—পর্জ্জন্যদেব দশাননের রথোপরি রুধির বর্ষণ করিলেন এবং তীব্র বায়ুমণ্ডল তাঁহাকে দক্ষিণে রাখিয়া প্রবা-

হিত হইতে লাগিল। তাঁহার রথ যে যে দিকে গমন করিতে লাগিল, নভোমণ্ডলে ভ্রমমাণ গৃধ্রগণও সেই সেই দিকে রথোপরি বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। সেই দিবাভাগেও লঙ্কানগরী জবাপুষ্পসদৃশী সন্ধ্যারাগে রঞ্জিত হওয়ায়, সমগ্র লঙ্কাদ্বীপকে প্রদীপ্ত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। রাক্ষসরাজের অশুভ-সূচক মহোল্কা সকল নির্ঘাতসদৃশ মহা-শব্দে রাক্ষসগণকে বিষাদিত করতঃ পতিত হইল। যে স্থানে রাবণ ছিলেন, তত্রত্য ভূভাগ বারম্বার কম্পিত হইল এবং রাক্ষস-যোধগণের বাহু সকল শুব্ধ হইয়া গেল। রাক্ষসরাজের অগ্রে পার্ব্বতীয় ধাতু সকলের ন্যায় তাম্র পীত শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ সূর্য্যরশ্মি সকল দৃষ্ট হইল। নিতান্ত অমঙ্গলজনক শিবাগণ গৃধ্রগণকর্ত্তৃক অনুগত হইয়া মুখদ্বারা অগ্নিশিখা বমন করিতে করিতে রাবণের মুখ নিরীক্ষণ করতঃ ক্রোধসহকারে শব্দ করিতে লাগিল। সমীরণ ধূলিপটল উৎকীরণ করতঃ রাক্ষসরা-জের দৃষ্টিবিলোপ করিয়া প্রতিকূলে প্রবাহিত হইতে লাগিলেন। বিনা মেঘে ঘোররূপ ইন্দ্রাশনি সকল অসহ্যস্বরে সর্ব্বতোভাবে তদীয় সৈন্যোপরি নিপতিত হইতে লাগিল। সুমহৎ পাংশুবর্ষণে দিক্ ও বিদিক্ সকল ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন এবং নভোমণ্ডল দুর্দ্দর্শ হইল। শত শত শারিকাগণ ঘোর ও নিদারুণ কলহ করিতে করিতে দারুণস্বরে তদীয় রথো-পরি পতিত হইল। তদীয় অশ্বগণ জঘন হইতে স্ফুলিঙ্গ এবং নেত্র হইতে অশ্রুমোচন করায়, তাহাদের শরীর হইতে সমকালে অগ্নি ও জল নির্গত হইতে লাগিল, তৎকালে রাব-ণের বিনাশসূচক এইরূপ বহুবিধ ভয়াবহ নিদারুণ উৎপাত সকল প্রাদুর্ভূত হইল।

রঘুনন্দনের বিজয়সূচক সৌম্য এবং মঙ্গল-সূচক সর্ব্বপ্রকার সুনিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইল। তৎকালে রাঘবপক্ষীয়গণ রামচন্দ্রের বিজয়সূচক সেই সুনিমিত্ত সকল দর্শন করতঃ পরম পরি-তুষ্ট হইল এবং রাবণকে নিহত বলিয়াই মনে করিল। নিমিত্তজ্ঞ রামচন্দ্রও আত্মগত এই সকল সুনিমিত্ত দর্শন করতঃ সুস্থ ও আনন্দিত হইয়া যুদ্ধে সমধিক বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

ইতি সপ্তোত্তর শততম সর্গ ॥ ১০৭ ॥

অষ্টোত্তরশততম সর্গ।

অনন্তর, পুনর্ব্বার রাম ও রাবণের সর্ব্ব-লোকভয়াবহ সুমহৎ দ্বৈরথ যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, রাক্ষস ও বানর সৈন্যগণ আয়ুধ ধারণ করি-য়াও নিশ্চেষ্টভাবে দণ্ডায়মান রহিল। তৎ-কালে, সেই বলবান্ নর ও রাক্ষস পরস্পর সমরাসক্ত হইলে, সকলেই একান্ত বিস্মিত ও সন্দিগ্ধচিত্ত হইল। সেই বিশালবাহু সৈনি-কগণ তাঁহাদিগকে দেখিয়া বহুবিধ প্রহরণ উদ্যত করতঃ দণ্ডায়মান রহিল, কিন্তু পরস্পর কেহ কাহারও সহিত সমরাসক্ত হইল না। রাক্ষসসৈন্যগণ রাবণের এবং বানরসেনাগণ রামচন্দ্রের প্রতি বিস্মিতভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া থাকিলে, তাহাদিগকে চিত্রলিখিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। রাম এবং রাবণ নিমিত্ত দর্শনে নিশ্চিত বুদ্ধি হইলেন এবং ক্রোধে বিচলিত না হইয়া নির্ভয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে রামচন্দ্র 'জয় করিতে হইবে' এবং দশানন 'মরিতে হইবে, এইরূপ নিশ্চয় করতঃ শক্তি অনুসারে স্বীয় সামর্থ্য প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন। বীর্য্যবান্ দশগ্রীব রঘুনন্দনের রথস্থিত ধ্বজ লক্ষ্য করিয়া শরসমূহ সন্ধান ও ক্ষেপণ করিলে, সেই বাণ সকল ইন্দ্রের রথধ্বজকে প্রাপ্ত না হইয়া রথ শক্তিতে লগ্ন ও ধরণীতলে পতিত হইল। তদ্দর্শনে বীর্য্যবান্ রাম ও রাবণকৃত কার্য্যের প্রতিকার করণে অভিলাষী হইয়া, রাবণের রথধ্বজকে লক্ষ্য করিয়া স্বীয় তেজে প্রজ্বলিত অসহ্য মহাসর্পসদৃশ শাণিত শর ক্ষেপণ করিলেন। তেজস্বী রামকর্ত্তৃক ধ্বজোদ্দেশে নিক্ষিপ্ত সেই শর রাবণের রথধ্বজ ছেদন করতঃ ধরণীগর্ভে প্রবেশ করিল এবং সেই ছিন্ন ধ্বজও ভূতলে পতিত হইল।

স্বীয় রথধ্বজ উন্মূলিত হইল দেখিয়া, মহা-বল দশানন যেন লোক সকলকে দগ্ধ করিবার

নিমিত্তই ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং রোষবশীভূত হইয়া শরবর্ষণ করতঃ প্রদীপ্ত বাণ নিচয় দ্বারা দাশরথির তুরঙ্গমগণকে বিদ্ধ করিলেন। পরন্তু, সেই দিব্য অশ্বগণ স্খলিত বা সম্ভ্রান্ত হইল না; প্রত্যুত, পদ্মনালদ্বারা আহতের ন্যায় স্বস্থহৃদয় হইল। অশ্বগণ শর প্রহারে সম্ভ্রান্ত হইল না দেখিয়া, দশানন পুনর্ব্বার শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি অভ্রান্তহৃদয়ে ও উদ্যমসহকারে মায়াবিনির্ম্মিত অসংখ্য গদা পরিঘচক্র মুষল শূল পরশু গিরিশৃঙ্গ বৃক্ষ ও অপর বহুবিধ শস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে ভীরুগণের ত্রাসজনক ভীমপ্রতিশব্দসমন্বিত ভয়ঙ্কর ও বহুবিধ শস্ত্রবর্ষণরূপ তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। সেই সময়ে দশানন প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়াই রামের রথ পরিহার করতঃ শরসমূহদ্বারা বানরবল ও নভোমণ্ডলকে সর্ব্বতোভাবে সমাচ্ছাদিত করিলেন। তখন, দশাননকে রণমধ্যে শরসন্ধানে তৎপর দর্শনে, রঘুনন্দন হাসিতে হাসিতে শতসহস্র শর সন্ধান ও ক্ষেপণ করিলেন। তদ্দর্শনে রাক্ষসরাজও শরসমূহদ্বারা নভোমণ্ডল সমাচ্ছাদিত করিলেন। তৎকালে, তাঁহাদের উভয় কর্তৃক বিমুক্তপ্রদীপ্ত শরবর্ষণ দ্বারা যেন, নভোমণ্ডলে অন্য একটি শরময় নভোমণ্ডল হইয়া উঠিল। রাম রাবণের প্রতি এবং রাবণ রামের প্রতি রণমধ্যে যে সকল শরক্ষেপণ করিলেন, তাহার কোনটিই অনিমিত্ত, অভেদক বা নিষ্ফল হইল না; সকল বাণই পরস্পরকে আহত করতঃ ধরণী তলে পতিত হইতে লাগিল। তাঁহারা সমরাসক্ত হইয়া সব্য ও দক্ষিণ উভয়পার্শ্বেই ধনুঃ সঞ্চালিত করতঃ এরূপ ঘোর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন যে, অম্বরতল রন্ধ্রবিহীন হইল। উভয়েই প্রতীকার পরায়ণ হইয়া, রামচন্দ্র রাবণের এবং রাবণ রামের অশ্বগণকে বিদ্ধ করিলেন, এইরূপে সেইদুই মহাবল বীর রাবণ ও লক্ষ্মণাগ্রজ রাম শাণিত শরসমূহদ্বারা যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, পরন্তু, রথধ্বজ নিপতিত হওয়ায়, রাক্ষসরাজ রঘুনন্দনের উপর নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন।

নবোত্তর শততম সর্গ।

সেই রণস্থলে রাম ও রাবণ নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া এইরূপ যুদ্ধ করিতে থাকিলে, লোক সকল বিস্মিতান্তঃকরণে তাহা দর্শন করিতে লাগিল। তাঁহাদের সেই উত্তম স্যন্দনযুগল পরস্পর অভিদ্রুত হইয়া পরস্পরকে অর্দ্দিত করিতে লাগিল। সেই ঘোররূপ বীরযুগল পরস্পর বধাভিলাষী হইলে, উভয় রথের সারথি সারথ্যকার্য্যের বহুবিধ শিক্ষাকৌশল প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত মণ্ডলবীথি ও গত প্রত্যাগতাদি বিবিধ গতিতে বিচরণ করিতে লাগিল। মায়াদ্বারা সম্পাদিত প্রবর্ত্তন ও নিবর্ত্তন দ্বারা রাম রাবণকে এবং রাবণ রামকে পীড়িত করিলেন। তৎকালে, তাঁহারা বারিধারার ন্যায় শরবর্ষণ করিতে থাকিলে, রণভূমিতে বিচরণশীল তাঁহাদের সেই উত্তম রথযুগলকে ধারা সমন্বিত ধারাধর যুগলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। উভয়ের সারথিও রণমধ্যে বহুবিধ গতি প্রদর্শন করতঃ পুনর্ব্বার পরস্পরের অভিমুখে রথ স্থাপন করিল। সেই রথযুগল পরস্পর সম্মুখীন হইলে তাহাদের ধুর্ ও পতাকা এবং অশ্বগণের মুখ সকলকে সমরেখায় অবস্থিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর, রামচন্দ্র ধনুর্ম্মুক্ত শাণিত শরসমূহ দ্বারা রাবণের প্রদীপ্ত অশ্ব চতুষ্টয়কে এরূপ প্রহার করিলেন যে, তাহারা স্ব স্ব পশ্চার্দ্ধের দিকে মুখ পরিবর্ত্তিত করিল। তুরঙ্গমগণকে বিচলিত দর্শনে দশাননও ক্রোধবশীভূত হইয়া রাঘবাভিমুখে শাণিত বাণ সকল ক্ষেপণ করিলেন। পরন্তু, রঘুনন্দন বলবান্ দশানন কর্তৃক অতিবিদ্ধ হইয়াও ব্যথিত বা কোনরূপ বিকার প্রাপ্ত হইলেন না। তখন, দশানন বজ্রপাণি পুরন্দরের সারথিকে লক্ষ্য করিয়া পুনর্ব্বার বজ্রসার সদৃশ শব্দায়মান বাণ সকল ক্ষেপণ করিলেন; পরন্তু, রণমধ্যে মাতলির গাত্রে মহাবেগে পতিত সেই শর সকল তাঁহাকে কোনরূপে ব্যথিত বা মুগ্ধ করিতে পারিল না। যাহার প্রহরিত হওয়া উচিত নহে, সেই মাতলিকে রাবণকর্তৃক

ধর্ষিত দর্শনে রাঘব নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া শরজাল দ্বারা স্বীয় শত্রুকে বিমুখ করিলেন। বীর রঘুনন্দন একবারে বিংশতি ত্রিংশৎ শত ও সহস্র সংখ্য শর শত্রুর রথাভিমুখে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রথিপ্রবর রাক্ষসেশ্বর রাবণও ক্রুদ্ধ হইয়া গদা ও মুসলবর্ষণ দ্বারা রণমধ্যস্থিত রামচন্দ্রকে আঘাত করিলেন। এইরূপে সেই তুমুল লোমহর্ষণ সুমহৎ যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইলে, গদা মুষল ও পরিঘ সকলের শব্দে এবং শর সকলের পুঙ্খবাতে সপ্তসাগরও সংক্ষুব্ধ হওয়ায়, পাতালতলবাসী দানব এবং সহস্র সহস্র পন্নগগণ ব্যথিত হইয়া পড়িল। শৈল ও কানন সকলের সহিত সমগ্রা বসুমতী কম্পিত, প্রভাকর নিষ্প্রভ এবং সমীরণ বহনবিমুখ হইলেন। তখন, দেবতা গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ পরমর্ষি কিন্নর ও মহোরগগণ নিরতিশয় চিন্তিত হইলেন। দেবগণ ও ঋষিগণ 'গো ব্রাহ্মণ সকলের মঙ্গল হউক, লোক সকল নিরাপদ হউক এবং রঘুনন্দন রণমধ্যে রাক্ষসরাজ রাবণকে জয় করুন' এইরূপে রামচন্দ্রের বিজয় কামনা করতঃ রাম রাবণের ঘোররূপ রোমহর্ষণ রণ দর্শন করিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ 'রাম রাবণের যুদ্ধের উপমা নাই, এই যুদ্ধই ইহার উপমাস্থল; কারণ, ইহাতে সাগর অথবা অম্বরের কোন বিশেষ দৃষ্ট হইতেছে না' এইরূপ বলিতে বলিতে সেই অদ্ভুত যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিল।

অনন্তর, রঘুবংশীয়গণের কীর্ত্তিবর্দ্ধন মহাত্মা রাম স্বীয় ধনুতে আশীবিষ সদৃশ শরসন্ধান করতঃ রাবণের শোভাসমন্বিত ও কুণ্ডলযুগল দ্বারা সমুজ্জ্বল মস্তক ছেদনকরিলে, ত্রিভুবনের সকল প্রাণীই সেই মস্তক ভূতলে পতিত হইতে দেখিল। পরন্তু, রামচন্দ্র যেরূপ মস্তক ছেদন করিলেন, তাহার পরক্ষণেই তদনুরূপ একটি মস্তক উত্থিত হইয়া তাঁহার স্কন্ধে সংলগ্ন হইল। তদ্দর্শনে ক্ষিপ্রকারী রঘুনন্দন হস্তলাঘব প্রদর্শন করতঃ সেই দ্বিতীয় মস্তককেও সায়কসমূহ দ্বারা ভূতলে পাতিত করিলেন। সেই মস্তক ছিন্ন হইবামাত্রই তদনুরূপ অন্য একটি মস্তক দৃষ্ট হইল এবং রামচন্দ্রও অশনিসদৃশ শরসমূহদ্বারা তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে তুল্যরূপ এক শত মস্তক ছিন্ন হইল, তথাপি দশাননের জীবনের অন্ত দৃষ্ট হইল না। তখন, সর্ব্বাস্ত্রজ্ঞ কৌসল্যানন্দবর্দ্ধন রঘুনন্দন বিমর্ষ হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে; 'যে সকল শরদ্বারা মারীচ, খর, দূষণ, ক্রৌঞ্চারণ্যবাসী বিরাধ ও দণ্ডকারণ্য নিবাসী কবন্ধ নিহত হইয়াছে এবং যে বাণ নিবহদ্বারা সালতরু ও গিরি সকল ভগ্ন, বালী নিহত ও মহাসাগর সংক্ষুভিত হইয়াছিল, এই যুদ্ধেও আমার সেই অমোঘ শর সকলই বর্ত্তমান রহিয়াছে; পরন্তু, ইহারা যে রাবণের নিকট তেজোবিহীন হইতেছে ইহার কারণ কি?' রামচন্দ্র এইরূপ চিন্তাপরবশ হইয়াও প্রমত্ত না হইয়া রাবণের উরঃস্থল লক্ষ্য করিয়া শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। রথস্থিত রাক্ষসেশ্বর রাবণও গদামুষলবর্ষণদ্বারা রঘুনন্দনকে প্রতিপীড়িত করিতে লাগিলেন। এইরূপে পুনর্ব্বার অন্তরীক্ষ ভূমি এবং কখন বা গিরিশৃঙ্গের উপরিভাগে সেই দুই কামচারী রথিপ্রবরের তুমুল ও লোমহর্ষণ সুমহৎ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই যুদ্ধ দেখিতে দেখিতে দেবতা দানব যক্ষ পিশাচ উরগ ও রাক্ষসগণের সপ্তরাত্র অতিবাহিত হইল, ইহার মধ্যে রাত্রি দিন মুহূর্ত্ত অথবা ক্ষণকালের নিমিত্তও সেই যুদ্ধের বিরাম হইল না। তৎকালে, রাক্ষসেন্দ্র রাবণ এবং দাশরথি রাম এই উভয়ের যুদ্ধে রামচন্দ্রকে বিজয় লাভ করিতে না দেখিয়া সুররাজসারথি মহাত্মা মাতলি সমর নিরত রঘুনন্দনকে এই কথা বলিলেন।

ইতি নবোত্তর শততম সর্গ।

দশাধিকশততম সর্গ।

মাতলি রঘুনন্দের স্মরণার্থ কহিলেন;— 'হে বীর! আপনি অনভিজ্ঞাতের ন্যায় এ কি করিতেছেন? হে প্রভো! সুরগণ ইহার যে বিনাশকালের কথা কহিয়াছিলেন, তাহা অদ্য উপস্থিত হইয়াছে; অতএব, আপনি ইহার বধের নিমিত্ত ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করুন।' মাত-

লির বাক্যে স্মরণ হওয়ায়, বীর্য্যবান্ রামচন্দ্র, পূর্ব্বে ঋষিবর ভগবান্ অগস্ত্য তাঁহাকে যে অমোঘ ব্রহ্মদত্ত অস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, নিশ্বাসশীল উরগের ন্যায় সেই প্রদীপ্ত শরটিই গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বে অমিততেজস্বী পিতামহ ত্রিলোক বিজয়াভিলাষী সুরপতি ইন্দ্রের নিমিত্ত সেই অস্ত্রটি নির্ম্মাণ করতঃ তাঁহারে প্রদান করিয়াছিলেন। সেই অস্ত্রের বেগে পবন, ফলে হুতাশন ও তপন, সর্ব্বাঙ্গে ব্রহ্মা এবং গুরুত্বে মেরু ও মন্দরের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাদ্বয় অবস্থান করিতেছিলেন। মহাবল রামচন্দ্র স্বীয় শরীরদ্বারা জাজ্বল্যমান, শোভনপুঙ্খদ্বারা শোভিত, সুবর্ণভূষিত, পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের তেজোদ্বারা নির্ম্মিত সূর্য্যের ন্যায় তেজোবিশিষ্ট, সধূম প্রদীপ্ত কালাগ্নি ও আশীবিষসদৃশ, রথ অশ্ব মাতঙ্গ দ্বারা পরিঘ ও গিরি সকলের সত্বর ভেদকারী, বহুবিধ রুধিরদ্বারা দিগ্ধাঙ্গ, মেদোলিপ্ত, বজ্রের ন্যায় সারবান্ ও শব্দবিশিষ্ট, সংগ্রাম সকলে অপরাঙ্মুখ, নিশ্বাসশীল পন্নগের ন্যায় ভয়ঙ্কর ও সর্ব্ববিত্রাসন, রণমধ্যে কঙ্ক গৃধ্র বক গোমায়ু ও রাক্ষসগণের নিয়ত ভক্ষ্যপ্রদ, যমসদৃশ, বানরেন্দ্রগণের আনন্দজনক, রাক্ষসগণের অবসাদক, গরুড়ের বহুবিধ পক্ষদ্বারা নির্ম্মিতপক্ষ, ইক্ষ্বাকুবংশীয়গণের ভয়নাশক, শত্রুগণের কীর্ত্তিহারক এবং আপনার প্রহর্ষকারক, সেই সুদারুণ ভয়াবহ মহাস্ত্রকে বেদপ্রোক্ত বিধিদ্বারা অভিমন্ত্রিত করতঃ বলসহকারে ধনুতে সন্ধান করিলেন। তিনি সেই সরোত্তমকে সন্ধান করিলে, লোকসকল বিত্রস্ত এবং বসুমতী বিচলিত হইল। অনন্তর, রঘুনন্দন ক্রোধভরে যত্নসহকারে ধনুঃ বিনমিত করতঃ সেই পরমর্ম্মবিদারণ শর ক্ষেপণ করিলে, তাহা অনিবার্য্য কৃতান্ত এবং বাসব বিসর্জ্জিত দুর্দ্ধর্ষ বজ্রের ন্যায় রাবণের বক্ষঃস্থলে পতিত হইল। রঘুনন্দনকর্ত্তৃক বিসৃষ্ট সেই শরীরান্তকারী মহাবেগ শর দুরাত্মা রাবণের হৃদয় ভেদ ও প্রাণ হরণ করতঃ রুধিরদিগ্ধ হইয়া প্রথমতঃ ধরণীতলে পতিত হইল; অনন্তর, রাবণবধে কৃতকার্য্য হইয়া বিনীতভাবে পুনর্ব্বার রামচন্দ্রের তূণমধ্যে প্রবেশ করিল। অস্ত্রাঘাতবশতঃ রাবণেরও জীবন গতপ্রায় হওয়ায়, তদীয় প্রাণ সকলের সহিত সায়কসমন্বিত কার্ম্মুক হস্ত হইতে ভূতলে পতিত হইল এবং মহাদ্যুতি মহাবেগ রাক্ষসরাজও বিগতজীবিত হইয়া বজ্রাহত বৃত্রের ন্যায় রথ হইতে পতিত হইলেন।

রাক্ষসরাজ পতিত হইলেন দেখিয়া, হতশেষ নিশাচরগণ নাথবিহীন ও ভয়বিহ্বল হইয়া, চতুর্দ্দিকে পলায়নপরায়ণ হইলে, দ্রুমযোধী বানরগণ সিংহনাদসহকারে তাহাদের অভিমুখে ধাবিত হইল। রাক্ষসগণ দশগ্রীবের বধ ও রাঘবের বিজয় দর্শনে এবং বানরগণের উৎপীড়নে নিতান্ত কাতর হইল এবং অন্য কাহাকেও আশ্রয় না দেখিয়া দীনবদনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে লঙ্কামধ্যে প্রবেশ করিল। অনন্তর, বিজয়ী বানরবৃন্দ হৃষ্টান্তঃকরণে রাবণের নিধন ও রাঘবের বিজয়বার্ত্তা প্রকাশ করিতে লাগিল। অন্তরীক্ষে শুভসূচক দেবদুন্দুভি বাদিত হইল এবং সুখাবহ দিব্যগন্ধবহ প্রবাহিত হইতে লাগিল। নভোমণ্ডল হইতে মনোহর ও অন্যের দুরাবাপ পুষ্প বৃষ্টি পতিত হইয়া রঘুনন্দনের রথকে বিকীরিত করিল। অম্বরতলে মহাত্মা দেবগণের রামস্তবসংযুক্ত 'সাধু সাধু' এই ভূয়সী বাণী শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। সর্ব্বলোকভয়ঙ্কর রৌদ্র রাবণ নিহত হওয়ায়, চারণগণের সহিত দেবগণ আনন্দের পরাকাষ্ঠা লাভ করিলেন। এইরূপে রামচন্দ্র রাক্ষসপুঙ্গব রাবণকে বধ করতঃ প্রীত হইলেন এ সুগ্রীব অঙ্গদ ও বিভীষণের মনস্কাম পূর্ণ করিলেন।

রাক্ষসরাজ নিহত হইলে, মরুদ্গণ প্রশান্ত, দিক্ সকল প্রসন্ন, নভোমণ্ডল বিমল, বসুমতী কম্পবিরহিতা, বায়ু প্রবাহিত এবং দিবাকর স্থিরপ্রভ হইলেন। অনন্তর, সুগ্রীব বিভীষণ ও অঙ্গদ প্রভৃতি সুহৃদ্বরগণ লক্ষ্মণের সহিত হৃষ্টান্তঃকরণে ও জয়োল্লাসে সমরদুর্জ্জয় রামচন্দ্রের নিকট আগমন করতঃ যথাবিধি পূজা করিলেন। স্থিরপ্রতিজ্ঞ রঘুকুলরাজকুমার মহাতেজস্বী রামচন্দ্রও শত্রুকে বিনাশ

করতঃ স্বজনগণে পরিবৃত হইয়া ত্রিদশগণপরিবেষ্টিত মহেন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

ইতি দশাধিক শততম সর্গ ॥ ১১০ ॥

একাদশাধিকশততম সর্গ।

ভ্রাতাকে রণমধ্যে নির্জ্জিত ও নিহত হইয়া তলে শয়ন করিতে দেখিয়া, বিভীষণ শোকতচিত্তে বিলাপ করতঃ কহিলেন;—'হা র! হা বিক্রান্ত! হা বিখ্যাত! হা প্রবীণতিকুশল! আপনি মহার্হ শয্যায় শয়ন রিয়াও কি নিমিত্ত অদ্য নিহত হইয়া ভূতলে ন করিলেন? হা বীর! আপনার ভাস্করসদৃশ ভাবিশিষ্ট মুকুট রাম বাণে ছিন্ন এবং অঙ্গদ ষিত সুদীর্ঘ বাহুযুগল নিশ্চেষ্টভাবে নিক্ষিপ্ত ইয়াছে? হা শূর! পূর্ব্বে আমি যাহা বলিয়াছিলাম এবং কাম ও লোভের বশীভূত হইয়াচলে বলিয়া যাহা আপনার অনুমত হয় াই, অধুনা তাহাই উপস্থিত হইয়াছে। হায়! র্ব্বে দর্পবশতঃ প্রহস্ত, ইন্দ্রজিৎ, অতিরথ ম্ভকর্ণ, অতিকায়, নরান্তক, আপনি স্বয়ং অপর রাক্ষসগণও যাহা গ্রাহ্য করেন ইহা তাহারই ফলস্বরূপ হইয়াছে। হায়! নি নিহত হইয়া ধার্ম্মিকগণের সেতু, বিগ্রহ, সত্ত্বগুণের আশ্রয় এবং বীরগতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। হা বীর শস্ত্রবর! আপনি নিপতিত হওয়ায়, আদিতলে পতিত, চন্দ্রমাকে রাহুর উদরধ্যে নিমগ্ন ও হুতাশনকে ঘটশতসেচনবশতঃ শান্তার্চ্চি বলিয়া বোধ হইতেছে। হা রাক্ষসার্দ্দূল! আপনি রণধূলিতে শয়ন করায় প্রতি এই অবশিষ্ট রাক্ষসগণ সত্ত্ববিহীন লিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। হায়! অদ্য তিরূপ পুত্র সহিষ্ণুতারূপ পুষ্প, তপস্যারূপ এবং শৌর্য্যরূপ দৃঢ়মূলসমন্বিত রাক্ষসজরূপ বৃক্ষ রণমধ্যে রামরূপ সমীরণদ্বারা মর্দ্দিত হইল। হায়! তেজোরূপ বিষাণ, পূর্ব্বপুরুষরূপ পৃষ্ঠাবয়ব, কোপরূপ দেহাবয়ব ও প্রসাদরূপ হস্তসমন্বিত রাবণরূপ গন্ধহস্তী রামরূপ সিংহদ্বারা নিহত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিয়াছেন। হায়! পরাক্রম ও উৎসাহসূচক বিজৃম্ভিতরূপ অর্চ্চি, নিশ্বাসরূপ ধূম, স্বীয় বলরূপ দাহিকাশক্তিসমন্বিত প্রতাপবান্ রাবণরূপ হুতাশন রামরূপ পয়োধরদ্বারা নির্ব্বাপিত হইয়াছেন। হায়! রাক্ষসগণরূপ লাঙ্গুল ককুৎ ও বিষাণসমন্বিত এবং বায়ুর ন্যায় পরাক্রম ও উৎসাহশালী শত্রুবিজয়ী রাক্ষসরাজরূপ বৃষ, রামরূপ ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক নিহত হইয়া অবসন্ন ও বিকলেন্দ্রিয় হইয়াছেন।'

বিভীষণ শোকসমাকুল হইয়া এইরূপ হেতুযুক্ত ও অর্থ সঙ্গত বাক্য সকল বলিতে থাকিলে, রামচন্দ্র কহিলেন;—'এই প্রচণ্ডপরাক্রম মহোৎসাহ রাক্ষসরাজ শঙ্কিত বা নিশ্চেষ্ট হইয়া রণমধ্যে পতিত হয়েন নাই; সুতরাং ক্ষত্রধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া জয়লাভবাসনায় রণমধ্যে নিপতিত, এতাদৃশ বীরের বিনাশের নিমিত্ত শোক করা কর্ত্তব্য নহে। এই ধীমান্, ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত ত্রিভুবনকে পরাজিত করতঃ কালসহকারে কালধর্ম্মের বশীভূত হইয়াছেন, অতএব ইহাঁর জন্য শোক করা অবিধেয়। যুদ্ধে যে, চিরকাল বিজয় লাভই হইয়া থাকে, এরূপ কখনই দৃষ্ট হয় নাই; যেরূপ বীরই হউক না কেন, কখন বা রণমধ্যে শত্রুকে পরাজিত করে এবং কখন বা স্বয়ং ও তৎকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া থাকে। সম্মুখ সমরে দেহ বিসর্জ্জন করাই প্রাচীনগণকর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়সম্মতা গতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অতএব ক্ষত্রিয় রণমধ্যে নিহত হইলে তাহার জন্য শোক করা কর্ত্তব্য নহে। বিভীষণ! আমি যাহা বলিলাম ইহাই স্থির জানিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করতঃ সুস্থ হও এবং অতঃপর যাহা কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে বিবেচনা কর।'

রাজনন্দন বিক্রান্ত রামচন্দ্র এই কথা বলিলে, শোকসন্তপ্ত বিভীষণ ভ্রাতার প্রশংসাসূচক এই কথা বলিলেন;—'যিনি পূর্ব্বে কখনও ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত সমরে ভগ্ন হয়েন নাই, তিনি অদ্য মহাসাগর যেরূপ বেলা ভূমির নিকট ভগ্ন হয়েন, তদ্রূপ আপনার নিকট রণে ভগ্ন হইলেন। ইনি জীবিতা-

বস্থায় অগ্নিতে যথাবিধি হোম, ভোগ সকলকে উপভোগ, ভৃত্যগণকে পরিতোষিত, মিত্রবর্গকে ধনদান এবং অমিত্রগণের প্রতি বৈরনির্যাতন করিয়াছেন। ইনি আহিতাগ্নি ও মহাতেজস্বী ছিলেন এবং উপনিষৎ সকল অধ্যয়ন করতঃ অগ্নিহোত্রাদি কার্য্য সকল সম্পাদন করিয়াছিলেন। অতএব, সম্প্রতি আপনার অনুমতি অনুসারে ইহাঁর প্রেতকার্য্য সকল করিতে ইচ্ছা করি।' সাধুবর বিভীষণ করুণবাক্যে এইরূপ নিবেদন করিলে, রাজনন্দন মহাত্মা রামচন্দ্র রাক্ষসরাজের স্বর্গার্থ প্রেতকার্য্য সকল করিতে অনুমতি করিলেন। রাম কহিলেন;—'বিভীষণ! মরণ পর্য্যন্তই শত্রুতা; পরন্তু, অধুনা প্রয়োজন শেষ হওয়ায়, ইনি তোমার ন্যায় আমারও বন্ধু হইয়াছেন, অতএব ইহাঁর সংস্কার কর।'

ইতি একাদশাধিক শততম সর্গ ॥ ১১১ ॥

দ্বাদশাধিক শততম সর্গ।

মহাত্মা রামচন্দ্রকর্ত্তৃক রাবণ নিহত হইয়াছেন, এই কথা শ্রবণে রাক্ষসীগণ শোক বিহ্বল হইয়া অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইল। তাহারা বারম্বার নিবারিত হইয়াও হতবৎসা গাভীর ন্যায় শোকপীড়িত হইয়া বিমুক্তকেশে রণধূলিতে বিলুণ্ঠন করিতে লাগিল। রাক্ষসরমণীগণ উত্তর দ্বার দিয়া নির্গত হইয়া রণস্থলে প্রবেশ করতঃ হা নাথ! হা আর্য্যপুত্র!! এইরূপ রবে পতিকে অন্বেষণ করিতে করিতে কবন্ধসঙ্কুলা ও শোণিতপঙ্কিলা রণমধ্যভূমিতে উপস্থিত হইল। তাহারা স্বামিশোকে কাতর হইয়া বাষ্পব্যাকুললোচনে যূথপতিবিরহিত করেণুগণের ন্যায় শব্দসহকারে ইতস্ততঃঅন্বেষণ করতঃ নীলাঞ্জনচয়সদৃশ মহাকায় মহাবীর্য্য ও মহাদ্যুতি ভূপতিত পতিকে দেখিতে পাইল। রণধূলিতে শায়িত পতিকে সহসা দর্শন করতঃ কৌণপকামিনীগণ ছিন্ন বনলতার ন্যায় রাক্ষসরাজের গাত্রোপরি পতিত হইল। রাবণরমণীগণের মধ্যে কেহ তাঁহাকে আলিঙ্গন এবং কেহ চরণযুগল বা কণ্ঠস্থল অবলম্বন করতঃ রোদন করিতে লাগিল। কেহ ভুজযুগল উৎক্ষিপ্ত করতঃ ভূতলে বিলুণ্ঠিত এবং কেহ বা মৃত পতির বদনমণ্ডল অবলোকন করতঃ মূর্চ্ছিত হইল। কোন রমণী তদীয় মস্তক ক্রোড়ে স্থাপন করতঃ দেখিতে দেখিতে তুষারসদৃশ অশ্রুবিন্দু সকল দ্বারা আপনার কমলসদৃশ মুখমণ্ডল প্লাবিত করিতে লাগিল। এইরূপ তাহারা নিহত পতিকে ভূতলে পতিত দর্শনে শোকপীড়িত হইয়া বহুধা রোদন করতঃ বিলাপসহকারে কহিতে লাগিল;—'হায়! যিনি ইন্দ্র ও যমকে বিত্রাসিত, বিশ্রবানন্দন কুবেরকে পুষ্পকবিয়োজিত এবং দেব গন্ধর্ব্ব ও ঋষিপ্রভৃতি মহাত্মগণকে রণমধ্যে ভয়ব্যাকুল করিয়াছিলেন, তিনিই অদ্য নিহত হইয়া রণভূমিতে শয়ন করিয়াছেন। অহো! রাক্ষসরাজ, সুর অসুর অথবা পন্নগগণ হইতে যে ভয়ের আশঙ্কা করেন নাই, অদ্য মনুষ্য হইতে তাঁহার সেই ভয় উপস্থিত হইয়াছে। হায়! ইনি দেব দানব ও রাক্ষসগণের অবধ্য হইয়াও এক জন পদাতি মনুষ্যকর্ত্তৃক নিহত হইয়া রণভূমিতে শয়ন করিয়াছেন। হায়! দেবতা অসুর অথবা যক্ষগণও যাঁহাকে বধ করিতে পারেন নাই, তিনি এক জন মর্ত্ত্যকর্ত্তৃক কোন প্রাকৃত প্রাণীর ন্যায় নিহত হইলেন।' রাবণরমণীগণ দুঃখিতান্তঃকরণে এইরূপ বিলাপ করতঃ ব্যথিত হৃদয়ে ক্ষণকাল রোদন করিয়া পুনর্ব্বার বিলাপসহকারে কহিতে লাগিল;—'হায়! তুমি নিয়ত হিতবাদী সুহৃদ্বৃন্দের কথা না শুনিয়া আপনার মরণ এবং রাক্ষসগণের নিপাতনের নিমিত্তই সীতাকে হরণ করতঃ সমকালেই আপনাকে এবং আমাদিগকেও পাতিত করিলে। হায়! শুভাভিলাষী ভ্রাতা বিভীষণ হিতবাক্য বলিলেও তুমি যে, মোহবশতঃ আত্মবধের নিমিত্ত তাঁহাকে পরুষবাক্য বলিয়াছিলে, তাহার ফল সম্প্রতি দৃষ্ট হইতেছে। হায়! যদি তুমি তদীয় বাক্যানুসারে জনকনন্দিনী সীতাকে রাম হস্তে সমর্পণ করিতে, তাহা হইলে আমাদের এই মূলনাশন সুমহৎ ব্যসন উপস্থিত হইত না। হায়! তাহা হইলে বিভীষণ, রাম ও তোমার মিত্র-

কুল পূর্ণকাম হইতেন এবং আমাদিগকে বৈধব্যযন্ত্রণা সহ্য করিতে অথবা তোমার শক্রগণকে আনন্দিত হইতে হইত না। পরন্তু, তুমি নৃশংসের ন্যায় আচরণ করতঃ বলপূর্ব্বক সীতাকে অবরুদ্ধ করিয়া এককালে আপনাকে আমাদিগকে এবং রাক্ষসগণকেও নিপাতিত করিলে। অথবা, হে রাক্ষসপুঙ্গব! তোমার স্বেচ্ছাচারিত্ব পর্য্যাপ্ত নহে, কারণ সকলই দৈবচেষ্টিত; তুমি দৈবকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলে, অধুনা রামচন্দ্র নিমিত্তমাত্র হইয়া তোমাকে বধ করিলেন। হা মহাবাহো! রণমধ্যে তোমার এবং বানর ও রাক্ষসগণের বধ দৈববশতঃই হইয়াছে; কারণ, অর্থ কাম বিক্রম অথবা আজ্ঞা ইহাদের কেহই ফলোন্মুখী দৈবগতিকে নিবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হয় না।' এইরূপে সেই রাক্ষসরাজরমণীগণ দুঃখার্ত্ত হইয়া দীনভাবে ও বাষ্পব্যাকুললোচনে কুররীকুলের ন্যায় বিলাপ করিতে লাগিল।

ইতি দ্বাদশাধিক শততম সর্গ ॥ ১১২ ॥

ত্রয়োদশাধিকশততম সর্গ।

রাক্ষসরাজ রমণীগণ এইরূপ বিলাপ করিতে থাকিলে, রাবণের প্রধানা পত্নী প্রেয়সী মন্দোদরী স্বামী দশাননের সমীপে আগমন করতঃ, তাঁহাকে অচিন্ত্যচরিত রঘুনন্দনকর্ত্তৃক নিহত দেখিয়া দীনভাবে ও করুণস্বরে বিলাপ করতঃ কহিলেন;—'হা মহাবাহো ধনদানুজ রাক্ষসেশ্বর! পূর্ব্বে তুমি ক্রুদ্ধ হইলে দেবরাজ পুরন্দরও তোমার সম্মুখে অবস্থান করিতে ভীত হইতেন এবং মহর্ষি ও যশস্বী গন্ধর্ব্বগণ তোমার ভয়ে দিগন্তে পলায়ন করিতেন; পরন্তু, অধুনা সেই তুমিই মানুষমাত্র রামকর্ত্তৃক রণমধ্যে পরাজিত হইয়াও লজ্জিত হইতেছ না ইহার কারণ কি? হায়! তুমি বীর্য্যবলে ত্রৈলোক্য জয় করিয়া মহতী সম্পত্তি আহরণ করিয়াছিলে, কিন্তু অধুনা একজন বনবাসী মানুষ তোমাকে বধ করিল, ইহা নিতান্ত অসহনীয়। তুমি ইচ্ছানুসারে বহুবিধ রূপ ধারণ করতঃ মানুষগণের অজ্ঞাত লঙ্কাদ্বীপে বিচরণ করিতে, সুতরাং রাম কর্ত্তৃক তোমার বিনাশ কোনরূপেই উপপন্ন হইতে পারে না। তুমি সর্ব্বত্রই বিজয় লাভ করিতে, সুতরাং অধুনা রণমধ্যে তোমার এই বিনাশকে রামের কার্য্য বলিয়া বিশ্বাস হইতেছে না। বোধ হয় কৃতান্ত স্বয়ংই মায়াবলে রামরূপ ধারণ করিয়া তোমাকে বধ করিতে আসিয়াছিলেন, তাহা তুমি জানিতে পার নাই। অথবা হা মহাবল! তুমি কি বাসব কর্ত্তৃক ধর্ষিত হইয়াছ? না, তাহারই বা এরূপ শক্তি কোথায়? সেত রণমধ্যে মহাবল মহাবীর্য্য মহাতেজস্বী দেবশত্রু দশাননের সম্মুখে অবস্থান করিতে অসমর্থ। অথবা আর সন্দেহের আবশ্যক কি? আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, রাম জন্ম বৃদ্ধি ও নিধনবিহীন সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বান্তর্যামী প্রকৃতিপ্রবর্ত্তক সৃষ্টিকর্ত্তা পরমপুরুষ সনাতনই হইবেন। বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস শোভিত সেই ক্ষয়রহিত পরিমাণশূন্য সত্যপরাক্রম অজেয় সর্ব্বলোকেশ্বর শ্রীমান্ মহাদ্যুতি লক্ষ্মীপতি বিষ্ণুই লোক সকলের হিতকামনায় মানুষরূপ ধারণ করিয়া বানররূপাপন্ন দেবগণের সহিত ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়া রাক্ষসপরিবারগণের সহিত মহাবল মহাবীর্য্য ভয়াবহ দেবশত্রু রাক্ষসরাজকে বধ করিয়াছেন। পূর্ব্বে তুমি প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়া পশ্চাৎ ত্রৈলোক্য জয় করিয়াছিলে, বোধ হয় ইন্দ্রিয়গণ সেই বৈর-স্মরণ করিয়াই অধুনা তোমাকে পরাজিত করিয়াছে। হায়! যখন জনস্থানে অসংখ্য রাক্ষসগণে পরিবৃত তোমার ভ্রাতা খর নিহত হইয়াছিলেন, আমি তখনই জানিয়াছিলাম, রামচন্দ্র মনুষ্য নহেন। সুরগণও যাহাতে প্রবেশ করিতে পারেন না, যখন হনুমান্ বীর্য্যবলে সেই লঙ্কানগরীতে প্রবেশ করিয়াছিল, তখনই আমাদের হৃদয় ব্যথিত হইয়া রামচন্দ্রের সহিত সন্ধি স্থাপন কর, আমি বারম্বার এইরূপ অনুরোধ করিলেও তুমি যে তাহা গ্রহণ কর নাই, তাহারই এই ফল ফলিয়াছে। হা রাক্ষসপুঙ্গব! বোধ হয়, স্বীয় দেহ ঐশ্বর্য্য এবং স্বজনগণের বিনাশের নিমিত্তই তুমি বৈদেহীর প্রতি কামুক হইয়াছিলে? হা

দুর্ম্মতে! অরুন্ধতী অথবা রোহিণী অপেক্ষাও বিশিষ্ট ও ক্ষমাশীলগণের নিদর্শন ভূতা বসুন্ধরা এবং সৌভাগ্যশালিগণের নিদর্শন-ভূতা শ্রীরও নিদর্শন স্বরূপা স্বামি বৎসলা উপাস্থ দেবতা সীতাকে ধর্ষণ করিয়া নিরতিশয় অসদৃশ কার্য্য করিয়াছিলে। হা স্বামিন্! জনশূন্য অরণ্য হইতে ছদ্মবেশে অনিন্দিতাঙ্গী শুভলক্ষণা সীতাকে আনয়ন করতঃ আপনার এবং কুলেরও কলঙ্কজনক সীতা সঙ্গম-জনিত রামকে চরিতার্থ করিতে না পারিয়া, স্বয়ংই সেই পতিব্রতার তপস্তেজে দগ্ধ হইলে। তুমি যৎকালে সেই ক্ষীণমধ্যা জানকীকে ধর্ষণ করিয়াছিলে, বোধ হয় ইন্দ্র ও অগ্নিপ্রমুখ-দেবগণও তোমাকে ভয় করিতেন বলিয়া সেই সময় দগ্ধ হও নাই। লোকে যে পাপকর্ম্ম করে, কালবশে পরিপাক সময় সমাগত, হইলে, অবশ্যই তাহার ফল প্রাপ্ত হয়; কারণ তাহার কেহ কর্ত্তা নাই। যাহারা সৎকর্ম্ম করে, তাহারা শুভফল এবং যাহারা পাপকর্ম্ম করে তাহারা অশুভ ফল প্রাপ্ত হয়; সুতরাং বিভীষণ সুখী হইল এবং তুমি অনন্ত দুঃখে পতিত হইলে। তোমার ত সীতা অপেক্ষা রূপবতী আরও অনেক প্রমদা ছিল, কিন্তু তুমি কামপরতন্ত্র হইয়া মোহবশতঃ তাহা-দিগকে অবজ্ঞা করিয়াছিলে। রূপ, কুল বা দাক্ষিণ্যবিষয়ে মৈথিলী আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়া দূরে থাকুক, আমার তুল্য হইবারও যোগ্য নহে, কিন্তু তুমি মোহবশতঃ তাহা অনুভব করিতে না। বৈদেহীকে তোমার রণমধ্যের মৃত্যুর কারণ বলিয়া বোধ হয়, কারণ, হেতু ব্যতিরেকে কোন প্রাণীই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় না। তুমি স্বয়ংই সেই সীতার নিমিত্ত মৃত্যুকে দূর হইতে আহরণ করিয়া-ছিলে। অধুনা মৈথিলী শোকবিরহিত হইয়া রামের সহিত বিহার করিবে, কিন্তু আমি অল্পপুণ্যা বলিয়া শোকসাগরে নিমগ্ন হইলাম। হা বীর! আমি চিত্রিত মাল্য ও বসন পরিধানে অতুল্য শোভায় শোভিত হইয়া অনুরূপ বিমানে আরোহণ করতঃ বিবিধ দেশ দর্শন করিতে করিতে সুমেরু, কৈলাস, মন্দর, চৈত্ররথ বন এবং অন্যান্য দেবোদ্যানে গমন করিয়া তোমার সহিত বিহার করিতাম; কিন্তু, আমি সেই মন্দোদরী হইয়াও, অধুনা তোমার বিনাশ বশতঃ কোন সামান্যা রমণীর ন্যায় কামভোগ বিরহিতা হইলাম, অতএব রাক্ষসগণের চঞ্চলা লক্ষ্মীকে ধিক্! হা রাজন্! হা স্বামিন্। কান্তি শ্রী ও দ্যুতিতে যথাক্রমে চন্দ্র পদ্ম ও দিবাকরের সদৃশ, শোভন ভ্রূযুগলশোভিত, কোমল ত্বক্, উন্নত নাসিকাসমন্বিত কিরীটাগ্র দ্বারা জাজ্বল্যমান, রক্তবর্ণ ওষ্ঠদ্বারা বিভূষিত, প্রদীপ্ত কুণ্ডল দ্বারা অলঙ্কৃত পানভূমিতে মদব্যাকুল ও চঞ্চললোচনযুগলসমন্বিত, বহুবিধ মাল্যদ্বারা শোভিত এবং মনোহর স্মিতসমন্বিত বাক্য বিন্যাসকারী তোমার এই শোভা সুচারু বদন অদ্য ত আর শোভা পাইতেছে না। হায়! রামশরে ছিন্ন তোমার সেই মুখ রুধিরধারাসকল দ্বারা রক্তবর্ণ, মেদ ও মস্তিষ্ক দ্বারা বিশীর্ণ এবং রথরেণুনিবহদ্বারা হইয়া শোভাবিহীন হইয়াছে। হায়! পূর্ব্বে কখনও যাহার বিষয় চিন্তা করি ন অধুনা আমার সেই বৈধব্যদায়িনী পশ্চিম দশাই উপস্থিত হইল। হায়! দানবরাজ ময় আমার পিতা, রাক্ষসগণের অধীশ্বর আমার ভর্ত্তা এবং সুরেন্দ্রবিজয়ী মেঘনাদ আমার পুত্র আমি এই বলিয়া গর্ব্বিতা হইলাম। হায়! পৌরুষ ও বলবীর্য্যে বিখ্যাত ক্রূরস্বভাব অকুতোভয় দৃপ্ত বীরগণ আমাকে পরিত্রাণ করিবে বলিয়া আমার মহতী আশা ছিল; কিন্তু, হে রাক্ষসপুঙ্গবগণ! তোমরা তাদৃশ প্রভাবসম্পন্ন হইলেও মানুষগণ হইতে তোমাদের এরূপ অননুভূত ভয় কি প্রকারে উপস্থিত হইল? হা নাথ! স্নিগ্ধ ইন্দ্রনীলের ন্যায় নীলবর্ণ, মহাশৈলের ন্যায় উন্নত, কেয়ূর অঙ্গদ বৈদূর্য্য মুক্তাহার ও পুষ্প-মালা দ্বারা সমুজ্জ্বল, বিহার সময়ে সমধিক কমনীয় এবং রণভূমিতে প্রদীপ্ত তোমার এই শরীর বহুবিধ আভরণে অলঙ্কৃত হইয়া বিদ্যু-দ্বিলসিত জলদের ন্যায় শোভা পাইত; পরন্তু, সেই এই শরীরের স্পর্শ পরে দুর্লভ হইলেও তীক্ষ্ণ শরসমূহদ্বারা সমাচ্ছাদিত হওয়ায়

সম্প্রতি, আর আলিঙ্গন করিতে পারিতেছি না। শল্যকীর শল্যক সকলের ন্যায় লগ্ন এবং দৃঢ় বিদ্ধ শর সকলদ্বারা তোমার শরীর নিরন্তর এবং স্নায়ুবন্ধন সকল ছিন্ন হইয়াছে। হা রাজন্! তোমার কৃষ্ণবর্ণ শরীর রুধির-পরিপ্লুত হওয়ায়, বজ্রপ্রহার পতিত বিকীর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। হায়! সকলই স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইতেছে; কারণ তুমি মৃত্যুরও মৃত্যুস্বরূপ হইয়া কি প্রকারে রামকর্তৃক নিহত ও মৃত্যুর বশীভূত হইলে? হায়! যিনি ত্রৈলোক্যের অর্থ সকলের ভোক্তা, ত্রিভুবনের উদ্বেগদাতা, লোকপাল-গণের বিজেতা, শঙ্করেরও সম্ভ্রমকর্ত্তা, অহ-ঙ্কৃতগণের নিগৃহীতা, পরাক্রম সকলের প্রকা-শক, সুমহৎ সিংহনাদ দ্বারা প্রাণিপুঞ্জের ...ক ও লোক সকলের ক্ষোভকারক, ... তেজঃসহকারে সগর্ব্ব বাক্য সক... স্বজনগণের রক্ষয়িতা ও ভীমকর্ম্ম-গণের হন্তা, রণমধ্যে সহস্র সহস্র দানবেন্দ্র যক্ষ ও নিবাতকবচগণের হন্তা ও নিগৃহীতা, যজ্ঞ সকলের বিলোপকারী, আত্মীয়গণের পরিত্রাতা, ধর্ম্মব্যবস্থার উল্লঙ্ঘনকারী, রণস্থলে মায়া সকলের স্রষ্টা, নানাস্থান হইতে দেব অসুর ও মানব কন্যাগণের আহর্ত্তা, শত্রুরমণী-গণের শোকদাতা; স্বীয় সেনাগণের নেতা, লঙ্কাদ্বীপের গোপ্তা, ভয়ঙ্কর কর্ম্ম সকলের কর্ত্তা আমাদের কাম ও উপভোগ সকলের দাতা এবং রথিগণের অগ্রগণ্য, আমি তাদৃশ প্রভাব-সম্পন্ন প্রিয়তম স্বামিকে রামকর্তৃক নিহত ও পাতিত দেখিয়া এখনও জীবন ধারণ ও দেহভার বহন করিতেছি। হা রাক্ষসেশ্বর! তুমি মহার্হ শয্যায় শয়ন করিতে, কিন্তু অধুনা এই রেণুগুণ্ঠিত ধরাতলে কি প্রকারে নিদ্রা-যাইতেছ? হায়! যখন, কুমার ইন্দ্রজিৎ রণমধ্যে লক্ষ্মণকর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন, তখন আমি কেবল তীব্ররূপে আঘাতিতই হইয়াছিলাম, কিন্তু অদ্য তোমার নিধনে নিপাতিত হইলাম। হায়! আমি সেই মন্দোদরী হইয়াও অধুনা বন্ধুজন ও তোমার ...নাথের নিধনবশতঃ কামভোগ-বিহীন হইয়া অনন্তকাল শোক করিতে থাকিব!! হা রাজন্! তুমি সুদুর্গম দূরপথে গমন করিতেছ অতএব এই দুঃখিনীকেও সমভিব্যাহারে লইয়া চল; কারণ, তোমার বিরহে আমি জীবন ধারণ করিতে পারিব না। আমি কাতর হইয়া দীনভাবে বিলাপ করিতেছি দেখিয়াও, সম্ভাষণ না করিয়াই কি নিমিত্ত আমাকে এস্থানে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতে অভিলাষী হইয়াছ? আমি অবগুণ্ঠন উন্মোচন করতঃ নগর দ্বার হইতে নির্গত হইয়া পদব্রজেই এস্থানে আসিয়াছি দেখিয়াও কেন ক্রুদ্ধ হইতেছ না? হা দারপ্রিয়! এই দেখ, তোমার দারগণ লজ্জা ও অবগুণ্ঠন পরিত্যাগ করতঃ বহির্দেশে আগ-মন করিয়াছে, ইহাতেও কি তোমার রোষো-দয় হইতেছে না? এই দেখ, ক্রীড়াকালে যাহারা তোমার নিরন্তর সাহায্য করিত, তোমার সেই রমণীগণ অনাথ হইয়া বারম্বার বিলাপ করিতেছে; কিন্তু, তুমি ইহাদিগকে সম্মানিত করা দূরে থাকুক, আশ্বাসিতও করিতেছ না। হা রাজন্! তুমি যে গুরুশু-শ্রূষানিরত ধর্ম্মচারিণী পতিব্রতা অসংখ্য কুল-কামিনীকে বিধবা করিয়াছিলে এবং তৎকর্তৃক বিপ্রকৃত সেই কুলকামিনীগণ শোকসন্তপ্ত হইয়া তোমাকে যে শাপ প্রদান করিয়াছিল, অধুনা তুমি শত্রুবশীভূত হওয়ায়, তাহারই ফল ফলিত হইল। হা নাথ! কোন অনর্থের কারণ না হইলে অনর্থক পতিব্রতাগণের অশ্রুবিন্দু ভূতলে পতিত হয় না, এইরূপ যে প্রবাদ জনসমাজে প্রচলিত আছে, তাহা তোমাতে সম্পূর্ণভাবে প্রতিপন্ন হইল। হা রাজন্! চিরকাল শূর বলিয়া অভিমান করিতে এবং তেজোবলে ত্রিভুবনকেও আক্রমণ করিয়াছিলে, কিন্তু অধুনা এই নারীহরণরূপ ক্ষুদ্র কার্য্যে তোমার কি প্রকারে প্রবৃত্তি হইল। তুমি যে কপট মৃগদ্বারা রামকে আশ্রম হইতে অপনীত করিয়া রাম রমণী জানকীকে হরণ করিয়াছিলে, তাহাতেই তোমার কাতর্য্যের ...ভন... প্রকাশ পাইয়াছিল। বোধ হয়, ...অনন্ত... কালপূর্ণ হইয়াছিল ব...য়াই ভাগ্যবিপর্য্যয়বশতঃ সেরূপ

করিয়া থাকিবে ; কারণ, তুমি যে পূর্ব্বে আর কোন যুদ্ধে এতাদৃশ কাতর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলে, আমার এরূপ স্মরণ হয় না। হা সত্যবাদিন্! হা মহাবাহো! অতীত অনাগত ও বর্ত্তমান কার্য্য সকলে বিচক্ষণ আমার দেবর বিভীষণ জানকীকে আহৃত দর্শনে বহুক্ষণ চিন্তা ও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ 'এই রাক্ষসগণের বিনাশকাল উপস্থিত হইয়াছে, এইরূপ যাহা কহিয়াছিলেন, অধুনা তাহাই উপস্থিত হইয়াছে। তুমি কাম ক্রোধসমুত্থিত স্ত্রীসঙ্গরূপ ব্যসনদ্বারা এই রাক্ষসকুল সকলকে অনাথ করিলে। সে যাহা হউক, তুমি বল ও পৌরুষে ত্রিভুবন মধ্যে মহতী খ্যাতি লাভ করিয়াছিলে, অতএব তোমার জন্য শোক করা কর্ত্তব্য নহে; পরন্তু, স্ত্রীস্বভাববশতঃ আমার বুদ্ধি শোকে অভিভূত হইতেছে। তুমি স্বীয় সুকৃত দুষ্কৃত লইয়া স্বর্গগতি প্রাপ্ত হইলে; কিন্তু, আমাকে তোমার বিনাশবশতঃ দুঃখিত হইয়া আত্মাকে অনুতাপিত করিতে হইল। হা দশানন! মারীচপ্রভৃতি হিতাভিলাষী সুহৃৎ ও ভ্রাতৃগণ তোমার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের নিমিত্ত অনেক কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু তুমি তাহা শ্রবণ কর নাই। বিভীষণ হেতু অর্থ ও নীতিসঙ্গত যে মঙ্গলজনক সুললিত বাক্য বলিয়াছিলেন এবং মারীচ কুম্ভকর্ণ ও আমার পিতা যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তুমি বীর্য্যমত্ত হইয়া তাহা গ্রাহ্য কর নাই বলিয়াই অধুনা তাহার এইরূপ ফল লাভ করিলে। হা নাথ! পীতাম্বর ও শুভাঙ্গদশোভিত এই নীলাম্বুদসদৃশ অঙ্গকে রুধিরে আবৃত করতঃ ধরণীতলে শয়ন করিয়াছ কেন? প্রাণবল্লভ! তুমি নিদ্রিত না হইয়াও প্রসুপ্তের ন্যায় কি নিমিত্ত আমার সহিত বাক্যালাপ করিতেছ না? যিনি কখনও রণস্থল হইতে পালায়ন করেন নাই, সেই মহাবীর্য্যদক্ষ রাক্ষসবর সুমালীর দৌহিত্রী তোমাকে আহ্বান করিতেছে, তথাপি প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছ না কেন? নূতন পরিভব হইয়াছে বলিয়াই কি আর এরূপে শয়ান থাকিতে হয়? উঠ উঠ, ঐ দেখ, তোমার নবপরিভব দর্শনে অদ্যই সূর্য্যরশ্মি সকল নির্ভয়ে লঙ্কানগরীতে প্রবেশ করিয়াছে। বজ্রধরের বজ্র ও দিবাকরের মরীচির ন্যায় তেজোবিশিষ্ট যে সুবর্ণজালসমাচ্ছাদিত বহুপ্রহরণসমন্বিত পরিঘ দ্বারা রণমধ্যে শত্রুগণকে অবসন্ন করিতে, এই দেখ, তৎকর্ত্তৃক সতত অর্চ্চিত সেই পরিঘ শত্রুশরে সহস্রধা ছিন্ন ও বিকীর্ণ হইয়াছে। হায়! তুমি রণভূমিকে প্রিয়ার ন্যায় আলিঙ্গন করতঃ শয়ন করিয়া আছ; কিন্তু, আমি কি জন্য এরূপ অপ্রিয় হইলাম যে, আমার সহিত কথা কহিতেও ইচ্ছা করিতেছ না? আমার হৃদয়কে ধিক্; কারণ, তুমি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেও, সে শোকপীড়িত হইয়া এখনও সহস্রধা বিদীর্ণ হইল না।' ময়নন্দিনী স্নেহব্যাকুলহৃদয়ে ও বাষ্প পর্য্যাকুল লোচনে এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে মূর্চ্ছিত ও রাবণের বক্ষঃস্থলে পতিত হইয়া সন্ধ্যারাগরঞ্জিত বারিদের বক্ষঃস্থলবিলাসিনী প্রদীপ্তা ও সমুজ্জ্বলা সৌদামিনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

ময়নন্দিনীর তাদৃশ অবস্থা দর্শনে তদীয় সপত্নীগণ কাতরভাবে রোদন করিতে করিতে সেই রোরুদ্যমানা রাক্ষসরাজমহিষীকে উত্থাপিত করতঃ সুস্থ করিবার নিমিত্ত কহিল;—'দেবি! লোক সকলের স্থিতি যে অনিত্য তাহা কি আপনি জানেন না? বিশেষতঃ, পুণ্যপরিপাকে কালরূপ দশাবিশেষে রাজলক্ষ্মী যে, সতত চঞ্চল হইয়া থাকেন, ইহা কি আপনার বিবেচনা সিদ্ধ হয় না।' সপত্নীগণ সশব্দরোদন সহকারে এইরূপ বলিতে বলিতে অভিমুখাগত অশ্রুবিন্দুসকলদ্বারা নিজ নিজ পয়োধরযুগলকে অভিষিক্ত করিতে লাগিল। ইত্যবসরে, রামচন্দ্র বিভীষণকে কহিলেন;—'রাবণের রমণীগণকে পরিসান্ত্বিত করতঃ ভ্রাতার সংস্কার কর।' এতচ্ছ্রবণে ধীমান্ বিভীষণ ক্ষণকাল বিবেচনা করতঃ, রঘুনন্দনের মনোগত হইবে ভাবিয়া এই ধর্ম্মার্থসংযুক্ত ও আত্ম হিতজনক বাক্য বলিলেন;—'এই ক্রূর নিশাচর ধর্ম্মব্রত পরিত্যাগ করতঃ চিরকাল পরদারমর্দ্দনরূপ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে, অতএব এ মৎকর্ত্তৃক সংস্কৃত হইবার উপযুক্ত নহে। দশানন নামমাত্র

আমার ভ্রাতা ছিলেন, কিন্তু চিরকাল শত্রুর ন্যায় অহিতকার্য্য সকলই করিয়াছেন, অতএব গুরুগৌরববশতঃ পূজ্য হইলেও মৎকর্ত্তৃক পূজিত হইবার উপযুক্ত নহেন। রাঘব! আমি রাবণের সংস্কার না করিলে, লোকে প্রথমতঃ আমাকে নৃশংস বলিবে বটে, পরন্তু, তাহারা যখন তদীয় গুণগ্রাম শ্রবণ করিবে, তখন মৎকৃত কার্য্যকে সাধুবাদ প্রদান করিতে থাকিবে।'

ধার্ম্মিকপ্রবর বাক্যবিশারদ রঘুনন্দন বিভীষণের বাক্য শ্রবণে পরম প্রীত হইয়া বাগ্মিবর বিভীষণকে কহিলেন;—'হে রাক্ষসেশ্বর! তোমার প্রভাবেই আমি জয় লাভ করিয়াছি, সুতরাং তোমাকে সদুপদেশ দেওয়া এবং যাহাতে তোমার মঙ্গল হয়, তাহাই আমার কর্ত্তব্য। এই নিশাচর বর অধার্ম্মিক দুষ্কর্ম্মরত এবং স্বেচ্ছাচারী হইলেও, রণভূমিতে চিরকাল তেজঃ বল ও শৌর্য্যঃ প্রকাশ করিয়াছেন। এই বলশালী লোকরাবণ রাবণ মহাত্মা ছিলেন, কারণ শতক্রতুপ্রমুখ দেবগণের নিকটেও ইঁহাকে পরাজিত হইতে শ্রবণ করি নাই। মৃত্যু পর্য্যন্তই শত্রুতা, কিন্তু সম্প্রতি আমার অভিলষিত সিদ্ধ হওয়ায়, ইনি তোমার ন্যায় আমারও বন্ধু হইয়াছেন, অতএব ইঁহার সংস্কার কর। হে মহাবাহো! ধর্ম্মানুসারে ইহাকে বিধিপূর্ব্বক সত্বর সৎকার করা কর্ত্তব্য; অধিকন্তু, তাহাতে তুমিও যশোলাভ করিবে।'

রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করতঃ, রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ রণমধ্যে নিহত ভ্রাতা রাবণকে সত্বর সৎকার করিতে অভিলাষী হইয়া, ত্বরা সহকারে লঙ্কাপুরে প্রবেশ করতঃ দশাননের অগ্নিহোত্র বহির্গত করিলেন। তিনি মুহূর্ত্তকালমধ্যে শকট, দারুপাত্র চন্দন অগুরু ও অন্যান্য বহুবিধ সুগন্ধি কাষ্ঠ, সুরভি গন্ধদ্রব্য, মণি, মুক্তা, প্রবাল এবং অগ্নি সকল গ্রহণ করতঃ রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া যাজকগণের সহিত আগমন করিয়া মাল্যবানের সহিত সংস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রহ্মরাক্ষসগণ অশ্রুপূর্ণমুখে স্তুতি ও বিবিধ তূর্য্যঘোষ-কারে অভিনন্দিত করতঃ রাক্ষসরাজকে ক্ষৌমবাসসমাচ্ছাদিত দিব্য সৌবর্ণ শিবিকায় উত্তোলন করিলে, বিভীষণপ্রভৃতি নিশাচরগণ বিচিত্র পতাকা ও পুষ্পসকলদ্বারা সজ্জিত সেই শিবিকা ও কাষ্ঠাদি গ্রহণ করতঃ দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। অধ্বর্য্যুগণসমীরিত আধারস্থিত প্রদীপ্ত অগ্নি সকল অগ্রে অগ্রে নীত হইতে লাগিল। অন্তঃপুরবাসিনী কামিনীগণ যেন, শোকসাগরে ভাসিতে ভাসিতে সত্বর পশ্চাদ্গমনে প্রবৃত্ত হইল। রাক্ষসগণ দুঃখিতান্তঃকরণে রাক্ষসরাজকে পবিত্র স্থানে স্থাপন করতঃ রাঙ্কব আস্তরণের উপর বেদোক্ত বিধানানুসারে চন্দনকাষ্ঠ পদ্মক উশীর ও চন্দনদ্বারা অগ্নিকোণে চিতা নির্ম্মাণ করিল। অনন্তর, ঋত্বিক্‌গণ বেদী নির্ম্মাণ করতঃ যথাস্থানে অগ্নিসকলকে স্থাপন করিয়া রাক্ষসরাজের পিতৃমেধবিহিত কার্য্য করতঃ তাঁহার স্কন্ধদেশে দধি ও আজ্যপূর্ণ স্রুব, পদদ্বয়ে শকট, ঊরুদ্বয়ের মধ্যস্থলে উদূখল এবং অরণি উত্তরারণি ও অন্যান্য দারুপাত্র সকলকে, যথাস্থানে প্রদান করিলেন, তৎপরে শ্রুতিসমীরিত ও সূত্রকারী মহর্ষিগণকর্ত্তৃক বিহিত বিধানানুসারে মেধ্য পশু হনন করতঃ তদীয় পরিস্তরণিকাদ্বারা রাক্ষসরাজের মুখ সমাচ্ছাদিত করিলে, বিভীষণপ্রমুখ সুহৃদ্বর্গ দীনমনে ও অশ্রুপরিপ্লুতমুখে গন্ধ মাল্য ও বিবিধ বস্ত্রাদিদ্বারা রাবণশরীরকে অলঙ্কৃত করতঃ তদুপরি লাজাঞ্জলি সকল বিকীরণ করিলেন। তদনন্তর, বিভীষণ যথাবিধানে অগ্নি [illegible] করতঃ, স্নানান্তে আর্দ্রবস্ত্রেই বিধিপূর্ব্বক [illegible] ও দর্ভবিমিশ্রিত উদকাঞ্জলি প্রদান করিয়া, রাবণকামিনীগণকে বারম্বার 'তোমরা গমন কর' এইরূপ অনুনয় ও সান্ত্বনা করিলে, তাঁহারা নগরমধ্যে প্রবেশ করিল।

পুরকামিনীগণ নগরমধ্যে প্রবেশ করিলে, রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ রামসমীপে আগমন করতঃ বিনীতভাবে অবস্থিত হইলেন। এইরূপে শ্রীরামচন্দ্র শত্রু বিনাশ করতঃ অনন্তর বিজয়ী বাসবের ন্যায় সুগ্রীব লক্ষ্মণ এবং অপর সৈন্যগণের

সহিত পরমা প্রীতি লাভ করিয়া, মহেন্দ্র দত্ত সুমহৎ শর শরাসন, কবচ ও শত্রুনিগ্রহার্থ রোষ পরিত্যাগ করতঃ পুনর্ব্বার সৌম্যমূর্ত্তি অবলম্বন করিলেন।

ইতি ত্রয়োদশাধিক শততম সর্গ।

চতুর্দ্দশাধিক শততম সর্গ।

এদিকে রাবণকে নিহত দেখিয়া দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণ নিজ নিজ বিমানে আরোহণ করতঃ বহুবিধ সদ্বাক্যালাপ করিতে করিতে প্রস্থিত হইলেন। সেই মহাভাগগণ রাবণের নিদারুণ বধ রঘুনন্দনের পরাক্রম, বানরগণের সুযুদ্ধ, সুগ্রীবের মন্ত্রণা, লক্ষ্মণ ও মারুতির অনুরাগ, বীর্য্য ও পরাক্রম এবং জনকনন্দিনীর পাতিব্রত্য বিষয়ে কথোপকথন করিতে করিতে নিজ নিজ ধামে গমন করিলেন। মহাবাহু রামচন্দ্রও মাতলিকে প্রতিপূজিত করতঃ সেই বাসবদত্ত অগ্নিপ্রভ রথ লইয়া যাইতে অনুমতি করিলে, শক্রসারথি মাতলি তৎকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া রথে আরোহণ করতঃ আকাশে উৎপতিত হইলেন।

সেই সুরসারথিসত্তম দেব পথে আরোহণ করিলে, রামচন্দ্র পরমা প্রীতিসহকারে সুগ্রীবকে আলিঙ্গন করতঃ লক্ষ্মণকর্ত্তৃক অভিবাদিত এবং বানরগণকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া সেনানিবেশে আগমন করিলেন। তিনি শিবিরমধ্যে প্রবেশ করতঃ সমীপপরিবর্ত্তী সুমিত্রানন্দন শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে কহিলেন ;—'লক্ষ্মণ! এই বিভীষণ আমার ভক্ত অনুরক্ত ও পূর্ব্বোপকারী, অতএব ইহাঁকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত কর। হে সৌম্য! রাবণানুজ বিভীষণকে লঙ্কামধ্যে অভিষিক্ত হই[illegible]তে দেখি, ইহাই আমার একান্ত অভিলাষ।'

মহাত্মা রাঘবকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া, সুমিত্রানন্দন 'তথাস্তু, বলিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে একটি সুবর্ণ ঘ[illegible] করতঃ মনোজব মহাবল বানরেন্দ্রগ[illegible]ন করিয়াছে, [illegible] করিয়া চতুঃসমুদ্র তত্শোভাকন? নূত[illegible] হইতে জল আ[illegible]লেন। মনের ন্যায় বেগশালী সেই বানরবরগণও সত্বর গমন করতঃ মহাসাগর হইতে জল আনয়ন করিল। তখন, ধর্ম্মাত্মা সুমিত্রানন্দন রামচন্দ্রের আদেশ অনুসারে সুহৃদ্গণে পরিবৃত হইয়া, শুদ্ধাত্মা বিভীষণকে পরমাসনে উপবেশিত করতঃ বেদবিধান অনুসারে রাক্ষসগণের সম্মুখে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। তদ্দর্শনে তাঁহার অমাত্য ও ভক্ত নিশাচরগণ হৃষ্ট হইল এবং দেবতা, ঋষি, বানর ও অপর নিশাচরগ[ণ] অতুল আনন্দ লাভ করতঃ রামচন্দ্রের প্রশং[সা] করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্রও রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণকে লঙ্কামধ্যে অভিষিক্ত দেখিয়া লক্ষ্মণের সহিত পরমা প্রীতি লাভ করিলেন। এদিকে বিভীষণ সেই রামদত্ত সুমহৎ রাজ্য লাভ করতঃ প্রকৃতিপুঞ্জকে সান্ত্বনা করিয়া, যখন রামসমীপে আগমন করেন, তখন পুরবাসিগণ হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহার সম্মুখে দধি, অক্ষত, মোদক, লাজ ও পুষ্পসকল আনয়ন করিলেন। বীর্য্যবান্ দুর্দ্ধর্ষ বিভীষণও সেই সমস্ত মাল্য ও দ্রব্য গ্রহণ করতঃ রঘুনন্দন লক্ষ্মণের নিকট প্রদান করিলে, তিনি তৎসমস্ত রামসমীপে নিবেদন করিলেন। রামচন্দ্র বিভীষণকে কৃতকার্য্য ও সমৃদ্ধার্থ সন্দর্শনে তাঁহার প্রীতির নিমিত্তই সেই সমস্ত প্রতিগ্রহ করিলেন। অনন্তর, সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত শৈলসদৃশ বানরবর বীর হনুমান্‌কে কহিলেন ;— 'হে বাগ্মিবর! তুমি বৈদেহীর নিকট গমন করতঃ রাবণের নিধন এবং সুগ্রীব ও লক্ষ্মণের সহিত আমার কুশল-বার্ত্তা প্রদান কর। হে কপিশ্রেষ্ঠ! তুমি বৈদেহীর নিকট এই প্রিয় সম্বাদ প্রদান করতঃ তদীয় সন্দেশ লইয়া সত্বর প্রতিনিবৃত্ত হইবে।'

ইতি চতুর্দ্দশাধিক শততম সর্গ ॥ ১১৪ ॥

পঞ্চদশাধিক শততম সর্গ।

পবনতনয় হনুমান্ এইরূপে আদিষ্ট হইয়া লঙ্কাপুরমধ্যে প্রবেশ করিলে, তথায় নিশাচরগণ তাঁহার সমধিক সৎকার করিল। বানরবর মারুতি রামের অনুজ্ঞানুসারে বৃক্ষবাটিকায় প্রবেশ করতঃ, বৃক্ষমূলে রাক্ষসীগণকর্ত্তৃক পরি-

বৃতা, স্নানাদি সংস্কারবিহীনা ও গ্রহপীড়িতা রোহিণীর ন্যায় নিরানন্দা জনকনন্দিনীকে দেখিয়া নিঃশব্দে তাঁহার নিকট গমন ও বিনম্র-মস্তকে প্রণাম করতঃ দণ্ডায়মান হইলেন। সীতাদেবীও মহাবল হনুমান্‌কে সমাগত দেখিয়া ক্ষণকাল মৌনভাবে দর্শন ও চিন্তা করতঃ আনন্দিত হইলেন। তখন, প্লবগসত্তম তাঁহার সেই সৌম্যমুখ সন্দর্শন করতঃ রামাদিষ্ট বাক্য সকল কহিতে আরম্ভ করিয়া বলিলেন;—'দেবি! অমিত্রবিজয়ী রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের সহিত কুশলে আছেন; শত্রু নিহত হওয়ায়, তিনি পূর্ণপ্রয়োজন হইয়া আপনাকে কুশলসন্দেশ প্রেরণ করিলেন। হে দেবি! বানরগণের সহিত বিভীষণ ও লক্ষ্মণের সাহায্যে রামচন্দ্র বীর্য্যবান্ রাবণকে বিনাশ করিয়াছেন। হে দেবি ধর্ম্মজ্ঞে! আপনি সৌভাগ্যবলে এপর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছেন বলিয়াই, আমি পুনর্ব্বার আপনাকে শুভসম্বাদপ্রদান করতঃ আনন্দিত করিতে আসিয়াছি। হে ধার্ম্মিকে! রঘুনন্দন আপনার পাতিব্রত্যপ্রভাবে রণমধ্যে বিজয় লাভ করতঃ পূর্ণমনোরথ হইয়া পরম প্রীতিসহকারে যাহা বলিয়াছেন, সেই জয়যুক্ত বাক্য সকল শ্রবণ করুন;—'জানকি! আর ব্যথিত হইও না, স্বস্থ হও; আমি বিজয় লাভ করিয়াছি এবং শত্রু নিহত ও লঙ্কা বশীকৃত হইয়াছে। আমি তোমার অবমাননাবশতঃ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, নিদ্রাবিরহিত হইয়া মহাসাগরে সেতুবন্ধন করতঃ তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি। আমি লঙ্কা জয় করিয়া বিভীষণকে সমগ্র ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়াছি, অতএব তুমি আর রাবণালয়ে রহিয়াছি বলিয়া ভয় করিও না। অধুনা 'স্বগৃহে রহিয়াছি' মনে করিয়াই আশ্বস্ত হও; রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণও তোমার দর্শনাভিলাষে সত্বর গমন করিতেছেন।'

হনুমানের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সুধাংশুবদনা সীতা কিছুমাত্র বলিতে পারিলেন না; আনন্দে যেন তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। তখন, সীতা কিছুমাত্র উত্তর দিলেন না দেখিয়া, হরিবর হনুমান্ কহিলেন;—'দেবি! কি চিন্তা করিতেছেন? আমার সহিত বাক্যালাপও করিতেছেন না কেন? হনুমান্‌কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া ধর্ম্মপথবর্ত্তিনী জানকী পরম প্রীতিসহকারে বাষ্পগদ্গদ বাক্যে উত্তর করিলেন;—'ভর্ত্তার বিজয়সংশ্রিত এই প্রিয়বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দে ক্ষণকালের নিমিত্ত আমার বাক্‌শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছিল। হে প্লবঙ্গম! তুমি যেরূপ প্রিয়সম্বাদ প্রদান করিলে, তাহাতে তোমাকে কি পুরস্কার প্রদান করিব, তাহাই চিন্তা করিতেছিলাম; পরন্তু, কিছুই দেখিতেছি না। হনুমন্! তোমার ন্যায় প্রিয়সম্বাদ দাতাকে প্রদান করিতে পারা যায়, আমি পৃথিবীতে এরূপ কোন পদার্থই দেখিতেছি না। হে মারুতে! হিরণ্য, সুবর্ণ বহুবিধ রত্ন অথবা ত্রৈলোক্যরাজ্য প্রদান করিলেও, তোমাকে সমধিক পুরস্কৃত করা হয় না।'

জনকনন্দিনীকর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া, বানরবর হনুমান্ কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করতঃ কহিলেন; হে পতিপ্রিয়হিতৈষিণী ভর্ত্তৃবিজয়াভিলাষিণী অনিন্দিতে সীতে! আপনার ন্যায় রমণীই এইরূপ স্নেহময় বাক্য বলিতে পারেন, অন্যের সাধ্য কি? দেবি! আপনার এই স্নেহগর্ভ সারবৎ বাক্য বিবিধ রত্নরাজি অথবা দেবরাজ্য হইতেও অধিক। রামচন্দ্রকে অরাতিবিহীন এবং বিজয়ী ও সুস্থির দর্শনেই আমার দেবরাজ্য পাওয়া হইয়াছে।'

হনুমানের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, মিথিলারাজনন্দিনী জানকী এই শুভতর বাক্য বলিলেন;—'মারুতে! তুমি শুশ্রূষা, শ্রবণ, গ্রহণ, ধারণ, ঊহ, অপোহ, অর্থবিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান এই অষ্টবিধ গুণযুক্ত অষ্টাঙ্গ বুদ্ধিদ্বারা পর্য্যালোচনা করিয়া যে আসত্ত্যাদিসমন্বিত মধুর বাক্য বলিলে, ইহা তোমার উপযুক্তই বটে। তুমি পরম ধার্ম্মিক এবং সমীরণের শ্লাঘনীয় পুত্র; বল, শৌর্য্য, শারীরিক তেজঃ, বিক্রম, ঔদার্য্য, পরাভিভবসামর্থ্য, ক্ষমা, ধৃতি, স্থৈর্য্য ও বিনীতত্বাদি শোভন গুণগ্রাম তোমাতেই বর্ত্তমান আছে।, অনন্তর, হনুমান্ অসম্ভ্রান্তভাবে হর্ষে অবনত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে

পুনর্ব্বার কহিলেন ;—'আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে, যে রাক্ষসীগণ পূর্ব্বে আপনাকে পীড়ন করিয়াছিল, আপনার অনুমতি হইলে তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া ফেলি। আপনি পতিচিন্তায় কৃশ হইয়া যৎকালে অশোকবনমধ্যে বাস করিতেছিলেন, আমি দেখিয়াছি, সেই সময় ঘোররূপ নৃশংসাচার ক্রূরস্বভাব কুটিলদর্শন ও বিকৃতানন নিশাচরীগণ রাবণের আদেশ অনুসারে আপনাকে বহুবিধ পরুষ বাক্য বলিত; অতএব, আমার অভিলাষ হইতেছে যে সেই বিকৃতাকার ক্রূরস্বভাব রূক্ষকেশ ক্রূরদর্শন দারুণ রাক্ষসীগণকে নানাপ্রকার প্রহার করিয়া বিনাশ করি। হে যশস্বিনি! আপনি আমাকে এই বর প্রদান করুন্ যে, যে রাক্ষসীগণ আপনাকে নিদারুণ কথা বলিয়াছিল এবং আপনার অপ্রিয়কার্য্য করিয়াছিল, আমি মুষ্টিপাণি ও বিশাল বাহুর আঘাতে, ঘোররূপ জানুর প্রহারে, দন্তদ্বারা উৎপীড়নে এবং কর্ণ নাসিকার ছেদন ও কেশকলাপের লুঞ্চনরূপ বহুবিধ প্রহার দ্বারা তাহাদের প্রাণ বিনাশ করি।'

দীনবৎসলা করুণাময়ী জানকী হনুমান্কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া ক্ষণকাল বিবেচনা করতঃ এই ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য বলিলেন ;—'বানরোত্তম! দাসীগণ পরবশ, প্রভু যাহা আদেশ করেন, তাহারা তাহাই সম্পাদন করিয়া থাকে এই রাক্ষসীগণ রাজার আদেশ অনুসারেই তাদৃশ কার্য্য করিয়াছে, অতএব ইহাদের উপর ক্রোধ করা কর্ত্তব্য নহে। হনুমন্! সকলকেই স্বকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয়; আমি আপনার পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃত এবং ভাগ্যবৈষম্য দোষেই এতাদৃশ দুঃখ প্রাপ্ত হইলাম। হে মহাবাহো! দৈবের গতি বিচিত্র; আমি নিশ্চয় জানি দশানুসারে সকল ফলই ভোগ করিতে হয়; অতএব, তুমি আর এরূপ প্রস্তাব করিও না। পবননন্দন! আমি রাবণের দাসীগণের অপরাধ ক্ষমা করিতেছি; কারণ, ইহারা রাবণের আদেশ অনুসারেই আমাকে পীড়ন করিয়াছিল, পরন্তু, সেই দুরাত্মা নিহত হওয়ায়, অধুনা ক্ষান্ত হইয়াছে। হে প্লবঙ্গম! কোন সময়ে এক ব্যাধ ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া ভল্লুকাশ্রিত একটি বৃক্ষের উপর আরোহণ করিলে, ব্যাঘ্র তথায় উপস্থিত হইয়া সেই ব্যাধকে পাতিত করিবার নিমিত্ত ভল্লুক কে বারম্বার অনুরোধ করায়, ভল্লুক ব্যাঘ্রসমীপে যে ধর্ম্মসঙ্গত শ্লোক বলিয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর ;—"প্রাজ্ঞ ব্যক্তির অপকারকের প্রত্যপকার করা কর্ত্তব্য নহে; অতএব, আমি যে নিয়ম করিয়াছি, তাহা কথনই উল্লঙ্ঘন করিব না, কারণ চরিত্রই সাধুগণের ভূষণ।, অতএব হে হনুমন্! ভাল মন্দ যাহাই করিয়া থাকুক, ইহারা বধার্হ হইলেও সাধু ব্যক্তির ইহাদিগকে বধকরা কর্ত্তব্য নহে; কারণ, সংসারে কাহাকেও নিরপরাধ দেখিতে পাওয়া যায়না। যাহারা সর্ব্বদা লোকহিংসানিরত সেই ক্রূরস্বভাব পাপকর্ম্ম নিশাচরগণ নিন্দাভাজন হইতে পারে না।,

বাক্যবিশারদ হনুমান্রামজায়া জানকীকর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া, উত্তর করিলেন ;-দেবি! রাম চন্দ্রের ধর্ম্মপত্নীর এইরূপ গুণবতী হওয়াই কর্ত্তব্য; সে যাহা হউক, সম্প্রতি আমাকে আদেশ করুন, রামসমীপে প্রতিগমন করি।, মিথিলারাজনন্দিনী জানকী হনুমান্কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিলেন ;—'সত্বর ধর্ম্মবৎসল পতিকে দেখিতে ইচ্ছা করি।, মহামতি পবননন্দন হনুমান্ জনকনন্দিনীর তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে আনন্দিত করতঃ কহিলেন ;—'দেবি! শচী যেরূপ ত্রিদশেশ্বরকে দর্শন করেন, তদ্রূপ আপনিও অদ্য লক্ষ্মণের সহিত হতশত্রু ও মিত্রগণ-বেষ্টিত পূর্ণচন্দ্রবদন রামচন্দ্রকে দর্শন করিবেন।' মহাতেজা বানরবর হনুমান্ সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় শোভাশালিনী জানকীকে এই কথা বলিয়া রাঘব সমীপে আগমন করতঃ জানকী যেরূপ বলিয়াছিলেন, অমরেন্দ্র ইন্দ্রের ন্যায় মনুজেন্দ্র রাঘবের সমীপে যথাক্রমে সেই সমস্ত নিবেদন করিলেন।

ইতি পঞ্চদশাধিক শততম সর্গ॥ ১১৫ ॥

———

ষোড়শাধিক শততম সর্গ।

মহাপ্রাজ্ঞ বানরবর মারুতি ধনুর্দ্ধরগণের অগ্রগণ্য কমলদললোচন রামকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন ;—'যাঁহার নিমিত্ত এই সমস্ত উদ্‌যোগ করা হইয়াছে এবং যিনি সাগর সেতুবন্ধন ও রাবণবধাদি কার্য্যের কথাস্বরূপ, সত্বর সেই শোকসন্তপ্তা সীতাদেবীকে দর্শন করুন্। শোকসন্তপ্তা জানকী আপনার বিজয়-বার্ত্তা শ্রবণে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে আপনাকে দেখিতে অভিলাষ করিলেন। তিনি পূর্ব্বপ্রত্যয়-বশতঃ বিশ্বস্তহৃদয়ে ব্যাকুল-লোচনে আমাকে এইমাত্র বলিয়াছেন যে;—"সত্বর পতিকে দেখিতে ইচ্ছা করি।" ধার্ম্মিক প্রবর রঘুনন্দন হনুমান্-কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া বাষ্পাকুল-লোচনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর, পৃথিবীতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সম্মুখে উপস্থিত মেঘ-সদৃশ বিভীষণকে কহিলেন ;—'সীতাকে স্নান করাইয়া দিব্যাঙ্গরাগ ও দিব্যাভরণে ভূষিত করিয়া সত্বর এই স্থানে আনয়ন কর ; বিলম্ব করিও না।'

শ্রীমান্ রাক্ষসেশ্বর বিভীষণ রাম কর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া, সত্বর অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করতঃ স্বকীয় রমণীগণদ্বারা সীতাকে সম্বাদ প্রদান করিলেন। অনন্তর, স্বয়ং তৎসমীপে গমন করতঃ বিনীতভাবে মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন করিয়া কহিলেন ;—'দেবি! আপনার মঙ্গল হউক, ভর্ত্তা আপনাকে দেখিতে অভিলাষ করিয়াছেন ; অতএব উত্তমরূপে অঙ্গরাগ করতঃ দিব্যাভরণে ভূষিত হইয়া সত্বর যানে আরোহণ করুন্।' জনকনন্দিনী এইরূপে অভিহিত হইয়া বিভীষণকে কহিলেন ;—'হে রাক্ষসেশ্বর! আমার আর বিলম্ব সহ্য হইতেছে না ; অতএব, স্নান না করিয়াই ভর্ত্তাকে দেখিতে ইচ্ছা করি।' তাঁহার তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিভীষণ কহিলেন ;—'ভর্ত্তা যাহা আদেশ করিয়াছেন, আপনার তাহাই করা কর্ত্তব্য।' বিভীষণের বাক্য শ্রবণে পতিদেবতা সাধ্বী সীতা পতিভক্তি-বশতঃ উত্তর করিলেন ;—'ভাল তাহাই হউক।'

অনন্তর, জানকী স্নানান্তে প্রসাধন ও মহামূল্য আভরণে শোভিত হইয়া মহার্হ বসন পরিধান করতঃ উত্তমাসন-সম্বৃত শিবিকায় আরোহণ করিলে, বিভীষণ তাঁহাকে রাক্ষস-প্রহরিগণ-কর্ত্তৃক পরিবৃত করিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। তিনি হৃষ্টান্তঃকরণে সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও ধ্যান-পরায়ণ মহাত্মা রামচন্দ্রের সমীপে গমন ও প্রণাম করতঃ সীতার আগমন বার্ত্তা নিবেদন করিলেন। পরন্তু, রাক্ষসগৃহে বহুকাল অবস্থিতা সীতাকে যানারোহণে সমাগতা শ্রবণে অরিন্দম রাম এককালে চিন্তা শোক ও দৈন্য-পরায়ণ হইলেন। অনন্তর বিমর্ষভাবে ক্ষণকাল বিচার করতঃ দুঃখিতান্তঃকরণে বিভীষণকে কহিলেন ;—হে মদ্বিজয়াভিলাষিন্ সৌম্য রাক্ষসপতে! বৈদেহীকে সত্বর আমার নিকটে লইয়া আইস।' ধার্ম্মিকবর বিভীষণ রাঘবের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, সত্বর সকলকে অপসারিত করিতে আদেশ করিলে, বেত্রঝর্ঝরপাণি উষ্ণীষধারী কঞ্চুকিগণ চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করতঃ পুরুষগণকে অপসারিত করিতে লাগিল। তখন, ঋক্ষ বানর ও রাক্ষসগণ উৎসার্য্যমাণ হইয়া দূরে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা এইরূপে উৎসারিত হইতে থাকিলে, বায়ু কর্ত্তৃক উদ্বর্ত্তিত মহাসাগরের ন্যায় সুমহৎ শব্দ সমুত্থিত হইল। পরন্তু, রামচন্দ্র সেই উৎসার্য্যমাণ সেন্যগণকে সম্ভ্রান্ত দর্শনে কৃপাপরবশ হইয়া, যেন চক্ষুর্দ্বারা সকলকে দগ্ধ করিবার অভিপ্রায়েই ক্রোধভরে বিভীষণকে নিবারণ করতঃ কহিলেন ;—'কি জন্য ইহাদিগকে ক্লেশ দিয়া আমার অনাদর করিতেছ? ইহারা সকলেই আমার স্বজন, অতএব ইহাদের উদ্বেগ দূর কর। গৃহ বস্ত্র প্রাকার অথবা ঈদৃশ লোকাপসারণ স্ত্রীলোকের আবরণ নহে ; স্বামিকর্ত্তৃক সংকৃত হওয়াই তাহাদিগের আবরণ, জানকীর ত তাহা হইয়াছে। বিশেষতঃ ব্যসন পীড়ন যুদ্ধ স্বয়ম্বর যজ্ঞ ও বিবাহ সময়ে কামিনীগণের জনসমাজের সম্মু-

ধীন হওয়া দোষাবহ নহে। জানকীও বিপদ্ ও সুমহৎ কৃচ্ছ্রে পতিত হইয়াছেন; অতএব এতাদৃশ সময়ে, বিশেষতঃ আমার সম্মুখে তাঁহার দর্শন দোষাবহ হইবে না। অতএব, জানকী শিবিকা পরিত্যাগ করিয়া পদব্রজেই আমার নিকট আগমন করুন্ এবং এই বানরগণ সকলেই তাঁহাকে দর্শন করুক্।'

রঘুনন্দনের এই কথা শ্রবণ করিয়া বিভীষণ বিমর্ষ ও বিনীতভাবে সীতাকে তাদৃশ অবস্থাতেই আনয়ন করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। লক্ষ্মণ বানরবর সুগ্রীব ও হনুমান্ রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্যথিত হইলেন এবং তদীয় ইঙ্গিতাদিদ্বারা তাঁহাকে সীতার প্রতি অপ্রীত বোধে স্বদারগ্রহণে নিরপেক্ষ বোধ করিতে লাগিলেন। এদিকে জনকনন্দিনী লজ্জাবশতঃ যেন স্বীয় গাত্রে বিলীন হইতে হইতেই বিভীষণকর্তৃক অনুগম্যমান হইয়া রামসমীপে উপস্থিত হইলেন। তিনি জনসমূহের সম্মুখে স্বামীকে দেখিয়া লজ্জাবশতঃ বসনাঞ্চল দ্বারা বদনমণ্ডল আবৃত করতঃ 'হা আর্য্যপুত্র!' বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সেই পতিদেবতা শুভবদনা বিস্ময় হর্ষ ও স্নেহসহকারে বহুক্ষণ ভর্ত্তার সমুদিত পূর্ণচন্দ্রসদৃশ সৌম্য মুখ দর্শন করতঃ বিমল শশাঙ্কের ন্যায় বিকসিতবদন হইলেন।

ইতি ষোড়শাধিক শততম সর্গ ॥ ১১৬ ॥

সপ্তদশোত্তর শততম সর্গ।

তখন, জানকীকে পার্শ্বে উপস্থিত দেখিয়া, রামচন্দ্র মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে আরম্ভ করতঃ কহিলেন;—'ভদ্রে! এই ত পৌরুষদ্বারা যাহা করা কর্ত্তব্য, আমি রণমধ্যে শত্রুকে বধ করিয়া তাহা সম্পাদন করতঃ তোমাকে জয় করিলাম! তুমি যে, রাবণকর্ত্তৃক ধর্ষিত হইয়াছিলে, আমি সেই অবমাননা ও শত্রুকে যুগপৎ বিনাশ করিয়া তজ্জন্য ক্রোধের পরপার প্রাপ্ত হইয়াছি। অদ্য আমার শ্রম সফল হইল এবং লোক সকল আমার পৌরুষ দর্শন করিল। অধিকন্তু আমি তীর্ণপ্রতিজ্ঞ হইয়া আপনাকে কৃতকৃত্য বোধ করিলাম। আমার অনবস্থানসময়ে চলচিত্ত নিশাচর কর্ত্তৃক অপহৃত হওয়ায়, তোমার যে দোষ হইয়াছিল, মানুষের যতদূর সাধ্য আমি তাহা সম্পাদন করিয়া সেই দৈবসম্পাদিত দোষকে অপনীত করিলাম; কারণ, যে অবমানিত হইয়া তাহা প্রমার্জ্জিত না করে, সেই লঘুচিত্ত ব্যক্তির পৌরুষের আবশ্যক কি? হনুমান্ সমুদ্র লঙ্ঘন ও লঙ্কা দাহনাদি যে শ্লাঘনীয় কার্য্য সকল করিয়াছিল, অদ্য তাহা সফল হইল। সসৈন্য সুগ্রীব যে হিতজনক মন্ত্রণা প্রদান ও যুদ্ধে পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, অদ্য তাহার সেই শ্রম সার্থক হইল। যিনি আপনা হইতেই বীরবর ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকট আসিয়াছিলেন, অদ্য সেই বিভীষণেরও পরিশ্রম সফল হইল।' রামচন্দ্র এইরূপ বলিতে থাকিলে, সীতা সেই সমস্ত শ্রবণ করতঃ মৃগীর ন্যায় উৎফুল্ললোচন হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন; পরন্তু, রামচন্দ্র প্রাণপ্রিয়া জানকীকে নিকটে উপস্থিত দেখিয়াও লোকাপবাদভয়ে দ্বিধাচিত্ত হইলেন। কিসে লোকাপবাদ নিবারণ হইবে, এই চিন্তাতে তাঁহার ক্রোধ আজ্যাবসিক্ত হুতাশনের ন্যায় সমধিক পরিবর্দ্ধিত হওয়ায়, তিনি বঙ্কিমলোচনে মুখভ্রূকুটিসহকারে বানর ও রাক্ষসগণের মধ্যস্থিতা বরারোহা সীতাকে কহিলেন;—'ধর্ষণাকে পরিমার্জ্জিত করিবার নিমিত্ত মনুষ্যের যাহা কর্ত্তব্য, অভিলাষ না থাকিলেও আমি রাবণকে বিনাশ করিয়া তাহা সম্পাদন করিয়াছি। তাপসপ্রবর মুনিবর অগস্ত্য যেরূপ অন্যের দুরাধর্ষ দক্ষিণ দিক্ জয় করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমিও যুদ্ধদ্বারা রাবণ হইতে তোমাকে জয় করিয়াছি! হে ভদ্রে! তুমি নিশ্চয় জানিবে, আমি সুহৃদ্গণের বীর্য্যবলে যে এতাদৃশ রণপরিশ্রম স্বীকার করিয়াছি, ইহা তোমার নিমিত্ত নহে; তোমার অপহরণজনিত অপবাদ অপনয়ন এবং প্রখ্যাত রঘুবংশীয়গণের বীর্য্যবত্তা প্রদর্শন করিবার নিমিত্তই আমি এতাদৃশ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। সীতে!

তোমার চরিত্রে আমার সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং নেত্ররোগীর সম্মুখস্থিত দীপের ন্যায়, তুমি আমার সম্মুখে থাকিয়া সমধিক প্রতিকূলাচরণই করিতেছ। অতএব, হে ভদ্রে জনকাত্মজে! এই দশ দিক্ দেখিতেছ, ইহার যে দিকে অভিলাষ হয় গমন কর; তোমাতে আর আমার প্রয়োজন নাই। কোন্ সদ্বংশজাত তেজস্বী পুরুষ বহুকাল পরগৃহোষিতা পত্নীকে সুহৃদ্বোধে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিতে পারে? রাবণ তোমাকে দুষ্টদৃষ্টিতে দর্শন ও অঙ্কে আকর্ষণ করিয়াছে, অতএব আমি তোমাকে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিয়া কি প্রকারে স্বীয় সুমহৎ কুলকে কলঙ্কিত করিতে পারি? যে জন্য তোমাকে জয় করিয়াছি, আমার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, অতএব তোমাতে আর আমার প্রয়োজন নাই, যথায় অভিলাষ হয় গমন কর। হে ভদ্রে সীতে! আমার বিবেচনায় ইহাই ভাল বলিয়া বোধ হইতেছে যে, তুমি ইচ্ছানুসারে লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, সুগ্রীব, রাক্ষসবর বিভীষণ, অথবা যাহাকে তোমার অভিরুচি হয়, তাহাকেই আত্মসমর্পণ কর। সীতে! তুমি অনেক দিন রাবণগৃহে বাস করিয়াছিলে, সুতরাং সে তোমার এতাদৃশ মনোরম দিব্যরূপদর্শনে তোমাকে যে ক্ষমা করিয়াছে, এরূপ বোধ হয় না।'

যিনি চিরকাল প্রিয়বাক্য শ্রবণ করিয়াছেন, সেই মানিনী জনকনন্দিনী প্রিয়মুখে এতাদৃশ অপ্রিয়বাক্য শ্রবণ করিয়া করিবরকরাকর্ষিত বল্লরীর ন্যায় মুহুর্ম্মুহু কম্পিত হইতে ও বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

ইতি সপ্তদশোত্তর শততম সর্গ ॥১১৭॥

অষ্টাদশাধিক শততম সর্গ।

রঘুনন্দন রোষসহকারে এই রোমহর্ষণ পুরুষ বাক্য বলিলে, বৈদেহী অতিশয় ব্যথিত হইলেন। তিনি জনসমূহের মধ্যে ভর্ত্তার এতাদৃশ অশ্রুতপূর্ব্ব নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করতঃ লজ্জিত হইয়া যেন আপনার গাত্রমধ্যেই লুক্কায়িত হইতে অভিলাষ করিলেন। স্বামীর শরসদৃশ বাক্য সকল তাঁহার হৃদয়ে গাঢ়বিদ্ধ হওয়ায়, তিনি বাষ্পপরিপ্লুত মুখ পরিমার্জ্জন করতঃ ক্রমে ক্রমে গদ্গদস্বরে কহিলেন;—'হে বীর! প্রাকৃত ব্যক্তি প্রাকৃতা মহিলাকে যেরূপ কথা বলিয়া থাকে, তদ্রূপ আপনি আমাকে এরূপ নিদারুণ রূক্ষ বাক্য শ্রবণ করাইতেছেন কেন? হে মহাবাহো! আপনি আমাকে যেরূপ অবমানিত করিতেছেন, আমি স্বীয় চরিত্রদ্বারা শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি সেরূপ নহি; অতএব, আপনি আমার বাক্যে বিশ্বাস করুন্। প্রাকৃতা রমণীর চরিত্র দর্শনে আপনি স্ত্রীজাতির উপর আশঙ্কা করিতেছেন; পরন্তু, আপনি আমাকে অনেক বার পরীক্ষা করিয়াছেন, অতএব এ আশঙ্কা পরিত্যাগ করুন্। হে প্রভো! আমি স্ববশ না থাকায়, রাবণের সহিত আমার যে গাত্র সংস্পর্শ ঘটিয়াছিল, তাহা আমার ইচ্ছানুসারে হয় নাই; দৈবই সে বিষয়ে অপরাধী। নাথ! যাহা আমার অধীন সেই হৃদয়কে ত কেহ স্পর্শ করিতে পারে নাই, তাহা সমভাবে আপনারই অনুবর্ত্তী রহিয়াছে; পরন্তু, গাত্রসকল আমার বশীভূত নহে সুতরাং রক্ষক না থাকায় রাবণ সেই সকল স্পর্শ করিয়াছে, তাহাতে আমার অপরাধ কি? হায়! বহুকাল সংসর্গবশতঃ আপনার এবং আমার অনুরাগ যুগপৎ সংবর্দ্ধিত হইয়াছিল, কিন্তু আপনি যে, তাহাতেও আমার স্বভাব অবগত হইতে পারেন নাই, আমি তাহাতেই অনন্ত দুঃখে পতিত হইলাম। হে বীর! আপনি যখন বীরবর হনুমানকে লঙ্কামধ্যে আমাকে দেখিতে পাঠাইয়াছিলেন, তখনই কেন পরিত্যাগ করেন নাই? হনুমান্ আমাকে পরিত্যাগবার্ত্তা শ্রবণ করাইলেই, আমি তদ্দণ্ডে ইহার সম্মুখে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতাম। রাঘব! তাহা হইলে আপনাকে এরূপ জীবনসংশয়কর বিফল পরিশ্রম করিতে এবং অকারণে সুহৃদ্বর্গকে এরূপ ক্লেশ পাইতে হইত না। হে রাজশার্দ্দূল! আপনি রোষপরবশ হইয়া প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় আমাকে

সামান্যা নায়িকা বলিয়া অনুমান করিতেছেন। আমি জনকের ঔরসজাতা বলিয়া লোকে আমাকে 'জানকী, মৈথিলী' ইত্যাদি নামে আহ্বান করে না; তদীয় যজ্ঞভূমি হইতে উত্থিত হইয়াছিলাম, এই জন্যই অযোনিসম্ভবা হইলেও তাহারা আমাকে ঐ ঐ নামে আহ্বান করিয়া থাকে; পরন্তু, হে বৃত্তজ্ঞ! আপনি আমার তাদৃশ সংকারার্হ পবিত্র চরিত্রকেও অপরিহার্য্যতার হেতু বলিয়া বোধ করিলেন না। আমার ভক্তি ও সচ্চরিত্রপ্রভৃতি গুণগ্রাম ত আপনার নিকট পুরস্কৃত হইল না, বোধ হয়, আপনি যে আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহার পর তাহাও অস্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।'

জনকনন্দিনী বাষ্পগদ্গদবাক্যে এইরূপ বলিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করতঃ রোদনসহকারে দীনভাবাপন্ন লক্ষ্মণকে কহিলেন;—লক্ষ্মণ! এরূপ মিথ্যাপবাদগ্রস্ত হইয়া, আমি আর জীবন ধারণ করিতে অভিলাষ করি না; অতএব এতাদৃশ রোগের একমাত্র ভেষজস্বরূপ চিতা প্রস্তুত কর। ভর্ত্তা মদীয়গুণে অপ্রীত হইয়া জন সমূহের মধ্যে আমাকে পরিত্যাগ করিলেন, অতএব আমি অধুনা হুতাশনে প্রবেশ করিয়া স্বীয় অনুরূপ গতি লাভ করি।' বৈদেহী এই কথা বলিলে, পরবীরনিসূদন বীর্য্যবান্ লক্ষ্মণ ক্রোধভরে রঘুনন্দনের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করতঃ তদীয় আকারদ্বারা মনোভাব অবগত হইয়া অভিপ্রায়ানুরূপ চিতা নির্ম্মাণ করিলেন। তৎকালে, কেহই সেই কালান্তক যমসদৃশ রামচন্দ্রকে কোনরূপ অনুনয়ন করিতে, কোন কথা বলিতে অথবা তাঁহাকে দর্শন করিতেও সমর্থ হইল না।

অনন্তর, জানকী অধোমুখ রঘুনন্দনকে প্রদক্ষিণ করিয়া দীপ্যমান হুতাশনের সমীপে গমন করতঃ দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অগ্নিকে কহিলেন;—'যখন আমার মনঃ কখনও রাঘব হইতে বিচলিত হয় নাই, তখন লোকসাক্ষী হুতাশন অবশ্যই আমাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবেন। আমার চরিত্র বিশুদ্ধ হইলেও, রাঘব যেরূপ আমাকে দুষ্টা বোধ করিতেছেন, সেইরূপ লোক সকলের পর্য্যবেক্ষক পাবক আমাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন্। আমি, কর্ম্ম মনঃ অথবা বাক্যদ্বারাও কখন ধর্ম্মজ্ঞ রঘুনন্দনকে অতিক্রম করি নাই, অতএব বিভাবসু আমাকে রক্ষা করুন্।' সীতা এই কথা বলিয়াই প্রদীপ্ত চিতাগ্নিকে প্রদক্ষিণ করতঃ নিঃশঙ্ক হৃদয়ে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলে, আবালবৃদ্ধ জনসমূহ তাহা দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইল। এইরূপে সেই তপ্তকাঞ্চনবর্ণা ও তপ্তহেমভূষণা বিশাললোচনা জনকনন্দিনী সর্ব্বজনসমক্ষে প্রদীপ্ত হুতাশনমধ্যে প্রবেশ করিলে সর্ব্বপ্রাণীই তাঁহাকে সুবর্ণময়ী বেদীর ন্যায় অবলোকন করিতে লাগিল। মহাভাগা সীতা অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলে, ত্রিভুবনের লোক সকল, যজ্ঞাগ্নিতে সম্পূর্ণ আজ্যাহুতি পতিত হইল বলিয়া বোধ করিল। ত্রিলোকবাসিনী রমণীগণ সীতাকে যজ্ঞস্থলে মন্ত্রসংস্কৃতা বসুধারার ন্যায় অগ্নিমধ্যে দর্শন করিয়া রামচন্দ্রকে নিন্দা করিতে লাগিল। দেবতা গন্ধর্ব্ব ও দানবগণ শাপগ্রস্ত হইয়া ত্রিদিব হইতে নিরয়পতিতা স্বর্গাধিষ্ঠাত্রী দেবীর ন্যায় জনক নন্দিনীকে অগ্নিমধ্যে পতিত হইতে দেখিলেন। এইরূপে জানকী অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলে, বানর ও রাক্ষসগণের অদ্ভুত হাহাকার বিপুল শব্দ সমুত্থিত হইল।

ইতি অষ্টাদশাধিক শততম সর্গ ॥১১৮॥

একোনবিংশাধিকশততম সর্গ।

ধর্ম্মাত্মা রাম তাহাদের এতাদৃশ হাহাকার রব শ্রবণে, দুর্ম্মনা হইয়া বাষ্পব্যাকুললোচনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেই সময় রাজা বৈশ্রবণ, পিতৃগণের সহিত যম, দেবরাজ সহস্রলোচন ইন্দ্র, জলেশ্বর বরুণ, ত্রিনয়ন বৃষধ্বজ দেবদেব শ্রীমান্ মহাদেব এবং ব্রহ্মবিদ্গণের অগ্রগণ্য সর্ব্বলোককর্ত্তা ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবগণ সূর্য্যসদৃশ বিমানে আরোহণ করতঃ লঙ্কা-

নগরীতে উপস্থিত হইয়া রাঘবসমীপে গমন করিলেন। তদ্দর্শনে রঘুনন্দন কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলে, সেই ত্রিদশশ্রেষ্ঠগণ নিজ নিজ হস্তাভরণ সমন্বিত বিশাল বাহু উদ্যত করতঃ কহিলেন;—'রাঘব! আপনি লোকসকলের সৃষ্টিকর্ত্তা, তত্ত্বজ্ঞানিগণের ধ্যেয় এবং বিভু হইয়াও কি নিমিত্ত হুতাশন পতনোন্মুখী সীতাকে উপেক্ষা করিতেছেন? হে পরন্তপ,! আপনি দেবগণের শ্রেষ্ঠ হইয়াও কি নিমিত্ত আপনাকে বিস্মৃত হইতেছেন? আপনিই পূর্ব্বকল্পে বসুগণের মধ্যে ঋতধামা নামক বসু, ত্রিভুবনের লোক সকলের মধ্যে আদিকর্ত্তা প্রজাপতি, রুদ্রগণের মধ্যে অন্যের অনিয়ম্য মহাদেব নামক অষ্টমরুদ্র এবং সাধ্যগণের মধ্যে বীর্য্যবান্ নামক পঞ্চম সাধ্যরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। হে দেব! আপনি বিরাটরূপ পরিগ্রহ করিলে, অশ্বিনীকুমারযুগল আপনার কর্ণ এবং চন্দ্রসূর্য্য আপানার চক্ষুঃ হইয়াছিলেন। হে বীর! আপনি ভূতগণের আদি ও অবসানেও বিরাজ করেন, অতএব সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও অধুনা প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় বৈদেহীকে উপেক্ষা করিতেছেন কেন?

ধার্ম্মিকপ্রবর নররাজ রঘুনন্দন সেই দেবশ্রেষ্ঠ লোকপালগণকর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া কহিলেন;—'আমি আপনাকে দশরথনন্দন রাম নামক মনুষ্য বলিয়া জানি; অতএব, আমি কে? তাহা আপনারা প্রকাশ করিয়া বলুন।' রামচন্দ্র এই কথা বলিলে, ব্রহ্মবিদগণের অগ্রগণ্য ব্রহ্মা কহিলেন;—'হে সত্যপরাক্রম! আমি সত্য করিয়া বলিতেছি শ্রবণ করুন;—হে রাঘব! আপনিই সলিলশায়ী বিরাটরূপি নারায়ণ, শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্মধারী শ্রীমান্ দেবদেব বিষ্ণু এবং জন্মমৃত্যুরূপ শত্রুবিনাশকারী একদন্ত বরাহ স্বরূপ হে রাঘব! যিনি লোকসকলের মধ্যে ও অবসানে বিরাজ করেন, আপনিই সেই সত্যস্বরূপ অক্ষর ব্রহ্ম ও লোকসকলের পরম ধর্ম্মস্বরূপ চতুর্ভুজ বিষ্বকৃসেন শৃঙ্গরূপ কালই আপনার ধনুঃ এইজন্য আপনি শার্ঙ্গধন্বা, ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা বলিয়া হৃষীকেশ হৃদয়পুণ্ডরীকে শয়ন করিয়া থাকেন এইজন্য পুরুষ, আপনার জন্ম নাই এবং অক্ষর হইতেও উত্তম এই জন্য পুরুষোত্তম, পাপ ও শত্রুগণ আপনাকে জয় করিতে পারে না এই জন্য অজিত, নন্দক নামক খড়্গধারী বলিয়া খড়্গধৃক্, সর্ব্বব্যাপক এই জন্য বিষ্ণু কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া কৃষ্ণ এবং এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডকে লীলাকন্দুকের ন্যায় ধারণ করিয়া আছেন এই জন্য বৃহদ্বল নামে অভিহিত হয়েন। আপনিই সেনানী, গ্রামণী, সত্য, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, ভক্তগণের অপরাধ সহ্য করেন বলিয়া ক্ষমা' ইন্দ্রিয়গণের নিগ্রহকারী এই জন্য দম, সৃষ্টিপ্রবর্ত্তক বলিয়া প্রভব, বিনাশক বলিয়া অব্যয় এবং উপেন্দ্র ও মধুসূদন নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। দিব্য মহর্ষিগণ আপনাকেই ইন্দ্রকর্ম্মা, মহেন্দ্র, পদ্মনাভ, রণান্তকৃৎ শরণ ও শরণ্য নামে কহিয়া থাকেন। আপনিই সহস্রশাখাসমন্বিত বেদস্বরূপ বলিয়া সহস্রশৃঙ্গবেদাত্মা বিধিময় অনেক শিরোবিশিষ্ট এই জন্য শতশীর্ষ, শ্রেষ্ঠ তম এই জন্য মহর্ষভ এবং ত্রিলোকীর সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া স্বয়ম্প্রভু আদিকর্ত্তা নামে অভিহিত হয়েন। আপনি সকলের পূর্ব্বজ, সিদ্ধ ও সাধ্যগণের আশ্রয় এবং যজ্ঞ বষট্‌কার ওঙ্কার ও পরাৎপর স্বরূপ। আপনি ব্রাহ্মণ ও গো প্রভৃতি সর্ব্বভূত গগন, নদী পর্ব্বত, বন এবং দিক্ সকলে অন্তর্যামিরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তথাপি আপনি কে এবং আপনার জন্ম ও নিধন কিরূপে হয়, তাহা কেহই জানে না। আপনি সহস্রচরণ শতশীর্ষ ও সহস্রচক্ষুঃ অনন্তরূপ হইয়া পর্ব্বতসমন্বিতা পৃথিবী ও ভূতগণকে ধারণ করিয়া আছেন এবং পৃথিবীর অন্তে অর্থাৎ প্রলয়ের পর সলিলোপরি মহোরগশয়নে দৃষ্ট হইবেন। রাঘব! আপনিই বিরাটমূর্ত্তি হইয়া দেব গন্ধর্ব্ব ও দানবসমন্বিত ত্রিভুবনকে ধারণ করিয়া থাকেন। হে প্রভো! আমি আপনার হৃদয়, দেবী সরস্বতী জিহ্বা, মন্নির্ম্মিত দেবগণ আপনার শরীরস্থিত রোম, রাত্রি নিমেষ ও দিবা উন্মেষ এবং বেদ সকলই আপনার সংস্কার। হে শ্রীবৎস লক্ষণ! জগতে আপনা ভিন্ন আর কিছুই নাই; সকল জগৎ আপনার শরীর, বসুধাতল আপনার স্থৈর্য্য, অগ্নি আপ-

নার কোপ এবং চন্দ্র আপনার প্রসন্নতা। আপনি পূর্ব্বে স্বীয় বিক্রমত্রয় দ্বারা ত্রিভুবনকে আক্রমণ করতঃ দারুণ স্বভাব বলিকে বন্ধন করিয়া মহেন্দ্রকে দেবরাজ করিয়াছিলেন। সীতাদেবী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী এবং আপনিই সেই প্রজাপালক স্বপ্রকাশ কৃষ্ণবর্ণ বিষ্ণু; আপনারা রাবণ বধের নিমিত্তই এই মনুষ্যবিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন। হে ধার্ম্মিকপ্রবর! আপনি যে জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, আমাদের সেই কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, অতএব আপনি অধুনা কিয়ৎকাল হৃষ্টান্তঃকরণে মনুষ্যলোকে বিচরণ করতঃ পশ্চাৎ ব্রহ্মলোকে আরোহণ করিবেন। হে দেব! আপনার বীর্য্য পরাক্রম ও স্তব এই সমস্তই অমোঘ এবং যাহারা আপনাকে ভক্তিসহকারে ভাবনা করে, তাহারাও অমোঘ ফল লাভ করিয়া থাকে। আপনি সাক্ষাৎ পুরাণ পুরুষ পুরুষোত্তম, অতএব যাহারা আপনাকে একান্তান্তঃকরণে ধ্যান করে, তাহারা ইহলোক ও পরলোক উভয়ত্রই অভিলষিত লাভ করিয়া থাকে। অধিক কি, যাহারা এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ পুরাতন বেদোদিত স্তব কীর্ত্তন করে, তাহারাও কুত্রাপি পরাভূত হয় না।

ইতি একোনবিংশাধিক শততম সর্গ ॥ ১১৯ ॥

বিংশাধিক শততম সর্গ ॥

পিতামহসমীরিত এই শুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া, ভগবান্ রাম বাষ্পব্যাকুললোচনে মুহূর্ত্তকাল রোদন করিলেন। ইত্যবসরে মূর্ত্তিমান্ হব্যবাহন বিভাবসু সেই চিতাকে অপসারিত করতঃ তরুণাদিত্যসদৃশী তপ্তকাঞ্চনভূষণা রক্তাম্বর ধারিণী নীলকুঞ্চিতকেশা অম্লানমালাশোভিতা অবিকৃতরূপা অনিন্দিতা জনকনন্দিনীকে ক্রোড়ে লইয়া সত্বর উত্থিত হইলেন। অনন্তর, লোকসাক্ষী পাবক বৈদেহীকে রামসমীপে প্রদান করতঃ কহিলেন;—রাম! এই তোমার বৈদেহীকে গ্রহণ কর, ইহাঁতে পাপের লেশমাত্রও নাই। হে চরিত্রগর্ব্বিন্! এই শুভলক্ষণা সচ্চরিত্রা সীতা বাক্য মনঃ বুদ্ধি অথবা চক্ষুর্দ্বারাও কখন তোমাকে অতিক্রম করেন নাই। যে সময় ইনি নির্জ্জন কাননে সহায়বিহীন হইয়া একাকিনী অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় তোমার অনবস্থানবশতঃ বীর্য্যোন্মত্ত রাক্ষস রাবণ বলপূর্ব্বক ইহাঁকে হরণ করতঃ স্বীয় অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ করিয়াছিল। তথায় ঘোরবুদ্ধি ঘোররূপ নিশাচরীগণ ইহাঁর রক্ষাবিধান করিত; পরন্তু, সেই রাক্ষসীগণ-কর্ত্তৃক বহুশঃ তর্জ্জিত ও প্রলোভিত হইয়াও ত্বদ্গতচিত্তা জানকী ক্ষণমাত্র রাবণকে চিন্তা করেন নাই; নিরন্তর একমনে তোমাকেই ধ্যান করিতেন। রাঘব! আমি আদেশ করিতেছি, তুমি অপ্রতিবাদে এই পাপ-বিহীনা বিশুদ্ধভাবা জানকীকে গ্রহণ কর।' ধর্ম্মাত্মা বাগ্মিপ্রবর রাম এই কথা শ্রবণে প্রীত হইয়া হর্ষোৎফুল্ললোচনে মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিলেন।

উরুবিক্রম মহাতেজস্বী ধার্ম্মিকপ্রবর ধৃতিমান্ রাম এইরূপে উক্ত হইয়া দেবশ্রেষ্ঠ হুতাশনকে কহিলেন;—'জানকী যে, লোকসকলের মধ্যে সমধিক পবিত্রা তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, পরন্তু, ইনি রাবণের অন্তঃপুরে বাস করিয়াছিলেন, সুতরাং আমি যদি বিশুদ্ধরূপে পরীক্ষা না করিয়াই ইহাঁকে গ্রহণ করিতাম, তাহা হইলে লোকে এই কথা বলিত যে, দশরথ-নন্দন রাম নিতান্ত কামপরতন্ত্র এবং সাংসারিক ব্যবহারে একান্ত অনভিজ্ঞ। জনক-নন্দিনী মৈথিলী যে অনন্যহৃদয়া এবং আমাতেই একান্ত অনুরাগিণী তাহা আমি জানিতাম, কিন্তু ইনি সভা-সম্মুখে হুতাশনে প্রবেশ করিলেও, কেবল ত্রিভুবনের প্রত্যয়ের নিমিত্তই আমি তৎকালে তাহা উপেক্ষা করিয়াছিলাম। যেরূপ মহাসাগর বেলাভূমিকে অতিক্রম করিতে পারেন না, তদ্রূপ রাবণও স্বতেজোরক্ষিতা এই বিশালাক্ষী জানকীকে অতিক্রম করিতে পারে না। আমার বোধ হয়, সেই দুষ্টাত্মা প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় এই অনন্যলভ্যা সীতাকে ধর্ষণ করিবারও অভিলাষ করিতে পারে নাই।

ভাস্করের প্রভার ন্যায় সীতাও আমা হইতে অভিন্না, সুতরাং ইনি রাবণান্তঃপুরবাসে কাতর হইয়া যে, অন্য-হৃদয়া হইবেন, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। যেরূপ আত্মবান্ ব্যক্তি কীর্ত্তি পরিত্যাগ করিতে পারে না, তদ্রূপ আমিও এই ত্রিলোকবিশুদ্ধা জনক-নন্দিনী সীতাকে পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ। আপনারা এবং হিতবাদী লোকপালগণ স্নেহ-সহকারে যে হিত-বাক্য বলিলেন, তাহা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।' মহাবল মহাযশস্বী সুখার্হ রাম এই কথা বলিয়া স্বকৃতকর্ম্ম-দ্বারা লোকপালগণ-কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইলেন এবং প্রিয়ার পুনঃসম্মিলন-বশতঃ পরমা প্রীতি লাভ করিলেন।

ইতি বিংশাধিকশততম সর্গ॥ ১২০॥

একবিংশাধিকশততম সর্গ।

রাঘব-সমীরিত এতাদৃশ শুভময় বাক্য শ্রবণ করিয়া মহেশ্বর এই শুভতর বাক্য বলিলেন;—'হে ধার্ম্মিকপ্রবর পুষ্করলোচন মহাবাহো বিশালবক্ষঃ অরিন্দম রঘুনন্দন! তুমি ভাগ্যবলেই এতাদৃশ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছ, রাম! লোক সকলের সৌভাগ্য-বশতঃই ত্বৎকর্ত্তৃক রণস্থলে রাবণজনিত ভয়রূপ নিদারুণ অন্ধকার নিরাকৃত হইল। সে যাহা হউক, অধুনা দীনদশাপন্ন ভরতকে আশ্বাসিত করতঃ যশস্বিনী কৌসল্যা, কৈকেয়ী এবং লক্ষ্মণমাতা সুমিত্রাকে দর্শন ও আশ্বাসিত কর। হে মহাবল! অনন্তর, অযোধ্যায় রাজা হইয়া সুহৃদ্বর্গকে আনন্দিত করতঃ ইক্ষ্বাকুকুলে স্বীয় বংশ স্থাপন ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণগণকে ধনদান-দ্বারা অনুত্তম যশঃ লাভ করিয়া স্বর্গে আগমন করিবে। হে কাকুৎস্থ! যিনি পিতৃত্বনিবন্ধন মনুষ্যলোকে তোমার মহাগুরু ছিলেন, ঐ দেখ সেই শ্রীমান্ রাজা দশরথ বিমানের উপর রহিয়াছেন। ইনি ত্বাদৃশ পুত্রকর্ত্তৃক তারিত হইয়া ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন; তুমি ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত ইঁহাকে অভিবাদন কর।'

মহাদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া রঘুনন্দন লক্ষ্মণের সহিত বিমানশিখরস্থিত পিতাকে প্রণাম করিলেন। সর্ব্বশক্তিমান্ রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত স্বীয় কান্তিদ্বারা দীপ্যমান্ বিমলবসনধারী পিতাকে দর্শন করিলে, বিমানস্থিত রাজা দশরথ প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর পুত্রের দর্শনে আনন্দের পরাকাষ্ঠা লাভ করিলেন। অনন্তর, উত্তমাসনস্থিত সেই মহাবাহু মহীপতি তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া বাহুযুগলদ্বারা আলিঙ্গন করতঃ কহিলেন;—বৎস রাম! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমার বিরহে আমার স্বর্গ অথবা সুরশ্রেষ্ঠগণের সহিত তুল্যস্থ সমধিক সুখের বিষয় হয় নাই। হে বাগ্মিপ্রবর! তোমার বনবাসের নিমিত্ত কৈকেয়ী যে নিদারুণ বাক্য সকল বলিয়াছিল, তাহা এখনও আমার অন্তঃকরণে জাগরূক রহিয়াছে। সে যাহা হউক; অদ্য তোমাকে কুশলী দেখিয়া এবং লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করিয়া,আমি নীহারবিমুক্ত দিবাকরের ন্যায় দুঃখবিমুক্ত হইলাম। পুত্র! যেরূপ, অষ্টাবক্রকর্ত্তৃক কহোড় নামক ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণ তারিত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ আমিও তাদৃশ সুপুত্রকর্ত্তৃক তারিত হইয়াছি। হে সৌম্য! তুমি সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম হইয়াও সুরেশ্বরগণের অভীষ্টসাধন বাসনায় রাবণবধের নিমিত্ত আমার পুত্ররূপে গূঢ়ভাবে অবতীর্ণ হইয়াছিলে, অধুনা আমি সে সমস্ত বিদিত হইয়াছি। হে শত্রুসূদন রাম! কৌসল্যারই অভিলাষ পূর্ণ হইবে, কারণ তুমি বন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া গৃহে গমন করিলে, তিনি হৃষ্টান্তঃকরণে তোমার বদনারবিন্দ সন্দর্শন করিবেন। রাম! তুমি অযোধ্যাপুরীতে গমন করিয়া রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে, যাহারা তোমাকে অভিষিক্ত হইতে দেখিবে, তাহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। হে সৌম্য! তুমি আমার প্রীতির নিমিত্ত লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসে অতিবাহিত করতঃ আমাকে পূর্ণপ্রতিজ্ঞ, রণমধ্যে রাবণকে বিনাশ করিয়া দেবগণকে পরিতুষ্ট এবং শ্লাঘনীয় অন্যান্য কর্ম্ম-দ্বারা সুমহৎ যশঃ লাভ করিয়াছ। অধুনা তোমার বনবাসের

সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে, অতএব অতঃপর ভ্রাতৃগণের সহিত রাজ্যস্থ হইয়া দীর্ঘায়ুঃ লাভ কর।'

রাজা দশরথ এই কথা বলিলে, রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন ;—'হে ধর্ম্মজ্ঞ! কৈকেয়ী ও ভরতের উপর প্রসন্ন হউন্। হে প্রভো! আপনি কৈকেয়ীকে "পুত্রের সহিত তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম" এইরূপ যাহা বলিয়াছিলেন, সপুত্রা কৈকেয়ীকে সেই ঘোররূপ শাপ যেন স্পর্শ করিতে না পারে।" মহারাজ দশরথ কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত রামকে 'তথাস্তু' বলিয়া, পুনর্ব্বার লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করতঃ কহিলেন ;—হে ধর্ম্মজ্ঞ! রামচন্দ্র প্রসন্ন থাকিলে তুমি সুমহৎ পুণ্য, বিপুল যশঃ উত্তম মহিমা এবং স্বর্গ লাভ করিতে পারিবে। হে সুমিত্রানন্দনবর্দ্ধন! রামচন্দ্র নিরন্তর লোক সকলের হিতসাধনে অনুরক্ত, অতএব তুমি ইহাঁরই শুশ্রূষা কর, তাহা হইলেই তোমার মঙ্গল হইবে। সিদ্ধ পরমর্ষি এবং ইন্দ্রাদি লোক সকল এই মহাত্মা পুরুষোত্তম রামকে অভিবাদনাদিদ্বারা অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। হে সৌম্য! এই অরিন্দম রামই দেবগণের অন্তরাত্মস্বরূপ অনির্ব্বেদ্য অব্যক্ত অক্ষর ব্রহ্ম। তুমি সীতার সহিত ইহার শুশ্রূষা করিয়া পরম ধর্ম্ম ও বিপুল যশঃ লাভ করিয়াছ।' রাজা দশরথ লক্ষ্মণকে এই কথা বলিয়া সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিতা স্নুষা সীতাকে সম্বোধন করিয়া শনৈঃ শনৈঃ মধুরবাক্যে কহিলেন ;—'বৎসে বৈদেহি! রামচন্দ্রের উপর ক্রুদ্ধ হইও না ; কারণ, ইনি তোমার হিতাভিলাষী হইয়াই বিশুদ্ধির নিমিত্ত এই কার্য্য করিয়াছেন। বৎসে! তুমি দুষ্কর অধ্যবসায় দ্বারা যে সচ্চরিত্রের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলে, ইহাতে অন্য রমণীগণের যশঃ মলিন হইয়া যাইবে। ভর্ত্তৃশুশ্রূষাবিষয়ে তোমাকে কিছুমাত্র বলিবার আবশ্যক না থাকিলেও আমার বক্তব্য বলিয়াই বলিতেছি ;—ইনি তোমার পরম দেবতা।' রাজা দশরথ পুত্রদ্বয় এবং স্নুষা সীতাকে এইরূপ আদেশ করিয়া বিমানযোগে পুনর্ব্বার ইন্দ্রলোকাভিমুখে গমন করিলেন।

এইরূপে সেই তেজঃপ্রদীপ্ত মহানুভাব রাজশ্রেষ্ঠ দশরথ সীতার সহিত পুত্রদ্বয়কে আমন্ত্র করতঃ হৃষ্টান্তঃকরণে বিমানে আরোহণ করিয়া ইন্দ্রলোকে গমন করিলেন।

ইতি একবিংশাধিক শততম সর্গ ॥ ১২১ ॥

দ্বাবিংশাধিক শততম সর্গ।

কাকুৎস্থ দশরথ প্রতিনিবৃত্ত হইলে দেবরাজ ইন্দ্র পরম প্রীতিসহকারে কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত রামকে কহিলেন,—'হে পরন্তপ রাম! তোমার সহিত আমাদিগের সন্দর্শন নিষ্ফল হওয়া কর্ত্তব্য নহে, অতএব আমি প্রীতিসহকারে বলিতেছি, তোমার যদি কিছু অভিলষিত থাকে বল, মহাত্মা মহেন্দ্র প্রসন্নমনে এই কথা বলিলে, রামচন্দ্র পরম প্রীত হইয়া বিনীতভাবে কহিলেন ;—'হে বাগ্মিপ্রবর দেবরাজ! যদি আপনি আমার উপর প্রীত হইয়া থাকেন, তবে আমি যাহা বলিতেছি, আমার সেই বাক্যকে সফল করুন্। দেবেন্দ্র! যে বানরগণ আমার নিমিত্ত পরাক্রম প্রকাশ করিয়া যমনিকেতনে গমন করিয়াছে, তাহারা সকলেই পুনর্জীবিত হইয়া উত্থিত হউক। হে মানদ! আমার এই অভিলাষ হইতেছে যে, যাহারা আমার নিমিত্ত পুত্রদারবিহীন হইয়াছে, তাহারা পুনর্জীবিত হইয়া প্রীতমনে বিচরণ করুক্। হে পুরন্দর! যে বিক্রান্ত শূরগণ আমার বিজয়ের নিমিত্ত আপন মৃত্যুকে লক্ষ্য না করিয়া অশেষবিধ যত্ন করতঃ বিপন্ন হইয়াছে; আপনি তাহাদিগকে পুনর্জীবিত করুন্। দেবরাজ! আমি এই বর প্রার্থনা করি যে, যাহারা আমার হিতসাধনের নিমিত্ত আপনাদের মৃত্যুকে চিন্তা করে নাই, আপনার প্রসাদে তাহারা পুনর্ব্বার আমার সহিত সম্মিলিত হউক। হে মানদ! আমি এই ঋক্ষ, গোলাঙ্গুল ও বানরগণকে পূর্ব্বের ন্যায় নীরোগ নির্ব্রণ এবং বল ও পৌরুষ সমন্বিত দেখিতে ইচ্ছা করি। অপিচ, যে স্থানে বানরগণ অবস্থান করিবে, সেই স্থান যেন অকালেও ফল মূলে ও পুষ্পে পরিপূর্ণ

থাকে এবং তত্রত্য নদী সকল যেন নির্ম্মল জলপূর্ণ হয়।

মহাত্মা রঘুনন্দনের বাক্য শ্রবণ করিয়া, মহেন্দ্র প্রীতিপূর্ণ বাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন ;—'হে তাত রঘূত্তম! তুমি দুর্লভ বর প্রার্থনা করিয়াছ ; পরন্তু, আমার বাক্য কখনই অন্যথা হয় না, অতএব তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে তাহাই হইবে। রাঘব! যেরূপ নিদ্রাক্ষয়ে সুপ্তগণ উত্থিত হয়, তদ্রূপ যে ঋক্ষ গোলাঙ্গুল ও কপিগণ রাক্ষসকুলকর্ত্তৃক ছিন্নমুণ্ড ও কৃত্তবাহু হইয়া নিহত হইয়াছে, তাহারা নীরোগ নির্ব্রণ এবং পূর্ব্বের ন্যায় বল ও পৌরুষসমন্বিত হইয়া উত্থিত হইবে। ইহারা সুহৃৎ বান্ধব জ্ঞাতি ও স্বজনগণের সহিত পরমপ্রীতি সহকারে পুনর্ব্বার তোমার সহিত সম্মিলিত হইবে। হে মহেষ্বাস! পাদপসকল অকালে ফলবান্ ও পুষ্পশোভিত হইবে এবং নদী সকল নিরন্তর জলপূর্ণ থাকিবে।

অনন্তর, সেই ব্রণাঙ্কিতদেহ বানরসত্তমগণ ব্রণবিহীন ও স্বাভাবিক শরীরে সুপ্তবৎ উত্থিত হইয়া 'এ কি হইল' এই চিন্তায় বিস্মিত হইল। তখন, অপর সুরশ্রেষ্ঠগণ রাঘবকে পূর্ণমনোরথ দর্শনে পরমপ্রীত হইলেন এবং তাঁহার প্রশংসা করতঃ কহিলেন ;—'মহারাজ! অতঃপর অনুরক্তা যশস্বিনী মৈথিলীকে সান্ত্বনা করতঃ বানরগণকে বিসর্জ্জন করিয়া অযোধ্যায় গমন কর এবং আপনাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া অমাত্য ও পৌরগণকে প্রহর্ষিত কর। হে অরিন্দম! তোমার ভ্রাতা মহাত্মা ভরত শত্রুঘ্ন শোকসন্তপ্তহৃদয়ে ব্রতপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিতেছেন, অতএব অতঃপর অন্যান্য ভ্রাতৃগণের সহিত তাঁহাদিগকে পরিসান্ত্বিত কর।'

দেবরাজ লক্ষ্মণসহায় রামচন্দ্রকে এই কথা বলিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে সুরগণের সহিত সূর্য্যবর্ণ বিমানে আরোহণ করতঃ প্রস্থিত হইলেন। রামচন্দ্র ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত সেই দেবশ্রেষ্ঠগণকে অভিবাদন করতঃ সেনাগণকে সন্নিবেশিত করিবার আদেশ করিলেন। তৎকালে রামলক্ষ্মণপালিতা সেই তেজঃপ্রদীপ্তা যশস্বিনী মহতী বানরবাহিনী শশাঙ্কশালিনী যামিনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

ইতি দ্বাবিংশাধিক শততম সর্গ ॥ ১২২ ॥

ত্রয়োবিংশাধিকশততম সর্গ।

রামচন্দ্র সেই রাত্রি সুখশয়নে অতিবাহিত করতঃ পরদিবস প্রাতে গাত্রোত্থান করিলে, বিভীষণ কৃতাঞ্জলিপুটে অনাময় প্রশ্ন করতঃ কহিলেন ; "রাঘব! এই অলঙ্করণনিপুণা কমললোচনা রমণীগণ আপনার অঙ্গরাগ সম্পাদন করিবার নিমিত্ত স্নানসাধন সুগন্ধি তৈল, অঙ্গরাগ, বস্ত্র, আভরণ, চন্দন এবং বহুবিধ দিব্যমাল্য লইয়া উপস্থিত হইয়াছে ; অনুমতি হইলে বিধিবৎ কার্য্য সমাধান করে।

বিভীষণকর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া রঘুনন্দন কহিলেন ; 'বিভীষণ! সুগ্রীবপ্রমুখ বানরগণকে স্নানাদির নিমিত্ত নিমন্ত্রণ কর। বিশালবাহু ধর্ম্মাত্মা সুখার্হ সুকুমার ভ্রাতা ভরত আমার নিমিত্ত সত্যারূঢ় হইয়া খিন্নমনে অবস্থান করিতেছেন ; সুতরাং আমি যে পর্য্যন্ত সেই ধর্ম্মাত্মা কেকয়ীনন্দনকে না দেখিতেছি, তাবৎ স্নান বস্ত্র অথবা আভরণাদি বহুমত বলিয়া বোধ হইতেছে না। অতএব যাহাতে সত্বর অযোধ্যানগরীতে প্রতি গমন করিতে পারি, তাহারই উপায় দেখ ; কারণ, গমনের পথ অতি দুর্গম।'

রামচন্দ্র এই কথা বলিলে বিভীষণ কহিলেন ; 'রাজকুমার! আপনার মঙ্গল হউক, আমি আপনাকে অতিশীঘ্রই অযোধ্যানগরীতে উপনীত করিতে পারিব। আমার ভ্রাতা কুবেরের যে সূর্য্যসদৃশ পুষ্পক নামক বিমান ছিল, রাবণ বলপূর্ব্বক তাহা হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। হে অতুলবিক্রম! রাবণ রণস্থলে কুবেরকে জয় করিয়া যে কামগামী আকাশচারী উত্তম বিমান আহরণ করিয়াছিলেন, ঐ দেখুন, তাহা অধুনা আপনার নিমিত্তই রক্ষিত হইয়া অবস্থান করিতেছে। আপনি উদ্বিগ্ন হইবেন না, ঐ যে মেঘসদৃশ বিমান দেখিতেছেন, উহাতে আরোহণ করিয়াই অযো-

ধ্যায় গমন করিবেন। হে প্রাজ্ঞবর রঘুনন্দন! যদি আমার গুণসকল আপনার স্মরণ থাকে, আমি আপনার অনুগ্রহপাত্র হই এবং আপনি আমাকে সুহৃৎ বলিয়া বিবেচনা করেন, তবে ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও বিদেহনন্দিনী সীতার সহিত এস্থানে বিয়দ্দিবস অবস্থান করতঃ ইচ্ছানুরূপে অর্চ্চিত হইয়া অযোধ্যায় গমন করিবেন। রাঘব! আমি প্রীতিসহকারে আপনার সৎকারের নিমিত্ত যে সমস্ত আহরণ করিয়াছি, তাহা গ্রহণ করুন্। রঘুনন্দন! আমি আপনাকে আদেশ করিতেছি না, প্রণয় বহুমান ও সৌহার্দ্দবশতঃ ভৃত্যভাবে আপনার প্রসন্নতা লাভের আকাঙ্ক্ষা করিতেছি।'

বিভীষণকর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া, রামচন্দ্র বানর ও রাক্ষসগণের সম্মুখেই কহিলেন;-হে বীর! সর্ব্বাঙ্গীন চেষ্টা ও যত্নসমন্বিত সাচিব্য এবং সৌহার্দ্দদ্বারাই আমি সর্ব্বতোভাবে পূজিত হইয়াছি। হে রাক্ষসেশ্বর! ভ্রাতা ভরতকে দেখিবার নিমিত্ত আমার অন্তঃকরণ একান্ত উৎসুক হইতেছে, অতএব তোমার বাক্যে অনুমোদন করিতেছি না। ভরত আমাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত ত্রিকূট পর্য্যন্ত আগমন করতঃ আমার পদতলে পতিত হইয়া প্রার্থনা করিলেও আমি তাঁহার প্রার্থনা-সুরূপ কার্য্য করি নাই বলিয়া আমার মনঃ নিতান্ত ব্যাকুল হইতেছে। অতএব, হে সখে সৌম্য বিভীষণ! তুমি দুঃখিত হইও না তোমার সৌহৃদ্য দ্বারাই আমি পূজিত হইয়াছি অধুনা মাতা কৌশল্যা সুমিত্রা যশস্বিনী কৈকেয়ী এবং পৌর ও জনপদবর্গের সহিত সুহৃৎ ও গুরুবর্গকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সত্বর গমন করিব। বিশেষতঃ আমার কার্য্য শেষ হইয়াছে, সুতরাং এস্থানে আর অধিক দিন বাস করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে তুমি সত্বর সেই বিমানকে এস্থানে উপস্থিত কর।'

রামচন্দ্রকর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ সূর্য্য সদৃশ বিমানকে সত্বর উপস্থিত হইতে আদেশ করিলে, বিশ্বকর্ম্মকর্ত্তৃক নির্ম্মিত সেই কাঞ্চনচিত্রিত, বৈদূর্য্যমণিজড়িত বেদিসমন্বিত, চতুর্দ্দিকে রজতপ্রভ কূটাগার-বিশিষ্ট, পাণ্ডুরবর্ণ পতাকা ও ধ্বজসকল দ্বারা অলঙ্কৃত, কাঞ্চনহর্ম্ম্য ও হেমপদ্মবিভূষণবশতঃ কাঞ্চনবর্ণ, কিঙ্কিণীজাল শোভিত, মণিমুক্তা-খচিত গবাক্ষসমন্বিত, চতুর্দ্দিকে ঘণ্টাজাল-ব্যাপ্ত, সুমধুর শব্দবিশিষ্ট, সুমেরুশিখরের ন্যায় উন্নত, মুক্তা ও রজতশোভিত বৃহৎ হর্ম্ম্যবিশিষ্ট স্ফাটিকতলোপরি বৈদূর্য্যশোভিত উত্তমাসন ও মহারত্নখচিত মহার্হ আস্তরণসমন্বিত এবং অন্যের অনাধৃষ্য মনোজব বিমান অবিলম্বে উপস্থিত হইল। তখন, রাক্ষসরাজ রাম-সমীপে গমন করতঃ তৎ সম্বাদ প্রদান করিলে, উদারচিত্ত রামচন্দ্র ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত সেই ভূধরসদৃশ কামগামী পুষ্পক বিমান দর্শনে একান্ত বিস্মিত হইলেন।

ত্রয়োবিংশাধিক শততম সর্গ সমাপ্ত। ১২৩॥

চতুর্ব্বিংশাধিক শততম সর্গ।

রাক্ষসেশ্বর বিভীষণ সেই পুষ্পভূষিত পুষ্পক বিমানকে উপস্থিত করতঃ বিনীতভাবে সত্বর রঘুনন্দনের নিকটস্থ হইয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিলেন;—'হে বীর! অতঃপর কি করিব?' তচ্ছ্রবণে মহাতেজা রঘুনন্দন লক্ষ্মণের সহিত পরামর্শ করিয়া স্নেহসহকারে কহিলেন;—'বিভীষণ! এই বানর ও ঋক্ষগণ যত্নসহকারে কার্য্য করিয়াছে, অতএব বহুবিধ রত্ন অর্থ ও বস্ত্রাদি দ্বারা ইহাদিগকে পরিতুষ্ট কর। হে রাক্ষসেশ্বর! যে লঙ্কা কেহই কখন জয় করিতে পারে নাই, এই বানরগণ প্রাণভয় পরিত্যাগ করতঃ রণপরাঙ্মুখ না হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে তাহা জয় করিয়াছে; অতএব, ধনরত্নাদি প্রদানদ্বারা এই কৃতকার্য্য বনচরগণের কার্য্য সফল কর। তুমি কৃতজ্ঞতা সহকারে যদি ইহাদিগকে এইরূপে যথাবিধি সম্মানিত কর, তাহা হইলে এই বানরযূথপতিগণ আনন্দিত ও কৃতকৃত্য হইবে। তুমি যথাবিধানে দান ও করসংগ্রহ করিলে এবং সদয় ও জিতেন্দ্রিয় হইলে সকলেই তোমার অনুগত হইবে, আমি এইজন্যই

তোমাকে সম্বোধিত করিতেছি। রাক্ষসরাজ! কামিনীগণ যেরূপ রতিশক্তিবিহীন কান্তকে পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ সেনাগণ দানমানাদিরূপ সেনারমণগুণবিহীন বৃথাঘাতকারী নৃপতিকে উদ্বিগ্নচিত্তে পরিত্যাগ করিয়া থাকে।'

রামচন্দ্রকর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া বিভীষণ বিভাগানুসারে রত্ন ও অর্থাদি প্রদান করতঃ সকল বানরকেই সম্মানিত করিলেন। তখন রামচন্দ্রও সেই বানরযূথপতিগণকে রত্নাদি দ্বারা সম্মানিত দর্শনে পরিতুষ্ট হইলেন এবং লজ্জানম্রমুখী যশস্বিনী জনকনন্দিনীকে ক্রোড়ে লইয়া ধানুষ্কবর বিক্রান্ত ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত সেই অনুত্তম বিমানে আরোহণ করিলেন। বীরবর কাকুৎস্থ বিমানে আরোহণ করিয়া মহাবীর্য্য বিভীষণ ও সুগ্রীবপ্রমুখ বানরগণকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন; —' হে বানরশ্রেষ্ঠগণ! মিত্রের যাহা কর্ত্তব্য, তোমরা সকলেই তাহা সম্পাদন করিয়াছ; সম্প্রতি মৎকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া ইচ্ছানুসারে স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন কর। সুগ্রীব! হিতৈষী বয়স্যের যাহা কর্ত্তব্য; তুমি অধর্ম্মভীরু হইয়া স্নেহসহকারে সেই সমস্ত সম্পাদন করিয়াছ, সম্প্রতি স্বসৈন্য পরিবৃত হইয়া কিষ্কিন্ধ্যায় প্রতিগমন কর। বিভীষণ। আমিএই লঙ্কারাজ্য তোমাকে প্রদান করিতেছি, তুমি আমার আদেশ অনুসারে এই স্থানে অবস্থান করতঃ প্রকৃতিপুঞ্জকে নীতিমার্গে প্রবর্ত্তিত কর; আমার প্রভাবে ইন্দ্রাদি দেবগণও তোমাকে ধর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে না। আমিও সম্প্রতি তোমাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া এবং তোমাদের সকলকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া পিতৃরাজধানী অযোধ্যায় গমন করিতে অভিলাষ করি।,

রামচন্দ্রকর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া মহাবল বানরগণ এবং রাক্ষস বিভীষণও কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন; —'আমারা সকলেই অযোধ্যানগরে গমন করতঃ হর্ষসহকারে তত্রত্য বন ও উপবনসকলে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করি, অতএব আপনি আমাদের সকলকেই লইয়া চলুন। হে রাজসত্তম! আমরা আপনাকে রাজ্যাভিষিক্ত দেখিয়া এবং কৌসল্যাকে অভিবাদন করিয়া অচিরাৎ স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিব।'

বিভীষণ ও বানরগণকর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া রামচন্দ্র রাক্ষসরাজ এবং সুগ্রীব প্রমুখ বানরগণকে কহিলেন; — 'আমি যদি তোমাদের ন্যায় সুহৃদ্‌বৃন্দে পরিবৃত হইয়া অযোধ্যানগরে গমন করতঃ আনন্দ লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে দ্বিগুণতর প্রীতির বিষয় হইবে। অতএব হে সুগ্রীব! সত্বর বানরগণের সহিত বিমানে আরোহণ কর; সখে রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ। তুমিও অমাত্য এবং সুহৃদ্বর্গের সহিত বিমানোপরি আরূঢ় হও।, রামচন্দ্রকর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া বানরবর্গের সহিত সুগ্রীব এবং সামাত্য বিভীষণ সানন্দে সেই দিব্য পুষ্পক বিমানে আরোহণ করিলেন। এইরূপে সকলে আরোহণ করিলে, ধনপতির পরমাসন রঘুনন্দনকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া আকাশে উৎপতিত হইল। তৎকালে, সেই তেজঃপ্রদীপ্ত হংসযুক্ত বিমানে আরূঢ় হইয়া নভোমণ্ডলে আরোহণ করতঃ রামচন্দ্র এরূপ হৃষ্টরোম ও প্রহৃষ্টচিত্ত হইলেন যে, তাঁহাকে কুবেরের ন্যায় শোভাশালী বোধ হইতে লাগিল। এইরূপে সেই মহাবল বানর ঋক্ষ ও রাক্ষসগণ সেই দিব্য বিমানে যথাসুখে অক্লেশে উপবেশন করিল।

ইতি চতুর্ব্বিংশাধিক শততম সর্গ॥ ১২৪॥

পঞ্চবিংশাধিক শততম সর্গ॥

এইরূপে সেই হংসযুক্ত অনুত্তম বিমান রামচন্দ্র কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া মহাশব্দে উত্থিত হইল। তখন রঘুনন্দন সর্ব্বদিকে দিষ্টিনিক্ষেপ করতঃ চন্দ্রবদনা জনকনন্দিনীকে কহিলেন; 'বৈদেহি কৈলাসশিখর সদৃশ ত্রিকূট শিখরে সংস্থাপিত লঙ্কানগরীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ কর; বিশ্বকর্ম্মা এই পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সীতে! বানর ও রাক্ষসগণের বধসাধনভূত ঐ রণ ভূমি পর্য্যবেক্ষণ কর; উহা মাংস ও শোণিতে কর্দ্দম পূর্ণ হইয়াছে। হে বিশালালোচনে! ঐ দেখ, ঐ খনশীল রাক্ষসেশ্বর রাবণ তোমার নিমি-

তুই মৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়া রণভূমিতে শয়ন করিয়াছে। এই দেখ এই স্থানে নিশাচরবর কুম্ভকর্ণ, এই স্থানে রাক্ষসসেনাপতি প্রহস্ত এবং এই স্থানে বানরবরহনুমান্কর্ত্তৃক ধূম্রাক্ষ নিহত হইয়াছে। ঐ স্থানে মহাত্মা সুষেণ বিদ্যুৎমালীকে বিনাশ করিয়াছিলেন এবং ঐ স্থানে লক্ষ্মণকর্ত্তৃক রাবণ নন্দন ইন্দ্রজিৎ নিহত হইয়াছে। অঙ্গদ এই স্থানে বিকট নামক রাক্ষসকে বধ করিয়াছিল। জানকি! এই রণস্থলে দুষ্পেক্ষ্য বিরূপাক্ষ, মহাপার্শ্ব, মহোদর, অকম্পন, ত্রিশিরা, অতিকায়, দেবান্তক, নরান্তক রাক্ষসপ্রবর যুদ্ধোন্মত্ত মত্ত কুম্ভকর্ণনন্দন বলশালী কুম্ভ ও নিকুম্ভ, বজ্রদংষ্ট্র এবং দুর্দ্ধর্ষ মকরাক্ষ প্রভৃতি অসংখ্য বলশালী নিশাচর মৎকর্ত্তৃক নিহত ও নিপাতিত হইয়াছে। এই স্থানে সুমহৎ সংগ্রামের পর বীর্য্যবান্ অকম্পন, শোণিতাক্ষ, যূপাক্ষ ও প্রজঙ্ঘ নিহত হইয়াছে। ভীমদর্শন রাক্ষস বিদ্যুজ্জিহ্ব এই স্থানে নিহত হইয়াছিল এবং এই সকল স্থানে মহাবল যজ্ঞশত্রু, সুপ্তঘ্ন, সূর্য্যশত্রু ও ব্রহ্মশত্রু নামক নিশাচরগণ নিহত হইয়াছে। রাবণ নিহত হইলে তাহার প্রিয়মহিষী মন্দোদরী সহস্র সহস্র সপত্নীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া এই স্থানে বিলাপ করিয়াছিল। হে বরাননে! আমরা সমুদ্র পার হইয়া যে স্থানে সেই রাত্রি যাপন করিয়াছিলাম, ঐ সেই সমুদ্রতীর্থ দৃষ্ট হইতেছে। অয়ি বিশালনয়নে! ঐ নল নির্ম্মিত সেতু দর্শন কর, মনুষ্যের অসাধ্য হইলেও আমি তোমার নিমিত্ত লবণ সমুদ্রের উপর ঐ মহাসেতু নির্ম্মাণ করিয়াছি। মৈথিলি! ঐ শঙ্খশুক্তি সমাকুল শব্দায়মান অপার অক্ষোভ্য বরুণালয় মহাসমুদ্রকে দর্শন কর। জানকি! ঐ কাঞ্চনপ্রচুর হিরণ্যনাভ শৈলেন্দ্র মৈনাককে দর্শন কর; হনুমান্ যখন তোমার অনুসন্ধানার্থে সমুদ্র পার হইয়া আইসে, তখন তাহার বিশ্রামের নিমিত্ত সমুদ্র ভেদ করিয়া ঐ নগবর উত্থিত হইয়াছিল। সমুদ্রের কুক্ষিদেশে ঐ যে স্থান দেখিতেছ, আমরা সমুদ্রতীরে প্রথমতঃ ঐ স্থানে সেনানিবেশ করিয়াছিলাম এবং ঐ স্থানে সেতুবন্ধনের পূর্ব্বে বিভু মহাদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন। ঐ দেখ, সমুদ্রের ঐ স্থানে আমরা সেতুবন্ধন করিতে আরম্ভ করিয়া নির্ব্বিঘ্ন পরিসমাপ্তির নিমিত্ত শিবস্থাপন করিয়াছিলাম; দেবি! ভবিষ্যতে ঐ স্থান সেতুবন্ধ নামক ত্রৈলোক্যপূজিত তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত হইবে; এই স্থান পরম পবিত্র এবং ইহার প্রভাবে লোক মহাপাতক হইতেও মুক্ত হইতে পারিবে। রাক্ষসরাজ বিভীষণ এই স্থানে আমার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন! সীতে! ঐ বিচিত্র কানন শোভিত কিষ্কিন্ধ্যা নগরী এবং সুগ্রীবের রমণীয়া পুরী দৃষ্ট হইতেছে, আমি ঐ স্থানেই বালীকে বধ করিয়াছিলাম।'

বালিপালিত কিষ্কিন্ধ্যা নগরী দেখিয়া, জনকনন্দিনী প্রণয় ও অনুনয়সহকারে রামচন্দ্রকে কহিলেন;—'হে রঘুপ্রবর আর্য্যপুত্র! আমি তারাপ্রভৃতি সুগ্রীবের প্রিয় মহিষী এবং অন্যান্য বানরেন্দ্র সকলের পত্নীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া তোমার সহিত অযোধ্যানগরে গমন করিতে ইচ্ছা করি।' বৈদেহীর এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র 'তাহাই হইক' এই কথা বলিয়া কিষ্কিন্ধ্যাসমীপে উপস্থিত হইয়া বিমান সংস্থাপিত করতঃ সুগ্রীবের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন;—'হে বানরশার্দ্দূল! জনকনন্দিনী বানর রমণীগণে পরিবৃত হইয়া অযোধ্যা নগরে গমন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন; অতএব, হে মহাবল বানররাজ সুগ্রীব! তুমি বানর-পুঙ্গবগণকে আদেশ কর যে, তাহারা নিজ নিজ কামিনীগণের সহিত সত্বর আমার অনুবর্ত্তী হউক।'

অমিত তেজস্বী রামচন্দ্র-কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া শ্রীমান্ বানররাজ সুগ্রীব বানরগণে পরিবৃত হইয়া সত্বর অন্তঃপুর-মধ্যে প্রবেশ করতঃ তারাকে দেখিয়া কহিলেন; 'প্রিয়ে; সীতার প্রিয়সাধন-বাসনায় এবং রামচন্দ্রের অনুজ্ঞানুসারে মহাবল বানরবর্গের রমণীগণে পরিবৃত হইয়া সত্বর আমার সহিত আগমন কর; চল আমরা সকলেই সেই অযোধ্যা-

নগরী এবং রাজা দশরথের মহিষীগণকে দর্শন করিব।' সুগ্রীবের বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গ শোভনা তারা বানরীগণকে আহ্বান করিয়া কহিল;—'সুগ্রীবের অনুজ্ঞানুসারে যদিতোমরা সকলে স্ব স্ব স্বামিগণের সহিত অযোধ্যা দর্শনে গমন কর, তাহা হইলে আমার বিশেষ প্রিয়ানুষ্ঠান করা হয়, কারণ, অযোধ্যাপুরী দর্শন করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে। চল আমরা পৌর ও জনপদবর্গের সহিত রামচন্দ্রের পুর প্রবেশ এবং রাজা দশরথের পত্নীগণের বিভূতি দর্শন করিব।

তারাকর্তৃক এইরূপে অনুজ্ঞাত হইয়া বানররমণীগণ যথাবিধানে বহুবিধ অলঙ্কারাদি ধারণপূর্ব্বক সুসজ্জিত হইয়া সেই বিমানকে প্রদক্ষিণ করতঃ সীতাকে দেখিবার বাসনায় সত্বর তদুপরি আরোহণ করিল। রামচন্দ্র তারার সহিত বানরীগণকে বিমানোপরি আরোহণ করিতে দেখিয়া সত্বর গতিতে ঋষ্যমূকসমীপে উপনীত হইয়া পুনর্ব্বার সীতাকে কহিলেন;—'সীতে! ঐ দেখ, বিদ্যুন্মালাবিলসিত ঘনাবলির ন্যায় কাঞ্চনাদি ধাতুগণে সমাচ্ছাদিত সুমহান্ মহাগিরি ঋষ্যমূক দৃষ্ট হইতেছে। জানকি! এই স্থানেই আমি বানরেন্দ্র সুগ্রীবের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলাম এবং বালিকে বধ করিব বলিয়া, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। ঐ বিচিত্র কাননশোভিত পম্পাসরসী দৃষ্ট হইতেছে; প্রিয়ে! তোমার বিরহ দুঃখে কাতর হইয়া আমি এই স্থানে কতই বিলাপ করিয়াছিলাম। এই পম্পাতীরেই ধর্ম্মচারিণী শবরীকে দেখিয়াছিলাম এবং ঐ স্থানে যোজনায়তবাহু কবন্ধ মৎকর্তৃক নিহত হইয়াছিল। সীতে! ঐ জনস্থানের সেই বহু শোভাসমন্বিত বনস্পতি দৃষ্ট হইতেছে; হে বিলাসিনি! তোমার নিমিত্তই এই স্থানে সুমহৎ যুদ্ধ ঘটিয়াছিল এবং আমি অজিহ্মগামী শরসমূহদ্বারা মহাবীর্য্য খর দূষণ ও ত্রিশিরাকে বিনাশ করিয়াছিলাম। অয়ি কেলিলোলুপে! তোমার নিমিত্তই এইস্থানে বলশালী পক্ষিপ্রবর জটায়ু রাবণকর্তৃক নিহত হইয়াছে। হে বরবর্ণিনি! ঐ দেখ, আমাদের সেই আশ্রমস্থান দৃষ্ট হইতেছে। হে শুভদর্শনে! যে স্থান হইতে রাক্ষসেন্দ্র রাবণ তোমাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছিল, আমাদের সেই পর্ণশালাটি যেরূপ বিচিত্র ছিল, এখনও সেইরূপই রহিয়াছে। ঐ নির্ম্মলসলিলা শুভদর্শনা রমণীয়া গোদাবরী এবং তাহার সন্নিকটে কদলীবনপরিবেষ্টিত অগস্ত্যাশ্রম দৃষ্ট হইতেছে। বৈদেহি! ঐ মহাত্মা সুতীক্ষ্ণের প্রদীপ্ত আশ্রম এবং যে স্থানে সহস্রলোচন দেবরাজ পুরন্দর সমাগত হইয়াছিলেন, শরভঙ্গ ঋষির ঐ সেই সুমহৎ আশ্রম দৃষ্ট হইতেছে। হে তনুমধ্যমে! যে স্থানে সূর্য্য ও বৈশ্বানরসদৃশ তেজস্বী কুলপতি অত্রি বাস করেন, ঐ সেই তাপসনিবাস সকল দৃষ্ট হইতেছে। সীতে! এই স্থানে তুমি সেই ধর্ম্মচারিণী তাপসীকে দেখিয়াছিলে এবং ঐ স্থানে আমি মহাকায় বিরাধকে বধ করিয়াছিলাম। অয়ি সুতনু! ঐ শৈলেন্দ্র চিত্রকূট দেখা যাইতেছে, ঐ স্থানেই কেকয়ীপুত্র ভরত আমাকে প্রসাদিত করিতে আসিয়াছিল। মৈথিলি! ঐ দেখ, বহুদূরে বিচিত্র কাননশোভিত যমুনা এবং ভরদ্বাজের সুশোভিত আশ্রম দৃষ্ট হইতেছে। ঐ অসংখ্য দ্বিজগণে সমাকীর্ণ ও পুষ্পিতকাননশোভিত পুণ্যা ত্রিপথগামিনী গঙ্গা এবং তাহার পরেই যে স্থানে আমার সখা গুহ আছে, সেই শৃঙ্গবের পুর দৃষ্ট হইতেছে। অয়ি জনকনন্দিনি! ঐ আমার পিতৃরাজধানী অযোধ্যানগরী দৃষ্ট হইতেছে; সীতে! অযোধ্যায় পুনরাগমন করিয়াছ, উঁহাকে প্রণাম কর।'

তখন, রাক্ষস বিভীষণ ও বানরগণ হৃষ্টান্তঃকরণে বারম্বার উৎপতিত হইয়া দূর হইতে সেই অযোধ্যানগরী দর্শন করিতে লাগিল। এইরূপে সেই প্লবঙ্গমগণ দেবরাজের অমরাবতীর ন্যায় সেই পাণ্ডুরবর্ণ হর্ম্ম্যমালাসকলদ্বারা অলঙ্কৃত, তুরঙ্গ ও মাতঙ্গগণে পরিবৃত এবং সুবিস্তীর্ণ রাজপথসকলদ্বারা শোভিত সেই অযোধ্যানগরীকে দেখিয়া পরমা প্রীতি লাভ করিল।

ষড়্‌বিংশাধিক শততম সর্গ।

এইরূপে পূর্ণ চতুর্দ্দশ বৎসরের পর পঞ্চমী-তিথিতে রামচন্দ্র ভরদ্বাজের আশ্রমে উপনীত হইয়া মুনিসন্নিধানে গমন করতঃ প্রণাম করিলেন। রঘুনন্দন তপোধন ভরদ্বাজকে অভিবাদন করতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন;—'ভগবন্ অযোধ্যা নগরের সকলে ত ভাল আছে? দুর্ভিক্ষাদিনিবন্ধন তাহাদের ত কোন ক্লেশ উপস্থিত হয় নাই? ভরত ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতেছেন ত? আমার মাতৃগণ ভাল আছেন ত? মহাভাগ! যদি এই সকল বিষয় আপনার শ্রবণগোচর হইয়া থাকে, প্রকাশ করিয়া বলুন।'

রামচন্দ্রের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহামুনি ভরদ্বাজ হৃষ্টান্তঃকরণে ঈষৎ হাস্য করতঃ রঘুনন্দনকে কহিলেন;—'তোমার গৃহে সককেই কুশলে আছেন; ভরত জটাবল্কল ধারণ করতঃ তোমার আজ্ঞানুসারে সেই পাদুকাযুগলকে পুরোবর্ত্তী করিয়া ত্বদীয় আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। হে সমিতিঞ্জয়! তুমি যৎকালে ধর্ম্মকামনায় কৈকেয়ীর বচন অনুসারে পিতার আদেশ প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত সকল প্রকার ভোগ ও ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করতঃ বন্য ফলমূলাশী হইয়া স্বর্গভ্রষ্ট অমরের ন্যায় লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত পদব্রজে মহাবনে প্রবেশ করিয়াছিলে, তখন তোমাকে দেখিয়া আমার নিরতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইয়াছিল। পরন্তু, সম্প্রতি তোমাকে শত্রু বিজয়ী এবং মিত্র ও বান্ধবগণের সহিত পূর্ণ মনোরথ দেখিয়া পরম প্রীত হইলাম। রাঘব! আমি তোমার সুখদুঃখাদি সমস্তই জানি; তুমি জনস্থানে অবস্থান করতঃ ব্রাহ্মণ ও তপস্বিগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত খর দূষণাদির বধরূপ যে বিপুলকার্য্য করিয়াছিলে, রাবণ যেরূপে তোমার এই অনিন্দিতা ভার্য্যাকে হরণ করিয়াছিল, তুমি যেরূপে মায়ামৃগরূপ মারীচকে দর্শন করিয়াছিলে এবং অশোকবনে অবস্থান কালে রাক্ষসীগণ সীতাকে যেরূপ কষ্ট দিয়াছিল, আমি সেই সমস্তই জানি। রঘুনন্দন! কবন্ধ দর্শন, পম্পাভিমুখে গমন, সুগ্রীবের সহিত সখ্য সংস্থাপন, বালীর নিধন, সীতার অন্বেষণ এবং বায়ুনন্দনের অদ্ভুত কার্য্য সকল আমার অবিদিত নাই। জানকীর অনুসন্ধান হইলে যেরূপে নলকর্ত্তৃক সমুদ্রোপরি সেতু নির্ম্মিত হয় এবং যেরূপে প্রকৃষ্ট বানরযূথপতিগণকর্ত্তৃক লঙ্কানগরী বিদীপিত হয়, তাহা আমি জানি। হে ধর্ম্মবৎসল! বলদর্পিত দশানন পুত্র বান্ধব অমাত্য ও বাহনগণের সহিত যেরূপে রণমধ্যে নিহত হইয়াছে এবং সেই দেবকণ্টক নিশাচর নিহত হইলে যেরূপে দেবগণের সহিত তোমার সমাগম হইয়াছিল ও তাঁহারা তোমাকে যেরূপ বর দিয়াছেন, আমি তপোবলে সেই সমস্তই বিদিত হইয়াছি। হে বীর! আমার শিষ্যগণ নিরন্তর অযোধ্যানগরীতে গমন করতঃ তথাকার সংবাদ অবগত হইয়া আইসে; আমি তাহাদের মুখে সেই সমস্তই শ্রবণ করিয়া থাকি। হে শস্ত্রধারী প্রবর! দেবগণ তোমাকে যে যে বর প্রদান করিয়াছেন, আমিও তোমাকে সেই সকল বর প্রদান করিতেছি; তুমি অদ্য এই স্থানে অবস্থান করতঃ মদীয় আতিথ্য গ্রহণ কর, আগামি কল্য অযোধ্যায় গমন করিবে।'

নৃপনন্দন শ্রীমান্ রামচন্দ্র তাঁহার সেই বাক্য মস্তকে ধারণ করতঃ স্বীকার করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে এই বর প্রার্থনা করিলেন;—'হে ব্রহ্মন্! আমি যে পথে অযোধ্যায় গমন করিব, তত্রত্য বৃক্ষসকল যেন অকালে ফলশালী ও মধুস্রব, ফলসকল অমৃতগন্ধ এবং পথ সকল ধনপূর্ণ হয়।' রামচন্দ্র এইরূপ বর প্রার্থনা করিলে, ঋষিপ্রবর 'তথাস্তু' বলিবামাত্রই তত্রত্য পাদপদাম স্বর্গীয় মহীরুহসকলের ন্যায় শোভিত হইল। অযোধ্যাগমনের পথে ত্রিযোজনপর্য্যন্ত নিষ্ফল বৃক্ষসকল ফলিত, পুষ্পবিহীনগণ পুষ্পিত এবং শুষ্ক বৃক্ষসকল আমূলাগ্র পত্রশোভিত ও মধুস্রব হইল। তখন, সহস্র সহস্র প্লবঙ্গপুঙ্গবগণ হৃষ্টান্তঃকরণে বহুবিধ দিব্য ফল ভক্ষণ করতঃ যেন স্বর্গবিজয়ী-গণের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিল।

ইতি ষড়্‌বিংশাধিক শততম সর্গ ॥ ১২৬ ॥

সপ্তবিংশাধিক শততম সর্গ।

বিমানশিখর হইতে অযোধ্যানগরী দৃষ্ট হওয়ায়, ত্বরিতবিক্রম তেজস্বী ধীমান্ রাম সুগ্রীবাদির অভ্যর্থনাবিষয়ে ক্ষণকাল চিন্তা করতঃ বানরগণের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বানরবর হনুমানকে কহিলেন ;—'হে বানরসত্তম! সত্বর অযোধ্যানগরে গমন করিয়া রাজমন্দিরের সকলে কুশলে আছে কি না, জানিয়া আইস। হে বীর! শৃঙ্গবের পুরে উপস্থিত হইয়া কাননমধ্যবাসী নিষাদরাজ গুহকে আমার কুশল সম্বাদ বলিবে। গুহ আমার প্রাণসম সখা, আমি রোগাদিবিহীন হইয়া স্বচ্ছন্দে কুশলে অবস্থান করিতেছি শুনিলে, সে পরমপ্রীত হইবে। সেই নিষাদরাজ গুহ হৃষ্টান্তঃকরণে তোমাকে অযোধ্যার পথ প্রদর্শন করিবে এবং ভরতের বৃত্তান্তসকল কহিবে। ভরতকে বলিবে, আমি কুশলে আছি এবং সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত পিতৃবচন প্রতিপালনরূপ সত্য হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি। হে সৌম্য! বলশালী রাবণকর্তৃক বৈদেহীর হরণ, সুগ্রীবের সহিত সম্মিলন, রণমধ্যে বালির নিধন, জানকীর অন্বেষণ এবং তুমি যেরূপে ক্ষয়রহিত সরিৎপতির জলরাশি লঙ্ঘন করিয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিয়াছিলে, বানরসেনাগণের সমাগম ও সমুদ্র দর্শন, যেরূপে মহাসাগরের উপর সেতু নির্ম্মিত ও রাবণ নিহত হয়, দেবরাজ ব্রহ্মা ও বরুণ আমাকে যেরূপ বরপ্রদান করেন, মহাদেবের প্রসাদে যেরূপে পিতার সহিত সম্মিলন হয় এবং আমি রাক্ষসরাজ ও বানররাজের সহিত যেরূপে নগর সমীপে উপস্থিত হইয়াছি, এই সমস্ত ভরতকে বলিবে। তাহাকে বলিবে, রামচন্দ্র শত্রুগণকে জয় করিয়া অনুত্তম যশঃ লাভ করতঃ পূর্ণ মনোরথ হইয়া মহাবল মিত্রগণের সহিত উপস্থিত হইয়াছেন। হে বীর! এই সকল শুনিয়া ভরতের যেরূপ আকার হয় এবং যেরূপ ভাব প্রকাশ করে, তৎসমস্ত অবগত হইবে। মুখবর্ণ দৃষ্টি ও বাক্যাদিদ্বারা তদীয় সমস্ত বৃত্তান্ত ও চেষ্টাদি অবগত হইবে। হস্তি অশ্ব ও রথসমূহে পরিপূর্ণ সর্ব্বকাম সমৃদ্ধ পিতৃপৈতামহ রাজ্য কাহার মনোভাবকে পরিবর্ত্তিত করিতে না পারে? বহুকাল ভোগ বশতঃ যদি ভরত রাজ্যাভিলাষী হয়, তাহা হইলে সেই এই বসুমতী শাসন করিবে। হরিবর! আমরা যে পর্য্যন্ত বহুদূর অগ্রসর না হই, তুমি তাহার পূর্ব্বেই তদীয় বুদ্ধি ও ব্যবসায় অবগত হইয়া সত্বর প্রত্যাবৃত্ত হইবে।'

বীর্য্যবান্ পবননন্দন হনুমান্ এইরূপে আদিষ্ট হইয়া, মানুষরূপ ধারণ করতঃ সত্বর অযোধ্যাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। গরুড় যেরূপ উরগোত্তমকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হয়, তদ্রূপসেই পবনতনয়ও বেগে উৎপতিত হইয়া ছায়াপথ ও বিহগেন্দ্রগণের বিচরণ স্থান লঙ্ঘন করতঃ ভয়ঙ্কর গঙ্গা যমুনার সঙ্গম স্থান অতিক্রম করিয়া শৃঙ্গবের পুরে উপস্থিত হইলেন। তথায় গুহকে দর্শন করতঃ হৃষ্টান্তঃকরণে মধুরসম্ভাষণসহকারে বলিলেন;—'তোমার সখা সত্যপরাক্রম কাকুৎস্থ রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত তোমাকে কুশলসম্বাদ প্রেরণ করিলেন। রঘুনন্দন, মুনিবর ভরদ্বাজের অনুজ্ঞানুসারে অদ্য পঞ্চমী রজনী তদীয় আশ্রমে অবস্থান করতঃ আগমন করিবেন; তুমি অদ্য প্রত্যূষেই তাঁহাকে দেখিতে পাইবে।' আনন্দে লোমাঞ্চিতদেহ মারুতি এই কথা বলিয়া, পথশ্রমাদির বিষয় কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়াই মহাবেগে উৎপতিত হইলেন। অনন্তর, পরশুরামতীর্থ, বালুকিনী, জারুথী ও গোমতী নদী এবং বহুজনাকীর্ণ সুবিস্তীর্ণ জনপদ সকল দর্শন করতঃ দূরপথ অতিক্রম করিয়া, চৈত্ররথ ও সুররাজের উপবনস্থিত মহীরুহ সকলের ন্যায় অলঙ্কৃত পুত্র ও পৌত্রগণে পরিবেষ্টিত রমণীগণে সমাকীর্ণ নন্দিগ্রামের সমীপস্থিত বৃক্ষ সকলের সমীপে উপস্থিত হইলেন। সেই কপিকুঞ্জর অযোধ্যা হইতে ক্রোশমাত্র দূরে অবস্থিত চীর ও কৃষ্ণাজিনধারী আশ্রমবাসী দীনভাবাপন্ন কৃশ ভরতকে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন, ভ্রাতৃব্যসনে একান্ত সন্তপ্ত সেই ধার্ম্মিকপ্রবর ফল মূল ভক্ষণ ও জটা ধারণ করতঃ তাপসবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন এবং তাঁহার

সর্ব্বাঙ্গ মলদিগ্ধ হইয়াছে; নিয়ত পরমাত্ম ধ্যানপরায়ণ ও ব্রহ্মর্ষির ন্যায় তেজস্বী সেই বীর কেবলমাত্র বল্কল ও অজিন পরিধান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার জটাভার সমধিক উন্নত হইয়াছিল। দেখিলেন, তিনি সেই পাদুকাযুগলকে পুরোবর্ত্তী করিয়া চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রকৃতিপুঞ্জের ভয়ত্রাণার্থ বদ্ধ পরিকর হইয়া আছেন। কাষায়বসনধারী সেনাপতি অমাত্য ও পূত পুরোহিতগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত রহিয়াছেন। সেই ধর্ম্মবৎসল পৌরগণও সর্ব্বপ্রকার ভোগ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কারণ, কৃষ্ণাজিনধারী রাজনন্দনকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের কেহই ভোগাভিলাষী হয়েন নাই। বায়ুনন্দন হনুমান্ ধর্ম্মের অপর শরীরের ন্যায় ধর্ম্মজ্ঞ ভরতের নিকটস্থ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন;—'জটাবল্কল ধারণ করতঃ দণ্ডকারণ্যে বাস করিতেছেন বলিয়া, আপনি যাঁহার জন্য শোক করিতেছেন, সেই রঘুনন্দন আপনাকে কুশলসম্বাদ প্রেরণ করিয়াছেন। হে দেব! আমি আপনাকে শুভসম্বাদ প্রেরণ করিতে আসিয়াছি, আপনি অবিলম্বেই ভ্রাতা রঘুনন্দনের সহিত সম্মিলিত হইবেন, অতএব এই নিদারুণ শোক পরিত্যাগ করুন্। রামচন্দ্র রণমধ্যে রাবণকে নিধন ও জনকনন্দিনীকে পুনরাহরণ করতঃ পূর্ণ মনোরথ হইয়া মহাবল মিত্রবর্গের সহিত উপস্থিত হইয়াছেন। মহাতেজস্বী লক্ষ্মণ এবং সুরনাথ সনাথা শচীর ন্যায় রামচন্দ্রের সহিত শোভমানা বিদেহনন্দিনী যশস্বিনী সীতাকে অনতিবিলম্বে দেখিতে পাইবেন।'

শ্রীমান্ কৈকেয়ীনন্দন ভরত হনুমান্‌কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া, আনন্দে সহসা মোহাভিভূত ও ভূতলে পতিত হইলেন। অনন্তর, মুহূর্ত্তকালমধ্যে সংজ্ঞা লাভ করতঃ উত্থিত হইয়া প্রীতিসহকারে প্রিয়সন্দেশদাতা হনুমান্‌কে আলিঙ্গন এবং আনন্দজনিত অশ্রুবিন্দু সকল দ্বারা অভিষিক্ত করতঃ কহিলেন;—'হে সৌম্য! তুমি কি মনুষ্য না কৃপাপরবশ হইয়া কোন দেবতাই সমাগত হইয়াছ? তুমি যেই হও, যেরূপ সুখসম্বাদ প্রদান করিলে, তোমাকে তদনুরূপ পুরস্কার প্রদান করিব, এরূপ কিছুই দেখিতেছি না। সে যাহা হউক, তোমার অনুরূপ না হইলেও এক লক্ষ গো, এক শত গ্রাম, ভার্য্যার্থে শুভাচারসম্পন্ন কুণ্ডলালঙ্কৃত ষোড়শ কন্যা এবং শোভন নাসিকা-সমন্বিত কুলজাতিসম্পন্ন সর্ব্বাভরণভূষিত সুবর্ণ বর্ণ চন্দ্রবদনা বহুসংখ্যক বামোরু রমণী প্রদান করিতেছি। এইরূপে নৃপনন্দন ভরত হরিপ্রবীর হনুমানের মুখে রামচন্দ্রের আকস্মিক আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, রামচন্দ্রের দর্শন-বাসনায় প্রীতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিলেন এবং পুনর্ব্বার হর্ষসহকারে এই কথা বলিলেন।'

ইতি সপ্তবিংশাধিক শততম সর্গ ॥ ১২৭ ॥

অষ্টাবিংশাধিক শততম সর্গ।

'বহুবর্ষ অতীত হইল, যিনি সুমহৎ বনে গমন করিয়াছেন, আমি অদ্য সেই প্রভু রামচন্দ্রের প্রীতি-জনক নাম কীর্ত্তন শ্রবণ করিলাম। হায়! "মনুষ্য জীবিত থাকিলে শত বৎসরের পরও আনন্দ লাভ করিতে পারে" এই যে লৌকিক বচন আছে, তাহা অদ্য কল্যাণ-জনক বলিয়া বোধ হইতেছে। সে যাহা হউক, রঘুনন্দন এবং বানরগণের কোন্ স্থানে কি প্রকারে সম্মিলন হইল, সেই সমস্ত আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল।'

রাজনন্দন ভরত-কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত ও বেদীর উপরে উপবেশিত হইয়া, মারুতি রামচন্দ্রের বনবাস বিষয়ক বৃত্তান্ত সকল যথাক্রমে বলিতে আরম্ভ করিয়া কহিলেন;—'হে মহাবাহো! আপনার জননীকে বর প্রদান করায়, যেরূপে রামচন্দ্র বন-মধ্যে প্রব্রাজিত হইয়াছিলেন, যেরূপে পুত্র-শোকে রাজা দশরথের মৃত্যু হয়, যেরূপে দূতগণ কর্ত্তৃক কেকয়রাজ গৃহ হইতে আপনি সত্বর আনীত হয়েন, আপনি অযোধ্যায় প্রবেশ করতঃ সাধুগণের আচরিত ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া রাজ্য লাভে অনিচ্ছা প্রকাশ করতঃ চিত্রকূট পর্ব্বতে গমন করিয়া যেরূপে অরিন্দম ভ্রাতা রামচন্দ্রকে পুনর্ব্বার রাজ্য গ্রহণার্থ

আহ্বান করিয়াছিলেন, যেরূপে রামচন্দ্র পিতৃ-সত্যে অবস্থান করতঃ তথায় রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং যেরূপে আপনি আর্য্যের পাদুকা-যুগল গ্রহণ করতঃ অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, এই সমস্তই আপনি জানেন; আপনি প্রত্যাগত হইলে, যাহা যাহা ঘটিয়াছে, সম্প্রতি তাহাই শ্রবণ করুন্। আপনি প্রত্যাগত হইলে, মৃগ ও বিহঙ্গমগণের ত্রস্ততা-নিবন্ধন সেই বন নিতান্ত পীড়িতবৎ হইয়া উঠিল। অনন্তর, রামচন্দ্র সিংহ ব্যাঘ্র ও মৃগগণ-কর্ত্তৃক সমাকুল এবং আপনার মাতঙ্গগণ-কর্ত্তৃক বিলোড়িত সেই চিত্রকূট পরিত্যাগ করতঃ জন-শূন্য সুমহৎ দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা সেই নিবিড় অরণ্য-মধ্যে গমন করিতে করিতে দেখিলেন, বিরাধ রাক্ষস সুমহৎ সিংহনাদ সহকারে তাঁহাদের অভিমুখে আসিতেছে; পরন্তু, তাঁহারা ঊর্দ্ধবাহু অধোমুখ ও শব্দায়মান মাতঙ্গের ন্যায় সেই মহানাদ নিশাচরকে বধ করতঃ গর্ত্ত-মধ্যে প্রোথিত করিলেন। এইরূপে সেই ভ্রাতৃ-যুগল রাম ও লক্ষ্মণ তাদৃশ দুষ্করকর্ম্ম সম্পাদন করতঃ সায়ংকালে ঋষিবর শরভঙ্গের রমণীয় আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তথায় শরভঙ্গ স্বর্গারোহণ করিলে, সত্যপরাক্রম রামচন্দ্র অপর মুনিগণকে অভিবাদন করতঃ জনস্থানে গমন করিলেন। অনন্তর, সেই স্থানে শূর্পণখা নাম্নী কোন নিশাচরী রামচন্দ্রের পার্শ্বে আগমন করিলে, তাঁহার আদেশ অনুসারে মহাবল লক্ষ্মণ সমীপে উত্থিত হইয়া খড়্গদ্বারা তাহার কর্ণ ও নাসিকা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে, মহাত্মা রামচন্দ্র সেই জনস্থানে অবস্থান করতঃ তত্রত্য চতুর্দ্দশ সহস্র নিশাচরকে বিনাশ করেন। সেই সময়ে চতুর্দ্দশ সহস্র নিশাচর সমাগত হইয়াছিল বটে, কিন্তু একমাত্র রামচন্দ্রই দিবসের শেষযামে তাহাদিগকে নিঃশেষরূপে বিনাশ করিয়াছিলেন, এইরূপে সেই দণ্ডকারণ্য নিবাসী তপোবিঘ্নকারী মহাবল মহাবীর্য্য নিশাচরগণ রণমধ্যে রামচন্দ্রকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। তখন, রাক্ষসগণ এবং ক্রমশঃ খর, দূষণ ও ত্রিশিরা নিহত হইলে, শূর্পনখা নিতান্ত শোকপীড়িত হইয়া রাবণসন্নিধানে গমন করিল। অনন্তর, রাবণের অনুচর মারীচ নামক নিশাচর রত্নময় মৃগরূপ ধারণ করতঃ জনকনন্দিনীকে লোভপরবশ করিলে, তিনি হৃষ্টান্তঃকরণে রামচন্দ্রকে কহিলেন;—'কান্ত! ঐ মৃগকে আনয়ন কর, তাহা হইলে আমাদের আশ্রম পরম রমণীয় হইবে।' তচ্ছ্রবণে রামচন্দ্র ধনুর্ধারণ করতঃ সেই মৃগের অনুগামী হইয়া আনতপর্ব্ব শরদ্বারা তাহাকে বধ করিলেন। হে সৌম্য! এইরূপে রামচন্দ্র মৃগয়ায় নিষ্ক্রান্ত এবং লক্ষ্মণও আশ্রম হইতে বহির্গত হইলে, দশানন আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করতঃ, যেরূপ তারাপতি রোহিণীকে গ্রহণ করেন, তদ্রূপ জনকনন্দিনীকে গ্রহণ করিল। পথ মধ্যে জটায়ু সীতাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, পরন্তু রাক্ষসরাজ রাবণ তাহাকে বধ করতঃ যখন গমন করে, তৎকালে পর্ব্বতপ্রমাণ বানরগণ বিস্মিতভাবে তাহাকে দেখিয়াছিল। এইরূপে দশানন সীতাকে লইয়া সত্বর গমন করিতে থাকিলে, বানরগণ পর্ব্বতোপরি থাকিয়া আশ্চর্য্যভাবে তাহা দর্শন করিতে লাগিল। অনন্তর, রাক্ষসেন্দ্র জনকনন্দিনীকে লইয়া পর্ব্বতশৃঙ্গে স্থাপিত নবহেমাভ লঙ্কানগরীতে প্রবেশ করতঃ মৈথিলীকে সুবর্ণ প্রাকার পরিবেষ্টিত সুমহৎ শুভ গৃহে স্থাপন করতঃ বাক্য দ্বারা পরিসান্ত্বিত করিতে লাগিল; পরন্তু, সীতা সেই রাক্ষসরাজকে এবং তদীয় বাক্য সকলকে তৃণবৎ বোধ করতঃ অশোককাননে গমন করিলেন।'

'এদিকে রামচন্দ্র বনমধ্যে মৃগ বধ করতঃ আশ্রমাভিমুখে নিবৃত্ত হওত, পথমধ্যে গৃধ্ররাজ জটায়ুর নিকট রাবণকর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক একাকিনী জনকনন্দিনীর হরণরূপ নিদারুণ সম্বাদ শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। অনন্তর, পিতার প্রিয়সখ গৃধ্ররাজের অন্তিম সৎকার সম্পাদন করতঃ লক্ষ্মণের সহিত পুষ্পিত বনোদ্দেশে গোদাবরী তীরে জানকীর অনুসন্ধান করিতে করিতে মহারণ্যে কবন্ধ নামক নিশাচরকে বধ করিলেন। তৎ-

পরে, সেই মহাবীর্য্য ভ্রাতৃযুগল রাম ও লক্ষ্মণ তদীয় বাক্যানুসারে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে গমন করিয়া সুগ্রীবের সহিত সম্মিলিত হইলেন। তাঁহাদের কিয়ৎকাল সহবাস করতঃ পরমা প্রীতি ও সৌহার্দ্দ জন্মিল। সুগ্রীব স্বীয় ক্রুদ্ধ ভ্রাতা বালিকর্ত্তৃক নিরস্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং পরস্পর পরস্পরের বিষয় অবগত হওয়ায়, উভয়ের প্রণয় ক্রমে প্রগাঢ় হইয়া উঠিলে, রামচন্দ্র স্বীয় বাহুবীর্য্যদ্বারা মহাকায় মহাবল বালিকে রণমধ্যে বধ করিয়া সুগ্রীবকে তদীয় রাজ্য প্রদান করিলেন। সুগ্রীবও বানরগণের সহিত রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রামচন্দ্রের নিকট রাজনন্দিনী জানকীর অনুসন্ধান বিষয়ে প্রতিশ্রুত হইলেন। অনন্তর, মহাবল বানররাজ সুগ্রীবের আদেশ অনুসারে দশ কোটি বানর চতুর্দ্দিকে প্রস্থিত হইল; পরন্তু, আমরা জনকনন্দিনীর অনুসন্ধান করিতে করিতে একটা গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার নির্গমনপথ না জানায় তথায় আমাদের বহুদিবস অতিবাহিত হয়। তৎপরে, গৃধ্ররাজ জটায়ুর ভ্রাতা বীর্য্যবান্ সম্পাতি সীতার রাবণগৃহে অবস্থানবিষয়ক সম্বাদ প্রদান করিলে, আমি আপনার শোকসন্তপ্ত ভ্রাতৃগণের দুঃখ অপনয়ন করিবার নিমিত্ত স্বীয় বীর্য্য অবলম্বন করিয়া এক শত যোজন উল্লঙ্ঘন করতঃ লঙ্কামধ্যস্থ অশোককাননে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, মলদিগ্ধাঙ্গী কৌশেয়বসনা জনকনন্দিনী কঠোরব্রত অবলম্বন করতঃ একাকিনী নিরানন্দমনে বসিয়া আছেন। তথায় সেই অনিন্দিতাকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত সম্বাদ জিজ্ঞাসা করিলাম এবং রামদত্ত অভিজ্ঞানসূচক অঙ্গুরীয়ক প্রদান ও রামচন্দ্রকে দিবার নিমিত্ত অভিজ্ঞানসূচক তদীয় চূড়ামণি গ্রহণ করতঃ প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। এইরূপে আমি প্রত্যাগত হইয়া অক্লিষ্টকর্ম্মা রঘুনন্দনের হস্তে সেই অভিজ্ঞানসূচক দীপ্তিমান্ মণি প্রদান করিলাম। যেরূপ পীড়িত ব্যক্তি অন্তিমকালে অমৃত পান করিয়া জীবন লাভ করে, তদ্রূপ রামচন্দ্র মৈথিলীর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া যেন পুনর্জ্জীবিত হইলেন। অনন্তর, প্রলয়কালে সর্ব্বলোকদহনাভিলাষী বিভাবসুর ন্যায় রাক্ষসবধে অভিলাষী হইয়া সৈন্য সংগ্রহ করিতে আদেশ করিলেন।’

‘অনন্তর, সমুদ্রতীরে গমন করতঃ নল দ্বারা সেতু নির্ম্মাণ করিলেন এবং তদ্দ্বারা প্রধানতম বানরগণের সমস্ত সেনা পার হইয়া লঙ্কাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সেই যুদ্ধে নীল প্রহস্তকে, লক্ষ্মণ রাবণনন্দন ইন্দ্রজিৎকে এবং স্বয়ং রামচন্দ্র কুম্ভকর্ণ ও রাবণকে বধ করিলেন। তৎপরে, দেবরাজ ইন্দ্র যম বরুণ মহেশ্বর ব্রহ্মা দশরথ এবং শ্রীমান্ দেবর্ষি ও মহর্ষিগণ সেই স্থানে সমাগত হওয়ায়, অরিন্দম কাকুৎস্থ তাঁহাদের সকলের নিকট পৃথক্ পৃথক্ বর লাভ করিলেন। এইরূপে তাঁহাদের নিকট বর লাভ করতঃ পরম পরিতুষ্ট হইয়া রামচন্দ্র পুষ্পক বিমানে আরোহণ করতঃ কিষ্কিন্ধ্যায় সমাগত হয়েন। রাজকুমার! সম্প্রতি তিনি গঙ্গাতীরে মুনিসন্নিধানে অবস্থান করিতেছেন, অতএব, আগামী কল্য পুষ্যনক্ষত্রযোগে আপনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।’

হনুমানের এতাদৃশ সুমধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া, ভরত আনন্দের পরাকাষ্ঠা লাভ করিলেন এবং সকলের অন্তরাত্মাকে পরিতৃপ্ত করতঃ কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন;—‘হায়! বহুকাল আমার মনোমধ্যে যে অভিলাষ ছিল, অদ্য তাহা সম্পূর্ণ হইল।’

ইতি অষ্টাবিংশাধিক শততম সর্গ॥ ১২৮॥

একোনত্রিংশাধিক শততম সর্গ।

পরবীরনিসূদন সত্যবিক্রম ভরত হনুমানের প্রীতিকর বাক্যে নিরতিশয় আনন্দিত হইয়া শত্রুঘ্নকে বলিলেন;—‘পবিত্রচিত্ত মনুষ্যগণ শুচি হইয়া সুগন্ধমালা ও বিবিধ বাদিত্রদ্বারা আমাদিগের কুলদেবতা ও নগরের অন্যান্য দেবায়তনস্থিত দেবগণের অর্চনা করুন্। স্তুতিপুরাণনিপুণ সূত ও বৈতালিক, বাদ্যশাস্ত্রনিপুণ বাদ্যকর ও গণিকাগণ এবং রাজমাতা, অমাত্য, সেনা ও সেনাঙ্গ, রাজস্ত্রীগণের সহিত ব্রাহ্মণগণ ও নগরের প্রধানতম বৈশ্যগণ রাম-

চন্দ্রের সুধাংশুসদৃশ বদনমণ্ডল দর্শন করিবার নিমিত্ত নির্গত হউন।'

'ভরতের বাক্য শ্রবণ করিয়া পরবীরনিসূদন শত্রুঘ্ন অনেক সহস্র ভৃত্য সমবেত করতঃ এইরূপ আদেশ করিলেন; —'যে সকল স্থান উচ্চ ও নিম্ন আছে, ছেদন ও পূরণদ্বারা সেই সকলকে সমতল করতঃ অযোধ্যা হইতে নন্দিগ্রাম পর্য্যন্ত সমস্ত পথ পরিষ্কৃত কর। তুষার সদৃশ শীতল জলদ্বারা অত্রত্য তাবৎ ভূভাগ অভিষেচিত এবং লাজ ও সুগন্ধ পুষ্পবর্ষণদ্বারা বিকীরিত হউক। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই যেন, এই উত্তম মহানগরীর রাজমার্গ ও প্রাসাদ সকল উচ্ছ্রিত পতাকাদ্বারা শোভিত হয়। শত শত মনুষ্য রাজপথের সর্ব্বত্র স্রগ্‌দামমুক্ত পুষ্প এবং সুবর্ণ ও রজত সমুদয় বিকীরিত করুক্।'

শত্রুঘ্নের এতাদৃশ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সিদ্ধার্থ, অর্থসাধক, অশোক, মন্ত্রপাল ও সুমন্ত্রপ্রভৃতি মন্ত্রিগণ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই রাজমার্গ সকল সুশোভিত করতঃ ধ্বজশোভিত অলঙ্কৃত অসংখ্য মত্ত মাতঙ্গে পরিবৃত হইয়া নির্গত হইল। কেহ কেহ সুবর্ণকক্ষ্যা ও ঘণ্টাশোভিত করেণু সকলে আরূঢ় হইয়া এবং অশ্বারোহিগণ অশ্বোপরি ও মহারথগণ রথোপরি আরূঢ় হইয়া বহির্গত হইল। অপর রঘুবীরগণ ধ্বজপতাকাশোভিত এবং শক্তি ঋষ্টি এবং পাশহস্ত অসংখ্য পদাতি ও উৎকৃষ্ট সহস্র তুরঙ্গে পরিবৃত হইয়া নির্গত হইল। তৎপরে দশরথরমণীগণ যথোপযুক্ত যানে আরোহণ করতঃ কৌশল্যাকে পুরোবর্ত্তিনী করিয়া নির্গত হইলেন। চীর ও কৃষ্ণাজীনধারী উপবাসকৃশ ধর্ম্মাত্মা ভরত ভ্রাতার পুনরাগমন শ্রবণে পরম প্রীতমনে [illegible] ভূষিত রাজার্হ শুভ্র চামর পাণ্ডুবর্ণ ছত্র ও শুক্লবর্ণ মাল্য সকলদ্বারা শোভিত হইয়া রাম-চন্দ্রের পাদুকাদ্বয় মস্তকোপরি ধারণ করতঃ মাল্যমোদকহস্ত [illegible] সার্থবাহ ও শ্রেণী মুখ্যগণে পরিবৃত এবং শঙ্খভেরীনিনাদ ও বন্দিগণে পরি-বৃত হইয়া, রামচন্দ্রকে সাদরে আনয়ন করিবার নিমিত্ত সচিবগণের সহিত প্রত্যুদ্গত হইলেন। তৎকালে, অশ্বগণের ক্ষুরশব্দ, রথ সকলের নেমিনিনাদ মাতঙ্গগণের বৃংহিত এবং শঙ্খ ও দুন্দুভিনির্ঘোষে মেদিনী মুহুর্ম্মুহু কম্পিত হইতে লাগিল। এইরূপে সমগ্রা অযোধ্যা নগরীই রামদর্শনবাসনায় নন্দিগ্রামাভিমুখে নির্গত হইলে, ভরত পবননন্দনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ কহিলেন; 'বানরগণ স্বভাবতঃই চলচিত্ত, তুমিও সেই স্বজাতীয় ভাব অবলম্বন করতঃ আমাকে এ কথা বল নাইত? পাছে, আর্য্যকে না দেখিতে পাই, আমার এই ভয় হইতেছে।'

ভরতের এতাদৃশ সন্দেহসূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া, হনুমান্ স্বীয় বাক্যের যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত সত্যবিক্রম ভরতকে বলিলেন; —'হে অরিন্দম! ভরদ্বাজের অনুগ্রহে মত্তমধুব্রতগণকর্ত্তৃক অনুনাদিত নিয়ত ফলপুষ্পশোভিত এই মধুস্রব বৃক্ষ সকল দর্শন করুন্। দেবরাজ তাঁহাকে এই বর প্রদান করিয়াছিলেন এবং অধুনা মহর্ষি ভরদ্বাজ তাঁহারই পোষকতা করতঃ সসৈন্য রঘুনন্দনের আতিথি সৎকার করিয়াছেন। ঐ প্রহৃষ্ট বানরসৈন্যগণের সুমহৎ শব্দ শ্রবণ করুন্; বোধ হয়, তাহারা সম্প্রতি গোমতী নদী পার হইতেছে। ঐ দেখুন, শালবনে সমুদ্ধত রজঃপটল দৃষ্ট হইতেছে; বোধ হয়, অধুনা প্লবঙ্গমগণ সেই রমণীয় শালবনকে বিলোড়িত করিতেছে। ঐ দেখুন, বহুদূরে সেই চন্দ্রসন্নিভ সুমহৎ বিমান দৃষ্ট হইতেছে। মহাবল রামচন্দ্র বান্ধবগণের সহিত রাবণকে বধ করতঃ ব্রহ্মার মনঃকল্পিত [illegible] সদৃশ এবং কুবেরের প্রসাদে [illegible] দিব্য পুষ্পক-বিমান প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং অধুনা উহা তাঁহাকেই বহন করিতেছে। উহার মধ্যেই বৈদেহীর সহিত [illegible] লক্ষ্মণ এবং মহাতেজস্বী সুগ্রীব ও [illegible] বিভীষণ অবস্থান করিতেছেন।'

হনুমান এইরূপ [illegible] কহিলে অযোধ্যা [illegible] স্ত্রী, বালক, যুবা [illegible] অযোধ্যাবাসী 'ঐ রাম' এইরূপ [illegible] শব্দ সমুত্থিত হইল। তখন, সকলেই রথ, মাতঙ্গ ও তুরঙ্গ হইতে

মহীতলে অবরোহণ করতঃ গগনমধ্যগত সুধাকরের ন্যায় রামচন্দ্রকে দেখিতে লাগিল। ভরত হৃষ্টান্তঃকরণে কৃতাঞ্জলিপুটে রামাভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া স্বাগত প্রশ্ন পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি-দ্বারা রামচন্দ্রের অভ্যর্থনা করিলেন। তৎকালে বিশাললোচন ভরতাগ্রজ রাম ব্রহ্মার মনঃকল্পিত সেই বিমানে অবস্থান করতঃ বজ্রপাণি দেবরাজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর, লোকসকল যেরূপ মেরুশিখরস্থিত দিবাকরকে প্রণাম করে, তদ্রূপ ভরত প্রণত হইয়া বিমানস্থিত ভ্রাতাকে বন্দন করিলে, সেই হংসসঞ্চালিত মহাবেগসমন্বিত অনুত্তম বিমান রামচন্দ্রকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া মহীতলে অবরোহণ করিল। তখন সত্যবিক্রম ভরত রামচন্দ্রের অনুজ্ঞাক্রমে সেই বিমানের উপর আরোহণ করতঃ প্রীতমনে পুনর্ব্বার অভিবাদন করিলেন। রামচন্দ্রও বহুকালের পর ভরতকে দেখিয়া পরম প্রীত হইলেন এবং চরণতল হইতে উঠাইয়া আলিঙ্গনসহকারে ক্রোড়ে লইলেন। অনন্তর, ভরত আনন্দ সহকারে বৈদেহী সমীপে গমন ও স্বীয় নাম গ্রহণ করতঃ অভিবাদন করিলেন এবং লক্ষ্মণও তাঁহারে অভিবাদন করিলেন। তৎপরে, কৈকেয়ীনন্দন যথাক্রমে সুগ্রীব জাম্ববান্ অঙ্গদ মৈন্দ দ্বিবিদ নীল ঋষভ সুষেণ নল গবাক্ষ গন্ধমাদন শরভ ও পনসকে আলিঙ্গন করিলে, সেই কামরূপী বানরগণ মানুষরূপ ধারণ করতঃ হৃষ্টান্তঃকরণে ভরতকে কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন।

অনন্তর, ধার্ম্মিকপ্রবর মহাতেজস্বী রাজনন্দন ভরত বানরপুঙ্গব সুগ্রীব ও বিভীষণকে সান্ত্বনাবাক্যে বলিলেন; 'সুগ্রীব! উপকারাদিরূপ সৌহৃদ্যবশতঃ মিত্র এবং অপকারাদি দ্বারা অমিত্র হইয়া থাকে; পরন্তু তুমি স্বকৃতকর্ম্মদ্বারা অধুনা আমাদের ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের পঞ্চম সংখ্যায় উপনীত হইলে। রাক্ষসরাজ! সৌভাগ্যবশতঃই আপনার সাহায্যে রঘুনন্দন এতাদৃশ দুষ্করকর্ম্ম করিয়াছেন।' অনন্তর বীরবর শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণের সহিত রামচন্দ্রকে অভিবাদন করতঃ বিনয়সহকারে সীতার চরণযুগল গ্রহণ করিলেন। তৎপরে, রামচন্দ্র শোক কর্শিতা বিবর্ণা জননীর সমীপে উপনীত হইয়া, তাঁহার মনকে প্রহর্ষিত-করতঃ প্রণাম করিলেন এবং যশস্বিনী কৈকেয়ী ও সুমিত্রাকে অভিবাদন করিয়া মাতৃগণের সহিত পুরোহিত সদনে গমন করিলেন। তাঁহারা যৎকালে গমন করেন, তৎকালে নাগরিক জনগণ কৃতাঞ্জলি পুটে 'হে কৌসল্যানন্দবর্দ্ধন মহাবাহো ভরতাগ্রজ রামচন্দ্র! তোমার আগমন শুভ হউক' এইরূপ জয়ধ্বনি করিতে থাকিলে, নাগরিকগণের সেই অসংখ্য অঞ্জলি সকলকে বিকসিত কমলাবলির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ধার্ম্মিকপ্রবর ভরত সেই পাদুকাযুগল গ্রহণ করতঃ স্বয়ং নরেন্দ্র রামচন্দ্রের চরণযুগলে সংলগ্ন করিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে বলিলেন;—'যে রাজ্য আপনি আমাকে ন্যাসস্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন, অদ্য আমি আপনাকে তাহা পুনর্ব্বার নিবেদন করিতেছি। আমি যে আপনাকে অযোধ্যায় পুনরাগত ও রাজপদে প্রতিষ্ঠিত দেখিলাম, তাহাতেই আমার মনোরথ পূর্ণ ও জন্ম সার্থক হইল। আপনি কোষ কোষ্ঠাগার গৃহ ও বলসকল পর্য্যবেক্ষণ করুন, আপনার তেজোবলেই আমি এই সমস্তকে দশ গুণ করিয়াছি।' ভ্রাতৃবৎসল ভরত এই কথা বলিলে, তাঁহার তাৎকালিক আকারাদি দর্শনে রাক্ষস বিভীষণ ও বানরগণ বাষ্প বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। অনন্তর, রঘুনন্দন হর্ষসহকারে ভরতকে ক্রোড়ে লইয়া সেই বিমানযোগে ভরতভবনাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন।

রঘুনন্দন সসৈন্যে ভরতাশ্রমে উপনীত হইলেন এবং বিমান হইতে অবরোহণ করতঃ মহীতলে অবস্থিত হইয়া সেই অনুত্তম বিমানকে কহিলেন;—'আমি অনুমতি করিতেছি, তুমি এস্থান হইতে গমন করিয়া কুবেরকে বহন কর।' রামচন্দ্র এইরূপ আদেশ করিলে, সেই অনুত্তম বিমান ধনদভবনোদ্দেশে উত্তরাভিমুখে প্রস্থিত হইল। পূর্ব্বে রাক্ষস রাবণ বলপূর্ব্বক যে পুষ্পক নামক দিব্য

বিমান গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা রামচন্দ্রকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার কুবেরসমীপে গমন করিল। অনন্তর, দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ বৃহস্পতির চরণ গ্রহণ করেন, তদ্রূপ বীর্য্যবান্ রঘুনন্দন ব্রহ্মজ্ঞ পুরোহিত বসিষ্ঠের পাদদ্বয় নিপীড়িত করতঃ, তাঁহার সমীপস্থিত অন্য একটি শুভ আসনে উপবেশন করিলেন।

ইতি একোনত্রিংশাধিক শততম সর্গ॥ ১২৯॥

ত্রিংশদধিক শততম সর্গ।

অনন্তর, কৈকেয়ীর আনন্দবর্দ্ধন ভরত মস্তকোপরি অঞ্জলিবন্ধন করতঃ সত্যপরাক্রম জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্রকে বলিলেন ;—'পূর্ব্বে আপনি আমার জননীর দোষক্ষালন করতঃ যেরূপে আমাকে এই রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন, আমি পুনর্ব্বার আপনাকে সেই রূপেই সেই রাজ্য প্রদান করিতেছি। যেরূপ একটি কিশোর বলীবর্দ্দ বলশালী বলীবর্দ্দযুগল কর্ত্তৃক ত্যক্ত গুরুভার বহন করিতে পারে না; তদ্রূপ আমি এই রাজ্য ভার বহনে নিতান্ত অসমর্থ। রাজ্য ছিদ্র বহুল সুতরাং যেরূপ বারিবেগ সেতু ভগ্ন করিয়া উচ্ছ্বলিত হয়, তদ্রূপ ইহার রন্ধ্র সকল বদ্ধ করা দুঃসাধ্য। হে বীর অরিদমন! যেরূপ গর্দ্দভ অশ্বের এবং বায়স হংসের গতি অবলম্বন করিতে পারে না, তদ্রূপ আমিও আপনার পদবী অবলম্বনে নিতান্ত অসমর্থ। হে মহাবাহো মনুজেন্দ্র! আপনি মাদৃশ ভৃত্যজনকে শাসন করুন, অন্যথা বক্ষ্যমাণ উপমার অর্থ অনুধাবন করিয়া দেখুন, আমাদেরও সেই দশা ঘটিবে ;—যদি অন্তর্গৃহের পুষ্পবাটিকায় আরোপিত কোন বৃক্ষ স্কন্ধ ও প্রশাখাদিদ্বারা দুরারোহ ও মহোচ্চ হওত ফলোৎপাদন না করিয়াই কেবলমাত্র পুষ্পিত হইয়া বিশীর্ণ হয়, তাহা হইলে যে ফল লাভের প্রত্যাশায় তাহাকে রোপণ করা হইয়াছিল, সেই প্রয়াস যেরূপ বিফল হয়; আমাদের গতিও কি সেইরূপ হইবে না? রঘুনন্দন! অদ্য প্রকৃতিপুঞ্জ মধ্যাহ্নকালীন প্রতাপশালী প্রদীপ্ত দিবাকরের ন্যায় আপনাকে রাজপদে অভিষিক্ত দর্শন করুক্। আপনি রাজার্হ শয্যায় শয়ন করুন্ এবং তূর্য্যসঙ্ঘাতজনিত নির্ঘোষ, কাঞ্চী ও নূপুরজনিত সুমধুর শব্দ এবং সুললিত গীতশব্দ দ্বারা প্রতিবোধিত হইতে থাকুন। যাবৎ এই জ্যোতিশ্চক্র পরিবর্ত্তিত হইবে, তাবৎকাল আপনি সমগ্রা বসুন্ধরার অধীশ্বর হইয়া লোক সকলকে পালন করিতে থাকুন্।' পরপুরবিজয়ী রাম ভরতের বাক্য শ্রবণে 'তথাস্তু' বলিয়া স্বীকার করতঃ শুভ আসনে উপবেশন করিলেন।

অনন্তর, শত্রুঘ্নের বাক্যানুসারে সুহস্ত নিপুণ নাপিতগণ রামচন্দ্রের চতুর্দ্দিকে সমবেত হইলে, প্রথমতঃ ভরত এবং তৎপরে ক্রমশঃ মহাবল লক্ষ্মণ, বানরেন্দ্র সুগ্রীব ও রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ স্নানাদি সমাধান করিলেন। তৎপরে, রামচন্দ্র জটা মুণ্ডন করতঃ স্নানান্তে চিত্র মাল্য অনুলেপন ও মহার্হ বসনে সুশোভিত হইয়া স্বীয় শরীরশোভা দ্বারা চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত করিলেন। বীর্য্যবান্ লক্ষ্মীবান্ ইক্ষ্বাকুকুলবর্দ্ধন শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ এবং রামচন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কৃত করিলেন। মনস্বিনী দশরথরমণীগণ স্বহস্তে সীতার সর্ব্বাঙ্গে মনোহর অলঙ্কার পরাইয়া দিলেন। পুত্রবৎসলা কৌসল্যা হৃষ্টান্তঃকরণে যত্ন সহকারে শোভন আভরণদামে বানর রমণীগণকে অলঙ্কৃত করিলেন। অনন্তর, শত্রুঘ্নের বাক্যানুসারে সারথি সুমন্ত্র সর্ব্বাঙ্গশোভন রথ যোজিত করতঃ সেই স্থানে আনয়ন করিলে পরপুর বিজয়ী মহাবাহু রাম হুতাশন ও দিনমণির ন্যায় সেই রথের অগ্রে উপস্থিত হইয়া, সত্বর তদুপরি আরোহণ করিলেন। মহেন্দ্র সদৃশ শোভমান শুভকুণ্ডলধারী সুগ্রীব ও হনুমান্ স্নানান্তে দিব্য বসনে সুশোভিত হইয়া তাঁহার অনুগামী হইলেন। সর্ব্বাভরণশোভিতা শুভকুণ্ডলধারিণী জনকনন্দিনী ও সুগ্রীবরমণীগণ নগরদর্শনবাসনায় সমুৎসুক হইয়া তাঁহাদের পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

এদিকে অযোধ্যানগরে অশোক, বিজয় ও সিদ্ধার্থপ্রভৃতি রাজা দশরথের সচিবগণ

পুরোহিতকে পুরোবর্ত্তী করিয়া রামচন্দ্রের বৃদ্ধি এবং নগরের শোভা সম্পাদনার্থ মন্ত্রণা করতঃ আদেশ করিলেন ;—'রামচন্দ্রের বিজয় এবং রাজ্যাভিষেকার্থ যে যে মঙ্গলাচরণ করা কর্ত্তব্য, সকলেই তাহাতে যত্নবান্ হউক।' পুরোহিত এবং মন্ত্রিগণ এইরূপ আদেশ করিয়া, রামদর্শন বাসনায় সত্বর নগর হইতে নির্গত হইলেন। এদিকে, অনঘ রামচন্দ্রও মহেন্দ্রের ন্যায় সদশ্বসঞ্চালিত রথে আরোহণ করিয়া নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে, ভরত অশ্বরশ্মি ও শত্রুঘ্ন ছত্র ধারণ করিলেন এবং লক্ষ্মণ তদীয় মস্তকোপরি চামর বীজন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ শশাঙ্কসদৃশ শুভ্রবর্ণ বালব্যজন ধারণ করতঃ পার্শ্বে অবস্থিত হইলেন। তৎকালে, অন্তরীক্ষস্থিত ঋষি এবং মরুদ্গণের সহিত দেবগণের রামস্তবসূচক সুমধুর ধ্বনি সমুত্থিত হইল। তদনন্তর, মহাতেজস্বী প্লবঙ্গপুঙ্গব সুগ্রীব শত্রুঞ্জয় নামক কুঞ্জরের উপর আরোহণ করিলেন এবং অপর বানরগণ মনুষ্যবিগ্রহ ধারণ করতঃ সর্ব্বাভরণে ভূষিত হইয়া নয় সহস্র মাতঙ্গের উপর আরোহণ করতঃ গমন করিতে লাগিল। এইরূপে পুরুষশার্দ্দূল রাম শঙ্খ ও দুন্দুভিনির্ঘোষের সহিত সেই হর্ম্ম্যমালিনী পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিলে, সেই নগরনিবাসিগণ স্বীয় শরীরদ্বারা বিরাজমান সেই অতিরথকে পুরঃসরগণের সহিত রথোপরি দর্শন করিতে লাগিল। তাহারা ভ্রাতৃগণে পরিবৃত সেই মহাত্মাকে জয়শব্দদ্বারা পরিবর্দ্ধিত করতঃ আপনারাও তৎকর্তৃক প্রতিনন্দিত হইয়া তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইল। তৎকালে, রামচন্দ্র প্রকৃতিপুঞ্জ, ব্রাহ্মণ ও অমাত্যগণে পরিবৃত হইয়া নক্ষত্রগণপরিবেষ্টিত চন্দ্রমার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি পুরোগামী তূর্য্যাদিবাদক, করতাল ও স্বস্তিকহস্ত জনসমূহ এবং মঙ্গল পাঠকগণকর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। গো, কন্যা, অক্ষত ও সুবর্ণহস্ত ব্রাহ্মণগণ এবং মোদকহস্ত মনুষ্য সকল রামচন্দ্রের অগ্রে গমন করিতে লাগিল। সেই সময় শ্রীরামচন্দ্র মন্ত্রিগণের নিকট সুগ্রীবের সখ্য, পবননন্দনের প্রভাব এবং অপর বানরগণের সেই অদ্ভুত কর্ম্ম সকলের বিষয় বলিতে থাকিলে, অযোধ্যাপুরবাসিগণ রাক্ষসদিগের বল এবং বানরগণের তাদৃশ কর্ম্ম শ্রবণে বিস্মিত হইল।

বানরগণপরিবেষ্টিত দ্যুতিমান্ রামচন্দ্র বানরগণের পরাক্রমবিষয়ক এই সকল কথা বলিতে বলিতে হৃষ্টপুষ্ট মনুষ্যগণে পরিপূর্ণ অযোধ্যা নগরে প্রবেশ করিলে, পৌরগণ প্রতিগৃহে পতাকা সকল উচ্ছ্রিত করিল এবং রঘুনন্দনও ইক্ষ্বাকুকুলজাতগণ-কর্ত্তৃক চিরোষিত পিতা দশরথের গৃহে প্রবেশ করিলেন। নৃপনন্দন রাম মহাত্মা পিতার ভবনে প্রবিষ্ট হইয়া কৌসল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ীকে অভিবাদন করতঃ ধার্ম্মিকপ্রবর ভরতকে এই অর্থ সঙ্গত বাক্য বলিলেন ;—'মুক্তা ও বৈদূর্য্যদামে পরিপূর্ণ ও অশোকবনিকাশোভিত আমার যে সুমহৎ ভবন আছে, তাহাই সুগ্রীবকে প্রদান কর।' সত্যবিক্রম ভরত রামচন্দ্রের তাদৃশ আদেশ শ্রবণ করিয়া, সুগ্রীবের হস্ত ধারণ করতঃ সেই বাটিকায় প্রবেশ করিলেন। অনন্তর, ভৃত্যগণ শত্রুঘ্ন কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া, তৈল প্রদীপ পর্য্যঙ্ক ও আস্তরণ সকল লইয়া তদভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে, মহাতেজস্বী রাঘবানুজ ভরত সুগ্রীবকে বলিলেন ;—'বানরেন্দ্র! সম্প্রতি রামচন্দ্রের অভিষেকের নিমিত্ত স্বীয় দূতগণকে আদেশ করুন।' ভরতের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে সুগ্রীব চারিজন বানরেন্দ্রকে চারিটি সর্ব্বরত্নভূষিত সৌবর্ণ ঘট প্রদান করতঃ কহিলেন ;—ওহে বানরগণ! যাহাতে কল্য প্রত্যূষসময়ে সাগর চতুষ্টয়ের জল লইয়া প্রতীক্ষা করিতে পার, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হও।'

সুগ্রীব-কর্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া বারণ-সদৃশ বলশালী এবং সুপর্ণের ন্যায় বেগবান্ বানরগণ সত্বর উৎপতিত হইল। বানরবর হনুমান্ বেগদর্শী ঋষভ ও জাম্ববান্ কলস পূর্ণ করিয়া পাঁচ শত নদীর জল আনয়ন করিলেন। বলশালী সুষেণ পূর্ব্ব সমুদ্র হইতে

সর্ব্বরত্ন ভূষিত জলপূর্ণ কলস আনয়ন করিলেন। ঋষভ দক্ষিণ সমুদ্র হইতে রক্তচন্দন ও কর্পূরলেপিত কাঞ্চনঘটে জল লইয়া আসিল। বায়ুর ন্যায় বিক্রমশালী গবয় সুমহৎ রত্নকুম্ভদ্বারা পশ্চিম মহার্ণব হইতে জল আনয়ন করিল। পবন ও বিনতাতনয়ের ন্যায় বিক্রান্ত সর্ব্বগুণান্বিত ধর্ম্মাত্মা পবন-নন্দন সত্বর উত্তর সমুদ্র হইতে জল আনয়ন করিলেন। শত্রুঘ্ন বানরশ্রেষ্ঠগণ কর্তৃক আনীত সেই সাগরাদি বারি দর্শন করতঃ সচিবগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া সুহৃৎ ও মহর্ষি বসিষ্ঠের সমীপে নিবেদন করিলে, বৃদ্ধ বসিষ্ঠ এবং অপর ব্রাহ্মণগণ রামচন্দ্রকে সীতার সহিত রত্নময় পীঠে উপবেশন করাইলেন। তৎপরে, বসুগণ যেরূপ বাসবকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই বসিষ্ঠ বিজয় জাবাল কাশ্যপ কাত্যায়ন গৌতম এবং বামদেব প্রভৃতি মহর্ষিগণ নির্ম্মল ও সুগন্ধ জল দ্বারা পুরুষশার্দ্দূল রামচন্দ্রকে অভিষিক্ত করিলেন। তদনন্তর, বসিষ্ঠের অনুমতি অনুসারে ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণ কন্যা মন্ত্রী সার্থবাহ ও পৌরগণ হৃষ্টান্তঃকরণে যথাক্রমে তাঁহাকে অভিষিক্ত করিলে, আকাশস্থিত অমরবৃন্দ লোকপালচতুষ্টয়ের সহিত সম্মিলিত হইয়া সর্ব্বৌষধিযুক্ত জল দ্বারা রঘুনন্দনকে অভিষিক্ত করিলেন। তৎপরে পিতামহ যে স্বনির্ম্মিত রত্নময় কিরীট দ্বারা পূর্ব্বে মনুকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পরও তদ্বংশীয় রাজগণ ক্রমান্বয়ে যদ্দ্বারা অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, মহাত্মা মহর্ষি বসিষ্ঠ রঘুনন্দনকে মহাধনগণ কর্তৃক শোভিত এবং নানাবিধ সুশোভন রত্ন দ্বারা বিচিত্রিত সভায় নানারত্নজড়িত পীঠে উপবেশন করাইয়া সেই কিরীটদ্বারা অভিষিক্ত করিলেন ও ঋত্বিক্‌গণ অন্যান্য অলঙ্কার সংযোজিত করিয়া দিলেন। শত্রুঘ্ন তাঁহার মস্তকোপরি মঙ্গল-সূচক পাণ্ডুরবর্ণ ছত্র এবং বানররাজ সুগ্রীব শুভ্র চামর ধারণ করিলেন। রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ অপর একটি শশাঙ্কসদৃশ শুভ্রবর্ণ চামর দ্বারা তাঁহাকে বীজন করিতে লাগিলেন। সমীরণ সুরপতি কর্তৃক প্রেরিত হইয়া নরেন্দ্র রামচন্দ্রকে শতপদ্মশোভিত জাজ্বল্যমান কাঞ্চনমালা এবং সর্ব্বরত্নশোভিত মণিভূষিত মুক্তাহার প্রদান করিলেন। ধীমান্ রামচন্দ্রের সেই অভিষেকসময়ে অন্তরীক্ষে গন্ধর্ব্বগণ সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন এবং অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল। সেই উৎসবের সমকালেই বসুমতী শস্যবতী, পাদপ সকল ফলবান্ ও কুসুমদাম সৌরভশালি হইয়া উঠিল। তৎকালে, পুরুষপুঙ্গব রামচন্দ্র ব্রাহ্মণগণকে লক্ষসংখ্যক নবপ্রসূত গো ও অশ্ব, এক শত বৃষ, ত্রিংশৎ কোটি হিরণ্য এবং বহুবিধ মহার্হ বস্ত্র ও আভরণ সকল প্রদান করিলেন। সুগ্রীবকে সূর্য্যরশ্মিসদৃশী দিব্যা মণিময়ী কাঞ্চনীমালা বালিনন্দন অঙ্গদকে বৈদূর্য্যজড়িত চন্দ্ররশ্মি বিভূষিত অঙ্গদযুগল এবং জনকনন্দিনীকে চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট মণিপ্রবরজড়িত অনুত্তম মুক্তাহার প্রদান করিলেন। জনকনন্দিনী পবনতনয় কৃত উপকার সকল স্মরণ করতঃ তাঁহাকে রজোবিহীন বসনযুগল ও মনোহর আভরণ সকল প্রদান করিলেন এবং আপনার কণ্ঠ হইতে রামদত্ত হার উন্মোচন করিয়া মুহুর্ম্মুহু ভর্ত্তা ও বানরগণের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ইঙ্গিতজ্ঞ রাম জনকনন্দিনীকে বলিলেন;—'হে ভামিনি! তুমি যাহার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছ, তাহাকেই এই হার প্রদান কর।' অসিতলোচনা সীতা স্বামীর এতাদৃশ আদেশ প্রাপ্ত হইয়াই যাহাতে তেজঃ ধৃতি যশঃ নিপুণতা সামর্থ্য বিনয় নয় পৌরুষ বিক্রম ও বুদ্ধি প্রভৃতি গুণ সকল নিয়ত বর্ত্তমান রহিয়াছে, সেই বায়ুনন্দনকেই সেই হার প্রদান করিলেন। তৎকালে, চন্দ্রাংশু সদৃশ বানরপুঙ্গব হনুমান্ সেই গৌরবর্ণ হার ধারণ করিয়া শ্বেতাভ্রসমাচ্ছাদিত অচলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অন্যান্য বৃদ্ধ বানর ও যূথপতিগণ বসনভূষণাদি দ্বারা যথাযোগ্যরূপে প্রতিপূজিত হইল। এইরূপে বিভীষণ সুগ্রীব হনুমান্ জাম্ববান্ এবং অপর বানরযূথপতিগণ অক্লিষ্টকর্ম্মা রঘুনন্দনকর্তৃক মহার্হ রত্ন ও মাল্যচন্দনাদি দ্বারা সম্মানিত

হইয়া নিজ নিজ ভবনোদ্দেশে প্রস্থিত হইলেন। অনন্তর, অরাতিদমন বসুধাপতি রাম মৈন্দ দ্বিবিদ ও নীলকে ইচ্ছানুরূপ ভোজন প্রদান করিলেন।

এইরূপে সেই বানরপুঙ্গবগণ মহাত্মা মনুজেন্দ্র রামের অভিষেক দর্শন করতঃ তৎকর্তৃক বিসৃষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার কিষ্কিন্ধ্যাভিমুখে প্রস্থিত হইল। বানরেন্দ্র সুগ্রীব রামাভিষেক দর্শন করতঃ তৎকর্তৃক সম্মানিত হইয়া কিষ্কিন্ধ্যায় প্রবেশ করিলেন। মহাযশা ধর্ম্মাত্মা রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ রাজ্য ও ধনরত্ন লাভ করতঃ রাক্ষসপুঙ্গবগণের সহিত লঙ্কানগরে গমন করিলেন।

এদিকে ধর্ম্মবৎসল উদার প্রকৃতি মহাযশস্বী রাম অরাতিবিজয়ের পর সুমহৎ রাজ্য লাভ করতঃ পরমানন্দে প্রজাপালনে প্রবৃত্ত হইয়া ধর্ম্মজ্ঞ লক্ষ্মণকে কহিলেন;—'হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ বলপূর্ব্বক যে রাজ্য স্বায়ত্ত করিয়াছিলেন, তুমি আমার সহিত সেই রাজ্য ভোগ কর; হে বীর! পিতৃলোক সকল পূর্ব্বে যে ধুর বহন করিয়াছিলেন তুমিও যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া তদনুরূপ ধুর বহন করিতে থাক।' পরন্তু এইরূপে সর্ব্বপ্রকারে অনুনীত হইয়াও যখন সুমিত্রানন্দন যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইতে বাসনা করিলেন না, তখন ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র ভরতকে অভিষিক্ত করিয়া, পৌণ্ডরিক অশ্বমেধ এবং অপর বহুবিধ যজ্ঞ দ্বারা দেবগণের তৃপ্তি সাধন করিলেন। তিনি দশ সহস্র বৎসর রাজ্য পালন করতঃ ক্রমশঃ সদশ্ব ও ভূরিদক্ষিণাসম্পন্ন দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন। এইরূপে সেই আজানুলম্বিতবাহু মহাবক্ষঃ প্রতাপবান্ রাম ও লক্ষ্মণের সহিত রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন। তিনি রাজ্যলাভে পূর্ণমনোরথ হইয়া ভ্রাতা সুহৃৎ ও বান্ধবগণের সহিত বহুবিধ যজ্ঞ করিলেন। তাঁহার রাজ্যশাসনকালে কোন রমণীকেই বৈধব্যজনিত শোক করিতে হয় নাই এবং ব্যাধি ও সর্পাদিজনিত ভয় অন্তর্হিত হইয়াছিল। লোক সকল দস্যুবিহীন হওয়ায় কাহাকেও অনর্থের বশীভূত হইতে এবং বৃদ্ধগণকে বালকদিগের প্রেতকার্য্য করিতে হয় নাই। সকলেই রামচন্দ্রকে দর্শন করতঃ ধর্ম্মচিন্তানিরত হইয়া পরমানন্দে কালাতিপাত করিত এবং কেহই কাহারও হিংসা করিত না। সেই রামরাজ্যে সকলেই রোগশোকবিহীন হইয়া সহস্র বর্ষ আয়ুলাভ করিয়াছিল। তৎকালে, মহীরুহ সকল প্রতিনিয়ত পুষ্প ও ফল মূল প্রসব করিত পর্য্যণ্যদেব ইচ্ছানুরূপ বারিবর্ষণ করিতেন এবং সমীরণ সুখস্পর্শ হইয়াছিলেন। রামশাসনে তদীয় লক্ষণসম্পন্ন ও ধর্ম্মপরায়ণ প্রকৃতিপুঞ্জ সন্তুষ্টমনে নিজ নিজ কর্ম্মে নিরত থাকিয়া ধর্ম্মাচরণ করিত; কেহই অন্যায়াচরণে প্রবৃত্ত হইত না। রামচন্দ্র এইরূপে দশ সহস্র বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন।

ইহলোকে যে মনুষ্য মহর্ষি বাল্মিকীকর্তৃক প্রণীত রাজগণের বিজয়াবহ এই বেদসম্মিত আদি কাব্য শ্রবণ করিবে, সে সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ধর্ম্ম ও যশঃ লাভ করিবে। রামাভিষেকসম্বলিত এই আদি কাব্য শ্রবণ করিলে, পুত্রকাম ব্যক্তি পুত্র এবং ধনাভিলাষী ধন লাভ করিবে। মহীপতি এই কাব্য শ্রবণ করিলে, অরাতিগণের সহিত সমগ্রা বসুন্ধরাকে জয় করিতে সমর্থ হইবেন। যেরূপ রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও ভরতকে পুত্র লাভ করিয়া কৌসল্যা সুমিত্রা ও কৈকেয়ী জীবিত পুত্রা হইয়াছিলেন, স্ত্রীলোক সকল এই আদি কাব্য শ্রবণ করিলে, সেইরূপ জীবৎপুত্রা হইবে। অক্লিষ্টকর্ম্মা রামচন্দ্রের বিজয়সম্মিলিত এই রামায়ণ শ্রবণ করিলে, আয়ুষ্কাল সুদীর্ঘ হয়। যাহারা শ্রদ্ধাসহকারে এই বাল্মীকিপ্রণীত কাব্য শ্রবণ করিবে, তাহারা দুর্গ হইতে উত্তীর্ণ হইতে এবং প্রবাসিগণ প্রবাসাবসানে বান্ধবগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া সুখ লাভ করিতে পারিবে। রামজন্মের বহুকাল পূর্ব্বে বাল্মীকি যাহা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, যাহারা সেই এই রামায়ণ কাব্য শ্রবণ করিবে তাহারা রঘুনন্দন হইতে অভীষ্ট বর লাভ করিবে। যাহাদের গৃহে এই রামায়ণ থাকে এবং যাহারা ইহা শ্রবণ করে, দেবগণ তাহাদের উপর প্রসন্ন হয়েন এবং বিনায়কগণও শান্তমূর্ত্তি অবলম্বন করেন। ইহা শ্রবণ করিলে, রাজা পৃথিবী-

বিজয়ী হয়েন এবং প্রবাসিগণ কল্যাণ লাভ ও রজস্বলাগণ সুকুমার প্রসব করিয়া থাকে। এই পুরাতন ইতিহাসগ্রন্থকে পূজা ও পাঠ করিলে, মনুষ্য সর্ব্বপাপ বিমুক্ত হইয়া দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হয়। ক্ষত্রিয়গণ অবনতমস্তকে প্রণাম করিয়া ব্রাহ্মণমুখে এই ইতিহাস শ্রবণ করিলে, ঐশ্বর্য্য ও পুত্র লাভ করিবে। প্রতিনিয়ত সমগ্র রামায়ণ শ্রবণ ও পাঠ করিলে, সেই ক্ষীরোদশায়ী সর্ব্বশক্তিমান্ সনাতন আদিদেব মহাবাহু রামরূপী বিষ্ণু প্রীত হয়েন। যাহা পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল, সেই এই পুরাতন আখ্যান-দ্বারা সকলে মঙ্গল লাভ করতঃ বিষ্ণুর বলবীর্য্য সকল গান করিতে থাকুক। এই রামায়ণ শ্রবণ ও অধ্যয়ন করিলে, দেবতা ও পিতৃগণ পরিতুষ্ট হয়েন। যে সকল মনুষ্য এই ঋষি-প্রণীত শ্রীরামসংহিতা লিখিবে, তাহারা স্বর্গে বসতি লাভ করিবে। পুরুষ এবং রমণীগণ এই মঙ্গলময় সুখজনক মহার্থ কাব্য শ্রবণ করিলে, সর্ব্ববিধ সিদ্ধি লাভ করিবে এবং তাহাদের কুটুম্ব ও ধনধান্যাদি পরিবর্দ্ধিত হইবে। এই শুভ আখ্যান শ্রবণ করিলে. আয়ুষ্কাল পরিবর্দ্ধিত, শরীর নীরোগ, যশঃ বিস্তৃত, সৌভ্রাত্র চিরস্থায়ী, বুদ্ধিবৃত্তি ও তেজঃ পরিবর্দ্ধিত হয়, অতএব সকল শুভাভিলাষী ব্যক্তিরই যথানিয়মে ইহা পাঠ করা কর্ত্তব্য।

শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক ভদ্রাখ্যান নামক ইতি ত্রিংশদধিক শততম সর্গ॥ ১৩০॥

—

লঙ্কাকাণ্ড সম্পূর্ণ।

উত্তরকাণ্ড।

প্রথম সর্গ।

রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করিয়া রাম রাজ্যে অভিষিক্ত হইলে মুনিগণ তদীয় বৈভবের প্রশংসা করিবার বাসনায় তৎসন্নিধানে আগমন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বদিগাশ্রিত যবক্রীত, গার্গ্য, গালব, কৌশিক, কণ্ব, মেধাতিথেয়; দক্ষিণদিগবস্থিত স্বস্ত্যাত্রেয়, অগস্ত্য, অগস্তি, অত্রি, ভগবান্ নমুচি, প্রমুচি, সুমুখ, বিমুখ; পাশ্চাত্যদেশবাসী নৃষঙ্গ, কবষী ধৌম্য, মহর্ষি কৌশেষ; উদীচীনিবাসী বসিষ্ঠ, কশ্যপ, অত্রি, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ এবং সপ্তর্ষিসকল শিষ্য সমভিব্যাহারে সমাগত হইলেন। সাঙ্গবেদবিদ্ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ অনলসদৃশ তেজঃপুঞ্জ মহাত্মা মুনিসকল রঘুনন্দন রামচন্দ্রের প্রাসাদসন্নিহিত হইয়া প্রতীহারী দ্বারা আপনাদের আগমন সংবাদ দিবার বাসনায় দ্বারে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন মুনিসত্তম ধর্ম্মাত্মা অগস্ত্য সকলের অনুমতি লইয়া প্রতীহারীকে কহিলেন যে, 'তুমি আমাদের আগমনসম্বাদ রামসন্নিধানে নিবেদন কর।'

নীতিবিশারদ কার্য্যকুশল সুশীল প্রতীহারী অগস্ত্য মুনির বচন শ্রবণমাত্র মহাত্মা রামচন্দ্রের নিকট গমন করিল। সেই স্থিরস্বভাব ইঙ্গিতজ্ঞ দ্বারী পৌর্ণমাসশশধরসম নির্ম্মলকান্তি রামের সহসা দর্শন লাভ করিয়া মুনিসত্তম অগস্ত্য ঋষির আগমন বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। রামচন্দ্র নবোদিতসূর্য্যপ্রতিম তেজঃপুঞ্জ মুনিগণের আগমন বিবরণ শ্রবণ করিয়া দ্বারীকে কহিলেন, 'তুমি তাঁহাদিগকে সমাদরে আনায়ন কর।'

মুনিগণ সমাগত হইলে রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে উত্থিত হইয়া পাদ্য ও অর্ঘ্যদ্বারা তাঁহাদের অর্চ্চনা করিলেন। পরিশেষে প্রযতভাবে তাঁহাদের প্রত্যেককে গো দান ও সাদরে অভিবাদন করিয়া আসন প্রদান করিলেন। তখন ঋষিপুঙ্গবেরা কেহ স্বর্ণখচিত আসনে, কেহ বহুমূল্য বিশাল আসনে, কেহ কুশাস্তৃত আসনে, কেহ বা মৃগচর্ম্মবিরচিত আসনে যথাযোগ্য উপবিষ্ট হইলেন। রাম কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে বেদবিদ্ সশিষ্য মহর্ষিগণ কহিলেন, 'মহাবাহো রঘুনন্দন! আমাদের সর্ব্বত্র মঙ্গল; অধিকন্তু আপনি সমস্ত শত্রু সংহার করিয়া কুশলে আছেন, ইহা অবলোকনে আমাদের নিরতিশয় আনন্দ অনুভূত হইল। রাজন্! আপনি শুভাদৃষ্ট বশতঃই শত্রুবিত্রাসন রাবণকে বিনষ্ট করিয়াছেন। রাম! আপনকার কার্ম্মুক সহায় থাকিলে আপনি ত্রিলোক জয় করিতে পারেন, সন্দেহ নাই, সুতরাং পুত্রপৌত্র সহ রাবণ বিনাশ করা ত আপনার পক্ষে সামান্য কথা। রাম! আপনি ভাগ্যক্রমেই পুত্র পৌত্র সহ রাবণকে নিহত করিয়াছেন; আমরা আজ্ শুভাদৃষ্ট বশতঃ সীতার সহিত আপনাকে বিজয়ী দর্শন করিলাম। ধর্ম্মাত্মন্! আপনকার হিতৈষী ভ্রাতা লক্ষ্মণ, মাতা ও অপর ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে আপনাকে ভাগ্যবশতঃই আমরা আজ্ অবলোকন করিলাম। রাজন্! প্রহস্ত, বিকট, বিরূপাক্ষ, মহোদর ও অকম্পনপ্রভৃতি দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসদিগকে আপনি ভাগ্যক্রমেই নিহত করিয়াছেন। রাম! যাহার দৈহিক পরি-

মাণ অপেক্ষা বিশাল পরিমাণ ইহলোকে বিদ্যমাণ নাই, আপনি শুভাদৃষ্টবশতঃ তাদৃশ কুম্ভকর্ণকে সংগ্রামে নিপাতিত করিয়াছেন। রাম! ত্রিশিরা, অতিকায়, দেবান্তক ও নরান্তকপ্রভৃতি মহাবীর্য্য নিশাচরদিগকে আপনি ভাগ্যবশতঃই নিহত করিয়াছেন। দেবতাদিগেরও অবধ্য রাক্ষসরাজ রাবণের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিয়া বিজিত হইয়াছেন—ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। মহাবাহো! সমরে সেই রাবণের পরাভব অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু ইন্দ্রজিৎ বধ অতীব দুষ্কর; অতএব আপনি সেই রাবণিকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রাপ্ত হইয়া ভাগ্যক্রমে তাহাকে সংহার করিয়াছেন। বীর! আপনি কালের ন্যায় অলক্ষ্যে ধাবিত সুরশত্রু ইন্দ্রজিতের অস্ত্রবন্ধন হইতে ভাগ্যক্রমে মুক্তি লাভ করিয়া বিজিত হইয়াছেন; অতএব ইন্দ্রজিতের বধ শুনিয়া আমরা অতিশয় আনন্দিত হইলাম। বীর! ইন্দ্রজিৎ সমরে নানাবিধ মায়ারূপ ধারণ করিত, বিশেষতঃ সে সর্ব্বভূতের অবধ্য; অতএব তাহার মৃত্যু সম্বাদ শুনিয়া আমাদের অত্যন্ত বিস্ময় হইল। কাকুৎস্থ! আপনি ঋষিদিগকে শান্তিজনক পুণ্যদ অভয় দান করিয়াছেন। শত্রুনিসূদন! আপনি ভাগ্যবশতঃ এই বিজয় লাভে বর্দ্ধিত হইয়াছেন।'

অনন্তর, রামচন্দ্র তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন মুনিগণের বাক্য শ্রবণে অতীব বিস্মিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, 'ভগবন্! মহাবীর নিশাচর রাবণ ও কুম্ভকর্ণকে অতিক্রম করিয়া আপনারা কি জন্য রাবণতনয় ইন্দ্রজিতের প্রশংসা করিতেছেন? মহোদর, প্রহস্ত, বিরূপাক্ষ, মত্ত, উন্মত্ত, দুর্দ্ধর্ষ, দেবান্তক, নরান্তকপ্রভৃতি মহাবীর রাক্ষসদিগকে অতিক্রম করিয়া আপনারা কি কারণে রাবণতনয়ের প্রশংসা করিতেছেন? অতিকায়, ত্রিশিরা, ধূম্রাক্ষপ্রভৃতি মহাবীর্য্য নিশাচরদিগকে অতিক্রম করিয়া কি নিমিত্ত রাবণপুত্রের প্রশংসা করিতেছেন? ইহার শারীরিক বল ও পরাক্রম কত দূর? প্রভাবই বা কীদৃশ? আর কি কারণেই বা রাবণ অপেক্ষা এ বলবান্? যদি এই সকল বিষয় গোপনীয় না হয়, আর যদি আপনারা বলিতে সমর্থ হয়েন এবং আমার শ্রবণযোগ্য হয়, তাহা হইলে আমি ইহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি. আপনি বলিতে আরম্ভ করুন্; কিন্তু আমি আপনাকে বলিতে আদেশ করিতে পারি না। মুনিবর! ইন্দ্রজিৎ বাসবকে কিরূপে পরাজয় করিল? আর সে কি উপায়ে বর লাভ করিল? পুত্র বলবান্ হইল, কিন্তু তাহার পিতা রাবণ কেন তাদৃশ বলশালী হইল না? আর সেই রাক্ষস সংগ্রামে পিতা অপেক্ষা কেন অধিকতর পরাক্রান্ত হইল? কিরূপেই বা ইন্দ্রকে পরাজয় ও বর লাভ করিল, এক্ষণে আমার এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুন্।'

ইতি প্রথম সর্গ॥ ১॥

দ্বিতীয় সর্গ।

কুম্ভসম্ভব মহাতেজা অগস্ত্য মহাত্মা রঘুনন্দন রামের তাদৃশ বচন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'রাম! রাবণতনয় যে কারণে শত্রু সকল সংহার করিয়াছিল, আর যাহাতে সমস্ত শত্রুর অবধ্য হইয়াছিল, আমি তাহার সেই সুমহৎ বল বীর্য্যের কথা যথাবৎ কীর্ত্তন করিব। হে রঘুনন্দন! আপাততঃ রাবণের কুল, জন্ম এবং যেরূপে বর লাভ হইয়াছিল, তৎ সমস্ত আপনার নিকট যথার্থ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন্। রাম! সত্যযুগে পুলস্ত্য নামে প্রজাপতির এক পুত্র হয়েন, ব্রহ্মর্ষি পুলস্ত্য তপঃ প্রভাবে সাক্ষাৎ পিতামহের ন্যায় নিগ্রহ ও অনুগ্রহে সমর্থ; সাধুস্বভাব এবং ধর্ম্ম অনুষ্ঠানবশতঃ তাঁহার যে সকল গুণ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা ব্যক্ত করা যায় না। অধিক কি, প্রজাপ্রতির পুত্র এইমাত্র বলিলেই তাঁহার অনন্ত কোটি গুণের সঙ্কীর্ত্তন করা হয়। সেই মহামতি পুলস্ত্য প্রজাপতির সন্ততি বলিয়া দেবগণের অতীব প্রিয়; এমন কি, সুবিমল গুণে তিনি সকল লোকেরই পূজ্য হইয়াছিলেন। পরন্তু ধর্ম্মাত্মা মুনিবর তপঃসম্পাদন বাসনায় মহাগিরি মেরুর পার্শ্বে তৃণবিন্দুর

আশ্রমে গিয়া বসতি করিলেন। তিনি স্বাধ্যায়-দ্বারা ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া তপস্যা আচরণ করিতে লাগিলেন ;ইত্যবসরে কন্যকা সকল তাঁহার আশ্রমসন্নিহিত হইয়া তপস্যার বিঘ্ন করিতে লাগিল।,

'রাজর্ষিকন্যা, ঋষিকন্যা, নাগকন্যা এবং অপ্সরা সকল ক্রীড়া করিতে করিতে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। পরন্তু, সেই কন্যকা সকল, সকল ঋতুর উপভোগ্য কাননের রমণীয়তা প্রযুক্ত সেই প্রদেশে নিয়ত সমাগত হইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল। যে স্থানে দ্বিজবর পুলস্ত্য তপস্যায় নিরত ছিলেন; সেই প্রদেশের রমণীয়তায় বিমুগ্ধ হইয়া অনিন্দিতা কন্যকা সকল গান, বাদ্য এবং নৃত্য করিয়া সেই তপস্বীর তপোবিঘ্ন করিতে লাগিল। তখন মহাতেজা মুনিবর পুলস্ত্য রোষপরবশ হইয়া কহিলেন, " যে আমার দৃষ্টিপথে আসিবে, সে তৎক্ষণাৎ গর্ভ ধারণ করিবে।" তাহারা সকলে সেই মহাত্মার বাক্য-শ্রবণ করিবামাত্র ব্রহ্মশাপে ভীত হইয়া আর সে স্থানে গমন করিল না ; কিন্তু রাজর্ষি তৃণবিন্দুর দুহিতা ইহা শুনিতে পায় নাই, সুতরাং সে তত্রত্য আশ্রমে গমন করিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিতে লাগিল, কিন্তু তথায় কোন সখীকেই আসিতে দেখিল না। তৎকালে মহাতেজা মহর্ষি প্রজাপতিপুত্র পুলস্ত্য তপঃপ্রভাবে প্রদীপ্ত হইয়া আশ্রমে স্বয়ং বেদাধ্যয়ন করিতেছিলেন। সেই রাজতনয়া বেদধ্বনি শ্রবণে উৎসুক হইয়া যেমন তপোনিধিকে দর্শন করিল, অমনি তাহার শরীর পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গর্ভলক্ষণ প্রকাশ করিল। সে স্বীয় শারীরিক লক্ষণ দর্শনে অতীব উদ্বিগ্ন হইল বটে, কিন্তু তাহার স্বরূপ অবস্থা অবগত হইয়া পিতার আশ্রমে গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল!

'পরন্তু তৃণবিন্দু, কন্যার তাদৃশ অবস্থা অবলোকন করিয়া কহিলেন, "তুমি কন্যাকালের অনুপযুক্ত অবয়ব কেন ধারণ করিয়াছ?" সেই কন্যা নিতান্ত দীনভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে তপোধনকে কহিল, "পিতঃ যে কারণে আমার ঈদৃশ রূপ হইল, আমি তাহা কিছুমাত্র অবগত নহি ; কিন্তু, ইতি পূর্ব্বে স্বীয় সখীদিগকে অন্বেষণ করিতে আত্মচিন্তাপরায়ণ মহর্ষি পুলস্ত্যের রমণীয় আশ্রমে একাকিনী গমন করিয়াছিলাম সেখানে কোন সখীকেই আগমন করিতে দেখিলাম না, কিন্তু রূপের বিপর্য্যয় দেখিয়া ভয়ে এখানে আগমন করিয়াছি।" তখন তপঃপ্রভাবসম্পন্ন রাজর্ষি তৃণবিন্দু ধ্যাননিবিষ্ট হইয়া গর্ভের কারণ দেখিতে পাইলেন। তিনি আত্মচিন্তাপরায়ণ মহর্ষি পুলস্ত্যের শাপবৃত্তান্ত অবগত হইয়া কন্যা সমভিব্যাহারে গমন করিয়া তাঁহাকে এই কথা কহিলেন, "ভগবন্! স্বীয় গুণগ্রামে ভূষিতা মদীয় দুহিতা স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আপনি ভিক্ষার্থে ইহাকে প্রতিগ্রহ করুন! মহর্ষে! তপস্যাচরণ করায় আপনার ইন্দ্রিয় সকল শ্রান্ত হইলে এ আপনার সতত শুশ্রূষা করিবে সন্দেহ নাই।"

তৎকালে দ্বিজবর পুলস্ত্য ধার্ম্মিক রাজর্ষির তাদৃশ বচন শ্রবণ করিয়া পাণিগ্রহণ করিব বলিয়া তাঁহার নিকট অঙ্গীকার করিলেন। রাজা কন্যা দান করিয়া স্বীয় আশ্রমে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। কন্যাও স্বীয় গুণে পতিকে সন্তুষ্ট করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে মুনিপুঙ্গব তাহার সচ্চরিত্র এবং ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইলেন। তখন সেই মহাতেজা প্রীত হইয়া এই কথা বলিলেন। " সুশ্রোণি! আমি তোমার গুণগ্রামে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। অতএব দেবি! অদ্য তোমাকে আত্মসম্ভব পুত্র প্রদান করিব ; এই পুত্র পুলস্ত্য নামে বিখ্যাত হইয়া পিতা ও মাতার বংশ বিস্তার করিবে। আমার বেদাধ্যয়নকালে তোমাকর্ত্তৃক বেদ বিশ্রুত হইয়াছিল. অতএব তোমার এই পুত্রের নাম 'বিশ্রবা' হইবে, সংশয় নাই।"

'সেই দেবী এইরূপ বর লাভে অন্তরাত্মার সহিত অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া অচিরকালমধ্যেই ত্রিলোকবিখ্যাত যশোধর্ম্মসমন্বিত বিশ্রবা নামে পুত্র প্রসব করিলেন। শ্রুতিজ্ঞানসম্পন্ন বিশ্রবা মুনি সকল বিষয়েই সমদর্শী ও ব্রতাচার রত হইয়া পিতার ন্যায় তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন।

ইতি দ্বিতীয় সর্গ। ২ ॥

তৃতীয় সর্গ।

পুলস্ত্য পুত্র সত্যসঙ্গ সদাচার জিতেন্দ্রিয় মুনিবর বিশ্রবা ধর্ম্মানুরাগবশতঃ সর্ব্বদা বিষয় ভোগে অসংসক্ত ও পবিত্র হইয়া বেদাধ্যয়নে নিরত হইলেন; এমন কি, অচিরকালমধ্যেই তিনি পিতার ন্যায় তপস্বী হইয়া উঠিলেন। মহামুনি ভরদ্বাজ বিশ্রাবার তাদৃশ চরিত্র অবগত হইয়া দেববর্ণিনী নাম্নী স্বীয় সুতাকে ভার্য্যার্থ তাঁহারে দান করিলেন। মুনিপুঙ্গব ধর্ম্মজ্ঞ বিশ্রবা ধর্ম্মানুসারে ভরদ্বাজদুহিতাকে প্রতিগ্রহ করিলেন; অধিকন্তু জ্যোতিষ জ্ঞানে ভাবি পুত্রের শ্রেয়ঃ চিন্তা করিয়া তৎকালে অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তিনি সেই ভার্য্যায় শম, দম প্রভৃতি সমস্ত ব্রহ্মগুণে ভূষিত বীর্য্যসম্পন্ন অত্যন্ত অদ্ভুত অপত্য উৎপাদন করিলেন। পরন্তু, পুত্র জন্ম পরিগ্রহ করিলে তদীয় পিতামহ পুলস্ত্য জন্মলগ্ন পর্য্যালোচনায় পুত্রের শ্রেয়ঃসাধিনী বুদ্ধি দর্শনে অতীব সন্তুষ্ট হইলেন। বিশেষতঃ কালক্রমে পুত্রের ধনাধ্যক্ষ নাম হইবে, ইহা অবগত হইয়া প্রীতচিত্তে দেবর্ষিগণ সমভিব্যাহারে তৎকালে পুত্রের নামকরণ করিলেন। "বিশ্রবার সহিত পুত্রের সাদৃশ্য হইয়াছে, অতএব এই পুত্র বৈশ্রবণ নামে প্রসিদ্ধ হইবে।"

'তৎকালে বৈশ্রবণ তপোবনে থাকিয়া আহুতিদ্বারা হুত মহাতেজা অনলের ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। আশ্রমে অবস্থিতিকালে সেই মহাত্মার এইরূপ জ্ঞানের উদয় হইল যে, "ধর্ম্মই পরম গতি, অতএব আমি পরম ধর্ম্মের আচরণ করিব।" তিনি এইরূপ আলোচনা করিয়া উগ্রতর নিয়মদ্বারা সংযত হইয়া মহারণ্যে সহস্র বৎসর ঘোরতর তপস্যা করিলেন। সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে জলাহার, মারুতাহার ও নিরাহার হইয়া ক্রমশঃ তপস্যার অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন; এইরূপে সেই সহস্র বৎসর এক বর্ষের ন্যায় গত হইল।'

'অনন্তর, মহাতেজা পিতামহ প্রীত হইয়া ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার আশ্রমে আগমন করিয়া এই কথা বলিলেন, "বৎস! তোমার এই কার্য্যদ্বারা পরিতুষ্ট হইয়াছি। সুব্রত! তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ ও বরদানের যোগ্যপাত্র, অতএব বর গ্রহণ কর, তোমার মঙ্গল হইবে।" অনন্তর, বৈশ্রবণ সমাগত পিতামহকে কহিলেন, "ভগবন্! আমি বিত্তরক্ষক লোকপাল হইবার বাসনা করি।" ব্রহ্মা সুরগণ সমভিব্যাহারে সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া বৈশ্রবণের কথায় সহর্ষে অঙ্গীকার করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, "আমি চতুর্থ লোকপাল সৃজন করিতে উদ্যত হইয়াছি; ইন্দ্র, যম ও বরুণের ন্যায় তোমার লোকপালপদ ঈপ্সিত, অতএব তুমি তাহা লাভ কর। হে ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি নিধীশত্ব প্রাপ্ত হইয়া বাসব, বরুণ ও যমের চতুর্থ হইবে; সূর্য্যসঙ্কাশ পুষ্পক নামক এই বিমান যানার্থ প্রতিগ্রহ করিয়া ত্রিদশদিগের সমতা লাভ কর। তাত! তোমাকে বরযুগল দান করিয়া আমরা কৃতকৃত্য হইলাম, এখন আমরা যে স্থান হইতে আগমন করিয়াছি, তথায় গমন করিব, অতএব তোমার মঙ্গল হউক।" এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা সুরগণ সমভিব্যাহারে স্বস্থানে গমন করিলেন।'

'ব্রহ্মা প্রভৃতি দেববৃন্দ নভোমণ্ডলে গমন করিলে ধনেশ সংযতচিত্ত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পিতাকে কহিলেন, "ভগবন্ পিতামহসন্নিধানে অভীষ্ট বর লাভ করিয়াছি, কিন্তু সেই প্রজাপতি দেবতা আমার নিবাসের বিধান করেন নাই। হে প্রভু ভগবন্! যে স্থানে কোন প্রাণিরই পীড়া হয় না, আপনি আমার তাদৃশ উৎকৃষ্ট বাসস্থান অনুসন্ধান করিয়া দেখুন।" মুনিপুঙ্গব বিশ্রবা ধর্ম্মজ্ঞ পুত্রের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'সত্তম! শ্রবণ কর। দক্ষিণ সাগরের তীরে ত্রিকূট নামে পর্ব্বত; তাহার শিখরে পুরন্দরপুরীর ন্যায় বিশালা লঙ্কাভিধানা পুরী আছে। ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় সেই রমণীয়া পুরী রাক্ষসদিগের বাসার্থ বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করেন। তুমি সেই লঙ্কানগরে গিয়া বসতি কর, তোমার মঙ্গল হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। ঐ রমণীয় পুরী হেমময় প্রাকার ও পরিখায় পরিবৃত, তাহার তোরণ সকল সুবর্ণ ও বৈদূর্য্যমণি দ্বারা রচিত এবং সকল স্থানই যন্ত্রসমূহে সুসজ্জিত।

পুরকালে রাক্ষসেরা বিষ্ণুর ভয়ে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া ঐ পুরী পরিত্যাগপূর্ব্বক পাতালে প্রবিষ্ট হয়, তদবধি সেই পুরী রাক্ষসশূন্য রহিয়াছে। সম্প্রতি তাহার অধীশ্বর কেহই নাই। পুত্র! তুমি তথায় বসতি করিবার নিমিত্ত সুখে গমন কর, তোমার তত্রত্য বাস নির্দ্দোষ হইবে, তাহাতে কাহারও বাধা দিবার সামর্থ্য নাই।" সেই ধর্ম্মাত্মা, পিতার ঈদৃশ ধর্ম্মিষ্ঠ বচন শ্রবণ করিয়া সতত সন্তুষ্টচিত্ত সহস্র সহস্র সহর্ষ নৈঋ্ত-তগণ সমভিব্যাহারে পর্ব্বতমস্তকস্থ লঙ্কায় নিবসতি করিলেন। তাঁহার সুশাসনে অচির-কাল মধ্যেই সেই পুরী সমৃদ্ধিশালিনী হইয়া উঠিল, সুতরাং নৈঋ্তবর ধর্ম্মাত্মা বিশ্রবার পুত্র প্রীত হইয়া সাগরবেষ্টিত লঙ্কা নগরে বাস করিতে লাগি[illegible]। ধর্ম্মনিরত ধনেশ্বর পুষ্পক-রথে আরূঢ় হইয়া বিনীতভাবে সময়ে সময়ে পিতা মাতার নিকট আগমন করিতেন, তৎ-কালে তাঁহার বিমানে অপ্সরা সকল নৃত্য করিত।'

'দেব গন্ধর্ব্বগণকর্তৃক স্তুত ও কিরণজালে সূর্য্যের ন্যায় শোভিত হইয়া ধনাধীশ মধ্যে মধ্যে পিতৃসন্নিধানে আগমন করিতেন।'

ইতি তৃতীয় সর্গ ॥ ৩ ॥

চতুর্থ সর্গ।

ধনদের বাসের পূর্ব্বেও লঙ্কায় রাক্ষসদিগের বাস ছিল, অগস্ত্য ঋষির এই কথা শুনিয়া "তাহা কিরূপে হইল!" এই মনে করিয়া রাম নিতান্ত বিস্মিত হইলেন। অবশেষে মস্তক কম্পিত করতঃ অনলত্রয়সমান শরীরসম্পন্ন অগস্ত্যের প্রতি পুনঃপুনঃ দৃষ্টিপাত করিয়া বিস্মিতভাবে তাঁহাকে কহিলেন, 'ভগবন্! পূর্ব্বে এই লঙ্কায় পিশিতাশন রাক্ষসদিগের বাস ছিল, আপনকার এই বাক্য কর্ণগোচর করিয়া আমার অতিশয় বিস্ময় জন্মিয়াছে। পুলস্ত্য বংশ হইতেই রাক্ষসেরা উদ্ভূত হই-য়াছে, ইহাই আমাদের শ্রুতিগোচর হইয়া-ছিল; কিন্তু অন্য হইতে নিশাচরদিগের উৎপত্তি হইয়াছে, এখন আপনি ইহা কীর্ত্তন করি-লেন। রাবণ, কুম্ভকর্ণ, প্রহস্ত, বিকট এবং রাবণের পুত্রগণ অপেক্ষা তাহারা কি অধিক-তর বলবান্? ব্রহ্মন্! ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ কে? তাহার নাম কি? বলই বা কিপ্রকার? ইহার সমস্ত বৃত্তান্ত বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণন করুন্। হে অনঘ! সূর্য্য যেমন তমোনাশ করেন, তদ্রূপ আপনি আমার এই কৌতূহল অপন-য়ন করুন্।'

অগস্ত্য মুনি সংস্কারালঙ্কৃত রাঘবের শুভ-বাক্য শ্রবণে বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'পুরাকালে ভূমির অধোভাগবর্ত্তি সলিল সৃজন করিয়া তাহাতে সলিলসম্ভব প্রজাপতি উৎপন্ন হয়েন। পদ্মযোনি স্বসৃষ্ট প্রাণিপুঞ্জের রক্ষার জন্য কতকগুলি জীবের সৃষ্টি করেন। সেই সত্ত্বসকল ক্ষুধা, পিপাসা এবং ভয়ে প্রপীড়িত হইয়া "আমরা কি করিব?" এইরূপ কহিতে কহিতে বিনীতভাবে সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইল। প্রজাপতি সহাস্যমুখে তাহাদিগকে কহিলেন, "হে সত্ত্বসকল! তোমরা যত্নসহকারে মানবদিগকে রক্ষা কর।" তাহাদের মধ্যে কতকগুলি বুভুক্ষিত সত্ত্ব "রক্ষাম" এবং কতকগুলি অবুভুক্ষিত সত্ত্ব "যক্ষাম" এইরূপ কহিল। তৎপরে ভূতভাবন প্রজাপতি তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমা-দের মধ্যে যাহারা 'রক্ষাম' বলিয়াছ, তাহারা রাক্ষস হও, আর যাহারা 'যক্ষাম' বলিয়াছ, তাহারা যক্ষ হও।"

'সেই রাক্ষসকুলে হেতি ও প্রহেতি নামে ভ্রাতৃযুগল জন্ম গ্রহণ করিল। সেই অরিন্দম রাক্ষসপতিদ্বয় মধু কৈটভের ন্যায় অত্যন্ত পরাক্রান্ত; তাহাদের উভয়ের মধ্যে প্রহেতি ধার্ম্মিক, সুতরাং সে বিরক্ত হইয়া তপোবনে গমন করিল; কিন্তু, হেতি দার-পরিগ্রহের জন্য তৎকালে নিরতিশয় যত্ন করিতে লাগিল। অমেয়াত্মা মহামতি হেতি স্বয়ং কালসন্নিধানে গমন করিয়া প্রার্থনাপূর্ব্বক কালের ভগিনী ভয়ানাম্নী মহাভয়া কন্যার পাণি গ্রহণ করিল। পরিশেষে পুত্রবানের অগ্রগণ্য রাক্ষস হেতি সেই স্ত্রীর গর্ভে বিদ্যুৎকেশ নামে বিখ্যাত পুত্র উৎপাদন করিল। মহাতেজা

হেতিপুত্র বিদ্যুৎকেশ প্রদীপ্ত সূর্য্যের ন্যায় অতীব তেজস্বী হইয়া সলিলমধ্যস্থ অম্বুজের ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। যখন সেই নিশাচর সুশোভন যৌবন প্রাপ্ত হইল, তখন তদীয় পিতা হেতি তাহার বিবাহের নিমিত্ত সচেষ্ট হইল। পরে রাক্ষসপুঙ্গব হেতি সন্ধ্যার ন্যায় প্রতাপ শালিনী সন্ধ্যাদুহিতাকে পুত্রের জন্য প্রার্থনা করিল। রাঘব! "কন্যা অবশ্যই পরকে দান করিতে হইবে" সন্ধ্যা এইরূপ চিন্তা করিয়া বিদ্যুৎকেশকে স্বীয় সুতা সমর্পণ করিল। নিশাচর বিদ্যুৎকেশ সন্ধ্যার দুহিতা লাভ করিয়া পৌলোমীসহ বাসবের ন্যায় তৎসমভিব্যাহারে বিহার করিতে নিরত হইল।'

'হে রাম! কিয়ৎ কাল পরে সেই লঙ্কটঙ্কটা সাগর হইতে ঘনরাজির ন্যায় বিদ্যুৎকেশ হইতে গর্ভলাভ করিল। অনন্তর, যেমন গঙ্গা অগ্নিবিসৃষ্ট মহেশ্বরগর্ভ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই রাক্ষসী মন্দর পর্ব্বতে গমন করিয়া সলিলগর্ভ মেঘসঙ্কাশ গর্ভ প্রসব করিল। অবশেষে সে বিদ্যুৎকেশের রতি অভিলাষে স্বীয় সুত পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর সহিত ক্রীড়ায় রত হইল। পরন্তু শারদীয় সূর্য্যের ন্যায় দ্যুতিশালী শিশু পিতৃ মাতৃকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া তৎকালে মুখমধ্যে স্বয়ং হস্ত প্রদানপূর্ব্বক শনৈঃশনৈঃ রোদন করিতে লাগিল। অনন্তর, মহাদেব পার্ব্বতী সমভিব্যাহারে বৃষে আরোহণ করিয়া আকাশমার্গে গমন করিতে করিতে রোধন ধ্বনি শুনিতে পাইলেন, পরে রোরুদ্যমান রাক্ষসপুত্রকে নয়নগোচর করিয়া করুণাবশতঃ পার্ব্বতী অনুরোধ করিলে ত্রিপুরানিসূদন ভব সেই রাক্ষসতনয়ের মাতার ন্যায় বয়স করিয়া দিলেন। সেই অক্ষয় অব্যয় মহাদেব পার্ব্বতীর প্রিয়কামনায় তাহাকে অমর করিয়া আকাশ গামী পুর প্রদান করিলেন। হে রাজতনয়! উমাও রাক্ষসদিগকে এই বর দিলেন যে, তাহাদের সদ্যই গর্ভের উপলব্ধি, সদ্যই প্রসব এবং সদ্যই মাতার তুল্য বয়স প্রাপ্ত হইবে'।

'মহাহতি রাক্ষসবর সুকেশ বর লাভ করিয়া অতিশয় গর্ব্বিত হইল; অধিকন্তু প্রভু হরের নিকট শ্রী ও আকাশগামী পুর প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিল।'

ইতি চতুর্থ সর্গ ॥ ৪ ॥

পঞ্চম সর্গ।

'সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালী গ্রামণী নামে এক গন্ধর্ব্ব ছিল। দেববতী নাম্নী তাঁহার এক দুহিতা হয়েন; সেই কন্যা দ্বিতীয়া শ্রীর ন্যায় রূপ ও যৌবনে ত্রিলোকমধ্যে বিখ্যাতি লাভ করিয়াছিল। সেই ধর্ম্মাত্মা গন্ধর্ব্ব সুকেশ রাক্ষসকে ধার্ম্মিক এবং লব্ধবরক দেখিয়া তাঁহাকে রাক্ষসদিগের শ্রীর ন্যায় স্বীয় দুহিতা দান করিল। পরন্তু, নির্ধন ব্যক্তি ধন লাভ করিয়া যাদৃশ সুখী হয়, দেববতী বরপ্রাপ্তিনিবন্ধন ঐশ্বর্য্যশালি প্রিয় পতি লাভে তাদৃশ সন্তুষ্ট হইল। রজনীচর তাহার সহিত সম্মিলিত হইয়া করেণুর সহিত অঞ্জন নামক দিগ্‌গজ সম্ভূত মহাগজের ন্যায় অতীব শোভিত হইল! হে রাঘব! রাক্ষসপতি সুকেশ দেববতীর গর্ভে বলশালী মাল্যবান্, সুমালী ও মালী নামক লোচনত্রয় সমান তিনটি রাক্ষসপুত্র উৎপাদন করিল। একস্থানস্থিত অনলত্রয়, অনাকুল লোকত্রয়, অতীব উগ্র মন্ত্রত্রয় এবং বাতপিত্তশ্লেষ্মাত্মক ঘোরতর আময়ত্রয় সদৃশ সুকেশসুতত্রয় অগ্নিত্রয়ের ন্যায় অতীব তেজস্বী হইয়া অচিকিৎসিত ব্যাধি সকলের ন্যায় তৎকালে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। পরন্তু ভ্রাতৃসকল তপোবল প্রভাবে পিতার বর লাভরূপ ঐশ্বর্য্য অবলোকনে কৃতনিশ্চয় হইয়া তপস্যাচরণ করিবার জন্য মেরুপর্ব্বতে গমন করিল। হে নৃপসত্তম! রাক্ষস সকল ঘোরতর নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক সত্য, আর্জ্জব ও শমযুক্ত ভূর্লোকদুর্লভ তপস্যাদ্বারা দেব, অসুর ও মানবসহ ত্রিলোকসন্তাপিত করিয়া প্রাণিপুঞ্জের ভয়াবহ ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিল'।

'অনন্তর, বিভু চতুরানন বিমানবরে আরোহণ করিয়া সুকেশের পুত্র সকলকে

আমন্ত্রণপূর্ব্বক বলিলেন, "আমি বরদানে উদ্যত হইয়াছি"। তাহারা সকলে ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণে পরিবৃত ব্রহ্মাকে বরদানোদ্যত জানিয়া তরুরাজির ন্যায় কম্পিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে বলিতে লাগিল, "দেব! তপস্যা দ্বারা আরাধিত হইয়া যদি বর দান করেন, তবে আমরা পরস্পর অনুরক্ত; অজেয়, শত্রুসংহারক, চিরজীবী ও প্রভু হইতে পারি, আমাদিগকে এই বর দান করুন্"। ব্রাহ্মণবৎসল বিভু ব্রহ্মা "তোমরা এইরূপই হইবে" সুকেশতনয়দিগকে এই কথা বলিয়া ব্রহ্মলোকের অভিমুখে গমন করিলেন। হে রাম! সেই রাত্রিচর সকল বরলাভনিবন্ধন নিতান্ত নির্ভয় হইয়া তৎকালে সুর ও অসুরদিগকে নিপীড়ন করিতে লাগিল! ত্রিদশবৃন্দ, ঋষিবৃন্দ এবং চারণগণ, রাক্ষসগণকর্তৃক বধ্যমান হইয়া নিরয়স্থ মানবের ন্যায় আপনাদের পরিত্রাতা লাভ করিল না'।

'হে রঘুসত্তম! সেই রাক্ষসেরা হৃষ্টচিত্তে আগমন করিয়া শিল্পিবর চিরজীবি বিশ্বকর্ম্মাকে কহিল, "হে মহামতে! শুভগুণসমন্বিত তেজস্বী বলবান্ মহান্ দেবতা সকলের আপনিই গৃহরচয়িতা; অতএব আমাদিগেরও সেইরূপ মনের অভিমত নিলয় নির্ম্মাণ করুন্। মেরু, মন্দর অথবা হিমালয় পর্ব্বত অবলম্বনপূর্ব্বক মহেশ্বরআলয়সদৃশ আমাদের সুমহৎ গৃহ রচনা করুন্"। তখন মহাভুজ বিশ্বকর্ম্মা ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় রাক্ষসদিগের নিবাস স্থানের বিষয় কহিতে লাগিলেন। "হে রাক্ষসগণ! দক্ষিণ সাগরের তীরে ত্রিকূট নামক পর্ব্বত এবং তৎসদৃশ সুবেল নামক আর একটি পর্ব্বত আছে। তাহার মধ্যমশিখর জলদসদৃশ, বিশেষতঃ বিদীর্ণ পাষাণ সকল বিকীর্ণ হওয়ায় উহা দুর্গম। আমি সেই শিখরে শক্রের আদেশানুসারে লঙ্কা নাম্নী নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছি। ঐ নগর শত যোজন আয়ত, ত্রিংশৎ যোজন বিস্তীর্ণ স্বর্ণ প্রাকারে পরিবেষ্টিত এবং হেমময় তোরণে পরিবৃত। হে রাক্ষসপুঙ্গবগণ! স্বর্গবাসি ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবতারা যেমন অমরাবতী পুরে বাস করেন, সেইরূপ তোমরা দুর্দ্ধর্ষ হইয়া সেই নগরে বসতি কর। হে শত্রুসূদন রাক্ষসবৃন্দ! তোমরা বহুল রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া লঙ্কাদুর্গে অবস্থিতি করতঃ শত্রুবর্গের দুরাধর্ষ হইবে"।

'অনন্তর, সেই রাক্ষসপ্রধান সকল বিশ্বকর্ম্মার বচন শ্রবণে সহস্র সহস্র অনুচর সমভিব্যাহারে গমন করিয়া সেই পুরীতে বাস করিল। দৃঢ়তর প্রাকার ও পরিখায় পরিবৃত শত শত হেমগৃহমালয়ে অলঙ্কৃত লঙ্কানগর প্রাপ্ত হইয়া রজনীচরেরা হৃষ্টচিত্তে নিবসতি করিতে লাগিল। হে রাঘব! নর্ম্মদা নাম্নী এক গন্ধর্ব্বী ছিল; তাহার হ্রী, শ্রী ও কীর্ত্তির ন্যায় দ্যুতিমতী তিনটি কন্যা থাকে। রঘুনন্দ! এই সময়ে সেই গন্ধর্ব্বী সন্তুষ্ট হইয়া পূর্ণশশীর ন্যায় বিমলবদনা কন্যা সকলকে ইচ্ছানুসারে জ্যেষ্ঠক্রমে রাক্ষসদিগের উদ্দেশে দান করিল। মহাভাগা গন্ধর্ব্বকন্যাত্রয় উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে মাতার অনুমতিক্রমে রাক্ষসপতিত্রয়কে প্রদত্ত হইল। পরন্তু রাম! সুকেশতনয় সকল কৃতদার হইয়া তৎকালে অপ্সরার সহিত অমরদিগের ন্যায় ভার্য্যা সমভিব্যাহারে ক্রীড়ায় রত হইল'।

'সুন্দরী নাম্নী মাল্যবানের ভার্য্যা অতীব সুন্দরী, মাল্যবান্ সেহ ৭ তে যে যে অপত্য উৎপাদন করিয়াছেন, তাহা অবগত হউন। হে রাম! রাক্ষস বজ্রমুষ্টি, বিরূপাক্ষ, দুর্মুখ, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ, মত্ত এবং উন্মত্ত নামে সুন্দরীর পুত্র, আর অনলা নাম্নী এক সুন্দরী কন্যা হয়। হে রাম! সুমালীর ভার্য্যার নাম কেতুমতী, সেই পূর্ণশশধরসম বিমলবদনা তাহার প্রাণ অপেক্ষাও গরীয়সী ছিল। মহারাজ! নিশাচর সুমালী কেতুমতীর গর্ভে যে যে সন্তানের জন্ম দান করেন, আপনি তাহা আনুপূর্ব্বিক অবগতি করুন্। প্রহস্ত, অকম্পন, বিকট, কালিকামুখ, ধূম্রাক্ষ, দণ্ড, সুপার্শ্ব, সংহ্রাদি, প্রঘস এবং ভাসকর্ণ নামে সুমালীর শবল রাক্ষস পুত্র; আর কুম্ভীনসী, কৈকসী, রাকা এবং পুষ্পোৎকটা নাম্নী কন্যা সকল জন্ম গ্রহণ করে। হে প্রভো! দক্ষসুতার ন্যায়

নিরতিশয় রূপসম্পন্না বসুদা নাম্নী গন্ধর্ব্বী মালীর ভার্য্যা ছিল, তাহার নয়ন পদ্মপলাশের ন্যায় বিশাল ও দৃষ্টি সুমধুর। রাঘব! সুমালীর অনুজ তাহার গর্ভে যে যে অপত্য উৎপাদন করেন, আমি তাহা বর্ণন করিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন্! অনল, নল, হর ও সম্পাতি ইহারা মালীর পুত্র; ঐ নিশাচরেরাই বিভীষণের অমাত্য ছিল'।

'অনন্তর, রাক্ষসপুঙ্গব মাল্যবান্, সুমালী ও মালী অধিকতর বলদর্পে গর্ব্বিত হইয়া নিশাচর পুত্রশত সমভিব্যাহারে ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণ, ঋষিগণ, নাগগণ এবং যক্ষদিগকে তাড়িত করিতে লাগিল। তাহারা বায়ুর ন্যায় দুরাসদ হইয়া সর্ব্বদা জগৎ ভ্রমণপরায়ণ হইল। অধিক কি, সেই রাক্ষসেরা সমরক্ষেত্রে কালের ন্যায় অপরিমিত তেজস্বী ও বরলাভে অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়া সর্ব্বদা ক্রতুক্রিয়া বিনষ্ট করিতে লাগিল'।

ইতি পঞ্চম সর্গ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ সর্গ।

'রাক্ষসকর্ত্তৃক বধ্যমান দেবগণ ও তপোধন মুনিগণ ভয়ে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া দেবদেব মহাদেবের শরণাগত হইলেন। জগতের সৃজন ও অন্তকারী অব্যক্তরূপ অজ আরাধ্য সর্ব্বলোকাধার পরম গুরু কামারি ত্রিপুরারি ত্রিলোচনের সন্নিধানে গমন করিয়া সেই দেবতারা কৃতাঞ্জলি হইয়া ভয়গদ্গদবাক্যে তাঁহাকে কহিলেন। "ভগবন্! সুকেশ তনয়েরা পিতামহের বরপ্রভাবে উদ্ধত হইয়া শক্রনিপীড়ন মানসে প্রজাপতির সকল প্রজাকেই প্রপীড়িত করিতেছে। আমাদের শরণ্য আশ্রম সকল অশরণ্য করিয়াছে। স্বর্গ হইতে দেবগণকে দূরীভূত করিয়া আপনারা স্বর্গপুরে দেবতার ন্যায় ক্রীড়া করিতেছে। আমি বিষ্ণু, আমি রুদ্র, আমি ব্রহ্মা, আমি দেবরাজ, আমি যম, আমি বরুণ, আমি চন্দ্র, আমি সূর্য্য আমাদিগকে মালী, সুমালী ও মাল্যবান্ এবং তদীয় অনুচরবর্গ সমরে উৎসাহিত হইয়া বিনষ্ট করিতেছে। অতএব হে দেব! এই ভয়পীড়িতদিগকে আপনার অভয় প্রদান কর্ত্তব্য, অধিক কি, অসৌম্য শরীর অবলম্বন করিয়া দেব-কণ্টক সকলকে সংহার করুন্।"

'কপর্দ্দী প্রভু নীল-লোহিত সুরগণের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে সুকেশের প্রতি সাপেক্ষ হইয়া দেবগণকে কহিলেন, 'হে সুরগণ! তাহারা আমার অবধ্য, অতএব আমি তাহাদিগকে হনন করিব না; কিন্তু যে তাহাদিগকে নিপাতিত করিবে, আমি তাহার উপায় বলিয়া দিতেছি। হে মহর্ষিগণ! কালবিলম্ব না করিয়া এই উদ্‌যোগেই তোমরা প্রভু বিষ্ণুর শরণাগত হও, তিনিই তাহাদিগকে বিনষ্ট করিবেন।"

তৎপরে নিশাচর ভয় পীড়িত দেবগণ জয়শব্দে মহেশ্বরকে অভিনন্দন করিয়া বিষ্ণুর সমীপে আগমন করিলেন। সেই শঙ্খচক্রধর দেবতাকে অধিকতর সম্মানসহকারে প্রণাম করিয়া সুকেশ তনয় সকলের উদ্দেশে সসম্ভ্রম বাক্য কহিতে লাগিলেন। "হে দেব! অনলত্রিতয়ের ন্যায় অত্যন্ত তেজঃপুঞ্জ সুকেশতনয় ত্রয় বরলাভ প্রযুক্ত আক্রমণ করিয়া আমাদিগের স্থান সকল অপহরণ করিয়াছে। ত্রিকূট পর্ব্বতের শিখরে লঙ্কা নাম্নী দুর্গমপুরী আছে। নিশাচরেরা সেই পুরে থাকিয়া আমাদিগের প্রতিকূলাচরণ করিতেছে। হে মধুসূদন! আপনি আমাদের হিতকামনায় তাহাদিগকে বিনষ্ট করুন্। হে সুরেশ্বর! আমরা আপনার শরণাগত হইলাম, অতএব আপনি আমাদের আশ্রয় হউন। চক্রদ্বারা তাহাদের বদনকমল ছেদন করিয়া, যমকে অর্পণ করুন্; আপনি ব্যতীত ভয়কালে আমাদের অভয়দাতা আর কেহই নাই। হে দেব! ভাস্কর যেমন নীহার নাশকরেন, সেইরূপ আপনি হৃষ্টচিত্ত মদোদ্ধত রাক্ষস সকলকে অনুচর সহ সমরে নিহত করিয়া আমাদের ভয় অপনয়ন করুন্"। শক্রগণের ভয়প্রদ দেবদেব জনার্দ্দন দেববৃন্দের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে দেবতা সকলকে অভয় দান করিয়া কহিলেন, "আমি

সুকেশ রাক্ষসকে জানি, সে শিবের বরপ্রভাবে অত্যন্ত দর্পিত এবং তাহার তনয় সকলকেও অবগত আছি, তাহাদের জ্যেষ্ঠ মাল্যবান্। রাক্ষসাধমেরা বধ্যাবধ্যবিচারবিমুখ, অতএব আমি সক্রোধে তাহাদিগকে নিহত করিব, হে সুরগণ! তোমরা বিজ্বর হও।"

'সুরবর্গ প্রভবিষ্ণু বিষ্ণুর এই কথা শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে জনার্দ্দনের প্রশংসা করিতে করিতে আবাস অভিমুখে গমন করিলেন। পরন্তু, নিশাচর মাল্যবান্ বিবুধগণের উদ্‌যোগ বৃত্তান্ত শুনিয়া বীর ভ্রাতৃযুগলকে কহিল, "অমরবর্গ ও ঋষিবৃন্দ আমাদিগের বধবাসনায় শঙ্করসন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহাকে এইরূপ কহিয়াছে যে, হে দেব! ঘোররূপ সুকেশ সন্ততি সকল একেত গর্ব্বিত, বিশেষতঃ বরদান বলে উদ্ধত হইয়া প্রতিক্ষণেই আমাদের প্রতিকূলাচরণ করিতেছে। হে প্রজারক্ষক! সেই দুরাত্মা রাক্ষসগণকর্তৃক অভিভূত হইয়া তাহাদের ভয়ে স্ব স্ব আলয়ে অবস্থান করিতে সমর্থ হই না। অতএব হে ত্রিলোচন! আমাদের হিতার্থ তাহাদিগকে সংহার করুন্। দাহকপ্রবর! আপনি হুঙ্কার দ্বারাই রাক্ষসদিগকে দহন করিয়া ফেলুন।"

'অন্ধকসূদন ত্রিদশোক্ত ঈদৃশ বচন শ্রবণে মস্তক ও হস্ত কম্পিত করিয়া এইরূপ কহিলেন, "হে দেবগণ! সেই সুকেশতনয়েরা আমার অবধ্য, যে তাহাদিগকে সমরে নিহত করিবে, আমি তোমাদিগকে তাহার উপায় বলিয়া দিতেছি। তোমরা গদাধর চক্রপাণি পীতবাসা জনার্দ্দন শ্রীমান্ নারায়ণ হরির শরণ লও।"

'তাঁহারা হরসন্নিধান উপায় অবগত হইয়া কামরিপু মহাদেবকে অভিবাদনপূর্ব্বক নারায়ণের অন্তিকে আসিয়া তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তৎপরে নারায়ণ ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণকে কহিলেন, "হে সুরগণ! তোমরা নির্ভয় হও, আমি সেই সুরশত্রু সংহার করিব।" "হে রাক্ষসবরযুগল! হরি আমাদিগকে বধ করিবেন বলিয়া ভয়ভীত দেবগণ সন্নিধানে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। অতএব এস্থলে যাহা উচিত তাহার চিন্তা কর। হিরণ্যকশিপু এবং অপরাপর সুরশত্রুগণের মৃত্যু বিবরণ আমাদের শ্রবণ গোচর হইয়াছে। নমুচি, কালনেমি, বীরসত্তম সংহ্লাদ, বহুমায়াধর রাধেয়, ধার্ম্মিক লোকপাল, যমল, অর্জ্জুন, হার্দ্দিক্য, শুম্ভ, নিশুম্ভ প্রভৃতি সত্ত্বসম্পন্ন মহাবল অসুর ও দানবগণ সমরে বিষ্ণুর নিকট বিজয় প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা শ্রুত হয় নাই, বিশেষতঃ তাহারা সকলেই মায়াবী, সকলেই সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী, সকলেই শত্রু সকলের ভয়ঙ্কর এবং সকলেই ক্রতুশতদ্বারা যজ্ঞ করিয়াছিলেন। কিন্তু, নারায়ণ সেই শত সহস্র সুরশত্রুকেও নিপাতিত করিয়াছেন। অতএব ইহা বিদিত হইয়া সকলের যাহাতে ভাল হয়, তাহাই তোমাদের কর্ত্তব্য, কিন্তু, যিনি আমাদিগকে হনন করিতে বাসনা করিয়াছেন, সেই নারায়ণকে জয় করা ক্লেশকর।"

"অনন্তর, সুমালী ও মালী মাল্যবানের বাক্য শুনিয়া বাসবকে অশ্বিনীকুমার যুগলের ন্যায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে কহিল "আমরা নিরাময় আয়ুঃ প্রাপ্ত হইয়া সম্যক্ অধ্যয়ন, অভীষ্টদান ও ঐশ্বর্য্যের পরিপালন করিয়া পূর্ব্বানুষ্ঠিত অধ্যয়নাদি দ্বারা স্বধর্ম্ম স্থাপন করিয়াছি। অধিকন্তু, অক্ষোভ্য দেবসাগর শস্ত্রসমূহ দ্বারা অবগাহন করিয়া অপ্রতিম শত্রু সকলকে পরাজয় করায় আমাদের মৃত্যুজনিত ভয়ও অপনীত হইয়াছে! নারায়ণ, রুদ্র, শক্র অথবা যম সকলেই আমাদের সম্মুখে থাকিতে নতত ভীত হয়েন। হে রাক্ষসেশ্বর! বিষ্ণুর বিদ্বেষের কারণ নাই, কেবল দেবতাদিগের দোষেই বিষ্ণুর মনঃ বিচলিত হইয়াছে। অতএব আমরা সকলে পরস্পর সমবেত হইয়া যাহাদের হইতে দোষ সমুপস্থিত হইয়াছে, অদ্যই তাহাদিগকে হনন করিব।"

'হে রাম,! রাক্ষসপুঙ্গবেরা এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া যুদ্ধোদ্‌যোগের ঘোষণা দিয়া সমুদয় উদ্‌যোগের সহিত যুদ্ধার্থ নির্গত হইল। সেই বিশালদেহ মহাকায় নিশাচরেরা কেহ স্যন্দনে, কেহ বারণে, কেহ করিসন্নিভ অশ্বে কেহ খরে, কেহ গোয়ে, কেহ শিশুমারে কেহ

ভুজঙ্গমে, কেহ মকরে, কেহ কচ্ছপে, কেহ বিহঙ্গে, কেহ সিংহে, কেহ ব্যাঘ্রে, কেহ বরাহে কেহ সৃমরে, কেহ চমরে আরোহণ করিয়া লঙ্কা পরিত্যাগপূর্ব্বক গমন করিল। দেবরিপু বলগর্ব্বিত রাক্ষস সকল যুদ্ধার্থ দেবলোকে যাইতে লাগিল। তৎকালে লঙ্কায় যে সকল ভয়দর্শী দেবতা ছিলেন, তাঁহারা লঙ্কার নাম দর্শন করিয়া বিমনস্ক হইলেন। শত সহস্র রাক্ষসেরা উৎকৃষ্ট রথে আরূঢ় হইয়া যত্ন অবলম্বনপূর্ব্বক অবিলম্বে দেবলোকে গমন করিল। দেবতারা রাক্ষসদিগের যাত্রার সঙ্গেই তথা হইতে অপক্রান্ত হইলেন'।

'ভয়াবহ ভৌম ও অন্তরিক্ষ উৎপাত সকল কালকর্ত্তৃক নিযোজিত হইয়া রাক্ষসপতিগণের পরিভবের নিমিত্ত উত্থিত হইতে লাগিল। মেঘসমূহ উষ্ণশোণিত ও অস্থিবর্ষণ করিতে লাগিল। সাগর সকল বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া উচ্ছলিত ও ভূধরবৃন্দ চলিত হইল। মেঘের ন্যায় গভীরস্বর প্রাণিসকল অট্টহাস বিমোচন করিল, ঘোরদর্শন শিবাসমূহ নিদারুণস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। ভূতবৃন্দ পতিত হইয়া ক্রমান্বয়ে দৃষ্টি গোচর হইতে লাগিল। সুমহৎ গৃধ্র চক্র মুখ দ্বারা জ্বালা উদ্গীরণ করিকে করিতে কালের ন্যায় রাক্ষসগণের উপরি পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। কপোত ও রক্তপদ সারিকা সকল বিক্রুত হইয়া প্রস্থান করিল। দ্বিপাদ কাক ও বিড়ালসমূহ তথায় চীৎকার করিতে লাগিল'।

বলগর্ব্বিত রাক্ষসেরা সেই উৎপাত সকল অগ্রাহ্য করিয়া গমন করিল, কিন্তু কালপাশের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইল না। রাক্ষসদিগের অগ্রসর মহাবল মাল্যবান্, সুমালী ও মালী পাবকের ন্যায় প্রজ্বলিত হইল; দেববৃন্দ যেমন বিধাতার আশ্রয় গ্রহণ করেন, তদ্রূপ সেই নিশাচরেরা মাল্যবান্ অচলের ন্যায় মাল্যবানের আশ্রয় লইল। রাক্ষসেন্দ্রগণের সেই বল মাল্যবানের বশীভূত থাকিয়া জয়লালসায় মহামেঘের ন্যায় ঘোররবে দেবলোকে গমন করিল। তৎকালে প্রভু নারায়ণ দেবদূতসন্নিধানে রাক্ষসদিগের উদ্যোগ বিবরণ শ্রবণ করিয়া আয়ুধ ও তূণীরে সুসজ্জিত হইয়া গরুড়ে আরোহণপূর্ব্বক যুদ্ধযাত্রা করিতে মানস করিলেন। তখন প্রভু কমলনয়ন সহস্র সূর্য্যসদৃশ প্রভাময় দিব্য কবচে আবৃত হইয়া শরপূর্ণ বিমল ইষুধিযুগল, অসিবন্ধন রজ্জু, বিমল খড়্গ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গ, ধনুঃ এবং খড়্গপ্রভৃতি উৎকৃষ্ট আয়ুধ সকল বন্ধন-পূর্ব্বক বিনতানন্দন গিরিসদৃশ সুপর্ণে আরোহণ করিয়া রাক্ষসদিগের অভিভবের জন্য অবিলম্বে গমন করিলেন। তড়িৎরাজি বিরাজিত তোয়দ সকল কাঞ্চনগিরির শৃঙ্গে যাদৃশ শোভিত হয়, তৎকালে শ্যামবর্ণ পীতাম্বর হরি সুপর্ণের পৃষ্ঠে থাকিয়া সেইরূপ শোভিত হইলেন। সেই হরি শঙ্খ, চক্র, খড়্গ ও শার্ঙ্গায়ুধ করে ধারণপূর্ব্বক সিদ্ধ, দেবর্ষি, মহোরগ, যক্ষ এবং গন্ধর্ব্বগণকর্ত্তৃক উপগীত হইয়া সুরশত্রুগণের সেনামধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উপল সকল চঞ্চল হইলে নীল অচলের অগ্রভাগ যাদৃশ হয়, তৎকালে রাক্ষসরাজের সেই সেনা সকল সুপর্ণের পক্ষসম্ভূত সমীরণের আঘাতে বল বিহীন, পতাকা সকল ভ্রমিত ও শস্ত্রসমূহ বিকীর্ণ হইয়া একেবারে চঞ্চল হইয়া উঠিল। তদনন্তর, সহস্র সহস্র নিশাচরেরা মাধবের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া শোণিত ও মাংস দ্বারা রঞ্জিত যুগান্তকালীন অনলের ন্যায় শরীর সম্পন্ন শাণিত উত্তম আয়ুধপুঞ্জ দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিল।'

ইতি ষষ্ঠ সর্গ ॥ ৬।

সপ্তম সর্গ।

বারিদবৃন্দ যেমন পর্ব্বতপৃষ্ঠে বর্ষণ করে, সেইরূপ রাক্ষসরূপ মেঘসমূহ গর্জ্জন করিয়া নারায়ণ স্বরূপ গিরিতে অস্ত্র বর্ষণ দ্বারা তাঁহাকে পীড়িত করিতে লাগিল। নির্ম্মল শ্যামবর্ণ বিষ্ণু বর্ষমাণ পয়োধরপুঞ্জে আবৃত অঞ্জনগিরির ন্যায়, সেই নীলকান্তি নিশাচরবর্গ দ্বারা বেষ্টিত হইলেন। যেমন শলভসমূহ কেদারে, মশকগণ পাবকে, বনমক্ষিকা ক্ষৌদ্র-

কলসে এবং মকর সকল অর্ণব মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ বজ্র, অনিল ও মনঃসদৃশ বেগগামী শরসমূহ রাক্ষসদিগের ধনুর্ম্মুক্ত হইয়া প্রলয়কালে লোক সকলের ন্যায় হরির দেহ মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। অশ্বারোহী, রথী ও পদাতি সকল অশ্ব, গজ এবং স্যন্দন সমভিব্যাহারে অম্বরে অবস্থিত হইল। প্রাণায়াম সকল যেমন দ্বিজগণের শ্বাসরোধ করে, সেইরূপ গিরিপ্রতিম রাক্ষসেন্দ্রেরা শক্তি, ঋষ্টি ও তোমার প্রভৃতি শরবর্ষণ দ্বারা নারায়ণের নিশ্বাস নিরোধ করিল।'

'তখন দুর্দ্ধর্ষ হরি মীনাহত মহোদধির ন্যায় নিশাচর দ্বারা তাড়িত হইয়া শার্ঙ্গধনুঃ উদ্যত করিয়া রাক্ষসদিগের প্রতি শরসমূহ ত্যাগ করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু আকর্ণ আকর্ষণপূর্ব্বক পরিত্যক্ত বজ্রকল্প মনোজব নিশিত-সায়কপুঞ্জদ্বারা শত সহস্র রাক্ষসকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বায়ু যেমন উত্থিত মেঘকে বিদূরিত করে, সেইরূপ পুরুষোত্তম হরি শরবর্ষণদ্বারা তাহাদিগকে বিদ্রাবিত করিয়া পাঞ্চজন্য নামক মহাশঙ্খ শব্দিত করিলেন। সেই জলজাত শঙ্খরাজ হরিকর্ত্তৃক সবলে শব্দিত হইয়া ত্রৈলোক্য ব্যথিত করিয়াই যেন ঘোররবে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। মৃগরাজ যেমন অরণ্যমধ্যে সমদ কুঞ্জর সকলকে ত্রাসিত করে, সেইরূপ সেই শঙ্খরাজরব রাক্ষসদিগের ত্রাস উৎপাদন করিল। তৎকালে বীর সকল শঙ্খরবে দুর্ব্বল হইয়া রথ হইতে পতিত হইল, কুঞ্জরগণ মদ পরিত্যাগ করিল, অশ্ব সকল স্থির থাকিতে সমর্থ হইল না'।

'বজ্রসম আননসমন্বিত সুপুঙ্খ সায়ক সকল শার্ঙ্গচাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া সেই রাক্ষসদিগকে বিদারণ করিয়া ক্ষিতিতলে প্রবেশ করিল। রাক্ষসেরা নারায়ণের করকমল হইতে বিচ্যুত শরসমূহে সমরে ভিদ্যমান হইয়া বজ্রাহত শৈলের ন্যায় ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইল। বিষ্ণু চক্রদ্বারা সঞ্জাত ক্ষত সকল গৈরিকধারাস্রাবি অচলরাজির ন্যায় শত্রু শরীর হইতে ধারাপ্রবাহে রুধিরক্ষরণ করিতে লাগিল। বৈষ্ণবরব, শঙ্খরাজ-রব এবং শার্ঙ্গচাপ-রব মিলিত হইয়া রাক্ষসদিগের রব ও প্রাণ যেন গ্রাস করিয়া ফেলিল। তখন সেই হরি তাহাদের কম্পিত শিরোধরা, শর; ধ্বজ, ধনুঃ, রথ, পতাকা ও তূণীর ছেদন করিলেন। সূর্য্যমণ্ডল হইতে যেমন কিরণরাজি নিঃসৃত হয়, সাগর হইতে যেমন সলিলৌঘ প্রবাহিত হয়, পর্ব্বত হইতে নাগেন্দ্র সকল যেমন ধাবিত হয়, অম্বুদ হইতে যেমন ধারা বিসৃষ্ট হয়, সেইরূপ শত সহস্র সায়ক সকল নারায়ণ হইতে নিঃসৃত হইয়া অতিবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। আবার কতকগুলি শর শার্ঙ্গচাপে মোচনোন্মুখ হইয়া রহিল। শরভসন্নিধানে সিংহ, সিংহসমীপে দ্বিরদ, দ্বিরদের নিকটে ব্যাঘ্র, ব্যাঘ্রের সন্নিধানে দ্বীপি, দ্বীপির অন্তিকে শ্বা, শ্বা সমীপে মার্জ্জার, মার্জ্জারের অন্তিকে সর্প এবং সর্পের সমীপে মূষিক সকল পরাজিত হইয়া যেমন পলায়ন করে, তদ্রূপ সেই রাক্ষস সকল প্রভবিষ্ণু বিষ্ণুকর্ত্তৃক বিদ্রাবিত হইয়া পলায়ন করিল। পরে বিষ্ণু পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া তাহাদিগের কতকগুলিকে মহীতলে শায়িত করাইলেন। তখন সুররাজের তোয়দনাদের ন্যায়, মধুসূদন সহস্র সহস্র রাক্ষস সংহার করিয়া বারিজ শঙ্খ বায়ুদ্বারা পূরিত করিলেন। প্রধান প্রধান রাক্ষসবল নারায়ণের শরাঘাতে বিত্রস্ত ও শঙ্খনাদে বিহ্বল হইয়া লঙ্কার অভিমুখে গমন করিল। নারায়ণের সায়কে সমাহত হইয়া রাক্ষসবল ভগ্ন হইলে সুমালী শরবর্ষণদ্বারা হরিকে সমরে নিবারণ করিল। পরন্তু, নীহার যেমন ভাস্করকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখে, সেইরূপ রাক্ষস তাঁহাকে আচ্ছাদন করিল। তৎকালে সত্ত্ব সম্পন্ন রাক্ষসেরা পুনর্ব্বার ধৈর্য্য অবলম্বন করিল। তৎপরে সেই বলদর্পিত রাক্ষস রোষবশতঃ ঘোরতর গর্জ্জন করিতে করিতে রাক্ষসগণকে যেন পুনরুজ্জীবিত করিয়াই আপতিত হইল। লম্বমান অভরণ উৎক্ষেপণ করিয়া করি যেমন করকম্পনপূর্ব্বক চীৎকার করিতে থাকে, তদ্রূপ রাক্ষস হর্ষপরবশ হইয়া তৎকালে সবিদ্যুৎ তোয়দের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল। সুমালী শব্দ করিতে থাকিলে হরি তাহার সারথির প্রজ্বলিত কুণ্ডল-

ভূষিত শিরশ্ছেদন করিলেন ; তৎকালে রাক্ষসের অশ্বসকল সারথিবিহীন হইয়া স্বেচ্ছাবিহারী হইল। ধৈর্য্যবিহীন মানব যেমন পরিভ্রান্ত ইন্দ্রিয়স্বরূপ অশ্বদ্বারা ভ্রমিত হয়েন, সেইরূপ রাক্ষসেশ্বর সুমালী সেই ভ্রান্ত হয়গণদ্বারা ভ্রামিত হইতে লাগিল।

'মহাবাহু বিষ্ণু রণাঙ্গনে আপতিত হইলে মালী স্বীয় শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক উদ্যুক্ত হইয়া তাঁহাকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিল। কার্ত্তস্বর বিভূষিত বাণসমূহ মালীর কার্ম্মুকনির্ম্মুক্ত হইয়া ক্রৌঞ্চপর্ব্বতে পতত্রিপুঞ্জের ন্যায় হরির শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। তখন সেই বিষ্ণু মালিকর্ত্তৃক নির্ম্মুক্ত সহস্র সহস্র শরজালে পীড়িত হইয়া আধিদ্বারা আক্রান্ত জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির ন্যায়, সমরে ক্ষুভিত হইলেন না। তৎপরে গদাপাণি অসিধর ভূতভাবন ভগবান্ জ্যাশব্দ করিয়া মালীর প্রতি বাণ সকল বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। বজ্র ও বিদ্যুতের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ সেই শর সকল মালীর শরীরে আসিয়া নাগগণ যেমন সুধারস পান করে, সেইরূপ তাহার রুধির পান করিতে লাগিল। তখন শঙ্খ চক্রগদাধর হরি মালীকে বিমুখ করিয়া তাহার মুকুট, ধ্বজ, কার্ম্মুক এবং বাজি সকলকে পাতিত করিলেন। পরন্তু, নিশাচর মালী বিরথ হইয়া গদা গ্রহণপূর্ব্বক পর্ব্বতাগ্র হইতে কেশরীর ন্যায় গদাহস্তে উল্লম্ফন করিতে লাগিল। অন্তক যেমন ঈশানের প্রতি অস্ত্র ক্ষেপণ করিয়াছিলেন এবং বাসব বজ্রদ্বারা যেমন অচলকে আহত করেন, সেইরূপ রাক্ষস পতত্রিরাজ গরুড়ের ললাটদেশে গদাদ্বারা আঘাত করিল। তখন গরুড় সেই মালীকর্ত্তৃক গদাঘাতে অতিশয় অভিভূত ও বেদনায় ব্যথিত হইয়া দেব হরিকে রণ হইতে পরাঙ্মুখ করিল। মালিকর্ত্তৃক আহত গরুড় দ্বারা দেব হরি পরাঙ্মুখ হইলে, নর্দ্দমান রাক্ষসদিগের ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হইল। পরাঙ্মুখ হইয়াও হরিহয়ানুজ ভগবান্ হরি রাক্ষসগণের সিংহনাদ শ্রবণপূর্ব্বক রোষে পক্ষিরাজপৃষ্ঠে তির্য্যক্‌ভাবে অবস্থিত হইয়া মালীর বিনাশবাসনায় চক্র পরিত্যাগ করিলেন। সূর্য্যমণ্ডলসম তেজঃপুঞ্জ কালচক্রপ্রতিম সেই চক্র স্বীয় প্রভাপটলদ্বারা নভোমণ্ডল দ্যোতিত করিয়া মালীর মস্তক পাতিত করিল। রাক্ষসরাজের সেই বিভীষণ শির চক্রদ্বারা কর্ত্তিত হইয়া পুরাকালীন রাহু মস্তকের ন্যায় রুধির উদ্গিরণ করিতে করিতে পতিত হইল'।

'তখন সুরগণ সংহৃষ্ট হইয়া "সাধু দেব" এই কথা বলিয়া সকলে উচ্চারিত সিংহনাদ মোচন করিতে লাগিলেন। সুমালী ও মাল্যবান্ মালীকে নিহত দেখিয়া শোকসন্তপ্তহৃদয়ে বল সমভিব্যাহারে লঙ্কায় ধাবিত হইল। তৎকালে গরুড় আশ্বস্ত ও প্রতিনিবৃত্ত হইয়া কোপবশতঃ পূর্ব্বের ন্যায় পক্ষসম্ভূত বায়ুদ্বারা রাক্ষসদিগকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিল। কাহারও বদনকমল চক্রচ্ছিন্ন, কাহারও বক্ষঃস্থল গদাঘাতে চূর্ণ, লাঙ্গলদ্বারা কাহার গ্রীবা হরণ, মুষলপ্রহারে কাহার মস্তক বিভিন্ন, অসিদ্বারা কাহারও বা মস্তক ছিন্ন এবং কাহাকে শরজালে তাড়িত করিলেন। এইরূপে রাক্ষসেরা আহত হইয়া অম্বরতল হইতে অবিলম্বে সাগরজলে নিপতিত হইল। সবিদ্যুৎ মহামেঘ যেমন অশনিদ্বারা বিদীর্ণ হয়, সেইরূপ নারায়ণও ধনুর্ম্মুক্ত ইষুবর ও অশনিপ্রহারে উন্মুক্ত অথচ বিধূতকেশ রাক্ষসদিগকে বিদারণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে রাক্ষসসেনাগণের বিনীতবেশ শরসমূহে বিনষ্ট, নিয়ত নিপতিত শস্ত্রদ্বারা আতপত্র বিভিন্ন ও অস্ত্র বিনিঃসৃত হওয়ায় সেই বল ভয়বশতঃ চঞ্চলনেত্র হইয়া আত্ম পর জ্ঞানবিহীন হইল। সিংহার্দ্দিত কুঞ্জরের ন্যায় নৃসিংহকর্ত্তৃক নিপীড়িত নিশাচরগণের রব ও বেগ এবং হস্তিগণের রব ও বেগ এককালে সমুদ্ভূত হইল। যেমন কৃষ্ণমেঘ সকল বায়ুদ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়া ধাবিত হয়, সেইরূপ নিশাচররূপ কৃষ্ণমেঘসমূহ হরির বাণজালে নিবারিত হইয়া স্বীয় বাণজাল বিকীর্ণ করিতে করিতে ধাবিত হইল। রাক্ষসেন্দ্র সকল চক্রপ্রহারে বিচ্ছিন্ন, মস্তক গদাঘাতে চূর্ণ, অঙ্গ অসিপ্রহারে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া

শৈলের ন্যায় পতিত হইল। তৎকালে নিপাত্যমান নীলপর্ব্বতের ন্যায় বিলম্বমান মণিময়হার কুণ্ডলে শোভিত নীল বলাহকসম নিপাত্যমান নিশাচরগণে ভূতল আচ্ছন্ন হইয়া গেল।'

ইতি সপ্তম সর্গ ॥ ৭ ॥

অষ্টম সর্গ।

সেই বল পদ্মনাভকর্ত্তৃক পশ্চাৎ হইতে নিহন্যমান হইলে মাল্যবান্ বেলাভূমি প্রাপ্ত অর্ণবের ন্যায় নিবৃত্ত হইল। পরে নিশাচর ক্রোধবশতঃ নয়নলোহিত করিয়া শিরঃসঞ্চালনপূর্ব্বক পুরুষোত্তম পদ্মনাভকে এই কথা কহিল, "নারায়ণ! তুমি পুরাতন ক্ষাত্রধর্ম্ম অবগত নও; কারণ আমরা ভীত হইয়া যুদ্ধে অমনোযোগী হইয়াছি, তথাপি তুমি ইতরের ন্যায় আমাদিগকে হনন করিতেছ। হে সুরেশ্বর! যে পরাঙ্মুখ ব্যক্তির বধজনিত পাপ করে, সেই হন্তা পরলোকে গমন করিয়া পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠাতৃগণের স্বর্গ প্রাপ্ত হয় না। অথবা হে শঙ্খচক্র গদাধর! যদি তোমার যুদ্ধে অভিলাষ থাকে, তবে তোমার যাহা কিছু বল আছে, তাহা প্রদর্শন কর, আমি অবস্থিত হইয়া তাহা দেখিতেছি।'

মাল্যবান্ অচলের ন্যায়, রাক্ষসরাজ মাল্যবান্কে অবস্থিত দেখিয়া বলশালী দেবরাজানুজ তাঁহাকে কহিলেন, "তোমাদিগের ভয়ে ভীত দেবগণকে রাক্ষসনাশরূপ অভয় দান করিয়াছি এখন রাক্ষসবিনাশ করিয়া তাহা প্রতিপালন করিতেছি। প্রাণদ্বারাও দেবতাদিগের প্রিয়সাধন করা আমার সর্ব্বদা কর্ত্তব্য, যদি তোমরা রসাতলে প্রবিষ্ট হও, তথাপি আমি তোমাদিগকে নিহত করিব।"

লোহিতকমলসদৃশ লোচনসমন্বিত দেবদেব এইরূপ কহিতেছেন, ইত্যবসরে রাক্ষসেন্দ্র রোষপরবশ হইয়া শক্তিদ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল ভেদ করিল। তখন সেই মাল্যবানের ভুজনির্মুক্তা শক্তি ঘণ্টাদ্বারা শব্দায়মান হইয়া মেঘস্থিত বিদ্যুতের ন্যায় হরির বক্ষঃস্থলে শোভা পাইতে লাগিল। শক্তিধরপ্রিয় কমললোচন হরি তৎপরক্ষণেই সেই শক্তিকে উত্তোলন করিয়া মাল্যবানের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন। মহতী উল্কা যেমন অঞ্জনাচলের অভিমুখে গমন করে, তদ্রূপ সেই শক্তি গোবিন্দের করনিঃসৃত হইয়া গুহোৎসৃষ্ট শক্তির ন্যায় রাক্ষসের বিনাশাকাঙ্ক্ষায় ধাবিত হইল। অশনি যেমন গিরিশৃঙ্গে নিপতিত হয়, তদ্রূপ সেই শক্তি হারমালাদ্বারা অবভাষিত রাক্ষসেন্দ্রের বিশাল বক্ষঃস্থলে পতিত হইল। শক্তিপ্রহারে তনুত্রাণ বিভিন্ন হওয়ায় মাল্যবান্ বিপুল মোহে আবিষ্ট হইল, কিন্তু, পুনর্ব্বার আশ্বস্ত হইয়া গিরির ন্যায় অচলভাবে অবস্থিত রহিল। অবশেষে বহুল কণ্টকাকীর্ণ কৃষ্ণলোহনির্ম্মিত শূল গ্রহণ করিয়া দেবশ্রেষ্ঠ হরির বক্ষঃস্থলের মধ্যস্থলে দৃঢ় প্রহার করিল। অপিচ সেই রণপ্রিয় নিশাচর বাসবানুজ বিষ্ণুকে মুষ্টিদ্বারা তাড়িত করিয়া ধনুর্ম্মাত্রসহায় হইয়া পশ্চাৎ হইতে পরাবৃত্ত হইল। তখন অম্বরতলে "সাধু সাধু" এই মহান্ শব্দ সমুত্থিত হইল। রাক্ষস বিষ্ণুকে আহত করিয়া গরুড়কেও তাড়িত করিল।'

'তখন বলবান্ বিনতানন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া বায়ুপ্রেরিত শুষ্ক পর্ণচয়ের ন্যায় পক্ষবায়ুদ্বারা রাক্ষসকে দূরে অপসারিত করিল। অগ্রজ মল্যবান্ পক্ষিরাজের পক্ষবাতদ্বারা তাড়িত হইল, সুমালী ইহা অবলোকনে স্ববল সমভিব্যাহারে লঙ্কাভিমুখে গমন করিল। পক্ষসম্ভূত বায়ুবলে উৎক্ষিপ্ত হইয়া মাল্যবান্ রাক্ষসও লজ্জায় পরিবৃত ও স্বীয় সেনার সহিত মিলিত হইয়া লঙ্কায় প্রবিষ্ট হইল॥'

'কমললোচন রাম! প্রধান প্রধান সেনানায়ক সকল নিহত হওয়ায় রাক্ষসেরা এইরূপ হরির নিকট রণে ভঙ্গ দিল। সেই বলপীড়িত রাক্ষসেরা বিষ্ণুর সহিত প্রতিযুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়া লঙ্কা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পত্নী সমভিব্যাহারে পাতালে বাস করিতে গমন করিল।'

'রঘুসত্তম! বিখ্যাতবীর্য্য রাক্ষস সকল শালঙ্কটঙ্কটাবংশীয় সুমালীর আশ্রয় অবলম্বনপূর্ব্বক কালযাপন করিতে লাগিল। রাম!

তুমি পুলস্ত্যবংশীয় যে সকল রাক্ষস নিহত করিয়াছ, মহাভাগ সুমালী, মাল্যবান্ এবং মালী ইহারা সকলেই তাহাদের অপেক্ষা প্রধান; অধিক কি, রাবণ অপেক্ষাও অধিকতর বলবান্। শঙ্খচক্রগদাধর দেব নারায়ণ ব্যতীত অপর কেহ দেবগণের পীড়াদায়ক সুরশত্রু রাক্ষসদিগকে সংহার করিতে পারে না। তুমি চতুর্ব্বাহু দেব সনাতন নারায়ণ, তুমিই অজেয় প্রভু অব্যয়; কিন্তু তুমি রাক্ষস নাশ করিবার কারণ মায়ারূপে উৎপন্ন হইয়াছ। তুমি বিহত ধর্ম্মের সুব্যবস্থা করিয়া থাক; তুমি সময়ে সময়ে প্রজা সৃষ্টি কর, তুমি শরণাগত বৎসল, সুতরাং দস্যুদিগের বধকরিবার জন্য সময়ে সময়ে তোমাকে মায়াদ্বারা দেহ পরিগ্রহ করিতে হয়।'

'হে নরাধিপ! আজ তোমার নিকট রাক্ষসদিগের এই সমস্ত উৎপত্তি বৃত্তান্ত যথাবৎ কীর্ত্তন করিলাম, হে রঘুসত্তম! রাবণ ও তদীয় পুত্রগণের জন্ম এবং অতুল প্রভাবের বিষয় পুনর্ব্বার আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ কর। যখন সেই বলবান্ রাক্ষস সুমালী বিষ্ণুভয়ে প্রপীড়িত হইয়া পুত্র পৌত্র সমভিব্যাহারে সুদীর্ঘকাল রসাতলে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল, তৎকালে ধনেশ্বর লঙ্কায় বসতি করিতে লাগিলেন।'

ইতি অষ্টম সর্গ ॥ ৮ ॥

নবম সর্গ।

"নীলজীমূতসঙ্কাশ সুমালী রাক্ষস কিয়ৎকাল পরে রসাতল হইতে নিঃসৃত হইয়া বিমল স্বর্ণগঠিত কুণ্ডল পরিধানপূর্ব্বক পদ্মবিহীন শ্রীর ন্যায় অবিবাহিতা দুহিতা সমভিব্যাহারে সমস্ত মর্ত্ত্যলোকে বিচরণ করিতে লাগিল। পরন্তু রাক্ষসরাজ তৎকালে মহীতলে ভ্রমণ করিতে করিতে ধনেশ্বরকে নয়নগোচর করিল। তখন পুলস্ত্যতনয় বিভু ধনদ পুষ্পক রথে আরূঢ় হইয়া পিতার দর্শনলালসায় যাইতেছিলেন, পাবকসদৃশ দেবসঙ্কাশ ধনেশ্বরকে তদবস্থায় নিরীক্ষণ করিয়া রাক্ষস মর্ত্ত্যলোক হইতে সবিস্ময়ে রসাতলে প্রবিষ্ট হইল। মহামতি রাক্ষস তথায় যাইয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল যে, "কোন্ শ্রেয়কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আমরা কি উপায়ে এইরূপ বর্দ্ধিত হইব।' সুনীল জলদপ্রতিম বিমল সুবর্ণকুণ্ডলভূষিত মহামতি রাক্ষসপতি তৎকালে এইরূপ চিন্তা করিয়া কৈকসী নাম্নী স্বীয় সুতাকে কহিল, "পুত্রি! তোমার যৌবন অতীত হইতেছে, অতএব সম্প্রদানের এই উপযুক্ত সময়। পাছে, প্রত্যাখাত হয়, এই আশঙ্কায় ভীত হইয়া বর সকল তোমাকে পরিগ্রহ করিতেছে না। পুত্রি! তুমি সাক্ষাৎ শ্রীর ন্যায় সমস্ত গুণে ভূষিতা, অতএব আমরা সকলে ধর্ম্মবুদ্ধি হইয়া তোমার বিশিষ্ট বর লাভের জন্য সযত্ন হইয়াছি। কন্যাকে! 'কোন্ ব্যক্তি কন্যাকে বরণ করিবে, মানকাঙ্ক্ষী সমস্ত জনগণের পিতৃত্বনিবন্ধন যে এই দুঃখ হইয়া থাকে, কন্যা তাহা জানিতে পারে না। মাতৃকুল, পিতৃকুল, শ্বশুরকুল এই কুলত্রয়কেই কন্যা সর্ব্বদা সংশয়ে স্থাপিত করিয়া অবস্থিত থাকে। পুত্রি! প্রজাপতিকুলসম্ভূত মুনিবর পুলস্ত্যনন্দন বিশ্রবা সন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহাকে স্বয়ং স্বামিত্বে বরণ কর। পুত্রি! এই ধনেশ্বর ভাস্করের ন্যায় যাদৃশ তেজঃসম্পন্ন, তোমার তাদৃশ পুত্র উৎপন্ন হইবে।" পরন্তু, সেই কন্যা তাদৃশ বাক্য শ্রবণে পিতৃগৌরবনিবন্ধন যে স্থানে বিশ্রবা মুনি তপস্যা করিতেছিলেন, তথায় গমন করিয়া অবস্থিত হইল। রাম! তৎকালে পুলস্ত্যতনয় দ্বিজবর বিশ্রবা চতুর্থ পাবকের ন্যায় প্রদোষ সময়ে অগ্নিহোত্র করিতেছিলেন। কিন্তু, সেই ভামিনী নিদারুণ প্রদোষকাল বিবেচনা না করিয়াই পিতৃগৌরববশতঃ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া অঙ্গুষ্ঠাগ্রদ্বারা বারম্বার ভূমি খনন করতঃ চরণপ্রান্তে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক অধোমুখে অবস্থিত হইল।'

'পরম উদারপ্রকৃতি মুনি স্বীয় তেজঃপ্রভাবে দীপ্যমানা পূর্ণচন্দ্রাননা সেই সুশ্রোণিকে অবলোকন করিয়া কহিলেন, "ভদ্রে! তুমি কাহার দুহিতা? কোন্ স্থান হইতেই

বা এখানে আসিয়াছ? কাহার নিমিত্ত আসিয়াছ? আমাকেই বা কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে? শোভনে! তুমি এই সমস্ত বৃত্তান্ত যথাবৎ কীর্ত্তন কর।" সেই কন্যা এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, "মুনে! আপনি আত্ম প্রভাবে আমার অভিমত বিষয় অবগত হউন্। ব্রহ্মর্ষে! আমার নাম কৈকসী, আমি পিতার শাসনে আসিয়াছি, অবশিষ্ট বিষয় আমি বলিতে পারিব না, আপনি স্বয়ং তাহা অবগত হউন্।"

সেই মুনি ধ্যানযোগে অবগত হইয়া কহিলেন "ভদ্রে! তোমার আসিবার কারণ ও মনোগত অভিপ্রায় বিজ্ঞাত হইয়াছি। মত্তমাতঙ্গগামিনি! তুমি আমা হইতে পুত্র বাসনা করিয়াছ, কিন্তু দারুণ সময়ে মৎসন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছ, অতএব হে ভদ্রে! তুমি যাদৃশ সুত সকল উৎপাদন করিবে, তাহা শ্রবণ কর। সুশ্রোণি! ক্রূরবান্ধবগণের প্রিয় ক্রূরস্বভাব ঘোরাকৃতি ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষস সকল প্রসব করিবে।" কন্যা তদীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিল, "ভগবন্! আপনি ব্রহ্মবাদী, অতএব আপনার নিকট হইতে ঈদৃশ সুদুরাচার পুত্র ইচ্ছা করি না। অতএব যাহাতে উত্তম পুত্র লাভ হয়, তদ্বিষয়ে আপনি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন্।"

মুনিবর বিশ্রবা কন্যার ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া রোহিণীকে পূর্ণশশধরের ন্যায় কৈকসীকে পুনর্ব্বার কহিলেন, "শুভাননে! তোমার কনিষ্ঠ পুত্র, মদীয় বংশানুরূপ ধর্ম্মাত্মা হইবে, সংশয় নাই।" রাম! সেই কন্যা এইরূপ উক্ত হইয়া কিংকাল পরে সুদারুণ বীভৎস রাক্ষস প্রসব করিল, তাহার মস্তক দশটি অথচ বিশাল; কেশকলাপ প্রদীপ্ত, ওষ্ঠ লোহিত, দন্ত বিশাল, বাহু বিংশতি বর্ণ অঞ্জন অচলের ন্যায় নীল। সেই রাক্ষস জন্মিলে শিবা সকলের মুখমধ্যে জ্বালা উদ্গিরণ হইতে লাগিল। ক্রব্যাদ্গণ মণ্ডলাকারে বামাবর্ত্তে ভ্রমণ করিতে লাগিল, দেবতারা রুধির বর্ষণ করিলেন। মেঘ সকল খরনিঃস্বন হইল, সূর্য্য আর দীপ্তি পাইল না, মহতী উল্কা সকল ভূতলে পতিত হইল। জগৎ কম্পিত, বায়ু সকল সুদারুণ ও অক্ষোভ্য সরিৎপতি সমুদ্র ক্ষুভিত হইল। তৎপরে পিতামহ প্রতিম পিতা তাহার নামকরণ করিলেন, "এই বালক দশগ্রীবাযুক্ত হইয়া প্রসূত হইয়াছে, এ দশগ্রীব নামেই অভিহিত হইবে।" যাহার প্রমাণ হইতে বিপুল পরিমাণ ইহলোকে বিদ্যমান নাই, তাদৃশ মহাবল কুম্ভকর্ণ তাহার পর জন্ম গ্রহণ করে; তৎপরে বিকৃতাননা শূর্পণখা জন্মে। ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ কৈকসীর কনিষ্ঠ পুত্র; সেই মহাসত্ত্ব জন্মিবামাত্র পুষ্প বর্ষণ হইল। নভোমণ্ডলে দেবতাদিগের দুন্দুভি সকল নিনাদিত হইতে লাগিল, আর তৎকালে অন্তরীক্ষে 'সাধু সাধু' এই বাক্য হইল। তখন লোক সকলের উদ্বেগকর মহাবল দশগ্রীব ও কুম্ভকর্ণ সেই মহারণ্যে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পরন্তু, প্রমত্ত কুম্ভকর্ণ ধর্ম্মবৎসল মহর্ষিদিগকে ভক্ষণ করিয়া সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট হইয়া ত্রিলোক বিচরণ করিতে লাগিল। কিন্তু, বিভীষণ ধর্ম্মশীল, সুতরাং বিধিপূর্ব্বক ধর্ম্মকার্য্যে নিয়ত অবস্থিত থাকিত, বিশেষতঃ সে জিতেন্দ্রিয় হইয়া স্বাধ্যায় অধ্যয়নপূর্ব্বক আহার সংযত করিয়া বাস করিত। কিয়ৎকাল পরে বৈশ্রবণ দেব ধনেশ্বর পুষ্পক রথে আরোহণ করিয়া পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিলেন। তৎকালে তেজঃ দ্বারা জাজ্বল্যমান ধনেশ্বরকে তথায় অবলোকন করিয়া কৈকসী রাক্ষসী দশগ্রীবকে কহিল, "পুত্র! ত্বদীয় দ্যুতিসম্পন্ন ভ্রাতা বৈশ্রবণকে অবলোকন কর। ভ্রাতৃভাব সমান হইলেও কুবের অপেক্ষা তোমার ঈদৃশ হীনাবস্থা নিরীক্ষণ কর। অতএব অমিতবিক্রম পুত্র দশগ্রীব! যাহাতে তুমি বৈশ্রবণসদৃশ ঐশ্বর্য্যশালী হইতে পার, তাদৃশ অধ্যবসায় অবলম্বন কর।"

তৎকালে মাতার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রতাপবান্ দশানন অতুল অমর্ষের বশবর্ত্তী হইয়া প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক কহিল, "আমি আপনার নিকট সত্য করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে,

স্বীয় তেজঃপ্রভাবে ভ্রাতার সদৃশ অথবা তাহা অপেক্ষা অধিক হইব, অতএব আপনি হৃদ্গত সন্তাপ পরিত্যাগ করুন্।”

অনন্তর, দশগ্রীব সেই কোপের বশবর্ত্তী হইয়া তপস্যার্থ অন্তঃকরণে স্থির নিশ্চয় করিয়া অনুজগণ সমভিব্যাহারে দুষ্কর কার্য্য করিতে অভিলাষ করিল। সে “তপস্যা দ্বারা অভিষ্ট লাভ করিব” এইরূপ নিশ্চয় করিয়া অধ্যবসায় অবলম্বনপূর্ব্বক আত্মসিদ্ধ্যর্থ শুভগোকর্ণা-শ্রমে আগমন করিল। সেই উগ্রবিক্রম রাক্ষস অনুজগণসহ অতুল তপশ্চরণ করিয়া বিভু পিতামহের সন্তোষ বিধান করিল। তৎকালে পিতামহ পরম পরিতুষ্ট হইয়া জয়াবহ বর সকল প্রদান করিলেন।

ইতি নবম সর্গ ॥ ৯ ॥

দশম সর্গ।

অনন্তর, রাম অগস্ত্য মুনিকে কহিলেন, “ব্রহ্মন্! সেই মহাবল ভ্রাতা সকল তৎকালে বনমধ্যে কি প্রকারে কীদৃশ তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিল? অগস্ত্য ঋষি অতিশয় প্রীত-চিত্তে রামকে কহিলেন, ‘ভ্রাতা সকল সেই সেই ধর্ম্মানুষ্ঠানে সমাবিষ্ট হইল। তৎপরে মত্ত কুম্ভকর্ণ নিয়ত ধর্ম্মপথে অবস্থিত হইয়া তপস্যা করিতে লাগিল। গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নির মধ্যে থাকিত, বর্ষাসময়ে মেঘজলে অভিষিক্ত হইয়া বীরাসনের সেবা করিত, শিশিরকালে সর্ব্বদা জলমধ্যে বাস করিত, নিরতিশয় সৎ-পথে অবস্থিত ধর্ম্মপরায়ণ কুম্ভকর্ণের এইরূপে দশ সহস্রবর্ষ অতীত হইল। পরন্তু, ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ সতত ধর্ম্মপরায়ণ ও শুচি হইয়া এক-পদেই পঞ্চসহস্র বৎসর অবস্থিত রহিল, এই নিয়ম সমাপ্ত হইলে দেবতারা তাহার স্তব করিলেন, আকাশ হইতে পুষ্প বর্ষণ হইল এবং অপ্সরা সকল নৃত্য করিতে লাগিল। সে স্বাধ্যায়ে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিয়া ঊর্দ্ধবাহু ও ঊর্দ্ধশিরে অবস্থিত হইয়া পঞ্চসহস্র বৎসর সূর্য্যের অনুবর্ত্তন করিল। নন্দনবনে স্বর্গস্থ দেবতার ন্যায় নিয়তাত্মা বিভীষণের এইরূপে দশ সহস্রবর্ষ অতীত হইয়া গেল। দশানন নিরাহারে দশ সহস্র বৎসর তপস্যা করিতে লাগিল। তাহার সহস্রবর্ষ পরিপূর্ণ হইলে, সে একটি মস্তক অগ্নিতে আহুতি দিল, এই রূপে তাহার নয় সহস্র বৎসর অতীত হইয়া গেল, একটি একটি করিয়া তাহার নয়টি মস্তকই হুতাশন মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। দশ সহস্র বৎসর সমাগত হইলে দশগ্রীব দশম শীর্ষ ছেদন করিতে বাসনা করিল, তখন পিতামহ তথায় আসিলেন। পরন্তু পিতামহ অতিশয় প্রীত হইয়া দেবগণ সমভিব্যাহারে আগমন করিয়া কহিলেন, “দশগ্রীব! আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি। ধর্ম্মজ্ঞ! তোমার যে বর অভিলষিত, তাহা অবিলম্বে প্রার্থনা কর। তোমার পরিশ্রম বিফল হইবে না, অতএব তোমার কোন্ কামনা পূর্ণ করিব?” তখন দশগ্রীব অন্তরাত্মার সহিত সন্তুষ্ট হইয়া মস্তকদ্বারা দেব পিতামহকে প্রণিপাত করিয়া হর্ষগদ্গদবাক্যে কহিল, “ভগবন্! প্রাণিদি-গের নিয়তই মৃত্যুভয় উপস্থিত হইয়া থাকে, অপর কোন ভয় নাই, বিশেষতঃ মৃত্যু সম শত্রু নাই, অতএব আমি অমর হইতে বাসনা করি।”

তৎকালে ব্রহ্মা এইরূপ উক্ত হইয়া দশ-গ্রীবকে কহিলেন, “সকলের অমরত্ব নাই, সুতরাং তোমার অমরত্ব লাভ হইতে পারে না; অতএব তুমি আমার নিকট অন্য বর প্রার্থনা কর। রাম! লোকনির্ম্মিতা বিধাতা ঈদৃশ বাক্য বিন্যাস করিলে দশগ্রীব কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার সম্মুখে এইরূপ কহিতে লাগিল। “শাশ্বত প্রজাধ্যক্ষ! দেব, দানব, দৈত্য, যক্ষ, রক্ষ, নাগ ও সুপর্ণের অবধ্য হই, আপনি আমাকে এই বর প্রদান করুন্। অমর-পূজিত! মনুষ্যপ্রভৃতি প্রাণি সকলকে আমি তৃণতুল্য জ্ঞান করি, সুতরাং অন্য প্রাণি-মাত্রেই আমার কোন চিন্তা নাই।” পরন্তু দেব পিতামহ ধর্ম্মাত্মা রাক্ষস দশগ্রীবের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, দেবগণ সমভিব্যাহারে তাহাকে এই কথা বলিলেন, “রাক্ষসপুঙ্গব! তুমি যাহা বলিলে তোমার তাহাই হইবে।”

রাম! পিতামহ এইরূপ কহিয়া দশগ্রীবকে কহিলেন; "অনঘ! আমি প্রীত হইয়া পুনর্ব্বার তোমাকে যে শুভ বর প্রদান করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। রাক্ষস! তুমি যে সকল মস্তক অগ্নিতে আহুতি দিয়াছ, তোমার সেই সকল শীর্ষ সেইরূপই হইবে। সৌম্য! আমি অধুনা তোমাকে অন্য দুর্লভ বর দান করিতেছি যে, তুমি মনে মনে যেরূপ অভিলাষ করিবে, ইচ্ছামাত্রেই তাহা প্রাপ্ত হইবে।" পিতামহ এইরূপ কহিলে, নিশাচর দশগ্রীবের অনলে হুত মস্তক সকল পুনর্ব্বার উত্থিত হইল।'

'রাম! পিতামহ দশাননকে এইরূপ কহিয়া বিভীষণকে বলিলেন, "বৎস বিভীষণ! তোমার ধর্ম্মসংহিত বুদ্ধিদ্বারা আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি, অতএব হে ধর্ম্মাত্মন্ সুব্রত! তুমি বর প্রার্থনা কর"। তখন ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, ভগবন্! আপনি লোকগুরু হইয়া স্বয়ং আমার প্রতি প্রীত হইয়াছেন, ইহাতে আমি কৃতকৃত্য এবং রশ্মিজালে সমাবৃত চন্দ্রমার ন্যায় নিয়ত সমস্ত পুরুষার্থে পরিবৃত হইলাম। প্রীত হইয়া যদি আমাকে আপনকার কোন বর অবশ্য দেয় হইয়া থাকে, তবে শ্রবণ করুন্। সুব্রত! নিরতিশয় বিপদে পতিত হইলেও যেন আমার ধর্ম্মে মতি থাকে। ভগবন্! গুরূপদেশ ব্যতীত ব্রহ্মাস্ত্র আমার নিকট প্রতিভাত হউক! আর যে যে আশ্রমে আমার যে মতি হইবে, সেই মতি যেন ধর্ম্মিষ্ঠা হয়, আর ইহার লাভের নিমিত্ত সেই সেই ধর্ম্মের পালন করি! পরমোদার বরই আমার অভিমত, কারণ ধর্ম্মানুরক্ত ব্যক্তিদিগের লোকে কিছুই দুর্লভ হয় না।"

প্রজাপতি প্রীতি হইয়া পুনর্ব্বার বিভীষণকে কহিলেন, "বৎস! তুমি ধর্ম্মিষ্ঠ, অতএব তোমার ইহাই হইবে। অমিত্র নাশন! রাক্ষসকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও তোমার অধর্ম্মে মতি হয় নাই, অতএব তোমাকে অমরত্ব প্রদান করিলাম।" প্রজাপতি এইরূপ কহিয়া কুম্ভকর্ণকে বরদান করিবার নিমিত্ত অবস্থিতি হইলে, সুরগণ কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন, "আপনি জানেন এই দুর্ম্মতি ত্রিলোক-ত্রাসিত করিতেছে, অতএব আপনি কুম্ভকর্ণকে বরপ্রদান করিবেন না। ব্রহ্মন্! এই রাক্ষস নন্দনকাননে মহেন্দ্রের দশজন অনুচর, সাতজন অপ্সরা ঋষি এবং মনুষ্যগণকে ভক্ষণ করিয়াছে। এ বর না পাইয়াই ঈদৃশ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে, যদি এই রাক্ষস বর প্রাপ্ত হয়, তবে ত্রিভুবন ভক্ষণ করিয়া ফেলিবে। অতএব হে অমিতপ্রভ! বরদানাচ্ছলে আপনি ইহাকে মোহ প্রদান করুন্, তাহা হইলে লোক সকলের মঙ্গল হইবে এবং ইহারও সম্মাননা হইবে।"

কমলযোনি ব্রহ্মা সুর সকলের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবী সরস্বতীর চিন্তা করিলেন, তিনি চিন্তিত হইবামাত্র তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সরস্বতী পার্শ্বস্থ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "দেব! আমি সমাগত হইয়াছি, আমাকে কোন্ কার্য্য করিতে হইবে?" তখন প্রজাপতি সেই সমাগত সরস্বতীকে কহিলেন, "বাণি! তুমি দেবতাদিগের অনুকূল হইয়া কুম্ভকর্ণের বদন হইতে নিঃসৃত হও।" 'তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া সরস্বতী তাহার মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর, প্রজাপতি কহিলেন, "মহাবাহো কুম্ভকর্ণ! তোমার যে বর অভিমত, তুমি সেই বর প্রার্থন কর।" কুম্ভকর্ণ ব্রহ্মার ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া কহিল, "দেবদেব! আমার এই অভিলাষ যে, আমি অনেক বৎসর নিদ্রা যাই। কিন্তু, দেব! ছয় মাস নিদ্রা সুখ অনুভব করিয়া এক দিনমাত্র ভোজন করি," 'এইরূপ হউক' এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা সুরগণের সহিত গমন করিলেন। দেবী সরস্বতীও সেই রাক্ষসকে পুনর্ব্বার পরিত্যাগ করিলেন। দেবগণ ব্রহ্মার সহিত নভোমণ্ডলে গমন করিলে ঐ রাক্ষস সরস্বতীকর্ত্তৃক মুক্ত হইয়া স্বীয় সংজ্ঞা লাভ করিল। তৎপরে দুষ্টাত্মা কুম্ভকর্ণ দুঃখিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল যে, "আজ্ ঈদৃশ বাক্য আমার বদন হইতে কেন নিঃসৃত হইল? বোধ হয়, সমাগত দেবতা

সকল তৎকালে আমায় বিমোহিত করিয়া থাকিবে।”

সেই দীপ্ততেজা ভ্রাতা সকল এইরূপ বর লাভ করিয়া শ্লেষ্মাতক বনে গমনপূর্ব্বক তথায় সুখে নিবসতি করিতে লাগিল।’

ইতি দশম সর্গ ॥ ১০ ॥

একাদশ সর্গ।

‘সুমালী এই সকল নিশাচরের বর লাভ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, ভয় পরিহারপূর্ব্বক অনুচরগণ সমভিব্যাহারে রসাতল হইতে উত্থিত হইল। মারীচ, মহোদর, প্রহস্ত, বিরূপাক্ষপ্রভৃতি সেই রাক্ষসের সচিব সকলও অতিশয় সমুৎসাহের সহিত উত্থিত হইল। সুমালী প্রধান প্রধান রাক্ষসবৃন্দে পরিবৃত হইয়া সচিবগণ সমভিব্যাহারে গমন করিয়া দশগ্রীবকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক এই কথা কহিল, “বৎস! তুমি ত্রিভুবন শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মার নিকট উত্তম বর লাভ করিয়াছ। এই মনোরথ আমরা চিন্তা করিয়া আসিতেছি, কিন্তু ভাগ্যক্রমে তুমি তাহাই লাভ করিয়াছ। হে মহাবাহো! আমরা যাহার জন্য লঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া রসাতলে গমন করিয়াছিলাম, আমাদিগের সেই বিষ্ণু কৃত সুমহৎ ভয় অপনীত হইয়াছে। বিষ্ণুর ভয়ে বারম্বার ভগ্ন হইয়া স্বীয় আলয় ত্যাগ করিয়া পলায়ন পূর্ব্বক সকলে পাতালপুরে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম। পুরাকালে এই লঙ্কানগরী আমাদিগের অধিকারে ছিল, তৎকালে রাক্ষসেরা ইহাতে বসতি করিত, কিন্তু তোমার ভ্রাতা ধীমান্ ধনাধ্যক্ষ অধুনা তাহাতে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। হে অনঘ মহাবাহো! সাম দান কিম্বা বল দ্বারা যদি লঙ্কা প্রত্যানয়ন করিতে সমর্থ হও তাহা হইলে আমাদিগের কার্য্য করা হয়। তাত! তুমি লঙ্কার অধিপতি হইবে, সংশয় নাই। মহাবল! এই রাক্ষসবংশ নিমগ্ন হইয়াছিল, তথাপি তুমি ইহাকে উদ্ধৃত করিলে, অতএব তুমি আমাদের সকলের প্রভু হইবে।”

অনন্তর, দশগ্রীব সমুপস্থিত মাতামহকে কহিল, বিত্তেশ কুবের আমাদিগের গুরু, অতএব আপনকার ঈদৃশ বাক্য বিন্যাস করা উচিত নহে। রাক্ষসপতি গুরুতর সান্ত্ববাক্য দ্বারা তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিল, কিন্তু সেই রাক্ষস তাহার চিকীর্ষিত অবগত হইয়া তৎকালে আর কিছুই বলিল না। কিয়ৎকাল বসতি করিলে প্রহস্ত বিনীত বাক্যে রাক্ষস রাবণকে কহিল, “মহাবাহো দশগ্রীব! তোমার ঈদৃশ বচন বিন্যাস করা উচিৎ হয় নাই। শূরদিগের সৌভ্রাত্র নাই, আমি ইহার উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি শ্রবণ কর। পরম রূপবতী দিতি ও অদিতি নাম্নী দুই ভগিনী মিলিত হইয়া প্রজাপতি কশ্যপের হিতকারিণী ভার্য্যা হইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে অদিতি ত্রিভুবনেশ্বর-দেবগণকে প্রসব করেন, পরন্তু, দিতি কশ্যপের ঔরসজাত দৈত্যদিগকে উৎপাদিত করেন। ধর্ম্মজ্ঞ বীর! পুরাকালে এই মহীমণ্ডল পর্ব্বত সাগর ও কাননের সহিত দৈত্যদিগের অধিকৃত ছিল। দৈত্যদল পূর্ব্বে অতিশয় প্রভাবশালী হইয়াছিল, কিন্তু প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু তাহাদিগকে নিহত করিয়া এই অব্যয় ত্রৈলোক্য দেবতাদের বশে আনয়ন করেন। তুমি একাকীই কেবল ভ্রাতৃদ্রোহ করিবে এমন নহে, পুরাকালে সুর ও অসুরগণও ইহা আচরণ করিয়াছেন, অতএব তুমি আমার বচন প্রতিপালন কর।”

দশগ্রীব তাহার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে অন্তরাত্মার সহিত প্রহৃষ্ট হইয়া মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া অনুমোদন করিল। পরন্তু, বীর্য্যবান্ দশগ্রীব সেই হর্ষনিবন্ধন নিশাচরগণ সমভিব্যাহারে সেই দিবসেই লঙ্কাসন্নিহিত কাননে গমন করিল। তৎকালে বাক্যকোবিদ নিশাচর দশগ্রীব ত্রিকূট পর্ব্বতে থাকিয়া প্রহস্তকে দৌত্যকার্য্যের নিমিত্ত গমনে অনুমতি দিয়া কহিল, “রাক্ষসপুঙ্গব প্রহস্ত! তুমি সত্বর গমন করিয়া মদীয় বচনানুসারে ধনপতিকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক এই কথা বলিবে। ‘রাজন্! এই লঙ্কাপুরী পূর্ব্বকালে মহাত্মা রাক্ষসদিগের অধিকারে ছিল। অনঘ সৌম্য! এখন আপনি ইহাকে

অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, ইহা আপনার উচিত নহে। হে অতুল বিক্রম! আপনি যদি অদ্য আমাদিগকে সেই লঙ্কা দান করেন, তাহা হইলে আমার প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করা হয় এবং ধর্ম্মও প্রতিপালিত হয়।'

অনন্তর, প্রহস্ত ধনদকর্ত্তৃক সুরক্ষিতা লঙ্কাপুরী গমন করিয়া ধনেশ্বরকে এই পরম উদার বাক্য কহিল, "সুব্রত! আপনকার ভ্রাতা দশগ্রীব আমাকে আপনকার সন্নিধানে প্রেরণ করিয়াছেন। হে সর্ব্বশাস্ত্রধারীশ্রেষ্ঠ মহাবাহো বিত্তেশ! সেই দশানন যাহা বলিতেছেন, আপনি মদীয় মুখ নিঃসৃত সেই বাক্য শ্রবণ করুন্। বিশালাক্ষ! পুরাকালে এই সুপ্রসিদ্ধ রমণীয় লঙ্কাপুরী ভীমবিক্রম সুমালী প্রভৃতি রাক্ষসগণকর্ত্তৃক প্রথমে উপভুক্ত হইয়াছে। বৎস বিশ্রবাত্মজ। সেই নিমিত্ত তিনি এই লঙ্কা প্রার্থনা করিয়াছেন, আপনি সামপূর্ব্বক ইহা দান করুন্; এই বিষয় আপনার নিকট বিজ্ঞাপন করিতেছি।' বাক্য বিশারদবর দেব বৈশ্রবণ প্রহস্ত সন্নিধানে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন, 'হে রাত্রিচর! এই নিশাচর-লঙ্কাপুরী পিতা আমাকে প্রদান করি-[illegible] আমি দান ও সম্মাননাদি গুণদ্বারা [illegible] উপনিবেশ করিয়াছি। তুমি দশানন সন্নিধানে গমন করিয়া তাহাকে কহিবে "হে মহাবাহো। আমার যে রাজ্য ও পুরী আছে, তাহা তোমারই; অতএব তুমি অকণ্টক রাজ্য ভোগ কর, আর আমার ধন ও রাজ্য তোমার সহিত অবিভক্ত হউক।"

এইরূপ কহিয়া ধনাধক্ষ্য পিতৃসন্নিধানে গমন করিলেন, তৎপরে গুরুকে অভিবাদন করিয়া রাবণের ঈপ্সিত বিষয় কহিলেন, "তাত! দশানন মৎসন্নিধানে দূত প্রেরণ করিয়াছে, এইরূপ কহিয়া পাঠাইয়াছে যে, লঙ্কানগরী পুরাকালে রাক্ষসদিগের বাসভূমি ছিল, অতএব আপনি ইহা দান করুন্। হে সুব্রত! এ স্থলে আমার যাহা অনুষ্ঠেয় আপনি তাহা বলুন।' ঐ মুনি পুঙ্গব ব্রহ্মর্ষি বিশ্রবা এইরূপ উক্ত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত ধনদকে কহিলেন, পুত্র! আমার বাক্য শ্রবণ কর। মহাবাহু দশগ্রীব মৎসন্নিধানে ইহা কহিয়াছিল, অতএব সেই দুর্ম্মতিকে বারম্বার ভৎসনা করিয়া কহিয়াছিলাম। পরন্তু, আমি ক্রুদ্ধ হইয়া 'তুমি ধ্বংস হইবে, পুনঃ পুনঃ তাহাকে এই কথা বলিয়াছি, হে পুত্র! শ্রেয়ঃ সমন্বিত ধর্ম্মযুক্ত মদীয় বাক্য শ্রবণ কর।' সেই দুর্ম্মতি বর লাভে মোহিত হইয়া মান্যামান্য জ্ঞান করে না; আমার শাপে দারুণ প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব হে মহাবাহো! তুমি লঙ্কা পরিত্যাগপূর্ব্বক অনুগামিগণ সমভিব্যাহারে কৈলাস শৈলে গমন করিয়া নিবাসার্থ পুর নির্ম্মাণ কর।'

সকল নদী অপেক্ষা উত্তমা রমণীয়া মন্দাকিনী নদী তথায় বিরাজমান আছে; তাহার সলিল সূর্য্যসদৃশ উজ্জ্বল ও কাঞ্চন পঙ্কজ, কুমুদ, উৎপল ও অন্য সুগন্ধ পুষ্পদ্বারা আবৃত। দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরোগণ, উরগগণ এবং কিন্নরগণ বিহারপরায়ণ হইয়া তথায় নিরন্তর থাকিয়া সর্ব্বদা ক্রীড়া করিতেছে। ধনদ! এই রাক্ষস পরম বরলাভ করিয়াছে, ইহা তুমি অবগত আছ; অতএব ইহার সহিত বিরোধ করা তোমার উচিত নহে।" কুবের এইরূপ উক্ত হইয়া পিতার প্রতি গৌরববশতঃ সেই বাক্য স্বীকারপূর্ব্বক পুত্র, কলত্র, অমাত্য, ধন ও বাহন সমভিব্যাহারে গমন করিলেন।'

'অনন্তর, প্রহস্ত অনুজ ও অমাত্যসহসমাসীন মহাত্মা দশগ্রীবসন্নিধানে গমন করিয়া তাহাকে কহিল যে, "কুবের লঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, এখন লঙ্কাপুরী পরিশূন্য রহিয়াছে, অতএব আমাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া লঙ্কায় প্রবেশপূর্ব্বক তথায় স্বীয় ধর্ম্ম প্রতিপালন কর।"

'মহাবল দশানন প্রহস্তের ঈদৃশ বচন শ্রবণ করিয়া আহ্লাদিত হইল; অবশেষে বল অনুগদল ও অনুজ সকল সমভিব্যাহারে লঙ্কানগরে প্রবেশ করিল। দেবাধিপতি বাসব যেমন স্বর্গে আরোহণ করেন, তদ্রূপ সেই [illegible]বারিকুবেরকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত মহাপথদ্বারা

সুবিভক্ত লঙ্কায় আরোহণ করিল। দশানন নিশাচরগণকর্তৃক অভিষিক্ত হইয়া তৎকালে পুরী স্থাপন করিলে; সেই পুরী বলাহকসদৃশ নিশাচরবৃন্দদ্বারা অত্যন্ত পরিপূর্ণ হইল।'

'পুরন্দর যেমন স্বর্গপুরে অমরাবতী পুরী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ ধনদ শশিসদৃশ বিমল কৈলাসশিখরে সুশোভন অলঙ্কারে সজ্জিতা উৎকৃষ্ট ভবনরাজি বিরাজিতা পুরী স্থাপন করিলেন।'

ইতি একাদশ সর্গ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ সর্গ।

'অনন্তর, রাক্ষসপতি রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া রাক্ষসী ভগিনীর সম্প্রদানের নিমিত্ত ভ্রাতৃগণের সহিত চিন্তিত হইল। তৎকালে রাক্ষসরাজ সেই শূর্পনখা নাম্নী রাক্ষসী ভগিনীকে কালকেয় দানবেন্দ্র বিদ্যুজ্জিহ্বকে দান করিল। ভগিনীর সম্প্রদানকার্য্য সমাধা করিয়া রাক্ষস স্বয়ং মৃগয়াবিহার করিতে লাগিল। রাম! তৎকালে দিতিসুত ময়কে তথায় অবলোকন করিল। নিশাচর দশগ্রীব তাহাকে কন্যাসহ নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কে? কি জন্যই বা একাকী এই মৃগশাবনয়না কন্যার সহিত মৃগ ও মানববিরহিত বনমধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন?"

'রাম তখন ময় সেই জিজ্ঞাসু নিশাচরকে কহিল, "তোমার সন্নিধানে এই সমস্ত যথার্থ বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। দেবলোকে হেমাভিধানা এক অপ্সরা আছে, ইহা পূর্ব্বেই তোমার শ্রবণগোচর হইয়া থাকিবে; শতক্রতুকে পৌলোমীর ন্যায় দেবতারা আমাকে সেই অপ্সরা সম্প্রদান করেন। আমি সহস্র সম্বৎসর তাহাতে আসক্তচিত্ত হইয়াছিলাম, অধুনা সে দেবকার্য্যের জন্য দেবলোকে গমন করিয়াছে। তাহার বিরহে আমার ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, এতাবৎকালমধ্যে আমি বিচিত্র কৌশলদ্বারা বজ্র ও বৈদূর্য্যসমূহে চিত্রিত হেমময় পুর নির্ম্মাণ করি। তাহার বিয়োগে অতিশয় দুঃখিত হইয়া দীনভাবে তাহাতে বাস করিতেছিলাম। অধুনা সেই পুর হইতে দুহিতাকে লইয়া বনে আগমন করিয়াছি। রাজন্! মদীয়া এই আত্মজা সেই হেমার গর্ব্ভে বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহার উপযুক্ত ভর্ত্তার অনুসন্ধানের নিমিত্ত ইহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া বনে আগমন করিয়াছি। কারণ, মানকাঙ্ক্ষী সকল ব্যক্তিরই কন্যার পিতা হওয়া দুঃখদায়ক; বিশেষতঃ কন্যা পিতৃকুল ও মাতৃকুলকে নিয়ত সংশয়ে স্থাপিত করিয়া অবস্থিতি করে। আর এই ভার্য্যার গর্ব্ভে আমার দুইটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। তাহার মধ্যে প্রথমটির নাম মায়াবী, আর দ্বিতীয়টির নাম দুন্দুভি; এতাবত। তোমার জিজ্ঞাসানুসারে যাথাতথ্য সমস্ত ব্যক্ত করিলাম। বৎস! তুমি কে? ইহা কিরূপে জানিতে পারিব।" 'সেই রাক্ষস ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিনীতভাবে কহিল, "আমি ব্রহ্মার পৌত্র, পুলস্ত্যতনয় বিশ্রবা মুনির পুত্র, আমার নাম দশগ্রীব।"

'রাম! তৎকালে দানবপুঙ্গব ময়দানব রাক্ষসপতির এই কথা শুনিয়া, তাহাকে ঋষিপুত্র বলিয়া জানিল এবং জ্ঞাত হইয়াই তাহাকে দুহিতা দান করিতে অভিলাষ করিল। তখন দৈত্যেন্দ্র ময় কন্যার কর দ্বারা তাহার কর গ্রহণ করাইয়া হাস্যপূর্ব্বক রাক্ষসরাজকে এই বাক্য কহিল, "রাজন্! এই মদীয়া দুহিতাকে হেম অপ্সরা গর্ব্ভে ধারণ করিয়া প্রসব করিয়াছে, তুমি এই মন্দোদরী কন্যাকে পত্নী করিবার জন্য প্রতিগ্রহ কর।"

রাম! দশগ্রীব তাহাকে কহিল যে, "আপনার বাক্যে আমি স্বীকৃত হইলাম।" অবশেষে সে সেই স্থানে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাহার পাণি গ্রহণ করিল। রাম! রাবণ 'দারুণ প্রকৃতি প্রাপ্ত হইবে' তপোধন বিশ্রবা প্রদত্ত তাহার এই শাপ বৃত্তান্ত ময়দানব শুনিয়াছিল, সুতরাং কন্যা দান না করিলে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিবে, ইহা অবগত হইয়া এবং তাহার পিতামহ ব্রহ্মার বংশে উৎপত্তি জানিয়া ময় তাহাকে দুহিতা সম্প্রদান করিল যে

শক্তিদ্বারা রাবণ লক্ষ্মণকে হনন করিয়াছিল, ময় সেই অধিকতর তপস্যার দ্বারা লব্ধ পরম অদ্ভুত অমোঘ শক্তি তাহাকে প্রদান করিল।’

‘সেই লঙ্কাপতি রাবণ এইরূপে দার পরিগ্রহ করিয়া, নগরে আগমনপূর্ব্বক ভ্রাতৃযুগলের নিমিত্ত দুইটি ভার্য্যা আহরণ করিল। তৎকালে রাবণ বজ্রজ্বালা নামে বৈরোচন বলির দৌহিত্রিকে কুম্ভকর্ণের ভার্য্যা করিয়া দিল। বিভীষণ গন্ধর্ব্বরাজ মহাত্মা শৈলূষের সুত ধর্ম্মজ্ঞানসম্পন্না সরমাকে ভার্য্যা লাভ করিলেন! সরমা যখন মানস সরোবরের তীরে জন্ম গ্রহণ করেন, তৎকালে মানস সরোবর জলদকালের সমাগমে শিশুর সন্নিহিত স্থান পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইল। তখন তাহার জননী কন্যার ক্রন্দন শুনিয়া স্নেহপ্রযুক্ত ‘সরো মা বর্দ্ধত’ অর্থাৎ ‘সরোবর! বর্দ্ধিত হইও না’ এই কথা কহিয়াছিলেন, সেই অবধি ইহার নাম সরমা হইয়াছে। রাক্ষসেরা এইরূপে দার পরিগ্রহ করিয়া নন্দনবনে গন্ধর্ব্বগণের ন্যায় স্ব স্ব স্বীয় ভার্য্যা সমভিব্যাবহারে তথায় ক্রীড়া করিতে লাগিল।’

‘অনন্তর, মন্দোদরী মেঘনাদ নামক পুত্র প্রসব করিল; এই পুত্রই তোমাদের নিকট ইন্দ্রজিৎ নামে অভিহিত হয়। পুরাকালে রাবণতনয় রোদন করিতে করিতে জলধরসদৃশ সুমহান্ নাদ উৎসৃজন করে। রাঘব! তাহার সেই নাদে লঙ্কা জড়ীভূত হয়, তদবধি তাহার পিতা স্বয়ং সেই পুত্রের নাম মেঘনাদ রাখিল। রাম! রাবণতনয় উত্তমা স্ত্রীগণকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া পিতা ও মাতার নিরতিশয় হর্ষ উৎপাদন করতঃ কাষ্ঠ দ্বারা সমাচ্ছন্ন অনলের ন্যায় রাবণের শুভ অন্তঃপুর মধ্যে তৎকালে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

ইতি দ্বাদশ সর্গ॥ ১২॥

ত্রয়োদশ সর্গ।

কিয়ৎকাল পরে লোকনাথ ব্রহ্মাকর্ত্তৃক ঘোর নিদ্রা প্রেরিত হইয়া জৃম্ভাদি রূপ ধারণপূর্ব্বক কুম্ভকর্ণ সন্নিধানে আসিল। তখন কুম্ভকর্ণ সমাসীন ভ্রাতাকে কহিল, “রাজন্! নিদ্রা আমাকে পীড়িত করিতেছে, অতএব আমার আলয় নির্ম্মাণ করাইয়া দিন্।”

তৎপরে বিশ্বকর্ম্মসদৃশ শিল্পিসকল রাজাকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া কুম্ভকর্ণের নিমিত্ত যোজনমাত্র বিস্তীর্ণ তদপেক্ষা দ্বিগুণ আয়ত বাধা রহিত সুদৃশ্য মনোহর আলয় নির্ম্মাণ করিল। সেই সদনের সোপান পংক্তি বৈদূর্য্য মণিনির্ম্মিত বেদিকা সকল স্ফটিক রচিত, তোরণ সমুদয় দন্তময়, সর্ব্বত্র কিঙ্কিণীমালায় অলঙ্কৃত, বিচিত্র স্তম্ভশ্রেণী স্ফটিক ও কাঞ্চনে নির্ম্মিত হইয়া তাহার সকল স্থানের শোভা সম্পাদন করিল। রাক্ষসরাজ মেরুর পুণ্যতমা গুহার ন্যায় সর্ব্বত্র সতত সুখদায়ক সর্ব্বসুখাবহ মনোহর আলয় নির্ম্মাণ করাইলেন। মহাবল কুম্ভকর্ণ নিদ্রায় আবিষ্ট হইয়া বহু সহস্র বৎসর তথায় শয়ান রহিল, কিন্তু প্রবোধিত হইল না। কুম্ভকর্ণ নিদ্রাভূত হইলে রাবণ নিরঙ্কুশ হইয়া দেব, গন্ধর্ব, যক্ষ ও ঋষিদিগকে সংহার করিতে লাগিল। নন্দনপ্রভৃতি যে সকল বিচিত্র উদ্যান ছিল, দশানন অতিশয় ক্রোধভরে গমন করত; সেই উদ্যান সকল ভগ্ন করিতে লাগিল! গজ যেমন নদীতে ক্রীড়া করিয়া তাহা বিধ্বংস করে, বায়ু যেমন বৃক্ষ সকলকে আন্দোলিত করিয়া বিনষ্ট করে, বজ্র যেমন পর্ব্বতে বিসৃষ্ট হইয়া তাহা ভগ্ন করে, সেইরূপ রাক্ষস উদ্যান সকল বিধ্বংস করিল।’

পরন্তু ধর্ম্মজ্ঞ ধনেশ্বর দশাননের তাদৃশ চরিত্র অবগত হইয়া স্বীয় কুলানুরূপ ব্যবহার স্মরণ করিলেন। তৎকালে বৈশ্রবণ সৌভ্রাত্র প্রদর্শন বাসনায় হিতোপদেশ দিবার নিমিত্ত রাবণ সন্নিধানে লঙ্কায় দূত প্রেরণ করিলেন। দূত লঙ্কা নগরে গমন করিয়া বিভীষণের সহিত সম্মিলিত হইল। বিভীষণ ধর্ম্মানুসারে তাহাকে সম্মানিত করিয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; অবশেষে রাজার ও জ্ঞাতিবর্গের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া সভায় সমাসীন দশাননকে দর্শন করিল। সেই দূত তেজঃপ্রভায় দেদীপ্যমান রাজাকে তথায় অবলোকন করিয়া জয়বাক্য দ্বারা সম্মানিত করতঃ

মৌনভাবে ক্ষণকাল অতিবাহিত করিল। অবশেষে সভামধ্যে পতিত আস্তরণদ্বারা সুসজ্জিত উত্তম পর্য্যঙ্কে আসীন দশাননকে কহিল, "বীর! আপনার ভ্রাতা বৈশ্রবণ মাতা পিতার কুল চরিত্রের সদৃশ যাহা বলিয়াছেন, আমি সেই সমস্ত আপনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। রাজন্! এতাবৎকাল যাহা করিয়াছ, তাহাই সর্ব্বতোভাবে পর্য্যাপ্ত; অতঃপর আপনার চরিত্র সংযত করা কর্ত্তব্য, যদি সমর্থ হও, তবে সাধু সমাচরিত ধর্ম্মে অবস্থিতি কর। ত্বৎকর্ত্তৃক নন্দনকানন ভগ্ন হইয়াছে, তাহা আমি অবলোকন করিয়াছি এবং ঋষিসকল নিহত হইয়াছেন, তাহাও শুনিয়াছি; অতএব তোমার এই কার্য্যের প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে দেবতারা যে উদ্যোগ করিতেছেন, তাহা আমার শ্রবণগোচর হইয়াছে। হে রাক্ষসাধিপ! বালক সাপরাধ হইলেও স্বীয় বন্ধুগণকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব যদিও তুমি বারম্বার আমাকে প্রত্যাখ্যাত করিয়াছ, তথাপি তোমাকে রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য। অপিচ আমি জিতেন্দ্রিয় ও সংযত হইয়া রুদ্রের প্রসাদকর ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক হিমালয়পৃষ্ঠে ধর্ম্ম উপসনা করিতে গমন করিয়াছিলাম। মহারাজ! তথায় প্রভু মহাদেব উমার সহিত আমার নয়নপথে নিপতিত হন; তৎকালে রুদ্রাণী অনুপম রূপ ধারণ করিয়া সে স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। অপর কোন কারণ বশতঃ নহে, কেবল 'ইনি কে?' এইরূপ বিস্মিত হইয়া আমি দৈববশতঃ দেবীর প্রতি সব্যচক্ষু নিক্ষেপ করি, নিক্ষেপ করিবামাত্র আমার সব্য নয়ন দেবীর দিব্যপ্রভাবে দগ্ধ হইয়া রেণু সমাহত জ্যোতির ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ হইল। অনন্তর, আমি সেই গিরির অন্য এক বিস্তীর্ণ তটে গমন করিয়া মৌনভাবে আটশত বৎসর সর্ব্বতোভাবে মহাব্রত ধারণ করিলাম। সেই নিয়ম সমাপ্ত হইলে দেব মহেশ্বর তথায় উপস্থিত হইলেন। তৎপরে প্রভু প্রীতচিত্ত হইয়া এই কথা বলিলেন, 'ধর্ম্মজ্ঞ সুব্রত! তোমার এই তপস্তাদ্বারা আমি প্রীত হইয়াছি। ধনাধিপ! আমি এই ব্রতের আচরণ করিয়াছিলাম, তুমিও ইহার অনুষ্ঠান করিলে, কিন্তু ঈদৃশ ব্রত আচরণ করিতে পারে তাদৃশ পুরুষ আর তৃতীয় নাই। ধনেশ্বর! এই দুষ্কর ব্রত পূর্ব্বকালে আমিই সম্পাদন করিয়াছি; অতএব হে সৌম্য! তুমি আমার সহিত সখিত্ব বাসনা কর। হে অনঘ! তুমি তপস্যাপ্রভাবে আমাকে নির্জ্জিত করিয়াছ, অতএব তুমি আমার সখা হও; অধিকন্তু দেবীর প্রভাবে তোমার সব্যচক্ষুঃ দগ্ধ এবং দেবীর রূপ নিরীক্ষণ করায় পিঙ্গলবর্ণ হইয়াছে, তন্নিবন্ধন তোমার "একাক্ষি পিঙ্গল" এই শাশ্বত নাম থাকিবে।' এইরূপে শঙ্করের সহিত সখ্য লাভ করিয়া শিবসন্নিধান হইতে অনুমতি লইয়া আগমন করতঃ তোমার পাপকার্য্যের প্রতিজ্ঞা শুনিতে পাইলাম। বিশেষতঃ, দেবতা সকল ঋষিগণের সহিত তোমার বধের উপায় চিন্তা করিতেছেন, অতএব অধর্ম্মিষ্ঠ লোকদিগের সহবাসবশতঃ কুলদূষণ হইতে নিবৃত্ত হও'।

দশগ্রীব এই কথা শুনিয়া কোপবশতঃ, লোহিতলোচন হইয়া দন্ত এবং হস্ত নিষ্পীড়ন করিয়া এইরূপ কহিল, "দূত! তুমি যাহা কহিলে, আমি তোমার সেই বাক্যের মর্ম্ম অবগত হইয়াছি, যিনি তোমাকে মৎসন্নিধানে প্রেরণ করিয়াছেন, আমার সেই ভ্রাতা ও তুমি উভয়েই সে বিষয়ে সমর্থ হইবে না। এই ধনরক্ষক কুবের আমার হিত কহিতেছে না, প্রত্যুত মহেশ্বরের সহিত তাহার যে সখিতা হইয়াছে, সেই মূঢ় কেবল তাহাই শ্রবণ করাইতেছে। দূত! তুমি কুবেরের যে প্রাবল্যের বিষয় কহিলে, তাহা কখনই ক্ষমা করা উচিৎ নহে। কুবের, জ্যেষ্ঠ সুতরাং গুরু, অতএব তাহাকে হনন করা অনুচিত; আমার অন্তরাত্মা ইতিপূর্ব্বে ইহাই বিবেচনা করিতেছিল বলিয়াই তাহাকে এতাবৎকাল ক্ষমা করিয়াছিলাম। সম্প্রতি তাহার কথা শুনিয়া এই অভিলাষ করিয়াছি যে, বাহুবীর্য্য অবলম্বন করিয়া ত্রিলোক জয় করিব। অধিক কি, আমি সেই এক ব্যক্তির বধপ্রসঙ্গে

প্রসিদ্ধ লোকপালচতুষ্টয়কেও এই মুহূর্ত্তেই যমালয়ে পাঠাইব।,

'লঙ্কাধিপতি রাবণ এইরূপ কহিয়া খড়্গাঘাতে দূতের প্রাণ বিনাশ করিল। অবশেষে দূতের মৃতদেহ লইয়া দুরাত্মা রাক্ষসদিগকে ভোজন করিতে আদেশ করিল। তৎপরে রাবণ ত্রিলোক জয়াভিলাষে স্বস্ত্যয়নপূর্ব্বক রথে আরূঢ় হইয়া ধনেশ্বর যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তথায় গমন করিল।,

ইতি ত্রয়োদশ সর্গ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ সর্গ।

'অনন্তর, সর্ব্বদা বলগর্ব্বিত শ্রীমান্ দশানন সতত সমর সমুৎসুক বীরগণে পরিবৃত হইয়া মহোদর, প্রহস্ত, মারীচ, শুক, সারণ, ধূম্রাক্ষপ্রভৃতি ছয়টি সচিবসমভিব্যাহারে কোপবশতঃ যেন লোক সকল দহন করিতেই গমন করিল। রাক্ষস বন, উপবন, নদী, শৈল ও নগর সকল অতিক্রম করিয়া মুহূর্ত্তকালমধ্যে কৈলাসশিখরে আসিয়া উপস্থিত হইল। দুর্ম্মতি রাক্ষসপতি মন্ত্রিসমভিব্যাহারে সমরবাসনায় উৎসাহিত হইয়া সেই শৈলে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, যক্ষেরা এই বৃত্তান্ত শুনিয়া সেই রাক্ষসের সম্মুখে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইল না; কিন্তু, এই রাক্ষস রাজার ভ্রাতা ইহা অবগত হইয়া ধনেশ্বরসন্নিধানে গমন করিল। যক্ষ সকল গমন করিয়া তাঁহার ভ্রাতার চিকীর্ষিত বিষয় সমস্ত কহিল। তৎপরে তাহারা ধনদের অনুমতি পাইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে যুদ্ধার্থ গমন করিল। তৎকালে শৈল সঞ্চালিত করিয়াই যেন উদধির ন্যায় সেই রাক্ষস পতির সৈন্যসংক্ষোভ বর্দ্ধিত হইল। তাহার পর যক্ষ ও রাক্ষসদিগের সঙ্কুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। রাক্ষসরাজের সচিব সকল সমরে ব্যথিত হইলে নিশাচর দশগ্রীব তাদৃশ সৈন্য সন্দর্শন করিয়া সহর্ষে বিস্তর সিংহনাদপূর্ব্বক কোপবশতঃ তদভিমুখে ধাবিত হইল। রাক্ষসপতির যে সকল ঘোর পরাক্রান্ত সচিব ছিল, তাহাদের মধ্যে এক একটি সহস্র সহস্র যক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। তখন দশগ্রীব শক্তি, তোমর, অসি, মুষল ও গদাদ্বারা হন্যমান হইয়া সেই সৈন্যমধ্যে অবগাহন করিল। ধারাবর্ষীবারিদবৃন্দের ন্যায় শস্ত্রসমূহের বধ্যমান হইয়া তথায় নিরুচ্ছ্বাসবৎ অবরুদ্ধ হইল, রাক্ষসনাথ যক্ষদিগের শস্ত্রসমূহে সমাহত হইয়া ঘনরাজির শত শত ধারায় অভিষিক্ত মহীধরের ন্যায় বেদনা অনুভব করিল না। অধিকন্তু, সেই মহাত্মা কালদণ্ডপ্রতিমা গদা উদ্যত করিয়া যক্ষদিগকে যমক্ষয়ে প্রেরণ করিতে করিতে সেনাসমূহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল।'

'রাবণ, বায়ুরদ্বারা উদ্দীপ্ত অনলের ন্যায় শুষ্কইন্ধনসদৃশ আকুল ও তৃণসম বিস্তীর্ণ যক্ষসৈন্য দহন করিতে লাগিল। পরন্তু, রাবণসহ সমাগত মহোদর ও শুকপ্রভৃতি অমাত্য সকল বায়ুদ্বারা মেঘসমূহের ন্যায় সেই সমরে যক্ষদিগের অল্পমাত্র অবশিষ্ট রাখিল। কেহ কেহ সমরে সমাহত হইয়া ভগ্নগাত্রে ক্ষিতিতলে পতিত হইল, কেহ বা রণে কুপিত হইয়া তীক্ষ্ণদশনদ্বারা ওষ্ঠ দংশন করিল, কেহ কেহ শ্রান্ত হইয়া রণাঙ্গনে শস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া রহিল, ফলতঃ তৎকালে যক্ষ সকল জলদ্বারা আহত কূলের ন্যায় আকুল হইল। তখন ভূতলে ধাবমান যোদ্ধৃবর্গ যুদ্ধ করিতে করিতে শত্রুকর্ত্তৃক নিহত হইয়া স্বর্গে গিয়া অবস্থিতি করিল, সুতরাং সমর সন্দর্শন কারি ঋষিগণের এবং স্বর্গগত যোদ্ধাদিগের থাকিবার স্থান সমাবেশ হইল না।'

'পরন্তু, মহাবাহু ধনাধ্যক্ষ তাহাদিগকে ভগ্ন হইতে দেখিয়া প্রধান প্রধান মহাবল যক্ষগণকে সমরে প্রেরণ করিলেন। রাম! ইত্যবসরে সংযোধকণ্টক নামক যক্ষ প্রেরিত হইয়া বিশালবল ও বাহনসমভিব্যাহারে সমরে আগমন করিল। মারীচ বিষ্ণুর ন্যায় সেই যক্ষের চক্র প্রহারে সমরে আহত হইয়া ক্ষীণপুণ্য গ্রহের ন্যায় শৈল হইতে ভূতলে পতিত হইল। নিশাচর মারীচ সংজ্ঞা লাভ করিয়া মুহূর্ত্তকাল বিশ্রামপূর্ব্বক সেই যক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতেছে ইত্যবসরে সেই যক্ষ সমরে

ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। তৎপরে রাবণ যে স্থানে প্রতীহারিরা অবস্থিতি করে, সেই স্বর্ণ, রজত ও বৈদূর্য্যখচিত মনোহর তোরণমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। রাজন্! নিশাচর দশানন প্রবেশ করিতেছে, ইত্যবসরে সূর্য্যভানু নামক দ্বারপাল তাহাকে নিবারণ করিল। কিন্তু, সেই নিশাচর নিবারিত হইয়াও প্রবেশ করিল। রাম! যখন রাক্ষস নিবারিত হইয়া অবস্থিত হইল না, তখন সেই যক্ষ তোরণস্থিত দণ্ড উৎপাটিত করিয়া তদ্দারা তাহাকে প্রহার করিল। তৎকালে রাবণ রুধির স্রাব করতঃ গৈরিক ধাতু ক্ষরণকারি গিরির ন্যায় শোভিত হইল। কিন্তু সেই বীর দশানন শৈলশিখরসদৃশ তোরণস্থিত দণ্ড প্রহারে সমাহত হইয়াও কেবল স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার বরপ্রভাবে ক্ষিতিতলে পতিত হইল না। তৎপরে রাবণ সেই তোরণ দণ্ডদ্বারাই যক্ষকে এরূপ প্রহার করিল যে, তৎকালে তাহার শরীর একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল, এমন কি যক্ষ আর দৃষ্টিগোচর হইল না। তখন রাক্ষসের পরাক্রম দেখিয়া তাহারা সকলে পলায়ন করিল, পরিশেষে ভয়ার্ত্ত যক্ষ সকল প্রহরণ পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রান্তিবশতঃ বিবর্ণবদন হইয়া নদী ও গুহামধ্যে প্রবিষ্ট হইল।'

ইতি চতুর্দ্দশ সর্গ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ সর্গ।

'অনন্তর, সেই সহস্র সহস্র যক্ষপতিদিগকে বিত্রস্ত দেখিয়া ধনাধ্যক্ষ বৈশ্রবণ মহাযক্ষ মাণিভদ্রকে কহিলেন, 'যক্ষেন্দ্র! তুমি দুরাচার পাপপরায়ণ রাবণকে বিনষ্ট করিয়া যুদ্ধনিরত যক্ষবীরগণের রক্ষক হও।'

'সুদুর্জ্জয় মহাবাহু মাণিভদ্র ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, চারি সহস্র যক্ষ সেনায় সমাবৃত হইয়া সমরে প্রবৃত্ত হইল। তখন সেই যক্ষেরা শক্তি, প্রাস, মুষল, মুদ্গর, তোমর ও গদাদ্বারা রাক্ষসদিগকে প্রহার করিতে করিতে ধাবিত হইল। "অস্ত্র প্রদান কর, আবশ্যক নাই, অস্ত্র দেও" পরস্পর এইরূপ কহিতে কহিতে শ্যেনপক্ষীর ন্যায় বিচরণ করতঃ তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিল। তৎপরে ব্রহ্মবাদী ঋষিবর্গ, দেবগণ ও গন্ধর্ব্বগণ সেই তুমুল সংগ্রাম অবলোকন করিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। পরন্তু, প্রহস্ত সহস্র যক্ষকে সমরে নিহত করিল এবং মহোদরও অপর এক সহস্র যক্ষকে গদাঘাতে বিনষ্ট করিল। রাজন্! তৎকালে মারীচ যুযুৎসু হইয়া ক্রোধবশতঃ নিমেষান্তরমাত্রে দ্বিসহস্র যক্ষকে নিপাতিত করিল। হে পুরুষপ্রবর! রাক্ষসদিগের যুদ্ধ মায়াবলের আশ্রিত, আর যক্ষগণের যুদ্ধ সরলতাপূর্ণ, সুতরাং এই উভয়ের সমর অধিকতর বিভিন্ন; এই নিমিত্তই রাক্ষসেরা সমরে অধিক প্রবল। ধূম্রাক্ষ সেই মহাসমরে সমাগত হইয়া ক্রোধবশতঃ মুষলদ্বারা মাণিভদ্রের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিল। কিন্তু মাণিভদ্র তাহাতে ব্যথিত হইল না। অধিকন্তু, মাণিভদ্র গদা উত্তোলন করিয়াই ধূম্রাক্ষ রাক্ষসের মস্তকে প্রহার করিল, সে সেই প্রহারে বিহ্বল হইয়া পতিত হইল। আহত সুতরাং শোণিতসিক্ত ধূম্রাক্ষকে সংগ্রামে পতিত দেখিয়া দশানন মাণিভদ্রের অভিমুখে ধাবিত হইল। তখন যক্ষপুঙ্গব মাণিভদ্র ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া অভিমুখে ধাবমান দশাননকে তিনটি শক্তিদ্বারা প্রহার করিল। রাক্ষসরাজ সেই শক্তির আঘাতে তাড়িত হইয়া মাণিভদ্রের মুকুটে প্রহার করিল, সেই প্রহারে তাহার মুকুট পার্শ্বদেশে আসিয়া পড়িল। রাজন্! তদবধি ঐ যক্ষ পার্শ্বমৌলি হইল, মহাত্মা মাণিভদ্র বিমুখ হইলে রাক্ষসদিগের সুমহান্ শব্দ সেই শৈলে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।'

'অনন্তর, গদাধারী ধনাধ্যক্ষ পদ্ম ও শঙ্খ নামক নিধির অধিষ্ঠাত্রী দেবতায় সমাবৃত হইয়া শুক্র ও প্রৌষ্ঠপদ নামক সচিব যুগল সমভিব্যাহারে দূর হইতে ভ্রাতাকে নয়নগোচর করিলেন। বিশ্রবার শাপবশতঃ গৌরববিহীন ভ্রাতাকে সংগ্রামস্থলে নিরীক্ষণ করিয়া তিনি তাহাকে পিতামহকুলের উপযুক্ত বাক্য বলিতে লাগিলেন। "রে দুর্ম্মতে! তুই মৎকর্ত্তৃক অসৎ কার্য্য হইতে নিবারিত হইয়াও মদীয় বাক্যের তাৎপর্য্য অবগত হইলি না, অতএব

পশ্চাৎ নিরয়ে গমন করিয়া ইহার ফলজানিতে পারিবি। বিশেষতঃ যে দুর্ম্মতি মোহবশতঃ বিষপান করিয়া জানিতে পারে না, সে তাহার পরিণামে কর্ম্মের ফল জানিতে পারে। ধর্ম্মযুক্ত কোন প্রাকৃত কারণবশতঃ দেবতা সকল এক্ষণে তোর প্রতি বিমুখ হইয়াছেন, সম্প্রতি তোর ধর্ম্ম না থাকায় দেবতাদিগের অনভিনন্দনবশতঃ তোর যে ঈদৃশ ক্রূরস্বভাব হইয়াছে, তুই তাহা অবগত হইতেছিস্ না। যে মাতা, পিতা, বিপ্র এবং আচার্য্যের অবমাননা করে, সে প্রেতরাজের বশবর্ত্তী হইয়া তাহার ফল দেখিতে পায়। যে নশ্বর শরীর ধারণ করিয়া তপস্যা উপার্জ্জন করে না, সে মৃত হইয়া স্বীয় কর্ম্ম সম্পাদিত গতি লাভ করিয়া পশ্চাৎ সন্তপ্ত হয়। বিশেষতঃ মাতা পিতার সেবা ব্যতীত বুদ্ধিবিহীন কোন পুরুষের স্বেচ্ছাবশতঃ সুমতি জন্মে না, অতএব মাতা পিতার সেবাবিহীন হইয়া যাদৃশ দুষ্কর্ম্ম করে, তাদৃশ ফল লাভ করিয়া থাকে। মানবগণ ইহলোকে পুণ্যকার্য্য পরম্পর দ্বারা অর্জ্জিত ছত্র, বিত্ত, বল, রূপ, সমৃদ্ধি ও শূরত্ব প্রাপ্ত হয়। তুইও ঐরূপ দুষ্কর্ম্মান্বিত, অতএব তুই অবশ্যই নরকে গমন করিবি। বিশেষতঃ যখন তোর ঈদৃশী বুদ্ধি, তখন তোর সহিত সম্ভাষণ করিতে পারি না, যেহেতু অসদাচার ব্যক্তিদিগের প্রতি সদাচার জনগণের ইহাই অনুচার।'

'তৎপরে মারীচপ্রভৃতি তদীয় অমাত্য সকলকেও ঐরূপ কহিয়া তাহাদিগকে প্রহার করিলেন, তাহারা ধনদকর্ত্তৃক আহত হইবামাত্র সমরে বিমুখ হইয়া পলায়ন করিল। অমাত্যগণ প্রস্থান করিলে মহাত্মা যক্ষেন্দ্র দশাননের মস্তকে গদাদ্বারা প্রহার করিলেন, কিন্তু দশগ্রীব অভিহত হইয়াও স্থান হইতে বিচলিত হইল না। রাম! তৎকালে সেই যক্ষ ও রাক্ষস উভয়ে পরস্পরকে প্রহার করিয়া মহাসমরে শ্রান্তও হইল না, বিহ্বলও হইল না। তখন ধনদ তদুদ্দেশে আগ্নেয় অস্ত্র মোচন করিলেন, রাক্ষসপতিও বারুণঅস্ত্রদ্বারা সেই অস্ত্র নিবারণ করিল। তৎপরে নিশাচরনাথ দশানন ধনদের বিনাশবাসনায় রাক্ষসী মায়া অবলম্বনপূর্ব্বক শত সহস্র রূপ ধারণ করিল। ক্রমশঃ ব্যাঘ্র, বরাহ, জীমূত, পর্ব্বত, সাগর, দ্রুম, যক্ষ ও দৈত্যরূপধারণ করিয়া দর্শন দিতে লাগিল। তখন রাবণ এত অধিক অস্ত্র বর্ষণ করিল যে, কেবল তাহাই নয়নগোচর হইতে লাগিল, কিন্তু তাহাকে আর কেহ দেখিতে পাইল না। রাম! অনন্তর, দশানন মহৎ অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক মহতী গদা তোদ করিয়া কুবেরের মস্তকে প্রহার করিল। রাবণ কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহত হওয়ায় ধনাধিপতি কুবের সর্ব্বাঙ্গে শোণিতসিক্ত ও বিহ্বল হইয়া ছিন্নমূলতরুর ন্যায় নিপতিত হইলেন। তখন পদ্মপ্রভৃতি নিধি দেবতা সকল ধনদকে নন্দনকাননে আনয়ন করিয়া তাঁহাব চতুর্দ্দিকে পরিবৃত হইয়া চৈতন্য সম্পাদন করিলেন।'

"রাক্ষসপতি ধনদকে পরাজয় করিয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহার জয়চিহ্নস্বরূপ পুষ্পক নামক বিমান গ্রহণ করিল। ঐ বিমান মুক্তাজালে সমাচ্ছন্ন, অভিলষিত সর্ব্বজাতীয় ফলবান্ বৃক্ষদ্বারা সুসজ্জিত। ইহার স্তম্ভ সকল কাঞ্চনরচিত, তোরণ বৈদূর্য্যমণিখচিত, সোপানশ্রেণী মণি ও কাঞ্চনদ্বারা বিরচিত ও বেদিকা সকল নির্ম্মল কাঞ্চন গঠিত, বেগ মনঃ অপেক্ষাও দ্রুততর। বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিত আকাশগামি ঐ বিমান দেবতাদিগেরই বাহ্য, নানাবিধ আশ্চর্য্য বস্তুদ্বারা অলঙ্কৃত এবং চিত্র নৈপুণ্যে চিত্রিত। ঐ অক্ষয় বিমান কামগামী, কামরূপী এবং সতত মনঃ ও নয়নের প্রীতিকর। অনুত্তম মনোহর শুভ পুষ্পক বিমান সমস্ত কাম্যবস্তুজাত দ্বারা নির্ম্মিত। বিশেষতঃ সকল ঋতুর সুখকর ঐ বিমান শীতলও নহে, উষ্ণও নহে।

'সেই সুদুর্ম্মতি রাজা বীর্য্যবলে বিজিত কামগ বিমানে আরোহণ করিয়া সর্পসম্ভূত গর্ব্ববশতঃ 'ত্রিভুবন জয় হইল, এইরূপ মনে করিল। রাবণ বৈশ্রবণ দেবকে পরাজয় করিয়া কৈলাশ শিখর হইতে অবতীর্ণ হইল। প্রতাপবান্ নিশাচর রাবণ তেজঃপ্রভাবে সেই বিপুল বিজয় লাভ করিয়া বিমল কিরীট ও

হারে সুসজ্জিত এবং উত্তম বিমানে আরূঢ় হইয়া সভায় আগমন করতঃ অনলের ন্যায় বিরাজমান হইল।'

ইতি পঞ্চদশ সর্গ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ সর্গ।

রাম! রাক্ষসপতি রাবণ ভ্রাতা কুবেরকে পরাজয় করিয়া মহাসেন কার্ত্তিকের জন্মভূমি বিশাল শরবনে গমন করিল। অবশেষে দশানন কিরণজালে সমাবৃত দ্বিতীয় ভাস্করের ন্যায় স্বর্ণময় বিশাল শরবন সন্দর্শন করিল। রাম! সে রমণীয় কানন সমন্বিত পর্ব্বতে আরূঢ় হইয়া দেখিল যে, তথায় পুষ্পক বিমানের গতিরোধ হইয়াছে। "ইহা প্রভুর ইচ্ছানুসারে গমন করিবে বলিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে, অতএব কি জন্যগমন করিতেছে না, আর কি কারণেই বা ইহার গতিরোধ হইল" রাক্ষসরাজ সেই সচিবসমূহে সমাবৃত হইয়া তখন এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল। "এই পুষ্পক বিমান আমার ইচ্ছানুসারে কি জন্য গমন করিতেছে না? বোধ হয়, এই কার্য্য পর্ব্বতের উপরিস্থিত কোন ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকিবে।"

রাম! তৎকালে বুদ্ধি কোবিদ মারীচ বলিল, রাজন্! পুষ্পক যে গমন করিতেছে না, ইহা নিষ্কারণ নহে, অবশ্যই কোন কারণ আছে। অথবা এই পুষ্পক বিমান কুবের ব্যতীত অন্য কাহারো বাহন হয় না, অতএব ধনাধ্যক্ষকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া গতিবিহীন হইয়াছে।" এই বাক্যের অবসানে কৃষ্ণপিঙ্গলবর্ণ বলবান্ নন্দী তাহার সন্নিহিত হইলেন, তাঁহার মস্তক মুণ্ডিত, ভুজ খর্ব্ব, মূর্ত্তি বামন, ভীষণ ও বিকৃত। অবশেষে ভবানুচর নন্দীশ্বর অশঙ্কিতভাবে রাক্ষসপতির পার্শ্বে উপনীত হইয়া তাহাকে এই কথা কহিলেন, দশানন! শঙ্কর শৈলে ক্রীড়া করিতেছেন, অতএব তুমি নিবৃত্ত হও। বিশেষতঃ এই পর্ব্বত ঈশ্বরের ইচ্ছায় সুপর্ণ, নাগ, যক্ষ, দেব, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস প্রভৃতি সমস্ত প্রাণিপুঞ্জের অগম্য হইয়াছে।"

নন্দীর এই কথা শুনিয়া, রাক্ষসপতি রোষবশতঃ চঞ্চলকুণ্ডলে পুষ্পক বিমান হইতে অবতীর্ণ হইল। পরন্তু, কোপে নয়ন লোহিত করিয়া "শঙ্কর কে?" এই কথা বলিয়া শৈলতলে উপনীত হইল। দেখিল, তথায় নন্দী দীপ্ত শূল উদ্যত করিয়া দ্বিতীয় শঙ্করের ন্যায় দেব মহাদেবের অদূরে অবস্থিত রহিয়াছেন। রাক্ষস তাঁহার বানরমুখ নিরীক্ষণ করিয়া অবজ্ঞা-প্রদর্শন পূর্ব্বক সেই স্থলে সজল জলদের ন্যায় অতিশয় গম্ভীর হাস্য করিল।'

তখন শঙ্করের দ্বিতীয় শরীর ভগবান্ নন্দী কুপিত হইয়া, সমীপাগত রাক্ষস দশাননকে কহিলেন, "দশগ্রীব! বানররূপদর্শনে আমাকে অবজ্ঞা করিয়া তুমি অশনিপাতের ন্যায় গম্ভীরস্বরে উপহাস করিয়াছ, অতএব তোমার বংশ বিনাশের নিমিত্ত আমার সমান বীর্য্যবান্ ও তেজস্বী বানর সকল মদীয় বীর্য্যসংযুক্ত হইয়া উৎপন্ন হইবে! সেই নখদংষ্ট্রায়ুধ, বানরগণ মনের ন্যায় দ্রুতগামী, রণোন্মত্ত শৈলের সদৃশ বিশাল, বল সম্পন্ন ও ক্রূর তাহারা উৎপন্ন হইয়া পুত্র ও অমাত্যসহ তোমার মানসিক প্রবল দর্পএবং পৃথক্ বিধ, শারীরিক উৎসেধ অপনয়ন করিবে। কিন্তু, হে নিশাচর! যদিচ আমি তোমাকে হনন করিতে পারি, তথাপি এখন তোমাকে হনন করা উচিত নহে, কারণ তুমি স্বীয় দুষ্কৃত কর্ম্ম-দ্বারা পূর্ব্বেই হত হইয়াছ" মহাত্মা দেব নন্দীর এই বাক্য উচ্চারণ হইবামাত্র দেব দুন্দুভি সকল নাদিত ও আকাশ হইতে পুষ্প-বৃষ্টি পতিত হইল।'

'তখন সেই মহাবল দশানন, নন্দীর বাক্যে চিন্তা না করিয়া পর্ব্বতের সন্নিহিত হইয়া এই কথা বলিল যে, "হে রুদ্র! যাহাকে আশ্রয় করিয়া ক্রীড়ার জন্য গমন করিতে করিতে আমার পুষ্পকবিমানের গতি বিহত করিয়াছ, আমি তোমার সেই শৈল উন্মূলিত করিব। কি প্রভাবে মহাদেব রাজার ন্যায় নিয়ত ক্রীড়া করিতেছেন, তাহা জানা উচিত, বিশেষতঃ ভয়ের বিষয় উপস্থিত হইয়াছে, তিনি তাহা জানিতেছেন না।" রাম! এইরূপ কহিয়া

র্ব্বতের অধোদেশে ভুজ সকল বিক্ষেপ করিয়া ায় সেই পর্ব্বত উত্তোলন করিতে লাগিল, সেই আকর্ষণে শৈল কম্পিত হইল।'

'... সঞ্চালিত হওয়ায় মহাদেবের গণ কল কম্পিত হইল, পার্ব্বতীও চঞ্চল হইয়া ৎক্ষণাৎ মহেশ্বরকে আলিঙ্গন করিলেন। াম! তৎপরে দেবপ্রবর মহাদেব হর লীলা- প্রযুক্ত পাদাঙ্গুষ্ঠদ্বারা সেই শৈল পীড়িত করি- লেন। তাহাতে পর্ব্বতের অধোদেশগত শৈল- স্তম্ভসদৃশ রাবণের ভুজ সকল পীড়িত হওয়ায় সেই রাক্ষসের সচিব সকল বিস্মিত হইল। সেই রাক্ষস রোষ ও ভুজ সকলের পীড়াবশতঃ হসা চীৎকার করিতে লাগিল, তদ্দ্বারা ত্রৈলোক্য কম্পিত হইল। তাহার অমাত্যগণ দীয় শব্দ যুগক্ষয়কালীন জায়মান বজ্রনিষ্পেষ লিয়া বোধ করিল। অধিক কি, তৎকালে স্থ ইন্দ্রপ্রমুখ দেবতা সকল তথা হইতে লিত, সমুদ্র সকল সংক্ষুব্ধ ও পর্ব্বত সকল লিত হইল এবং যক্ষ, বিদ্যাধর ও সিদ্ধগণ হা কি" এই কথা কহিল। মন্ত্রিগণ হিল, "দশানন! নীলকণ্ঠ উমাপতি মহা- দেবকে সন্তুষ্ট কর, তিনি ব্যতীত অপর কাহা- কেও রক্ষাকর্ত্তা দেখিতে পাই নাই। স্তুতি- দ্বারা প্রণত হইয়া তাঁহার শরণাগত হও, শঙ্কর কৃপালু তিনি সন্তুষ্ট হইয়া তোমার প্রতি অনু- গ্রহ বিধান করিবেন।" তৎকালে দশানন অমাত্যগণের এতাদৃশ বচন শ্রবণে প্রণত হইয়া নামবিহিত বিবিধ স্তোত্রদ্বারা বৃষভধ্বজের স্তব করিতে লাগিল। অধিকন্তু, রোদন করিতে করিতে রাক্ষসের সহস্র সংবৎসর অতীত হইয়া গেল।'

'রাম! তদনন্তর, শৈলগিরিস্থ প্রভু মহা- দেব প্রীত হইয়া দশাননের ভুজ সকল মুক্ত করিয়া তাহাকে কহিলেন, "দশানন! তুমি শৈল দ্বারা আক্রান্ত হইয়া বীরদর্পবশতঃ যে সুদারুণ রব অর্থাৎ নিনাদ করিয়াছ, তাহাতে আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি। রাজন্! বিশেষতঃ এই লোকত্রয় শব্দিত হইয়া ভীত হইয়াছে; অতএব তুমি রাবণ নামে বিখ্যাত হইবে। দেবতা, মনুষ্য, যক্ষ এবং জগতীতলে যে সকল জীব আছে, তাহারা সকলেই তোমাকে এইরূপ লোক- রাবণ রাবণ বলিয়া আহ্বান করিবে। হে পৌলস্ত্য! তোমার যে পথে যাইতে বাসনা হয়, তুমি বিশ্রব্ধভাবে সেই পথে গমন কর। হে রাক্ষসাধিপ! মৎকর্ত্তৃক পুষ্পক রথ দ্বারা গমনে অনুজ্ঞাত হইয়াছ, অতএব গমন কর।"

'লঙ্কাপতি, শম্ভুর এতাদৃশ বাক্য শুনিয়া কহিল, "মহাদেব! যদি আমার প্রতি প্রীতি হইয়া থাকেন, তবে আমি প্রার্থনা করিতেছি, আমাকে বর প্রদান করুন্। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, গুহ্যক, নাগ এবং বলবত্তর অন্য প্রাণিপুঞ্জের অবধ্যত্ব লাভ করিয়াছি। দেব! মানব সকল আমার মতে অল্পবীর্য্য, অতএব আমি তাহাদিগকে গণনাও করি না; বিশেষতঃ ব্রহ্মার নিকটে দীর্ঘ আয়ুপ্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব ত্রিপুরা- ন্তক! ভগবদ্দত্ত আয়ুঃ ক্ষয় হইয়া যাহা অব- শিষ্ট আছে, তাহাই আমার প্রার্থনীয়, অতএব এই সকল দুষ্কর্ম্মদ্বারা উহা বিনষ্ট না হয়, আপনি এই বর এবং সর্ব্বপ্রাণীর জয়ের জন্য দিব্য অস্ত্র প্রদান করুন্।"

'তদনন্তর, ভূতপতি শঙ্কর তৎকালে রাবণকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া চন্দ্রহাস নামক বিখ্যাত মহাদীপ্ত খড়্গ আর শাপাদি দ্বারা অবিনাশি অবশিষ্ট আয়ু দান করিলেন। বর- দান করিয়া শম্ভু কহিলেন, "তুমি ইহাকে অবজ্ঞা করিওনা, যদি ইহারপ্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শন কর, তাহা হইলে এই অস্ত্র তোমার নিকট হইতে মৎসকাশে আগমন করিবে, সংশয় নাই।"

'রাবণ মহেশ্বরকর্ত্তৃক এইরূপে কৃতনাম হইয়া মহাদেবকে অভিবাদন করিয়া পুষ্পক রথে আরোহণ করিল। রাম! তৎপরে রাবণ মহাবীর্য্য ক্ষত্রিয়দিগকে ক্রমশঃ পীড়িত করিয়া মহীতলে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। কোন কোন তেজস্বী যুদ্ধদুর্ম্মদ ক্ষত্রিয় শূরগণ তাহার শাসন প্রতিপালন না করিয়া তৎকালে সপরিচ্ছদে বিনষ্ট হইল। অন্যান্য প্রজ্ঞাসম্মত

ক্ষত্রিয়গণ বলদর্পিত রাক্ষসকে দুর্জ্জয় জানিয়া "বিজিত হইয়াছি" এই কথা কহিল।'

ইতি ষোড়শ সর্গ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ সর্গ।

'রাজন্! মহাবাহু রাবণ পৃথিবীতলে বিচরণ করিয়া হিমালয়সন্নিহিত বনে উপস্থিত হইয়া পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। সে তত্রত্য বনস্থলে এক কন্যা দর্শন করিল; সেই কৃষ্ণাজিনপরিধানা কন্যা তপস্যার অনুষ্ঠানে নিরত হইয়া দেবতার ন্যায় দীপ্তি পাইতেছিল। রাবণ সেই সৌন্দর্য্যসম্পন্না মহাব্রতা কন্যাকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক কামমোহে সমাচ্ছন্ন হইয়া যেন পরিহাস করিয়াই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভদ্রে! এই আচরণ তোমার যৌবনের বিরুদ্ধ, অতএব কেন ইহার অনুষ্ঠান করিতেছ? বিশেষতঃ ইহা তোমার এতাদৃশ রূপের উপযুক্ত নহে। হে ভীরু! তোমার অনুপম সৌন্দর্য্য মানবগণের কামোন্মাদকর, অতএব তোমার তপস্যায় নিরত হওয়া উচিত নহে, বৃদ্ধদিগের এই নির্ণয় প্রসিদ্ধ। ভদ্রে! তুমি কাহার দুহিতা? এই ব্রতই বা কি? বরাননে! তোমার ভর্ত্তা কে? ভীরু! তুমি যাহার সহিত সম্ভোগ কর, ভূর্লোকে সেই মানবই পুণ্যবান্। তুমি কোন্ ফলাভিলাষে এই পরিশ্রম করিতেছ? মদীয় প্রশ্নানুসারে সমস্ত বর্ণন কর।"

'সেই যশস্বিনী তাপসী কন্যা রাবণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে তাহার বিধিবৎ আতিথ্য করিয়া কহিলেন, "অমিতপ্রভ বৃহস্পতিসুত ব্রহ্মর্ষি কুশধ্বজ আমার পিতা, সেই শ্রীমান্ মদীয় পিতা বুদ্ধিবলে বৃহস্পতির তুল্য। সেই মহাত্মা নিরত বেদাভ্যাস করিতেন, তৎসন্নিধান হইতে বাঙ্ময়ী বেদমূর্ত্তি কন্যা সম্ভূতা হয়, সুতরাং আমি পিতাকর্ত্তৃক বেদবতী নামে অভিহিতা হই। তৎ পরে দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগ সকল পিতার নিকট আগমন করিয়া আমাকে প্রার্থনা করেন। মহাভুজ রাক্ষসেশ্বর! পিতা আমায় তাহাদিগকে দান করিলেন না, আমি তাহার কারণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমার পিতার অভিপ্রায় ছিল যে, ত্রিলোকনাথ সুরেশ্বর বিষ্ণু তাঁহার জামাতা হয়েন, তন্নিবন্ধন পিতা আমাকে [illegible] কাহাকেও সমর্পণ করেন নাই। পিতা বিষ্ণুকে দান করিতে ইচ্ছা করিলে বলদর্পিত দৈত্যপতি শম্ভু ইহা শ্রবণ করিয়া অতিশয় কুপিত হইল। অবশেষে রাত্রিকালে শয়ান আছেন, ইত্যবসরে সেই দৈত্য আমার পিতাকে বিনষ্ট করিল। তৎকালে আমার মহাভাগা জননী শোকাতুরা হইয়া মদীয় পিতার সেই শরী[illegible] আলিঙ্গনপূর্ব্বক অনলে প্রবিষ্ট হইলেন। তৎপরে নারায়ণের প্রতি পিতার যে মনো[illegible] ছিল, তাহা সত্য করিব বলিয়াই তাঁহা[illegible] হৃদয়ে বহন করিতেছি। হে রাক্ষসপুঙ্গব! এই প্রতিজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়া বিপুল তপস্যা আচরণ করিতেছি; এই ত তোমার নিক[illegible] সমস্ত কহিলাম। নারায়ণই আমার পতি, [illegible] পুরুষোত্তম ব্যতীত অপর কেহই আমার [illegible] নহেন, সুতরাং নারায়ণকে লাভ করিব, [illegible] প্রত্যাশায় ঘোর নিয়ম অবলম্বন করিয়াছি। পৌলস্ত্যনন্দন! ত্রিলোক মধ্যে যাহা কি[illegible] আছে, তপস্যা প্রভাবে আমি তৎসম[illegible] জানিতে পারি, অতএব রাজন্! আমি তোমাকে বিদিত হইয়াছি, তুমি গমন কর।"

'সেই কামশরপীড়িত রাবণ বিমানাগ্র হইতে অবতীর্ণ হইয়া সেই সুমহাব্রতা কন্যাকে কহিল, "সুশ্রোণি! তুমি গর্ব্বিতা, তাহা না হইলে তোমার এরূপ বুদ্ধি হইত না। মৃগশাবকনয়নে! পুণ্যসঞ্চয় করা বৃদ্ধদিগেরই শোভা পায়, যুবতীর নহে। ভীরু! সর্ব্বগুণে ভূষিতা হইয়া তোমার ঈদৃশ বাক্য বিন্যাস করা উচিত হয় নাই, তুমি ত্রিলোকমধ্যে বিখ্যাত সুন্দরী, অতএব তোমার যৌবন অতীত হইতেছে। ভদ্রে! আমি লঙ্কাধিপতি, আমার নাম দশানন অতএব তুমি মদীয় ভার্য্যা হইয়া সুখাসুরূপ ভোগ্য বস্তুর উপভোগ কর। ভদ্রে! তুমি যাহাকে বিষ্ণু বলিয়া অভিভাষণ করিতেছ সে কে? অঙ্গনে! তুমি যাহাকে কামনা করিতেছ, সে বীর্য্য, বল, ভোগ এবং তপস্যায় আমার

তুল্য নহে।" রাক্ষস এইরূপ কহিলে, সেই কন্যা বেদবতী নিশাচরকে কহিলেন "তুমি বিষ্ণু বিষয়ে এইরূপ কহিও না, সেই ত্রিলোকাধিপতি বিষ্ণু সর্ব্বলোকের নমস্কৃত। অতএব রাক্ষসেন্দ্র! তুমি ব্যতীত অপর কোন্ বুদ্ধিমান্ তাঁহাকে অবমাননা করিবে।'

'তৎকালে নিশাচর রাবণ বেদবতীর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া করাগ্রদ্বারা সেই স্থলে তাঁহার কেশস্পর্শ করিল। তৎপরে সেই বেদবতী কুপিত হইয়া হস্তদ্বারা কেশ সকল ছিন্ন করিতে লাগিলেন। অধিক কি, তাঁহার করই অসি হইয়া তখন তদীয় কেশকলাপ ছেদন করিল। সেই কন্যা মরিবার নিমিত্ত ত্বরান্বিত ও কোপে প্রজ্বলিত হইয়া যেন নিশাচরকে দহন করতঃই বলিলেন, "রে অনার্য্য রাক্ষস! তুই ধর্ষিত করিয়াছিস্ বটে কিন্তু আমার জীবিত গ্রহণ করিতে পারিবি না; অতএব তোর সাক্ষাতেই আমি হুতাশনে প্রবেশ করিব। তুই পাপাত্মা হইয়া কেশস্পর্শদ্বারা বনমধ্যে আমাকে ধর্ষিত করিয়াছিস্ অতএব তোর বধার্থ আমি পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিব। আমি যদি তোকে শাপ প্রদান করি, তাহা হইলে আমার বৃথা তপস্যার ক্ষয় হইবে; বিশেষতঃ পাপবিষয়ে কৃতসংকল্প পুরুষকে হনন করা স্ত্রীলোকের সাধ্যায়ত্ত নহে। যদি আমি কিঞ্চিৎ সৎকার্য্য, দান অথবা হোম করিয়া থাকি, তাহা হইলে সেই সকল কার্য্যদ্বারা সাধ্বী ও অযোনিজা হইয়া কোন ধার্ম্মিকের তনয়া হইব।' এই কথা বলিয়া তিনি প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবিষ্ট হইলেন। তৎকালে আকাশ হইতে চতুর্দ্দিকে দিব্য পুষ্প বর্ষণ হইতে লাগিল। হে মহাবাহো প্রভো! সেই বেদবতীই জনকরাজের তনয়ারূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া তোমার ভার্য্যা হইয়াছেন, আর তুমিই সেই সনাতন বিষ্ণু। পূর্ব্বে যে বেদবতীর কোপদ্বারা শত্রুহত হইয়াছিল অধুনা সেই বেদবতীই তোমার অমানুষ বীর্য্যের আশ্রয় লইয়া সেই শৈলান্ত শত্রুকে নিহত করিয়াছেন। এই মহাভাগা বেদিমধ্যে অনলশিখার ন্যায় ভাবি কল্পে মর্ত্ত্যলোকে হলমুখদ্বারা কর্ষিত ক্ষেত্রমধ্য হইতে এইরূপ পুনঃপুনঃ উৎপন্ন হইবেন। পূরাকালে সত্যযুগে ইহাঁর বেদবতী নাম ছিল; ই'ন ত্রেতাযুগ প্রাপ্ত হইয়া সেই রাক্ষসের বধার্থ মৈথিলকুল মহাত্মা জনকের কন্যারূপে উৎপন্ন হইয়াছেন।'

ইতি সপ্তদশ সর্গ॥ ১৭॥

অষ্টাদশ সর্গ।

'বেদবতী হুতাশনমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে রাবণ পুষ্পক রথে আরোহণ করিয়া মেদিনী পরিক্রমণ করিতে লাগিল। পরে, রাবণ উসীরবীজ নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া নরপতি মরুত্তকে অবলোকন করিল। তখন মরুত্ত দেবতাসমূহে সমাবৃত হইয়া যজ্ঞ করিতেছিলেন। বৃহস্পতির সহোদর ভ্রাতা ধর্ম্মজ্ঞ সম্বর্ত্ত নামক ব্রহ্মর্ষি সমস্ত দেববর্গে পরিবৃত হইয়া তাঁহাকে যাজন করিতেছিলেন। অপিচ দেবতাবৃন্দ বর দানবশতঃ দুর্জ্জয় রাক্ষসকে নিরীক্ষণ করিয়া তাহার পীড়ন ভয়ে ভীত হইয়া তির্য্যগ্‌যোনিমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ইন্দ্র ময়ূর, ধর্ম্মরাজ বায়স, ধনাধ্যক্ষ কৃকলাস ও বরুণ হংস হইলেন।'

'অরিনিসূদন। অন্যান্য দেবগণ ঐরূপ তির্য্যগ্‌যোনিমধ্যে সমাবিষ্ট হইলে রাবণ অশুচি সারমেয়ের ন্যায় যজ্ঞস্থলে প্রবিষ্ট হইল। রাক্ষসপতি রাবণ রাজা মরুত্তের সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে কহিল, 'যুদ্ধ প্রদান কর' অথবা 'পরাজিত হইলাম বল।'' তৎপরে নরপতি মরুত্ত তাহাকে কহিলেন, 'তুমি কে?' তখন রাবণ তাঁহাকে উপহাস করিয়া কহিল, পার্থিব! আমি ধনদ কুবেরের অনুজ আমার নাম রাবণ, আপনি আমাকে জানেন না; অতএব এই অকৌতূহলভাবে আমি আপনার প্রতি প্রীতি হইয়াছি। আমার পরাক্রম অবগত নহে এতাদৃশ ব্যক্তি ত্রিলোকমধ্যে বিদ্যমান নাই অধিক কি, আমি ভ্রাতাকে পরাজিত করিয়া এই বিমান আহরণ করিয়াছি।''

'অনন্তর, সেই নরপাল মরুত্ত রাবণকে কহিলেন, 'তুমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সমরে পরা-

জয় করিয়াছ,' অতএব তুমিই ধন্য, আর তোমার সদৃশ শ্লাঘনীয় ব্যক্তি ত্রিলোকমধ্যে বিদ্যমান্ নাই। অধর্ম্মের সহিত অনুষ্ঠিত কার্য্যও শ্লাঘনীয় নহে, আর লোকবিগর্হিত কার্য্যও শ্লাঘনীয় নহে, কিন্তু তুমি দুরাত্মার কার্য্য করিয়া ভ্রাতৃবিজয়বশতঃ শ্লাঘা করিতেছ? তুমি পূজ্যপূজারহিত কোন্ ধর্ম্ম আচরণ করিয়া পূর্ব্বে বর লাভ করিয়াছ? কারণ তুমি স্বয়ং যেরূপ কহিতেছ, আমি পূর্ব্বে ইহা শ্রবণ করিনাই। রে দুর্ম্মতে! তুই থাক, জীবিত অবস্থায় আমার নিকট হইতে প্রতিগমন করিতে পারিবি না; নিশিত শরনিকরে অদ্যই তোকে শমনসদনের অতিথি করিব।" পরে নরপতি মরুত্ত রোষবশতঃ শর ও শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ নির্গত হইয়া রাবণের পথ-রোধ করিলেন।'

'তখন সেই মহর্ষি সম্বর্ত্ত স্নেহসহকারে মরুত্তকে কহিলেন,'যদি আমার বাক্য শ্রোতব্য হয়, তবে তোমার প্রহার করা কর্ত্তব্য নহে। এই মাহেশ্বর দৈবত সত্র অসমাপ্ত হইলে কুল দহন করে; দীক্ষিত ব্যক্তির যুদ্ধ কোথায়? আর দীক্ষিত জনের কোপের উদয়ই বা কোথায়? বিশেষতঃ রাক্ষস অতিশয় দুর্জ্জয় এবং জয় বিষয়েও সতত সংশয় রহিয়াছে।" পৃথিবীপতি মরুত্ত গুরুর বাক্যানুসারে নিবৃত্ত হইয়া শর ও শরাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বস্থচিত্তে যজ্ঞ সমাপ্তি বিষয়ে উদ্যোগী হইলেন। তৎপরে রাবণের সচিব শুক মরুত্ত নৃপতিকে নির্জ্জিত বিবেচনা করিয়া হর্ষবশতঃ রাবণ জয়ী হইলেন" এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রাবণের জয় ঘোষণা করিতে লাগিল। রাবণ সেই সত্রে সমাগত তত্রত্য মহর্ষিদিগকে ভক্ষণ করিয়া তাহাদের রুধিরে অতিশয় পরিতৃপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার মহীতলে গমন করিল।'

'রাবণ গমন করিলে স্বর্গবাসী বাসবপ্রভৃতি দেবতাসকল স্বীয় স্বীয় প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া সেই জীবদিগকে কহিতে লাগিলেন। তখন ইন্দ্র হর্ষনিবন্ধন নীলবর্হসমন্বিত ময়ূরকে কহিলেন, 'ধর্ম্মজ্ঞ! তোমার প্রতি আমি প্রীত হইয়াছি, অতএব তোমার ভুজঙ্গ হইতে ভয় হইবে না। অধিকন্তু আমার এই নেত্র সহস্র তোমার বর্হশ্রেণীতে শোভিত হইবে, আর আমি বর্ষণ করিতে থাকিলে মদীয় প্রীতির চিহ্ন হর্ষ লাভ করিবে।" সুরপতি বাসব ময়ূরকে এইরূপ বর প্রদান করিলেন। নরনাথ! পুরাকালে ময়ূরগণের বর্হ কেবল নীলবর্ণ ছিল, পরে সকলে সুরাধিপের নিকট বর লাভ করিয়া বিচিত্রতা প্রাপ্ত হইয়াছে।'

'রাম! ধর্ম্মরাজ হবির্গৃহে অবস্থিত বায়সকে কহিলেন, "পক্ষিন্! আমি তোমার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি; অতএব আমার বাক্য শ্রবণ কর। অন্যান্য প্রাণিবর্গ যেমন মৎকর্ত্তৃক বিবিধ রোগে পীড়িত হয়, তদ্রূপ আমি প্রসন্ন হওয়ায় সেই রোগ সকল তোমাকে নিপীড়িত করিতে পারিবে না, সংশয় নাই। বিহঙ্গম! মদীয় বরপ্রভাবে তোমার মৃত্যু হইতে ভয় নাই; মানব সকল যাবৎ তোমাকে বধ না করিবে, সেই পর্য্যন্ত তুমি জীবিত থাকিবে। পরন্ত যে সকল মানব মদীয় আলয়ে ক্ষুধায় কাতর হইবে, তুমি ভোজন করিলে তাহারা সবান্ধবে পরিতৃপ্ত হইবে।" তৎপরে বরুণ গঙ্গাসলিলস্থ [illegible] হংসকে কহিলেন, 'পত্ররথেশ্বর! মদীয় প্রীতি-সংযুক্ত বাক্য শ্রবণ কর; তোমার চন্দ্রমণ্ডল-সদৃশ নির্ম্মল ফেনসমানকান্তি ও উৎকৃষ্টতর মনোহর সুন্দর বর্ণ হইবে। বিশেষতঃ মদীয় শরীরস্বরূপ সলিল সঞ্চরণ করিয়া সতত সৌন্দর্য্য এবং অতুল প্রীতি লাভ করিবে, ইহাই আমার প্রীতির চিহ্ন।" রাম! পুরাকালে হংসগণের সমস্ত শুক্লবর্ণ ছিল না, পক্ষ সকলের অগ্রভাগ নীলবর্ণ ও ক্রোড় কোমল শ্যামবর্ণ ছিল।'

'অনন্তর বৈশ্রবণ পর্ব্বতস্থ কৃকলাসকে কহিলেন, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া হৈরণ্য বর্ণ প্রদান করিব। তোমার মস্তক সমস্ত স্বর্ণবর্ণ হইবে; অধিকন্তু মৎপ্রীতিনিবন্ধন এই কাঞ্চনবর্ণ তোমার অক্ষয় হইয়া থাকিবে।" সেই দেবতা সকল তাহাদিগকে এইরূপ বর দান করিয়া সেই যজ্ঞ উৎসব নিবৃত্ত হইলে রাজার সহিত পুনর্ব্বার স্বর্ভবনে গমন করিলেন।'

একোনবিংশ সর্গ।

'সেই রাক্ষসপতি দশানন মরুত্তকে জয় রিয়া সমরবাসনায় নরপতিগণের নগরে গ্রে গমন করিতে লাগিল। নিশাচরনাথ বাসব রুণ- সদৃশ রাজেন্দ্রগণের সন্নিহিত হইয়া হিল যে, "তোমরা যুদ্ধ দান কর বা 'নির্জ্জিত ইলাম, এই কথা বল, কারণ ইহাই আমার রনিশ্চয়, যাহারা এতদুভয়ের একতর অব- ম্বন না করিবে, তাহাদের কোন মতেই ক্তির উপায় দেখা যায় না।" তাহার পর র্ম্ম নিরত প্রাজ্ঞ সুমহাবল পৃথিবীপাল নৃপ- কল নির্ভয় হইলেও রিপুর অধিক বল অবগত ইয়া পরস্পর মন্ত্রণা করতঃ "নির্জ্জিত হইলাম, ই কথা বলিলেন। তাত! দুষ্মন্ত, সুরথ, গাধি, রাজা, পুরূরবা, এই সকল পৃথিবীপালেরা নির্জ্জিত বলিয়াছিলেন।,

"অনন্তর, রাক্ষসাধিপতি রাবণ শক্র- লিত অমরাবতীর ন্যায় রাজা অনরণ্য- ক সুরক্ষিত অযোধ্যায় উপস্থিত হইল। া বাসবসম বলবান্ সেই পুরুষশার্দ্দূল ার সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে বলিল , "যুদ্ধ দান কর, অথবা 'নির্জ্জিত হইলাম' য়া অঙ্গীকার কর; আমার শাসন এই- প।" কিন্তু অযোধ্যাপতি অনরণ্য সেই াপাত্মার বচন শ্রবণে কুপিত হইয়া রাক্ষসেন্দ্র াবণকে কহিলেন, নিশাচরপতে! আমি তামাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রদান করিতেছি, তুমি কিয়ৎকাল অবস্থিতি কর আমি এরূপ বলে বষ্টিত হইব যে, তুমি অবিলম্বে মদীয় আয়ত্ত ইবে।" রাজা রাবণের বৃত্তান্ত শুনিয়া প্রতি- দ্ধ করিবার জন্য পূর্ব্বেই সুমহৎ বল নিযুক্ত করিয়াছিলেন, নরপতির সেই সেনা রাক্ষস- ধে উদ্যত হইয়া নিষ্ক্রান্ত হইল। নরো- ত্তম! দশ সহস্র হাস্তিক, দশ সহস্র অশ্বারোহী, হু সহস্র রথী এবং বহু সহস্র পদাতি মহীতল াচ্ছন্ন করিয়া যুদ্ধার্থ নির্গত হইল।'

'যুদ্ধবিশারদ! অনন্তর, নরপতি অনরণ্য ও রাক্ষসপতির ঘোরতর অদ্ভুত যুদ্ধ আরম্ভ ইল। তৎকালে মহীপতির সেনা রাবণ- সেনার সহিত মিলিত হইয়া সুচিরকাল সংগ্রাম করিল; অবশেষে উত্তম বিক্রম প্রকাশ করিয়া হুতাশনে হুত হবির ন্যায় সকলে বিনষ্ট হইল। প্রজ্বলিত পাবকের সন্নিহিত হইয়া যেমন শলভকুল তাহাতে প্রবেশ করে, তদ্রূপ সেই অবশিষ্ট সেনা দেদীপ্যমান রাবণের সহিত সঙ্গত হইয়া অবিলম্বেই সমরে বিনষ্ট হইয়া গেল। তখন সেই নরেন্দ্র অনরণ্য দেখিলেন যে, শত শত নদী যেমন সাগর সন্নিহিত হইয়া তাহাতে বিলয় প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ সেই মহাবল বিনষ্ট হইতেছে। তৎপরে নরপতি ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া শক্রধনুঃ সদৃশ ধনুঃ বিস্ফারণ পূর্ব্বক স্বয়ং রাবণের নিকট গমন করিলেন। মারীচ, শুক, সারণ, প্রহস্তপ্রভৃতি রাবণের অমাত্য সকল অনরণ্যের নিকট ভগ্ন হইয়া মৃগযূথের ন্যায় পলায়ন করিল। তাহার পর ইক্ষ্বাকু-কুলনন্দন অনরণ্য সেই রাক্ষস- রাজের মস্তকে অষ্টশত শর পাতিত করিলেন। বারিধারা যেমন মেঘ নিঃসৃত হইয়া গিরি- মস্তকে পতিত হয়, তদ্রূপ তাঁহার সেই বাণ নিকর নিপতিত হইয়া কোন স্থান ক্ষত করিল না।'

'তখন রাক্ষসরাজ কুপিত হইয়া রাজার মস্তকে তলপ্রহার করিল, তিনি তাহাতে অভি- হত হইয়া রথ হইতে নিপতিত হইলেন। শালবৃক্ষ যেমন বজ্র দ্বারা দগ্ধ হইয়া অরণ্যমধ্যে নিপতিত হয়, তদ্রূপ সেই রাজা বিহ্বল চিত্তে ভূতলে পতিত হইয়া কম্পিত হইতে লাগি- লেন। তখন রাক্ষসরাজ উপহাস পূর্ব্বক সেই ইক্ষ্বাকুনন্দন পৃথিবীপতিকে কহিল যে, 'তুমি আমার সহিত প্রতিযুদ্ধ করিয়া এক্ষণে কি ফল লাভ করিলে? নরাধিপ! আমাকে যে দ্বন্দ্ব- যুদ্ধ প্রদান করে, ত্রিলোকে এতাদৃশ ব্যক্তি বিদ্যমান নাই। আমি বোধ করি, তুমি ভোগে সংসক্ত হইয়া মদীয় বলের বিষয় শ্রবণ করিতেছ না।" 'এইরূপ কহিলে রাজা হীন- বল হইয়া তাহাকে কহিলেন, "কাল দুরতি- ক্রমণীয়, সুতরাং আমি ইহাতে কি করিতে পারি। রাক্ষস! তুমি আত্মপ্রশংসা করিতেছ বটে, কিন্তু আমি ত্বৎকর্তৃক নির্জ্জিত হই নাই; কালই আমাকে বিপন্ন করিয়াছে,

তুমি কেবল হেতুমাত্র। নিশাচর! জীবন ক্ষয় সময়ে আমি এখন কি করিতে সক্ষম হইব, কিন্তু আমি বিমুখ হই নাই, সম্মুখ সংগ্রাম করিতে করিতেই তোমাকর্তৃক আহত হইয়াছি। রাক্ষস! ইক্ষ্বাকুবংশের অবমাননিবন্ধন বলিতেছি যে, আমি প্রজাবর্গের সুপালন, তপস্যা ও হবন করিয়া থাকি, তবে আমার বাক্য সত্য হউক। মহাত্মা ইক্ষ্বাকুদিগের এই কুলে দাশরথি রাম উৎপন্ন হইবেন, সেই দশরথ-নন্দনই তোমার প্রাণ হরণ করিবেন।”

‘সেই শাপপ্রদত্ত হইলে আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল এবং জলধরের ন্যায় গভীর দেবদুন্দুভি বাদিত হইতে লাগিল। তখন সেই রাজশ্রেষ্ঠ রাজা অনরণ্য স্বর্গধামে গমন করিলেন, নরপতি স্বর্গগত হইলে, রাক্ষস তথা হইতে নির্গত হইল।’

ইতি একোনবিংশ সর্গ ॥ ১৯ ॥

বিংশ সর্গ।

‘অনন্তর, রাক্ষসাধিপতি রাবণ ভূতলে মানবদিগকে বিত্রাসিত করিয়া তৎকালে মেঘের উপরি অবস্থিত মুনিবর নারদের সাক্ষাৎ লাভ করিল। নিশাচর দশানন তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কুশল ও আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। অমিতপ্রভ মহাতেজা দেবর্ষি নারদ মেঘপৃষ্ঠে থাকিয়াই পুষ্পকরথস্থ রাবণকে বলিলেন, “সৌম্য রাক্ষসাধিপতে! তুমি মদীয় বাক্য শ্রবণ করিবার নিমিত্ত কিছুকাল অপেক্ষা কর। বিশ্রব তনয়! তোমার অভিজন সমন্বিত উগ্র বিক্রমদ্বারা অতিশয় প্রীত হইয়াছি। পুরাকালে বিষ্ণু দৈত্য বিনাশদ্বারা আমাকে অতিশয় সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন, পশ্চাৎ তোমার সহিত গন্ধর্ব্ব ও উরগপ্রভৃতির বিনাশকর যে সকল যুদ্ধ হইবে, তদ্দ্বারা আমি নিতান্ত পরিতোষিত হইব। তাত! যদি তুমি শ্রবণ কর, তবে কিঞ্চিৎ শ্রোতব্য বিষয় বলিতে ইচ্ছা করি, অতএব বলিতেছি, তুমি শ্রবণ বিষয়ে চিত্ত সমাধান কর। বৎস! এই মনুষ্যলোক যখন মৃত্যুর বশীভূত, তখন এই লোক নিহতই হইয়াছে, অতএব তুমি দেবগণের অবধ্য হইয়া বৃথা কেন ইহাদিগকে বধ করিতেছ? তুমি দেব, দানব, দৈত্য, যক্ষ, রক্ষ ও গন্ধর্ব্বগণের অবধ্য, অতএব এই মানুষলোককে ক্লেশ দেওয়া উচিত নহে। এই মানবলোক নিয়ত ঘোরতর ব্যসনে আবৃত, বিশেষতঃ নিজ শ্রেয়ঃ আচরণে নিতান্ত বিমূঢ় এবং জরা ও ব্যাধিশতে সমাবৃত, অতএব তাদৃশ লোককে কে নিহত করে? নানাবিধ অনিষ্ট সম্বন্ধদ্বারা মনুষ্যলোক যেখানে সেখানে সর্ব্বদা পীড়িত হইয়া থাকে, অতএব যুদ্ধদ্বারা সেই মনুষ্যলোকের বিনাশে কোন্ মতিমান্ ব্যক্তি প্রণয়ী হয়? অপিচ ক্ষুধা, পিপাসা ও জরাদ্বারা ক্ষীয়মাণ, সুতরাং দৈবকর্তৃক নিহত বিষাদ ও শোকসন্তপ্ত মনুষ্যলোককে তুমি ক্ষয় করিও না। মহাবাহো রাক্ষসেশ্বর! দেখ, মনুষ্যলোকের সুখ দুঃখাদি ভোগকাল তাহারা জ্ঞাত নহে, সুতরাং জ্ঞানহীনতানিবন্ধন মনুষ্যলোক নানাবিধ সামান্য সামান্য পুরুষার্থে সংযুক্ত থাকে। কোথায় অন্য গণ হৃষ্ট হইয়া বাদিত্র ও নৃত্যের সেবায় নিরত হয়, কোথায় বা অপর ব্যক্তিরা আর্ত্ত হইয়া ধারা প্রবাহিত অশ্রুজলে মুখ ও নয়ন অভিষিক্ত করিয়া রোদন করে। অপিচ, এই মনুষ্যলোক মাতা, পিতা ও পুত্রের স্নেহ এবং ভার্য্যা ও বন্ধু বিষয়ক মনোরথ দ্বারা মোহিত, সুতরাং অধঃপতিত হইয়া স্বীয় পারলৌকিক ক্লেশ অনুভব করিতে পারে না। অতএব হে সৌম্য! এইরূপ অজ্ঞান দ্বারা স্বর্গচ্যুত মনুষ্যলোককে ক্লেশ দেওয়া বিফল, অধিকন্তু এই মর্ত্ত্যলোক ত্বৎকর্তৃক জিতই হইয়াছে, সংশয় নাই। হে পরপুরঞ্জয় পুলস্ত্যানন্দন! এই সমস্ত লোকই অবশ্য শমনসদনে গমন করিবে, অতএব তুমি সেই শমনেরই নিগ্রহ কর। সেই যম জিত হইলেই সকলই জয় হইবে, সংশয় নাই।”

‘তখন লঙ্কাপতি এইরূপ উক্ত হইয়া, হাস্য করতঃ স্বীয় তেজে পীড্যমান নারদকে অভিবাদন পুরঃসর কহিল যে, দেবগন্ধর্ব্ব লোকক্রীড়াপর সমরদর্শনপ্রিয় মহর্ষে! জয়কামনায় আমি রসাতলে যাইতে উদ্যত হইয়াছি, পরে

ত্রিলোক জয় করিয়া দেবতা ও নাগদিগকে বশে আনায়নপূর্ব্বক অমৃতের জন্য সুধালয় সাগর মন্থন করিব।”

‘অনন্তর, ভগবান্ নারদ ঋষি দশাননকে কহিলেন, “তুমি রসাতল গমনে অভিলাষী হইয়া এখন রসাতলপথদ্বারা কোথায় গমন করিবে? হে দুর্দ্ধর্ষ অরিনাশন! এই অতীব দুর্গম যমপুরীর পথ প্রেতরাজ নগরের অভিমুখে গমন করিয়াছে।” ‘পরে সেই দশানন হাস্য করিয়া শারদমেঘদ্যুতি নারদকে কহিল যে, “যমপুরীর পথদ্বারা গমন ও শমনকে জয় করা আমার সিদ্ধই হইয়াছে। হে মহাব্রহ্ম! তুমি পথের উপদেশ প্রদান করিয়াছ, আমিও দিক্‌পাল জয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি; অতএব অবশ্য যমের প্রাদ্যত হইয়া সূর্য্যতনয় নরপতি যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, আমি সেই দক্ষিণদিকে গমন করিব। প্রভো! আপনার ক্রোধবন্ধন আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, সমরার্থী হইয়া লোকপাল চতুষ্টয়কে জয় করিব। বিন্ধন অধুনা প্রেতরাজ নগরের অভিমুখে প্রস্থিত হইয়াছি, অবিলম্বে সেই প্রাণিপুঞ্জের ক্লেশকর্ত্তা যমকে মৃত্যুর সহিত সাক্ষাৎ করাইব।” দশগ্রীব এই কথা কহিয়া, সেই মুনিকে অভিবাদন করতঃ তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থান পূর্ব্বক মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে দক্ষিণ দিকে প্রবিষ্ট হইল।’

‘পরন্তু মহাতেজা বিপ্রবর নারদ মুহূর্ত্তকাল ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া, বিধূম পাবকের ন্যায় স্থির ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। “আয়ুক্ষয় হইলে ইন্দ্রপ্রভৃতি সচরাচর ত্রিলোকবাসিদিগকে ধর্ম্মমার্গানুসারে যিনি ক্লেশ প্রদান করেন, যিনি স্বকৃত দান ও তপস্যাদির সাক্ষী এবং যাঁহার অনুগ্রহে লোক সকল সংজ্ঞা লাভ করিয়া বিচেষ্টিত হইতেছে, সেই দ্বিতীয় পাবকের ন্যায় কালকে রাবণ কিরূপে জয় করিবে? যাঁহার ভয়ে পীড়িত হইয়া ত্রিলোক সতত বিদ্রাবিত হইতেছে, এই [illegible]পতি স্বয়ং তাঁহার নিকট কিরূপে গমন করিবে? যিনি লোক সকলের ধাতা ও বিধাতা যিনি সুকৃত বা দুষ্কৃতের ফলদাতা যিনি ত্রিলোক জয় করিয়াছেন, দশানন সেই কালকে কি প্রকারে জয় ক'রবে? কালই সকলের সাধন, কিন্তু দশানন কালাতিরিক্ত, অতএব কালব্যতিরিক্ত কোন্ সাধন সম্পাদন করিয়া কালের পরাজয় বিধান করিবে? আমি কৌতূহলসমন্বিত হইয়া যম ও রাক্ষসের সমর দর্শন করিতে স্বয়ং শমন সদনে গমন করিব।”

ইতি বিংশ সর্গ ॥ ২০ ॥

একবিংশ সর্গ।

‘সেই লঘুবিক্রম বিপ্রেন্দ্র নারদ এইরূপ চিন্তা করিয়া, সেই ব্যাপার বলিবার বাসনায় শমন সদনের অভিমুখে গমন করিলেন। অবশেষে যমালয়ে যাইয়া দেখিলেন যে, দেব শমন স্বীয় আলয়ের সম্মুখে অনল রাখিয়া যে প্রাণীর যাদৃশ কর্ম্ম, তদনুরূপ নিগ্রহ ও অনুগ্রহ বিধান করিতেছেন। যম মহর্ষি নারদকে তথায় সমাগত দেখিয়া ধর্ম্মানুসারে অর্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক উপবেশন করাইলেন। পরে নারদ সুখাসীন হইলে তাঁহাকে কহিলেন, “দেবগন্ধর্ব্বসেবিত দেবর্ষে! আপনার কুশল? ধর্ম্ম ত বিনষ্ট হইতেছে না? আগমনের প্রয়োজন কি?”

‘তখন ভগবান্ নারদ ঋষি বলিলেন, “আমি কহিতেছি, অগ্রে শ্রবণ কর; পরে সেই আপদের প্রতিবিধান করিও। পিতৃরাজ! দশগ্রীব নামক অতীব দুর্জ্জয় নিশাচর বিক্রম প্রকাশ করিয়া তোমাকে বশে আনয়ন করিবার বাসনায় আগমন করিতেছে। প্রভো! এই কারণেই ত্বরান্বিত হইয়া আমি তোমার নিকট আসিয়াছি, তুমি দণ্ডাস্ত্রধারি হইলেও তোমার আজ জয় বা পরাজয়ের স্থিরতা নাই।” ইত্যবকাশে দূর হইতে দেখিলেন যে; উদিত অংশুমানের ন্যায় প্রভাশালি রাক্ষসের বিমান আসিতেছে। মহাবল রাবণ সেই পুষ্পক রথের প্রভাপটল দ্বারা তত্রত্য প্রদেশের তিমিরপটল তিরোহিত করিয়া সমীপে সমাগত হইল। তখন মহাবাহু দশানন

দেখিতে পাইল যে; প্রাণি সকল সুকৃত এবং দুষ্কৃত কার্য্যের ফলভোগ করিতেছে। শমনের সেনা সকল তদীয় অনুচরগণের সহিত প্রজা সকলকে সুকৃত এবং দুষ্কৃত অনুসারে সম্মান ও বন্ধন করিতেছে; দশানন পুনর্ব্বার দেখিল যে, ঘোররূপ ভয়ানক উগ্র যমপুরুষগণকর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া দেহী সকল ক্লেশবশতঃ দুঃখিত-স্বরে চীৎকার শব্দ করিতেছে। কোথায় নিদারুণ সারমেয় ও ক্রমিগণদ্বারা ভক্ষিত হইয়া ক্লেশকর ভয়াবহ বাক্য বিন্যাস করিতেছে। অনেকে শোণিত স্বরূপ সলিলপূর্ণা বৈতরণী নদী সন্তরণ করিতেছে। কেহ কেহ তাহার উত্তপ্ত বালুকায় বারম্বার সন্তপ্ত হইতেছে, কতকগুলি অধার্ম্মিক অসিপত্রবনে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে। কতকগুলি পাপী রৌরব ক্ষারনদী ও ক্ষুরধারা নামক নরকে থাকিয়া ক্ষুধিত এবং পিপাসিত হইয়া পানীয় প্রার্থনা করিতেছে। অপিচ, আলুলায়িতকেশ, বিবর্ণ দীন, কৃশ, শবপ্রায়, মললিপ্ত, দুঃখিত, রূক্ষ-দেহ, ইতস্ততঃ ধাবমান শত সহস্র অধার্ম্মিক-গণকে রাবণ পথিমধ্যে দর্শন করিল।'

'রাবণ শমনসদনে দেখিল যে, কোন কোন পুণ্যাত্মা স্বীয় সুকৃতপ্রভাবে উত্তম আলয়ে গীত ও বাদিত্রনিনাদ দ্বারা আমোদ করিতেছে। যাঁহারা গোদান, অন্নদান ও গৃহদান করিয়াছেন, তাঁহারা স্বীয় স্বীয় কর্ম্ম ফলানুসারে গোরস অন্ন এবং গৃহ উপভোগ করিতেছেন। অপিচ, ধার্ম্মিক সকল সুবর্ণ, মণি ও মুক্তায় অলঙ্কৃত হইয়া প্রমদাগণের সহিত সঙ্গত রহিয়াছেন! অপরাপর ধার্ম্মিকগণ স্বীয় তেজঃ-প্রভায় প্রদীপ্ত হইতেছেন, মহাবাহু রাক্ষসপতি রাবণ তথায় এইরূপ দর্শন করিল।

'তদনন্তর, বলবান্ রাবণ বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক সবলে স্বীয় দুষ্কৃত কার্য্যদ্বারা ভিদ্যমান সেই পাপিগণকে মুক্ত করিয়া দিল। প্রাণি-গণ রাক্ষস দশগ্রীবকর্ত্তৃক বিমুক্ত হইয়া মুহূর্ত্ত-কালের জন্য অচিন্ত্যনীয় অতর্কিত সুখ অনুভব করিল। বলবান্ রাক্ষসকর্ত্তৃক প্রেতগণ বিমুক্ত হইলে প্রেতরক্ষকেরা নিতান্ত কুপিত হইয়া রাক্ষসের অভিমুখে ধাবিত হইল। তৎপরক্ষণেই সংপ্রধাবিত ধর্ম্মরাজের যোদ্ধা শূরগণের কোলাহল শব্দ সমস্ত দিক্ হইতে সমুত্থিত হইতে লাগিল। সেই শত সহস্র শূর সকল শূল, মুষল, শক্তি, প্রাস, পরিঘ এবং তোমরপ্রভৃতি প্রহরণপুঞ্জ পুষ্পরথে বর্ষ করিতে লাগিল। তাহারা মধুমক্ষিকার ন্যায় আপতিত হইয়া অবিলম্বে পুষ্পক রথের প্রাসাদ, আসন, বেদিকা ও তোরণ সকল ভাঙ্গিয়া দিল। দেবতাশ্রয়স্বরূপ পুস্তক বিমান রণে ভজ্যমান হইয়াও ব্রহ্মার তেজোবলে সেইরূপই অক্ষয় রহিল।'

'সেই মহাত্মা ধর্ম্মরাজের অসংখ্য সুমহতী সেনা ছিল, এমন কি, তাহাদের মধ্যে অগ্র গণ্য শত শত সহস্র সহস্র শূর ছিল। ত পরে যমের মহাবীর মন্ত্রি সকল বৃক্ষ, শৈল শত শত প্রাসাদদ্বারা সামর্থ্য অনুসারে অভি লাষানুরূপ যুদ্ধ করিতে লাগিল। রাজা দশা নন এবং তদীয় অমাত্যগণ সর্ব্বপ্রকার শ দ্বারা সর্ব্বতোভাবে আহত হইয়া শোণিতা কলেবরে ঘোরতর সমর করিতে লাগিল। ম বাহু যম ও রাবণের মহাভাগ মন্ত্রিগণ প্রহ পরম্পরায় পরস্পর অতিশয় প্রহারে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু মহাবল যমযোধ সকল সেঁ অমাত্যদিগকে পরিত্যাগ করিয়া শূলবর্ষণ করিতে করিতে দশাননেরই অভিমুখে ধাবিত হইল। পরে রাক্ষসাধিপতি প্রহারে জর্জ্জরী-ভূত ও সর্ব্বাঙ্গে শোণিতসিক্ত হইয়া বিকসিত পুষ্পসমূহে সুশোভিত অশোকের ন্যায় পুষ্পক রথে শোভা পাইতে লাগিল। কিন্তু বলবান্ রাবণ অস্ত্রনৈপুণ্যনিবন্ধন বৃক্ষ শিলা, শূল শক্তি প্রাস গদা ও তোমরপ্রভৃতি সায়কসমূহ মোচন করিতে লাগিল, বৃক্ষ, শিলা ও শস্ত্রের সেই নিদারুণ বর্ষণ যম সেনার উপরে পতিত হইয়া পরে ধরণীতলে পতিত হইল। সেই শত সহস্র যমকিঙ্করেরা শূল ও গদাপ্রভৃতি অস্ত্রনিবহ ভগ্ন করিয়া রাবণপ্রযুক্ত অস্ত্রবর্ষণ-কারি অস্ত্রনিবারণপূর্ব্বক কেবল ভয়ানক রাক্ষস দশাননকেই প্রহার করিতে লাগিল। অধিক কি, মেঘনিবহ যেমন শৈলকে বেষ্টন করে, তদ্রূপ তাহারা সকলে রাবণকে পরিবৃত করিয়া

দণ্ডপাল ও শূলসমূহদ্বারা নিশ্বাস নিরোধ ক প্রোথিত করিল।'

'পরে কবচ বিমুক্ত হওয়ায় রাবণ ক্ষরিত শোণিতদ্বারা সিক্ত হইয়া কোপবশতঃ পুষ্পক রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিল। মুহূর্ত্তকালমধ্যেই সংজ্ঞা লাভ করতঃ কুপিত হইয়া অন্তকের ন্যায় অবস্থিত রহিল, পরিশেষে ধনুর্ব্বাণ ধারণপূর্ব্বক সমরে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাহার পর দিব্য পাশুপত অস্ত্র শরাসনে সন্ধান করিয়া তাহাদিগকে 'থাক্ থাক্" এই কথা বলিয়া চাপ আকর্ণ করিতে লাগিল। সেই ইন্দ্রশত্রু রাবণ কোপবশতঃ আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া ত্রিপুরারের সহিত শঙ্করের ন্যায় সমরে সেই শরমোচন করিল। সেই শরের রূপ গ্রীষ্মকালে বনদহনকারি বিকাশিত দাবাগ্নির সধূম জ্বালামণ্ডলের ন্যায়, সেই জ্বালামালী ক্রব্যাদনুগতরূপে সমরে বিমুক্ত হইয়া গুল্ম ও দ্রুম সমস্ত ভস্মসাৎ করিয়া ধাবিত হইল। পরন্তু বৈবস্বত যমের সৈন্য সকল সেই শরের তেজে দগ্ধ হইয়া মহেন্দ্রকেতুনিবহের ন্যায় তৎক্ষণাৎ নিপতিত হইল। তদনন্তর, ভীমপরাক্রম রাক্ষস সচিবগণ সমভিব্যাহারে ভূমণ্ডল কম্পিত করিয়া ঘোরতর শব্দে নিনাদ করিল।'

ইতি একবিংশ সর্গ ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ সর্গ।

'সেই সূর্য্যনন্দন প্রভু যম মহানিনাদ শ্রবণে স্বীয় সেনার সংক্ষয় এবং শত্রুকে বিজয়ী বিবেচনা করিলেন। তিনি যোদ্ধৃগণকে নিহত জানিয়া কোপে লোচন লোহিত করিয়া সারথিকে বলিলেন, "সত্বর মদীয় রথ আনয়ন কর" তখন তদীয় সূত ব্যস্তভাবে রথ উপস্থাপিত করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল; মহাতেজা ধর্ম্মরাজও সেই রথে আরোহণ করিলেন। যিনি যুগান্তকালে নিত্যপ্রবাহমান্ এই সমস্ত ত্রৈলোক্য সংহার করেন, সেই মৃত্যু প্রাস ও মুদ্গর ধারণপূর্ব্বক যমের অগ্রে অবস্থিত রহিয়াছেন; কালদণ্ডও ইহাঁর পার্শ্বে মূর্ত্তিমান্ হইলেন এবং যমের দিব্য প্রহরণ সকল অগ্নির ন্যায় তেজঃপ্রভাবে জ্বলিতে লাগিল। তখন লোকনিবহের ভয়াবহ কালকে কুপিত দেখিয়া লোকত্রয় ক্ষুব্ধ এবং স্বর্গবাসী দেবতারা কম্পিত হইলেন।'

'সারথি রুচিরপ্রভ অশ্ব সকলকে চালিত করিলে সেই রথ ঘোর নিনাদে রাক্ষসপতির সন্নিধানে গমন করিল। অধিক কি, সেই মনের তুল্য বেগগামী হরিহয়সদৃশ হয় সকল মুহূর্ত্তকালমধ্যে যমকে রণস্থলে উপনীত করিল। মৃত্যুসমন্বিত সেইরূপ বিকৃত রথ নিরীক্ষণ করিয়া রাক্ষসপতির সচিবেরা সহসা পলায়ন করিতে লাগিল। সেই সংজ্ঞাবিহীন সচিবেরা হীনবলনিবন্ধন ভীত হইয়া "আমরা এস্থানে যুদ্ধ করিতে সমর্থ নহি" এই বলিয়া দিগ্বিভাগে ধাবিত হইল; কিন্তু লোকনিকরের ভয়াবহ তাদৃশ রথ অবলোকন করিয়া সেই দশানন ক্ষুভিতও হইল না এবং ভয়ও পাইল না। পরে যম রাবণের সন্নিহিত হইয়া কোপবশতঃ শক্তি ও তোমার পরিত্যাগ করিয়া তাহার মর্ম্মস্থান সকল কর্ত্তন করিলেন। তখন রাবণও সুস্থ হইয়া তোয়বর্ষণকারি-তোয়দের ন্যায় বৈবস্বতের সেই রথে শর বর্ষণ করিতে লাগিল। শত শত মহাশক্তি বক্ষঃস্থলে নিপতিত হওয়ায় সেই রাক্ষস রাবণ অল্পমাত্র পীড়িত হইল বটে, কিন্তু প্রতীকার করিতে সমর্থ হইল না। অমিত্রকর্ষণ যম এইরূপ নানাপ্রহরণদ্বারা সপ্ত রাত সংগ্রাম করিয়া শত্রুকে সংজ্ঞাবিহীন এবং সমরে বিমুখ করিলেন; কিন্তু, হে বীর! তৎকালে সমরে অনিবর্ত্তি পরস্পর জয়াভিলাষী যম ও রাক্ষস উভয়ের তুমুল যুদ্ধ হইতেছিল। তখন দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, সিদ্ধগণ ও পরমর্ষিগণ প্রজাপতিকে অগ্রে লইয়া সেই রণাঙ্গনে আগমন করিলেন। প্রেতদিগের অধিপতি যম এবং রাক্ষসনাথ দশাননের যুদ্ধকালে যেন লোক সকলের প্রলয়কাল উপস্থিত হইয়াছিল। তৎপরে রাক্ষসেন্দ্রও বাসবঅশনির ন্যায় ঘোর নিনাদে চাপ বিস্ফারণপূর্ব্বক আকাশ নিরবকাশ করিয়াই যেন বাণজাল

বিসৃজন করিতে লাগিল। চারিটি বিশিখ-দ্বারা মৃত্যুকে এবং সপ্তসংখ্যক শরদ্বারা সারথিকে নিপীড়ন করিয়া শত সহস্র শরনিকরে সত্বর শমনের মর্ম্মস্থান পীড়িত করিল। তখন ক্রোধপরবশ শমনের মুখমণ্ডল হইতে নিশ্বাসের সহিত সধূম জ্বালামালী কোপরূপ পাবক সম্ভূত হইল। অনন্তর, দেব ও দানব সন্নিধানে সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিয়া মৃত্যু ও কাল হর্ষান্বিত হইয়া অতিশয় উৎসাহিত হইলেন। পরে মৃত্যু নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বৈবস্বত যমকে কহিলেন, "আপনি আমাকে আদেশ করুন, আমি সমরে এই পাপ রাক্ষসকে নিহত করিতেছি; আমার স্বাভাবিক মর্য্যাদা এই যে, রাক্ষস অদ্য জীবিত থাকিবে না। মহারাজ! অধিক কি, হিরণ্যকশিপু, শ্রীমান্ নমুচি, শম্বর, সংহ্রাদ, ধূমকেতু, বিরোচন-নন্দন বলি, মহারাজ শম্ভু দৈত্য, বৃত্র, বাণ, শাস্ত্রজ্ঞ রাজর্ষিগণ, গন্ধর্ব্বগণ, মহোরগগণ, ঋষিগণ, পন্নগগণ, দৈত্যগণ, যক্ষগণ, অপ্সরোগণ এবং পর্ব্বতপাদপ, সরিৎ ও মহাসাগর সমন্বিত পৃথিবীকেও যুগান্তপরিবর্ত্তন সময়ে ক্ষয় দশায় উপনীত করিয়াছি। ইহারা ও অন্য বহুতর দুরাসদ বলবান্‌দিগকে দৃষ্টিমাত্রেই বিনাশ করিয়াছি, এই নিশাচর ত সামান্য। সাধো ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি আমাকে পরিত্যাগ করুন, আমি ইহাকে নিহত করিব; যদি কোন ব্যক্তি বলবান্‌ও হয়, তথাপি মদীয় দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া জীবিত থাকে না। আমার এই বাক্য কেবল বলপ্রকাশের উত্তেজক নহে, কারণ অনাদি সৃষ্টির স্বভাবানুসারে মদীয় দৃষ্টিই জীবগণের জীবনের শেষ সীমা, অতএব এই রাক্ষস মদীয় দৃষ্টিপথে নিপতিত হইয়া মুহূর্ত্তকালও জীবিত থাকিবে না।

'তখন প্রতাপবান্ ধর্ম্মরাজ সেই মৃত্যুর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি অপেক্ষা কর, আমিই ইহাকে নিহত করিব।" তৎপরেই প্রভু বৈবস্বত যম কোপে নয়ন লোহিত করিয়া পাণিদ্বারা অমোঘ কালদণ্ড উত্তোলন করিলেন। প্রশংসিত কালপাশ সকল যাঁহার পার্শ্বে নিহিত রহিয়াছে, পাবক ও অশনিসদৃশ মুদ্গর মূর্ত্তিমান্ হইয়া যাঁহার নিকটে অবস্থিতি করিতেছে, যিনি দৃষ্টিমাত্রেই প্রাণিদিগের প্রাণ আকর্ষণ করেন, পাশদ্বারা স্পৃষ্ট বা দণ্ডদ্বারা পাতিত ব্যক্তির ত কথাই নাই; অধিক কি সেই জ্বালাপরিবৃত মহাপ্রহরণ সেই বলশালী শমন-কর্ত্তৃক সংস্পৃষ্ট হইয়া রাক্ষসকে দহন করিবার নিমিত্তই যেন স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল।'

'তখন রণাঙ্গনে অবস্থিত প্রাণি সকল দণ্ডের ভয়ে ত্রস্ত হইয়া পলায়ন করিল এবং যমকে দণ্ডোদ্যত দেখিয়া সুরগণ ক্ষুভিত হইলেন। পরন্তু সেই শমনদণ্ড-দ্বারা রাবণকে প্রহার করিতে বাসনা করিলে পিতামহ সাক্ষাৎ দর্শন দিয়া যমকে এইরূপ কহিলেন, "অমিতবিক্রম মহাবাহো বৈবস্বত! তুমি এই দণ্ডদ্বারা নিশাচরকে নিহত করিও না, নিহত করিও না, ত্রিদশশ্রেষ্ঠ! আমি ইহাকে ত্রিদশদিগের অবধ্যরূপ বর প্রদান করিয়াছি; অতএব আমি যাহা কহিয়াছি, তোমার তাহা মিথ্যা করা কর্ত্তব্য নহে। অপি দেবতা বা মনুষ্য যিনি আমার বাক্য উল্লঙ্ঘন করিবেন, তিনি লোকত্রয়কেই অনৃত করিবেন ইহাতে সংশয় নাই। তুমি যদি মদীয় প্রিয় বা অপ্রিয় প্রাণির প্রতি কুপিত হইয়া লোকত্রয়ের ভয়াবহ রৌদ্রদণ্ড পরিত্যাগ কর, তাহাহইলে এ প্রিয়াপ্রিয়-নির্ব্বিশেষে সমস্ত প্রজা সংহার করিয়া ফেলিবে। বিশেষতঃ সকলের মৃত্যুর কারণ অমিতপ্রভ অমোঘ কালদণ্ড মদীয় সৃষ্ট প্রাণিমাত্রের বিনাশের জন্য আমি সৃজন করিয়াছি। অতএব হে সৌম্য! এইদণ্ড রাবণের মস্তকে পাতিত করা তোমার উচিৎ নহে, কারণ এইদণ্ড পতিত হইলে কোন ব্যক্তি মুহূর্ত্ত কালও জীবিত থাকে না! এইদণ্ড পতিত হইলেও যদি এই রাক্ষস দশানন মৃত না হয়, অথবা যদি মৃত হয়, তাহা হইলে উভয়তঃই আমার বাক্য মিথ্যা হইবে। অতএব এই সমুদ্যত দণ্ড লঙ্কেশ্বর দশানন হইতে নিবৃত্ত কর এবং যদি ত্রই লোকত্রয়কে রক্ষা করিতে বাসনা থাকে, তবে আমার বাক্য সত্য কর।"

'তখন ধর্ম্মাত্মা যম এইরূপ উক্ত হইয়া উত্তর করিলেন যে, "আপনি আমাদের প্রভু, অতএব আপনার আদেশক্রমে এই দণ্ড নিবর্ত্তিত হইল। কিন্তু এই বরপুরস্কৃত রাক্ষসকে যদি সংহার করিতে সমর্থ হইলাম না, তবে সম্প্রতি সমরে থাকিয়া কি করিতে সক্ষম হইব? অতএব এই রাক্ষসের দর্শনপথ হইতে অন্তর্হিত হইব" এই কথা বলিয়া রথ ও অশ্ব সহ তথায় অন্তর্দ্ধান করিলেন। পরন্তু দশানন ব্রহ্মার কৃপায় তাঁহাকে পরাজয় করিয়া আপনার নাম প্রচারপূর্ব্বক পুষ্পক রথে আরূঢ় হইয়া শমনসদন হইতে পুনর্ব্বার নিষ্ক্রান্ত হইল। তৎ পরে বৈবস্বত যম ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ সমভিব্যাহারে ত্রিদশপুরে গমন করিলেন এবং মহামুনি নারদও হৃষ্ট হইয়া প্রস্থান করিলেন।'

ইতি দ্বাবিংশ সর্গ। ২২॥

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

অনন্তর, সমরশ্লাঘাসম্পন্ন দশানন রাবণ ত্রিদশশ্রেষ্ঠ যমকে পরাজয় করিয়া স্বীয় সহায়গণকে দর্শন করিল। তখন রাক্ষসেরা প্রহারদ্বারা জর্জ্জরীকৃত সর্ব্বাঙ্গে শোণিতসিক্ত রাবণকে অবোলোকন করিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইল। তৎপরে মারীচ-প্রভৃতি রাক্ষস সকল জয়বাক্য দ্বারা বর্দ্ধিত করিয়া রাবণসমভিব্যাহারে পুষ্পক রথে আরোহণ করিল। পরিশেষে রাক্ষস রসাতল গমনে অভিলাষী হইয়া দৈত্য ও উরগগণকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত বরুণ রক্ষিত জলনিধির মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। সে বাসুকীরক্ষিতা ভোগবতী পুরীতে গমন করিয়া নাগদিগকে স্বীয় বশে আনয়নপূর্ব্বক হৃষ্ট হইয়া মণিময়ী পুরীতে গমন করিল। লব্ধবর নিবাতকবচপ্রভৃতি দৈত্য সকল তথায় বসতি করিতেছিল, রাক্ষস তৎসন্নিধানে গমন করিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিল। সেই বলশালী দৈত্যেরা অতিশয় বিক্রান্ত, তাহারা সকলেই সন্তুষ্ট, সমরদুর্ম্মদ ও নানাপ্রহরণধারী। সেই দৈত্যগণ ও রাক্ষসগণ ক্রুদ্ধ হইয়া শূল, ত্রিশূল, কুলিশ, পট্টিশ, অসি ও পরশ্বধ দ্বারা পরস্পরকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। সেই যুধ্যমান্ দৈত্য ও রাক্ষসদিগের সম্পূর্ণ সম্বৎসর অতীত হইয়া গেল, তথাপি সেই সমরে কোন পক্ষেরও ক্ষয় বা বিজয় হইল না। তখন ত্রিলোকের গতি অব্যয় দেব পিতামহ বিমানবরে আরোহণ করিয়া অবিলম্বে তথায় আগমন করিলেন। পরন্তু বৃদ্ধপিতামহ নিবাতকবচদিগের সেই সমরকার্য্য নিবারণ করিয়া সুস্পষ্টার্থ বাক্য কহিতে লাগিলেন। "সুর বা অসুর কেহই এই রাবণকে সমরে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন এবং দেব বা দানবগণ তোমাদিগকে ক্ষয় করিতে পারেন না; অতএব তোমাদিগের সহিত রাক্ষসের মিত্রতা করা কর্ত্তব্য বলিয়া আমার অভিলাষ হইতেছে। বিশেষতঃ ধনধান্যপ্রভৃতি সমস্ত উপভোগ্য বিষয় সকল সুহৃদ্গণের অবিভক্ত হইয়া থাকে, তাহাতে সংশয় নাই।"

'অনন্তর, রাবণ অনল সমক্ষে নিবাতকবচদিগের সহিত তথায় মিত্রতা সম্পাদন করিয়া তৎকালে অতিশয় প্রীত হইল। দশানন সেই দৈত্যগণকর্ত্তৃক ন্যায়ানুসারে অর্চ্চিত হইয়া সম্বৎসর কাল বাস করতঃ স্বীয় আলয়নির্ব্বিশেষে প্রীতি লাভ করিল। অপিচ সেই দৈত্যালয়ে মিত্রতানিবন্ধন তাহাদের অনুসরণ করিয়া এক শত মায়া লাভ করিল।'

'অনন্তর, রাবণ সলিলরাজ বরুণের পুর অন্বেষণে অভিলাষী হইয়া রসাতলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে কালকেয়দৈত্যগণ, কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত অশ্ম নামক নগরে গমন করিয়া সেই শক্তিপ্রভাবে সুহৃৎসহ কালকেয়দিগকে তথায় নিহত করিল। অধিক কি, তৎকালে আপনার ভগিনীপতি শূর্পনখার স্বামী শক্তিবশতঃ সুহৃৎসহ বলবান্ বিদ্যুজ্জিহ্বকেও অসিদ্বারা ছেদন করিল। তখন জিহ্বা দ্বারা রাবণপক্ষীয় রাক্ষসভক্ষণপরায়ণ রাক্ষস বিদ্যুজ্জিহ্বকে সমরে পরাজিত করিয়া মুহূর্ত্তকালমধ্যে চারি শত দৈত্যকে সংহার করিল।'

'অনন্তর, রাক্ষসপতি কৈলাসশিখরের ন্যায় ভাস্বর পাণ্ডরমেঘাভ দিব্য বরুণালয়

দেখিতে পাইল। যাঁহার দুগ্ধ নিস্যন্দন হইয়া ক্ষীরোদ নামক সাগর উৎপন্ন হইয়াছে, সেই সুরভি গো ক্ষীর ক্ষরণ করতঃ তথায় অবস্থিত রহিয়াছেন। যাঁহার ক্ষীরোৎপন্ন সাগর হইতে শীতরশ্মি নিশাকর চন্দ্র উৎপন্ন হইয়াছেন, রাবণ মহাবৃষের সাক্ষাৎ জননী সেই সুরভিকে তথায় দৃষ্ট করিল। যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া ফেনপ পরমর্ষিগণ জীবিত রহিয়াছেন এবং যাঁহাতে অমরগণের অমৃত ও স্বধাভোজি পিতৃগণের ভক্ষ্য কব্য উৎপন্ন হইয়াছে। মানবেরা যাঁহাকে সুরভি নামে আহ্বান করিয়া থাকে, রাবণ সেই পরমাদ্ভুতা গোকে প্রদক্ষিণ করিয়া নানাবিধ বলদ্বারা সুরক্ষিত মহাঘোর পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। তৎকালে শত শত সলিলধারায় সমাকীর্ণ শারদ বারিদবৃন্দের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন সতত সন্তুষ্ট জনে পরিপূর্ণ বরুণের উত্তম আলয় অবলোকন করিল। পরে রাবণ সেই বলাধ্যক্ষকর্তৃক তাড়িত হইয়া সমরে তাহাদিগকে নিপাতিত করিয়া যোদ্ধৃগণকে কহিল, "তোমরা অবিলম্বে রাজাকে নিবেদন কর যে রাবণ যুদ্ধার্থী হইয়া আসিয়াছেন, অতএব তাঁহাকে যুদ্ধ দান করুন্ অথবা কৃতাঞ্জলি হইয়া 'আমি নির্জ্জিত হইলাম' এই কথা বলুন, তাহা হইলে আপনার আর ভয় নাই।" ইত্যবকাশে মহাত্মা বরুণের পুত্রগণ, পৌত্রগণ, গৌর এবং পুষ্কর নামক তদীয় সেনাপতিযুগল কুপিত হইয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সেই গুণসম্পন্ন পুত্র সকল স্বীয় সেনায় পরিবৃত হইয়া উদিত দিবাকরপ্রভ কামগামিরথ সংযোজিত করিয়া আগমন করিলেন। পরে ধীমান্ রাবণ এবং সলিল রাজপুত্রগণের রোমহর্ষণ নিদারুণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। রাক্ষস দশাননের মহাবীর্য্য মন্ত্রী সকল সলিলরাজের সেই সমস্ত সেনা ক্ষণমাত্রেই বিনষ্ট করিয়া ফেলিল। তখন শরজালে নিপীড়িত বরুণপুত্রেরা সমরে স্বীয় সেনার বিনাশ দর্শন করিয়া "আমরা ভূতলে আর রাবণ পুষ্পকরথে আরূঢ় হইয়া আকাশ হইতে যুদ্ধ করিতেছে; সুতরাং এমতস্থলে সংগ্রাম করা অনুচিত" এই বিবেচনায় রণকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন। পরন্তু তাঁহারা পুষ্পকরথে রাবণকে নিরীক্ষণ করিয়া মহীতল পরিত্যাগপূর্ব্বক আশুগামি স্যন্দন আরোহণে অবিলম্বে নভোমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইলেন। তৎপরে সমতুল্য স্থান প্রাপ্ত হইয়া দেবতা ও দানবের ন্যায় তাহাদের সেই মহাসমর আকাশে তুমুল হইয়া উঠিল। তখন তাঁহারা পাবকসদৃশ শরনিকরে রাবণকে বিমুখ করিয়া হৃষ্টচিত্তে নানাবিধ রবে চীৎকার করিতে লাগিলেন।'

'তখন শূর মহোদর রাজার পরিভব দর্শনে কুপিত হইয়া মৃত্যুভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক সমরবাসনায় সেই সেনা বিলোড়ন করিতে লাগিল। বরুণপুত্রগণের পবনসদৃশ কামগামী হয় সকল মহোদরের গদাদ্বারা নিহত হইয়া ক্ষিতিতলে পতিত হইল। সলিল রাজপুত্রগণের যোদ্ধা এবং সেই সকল অশ্ব বিনষ্ট করিয়া তাঁহাদিগকে বিনারথে অবস্থিত দেখিয়া অবিলম্বে মহানাদ বিমোচন করিল। প্রত্যুত, তাঁহাদের সেই রথ সকল মহোদর কর্ত্তৃক নিহত হইয়া অশ্ব ও উত্তম সারথিগণের সহিত পৃথিবীতলে পতিত হইল। কিন্তু মহাত্মা বরুণের বীর পুত্র সকল রথ পরিত্যাগ করিয়া আকাশেই রহিলেন, কেবল স্বীয় প্রভাববশতঃ পতিত হইলেন না। তাঁহারা কোপবশতঃ শরাসন সুসজ্জিত করিয়া মহোদরকে বিদারণপূর্ব্বক সকলে মিলিত হইয়া সমরে রাবণকে নিবারণ করিলেন। অপিচ, তাঁহারা ক্রোধ বশতঃ পর্ব্বতোপরি মেঘের ন্যায় চাপবিসৃষ্ট বজ্রসদৃশ সুদারুণ সায়কপুঞ্জ দ্বারা রাবণকে বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। তখন দশগ্রীব কোপে কালানলের ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া তাঁহাদের মর্ম্মস্থানে ঘোরতর শরবর্ষণ করিতে লাগিল। সেই দুর্দ্ধর্ষ স্থির হইয়া বিচিত্র মুষল, পট্টিশ, শক্তি, মহতী শতঘ্নী এবং শত শত ভল্লপ্রভৃতি সায়কসমূহ তাহাদের উপরি পাতিত করিল। পরে ষষ্টিবর্ষবয়স্ক কুঞ্জরবৃন্দ যেমন পঙ্কে পতিত হইয়া অবসন্ন হয়, সেইরূপ পদাতি বরুণপুত্র সকল রাবণের শরবর্ষণদ্বারা সহসা অবসন্ন হইয়া

পড়িলেন। তখন সে মহাবল রাবণ বরুণ-পুত্রদিগকে বিহ্বল ও অবসন্ন দেখিয়া হর্ষ-বশতঃ মহামেঘের ন্যায় গম্ভীরস্বরে গর্জ্জন করিল। অনন্তর, রাক্ষস গর্জ্জন করিয়া অম্বুদের ন্যায় ধারাপ্রবাহে নানাবিধ প্রহরণ বর্ষণ-দ্বারা বরুণপুত্রদিগকে হনন করিতে লাগিল। সেই বরুণপুত্রেরা সমরে বিমুখ হইয়া ধরণী-তলে পতিত হইলে, অনুচরেরা সত্বর তাঁহা-দিগকে রণ স্থান হইতে লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করাইল।'

"অনন্তর, রাক্ষস দশানন তাঁহাদিগকে কহিল, 'এখন তোমরা বরুণকে জানাও, তখন প্রহাস নামক বরুণের মন্ত্রী রাবণকে কহিলেন, 'যাঁহাকে তুমি যুদ্ধে আহ্বান করি-তেছ, সেই সলিলেশ্বর মহারাজ বরুণ সঙ্গীত শ্রবণ করিতে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন। অধিকন্তু হে বীর! যে সকল বীর কুমারেরা সন্নিহিত ছিলেন, তাঁহারা পরাজিত হইয়া-ছেন; অতএব রাজা না থাকিলে তোমার বৃথা পরিশ্রমে প্রয়োজন কি?" রাক্ষসপতি ইহা শ্রবণ করিয়া আপনার নাম প্রচারপূর্ব্বক হর্ষবশতঃ গর্জ্জন করিতে করিতে বরুণের আলয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। সেই রাক্ষস যে পথ অবলম্বন করিয়া আগমন করিয়াছিল, তদ্দ্বারাই নিবৃত্ত হইয়া নভোমণ্ডলে গমন করিয়া লঙ্কাভিমুখে ধাবিত হইল।'

ইতি ত্রয়োবিংশ সর্গ ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

'অতএব যুদ্ধদুর্ম্মদ রাক্ষসেরা পুনর্ব্বার অন্য নগরে বিচরণ করিতে লাগিল। দশা-নন সে স্থানে বাসবভবনের ন্যায় রমণীয় পরমভাস্বরগৃহ নয়নগোচর করিল। ঐ আল-য়ের তোরণ সমস্ত বৈদূর্য্য মণিদ্বারা বিরচিত সোপানশ্রেণী হীরক ও স্ফটিকপ্রস্তরে গঠিত; স্তম্ভসমূহ স্বর্ণময়। কিঙ্কিণীজালে সমাবৃত সেই ভবন বহুতর আসনযুক্ত, বেদিকাদ্বারা সংস্তৃত এবং মুক্তামালায় বিভূষিত রহিয়াছে। প্রতাপবান দশানন সেই রম্য গৃহবর নিরীক্ষণ করিয়া 'মেরু ও মন্দরসদৃশ এই রমণীয় ভবন কাহার? প্রহস্ত! তুমি অবিলম্বে গমন করিয়া উত্তম ভবনের বিষয় অবগত হও।" প্রহস্ত এইরূপ উক্ত হইয়া উৎকৃষ্ট গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল. সে সেই গৃহের দ্বার শূন্য দেখিয়া পুনর্ব্বার কক্ষ্যান্তরে গাইল ক্রমে সপ্ত কক্ষ্যার মধ্যে গমন করিয়া জ্বালাদর্শনপূর্ব্বক তাহার মধ্যে এক পুরুষকে নয়নগোচর করিল। সেই পুরুষ হৃষ্ট হইয়া হাস্য করিয়া উঠিলেন, তৎকালে প্রহস্ত সেই উচ্চ হাস্য শ্রবণে রোমা-ঞ্চিত হইল। সেই জ্বালামধ্যে অবস্থিত বিমোহিত হেমমালী পুরুষ আদিত্যের ন্যায় দুষ্প্রেক্ষ্য হইয়া সাক্ষাৎ শমনের ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছেন। নিশাচর প্রহস্ত সেইরূপ দর্শন করিয়া সত্বর নির্গত হইয়া রাবণসন্নিধানে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিল।'

"রাম! তৎপরে ভিন্নাঞ্জনসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ দশানন রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভবনে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিল, ইত্যবসরে জ্বালার ন্যায় জিহ্বাসমন্বিত বদ্ধমৌলি বপু-ষ্মান্ ভয়ানক পুরুষ সহসা দ্বার আবরণ করিয়া তাহার সম্মুখে অবস্থিত হইলেন। যাঁহার নয়ন লোহিত; নাসা অতীব ভীষণ; ওষ্ঠ বিম্বফলের ন্যায় সুদৃশ্য; দশন সুচারু; গ্রীবা কম্বুর ন্যায়; হনু বিশাল; অস্থি সকল নিভৃত সেই সঞ্জাতশ্মশ্রু চারুদর্শন রোমহর্ষণ দংষ্ট্রাল পুরুষ লৌহময় মুষল গ্রহণ পূর্ব্বক দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া অবস্থিত করিতেছেন। অনন্তর, তাঁহার দর্শনে রাবণের শরীর রোমাঞ্চিত, হৃদয় এবং দেহ কম্পিত হইতে লাগিল। রাম! রাবণ অমনোজ্ঞ নিমিত্তসকল নিরীক্ষণ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। ইত্যবসরে সেই পুরুষই চিন্তাপরায়ণ রাবণকে বলিলেন, "রাক্ষস! তুমি কি চিন্তা করিতেছ? বিশ্বস্ত-মানসে আমার নিকট তাহা ব্যক্ত কর। রজনীচর বীর! আমি তোমায় যুদ্ধাতিথ্য প্রদান করিব।" তিনি এইরূপ কহিয়া পুনর্ব্বার সেই রাক্ষসকে বলিলেন, "তুমি বলির সহিত যুদ্ধ করিবে? অথবা অন্য কোন প্রকার মানস করিয়াছ?" রাবণ এইরূপ

অভিহিত হইয়া রোমাঞ্চিত হইল; পরিশেষে ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক কহিতে লাগিল। "বক্তৃপ্রবর! গৃহমধ্যে কোন্ ব্যক্তি অবস্থিতি করিতেছে? আপনি তাহা বলুন; আমি তাহারই সহিত সংগ্রাম করিব অথবা আপনি যাহা মানস করেন।'

"সেই পুরুষ পুনর্ব্বার রাবণকে বলিলেন, "অতিশয় উদার স্বভাব সত্যপরাক্রম শূর দানবপতি বলি এস্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। এই বীর নানাবিধ গুণগ্রামে বিভূষিত, বালসূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, পাশহস্ত শমনের সমরে অনিবর্ত্তি। এই গুণসাগর বলবান্ বলি রাজা অমর্ষের বশবর্ত্তী হইয়া সমস্ত জয় করায় দুর্জ্জয় হইয়াছেন। ইনি গুরু ও বিপ্রের প্রিয় সতত প্রিয়ম্বদ এবং সমস্ত বস্তু বিভাগ করিয়া ভোগ করেন। সর্ব্বগুণে বিভূষিত সৌম্যদর্শন সত্যবাদী মহাসত্ত্ব শূর বলি স্বাধ্যায়নিরত কার্য্যে অতিশয় দক্ষ এবং কালের অপেক্ষা করিয়া থাকেন। ইনি বহন হইয়া বায়ুর কার্য্য, জ্বলিত হইয়া অনলের কার্য্য এবং তাপ প্রদান করিয়া তপনের কার্য্য করিতেন। অধিক কি, ইনি দেবগণ, ভূতগণ, পন্নগগণ ও পতত্রিগণ সমভিব্যাহারে গমন করিতেন। যিনি ভয় কাহাকে বলে তাহা জানেন না, তুমি সেই বলির সহিত যুদ্ধ করিবার বাসনা করিয়াছ। মহাসত্ত্ব রাক্ষসেশ্বর! যদি বলির সহিত সংগ্রাম করিতে তোমার অভিরুচি হয়, তবে অবিলম্বে প্রবিষ্ট হইয়া যুদ্ধ কর!' দশানন ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলির নিকট প্রবেশ করিল।'

"অনন্তর তথায় অবস্থিত আদিত্যের দুর্নিরীক্ষ্য দহনসদৃশ সেই দানবসত্তম বলি রাবণকে অবলোকন করিয়া হাস্য করিলেন। পরে সেই বিশ্বরূপবান্ বলি দর্শনমাত্রেই সেই রাক্ষসকে গ্রহণ করিয়া উৎসঙ্গে স্থাপনপূর্ব্বক বলিলেন, "মহাবাহো দশানন! আমি তোমার কোন্ কামনা পূর্ণ করিব? রাক্ষসেশ্বর! তোমার আগমনের প্রয়োজন কি? তাহা ব্যক্ত কর।'

"রাবণ বলির নিকট এইরূপ উক্ত হইয়া বলিল, 'মহাভাগ! আমি শুনিয়াছি, পুরাকালে বিষ্ণু আপনাকে বদ্ধকরিয়াছেন, অতএব আমি আপনাকে বন্ধনদশা হইতে মোচন করিতে সমর্থ সংশয় নাই।'

'রাবণ এইরূপ কহিলে বলি হাস্য করিয়া তাহাকে কহিলেন, "রাবণ! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, আমি তাহা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। এই যে শ্যামবর্ণ পুরুষ দ্বারদেশে নিয়ত অবস্থিতি করিতেছেন, পূর্ব্বতর যে সকল দানবেন্দ্র ও অপরাপর বলবত্তর ব্যক্তি ছিলেন, ইনি বলপূর্ব্বক পূর্ব্বে তাহাদিগকে বশে আনয়ন করিয়াছিলেন। রাবণ! এই পুরুষই আমাকে বদ্ধ করিয়াছেন, ইনি কৃতান্তের ন্যায় দুরতিক্রমণীয়, অতএব ইহলোকে কোন্ ব্যক্তি ইহাঁকে বঞ্চনা করিবে? যিনি আমার দ্বারে অবস্থিতি করিতেছেন, এই ত্রিভুবনেশ্বরই প্রাণিগণের সংহর্ত্তা, কর্ত্তা এবং কারয়িতা। এই প্রভু সর্ব্বভূতের অপহার কাল, কলি এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান স্বরূপ; তুমিও ইহাঁকে অবগত নহ, আমিও অবগত নহি। ইনি সমস্ত লোকত্রয়ের সৃজন ও সংহার করেন এবং স্থাবর ও চর জীবনিবহের সংহার করিয়া থাকেন। এই মহেশ্বর আদ্যন্তরহিত সমস্তই পুনর্ব্বার সৃজন করেন। নিশাচর! এই লোকেশ দান, যজ্ঞ ও হুত এই সমস্তের বিধান এবং রক্ষা করেন সংশয় নাই। এবম্বিধ মহাভূত ভুবনত্রয়ে বিদ্যমান্ নাই।"

"পৌলস্ত্য! এই মহাপ্রাণি পাশদ্বারা পশুর ন্যায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব দানব সকল, তুমি এবং আমি এসকলেরই নেতা। বৃত্র, দনু, শুক, শম্ভু, নিশুম্ভ, শুম্ভ, কালনেমি, প্রহ্লাদি, কূট, মৃদু-বৈরোচন, যমল, অর্জ্জুন, কংশ, মধু, কৈটভ, ইহারা সকলেই চন্দ্র, সূর্য্য, অনিল ও বাসবের আধিপত্য হরণ করিয়া স্বয়ংই বস্তু সকলকে প্রকাশিত, তাপিত, বহন ও বর্ষণ করিতেন সকলেই ক্রতুশতদ্বারা যাগ করিয়াছিলেন সকলেই সুমহৎ তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া ছিলেন, সকলেই অতিশয় মহাত্মা এবং যোগ ধর্ম্মাবলম্বী। তাঁহারা সকলেই অতুল ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হইয়া মহত্তর ভোগ্য বস্তুজাত দ্বার

তাহা ভোগ করিয়া দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন এবং সমস্ত প্রজাপালন করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই স্বপক্ষের প্রতিপালক এবং বিপক্ষ পক্ষের নিহন্তা; তাঁহাদের সমান ব্যক্তি অমরসহ লোকসমাজে বিদ্যমান্ নাই। তাঁহারা সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ সমস্ত শাস্ত্র ও তন্ত্রের পারদর্শী, শূর সমস্ত অভিজনে পারিবৃত এবং সমরে অপরাঙ্মুখ। সেই সকল মহাত্মাই সহস্র সহস্র সুরগণকে সমরে পরাজিত করিয়া ত্রিদশরাজ্য সকল ভোগ করিয়াছেন। বালসূর্য্যের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন প্রমত্ত দানবেরা বিষয় উপভোগে নিরত ছিলেন। তাঁহারা স্বপক্ষজনগণের প্রতিপালক এবং দেববৃন্দের অপ্রিয়কার্য্যে আসক্ত ছিলেন! বিষ্ণু সতত ইহাদিগকে নিপীড়িত করেন, অতএব তিনিই ইহাদের ঈশ্বর। বিশেষতঃ সেই ভগবান্ হরিই ইহাদিগকে উপায়পূর্ব্বক বিনাশ করিতে জানেন। যিনি এই সমস্ত সৃজন করেন, তিনিই সমস্ত সংহার করিয়া পুনর্ব্বার সংহার কালে আত্মা দ্বারা আত্মাতে অধিষ্ঠিত হইয়া অবস্থিতি করেন। সেই কামরূপী বলবান্ দানবেন্দ্র সকল এইরূপ সেই মহাত্মা দেবতাকর্ত্তৃক ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমি শুনিয়াছি, যে সকল দানব সমরে অপরাজিত ও দুর্দ্ধর্ষ ছিলেন, সেই প্রবলতম দানবেরা কৃতান্তবলের বশবর্ত্তী ক্ষয়দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন।”

‘দানবেশ্বর বলি এইরূপ বলিয়া পুনর্ব্বার রাক্ষসকে কহিলেন, “মহাবল! বীর! প্রদীপ্ত অনলের ন্যায় যে চক্র সন্দর্শন করিতেছ, ইহা গ্রহণ করিয়া মদীয় পার্শ্বে আগমন কর, পরে আমি তৎসন্নিধানে অব্যয় মুক্তির কারণ বাখ্যা করিব। অতএব হে মহাবাহো রাবণ! ঐ কার্য্য সম্পাদন কর, বিলম্ব করিও না।”

‘রঘুনন্দন! মহাবল রাক্ষস শ্রবণমাত্র উপহাস করিয়া যে স্থানে সেই মহাদিব্য কুণ্ডল ছিল, তথায় গমন করিল। বলদর্পিত মহাবল রাবণ অবলীলাক্রমে উহা উৎপাটন করিল বটে, কিন্তু কিছুতেই সঞ্চালন করিতে সমর্থ হইল না। অধিকন্তু, লজ্জাবশতঃ পুনঃপুনঃ প্রযত্ন করিতে লাগিল। দিব্যকুণ্ডল উৎক্ষিপ্ত হইবামাত্রই রাক্ষস রুধিরধারায় পরিপ্লুত হইয়া ছিন্নমূল শালের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। ইত্যবসরে পুষ্পকসম্ভূত শব্দ সমুত্থিত হইল এবং রাক্ষসপতির সচিবেরাও মহান্ হাহাকার শব্দ করিয়া উঠিল।’

‘পরে রাক্ষস মুহূর্ত্তকাল মধ্যে চেতনা লাভ করিয়া উত্থিত হইল বটে, কিন্তু লজ্জায় অবনত হইয়া রহিল। তখন বলি রাজা তাহাকে বলিলেন যে, “রাক্ষসশ্রেষ্ঠ বীর! মৎসন্নিধানে আগমন করিয়া মদুক্ত বাক্য শ্রবণ কর, মণিভূষিত যে কুণ্ডল উত্তোলন করিতে উদ্যত হইয়াছিলে, ইহা আমার পূর্ব্বপুরুষ হিরণ্যকশিপুর কর্ণাভরণ ছিল। মহাবল! দেখ, ইহা এই স্থানে এইরূপে পতিত রহিয়াছে। অন্য কুণ্ডল পর্ব্বত সানুতে পতিত আছে, এই কুণ্ডল ভিন্ন মুকুটও তাঁহার যুদ্ধকালে বেদির সন্নিহিত ভূবিভাগে নিপতিত হইয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বকালে মদীয় পূর্ব্ব পিতামহ সেই হিরণ্যকশিপুর কাল, মৃত্যু বা ব্যাধি কেহই হিংসক ছিলনা। কোন শস্ত্র, শুষ্ক, অথবা আর্দ্রবস্তু দ্বারা তাঁহার মৃত্যু হইত না এবং দিবসে রাত্রি কালে অথবা উভয় সন্ধ্যার সময়েও তাঁহার মরণ হইত না। রাক্ষসবর! অধিক কি, কোন অস্ত্রেই তাঁহার মৃত্যু বিহিত হয় নাই, কেবল তিনি প্রহ্লাদের সহিত নিদারুণ বিবাদ করিয়াছিলেন। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাত্মা বীর প্রহ্লাদের বিবাদ উপস্থিত হইলে নৃসিংহ আকৃতির ন্যায় রূপধারী লোকনিবহের ভয়ঙ্কর বীর পুরুষ উৎপন্ন হইলেন। সেই রৌদ্রকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া সমস্ত সংসারই নিঃশেষে ক্ষুব্ধ হইল। পরে তিনি বাহুযুগলদ্বারা উত্তোলন করিয়া তাঁহাকে নখরদ্বারা শমনসদনের অতিথি করিলেন। এই নিরঞ্জন বাসুদেব দ্বারী হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। যদি তোমার হৃদয়ে পরমভাবের উদয় হইয়া থাকে তবে সেই দেবাধিদেবের বাক্য কহিতেছি, শ্রবণ কর। এই যে পুরুষ দ্বারে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, ইনি সহস্র সহস্র ইন্দ্র, অযুত অযুত দেবতা ও শত শত প্রধান ঋষি সকলকে সহস্র সৎসর বশীভূত রাখিয়াছিলেন।”

'রাবণ তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "নিরতিশয় জ্বালাসমন্বিত পাশহস্ত ঊর্দ্ধরোমা ভয়ানক প্রেতেশ্বর কৃতান্তকে মৃত্যুর সহিত নিরীক্ষণ করিয়াছি। যাঁহার নয়ন লোহিত,দংষ্ট্রা বিশাল,জিহ্বা বিদ্যুৎসদৃশ,সর্প ও বৃশ্চিকই যাঁহার রোম ও বেগ ভয়ানক; যিনি আদিত্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য সমরে অপরাঙ্মুখ এবং পাপপুঞ্জের বিনাশক সেই সর্ব্বপ্রাণির ভয়ঙ্কর শমনকে আমি সমরে নির্জ্জিত করিয়াছি। দানবেশ্বর! আমার তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র ভয় বা ব্যথা হয় নাই, কিন্তু আমি ইহাঁকে জানি না, অতএব আপনি ইহাঁর বিষয় বর্ণন করুন্।"

'বিরোচননন্দন বলি, রাবণের বাক্য শুনিয়া বলিলেন, "ইনিই ত্রৈলোক্যের বিধানকর্ত্তা প্রভু নারায়ণ হরি। ইনিই অনন্ত, কপিল, জিষ্ণু, মহাদ্যুতি নরসিংহ, ক্রতুর আশ্রয়, পাশহস্ত, ভয়ানক এবং উমত্ত আশ্রয়। ইনিই দ্বাদশ আদিত্যসদৃশ, পুরাণ এবং পুরুষোত্তম। ইনি সুরনাথ এবং সুরগণের শ্রেষ্ঠ; ইহার দ্যুতি নীলজীমূত সদৃশ। হে মহাবাহো! ইনি ভক্তজনের প্রিয়, যোগী এবং জ্বালামালায় পরিবৃত। এই প্রভুই লোক সকল সৃজন করিয়াছেন, ইনিই আবার পালন করিতেছেন। এই মহাবলই কাল হইয়া সমস্ত সংহার করেন। এই চক্রায়ুধধারী যজ্ঞ এবং যাজ্য। এই হরিই সমস্ত দেবতাস্বরূপ, নিখিল ভূতময়, সমস্ত লোকময় এবং জ্ঞানময়। হে বীর! মহারূপ সর্ব্বরূপময় হরিই বীরঘাতী মহাভুজ বলদেব। এই চক্ষুষ্মান্ হরি ত্রিলোকগুরু ও অব্যয়; নিখিল মুনিগণ মোক্ষ অভিলাষী হইয়া ইহলোকে ইহাঁরই ধ্যান করিয়া থাকেন। অধিকন্তু, যিনি এই পুরুষকে বিদিত হইয়াছেন, তিনি পাপনিবহে লিপ্ত হয়েন না। ইহাঁর যজন, নামশ্রবণ ও স্মরণ করিয়া ইহাঁর নিকট হইতে সমস্তই লাভ করা যায়।"

'মহাবল রাবণ এতাদৃশ বচন শ্রবণপূর্ব্বক কোপে নয়নলোহিত করতঃ উদ্যতাস্ত্র হইয়া বাক্য বিন্যাস করিল। রাম! মুষলধারী প্রভু হরি তাহার এতাদৃশ অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে ভাবিলে যে, "অধুনা এই পাপকে নহত করিব না" সেই রূপধারী এইরূপ চিন্তা করিয়া ব্রহ্মার প্রিয়কামনায় অন্তর্হিত হইলেন। রজনীচর রাবণ তথায় সেই পুরুষকে দেখিতে পাইল না, সুতরাং হর্ষ বশতঃ সিংহনাদ করিতে করিতে বরুণের আলয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল, কিন্তু, সে রাক্ষস যে পথ অবলম্বন করিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছিল, সেই পথেই নির্গত হইল।'

ইতি চতুর্ব্বিংশ সর্গ॥ ২৪॥

পঞ্চবিংশ সর্গ।

'অনন্তর, লঙ্কাপতি কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া সেই রমণীয় শ্রেষ্ঠতম সুমেরুশিখরে শর্ব্বরী যাপন করিল, অবশেষে রবিতুরগপ্রতিম দিব্য পুষ্পকবিমানে আরূঢ় হইয়া সূর্য্যলোকের অভিমুখে প্রস্থিত হইল। আকাশের যে স্থানে বিহার করা যায়, ঐ বিমান তৎপ্রদেশে উপস্থিত; উহার গতি নানাবিধ। রাবণ জীবনিস্থানে গিয়া সমস্ত তেজোময় শুভ সূর্য্যদেবকে নয়নগোচর করিল, শুভকুণ্ডল যুগলদ্বারা তাঁহার মুখ মণ্ডল বিরাজিত রহিয়াছে, তাঁহার শরীর লোহিত বসনে বিভূষিত, বিমলকাঞ্চনরচিত কেয়ূর ও নিষ্কপ্রভৃতি ভূষণ রাজিদ্বারা অলঙ্কৃত, রক্তমালায় সুসজ্জিত রক্তচন্দনে চর্চ্চিত এবং সহস্র করণমালায় উজ্জ্বল। সেই জগতের একমাত্র গতি, লোকসাক্ষী আদিদেব আদিত্য আদি, অন্ত ও মধ্যরহিত এবং উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্বে আরূঢ়। পরে রাক্ষসবর রাবণ সেই দেবপ্রবর প্রভাকরকে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার তেজোবলে নিপীড়িত হইয়া প্রহস্তকে কহিল, "অমাত্য! আমার নিদেশবশতঃ গমন করিয়া মদীয় এই শাসন বিজ্ঞাপন কর যে, রাবণ যুদ্ধ অভিলাষে আগমন করিয়াছেন, অতএব যুদ্ধ দান কর অথবা নির্জ্জিত হইলাম এই কথা বল, এই উভয়পক্ষের মধ্যে একতরপক্ষ অবলম্বন কর।"

'রাক্ষস তাহার সেই বচনানুসারে সূর্য্য-

ন্নিধানে আগমন করিয়া দণ্ডী ও পিঙ্গল নামক দ্বারপালযুগলের দর্শন পাইল। পরে হস্ত তাহাদিগকে রাবণের সেই সমস্ত প্রতি- [illegible] বৃত্তান্ত কহিল, কিন্তু স্বয়ং তীব্রকিরণ- [illegible] প্রদীপ্ত হইয়া তথায় মৌনভাবে অব- [illegible]তি করিতে লাগিল। দণ্ডী রবির পার্শ্বে [illegible]রিয়া প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার নিকট সমস্ত [illegible] করিল। পরন্তু, ক্ষপাপহ ধীমান্ সূর্য্য [illegible]সন্নিধানে রাবণের সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ [illegible]রিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন, [illegible]ণ্ডিন্! তুমি যাও, গিয়া উহাকে পরাজয় [illegible]র অথবা নির্জ্জিত হইলাম, এই কথা বল, [illegible]ত্যুত তোমার যাহা অভিলষিত তাহাই [illegible]র।" সে কিয়ৎকাল পরে তাঁহার বাক্যানু- [illegible]রে নিশাচরের নিকট গমন করিয়া, তথন [illegible]কায় রাক্ষসসন্নিধানে সূর্য্যকথিত সেই [illegible] বাক্য বলিল। অনন্তর, সেই রাক্ষসা- পতি নিশাচরনাথ রাবণ সেই দণ্ডির বাক্য [illegible]নিয়া স্বীয় জয় ঘোষণা করতঃ প্রস্থান [illegible]রিল।'

ইতি পঞ্চবিংশ সর্গ॥ ২৫ ॥

ষড়্‌বিংশ সর্গ।

'লঙ্কাধিপতি রাবণ কিয়ৎকাল চিন্তা [illegible]রিয়া সুমেরুর রমণীয় বনে যামিনী যাপন- [illegible]র্ব্বক সোমলোকে গমন করিল। তৎকালে [illegible]ব্যমাল্য ও গন্ধ দ্রব্যে ভূষিত এক পুরুষ [illegible]ান প্রধান অপ্সরোগণকর্তৃক সেব্যমান্ [illegible]য়া স্যন্দনারোহণে গমন করিতেছেন। [illegible]ই পুরুষ রতিশ্রান্ত হইয়া অপ্সরোগণের অঙ্কে [illegible]ান থাকিয়া চুম্বনদ্বারা বিবোধিত হইতে- [illegible]ন, রাবণ তৎদর্শনে কৌতূহলান্বিত হইল। [illegible]ত্যবসরে তথায় পর্ব্বত নামক ঋষিকে [illegible]বলোকন করিয়া তাঁহাকে কহিল, "দেবর্ষে! [illegible]পনার সুখে আগমন হইয়াছে ত? আপনি [illegible] সময়েই সমাগত হইয়াছেন। অপ্সরো- [illegible]ণ সেবিত হইয়া রথারোহণপূর্ব্বক নির্লজ্জের [illegible]য় যাইতেছে এ ব্যক্তি কে? এ ভয় স্থান [illegible]গত নহে?"

'পর্ব্বত ঋষি রাবণের ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া কহিলেন, "বৎস মহাম ! যথাতথ্য বিবরণ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। ইনি তপোবলে সমস্ত লোক নির্জ্জিত এবং ব্রহ্মারও সন্তোষ- সম্পাদন করিয়াছেন সুতরাং মোক্ষ অভি- লাষে অতীব সুখাস্পদ উত্তম স্থানে গমন করিতেছেন। রাক্ষসাধিপ! তুমি যেমন তপস্যা দ্বারা সমস্ত লোক নির্জ্জিত করিয়াছ, এই পুণ্যকৃৎ ব্যক্তিও সেইরূপ লোক সকল উপা- র্জ্জন করিয়া সোম পান করতঃ যাইতেছেন, সংশয় নাই। রাক্ষসশার্দ্দূল! তুমি শূর এবং সত্যপরাক্রম, অতএব বলবান্ ব্যক্তি ঈদৃশ ধর্ম্মচারী জনগণের প্রতি কুপিত হয়েন না।"

'ইত্যবসরে রাবণ একখানি মহাকায় উত্তম রথ দেখিতে পাইল, তাহার সমস্ত অবয়ব নিরতিশয় তেজঃপ্রভাবে জাজ্জল্যমান এবং গীত ও বাদিত্রের নিঃস্বনে পরিপূর্ণ। তথন রাবণ কহিলেন, "দেবর্ষে! এই মহাদ্যুতি পুরুষ কিন্নরগণে পরিশোভিত হইয়া তাহাদের মনোরম নৃত্য দর্শন ও গীত শ্রবণ করিতে করিতে কোথায় গমন করিতেছেন?"

'অনন্তর, মুনিসত্তম পর্ব্বত ইহা শ্রবণ করিয়া তাহাকে কহিলেন, "এই শূর যোদ্ধা এবং সমরে পরাঙ্মুখ হন নাই। এই কার্য্যকুশল রণজয়ী বীর যুধ্যমান্ হইয়া সংগ্রামে প্রহার- দ্বারা জর্জ্জরীকৃত হওত স্বামীর জন্য জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন। ইনি সমরে শত্রুদল সংহার করিয়া অনিত্রকর্তৃক সংগ্রামে নিহত হইয়া ইন্দ্রের অতিথি হইয়াছেন অথবা এই নরসত্তম যেথানে গমন করেন, সেই স্থানেই নৃত্যগীতপরায়ণ লোক সকলদ্বারা সেবিত হয়েন।"

'রাবণ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, "দিবাকরের ন্যায় দ্যুতিসম্পন্ন যে ব্যক্তি যাইতেছেন, ইনি কে?" পর্ব্বত ঋষি রাবণের বাক্য শুনিয়া তাহাকে কহিলেন, "রাজন্! যাঁহার সমস্ত অবয়ব স্বর্ণদ্বারা রচিত যিনি অপ্সরোরাজি শোভিত বিমানে দৃষ্ট হইতেছেন, ইনি সুবর্ণ- দাতা। মহারাজ! পূর্ণশশধরসদৃশ বদন- সমন্বিত এই মহাদ্যুতি বিচিত্র অম্বরণ ও

অম্বরে সুসজ্জিত হইয়া বেগগামী যান দ্বারা গমন করিতেছেন।" পর্ব্বতমুনির বাক্য শুনিয়া রাবণ কহিল, "ঋষি সত্তম! এই সকল রাজা যাইতেছেন, ইঁহাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি যাচিত হইয়া আমাকে অদ্য যুদ্ধাতিথ্য প্রদান করিবেন আপনি তাহা বলুন্। বিশেষতঃ হে ধর্ম্মজ্ঞ! ধর্ম্মানুসারে আপনি আমার পিতা অতএব আপনি মৎসন্নিধানে সেই ব্যক্তির নাম নির্দ্দেশ করুন্।" তখন পর্ব্বত মুনি এইরূপ উক্ত হইয়া রাবণকে কহিলেন, "মহারাজ! এই সকল নরপতি স্বর্গাভিলাষী, ইঁহারা যুদ্ধার্থী নহেন, অতএব যিনি তোমাকে যুদ্ধ প্রদান করিবেন, আমি তাহা কহিতেছি। সপ্তদ্বীপের অধীশ্বর অতীব তেজস্বী মান্ধাতা নামে বিখ্যাত এক মহারাজ আছেন, তিনিই তোমাকে যুদ্ধ প্রদান করিবেন।" পর্ব্বত মুনির বাক্য শুনিয়া রাবণ কহিল, "সুব্রত! ঐ রাজা কোথায় অবস্থিতি করেন আপনি বিস্তারক্রমে আমার নিকট তাহা বর্ণন করুন্? যে স্থানে সেই নরবর থাকেন, আমি তথায় গমন করিব।" পর্ব্বত মুনি রাবণের বচন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "যুবনাশ্বতনয় রাজসত্তম রাজা মান্ধাতা সাগরান্ত সপ্তদ্বীপা মেদিনী জয় করিয়া এই স্থানেই আগমন করিবেন।"

'অনন্তর, ত্রিলোকবিখ্যাত বরগর্ব্বিত মহাবাহু রাবণ অযোধ্যাপতি নরোত্তম বীর মান্ধাতাকে নয়নগোচর করিল। সেই সপ্তদ্বীপের অধিপতি মহেন্দ্রপ্রভ বিচিত্র বর্ণে সুরঞ্জিত দেদীপ্যমান্ কাঞ্চনময় বিমানে আরূঢ় হইয়া গমন করিতেছেন। তিনি দিব্যগন্ধ ও অনুলেপনে রঞ্জিত হইয়া সৌন্দর্য্যপ্রভাবে জাজ্বল্যমান্ হইয়াছেন! দশানন তাঁহাকে কহিল যে, "আমার সহিত যুদ্ধ কর।' মান্ধাতা এইরূপ উক্ত হইয়া দশাননকে উপহাস করিয়া এইরূপ কহিলেন, "রাক্ষস! যদি তোমার জীবনে প্রয়োজন না থাকে তাহা হইলে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।" মান্ধাতার বচন শ্রবণ করিয়া রাবণ কহিল, "মানুষের ত কথাই নাই; বরুণ, কুবের এবং যমের নিকটেও আমি ব্যথিত হই নাই, সুতরাং তুমি মনুষ্য, তোমার নিকট রাবণ ভীত হইবে?' তখন রাক্ষসপতি এইরূপ কহিয়া যেন কোপে প্রজ্বলিত হইয়া যুদ্ধদুর্ম্মদ রাক্ষসদিগকে যুদ্ধার্থ আদেশ করিল।'

"অনন্তর, দুরাত্মা রাবণের সমর বিশারদ সচিব সকল কুপিত হইয়া শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিল। পরে প্রহস্ত, শুক, সারণ, মহোদর, বিরূপাক্ষ, অকম্পনপ্রভৃতি পুরোগামি যোধবৃন্দ বলবান্ রাজাকর্তৃক শিলাশাণিত শরসমূহে তাড়িত হইল। কিন্তু প্রহস্ত শরনিকর বর্ষণ করিয়া নরপতিকে আচ্ছন্ন করিল, নরবর মান্ধাতা সেই সকল শর ন[illegible] আসিতে আসিতেই ছেদন করিয়া ফেলি[illegible]লেন। তৃণভার যেমন অনলদ্বারা দগ্ধ হ[illegible] সেইরূপ নররাজ ভুশুণ্ডী, ভিন্দিপাল, ভল্ল এব[illegible] তোমরবৃন্দদ্বারা তাহাদিগকে দহন করি[illegible]লা গলেন। অনন্তর, অগ্নিতনয় কার্ত্তি[illegible] যেমন শরদ্বারা ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত বিদারণ করির[illegible] ছিলেন, সেইরূপ নৃপবর কুপিত হইয়া পু[illegible]র্ব্বার অতিবেগগাম পাঁচটি তোমরদ্বা[illegible] তাহাকে বিদারণ করিলেন। পরে যমপ্রতি[illegible] মুদ্গর বারম্বার ঘূর্ণিত করিয়া অতীব বে[illegible] রাক্ষসরাজের রথাভিমুখে প্রহার করিলেন। সেই বজ্রসন্নিভ মুদ্গর মহাবেগে নিপতিত হইয়া শক্রধনুর ন্যায় অবিলম্বে রাবণকে পাতিত করিল। লবণসাগরের সলিল যেমন সম্পূর্ণ সুধাকর স্পর্শ করিয়া স্ফীত হয়, তদ্রূপ তৎকালে সেই নরপতি প্রীতিনিবন্ধন হর্ষে স্ফীতবীর্য্য হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন।'

'তখন সমস্ত রাক্ষসসেনা হাহাকার করিয়া সেই অচেতন রাক্ষসরাজের চতুর্দ্দিকে পরিবৃত হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। পরে লোকরাবণ লঙ্কাপতি রাবণ বহুবিলম্বে আশ্বাসিত হইয়া মান্ধাতার শরীরে বেদনাপ্রদান করিল। নরপতি বেদনায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, মহাবল নিশাচরেরা তাঁহাকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে আস্ফালন করতঃ সিংহনাদ করিতে লাগিল। তখন অযোধ্যাপতি মুহূর্ত্তকালমধ্যে সংজ্ঞা লাভ করিয়া সেই শত্রুকে নিশাচর মন্ত্রিবৃন্দদ্বারা পূজিত হইতে দেখিয়া কুপিত

হইলেন। সূর্য্য ও শশধর সমানকান্তি দুরাধর্ষ মান্ধাতা নিরতিশয় শরবর্ষণদ্বারা রাক্ষসসেনা সংহার করিতে লাগিলেন। পরে সেনা সকল উচ্ছলিত সাগরের ন্যায় তাঁহার চাপ এবং বাণ নিনাদেই সর্ব্বতোভাবে বিচলিত হইল, অধিক কি, নর ও রাক্ষসসঙ্কুল সেই সংগ্রাম ঘোরতর হইয়া উঠিল। অনন্তর, মহাত্মা বীর নরসত্তম মান্ধাতা ও রাক্ষসসত্তম দশানন বীরাসনে স্থিত হইয়াচাপ এবং অসি ধারণ-পূর্ব্বক সকালে সমরে প্রবিষ্ট হইলেন। মান্ধাতা নিরতিশয় রোষের বশবর্ত্তী হইয়া রাবণের উপরি শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন, রাবণও নিতান্ত কোপপরবশ হইয়া সেই নৃপতির প্রতি বাণবৃষ্টি করিতে লাগিল। তাহারা পরস্পরের সংক্ষোভ-নিবন্ধন প্রহারে ক্ষতবিক্ষত হইয়া শরাসনে রৌদ্র অস্ত্র স্থাপন করিয়া তাহা সন্ধান করিল। কিন্তু নররাজ মান্ধাতা আগ্নেয় অস্ত্রদ্বারা সেই অস্ত্র নিবারণ করিলেন। দশাননও গান্ধর্ব্ব অস্ত্র-দ্বারা প্রহার করিল, মান্ধাতা বারুণ অস্ত্রে তাহা নিবারণ করিলেন। পরন্তু রাবণ সর্ব্বভূতের ভয়াবহ ব্রহ্মাস্ত্র গ্রহণ করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিল, মান্ধাতাও দিব্য পাশুপত মহাস্ত্র প্রেরণ করিলেন। ঐ মহাস্ত্র তপস্যা-দ্বারা আরাধনা করিয়া রুদ্রের বরদান প্রভাবে লব্ধ হয়, সেই ত্রিলোকের ভয়বর্দ্ধন ঘোররূপ অস্ত্র নিরীক্ষণ করিয়া চরাচর প্রাণিপুঞ্জ ত্রস্ত হইয়া উঠিল। তখন সচরাচর সমস্ত ত্রৈলোক্য কম্পিত হইতে লাগিল, অধিক কি দেবতা সকলও কম্পিত হইলেন এবং নাগগণ লয় প্রাপ্ত হইল। ইত্যবসরে মুনি-শার্দ্দূল পুলস্ত্য ও গালব ধ্যানযোগে ইহা দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা বিবিধ সোপালম্ভ বাক্য দ্বারা নরপতি মান্ধাতা এবং রাক্ষসত্তম রাবণকে নিবারণ করিলেন। পরন্তু তাঁহারা তৎকালে নর ও রাক্ষসের প্রীতিবন্ধন করিয়া যে পথে আসিয়াছিলেন, হৃষ্টচিত্তে সেই পথেই প্রস্থান করিলেন।'

ইতি ষড়্বিংশ সর্গ ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশ সর্গ।

'বিপ্র-যুগল গমন করিলে রাক্ষসাধিপতি রাবণ দশসহস্র যোজন পরিমিত প্রথম মরুৎ-পথে গমন করিল, যে স্থানে সর্ব্বগুণান্বিত হংস সকল সর্ব্বদা অবস্থিতি করে। ইহার ঊর্দ্ধে দ্বিতীয় বায়ুপথ, ইহারও পরিমাণ দশ সহস্র যোজন বলিয়া পরিগণিত হয়। সেই স্থানে অগ্নিজ, পক্ষজ ও ব্রহ্মজ এই ত্রিবিধ মেঘ সকল সন্নিহিত হইয়া সর্ব্বদা অবস্থিতি করে। অনল-সম্ভূত বাষ্প হইতে যে সকল মেঘ উৎপন্ন হয়, তাহারাই অগ্নিজ; বাসব পর্ব্বতের পক্ষচ্ছেদন করেন, সেই পক্ষ হইতে যে সকল মেঘ সম্ভূত হয়, তাহারাই পক্ষজ; আর যাহারা ব্রহ্মার নিশ্বাসে জন্মায়, তাহারা ব্রহ্মজ। দশানন দ্বিতীয় বায়ুপথ হইয়া অনুত্তম তৃতীয় বায়ুপথে যাইল, ইহারও পরিমাণ দশ সহস্র যোজন; এই স্থানে মনস্বী সিদ্ধ ও চারণগণ নিয়ত অবস্থিত রহিয়াছেন। পরন্তপ! রাবণ অবিলম্বে চতুর্থ বায়ুমার্গে গমন করিল যে স্থানে ভূত ও বিনায়কবর্গ সতত বসতি করে। পরে অতি ত্বরায় পঞ্চম বায়ু-গোচরে প্রস্থান করিল, তাহারও পরিমাণ দশ সহস্র যোজন। যেখানে সরিদ্বরা গঙ্গা এবং কুমুদ-প্রভৃতি নাগ সকল অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন অধিকন্তু যাহারা শীকর বর্ষণ করে তাদৃশ কুঞ্জর সকল তথায় অবস্থিতি করিতেছে। তাহারা গঙ্গাসলিলে ক্রীড়া করিয়া তাঁহার পবিত্রবারি বারম্বার বর্ষণ করিতেছে। রাঘব! তথায় বায়ুদ্বারা পেশলীকৃত রবিকরভ্রষ্ট পবিত্র জল পতিত এবং হিম-বর্ষণ হইতেছে। হে মহাদ্যুতে! পরে সেই রাক্ষস দশানন ষষ্ঠবায়ু-পথে গমন করিল ইহারও পরিমাণ দশ সহস্র যোজন। যে স্থানে গরুড় জ্ঞাতি ও বান্ধবদ্বারা সংকৃত হইয়া নিত্য অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। পরে দশ সহস্র যোজনের উপরি সপ্তম বায়ুপথে গমন করিল, যে স্থানে সেই ঋষি সকল অধিষ্ঠান করিয়াছেন। ইহার দশ সহস্র যোজন ঊর্দ্ধে অষ্টম বায়ুমার্গে গমন করিল, যে স্থানে গঙ্গা অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। সেই মহাবেগা মহাস্বনা

বিখ্যাতা আকাশ গঙ্গা বায়ুকর্ত্তৃক ধার্য্যমাণ হইয়া আদিত্য-পথে প্রতিষ্ঠিত আছেন। অতঃপর যে স্থানে চন্দ্রমা অবস্থিতি করেন, তাহা বর্ণন করিতেছি; ইহার অশীতি সহস্র যোজন পরিমাণ ঊর্দ্ধে চন্দ্রমা গ্রহ নক্ষত্র সমূহে সংযুক্ত হইয়া অধিষ্ঠান করিতেছেন। পরন্তু, সর্ব্বপ্রাণির সুখাবহ শত সহস্র রশ্মি সকল চন্দ্রমণ্ডল হইতে নিঃসৃত হইয়া লোকে প্রকাশিত করিতেছে। পরে চন্দ্রমা দৃষ্টিমাত্রেই দশাননকে যেন দহন করিলেন, ফলতঃ তিনি শীতাগ্নিদ্বারা রাবণকে অবিলম্বে সর্ব্বতোভাবে দগ্ধ করিলেন। তখন তাহার সচিব সকল সীতাগ্নির ভয়ে ব্যথিত হইয়া আর সহ্য করিতে পারিল না। অনন্তর, প্রহস্ত জয় শব্দ উচ্চারণ-পূর্ব্বক রাবণকে কহিল, "রাজন্! আমরা শীতে বিনষ্ট হইতেছি, অতএব আমরা এইস্থান হইতে নিবৃত্ত হইব। রাজেন্দ্র! শীতাংশু শশির স্বভাবই দহনাত্মক; সুতরাং চন্দ্রমার রশ্মিপ্রতাপদ্বারা রাক্ষসদিগের ভয় উপস্থিত হইয়াছে।" প্রহস্তের এই বাক্য শ্রবণে রাবণ কোপাকুলহৃদয়ে কার্ম্মুক উদ্যত করিয়া আস্ফালনপূর্ব্বক নারাচ নিকর দ্বারা তাঁহাকে পীড়ন করিল। তৎ কালে ব্রহ্মা ত্বরান্বিত হইয়া সোমলোকে আগমনপূর্ব্বক দশাননকে কহিলেন, "সাক্ষাৎ বিশ্রবাতনয় মহাবাহো দশগ্রীব! তুমি চন্দ্রমাকে পীড়ন করিও না। অবিলম্বে এই স্থান হইতে প্রস্থান কর, কারণ এই মহাদ্যুতি দ্বিজরাজ লোকের হিতাভিলাষী। অধিকন্তু, তোমাকে এই বক্ষ্যমাণ মন্ত্র প্রদান করিব, যে সময়ে প্রাণ বিনষ্ট হইয়া যায়, তৎকালে যে এই মন্ত্র সর্ব্বথা স্মরণ করে, সে মৃত্যুর বশীভূত হয় না" দশগ্রীব এইরূপ উক্ত হইয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক দেব পিতামহকে কহিল, "লোকনাথ! মহাব্রত দেব! আপনি যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, আর আমাকে যদি মন্ত্র দেয় হয়, তবে তাহা প্রদান করুন্। হে মহাভাগ ধার্ম্মিক! যে মন্ত্র জপ করিয়া আমি দেবগণ, দানবগণ, অসুরগণ এবং পতত্রিগণের মধ্যে নির্ভয় হইব। দেবেশ! অধিক কি, আপনকার প্রসাদে আমি অজেয় হইব, সংশয় নাই।" ব্রহ্মা এইরূপ উক্ত হইয়া দশাননকে এই কথা কহিলেন যে, "রাক্ষসাধিপ! প্রাণবিনাশকালেই মন্ত্র জপ করা উচিত, নিত্য জপ করা কর্ত্তব্য নহে। রাক্ষসপতে! অক্ষসূত্র গ্রহণ করিয়াই এই শুভ মন্ত্র জপ করিতে হয়, অতএব তুমি মন্ত্র জপ করিয়াই অজেয় হইবে। রাক্ষসনাথ! মন্ত্র জপ না করিয়া তোমার সিদ্ধিলাভ হইবে না। অতএব রাক্ষসপুঙ্গব! আমি মন্ত্র বলিতেছি শ্রবণ কর, এই মন্ত্র সংকীর্ত্তন মাত্রেই তুমি সমরে জয়লাভ করিবে। হে সুরাসুর নমস্কৃত দেবদেবেশ! ব্যাঘ্রাজিন বসনধারী মহাদেব! তুমি ভূত, ভবিষ্যৎ, বাল, বৃদ্ধ এবং হরিবৎ পিঙ্গলনয়ন, অতএব তোমায় নমস্কার। দেব! তুমি ত্রিলোকের প্রভু এবং ঈশ্বর অতএব তুমি অর্চ্চনীয়। তুমি হর, হরিতনেত্র, যুগান্তদহন বল, গণেশ, লোকশম্ভু, মহাভুজ, লোকপাল, মহাভাগ, মহাশূলী, মহাদংষ্ট্রী, মহেশ্বর, তোমায় নমস্কার। তুমি কাল, বলরূপী, নীলগ্রীব, মহোদর, দেবান্তগ, তপস্যার পুরোগামী, অব্যয় পশুপতি, তোমায় নমস্কার। তুমি শূলপাণি, বৃষকেতু, নেতা, গোপ্তা, হর, হরি, জটী, মুণ্ডী, শিখণ্ডী, মহাযশা মুকুটী, তোমাকে নমস্কার। তুমি ভূতেশ্বর, গণাধ্যক্ষ, সর্ব্বাত্মা সর্ব্বভাবন, সর্ব্বগ, সর্ব্বহারী, স্রষ্টা, অব্যয় গুরু, তোমায় নমস্কার। তুমি কমণ্ডলুধর দেবতা, পিনাকী, ধূর্জ্জটী, মাননীয় ওঁকার, বরিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠসামগ, মৃত্যু, মৃত্যুভূত, পারিযাত্র, সুব্রত, তোমাকে নমস্কার। তুমি ব্রহ্মচারী, গুহাবাসী, বীণাপণবতূণবান্, বালসূর্য্যসদৃশ দর্শনীয়, অমর, তোমায় নমস্কার। তুমি শ্মশানবাসী, ভগবান্, অনিন্দিত উমাপতি, ভগনয়ননিপাতি, পূষাদশননাশন, তোমাকে নমস্কার। তুমি জ্বরহর্ত্তা, পাশহস্ত, প্রলয়রূপ কাল, উল্কামুখ, অগ্নিকেতু, প্রদীপ্ত বিশাম্পতি মুনি, তোমাকে নমস্কার, তুমি চতুর্থলোকসত্তম, বেপনকর, উন্মাদী, বামন, বামদেব, প্রাক্প্রদক্ষিণ বামন, তোমায় নমস্কার। তুমি ভিক্ষু, ভিক্ষুরূপী, ত্রিজটী, কুটিল, শক্রহস্তপ্রতিষ্ঠম্ভী, বসুস্তম্ভন, তোমাকে নমস্কার। তুমি ঋতু, ঋতুকর কাল, মধু, মধুলোচন, বানস্পত্য, বাজসন, নিত্যাশ্রমপূজিত, তোমাকে

নমস্কার। তুমি জগতের ধাতা, কর্ত্তা, শাশ্বত পুরুষ, ধ্রুব, ধর্ম্মাধ্যক্ষ, বিরূপাক্ষ, ত্রিধর্ম্মা, ভূতভাবন, তোমাকে নমস্কার। তুমি ত্রিনেত্র, বহুরূপ, অযুত সূর্য্যসমপ্রভ দেবদেব, অতিদেব, ...াঙ্কিত জটু, তোমায় নমস্কার। তুমি নর্ত্তক, ...াসক, পূর্ণচন্দ্রানন, ব্রহ্মণ্য, শরণ্য, সর্ব্বজীব...র, তোমাকে নমস্কার। তুমি সর্ব্বতূর্য্যনিনাদী, ...বিবন্ধনবিমোক্ষক, মোহন, বন্ধন, সতত নিধ...ত্তম, তোমাকে নমস্কার। তুমি পুষ্পদন্ত, ...গ, মুখ্য, সর্ব্বহর, হরিৎশ্মশ্রু, ধনুর্দ্ধারী ...ীম, ভীমপরাক্রম, তোমাকে নমস্কার। মদুক্ত ...্যেতম এই উত্তম অষ্টোত্তর শত নাম সমস্ত ...পের অপহারক শরণার্থিদিগের শরণ্য এবং ...্যজনক। দশগ্রীব! ইহা জপ্ত হইলে সমস্ত ...নাশ করে।'

ইতি সপ্তবিংশ সর্গ ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশ সর্গ।

সেই কমলসম্ভব পিতামহ রাবণকে বর...া করিয়া অবিলম্বে পুনর্ব্বার ব্রহ্মলোকে ...মন করিলেন। রাবণও পিতামহসন্নিধানে বরলাভ করিয়া দেব,গন্ধর্ব্ব, মানবপ্রভৃতি প্রভূত ...ক্র সংহার পূর্ব্বক পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইল। হইল। কিয়ৎকাল অতীত হইলে লোকরাবণ রাক্ষসরাবণ সচিবগণ সমভিব্যাহারে পশ্চিম সাগরে আসিল। তখন দশানন তত্রত্য দ্বীপে পাবকপ্রভ এক পুরুষকে নয়নগোচর করিল সেই বিমল সুবর্ণ বর্ণ পুরুষ তথায় একাকী অবস্থিত রহিয়াছেন। অপিচ, দেবতাদিগের মধ্যে দেবেশ, গ্রহগণের মধ্যে ভাস্কর, সরভসমূহের মধ্যে সিংহ, হস্তির মধ্যে ঐরাবত, পর্ব্বত সকলের মধ্যে সুমেরু এবং বৃক্ষরাজির মধ্যে পারিজাত যেমন প্রধান, তদ্রূপ ...ই কালানলসমান ভীষণাকার পুরুষও পুরুষ...। সেই মহাবলপুরুষকে দ্বীপমধ্যে অবস্থিত দেখিয়া দশানন কহিল "আমাকে যুদ্ধ দান কর।" তখন তাঁহার নয়ন সকল গ্রহমালার ন্যায় আকুল হইয়া উঠিল এবং সর্ব্বতোহই...র ভিদ্যমান যন্ত্রের ন্যায় দন্ত সন্দংশনের শব্দ সমুত্থিত হইল। তৎকালে বলবান্ দশাননও অমাত্যগণের সহিত উচ্চৈঃস্বরে গর্জ্জন করিয়া উঠিল, অধিকন্তু অঞ্জনাচলপ্রতিম রাক্ষসপতি বিবিধ নিনাদে গর্জ্জন করিয়া শূল, শক্তি, ঋষ্টি এবং পট্টিশসমূহদ্বারা সুবর্ণাচলসমান দ্যুতিসম্পন্ন সেই পুরুষকে প্রহার করিল। তাঁহার বদন সিংহাস্যসদৃশ; দন্ত বিশাল; গ্রীবা কম্বুতুল্য; বাহু লম্বমান; বক্ষঃস্থল বিশাল; কুক্ষি মণ্ডূকপ্রতিম; পাদতল কমলসদৃশ; করকমল ও তালু রক্তবর্ণ; বেগ মনঃ ও অনিলসমান; কণ্ঠদেশে স্বর্ণ বর্ণ পদ্মের মাল্য বিলম্বিত; নিঃস্বন কিঙ্কিণীজালের ন্যায় সুমধুর; শরীর জ্বালামালায় পরিবৃত; পৃষ্ঠদেশে তূণীর আবদ্ধ; কায় কৈলাসশিখরসদৃশ বিশাল; নিনাদ সুমহান্। ঘণ্টাচামরসমন্বিত ভীমমূর্ত্তি ভয়ানক পুরুষ বিকটাকার, কমলমাল্যবিভূষিত এবং ঋগ্বেদাধিষ্ঠাত্রী দেবতার ন্যায় শোভমান।'

'দ্বীপিদ্বারা সিংহ, ঋষভদ্বারা কুঞ্জর, নাগরাজদ্বারা সুমেরু এবং নদীবেগদ্বারা সাগর যেমন বিচলিত হয়েন না, তদ্রূপ সেই পুরুষ প্রহারদ্বারা বিকম্পিত হইলেন না। অধিকন্তু, রাক্ষসকে বলিলেন, "দুর্ম্মতি নিশাচর! আমি তোমার যুদ্ধশ্রদ্ধা অপনয়ন করিব।" রাবণের বেগ সর্ব্বলোকের ভয়াবহ, কিন্তু তদপেক্ষা সহস্রগুণ বেগ তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। জগতের সিদ্ধির হেতু ধর্ম্ম এবং তপস্যা তাঁহার উরুযুগল অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করিতেছে। মন্মথ শিশ্ন, বিশ্বদেবগণ কটিদেশ, মারুত বস্তির পার্শ্বদ্বয়, অষ্টবসু মধ্যভাগ, সাগর সকল কুক্ষিদেশ, দিক্ সমস্ত পার্শ্বাদি স্থান, মরুত সমস্ত সন্ধিস্থল, পিতৃগণ পৃষ্ঠ এবং পিতামহ হৃদয় আশ্রয়পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছেন। পবিত্র গোদান, ভূমিদান এবং বিমল সুবর্ণদানপ্রভৃতি পুণ্যকার্য্য সকল তাঁহার কক্ষলোম আশ্রয় করিয়াছে। পরন্তু, হিমবান্, হেমকূট, মন্দর ও মেরুপর্ব্বত সেই পুরুষকে আশ্রয়পূর্ব্বক অস্থিস্বরূপ হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। বজ্র তাঁহার পাণি, স্বর্গ শরীর, জলবাহ মেঘ...মুহ ও সন্ধ্যা অবটু এবং ধাতা বিধাতা ও

বিদ্যাধর প্রভৃতি বাহুযুগল আশ্রয় করিয়া আছে। শেষ, বাসুকি, বিশালাক্ষ, ইরাবত, কম্বল, অশ্বতর, কর্কটক, ধনঞ্জয়, ঘোরবিষ তক্ষক ও উপতক্ষক বিষবীর্য্য মুমুক্ষু হইয়া করজ অঙ্গুলি সকল আশ্রয়পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছে। অগ্নি তাঁহার বদন, রুদ্রগণ স্কন্ধযুগল, পক্ষ, মাস ও ঋতু সকল উভয় দশনশ্রেণী, কুহূ ও অমাবস্যা নাসাদ্বয়, বায়ুনিবহ ছিদ্র সকল, দেবী বাণী সরস্বতী গ্রীবা, অশ্বিনীকুমারদ্বয় শ্রবণযুগল, সোম ও সূর্য্য নয়নদ্বয় আশ্রয় করিয়া বিরাজ করিতেছেন। বেদাঙ্গ সকল, যজ্ঞনিচয়, যাহারা তা রারূপী তৎসমুদয়, সুবৃত্ত বাক্যবৃন্দ, তেজঃপুঞ্জ এবং তপস্যা সেই নররূপীর দেহ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। সেই বালমাত্র পুরুষ বজ্রসদৃশ প্রভাবসম্পন্ন পর্ণিদ্বারা অবলীলাক্রমে রাক্ষসকে নিপীড়িত করিয়া মহীতলে নিপাতিত করিলেন। পদ্মমালায়বিভূষিত ঋগ্বেদপ্রতিম সর্ব্বতসদৃশ সেই পুরুষ নিশাচরকে নিপাতিত জানিয়া অপরাপর রাক্ষসদিগকে বিদ্রাবিত করিয়া স্বয়ং পাতালে প্রবিষ্ট হইলেন।'

'অনন্তর, দশগ্রীব উত্থিত হইয়া সচিবগণকে স্বয়ং আহ্বান করিয়া বলিল, "সেই পুরুষ সহসা কোথায় গমন করিল? তোমরা তাহা আমার নিকট বল।" তৎকালে প্রহস্ত, শুক এবং সারণপ্রভৃতি রাক্ষসসচিব সকল রাবণকর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিল যে, "সেই দেব ও দানবের দর্পহারী নর এই স্থানেই প্রবিষ্ট হইয়াছে।" গরুড় যেমন পন্নগ গ্রহণ করিয়া বেগে গমন করে, তদ্রূপ সেই সুদুর্ম্মতি রাক্ষস অবিলম্বে বিলদ্বারে প্রবিষ্ট হইল, কিন্তু, প্রবেশ করিয়াই কেয়ূরধারী শূর সকলকে নয়নগোচর করিল। সেই নীলাঞ্জনচয়সদৃশ বীরগণ মাল্য ও অনুলেপনদ্বারা রঞ্জিত, বিমল সুবর্ণ ও রত্নরাজিদ্বারা বিরচিত এবং নানাবিধ ভূষণে বিভূষিত। দশানন পুনরায় দেখিল যে, পাবকপ্রভ বিমলদ্যুতি নির্ভয় তিন কোটি মহাত্মা পুরুষ নিয়ত উৎসবে উৎসুক হইয়া তথায় নৃত্য করিতেছেন। তখন ত্রিলোকমধ্যে নির্ভয় ভীমবিক্রম রাবণ দ্বারদেশে থাকিয়া নৃত্যপরায়ণ পুরুষগণকে দেখিতে লাগিল। সেই পুরুষ যেরূপ দৃষ্ট হইয়াছিলেন, ইঁহারাও সর্ব্বতোভাবে তৎসদৃশ; সেই মহোৎসাহসম্পন্ন অতীব তেজস্বী চতুর্ভুজ পুরুষ সকলের বর্ণ, বেশ এবং সৌন্দর্য্য একরূপ। স্বয়ম্ভুকর্ত্তৃক লব্ধবর রাক্ষস দশানন তথায় সেই পুরুষগণকে নিরীক্ষণ করিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া অতি ত্বরায় সে স্থান হইতে বিনির্গত হইল।'

'অনন্তর, দশানন দেখিল, যে পাতাল আলয়ের মধ্যে শয্যাতলে এক পরম পুরুষ শয়ান রহিয়াছেন, তাঁহার সদন, শয্যা ও আসন শ্বেতবর্ণ এবং মহামুল্য; ঐ পুরুষ পবকদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া সেই শয্যায় শয়ান আছেন। অপিচ, ত্রিলোকের মধ্যে একমাত্র ভূষণস্বরূপা দিব্য বসনপরিধানা সাধ্বী দেবী দিব্য মাল্য ও ভূষণে ভূষিত এবং দিব্য অনুলেপনরঞ্জিত হইয়া করপল্লবদ্বারা বালব্যজন ধারণপূর্ব্বক তথায় অধিষ্ঠান করিয়া আছেন। অধিক কি, সেই লোকসুন্দরী সপদ্মালক্ষ্মীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন। পরন্তু, পাতালপ্রবিষ্ট রাক্ষসপতি সেই চারুহাসিনীকে অবলোকন করিয়া সিংহাসনে আসীনা সাধ্বীকে গ্রহণ করিতে অভিলাষ করিল। কোন ব্যক্তি যেমন কালপ্রেরিত হইয়া সুপ্ত আশীবিষ গ্রহণ করিতে বাসনা করে, তদ্রূপ সচিববিহীন দুর্ম্মতি দশানন তখন মন্মথের বশবর্ত্তী হইয়া হস্তদ্বারা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিল।'

'অনন্তর, পাবকাচ্ছাদিত সুপ্ত মহাবাহু পুরুষ তৎকালে রাক্ষসের অভিলাষ জানিতে পারিলেন। অবশেষে সেই দেব তখন বিগলিত বসন রাক্ষসপতিকে অবলোকন করিয়া অতীব উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিলেন। লোকরাবণ রাবণ তেজঃ দ্বারা প্রদীপ্ত হইয়া ছিন্নমূল তরুর ন্যায় সহসা মহীতলে নিপতিত হইল। তখন সেই পুরুষ রাক্ষসকে পতিত জানিয়া এইরূপ কহিলেন যে, "রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! তুমি উত্থিত হও, অদ্য তোমার মৃত্যু হইবে না। নিশাচর! প্রজাপতিপ্রদত্ত বরই তোমার রক্ষক, সেই জন্য

তুমি জীবিত রহিয়াছ। রাবণ! অদ্যাপি তোমার মৃত্যু নাই, অতএব বিশ্রব্ধভাবে গমন কর। রাবণ মুহূর্ত্তকালমধ্যে সংজ্ঞা লাভ করিয়া ভীত হইল, অধিক কি, সেই দেবকর্ত্তৃক রাবণ তৎকালে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রোমাঞ্চিতশরীরে উত্থিত হইয়া সেই মহাদ্যুতি পুরুষকে কহিল, "আপনি কে? আপনি যুগান্তকালীন অনলের ন্যায় দ্যুতিশালী এবং বীর্য্যবান্, অতএব দেব! আপনি কে এবং কোথা হইতে আগত হইয়াছেন তাহা বলুন।"

"অনন্তর, সেই দেব দুর্ম্মতি রাবণকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া হাস্যপূর্ব্বক মেঘের ন্যায় গম্ভীরস্বরে প্রত্যুত্তর করিলেন, "হে নিশাচর দশানন! আমাকে জানিয়া তোমার ফল কি?" দশানন এইরূপ উক্ত হইয়া কৃতাঞ্জলি কহিল, "প্রজাপতির বচনানুসারে আমি মৃত্যুপথের পথিক হই নাই; কিন্তু যিনি বীর্য্য আশ্রয় করিয়া প্রজাপতির বর উল্লঙ্ঘন করিবেন, মৎসদৃশ পরাক্রান্ত সেই পুরুষ সুরলোকেও জন্মগ্রহণ করেন নাই এবং করিবেনও না। তথাপি সে বিষয়ে আমার অনাদরও নাই, প্রযত্নও অতি সামান্য। সুরশ্রেষ্ঠ! যিনি আমার বর ব্যর্থ করিবেন, তাদৃশ ব্যক্তি ত্রিলোকমধ্যে দেখিতে পাই না; সুতরাং আমি অমর, অতএব মদীয় অন্তঃকরণে ভয় প্রবিষ্ট হইতে পারিবে না। প্রভো! যদিও আমার মৃত্যু নাই বটে, তথাপি যদি আমার মৃত্যু হয়, তবে আপনার হস্ত ব্যতীত অপর কাহারও হস্তে না হয়, আপনার হস্তে মরণও আমার যশস্য এবং শ্লাঘনীয়।"

"তৎপরে ভীমবিক্রম রাবণ সেই দেবতার শরীরে সচরাচর সমস্ত ত্রৈলোক্য দেখিতে পাইল। অপিচ আদিত্যগণ, মরুদ্গণ, সাধ্যগণ বসুগণ, অশ্বিযুগল, রুদ্রগণ, পিতৃগণ, যম বৈশ্রবণ, সাগর সকল, গিরিসমুদয় নদীনিবহ সমস্ত বেদ, বিদ্যা, অগ্নিত্রয়, গ্রহগণ, তারাগণ, সিদ্ধগণ, গন্ধর্ব্বগণ, চারণগণ, বেদজ্ঞ মহর্ষিগণ, ভুজগগণ, আকাশ, গরুড়, দৈত্যগণ, যক্ষগণ, রাক্ষসগণ এবং অন্যান্য দেবতা সকল সূক্ষ্মমূর্ত্তি হইয়া শয়নস্থ পুরুষের শরীরে দৃষ্ট হইতেছেন।

"অনন্তর, ধর্ম্মাত্মা রাম মুনিসত্তম অগস্ত্যকে বলিলেন, দ্বীপস্থিত পুরুষ কে? আর অপর যে তিন কোটি পুরুষের কথা কহিলেন তাঁহারাই বা কে? দৈত্য ও দানবের দর্পহারী শয়ান পুরুষই বা কে তখন অগস্ত্য ঋষি রামের বচন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "দেবদেব! সনাতন! আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। সেই দ্বীপস্থিত নর ভগবান্ কপিল নামে অভিহিত হয়েন, তিনিই শঙ্খচক্রগদাধারী দেব নারায়ণ; তিনিই শাশ্বত অব্যয় অচ্যুত অনাদি জগৎ কারণ বিষ্ণু; তিনিই প্রাণিপুঞ্জের সৃজন এবং সংহার কর্ত্তা। পরন্ত যে সকল দেবতা তথায় নৃত্য করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই সেই ধীমান্ নর কপিলের সদৃশ তেজঃ এবং প্রভাবসম্পন্ন। রাম! তিনি কুপিত হইয়া পাপ-বিষয়ে কৃতসংকল্প সেই রাক্ষসকে তৎকালে নিরীক্ষণ করেন নাই; সুতরাং রাবণ ভস্মীভূত হয় নাই। পিশুন যেমন রহস্য ভেদ করে তদ্রূপ তিনি বাক্যবাণে তাহাকে অবিলম্বে বিদ্ধ করিলেন, সুতরাং পর্ব্বতপ্রতিম রাবণ স্বিন্নগাত্র হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছিল। পরে সেই মহাতেজা রাক্ষস বহু বিলম্বে সংজ্ঞা লাভ করিয়া যে স্থানে সচিববর্গ অবস্থিতি করিতেছিল, তথায় আগমন করিল।'

ইতি অষ্টাবিংশ সর্গ ॥ ২৮॥

একোনত্রিংশ সর্গ।

'একান্ত দুষ্ট-প্রকৃতি রাবণ সন্তুষ্টচিত্তে নিবৃত্ত হইয়া পথ-মধ্যে দেবকন্যা, দানবকন্যা রাজকন্যা এবং ঋষিকন্যাদিগকে হরণ করিতে লাগিল। কন্যা বা স্ত্রী যাহাকে রূপবতী দেখিল সেই রাক্ষস তাহার বন্ধুজনকে নিহত করিয়া তাহাকে পুষ্পক-বিমানের মধ্যে অবরোধ করিয়া রাখিল। এইরূপ রাক্ষসকন্যা, অসুরকন্যা মনুষ্যকন্যা পন্নগকন্যা যক্ষকন্যা এবং দানবকন্যা সকলকে বিমানে আরোহণ করাইতে লাগিল। তখন তাহারা সকলে দুঃখবশতঃ এককালীন তথায় বাষ্পবারি বিস-

র্জ্জন করিতে লাগিল, সেই শোকানল এবং ভয়-সম্ভূত নেত্রজল অগ্নিজালার ন্যায় অতি উষ্ণ। নদী সকল-দ্বারা যেমন সাগর পরিপূর্ণ হয়, তদ্রূপ ভয় ও শোক-বশতঃ অশিব অশ্রু বিসর্জ্জনকারিণী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যাগণ-দ্বারা সেই বিমান পূর্ণ হইল। তথায় শত শত নাগ-কন্যা, গন্ধর্ব্বকন্যা, মহর্ষিকন্যা, দৈত্য-কন্যা এবং দানব কন্যা সকল রোদন করিতে লাগিল। সেই সুরাঙ্গনা সদৃশী সুন্দরীরা দীর্ঘকেশী, শুভাঙ্গী এবং মনোহারিণী; তাহাদের মুখকমল পূর্ণ-শশধর প্রতিম, স্তনতট পীন; মধ্যস্থল ভ্রমর-সদৃশ ক্ষীণ; শ্রোণিদেশ রথকূর তুল্য; বর্ণ তপ্তকাঞ্চন সমান। অধিক কি, সেই সুমধ্যমা কন্যা সকল শোক, দুঃখ এবং ভয়ে বিত্রস্ত ও বিহ্বল হইয়া উঠিল। তাহাদের নিশ্বাস বায়ু-দ্বারা সর্ব্বত্র সন্দীপিত হইয়া পুষ্পক বিমান অনল সংরুদ্ধ অগ্নিহোত্রের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে শোভিত হইল। অধিকন্তু সেই দীনবদনা কাতরনয়না শ্যামা মহিলা সকল দশাননের বশীভূত হইয়া সিংহাক্রান্ত মৃগীর ন্যায় শোকাকুল হইল। তৎকালে কোন সুদুঃখিতা মহিলা ভাবিতে লাগিল যে, "এই রাবণ আমাকে কি মারিয়া ফেলিবে?' কেহ বা "রাবণ আমাকে ভক্ষণ করিবে?" এই চিন্তায় নিমগ্ন হইল। সেই স্ত্রী সকল শোক ও দুঃখে সমাবিষ্ট হইয়া এইরূপ মাতা পিতা, ভর্ত্তা এবং ভ্রাতা সকলকে স্মরণ করতঃ সকলে বিলাপ করিতে লাগিল। 'হায়! আমার মাতা, ভ্রাতা এবং পুত্র আমার অদর্শনে কিরূপ শোকসাগরে নিমগ্ন হইবেন? হায়! আমার সেই পতি ব্যতীত কিরূপে ইহার অনুকূল আচরণ করিব? হায়! পুরাকালে অন্য দেহে কোন মন্দ কার্য্য করিয়া থাকিব, সুতরাং তাহার ফলে এই দুঃখ ভোগ করিতেছি। অতএব মৃত্যু! আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি, আপনি আমাকে স্বীয়সদনে লইয়া যান। আমরা সকলে দুঃখিত হইয়া এইরূপ শোকসাগরে পতিত হইলাম যে, এখন আপন আপন দুঃখের অবসান দেখিতে পাই না। হায়! যথাসময়ে সূর্য্য উদিত হইয়া নক্ষত্র সকলকে যেমন বিনাশ করেন, সেইরূপ বলবান্ দশানন আমাদের দুর্ব্বল ভর্ত্তা সকলকে বিনষ্ট করিতেছে, অতএব মনুষ্যলোক অপেক্ষা আর অধম নাই, সুতরাং মনুষ্যলোককে ধিক্ থাকুক। কিন্তু রাক্ষস এতদূর বলবান্ হইয়াও বধসম্পাদক পাপকার্য্যে অনুরক্ত হইতেছে! ধিক্, রাবণ এতাদৃশ দুর্ব্বৃত্ততা আচরণ করিয়াও আপনাকে নিন্দিত বোধ করিতেছে না; অতএব এই দুরাত্মার পরাক্রম সর্ব্বথা ভগবৎপ্রসাদের অযোগ্য। এই পরদারাভিমর্ষণ অসদৃশ কর্ম্ম, কিন্তু এই রাক্ষসাধম পরকীয়া রমণীতেই রমণ করিতেছে; অতএব দুর্ম্মতি রাক্ষস স্ত্রীর কার্য্যদ্বারাই বধ লাভ করিবে।" সেই পতিব্রতা প্রধানা রমণীগণ এই বাক্য উচ্চারণ করিলে দুন্দুভি সকল আকাশে নিনাদ করিতে লাগিল এবং আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইল। পরন্তু সেই রাবণ সুচরিত্রা পতিব্রতা স্ত্রীগণকর্ত্তৃক এককালে অভিশপ্ত হইয়া তেজোবিহীন ব্যক্তির ন্যায় প্রভাহীন হওত যেন বিমনা হইল। রাক্ষসরাজ দশানন তাহাদিগের এইরূপ বিলাপবাক্য শ্রবণ করিতে করিতে নিশাচরদ্বারা সম্মানিত হইয়া লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিল। ইত্যবকাশে, রাবণের ভগিনী কামরূপিণী ঘোরাকৃতি রাক্ষসী সহসা ভূমিতলে নিপতিত হইল। রাবণ সেই ভগিনীকে উত্থাপিত করিয়া সান্ত্বনাপূর্ব্বক বলিল, "ভদ্রে! এ কি!! তুমি ত্বরায় আমার নিকট ইহার বৃত্তান্ত ব্যক্ত কর।" সেই লোহিতনয়না রাক্ষসী বাষ্পদ্বারা নিরুদ্ধনয়ন হইয়া বলিল, "রাজন্! আপনি বলবান্, সুতরাং বলপূর্ব্বক আমাকে বিধবা করিয়াছেন। রাজন্! আপনি বীর্য্যপ্রভাবে কালকেয় নামে বিখ্যাত যে চতুর্দ্দশ সহস্র দৈত্যকে নিহত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে আমার প্রাণ অপেক্ষাও গুরুতর মহাবলশালী মদীয় ভর্ত্তা ছিলেন। তাত! আপনি শত্রু হইয়া তাঁহাকেও বিনষ্ট করিয়াছেন; অতএব কেবল সম্বন্ধমাত্রেই আপনি ভ্রাতা। রাজন্! আমার স্বামীকে শমনসদনের অতিথি করি-

য়াছেন, সুতরাং আপনি বন্ধু হইলেও আপনা দ্বারাই আমি স্বয়ং নিহত হইলাম। অতএব হে রাজন্! আমি আপনার কৃত বৈধব্য ভোগ করিব, বিশেষতঃ সমরেও কি জামাতাকে অর্থাৎ আমার স্বামীকে আপনার রক্ষা করা উচিত নহে? অবশ্য রক্ষা কর্ত্তব্য, তাহা না করিয়া আপনি স্বয়ংই তাঁহাকে যুদ্ধে নিহত করিয়া লজ্জিত হইতেছেন না?”

‘রাবণ বিলাপপরায়ণা ভগিনীর এইরূপ বাক্য শুনিয়া, তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া সামপূর্ব্বক বলিল, “বৎসে! রোদন করা বিফল, অতএব তুমি বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি কাহাকেও ভয় না করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক বিচরণ কর। দান, মান এবং প্রসাদদ্বারা যত্নপূর্ব্বক আমি তোমার সন্তোষ বিধান করিব। আমি জয়াভিলাষে যুদ্ধপ্রমত্ত ও বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া শরমুহ বিক্ষেপ করিয়াছিলাম সুতরাং তৎকালে যুদ্ধ করিতে করিতে সংগ্রামে সপক্ষ বা পরপক্ষ কিছুই জানিতে পারি নাই। ভগিনি! আমি জামাতাকে জানিতাম না; বিশেষতঃ যুদ্ধদুর্ম্মদ হইয়া প্রহার করিতেছিলাম, সুতরাং তোমার ভর্ত্তা মৎকর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন। এই সময়ে তোমার যে হিত করা কর্ত্তব্য, আমি তাহাই করিব, অতএব তুমি ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ভ্রাতা খরের নিকটে বসতি কর। তোমার সেই মহাবল ভ্রাতা চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসের সংগ্রামপ্রেরণ বিষয়ে এবং দানে প্রভু হইবে। তোমার মাতৃস্বস্রেয় ভ্রাতা এই নিশাচর খর সর্ব্বদা তদীয় আদেশ প্রতিপালন করতঃ তথায় প্রভু হইয়া থাকিবে। অতএব এই বীর অবিলম্বে দণ্ডকবাসীদিগকে রক্ষা করিতে গমন করুক, আর মহাবল দূষণ ইহার বলাধ্যক্ষ হইবে। এই শূর রাক্ষস তথায় কামরূপী রাক্ষসদিগের প্রভু হইয়া তোমার বচন প্রতিপালন করিবে।” দশানন এইরূপ বলিয়া বীর্য্যশালী চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসসেনাকে তাহার সহিত যাইতে আদেশ করিল।’

‘খর সেই সকল ঘোরদর্শন রাক্ষসসেনায় পরিবৃত হইয়া অকুতোভয়ে অবিলম্বে দণ্ডক স্থানে গমন করিল। সেই খর তথায় নিষ্কণ্টক রাজ্য স্থাপন করিল এবং শূর্পণখাও সেই দণ্ডকবনে নিবসতি করিতে লাগিল।’

ইতি একোন ত্রিংশ সর্গ ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশ সর্গ।

“দশানন খরকে সেই ভয়ানক সেনা দান করিয়া, ভগিনীকে আশ্বাসিত করতঃ হৃষ্টচিত্ত এবং অতিশয় সুস্থ হইল। পরে সেই বলবান্ রাক্ষস অনুগামী জনগণ সমভিব্যাহারে নিকুম্ভিলা নামক লঙ্কার উত্তম উপবনে প্রবেশ করিল। রাবণ শোভায় সমুজ্জ্বল হইয়া তথায় প্রবেশপূর্ব্বক দেখিল যে, সুন্দর দেবায়তনদ্বারা সুশোভিত শতযূপসমাকীর্ণ যজ্ঞ আরব্ধ হইয়াছে। পরে কৃষ্ণাজিনধারী দণ্ডকমণ্ডলুযুক্ত ভয়াবহ স্বপুত্র মেঘনাদকে তথায় নয়নগোচর করিল। লঙ্কাপতি নিকটে গিয়া তাহাকে বাহু সকলদ্বারা আলিঙ্গন করতঃ বলিল, বৎস! তুমি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছ, তাহা আমার নিকট বল।’

‘তখন মহাতপা দ্বিজশ্রেষ্ঠ উশনা যজ্ঞসম্পৎ সমৃদ্ধির জন্য রাক্ষসবর রাবণকে বলিলেন, “রাজন্! আপনাকে সেই সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ করুন্। আপনার পুত্র বহুবিস্তার বশতঃ প্রসিদ্ধ সপ্তযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। সেই অগ্নিষ্টোম, অশ্বমেধ, বহুসুবর্ণক, রাজসূয়, গোমেধ, বৈষ্ণব এবং পুরুষগণের সুদুর্লভ মাহেশ্বর যজ্ঞ প্রবৃত্ত হইলে আপনার পুত্র এই স্থানে সাক্ষাৎ পশুপতিসন্নিধানে বিস্তর বর লাভ করিয়াছেন। রাক্ষসেশ্বর! আকাশচর অবিনশ্বর কামগামী দিব্য স্যন্দন এবং তামসী নামে মায়া প্রাপ্ত হইয়াছেন, যে মায়াদ্বারা তম উপস্থিত হইয়া থাকে। এই মায়া সমরে প্রযুক্ত হইলে সুর বা অসুরেরা ইহার গতি জানিতে সমর্থ হয় না। রাজন্! অক্ষয় ইষুধিযুগল, সুদুর্জ্জয় চাপ এবং সমরে শত্রু বিনাশন বলবৎ অস্ত্র লাভ করিয়াছেন। দশানন! তোমার এই পুত্র অদ্য যজ্ঞ সমাপ্তিকালে এই সকল বর লাভ করিয়াছেন, তৎপরে আমি এবং আপনকার পুত্র

ভয়ে আপনাকে দেখিব বলিয়া অপেক্ষা করিতেছি।

'দশানন বলিল, 'ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবতা সকল আমার শত্রু, অতএব তাহাদিকে পূজা করিয়া ভাল কার্য্য কর নাই। এখন যা করিয়াছ, তা করিয়াছ, পরে আর করিও না; বৎস! এস এখন আমরা স্বীয় ভবনে গমন করি।" পরে দশানন বিভীষণ এবং পুত্র সমভিব্যারে আলয়ে গমন করিয়া সেই বাষ্পগদ্গদ স্ত্রী সকলকে অবতারণ করিল। সেই সুলক্ষণা স্ত্রী সকল দেব, দানব এবং রাক্ষসগণের রত্নস্বরূপা; অতএব সেই রমণীগণের প্রতি রাবণের অসৎ অভিলাষ জানিয়া ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ বলিলেন, "এই কার্য্য করিলে, পাপস্পর্শ হয়, আপনি ইহা জানিয়াও ইচ্ছা পূর্ব্বক ঈদৃশ আচারদ্বারা যশঃ অর্থ কুল বিনাশন এবং প্রাণিবর্গকে নিপীড়ন করিয়া বেড়াইতেছেন। আপনি সেই সকল জ্ঞাতিকে নিপীড়ন করিয়া এই সকল বরাঙ্গণাদিগকে আনয়ন করিয়াছেন। কিন্তু, রাজন্! মধু নামক রাক্ষস আপনাকে অতিক্রম করিয়া কুম্ভীনসীকে হরণ করিয়াছে।"

'রাবণ বলিল, "ইহা কিরূপে সম্পন্ন হইল, আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছি না? বিশেষতঃ তুমি যাহাকে মধু নামে উল্লেখ করিলে, সেই ব্যক্তি কে?" পরন্তু বিভীষণ কুপিত হইয়া ভ্রাতাকে কহিলেন, "শ্রবণ করুন, আপনার পরদারাভিমর্ষরূপ এই পাপ কার্য্যের ফল উপস্থিত হইয়াছে। আমাদিগের মাতামহ সুমালীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাল্যবান্ নামে বিখ্যাত প্রজ্ঞাসম্পন্ন এক বৃদ্ধ নিশাচর ছিলেন। তিনি জননীর জ্যেষ্ঠতাত এবং আমাদের মাতামহ; তাঁহার দুহিতা অনলা, সেই অনলার দুহিতা কুম্ভীনসী। সেই কুম্ভীনসী আমাদের মাতৃস্বসার কন্যা, সুতরাং এই অনলাসুত ধর্ম্মানুসারে অস্মৎ ভ্রাতৃবর্গের ভগিনী। রাজন্! পুত্র যজ্ঞ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে এবং তপস্যার জন্য আমি জলমধ্যে বাস করিলে বলবান্ মধু রাক্ষস তাহাকে হরণ করিয়াছে। বিশেষতঃ মহারাজ! কুম্ভকর্ণ নিদ্রা অনুভব করিতেছেন, সুতরাং সুপ্রসিদ্ধ রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অমাত্যদিগকে নিহত করিয়া আপনকার অন্তঃপুরে রক্ষিতা কুম্ভীনসীকে নিপীড়নপূর্ব্বক হরণ করিয়াছে। মহারাজ! অবিবাহিতা ভগিনীকে সম্প্রদান করা ভ্রাতৃগণের অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা হয় নাই, সুতরাং আমরা ইহা শুনিয়াও তাহাকে নিহত না করিয়া ক্ষমা করিয়াছি। অতএব আপনি দুর্ম্মতির বশবর্ত্তী হইয়া বিবাহ বিধি উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক কন্যাহরণরূপ যে পাপকর্ম্ম করিয়াছেন, ইহলোকেই সেই পাপের এই ফল উপস্থিত হইয়াছে, আপনি ইহা বিদিত হউন।"

'সেই রাক্ষসপতি রাবণ বিভীষণের বচন শ্রবণ করিয়া তপ্তসলিল সাগরের ন্যায় আত্মকৃত দৌরাত্ম্যে পীড়িত হইয়া নিতান্ত সন্তপ্ত হইল। পরে দশানন কোপে নয়ন লোহিত করিয়া বলিল, "আমার স্যন্দন শীঘ্র সুসজ্জিত কর এবং মৎপক্ষীয় শূরগণও সজ্জিত হউক। আমার ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ এবং প্রধান প্রধান নিশাচর সকল নানাবিধ প্রহরণ ও আয়ুধ গ্রহণপূর্ব্বক বাহনে আরোহণ করুক্। রাবণ হইতে নির্ভয় সেই মধুকে অদ্য সমরে নিহত করিয়া সুহৃদ্গণে পরিবৃত হইয়া জয়াভিলাষে সুরলোকে গমন করি।" প্রধান প্রধান চারি সহস্র অক্ষৌহিণী রাক্ষস প্রহারার্থ নানাবিধ আয়ুধ গ্রহণ করিয়া সংগ্রামবাসনায় সত্বর নির্গত হইল। অধিকন্তু মেঘনাদ সৈনিকদিগকে পরিগ্রহ করিয়া সেনাদিগের অগ্রে অগ্রে চলিল; রাবণ তাহার মধ্যে এবং কুম্ভকর্ণ তাহার পশ্চাৎ গমন করিল, কিন্তু ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ ধর্ম্ম আচরণ করতঃ লঙ্কাতেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাহাদের অবশিষ্ট মহাভাগ রাক্ষস সকল মহোরগ, খর, শিশুমার, উষ্ট্র এবং দ্যুতিশালী অশ্বে আরোহণ করিয়া মধুপুরের অভিমুখে প্রস্থান করিল। এমন কি, সেই রাক্ষসেরা আকাশ নিরবকাশ করিয়া যাইতে লাগিল। তৎকালে দেবতাদিগের সহিত বদ্ধবৈর শত শত দৈত্য সকল রাবণকে যাইতে দেখিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। পরন্তু সেই দশানন মধুপুরে উপস্থিত হইয়া তথায় প্রবেশ করত

মধুকে দেখিতে পাইল না, কিন্তু ভগিনী কুম্ভীনসীকে তথায় নয়নগোচর করিল। তৎকালে সেই কুম্ভীনসী ত্রাসবশতঃ কৃতাঞ্জলি হইয়া রাক্ষসরাজের চরণতলে মস্তক পাতিত করিয়া রহিল। রাক্ষসবর রাবণ তাহাকে উত্থাপিত করিয়া বলিল, "তোমার ভয় নাই, অধিকন্তু তোমার আর কি প্রিয় করিব তাহা বল।"

'সেই কুম্ভীনসী রাবণকে বলিল, "মহাভুজ রাজন্! যদি আমার প্রতি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমার ভর্ত্তাকে অদ্য সংহার করিবেন না। মানদ! স্বামীর বধের সমান ভয় কুলস্ত্রীগণের ইহলোকে আর কিছুই নাই, বিশেষতঃ সকল ভয় অপেক্ষা বৈধব্য ব্যসনই শ্রেষ্ঠ। মহারাজ! আপনি স্বয়ংই বলিয়াছেন, ...নাই, অতএব হে রাজেন্দ্র! আমি প্রার্থনা করিতেছি যে,আমার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া আপনার বাক্য সত্যে পরিণত করুন্।"

'তখন রাবণ হৃষ্ট হইয়া সম্মুখে অবস্থিতা স্বীয় স্বসাকে বলিল, "তোমার ঐ ভর্ত্তা কোথায় আছে, আমাকে শীঘ্র বল। আমি জয়কামনায় তাহার সহিত সুরলোকে গমন করিব, কেবল তোমার প্রতি কারুণ্য ও সৌহার্দবশতঃ মধুর বধবাসনা হইতে নিবৃত্ত হইলাম।"

'সেই রাক্ষসী ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া সুপ্ত নিশাচর মধুকে উত্থিত করিয়া অত্যন্ত হৃষ্টের ন্যায় পতিকে বলিল, "এই মহাবল মদীয় ভ্রাতা দশানন উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি সুরলোকের জয়াভিলাষী হইয়া তোমাকে সাহায্যার্থ বরণ করিতেছেন, অতএব হে রাক্ষস! তুমি বন্ধুবর্গের সহিত তাঁহার সাহায্যার্থ গমন কর। বিশেষতঃ আমাকে দেখিয়াই স্নেহবশতঃ তোমার প্রতি জামাতৃভাব অবলম্বন করিয়াছেন, অতএব তাঁহার কার্য্য সম্পাদনের জন্য সাহায্য করা উচিত।" মধু তাহার বাক্য শুনিয়া তাহাই করিব এইরূপ উত্তর করিল। পরিশেষে মধু দৈত্য রাক্ষসশ্রেষ্ঠ দশাননকে দর্শন করিয়া উপচারের সহিত সন্নিহিত হইয়া ধর্ম্মানুসারে রাক্ষসাধিপতি রাবণের পূজা করিল। বীর্য্যবান্ দশানন মধুর আলয়ে সম্মান লাভ করিয়া তথায় একনিশা বাস করতঃ যাইবার নিমিত্ত উপক্রম করিল। পরে মহেন্দ্রপ্রতিম রাক্ষসেন্দ্র রাবণ বৈশ্রবণের বাসভূমি কৈলাস শিখরে উপস্থিত হইয়া তথায় সেনা সন্নিবেশ করিল।'

ইতি ত্রিংশ সর্গ।

একত্রিংশ সর্গ।

'দিবাকর অস্তগত হইলে সেই বীর্য্যবান্ দশানন সেনার সহিত তথায় নিবসতি করিল। পরে কৈলাসশিখরসদৃশ শ্বেতবর্ণ বিমল নিশানাথ উদিত হইলে নানাবিধ প্রহরণধারী আয়ুধসমন্বিত সুবিস্তীর্ণ সৈন্য নিদ্রায় অভিভূত হইল। তখন মহাবীর্য্য রাবণ শৈলশিখরে নিষণ্ণ হইয়া চন্দ্রের কিরণজালে সুশোভিত কামভোগার্হ পার্ব্বতীয় শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিল। বিকসিত কহ্লারশোভিত সরোবর, মন্দাকিনীর জল, প্রদীপ্ত কর্ণিকার, কদম্ব, বকুল, চম্পক, অশোক, পুন্নাগ, মন্দার, চূত, পাটল, লোধ্র, প্রিয়ঙ্গু, অর্জ্জুন, কেতক, তগর, নারিকেল, প্রিয়াল, পনস বৃক্ষ এবং অন্যান্য তরুরাজিদ্বারা সেই শৈলের বনস্থল উদ্ভাসিত হইয়াছে। ঈদৃশ শোভাসম্পন্ন বনমধ্যে মধুরস্বর কিন্নর সকল মদনব্যথায় ব্যথিত হইয়া অনুরাগ বশতঃ স্বীয় স্বীয় সীমন্তিনীগণের সহিত মনের প্রীতিবর্দ্ধন গান করিতেছে। অপিচ মদবশতঃ যাহাদের লোচনের প্রান্তভাগ লোহিতবর্ণ হইয়াছে, তাদৃশ মদোন্মত্ত বিদ্যাধরেরা যোষিদ্গণের সহিত সম্মিলিত হইয়া সহর্ষে ক্রীড়ায় রত হইয়াছে। কুবের আলয়ে গমনপরায়ণ অপ্সরাসমূহের মধুরস্বর ঘণ্টানিনাদের ন্যায় শ্রুত হইতে লাগিল। বৃক্ষরাজি পবনহিল্লোলে আন্দোলিত হইয়া পুষ্প বর্ষণ করতঃ বসন্ত সময়ের সর্ব্বজাতীয় পুষ্পের সুগন্ধদ্বারা সেই শৈলকে সুগন্ধ করিয়া তুলিল। সুখকর সমীরণ মধু ও পুষ্পরজমিশ্রিত সুগন্ধ গ্রহণপূর্ব্বক রাবণের কাম বৃদ্ধি করিয়া সুন্দররূপে বহিতে লাগিল। পুষ্পের সৌন্দর্য্য, বায়ুর শৈত্য, রজনীর আরম্ভে চন্দ্রের উদয়, পর্ব্বতীয় শোভা এবং গাননিবন্ধন মহাবীর্য্য

রাবণ কামের বশীভূত হইয়া বারম্বার নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক নিশাকরকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।'

'তখন অপ্সরঃপ্রধানা পূর্ণচন্দ্রনিভাননা রম্ভা দিব্য অলঙ্কারে বিভূষিত এবং দিব্য উৎসবের জন্য ত্বরান্বিত হইয়া সেনার মধ্য দিয়া গমন করিতেছিলেন, ইত্যবকাশে রাবণ তাঁহাকে নয়নগোচর করিল। তিনি হরিচন্দনদ্বারা বিরচিত চিত্রক ও ষড়্‌ঋতুসঞ্জাত কুসুমসমূহদ্বারা কল্পিত অলঙ্কারে সুসজ্জিত হইয়া প্রত্যবয়বের কান্তি, সৌন্দর্য্য, লাবণ্য এবং কীর্ত্তিদ্বারা অন্যতমা শ্রীর ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন। তাঁহার বদন শশিনিভ; সুন্দর ভ্রূযুগল চাপসদৃশ; উরুযুগল করিকরপ্রতিম; করযুগল পল্লবের ন্যায় কোমল; মনোহর জঘন স্থূল, বিশেষতঃ মেখলায় ভূষিত থাকায় নয়ন ও মনের প্রীতিপ্রদ এবং রতির উপায়নস্বরূপ; কেশকলাপ পারিজাত কুসুমদ্বারা অলঙ্কৃত; শরীর দিব্য চন্দনদ্বারা অনুলিপ্ত; মনোহর পুষ্পভূষায় ভূষিত এবং সতোয় তোয়দের ন্যায় নীলবসনে অবগুণ্ঠিত। রম্ভা-লজ্জাবতী হইয়া যাইতেছিলেন, তখন দশানন কামবাণের বশবর্ত্তী হইয়া উত্থানপূর্ব্বক তাঁহার কর গ্রহণ করিয়া ঈষদ্‌ হাস্যের সহিত বলিতে লাগিল। "বরারোহে! তুমি কাহার সম্ভোগ বাসনা চরিতার্থ করিবে? আর স্বয়ংই বা কোন্ স্থানে গমন করিতেছ? কাহার এই অভ্যুদয় কাল উপস্থিত যে, তোমার সহিত উপভোগ করিবে? কমল ও উৎপলের ন্যায় সুগন্ধযুক্ত অমৃত এবং মধুরসসদৃশ তদীয় আনন অমৃত দ্বারা কে অদ্য পরিতৃপ্ত হইবে? ভীরু! তোমার সুন্দর কুচযুগল স্বর্ণকলসসদৃশ স্থূল হইয়া পরস্পর এতাদৃশ সংলগ্ন হইয়াছে যে, কিছুমাত্র অবকাশ নাই, অতএব এই স্তনযুগল কাহার বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিবে? তোমার জঘন সুবর্ণচক্রের ন্যায় গোলাকার অথচ স্থূল, বিশেষতঃ স্বর্ণময় মেখলা দ্বারা অলঙ্কৃত; সুতরাং স্বর্গের ন্যায় নিরতিশয় সুখহেতু এই শ্রোণিতটে অদ্য কে আরোহণ করিবে? ভীরু! শক্র, বিষ্ণু, অথবা অশ্বিনীকুমারই হউন অধুনা কোন্ পুরুষ আমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট? তথাপি তুমি আমাকে অতিক্রম করিয়া যাইতেছ, ইহা ভাল হইতেছে না। পৃথুলজঘনে! এই সুশো[illegible]ভন শিলাতলে বিশ্রাম কর; দেখ, আমি ভি[illegible] ত্রিলোক মধ্যে অন্য কোন প্রভু বিদ্যমা[illegible] নাই, অতএব আমাকে উপেক্ষা করা অনুচিত[illegible] যিনি ত্রিলোকের ভর্ত্তা, দশানন তাঁহারও ভর্ত্ত[illegible] এবং বিধাতা; তথাপি দশানন বিনীত হইয়[illegible] কৃতাঞ্জলিপুটে তোমার নিকটে এইরূপ যাচ্ঞ[illegible] করিতেছে, অতএব তুমি আমাকে ভজন কর।"

'রম্ভা এই সকল বাক্য শ্রবণে কম্পি[illegible] হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, আপনি আমা[illegible] গুরু, অতএব আপনার ঈদৃশ বচনবিন্যা[illegible] করা উচিত নহে; আপনি প্রসন্ন হউন। সত[illegible] করিয়া আপনাকে বলিতেছি যে, আমি ধর্ম্মানু[illegible]সারে আপনকার স্নুষা, অতএব আমি য[illegible] অন্য কাহারও নিকটে নিপীড়িত হই, তাহ[illegible] হইলে আপনার আমাকে রক্ষা করা উচিত।'

'রম্ভা এই কথা বলিয়া দর্শনমাত্রে[illegible] রোমাঞ্চিত হইয়া চরণতলে দৃষ্টিপাতপূর্ব্ব[illegible] অবস্থিত হইলে দশানন তাঁহাকে বলিল, "য[illegible] তুমি আমার পুত্রের ভার্য্যা হইতে তাহা হই[illegible] আমার স্নুষা হইতে পারিতে।" তখন রম্ভ[illegible] রাবণকে বলিলেন যে, "আপনার বাক্য আমার স্বীকার্য্য। রাক্ষসপুঙ্গব! সঙ্কেত ধর্ম্মা[illegible]সারে আমি আপনার পুত্রের ভার্য্যা; আপ[illegible]নার ভ্রাতা কুবেরের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়ত[illegible] নলকূবর নামে ত্রিলোকবিখ্যাত এক পু[illegible] আছেন। যিনি ধর্ম্মপালনে বিপ্রসদৃশ, পর[illegible]ক্রমে ক্ষত্রিয় সমান, ক্রোধে অনলতুল্য[illegible] ক্ষমাগুণে বসুধাসম; সেই লোকপালতনয়ে[illegible] কৃত সঙ্কেত অনুসারে গমন করিতেছি। তাঁহ[illegible]রই উদ্দেশে এই সমস্ত বিভূষণ ধারণ করিয়াছি[illegible] বিশেষতঃ আমার প্রতি তাঁহার যাদৃশ ভা[illegible] প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, আমারও তাঁহার প্রতি[illegible] তাদৃশ, অন্যের প্রতি সে ভাব নাই। রাজন[illegible] আপনি সেই সত্য অনুসারে আমাকে প[illegible]ত্যাগ করুন। অরিদমন! বিশেষতঃ সে[illegible] ধর্ম্মাত্মা আমার প্রতীক্ষায় সমুৎসুক হইয়া অ[illegible]

স্থিতি করিতেছেন। অধুনা সে বিষয়ে তাঁহার বিঘ্ন করা আপনার কর্ত্তব্য নহে, অতএব হে রাক্ষসপুঙ্গব! সাধুদিগের আচরিত পথের পথিক হইয়া আপনি আমাকে মুক্তি প্রদান করুন, আপনি যেমন আমার মাননীয় আমিও তেমনি আপনার রক্ষণীয়া।'

'দশানন এইরূপ উক্ত হইয়া বিনীতের ন্যায় প্রত্যুত্তর করিল যে, 'আমি তোমার স্নুষা হই' তুমি যে এই কথা কহিলে এই নিয়ম একপত্নী বিষয়েই প্রচলিত। বিশেষতঃ অপ্সরাজাতির নিয়ত এক পতি থাকে না, সুরগণেরও এক স্ত্রী পরিগ্রহের বিধি নাই; দেবলোকের এই মর্য্যাদাই চিরন্তন।" সেই রাক্ষস এইরূপ বলিয়া কামভোগে একান্ত আসক্ত হইয়া তাঁহাকে শিলাতলে স্থাপন পূর্ব্বক সম্ভোগ করিবার উপক্রম করিল।'

'সেই রম্ভা সম্ভোগ অবসানে বিমুক্ত হইয়া গজরাজগণের ক্রীড়াবশতঃ মথিতা নদীর ন্যায় ব্যাকুল হইলেন। অধিক কি, কুসুমমালিনী লতা যেমন পবনবেগে আলোড়িত হইয়া শ্রীহীন হয়, সেইরূপ রম্ভাও মালা বিস্রস্ত, বিভূষণ ভ্রষ্ট, করপল্লব কম্পিত এবং কেশকলাপের প্রান্ত ও অলক সকল চঞ্চল হওয়ায় শোভাবিহীন হইলেন। তখন রম্ভা লজ্জা এবং ভয়ে কম্পিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নলকূবরের নিকট গিয়া তাঁহার পদতলে নিপতিত হইলেন।'

'মহাত্মা নলকূবর তাঁহার সেই অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "ভদ্রে! এ কি!! তুমি আমার পদতলে পতিত হইলে?" তখন রম্ভা কম্পিত হইয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে কৃতাঞ্জলিপুটে যাথাতথ্য সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। "দেব! সেই দশানন স্বর্গ গমনে অভিলাষী হইয়া কৈলাসে উপস্থিত হইয়াছে, সে সেনার সহিত তথায় এই যামিনী যাপন করিতেছিল। অরিদমন! আমি আপনকার নিকটে আগমন করিতেছি, ইত্যবকাশে সে আমাকে দেখিতে পাইল; সেই রাক্ষস আমাকে গ্রহণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কাহার নিকট যাইতেছ?' পরন্তু, যাহা সত্য আমি তাহাকে সেই সমস্তই বলিলাম, কিন্তু, সে কামমোহে অভিভূত হইয়া আমার সেই বাক্য শ্রবণ করিল না। তথাপি প্রভো দেব! 'আমি তোমার স্নুষা হই, এই কথা বলিয়া তাহার নিকট যাচ্ঞা করিলাম, তথাচ আমার সেই সমস্ত অনুনয়ে অবজ্ঞা করিয়া সে আমাকে বলপূর্ব্বক ব্যভিচারিণী করিয়াছে যেহেতু স্ত্রী এবং পুরুষের কখন সমান বল নহে, অতএব সৌম্য! সুব্রত! আপনি আমার এই অপরাধ ক্ষমা করুন্।"

'তখন বৈশ্রবণতনয় নলকূবর এই বিবরণ শ্রবণ করতঃ অতিশয় কুপিত হইয়া সর্ব্বতোভাবে ধ্যাননিবিষ্ট হইলেন। কুবেরনন্দন মুহূর্ত্তকালমধ্যে তাহার সেই কার্য্য অবগত হইয়া ক্রোধে নয়ন লোহিত করিয়া পাণিদ্বারা তোয় গ্রহণ করিলেন। তখন সলিল গ্রহণপূর্ব্বক যথাবিধি সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গ স্পর্শ করিয়া রাক্ষসপতির উদ্দেশে নিদারুণ শাপ প্রদান করিলেন। ভদ্রে! তুমি অকামা হইলেও যখন সে তোমাকে বলপূর্ব্বক প্রধর্ষিত করিয়াছে, তখন সে অন্য অকমা কোন যুবতীকে আর উপভোগ করিতে পারিবে না। যৎকালে সে কামার্ত্ত হইয়া অকামা যোষিৎকে ধর্ষিত করিবে, তখনই তাহার মস্তক সপ্তধা বিভিন্ন হইবে।"

জ্বলিত অনলসমান প্রভাসম্পন্ন সেই শাপ উচ্চারিত হইলে আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি পতিত এবং দেবদুন্দুভি সকল নিনাদিত হইতে লাগিল। পিতামহপ্রভৃতি সমস্ত দেবতারা রাবণকৃত লোকের দুর্গতি ও রাক্ষসের মৃত্যুর বিষয় অবগত হইয়া একান্ত সন্তুষ্ট হইলেন। পরন্তু, দশানন সেই রোমহর্ষণ শাপ শ্রবণ করিয়া অকামা রাক্ষসীদিগকে সম্ভোগ করিতে আর অভিলাষ করিল না। বিশেষতঃ রাবণ যে সকল পতিব্রতা স্ত্রীদিগকে পূর্ব্বে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়াছিল, তাহারা সকলে নলকূবরপ্রদত্ত মনঃপ্রীতিকর শাপ শ্রবণ করিয়া প্রীতি লাভ করিল।'

ইতি একত্রিংশ সর্গ ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

'মহাতেজা দশানন সেনা, সেনাপতি এবং বাহনের সহিত কৈলাসশিখর উল্লঙ্ঘন করিয়া ইন্দ্রলোকে উপস্থিত হইল। দেবলোকগামিনী সেই রাক্ষসীসেনার শব্দ উচ্ছ্বলিত সাগরের ন্যায় চতুর্দ্দিকে প্রতিঘাত হইতে লাগিল। ইন্দ্র দশাননের আগমন বৃত্তান্ত শুনিয়াই আসন হইতে বিচলিত হইলেন, পরিশেষে সেই স্থানে সমাগত আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, সাধ্যগণ এবং মরুদ্গণপ্রভৃতি সমস্ত দেবতাদিগকে বলিলেন, "আপনারা দুরাত্মা রাবণের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সুসজ্জিত হউন।" পরন্তু, সমরে শক্রসদৃশ প্রভাবসম্পন্ন মহাবল দেবতা সকল বাসবের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া যুদ্ধাভিলাষী হইয়া সন্নাহ বন্ধন করিলেন। সেই মহেন্দ্র রাবণের ভয়ে সর্ব্বতোভাবে ত্রস্ত হইয়া বিষ্ণুসমীপে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "ভগবন্! আমি কিপ্রকারে রাক্ষস রাবণের প্রতীকার করিব? হায়! অতীব বলবান্ রাক্ষস যুদ্ধার্থ সমীপবর্ত্তী হইতেছে। অপর কোন কারণবশতঃ নহে, কেবল বরদানপ্রভাবেই সে বলবান্; সুতরাং কমলযোনি ব্রহ্মা যাহা বলিয়াছেন, সেই বাক্যকে আপনার সত্যরূপে পরিণত করা উচিত। অতএব আপনার অপরিমিত বল আশ্রয় করিয়া আমি বৃত্র, বলি, নমুচি, নরক এবং শম্বর অসুরকে যেমন দগ্ধ করিয়াছি, আপনি সেইরূপ রাবণ বধের উপায় অনুসন্ধান করিতে যত্ন করুন্। দেবদেবেশ! মধুসূদন! সচরাচর ত্রিলোকমধ্যে আপনি ব্যতীত অন্য রক্ষক এবং আশ্রয় নাই! আপনি সনাতন পদ্মনাভ শ্রীমান্ নারায়ণ; আপনাকর্ত্তৃক এই সমস্ত লোক স্থাপিত হইয়াছে। অধিক কি, আপনিই আমাকে সুরপতি করিয়াছেন। ভগবন্! এই সচরাচর সমস্ত ত্রৈলোক্য আপনারই সৃষ্ট; যুগাবসান সময়ে আপনাতেই সমস্ত প্রবিষ্ট হইবে। অতএব বিভো! দেবদেব! যেরূপে আমার জয় লাভ হয়, আপনি আমাকে তাহার উপায় বলিয়া দিন্ অথবা অসি এবং চক্রধারণপূর্ব্বক আপনি স্বয়ং যুদ্ধ করিবেন?'

'সেই দেব প্রভু নারায়ণ শক্রের এতাদৃশ বাক্য শুনিয়া বলিলেন, "নিতান্ত ভয় করা কর্ত্তব্য নহে, অতএব আমি যাহা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। এই দুষ্ট স্বভাব দশানন বরদানপ্রভাবে দুর্জ্জয় হইয়াছে, অতএব সুর বা অসুর কেহই ইহাকে সমরে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে না এবং সংহারও করিতে পারিবে না। পরন্তু, এই রাক্ষস বলবশতঃ দুঃসহ হইয়া পুত্রের সহিত সর্ব্বপ্রকার মহৎকার্য্য করিবে, সহজ জ্ঞানবলে আমি ইহা অবগত হইয়াছি। হে সুরেশ্বর! তুমি বলিলে যে, 'আপনি যুদ্ধ করুন্' কিন্তু এখন সেই রাক্ষস রাবণের সহিত সংগ্রামে প্রতিযুদ্ধ করিব না; কারণ সমরে শক্র বিনাশ না করিয়া আমি প্রতিনিবৃত্ত হই না। কিন্তু,রাবণও বরপ্রভাবে সুরক্ষিত, সুতরাং আজ তাহার নিকট কামনা পূর্ণ করা কঠিন। হে সুরপতি শতক্রতো! আমি যেরূপে এই রাক্ষসের মৃত্যুর কারণ হইব, তোমার সমীপে সেই প্রতিজ্ঞা করিতেছি। পুরগামী প্রধান প্রধান রাক্ষসগণের সহিত রাবণকে আমিই নিহত করিব, যখন সময় উপস্থিত হইয়াছে জানিব তখন দেবতাদিগকে আনন্দ অনুভব করাইব। দেবরাজ! এই সমস্ত বৃত্তান্তই তোমাকে কহিলাম; হে মহাবল শচীপতে তুমি ত্রাসবিহীন হইয়া সুরগণ সমভিব্যাহারে যুদ্ধ কর।"

'অনন্তর, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ মরুদ্গণ এবং অশ্বিনীকুমারযুগল সন্নাহ পরিধান করিয়া অবিলম্বে পুরী হইতে রাক্ষসদিগের অভিমুখে নির্গত হইলেন। ইত্যবকাশে রাবণ সৈন্যেরা প্রাতঃকালে ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল, সুতরাং চতুর্দ্দিক্ হইতে সেনাদিগের চীৎকার শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। সেই মহাবীর্য্য রাক্ষসেরা প্রবুদ্ধ হইয়া পরস্পর নিরীক্ষণপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে সংগ্রামের অভিমুখে অবস্থান করিতে লাগিল। তাহার পর সম্মুখে সেই অক্ষয় মহাসৈন্য অবলোকন করিয়া দৈবতসেনার সংক্ষোভ উপস্থিত হইল।

শেষে অশেষবিধ অস্ত্রধারী দেব, দানব রাক্ষস-দিগের শব্দসঙ্কুল ঘোরসমর আরম্ভ হইল। ইত্যবসরে দশাননের সচিব ঘোরদর্শন বীর রাক্ষসেরা যুদ্ধার্থ সমাগত হইল। মারীচ, মহাপার্শ্ব, মহোদর, প্রহস্ত, অকম্পন, নিকুম্ভ, শুক, সারণ, সংহ্রাদ, ধূমকেতু, মহাদংষ্ট্র, ঘটোদর, জম্বুমালী, মহাহ্লাদ, বিরূপাক্ষ, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ, দুর্মুখ, দূষণ, খর, ত্রিশিরা, করবীরাক্ষ, সূর্য্যশত্রু, মহাকায়, অতিকায়, দেবান্তক এবং নরান্তক এই সমস্ত মহাবীর্য্য রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া রাবণের মাতামহ মহাবল সুমালী সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিল। বায়ু যেমন জলধরদিগকে ধ্বংস করিয়া ফেলে, সেইরূপ সে অতিশয় কুপিত হইয়া নানাবিধ শাণিত প্রহরণ পুঞ্জদ্বারা সমস্ত দেবতাদিগকে বিনষ্ট করিতে লাগিল। রাম! সেই দৈবতবল নিশাচরকর্ত্তৃক হন্যমান হইয়া সিংহাক্রান্ত মৃগরাজির ন্যায় সর্ব্ব দিকে ভগ্ন হইল। ইতিমধ্যে সুরগণের মধ্যে অষ্টম বলবান্ শূর সাবিত্র নামে বিখ্যাত বসু সেনায় পরিবৃত হইয়া শত্রুসৈন্য সকলকে বিত্রাসিত করতঃ রণাঙ্গণে প্রবেশ করিল। অপিচ, ত্বষ্টা এবং পূষা নামক মহাবীর্য্য আদিত্যযুগল নির্ভয় হইয়া সেনার সহিত সমরে প্রবিষ্ট হইলেন।'

'পরে রাক্ষসেরা সমরে নিবৃত্ত হয় না, তাহাদের এই কীর্ত্তির প্রতি কুপিত হইয়া দেবগণ রাক্ষসদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সমস্ত রাক্ষসেরা ঘোরতর নানাবিধ প্রহরণপুঞ্জদ্বারা সমরস্থিত সহস্র দেবতাকে সংহার করিতে লাগিল। দেবতারাও সমরে মহাবল পরাক্রান্ত ভয়ঙ্কর রাক্ষসসকলকে বিমল শস্ত্রের আঘাতে যমালয়ে পাঠাইতে লাগিলেন। রাম! ইত্যবসরে রাক্ষস সুমালী কুপিত হইয়া নানাবিধ প্রহরণ গ্রহণ পূর্ব্বক সেই সৈন্যের অভিমুখে আগমন করিল। বায়ু যেমন জলধরকে অপসারিত করে, তদ্রূপ সেও সর্ব্বভাবে রোষপরবশ হইয়া নানাবিধ শাণিত প্রহরণপুঞ্জ দ্বারা সেই সমস্ত দেবসৈন্য ধ্বংস করিতে লাগিল। সমস্ত দেবতারা মিলিত হইয়াও মহাবাণ বর্ষণ এবং শূল ও প্রাসপ্রভৃতি সুদারুণ প্রহরণদ্বারা হন্যমান হওত রণস্থলে থাকিতে পারিলেন না। সুমালীকর্ত্তৃক দেবসৈন্য বিদ্রাবিত হইলে মহাতেজা অষ্টম বসু সাবিত্র কুপিত হইলেন, পরে সুস্থির ও স্বীয় রথিসেনায় পরিবৃত হইয়া পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক নিশাচর সুমালীকে প্রহার করিতে করিতে সমরে নিবারণ করিলেন। তখন সেই সমরে অনিবর্ত্তী সুমালী ও বসুর রোমহর্ষণ মহৎ সংগ্রাম হইতে লাগিল। সুমহাত্মা বসু মহাবাণনিবহদ্বারা তাহার পন্নগরথ বিনষ্ট করিয়া ক্ষণমাত্রে তাহার স্যন্দন পাতিত করিলেন। শত শত শরদ্বারা সমাচ্ছন্ন করিয়া বিনাশপূর্ব্বক তাহাকে নিপাত করিবার জন্য সাবিত্র বসু পাণিদ্বারা গদা গ্রহণ করিলেন। তিনি কালদণ্ডসদৃশ দীপ্তাগ্র সেই গদা গ্রহণপূর্ব্বক সুমালীর মস্তকে প্রহার করিলেন। মহাশনি যেমন বাসবকর্ত্তৃক বিমুক্ত হইয়া গর্জ্জনপূর্ব্বক পর্ব্বতে পতিত হয়, তদ্রূপ সেই উল্কার ন্যায় প্রভান্বিতা গদা তাহার উপরি পতিত হইয়া দীপ্তি পাইতে লাগিল। গদা দ্বারা তাহার শরীর ভস্ম হইয়া গেল, সুতরাং তখন সমরাঙ্গণে তাহার অস্থি কি মাংস কি মস্তক কিছুই দৃষ্ট হইল না। সেই রাক্ষসেরা তাহাকে সমরে নিহত দেখিয়া পরস্পর সকলে সম্মিলিত হইয়া রোদন করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। এমন কি, তাহারা বসুকর্ত্তৃক বিদ্রাবিত হইয়া আর অবস্থিতি করিতে পারিল না।'

ইতি দ্বাত্রিংশ সর্গ ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

'বসুর অস্ত্রবলে সুমালী ভস্ম হইলে সেনা সকল সুরগণকর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া পলায়ন করিল। রাবণতনয় বলবান্ মেঘনাদ তদ্দর্শনে কুপিত হইয়া সমস্ত রাক্ষসকে নিবৃত্ত করিয়া সুব্যবস্থা করিল। অনল প্রজ্বলিত হইয়া যেমন বনের অভিমুখীন হয়, তদ্রূপ সেই মহারথ মেঘনাদ কামগামী মহার্হ রথে আরোহণ করিয়া সেই সেনার অভিমুখে

ধাবিত হইল। বিবিধ আয়ুধধারী রাক্ষস প্রবিষ্ট হইতেছে দেখিয়াই দেবতা সকল চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। অধিক কি, তৎকালে সমরপরায়ণ এই রাক্ষসের সম্মুখে কেহই থাকিতে পারিল না। পরে দেবতা সকল বিদ্ধ হইয়া বিত্রস্ত হইলে বাসব তাঁহাদিগকে বলিলেন, "সুরসকল! ভয় নাই, তোমরা নিবৃত্ত হও, পলায়ন করিও না; আমার অপরাজিত পুত্র সংগ্রামে যাইতেছেন।" পরে সেই শক্রতনয় দেব জয়ন্ত অদ্ভুতকল্প রথে আরোহণ করিয়া সংগ্রামে অভিমুখীন হইলেন। তখন সেই সমস্ত দেবতারা শচীপুত্রকে পরিবৃত করিয়া রাবণসুতের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাহাকে সমরে প্রহার করিতে লাগিলেন। মহেন্দ্রপুত্র জয়ন্ত, রাক্ষসেন্দ্রতনয় মেঘনাদ, দেবতা সকল এবং রাক্ষসদিগের বলবীর্য্যানুরূপ সংগ্রাম হইতে লাগিল। পরে সেই রাবণতনয় মেঘনাদ জয়ন্তের সারথি মাতলিপুত্র গোমুখের উপরি কনকভূষিত শরসকল পাতিত করিতে লাগিল। শচীতনয় জয়ন্তও কুপিত হইয়া রাবণতনয় এবং তাহার সারথির চতুর্দ্দিকে বাণ বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই বলবান্ রাবণিও কোপাবেশবশতঃ নয়ন বিস্ফারিত করিয়া শরবর্ষণদ্বারা শক্রতনয়কে আকীর্ণ করিয়া ফেলিল। পরে মেঘনাদ নিতান্ত কুপিত হইয়া নানাবিধ শিতধার সহস্র সহস্র প্রহরণ সকল সুরসৈন্যের উপর পাতিত করিতে লাগিল। শতঘ্নী, মুষল, প্রাস, গদা, খড়্গ, পরশ্বধ এবং বিশাল গিরিশৃঙ্গসকলও তাহাদের উপরি নিপাতিত করিল। সেই রাবণতনয় মেঘনাদ শক্রসেনা সকলকে প্রহার করিতেছিল, ইত্যবসরে তদীয় মায়ায় অন্ধকার আবির্ভূত হইল, সুতরাং ত্রিলোকবাসী সমস্ত প্রজা অতিশয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। তখন দেব সৈন্যেরা চতুর্দ্দিক্ হইতে শরজালে নিপীড়িত হইয়া সেই শচীতনয়কে পরিত্যাগপূর্ব্বক নানাপ্রকার অস্বস্থ হইল। রাক্ষস বা দেবতা সকল পরস্পর পরস্পরকে জানিতে পারিল না, এমন কি, তাহারা সেই সেই স্থানে বিপর্য্যস্তভাবে চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইতে লাগিল। অধিক কি, দেবতারা দেবতাকে ও রাক্ষসেরা রাক্ষসকলকে নিহত করিতে লাগিল এবং অপরাপর যোদ্ধারা অন্ধকারে আচ্ছন্ন ও নিতান্ত বিমূঢ় হইয়া পলায়ন করিল। ইত্যবকাশে বীর্য্যবান্ বীর পুলোমা নামক দৈত্যপতি শচীতনয় জয়ন্তকে গ্রহণ করিয়া অপসারিত করিল; অবশেষে সে দৌহিত্রকে লইয়া তৎকালে পাতালপুরে প্রবিষ্ট হইল; এই পুলোমা তাঁহার মাতামহ, ইঁহারই ঔরসে শচী জন্ম গ্রহণ করেন। তখন দেবতারা জয়ন্তের অদর্শনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন, পরিশেষে ব্যথিত হইয়া সকলে পলায়ন করিলেন। পরে রাবণতনয়ও স্বীয় সেনায় পরিবৃত হইয়া রোষবশতঃ ঘোররবে চীৎকার করিতে করিতে দেবগণের পশ্চাৎ ধাবিত হইল।'

'পুত্রের অদর্শন এবং দেবতাদিগের পলায়ন দেখিয়া সুরপতি বাসব মাতলিকে কহিলেন "আমার রথ আনয়ন কর।" সেই দিব্য মহারথ সজ্জিতই ছিল, অতএব অতীব বেগগামী ঐ মহাভয়ঙ্কর রথ মাতলিকর্ত্তৃক বাহ্যমান হইয়া উপস্থিত হইল। বাসব রথারোহণ করিলে বিদ্যুন্মালায় সুশোভিত মহাবল মেঘ সকল বায়ুদ্বারা অগ্রে অগ্রে চালিত হইয়া ঘোররবে সেই স্যন্দনে নিনাদ করিতে লাগিল। ত্রিদশপতি যুদ্ধযাত্রায় নির্গত হইলে গন্ধর্ব্বগণ সমাহিত হইয়া আকাশে নানাবিধ বাদ্য বাদন করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং অপ্সরা সকল নৃত্য করিতে লাগিল। তখন ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র রুদ্রগণ, বসুগণ, আদিত্যগণ, মরুদ্গণ এবং অশ্বিনীকুমার যুগলে পরিবৃত হইয়া বিবিধ প্রহরণ গ্রহণপূর্ব্বক যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তৎকালে পবন পরুষভাবে বহন করিতে লাগিলেন, ভাস্কর প্রভাহীন হইলেন এবং মহা উল্কা সকল প্রদীপ্ত হইল।'

প্রতাপবান্ শূর দশানন বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত দিব্য রথে আরোহণ করিল, লোমহর্ষণ মহাকায় পন্নগসকল রথের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, সুতরাং এই রথ ইহাদের নিশ্বাস বায়ুদ্বারা যুদ্ধকালে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। নিশাচর এবং দৈত্যগণ বেষ্টিত রথ

যুদ্ধক্ষেত্রের অভিমুখ হইয়া মহেন্দ্রের নিকট ধাবিত হইল। রাবণ সেই পুত্রকে নিবারণ করিয়া স্বয়ংই সংগ্রামে ব্যাপৃত হইল; তাহার তনয়ও যুদ্ধস্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তুষ্ণীভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল।'

অনন্তর, রাক্ষসদিগের সহিত সুরগণের যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, মেঘসকল যেমন তোয় বর্ষণ করে, তদ্রূপ সেই দেবতারা শস্ত্রবর্ষণ করিতে লাগিলেন। রাজন্! দুরাত্মা কুম্ভকর্ণ সুচিরকাল নিদ্রিত থাকিয়া উত্থিত হইল, সুতরাং তৎকালে কাহার সহিত সংগ্রাম হইতেছে, তাহা জানিতে পারিল না বটে; কিন্তু, নানাবিধ প্রহরণ উদ্যত করিয়া যে যে যুদ্ধ করিতে আসিল, তাহারই সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিল। কুম্ভকর্ণ একান্ত কুপিত হইয়া দন্ত, পদ, ভুজ, হস্ত, শক্তি, তোমর, মুদ্গর অধিক কি, যে সে প্রহরণদ্বারা দেবতাদিগকে প্রহার করিতে লাগিল। পরন্তু সেই নিশাচর মহাত্মা রুদ্রগণের সহিত সঙ্গত হইয়া ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু তাঁহারা নিরন্তর শস্ত্রবর্ষণদ্বারা তাহাকে ক্ষত বিক্ষত করিলেন। পরে মরুদ্গণের সহিত সেই রাক্ষসীসেনার সংগ্রাম আরম্ভ হইল, তাঁহারা নানাবিধ প্রহরণদ্বারা তৎকালে সমস্ত রাক্ষসসৈন্যকে বিদ্রাবিত করিলেন। কেহ কেহ নিহত হইল, কেহ কেহ ছিন্ন হইয়া মহীতলে সর্ব্বাঙ্গ সঞ্চালন করিতে লাগিল, কেহ বা মোহবশতঃ বাহন হইতে রণস্থলে নিপতিত হইয়াও তাহাতে সংলগ্ন রহিল। কেহ রথ, কেহ হস্তী, কেহ খর, কেহ উষ্ট্র, কেহ পন্নগ, কেহ তুরগ, কেহ শিশুমার, কেহ বরাহ, কেহ বা পিশাচবদন বাহন সকল বাহুদ্বারা অবলম্বন করিয়া বিশ্রাম পূর্ব্বক উত্থিত হইতে লাগিল। কিন্তু, অপরাপর নিশাচরেরা দেবগণের শস্ত্রপ্রহারে ছিন্নদেহ হইয়া মৃত্যুপথের পথিক হইল। সেই রাক্ষসেরা নিহত হইয়া মহীতলে শয়ান রহিয়াছে. সুতরাং তাহাদের সেই সমরসংমর্দ্দন চিত্রকার্য্যের ন্যায় আশ্চর্য্যকর বলিয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল। তৎকালে সমরস্থলে কাক ও গৃধ্রসংকুল শোণিতা নদী প্রবাহিত হইল, শস্ত্রসকল তাহার গ্রাহ, শোণিতসমূহ তাহার সলিল, সেই সলিলে তরঙ্গসকল উত্থিত হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে প্রতাপবান্ দশানন দেখিল যে, দেবতারা সমস্ত সৈন্য নিপাতিত করিতেছে, সুতরাং কুপিত হইয়া সেই প্রবৃদ্ধ সৈন্যসাগরমধ্যে অবগাহনপূর্ব্বক সমরে সুরগণকে হনন করিতে করিতে শক্রের অভিমুখেই ধাবিত হইল। পরে শক্র সুমহান্ স্বনসমন্বিত বিশাল চাপ বিস্ফারণ করিলেন, তাহার বিস্ফারনির্ঘোষ দশদিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। তখন ইন্দ্র সেই মহৎ চাপ আকর্ষণ করিয়া পাবক ও আদিত্যের ন্যায় প্রভান্বিত শর সকল রাবণের মস্তকে পাতিত করিলেন। মহাবাহু নিশাচর দশগ্রীবও সেইরূপ কার্ম্মুকবিচ্যুত শরবর্ষণদ্বারা শক্রকে আকীর্ণ করিল। যখন বাসব এবং দশানন উভয়ে নিরন্তর শরবর্ষণ করিয়া সংগ্রাম করিতেছিলেন, তখন অন্ধকারে সমস্তই আচ্ছন্ন হইয়া গেল, সুতরাং তৎকালে কিছুই জানা গেল না।'

ইতি ত্রয়োস্ত্রিংশ সর্গ॥ ৩৩॥

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

'অন্ধকার আবির্ভূত হইলে সেই সমস্ত দেবতা এবং রাক্ষসেরা বলোন্মত্ত হইয়া পরস্পরকে নিপীড়িত করতঃ সংগ্রাম করিতে লাগিল। ইন্দ্র, রাবণ এবং মহাবল মেঘনাদ এই তিন জনই সেই তমোজালে মোহ প্রাপ্ত হয়েন নাই। পরন্তু ক্ষণমাত্রেই সমস্ত বল নিহত হইল দেখিয়া রাবণ কোপবশতঃ ঘোরতর চীৎকার করিল। তখন দুর্দ্ধর্ষ দশানন ক্রোধনিবন্ধন স্যন্দনস্থ সূতকে বলিল, "যাবৎ শক্রসেনার শেষ না হয়, তাবৎ সেই সেনার মধ্যস্থ মার্গদ্বারা আমাকে লইয়া চল। সমরে স্বয়ং বিক্রম প্রকাশ করিয়া বিবিধ প্রহরণের ঘোরতর বর্ষণপূর্ব্বক সমস্ত ত্রিদশদিগকে অদ্যই শমনসদনের অতিথি করিব। আমি ইন্দ্র, ধনদ, বরুণ এবং যমকে বধ করিব, অধিক কি, অবিলম্বে ত্রিদশদিগকে নিহত করিয়া স্বয়ং সকলের উপরে অবস্থিতি করিব। বিষাদ

করা কর্ত্তব্য নহে, অতএব শীঘ্র আমার রথ চালন কর, আমি তোমাকে দুইবার বলিলাম যে, আমাকে শত্রু সেনার শেষ সীমায় লইয়া চল, তথাপি তুমি কেন লইয়া যাইতেছ না? আমরা যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছি, ইহা নন্দন কাননের একদেশ; যে স্থানে উদয় পর্ব্বত অবস্থিত আছে, আমাকে অদ্য তথায় লইয়া চল।" তাহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সারথি শত্রুগণের মধ্য দিয়া মনোজব তুরগ সকলকে সঞ্চালিত করিল।'

'তখন সমরাঙ্গণে অবস্থিত দেবাধিপতি শক্র তাহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া স্যন্দনে থাকিয়াই দেবতাদিগকে বলিলেন, "দেবগণ! মদীয় বচন শ্রবণ কর। তোমরা রাক্ষস দশাননকে জীবিত অবস্থাতেই নিগৃহীত কর, ইহাই আমার উত্তম অভিলাষ হইতেছে; কারণ অধিক সেনা থাকায় এই রাক্ষস অতিশয় বলবান্, সুতরাং পর্ব্বকালে সাগর যেমন স্ফীত হয়, সেইরূপ পবনসদৃশ বেগগামী রথ আরোহণে আগমন করিবে। বিশেষতঃ এই রাক্ষস বরদাননিবন্ধন নির্ভয় হইয়াছে, সুতরাং ইহাকে হনন করা সাধ্যায়ত্ত নহে, অতএব তোমরা সংগ্রামে যত্নপরায়ণ হও, তাহা হইলে আমরা রাক্ষসকে গ্রহণ করিতে পারিব। বলিরাজ নিরুদ্ধ হইলে আমি যেমন ত্রিলোক উপভোগ করিতেছি, সেইরূপ ত্রৈলোক্য রক্ষার নিমিত্ত এই পাপমতি দশাননকে নিরোধ করা কর্ত্তব্য বলিয়া আমার অভিলাষ হইতেছে।" মহারাজ! শক্র রাবণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য স্থানে থাকিয়া সমরে রাক্ষসদিগকে বিত্রাসিত করতঃ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনিবর্ত্তী দশানন দেবসেনার উত্তর পার্শ্ব দিয়া প্রবেশ করিল, শতক্রতুও তাহার দক্ষিণ পার্শ্ব অবলম্বন পূর্ব্বক প্রবিষ্ট হইলেন। পরে সেই রাক্ষসপতি সেনারমধ্যে শত যোজন প্রবিষ্ট হইয়া শরবর্ষণদ্বারা দেবতাদিগের সমস্ত বলই আকীর্ণ করিয়া ফেলিল। তখন, শক্র স্বীয় সেনার বিনাশদর্শনে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অসম্ভ্রান্তচিত্তে দশাননকে নিবারণ করিলেন। ইত্যবকাশে বাসব রাবণকে ধারণ করিলেন, ইহা অবলোকন করিয়া দানব এবং রাক্ষসেরা 'হায় আমরা হত হইলাম" এই কথা বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। তখন, কোপপূর্ণ রাব[ণ] তনয় মেঘনাদ রথে আরোহণপূর্ব্বক ক্রোধে একান্ত বশবর্ত্তী হইয়া সেই সুদারুণ সুরসেন[া] মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। পুরাকালে পশুপতির নিক[ট] যে মহামায়া প্রাপ্ত হইয়াছিল, মেঘনাদ সে[ই] মায়া আশ্রয়পূর্ব্বক সুসংরব্ধ হইয়া সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করতঃ তাহা বিলোড়ন করিতে লাগিল। অধিক কি, সে সমস্ত দেবতাকে পরিত্যা[গ] করিয়া শক্রের অভিমুখেই ধাবিত হইল, কি[ন্তু] মহাতেজা মহেন্দ্র রিপুতনয়কে নিরীক্ষ[ণ] করিলেন না। তখন, কবচবিহীন রাবণতন[য়] সুমহাবীর্য্য সুরগণ কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া[ও] কিছুমাত্র ভয় করিল না, প্রত্যুত সে উত্ত[ম] উত্তম শর দ্বারা সমাগত মাতলিকে প্রহা[র] করিয়া পুনর্ব্বার বাণবর্ষণ পূর্ব্বক মহেন্দ্রকে আকীর্ণ করিল। পরে শক্র রথ এবং সারথিকে পরিত্যাগ করিয়া ঐরাবতে আরূঢ় হইয়া রা[বণ] তনয়কে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। [সেই] কালে, সেই মায়াবলসম্পন্ন মেঘনাদ আকা[শে] অদৃশ্য হইয়াও মায়াদ্বারা আচ্ছন্ন ইন্দ্রকে শ[র] প্রহারে বিদ্রাবিত করিল। যখন, রাবণতন[য়] ইন্দ্রকে পরিশ্রান্ত বলিয়া জানিল, তখ[ন] তাহাকে মায়াপ্রভাবে বন্ধন করিয়া স্বীয় সৈন্য পার্শ্বে আনয়ন করিল। পরন্তু, সে বলপূর্ব্বক মহাসমর হইতে মহেন্দ্রকে লইয়া যাইতে[ছে] দেখিয়া অমরগণ "কি হইল" বলিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র আসুরী মায়া সংহার করিতে জানেন, তথাপি বলপূর্ব্বক তাঁহাকে অপহরণ করিতেছে, কিন্তু সমর বিজয়ী মায়াবী শক্রজিৎ দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। ইত্যবকাশে সমস্ত সুরগণ কুপিত হইয়া শর বর্ষণ দ্বারা রাবণকে আকীর্ণ করিয়া বিমু[খ] করিলেন। তৎকালে শক্রকর্ত্তৃক সংগ্রামে নিপীড়িত হইয়া রাবণ বসুগণ এবং আদিত্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইল না। দশানন প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া সমরে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল। তখন, রাবণতনয় মেঘনাদ পিতার এই অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া অত্য-

স্থিত থাকিয়া এই কথা বলিল, তাত! আমাদিগের জয় হইয়াছে আপনি ইহা অবগত হইয়া ক্লেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বাস্থ্য লাভ করুন্। কার্য্যও নিবৃত্ত হইল আসুন, আমরাও গৃহে গমন করি। বিশেষতঃ যিনি সুরসৈন্যের অধিক কি, ত্রৈলোক্যেরও প্রভু, তিনি এই দেবসেনা হইতে গৃহীত হইয়াছেন; সুতরাং দেবতাদিগেরও দর্পচূর্ণ হইয়াছে। তেজোবলে অরাতিকে নিগ্রহ করিয়া আপনি অভিলাষানুসারে ত্রিলোক উপভোগ করুন্, আর অদ্য যুদ্ধ করা নিষ্ফল সুতরাং অধুনা আপনার বৃথা পরিশ্রমে প্রয়োজন কি? তখন, গণদেবতা এবং দেবতারা রাবণতনয়ের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বাসববিহীন হইয়া প্রস্থান করিলেন।'

'অতীব বলবান্ ত্রিদশরিপু বিখ্যাত নিশাচরপতি রাবণ নিজ তনয়ের সেই প্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া, রণ হইতে নিবৃত্ত হইয়া সাদরে পুত্রকে বলিল, প্রভো! অতিবল ব্যক্তির ন্যায় পরাক্রম প্রকাশ করিয়া এই অতুলবলসম্পন্ন ত্রিদশপতিকে এবং ত্রিদশদিগকে অদ্য পরাজয় করিয়াছ, অতএব তুমিই আমার বংশবর্দ্ধন এবং কুলবর্দ্ধন। তুমি, সেনায় পরিবৃত হইয়া এই স্থান হইতে স্বনগরে গমন কর এবং বাসবকে রথে আরোহণ করাইয়া লইয়া যাও, আমিও হৃষ্ট হইয়া সচিবগণ সমভিব্যাহারে অবিলম্বে তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছি।' 'অনন্তর, বীর্য্যবান্ রাবণতনয় মেঘনাদ ত্রিদশপতিকে গ্রহণপূর্ব্বক বল এবং বাহনের সহিত স্বীয় ভবনে গমন করিয়া সমরকারি- রাক্ষসদিগকে গৃহে যাইবার জন্য বিদায় দিল।'

ইতি চতুস্ত্রিংশ সর্গ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশ সর্গ॥

'রাবণতনয় মেঘনাদের নিকট অতিবল মহেন্দ্র পরাজিত হইলে, সুরগণ প্রজাপতিকে অগ্রে করিয়া লঙ্কায় গমন করিলেন। তৎকালে প্রজাপতি পুত্র ও ভ্রাতৃগণে পরিবৃত রাবণের সন্নিধানে গমন করিয়া আকাশে অবস্থানপূর্ব্বক তাহাকে সান্ত্বনা করতঃ বলিতে লাগিলেন। বৎস রাবণ! তোমার পুত্রের সংগ্রামে আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি, বিশেষতঃ ইহার পরাক্রম ও ঔদার্য্য তোমার তুল্য, অথবা তোমা অপেক্ষা অধিকও হইতে পারে। তুমি পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে, "আমি ত্রৈলোক্য জয় করিব" কিন্তু এখন স্বীয় তেজঃপ্রভাবে সমস্ত ত্রৈলোক্য জয় করিয়া প্রতিজ্ঞা সফল করিয়াছ; অতএব ত্বদীয় পুত্র এবং তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি। রাবণ এই অতিবল বীর্য্যবান্ পুত্র ইন্দ্রজিৎ নামে জগন্মণ্ডলে বিখ্যাত হইবে। রাজন্! তুমি যাহাকে আশ্রয় করিয়া ত্রিদশদিগকে বশে স্থাপন করিয়াছ, তোমার এই রাক্ষস পুত্র বলবান্ এবং দুর্জ্জয় হইবে সন্দেহ নাই। অতএব মহাবাহো! তুমি পাকশাসন মহেন্দ্রকে মুক্তি দান কর, আর ইহার মুক্তির জন্য দেবতারা তোমাকে কি দিবেন তাহাও বল।'

'অনন্তর, সমরবিজয়ী মহাতেজা ইন্দ্রজিৎ বলিল, দেব! যদি ইহাকে মুক্তি দান করিতে হয়, তবে আপনি আমাকে অমরত্ব প্রদান করুন্। তখন, মহাতেজা প্রজাপতি মেঘনাদকে বলিলেন, পক্ষী, অথবা চতুষ্পদ পশু কিম্বা মহাতেজা ভূত অর্থাৎ মানবপ্রভৃতি কোন প্রাণিরই ভূতলে সার্ব্বকালিক অমরত্ব নাই। সেই মহেন্দ্রবিজয়ী মহাবল মেঘনাদ পিতামহের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিল, যদি সকলের অমরত্ব অসম্ভব হয়, তবে শতক্রতুর বিমুক্তি বিষয়ে আমার যাহা যাহা আকাঙ্ক্ষা তাহা শ্রবণ করুন্। নিয়মপূর্ব্বক মন্ত্রপূত হবিঃদ্বারা মৎপূজিত পাবকের সর্ব্বতোভাবে পূজা করিয়া শত্রুজয়াভিলাষে যখন সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা করিব, তখনই আমার নিমিত্ত অশ্বযুক্ত রথ বিভাবসু হইতে উত্থিত হইবে। সেই রথে অবস্থিত থাকিলেই আমি অমর হইব। দেব! এইই আমার নিশ্চিত বর। দেব! সেই সাংগ্রামিক যজ্ঞ অসমাপ্ত হইলে যদি আমি যুদ্ধ করি, তবে তখনই সংগ্রামে আমার বিনাশ হইবে। দেব! সকল পুরুষই তপস্যা দ্বারা অমরত্ব লাভ

করে, কিন্তু আমি বিক্রম প্রকাশদ্বারা অমরত্ব প্রবর্ত্তিত করিলাম। দেব পিতামহ তাহাকে বলিলেন 'এইরূপই হউক' তখন ইন্দ্রজিৎ শক্রকে মোচন করিল এবং দেতারাও স্বর্গে গমন করিলেন।'

'রাম! ইত্যবকাশে দেবদ্যুতিবিহীন দীনচিত্ত ইন্দ্র চিন্তায় পরিপূর্ণ হইয়া ধ্যানপরায়ণ হইলেন। দেব প্রজাপতি তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া বলিলেন, শতক্রতো! তুমি পুরাকালে কেন অত্যন্ত দুষ্কার্য্য করিয়াছিলে? প্রভো অমরেন্দ্র! আমি বুদ্ধি দ্বারা প্রজা সকল সৃজন করি; বর্ণ, বচন ও বয়স সকলেরই সমান হইল, কি লক্ষণে কি দর্শনে তাহাদের বিশেষ থাকিল না, তখন আমি একাগ্রমনা হইয়া প্রজাদিগের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। তাহাদের বিশেষ করিবার জন্য প্রজাগণের যে যে প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট হইল, আমি সেই সেই অঙ্গ উদ্ধৃত করিয়া একটি স্ত্রী নির্ম্মাণ করিলাম। রূপে গুণে অহল্যা অর্থাৎ অনিন্দনীয়া রমণী সৃজন করিলাম; হল শব্দের অর্থ বিরূপতা তাহা হইতে যাহার প্রভব হয়, তাহার নাম হল্য। যাহার হল্য অর্থাৎ বিরূপতা বিদ্যমান নাই, সেই অহল্যা বলিয়া বিশ্রুত হয়, সুতরাং আমি সেই রমণীর অহল্যা এই নাম প্রকাশ করিয়াছিলাম। সুরর্ষভ দেবেন্দ্র! সেই নারী নির্ম্মিত হইলে এই নারী কাহার ভার্য্যা হইবে; তৎকালে, আমার এই চিন্তার উদয় হইল। প্রভো শক্র! তুমি দেবাধিপতি বলিয়া মনে মনে জানিলে 'এই নারী আমারই পত্নী হইবে।" পুরন্দর। আমি সেই নারীকে ন্যাসস্বরূপ মহাত্মা গৌতমের নিকট সমর্পণ করি, তিনি তাহাকে বহুবর্ষ রাখিয়া আমাকে পুনর্ব্বার প্রত্যর্পণ করেন। পরিশেষে, সেই মহামুনি গৌতমের জিতেন্দ্রিয়ত্ব এবং তপঃসিদ্ধির বিষয় অবগত হইয়া তৎকালে ভার্য্যা করিবার জন্য তাঁহাকে দান করিলাম। ধর্ম্মাত্মা মহামুনি গৌতম তাহার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু গৌতমকে অহল্যা দান করায় দেবতারা নিরাশ হইলেন। পরন্তু, তুমি কামপরতন্ত্র সুতরাং কুপিত হইয়া তখন সেই মুনির আশ্রমে গমনপূর্ব্বক অনলশিখার ন্যায় প্রদীপ্তা সেই স্ত্রীকে নয়নগোচর করিলে। শক্র! তুমি কামার্ত্ত হইয়া তাহাকে বলাৎকার করিলে; তখন, সেই পরমর্ষি কুপিত হইয়া তোমাকে নিরীক্ষণ করিলেন। পরিশেষে, পরমতেজা গৌতম কুপিত হইয়া তোমাকে অভিসম্পাত করিলেন যে "বাসব! তুমি নির্ভয় হইয়া আমার পত্নীকে বলাৎকার করিয়াছ" অতএব সুররাজ! তুমি সমরে শক্রর হস্তগত হইবে। দেবেন্দ্র! এই জন্য তোমার এই দশা বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে; দুর্ব্বুদ্ধে! তুমি ইহলোকে যে ভাব প্রবর্ত্তিত করিলে, ত্বদীয় দোষনিবন্ধন মনুষ্যলোকেও এই জারভাব প্রবর্ত্তিত হইবে সংশয় নাই; যে ব্যক্তি জারভাবে পাপ কার্য্য করিবে, পাপের অর্দ্ধেক অংশ তাহার হইবে এবং পাপের অপর অর্দ্ধাংশ তোমার উপর নিপতিত হইবে, আর তোমার স্থান স্থির থাকিবে না সংশয় নাই; অপিচ, যিনি যিনি সুরপতি হইবেন, তিনি স্থির থাকিবেন না; আমিও তোমাকে এই শাপ প্রদান করিয়াছি, প্রজাপতি তাঁহাকে এই কথা বলিলেন।"

'পরন্তু, সেই সুমহাতপা ভার্য্যাকে অত্যন্ত ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, দুর্ব্বিনীতে! মদীয় আশ্রম সমীপেই তুমি সুরূপবিহীন হইয়া থাক। তুমি রূপযৌবনসম্পন্না বলিয়াই অস্থির হইয়াছ, বিশেষতঃ এতাবৎকাল তুমি ইহলোকে একাকীই রূপবতী ছিলে, কিন্তু এখন আর তাহা হইবে না। সেই একত্রস্থিতরূপ আশ্রয় করিয়াই ইন্দ্রের এই কামবিকার উপস্থিত হইয়াছে, অতএব তোমার রূপ সমস্ত প্রজারাই প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। সেই অবধি প্রজারা অধিকতর রূপসম্পন্ন হইয়াছে।

'তখন অহল্যা গৌতম মুনিকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন যে, "বিপ্রবর! ত্রিদশবাসী ইন্দ্র ত্বদীয় রূপ ধারণ করিয়া অজ্ঞানবশতঃ আমাকে বলাৎকার করিয়াছে, বিশেষতঃ মদীয় কামচারনিবন্ধন ইহা সংঘটিত হয়

নাই; অতএব বিপ্রর্ষে! আমার প্রতি কৃপা অবতরণ করুন।”

‘সেই গৌতম অহল্যার ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া বলিলেন, “মহাবাহু বিষ্ণু মানবদেহ ধারণ করিয়া ইক্ষ্বাকুবংশে উৎপন্ন হইবেন। সেই মহাতেজা মহারথ লোকসমাজে রাম নামে বিখ্যাতি লাভ করিয়া বিশ্বামিত্রের কার্য্যের জন্য বনে আসিবেন। ভদ্রে! যখন তাঁহাকে দেখিতে পাইবে, তখনই তুমি পবিত্র হইবে; বিশেষতঃ তুমি যে দুষ্কার্য্য করিয়াছ, সেই পাপ হইতে পবিত্র করিতে তিনিই সমর্থ। বরবর্ণিনি! তাঁহার আতিথ্য করিয়া মৎসমীপে আগমন করিবে, তৎকালে আমার সহবাস করিতে সমর্থ হইবে।’ এই কথা বলিয়া বিপ্রর্ষি স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন এবং সেই ব্রহ্মবাদীর পত্নীও সুমহৎ তপস্যার আচরণ করিতে লাগিলেন।’

‘সেই মুনির শাপ প্রদাননিবন্ধন এই সমস্ত উপস্থিত হইয়াছে, অতএব মহাবাহো! তুমি যে দুষ্কার্য্য করিয়াছ, তাহা স্মরণ কর। ইন্দ্র! তুমি সেই কারণেই শত্রুকর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছ, অন্য কোন কারণবশতঃ নহে; অতএব তুমি সুসমাহিত হইয়া অবিলম্বে বৈষ্ণব যজ্ঞ যাজন কর। পরিশেষে সেই যজ্ঞদ্বারা পবিত্র হইয়া ত্রিদশপুরে প্রয়াণ করিবে। দেবেন্দ্র! তোমার পুত্র জয়ন্ত মহাসমরে বিনষ্ট হয় নাই, প্রত্যুত পুলোমা তাহাকে লইয়া মহাসাগরমধ্যে রাখিয়াছেন।” মহেন্দ্র এই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক বৈষ্ণব যজ্ঞ সম্পাদন করতঃ স্বর্গে গমন করিয়া পুনর্ব্বার দেবরাজ হইয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।

তখন রাম এবং লক্ষ্মণ অগস্ত্যকে বলিলেন, ‘ইহা অতি আশ্চর্য্য!!’ এবং রামের পার্শ্বস্থিত বানরগণ, রাক্ষসগণ ও বিভীষণও অগস্ত্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন। পরে রাম অগস্ত্যকে বলিলেন, ‘আপনি আমাকে অদ্য অতি আশ্চর্য্য পুরাতন বিবরণ স্মরণ করাইলেন, কিন্তু আপনি যাহা বর্ণন করিলেন, আমি তৎ সমস্ত নয়নগোচর করিয়াছি এবং বিভীষণের নিকটেও ইহা শ্রবণ করিয়াছি, অতএব এ সমস্তই সত্য।’

অগস্ত্য বলিলেন, ‘রাম! যে রাবণ সুরপতি শক্রকে পুত্রের সহিত সংগ্রামে পরাজয় করিয়াছে, সেই লোককণ্টক দশানন এইরূপে সমুদ্ভূত হইয়াছিল।’

ইতি পঞ্চত্রিংশ সর্গ ॥ ৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর, মহাতেজা রাম প্রণত হইয়া বিস্ময়বশতঃ ঋষিসত্তম অগস্ত্যকে পুনর্ব্বার বলিলেন, ‘ভগবন্! ক্রূরপ্রকৃতি রাক্ষস যৎকালে মেদিনীমণ্ডল পরিভ্রমণ করে, হে দ্বিজসত্তম! তখন কি মনুষ্যলোক বীরশূন্য ছিল? রাক্ষস রাবণ যখন মানবলোকে নিপীড়িত হয় নাই, তখন বোধ হয়, তৎকালে ক্ষত্রিয় বা অক্ষত্রিয় কেহই ভূর্লোকে রাজা ছিলেন না? অথবা সেই পৃথিবীপতিরা বিদ্যমান্ থাকিয়াও দিব্যাস্ত্রপ্রভাবে নির্ব্বীর্য্য হইয়াছিলেন; সুতরাং অন্যান্য নরপতি সকল পরাজিত ও বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন।’

ভগবান্ অগস্ত্য মুনি রাঘবের বচন শ্রবণ করিয়া পিতামহ যেমন ঈশ্বরকে হাস্যপূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, তদ্রূপ রামকে বলিলেন, পৃথিবীপতে রাজর্ষভ রাম! এইরূপ পার্থিবগণকে নিপীড়িত করিয়া রাবণ ধরাতলে ভ্রমণ করিতে লাগিল। স্বর্গপুরীর ন্যায় প্রভাসমন্বিতা মাহিষ্মতী নাম্নী পুরী আছে, যে স্থানে বসুরেত অনল সর্ব্বদা অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। অর্জ্জুনের রাজ্যশাসনকালে শরবিস্তৃত কুণ্ডমধ্যে শত্রুগণের অভিচারের জন্য অনল যে স্থানে নিয়ত সন্নিহিত থাকিতেন। অর্জ্জুন নামক নরপতি সেই অনলের প্রসাদনিবন্ধন অনলতুল্য প্রতাপশালী ছিলেন। হৈহয়াধিপতি বলবান্ রাজা অর্জ্জুন রমণীগণের সহিত যে দিবসে নর্ম্মদা নদীতে ক্রীড়া করিতে গমন করিলেন, রাক্ষসপতি রাবণ ঐ দিবসে সেস্থানে গমন করিয়া তাঁহার অমাত্যগণকে জিজ্ঞাসা

করিল, "নরপতি অর্জ্জুন কোথায়? তোমরা অবিলম্বে তাহাকে বল যে, আমি রাবণ, নরবরের সহিত সংগ্রাম করিবার বাসনায় আগমন করিয়াছি; প্রত্যুত তোমরা অগ্রেই আমার আগমনবৃত্তান্ত সর্ব্বতোভাবে বিজ্ঞাপন কর। সেই সুপণ্ডিত অমাত্যসকল রাবণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষসপতিকে বলিল, "মহীপতি অর্জ্জুন এস্থানে নাই।" বিশ্রবাপুত্র রাবণ পৌরগণের মুখে অর্জ্জুনের গমন বৃত্তান্ত শ্রবণে পুরী হইতে অপসৃত হইয়া হিমালয়সদৃশ বিন্ধ্যগিরিতে আগমন করিল।'

'রাবণ দেখিল যে, সেই বিন্ধ্যগিরি যেন মেদিনী বিদারণপূর্ব্বক উদ্গত হইয়া আকাশে সংলগ্ন হইয়াছে, সহস্র শিখর সংযুত গগনস্পর্শী সেই পর্ব্বতের গুহায় সিংহসকল অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও অপ্সরোগণ স্বীয় স্বীয় কামিনীর সহিত ক্রীড়া করায় ঐ অত্যুন্নত অচল স্বর্গস্বরূপ হইয়াছে এবং প্রপাত হইতে শীতল সলিলদ্বারা যেন অট্ট অট্ট হাস্য করিতেছে। নদীসকল স্ফটিক সদৃশ নির্ম্মল জল স্যন্দন করায় ঐ অচল ফণাসমন্বিত চঞ্চল জিহ্বাযুক্ত অনন্তের ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছে।'

'অনন্তর, উর্দ্ধোচ্ছ্রিত গুহসমন্বিত হিমালয়প্রতিম বিন্ধ্য গিরি অবলোকন করিতে করিতে রাবণ নর্ম্মদায় গমন করিল। চঞ্চল কমলশোভিত সলিলসমন্বিত পবিত্রা নর্ম্মদা পশ্চিম উদধির অভিমুখে গমন করিয়াছে। মহিষ, সৃমর, সিংহ, শার্দ্দূল, ঋক্ষ এবং উত্তমগজ সকল আতপে সন্তপ্ত ও তৃষিত হইয়া তাহার সমস্ত সলিল সংক্ষোভিত করিতেছে। অপিচ; চক্রবাক্ কারণ্ডব হংস; জলকুক্কুট এবং সারসগণ মত্ত হইয়া তথায় সর্ব্বদা কূজন করিতেছে। চক্রবাকযুগল তাহার স্তন; বিস্তীর্ণ পুলিন নিতম্ব; বিকসিত কুসুমসমন্বিত তরুরাজি শিরোভূষণ; হংসশ্রেণী মেখলা; সলিলফেনা সকল অমল অংশুক; প্রফুল্ল কমল সুশোভন নয়ন; পুষ্পরেণু সকল অঙ্গানুলেপন এবং তাহা জলাবগাহন কালে স্পর্শ সুখকর।'

"রাবণ পুষ্পক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া উত্তমা প্রিয়তমা রমণীর ন্যায় সরিদ্বরা নর্ম্মদা নদীতে সত্বর অবগাহন করিল। অনন্তর রাক্ষসপুঙ্গব দশানন সচিবগণ সমভিব্যাহারে নানা মুনিগণসেবিত তদীয় রমণীয় পুলিনে উপবেশন করিল। দশানন রাবণ গঙ্গা বলিয়া নর্ম্মদার প্রশংসা করিয়া তদ্দর্শননিবন্ধন হর্ষ লাভ করিল। তৎকালে লীলার সহিত হাস্য করিয়া মারীচ, শুক, সারণ প্রভৃতি সচিববর্গকে বলিল, "এই তীক্ষ্ণ তাপকর সূর্য্য জগৎকে কাঞ্চনময় করিয়া নভোমণ্ডলের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়াছেন; দিবাকর আমাকে আসীন দেখিয়া চন্দ্রের ন্যায় আচরণ করিতেছেন। এই বায়ু নর্ম্মদার সলিল স্পর্শবশতঃ শীতল অথচ সুগন্ধি, সুতরাং সকলের শ্রম অপনয়ন করে, কিন্তু আমার ভয়ে সুসমাহিত হইয়া বহন করিতেছে। নক্র, মীন, বিহঙ্গম এবং উর্ম্মিসমাকুলা এই সরিদ্বরা নর্ম্মদা আমাদের সুখবৃদ্ধি করতঃ ভীতা অঙ্গনার ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছে। ইন্দ্রতুল্যপরাক্রান্ত রাজগণকর্ত্তৃক শস্ত্রদ্বারা তোমরা ক্ষত বিক্ষত হইয়াছ সুতরাং চন্দন রসের ন্যায় রুধির দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত হইয়াছে, অতএব সার্ব্বভৌমপ্রভৃতি দিক্ মহাগজ সকল যেমন গঙ্গায় অবগাহন করে, তদ্রূপ তোমরা সুখদা শুভা নর্ম্মদা নদীতে অবগাহন কর। অপিচ এই মহানদীতে স্নান করিয়া পাপের অপনোদন কর। আমিও অদ্য শারদীয় ইন্দুর ন্যায় প্রভাসম্পন্ন পুলিনে কপর্দ্দী মহাদেবের জন্য ক্রমে ক্রমে পুষ্পোপহার রচনা করি।" পরন্তু প্রহস্ত,শুক, সারণ,মহোদর এবং ধূম্রাক্ষ রাবণের এই কথা শুনিয়া নর্ম্মদায় অবগাহন করিল। বামন, অঞ্জন এবং পদ্ম নামক মহাদিগ্‌গজগণ যেমন গঙ্গাকে বিলোড়ন করে, তদ্রূপ রাক্ষসপতিরূপী গজগণ নর্ম্মদা নদীকে ক্ষোভিত করিয়া তুলিল। পরে সেই মহাবল রাক্ষসেরা নর্ম্মদায় স্নান করিয়া কূলে উত্তীর্ণ হইয়া রাবণের পূজার নিমিত্ত পুষ্পসকল আহরণ করিতে লাগিল। শুভ্রমেঘসদৃশ শুক্লবর্ণ নর্ম্মদার পুলিনে রাক্ষসেরা মুহূর্ত্তকাল মধ্যে পুষ্পময় গিরি নির্ম্মাণ করিল। পুষ্পসকল আহৃত হইলে রাক্ষসপতি রাবণ গঙ্গাসলিলে

মহাগজের ন্যায় স্নান করিবার নিমিত্ত নর্ম্মদায় অবতীর্ণ হইল।”

“সেই রাবণ তথায় স্নান করিয়া বিধিবৎ অনুত্তম জপ্যমন্ত্র জপ করতঃ নর্ম্মদাসলিল হইতে উত্তীর্ণ হইল। পরিশেষে আর্দ্রবসন পরিত্যাগপূর্ব্বক শুক্ল বসন পরিধান করিল এবং সমস্ত রাক্ষসেরা তাহার গতির বশবর্ত্তী হইয়া মূর্ত্তিমান্ অচল সকলের ন্যায় কৃতাঞ্জলিপুটে রাবণের অনু গমন করিতে লাগিল। রাক্ষসেশ্বর রাবণ যে যে স্থানে গমন করে, রাক্ষসেরা প্রতিদিন সেই সেই স্থানে জাম্বুনদময় লিঙ্গ লইয়া যায়, পরন্তু রাবণ বালুকাবেদিমধ্যে সেই লিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক অমৃতের ন্যায় সুগন্ধি গন্ধ এবং পুষ্পদ্বারা অর্চ্চনা করিতে লাগিল। পরে সাধুদিগের ক্লেশনাশন বরদ চন্দ্রভূষণ প্রভু মহাদেবকে সর্ব্বতোভাবে অর্চ্চনা করিয়া সেই নিশাচর দশানন হস্ত সকল প্রসারণপূর্ব্বক নৃত্য এবং গান করিতে লাগিল।”

ইতি ষট্ত্রিংশ সর্গ ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

“সেই নিদারুণ রাক্ষসপতি নর্ম্মদাপুলিনের যে স্থানে পুষ্পোপহার রচনা করিতেছিল, তাহার অদূরে বিজয়িপ্রবর মাহিষ্মতীপতি প্রভু অর্জ্জুন রমণীগণের সহিত নর্ম্মদাসলিলে ক্রীড়া করিতেছিলেন। তৎকালে রাজা অর্জ্জুন সহস্র করেণুর মধ্যস্থিত কুঞ্জরের ন্যায় তাহাদের মধ্যে শোভা পাইতে লাগিলেন। সেই রাজা সহস্র বাহুর উত্তম বল জানিতে অভিলাষী হইয়া বহু বাহুদ্বারা আবরণপূর্ব্বক নর্ম্মদার বেগ রুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাহার নির্ম্মল জল কার্ত্তবীর্য্যের বাহুদ্বারা • বদ্ধ হইয়া কূপ প্লাবিত করতঃ শ্রোতের প্রতিকূলে ধাবিত হইল। মকর, নক্র, পুষ্প এবং কুশাস্তরণশোভিত নর্ম্মদার জলবেগ বর্ষাকালের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। সেই জলবেগ কার্ত্তবীর্য্যকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই যেন রাবণের সকল পুষ্পোপহার হরণ করিতে লাগিল! চন্দ্রোদয়কালে সমুদ্র পরিবর্দ্ধিত হয়, সুতরাং সাগরগামিনী নদীসকলও বিপরীত প্রবাহ হইয়া থাকে, অতএব ঐ জলবেগ পশ্চিম দিক্ দিয়া পূর্ব্ব দিকে প্রবেশ করতঃ বিপরীত সাগরপ্রবাহের ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, ইহা অবলোকন করতঃ রাবণ সেই অর্দ্ধ সমাপ্ত পূজা পরিত্যাগ করিয়া প্রিয়া অথচ প্রতিকূলা কান্তার ন্যায় নর্ম্মদা নদীকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। নির্ব্বিকারা অঙ্গনার ন্যায় নর্ম্মদা নদী অতিশয় স্থিরভাবে অবস্থিত সুতরাং পক্ষিকুল নিরাকুল হইয়া তথায় বিরাজমান রহিয়াছে।’

‘সেই দশানন মুখে শব্দ না করিয়া নর্ম্মদা নদীর বেগ অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত দক্ষিণ-করাঙ্গুলি দ্বারা শুক ও সারণকে আদেশ করিল। সেই ভ্রাতৃযুগল বীরবর শুক এবং সারণ রাবণের অনুমতি অনুসারে পশ্চিমাভিমুখ হইয়া আকাশমার্গে প্রস্থান করিল। ঐ রজনীচরদ্বয় অর্দ্ধ যোজন মাত্র গমন করিয়া দেখিল যে, বৃহৎ শালতরু সদৃশ বিশাল এক পুরুষ অবলাগণের সহিত জলক্রীড়া করিতেছেন; মত্ততাবশতঃ তাঁহার নয়ন লোহিত, চিত্ত ব্যাকুল এবং কেশকলাপ বিস্রস্ত হইয়াছে। গিরি যেমন সহস্র পাদদ্বারা মেদিনী অবরোধ করিয়া থাকে, সেই অরিদমন পুরুষও সহস্র বাহুদ্বারা নদীপ্রবাহের গতিরোধ করিতেছেন; অধিক কি, তিনি সহস্র করেণুদ্বারা পরিবেষ্টিত সমদ মতঙ্গজের ন্যায় ষোড়শ বর্ষীয়া সহস্র বরাঙ্গনায় পরিবৃত রহিয়াছেন। রাক্ষস শুক এবং সারণ সেই অদ্ভুততম পুরুষ দর্শনে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া রাবণসন্নিধানে সেই বৃত্তান্ত বর্ণনপূর্ব্বক বলিতে লাগিল যে, “রাক্ষসেশ্বর! বৃহৎ শালতরুসদৃশ বিশাল কোন পুরুষ সেতুর ন্যায় নর্ম্মদা রোধ করিয়া যোষিদ্গণকে ক্রীড়া করাইতেছেন। তদীয় বাহুসহস্রদ্বারা সলিল সংরুদ্ধ হওয়ায় নর্ম্মদা নদী পর্ব্বকালে সাগর পরিবৃদ্ধির ন্যায় মুহুর্ম্মুহু বৃদ্ধি পাইতেছে।’

‘দশানন, শুক এবং সারণের নিকট এইরূপ শ্রবণ করিয়া “অর্জ্জুন” এই কথা বলিয়া সংগ্রামলালসায় গমন করিল। রাক্ষসাধিপতি রাবণ অর্জ্জুনের অভিমুখে প্রস্থিত হইলে পবন

রজোমিশ্রিত হইয়া শব্দের সহিত প্রচণ্ডভাবে বহন করিতে লাগিল; মেঘবৃন্দ রুধিরবিন্দু বর্ষণ করতঃ একবার গর্জ্জন করিয়া উঠিল। পরে রাক্ষসপতি দশানন মহোদর, মহাপার্শ্ব, ধূম্রাক্ষ, শুক এবং সারণ সমভিব্যাহারে অর্জ্জুনের অভিমুখে গমন করিল। সেই অঞ্জনপ্রভ বলবান্ রাক্ষস অচিরকালমধ্যেই সেই ভয়ানক নর্ম্মদাহ্রদে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন রাক্ষসরাজ দশানন করিণীগণে পরিবৃত কুঞ্জরের ন্যায় রমণীবেষ্টিত নরপতি অর্জ্জুনকে নয়নগোচর করিল। বলগর্ব্বিত রাক্ষসেন্দ্র রোষবশতঃ নয়ন লোহিত করিয়া গম্ভীরস্বরে অর্জ্জুনের অমাত্যদিগকে এইরূপ বলিল, "অমাত্যগণ! তোমরা হৈহয় নরপতি অর্জ্জুনকে অবিলম্বে বল যে, রাবণ যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়াছেন 'অর্জ্জুনের সেই মন্ত্রি সকল রাবণের বাক্য শুনিয়া সশস্ত্রে উত্থিত হইয়া তাহাকে বলিল, 'নরপতি মদ্যপানে মত্ত হইয়া রমণীরাজির সহিত ক্রিড়া করিতেছেন। অতএব রাবণ! তুমি যুদ্ধের উত্তম সময় বিবেচনা করিয়াছ!! বিশেষতঃ নৃপবর অর্জ্জুন একেত সুরাপানে উন্মত্ত তাহাতে আবার স্ত্রী মধ্যগত, সুতরাং কেশরী যেমন করিণীনিকরের মধ্যস্থিত মদমত্ত কুঞ্জরকে আক্রমণ করে, তদ্রূপ তুমি তাঁহার সহিত সংগ্রাম করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছ। দশানন! যদি তোমার একান্ত সমরবাসনা থাকে, তবে এই রজনী অতিবাহিত কর, কল্য অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করিও। তাত! অন্য যুদ্ধের যে কাল বিলম্ব হইল, তাহা ক্ষমা কর। সমর পিপাসা সমাবৃত! যদি তোমার নিতান্তই যুদ্ধের ত্বরা হইয়া থাকে, তবে আমাদিগকে সংযুগে নিপাতিত করিয়া অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করিও।' পরে রাবণের সেই অমাত্যগণ নরপতির অমাত্যসকলকে সমরে বিনষ্ট করিতে লাগিল, তাহাদের মধ্যে যাহারা ক্ষুধিত ছিল, তাহারা কতকগুলি রাজঅমাত্যকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। অবশেষে অর্জ্জুনের অনুযাত্রিকগণ এবং রাবণমন্ত্রিগণের হলহলা শব্দ নর্ম্মদাতীরে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অর্জ্জুনের অমাত্যগণ ইষু, তোমর প্রাস, ত্রিশূল, বজ্র, এবং কর্পণপ্রভৃতি অস্ত্রবর্ষণদ্বারা মন্ত্রিগণের সহিত দশাননকে নিপীড়ন করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইল। নক্র, মীন ও মকর সহিত সাগরের যেমন নিঃস্বন হইয়া থাকে, সেইরূপ হৈহয়াধিপতির যোধবৃন্দের সুদারুণ বেগ হইল। পরিশেষে শুক, সারণ ও প্রহস্ত প্রভৃতি রাবণমন্ত্রিসকল কুপিত হইয়া স্বীয় তেজোবলে কার্ত্তবীর্য্যের সেনাগণকে হনন করিতে লাগিল।

'এমন সময়ে অর্জ্জুনপক্ষীয় কতিপয় পুরুষ ভয়বিহ্বল হইয়া রাবণ এবং তদীয় মন্ত্রিবর্গের সেই কার্য্য ক্রীড়মান অর্জ্জুনকে নিবেদন করিল। তখন সেই অর্জ্জুন স্ত্রীগণকে "ভয় নাই" বলিয়া গঙ্গাসলিল হইতে সমুত্থিত অঞ্জন নামক দিগ্‌গজের ন্যায় নর্ম্মদাজল হইতে উত্তীর্ণ হইলেন। যুগান্তকালীন পাবকের ন্যায় অর্জ্জুনরূপ পাবক ক্রোধে নয়ন লোহিত করিয়া প্রজ্বলিত হইলেন। উত্তম হৈম অঙ্গদধারী অর্জ্জুন অবিলম্বে গদা গ্রহণ করিয়া অন্ধকার অভিমুখীন দিবাকরের ন্যায় রাক্ষসগণের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। অর্জ্জুন করযুগলদ্বারা গদা উদ্যত করিয়া গরুড়ের ন্যায় অতিবেগে আপতিত হইলেন। বিন্ধ্য পর্ব্বত যেমন সূর্য্যের পথ রোধপূর্ব্বক অবস্থিত ছিল, সেইরূপ প্রহস্ত মুষল আয়ুধ ধারণ করতঃ তাঁহার মার্গ অবরোধপূর্ব্বক বিন্ধ্য পর্ব্বতের ন্যায় অচলভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল। পরে মদোদ্ধত প্রহস্ত কুপিত হইয়া লৌহবদ্ধ ঘোরতর মুষল তাঁহারই সংহারের নিমিত্ত নিক্ষেপ করিয়া অন্তকের ন্যায় চীৎকার করিল। যেন দিগ্‌দাহ করিবার নিমিত্তই অশোকপুষ্পশিখাসদৃশ অনল প্রহস্তকরচ্যুত মুষল হইতে তাঁহার সম্মুখে উৎপন্ন হইল। তখন কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন বিক্লববিহীন হইয়া গদাদ্বারা আধাবমান মুষলকে নিপুণভাবে নিবারণ করিলেন। অবশেষে গদাপাণি হৈহয়পতি অর্জ্জুন পঞ্চশত বাহুদ্বারা গুর্ব্বী গদা উত্তোলন করিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে তাহার অভিমুখে ধাবিত হইলেন। প্রহস্ত তখন গদাদ্বারা

অতিবেগে আহত হইয়াও বাসবকর্তৃক বজ্রাহত শৈলের ন্যায় কিয়ৎকাল থাকিয়া নিপতিত হইল। প্রহস্তকে পতিত হইতে দেখিয়া মারীচ, শুক, সারণ, মহোদর এবং ধূম্রাক্ষ রণাঙ্গন হইতে অপসৃত হইল। প্রহস্ত নিপাতিত এবং অমাত্য সকল প্রস্থান করিলে রাবণ অবিলম্বে নৃপসত্তম অর্জ্জুনের অভিমুখে ধাবিত হইল। সহস্রবাহু নরপতি অর্জ্জুন এবং বিংশতিবাহু রাক্ষস দশাননের সেই রোমহর্ষণ নিদারুণ সংগ্রাম হইতে লাগিল। সংক্ষুভিত সাগরযুগল, চঞ্চলমূল অচলযুগল, তেজোযুক্ত আদিত্যযুগল, দহনকারী অনল যুগল, করিণীর নিমিত্ত যুধ্যমান বলোদ্ধত গজযুগল, গর্জ্জমান মেঘযুগল, বলগর্ব্বিত সিংহযুগল এবং রুদ্র ও কালের ন্যায় সেই রাক্ষস এবং অর্জ্জুন উভয়ে গদা গ্রহণ করিয়া তখন পরস্পরকে অতিশয় তাড়ন করিতে লাগিল। অচলসকল যেমন ঘোরতর বজ্র প্রহার সহ্য করে, তদ্রূপ সেই নর ও রাক্ষস তৎকালে গদাঘাত সহ্য করিতে লাগিল। যেমন অশনিপাতের শব্দ প্রতিশ্রুতি হয়, সেইরূপ তাহাদের গদাপাতের রবে তখন দশদিক্ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অর্জ্জুনের সেই গদা শত্রুর বক্ষঃস্থলে আপতিত হইয়া সৌদামিনীর ন্যায় নভোমণ্ডলকে স্বর্ণবর্ণ করিয়া তুলিল। রাবণের গদাও সেইরূপ বারম্বার অর্জ্জুনের উরঃস্থলে নিপাতিত হইয়া মহাপর্ব্বতের উপরি পতিতা উল্কার ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। অর্জ্জুন বা রাক্ষসপতি কেহই ক্লিষ্ট হইল না, প্রত্যুত বলি বাসবের ন্যায় তাহাদের সমান সংগ্রাম হইতে লাগিল। বৃষযুগল যেমন শৃঙ্গদ্বারা পরস্পর সংগ্রাম করে এবং কুঞ্জর দ্বয় যেমন বিষাণ দ্বারা পরস্পর যুদ্ধ করে, সেইরূপ নরসত্তম অর্জ্জুন ও রাক্ষসসত্তম রাবণ পরস্পর প্রহার করিতে লাগিল। পরিশেষে অর্জ্জুন কুপিত হইয়া সবলে সেই গদা রাবণের বিশাল বক্ষঃস্থলে মোচন করিলেন। রাবণের বক্ষঃস্থল বরদান প্রভাবে রক্ষিত; সুতরাং সেই গদা বলহীনার ন্যায় স্বীয় বেগানুসারে প্রহার করিতে অসমর্থ এবং স্বয়ং দ্বিধা হইয়া ক্ষিতিতলে পতিত হইল। কিন্তু সেই রাবণ অর্জ্জুন-মুক্ত গদা প্রহারে বিমুখ হইয়া পশ্চাৎ গমন করিল এবং রোদন করিতে করিতে বসিয়া পড়িল। তখন অর্জ্জুন দশাননকে বিহ্বল দেখিয়া সহসা উৎপতিত হইয়া সর্পকে গরুড়ের ন্যায় দশাননকে গ্রহণ করিলেন। অধিকন্তু, নারায়ণ যেমন বলিরাজকে বন্ধন করিয়াছিলেন, সেইরূপ বলবান্ রাজা অর্জ্জুন সহস্রবাহুদ্বারা বলপূর্ব্বক দশাননকে গ্রহণ করিয়া বন্ধন করিলেন। দশানন বন্ধনদশা প্রাপ্ত হইলে সিদ্ধগণ, চারণগণ এবং দেবগণ "সাধু সাধু" বলিয়া অর্জ্জুনের মস্তকে পুষ্পবর্ষণ করিলেন। ব্যাঘ্র যেমন মৃগ এবং মৃগরাজ যেমন কুঞ্জরকে গ্রহণ করে, সেইরূপ হৈহয়রাজ অর্জ্জুন রাবণকে গ্রহণ করিয়া হর্ষবশতঃ মেঘের ন্যায় গভীরস্বরে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।'

'রাক্ষস প্রহস্ত আশ্বাসিত হইয়া দশাননের বন্ধন দর্শনে কুপিত হওত সহসা হৈহয়পতির অভিমুখে ধাবিত হইল। সে নিশাচরদিগের আগমনবেগ বর্ষাকালীন সাগরগামি-পয়োদগণের উড্ডয়নের ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল। তখন রাক্ষসেরা "থাক্ থাক্, মুক্ত কর, মুক্ত কর" এই কথা বলিতে বলিতে মুষল ও শূলপ্রভৃতি অস্ত্র সকল বারম্বার সমরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন, অরিনিসূদন অর্জ্জুন সুরারিগণের সেই আয়ুধ সকল স্বীয় শরীরে না লাগিতে লাগিতেই সত্বর গ্রহণ করিলেন। বায়ু যেমন মেঘবৃন্দকে নিরাশ করে, সেইরূপ অর্জ্জুন দুর্দ্ধর উত্তম আয়ুধদ্বারা সেই রাক্ষসদিগকে বিদ্ধ করিয়া তাড়িত করিলেন। তখন, কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন রাক্ষসগণকে ত্রাসিত করতঃ সুহৃদ্গণপরিবৃত হইয়া রাবণকে লইয়া নগরে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন, পৌরগণ এবং দ্বিজগণ সেই বাসবসদৃশ অর্জ্জুনের মস্তকে কুসুম ও অক্ষত বিকিরণ করিতে লাগিলেন, সহস্রলোচন ইন্দ্র যেমন বলিকে নিগ্রহ করিয়া স্বনগর অমরাবতীতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, সেইরূপ অর্জ্জুন রাবণকে লইয়া আপনার সেই পুরীতে প্রবেশ করিলেন।'

ইতি সপ্তত্রিংশ সর্গ ॥ ৩৭ ॥

———

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

'পুলস্ত্য ঋষি সুরলোকে দেবতাদিগের নিকট বায়ুর গ্রহণের ন্যায় অসম্ভব রাবণের গ্রহণ বৃত্তান্ত শ্রবণগোচর করিলেন। তখন, বায়ুসমানগতি দ্বিজবর বায়ুপথ অবলম্বন করিয়া মনের ন্যায় ত্বরিত গমনে মাহিষ্মতী পুরীতে উপনীত হইলেন। ব্রহ্মা যেমন ইন্দ্রের অমরাবতীতে প্রবিষ্ট হয়েন, সেইরূপ তিনি হৃষ্ট এবং পুষ্টজনে পরিবৃতা অমরাবতী পুরীতে প্রবেশ করিলেন। আকাশ হইতে নিপতিত আদিত্যের ন্যায় সুদুর্দর্শন পাদচারি-মুনিকে অবগত হইয়া দ্বারিরা অর্জ্জুন সন্নিধানে তাঁহার আগমন বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। অর্জ্জুন তাহাদের বচনানুসারে পুলস্ত্য বলিয়া অবধারণ করতঃ মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক সেই তপস্বীর প্রত্যুদ্গমন করিলেন। ইহাঁর পুরোহিত অর্ঘ্য এবং মধুপর্ক লইয়া বাসবের অগ্রগামিবৃহস্পতির ন্যায় রাজার অগ্রে চলিলেন। অবশেষে উদিত ভাস্করের ন্যায় সেই ঋষিকে সমাগত দেখিয়া ব্রহ্মার সন্দর্শনে ইন্দ্রের ন্যায় সংভ্রান্ত হইয়া তাঁহার বন্দনা করিলেন। সেই রাজেন্দ্র তদুদ্দেশে মধুপর্ক, গো, পাদ্য,ও অর্ঘ্য সমর্পণ করিয়া হর্ষগদ্গদ-বাক্যে পুলস্ত্যকে বলিলেন, "দ্বিজরাজ! আপনার দর্শন অত্যন্ত দুর্লভ, তথাপি আজ্ আপনাকে নয়নগোচর করিলাম; অতএব মাহিষ্মতী নগরীকে অদ্যই অমরাবতীর ন্যায় করিয়াছেন। দেব! অদ্য দেবগণের বন্দনীয় ভবদীয় চরণযুগল বন্দনা করিলাম; অতএব আজ্ আমার তপস্যা সিদ্ধ, জন্ম সফল এবং ব্রত সুসম্পন্ন হইল, অধিক কি আমার সমস্তই কুশল। ব্রহ্মন্! এই রাজ্যস্থ সমস্ত প্রজা, পুত্র, দারা প্রভৃতি আমরা উপস্থিত, আপনার কোন্ কার্য্য সম্পাদন করিব, আপনি তাহা আদেশ করুন্।'

"পুলস্ত্য ঋষি পৃথিবীতে হৈহয়রাজ অর্জ্জুনকে বলিলেন, "নরেন্দ্র! তোমার পুত্র, ধর্ম্ম এবং অগ্নির কুশল ত? কমলপলাশনয়ন! পূর্ণচন্দ্রানন! তুমি দশাননকে পরাজয় করিয়াছ, অতএব তোমার বলের তুলনা নাই। যাহার ভয়ে সাগর ও অনিল নিস্পন্দ হইয়া অবস্থিতি করিতেছে, সেই রণ দুর্জ্জয় মদীয় পৌত্রকে তুমি সংগ্রামে পরাজয় করিয়াছ। বৎস! পৌত্র দশাননের যশঃ অপনয়ন করিয়াছ এবং রাবণবিজয়ী বলিয়া আপনার বিখ্যাত করিয়াছ, অতএব আমার বাক্যানুসারে যাচিত হইয়া অদ্য দশাননকে ম[illegible] কর।'

"পার্থিবেন্দ্র অর্জ্জুন পুলস্ত্য ঋষির আ[illegible] শুনিয়া, কিছুমাত্র উত্তর করিলেন না ক[illegible] কিন্তু হৃষ্ট হইয়া রাক্ষসপতিকে মুক্তি দান ক[illegible]লেন। অধিকন্তু, অর্জ্জুন ত্রিদশারি-দশা[illegible]নকে মোচন করিয়া দিব্য আভরণ মা[illegible] অম্বরদ্বারা সম্মানিত করিলেন এবং [illegible] সমক্ষে হিংসাবিহীন মৈত্রী সম্পাদন ক[illegible] সেই ব্রহ্মসুত পুলস্ত্যকে প্রণামপূর্ব্বক [illegible] প্রস্থান করিলেন।"

"প্রতাপবান্ রাক্ষসপতি দশানন নি[illegible] হইয়া লজ্জিতভাবে আতিথ্য অঙ্গীকার ক[illegible] আলিঙ্গনপূর্ব্বক পুলস্ত্য এবং অর্জ্জুনের [illegible] গমনের অনুমতি হইল। মুনিবর [illegible]সুত পুলস্ত্যও দশাননকে মোচন করিয়া[illegible]লোকে গমন করিলেন। মহাবল রাবণ কার্ত্ত[illegible]বীর্য্যের নিকট এইরূপ পরাভব প্রাপ্ত হইয়া পুলস্ত্যের বচনানুসারে পুনর্ব্বার মুক্ত হইয়াছিল। রঘুনন্দন! বলবান্ হইতেও এইরূপ অনেক বলবান্ আছেন, অতএব যদি কে[illegible] আপনার শ্রেয়ঃ ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহার অপ[illegible]রকে অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নহে। পরে [illegible] নিশাচররাজ রাবণ সহস্রবাহু অর্জ্জুনের নিকট মিত্রতা লাভ করিয়া দর্প বশতঃ রাজগণের বিনাশ বিধান করিতে করিতে পৃথিবী বিচরণ করিতে লাগিল।"

ইতি অষ্টত্রিংশ সর্গ॥ ৩৮॥

একোন চত্বারিংশ সর্গ।

'রাক্ষসাধিপ রাবণ অর্জ্জুনকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ও তাঁহার সহিত মিত্রতা হওয়ায় নির্ব্বে[illegible] বিহীন হইয়া সমস্ত ভূমণ্ডল পর্য্যটন করিতে

লাগিল। অধিক কি, মনুষ্য বা রাক্ষস যাহাকে অধিক বলশালী শুনিল, রাবণ দর্পবশতঃ তাহার নিকট গিয়া যুদ্ধে আহ্বান করিতে লাগিল। কোন সময়ে দশানন বালিপালিত কিষ্কিন্ধ্যানগরে উপনীত হইয়া হেমমালী বালিকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিল। তখন, যুবরাজ সুগ্রীব, তারার পিতা সুষেণ ও তারপ্রভৃতি বানর অমাত্য সকল সমরবাসনায় সমুপস্থিত দশাননকে বলিল, "রাক্ষসেন্দ্র! যিনি তোমার প্রতিবল হইবেন, সেই বালী সন্ধ্যা করিতে গিয়াছেন; অন্য কোন্ বানর তোমার সম্মুখে থাকিতে সমর্থ হইবে? অতএব রাবণ! মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা কর, বালী সাগরচতুষ্টয়ে সন্ধ্যার উপাসনা করিয়া এই মুহূর্ত্তেই আগমন করিবেন। রাজন্! এই যে শঙ্খসদৃশ শ্বেতবর্ণ অস্থিসকল অবলোকন করিতেছ, ইহা বানরাধিপতি বালীর তেজঃ প্রভাবে পরাজিত যুদ্ধশালি-যোদ্ধাগণের কঙ্কাল। রাক্ষস রাবণ! যদিও তুমি অমৃতরস পান করিয়া থাক, তথাপি বালির নিকটে গমন করিলেই তোমার জীবনের শেষ হইবে। বৈশ্রবস! এই মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা করিলেই তোমার জীবন দুর্লভ হইবে, অতএব তুমি এই আশ্চর্য্যময় জগৎ এখন অবলোকন করিয়া লও, অথবা যদি মরিবার নিমিত্ত তোমার ত্বরা হইয়া থাকে, তবে দক্ষিণ সাগরে গমন কর, সেখানে ভূমিস্থিত পাবকের ন্যায় বালীকে অবলোকন করিবে।"

'লোকভয়ঙ্কর রাবণ তারকে তিরস্কার করিয়া সেই পুষ্পক রথে আরোহণপূর্ব্বক দক্ষিণ সাগরে প্রস্থান করিল। তরুণ অরুণের ন্যায় আননসমন্বিত হেমগিরিসদৃশ বালী তথায় সন্ধ্যা উপাসনায় তৎপর রহিয়াছেন। সেই অঞ্জনবর্ণ রাবণ ইহা অবলোকন করিয়া বালীকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত রথ হইতে সত্বর অবতীর্ণ হইয়া নিঃশব্দপদসঞ্চারে গমন করিল। তখন বালীও যদৃচ্ছাক্রমে নয়ন নিক্ষেপ করিয়া রাবণকে অবলোকন করিলেন, কিন্তু তাঁহার মন্দ অভিপ্রায় অবগত হইয়াও সংভ্রম করিলেন না। সিংহ যেমন শশককে বা গরুড় যেমন সর্পকে দেখিয়া উৎকণ্ঠিত হয় না, সেইরূপ বালী পাপে কৃতসংকল্প রাবণকে অবলোকন করিয়া ভাবিত হইলেন না। "পাপচেতা রাবণ আমাকে গ্রহণ করিবার জন্য আসিতেছে, অতএব ইহাকে কক্ষদ্বারা গ্রহণ করিয়া অপর তিনটি মহাসাগরে গমন করিব। দেবতারা গরুড় গৃহীত পন্নগের ন্যায় এই দশাননকে মদীয় কক্ষদেশে লম্বমান দেখিবেন, তৎকালে ইহার উরু, কর ও অম্বর স্রস্ত হইয়া পড়িবে।" বালী মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া মৌন অবলম্বনপূর্ব্বক বৈদিক মন্ত্র সকল জপ করতঃ পর্ব্বতরাজের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সেই বলদর্পিত বানররাজ এবং রাক্ষসরাজ গ্রহণ অভিলাষী হইয়া প্রযত্নসহকারে পরস্পরকে ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। পরন্তু, বালী সামান্য পদশব্দ দ্বারা জানিলেন যে, রাবণ হস্তগ্রহের উপযুক্ত স্থানে আসিয়াছে, অমনি বিমুখ থাকিয়াই গরুড় যেমন সর্পকে গ্রহণ করে, তদ্রূপ তাহাকে গ্রহণ করিলেন। হরিবর বালী সেই গ্রহণাভিলাষী রাক্ষসেশ্বর রাবণকে কক্ষদেশে লম্বমানপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া সবেগে আকাশমার্গে উল্লম্ফন করিলেন। রাবণ নিপীড়িত হইয়া নখর দ্বারা বারম্বার মর্ম্মপীড়া দিতে লাগিল, তথাপি বায়ু যেমন মেঘ সকলকে অপসারিত করে, সেইরূপ বালী তাহাকে হরণ করিলেন।'

'দশানন হ্রিয়মাণ হইলে সেই রাক্ষস অমাত্য সকল মোচন করিতে অভিলাষী হইয়া প্লবমান বালীর অভিমুখে ধাবিত হইল। অনুগামী মেঘনিবহ দ্বারা অম্বরস্থ অংশুমান্ যেমন শোভা পান, আকাশমধ্যস্থিত বালী অনুগামি-রাক্ষসগণের দ্বারা সেইরূপ দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। সেই রাক্ষসবরেরা বালীকে লাভ করিতে সমর্থ হইল না, প্রত্যুত তাহার বাহু এবং উরুর বেগে পরিশ্রান্ত হইয়া স্থিরভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল। পর্ব্বতেন্দ্র সকলও গমনপরায়ণ বালীর গমনপথ হইতে অপসৃত হয়, অতএব মাংস ও শোণিতধারি-প্রাণিগণের ত কথাই নাই। মহাজব বানরেন্দ্র বালী পক্ষিগণ

অপেক্ষা অল্প সময়ের মধ্যে ক্রমে ক্রমে সাগর সকলে গমন করিয়া প্রাতঃকালীন সন্ধ্যার ধ্যেয় দেবতার ধ্যান করিতে লাগিলেন। আকাশচারী প্রবর বালী রাবণসহ খচরগণ-কর্ত্তৃক সংপূজিত হইয়া পশ্চিম সাগরে গমন করিলেন। তাহাতে স্নান করিয়া সন্ধ্যা উপাসনা এবং জপ করতঃ বানরবর বালী দশাননকে লইয়া উত্তর সাগরে প্রস্থান করিলেন। সেই মহাহরি শক্র সমভিব্যাহারে সেই বহুযোজন বিস্তৃত পথ বায়ু এবং মনের ন্যায় সত্বর গমন করিলেন। বালী উত্তর সাগরে সন্ধ্যা উপাসনা করিয়া দশাননকে লইয়া পূর্ব্ব মহাসাগরে যাইলেন। বাসবতনয় হরীশ্বর বালী তথায় সন্ধ্যা বন্দন করিয়া রাবণকে গ্রহণ করতঃ পুনর্ব্বার কিষ্কিন্ধ্যার অভিমুখে আগমন করিলেন। বানর সাগর চতুষ্টয়ে সন্ধ্যা বন্দনা করিয়া রাবণের উদ্বহন নিবন্ধন শ্রান্ত হইয়া কিষ্কিন্ধ্যার উপবনে নিপতিত হইলেন। পরে কপিসত্তম বালী স্বীয় কক্ষ হইতে রাবণকে মুক্ত করিয়া দিলেন এবং বার বার উপহাস পূর্ব্বক তাহাকে বলিলেন, "তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?"

'রাক্ষসপতি দশানন পরম বিস্ময় লাভ করিয়া শ্রমবশতঃ চঞ্চললোচন হইয়া সেই হরীশ্বরকে এই কথা বলিলেন, মহেন্দ্রপ্রতিম বানরেন্দ্র! আমি রাক্ষসপতি রাবণ, যুদ্ধাভিলাষে এখানে আসিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি আমাকে কক্ষমধ্যে রাখিয়াছিলেন। বীর! আপনি আমাকে পশুর ন্যায় গ্রহণ করিয়া সাগর চতুষ্টয়ে ভ্রমণ করাইয়াছেন, অতএব আপনার গাম্ভীর্য্য, বীর্য্য এবং বল সকলই বিচিত্র। বীর বানর! আপনি আমাকে এইরূপ সত্বর বহন করিয়াও অশ্রান্ত রহিয়াছেন, কিন্তু এরূপ বহন করিতে আর কে সমর্থ হইবে? প্লবঙ্গম! মনঃ, অনিল ও সুপর্ণ এই ভূতত্রয়েরই এইরূপ গতি ছিল, তোমারও সেইরূপ গমনশক্তি আছে, ইহাতে সংশয় নাই। হে হরিবর! আপনার বল প্রত্যক্ষ করিলাম, অতএব পাবকসমীপে আপনার সহিত সুগন্ধি চিরসখ্য করিতে ইচ্ছা করি। হরীশ্বর! স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, রাজ্য, ভোগ, আচ্ছাদন, ভোজন এই সমস্তই আমাদের অবিভক্ত হইবে।" পরে সেই বানর এবং রাক্ষস অনল প্রজ্বালনপূর্ব্বক পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া উভয়ে ভ্রাতৃত্ব লাভ করিলেন। অনন্তর সেই বানর এবং রাক্ষস হৃষ্ট হইয়া পরস্পরের কর অবলম্বনপূর্ব্বক গিরিগুহায় সিংহদ্বয়ের ন্যায় কিষ্কিন্ধ্যায় প্রবিষ্ট হইলেন। প[illegible] ত্রৈলোক্য বিনাশাভিলাষী সমাগত অমাত্যগণের সহিত সংমিলিত হইয়া রাবণ সুগ্রীবের ন্যায় তথায় এক মাস বাস করিলেন।'

'প্রভো! বালী রাবণকে এইরূপে নিপীড়িত করিয়া পরিশেষে পাবক সন্নি[illegible] তাহার সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপন করেন, এ[illegible] সেই পুরাবৃত্ত কহিলাম! রাম! বালীর [illegible] তিম উত্তম বল ছিল, কিন্তু অনল যেমন [illegible]ভকে দগ্ধ করেন, তদ্রূপ তুমি সেই বালী[illegible] দগ্ধ করিয়াছ।'

ইতি একোনচত্বারিংশ সর্গ ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশ সর্গ।

'তখন, জিজ্ঞাসু রাম বিনীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দক্ষিণ দিক্‌বাসী মুনিকে এই অ[illegible]যুক্ত বাক্য বলিলেন, "বালী এবং রাবণে[র] এই বলের উপমা নাই, কিন্তু আমার বোধ হ[য়] ইহাদের বল হনুমানের সমান নহে। বিশেষতঃ শৌর্য্য, ধৈর্য্য, বল, ক্ষিপ্রকারিতা, প্রাজ্ঞত[া,] নয়সাধন বিক্রম এবং প্রভাব সকলই হনুমানে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সাগর দর্শন করিয়া কপিবাহিনী অবসন্ন হইল, মহাবাহু হনুমা[ন] ইহা অবলোকনপূর্ব্বক তাহাদিগকে আশ্বাসদান করিয়া শত যোজন সাগর উল্লঙ্ঘন করিলেন। তখন, লঙ্কাপুরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে প্রহার করিয়া রাবণের অন্তঃপুরমধ্যে সীতার দর্শন পাইয়া সম্ভাষণপূর্ব্বক তাঁহাকে আশ্বাসিত করিয়াছিলেন। অধিক কি, সেনাপতি সকল, মন্ত্রিতনয় সকল, কিঙ্কর সকল এবং রাবণপুত্রকে হনুমান্ একাকীই তথায় নিপাতিত করিয়াছেন। পুনর্ব্বার হনুমান্, ব্র[illegible]

অস্ত্রের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া দশাননের সহিত সম্ভাষণ করিয়া পাবক দ্বারা মেদিনীর ন্যায় লঙ্কানগর ভস্মীভূত করিয়াছেন। সংগ্রামে হনুমানের যাহা যাহা দর্শন করিয়াছি, তাহা ...ন, শক্র, বিষ্ণু বা বিত্তপতির শ্রুত হয় না। ...হার বাহুবীর্য্যপ্রভাবে রাজ্য, জয়, মিত্র, বান্ধব, লক্ষ্মণ এবং সীতাকে লাভ করিয়াছি ও ...া আমার বশীভূত হইয়াছিল। অধিক কি, বানরাধিপতির সখা হনুমান্ যদি আমার ...হায় না হইতেন, তাহা হইলে জানকীর অনুসন্ধান করিতে কে সমর্থ হইত? বৈর সমুৎপন্ন হইলে এই হনুমান্ সুগ্রীবের প্রিয় ...নায় তৎকালে বীরুধ তরুর ন্যায় কি জন্য ...কে দগ্ধ করেন নাই? জীবন অপেক্ষা ...র বানরাধিপতি সুগ্রীবের ক্লেশ দর্শন ...ছিলেন, অতএব আমি বোধ করি, ...ন্ তৎকালে আপন বল বিদিত ছিলেন অমরপূজিত ভগবান্ মহামুনে! আমি ...মানের বিষয় যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করি-... আপনি সেই সমস্ত বৃত্তান্ত বিস্তার পূর্ব্বক ...তঃ বর্ণন করুন্।'

অগস্ত্য মুনি রাঘবের হেতু সমন্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া হনুমানের সমক্ষেই তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, রঘুবর! আপনি হনুমানের বিষয়ে যাহা বলিলেন, তাহা সত্য; বল, গতি বা বুদ্ধি বিষয়ে হনুমানের তুল্য কেহ বিদ্যমান্ নাই। অরিমর্দ্দন! অমোঘশাপ মুনি সকল পুরাকালে ইহাকে শাপ প্রদান করিয়াছেন, সেই জন্য হনুমান্ বলবান্ হইয়াও সমস্ত বল অবগত নহে। মহাবল রাম! হনুমান্ অতি বাল্যনিবন্ধন বাল্যকালে যে দুষ্কর কার্য্য করিয়াছে, আপনার নিকটে ইহার সেই কার্য্য বর্ণন করিতে সমর্থ নহি। অথবা রাঘব! যদি তোমার শ্রবণ করিতে অভিলাষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি বুদ্ধি স্থির করিয়া শ্রবণ কর, আমি বলিতেছি। সূর্য্যের বরপ্রভাবে সুবর্ণরূপী সুমেরু নামক পর্ব্বত আছে, ইহার পিতা কেশরী তথায় রাজ্যশাসন করিতেছেন। অঞ্জনানাম্নী বিখ্যাতা তাঁহার প্রিয়া এক ভার্য্যা ছিলেন, বায়ু তাহার গর্ভে ঔরস এক উত্তম পুত্র উৎপাদন করেন। তৎকালে, বরাঙ্গনা অঞ্জনা শাল্যগ্র সমান কান্তি এই শিশু প্রসব করিয়া ফল আহরণ করিতে অভিলাষী হইয়া বনমধ্যে নিষ্ক্রান্ত হইল। এই শিশু ক্ষুধাবশতঃ এবং মাতার অদর্শননিবন্ধন অতিশয় পীড়িত হইয়া শরবণে সেনাপতির ন্যায় অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিল। তৎকালে জবাকুসুমসদৃশ সূর্য্য উদিত হইতেছিলেন, শিশু ইহা অবলোকন করিয়া ফললালসায় রবির অভিমুখে উল্লম্ফন করিল। মূর্ত্তিমান্ নববিভাকরসদৃশ ঐ বালক বালসূর্য্যকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া বাল দিবাকরের অভিমুখে নভোমণ্ডলের মধ্যপথ অবলম্বনপূর্ব্বক প্লবন করিতে লাগিল। এই হনুমান্ বাল্যাবস্থায় প্লবমান হইলে কি দেব, কি দানব, কি যক্ষ, সকলেরই অতিশয় বিস্ময় হইল। এই বায়ুপুত্র উত্তম অম্বর যেরূপ বেগে অতিক্রমণ করিতেছে, বায়ু গরুড় বা মনঃ এরূপ বেগবান্ নহেন। এই শিশুরই ঈদৃশ গমনে পরাক্রম, যৌবনকালের বল প্রাপ্ত হইলে ইহার কিরূপ বেগ হইবে? স্বীয় পুত্র প্লবমান হইলে বায়ু তুষাররাবলির ন্যায় শীতল হইয়া সূর্য্যের দাহভয় হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে করিতে তাহার পশ্চাদ্ গমন করিতে লাগিলেন। পিতার শক্তিপ্রভাবে বহুসহস্র যোজন আকাশ অতিক্রম করিয়া হনুমান্ বাল্যস্বভাবনিবন্ধন ভাস্করের সন্নিহিত হইল। কিন্তু, এ শিশু, সুতরাং দোষ বিদিত নহে, বিশেষতঃ দেব কার্য্য ইহার সর্ব্বতোভাবে আয়ত্ত; দিবাকর এই বিবেচনা করিয়াই তাহাকে দহন করিলেন না। এই বানর যে দিবসে ভাস্করকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত উৎপ্লুত হয়, সেই দিবসেই রাহু দিবাকরকে গ্রাস করিতে যায়। কিন্তু, এই হনুমান্ সূর্য্যদেবের রথের উপরি রাহুকে স্পর্শ করে, সুতরাং চন্দ্র সূর্য্যবিমর্দ্দন রাহু ত্রস্ত হইয়া সূর্য্যমণ্ডল হইতে পলায়ন করে। সিংহিকাসুত রোষবশতঃ বাসবের ভবনে গমন করিয়া ভ্রুকুটিপূর্ব্বক দেবগণে পরিবৃত দেব সুরপতিকে ক...ল, "বাসব! আমার ক্ষুধা অপনয়নের

নিমিত্ত আপনি চন্দ্র ও সূর্য্যকে আমায় দান করিয়াছেন' বলবৃত্রহন্! আপনি অধুনা তাহা কেন অন্যকে দান করিতেছেন? পর্ব্ব-কাল উপস্থিত হওয়ায় অদ্য গ্রহণাভিলাষী হইয়া আমি সূর্য্যসকাশে গমন করিয়াছিলাম কিন্তু সহসা অন্য রাহু আসিয়া রবিকে গ্রাস করিল।"

'সেই বাসব রাহুর বাক্য শ্রবণে সংভ্রান্ত হইয়া কাঞ্চনমালা ধারণ করিয়া আসন পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক উত্থিত হইলেন। পরে কৈলাস-শৃঙ্গসদৃশ চতুর্দ্দন্ত মদস্রাবী শৃঙ্গার বেশধারী অতীব উন্নত স্বর্ণঘণ্টার শব্দরূপ অট্টহাস্যসম-ন্বিত করিবর ঐরাবতে আরোহণপূর্ব্বক রাহুকে অগ্রে লইয়া যে স্থানে এই হনুমানের সহিত সূর্য্য অবস্থিতি করিতেছিলেন, ইন্দ্র তথায় প্রস্থান করিলেন। কিন্তু, রাহু বাসবকে পরি-ত্যাগ করিয়া অতিবেগে তাঁহার পূর্ব্বেই গিয়া উপস্থিত হইল; পরন্তু, তখন সেই রাহু এই বিশালকায় হনুমান্‌কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া ধাবিত হইল। পরে, রাহুকে ফল বোধ করিয়া সূর্য্যকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিংহিকাতনয়কে গ্রহণ করি-বার অভিলাষে হনুমান্ পুনর্ব্বার আকাশে উৎ-পতিত হইল। রাম! এই প্লবঙ্গম হনুমান্ আদি ত্যকে পরিত্যাগ করিয়া ধাবিত হইলে মুখমাত্র অবশিষ্ট রাহু ইহার বৃহৎকায় দর্শনে পরা-ঙ্মুখ হইয়া পরাবৃত্ত হইল। পরন্তু, সিংহিকাসুত পরিত্রাতা বাসবকে বলিবার বাসনায় ভয়বশতঃ "ইন্দ্র ইন্দ্র" এই কথা বারম্বার বলিতে লাগিল। ইন্দ্র পূর্ব্বলক্ষিত রাহুর কাতর স্বর শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "ভয় নাই, আমি ইহাকে বিনষ্ট করিতেছি" পরে মারুত তনয় হনুমান্ ঐরা-বতকে অবলোকন করিয়া এই ফল বৃহত্তর এই বিবেচনায় সেই গজরাজের অভিমুখে ধাবিত হইল।'

'রাঘব! হনুমান্ ঐরাবত গ্রহণ অভিলাষে ধাবিত হইলে, মুহূর্ত্তকাল মধ্যে ইহার রূপ কালানলের ন্যায় ঘোরতর হইল। পরন্তু, শচীপতি অতিশয় কুপিত না হইয়াই এইরূপে ধাবমান হনুমান্‌কে করচ্যুত কুলিশ দ্বারা প্রহার করিলেন। ইন্দ্রের বজ্রপ্রহারে তাড়িত হইয়া এই হনুমান্ পর্ব্বতে পতিত হইল এবং পতিত হওয়ায় ইহার বাম হনু ভগ্ন হইয়া গেল।'

'এই হনুমান্ বজ্র প্রহারে বিহ্বল হইয়া পতিত হইলে পবন প্রজাগণের অহিত বাস-নায় ইন্দ্রের উপর কুপিত হইলেন। সমস্ত জগতের প্রবর্ত্তক সর্ব্বদেহান্তর্গত মারুত নিজ প্রচার স্থগিত করিয়া স্বীয় শিশু তনয়কে লইয়া গুহায় প্রবিষ্ট হইলেন। অধিক কি, বাসব যেমন বর্ষণ আবরণপূর্ব্বক জীব সকলকে নিরোধ করেন সেইরূপ পরম ক্লেশ-প্রদ পবন প্রজাদিগের মলমূত্রাশয় আবরণ করিয়া প্রাণিবর্গকে নিরুদ্ধ করিলেন। সুতরাং বায়ুর কোপ-বশতঃ প্রাণিসকলের সর্ব্বতোভাবে শ্বাস রুদ্ধ হইল এবং সন্ধি সকল ভিদ্যমান হওয়ায় তাহারা কাষ্ঠ হইয়া রহিল। এমন কি, সমস্ত ত্রৈলোক্য বায়ুর কোপ-নিবন্ধন অধ্যয়ন, যাগ, ধর্ম্ম এবং ক্রিয়া-বিহীন হইয়া অতিশয় দুঃখিতের ন্যায় হইল। পরিশেষে, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অসুর এবং মানুষ প্রভৃতি প্রজা সকল দুঃখিত হইয়া সুখ-বাসনায় প্রজা-পতির নিকটে গমন করিলেন। বায়ুরোধ-বশতঃ উদরী রোগীর ন্যায় স্ফীতোদর দেবতা সকল কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন, ভগবন্! প্রজানাথ! আপনি চতুর্ব্বিধ প্রাণি সৃজন করিয়াছেন। সত্তম! আপনি পবনকে আমা-দিগের আয়ুর অধিপতি করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু সেই বায়ু প্রাণেশ্বর হইয়া অদ্য সহসা আমাদিকে ক্লেশ প্রদান করতঃ অন্তঃপুর-মধ্যে স্ত্রীগণের ন্যায় অবরোধ করিয়াছেন। অতএব, আমরা বায়ু-কর্ত্তৃক উপহত হইয়া আপনার শরণাগত হইলাম। দুঃখহন্! আপনি আমা-দের এই বায়ু সংরোধ-জনিত দুঃখ অপনয়ন করুন্।'

'প্রজানাথ প্রজাপতি প্রজাবর্গের এই কথা শুনিয়া, এ বিষয়ের কারণ আছে, এই কথা বলিয়া পুনরায় সেই কথা বলিতে লাগি-লেন। প্রজা সকল! বায়ু যে কারণে কুপিত হইয়া রোধ করিয়াছেন, তাহা আমার বলা উচিত এবং তোমাদেরও শ্রবণ করা কর্ত্তব্য,

অতএব তোমরা তাহা শ্রবণ কর। সুরপতি ইন্দ্র রাহুর বাক্যে বিশ্বাস করিয়া অদ্য বায়ুর পুত্রকে নিপাতিত করিয়াছেন, সেই কারণবশতঃ অনিল সর্ব্বতোভাবে কুপিত হইয়াছেন। ইনি অশরীর হইয়া পালন করতঃ সমস্ত শরীরে বিচরণ করিতেছেন, বিশেষতঃ বায়ু ব্যতীত শরীর কাষ্ঠ তুল্য হয়, অতএব বায়ুই প্রাণ বায়ুই সমস্ত জগৎ। আয়ুরূপ বায়ু অদ্যই জগৎ পরিত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং বায়ুকর্ত্তৃক ত্যক্ত হইয়া জগতের জীব সকল সুখ লাভ করিতে সমর্থ নহে। অদ্যই তোমরা বায়ুকর্ত্তৃক নিরুচ্ছ্বাস হইয়া কাষ্ঠ এবং কুড্যের ন্যায় অবস্থিত আছ, অতএব আমাদের পীড়াপ্রদ মারুত যে স্থানে অবস্থিত রহিয়াছেন, আমরা তথায় গমন করি। বিশেষতঃ অদিতিতনয় বায়ুকে প্রসন্ন না করিলে আমরা বিনষ্ট হইব। পরিশেষে প্রজাপতি দেব, গন্ধর্ব্ব, ভুজঙ্গ, গুহ্যক প্রভৃতি প্রজাগণ সমভিব্যাহারে যে স্থানে বায়ু সুরেন্দ্রকর্ত্তৃক অভিহত পুত্রকে লইয়া আসীন আছেন, তথায় গমন করিলেন। তখন আদিত্য অনল ও সুবর্ণসদৃশ দ্যুতিসম্পন্ন তনয়কে সদাগতি বায়ুর উৎসঙ্গে নিরীক্ষণ করিয়া চতুর্ম্মুখ দেব, গন্ধর্ব্ব, ঋষি, যক্ষ এবং রাক্ষসগণের সহিত তাহার প্রতি কৃপা করিলেন।'

ইতি চত্বারিংশ সর্গ ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশ সর্গ।

'পুত্র বধনিবন্ধন শোকসন্তপ্ত পবন তৎকালে পিতামহকে নয়ন গোচর করিয়া সেই শিশুকে লইয়া সত্বর উত্থিত হইলেন। সুবর্ণময় অলঙ্কারে ভূষিত বায়ু তিন বার সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া বিধাতার পদতলে নিপতিত হইলেন, তখন তাঁহার কুণ্ডল, মাল্য ও শিরোভূষণ দোদুল্যমান হইতেলাগিল। সেই লম্বমান ভূষণ শোভিত বেদবিদ্ বিধাতা বায়ুকে উত্থাপিত করিয়া হস্তদ্বারা সেই শিশুর শরীর স্পর্শকরিলেন। তৎকালে, এই শিশু কমল যোনি ব্রহ্মাকর্ত্তৃক লীলার সহিত স্পৃষ্ট হইবামাত্র জলসিক্ত শস্যের ন্যায় পুনর্ব্বার জীবন লাভ করিল। গন্ধবহ প্রাণভূত বায়ু ইহাকে জীবন্ত দেখিয়া হর্ষবশতঃ নিরোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় সর্ব্বভূতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। সেই প্রজা সকল মারুতের কোপ হইতে মুক্ত হইয়া শীতবায়ুকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত সপদ্ম পদ্মিনার ন্যায় হর্ষ লাভ করিলেন। যশঃ বীর্য্য, ঐশ্বর্য্য, শ্রী, জ্ঞানও বৈরাগ্যসমন্বিত ত্রিমূর্ত্তি ত্রিদশপূজিত ত্রিলোকস্থ ব্রহ্মা মারুতের হিতকামনায় দেবগণকে বলিলেন, মহেন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, মহেশ্বর, ধনেশ্বরপ্রভৃতি দেবগণ! তোমাদিগের অবগত আছে, অতএব তোমাদিগকে সমস্ত হিত কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। এই শিশুরদ্বারা তোমাদিগের কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন হইবে, অতএব এই মারুতির তুষ্টির জন্য তোমরা বরদান কর। প্রসন্নবদন সহস্র নয়ন বাসব প্রীত হইয়া স্বর্ণময় পদ্মমালা দান করিয়া এই কথা বলিলেন, মদীয় করচ্যুত কুলিশদ্বারা ইহার হনু ভগ্ন হইয়াছে, অতএব এই কপিশার্দ্দূল হনুমান্ নামে বিখ্যাত লাভ করিবে। আমি ইহাকে আরও একটি অদ্ভুত বর দান করিতেছি, যে, এই অবধি হনুমান্ মদীয় বজ্রের অবধ্য হইবে। তখন তিমিরনাশক ভগবান্ সূর্য্য বলিলেন, মদীয় তেজের শততম অংশ ইহাকে দান করিলাম। যখন শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিতে ইহার সামর্থ্য হইবে তৎকালে ইহাকে আমি শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইব, তদ্দ্বারা হনুমান্ বাগ্মী হইবে। বরুণ বর দিলেন যে, মদীয় পাশ অথবা উদক হইতে শত অযুত বর্ষেও ইহার মৃত্যু হইবে না। যম সন্তুষ্ট হইয়া ইহাকে দণ্ডের অবধ্য, নিয়ত অরোগিত্ব এবং সমরে অবিষাদ বর প্রদান করিলেন। মদীয় এই গদা সংগ্রামে ইহাকে বধ করিবে না, একাক্ষিপিঙ্গল ধনদ কুবের তৎকালে এইরূপ বর দান করিলেন। এই হনুমান্ মদীয় অস্ত্রের এবং আমার অবধ্য হইবে, শঙ্করও এইরূপ উৎকৃষ্ট বর দিলেন। মহারথ বিশ্বকর্ম্মা এইরূপ দেখিয়া বালককে বলিলেন যে, মৎকর্ত্তৃক নির্ম্মিত যে সকল অস্ত্র এবং যে সকল দিব্য অস্ত্র আছে, এই বালক তাহাদের অবধ্য হইয়া চিরজীবী হইবে। ব্রহ্মা তাহাকে

বলিলেন, তুমি ব্রহ্মজ্ঞ, দীর্ঘায়ু এবং সমস্ত ব্রহ্মাস্ত্র ও ব্রহ্মশাপের অবধ্য হইবে। পরিশেষে জগদ্গুরু চতুরানন সুরগণের বর দ্বারা ইহাকে অলঙ্কৃত দেখিয়া সন্তুষ্ট মানসে বায়ুকে বলিলেন, মারুত! তোমার পুত্র মারুতি অমিত্রগণের ভয়ঙ্কর, মিত্রদিগের অভয়ঙ্কর এবং অজেয় হইবে। অধিকন্তু, এই কপিবর ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণ, গমন ও ভক্ষণ করিতে পারিবে; অধিক কি, এই শিশু কীর্ত্তিমান্ ও অব্যাহত গতি হইবে। আর রাবণের বিনাশকর রামের প্রীতিপ্রদ সংগ্রামে রোমহর্ষণ কার্য্য সকল সম্পাদন করিবে, পিতামহ প্রভৃতি সমস্ত দেবতা সকল এইরূপ বলিয়া সেই মারুতকে আমন্ত্রণ করিয়া স্ব স্ব পরিবারগণের সহিত যেরূপ আগমন করিয়াছিলেন, সেইরূপ প্রতিনিবৃত্ত হইলেন এবং গন্ধবহ বায়ুও পুত্রকে লইয়া গৃহে আনয়ন করিলেন এবং অঞ্জনাসন্নিধানে বরদান বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া তথা হইতে নির্গত হইলেন।'

'রাম! বর দানবশতঃ বলবান্ এই হনুমান্ সমস্ত বর লাভ করিয়া অর্ণবের ন্যায় শারীরিক বলে পরিপূর্ণ হইল। বানরবর তৎকালে বেগে পরিপূর্ণ হইয়াই নির্ভয়চিত্তে ঋষিগণের আশ্রমে পীড়া প্রদান করিতে লাগিল। এই হনুমান্ শান্তি প্রধান মুনিগণের শ্রুক্ ও ভাণ্ডপ্রভৃতি যজ্ঞীয় উপকরণ সকল ভগ্ন, অগ্নিহোত্রীয় অনল সকল বিচ্ছিন্ন এবং বল্কল সকল বিধ্বস্ত করিতে লাগিল। ব্রহ্মার বরে হনুমান্ সমস্ত ব্রহ্মদণ্ডের অবধ্য; ঋষিগণ এই বৃত্তান্ত জানিতেন বলিয়া দণ্ড করিবার শক্তি থাকিলেও তাহার অপরাধ সহ্য করিতেন। কেশরী এবং বায়ু এই অঞ্জনাতনয় হনুমান্কে নিষেধ করিতেন, তথাপি এই বানর মর্য্যাদা লংঘন করিত। রঘুবর! পরিশেষে অঙ্গিরা এবং ভৃগুর বংশজাত ক্রুদ্ধ মুনিগণ তৎকালে অতিশয় অমর্ষপরবশ এবং অতিক্রুদ্ধ না হইয়াই ইহাকে শাপ প্রদান করিলেন যে, প্লবঙ্গম! তুমি যে বল আশ্রয় করিয়া আমাদিগকে পীড়িত করিতেছ, তুমি আমাদের শাপে বিমোহিত হইয়া দীর্ঘকাল সে বল জানিতে পারিবে না, কিন্তু যখন স্বীয় কীর্ত্তি তোমাকে কেহ স্মরণ করাইয়া দিবে, তখন তোমার বল বর্দ্ধিত হইবে। পরে এই হনুমান্ ঋষিগণের বাক্যপ্রভাবে বলবীর্য্যবিহীন হইয়া মৃদুভাবে আশ্রমে বিচরণ করিতে লাগিল।'

'ভাস্করসদৃশ তেজস্বী ঋক্ষরজা সমস্ত বানরগণের রাজা ছিলেন, তিনি বালী এবং সুগ্রীবের পিতা। সেই বানরাধিপতি ঋক্ষরজা চিরকাল কার্য্য করিয়া পরিশেষে কালের বশবর্ত্তী হইলেন। সেই ঋক্ষরজা অস্তমিত হইলে মন্ত্রকোবিদ মন্ত্রিগণ বালীকে পৈতৃকপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সুগ্রীবকে বালীর পদে অভিষিক্ত করিল।'

'অগ্নির সহিত অনিলের ন্যায় ইহার বাল্যকাল হইতে সুগ্রীবের সহিত দোষরহিত অদ্বিতীয় সখ্যভাব সম্পাদিত হয়। কিন্তু, রাম! যে সময়ে বালী এবং সুগ্রীবের বিরোধ উপস্থিত হয়, তৎকালে এই হনুমান্ শাপবশতঃ আপনার বল অবগত ছিল না। দেব রাম! বায়ুতনয় হনুমান্ স্বীয় সামর্থ্য জ্ঞাত নহে, ইহা সুগ্রীব জানিতেন না; সুতরাং, বালি কর্ত্তৃক ভ্রাম্যমাণ হইয়াও হনুমান্কে ইহা বিদিত করিতে পারেন নাই। ঋষিশাপবশতঃ এই কপিসত্তম স্বীয় বল পরিজ্ঞাত ছিল না, এই নিমিত্ত সংগ্রামে কুঞ্জররুদ্ধ সিংহের ন্যায় সুগ্রীবের সহিত অবস্থিত ছিল। পরাক্রম, উৎসাহ, বুদ্ধি, প্রতাপ, সুশীলতা, মাধুর্য্য, নীতিজ্ঞান, গাম্ভীর্য্য, চাতুর্য্য, বীর্য্য এবং ধৈর্য্যপ্রভৃতি গুণে হনুমান্ অপেক্ষা ইহলোকে কেহই অধিক নাই। অপিচ, এই কপিবর ব্যাকরণ শিক্ষা করিবেন বলিয়া সূর্য্যাভিমুখ হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে করিতে উদয়গিরি হইতে অস্ত পর্ব্বতে গমন করিয়াছিল। অধিক কি, এই অপ্রমেয় বানরেন্দ্র সূত্র, বৃত্তি, মহাভাষ্য এবং সংগ্রহের সহিত মহার্থ যুক্ত মহৎ গ্রন্থ অর্থতঃ গ্রহণ করিয়া তাহাতে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এমন কি, ইহার সদৃশ শাস্ত্রবিশারদ আর কেহই নাই; ইনি সমস্ত বিদ্যা কি ছন্দ কি তপোবিধান সকল বিষয়েই সুরগুরুকে স্পর্দ্ধা করেন। যুগান্তসময়ে প্রলয়কারী

সাগরমন্থনাভিলাষী পাবক এবং পবনের সম্মুখে যেমন কেহ থাকিতে পারে না, সেইরূপ হনুমানের পুরোভাগে কেহই অবস্থান করিতে সমর্থ নহে। রাম! ইহার ন্যায় তোমার কার্য্যার্থ সুরগণ সুগ্রীব, অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল, নল, তার, রম্ভ প্রভৃতি মহামহাকপি সকল সৃজন করিয়াছেন। প্রভো! গজ, গবাক্ষ, গবয়, সুদংষ্ট্র, জ্যোতিমুখ, এই বানরবর এবং ঋক্ষ সকলকেও তোমার সহায়তার জন্য সৃজন করিয়াছেন। রাম! হনুমান্ বাল্যকালে যে যে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। অধিক কি, আপনি যাহা যাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এই ত তাহা নিবেদন করিলাম।'

'রাম ও লক্ষ্মণ অগস্ত্যের বাক্য শুনিয়া রাক্ষসগণ ও বানরগণের সহিত অতিশয় বিস্মিত হইলেন। পরন্তু, অগস্ত্য মুনি রামকে বলিলেন, রাম! এই ত সমস্তই তুমি শ্রবণ করিলে এবং আমরাও তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সম্ভাষণ করিলাম, অতএব আমরা গমন করিতে বাসনা করি। রাঘব উগ্রতেজা অগস্ত্য মুনির এই কথা শুনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণত হইয়া মহর্ষিকে বলিলেন, আপনাদের দর্শন বশতঃ পিতৃগণ, প্রপিতামহগণ এবং বান্ধবগণ নিশ্চয়ই অদ্য আমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছেন অধিক কি, দেবতাও পরিতুষ্ট হইয়াছেন। পরন্তু, আপনাদের নিকট আমার এই নিবেদন যে, আমি স্পৃহাশূন্য হইয়া যাহা বলিব, আপনারা আমার প্রতি কৃপা বিতরণপূর্ব্বক তাহা সম্পাদন করিবেন। আমি বনবাস হইতে এখন প্রত্যাগমন হইয়াছি, পরে পৌর এবং জনপদবাসীদিগকে স্ব স্ব কার্য্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপনাদের প্রভাবে আমি সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব। আপনারা আমার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী বিশেষতঃ মহৎ তপোবীর্য্য সমন্বিত ও সাধুশীল, অতএব আপনারা আমার যজ্ঞে নিয়তই সদস্য কার্য্য সম্পাদন করিবেন। আপনারা তপস্যা দ্বারা পাপবিহীন হইয়াছেন, অতএব আপনাদিগকে নিরন্তর আশ্রয় করতঃ সর্ব্বতোভাবে নির্বৃত হইয়া পিতৃগণ কর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইব; অতএব আপনারা তৎকালে সমবেত হইয়া এখানে আগমন করিবেন।'

অগস্ত্য প্রভৃতি সংশিতব্রত ঋষিগণ ইহা শ্রবণ করিয়া "তাহাই হইবে" তাঁহাকে এই কথা বলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন।

ইতি একচত্বারিংশ সর্গ ॥ ৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

রঘুনন্দন রাম এই নিখিল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, পুনর্ব্বার অগস্ত্য মুনিকে বলিলেন, 'ব্রহ্মন্! আপনি যে ঋক্ষরজার নাম কীর্ত্তন করিলেন, তিনি বালী ও সুগ্রীবের পিতা, কিন্তু ইহাদের জননী কে এবং উৎপত্তি কিরূপে হইল? আপনি বালী এবং সুগ্রীবের মাতা অথবা তাহার কথা আমাকে বলেন নাই, সুতরাং এবিষয়ে আমার কৌতূহল জন্মিয়াছে, অতএব ব্রহ্মন্। অপনি ইহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন্।'

সেই অগস্ত্য ঋষি রাঘবকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া বলিলেন, 'রাম! পুরাকালে নারদ যেরূপে মদীয় আশ্রমে উপস্থিত হইয়া সংক্ষেপতঃ এই বিবরণ বলিয়াছিলেন তাহা শ্রবণ কর। কোন সময়ে নারদ ঋষি ভ্রমণ করিতে করিতে আমার আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন, আমিও ন্যায়ানুসারে বিধিদৃষ্ট কার্য্য দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিলাম। সুখাসীন হইলে আমি কৌতুকবশতঃ তাঁহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, সেই ধর্ম্মাত্মা মুনি আমাকে বলিলেন, "মহর্ষে! শ্রবণ কর। স্বর্ণময় শ্রীমান্ নগবর মেরু নামক এক শুভ পর্ব্বত আছে, সমস্ত দেবগণের পূজিত তদীয় মধ্যম শৃঙ্গে শত যোজন বিস্তীর্ণা রমণীয়া দিব্যা ব্রহ্মসভা প্রতিষ্ঠিত; কমলযোনি চতুর্ম্মুখ দেব ব্রহ্মা সেই সভায় সর্ব্বদা অবস্থিতি করেন। একদা যোগ অভ্যাস করিতে করিতে তাঁহার নেত্রযুগল হইতে অশ্রুবিন্দু নিপতিত হয়, ভগবান্ করকমল দ্বারা তাহা গ্রহণ করিয়া গাত্রে মার্জ্জন করিলেন। রাম! লোককর্ত্তা ব্রহ্মা-

র্ত্তৃক উহা ভূতলে পতিত হইবামাত্রই সেই াক্রকণায় এক বানর উৎপন্ন হইল। নরো-ম! বানর উৎপন্ন হইবামাত্রই মহাত্মা পিতা-হ প্রিয়বাক্য দ্বারা তাহাকে সমাশ্বাসিত রিয়া বলিলেন, বানরবর! দেখ, এই সুবি-ীর্ণ শৈলে সুরগণ সর্ব্বদা বাস করেন, তুমি এই মণীয় গিরিবরে প্রচুর ফল মূল ভক্ষণ করতঃ ৎসন্নিধানে নিয়ত অবস্থিতি কর। এই স্থানে কঞ্চিৎকাল বাস করিলেই পরিশেষে তুমি শ্রেয়োলাভ করিবে।'

'রঘুনন্দন! সেই বানরোত্তম ব্রহ্মাকর্ত্তৃক ইরূপ উক্ত হইয়া দেবদেব পিতামহের চরণ-গলে মস্তকদ্বারা প্রণতি করতঃ লোককর্ত্তা াদিদেব জগৎপতি ব্রহ্মাকে বলিল, "দেব! ামি আপনার শাসনাধীন, অতএব আপনি াহা আজ্ঞা করিতেছেন, আমি তাহাই রিব।" বানর হৃষ্টচিত্ত হইয়া তৎকালে দব ব্রহ্মাকে এইরূপ বলিয়া প্রস্থান করিল, এমন কি, সেই অতিবল বানর সত্বর বনে মন করিয়া তখন ফলপুষ্পসমন্বিত তরু-াজিতে বিচরণ করতঃ ফল ভক্ষণ করিতে াগিল। বানর প্রতি দিন প্রচুর পুষ্প এবং উত্তম মধু সঞ্চয় করতঃ সায়ংকালে ব্রহ্মার নকটে আগমন করিত। রাম! বানর উত্তম উত্তম পুষ্প ও ফল সকল সংগ্রহ করিয়া দেবদেব ব্রহ্মার পাদমূলে সমর্পণ করিত, পর্ব্বতে পর্য্য-টন করিতে করিতে তাহার এইরূপে বহুকাল অতীত হইয়া গেল।'

'রাঘব! কিয়ৎকাল অতীত হইলে পর বানরবর ঋক্ষরজা তৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর হইয়া উত্তর মেরুশিখরে গমন করিল। বানর তথায় নানাজাতীয় বিহগগণের নাদদ্বারা নিনাদিত নির্ম্মল সলিলসমন্বিত সরোবর সন্দর্শন করিয়া হৃষ্টচিত্ত হইল। তাহার তটে অবস্থিত হইয়া শরীরের কেশর সকল সঞ্চালিত করিতে করিতে সেই সরোবরে আপনার মুখচ্ছায়া অবলোকন করিল। হরিবর সরোবরমধ্যে আপনার সেই রূপ নিরীক্ষণ করিয়া "এই জল মধ্যে বসতি করিতেছে, এই মদীয় মহাশত্রু কে? এ কোপাবিষ্টচিত্ত হইয়া নিয়ত আমাকে অবমাননা করিতেছে, অতএব এই দুষ্টস্বভাব কুমতির উত্তম গৃহে প্রবিষ্ট হইব" সেই বানর-সত্তম মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া বানরীয় চপলতাবশতঃ উল্লম্ফনপূর্ব্বক সেই হ্রদে নিপ-তিত হইল। রাম! প্লবগ উৎপ্লুত হইয়া পুনর্ব্বার সেই হ্রদ হইতে উত্থিত হইল, কিন্তু সেই বানর তৎক্ষণাৎ স্ত্রীরূপ লাভ করিল। সেই সুন্দরী নারীর রূপ মনোহর; লাবণ্য সুন্দর; মস্তকস্থ কেশকলাপ নীল; ভ্রূ সুশো-ভন; জঘন বিস্তীর্ণ; বদন মনোহর ও ঈষদ্ হাস্যযুক্ত; স্তনতট পীন; অঙ্গযষ্টি সরল; সেই শোভান্বিতা বামা হ্রদতীরে লতার ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। অধিক কি, সেই ত্রৈলোক্যসুন্দরী কান্তা নির্ম্মল সুধাংশুজ্যোৎস্না এবং পদ্ম রহিত লক্ষ্মীর ন্যায় সকলের চিত্তের উন্মাদ জন্মাইতে লাগিল। উমা যেমন লাবণ্য-দ্বারা লক্ষ্মীদেবীকে দ্যোতিত করেন, সেইরূপ ঐ বরাঙ্গনা সৌন্দর্য্যবিকাশদ্বারা সমস্ত দিক্ প্রকাশিত করিয়া সে স্থানে বিরাজমান রহিল।'

'ইত্যবসরে সুরনায়ক দেবরাজ বাসব ব্রহ্মার পাদবন্দনা করিয়া সেই পথেই প্রতি-নিবৃত্ত হইতেছিলেন। সেই সময়ে আদিত্যও পরিভ্রমণ করিতে করিতে যে স্থানে তনুমধ্যমা বামা অবস্থিত ছিলেন, তথায় আগমন করি-লেন। তৎকালে, সেই সুরসুন্দরী যুগপৎ দেবযুগলের নয়নপথে নিপতিত হইল, কিন্তু বাসব এবং আদিত্য তাহাকে দর্শন করিয়াই উভয়ে কামের বশবর্ত্তী হইলেন। পরে সুরেন্দ্র-দ্বয় তাহার অদ্ভুত রূপ অবলোকন করিয়া সর্ব্বাঙ্গে ক্ষুভিত হওত সর্পের ন্যায় স্বীয় ধৈর্য্য পরিত্যাগ করিলেন। অবশেষে সেই রমণীকে না পাইয়াই তাহার মস্তকে স্খলিত বীর্য্য পাতিত করতঃ নিবৃত্ত হইলেন। পরে সেই রমণী মহাত্মা বাসবের অমোঘবীর্য্য রেতদ্বারা বানরপতি এবং শ্রেষ্ঠ বানরকে উৎপাদন করিল। কালে সেই পতিত বীজই বালী নামে অভিহিত হইল, ভাস্করও কন্দর্পের বশীভূত হইয়া তাহার গ্রীবায় নিষিক্ত বীজ নিক্ষিপ্ত করিলেন; কিন্তু সেই বরতনু রমণী তাহাতেও

কিছুমাত্র শুভ বাক্য বলিল না। সূর্য্যও মদন ব্যথা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন এবং সেই গ্রীবা নিপতিত বীজ হইতে সুগ্রীব উৎপন্ন হইলেন। এইরূপে মহাবল বীর বানরবর [illegible]কে উৎপাদন করিয়া তাহাকে গুণ সম্পূর্ণা [illegible] কাঞ্চনময়ী মালা প্রদানপূর্ব্বক শক্র [illegible]পুরে গমন করিলেন। সূর্য্যও এইরূপ [illegible] বানর বীর সুগ্রীবকে উৎপাদনপূর্ব্বক [illegible]পুত্রের কার্য্য এবং ব্যবসায় বিষয়ে পবন-[illegible]কে নিরূপিত করিয়া অম্বর পথে প্রস্থান [illegible]রিলেন।’

রাজন্! সেই নিশা অতিবাহিত হইয়া [illegible] উদিত হইলে, ঋক্ষরজা পুনর্ব্বার [illegible]রূপ প্রাপ্ত হইল। তৎকালে সেই পিঙ্গল-[illegible] কামরূপী বলবান্ বানরবর বালী এবং [illegible]কে অমৃতকল্প মধু পান করাইল। পরন্তু, [illegible] ঋক্ষরজা বানর হইয়াই স্বীয় তনয় সেই [illegible]যুগলকে লইয়া ব্রহ্মার নিকটে গমন [illegible]ল। লোকপিতামহ ব্রহ্মাও পুত্র ঋক্ষ-[illegible] নয়নগোচর করিয়া পুত্রযুগলের সহিত [illegible] সান্ত্বনা করিলেন। সান্ত্বনা করিয়া [illegible] দেবদূতকে আদেশ করিলেন যে “দূত! [illegible]দীয় বাক্যানুসারে শুভা কিষ্কিন্ধ্যায় গমন [illegible]। সেই নগর বিশাল, গুণসম্পন্ন এবং [illegible]হার পক্ষে শুভদায়ক; কারণ সে স্থানে বহু-[illegible]বিধ বানরযূথ সকল নিবসতি করিতেছে। [illegible]আমার নিয়োগানুসারে বিশ্বকর্ম্মা এই শোভা-[illegible]ন্বিতা পবিত্রা দিব্যা পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছেন, [illegible] অন্যের দুর্গম, পণ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ, নানা-জাতীয় রত্নদ্বারা আকীর্ণ, চাতুবর্ণ্যের বাস ভূমি এবং কামরূপী বানরগণের আবাস স্থল। সে স্থানে গিয়া অন্যান্য প্রাকৃত বানর এবং যূথ-পতিদিগকে আহ্বান করিয়া বানরবর সপুত্র ঋক্ষরজাকে প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাদিগকে মদীয় আদেশ কহিবে, পরে জনসমাজে ইহাকে মহ-[illegible]নে আরোহিত করিয়া রাজ্যাভিষিক্ত করিবে। ধীমান্ বানরকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইবামাত্র তাহারা সকলে এই ঋক্ষরজার বশবর্ত্তী হইয়া থাকিবে।”

ব্রহ্মা এইরূপ বাক্য বিন্যাস করিলে, দূত, সেই হরীশ্বরকে অগ্রে লইয়া শুভা কিষ্কিন্ধ্যা-পুরীতে গমন করিলেন। সেই দূত অনিলের ন্যায় ত্বরিত গমনে কিষ্কিন্ধ্যা গুহায় প্রবিষ্ট হইয়া বানরবরকে পিতামহের নিদেশ অনু-সারে রাজ্যে স্থাপন করিলেন। সেই শ্রীমান্ মুকুট পরিধান এবং উত্তম অলঙ্কারদ্বারা ভূষিত হইয়া রাজঅভিষেক বিধি অনুসারে স্নাত এবং অভিষিক্ত হইলেন। অধিক কি, ঋক্ষরজা সর্ব্বতোভাবে অর্চ্চিত হইয়া সন্তুষ্ট মানসে সাগর পরিবৃতা সপ্তদ্বীপা মেদিনীতে যে সকল বানর ছিল, সেই সমস্ত হরিদিগকে কার্য্যে নিয়োগ করিতে লাগিল।,

‘এই ঋক্ষরজাই বালী ও সুগ্রীবের পিতা এবং এই হরিই ইহাদের জননী, এই ইহার বৃত্তান্ত; তোমার মঙ্গল হউক। যে বিদ্বান্ মনুষ্য ইহা শ্রবণ করান এবং যিনি শ্রবণ করেন, তাঁহার মনের হর্ষবর্দ্ধন কার্য্যার্থ সকল সিদ্ধ হয়। প্রভো! রজনীচর এবং হরীশ্বর-দিগের এই উৎপত্তি বিবরণ বিস্তারক্রমে যথার্থতঃ সমস্তই বর্ণন করিলাম।,

ইতি দ্বিচত্বারিংশ সর্গ ৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

তখন রঘুনন্দন বীর রাম এই দিব্য পৌরা-ণিক কথা শ্রবণ করিয়া, ভ্রাতৃগণের সহিত পরম বিস্ময় লাভ করিলেন, রাঘব ঋষির বাক্য শুনিয়া বলিলেন, ‘আপনার প্রসাদে এই পবিত্র মহতী কথা শ্রবণ করিলাম। মুনিবর! এই বিস্তৃত কৌতূহল বিষয়ে বালী ও সুগ্রীবের উৎপত্তি বিবরণ যেরূপ দিব্যাশ্রয় সেইরূপ সংবৃত। ব্রহ্মর্ষে! বানরশার্দ্দূল বালী সুরেন্দ্র বাসবের তনয় এবং কপিবর সুগ্রীব সূর্য্যের তনয়, সুতরাং উভয়েই যে, সকল বলবান্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার বিষয় কি?,

রাম এই কথা কহিলে কুম্ভসম্ভব অগস্ত্য বলিলেন ;— মহাবাহো! পুরাকালে এই রূপই ঘটনা হইয়াছিল। রাজন্! অন্য এক পুরাতন মনোহর কথা শ্রবণ কর। রাম!

রাবণ যে কারণে পূর্ব্বকালে বৈদেহীকে হরণ করিয়াছিল, আমি সেই বৃত্তান্ত তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর। রাম! সত্যযুগে সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ কলেবর প্রজাপতিতনয় প্রভু সনৎকুমার তেজোদ্বারা যেন জলিত হইয়াই আসীন রহিয়াছেন, ইত্যবকাশে রাক্ষসপতি রাবণ তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইল। রাম! রাবণ বিনয়সহকারে অবনত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদন করতঃ সেই সত্যবাদী ঋষিকে বলিল;— ইহলোকে দেবতাদিগের মধ্যে কে অধিক তর বলবান্? দেবতারা যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সমরে শত্রুদিগকে পরাজয় করিবে? দ্বিজগণ কাহার পূজা করেন এবং যোগিগণই বা নিয়ত কাহার ধ্যান করেন? ভগবান্ তপোধন! এই সমস্ত বৃত্তান্ত বিস্তার পূর্ব্বক আমাকে বলুন।,

মহাযশসী ঋষি ধ্যান চক্ষুঃ দ্বারা তাহার হৃদগত অভিপ্রায় অবগত হইয়া রাবণকে প্রীতি সহ কারে বলিলেন, "পুত্র! শ্রবণ কর। যিনি সমস্ত জগতের ভরণ করেন এবং যাঁহার উৎপত্তি আমরা বিদিত নহি, সুর এবং অসুরগণ সেই প্রভু নারায়ণ হরিকেই নমস্কার করিয়া থাকেন। বিশ্ব জগৎপতি ব্রহ্মা যাঁহার নাভি কমল হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন এবং যিনি এই সমস্ত চরাচর বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন, দেবতারা সেই হরিকেই সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করিয়া বিধিপূর্ব্বক অধ্বরে অমৃত পান করিয়া থাকেন এবং সম্মানসহকারে তাঁহারই পূজা করেন। অধিক কি, বেদ, পুরাণ, পঞ্চরাত্রপ্রভৃতি গ্রন্থ সকল দ্বারা যোগিরা নিয়ত তাঁহার ধ্যান এবং ক্রতু সকল দ্বারা তাঁহারাই অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। দৈত্য, দানব, রাক্ষসপ্রভৃতি যাহারা সুরগণের বিদ্বেষ করে, তিনি সংগ্রামে তাহাদিগকে পরাজয় করেন, অধিক কি, সকল সময়েই তিনি সর্ব্বজনকর্ত্তৃক পূজিত হয়েন।'

'রাক্ষসাধিপ রাবণ মহর্ষির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রণত হইয়া পুনরায় মহামুনিকে বলিল, "দৈত্য, দানব ও রাক্ষসপ্রভৃতি যে সকল শত্রু সুরগণকর্ত্তৃক হত হইয়াছে, তাহাদের কি গতি হইবে এবং যাহারা হরি কর্ত্তৃক হত হইয়াছে, তাহারাই কি গতি লাভ করিবে?" মহামুনি রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "দেবগণ যাহাদিগকে নিপাতিত করিয়াছেন, তাহারা অক্ষয় স্বর্গভূমি লাভ করিয়া পুনর্ব্বার তাহা হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া বসুধাতলে জন্ম গ্রহণ করিবে, কারণ পূর্ব্ব অর্জ্জিত সুখ ও দুঃখপরম্পরায় জীব সকলের জন্ম এবং মৃত্যু হইয়া থাকে। রাজন্! যাহারা ত্রিলোকনাথ চক্রধর জনার্দ্দনকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, সেই নরবরেরা তাঁহাতেই লয় হইয়া গিয়াছে, অতএব সেই দেবের ক্রোধও বরের তুল্য।'

'নিশাচর দশানন সনৎকুমার মুনির মুখনিঃসৃত সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হইল এবং বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিল যে, কিরূপে হরিকে মহাসমরে প্রাপ্ত হইব।'

ইতি ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

'দুষ্টপ্রকৃতি দশানন এইরূপ চিন্তায় নিমগ্ন হইলে, মহামুনি অগস্ত্য পুনর্ব্বার তাঁহাকে বলিলেন, "মহাবাহো! তুমি সুখী হও, কিছুকাল অপেক্ষা কর; তোমার মনের যাহা অভিলাষ মহাসমরে তোমার তাহাই লাভ হইবে।" মহাবাহু রাবণ এই কথা শুনিয়া সেই মুনিকে বলিল;—"তাঁহার লক্ষণ কিরূপ? আপনি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বর্ণন করুন্।" মহামুনি অগস্ত্য রাক্ষসপতির বচন শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "রাক্ষসবর! শ্রবণ কর, আমি তোমাকে সমস্তই বলিতেছি। সেই সনাতন দেব অব্যক্ত, সূক্ষ্ম এবং সর্ব্বত্রগামী; তিনি এই সচরাচর সমস্ত ত্রৈলোক্যই ব্যাপিয়া আছেন, তিনি কি ভূমি, কি স্বর্গ, কি পাতাল, কি বন, কি স্থাবর, কি নদী, কি নগরী, সর্ব্বত্রই অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি ওঁকার স্বরূপ; সত্যস্বরূপ, সাবিত্রীস্বরূপ এবং পৃথিবীস্বরূপ; অধিক কি, তিনি ধরাধরধারী অনন্তদেব নামে

বিখ্যাত। তিনিই রাত্রি, দিন, প্রাতঃসন্ধ্যা, সায়ংসন্ধ্যা, দিবাকর, যম, সোম, কাল, অনিল, অনল, জল, ব্রহ্মা, রুদ্র এবং ইন্দ্র; সুতরাং তিনি অনলরূপে লোক সকলকে প্রজ্বালিত, সোমরূপে লোকনিকরকে প্রকাশিত এবং সূর্য্যরূপে লোক সকলকে তাপ প্রদান করেন। অধিক কি তিনিই সৃজন, সংহার এবং পালন করেন; একমাত্র সংসারনাশক অব্যয় লোকনাথ পুরাণ বিষ্ণুই এই ক্রীড়া করিয়া থাকেন। অথবা দশানন! আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই; তিনি এই সচরাচর সমস্ত ত্রৈলোক্য ব্যাপিয়া আছেন। নীলোৎপলসদৃশ শ্যামবর্ণ দেব কেশরতুল্য অরুণদ্যুতি বসনদ্বারা বর্ষাকালে বিদ্যুন্মালা শোভিত আকাশস্থিত মেঘের ন্যায় শোভিত হয়েন। সেই শ্রীমানের শরীর মেঘের ন্যায় শ্যামলবর্ণ; লোচন শোভাসম্পন্ন কমলসদৃশ, শশধরের কলঙ্কের ন্যায় বক্ষঃস্থল শ্রীবৎস চিহ্নযুক্ত; সংগ্রাম রূপিণী লক্ষ্মী মেঘমণ্ডলে বিদ্যুতের ন্যায় তাঁহার শরীরে থাকিয়া নিয়ত দেহ আবরণ করতঃ অবস্থিত রহিয়াছেন। এমন কি সুরগণ কি অসুরগণ কি নাগগণ কেহই তাঁহাকে দেখিতে সমর্থ হয়েন না, কিন্তু তিনি যাহাকে অনুগ্রহ করেন, সেই তাঁহাকে দেখিতে সমর্থ হয়। তাত! যজ্ঞফল, কি তপস্যা, কি সংযম, কি দান, কি যজ্ঞদ্বারা সেই ভগবান্‌কে দর্শন করিতে পায় না; কিন্তু জ্ঞানদ্বারা যাহাদের পাপ ক্ষয় হইয়াছে, যাহারা তাঁহাতে চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন করিয়াছে, যাহাদের জীবন তাঁহাতে সমর্পিত হইয়াছে এবং যাঁহারা তৎপরায়ণ হইয়াছেন, তাঁহার তাদৃশ ভক্তগণই ভগবান্‌কে দর্শন করিতে সক্ষম হয়েন।”

‘অগস্ত্য মুনি বলিলেন, “রাক্ষসেন্দ্র! যদি তাঁহাকে দর্শন করিতে তোমার ইচ্ছা থাকে অথবা তোমার যদি তাঁহার বৃত্তান্ত শুনিতে অভিলাষ হয়, তবে তাহা শ্রবণ কর, আমি তোমার নিকট সমস্তই বলিতেছি। সত্যযুগ অতীত হইলে ত্রেতাযুগের প্রথমে দেবতা এবং মনুষ্যগণের হিতের নিমিত্ত তিনি রাজদেহ ধারণ করিবেন। ভূতলে ইক্ষ্বাকুবংশীয় দশরথ নামক এক রাজা হইবেন, রাম নামক মহাতেজা তাঁহার এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিবেন। সেই মহাবল পরাক্রান্ত রাম ক্ষমাগুণে পৃথিবীসম, অত্যন্ত তেজস্বী, অতিশয় বুদ্ধিমান্, বিশালবাহু এবং মহাত্মা। তিনি সমরে আদিত্যের ন্যায় শত্রুগণের দুষ্প্রেক্ষ্য; অধিক কি, সেই প্রভু নারায়ণই রাম নামক মনুষ্য হইবেন। মহামনা বিভু ধর্ম্মাত্মা রাম পিতার নিয়োগ বশতঃ ভ্রাতার সহিত দণ্ডকপ্রভৃতি নানা বনে বিচরণ করিবেন। তাঁহার পত্নী মহাভাগা লক্ষ্মী সীতা নামে বিখ্যাতি লাভ করিবেন, সেই জনকদুহিতা সীতা বসুধাতল হইতে উত্থিতা হইবেন। সেই সর্ব্বলক্ষণসমন্বিতা সীতা ইহলোকের মধ্যে অপ্রতিম রূপবতী হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিবেন, অধিক কি, প্রভা যেমন সর্ব্বদা নিশাকরের অনুগত থাকে, সেইরূপ তিনি ছায়ার ন্যায় রামের অনুগত হইবেন। সেই সাধ্বী স্বভাব, আচার এবং ধৈর্য্যপ্রভৃতি গুণগ্রামে ভূষিতা; তিনি সূর্য্যের রশ্মি ও অদ্বিতীয় মূর্ত্তির ন্যায় অবস্থিতি করিবেন।’ রাবণ! দেবদেব শাশ্বত অব্যয় মহান্ নারায়ণের এই ত সমস্ত বৃত্তান্ত বিস্তারক্রমে তোমাকে কহিলাম।” রাঘব! মহাবাহু প্রতাপবান্ রাক্ষসপতি এইরূপ শুনিয়া তোমার সহিত বিরোধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইল। শ্রীমান্ রাবণ সনৎকুমার ঋষির সেই বাক্য বারম্বার স্মরণ করতঃ হর্ষান্বিত হইয়া সংগ্রামের নিমিত্ত ভ্রমণ করিতে লাগিল।’

রাম সেই কথা শুনিয়া, বিস্ময়োৎফুল্লনয়নে শিরশ্চালনপূর্ব্বক অতিশয় বিস্ময় লাভ করিলেন। অধিক কি, সেই নরবর রাম তখন সেই বাক্য শ্রবণে বিস্ময় বিস্ফারিতলোচন হইয়া হর্ষবশতঃ জ্ঞানিপ্রবর মুনিকে পুনর্ব্বার বলিলেন, ‘আপনি আমাকে পুরাতন কথা বলুন্।’

ইতি চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর, মহাযশস্বী কুম্ভসম্ভব মহাতেজা অগস্ত্য, পিতামহ যেমন ঈশ্বরকে কহিয়াছিলেন, তদ্রূপ প্রণত রামকে পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন। 'মহামতে! শ্রবণ কর' এই কথা বলিয়া মহাতেজা প্রভু অগস্ত্য মুনি সত্য-পরাক্রম রামকে কথার শেষ বলিতে আরম্ভ করিলেন। 'মহাবাহু রাম! দুরাত্মা রাবণ এই নিমিত্তই জনকরাজদুহিতা সীতাকে হরণ করিয়াছিল। দুর্দ্ধর্ষ! সুমহাযশা নারদ এই কথা গিরিবর সুমেরু-পর্ব্বতে বলিয়াছিলেন।'

"রাঘব! সেই মহাতেজা নারদ দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ এবং মহাত্মা ঋষিগণের সমক্ষে যেন হাস্য করিয়াই পুনর্ব্বার যে অবশিষ্ট কথা বলিয়াছিলেন, হে রাজেন্দ্র! আমি সেই পাপনাশিনী কথা বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। মহাবাহো রাম! সেই কথা শুনিয়া দেবগণ এবং ঋষিগণ হর্ষপর্য্যাকুললোচনে নারদকে বলিলেন যে, "যিনি ভক্তি পূর্ব্বক এই কথা শুনিবেন অথবা শ্রবণ করাইবেন, তিনি পুত্র পৌত্রান্বিত হইয়া স্বর্গলোকে সম্মানিত হইবেন।"

ইতি পঞ্চ চত্বারিংশ সর্গ ॥ ৪৫ ॥

ষট্ চত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর, সেই বিজয়াভিলাষী রাক্ষস, দশানন মহাশূর নিশাচরগণে পরিবৃত হইয়া ভূতলে পর্য্যটন করিতে লাগিল। অধিক কি, দৈত্য দানব কি রাক্ষসের মধ্যে কেহ অধিক বলবান্ আছে বলদর্পিত রাবণ ইহা শুনিতে পাইলেই অমনি যুদ্ধার্থী হইয়া তাহাকে আহ্বান করিতে লাগিল। মহীপাল! রাবণ এইরূপে সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া ব্রহ্মলোক হইতে প্রত্যাবৃত্ত নারদের সাক্ষাৎ লাভ করিল। নারদ অপর অংশুমানের ন্যায় মেঘের উপর দিয়া গমন করিতেছিলেন, রাবণ প্রীতচিত্তে তাঁহার সন্নিহিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদন করিল। তখন রাবণ হৃষ্টচিত্ত হইয়া নারদকে বলিল, "আপনি ব্রহ্মা হইতে কীট পর্য্যন্ত সমস্ত লোক দর্শন করিয়াছেন, অতএব হে মহাভাগ; কোন্ লোকে মানব সকল বলবত্তর? আমি যদৃচ্ছাক্রমে তাহাদের সহিত অভিলাষানুরূপ যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি।"

নারদ মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া তাহাকে বলিলেন, "রাজন্! ক্ষীরোদ সাগরের সমীপে এক মহাদ্বীপ আছে, তথায় মহাবীর্য্য ধৈর্য্যশালী মহাবল মানব সকল বসতি করে, তাহাদের শরীর বিশাল; স্বর মেঘগর্জ্জনসদৃশ; বর্ণ শশধরতুল্য; বাহু সকল মহাপরিঘ পরিমাণ দৈর্ঘ্য অত্যধিক। রাক্ষসাধিপ! ইহলোকে তুমি যাদৃশ বলবীর্য্যসম্পন্ন মানব সকল [illegible] করিতেছ, তাদৃশ মানব সকলকে আমি [illegible] দ্বীপে দর্শন করিয়াছি।"

'রাবণ নারদের বাক্য শুনিয়া [illegible] বলিল, "নারদ! শ্বেতদ্বীপে মানব [illegible] কিরূপে জন্মগ্রহণ করে? আর সেই মহা[illegible] শ্বেতদ্বীপে বসতিই বা কি প্রকারে [illegible] করিল? প্রভো নারদ! আপনি হস্তাম[illegible] ন্যায় সমস্ত জগৎ সর্ব্বদা দর্শন করি[illegible] অতএব এই সমস্ত বৃত্তান্ত যথার্থতঃ মৎ[illegible] ধানে ব্যক্ত করুন্।"

নারদ রাবণের বাক্য শুনিয়া বলি[illegible] "রাক্ষসাধিপ! সেই শ্বেতদ্বীপবাসি মানবেরা অনন্যমনা হইয়া নারায়ণকে আশ্রয় করতঃ তাঁহারই আরাধনায় নিয়ত আসক্ত রহিয়াছে; অধিক কি, তাহারা নারায়ণপরায়ণ হই[illegible] তাঁহাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া একাগ্র ভাবে তাঁহারই অনুগত হইয়াছে। সেই নর সকল তদ্গতচিত্ত হইয়া নারায়ণে জীবন সমর্পণ করিয়াছে, সুতরাং সেই মহাত্মার শ্বেতদ্বীপে বসতি লাভ করিয়াছে। পরন্তু, চক্রায়ুধধারী লোকনাথ দেব নারায়ণ শার্ঙ্গধনুঃ আনত করিয়া যাহাদিগকে সংগ্রামে সংহার করেন, তাহারা স্বর্গে বাস করিয়াথাকে। তাত! [illegible] যজ্ঞফল কি তপস্যা, কি প্রধান দানফল সক[illegible] কিছুতেই সালোক্য সুখ লাভ হয় না।"

দশানন নারদের বাক্য শ্রবণে বিস্মিত হইয়া সুচিরকাল চিন্তা করতঃ বলিল, আ[illegible]

তাঁহারই সহিত সংগ্রাম করিব।' রাবণ নারদকে আমন্ত্রণ করিয়া শ্বেতদ্বীপে প্রস্থান করিল বিপ্রবর নারদ সতত সমরপ্রিয় এবং কেলিপরায়ণ, সুতরাং অধিককাল চিন্তা করিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য সংগ্রাম দর্শন করিবার বাসনায় কৌতূহলান্বিত হইয়া সত্বর শ্বেতদ্বীপে গমন করিলেন। রাঘব! রাবণও ঘোরতর সিংহনাদে দশ দিক্ বিদারণ করিয়া রাক্ষসগণ সমভিব্যাহারে তথায় গমন করিল। নারদ সে স্থানে উপস্থিত হইলে মহাযশ রাবণও সুরগণের সুদুর্লভ শ্বেত নামক মহাদ্বীপে উপস্থিত হইল; কিন্তু সেই দ্বীপের তেজঃপ্রভাবে বলবান্ রাবণের পুষ্পক বিমান বায়ুবেগ দ্বারা সমাহত হইয়া বাতাহত অম্বুদের ন্যায় অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না। রাক্ষসপতির রাত্রিচর সচিববর্গ দুর্দর্শ দ্বীপে উপস্থিত হইয়াই সভয়ে রাবণকে বলিল, "নিশাচরনাথ! আমরা ত্রাসবশতঃ জড়বৎ হইয়া সংজ্ঞাবিহীন হইয়াছি; অতএব আমরা অবস্থান করিতেই পারিতেছি না, কিরূপে সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইব" এই কথা বলিয়া সেই সমস্ত নিশাচরেরা পলায়ন করিল।'

'তখন রাবণও সেই হেমভূষিত পুষ্পক বিমান এবং নিশাচরদিগকে বিদায় করিল। রাম! পুষ্পক রথ বিদায় হইলে রাক্ষসপতি পাপ রাবণ সমস্ত রাক্ষস বর্জ্জিত হইয়াও মহাভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়া তখন সেই শ্বেতদ্বীপে প্রবেশ করিল। রাবণ তথায় প্রবিষ্ট হইয়াই সত্বর রমণীগণকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইল, তাহাদের মধ্যে এক রমণী রাবণের হস্ত ধারণপূর্ব্বক ঈষদ্ হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি জন্য এস্থানে আগমন করিয়াছ? তাহা বল, তুমি কে? কাহার পুত্র? কেই বা তোমাকে প্রেরণ করিয়াছে?" রাজন্! রাক্ষস রাবণ এই কথা শ্রবণে কুপিত হইয়া বলিল, "আমি বিশ্রবা মুনির পুত্র, আমার নাম রাবণ; আমি যুদ্ধাভিলাষী হইয়া এস্থানে আসিয়াছি, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না।" সেই দুরাত্মা রাবণ ইহা কহিলে যুবতী সকল মধুরস্বরে হাস্য করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে এক রমণী কুপিত হইয়া ক্রীড়াচ্ছলে দশাননকে বালকের ন্যায় গ্রহণ করিল, অবশেষে তাহার মধ্যদেশ গ্রহণপূর্ব্বক সখীগণের মধ্যে ঘূর্ণিত করিতে লাগিল এবং অন্য সখীকে আহ্বান করাইয়া বলিল, 'তুমি দশমুখ বিংশতিভুজ অঞ্জনবর্ণ এই ঘৃতকীট অবলোকন কর।' রাক্ষস ভ্রমণবশতঃ পরিশ্রান্ত হইয়াছিল, তথাপি হস্ত হইতে হস্তান্তরে প্রক্ষিপ্ত হইয়া ভ্রামিত হইতে লাগিল। পরন্তু, বলশালী বিদ্বান্ রাক্ষস ভ্রাম্যমাণ হওয়ায় কুপিত হইয়া সেই শুভা বনিতার পাণিতলে দংশন করিল। অমনি সেই রমণী হস্ত বেদনায় ব্যথিত হইয়া ঐ শুভ কীটকে পরিত্যাগ করিল। কিন্তু অন্য এক রমণী রাক্ষসরাজকে লইয়া আকাশমার্গে উৎপতিত হইল, অমনি রাক্ষস কুপিত হইয়া নখরদ্বারা তাহাকেও অতিশয় বিদারণ করিল। ভয়াতুর নিশাচর রাবণ সেই রমণী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া সাগর সলিলের মধ্যে পতিত হইল। যেমন পর্ব্বতশিখর বজ্র দ্বারা বিদারিত হইয়া সমুদ্রে পতিত হয়, সেইরূপ রাবণও উৎক্ষিপ্ত হইয়া অর্ণবমধ্যে পতিত হইল। রাম! শ্বেতদ্বীপ নিবাসিনী যুবতীরা অবিলম্বে তাহাকে গ্রহণ করিয়া এইরূপ বারম্বার ঘূর্ণিত করিয়াছিল। মহাতেজা নারদও রাবণকে নিপীড়িত জানিয়া সুচিরকাল বিস্ময় লাভ করিয়া হাস্য এবং নৃত্য করিতে লাগিলেন। মহাবাহো! দুরাত্মা রাবণ এই বৃত্তান্ত বিজ্ঞাত হইয়াই তোমা হইতে মৃত্যুকামনা করতঃ সীতাকে অপহরণ করিয়াছিল।'

তুমি শঙ্খচক্রধারী নারায়ণ; তুমি সমস্ত দেবগণের নমস্কৃত দেব শার্ঙ্গপদ্মপাণি, তুমি সমস্ত দেবগণের পূজিত শ্রীবৎসাঙ্কিত হৃষীকেশ; তুমি মহাযোগী পদ্মনাভ এবং ভক্তগণের অভয়প্রদ। তুমি রাবণ বধার্থ মনুষ্য দেহে প্রবিষ্ট হইয়াছ, অধিক কি, তুমি কি আপনাকে নারায়ণ বলিয়া জানিতেছ না? মহাভাগ! মোহ প্রাপ্ত হইও না, আত্মজ্ঞান দ্বারা আপনাকে স্মরণ কর। তুমি গুহ্য হইতেও গুহ্যতর ইহা পিতামহ কহিয়াছেন। হে রাঘব! তুমি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণস্বরূপ; তুমি ঋক্, যজুঃ সাম এই তিন বেদ; তুমি স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল

এই তিন লোকবাসী; ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এই তিন কালেই তুমি কার্য্য করিয়া থাক; তুমি ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ, আয়ুর্ব্বেদ এই ত্রিবেদ পারদর্শী; তুমি ত্রিদশগণের শত্রুসংহারকারী; তুমি অদিতির গর্ভসম্ভূত মহেন্দ্রের অনুজ শ্রীমান্ বামন হইয়া বলির বন্ধন কারণ পুরাতন ত্রিবিক্রম দ্বারা ত্রিলোক আক্রমণ করিয়াছিলে। তুমি সেই সনাতন বিষ্ণু; কেবল লোক সকলকে অনুগ্রহ করিবার জন্যই মানব দেহে প্রবিষ্ট হইয়াছ। অতএব সুরসত্তম! তুমি পুত্র, বান্ধব ও বলের সহিত পাপ দশাননকে নিহত করিয়া সুরগণের সেই কার্য্য সম্পাদন করিয়াছ। অধিক কি, সুরেশ্বর! তোমার প্রসাদে সমস্ত সুরগণ এবং তপোধন ঋষিগণ সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং সমস্ত জগৎও শান্তি লাভ করিয়াছে। প্রভো! মহাভাগা লক্ষ্মীই সীতা, তিনি বসুধাতলসম্ভূত হইয়া তোমার জন্যই জনকগৃহে উৎপন্ন হয়েন। রাবণ তাঁহাকে লঙ্কায় আনিয়া যত্নসহকারে মাতার ন্যায় সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়াছিল। মহাযশস্বী রাম! এই সমস্ত বৃত্তান্ত তৎসন্নিধানে বর্ণন করিলাম। সেই সনৎকুমার ঋষি রাবণ রাক্ষসের কৃত কার্য্যকলাপ নারদের নিকট যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, দীর্ঘজীবি নারদ ঋষিও মৎসন্নিধানে অশেষতঃ তাহা বলিয়াছিলেন। যে বিদ্বান্ শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণ সন্নিধানে ইহা শ্রবণ করান, তদ্দত্ত অন্ন অক্ষয় হইয়া পিতৃগণের নিকট উপস্থিত হয়।'

রঘুনন্দন রাজীবলোচন রাম এই দিব্য কথা শ্রবণ করিয়া, ভ্রাতৃগণের সহিত পরম হর্ষ লাভ করিলেন। সুগ্রীব, বিভীষণ, রাজগণ, অমাত্যগণ, বানরগণ, রাক্ষসগণ এবং অন্যান্য সমাগত ধর্ম্মসমন্বিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ সকলেই হর্ষবশতঃ উৎফুল্লনয়ন হইলেন। এমন কি, তাঁহারা সকলেই অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া রামকে বারম্বার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর, মহাতেজা অগস্ত্য রঘুনন্দন রামকে বলিলেন, 'রাম! আমরা তোমাকে দর্শন করিয়াছি এবং সম্মানিতও হইয়াছি, অতএব 'আমরা গমন করিব' তাঁহারা সকলে পূজিত হইয়া এইরূপ কহিয়া যে দিক্ হইতে আসিয়াছিলেন, সেই দিকে প্রস্থান করিলেন।'

দিবাকর অস্তগত হইলে, নরবর রাম বানরগণ এবং রাজগণকে বিদায় করিয়া বি[illegible] পূর্ব্বক সন্ধ্যা উপাসনা করিলেন। ক্রমে রজনী সমাগতা হইলে, তিনি অন্তঃপুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

ইতি ষট্চত্বারিংশ সর্গ ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

আত্মজ্ঞানসম্পন্ন কাকুৎস্থ রাম ধর্ম্মানুসা[illegible] অভিষিক্ত হইলে, সেই অভিষেক দিবস[illegible] নিশাই পুরবাসিগণের প্রথম হর্ষদায়িনী হ[illegible] ছিল, কিন্তু তাহাও অতিবাহিত হইল। যামিনী বিগত হইল, যাহারা স্তুতি করিয়া রাজগণের প্রাতঃকালে নিদ্রা [illegible] করিয়া থাকে, সেই সৌম্যমূর্ত্তি বন্দিগণ রা[illegible] ভবনে উপনীত হইল, তাহারা সকলেই [illegible]রের ন্যায় সুশিক্ষিত এবং মধুরস্বর। মা[illegible] যেমন বৎসের হর্ষবর্দ্ধন করিয়া থাকে, সে[illegible] তাহারাও বীরবর রাজা রামচন্দ্রের স্তব ক[illegible] লাগিল। 'সৌম্য নরাধিপ! [illegible] নিদ্রিত থাকিলে, সমস্ত জগৎ নিদ্রিত [illegible]নবের থাকে, অতএব কৌসল্যানন্দবর্দ্ধন [illegible] করত আপনি নিদ্রা পরিত্যাগ করুন। আ[illegible] বিষ্ণুর ন্যায় বিক্রান্ত, অশ্বিনীকুমার তুল্য রূপবান্, বৃহস্পতিসদৃশ বুদ্ধিমান্ এবং প্রজাপাল[illegible] প্রজাপতির সমান। আপনি উদধির ন্যায় গম্ভীরপ্রকৃতি, পৃথিবীতুল্য ক্ষমাগুণশালী, সূর্য্যসম তেজস্বী, এবং বায়ুসদৃশ বেগবান্। নরাধিপ! স্থাণুর ন্যায় আপনার সৌম্যগুণ অপ্রকম্পণীয়, ঈদৃশ সৌম্যগুণ চন্দ্রেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, অন্য কোথাও নাই; ঈদৃশ রাজা সকল পূর্ব্বে হয় নাই এবং হইবেও না[illegible] পুরুষপ্রবর! আপনি যেমন দুর্দ্ধর্ষ তেমনি নিয়ত ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া প্রজার হিতকর কার্য্য করিয়া থাকেন, অতএব কীর্ত্তি এবং লক্ষ্মী আপনাকে পরিত্যাগ করিবেন না। কাকু[illegible]

ৎস্থ! ধর্ম্ম এবং শ্রী আপনাতে নিয়ত প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন।’ বন্দিগণ এইরূপ এবং অন্যান্য মধুর বাক্য সকল কীর্ত্তন করিল। সূত সকল দিব্য স্তবদ্বারা রঘুনন্দন রামকে প্রবোধিত করিতে লাগিল, রামও এইরূপ স্তবদ্বারা সর্ব্বতোভাবে স্তুত হইয়া প্রতিবোধিত হইলেন। নারায়ণ যেমন নাগশয্যা হইতে উত্থিত হয়েন, সেইরূপ রাম শ্বেত আচ্ছাদনদ্বারা আস্তৃত সেই শয়নতল, পরিত্যাগ করিয়া উত্থিত হইলেন। সহস্র সহস্র বিনীত কিঙ্কর সকল শ্বেতবর্ণ ভাজন দ্বারা সলিল গ্রহণ করিয়া প্রাঞ্জলিপুটে নিদ্রোত্থিত সেই রামচন্দ্রের সমীপে উপস্থিত হইল। রাম যথাসময়ে উদক কার্য্যদ্বারা শুচি হইয়া হুতাশনে হবন করতঃ ইক্ষ্বাকুগণের সেবিত পবিত্র দেবগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। তথায় দেবগণ, পিতৃগণ ও বিপ্রগণকে বিধিপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া সভ্যজনগণ পরিবৃত হইয়া বাহ্য কক্ষায় নির্গত হইলেন। বসিষ্ঠপ্রভৃতি পুরোহিত এবং মহাত্মা মন্ত্রি সকল উপস্থিত হইলেন, তাহারা সকলে অনলের ন্যায় দীপ্তিমান্। তৎকালে নানাজনপদের অধীশ্বর মহাত্মা ক্ষত্রিয়গণ শক্রের পার্শ্বে দেবগণের ন্যায় রামের পার্শ্বদেশে উপবিষ্ট হইলেন! বেদত্রয় যেমন যজ্ঞের উপাসনা করেন, সেইরূপ মহাযশস্বী ভরত,লক্ষ্মণএবং শত্রুঘ্নরামের উপাসনা করিতে লাগিলেন। মুদিত কিঙ্কর সকল প্রসন্ন বদন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইল। মহাতেজস্বী কামরূপী সুগ্রীবপ্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক মহাবীর্য্য বানর সকল রামের উপাসনা করিতে লাগিলেন। ধনপতি কুবেরকে যেমন গুহ্যকগণ উপাসনা করে, সেইরূপ বিভীষণ রাক্ষসচতুষ্টয়ে পরিবৃত হইয়া মহাত্মা রামের উপাসনা করিতে লাগিলেন। যাহারা বেদবিৎ এবং যাহারা কুলীন, সেই বিচক্ষণ মানবেরা মস্তকদ্বারা রাজাকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। দেবরাজ বাসব যেমন নিয়ত ঋষিবর্গে পরিবৃত হইয়া তাঁহাদের দ্বারা উপাসিত হয়েন, রাজা রামচন্দ্র শ্রীমান্ ঋষিগণ, মহাবীর্য্য রাজগণ, বানরগণ এবং রাক্ষসগণে বেষ্টিত হইয়া সেইরূপ উপাসিত হইতে লাগিলেন। অধিক কি, রাম সেই সৌন্দর্য্য দ্বারা সহস্রাক্ষ হইতেও অধিক শোভা পাইতে লাগিলেন। মহাত্মা পুরাণবিদ্গণ সেই উপবিষ্ট সভ্যগণের সমক্ষে সেই সেই ধর্ম্মসংযুক্ত সুমধুর কথা কহিতে লাগিলেন।

ইতি সপ্ত চত্বারিংশ সর্গ॥ ৪৭॥

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

রঘুনন্দন মহাবাহু রাম এইরূপ সর্ব্বজনের উপাসিত হইয়া, পৌর এবং জানপদ সম্বন্ধীয় কার্য্য শাসন করতঃ কালযাপন করিতে লাগিলেন। কতিপয় দিবস গত হইলে রাঘব কৃতাঞ্জলি হইয়া বৈদেহ-মিথিলাধিপতিকে বলিলেন, “আপনিই আমাদের একমাত্র গতি; আপনাকর্ত্তৃক আমরা প্রতিপালিত হইতেছি, অধিক কি, আপনার উগ্র তপোবীর্য্য প্রভাবে আমি রাবণকে নিহত করিয়াছি। রাজন্! সমস্ত ইক্ষ্বাকুগণের এবং সমস্ত মৈথিলগণের সম্বন্ধ এবং প্রীতির তুলনা নাই। অতএব পার্থিব! আপনি স্বীয় আলয়ে গমন করুন, ভরতও মদ্দত্ত রত্ন লইয়া সাহায্যার্থ আপনার পশ্চাৎ গমন করিবেন।’ জনকরাজ তাঁহার কথা স্বীকার করিয়া রাঘবকে বলিলেন, রাজন্! তোমার নীতি এবং দর্শনদ্বারা আমি প্রীতি হইলাম। পরন্তু তুমি আমার নিমিত্ত যে সকল রত্ন সঞ্চয় করিয়াছ, রাজন্! আমি সেই সমস্ত রত্ন দুহিতাযুগলকে প্রদান করিলাম।’

জনকরাজ প্রয়াণ করিলে, রঘুনন্দন রাম কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীত হইয়া কেকয়রাজপুত্র মাতুল যুধাজিৎকে বলিলেন, ‘পুরুষবর কেকয়রাজপুত্র! আমি, ভরত, লক্ষ্মণ এবং এই অযোধ্যা রাজ্য সকলই আপনার অধীন, অধিক কি, আপনিই নিরাপদকালে অভীষ্ট বন্ধু। কেকয়রাজ বৃদ্ধ; সুতরাং আপনার জন্য সন্তপ্ত হইবেন, অতএব পার্থিব! আপনার অদ্যই গমন করা আমার অভিপ্রেত। বহুল ধন এবং বিবিধ

রত্ন সকল লইয়া লক্ষ্মণ অনুযাত্রিক হইয়া আপনার পশ্চাৎ যাইবেন।' পরন্তু যুধাজিৎ যাইতে স্বীকৃত হইয়া বলিলেন, 'রাঘব! ধন এবং রত্ন সকল তোমার অক্ষয় হউক।' রাম প্রথম তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদন করিলেন, পরে কেকয়বর্দ্ধন যুধাজিৎ রাজাকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। বৃত্রাসুর নিহত হইলে বাসব যেমন বিষ্ণুর সহিত প্রয়াণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ কেকয়েশ্বর যুধাজিৎ লক্ষ্মণের সহিত গমন করিলেন।

'রাম তাঁহাকে বিদায় করিয়া অকুতোভয় বয়স্য কাশীপতি প্রতর্দ্দনকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বলিলেন, রাজন্! আপনি সংগ্রামের সাহায্যার্থ ভরতের সহিত উদ্‌যোগ করিয়াছিলেন, অতএব আপনার আমার প্রতি পরম সৌহৃদ্য এবং প্রীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে। অতএব আপনি এখন রমণীয়া কাশীপুরীতে গমন করুন, বিশেষতঃ সুন্দর প্রাকারদ্বারা পরিবেষ্টিতা তোরণসমন্বিতা সেই বারাণসী আপনার দ্বারাই রক্ষিত হইয়া থাকে।' ধর্ম্মাত্মা কাকুৎস্থ রাম এই কথা বলিয়া উত্তম আসন হইতে উত্থিত হইয়া গাঢ়তর আলিঙ্গন করিলেন। পরে, কৌসল্যার প্রীতিবর্দ্ধন রাম তাঁহাকে বিদায় দিলেন, সেই অকুতোভয় কাশীরাজও রামচন্দ্রকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া অবিলম্বে বারাণসীতে প্রয়াণ করিলেন। রাঘব কাশীপতিকে বিদায় করিয়া হাস্যপূর্ব্বক তিন শত মহীপতিকে মধুর বাক্য বলিতে লাগিলেন। আপনাদের যোগ্যতা অনুসারেই অচঞ্চল প্রীতি রক্ষা করিয়াছেন। আপনাদের নিয়ত ধর্ম্মনিশ্চয়তা সর্ব্বদা সত্য ব্যবহার, অনুভাব এবং তেজঃপ্রভাবেই দুষ্টপ্রকৃতি মন্দবুদ্ধি রাক্ষসাধম রাবণ হত হইয়াছে। রাবণ পুত্র, অমাত্য, বান্ধব ও স্বজনের সহিত আপনাদের তেজোবলেই বিনষ্ট হইয়াছে, আমি তাহাতে হেতুমাত্র। জনকরাজতনয়ার কানন হইতে অপহরণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মহাত্মা ভরত আপনাদিগকে আনয়ন করিয়াছেন, কিন্তু দৈববশতঃ 'আপনাদের ক্লেশ অনুভব করিতে হয় নাই। এই উদযোগ করিতে মহাত্মা পৃথিবীপালগণের সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়াছে, অতএব আপনাদের গমন করা কর্ত্তব্য বলিয়া আমার অভিলাষ হইতেছে।' রাজগণ অত্যন্ত হর্ষান্বিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'রাম! তুমি ভাগ্যক্রমে বিজয়ী হইয়া রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ, অধিক কি, তুমি সৌভাগ্যবশতঃই শত্রুকে পরাজয় করিয়া সীতাকে প্রত্যাহরণ করিয়াছ। রাম! আমরা দেখিলাম, তুমি শত্রুকুল সংহার করিয়া জয় লাভ করিয়াছ, ইহাতেই আমাদের একান্ত বাসনা সিদ্ধ এবং পরমপ্রীতি হইয়াছে। প্রশংসার্হ! আমরা তোমার অনুরূপ প্রশংসা বাক্য বলিতে জানি না, কিন্তু তুমি আমাদিগকে যে প্রশংসা করিতেছ, এসমস্ত তোমাতেই সঙ্গত। মহাবাহো! তুমি আমাদের হৃদয়ে সর্ব্বদা অবস্থিতি করিতেছ, অতএব তদ্বিষয়িণী মহতী প্রীতির বশীভূত হই; আমরা তোমার হৃদয়ে যেরূপ ব্যবহার করি, মহারাজ! আমাদের প্রতি তোমারও যেন নিয়ত সেইরূপ প্রীতি হয়, পরে নৃপগণ অত্যন্ত প্রফুল্ল হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রঘুনন্দন রামকে বলিলেন, 'আমরা স্বরাজ্যে গমন করিব, অতএব তোমাকে আমন্ত্রণ করিতেছি।, রাম তাঁহাদিগকে যাইতে অনুমতি করিলেন, সেই গমনোৎসুক নৃপতিগণও রামকর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া স্বীয় স্বীয় দেশে প্রস্থান করিলেন।

ইতি অষ্ট চত্বারিংশ সর্গ ॥ ৪৮ ॥

একোনপঞ্চাশ সর্গ।

মহাত্মা পার্থিব সকল সহস্র অশ্বসমূহদ্বারা ভূমণ্ডল কম্পিত করিয়া সর্ব্বদিকেপ্রস্থান করিলেন। বিশেষতঃ বলবাহনসমন্বিত অনেক অক্ষৌহিণী সেনার সহিত যে সকল রাজা ভরতের আজ্ঞানুসারে সমুদ্যত হইয়া রামের সাহায্যার্থ তথায় উপস্থিত ছিলেন; সেই মহীপালেরা বল এবং দর্পবশতঃ বলিতে লাগিলেন, যে, আমরা রামের শত্রু রাবণকে সমরসম্মুখে দেখিতে পাইলাম না। অতএব ভরত আমাদিগকে রাবণ বধের পর অকারণ আনয়ন করিয়াছিলেন, যদি অগ্রে আনয়ন করিতেন

তাহা হইলে আমরা রাক্ষসদিগকে অবিলম্বে নিহত করিতাম, সংশয় নাই। আমরা রাম ও লক্ষ্মণের বাহুবীর্য্যদ্বারা রক্ষিত এবং ক্লেশবিহীন হইয়া সমুদ্রপারে সুখে সংগ্রাম করিতাম।. রাজগণ তৎকালে হর্ষান্বিত হইয়া এইরূপ অন্যান্য সহস্র সহস্র কথা কহিতে কহিতে স্ব স্ব রাজ্যে প্রতিগমন করিলেন। সেই প্রসিদ্ধ সাম্রাজ্য সকল মহারত্ন, ধন ও ধান্যদ্বারা সমৃদ্ধিসম্পন্ন এবং হৃষ্ট ও মুদিত জনে পরিপূর্ণ। নৃপতিগণ পূর্ব্ববৎ অক্ষতশরীরে আলয়ে উপস্থিত হইয়া রামের প্রিয়কামনায় নানাবিধ রত্ন, অশ্ব, যান, মদমত্ত মাতঙ্গ, উত্তম চন্দন, দিব্য আভরণ, মণি, মুক্তা, প্রবাল, রূপবতী দাসী, বিবিধ আজাবিক এবং বিবিধ রথ সকল অনুযাত্রিক ভরত লক্ষ্মণ এবং শত্রুঘ্নকে উপহার দিলেন। মহাবল ভরত লক্ষ্মণ এবং শত্রুঘ্ন সেই রত্ন লইয়া স্বীয় পুরে প্রত্যাগমন করিলেন। পুরুষর্ষভগণ রমণীয় অযোধ্যা পুরে আসিয়া রামকে সেই বিচিত্র রত্ন উপঢৌকন দিলেন। মহাত্মা রাম প্রীতিসহকারে সেই রত্ন হইয়া কৃতকর্ম্মা বানররাজ সুগ্রীব এবং রাক্ষসরাজ বিভীষণকে দান করিলেন। অপিচ, রাঘব যে সকল বানর ও রাক্ষসদ্বারা পরিবৃত হইয়া জয় লাভ করিয়াছিলেন, সেই বানর এবং নিশাচর সকলকে তাহা প্রদান করিলেন। সেই মহাবল রাক্ষস এবং বানর সকল রামদত্ত রত্নরাজি মস্তকে এবং হস্তে ধারণ করিল। ইক্ষ্বাকুনরপতি মহারথ বীর্য্যবান্ রাম মহাবাহু অঙ্গদ ও হনুমান্‌কে বালকের ন্যায় ক্রোড়ে লইলেন। পরে কমলপত্রসদৃশ বিশালনয়ন রাম সুগ্রীবকে বলিলেন, 'এই অঙ্গদ তোমার সুপুত্র এবং অনিলাত্মজ হনুমান্‌ও তোমার সুমন্ত্রী। সুগ্রীব! ইহারা উভয়েই তোমার মন্ত্রণায় নিযুক্ত, বিশেষতঃ আমার হিতকর কার্য্যে নিরত; অতএব হে হরীশ্বর! ইহাদের নানাবিধ সম্মান লাভ করা কর্ত্তব্য।'

মহাযশা রাম এই কথা বলিয়া অঙ্গ হইতে মহামূল্য ভূষণ সকল উন্মোচন করিয়া অঙ্গদ ও হনুমানের অঙ্গে বন্ধন করিয়া দিলেন। নল, নীল, কেশরী, কুমুদ, গন্ধমাদন, সুষেণ, পনস, বীর মৈন্দ, দ্বিবিদ, জাম্ববান্ গবাক্ষ, বিনত, ধূম্র, বলীমুখ, প্রজঙ্ঘ, সন্নাদ, মহাবল, দধিমুখ, দরীমুখ, ও ইন্দ্রজানুপ্রভৃতি মহাবীর্য্য যূথপতিদিগকে মধুর বাক্যে সম্ভাষণ করিয়া, রাম যেন নয়নযুগল দ্বারা পান করতঃই মনোহর বাক্য বলিতে লাগিলেন; 'বনবাসিগণ! তোমরাই আমার শরীর, সুহৃদ্ এবং ভ্রাতা। অধিক কি, তোমারাই আমাকে ব্যসন হইতে উদ্ধার করিয়াছ; ভবাদৃশ উত্তম সুহৃদ্ সকল দ্বারাই রাজা সুগ্রীব ধন্য হইয়াছেন।' নরবর রাম এই কথা বলিয়া তাহাদিগকে যথাযোগ্য মহামূল্য বসন ও ভূষণ দান করিয়া আলিঙ্গন করিলেন। সেই মধুপিঙ্গল বানর সকল সুগন্ধি মধু পান এবং সুমিষ্ট ফল ও মূল সকল ভক্ষণ করিতে লাগিল। এইরূপ বাস করিতে করিতে তাহাদের সম্পূর্ণ এক মাস অতীত হইল, তাহারা রামের প্রতি ভক্তিবশতঃ সেই সময় মুহূর্ত্তের ন্যায় জ্ঞান করিল। রামও সেই কামরূপী বানর, বীর্য্যবান্ রাক্ষস এবং মহাবল ঋক্ষগণের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। সন্তুষ্টচিত্ত বানর এবং রাক্ষস সকলের এইরূপে দ্বিতীয় শিশির মাস সুখে অতিবাহিত হইল। রামের সম্মানবশতঃ পরম প্রীতির উপভোগ করিতে করিতেই তাহাদের রমণীয় ইক্ষ্বাকুনগরে সুখে কাল গত হইল।

ইতি একোনপঞ্চাশ সর্গ ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চাশৎ সর্গ।

মহাতেজা রঘুনন্দন রাম সেই উপবিষ্ট ঋক্ষ বানর ও রাক্ষসগণের মধ্যে সুগ্রীবকে বলিলেন, 'সৌম্য! সুরাসুরের দুর্দ্ধর্ষ কিষ্কিন্ধ্যানগরে গমন করিয়া তথায় অমাত্যের সহিত নিষ্কণ্টকে রাজ্য পালন কর। মহাত্মন্! তুমি পরম প্রীতি সহকারে মহাবল অঙ্গদ, হনুমান্ এবং নলকে নিরীক্ষণ করিবে। অপিচ শ্বশুর সুষেণ, বলিপ্রবর বীর তার, দুর্দ্ধর্ষ কুমুদ, মহাবল নীল, বীর শতবলি, মৈন্দ, দ্বিবিদ, গজ, গবাক্ষ, গবয়, মহাবল শরভ, গন্ধমাদন, সুবিক্রান্ত ঋষভ, প্লবগ সুপাটল,

কেশরি, শরভ, শুম্ভ, মহাবল শঙ্খচূড় এবং দুর্দ্ধর্ষ মহাবল ঋক্ষরাজ জাম্ববান্‌কে প্রীতচিত্তে দর্শন করিবে। অধিক কি, যে যে মহাত্মা বানরেরা আমার নিমিত্ত জীবন ত্যাগে কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছিল, তুমি তাহাদিগকে সন্তুষ্ট-হৃদয়ে দেখিবে এবং ইহাদের বিপ্রিয় আচরণ করিবে না।' এইরূপ কহিয়া সুগ্রীবকে বারম্বার আলিঙ্গন করতঃ রাম বিভীষণকে মধুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন, 'তুমি রাক্ষসগণ, পুরবাসিগণ, ভ্রাতা কুবের এবং আমার প্রিয় ও অভিমত; বিশেষতঃ ধর্ম্মজ্ঞ, অতএব তুমি ধর্ম্মানুসারে লঙ্কা শাসন কর। রাজন্! বুদ্ধিমান্ রাজা সকল চিরকাল মেদিনীমণ্ডল ভোগ করিয়া থাকেন, অতএব তুমি কখন অধর্ম্মে মতি করিবে না। রাজন্! তুমি আমাকে এবং সুগ্রীবকে সর্ব্বদা স্মরণ করিবে। অধুনা ক্লেশবিহীন হইয়া পরম প্রীতি সহকারে গমন কর।'

ঋক্ষগণ, বানরগণ এবং রাক্ষসগণ কাকুৎস্থ রামের বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে 'সাধু সাধু' বলিয়া বারম্বার প্রশংসা করিতে লাগিল। 'মহাবাহো রাম! আপনার মাধুর্য্য স্বয়ম্ভুর ন্যায় নিয়তই উৎকৃষ্ট এবং বুদ্ধি ও বীর্য্য অদ্ভুত।' সেই বানর এবং নিশাচরেরা এইরূপ কহিলে, হনুমান্ প্রণত হইয়া রঘুনন্দন রামকে বলিলেন, 'বীর রাজন্! আপনার প্রতি আমার পরম ভক্তি ও স্নেহ থাকুক আর আমার ভাব বিষয়ান্তরে পতিত না হয়। বীর! যে পর্য্যন্ত রাম কথা মহীতলে বিচরণ করিবে, তাবৎ আমার প্রাণ সকল শরীরে বাস করিবে; সংশয় নাই। রঘুনন্দন! তোমার কথারূপ এই যে দিব্য চরিত প্রথিত রহিয়াছে, পুরুষর্ষভ রাম! ইহা অপ্সরোগণ আমাকে শ্রবণ করাইবে। প্রভো বীর! তোমার সেই চরিত্রামৃত শ্রবণ করিয়া অনিল যেমন মেঘলেখা হরণ করে, আমিও সেইরূপ তোমার অদর্শনজনিত উৎকণ্ঠা অপনয়ন করিব।'

হনুমান্ এই কথা কহিলে, রাম বরাসন হইতে উত্থিত হইয়া স্নেহবশতঃ তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, 'কপিবর! তুমি যাহা যাহা প্রার্থনা করিলে, তাহাই হইবে, ইহাতে সংশয় নাই। যে পর্য্যন্ত মদীয় কথা লোকে বিচরণ করিবে, তাবৎকাল তোমার কীর্ত্তি বিদ্যমান থাকিবে এবং শরীর ধারণ করিয়া বাস করিবে; অধিক কি, এই লোক সকল যাবৎ থাকিবে, তাবৎকাল আমার কথাও থাকিবে। কপিবর! তোমার এক একটি উপকারের পরিবর্ত্তে প্রাণ প্রদান করিতে পারি, কিন্তু অবশিষ্ট উপকারের ঋণী থাকিলাম। বানর! তুমি যে উপকার করিয়াছ, তাহা মদীয় অঙ্গে জীর্ণ হইয়া যাউক, কারণ আপদ্‌কাল উপস্থিত হইলে মানব, প্রত্যুপকারের পাত্র হইয়া থাকে।' পরে রাঘব মধ্যদেশে বৈদূর্য্যমণিশোভিত চন্দ্রাভ হার কণ্ঠ হইতে মোচন করিয়া হনুমানের কণ্ঠে বন্ধন করিয়া দিলেন।

হেম শৈলরাজ সুমেরু উপরিস্থিত চন্দ্র কিরণ দ্বারা যাদৃশ শোভিত হয়, হনুমান্ বক্ষঃস্থলে নিবদ্ধ মহাহার দ্বারা তদনুরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন। পরন্তু, সেই মহাবল বানর সকল রাঘবের এই বাক্য শ্রবণে উত্থিত হইয়া মস্তকদ্বারা পদযুগলে প্রণাম করিয়া নির্গত হইল। ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ এবং সুগ্রীব রামকে গাঢ়তর আলিঙ্গন করিলেন এবং সকলেই বাষ্পদ্বারা বিক্লব হইলেন। বানরেরা তৎকালে রাঘবকে পরিত্যাগ করতঃ দুঃখনিন্দন নয়নজলে পরিপূর্ণ হইল; এমন কি, বাষ্পদ্বারা কণ্ঠরুদ্ধ হওয়ায় তাহারা কথা কহিতে অসমর্থ হইল না এবং সংজ্ঞাশূন্য ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। বানর সকল সেই মহাত্মা রাঘবকর্ত্তৃক প্রসাদিত হইলেও ত্যক্ত-দেহ দেহীর ন্যায় খিন্ন হইয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিল। পরিশেষে সেই বানর, রাক্ষস এবং ঋক্ষগণ রামের বিয়োগজনিত অশ্রুজলে নয়ন প্লাবিত করিয়া রঘুবংশবর্দ্ধন রামকে প্রণাম পূর্ব্বক গৃহীর ন্যায় প্রয়াণ করিল।

ইতি পঞ্চাশৎ সর্গ॥ ৫০ ॥

একপঞ্চাশৎ সর্গ।

মহাবাহু রাম বানর রাক্ষস এবং ঋক্ষগণকে বিদায় করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত সুখিত হইয়া হর্ষানুভব করিতে লাগিলেন। কিছু কাল পরে, মহাবিভু রাঘব ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে অপরাহ্ণ সময়ে অন্তরিক্ষ হইতে নিঃসৃত মধুর বাক্য কহিলেন যে, 'সৌম্য রাম! আপনি আমাকে প্রসন্নবদনে নিরীক্ষণ করুন্; প্রভো! আমি পুষ্পক, কুবের ভবন হইতে সমাগত হইয়াছি। নরবর! আপনার শাসন বিদিত হইয়া আমি ধনদ কুবের সন্নিধানে উপাসনা করিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে বলিলেন;—"মহাত্মা রঘুনন্দন নরপতি রামচন্দ্র রাক্ষসপতি দুর্দ্ধর্ষ রাবণকে সংগ্রামে নিহত করিয়া তোমাকে নির্জ্জিত করিয়াছেন। সেই দুরাত্মা রাবণ পুত্র বান্ধব ও স্বজনের সহিত নিহত হওয়ায় আমারও অতিশয় প্রীতি হইয়াছে, বিশেষতঃ তুমি পরমাত্মা রামকর্তৃক লঙ্কায় পরাজিত হইয়াছ; অতএব হে সৌম্য! আমি তোমাকে অনুমতি করিতেছি, তুমি সেই রামকেই বহন কর। তুমি ভূরাদি সমস্ত লোকে লইয়া যাইতে সমর্থ, অতএব তুমি রঘুনন্দনকে বহন কর, ইহাই আমার একান্ত বাসনা; অতএব তুমি বিষাদ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকট গমন কর।" সুতরাং মহাত্মা কুবেরের আজ্ঞানুসারে আমি আপনকার নিকট আগমন করিয়াছি, অতএব আপনি শঙ্কাশূন্য হইয়া আমাকে প্রতিগ্রহ করুন্। ধনদ কুবেরের আজ্ঞায় আমি সর্ব্বভূতের অধৃষ্য, অতএব আমি আপনার আজ্ঞা পরিপালন করতঃ প্রভাবানুসারে বিচরণ করিব।'

তখন মহাবল রাম পুষ্পককর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া পুরাগত পুষ্পককে নয়নগোচর করিয়া বলিলেন, 'বিমানবর পুষ্পক! যদি এইরূপ হইয়া থাকে, তবে তোমার আগমন সুখকর হউক; অধুনা ধনেশ্বর আনুকূল্য বশতঃ আমার সদ্ব্যবহার অতিক্রম করায় দোষ হইবে না।' তখন মহাবাহু রাম পুষ্প, লাজ এবং সুগন্ধ ধূপদ্বারা পুষ্পক বিমানের পূজা করিয়া তাহাকে বলিলেন, 'তুমি গমন কর, বিভু সৌম্য! যখন আমি তোমাকে স্মরণ করিব, তখন তুমি সিদ্ধগণের প্রদর্শিত শূন্যপথে আগমন করিবে, আমাদের বিয়োগজনিত দুঃখে বিষণ্ণ হইও না। তোমার প্রতিঘাত হইবে না, অতএব তুমি যথাভিলষিত দিকে গমন কর।' এই কথা বলিয়া পূজা করতঃ রাম তাহাকে বিদায় করিলেন। তখন পুষ্পকবিমান সেই স্থান হইতে অভিপ্রেত দিকে প্রস্থান করিল।

সেই পুষ্পকবিমান কৃতার্থ হইয়া এইরূপে অন্তর্হিত হইলে, ভরত কৃতাঞ্জলি হইয়া রঘুনন্দনকে বলিলেন, 'বীর! আপনি দেবতা স্বরূপ সুতরাং আপনার রাজ্য শাসনকালে অমানুষ সত্ব সকল নয়নগোচর হইয়া কথা কহিতেছে। রাঘব! এই সম্পূর্ণ এক মাস কাল বিগত হইয়াছে, কিন্তু মর্ত্ত্যগণের পীড়া নাই, এমন কি, জীবগণ জীর্ণ হইয়াছে, তথাপি তাহাদের মৃত্যু উপস্থিত হইতেছে না। রাজন্! নারীগণ নীরোগ সন্তান প্রসব করিতেছে, মানবগণ হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছে, পুরবাসিজনগণের অধিকতর হর্ষ হইয়াছে, পর্জ্জন্য যথাকালে অমৃতসদৃশ বারি বর্ষণ করিতেছে এবং মঙ্গলময় বায়ু সুখস্পর্শ হইয়া সর্ব্বতোভাবে প্রবাহিত হইতেছে। নরেশ্বর রাজন্! পৌর এবং জানপদ সকল নগরে বলিতেছে যে, "আমাদের ঈদৃশ রাজা অনেককাল হয় নাই।' নৃপসত্তম রাম ভরতের কথিত এতাদৃশ সুমধুর কথা শ্রবণ করিয়া হর্ষান্বিত হইলেন।

ইতি একপঞ্চাশ সর্গ ॥ ৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

তখন সেই মহাবাহু রাম হেমভূষিত পুষ্পক বিমানকে বিদায় করিয়া অশোকবনে প্রবেশ করিলেন;—সেই উপবন চন্দন, চূত, অগুরু, তুঙ্গক, রক্তচন্দন, দেবদারু, চম্পক, কালাগুরু, পুন্নাগ, মধূর, পনস, শাল, বিধূম অনলপ্রতিম পারিজাত, লোধ্র, কদম্ব, অর্জ্জুন, নাগকেশর,

সপ্তপর্ণ, তিনিশ, মন্দার, কদলী, প্রিয়ঙ্গু, ধূলি-কদম্ব, বকুল, জম্বু, দাড়িম, কোবিদারপ্রভৃতি তরু কানন এবং লতা ও গুল্মসমূহদ্বারা চতুর্দ্দিক্ সুশোভিত। ঐ উদ্যানে কিশলয় ও পল্লবসমন্বিত রমণীয় মনোহর তরু সকল দিব্য সুগন্ধি পুষ্প এবং সুরসাল ফলরাজি দ্বারা শোভিত রহিয়াছে। বৃক্ষ রোপণে সুনিপুণ শিল্পিগণ ঐ দিব্য তরুসকলকে সুন্দরভাবে শ্রেণীপূর্ব্বক রোপণ করিয়াছে, বিশেষতঃ ঐ পাদপবৃন্দ সুচারু পল্লব ও পুষ্পসমূহে পরিপূর্ণ; মত্তভ্রমরকুল তাহাতে সর্ব্বদা বিরাজমান। কোকিলকুল, ভ্রমরকুল এবং নানাবর্ণ পক্ষি সকল চূত পুষ্পের কেশরদ্বারা ভূষিত হইয়া শত শত বর্ণে চিত্রিত হওত, সেই উপবনের সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিতেছে। অধিক কি, তথায় কোন কোন পাদপ স্বর্ণবর্ণ, কোন কোন পাদপ অনলশিখাসদৃশ, কোন বিটপী নীল-অঞ্জনপ্রতিম; ঐ বৃক্ষসমূহে সুগন্ধি পুষ্প এবং পুষ্পগুচ্ছ সকল শোভা পাইতেছে।

সেই উপবনে বিবিধাকার দীর্ঘিকা সকল বিরাজমান রহিয়াছে, তাহাদের সলিল অতীব নির্ম্মল; সোপানবৃন্দ মাণিক্য দ্বারা নির্ম্মিত; মধ্যস্থল স্ফটিকদ্বারা বদ্ধ; প্রস্ফুটিত কমল ও উৎপল সকল তাহাতে শোভা পাইতেছে এবং চক্রবাক, হংস, সারস, দাত্যূহ ও শুকপ্রভৃতি পক্ষিকুল কূজন করিতেছে। তীরজাত তরু-রাজি পুষ্প দ্বারা শবল বর্ণ হইয়া তাহাদের শোভা সম্পাদন করিতেছে, বিবিধাকার প্রাসাদ এবং শিলাতলদ্বারা দীর্ঘিকার অধিকতর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইয়াছে। সংঘর্ষণনিবন্ধন পুষ্পিত তরু হইতে কুসুম সকল পতিত হওয়ায়, তত্রত্য প্রস্তর সকল তারাগণ দ্বারা নভোমণ্ডলের ন্যায় পুষ্প দ্বারা শবল হইয়া দীপ্তি পাইতে লাগিল। ইন্দ্রের নন্দনবন ও ব্রহ্মার চৈত্ররথ যেমন সুন্দরভাবে নির্ম্মিত রামচন্দ্রের কাননও সেইরূপ সমীচীনসহকারে বিরচিত। পুষ্পিত দ্রুমশোভিত কানন এবং বৈদূর্য্য মণি-সদৃশ শাদ্বল সেই বনপ্রদেশে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে যাহাতে একত্র বহুজন সমাবিষ্ট হইতে পারে, তাদৃশ গৃহ এবং লতাগৃহ সমাবৃত বিস্তীর্ণ অশোকবনে রঘুনন্দন রামচন্দ্র প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবিষ্ট হইয়া কুশাস্তরণের উপরি পাতিত পুষ্পসমূহে সুসজ্জিত সুন্দর আসনে উপবেশন করিলেন।

কাকুৎস্থ রামচন্দ্র বামহস্তদ্বারা সীতাকে গ্রহণ করিয়া শচীকে ইন্দ্রের ন্যায় পবিত্র মৈরেয় মধু পান করাইলেন। কিঙ্করেরা রামের ব্যবহার জন্য সুমৃষ্ট মাংস এবং নানাবিধ ফল সত্বর আহরণ করিল। নৃত্যগীত বিশারদ অপ্সরগণও কিন্নরীগণে পরিবৃত হইয়া রাজার সমীপে নৃত্য করিতে লাগিল। অপিচ নৃত্যগীতবিশারদা উদারপ্রকৃতি রূপবতী রমণীরা পানবশীভূত হইয়া কাকুৎস্থ রাম সন্নিধানে নৃত্য প্রদর্শন করিতে লাগিল। রঞ্জকপ্রবর ধর্ম্মাত্মা রাম সর্ব্বদা সুন্দর ভূষণে ভূষিতা মনোভিরামা রামাসকলকে সন্তুষ্ট করিলেন। তিনি সীতার সহিত আসীন হইয়া অরুন্ধতীসহ উপবিষ্ট বসিষ্ঠের ন্যায় তেজোদ্বারা দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। রামচন্দ্র হর্ষসমন্বিত হইয়া সুর-সুতোপমা বিদেহদুহিতা সীতাকে প্রতিদিন এইরূপ দেবতার ন্যায় সন্তুষ্ট করিতে প্রবৃত্ত রহিলেন। এইরূপে সুচিরকাল বিহার করিতে করিতে রাম ও সীতার সর্ব্বদা ভোগপ্রদ শুভ শিশিরকাল অতীত হইয়া গেল। বিবিধ ভোগ্য বস্তুর উপভোগ করিতে করিতে সুমহাত্মা রাম এবং সীতার সপ্তবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম এবং শিশির সময় অতীত হইল। ধর্ম্মজ্ঞ রামচন্দ্র ধর্ম্মানুসারে পূর্ব্বাহ্নে ধর্ম্ম কার্য্য করিয়া দিবার অবশিষ্ট অর্দ্ধভাগ অন্তঃপুর মধ্যে অতিবাহিত করিলেন। সীতাদেবীও পৌর্ব্বাহ্নিক দৈবকার্য্য সম্পাদন করতঃ সকল শ্বশ্রূরই নির্ব্বিশেষে সেবা করিলেন। পরে স্বর্গপুরে সহস্রাক্ষ বাসবের নিকট শচীর ন্যায় সীতা বিচিত্র বসন ও ভূষণে ভূষিত হইয়া সমাসীন রামচন্দ্রের সমীপে গমন করিলেন। রাঘব পত্নীকে কল্যাণসমন্বিত দেখিয়া অতুল আনন্দ লাভ করিলেন এবং "সাধু সাধু" বলিয়া প্রশংসা করতঃ সুরসুতোপমা বরারোহা সীতাকে বলিলেন, 'বৈদেহি! তোমার গর্ভ লক্ষণ স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে; অতএব বরারোহে!

তোমার কোন্ মনোরথ পূর্ণ করিব? আর কোন্ বিষয়েই বা তোমার ইচ্ছা হয়?'

অনন্তর, বৈদেহী ঈষৎ হাস্য করিয়া রামকে বলিলেন, 'রঘুনন্দন! পবিত্র তপোবন দর্শন করিতে আমার বাসনা হইয়াছে। দেব! ফলমূলভোজী উগ্রবীর্য্য গঙ্গাতীরবাসী ঋষিগণের পাদমূলে অবস্থিতি করিতেও ইচ্ছা হয়। কাকুৎস্থ! ফলমূলসেবী মুনিগণের তপোবনে এক রাত্রিও বাস করি, আমার একান্ত বাসনা।'

অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম 'তাহাই হইবে' বলিয়া প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন, বৈদেহি! তুমি বিশ্রব্ধ হও, কল্য গমন করিবে সংশয় নাই।' কাকুৎস্থ রাম জনকদুহিতা সীতাকে এই কথা বলিয়া সুহৃদ্গণ সমভিব্যাহারে মাধ্যকক্ষার মধ্যে গমন করিলেন।

ইতি দ্বিপঞ্চাশ সর্গ॥ ৫২॥

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ।

তখন বিজয়, মধুমত্ত, কাশ্যপ, মঙ্গল, কুল, সুরাজি কালিয়, ভদ্র, দন্তবক্র, সুমাগধ প্রভৃতি বিচক্ষণ সভ্যগণ সহাস্য বদনে নানাবিধ কথার প্রসঙ্গ করিয়া রাজা রামচন্দ্রের চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিলেন। এই হৃষ্টচিত্ত সভ্যেরা পরিহাস করিতে করিতে মহাত্মা রাঘব সন্নিধানে নানাপ্রকার কথার অবতারণা করিতে লাগিলেন। কোন কথার প্রসঙ্গে রঘুনন্দন রাম বলিলেন, 'ভদ্র! তাপসাশ্রমে বা রাজ্যে রাজা বিচারবিহীন হইলে সর্ব্বজনের নিন্দাভাজন হয়েন, অতএব নগরে বা রাজ্যে কি কি কথার প্রসঙ্গ হইয়া থাকে? বিশেষতঃ পৌর ও জনপদবাসী জনগণ মদাশ্রিত কোন্ কোন্ কথা লইয়া আন্দোলন করে? অথবা সীতা, ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন এবং বিমাতা কৈকেয়ীর উদ্দেশেই বা তাহারা কোন্ কোন্ কথার উল্লেখ করিয়া থাকে?'

রাম ইহা কহিলে, ভদ্র কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন, 'রাজন্! পুরবাসিরা অনেক শুভ কথারই উল্লেখ করিয়া থাকে, কিন্তু সৌম্য পুরুষপ্রবর! দশাননের বধ দ্বারা অর্জ্জিত এই বিজয় লক্ষ্য করিয়া পুরবাসিরা আপন আপন আলয়ে অনেক কথার জল্পনা করে।'

রঘুনন্দন রাম ভদ্রের এই কথা শুনিয়া বলিলেন, পুরবাসিরা সকল শুভ বা অশুভ বাক্য বলিয়া থাকে, তাহার আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ যথার্থ বর্ণন কর। আমি তাহা শুনিয়া এখন অশুভ কার্য্য না করিয়া শুভ কার্য্যই করিব। পুরবাসিরা নগরে যে প্রকার পাপ কথা কহিয়া থাকে, তুমি সন্তাপশূন্য ও বিশ্বস্ত হইয়া নির্ভয়চিত্তে তাহা ব্যক্ত কর।'

ভদ্র রঘুনন্দনের ঈদৃশ সুরুচির বাক্য শ্রবণ করিয়া সুসমাহিত চিত্ত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মহাবাহু রামকে বলিলেন, 'রাজন্! বন, উপবন, আপন, চত্বর ও পথমধ্যে পুরবাসিরা যে অশুভ এবং শুভবাক্য বলে আপনি তাহা শ্রবণ করুন্। "রাম সাগরে দুষ্কর সেতুবন্ধন করিয়াছেন, ইহা কি রাজা, কি দানব, কি দেবতা সকলেরই অশ্রুতপূর্ব্ব। রাম বল ও বাহনের সহিত দুর্দ্ধর্ষ রাবণকে নিহত করিয়াছেন, অধিক কি, ভল্লুক, রাক্ষস এবং বাণরগণকে স্বীয় বশে আনয়ন করিয়াছেন। রঘুনন্দন রাম সমরে রাবণকে সংহার পূর্ব্বক রাবণস্পর্শজনিত কোপ বিস্মৃত হইয়া পুনর্ব্বার সীতাকে স্বপুরে আনয়ন করিয়াছেন। পরন্তু রাবণ পূর্ব্বে বলপূর্ব্বক সীতাকে হরণ করিয়া লঙ্কাপুরীতে লইয়া গিয়াছিল, অতএব তাঁহার হৃদয়ে সীতার সম্ভোগজনিত যে সুখ লাভ হয়, তাহা অতীব নিন্দনীয়; সীতা রাক্ষসগণের বশীভূত হইয়া অশোকবনে কাল যাপন করিয়াছেন, তথাপি রাম কেন তাঁহার কুৎসা করেন না? রাজা যাহা করেন, প্রজারা তাহারই অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে, অতএব আমাদেরও স্ত্রীগণের এই দোষ সহ্য করিতে হইবে। রাজন্! সমস্ত নগর, জনপদ ও পুরবাসিরা এইরূপ নানাবিধ কথা বলিয়া থাকে।'

রঘুনন্দন রাম তাহার এই কথা শুনিয়া নিতান্ত পীড়িতের ন্যায় সমস্ত সুহৃদ্গণকে

বলিলেন, 'ভদ্র যাহা বলিতেছে, তাহা কি সকলেই আমাকে বলে?' তখন তাঁহারা সকলে অবনতমস্তকে প্রণাম এবং অভিবাদন করিয়া দীনচিত্ত রঘুনন্দন রামকে বলিলেন, 'ভদ্র যাহা বলিল, তাহা সত্য সংশয় নাই।' তখন শত্রুসূদন কাকুৎস্থ রাম তাঁহাদের উচ্চরিত বাক্য শ্রবণ করিয়া বয়স্যদিগকে বিদায় করিলেন।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৩ ॥

—

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ।

রঘুনন্দন রাম সুহৃদ্গণকে বিদায় করিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ করতঃ সমীপে আসীন দ্বারিকে বলিলেন, 'শুভ লক্ষণসম্পন্ন সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ, মহাভাগ ভরত ও অপরাজিত শত্রুঘ্নকে সত্বর আনয়ন কর।' দ্বারী রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক ত্বরিত গমনে লক্ষ্মণের গৃহে প্রবেশ করিল। পরে কৃতাঞ্জলিপুটে আশীর্ব্বাদদ্বারা মহাত্মা লক্ষ্মণের সম্বর্দ্ধনা করিয়া তাঁহাকে বলিল, 'মহারাজ আপনাকে দেখিতে বাসনা করিয়াছেন, অতএব আপনি অবিলম্বে তৎসন্নিধানে গমন করুন্।' সৌমিত্রী রাঘবের অনুমতি শুনিয়া 'যাইতেছি, এই কথা বলিয়াই রথারোহণপূর্ব্বক রামের ভবনে প্রস্থান করিলেন। লক্ষ্মণকে যাইতে দেখিয়া দ্বারী বিনীতভাবে ভরতের সন্নিহিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে আশীর্ব্বচনদ্বারা সম্বর্দ্ধনা করিয়া ভরতকে বলিল, 'মহারাজ আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, মহাবল ভরত দ্বারীর নিকটে রামের বাক্য শুনিয়া আসন হইতে উত্থিত হইয়া ত্বরাবশতঃ পাদচারেই প্রস্থান করিলেন। ভরতকে প্রস্থিত হইতে দেখিয়া দ্বারী ত্বরিতগমনে শত্রুঘ্নের আলয়ে উপস্থিত হইয়া,কৃতাঞ্জলিপুটে শত্রুঘ্নকে বলিল, 'রঘুশ্রেষ্ঠ! আপনি আগমন করুন, মহারাজ আপনাকে দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, মহাযশস্বী ভরত এবং লক্ষ্মণ পূর্ব্বেই গিয়াছেন।' তখন শত্রুঘ্ন তাহার বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক উত্তম আসন হইতেই ধরণীতলে মস্তক পাতিত করিয়া রামকে বন্দনা করতঃ যে স্থানে রঘুনন্দন অবস্থিত রহিয়াছেন, তথায় গমন করিলেন। দ্বারী প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রামকে তদীয় ভ্রাতৃগণের আগমন বৃত্তান্ত নিবেদন করিল।

দীনচিত্ত রাম কুমারগণের আগমন সংবাদ শ্রবণ করিয়া চিন্তায় ব্যাকুলেন্দ্রিয় এবং অধোমুখ হইয়া দ্বারীকে বলিলেন, 'তুমি সত্বর কুমারদিগকে মৎসন্নিধানে আনয়ন কর; কারণ, ইহারা আমার প্রিয়তম প্রাণ; অধিক কি, আমার জীবন ইহাদের উপরেই ন্যস্ত রহিয়াছে। সেই শুক্লবাসসমন্বিত সমাহিতচিত্ত কুমারগণ নরপতি রামের অনুজ্ঞা লাভ করিয়া বিনীতভাবে কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রবেশ করিলেন। পরন্তু রাহুগ্রস্ত নিশাকর, সন্ধ্যাগত আদিত্য এবং শোভাবিহীন কমলের ন্যায় ধীমান্ রামের মুখমণ্ডল প্রভাবিহীন এবং নয়নযুগল বাষ্পপূর্ণ দেখিয়া তাঁহারা ত্বরান্বিত হইয়া অবনতমস্তকে তাঁহার পদতলে প্রণাম করতঃ সমাহিতচিত্তে উপবেশন করিলেন, কিন্তু রাম কেবল অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পরে মহাবল রামচন্দ্র তাঁহাদিগকে বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করিয়া উত্থাপিত করতঃ "আসনে উপবেশন কর" এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, 'নরবরগণ! তোমরাই আমার সর্ব্বস্ব, তোমরাই আমার জীবিত! তোমাদিগের সম্পাদিত রাজ্য আমি পালন করিয়া থাকি। নরেশ্বরবৃন্দ! তোমরা সকলেই শাস্ত্রার্থপারদর্শী অতএব বুদ্ধিদ্বারা স্থিরনিশ্চয় করিয়া আমি যাহা বলিব, তোমরা তাহার অনুসরণ করিবে।' কাকুৎস্থ রাম এই কথা বলিলে সেই অবধানপরায়ণ ভ্রাতৃগণ 'রাজা কি বলিবেন" এই আশঙ্কায় উদ্বিগ্নচিত্ত হইলেন।

ইতি চতুঃপঞ্চাশ সর্গ ॥ ৫৪ ॥

—

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ।

সেই দীনচিত্ত কুমার সকল উপবিষ্ট হইলে, কাকুৎস্থ রাম বিষণ্ণ বদনে তাঁহাদিগকে বলিলেন, 'তোমাদের মঙ্গল হউক, আমার অভিপ্রায়ের অন্যথাচরণ করিও না, পুরবাসিরা সীতার সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়া থাকে, তাহা শ্রবণ কর। আমি মহাত্মা ইক্ষ্বাকুদিগের বিখ্যাত বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, সীতাও মহাত্মা জনকের পবিত্রকুলে উৎপন্ন হইয়াছেন। অতএব পুরবাসী ও জনপদবাসিরা আমার যে, নিরতিশয় অপবাদ দেয়, সেই নিন্দাবাদই আমার মর্ম্মবেদনা প্রদান করে। হে সৌম্য! বিজনদণ্ডকবনে রাবণ যেরূপে সীতাকে হরণ করিয়াছিল এবং তাহাকে যেরূপে আমি বিনষ্ট করিয়াছি, তাহা তুমি সম্যক্ তৎকালে জনকদুহিতা সীতার বিষয়ে যেন আমার এইরূপ জ্ঞানের উদয় হইয়াছিল যে, ইহাকে কিরূপে গৃহে লইয়া যাইব? সৌমিত্রে! তৎকালে সীতা পাতিব্রত্য ধর্ম্মের প্রত্যয়ের নিমিত্ত তোমার সমক্ষেই অনলমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখন হব্যবাহন দেবসন্নিধানে মৈথিলীর পাপশূন্যতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। অধিক কি, আকাশ-সমীরণ, চন্দ্র এবং সূর্য্য ও পূর্ব্বে সুরগণ ও ঋষিগণসন্নিধানে জনকদুহিতা পবিত্রতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। এইরূপ পবিত্র চরিত্রসমন্বিতা সীতাকে সুরপতি মহেন্দ্র লঙ্কাদ্বীপে মদীয় হস্তে সমর্পণ করেন। বিশেষতঃ আমার অন্তরাত্মাও যশস্বিনী সীতা শুদ্ধা বলিয়া জানে, সুতরাং বৈদেহীকে গ্রহণ করিয়া আমি অযোধ্যায় আগমন করিয়াছি। কিন্তু পৌর এবং জনপদবাসি-জনগণের এই সুমহান্ নিন্দাবাদ শ্রবণে আমার হৃদয়ে অতিশয় শোকাবেগ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ যে জীবের অকীর্ত্তি ইহলোকে প্রণীত হয়, আর সেই অযশঃ শব্দ যাবৎ কীর্ত্তিত হয়, সেই জীব তাবৎকাল অধমলোকে পতিত থাকে। দেবগণ অকীর্ত্তির নিন্দা করেন; আর কীর্ত্তিসর্ব্বলোকেই পূজিত হয়, অতএব মহাত্মগণ কীর্ত্তির জন্যই সর্ব্বতোভাবে যত্ন করেন। পুরুষপ্রবরগণ! আমি অপবাদ ভয়ে ভীত হইয়া, আপনার জীবন বা তোমাদিগকেও পরিত্যাগ করিতে পারি, জনকদুহিতার ত কথাই নাই। অতএব তোমরাই দেখ, কি অকীর্ত্তিরূপ শোকসাগরে পতিত হইয়াছি, বিশেষতঃ ইহা অপেক্ষা কিঞ্চিন্মাত্র অধিক দুঃখ কোন জীবেই অবলোকন করি না। লক্ষ্মণ! তুমি কল্য প্রভাতে সুমন্ত্রাধিষ্ঠিত রথে আরূঢ় হইয়া সীতাকে তাহাতে আরোহণ করাইয়া দেশান্তরে পরিত্যাগ কর। রঘুনন্দন! গঙ্গার পরপারে তমসা নদীর তীরে মহাত্মা বাল্মীকির দিব্যদেশ সদৃশ আশ্রম অধিষ্ঠিত আছে। লক্ষ্মণ! সেই বিজন প্রদেশে ইহাঁকে পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্র আগমন করিবে, প্রত্যুত সীতার পরিত্যাগ বিষয়ে কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর করিবে না; মদীয় বাক্য পালন কর। অতএব লক্ষ্মণ! এবিষয়ে কার্য্যাকার্য্য বিচার না করিয়াই তুমি প্রস্থান কর, কারণ ইহা নিবারণ করিলেই আমার প্রতি অপ্রীতি প্রদর্শন করা হইবে। ভুজযুগল ও জীবনের দ্বারা তোমাদিগকে শপথ করাইতেছি যে, অনুনয় করিবার নিমিত্ত যাহারা মদীয় কথার মধ্যে কিছু বলিবে, আমার অভিপ্রেত কার্য্যের অনিষ্টাচরণ নিবন্ধন তাহারা আমার অহিতাচারীর মধ্যে পরিগণিত হইবে। তোমরা যদি আমার শাসনে অবস্থিত হও, তাহা হইলে আমার বাক্যে সম্মান প্রদর্শন করতঃ মদীয় বচন প্রতিপালন কর,—অদ্যই এখান হইতে সীতাকে লইয়া যাও। সীতা পূর্ব্বে আমাকে বলিয়াছেন যে "আমি গঙ্গাতীরে মুনিগণের আশ্রম সকল সন্দর্শন করিব,, অতএব তাঁহার এই অভিলাষ পূরণ কর।' সেই ধর্ম্মাত্মা কাকুৎস্থ রাম এই কথা বলিয়া ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া স্ব স্ব গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং বাষ্পজলে নিরুদ্ধনয়ন হইয়া শোকসন্তপ্তহৃদয়ে দ্বিরদের ন্যায় নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন।

ইতি পঞ্চ পঞ্চাশ সর্গ ॥ ৫৫ ॥

—

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ।

রজনী প্রভাত হইলে লক্ষ্মণ দুঃখিত হইয়া বিরসবদনে সুমন্ত্রকে বলিলেন, 'সারথে! রাজনিয়োগানুসারে শীঘ্রগামী তুরগ সকলকে রথবরে সংযোজিত কর এবং রাজভবন হইতে সীতাদেবীর পবিত্র আসন আনয়ন পূর্ব্বক রথে পাতিত কর। আমি মহারাজের বাক্যানুসারে সীতাকে পুণ্যকর্ম্মা মহর্ষিদিগের আশ্রমে লইয়া যাইব, অতএব তুমি অবিলম্বে রথ লইয়া আইস।' সুমন্ত্র "যে আজ্ঞা বলিয়া সুখশয্যাসমন্তীর্ণ উত্তম অশ্ব যোজিত সুন্দর পবিত্র রথ আনয়ন করিয়া মিত্রগণের মানবর্দ্ধন সৌমিত্রকে বলিলেন, 'প্রভো! এই রথ উপস্থিত হইয়াছে, অতএব কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করুন্।, নরবর লক্ষ্মণ সুমন্ত্রের এই কথা শুনিয়া রাজভবনে প্রবেশ করতঃ সীতার সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'দেবি! আপনি পূর্ব্বে এই নৃপতি সন্নিধানে আশ্রম দর্শনের প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তিনিও আশ্রমে লইয়া যাইতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, সুতরাং আপনাকে আশ্রমে লইয়া যাইতে আমার প্রতি আদেশ করিয়াছেন। অতএব দেবি! আপনি গঙ্গাতীরে ঋষিগণের পবিত্র আশ্রমে ত্বরায় গমন করুন্, আমি ভূপালের শাসনানুসারে আপনাকে মুনিনিষেবিত অরণ্যে লইয়া যাইব।,

বৈদেহী মহাত্মা লক্ষ্মণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া অতুল হর্ষ লাভ করতঃ যাইতে অভিলাষ করিলেন। বিদেহদুহিতা সীতা বহুমূল্য বসন এবং বিবিধ রত্নরাজি গ্রহণ করিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন এবং বলিলেন, 'আমি মুনিপত্নীদিগকে এই সকল আভরণ, মহার্হ বসন এবং নানাবিধ ধনদান করিব।'

সৌমিত্রি লক্ষ্মণ "তাহাই করিবেন" এই কথা বলিয়া মৈথিলীকে রথে আরোহণ করাইয়া রামের অনুজ্ঞা স্মরণপূর্ব্বক শীঘ্রগামী তুরগদ্বারা গমন করিলেন। তখন সীতাদেবী লক্ষ্মীবর্দ্ধন লক্ষ্মণকে বলিলেন, 'রঘুনন্দন! অনেক অশুভ লক্ষণ দর্শন করিতেছি। সৌমিত্রে অদ্য আমার বামনয়ন স্পন্দিত, গাত্র কম্পিত এবং হৃদয় অস্বস্থের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে বিশাললোচন! নগর সম্বন্ধে আমার অত্যন্ত উৎকণ্ঠা হওয়ায়, নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়াছি, অতএব আমি পৃথিবীকে সুখশূন্য দেখিতেছি। ভাতৃবৎসল! তোমার সেই ভ্রাতা কুশলে আছেন ত? বীর! আমার শ্বশ্রূরা ত সকলেই সমভাবে ভাল আছেন? নগরে এবং জনপদে প্রাণিবর্গের কুশল ত?' এই কথা বলিয়া সীতাদেবী কৃতাঞ্জলি হইয়া দেবতার নিকটে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ এই বিবরণ শ্রবণ করিয়া বিশুষ্ক হৃদয়ে নতমস্তকে মৈথিলীকে অভিবাদন করিয়া সন্তুষ্টের ন্যায় বলিলেন, 'সমস্তকুশল।' সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ গোমতী তীরস্থিত আশ্রমে রাত্রিবাস করিলেন, প্রভাতে উত্থিত হইয়া পুনর্ব্বার সারথিকে বলিলেন, 'মহাদেবের ন্যায় আমরা অদ্যই ভাগীরথীর জল মস্তকে ধারণ করিব, অতএব শীঘ্র রথ যোজনা কর। সারথি রথযুক্ত মনোজব অশ্ব সকলকে বিচারণ করাইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিদেহ-দুহিতা সীতাকে বলিলেন, 'আপনি রথে আরোহণ করুন। সীতা সারথির বাক্যানুসারে লক্ষ্মণ ও ধীমান্ সুমন্ত্রের সহিত উত্তম রথে আরোহণ করিলেন। অনন্তর, লক্ষ্মণ অর্দ্ধ দিবস গমন করিয়া ভাগীরথীর জলপ্রবাহ অবলোকনপূর্ব্বক দুঃখিতচিত্তে মহাশব্দে রোদন করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মজ্ঞা সীতা অতিশয় দুঃখিত হইয়া খিদ্যমান লক্ষ্মণকে বলিলেন, 'তুমি কি নিমিত্ত রোদন করিতেছ? লক্ষ্মণ! আমার চিরাভিলষিত জাহ্নবীতীরে আসিয়াছ, অতএব হর্ষ লাভ করা উচিত; তুমি এ সময়ে আমাকে কি নিমিত্ত বিষাদিত করিতেছ? পুরুষপ্রবর! তুমি সর্ব্বদা রামের পার্শ্বে অবস্থিতি কর, সুতরাং তুমি দ্বিরাত্র তৎকর্ত্তৃক বিযুক্ত হইয়া কি শোকাকুল হইয়াছ? লক্ষ্মণ! রাম আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়, তথাপি আমি এরূপ শোক করিতেছি না; অতএব তুমি বিহ্বল হইও না। আমাকে গঙ্গার পরপারে লইয়া চল এবং তাপসদিগকে প্রদর্শন করাও, পরিশেষে আমি মুনিগণকে বস্ত্র ও আভরণ দান করিব।

পরে মহর্ষিদিগকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া তথায় এক নিশা বাস করতঃ পুনর্ব্বার সেই পুরীতে প্রত্যাগমন করিব। বিশেষতঃ কমলদলের ন্যায় বিশাললোচন কৃশোদর রমণপ্রবর [illegible]হোরস্ক রামকে দেখিবার নিমিত্ত আমার [illegible]ও ত্বরা করিতেছে।'

পরবীরহা লক্ষ্মণ তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক নয়নযুগল মার্জ্জনা করিয়া নাবিকগণকে আহ্বান করিলেন, দাসগণ কৃতাঞ্জলি হইয়া লক্ষ্মণকে বলিব, 'এই নৌকা সজ্জিত [illegible]য়াছে।' লক্ষ্মণ পবিত্র গঙ্গা পার হইতে [illegible]ক হইয়া নৌকায় আরোহণ করিলেন [illegible] সমাহিত হইয়া তাঁহাকে গঙ্গার পারে [illegible] গেলেন।

ইতি ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ ॥ ৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ।

[illegible] নিষাদকর্ত্তৃক আনীতা সুসজ্জিতা [illegible] মৈথিলীকে পূর্ব্বে আরোহণ [illegible]নুজ লক্ষ্মণ সমাহি[illegible]ইয়া আরূঢ় [illegible]ই শোকসন্তপ্ত লক্ষ্মণ সুমন্ত্রকে [illegible]তীরে থাকিতে বলিয়া নাবি[illegible] [illegible]হইতে অনুমতি করিলেন। [illegible]ভাগীরথীর পরপারে উপনীত হইয়া লক্ষ্মণ বাষ্প দ্বারা আবৃত হওত, কৃতাঞ্জলিপুটে মৈথিলীকে বলিলেন, 'বৈদেহি! ধীমান্ আর্য্য আমাকে লোকনিন্দার হেতুভূত এই ক্রূর কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া লোকসমাজের নিন্দাভাজন করিয়াছেন, অতএব আমার হৃদয়ে সুমহৎ শল্য প্রবিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং এখন এ অবস্থায় অদ্য আমার মূর্চ্ছা বা মরণই শ্রেয়ঃ, তথাপি ঈদৃশ লোকনিন্দিত কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া উচিত নহে। অতএব শোভনে! আমার দোষ গ্রহণ করিবেন না; প্রসন্ন হউন।' লক্ষ্মণ ইহা বলিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভূতলে পতিত হইলেন।

লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলি হইয়া রোদন করতঃ স্বীয় মৃত্যু বাসনা করিলে সীতাদেবী লক্ষ্মণের ঈদৃশী অবস্থা দর্শনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন, 'লক্ষ্মণ! আমি রোদনের হেতু কিছুই বুঝিতেছি না, অতএব যথার্থ বৃত্তান্ত ব্যক্ত কর; তোমাকেও অস্বস্থ দেখিতেছি, মহীপতির মঙ্গল ত? আমি বিবেচনা করি, তুমি নরপতিকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছ, তাহাতেই তুমি এতাদৃশ শোকে কাতর হইতেছ, আমি তোমাকে আদেশ করিতেছি, আমার নিকটে তৎসমুদয় বল।'

দীনচেতন লক্ষ্মণ বৈদেহীকর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া বাষ্পকণ্ঠে ও অধোবদনে বলিলেন যে, 'জনকতনয়ে! নগরে এবং জনপদে আপনার নিদারুণ অপবাদের কথা সভামধ্যে শ্রবণ করিয়া রাম সর্ব্বতোভাবে সন্তপ্ত হইয়া আমার নিকট ব্যক্ত করতঃ গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন। দেবি! রাজা অমর্ষবশতঃ যে সকল বাক্য হৃদয়মধ্যে নিহিত ক[illegible] তাহা আমি আপনার নিকট ব্য[illegible] করিনা, সুতরাং সেই সকল কথা [illegible] নিয়ত হইলাম। দেবি! রাজা আপনার [illegible]বিতার বিষয় মৎসন্নিধানে ব্যক্ত করিয়াছেন, কেবল পুরবাসিগণের অপবাদভয়ে ভীত হইয়া আপনাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, অতএব আপনি তাহা বাস্তবিক বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। গর্ব্ভিণীর অভিলষিত এবং রাজার অনুশাসন অবশ্য সম্পাদনীয়, ইহা আমার [illegible]গত আছে; অতএব আমি আপনাকে আশ্রম প্রান্তে পরিত্যাগ করিয়া যাইব। শুভে! ব্রহ্মর্ষিগণের গঙ্গাতীরস্থিত এই তপোবন, ইহা অতি রমণীয় এবং পবিত্র, অতএব আপনি এখানে থাকিয়া বিষাদ করিবে না। মহাযশা দ্বিজবর মুনিপুঙ্গব বাল্মীকি মদীয় পিতা মহারাজ দশরথের পরম বন্ধু, অতএব দেবি! আপনি সেই মহাত্মার পাদমূলে উপনীত হইয়া একাগ্রচিত্তে উপাসনা করতঃ সুখে বাস করুন। দেবি! আপনি পাতিব্রত্য ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া রামকে সর্ব্বদা হৃদয়ে স্থাপন করুন; তাহা করিলেই আপনার পরম শ্রেয়োলাভ হইবে।'

ইতি সপ্তপঞ্চাশ সর্গ ॥ ৫৭ ॥

অষ্ট পঞ্চাশ সর্গ।

জনকনন্দিনী বৈদেহী লক্ষ্মণের নিদারুণ বাক্য শ্রবণে নিরতিশয় বিষাদে নিমগ্ন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। সেই জনকদুহিতা মুহূর্ত্তকাল অচৈতন্যের ন্যায় হইলেন, পরে জ্ঞান লাভ করিয়া বাষ্পজলে নয়নপ্লাবিত করিয়া দীন বাক্যে লক্ষ্মণকে বলিতে লাগিলেন 'লক্ষ্মণ! আজ আমার দুঃখসমূহ দৃষ্ট হইতেছে, অতএব বিধাতা মদীয় দেহকে নিশ্চয় দুঃখের জন্যই সৃজন করিয়াছেন। আমি পূর্ব্বে কোন পাপ করিয়া থাকিব অথবা কাহাকে স্ত্রীর সহিত বিযুক্ত করিয়াছিলাম, যেহেতু আমি সতী ও পবিত্রচরিত্রা হইলেও রাজা আমাকে পরিত্যাগ করিলেন। লক্ষ্মণ! পূর্ব্বে আমি অনুরোধ করিয়া রামের চরণানুবর্ত্তিনী হইয়া বনবাস ...পাদন ক্লেশ সহ্য করিয়াও তৎসন্নি- ধৌর এই কথা শুনি করিতে অভিলাষ করিয়া- সীতার সন্নিহি সৌম্য! এখন আমি ইষ্টজনরহিত 'দেবি' ...। কিরূপে আশ্রমে বাস করিব এবং একান্ত দুঃখিত হইয়াই বা নির্জ্জনবনে কাহাকে স্বীয় দুঃখ বলিব? প্রভো! মহাত্মা রঘুনন্দন রামচন্দ্র তোমাকে কি কারণে ত্যাগ করিয়াছেন? তুমিই বা কি অসৎ কার্য্য করিয়াছ? মুনিগণ এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে আমি তাঁহাদিগকে কি প্রত্যুত্তর দিব। লক্ষ্মণ! আমার গর্ব্ভে সন্তান রহিয়াছে, এসময় প্রাণত্যাগ করিলে মদীয় ভর্ত্তার রাজবংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে, তাহা না হইলে অদ্যই জাহ্নবীজলে প্রাণত্যাগ করিতাম। লক্ষ্মণ! রাজা তোমাকে যেরূপ আদেশ করিয়াছেন, তাহা প্রতিপালন কর, আমি দুঃখভাগিনী অতএব আমাকে ত্যাগ করিয়া রাজার নিদেশে অবস্থিত হও এবং আমার এই বাক্য শ্রবণ কর। লক্ষ্মণ! তুমি আমার প্রতিনিধি হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নতমস্তকে অবিশেষরূপে নরপতির চরণযুগলে প্রণত হইয়া শ্বশ্রূসকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। নরপতি ধর্ম্মবিষয়ে সুসমাহিত, অতএব আমার প্রতিনিধি হইয়া তাঁহাকে বলিবে, রঘুনন্দন! সীতা যেরূপ শুদ্ধা পরম ভক্তিসমন্বিতা এবং আপনার হিতাভিলাষিণী তাহা আপনি বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন। হে বীর! আপনি যে জনগণের অযশোভয়েই আমাকে পরিত্যাগ করিতেছেন, তাহা আমার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। বিশেষতঃ আপনি আমার পরমগতি, অতএব যাহাতে আপনার নিন্দা বা অপবাদ উপস্থিত হয়, তাহা আমার পরিহার করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মানুসারে সুসমাহিত সেই নরপতিকে বলিবে যে, তিনি ভ্রাতৃবর্গের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, পৌরগণের প্রতিও যেন নিয়ত সেইরূপ আচরণ করেন। রাজন্! পৌর জনের ধর্ম্ম রক্ষণদ্বারা যে পুণ্য স... হইবে, আপনার তাহাই ধর্ম্ম এবং তদ্দ্বারা আপনি অনুত্তম কীর্ত্তি লাভ করিবেন। নরবর! আমি পৌরগণের অপবাদ ও রঘুনন্দনের জন্য যাদৃশ অনুশোচনা করি স্বকীয় শরীরের জন্য তাদৃশ শোক করি না। পতিই নারীর দেবতা, পতিই গতি, পতিই বন্ধু এবং পতিই গুরু, অতএব প্রাণ দান করিয়াও সর্ব্বতোভাবে পতির প্রিয় অনুষ্ঠান ক... কর্ত্তব্য। মদীয় বাক্যানুসারে আমার সন্দেশ বাক্যের সার রামকে কহিবে, ভবিষ্যতে রা... আমার অপবাদের প্রসঙ্গ করিতে পারেন, অতএব আমার গর্ব্ভ লক্ষণ স্পষ্ট প্রকাশ হইয়াছে, ইহা অবলোকন করিয়া অদ্য গমন কর।

সীতা এইরূপ কহিলে লক্ষ্মণ দীনচিত্ত হইয়া অবনতমস্তকে তাঁহাকে ধরণীতলে বন্দনা করিয়া কিছু বলিতে সমর্থ হইলেন না। কিন্তু মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, শোভনে! আপনি কি বলিতেছেন? হে অনঘে! আপনার রূপ পূর্ব্বে নয়নগোচর করি নাই, কেবল চরণযুগল দর্শন করিয়াছি। এখন অপনি রামবিরহিতা হইয়াছেন, অতএব এসময় বনমধ্যে আপনাকে কিরূপে দর্শন করিব? পরে লক্ষ্মণ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া পুনর্ব্বার নৌকায় আরোহণ করিলেন এবং নাবিককে নৌকা চালাইতে অনুমতি দিলেন। শোকভারসমন্বিত লক্ষ্মণ উত্তরতীরে

উপনীত ও দুঃখাভিভূত হইয়া রথে আরোহণ করিলেন। পরন্তু পরতীরে অনাথার ন্যায় চেষ্টমানা সীতাকে পরাবৃত্ত হইয়া বারম্বার দর্শন করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। রথস্থ লক্ষ্মণকে দূরে প্রস্থিত নিরীক্ষণ করিয়া সীতা দেবীও উৎকণ্ঠিতা ও শোকসমাবিষ্টা হইলেন। যশস্বিনী সতী নাথকে অবলোকন না করিয়া দুঃখভারে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন; অধিক কি, দুঃখপরায়ণ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ময়ূরনিনাদিত বনে রোদন করিতে লাগিলেন।

ইতি অষ্ট পঞ্চাশ সর্গ ॥ ৫৮ ॥

একোনষষ্টিতম সর্গ।

সেই সময়ে তৎকালে সীতা দেবীকে রোদন করিতে দেখিয়া মুনিকুমারেরা তীব্রবুদ্ধি ভগবান্ বাল্মীকির নিকট গমন করিলেন। মুনিতনয়গণ তাঁহার চরণযুগলে অভিবাদন করিয়া তদীয় রোদনবৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। ভগবন্ লক্ষ্মীর ন্যায় পরমা সুন্দরী অদৃষ্টপূর্ব্বা কোন মহাত্মার পত্নী মোহবশতঃ বিকৃতবদনে রোদন করিতেছেন। ভগবন্! সেই উত্তমা রমণী এরূপ দুঃখের অযোগ্যা, তথাপি তিনি গাঢ়তর দুঃখপরায়ণ হইয়া নদীতীরে অনাথার ন্যায় দুঃখভাবে একাকিনী বিলাপ করিতেছেন, আমরা তাঁহাকে দেখিয়া আসিলাম। ভগবন্! আপনি স্বর্গচ্যুতা দেবতার ন্যায় তাঁহাকে উত্তমরূপে অবলোকন করুন। আমরা বিবেচনা করি, ইনি মানুষী নহেন অতএব আপনি ইহাঁর সৎক্রিয়া সম্পাদন করুন। সেই সাধ্বী আপনার আশ্রমের অদূরে, কেহ তাঁহাকে পরিত্রাণ করিবে এই অভিপ্রায়ে আসিয়া আপনার শরণাগতা হইয়াছেন; অতএব ভগবন্! আপনি তাঁহাকে পরিত্রাণ করুন। তপোবলে জ্ঞানলোচনসম্পন্ন ধর্ম্মজ্ঞ বাল্মীকি তাঁহাদের বচন শ্রবণ করিয়া মনে মনে কর্ত্তব্য অবধারণপূর্ব্বক মৈথিলীসন্নিধানে গমন করিলেন। মহামতি মুনি পাদচারে সেই প্রদেশের কিয়ৎপথ অতিক্রম করিয়া অর্ঘ্য লইয়া মনোহর জাহ্নবীতীরে প্রস্থিত হইলেন। মুনিবর বাল্মীকি তেজোদ্বারা যেমন সেই শোকভারপ্রপীড়িতা সীতাকে আহ্লাদিত করিয়াই মধুরবাক্য বলিতে লাগিলেন। অয়ি পতিব্রতে! তুমি রামের প্রিয়তমা মহিষী দশরথের পুত্রবধূ জনকরাজার কন্যা, অতএব তোমার সুখে আগমন হইয়াছে ত? তুমি আসিতেছ, যোগবলে ইহা আমি পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছি এবং ধ্যানদ্বারা তোমার আসিবার সমস্ত কারণও আমার বিদিত হইয়াছে। মহাভাগে! ত্রৈলোক্যমধ্যে যে কিছু ঘটনা হয় তাহা সকলই আমার বিদিত হইয়া থাকে, অতএব তোমার শুদ্ধস্বভাবও আমি যাথার্থতঃ জ্ঞাত আছি। সীতে! তপোলব্ধ দিব্যচক্ষুদ্বারা তোমাকে অপাপা বলিয়া জানি, অতএব বৈদেহি! তুমি বিশুদ্ধ হইয়া সম্প্রতি মৎসমীপে নিবসতি কর। বৎসে! মদীয় আশ্রমের অদূরে তাপসী সকল তপস্যা করিতেছেন, তাঁহারা সন্তানের ন্যায় নিয়ত তোমাকে পালন করিবেন। এই অর্ঘ্য প্রতিগ্রহ কর। যেমন কেহ আপনার গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া বিশ্রব্ধভাবে বাস করে, সেইরূপ তুমি বেদনা রহিত হইয়া বিশ্বস্তচিত্তে তথায় বসতি কর, বিষাদ করিওনা।

সীতাদেবী মুনির অত্যদ্ভুত বাক্য শুনিয়া অবনত মস্তকে তাঁহার চরণযুগল বন্দনা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, তাহাই করিব। সীতা কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই অগ্রসারি-মুনিবরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন, সীতার সহিত মুনিকে সমাগত দেখিয়া মুনিপত্নীরা তাঁহার সন্নিহিত হইলেন এবং হর্ষসহকারে এই বাক্য বলিলেন, মুনিবর! আপনার আগমন শুভ হউক বহুকালের পর আপনার আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম; আমরা অভিবাদন করিতেছি; কি কার্য্য করিব, আপনি অনুমতি করুন।

মুনিবর বাল্মীকি তাঁহাদের কথা শুনিয়া বলিলেন, এই সীতা আসিয়াছেন, ইনি ধীমান্ রামের পত্নী, দশরথের পুত্রবধূ জনকের দুহিতা এই সতীকে পাপস্পর্শ করে নাই, তথাপি ইনি পতিকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়াছেন; অত-

এব ইনি আমার সর্ব্বদা প্রতিপালনীয়া। তোমরা ইহাঁকে পরম স্নেহের সহিত অবলোকন করিবে, আমার বাক্যানুসারে গৌরববশতঃ তোমরা অবিশেষে ইহাঁর পূজায় রত হইবে। বারম্বার এই কথা বলিয়া বৈদেহীকে তাপসী হস্তে সমর্পণ করতঃ মহাযশা মহাতপা বাল্মীক শিষ্যগণপরিবৃত হইয়া পুনর্ব্বার স্বীয় আশ্রমে আগমন করিলেন।

ইতি একোনষষ্টিতম সর্গ ॥ ৫৯ ॥

ষষ্টিতম সর্গ।

বিষণ্ণহৃদয় লক্ষ্মণ মিথিলসম্ভবা সীতাকে আশ্রমে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া ঘোরতর শোকে সমাবিষ্ট হইলেন। পরে মহাতেজা লক্ষ্মণ মন্ত্রসহায় সুমন্ত্রসারথিকে বলিলেন, সারথে! সীতার বিয়োগজনিত রামের দুঃখ অবলোকন কর। রাঘব পবিত্রস্বভাবা ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিলেন, ইহা অপেক্ষা তাঁহার আর কি দুঃখতর উপস্থিত হইবে? সূত! দৈব কেহ অতিক্রম করিতে পারে না, অতএব আমি বিবেচনা করি, দৈববশতঃই রামের বৈদেহীবিয়োগ সংঘটিত হইয়াছে। অধিক কি, যে রঘুনন্দন রাম কুপিত হইয়া দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর এবং রাক্ষসগণকে নিহত করিয়াছেন, তিনিও সেই দৈবের অনুবর্ত্তন করিতেছেন। পূর্ব্বে পিতৃবাক্যানুরোধে দণ্ডকনামক বিজনমহাবনে চতুর্দ্দশ বর্ষ বাস করিয়া রাম যে দুঃখ অনুভব করেন, পিতৃআজ্ঞা পালননিবন্ধন তাহা উচিত হইয়াছে। পুরবাসিগণের বাক্য শুনিয়া রঘুনন্দন যে সীতাদেবীকে পুনর্ব্বার নির্ব্বাসিত করিলেন, ইহা তাহা অপেক্ষাও দুঃখতর; অতএব এই কার্য্য নৃশংস বলিয়া আমার নিকট প্রতিভাত হইতেছে। সূত! অন্যায়বাদী পৌরগণের বাক্যানুসারে এই অযশস্কর সীতাপরিত্যাগ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া রাম কোন্ ধর্ম্ম আচরণ করিলেন?

এইরূপ লক্ষ্মণের নানাবিধ কথা শ্রবণ করিয়া প্রাজ্ঞ সুমন্ত্র শ্রদ্ধাসহকারে বলিলেন, সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ! তুমি মৈথিলীর জন্য সন্তাপ করিও না, পুরাকালে দ্বিজগণ তোমার পিতার সমীপে সীতার এই ভাবি নির্ব্বাসনবৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন। মহাবাহু রাম কখন সুখভোগ করিতে পারিবেন না, প্রত্যুত নিরন্তর বহুতর দুঃখভোগ করিবেন এবং অবিলম্বে প্রিয়ার সহিত বিযুক্ত হইবেন। অধিক কি, ধর্ম্মাত্মা রাম মহৎকালের বশীভূত হইয়া ভরত শত্রুঘ্ন, সীতা এবং তোমাকেও পরিত্যাগ করিবেন। রাজা দশরথ তোমাদিগের ভাবিবৃত্তান্তজিজ্ঞাসু হইয়া দুর্ব্বাসাকে জিজ্ঞাসা করিলে, দুর্ব্বাসা তদুত্তরে রাজাকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা শত্রুঘ্ন, ভরত বা তোমাকে বলা কর্ত্তব্য নহে। নরবর! দুর্ব্বাসামুনি বহুজনসমীপে রাজা দশরথ, বসিষ্ঠ এবং আমার সমক্ষে তাহা বলিয়াছেন। ঋষির বাক্য শুনিয়া পুরুষপ্রবর মহারাজ আমাকে বলিলেন, সূত! তুমি এই গুপ্ত কথা কদাচ জনসমাজে প্রকাশ করিও না। অতএব সৌম্য! সেই লোকপাল দশরথের বাক্য কখনই মিথ্যা করিতে পারিব না, প্রত্যুত আমি সুসমাহিত হইয়া তাঁহার অনুজ্ঞা পালন করিব। হে সৌম্য! ইহা তোমার নিকট প্রকাশ করিবার যোগ্য না হইলেও তোমার শ্রবণশ্রদ্ধা প্রবল হইয়াছে বলিয়াই প্রকাশ করিতেছি, যদি তোমার শ্রবণশ্রদ্ধা প্রবল হইয়া থাকে, শ্রবণ কর। যদিও নরনাথ দশরথ প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তথাপি যৎকর্ত্তৃক তুমি শোকাবহ দুঃখপ্রাপ্ত হইলে, সেই দৈব দুরতিক্রমণীয় বলিয়াই আমি তোমার নিকট প্রকাশ করিতেছি। পরন্তু তুমি ভরত অথবা শত্রুঘ্নের নিকট ইহা ব্যক্ত করিও না। সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ গভীর অর্থযুক্ত সেই সত্যকথা শ্রবণ করিয়া সূতকে বলিলেন, তুমি বিস্তারক্রমে বর্ণন কর।

ইতি ষষ্টিতম সর্গ ॥ ৬০ ॥

একষষ্টিতম সর্গ।

অ্তে মহাত্মা লক্ষ্মণের বাক্যে অনুরুদ্ধ হইয়া ঋষিকথিত সেই বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন, পুরাকালে অত্রিনন্দন মহামুনি দুর্ব্বাসা বসিষ্ঠমুনির পবিত্র আশ্রমে একবৎসর বাস করিয়াছিলেন। তোমার পিতা অতীব যশস্বী মহাতেজা মহারাজ দশরথ মহাত্মা পুরোহিতকে দর্শন করিতে অভিলাষী হইয়া সেই আশ্রমে আগমন করেন। সূর্য্যসদৃশ তেজঃপুঞ্জকলেবর মহামুনি দুর্ব্বাসা যেন তেজোদ্বারা জাজ্বল্যমান হইয়াই বসিষ্ঠের দক্ষিণপার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন, রাজা তাঁহাকে অবলোকন করিয়া সেই বিনীত তাপসপ্রবর মুনিযুগলকে অভিবাদন করিলেন। তাঁহারা স্বাগতজিজ্ঞাসা, আসন, পাদ্য,অর্ঘ্য এবং ফলপুষ্পদ্বারা রাজাকে সম্মানিত করিলে, রাজাও মুনিগণের সহিত উপস্থিত হইলেন। মধ্যাহ্নকালে মহর্ষিগণ তথায় উপবিষ্ট হইলে সেই সেই সুমধুর কথা হইতে লাগিল। পরে কোন কথার অবসরে মহারাজ কৃতাঞ্জলি হইয়া অত্রিনন্দন তপোধন মহাত্মা দুর্ব্বাসাকে বলিলেন, ভগবন্! আমার বংশ কি পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইবে? রামের আয়ুঃ এবং অন্য পুত্রগণের আয়ুঃ বা কি পরিমাণ? রামের যাহারা পুত্র হইবে, তাহাদেরই বা আয়ুঃ কত? ভগবন্! আমার এই বংশের পরিণামে কি গতি হইবে, তাহা আপনি বলুন।'

রাজা দশরথের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাতেজা দুর্ব্বাসা বলিলেন;—'রাজন! পুরাবৃত্ত শ্রবণ কর; যখন দেবাসুরে সংগ্রাম হয়, তৎকালে দৈত্য সকল সুরগণকর্ত্তৃক ভৎর্সিত হইয়া ভৃগুপত্নীর আশ্রয় গ্রহণ করে। ভৃগুপত্নী তাহাদিগকে অভয় দান করিলে, তাহারা নির্ভয় হইয়া তথায় বসতি করিতে লাগিল। সুরেশ্বর বিষ্ণু তাহাদিগকে ভৃগুপত্নীকর্ত্তৃক পরিগৃহীত দর্শনে কুপিত হইয়া শিতধার চক্র দ্বারা ভৃগুপত্নীর মস্তক হরণ করিলেন। পরে, ভৃগুকুলোদ্বহ বনিতার বিনাশ দর্শনে কুপিত হইয়া সহসা রিপুকুলবিনাশন বিষ্ণুকে এই শাপ প্রদান করিলেন;—"হে জনার্দ্দন! আমার পত্নী অবধ্যা হইলেও তুমি ক্রোধমূর্চ্ছিত হইয়া তাহাকে বধ করিয়াছ, অতএব তুমি মনুষ্যলোকে জন্ম গ্রহণ করিবে। সেখানে তুমি বহুবর্ষ পত্নীর বিয়োগদুঃখ অনুভব করিবে।" অনন্তর, "ভগবান্ ধর্ম্মপক্ষাশ্রয়ি-দেবতাদিগের অনুগ্রহার্থ প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আমি অভিমানবশতঃ সেই উপাস্য দেবতাকে অভিশাপ দিলাম, যদি তিনি শাপ গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে মিথ্যাবচননিবন্ধন আমকে নরকগামী হইতে হইবে।" ভৃগুমুনি এইরূপ অনুতাপিত হইলে, সেই অন্তর্যামী ঈশ্বর তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া শাপ গ্রহণের জন্য তাঁহাকে আপনার অর্চ্চনায় নিয়োগ করিলেন। ভৃগু শাপপীড়িত হইয়া সেই দেবের অর্চ্চনা করিলেন; তখন ভক্তবৎসল দেব নারায়ণ তপস্যাদ্বারা আরাধিত হইয়া বলিলেন;—"ভূরাদি লোক সকলের প্রিয়কার্য্য সম্পাদনার্থ সেই শাপ স্বীকার করিলাম।" হে রাজসত্তম! মহাতেজা বিষ্ণু পূর্ব্বজন্মে ভৃগুকর্ত্তৃক এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া ইহলোকে তোমার পুত্রত্ব লাভ করিবেন। হে মানদ! তিনি ত্রিলোক মধ্যে রাম নামে বিখ্যাত হইবেন এবং ভৃগুমুনির সেই সুমহৎ শাপফল প্রাপ্ত হইবেন। রাম সুচিরকাল অযোধ্যার আধিপত্য করিবেন এবং যাঁহারা তাঁহার অনুগামী, তাঁহারা সুখী ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইবেন। সীতার গর্ভে রামের দুইটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিবেন, রাম লক্ষ্মণাদির পুত্রগণকে রাজ্য দান করিয়া বহুতর রাজবংশের সংস্থাপন করিবেন।'

'অতীব তেজস্বী মহামুনি দুর্ব্বাসা রাজবংশের অতীত ও ভবিষ্যৎ সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। তখন সেই মুনি মৌন হইলে রাজা দশরথ মহাত্মা মুনিযুগলকে অভিবাদন করিয়া পুনর্ব্বার পুরবর অযোধ্যায় আগমন করিলেন। মুনিবর পূর্ব্বে এই বাক্য আশ্রমে বলিয়াছিলেন, আমি তাহা শ্রবণ করিয়া হৃদয়মধ্যে নিহিত রাখিয়াছি ম, কিন্তু ইহা কথনই অন্যথা হইবে না। মুনির বচনানুসারে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে,

রঘুনন্দন রাম সীতার পুত্রদ্বয়কেই অযোধ্যা-নগরে অভিষিক্ত করিবেন। অতএব হে নরোত্তম রাঘব! এ অবস্থায় আপনার সীতা বা রামের নিমিত্ত সন্তাপ করা অনুচিত।'

সারথির সেই পরম অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ অতুল হর্ষ লাভ করিলেন এবং "সাধু সাধু" বলিয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে সুমন্ত্র এবং লক্ষ্মণ এইরূপ কথোপকথন করিতেই সূর্য্যদেব অস্তাচলচূড়ায় আশ্রয় লইলেন, সুতরাং তাঁহারা কেশিনীনদীর তীরে অবস্থিতি করিলেন।

ইতি একষষ্টিতম সর্গ ॥ ৬১ ॥

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

রঘুনন্দন লক্ষ্মণ কেশিনীনদীর তীরে সেই রজনী যাপন করতঃ প্রভাতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পুনর্ব্বার যাত্রা করিয়া মধ্যাহ্নিন সময়ে হৃষ্টপুষ্ট-জনাবৃত রত্নপূর্ণ অযোধ্যানগরে উপনীত হইলেন। তৎকালে, মহামতি সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ একান্ত দুঃখিত হইয়া ভাবিলেন যে, আমি রামের চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কি বলিব! এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রামের সুধাংশুসন্নিভ পরমরমণীয় ভবন তাঁহার নয়নগোচর হইল। নরবর লক্ষ্মণ মহারাজ রামচন্দ্রের গৃহদ্বারে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া অধোবদনে দীনমনে তদীয় সদনে প্রবেশ করিলেন। লক্ষ্মণ অশ্রুপূর্ণ দীনভাবাপন্ন অগ্রজ রামচন্দ্রকে উত্তম আসনে উপবিষ্ট দর্শনে ব্যথিত হইলেন এবং তদীয় চরণযুগল গ্রহণ করতঃ সুসমাহিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক করুণ-বচনে বলিলেন;—'আর্য্যের আজ্ঞানুসারে জনকদুহিতাকে গঙ্গাতীর সন্নিহিত যথোদ্দিষ্ট বাল্মীকির পবিত্র আশ্রমে পরিত্যাগ করিয়া [illegible]সিয়াছি। হে বীর! সেই আশ্রমপ্রান্তে [illegible] সুচরিত্র জনকতনয়াকে বিসর্জ্জন দিয়া আ[illegible]নার উপাসনা করিবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার চরণসন্নিধানে উপস্থিত হইলাম। হে পুরুষপ্রবর! কালের গতি এইরূপ, অতএব আপনি শোক করিবেন না; কারণ, ভবাদৃশ ধীমান্ ধীরগণ শোকের বশীভূত হয়েন না। দেখুন, অসীম ঐশ্বর্য্য হইলেও কালে তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়, অতিশয় উন্নতি হইলে সময়ে তাহার পতন হয়, সংযোগ হইলেই অবসানে তাহার বিয়োগ হয় এবং জীবের জীবন, কালে বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে; অতএব স্ত্রী পুত্র মিত্র এবং ধনে অতিশয় আসক্ত হওয়া উচিত নহে; কারণ ইহাদের সহিত নিশ্চয়ই বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়। হে কাকুৎস্থ! আপনি অন্তঃকরণোপাধিক জীবাত্মা দ্বারা অন্তঃকরণকে এবং মনঃদ্বারা মনোবৃত্তিকে সাংসারিক দুঃখ হইতে নিবারণ করিতে সমর্থ অধিক কি আপনি যখন সমস্ত লোককেই শিক্ষা দিতে সম্পূর্ণ সক্ষম, তখন যে স্বীয় শোক অপনোদন করিবেন, তাহাতে বৈচিত্র্য কি? হে রঘুনন্দন! ভবাদৃশ মহাপুরুষেরা ঈদৃশ বিষয়ে বিমোহিত হয়েন না। রাজন্! আপনি যে অপবাদভয়ে ভীত হইয়া মৈথিলীকে পরিত্যাগ করিয়াছেন যদি সেই পরগৃহস্থিতা পত্নীর নিমিত্ত সর্ব্বদা শোক করেন, তাহা হইলে আপনার অপবাদ দূর হওয়া দূরে থাকুক, তাহা পুনর্ব্বার প্রকারান্তরে নগরমধ্যে সংঘোষিত হইবে, সংশয় নাই। অতএব হে পুরুষশার্দ্দূল! আপনি ধৈর্য্য অবলম্বনদ্বারা সমাহিত হইয়া এই দুর্ব্বল শোকবুদ্ধি পরিত্যাগ করুন, আর সন্তাপ করিবেন না।'

মিত্রবৎসল কাকুৎস্থ রাম মহাত্মা লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া পরম প্রীতিসহকারে তাঁহাকে বলিলেন;—'হে নরবর লক্ষ্মণ! তুমি যেরূপ বলিলে সেইরূপই বটে। হে বীর! তুমি আমার আদেশ প্রতি পালন করায় আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি এবং তোমার সুরুচির বাক্যে অনুনীত হইয়া আমার শোক ও সন্তাপ নিবৃত্ত হইয়াছে।'

ইতি দ্বিষষ্টিতম সর্গ ॥ ৬২ ॥

ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

রাম লক্ষ্মণের এতাদৃশ অদ্ভুত বাক্য শ্রবণে অতীব প্রীত হইয়া বলি' ; 'হে সৌম্য! এতাদৃশ সময়ে তোমার মত বন্ধু দুর্লভ ; তুমি যেরূপ মহাবুদ্ধিসম্পন্ন, সেইরূপ আমার মনেরও অন্তর্যামী ; অতএব হে শুভলক্ষণ! আমার মনোমধ্যে যে বিষয়ের উদয় হইয়াছে, তাহা শ্রবণ ও প্রতিপালন কর। হে সৌম্য! চারি দিবস হইল পৌরজনের কার্য্য না করায় আমা' মর্ম্মস্থল বিদ্ধ হইতেছে ; অতএব, হে পুরুষর্ষভ! তুমি পুরোহিত, অমাত্য, মন্ত্রী, কার্য্যার্থি-পুরুষ, কিম্বা কার্য্যার্থিনী স্ত্রীগণকে আহ্বান কর। যে রাজা প্রতিদিন পৌরগণের কার্য্য নির্ব্বাহ না করেন, তিনি বায়ুসঞ্চার বিহীন ঘোর নরকে নিপতিত হয়েন, ইহাতে সংশয় নাই। শুনিয়াছি, পুরাকালে মহাযশস্বী ব্রাহ্মণভক্ত সত্যবাদী শুদ্ধস্বভাব নৃগ নামে এক রাজা ছিলেন। সেই নরদেব নৃপতি নৃগ কোন সময়ে পুষ্করতীর্থে ভূদেবগণকে স্বর্ণ-ভূষিতা সবৎসা এক কোটী গাভী সম্প্রদান করেন। হে অনঘ! তাহাতে কোন উঞ্ছ-বৃত্তি আহিতাগ্নি দরিদ্র ব্রাহ্মণের একটী সবৎসা ধেনু রাজানীত গাভীসকলের সহিত ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত হয়। গোস্বামী ব্রাহ্মণ ক্ষুৎপীড়িত হইয়াও বহু বৎসর কাল স্থানে স্থানে সেই অপহৃতা গাভীর অন্বেষণ করিয়া কুত্রাপি দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর, কোন সময়ে কনখলদেশে গমন করতঃ কোন ব্রাহ্মণের গৃহে সেই জীর্ণবৎসা রোগরহিতা স্বকীয়া ধেনুকে দর্শন করিয়া 'শবলে! এস' এই স্বরক্ষিত নাম দ্বারা আহ্বান করিলে, সেই গাভীও তাহা শ্রবণ করিল। গাভী সেই পাবকসদৃশ তেজঃপুঞ্জকলেবর অগ্রগামী ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণের স্বর জানিতে পারিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। যে দ্বিজবর ঐ গাভীকে পালন করিতেন, তিনিও সত্বর তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া সেই ঋষিবরকে বলিলেন ;—"এ গাভী আমার ; রাজসিংহ নৃগ আমাকে এই গাভী দান করিয়াছেন, সুতরাং ইহা আমারই।" এইরূপে সেই পণ্ডিত ব্রাহ্মণযুগলের তুমুল বিবাদ হইতে লাগিল ; পরিশেষে, তাঁহারা উভয়েই বিবাদ করিতে করিতে গাভীদাতা নৃগরাজার নিকট গমন করিলেন। পরন্তু, তাঁহারা রাজার ভবন-দ্বারে বহুদিবস অপেক্ষা করিয়াও রাজগৃহে প্রবেশের অনুমতি না পাওয়ায় অতিশয় কুপিত হইয়া উঠিলেন। সেই মহাত্মা দ্বিজ-সত্তমযুগল ক্রুদ্ধ ও একান্ত সন্তপ্ত হইয়া এই কঠোর শাপ প্রদান করিলেন—"তুমি যখন অর্থীগণের কার্য্য সমাধা করিবার নিমিত্ত অর্থী ও প্রত্যর্থীগণকে দর্শন দিতেছ না, তন্নিমিত্ত সর্ব্বভূতের অদৃশ্য কৃকলাস হইবে। হে নৃগ! তুমি কৃকলাসদেহ হইয়া বহু শতসহস্র বৎসর গহ্বরে নিবসতি করিলে, যদুবংশীয়-গণের কীর্ত্তিবর্দ্ধন বাসুদেব নামে বিখ্যাত ভগবান্ বিষ্ণু পুরুষবিগ্রহ পরিগ্রহ করতঃ তোমাকে শাপ হইতে মোচন করিবেন। রাজন্! কলিযুগ উপস্থিত হইলে সেই মহাবীর্য্য নর এবং নারায়ণ ঋষি জগতের ভার হরণ করিবার কারণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন।" এইরূপে সেই বিপ্রদ্বয় নৃগ নৃপকে শাপ প্রদান করতঃ সুস্থ হইয়া, সেই দুর্ব্বলা বৃদ্ধা গাভী অন্য ব্রাহ্মণকে সম্প্রদান করিলেন। লক্ষ্মণ! নৃগ নৃপতি এখনও সেই সুদারুণ শাপ ভোগ করিতেছেন।'

'হে বীর! যেরূপ কার্য্যার্থীগণের কলহ রাজাদিগের দোষের নিমিত্ত পরিকল্পিত হয়, সেইরূপ মহীপতি সুন্দররূপে প্রজাপালনকার্য্য সম্পাদন করিলে তাহার ফলভাগী হইয়া থাকেন ; অতএব, কার্য্যার্থী প্রজাগণকে শীঘ্র মৎসমীপে আনয়ন কর, তুমি স্বয়ং দ্বারে থাকিয়া তাহাদিগের প্রতীক্ষা কর।'

ইতি ত্রিষষ্টিতম সর্গ ॥ ৬৩ ॥

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ লক্ষ্মণ দীপ্ততেজা রঘুনন্দন রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন ,—'হে কাকুৎস্থ! ব্রাহ্মণযুগল সামান্য অপরাধে রাজর্ষি নৃগরাজকে দ্বিতীয়

যমদণ্ডের ন্যায় ঈদৃশ কঠোর শাপ প্রদান করিলেন!! হে পুরুষর্ষভ! তিনি আপনাকে পাপযুক্ত শ্রবণ করিয়া সেই কোপসমন্বিত দ্বিজদ্বয়কে কি বলিয়াছিলেন?'

রঘুনন্দন রাম লক্ষ্মণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে পুনর্ব্বার তাঁহাকে বলিলেন;—'হে সৌম্য! মহারাজ নৃগ শাপযুক্ত হইয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। রাজা নৃগ বিপ্রযুগলকে প্রস্থিত জানিয়া স্বীয় পুরোহিত, মন্ত্রিবর্গ এবং পৌরগণকে আহ্বান করতঃ একান্ত দুঃখিতচিত্তে বলিলেন;—'তোমরা সমাহিত হইয়া মদীয় বাক্য শ্রবণ কর। অনিন্দিতস্বভাব নারদ এবং পর্ব্বত মুনি ব্রাহ্মণপ্রযুক্ত শাপ কথনজন্য আমাকে মহৎ ভয় প্রদান করিয়া বায়ুর ন্যায় দ্রুতবেগে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন; অতএব, আমার এই বসু নামক কুমারকে মদীয় সিংহাসনে অদ্য অভিষিক্ত কর এবং যাহাতে সুখস্পর্শ হয়, শিল্পিদ্বারা আমার নিমিত্ত তাদৃশ বিবর নির্ম্মাণ করাও; আমি তাহাতে থাকিয়া ব্রাহ্মণদত্ত শাপ ক্ষয় করিব। শিল্পিগণ আমার বাসের উপযোগী একটি বর্ষানিবারক, একটি হিমনিবারক এবং অপর একটি গ্রীষ্মনিবারক সুখস্পর্শ বিবর নির্ম্মাণ করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে নানাবিধ ছায়াপ্রধান ফলবান্ বৃক্ষ ও পুষ্পবতী লতা রোপণ করতঃ গর্ত্তের রমণীয়তা সম্পাদন করুক্। আমার চতুষ্পার্শ্বের অর্দ্ধযোজন পর্য্যন্ত যাহাতে সুগন্ধি পুষ্পসকলে পরিপূর্ণ থাকে, তাহার সুবিধান কর। যে পর্য্যন্ত কাল অতিবাহিত না হয়, তাবৎকাল আমি তাহাতে সুখে নিবসতি করিব।" সেই ধর্ম্মপরায়ণ মহারাজ নৃগ তৎকালে এইরূপ বিধান করিয়া বসু নামক পুত্রকে সিংহাসনে স্থাপনপূর্ব্বক বলিলেন;—"হে পুত্র! ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে প্রজাগণকে পালন কর। হে নরবর! আমার তাদৃশ সামান্য অপরাধ হইলেও দ্বিজদ্বয় কুপিত হইয়া আমাকে যেরূপ শাপ প্রদান করিয়াছেন, তুমি তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছ। পুত্র! যে কৃতান্ত আমাকে ব্যসনে নিপাতিত করিয়াছেন, তিনিই সুখ ও দুঃখের প্রভু; অতএব হে নরবর! আমার নিমিত্ত অনুতাপ করিও না। স্বকৃত কর্ম্মানুসারে যাহা অবশ্য প্রাপ্তব্য, মানব তাহা প্রাপ্ত হয়, গন্তব্য স্থানে গমন করে এবং যাহা লব্ধব্য, তাহাই লাভ করে; অধিক কি, সুখদুঃখও তদনুসারে ভোগ করে; অতএব হে বৎস! বিষাদ পরিত্যাগ কর।" হে পুরুষবর লক্ষ্মণ! তখন মহাযশা রাজা নৃগ পুত্রকে এইরূপ উপদেশ দিয়া বাস করিবার নিমিত্ত সেই সুন্দর বিবরে গমন করিলেন। তৎকালে মহাত্মা রাজা উত্তম রত্নরাজিদ্বারা বিভূষিত বিবরে এইরূপে প্রবিষ্ট হইয়া কোপপূর্ণ দ্বিজদ্বয়কর্ত্তৃক বিসৃষ্ট শাপ অনুভব করিতে লাগিলেন।'

ইতিচতুঃষষ্টিতম সর্গ ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

রামচন্দ্র বলিলেন, 'এইত আমি তোমাকে নৃগ রাজার শাপবৃত্তান্ত বিস্তারপূর্ব্বক বলিলাম, যদি এই প্রসঙ্গে তোমার অন্য কথা শুনিবার ইচ্ছা থাকে, তবে শ্রবণ কর।' সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ রামের এই কথা শুনিয়া পুনরায় বলিলেন;—'রাজন্! এই আশ্চর্য্য কথা শ্রবণ করিয়া আমার পরিতৃপ্ত হয় নাই।'

ইক্ষ্বাকুনন্দন রাম লক্ষ্মণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম ধর্ম্মসমন্বিত উপাখ্যান বলিতে আরম্ভ করিলেন;—নিমি নামক ধর্ম্মনিষ্ঠ এক রাজা ছিলেন, তিনি অদ্বিতীয় বীর্য্যশালী এবং মহাত্মা ইক্ষ্বাকুপুত্রগণের মধ্যে দ্বাদশ। সেই পরাক্রান্ত রাজা তৎকালে গৌতমমুনির আশ্রমসমীপে দেবপুরীর ন্যায় রমণীয়া পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মহাযশা রাজর্ষি নিমি যে স্থানে বাস করিতেন, সেই সুন্দর নগর বৈজয়ন্ত নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। মনোহর মহানগর নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার মনে হইল যে, "আমি পিতার মনের আহ্লাদ উৎপাদন করতঃ দীর্ঘসত্র যাগ করিব।" অনন্তর, মনুতনয় পিতা ইক্ষ্বাকুকে আমন্ত্রণ করিয়া প্রথমে ব্রহ্মর্ষিসত্তম বসিষ্ঠকে বরণ করিলেন। ইক্ষ্বাকুনন্দন রাজর্ষি নিমি

পরে তপোধন ভৃগু, অত্রি এবং অঙ্গিরাকে বরণ করিলেন। এই অবসরে বসিষ্ঠ রাজর্ষি-সত্তম নিমিকে বলিলেন;—"ইন্দ্র অগ্রে আমাকে বরণ করিয়াছেন, অতএব তুমি সময় প্রতীক্ষা কর।" বসিষ্ঠ প্রস্থান করিলে মহাবিপ্র গৌতম বসিষ্ঠের কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিলেন, মহাত্মা বসিষ্ঠও ইন্দ্রের যজ্ঞসম্পন্ন করিলেন।'

'নরাধিপতি মহারাজ নিমি সেই ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন করিয়া স্বীয় নগরের সন্নিহিত হিমালয়পার্শ্বে পঞ্চসহস্রবৎসরব্যাপী যজ্ঞ করিতে লাগিলেন এবং ইন্দ্রও সহস্র বৎসরকাল অশ্বমেধ যাগ করিলেন। বাসবের যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, অনিন্দিতস্বভাব ভগবান্ বসিষ্ঠ নি যজ্ঞ করিবার জন্য রাজার সমীপে উপস্থিত হইলেন। পরন্তু গৌতম মুনিকে সেই কার্য্য করিতে দেখিয়া ব্রহ্মপুত্র বসিষ্ঠ নিতান্ত কোপায়ত্তন্ত হইলেন, তথাপি রাজার দর্শনাভিলাষী হইয়া মুহূর্ত্তকাল উপবিষ্ট রহিলেন, কিন্তু সেই দিবস রাজর্ষি নিমি নিদ্রায় অত্যন্ত অভিভূত হওয়ায় রাজর্ষির অদর্শননিবন্ধন মহাত্মা বসিষ্ঠের কোপের আবির্ভাব হইল; তখন তিনি বলিলেন;—"হে পার্থিব! তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া অন্যকে বরণ করিয়াছ, অতএব তোমার শরীর চেতনাবিহীন হইবে।"

'রাজা বসিষ্ঠদত্ত শাপ শ্রবণে প্রবুদ্ধ হইলেন এবং ক্রোধে জ্ঞানহীন হইয়া ব্রহ্মসুত বসিষ্ঠকে বলিলেন;—"আমি অজ্ঞান হইয়া নিদ্রায় ছিলাম, তথাপি তুমি কোপে কলুষিত হইয়া আমার প্রতি দ্বিতীয় যমদণ্ডের ন্যায় শাপাগ্নি নিক্ষেপ করিয়াছ। অতএব হে ব্রহ্মর্ষে! তোমার দেহও বহুকাল চেতনাবিহীন হইয়া থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।" সেই তুল্যপ্রভাবসম্পন্ন নৃপবর এবং দ্বিজবর কুপিত হইয়া পরস্পরকে এইরূপে শাপ দিলে, সহসা উভয়েই দেহবিহীন হইলেন।'

ইতি পঞ্চষষ্টিতম সর্গ ॥ ৬৫ ॥

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ।

পরবীরনিসূদন লক্ষ্মণ প্রদীপ্ত তেজঃসম্পন্ন রঘুনন্দন রামচন্দ্রের বাক্য শুনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন;—'হে কাকুৎস্থ! সেই দেবপূজিত দ্বিজবর এবং রাজা দেহ পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার কিরূপে দেহ লাভ করিলেন?' ইক্ষ্বাকুনন্দন পুরুষপ্রবর মহাতেজা রাম লক্ষ্মণকর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন;—'সেই ধার্ম্মিক তপোধন এবং নৃপবর পরস্পরের শাপে শরীর পরিত্যাগ করিয়া বায়ুস্বরূপ হইলেন। পরন্তু, পরম তেজস্বী মহামুনি বসিষ্ঠ অশরীর হইয়া অন্য স্থূলশরীর লাভের বাসনায় পিতার নিকট প্রস্থান করিলেন। ধর্ম্মবিৎ বসিষ্ঠ পিতার সন্নিহিত হইয়া দেবদেব পিতামহের পদদ্বয় বন্দনা করিয়া বায়ুরূপেই এই বাক্য বলিলেন;—"হে ভগবন্ দেবদেব মহাদেব! আমি নিমির শাপে দেহবিহীন হইয়া সম্প্রতি বায়ুস্বরূপ হইয়া আছি। হে প্রভো! দেহহীন হইলে সকলেরই অতিশয় দুঃখ হইয়া থাকে এবং দেহবিহীন ব্যক্তির সমস্ত কার্য্যই বিলুপ্ত হয়, অতএব অন্য দেহ প্রদান করিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন।"

'অনন্তর, অমিতপ্রভ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন;—"হে মহাভাগ! তুমি মিত্রাবরুণসম্ভূত তেজে প্রবিষ্ট হও। হে দ্বিজসত্তম! মিত্রাবরুণের তেজে প্রবিষ্ট হইলেও তুমি অযোনিজ হইবে এবং বিপুল ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়া পুনর্ব্বার প্রাজাপত্য লাভ করিবে।" ব্রহ্মা এইরূপ কহিলে, বসিষ্ঠ পিতামহকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক অভিবাদন করিয়া সত্বর বরুণালয়ে গমন করিলেন। বসিষ্ঠের আগমনসময়ে মিত্রদেবও সুরগণকর্তৃক পূজ্যমান হইয়া ক্ষীরোদাত্মক বরুণের সহিত তাদাত্ম্যভাবে বরুণরাজত্ব করিতেছিলেন। এমন সময়ে প্রধান অপ্সরা উর্ব্বশী সখীগণপরিবৃতা হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তৎ, সেই রূপবতী অপ্সরাকে সাগরে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া বরুণ অত্যন্ত হর্ষাবিষ্ট হইয়া

সেই পদ্মপলাশনয়না চন্দ্রাননা প্রধানা অপ্সরা উর্ব্বশীকে মৈথুনের নিমিত্ত বরণ করিলেন। পরন্তু, উর্ব্বশী কৃতাঞ্জলিপুটে বরুণকে বলিল ;—"হে সুরেশ্বর! স্বয়ং মিত্রদেব পূর্ব্বে আমাকে বরণ করিয়াছেন।" বরুণ কামশরে পীড়িত হইয়া উর্ব্বশীকে বলিলেন ;—"হে সুশ্রোণি এই দেব নির্ম্মিত কুম্ভে আমি এই তেজ পরিত্যাগ করিব। হে বরবর্ণিনি! যদি তুমি সঙ্গম ইচ্ছা না কর, তাহা হইলে এইরূপ বীর্য্য বিসর্জ্জন করিয়াই আমি চরিতার্থ হইব।" লোকনাথ বরুণের সুমিষ্ট বাক্য শ্রবণ করিয়া উর্ব্বশী পরম প্রীতিসহকারে বলিল ;—"হে প্রভো! আমার চিত্ত তোমার প্রতি নিতান্ত আসক্ত এবং তোমারও আমাতে অধিক অনুরাগ, কিন্তু সম্প্রতি এই দেহ মিত্র দেবের অধীন।" বরুণ উর্ব্বশীর এই কথা শুনিয়া জ্বলিত অনলপ্রতিম স্বীয় মহৎ অদ্ভুত তেজঃ সেই কুম্ভে পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর, মিত্রদেব যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, উর্ব্বশী তথায় গমন করিলে, মিত্রদেব অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উর্ব্বশীকে এই কথা বলিলেন ;—" রে দুষ্টচারিণি! আমি পূর্ব্বে তোমাকে আমন্ত্রণ করিয়াছি, অতএব তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কেন অন্য পতিকে বরণ করিলে? এই দুষ্কৃত কার্য্য দ্বারা আমার কোপে পতিত হইয়াছ, অত এব তুমি কিছুকাল মনুষ্যলোকে নিবসতি করিবে। হে দুর্ব্বুদ্ধে! তুমি বুধের পুত্র কাশিরাজ পুরূরবা নিকট গমন কর, তিনি তোমার ভর্ত্তা হইবেন।" অনন্তর, উর্ব্বশী এইরূপ শাপদোষে পুরবর প্রতিষ্ঠান নগরে বুধের ঔরসপুত্র পুরূরবার নিকটে গমন করিল। তাঁহার পুত্র মহাবল শ্রীমান্ আয়ু, আয়ুর পুত্র নহুষ, সুরেশ্বর বাসব বৃত্রাসুরের উপর বজ্র ত্যাগ করিয়া পরিশ্রান্ত হইলে ইন্দ্রসম পরাক্রান্ত সেই নহুষ শত সহস্র বৎসর দেবরাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। এইরূপে সুভ্রূ চারুনয়না সুদতী উর্ব্বশী শাপবশতঃ ভূর্লোকে বহু বৎসর বাস করিয়া শাপক্ষয় হইলে পুনর্ব্বার বাসবের সভায় সমাগত হইল।

ইতি ষট্ষষ্টিতম সর্গ ॥ ৬৬ ॥

সপ্ত ষষ্টিতম সর্গ।

লক্ষ্মণ সেই দিব্যরূপ পরমাদ্ভুত বাক্য শ্রবণে অতিশয় প্রীত হইয়া রামচন্দ্রকে বলিলেন ;—হে রাজেন্দ্র! সেই দেবসম্মত ব্রাহ্মণ ও নৃপতি দেহবিহীন হইয়া কিরূপে পুনর্ব্বার দেহ লাভ করিয়াছিলেন?' সত্যপরাক্রম রাম লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণ করতঃ পুনর্ব্বার মহাত্মা বসিষ্ঠের বিবরণ বলিতে আরম্ভ করিয়া কহিলেন ;—'হে রঘুশ্রেষ্ঠ! মহাত্মা মিত্র ও বরুণের তেজঃপূর্ণ যে কুম্ভের কথা বলিয়াছি, তাহাতে দুইজন তেজোময় ঋষিসত্তম ব্রাহ্মণ সম্ভূত হইলেন। লক্ষ্মণ! যাহাতে বরুণতেজঃ পরিত্যক্ত হইয়াছিল, মিত্রদেব উর্ব্বশীকে উদ্দেশ করিয়া সেই কুম্ভে প্রথমতঃ যে তেজঃ নিক্ষেপ করেন, তাহাতেই ঋষিপ্রবর ভগবান্ অগস্ত্য উৎপন্ন হইয়া, মিত্রকে "আমি তোমার পুত্র নহি" এই কথা বলিয়াই প্রস্থান করিলেন। কিছুকাল পরে ইক্ষ্বাকুগণের কুলদৈবত তেজস্বী বসিষ্ঠ মিত্র ও বরুণ উভয়ের তেজঃপ্রভাবে সেই কুম্ভ হইতে উৎপন্ন হইলেন। হে সৌম্য! সেই মহামুনি জন্ম গ্রহণ করিবামাত্র মহাতেজস্বী ইক্ষ্বাকুবংশের হিতের নিমিত্ত তাঁহাকে পৌরোহিত্যে বরণ করিলেন।'

'হে বীর! মহাত্মা বসিষ্ঠের নূতন দেহ পরিগ্রহের কথা কথিত হইল; সম্প্রতি, নিমির যাহা হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর ;—মনীষি মহর্ষিগণ রাজা নিমিকে বিদেহ দর্শনে তদীয় দেহকে অবলম্বন করিয়াই যজ্ঞদীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং পৌর ও ভৃত্যবর্গের সহিত সংবেত হইয়া গন্ধ মাল্য ও বস্ত্রদ্বারা সেই রাজদেহ রক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর, যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, ভৃগু বলিলেন ;—"হে পার্থিব! আমি তোমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছি, অতএব তোমার চেতনাকে পুনরানয়ন করিব।' সুরগণও পরম প্রীতিসহকারে নিমিচেতনাকে পুনরানয়ন করিবার অভিলাষে বলিলেন ;—"হে রাজর্ষে! তুমি বর গ্রহণ কর, আমারা তোমার চেতনাকে কোথায় নিরূপিত করিব?"

'সুরগণকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া নিমি

চেতনা বলিল ;—"হে সুরবরগণ! আমি প্রাণিপুঞ্জের নেত্রে বাস করিব।" তচ্ছ্রবণে দেবতারা বলিলেন ;—"তাহাই হইবে ; তুমি বায়ুস্বরূপ হইয়া সর্ব্বভূতের নেত্রে বিচরণ করিবে। হে পৃথিবীপতে। তুমি বায়ুরূপে বিচরণ করিতে থাকিলে, প্রাণিগণ বিশ্রামের নিমিত্ত তোমার জন্য নিমেষ ধর্ম্মপ্রাপ্ত হইবে।" সুরগণ এই কথা বলিয়া নিজনিকেতনে প্রস্থিত হইলে মহামনা ঋষিগণ মহাত্মা নিমির পুত্রের নিমিত্ত তদীয় দেহকে আহরণ করিয়া তাহাতে অরণি নিক্ষেপ করতঃ বলসহকারে মন্ত্রহোমদ্বারা মন্থন করিতে লাগিলেন। এইরূপে অরণিদ্বারা মন্থন করিতে করিতে একজন মহাতপস্বী প্রাদুর্ভূত হইলেন। তিনি মন্থনদ্বারা জন্মগ্রহণ করিলেন বলিয়া মহর্ষিগণ তাঁহাকে মিথি জনক নাম প্রদান করিলেন। অপিচ, তিনি বিদেহ নিমি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন বলিয়া বৈদেহ নামেও বিখ্যাত হয়েন। এইরূপে পূর্ব্বে মহাতেজস্বী বিদেহরাজ জনক মিথি নামে বিখ্যাত হয়েন এবং তাঁহা হইতেই মৈথিলগণ উৎপন্ন হইয়াছেন।'

'হে সৌম্য! রাজশ্রেষ্ঠ নিমির শাপে মহর্ষি বসিষ্ঠের এবং দ্বিজশ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠের শাপে নৃপতি নিমির যেরূপে জন্ম হইয়াছিল, এই ত সেই সমস্ত কথিত হইল।'

ইতি সপ্তষষ্টিতম সর্গ ॥ ৬৭ ॥

অষ্ট ষষ্টিতম সর্গ।

রাম এইরূপ কহিলে, পরবীরহন্তা লক্ষ্মণ তেজোদ্বারা জাজ্বল্যমান রামকে বলিলেন ;—'হে রাজেন্দ্র! পুরাকালে বসিষ্ঠ এবং বিদেহের সুমহৎ অদ্ভুত ঘটনা হইয়াছিল। নিমি ক্ষত্রিয় রাজা এবং শূর বিশেষতঃ যজ্ঞদীক্ষিত হইয়াও মহাত্মা বসিষ্ঠকে ক্ষমা করিলেন না?' রমণকারিশ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়প্রবর রমণীয় রামলক্ষ্মণের ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ দীপ্ততেজা ভ্রাতাকে বলিলেন ;—'হে বীর! সকল পুরুষে ক্ষমাগুণ দৃষ্ট হয় না। হে সৌমিত্রে! যযাতি সত্ত্বগুণাবলম্বন করতঃ যেরূপ দুঃসহ রোষত্যাগ করিয়াছিলেন, তুমি সমাহিতচিত্তে তাহা শ্রবণ কর। হে সৌম্য! নহুষতনয় যযাতি নামক এক পৌরজনপ্রতিপালক রাজা ছিলেন, ইহলোকে অপ্রতিম রূপবতী তাঁহার দুই ভার্য্যা ছিল ; তাহার মধ্যে বৃষপর্ব্বদুহিতা দৈত্যবংশজা শর্ম্মিষ্ঠা সেই রাজর্ষি যযাতির প্রিয়তমা ছিলেন। হে পুরুষর্ষভ! শুক্রের কন্যা সুমধ্যমা দেবযানী তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী, কিন্তু তিনি যযাতি রাজার প্রণয়পাত্রী ছিলেন না। তাঁহাদের সমাহিতচিত্ত রূপবান্ দুইটী পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তাহাদের মধ্যে শর্ম্মিষ্ঠা পূরুকে এবং দেবযানী যদুকে প্রসব করেন। পরন্তু, জননীর ও আপনার গুণে পূরু রাজার প্রিয় হইয়াছিলেন, যদু ইহাতে দুঃখিত হইয়া মাতাকে বলিলেন ;—"তুমি অক্লিষ্টকর্ম্মা দেব ভার্গবের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া মানসিক দুঃখ এবং দুঃসহ অবমান সহ্য করিতেছ? দেবি! আমরা উভয়ে হুতাশনে প্রবেশ করিব, রাজা দৈত্যতনয়ার সহিত বহুকাল ক্রীড়া করুন্। যদি আপনার সহ্য হয়, তবে আপনি ক্ষমা করুন্, কিন্তু, আমি ক্ষমা করিব না ; আমাকে অনুমতি করুন্ আমি নিঃসংশয় জীবন ত্যাগ করিব।" পরমদুঃখিত রোদনপরায়ণ পুত্রের কথা শুনিয়া দেবযানী তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পিতাকে স্মরণ করিলেন। তৎকালে ভার্গব দুহিতার সেই মনোগত ভাব অবগত হইয়া অবিলম্বে দেবযানীর সমীপে সমাগত হইলেন। দুহিতাকে অপ্রকৃতিস্থ, হর্ষহীন এবং দুঃখিতচিত্ত দেখিয়া বলিলেন ; "ইহার কারণ কি?' দীপ্ততেজা ভার্গব বারম্বার জিজ্ঞাসা করিলে, দেবযানী নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পিতাকে বলিলেন ;—"হে মুনিসত্তম! আমি তীক্ষ্ণ বিষ ভক্ষণ করিব অথবা অনল বা জলমধ্যে প্রবেশ করিব, কোন মতে জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইব না। ব্রহ্মন্! বৃক্ষের প্রতি অযত্ন হইলে তদাশ্রিত পুষ্পাদি বিনষ্ট হইয়া যায় ; আপনি আমাকে অবজ্ঞা করিলেন না, আমি নিতান্ত দুঃখিত ও অবমানিত হইয়াছি। হে ভার্গব! আপনার অবজ্ঞাবশতঃ

রাজা আমার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেছেন, সম্মান করিতেছেন না।'

কন্যার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভার্গব সর্ব্বথা ক্রোধাকুল হইয়া নহুষতনয় যযাতিকে বলিলেন ;—" হে নহুষনন্দন! তুমি অতীব দুরাত্মা, সুতরাং আমাকে অবজ্ঞা করিয়াছ; অতএব তুমি জরাদ্বারা জীর্ণ হইয়া দেহের শৈথিল্য লাভ করিবে।" সেই মহাযশা ব্রহ্মর্ষি ভার্গব এই কথা বলিয়া দুহিতাকে আশ্বাস প্রদান করতঃ পুনর্ব্বার স্বীয় ভবনে গমন করিলেন।'

'এইরূপে সেই সূর্য্যসমানতেজা দ্বিজবরাগ্রগণ্য নহুষতনয়কে শাপ প্রদানপূর্ব্বক দুহিতা দেবযানীকে আশ্বাসিত করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।'

ইতি অষ্টষষ্টিতম সর্গ ॥ ৬৮ ॥

একোনসপ্ততিতম সর্গ।

'শুক্রাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া রাজা যযাতি কাতর হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন এবং তৎসন্নিধানে জরা অন্যত্র সংক্রমণের ক্ষমতা পাইয়া যদুকে বলিলেন; " হে মহাযশ পুত্র! তুমি ধর্ম্মজ্ঞ, অতএব আমার সুখের নিমিত্ত এই দারুণ জরা গ্রহণ কর। হে বৎস! আমি ভোগবাসনা চরিতার্থ করিব। হে নরবর! আমি বিষয়ভোগে পরিতৃপ্ত হই নাই, কামভোগ অনুভব করিয়া শরিশেষে জরা গ্রহণ করিব।"

'যদু সেই বাক্য শুনিয়া নরবর যযাতিকে প্রত্যুত্তর করিলেন;—" আপনার প্রিয় পুত্র পুরু জরা প্রতিগ্রহ করুক্। হে পার্থিব! আপনি স্বীয় সমীপ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া আমাকে বিষয়ে বঞ্চিত করিয়াছেন, বিশেষতঃ যাহার সহিত আপনি একত্রে আহার করেন, সেই আপনার জরা গ্রহণ করিবে" রাজা তাঁহার বাক্য শুনিয়া পূরুকে বলিলেন;— হে মহাবাহো! আমার নিমিত্ত তুমি এই জরা গ্রহণ কর।" পূরু যযাতির কথা শুনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন—" আমি আপনার শাসনে অবস্থিত, অতএব আপনার এই আদেশে ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম।"

'রাজা যযাতি পূরুর অভিপ্রায় অবগত হইয়া অতুল হর্ষ লাভ করতঃ স্বীয় জরা পূরুতে সংযোজিত করিলেন। পরে সেই তরুণ রাজা অসংখ্য যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া বহুসহস্র বৎসর মেদিনী শাসন করিলেন। অনন্তর, বহুকালের পর পূরুকে বলিলেন;—" হে পুত্র! তুমি জরা আনয়ন কর, আমি তোমার ন্যাসভূত যৌবন প্রদান করি। হে পুত্র! আমি ন্যাসস্বরূপ জরাকে তোমাতে সংক্রামিক করিয়াছিলাম, অতএব সেই জরাকে আমি প্রতিগ্রহণ করিব, তুমি ক্লেশ পরিত্যাগ কর। হে মহাবাহো! আমার শাসন প্রতিপালন করায় আমি প্রীত হইয়াছি, অতএব সন্তুষ্টচিত্তে তোমাকে রাজ্যে অভিষেক করিব।" নহুষতনয় যযাতি পুত্র পূরুকে এই কথা বলিয়া ক্রোধভরে দেবযানীপুত্র যদুকে বলিলেন;—" তুমি মদীয় ঔরসে ক্ষত্ররূপ দুরাসদ রাক্ষস জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, তাহা না হইলে আমার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিতে না; অতএব তুমি রাজ্যাধিপত্য রহিত হও। আমি তোমার পিতা ও গুরুস্বরূপ হইলেও তুমি আমার অবমাননা করিয়াছ, অতএব তুমি দারুণ রাক্ষসদিগকে উৎপাদন করিবে। তুমি দুর্ম্মতি, অতএব তোমার বংশ তোমার ন্যায় দুর্ম্মতি হইবে; সোমকুলসম্ভূত বংশে তোমার সন্তান থাকিবে না।" যদুকে এইরূপ বলিয়া রাজর্ষি যযাতি রাজ্যবর্দ্ধন পূরুকে অভিষেকদ্বারা সম্মানিত করিয়া বানপ্রস্থ আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। বহুকাল অতীত হইলে সেই নহুষতনয় যযাতি রাজা অমরপুরে গমন করিলেন।'

'মহাযশা পূরু মহৎ ধর্ম্মে পরিবৃত হইয়া কাশিরাজ্যের অন্তর্গত পুরশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠাননগরে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। এদিকে যদু রাজবংশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া দুর্গম ক্রৌঞ্চবনে সহস্র সহস্র যাতুধানদিগকে উৎপাদন করিতে লাগিলে। নিমি ঋষিগণকে ক্ষমা করেন, কিন্তু, রাজা যযাতি ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে উশনার শাপ ধারণ করিয়াছিলেন। হে

সৌম্য! এই ত তোমাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলাম, কিন্তু আমরা কার্য্যাপেক্ষী সমস্ত মানবদিগের নিদর্শন অঙ্গীকার করিব, তাহা হইলে নৃগরাজার ন্যায় আমাদিগের কোন দোষ হইবে না।'

চন্দ্রবদন রামচন্দ্র এইরূপ কহিতে থাকিলে, আকাশে তারকা সকল বিরল হইতে লাগিল এবং পূর্ব্বদিক্ অরুণকিরণ-দ্বারা রক্তবর্ণ হইয়া কুসুমরসরঞ্জিত বসনদ্বারা অবগুণ্ঠিতা কামিনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

ইতি একোনসপ্ততিতম সর্গ ॥ ৬৯ ॥

সপ্ততিতম সর্গ।

অনন্তর, রাজীবলোচন রাজা রামচন্দ্র প্রাতঃকাল প্রভাতকালে পৌর্ব্বাহ্লিকী ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া ধর্ম্মাসনে উপবেশন করিলেন। তিনি সভায় সমাসীন হইয়া নিগমবিদ্ ব্রাহ্মণগণ, কশ্যপ ঋষি ও পুরোহিত বসিষ্ঠের সহিত রাজধর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে ব্যবহারবিদ্ ও ধর্ম্মপাঠক, মন্ত্রিগণ এবং নীতিজ্ঞ সভাসীন রাজগণ-দ্বারা পরিবৃত অক্লিষ্টকর্ম্মা রাজসিংহ রামচন্দ্রের সেই সভা মহেন্দ্র, যম এবং বরুণের সভার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর, রাম শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে বলিলেন ;—"হে মহাবাহো সুমিত্রানন্দবর্দ্ধন! যে সকল পুরবাসী কার্য্যার্থী হইয়া উপস্থিত হইয়াছে, তুমি পুরদ্বারে যাইয়া তাহাদিগকে আহ্বান কর।' সুলক্ষণ-সম্পন্ন লক্ষ্মণ রামের কথানুসারে স্বয়ং দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া কার্য্যার্থীদিগকে আহ্বান করিতে লাগিলেন ; পরন্তু, কেহই 'অদ্য আমার কার্য্য আছে' এ কথা বলিল না ; কারণ, রামচন্দ্রের রাজ্যশাসনকালে ব্যাধি কিম্বা আধি কিছুই ছিল না এবং বসুমতী পক্বশস্য ও ওষধিনিচয়ে পরিপূর্ণা ছিল। তিনি ধর্ম্মানুসারে সমস্ত শাসন করিয়াছিলেন, সুতরাং তৎকালে কোন বাধাই উপস্থিত হয় নাই এবং বালক যুবা অথবা মধ্যম-বয়স্ক কেহই মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই। অনন্তর, লক্ষ্মণ রামসমীপে গমন করতঃ কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন যে, রামরাজ্যে কোন কার্য্যার্থীই দৃষ্ট হয় না। তচ্ছ্রবণে প্রসন্নচিত্ত রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন ;—'তুমি পুনর্ব্বার যাইয়া কার্য্যার্থীর অন্বেষণ কর। রাজার ভয়ে ভীত হইয়াই প্রজারা ইহলোকে পরস্পরকে রক্ষা করে, সুতরাং সর্ব্বতোভাবে প্রযুক্ত রাজনীতির প্রভাবেই কুত্রাপি অধর্ম্ম অবস্থিতি করিতে পারে না। হে মহাবাহো! যদিও মৎকর্ত্তৃক বিমুক্ত বাণরাজীর ন্যায় মদীয় রাজনীতি প্রকৃতিপুঞ্জকে রক্ষা করিতেছে, তথাপি তুমিও তৎপর হইয়া তাহাদিগকে রক্ষা কর।'

লক্ষ্মণ এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজভবন হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলেন, দ্বারদেশে একটি সারমেয় অবস্থান করিতেছে। সে ইতস্ততঃ অবলোকন-পূর্ব্বক মুহুর্মুহু চীৎকার করিতেছিল, বীর্য্যবান্ লক্ষ্মণ তাহাকে এইরূপ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ;—হে মহাভাগ! তোমার প্রয়োজন কি? বিস্রব্ধচিত্তে তাহা ব্যক্ত কর।' সারমেয় লক্ষ্মণের বাক্য শুনিয়া বলিল ;—"যিনি সর্ব্বভূতের শরণ্য এবং ভয় উপস্থিত হইলে যিনি অভয় দিয়া থাকেন, সেই অক্লিষ্টকর্ম্মা রামচন্দ্রকে বলিতে বাসনা করি।' লক্ষ্মণ সারমেয়ের এই বাক্য শুনিয়া রামচন্দ্রকে তাহা বলিবার নিমিত্ত সুন্দর রাজভবনে প্রবেশ করিলেন এবং রঘুনন্দনকে তাহা বিদিত করতঃ পুনর্ব্বার নির্গত হইয়া সারমেয়কে বলিলেন;—'যদি তোমার কোন সত্য কথা বক্তব্য থাকে, তাহা হইলে রাজাকে নিবেদন কর।' লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণে সারমেয় বলিল ;—'আমরা সর্ব্বযোনির অধম, অতএব দেবমন্দির, রাজালয়, ব্রাহ্মণভবন এবং যে স্থানে অনল, শতক্রতু, সূর্য্য ও বায়ু অবস্থিতি করেন, তাদৃশ স্থানের নিতান্ত অযোগ্য। হে সৌমিত্রে! বিশেষতঃ সর্ব্বপ্রাণীর হিতাভিলাষী সত্যবাদী রণদক্ষ রাজা রামচন্দ্র মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম, অতএব আমি তথায় প্রবেশ করিতে পারিব না। অপিচ, সেই রমণীয়স্বভাব রঘুনন্দন রাম সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী, নীতিবিশারদ এবং ষাড়্গুণ্য প্রয়োগে

সুনিপুণ। তিনি সোম সূর্য্য মৃত্যু যম ধনদ বহ্নি শতক্রতু ও বরুণ এবং তিনিই প্রকৃতিপুঞ্জের প্রতিপালক। অতএব হে সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ! তুমি তাঁহাকে আমার অভিলাষ বিদিত কর, আমি তাঁহার বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করি না।'

তখন, মহাদ্যুতি মহাভাগ লক্ষ্মণ দয়াপরতন্ত্র হইয়া রাজভবনে প্রবেশ করতঃ রামচন্দ্রকে বলিলেন;—'হে কৌসল্যানন্দবর্দ্ধন! আমার নিবেদন শ্রবণ করুন্। হে মহাবাহো বিভো! আপনি আমাকে যাহা আদেশ করিয়াছেন, আমি তাহা বলিয়াছি; পরন্ত, কার্য্যার্থী সারমেয় আদেশপ্রার্থনায় দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতেছে।' রামচন্দ্র লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন;—'যে কার্য্যার্থী হইয়া দ্বারে অবস্থান করিতেছে, অবিলম্বে তাহাকে প্রবেশ করাও।'

ইতি সপ্ততিতম সর্গ॥ ৭০॥

একসপ্ততিতম সর্গ।

মতিমান্ লক্ষ্মণ রামের অনুমতি অনুসারে সত্বর সারমেয়কে আহ্বান করিয়া রাঘবের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। রামচন্দ্র সমাগত কুক্কুরকে অবলোকন করিয়া বলিলেন;—'হে সারমেয়! তুমি যাহা বলিতে অভিলাষ করিয়াছ, নির্ভয়ে আমার নিকট তাহা প্রকাশ কর।' তখন, সেই ভিন্নমস্তক সারমেয় রাজা রামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া বলিল;—'রাজাই প্রাণিপুঞ্জের কর্ত্তা ও নায়ক, রাজাকেই জীবগণকে রক্ষা করিতে হয়, সকলে প্রসুপ্ত হইলেও রাজাই জাগরিত থাকেন এবং রাজাই প্রজাপুঞ্জকে পালন করেন; রাজাই সকলের রক্ষক এবং তিনিই সুপ্রযুক্ত নীতি দ্বারা ধর্ম্মকে রক্ষা করেন; তিনি প্রজাপালন না করিলে সকলেই বিনষ্ট হয়। রাজা সমুদয় জগতের পিতা, রাজা প্রকৃতিমণ্ডলের পালনকর্ত্তা এবং রক্ষাকর্ত্তা; রাজাই কাল ও যুগ, তিনিই এই সমস্ত জগৎস্বরূপ, ধর্ম্মানুসারে স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ ও প্রজাগণকে ধারণ অর্থাৎ পালন করেন বলিয়া পণ্ডিতগণ রাজাকে ধর্ম্ম বলিয়া থাকেন। শত্রুগণকে ধারণ অর্থাৎ উন্মূলন করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজারঞ্জন করেন, সুতরাং সেই ধারণকেই পণ্ডিতেরা ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। রাজন্! এই পরম ধর্ম্মই পরলোকে ফলপ্রদ। হে রাঘব! আমার বিবেচনায় ধর্ম্ম হইতে কিছুমাত্র দুষ্প্রাপ্য নাই। হে মহারাজ! সাধুগণের পূজা, সরল ব্যবহার, দয়া ও দান এই সকলই ইহলোকে ও পরলোকে রক্ষা করে, সুতরাং ইহাই পরম ধর্ম্ম। হে সুব্রত রঘুনন্দন! আপনি প্রমাণের প্রমাণ বিশেষতঃ সাধুগণের আচরিত ধর্ম্ম আপনারাই বিদিত আছে। রাজন্! আপনি গুণের সাগরসদৃশ এবং ধর্ম্মের পরম আশ্রয়; অতএব হে রাজসত্তম! আমি অজ্ঞানবশতঃ যাহা বলিয়াছি, তজ্জন্য আমার প্রতি কোপ করিবেন না; আমি অবনতমস্তকে আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি।'

সারমেয়ের সদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া রঘুনন্দনরাম বলিলেন;—'অদ্য তোমার কোন্ কার্য্য করিব, তাহা বিশ্রব্ধ হইয়া সত্বর বল।' সারমেয় রামের বাক্য শুনিয়া বলিল;—'ধর্ম্মের দ্বারা রাজা রাজ্যলাভ করেন এবং ধর্ম্মানুসারেই রাজ্যপালন করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ রাজা সমস্ত জনগণের ভয়নাশক, সুতরাং ধর্ম্মনিবন্ধন রাজাই লোকের শরণ্য হয়েন। হে রাঘব! ইহা বিদিত হইয়া আমার যাহা কার্য্য তাহা শ্রবণ করুন্;—সর্ব্বার্থসিদ্ধ নামক এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণাশ্রমে বাস করেন, আমি নিরপরাধ হইলেও সেই ভিক্ষু অকারণে আমাকে প্রহার করিয়াছেন।'

রামচন্দ্র ইহা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ দ্বৌবারিককে প্রেরণ করিলে, দ্বৌবারিক সেই সর্ব্বসিদ্ধার্থকোবিদ দ্বিজবরকে আনয়ন করিল। অনন্তর, মহাদ্যুতি দ্বিজবর সভামধ্যে রামচন্দ্রকে অবলোকন করিয়া বলিলেন;—'হে অনঘ রাম! আমাকে আপনার প্রয়োজন কি? তাহা আমাকে বলুন্।' বিপ্রের কথিত বাক্য শুনিয়া রাম বলিলেন;—'হে দ্বিজ! আপনি এই সারমেয়কে প্রহার করিয়াছেন?

হে বিপ্র! এই সারমেয় আপনার কি অপকার করিয়াছিল যে, আপনি দণ্ডদ্বারা গুরুতর আঘাত করিয়াছেন। ক্রোধ জীবগণের জীবননাশক শত্রু, প্রধান রিপু এবং তীক্ষ্ণ অসিস্বরূপ, অতএব ক্রোধই সমস্ত বিনষ্ট করে। মনুষ্য যে তপস্যা যজ্ঞ ও দান করে, ক্রোধই সেই সমস্ত হরণ করিয়া থাকে; অতএব ক্রোধকে বিসর্জ্জন করিবে। ইন্দ্রিয়ের বিষয়কে সংহার করিয়া মানব ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক ধাবমান দুষ্ট অশ্বের ন্যায় ইন্দ্রিয়গণের সারথ্য করিবে। মনুষ্য বাক্য মনঃ কর্ম্ম ও চক্ষুর্দ্বারা লোকের শ্রেয়োবিধান করিলে, লোকেই সেই শ্রেয় অনুষ্ঠাতা মানবের দ্বেষ করে না এবং তাহার অনিষ্ট চেষ্টায় লিপ্ত হয় না। [illegible]ত আত্মা যাহা করে, নিয়ত সংক্রুদ্ধ শত্রু [illegible]রা আহত সর্প কিম্বা সুতীক্ষ্ণ অসি [illegible] করিতে পারে না। বিনয় শিক্ষা করিয়া [illegible] নিজ প্রকৃতি শোধন করিতে চেষ্টা করিলেও তাহার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয় না; কারণ, প্রকৃতি নিশ্চলা, ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত।'

দ্বিজবর সর্ব্বার্থসিদ্ধ অক্লিষ্টকর্ম্মা রামকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া বলিলেন;—'আমি ভিক্ষাকাল অতীত হইলেও ভিক্ষার নিমিত্ত পর্য্যটন করিতেছিলাম, তৎকালে কোপাবিষ্টচিত্ত হইয়া ইহাকে প্রহার করিয়াছি। তখন, এই কুক্কুর পথমধ্যে অবস্থান করিতেছিল, আমি ইহাকে যাও যাও এই কথা বলিলেও, এ ইচ্ছানুসারে যাইয়া, পথপ্রান্তে বিষমভাবে অবস্থিত হইল। হে রঘুনন্দন! তৎকালে আমি ক্ষুধাবিষ্ট হইয়াছিলাম, সুতরাং কোপপূর্ণ হইয়া ইহাকে প্রহার করিয়াছি; অতএব হে রাজরাজেন্দ্র! আমি অপরাধী আমাকে শাসন করুন্। হে রাজেন্দ্র! আপনাকর্ত্তৃক শাসিত হইলে আমার আর নরক হইতেও ভয় হইবে না।'

রামচন্দ্র সমস্ত সভাসদ্‌গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—'ইহার প্রতি কি করা কর্ত্তব্য, তাহা আপনারা বলুন্; অপরাধানুসারে দণ্ড প্রয়োগ করিলে প্রজাগণ সুরক্ষিত হয়; অতএব ইহার প্রতি কিরূপ দণ্ড বিধান করা যায়।'

বসিষ্ঠ, কাশ্যপ, ভৃগু, অঙ্গিরস ও কুৎস প্রভৃতি ঋষিগণ, প্রধান ধর্ম্মপাঠকগণ, নৈগম সচিবগণ এবং অন্যান্য বহুতর পণ্ডিতগণ তথায় সহবেত ছিলেন। সেই রাজধর্ম্মবিশারদ সভাসদ্‌গণ রঘুনন্দন রামকে বলিলেন;—'ব্রাহ্মণ দণ্ডদ্বারা বধ্য নহেন, ইহা শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন। অপিচ, হে রাঘব! রাজা সমস্ত প্রজার শাসনকর্ত্তা বিশেষতঃ তুমি দেব সনাতন বিষ্ণু এবং ত্রৈলোক্যেরও শাসনকর্ত্তা।'

তাঁহারা এইরূপ কহিলে, সারমেয় বলিল;—'রাজন্! যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন এবং যদি আমাকে আপনার বর দেয় হয়, তাহা হইলে এই ব্রাহ্মণকে কৌলপত্য প্রদান করুন্। হে বীর নরাধিপ! তোমার কি করিব, এই কথা বলিয়া আপনি আমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন; অতএব হে মহারাজ! ইহাকে কালঞ্জরে কৌলপত্য প্রদান করুন্।' ইহা শ্রবণ করিয়া রাম তাহাকে কৌলপত্যে অভিষিক্ত করিলেন এবং সেই ব্রাহ্মণও অর্চ্চিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে গজারোহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর, রামের সচিববর্গ বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—'হে মহাদ্যুতে! ইহাকে ত শাপ দেওয়া হইল না বরং বর দেওয়াই হইল।' রাম সচিববর্গের বাক্য শুনিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন;—'আপনারা গতিতত্ত্বজ্ঞ নহেন, সারমেয়ই ইহার প্রকৃত কারণ অবগত আছে।' তৎপরে রামচন্দ্র সারমেয়কে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল;—'আমি সেই কালঞ্জরে শিষ্টান্নভোজী কুলপতি ছিলাম। হে রাঘব! দেব ও দ্বিজাতির পূজায় আমার পবিত্র অনুরাগ ছিল; দাস এবং দাসীগণকে সর্ব্বতোভাবে আহার্য্য বিভাগ করিয়া দিতাম এবং বিনীত সুশীল ও সর্ব্বজীবের হিতে রত হইয়া দেবদ্রব্য রক্ষা করিতাম; তথাপি এই দারুণা অধমা গতি ও অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি। হে রঘু[illegible]! এই অধার্ম্মিক নৃশংস ব্রাহ্মণ এইরূপ কুপিত হইয়া ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক লোকের অহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করে;

অধিক কি, এই অবিদ্বান্ বিপ্র পরুষস্বভাব-নিবন্ধন কুপিত হইয়া চতুর্দ্দশ কুলকেও পতিত করিবে; অতএব, এ কোন রূপেই কৌলপত্য রক্ষা করিতে পারিবে না। পুত্র, বান্ধব ও পশুর সহিত যাহাকে নরকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা হইবে, তাহাকে দেবসেবায়, ব্রাহ্মণ-সেবায় অথবা গোসেবায় নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। যিনি দেবতাদ্রব্য, ব্রহ্মস্ব, স্ত্রীধন ও বালকধন গ্রহণ করেন এবং দান করিয়া পুনর্ব্বার হরণ করেন, তিনি ইষ্ট জনের সহিত বিনষ্ট হয়েন। হে রাঘব! যিনি দেবতা ও ব্রাহ্মণের দ্রব্য গ্রহণ করেন, তিনি সদ্যই বীচি নামক ঘোরতর নরকে পতিত হয়েন। অধিক কি, যে নরাধম মনে মনেও ব্রহ্মস্ব ও দেবস্ব হরণ করে, সে নিরয় হইতে নিরয়ে নিপতিত হয়।' মহাতেজা রাম তাহার বাক্য শুনিয়া বিস্ময়বশতঃ উৎফুল্লনয়ন হইলেন এবং সারমেয়ও যে দিক্ হইতে আসিয়াছিল, তদ্দিকেই প্রস্থান করিল! সেই মহাভাগ কুক্কুর কেবল জাতিমাত্রে দূষিত হইলেও পূর্ব্বজাতীয় গৌরববশতঃ মনস্বী ছিল, সুতরাং সে বারাণসীতে প্রায়োপবেশন করিল।

ইতি একসপ্ততি সর্গ ॥ ৭১ ॥

দ্বিসপ্ততি সর্গ।

নানাজাতীয় পাদপ শোভিত কাননের কোন রমণীয় প্রদেশে বহু বৎসরকাল একটি গৃধ্র ও একটি উলূক বাস করিত। সেই কানন সুন্দর গিরি ও নদীসকল দ্বারা শোভিত, সিংহ ও ব্যাঘ্রদ্বারা সঙ্কুল, বহুল কোকিলকুলের কূজনশব্দে প্রতিধ্বনিত এবং নানাজাতীয় পক্ষিগণে পরিপূর্ণ ছিল। একদা ঐ পাপাশয় গৃধ্র 'উলূকের আলয় আমার' এই কথা বলিয়া তাহার সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইল। রাজীবলোচন রামচন্দ্র সমস্ত লোকেরই রাজা, অতএব আমরা তাঁহার সন্নিধানে সত্বর গমন করি, যাহার এই আলয় তিনি বলিয়া দিবেন। অমর্ষপরবশ গৃধ্র ও উলূক কোপাবিষ্ট হইয়া ঐ রূপ নিশ্চিত অভিপ্রায় করিয়া নিশ্চয় করিবার নিমিত্ত রামসমীপে উপনীত হইল। কলহবশতঃ ব্যাকুলিতচিত্ত সেই গৃধ্র ও উলূক পরস্পর বিদ্বেষনিবন্ধন রামসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া সত্বর রামের চরণযুগল স্পর্শ করিল। পরে গৃধ্র নরপতিকে নয়নগোচর করিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিল;—' হে মহাদ্যুতে! আমার বিবেচনায় আপনি সুর ও অসুরগণের মধ্যে প্রধান এবং বৃহস্পতি বা শুক্রাচার্য্য হইতেও বিশিষ্ট। আপনি সৌন্দর্য্যে দ্বিতীয় চন্দ্রমা, প্রাণিগণের পরাবরজ্ঞ, গৌরবে হিমালয়, সূর্য্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য, গাম্ভীর্য্যে, সাগরসদৃশ এবং লোকপালতুল্য প্রভাবসম্পন্ন। হে রঘুনন্দন! আপনি ক্ষমাগুণে ধরণীসম, বেগে অনিলতুল্য, চরাচরের গুরু, সর্ব্বগুণসম্পন্ন ও কীর্ত্তিমান্। হে নরনাথ! আপনি অমর্ষী দুর্জ্জয় এবং জেতা, বিশেষতঃ অস্ত্রনিচয়ের বিধিদর্শী; অতএব হে রাম! আমার একটি বিজ্ঞাপন আছে, শ্রবণ করুন্। হে রাঘব! আমার পূর্ব্ব অধিকৃত একটি আলয় ছিল, উলূক বাহুবীর্য্যের আশ্রয়ে তাহা হরণ করিতেছে; অতএব হে রাজন্! আমাকে পরিত্রাণ করুন্।'

গৃধ্র ইহা কহিলে, উলূক বলিল;—'হে রাম! সোম, সূর্য্য, শতক্রতু, ধনদ ও যম হইতে রাজার জন্ম হয়, তিনি কেবল দেহমাত্রে মনুষ্য।— রাজন্! আপনি সর্ব্বময় দেব নারায়ণ; সকলে সর্ব্বতোভাবে প্রণিহিত সৌম্যতা প্রার্থনা করেন এবং আপনিও অন্বেষণ করতঃ সমতা আচরণ করেন, এই জন্যই আপনাকে সোমাংশ বলিয়া থাকে। হে প্রজানাথ! আপনি প্রজাগণের অভয়প্রদ, বিশেষতঃ দানের সময় দান, কোপকালে কোপহরণ ও দণ্ডের সময় রক্ষা করেন, সুতরাং আপনি আমাদিগের ইন্দ্রস্বরূপ। আপনি সর্ব্বভূতের অধৃষ্য, তেজে অনলতুল্য এবং লোক সকলকে তাপপ্রদান করেন বলিয়াই ভাস্করসদৃশ। হে রাজসত্তম! আপনি সাক্ষাৎ ধনপতির তুল্য, কিম্বা ধনদ অপেক্ষা অধিক, কারণ, ধনেশ্বরের ন্যায় পদ্মহস্তা শ্রী নিয়ত আপনার সন্নিহিতা; বিশেষতঃ, ধনদের কার্য্য করেন বলিয়াই আপনি

আমাদিগের ধনপতি। হে রাঘব! আপনি স্থাবর অস্থাবর সমস্ত জীবেই তুল্যভাব, সুতরাং শত্রু ও মিত্রে সমদৃষ্টি, আপনি ব্যবহারশাস্ত্রের অনুসারে ধর্ম্মতঃ নিয়ত শাসন করেন। ...ম। আপনার বিক্রম অত্যধিক; অতএব আপনি যাহার উপর কুপিত হয়েন, মৃত্যুও তাহার নিকট ধাবিত হইয়া থাকে, সুতরাং আপনি যম বলিয়া গীত হইয়া থাকেন। নৃপসত্তম! আপনি যে আনৃশংস্যবশতঃ সমস্ত জীবে ক্ষমা প্রদর্শন করেন, আপনার সেই মানুষভাবই রাজা বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। ...থ ও দুর্ব্বলের রাজাই বল; যাহার চক্ষুঃ ... আপনিই তাহার উত্তম চক্ষুঃ এবং আপ... অগতির গতি। হে ধার্ম্মিক! আপনি ...দিগের নাথ, অতএব আমার নিবেদন ... করুন। রাজন্! গৃধ্র মদীয় আলয়ে ...ইয়া আমাকে ক্লেশ দিতেছে। হে ...। আপনিই দেব ও মনুষ্যলোকের ...

...াম ইহা শ্রবণ করিয়া স্বয়ং সচিববর্গকে ...ন করিলেন। ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয় ...ন্ত রাষ্ট্রবর্দ্ধন, অশোক, ধর্ম্মপাল এবং ...প্রভৃতি যে সমস্ত বুদ্ধিমান্, কুলীন, সর্ব্ব... কোবিদ, নীতিনিপুণ ও মন্ত্রণাকুশল ...ত্মা মন্ত্রিবর্গ রাজা দশরথের মন্ত্রিত্ব করিয়া...ন, রঘূত্তম ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র সেই সচিব...ক আহ্বান করতঃ পুষ্পকরথ হইতে অবতীর্ণ ...য়া গৃধ্র ও উলূকের বিবাদের বিষয় এইরূপ ... করিলেন;—'গৃধ্র! তোমার এই ...য় কত বৎসর নির্ম্মিত হইয়াছে? যদি ...মার জ্ঞাত থাকে, তাহা হইলে মৎসন্নি...ন যথার্থতঃ ব্যক্ত কর।' গৃধ্র ইহা শ্রবণ ...রিয়া রঘুনন্দন রামকে বলিল;—'হে রাম! ...ষ্যেগণ উত্থিত হইয়া যে অবধি এই বসু...ধার চতুর্দ্দিক্ আবৃত করিয়াছে, তাবৎ কাল ...মার গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে।' উলূক রামকে ...লল;—'রাজন্! এই পৃথিবী যে অবধি ...পরাজি দ্বারা শোভিত হইয়াছে, তৎকাল ...তেই আমার আলয় প্রস্তুত হইয়াছে।' এই ... শুনিয়া রাম সভাসদ্গণকে বলিলেন;—

'যে সভায় বৃদ্ধগণ থাকেন না, সে সভা সভাই নহে, যে বৃদ্ধেরা ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করেন না, তাঁহারা বৃদ্ধের মধ্যে পরিগণিত হয়েন না, যে ধর্ম্মে সত্য নাই, সে ধর্ম্ম ধর্ম্মই নহে এবং যে সত্য ছলসমন্বিত সে সত্য সত্যই নহে। যে সভ্যগণ সভায় চিন্তা করিয়াও তূষ্ণীম্ভাবে থাকেন এবং যথাযোগ্য স্বমত প্রকাশ না করেন, তাঁহারা সকলেই মিথ্যাবাদী অথবা যাঁহারা জানিয়াও কাম, ক্রোধ বা ভয়বশতঃ প্রশ্নের উত্তর প্রদান না করেন, তাঁহারা নিজের উপর সহস্র বারুণপাশ নিক্ষিপ্ত করিয়া থাকেন! সংবৎসর পূর্ণ হইলে তাঁহাদের সেই পাপের একটি একটি মুক্ত হইয়া যায়; অতএব সত্য জানিয়া তৎক্ষণাৎ সত্য কথাই ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য।'

সচিবগণ ইহা শ্রবণ করিয়া রামকে বলিলেন;—'হে মহামতে রাজন্! উলূক যাহা বলিতেছে, তাহাই আদরণীয়, গৃধ্রের কথা সত্য নহে। মহারাজ! এখন আপনিই ইহার বিবেচনা করুন্, কারণ, রাজাই প্রজাগণের পরম গতি; রাজাকে আশ্রয় করিয়া প্রজাবর্গ বর্দ্ধিত হয় এবং রাজাই সনাতন ধর্ম্ম।' সচিবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র বলিলেন;—'পুরাণে যাহা উদাহৃত হইয়াছে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। পুরাকালে সচরাচর ত্রৈলোক্য সলিলসাগরে পরিপ্লুত ছিল। তখন, দ্বিতীয় মেরুর ন্যায় একমাত্র বিষ্ণুই যোগাবলম্বন করতঃ অবস্থিত হইলে, লক্ষ্মীর সহিত ভূমি বিষ্ণুর জঠরমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। ভূতাত্মা মহাতেজা দেব বিষ্ণু তাহাকে গ্রহণ করিয়া সলিলসাগরে প্রবেশ করতঃ বহুবর্ষ শয়ান রহিলেন। বিষ্ণু প্রসুপ্ত হইলে মহাযোগী ব্রহ্মা সমাহিত হইয়া সেই বিষ্ণুকে রুদ্ধস্রোত জানিয়া তাঁহার জঠরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর, বিষ্ণুর নাভিদেশে হেমবিভূষিত পদ্ম উৎপন্ন হইলে, তাহাতে মহাপ্রভু যোগী ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন। সেই অবকাশে মহাতপা ব্রহ্মা সিসৃক্ষু হইয়া পৃথিবী, বায়ু, পর্ব্বত, মহীরুহ, মনুষ্য ও সরীসৃপপ্রভৃতি জরায়ুজ এবং অণ্ডজ প্রজা সমস্ত সৃজন করি-

লেন। তৎকালে মধু ও কৈটভ নামক মহা-বীর্য্য ঘোররূপ দুরাসদ দানবযুগল বিষ্ণুর কর্ণ-মল হইতে উৎপন্ন হইল। তাহারা তথায় প্রজাপতি স্বয়ম্ভুকে নিরীক্ষণ করতঃ কোপাবিষ্ট হইয়া অতিশয় বেগে স্বয়ম্ভুর অভিমুখে ধাবিত হইল। তদ্দর্শনে স্বয়ম্ভু বিকৃতস্বরে চীৎকার করিলেন; নারায়ণ সেই শব্দে প্রবোধিত হইয়া সেই দানবযুগলের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কিয়ৎকাল পরে চক্র-প্রহারে তাহাদের উভয়কে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। তাহাতে সমস্ত পৃথিবী তাহাদের মেদোদ্বারা পরিপ্লুত হইলে, লোকধারী হরি পুনরায় তাহাকে বিশুদ্ধ করতঃ সমস্ত মেদি-নীকে বৃক্ষরাজিদ্বারা পরিপূর্ণ করিলেন; তখন, নানাবিধ ওষধি ও শস্য উৎপন্ন হইতে লাগিল এবং মেদোগন্ধযুক্ত বলিয়াই ধরণী মেদিনী নামে বিখ্যাত হইলেন; অতএব আমার বিবে-চনায় ঐ গৃহ উলূকের, গৃধ্রের নহে। এই পাপাত্মা অত্যন্ত দুর্ব্বিনীত, বিশেষতঃ পরগৃহ হরণ করিয়া পীড়া প্রদান করে, অতএব পাপাচার গৃধ্র দণ্ডনীয়।"

ইত্যবকাশে অশরীরিণী বাণী রামচন্দ্রকে প্রবোধ দিবার নিমিত্ত বলিল;—'হে রাম! এই গৃধ্র পূর্ব্বেই গৌতমের তপোবলে দগ্ধ হইয়াছে; অতএব তুমি ইহাকে বধ করিও না। হে নরেশ্বর! এই সত্যব্রত শূর পবিত্র-স্বভাব ব্রহ্মদত্ত নামে বিখ্যাত রাজা ছিলেন; ইনি কালরূপী গৌতমকর্ত্তৃক দগ্ধ হইয়াছেন। হে রাজসত্তম! দ্বিজবর গৌতম ইহার গৃহে উপনীত হইয়া ভোজন প্রার্থনা করতঃ বলি-য়াছিলেন;—"হে রাজসত্তম! আমি সাগ্র শত বর্ষকাল ভোজন করিব।" হে রাজন্! ব্রহ্মদত্ত সেই মহাদ্যুতি মুনিকে স্বয়ং পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁহার মনোহর আহারীয় প্রস্তুত করিয়া দিলেন; কিন্তু মহাত্মা গৌতমের আহারীয় দ্রব্যে মাংস ছিল, তদ্দর্শনে মুনি কুপিত হইয়া "রাজন্! তুমি গৃধ্র হও" বলিয়া নিদারুণ শাপ প্রদান করিলেন। তখন, রাজা ব্রহ্মদত্ত বলিলেন;—"হে মহাব্রত ধর্ম্মজ্ঞ! শাপ দিবেন না, শাপ দিবেন না।। অজ্ঞানবশতঃ এরূপ হইয়াছে; অতএব আপনি অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন্। হে মহাভাগ অনঘ! আমার শাপের অবসান করুন্। মুনি অজ্ঞানকৃত অপরাধ বিবেচনা করিয়া রাজাকে বলিলেন;—"ইক্ষ্বাকুরাজবংশে রাম নামক মহাযশস্বী এক রাজা জন্ম গ্রহণ করি-বেন হে নরচর! সেই মহাভাগ রাজীবলোচন রামচন্দ্র তোমাকে স্পর্শ করিলে তুমি পাপশূন্য হইবে।" রাম ইহা শ্রবণ করিয়া পৃথিবীপতি নরবর ব্রহ্মদত্তকে স্পর্শ করিলেন। রাজা ব্রহ্ম-দত্ত গৃধ্রকলেবর ত্যাগ করিয়া মনো[illegible] দ্বারা অনুলিপ্ত দিব্যরূপ পুরুষ হইয়া রামচন্দ্রকে বলিলেন;—"হে ধর্ম্মজ্ঞ বিভো রাঘব! তোমার অনুগ্রহে আমি ঘোর নরক হইতে মুক্ত হই-লাম, তুমি আমার শাপের অন্ত করিলে।"

ইতি দ্বিসপ্ততিতম সর্গ ॥ ৭২ ॥

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ।

রাম ও লক্ষ্মণ প্রতিদিবস এইরূপ ধ[illegible] সম্বন্ধীয় কথোপকথন করিতে থাকিলে সম[illegible] নুসারে শীতগ্রীষ্মবিরহিতা বাসন্তিকী নিশা উপস্থিত হইল। সেই সময় একদা বিমল প্রভাতকালে কাকুৎস্থ রামচন্দ্র পৌর্ব্বাহ্নিক ক্রিয়া সমাপন করতঃ পৌরকার্য্য পরিদর্শন করিবার নিমিত্ত সভামধ্যে সমাসীন হইলেন। তখন, সুমন্ত্র আসিয়া রামকে বলিলেন;—'রাজন্! তাপসগণ প্রতিষিদ্ধ হইয়া দ্বারে অবস্থিতি করিতেছেন। হে নরশ্রেষ্ঠ মহা-রাজ! যমুনাতীরবাসী ভার্গব ও চ্যবনপ্রভৃতি প্রীতিমান্ মহর্ষিগণ ত্বরান্বিত হইয়া আপনার দর্শনকামনায় আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।' ধর্ম্মবিৎ রামচন্দ্র তাঁহার সেই কথা শুনিয়া বলিলেন;—'ভার্গবপ্রভৃতি মহাভাগ দ্বিজগণকে আনয়ন কর।' তখন, দ্বারপাল রাজার আদেশ শীরোধার্য্য করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দুরাসদ তাপসগণকে রাজসভায় প্রবেশ করাইল। শত বা তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক মহাত্মা তাপসগণ নিজ নিজ তেজঃ-প্রভাবে দীপ্যমান হইয়া রাজভবনে প্রবিষ্ট

হইলেন। সেই দ্বিজগণ সমস্ত তীর্থের সলিল-
পূর্ণ কলস এবং প্রচুর ফল মূল লইয়া
রামকে উপহার প্রদান করিলেন। মহাবাহু
রাম বিবিধ ফল ও সমস্ত তীর্থজল প্রীতি
পূর্ব্বক প্রতিগ্রহ করিয়া সেই মহামুনিদিগকে
বলিলেন;—'আপনারা এই সমস্ত যথাযোগ্য
আসনে উপবেশন করুন্।' মহর্ষিগণ রামের
বাক্য শুনিয়া রুচির শোভাসম্পন্ন কাঞ্চনময়
আসনে উপবেশন করিলেন। তখন, পর-
পুরবিজয়ী রঘুনন্দন রাম সেই মহর্ষিগণকে
তথায় উপবিষ্ট দর্শনে সংযত ও কৃতাঞ্জলি
হইয়া বলিলেন;—'আপনাদের আগমনের
প্রয়োজন কি? সমাহিত হইয়া আপনাদের
কোন্ কার্য্য সম্পাদন করিব? আমি মহর্ষি-
গণের আজ্ঞাবহ, সুতরাং আপনাদিগের সমু-
দয় কামনা সুখে সম্পন্ন করিব। অধিক কি,
এই রাজ্য ও জীবন সমস্তই ব্রাহ্মণের কার্য্যের
নিমিত্ত, ইহা আপনাদিগকে সত্য বলিলাম।'
যমুনাতীরবাসী উগ্রতপা ঋষিগণ রামের
বাক্য শুনিয়া সাধু সাধু বলিয়া তাঁহার ভূয়সী
প্রশংসা করিলেন। সেই মহাত্মা মহর্ষিগণ
অতিশয় হৃষ্ট হইয়া বলিলেন;—'হে
নরবর! ইহা আপনারই উপযুক্ত, ভূর্লোকে
অন্য কাহারও ইহা সম্ভবে না। রাজন্! বহুল
প্রবল ভূমিপাল গত হইয়াছেন, কিন্তু কার্য্যের
গৌরব বিবেচনা করিয়া কেহই ইহা স্বীকার
করেন নাই। পরন্তু, আপনি কারণ পর্য্যবেক্ষণ
না করিয়াই ব্রাহ্মণগণের প্রতি গৌরববশতঃ
ইহা প্রতিজ্ঞা করিলেন। আপনি যে সেই
কার্য্য সম্পাদন করিবেন; তাহাতে কিছুমাত্র
সংশয় নাই; অতএব মহর্ষিগণকে এই
মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করুন্।

ইতি ত্রিসপ্ততিতম সর্গ॥ ৭৩॥

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ।

মহর্ষিগণ এইরূপ কহিলে, কাকুৎস্থ রাম
বলিলেন; 'মুনিগণ! আপনাদের ভয় অপ-
গত হউক, আমাকে কি কার্য্য করিতে হইবে
বলুন্।'

কাকুৎস্থ রামচন্দ্র এই কথা বলিলে ভার্গব
বলিলেন;—'হে নরেশ্বর! দেশের এবং
আমাদের ভয়ের কারণ শ্রবণ করুন্। রাজন্!
পূর্ব্বে সত্যযুগে দৈত্যবংশে লোলার জ্যেষ্ঠ
পুত্র মধু নামক কোন মহামতি মহাসুর জন্ম
গ্রহণ করে। সেই মহাসুর স্থিরবুদ্ধি, শরণার্থী
গণের শরণ্য ও ব্রহ্মণ্য ছিল, সুতরাং উদার
স্বভাব দেবতাদিগের সহিত তাহার অনুপম
প্রণয় হইয়াছিল। সেই বীর্য্যবান্ মধু সুসমা
হিত হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিত বলিয়া, রুদ্র
বহুমানপূর্ব্বক তাহাকে দুর্লভ বর দিয়াছিলেন।
মহাত্মা রুদ্র অতিশয় প্রীত হইয়া স্বীয় শূল
হইতে মহাপ্রভ মহাবীর্য্য শূল উৎপাদনপূর্ব্বক
তাহাকে প্রদান করিয়া বলেন যে, তুমি
আমার প্রসাদকর এই অতুল ধর্ম্ম অর্জ্জন
করিয়াছ, অতএব আমি পরম প্রীতিসহকারে
তোমাকে এই উত্তম আয়ুধ প্রদান করি-
তেছি। হে মহাসুর! তুমি যতকাল সুর ও
অসুরদিগের বিরুদ্ধাচরণ না করিবে, তাবৎ-
কাল এই শূল তোমার নিকটে থাকিবে, ইহার
অন্যথাচরণ করিলে ইহা অদৃশ্য হইবে। যে
প্রবল ব্যক্তি যুদ্ধার্থ তোমার সহিত সঙ্গত
হইবে, শূল তাহাকে ভস্মসাৎ করিয়া পুনর্ব্বার
তোমার হস্তে আসিবে।'

মহাসুর মধু রুদ্রের নিকট এইরূপ বর লাভ
করিয়া পুনর্ব্বার প্রণিপাত করতঃ মহাদেবকে
নিবেদন করিল;—'ভগবন্! আপনি সুর-
গণেরও ঈশ্বর, অতএব হে দেব! যাহাতে
এই অনুত্তম শূল মদীয় বংশপরম্পরায় থাকে,
তাহার বিধান করুন্।' মধু এই কথা বলিলে
সর্ব্বভূতপতি দেব শিব বলিলেন;—হে সৌম্য
এরূপ হইবে না। পরন্তু, আমার প্রসাদে
তোমার শুভ বাক্য বিফল হইবার নহে;
তোমার একটি পুত্র এই শূল প্রাপ্ত হইবে।
এই শূল যত দিন তোমার পুত্রের করতলে
থাকিবে, তাবৎ সে সর্ব্বভূতের অবধ্য হইবে।'
মহাদেবের নিকট অদ্ভুত বর লাভ করিয়া,
অসুরশ্রেষ্ঠ মধু রুচিরপ্রভাসম্পন্ন বিশাল আলয়
নির্ম্মাণ করাইল। বিশ্বাবসুর ঔরসে অনলার
গর্ভে সম্ভূতা সুপ্রভা মহাভাগা কুম্ভীনসী তাহার

প্রিয়তমা পত্নী ছিল। তদীয় গর্ভে মধুর লবণ নামক এক মহাবীর্য্য দারুণস্বভাব পুত্র হয়, সেই দুষ্ট প্রকৃতি লবণ বাল্যকাল হইতে কেবল পাপকার্য্যেই প্রবৃত্ত হইল। মধু পুত্রকে দুর্ব্বিনীত দেখিয়া রুষ্ট ও শোকাবিষ্ট হইল, কিন্তু লবণকে কিছু বলিতে না পারিয়া তদীয় হস্তে শূল সমর্পণপূর্ব্বক তাহাকে বরের বৃত্তান্ত বিদিত করতঃ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া বরুণালয়ে প্রবিষ্ট হইল। লবণ স্বীয় দৌরাত্ম্যহেতু শূলের প্রভাবে ত্রিলোকবাসী লোকসকলকে সন্তাপিত করিতেছে; বিশেষতঃ তাপসগণকে ক্লেশ দেওয়াই তাহার একমাত্র কার্য্য হইয়াছে! হে কাকুৎস্থ! লবণ এইরূপ প্রভাবসম্পন্ন এবং তদীয় শূলও তাদৃশ; অতঃপর আপনি যথাকর্ত্তব্য বিধান করুন্, যেহেতু আপনিই আমাদিগের একমাত্র গতি। হে বীর রামচন্দ্র! ঋষিগণ ভয়বিহ্বল হইয়া পূর্ব্বে অনেক ভূপতির নিকট অভয় প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু কাহাকেও আপনাদের পরিত্রাতা প্রাপ্ত হয়েন নাই। হে তাত! আপনি রাবণকে বলবাহনের সহিত বিনষ্ট করিয়াছেন শুনিয়াই আমরা আপনাকে আমাদের পরিত্রাতা বলিয়া জানিয়াছি; আপনি আমাদিগকে ভয় হইতে পরিত্রাণ করুন্, ইহা অন্য নরপতির দুঃসাধ্য। হে পৃকবিক্রম রাম! ভয়ের যে কারণ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নিবেদন করিলাম; ইহা নিবারণ করিতে আপনিই সমর্থ, অতএব আমাদের বাসনা পূর্ণ করুন্।

ইতি চতুঃসপ্ততিতম সর্গ ॥ ৭৪ ॥

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ।

মুনিগণ এই কথা বলিলে, রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন;—লবণ কোথায় থাকে? তাহার আহার ও ব্যবহারই বা কিরূপ? রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋষিগণ যেরূপে লবণ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা বলিতেলাগিলেন। 'সর্ব্বপ্রকার জীব বিশেষতঃ তাপসগণই লবণের ভক্ষ্য, সে নিয়ত মধুবনে বাস করে; তাহার আচার রৌদ্র। সেই মাংসাশী নিয়ত সিংহ ব্যাঘ্র মৃগ পক্ষী ও মনুষ্যপ্রভৃতি বহুসহস্র প্রাণি বিনষ্ট করিয়া প্রাত্যহিক আহার সম্পাদন করে। [illegible] ব্যতীত সংহারকালীন ব্যাদিতাস্য অন্তকের ন্যায় অন্যান্য প্রাণিগণকে ভক্ষণ করিয়া থাকে।'

এই কথা শুনিয়া রামচন্দ্র সেই মহামুনিগণকে বলিলেন;—'আমি সেই রাক্ষসকে সংহার করিব, অতএব আপনাদের ভয় দূর হউক।' রঘুনন্দন উগ্রতেজা মুনিগণের সমক্ষে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ভ্রাতৃগণকে বলিলেন;—'কোন্ বীর লবণ রাক্ষসকে শমনসদনের অতিথি করিবে? সে, মহাবাহু ভরত বা ধীমান্ শক্রঘ্নের মধ্যে কাহার অংশে পরিগণিত হইবে?' রাঘবকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া ভরত বলিলেন;—'আমি ইহাকে বধ করিব, অতএব এই রাক্ষস মদীয় অংশেই বিহিত হউক।' ভরতের শৌর্য্য ও ধৈর্য্য সমন্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণানুজ শত্রুঘ্ন সৌবর্ণ সিংহাসন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক উত্থিত হইলেন এবং নরপতিকে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন;—'মহাবাহু মধ্যম রঘুনন্দন কৃতকর্ম্মা, কারণ যখন আর্য্য অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া যান, তৎকালে ইনি আর্য্যের প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত সন্তপ্তহৃদয়ে এই শূন্যা অযোধ্যাপুরী রক্ষা করিয়াছিলেন। রাজন্! এই মহাযশা ভরত নন্দিগ্রামে জটাচীর ধারণ, ফলমূল ভক্ষণ ও ক্লেশজনন শয্যায় শয়নপ্রভৃতি বহুতর দুঃখ অনুভব করিয়াছেন; রাজন্! মাদৃশ প্রেষ্য থাকিতেও এই রঘুনন্দন ঈদৃশ দুঃখ অনুভব করিয়াও পুনর্ব্বার ক্লেশ পাইবেন?'

শত্রুঘ্ন এইরূপ কহিলে, রাঘব পুনর্ব্বার বলিলেন;—'তাহাই হইবে' তুমি আমার শাসন পালন কর, আমি মধুর শুভ নগরে তোমাকে অভিষিক্ত করিব। হে মহাবাহো! যদি ভরতকে ক্লেশ দেওয়া তোমার অভিমত না হয়, তাহা হইলে ভরত এই স্থানেই অবস্থান করুন্। তুমি তথায় সন্নিবেশ

স্থাপন কর; কারণ, তুমি কৃতবিদ্য শূর এবং যমুনাতীরে বহুজনপূর্ণ নূতন নগর নির্ম্মাণে সমর্থ। হে বীর! যে নরপতি কোন রাজবংশের উচ্ছেদসাধন করতঃ তথায় পুনর্ব্বার রাজনিয়োগ না করেন, তিনিও নরকে গমন করিয়া থাকেন; অতএব যদি মদীয় বাক্যে তোমার শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে তুমি সেই পাপকর্ম্মে কৃতনিশ্চয় মধুসুত লবণকে নিহত করিয়া ধর্ম্মানুসারে তদীয় রাজ্য শাসন কর। হে শূর! বালকের পক্ষে জ্যেষ্ঠের অনুজ্ঞা পালন করা কর্ত্তব্য, তাহাতে সংশয় নাই; অতএব তুমি আমার কথার অন্যথা উত্তর করিও না। হে কাকুৎস্থ! বসিষ্ঠপ্রভৃতি দ্বিজগণকর্ত্তৃক বিধিমন্ত্র দ্বারা সংস্কৃত অভিষেকসম্ভার প্রদান করিতেছি, তুমি প্রতিগ্রহ কর।'

ইতি পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ ॥ ৭৫ ॥

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ।

বীর্য্যবান্ শত্রুঘ্ন রামচন্দ্রের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে অতিশয় লজ্জিত হইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন;—'হে নরেশ্বর কাকুৎস্থ! জ্যেষ্ঠ বিদ্যমান থাকিতে কনিষ্ঠ কিরূপে অভিষিক্ত হইবে? আমার ত ইহাকে অধর্ম্ম বলিয়া বোধ হয়। হে পুরুষপ্রবর! আপনার শাসন দুরতিক্রমণীয় এবং অবশ্য পালনীয়, ইহা আমি আপনার নিকট এবং শ্রুতি হইতেও শ্রবণ করিয়াছি। হে বীর! মধ্যম ভ্রাতা ভরত ঘোরতর লবণ রাক্ষসকে বধ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, পরন্তু, তাঁহার বাক্য উল্লঙ্ঘন করা অনুচিত হইলেও আমি সমর লবণ রাক্ষসকে সংগ্রামে সংহার করিব' এই দুর্ব্বাক্য উচ্চারণ করিয়াছি; অতএব হে নরর্ষভ! আমার নিদারুণ দুর্গতি হইবে। গুরু বা আপনি কোন কথা বলিলে তাহার প্রত্যুত্তর করা অবিধেয়; পরন্তু, যাহা অনুমতি করিয়াছেন, তদ্দ্বারা আমাকে পরলোকে দণ্ডভাগী হইতে হইবে। হে কাকুৎস্থ! ভরতবাক্যে উত্তর করায় আমার অভিষেকরূপ দণ্ড হইয়াছে, পুনর্ব্বার প্রত্যুত্তর করিলে আমার উপর দ্বিতীয় দণ্ড নিপতিত হইবে; অতএব হে মানদ! "অভিষেক গ্রহণ কর।" আপনার এই বাক্যের আর দ্বিতীয় উত্তর করিব না। হে পুরুষপ্রবর রাজন্! আপনি আমাকে আপনার যে অভীষ্টকার্য্যে নিয়োগ করিবেন, আমি তাহাই সম্পাদন করিব; অতএব হে রঘুনন্দন! রাজ্যাভিষেক স্বীকার করায় যাহাতে আমার অধর্ম্মসম্বন্ধ না হয়, আপনি তাহা করুন্।'

মহাত্মা শূর শত্রুঘ্ন এইরূপ কহিলে, রাম সন্তুষ্ট হইয়া ভরত এবং লক্ষ্মণকে বলিলেন;—'তোমরা সমাহিত হইয়া অভিষেকসম্ভার আনয়ন কর, পুরুষব্যাঘ্র রঘুনন্দন শত্রুঘ্নকে অদ্যই অভিষিক্ত করিব। হে ধর্ম্মজ্ঞ! মদীয় আজ্ঞানুসারে পুরোহিত, ঋত্বিক, নৈগম এবং মন্ত্রিগণকে আনয়ন কর।'

মহারথ ভরত ও লক্ষ্মণ রাজার আদেশ অবগত হইয়া পুরোহিতকে পুরোবর্ত্তী করিয়া অভিষেককার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তৎকালে নানাদেশ হইতে দ্বিজগণ ও ক্ষত্রিয়গণ সমাগত হইয়া রাজভবনে প্রবিষ্ট হইলেন; এইরূপে মহাত্মা শত্রুঘ্নের শ্রীযুক্ত অভিষেকসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইয়া রাঘব এবং পুরবাসীগণের আনন্দ বর্দ্ধিত করিল। পুরাকালে বাসব প্রভৃতি সুরগণ যেরূপ কার্ত্তিকেয়কে অভিষেক করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কাকুৎস্থ শত্রুঘ্ন অভিষিক্ত হইয়া আদিত্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অক্লিষ্টকর্ম্মা রামকর্ত্তৃক শত্রুঘ্ন অভিষিক্ত হইলে পুরবাসী এবং বহুশ্রুত দ্বিজগণ অতিশয় হৃষ্ট হইলেন। কৌসল্যা, কৈকেয়ী সুমিত্রা এবং অন্যান্য রাজযোষিদ্‌গণ মাঙ্গল্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। যমুনাতীরবাসী মহাত্মা ঋষিবৃন্দ শত্রুঘ্নের অভিষেক হওয়ায় লবণ রাক্ষস বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়াই নিশ্চয় করিলেন। পরে রামচন্দ্র অভিষিক্ত শত্রুঘ্নকে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার তেজঃ বৃদ্ধি করিয়া মানসে মধুরবাক্যে বলিলেন;—'রঘুনন্দন! এই দিব্য শর অমোঘ এবং পরপুরবিজয়ে সমর্থ; অতএব হে সৌম্য! এই

শরদ্বারা তুমি লবণকে নিপাতিত করিবে। হে কাকুৎস্থ! স্বয়ম্ভু অজিত বিষ্ণু যখন সুর এবং অসুরগণেরও অদৃশ্য হইয়া মহার্ণবে শয়ন করিয়াছিলেন, তৎকালে তৎকর্তৃক এই দিব্য শর সৃষ্ট হয়। হে বীর! ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ ত্রিলোক সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলে, মধুকৈটভ এবং সমস্ত রাক্ষসেরা তাহার বিঘ্ন উৎপাদন করিতে লাগিল, সুতরাং বিষ্ণু ক্রোধাভিভূত হইয়া দুরাত্মা মধুকৈটভের বিনাশবাসনায় সর্ব্বজীবের অদৃশ্য এই উত্তম শর সৃজন করিলেন এবং ইহাদ্বারা মধুকৈটভকে সংগ্রামে সংহার করিলেন। সেই ভগবান্ এইরূপে জনগণের ভোগস্থান নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত এই শ্রেষ্ঠ শরদ্বারা মধুকৈটভকে বিনাশ করিয়া ত্রিলোক সৃজন করিয়াছিলেন। শত্রুঘ্ন! প্রাণিপুঞ্জের নিরতিশয় ক্ষয় হইবে বলিয়া আমি রাবণবধাভিলাষী হইয়াও পূর্ব্বে এই শর পরিত্যাগ করিনাই। মহাত্মা ত্রিনয়ন মহাদেব শত্রুবিনাশবাসনায় সেই মধুকে যে উত্তমায়ুধ মহাশূল প্রদান করিয়াছেন মধু সেই শূলকে বারম্বার পূজা করতঃ আপনার আলয়ে রাখিয়া সকল দিক্ অন্বেষণপূর্ব্বক উত্তম আহার সংগ্রহ করিয়া থাকে; যদি কেহ যুদ্ধাভিলাষী হইয়া তাহাকে আহ্বান করে, যে শূলদ্বারা তাহাকে ভস্ম করিয়া ফেলে। অতএব হে পুরুষপ্রবর! তাহার পুরপ্রবেশের পূর্ব্বেই তুমি পুরদ্বারে অবস্থিতি করিবে। হে মহাবাহো পুরুষশার্দ্দূল! যখন সেই রাক্ষস নিরস্ত্র থাকিয়া পুরে প্রবেশ করিতে যাইবে, তৎকালে তুমি তাহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিও; হে পুরুষর্ষভ তাহা হইলেই তুমি রাক্ষস লবণকে নিপাত করিতে পারিবে। হে বীর! ইহার অন্যথা আচরণ করিলে সে অবধ্য হইবে এবং ঐরূপ অনুষ্ঠান করিলেই সে বিনষ্ট হইবে। এইত তোমাকে শূলের পরিহারের বিষয় সমস্ত বলিলাম; শ্রীমান্ শিতিকণ্ঠ শিবের কার্য্য দুরতিক্রমণীয়।'

ইতি ষট্সপ্ততিতম সর্গ ॥ ৭৬ ॥

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ।

রঘুনন্দন রামচন্দ্র শত্রুঘ্নকে বারম্বার প্রশংসা করতঃ এইরূপ উপদেশ দিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন;—'হে পুরুষপ্রবর! চারি সহস্র অশ্বারোহী, দ্বিসহস্র রথী, একশত গজারোহী, নটগণ, নর্ত্তকগণ এবং নগরমধ্যস্থ পণ্য ব্যবসায়ী বণিক্‌গণ নানাবিধ পণ্যদ্রব্য লইয়া তোমার অনুগমন করুক্। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ শত্রুঘ্ন! তুমি দশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা এবং বিপুল ধন লইয়া গমন কর। হে বীর নরশ্রেষ্ঠ! সৈন্যেরা সময়ে বেতন পাইলে সন্তুষ্ট হয়, অতএব তুমি তাহাদিগকে বেতন প্রদান করিয়া সুমিষ্ট সম্ভাষণদ্বারা হৃষ্ট ও পরিতুষ্ট করিলে আপনার প্রতি অনুরক্ত করিবে। রাঘব! সুপ্রীত ভৃত্যবর্গ যে রণশঙ্কট স্থানে থাকে, অর্থ কি দারা অথবা বান্ধবগণ কেহই সেখানে থাকিতে পারে না; অতএব হৃষ্টজনপূর্ণ মহতী সেনা প্রেরণ করতঃ ধনুষ্পাণি হইয়া তুমি একাকীই মধুবনে গমন কর। তুমি তথায় গমন করিলে মধুতনয় লবণ যাহাতে যুদ্ধাভিলাষী বলিয়া তোমাকে জানিতে না পারে, তুমি সেইরূপ অশঙ্কিতভাবে গমন করিবে। হে পুরুষর্ষভ! যে লবণ রাক্ষসের দর্শনপথে পতিত হইবে, সে তাহার বধ্য হইবে; অতএব ইহাই তাহার একমাত্র বধোপায়, অন্য কোন রূপে মৃত্যু হইবে না। হে সৌম্য! বর্ষাকালযুদ্ধের সময় নহে, এই বিবেচনা করিয়া সে তৎকালে শূল না লইয়াই বিচরণ করে; সুতরাং বর্ষাকালই সেই দুর্ম্মতিকে বিনাশ করিবার উপযুক্ত সময়; অতএব গ্রীষ্ম গত হইয়া বর্ষাকাল উপস্থিত হইলে তাহাকে বিনাশ করিবে, এখন তোমার সৈনিকেরা মহর্ষিগণকে অগ্রে করিয়া প্রস্থান করুক্। পরে গ্রীষ্মাবসানে জাহ্নবীসলিল উত্তীর্ণ হইবে, তুমি সেই নদীতীরে সমস্ত সেনা সংস্থাপন করতঃ ধনুর্ম্মাত্র সহায় হইয়া সমাহিতভাবে ক্রমে ক্রমে অগ্রগামী হইবে।'

মহাবল শত্রুঘ্ন রামচন্দ্রের ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া সেনাপতিগণকে আনাইয়া বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন;—'যে যে প্রসিদ্ধ স্থান তোমা-

দিগের বাসের নিমিত্ত নির্ণয় করা হইয়াছে, তোমরা সেই সেই স্থানে নিবসতি করিবে, কিন্তু যাহাতে কাহারও পীড়া না হয়, এইরূপ বিরোধে থাকিবে।'

শত্রুঘ্ন সেনাপতিকে এইরূপ আদেশ করতঃ বল প্রস্থানপূর্ব্বক সংযতচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে পুরোহিত বসিষ্ঠ, রাম, ভরত এবং লক্ষ্মণকে প্রদক্ষিণ ও প্রণিপাত করতঃ কৌসল্যা, কেকয়ী এবং অপর মুনিগণকে অভিবাদন করিলেন। পরে শত্রুতাপন মহাবল শত্রুঘ্ন রামকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া প্রদক্ষিণপূর্ব্বক নির্গত হইলেন। এইরূপে গজেন্দ্র, ও উত্তম অশ্বসমূহে সঙ্কুল [illegible]কে যাইতে অনুমতি দিয়া রঘুবংশ-[illegible]ন শত্রুঘ্ন স্বয়ং তাহার অগ্রে অগ্রে কিয়দ্দূর [illegible]ন করতঃ, সেনাগণ কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া সমীপে প্রত্যাগমন করিলেন।

ইতি সপ্তসপ্ততিতম সর্গ ॥ ৭৭ ॥

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ।

এইরূপে রঘুনন্দন শূর শত্রুঘ্ন সেনাগণকে স্থাপিত করতঃ স্বয়ং রামসমীপে একমাস বস্থান করিয়া, একাকীই সত্বর প্রস্থিত হইলেন। তিনি, পথিমধ্যে দ্বিরাত্র অতিবাহিত করতঃ তৃতীয় দিবসে বাল্মীকির পবিত্র আশ্রমে উপনীত হইয়া, মুনিসত্তম মহাত্মা বাল্মীকিকে অভিবাদন করতঃ কৃতাঞ্জলিপুটে বক্ষ্যমাণ বাক্যসকল বলিলেন;—ভগবন্! গুরু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কার্য্যানুরোধে গমন করিতেছি; অদ্য এস্থানে বস্থান করিতে বাসনা করি, কল্য প্রভাতে রুণ প্রতীচী দিকে গমন করিব।' মহাত্মা শত্রুঘ্নের বাক্য শুনিয়া মুনিপুঙ্গব বাল্মীকি হাস্য করতঃ বলিলেন;—'হে মহাযশ। তোমার আগমন শুভ হউক। হে সৌম্য! ইহা রঘুকুলের স্বীয় আশ্রম, অতএব নির্ব্বিশঙ্ক হইয়া মৎসন্নিধানে আসন পাদ্য এবং অর্ঘ্য প্রতিগ্রহ কর।'

অনন্তর শত্রুঘ্ন তদীয় পূজা প্রতিগ্রহ করতঃ ফলমূলাদি ভোজ্য ভক্ষণ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন। তিনি ফলমূল ভক্ষণ করিয়া সেই মহর্ষিকে বলিলেন;—আশ্রমসমীপে যে সকল প্রাচীন যজ্ঞীয় উপকরণ দৃষ্ট হইতেছে, ইহা কোন ব্যক্তি অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন? তাঁহার সেই বাক্য শুনিয়া বাল্মীকি বলিলেন;—'শত্রুঘ্ন! ইহা পূর্ব্বকালে যাহার যজ্ঞায়তন ছিল, তাহা শ্রবণ কর। তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ সুদাস নামক এক রাজা ছিলেন, সেই ভূপতির অতিধার্ম্মিক বীর্য্যবান্ মিত্রসহ নামক এক পুত্র হয়েন। সেই শূর সৌদাস বাল্যকালেই মৃগয়া করিতে করিতে চঙ্ক্রম্যমাণ রাক্ষসদ্বয়কে দেখিতে পাইলেন। সেই ভয়ঙ্কর অসন্তুষ্ট রাক্ষসদ্বয় শার্দ্দূলরূপ হইয়া বহুসহস্র মৃগগণকে ভক্ষণ করতঃ বনকে মৃগবিহীন করিয়াও তৃপ্তি লাভ করিত না। পুরুষশ্রেষ্ঠ সৌদাস সেই মৃগশূন্য বন এবং রাক্ষসদ্বয়কে দর্শন করিয়া নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং মহাশরদ্বারা তাহাদের একটিকে বিনষ্ট করতঃ অমর্ষবিহীন হইয়া সুস্থচিত্তে তাহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন। স্বীয় সহচর রাক্ষসকে নিরীক্ষণ করিতে দেখিয়া দ্বিতীয় রাক্ষস ঘোরতর সন্তপ্ত হইয়া সৌদাসকে বলিল;—'তুমি আমার নিরপরাধ সহায়কে সংহার করিয়াছ; অতএব হে পাপিষ্ঠ! তোমাকে ইহার প্রতিফল প্রদান করিব।' রাক্ষস এই কথা বলিয়া সেই স্থানে অন্তর্হিত হইল।

কালপর্য্যায়ক্রমে মিত্রসহ রাজা হইলেন। তিনি রাজা হইয়াই এই আশ্রমের সমীপে অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিলে বসিষ্ঠ মুনি সেই মহাযজ্ঞ রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই বিশাল যজ্ঞ বহুসহস্র বৎসরে নির্ব্বাহ হয় এবং তাহা স্বকীয় পরম সৌন্দর্য্যসমৃদ্ধি দ্বারা দেবযজ্ঞের ন্যায় শোভিত হইয়াছিল। যজ্ঞের অবসানে রাক্ষস পূর্ব্ববৈর স্মরণ করতঃ বসিষ্ঠরূপ হইয়া রাজা সৌদাসকে বলিল;—"অদ্য যজ্ঞের অবসান হইয়াছে, অতএব আমাকে সত্বর সামিষ ভোজন প্রদান কর, ইহাতে কোন বিচার করিও না।" ব্রাহ্মণরূপী রাক্ষসের বাক্য শ্রবণ করিয়া পৃথিবীপতি সৌদাস

পাককুশল সূদগণকে বলিলেন;—'গুরু যাহাতে পরিতুষ্ট হয়েন, এরূপ সামিষ ভোজন সামগ্রী প্রস্তুত কর। ভূপতির অনুজ্ঞা অনুসারে সূদেরা সত্বর পাককার্য্যে প্রবৃত্ত হইল; ইত্যবকাশে সেই রাক্ষসও সূদবেশ ধারণ করিয়া মানুষমাংস পাক করতঃ রাজাকে বলিল;—"এই সুস্বাদু উপাদেয় সামিষ অন্ন আহৃত হইয়াছে।" হে নরবর! রাজা সৌদাস পত্নী মদয়ন্তীর সহিত রাক্ষসকর্ত্তৃক আহৃত সেই সামিষ ভোজন বসিষ্ঠকে প্রদান করিলেন।

দ্বিজবর বসিষ্ঠ সেই সামিষ ভোজনে মনুষ্য-মাংস জানিতে পারিয়া ঘোরতর ক্রোধে আকুল হওত বলিলেন;—রাজন্! তুমি আমাকে এতাদৃশ ভোজন প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, অতএব ইহাই তোমার ভোজন হইবে, সংশয় নাই।, তখন, সৌদাসও কুপিত হইয়া পাণিদ্বারা সলিল গ্রহণ করতঃ শাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু, তদীয় ভার্য্যা তাঁহাকে নিবারণ করিয়া বলিলেন;—'রাজন্! ভগবান্ বসিষ্ঠ ঋষি আমাদিগের প্রভু অতএব দেবতুল্য পুরোহিতকে প্রতিশাপ প্রদান করা তোমার উচিত নহে।' তচ্ছ্রবণে ধর্ম্মাত্মা নরপতি তেজোবলসমন্বিত কোপময় সলিল বিসর্জ্জন করিলে, সেই সলিলদ্বারা রাজার পদযুগল অভিষিক্ত হওয়ায় তদীয় পদযুগল কল্মাষতা অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণত্ব প্রাপ্ত হইল এবং তদবধি মহাযশা রাজা সৌদাস কল্মাষপাদ নামে বিখ্যাত হইলেন। পরে রাজা পত্নীর সহিত বারম্বার প্রণিপাত করিয়া মায়াবসিষ্ঠ যাহা বলিয়াছিল, তাহা বসিষ্ঠকে বলিলেন পৃথিবীপতির উক্ত বাক্য শ্রবণ করতঃ রাক্ষসের বিকৃত ব্যবহার জানিতে পারিয়া বসিষ্ঠ পুরুষপ্রবর নরপতিকে বলিলেন;—'আমি রোষপরবশ হইয়া যাহা বলিয়াছি, তাহা মিথ্যা করিবার সামর্থ্য নাই; পরন্তু, তোমাকে বরপ্রদান করিতেছি। মদীয় প্রসাদে দ্বাদশ বর্ষান্তে তোমার শাপের অবসান হইবে এবং অতীত ঘটনাসকল তোমার স্মরণ হইবে না। সেই অরিনিসূদন রাজা সৌদাস এইরূপে শাপভোগ করতঃ পুনর্ব্বার রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া প্রজা পালন করিয়াছিলেন। রাঘব! তুমি আমাকে আশ্রমসমীপে যে যজ্ঞভূমির কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, ইহা সেই কল্মাষপাদ রাজার শুভ যজ্ঞভূমি।, শত্রুঘ্ন পৃথিবীপতি কল্মাষপাদসম্বন্ধীয় সেই সুদারুণ কথা শ্রবণপূর্ব্বক মুনিকে অভিবাদন করিয়া পর্ণশালায় প্রবিষ্ট হইলেন।

ইতি অষ্টসপ্ততিতম সর্গ ॥ ৭৮ ॥

একোনাশীতিতম সর্গ।

যে রজনীতে শত্রুঘ্ন পর্ণশালায় প্রবেশ করেন, সেই রাত্রেই সীতাদেবী দুইটি পুত্র প্রসব করিলেন। মুনিবালকগণ অর্দ্ধরাত্র সময়ে বাল্মীকিসমীপে তদীয় প্রিয় সীতার শুভ প্রসববৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া কহিল;—'হে মহাতেজস্বিন্ ভগবন্! সেই রামপত্নী পুত্রযুগল প্রসব করিয়াছেন, আপনি বালগ্রহ-বিনাশিনী রক্ষা বিধান করুন্।,

মুনিকুমারগণের বাক্য শুনিয়া মহর্ষি বাল্মীকি সেই দেব-পুত্রসদৃশ নবীনচন্দ্র প্রতিম মহাতেজস্বী পুত্রদ্বয়কে দেখিবার নিমিত্ত আগমন করিলেন। মুনিবর সেই স্থানে গমন করতঃ, কুমারযুগলকে সন্দর্শন করিয়া পরম প্রীত হইলেন এবং তাহাদের নিমিত্ত রাক্ষস ও বালগ্রহবিনাশিনী রক্ষা বিধান করিলেন। কতকগুলি সাগ্র কুশ লইয়া মধ্যভাগে ছেদন করিলে তাহার অগ্রভাগ কুশমুষ্টি এবং অধোভাগ লব বলিয়া অভিহিত হয়, সেই কুশমুষ্টি এবং লব লইয়া মহর্ষি বালকদ্বয়ের ভূতনাশিনী রক্ষার নিমিত্ত বৃদ্ধাগণের হস্তে সমর্পণ করতঃ বলিলেন;—'ইহাদের মধ্যে যে বালক অগ্রে জন্মিয়াছে; সেই বালককে মন্ত্রসংস্কৃত কুশদ্বারা মার্জ্জন করিতে হইবে, অতএব ইহার নাম কুশ হইবে এবং উভয়ের মধ্যে যে বালক কনিষ্ঠ, বৃদ্ধাগণ সমাহিতভাবে লবদ্বারা তাহাকে নির্ম্মার্জ্জন করিলে সেই বালক লব নামে অভিহিত হইবে। মৎকর্ত্তৃক রক্ষিত এই যমজ

বালকযুগল কুশ ও লব নামে বিখ্যাত হইবে।'

অনন্তর, পাপস্পর্শবিহীন বৃদ্ধাগণ সমাহিত মুনির হস্ত হইতে সেই সলবকুশমুষ্টি করতঃ বালকযুগলের রক্ষা বিধান করি- এদিকে সেই অর্দ্ধরাত্রসময়ে সীতার প্রসব, রামের নামসংকীর্ত্তন, বৃদ্ধাগণের তথাবিধ রক্ষাবিধান এবং বালকযুগলের গোত্রনামপ্রভৃতি মহৎ প্রিয়বাক্যসকল শত্রুঘ্নের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হওয়ায় তিনি পর্ণশালায় প্রবেশ করতঃ বলিলেন '—'মাতঃ! সৌভাগ্যবশতঃ আপনি পুত্র প্রসব করিয়াছেন।' মহাত্মা শত্রুঘ্ন তৎকালে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, সুতরাং সেই বর্ষাকালীন শ্রাবণমাসের রজনী দীর্ঘতরা হইলেও তৎসকাশে সত্বর অতীত

নন্তর, সেই মহাবীর্য্য প্রভাতকালে হ্নিকী ক্রিয়া সমাধান করিয়া কৃতাঞ্জলি- নিকে আমন্ত্রণ করতঃ পশ্চাম্মুখে প্রস্থান ন। তিনি পথমধ্যে সপ্ত রাত্র যাপন মুনানদীর তীরে উপস্থিত হইয়া পবিত্র র্ষিদিগের আশ্রমে বসতি করিলেন। মহাযশা নরপতি শত্রুঘ্ন ভার্গবপ্রভৃতি মুনিগণের সহিত নানাবিধ মনোরম বাক্যালাপদ্বারা তাঁহাদের আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। তৎকালে নরেন্দ্রতনয় রঘুপ্রবীর শত্রুঘ্ন চ্যবনপ্রভৃতি সমবেত মুনিগণের সহিত বহুবিধ কথাপ্রসঙ্গে যামিনী যাপন করিলেন।

ইতি একোনাশীতিতম সর্গ ॥৭৯॥

অশীতিতম সর্গ।

রজনী প্রবৃত্ত হইলে শত্রুঘ্ন ভৃগুনন্দন দ্বিজবর চ্যবনকে বলিলেন,—'হে ব্রহ্মন্! লবণ রাক্ষসের বল কি পরিমাণ? তদীয় শূল কীদৃশ বলসম্পন্ন? কোন্ কোন্ বীর দ্বন্দ্বযুদ্ধে সঙ্গত হইয়া সেই মুখ্য শূলদ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে?'

মহাতেজা চ্যবন রঘুনন্দন মহাত্মা শত্রুঘ্নের ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে বলিলেন;—'হে রঘুনন্দন! লবণ রাক্ষসের সম্বন্ধে যে সকল অসংখ্য কার্য্য সংঘটিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ইক্ষ্বাকুবংশসম্ভূত মান্ধাতার সহিত যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা মৎসমীপে শ্রবণ কর। পুরাকালে ত্রিলোকবিখ্যাত বীর্য্যবান্ যুবনাশ্বতনয় বলবান্ মান্ধাতা অযোধ্যায় রাজা ছিলেন। সেই পৃথিবীপতি নরপাল সমস্ত ভূমণ্ডল শাসন করতঃ সুরলোক জয় করিতে উদ্যত হইয়া উদ্যোগ- করিতে লাগিলেন। মান্ধাতা দেবলোক জিগীষু হইয়া সংগ্রামের উদ্যোগ করিলে ইন্দ্র এবং মহানুভাব সুরগণের অন্তঃকরণে নিদারুণ ভয় উপস্থিত হইল। রাজা মান্ধাতা এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, আমি পার্থিব হইয়াও শক্রের অর্দ্ধ রাজ্য এবং অর্দ্ধ আসন গ্রহণপূর্ব্বক সুরপুরে সুরগণকর্তৃক সম্মানিত রাজা হইয়া অবস্থিতি করিব। পাকশাসন যুবনাশ্বনন্দন মান্ধাতার অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা পূর্ব্বক ব্যক্ষমাণ বাক্য বলিলেন;—'হে পুরুষর্ষভ! তুমি সমস্ত মনুষ্যলোকেরও রাজা হইতে পার নাই, তথাপি মনুষ্যরাজ্য বশীভূত না করিয়াই দেবরাজ্য লইতে ইচ্ছা করিতেছ? হে বীর! যদি সমস্ত মেদিনী তোমার সম্পূর্ণ বশীভূত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বল, বাহন ও ভৃত্যবর্গের সহিত দেবরাজ্য পালন কর।' ইন্দ্রের ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া মান্ধাতা বলিলেন; হে শত্রু! ভূতলে আমার শাসন কোথায় প্রতিহত হইয়াছে?' সহস্রনয়ন বাসব বলিলেন হে অনঘ! মধুবননিবাসী মধুতনয় লবণ নামক রাক্ষস তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করে না।'

শ্রীমান্ নরপতি মান্ধাতা সহস্রাক্ষের মুখনিঃসৃত সেই ঘোর অপ্রিয়বাক্য শুনিয়া লজ্জায় অধোবদন হইলেন এবং আর কিছু বলিতে না পারিয়া অধোমুখেই সহস্রনয়ন সুরপতিকে আমন্ত্রণ করতঃ পুনরায় ইহলোকে আগমন করিলেন। হে অরিন্দম! পুরুষপ্রবর মান্ধাতা আন্তরিক অমর্ষবশতঃ মধুপুত্রকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত বল, বাহন ও ভৃত্যবর্গের সহিত গমন করিলেন। তিনি লবণের সহিত সমরাভিলাষী হইয়া লবণ রাক্ষসের সন্নিধানে দূত প্রেরণ করিলেন। সেই দূত

মধুপুত্রের নিকট গমনপূর্ব্বক বহুতর অপ্রিয় বাক্য বলিলে, লবণ অবিলম্বেই তাহাকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। দূতের বহু বিলম্ব হইলে রাজা কোপাকুল হইয়া চতুর্দ্দিকে শর-বর্ষণ করতঃ সেই রাক্ষসকে নিপীড়ন করিতে লাগিলেন। তখন সেই রাক্ষস হাস্যপূর্ব্বক করতলে শূল গ্রহণ করিয়া অনুচরবর্গের সহিত রাজাকে সংহার করিবার নিমিত্ত সেই উত্তম আয়ুধ পরিত্যাগ করিলে, সেই দীপ্যমান শূল, বাহন এবং ভৃত্যগণের সহিত রাজাকে ভস্মসাৎ করিয়া পুনর্ব্বার লবণ রাক্ষসের করে উপনীত হইল। হে সৌম্য! সেই মহারাজ মান্ধাতা এইরূপ বলবাহনের সহিত নিহত হইয়াছেন; অতএব সেই অনুত্তম শূলের বল অপ্রমেয়। পরন্তু, তুমি কল্য প্রভাতকালে শূলবিরহিত লবণকে সত্বর বধ করিবে; নিশ্চয়ই তোমার বিজয় লাভ হইবে, তাহাতে সংশয় নাই। তুমি এইরূপ কার্য্য করিলে লোকসকলের মঙ্গল হইবে। এই ত তোমাকে দুরাত্মা লবণ রাক্ষসের সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলাম। হে নরবর ভূপাল! সেই শূলের বল অপরিমিত ও ঘোরতর হইলেও মান্ধাতার বিনাশ যত্নসহকারে সাধিত হইয়াছিল। হে মহাত্মন্! কল্য প্রাতঃকালে লবণ রাক্ষস শূল না লইয়া যখন আমিষ সংগ্রহের নিমিত্ত নির্গত হইবে, তুমি যে তখন রাক্ষসকে সংহার করিবে, তাহাতে আমাদের সংশয় নাই। হে নরেশ্বর! এইরূপে তোমার নিশ্চয় জয় লাভ হইবে।'

ইতি অশীতিতম সর্গ॥ ৮০ ॥

একাশীতিতম সর্গ।

মুনিগণ মহাত্মা শত্রুঘ্নের বিজয়াভিলাষী হইয়া এইরূপ বাক্যালাপ করিতে করিতে রজনী সত্বর অতীত হইয়া গেল। অনন্তর, বিমল প্রভাতকালে বীর লবণ রাক্ষস ভক্ষ্য-দ্রব্য আহরণের জন্য পুরী হইতে নির্গত হইল। ইত্যবকাশে শূর শত্রুঘ্ন যমুনানদী পার হইয়া পাণিদ্বারা ধনুর্ধারণ করতঃ মধুপুরীর দ্বারে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পরে মধ্যাহ্ন-কাল উপস্থিত হইলে সেই ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষস বহু সহস্র প্রাণীর ভার বহন করিতে করিতে আগমন করিল এবং সশস্ত্র শত্রুঘ্নকে দ্বারে অবস্থিত দেখিয়া বলিল;—'তুই এই অস্ত্রদ্বারা আমার কি করিতে পারিবি। রে নরাধম! আমি রোষপরবশ হইয়া ঈদৃশ সহস্র সহস্র সায়ুধ মানবকে ভক্ষণ করিয়াছি; অতএব, তুই কালের অনুগত হইয়া আসিয়াছিস্। রে নরাধম! তুই এখানে আসায় অদ্য আমার আহার সম্পূর্ণ হইল। রে দুর্ম্মতে! তুই স্বয়ং আসিয়া কেন আমার মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হইলি?'

লবণ হাস্যসহকারে বারম্বার ঐরূপ বলিলে বীর্য্যবান্ শত্রুঘ্ন কোপজ অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা শত্রুঘ্ন রোষাভিভূত হওয়ায় তাঁহার শরীর হইতে তেজোময় মরীচি সকল নিপতিত হইল। তখন, শত্রুঘ্ন সর্ব্বতোভাবে ক্রুদ্ধ হইয়া নিশাচর লবণকে বলিলেন;—'রে দুর্ব্বুদ্ধে! আমি তোর সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে অভিলাষ করি। আমি দশরথের পুত্র ধীমান্ রামের ভ্রাতা এবং শত্রু নাশ করি বলিয়া আমার নাম শত্রুঘ্ন; আমি তোর বধাকাঙ্ক্ষী হইয়া আসিয়াছি। আমি সংগ্রামাভিলাষী, অতএব তুই আমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ কর; রে রাক্ষসাধম! তুই সমস্ত প্রাণিপুঞ্জেরই শত্রু, সুতরাং জীবিত থাকিয়া আমার নিকট হইতে প্রতিগমন করিতে পারিবি না।'

শত্রুঘ্ন এইরূপ কহিলে রাক্ষস হাস্যসহকারে নরবর শত্রুঘ্নকে বলিল;—'রে দুর্ম্মতে! মদীয় সৌভাগ্যবশতঃই তুই এখানে আসিয়াছিস্। রে নরাধম! রাবণ নামক রাক্ষস মদীয় মাতৃ-ষ্বসা শূর্পনখার ভ্রাতা; রে দুর্ব্বুদ্ধে! স্ত্রীর নিমিত্ত রাম সেই রাবণকে সংহার করিয়াছে। রাবণের সেই কুলক্ষয় দর্শন করিয়াও আমি ক্ষান্ত হইয়াছিলাম এবং অবজ্ঞাবশতঃ তোদিগকেও ক্ষমা প্রদর্শন করিয়াছিলাম। আমি ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান পুরুষাধম সকলকে নিহত করিয়াছি, কেবল তৃণের ন্যায় অবজ্ঞা করিয়াই তোদিগকে বিনষ্ট করি নাই। রে দুর্ম্মতে! তুই যুদ্ধাভিলাষী, অতএব আমি

তোর সহিত সংগ্রাম করিব; কিন্তু তুই মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা কর্, আমি আয়ুধ আনয়ন করি। বিশেষতঃ তোকে নিহত করিতে আমার যাদৃশ আয়ুধের প্রয়োজন, আমি তাদৃশ আয়ুধ সুসজ্জিত করি।'

শত্রুঘ্ন বলিলেন;—স্বয়ং উপস্থিত শত্রুকে কৃতবুদ্ধি মানব পরিত্যাগ করেন না, অতএব তুই আমার নিকট হইতে জীবিত অবস্থায় কোথায় যাইবি? বিশেষতঃ যে মনুষ্য বিক্লবা বুদ্ধির বশতাপন্ন হইয়া শত্রুকে অবসর প্রদান করে, সেই মন্দবুদ্ধি মানব কাপুরুষের ন্যায় নিহত হয়; অতএব তুই সর্ব্বতোভাবে জীবলোক দর্শন কর্; তুই পাপাচারী, অধিকন্তু রঘুনন্দন রামচন্দ্র ও ত্রিলোকের শত্রু, সুতরাং শাণিত বিবিধ শরজালদ্বারা তোরে শমনসদনের অতিথি করিব।'

ইতি একাশীতিতম সর্গ ॥ ৮১ ॥

দ্ব্যশীতিতম সর্গ।

লবণ রাক্ষস মহাত্মা শত্রুঘ্নের তাদৃশ বাক্য শ্রবণে অতিশয় কুপিত হইয়া তাঁহাকে 'থাক্ থাক্' এই কথা বলিল এবং হস্তদ্বারা হস্ত নিষ্পেষণপূর্ব্বক দন্তের কট কটা শব্দ করিয়া রঘুশার্দ্দূল শত্রুঘ্নকে বারম্বার যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে লাগিল।

লবণ এইরূপ কহিলে সুরশত্রুসংহারক শত্রুঘ্ন সেই ঘোরদর্শন রাক্ষসকে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন;—'যখন তুই অন্যান্য নরপতিকে পরাজয় করিয়াছিলি, তৎকালে শত্রুঘ্ন জন্মগ্রহণ করে নাই, অতএব অদ্য আমার শরজালে নিহত হইয়া শমনসদনে গমন করিবি। রে দুরাত্মন্! ত্রিদশগণ যেমন রাবণকে নিহত দেখিয়াছিলেন, সেইরূপ বিদ্বান্ দ্বিজবর মহর্ষিগণ অদ্য তোরে সমরে মৎকর্ত্তৃক নিহত দেখিবেন। তুই মদীয় শরনিকরে নির্দ্দগ্ধ হইয়া নিপতিত হইলে, অদ্য নগর এবং জনপদের নিশ্চয় মঙ্গল হইবে। অংশুমানের অংশু যেমন কমলের গর্ভে প্রবেশ করে, তাহার ন্যায় বজ্রসদৃশ মুখসমন্বিত শর মদীয় বাহু হইতে বিমুক্ত হইয়া তোর হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিবে।'

রাক্ষস লবণ ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে কোপে বিচেতন হইয়া শত্রুঘ্নের বক্ষঃস্থলে একটি মহাবৃক্ষ নিক্ষেপ করিলে, তিনিও সেই বৃক্ষকে শতধা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বলবান্ রাক্ষস স্বীয় কর্ম্ম বিফল দেখিয়া একবারে বহুসংখ্যক পাদপ গ্রহণ করতঃ শত্রুঘ্নের উপর বর্ষণ করিল। তেজস্বী শত্রুঘ্নও নতপর্ব্ব তিন চারিটি শরদ্বারা সেই প্রভূত পাদপদামকে আসিতে আসিতেই এক একটি করিয়া ছেদন করতঃ রাক্ষসের শরীরে শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন; কিন্তু, রাক্ষস তাহাতে ব্যথিত হইল না। অনন্তর, বীর্য্যবান্ রাক্ষস লবণ পাদপ উদ্যত করতঃ শত্রুঘ্নের মস্তকে প্রহার করিলে, তিনি বিস্রস্তগাত্র হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। সেই বীর নিপতিত হইলে দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্বগণ এবং অপ্সরোগণের মধ্যে মহান্ হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। তখন, ভূপতিত শত্রুঘ্নকে মৃত মনে করিয়া লবণ অবসর পাইয়াও অজ্ঞানবশতঃ স্বীয় আলয়ে প্রবেশ করিল না। অধিকন্তু, তাঁহাকে ভূতলে পতিত দেখিয়া শূলও গ্রহণ করিল না, প্রত্যুত মৃত জানিয়া হর্ষসহকারে ভক্ষ্যসকল বহন করিতে লাগিল। পরন্তু, ধৃতায়ুধ শত্রুঘ্ন মুহূর্ত্তকাল মধ্যে সংজ্ঞা লাভ করিয়া ঋষিগণকর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হওত পুনর্ব্বার পুরদ্বারে দণ্ডায়মান হইলেন। পরে শত্রুঘ্ন ভয়ঙ্কর নতপর্ব্ব অমোঘ উত্তম দিব্য শর গ্রহণ করিলেন। ঐ শর তেজোদ্বারা জাজ্বল্যমান হইয়া স্বীয় তেজে দশ দিক্ পরিপূরিত করিল। উহা সংগ্রামে অপরাজেয় এবং মেরু ও মন্দর পর্ব্বতের ন্যায় গুরুভারসহ; উহার মুখ বজ্রসদৃশ ও বেগ বজ্রের ন্যায় গুরুতর। পক্ষিপক্ষশোভিত ঐ শর দানবেন্দ্র, অচলেন্দ্র ও অসুরগণের ভয়ঙ্কর এবং উহার পত্রসকল সুন্দর ও গাত্র রুধিররূপ চন্দনদ্বারা চর্চ্চিত। যুগান্তকালে সমুপস্থিত কালানলের ন্যায় সেই শর দর্শন করিয়া প্রাণিপুঞ্জ বিত্রস্ত হইল। অধিক কি, দেবগণ অসুরগণ গন্ধর্ব্বগণ অপ্সরোগণ এবং মুনিগণ-

সমন্বিত, জাগতিক সমস্ত জীবনিবহ অস্বস্থ হইয়া পিতামহের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহারা দেবদেবেশ বরদ পিতামহকে বলিলেন ;—'এই অদৃষ্টপূর্ব্ব লোকক্ষয় দর্শনে আমাদিগের ভয় এবং মোহ উপস্থিত হইয়াছে।'

তাঁহাদের বাক্য শুনিয়া লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে মধুরবাক্যে বলিলেন ;—'ইহা ভয়ের কারণ হইলেও দেবগণের পক্ষে ভয়ঙ্কর নহে। হে অমরগণ! সংগ্রামে লবণ রাক্ষসকে বধ করিবার নিমিত্তই শত্রুঘ্ন শর ধারণ করিয়াছেন। হে সুরসত্তমগণ! আমরা সকলেই তাঁহার তেজঃপ্রভাবে বিমূঢ় হইয়াছি। হে বৎসগণ! যাহা দেখিয়া তোমরা ভীত হইয়াছ, ঐ সনাতন শর লোককর্ত্তা আদিদেব বিষ্ণু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সেই মহাত্মা বিষ্ণু, মধু ও কৈটভ নামক দৈত্যযুগলকে সংহার করিবার নিমিত্ত এই মহাশর সৃজন করিয়াছিলেন এবং এই শরই সেই মহাত্মার প্রধান দেহ ছিল; সুতরাং, তিনিই এই তেজোময় শরকে স্বরূপতঃ জানেন। তোমারা এস্থান হইতে নির্ভয়ে প্রস্থিত হইয়া মহাত্মা বীর রামানুজ শত্রুঘ্ন কর্ত্তৃক হন্যমান রাক্ষসোত্তম লবণকে দর্শন কর।'

সুরগণ দেবদেব পিতামহের বাক্য শুনিয়া যে স্থানে শত্রুঘ্ন ও লবণের সংগ্রাম হইতেছিল, তথায় আগমন করিলেন। তৎকালে সমস্ত প্রাণিপুঞ্জ যুগান্তকালীন উত্থিত অনলের ন্যায় শত্রুঘ্নের করধৃত সেই দিব্য শর দর্শন করিল। রঘুনন্দন শত্রুঘ্ন দেববৃন্দ দ্বারা আকাশ আবৃত দেখিয়া ঘোরতর সিংহনাদ করতঃ বারম্বার লবণ রাক্ষসকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। লবণ রাক্ষসও মহাত্মা শত্রুঘ্ন কর্ত্তৃক বারম্বার আহূত হইয়া ক্রোধভরে সংগ্রাম করিতে আসিল। তখন, মহাধনুর্দ্ধর শত্রুঘ্ন স্বীয় কার্ম্মুক আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া লবণের বিশাল বক্ষঃস্থলে সেই বাণ বিসর্জ্জন করিলেন। ঐ সুরপূজিত দিব্য শর তাহার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া তৎক্ষণাৎ রসাতলে প্রবেশ করতঃ অবিলম্বে পুনর্ব্বার ইক্ষ্বাকুনন্দন শত্রুঘ্নের সন্নিধানে আগমন করিল।

নিশাচর লবণ শত্রুঘ্নের শরে বিদীর্ণ হইয়া অশনিদ্বারা আহত অচলের ন্যায় সহসা ভূতলে পতিত হইল। লবণ রাক্ষস নিহত হইলে সেই দিব্য মহাশূল সমস্ত দেবগণের সমক্ষেই রুদ্রের বশীভূত হইল। অন্ধকার নাশ করিয়া সহস্ররশ্মি সূর্য্যদেব যেমন শোভিত হয়েন, উত্তম শরচাপধারী রঘুপ্রবীর শত্রুঘ্ন একমাত্র শরনিপাতদ্বারা ত্রিলোকের ভয় তিরোহিত করিয়া তদ্রূপ প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। তখন, দেবগণ, ঋষিগণ, নাগগণ এবং অপ্সরোগণ শত্রুঘ্নের সম্মান করিয়া বলিলেন ;—হে দশরথনন্দন! তুমি সৌভাগ্যবশতঃ ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক জয়লাভ করিয়াছ এবং সর্পসদৃশ লবণ রাক্ষসও প্রশান্ত হইয়াছে।'

ইতি দ্ব্যশীতিতম সর্গ ॥ ৮২ ॥

ত্র্যশীতিতমসর্গ।

লবণ রাক্ষস নিহত হইলে অনল এবং ইন্দ্রপ্রভৃতিদেববৃন্দ শত্রুতাপন শত্রুঘ্নকে সুমধুর বাক্যে বলিলেন ;—হে বৎস! সৌভাগ্যবশতঃ লবণ রাক্ষসকে নিহত করিয়া বিজয় লাভ করিয়াছ; অতএব, হে সুব্রত পুরুষপ্রবর! তুমি আমাদের নিকট বর প্রার্থনা কর! হে মহাবাহো! আমরা তোমার বিজয়ে সন্তুষ্ট হইয়াই বরদান করিতে সমাগত হইয়াছি, সুতরাং আমাদিগের দর্শন তোমার বিফল হইবে না।'

সংযতস্বভাব মহাবাহু শূর শত্রুঘ্ন দেবগণের কথিত বাক্য শ্রবণ করিয়া মস্তকে অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক প্রত্যুত্তর করিলেন,—'এই দেববিনির্ম্মিত মনোহারিণী রমণীয়া মধুপুরী মথুরা অবিলম্বে জনসমূহ-কর্ত্তৃক সন্নিবিষ্টা হউক, ইহাই আমার পরম উৎকৃষ্ট বর।'

দেবগণ প্রীত হইয়া রঘুনন্দন শত্রুঘ্নকে বলিলেন ;—'তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে এবং তোমার রমণীয় নগরে শূরসেনার অধিবাস হইবে, সংশয় নাই।' মহাত্মা দেবগণ ঐরূপ বলিয়া স্বর্গে আরোহণ করিলেন। তৎকালে মহাতেজা শত্রুঘ্নও সেই

গঙ্গাতীরস্থিত সৈন্যগণকে আসিতে অনুমতি করিলেন। সেনারা শত্রুঘ্নের আদেশ শ্রবণ করিয়া সত্বর আগমন করিলে, শত্রুঘ্নও শ্রাবণমাস হইতে নগর নির্ম্মাণ আরম্ভ করিলেন। শুভ দ্বাদশ বৎসরের প্রারম্ভে সেই দিব্য নগর প্রস্তুত হইলে, অকুতোভয় শূর সেনাগণেরও দেশ সংস্থাপিত হইল। ঐ প্রদেশের ক্ষেত্র সকল শস্যশোভিত হইল, বাসব যথাকালে বারি বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং বীরপুরুষগণ শত্রুঘ্নের বাহুবলে সুরক্ষিত হইয়া রোগরহিত হইল। সেই নগর যমুনাতীরে অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল এবং সুরম্য হর্ম্ম্যরাজি তাহার সমধিক সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিল। নগরপ্রাঙ্গণ আপণরাজি-বিরাজিত নানাবিধ বাণিজ্যবস্তু দ্বারা সুশোভিত হইল এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ ঐ নগরে বাস করিতে লাগিল। লবণ রাক্ষস পূর্ব্বে যে সকল বিশাল ভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিল, শত্রুঘ্ন সেই আলয়-সকলকে সুধাধবলিত করিয়া নানাবিধ চিত্রকার্য্য-দ্বারা তাহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। স্থানে স্থানে উত্তম উপবন, নীহারভূমি এবং অন্যান্য সুশোভন বস্তুজাত তাহার শোভা বৃদ্ধি করিল। দেব ও মনুষ্য-দ্বারা শোভিত সেই দিব্য নগরে বণিকৃগণ নানাদেশ হইতে সমাগত হইয়া বিবিধ বাণিজ্যবস্তু ক্রয় বিক্রয় করতঃ তাহার সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিতে লাগিল। লব্ধমনোরথ ভরতানুজ শত্রুঘ্ন নগরের সমৃদ্ধি দর্শনে পরম প্রীত হইয়া নিরতিশয় হর্ষ লাভ করিলেন। এইরূপে মথুরা নগর সংস্থাপন করতঃ দ্বাদশ বর্ষের শেষে রঘুকুলবর্দ্ধন নরপতি শত্রুঘ্নের মনে রামপদ দর্শনে অভিলাষ হইল, সুতরাং তিনি নানাজনগণে পরিবৃতা স্বর্গোপমা সেই নগরী সংস্থাপনপূর্ব্বক রঘুপতি রামচন্দ্রের চরণ-দর্শনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

ইতি ত্র্যশীতিতম সর্গ ॥ ৮৩ ॥

চতুরশীতিতম সর্গ।

দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হইলে, শত্রুঘ্ন অত্যল্প ভৃত্য সেনা ও অনুযায়িগণ-সমভিব্যাহারে রামপালিত অযোধ্যা নগরে যাইতে অভিলাষী হইয়া, মন্ত্রী ও প্রধান প্রধান সেনাপতিদিগকে নিবারণ করতঃ শত রথ এবং শত অশ্ব সঙ্গে লইয়া প্রস্থিত হইলেন। মহাযশা পুরুষপ্রবর রঘুনন্দন শত্রুঘ্ন পথমধ্যে পঞ্চদশাহ বাস করিয়া বাল্মীকির আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি মুনিবর বাল্মীকির পদতলে অভিবাদন করিয়া তদীয় হস্ত হইতে পাদ্য অর্ঘ্য এবং আতিথ্য গ্রহণ করিলে বাল্মীকি মহাত্মা শত্রুঘ্নকে বহুবিধ মধুর বাক্য বলিতে লাগিলেন। সেই মুনিবর প্রথমতঃ শত্রুঘ্নকে লবণ রাক্ষসের বধবিবরণ উল্লেখ করিয়া বলিলেন;—হে সৌম্য! তুমি লবণকে সংহার করিয়া অতিদুষ্কর কার্য্য সম্পাদন করিয়াছ। হে মহাবাহো! কত শত মহাবল ভূপাল লবণ রাক্ষসই সংগ্রামে বলবাহনের সহিত নিহত হইয়াছে। হে পুরুষর্ষভ! তুমি সেই পাপ রাক্ষসকে অবলীলাক্রমে নিহত করায় তোমার তেজঃপ্রভাবে জগতের রাক্ষস জনিত ভয় প্রশান্ত হইয়াছে। রামচন্দ্র একান্ত যত্নসহকারে রাবণের ঘোরতর বধ সাধন করিয়াছিলেন; কিন্তু, তুমি এই মহৎ কার্য্য অবলীলায় সম্পাদন করিয়াছ। লবণ রাক্ষস নিহত হওয়ায় দেবগণের অতিশয় প্রীতি হইয়াছে; অধিক কি, তুমি সমস্ত জীব এবং জগতের প্রিয় অনুষ্ঠান করিয়াছ। হে পুরুষর্ষভ রাঘব! আমি বাসবের সভায় বসিয়া সেই সংগ্রাম দিব্যচক্ষুর্দ্বারা যথাবৎ অবলোকন করিয়াছি। হে শত্রুঘ্ন! আমারও অন্তঃকরণে নিরতিশয় আনন্দের উদয় হইয়াছে অতএব আমি ত্বদীয় মস্তক আঘ্রাণ করিব, কারণ ইহাই স্নেহের পরম নিদর্শন। মহামতি বাল্মীকি মুনি ইহা বলিয়া শত্রুঘ্নের মস্তক আঘ্রাণ করতঃ আতিথ্যদ্বারা তাঁহার এবং তদীয় অনুচরবর্গের সৎকার করিলেন।

কালে রামের চরিত্র যতদূর প্রকাশ হইয়াছিল, নরবর শত্রুঘ্ন ভোজনান্তে আশ্রম-

প্রদেশে তত্ত্বদূর কাব্যরচিত গীতমাধুর্য্যময় মনোহর রামরচিত শুনিতে লাগিলেন। সেই আনুপূর্ব্বিক যথাবৃত্ত সত্যবাক্য সকল শ্রবণ-গোচর করিয়া পুরুষপ্রবর শত্রুঘ্ন হর্ষবশতঃ বাষ্পলোচন হইয়া জ্ঞানশূন্য হইলেন। তিনি মুহূর্ত্তকাল জ্ঞানহীন থাকিয়া পশ্চাৎ সংজ্ঞা লাভ করতঃ বারম্বার নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই গীতে পূর্ব্ববৃত্তসকল যেন বর্ত্তমানের ন্যায় শ্রবণ করিলেন। মথুরারাজ শত্রুঘ্নের অনুচর-বর্গ ঐ গীত শুনিল, কিন্তু, গায়ককে না দেখিয়া দুঃখিতচিত্ত ও অধোমুখ হইয়া 'আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! এই কথা বলিতে লাগিল। তত্রত্য সৈনিকপুরুষেরা পরস্পর বলিতে লাগিল যে;—এ কি! কিছুইত অনুভব হইতেছে না, কোথায় ইহার সন্ধান পাইব। অথবা ইহা কি স্বপ্নদর্শন!! পূর্ব্বে আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, কি আশ্চর্য্য! অদ্য স্বপ্নে তাহা পুনর্ব্বার শ্রবণ করিলাম।' সৈনিকেরা অতিশয় বিস্মিত হইয়া শত্রুঘ্নকে বলিল; হে নরবর। আপনি মুনিপুঙ্গব বাল্মীকিকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করুন্।'

শত্রুঘ্ন কৌতূহলসমন্বিত সমস্ত সেনাগণকে বলিলেন; ঈদৃশ বিষয় জিজ্ঞাসা করা আমার অনুচিত; কারণ, এই মুনির আশ্রমে অনেক আশ্চর্য্য বিষয় আছে, কিন্তু কৌতূহলবশতঃ মহামুনিকে তদ্বিবরণ জিজ্ঞসা করা যুক্তিযুক্ত নহে।' রঘুনন্দন শত্রুঘ্ন তৎকালে সৈনিক-দিগকে এইরূপ বলিয়া মহর্ষিকে অভিবাদন করতঃ স্বীয় নিবেশে প্রস্থান করিলেন।

ইতি চতুরশীতিতম সর্গ॥ ৮৪॥

পঞ্চাশীতিতম সর্গ।

অনুত্তম রামচরিত্র গান এবং নানাবিষয়ক চিন্তা করিতে করিতে শয়ন করিয়াও নরবর মহাত্মা শত্রুঘ্নের তৎকালে নিদ্রার আবির্ভাব হইল না,. প্রত্যুত সেই তন্ত্রীলয়সমন্বিত সুমধুর শব্দ শুনিতে শুনিতে সেই নিশা সত্বর অতিবাহিত হইল। সেই রজনী প্রভাতা হইলে শত্রুঘ্ন পৌর্ব্বাহ্ণিকক্রিয়া সম্পাদন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মুনিবর বাল্মীকিকে বলিলেন;—ভগবন্! রঘুকুলের আনন্দবর্দ্ধন রামচন্দ্রকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, অত এই এই সংশিতব্রত অনুচর বর্গের সহিত আপনার অনুজ্ঞা লাভের বাসনা করি।' রঘুনন্দন শত্রুসূদন শত্রুঘ্ন এইরূপ কহিলে বাল্মীকি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় দিলেন এবং শত্রুঘ্নও মহাপ্রভাব মুনিবরকে অভিবাদন করিয়া রাঘবকে দর্শন করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক অবিলম্বে অযোধ্যায় গমন করিলেন।

ইক্ষ্বাকুনন্দন মহাবাহু শ্রীমান্ শত্রুঘ্ন রমণীয় অযোধ্যাপুরে প্রবিষ্ট হইয়া যে স্থানে মহাদ্যুতি রামচন্দ্র অবস্থিতি করিতেছিলেন, তথায় প্রবেশ করিলেন। তিনি অমরগণের মধ্যস্থিত সহস্রনয়ন বাসবের ন্যায় তেজোদ্বারা জাজ্বল্য-মান সত্যপরাক্রম পূর্ণচন্দ্রানন মহাত্মা রামচন্দ্রকে মন্ত্রিগণের মধ্যে অবলোকন করতঃ অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন;— 'মহারাজ! আপনি যাহা আজ্ঞা করিয়াছিলেন আমি তৎসমুদয় সম্পাদন করিয়াছি; সেই পাপলবণ নিহত হইয়াছে; তদীয় নগর প্রজাবর্গদ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। হে মহারাজ রঘুনন্দন! আপনা ব্যতিরেকে এই দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছি কিন্তু আর ভবদ্বিরহিত হইয়া বাস করিতে বাসনা করি না। হে অমিতবিক্রমকাকুৎস্থ! মাতৃহীন বৎসের ন্যায় আমি চিরকাল প্রবাসে থাকিতে পারিব না, অতএব আমার প্রতি কৃপা বিতরণ করুন্।' শত্রুঘ্ন ইহা কহিলে রাম তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন;— 'হে শূর! ইহা ক্ষত্রিয়ের আচার নহে, অতএব তুমি বিষাদ পরিত্যাগ কর। রাঘব! রাজগণ প্রবাসে অবসন্ন হয়েন না, বিশেষতঃ ক্ষত্রধর্ম্ম অনুসারে প্রজাগণ রাজাদিগের অবশ্য পালনীয় হে বীর নরশ্রেষ্ঠ! তুমি আমাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সময়ে সময়ে অযোধ্যায় আগমন করিবে এবং আমাকে দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার স্বীয় নগরে প্রতিনিবৃত্ত হইবে। তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর, তাহাতে সংশয় নাই;

কিন্তু, রাজ্যের পরিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। হে কাকুৎস্থ! আপাততঃ আমার সহিত সপ্তরাত্র বাস কর, তাহার পর বল, বাহন ও ভৃত্য-গণ সমভিব্যাহারে মথুরায় গমন করিবে।'

রামচন্দ্রের ঈদৃশ ধর্ম্মযুক্ত মনোহর বাক্য শুনিয়া শত্রুঘ্ন দীনবাক্যে তাহা অঙ্গীকার করিলেন। সেই মহাধনুর্দ্ধর কাকুৎস্থ শত্রুঘ্ন রাঘবের আজ্ঞানুসারে সপ্তরাত্র অযোধ্যায় বাস করিয়া পুনর্ব্বার যাইতে উদ্যত হইলেন এবং সত্য-পরাক্রম মহাত্মা রামচন্দ্র ভরত ও লক্ষ্মণকে অভিবাদন করিয়া মহারথে আরোহণ করিলেন। তখন মহাত্মা ভরত ও লক্ষ্মণ কিয়দ্দূর পাদচারে তাঁহার সমভিব্যাহারী হইলেন এবং শত্রুঘ্নও অবিলম্বে মথুরাপুরীতে প্রস্থান করিলেন।

ইতি পঞ্চাশীতিতম সর্গ ॥ ৮৫ ॥

ষড়শীতিতম সর্গ।

ভরত ও লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারে শত্রুঘ্নকে বিদায় করিয়া রঘুনন্দন রামচন্দ্র ধর্ম্মানুসারে সুখে রাজ্যপালনপূর্ব্বক হর্ষ লাভ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইলে জনপদবাসী এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মৃত বালক লইয়া রাজদ্বারে উপনীত হইলেন। সেই বৃদ্ধ পুত্রস্নেহে কাতর হইয়া 'হা পুত্র! হা পুত্র! ইত্যাদি বহুবিধ বিলাপবাক্যে রোদন করিতে করিতে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন;—যখন একটি পুত্রকেও আমি মৃত হইতে দেখিলাম, তখন বোধ করি, পুরাকালে অন্য দেহে আমি কোন দুষ্কৃত কার্য্য করিয়া থাকিব! হা পুত্র! তোমার বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ণ হয় নাই, তুমি যৌবনসীমায় পদার্পণ না করিয়াই বাল্যকালে আমার ক্লেশের নিমিত্ত অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলে! হা পুত্র! তোমার জননী এবং আমি তোমার শোকে অল্প দিনের মধ্যেই নিধন প্রাপ্ত হইব, সংশয় নাই। আমি যে কখন মিথ্যা বলিয়াছি, কি কোন প্রাণিহিংসা অথবা কখন কোন পাপাচরণ করিয়াছি, ইহাও মনে হয় না; অতএব কোন্ দুষ্কৃতকার্য্যদ্বারা এই মদীয় পুত্র পিতৃকার্য্য না করিয়া বাল্যকালেই শমন-সদনের অতিথি হইল। রামরাজ্য ভিন্ন অন্য কুত্রাপি অপ্রাপ্তকাল বালকের ঈদৃশ ঘোর-দর্শন মৃত্যু পূর্ব্বে দৃষ্ট অথবা শ্রুত হয় নাই। সম্প্রতি রামশাসিত রাজ্যে বালকদিগের মৃত্যু সংঘটিত হইতেছে, অতএব রামের কোন বিশেষ পাপ আছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। হে রাজন্! অন্য রাজার রাজ্যস্থিত বালকবর্গের মৃত্যু হইতে ভয় নাই, অতএব তুমি মৃত্যুবশীভূত এই বালককে জীবিত কর, নতুবা রাজদ্বারে পত্নীর সহিত অনাথের ন্যায় জীবন বিসর্জ্জন করিব। হে রাম! তুমি ব্রহ্মহত্যার পাপ গ্রহণ করিয়া সুখী হও। হে মহাবল! তোমার এই রাজ্যে এতাবৎকাল সুখে বাস করিয়াছি; অতএব হে রাজন্! তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত দীর্ঘআয়ুঃ লাভ করিবে। হে রাম! ইদানী আমরা কালের বশীভূত হইয়াছি, সুতরাং আমাদিগের স্বল্পমাত্র সুখ নাই; সম্প্রতি মহাত্মা ইক্ষ্বাকুদিগের এই দেশ তাদৃশ অধিপতি পাইয়া অনাথ হইয়াছে এবং তন্নিবন্ধনই এই রাজ্যে বালকের মৃত্যু হইতেছে; আমরা তোমার বশীভূত বলিয়াই এই উপস্থিত বালকমরণদুঃখ আমাদিগকে ক্লেশ দিতেছে; বিশেষতঃ প্রজাসকল রাজার দোষে অবিধিপূর্ব্বক পালিত হইয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হয় এবং নরপতি অসদাচারী হইলে জনগণ মৃত হইয়া থাকে; অথবা নগর বা জনপদে জনগণ অনুচিত কার্য্য করিলে যখন কেহ নিবারণ না করে, তখনই অকালমৃত্যুজনিত ভয় উপস্থিত হয়। পুর অথবা জনপদে অনুচিত কার্য্য প্রবৃত্ত হইলে তাহার প্রতিবিধান না করায় রাজার নিশ্চয়ই দোষ হইয়া থাকে ও সেই জন্যই এই বালকের মৃত্যু হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।' সেই দ্বিজ দুঃখসন্তপ্ত হইয়া এইরূপ বহুবিধ বাক্যদ্বারা বারম্বার রাজাকে অনুযোগ করতঃ মৃত পুত্রকে সমাচ্ছাদিত করিলেন।

ইতি ষড়শীতিতম সর্গ ॥ ৮৬ ॥

সপ্তাশীতিতম সর্গ।

রঘুনন্দন রাম সেই বিপ্রের দুঃখশোক-সমন্বিত করুণ ক্রন্দন শ্রবণ করতঃ দুঃখে কাতর হইয়া বসিষ্ঠ, বামদেব, ভ্রাতৃগণ,নৈগমগণ এবং মন্ত্রিগণকে আহ্বান করিলে মার্কণ্ডেয়, মৌদ্গল্য বামদেব, কশ্যপ, কাত্যায়ন, জাবালি, গৌতম ও নারদ এই আট জন ব্রাহ্মণ বসিষ্ঠ সমভিব্যাহারে প্রবিষ্ট হইয়া দেবসদৃশ রাজাকে 'বর্দ্ধিত হউন,' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। রামচন্দ্র সমুপস্থিত মহর্ষিদিগকে কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদন করিয়া সেই সমস্ত দ্বিজগণকে আসনে উপবেশন করাইলেন এবং মন্ত্রিগণ ও পুরবাসিগণ যথাযোগ্য সম্মানিত হইয়া আসনে সমাসীন হইলেন। সেই সমস্ত দীপ্ততেজা ঋষিগণ উপবিষ্ট হইলে রঘুনন্দন রামচন্দ্র তাঁহাদিগের সমক্ষে ব্রাহ্মণের বাক্য আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিয়া বলিলেন ;—'এই দ্বিজবর রাজদ্বারে উপরোধ করিতেছেন।', দীনচিত্ত রাজার তাদৃশ বাক্য শুনিয়া নারদ মুনিগণের সমক্ষে সেই বাক্যের উত্তর করিলেন ;—'রাজন্ রঘুনন্দন! এই বালকের যেরূপে অকালে ক্ষয় হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করুন্ এবং যাহাতে ইহার প্রতিক্রিয়া হইবে, তাহা শ্রবণ করিয়া প্রতিবিধান করিতে প্রবৃত্ত হউন। হে রাজন্! সত্যযুগে ব্রাহ্মণেরাই তপোনুষ্ঠানে নিরত ছিলেন। তৎকালে ব্রাহ্মণব্যতিরিক্ত অন্য কোন জাতি কখন তপস্যা করিতেন না। সেই সত্যযুগ তপোবল-প্রভাবে জাজ্বল্যমান ও অজ্ঞানরহিত ছিল ; সুতরাং তৎকালে দ্বিজগণের আধিক্য হইয়াছিল এবং তাঁহারা সকলেই ত্রিকালজ্ঞ ও মরণ রহিত হইয়াছিলেন। সত্যযুগের অবসান হইলে মানবগণের ব্রাহ্মণত্ববুদ্ধি শিথিল হওয়ায় ত্রেতাযুগের আবির্ভাব হইল ; তখন পূর্ব্ব-সঞ্চিত তপোবলসমন্বিত হইয়া ক্ষত্রিয়সকল জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। যে সকল মহাত্মা মানবেরা ত্রেতাযুগে তপস্যানুষ্ঠানে নিরত আছেন, ইহা অপেক্ষা তাঁহারা সত্যযুগে বীর্য্য-বল এবং তপোবলে আধিক্য লাভ করিয়াছিলেন। সত্য ও ত্রেতাযুগের মধ্যে সত্যযুগে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ এবং তপস্যা ও বীর্য্যে ক্ষত্রিয় ন্যূন ছিলেন ; কিন্তু, ত্রেতাযুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় তপস্যা কি বীর্য্য সকল বিষয়েই সমতুল্য তথাপি ত্রেতাযুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে তপোবিশেষদ্বারা ক্ষত্রিয় অপেক্ষা ব্রাহ্মণে বিশেষ আধিক্য অবলোকন করিয়া মনুপ্রভৃতি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ সকলের সম্মত চাতুর্ব্বর্ণ্যে আচার সংস্থাপন করিলেন। সেই ধর্ম্মবহুল পাপরহিত ত্রেতাযুগ ধর্ম্মদ্বারা প্রদীপ্ত হইলে অধর্ম্ম পৃথিবীতলে একপাদ পাতিত করিলেন অতএব লোক সকল অধর্ম্মে লিপ্ত হইয়া বর্ণা-শ্রম প্রাপ্ত হইল, সুতরাং তাহাদের তেজঃ মন্দ হইয়া যাইবে। পৃথিবীতলে অধর্ম্মের এক পাদ পাতিত হওয়ায় পূর্ব্বপুরুষদিগের যে সকল নগর দেশ গৃহ ও ক্ষেত্রাদি আছে ত্রেতাযুগে মানবদিগের তজ্জন্য রজোগুণমূলক দ্বেষ হইয়াছে ; উক্ত বিদ্বেষরূপ অতিশয় পাপই মিথ্যাজ্ঞানরূপ অর্থের মূল হইয়াছে পরন্তু, উক্ত রূপ একপাদ অনৃত পাতিত হওয়ায় অধর্ম্মানুসারে সত্যযুগ অপেক্ষা ত্রেতাযুগের মানবগণের আয়ুঃ ও প্রভাব হীন হইয়াছে। অধর্ম্মবশতঃ মহীতলে পাদমাত্র অনৃত পাতিত হইলেও লোকসকল সত্যধর্ম্মপরায়ণ হইয়া আয়ুঃক্ষয়-পরিহার বাসনায় যজ্ঞদান প্রভৃতি পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছে। ত্রেতাযুগে যে সকল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় আছেন, তাঁহারা যজ্ঞাদি দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইয়া তপস্যাচরণ করিতেছেন, আর বৈশ্য ও শূদ্রেরা ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের সেবায় নিযুক্ত রহিয়াছে এবং ইহাই তাঁহাদিগের পরম ধর্ম্ম। ত্রিবর্ণের পরিচর্য্যা করাই শূদ্রের একমাত্র পরম ধর্ম্ম। হে নৃপসত্তম! ত্রেতাযুগের অবসানকালে বৈশ্য ও শূদ্রের অনৃতরূপ অধর্ম্ম প্রাপ্ত হওয়ায় ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়গণ হ্রাস হইয়া গেল। তাহার পর অধর্ম্মের দ্বিতীয় পাদ অবতারিত হওয়ায় দ্বাপরযুগের প্রবৃত্তি হইল। হে পুরুষর্ষভ! সেই দ্বাপরযুগে ধর্ম্মের পাদদ্বয় ক্ষয় হওয়ায় অধর্ম্ম এবং অনৃত বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সেই দ্বাপরযুগে তপস্যা বৈশ্যদিগকে আশ্রয় করিল ; এইরূপে সত্যযুগে ব্রাহ্মণগণকে, ত্রেতাযুগে ক্ষত্রিয়দিগকে এবং দ্বাপরযুগে

শ্যসকলকে ক্রমশঃ তপস্যা আশ্রয় করিল। নরবর! তিন যুগে তিন বর্ণকে অবলম্বন রিয়া তপোরূপ ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; বল শূদ্রজাতি তিন যুগেই তপোরূপ ধর্ম্ম করিতে পারে নাই। কিন্তু মহারজ! জাতিরা ভাবি কলিযুগে তপস্যার অনুষ্ঠান রিবে। হে রাজন্! দ্বাপরযুগেও শূদ্রজাতির পানুষ্ঠান করা পরম অধর্ম্ম; কিন্তু এই তাযুগে কোন দুর্ব্বুদ্ধি শূদ্রজাতি মহাতপা য়া আপনার দেশসমীপে তপস্যা করিছে; অতএব হে নরনাথ! এই বালক ন্নবন্ধন অকালে কালকবলিত হইয়াছে। তি মানব যে রাজার রাজ্যে বা নগরে র্ম্ম অথবা অকার্য্য করে, সেই নগরে অথবা জ্য অলক্ষ্মী প্রাদুর্ভূত হয়, অতএব সেই ্য ও রাজা উভয়েই নরকে যান, সন্দেহ ই। রাজা ধর্ম্মানুসারে প্রজা পালন করতঃ য়ন, তপঃ ও সুকৃত কার্য্যের ষষ্ঠভাগ লাভ রেন। যে রাজা প্রজা রক্ষা না করেন, নি কিরূপে ষষ্ঠভাগ গ্রহণ করিবেন? অতএব রাজশার্দ্দূল! আপনি স্বীয় রাজ্য অনুান করুন্। হে নরবর! যেথানে দুস্কৃতর্য্য দেখিবেন, যত্নপূর্ব্বক তথাকার সেই র্য্য নিবারণ করিবেন; এইরূপ অনুষ্ঠান রলে প্রজাগণের সহিত আপনার ধর্ম্ম ও য়ুঃ বৃদ্ধি এবং এই বালক জীবিত হইবে।'

ইতি সপ্তাশীতিতম সর্গ॥ ৮৭॥

অষ্টাশীতিতম সর্গ।

রামচন্দ্র নারদের সেই অমৃত সমান বাক্য ণ অতুল হর্ষ লাভ করিয়া লক্ষ্মণকে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন;—হে সৌম্য সুব্রত! দ্বিজবরকে সর্ব্বতোভাবে আশ্বাসিত কর এবং বালকের সেই শরীর তৈলদ্রোণীমধ্যে স্থাপন র। হে সৌম্য! বালক যাহাতে ক্ষয় হইয়া না যায়, তুমি সুগন্ধি তৈল এবং উত্তম গন্ধদ্বারা তাহার অনুষ্ঠান কর। শুভাচারসম্পন্ন বালকের শরীর সুরক্ষিত হইয়া যেরূপে ক্ষয় প্রাপ্ত না হয়, তুমি তাহার প্রতিবিধান কর এবং যাহাতে বালকের সৌন্দর্য্যাদি নাশ ও সন্ধিবন্ধনাদি শ্লথ না হয়, তাহারও উপায় কর।'

মহাযশা কাকুৎস্থ রামচন্দ্র শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে এইরূপ আদেশ করিয়া 'আগচ্ছ' বলিয়া মনে মনে পুষ্পক বিমানকে ধ্যান করিলে, সেই হেমভূষিত পুষ্পক রামের অভিপ্রায় অবগত হইয়া মুহূর্ত্তকাল মধ্যে সমীপে সমুপস্থিত হইল। তথন, সেই পুষ্পকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা প্রণত হইয়া বলিল; 'হে মহাবাহো নরাধিপ! এই আপনার বশীভূত রথ উপস্থিত।'

পুষ্পকের মনোহর বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক নরপতি রামচন্দ্র মহর্ষিগণকে অভিবাদন করতঃ সুমিত্রা নন্দন লক্ষ্মণ ও ভরতকে নগরে স্থাপনপূর্ব্বক ধনুর্ব্বাণ এবং মনোহর শোভাসম্পন্ন খড়্গ লইয়া বিমানে আরোহণ করতঃ পশ্চিম দিকে প্রস্থান করিলেন। শ্রীমান্ রাম পশ্চিম দিকে শূদ্র তপস্বির অন্বেষণ করিয়া হিমালয়-পরিবৃত উত্তর দিকে যাত্রা করিলেন। তথায় কোন দুষ্কৃতকার্য্য দেখিতে না পাইয়া নরপতি পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া সমস্ত পূর্ব্ব দিক্ অবলোকন করিতে লাগিলেন। মহাবাহু নরনাথ রামচন্দ্র পুষ্পক রথে থাকিয়াই বিশুদ্ধ পরিষ্কৃত দর্পণতলের ন্যায় নির্ম্মল পূর্ব্ব দিক্ অবলোকন করিয়া কোন পাপকর্ম্মাকে দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর, রাজর্ষিনন্দন রাম দক্ষিণ দিকে আগমন করিয়া বিন্ধ্যপর্ব্বতের দক্ষিণস্থিত শৈবলগিরির উত্তর পার্শ্বে সুমহৎ সরোবর সন্দর্শন করিলেন। শ্রীমান্ রঘুনন্দন সেই সরোবরতীরে অধোমুখে লম্বমান তপঃপরায়ণ তাপসকে অবলোকন করিলেন। মহারাজ রাঘব উৎকৃষ্ট তপোনিরত তপস্বীর সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন;—'হে সুব্রত! আপনি ধন্য!! হে তপোবৃদ্ধ! আমি দাশরথি-রাম, কৌতূহলবশতঃ আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি; হে দৃঢ়বিক্রম! আপনি কোন্ জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? আপনি যে অন্যের সুদুষ্কর তপস্যা আচরণ করিতেছেন, তাহার অভিলষিত বর কি? স্বর্গ লাভ অথবা অন্য কোন্ বর আপনার প্রার্থনীয়? হে

তাপস! আপনি যাহা অবলম্বন করিয়া তপোনুষ্ঠান করিতেছেন, আমি তাহা শুনিতে বাসনা করি। আপনি কি ব্রাহ্মণ? অথবা দুর্জ্জয় ক্ষত্রিয়? কিম্বা তৃতীয়বর্ণ বৈশ্য? অথবা শূদ্র? আপনার মঙ্গল হইবে, অতএব সত্য-বাক্য বলুন্।'

অধোমুখস্থিত তপস্বী নরপতিকর্ত্তৃক এই-রূপ উক্ত হইয়া নরপুঙ্গব দাশরথিকে জাতি ও যে কারণে তপস্যায় যত্ন হইয়াছে, তাহা বলিলেন।

ইতি অষ্টাশীতিতম সর্গ ॥ ৮৮ ॥

একোননবতিতম সর্গ।

তাপস অক্লিষ্টকর্ম্মা রামের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া অধোমুখে থাকিয়াই এই বক্ষ্য-মাণ বাক্য বলিলেন;—'হে মহাযশস্বিন্! আমি শূদ্রযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। হে রাম! উগ্রতপস্যা অবলম্বনপূর্ব্বক দেব-লোকজয় বাসনায় সশরীরে দেবতা হইবার প্রার্থনা করি। হে রাম! আমি আপনাকে মিথ্যা বলিতেছি না। হে কাকুৎস্থ! আপনি আমাকে শম্বুক নামক শূদ্র বলিয়া বিদিত হউন।' সেই শম্বুক এই কথা কহিতে কহিতেই রঘুনন্দন রাম কোষ হইতে সুরুচির-প্রভ বিমল খড়্গ নিষ্কাশিত করিয়া তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। সেই শূদ্র নিহত হইলে ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু এবং ব্রহ্মাপ্রভৃতি দেব-বৃন্দ 'সাধু সাধু' বলিয়া কাকুৎস্থ রামচন্দ্রের প্রশংসা করতঃ মহতী পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। সেই দিব্য সুগন্ধি কুসুমসকল বায়ুকর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া চতুর্দ্দিকে পতিত হইতে লাগিল। দেবগণ সুপ্রীত হইয়া সত্যপরাক্রম রামকে বলিলেন,—'হে মহামতে! তুমি এই সুরকার্য্য সুখে সম্পাদন করিয়াছ। হে অরিনিসূদন রঘুনন্দন! এই ব্যক্তি শূদ্র বলিয়া ত্বৎকৃত বিনাশনিবন্ধন স্বর্গভাগী হইল না, অতএব, হে সৌম্য! তোমার যে বর অভি-লষিত হয়, তাহাই গ্রহণ কর।'

দেবগণের ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া সত্যপরা-ক্রম রাম কৃতাঞ্জলি হইয়া সহস্রনয়ন পুরন্দরকে বলিলেন;—'যদি দেবগণ প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই দ্বিজতনয় পুত্র জীবিত হউক; ইহাই আমার পরম অভি-লষিত অতএব এই বর প্রদান করুন্। ব্রাহ্মণের ঐ একমাত্র বালক পুত্র আমার অপচার নিবন্ধন অপ্রাপ্তকালেই কালকর্ত্তৃক শমনসদনে নীত হইয়াছে। আমি "তোমার পুত্রকে জীবিত করিব" এই বলিয়া দ্বিজবরের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, অতএব তাহাকে জীবিত করুন্, আমাকে মিথ্যাপ্রতিজ্ঞ করিবেন না; আপনাদের মঙ্গল হইবে।' বিবুধসত্তমগণ রাঘবের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে প্রীত হইয়া প্রীতি সহকারে বলিলেন;—'হে কাকুৎস্থ! সেই বালক জীবিত লাভ করিয়া এই দিবসেই পুনর্ব্বার বন্ধুগণের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে; অতএব, তুমি নিবৃত্ত হও। হে কাকুৎস্থ! এই শূদ্র যে মুহূর্ত্তে নিপাতিত হইয়াছে, সেই মুহূর্ত্তেই সেই বালকের দেহে জীবনসঞ্চার হইয়াছে। হে মনুজপুঙ্গব রঘুনন্দন! তোমার মঙ্গল হউক, সম্প্রতি আমরা মুনিবর অগস্ত্যকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তদীয় আশ্রমে গমন করিব। সেই মহাদ্যুতি ব্রহ্মর্ষি দীক্ষিত হইয়া দ্বাদশ বৎসর জলশয্যায় অবস্থান করিতেছেন, সম্প্রতি তাঁহার সেই দীক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে; অতএব, আমরা অধুনা সেই মহামুনিকে অভিনন্দিত করিবার নিমিত্ত গমন করিব। রাঘব! তোমার মঙ্গল হউক, তুমিও সেই মহর্ষিকে দর্শন করিতে আইস।'

রঘুনন্দন দেবগণের বাক্য স্বীকার করতঃ সেই সুবর্ণভূষিত পুষ্পকবিমানে আরোহণ করিলেন। অনন্তর, দেবগণ বিস্তীর্ণ বিমান-সমূহে আরোহণ করতঃ কুম্ভযোনির তপোবনা-ভিমুখে প্রস্থিত হইলে রামচন্দ্রও তাঁহাদের অনুগামী হইলেন। ধার্ম্মিকপ্রবর তপোনিধি অগস্ত্য সুরগণকে সমাগত দর্শনে, তাঁহাদের সকলকেই অবিশেষরূপে পূজা করিলেন এবং অমরবৃন্দও তদীয় পূজা গ্রহণ করতঃ সেই মহা-মুনিকে প্রতিপূজা করিয়া অনুগামিগণের সহিত হৃষ্টান্তঃকরণে সুরপুরাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন।

দেবগণ গমন করিলে রঘুনন্দন বিমান তে অবরোহণ করিয়া ঋষিসত্তম অগস্ত্যকে ভিবাদন করিলেন। নরেন্দ্র রামচন্দ্র সেই ... প্রদীপ্ত মহাত্মাকে অভিবাদন করতঃ ... নিকট পরম আতিথ্য লাভ করিয়া বিষ্ট হইলে, তাপসপ্রবর মহাতেজা কুম্ভ-নি বলিলেন ;—'নরশ্রেষ্ঠ রাঘব! মার আগমন শুভ হউক, তুমি ভাগ্যবশতঃই স্থিত হইয়াছ। হে রাজন্ রামচন্দ্র! উত্তম গুণগ্রামবিভূষিত হইয়া আমার ত এবং হৃদয়মধ্যে নিরন্তর অবস্থিত ও সম্প্রতি অতিথি হওয়ায় পূজনীয় ছ। তুমি যে, শূদ্র তাপসকে বধ ার নিমিত্ত আসিয়াছ এবং ধর্ম্মানু- ব্রাহ্মণবালককে পুনর্জীবিত করিয়াছ, দেবগণের মুখে তৎসমস্তই শুনিয়াছি। ঘব! তুমি সর্ব্বভূতের প্রভু, সনাতন ও শ্রীমান্ নারায়ণ এবং এই জগৎ তেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। সে হউক, অদ্য রজনী আমার নিকট স্থান কর, কল্য প্রভাতেই পুষ্পকারোহণে গমন করিবে। অপিচ, হে প্রিয়দর্শন ! স্বীয় তেজঃ ও দিব্য আকারদ্বারা ...মান এই বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিত দিব্য ভরণ গ্রহণ কর। রাঘব! প্রাপ্তবস্তুর দানে সুমহৎ ফললাভ হইয়া থাকে, অত- ব তুমি ইহা গ্রহণ করিলে আমার অতিশয় প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করা হইবে। হে নরেন্দ্র! মি সুমহৎ ফলসকল প্রদান করিতে ও ন্দ্রাদি দেবগণকেও পরিত্রাণ করিতে সমর্থ বং তুমিই এই আভরণ ধারণের যোগ্য, তএব আমি তোমাকে ইহা যথাবিধানে প্রদান করিতেছি তুমি গ্রহণ কর।

ইক্ষ্বাকুবংশের মহারথ ও বুদ্ধিমানগণের অগ্রগণ্য রামচন্দ্র মহাত্মা অগস্ত্যের বাক্য শ্রবণ করতঃ স্বীয় ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের বিষয় চিন্তা করিয়া লিলেন ;—'ভগবন্! প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণ- ণের পক্ষেও বিগর্হিত, সুতরাং ক্ষত্রিয়ের ক্ষে কিরূপে ইহা সম্ভব হইতে পারে? ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়ের পক্ষেই প্রতিগ্রহ নিন্দনীয়; বিশেষতঃ ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক প্রদত্তবস্তু কিরূপে মাদৃশ জনের প্রতিগ্রাহ্য হইতে পারে, তাহা বলুন্।'

রামচন্দ্রকর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া মহর্ষি অগস্ত্য বলিলেন ;—'রাম! ব্রাহ্মভূত প্রাচীন- তম সত্যযুগে সুরগণের মধ্যে শতক্রতু রাজা ছিলেন, কিন্তু পার্থিব প্রজাসকলের মধ্যে কেহ রাজা থাকায়, তাহারা রাজার নিমিত্ত দেবদেব পিতামহের নিকট গমন করিয়া কহিল ;—'হে দেবলোকেশ্বর! আপনি সুর- গণের মধ্যে শতক্রতুকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়াছেন, সম্প্রতি আমাদিগের মধ্যেও কোন নরশ্রেষ্ঠকে রাজপদে অভিষিক্ত করুন্; কারণ, তাহা হইলেই আমরা তাঁহাকে পূজা প্রদান করতঃ নিষ্পাপ হইয়া বিচরণ করিতে পারিব। হে পিতামহ! আমাদের এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছে যে, আমরা কোনমতেই রাজবিহীন হইয়া থাকিব না।'

অনন্তর, সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা বাসবপ্রমুখ লোক- পালগণকে আহ্বান করতঃ কহিলেন ;— তোমরা সকলে নিজ নিজ তেজোভাগ প্রদান কর।' তচ্ছ্রবণে লোকপালগণ নিজ তেজো- ভাগ প্রদান করিলে পিতামহ ক্ষুপ্ত অর্থাৎ প্রসন্ন হওয়ায় তাঁহা হইতে ক্ষুপ নামে নৃপতি উৎপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে লোকপাল- গণের তুল্যাংশ দ্বারা সংযোজিত করতঃ প্রজা- বর্গের অধীশ্বর রাজা করিয়া দিলেন। সেই মহীপতি ক্ষুপ ঐন্দ্রভাগদ্বারা পৃথিবী শাসন, বরুণের ভাগদ্বারা প্রজাপুঞ্জকে ধনদান এবং যমসম্বন্ধীয় ভাগদ্বারা তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিয়াছিলেন। হে নরশ্রেষ্ঠ নৃপতি রঘুনন্দন! তুমিও সেই ঐন্দ্রভাগ দ্বারা এই আভরণ গ্রহণ করতঃ আমাকে পরিত্রাণ কর।' রামচন্দ্র মহামুনি অগস্ত্যের বাক্য শ্রবণ করতঃ তাঁহার নিকট হইতে দিবাকরসদৃশ প্রদীপ্ত সেই বিচিত্র দিব্য আভরণ গ্রহণ করিলেন।

রঘুনন্দন সেই দীপ্ত অনুত্তম আভরণ গ্রহণ করতঃ তাহার প্রাপ্তিবিবরণ জিজ্ঞাসু হইয়া বলিলেন ;'হে মহাযশ ব্রহ্মন্! এই দিব্য আভরণ ও ইহার আকার অত্যদ্ভুত এবং

হইল এবং শরীর নষ্ট হওয়ায় রাজর্ষিও পরম পরিতৃপ্ত ও আনন্দিত হইয়া যথাসুখে সুরপুরে গমন করিলেন। হে কাকুৎস্থ! সেই ইন্দ্র সদৃশ স্বর্গীয় পুরুষ পূর্ব্বোক্ত কারণ বশতঃ আমাকে এই অদ্ভুতদর্শন দিব্য আভরণ প্রদান করিয়াছিল।'

ইতি একনবতিতম সর্গ ॥ ৯১ ॥

দ্বিনবতিতম সর্গ।

রঘুনন্দন অগস্ত্যের সেই অদ্ভুততম বাক্য শ্রবণ করিয়া গৌরব ও বিস্ময়বশতঃ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন;—ভগবন্! সেই বিদর্ভ দেশীয় রাজা শ্বেত যে ঘোর বনে তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহা কি নিমিত্ত মৃগদ্বিজবিবর্জ্জিত হইল? সেই বন মনুষ্যগণকর্ত্তৃক পরিবর্জ্জিত হইলেও সেই রাজা কি প্রকারে তন্মধ্যে তপশ্চরণ করিতে প্রবিষ্ট হইলেন? আমি এই সকল যথার্থরূপে জানিতে ইচ্ছা করি।'

রামচন্দ্রের এতাদৃশ কৌতূহলসমন্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম তেজস্বী অগস্ত্য পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিয়া কহিলেন;—'হে কুলনন্দন রাম! পূর্ব্বতন সত্যযুগে বর্ণ এবং আশ্রমসকলের বিভাগ ও তদীয় ধর্ম্মাদি প্রবর্ত্তনকারী দণ্ডধর মনুর ইক্ষ্বাকু নামক এক সদাশয় পুত্র ছিলেন। মনু সেই পৃথিবীদুর্জ্জয় পুত্রকে 'তুমি পৃথিবীতে রাজবংশগণের রাজা হও" এই কথা বলিয়া রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। রাঘব! পুত্র ইক্ষ্বাকু তদীয় বাক্য স্বীকার করিলে, মনু পরম পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন;—'হে পরমোদার! আমি প্রীত হইলাম, তুমি মদুক্ত কার্য্যসকল সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বৎস! তুমি দণ্ডদ্বারা প্রজা পালন করিবে, কিন্তু অকারণে কখন দণ্ডপ্রয়োগ করিও না; কারণ, অপরাধী মনুষ্যগণের উপর যে দণ্ড পাতিত হয়, যথাবিধি মুক্ত সেই দণ্ডই মহীপতিকে সুরপুরে উপনীত করিয়া থাকে। অতএব হে মহাবাহো পুত্র! তুমি দণ্ডবিষয়ে যত্নবান্ হইবে, তাহা হইলেই তোমার ধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত হইবে।" মনু স্বীয় পুত্রকে এইরূপ বহুবিধ আদেশ করতঃ সুরপুরের অভিমুখে প্রস্থিত হইয়া সনাতন ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

মনু সুরলোকে গমন করিলে অনুপম প্রভা সমন্বিত মনুনন্দন ধর্ম্মাত্মা ইক্ষ্বাকু 'কিরূপে বহু পুত্র উৎপাদন করিব, এইরূপ চিন্তাপরায়ণ হইলেন এবং যজ্ঞ ও দানাদি বহুবিধ কর্ম্মদ্বারা দেবসুতসদৃশ শত পুত্র উৎপাদন করিলেন। হে তাত রঘুনন্দন! সেই শত পুত্রের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ অতিশয় মূঢ় ও অকৃতবিদ্য হইয়াছিল এবং প্রজাগণের বাক্য শ্রবণ করিত না। হে অরিন্দম! 'ইহার শরীরে অবশ্যই দণ্ড পতিত হইবে, এই ভাবিয়া ইক্ষ্বাকু সেই অল্পতেজার নাম দণ্ড রাখিলেন এবং তদীয় নিদারুণ আচরণ দর্শনে রুষ্ট হইয়া তাহাকে বিন্ধ্য ও ঋক্ষ পর্ব্বতের মধ্যে রাজ্য প্রদান করিলেন। রাম! দণ্ড সেই রমণীয় পর্ব্বত মধ্যভূভাগে রাজা হইয়া অনুপম অনুত্তম নগর স্থাপন করতঃ তাহার নাম মধুমন্ত রাখিল এবং সুব্রত উশনাকে স্বীয় পৌরোহিত্যে বরণ করিল। মহারাজ! যেরূপ অমরধামে দেবরাজ রাজ্য করেন, তদ্রূপ সেই রাজা দণ্ড ও পুরোহিতের সহিত মিলিত হইয়া হৃষ্টপুষ্ট জনগণকর্ত্তৃক আকীর্ণ সেই রাজ্য শাসন করিতে লাগিল। রাঘব! যেরূপ ইন্দ্র বৃহস্পতির সহিত মিলিত হইয়া স্বর্গরাজ্য শাসন করেন, তদ্রূপ সেই মনুজেন্দ্রনন্দন মহাত্মা দণ্ডও উশনার সহিত মিলিত হইয়া রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইলেন।'

ইতি দ্বিনবতিতম সর্গ ॥ ৯২ ॥

ত্রিনবতিতম সর্গ।

মহর্ষি কুম্ভসম্ভব রামচন্দ্রকে এই কথা বলিয়া, তাহার অবশিষ্ট বিবরণসকল বলিতে আরম্ভ করিয়া কহিলেন;—'হে কাকুৎস্থ! সেই বিজিতেন্দ্রিয় রাজা দণ্ড, বহুবর্ষকাল সেই অকণ্টক রাজ্য শাসন করতঃ, কোন সময়ে রমণীয় চৈত্রমাসে শুক্রাচার্য্যের আশ্রমে গমন

করিয়া দেখিলেন, অপ্রতিমরূপবতী বরবর্ণিনী ভার্গবনন্দিনী বনপ্রদেশে বিচরণ করিতেছেন। দুর্ব্বুদ্ধি দণ্ড সেই কন্যাকে দেখিয়াই কুসুমশর-শরে পীড়িত হইয়া উদ্বিগ্নমনে সন্নিধানে গমন করতঃ কহিলেন;—"হে শুভে সুশ্রোণি! তুমি কাহার নন্দিনী এবং কোথা হইতে আসি-[illegible]? হে [illegible]ননে! আমি তোমার দর্শনা-ধি কাম[illegible] অতিশয় পীড়িত হইতেছি বলি-য়াই তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

মোহোন্মত্ত কামী দণ্ড এই কথা বলিলে [illegible]গুনন্দিনী সানুনয়ে প্রত্যুত্তর করিলেন;—"হে রাজেন্দ্র! আমাকে অক্লিষ্টকর্ম্মা ভার্গবের অরজানাম্নী জ্যেষ্ঠা কন্যা বলিয়া জানিবেন; আমি এই আশ্রমেই বাস করি। হে রাজন্! আমি পিতৃবশবর্ত্তিনী কন্যা, অতএব আপনি আমাকে বলপূর্ব্বক স্পর্শ করিবেন না। বিশে-ষতঃ আমার মহাত্মা তপোধন পিতা আপনার গুরু এবং আপনিও তাঁহার শিষ্য; তিনি ক্রুদ্ধ হইলে আপনাকে শাপ প্রদান করিবেন। অথবা হে নরশ্রেষ্ঠ! যদি আমার প্রতি আপ-নার কোন অভিপ্রেত থাকে, তবে ধর্ম্মানুমত সৎপথদ্বারা মহাদ্যুতি পিতার নিকট প্রার্থনা করুন্ অন্যথা ইহার পরিণাম নিদারুণ হইবে; কারণ তিনি ক্রুদ্ধ হইলে ত্রিভুবনকেও দগ্ধ করিতে পারেন। হে অনবদ্যাঙ্গ! আমি নিশ্চয় বলিতেছি, আপনি প্রার্থনা করিলেই, তিনি আমাকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিবেন।"

অরজা এই কথা বলিলে, কামবশীভূত মদো-ন্মত্ত দণ্ড মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন করিয়া কহি-লেন;—"হে বরাননে! হে সুশ্রোণি! তোমার নিমিত্ত আমার হৃদয় বিদীর্ণ হই-তেছে, অতএব আর ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করা [illegible]ধের নহে, শীঘ্র প্রসন্ন হও। হে বরারোহে! আমি অতিশয় বিহ্বল হইয়াছি, তুমি আমাকে ভজনা কর; অধিক কি বলিব, যদি তোমাকে [illegible]প্ত হইয়া আমার প্রাণ যায়, অথবা নিদারুণ [illegible]পগ্রস্ত হইতে হয়, তাহাতেও ক্ষতি নাই।" [illegible]শালী দণ্ড এই কথা বলিয়াই সেই কম্পি[illegible]ঙ্গী কন্যাকে বলপূর্ব্বক বাহুযুগল দ্বারা ধারণ [illegible]রিয়া মিথুনধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। রাঘব! দণ্ড এই মহাঘোর নিদারুণ অনর্থ সম্পাদন করিয়াই সত্বর স্বীয় অনুত্তম মধুমন্তনগরে প্রস্থান করিলেন। অরজাও রোদন করিতে করিতে ত্রস্তভাবে আশ্রমের অনতিদূরে দেব-সন্নিভ পিতার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

ইতি ত্রিনবতিতম সর্গ॥ ৯৩॥

চতুর্নবতিতম সর্গ।

রাম! মুহূর্ত্তকালমধ্যে সেই ব্রহ্মর্ষিও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া শিষ্যগণের সহিত স্বীয় আশ্রম-পদে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক দেখিলেন, প্রভাত-কালে অরুণকিরণরঞ্জিতা চন্দ্রিকার ন্যায় অরজা দিগ্ধাঙ্গী হইয়া দীনমনে অবস্থান করিতেছেন। একে তিনি ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি-লেন, তাহাতে কন্যার এতাদৃশী দুরবস্থা দর্শনে যেন ত্রিভুবন দগ্ধ করিবার নিমিত্তই ক্রোধে প্রজ্জলিত হইয়া শিষ্যগণকে বলিলেন; "বিপরীতপথবর্ত্তী অবিদিতাত্মা দণ্ডের ক্রুদ্ধ অগ্নিশিখাসদৃশী ঘোররূপ বিপত্তি দর্শন কর। সেই দুর্ম্মতি দুরাত্মা যখন প্রজ্জলিত অগ্নিশি-খাকে স্পর্শ করিয়াছে, তখন অবশ্যই অনুচর-বর্গের সহিত তাহার বিনাশ উপস্থিত। যখন সেই দুর্ব্বুদ্ধি এতাদৃশ ঘোরতর পাপকর্ম্ম করিয়াছে, তখন সে অবশ্যই ইহার ফল প্রাপ্ত হইবে। সেই পাপাচার দুর্ম্মতি নৃপতি সপ্ত রাত্রের মধ্যেই পুত্র বল ও বাহকগণের সহিত নিহত হইবে। দেবরাজ সুমহৎ পাংশুবর্ষণ-দ্বারা সেই দুর্ম্মতির রাজ্যের শতযোজন পর্য্যন্ত দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন। এস্থানে যে সকল চর ও স্থাবর সত্ত্ব আছে, তৎসমস্তই সেই পাংশু-বর্ষণে বিনষ্ট হইবে। এই ভূভাগের যে পর্য্যন্ত দণ্ডের শাসনাধীন, তাহার চরাচর প্রাণিমাত্রই সপ্তরাত্রের মধ্যে পাংশুবর্ষণ দ্বারা বিনষ্ট ও অদৃশ্য হইবে।" ভৃগুনন্দন ক্রোধলোহিত-লোচনে এই কথা বলিয়া স্বীয় আশ্রমবাসি-জনগণকে বলিলেন;—তোমরা দণ্ডরাজ্যের সীমান্তপ্রদেশে যাইয়া অবস্থান কর।" আশ্রম-বাসিগণ [illegible]ক্রাচার্য্যের বাক্য শ্রবণ করিয়াই দণ্ড-

রাজ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সীমাবহির্ভাগে অবস্থান করিল।

ভৃগুনন্দন আশ্রমবাসী মুনিজনগণকে এই কথা বলিয়াই অরজাকে বলিলেন ;—'অয়ি দুর্ম্মেধে! তুমি সমাহিত হইয়া এই আশ্রমেই অবস্থান কর। অরজে! তুমি বিজ্বর হইয়া এই যোজনায়ত রুচিরপ্রভ সরোবরে উপভোগ করতঃ কাল প্রতীক্ষা কর। এই সপ্ত রাত্রের মধ্যে যে জীবনিবহ তোমার সমীপে আসিয়া অবস্থান করিবে, তাহারা নিশ্চয়ই পাংশুবর্ষণে বিনষ্ট হইবে না।' ব্রহ্মর্ষি শুক্রাচার্য্যের এতাদৃশ আদেশ শ্রবণ করিয়া ভৃগুনন্দিনী অরজা অতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে পিতাকে 'তাহাই হইবে' এই কথা বলিলেন। ভার্গবও বাস করিবার নিমিত্ত অন্যত্র গমন করিলেন।

অনন্তর, ব্রহ্মবাদী শুক্রাচার্য্য যেরূপ বলিয়াছিলেন, তদনুসারেই রাজা দণ্ডের সেই রাজ্য সপ্তাহের মধ্যে ভৃত্য বল ও বাহন সকলের সহিত ভস্মসাৎ হইয়া গেল। রঘুনন্দন! এই সেই বিন্ধ্য ও ঋক্ষ পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী দণ্ডরাজ্য; ইহা সেই দুরাত্মার অপরাধবশতঃই ব্রহ্মর্ষিকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছে। হে কাকুৎস্থ! সেই অবধিই এই স্থান দণ্ডকারণ্য নামে কথিত হইয়া থাকে এবং পরে তপস্বিগণ এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন বলিয়া ইহা জনস্থান নামে খ্যাত হইয়াছে। রাঘব! আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই ত সেই সমস্ত কথিত হইল। হে বীর! সম্প্রতি সন্ধ্যোপাসনার সময় অতীত হইতেছে; হে নরশার্দ্দূল! ঐ দেখ, চতুর্দ্দিকে মহর্ষিগণ উদকক্রিয়া সমাধান করতঃ ধ্রুবকাস্তে কুম্ভক করিয়া আদিত্যের উপাসনা করিতেছেন! রাম! ঐ দেখ, দিবাকর ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণসত্তমগণকর্ত্তৃক উপনিষৎপাঠাদি দ্বারা পূজিত হইয়া অস্তগামী হইতেছেন, অতএব সত্বর সন্ধ্যোপাসনায় প্রবৃত্ত হও।'

ইতি চতুর্নবতিতম সর্গ ॥ ৯৪ ॥

পঞ্চনবতিতম সর্গ।

মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র সন্ধ্যোপাসনা করিবার নিমিত্ত সেই অপ্সরোগণসেবিত পবিত্র সরোবরে গমন করতঃ তথায় সায়ন্তনী সন্ধ্যার উপসনা করিয়া পুনর্ব্বার মহাত্মা কুম্ভযোনির আশ্রমে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। মহর্ষি অগস্ত্য তাঁহার ভোজনের নিমিত্ত বহুগুণসমন্বিত বহুবিধ ফল মূল ওষধি ও পবিত্র শাল্যন্নাদি প্রদান করিলেন। নরশ্রেষ্ঠ অরিন্দম রামচন্দ্রও সেই অমৃতসদৃশ অন্ন ভোজন করতঃ প্রীত ও পরিতুষ্ট হইয়া তথায় সেই রাত্রি যাপন করিলেন এবং পরদিবস প্রভাতে উত্থিত হইয়া প্রাভাতিক কার্য্য সমাধান করতঃ স্বালয়গমনাভিলাষে মহর্ষিসমীপে গমন ও তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন ;—'ভগবন্! আমি নিজালয়ে গমন করিবার নিমিত্ত আপনার অনুমতি গ্রহণ করিতে আসয়াছি, আপনি আমাকে গৃহগমনে অনুমতি করুন্। আমি আপনার দর্শনে ধন্য ও অনুগৃহীত হইয়াছি; সময়ান্তরে আত্মাকে নিষ্পাপ করিবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার আপনাকে দেখিতে আসিব।'

রামচন্দ্র এই কথা বলিলে, ধর্ম্মদর্শী তপোধন অগস্ত্য পরম প্রীত হইয়া এই অলৌকিক জ্ঞানসমন্বিত বাক্য বলিলেন ;—'রঘুনন্দন! তুমি যে শুভাক্ষর বাক্যটি বলিলে, ইহা অতীব অদ্ভুত; কারণ, তুমিই জীবনিবহকে পবিত্র করিতে সমর্থ। রাম! যাহারা তোমাকে মুহূর্ত্তমাত্রও দর্শন করে, তাহারাও পবিত্র হইয়া স্বর্গাস্পদ এবং ত্রিদশগণের পূজ্য হইয়া থাকে। যে প্রাণিপুঞ্জ তোমাকে ঘোরদৃষ্টিতে দর্শন করতঃ আপাততঃ অবিলম্বে নিরয়গামী হইয়া যমদণ্ডের বশবর্ত্তী হয়, তাহারাও কালান্তরে স্বর্গাস্পদ হইয়া থাকে। হে রঘুশ্রেষ্ঠ! অধিক কি বলিব, তুমি দেহিনিবহের পক্ষে এতাদৃশ পাবন যে, তোমার নাম গ্রহণ করিলেও পার্থিব জীবনিবহ সিদ্ধিলাভ করিবে। সে যাহা হউক, তুমিই জগতের গতি, অতএব যথাসুখে স্বচ্ছন্দে গমন করিয়া ধর্ম্মানুসারে রাজ্যশাসন কর; পথমধ্যে কুত্রাপি তোমার ভয় উপস্থিত

হইবে না।' প্রাজ্ঞ নৃপতি রামচন্দ্র মুনিকর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে সেই সত্যশীল ঋষিসত্তমকে অভিবাদন করিলেন। অনন্তর অপর তপোধন ঋষিশ্রেষ্ঠগণকে অভিবাদন করিয়া অব্যগ্রভাবে সুবর্ণভূষিত পুষ্পক বিমানে আরোহণ করিলেন। যেরূপ অমরগণ মহেন্দ্রকে সম্বর্দ্ধিত করেন, তদ্রূপ সেই মহেন্দ্র সদৃশ রামচন্দ্রের প্রস্থানকালে চতুর্দ্দিক্ হইতে মহর্ষিগণ আশীর্ব্বাদ দ্বারা তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করিলেন। তৎকালে হেমভূষিত পুষ্পকবিমানে অবস্থিত রামচন্দ্র, জলদসমাগমে মেঘসমীপস্থিত শশধরের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। রম — রূপে প্রস্থিত ও স্থানে স্থানে ...পদবর্গকর্তৃক পূজিত হওতঃ মধ্যাহ্নসময়ে অযোধ্যার মধ্যমকক্ষায় উপস্থিত হইয়া বিমান হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং সেই কামগামী ...র বিমানকে 'তোমার মঙ্গল হউক, তুমি গমন কর' এই বলিয়া বিসর্জ্জন করিলেন। অনন্তর, কক্ষান্তরস্থিত দ্বারপালকে বলিলেন; 'দৌবারিক! শীঘ্র লঘুবিক্রম ভরত ও লক্ষ্মণের নিকট মদীয় আগমনবৃত্তান্ত বলিয়া, তাঁহাদিগকে অবিলম্বে আমার সমীপে উপস্থিত হইতে বল।'

ইতি পঞ্চনবতিতম সর্গ ॥ ৯৫ ॥

ষণ্ণবতিতম সর্গ।

অক্লিষ্টকর্ম্মা রামচন্দ্রের আদেশ শ্রবণ করিয়া দ্বারপাল কুমারদ্বয়কে আহ্বান করিয়া, রঘুনন্দনের নিকট নিবেদন করিল। রামচন্দ্রও ভরত এবং লক্ষ্মণকে উপস্থিত দেখিয়া আলিঙ্গন করতঃ কহিলেন;—'হে ভ্রাতৃযুগল! আমি প্রতিজ্ঞানুসারে অনুত্তম ব্রাহ্মণকার্য্য সম্পাদন করিয়াছি, সম্প্রতি কোন ধর্ম্মসেতুভূত সর্ব্বপাপনাশন অক্ষয় অব্যয় ধর্ম্মকার্য্য করিতে অভিলাষ করিতেছি। তোমরা আমার আত্মসদৃশ, অতএব যাহাতে শাশ্বত ধর্ম্মলাভ হইবে, আমি তোমাদের উভয়ের সহিত সেই অনুত্তম রাজসূয় যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করি। হে শত্রুনিবর্হণ! মিত্র সুহৃত রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া বরুণত্ব লাভ করিয়াছেন এবং ধর্ম্মবিৎ সোম ধর্ম্মানুসারে রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া সর্ব্বলোকের মধ্যে কীর্ত্তিলভ্য শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন; অতএব তোমরা অদ্যই স্থিরভাবে আমার সহিত বিবেচনা করিয়া, যে কার্য্যদ্বারা সম্প্রতি এবং উত্তরকালেও মঙ্গললাভ হইবে, এরূপ পরামর্শ প্রদান কর।'

রামচন্দ্রের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন;—'হে অমিতবিক্রম মহাবাহো! পরম ধর্ম্ম যশঃ এবং সমগ্রা বসুন্ধরা আপনাতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে। হে সাধো! যেরূপ দেবগণ প্রজাপতিকে দর্শন করেন, তদ্রূপ আমাদের ন্যায় মহীপালগণও আপনাকে মহাত্মা ও লোকনাথ বলিয়া দর্শন করিয়া থাকেন। হে মহাবল! পুত্রগণ পিতাকে যেরূপ সম্মান প্রদর্শন করে, তাঁহারা সকলেই আপনাকে সেইরূপ সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। মহারাজ! আপনি প্রাণিপুঞ্জ ও পৃথিবীর গতিস্বরূপ হইয়া, যাহাতে পার্থিব রাজবংশসকলের বিনাশ দৃষ্ট হইতেছে, কি প্রকারে এরূপ যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন? রাজন্! আপনি রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করিলে পৌরুষসম্পন্ন পার্থিব বীরগণ রোষে জিগীষাপরবশ হইবেন, সুতরাং তাঁহাদের ক্ষয়ও উপস্থিত হইবে। হে অতুলবিক্রম পুরুষশার্দ্দূল! এই সমগ্রা বসুন্ধরা আপনার বশবর্ত্তী হইয়া রহিয়াছে, সুতরাং ইহাকে বিনাশ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে।'

কৈকেয়ীর আনন্দবর্দ্ধন ভরতের এতাদৃশ অমৃতময় বাক্য শ্রবণ করতঃ সত্যপরাক্রম রামচন্দ্র অতিশয় আনন্দিত হইয়া এই শুভতর বাক্য বলিলেন;—'হে অনঘ পুরুষব্যাঘ্র! অদ্য তদুক্ত এই পুরুষার্থসমন্বিত ধর্ম্মসঙ্গত ও পৃথিবীপালনলক্ষণ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি পরম প্রীত ও পরিতৃপ্ত হইলাম। হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি তোমার সদ্বাক্য অনুসারেই এই চিকীর্ষিত অনুত্তম রাজসূয় যজ্ঞ হইতে নিবর্ত্তিত হইলাম; কারণ, যাহা লোকের পীড়াকর হয়, এরূপ কার্য্য করা বিচক্ষণের কর্ত্তব্য নহে। হে মহাবল লক্ষ্মণাগ্রজ! বালকসমীরিত শুভ-

বাক্যও গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, আমি সেই জন্যই ত্বদীয় যুক্তিসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিলাম।’

ইতি ষণ্নবতিতম সর্গ ॥ ৯৬ ॥

সপ্তনবতিতম সর্গ।

মহাত্মা রামচন্দ্র ও ভরতের এইরূপ কথোপকথন হইলে,লক্ষ্মণ রঘুনন্দনকে এই শুভ বাক্য বলিলেন ;—‘হে রাঘব ! মহাযজ্ঞ অশ্বমেধ পাপনিবহের পাবন ; অতএব আপনি নিষ্পাপ হইলেও তাহাতেই আপনার প্রবৃত্তি হউক। হে দুর্দ্ধর্ষ! দেবরাজ ব্রহ্মহত্যাদ্বারা আক্রান্ত হইলে যেরূপে অশ্বমেধদ্বারা পূত হইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে একটী যে পুরাবৃত্ত শ্রুত হইয়া থাকে, তাহা শ্রবণ করুন্। হে মহাবহো! পূর্ব্বকালে দেবতা ও অসুরগণের সখ্য সংস্থাপিত হইলে, লোকসম্মত ধর্ম্মজ্ঞ কৃতজ্ঞ ও বুদ্ধিমান্ বৃত্রনামক কোন দৈত্য সমাহিতভাবে এই সমগ্রা বসুন্ধরা শাসন করিতেছিল। সেই মহাত্মা বৃত্রের দেহ শতযোজন বিস্তৃত এবং সে স্নেহ ও অনুরাগসহকারে লোকসকলকে পালন করিত। তদীয় শাসনকালে সমৃদ্ধিশালিনী পৃথিবী কৃষ্ট না হইয়াও সর্ব্বপ্রকার ভোগ্যবস্তু প্রদান করিতেন এবং ফল মূল ও পুষ্প সকল সুরসবিশিষ্ট হইয়াছিল। এইরূপে সেই স্ফীত অদৃষ্টপূর্ব্ব রাজ্য শাসন করিতে করিতে, তাহার মনোমধ্যে ‘তপস্যাই পরম শ্রেয়স্কর এবং ইতর সুখসমূহ সম্মোহমাত্র; অতএব আমি অনুত্তম তপস্যা আচরণ করিব’ এইরূপ নিশ্চয়বুদ্ধি সমুদ্ভূত হওয়ায়, স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্রকে সর্ব্বলোকের আধিপত্যে অভিষিক্ত করতঃ ঘোরতর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া দেবগণকেও সন্তাপিত করিতে লাগিল। সে এইরূপ তপস্যা করিতে থাকিলে, বাসব অতিশয় কাতর হইয়া বিষ্ণুর নিকট গমন করতঃ এই কথা বলিলেন ; হে মহাবাহো! বৃত্র তপস্যাদ্বারা সকল লোককেই জয় করিয়াছে ; সে একে বলবান্ তাহাতে পরম ধার্ম্মিক, সুতরাং আমি তাহাকে শাসন করিতে পারিতেছি না। হে সুরেশ্বর! সে যদি আর অধিক কাল তপস্যা করে, তাহা হইলে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত চরাচর ভূতবর্গের সহিত আমাদিগকেও তাহার বশীভূত হইয়া থাকিতে হইবে। হে মহাবল সুরেশ্বর! আপনি ক্রুদ্ধ হইলে, সেই বৃত্র ক্ষণমাত্রও জীবিত থাকিতে পারে না ; কিন্তু, আপনিও তাহার সমুদায় ব্যবহার দর্শনে তাহাকে ক্ষমা করিতেছেন। হে বিষ্ণো! যে অবধি আপনার সহিত তাহার সখ্য সংস্থাপিত হইয়াছে, সেই অবধিই সে লোকসকলের আধিপত্য লাভ করিয়াছে। হে বিভো! সম্প্রতি আপনি সমাহিত হইয়া লোকসকলের উপর প্রসন্ন হউন ; আপনি রক্ষা করিলেই সমস্ত জগৎ প্রশান্ত ও পীড়াবিহীন হইবে। ঐ দেখুন দেবগণ সকলে আপনাকেই নিরীক্ষণ করিতেছেন, অতএব আপনি সুমহৎ বৃত্রবধদ্বারা তাঁহাদিগের সাহায্য করুন্। হে মহামতে আপনি পূর্ব্বে প্রতিনিয়ত ইহাঁদিগের সাহায্য করিয়াছেন, সুতরাং আপনিই মাদৃশ দুর্গত দেবগণের একমাত্র গতি।”

ইতি সপ্তনবতিতম সর্গ ॥ ৯৭ ॥

অষ্টনবতিতম সর্গ।

অরিন্দম রামচন্দ্র লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন ;—‘হে সুব্রত! এই বৃত্রবধ বিবরণ বিস্তাররূপে বর্ণন কর।’ সুমিত্রানন্দবর্দ্ধন সুব্রত লক্ষ্মণ রঘুনন্দনকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া পুনর্ব্বার সেই দিব্যকথা কহিতে আরম্ভ করিয়া বলিলেন ,—‘সুরেশ্বরপুরঃসর অমরবৃন্দের বাক্য শ্রবণ করিয়া, বিষ্ণু সেই ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণকে বলিলেন ;—‘যাহাতে তোমাদের মঙ্গল হয়, তাঁহা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য পরন্তু, আমি পূর্ব্ব হইতে মহাত্মা মহাসুর বৃত্রের সহিত সৌহৃদ্য আবদ্ধ হইয়াছি বলিয়া তোমাদের প্রিয় হইলেও সম্প্রতি স্বয়ং তাহাকে বধ করিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, যে উপায়ে দেবরাজ, বৃত্রকে বধ করিতে সমর্থ হইবেন, আমি তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। হে সুরসত্তমগণ! দেবরাজ যখন বৃত্রকে

করিবেন, আমি সেই সময় আপনাকে গত্রয়ে বিভক্ত করিয়া, প্রথমাংশে ইন্দ্রারে, দ্বিতীয়াংশে বজ্রমধ্যে এবং তৃতীয়াংশে লে প্রবেশ করিব; তাহা হইলেই বাসব কে বধ করিতে সমর্থ হইবেন।” সুরেশ্বর এই কথা বলিলে, দেবগণ বলিলেন,— দৈত্যনিসূদন! আপনি যাহা বলিলেন যে সেইরূপই হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র দহ নাই; হে পরমোদার! আপনার ল হউক, সম্প্রতি আমরা বৃত্রবধাভিলাষে স্থিত হইলাম; আপনি তেজোদ্বারা বাস বর্দ্ধিত করুন্।”

“অনন্তর, বাসবপ্রমুখ দেবগণ প্রস্থিত া যে স্থানে মহাসুর বৃত্র তপস্যা করিতে, সেই অরণ্যমধ্যে উপনীত হইয়া দেখি অসুরসত্তম বৃত্র যেন স্বীয় তেজোদ্বারা লাক্যকে গ্রাস ও নভোমণ্ডলকে দগ্ধ তঃ অবস্থান করিতেছে। সেই অসুরশ্রেষ্ঠকে য়াই দেবগণ ভীত হইলেন এবং কি রে এই অসুর নিহত হয় ও আমরা রাজিত না হই, এইরূপ চিন্তা করিতে লাগি। সুরগণ এইরূপ চিন্তাপরায়ণ হইলে, লোচন পুরন্দর পাণিযুগলদ্বারা বজ্র গ্রহণ রিতঃ বৃত্র মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। অবিম্বে ঘোরতর প্রদীপ্ত মহাশিখ কালানলসদৃশ জ্বলিত বৃত্রমস্তক ত্রিভুবন সন্ত্রাসিত করতঃ তিত হইল। দেবরাজও এই অসম্ভাবিত ত্রবধ সম্পাদনে পরম যশোলাভ করিয়াও হ্মহত্যাভয়ে লোকালোক অতিক্রম করতঃ সত্বর তমোময় প্রদেশে গমন করিলেন। বাসব প্রস্থিত হইলে ব্রহ্মহত্যাও তাঁহার অনুগামিনী ইয়া তদীয় শরীরে প্রবেশ করিল; সুতরাং দেবেন্দ্রও দুঃখভাগী হইলেন।”

“এদিকে হুতাশনপ্রমুখ হতশক্র দেবগণও বিহীনহইয়া ত্রিভুবনপতি বিষ্ণুর নিকট গমন রিতঃ, বারম্বার তাঁহাকে পূজা করিয়া কহিলেন;—“হে পরমেশ্বর! আপনি সকলের পূর্ব্বজ, জগতের পালক এবং আমাদিগের গতি; লিতে কি, সর্ব্বভূতের রক্ষার নিমিত্তই আপনি এই বিষ্ণুরূপ ধারণ করিয়াছেন। হে সুরশার্দ্দূল! আপনিই বৃত্রকে বধ করিয়াছেন, কিন্তু সম্প্রতি ব্রহ্মহত্যা বাসবকে আক্রমণ করিয়াছে, অতএব তাঁহার মোক্ষোপায় নির্দ্দেশ করুন্।” দেবগণের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষ্ণু বলিলেন;—“বজ্রপাণি বাসব আমাকে অর্চ্চনা করুন্ আমি তাঁহাকে পবিত্র করিব। পাকশাসন পবিত্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া পুনর্ব্বার অকুতোভয়ে দেবরাজ্যের আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত হইবেন।” সুরেশ্বর বিষ্ণু দেবগণকে এই অমৃতসদৃশী কথা বলিয়া এবং সুরগণকর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া স্বীয় ধামে প্রস্থিত হইলেন।”

ইতি অষ্টনবতি সর্গ ॥ ৯৮ ॥

নবনবতিতম সর্গ।

নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ এইরূপে সম্পূর্ণভাবে বৃত্রবধবিবরণ বর্ণন করতঃ কথা শেষ করিতে আরম্ভ করিয়া কহিলেন;—“এইরূপে দেবভয়ঙ্কর মহাবীর্য্য বৃত্র নিহত হইলে বৃত্রহা বাসব ব্রহ্মহত্যা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া কর্ত্তব্যাবধারণে অসমর্থ হইলেন এবং কুণ্ডলিত ভুজঙ্গমের ন্যায় নষ্টসংজ্ঞ ও বিচেতন হইয়া সেই তমঃপ্রদেশে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিলেন। দেবেন্দ্র অমুদ্দিষ্ট হওয়ায় জগৎ উদ্বিগ্ন, মহীতল স্নেহবিহীন ও ধ্বংসপ্রায়, কানন সকল শুষ্ক, নদীসমুদয় স্রোতোবিহীন, হ্রদসকল শুষ্ক এবং জীবনিবহ অনাবৃষ্টিনিবন্ধন সংক্ষুব্ধ হইয়া পড়িল। এইরূপে লোকসকলকে ক্ষীয়মাণ দর্শনে সুরগণও উদ্বিগ্নমনা হইলেন এবং পূর্ব্বে বিষ্ণু যেরূপ বলিয়াছিলেন, সেইরূপ যজ্ঞ সম্পাদন করিতে অভিলাষী হইয়া মহর্ষি ও উপাধ্যায়গণের সহিত, যে স্থানে ভয়মোহিত বাসব অবস্থান করিতেছিলেন, সেই প্রদেশে গমন করিলেন। হে নরেন্দ্র! তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইয়া দেবরাজকে ব্রহ্মহত্যা কর্ত্তৃক আবৃত দর্শনে, তাঁহাকে পুরোবর্ত্তী করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। এইরূপে ব্রহ্মহত্যা হইতে পূত হইবার নিমিত্ত মহাত্মা মহেন্দ্রের অশ্বমেধ প্রবৃত্ত ও সমাপ্ত

হইলে, ব্রহ্মহত্যা দেবরাজের দেহ হইতে নির্গত হইয়া, দেবগণকে কহিল ;—"আমি কোথায় অবস্থান করিব? আপনারা আমার স্থান নির্দ্দেশ করুন্।" তচ্ছ্রবণে দেবগণ পরিতুষ্ট ও প্রীতিসমন্বিত হইয়া কহিলেন ;—"হে দুরাসদে ব্রহ্মহত্যে! তুমি আপনাকে চারি অংশে বিভক্ত কর।" দুর্ব্বসা ব্রহ্মহত্যা সুরবৃন্দের বাক্য শ্রবণে আপনাকে চতুর্দ্ধা বিভক্ত করিল এবং অন্যত্র বাসাভিলাষিণী হইয়া কহিল ;—"আমি একাংশদ্বারা কামচারিণী ও অন্যের দর্পনাশিনী হইয়া বার্ষিক মাসচতুষ্টয় জলপূর্ণ নদীসকলে বাস করিব। আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, আমার দ্বিতীয় অংশদ্বারা সর্ব্বসময়ে ভূমিতলে বাস করিব। আমার যে তৃতীয়াংশ ইহা দ্বারা দর্পপূর্ণা যুবতীগণের শরীরে দর্পঘাতিনী অর্থাৎ পুরুষসম্ভোগসুখ-বিঘাতিনী হইয়া প্রতিমাসে ত্রিরাত্র অবস্থান করিব। হে সুরপুঙ্গবগণ! যাহারা মিথ্যাকথনপূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যা ও ব্রহ্মলোকের অদূষক অর্থাৎ সেই সকলে দৃঢ়বিশ্বাসসম্পন্ন ব্রাহ্মণের নিহন্তা হইবে, আমি এই অবশিষ্ট চতুর্থাংশদ্বারা তাহাদিগকে আশ্রয় করিব।" তচ্ছ্রবণে দেবগণ বলিলেন ;—অয়ি দুর্ব্বসে! তুমি যেরূপ বলিলে সেইরূপই হইবে ; সত্বর স্বাভীষ্টসাধনে যত্নবতী হও।" অনন্তর, বাসবকে বিজ্বর ও নিষ্পাপ দর্শনে দেবগণ প্রীত হইয়া তাঁহাকে বন্দনা করিলেন। দেবরাজ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় অখিল জগৎ প্রশান্ত হইল এবং তিনিও যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণুকে পূজা করিলেন। হে মহাভাগ মহারাজ রঘুনন্দন! অশ্বমেধ যজ্ঞের এতাদৃশ প্রভাব, অতএব আপনিও অশ্বমেধ যজ্ঞ করুন্।'

মহেন্দ্রসদৃশ বিক্রান্ত ও তেজস্বী মহাত্মা মহারাজ রামচন্দ্র, লক্ষ্মণের এতাদৃশ মনোহর উত্তর বাক্য শ্রবণ করিয়া অতীব হৃষ্ট ও পরিতুষ্ট হইলেন।

ইতি নবনবতিতম সর্গ ॥ ৯৯ ॥

শততম সর্গ।

বাক্যবিশারদ মহাতেজস্বী রামচন্দ্র লক্ষ্মণ সমীরিত বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করতঃ প্রত্যুত্তর করিলেন ;—'লক্ষ্মণ! তুমি বৃত্রবধ এবং অশ্বমেধের বিষয়ে যাহা বর্ণন করিলে, তাহা প্রকৃতই সেইরূপ। হে সৌম্য! শুনিয়াছি, পূর্ব্বকালে বাহ্লীকদেশে কর্দ্দমপ্রজাপতির শ্রীমান্ ইল নামক এক ধার্ম্মিক পুত্র ছিলেন। হে নরশার্দ্দূল! সেই মহাযশস্বী মহীপতি সমগ্র বসুন্ধরা স্বায়ত্ত করিয়া রাজ্যের প্রজাপুঞ্জকে পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতেন। হে সৌম্য! সেই মহাত্মা রুষ্ট হইলে, ত্রৈলোক্যের সকলেই ভয়বিহ্বল হইত ; সুতরাং উদারস্বভাব সুরগণ, মহাধন দৈত্যগণ এবং মহাবল নাগ যক্ষ রাক্ষস এবং গন্ধর্ব্বগণও প্রতিনিয়ত তাঁহার উপাসনা করিতেন। বলিতে কি, সেই পরমোদার মহাযশস্বী বহ্লীপতি রাজা ইল বুদ্ধি বীর্য্য ও ধর্ম্মবিষয়ে সকলকেই অতিক্রম করিয়াছিলেন। কোন সময়ে মনোরম মধুমাসসমাগমে ঐ রাজা ভৃত্য বল ও বাহনসকলের সহিত কোন মনোহরবনে মৃগয়ায় প্রবৃত্ত হইয়া শত সহস্র মৃগ বধ করিলেন ; পরন্ত, সেই অসংখ্য মৃগ বধ করিয়াও তাঁহার তৃপ্তি হইল না। মৃগগণও সেই মহাবল মহীপতিকর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া যেস্থানে মহাসেন জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই প্রদেশে গমন করিল। বৃষধ্বজ উমাপতি দেবেশ্বর দুর্দ্ধর্ষ, হর উমাদেবীর প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া, অনুচরগণের সহিত সেই পর্ব্বতনির্ঝর প্রদেশে অধিষ্ঠিত হওত স্বয়ং স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া নগেন্দ্র নন্দিনীর প্রীতি উৎপাদন করায় সেই বনপ্রদেশে যে সকল পুরুষপদবাচ্য বা পুংলিঙ্গ নির্দ্দিষ্ট প্রাণী ও বৃক্ষ ছিল, তাহারা সকলেই স্ত্রীজন হইয়াছিল এবং নপুংসকবাচ্য সকলও স্ত্রীলিঙ্গশব্দবাচ্য হইয়াছিল। কর্দ্দমনন্দন রাজা ইল মৃগবধ করিতে করিতে সেই প্রদেশে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য সর্প মৃগ ও পক্ষিসকলকে এবং অনুচরবর্গের সহিত আপনাকেও স্ত্রীরূপ দর্শন করিলেন।

আপনার এতাদৃশী অবস্থা দর্শনে তাঁহা

াতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইল এবং সেই কার্য্যটি হাদেবকৃত জানিতে পারিয়া নিতান্ত ভীত ইলেন। অনন্তর সেই নরপতি ভৃত্য বল বাহনসকলের সহিত মহাত্মা মহাদেব শিতি-ণ্ঠ কপর্দ্দীর শরণাপন্ন হইলে বৃষধ্বজ বরদ হেশ্বর সেই প্রজাপতিনন্দনকে বলিলেন ;—হে মহাবল রাজর্ষে সৌম্য কার্দ্দমেয়! উত্থিত ও;'হে সুব্রত! তুমি পুরুষত্ব ভিন্ন অন্য কোন র আমার নিকট প্রার্থনা কর।,, সেই স্ত্রীভূত শাকার্ত্ত রাজা, সুরসত্তম মহাত্মা মহাদেব-কর্ত্তৃক এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়া, তাঁহার নকট অন্য বর প্রার্থনা করিলেন না; কিন্তু, নিদারুণ শোকে অভিভূত হইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে শলরাজনন্দিনী উমাদেবীকে প্রণাম করতঃ হিলেন।—"হে দেবি! আপনি বরসক-লের ধাত্রী, লোকসকলের বরদাত্রী এবং আপ-নার দর্শন কখনই বিফল হয় না; অতএব হে ভামিনি! সৌম্যনয়নে নিরীক্ষণ করতঃ দাসকে অনুগৃহীত করুন্।"

'দেবী শিবসন্নিধানে সেই রাজর্ষির মনো-গত অভিপ্রায় অবগত হইয়া মহেশ্বরের সম্মতি অনুসারে এই শুভ বাক্য বলিলেন;—"তুমি আমাদের উভয়ের নিকট বর প্রার্থনা করিতেছ, পরন্তু মহাদেব ত্বদীয় অভীষ্ট বরার্দ্ধের বিধাতা এবং আমি তাহার অপরার্দ্ধের বিধাত্রী; অত-এব, আমার নিকট অভিলষিত বরার্দ্ধ প্রার্থনা কর।" দেবীর এতাদৃশ অনুত্তম অদ্ভুত বরার্দ্ধের কথা শ্রবণ করিয়া, রাজা ইল আন-ন্দিত হইয়া বলিলেন;—"হে অপ্রতিম-রূপিণি দেবি! যদি আপনি প্রসন্না হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন্ যে, আমি যেন পর্য্যায়ক্রমে একমাস স্ত্রীত্ব ও একমাস পুরুষত্ব প্রাপ্ত হই।" রুচিরাননা দেবী মহীপতির অভি-প্রায় অবগত হইয়া এই শুভবাক্য বলিলেন।—হে রাজন্! তাহাই হইবে; অধিকন্তু পুরুষভাব কালে স্ত্রীস্বভাব সকল এবং স্ত্রীভাবকালে পৌরুষস্বভাবসকল তোমার স্মৃতিপথে পতিত হইবে না।" এইরূপে সেই কর্দ্দমনন্দন নৃপতি পর্য্যায়ক্রমে একমাস পুরুষ ও একমাস ইলা-নাম্নী ত্রৈলোক্যসুন্দরী রমণী হইতেন।'

একাধিকশততম সর্গ।

রামচন্দ্র কর্ত্তৃক সমীরিত ঐলসম্বন্ধিনী কথা শ্রবণ করিয়া ভরত ও লক্ষ্মণ অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে মহাত্মা মহারাজ রামচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—'সেই রাজা স্ত্রীরূপ হইয়া কি প্রকারে তাদৃশী দুর্গতি সহ্য করিয়াছিলেন এবং পুরুষ হইয়াই বা কি প্রকারে কালাতিপাত করিতেন?' তাঁহা-দিগের এতাদৃশ কৌতূহলসমন্বিত বাক্য শ্রবণ করতঃ, কাকুৎস্থ রামচন্দ্র পুনর্ব্বার সেই নৃপ-তির বিবরণ কহিতে আরম্ভ করিয়া বলিলেন; —'এইরূপে সেই নরপতি প্রথম মাসে কমল-দললোচনা লোকসুন্দর নারী হইয়া স্ত্রীভাবা-পন্ন পূর্ব্বসহচরগণের সহিত পদব্রজে সেই দ্রুমলতাকীর্ণ কাননে বিচরণ করিতে লাগি-লেন। এক দিবস সেই ইলা বাহনসকলকে পরিত্যাগ করতঃ পর্ব্বতমধ্যপ্রদেশের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে করিতে, সেই পর্ব্বতের অনতি-দূরে একটী নানাদ্বিজসমাকীর্ণ মনোহর সরো-বর দর্শন করতঃ নিকটবর্ত্তিনী হইয়া দেখি-লেন, সেই সরোবরের জলমধ্যে সমুদিত পূর্ণ-শশধরের ন্যায় স্বীয় শরীর দ্বারা প্রকাশমান করুণাপরায়ণ সোমনন্দন বুধ অন্যের দুঃসাধ্য যশস্কর কামপ্রদ তপস্যা আচরণ করিতেছেন।'

'হে রাঘব! ইলা বুধদর্শনে বিস্মিতা হইয়া পুরুষভূত পূর্ব্বসচিবগণের সহিত সেই সরো-বরের জলকে সংক্ষোভিত করিতে লাগিলেন। বুধও তাঁহাকে দেখিয়াই কামবাণপরতন্ত্র হই-লেন এবং আত্মধ্যান সাধনে অসমর্থ হইয়া জলমধ্যে বিচলিত হইতে লাগিলেন। তিনি ত্রৈলোক্যের রূপসমষ্টি অপেক্ষা রূপবতী ইলাকে দর্শন করতঃ তদ্গতচিত্ত হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই দেবদুর্লভ রূপবতী কে? আমি পূর্ব্বে দেবী নাগকামিনী অসুররমণী বা অপ্সরোগণের মধ্যে এরূপ বর-বর্ণিনী রমণী ত কখন দেখি নাই। যদি এই রমণী অন্যপরিণীতা হয়, তাহা হইলে আমারই অনুরূপ প্রণয়িনী হইতে পারে।'

ধর্ম্মাত্মা বুধ মনোমধ্যে এইরূপ আলোচনা করতঃ জল হইতে কূলে উত্থিত হইলেন এবং

আশ্রমে আগমন করতঃ সেই প্রমদারত্নগণকে আহ্বান করিলে তাহারা তাঁহার সমীপে গমন ও প্রণাম করিল। অনন্তর, ধর্ম্মাত্মা বুধ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—"এই ত্রৈলোক্যসুন্দরী রমণী কে এবং কি নিমিত্ত এস্থানে আগমন করিয়াছেন? এই সমস্ত আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল।" নারীগণ তাঁহার এতাদৃশ শ্রুতিমনোহর মধুরাক্ষর শুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া মধুরবাক্যে প্রত্যুত্তর করিল;—"এই সুশ্রোণী আমাদিগের কর্ত্রী; ইনি অকৃতপতি,সেই জন্যই আমাদিগের সহিত এই বনপ্রদেশে ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।"

দ্বিজরাজনন্দন রমণীপুঞ্জের সেই সুললিত বাক্য শ্রবণ করতঃ আবর্ত্তনীবিদ্যার আবির্ভাব করিলেন এবং নৃপতি ইলের সমস্ত বিবরণ জানিতে পারিয়া কামিনীগণকে বলিলেন;—"তোমরা কিংপুরুষী হইয়া এই পর্ব্বতপ্রদেশে বাস কর; আমি মূল পত্র ও ফলদ্বারা তোমাদের জীবিকার উপায় বিধান করিব এবং তোমরাও কিংপুরুষগণকে ভর্ত্তৃরূপে প্রাপ্ত হইবে।" রমণীগণ বুধসমীরিত বাক্য শ্রবণ করতঃ তৎকর্ত্তৃক কিংপুরুষনারী হইয়া সেই পর্ব্বতের সমীপে আবাস স্থাপন করিল।

ইতি একাধিকশততম সর্গ ॥ ১০১।

দ্ব্যধিকশততম সর্গ।

ভরত ও লক্ষ্মণ জনেশ্বর রামচন্দ্রের নিকট কিংপুরুষীগণের উৎপত্তিবিবরণ শ্রবণ করতঃ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিলে ধর্ম্মাত্মা মহাযশা রামচন্দ্র পুনর্ব্বার ইলাবিষয়িনী কথার প্রস্তাব করতঃ কহিলেন;—"ঋষিসত্তম বুধ রমণীগণকে অপগত দর্শনে ঈষৎ হাস্যসহকারে সেই রূপবতী ললনাকে বলিলেন;—"অয়ি রুচিরাননে বরবর্ণিনি! আমি ভগবান্ সোমের দয়িত পুত্র; তুমি আমার প্রতি অনুরাগিণী হইয়া আমাকে স্নেহনয়নে নিরীক্ষণ ও ভজনা কর।" সেই স্বজনবর্জ্জিত শূন্যপ্রদেশে মহাপ্রভ সোমনন্দনের এতাদৃশ রুচির বাক্য শ্রবণ করিয়া ইলা বলিলেন;—"হে সৌম্য সোমনন্দন! আমি স্বাধীনা হইয়াও সম্প্রতি আপনার বশবর্ত্তিনী হইলাম, আপনি আমাকে অনুশাসন অথবা আপনার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করুন্।"

কামবশীভূত চন্দ্রনন্দন বুধ ইলার এতাদৃশ আশাতীত বাক্য শ্রবণে আনন্দের পরাকাষ্ঠা লাভ করতঃ তাঁহার সহিত অভিরত হইলেন। এইরূপে সেই রুচিরবদনা ইলার সহিত রমমাণ কামপরীত বুধের সমগ্র মাধবমাস ক্ষণমাত্রের ন্যায় অতীত হইল। এদিকে মাস সম্পূর্ণ হইলে শ্রীমান্ প্রজাপতিনন্দন রাজা ইলও নিদ্রাবসানে প্রবোধিত হওত সোমনন্দনকে ঊর্দ্ধবাহু ও নিরালম্ব হইয়া তপস্যা করিতে দেখিয়া বলিলেন;—"ভগবন্! আমি অনুচরবর্গের সহিত এই দুর্গম পর্ব্বতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম, কিন্তু সম্প্রতি আমার সেই সৈন্যগণকে দেখিতেছি না কেন? তাহারা কোথায় গেল?"

সেই নষ্টসংজ্ঞ রাজর্ষির এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করতঃ সোমনন্দন প্রীতিমধুর বাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন;—"তোমার অনুচরবর্গ সুমহৎ শিলাবর্ষণে নিপাতিত হইয়াছে এবং তুমিও বাতবর্ষণাদি ভয়ে কাতর হইয়া এই আশ্রমপদে নিদ্রিত হইয়াছিলে। হে বীর! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি আশ্বস্ত ও বিজ্বর হইয়া ফলমূল ভোজন করতঃ নির্ভয়ে যথাসুখে এই স্থানে অবস্থান কর।" মহামতি রাজা ইল তারাতনয়ের বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া ভৃত্যনাশনিবন্ধন দীনভাবে পুনর্ব্বার বলিলেন;—"হে ব্রহ্মন্! আমি ভৃত্যবিহীন হইয়া ক্ষণমাত্রও জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করি না; অতএব আপনি আমাকে অনুজ্ঞা প্রদান করুন, আমি স্বীয় রাজ্য পরিত্যাগ করি। হে ব্রহ্মন্! আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র ধার্ম্মিকপ্রবর মহাযশঃ শশবিন্দু মদীয় রাজ্যের অধিকারী হইবে। হে মহাতেজা! দেশস্থিত সুখসম্বর্দ্ধিত ভৃত্য ও দারগণকে পরিত্যাগ করিয়া অবস্থান করিতে সমর্থ হইব না, অতএব আপনি আর আমাকে এস্থানে অবস্থানরূপ অপ্রিয়বাক্য বলিলেন না।"

রাজেন্দ্র ইল এই কথা বলিলে, বুধ সান্ত্বনা করতঃ এই পরম অদ্ভুত বাক্য বলিলেন ;—"এই স্থানে বাস করাই তোমার অভিমত হউক। হে মহাবল কার্দ্দমেয়! তুমি সন্তপ্ত হইও না ; তুমি সম্বৎসরকাল বাস করিলেই আমি তোমার হিতসাধন করিব।" ব্রহ্মবাদী অক্লিষ্টকর্ম্ম বুধের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করতঃ ইল সেই স্থানেই বাস করিতে অভিলাষী হইলেন। তৎকালে তিনি একমাস স্ত্রী হইয়া র প্রীতিসম্পাদন করিতেন এবং একমাস ষ হইয়া ধর্ম্মাচরণে নিরত হইতেন। রূপে আট মাস অতীত হইলে নবম মাসে শ্রাণী ইলা বুধ হইতে বুধের সমানবর্ণ বল মহাতেজস্বী পুরূরবা নামক পুত্র প্রসব লেন ও জাতমাত্রেই সেই বালককে তদীয় বুধের হস্তে সমর্পণ করিলেন। অনন্তর সর অতীত হইলে বুধ যত্নবান্ হইয়া ধর্ম্ম-ক্ত বাক্যদ্বারা সেই পুরুষভূত নরেন্দ্র ইলের ঃপ্রীতি সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

ইতি দ্ব্যধিকশততম সর্গ॥ ১০২॥

ত্র্যধিকশততম সর্গ।

রামচন্দ্র পুরূরবার অদ্ভুত জন্মবিবরণ এই-রূপে বর্ণন করিলে, যশস্বী ভরত ও লক্ষ্মণ পুনর্ব্বার বলিলেন ;—"হে নরশ্রেষ্ঠ! ইলা সোমনন্দনের নিকট সম্বৎসরকাল বাস করতঃ তৎপরে কি করিলেন? আপনার সেই সমস্ত বিষয় আমাদের নিকট প্রকাশ করা উচিত হইতেছে।' তাঁহাদিগের জিজ্ঞাসাসূচক এতাদৃশ মধুর বাক্য শ্রবণ করতঃ রামচন্দ্র সেই প্রজাপতিনন্দনের বিষয় পুনর্ব্বার কহিতে আরম্ভ করিয়া বলিলেন ;—' পর্য্যায়ক্রমে মহাবীর ইল পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইলে বাক্য-বিশারদ তত্ত্বজ্ঞ মহাযশা মহাবুদ্ধি বুধ পরমোদার সম্বর্ত্ত, ভৃগুপুত্র চ্যবন, মুনিবর অরিষ্টনেমি, সকলের হর্ষোৎপাদনসমর্থ প্রমোদ ও দুর্ব্বাসাপ্রভৃতি ধৈর্য্যসমন্বিত সুহৃদ্বর্গকে আহ্বান করিয়া বলিলেন ;—"এই মহাবাহু রাজা ইল প্রজাপতি কর্দ্দমের পুত্র; ইনি যেরূপে এতাদৃশী দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা আপনারা সকলেই অবগত আছেন।"

মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের সহিত সোমনন্দনের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইত্যবসরে মহাতেজস্বী কর্দ্দম সেই আশ্রমে উপনীত হইলেন। মহাতেজস্বী পুলস্ত্য ক্রতু বষট্কার এবং ওঁকারও তাঁহার পশ্চাৎ সেই আশ্রমে আগমন করিলেন। এইরূপে পরস্পরের সমাগমবশতঃ তাঁহারা সকলেই হৃষ্টচিত্ত হইয়া বাহ্লীপতির হিতাভিলাষে পৃথক্‌রূপে নিজ নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। অনন্তর প্রজাপতি কর্দ্দম পুত্রের হিতজনক এই বাক্য বলিলেন ;—"হে দ্বিজবরগণ! এই পৃথিবীপতি যদ্দ্বারা মঙ্গল লাভ করিতে পারিবেন, আপনারা সকলে আমার সেই বাক্য শ্রবণ করুন্। এই নরপতি যে রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন- ভগবান্ উমাপতি ভিন্ন অপর কাহাকেও ইহার প্রকৃত ঔষধি দেখিতেছি না। পরন্তু, অশ্বমেধ যজ্ঞই সেই মহাত্মার সমধিক প্রিয়; অতএব, আমরা সকলে মিলিত হইয়া এই নরেন্দ্রের নিমিত্ত সেই অশ্বমেধ যজ্ঞেরই অনুষ্ঠান করিব।" কর্দ্দমকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া সেই দ্বিজপুঙ্গবগণ সকলেই ভগবান্ রুদ্রের আরাধনার নিমিত্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিলেন।

অনন্তর, মহর্ষি সম্বর্ত্তের শিষ্য পরপুর-বিজয়ী রাজর্ষি মরুত্ত সেই যজ্ঞের আয়োজন করিলে বুধের আশ্রমসমীপে সেই সুমহৎ যজ্ঞ সম্পাদিত হইল এবং ভগবান্ রুদ্র তদ্দ্বারা পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে উমাপতি ইলের সম্মুখেই পরম প্রীতি-সহকারে ব্রাহ্মণগণকে বলিলেন ;—"হে দ্বিজ-সত্তমগণ! আমি তোমাদিগের ভক্তি ও এই অশ্বমেধদ্বারা অতিশয় প্রীত হইয়াছি; সম্প্রতি এই বাহ্লীরাজের কি প্রিয়কার্য্য করিব বল?" দেবদেব রুদ্র এই কথা বলিলে, ব্রাহ্মণগণ সমাহিতভাবে তাঁহাকে প্রসাদিত করতঃ ইলার পুরুষত্ব প্রার্থনা করিলেন এবং মহাদেবও প্রীতিসহকারে তাঁহাকে পুনর্ব্বার পুরুষত্ব প্রদান করতঃ অন্তর্হিত হইলেন।"

এইরূপে অশ্বমেধ সমাপ্ত ও মহাদেব অন্তর্হিত হইলে দীর্ঘদর্শী ব্রাহ্মণগণও নিজ নিজ নিকেতনে গমন করিলেন। প্রজাপতিনন্দন বলশালী রাজা ইলও জ্যেষ্ঠপুত্র শশবিন্দুকর্তৃক অধিষ্ঠিত বাহ্লীদেশ পরিত্যাগ করতঃ মধ্যদেশে প্রতিষ্ঠান নামক নগর স্থাপন করিলেন এবং পরপুরবিজয়ী শশবিন্দু বাহ্লীদেশে রাজ্য করিতে লাগিলেন। কালক্রমে ইল অনুত্তম ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলে ইলানন্দন রাজা পুরূরবা প্রতিষ্ঠান রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। হে পুরুষপুঙ্গব ভরত! অশ্বমেধ যজ্ঞের এতাদৃশ প্রভাব যে, ইল স্ত্রীপূর্ব্ব হইয়াও পুনর্ব্বার তৎপ্রভাবে সুদুর্লভ পুরুষত্ব লাভ করিয়াছিলেন।"

ইতি ত্র্যধিকশততম সর্গ ॥১০৩॥

চতুরধিকশততম সর্গ।

অমিতপ্রভ কাকুৎস্থ রামচন্দ্র ভ্রাতৃযুগলকে এই কথা বলিয়া লক্ষ্মণকে পুনর্ব্বার এই ধর্ম্মসংযুক্ত বাক্য বলিলেন;—"লক্ষ্মণ! অশ্বমেধবিধানজ্ঞ দ্বিজবর বসিষ্ঠ বামদেব জাবালি কশ্যপ এবং অপর ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান কর; আমি তাঁহাদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া যথাবিধানে সুলক্ষণ অশ্ব বিসর্জ্জন করিব।" রাঘব সমীরিত বাক্য শ্রবণ করতঃ অমিতবিক্রম লক্ষ্মণ সেই দ্বিজবরগণকে আহ্বান করিয়া রামচন্দ্রের সমীপে উপস্থিত করিলেন। ঋষিগণও দেবসদৃশ দুরাধর্ষ রামচন্দ্রকে দর্শন করতঃ তৎকর্তৃক অভিবাদিত হইয়া আশীর্ব্বাক্যদ্বারা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন।

অনন্তর রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে সেই দ্বিজসত্তমগণকে অশ্বমেধ বিষয়ক ধর্ম্মসংযুক্ত ব লিলেন। তাঁহারাও তদীয় বাক্য শ্রবণ করতঃ ভগবান্ রুদ্রকে প্রণাম করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের বহুবিধ প্রশংসা করিলেন। রামচন্দ্র দ্বিজশ্রেষ্ঠগণের অশ্বমেধবিষয়ক অশ্রুতপূর্ব্ব বাক্য শ্রবণ করতঃ অতিশয় প্রীত হইলেন এবং তাঁহাদের অভিপ্রায় অনুসারে লক্ষ্মণকে বলিলেন; 'হে মহাবাহো! মহাত্মা সুগ্রীবের নিকট দূত প্রেরণ কর। তাঁহাকে এইরূপ বলিয়া পাঠাও যে, হে হরীশ্বর! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি আশ্রিত হরিপ্রবীর ও ঋক্ষমুখ্যগণের সহিত মদীয় অশ্বমেধমহোৎসবে সমাগত হইয়া আমার সহিত আনন্দানুভব কর। অতুলবিক্রম রাক্ষসরাজ বিভীষণ যেন কামগামী রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া মদীয় অশ্বমেধ মহাযজ্ঞে সমাগত হয়েন। লক্ষ্মণ! যে সকল মহাভাগ মহীপতি নিয়ত আমার হিতাভিলাষী তাঁহারা অনুচরবর্গের সহিত সত্বর সমাগত হইয়া যজ্ঞভূমি নিরীক্ষণ করুন্। দেশান্তরে আমার হিতাভিলাষী যে সকল ধার্ম্মিক নরপতি আছেন, তাঁহাদের সকলকেই আমার অশ্বমেধ যজ্ঞে আমন্ত্রণ কর। হে মহাবাহো! তপোধন ঋষি, দেশান্তরস্থিত সদার দ্বিজাতিগণ এবং সূত্রধার নট ও নর্ত্তকগণকে আহ্বান কর। হে বীর! নৈমিষারণ্য মধ্যে গোমতীনদীর অতি পবিত্র ক্ষেত্র, অতএব সেই স্থানে যজ্ঞবাট নির্ম্মাণ করিতে আদেশ কর এ[illegible] চতুর্দ্দিকে শান্তিকর্ম্মও প্রবর্ত্তিত হউক। [illegible] ধর্ম্মজ্ঞ! সত্বর আমার প্রজাপুঞ্জকে আহ্ব[illegible] কর, তাহারা সকলেই যেন, নৈমিষারণ্যে অনুত্তম মহাযজ্ঞ অশ্বমেধ দর্শন করতঃ কার্য্যশৃঙ্খলায় পরিতুষ্ট, আহারাদিদ্বারা পুষ্ট ও দানাদিদ্বারা সম্মানিত হইয়া প্রতিগমন করে। হে মহাবল অভগ্নতণ্ডুলভারাবাহী লক্ষ বলীবর্দ্দ এবং তিল ও মুদ্গভারবাহী দশসহস্র গোবৃষ এবং ইহার অনুরূপ মাষ চণক কুলত্থ লবণ স্নেহদ্রব্য ও গন্ধদ্রব্য আমাদের অগ্রেই তথায় প্রেরিত হউক। শতকোটি সুবর্ণ এবং তাবৎসংখ্য রজত লইয়া ভরত সাবধানে অগ্রগামী হউন। আপণবীথির সহিত বণিক্‌গণ এবং নট নর্ত্তক ও নবযৌবনা কামিনীগণ ভরতের সহিত গমন করুক; সৈন্যগণ তাহাদের অগ্রগামী হউক। অপিচ, মহাযশস্বী ভরত বালক, বৃদ্ধ কিঙ্কর, কোষাধ্যক্ষ, মাতৃগণ, কুমারান্তঃপুর, বণিক্‌জন, বর্দ্ধকী এবং যজ্ঞকর্ম্মে দীক্ষিত হইবার নিমিত্ত আমার পত্নীর কাঞ্চনময়ী প্রতিমা লইয়া সাবধানে অগ্রগামী হউন।'

নরশ্রেষ্ঠ মহাবল রামচন্দ্র মহাতেজস্বী সানুগ পার্থিবগণের নিমিত্ত এই মহার্হ আবো-

জন করিতে আদেশ করিলে, ভরত বহুবিধ অন্ন পেয় ও বস্ত্র গ্রহণ করতঃ শত্রুঘ্ন ও মহাবল অনুচরবর্গের সহিত অগ্রগামী হইলেন। মহাবল বানরগণ সুগ্রীবের সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণগণের পরিবেষণকার্য্যে রত হইলেন। বিভীষণ রাক্ষস ও রমণীগণের সহিত সমাগত হইয়া মহাত্মা উগ্রতপ ঋষিগণের পূজাকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

ইতি চতুরধিকশততম সর্গ ॥ ১০৪ ॥

পঞ্চাধিক শততম সর্গ।

রামচন্দ্র এইরূপে নিখিল দ্রব্য প্রেরণ করিয়া কৃষ্ণসারবর্ণ সুলক্ষণ অশ্ব বিসর্জ্জন করিলেন এবং ঋত্বিক্‌গণের সহিত লক্ষ্মণকে অশ্বানুসরণে নিযুক্ত করতঃ স্বয়ং সসৈন্যে বহির্গত হইয়া রমণীয় যজ্ঞবাট দর্শনে অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তিনি নৈমিষে অবস্থিত হইলে নানাদেশীয় নরপতিগণ বহুবিধ উপহার লইয়া উপস্থিত হইলেন এবং তিনিও তাঁহাদিগকে যথাবিধি প্রতিপূজিত করিলেন। রাজপুঞ্জের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ভরত ও শত্রুঘ্ন সমাগত নৃপতিগণকে যথোপযুক্ত বাসস্থান এবং বহুবিধ অন্ন পেয় ও বস্ত্রাদি প্রদান করিলেন। বানরগণের সহিত সুগ্রীব ব্রাহ্মণগণকে পরিবেষণ করিতে লাগিলেন। রাক্ষসগণের সহিত বিভীষণ কিঙ্করের ন্যায় তপোধন ঋষিগণের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। বলিতে কি, সেই যজ্ঞে যে সকল রাজা ও রাজভৃত্য সমাগত হইয়াছিলেন, নরশ্রেষ্ঠ মহাবল রামচন্দ্র তাঁহাদের সকলকেই মহার্হ গৃহাদি প্রদান করিলেন। এইরূপে সেই সুবিহিত অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হইল এবং যজ্ঞীয় অশ্ব লক্ষ্মণকর্ত্তৃক সাবধানে রক্ষিত হইতে লাগিল।

তৎকালে রাজসিংহ মহাত্মা রামচন্দ্রের সেই অনুত্তম মহাযজ্ঞে 'দাও দাও' ভিন্ন আর কোন শব্দই শ্রুতিগোচর হইল না। যাচকগণ যে পর্য্যন্ত ধনলাভে পরিতুষ্ট না হইল, তাহাদিগকে তাবৎ প্রদত্ত হইতে লাগিল। তাহাদের ওষ্ঠ হইতে 'দাও' এই শব্দ নির্গত হইতে না হইতেই, বানরগণকর্ত্তৃক বিবিধ গুড়খণ্ডাদি মিষ্টান্নদ্রব্য সকল প্রদত্ত হইতে লাগিল এবং সেই যজ্ঞবাটে কেহ মলিন দীন বা কৃশ রহিল না।

রাজা রামচন্দ্রের সেই যজ্ঞে যে সকল দীর্ঘজীবী তপোধন মহর্ষি সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহারা চিন্তা করিয়াও পূর্ব্বে কখন এরূপ দানরাশি-সমন্বিত যজ্ঞ দেখিয়াছেন কি না, স্মরণ করিতে পারিলেন না। অধিকন্তু, তাঁহারা এইরূপ কথোপকথন করিতে লাগিলেন যে, এই যজ্ঞে যেরূপ স্বর্ণাভিলাষীকে সুবর্ণ, বিত্তার্থীকে বিত্ত ও রত্নার্থীকে রত্ন প্রদত্ত হইতেছে এবং নিরন্তর দীয়মান সুবর্ণ রত্ন ও বস্ত্রাদির রাশি দৃষ্ট হইতেছে, আমরা ইন্দ্র যম বরুণ অথবা সোমের যজ্ঞেও পূর্ব্বে কখন এরূপ দেখি নাই। এইরূপে রাজসিংহ রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞে বানর ও রাক্ষসগণ সর্ব্বত্র পর্য্যটন করতঃ অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া যাচকগণকে ধন অন্ন ও বস্ত্রাদি প্রদান করিতে থাকিল; পরন্তু, সম্বৎসরান্তেও সঞ্চিত ধনের কিছুমাত্র ক্ষয় না হইয়া উপচয়ই হইতে লাগিল।

ইতি পঞ্চাধিকশততম সর্গ ॥ ১০৫ ॥

ষড়ধিকশততম সর্গ।

এইরূপে সেই অদ্ভুতপূর্ব্ব মহাযজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হইলে, ভগবান্ মহর্ষি বাল্মীকি শিষ্যগণের সহিত আগমন করতঃ সেই দিব্য ও অদ্ভুতদর্শন যজ্ঞ দর্শন করিয়া ঋষিসমূহের সন্নিকটে নিবেশ স্থাপন করিলেন। রাজভৃত্যগণ মনোহর বাল্মীকিবাটের অদূরে ফলমূলপূর্ণ শোভন শকটসকল স্থাপন করিল।

অনন্তর, মহর্ষি বাল্মীকি শিষ্যভূত কুশ ও লবকে বলিলেন ;—তোমরা ঋষিগণের পবিত্র আশ্রম, ব্রাহ্মণদিগের গৃহ, রাজভবন, রথ্যা,* রাজমার্গ, রামচন্দ্রের গৃহদ্বার ও কর্ম্মশালায় ঋত্বিক্‌গণের সম্মুখে গমন করতঃ পরমানন্দে সমগ্র রামায়ণ গন্ধুর্ব্বকর। এই পর্ব্বতাগ্রসম্ভূত বিবিধ উত্তম ফল ভক্ষণ করতঃ গান করিতে থাক। হে বৎস যুগল! তোমরা এই সুমিষ্ট ফল ও মূল

পরিত্যাগ করিও না; কারণ, এই সকল ভক্ষণ করিলে তোমাদের কোন শ্রম হইবে না। যদি মহারাজ রামচন্দ্র সভাসীন ঋষি-সমূহের সম্মুখে গান করিবার নিমিত্ত তোমা-দিগকে আহ্বান করেন, তাহা হইলে তোমরা অবাধে সঙ্গীত আরম্ভ করিবে। আমি পূর্ব্বে বহু প্রমাণ দ্বারা যেরূপ নির্ণয় করিয়াছি, তোমরা তদনুসারে প্রতিদিন মধুরস্বরে বিংশতি সর্গগান করিবে। ফলমূলভোজী আশ্রমবাসী তাপসগণের ধনের আবশ্যক নাই, অতএব তোমরা কোনমতে ধনলোভ করিবে না। যদি, রামচন্দ্র তোমাদিগকে 'তোমরা কাহার পুত্র? 'এইরূপ জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে তোমরা এইমাত্র বলিবে যে, আমরা বাল্মীকির শিষ্য। তোমরা এই শ্রুতিমধুর তন্ত্রীর স্থানবিশেষে স্বরবিশেষ মূর্চ্ছিত করতঃ নির্ভয়ে গান করিতে থাকিবে। রাজা ধর্ম্মানু-সারে জীবনিবহের পিতা, অতএব তোমরা তাঁহাকে অবজ্ঞা না করিয়া আদি হইতে গান করিবে। তোমরা কল্য প্রভাতে সমাহিত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে তন্ত্রীলয় সংযোগে সুমধুর সঙ্গীত আরম্ভ করিও।' পরমোদার প্রাচেতস ঋষিবর বাল্মীকি শিষ্যযুগলকে বারম্বার এইরূপ উপদেশ প্রদান করতঃ মৌনাবলম্বনকরিলেন।

জানকীনন্দন অরিন্দম কুশ ও লব মুনি-কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া 'আমরা তাহাই করিব' এইরূপ বলিয়া নির্গত হইলেন। অশ্বিনীকুমারযুগল যেরূপ ভার্গবসমীরিত সংহিতা শ্রবণ করেন, তদ্রূপ কুশ ও লব মহর্ষি ভাষিত বাক্য মনোমধ্যে ধারণ করতঃ উৎসুক-হৃদয়ে যামিনী অতিবাহিত করিলেন।

ইতি ষড়ধিকশততম সর্গ ॥১০৬॥

সপ্তাধিকশততম সর্গ।

রাত্রি প্রভাত হইলে, যমজযুগল স্নান ও হবনাদি কার্য্য সমাপন করতঃ মহর্ষি যেরূপ বলিয়াছিলেন, তদনুসারে স্থানে স্থানে সঙ্গীত আরম্ভ করিলে, সেই পূর্ব্বাচার্য্যবিনির্ম্মিত অপূর্ব্ব ষড়্জাদি স্বরসমন্বিত নানালঙ্কার সম্বলিত সঙ্গীত রামচন্দ্রের শ্রুতিগোচর হইল। নরেন্দ্র রাঘব বালকযুগলকর্ত্তৃক গীয়মান সেই বহুপ্রমাণসম্বদ্ধ তন্ত্রীলয় সমন্বিত সঙ্গীত শ্রবণ করতঃ অতিশয় কৌতূহলাবিষ্ট হইলেন এবং কর্ম্মাবসনে মহামুনি বাল্মীকি, শাস্ত্রজ্ঞ নৃপতি ও নৈগম, পুরাণ এবং শব্দশাস্ত্রজ্ঞ বৃদ্ধ দ্বিজাতি, স্বরলক্ষণজ্ঞ সমুৎসুক ব্রাহ্মণ, পাদ অক্ষর ও ছন্দঃশাস্ত্রে নিষ্ণাত বিশেষ লক্ষণজ্ঞ গন্ধর্ব্ব, হেতুবাদকুশল বহুশ্রুত হৈতুক, স্বরগ্রামাভিজ্ঞ ক্রিয়াকল্পনিপুণ কার্য্যবিশারদ ও জ্যোতির্ব্বিৎ পৌরবর্গ এবং নৃত্যগীতবিশারদ বৃত্ত কল্প বেদ পুরাণ ও ছন্দঃশাস্ত্রে পারদর্শী দ্বিজবর-গণকে আহ্বান করতঃ গায়কযুগলকে প্রবেশিত করিলেন। সভ্যগণ সমাসীন হইলে, মুনিবালক কুশ ও লব শ্রোতৃবর্গের হর্ষবর্দ্ধন সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। এইরূপে সেই অমানুষ গান্ধর্ব্ব প্রবৃত্ত হইলে, শ্রোতৃবৃন্দ বারম্বার শ্রবণ করি-য়াও তৃপ্তির পরাকাষ্ঠা লাভ করিতে পারিলেন না। মহর্ষি ও মহাবল পার্থিবগণ সমাহিত-ভাবে বারম্বার বালকযুগলকে দর্শন করতঃ যেন চক্ষুর্দ্বারা পান করিতে লাগিলেন এবং এইরূপ বলিতে থাকিলেন যে;—বিম্ব হইতে উদ্ধৃত বিম্বের ন্যায় এই উভয়েই রামচন্দ্রের সদৃশ; যদি এই গায়কযুগল জটাবল্কলধারী না হইতেন, তাহা হইলে রামচন্দ্রের সহিত ইহাঁ-দের কোন বিশেষই অবধারণ করিতে পারা যাইত না।

পৌর ও জানপদবর্গ এইরূপ কথোপকথন করিতে থাকিলেন; এদিকে গায়কযুগলও নারদ যেরূপ বলিয়াছিলেন, তদনুসারে আদি হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশতি সর্গ গান করিলেন। ভ্রাতৃবৎসল রামচন্দ্রও বিংশতি সর্গ শ্রবণ করতঃ অপরাহ্ণ সময়ে ভ্রাতাকে বলিলেন;—'হে কাকুৎস্থ! এই মহাত্মা গায়কযুগলকে অষ্টাদশ সহস্র সুবর্ণ এবং ইহা-দের অভিলাষানুরূপ অপর দ্রব্যাদি প্রদান কর।'

কৈকয়ীনন্দন ভরত রামচন্দ্রকর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া আদেশানুরূপ ধনদানে উদ্যত হইলেন; পরন্তু, মহাত্মা কুশ ও লব দীয়মান

সুবর্ণাদি গ্রহণ করিলেন না, প্রত্যুত বিস্ময়-সহকারে এই কথা বলিলেন ;—'ইহাতে আমাদের প্রয়োজন কি? আমরা আরণ্যক ব্রত অবলম্বন করতঃ বনমধ্যে বাস করিতেছি এবং বন্য ফলমূলদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকি, সুতরাং, এই সুবর্ণ বা হিরণ্য লইয়া আমরা বনমধ্যে কি করিব?'

বালকযুগল এই কথা বলিলে মহাতেজস্বী রামচন্দ্র ও শ্রোতৃবৃন্দ অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং সেই কাব্যের উৎপত্তি বিবরণ শ্রবণ করিবার নিমিত্ত কৌতূহলপরবশ হইয়া মুনিবালকযুগলকে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—'এই কাব্যের পরিমাণ কত এবং বিষয়ই বা কি? অপিচ, এই কাব্যের কর্ত্তা কে এবং সেই মুনিপুঙ্গব কোথায়?

রামচন্দ্র এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, মুনিবালকযুগল উত্তর করিলেন ;—'ভগবান্ বাল্মীকি এই কাব্যের কর্ত্তা ; তিনি ইহাতে আপনার সমগ্র চরিত বর্ণন করিয়াছেন এবং সম্প্রতি এই যজ্ঞসন্নিধানেই উপস্থিত আছেন। সেই ভার্গবসদৃশ তপস্বিপ্রবর এই মহাকাব্যে চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোক এবং একশত উপাখ্যান সন্নিবেশিত করিয়াছেন। মহারাজ! এই মহাকাব্য উত্তরের সহিত আদি হইতে ছয়টি কাণ্ড ও পাঁচশত সর্গে বিভক্ত হইয়াছে। আমাদিগের গুরু সেই মহর্ষি আপনার চরিত অবলম্বন করিয়া এই যে, কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন, ইহাতে লোকের যাবজ্জীবনের শুভাশুভ সমস্ত সন্নিবেশিত হইয়াছে। হে মহারথ! যদি আপনার এই কাব্য শুনিতে অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে কর্ম্মান্তরে সাবসর হইয়া অনুজগণের সহিত ইহা শ্রবণ করুন্।'

মুনিবালকযুগলের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করতঃ রামচন্দ্র 'তাহাই হইবে' এই কথা বলিলে, তাঁহারাও রাঘবের অনুজ্ঞা গ্রহণ করতঃ মুনিসন্নিধানে গমন করিলেন। রামচন্দ্র সেই সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণে পরিতুষ্ট হইয়া মহর্ষিবৃন্দ ও মহাবল পার্থিববর্গের সহিত কর্ম্মশালায় প্রবেশ করিলেন।

ইতি সপ্তাধিকশততম সর্গ ॥১০৭॥

অষ্টাধিকশততম সর্গ।

এইরূপে রামচন্দ্র মহর্ষি পার্থিব ও বানরগণের সহিত বহুদিবস সেই সঙ্গীত শ্রবণ করিলেন এবং তাহাতে স্বীয় বুদ্ধিবলে কুশ ও লবকে সীতার পুত্ররূপে অবগত হইয়া শুদ্ধাচার দূতগণকে সভামধ্যে আহ্বান করতঃ বলিলেন ;—'তোমরা ভগবান্ বাল্মীকির সমীপে গমন করিয়া মদুক্ত এই সকল বাক্য বল ;—যদি জানকী শুদ্ধচরিত্র ও নিষ্পাপ হয়েন, তবে মহামুনির অনুমতি গ্রহণ করতঃ স্বীয় বিশুদ্ধির পরিচয় প্রদান করুন্। তোমরা মহর্ষির অভিপ্রায় এবং প্রত্যয়দান বিষয়ে সীতার মনোগত অভিলাষ অবগত হইয়া সত্বর আগমন করতঃ আমাকে বল। জনকনন্দিনী আপনার এবং আমারও বিশুদ্ধির নিমিত্ত কল্য প্রাতেই সভাসম্মুখে শপথ করুন্।'

রামচন্দ্রের এতাদৃশ পরমাদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করতঃ দূতগণ সত্বর মহামুনি বাল্মীকির বাটে গমন করিল। তাহারা তথায় অমিতপ্রভ তেজঃপ্রজ্বলিত মহাত্মা বাল্মীকিকে প্রণাম করতঃ মৃদুমধুর রামবাক্য সকল নিবেদন করিল। মহাতেজস্বী বাল্মীকিও তাহাদের বাক্য শ্রবণে রামচন্দ্রের মনোভাব অবগত হইয়া বলিলেন ;—'তোমাদের মঙ্গল হউক, পতিই স্ত্রীলোকের দৈবত, অতএব রামচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন তাহাই হইবে, সীতা সভাসম্মুখে শপথ করিবেন।' মহামুনি বাল্মীকি-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া মহাবল রাজদূতগণ রাঘবসমীপে আগমন করতঃ মুনি বাক্য নিবেদন করিল। রামচন্দ্রও মহাত্মা বাল্মীকির উত্তরবাক্য শ্রবণে পরমানন্দিত হইয়া সভাসমাসীন মুনীন্দ্র ও নরেন্দ্রবৃন্দকে বলিলেন ;—'হে সশিষ্য ভগবন্ মহর্ষি ও সানুচর নৃপতিবর্গ! আপনারা এবং অপর যাহার অভিলাষ হয়, সকলেই সীতার শপথ দর্শন করিবেন।'

রামচন্দ্রের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করতঃ সেই মহাত্মা মহর্ষিগণের সুমহান্ সাধুবাদ সমুত্থিত হইল। মহাবল নৃপতিগণ রামচন্দ্রের প্রশংসা

করতঃ কহিলেন ;—'হে নরশ্রেষ্ঠ! এতাদৃশ কার্য্য পৃথিবীতে একমাত্র আপনাতেই উপপন্ন হইতে পারে।' শত্রুসূদন রামচন্দ্রও রাজগণের বাক্য শ্রবণে কল্য এই কার্য্য সমাহিত হইবে' এইরূপ বলিয়া তাঁহাদিগকে বিসর্জ্জন করিলেন।

মহানুভাব মহাত্মা রাজসিংহ রামচন্দ্র এইরূপে 'কল্য সীতার শপথ হইবে' এই কথা বলিয়া সমাসীন মহর্ষি ও রাজগণকে বিদায় করিলেন।

ইতি অষ্টাধিক শততম সর্গ ॥১০৮॥

নবাধিকশততম সর্গ।

পরদিন প্রভাতকালে মহারাজ রামচন্দ্র যজ্ঞবাটে উপস্থিত হইয়া মহর্ষিগণকে আহ্বান করিলে বসিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কশ্যপ, দীর্ঘতপা,বিশ্বামিত্র, মহাতপা দুর্ব্বাসা, পুলস্ত্য, শক্তি, ভার্গব, বামন, তেজস্বী ভরদ্বাজ, সুপ্রভ অগ্নিপুত্র, নারদ, পর্ব্বত, মহাযশা গৌতম এবং অপর সুব্রত মহামুনিগণ কৌতূহলসহকারে সমাগত হইলেন। মহাবীর্য্য মহাত্মা রাক্ষস ও মহাবল বানরগণ কৌতূহল পরবশ হইয়া আগমন করিল। অপর শতসহস্র ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র সীতার শপথ দর্শন করিবার নমিত্ত নানাদেশ হইতে সমাগত হইল।

এইরূপে সকলে সমাগত হইয়া উপলমূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চলভাবে উপবিষ্ট হইলে মুনিবর বাল্মীকি আগমন করিলেন। জনকনন্দিনী মনোমধ্যে রামচন্দ্রকে ধ্যান করিতে করিতে অবনতবদনে কৃতাঞ্জলিপুটে মহর্ষির অনুগামিনী হইয়া সভামধ্যে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে ব্রহ্মার অনুগামিনী শ্রুতির ন্যায় সীতাকে বাল্মীকির অনুগামিনী দর্শনে সভামধ্যে মহান্ সাধুবাদ সমুদিত হইল। অনন্তর, দুঃখজনিত বিশালশোকে ক্ষুব্ধান্তঃকরণ সভ্যগণের তুমুল হলহলা শব্দ হইল। দর্শকগণের মধ্যে কেহ সীতার, কেহ রামের এবং কেহ বা সীতারাম উভয়ের গুণকীর্ত্তন করতঃ বারম্বার সাধুবাদ প্রদান করিলেন।

অনন্তর মুনিপুঙ্গব বাল্মীকি সীতার সহিত সেই জনসমূহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন ;—'দাশরথে! সীতা সুব্রতা ও ধর্ম্মচারিণী হইলেও তুমি লোকাপবাদভয়ে ইহাঁকে আমার সমীপে পরিত্যাগ করিয়াছিলে ; কিন্তু, হে মহাব্রত! ইনি তোমার সেই লোকাপবাদভয় নিরাকরণ করিবার নিমিত্ত প্রত্যয়দানাভিলাষিণী হইয়া তোমার অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিতেছেন অতএব, ইহাঁকে তোমার অনুজ্ঞা প্রদান করা উচিত। রাম! আমি সত্য বলিতেছি, এই দুর্দ্ধর্ষ যমজাত জানকীতনয় যুগল তোমারই পুত্র। হে রঘুনন্দন! আমি প্রচেতার দশম পুত্র, সুতরাং বলা দূরে থাকুক, অনৃতবাক্য কখন মাদৃশ জনের স্মৃতিপথেও সমারূঢ় হয় না ; অতএব, আমি নিশ্চয় বলিতেছি, এই দুইটি তোমারই পুত্র। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, যদি জানকী দুষ্টা হয়েন, তবে আমি বহুসহস্র বৎসরকাল যে তপস্যা করিয়াছি, তাহার ফলভাগী হইব না। কর্ম্ম বাক্য বা মনোদ্বারাও কখন কোন পাপাচরণ না করায়, আমার যে শুভাদৃষ্ট জন্মিয়াছে, যদি জানকী পাপবিহীনা হয়েন, তাহা হইলেই তাহার ফলভাগী হইব। রাঘব! আমি বহুচিন্তার পর সীতার পঞ্চভূত ও মনোমধ্যে বিশুদ্ধি দর্শন করিয়াই, ইহাঁকে সেই বননির্ঝরে গ্রহণ করিয়াছিলাম। পরন্তু তুমি লোকাপবাদভয়ে ভীত হইয়াছ বলিয়াই এই শুদ্ধচারিণী অপাপা পতিদেবতা সীতা অদ্য তোমার সম্মুখে প্রত্যয়দান করিবেন। হে নৃপনন্দন! তুমি যে কেবল লোকাপবাদভয়ে সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া এই শুদ্ধস্বভাবা পতিপরায়ণা প্রিয়তমা ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলে, আমি দিব্যজ্ঞানদ্বারা পূর্ব্বেই তাহা জানিয়াছিলাম।

ইতি নবাধিকশততম সর্গ ॥ ১০৯ ॥

দশাধিকশততম সর্গ।

বাল্মীকিকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া রামচন্দ্র জন[illegible] সেই দেববর্ণিনীকে দর্শন করতঃ কৃ[illegible]পুটে প্রত্যুত্তর করিলেন;—[illegible] মহ[illegible]; আপনি যেরূপ বলিলেন; সেইরূপ[illegible] এবং আপনার পাপলেশশূন্য বাক্যদ্বারা আমারও প্রত্যয় হইয়াছে। হে ধর্ম্মবিৎ! বৈদেহী পূর্ব্বে সুরগণের সম্মুখে প্রত্যয় প্রদান ও শপথ করিয়াছিলেন বলিয়াই আমি ইঁহাকে গৃহমধ্যে প্রবেশিত করিয়াছিলাম। হে ব্রহ্মন্! লোকাপবাদ অতিবলবান্, আমি সেই ভয়েই মৈথিলীকে পাপবিহীনা জানিয়াও পরিত্যাগ করিয়াছিলাম; সম্প্রতি, আপনি আমার সেই অপরাধ ক্ষমা করুন্। এই যমজাত কুশ ও লব যে আমারই পুত্র, তাহাও আমার অবিদিত নাই; সে যাহা হউক, সম্প্রতি জগতের মধ্যে বিশুদ্ধস্বভাবা সীতাতে আমার প্রীতি সংস্থাপিত হউক।”

সীতার শপথবিষয়ে রামচন্দ্রের এতাদৃশ অভিপ্রায় অবগত হইয়া, আদিত্য বসু রুদ্র বিশ্বদেব মরুদ্গণ সিদ্ধ সাধ্য নাগ পরমর্ষি ও অপর সুরসত্তমগণ সীতার শপথ দর্শন করিবার নিমিত্ত পিতামহকে পুরোবর্ত্তী করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে সভামধ্যে সমাগত হইলেন। তখন রামচন্দ্র দেবতা ও মহর্ষিবৃন্দকে সমাগত দর্শনে পুনর্ব্বার বলিলেন;—“হে মুনিশ্রেষ্ঠ! হে সীতাশপথদর্শনার্থ সমাগত দেবতা মহর্ষি ও পার্থিববর্গ! পবিত্র ঋষিবাক্যদ্বারা আমার প্রত্যয় হইয়াছে, সম্প্রতি জগতের মধ্যে একশুদ্ধস্বভাবা এই সীতাতে আমার প্রীতি সংস্থাপিত হউক।” রামচন্দ্র এই কথা বলিলে দিব্যগন্ধ মনোরম শুভশংসী পবিত্র বায়ু প্রবাহিত হইয়া সেই জনসমূহকে আহ্লাদিত করিল। পূর্ব্বতন কৃতযুগের ন্যায় ত্রেতাযুগেও সেই অদ্ভুত অচিন্ত্য বায়ুবহন দর্শন করিয়া নানাদেশ হইতে সমাগত মানবগণ অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইল।

কাষায়বসনধারিণী জনকনন্দিনীও সকলকে সমাগত দর্শনে অবনতবদনে ভূমিতলে দৃষ্টিনিক্ষেপ করতঃ কৃতাঞ্জলিপুটে এই কথা বলিলেন;—“আমি যেরূপ রাঘব ভিন্ন অপর কাহাকেও কখন মনোমধ্যে চিন্তা করি নাই, সেইরূপ এই মাধবী পৃথিবীরও আমাকে স্বীয় গর্ভে স্থান দান করা কর্ত্তব্য। আমি যেরূপ কর্ম্ম বাক্য বা মনের দ্বারা সর্ব্বদা রামচন্দ্রকে অর্চ্চনা করিয়াছি, সেইরূপ মাধবীদেবীও আমাকে স্বীয় গর্ভে বিবর দান করুন্। আমি যেরূপ শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি রামচন্দ্র ভিন্ন অপর কাহাকেও জানি না, সেইরূপ মাধবীদেবীও আমাকে স্বীয় গর্ভে বিবর দান করুন্।” বৈদেহী এইরূপ শপথ করিতেছেন, ইত্যবসরে এই এক অদ্ভুত ঘটনা হইল;—ভূতল হইতে অমিতবিক্রম দিব্যরত্নবিভূষিত দিব্যনাগগণকর্ত্তৃক ধ্রিয়মাণ একটি সিংহাসন সমুত্থিত হইল। ধরণীদেবী বাহুযুগল দ্বারা জানকীকে তন্মধ্যে গ্রহণ ও স্বাগত জিজ্ঞাসা দ্বারা অভিনন্দিত করতঃ আসনে উপবেশিত করিলেন। সীতাদেবী এইরূপে আসনে উপবিষ্ট ও রসাতলপ্রবেশোন্মুখী হইলে স্বর্গ হইতে অবিচ্ছিন্ন পুষ্পবৃষ্টি হইয়া, তাঁহাকে বিকীর্ণ করিল। দেবগণের মধ্য হইতে সুমহান্ সাধুবাদ সমুত্থিত হইল। আকাশস্থিত সুরগণ সীতার পাতালপ্রবেশ দর্শনে পরমানন্দিত হইলেন এবং অন্তরীক্ষ হইতে “অয়ি সীতে! সাধু সাধু!! তোমার চরিত্র পরম পবিত্র” এইরূপ বহুবিধ বাক্য বলিতে লাগিলেন। যজ্ঞবাটস্থিত মহর্ষি ও নরশার্দ্দূল মহীপতিগণ বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন। অন্তরীক্ষস্থিত স্থাবর জঙ্গম ও মহাকায় দানবগণ এবং পাতালতলবাসী নাগগণের মধ্যে কেহ আনন্দে সিংহনাদ, কেহ নিমীলিত লোচনে ধ্যান, কেহ রামচন্দ্রকে নিরীক্ষণ এবং কেহ বা নিশ্চেষ্ট ভাবে সীতাকে দর্শন করিতে লাগিল। বলিতে কি, তৎকালে সকলের এরূপ সমভাব হইয়াছিল যে, সমগ্র জগন্মণ্ডলকে মুহূর্ত্তকালের নিমিত্ত সংমোহিত বলিয়া বোধ হইল।

ইতি দশাধিকশততম সর্গ ॥ ১১০ ॥

একদশাধিকশততম সর্গ।

বৈদেহী রসাতলে প্রবিষ্ট হইলে, রামচন্দ্রের সন্নিধ্যানে মহর্ষি ও বানরগণ সাধুসাধুরবে চীৎকার করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্রও ক্রোধ ও শোকব্যাকুল এবং নিরতিশয় দুঃখিত হইয়া দীনমনে অবনত বদনে ও বাষ্পব্যাকুললোচনে দণ্ডকাষ্ঠ অবনমিত করতঃ বহুক্ষণ রোদন ও বাষ্পবারিবিসর্জ্জন করিয়া বলিলেন;—'সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় রূপবতী সীতা আমার সম্মুখেই দর্শন বহির্ভূতা হওয়ায় আমার মনঃ অভূতপূর্ব্ব শোকে অভিভূত হইতেছে। পূর্ব্বে জানকী একবার আমার অনবস্থানকালে সমুদ্রপারে নীতা হইলেও আমি তাঁহাকে তথা হইতে আনয়ন করিয়াছিলাম; সম্প্রতি যে বসুধাতল হইতে আনয়ন করিব; তাহাতে সন্দেহ কি! হে দেবি বসুধে! সীতাকে আমার দর্শনপথে আনয়ন কর, অন্যথা আমাকে যেরূপ অবজ্ঞা করিতেছ, তদনুরূপ রোষ প্রদর্শন করিব। হলহস্ত জনক কর্ষণ করিতে করিতে তোমার গর্ভ হইতেই সীতাকে লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া তুমি আমার শ্বশ্রূ; অতএব, তুমি সীতাকে বাহির করিয়া দাও অথবা আমাকেও বিবর প্রদান কর, আমি পাতালে অথবা সুরলোকে সীতার সহিত একত্র বাস করিতে অভিলাষ করি। আমি সীতার নিমিত্ত মুগ্ধ হইয়াছি, অতএব তুমি শীঘ্র তাঁহাকে আনয়ন কর। হে বসুধে! যদি তুমি সীতাকে না দাও, তাহা হইলে আমি পর্ব্বত ও বনসকলের সহিত তোমার সমগ্র আয়তনকে পীড়িত বিনষ্ট ও মহাজলে নিমগ্ন করিয়া, জগৎ জলময় করিব।"

রামচন্দ্র ক্রোধ ও শোকের বশীভূত হইয়া এই কথা বলিলে, সুরগণের সম্মতিক্রমে ব্রহ্মা বলিলেন;—' হে অরিন্দম সুব্রত রাম! তোমার এরূপ সন্তাপ করা উচিত নহে, স্বীয় প্রাচীন বৈষ্ণবভাব ও মন্ত্রণাসকল স্মরণ কর। হে মহাবাহো! আমি এই অনুত্তম গুহ্য বিবরণটি তোমার স্মৃতিপথে আনয়ন করিতাম না; কিন্তু হে সুব্রত! সম্প্রতি আবশ্যক হইয়াছে বলিয়াই বলিতেছ যে, মুহূর্ত্তকালের নিমিত্ত স্বীয় বৈষ্ণবজন্মের বিষয় স্মরণ কর। তোমার চিরপরায়ণা স্বতঃশুদ্ধা সাধ্বী সীতা তদীয় আশ্রয়রূপ তপোবলদ্বারা নাগলোকে গমন করিয়াছেন; সুরপুরে তাঁহার সহিত তোমার পুনর্ব্বার সহবাস হইবে। অধিকন্তু হে বীর! এই সভাসম্মুখে আমি তোমাকে আর যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর;—হে রাম কাব্যসকলের মধ্যে শুভ ও উত্তম এই কাব্যের অন্তপর্য্যন্ত বিস্তররূপে শ্রবণ করিলেই, তুমি সমস্ত জানিতে পারিবে। হে বীর! তুমি জন্মপ্রভৃতি যে সকল সুখদুঃখ ভোগ করিয়াছ এবং ভবিষ্যতে যাহা করিতে হইবে, বাল্মীকি সেই সমস্তই ইহাতে বর্ণন করিয়াছেন। রাঘব! তুমি ভিন্ন অপর কেহই কাব্যপ্রকাশিত যশের ভাগী হইতে পারে না বলিয়াই এই সমগ্র আদিকাব্য তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তুমি আমাদিগের সকলের সহিত এই রামায়ণকাব্যের পূর্ব্বভাগ শ্রবণ করিয়াছ, সম্প্রতি অবশিষ্ট ভবিষ্যভাগ শ্রবণ কর। হে মহাযশ! এই কাব্যে উত্তর নামক যে উত্তম শেষভাগ আছে, মহর্ষিগণের সহিত তাহা শ্রবণ কর। হে বীর রঘুনন্দন! এই কাব্যের উত্তম শেষভাগ তোমার ন্যায় পরম রাজর্ষি ভিন্ন অপর কাহারও শ্রোতব্য নহে।' ত্রিভুবনেশ্বর ব্রহ্মা এই কথা বলিয়াই সবান্ধব দেবগণের সহিত সুরপুরাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। যে সমস্ত ব্রহ্মলোকনিবাসী মহাতেজস্বী মহর্ষি ছিলেন, তাঁহারা রঘুনন্দনের ভবিষ্যদ্বিবরণ শ্রবণ করিবার নিমিত্ত পিতামহ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া অবস্থিত হইলেন।

পরমতেজস্বী রামচন্দ্র দেবদেব পিতামহের মঙ্গলময়ী বাণী শ্রবণ করতঃ বাল্মীকিকে বলিলেন;—'ভগবন্! এই ব্রাহ্মলৌকিক ঋষিগণ সকলেই ভবিষ্যদ্বিবরণসম্বলিত উত্তরভাগ শ্রবণ করিবার নিমিত্ত সমুৎসুক হইয়াছেন, অতএব কল্য প্রাতে তাহা প্রবর্ত্তিত হউক।' রামচন্দ্র এইরূপ অবধারণ করতঃ সমাগত জনগণকে বিদায় দিয়া কুশ ও লবকে লইয়া কর্ম্মশালায় প্রবেশ করিলেন এবং সীতার নিমিত্ত

শোক করিতে করিতে যামিনী অতিবাহিত করিলেন।

ইতি একাদশোত্তরশততম সর্গ ॥ ১১১ ॥

দ্বাদশাধিকশততম সর্গ।

রজনী প্রভাতা হইলে রঘুনন্দন মহামুনিগণকে আহ্বান করতঃ স্বীয় পুত্রযুগলকে নিঃশঙ্কচিত্তে সঙ্গীত আরম্ভ করিতে বলিলেন। অনন্তর মহাত্মা মহর্ষিগণ উপবিষ্ট হইলে কুশ ও লব ভবিষ্যদ্বিবরণসমন্বিত উত্তরভাগ গান করিতে আরম্ভ করিলেন।

এইরূপে সীতা সত্যরূপ সম্পত্তিদ্বারা পাতালে প্রবেশ করিলে ও যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে রাজীবলোচন রামচন্দ্র অতিশয় দুর্ম্মনা হইয়া উঠিলেন। তিনি বৈদেহীর অদর্শনে জগৎ-শূন্য দেখিতে লাগিলেন এবং নিতান্ত শোক-পরতন্ত্র হইয়া কুত্রাপি শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না; সুতরাং বহুবিধ বিত্তদানদ্বারা ব্রাহ্মণ, সমাগত পার্থিব, ঋক্ষ, বানর, রাক্ষস ও সাধারণ জনগণকে বিসর্জ্জন করতঃ মনোমধ্যে সীতাকে ধ্যান করিতে করিতে অযোধ্যাতে প্রবেশ করিলেন। সীতা পাতালে প্রবেশ করিলেও রঘুনন্দন আর দ্বিতীয়া ভার্য্যা গ্রহণ করিলেন না; হিরণ্ময়ী সীতাপ্রতিকৃতি লইয়া যজ্ঞাদি নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

শ্রীমান্ রঘুনন্দন সীতার পাতালপ্রবেশের পর দশসহস্র বৎসরের মধ্যে ভূরিদক্ষিণ চারিশত অশ্বমেধ, বহুসুবর্ণসমন্বিত চারিসহস্র বাজপেয় এবং অসংখ্য গোসব অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্রাদি যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিলেন। এইরূপে ধর্ম্মপ্রযত রাজ্যস্থ মহাত্মা রামচন্দ্রের সুমহান্ কাল অতীত হইল। ঋক্ষ বানর ও রাক্ষসগণ নিরন্তর তাঁহার শাসনে ছিল এবং পার্থিবগণ প্রতিদিন তদীয় অনুরাগ বর্দ্ধিত করিতেন। তাঁহার রাজ্যকালে পর্জ্জন্যদেব যথাকালে বারিবর্ষণ করায় নিরন্তর সুভিক্ষ বর্ত্তমান ছিল, দিক্ সকল সর্ব্বদা নির্ম্মল থাকিত এবং পুর ও জনপদ সকল হৃষ্টপুষ্ট জনগণদ্বারা আকীর্ণ হইয়াছিল। তদীয় শাসনপ্রভাবে তৎকালে কেহই বিপদগ্রস্ত ব্যাধিপীড়িত বা অকালে কালকবলে পতিত হয় নাই। এইরূপে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইলে পুত্রপৌত্রপরিবৃতা যশস্বিনী রামজননী কালধর্ম্মে সংযুক্ত হইলেন। যশস্বিনী কৈকেয়ী ও সুমিত্রা বহুবিধ ধর্ম্ম আচরণ করতঃ তাঁহার অনুগামিনী হইয়া অমরপুরে বসতি লাভ করিলেন। সেই মহাভাগাগণ সকলেই সুরপুরে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মলাভ করতঃ হৃষ্টান্তঃকরণে রাজা দশরথের সহিত সঙ্গতা হইলেন। ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্রও যথাসময়ে অবিশেষরূপে সকল মাতার উদ্দেশেই ব্রাহ্মণ ও তপস্বিগণকে মহাদান সকল প্রদান করতঃ পৈতৃক রত্নরাশিদ্বারা পরম দুস্তর যজ্ঞ সকল সম্পাদন করিয়া দেবতা ও পিতৃলোক সকলকে সম্বর্দ্ধিত করিলেন।

এইরূপে বহুবিধ যজ্ঞদ্বারা নিরন্তর ধর্ম্মকে পরিবর্দ্ধিত করিতে করিতে মহাত্মা রামচন্দ্রের বহুসহস্র বৎসর যথাসুখে অতিবাহিত হইল।

ইতি দ্বাদশাধিক শততম সর্গ ॥ ১১২ ॥

ত্রয়োদশোত্তরশততম সর্গ।

কোনসময়ে কেকয়রাজ যুধাজিৎ রামচন্দ্রকে প্রদান করিবার নিমিত্ত প্রীতিপ্রদ অনুত্তম দশসহস্র অশ্ব, কম্বল, উত্তম চিত্রবস্ত্র, রত্ন ও বহুবিধ শুভ আভরণ সকলের সহিত স্বীয় পুরোহিত অঙ্গিরানন্দন অমিতপ্রভ ব্রহ্মর্ষি গার্গ্যকে রামসমীপে প্রেরণ করিলেন। ধীমান্ রামচন্দ্র মাতুলকর্ত্তৃক প্রেরিত মহাধনসমন্বিত মহর্ষি গার্গ্যকে সমাগত শ্রবণে অনুজগণের সহিত ক্রোশ পর্য্যন্ত প্রত্যুদ্গমন করতঃ যেরূপ সুররাজ সুরগুরুকে পূজা করেন, তদ্রূপ গার্গ্যকে পূজা করিলেন। অনন্তর সেই মহাভাগ ঋষিপ্রবরকে সাদরে স্বগৃহে আনয়ন ও মাতুলপ্রেষিত ধন প্রতিগ্রহ করতঃ মাতুলের সর্ব্বাঙ্গীন কুশলসন্দেশ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং ঋষিবর উপবিষ্ট হইলে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসু হইয়া বলিলেন; ভগবন্! যখন সাক্ষাৎ বৃহস্পতির ন্যায় ভবাদৃশ বাক্যবিশারদ ব্যক্তি

আগমন করিয়াছেন, তখন বোধ হয় মাতুল কোন বিশেষ কথাই বলিয়া থাকিবেন।'

রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণে মহর্ষি গার্গ্য স্বীয় আগমনের প্রয়োজনবিবরণ বিবৃত করিতে আরম্ভ করিয়া কহিলেন;—হে মহাবাহো তোমার নরপুঙ্গব মাতুল যুধাজিৎ যে প্রীতিসংযুক্ত বাক্য বলিয়াছেন, তাহা যদি তোমার রুচির অনুরূপ হয়, তবে শ্রবণ কর। তিনি বলিয়াছেন;—"হে বীর! সিন্ধুনদের উভয়পার্শ্বে যে ফলমূলশোভিত মনোহর গন্ধর্ব্বদেশ আছে, শৈলূষনন্দন তিনকোটী যুদ্ধবিশারদ মহাবল গন্ধর্ব্ব নিরন্তর ধৃতায়ুধ হইয়া তাহা রক্ষা করিয়া থাকে। হে মহাবাহো! তুমি সেই গন্ধর্ব্বগণকে পরাজিত করিয়া গন্ধর্ব্বরাজ্যকে স্বীয় সুশাসিত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত কর। রাম! আমি তোমাকে অহিত বলিতেছি না; সেই পরম রমণীয় প্রদেশ জয় করা অন্যের সাধ্যাতীত, অতএব তাহাতে তোমার অভিলাষ হউক।'

রামচন্দ্র মহর্ষিকথিত মাতুলবাক্য শ্রবণে পরম প্রীত হইয়া তাহা স্বীকার করতঃ ভরতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে সেই দ্বিজবরকে বলিলেন;—'হে ব্রহ্মর্ষে! ভরতের পুত্র তক্ষ ও পুষ্কল নামক এই ধার্ম্মিকপ্রবর বীর কুমারযুগল ভরতকে পুরোবর্ত্তী করিয়া এবং মাতুল যুধাজিৎকর্তৃক সুরক্ষিত হইয়া সবলে তথায় গমন করতঃ গন্ধর্ব্বনন্দনগণকে পরাজিত এবং সেই প্রদেশকে পুরদ্বয়ে বিভক্ত করিবে। ধার্ম্মিকবর ভরত গন্ধর্ব্বরাজ্যকে পুরদ্বয়ে বিভক্ত ও স্বীয় তনয়দ্বয়কে তথায় সন্নিবেশিত করিয়া পুনর্ব্বার আমার সমীপে আগমন করিবেন।,

রামচন্দ্র ব্রহ্মর্ষিকে এই কথা বলিয়া ভরতকে সবলে গমন করিতে বলিলেন এবং কুমারযুগলকে অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর ভরত শুভনক্ষত্রে অঙ্গিরানন্দনকে পুরোবর্ত্তী করিয়া কুমারদ্বয়ের সহিত সসৈন্য নগর হইতে নির্গত হইলেন এবং সুরগণেরও দুরাধর্ষ রাঘববাহিনী শক্রসনাথা সুরসেনার ন্যায় তাঁহার অনুগামিনী হইল। মাংসাশী জীবনিবহ ও রাক্ষসগণ রক্তপানাভিলাষে ভরতের পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। মাংসভক্ষক দারুণস্বভাব অসংখ্য ভূতগণ গন্ধর্ব্বপুত্রগণের মাংস ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার অনুগামী হইল। বহুসহস্র সিংহ ব্যাঘ্র বরাহ ও খেচর পক্ষী সেই সেনার অগ্রে গমন করিতে লাগিল।

এইরূপে সেই হৃষ্টপুষ্ট জনসমন্বিতা রাঘববাহিনী নির্গত হইয়া পথমধ্যে অর্দ্ধমাস অবস্থান করতঃ কেকয়রাজ্যে উপস্থিত হইল।

ইতি ত্রয়োদশোত্তরশততম সর্গ॥ ১১৩॥

চতুর্দ্দশোত্তর শততম সর্গ।

কেকয়রাজ যুধাজিৎ মহর্ষিগণের সহিত সেনাপতি ভরতকে সমাগত শ্রবণে পরম প্রীত হইলেন এবং জনসমূহে পরিবৃত হইয়া সত্বর তাঁহার সহিত গন্ধর্ব্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা ত্বরিতগমনে অনুচরবর্গের সহিত সবলে গন্ধর্ব্বরাজ্যে উপনীত হইলে তত্রত্য মহাবীর্য্য গন্ধর্ব্বগণ ভরতের আগমনবার্ত্তা শ্রবণে যুদ্ধাভিলাষী হইয়া চতুর্দ্দিকে সিংহনাদ করিতে লাগিল। অনন্তর সপ্তরাত্র মহাভয়ঙ্কর তুমুল লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইলেও, তাহাতে কোন পক্ষেরই জয়লাভ হইল না। সেই সময়ে খড়্গ শক্তি ও ধনুরূপ গ্রাহবিশিষ্ট নৃকলেবরবাহিণী রক্তপ্রবাহিণী সকল চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইল।

অনন্তর রামানুজ মহাত্মা ভরত রুষ্ট হইয়া গন্ধর্ব্বগণের প্রতি সম্বর্ত্ত নামক নিদারুণ কালাস্ত্র নিক্ষেপ করিলে ক্ষণকাল মধ্যে তিন কোটি গন্ধর্ব্ব সেই কালপাশ দ্বারা আবদ্ধ ও বিদারিত হইল। সেই সময়ে নিমেষান্তরমাত্রে তাদৃশ মহাবলগণ নিহত হওয়ায় সুরগণও বিস্মিত হইলেন এবং তাদৃশ যুদ্ধ আর কখন দেখিয়াছিলেন কি না, তাহা স্মরণ করিতে পারিলেন না।

এইরূপে সেই গন্ধর্ব্বগণ নিহত হইলে কৈকয়ীনন্দন ভরত সেই মনোহর গন্ধর্ব্বদেশকে তক্ষশিলা ও পুষ্কলাবত নামক পুরদ্বয়ে বিভাগ করতঃ তক্ষকে তক্ষশিলাতে

এবং পুষ্কলকে পুষ্কলাবতে সন্নিবেশিত করিলেন। সেই উভয় পুরই ধনরত্নে পরিপূর্ণ, কাননিবহদ্বারা উপশোভিত, বহুগুণদ্বারা যেন পরস্পর স্পর্দ্ধাসমন্বিত, ন্যায়োপেত ক্রয়বিক্রয়াদিরূপ ব্যাপারদ্বারা মনোহর, উদ্যান ও যাননিবহে পরিপূর্ণ, অন্তরাপণসকলদ্বারা সুবিভক্ত, উত্তম গৃহ এবং সুরুচির সপ্তভূমিক প্রাসাদমালা ও অপর বহুবিধ পদার্থদ্বারা সমলঙ্কৃত এবং তাল তমাল বকুল তিলক ও অলঙ্কৃত দেবায়তনসমূহদ্বারা সুসজ্জিত হওয়ায় সকলে মনোহর হইল।

এইরূপে রামানুজ শ্রীমান্ ভরত পুত্রদ্বয়কে সন্নিবেশিত করতঃ তথায় পাঁচ বৎসর অবস্থান করিয়া পুনর্ব্বার অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি অযোধ্যায় উপনীত হইয়া বাসব যেরূপ ব্রহ্মাকে অভিবাদন করেন, তদ্রূপ ধর্ম্মের সাক্ষাৎ দ্বিতীয় মূর্ত্তিস্বরূপ মহাত্মা রামচন্দ্রকে অভিবাদন করিয়া গন্ধর্ব্বযুদ্ধে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল এবং যেরূপে পুত্রদ্বয় সন্নিবেশিত হইয়াছে যথাক্রমে সেই সমস্ত নিবেদন করিলেন; তচ্ছ্রবণে রামচন্দ্রও পরমপ্রীত হইলেন।

ইতি চতুর্দ্দশোত্তর শততম সর্গ ॥ ১১৪

পঞ্চদশোত্তর শততম সর্গ।

রামচন্দ্র ভ্রাতৃগণের সহিত সেই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করতঃ পরমানন্দিত হইয়া ভ্রাতৃগণকে এই পরমাদ্ভুত বাক্য বলিলেন;— লক্ষ্মণ! তোমার পুত্র কুমার অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু পরম ধার্ম্মিক দৃঢ়বিক্রম এবং রাজ্যরক্ষায় সমর্থ; অতএব এই ধনুষ্কপ্রবর বীরযুগল যথায় সচ্ছন্দে অবস্থান করিতে পারিবে এরূপ কোন রমণীয় প্রদেশ অনুসন্ধান কর, আমি ইহাদিগকে তথায় অভিষিক্ত করিব। হে সৌম্য! যে স্থানে ইহারা বাস করিলে রাজগণ পীড়িত ও আশ্রমসকল বিনষ্ট হইবে না এবং আমরাও অপরাধী হইব না, এরূপ কোন স্থান অন্বেষণ কর।

রামচন্দ্র এই কথা বলিলে ভরত প্রত্যুত্তর করিলেন;—কারুপথ দেশ পরম রমণীয় ও নিরুপদ্রব; সেই স্থানেই মহাবল অঙ্গদের রাজ্য সংস্থাপিত হউক এবং চন্দ্রকেতুকে মনোহর নিরুপদ্রব চন্দ্রকান্তনগরে সংস্থাপিত করুন। রামচন্দ্র ভরতসমীরিত বাক্য গ্রহণ করতঃ কারুপথদেশ স্বায়ত্ত করিয়া তথায় অঙ্গদকে সন্নিবেশিত করিলেন। অক্লিষ্টকর্ম্মা রঘুনন্দন কারুপথদেশে পরম রমণীয়া ও সুরক্ষিতা অঙ্গদীয়া নাম্নী পুরী নির্ম্মাণ করতঃ তথায় অঙ্গদকে সন্নিবেশিত করিয়া মল্ল চন্দ্রকেতুকে মল্লভূমিতে সন্নিবেশিত করিলেন এবং তাহার স্বর্গপুরীসদৃশা রমণীয়া পুরী চন্দ্রকান্তা নামে বিখ্যাত হইল।

অনন্তর যুদ্ধদুর্দ্ধর্ষ রাম লক্ষ্মণ ও ভরত পরম প্রীতিসহকারে সুসমাহিত কুমারদ্বয়কে অভিষিক্ত করতঃ অঙ্গদকে পশ্চিমপ্রদেশ ও চন্দ্রকেতুকে উত্তরদেশ প্রদান করিলে সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ অঙ্গদের এবং ভরত চন্দ্রকেতুর পার্ষ্ণিগ্রাহ হইয়া তাহাদের অনুগামী হইলেন। লক্ষ্মণ অঙ্গদীয়াপুরীতে সম্বৎসর অবস্থান করতঃ দুরাধর্ষ পুত্রকে স্থিরপ্রতিষ্ঠিত জানিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলেন এবং ভরতও কিঞ্চিদধিক সম্বৎসরকাল চন্দ্রকান্তানগরীতে অবস্থান করতঃ পুনর্ব্বার অযোধ্যায় রামচরণোপান্তে উপস্থিত হইলেন।

এইরূপে ধার্ম্মিকপ্রবর ভরত ও লক্ষ্মণ স্নেহসহকারে শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞাপালনে নিযুক্ত থাকিয়া ধর্ম্ম ও পৌরকার্য্য সকল সাধন করতঃ ক্ষণকালের ন্যায় সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিলেন।

সমিদ্ধ হুত হুতাশনের ন্যায় তেজঃপ্রদীপ্ত ভ্রাতৃত্রয় বিপুল লক্ষ্মীলাভে পূর্ণমনোরথ হইয়া সেই ধর্ম্মপুরী অযোধ্যাতে বহু যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন।

ইতি পঞ্চদশোত্তরশততম সর্গ ॥ ১১৫ ॥

ষোড়শাধিকশততম সর্গ।

এইরূপে ধর্ম্মনিরত রামচন্দ্রের বহুদিবস

রূপ ধারণ করতঃ রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তিনি দ্বারদেশে ধৃতিমান্ লক্ষ্মণকে দেখিয়া বলিলেন;—'হে মহাবল! আমি অতিবল অমিততেজস্বী মহর্ষির দূত, কোন কার্য্যবশতঃ রামচন্দ্রকে দেখিতে আসিয়াছি; অতএব তুমি মদীয় বাক্যের গৌরব রক্ষা করিবার নিমিত্ত সত্বর রামসমীপে আমার আগমন-সম্বাদ প্রদান কর।"

মহর্ষির বাক্য শ্রবণে লক্ষ্মণ ত্বরান্বিত হইয়া তদীয় আগমনবিবরণ বিজ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত রামসমীপে গমন করিয়া বলিলেন;—'হে মহাদ্যুতে! আপনি রাজধর্ম্মদ্বারা উভয় লোকে বিজয় লাভ করুন্; হে বিভো! তপঃপ্রভাবে সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট কোন দূত আপনার দর্শনলাভের বাসনা করিতেছেন।' লক্ষ্মণ-সমীরিত বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র বলিলেন;—'বৎস! সেই মহাতেজস্বী বার্ত্তাবহকে শীঘ্র প্রবেশিত কর।" তখন লক্ষ্মণ 'যথা আজ্ঞা" বলিয়া সেই তেজঃপ্রজ্বলিত মহর্ষিকে রামসমীপে প্রবেশিত করিলেন।

তাপস তেজঃপ্রদীপ্ত রঘুশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রের সমীপে উপনীত হইয়া মধুরবাক্যে বলিলেন; 'মহারাজ সর্ব্বতোভাবে বর্দ্ধিত হউন।' রামচন্দ্রও অর্ঘ্যাদিদ্বারা মহর্ষিকে পূজা করিলে মহাযশস্বী বাক্যবিশারদ তাপসবর দিব্য আসনে উপবেশন করিলেন। অনন্তর রামচন্দ্র কুশলজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন; 'হে মহাদ্যুতে! আপনার আগমন শুভ হউক; আপনি যাঁহার দূত হইয়া আসিয়াছেন, তদীয় বাক্যসকল প্রকাশ করুন্।"

রাজসিংহ রামচন্দ্রকর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া তাপস বলিলেন;—'মহারাজ! আমি যাহা বলিতে আসিয়াছি,তাহা দেবগণের হিতজনক ও পরম রহস্য, অতএব তাহা আমি এবং আপনি ভিন্ন অপর কাহারও জ্ঞাতব্য নহে। যদি আপনার সেই মুনিবাক্যে শ্রদ্ধা থাকে, তবে এইরূপ নিয়ম করুন্ যে, যে ব্যক্তি আমাদিগের এই সম্বাদ শ্রবণ বা আমাদিগকে নির্জ্জনে দর্শন করিবে সে আপনার বধ্য হইবে।" তচ্ছ্রবণে রামচন্দ্র 'তাহাই হইবে' এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন;—'হে মহাবাহো! প্রতীহারকে বিদায় দিয়া তুমি স্বয়ং দ্বারে অবস্থান কর। লক্ষ্মণ! এই মহর্ষি এবং আমি যৎকালে নির্জ্জনে অবস্থান করিব, তখন যে ব্যক্তি আমাদিগের বাক্য শ্রবণ বা আমাদিগকে দর্শন করিবে সে আমার বধ্য হইবে।'

রামচন্দ্র এইরূপে লক্ষ্মণকে দ্বারে স্থাপন করতঃ তাপসকে বলিলেন;—'মহর্ষে! আপনার রহস্যবাক্য শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমি অতিশয় উৎসুক হইয়াছি, অতএব আপনি যৎকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন এবং যে গোপনীয় সন্দেশটি আপনার বক্তব্য আছে, তাহা প্রকাশ করুন্।'

ইতি ষোড়শাধিকশততম সর্গ ॥ ১১৬ ॥

সপ্তদশোত্তরশততম সর্গ।

ঋষি বলিলেন;—'হে মহাবল মহারাজ, আমি যে জন্য আসিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন্; হে বীর! আমি আপনার প্রাক্তনদেহের সেই মায়াসম্ভূত পরপুরবিজয়ী সর্ব্বসংহারক কাল নামক পুত্র, ভগবান্ পিতামহ আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। লোকপতি প্রভু পিতামহ আপনাকে বলিয়াছেন যে, হে সৌম্য! আপনি লোক সকলকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যে সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ হইয়াছে। হে বিভো। আপনি পূর্ব্বকালে নিজ মায়াদ্বারা লোক সকলকে সংক্ষেপ করতঃ মহার্ণবে শয়ান থাকিয়া আমাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অনন্তর মায়াবলে ভূধারণক্ষম উদকশায়ী ভোগবিশিষ্ট অনন্ত নামক নাগকে সৃষ্টি করিয়া অপর দুইটি মহাবল মহাসত্ত্বকে সৃষ্টি করেন। মধু ও কৈটভ নামক সেই দুই মহাসত্ত্বের অস্থিসমূহদ্বারা এই পর্ব্বত সমন্বিতা মেদিনী উৎপন্ন হয়। তৎ-পরে নাভিস্থিত দিব্য পদ্ম হইতে আমাকে সৃষ্টি করিয়া প্রাজাপত্যে অভিষিক্ত করেন। হে বিভো! আপনার নিকট এইরূপ ভারপ্রাপ্ত হইয়া আমি আপনাকে 'আপনি আমার তেজস্কর, সমস্ত

জগতের পতি ও আমার উপাস্য, অতএব মৎসৃষ্ট এই ভূত সকলকে রক্ষা করুন, এই প্রার্থনা করিলে আপনি ভূতনিবহের রক্ষা বিধান করতঃ সেই দুর্দ্ধর্ষ সনাতনভাব হইতে বিষ্ণুত্ব প্রাপ্ত হয়েন। কোন সময় কার্য্যবশতঃ আপনি অদিতির গর্ভে বীর্য্যবান্ পুত্ররূপে জন্ম পরিগ্রহ করতঃ ইন্দ্রাদি ভ্রাতৃগণের বীর্য্য সম্বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। হে প্রভো! সেই আপনিই প্রজা সকলকে নষ্টপ্রায় দর্শনে রাবণকে বধ করিবার নিমিত্ত স্বয়ংই দশসহস্র দশ শত বৎসরবাসের নিয়ম করিয়া মানুষভাবে নীতিনিবেশ করিয়াছেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনি স্বসঙ্কল্পবশতঃ যে সময়ের নিমিত্ত মনুষ্যলোকে আগমন করিয়াছিলেন, আপনার সেই কাল পূর্ণ হইয়াছে; অতএব সম্প্রতি আপনার স্বধামে গমন করা কর্ত্তব্য হইতেছে। হে বীর মহারাজ! পিতামহ আরও বলিয়াছেন যে, যদি আপনি পুনর্ব্বার প্রজাপালনে অভিলাষী হয়েন, তবে ইচ্ছানুসারে বাস করুন্। অথবা হে রাঘব! যদি আপনার সুরলোক বিজিগীষা হইয়া থাকে, তবে দেবগণ বিষ্ণু সান্নিধ্য লাভে সনাথ ও গতজ্বর হউন।

পিতামহকর্ত্তৃক উক্ত সেই কালসমীরিত বাক্য শ্রবণ করতঃ রামচন্দ্র হাস্য করিয়া সেই সর্ব্বসংহারককে বলিলেন;— তোমার আগমনে এবং দেবদেব পিতামহের পরমাদ্ভুত বাক্য শ্রবণে আমি অতিশয় প্রীত হইয়াছি। লোকত্রয়ের কার্য্যসাধনের নিমিত্তই আসিয়াছিলাম; সম্প্রতি তোমার আগমন শুভ হউক, আমি যে স্থান হইতে আসিয়াছি, সেই স্থানেই গমন করিব। হে সর্ব্বসংহার! তোমার আগমন আমার অনুমতই হইয়াছে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; বিশেষতঃ পিতামহ যেরূপ বলিয়াছেন, তদনুসারে বশবর্ত্তী দেবগণের সকল কার্য্যেই [illegible]র থাকা কর্ত্তব্য।"

ইতি সপ্তদশোত্তর শততম সর্গ ॥ ১১৭ ॥

অষ্টাদশোত্তর শততম সর্গ।

তাঁহাদের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইত্যবসরে বিপ্রবর ভগবান্ দুর্ব্বাসা রামচন্দ্রের দর্শনাভিলাষী হইয়া রাজদ্বারে উপনীত হইলেন সেই ঋষিসত্তম সুমিত্রানন্দনের সমীপবর্ত্তী হইয়া বলিলেন; —'আমার প্রয়োজন উপনীত হইতেছে, অতএব অপর কার্য্যের পূর্ব্বেই শীঘ্র রামচন্দ্রকে দর্শন করাও।" পরবীরবিজয়ী লক্ষ্মণ মহাত্মা মুনিবর দুর্ব্বাসার বাক্য শ্রবণ করতঃ তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন;—'ভগবন্! রামচন্দ্র কার্য্যান্তরে ব্যগ্র আছেন, অতএব মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা করুন্ এবং আপনার কি চিকীর্ষিত, কি প্রয়োজন ও আমাকেই বা কি করিতে হইবে বলুন্।" ঋষিশার্দ্দূল দুর্ব্বাসা তচ্ছ্রবণে ক্রোধ অধীর হইয়া উঠিলেন এবং নয়নানলদ্বারা যেন লক্ষ্মণকে দগ্ধ করতঃই এই কথা বলিলেন; 'রে সৌমিত্রে! আমি আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারি না, অতএব তুমি এই মুহূর্ত্তেই রামসমীপে আমার আগমন সম্বাদ প্রদান কর; অন্যথা রামকে তোমাকে ভরতকে শত্রুঘ্নকে এবং তোমাদের রাজ্য পুরী ও সন্তানগণকেও শাপ প্রদান করিব।'

মহাত্মা দুর্ব্বাসার এতাদৃশ ঘোরতর বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ সেই বাক্যের কর্ত্তব্যতা বিষয়ে ক্ষণকাল চিন্তা করতঃ 'সর্ব্বনাশ হওয়া অপেক্ষা আমার একেরই মরণ ভাল' এইরূপ অবধারণ করিয়া রাঘবসমীপে নিবেদন করিলেন।

লক্ষ্মণবাক্য শ্রবণে রামচন্দ্র কালকে বিদায় দিয়া সত্বর অগ্রসর হইয়া অত্রিনন্দনকে দর্শন করিলেন এবং সেই তেজঃপ্রদীপ্ত ঋষিবরকে অভিবাদন করতঃ কৃতাঞ্জলিপুটে আগমনপ্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রভাবশালী মুনিবর দুর্ব্বাসাও রাঘবসমীরিত বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন;—

'হে ধর্ম্মবৎসল! শ্রবণ কর; হে অনঘ! আমি সহস্রবৎসর কাল যে অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলাম, তাহা অদ্য সমাপ্ত হইয়াছে; সম্প্রতি, ভোজন করিতে ইচ্ছা করি, অতএব যথোপপন্ন অন্ন আনয়ন কর।' রামচন্দ্র

সেই কথা শুনিয়া অতিশয় প্রীতমনা হইলেন এবং সেই মুনিপুঙ্গবকে যথোপপন্ন ভোজন প্রদান করিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ দুর্ব্বাসাও সেই অমৃতসদৃশ অন্ন ভোজন করিয়া রামচন্দ্রকে সাধুবাদ প্রদান করতঃ স্বীয় আশ্রমাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন।

মহাভাগ দুর্ব্বাসা প্রস্থিত হইলে মহাযশা রামচন্দ্র কালকথিত বাক্য স্মরণ করতঃ অতিশয় দুঃখিত হইলেন। তিনি সেই ঘোরদর্শন কালবাক্য স্মরণ করতঃ একান্ত দুঃখসন্তপ্ত হইলেন এবং কিছুমাত্র বলিতে না পারিয়া দীনমনে অবনতবদনে বহুক্ষণ চিন্তা করতঃ 'আমার এই সমস্তই বিনষ্ট হইবে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

ইতি অষ্টাদশোত্তর শততম সর্গ ॥ ১১৮ ॥

একোনবিংশত্যধিকশততম সর্গ।

রামচন্দ্রকে রাহুগ্রস্থ চন্দ্রমার ন্যায় অবনতবদন ও দীন দর্শনে লক্ষ্মণ হর্ষসহকারে মধুরবাক্যে বলিলেন;—'হে মহাবাহো! আপনার সন্তপ্ত হওয়া উচিত নহে, ইহা আমার পূর্ব্বজন্মের কাল-কৃতা গতি। হে সৌম্য কাকুৎস্থ! হীনপ্রতিজ্ঞ লোকসকল নরকস্থ হয়, অতএব আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে আমাকে বধ করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করুন্। হে মহারাজ রঘুনন্দন! যদি আমার প্রতি অপনার প্রীতি ও অনুগ্রহ থাকে, তবে নিঃশঙ্কচিত্তে আমাকে বধ করিয়া ধর্ম্মকে পরিবর্দ্ধিত করুন্।'

লক্ষ্মণের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে রামচন্দ্রের ইন্দ্রিয়সকল বিচলিত হইয়া উঠিল; তখন তিনি মন্ত্রী ও পুরোহিতগণকে আহ্বান করতঃ তাঁহাদিগের নিকট তাপসসমীপে স্বীয় প্রতিজ্ঞা ও দুর্ব্বাসার আগমনবিবরণ বিজ্ঞাপন করিলেন। তচ্ছ্রবণে উপাধ্যায় ও মন্ত্রিবর্গ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; পরন্তু অমিততেজস্বী 'বসিষ্ঠ বলিলেন;—' হে মহাযশ মহাবাহো রাম! আমি পূর্ব্বে তপোবলদ্বারা লক্ষ্মণের সহিত তোমার বিয়োগ ও রোমহর্ষণ ক্ষয় দর্শন করিয়াছি, যাহা হউক প্রতিজ্ঞা নষ্ট হইলে ধর্ম্ম বিলুপ্ত হয় এবং ধর্ম্ম বিনষ্ট হইলে দেবর্ষিগণের সহিত চরাচর ত্রৈলোক্য ও যে বিনষ্ট হয়, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; অতএব স্বীয় প্রতিজ্ঞাকে বৃথা করিও না, কালকে বলবান্ বোধ করিয়া লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ কর। হে পুরুষশার্দ্দূল তুমি ত্রিভুবন পালন করতঃ যে সিদ্ধি লাভ করিয়াছ, অদ্য লক্ষ্মণ বিরহিত হইয়া তাহা রক্ষা করা তোমার কর্ত্তব্য হইয়াছে।'

সমবেত পুরোহিত ও মন্ত্রিবর্গের তাদৃশ ধর্ম্মার্থ সংহিত বাক্য শ্রবণে রামচন্দ্র সভামধ্যে লক্ষ্মণকে বলিলেন;—'লক্ষ্মণ! ধর্ম্মের বিপর্য্যয় করা কর্ত্তব্য নহে, অতএব আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম; কারণ, সাধুগণের পক্ষে ত্যাগ অথবা বধ উভয়ই তুল্য।'

রামচন্দ্র এইকথা বলিলে, লক্ষ্মণ নিজগৃহে প্রবেশ না করিয়াই বাষ্পব্যাকুললোচনে সত্বর প্রস্থিত হইলেন। তিনি সরযূতীরে গমন করতঃ আচমন করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত হইয়া ইন্দ্রিয়দ্বারসকল রোধ করতঃ আর নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন না। এইরূপে রামানুজ যোগাবলম্বন করতঃ নিশ্বাস রোধ করিলে মহর্ষি ও অপ্সরোগণের সহিত ইন্দ্রাদি দেবগণ তদুপরি পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেবরাজ মনুজগণের অদৃশ্যে সশরীর মহা-বল লক্ষ্মণকে লইয়া সুরপুরে প্রবেশ করিলেন। তখন বিষ্ণুর চতুর্থভাগকে সুরপুরে সমাগত দর্শনে সুরসত্তমগণ হৃষ্ট ও প্রমুদিত হইয়া তাঁহাকে পূজা করিলেন।

ইতি একোনবিংশত্যধিক শততম সর্গ ॥ ১১৯ ॥

বিংশোত্তরশততম সর্গ।

লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া রামচন্দ্রও দুঃখিত ও শোকসমন্বিত হইয়া পুরোহিত মন্ত্রী ও নৈগমগণকে বলিলেন;—আমি অদ্যই ধর্ম্মবৎসল ভরতকে অযোধ্যার আধিপত্যে অভিষিক্ত করিয়া বনগমন করিব। লক্ষ্মণ যে পথে গমন করিয়াছে, আমিও অদ্যই সেই পথে গমন করিব; অতএব কালবিলম্ব না করিয়া

...র আভিবেচনিক দ্রব্যসকল আনয়ন র।'

রাঘবসমীরিত বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রকৃতি-গ অবনতমস্তকে প্রণাম করতঃ গতসত্ত্বের ন্যায় অবস্থিত হইল। ভরতও রামবাক্য শ্রবণে ক্ষণকাল বিসংজ্ঞের ন্যায় অবস্থান করতঃ রাজ্যের নিন্দা করিয়া এই কথা বলিলেন;—'রাজন্! আমি সত্যদ্বারা শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি ভবদ্বিরহিত হইয়া রাজ্যলাভ বা সুখভোগের অভিলাষ করি না। ...বর মহারাজ! এই কুমারযুগল কুশীলবের মধ্যে বীর কুশকে কোশলরাজ্যে এবং লবকে উত্তরকোশলরাজ্যে অভিষিক্ত করুন। অপিচ দ্রুতবিক্রম দূতগণ বিলম্ব না করিয়া সত্বর শত্রুঘ্নসমীপে গমন করতঃ আমাদিগের এই গমনবিবরণ নিবেদন করুক।'

ভরতের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং দুঃখসন্তপ্ত পৌরগণকে অধোমুখে অবস্থিত দেখিয়া বসিষ্ঠ বলিলেন;—'বৎস রাম! ঐ দেখ প্রজাবর্গ অবনীতলে পতিত হইয়াছে, অতএব ইহাদের অভিপ্রায় অবগত হইয়া কার্য্য কর; কদাচ বিপ্রিয়াচরণ করিও না।' বসিষ্ঠবাক্য শ্রবণে রামচন্দ্র প্রজাগণকে উত্থাপিত করতঃ স্বীয় কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন প্রজাগণ রামচন্দ্রকে বলিল;—'হে রাম! আপনি গমন করিলে আমরাও আপনার অনুগমন করিব। হে কাকুৎস্থ! যদি আপনার পৌরগণের প্রতি প্রীতি ও অনুত্তম স্নেহ থাকে তবে আমরা পুত্র ও কলত্রগণের সহিত আপনার অনুগামী হইয়া সৎপথে গমন করিব। হে ঈশ্বর! যদি আমরা আপনার পরিত্যাজ্য না হই, তবে আপনি তপোবন দুর্গ নদী অথবা অম্ভোনিধিপ্রভৃতির মধ্যে যে স্থানে গমন করিবেন, আমাদের সকলকেই সেই স্থানে লইয়া চলুন্। হে মহারাজ! আপনার অনুগমনই আমাদের পরমা প্রীতি, পরম বর এবং হৃদ্গত আনন্দের বিষয়।'

রামচন্দ্র পৌরগণের তাদৃশ দৃঢ়ভক্তি দেখিয়া তাহাই স্বীকার করিলেন এবং স্বীয় কর্ত্তব্যবিষয় পর্য্যবেক্ষণ করতঃ সেই দিবসেই মহাবল কুশীলবের মধ্যে বীর কুশকে কোশলরাজ্যে এবং লবকে উত্তরকোশলরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর অযোধ্যাপুরে অভিষিক্ত সেই কুমারযুগলকে আলিঙ্গন করতঃ, তাহাদের প্রত্যেককে সহস্র রথ, অযুত হস্তী ও অশ্ব এবং বহুধন ও বহুরত্ন প্রদান করতঃ হৃষ্টপুষ্ট জনগণের সহিত নিজ নিজ পুরে প্রেরণ করিলেন।

এইরূপে রঘুনন্দন বীরবর কুমারযুগলকে অভিষিক্ত ও স্বপুরে প্রস্থাপিত করতঃ মহাত্মা শত্রুঘ্নের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন।

ইতি বিংশোত্তরশততম সর্গ ॥ ১২০ ॥

একবিংশোত্তরশততম সর্গ।

রামচন্দ্রের আদেশ অনুসারে প্রেরিত লঘুবিক্রম দূতগণ পথমধ্যে কুত্রাপি বিশ্রাম না করিয়া সত্বর মথুরাভিমুখে গমন করতঃ অহোরাত্রত্রয়ের মধ্যে তথায় উপনীত হইয়া শত্রুঘ্নসমীপে যথাবৎ সমস্ত বিষয় নিবেদন করিল। তাহারা শত্রুঘ্নসমীপে লক্ষ্মণপরিত্যাগ রামচন্দ্রের প্রতিজ্ঞা, রামের কুমারযুগলের রাজ্যাভিষেক ও পৌরগণের অনুগমনের বিষয় নিবেদন করিয়া বলিল;—বিন্ধ্যপর্ব্বতের নিকট কুশের রাজধানী হইয়াছে এবং ধীমান্ রামচন্দ্র তাহাকে কুশাবতী নাম প্রদান করিয়াছেন। লবের রমণীয়া পুরীর নাম শ্রাবস্তী হইয়াছে। রাজন্! এইরূপে মহারথ রামচন্দ্র ও ভরত অযোধ্যাকে জনশূন্য করিয়া স্বর্গগমনের উদ্যোগ করিতেছেন, অতএব আপনি সত্বর হউন।' দূতগণ মহাত্মা শত্রুঘ্নকে এই সমস্ত নিবেদন করিয়া বিরত হইল।

দূতগণের তাদৃশ নিদারুণ বাক্য শ্রবণ ও উপস্থিত কুলক্ষয় দর্শন করতঃ শত্রুঘ্ন প্রকৃতিপুঞ্জ ও কাঞ্চননামক পুরোহিতকে আহ্বান করিয়া অযোধ্যাবৃত্তান্ত ও ভ্রাতৃগণের সহিত আপনার ভাবি দেহবিয়োগের বিষয় প্রকাশ করিলেন। অনন্তর বীর নরনাথ শত্রুঘ্ন স্বীয় পুত্রদ্বয়ের মধ্যে সুবাহুকে মথুরা ও শত্রুঘাতীকে বৈদিশরাজ্য প্রদান করতঃ মাথুরী সেনা ও ধন সকল

দুইভাগে বিভাগ করিয়া দিলেন। এইরূপে রঘুনন্দন শত্রুঘ্ন সুবাহুকে মথুরাতে এবং শত্রুঘাতীকে বৈদিশ রাজ্যে স্থাপন করতঃ অযোধ্যায় গমন করিয়া জাজ্বল্যমান হুতাশনসদৃশ সূক্ষ্মক্ষৌমাম্বরধারী মহাত্মা রামচন্দ্রকে মুনিগণের মধ্যে সমাসীন দর্শন করিলেন। অনন্তর ধর্ম্মকে চিন্তা করতঃ সংযতেন্দ্রিয় হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ধর্ম্মজ্ঞ রামকে অভিবাদন করতঃ বলিলেন;—"হে মহারাজ রঘুনন্দন! আমি পুত্রদ্বয়কে অভিষিক্ত করিয়া আসিয়াছি; সম্প্রতি আমাকে আপনার অনুগমনে কৃতনিশ্চয় বলিয়া জানিবেন। হে বীর! ভবদীয় অনুশাসন মদ্বিধ ব্যক্তিদ্বারা বিহত হয়; ইহা কোনমতেই আমার অভিপ্রেত নহে; অতএব অদ্য আপনি আমাকে অন্যবিধ বাক্য বলিবেন না। শত্রুঘ্নের এতাদৃশ বীরোচিত ব্যবসিত জানিতে পারিয়া রামচন্দ্র কেবলমাত্র 'তাহাই হউক' এই কথা বলিলেন। রামমুখ হইতে এই বাক্য নির্গত হইবার পরক্ষণেই বহুসংখ্যক কামরূপী বানর ঋক্ষ ও রাক্ষস স্বর্গগমনোন্মুখ রামচন্দ্রকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সুগ্রীবকে পুরোবর্ত্তী করিয়া সেই স্থানে সমাগত হইল। দেবনন্দন ঋষিপুত্র ও গন্ধর্ব্বনন্দন সেই বানরগণ রামচন্দ্রের দেহত্যাগের বিষয় জানিতে পারিয়াছিল; সুতরাং সকলে সমবেত হইয়া রঘুনন্দনকে বলিল;—মহারাজ! আমরা আপনার অনুগমন করিবার নিমিত্তই সমাগত হইয়াছি; হে পুরুষোত্তম! যদি আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করেন, তাহা হইলে আপনার আমাদিগকে যেন যমদণ্ড সমুদ্যত করিয়া বধ করা হইবে।" অনন্তর মহাবল সুগ্রীব বীরবর রামচন্দ্রকে যথাবৎ প্রণাম করিয়া বলিলেন; হে বীর নরবর মহারাজ! আমি অঙ্গদকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া আসিয়াছি, আমাকে আপনার অনুগমনে কৃতনিশ্চয় বলিয়া জানিবেন।"

মহাযশা রামচন্দ্র তাহাদের দ্বারা এইরূপ উক্ত হইয়া 'তাহাই হইবে' এইরূপ প্রত্যুত্তর করতঃ রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণকে বলিলেন;—'হে মহাবীর্য্য রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ! যে পর্য্যন্ত পৃথিবী জনশূন্য না হইবে, তাই; তুমি দেহধারণ করতঃ লঙ্কায় অবস্থান কর না, হে বীর! যে পর্য্যন্ত চন্দ্র, সূর্য্য, মেদিনী রি-লোকমধ্যে রামকথা প্রচলিত থাকিবে, তু[illegible] তাবৎকাল পৃথিবীতে রাজ্য কর। হে রাক্ষসেশ্বর! বন্ধুত্ববশতঃই তোমাকে এরূপ আদেশ করিলাম, অতএব তোমার অন্যবিধ প্রত্যুত্ত[illegible] করা কর্ত্তব্য নহে; ধর্ম্মানুসারে প্রজা র[illegible] করিয়া মদীয় শাসন প্রতিপালন কর। অপি[illegible] হে মহাবল রাক্ষসেন্দ্র! আরও কিছু বলি[illegible] ইচ্ছা করি শ্রবণ কর; বাসবপ্রমুখ দেবগণে[illegible] আরাধ্য এবং ইক্ষ্বাকুগণের কুলদেবত জগ[illegible]ন্নাথকে আরাধনা কর।" রাক্ষসমুখ্যগণে[illegible] রাজা বিভীষণ 'রামচন্দ্রের আজ্ঞা' এই[illegible] চিন্তা করতঃ 'তাহাই হউক' বলিয়া রামবাক[illegible] স্বীকার করিলেন।

রামচন্দ্র বিভীষণকে এই কথা বলিয়া হ[illegible]মানকে বলিলেন;—'তুমি দীর্ঘজীবন[illegible] যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহার অ[illegible] করিওনা। হে হরীশ্বর! যে পর্য্যন্ত পৃথিব[illegible] মদীয় কথা প্রচলিত থাকিবে তুমি তাবৎ [illegible] পৃথিবীতে সুখভোগ করতঃ আমার আ[illegible] প্রতিপালন কর।' মহাত্মা রাঘবকর্ত্তৃক এইরূ[illegible] উক্ত হইয়া মারুতি আনন্দিত হইয়া বলিলে[illegible] যে পর্য্যন্ত পৃথিবীতে ভবদীয় পবিত্র [illegible] প্রচারিত থাকিবে তাবৎকাল পৃথিবী[illegible] থাকিয়া আপনার আদেশ প্রতিপালন করি[illegible] অনন্তর ব্রহ্মপুত্র জাম্ববান্‌কেও সেই ক[illegible] বলিয়া মৈন্দ ও দ্বিবিদকে বলিলেন;—[illegible] পর্য্যন্ত কলি উপস্থিত না হয়, তাবৎ জা[illegible]বানের সহিত তোমরা পাঁচজন পৃথিবী[illegible] অবস্থান কর।" রামচন্দ্র বিভীষণপ্রভৃতি[illegible] এই কথা বলিয়া অবশিষ্ট ঋক্ষ ও বানরগণ[illegible] বলিলেন;—তোমরা ইচ্ছানুসারে আ[illegible] সহিত যাইতে পার, আমি তাহাতে অস[illegible] নহি।'

ইতি একবিংশোত্তর শততম সর্গ ॥ ১২১ ॥

দ্বাবিংশাধিক শততম সর্গ।

রাত্রী প্রভাতা হইলে বিশালবক্ষা মহা কমললোচন রামচন্দ্র পুরোহিতকে বলি- ন্য—'দ্বিজগণের সহিত দীপ্যমান অগ্নি- ও বাজপেয়সাধন শোভমান আতপত্র ার অগ্রে প্রস্থিত হউক।' তচ্ছ্রবণে তেজস্বী বসিষ্ঠ মহাপ্রস্থানিক বিধি অনুসারে বশিষ্ট কার্য্য সকল যথাবৎ সম্পাদন করি অনন্তর রামচন্দ্র কুশ গ্রহণ করতঃ ধারী হইয়া মনঃ বাক্য ও বৃত্তিদ্বারা কে ধ্যান করিয়া দীপ্যমান দিবাকরের গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে নিঃসুখাভিলাষে পথ অতিক্রম করতঃ সরযূর মুখে গমন করিলেন। তৎকালে পদ্মহস্তা শ্রী তাঁহার দক্ষিণপার্শ্ব ও মহীদেবী বামপার্শ্ব শ্রয় করিলেন এবং সংহারশক্তি তাঁহার গ্রে গমন করিতে লাগিল। নানাবিধ শর, বৃহৎ উত্তম ধনুঃ ও অপর আয়ুধ সকল পুরুষ ধারণ করতঃ তাঁহার অনুগামী হইল। ধারী দেবগণ, সর্ব্বরক্ষণসমর্থা গায়ত্রী বং ওঙ্কার ও বষট্কার তাঁহার পশ্চাৎ ন করিতে লাগিল। তৎকালে স্বর্গদ্বার নিরাবরণ হইয়াছিল বলিয়া সমাগত মহাত্মা হর্ষিগণ সকলেই মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্রের অনু- গামী হইলেন। অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণ, দ্ধ বালক দাসী বর্ষবর ও কিঙ্করগণের হিত তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইল। রত সাগ্নিহোত্র রামচন্দ্রের অনুব্রত হইয়া বং তাঁহাকেই আপনার একমাত্র গতি জানিয়া ক্রঘ্ন ও অন্তঃপুরচারিণীগণের সহিত গমন করিতে লাগিলেন। সমাগত মহাত্মা ব্রাহ্মণ- ণ অগ্নিহোত্র কলত্র ও পুত্রগণের সহিত হামতি রামচন্দ্রের অনুগামী হইলেন। মন্ত্রী ভৃত্যবর্গ নিজ নিজ পুত্র বান্ধব পশু ও নুচরবর্গের সহিত হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহার শ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। রাঘবগুণরঞ্জিত হৃষ্টপুষ্টজনপরিবৃত নিষ্পাপ প্রকৃতিবর্গ সপরি- বারে পশু পক্ষী ও বান্ধবগণের সহিত হৃষ্টান্তঃ- করণে রামচন্দ্রের অনুগামী হইল। হৃষ্টপুষ্ট বানরগণ স্নান করতঃ সানন্দান্তঃকরণে শ্রীরাম- চন্দ্রের অনুব্রত হইল। বলিতে কি, তৎকালে কেহই ব্রীড়িত দুঃখিত বা দীনভাবাপন্ন হয় নাই, প্রত্যুত সকলেই হৃষ্ট ও সমুদিত হওয়ায় তাহা পরমাদ্ভুতের ন্যায় হইয়াছিল। যে জানপদ জনগণ প্রয়াণোন্মুখ রামচন্দ্রকে দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারাও স্বর্গলালসায় তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইল।

এইরূপে ঋক্ষ বানর রাক্ষস ও পুরোবাসিগণ পরম ভক্তিসহকারে শ্রীরামচন্দ্রের পশ্চাৎ গমন করিতে থাকিলে নগরমধ্যে ভূতপ্রেতাদি যে সকল অদৃশ্য প্রাণী ছিল, তাহারাও স্বর্গগমনের নিমিত্ত রাঘবের অনুগামী হইল। অধিক কি, চর, স্থাবর ও তির্য্যগ্যোনিগণের মধ্যে যাহারা রামচন্দ্রকে গমন করিতে দেখিল, সকলেই তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হওয়ায়, তৎকালে অযোধ্যামধ্যে উচ্ছ্বাসবিশিষ্ট কোন পদার্থই দৃষ্ট হইল না।

ইতি দ্বাবিংশাধিক শততম সর্গ ॥ ১২২ ॥

ত্রয়োবিংশাধিক শততম সর্গ।

এইরূপে শ্রীরামচন্দ্র অর্দ্ধযোজন অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক পথ গমন করতঃ পশ্চান্মুখে অবস্থিতা পুণ্যসলিলা সরযূনদী দর্শন করি- লেন। মহারাজ রঘুনন্দন প্রকৃতিবর্গের সহিত সেই নদীর সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করতঃ তদ্গতস্থ স্বর্গসোপানভূত কোন স্থানে আগমন করি- লেন।

অনন্তর সেই মুহূর্ত্তেই লোকপিতামহ ব্রহ্মা শ্রীরামচন্দ্রকে স্বধামে লইয়া যাইবার নিমিত্ত শতকোটী দিব্য বিমানে পরিবৃত হইয়া মহাত্মা দেবগণের সহিত সেই স্থানে সমাগত হইলেন। অনুত্তম ব্যোমতল স্বয়ম্প্রভ পুণ্যকীর্ত্তি স্বর্গি- গণের দিব্য তেজোময়রীচিদ্বারা সমধিক জ্যোতি- র্ভূতরূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল সুগন্ধ সুখপ্রদ পবিত্র বায়ু প্রবাহিত হইল এবং সুরগণমুক্ত রাশি রাশি পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল। অনন্তর রামচন্দ্র শত শত তূর্য্যদ্বারা সংকীর্ণ এবং গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণদ্বারা সংকুল সরযূসলিলে পাদসঞ্চালন করিলেন। তখন

অন্তরীক্ষ হইতে পিতামহ বলিলেন;—হে রাঘব হে বিষ্ণো! আপনি আমার ভাগ্যক্রমেই আসিয়াছেন; অতএব আপনার আগমন শুভ হউক। হে মহাবাহো! ভ্রাতৃগণের সহিত স্বীয় সনাতনী তনুতে প্রবেশ করুন; অথবা যে শরীর ইচ্ছা হয়, তাহাই পরিগ্রহ করিতে পারেন। অথবা হে মহাতেজা আপনার সেই বৈষ্ণবী [ঔপেন্দ্রী] তনু এবং সনাতন আকাশ (শুদ্ধব্রহ্ম) এই উভয়ের মধ্যে যাহাতে অভিলাষ হয় প্রবেশ করুন। হে দেব! আপনি যে অক্ষয়, অচিন্ত্য, মহৎ ও লোক সকলের গতি, আপনার সেই পূর্ব্বপরিগৃহীতা সর্ব্ববিষয়দর্শিনী মায়া ভিন্ন অপর কেহই তাহা জানে না।

পিতামহবাক্য শ্রবণে মহামতি রামচন্দ্র কর্ত্তব্যাবধারণ করতঃ অনুজগণের সহিত সশরীরে স্বীয় বৈষ্ণবতেজে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর হুতাশন পুরঃসর ইন্দ্রাদি দেবতা এবং সাধ্য ও মরুদ্গণ সেই বিষ্ণুময় দেবকে পূজা করিতে লাগিলেন। দেবর্ষি গন্ধর্ব্ব অপ্সরা সুপর্ণ নাগ যক্ষ দৈত্য দানব ও রাক্ষসগণ সকলেই হৃষ্ট প্রমুদিত ও নিষ্পাপ হইল এবং সুরপুরনিবাসিগণের সুমহান্ সাধুবাদ সমুত্থিত হইল। তৎপরে মহাতেজস্বী বিষ্ণু পিতামহকে বলিলেন;—'হে সুব্রত! এই জনসমূহের সকলেই যশস্বী এবং স্নেহবশতঃ আমার জন্যই দেহত্যাগ করিয়া আমার অনুগামী হইয়াছে, অতএব ইহাদের সকলকেই যথাযোগ্য লোক প্রদান করা আপনার কর্ত্তব্য হইতেছে।

বিষ্ণুর বাক্য শ্রবণ করিয়া লোকগুরু প্রভু ব্রহ্মা বলিলেন;—এই সমাগত প্রাণিনিবহ সন্তানক নামক লোক সকলে গমন করিবে। হে বিষ্ণো! তির্য্যগ্‌যোনিগত কোন জীবও যদি ভক্তিসহকারে আপনাকে চিন্তা করিয়া প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে সেও ব্রহ্মলোক হইতে পৃথক্ অথচ তাদৃশ গুণসমূহসমন্বিত সন্তানক নামক লোকে বসতি লাভ করিবে। দেবেশ্বর পিতামহ এই কথা বলিলে সকলেই আনন্দাশ্রুজলে প্লাবিত হইয়া সরযূর সেই গোপ্রতারতীর্থে প্রবেশ করিল। তখন সুরসম্ভূত বানর ও ঋক্ষগণ নিজ নিজ যোনি প্রাপ্ত হইল; অর্থাৎ যাহারা যে দেবের অংশে উৎপন্ন হইয়াছিল তাহারা তাহাতেই প্রবেশ করিল। বানররাজ সুগ্রীব দেবগণের সম্মুখেই সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করতঃ স্বীয় পিতৃগণকে প্রাপ্ত হইলেন। তৎকালে সমাগত প্রাণিগণের মধ্যে যাহারা হৃষ্টান্তঃকরণে সরযূজলে স্নান করতঃ প্রাণ পরিত্যাগ করিল, তাহারা সকলেই মানুষদেহ পরিত্যাগ করতঃ বিমানে আরোহণ করিল। অসংখ্য তির্য্যগ্‌যোনিগত প্রাণী সরযূজলে অবগাহন করতঃ জাজ্বল্যমানদেহ হইয়া সুরপুরে গমন করিল এবং তথায় নিজ নিজ দিব্য দেহদ্বারা প্রদীপ্ত দেবগণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। স্থাবর ও চরগণ সেই সরযূজলের বিক্লেদ প্রাপ্ত হইয়াও দেবলোকে গমন করিল। অধিক কি, ঋক্ষ বানর ও রাক্ষসপ্রমুখ যে সকল প্রাণী সমাগত হইয়াছিল তৎকালে তাহারা সকলেই সেই সরযূসলিলে দেহ পরিত্যাগ করতঃ স্বর্গে প্রবেশ করিল। অনন্তর লোকগুরু পিতামহও সেই সমাগত প্রাণিনিবহকে যথাযোগ্য স্থান প্রদান করতঃ হৃষ্ট ও প্রমুদিত দেবগণের সহিত নিজ লোকে গমন করিলে যৎকর্ত্তৃক এই চরাচর ত্রৈলোক্য ব্যাপ্ত হইয়া আছে সেই বিষ্ণুও পূর্ব্বের ন্যায় স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন।

ইতি ত্রয়োবিংশাধিক শততম সর্গ ॥১২৩॥

চতুর্ব্বিংশাধিক শততম সর্গ।

মহর্ষি বাল্মীকিকর্ত্তৃক বিরচিত ও পিতামহকর্ত্তৃক পূজিত উত্তরের সহিত বর্ত্তমান এতাবৎ পর্য্যন্ত এই মুখ্য আখ্যানই রামায়ণ নামে খ্যাত। ত্রিদিবধামে দেবতা গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণ হৃষ্টান্তঃকরণে প্রতিনিয়ত এই রামায়ণ কাব্য শ্রবণ করিয়া থাকেন। এই রামায়ণ নামক আখ্যান আয়ুষ্য সৌভাগ্যদায়ক, পাপনাশন ও বেদসদৃশ, অতএব পণ্ডিতগণ শ্রাদ্ধকালে ইহা শ্রবণ করাইবেন। ইহা পাঠ করিলে অপুত্র ব্যক্তি পুত্র ও নির্ধন ব্যক্তি ধন লাভ করিবে এবং যে ইহার পাদ-

পাঠ করিবে সেই ব্যক্তি সর্ব্ববিধ পাপ বিমুক্ত হইবে। যে মানব প্রতিদিন করিয়া থাকে সে ইহার একটিমাত্র পাঠ করিয়াও তাদৃশ পাপ হইতে মুক্তি করিবে। বাচক পরিতুষ্ট হইলে দেবগণ হয়েন, অতএব রামায়ণবাচককে বস্ত্র ধেনু দান করা কর্ত্তব্য। মনুষ্য এই রামায়ণাখ্যান পাঠ করিলে ইহলোকে লোকে পুত্র পৌত্রাদির সহিত সুখ করিবে। পূর্ব্বাহ্ণ মধ্যাহ্ণ অপরাহ্ণ বা সমাহিতভাবে এই রামায়ণ করিলে কখনই অবসন্ন হইবে না। শ্রীরামচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর রমণীয় অযোধ্যাপুরী বহুবর্ষকাল শূন্যা থাকিয়া ঋষভ র রাজ্যকালে পুনর্ব্বার জনসম্পূর্ণা র। প্রচেতোনন্দন বাল্মীকি ভবিষ্য ও ত এই আয়ুষ্য আখ্যান রচনা পিতামহ কর্তৃক অনুমত হয়।

ইতি চতুর্ব্বিংশাধিক শততম সর্গ ॥ ১২৪ ॥

অথ রামায়ণ বিধান।

পণ্ডিত ব্যক্তি রামায়ণ শ্রবণ করিয়া পতাকা শোভিত বিবিধ রত্নসংযুক্ত, নী-নিনাদিত এবং অশ্ব চতুষ্টয়যুক্ত হেম-মণীয় রথ দান করিয়া পয়স্বিনী ধেনু করিবেন। তদনন্তর অষ্টোত্তর শত গকে ভোজন করাইবেন। এইরূপ বিধান দারে এই মহাকাব্য রামায়ণ শ্রবণ করিলে যে নিশ্চয়ই ফলপ্রদ হয়, তাহাতে কিছু সন্দেহ নাই।

ইতি রামায়ণ বিধান।

অথ রামায়ণ শ্রবণবিধি।

রামায়ণ শ্রবণ করিয়া বাচককে দক্ষিণা ণ, ধেনু, বিবিধ বস্ত্র, কর্ণযুগলে কুণ্ডল, ঙ্গুরীয়ক, শয্যা, আসন, ছত্র, পাদুকা, কমণ্ডলু, ভূমি, অন্ন, তাম্বুল এবং লেহ্য চূষ্য প্রভৃতি বহুবিধ মহামূল্য ভক্ষ্য ও ভোজ্য প্রদান করিবে। সহস্র অশ্বমেধ ও শত বাজপেয় যজ্ঞ করিলে যে ফল লাভ হয় রামায়ণের এক অধ্যায় শ্রবণ করিলেই সেই ফল প্রাপ্ত হইবে। গঙ্গাদি সরিৎ ও প্রয়াগাদি তীর্থে স্নান এবং নৈমিষাদি অরণ্য ও কুরুক্ষেত্রাদি পবিত্র ক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করিলে যে ফল হয়, যে ব্যক্তি রামায়ণ শ্রবণ করিয়াছে, তাহারও সেই সমস্ত ফল লাভ হইয়া থাকে। ইহলোকে যে ব্যক্তি সূর্য্যগ্রহণকালে কুরুক্ষেত্রে সুবর্ণভার প্রদান করিয়াছে এবং যে মনুষ্য রামায়ণ শ্রবণ করিয়াছে, তাহারা উভয়েই তুল্য। যে মানব সমধিক শ্রদ্ধা সমন্বিত হইয়া এই রাঘবসম্বন্ধিনী কথা শ্রবণ করে, সে সর্ব্বপাপ-বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে মহর্ষি বাল্মীকিকর্তৃক বিরচিত এই আদিকাব্য শ্রবণ করিবে সে বৈষ্ণবী গতি প্রাপ্ত হইবে এবং তাহার পুত্র দারা সম্পত্তি ও সন্ততি সকল সম্বর্দ্ধিত হইবে; অতএব নিয়তাত্ম হইয়া সত্যবোধে ইহা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য।

রামায়ণ শ্রবণ বিধি সমাপ্ত।

শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণ সীতা ভরত শত্রুঘ্ন সুগ্রীব ও বায়ুনন্দনকে বারম্বার প্রণাম করি। যে যে স্থানে রামনামকীর্ত্তন হয়, সেই সেই স্থানে কৃতাঞ্জলিপুটে বাষ্পবারিপরিপূর্ণলোচনে অবস্থিত রাক্ষসান্তক মারুতিকে নমস্কার। যে সর্ব্বশক্তিমান্ রাম, রামভদ্র, রামচন্দ্র, রঘুনাথ ও সীতানাথ বলিয়া অভিহিত হয়েন, সেই জগন্নাথকে নমস্কার। এই পৃথিবীতে রামায়ণ-লেখক, রামায়ণ পাঠক, রামায়ণশ্রোতা এবং রামায়ণাধিষ্ঠিত রাজ্যে নৃপতিও মঙ্গল লাভ করিয়া থাকেন।

উত্তরকাণ্ড সমাপ্ত।

সপ্তকাণ্ড রামায়ণ সম্পূর্ণ।